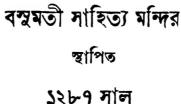
# सामक वस्रा

২৪শ বর্ষ-দ্বিতীয় খণ্ড









সম্পাদক শ্রীশাসিনীসোহন কর

# সূচীপত্র

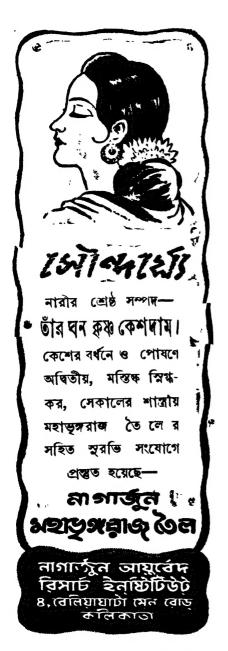
২৪শ বর্ষ ] ১৩৫২ সালের কান্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [ ২য় খণ্ড

	বিষয়	<b>লে</b> খক	পৃষ্ঠা		<b>ৰিষ</b> শ্ব	লেখক	পৃষ্ঠ
3	বিভা:			88	ব্দস্ত তলোয়ার	শ্রীদাবিত্রীপ্রসন্ন চটোপাধ্যায়	828
	रेमश्क	শ্ৰীগন্ধনীকান্ত দাগ	ی	801	মিশ্র-রাগিণী	বিমলচন্দ্ৰ ঘোষ	820
1	বেদিয়ার গান	বিমলচন্দ্র ঘোষ	8	891	श्वरहाद प्रम	🕮 হত্বণ সরকার	808
i	মৃত্যু-জন্ম	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	۵	891	পাহাড়ে সন্ধ্যা	ওদ্ধসন্ধ বস্থ	8७।
1	<b>সাগ</b> ৰ	স্নীলকুমার গলোপাধায়	<b>9</b> 9	86 ;	চোরা বালি	গোবিশ চক্ৰবৰ্ত্তী	88
1	শেষ অধ্যায়	শ্ৰীমধু বৰ্মা	8 •	85 1	<b>हिः</b> मा	শ্রী সবোধ বায়	888
1	খোলা ভলোয়ার	গোবিন্দ চক্রবর্তী	8 &	4.1	গান	শ্রীউপেক্সচক্র মলিক শ্রীমণীক্র দত্ত	80
ŧ	গান	অমল ঘোষ	6 7	251	এ কেমন দেশে	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8 %
1	গান	কানাই সামস্ত	90	421	কালো মেয়ের পান	পীযুৰ বন্দ্যোপাধ্যায়	89.
1	একটি সনেট	শ্রীভাস্কর দেব স্থানীল ঘোষ	90	001	প্রশক্তি	কিবণশক্ষর সেন্তপ্ত	87
1	মেয		222	681	নীরব পরিচয়	প্রভাতকুমার মুখোপাধায়	Q .
1	একটি কবিভা	জ্যোতিরিক্র মৈত্র	268	aai	<b>ডাক</b>	মঙ্গলাচরণ চটোপাধ্যায়	Q · v
1	মাধ্যমিক অভ:পর	শ্বমিতাভ ঘোষ বিমলাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়	26.P	251	একটি সবুজ বাতে	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	۵,
1	व्यक्तपत्र <b>मा</b> हेक दव	<b>क्रम</b> च ंदान विमन्ता समाम मेंट्या मानास	24.0	291	জয়তু নেতাজী	শ্রীগজেক্সনাথ কম্মকার	a 3
i	इंडिमान	শ্রীঘণান্দ্র দত্ত	26.	ולה	নর-বানর ছোট ছোট	ঐকুমূদ্রজন ম(লক	a s
i	চলে যাই	ইবৈজকুমার গুপ্ত	262	c <b>&gt;</b> 1	ছোট ছোট শ্বাধীদের মন	বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র	40
,	কণ্টক	<b>अ</b> क्पूपत्रक्षन महिक	225				
,	হে বনম্পতি	স্বোদ্ধ বন্ধ্যোপাধ্যায়	5 ° C	-21	ছুটি	অজিত দত্ত	a a
1	আম্বা এদেছি	श्वाच पटना। गायाच स्वत्र एके किंकिया	۲۰۶ ۲۰۴	७२।	ক্ৰিক্থা	অমিয় চক্রবর্তী	aa
	মুহূর্ত-বিলাস	গোপান ভৌগৈক		<b>€</b> .	আলো নিরালোক জনবুলের প্রতি	জীবনানন্দ দাশ বিমলচন্দ্ৰ ঘোষ	<b>a</b> a
			5.7	481	ৰণ্ণু-গদ আভ নেতাজী	শ্বনগতর ব্যাস শ্রীহেমে <u>ক্র</u> কুমার রায়	લક
1	পেত,নি বুড়ীর নাত,নি মনে এই আশা	বিম্লচক্ষ্ৰ ঘোৰ	२२७	901	নেভাল। প্রাচীন পারসীক হই <b>ভে</b>	প্রমথন'থ বিশী	62
1	মনে এহ আশ। হেমন্তের গান	শ্ৰীকঙ্গণাময় ব্স্প <b>ভন্দ</b> গৰ বস্থ	२७२ २७१	• • • · · ·		অন্তব্য ব । বলা ব্ৰবীন চৌধুৱী	a b
' 	শিক্ষিত	অমিয় চক্রচন্ত্রী	२७৮	991	ভূমিকা ই-ই	•	
1	ি। লভ বিনিদ্রিত	অক্সিত দ <b>ত্ত</b>	293	1 5 m	উদ্ভট কবিত। আকাশ	শ্রীমহাদেব রায় প্রসাদ মিত্র	43
	াবালার হ পারমাণ্যিক			90	তুই কপ	গোপাল ভৌমিক	w >
1		বিমঙ্গচন্দ্র ঘোষ	5 P o	931	নিত্ৰে' মজুবদেৰ গান	নবেন সেনগুপ্ত	<b>\$</b>
1	অনিকাৰ	জীবনানন্দ দাশ	२४४	921	গাঁৱের গান	শাংস্ত পাল	<b>6</b> 8
1	मुङ्काळव	গোপাল ভৌমিক	₹ 3 ₹	9: '	ভ্ৰমণা	অমিয় চক্রবন্তী	9 "
1	<b>ब</b> हे गिंह	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	٠٠٩	981	<b>গাঁ</b> থান্ত	অৰুণ মিত্ৰ বিমলচন্দ্ৰ ঘোষ	9 º
ı	হাদি-কারা	শ্রীকালীকিশ্বর সেনগুপ্ত	67 <b>9</b>	961	় ? ! কোনো ইনটে <del>কে</del> চুয়োল		93
İ	নিকোলাই নেভাগোডের	চাঝিট কবিতা ধ্যি'হ, নরেন <b>সেনগুগু</b>		991	চূৰ্ণিকা	জ্যোভিবিন্দ্ৰ মৈত্ৰ	۹۵
		થી નિષ્મજાદ <del>ન</del> દાંછા <b>ભા</b> ષાય	७२०	951	ज्ञान हिन जनम हिन	স্থনীলকুমার গঙ্গোপাধার	94
!	জনান্তিক		७२७	951	প্রত্তীক্ষা	রবীক্রনাথ ভটাচাধ্য	94
1	গান তুপুরে	শী উপে জ্রচন্দ্র মল্লিক অমল ঘোষ	७८२	b • 1	জাগ্ৰত জনবল	শ্রীসভ্যসাধন মুখোপাধ্যার	18
1	খ্যু-স আবার প্রভাত	বিমূল দাস		631	গান	<b>अ</b> डेर् <u>शस्त्रक</u> मिक्क	14
	ক্ৰিয় খেয়াল		<b>७</b> 8२	531	একটি পুরোনো চীনা ক		90
1	কাৰ্য বেয়াল স্থপ্ন <b>শে</b> য	শ্ৰীকালীপদ চৌধুনী শ্ৰীকৰুণাময় বস্ত	७८७ ७५१	1 501	यांजा	অৰুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যার	96
	পরিহাস	আৰুল কাদেম মহতাবৃদ্ধীন	৩ ৭ ৪	<b>68</b> 1	উন্তট কবিতা	শ্রীমহাদেব রাষ	94
1	াম্বল পোলের ওপর ৫ই মাঘ	প্রেমেক্র মিত্র		641	ধাৰ	শ্রীপরিমল রায়	9.5
			84.	1 6.4	পাহাড়ের কোলে	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	99
1.	প্রেমের কবিতা উপ্তর্	বৃদ্ধদেব বস্থ	857	671	হে বাজকভা	গোবিদ্দ চক্রবন্তী	96 <b>9</b> 6
!	উপতার	অমিয় চক্রবর্তী	822	bb 1	কারা দীকা :	আহসান হাবিব কিৰণশঙ্কৰ সেনগুপ্ত	br∘
1	রাত্রি আর অন্ধকার	শ্ৰীষভীপ্ৰনাথ সেনগুপ্ত	850	421	ग । नग	জীদীৰ ভাষতীৰ্	-

## স্চীপত্ৰ

	বিষয়	- প্রায়ন্ত্র জন্ম কর্মনার কর্ প্রায়েশ্য কর্মনার কর	9형l		বিবন্ধ	শেখক	જુકે( -
	প্ৰক ঃ—			801	স্থভাচক্রের অভিভাষণ		8 • 8
31	শুরাভন খাতার এক পা <sup>ত</sup>	চা <b>⊄</b> ৰ্থ চৌধুৰী	5	88 1		াথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৮	. 489. 9.5
٠ ٦ ا		~	, 286	84 1	(e	_	, 667, 904
91		ক্তিৰ ভটাচাৰ্যা	. 18	8.5	কোৰিয়া		843
	ভারতীয় চিত্রকলার ছায়া	•	34	891	ভারতের পতঙ্গ-জনিত ম	হামূারী_	
8		ভভেন্ম বোষ	૭૨			জীঅনিলকুমার বন্দ্যো	পাধ্যায় ৪৩৫
e i	আদিম মানস		, <b>२</b> ०७	. 85 1		শ্রীনিথিলচন্দ্র রায়	803
<b>49</b>				82	•••	অমল খোন	884
11	হীনম্ভতা চিত্ৰগু			4 • 1	বীঃভূমের কবিওরালা	শ্রীগোরীহর মিত্র	887
61	• • • •	পালচন্দ্ৰ নিয়োগী	a b	621	চোৱাবাজাবের টাকা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার	849
<b>à</b> 1		ল বল্যোপাধ্যায়	4	43	পুষ্পত্ৰগং—অৰ্কিড রাজ্য		865
2.1	আইনষ্টাইনের অপেক্ষবাদ		45 3	001	কুপার্ট ক্রক্	গ্রীসমর সরকার	861
221		াাকনাথ শান্ত্ৰী ৬৮, ২৩৬	, ৩৩৫	68	আচাৰ্য্য স্বামী প্ৰণবানন্দ	একুমার বন্দ্যোপাধ্যা	
25	হিটলারের সময় জার্মাণী			a a 1	ন্মভাষের সং <del>স</del> ্থ বারো বছ		
		শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবন্তী	12	a to 1	হজরং পাত্যা	শ্রিযোগেন্দ্রনাথ ওপ্ত	ere
201	সোনার পাথববাটি	শ্ৰীক্ষতীশচক্ৰ চটোপাধা	য়ি ৭৪	91	সোভিয়েট নাট্যশালা	গৌরচন্দ্র চটোপাখার	4.2
781	কালান্তবের ছন্দ	বিনয় গোষ	276	er 1	যদি বলি	ख्राताम घरकाभागाय	425
30 1	সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাস	স্থানী চিদ্ঘন'নন্দ ১৩৭	, २५१	a 5 1	ক্ৰিক্শ	শ্রীনুসি হদেন ব্ <b>ল্যোপ</b>	
£24 1	<b>গল-</b> সাহিত্যের ইতিহাস	শ্রীদতাভ্যণ দেন ১৫৮	, : 55	• • 1	শিক্ষা ও ম'তৃভাষার সেব		* 450
391	মণিপুর ও মণিপুরের রাস	<b>মূত্য মণিবৰ্দ্ধন</b>	202	931	ভৃতীয় সাৰ্বভৌম সংখাম	শ্ৰীশশিভ্ষণ মুখোপা	
361	সাহিত্যের সংজ্ঞা	শ্ৰীৰশিভ্যণ দাশগুপ্ত	<b>&gt;9</b> ₹	७२ <u>।</u> ७७ ।	ভারতীয় সঙ্গীত সাংখ্যকারিকায় বেদান্ত	শ্ৰীশচীকুনাথ মিত্ৰ স্বামী চিদ্⊍নান <del>স</del>	<b>481</b>
35 1	দেশলাই	<b>অ</b> কিত দত্ত	240		ভারতের বৃহির্বাণি <b>জ্ঞাে মু</b> ণে	•	~00, 11F
२•।	চীনা কৃষক	স্থা:ভবিমল মুখোপাধাা	ष ७५१	· 68	कायर क्षेत्र वाक्तानरस्य पूर	ৰ্থ আভালবা শ্ৰীগোপাল নিয়োগী	£45~
२५।	আদিম কালের পুস্তক ব্য	কো ইনীমোহন মুখোপাধ্যায়		501	<b>বা</b> নী	ব্যঞ্জম ১ প্র	453
	আমেয় ভা <b>র</b> ভীয় ব্যাহ্ণ-ব্যবসায়ের		22.	661	যন্ত্ৰ	শ্রীবাম শান্তী	996
२२ ।		-		•	গৰু :		
		ীপ্রসাদ সাক্র	770	7 1	পাগ্;ার মৌরি	শ্রীহেমেক্রকুমার রায়	•
२७।	-	জনাথ সিংহ	229	<b>२।</b>	প্রেক্যা আরাহলীর আড়ালে	সনুদ্ধ কোভিশ্বয়ী দেবী	>5 >
581	মীর সৈয়দ আলি ওুমুখল			8 1	আন্তবাল পবন্তর গল	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	78.
201		গ্যস্থার শ্যস্থার (১৯৮৮)	২৩•	2 1	জন্মতে একটি দিন (ভ্ৰমণ		344
291	বাংশার লোকদেবতা ও বে	· ·			ভর দোষ কি ?	আমিত্র রহমান	267
			, 629	9 1	বাঁধ	বিজন ভটাচার্ঘ্য	747
२७ ।			507	61	জামাই-যঠা.	বার বাচাহর থগেজনা	
२१। २৮।	বাণী ববীন্দ্রনাথের চিঠি	স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৬, ৩১•, ৫৩৮	₹ % €	3 1	দিব্যদৃষ্টি	ক্ষধাংওকুমার গুপ্ত অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত	<b>२</b> २8 -
-				721	অপরাধ কে ও কী	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যা	২৭২ য় ৩১৪
२३।	পণ্টুর অহিংস সাধনা	<b>এউপেন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যার</b>			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	635, 665
٠٠ <u>ا</u>	বাংলার নাচ ও উদয়শঙ্কর	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	<b>२</b> ४५	186	দসভূ ট	ননী ভৌমিক	600
160	সৰ্পসাধনাৰ ব্যাপ্তি	গ্রীবোগানন্দ বন্দচারী	७०५	201	সংসার	আশীৰ বৰ্মণ	<b>७8</b> €
७२।	পাণ্ডুয়াৰ ইতিকথা	<b>জীত্রধীরকুমার মিত্র</b>	०२ऽ	78	বাণী ছায়া	শ্রীমেঘেদ্রলাল স্বায়	900
001	শকাদই বুদান	শ্রীতকুমার দেব	७७१	20 l	ছোট বড়ো সদাশয়	রায় বাহাত্র থগেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রধাংউকুমার গুপ্ত	११४ व्या
98	ভেক্স্ক্রিয়তা ও প্রমাণ্র	·	<b>080</b>	391	থুশ্নজরজী	<b>ब्ह्या</b> जिन्न श्री (पर्वे	625
00 1	বাণী	শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায	CA7	361	ভাঙ্গা চাদ	স্বৰাজ বন্দ্যোপাধা;র	233
001	<b>ট</b>	<b>चामो</b> को	७५२	35 1	জন্মাস্তব	নারারণ গঙ্গোপাধ্যায়	498
991	d market and a	নেতাজী	920	२•।	ৰু মৰ্গেৰ হত্যা <b>কাও</b>		277, 725
<b>6</b> 1	রাসবিহারী	শ্ৰীপঞ্চানন প্ৰামাণিক	078	521	2	জীলৈলেন্দ্ৰনাথ গ <b>লোপা</b> । জীলানে সম	
8 - 1	জয় হিন্দ কেন খদেশ ত্যাগ করিলাম	I MATTER IN	939	२ <b>२</b> ।	বিশুমাত্র	লীগীতা বন্ধ জিল্লাস চক্ৰমৰ্থী	<b>+13</b>
851	क्वववार्ष द्वक गर्डानव উद्य		074	२७।		শিবরাম চক্রবভী প্রভাত মুখোপাধ্যায়	9 • 8 9 8 •
851	ক্ষরতাত প্লক গঠনের ডক্ষে ছাত্রগনাকের প্রতি স্থভাব্য		8.0	<b>२</b> 8 । २ <b>€</b>		श्रीबादिमध्य मन्नाहार्य।	\$•\$
- • •	म ⊣ासारमान च्या कि व्यंद्रायण		1		1: /44	•	• •

	বিবর	<b>লেখক</b>	<b>शृ</b> ष्ठी		विषय	দেশক	পৃষ্ঠা
T	জন ও প্রাকণ:	•	50.	C T	চাটদের আসর :—	4-144	Sei
31	<b>क्षेत्रा</b> धन	নীলিমা দেবী	76		বাঁটকুল মৃক (গল্ল)	শ্ৰীহৰগোপাল বিশ্বাস ১৩	. 578
21	আমানের শিক্ষা	অকণা সরকার	96		বিষ্ণুগুপ্ত	<b>बीद्रविनर्छक ১७,</b> २১৮,	
• 1	নারীরে আপন ভাগ্য জয় করি		<b>b</b> 2	` '		843, 664	
8 1	বিবাহিত জীবনের সাফল্য কিং		285	७।	চাদের দেশে ঝড়	শ্রীমণীক্র দত্ত	24
41	মুধমগুলের স্বাস্থ্য	भावती (पती	<b>२</b> 8२	8 I 4 I	ম্যাজিকের খেলা যাত্ত্বর	যাছকর পি, সি, সরকার ঐ	44 259
	একটা ছবি (কবিভা)	লিসি ব্যানাক্ষী	२8७	61	যাদের মৃত্যু নেই	রঞ্জিৎ সিংহ	२२०
91	নারী (জাপান)		२६७	11	লিওনার্ডো-লা-ভিন্চি	গ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক	cer
b- 1	ভৱ নিশীথে (কবিতা)	শ্রীক্ষচিরা বস্থ	₹8¢	41	অছুত বকা	অঙ্গকুমার ঘোষ	es>
51	নাবীর অধিকার	অক্সভী সেন	৩৪৭	21	থোকা vs মালী	সুহাসচন্দ্র মলিক	<b>७७</b> •
3.1	আমাদের শিকা	পাকল সংকার	480	2.1	ব্যাবিশন বিজয়	বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬৬৽
331	ক্ <b>প</b> চৰ্চ্চা		.04.	221	এক মিনিটের গল		, 8b°,
321	नावी ( होन )	962,			নরস্কর সভাস্কর কথা	৬৫ <sup>০</sup> জী <del>ঞানাম কিবল বস</del>	
201	মৃত্তি	আশা দেবী	948	251		অভাভাভাক্যন বস বিভা ) শ্রীগঙ্গারাম চৌধুরী	Ø#8
78 1	ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ শিক		848	28	ঝড়ের রাতের সাঞ্চ ( क নেতাজীর গল	-,	७७8 8 <b>१</b> ७
30 1	শেষ চাওয়া (কবিভা)	শ্রীরুপতা সেনগুপ্তা	824		বুড়ির ঝুড়ি (কবিতা)	গল দাহ	
. 201	ববীজনাথের গান	ভীকির <b>ণশী</b> দে	839	201	<b>—</b> . — —	অভিতৰ্ভ উপক্তাস )	890
- 511	ভালবাস৷ (কবিতা)	ঞ্জীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়		. 5.51		গ্ৰনজ্ঞান / হেমেক্ৰকুমাৰ বায় ৪৭৬, ৬৫	100
. 341	মালয়ে সাড়ে তিন বছর শ্রীবে			591	ভাং বং চং	কুমারী মঞ্জী মুখোপাধ্যায়	
35 1	· ·	তী নমিভা ভগুা	७२৮	361	আণ্বিক বোমার দানবিং		
₹•1	স্থামিস্ত্রী		•••			সুহাসচন্দ্ৰ মঞ্জিক	81.
231		কবিভারাণী চক্রবর্ত্তী	603	22	পৌরাণিক (কবিতা)		827
44 1		ष्यां मा (मदी	<b>&amp;</b> 08	२•।	বস্থ	শ্ৰীইন্দিরা দেবী	464
२७ ।		শ্রীনিকপমা পাল	<b>e</b> < 8	1 65	উম্ভিষ্ঠত (কৰিতা)	~	667
281		শ্রীমতী কচিরা বন্ধ	७८१	२२।	দক্ষিণ মেক্স অভিযান	<u> </u>	**?
201		<b>बिथमीमा एडा</b> ठार्या	969	१०।	মুৰগীচোৱেৰ কাহিনী	বীরেক্রকুমার ঘোষ	4.55
२७।		ष्याना प्रवी	966	188	সবিভার গল ( কবিভা )		<b>660</b>
291	আধুনিকা বধু ও শাক্তড়ী	অমিয়া দেবী	966	261	দুখ্যি ছেলে	শ্ৰীউমেশ মলিক	96 <b>6</b>
२৮।	অরণ্যানী (কবিতা)	ক্শপ্রভা ভাহড়ী	990	261	ভীতু ছেলের কাগু	গৌৰচজ্ৰ চটোপাধ্যায়	147
231	च्यानव	<b>बी</b> रगीबीबानी (मबी	990	२१।	<b>সাবালিকা</b>	কুমারী মঞ্জী মুখোপাধ্যা	1 12.
		-10 (1914) 11 0 (1)		२५।	य चाला यात्र ना लचा	মনোজ সাক্তাল	177
	উপস্থাস ঃ——			521	বাঁশী (কবিতা)		133
31	দৃ <b>ষ্টিপাত বা</b> যাবৰ	59, 5e•, ₹5¢,	. 6•9, . 6•5	e. 1	নৃতন পাঠ্ (কৃবিতা)	হেমেন মলিক	151
۹1	রাত্তির তপতা পজেক্রতুম		•	1	वाष्ट्रा-त्रोक्तर्यः :		
۲ ۱	भावित्र काका प्रविद्यार्थन	(* °°, 464		21	রোগা ও মোটা	পশুপতি ভটাচাৰ্য্য	۵٠
91	খৰ্গাদপি গৰীৰদী 🚨 বিভৃতি			21	~	দের ছান শ্রীপ্রণবানন্দ ভটা	
		७२८, ८७०, ৫५२		०।	ब्याधिव व्यवनान	শ্রীশনিক্মার বন্যোপাধ	
8 1	•		, २ • •	8 1	ল্লান	শ্রীঅতুসকৃষ্ণ পাল	२७८
e 1	দি ৩৬ আর্থ শিশির যে	গনগুপ্ত অয়স্তকুমাৰ ভাগুড়ী		• 1	चार्यसम् ज्या-विकान		
		53. 527 828 4.8	•	اف		শ্ৰীণান্তি পাদ	٠,٥٥
• 1	বড় ও বরা পাতা তারাশক		, 455		ান-জগৎ—	<i>७৫</i> , २००, ७8७, ७३	
11		ঘোষাল "	160	्र <b>ञा</b> र	জ্ঞাতিক সারা <b>স্থ</b> ি	5—তারানাথ রায় ১২৬, ৩	
	নাটক :			(22) A	-অর্ঘ্য — `	) <b>ર ૯,</b> ૨૫	18, 936
3 1	বিবাহ 🛨 অর্থ 💆	ইবামিনীমোহন কর	88		n- <b>ब्र</b> ा-	, , , , ,	,
٠ ١		বৈজন ভটাচাৰ্য্য	138	640		,	1., 5.0
` '		कार्यामाथ हक	105		_	25, 263, epo, 620, w	



রসশালা-দমদম ক্যাণ্ট











## গৃহত্বের প্রয়োজনীয় মশারি।



মণারি ব্নন অভি উৎকৃষ্ট এবং থ্ব মজব্ত ও টেকনই, চার কোণা ও কুচিদেওয়া। সাইজ— ৬× এ০ × এ০ কুট সাধারণ ৭, উৎকৃষ্ট ৮০. শেখ্যাল ১০০, ৬× ৪× ৪ কুট মূল্য ৭০০, ৮০০, ১১০০, ৬০০ × ৪০০ কুট মূল্য ৮০০, ৯০০, ১২০০; ৭×৫×৫ কুট মূল্য ১১/১০, ১২০০,

১৪µ০; ৭া০ × ৬ × ৬ ফুট মূলা ১৪৸০, ১৫৸০, ১৭৸০; ৮া০ × ৬া০ × ৬া০ ফুট মূলা ১৬া০, ১৭৸৸০, ২০৸৸০ আনা। মা: ১া০। ৩টি লইলে মাঃ ফ্রিঃ। কেবল শেখাল অর্ডারে ১টী বোক্তগোল্ড নিব সহ ফাউটেন পেন বিনামূল্যে পাইবেন।



বাংলা ও ইংরাজী পকেট প্রের গ্রুমর বদিয়া নাম ঠিকানা, তেবেল, নুচিঠিপত্র, প্রোগ্রাম প্রতি-উপহার ছাপা হয় নুম্মা ২১ নং ২০১২ বং ৬১

পেখাল ৪১, উৎকৃষ্ট ৫,। মা: ৮৮৮। ২টি কদুখ হাতথড়িও ২টী লাইট ফ্রী পাইবেন। ঠিকানা—দি ফ্রেফ কমারশিরাল টোর। (বি) পো: বলু নং ১২২১৬ কলিকাতা। নকল হইতে সাবধান ৫০ ্টাকা পুরস্কার নকল হইতে সাবধা

## বিস্ময়কর শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধযন্ত্র

(Govt. Regd.)

১। বলীকরণ যন্ত্র—যে কোন লোককে শত্রু অথবা মিত্র, পুরুষ অথং
নারী ষাহাকেই আপনি বলীভূত করিতে চাঙ্কেন, তিনি ঘতই কঠি
স্থান্তর বা গর্কিত হউন না কেন, ইহা খারা তিনি আপনার সম্পূ
বলীভূত হইবেন মূল্য রোপ্যের ৩, থাটি সোনার ১০, তামার ২, ।
২। লক্ষ্মী যন্ত্র—ইহা ব্যবহারে সকল হুট গ্রহ দূব হয়। বেকার ব্যক্তি
গণ চাকরী পায়, চাকুরীয়াদের পদোয়তি হয়, ব্যবসায়ে লাভ হয়
লটারী প্রভৃতিতে সাফ্স্য লাভ ঘটে এবং মাসুসকে ভাগ্যবান করে
মূল্য রোপ্যের ৩, টাকা, থাটি সোধার ১০, টাকা, ভামার ২, টাকা

এই যন্ত্ৰগুলি শান্ত্ৰোক্ত এবং পরীক্ষার পর বিশেষ ক্ষকসঞ্চদ বলিং প্রমাণিত হটয়াছে। যিনি ঐগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিছে পারিবেন, জাঁহাকে ৫০১ টাকা পুরস্কার দেওয়া হটবে।

**জ্রিকাসরূপ কামাখ্যা আজ্রম** ৬নং পো: কাট্রীসরাই, ( গরা

#### ভাৰত ভৈষ্ণজ্য বিত্যান অত্যাশ্চমা আৰিক্ষাৰ ডা: দন্তের

## ভেজিটেলন ইয়ান্সন্



RAD & বাধক এবং অনিয়মিত স্থাতুলাবের গাারানিযুক্ত একঘঞ্জ প্রাত্তিধক ঔষধ ।

৪০ বংগরের পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত মুল্য ১ মালর উপস্থোগী ঔষধ ৫ , মান্ন ্তি: পি: চক্ত

প্রচন্তল ডা: ডি,এল দত্ত এও সর্ দেকের মেডিকাল টোর: শালগাড়ীয়া,পাবনা (বেরুন)

## ভারত ভৈমজ্য ভাণ্ডারের লুগুরুর ডা: দুভের্ দিশুদ্ধ সাখন মলম



REGD. NO.112. তুল, কোড়ো এবং TRADE MARK থাবতীয় ক্ষত রোগের গচন নিবারক ব্যাণ্ডেন্ডের ঔষধ (ITIS AN ANTISEPTIC DRESSING MEDICINE) শরীরের যে ক্রানত বিকলাক্রে ইয়া মার্লিশ

রায় ৪০ বংসরের ধর্মান্থের ও ক্রম পান্ধরের মধ্যে ব্যবহত হয়। ইয়ার আন্তর্ভারক প্রয়োগর ক্রম

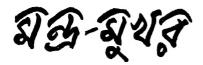
মূল্য বড় প্রট ১০৮ ডি: পি: **ষতন্ত্র** প্রচারক ডা: 'ডি. এল দুর এও সর্ব দেৱেন্দ্র অভিকানে ষ্টোর:শানগাড়ীয়া,পাবনা,(বি**সুন্**)

কলিকাভা ইবিষ্ট: নিউ বেলল কাৰ্সাসী, ৭২।২, ল্যালডাউন রোড, কলিকাতা।

নবীন কথা-সাহিত্যিকদের অগ্রণী

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অভিনব রাজনৈতিক উপস্থাস



ৰাংলা সাহিত্যে আগষ্ট-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত প্রথম পর্ণাঙ্গ কাহিনী শক্তিমান কথা শিল্পীর বিশায়কর লেখনীতে গণ-বিপ্লবের ছঃসাহসিক কথাচিত্র

দাম--ছু'টাকা

## প্রগতি প্রকাশনী

১৮ পটলডাঙ্গা খ্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞান ভিজ্ঞুর গোপাল শান্তীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান গ্রন্থমালা হিন্দি পরিচয় ১। কি ও কেন ঘরে বসিয়া হিন্দি শিখিবার ২। বিচিত্র এই স্বষ্টি ১।০ ৩। অভুত কথা 310 ৪। কারিগরের च्यांभी नग्रानमखीद বাহাগুরি >10 পরলোক রহস্ত । একাও কি প্রকাপ্ত 210 (इटलटाइ क्य ग्र ৬। প্রাণের জ্যোত 310 প্রীপূর্ণশালী দেবীর ৭। অভি পরিচিত্তের পরিচয় 310 নতের পথিক ৮। সবুজ কি অবুঝ १১।০ श्वामी खँडाद्रियंशान (सन्द्र »। श्रानी-जगर ভপকুমার ১০ ৷ বিজ্ঞলীর কীঞ্জি ১০০

> বেছল ম্যাস এডুকেশন সোসাইটি ৯৯৷১এফ কর্ণভয়ালিশ খ্রীট. কলিকাতা

শকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

## **দংস্কৃত দাহিত্য গ্ৰেছ্মালা** শ্রীরাঞ্চশেখর বসু কতৃ ক অনুদিত কালিদাসের মেঘদূত

মৃল, অমুবাদ, অম্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টাকাসংবলিত ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ॥ यमा (पण गिका

মেঘদুতের অনেকগুলি বাংলা প্রা**মুবাদ আছে।** পতানুবাদ যভই স্তর্রচিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবালম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অমুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথায়থ প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি লইয়া সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না, অথচ মূলরচনার রসগ্রহণের জক্ত অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্ম এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলাসুধায়ী অসুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অমুবাদে সমাস-বহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্ম পুনর্বার অন্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুই প্রকার অমুবাদের সাহায্যে **সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ** পাঠকও মূল শ্লোক বুঝিতে পারিবেন।

ত্রীর্থীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

## অশ্ববোষের বুদ্ধচারত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকা**শিত হইল ॥** ম্ল্য দেড় টাকা

অথঘোষ ঐষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে বুদ্ধচরিত অশ্বঘোষের য়রোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর করিয়াছে—ভাঁহাদের মধ্যে কেই কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপ্র্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইংরেজি, জম্মন, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদি পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে—কিন্তু বোধ হয় হিন্দি বাতীত আর কোনো ভারতায় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।



310

no

no

२, विक्रम ठांग्रेखा द्वींहे. কলিকাতা



# কাশি তিৱোধ করুন 1

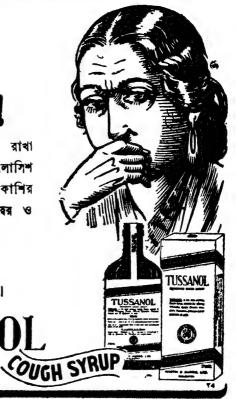
সামান্ত কাশিও গোপন করা বা চেপে রাখা কর্ত্তব্য নয় ব্রহ্মাইটিস্, টিউবারক্যুলোসিশ অথবা খাসনালীর প্রদাহ—যা থেকেই কাশির স্ত্রেপাত হোক না কেন, নিরাপদে, সম্বর্ধ ও আরামজ্বনক উপায়ে

টাসানল

ব্যবহারে তা নিরাময় করুন।

# TUSSANOL

MARTIN & HARRIS, LTD.



## বর্তমান পরিস্থিতিতে

নিরাপদে টাকা আমানতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

# मि छशनी गाञ्च निः

৪৩নং ধর্মতলা খ্রীট, কলিকাতা

ফোন ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

২৬-৪-৪৬ তারিখের হিসাব:-

আদায়ীক্বত মূলধন ( অগ্রিম জমাসহ ),

नामाप्राक्ष्य मूलायन ( आधान अमानर)

ও সংরক্ষিত তহাবল

৩৩,৭৭,000

নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি

२,89,७२,000

আমানত

7000,50,60,8

কার্য্যকরী মূলধন

,000,000,000,

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত স্কদিনের নিশ্চিত নিদর্শন। नकल इहेट जावशान

# नाका ठूल काँठा रश

( গভৰ্মেন্ট বেজিষ্টার্ড )

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের সংগ্রিত সেনট্ট মোহিনী তৈল ব্যবহারে সাদা চুল পুন্রায় কাল হইবে এবং উ ৬ বংসর প্রান্ত স্থায়ী হইবে। তল্ল কয়েক গাছি চুল পাকিছে ২০, উহা হইতে বেশী হইলে এ। আর মাধার সমস্ত চু পাকিয়া সাদা হইলে ৫ মূল্যের তৈল ক্রয় কক্ষন। ব্যর্থ প্রমাণি হইলে বিশ্বপ মূল্য ক্ষেত্রত দেওৱা হইবে।

দীমরক্ষক ঔষধালয়, No. 26, পো: কাতরীসরায় (গরা

# ব্যাধি

জটিল, ছ্রারোগ্য ও ছ্শ্চিকিৎ ভ হইলে এক মাত্র "দৈ শক্তিই" রোগীকে ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি দি পারে। রোগার বিশেষ বিবরণ পত্র হারা জানান আমরা রোগমুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করি। পত্রাদি গোপরেরাখা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দে য়্যাস্ট্রলজিক্যাল রিসার্চ্চ ইন্স্টিটিউট অধ্যক্ষ-শ্রীপঞ্চানন জ্যোতীরত্ব কাব্যতীর্ব চাতরা, জীয়ামপুর (বেঙ্গল)।



২৪শ বর্ষ ]

কাৰ্ত্তিক, ১৩৫২

[ ১ম সংখ্যা

## প্ৰমণ চৌধুমী

গাঁত বৎসর Croft সাহেব তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে লিথিয়াছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের Graduateদিগের হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনরূপ উন্নতি হইতেছে না
—এবং কখনও যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের নেতা হইবে এরপ কোনও সম্ভাবনা নাই।

কথাটা আমাদের পক্ষে যে খুব আশাজনক তাহা নহে হুতরাং সহজেই অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু এক টুখানি ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে কথাটা বিশেষক্সপে সত্য।

আধুনিক ইংরাজি শিক্ষার ভিতর যাহাতে আমাদিগকে সাহিত্য রচনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত করিতে পারে এরূপ অনেকগুলি কারণ বিভ্যমান আছে।

প্রথমত:— যে ভাষায় লিখিতে হইবে সে ভাষাটি ভাল করিয়া জানা আবশ্যুক কিন্তু আমরা কেইই বাংলা ভাষা ভাল করিয়া জানি না, জানিবার চেইছি করিনা। আমরা ষে ভাষায় কথা কই ও যে ভাষা সর্কদা শুনতে পাই তাহা বিশুদ্ধ বাংলা কিন্তা বিশুদ্ধ ইংরাজীও নহে—তাহা বাংলা ও ইংরাজীতে মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ি বিশেষ। যখন একটি ভাষ বাংলায় প্রকাশ করিতে স্থবিধা হয় না, তখনই চট্ করিয়া একটি ইংরাজি কথা আনিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। স্থবিধামত ইংরাজি ও বাংলা কথা ব্যবহার করায় আমাদের কথা-বার্তার কাল অবাধে চলিয়া যায়। কিন্তু ভাষাতে ইংরাজী কিন্তা বাংলা ভূয়ের কোনও. একটিও ভাষা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিনা। ভাল করিয়া কোন ভাষা আয়ত্ত করিছে হইলে ভাহাতে বিশেষ করিয়া মন:সংযোগ করা চাই, অনেক যত্ন ও পারিশ্রম সহ ভাহার অন্তরের প্রবেশ করা চাই।

আমাদের মানসিক ভাব মাত্রেরই প্রকাশক ভাষা কিছু সর্বংদা আমাদের সম্মুখে হাজির থাকেনা, অনেক কটে অনেক বাধা অভিক্রেম করিয়া অনেক চেষ্টার পর আমরা মনের ভাব ঠিক করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি। এইরূপে অনেক চেষ্টাও বত্ন ও পরিপ্রামের সহিত যে কোনও কথা আমরা আয়ত্ত করি ভাহার সমস্ত ভাবটুকু আমাদের হস্তগত হয়। আমরা এই কর্ষটুকু খীকার করিতে চাহিনা বলিয়া আমরা যেখানে দেখি যে সহজে বাংলায় ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা সেম্বলে ইংরাজীর সাহায্য প্রহণ করি, কাযে কাযেই উভয় ভাষারই একটা উপর উপর রক্ম অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে জন্মায় আর যথার্থ পূর্ণজ্ঞান আমাদের মধ্যে এত বিরল।

দিতীয়ত:—আমাদের বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় অত্যন্ত অল্ল, আমরা বাংলা বই পড়া সময়ের অপবায় স্থরপ মনে করি; বাস্থবিক সচরাচর বাংলা পুস্তকে শিথিবার মত কিছু নাই। আমরা যদি ইংরাজি ছাড়িয়া বাংলা পড়িতে আরম্ভ করি তাহা হইলে বাংলা ভাষার উপর থানিকটা দখল হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক উন্মেয় ও যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রন্থ হইব।

কেবল মাত্র ইংরাজি পড়িলে আমাদের বা'লায় লিখিবার ক্ষমতা জন্মায় না—আবার বাংলা সাহিত্যের চর্চনা করিলে আমাদের কিছুই লিখিবার বিষয় থাকে না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালীরা বাংলা সাহিত্যের কিছুই একটা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

আমাদের ভিতর যাঁহারা ইংরাজিশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজি সাহিত্য সন্ধক্ষে থানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের ভাষার অস্থ্রবিধা ব্যতীত আরও ক্তকগুলি বাধা আছে।

ইংরাজি চিন্তা ও ইংরাজি জ্ঞান আমাদের সন্ধীর্ণ বৃদ্ধির আয়ত্তের অনেকটা বাহিরে।
নানারূপ প্রগাঢ় ইংরাজি চিন্তা আমরা ভাল করিয়া বৃঝিয়া উঠিতে পারিনা—আর
—আমাদের কুদ্র মন্তিকে—ইংরাজি বিজ্ঞানের বিপুল জ্ঞানেরও স্থান হয় না।

ইংরাজি Philosophy এবং ইংরাজি Science আমরা সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত করিতে পারিব না বলিংগ আমরা অনেকে হতাল হইয়া ঐ সকল চর্চ্চা হইতে একেবারেই বিরত হই। কেত কেত বা অতিরিক্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলম্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়েন ও একেবারেই মানিদ্রুক পরিশ্রমের পক্ষে অকর্মণ্য হইয়া ধান।

এই সকল কারণে ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে অনেকটা Practical কাষের মধ্যেই রুদ্ধ রাথে। কিন্তু সাহিত্য Practical লোকদের দারা স্বস্ত ও পুষ্টিলাভ করেনা।

আজ থেকে পঞ্চাল কংসর আগের দেখা শ্রন্ধের শ্রীযুক্ত প্রমণ্ডোধুরী মহাশরের পুরাতন খাতার এক পাতা। ১৮৯০ প্রাক্তরত আগের অপ্রকাশিত রচনা।

# লৈহিক

প্রিস্ক্রীকান্ত দাস

ৰক্ষের মাঝে মম

আপনা হতেই শাস্ত হয়েছে কুধা সে আদিমভম। যভটুকু পাই ভভটুকুভেই

তৃপ্তি আমার। আগ্রহ নেই

ধরিতে কিছুই বাড়াইয়া বাজ লুক শিকারী সম। প্রেমে প্রিয়তম হতেছে সে জন যে আছিল নির্মান।

এই সংসার মাঝে প্রম ও শান্তি এই ছটি কলে জানি শেযাংশ

প্রেম ও শান্তি এই ছটি স্কুর জানি শেযাশেষি বা**জে।** ভেগে উঠে প্রেম সব সহিবার

অগ্লান মুখে যত বহি ভার

চিতে আনন্দ জাগে অনিবার ছোট বড় সব কাজে। যাহা কিছু ছিল রঙ্ছুট ভাই সাজে যে রঙীন সাজে।

শেষ হয়ে আসে দিন

স্থ্র-মাধ্রীতে হয় যে মধুর বেস্থুরা ছিল যে বীণ।
যত দিন ধায় বাড়ে ভালবাসা,

স্বৰ্গ মানি যে ধরণীর বাসা

এই ধরণীর ধূলা ও মাটিব বেড়ে বেড়ে যায় ঋণ। মনের দৃষ্টি তত যায় খুলে গাঁথি যত হয় ক্ষীণ।

সবারে প্রণাম করি

**আমার আকাশ** আমার বাভাস যারা দিংল গানে ভরি।

মৃত্যুলকো চলিয়াছি যারা

বুঝিতেছি মোর আত্মীয় ভারা

ভাহাদেরি মাঝে বাঁচিতে যে চাই ষতবার যাই মরি। জীবন-মুত্রা ছই ভীর, করে পারাপার দেহ-ভরা।

এ দেহের গাহি জয়—

এপার ওপার আধার মাঝারে দেহ যে জ্যোভিশ্বর।

দেহ-বন্দনা গাহি অনিবার

কাল-সমুদ্র হতে চাই পার---

সেই অক্ষয় লক্ষ্যে লইতে তিলে তিলে যার ক্ষয়। মৃত্যুর ভয় ভাঙিয়া এ দেহে হই যেন নির্ভয়। কত আর, ঘর ছেড়ে তোর পথ বিপথে কেলবি বেদের টোল্ ওরে ও, লক্ষীছাড়া মন রে আসর স্বপ্ন-দেখা ভোল।

## বিমলচক্র ঘোষ

## ঈশানে মেঘ করেছে

ঈশানে মেঘ করেছে, স্থর ধরেছে কালনাগিনীর দল আকাশে কোঁস কোঁসিয়ে উগ্রে ঢালে বিহুতে গরল।

## ঘনালো ভীষণ আঁধার

ঘনালো ভীষণ আঁধার বিপুল বাধার অত্যাচারের মেঘ, নদীতে বান ডেকেছে প্রাণ জেগেছে বাড়ছে হাওয়ার বেগ।

## বেঘোরে মরবি কেন ?

বেখোরে মরবি কেন ? খর চিনে নে সবুজ সোণার গাঁয় ফিরে চল প্রাণের টানে প্রেমের গানে শ্রামল বনের ছায়।

#### যে পথে চলিস একা

যে পথে চলিস একা বড়ই বাঁকা ঠিক-ঠিকানা নেই, মিছে তোর ভাবনা-স্থতোর জটু পাকাবে মিলবেনাকো খেই

## বুনো হাঁস দেয় না ধরা

বুনো হাঁদ দেয় না ধরা রক্তঝর। বনের অভিসার দিয়ে যায় কাঁটার ক্ষত আঘাত শত বন-ঘোরাটাই সার।

## জানি তোর বৃদ্ধি অনেক

জানি ভোর বৃদ্ধি অনেক থাম রে ক্ষণেক দেখ রে দেশের হাল হু'মুটো ভাতের জন্ম আজ বিপন্ন সাত কোটি কঙ্কাল।

## চেয়ে দেখ মরেছে ধুঁকে

চেয়ে দেখ মরেছে ধুঁকে শুক্নো বুকে কুঁকড়ে-যাওয়া প্রাণ, থামা তোর ধ্যানের থাত জ্ঞানের বাত প্যান্প্যানানি গান!!

## জ্ঞানি তোর ফক্কিকারী

জানি তোর ফ্রক্কিকারী কী ঝক্মারী মন-ঠকানো স্থর, গোঙানি শোন্ বাস্থকির মাটির তলায় গর্জ্জে রে গুরু গুরু!

## ঈশানে ঝড় উঠেছে

ঈশানে ঝড় উঠেছে ছি<sup>\*</sup>ড়লো এবার স্বপ্ন-ধরার ফাঁদ, আকাশে বাজের মতে। দিচ্ছে আওয়াল মেঘের সিংহনাদ।

(११ देवनाथ, ५७८२)

সে বললে, "আমার নাম পাগ্লা।"

আমি হেলে ফেলে বললুম, "তাই না কি ? তুমি কি চাও বাপু ?"

সে বললে, "একটা গান ভনবেন ?"

- —"তুমি গান গাইতে জানো ?"
- "গান গেয়েই ভো আমার পেট চলে ভার !"
- —"ও, গান গেয়ে তুমি ভিক্ষা কর ?"

ভিক্ষা শব্দটা পাগ,লার কানে বোধ হয় কটু শোনালো। সে মাথা নেড়ে বললে, <sup>\*</sup>না ভার, আমি ভিক্ষে করি না। আমি

গান শোনাই বটে, কিন্তু মুখ ফুটে কারুর কাছে ভিক্ষে চাই না !"

- "তা হলে তোমার পেট চলে কি করে ?"
- "আমার গান ওনে সকলে থুসি হয়ে **আমায় কিছু,কিছু** বগ্সিস্ দেন। সেটা কি ভিক্ষে স্থার ? বড় বড় গাইরেরাও তো. গান গেরে টাকা আদায় করে!"

আমি হাসতে হাসতে বললুম, "পাগ্লাবাবু, ভোমার মুক্তি অকটা। আচ্ছা, আমাকেও ভূমি একটা গান শোনাতে পারে।"

পাগ,লা আমার পড়বার ঘরের দরজার চৌকাটের উপরে উরু হছে ব'সে গান গাইতে আরম্ভ করলে।

#### এক

. -

শার মনের চিত্রশালায় করেকটি স্থবিচিত্র চবিত্র-চিত্র আছে।
সেই-সব ছবি আমি সংগ্রহ ক'রে বেথেছিলুম জীবনের রাজপথে
চলতে চলতে। আজ তারই একগানি ছবি আপনাদের দেখাতে চাই।
তার নাম পাগ্লা। এটা তার পিতৃদত্ত নাম কিংবা জনগাধারণের
কৈউ তার এই নামকণণ কবেছিল, সে-কথা আমি জানি না। কিন্তু
আমিও তাকে পাগ্লা ব'লে ডাকতুম।

সে ছিল এক জগতেব লোক, আন আমি ছিলুম এক জগতেব বাসিন্দা। আমাদের হু'জনের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতার স্কংষাগ। কিন্তু তবু দিনে দিনে তার সঙ্গে ধাবে ধাবে ক'মে উঠল আমার পরিচয়।

পূর্ণবৈধ্যে চলছিল তথন আমার সাহিতা-সাধনা। সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত আমার নাঁচেকাব পড়বার ঘবটিতে একলা বদে থাকি। কথনো কলম চালাই, কথনো কেতাবেব পাতা ওলাই, কথনো কলনালোকে বেড়িয়ে বেড়াই এবং কথনো টেবিলের সামনে ব'দে প্রপাশের জানলা নিয়ে রাজপথের প্রবহমান জনস্রোতেব দিকে তাকিয়ে খাকি। সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে যায় কিছুই বুকতে পারি না।

এক দিন হঠাং আমার জানলার সমুথে এদে দাঁড়াল একটি
স্থিত্তি। মাঝারি আকারের চেহারা, শ্যামবর্ণ, মাথায় লম্বা মুলগুলো
ক্ষেক ও উন্ধোশ্ধ্য। পরণের আধ-ময়লা কাপড়থানিব থানিকটা
প্রেল উন্তর্গীরের মতন গায়ে জড়ানো, পায়ে জুলো নেই। মৃর্তিটি
উল্লেখবোগ্য না হ'লেও, তার মুখে-চোথে ছিল এমন একটি বৃদ্ধিব ও
মিষ্ট ভাবের আভাস বে, তার দিকে থানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে
নিতান্ত মন্দ লাগে না।

আমার সঙ্গে চোথোচোথি হ'তেই সে অত্যস্ত পরিচিতের মতন একটুথানি হেসে ছই হাত জোড় ক'রে আমাকে একটি নমস্কার ক্ষেত্রে।

স্থামি ভার দিকে ভাকিরে রইলুম নীরবে।



औरहरमञ्जूमात तात्र

তার কণ্ঠস্ববকে মধুব বলা যায় না এবং সে যে এক জন ভা**লো** গাইয়ে তাও নয়। কি**ন্ধ** তায় গলায় ছিল দরদ ও আকর্বনী—শক্তি।

আমাকে স্ব-চেয়ে আরুষ্ট করলে তার গানের কথাগুলো। এ গান যিনি ব্রচনা কবেছেন তিনি আধুনিক নন্ বটে, কিছু কাঁর মধ্যে যে খাঁটি কবিছ আছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

গান শেষ হলে পর পাগ্লাব হাতে চারটে প্রসা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ গান তুমি কার কাছ থেকে শিথেছ ?"

পাগ্লা বললে, "আমাদের গাঁয়ে একটা লোক থাকে, সে গান বাঁষে। তার কাছ থেকে আমি অনেক গান শিখেছি।"

— বটে ! ভোমাদের গ্রামের নাম কি ?

উত্তরে আঁরান জেলার একটি গ্রামের নাম গুনলুম, কিছু নামটি এখন আব আমার মনে নেই।

জিজাসা করলুম, "তুমি কি জাত ?"

—"কায়স্থ<sub>।</sub>"

একটু বিশ্বিত হয়ে বললুম, "তুমি কায়ম্বের ছেলে! তোমাব কি আশ্বীয়-স্বন্ধন কেউ নেই ?"

পাগ্লা মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বললে, "দেশে আমার বাবা আছেন, মা আছেন, ছোট ছোট ছ'টি ভাই আছে।"

ৃষ্ঠাকতর বিশ্বরে বলগুম, "তব্ তুমি কলকাতার পথে পথে থাকা ছয়ছাড়ার মতন টো-টো ক'রে ঘূরে বেডাও ? ছিঃ!"

পাগ্লা জঠাং উঠে দাঁছাল। তার পর নত চোধে মৃছ স্বরে , বললে, "আমাব মা সং-মা। এ পক্ষেব ত'টি ছেলে হ্বার পরেই বাবা আমাকে বাড়ী থেকে ভাড়িয়ে দিয়েছেন।"

পাগ্লার জীবনে টোজেডি'র আভাদ পেয়ে আমাব মনটা কিঞ্ছিন নরম হয়ে এল। ধানে ধারে দবদ-ভবা গলায় বললুন, "তুমি চাকবি কর না কেন ?"

- "পেটে তো বিদ্যে আছে ভাবে ফিপ্থ, ক্লাস প্রয়ন্ত! যা পড়েছিলুম তাও ভূলে মেরে দিয়েছি! আমায় চাকরি দেবে কে ?"
- এমন অনেক কাজ আছে যাতে পুঁথিগত বিদ্যাব দরকার হয় না। তুমি যদি চাকবি কর, তা'হলে তোমার জন্ম আনি সেই বক্ম কোন কাজের চেট্টা করতে পারি।"
- "থ্যান্ধ্ ইউ স্থাব! কিন্তু আমি কাকুল চাকণ হ'তে পারব না স্থার! আছো নমন্ধাব!" এই ব'লেই পাগ্লা তার যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে অদুখ্য হয়ে গেল।

ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম, এব চরিত্রে কিছু-কিছু নূতনত্ব আছে ব'লেই মনে হঙ্কে। ভিক্ষাও কবে, অথচ ব্যবহার ভিথারীর মন্তন নয়। ভদ্রতার ভাবটা এখনো ভূলতে পাবেনি। কিন্তু একটা বন্ধ ভূল হয়ে গেল যে! ওর গানের রচনাটি ভালো, যদিও গ্রাম্য কবির বচনা। গানটি আমার 'নোট-বুকে' তুলে নেওয়া উচিত ছিল! লোকটা হঠাৎ চ'লে গেল, হয়তো জীবনে আব এপথ মাড়াবেনা।

## प्रहे

হস্তাথানেক পরে।

'ভারতী' পত্রিকার জন্মে একটি গল্প রচনা করছিলুম। বেলা প্রায় বারোটা, বাজপথে পথিকের পদশব্দ ক্রমেই ক'মে আসছে।

এক-মনে লিগছি, হঠাৎ জানালাব ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর জাগল, "দাদাবাবু, আৰু আর একটা গান ওনবেন ন। কি ?"

মুখ তুলে চেয়ে দেখি, হাসি-হাসি মূখে পথের উপরে দাঁড়িয়ে আছে পাগ্,লা।

বললুম, "দেদিন ছিলুম 'প্তার,' আজ আবার দাদাবার হ'লুম কেন ?"

পাগুলা বললে, "তার কথাটা বিলিতি। ও নামে অচেনা লোককেই ডাকা চলে। কিন্তু আপনাকে দেখলে কেমন যেন আপনার লোক ব'লেই মনে হয়, তাই দাদাবাবু ব'লে ডাকছি। এবার থেকে মাঝে মাঝে এসে আপনাকে গান তানিয়ে যাব।" — বৈশ, তা'হলে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

পাগ,লা আবার আমার দরজার চৌকাটের উপরে উব্ হয়ে ব'লে গান স্কুক ক'বে দিলে।

আজকে একটা নতুন গান গাইলে এবং এ-গানের ভাষার ভিতরেও আছে সভ্যিকার কবি-প্রাণের স্মধুর অভিব্যক্তি।

গান শেষ হ'লে পর বললুম, "পাগ্লা, তুমি এ-রকম গান আরো কন্ত জানো ?"

পাগ্লা বললে, "কত গান স্থানি, তার কি আর হিসেব রেখেছি দাদাবাবু ?" তবে অনেক গান স্থানি, অনেক !"

— "তোমাব যে পানগুলি ভালো লাগ্যে, আমার থাতায় দেগুলি টুকে রাথতে চাই। তুমি বান্ধি আছ ?"

পাগলা একটু ভেবে সন্দিগ্ধ স্থরে বললে, "আমাব গান নিয়ে আপনি কি কববেন ?"

আমি কেনে বললুম, "ভয় নেই পাগ্লা, তোমার গান গেয়ে আমি ভিক্ষাও কবৰ না, কি অক্ত কাককে শেখাবও না। আমাব কি সথ ভানো? ভালো গান শুনলেই আমি নিজের থাতার টুকে বাবি।"

পাগ্লা নাচার ভাবে বললে, "দাদাবারু যথন বলছেন তথন আমি তো আর না বলতে পারি না!"

আমি পাগ্লার হাতে একটি গিকি ওঁকে দিয়ে বললুম, 'আমাকে নতুন নতুন গান শোনাতে পারলে, প্রত্যেক গান-পিছু তোমাকে একটি ক'বে দিকি বথ্সিদ্ দেব।"

পাগ্লাব মূথে জাগল থুসির হাসি। তাডাতাডি আমার পা-ছ'টো ধ'বে বললে, "থ্যাস্ক, ইউ দাদাবাবু! আপনি ভকুম করলেই আপনাকে নতুন নতুন গান শুনিয়ে যাব।"

সতা সত্যই তথন আমার অভ্যাস ছিল, অজানা কবিব রচিত উল্লেখযোগ্য গান শুনলেই থাতাব ভিতরে তাকে বন্দা ক'রে রাথা। এই ভাবে বাংলার নানা জেলার বহু গ্রাম্য বা মেঠে। কবির গান আমি সংগ্রহ করেছিলুম। তুহাগ্যক্রমে থাতাথানি এখন হারিয়ে গিয়েছে।

তাব পার থেকে পাগ্লা প্রায়ই আমার কাছে এসে নতুন নতুন গান শুনিয়ে যেত। আগেই বলেছি, গানের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠত তাব প্রাণের দরদ। তাই সে বখন আমাকে গান শোনাতে বসত, তখন পথের উপবে জমত একটি ছোট-খাট জনতা। এমন কি আমার আশ-পাশের বাড়ী থেকেও গান শোনাবার জন্মে তার ডাক আসত। এবং বলা বাহুলা, কোন বাড়ী থেকেই তাকে শৃক্তহন্তে কিরে আসতে হ'ত না। এই ভাবে তাব পসার ক্রমেই এমন বেড়ে উঠল যে পাশ্রেঘাটা অঞ্চলে সে হয়ে পড়ল একটি দক্তরমত স্থপরিচিত ব্যক্তি।

এক দিন থ্ব সকালে পাগ্লা হস্তদন্তের মত আমার কাছে এসেই হাত পেতে বললে. "দাদ।বাবু গান পরে শোনাব, আগে আনা-কয়েক পয়সা দিন।

পাগ্লাকে এমন দাবি করতে কোন দিন ওনিনি।

বিশ্বিত হয়ে চাথ তৃলে দেখি, তার মুখে-চোপে কেমন-একটা শ্রান্তিভরা বাতনার চিহ্ন। বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে গুঁজে দিলুম কয়েক আনা প্রসা। সে প্রায় ছুটে চ'লে পেল আমাদের গলির ভিতর দিকে।

কোতৃহলী হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দরজার কাছে এসে বাইরে

উঁকি মেরে দেখলুম, পাগ্লা ক্রন্তপদে অদৃশ্য হয়ে গেল আল্ঞু-সর্দারের আন্ধানার ভিতরে।

আলগু বাইরে ছিল গদ বা মোদের গাড়ীর গাড়োরানদের সর্দার।
কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে পুষত একটি ফুর্দান্ত গুণ্ডার দল। তার
আড়োর নিয়মিত ভাবে চলত জুরাখেলা। এবং এ-অঞ্চলে তাব চেয়ে
বড় কোকেন-বিক্রেতা আর কেউ ছিল না।

অবাক্ হয়ে সেইখানে দাঁভিয়ে দাঁভিয়ে ভাগতে লাগলুম, .পাগ্লাক মতন লোক অমন ব্যস্ত হয়ে আলগুৱ আড্ডায় চুকল কেন ?

্রকটু পরেই দেখি, ছাই হাতে ছোট একটুকবো কাগছ সুথেব কাছে নিয়ে সাগ্রহে চাইছে চাইছে পাগ্লা কেবিয়ে আসছে আগছৰ আছড়ার ভিত্তব থেকে। বৃষ্তে পাবলুম, পাগলাব কোকেন গাওয়াব অভাাস আছে।

পাছে সে লভিত্রত হয়, এই ভরে পাগ্লা আমানে দেখনার আগেই আমি নিজেব গরের ভিত্র চুকে পছলুম।

#### তিন

পাগ্লা কেবল ভাব গান শোনাতো না, আমাৰ কাছে ব'গে বাদে তার জীবনেৰ অনেক কাছিনীই বলত। সে-সৰ কাছিনী ভানতে আমাৰ থাবাপ লাগত না। কারণ তার মধ্যে আমি পেতৃম মনুষা-জনয়ের চির বিচিনে আলো এবং ছায়াব ছন্দ।

কিছ্ দিন পরেই আমার মনে হতে লাগল, পাগালা যেন আমাকে তাব অভিভাবকেব পদেই প্রতিষ্ঠিত কবতে চার! দংপ্রতি লক্ষ্য করনুম, পাগালা গাঁরে গাঁরে মোগাঁন হয়ে উঠছে। আগে তার নাথাব চুল থাকত কক্ষ এবং তাব উপরে থাকত না চিক্লণী-চালনাব কোনই চিহ্ন। আক্ষকাল দে তার তেল-চঁক্চকে চুলেব উপরে স্থলীর্থ টেবী কেটে আমাব কাছে এসে বদে তাব গান শোনাবাব জ্ঞা। আগে তাব গায়ে জামা ছিল না, এখন দে পরতে স্কুক্তরেছে রঙিন গেজী। তার উপরে ফর্মা কাশ্ড পরে, কোঁচা দোলায় এবং পায়ে পরে সম্ভাদামেব বার্নিশ-করা জুড়ো।

পরিবর্ত্তনটা রহস্তাময়। কিন্তু আমার স্বভাব, কেন্ট যদি নিজে থেকে কিছু না বলে, আমি তকেে যেচে কোন কথাই জিল্ঞানা কবি না। কারণ আমার বিশ্বাস, এ-সব ক্ষেত্রে কৌতৃহলী হয়ে প্রশ্ন কবা হচ্ছে অবসিকের লক্ষণ। কারুব আত্মপ্রকাশ হয় যথন সহন্ধ ও স্বত:-স্মূর্ত্ত তথনি তাব মধ্যে লাভ করা যায় মনস্তত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য।

পাগ্লার সৌখীনভার কাবণ বোঝবাব জন্মে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না।

এক দিন পাগ,লা এল। তাৰ পৰ দৰজাৰ চৌকাটের উপবে চ্প ক'ৰে ব'মে বইল।

খানিকক্ষণ পরে আমা বললুম, "কি পাগ্লা, চূপ কবে কেন ? তোমার গানেব পুঁজি ফুরিয়ে গেছে না কি ?"

পাগ্লা বললে, "না দাদাবাব, এখনও আমার গানেব পুঁজি ফুরোয়নি। আমি অক্ত কথা ভাবছি।"

আমি আর কিছু বললুম না। যে বইখানা পড়ছিলুম দৃষ্টি নিবদ্ধ কবলুম আবার ভাব দিকেই।

খানিকক্ষণ পূরে পাগ্লা হঠাৎ বাধো-বাধো গলায় ডাকলে, "দাদাবাব !"

বই থেকে মুখ তুলে জিজান্ম চোথে আমি তার দিকে তাকালুম।

- "আপনাকে একটা কথা বলব কি না ভাবছি।"
- —"কথা বলবে তার জন্তে আবার ভাবনা কিসের ?"
- "আজে, আপনি যদি রাগ করেন ?"
- "তুমি এমন কি কথা বলবে পাগ্লা, যার **জত্তে আমার রাগ** তবে **!**"
  - "আপনি যদি অভয় দেন তো কথাটা ব'লেই ফেলি !"
  - "আমি রাপ করব না। তোমার যা বলবাব আছে বলো।"

পাগ্লা জবু খানিকক্ষণ ইন্তস্তত ক'বে ভাব পৰ নীচের দিকে মুখ নামিরে দলজ্জ কঠে বললে, "লাদাবাৰু, আমি আপনাকে নেম<del>স্তর</del> কবতে এমেতি।"

আমি সবিশ্বয়ে বললুম, "নিমন্ত্রণ! কিসের নিমন্ত্রণ ?"

- "গ'জে দাদাবাব, কাল আমান বিয়ে ?"
- "কাল ভোমার বিয়ে । কাৰ সঙ্গে গ"

পূঞ্লা তার ভান ছাতথানি কপালের তুলার রেপে নিজের তাথ-২্থ চাকশার চেঠা ক'বে বললে, "একটি মেদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ছে। স্পতে সে বাউনী। আজু কাল আমাদের বাসাতেই থাকে।"

—"ুমি হচ্ছ কায়প্তেৰ ছেলে, বিয়ে কৰৰে ৰাউৰীৰ মেয়েকে ۴

পাগগলা হ'াৎ মুগ ভুলে কিঞ্চিৎ তপ্ত স্ববেই বললে, "বাড়ী ছাভার সঙ্গে সঙ্গে জাত লেগে এগেছি আমি বাবার কাছেই। ছনিয়ার ধার কেউ নেই, ভার গাবাব ভাত কি দাদাবাব ?"

পাগ্লাণ মনে আঘাত সেগেছে দেখে তাড়াতাড়ি আমি প্ৰ<del>সঙ্গ</del> বদলে বললুম, "কিন্ধ তৃমি কোথায় থাকো দেকথা তো আমার কোন দিন বলনি।"

- দাদাবাব, আনি আপনাদের কাছেই থাকি "
- —"কোথায় গ"
- "এই শেঠের বাগানে ভিশিবি-পাড়ায়। **আপনি দরা ক'রে** যাবেন তো ?"

শেঠের বাগানেব ভিথাবি-পাছা। তার নাম আমি জনেছি
এবং দেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায় না কি জীবন-নাট্যের সেই-সব
দৃশাই, যা থাকে জনসাবারবেশ চোথেব আড়ালে, আলোকোজ্বল
রক্ষমঞ্চেব বাইবে। তথন আমি প্রায় প্রতি রাত্রেই কলকাতার
বহু নিধিদ্ধ পালীতে পালীতে বিচরণ করত্য জনসাধাববের চোথের
সামনে অদৃশা জীবন-নাদৌব এই-সব দৃশা দেখবাৰ জ্বেটে। আবার
তাবই কোন নুখন নিদশন দেখবার সন্থাবনায় আমাব বোহিমিয়ান্
চিত্র তথনি হয়ে উঠল মচেতন এবং উত্তেজিত।

মনেৰ ভাব বাইবৈ প্ৰকাশ না ব'রে শাস্ত ও সহজ স্ববেই বললুম.
"পাগ্লা, তোমাকে বথন ভালোবাসি তথন তোমাক নিমন্ত্ৰণ কি
আমি ঠেলতে পারি হ বেশ, আমি যাব—কিন্তু কলে তোমাকে
নিজেই এসে আমাকে সঙ্গে ক'বে নিয়ে যেতে হবে।"

পাগ্লা তথনি দশুবং সংয় মেঝের উপনে প'ডে তই হাত দিয়ে আমার তুই পা জড়িয়ে ধ'বে উচ্ছুদিত কঠে বললে, "আমি জানতুম দাদাবাব, আপনি যে আমার কথা ঠেলতে পারবেন না, আমি তা জানতুম! খ্যান্ধ, ইউ দাদাবাব, খ্যান্ধ, ইউ ! আপনি কেবল আমার দাদাবাবু নন্, আপনি আমাব মা, আপনি আমাব বাপ, আপনি আমার চাদ-পুক্র ! খ্যান্ধ, ইউ!"

এই হচ্ছে মনুষ্য-চরিত্র! বে হচ্ছে সর্বহার', পৃথিবীর সকলের ল্লেছ থেকে বঞ্চিত, সে যদি কারুর কাছ থেকে পায় সহামুভূতির মাধুর্যা, তবে তার পায়ে গোলামের মত নত হয়ে থাকতে কোন আপত্তিই করে না।

#### চার

চিৎপুর রোডের নতুন বাজারের সামনেই হচ্ছে শেঠের বাগান।

ঠিক তার দক্ষিণ দিকেই ছিল প্রকাশু একটা বস্তি, এখন তার

জারগার আকাশে মাথা তুলে গাঁড়িয়ে আছে মস্ত মস্ত বাড়ীর পর

বাড়ী।

শ্যাম মন্ত্রিক লেনের ভিতর দিয়ে চুকে সেই স্থানীর্ঘ বস্তিটা বী-পাশে রেখে আমি পাগ,লার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। পথের বাবে পাশাপাশি পায়রার থোপের মত সারি সারি পনেরো-বিশখানি বাব এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যরের সামনেই গাড়িয়ে আছে এক একজন ক'রে হাড়-কুৎসিত জ্রীলোক। কুরপেব পদরা সাজিয়ে তারা কুটি আকর্ষণ করতে চার তাদের ৫েয়েও অধঃপতিত পুক্রদের!

সন্ধা উত্তীৰ্থ হয়ে গেছে। পাগ্লা আমাকে নিয়ে বস্তির ভিতরে চুকে অলি-গলির ঘৃট্ছটে অন্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে হঠাৎ এক-আরগার থেমে গাঁড়িরে পড়ল। তার পর চীৎকার ক'রে ভাকলে, "কীরি! অ কীরি! ওরে কালা মাগী! আলো নিরে শিগ্গির এদিকে আর।"

বাড়ীর ভিতর থেকে খন্খনে গলার জবাব এল, "ভারি যে নবাব-পুত্র হয়েছিস্ রে, আলো না দেখালে ভেতরে আসতে পারবি না ?"

পাগলা ক্ষাপ্লা হয়ে বললে, "ওরে হারামভাদী মাগী, আমার জন্মে ভোকে আলো দেখাতে বগছি না কি ? বাইবে বেরিয়ে ভাখ জামার সঙ্গে কে এসেছে !"

— তুই আবার কোন্ রাজা-মহারাজাকে সঙ্গে করে এনেছিস্ রে ! বলতে বলতে একটা অলম্ভ কেরোসিনের ডিপে নিয়ে দরকার সামনে এসে দাঁড়াল বীভংস এক মূর্তি!

ল্লান ফলদে আলোতে তার সমস্ত বীভৎসতা ভালো ক'বে প্রকাশ পাছিল না বটে, কিন্তু ষেটুকু দেখতে পেলুম আমার পক্ষে সেইটুকুই হ'ল যথেষ্ট।

সেই পেক্বী-মূর্তির তৈলাক্ত, কালো-কুচকুচে, শীর্ণ দেহের উপরাদ্ধ
দিল সম্পূর্ণ নয়! আমাকে দেখেই এতথানি জিভ বার ক'রে
আলোর ডিপেটা সশব্দে মাটির উপরে বসিরে রেখে, ছই হাত দিয়ে
বুকের উপরকার দোহলামান ও কদর্যা স্থী চিচ্ছ হ'টো ঢাকবার চেষ্টা
করতে করতে মূর্তিটা সাঁৎ ক'রে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের ভিতরে।

এমন চেহারার ভিতরেও লজ্জার অভিত দেখে মনে মনে কাতৃক অনুভব করণুম।

পাগ্লা মাটি থেকে ডিপেটা তুলে নিয়ে বললে, "কীরি-বাঙীউলী আপনাকে দেখে পিঠটান দিয়েছে। আপন দাদাবাব্, আমিই আপনাকে পথ দেখাই।"

করেক পদ অগ্রদর হরে উঠানের সামনে গিয়ে পড়পুম। উঠানটা বেশ পদা এবং তার অন্ত প্রাস্তে রয়েছে বড় রোয়াকের মত থানিকটা বাঁধানো টুঁচু জারগা। রোয়াকের মাঝখানে বসানো একটা হারিকেন

লগনের ধোঁষা-কালো চিমনির অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল. সেধানে বদে জটলা করছে পনেরো-বোলো জন দ্বী-পুরুষ। সেথানে যে গাঁজার কল্কে চলছে আগের ধারা সেটা বুঝভেও দেরি লাগল না।

তাদের ভিতৰ থেকে কে এক জন চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "কে রে, পাগ্লা না কি ?"

পাগ্লা ক্ষবাবে বললে, এই যে, ভোরা সব এসে জুটেছিস্ দেখছি ! সেই লোকটা বগলে, "এসে ভো জুটেছি, কিন্তু আমাদের পাঁট্ আর চাট্ কই রে ?"

পাগ্লা তার কথাব কোন জবাব না দিরে আমার দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বললে, "দাদাবাবু, আমি আগে ওদের ঠাণ্ডা ক'রে আসি। আপনি পাশের ঘরটাতে গিয়ে একটু বস্তন, ওটা আমারই ঘর! ওথানে গেলে মৌরির সঙ্গেও দেখা হবে।"

- —"भोति (क ;"
- —"মৌরি আমার হবু বৌ!"
- "মৌরি আবার নাম হয় না কি ?"
- "মৌরির দিদির নাম গোরী। তারই নামের সঙ্গে মেলাবার জন্মেই ওব মা ঐ নাম রেখেছে।"

পাশের ছোট ঘরথানাতে চুকেই হারিকেনের আলোতে প্রথমে চোথে পড়ল, সামনের দেওয়াল ছুড়ে বিরাক্ত করছে মস্ত-বড় একথানা বিজ্ঞাপনের চবি।

তার পর চোগ নামিয়েই দেখি, এক প্রকাণ্ড মণ্ডা চেহারার ও কাফ্রীর মতন কালো লোক উদ্ধান্থে একটা দেশী মদের বোতল থেকেই সুবাপান কবছে এবং তার কোলের উপরে উপুড় হয়ে ভারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি যুবতী স্ত্রীলোক।

মুখ থেকে বোভলটা নামিরে লোকটা সবিময়ে আমার দিকে তাকিরে রইল। লক্ষ্য করলুম তার মুখখানা কেবল কুৎসিতই নয়, সে একটি চক্ষ্ম থেকেও বঞ্চিত।

লোকটা কৰ্কশ স্বরে বললে, "এ আবার কি মূর্ত্তি বাবা !"

ভূল ক'রে অক্স কারুর ঘরে চুকে পড়েছি ভেবে আমি তাড়াতাড়ি আবার বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকলুম, "পাগ্লা!"

পাগ্লা আবার আমার কাছে ফিরে এসে বললে, "কি বলছেন দাদাবাবু ?"

- —"এ ঘরে যে অক্স কারা রয়েছে !"
- —"কই, দেখি" ব'লে পাগলা ঘরের ভিতর চ্কেই কয়েক সূ**হুর্ড** শীড়িয়ে রইল স্বান্ধিতের মত।

তার পর সে কুপিত কঠে বললে, "হাা রে খাঁচালা, ভুই নিজেদের বস্তি ছেড়ে আমার এখানে এসে জুটেছিস্ বড় যে ? আমি তো তোকে নেমস্তর করিন।"

খরের ভিতর থেকে সেই খাঁদা নামক ব্যক্তি উচ্চকঠে হো হো ক'রে হেসে উঠল। তার পর হাসতে হাসতেই বললে, "কে তোর এখানে পাত, চাটতে এসেছে রে? আমি এসেছি মৌরিকে নিরে বাবার জন্তে।"

পাগ্লা যেন নিজের কানকে বিশাস করতে পারসে না, থভমত থেছে বললে, "কি, কি বললি ?"

— "ওরে ক্যাকাদাম, মৌরিকে আমি আবার নিজের খরে ফিরিয়ে নিরে যেতে এসেছি।

## মৃত্যু-জন্মনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জানি না মৃত্যুর কাছে আমাদের কী প্রার্থনা আছে জীবনের লয় বরে মৃত্যু এসে কাঁধে করে ভর বিক্লুর বাত্যার মতো, খ্রামল মাটার খুব কাছে তখন নিখাস ফেলি, সকরুণ আমাদের স্বর! সার্বের জটিল চক্রে যে-জীবন ফুলে ফেঁপে ওঠে, যারা দীর্থ মাহুবের বল্লা ধরে' উচ্চোসনে বসে; কক্ষালের স্তুপ থেকে যাদের বাগানে ফুল ফোটে, চক্রবৃদ্ধি হারে যারা শোবিতের থেকে স্থদ ক্ষে—

তারাও মৃত্যুর কাছে এক দিন মুখোমুখী হ'রে তেমনি ককাল হয়, তবু মামুষের সংসাবের হীনবৃত শেষ নয়, মৃত্যুর পীড়ন সবি সমে' সহসা শতধা করে গুপু স্বার্থ ছল্ম জীবনের। আজ তাই মৃত্যু নয় মৃত্যুর কারণ খুঁজে খুঁজে আমরা সর্বতি ঘুরি, চোথ থাকে মাঠের স্বুজে॥

— "কিন্তু মৌরির সঙ্গে আজ আমাৰ বিয়ে ছবে, তা কি ভুই জানিসূনা ?"

খ্যাদা আবার হো সো স্বরে হেসে উঠে বললে, "ওরে ক্যাব্লাকান্ত, আমি তো মৌবিব বিয়ে দেগতেই এসেছিলুম, কিছু আমাকে আবার দেখেই মৌরীর মন বদ্লে গোছে থে! বলছে, ও আমাকে ছেড়ে আর কারুর সঙ্গেই থাকতে পাববে না! ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্মে মৌরি এখন আমার পায়ে প'ডে কারাকাটি করছে। আমিও বাজি না হয়ে কি আর কবি বল্? নিজেই ঝগড়া ক'বে পালিয়ে এসেছিল, নিজেই আবাব ফিরে থেতে চাইছে।"

পাগ,লা অভিভূত স্বনে নললে, "গা মৌনি, এ কথা কি সভিত্য ?"
বাহির থেকে মৌরিকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনলুম, "গা ভাই পাগ,লা, গ্যাদাকে আমি এখনো ভূলতে পারিনি! ও যদি আজ এগানে না আসত, তাই'লে আমি নিশ্চয় ভোকেই বিয়ে ক্রতুম! কিন্তু গ্যাদাকে দেখে আকু আমার থালি কাঁদতে ইচ্ছে করছে।"

পাগ,লা ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, "এই এক মাস ধ'রে তোকে কত আমার করলুম, কত ভালো খাবার খাওয়ালুম, একস্ফট রূপার গয়না পর্যান্ত গড়িয়ে দিলুম! ভূই বললি, খঁৱাদা তোকে উঠতে বসতে লাখি-ঝাঁটা মারে, পেটে থেতে পরতে কাপড় দেয় না, ভূই আর তার নাম মুখেও আনবি না! আর আজ আমার বিয়ের দিনে এ কি ভূই বলছিন ?"

মৌরি খিল্ খিল্ ক'রে সকোতুকে হেসে উঠে বললে, "ওরে পাগ্লা, পিরীতের রীত, তুই কি বুঝবি রে ? যাকে ভালোবাসি তার হাতে মার থেরেও কত স্থা! এ যে আমার সোনার খ্যাদা!—তার পরই একটা চুম্বনের শব্দ!

পাগ্লা নীরবে খরের বাইরে এসে অবসম্রের মত ব'সে পড়ঙ্গ। দেখলুম তার চোধ-ছ'টো চক্-চক্ করছে, খুব সম্ভব সে কেঁদে কেলেছিল।

ইতিমধ্যে রোরাকের ওবারে ব'সে বে-মূর্তিগুলো জটলা করছিল, তারাও খরের বাইরে এবং ভিতরে এসে জনতার স্থায়ী করেছে। ভাদেরই এক জন কুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল, "না, না! পাপ,লাব সঙ্গে আমবা মৌরি ছুঁডীর বিয়ে দেবই! নইলে আমাদের মস্ত মাইফেল একেবাবে মাটি হয়ে যাবে!"

थी। जात कर्ध बनाल, "भाइरकन ? किरमव भारेरकन ?"

- -- "পাগ্লা বলেছে আৰু আমরা যত চাইব তত খাঁটির বোডক পাব! কিছু মৌরি যদি তোর সঙ্গে চম্পট ছার, পাগ্লা আমাদের বোডক দেবে কেন?"
- "ও, এই কথা ? পাগ্লা তো ভিধিবী, ওর সাধ্যি কতটুকু? আমি তোদের এক ডজন বোতল ঘোগাতে পারি—সঙ্গে সঙ্গে পেট ঠৈসে খাঁটের ব্যবস্থা! এর পব তোদের আর কিছু বলবার আছে?"
- "কিছু না. কিছু না! খাঁাদার মথে ক্ল-চন্ত্রন্ পড়্ক্—
  মৌরি বেটির জন্মে আর আমাদেব কোন মাথাব্যথাই নেই!"

খনের ভিতর থেকে আবাৰ খিল-খিল্ ক'রে হেসে উঠে মৌরি গান ধরে দিলে—

"আমাৰ বাড়ী ষেও বঁধু, রাথব তোমা**র আদরে,** আবে, যাবার সময় বেঁদে দেব মিছ,রি বঁধুর চাদরে !" আমি আর দেখানে দাঁডালুম না।

দিন-পনেরো পরে একটি সকালে পড়বার ঘরে ব'সে রচনাকার্ব্যে নিযুক্ত আছি, রাস্তা থেকে হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠম্বরে শুনলুম, "দাদাবাবু, একটি গান গাইব কি ?"

সাগ্রহে চোথ তুলে পাগ্লার মুখের দিকে তাকালুম। তার মনের ভিতরে এখনো ঝড় বইছে কি না জানি না, কিন্তু তার মুখের উপরে থেলা করছে মৃত্ মৃত হাদি। মাফুবের মুথ আর মাফুবের মন, এদের মধ্যে মিলন হয় কালে ভক্রে, কদাচ।

আমার সম্মতি পেরে সে দিনও পাগ্লা আগেকার মতই **অরের** চৌকাটের উপরে ব'সে গান ভানিরে গেল।

আমিও তার বিয়ের প্রদক্ষ তুললুম না, সেও আরু কোন কথা কললে না। •

ভাষা, এতদিন কোপায় উধাও হয়ে গিয়েছিলান তাই জানতে চেয়েছ। সে অনেক কথা। সবটা বুঝিয়ে বলতে পারবো কি না জানিনে। একেবারে প্রাণের ভিতরকার অথ-ছ্:থের কথা কাগজে-কলমে ফুটিয়ে তোলা বড় শক্ত। শরৎ চাটুয্যের প্রাণ আর শরৎ চাটুয্যের কলম যদি চুরি করতে পারতুম, তা হলে একবার চেষ্টা করে দৈখড়ম।

তোমরা যে দিন খদর পরে আর মাথায় গান্ধী টুপি এটে মোটরে চড়ে রিষ্ডায় কুলিদের কাছে চাঁদা আদায় আর সঙ্গে সঙ্গে স্থরাজ ও ত্যাগধর্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়েছিলে, সে দিনটা মনে পড়ে? ফেরবার মুখে তোমরা যখন কেল্নারের দোকান থেকে এক এক প্রাস্বর্ম আর লিমনেড থেয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিছিলে, তথন আমি ষ্টেশনের বাইরে এককোণে চুপটা করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একে গরম তায় ধূলো। মেজাছটা যে খুব ঠিক ছিল না তা বলাই বাছল্য। তার উপর তোমাদের ত্যাগধর্মের সঙ্গীর্জন যে আমার কোন কালেই বরদান্ত হয় না, তা তো তুমি বিলক্ষণই জান।

কিছ যাক্ সে কথা। চুপ করে ভোমাদের ত্যাগধর্মের বহরটা দেখে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ পকেটটাতে একটু টান পড়তেই পিছন ফিরে দেখি একটা ছোট্ট ছেলে আমার পকেটের ক্রমালখানা নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট দিছে। ছেলেটা ভো আমার মতো শিল্ড ম্যাচে ফরওয়ার্ড হয়ে থেলেনি! আমার সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন ? ধরা পড়তেই একেবারে ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেল্লে। বলে কি না—'ভ্থা হ্যায়।'

বেটা আমার !—ভূখা হায়।"—বোলেই আমি দাঁ। করে একটা চড় কসিয়ে দিলুম। বলা নেই, কওয়া নেই—ছেলেটা একেবারে লোটন পায়রার মতো লুটতে লুটতে পড়ে গেল।

ভোমরা ত্যাগধর্ম সেরে ফিরে এলে। আমার আর ফেরা হলো না। কি মনে হতে লাগলো জানিনে। ছেলেটার মাথার কাছে চুপ করে বসলুম। মরে গেল না কি ছোঁড়া? না, বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, ধুক ধ্ক করছে।

ঝম্ ঝম্ করে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা গাছতলায় এনে দাঁড়ালুম। মুখে বৃষ্টির ছাঁট লেগেই হোক আর যে কারণেই হোক, ছেলেটা দেখলুম সেই সময় চোখ খুলে মিট মিট করে চাইছে। বারো-তেরো বছরের ছেলে হবে, কিন্তু হাল্কা যেন সোলা। বুকের পাঁজরগুলো এক একখানা করে গোণা যায়। মাধার ভিজে সপ্সপে, চুলগুলো মুখ-চোখের উপর পড়েছিল। সেগুলো সরিয়ে দিতে দেখলুম হুটো বেশ ডাগর ডাগর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখের চাহনিতে তখনও ভয়-মাখানে:।

"गाद मारता, वावूकी, माद मारता।"

'না রে না, মারবো না। তোর বাড়ী কোথা ?'

উর্দ্ধ রাক্ষসের মতো কলগুলো যেখানে চিমনি মাপায় করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা হাত বাড়িয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিলে। আমি বললুম—চল, ভোকে বাড়ীরেথে আসি।

তাদের বাড়ীর কাছে যথম এসে পৌছুল্ম তথন সন্ধা।
হয় হয়। বাড়াই বটে! চারটে বালের গুঁটির উপর
একখানা গোলপাতার চালা। তিন দিক্ দরমা দিয়ে
ঘেরা, আর এক দিকে একখানা ছেঁড়া চট ঝুলছে। স্থমুথে
একটু দাওয়া; তার উপরের চালা আধখানা তেকে
পড়েছে। দাওয়ার এক কোণে একখানা ভাঙ্গা শিল, আর
আধখানা নোড়া। কি খানিকটা বাটনা বাটা হয়েছিল;
তার অক্ষেকটা জলে ধুয়ে মেজের কাদার সঙ্গে মিশে
গছে। ঘরের কোণে একটা খুঁটির সঙ্গে পা-বাঁধা একটি
বছর খানেকের মেয়ে খুব ক্তির সঙ্গে হামাগুড়ি দিতে
দিতে হাতে-মুখে কাদা মাখছে; আর ভারই কাছে
একখানা ছেঁড়া মাছরের উপর খান-ছই জরাজীণ কাঁথা
মুড়ি দিয়ে কে এক জন পড়ে আছে।

ছেলেট। ঘরের দরজার কাছ থেকে ডাকুলে—'মাগ্রী .'

মায়ীর সাড়াও নেই, শক্ষও নেই। ছেলেটা তাড়াতাড়ি তার মায়ের মুখের উপর থেকে কাথাখানা সরিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখলে। তার পর মায়ের বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উচলো।

কেন জানিনে, কিন্তু সেখান থেকে চোঁচা দৌড় দিলুম। পোয়াটাক পথ ছুটে এসে যখন গঙ্গার ধারে পড়লুম তখনও আমার গা কাঁপছে। কপালে পিল্ পিল্ করে ঘাম বেকছে। পকেট থেকে কমালখানা বার করতে গিয়ে কমালে বাঁধা টাকাটা ছাতে ঠেকলো। ছেলেটার গালে চড় মেরে ঐ টাকাটাই কেছে নিয়েছিলুম। উ:!

हूँ ए । होका है। शकात करन एकरन निन्म।

ভদ্রশেকের পোষাক আমার গায়ে যেন কানড়াচিছল। সেগুলো খুলে ফেলে গঙ্গার জলে ভাগিয়ে দিয়ে বল্লুম—ব্যশঃ

চুপ করে বসে থাকতে পারসুম না। আবার সেই গোলপাতার কুঁড়ের কাছে আন্তে আন্তে ফিরে গেলুম। উঁকি মেরে দেখলুম ছেলেটা উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে আছে। আছে আন্তে তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলুম—
'ভেইয়া।'

্দৃষ্ট জীণ-শীর্ণ অপরিচিত ছেলেটা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলুলে—'ভেইয়া!'

আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। তার পর যথন আরও ছু' তিন জ্বন কলের কুলিকে ডেকে তার মায়ের সৎকার করে ফিরলুম তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে গেছে। মনে হ'লো মনের আন্ধকারও যেন অনেকখানি কেটে গেছে।

ঠিক করলুম একবার ছোটলোক হতে হবে। ভন্তলোকের উপর অরুচি ধরে গেছে। ভদ্রলোক মানে একটা জামা, একখানা উডুনি আর একজোড়া জুতো বৈ তে। নয়। তা পাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি ? তা ছাড়া আমার মা-কুলে মাসী নেই, বাপ-কুলে পিসি নেই যে গোঁজ করতে আসবে। আমার ভেইয়ারও সংসারে আর কেউ নেই। বাপ কলে কাজ করতো। এক দিন কাঞ্চ করতে গিয়ে আর ফিরলো না কেউ বললে গুর্গা পুলিসের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল, সে খুন হয়ে গেছে। কেউ ধলুলে জলে ভূবে মরেছে। মোট ৰথা, সে আর ফিরে এলো না। তার মাকে আট মাধ্যের মেয়ে কোলে করে কুলি-লাইন থেকে বেরিয়ে আগতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে যে রোগ তাকে ধরেছিল তাবেভেই চলুলো। ভেইয়া কলে চাকরী করতে গিয়ে-ছিল; কিন্তু সর্দারেরা সেলামী চায়। কোপায় পাবে দে সেলামী ? তাই ভেইয়া কখন কখন ভিক্ষা করতো; আর কখন কখন লোকের পকেটে হাত পূরে দিত।

गकान (बना (ভইয়াকে বললুম—"कूছ পরোয়া নেছি।

ডরো মাৎ। তুই খুকিকে নিয়ে বলে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি।"

তারপর একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে সর্দারজীকে একটু তোয়াজ করবার জন্তে বেরিয়ে পড়লুম। যথন ফিরলুম তথন সতের সিকে হপ্তা হিসেবে তাঁত ঘরে একটা মজুরী বাগিয়ে ফেলেছি। ভারি ফুর্তি হলো। কলকাতার মেসের ভাত খেয়ে রাজায় রাজায় "বল আমার, জননী আমার" বলে আনেক আর্ত্তনাদ করে বেড়িয়েছি। বলজননীর আসল চেহারাটা এইবার দেখতে পাবো, এই আশা এত দিনে মনে হলো। সেই গোলপাতার চালার ভিতর ছেঁড়া মায়রে বসে ভেইয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ভেইয়া, রাঁধতে পারবি ? ডাল আর ভাত, আর মূলো ভাতে ?"

ভেইয়া জিজাসা করলে—"আর থুকি ?"

ত্বছর পরে ভেইয়াকে আমার চাকরীতে ভর্তি করে দিয়ে চলে এসেছি। খুকির পেটে ফেন আর ভালের ঝোল সইল না। সে তার মায়ের কাছে চলে গেছে।

ভূমি চিঠিখানা পড়ে কি ভাবছ তা বুঝতে পারছি।
কিন্তু আমার মাধা একটুও ধারাপ হয়নি। এই হু'বছরে
বুঝতে পেরেছি ইউরোপে বল্শেভিকদের জন্ম হলো
কেন! আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি, ভোমাদের মতো
সৌখীন বদেশ-হিতেবীরা এ দেশকে ক্মিন্ কালেও
নাড়তে পারবে না।

যাক, বক্তৃতা দেবার আর প্রবৃত্তি নেই। দেখা হলে সব কথা খলে বল্বো।

ইভি-





শার থাটের কোণে একটি ছারপোকার বাস ছিল।
দীর্থকাল একত্র বাস করিয়াছি হুই জনে। হুইজনেই
সংসারে একাকী, নি:সক—উভরের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মিক
বোগও অলক্ষ্যে গড়িয়া উঠিরাছিল। আমি ভাহাকে ভালবাসিভাম; জামার রক্তে ভাহার দেহ পুষ্ট, স্বভাবতই ভাহার
ক্রিডি আমার একটা বাৎসলাবোধ ছিল। সে-ত জামাকে সমূচিত
কৃতজ্ঞতা ও প্রত্মা দেখাইত—জাগ্রত অবস্থার দংশন করিয়া
জামাকে উত্যক্ত করিত না। নিবিড় ঘুমে বর্থন আমি সচেতন
তথনই মাত্র আসিয়া যেটুকু প্রয়োজন রক্ত থাইয়া ঘাইড।
জাবপ্তকের অভিরিক্ত দাবি করে না, উত্যক্ত করে না, এই
ভাবিপ্তকের অভিরিক্ত দাবি করে না, উত্যক্ত করে না, এই

ভারপর অকমাৎ ভাগর জীবনে নারীর আবির্ভাব ঘটিল।
এক দিন দেখিলাম, সে একা নর। আরও একটি ছারপোকা ভাহার
কলে রক্ত থাইতে আদিরাছে। একটু লাজুক প্রকৃতির মনে হইল,
ঠিক বেন সাহস সঞ্চর করিয়া কাছে আদিতে পারিডেছে না, একবার
একটু কাছে আগার, আবার ফিরিয়া যায়, বালিশের ভলায় চোথের
আড়ালে গিয়া গাঁড়াইয়া নৃতন সাহস সঞ্চর করে, আবার অগ্রসর
হয়—এমনই একটা লুকোচুরির ভাব। তেনে লাগিল একটু ভাল
করিয়া ভাহাকে ভাকাইয়া দেখিলাম। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স,
কুশকায়—কাব্যের ভাবায় তথা ভক্ষণীই বলা চলে ভাহাকে।
বালিশের ভলায় চুকিয়া গিয়াছিল, বালিশটা একটু সরাইয়া দেখিতে
বাইতেই লজ্জায় একেবারে গতিহীন হইয়া, বিবর্ণ পাংগুমুখে গাঁড়াইয়া
য়হিল। ভাহাকে আর বিবক্ত করিলাম না, পুরানো ছারপোকাকে
ভিজাসা করিলাম, এটি কে হে ?

ৰিখিত হইতেছেন ? ভাবিতেছেন বাজে গল্প ? ভূল। সকল জীবেরই ভাবা আছে, ছারপোকারও আছে। তবে, তাহাদের ধ্বনি কীশ। বাহাদের বড় বড় কান, বড় বড় শব্দ তানিবার জ্ঞা তৈরী, ভাহাদের কানে সে ভাবা ধরা পড়েনা। আমার কান ছোট, আমি তানিতে পাই।

ছাবণোকাকে জিজাসা করিলাম, এটি কে হে?

সে বিনয়ে একেবারে গ্লগদ চইয়া পড়িল। চকু বুজিরা হাত কচলাইয়া দেহটাকে নানা ভাবে মোচড় দিয়া বুঝাইল, ও প্রস্লের উত্তর দিতে তাহার ভারি শহরা।

কহিলাম, এই কথা ? তা বেশ তো, এখন এক দিন খাওয়াইয় দাও আমাদের, কি বল ?

ভনিয়া সে আর একবার গদগদ হইয়া পড়িল; ছারপোকানীৎ মধ্ব রকম একটু জিভ কাটিয়া মুখ ফিরাইল।

ছুই জন ছিলাম, তিন জন হইলাম- । মোটেই না। বরং আবার এক জন হইলাম বলা চলে। ছারপোকার আর দেখা পাই না। আগে সময়ে অসময়ে আসিয়া তুদগু বসিত, তু'টা সুখ-তু:থের কথ হইত—আর আদে না। আমাকে দিয়া তাহার প্রয়োজন মাত্র বত্ত খাওয়াতেই পৰ্যাবস্তি হইয়াছে; ঘমের মধ্যে কথন এক কাঁকে আসিয়া দিনের মত এক চুমুক খাইয়া যায়। খোঁজ লইয়া জানিলাম, দে গৃহস্থানী রচনায় ব্যস্ত। এত কি তাহার গৃহস্থানী তাহাও বৃবি না-থাছের সংস্থান তো আমার দেহেই সঞ্চিত বহিয়াছে ছারপোকার অফিস নাই, পড়াশোনা নাই, বাজারে যাওয়া নাই বালাবাড়া কাঠ-ফাড়া বল ভোলা ঘর ঝাঁট দেওরা কিছুই নাই —তবে ? ভারি রাগ হইতে লাগিল আমার। মনে হইল, ইহা? চেয়ে বদি জাগ্রত অবস্থায়ও বক্ত থাইতে আসিত ভাহারা, তবু একা নিঃসক্ষতা কাটিত। কিছু সে কথা বলিব কাছাকে? ছারপোকাং দিনাম্বে দেখাই পাই না, ভোষক তুলিয়া ডাকাডাকি করিতে গেটে ছারপোকানী জিভ কাটিয়া দৌড় মারে। ভাহাকে মাঝে মাঝে দৃ হইতে দেখিতাম, বেশ মোটা সোটা হইতেছে।

তাহাদের পাতা না পাইরা অগত্যা ভগবানকেই মনে মনে জানাইলাম, ভগবান ইহাদের সুমতি লাও, অস্ততঃ বধন জাগিয়া থাবি তথন বক্ত থাইতে আসুক।

ভগবান কথা শুনিলেন। অচিরাৎ বিছানা ভরিয়া ছারপোফা-শিশুর আবির্ভাব ঘটিল। কুস্ত কুস্ত লাল টুকটুকে দেহ, ওড় ওড় গুড় গুড় করিয়া দিবারাত্র বিছানায় যুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিন বেশ লাগিপ। লাল টুকটুকে দেহটা আমার বক্তে ভরা বলিয়াই লাল, একথা জানিয়াও মন কিছুমাত্র কুন্ত হইল না। আলা। উহারা থাইবে না ভো আমার একদেহ-ভরা রক্ত বৃহিয়াছে কেন। থাউক না, আমার অনেক আছে।

বুড়া দাদামগশ্যের সঙ্গে নাভিরা থেলা কবে, তেমনই করিয়া ভালার আমার সঙ্গে সংবাদিন লুকোচুরি থেলিভে লাগিল। কথনও দল বাঁথিয়া লাল লাল পেট উঠাইয়া মার্চ করিয়া বেড়ায়, কথনও বই থাভার মধ্যে লুকার, কথনও বা চুলের মধ্যে বা আমার প্রেটের মধ্যে চুকিয়া ধায়।

কিছ প্রথম কয়েক দিন বেটাতে কৌতুক বোধ হই যাছিল, ক্রমে সেইটাই অভ্যাচাবে দাঁড়াইয়া গেল । কুম্র শিশুব পক্ষে বাহা শোডন ও স্কর ধেড়ে ছেলেরা করিলে সেইটাই অস্থ্য জাকামি বলিয়। মনে হয়। বাজারা বড় হইয়া উঠিল, কিছ ভাহাদের দৌরাত্ম্য কমে না। তবন দেখিলাম, না আছে ভাহাদের সহবৎ শিকা, না হইতেছে সময় অসমথের বোধ—লিখিভেছি, একটা হয়তা আচম্কা আসিয়। কলমের মুখেই আটকাইয়া গেল; কোনটা জলের য়াসের মধ্যে পড়িয়া মবিয়া ফুলিয়া বহিল; কোনটা—বা কোন অভ্যাগত ভক্রলোক ভদ্রমহিলাকে লইয়া বাসয়া গল্প করিতেছি এমন সময় নিংশুকে পিঠে টিয়া এতেবারে কাধ বাহিয়া সম্মুখে আসিয়া থামিল, অভিথি য়বায় সম্কুচিত হইয়া উঠিলন।

স্থানক সভিয়া সভিয়া, শেষে এক দিন বাধ্য ইইয়া ছারপোকাকে ভারিবা করাটা বলিলাম। কভিলাম ছেলেমান্ত্র বোঝে না—মার-ধর কারত না, ভাল কথাই একটু বুঝাইয়া দিও। এই তো সহবং শেথার সমত।

ছানপোক। উডেক্তিভ চইয়া ক্তিল, উহাদেব শিখানে আমার বাবার সাধাং সম্পূর্ণ মামার বাড়ীর প্রকৃতিটি পাইয়াছে। আমার কিছু বলবার নাই, উত্তাক্ত যথন করিবে আপুনি কান ধ্রিয়া সাস সাস ক্রিয়া চড় বসাইয়া দিবেন।

আমি কভিলাম, তার পর ? আমার চড় খাইলে তাহাদের কি দশা ১০বে, ভাবিয়া দেখিয়াছ ?

দে কহিল, যা হয় হউক। আমি আর পারি না—আমাকে আনাইবার জন্মই প্রেটি হইয়াছে হতভাগারা। মৃদ্ধক, মরিলে আমি বাঁচি।

আমি কছিলাম, ছি, ছি, এমন করিয়া বলে না।

চারাপাকা কহিল, বলিব না তো কি ? আমি চুপ করিয়া থাকিলেই কি ভগবানও চুপ করিয়া থাকিবেন ? ওগুলা এক একটা বা হুইভেছে অপঘাতে মরা উহাদের কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। আপনি আমার বহুকালের রক্তদাতা, আশ্রন্ধদাতা; আপনার হাতে মরিলে অস্ততঃ এটুকু বলিব অক্তায় বিচারে মরে নাই।

শুতিকটে তাহাকে শাস্ত করিয়া তোষকের তলায় পাঠাইরা দিলাম।

কিছুক্রণ পরে নিদারুণ চেচামেচিতে বিছানা মুখবিত হইরা উঠিল। ছারপোকা ও ছারপোকানী ঝগড়া করিভেছে; বাছাওলাও ভাষাব তালে তালে চাঁ। ভাঁ। করিরা গোল বাড়াইভেছে। প্রকীর দাম্পত্য-কলহ বন্ধটা ওনিয়াছিলাম স্থপ্রাব্য; সভাই কেমন দেখিবার বন্ধ যালিলে কান পাতিরা তইরা তইরা তনিতে লাগিলাম। ছারপোকা চাপা গলায় কহিল তোমার বাছ্ছাদের ভক্ত কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব আমি ?

ছারপোকানী বস্থার দিয়া কহিল, তুমি কেন, আমি মরিদেই তো আপদ যায় তোমার। কেন, বাছোগা কি করিয়াছে, তনি গ

ছারপোকা কহিল, টাচাইও না।

ছারপোকানী কৃছিল, একশ'বাব চাঁচােটইব, হাজার বার চাঁাচাইব। সারাক্ষণ কেবল বাচ্ছা তুলিয়া থোঁটা দিবে, কেন. বাচ্ছা হি **আ**মার একার গ

ছারপোক। কহিল, ঘাট চইয়াছে বলিয়াছি, এথন **থামো।** মুথ একবার ছুটিলে যে আবে থামিতে চায় না—

ছারপোকানী কহিল, আমার ১০ই দেখ সাবাদিন। আমি বে সারাদিন সাবাক্ষণ ১খ চকু বুজিয়া ভৃতের পাটুনি খাটিয়া **যাইভেছি,** ভাহার হিদাব কেহ বাথে ?

हाराभाक। क्रिज, कि, मा करक मिर्छ इंडेर्स १

ছাবপোকানী কহিল, তা াদবে বৈ কি ? না হ**ইলে ভন্তলোক** হইলে কই । এটাই তো বাকি আছে কি না।

ছানপোকা কভিজ- (পাঠক! পাঠিকা! সে কলাহের ভাষা-টাই মাত্র আমি লিখিয়া হানাইতে পারি, সবের মাধুষ্য **আমি** লিখিয়া ব্যাহতে পাবিব না। পাচা বাকতে হইলে নিভেদের কথা ভাবুন, অংপনি নিজে যেরপ সবে অনুরূপ কলহ করেন, ভাষার কথা অব্ব ককন।

ছারপোকা কচিল, ভক্ততার ভাবি বাকি রাখিলছে আমার। তোমার পলাব চোটে ভোমাব বাছাদের চবিত্রে আমি পাড়ার মুখ দেগাইকে পাবি না । ডিঃ, ইচার চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল আমার, মৃত্যু ভাল ছিল!

ছাবপোৰানী বহিল, তা এতই যদি আমরা আপদ বালাই হইয়া থাকি, আমাদেব দূব করিয়া দিকেই তো হয় দিয়া, তার পর আবার সুক্রী কম কংসী দেখিয়া ন্তন ছাবপোকানীকে লইয়া সাধার পাত, তাহার বাঞ্রো গায়ে মলভাগ করিলেও তথ্ন তোমার চক্রন বাজয়া মনে ইইবে! আমার কপাল ভাভিয়াছে, তাহা কি আমি ব্রোনাই ?

বলিয়া কোঁনে কোঁনে কবিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল। ছারপোকা কি কবিল জানি না, সন্তবত ভাগিচ্যাকা চইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিংবা হয়তো অছ কোন একারে মান ভাঙাইবার চেষ্টা কবিল। ভোষকের কোণটা তুলিয়া, কাণ্ডখানা কি হইতেছে এক-নজর দেখিয়া লইতে বড় কৌতুহল হইতেছিল, বিজ্ঞ সাহস হইল নাঃ বাবা, ষা ছারপোকানী, তাড়িয়া আসিয়া বদি আমাকেই ছ'কথা শুনাইয়া দের!

কিছুক্ষণ কোঁস কোঁস করিয়া ছারপোকানীর মন শাস্ত ছইল। কাঁয়ং করিয়া নাক ঝাড়িয়া কহিল কি ক্রিয়াছে আমার বাছারা তাই বল না, ভনি।

ছারপোকা কহিল, ভোমার ধৈর্য্য থাকিলে ভো বলিব ?

ছারপোকানী কহিল, আহা ওনিই না, কাহার পাকা ধানে মই দিল উহারা।

ছারপোকা কহিল, আর কাহার। বাঁহার থাইয়া এতকাল বাঁচিয়া আছি—মালিকের।

্ ছারপোকানী কছিল, এই কথা ? অভটুকুটুকু বাচ্ছু, কভখানি

ক্ষিয়াই বা রক্ত থায়। সেইটুকুর **জন্ম বৃঝি জাবার তোমাকে** ভাকিয়ানালিশ করিলেন তিনি ?

ছারপোক। কহিল, তাহাব জন্ম কেন হইবে। আমাদের মালিক তেমন লোক নন, দেবতুল্য লোক তিনি। কিছ এই যে সমর নাই অসময় নাই তাঁহার গাবে উঠিয়। জিনিমপত্রের মধ্যে চুকিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করে—

ছারপোকানী কহিল, সেই কথা বলিলেন বৃঝি ? বৃড়া ধাড়ি মিন্দে, এটুকু বাচ্ছারা খেলিতে থেলিতে কি করিয়াছে তাই লইয়া খাবার নালিশ ফরিয়াদ করিতে আসিয়াছে, লজ্জা হয় না ? ছুমি বলিয়া তাই। আমি হটলে গুব হই কথা ভনাইয়া দিতাম।

ছারপোক। কাঁচুমাচু ইটয়া কচিল, তিনি বলিবেন কেন, আমি
নিজে দেখিতে পাট না ? সারাক্ষণ উপদ্রব করে তাঁচার উপর,
নেহাং ভাল মানুহ বলিয়াই সহিয়া যান!

ছারপোকানী কহিল, আহা! উপদ্রব করে, করিতে শিথাইয়াছে কে, তাই শুনি? তিনি আগ্রহ করিয়া ডাকিয়া লইডেন বলিয়াই না ওরা থায়? কথন হঠাৎ তাঁহার মেজাজ বিগড়াইবে, ওরা আনিবে কি করিয়া? বলে বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, কবে হাতে ধড়ি কর্পেকে চাঁদ।

ছারপোকা ক্তিল, না জানিয়া শুনিয়া থামকা জাঁহাকে দোব দাও কেন ?

ছারপোকানী করিল, তাঁহাকে দোষ দিব কেন. দোষ দিই আমার কপালকে। হতভাগারা যায় কেন সেথানে মরিতে, তোমাদের আব চলা জোটে না ?

ঠাস্ঠাস্ হম্ হম্ কয়েকটা শক। ভঁগ ভঁগ, পঁগা পঁগা নানাবিধ চীংকার। ছারপোকানী কহিল, চ্যাচাইস্না, চ্যাচাইলে মারিয়া ফেলিব। ফের যদি কোন দিন যাইবি ভো—

আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম, শার্ট হাতে লইলাম। ছার-পোকা কচিল, বড় কথাই বলিলে। ঘাইবে না, খাইবে কি ?

ছারপোকানী কছিল, থাইবে বাসি উনানের ছাই। অমন বন্ধ কঞ্জুষ ছোটলোকের খাইরা বাঁচিয়া থাকার চেয়ে—

এবার চন্ হম্ করিয়া কয়েকটা থব বড় শব্দ ছইল। সঙ্গে সজে আনেকগুলা বাচ্ছার নিদারুগ চীৎকার। ছারপোকানীর ভীত্র স্বর ভনিলাম, বটে, এত-দ্র!

আমি গলা-খাকারি দিয়া কহিলাম, এই ছারপোকা, ও-সব কি হুইতেচে।

বলিতেই সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। থালি একটা অস্পষ্ট বুঁবুঁবুঁ শন্দ শোনা বাইতে লাগিল—বোধ হইল কোন একটা ছোট রাছ্য কিছুতেই থামিতেছে না, তাহার মা তাহার মুখ চাপিয়া ধ্যিয়াছে।

আমি শার্ট হাতে লইয়াই বাহির হইয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ পরে ঘরে ফিরিলাম; সমস্ত বিছানা নীরব নিশ্বর, জনপ্রাণী দেখানে বাস করে এমন মনে হর না।

ভারপর তুই তিন দিন আর বাচ্ছাগুলার সাড়া পাইলাম না। রক্ত থাইতেও আর তাহারা আসে না—কচিৎ কথনও তোরকের কাঁকে মলারির ভাঁকে এক আগটা বাচ্ছা চোখে পড়ে, নীর্ণ, সাদা, রক্তের অভাবে পাংলা পূর্দামর পেটটা বচ্ছ দেখাইতেছে। অবচ ভাকিরা থাওরাইব তাহারও উপার নাই, চোথে চোথে পড়িবামাত্র কৃষ্ণ করিয়া দৌড় দেয়। আবার পরক্ষণেই দেখি, দূরে আর একটি গোপন অন্তর্গাল হইতে ত্বিত বৃভূক্ দৃষ্টি মেলিয়া আমার গারের দিকে চাহিয়া আছে। বড় মায়া হইতে লাগিল, কিছ কি করিব ? ছারপোকানীর উপরে অসম্ভব রাগ হইল, সহবং শিখানো ভাল, ভাই বলিয়া কি ঐ টুকু টুকু ছোট শিশুকে না খাওয়াইয়া মারার কোন কর্ম হয় ? এ কী অক্সায় রাগ! চোথের উপর বাছাগুলা না খাইয়া শুকাইতেছে, আর আমি নিজে নিশ্চিম্ভ মনে খাইয়া মাটা হইতেছি, ভাবিয়া এক এক সময় ভারি কজ্জা লাগিতে লাগিল, বহু বার ভাবিলান, হাতের শিয়া কাটিয়া অনেকথানি রস্ক চালিয়া ফেলিয়া দিই, প্রারশ্চিত্ত হউক। কিছ ভারতেও তো উহাদের পেট ভরিবে না!

ক্রমে দেখিলাম, বাছাদের যেটুকু সাকাং পাইতাম তাহাও আর পাই না। তবে কি অনাহারে মরিয়াই গেল তাহার।? ছার-পোকারও সাড়াশক নাই। চিন্তায় চিন্তায় আরও ছই এক দিন কাটাইলাম, তার পর আর থাকিছে না পারিয়া তোষক তুলিয়া দেখিতে গেলাম। বাছাদের ও ছারপোকানীর ছিছ মাত্র নাই; একাকোণে ছারপোকা মলিন মুধে শুইয়া আছে। ডাকিয়া কহিলাম কি হে, কি খবর?

এক ডাক, ছুই ডাক, ভিন ডাক,—সাড়াই নাই। তথন
শক্ষিত হইয়া সভর্ঞি ধরিয়া একটা জোর কাঁকুনি দিলান; সে বেন হঠাৎ চেতনা পাইয়া আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ভাকাইয়া রহিল। কহিলাম, ব্যাপার কি, বে! কই ?

সে কিছুক্ষণ চূপ করিয়া **রহিল, ভা**র পর ভগ্নথরে কহিল, সিন্দেমায় গিয়াছে। বলিয়া ঝর-ঝর করিয়া চোথের জল ছাড়িয়া দিল।

হউক ছারপোকা, পুরুষমামুষ তো। তাহার এই চুকালতা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। কহিলাম, দে তো অলফণের ব্যাপার। তিন ঘটার বিরহে এতথানি কাতর হইয়া পড়া—ছিঃ!

সে গলদঞ্চলোচনে কৃতিল, তিন ঘণ্টা নয়। আৰু আদিবে না ভাহারা।

সে কি কথা ? জ্বেষের মত সিনেমায়—তবে কি হতভাগিনীকে আধুনিকতার পাইল ? উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলাম, প্লে করিতে গিয়াছে ?

ছারপোকা কহিল, না। খুব বড় একটা দীর্ঘাস বুকের মধ্যে বাধিয়া ছিল, ধীরে ধীরে সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া মন হালকা করিল। তার পর কহিল, দিনেমার হলে গিরাছে, সেইখানে আছে। সেথানে আনেক মাত্রব বসে, অনেক বক্ত।

বলিতে বলিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

মুশকিল্! বুঝাইয়। সুকাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিয়া ভাহাকে কোণ হইতে বাহির করিয়া আনিলাম। বালিশের উপরে বসাইয়া দিয়া কহিলাম, গিয়াছেই যদি, ভূমিও শোধ নাও; সে বেমন ভোমাকে ভূলিয়াছে, ভূমিও ভাহাকে ভূলিয়া যাও। দেগ ভো, কি চেহারা হইয়াছে!

বলিরা ভাষাকে আরনা দেখাইলাম। দেখিরা সে শিহরির। উঠিল। কছিলাম, খাও নাই কত দিন ?

त कहिन, कि स्नामि । मान मारे।

কৃছিলাম, বেশ ক্রিরা**ছ। এখন আইস, আ**গে যা হোক একট থাইয়া লও।

সে কিছুতেই খাইবে না—শেবে অনেক সাধ্যদাধনার পর আমার পা হইতে ছোট এক চুমৃক মাত্র বক্ত গাইল। খাইয়া একটু সুস্থ হইল। তথন তাহাকে নানাবিধ ভাল ভাল সাধ্যনা বাক্য পলিলাম। কহিলাম, জীবনে হঃথ আদেই, বৃদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা লইয়া বৃথা শোক করেন না। ভাবিয়া দেশ, কয় দিনের জীবন, কয় দিনেরই বা বিবহ ?

সে কানই দেয় না, বলিল, দিনের মাপে কি ছঃথের মাপ ? বিরহ কি মাহিনার টাকা ?

জামি কহিলাম, অবুঝ হইও না, ছর্তাগ্য যথন আদে, বুহত্তর ত্রতাগোর সন্তাবনা ভাবিয়া সাধানা পাইতে হয়। কবিতা আছে, 'একদা ছিল না জুতা চবণ যুগলে'—পড়িয়াছ !

সে কৃছিল, না।

আমি কহিলাম, লেথাপড়া জানিলে পড়িতে। ছুমি ধালি ভাবিতেছ তোমার একাবই বুঝি ছ:থ—আমার কি হইয়াছিল জান ? দে মাথা নাডিয়া ভানাইল, না।

কহিলাম, তবে শোন, শুনিলে বুঝিবে তোমার চেয়েও বড় আঘাত অনেকে পায়। তোমার আবে ক্ষোভ কিলের, তুমি তো ভাহাকে কাছেই পাইয়া লইয়াছ। আবে আমার বে—শুনিবে দেকাহিনী ?

দে আর্দ্র তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। কহিল, ভনিব।

আমি কহিলাম, শোন তবে। আমি যথন প্রথম প্রেমে পড়ি, তখন আমার বয়স অল্ল, বছণ সাত আট।

ছাবপোকা মুখ তুলিয়া তাকাইল, একটি চোখ মু**ছিয়া কহিল,** যুব অকালপ্ক ছিলেন তো ?

আমি কহিলাম, তা ছিলাম: এবার শোন। তথন প্রতিবংস গুজার ছুটিতে আমাদের শহরে সার্কাস আসিত। ছোট ছোট দেশী দল, শহরের এগানে সেথানে তাঁবু ফেলিয়া বসিত, ছ'আনা চাবআনা টিকিট লইয়া প্যাবালেল বাব, হরাইজ্বটাল বারের ফিগার দেখাইত, আবার টিয়াপাধীর খেলা, বাঘের খেলাও দেখাইত। আমাদের বাড়ির পাশে প্রত্যেক বারই তাহাদের তাঁবু পড়িত।

সেবারও সার্কাস আসিয়াছে, মহা হৈ হৈ শান্ত বিজ্ঞাপন দিতেছে, ধাদশব্দীয়া বালিকার ভারের উপরে নৃত্যু, আসন দেখিয়া ধান। দেখিতে গোলাম। নানা রকম থেলা টেলা অনেক দেখাইয়া ভার পর ভারের থেলা আসিল। সুন্দর টুক্টুকে একটি মেরে বেশ টাইট টাইট গছন সমুন, আঁটো ছামা আর গেঞ্জির পেণ্টুলান পরা, ভারের উপর উঠিয়া কতরকম থেলা দেখাইল। হাটিল, নাচিল, পাশ ফিরিল, ভারের উপরে এক ঠ্যাংওয়ালা চেয়ার পাতিয়া ভাহাতে বসিয়। বই পড়িল।

দেখিয়া শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়ে. গেলাম। মনে মনে ছিব প্রতিজ্ঞা করিলাম, বিবাহ যদি কোন দিন করিতে হয়, উহাকেই করিব। বয়সের ছোট বড় বিচারের জ্ঞান তথনও হয় নাই; আর এ বকম বে আরও ঘিতীয় ব্যক্তি হইতে পারে, সে কথা তথন কেহ বলিতে আদিলে তাহার মাধা ফাটাইয়া দিতে পারিতাম। ছারপোকা উঠিরা বসিল। অস চফুটিও মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তারপর ?

আমি কহিলাম, তারপর দিন তুই যাবৎ সকাল বিকাল থালি তাঁবুর আশেপাশে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইলাম, যদি কোন কাঁকে আবার তাহার সাকাৎ পাই। পাইলাম না—দিনের বেলায় সার্কাস-ভরালারা তাহাদের লুকাইয়া রাথে। যাত্রাওয়ালারাও রাথে দেখিয়াছি, এমন স্কর্মর রাজকল্পা আর সথী গানের সময় আসরে আসে, অথচ দিনের বেলা কিছুভেই তাহাদের দেখা যায় না! আবার তাহাকে দেখিতে বড় ইছে। ইইতেছিল, বিস্কু কি করিব ? আবার সার্কাস দেখিতে চাহিলে বাড়িতে পিটুনী থাইব। অগত্যা সারাদিন সারারাত খালি মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান আর একবার দেখা কয়াইয়া দাও; আর থুব উনাস মনকরিয়া গান গাহিতে লাগিলাম, "কবে ত্রিত এনক ছাড়িয়া যাইব তোমারি বসাল নকনে।"

ভগবান ডাক ভানলেন। আমাদের পাণার নিয়ম ছিল, সাকাস্থাসিলে পাড়ার মেয়ের। একদিন পুপুরে কারুতে যাইতেন,বাঘ দেখিয়া আসিতেন। দিন তিনেক পরে একদিন মেয়ের। দল বাঁধিয়া বাঘ দেখিতে চলিলেন, মায়ের সঙ্গে মগে আমিও চলিলাম। মনে তথক কি ফুডি! তাঁবুতে চুকিয়া সকলে বাঘের বাঁচার দিকে গেলেন, বুড়া ম্যানেভার আসিয়া বাঁচা খুলিয়া দিল। আমার বাঘের দিকে মন নাই, আমি থালি চতুদ্দিকে তাকাইয়া খুলিডেছি, সে কোথায়। চাবে পড়িল না। এক পাশে একটা মন্ত বড় বাঠের সিম্মুক। বুঝিলাম এটার মধ্যে নিশ্চর তাহাকে বন্দিনী ব্রিয়া রাথিয়াছে। বুকিছে সে সিম্মুক ভাতিব কি করিয়া।

ছাবপোকার চকু ঘনজল করিতে কাগিল। বহিন, তার পার ?
আমি কহিলাম, তার্তে চুকিয়াই দেখিয়া ছিলাম, একটা চোয়াড়মতন
চেহারার লোক, একপাশে বেঞ্চিতে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। বয়স
বাইল চফিল হইবে। দাড়ি গোঁপ কামানো, বেঁটে খুব কালো আর
খুব জোয়ান। গোঁজি ফুঁডিয়া সর্কাঙ্গের ডুমো ডুমো মানেল দেখা
যাইতেছে। বাঘ দেখিয়া মায়েরা ফিফিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে হভালা
মনে ফিবিতেছি, এমন সময় আব একটা লোক জাঁবুতে চুকিল।
ভাহাকে চিনিলাম, সে হলাইজটাল বাবে পা বাধিয়া লখা হইরা ঘুবিয়ান
ছিল। আসিয়াই, বেঞ্চির লোকটাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, সয়, বে—
খাদলবর্ষীয়া বালিকা, জায়গা দে, বলিয়া ভাহার মুখ হইতে বিড়িটা
কাডিয়া লইল, বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া সেইটা খাইতে শুক কবিল।

সেই দিন ছির বুঝিলাম, নারী সভ্যই ছলনাময়ী, যত চাকচিক্য বাহিবে, ভিতৰে সকলেরই ঐ রকম কালো রং আর ডুমো ডুমো মাসেল। সেই হইতে আর নারীকে বিখাস করি না, তাহার মোহে ভূলি না।

ছারপোক। বছকণ নির্নিমেধ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, শেবে এক সময়ে ফিক্ করিয়। হাসিয়া ফেলিবার উপত্রন করিয়াই, ভাড়াভাড়ি ছই হাত মুখে চাপা দিয়া ভেট ভেট করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, আপনি ঠাটা করিতেছেন ?

আমি কহিলাম, দোহাই, ভোমার গুরুর দিব্য, আমি ঠাটা করি নাই। এমন একটা মশ্বান্তিক ব্যাপার লইয়া ঠাটা করিব, আমি কি একেবারেই একটা পাবশু? ুলে কেবলই কাঁদে আর বলে, আপুনি হৃদয়হীন, নিঠুর। আপুনার বক্ত খাইয়া খাইয়াই সে অমন হৃদয়হীনা হইতে পারিয়াছে। নভিলে সে তো এমন ছিল না!

জামি কছিলাম, তুমিও ভো আমার রক্তই খাইরাছ; তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিন খাইরাছ।

সে কহিল, সকলের হয় না। হণ্ণম-শক্তি কি সকলের সমান ? বলির। আবার কাঁদিতে লাগিল। আবার তালাকে বছপ্রকারে সান্ধনা দিলাম। কহিলাম, বেশ তো, তুমি যথন তাহাকে এত ভালই বাস, সে সেখানে স্থা আছে. প্রচুব খাইতে পাইতেছে, বাছরোও আনক্ষ খাইরা মোটা হইতেছে—এই কথাটা ভাবিয়াই নিকেকে সান্ধনা দাও না কেন ?

·সে একটুকণ চুপ কবিয়। বহিল, ভারপর কহিল, ভাহাও ভাবিষাছি কিছ মন মানে কট।

ৰলিয়। আবার একটু কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই কচিল, আমাকে খুব ঠাটা করিয়া একটা চড় মারিতে পাঁবেন ? কহিলাম, কেন ?

সে কছিল, মরিয়া বাইতাম। এখন মরিলেই আমার হাড় জুড়ার।

আমি কতিলাম, ছি ছি, এমন কথা বলিজে নাই। বলিয়া জোব কবিয়া ভাহাকে ঘূমাইতে পাঠাইয়া দিলাম।

ছাবপোকার ভাঙা মন কিছু আব ছোড়া লাগিল না। সে
সময়ে থায় না; সময়ে ঘ্মায় না—দিনরাত উদাস চইয়া বসিয়া থাকে,
আর কি যেন ভাবে । দেখিয়া ভানিয়া আমাবও মন খাবাপ চইয়া গেল

ইহাদের ভাগের সংসানটি যে এই ভাবে ভাজিয়া গেল, ইহার মূলে
কি আমারই দায়িত্ব প্রধান নয় ? আমার কথা উপলক্ষ করিয়াই
ভো ইহাদের ঝগড়া—আমি একটু সহিসা থাকিলে আব এই সমস্ত
কিছুই চইত না। ভাগিয়া আমার যেন দম বন্ধ চইয়া আমিতে
লাগিল, নিজের অপবাধের শ্বভি, ছারপোকার উদাস মনিন মুখ,
খাটের কোণের একদা বলবন-মুখরিত একং অধুনা-নিজন স্থানটি—
সমস্কই যেন আমাকে অহনিশ পীড়ন করিতে লাগিল। স্থির
করিলাম, আর না, এই মেস প্রিভ্যাগ করি, ভবে বদি শ্বভিব দংশন
হতিত মুক্তি পাই।

ছারপোকার গতিবিধিও দিন দিন বহত্তময় হইয়া উঠিতেছিল। কিছুদিন দে একেগাবেই কোণ ছাড়িয়া বাহির হইল না—অনেক ভাকাডাকিতে হয়শে। একবার বাহিরে আসিথা ইয়ং একচুমুক রক্ত খাইরা চলিয়া যাইত. এইমাত্র। অনেক দিন এমনও ইইয়াছে, গারে কামড় দিয়া তারপর হঠাং অক্তমনস্ক হইয়ারক্ত না চুবিয়াই ফিরিয়া চলিয়া গিয়াতে।

এই ভাবে কিছু দিন কাটিল। তার পর হঠাৎ দেখিলাম, তাহার মনে একটা জ্ঞানচর্চার ঝোঁক আসিয়াছে। এক দিন কলেজে বাইব বলিয়া বা গুছাইতেছি, মোটা একখানা পলিটিক্সের বাইব মধ্য হইতে ছারপোকা হঠাৎ বাভির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া একটু বেন অপ্রতিভও হইল, আমি আর তাহাকে ধমক চমক কবিতাম না, কহিলাম, কি ব্যাপার, বাইর মধ্যে বে প্

সে এফটু কাল বিধা কবিল, ভারপর হঠাৎ কহিল, আছা,

সোশ্যাল বিভলিউশন করা বার না ? খুব কি বেশী লেখাপড়া জানা লাগে ?

বিশ্বিত হইরা কহিলাম, তাহা তো একটু লাগেই। কেন ? সে বিমর্থ মুখে কহিল, তবে আর হইল না। কতকটা আপন মনে কহিল, ঐ রকম একটা কিছু লইরা থাকিতে পাইলেও বাঁচিতাম।

ছারপোকানীর সোভাগ্যে ইবঁয়। ইইল। আমাকে কি কেহ কোন দিন এমন করিয়া মনে রাখিবে ? মুখে কহিলাম, ওসব চিস্তা ছাড়। ভগবানকে ডাক, ছঃখীর মনে তিনিই সাল্পনা দিতে পারেন।

ছারপোকা হঠাৎ উচ্ছ সিত স্বরে কহিল. ঠিক বলিয়াছেন।

ইচার পর তাহাকে প্রায়ই বইর শেল্ফে, নানাবিধ বইর আশে-পাশে দেখা যাইতে লাগিল, একদিন দেখিলাম, অক্ষয় দত্তের 'ভারতবর্ষীর উপাদক সম্প্রদায়' বইর মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। দেদিন তাহাকে ধমক দিলাম, কহিলাম, অত কঠিন বইর কাছে বাইও না, দাঁত ভাঙিয়া যাইবে। রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, তাই পড়।

সেম্থ বিকৃত করিয়া কছিল, কিছু না কিছু না, সব বেটা সমান কাঁকিবাজ। আসল পথের সন্ধান কেচট দেয় না।

আর একদিন দেখিলাম, সভ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌদ্ধদত্ম' পুস্তকের শেষ পুঠায় সে শুকু চইয়া বসিয়া আছে। কভিলান, কি চইল গ

সে অক্সমনন্ধ ভাবে কহিল ভাবিতেছি। বলিয়া আবার চিস্তাদাগরে মগ্ন হইয়া গেল।

আমার নৃতন মেসে ঘাইবার দিন আসের ইইছা আফিছ। ষাইবাব দিন সকালে ছাবপোকাকে ডাকিয়া কঠিলাম, আমি এখান ইইতে চলিয়া যাইতেছি। ভূমি এখন কি কঠিবে ?

সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, নিলিপ্ত কংগ্ঠ কচিল, আনিও যাইব, আব এখানে থাকিব না।

কহিলাম, কোথার যাইবে ?

সে কহিল, আমি পরিব্রাক্তক হটব।

সে কি ৷ সবিশ্বয়ে কহিলাম, প্রব্রজ্ঞা লইবে ?

সে কহিল, অত দূব কি আব আমাৰ হইয়া উঠিবে ? তা জাঁহার ইচ্ছা থাকিলে হইতেও পারে—জাঁহার অসাধ্য কি আছে। বলিয়া ঘুই হাত তুলিয়া উদ্দেশে নমস্কার কবিল।

আমি কহিলাম, আপাডভ: কি করিবে স্থির কবিয়াছ ?

সে কহিল, ট্রামে চড়িব। এই শহরেই সে আছে; আমিও
ট্রামে চড়িয়া এই শহরের পথে পথে সারাক্ষণ ভাচাকে ঘিরিল। ঘ্রিয়া
বেড়াইব। যদি আমার ভালবাদা আমার সাধনার মধ্যে ফাঁকি না
থাকে—

আমি কহিলাম, আমি তাহা হইলে আজ চলি ? আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না।

এমন করণ কথাটাকেও দে গায়েই মাখিল না, ৩বু কহিল, আনেক দিন একসংল ছিলাম, একটু পায়ের ধুলা দিয়া যান।

বহু দিন পরে তাহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হটরাছিল। থিদির-পুরের গাড়িতে চড়িয়া আসিডেছিলাম। পরিশ্রাভ বেহ, বসিয়া



যাযাবর

#### চার

নিজামুদ্দিনের দবগায় প্রবেশ করে প্রথমেট চোথে পড়ে আউলিয়া-খনিত দে-পুরুব। আক্রও নিংশেষে বাবিচীন নয়, সামার একটু জল আছে ডলায়। পান্যোগ্য নয়। গন্ধ, স্বাদ এবং বর্ণ ভীতিজনক। তার পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশৃষ্ট চন্তরে, যার মাঝধানে সমাধিস্থ চয়েছে ককিবের দেহ।

সমাধির উপরেও আংশ-পাশে রচিত হয়েছে শুদৃষ্ঠ ভবন ও অলিক। সমাট সাজাহান সমাধিব চাবিদিক্ ঘিনে তৈরী করেছেন খেত পাথবের বিলান, প্রালণ বেষ্টিত করেছেন ক্লা কার্ফার্যাথচিত জালিকাটা পাথবেব দেয়ালে। দিন্তীয় আকবর কানা করেছেন সমাধির উপরিস্ত গণ্ড। ফ্রিবের পুণা নামের সঙ্গে আপুনাকে যুক্ত করে নিক্তেকে জারা ধক্ত ভান করেছেন।

গিয়াসন্ধিনেব রাজধানী ভোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসভূপে পরিণভ, বি, বি, দি, আই রেস্ডয়ের লাইন গেছে তার উপর দিয়ে। একমাত্র প্রস্তাভিবের গ্রেষণায় এবং টুরিইদের দুইবা হিসাবে তার শুক্ষ। নিজামুদ্দিনের দরগায় আছও মেলা বাদ প্রতি বছর দ্ব-দ্বান্ত থেকে প্ণ্যকানীরা আদে দশনাকাজ্যায়। সেদিনের রাজধানী তার অজ্জেদী অহমার নিয়ে বহু দিন আগে মিশেছে ধূলায়; দীন সন্ধ্যাসীর মহিমা পুক্ষামুক্তমে ভত্তজনের স্থান্ধ অভ্বের মধ্য দিয়ে বর্ষেছে জন্নান। তার আক্ষণ দ্বকালে প্রসাবিত।

হিন্দুর অস্তিম অভিনাষ গঙ্গাতীরে দেহবক্ষার দার শত শত বর্ষ বসিয়া চুলিতেছি, অকমাৎ তীর দংশনজালা অমুভব করিং। লাফাইয়া উঠিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই চক্-চক্ চক্ করিয়া একটা অমুভাপাত্মক ধ্বনি কানে আসিল। চেনা গলা। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সেই বটে। কিছু সে জীবি কাতর চেচারা আর নাই—ফুলিয়া এমন টাইট হইয়াছে, ঘাড়ে গদানে প্রভেদ করা চুকর।

কহিলাম, কি হে, কেমন আছ ?

সে সমন্ত্রমে কহিল, আজে কোন-রকমে কাটিয়া ঘাইতেছে। কহিলাম, ভারপর, করিতেছ কি এখন ?

েদ কহিল, তথনই তো বলিয়াছিলাম। পরিব্রাজক হইরাছি, বুনে ট্রামে বেড়াই, বাত্রীদের নিকট হইতে বক্তের মুট্ট ভিন্ন। সইয়া ধবে দিল্লীর বিস্তুশালীরা কামন।
করেছেন আউলিয়ার কবরের
নিকটে সমাধিস্ক হলে, চেম্বেছেন জীবনাস্তে নিজামূদ্দিন
আউলিয়া মীর মঙ্গলিসের
সাল্লিয়া থাই তার আশেপাশে আছে সংখ্যাতীত
আমির-ভমরাহের সমাধি।
তারই মধ্যে একটিব গর্ছে
আছে কবি আমির ধসকর
দেহাবশেষ।

থসদর প্রতিভা ছিল বিশ্বরকর; খাতি ছিল বস্থ-বিশ্বত । দিল্লীর কবিগোগীতে, তিনি ছিলেন অনক্ষসাধারণ। আলাউদ্দিন থিলিজীব কাব্য-

রসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তার ছততা ছিল গভীব, আপন অফুপম ছন্দে প্রস্থিত করে থিজির খানের বীরত্ব কাহিনীকে তিনি কালজ্যী অমধ্য দান করে গেছেন।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেক্তে জার এককন কবি রয়েছেন চিরনিদ্রিত, বার রচনা আজও উর্দ্দ সাহিত্যে জজাতশক্র । কগতে বছ ঐখর্যাময় সৌধ রচিত হয় জক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে। কিছু কবি 'পরে ভার থাকে নিজ মেমোবিয়ালের।

কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরতীন, সাধানণ প্রজ্ব-বেদিকার মাত্র আবৃত। কিন্তু উনবিংশ শতাকীর উর্দ্ধানিত্য অহান রেখেছে তাঁর স্মৃতি,—কাব্যে ও গাধায়। পূর্ব-বাংলার স্বভাবকবি গোবিক্ষ দাসের বচনার সঙ্গে সাদ্ধা আছে তাঁব কোন কোন শেষবেব।

হিন্দু-যুগে বেওয়াজ ছিল না পৃতিসৌগের। তার কারণ
মরলোকের চাইতে প্রলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেনী। তাই
খাশানে দালান থাড়া করে প্রিয়ন্তনের শৃতি অক্ষয় করার কথা কথনও
তাদের মনেও হয়নি। মৌগ্য-রাডাদের আমল থেকে পৃথীরাজ্ঞ
পর্যান্ত কোন হিন্দু রাজা রাথেননি কোন খুতি-সৌধ। রাজপুত
রাজতোরা গড়েননি কোন এতমদোলা, সফদারতক বা হুমায়ুন্স টুয়।
তারা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান,
গোদান করেছেন আক্ষাকে। সমস্তই জগংহিতায়। অশোক
যে ভাজ রচনা করেছিলেন, তা নিজ কীর্তি যোগণার জন্ত নয়,
জনশিক্ষার উদ্দেশ্য। বুদ্ধ গড়েছিলেন চৈত্য ও বিতার সংযের ভক্ত ;

ভাগ তেই জীবনধারণ করি। ভার আপনার আশীকাদে ছোটখাট একটি ব্যাহত খুলিয়াছি, মানে ব্লাড ব্যাহ্ম।

ক্তিলাম, ভিকার জোর আছে বটে, এ-যে একেবারে মাড়োগ্নারী বনিয়া গিয়াত দেখিতেতি।

সে বৈঞ্বোচিত বিনয় সহকারে চুপ করিয়া গহিল। কহিলাম, বৌশ্বের খবর কি ?

সে কহিল, জানি না। আর দেখা হয় নাই।

আমি কহিলাম, তা. এখন তো আর থাওয়ার চিস্তা নাই এবাব ভাল দেখিরা আর একটি বিবাহ করিলেই পার।

নে শিহরিরা কহিল, পাগল !

শৃত্ববাচার্য্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্ত চর্চার মানদে।
সে-মুগে হিন্দুর জীবনে শেব কথা ছিল ভজি। পূর্বামুখী
কুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিস্তা, ধ্যান, ধারণা উর্দুখীন!
সাক্ষাৎ বা প্রোক্ষভাবে ভগবানে উদ্দিপ্ত। এতিকের সম্পর্ককে
তারা যথেপ্ত গুরুত্ব দেয়নি। যথন কিন্তে কাস্তা কন্তে পূত্র, তথন
প্রেম দিয়ে আর হবে কী ? 'মায়াময়মিলং অথিলং বিশ্বং'! কাজেই
পিতাকে হতে চয়েছে প্রমং তপং, স্থামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা,
শ্বীকে হতে চয়েছে সভধর্মিনী। নারী যে সহমুতা হয়েছে তার
কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুর্বালাত বশে তা বলা শক্ত।
স্বস্থেষা বাঁরা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়েনয়। সংযুক্তা পৃথীরাজ্বের
স্বালার মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈতবের ক্বন্ন, বেমন একালের
ভক্ষণীরা গাঁওছড়া বাঁথেন আই, সি, এদের চাদরে।

মুদলমানেবাই আনলো ভিন্ন জীবনাণৰ্শ। বৈবাগ্য সাধনে মুক্তি সে ভালেঃ ন্দ্র। ভাবা প্রকালকে খোড়াই প্রোয়া করলো; ইহকালকে করলো বরণ। ভারা জীবনকে করলো ভোগা, কাঁদ লা, কাঁদালো এবং ভালোবাসলো। ভাই নারীর জন্ম করলো লুঠন, প্রেমের জন্ম করলো অপ্রবণ এবং প্রিয়জনের জন্ম হনন ও বহু অপ্রক্ষা সাধন।

বলা বাছ শ্য, এব সবজলৈ সমর্থনিযোগ্য নর। কিন্তু প্রেম কি কাবও সমর্থনের অপেকারাথে? মেনে চলে নীতির অনুশাসন ? অংল্যা কবেছে সমাজের বা শাল্পের সমর্থনের অপেকা? মহাভারতের অর্জ্ব্য কবেছে ? বৃশাবনের কাম কবেছে ? কবেছে বিজিয়া বেগ্য, মেরী ওয়ালেকা, বা ম্যালাম লুপেকু ?

মুদলমানে বা প্রিরতম প্রিরতমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কাল-ক্ষরী, রাগতে চেয়েছে স্মারকচিছ। তাই দৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর, এমন কি উপপত্নীর সমাধিতে।

চিন্দুগা তপন্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিবদ। মৃদলমানের।
শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও বঙ্মহল। হিন্দুরা সাধক, তারা
দিয়েছে দর্শন। মুদলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে দঙ্গীত। হিন্দুর
গর্বব মেগায়, মৃদলমানের গেগরব হৃদছের। এই ছই নিয়েই ছিল
ভারতবর্ধের অতীত; এ ছই নিয়েই হবে তার ভবিষাৎ। একটিকে
বাদ দিলেই হয় পাকিস্কান—মহন্মদ আলী জিল্পা না চাইলেও।

যাত্রাস্চচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করজেন একটি কুল্র মর্মার সমাধির প্রতি। সেটি স্থাট-ত্রিতা জাহানারার।

জাহানারাকে আমার ভালো লেগেছে শৈশব থেকে। মোগল রাজক্রাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনক্রসাধারণ। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্বক্রণে সন তাবিধ কন্টকাকীণ মুখল-কাহিনী কণ্ঠত্ব করবার ত্রহ প্রবাস করতেম প্রাণপণে দীর্ঘরারিব্যাপী। ঘুমে চোখের পাতা আসতো জড়ারে, দেহ হতো অলস, মাথা ঝিমিয়ে পাড়তো চুলুনীতে। ওরই মধ্যে জাহানারার উপাধ্যান পড়ে করনার আঁচ করবার চেটা করতাম তার চেহার।

প্রথম বৌবনে জাহানারা পাটেশরীর বেগমের মর্ন্ত্যাণা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমার। হারেমে করেছেন একাধিপত্য, অপ্রতিহত অমুগ্রহ ও শাসন বিভরণ করেছেন ছই হল্ডে। কঞাবের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়ভরা। তাঁরই জন্ত সম্রাট তৈরী করেছিলেন দিল্লীর ভাষা মসজিদ,ভাষতের বৃহত্তম মৃদ্ধিম ভলনাশ্র । জাহানারার সেহভাজন ছিল এক বাঁদী। অভর্কিতে প্রক্রেমন

আন্তন লাগলো তাব বসনে। সে-আন্তন নেবাতে গিয়ে লাহাভাদী নিজে দগ্ধ হলেন সা ঘাতিকরপে। রাজ্যের নানা ভায়গা থেকে থল হাকিম, হলো নানা রকম এলাজ; বিদ্ধু ফল হলো না কিছুই। স্ফাটনন্দিনীর জীবন সংশ্যুদেখা দিল।

বিচলিত সাজাহান এতালা দিলেন এক সাহেব চিবিৎসককে, গ্যান্তিয়েল বাউটন। তথাটে ইংরেজের বৃঠাও ভান্তার। বাউটন বললেন, ওষ্ণ দিতে হলে রোগিণীকে চোথে দেখা চাই। তনে সভাসদেরা হতবাক্ হলেন। বলে কি বেরাদপ, শাহনাশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না, কাম্বক্ত ? কিন্তু শেষ প্রয়ন্ত পিতৃত্বেহ জয়লাভ কবলো সামাজিক প্রথার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটনের প্রভাবে। অল্পনল মধ্যে আবোগা লাভ করলেন জাহানারা। তাঁব অন্তবোধে সাজাহান বাউটনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে। আভ্নিনত কৃনিশ করে বাউটন বললে, "নিজের জন্য কিছুই চাইনে। বলকাতার ১৮০ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংবেজের বৃঠা নিম্নাবের জন্য প্রথান। বির কিছু ভূমি। ইংবেজকে দান ককন এদেশে বিনা তল্পক বালিছের অধিকরে।"

বাউটনের প্রার্থন। মধ্রুর জ্বলা। স্মাট বাংলার শাসনকর্ত্তা শাজ্জাদা স্কলাকে ভরম করংলন ইংবেজকে আবিলম্বে ফশ্মান্ন দিজে। স্বজাতি চিক্রিবার এত বড় দুঠান্ত আব একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইত্নী বৈজ্ঞানক ডাং জেইম ভাইজমানের।

১৯১৮ সাল প্রথম মহাযুক্তর হথন সঙ্গালনক কাল, ইংলপ্তে বিজ্ঞোবক উৎপাদনের অপতিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তথন ক্তিম অ্যাসিটোনের তিবনৈ ভার নিলেন ম্যাক্টার ইউনিভার্নিটির এক অধ্যাপক। প্রধান মন্ত্রী লংহড ভক্তর বললেন, "প্রাফ্সার, সমগ্র বিটেনের ভাগা নির্ভিব কংছে ভোমার সফলভার উপরে। আমি চাই ভাড়াভাড়ি কাজ, ভাড়াভাড়ি ফললাভ।"

অধ্যাপক বললেন, "তথাস্ত।"

দিবারাত্তির অবিশ্রান্ত পৃথিশ্রম সন্তাহ ক্যেকের মধ্যে আবিশার করলেন কৃত্রিম অ্যাহিটোন। পুরাক্তহের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কুত্তজ্ঞ লয়েড ভব্জা তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুৰস্থাব ভাইজমান প্ৰত্যাপান কৰলেন জ্ঞান বদনে।

লয়েড হুজু আবার হিজ্ঞাস। করলেন, "ণিয়ারেজ ? অথ ?"
"কিছুনয়। একটি মাত্র যাচ্ঞা আছে আমার। আমার স্বজাতিও জক্ষ চাই নিদিষ্ট একটি দেশ; ইত্লীদের ন্যাশ্ভাল হোম।"

কিছুকাল পরে বাল্ফোর ঘোষণার ইন্দীদের জন্ম প্যাদে টাইনে নির্দ্ধিট হলো 'জাতীয় বাসস্থান'। অবশ্য কাগজে-পত্রে আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না তাদের। বরং ইদানী কনসার্ভেটিভরা প্যালেষ্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছেন সুয়ো-রাণী দ মধ্য-প্রাচ্চে ইংবেজ-প্রভাব অফ্র রাণার প্রেরোজনে। কৃতজ্ঞত: কথাটা আছে ইংবেজর ভাষার, নাই ইংবেজ-চরিত্রে।

আহানারার অন্ধ্রহে ইংরেজের। বাণিজ্য নিরকুশ করলেন ভারভবর্বে, সামাজ্যের ভিত্তি ছাপনা করলেন সকলের অলক্ষে। সেই জাহানারার চরিত্রেই বঙ্গছ আবোপ করে ইতিহাস রচন। করছে, ইল্লেজ। এতে বিশ্বিত হইনে। বে সিভিলিয়ান ভারতবর্বের পেলনে ক্রীকোর্টশারারে যাড়ী হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিশ্বা করেন সব চেবে জোব-গলার। দিছপোল্ড এমেরীই ভারত-বর্ষের স্বাধীনভার সব চেবে বিরোধী, কারণ তাঁর জন্ম মুক্ত প্রেদেশের গোবখপুরে।

জাহানার ার জীবন-নাটোর শেষ দৃশ্যকলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারা হিন্দো ছিলেন পিতার সর্ব্বাপেক।
শীতিভাজন । কিন্তু তাঁর অনুষ্ঠিক ছিল খুঁইংগ্রে। সেটা মুদ্রিম
সমাকে জনপ্রিয়তার উপায় নয়। পিতার অস্কুতার সংবাদে সজা
সৈক্ত-সামস্ত নিয়ে রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে। বারাণসীর যুদ্ধে দারা
তাঁকে করলেন প্রাভিত। আহরক্তের তখন মোরাদকে বহলেন, এ
ছলনা-চাত্রীময় পৃথিবীর কোন কিছুতেই লোভ নেই তাঁর। তাঁরা
ছজনে মিলে কাফের দারাকে প্রাভিত করলে সাজাহান যদি
প্রশোক্গত হন—আলার দোয়ায় তিনি খেন সেরে ওঠেন—তবে
দিল্লীর সিংহাসন হবে তাঁর অর্থাৎ মোরাদের। মঞ্জপ মোরাদের
প্রতাতি হলো এই আশ্বাসে। দারা প্রাভিত হয়ে প্লায়ন করলেন
পাঞ্জাবে। এক উৎসব-রজনীর অবসানে স্বামন্ত মোরাদ হলো হন্দী,
আরক্তেরে নিজকে খোষণা করলো সন্তাট্রপে, পিতা সাভাহানকে
ক্রেদ্ধ করে আব্দ্ধ করলো আগ্রা ছুর্গের এক ক্ষুপ্র প্রবেট্ট।

আওরঙ্গজের জাহানারাকে দিতে চুয়েছ'লন প্রদশহ বেগ্নের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান কবলেন সে অন্তব্যধ। ছেছায় বরণ করলেন সহ-বন্দিত্ব। পিতাব প্রিচ্ছার জন্ম। চুযুদ্ধিকে কুর প্রবন্ধনা, সমাহীন বিশাস্থাত্তবতার ঘন অব্বাহের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা এইলো অচল, অটল, অবশিপত দীপশিব,র মতো দীত্রেময়। সাজাহানের হিতীয় কথা রোসেনারা আওরজ্জেবের প্রকানিলেন, হলেন তার প্রিহ্মপাত্রী। দিল্লীর দিভিল লাইনস্ আছে তার উজান। সেথানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে বোসেনারারার, দিল্লীর মান্টালা।। দশ চাকা প্রেন্ট ছেকে ব্রেন্থ প্রসাতে আছে তার উর্বাহ বিশ্বতা।

ইণিহাসে সহাট আৰম্গানের শাসন বিধ্মী নিগান্তনের ছরপনের কলফে মলিন; সেত্থা স্কুলগাঠা পুস্তকে আছে। কিন্তু এই সদগ্রীন অথচ আমিত্বিজ্ঞী যোগা নূপণির ভবিন্যে ছাটি বিশিষ্ট উপজ্ঞা বন্ধিনীর উষ্ণ দীংখাসে অভিশ্পত ছিল, সেকথা যথোচ্ছ বিশিক্ত নয় জগতে।

জাহানারা ও জেবুল্লেসা ছু'জনেই ছিলেন আওরজ্জেবের অতি নিকটতম আত্মীয়া। একজন অমুজা, অপর জন আত্মজা। ছু'জনেই ছিলেন রূপসী, ছু'জনেই ছিলেন অসাধানে নিভীক ও তেজ্বিনী। ছু'জনেই চিরকুমারী এবং ছু'জনেরই জাবনের ক্রণিবনাল কেটেছে আওরজ্জেবের কাবাগুছে।

কিন্তু এব চাইতেও ভার এক ভারগার এই ছুই ছুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তাঁরা ছু'জনেই ছিলেন কবি, মুঘল-বুগের মহিলা কবি।

ভাহানারার সমগ্র রচনা সধ্যে রজিত হয়নি। গছন অরণ্যে প্রেক্টিভ প্রেপর মতে। প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্লিতে হচেছে বিলীন। হ'-একটি মাত্র নিদর্শন আছে ইতন্তর: বিকিন্তঃ। ক্ষেব্রেলার কার্য-ব্যাভি আবক্তর বিস্তৃত। ক্ষেব্-উল্মুনলোরাতে সন্তিবনার কবিপ্রতিভার চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পারশ্র কার্যান্ত আছে, বিদ্যানে মধ্দীর বচিন্তিনীরণেও জেব্রেলার উল্লেখ আছে অনেক গ্রেষ্ট্রেকিও পিশ্তেরা স্থাতি ভাতে সংশয়্র প্রকাশ করছেন।

সমাট-নন্দিনী জেবুল্লেসা বন্দিনী ছিলেন সালীমগড় ছুর্গে। ভূগিনী জাহানাহী ছিলেন আগ্রা ছুর্গের পাবাপ-প্রকোঠে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চকাকারে আবস্তিত হয় বছঝতু। গ্রীম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভক্ষন আছতি নিয়ে। বর্ষায় মেঘহজ্জল দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে, বর্ষামুখর রাত্রির বিহাস চমকে উৎস্থল ভবন শিখীরা নৃত্য করে প্রাসাদের মন্মর অলিন্দে। শরতের আলো-ছায়া বিজ্ঞতি প্রভাতে নদীতীরে কাশের বনে লাগে দোলা। হেম্ছ আনে কুছেলী; শীত দেয় হতাশাস। বসত্তে ফুল্লর মন্ত্ররী বিল্পিত হয় শিরিষের শাখা-প্রশাখায়। আগ্রার প্রাসাদ-প্রাচীরের হত্তরালে জাহানারার বন্দি-জীবনে একটি করে বংসব হয় রৃদ্ধি, তায়ুল্লক খদে পড়ে একটি করে বছর। কন্মহীন অবস্বে শাহাজাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।

একদা নিশীথকালে আভ্রেদজেবের কাছ থেকে সাভাহানের কাছে এনে পৌছল একটি সদৃষ্ঠা মোড়ক। পুত্র পাঠিয়েছে পিভাকে উপহার। ভবে কী অমুভপ্ত পুত্রের ক্ষমা-প্রাথনার প্রথম নিদর্শন । আগ্রহকম্পিত হল্তে বৃদ্ধ সাভাহান খুললেন মোড়ক। প্রতের প্রধারত। খুলতে খুলতে শেষবালে হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল সাভাহানের প্রিয়তম পুত্র দারা সিকোর মুগু। সমাটু মৃচ্ছিত হল্পে পড়লেন ভাহানারার অক্ষে।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন প্রাস্ত জাহানার। বইজেন **তার** পাশে, হবির পিতার পরিচ্যা। করলেন আমিত নিষ্ঠা ও আবি**চলিত** ু থৈয়ে। তার মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তিন করলেন দিল্ল'ছে।

অবশেষে হ্রমজানের এক পুণা তিথিছে সূত্রৰ শাস্ত-শীতদ ক্রোড়ে মৃত্তি লাভ কথলো বলিনী। তাঁকে ইজ্বায় তাঁর দেহ সমাধিত হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সনাধির পার্ছে। সেমাধিও উপরে না রইল মন্তপ, না রইল আছোগন, না রইল ঐতিক ঐথর্যার কেশনাত্র আভাস। তাঁরই স্বর্চিত কবিতা উৎকীর্গ হলো ভার গায়ে—

"বেগায়র সব্জা না পোশাদ

কলে মাজারে মারা

কে কবর পোষে গরিবান

হামিন গিয়াহ বসন্ত।<sup>®</sup>•

"একমাত্র ঘাস ছাড়া ভার বেন কিছু না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মড়ো দান ভংগজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আছ্যাদন।"

পুণ্যান্ধাক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অন্থগামিনী সাজাহান-তৃহিতা নশ্ব জাহানারার এইতো যোগ্য সমাধি।

আসন্ধ সন্ধ্যার শাস্ত নিস্তব্যতার শ্রন্থানত চিত্তে সামনে এপে নাডাল্মে আমরা ভিন দর্শনাখী। কারো মুখে ছিল না কথা, কিছ মনে ছিল ভার।

নব শ্যাম ত্র্বাদল ছেয়ে আছে কুত্র নিরপন্ধার সমাধি! নির্ম্বল নীল আকাশ থেকে প্রত্যুহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে ভঙ্গণ অঙ্গণের প্রথম কিরণ-রেখা, সন্ধায় ছড়িয়ে পড়ে গোর্থলি আলোকের সোনালী আভা। তারা কি পায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সমাধিত্ব সেই অন্ধের মৃত স্পাদন-ধ্বনি ? কিম্মা:



ব 'জপুতানার,মাাপ থুললে কিংবা ঐ লাইনের বেলওয়ের মাাপ দেখলে সেলাইয়ের ফুলকাটা কাজের মতন যে রেখাবলী এঁকে-বেঁকে নগব, অবলা, নদী, বাধ, বেলপথ ঘিরে-ঘিরে চলেছে দেখতে পাওয়া বায়, সেই আরাবল্লীরই ছোট্ট কোলের শিশুর মত একটি গওশৈলের পাশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ধাপি' জমেছিল।

বড বোনেব নাম ছিল 'মোহন', মেজো মেয়েব নাম হয়েছিল 'কেশর,' সেজোর নামও ভালই নেগেছিল মা-বাপ—'কস্কনী' ছিল; কিন্তু এর শেলায় আর ধৈষ্য রইল না তাদের, জন্ম-মুহূর্তেই এর নামকরণ হয়ে গেল—বাক্ষণ সজ্জন স্বজন হারাই। কে রাখলো, কে বললো ঠিক্ বোঝা গেল না, কিন্তু নাম হয়ে গেল—'ধাপি'। ভ-দেশে কোনো কিছু সূপ হ:থ যথেষ্ঠ হলে, বা পেট ভবে গেলে, প্রাম্যভাষায় ওরা বলে 'ধাপ সিয়া'। ভার্মাৎ 'যথেষ্ঠ' বা 'চের হয়েছে'। এক কথায় 'আব না' 'থাক্' আমাদের 'আল্লাকালী' 'থাকমনিব' মৃতু আর কি।

দ্বে দ্বে নীল পাছাড়েব শ্রেণার নীচে বাজরা, যব, গম ও ভূটার লীলায়িত ক্ষেত; ছোট ছোট বালির পাছাড় আর গগুলৈবের পালে, ধৃশ্ করা বালির মাঝে গগুগ্গামগুলি; করেক ঘর চারী, কিছু জ্ঞান্ত জাতি—ক্ষত্রিয় রাজপুত নাপিত দারোগা কিছু বা প্রাক্ষণ-বেশে; মাটির দেওয়াল-দেওয়া থড়ে-ছাওয়া ঘর, বলদে জলটানা গভীর জ্ঞাল-দেওয়া থড়ে-ছাওয়া ঘর, বলদে জলটানা গভীর জ্ঞাল-দেওয়া করেকটি কুয়া, সকাল-সন্ধ্যায় তারি পাশে জলার্থিনী কলসী-মাথায় নারীর ভিড়, পুরুবের তারি একান্তে তামকুট দেবন জার স্বর্থ হাথের আলোচনা,—এই নিয়ে গ্রাম। বাক্ষণ-বেশের (বৈশ্যের) সাধারণ ঘরের মেরেদের গোল ভাবের শান্ত মুখ, প্রাক্ষণা রং, ধীর চোধ, কোমল ছাসি, জনভিনীর্ধ দেই; আর

বাজপুত-ক্তিরানীদের অবনী বাবুর বেখাটান শক্তি-মৃত্তির মত লম্বা ধরণের মুখের তীক্ষ গঠন, কালো দীস্ত দৃষ্টি, পাতলা বাঁকা ঠোঁট, উজ্জল গৌর রং এবং দীর্ঘাঙ্গী!

দাবোগা ভাতটা এদেরই খরের সঙ্কর।
রাজপুত-ক্ষত্রিয় খবেব দাস-দাসীর সস্তান অর্থাৎ
ক্ষত্রিয় পিতার দাসীর সস্তান। এদের
দাবোগা বলে। বহু দিন ধরে ক্রমশঃ এরাই
এবটা জাত হয়ে গেছে।

'ধাপি' ছিল এই দারোগা-খরের মেরে।
"ধোগনে বছপ্রিচ্যাারড" **ওর্জুশালিনী কি**ভর্তুঠীনা জানা নেই'; এক পিডামহী বা

মাতামহীব ত্রোতে যে করিয় সন্তান কললাত বরেছিল সে তার পৈত্রিক রক্তধারার কপেব বৈশিষ্টা প্রো পেয়েছিল। 'ধাপি'রাও তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত চয়নি। কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রসাদ পেয়েছিল 'ধাপি'। বোনো প্রক-প্রপিনামহীর বপেব আলো তাব তর্টীকে যে অপকপ দৃষ্টি দিয়েছিল, পাশাপাশি বাভাকাছি তার কোনো গ্রামে বৈশ্য রাহ্মণ অনিয় দাবোগা হবে তেমন কন্দরী আর কেউ ছিল না।

ভন্ম-মুহুটে 'ধাপি' নাম হলেও আদা কৰে বাঙা "আঙ্রাখা" নতীন ঘাগ্রা কপালে দিশ মাখায় থাল হুটো দিয়ে বিনানো "চোটি" (বেলী), পায়ে 'হুলাটি' (মেল), কানে 'পিপ্ল'পাডা কুমকো, গলায় 'ব'লওডা' (বপাৰ মোনা হাব) হাতে পৈছা-কঙ্কণে তাব সাজেব ক্রটি বাবেনি মা-বাপ্-বোনেবা।

কুষার পাশে বাঁবানো প্রণানা, তাব পাশে 'থেলি' (ছোট চৌবাচ্ছা), প্রবাশ্ত চামভাব 'চড়শ' (খলে) কবে জ্ল উঠে আসছে, আর প্রণালী বয়ে খোলতে প্রডছ, তাব প্র চাষীর কাটা মাটির আলবাঁধা পথে ফেল্ডে ফেল্ডে চলে বাক্ছে। মাঝে-মাঝে প্রামের মেরেরা বাঁধানো প্রণালী থেকে মাটি বা পিতলের কলমে জল ধরে নিয়ে বাচ্ছা। অনেকে খাবাব জল হাতে করেই ডোলে কবে টেনে তলে নিচ্ছে,—এই নিয়ম-বাঁধা দৈনিক কাছ।

কেশবনা তিন বোন তিনটি 'চরি' (পিওলের ও-দেশী কলসী)
নিয়ে আসে। ছোট একটি 'চরি'-নাথায় 'ধাপি'ও তাদের সঙ্গে আসে।
প্রামের বয়খা, প্রেটি!, বালিবন, তর্কনী কলসী-নাথায় বাসন-হাতে
সবাই আসে, শ্রেণা ববেই দাভায় এখনকার 'কিউ'য়ের মতই।
তার মাঝে গল্প হাসি কল্ড কোলাইল সমান ভাবে চল্তে থাকে।
যাদের হাতে বাসন থাকে, তারা পেলির পাশে মাজতে বসে। যারা
জল ভবে তানা ওল নিয়ে চলে যায়। নানা রকমের হল্দে নীল
গোলাপী রংয়ের ওড়না, খচেরি রঙের মোটা 'বেজী'-র (থক্ষরের) ওপব
সাদা ফুল ছাপা ঘাগ্রা, গায়ে নানা টুকরা-জোড়া রঙীন কাঁচুলি,
মাখায় 'বোরলা' (রুপার পুঁটে, নারীর ভ্যণ-কুমারী ও সধবা পরে),
সর্বাঙ্গে ভারি ভারি রুপার গহনা, বারো বা সোনারও একটি আঘটী
আছে; মাথার বিভের উপবি-উপরি কলসী বসিয়ে, লুগড়ি কোমরে
গুঁজে অনায়াসে ভারা আবাৰ গল্প করতে করতে ঘরে চলে যায়।

সহসা এক দিন গ্রামের চিমে ভালের ছন্দ কেটে গেল। জ্বল ভরতে গিয়ে মেয়েরা বেশী কবে ঘোমটা টেনে দিয়ে আঙ্লের কাঁক দিয়ে একটি করে চোথ বার করে দেখতে পেলে, কুয়ার ধারের প্রকাণ্ড জন্মগুতলার যেথানে পুক্ষেরা তামাক থায়, বিশ্রাম করে, সেথানে লাল রাষের আচ্কান-পরা কোমরে ভক্ষা জাঁটা, হাতে রূপার আশাসোটা, মাথায় সহুরে রঙীন "শহরিয়া" (টেউথেলান) রংরের 'সাকা' (পাগ্ডৌ) পরা ছ'-ভিন জন লোক এসে বসে গল্প করছে। ছ'জন বর্ষীয়সী নারীও রয়েছে একটু দূরে আর একটা গাছতলায়।

মেয়েদের দেখে মেয়ের। ত্'জন এদিকে এগিয়ে এলো। তাদের
সন্থবে সভা পরিচ্ছদ,—মল্মলের রঙীন ঘাগ্রা, হাল্কা পাতলা
কাপড়ের চওড়া জারণাড় 'লুগ্ড়ি' (ওড়না) গায়ে, কাঁচুলির উপর
সদ্বি (হাতওলা জ্বার কাজ-করা জামা), সর্বাঙ্গে সোনা-কণার
বিপুল ওজনের গয়না ঝল্মল করছে।

ঘোমটা ধারা দিয়ে বইল তারা ঘোমটাও থুল্লো না কথাও বল্লো
না! কিন্তু তাদের আশ-পাশের বালক-বালিকা-শিশুব দল
কয়েক মৃহুর্টেই গ্রামে হটনা করে দিল—ভক্তপ্র গহনা-পরা, লহরিয়া
রংয়েব পাগড়ি, লাল রংয়ের আচকান পরা নবনাবী কারা এসেছে
তাদের গ্রামে। তাদের সঙ্গে আশাসোটা শিভাধাবী চোপদার
ও মন্ট্রীনধাবী সেপাই এসেছে। মানে মানে তারা শিশু বাজাছে।
দেখতে দেখতে গ্রামের ব্যীয়ুগী ভক্ষবয়য়্বা মেয়েদের সমাগ্ম হতে
লাগলো।

'ধাপি'বাও মাথার চবি হাতে নিয়ে এসে দীড়ালো। মলিন সবুক্ত আনোগি প্রা, হলদে রংয়ের খদরের ওপ্র সালা বুটিলার মোন ঘাগৰা পৰা ধাপিকেও দেখা গেল। প্ৰামে ভল্পনা-বল্পনাৰ আৰু শেষ बंधेन भा। प्राप्ताना रकादिन करत,—आशंह्यकरमन एएमा घांशनान বিচিত্র রায়ের কথা, গঠনার ভক্তাবের কথা, কাচের চুট্টীর বাহাবের কথা। গ্রামের ব্রীয়সাঁর সেই নবাগতা ব্রীয়সাদের কাছে গুনে আনে দূৰ মহাৰৰ অপক্লপ কথা; রাজ-অন্ত:পুৰের ঐখ্যোৰ কথা, মোনা কৰা হান হভাৰ কলমলে ব্যন্ত্যণ পৰা ৱালদেৰ কথা, তাদের স্থাদের কথা এবং আবো কত কি রহস্তম্য জীবন-মৃত্যু-প্রেমের ক্যাহনা। সাক্ বিছুটা ওরা বুরতে পারে অনেকটাই বুরুতে পাবে না, ক্ষু অভিদ্ভ হয়ে শোনে! প্রকাণ্ড প্রামাদের প্র প্রাসাদ, আটালিক। সেধিময় ভনাকীর্ অপরপ নগ্রী, যাব প্র বীধানো, পথেব ভেণাবদ্ধ আলো, গাড়ী-ঘোড়া তাঞ্জাম বথের পালকীর শেষ নেই , সেখানবাদ মেয়েবা চিক্রবিচিত্র নানাবিধ বসন, অল্ফানের, বংতর স্থানে বিলাসের উপকরণে প্রিপূর্ণ। সেগানে স্ব সময়ে সব পাওয়া যায়, দোকানে বাজারে সাজানে। থাকে সব জিনিগ, হাটের দিনের ভন্স কাঞ্চকে অপেকা করতে হয় না। পুরুষেরা কন্ত রকমের কাজ করে। শুধু চাদ-বাস ? ছি:। কত লেগা-পড়ার কাজ, বাছারী, আদালত, মহকুমা খাস, মহকুমা আম (মহকুমা)। তাতে ৰত লোক, ৰত মাতুৰ, ৰত জাতি! ওৰা ধৰণৰে সাদা ৰংয়ের সাহেব দেখেছে, ওরা ঘোড়া-গরুহীন হাওয়া গাড়ীও দেখেছে, ওরা কতবাধ ধেলগাড়ীতে চড়েছে। ওদের দেশে নাটক্যর আছে, দেখানে বিলিভী ছবির ছায়াবাজী দেখা যায়। স্বাই দেখে টিকিট কিনে। মেয়েরা? তথু জল তুলে গম পিষে রুটা গড়ে দিন কটিয়ে না। আটা কিনিতে পাওয়া যায়। জল তোলার লোক আছে। মেয়েরা বড় বড় ঘরে স্বাই বসেই থাকে। তথু বসে থাকে ? ইচ্ছা চলে গান গায় পান খায় ভয়ে থাকে—কিছু করে মা, করতে হয় না। তারা নাটক দেখতে যায় বেড়াতে যায়!

বিবরণের পর বিবরণ, কাহিনীর উজ্জ্বল বর্ণনা গ্রামটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মুদ্রান্তর করে ফেলল। শ্রোত্তীদলের বর্ষীয়দীরা বাড়ী এদে গল্প শেষ করে প্রতিদিনই নিশাস ফেলে; বলে, 'তা আর কি আমাদের কথন্ও ও-সব দেখা হবে এবং বালিকা কিলোরী তক্ষণী সব বন্ধনের মেরে সকলেই সে কাহিনী আরব্য উপস্থাদের মন্ত বার বার ওনতে চায়। তাদের কৌতুহলের সীমা থাকে না সব কথা শোনবার জন্ম। আর ? আর যদি কোনো দিন কেউ নিয়ে যায় সেই স্বপ্রের মত অপরপ দেশে!

বড়রা বর্ধীয়সীরা প্রাম্যবৃদ্ধাবা অনুপস্থিত থাকলে, এরা বলে তাদের কাছে রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী, কত সথী, কত অপরূপ স্থল্পীর কথা—যারা কোনো দিন হয়ত গ্রাণীদের অতিক্রম করে রাজার সনকরে পড়বে! তার পর ? রহস্তময় ভাবে চোথ টিপে বলে—রাণীরাও তাদের ভয় করেন! তারা রাজাব প্রিয়পার্ক্তী প্রম আদৃতা, তারা থোজাদেরও শাসন করে—কথনো কথনো। তাদের গায়ে রাণীদের মত ই গহনা, পায়ে সোনার মস, মুরাঠা, পায়জোড়।

অবাক্-বিশ্বরে শ্রোজীদের বাব্যক্তি হয় না। সোনার মল, পাঁরজোড় ? সোনার জিনিষ তো পায়ে পরে না কেউ। **ভাকরাদের** মেনে মনফুলা বিজ্ঞভাবে বলে, 'বই, সোনা তো এখানে 'পাটেল'লীর বাদীর মেয়েরাও পারে পরে না, তারা তো খুব বজলোক। সোনা গায়ে প্রতেনেই।'

সহবংগ্রিনার ছেলে উঠে, বিজ্ঞপ্ করে বলে—বিজ্ঞাক! প্রতে নেই! 'প্রেক্টে'! চল না ভোৱা আমার সঙ্গে, আমি তোরেই এবনিন সোনাৰ মল পরাব। 'ভাজিমী' চেয়ে রাজা নিজের হাতে সোনা প্রিয়ে দেন ভাগেন প্রয়ে। কত ক্ষণৰ মেয়ে আম্রা নিমে গেছি। এ ভো স্বতী প্রিল্ল স্থাপ্রিলি থেকে 'প্রদায়েত' হল আমানেরই সামনে। এপন সোনাৰ মল প্রায়নি ই মহাবাজা ভাকে দেখে উঠে দীভান, রাণ্ডদেবৰ পাল্ডত হল, হ'বন আজহী সাহেবের মা দে! ভাব করে সম্মান, 'ভাগিমী' প্রেছে, ভাব আল্ডান রিভলা' (মহল) গাড়া পালকী বজ। ছিল বলা ভোলেওই মৃত্ত প্রিয়া মেয়ে। কপাল ফিবে গোল না কেন্ড্র সহবেৰ গ্রেন্ডা কি বি

মনকুলা, থিনি, থাপি, বেশব, কংবেলী সব অবাক্ হয়ে মুগ্ধ হরে চৈচে থাকে। মুথ হেনে তলভন সহববাসিনী বলে, 'ভোৱা বলি থাস তো আমি নিয়ে থাব।' আশা অপেনা কোতৃহলে বালিকাৰা মুক মুদ্ধ হয়ে যায়। যদি ? যদি যেতে দেয় মা-বাশ; উৎকটিত বালিকাৰা ভিতনান কৰে, 'কৰে ফিন্তে আস'ত পাৰে যদি যেতে পায় ?' সহববাসিনীবা অট হেসে ওঠে—'ফিবে ? ফিনে এসে কি হলে ? তথন বালিকেন মত নিজেন 'মহলে' থাকবি, ভোদের তালুক্তিক হবে, ভজুব সাহেব ভোদের 'রাওলায়' এসে বসবেন কভ দিন, ভোদের ছে লমেয়ে হতেব, ছেলে লাল্ডী হবে, মেয়ে বাইজী লাল হবে। ফিনবি কি ভলা এই ধূন্দু করা বালিভরা পাহাছে মকুভূমিব দেশে।'

কেশর কাবেরী নতমুখে বদে থাকে। তারা বড় হয়েছে। কিছু যেন বুঝতে পারে ভিতরের কথা।

কিন্তু সহরবাসিনীবা ওদের দিকে চেয়ে বলে, 'ওদের নেব না। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে যে। আমরা স্থলরী 'কুমারী' মেয়ে খুঁজছি!' তারা খাপি, মনফুলা যিসিদের দিকে চায়। 'আমরা বিয়ে হওয়া মেয়ে নিইুনা,' আবার বলে।

আশা-উৎকঠার ধাপি মনফুলী চঞ্চল উদ্বেল হয়ে উঠে। ওরা কুমারী, এখনো বিষে হয়নি সোভাগ্যক্রমে। আর কাবেরী কেশরও যেন মনে একটু নিরাশ হরে যার, কি
আকাজ্ফা যেন কিসে প্রতিহত হরে গেল। সোনার মল ? গহনা ?
অথবা অপরপ না-দেথা সহরের জন্ম ? কিখা নাটকখর, হাওরা-গাড়ী ?

সহসা এক দিন গ্রামের লোকেরা তন্লে, যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে গতরাত্রের শেষ প্রহরে যথন গ্রামের সকলে ঘুমচ্ছিল তথন মনফুলী ধাপি আর মনফুলী ধাপির বাপ সহরে চলে গ্রেছে!

খাপির মা-বোনেরা কিছু জানে না, মনফুলীব বাড়ীব কেউ , জানে না।

সমস্ত গ্রাম যেন মৃঢ় স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাপির মা হতবৃদ্ধির মত কোলের ছেলেটিকে স্কন্তপান করায়, তার ওপরের মেয়েটিকে নিয়ে বদে থাকে! মেয়েবা,—কেশর মোহর কটা গড়ে, ভাই-বোন-মাকে থেতে দেয়। মা অক্তমনে একটু মুখে দেয় আর উন্মনা ভাবে চার দিকে তাকায়, কি ভাবে মুখে কিছুই বলে না। কয়েক দিন পরে ধাপির ও মনফুলীর বাবা সহর ধেকে ফিরে এলো। সহব দেখার গর্বের উৎফুর এবং কন্সাদের ভাবী কালের সৌভাগ্য আশায় গর্বিত তাদের মুখে দবিদ্র গ্রামেব কৌ হুহলী সকলে উর্ব্যাকাতর হরে, বিত্ঞাভরে উদাদীন ভাবে তনল, যাবা এসেছিল তারা ধাপিকে রাজ্বজ্ঞপুরের কন্স নিয়েছে, ওকে ত'শো টাকা দিয়েছে। আর মনকুলীর জক্স একশো টাকা দিয়েছে।

জ্ঞিজের মধ্যে থেকে কে বল্লে, 'তুমি বেচে দিলে তোমার মেরে ?' ক'দিন সহবে থেকে, গতরাত্রে কলালে'র দোকানে পান আহাব করে তাদের আমীরি মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠলো এ কথায়। মনফুলীর বাবা বললে, 'বেচব কেন ?' এত দিন ম'মুষ করিনি ? তার তো খরচ লোগেছে। ভজুব সাহেব অমনি-অমনি নেবেন কেন ?'

কল্যা-গর্কে গর্কিত ধাপির বাপ বললে, 'গাঁরে তোকত মেয়ে ক্রেছে তা আর কাফুকেই নিল না কেন ?'

ঐশ্ব্য-বিলাস্থান নিভান্ত দরিত্র গ্রামের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ব্যব্রে ফিরে গেল, আর বিশেষ কিছুই বললে না।

ছোট্ট পাচাড়ের পিছন দিকে সূর্য্য অন্ত গোল, সঙ্গে সংস্ক সহরের দিকের বেলগাড়ীখানার দ্রের বড় গ্রামের টেশন পার হয়ে চলে যাবার বিক্-ঝিক্ শব্দ মিলিয়ে গেল। গ্রামবিচ্ছিয়াদের অনাগত ভাবী িক্সালের ঐশ্বর্যাময় বিলাস ব্যসনময় দিনের আশার শ্বপ্ন বেন ঐ শব্দে ্বীনম্বৰ গ্রামের অন্তর মথিত করে। তুলতে লাগল। যেন তা সুখ নয়, যেন ভা তঃবও নয়, ভাবো চেয়ে গভীর কিছু। যেন চিরস্কন মৃঢ় শুশুভামর অন্ধ বিরহ-বেদনা। আর মাটার দেওয়ালে খড়ের চাল বেওয়া ছোট ঘর ছ'খানিতে মা-বাপের কাছে ভাই-বোনের মাঝে ওধু ু খুটি ছোট জায়গা চিবদিনের মত নিশ্চিস্ত ভাবে থালি হয়ে গেল; ভালের মৃচ মৃক জননীরা তাদের থাবার থালা পেড়ে নিয়ে আবার তুলে ্বাথে, শোবার জায়গা বাড়তি হয় সে দিকে উন্মন হয়ে চেয়ে থাকে। খীর দিকে চেয়ে ধাপির বাবা বলে তামাক থেতে থেতে,—'এখন তো 'পাত্রী' হবে ; ব্যাখ্যা করল—'এই ছোট মেয়ে নাচ গান শিখলে তাদের 'পাত্রী' বলে। তার পর চাই কি হজুর সাহেবের নেক-নজ্জরে পড়লে 'পদায়েত' হয়ে যাবে। তার পর জ্যোব-কপাল হলে মেয়ে बाबाद्यवः 'शालाग्रान' श्रवं। शक्ताद्यक रुम शालाग्राद्यव क्रदा একটু নীচে, 'পাশোষান' রাণীর পরেই। সরবতী বাঈ এখন প্রেম-রাম্ন' খেতাব পেয়েছে—'পালোয়ান' হয়ে গেছে।'

ধাপির মার চোথ দিয়ে ছ'ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে, সে কিছুই বলতে পারে না। ঐশ্ব্য-বিলাস-আকীর্ণ ওর একান্ত অজানা সেই স্থথ-ব্যসনের কোনে। কল্পনা তার মনে জাগে না, শুধু ধাপির মুধ, হাসি আর কথা তার মনে পড়ে।

বছ বৎসর কেটে গেছে—প্রায় দশ বছর। ছোট লাল কুণ্ডা আর লাল চুড়ীদার পাক্রামার ওপব ওড়না 'পাক্রীদের' নিদিষ্ট পোষাক-পরা ধাপির বালিকা-তর্দেহ ক্রমে ক্রমে অপরূপ হয়ে বিকলিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা স্থীরা দেখে মৃগ্ধ হয়়। সর্দার খোজা 'খুশনজরজা'র মনে একটা অপূর্ক স্নেহ আর অভূত ভয়-ভাবনা জাগে তার জন্ত। এত কপ! বাণাদের পাণোয়ান'দের ইব্যাতিক দৃষ্টি অভিক্রম করে থায়নি। সকলের চোথ পড়েছে সেদিকে, কেউ বা মৃগ্ধ হয়ে দেখেছে, কত জন বা ভিক্ত, কত জন ভীত-শক্ষিত চোথে দেখে তাকে—পাছে রাজাব মৃগ্ধ চৃষ্টিও তার ওপর পড়ে কোনো দিন, আর তারা তাদের বহু-মানসমাদৃত স্থানগ্রন্ধ ইয়!

বিবাট অন্তঃপুর। জনাকার্ণ! তথু মেয়ে কিন্তু। দাসী, স্থী, সেবিকা, সহচাবিণা, প্রতিহারিণা সব মেয়ে—যেন অসংখা। তিন রাণী—তাদের এক একজনের এক এক জাসাদ! তাদের পিত্রালয়ের স্থী দাসী;—রাণাড় লাভের পর প্রতিগৃহের স্থী সেবিকাতে নিজ নিজ অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। এ ছাড়া 'পাশোয়ান' 'পর্দায়েত'দের 'বাওলা' (মহল) ভরা দাসী সহচাবিণা।

পুরুষ তথু রাজা ! এবং লাজ জী সাহেব তুজন,— তেমনাহেব ছেলে। অবশ্য তাদের তথু ব্সনভবভীৰ অনুমতি নিয়ে অভঃপুরে প্রবেশের যাতায়াতের অধিকার আছে মাত্র।

মাঝে মাঝে জলসা হয়। উৎসব-প্রান্ধণে নাচ গান-জনিয় হয়। রাজার স্থবর্গিটিত আসন প্রে.— ভাবপর পদানুসারে মহারাণীর পর অক্স রাণী, 'পাশোয়ান,' পদায়েতদের আসন পড়ে। ভারপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সমাগতদের আসন থাকে। একের পর এক নাচের দল, গানের দল, গান গেয়েনেচে চলে যায়।

রাজার সামনে থাকে রূপার থালায় মধুর মদের পানীয়, তার জন্ত ছোট ছোট কাচের গেলাস, সোনার তবকে মোড়া পান, লবল, এলাচ।

কোন্ পুরাকালের প্রথামত মহারাণী পানীয় প্রথমে ঢেলে দেয় মহারাজার গ্লাসে, তার পর মেটা রাজার ওঠ-পৃষ্ট হয়ে রাণার অধর-ম্পাশ লাভ করে। তার পর একে একে অন্য রাণা, পাশোয়ান, পদ্দায়েতদের এক লালজীদের মধ্যে হরে আসে।

নাচের গানের—বার বার পুনরাবৃত্তি ও পানীয় পাত্রের একই ভাবে মুখে মুখে আবর্তনে রাত্রির প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

সেদিনের জলসা প্রেমবায়ের মহলে। প্রেমবায়ের পাত্রীর দলের মধ্যে সহসা দেখা যায় ধাপিকে। মদিরামুগ্ধ রাজা স্থীদের দিকে চেয়েছিলেন। সহসা প্রেমবায় মহারাণীর আসনের কাছে এসে নত হয়ে কুর্নিশ করে—কিছুম্বণের জন্ম অন্তত্ত্ব যাবার আবেদন জানালেন। নিয়মমত সঙ্গে গঙ্গের তথার স্থীর দলও চ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়াল তাঁর অমুসরণ করবার জন্য।

পুশনজবজী এসে গাঁড়ালেন প্রথামুসারে প্রভ্যুগগমনের জন্য, ভারণর মুহুর্ভের জন্য তার মাঝে চকিতের মত ধাণিকে গাঁড়ানে! দেখা গেল। চীপাফুলের মত উজ্জ্বল রং, কালো চুলে খেরা অপূর্বনি দুলে পরিছের কপাল, কালো সফরী-নেত্র, চমৎকার টুকটুকে হুখানি ওঠাবে সহসা যেন ঝকমক করে উঠল ঝাড় লঠনের আলোয় এবং নিমেষের মধ্যেই আর তাকে দেখা গেল না। সকলের আড়ালে মিলিয়ে গেল। প্রেমরায়ন্ত দেখতে পেলেন তাকে ঐ এক মহুর্তই।

মহলে এসে প্রেমরার ডাকলেন, 'গোদাবরী বাঈ !'

ধাপি এসে কুর্ণিশ করে সামনে দাঁড়াল। রাজ-অভঃপুরে এসে ধাপির নাম হয়েছিল, 'গোদাবর'। 'ধাপি'নামটা গ্রাম্য।

'তোমাকে বাব বাব বলেছি না, তুমি ছজুব সাহেবের 'জলসায়' বাবে না ?' প্রেমবায় গান্তীর মুধে প্রশ্ন করঙ্গেন। ফসরি, জ্ঞাসব ও ক্রোধের উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে—মুথের ভাব তিক্ত বিবাগে হিংল্র মুণায় ভবা!

'আমি চাই না, তোমাকে শুজুব সাহেব দেখতে পান।' তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে বল্লেন, 'আজা, আর তোমাকে দেখতে কখনো কেউ পাবে না।' প্রধানা স্থী 'বড়াবণ'জীব দিকে চেয়ে বলেন, 'তকে বাদী কুইয়ের একটা ঘরে বাগগে।'

এক মৃষ্টুর মধ্যে সধ ঘরখানা আছেই হয়ে গেল। দীঘকালের মধ্যে বোনো বাদীব এমন শান্তি ওরা দেখেনি। সহসা ছারেব কাছে বুদ্দ খুশ্নজনজীকে দেখা গেল, তিনি অত্কিতে নিয়মবিক্স ভাবে কাকে ?' ভিজ্যাসা করেই কৌত্হল স্ত্র্থ করে জানালেন, 'ছজুর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

প্রেমবায়ের কঠিন মুখ কঠিনই রইল। ওধু শাস্ত ভাবে 'যো তরুম' বলে তিনি ও্শনজনগুৰ অনুগমন করলেন।

ছুর্গ-পরিখার নাম 'তালকটোবা'। অথাং যে তটনীর আকার বাটিণ মত। বহু কালের জমা জলে স্রোভহীন গভীর হ্রদ—নদী নয়। বর্ষায় কুলে কুলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গবমে গুকিয়ে কোথায় নেবে যায়, শীতে স্থিব শীতল মূলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে প্রামাদের ছায়া বুকে নিয়ে। অসংখ্য কুমীরে সমাকুল। তারাও বর্ষায় ভেসে বেড়ায়, কথনো গরমে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, শীতে পবিখাকনারে স্থিভাবে রোজে ভয়ে থাকে।

ডগতিল বর্ষায় প্রনিথার সঙ্গে প্রায় সমান সমতল হয়ে যায়।
সেদিন প্রাসাদের নীচের ঘরগুলিতে জল ভরে যায়। বভ গ্রীম্মের
বিলাস-শ্যনাগার, দাসী-বাদীর গ্রীম্মের শোবাব ঘর, থাকার ঘরও
এ গৃহত্ঞ্নীর মধ্যে পড়ে।

তারি মাঝে আছে বন্দিশালা। নিরপরাধ, নিরীই অপরাধিনীদের নির্বিচার কারাগৃত। প্রধান অপরাধ—যাদের রূপের প্রভিদ্বন্দিতা অথবা কঠের স্থরের শ্রেষ্ঠতা; অথবা অকারণ বিদ্নকারিতার অপরাধ তো আছেই। সলিটারি সেলের মত যেন।

এখনো লাল চুড়ীদার কুর্দ্তা ওড়না-পরা স্বর্নপবিণত কিশোর তহুশালিনী সামাশু 'পাত্রী' মাত্র—স্থীও নয় বহু আকাজ্ঞিত পর্দারেত তো নয়ই,—ধাপি ওরফে গোদাবরী বাঈ প্রধানা স্থীর হাত ধরে গ্রাম থেকে অজানা-পথে প্রাসাদে আসার পর, আজু আবার নড়ন করে আর এক নাজানা পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল। সব সঙ্গিনী দাসীরা এক মুহুর্ন্তেই ওদের দেখে সরে গোল। সমবেদনার সাহস ভাদের নেই, কথা বলার ভরসা নেই, আতঙ্কে সকলে যেন ভোজবালীর মত মিলিয়ে যেতে লাগল।

নিক্সন অজ্ঞানা গলি স্নড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে যন্ত্রচালিতের মত কত সিঁড়ি কত নীচু গড়ানে পথ 'মড়মড়ি' থেয়ে ধাপি নেবে এলো।

সারি সারি ঘর। দিনেও অন্ধকাব যেন। উপরে অনেক উঁচুতে ছোট ছোট জানলার মত আছে। বর্ষায় সেখানে জল পৌছায় না।

ঠান্তা ঘরের মেজেতে ছ'থানা চট এবং একটা কম্বল পড়ে আছে। ধাপিকে সেখানে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বড়ারণজী বললে, সজ্যে বেলা আলো দিয়ে যাবে আর থাবারও পাবি ঠিক সময়ে।

কালো হরিবের মত ফ্যালফেলে গতবুদ্ধি চোথ ছটি মেলে সে চেরে বইল তার মূথপানে, কিছুই কথা বলতে পারলে না। হয়ত বড়ারবের করণা হ'ল, তার মূথ দেখে বললে, ভয় নেই, 'আমি আসব আবার।'

সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।
অভিত্ত ধাপি অপ্রাহীন চোগে গুয়ে থাকে। সহসা কিসের শক্তে

ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। দেখে— সামনে ঘু'গানা কটা, এক ঘণ্ডা জল আরু,
একটি প্রদাপ বেখে গেল একজন দাসী। চেয়ে দেখলে, ওপরের
জানলাস আলোও আরু নেই। অকআৎ তার মনে পড়ে যায়, সে
একোবে একা। এই গৃহ-শোনান মাঝে কোথাও কেউ নেই। এবং
বহু কাহিনী আশে পাশে খমগম কনছে। একদা যারা এখানে ছিল
তারা আর কোনখানে বেতে পায়নি, তাদের কথা মনে করে তার
স্ববালে যেন বাঁটা দেয়। নিস্তব্ধ ঘরের আশে-পাশে কোনোখানে
মান্তবেন সাডা নেই, ভাবিত্ত জীবের সংস্পাশ নেই!

ধাপি কটা গেছে গাবে না, গলা কাঠ হয়ে গেছে, জল থায় **গুধু।** তাবপব প্রদীপটা বাছিলে দেওয়ালে ঠেদ দিয়ে বদে থাকে। পিঠে দেওয়াল থাকে, আৰু আশ্পাশে সামনে বাব বাব চায়। তার চীংকার করে কাদতে ইচ্ছে হয় কিয়া কঠন্তব তার একেবারে বদে গেছে যেন।

সানারাত সে জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরের পাশে পরিথায় জলের শব্দ হয় ছলাং ছলাং কবে, তার মনে হয় বেন তাল-কটোরার জলটা তার জীবিত সঙ্গী।

স্কাদ কেলা কটা নিয়ে ব চাৰণ এলো। তবে অনাহারে অনিক্রার প্রেতের মত থাপিকে দেখে সে হতবুনি হয়ে গোলো, কললে, 'তুই খাসনিকেন ?' আছে এই সামাল কথাই সহসা যেন থাপিকে সাহস্দিল। সে বড়াবণেন পারে লুটিয়ে পড়ল, কালালের মত বশ্লে, 'আমাকে আমাক মার কাছে পাঠিরে লাও বড়াবণকী। আমি আর কগনো এথানে আসব না, হজুব সাহেবের সামনে বেরুব না।'

বড়ারণ বল্লে, 'ভোকে পাঠালে বে আমার গদান যাবে, নইলে আমি কি মান্ন্র নয় ভোর মত বাচ্চাকে এই কয়েদ-খরে রাঝি। আছে। তুই থা তো, দেখি তোর 'মাপ' হয় কি না।'

ধাপি আকুল হয়ে কাঁদে ওধু। থাবাবের দিকে ফিরে চায় না। যার কোনো সভ্য সমৃদ্ধ শোভা নেই, অলঙ্কার নেই, সেই ছোট গ্রাম আর জননীর শাস্ত মুখ তার মনে পড়ে।

রাত্রির পর দিন আসে। কড দিন কড রাত্রি গেল ধাপি জানে না। দিন দিন দে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হরে যায়—দিনের বেলারও সে কোনো দিকে চায় না, ভয় করে। কোনো দিন এক টুকরা ফটী থায় কোনো দিন থায় না।

## প্রফ-রীডার

শ্রীহরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মহাশ্যের উবিলের উপর নানা স্থান চইতে প্রেরিত প্রবন্ধনাশি স্থাপারত টেবিলের উপর নানা স্থান চইতে প্রেরিত প্রবন্ধনাশি স্থাপারত চইতেছে, তিনি সেই স্থাপের মধ্য চইতে একটি প্রবন্ধ বাহির করিলেন এবং উচা তঁটোর মনোমত চত্রায় তাহা প্রেসে পাঠাইয়া দিলেন। প্রারক্ষি মনোজ্ঞ চইলেও ভাচার মধ্যে কতক্রি মারাত্মক ভূল এবং ব্যবহ স্থানে অভ্যন্ত অসক্ষতি ছিল। ক্রেপাঞ্জিটর ভাচার সহিত আরও কতকণ্ডলি ভূল যোগ করিয়া ক্রেকে তুলিয়া দিল। এই ক্রেক গেল এমন এক ব্যক্তির কাছে, যিনি প্রবন্ধাটির সমস্ত ক্রেটি ও অসক্ষতি অভিশ্য ধৈষ্য সহকারে সাংশাবন ক্রিয়া উচাকে স্থাপাঠ্য ও সহজ্বোধ্য কবিয়া তুলিলেন। প্রদিন সংবাদপত্রে উচা পাঠ কবিয়া আম্বা লেখকেক প্রশংসায় পঞ্চমুখ চইলাম। কিন্তু রে ব্যক্তি প্রবন্ধের অসক্ষতি ও জিটি দূর কবিয়া ক্রেকেনে উপ্তাহের হাত হইতে রক্ষা ক্রিয়া বৃতিত্বের অধিকারী ক্রিলেন, ভাঁহাকে ক্রেহ জানিল না। এই ব্যক্তিটি কে ই ইনি ক্রেকেনীডার।

বৃদ্ধিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত এই প্রেক্ষাভাব সম্প্রদায়। তাঁহারা নীববে লোকচকুব অন্তরালে থাকিয়া নতিশার গুরু কর্মপূর্ণ কাজ কবিয়া যাইতেছেন। ক্রেটি সংশোধন করাই ভালের কাজ এবং তাঁহারা না থাকিলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গকেও উপ্রায়াম্পদ হইতে হইত। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদকগণ নলৈক সমর এমন কথা লিখিয়া ফেলেন, যাহার অর্থ ও সামজন্ম বিশ্বি করা শক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল বিপদ ইহতে ভালাদের বক্ষা করেন এই প্রকাশীতার সম্প্রদায়।

জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন-

If publishers and newspaper editors, ollowing the example of the Film-makers lecided to point the names of all the people the co-operated in production and publication, me name would stand high in the list. It is he name of the proof-reader.

ভিনি আরও বলিয়াছেন, "He is the unknown, ensung and often forgotten hero of the world of print and one may say truthfully that but for him the illiteracy of authors and editors would be betrayed to the world."

এই উক্তির যাথার্থা গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ মনে মনে নিশ্চরই স্বীকার করিবেন। সংবাদপত্তের অফিসে প্রুফ রীডারদের প্রয়োজন অতাক্ত অধিক এবং তাঁহাদের অভিশয় দ্রুত কার্যা সম্পাদন করিছে হয়। সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদকগণ অনেক সময় এমন কথা লিখিয়া ফেলেন, যাহা প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ বিশ্বিত ১ইতেন। অবশ্য একথা সভা যে উাদের স্তর্কতা স্তুত অনেক সময় ভল বাহির হইয়া যার। এজন্ম প্রাফ-বীড়ার নিকাচনে বিশেষ মনোযোগ দেহয়। উচিত। তাঁচাদের কার্যোর গুরুত্ব ও পশ্লিমের জলনায় তাঁচাদের যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা ছবি নগণা। ফলে ভাল প্রফ-বীডার পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও উপোদের একান্তিক ও আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায় না। ফল পুস্তাকাদিতে এবং প্রধানত: সংবাদপত্তে ক্রমাগ্ত হাস্ত্রোদীপক কথা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই কারণেই আমরা সংবাদপরে মহংখা গান্ধীকে পেনিসিলিন ইঞ্জেক্সন দেওয়ার পরিবর্ত্তে "ডা: পেনিসিলিন নিজেই ইপ্লেকসন দেন", কমন্স সভার গুরুত্পর্ণ আলোচনার মধ্য খিক তথ কোন সংবাদের নীচে "প্রকোমল বাবুব অংশ্য" গ্রন্থভিতি প্রকাশিত হইতে দেখি।

এই বিষয়ে সর্বন্দেক্ষা মন্তার একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। একবার বিশ্ববিত্যালয়ের পদার্থ বিভার প্রশ্নপত্রে "Prove how matter is indestructible" এই প্রশ্নটির মধ্যে matter এর "এ" "ও" এবং ছিভায় "টি" "এটিচ" চইয়া প্রকাশিত হয়। প্রক্ষাবীজিংএর দোষে প্রশ্নটি এইকপ দাঁভায়— "Prove how mother is indestructible, কোন ছাত্রেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই, কেবল একটি ছার নিয়লিখিত উত্তর প্রশান কবিয়াছিল:—

"I lost my mother at the age of ten. Next year my father brought me a second mother, but she also followed my first mother. Thus my father went on bringing mother after mother and they also began to pass away one after another. Now I am under the care of my tenth mother and thus it is proved that mother is indestructible."

সহসা একদিন সকালে এলেন খুশনজরজী বড়ারণের সঙ্গে, ধাপিকে বেশ হতবৃদ্ধি হয়ে গেলেন। সে ঘ্যচ্ছিল — পাঙাশ মুখ দেন মৃতের মত। কক্ষণাভবে ডাকলেন, 'বাঈ, গোদাববী বাঈ।'

রাত্রির বিনিজ-ক্লান্ত আর জ চোথ মেলে সে বললে. 'জী।'

খুশনক্ষর বললেন, 'আমা্র কাছে যাবে? আমি নিয়ে যেতে ারি, ছকুম পেয়েছি।'

সে চোখ ব্জেছিল আবার, একটু হেসে চোখ ব্লেই বললে, 'জী',
।গাঁং আছা। বড়ারণ তাকে বললে, 'গুঠু সেলাম কর।' সে কথা

কইলে না। খুশনজর ওপরে উঠে গেলেন, বললেন, কাল ওকে নিয়ে যাব।'

সকাল হল। সিঁড়ির মাথার লোহার দরজা থুলে গেল।

বছ মিনতি করে আজ মনফুলী ওদের সঙ্গে এসেছে। তিন জনে নেবে এলো। ধাপির খবে কাল আর প্রদীপ অলেনি, ষেমন তেমনি তেলে ভরা বয়েছে। কটা পড়ে আছে। তথু জলের ঘটিটা গড়িয়ে গেছে খবের এক দিকে।

ধাপির আৰু আর বৃষ ভাতল না।



🕏 উরোপীয় পণ্ডিভরা প্রবাঞ্জের রূপ্যক্ষাক্ আংলোচনা প্রসক্ষে জটিল ও গুড় গৌন্দধাণচনায় কৃতিবের জনা চৈনিক সভ্যতাকে স্থবর্ণ পদক দান করেছেন। চীনাদের উদ্ধট কালোয়াতীতে এবং মশগুল হওয়াকে সমজদারের লক্ষণ মনে করেন। কাল্লনিক ব্যালোক-রচনায় পারতা সাধনাকে শিরোভ্যণে অলক্ষত করেছেন এবং বর্ণ ও রেথাকু হকের যাত্রকর ভিদেবে জাপানী বচকদের প্রশাসার মণিগটিত তববারি পারিতোধিক দান কবেছেন। উল্লেখ্য এতটা প্রগতিকে ৰা গোৰু ভালই বলতে ১বে—কিন্তু ভারতের বিচাবেই এসেছে বছ অনর্থ, প্রতিবাদ, বিরোধ ও অমীকৃতি ৷ এ ক্ষেত্রে এঁরা পুলিদ-প্রহরীর পোষাক পরেই ঘোরাঘরি করেছেন। তাঁদের মতে এ রকমের ভমিকার তাঁবা যথেষ্ঠ চোরাই মাল ধরেছেন ভারতবংধ। অর্থাং ভারতের রচনা হচ্ছে এঁদের ভাষায় একটা ধাবাবাহিক জাল ও জুয়াচুরি! বারা ভারতীয় চিত্রকলার জক্ত বাচবা থুঁজে আত্মহারা হয় তারা জানে না এদের কনটোলের শিল্মোল্যে সমস্ত ভাবতীয় রচনাকে দাগী করা হয়েছে: আবার এ কথাও ভাল করে বলা হয়েছে. এদেশ আলোও ছায়ার প্রয়োগ জানে না: বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা এদেশের চোথে অসহনীয়; কল্পান্তের (anatomy) জান ভারতের পক্ষে অকলনীয় ইত্যাদি। এ সব বাজে লোকের কথা নয়—বছ মহারথী পাশ্চান্ত্য পশুক্তরা এসব উক্তি করেছেন—আমরা ভাতা দিয়ে ও অর্থাহাষ্য কবে এঁদের এদেশে এনে এসব গালাগালি ভনতেও ইডভত: করিনি। বাছমবের প্রকোঠে ও বিশ্ববিক্তার

ধারা মনে করে উপরোক্ত মন্তব্য সমূলক নম্ন তাদের জন্ম তথু ত্ব'-একটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। অনেকেরই বিশাস ভারতের প্রতি জগং প্রদানীল, কারণ আমরা "আখ্যাত্মিক" জাতি। আধ্যাত্মিকভার অস্পষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়ে এতিকভার বদোজ্বল ক্ষত্ৰে আমাদের বর্ষর ও অমাত্রৰ বলে ৰে ব্যক্তি কীর্ত্তন করেছে সে ভারতেরই বুভিতেই প্রতিপালিত হয়েছিল এবং ভারতেই নিকের রুতিত জাতির করেছিল। এর নাম হচ্ছে সার জন মার্শাল। वरम्माशीशायु, রমাপ্রদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভূতারূপে এর অক্ষগোলকের চারিদিকেই ঘোরাত্মর করেছে। মার্শাল সাহেব কিছুতেই ভারতকে পার্থিব কলাকুভিত্ব মর্য্যাদা দি<del>তে</del> চায়নি—প্রতিপদেই বলেছে, ভারতবর্ষ, পারস্তা, গ্রীক প্রভৃতি সভা**তা** э'তে নিজের কপের ধর্ম চুরি করেছে। এর মতে "It was from Persia that Indian craftsmen learntthe Greak ideal of heauty and intellect awakened no response in Indian mind" ইতাদি।\*

এব জুড়িদাব হলেন A. Foucher সাহেব। ইনি ফ্রাসী হলেও সামাজ্যবাদী। এব মতে "It was from the West she (India) received and absorbed Arabian, Scythian, Parthian, Greek, Persian,

<sup>\*</sup> Sir I. Marshal Cambridge History of India P 649

and other tribes who have left written proofs of their passage"। • কুসে সাহেবের ফল দেখে জনেকে লাখনে উঠাবন সন্দেহ নেই! এক জন জাখাণ সমালোচক ও Dr. W. Cohns এদের প্রতিধানি করেছেন। তিনি বল্ছেন—"In ancient Indian art, we have established Aegean, Assyrian, Persian, Grecian, Hellenic, Roman, Chinese, Islamic and modern European influence." । বে কটা জাতি ফুসের লিটে বাকি ছিল ভানের নাম ইনি জুড়ে দিলেন এই লিউতে। কাজেই দিড়াছে ভারতীয় কলা একটা বারাবাহিক ভন্ধব-বৃত্তির অধ্যায়মাত্র। এক সময় ভারতের ক্ষেত্ত সাহিত্যকেও চোরাই ও জালিয়াতি ব্যাপার বলা হয়েছিল একৰা মনে বাবা দ্বকার।

এসব প্রদক্ষ উপাপিত হয়েছে এবং বেমালুম হজম করা হয়েছে ভারতীয়গণ কর্ত্ত ় পরবন্তী যুগের আর্থাৎ অপেকাকৃত আধুনিক যুগের চেষ্টাতেও এ চৌৰ্যবৃত্তির ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে। রাজপুত-কলা যোগল-কলার অমুসরণ একথা ওদের তালেই আ্বাপক বছনাথ স্বকার প্রমুখ আলোচকেরা বলেছেন-বদিও এ হটি চিত্রকলার প্রতিপাদ্য नका अस्कवादत विस्ति । ! अ विषय ज्ञानास्त्रद আলোচনা কবেছি। যতুনাথ সরকার মহাশয়ের ঐতিহাসিক গবেৰণা এ ক্ষেত্রে ইংবেজদের পদান্ত অভ্নরণ মাত্র। বাজপুত চিত্রকলাকে সমরকল ও ভিরাট পছতির বা আদর্শের অনুসরণ যে বলে সে বাতৃদ। অথচ মোগদ-কলার উপজীবাও যে এগব ভারতের অঞ্লের কল্পনা তা'ও বলা হয়েছে। কাজেই এ সমস্ত মতামতের সমাহার হচ্ছে হিন্দু চিত্রকলার মৌলিকতা বা এখর্ষ্যের অভাব। আজ পর্বাস্ত্র এই বকমের চোখেই এসব সঞ্চয় দেখা হচ্ছে।

ক্ষিত আছে, মানুৰ যথন সিংহকে আঁকে
ভখন তাকে মানুৰের হাতে আবদ্ধ ও মৃত্যুমুখীন
আৰহাতেই করা হয়। অথচ সিংহের বদি আঁক্রার ক্ষমতা থাক্ত
ভাহলে দে মানুৰকে তার দংখ্রীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অবস্থাতেই
আঁক্তি সন্দেহ নেই। ভারতের দিক্ হতে এ সমস্ত অপ্বোষণার
ভোল বিপরীত উক্তিবা অবস্থার প্রতিপাদন কি সম্ভব নম্ব ?

আছত: ভারতীয় চিত্রকলার একটা প্রকৃষ্টতর প্রতিপাদনের বেখাচিত্র আঁকার প্রয়োজন হরেছে। এ কাজ কগতে অগ্রসর হলে গোড়াতেই মনে করতে হবে ভারতের পিন্তৃত চিত্রসম্পদ্ জাতির আাকাশে প্রথমস্থানীর ব্যাপার নর বা সপ্তবির মত একটা বেখানিবছ ইসিতের মত নর। এ চিত্রকলা একটা ধারাছানীর বাাপার—বেন একটা প্রবাস হিলোগ—নিগন্তবাাপ ।
একে ছারাপথের মত করনা করাই ভাল। সমগ্র বিশ্ব ভূড়ে এই
সমূক্ষল ছারা-জন বিজ্বত। ইউরোপ হতে এসিরা মহাদেশের পূর্বপ্রান্ত
পর্যন্ত এর হলজ্ব। অধচ দীপ্তিমান বিশ্ব বিজ্বত হরে আছে।
এই বিরাট নিক্ হতে দেখতে গেলে পূর্বতন সমগ্র বিচারই হবে
অপ্রচ্ব ও অপত্রশেশ্বানীয়। ভারতীর চিত্রকলার স্থদীর্ঘ ছারাপথ
অক্সরণ করেই এব পরিপূর্ণ প্রী দেখতে হবে! অজন্তা গুইার
ওপ্ত কক্ষে বা বাদামীর কন্ধ পঞ্জবে এব চরম আসন বা আবার
কখনও ছিল না। ভারতীর চিত্রকলা পক্ষপুট বিস্তার করে সমগ্র
এমিরাও ইউবোপকে প্রদক্ষিণ করেছে নব নব বিজ্বের অব্যাহত
হন্দুভিব ভিতর। সে কাগিনী মুক্ত করা প্রবান্তন—না হর ভারতীর
কলাবিকার সকল প্রদন্ত পরিহাসের মত হয়ে উঠে।



হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ

কালিদাসের মেখনুতের যক্ষ দিক্দিগস্তে পাঠিয়ে দিবেছিল উবেলিত মেখপুঞ্জকে, নিজের অফ্রন্থ বিরহন্যথার বার্দ্ধা বহনের তার দিয়ে। এ রক্ষের বর্ণনায় যে পথ আলোকিত, তাহা সেকালের অজ্ঞাত বহু তথ্য উদ্যাটিত করেছে; এমন কি বৈজ্ঞানিক আবহবিভার অভিনব দিক্বিচারও কারও মতে প্রকৃট হয়েছে: ভারতীয় রূপযানের ছায়াণথও এভাবে বহু চিত্রপয়ায় কর্ম্মক্ত হয়ে বিশের নানা অঙ্কে চতুরকের মত ক্রীড়াপট অসাবিত করেছে। এজন্ত চিত্রাপিত রূপোজ্জ্বল দিখিদিক্কে একবার প্রদক্ষিক করা প্রয়োগন।

কিন্ত গোড়াডেই রীতির দিক্ হ'তে একবার ভারতীর চিত্রকলার বিলেবণ প্রয়োজন। কারণ, এর ভিতরেই চিত্রশভদলের রূপাঙ্কের প্রেরণা আছে। অর্থাৎ ভারতীর রীভির পক্ষে বিশের কোন্ কোন্ রীতির সহিত সামাজিকতা করা বা কোন্ প্রভিতর উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব তা' এ সন্ধিন্ত্রেই বিচার করা প্রেরাজন পারত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মন্ত্র-এসিরা এক দিকে; সম্ভ দিকে

A. Foucher, Beginnings of Buddhist
 Art P 346

<sup>†</sup> Rupam, July 1920

<sup>্</sup>ৰভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ অস্তবক তথ্, জীৰামিনীকান্ত সেন—বৰজী জীৰা

্বার, বৈজন্তীয় ও ইউবোপীয় যচনার অব্প্রত্যক্ত কোন্ ভিত্তির ক্রীয় প্রতিষ্ঠিত তা বোঝা দরকার। এ পরীকা হলে দেখা বাবে, নারতীয় রচনার স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ প্রভাব স্বতীতে কোধাও মুম্পাষ্ট ভাবে কার্যকেমী হয়েছিল।

ইউবোপীৰ আলোচকেবা খুবই জোৰ দিয়ে বলে থাকে প্রাচ্ বচনাৰ বিশেষত্ব বেথাৰ দৌকুমাৰ্ব্যের উপৰ নিহিত। বর্ণের স্তবসমৃচ্যা প্রবাগে বা আলো ছায়াৰ লীলাকমল উদ্বাটনে ইউবোপ অপ্রতিবন্দী। Percy Brown সাহেব ইউবোপের পক হ'তে বল্ডেন: "As the painting of the West is an art of massso that of the East is as art of line. The Western artist conceives his composition in contiguous planes of light and shade and



অজন্তা

colour. The beauty of oriental painting lies in the interpretation of form by the convention of pure line." • বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন। ভারতীয় চিত্রকলা বাদের সুবোধ্য হয়েছে তারা এ কথা বল্তে লারে না। চিত্রকলার অক্সতম রসজ্ঞ লয়েল বিনিয়ন (Lawrence Binyon) অভস্তাব চিত্রপদ্ধতিতে "reticent light and shade" অর্থা আলো ও হায়ার প্রয়োগ দেখে মুশ্ধ হয়েছেন। কার্থার প্রালেণেও অজস্তা বিশ-চিত্রকলার বন্ধ দিকেই অগ্রদৃতহানীয়। চিনিক চিত্রের প্রামাণ্য আলোচক ওয়ালি সাহেব (Waley) আলা হ'তেই এ রকমের সংবত আলো ও হায়ার লীলা চৈনিক সঞ্চাবিত হয়েছে এ কথা শীকার করেছেন। কাঞ্চেই এর সঞ্চাবিত ব্যাহার বাব করেছিন। কাঞ্চেই এর বন্ধু আবিকার করে' এর অস্তাতা প্রতিপাদনের চেটা মৃঢ্তা

মাত্র । বস্তুত: ইউরোপ ভারতীয় কলাক্ষীর তথু হিরুমন্তা মূর্তি
দেখেই কর্ত্তব্য নিংশেষ করেছে— এর কম্পেকামিনী শ্রী হৃদরক্ষম
করার অধিকার পাহনি। ভাপানী ও চৈনক চিত্রের রেখা
প্রয়োগের সাধনা অসাধারণ ও অসংমান্ত সন্দেহ নেই। জাপানী
কলায় কোরিন প্রভৃতি শিল্পীর বর্ণ-ব্যক্ষনাও অলোকিক। তবুও
প্রাচ্য চিত্রকলাকে রেখাপ্রধান বলে ওকে ক্ষুদ্র করার উত্তমে
ইউরোপের উৎসাহ নিংশেষ হচ্ছে না।

এছল ভারতীয় সভাতা ও শীলতার গলোকীকে একবার দেখতে হয়। ভারতীয় কলাংকার অন্তানিছিত কুলকুওলিনী শন্তিকে বিচার করা দরকার হয় অর্থাৎ কোথা হতে এব ব্যক্ষনা বা শীর অফুংস্থ প্রেণা আসে তা গুঁজতে হয়—তা'না করলে কোন বক্ষের অন্থবিচার ফ্লোপ্যায়ী হবে না। ভারতবর্ষের সভাতা মঙ্গোলীয়

প্রেগণার উপর নিহিত নয়। সভ্যতা সম্পর্কে ভারতবর্ধ
কৈছুটা আধ্য প্রেরণারও অধিকারী। একস্টই ইউবোশের
সহিত অনেক বিষয়ে এদেশের সমানধর্ম আছে।
আবার শীলতা ও সভ্যতার দিক্ হ'তে ভারতবর্ধ
প্রাচ্য—কাজেই চীন ও জাপানের সহিত ভারতের
অন্তরক সম্পর্ক আছে। একস্ত এদেশেই পূর্বে ও
পশ্চিমের সভ্যতার মিলন সম্ভব হয়েছে ভারতীর
আগল্লবক সভ্যতার ব্যাপক প্রভাবে। এর প্রমাণ
দর্শন ও কলায় সহজেই পাওয়া বার।

প্রশ্ন হচছে, ভাবতীয় চিত্রকলার প্রাচীন রসিকেয়া
এব কোন অঙ্গকে মুখ্য বিবেচনা করেছে? Percy
Brown এব কল্লিভ রেখাজালকে মোটেই নয়।
এ সম্প্রে ভারতীয় রপশাল্পের প্রমাণ কি? বিষ্ণুশ্বন্থের এ প্রসঙ্গে বলেছে:—

"রেখা: প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণা:। স্তিয়ো ভ্যণমিচ্ছন্তি বর্ণাচামিতবে জনা:।"

এতে পরিধার ভাবে দেখা বাছে, রেখা, বর্তনা, আলকারিক শ্রী ও বর্ণ-গৌরব চিত্রকলার অপরিহার্য উপাদানগত চত্রক। কোন প্রতীচ্য লেখককে এ

বিষয়ে সমাহিত হ'তে এ প্রয়ন্ত দেখা গেল না। অবচ ভাৰতীয় কলা আলোচনায় এদের প্রকাশ দশ দিক্ উদ্পিরিত 'হছে। উপথোক্ত উক্তির ভিতর কোন বহল নেই, অপ্যাত্তানেই বা কঠকলনার অবসর নেই। কাজেই দেখা যাজে এ আদর্শ যদি ভারতের হয় তবে এ আদর্শ সমগ্র জগতের সম্বন্ধে থাটে একখা বীকাৰ করতেই হয়। অক্ত উক্তি বারাও এই বক্ষের সিদ্ধান্ত আরও দৃট্ভুত করা হয়েছে। ত্তপগত বড়ক বর্ণনা করতে গিয়ে প্রপ্রার বস্তেন ঃ—

"ক্ৰণতেদঃ প্ৰমাণানি ভাৰং লাবণ্যযোজনং। সাদৃত্যং বৰ্ণিকাছক ইতি চিত্ৰং বড়ককং।"

এ শ্লোকটির খাদেশে ও বিদেশে যন্ত তর্বাখ্যা হরেছে এমন আব কোন শ্লোকের হয়নি—এ' দেখে আবাক্ হতে হর। বস্ততঃ, এ শ্লোকের সৃহিত উপৰি উদ্ধৃত শ্লোকার্বের সামস্যত্বাপন করেই

Brown Indian Painting P. 7.

ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হতে হবে; রথেছে বাক্প্রপঞ্চ আলোচকের
নির্বৃত্তিতার পরিচারক মাত্র। আজোপান্ত শাল্লের নির্দেশের ভিতর
সামসত হাপিত না করে অগ্রসর হ'লে বিচারক্ষত্রে মৃট্ তাই
কালা হয়। অথচ ভারতীয় শিল্লকলার হর্জলতা প্রতিপাদনে
ইউরোপ এতটা অধীর বে, সে যা একটা কিছু উদ্ধৃত করেই যা ভা ব্যাখ্যা করতেও লচ্ছিত হয় না। এদেশেও সে বক্ষের কথার
কাতিথানি করা বিজ্ঞতার পরিচারক মনে করা হয়। হর্ভাগ্যক্রমে
আশবিক বোমার সাহায্যে অতীতের সব কিছুই মৃছে ফেলা সম্ভব
হরনি। তাই ভারতীয় রূপ-সন্ধীর কুওলিনীর জাগ্রণ কি ভাবে
ক্রিত হরেছে তা বিবৃত্ত করা আজও অসম্ভব হছে না।

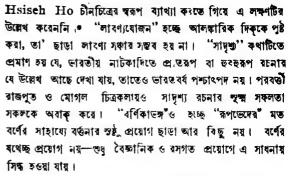
উপবোক্ত শ্লোকটি নিয়ে ব্যাদোফার (Bachhofer) এক ঈশপের উপকথা কেঁদে বদেছেন এবং তা' নিয়ে তার একটি



লোমশ ঋষি গুঙা

ব্যন্থের করেক পৃষ্ঠ। ভর্ত্তি করেছেন। সংথের বিষয়, তাতে
করে এই উক্তিটিকে কোন প্রকারেই চির্বাহরে ছুর্নাখ্যা ছুষ্ট করতে
কর্মার্থ হননি। যথন তাঁর বইখানির ছেঁড়া কাগজেব ঝুড়িতে স্থান
স্থবে ভারতীয় কলার কপব্যাখ্যায় প্রযুক্ত আদিম ও সনাতন উক্তির
ক্ষান্ত ও ব্যাপকতা ভখনও মলিন হবে না।

ক্ষপভেদের মূল কোথা ? একমাত্র "বর্ত্তনার" দাহাব্যেই তা'
সম্ভব হর, তা না হলে সব হয় একস্তরের ব্যাপার—উচ্চনীচ ভেদ-শৃশ্য।
কাব্রেই "রপভেদের" মানে হছে উচ্চনীচ ভবের সৃষ্টি। 'প্রমাণ'
শব্দের ছারা এর ভিতরকার মননশীল (intellectual) পরিমাপাদির কথা বলা হরেছে। কাব্রেই মার্শেল সাহেব যে বলছেন
হিন্দু-রচনার মননশীলতার কোন পরিচর নেই তা' আকগুরী উক্তি
নাত্র। বলা প্রধ্যোক্ষন ভারতীয় চিত্র ও ভার্ম্ব্যাদিতে "ভাবের"
প্রতিষ্ঠা একটা প্রধান ব্যাপার। পক্ষম শতাক্ষীর চৈতিক বলিক



কান্ডেই এ শোক পূর্বতন শ্লোকেরই পরিপোষক; এ ছটি মিলে ভারতীয় স্কৃত্তির স্বরূপ উদ্যাটিত কংছে অতি সম্পন্ত ভাবে। এর



পাজুরদাহা মন্দিব

ভিতরে ব্যাসোফাবের মত প্রবগ্রাহী লোক চুর্গাখ্যার ষা' **আবোল** তাবো**ল** বকেছে তা' গুরুতর ভাবে আলোচনারও যোগ্য নয়।

ভারতীয় চিত্রকলার এই দে স্বরূপ নির্ণয় হ'ল তাতে এই অভিনব তথ্য প্রকাশ পাছে যে, ভারতীয় চিত্রকলার রূপজ্ঞীতে সকল বেশের চিত্রকলার অপরিহাণ্য উপকরণগুলির এক নৃতন সামঞ্জস্য হয়েছে। একাস্ত ভাবে চৈনিক বেথাচিত্রের যাত্ব বা ইউরোপীয় আলো ও ছায়ার কারসাজি এতে নেই। কাজেই ভারতীয় চিত্রকলাকে অঙ্গহীন ভাবে অধ্যয়ন না করে' সমগ্র ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়েজন। তা' করতে হ'লে তথু ভারতবর্ষের গুহাগুলি ঘুরুলে চলবে না রূপচক্র বিচারের জন্ম। সমগ্র এসিয়ার দিগুদিগন্তে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির লালিত্য পুশ্পর্কী ধারা অভিনিক্ষিত হয়েছে নানা

Kokka 338

জাতির ভিতর। রৌপ্য-সমুজ্জ্ন আকাশ-জোড়া ছায়াপথের মত এ চিত্রকলার পরিধি দেখতে হবে এসিয়ার সারা অঙ্গে। এটাই ভারতীয় চিত্রকলার বিশ্বরূপ। মধ্য-এসিয়া, তিব্বত, জাপান, নেপাল, চীন, ব্রহ্মদেশ, ভাম, ষবদ্বীপ, দশুন ইউলিক এবং পারস্য সব ভারগাতেই এই ছায়াপথ একটা বিরাট রূপযাত্রাকে বিশ্বিত করেছে। অস্ক্রভায় আমরা পাই এক দিকে যেমন বোধিসন্ত্রের ঐশ্র্যা ও রাজন্যদের ঘটা— মন্তু দিকে সাধারণ জনতার জীবনের নানা অবস্থার ভোতক বছ চিত্রপর্যায়। রমণীদেহের এরূপ সীমাতীন রূপভঙ্গা জগতের কোনও শিল্পকেন্দ্রে পাওয়া বায় না। আলোচক প্রিফ্রিত বলছেন:—"their varietly is infinite repetition is rare"। ইয়াজনানিও (Yazdani) এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছে। তালিছা গন্ধর্য, কিল্লব, নাগ ও জৈব জগতের সকল চক্র

বুলন্দ দরওয়াজা-ফতেপুর সিঞ্জী

অজন্তার কপের মৃকুরে ফলিত হয়েছে। অজন্তার শিল্পী কর্ত্ত্ক কপের নগুল এমনি বিবাট করেই কৃষ্টি হয়েছে। বাগগুলায় (Bagh) অজন্তারই ছন্দতরক্ষ মুখর, তা'তে সাদা, লাল, আউন, সরুজ, ও নীল রঙের ব্যবহার হয়েছে। উড়িয়া রামগড় শৈলে এবং পঞ্চম শতান্দীর প্রীত্তার বচনায় নীল রঙ দেখা যায় না—অজন্তাতেও পীত রঙের ব্যবহার অতি সামাল, এগুলি হ'ল বিশেষজ। বর্ত্ত ও সন্তম শতান্দীর বাগগুলার রমণী দর শোভা-ষাত্রা একটা লক্ষ্য করার বিষয় । এটা মার্শাল সাহেবের অধ্যাত্ম বিহার নয়—গুপ্তর্যুগের বিলাসকাক্ষতাণ নিদর্শন। তথু শোভাষাত্রা বা নুত্তাগীতিতে ও রচনায় ভারতীয় চিত্রকলা নিজেকে নিংশেষ করেনি। দুর্বিগ্রেড দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর ব্যাপক পরিধি দেখে অবান্ধ হ'তে হয়। গান্ধার, বলক, কাশগর, গোটান, কুটি, শানসি ও হোনানকে ক্ষড়িয়ে ভারতীয় রূপবিভাব বছমুখী ছায়াকীর্ত্তি প্রকট হয়েছে। পূর্ব্ব-তুকীস্থান ও তিব্বতের বছ রচনায় ভারতীয় প্রীয় অপ্রান্ত উত্বিভক্ষ দেখে আমরা মুয় হই। পূর্ব্ব-তুকীস্থানের পোটান প্রকীয় অপ্রান্ত উত্বিভক্ষ দেখে আমরা মুয় হই। পূর্ব্ব-তুকীস্থানের পোটান এক সময় ভারতবর্ষের অস্তর্ভুক্ত ছিল।

খোটানে হেলেনিষ্টিক, ভারতীয়, পারত্ম ও চৈনিক সভ্যভার একটা অন্তর্মক সংমিশ্রণ হয়। টিন ও ল্যাকক দগুন ইউলিকে যা আবিহার করেছে তা ভারতীয় চিত্র-কলার আদর্শকেই শিরোধার্য্য করেছে। Chiutzuco ল্যাক্ অনেক ছবি আবিহার করেছেন যা অষ্ট্রম শৃতাকীর বচনা। চৈনিক আলোচক Teng Chun হর মতে নালন্দায় চিত্রবিভার চর্চচাহ'ত এবং বাংলা দেশেও তিব্রতের অন সম্পর্কে এই কলাটি তিব্রতের বহু বিহারে বিস্তৃত্ত হয়। ইলানীং V. G. Tucci প্রমুপ ইতালীয় পারিব্রাহকেরা হিমালয়ের গর্ডে, পশ্চিম তিব্রতের বহু মন্দিরের দেয়ালে ভারতীয় চিত্রের পছতি আবিহার করেছেন। শ এক সময় Kyzila পারতা, বোমক ও চিনিক প্রভাব ভারতীয় ব্যঞ্জনার সহায়ক হয়। তুন্ জয়াক চীন দেশে হলেও বহু বিদেশী এক সময় এখানে বাস করত। এখানকার

সহস্র নুষ্পগ্রার চিত্রপর্য্যারে ভারভীর প্রভাব অবিস্থাদিত ! চীনের কাই-ফেন মন্দিরে বাংলার চিত্রপ্রভিত্ত কেউ কেউ দেখেছেন।

জাপানের হবউই জি মন্দিরের
চিত্রকলার অজস্তার রূপান্ধ সুস্পার।
ভারতীর প্রভাব ও ধর্ম-বিস্তারের
সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশ ভারতীর
মৃর্ডি ও চিত্রের আদর্শ অমুসরণ করে।
অগ্রদর হরেছে। ভারতীর চিত্রকলার একটি বভ্রুথী নির্দেশ থাকাতে
সকল দেশের চিত্রকলার পক্ষেই এর
সঙ্গে নিজেকে থাপ থাওয়ান কঠিন
হরনি। গোড়াতে ইউরোপীরের। এ
সব চিত্রকে ভারতীর মনে করত।

হৈচনিক চিত্ৰকলাৰ বহু লক্ষ্প যে ভাৰতবৰ্ষ হতে অমুকৃত ও গৃহীত, হয়েছে এ কথা আলোচকেৰা বাৰ

বার স্বীকার করেছেন। এব ভিতর ওয়াঙ্গে ( Waley ) খুব বিশদ ভাবেট এ সমস্ত কেব-ফেবের বিচার করেছেন। এমনি করে চৈনিক চিত্রকলায় ভারতীয় ছায়ার মুর্ছ্ডনা প্রাক্ষ্ট ছয়েছে। †

এক সময় পারত্যের ধনিগণ চিত্ররচনায় চীনে কারিগর নিযুক্ত কবত—কারণ ছবি আঁকা মুসলমান ধর্ম অফুমোদন করেনি সব সময়। এ সব চৈনিক চিত্রকবদের নকাস-ই-চীন বলা হন্ত। পারত দেশের আবহাওয়ার ভিতরে এ শ্রেণীর রচনা ভারতীয় কলা দারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই পারত্য চিত্রে ভারতীয় রপশ্যানন মুখর হয়েছিল। তার পর বথন আবার মোগল আমলে বাদশাহগণ পারত্য চিত্রকরদের পক্ষপাতী হ'ন, তথন বস্তুতঃ ভারতীয় রচনারই একটা দিক্ দিল্লীতে অভিনন্দিত হল।

ব্রক্ষদেশের অবেষদান মন্দিরের রচনাতে অজন্তার রূপ-সম্পদ্ বিশ্বিত হয়েছে। ব্রক্ষদেশের এ সব চিত্রে ভারতীয় আদর্শের দিগ্র



অভ স্থা

<sup>\*</sup> New Asia Vol No. 1 P 12

<sup>†</sup> Waley Chinese Painting P 125

াবং বিশ্বত প্রসাব ও প্রভাব প্রমাণিত হয়। এ সবকে বর্জন বা শ্রণকা করে' ভাবতীয় বচনার পরিপূর্ণ ব্রীকে যথার্থ ভাবে উপভোগ ভব নয়। ভারতীয় চিত্র সাম্প্রাধিক নয়, কোন সকীর্ণ দেশের ব্যোজন-সিদ্ধির কল্প এব সৃষ্টি হয়নি। স্বর্বত্রই ভারতের রূপ-

ন্রবরণা বেন একটা সৌক্ষর্বোর দেবধানপথ স্থষ্ট করেছে। ভূজাতি ও সভাতাকে উপচিত করে' এই বিরাট পথ বিশ্বত চয়েছে।

শ্যামবাজ্যের রচনায় মহাযানবাদের আভিশয় ও
ভূাক্তি তিববদের মতুই মাঝে মাঝে উৎকট হয়ে প্রকাশ
হৈছে। যবন্ধীপ প্রভৃতি অঞ্চলের মুখোস ও নুভ্যের
রা এই চিত্রকলা ধাবাই প্রভাবিত হয়েছে। শ্যামদেশের
ক্রকলায় রামান্তবেব উপাধ্যানের এক অপরূপ প্রসঙ্গ দেশে
বাক্ হতে হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের চিত্রকীর্ত্তি ভারতীয়
ভাবে ভবপুব—এব ভিতরকার মঙ্গোলীর অনুশাসন
বিত্তীয় গৌকুমার্গাকে অধিক ক্ষরধার করেছে।

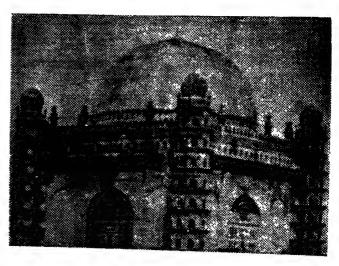
ভুক্ত ভ্যানের সংজ্ঞ-বৃদ্ধ-গুংগর বচনার এক অপূর্বর গাণার লক্ষিত হয়। ভারত ও চানের ধারার গঙ্গাযমূন। কম ঘার্ট্র'ছ এগনে। ভুক্ত ভ্যানের বিচিত্র বচনার মধ্যন্থিত রিভার মৃত্তি ও অস্কার সমৃহ চারি দিকের আবেষ্টনের সহিত্ত প্রেমনা ভারতীয় কলাকে মধ্যমণি করে' ক্রমশাং চৈনিক বিক্তা। নিজেই কপাস্কবিত হরে বায়। চিত্রকলার ভিগানে এ সমস্ত অব্যাম আলোচিত না হলে ভারতীয় শুশাসনের প্রশক্ত প্রমাণগুলিকেই উপেক্ষা করা হয়। এত প্রত্তা বাংগু আলোচনা ভারতীয় কপবিধির বহুমুখী ঐশব্যের তি বিমুধ হয় মাত্র। এ ভক্তই ভারতীয় স্কেরিক হয় মাত্র। এ ভক্তই ভারতীয় স্কেরিক বিচাবে লিক্ষিক ক্রান্দ্রি এবং কুপমণুক্তের প্রেরণা।

এ সমস্ত কারণে ভারতীয় চিত্রবিক্তায় প্রতীচ্য বিচার ক্ষরারে অপ্রামাণ্য হরেছে।

জাপানের নারাব্গে [१০০-৮০০ খু: ] ধর্ম, সাহিত্য ও জার বে প্রভাব দেখা যায় তা'তে ভারতের দান ভুর। ০ পূর্কবর্তী কেইবান যুগে [৭৮২-৮৮৮ খু: ] র্মপুশুরীকেব (Yendai) ও মন্ত্রখানের (Shignon) ভিবিশ্ব অভি স্কল্পন্ত। Zenএর বা খ্যান-চক্রের প্রভাবে পানের আহ্ববাদ জাপানকে অমব করে। চীনের ভ্যান্ধ গর কলা-পদ্ধতির প্রেবণা সক্ষম্ভে ওকাক্রা বলেন: alidas's poetry, Varahamihir's astromy, high wallpaintings of Ajanta and

ulptures of the Ellora caves gave its inspiraon to the Tang Art of China" † সহজ বৃদ্ধ-গুহার
গ্রবলি এ যুগার। বস্তুতঃ স্থাপানের স্থায় আধুনিকতার পশ্চাতে
ছে গুপ্ত সভাতা ও শীলতার দক্ষিণ হল্প এবং ভারতীর আত্মবাদের
বি তিলক। জাপানী চিত্রকলার অক্তরত্ব স্থাবন পাত্রে আছে
ক্ষের্মর্থর ভিত্তি ও আত্মবাদের উন্না উৎসাহ। এক্ষেত্রে

লাবণ্য-বোজনের সঙ্গে আছে প্রমাণের ভয়কার ও বর্ণিকাভজের সীমাহীন উপচার। চৈনিক চিত্রে কনফুসীর শাসন বহিবে**ল রূপভেল** ও রেথা-কোলীক্তের দিকে জাতীয় চিত্রকে আকর্ষণ করেছে; এর ভিতর প্রমাণ ও বর্ণিকাভঙ্গও অক্ষক্রীড়ার ফলকের মত বিচিত্র বাহু



গোল গুখজ--বিজাপুর



ভাজার স্থাপত্য

সঞ্চারিত করেছে। ত্যাঞ্চ যুগের তান্ত্রিক প্রেরণাও একটা পঞ্জীর অধ্যাত্ম সক্ষমে চৈনিক চিত্তকে আহ্বান করে। তাতেই এথানকার সৌশ্ব্য-স্টের এক অফুরত বাদ্বতা বনীভূত হয়েছে।

তিকাঠীর কলার আছে সহজ্ঞবানের হুন্নহ ও জটিল বিশ্বস । তা'তে বহুত্র কোলাকুলি করেছে বাজবভার সজে। বেথা ও বর্ণাচাজ্ঞানানের জবেই সকল প্রমাণের বাইবে বেতে উৎসাহিত হরেছে। "বণি-পল্ল-ছন্ন" ভোজবাজির পেছনে আছে পল্লসম্ভব ও অভীলা কর্ত্বক চালিত ভাবের সঞ্জার। লাল টুলী ও বল্লে টুলীয় প্রভার

<sup>\*</sup> Ency. Bret vol 12 P 928

<sup>†</sup> Okakura Ideals of the Rast P 75

বনীভূত করেছে তিব্যতের বাস্তব ও অবাস্তব ফটিলভা। এখানকার ব্ৰিচাতা বেধাকেও ভ্ৰণাত্মক কৰেছে। লাবণা-বোজনের ধাতিব লপভেদের বিচিত্র সংহতির অভুলনীরত। সম্ভব করেছে।

মধা-এসিয়ার বচনায় বে পাঁচমিশেলী হঙের গালিচা তৈরী



উড়িগ্যার পুঁথির আবরণ

হয়েছে তারই আবর্ত্তিত পশমী অন্তরালে তৃকী, পারতা, চীন প্রভৃতির দান সুস্পাই। হিন্দু তাল্পিক ধর্ম, বৈফব ও বৌদ্ধগর্ম, ম্যানিকীয় ধর্ম, নেষ্টোরীয় পুষ্টধন্ম প্রভৃতি বহু ধন্মের গুপ্ত মুখরতা ভাতে আছে। এ সবকে ঐক্যদান করেছে ভারতীয় সৌন্র্যাবিধির সমাশ্রেষী আকর্ষণ।

ব্রহ্মদেশের হীনধানের বিশীর্ণ ঐক্যবাদ বাংলাদেশ হ'তে প্রচারিত একাদশ শতাকীর মহাজন ও তল্পের বিচিত্র রূপরাগে হুছেছে। বাংলাদেশ হতে বিহুত উত্তব-ব্ৰহ্মের অবি-ধর্ম সমগ্র সঙ্কাৰ্থতা ভেক্তেছে ৰূপবিভাষ। Kubezat payaৰ একাদশ ও ছাদ্দা শৃতকের জাতক চিত্রাদি এবং Kyanzithu গুরার চিত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় আলোচকেরাও যে মত প্রকাশ করেছেন ভাতে এ সৰ ৰচনাৰ সভিত বাংলাদেশ ও নেপালের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। পাগানের 'লকড্ভাট কা' মন্দিরের চিত্রাদি ও মিন পাগান অবেষদান মন্দিবের প্রাচীব-চিত্র অভস্তার প্রভাবে ভরপর। এ সব বচনায় লাবণ্যযোজনের থাতির প্রমাণকে অব্যাহত রেখেছে এবং বেখাজালকে হাদ্য করেছে।

ইন্দোচীন ও শামের দিগন্তে ভারতীয় প্রভাব মঙ্গোলীয় অত্যক্তিতে সংযত করতে পারেনি, চৈনিক একদেশদর্শিতা ভারতীর রপভঙ্গকে নিশিষ্ট করেছে। সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভক্ষের থাতিরে তা ভূষণাত্মক বিধির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

লছাত্বীপের পলমুবেওয়ার রূপহিল্লোল অজন্তার পদাক্ষে ছড়িরেছে নবভর ক্রমের আলেয়া। জীবনের বক্তিম বাস্তবতা অক্সভার সংযমকে ভেদ করে এখানে উন্মন। হয়েছে ঐ'ল্রায়িক বসবিতানকে মগ্র করতে। একই ভালের রচনা এখানে মাংসল মোহকে শাণিক ক্ষরেও নিজের কপবিধিগত স্বান্ধান্তা রক্ষা করেছে—এ সিছি

**অসাধারণ। করার ধৈপারন সভ্যতার এট কুভিংগর মৃত্র আছে** একটা সাভয়োর অমুভূতি—বা' চারি দিকের উন্মিচ্ধর সমুদ্রবেদর অনিবার্বা করে ডলেছে।

স্থান ক্রে বৃহত্তর ভারতে বিস্তৃত এ ভটিল ছায়াপ্থে-

গ্রীক সভাতার প্রেমিক ইউরোপীয়ের অগ্নসর হওয়া কোন কালেই সম্ভব নয়। আজকের বিশ্লেষক পাশ্চান্তা **চিম্ব** ভারতীয় গণকলার পক্ষপাতী হয়েছে। কিন্তু গণকলাও বিধি মানে এবং সে বিধি ইউরোপীয় নয়। মাতিস বা গোগাঁর माहाई व निष्टिन ब्रांट्य छाक्याव निवानन् बक्त-कवा নর। বাশৌলী চিত্রকলা, জৈন চিত্রপদ্ধতি, মথুবা, কালীঘাট কালী ও পুরীর বচনার আলুলায়িত এখার্যাও বিষ্ণু-ধর্মোন্তবের কোন কোন বিধিব নির্দেশ স্থান পেয়েছে-সব কিছু বৰ্জ্জিত হয়নি। ইউবোপের অপ্রাকৃত বচনার নেশা এথানে লকা হয়নি। অগ্রান্ত কালের রা**জপথে** গৰপ্ৰবাহের অগৰা তরঙ্গভঙ্গ সামান্ত হলেও বিবাট সমুদ্ৰের বিক্ষোভকেই ক্ষুযুক্ত করে। গণকলাতে তাই মানবদ্বের खीम मिक्छनिष्टे तिथात ७ टार्गत आकारत हमाविष्ठ हरा পড়ে, ভাতে খুটিনাটি জালি কাজ সম্ভব হয় না। মহতের দিকে চোৰ ফেরালে অণুর মন্দিরে স্ব সময় আরতিয়



বাগ গুহার চিত্র

আলো আলান চলে না। ভারতের গণকলাও এই বিরাট ছায়াপথের ভারতীয় চিত্রের কলাকলাপে—এভাবে হ'-ধারাতেই ক্লপ্ৰজ্ঞের কম্পিত শিখাসমূচদের প্রতিরূপ বিশ্বিত হয়েছে। কলাকে থগুভাবে দেখা অমাক্ষনীয় অপরাধ :

# আদিম মানস

শুভেন্দু ঘোষ

পেম যথন এদেশে বেল-লাইন থোলা হল, সেকেলে একটা ইঞ্জিন (আজকের দিনের দানবগুলোর তুলনায় সেটা ছিল বামনাকৃতি) ভশ্বানক কাসতে কাসতে, হাফাতে হাফাতে, লখা ভাঁড়টা দিয়ে ঝলকে ৰদকে বাশি বাশি ধোঁয়া উদ্গার করতে করতে, অবদীলাক্রমে থান পাঁচ-ছয় পাড়িকে টেনে নিয়ে ঘণ্টায় আট-দশ মাইল বেগে দৌডে **চাতী-যোডাকে টেকা দিয়ে, ভীম-প্রাক্রমে হাওডা থেকে আসানসোল** আরু আসানসোল থেকে হাওড। এই দীর্ঘ পথটা মাডিয়ে বেডাভ ; আর লোহবল্পটার তুই পার্শে, বিশেষ করে ষ্টেশনগুলোতে, দূর দূর পল্লী থেকে এসে জুটত কৌতুত্লী যাত্রীদল। ষ্টেশনগুলো হয়ে উঠেছিল তীর্ব, বাত্রীরা আসত ইঞ্জিন দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করতে। এতোওলো গাড়ীকে যা একটা কড়ে আকুল দিয়ে টেনে নিয়ে চলে, এডটকু ভ্রান্তি আদে না; এ শক্তি তো সাধারণ শক্তি নয় এ শক্তি নলৌকিক, দৈবশক্তি। অগ্নিগর্ভ লৌচকায় এই ইঞ্জিনটা ভো কোনো बर्का कीय नयू-चेनि (प्रवर्षा !

উপরের কথাগুলো অত্যন্ত সরল অর্থেই বলা হল, এর মধ্যে **্ৰণুমাত্র ব্যক্ষোক্তি** বা বক্রোক্তি নাই। বাড়িয়েও বোধ হয় বলা ্রুমি এতট্ট । রেল খোলার বিশ্বাস্যোগ্য বিবরণ যা পাওয়: যায়, **া খেকেই** এরকম একটা ধারণা না হয়েই পারে না ।

ু প্রথম ষেদিন রেলগাড়ী চল্ল, সেদিনের কথাটা কল্পনা করা যাক। ভুন পাতা রেল-লাইনের তুই পাশে চারীরা ক্ষেতে কাজ করতে গুলেছে; মনে হল, যেন একটা ধাক পাক আওয়াক আগছে কোথা নকে, অন্তত আওয়াজ-এমনটা তারা সাত জন্মেও শোনেনি। 🎎কর্ণ হরে উঠল ভারা, একবার মাটির দিকে চাইল, মাটির নীচে चक्क भक्क चामहा न। তো! একবার আকাশের দিকে চাইল-া, মেখের আভিয়াজ এ নয়; বুকে কান লাগালে গেমন শব্দ হয়, । তেমনি। একটা অন্ধ অভানা আশস্কা মনের মধ্যে খনিয়ে ঠতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, দুর থেকে বৃদ্ধির আসতে। ভামাকের কলকেটায় একটা জোর টান লাগিয়ে ারা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তার পর, শব্দের দিক লক্ষ্য িকৈ চোখ কেরাতে দূব আকাশপ্রান্তে তক্ষভায়ার মাথার উপর কালো ীয়ার মত কি একটা দেখা গেল; ভার পর চোথের পাতা ফেলতে া কেলতে হাতীৰ মত মস্ত কৃষ্ণকায় একটা কিন্তুত্তিমাকার দৈত্য কৈট আওয়াজ করতে করতে ভাদের দিকে ভাড়িয়ে এল। লাভল ্ৰে চাৰীয়া কেউ মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ল; কেউ বু-বু করতে করতে ব্রমি গেল, কেট বা প্রাণপণে দৌড়ে কাছে-পিঠে কোনো ঝোপ-:ডের আড়ালে গিয়ে ভয় পাওয়া ভেড়ার মত চোথ তুটো বুজে, তুই ট্টর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিপুল আগ্রতে দেবভাদের নাম জপ করতে পল, আর্ত্রস্বয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, ঐ দৈত্যটার বিষয়ন্ত্রী এ ভার উপরে না পড়ে বায়।

ত্র'-চার দিন যাওয়ার পর, বখন দেখা গেল, ও-গাঁয়ের হাক াডলের মাঠ হতেই জর নিয়ে যাওয়া আর এ গাঁয়ের পুরানো হেঁপো নী বহিম চাচার দম আটকে মবে বাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন

थ-मिक ६-मिक शंख्या करत ना, मारक खरमा लगा। जारा प्रव থেকে সেটাকে চলে বেক্টে দেখল, যুভকণ দেখা গেল অভি ভয়ে ভয়ে তীত্র সম্বাগতার সঙ্গে লক্ষ্য করল, সেটা চোথের অগোচর হরে গেলে হাত জ্বোড় করে, নয়ভো বা মাটিতে গড় হয়ে দণ্ডবং করল ঐ অজ্ঞাত মহাশক্তির উদ্দেশে। টেশনের কাছাকাছি যারা থাকত, কয়েক দিন পরে ভারা সাহস করে দৈত্যটার কাছে গিয়ে, ভার ভণ্ডি সাধনের উদ্দেশ্যে তার গায়ে সিন্দর লেপন করে আসল • • হয়তো বা কিছু মানসও করল। মারুষের আদিম মানস দেব আর দৈত্যের মধ্যে বিভেদ করে না; অজ্ঞাত মহাশক্তি মাত্রই পুডাই; তাই ইঞ্লিন-দৈত্য হ'চার দিনের পরিচয়ের পর ক্ষেবতারূপে দেখা দিল। কিছ হার রে আধুনিক যুগ! এ দেবত্ব তার ফুটতে না ফুটতেই মিলিয়ে গেল। কেন গেল ভার আলোচনা আমরা পরে করব।

अम्मा (वन्नभ्य भुद्धान्य अर्थे ध्वरान्य अक्ट्री काश्रिमी स्वामात्म्य অধ্যাপকেব মুখে শুনেছিলাম। শুনে, প্রতি মনের ভিতর একটা অবজ্ঞ:-মিশ্রিত করুণার স্বার হয়েছিল। ভেবেছিলাম, 'কি বেকুব ছিল আমাদের দেখেব লোকগুলো।' निष्करक कांधान पिराइहिलाम, १ किम (परश्व टेरब्डानिक नेप्पृष्टा छ সংস্কৃতির সংস্পার্শ এসে এ-সর এখন নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছে। এ-বৰম হওৱা এখন আৰু সম্ভৱ নয়।

ভুল ভাঙ্তে দেরী হয় নাই। বছত: ভুল হওয়াটাই উচিত ছিল না। নিজের বিচাহবৃদ্ধির উপর অভি-দেশী শ্রনা রাখি বলে কথাটা বলে কেনেছি— বলা উচিত ছিল, ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও ভূল করান। অহুচিত হয়েছিল। যে মনোবৃত্তির বংশ ইঞ্জিনকে প্রণাম করা জ্থবা তাব গায়ে সিঁচুর লেপা হয়েছিল, দে মনোবৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাং আমাদের ছেলেবেলা থেকেই হয়ে আস্ছে,—এখনও হচ্ছে, তবে সেগুলোকে কোনো দিনই অন্তত বলে মনে হয়নি; তার কারণ, প্রথাগত কার্য্যের কারণ জিজেদ করা আমাদের সংস্কৃতি-বহিভুতি। ভূমিকম্পের সময়, গ্রহণের সময় আমাদের ঘরে ঘরে মঙ্গল-শুভা বেক্তে উঠেছে—বাভীর বহস্করা, বিশেষ করে, মেয়েবা জ্পমালা নিয়ে বসেছে; এ-স্বেদ পিছনে যে মনোবৃত্তি, সে তো ইঞ্জিন-পূজোর মনোবৃত্তির সমগোত্তীয়। ভফাৎ-এর মধ্যে এই যে, ইঞ্জিন-দেবভার দেবত বেশী দিন টেকেনি: আর বাস্ত্রকি ও বাহুর প্রভাব, সামাশ্র কিছু জুগ্ন হলেও এখনও চলেইছে। ভার কারণ বোঝাও শক্ত নয়। যে মহাশক্তির মূর্ত্ত প্রতীক হিসেবে ইঞ্জিন দেবতা হলেন, দেখা গেল, সে শক্তিটা নিভাস্কট মানুষেব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, প্রত্থাং দেটার মধ্যে আর কিছু রহস্য রইল না। ভূমিকম্পের পিছনকার, গাহণের পিছনকার শক্তি, যদি বা বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের বোষগম্য হয় আজও তারা মান্তবের বশে আসেনি। ভাছাড়া, এগুলো সম্বন্ধে শত সহস্র বংসর ধরে যে 'সংস্কার' গড়ে উঠেছে সে 'সনাতন' সংস্থারের মূলোৎপাটনের জক্ত প্রয়োজন, জাতির সমগ্র জীবনধারায় চিস্তা ও অভিজ্ঞতার ধারায় বিপ্লব; সেটা শুধু শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-তথ্যের কাজ নয়।

এই ত হল এক নধবের ভল। ভল আরও একটা করেছিল্ম-সেটা হচ্ছে পাশ্চান্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর অতথানা বিশাস করা। ব্দস্কটোর্ড বিশ্ববিভালয়ের কৃতী ছাত্র এক ইংরেজ ব্দগাপককে (দথেছি, মই-এর নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় শক্ষাৰুল হয়ে উঠতে। বিলেতের সাধারণ লোকের বছকাশ্রকার একটা সংস্কার, মই-এর টিনা ঘটেনি; বধন দেখা গেল এ দৈত্যটা লোহা বাঁধা রাজা ছেড়ে: নীচে দিয়ে গেলে কি যেন একটা ভীৰণ অকল্যাণ হয়। এই ্নিবেজিক ধারণাটা কাটিরে ওঠা ঐ শিক্ষিত অধ্যাপকের পক্ষেও
সন্তব হয়নি। তার কারণ, সংস্কার কাটানো সব সময়েই সাধারণ
বোধের কাছে একটা শক্ত ব্যাপার; তার কারণ, ইংরেজরা বিজ্ঞানে
সনেকটা উন্নত হতে পারলেও, প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর উপর
সনেকধানা প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারলেও, প্রকৃতিকে বশ মানানোর
বোধ ইংরেজদের জাতীয় জীবনের সাধারণ সন্তায় তা অন্ধ করে উঠতে
পারেনি; বিজ্ঞান আন্তও তাদের জাতীয় সংঝারে ক্রুক্তিকে হতে
পারেনি। পারেনি, তার কারণ, ইংরেছের অর্থনীতি, বাকে
কেন্দ্র করে মাহুবের সমস্ত জীবনধান। সেই অর্থনীতি, তাদের
জীবনকে নিয়ে এখনও ছিনিমিনি থেকতে পারে; ণখনও তারা
অর্থ-সন্তটে ভোগে। এখনও শাসকপ্রেণীয় ইঙ্গিতে অন্ধভাবে মৃন্ধে
প্রাণ দিতে হয়। অথচ, প্রকৃতিকে পোর মানানোর সবল অর্থ হওয়া
উচিত, নির্ভরে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে জীবনপথে চলতে পার।

বাক্ এ সব কথা। ইঞ্জিন-পূজোর যুগ যে আমরা কাটিরে উঠিনি—এই সভ্যটা কি করে আমার মর্মংগম হল, সে-কাহিনী বলি। ইংরিজি ৩২ কি ০০ সাল হরে, পাশ্টান্তা শিক্ষা ও সভ্যতার একটা বড় কেন্দ্র এই কলকাহারই কোনো সহবতলীতে গৃহস্থদের রন্ধনশালার একটা মহা আত্য়ের রন্ধ ছায়াকে ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করতে দেখা গেল। কি? না, শিলনোছা উপর মা শীতলার কুপা হরেছে। এ সময় একটা বাতীতে—যথেষ্ট ইংরিজি লেখাপড়া জানা এক বিশিষ্ট ভদ্রগোকের বাড়ীতে—নিমন্ত্রণ থেতে গিয়ে দেখি, তরকারী-পাজিতে হলুদ কি লক্ষা-বাটার নাম-গন্ধ নাই; শিলনাড়া একটা হলুদ-রাধা বস্ত্রথণ্ডে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সভ্যায় হানে বিশ্রাম নিছেন। আমার বিশ্বয় দেখে, নিমন্ত্রণ-কর্তা একটু লক্ষিত সংশ্লোচ বলুলেন, মেহেদের সংস্কার। এ দিকের সব বাড়ীতেই এ কয় দিন এই রক্ম ব্যবস্থা চলেছে। পুরুষরা যেন একেবারেই মায়ের রূপা-টুপা বিখাদ করেন না, গুরু মেয়েদের পালার পড়ে নিইলুদ ব্যপ্তন্তা স্ক্র করে বাড়েন।

মনে পড়ে, কলকাতার কোন কলেকের উদ্ভিদ্বিতার অধ্যাপক
শিলনোড়ার বসন্ত রোগ সম্বন্ধে কোনো প্রকটা দৈনিক কাগজে
লিখেছিলেন, বেটাকে শিলনোড়ার গুটি বলা হচ্ছে তা হচ্ছে এক
প্রকারের ফালাস্—অন্ধকার প্রাৎসেতে জাহগায় চামড়া-টামড়ার
উপর বে ছাতা পড়ে সেই জাতীয় উদ্ভিদ্। অধ্যাপক মশায়ের এই
যোর নাস্তিকতায় শিলনোড়ার বিপ্রামে কোনো রকম ব্যাঘাত
ঘটিয়েছিল কি না, জানা নাই।

এই শিল-নোড়া-গৃহস্থ সংবাদে আমবা পাছি, মামুবের শারীর ধর্ম শিলনোড়ার উপর আবোপ করা হচ্ছে; রোগকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা ইঞ্জিন-পূজোর চেন্নেও হাস্তক্ষ, কিন্তু বারা দেশিন ইঞ্জিন-পূজো দেখলে পূজারীদের বৃদ্ধি-উদ্ধি দেখে দারুণ অবজ্ঞায় নাক সিটকোতেন তাঁরাই শিল-নোড়ার বিশ্রাম্বে আয়োজন করেছিলেন। ইঞ্জিন যে একাস্তই ইঞ্জিন!——আবাৎ ভার ক্তি করার শক্তি কতথানি তা তো সকলেরই জানা আছে; কিন্তু মা শীতলা? কে জানে বাবা, কি করতে কি হয়। সাবধান হওয়াই ভাল।

সভিত্তি, যা কিছু ছর্বোধ্য, যা কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণাতীত, বা কিছু বিষয়কর, রহস্তময় অথবা ভীষণ, মান্নবের আদিম মানসের স্বাভাবিক ধর্ম হল তার সম্বন্ধে একটা ভরমিশ্রিত শ্রন্থা পোবশ কবা; সেই ভরকে ঠেকিয়ে বাধার জক্তে তার তৃত্তি-সাধনের ব্যবস্থা করা, তার ছতি করে, তার ভোগের আয়োজন করে। এর নানা প্রমাণ নৃতত্ত্ববিদ্রা বিভিন্ন মহাদেশের অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ডাকোটাদের মধ্যে, ফিজির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, মাত্রি-মাশাই প্রভৃতি জাতিশ্রনার মধ্যে দেখা যায়, তারা দেবতা বোঝাতে যে শব্দ প্রয়োগ করে, বিষয়কর অম্বাভাবিক বা রহস্তময় কোনো কিছু বোঝাতেও প্রায়শ: সেই শক্ষ্ট ব্যবহার করে থাকে। অপ্রাকৃত, তুর্বোধ্য শঙ্কাকে দেবতা বানানো; জ্যুকে প্রাণবন্ত জ্ঞান করা করা—আদিম মনের এই সব লক্ষ্ণও সর্ব দেশেই পাওয়া বায়। সে কথা পরে আলোচনা করা বাবে। [ক্রম্ণ:

## সাগ্র

# খ্নীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সাগবের লোনা জল ডাক দিল এত দিন পর।
পাছাড়ের কক্ষ দ্বীপে এত দিন বেঁধেছিল ঘর—
নীরস জীবন ছিল তালীবন শিরায় শিরায়,
কাঁটা ভরা সক্ষ পথ কাঁকর ও পাথবের দেশে
মাঝে মাঝে মুখটি ফিরায়,
আর যেখানেতে এসে
অ'লে-যাওয়া ছোট ঘাস পাছাড়ী মাটির সাথে মেশে,—
যেখানে সহজ পথ হঠাৎ হয়েছে কিছু ঢালু,
মাঝে মাঝে জলে ওঠে ধূ-ধূ করা মক্ত্র বালু:
সেই পাছাড়ের দ্বীপে, ক্লিষ্ট প্রাণ মানুষের সাথে
থিত দিন করিয়াছি বাস ধুক্ ধুক্ প্রাণ নিয়ে হাতে।

আজ এত দিন পর
ফেলে এসে রুক্ষ, শীর্ণ, সঙ্কীর্ণতম ঘর
লোনা জীবনের ছিনিমিনি খেলার পেয়েছি আহ্বান।
বহু দূরে তীর আছে ঘুম-ভাঙা স্থপনের মত,
সাগর-দোলায় দেখি ঘুম-চোথে স্থপনেরা মত।
এখানের ভাঙা হাল, এখানের ছেঁড়া পাল
এখানের ডুবে-মরা ভয়—
আগেকার জীবনের মত ধীর পায়ে স্থির হুমে চলা
এখানের নিয়ম জানি নয়;
কোন দিন কোনও তীর বাঁধিবে না সাগরের ঢেউ,
বাঁধিব না আমরাও কেউ,

সাগরের জলে জলে এই মত ভেসে যাব শুধু— আমাদের ঘিরে র'বে চিরকাল এ সাগর ধু-ধু। বিশ্ব বাবুকে পরের দিন সকালেই বওনা করিয়া দেওরা হইল। প্রথমটা জিনি খুবই সংকাচ বোধ কবিয়াছিলেন, কিছ সন্ধার আগ্রহের এই নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া এবং ভূপেনের পীড়া-পীড়িতে শেব প্র্যন্ত রাজী হইলেন। কল্যাণীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, জন্ধ পিতাকে একেবারে পরের ভরসায় ছাড়িতে চাহিল না, ভূপেনও জেদ করে নাই। সভ্যই, বিজয় বাবু যে প্রকৃতির লোক, শত অস্কবিধা হইলেও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। তার চেয়ে কল্যাণী

সংক্র থাকাই ভাল, ভাহাকে আর বলিয়া দিতে হয় না, পিতার সামাক্তম স্থবিধা-অফ্রিধান্ত সে বোঝে। ছেলেদের লইয়া এথানে একটা সমস্থা উঠিয়াছিল বটে, কিছু কল্যাণীব পিদীমা আখাস দিলেন, চোখে না দেখিলেশ ছই-ভিনটা দিন তিনি চালাইয়া লইতে পারিবেন। তা ছাড়া ডাজাব বাবুর বিধবা আলিকাও এই কয়টা দিন এথানে আসিয়া থাকিবেন—ডাজার বাবু নিছেই উপয়াচক ছইয়া এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বড় ডাজারের কাছেই পাঠানো হইল বটে, তবু কলাফল সন্থাৰ ভূপেনের বথেষ্ট সংক্ষত ছিল এবং যদি সমস্ত চেষ্টা ব্যথই হয় ত কি উপায় হইবে, সে অবস্থাটা সে বল্পনা পাঠাস্ত কবিতে পারিতেছিল না। এই ভাবে আগবায় পরিপূর্ণ ইইসা যথন সে ইইচাদের প্রত্যাবস্তনের প্রহর গণিতেছে সেই সময় অক্ষাথ আর একটি দায়িত্ব ভাচার উপর আসিয়া পড়িল। বিভয় বাবুর অন্যথের জন্ম এ কটো দিন কোচিং ক্লাস না লইলেও সালেকের অন্যথের অন্যথের জন্ম এ কটো দিন কোচিং ক্লাস না লইলেও সালেকের অন্যথের অব্যথি— প্রব সন্থাই পাইয়াছিল। ভাহার না কি প্রবল জ্বর, সর্প্রাক্ষে ব্যথা—প্র সন্থাই ইনক্লায়েল। তাহার না কি প্রবল জ্বর, সর্প্রাক্ষে ব্যথা—প্র সন্থার ইনক্লায়েল। তাহার না কি প্রবল জ্বর, সর্প্রাক্ষে ব্যথা—প্র কারতে সময় করিয়া এ ছইটা দিন ভাহার থবর কাইতে যাব্যা হর নাই, এজন্ম ভূপেন মনে মনে লক্ষিত্তই ছিল। বিজয় বাবুদের শ্রেণ তুলিয়া দিয়া ফোরয়া আসিতে আসিতে সেই কথাটাই মনে প্রত্যা সে প্রভিক্তা করিল যে, আজ স্কুলের ফেরও সোভা সালেকদের হোটেলেই চুকিবে।

কিছ স্থাল প। দিড়েই অপূর্বর বাবু শুক্ত মুখে কহিলেন, ও মশাই, শুনেছেন ?

কিছু পুর্বেই সকলে তোষ্টেলে একসকে বসিয়া আহার করিরাছেন, অপুর্বে বাবু কয়েক মিনিট আগে আসিয়াছেন এই মাত্র— ইহার মধ্যেই শুনিবার মক্ত কি ঘটিল অফুমান করিতে না পারিয়া স্কুপেন বিশ্বিত চইয়া প্রশ্ন করিল—না, কি হয়েছে ?

মুখটা বিকৃত করিয়। অপূর্বে বাবু কহিলেন, সালেকের গারে না কি মার অমুগ্রহের গুটি বেরিয়েছে !

সে কি !

আর কি—এ ত আব্বাস বলছে :

আবাস ঐ হোষ্টেলের খিতীয় এবং শেব অধিবাসী। তাচাকে জেবা করিয়া ভূপেন জানিল কথাটা সত্যই। সে বেচারা ছেলেমায়ুব, রীতিমত ভর পাইয়া গিয়াছে। কাল না কি বন্ধায় সালেক লারা রাত টেচাইয়াছে, তখনও আব্বাস ঠিক বুঝিতে পাবে নাই। লালেককে ভূতে পাইরাছে এমনি একটা সন্দেহও হইরাছিল তাহার; তার পর আজ্ব সকালেও সালেক বুমাইরা প্রিছাছিল বলিয়া কিছু



্র জন্মন ট্র শ্রীগঞ্জেক্ত্রকুমার মিত্র

দেখা যার নাই, আরাসঙ খ্য সভব খৃতের ভরেই, ভাহাকে ভাগাইবার চেটা করে নাই। এইমাত্র দেখিতে পাইরাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সংবাদটাতে ভূপেনের ভর ততটা হইল না—যতটা হইল এ ছই দিন সংবাদ না লইবার জন্ত অফুশোচনা। সে অপূর্বে বাবুবে প্রাশ্ন হবিল, এখন কি করবেন তাহ'লে ?

আমবা আর কি করব, হেও মাষ্টার মুলাই আসুন।

ভবদেব বাবু সকালের দিকে প্রায় প্রভাগ্ট কিছু দেবী করিয়া আসেন

আছিক পূজার চাপে স্কাল বেলা আর ঠিক জন্ত মাষ্টার মহাশাংদের সজে আহারে বসিতে পারেন না। এচন্ত তিনি প্রথম বন্টাটা নিজের থালি রাথিয়াই কটিন করিয়াছেন। আজ্ঞ ভবদের বাবু আসিলেন মিনিট পনেরোপরে। অপূর্বে বাবুর মুখে স্ব বিবরণ ভনিয়া বলিলেন, ভাই ত, রাধারাণীর আবার এ কি লীলা জন্ম রাদে।

ভূপেন একটু অস্তিফু ভাবেই জ্বাব দিল, কিছু রাধারাণী ত আর এখানে তেড্ মাষ্টারী করেন ন:— এথানে দাহিছ আপ্নার্ট, একটা কিছু করুন।

ভবদেব বাবু একটু অসহায় ভাবেই অপুর্ব্ধ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। অপুর্ক্ষ বাবু কহিলেন, আব্বাসকে ত বাড়ী পাঠাতেই হবে—এ সব কেস অবিস্থা সিগ্রিগেট করা দরকার। ওবেই বলুন বাবার সমন্ত্র সালেকের বাড়ী ধবর দিতে, ওর বাপ এসে নিয়ে যাক—

এই সহজ ব্যবস্থায় ভবদেব বাবু খুনী হইয়া উঠিকেন। ভূপেন বিশ্বিত হুইয়া কহিল, বিজ্ঞ কি করে নিয়ে যাবে প্রত্নেব্য কেস গ

গো-গাড়ী করে নিয়ে যাবে।

গোকৰ গাড়ীৰ গাড়োয়ান নিষে যেতে রাজী হবে ?

ভরা যেখান থেকে হোক নিয়ে আদবে গাড়ী। তাছাড়া আম গ'
আর কি করব বলুন। বাপোরটা যত সহজে উহারা মিটাইর
দিলেন তত সহজে কিন্তু মিটিল না। আকাস বিকালের দিকে
আসিয়া থবর দিল সালেকের বাবা ও মা ছুই জনেই বৃটিয়ারী সরিছে
বড় পীরের দরগায় বছ দিনের মানসিক পূজা দিতে কলিকাতার
সিয়াছেন, সেখান চইতে ভগলীতে কোথায় কুটুম্বাড়ী ছুই-এক দিন
কাটাইয়া দেশে ফিহিবেন। আর যাহারা বাড়ী আছে ভাইবা
কোন দায়িত্ব নিতে রাজা নয়।

এবার অপূর্ব বাব্ব মুখও বিকট ছইরা উঠিল। সরকারী হাসপাতাল সেই সদবে, এখান চইতে ট্রেণে করিরা লইরা বাইতে হয়, নয়ত গো-গাড়ীতে আটাশ মাইল।

কি করা যায় এই লইয়া যথন সকলে গবেষণা করিতেচেন তথন ভূপেনেরই একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, একথা আংগেই মনে আসা উচিত ছিল, নিতান্ত অক্যমন্ত ছিল বলিয়াই এত বড় পুল হইয়াছে। সে প্রশ্ন বিলা, আছে। ওব খাওয়া-দাওয়ার কি হছে ?

সকলে আব্বাসের মুখের দিকে চাহিল। সে মাখা চুলকাইরা জবাব দিল, এ ক'দিন ত বালি আর মুড়িট্ডি থাছিল। আজ-

আৰু কি গ

আন্ত সকালেও বার্লি নিরে গিরে রেখেছিলুম বটে কিছ সে ক দিয়ে আসা হয়নি ৷ খাবার কলও—

ভাৰ মানে কি ? ভূপেন প্রায় টেচাইয়া উঠিল, ঐ সাংঘাতিক য়া বিনা পথ্যে, বিনা জলে একা পড়ে আছে সমস্ত দিন ? আর ইনতুন তাতের সময় !

🙀 ভবদেৰ বাবু অপ্রতিভ হইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, শাই ত ! অপূর্বে বাবু, এটা আপনাদের দেখা উচিত ছিল।

জপুর্বে বাবু আব্বাদকেই ধমক্ দিয়া উঠিলেন। যেন সব দোষ

কাহারই। ভূপেন এইটু কিজপের ক্যবে কঠিল, আপনারা বংশ্ব

কাক ভয়ে মরে যাছেন—ও ত ছেলেমামুব, ওর অপ্রাধ কি ।

কাছে।, কিছু করতে হবে না, আমিই যাছি। আব্বাদ, ভূই বাড়ী

ু এই বলিয়াদে আর বাদান্বাদের অবকাশ না রাখিচাই দ্রুত আলুটেলের পথ ধবিল। অপ্রবাবাবু পিছন হইতে হাকিয়া প্রশ্ন শ্লীবিদেন, আপনার টিকে নেওয়া আছে ত ?

🐧 ত'ত আছেই—ভূপেন চলিতে চলিতেই যাড় ঘ্ৰাইয়া ঊঠক ক্লিল—তা ছাড়া অব হলেই সরকাব কামপাতালে চলে যাবো। আমিপনাদের ভয় নেই।

্ অপূর্ক বাবুমুখ অন্ধকার কবিয়া কহিলেন, শুনলেন মাষ্টার মশাই পুষাটা। ওর এই ধরণের ইম্পাটিনেন্দ অসম হংল্ল উঠেছে। •••জামার উটি জিগোন করা, তাই—

্, কাছেই পণ্ডিত মণাই গাঁডাইয়া ছিলেন, কাঠলেন, ভায়াব আমামার ডিউটি জানে এতটুকু জেটি নেই। তবে কি জানে। ভাই, আমাৰ ওটা কাঁচা বয়সেব গ্ৰম—

ভবদেব বাবু একটা ছোটখাটো দীর্ঘনিশ্বদেব সঙ্গে অকুট কঠে শীৰ্ষা উঠিলেন, বাংগ! বাংগ!

সালেকদের হোষ্টেলে চু কিয়া ভূপেন দেখিল তাহার অন্থানই

কি—বেচারা অবে ও বপ্রণায় প্রায় অচৈতক্স হইয়া পড়িযা আছে,

শিপাসায় জিভ এত শুকাইয়া উঠিয়াছে যে, কথা কওয়া প্রায় অসম্ভব।

অধ্যেই খানিকটা জল খাওয়াইয়া বালিটা পরীকা করিয়া দেখিল

লাকই আছে দিন্ধ শুই বালি—না চিনি, না মণ, লেবু ত

স্কানারও অভীত। অগতাা সে নিজেদের হোষ্টেলে সিয়া রায়াঘরের

শিকির হইতেই একটু চিনি চাহিয়া কইল এবং চাকরকে হুইটা টাকা

লা ষ্টেশনে পাঠাইল, যদি পাতি দেবু ও কমলা বা অক্স কোন কল

ভার পর সালেককে বালি থাওরাইর। সে ছুটিল ডান্ডারের বাড়ী।

চার সব শুনিয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন, এ সব বোগে এথানে

উ ডান্ডার ডাকে না, বিশেষ করে মুসলমানর। ত নয়ই। বা

বৌ শেহলার বামূন। তেও ৬কে যে এখনও মান্তার মশাইর।

ইলে বেথেছেন ?

ইচ্ছে করে রাথেননি—দারে পড়ে রেখেছেন।
ভূপেন সে কাহিনীটাও খুলিয়৷ বলিল। ডাজ্ডার প্রশ্ন করিলেন,
না আসল বসস্ত বোঝা বাছে—না, এখন সম্ভব নয় ?
ভূপেন মাধা নাড়িয়া কহিল, না—it's too early।
ভূপেন কালই আমি বাবো। আজ এই ওবুধটা নিমে বান।

তিনি একটা ঔষধ নিজেই তৈয়ারী কবিয়া দিলেন। আহার্ব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়া আবারও বলিয়া দিলেন, কাল আমি তুপুর নাগাদ যাবো—বুঝলেন। ও ত তাড়াভাড়ি কিছু ক্রবার নেই।

দেখান হইতে গোষ্টেলে ফিবিয়া সালেককে ওঁয়ধ থাওয়াইতে গোলে প্রথমটা সে বীতিমত আপত্তি কবিল। এ সব বোগে ডাজারী উষ্ণ থাওয়াইলে বীতিমত বাড়িয়া যায়—এই তাহাদের বিশাস। তাহারা মুসলমান বটে জবু এ সব বোগে দীতলার বামুনকেই তাহারা বরাবর ডাকে। অনেক বুঝাইয়া মৃত ধমক দিয়া ভূপেন শেষ পর্যান্ত তাহাকে ঔষ্ণ থাওয়াইল বটে কিছু ভটটা যে তাহার জবু কাটিল না সেটা বেশ বৃক্তিতে পাবিল। এই প্রসাসে সালেক তাহার বোনের মুহুরে কাহিনটাও ভনাইয়া দিল। মাত্র বংসর কতক আগে তাহার মানিছে গিয়াছিলেন প্রমান্তবের এক বসন্ত চিকংসকের বাড়ী। তিনিও শীতলার পূজারী, এই হিসাবে ডিকংসক। তিনি বিধান দিলেন সভ্যান্তর গঙা লঙ্কা বাডিয়া ভূপেন সহিত মিশাইয়া প্রকেশ দিতে হইবে। বাড়ী ফিবিয়া প্রকেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভটকট কবিয়া মোবা গোল—বোধ হয় আগ ঘণ্টার মধ্যে।

এ সব কংহিনী শোনে আব ভূপেন শিহবিষা ওঠে। আশিকা ও কুসংস্থাব দেশের মত্মমূলে বাসা বাগিয়াছে। তুঃপ করিয়া কোন লাভ নাই। আট শত বছবের পরাণীনতার ফল এই অবস্থা, ইচার চেয়ে থারাপ হয় নাই বলিয়াই ববং ঈশ্বনেক ধ্রুবাদ দেভ্যা উচিত। মাঝে মাঝে নেতাদের মধ্যে খ্যন এ বিসরে মত্বিবোধ হয় তথন ভাষারও ঐ প্রস্থান মনে ক্রেণ। কোন্টা আগে—িজেদের সংস্থার আগে পবে স্থানীনতা—না স্থানীনতা আগে পবে সংস্থার। মনে হয় শেষেরটাই বোধ হয় সহজ ও স্বাভাবিক পরিবাভি। •••

ক্রম সন্ধ্যা ঘনাইয়া আমে। ভূপেনের হাতে কাজ নাই—বইও নাই। সে ইতিমধেটি সালেকের বিছানাটা পাল্টাইয়া দিয়াছে। ময়লা বিছানাগুলি কাল এগানেই সাবান জলে সিছ করিয়া কাচিয়া দিতে হইবে। চাকরদের উপর চাপানো যাইবে না—ভাহাদের যে ভয় এ সব স্থ-মাস করিলে হয়ত কাজ ছাড়িয়াই পলায়ন করিবে। ভানিভে আক্রামের বিছানাটাই চলনসই ক্রিয়া লইয়াছে, নিজের বিছানা আনিয়া আবার হাঙ্গামা করিতে ইছা হইল না। আক্রামের শ্বাহর মলিন্ডা ও দৈয়ে প্রথমটা স্কোচ আসিয়াছিল বটে ক্রিছে জোর ক্রিয়া সেমনকে শাসন করিল।

বাহিত্রের অন্ধকারের দিকে চাতিয়া সালেক প্রশ্ন করিল, আপনি কথন ফিত্বেন মাষ্ট্রর মশাই ? ( আগে সে মাষ্ট্রার সাহেব বলিভ— ভূপেনই বলিয়া সেটা বদ্লাইয়াছে )

আববাস নাই—একা থাকিতে ইইবে এই জনমানবহীন পুরীতে, সেই প্রশ্নটাই ভাহার মনকে তথন হইতে পীড়া দিতেছে। ভূপেন সেটা ব্রিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় নেই আমি ভোমার কাছে ধাক্ব রাজে।

ब्राट्ड शक्तन जानि ?

বিশ্বরে ক্তজ্জার সালেকের চকু তৃটি বিশাবিত হইরা উঠিল। হাা— বত দিন না তুমি সেরে ওঠ, আমি তোমার কাছেই বাকব সালেক। কিছু এরা এখনও ভোমার বার্লি কল দিরে নাছে না কেন ? আলোতেও বেশী তেল নেই মনে হচ্ছে। তুমি একটু একা থাকতে পাবে ? আমি একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

সালেক কহিল, তা পারব, মাঠার মশাই। তা ছাড়া আপনি দ্বা না করলে ত সারারাতই একা থাকতে হত। আরু কেউ আসত না—

হোষ্টেলে গিয়া ভূপেন দেখিল, চাকরটি লেবু, ফল সবই আনিয়াছে, বার্লিও প্রস্তুত কিন্তু সে খবরটা প্রয়ন্ত কেহ দেয় নাই।

ি চাকরকে প্রশ্ন করিতে সে মাথা চুলকাইয়া কহিল, আজে, ওথানে আমরা যেতে পারব না।

আক্রা । গাবে ভোদের কি অন্তথ-বিন্তথ করবে না কণনও। এত ভর কেন ?

চাকরও কথিয়া উঠিল, মিছিমিছি শাপ-মক্তি দিও না বাবু।
মুসলমানের অস্থে অত দায় আমবা নিতে পাবব না। তাছাড়া
পাল বাবুও বাবণ করেছেন—বলেন ছেঁায়াচ লেগে তোর অস্থ
করলে, এখানে কাজকর্ম পণ্ড হবে।

পাল-বাবু অর্থাৎ অপূর্ব বাবু। ভূপেন কথাটা বুঝিল। ভবদেব বাবু বাহিবে বিদয়াই মালা জপ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন, না মুসন্মান বলে নয়। থাবাওটা দিয়ে আসবে তাতে আর কি—তবে জানেন ত ওরা ভীষণ ভয় পায় এসব রোগকে। দরকার হলে আমাদের কাউকেই দিয়ে আসতে হবে—

অন্ত কিছু করতে হবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। কিছ আমার ভাভটাও কি তা'হলে ওথানে পাঠানো সম্ভব হবে না ?

তা আর কি ক'রে হবে বলুন। সেই একই বাবা হয়েছে
বুবালেন না! তা ছাড়া ও হোষ্টেলে আবার এখানকার বাসন
পাঠানোর একটা মুক্তিল আছে—

আপেনি ত বৈষ্ণব মাষ্টার মশাই। তীক্ষ কঠে ভূপেন প্রশ্ন করিল।

লজ্জিত ইইয়া ভবদেব বাবু বলিলেন. না, না, আমার কথা বল্ছিনা। ভবে পাঁচ জনের পাঁচ রকম মত বোঝেন ত—

স্থারিকেনে তেল ভরিয়া লইব। ভূপেন ফিরিয়া গোল। ইহাদের সজে বাদামুবাদ করিতে কিখা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে কেমন যেন বিভূষণ বোধ হইল। মূল হইতে ডগা পর্যন্ত সমক্তটাই প্র ধরিয়াছে—কোন একটা অংশের চিকিৎসা করিতে যাওয়াই মুর্বতা!

প্রের দিন ছপুরে ডাক্টোর আসিরা পরীক্ষা করিয়া গেলেন।
অধিকাংশই পান-বসন্ত, তবে ছই-একটি তাহারই মধ্যে আসল বসন্তের
ভটিও আছে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই এই আখাস এবং
আর একটি ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিছ ভরের কোন কারণ না থাকিলেও ভূপেনকে দিন-রাভ এই ক্লুনীকে দুইরা বসিয়া থাকিতে হইল। একেবারে একা এই ছেলেনামূ্বকে ফেলিয়া তাহার এক পা-ও বাহিবে বাইতে ইচ্ছা হইত না। উষ্ধ-পথ্য-ভূজারা সবই তাহার হাতে। কোন শিক্ষক একবার উ কি পর্যান্ত মারেন না। ওয়ু সে বখন খাবার ঘণ্টা পড়িলে কিছা সালেকের পথ্য লইতে লোষ্টেলে বায় তখন ভবদেব বায়ু ও পণ্ডিত মহাশর ছই-একটি প্রেম্ম করিয়৷ নিজেদের কর্ত্তব্য সমাধান করেন। চেরে বে ব্যাপারটায় ভূপেনের হাসি পাইল, সেটা হইভেছে

অপূর্ক বাবুর কাণ্ড দেখিয়া। তিনি অপারিটেণ্ডেণ্ট—পাছে তাঁহাকে কর্তব্যের থাতিরে কোন খবরাখবর লইতে হয়, খুব সম্ভব সেই কারণেই, বিশেষ জক্ষরী কাজের অছিলায় বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অবশ্র ইহার জন্ম ভূপেনের কোন ছংথ ছিল না। ছুণ। বা ভয় তাহারও যথেষ্ট ছিল, আগে হইলে সে-ও বোধ হয় এ সব রোগের বিসীমানায় ঘেঁবিত না—কিন্তু এই কয় বংসর মোহিত বাবুর সঙ্গে তাহার চরিত্রে আম্ল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, সে কথাসে যথন ভাবে তথন মনে মনে তাঁহার কাছে বৃতজ্ঞতা বোধ না করিয়: পারে না । · · ·

সব চেয়ে সে বিপ্রত বোধ করে বল্যাণীর ছোট ছোট ভাই ভালির ধবর লাইতে না পারাব জল। তিন চিন হইয়া গেল বিজয় বাবুরা গিয়াছেন—কোন চিঠি বা সংবাদ বিভুই পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব পরীক্ষা করিছেই দেরী ইইতেছে। বিশ্ব এদিকে দেখাতন: করিবার এনটা দায়িত সে লইয়াছিল, চেনা ঠিবমত ক্রিতে না পারাব জল্ম লজ্য ও উদ্বেগের সীমা ছিল না! অবশ্র ভালের বাবু ধবর লান, তাঁহার একটি ভল্লবয়্রী বিধবা শালিত আছেন—এ ছাড়া সে বতীন বাবুকে বোজই একবান করিয়া ববন হইতে পাঠায়, একরপ জোক করিয়াই পাঠাইতে হয়—ভন্ন ২ইনা বাবু শেষ প্রান্ত বান—অফ কাহাকেও রাজী কনাই যায় মান ত এখন যাহায় বিজয় বাবু একেবারে অফ্ট ইইয়া য়ান ত এখন যাহায় বেশী ধবরাখবর কইবেন ত্তে প্রিবাহকে সাহায়্য করিবার ভারটাও তাঁহাদের উপ্রেই আসিয়া পড়িবে। অত হালামার ক্রেলেন কি গ

অবশেষে পঞ্চ দিনের দিন বিজয় বাবুর বড় ছেলেটির মুখে থবর পাশ্রা গেল, কল্যানী চিটি দিয়েছে সেই দিনই সন্থার টেণে তাহায় আসিয়া পৌছিবে। সে দিন সালেবও একটু সন্থা ছিল, তাহাই কাছে কথাটা পাড়িতেই সে সন্ধ্যাটা ঘবে আলো আলা থাকিলে অছলে একা থাকিতে পারিবে জানাইল। তথন ভূপেন অনেকটা নিশিন্ত হুইয়া ষ্টো সন্থাব নিজেকে বিজ্ঞানুত্ত করিয়া বিজয় বাবুর বাড়ীয় উদ্দেশে বাতা করিল।

সে যথন পৌছিল বিজয় বাবু ভাষার বিছু পুর্কেই আসিয়াছেন আগেকার মতই শাস্ত ভাবে বাহিরের চৌকিটাতে পড়িয়াছিলেন চোথে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বোধ হয় ওয়ধ লাগানই আছে। ভূপেনের পদশন্দে ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বফিয়া বলিলেন, এস ভারা, ভূপেন বাবু না?

গাঁদাদা, আমি। থবর কি ? ভূপেন ক্**ছ নিখাদে ৫**% ক্রিল।

বলছি ভাই। সালেকের থবর কি, ভাল আছে একটু । সব ভনলুম আমি টেশনে নেমেই ছেলের মূথে। ভোমারই সার্থক জন্ম ভাই, মান্থবের উপকারে লাগলে। ভাভাকে একা রেখে এলে বে— অস্থবিধা হবে না ।

না দাদা, সে হস্থ আছে একটু। কি**ত আ**পনার থবর <sup>কি</sup> বলুন।

সহজ সংৰত কঠেই বিজয় বাবু উত্তর দিলেন, ডাজ্ঞার ড ডিন দিন ধরেই প্রীক্ষা করলেন, ওবুধও দিয়েছেন—ডারেট ঠিক করে দিয়েছেন। সন্ধ্যা-মাও ত আমায় এক গাদা ধরুধ কিনে সংস ্বীনলেন, ভবে আশা ৰে আৰু বিশেষ নেই তা ডান্ডাবের কথাডেই বেশ নুক্তে পাৰা গেল।

এত নিশিক্ত ভাবে কথাটা তিনি বলিলেন, খেন সেটা তাঁহার কুর্ভাগ্যের চরম কথা নয়—সাধায়ণ একটা সংবাদ মাত্র, তাও জ্পুরের।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন যেন কঠম্বর থুঁজিয়া গাইল। প্রায় চুপি চুপি কহিল, বলেন কি দাদা ? এত sudden—।

কি কৰৰে ভাই—ভগৰানের মার। প্রাণশক্তি না কি একেবাংইট ছিল না দেহে, ভাই একটও resist করতে পারেনি।

আৰও থানিকটা ছুই জনে চুপ কৰিয়া বচিয়া থাকিবার পর বিজয় বাৰ্ই আবার কথা কহিলেন, মেয়েটা এসেই বোধ হয় খবের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়েছে—একটু দেখগে ভাই, ছুটো কথা বলোগে। ও বত বেৰী কাতব হয়ে পড়েছে—

কল্যাণীর অবস্থা ভূপেন আগেই থানিকটা বন্ধনা ক্রিচাছিল।
এ ক্ষেত্রে ভাষাকে কী বলিবে—কি বলিয়া সাখনা দিবে তা তাহার
মাথান্ডেই আসিভেছিল না—তবু উঠিতে হইল। কল্যাণী গ্রের
মেবেতে মাটির উপর মুখ ও জিয়া কুলিয়া কুলিয়া কাঁদিভেছিল।
ভাষার রোগনের কাষণ ঠিক না বুবিলেও ছোট ছটি ভাই
পালেতে শুক্ক মুখে বসিয়াছিল, এখন ভূপেনকে আসিতে দেখিয়া
ভাষারাও কাঁদিয়া কেলিল। ভূপেন থানিকটা নিঃশন্দে পাঁড়াইয়া
থাকিয়া ভাষার পাশে মাটিভেই বসিয়া পড়িয়া কল্যাণীর পিঠে একটা
হাত রাখিয়া আত্তে আত্তে ভাকিল, কল্যাণী।

কল্যাণী মুখ তুলিয়া প্রায় ক্ল জ্বত আওঁ কঠে কহিল, ভনেছেন—বাবা আর কোন দিন বোধ হয় চোঝে দেখতে পাবেন না—আর কোন দিন না!

ভূপেন তেমনিই কাঠ হইয়া বসিয়া বহিল—এ কথার কী-ট বা উত্তর দিবে। কল্যাণী মুহুর্ত করেক বেন একটা কিছু সাল্বনার আশাতেই ভাহার মুখের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া বহিল, ভার পর সেখানে কিছুমাত্র আখাস খুঁজিয়া না পাইয়া ভাহার পারের উপরই মুখটা ওঁজিয়া হ-ছ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, কি হবে ভূপেন বাবু আমাদের ? বাবাকে, এই ছোট ছোট ভাই-বোনগুলোকে কি কবে বাঁচাবো?

জুপেনের চকুও কারার ছোঁরাচে সজল হইর। উঠিয়ছিল, তর্ সে জোর করিয়া কল্যাণীর মাধাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া জবাব দিল, তর কি কল্যাণী, আমি—আম্ব। ত আছি।

30

সালেকের বাপ-মা দেশে পৌছিরা থবর পাইবাই ছুটিয়।

ভাসিলেন। তত দিনে সালেকও একটু স্থন্থ হইরা উঠিরছে; স্থতবাং
ছপেন করেক দিনের জন্ধ তাহাকে বাড়ী পাঠাইরা দেওরাই ছির
কবিল। কিছ বিপদ্ বাঙ্গিল সালেককে লইরা—সে মাটার মশাইকে
ছাড়িরা বাপ-মারের কাছেও বাইতে চার মা। ছুপেন জনেক কবিরা
বুবাইরা, ধরক দিরা তবে রাজী করাইল। সে কিছু কল এবং এক
শিশি উবৰ উহাদের সঙ্গে দিল এবং কোন মতে ঠাওা না লাগা বা
পেটের সোলমাল হইতে পারে, এমন খাল না দেওরা হয় সে সহক্ষে
বার বার সত্তর্ক করিরা ছিল।

সালেক পাড়ীতে উঠিয়াও বছন্দ্ৰণ ভাহাৰ হাভটা ছই হাতে চাপিয়া বৰিয়া বহিল, লেবে অসহিকু পাড়োয়াৰ পাড়ী ছাড়িয়া দিতে ভূপেন ধবন এক বকম জোব করিয়াই হাতটা টানিয়া ক**ইল তথন** তাহার হাতের অনেকথানিই সালেকের চোথের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। ইহারা কিশোর, ইহারা ভ্রাবয়সী—ইহাদের কুত্তভো বতটা ভাবপ্রবণ ততটা স্থায়ী নয়, তবু ভূপেনের মনটা অনেক্ষণ পর্যন্ত ভাব হইয়া বহিল। এথানে আসিয়া বহু ভিক্ত অভিক্রতা ইইয়াছে সত্য কথা, বিশ্ব এই ছেলেগুলির বে প্রীতি সে পাইয়াছে তাহার মৃল্য কি কম ?

তবু সালেককে বিদায় দিয়া সে কভকটা নিশ্চিপ্ত হইল। এই কয় দিনে সে দেহে ও মনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর বিজয় বাবুর চিন্তা অহরহ তাহার মন্তিক পীড়িত করিভেছিল। সে কল্যাণীকে আখাস দিয়া আসিহাছে, তাহারাও একান্ত নির্ভবে ভূপেনেবই চুখেব দিকে চাহিয়া আছে—কিন্ত কী-ই বা সে করিছে পারে হ প্লুল-কর্তৃপক্ষ স্থিব করিহাছেন যে, অসম্ভার পদ্মাতে আরও এই মাস জাঁহার পুরা হেলনে ছুটি দিবেন, তাহার পর হই মাস এই বেতন—এব চেয়ে বেশী বিহু তাহারা করিছে পারেন মা। মুলের যা আথিক আগা হোচতে আর কিছু বরা সন্তব্ধ নয়। অর্থাক কাহাতে আর কিছু বরা সন্তব্ধ নয়। তারিক কাহিকে কাহিতে গাবে—কিন্তু তাহার পর হ

হয়ত সংখ্যাদের বলিলে কিছু কিছু মাসিক সাহাব্যের ব্যবস্থা হাইতে প্রের, বিস্তু সে ত ভিফা। তা ছাড়া সেই বা কডটা চাওয়া সায় স যতটা প্রভাষ হাইতে কাহাতে কতটা চলিবে ভারও কিছু ঠিক নাই। এবং সে সাধায়া চাহিবার কোন অধিকারও ভূপেনের আছে কি না— সে সংখ্যাত ওার বাব ভূপেনের মনে জাগিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সংস্থান দিন কল্যাণী **ভাগতে ডাকিয়া বলিল,** একবাৰ ক্ষুন্

ভূপেন বারাপ্ন ব নগা গিয়া দীড়াইতে সে বিনা ভূমিকায় বিজ্ঞান প্রদানতপুর প্রাইনিটাই জুলে না কি এক জন মাটারের চাক্রী থালি আছে, মাইনে এবত বেলী নয় কিছ ভাদের ভেম্নি পাশনীক ক্রারও অত দ্ববা। এই ক্রেন্সনাদের, বাবুকে দিলে কি হয় । তথা প্রাকৃতি ও দ্বি কর্মান হয়ত হয়ে বেতে পারে।

রাখ্ব ল্যাণার প্রেট যে ভাই—ছে**লেদের মধ্যে সে-ই বড়।** বছর প্নেরো-যোল বয়ুস, সংগ দেকেণ্ড রা**দে পড়িতেছে।** 

বিশ্বিত হট্যা ভাগন প্রশ্ন কবিল, রাথু : • কিছ ও ত নিজেই ছেলেমানুষ : • • ভাগাল যে মাইনেই বা আর কত পাবে ?

নতমুগে কল্যাণা উত্তব দিল, শুনেছি টাকা দশেক। **কিছুই** নয় অবিশ্যি কিন্তু উপোষ ক'বে মবাৰ চেয়ে ভালা।

একটু বেন আহত কঠেই ভূপেন ব**লিল, উপোব ক'বে ভ** মরতে হয়নি এথনও—এএই মধ্যে **অত ব্যস্ত হছে কেন ? একটু** ভাবতেই সময় দাও না।

কল্যাণী খুস্কিটা গইয়া মুহুও কয়েক নাঙা-চাড়া করিয়া ৰলিল, আপনি যথন আছেন তথন যা-হয় একটা উপায় হবেই জানি কিছু সেটা ত আপনার ওপরই পীড়ন করা হবে। হয় নিজের প্রেটা ও আপনার ওপরই পীড়ন করা হবে। হয় নিজের প্রেটা ও আনতে হবে। • • তা ছাড়া সে-ত রইলই—যদি কিছুও আন্তে পারে রাধু, ক্ষতি কি ? যহটা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে ততটাই ভাল নয় কি ?

ভূপেন কহিল, ভাল সন্দেহ নেই, কিছ ওটা ত পারে ভর দিরে চলা নর কল্যাণী, ওটা গুড়িরেই চলা। আব ওতে চিরকাল আম্নি খুঁড়িরেই চলতে হবে।…বরং কোন মডে বদি ম্যাটি কটা পাশ কবতে পাবে ত বহু দোরই খোলা থাকবে ওর সামনে। •••• আছা, দেখি—

সে আব বাদাম্বাদের অবসর না দিয়াই চলিয়া আদিল।
কল্যানী সম্পূর্ণ ভাবে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না।
এ কথাটা কাটার মতই বহুক্ষণ ধরিয়া খচ খচ করিতে লাগিল।
তবে এ কথাটাও মনে মনে খাকার করিতে বাধ্য হইল বে, জোর
করিয়া আখাস দেয় সে কল্যানীকে—আমি ভোমাদের সমস্ত ভার
লইলাম এমন সাংস্থ তাহার নাই। তাহার ক্ষমতা কত্টুকু,
সে কথা তাহার চেয়ে বেশী আর কে জানে।

শুভবাং দিন-ছই পবে এক দিন ভাহাকে গদাধবপুর বাত্রা করিতে হইল। কোন্পথ, কোথা দিয়া বাইতে হয়—কত দুর, কিছুই ধারণা ছিল না। কোন মতে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া পৌছিল। এই প্রামে সালেকদের বাড়ী, অনেক দিন আগে বেডাইতে বাহির হইয়া সে-ই পথটা দেখাইয়া দিয়াছিল, স্মৃত্রাং মোটামুটি কোন্দিকে গ্রামটা সে সহজে একটা অলাই ধারণা ভাহার ছিলই।

দে সুলের ছুটির একটু আগেই বাহির ইইয়াছিল, তবু দেখানে পৌছিতে ভাহার অপরাহু গড়াইয়া আসিল। ছোট প্রাম, কয়েক অব লাক আছে তাহার মধ্যে মধাবিতের সংখ্যা খুবর্গ কম। যে কয় জান লোক আছে তাহারাও এখানকার অভ প্রামের অধিবাসীদের সভই অভ্যুত—দারিদ্রে, অনাহারে, ম্যালেরিয়ায় ও আশিকায় প্রকোবরে প্রাপ্রি পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী। প্রশ্ন করিলে ভাকাইয়া খাকে, কথা বুঝিতে দেরি হয়। মনে হয় বুঝি উত্তর দিবার মত দৈহিক শক্তিও আর ভাহাদের অবশিষ্ট নাই।

্দুশেন প্রামে প্রবেশ করিতে এখানকার সব প্রামের মতই উলল,
কুক্ষকার, শীর্ণ ছেলেমেরের দল থিবিয়া দাঁড়াইল, হই-এক জন
বধারীতি 'আপনার নিবাস কোথায় ?' তা-ও প্রশ্ন করিল কিন্তু
পাঠশালাটা বে কোন্দিকে দে উত্তরটা তাহাদের নিকট হইতে
আলার করিতে ভূপেনকে রীতিমত বেগ পাইতে হইল। অনেক
বকাবকিব পর তাহার প্রশ্নটা ব্বিতে পারিয়া একটি ছোকরা
বধন 'মশাই' বা পণ্ডিত মহাশ্রের বাড়ীটা দেখাইয়া দিল তখন
সক্ষ্যার আর খুব বেশী দেবি নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত মশাই বাড়ীতেই ছিলেন। বাছিবে আদিয়া পরিচয় পাইতেই বিশেষ সমারোহ করিয়। বসাইলেন। এমন কি অনেক চেটা ও তাছিবের পর বসগোলা থাস বালুসাহীর সঙ্গে এক কাপ চা-ও আদিয়া পৌছিল।

জগবোগ ও কুশল-বিনিমনের পর ত্পেন সরাসরি কাজের কথাই পাড়িল। কথাটা তনিরা পণ্ডিত মণাই অনেককণ চুপ করিয়া আকিয়া কহিলেন, বিজয় বাবুকে আমি ভাল করেই চিনি বাবু, ভালন মামুষ হর না। তাঁর ছেলেকে আমি কাজ দেব এতে আর জ্যান কথাই চলে না। তার বিপদের কথাও তনেছি সব— এ নজুলে বেরিবেরি হরে বছ গোকেরই চোখ গেছে বাবু, তবে অমন্টাং বেতে তনিনি আর কখনো। হবে কি বাবু, তেলে বে কি ভ্রমাল না নিছে তা বলতে পারি না। সের-করা এক-পোন্রেও থাকে না। কি করব, এ আমাদের থেতে হবে—উপায় কি!

বাক্—ৰা বলছিলুম. ওর ছেলের কাছের কথা—মাইনে ত বাবু সাতটি টাকার বেশী আমি দিতে পাবব না। তাতে কি ওদের পোষাবে ? এই দেড় ক্রোল পথ ঠেট য'ওয়া আর আসা।

সাত টাকা ? ভূপেন সংক্ষিয়ে প্রশ্ন করিল, মোটে সাত টাকা ? লক্জিত মূশে পণ্ডিত মশাই উত্তব দিলেন, তার বেশী আর কোথা থেকে দেব বলুন । সরকারী প্র্যান্ট পাই মোটে কুড়িটি টাকা । মাইনে ওঠে কোন মাসে দশ, কোন মানে বাবো— যে মাসে থুব বেশী ওঠে, পানেরো টাকা । আটি আনা আর চার আনা মাইনে, তা আর্দ্ধিক ছেলেই দিতে পারে না । এখানে কি ইস্কুল চলে ? চলেনা । আমাদের উপায় নেই বলেই জোর করে চালানা । আমাদের সংসার চলে না । বাকী কি থাকে আর কি দেয়ে বলুন দিকি । অথচ আর একটা মাষ্টার না বাগলে ইনস্পেকটার ববাবাক করে । কে আসবে এ মাইনেতে ? অমাদেরই কি পোযায় ? কলাটা মুলোটা আদায় হয় মধ্যে মধ্যে— কেউ বা লাউ এনে দেয়, কেড বা অ্যান্ড ক্যেন্ড । আর আহের মধ্যে ক'বানা বই বিক্রী হয় বছবের গোড়াতে, তাই বা ক'টা ছেলে বই কিন্তে পারে, যালও কেনে ভাও ধার । সম্বন্ধ্র ধ্রে বইয়ের দাম আদায় দিতে হয় ।

ভূপেন প্রশ্ন করিল, আপনাগাই বই বে:চন ?

বেচি বৈ কি। নইলে চলবে কি করে १ ঐ সিজন-এর মুখে বই-ওরালারা আসে, যার বই বেলী ক্মিশন ভার বই-ই থানকতক নিয়ে রাখি—সেই বই-ই পড়াই। পেটের দায়ে সবই কংতে ১য় বাবু, খারাপ বই পড়াতে অস্তবিধা হয়, তবু বেলী ক্মিশন পাই বলে ভাই ইক্ষুদে ধবাই। নইলে চলবে কেন १

খারাপ বই জেনেও ধরান গ

কি করব বলুন ? এ ত আপনাদের হাই স্থুল নহ—এখানে এ কমিশনের ওপরই বই চলে। কেউ হয়ত পাঁচিশ টাবা শতকরা কমিশন দেবে বললে, তার বই রাখলুম খানকত্ব—আর এক জন তিশ টাকা কি তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা বললে—এর বইটা চালালুম, ওর বই কেবং দিলুম। তবে বই ছ-একথানা ক'রে চেমে-চিস্তে সকলের কাছ থেকেই আদায় করে রাখি। সেই বই-ই প্রাইজে চালাই। প্রাইজ খাতে খরচ দেখাতে হবে ত ? টাকা পাবো কোথায়—এ সব চক্চকে পাঠ্যপুস্তক্ই চালিয়ে দিই। এটেই একটা খরিদ দেখানো হয়। উপায় কি বাবু?

ভূপেন স্বান্তিত হট্যা শুনিতেছিল, দে আন্তে আন্তে প্রশ্ন করিল, কিন্তু এতে ত ছেলে-পিলেদের পড়ার ক্ষতি হয় ?

কিছু না, কিছু না! ওদেব কি কাবো লেখাপড়া হবে ভেবেছেন ? কাবো না, ও তথু তথুই পগুলম। আব এবা পড়বেই না কি কেউ এব পৰে ? এ বা হ'ল হ'ল, তার পর ত বাড়ী বসে ম্যালেরিয়ায় ভূগবে আব বাদের ক্ষমি আছে তারা চায় করবে। শেলাপনিই বেমন বাবু, ওদেব পেছনে থেটে লাভ কি ? পড়ান্তনো হয় সহর বাজাবের ছেলেদের—তারাই পাশ-টাস করে—চাকরী-বাক্বী তাদের হয়। এরা কি চাকরী করতে বাবে ? শেদিছেই বা কে এদের চাকরী বলুন—বেশী পড়ে লাভ কি ?

তবু জুপেন হাল ছাড়িল না—মৃত্ব প্রতিবাদের প্রবে কহিল, কিছ চাকরীটাই ড মার দেখাপড়া শেখার প্রধান উদ্দেশ্ত নয়— ভা ছাড়া আর কি বসুন! পণ্ডিত মশাই প্রবল বেগে খাড় নাড়িয়। কহিলেন, কেউ না হয় কেবানী হল—কেউ বা জ্বা ম্যাভিট্রেট, যাই বসুন না কেন চাকরী ত? ডাজার উকীল আর কটা হছে, তা ছাড়া লেখাপড়া একটা ভাগ্যের কথা, যাদের হবার ঠিক হয়। এই ত কভ বড়লোকের ছেলে দেখছি—বাপ-মাকত চেটা করে, কভ প্রসা খন্ট করে কিছু হয় না। আবার বাঁধুনী বামুনের ছেলে বিজ্ঞোগার হয়। তা ছাড়া বই কি আর এমন কিছু ইতক বিশেষ হ'তে পাবে, গুণ-ভাগ সব অংক্ষর বইতেই আছে, বোকেন না?

তার পর এবটু থামিগ কহিলেন, তা ছাড়া তাল বই কি আর পাস হয় বাবৃ । এক দকা সরকার বই পাস করে দিলে ইন্ধুলের জন্ত্র, আবার এক দকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে পাস করাতে হয় । আমাদের প্রাইমাবী বইতে ঝঞ্জাট কত । • • • দে এ মিটিং এর সময় যে কেবাবী বাবৃকে আর মেখারদের ঘূষ দিতে পানবে তারই বই পাস হবে। এ বছর আমাধের ভেলায় একখানা মোটে ব্যাবরণ পাস হ'ল, বল্ব কি বাবু আড়াই শ'র ওপর ভূল বইটায় । শুনলুম ঐ বইরের যে প্রকাশক সে না কি চেয়ারম্যানের বৌকে আর্মলেট গড়িরে দিয়েছে !

ইঙাৰ পর আর ভূপেনের বেশী শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে ছুই একটা কথা কহিয়াই উঠিয়া পড়িতে গেল কিছু পণ্ডিত মশাই বিনয় করিয়া কহিলেন, বাবুচসকেন কিছু আমার একটা ভিকা আছে।

কি ব্যাপার ? ভূপেন বৎপরোনান্তি বিশ্বিত হুট্যা গেল। ভাহার কাছে ভাবার কি ভিন্না ?

পণ্ডিত মশই মাঞাটা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, আনেক দিন ধনেই ভাবছি ওপরওলাদের কাছে আর বিছু গ্রাণী বাড়াবার জ্বান ধনেই ভাবছি ওপরওলাদের কাছে আর বিছু গ্রাণী বাড়াবার জ্বান জ্বান আপনাকে এনে দিয়েছেন তথন আর ছাড়ছি না। হাজার হোক্ আপনাকা হাই ইস্কুলের মাষ্টান, গ্রাজুয়েট নিশ্চয়ই—আপনাকা লিথে দিলে নিশ্চয়ই গ্রাণী বাড়বে। আর ধদি পাচটা টাকাও বাড়ে তাহলে আমি বিজয় বাবুক ছেন্টোকে দশ টাকা মাইনে দিতে পাকি। ওকে নিজে অবিশ্যি আমার লোকসান নেই, এবানে ত পড়ান্ডনোর তেমন চাপ নেই—চাই কিছপুবের দিকে আমার ক্ষলার দোকানের খাড়াটা ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারি—

আপনার আবার কয়লার দোকান আছে না কি ?

সবিনয় হাত্যে পশ্তিত মশাই জবাব দিলেন, সম্প্রতি করেছি সেই ইপ্রিশানের ধাবে। ছোট দোকান—এথানে ক'টা লোবই বা কয়লা পোড়ায়। তবু বলি যা কিছু আসে, ছটো পয়সাই বা দেয় কে? তবে বলতে নেই কয়লা লক্ষ্মী। ঐ আপনি যে ইস্কুলে মণ্টারী করছেন. ভবদেব বাবুৰ আগে ওথানে হেড মাটার ছিলেন বহিম বাবু—আগে ভদলোক সদব বাজাবে কয়লার দোকান দিলেন, তার পর বইয়েব দোকান, সব শেষ—কাপড়েব। ভিনটে দোকানই চলছে এথনও, ছেলে ভাইপো ভায়ে—সকলকারই ভাত-কাপড় হছে এথি দোকান থেকে। তা ছাড়া জোৱ কত। দোকানওলো চালু হওয়ায় ইদানীং প্রায়ই তর্ব কামাই হত। ভাইতে ব্রি সেকেটারী এক

দিন কি বলেছিল—দিলেন এক কথার চাকরী ছেড়ে। আমাদের অবিশ্যি নে বরাত নির, তবু চেটা করে দেখতে দোষ কি! সভ্যিকথা বলতে কি বাবু, এ গকু চরানো আর ভাল লাগে না।

একটা দীর্ঘনাস ফেলিয়া পণ্ডিত মশাই ঘরের মধ্য ইইতে কাগজ কলম আনিয়া দিলেন। কোন মতে একটা দরখান্ত লিখিয়া দিয়া তুপেন বর্থন উঠিয়া পড়িতেছে, তখন পণ্ডিত মশাই ব্যক্ত ইইয়া বলিলেন, ভাই জ, এ ধারে সন্ধাও ত উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আপনি কি এতটা পথ চিনে যেতে পারবেন? ভার চেয়ে আজ গরীবের ঘবে যা হোক হুটো শাক-ভাত খেয়ে কাটিয়ে গেলে হ'ত না বাতটা?

দৃঢ় কঠেই ভূপেন কহিল, না, আৰু আমাকে কিরতেই হবে।
এথানে আমাদের এক ছাত্র আছে সালেক বলে, গফুর সেণ্ডার্
ছেলে, তার সঙ্গে দেখা করলে সে-ই আমাকে পথ দেখিরে দিছে
পারবে।

- ও, পফুর সেথের বাড়ী, সে এখানে নয় প্রায় আব কোশ ভকাশ আরও, রায়না প্রায়। তবে রাস্থা এই সিধে—মাঠের ওপর দিয়ে বেশী ঘোর-পাঁচে নেই। অন্ধকার বাত এই যা—

আমার কাছে টর্চ আছে-

এই বলিয়। ভূপেন আর কথাবার্দ্রার স্থযোগ না দিয়াই বাছিরে আসিয়া পড়িস। কঠিন ডাঙ্গার উপর দিয়া শীর্ণ পাছে-ইটা পথ, ভূল ছইবার কোন কারণ নাই। সে দ্রুত হাঁটিছে স্কুক করিল!

সালেক প্রথমটা কানকে যেন বিশ্বাস করিছে পাবে নাই — পরে বখন সন্দেহের অবকাশ রহিল না, তখন ছুটিতে ছুটি ত আসিয়া প্রান্থ ভাষাকে জড়াইয়া ধবিল। তাব পর বোথায় ভাষাকে বসিতে দিবে— কি পাতিয়া দিবে, বিছু যেন সে ভাবিয়া পায় না, একেবারে দিশাহারা ইয়া পড়িল। গফুব ও ভাষার স্ত্রীও ছুটাছুটি প্রক করিয়া দিলেন, ভূপেন তাঁহানের ছেলের ঐ সাংঘাতিক অস্থের সময় যা করিয়াছে— যে অস্থে লোকে ছায়া মাড়ায় না, সেই অস্থে নিজের প্রাণের ভর্মনা করিয়া সে যে অরাজ্ঞ সেবা করিয়াছে— ভাষার কুছেতা মুখে প্রকাশ করিবার যেন ভাষানের ভাষা নাই। স্বামী ও স্ত্রী, ছুজনেই ইন্সেক্থা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এম্নি প্রথম থানিকটা আলাপ সভাযণের পর তৃপেন ফিরিবার্
প্রভাব করিতেই সকলে লাফাইয়া উঠিকেন। গফুর করিলেন, পর্থ
বলে দেবার জন্ত কিছু নয় বাবু মশাই। সে আশনি যদি নিভান্তই
যেতে চান ভাগলে আমি যেমন করেই হোক্—পৌছ দিয়ে আসব
কিন্তু এখনই ত প্রায় এক প্রর রাভ হয়ে গেল—কন্দই বা
পৌছবেন ওখানে? ভাছাড়া আমাদের ঘরে যথন পায়ের ধুলো
পড়লই—একটা রাভও কি সেবা কংতে পারব না? আজকের
রাভটা থেকেই যান না বাবু, কি আর ক্ষতি হবে? আমাদের
এখানে থাক্তে কি খেলা কংবে?

ছি ছি, কি বলেন গজুৰ মিয়া। ত্পেন লজ্জিত ও **অপ্রভঙ** ু ইইয়া উঠিল।

তবে থেকে বান মাটার মশাই। সালেক ছল-ছল চোখে অন্নরোধ কবিল। তথন রাতও হইরাছে অনেকটা, ভূপেনের অনভ্যস্ত পা একটানা প্রভটা হাঁটিরা লাভ হইরা পড়িরাছে। তাহার উপর এথানে এই ইকাভিক মিনতি সবটা জড়াইয়া ভূপেন বেন কেমন অভিভূত হইরা াড়িল। ঠিক থাকিবার ইছোনা থাকিলেও কহিল, আছো, তাই ্বে।

কিন্তু গকুর মিঞা যথন প্রস্তাব কবিলেন যে, তাঁহার।
নারোজন করিয়া দিবেন ভূপেনকে বাঁধিটা লইতে এইবে এবং রারা
3 থাওরার জলটাও কুরা হইতে তাঙাবেই তুলিতে এইবে তথন সে
নীতিষত বাঁকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাঙালৈ বিস্তু আমি এখনই
তল বাবো। আমি সে রকম ভাব্লে আসভুম না—থাকা ত
ক্রের কথা। •••আপনারা যা খাবেন আমিও তাই থাবো। আপনারা
ভা করে বা রেথি দেবেন তা কি অথাতা গ

কথাটা সালেক বৃশ্বিল কিছ গফুর বীতিমত বিপন্ন হইয়া

ভিন্তেন। এক দিনের জন্ম হিদ্দু ভদ্রলোককে তাঁহাদের বান্না

বিধাইতে কিছুতেই মন উঠিল না জাঁহার : শেষ প্যান্ত আহার্যা

বিধাইতে কিছুতেই মন উঠিল না জাঁহার : শেষ প্যান্ত আহার্যা

বিধাইতে কিছুতেই মন উঠিল না জাঁহার : শেষ প্যান্ত আহার্যা

বিধাইতিনি বংগাই সতর্কতা অবলম্বন কনিয়াছেন, ঘন হুধ, খই, কলা

বাং মোণ্ডার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ত ফলারের আহারাজন।

বুলু তাই নয়, পাড়ার একটি হিদ্দু ছেলে আসিয়া পানেন জল তুলিয়া

বিধা সেল। ভূপেন তথ্য অত্যন্ত রাস্ত, একটু বিশ্রাম করিতে

ভিন্তা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিধিনা বিদ্যা প্রিয়া ভিঠিয়া পড়িল।

কিছ সব চেয়ে তাহার হাসি পাইল হখন সে শুইয়া পড়িতে । নৈকে আসিয়া পদসেবা কঠিতে বহিল। সে পাটা টানিয়া ।ইবার চেষ্টা করিয়া উষং তিংখাতের ভঙ্গীতে কহিল, ও কি নিলেক, ছি:!

সালেক তাহার পা-ছটা সজোরে ব্যক্তর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া 
্**হিল, না ভার, আন্ত** আমি বোন কথা ভন্নব না। আন্ত আমার 
হত ভাগ্য আপনি আমার বাটী এসেছেন—এ দিন কি আর 
াবো!

ভাহার মনের জ্বাবেগ বৃদ্ধিতে পারিয়া ভূপেন আর বাধা দিল া। ভূপু বলিল, পা টিপতে হবে না, যদি দিতেই হয় ত এমনি াভ বুলিয়ে দাও।

ভার পর ছুটা একটা কথা কহিছে কহিছেই সে কথন ঘুমাইয়া ।ডিয়াছে, সালেক কভক্ষণ প্রয়ন্ত এমনি বসিয়া বসিয়া ভাহার লবা করিয়াছে ভাহা সে জানিতে পাবে নাই। ঘুম যথন লাভিল ভখন দেখিল ভাহার পায়ের কাছে, অভান্ত সঙ্কীর্ণ বিসর ছানের মধ্যেই সালেক ভাহার পা-ছুটা জড়াইয়া ধরিয়া নাইভেছে।

শ্রীতি ও কুতজ্ঞতার এই সহজ এবং স্থন্দর প্রকাশ দেখিয়াসে জ্যাক্ষেই মরণ করিল, মনে মনে বলিল, যত গ্লানি, যত কট্টই থাক্ তবু জীবিকা-উপাক্ষানের এই পথই আমার ভাল। তোমাকে ভবাদ স্ক্যা, এই পথ তুমিই-দেখিরে দিরেছ।



## $\star$

# শেষ অধ্যায়

# व्यागश् वर्मन

সভ্যতা কি থেমে বাবে এখানেই, বন্ধতার বোলা জলে মামুবের ইতিহাস শেব হবে কুকু না হতেই !

হাজারো বছর ধরে
সংঘাতের আঁকাবাঁকা পথে
যে সংস্কৃতি যুগে যুগে নব রূপান্তরে
এগিরেছে দীপ্ততার নতুন অধ্যায়ে,
পূর্ণতার প্রারম্ভেই সে কি খেনে যাবে ?
সভ্যতা কি খুরপাক খাবে
চক্রাকারে প্রোনো পথেই !

শাসনের হাজারো প্রাচীরে
বাধা পেয়ে,
প্রতিহত হয়ে বারে বারে
মামুষের যে বেদনা
মরে গেছে ভাষাহীন,
রেখে কি যায়নি তারা চেডনার বীজ
অজ্ঞতার কুপানো মাটিতে ?
বিপ্লবের যাত্রাপধ
এতোটুকু হয়নি প্রস্তুতে ?

যুগে যুগে
মানুবের মুক্তির সংগ্রাম শেষ হবে,
থেমে যাবে বারে বারে
আগোবের বাঁধা সড়কেই ?
অনেকের অনেক রক্তেও
"মুক্তি কি বাবে না কেনা—"
পৃথিবী কি স্বার হবে না ?
মানুবের অবাধ জীবন আজো মিধ্যা
আজো শুধুরবে করনাই!

একান্ত বিখাস নিবে নতুন দিনের,
চোধ রেখে ভবিব্যের উচ্ছলতা পানে
অন্তর্মর বৃগ-সদ্ধিকণে
আজো তাই, তৈরী করে যাই
বিপ্লবের একেক্টি সোপান
নিজেদের বদ্ধা মৃত্যু দিরে।

# गया श्रामिशिष

## শ্রীরকুমার ঘোষ

## নবম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধির সপ্তভূমি

পথিবীতে মানব-প্রকৃতির বক্মানিব অস্ত নাই, কোন ছইটি ≺মানুষ্ট এক রক্ষ নয়। জগতে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষ জ্ঞা-গ্রহণ কবছে; তাদের অঙ্গ-প্রভাঙ্গ, মুখাকৃতি, নাকমুখ চোগেব গঠন যেমন এক বকম নয়, ভাদেব প্রভোকটি মানুষেব প্রকৃতি ও সভাব তেমনি খতন্ত্র। কোন কোন ফেত্রে আমবা সদৃশ মুখাবদৰ মানুষ পাই কট, ভাই দেখেই আমৱা বলি অমুক দেখতে অমুকেৰ মত, বিত্ত সে সৌসাদশ্য আংশিক, সে সৰ ফেডে সদৃশ মাত্যদেব একতিৰ মাত্ৰ কিছু কিছু মিল <sup>হি</sup>পব**স্প**রের সঙ্গে থাকে। মান্তথের স্বভাব ও একপ্রত্যেক গঠন ও ভঙ্গী পুথক বলে মামুষের উদ্ধগতির পথ-তাব বিকাশের ধার্নাও ২ন স্বভন্ন ও অভতপ্রধা একটা নাধা ধনা mechanical প্রথ পুরিপ্র দেখে সাধনা কৰা এই জন্ম ঠিক নয়, অনেক খেলৰ ভাতে ভৱ দীৰ্ঘকাল ্ধধে প্রভাষ্ট ভয়, সাধ্যাব বহিবজ ড্যু-বৈঠক ক্সংজ্য সাব হয়, ' দীর্ঘকালের প্রয়ন্ত্রর অনুযায়ী প্রয়াপ্ত দ্বজাভ ঘটে না ত্রুক্ট কোন দীপ্তশিবা পূৰ্ব জানী সিদ্ধ যোগী যদি হাত ধৰে কাউকে বাঁধাববা ত্ৰিযা-যোগেৰ পথে নিয়ে চলেন, ভা হ'লে বুৰুতে হবে, এত বদ সহায় পাওয়ায় মেই পথই তার পফে প্রেক্ষ্ট পথ, কাবণ সে ক্ষান্ষ্টিসম্পন্ন যোগী পুরুষ মাধনার্থীর প্রকৃতি ও স্বভাব বুরেই ভাবে ও প্রথ প্রেবণা দিয়েছেন। প্রত্যেক মান্তুষের নিজের নিজের বিশিষ্ট পথ সাছে-বিকাশের অন্তর্জ ধাবা আছে, সে পথ যথন সেই সাধকের অন্তভূতির মধ্যে জাগে তথন তার আব চিনতে ও বুঝতে বাকি থাকে না যে, (এইটিই আমার অভীষ্টলাভের সহজ ও স্থগম পথ: প্রথম থেবেটাটো পথে চলেও স্থা-মেন কত দিনেব আমাৰ চেনা বাস্তা, আৰ সে পথে গতি এবং উন্নতিও হয় অবাধ ও নিবস্কুশ। পথটি মেন মায়ুযটিকে পেয়ে বসে, তার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার শিখা ধবে টেনে নিয়ে চলে, অনেক ক্ষেত্রে সে আপনি জানা পথে না চললে—সে সতঃস্কৃতি লোভকে ্বীধা দিলে নানা অনর্থ ঘটে, সাধকের অশান্তিন ও পীড়াদিব কারণ ্রিয়। ভূলপথে যাত্রার ফলেই যোগের ক্ষেত্রে এত পাগল, রোগী ও বার্থ জীবনের স্থষ্ট হয়।

বছ বিচিত্র এবং বিভিন্ন হলেও তবু মানুগের সাধনার বিকাশের গুঞ্জনী সাধারণ ক্রমণ্ড আছে যা মোটের উপর সকলেরই ফেন্দ্রে কা। সেই গুলিই হছে ধাপ বা পৈঠা (steps), চেতনাব সেই ধাপগুলি বেয়ে মানুথ খুল চেতনা থেকে ক্রমণ্ড ওঠে সুম্মে এবং সিখান থেকে সুম্মাতর চেতনায়—সিদ্ধির কল্পলাকে। জীঅববিদ্ধাধিতের এই বিকাশকে বলছেন heightening of consciouspless—চেতনাকে তার খুল সাদ্দান থেকে সুম্মে প্রবল স্পাদনে হাব intensityতে নিয়ে যাঙুরা—জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে ক্রমে, মন থেকে অভি মানসে, হোমার আমার অন্ধিপণ্ড অন্ধিনানবী

ভূ প্রপূর্ব বিকাশ থেকে আমানের সন্তাকে পূর্ণ মানবংধর মধ্যে দিয়ে ক্রম অন্তর্নিইত দেবসন্তার বিক্ষিত করে চলা।

এই অভিযান্তি হৰে সমগ্ৰ মামুখটির বিকাশ নিয়ে ভার আন্সিধ ৰিকাশে নয়—শুধু মনের বা প্রাণের শুদ্ধি ও জপাস্তবে নয়, তাব মন বন্ধি প্রাণ ও দেহ সব কিছুকে দীপ্ত ব্যাপক পূর্ণভায় ফুটিয়ে ভূলে। এই অভিবাক্তির ফলে মামুধের জড সঙ্কীর্ণ মন বৃদ্ধি গলে পুলা হয়ে লাভ করবে "Spiritual height, wideness, depth, subtlety, plasticity, integral capacity of the being"—তার চেতনার পারমার্থিক ব্যাপ্তি, উত্তর গতি, গভীরতা, সুম্মতা, নমনীয়তা ও সমগ্রতার পুর্ণান্ধ সামর্থা। এই বছমুখী গতি ও প্রকাশের পথে বাবা হচ্চে মাটি—আমাদেন প্রকৃতিব জড়তা বা শিভিধন। "প্রভৃতের ফাঁদে, ত্রন্ধ প্রভু কাঁদে"—তোমাকে আমাকে কাটাতে হবে এই মাটিৰ মায়া, ভাৰ এই নিবেট জ্বটল মত অপরিবর্তনীয়তা। দেহকে "আমি" বলে স্বীকাৰ কৰে অবাৰ সুক্ষ সর্ববা সর্বময় আত্মবন্ধ হয়ে পড়েছে নিরেট জড়, ভার নিজেব অনস্ত রুপায়ণের সামর্থা ও নমনীয়তা হারিয়ে সে পেয়েছে মাটিব ধন্ম, ভার অজ্ঞান, তাব কঠিন কবে দেওয়া গঠন ৷ আকাশের জনকালের প্রপারের অচিস্তা <mark>স্থন্ন রস্ত্র এগন মাটির শিক্ত হয়ে</mark> খামতা হব বেঁণেছি মাটিৰ বোধ গড়ে, ভাই মাটি আমাদের প্রের বদেছে । বছুপ একটা শক্ত শানের থোল গড়ে ভার মধ্যে লাম কৰে, এটে ভাৰ পৰ ও জাবৰণ এবং আশ্রয়কে পিঠে করে শনাক্তি কিয়ে কে চলে। সেই ভাষী খাল খোলাটি সেম তাৰ দ্ৰুজ গমনে বাধা। দেহও আমাদেব তেমনি থোল, আশ্রম, আবরণ। দেহেৰ জিভিধন্ম পেয়ে বসেছে আমাদেৰ মনকে, প্ৰাণকে, বন্ধিক; াই দেহেৰ মূজে একাত্ম আম্বা এই ক্ষণ-ভঙ্গুৱ তুৰ্বল কয় দেহেৰ १,८मटें प्रति देशिः, (MC६२ १८८५ भाउन कश्च हहे, आफ हहे, भी छार्छ हहे, ঘ্রাক্ত হট, অ্পাত্র তৃফাত্র হট, আমাদের স্বভার ভাসর জ্ঞান হাণিয়ে মুক ও মৃত হয়ে থাকি: দেহেৰ চোৰে দেখতে গিয়ে দেহের বানে ভনতে গিয়ে জড় ইক্রিয়েব সীমা ছাড়িয়ে দেখতে বা ভনতে পাই না: শক্ষবোধ, কপ্রোধ, বস্বোধ, ছাণবোধের সীমা বা নাগাল আমানের এই একান্তই দীনাবদ্ধ। অভ দেওয়াল ভেদ করবার, আকাশে চলবাৰ, মানস বল্পনাৰ সম্পে মুকুছে লখ্য যোজন যাবাৰ সে সৰ্বাগ গতি, আমবা ফেলেছি হাবিয়ে ! মনের চেয়েও আমরা পঙ্গু !

কোন বু দীমা, কোন এ বন্ধন, এ limitation ? কারণ মাটিব দক্ষে কোন্ত থকাথা হতে গিয়ে আমাদেন মন বৃদ্ধি গেছে মাটিব দক্ষে বছে, সেই বঞ্জিত প্রশ্রেমী physical mind বা কছে মনেন নাই নমনীয়তা, প্রদান গুণ; জালজেন সংস্কাবে দে আবদ্ধ। যোগশাজি দেয় এই জড় মন বৃদ্ধিন দংখাব পাশ থেকে মজি। শ্রীজাবন্দি কলেন Death is a had habit—মৃত্যু তোমাব এক বদ অভ্যাস, ভোমাব জন্ধ সংস্কাবের থেলা। দেহগত আমিন বাদন কাটতে হবে, অহংগ্রন্থি শিথিল কনে চেতন ভাষর দর্মণ সর্ক্ষাস্থ্য সেই নিজেন স্বৰূপেন বছ্ঠ্যী প্রশাস্থনের সামর্থে আমাদেন যেতে হবে ফিনে। ক্রম-সঙ্চিত জড়াকান চেতনার এই ক্রমনিকাশ—কুণ্ডলিত মহানাগেব এই বিস্তৃতি—এই অহংগ্রন্থি ভেদই যোগসাধনা।

কি কবে এই স্থান্ধপ লাভ হবে, দেহের ও তদ্পাত মন বৃদ্ধি প্রাণের অষ্ট্র পাশ কেটে কি কবে আমবা ফিবে মাব দেশ কাল-নিববচ্ছিল প্রম সন্তার ? আমরা সজ্ঞানে চেষ্টা করি আর না করি এই বন্ধন মোচনের বা অহা বিনাশের কাজ চলেছে অবিধাম গতিতে; কাবণ, ভারন্ট যোগ, জীবন-জলের স্থিত বেগ আপন স্রোভোবেগে আপন ক্রমবৃদ্ধিত চাপে ক্ষইরে আনছে আমিখের বাঁধের তলদেশ, একদিন বালি মহাসিদ্ধ্ সে ভকুর বাঁধ ঠেলে এসে একাকার করে দেবে মহাপ্লাবনে এই নামিছের কুল জলাশয়, বাহির ও ভিতর হয়ে যাবে অনন্ত বিস্তারে একাকার।

শ্রীজ্ববিন্দের মতে অপবাশক্তির থেলা এই বাসনাত্মক জীবন হছে প্রাইমারী ত্মুলের প্রাথমিক শিলা। অবপের এই বপ গ্রহণ নির্বাধক নয়; এই নিরেট কঠিন করে গড়া মানবাধার—এর অন্তরন্থ মন প্রাণ চিত্ত ও দেহাদির বিকাশ হতে হতে ক্রমে পূর্ণও পেয়ে এই মানবাধারই গজিয়ে ওঠে তাব দেবজে; মনেব বৃদ্ধিতে ক্রমে মনেব সীমা বায় বিভ্তত হতে হতে মুছে, প্রাণ মন দেহ হতে থাকে বিশাল থেকে বিশালতর; সঙ্কীর্ণ আমির কেন্দ্র ছাড়িয়ে গ্রাস করতে থাকে বিশালতর; সঙ্কীর্ণ আমির কেন্দ্র ছাড়িয়ে গ্রাস করতে থাকে বিশালত প্রকাশনাকে বিরাটে দিয়ে দিয়ে—মেলে মেলে। তথন সভঃই ছার জাগে আপন কুদ্র গঙ্কী অতিক্রম করবাব ইছো, আপন গঙ্গীতে সঙ্কীর্ণ পিজরায় তাব আর স্বস্তি থাকে না, সে চার বিস্তীর্ণ মহাকাশে ছাড়া পেতে, অথও নভামগুলকে বৃক পেতে নিতে ও তাব মাঝে ভানা মেলে সম্ভরণ করতে। তথন সল্প ভোগে, সল্প আনন্দে, স্বল্প শক্তিত ও জ্ঞান পেট ভরে না; তথনই হয় উচ্চ শিক্ষাব—সক্রান মোগে সাধনাব আরম্বাং

একটু আগেই বলেছি, মানব-চেতনাৰ ক্রমবিকাশেৰ কতকগুলি সাধারণ (ক্রম বা steps ) ধাপ আছে, সেইগুলি বেয়ে সাধক ওঠে তাৰ প্রম ক্রম বিপুলতায়—তার অবণ্ড স্বকপে। নানাশালে এই গাপ্তিলিকে নানা ভাবে নানা নামে বাাখ্যা করা তরেছে। যোগবাশিষ্টে একে সিদ্ধির সপ্তভূমি—'তত্ত সপ্তধা প্রাক্তভূমি:' বলে দেখানো হয়েছে, তারা হছে—তভ্তেছা, বিচারণা, তত্ত্মানসা, সন্তাপত্তি, অসংসন্তি, পদার্থা-ভাবিনী ও তুর্যাগা। শ্রীঅরবিক্ত বলছেন—'Out of the sevenfold ignorance toward the sevenfold knowledge—chap vix, vol II. part II.

— 'সপ্তধা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের সাতটি ভূমির দিকে এগিয়ে চলা'। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রান্তদেশ বলেও এর নামকরণ শান্ত্রে আছে; কারণ, সকীর্ণ মনের স্থুল জ্ঞান ধাপে ধাপে প্রন্থে অভিমানসে গিগে বিজ্ঞার পার, সেই প্রজ্ঞা উজ্জ্ঞল ভাষর ও ব্যাপক হতে হতে ক্রমে প্রম্ম সঞ্জায় পর্যাবসিত হয়। যোগবাশিকে উৎপত্তি প্রকরণে আছে—

জ্ঞানভূমি: গুভেছাখ্যা প্রথমা সমূদাহতা। বিচারণা বিতীয়া তু তৃতীয়া তহুমানসা। সন্তাপতিশ্চ হুর্থী ভান্ততো সংসক্তিনামিকা। পদার্থান্ডাবনী ষ্ঠী সন্তমী তুর্যাগা স্থতা।

মান্ত্ৰ যখন তুল বাসনাময় জীবন থেকে প্ৰথম প্ৰমাৰ্থের দিকে
মুখ বোৰায় এবং পৰে দীৰ্ঘ সাধনার পর ধাপে ধাপে উঠে পরম সিদ্ধির
ভূমিতে জাসন পার, এই সমস্ত পথটুকুকে সাত তাগে তাগ করে,
বোৰাবার প্রয়াসই এই ওভেভ্ছা আদি অবস্থান বর্ণনা। অল্পনিস্তর
মকলেরই এই সাতটি জবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। প্রথমে জাগে
মৃক্তির ওভ কামনা ও সংসারের প্রতি কিছু বিবন্তি, তাই একে
ওভেছা নাম দেওরা হয়েছে; বিচারণার অবস্থায় উঠে সাধক বেশ
ভক্তমুখ ও ধ্যানপ্রায়ণ হয়েছে, এখন সে ক্ল বিচারে বিশ্লেষণ
বতে নেতি নেতির পথে এসিলে চলেছে জ্যোভিম্মর ক্ল

তথন সাধকেব মনের অনেকগানি তমুতা বা ক্ষীণতা এসে গেছে, সেই তরল ক্ষীণ মনে সংস্থার ও হল মিলিয়ে আসছে, ছিল্লস্ত্র মালার মত স্থুল জগৎ হারাবো হাবাবো হয়েছে তাই এই অবস্থাকে "সবিকল্লা সমাধিরপা" বলছে। চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ সন্তাপত্তিতে পৌছে সাধকের নিবিবকল্প সমাধি অর্থাৎ জড সমাধি হতে থাকে— "সত্যাত্মনি স্থিতি: ভক্ষে মন্তাপতিকলাহত।", তথন নির্মাল সংপদার্থে মন ডুবছে, স্ক্ষাতা পেতে পেতে প্রম বস্তুতে একাত্মতা আসছে।

তাব পবেব হুইটি অবস্থা অতি অনির্বাচনীয়, তার নাম অসংস্থিকি ও তুর্য্যগা; তথন সমাধিতে বার বার থাবতে থাকতে দ্রুঠা দৃশ্য দর্শন এই ত্রিপুটি লয় হয়ে নির্ভিশয় আনন্দের পথে অপরোক্ষ ব্রহ্মান্মভাব সাক্ষাৎকাবে সাধক নিত্য থাকতে আরম্ভ করেছে। যোগবাশিষ্ঠ-কথিত এই সপ্থাসিদ্ধিক ভূমি সমস্ভ মুক্তি পথটিব একটি নক্ষা বা মানচিত্র একৈ দিয়েতে আমাদেব চক্ষে।

পাতঞ্জ যোগসূত্র একে আবার প্রজার সাভটি প্রান্তভূমি বলেছে—'তশু সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ',—এ আনাব আর এক রকম classification, আৰু এক দিক থেকে সাধনমূপী মনের ক্রমশঃ ক্ষীণতা লাভ করাব ইতিহাস বা কাহিনী। এই হিসাবে প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয়ের ছ:খময়ত্বের স্মাক্-ডান হয়, যে অবস্থা পেয়ে বৃদ্ধ জ্রীচৈতক্ত সংসাব ছেড়ে চলে যান। দিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় চেষ্টা সকল হওয়ায় সে বিষয়ে আর বোন কর্ত্তনা নাই এই রোধের উদয় হয়; এই অবস্থায় সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান হয়ে থায়, সংখ্য চেষ্টাৰ নিবৃত্তি ঘটে, মৃক্তির প্রথম আস্বাদনে সাধক স্থিব ত্রথময় আসুনে বসে থাকে। তৃতীয় প্রজায় চবম গতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি ঘটে, এবং চতুর্থ প্রক্রার চিত্তে আর কোন যোগধন্মের ভারনীয়তা থাকে না, কুশল ধম্মেৎপাদনের চেষ্টা পর্যান্ত থেমে যায়। এই চার বক্ষ প্রক্রার নাম শাল্পকাৰ দিছেন কাৰ্য্য বিমৃত্তি বা কখন্দ্ৰয়। এই চাৰ্টী অবস্থায় সাধনার সকল প্রয়াস শেষ হয়ে যায়, সিদ্ধি বা মুক্তির বাসনাও থাকে না, কারণ ego অহম্বার দেহাত্মবৃদ্ধি ক্ষয় হয়ে গাওয়ায় উদ্ধের বিপুল সভায় পাকা স্থিতি লাভ ঘটে।

তাব পর ক্রমে ক্রমে বাকি তিনটি প্রজ্ঞা আপনি উদিত হতে থাকে, তার নাম চিত্ত বিমৃত্যি। প্রধন প্রভায় সাধকের ভোগ অপবর্গ শেষ হয়েছে মনে হয়, আর কিছু ভোগ করবার এমন কি ভোগ নাশেরও কোন বাসনা থাকে না। ষষ্ঠ প্রভায় বৃদ্ধির স্পাদন অর্থাৎ তরঙ্গ অবধি থেমে যায় এবং আব সে চেউ উঠবে না এই জ্ঞান জাগে; সকল ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট সাস্থাবের অপগমে চিত্তের যে খাখত নিরোধ বা নিরুতি হবে তারই স্ফুট প্রজ্ঞা এই অবস্থায় জাগে। পর্বত-চূড়া থেকে চ্যুত উপলথণ্ডের মত গুণ সকল পুরুষ থেকে থদে পড়ে, গিরি চুডাখলিত পাগাণ যেমন আর দে শিথরে ফিরে আসে না, তেমনি নিবুত লয়প্রাপ্ত সত্ত রজ তম এই তিন গুণ আব পুরুষে জাগে না। এই অবস্থায় সাধকের সন্তা স্বপ্রকাশ অমল, নির্ন্তণ হয়ে বিবাজ করে; পাতঞ্জলেব মতে এ ঠিক কৈবল্য नय किंच किरामा विवयक थाडा-चर्याए किरामा वाच वा वृद्धि पिरा সেই অবস্থার উপভোগ বা বসাস্বাদ। বৈদান্তিক মতে একে *জীবন্মু*ক্তি বলা বায়। যোগীরা একে শ্রুতামুমানজ প্রজ্ঞা বলেছেন, যোগমতে জীবমুক্তি এরও উদ্ধে। কারণ, কৈবল্য সম্বন্ধে শুনতে শুনতে অমুমান করতে করতে মনে কৈবল্য ভাবনা জাগে; এটি আসল অবস্থা নর।

## থোলা তলোয়ার

## গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

আমার কলম আজ জলে ওঠে খাপ খোলা বাঁক তলোয়ার ঃ আমার কবিতা আজ মৃত্যুদ্ধে হাঁক দের সংগ্রামের মাঠে— পুর্নোনো বনেদে তাই ঝমাঝম লাবি মারি কপাটে কপাটে : অন্দরে অন্দরে চুকে খিলেনে খিলেনে তুলি রুচু হাহাকার!

পুরোনো বনেদী রক্তে আজো দেখি ধরোধরো শশকের প্রাণ:
সারমের মীরজাফর বাসা বেঁধে আছে আজো রক্তকণিকার;
পুরোনো ঘুমোনো রক্তে, তবু ত' থানিক ছিল বারুদের আগ:
প্রানীর তাজা খন, শহীদের কাঁচা ধড়—কোধা তারা হায়!

গাছের আড়াল হ'তে কতবার কত স্থ্য ফেলে গেলো রোদ:
রক্তমাখা লাল পাখী কতবার জানালায় দিয়ে গেলো শিস;
ক্যাপা সাগরের ঝড় পায়ে পায়ে, সুয়ে মুয়ে জানালো নালিশ—
তবু মুঠি ভেঙে গেলো: একবার তুলে শুধু নির্জীব বিরোধ!

এবার আগুন জালি: দাউ দাউ দাবানল বিবরে বিবরে—
জ'লে পুড়ে খাক হোক মিনারের ইট হ'তে খোড়ো চালা-ঘর;
আগত্তের লাল ভোরে যে ঘুম ভাঙেনি কুর বুলেটের স্বরে:
সে সুম এবার ভাঙি: হ'হাতে জালিয়ে দিয়ে মমির নগর!

শীঅববিন্দের মতে মনেব উদ্ধে অতিমানসেই মায়ুবের জীবজাব পরিহার করে শিবহ লাভের ভূমি। ঐ উদ্ধলোকে উঠেই মুক্তি লাভকে বা পরম ওছে লীন হওয়াকে শীঅববিন্দ মায়ুবেব পরাগতি লাভ কলে মনে করেন না, ব্যক্তিগত মুক্তি ছ মুক্তিপদবাচা নয়, পূর্ব নয়, যতক্ষণ সেই উদ্ধলোকের সভ্যে নীচেব মন প্রাণ দেহ অবধি কপাস্তরিত না হছে। সন্তাব এই সব ধাম অক্ষ্মেল, মৃচ্ থাকলে—দিব্য সন্তার ও উপাদানে কপাস্তর লাভ না কবলে মুক্তি মোক্ষ পরাগতি কিছুই সম্পূর্ণ হলো না! এই পূর্ণ কপাস্তবকেই শীঅববিন্দ দেবমানবহ super-manhood বলেছেন।

বাগবেনাদি রেশ থেকে নির্দিশু সুথ-ছ:খাদি বৃদ্ধি বিকারের অন্ধরন্ধনা ব। মিথা। জ্ঞান থেকে মৃক্ত অস্তঃকরণের বাসনাজীন দগুরীক অবস্থা—চিন্মাত্র সন্তাও স্থিত খন-চৈত্রভা কৈবলাই যোগবাশিটের বা পাতঞ্জলীর সাধনার লক্ষ্য। সে ইহবিমুখ অবস্থায় অপরা প্রকৃতির মাঝে কোন রূপান্তর বা পরিবর্তনের কোন বালাই নাই! ছন্দ্র থেকে একত্বের অথণ্ডে উঠে মন লয় পেতে পারে তার বিস্তারে মহিমায়; স্থুল থেকে উপরে উঠতে উঠতে এরূপ নানা অবস্থা হতে পাবে যাকে সাধক মোক বা মৃক্তি বলে ধরে নেয়। শ্রীঅরবিক্ষের মত কোন যোগীই এই মনের উদ্ধের পরাভূমিকে ও তাতে ওঠা ও সিদ্ধ হত্যার অবস্থা পরন্দারাকে এমন বিশাদ করে স্তবের পর স্তবের মেপে দেখান নাই। তার বোঝানোর ধারাও তার কথিত দিব্যাসিদ্ধি ক্রিক পর্ব আচার্যাদের ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। ঘলাতীত ছিয়ে ক্রমণ: পরম তত্ত্বে উঠে তাতে লীন হওয়াকে তিনি অস্বীকার বিছেন না, যে সাধকের সন্তার গঠন ও ধর্ম ওর্ম উধ্যানেরই অন্ধ্রন্থন, দ্বির পৃক্ষে পরম স্বরূপে আম্বানিমজনই ভারাবিক। তার লিখিত

"দিবাজীবনেব" বিভীয় ভাগে বিভীয় থণ্ডে Man and the Evolution—মানুষ ও কমবিকাশ পরিচ্ছেদে তিনি লিখছেন—

অধাত্ম বিকাশে।ই ভত্ত যদি আমাদের জড়ের ভবে জনগ্রহণ হয়ে থাকে, চৈতনাদ ক্রমবিকাশই যদি হয় প্রকৃতির মূল রহত, তা হলে মনের মানুষই তাব শেষ বথা, শেষ পরিণতি নয় । মনবৃদ্ধির মানুষ একান্তই অপূর্ণ, মন চেতনার আশোক বিকাশ, মানসক্তা এমন কি তাব পূর্ণভা পরাকান্তাও সেই সন্বিততত্ত্বের ক্রমবিকাশের মাঝামাঝি ধাপ বা ভব। মন যদি নিজের গণ্ডী নিজে কা ভাগতে পারে তা হলে নৃতন উপ্পত্ত লোকের এক অতিমানস শক্তিও জান এসে সে মানস সীমা সে পক্তা দেবে বৃহত্ত্বের মাঝে ভেতে বিস্তৃত করে। তথন অতিমানব নেবে মানস জীবের হান—

"If a spiritual upfolding on earth is the hidden truth of our birth into Matter, if it is fundamentally an evolution of consciousness that has been taking place in Nature then man as he is cannot be the last term of that evolution; he is too imperfect an expression of the spirit, mind it self a too limited form and irstrumentation, mind is only a middle term of consciousness, the men tal being can only be a transitional being. If then, man is incapable of exceeding mentality, he must be surpassed and supermind and superman must manifest and take the lead- of creation.



#### প্রথম অন্ত

জ্বেমীদার কমলেশ চৌধুনীন বাড়ীব বসবাব ঘব। সামনে বাগান! অতি আধুনিক দ্বঞ্জামে ঘণ্টি সাজান ৷ কমলেশের বাপের আমলের চাকব গোবিন্দ গরে আসবার পত্র পবিষ্ণাব কবছে! একটা মোটা খাতা হাতে কবে ৭ক জন লোক ঘবে চুকল।

(श्रीक । स्वभीमाव नाव ना । स्वार्डन १

গোবিক। আছে না।

লোক। কখন আসবেন ?

গোবিন্দ। ঠিক বলতে পাবি না।

লোক। বিশেষ দৰকাৰ ছিল।

ঁগোবি<del>সা।</del> যদি আমাকে বলে ধান, তিনি এলে আমি বলে চিতে পারি।

লোক। আমি এনেছিলুম চাদাব জ্ঞ। বঙ্গীয় সঞ্কট-ত্রাণ সমিতি।' এই কাজগড়া তিনি এলে দিয়ে দিও। আমি না হয় কাল আর একবাব আসব। প্রসান।

গোবিশা। সমস্ত দিন ববে কেবল লোক আব লোক। কেউ চায় চাদা, কানোৰ মেয়ের বিয়েব জক্ত সাহায্য, কারোর বাপেব **हिकि**श्मा ३एए ना —शांनि छोका जान होका। जाहन। जाहन বাপ ঠাকুদা কি গয়লা ছিল? আন দাদাবাবুও হয়েছেন তেমনি! कांडिक ना रमण्ड भारतन ना । এड ननम मन इल कमीनारी बाधरव कि करव १

( আর এক জন লোকের প্রবেশ )

লোক। মিপ্তার চৌধুরী আছেন ?

গোবিশ। আছে না।

লোক। কখন আসবেন বলতে পার ?

(নাটিকা)

## শ্রীষামিনীমোহন কর

লোক। আছা ভূমি এক কাজ কর। একটা বক্সেৰ টিকিট বেখে থাছি। ২৫ টাকার। কাল সন্ধ্যায় আমাদের নাচ-গানের জলদা আছে। টিকিটটা নিষ্টার চৌধুরীকে দিয়ে দিও। আমি না হয় কাল এসে টাকাটা নিয়ে বাব।

গোবিন্দ। আপনি নিকে দিলেই ভাল হ'ছ। তিনি যদি টিকিট না নেন। শেষে আমায় বকনি থেতে কৰে।

লোক। টিকিট তিনি নেবেন্ট। কারে, সমিতিতে চাদা দিচ্ছেন, আর আমাদের নাচ-গানে যাবেন না। তা কথনও হয় । মিক্সড

ক্লাব। ছেলে মেদেব। একসঙ্গে নাচবে। উনি বাবেন্ট। (ज्य मा । आमि मा इम एका-भारतक श्रुप्त এकवान कान कन्य ।

্গাবিক। এই ভাবে আব বিছু দিন চললেই কর্তাব এত কষ্টেব জনীদাবী কাঁক হ'ল যাবে। আমি তথ্যই দাদাবাৰকে কলকাভায় এসে ব্যবাদ করতে বারণ করেছিল্নম । ৭থানে টাকা ওছে।

( অবনী সেন ও ভাব কলা গোপা সেনেব প্রবেশ )

অবনী। মিল্লার চৌধবী আছেন গ

গোবিক। আজে না, বাইলে গ্রেছন গ

অবনী। বাড়ীতে নেই গ

গোবিশ - বাইবে গেলে বাডীতে কি করে থাকবেন গ

গোগ। মিছিমিছি গত তাড়া-হলে করে আগ্রার কি দবকাব ডিল १

অবনী। কোন শুভ কাজে দেবী কৰা আমি পছক কবি না। গা ছে, ভিনি কখন ফিবনেন বলতে পাৰ গ

গোবিদ। আজে না, কিছু বলে যাননি।

অবনী। আমবানাহয় অপেকাকরছি।

িগোবিশ্ন পাথা খলে দিয়ে চলে গেল।

গোপা। দেখে লোকের বাড়ী আদা কি ভাল হল? তিনি ভো আমাদের আসতে ইনভাইট কনেন্ন ?

অবনী। নিজের গবজে বিনা নিমন্ত্রণেট আসা উচিত কিন্তু বিনা গরক্তে নিমন্ত্রণ করলেও অ্যাবসেন্ট হওয়া চলে। এখন আমাদের গরক রয়েছে---

গোপা। গরজটা বিদের ?

অবনী। সেটুকু বোঝবার বয়স এবং বুদ্ধি ভোমার হয়েছে !

গোপা। তাই বলে সেধে-

অবনী। এ সম্বনিয়ে প্রশ্ন করোনা গোপা। যা কিছু করছি ভোমার ভাল'র জন্মই।

গোপা। ভাল যা, তা বিলক্ষণ বুন্তত পাবছি। মিষ্টার চৌধুরীর জ্মীদারীটা হাতাবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু সুনীল বাবু---

আবনী। আবাৰ জনীল বাৰু । তাৰ না গাছে চাল না আছে চুলো। কত টাকা তাৰ আগে। বাপ কি এমন বেংগ গেছে গ একল জাগাৰও আপঠাট—

## ( কমলেশ চৌধুবীৰ প্রবেশ )

ক্মলেশ। ভাগাবও আপঠাই, এসৰ কি বলছেন অবনী বাবু! ভঠাৎ কাব ওপৰ বেগে উঠলেন ? আপনাৰ প্ৰিণ সম্বোধনেৰ পাঞ্ আমি নয় ছো ?

অবনী। না, না। কি যে বলেন আপনি !

ক্মজেশ। মিস সেনকেও নিশ্চমণ এই সং বিশেনগে ভূমিত কৰ্ছিলেন না। নমস্বাৰ মিস ফেন। ভাল মাছেন তেংং

গোপা। নমধার। ধনুরাদ । আপান ভাল আছেন।

ক্ষলেশ । এক তক্ষ কেউ ধাছে। তাৰ প্ৰ জন্মী কৰ্ ভঠাং চটলেন কাৰ ওপৰ।

অবনী। সে এক জন শাছে। প্রাপনি চেনেন নং -

গোপা। পিছনে গাল মৰু না বৰে-

কমলেশ। এপানেই গুল কৰছে। মিস দেন। গাল মন্দ যদি কৰতেই হয় ভো আড়ালে। বিপদেৰ কোন ভ্ৰম থাকে না। এই জ্লাই ভ আড়ালে লোকে ৰাজাৰ মাকেও ডাইন ৰাজা। মনেৰ বাগনাও মেনে অথচ কোন কুফল ভোগ কৰতে হয় না। তাৰ পৰ অবনী বাই, হঠাং কি মনে কৰে ৪

অবনী। আছ মকালে কোন এনগেওফেট ছিল না । প্রলাম ভোমার সঙ্গে একট গল করে আমি।

ক্মলেশ। বেশ, বেশ। গুনুই আনন্দিশ গুনুষ। আমি আপুনাদেশ জ্ঞাচা আনতে বলি।

অবনী। তুমি মা এইবাৰ একটু বাগানে বেড়িয়ে ১৮।

গোপা। মানে ?

অবনী। কমলেশ বাবুৰ সজে ছু' প্ৰফটা কথা অ'ছে, ভোমাৰ সামৰে বলাটা ঠিক হবে না।

গোপা। ধার----

यन्ती। ना, ना-

গোপা। বিশ্বাস নেই . আমাৰ সঙ্গে আলাপ কৰিছে বিয়ে 
নিকা ধাব নেওয়া তো তোমার অভ্যাসের নবের দীছিয়ে গেছে।
ভোমার লক্ষা না করতে পারে কিন্তু আমাৰ করে।

অবনী। না, না। এবার দে বক্ষ কিছু ন্য

গোপা। ভালই।

প্রস্থান।

অবনী। এবাৰ আৰু হু'-পাঁচশ' টাকা ধাৰ নয়। একেবাৰে কায়েমা কাজ। শুশুৰ সংয় বদে সমস্ত সম্পক্তিটা আত্মদাৎ কৰব।

### ( কমলেশের প্রবেশ )

কমলেশ। এ কি ! মিদ সেনকে দেখছি না ! জ্বনী। গোপা একটু বাগানে বেড়াছে। আপনার ফুল দেখে সে আর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। মা আমার ফুল ব ভালবাসে। আমি বাডিয়ে বলছি না কমলেশ বাবু, গোপ। আম যেমন ফুলের মাত দেখতে, মনটাও ঠিক তেমনট ফুলের মাত কোমল।

কমলেশ। আছেও গাং সে তো বটেই। আমি নিজে গি ওকে বাগানটা ভাল কৰে দেখিয়ে আসি।

অবনী। বেশ তো! তবে আপনার সঙ্গে আমার হ'-এক দবকারী কথা ছিল।

কমলেশ। বলুন।

অবনী। গোপাব সম্বন্ধে। আপনাদেব—না, তোমাকে অ আপনি বলব না, তুমি তো আমাব ঘরেব ছেলের মত—তোমাট ঘনিষ্ঠ আলাপ নিয়ে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে। অবশ্য আা তোমাদেব মেলামেশায় কোন দোশ দেখি না, কিন্তু লোকের মুখে ১ গত-টাপা দেওয়া শায় না।

কমলেশ: তাই নাকি। শুনে ভাবী হুঃথিত হণুম। কি ঘনিই জালাপ, মেলামেশা,—পোলেন কোথায় ? হু'-এক বাব পাটিতে দেখা হায়ছে। ছু'দিন আপনি নিমন্ত্ৰণ কবেছিলেন। সে যাঁ কোক, ভবিষাতে নেলামেশা না কবলেই চলবে। কিংবা এক দিঃ হুমুল বড়াছা অথবা আপনাতে আমাতে রাস্তার দীড়িবে বচস মাবামানি—লোকেবা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেল।

অবনী। নাকম্লেশ, ব্যাপারটা এত **হাতা নয়। সাটা কল** ওড়ানো চলবে না। আমার মান-ইজ্জত আছে তো। এব একট বিহিত কবতেই হবে।

কমলেশ। বি কৰতে চান বলুন ?

অবনী। তুমি কি বৃষতে পাবছ না, এ রকম ক্ষেত্রে **কি কর** শুচিত। আমাদেব দিক্ থেকে সব ঠিক। এখন তুমি সদি একবা-বল-

কনলেশ। কিসেও কি বলব। **আব আপনাদের দিক্ থেনে** যদি সব সিকই থাকে তা হলে আমাব কিছু বলবার আর অবকাদ কোথায় হ

এবনী। বেশ, বেশ। তা হলে তুমি রাজী। **আমি জানতু** দুমি থাপতি কববে না। গোপাকে বলেও ছিলুম। মেয়ে লক্ষা-গেল। ভাবা লাজুক! এখন আব একটা কথা আছে। ব্যাপারট ভাবা ডেলিকেন্ড। প্রসা-কভিব কথা, বুকছো তো ?

কমলেশ। আন্তেনা, কিছুই বুঝছিনা। আপনার কি **কিছু** ধাব চাই ?

অবনী। না। ধাব চাইব কেন?

কমলেশ। তবে ? আগেকাৰ ধার এখন শোধ কবতে পারছেন না ? বেশ তো, সময় মত দেবেন !

স্বনী। সে কথা নয়। মানে আমাৰ হাতে এখন বিশেষ টাকাৰড়িনেই। সৰ লক্ড আগে!

কমলেশ। সে তো সকলেরই অবস্থা। হাতে করে আর কে 
টাকাকড়ি নিয়ে ঘ্রে বেড়ায়। সকলেই সেফে লক আপ করে রাখে।
ব্যাব্দে, সেফ ডিপোজিট ভটে—

অবনী। তাবলছি। মানে প্রায় সব টাকাই আচকে আছে। কমলেশ। তাই নাকি ! কোথায় ? পাওনাদারকের ঘরে— অবনী। শেয়ারে। এখন যা মার্কেট্রে অবস্থা বিক্রী করুলে লোকসান হবে। আমি সময় মত তোমাকে টাকা দোব কথা দিক্ষি।

**\*** 

কমলেশ। আপনার টাকা আমাকে দেবেন কেন ? ও:, সেই
বাবের কথা বলছেন। তা স্থবিধা মত দিলেই চলবে, তাড়াতাড়ি কি ?
অবনী। আমি যৌতুকের কথা বলছি। এই যে গোপা
ক্রিকছ। তুমি বাবা ওর সঙ্গে কথাবার্তা কও। মনের ভাবটাও
ক্রিকেন নিও! আমরা বুড়ো মানুষ। এসব বিশেষ বুঝি না।

(গোপার প্রবেশ)

ে গোপা। চমৎকার বাগান আপনার কমলেশ বাবু। ্ কমলেশ। আপনার ভাল লেগেছে দেখে থুবই আনন্দিত ইকুম।

্ **অবনী। - থ্ব** ভাল বাগান বুঝি মা। তাহলে আমিও একবাৰ **বুৱে আসি**।

প্রস্থান।

কমলেশ। আপনার বাবা কি বললেন জানেন ? গোপা। কি করে জানব বলুন ? আমি তো এথানে ছিলুম মা।

কমলেশ। তিনি একটি ইছা প্রকাশ কবেছেন— গোপা। আপনাব ইছো হয় তো তাঁব ইছা পালন কববেন, নাহুর রিজেক করবেন। এতে আমাব কি বলবার আছে।

কমলেশ। তিনি আমাকে বিয়ে কবতে বলেছেন।

পাপা। খুব ভাল কথা। আপনাব অর্থ আছে, রূপ আছে, বিবের বয়সও আছে। স্থতবাং আপনি বিয়ে করবেন। এত দিন ক্ষরেননি কেন তাই ভাবছি।

কমলেশ। আপনার বাবা পাত্রীও ঠিক কবে দিয়েছেন। গোপা। তাই না কি! কে সেই ভাগাবতী?

কমদেশ। আপনার থুব্ই চেনা। তাঁর নাম মিস্ গোপা শিসন।

ি গোপা। (সলজ্জ ভাবে) ধান, আপনি ভারী ছষ্টু।

কমলেশ। (গোপার হাত ধবে) গোপা, তোমার এতে

কোন অসম্বতি নেই তো। আমি বড়লোক নই। সামান্য

ক্ষীদারী! মাদে হাজার দশেক টাকা আয় মাত্র। আর বৃদ্ধি

ক্ষানই তো, ও বালাই আমার নেই। আমাকে লোকে হাবা-বোকাই

(গোবিন্দর প্রবেশ)

🐃। এর পরও যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে—

लाविया। मामातावू-

ক্ষমদেশ। (গোপার হাত ছেড়ে) আছে। গোবিন্দ, তোমাব কি সময় অসমরের জ্ঞান নেই ?

্রাবিন্দ। আজে আমার সে জান থ্বই আছে, কি**ন্ধ** বাঁরা ক্রমা ক্রতে এসেছেন তাঁদের সে জানের বিলক্ষণ অভাব।

কমলেশ। কারা এলেছেন ?

( अवनीत खरतण )

গোবিস্প। মিসেস রায় আর তাঁর মেরে ইভা না প্রভা। বৃদ্দেন দার্কিয়লিডে আলাপ হয়েছিল। নাম বৃদ্দেই চিনতে অবনী। ব্যাপার কি ?

গোপা। ইভা আবার কে ?

গৌবিন্দ! আজে তা তো আমি জানি না। ঐ ধে ওঁরা নিজেরাই আসছেন। ধবর দেবার জন্ম অপেন্দা করতে পারদেন না। [গৌবিন্দর প্রেছান।

অবনী। কমলেশ, তুমি ওঁদের চেন না কি ?

কমলেশ। ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয় চিনি। হর তো দার্জ্জিলিডে পরিচয় হয়েছিল। বিদেশে এমন অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়—

(মিসেস অনিলা রায় ও ইভার প্রবেশ)

অনিলা। বা:, চমৎকার বাড়ী তো। ভার পর কমলেশ, আমাদের চিনতে পারছ তো ?

কমলেশ। আজে গা। আপনারা ভাল আছেন ?

অনিলা। হাঁ। ধন্তবাদ। এই ক'দিন হ'ল দাৰ্জ্জিলিও থেকে নেমেছি। ভাবৰুম যাই কমলেশের সঙ্গে দেখা করে আসি। ইভা কি আসতে চায়। ভাবী লাজুক আর অভিমানী মেয়ে। বলে বিনা নিমন্ত্রণে বাজ্যাটা ঠিক নয়।

কমলেশ। আপনারা কলকাতায় আছেন জানলে আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতুম। ইভা, এটা ভোমার বাগের কথা।

অনিলা। রাগ নয় বাবা, অভিমান!

কমলেশ। আপনারা এসেছেন, এতে যে আমি কি স্থানশ প্রেছি তা আর কি বলব। বস্তন। ইভাবস।

ইভা। না, আবজ আবার বদব না। বড় আসময়ে এসে পড়েছি, ক্ষমাকরবেন। অভাদব অভিথিয়ারয়েছেন—

কমলেশ। তাতে কি! আমি আলাপ কবিয়ে দিছি। ইনি মিসেস রায় আব ইনি তাঁব মেয়ে ইভা। ইনি হলেন মিষ্টার সেন আব ইনি তাঁর মেয়ে গোপা।

( সকলে সকলকে নমস্কাব করলেন )

ইভা। (গোপার প্রতি) আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাবী আনন্দ হ'ল। কমদেশ বাবুব সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয় ?

গোপা। বহু দিনের। আর আপনার?

ইভা। আমারও বছ দিনের। দার্জিলিটে বলতে গেলে আমরা একসঙ্গেই ছিলুম:

গোপা। পুরীতে আমরাও প্রায় একসঙ্গেই ছিলুম বলা চলে—

কমলেশ। বেলা হয়ে গেল। আজ আপনারা এইখানেই
সকলে থাবেন।

ইভা। না, আমরা থাকদে আপনাদের অন্ববিধা হতে পারে— গোপা। আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলুম। এ সময় আপনাকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না—

কমলেশ। কি যে বলেন। আপনাদের উপস্থিতি আমার্য থুবই আনন্দ দিছে। আপনাদের না খেয়ে কিছুতেই বাওয়া হবে না। গোবিন্দ—

(গোবিশ্বর প্রবেশ)

গোবিশ। আজে—

- चोराम कर के विकास क्षेत्र में अवस्थान कार किया के स्वाप का बार के स्वाप के स्वाप कर कर की किया है।

থাবেন। চলুন, ততক্ষণ আপনাদের আমার বসরাই গোলাপের বাগান দেখিয়ে আনি।

[ গোবিन ছাড়া সকলের প্রস্থান।

গোবিন্দ। দিবা জ্বমে গেছে, এইবার লেগে ধাবে। নারদ, নারদ—

### (পিদীমার প্রবেশ)

পিসীমা। কমলেশ কোথায় গেল বে গোবিন্দ ?

পোবিন্দ। এক প্রকাণ্ড দল নিয়ে বসবাই গোলাপেব বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনাকে বলতে বলে দিয়েছেন, তাঁরা স্বাই আদ্ধ সকালে এখানেই থাবেন।

পিসীমা। কত জন হবে ?

গোবিন্দ। এখন পর্যান্ত চাব জন। পরে আরও কন্ত হবে বলা শক্ত। এক জন ভদ্রলোক এসেছেন মেয়ে নিয়ে দাদাবাবুকে গছাতে। আর এক ভদ্রমফিলা এসেছেন মেয়ে নিয়ে দাদাবাবুব ঘাড়ে চাপাতে।

পিসীমা। বলিষ্ কি ? হ'জনকেই বি:য় কৰতে হবে ?

গোবিন্দ। তাই ত গাঁড়াচ্ছে। দাদাবাবু কাউকেই চটাতে ভালবাদেন না। ত্'টোকেই বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি!

পিসীমা। গোবিন্দ, তুই দাদাব আমলের লোক। এ বকম ৰাড়ী বয়ে যারা মেয়ে গছাতে আসে তারা কথনট লোক ভাল নযু—

গোবিন্দ। লোক তো ভাল নম্বই। ওরা কি দাদাবাবুব জক্ত এনেছে ভাবছেন ? ওবা এদেছে দাদাবাবুব টাকাব জক্ত।

পিসীমা। এদের যে বকম করেই গোক তাড়াতে হবে। কমলেশ বড় কানপাতলা ছেলে। কি যে কবে বসবে—

গোবিন্দ। তুমি কিছু ভেব না পিসীমা। আমি সব ঠিক কবে দেব। দাদাবাবুর কোন ক্ষতি আমি থাকতে হতে দেব না। ঐ এক জন আসছেন—

পিসীমা। অমি ভাহলে যাই। আমার মূখ তো জানিস্। চটে গেলে জান থাকে না। কি বলতে কি বলে ফেলব—

প্রস্থান

গোবিন্দ। দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি থুব বেগেছে। শেদে আমায় গাল-মন্দ না করে—

#### ( ইভার প্রবেশ )

ইভা। পাখাটা খুলে দাও। ভয়ানক গরম।

গোবিন্দ। (পাথা খুলে) শ্রবত আন্ব ?

ইভা। নাশরবভ আনতে হবে না। আছো কমলেশ বাবুর মাথার ওপরে কেউ নেই ?

গোবিস্প। মাথার ওপর মানে ? ঝকি ?

ইভা। না, অভিভাবক।

গোবিন্দ। ডিনি ডো নিজেই এখন নিজের অভিভাবক।

ইভা। কিছে তার যা বৃদ্ধি-তৃদ্ধি, নিজের আভিভাবক হবার ক্ষমতা আছে বলে তো মনে হর না। আছে। তৃমি কদিন এঁদের বাড়ী আছে ?

গোবিৰ । বছ দিন। কণ্ডার আমল থেকে।

ু ইভা। তা হলে তোমাৰও তো একটা কৰ্ডব্য আছে। এই বে

একটা কোথাকার কে এসে তাব মেরের সঙ্গে তোমাদের বাবুর বিদ্ধে দেবার চেষ্টা করছে, তোমবা যদি বাধা না দাও, তা হলে কমলেশ বাবুর কি সর্ধানাশ হবে ভেবে দেখেছ ?

গোবিন্দ। আমবা চাকর, মনিবকে কি কবে বাধা দিই ?

(কমলেশের প্রবেশ)

কমলেশ। (ইভার প্রতি) হঠাং এমন করে পালিয়ে একে। কেন, ইভা?

ইভা। উপায় কি! আপনার এবং সেই মেরেটার বিশ্রম্ভালাপে বাধা স্থায়ী করেছিলুম বই ডো নয় ?

গোবিন্দ। আজে আপনাদেব চাতৈবী হয়ে গেছে। বাগানে দিয়ে আসব কি ?

কমলেশ। গোবিন্দ-

গোবিশ। আছে ?

কম লশ। তুমি দয়া করে এখান থেকে সরে পড় তো দেখি। প্রত্যেক কথাব মাঝে তোমাব কথা আমাব ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। আজে যাছি, কি ।

কমলেশ ' চা বাগানে দিয়ে এস।

গোবিন্দ। আছা।

গোবিশ্ব প্রস্থান।

কমলেশ। আছে। ইভা, তৃমি **আন্ত** এ রকম পালিয়ে বেড়াছ্

ইভা। আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। দা**র্জ্জালভ থেকে** হঠাৎ পালিয়ে এলেন কেন বলতে পাবেন গ

কমলেশ। অত্যস্ত জক্ষ্মী কাজে আমায় চলে আসতে হয়েছিল।

ইভা। কি কাজ গ

कमल्लभ । ज्योगावी मःकास्रीय ।

ইভা। কিন্তু খবর দিয়ে আসতেঁ পারতেন তো ?

কমলেশ। চেষ্টা করেছিলুম। আপনারা বাড়ী ছিলেন না।

(মিসেস অনিলা রায়ের প্রবেশ)

অনিলা। বা: বা:, চমংকার বাড়ী তোমার কমলেশ। আর বাগানই বা কি ? দেখলে চকু জুড়িয়ে যায়। কার্নিচার ইত্যাদি বেখানে যেটি মানায়—কেবল একটি জিনিষের জভাব—

কমলেশ। কিসের অভাব বলুন তো । টেলিফোন রেভিও, মোটর সবই তো করেছি।

অনিশা। না, না, সে দিক্ দিয়ে কোন ক্রটি নেই। **অভাব** একটি স্ত্রীর।

কমলেশ। স্ত্রী কি হবে। একটা খবচ, ঝাৰু বই তোনয়। মানে মাত্র দশ হাজার টাকা আমার আয়, বৃদ্ধি-ভানিও বিশেষ কিছু নেই, তার ওপর বয়সও প্রায় ত্রিশেব কাছাকাছি হল—

অনিলা। পাত্র হিসেবে এমন ছেলে বালালা দেশে কটা মেলে। বে কোন মেয়ের পক্ষে তপস্তার বস্তু। আর দেবী কোরো না বাবা। এইবার বিরে-ধা করে স্থিতি হয়ে বস।

কমলেশ। বিয়ে করলে যে বসিরে দেবে তা আুমি জানি। কিছ— व्यनिला। आंत्र किंख नग्न। प्यती ना करत-

কমলেশ। আব দেবী করা যে উচিত নয়, সে আমি বুঝেছি—

অনিলা। বেশ, বেশ। কোন মেয়েকে পছক-

कमला। बास्क है।। এकि मिरादक भएक इराइक-

অনিলা! (ইভাব দিকে চেয়ে একটু হেসে) পছলও হয়েছে না ্বিং! বাং! শুনে থ্যই স্থী হলুম। তোমান পছল কথনও বিধানপ হতে পারে!

· কমলেশ। মেয়েটিও ঈষ**ং**—

ু **অনিলা। ভাই না কি।** বেশ বেশ। থুবু ভাল কথা। ু**এবই মধ্যে এভ** দূর এগিয়েছে অথচ আমি কিছুই জানতে পার**লুম** না।

় **কমলেশ** । এথনও কাউকে কিছু জানাইনি । মেয়েব বাপেক ু**মতামতটা**—

অনিলা। নেয়ের বাপ ! কি বলছ তুনি ! ইভাব বাবা তো জনেক দিন গত হয়েছেন ।

কমলেশ। আমি গোপাৰ বাবার কথা বলছি-

অনিলা। এব মধ্যে গোপাব বাবা কোলেকে এল ?

ক্মলেশ ৷ জাঁর মেয়েকে বিয়ে কণতে এলে জাব মতের প্রয়োজন আছে বই কি—

্ অনিলা। ভূমি কি এতক্ষণ তাদেব কথা বলছিলে-

कमला । वाष्ट्र है।।

অনিলা: (রেগে) এ বকম ভাবে আমাদের—

ইভা। মা, চুপ কর—

অনিলা। বেশ চুপই কবছি, কি**€** এখানে ভাব এক .**স্পাও নয়**।

কমলেশ। সে কি কথা। আপনাদের খাবাব প্রক্রত আব আপুসুনার চলে ধাবেন ? তাকি কপনও হয় ? ইভা, ভৃনিই কো।

অনিলা। ইভা আবার কি বলবে ?

্**ইভা। নামা, ভজুলোক যথন বলছেন আমেরানা** ১৪ হ'দশং শি**কেই** যাব।

জনিলা! বেশ, কিন্তু এখানে আৰু নয়। আমি বাগানে মাছি—ছি: ছি:— থিস্থান:

কমলেশ। তোমার মা বেন একটু বাগ বরলেন মনে হড়ে—

ইছা। না, না, রাগ করবেন কেন ? আপনাব সৌভাগ্যে

ভিনি এত আনন্দিত হয়েছেন যে প্রশংসা কববাব ভাষা খুঁছে

শাক্ষেন না

#### (গোপাব প্রবেশ)

গোপা। আশা করি, আপনাদের নিভ্তালাপনে ব্যাঘাত করবুম না।

ইভা! মানে?

গোপা। পুরোনো বন্ধু, বহু দিন পরে দেখা। কত কথা থাকতে পারে, যা পাঁচ জনের সামনে হয়.তো বলা চলে না।

ইভা। আপনার বক্তবাটা ঘন থ্যোলীর মত ঠেকছে। আপনি কি নিজের মাপকাটি দিয়েই সকলকে বিচার করেন ?

গোপা। আপনার ধুইভা দেখে অবাক্ হয়ে বাচ্ছি। আমি এ বাড়ীর ভাবী বধু, এটা ভূলবেন না। কমলেশ। (গোপার হাত ধরে) আহা গোপা, কি ছেলেমানুষী করছ। চুপ কধ—

#### (গোবিন্দৰ প্রবেশ)

গোবিন্দ। আজ্ঞে ভনছেন-

কমলেশ। গোধিক, ভোমাৰ জালায় তোবাড়ীতে টেঁকা দায়। সময় নেই অসময় নেই—

গোবিশ। আমার জালায় নয় আগস্কুকদেব জালায়। জাঁবা অসময়ে এলে আমি কি করি বলুন।

ব মলেশ। এথন বাজে কথান: কয়ে ভোমাৰ বক্তব্যটা কি চট কবে বলে এথান থেকে বিদেয় হও।

গোবিন্দ। আজে বক্তবটা আপনাৰ কাছে ন্য ওঁৰ কাছে। (গোপাকে দেখাল)

গোপা। (বিশিত হয়ে) আমাৰ কাছে?

গোবিদা। আজে হা। এক জন লোক আপনার সঙ্গে দেখা কবতে চান।

গোপা। আমাৰ মঙ্গে--

ইল। এক জন লোক-

গোপ। নাম বি বললেন ১

গোনিধা স্থনীল বাবু। বললেন আপন্য ধুবই প্ৰিচিভ। নাম কবলেই চিন্তে পাৰবেন।

গোপা। এখানে কেন : আচ্চাচল, দেখতি।

িগোপার ও গোলিকর প্রসার ।

ইভা। আপনাৰ ভাৰী পত্নী একটু মুলিলে পড়েছেন বলে মনে হছে।

কমলেশ। কেন १

ইভা। ধুৰ পৰিচিত পুৰানো বন্ধ 🔅 সময় এই ৰাড়াঁজে—

কমলেশ। তাতে কি ?

ইভা: কিছুই না। এমনি বললুম্। ঐ যে ওঁবা আসছেন। চলুন আমৰা গাড়ালে যাই—

কমলেশ। আভালে কেন ?

গোপা। আমাদের সামনে ওঁবা গ্রাণখলে কথা কঠিবন কি কবে ?

কমলেশ। বেশ চল।

উদ্বেষ প্রস্থান।

#### ( একটু পরে গোপা ও প্রনীলের প্রবেশ )

গোপা। আপনি—ওুমি এখানে এলে কেন ?

স্থনীস। কি কবি বল। না এসে থাকতে পারলুম না। আক্সই কলকাতায় ফিবেছি। ফিবেই তোমাদের বাড়ী গেলুম। দেখানে জানতে পাবলুম ভূমি এখানে। ভাই দোজা এখানে চলে এলুম তোমায় দেখতে।

গোপা। কিন্তু—

স্থনীল। এতে আবাব কিন্তু কোণায় গোপা। সেসব কথা কি এবই মধ্যে ভূলে গেলে।

গোপা। না ভূলিনি, কিন্তু এখন সে সব ভূলে যাওয়াই উচিত। কমলেশ বাবুৰ দকে আমার বিশ্বের সব ঠিকঠাক। স্থনীল। তাকি করে হতে পারে ? তুমি আপত্তি করলে না কেন ?

গোপা। করেছিলুম। কিন্তু বাবার ইচ্ছা-

সুনীল। আর তোমার—

গোপা। আমারও অমত নেই।

( ইভা ও কমলেশের প্রবেশ )

কমলেশ। (স্থনীলকে দেখিয়ে) গোপা, এঁকে তো চিনতে পাবছি না।

গোপা। ইনি স্থনীল মজুমনাব। আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। আর ইনি জ্মীদার কমলেশ চৌধুরী। ইনি মিদু ইভা বায়।

কমলেশ। তোমাৰ বন্ধু মানেই আমাৰ বন্ধু। প্ৰনীল বাবু, আজ সকালের আহারটা কিন্তু এইখানেই সারতে হবে।

স্থনীল। মিছিমিছি আপনাদেব কষ্ট-

কমলেশ। কিছু না। আমরা খ্রই আনন্দিত গ্র:

( অবনী বাবুর প্রবেশ )

व्यवनी। अकि! अनील ना।

স্থনীল। আজে গাঁ!

অবনী। তা এগানে কেন १

স্থনীল। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এগেছি।

অবনী। দেখা তো হয়েছে, এখন গেতে পাব-

স্থনীল। যেতে অবশ্য পাবি, কিন্তু যাব না। ক্মলেশ বাবু আমাকে স্কালে এথানেই থেতে বলেছেন। চলে যাওযাটা অভদ্ৰতা হবে!

অবনী। ভূমি একে গেতে বলেছ কমলেশ ?

কমলেশ। আজে গাঁ। গোপা বললে ইনি আপনাদের দ্যামিলি ফেণ্ড। স্বভরাং আমারও ফেণ্ড, নস্ কি!

স্থনীল। গোপা, ভোমার দঙ্গে আমাব একটা কথা ছিল-

অবনী। গোপার সঙ্গে ভোমাব কোন কথা থাকতে পারে না।

সনীল। সব কথা কি নেয়ের বাপ-মা'বা জানেন, না, কাঁদেব সামনে সব কথা বলা চলে—

গোপা। স্থাপনার যা বলবার আছে, নাগানে চলুন, বলবেন।

িগোপা ও স্থনীলেব প্রস্থান।

অবনী। কিছ-

কমলেশ। এতে আবার কিন্তু কোথায় ? পুবোনো ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড রে।

ইভা। আমিও যাই, মা কি করছেন দেখে আদি।

প্রবনী। গোপার এ আবার বাড়াবাড়ি। তুমি বাবা কিছু মনে কোরো না—

কমলেশ। এতে মনে করার কি আছে। বরং সে বৃদ্ধিমানের কাজই করেছে। আমাদের সামনে যদি স্থনীল বাবু তেমন একটা কিছু বলতেন তাহলে সকলকেই অপ্রস্তুতে পড়তে হ'ত।

 কমলেশ। ব্যাপার তো কিছুই বুরতে পারছি না। এই সুনীল বাবুটি কে ? তাকে এরা এত ভয়ই বা করছে কেন ?

( অনিলার প্রবেশ )

অনিলা। ইভা, ইভা--

কমলেশ। ইভাষে এই মাত্র আপনাকে থুঁজতে বাগানে গেল—
অনিলা। 'ও:। যাক, ভোমাব সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হ'ল।
ভোমার ভাবী পত্নীকে দেখি বাগানে আব এক যুবকের সঙ্গে গভীর
আলাপনে ময়া।

কমৰেশ। আলাপের মধ্যে দোষের কি আছে?

অনিলা। কিছ যদি সে আলাপে হাতে হাত, চোখে জল-

কমলেশ। আপনি কি যা তা বলছেন—

অনিলা। আমি এটাকে কর্তব্য বলেই মনে করি। তানা হলে বলতুম না। তোমাব বিশ্বাস না হয় নিজেব চোথে দেখে আসতে পাব।

কমলেশ। নাদেখবার দরকাব নেই। কিন্তু আপানি এ কর্ডব্যাটি । দয়া কবে পালন না করলেই সুখী হতুম।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ! দাদাবাবু, থাবাব তৈরী।

কমলেশ। তাহলে ওঁদের খবর দিতে হয়। গোবিন্দ, না থাক—আমিই যাছি।

[ কমলেশেশ প্রস্থান।

অনিলা। তুমি এগানে কদিন আছ?

গোবিন্দ। তা অনেক দিন হবে বৈ কি: কণ্ডার আমল থেকে আছি, দাদাবাবুকে কোলে-পিঠে করে মান্তুষ করেছি—

অনিলা। তাহলে কমলেশের প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। এই যে এক জোচ্চোরের মেরের মঙ্গে বিয়ের কথা-. বার্ত্তা ঠিক হয়ে গেল—

গোবিন্দ। কই, আমৰা তো এ বিষয়ে কিছুই জানি না। পিনীমাও না, আমিও না।

অনিলা। আবাব সে মেয়েটিও বিশেষ ভাল নয়। মানে স্বভাব-চবিত্র—

গোবিন্দ। কিন্তু দাদাবাবুৰ বিয়ে ভো এখন হওয়া ঠিক হবে না---

অনিলা। বিয়ে হওয়া উচিত। বিয়ের বয়স হয়েছে বৈ কি।
আন কমলেশের ভাবনার তো কিছুই নেই। রূপ আছে, স্বাস্থ্য
আছে, পায়দা আছে—এক কথায় বিয়ে করে স্থা হবার জক্ত বা যা
দরকার সবই আছে—

গোবিন্দ। দাদাবাবুর স্বাস্থ্য রূপ আছে ঠিক কথা, কিন্তু প্রসা— অনিলা। মানে ? কমলেশের প্রসার অভাব কি ?

গৌবিন্দ। বিলক্ষণ অভাব। এই তো নায়েব মশাই ক'দিন আগে পিসীমাকে বলছিলেন, দমীদারী রাখা যায় কি না সন্দেহ। দেনার দারে মাখার চুল পর্যাস্ত বিকিয়ে যাছে। তার ওপর শেয়ার খেলে দাদাবাবু বিলক্ষণ লোকসান দিয়েছে—

আনিলা। ভাই নাকি। কই কমলেশ তো এ বিষয়ে কিছু বলেনি। গোবিন্দ। নায়েব মশাই দাদাবাবৃকে এখনও কিছুই জানাননি। তিনি একবার শেষ চেষ্টা করছেন। আমি ঘাই খাবাবের জায়গা করতে বলি গে।

গোবিন্দের প্রস্থান।

অনিলা। তা কমলেশ যদি সেই জোচোরটার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, আমি আর কেন বাধা দেব। তবে ইভাকে সাবধান করে দিতে হবে।

[ অনিলার প্রস্থান।

(গোবিন্দের পুনঃ প্রবেশ)

গোবিন্দ। যাক, একটা ভূত নামল! ইনি আর নিজের মেয়েব সঙ্গে দাদাবাবুর বিদ্নের চেষ্টা কন্দ্রেন না। এইবার আব একটা— এই যে মুবণ ক্রতে না ক্রতেই—

( অবনীর প্রবেশ )

অবনী। কমলেশ কোথায় জান ?

গোবিন্দ। তিনি যে আপনাদেব ডাকতে বাগানে গেলেন।
থাবার তৈরী—

অবনী। তাই নাকি! কই, আমার সঙ্গে তো কমলেশের দেখাহল না। আছে! গোবিল, তুমি এ বাডাতে ক'দিন আছে?

গোবিন্দ। তাবেশ জনেক দিন। সেই কর্তার আমল থেকে।
দাদাবাবকে বলতে গেলে আমিই কোনে-পিঠে করে মান্ত্রন্থ করেছি।

অবনী। কমলেশ বড় গ্ৰুপ, অত ভাল মানুষ হলে সংসাব করাচলে না।

গোবিন্দ। আজে গাঁ, সে না বলেছেন। ধঢ়ীবাড় লোকেবা স্বাদাই ওঁর মাধায় হাত বুলোবাব হল মুখিয়ে আছে।

অবনী। কিন্তু এ ভাবে প্ৰশ্নয় দিলে জ্বমীদাৰীই বা কি করে টিক্তবে আৰু বিয়ে-থা করে ঘৰ-সংস্থারই বা কণবে কি কৰে গ

গোবিন্দ। সংসাব, বিয়ে এ সব তো পরের কথা। আগে জমীদাবী টি কলে বাঁচি!

অবনা। মানে ? জমালারাব লোন গণগোল-

গোবিন্দ। বিলক্ষণ গগুগোল। এই তো নামেৰ নশ্চে ক'দিন আগে পিসীসাকে বলডিলেন, জনীদানী রাণা যায় কি না সন্দেহ। দেনার দায় মাথায় চুল প্রান্ত বিকিয়ে য'তে । কান ওপ্ন শোরান থেলে দাদাবাবু বিলক্ষণ লোকসান দিয়েছেন—

অবনী।—বল কি! কট, কমলেশ তে। আমাকে এ সৰ কথা কিছু বলেনি।

গোবিন্দ। নামের মশাই দাদাবাবুকে এখনও কিছুই জানাননি: তিনি একবার শেষ চেষ্টা করছেন। আমি যাই থাবারের যায়গা করতে বলি গে।

গোবিদের প্রস্থান !

অবনা। ভাগ্যিস্ চাকরটা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলে। আর একটু এগোলেই মুদ্ধিল হ'ও। গোপাকে সাবধান করে দিতে হবে। আর স্থনীলকে একটু ভোয়াজ করতে হবে। ছোকরা মাসে শ'পাঁচেক টাকা রোজগার করে। কপর্জক-হীন ঋণগ্রস্ত বেকার জ্বমীদারের ক্রেরে ভাক। (গোপার প্রবেশ)

গোপা। তোমার জন্ম আমি যে কি বিপদে পড়েছি বাবা-

অবনী। কেন মা, কি হ'ল ?

গোপা। কমলেশ বাবুকে আমরা কথা দিয়েছি, কি**ছ স্থনীল** বাবুকে—

অবনী। কমপেশেৰ কথা আব বোলো না। ওর চাকর গোবিন্দ সব ফাঁস কবে দিয়েছে। দেনার দায়ে জমীদারী বায় বায়। ওর চেয়ে স্কনীল চেব ভাল।

#### ( ইভাব প্রবেশ )

ইভা। (গোপাব প্রতি) কমলেশ বাবুব সঙ্গে আপনার বিবাহের পাকাপাকি বংশাবস্ত হয়ে গেছে শুনলুম। মাই কনগ্র্যাচুলেশন।

গোপা। ভূল শুনেছেন। এ বৰুম কোন সম্ভাবনাই নেই। আপনি কমলেশ বাবুর পুবোনো বন্ধু, ইতেছ করলে অনায়াসে আপনি জাঁকে বিয়ে করতে পারেন।

#### (ইতিমধ্যে অনিলার প্রবেশ)

অনিলা। এতক্ষণ এ মহাকুতবতা কোথায় ছিল ? একেবারে তো জোঁকের মত লেপেট ছিলে বছেব লোডে। মেই জেনেছ সে রক্ষতীন অন্তঃগাবশূল, অমনি দবদ দেখান হছে, আপনি তাঁকে বিয়ে করতে পাবেন। তোমাব রিজেই করা প্রেমিককে আমার মেয়ে কোন্ ছংগে বিয়ে করতে যানে গ

ইভা। আ: মা, থাম না। ব্যাপাৰ্টা কিছুই তো আমি বুশুতে পাৰ্বছি না।

জনিলা। কমলেদের কর্মীদারী দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে। আফ বাদে কাল ওকে পথে দাঁড়াতে হবে।

ইভা ! (গোপাঃ প্রতি ) ওঃ ! তাই এত দরদ ! নিল**ভজতা**র একটা সামা থাকা উচিত ।

গোপা! মানে ? এতক্ষণ আপনি মূথ চুণ করে তাঁর পিছন পিছন ঘরে বেড়াচ্ছিলেন না ?

অনিলা। মুখ সামলে কথা বলবে--

অবনী। সাবধান, মাত্রা ছাড়িয়ে যানেন না---

( কমলেশ ও স্থনীলের প্রবেশ )

কমলেশ। কি ব্যাপাব! এত গণ্ডগোল কিনের ?

সিকলে নিক্তর।

কমলেশ। গোপা, ইভা, বাাপার কি বদ ভো ?

অনিলা। ভবিষ্যতে আমাণ মেয়েকে মিদ রায় বলে ডাকলে অধী হব।

অবনী । আর আমার কক্ষাকে মিদ্ সেন বলে ডাকবেন।

ইভা! এবং আপনি বলে সংখাধন করবেন---

গোপা। অবশ্ব সংখাদন না করলেই আরও তুথী হব।

কমলেশ। কিন্তু বাাপারটা তো কিছুই বৃষ্ঠে পারছি না। আমার ভাবী পত্নীকে—

অবনী। কে আপনার ভাবী গন্ধী। গোপার সঙ্গে আপনার বিবাহের কোন প্রশ্নই আর উঠতে পারে না—

কমলেশ। এই একটু আগেও ভো---

অবনী। তথনও আপনার তথামী আমরা জানতে পারিনি। কমলেশ। মানে ?

**অবনী। মানে আপনার জমী**দারী দেনার দার বিকিয়ে ধাবাব উপক্রম। শেয়ার মার্কেটে বিশুর দেনা<sup>8</sup>—এ গব কি আপনি অস্বীকাব করতে পারেন ?

কমলেশ তার পূর্বেক আমি প্রশ্ন করতে পারি কি, এ সব খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

व्यवनी । व्यापनाप्तन वाष्ट्रीय पूर्वाच्ना চाक्वडे हाट्हे शिष्ट्र ख्लाक पिराह्म ।

কমলেশ। পুরোনো ঢাকর! মানে—গোবিদ।

(গোবিনের প্রবেশ:)

গোবিশ। আজে, আমায় ডাকছেন?

কমলেশ। আমি এ সব কি ওনছি ?

গোবিন্দ। আজে, ঠিকই শুনছেন।

কমালেশ। তুমি এ সব থবর কোথেকে পেলে :

গোবিন্দ। মাথা থেকে বাব কংলুম-

**অবনী। তাব মানে ?** ডুফি যে বললে নায়েৰ মশাই ৰ**লেছেন**—

অনিলা। তবে কি বলতে চাও দ্ব মিথ্যে—

গোকিদ। আজে হাঁ। মিথো বৈ কি। মাথা থেকে নার হলেই তোমিথো!

কমলেশ। এরকম ভাবে মিথো কথা কলে লোকচকে আমাকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যটা কি ? তুমি কি ভেনেছ, বাবাৰ আমলের চাকর বলে তুমি যা ইচ্ছে ডাই বলবে, আব আমি তা মুগ বুকে সঞ্করব ?

গোবিশা। অপদস্থ করার জন্ম নয়, অপদস্থ হওয়া থেকে বীচাবার জন্ম। আপনার চোথ থুলে দেবার জন্ম। এথনও কি বুখতে পারছেন না ওঁরা আপনাকে চাননি, চেয়েছিলেন আপনার টাকাকে। আর কর্তার আমলেব চাকর বলেই এটা আমি কর্তব্য মনে করেছি।

সনীল। কমলেশ বাবু, আমি তা হলে আজ ধাই। কমলেশ। দেকি গুনা থেয়ে---

স্থাল। মাফ করবেন। আর এক দিন আসব। কিছু আছু পালাই! আপনার অবস্থা শোচনীয় গুনে অবনী বাবু আর তাঁর কয়া আমায় দিব্য তোয়াছ করছিলেন। আমি বেশ একটু অবাকৃ হয়ে পদেছিলুম। তথন কি জানি এই ব্যাপার। এখন আপনি আবার প্রতিষ্ঠিত, অতএব আমি বিতাড়িত। ওঁদের পালায় পড়ে আপনার মত লোবে বই যথন এই অবস্থা, তথন আমার যা হবে ব্যাতেই পারছি। অত্যাধ তাঁব থাকতে আব এখানে নয়। তলে আপনিও বু সাবাহে যাক্রেম।

ু বনীলের প্রস্তান।

অবনী ৷ আপনাৰ বাড়ীতে আমাদের এই বৰম অপমান—

অনিলা: আর আপনি চুপ করে রইলোন—

পোলা। ভাসম।

ইভা। আমরা একুনি চলে যাব-

কমলেশ। কিন্তু না থেয়ে--

অবনী। বোন প্রয়োজন নেই—

পাবিশ। খাবাব বেলা মাবে—

অনিলা। যাক। চলে আয় ইভা-

অবনী। চল গোগা :--

্ সমলেশ ও গোরিন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

## गान

অমল ছোন

পাথী যথন বলবে ডেকে, যায় গো নেলা যায়।
দিনের আলো বিদায় নেৰে নিজল হন ছায়।
রস্ত হ'তে ফুলগুলি সব পড়ার বারে বারে
কাঁটা লভায় উঠবে যে পথ মলিনভায় ভরে
কাঁদ্বে বাভাগ বনের পারে গভীর হতাশায়
পাথী যথন বলবে ডেকে যায় গো বেলা যায়।

বেচা-কেনা মিটিয়ে ঘরে ফিরবে গাঁয়ের লোকে বিজন হাটে জলবে না দীপ শিঝুম নিরালোকে, উঠবে ফুটে একটি ভারা আকাশ-সীমানায় পাখী যথন বলবে ডেকে যায় গো বেলা যায়!

সেই লগনে মরণ যদি দাঁড়ায় আসি দোরে বাঁধবে কি গো আমায় তুমি চির বাতর ডোরে ? পারি কি গান গাইতে তথন তোমার ভরসায় পাথী যখন বলবে ডেকে যায় গো বেলা যায়।

# হীনমন্যতা

চিত্ৰ গুপ্ত

4

মাধ্য মাত্রেই একটা না একটা কোনো দিকে নিজের তুর্ব্বস্তা অমূত্রর করেই। সে রকম ক্ষেত্রে জীবনের সেই বিশেষ দিক্টার চাপে দে বেশ বিত্রত বোধ করে এবং বৃষ্ তেও পারে বে একা একা সে অমুবিধার সঙ্গে ল'ড়ে ওঠা তার পক্ষে মৃত্মিল। সেই জন্তেই মামুবের মধ্যে সমাজগত জীবনের প্রতি আগ্রহ এত প্রবল। সে জানে একা একা বাস করা বেখানে কঠিন ব্যাপার সেখানে দল বেঁধে বাস করাটা বেশ স্থবিধাজনক। বাস্তবিক সমাজ জীবন মামুবকে জনেক তুর্ব্বলিতা, অনেক অযোগ্যতার জন্মবিধের হাত থেকে বাঁচিয়েচে! অর্থাৎ প্রত্যেকটি লোক আলাদা আলাদা বাস ক'রে একা একা যে সব অমুবিধে কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্তে পারতোনা, দল বেঁধে সমাজগত ভাবে বাস করার জক্তে পরস্পারের সান্ধিধা ও সহযোগিতার কলে আপানা আপানি সে সব তুর্ব্বলতা ও অমুবিধার পরিপুরণ হ'য়ে যায়।

মামুষের চেয়ে নিম্নস্করের জীবদের বেলায়ও এই একই ব্যাপার আমরা দেখতে পাই। সেখানে অপেক্ষাকৃত হুর্বল জীবগুলি যুধবছ হ'রে বাস ক'বে প্রবল শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরকার প্রয়াসী। সেখানে বাংখ্য বিক্তমে আত্মরকা করার প্রয়োজনে মহিবরা দলবছ इ'रब वाम करत । किस वाच मिरु, गविमावा व वक्स व्यायासन অমুভব করে না ব'লে স্বতম্ভ ভাবে যে বার একক জীবন বাপন করে। প্রতিকৃত জগতে নিরাপদে একক জীবন যাপন করতে অক্ষম মানুষ সেদিক দিয়ে মহিব-ধর্মী। তাই মানুষকে নিরাপতার খাতিবে সমাজ-গত ভাবে বাস ক'রতে হয়। অর্থাৎ পৃথক ভাবে ব্যক্তিগত জীবন অসম্পূর্ণ ব'লেই মাত্রুবকে সমাজ কৃষ্টি করতে হ'য়েচে। কারণ সব মানুষ সব দিকু দিয়ে সমান ভাবে সবল নয়। সে ক্ষেত্রে সমাজগত ভাবে বাস ক'বে যে যার এক দিক্কার কম্ভিটুকু পুবিয়ে নেয় অপবের অক্ত দিকের বাড়্তি সবলতাটুকুর ওপর ভাগ বসিয়ে এবং তার বদলে নিজের অক্স দিকের বাড় তি থেকে অপরকে কিছুটা ভাগ দিতে ভার গারে লাগে না। তা'ছাড়া সমাজের হর্বল মানুবঙলি স্বলদের क्रेंब्राना (भरत्व व्यत्नकें। व्यातास्य वात्र क'त्राक भारत । निष्कालक ছুর্মালতা সম্বেও তাদের একেবারে অসহায় হ'রে প'ডতে হয় না।

এই সব দিক্ বিবেচনা ক'রে দেখ্লে কথার কথার সমাজকে অবীকার করতে বাওয়ার স্পৃহাকে সাধারণ ভাবে সমর্থন করা ধার না। অবশ্য অসাধারণ শক্তি, সামর্থ্য, সহন্দীলতা ও ত্যাগদীলতা-সম্পন্ন অতি-মান্বদের কথা আলাদা। সাধারণ মান্ত্বের মাপ্কাঠিতে তাদের বিচার ক'রতে বাওয়াটাই ভূল।

বাই হোক, আাড,লাব মান্তবের হীনমন্ততার প্রতিষেধক হিসেবে স্থানিয়ন্তিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাশীলতার প্রতি খুব বেশী আহ্বাবান। তাঁর মতে প্রথাবস্থিত সমাজে বাস করে সমাজের পাঁচ জনের সহবোগিতা লাভ ক'রেই তুর্বল মান্তবের পক্ষে তার তুর্বলতা কাটিরে ওঠা বা অক্তঃ পক্ষে তুর্বলতার অপ্রবিধাটা এড়িরে বাওয়া সন্তব হয়। নচেৎ বে সব মান্তব কোনো একটা দিকে 'উন' তার পক্ষে সমাজ-বিভিন্ন একক জীবন বাপন ক'বে নে 'উন্ডা' কাটিরে ওঠা সন্তব্ধর হয় না।

এই উনতা সম্পর্কে আরও একটা কথা মনে রাধা দবকার। সেটা হ'চে এই বে; এয়াড্লার মাফুবের জন্মগত শারীরিক উনতাকে (দেহ-বৈকল্য প্রভৃতি) স্বীকার করনেও মাফুবের জন্মগত হীনমক্তাম বিশাসীনন। তিনি বলেন, হীনমক্তা মাফুব জন্মের পর অর্জ্ঞান করে। তাঁর মতে হীনমক্তা মাফুবের মধ্যে জন্মার সমাজে তার নিজেকে থাপ থাইরেনিয়ে চল্বার পক্ষে কোনো অস্থবিধা ঘটার জন্তে। তা ছাড়া সে বে-সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত সেই সমাজের পরিবেশ এবং সমাজের প্রতিত তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীও তার এই হীতমক্তার জন্তে দায়ী।

তোৎসামির কথাই ধরা বাক। কোনো এক জন তোৎসা সোককে ধরে পরীক্ষা করলে দেখা বাবে বে জ্বের সময় থেকেই সে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ থাইরে নিয়ে চল্তে পারেনি। ছোটো বেসায় কোন কিছুতে যোগ দেবার তার উৎসাহ ছিল না। বজুত্বের প্রতিও তার কোনো দিন আস্থা ছিল না। কথা বলায় তার যে অস্থবিধে, সেটা কাটিয়ে ওঠার জক্ষে তার পক্ষে পাঁচ জনের সঙ্গে বেশী ক'রে মেলামেশা এক কথাবান্তা বলাই দরকার ছিল। কিছু তার বদলে সে লোকজন এবং বজুবাদ্ধবের সাহচর্ব্যকে পরিহার ক'রেই চ'লেছে বরাবর। আর সেই জক্ষেই তার তোৎলামিটাও সারবার অবকাশ পায়নি।

আবার যে-তোৎলামি সারেনি সেই ভোৎলামিটাকে নিজের জীবনে একটা অভিশাপ ব'লে মনে করবার অভ্যাসের ফলে এ সম্পর্কে তার মনে একটা হীনমন্ততা বছমূল হ'য়ে গেছে। এই হীনমন্ততার জন্তেই সে সমাজের আর পাঁচ জন মন্ত্রুষকে আগে থাক্তেই নিজের শক্ত বালে ধ'বে নিছে এবং ভাবছে যে সমাজের পাঁচ জন যাভাবিক কথাবার্তা বল্তে সক্ষম মানুষ তার এই তোৎলামি নিয়ে আড়ালে বা মনে মনে থুব হাসাহাসি করছে। এই সব ভাবার ফলে সমাজের লোকগুলোকে সে হ'চক্ষে দেখতে পাবছে না এবং ক্রমাগত তাই সমাজকে এড়িয়ে এড়িয়ে চল্বার চেটা করচে। আর তার ফলে যতেই সে মানুষ ও সমাজকে এড়িয়ে চল্বার চেটা করচে। আর তার ফলে হতেই সে মানুষ ও সমাজকে এড়িয়ে চল্বার চেটার ক্রেগাটা কম ঘটুছে ব'লে তার তোৎলামিটাও সাবা চুলোর যাক্, বেড়েই চ'লেছে। ভোৎলাদের মধ্যে হ'বকমের মোঁক দেখতে পাওয়া যায়। এক লোকের সক্ষে মেলামেশা করার মোঁক, আর লোককে পরিহার করে চলবার মেঁক।

ষে সব লোক সমাজকে পরিহার ক'বে মামুষ হয়, বড় হ'লে তাদের মধ্যে প্রায়ই stage fright জিনিষ্টার প্রায়র্ভাব দেখা যায়। এর কাবণ তারা শ্রোতাদের শত্রু বলে মনে করে। নিজেদের কল্পনায় তারা তাদের শোতাদের যথন শত্রুভাবাপার কঠোর সমালোচক হিসেবে দেখে তথনই সেই সব শ্রোভার সামনে আসবার সময়ে তাদের মনের ওপর হীনমন্তভার আধিপত্য ঘটে। এ সম্পর্কে আসল কথাটি হ'চ্চে এই যে, কোনো লোক যথন তার নিজের এবং শ্রোতাদের ওপর বিশাস রাখতে পারে তথনই কেবল সে তাদের সামনে সহজে এবং ভালো ভাবে বজ্কৃতা দিতে পারে। সে অবস্থায় আর তার কিছুতেই stage fright ঘটতে পারে না।

কাজেই দেখা যাছে বে, হীনমন্ততার সঙ্গে মান্থবের সামাজিক শিকার সম্বন্ধটি একেবারে ওত-প্রোত। সামাজিক পরিবেশটি ঠিকমত না হলে মানুবের মধ্যে চীনমন্ততার উদ্ভব হয়। আবার হীনমন্ততা কাটিরে উঠতে হ'লেও উপরোক্ত সামাজিক শিকাই হোলোপ্রাথমিক উপার। সামাজিক শিকার সঙ্গে সাথারণ বৃদ্ধির একটা ঘনিঠ বোগ আছে। যথন আমরা বলি লোকে তাদের সাধারণ বৃদ্ধির সাহায়েই তাদের অস্থবিধান্তি, কাটিরে ওঠে তথন সেই

সাধারণ বৃদ্ধি বলতে ব্রতে হবে, সমাজের অমুমোদিত সাধারণ বৃদ্ধি। পাগল, নিউবটিক বা অপরাধী ( criminal) স্থলভ ব্যক্তিগত বিশেষ ধরণের বৃদ্ধি নয়--্যে-ব্যক্তিগত বিশেষ বৃদ্ধির প্রভাবে পাগল, নিউৰ্টিক বা অপরাধীবা নিজেদের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষ রকমের উন্নত শ্রেণীর মাত্রব বলে মনে করে। এগডলার এই সমাজ-সম্মত সাধারণ বৃদ্ধি জিনিবটার ওপর বিশেষ রকম জোর দিয়েচেন। জিনি এইটিকেই স্বাভাবিকতার 'মাপক'ঠি' বলে ধরে নিয়ে নামুবের সমাজপ্রীতি অনুশীলনের ও সামাজিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী ব্যক্তিগত দম্ভ ও ইর্মা। প্রণোদিত প্রতিযোগিতাকে পরিহার ক'রে সামা ও প্রীতি-প্রণোদিত সহযোগিতার ছারাই মাত্র্য সহজ ভাবে বেড়ে উঠতে পাবে এই কথাটাই এ্যাডলারের মূল বক্তব্য। ভিনি বলেন, পাগল অপরাধী প্রভৃতিরা মামুষ, সমাজ ও সামাজিক নীতি প্রভৃতিকে হ'চক্ষে দেখতে পারে না। অথচ মজা এই যে, এর মধ্যে দিয়েই অর্থাৎ এগুলির প্রতি প্রতিভাবাপন্ন হ'তে পারলেই তাদের পক্ষে অম্বাভাবিকতা ও তার অবশ্বস্থাবী কুফলের হাত থেকে বেঁচে বাওয়া সম্ভব হতো। এই সব লোকদের রোগ সাবাতে গেলে আমাদের কর্ত্তব্য হবে সামাজিকতার প্রতি তাদের আগ্রহকে উদবন্ধ ক'রতে চেষ্টা করা। তুর্বল-স্নায় লোকেরা—তাদের ভিতরে একটা 'সং ইচ্ছা' রয়েচে এটা জেনেই সুথী হয়। কিছ ভাদের মাথায় এইটা চুকিয়ে দেওয়া দরকার যে, ভাগু সং ইচ্ছাতেই কোনো কাব্রু হয় না-সমাজ ওধু সাধু উদ্দেশ্য দেখেই তৃপ্ত নয়, সে চায় সং কথা। স্থতবাং সমাজে স্বাভাবিক সম্থ ব্যক্তি ব'লে গণ্য হ'তে গেলে—এক কথায়-সাফল্য লাভ ক'রতে হ'লে-সভিয় সভিয় ভারা সমাজকে কি দিছে, সভাি সাভা কি কাজ ক'ব'ব সেইটা দেখা দৱকার। এই সভাটা যদি ভাদের মাথায় কোনোক্রমে চুকিয়ে দেওয়া যায় তা'হ'লে তারা সত্যি সত্যি সেবে উঠে সংসারের পক্ষে কেন্ডো লোক হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

এ্যাড়লার বলেন, কোনো না কোনো এক দিকে উন্তা মায়ুষের থাকলেও মামুষ ছোটো বেলাব উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার ফলে সেই উনভাকে কাটিয়ে উঠে জীবনে সাফল্য ও সার্থকভা লাভ ক'বতে পারে। আবার প্রতিকৃল পরিবেশ ও পরিপত্নী দৃষ্টি-ভঙ্গী ও উল্টো বকমের শিক্ষা (অভ্যাস) প্রাপ্তির ফলে সে উনতা কেটে না গিয়ে তার বদলে তার মনের ওপর 'হীনমন্ততা' চেপে বস্তে পাবে। তার উনভার ফলটা কোন রাস্তা নেবে সেটা সব ছেলেমেয়ে-দেরই জীবনের প্রথম চার পাঁচ বছরের ভেতরেই ঠিক হ'রে বাম। নিব্দের নিব্দের উনতা কাটিয়ে বড়ে। হয়ে উঠতে সবাই চায়। সেই বড়ো হয়ে উঠতে চাওয়াটা সমাজসম্মত সাধারণ বৃদ্ধির দাবা চালিত হঁমে সহজ রান্ডা নিলেই মঙ্গল; আর তা'না হয়ে তার ব্যক্তিগত বিশেষ (বিকৃত) বৃদ্ধির দারা চালিত হ'বে উল্টো রাস্তাধ্বলেই মুম্বিল। এই সময়টাতে হীনমন্তভা তাকে পেয়ে না বস্লেই সে বেঁচে গেল। তাতে সে ধীরে ধীরে নিজের উনতা কাটিয়ে উন্নতিই করতে থাকবে। কিছু এ-অবস্থায় যদি তার মনে হীনমন্ততা জিনিবটা কোনোমতে শেকড় গাড়তে পাড়ে ভাহলে ঐ হীনমকতাই সে ছেলেকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেবে। সেই ছত্তে সর্বানাশা হীনমন্ততার প্ৰাক্ৰমণ থেকে শিশুদের বন্ধা করাটা অভ্যন্ত দরকার। প্রথম চার পাঁচ বছর বরেদের মধ্যেই শিশুরা ভালের উনতা কাটিয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার

পক্ষে মনের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই একটা 'আদর্শ' গড়ে কেল। এই আদর্শই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের 'একটা নমুনার' (Prototype) ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়ে যায় ঐ ছোটো বয়দেই। এই আদর্শটি ভূল হ'লেই ভবিষ্যতে ঘটায় সর্ব্বনাশ আর ভূল না হ'য়ে ঠিক হ'লেই তার জীবনে এনে দেয় সাম্পা।

যারা কাজ-কর্মে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করে কিল্পা বাঁ হাতের ব্যবহারে বেশী নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় অর্থাৎ যাদের চল্ভি কথায় 'নাটো' বলা হয়, সেই সব ছেলেদের কথাই ধরা বাক। এদের এই জন্মভাবিকভা নিয়ে যদি এদের প্রথম বয়েদে বকা-ঝকা মার-খোর, কঠোর সমালোচনা কিম্বা বাঙ্গ-বিজ্ঞাপ-উপহাসাদি করা যায় ভা इ'ल गांधादन्छ: এদের মনে ये निया व्यवसाय अकते। भूरताभुदि হীনমন্তার আধিপত্য দেখা যেতে পারে। ডান হাতের অপট্তা নিয়ে তার ভবিষাৎ জীবন চুর্বত মনে হ'তে পারে। এমন কি ভবিষ্যতে ভার মনে এমন ধাবণাও বন্ধনুল হয়ে যেতে পারে বে, সে একটা ত্রনিয়া-ছাড়া, স্প্রটি-ছাড়া জীব, এ জগতে সে আর পাঁচ জনের ; মতুন সহজ স্বাভাবিক ভাবে পাপ থাবে না। আর এর ফলে তার একথাও মনে হতে পারে যে এই শক্ত ছনিয়া থেকে সে বত শীম মুক্তি পায়, এখান থেকে যত ভাড়াভাড়ি সরে পড়তে পারে ততই ভালো। অর্থাৎ এক কথায় জীবন তার কাছে একেবারে তিব্রু বিব্যায় ব'লে মনে ২'তে পারে। অপর পক্ষে বিচক্ষণ অভিভাবক বা শিক্ষকের 🗸 ভদ্মাবধানে প্রলে দেই ছেলেই হয়তো জানতেই পেতো যে ডান হাতের ব্যবহারের ব্যাপাবে তার কোন গুঁৎ আছে। বিচমণ অভিভাবক বা শিক্ষকের হয়তো এঁকাস্থিক হতুসহকারে তথু তাকে ডান হাতের সমাক ব্যবহারে কুশলী ক'রে ওুল্ডেট (চষ্টা ক'রতেন। **যার ফলে** ডান হাডের স্টিক ব্যবহারের সম্পর্কে ক্রমশ: সম্পু চেষ্টার **ফলে** ঐ বিষয়ে তার আগ্রহ বেড়ে যাওয়াতে সে ছেন্টে হয়তো কালে একজন বড়োনবেব শিল্পাও হ'ছে উঠ্ছে পারতো। বহু কেৱেই এ রকম হ'য়েছেও ৷ ডান হাতের ব্যবহার সম্বন্ধে ছেলেকে প্রম যতে অধিকত্র আগ্রহশীল ক'রে ডোলার ফলে সে ছেলে সাধারণ পাঁচ জন ছেলের চেয়ে উচিয়ে গেছে এমনও বন্ধ দুৱাল আছে।

ভা হ'লেই দেখা যাছে যে ঠিক ভাবে চালিত হওয়ার কলে সামুবের উনভাই এক দিন ভার শ্রেষ্ঠত্বলাভেরও কারণ স্বরূপ হরে উঠতে পারে। অপর পক্ষে শিক্ষা ও চালনার দোবে একই অবস্থার অন্ত ছেলের মনে হীনমন্তভা বন্ধুল হয়ে যেতে পারে। সাধারণ অবস্থার এ জাহীর উনভা-যুক্ত ছেলেরা গোড়াতে উচ্চাভিলাবীই থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের হর্বক্সভা কাটিয়ে ওঠবার প্রেরাসী থাকে, কিন্তু এ নিয়ে অভিরিক্ত ভাড়না-ভিরন্থারাদি করাটাই হ'কে শিক্ষা ও চালনার দোব। তাতে ভার মনের ওপর অভায়ে রক্ষম চাপ পড়ে। সেই মাত্রাভিরিক্ত চাপটা ভার মন হয়্ম করমে চাপ পড়ে। সেই মাত্রাভিরিক্ত চাপটা ভার মন হয়্ম করতে না পেরে অবশেবে স্বাভাবিক মামুরদের সম্বন্ধে অক্তাভ ইন্যা-বের প্রভৃতি বাকা বাকা পথে ধাবিত হ'য়ে ভৈড়ে-বেকে' যায় এবং অবশেবে দেহের গাঁটে গাঁটে ছান্চিকিংল্ড বাতে ধরার মতন ভার মনের ঐ সব বাকা গাঁটে হীনমন্ধভার স্বর্থনাশা বাতিক ধরে।

ঠিকমত শিক্ষা ও ঠিক পথে চালিত স-নিষ্ঠ সাধনাৰ কলে মান্নবের উনতাই বে তাকে পরে একদিন শ্রেষ্ঠত। এনে দিতে পারে তার প্রমাণ পাই ক্ষামরা বছ প্রতিভাবান্ রাজির জীবন দেখে।

আপন দৃষ্টি প্রবণ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির উনতা শক্ষ্য ক'রে ঠিক পথে চালিত একনিষ্ঠ সাধনাৰ ফলে বহু প্ৰতিভাষান শিল্পী সেই সব শক্তির উন্নতি সাধন ক'বে জগতে অমরত লাভ ক'বেচেন এমন ষুষ্টাম্ব ইতিহাসে বিএল নয়। অনেক লোক বাল্যে নিজের পরিপাক-শক্তির উনতা বশত: আহারাদির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন ক্ষতে শিক্ষা লাভ ক'রে উত্তর জীবনে থাতত ত্ববিদ বা অস্তত: পক্ষে নিপুণ বন্ধন শিল্পা হ'য়ে উঠেছেন। আবার অক্স রকমও হয়। যেমন পরিপাক শক্তিতে 'উন'ব্যক্তি সমাক আহার গ্রহণের অক্ষমতার পরি-পুৰক হিসেবে থাজের বিকল্প হিসেবে অক্স জিনিযেব প্রতিভ অতি রিক্ত আঞ্ছৰীল হ'য়ে উঠতে পাবে। যেমন টাকা। এ ধরণের লোকদের **আহার্ব্যের প্রতি** লোভের গভির 'মোড'টা ফিবে যায় টাকা জ্যানোর লোভের দিকে। ভবিষাৎ-জীবনে এরা হয় রুপণ আর না হয় ব্যাঞ্চার হ'বে পাড়ার। এই লোভ থুব উগ্র হ'বে উঠে এদিকে তাদের দিবারাত্তি আছেও পরিশ্রম করায়। এ অবস্থায় এর। ন্যবদা বা টাকা বাড়ানোর চিস্তাকে মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারে না। এর **ম**লে সম্ব্ৰসায়ীদের প্রাপ্ত ক'রে অনেক সময় সেদিক দিয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পাবে। সেই জন্মেই প্রায়ই আমরা জীবনে স্কুপ্রতিষ্ঠ এছত ধনশালী কৃতী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেরই পরিপাকশক্তির **উনতার কথা ভন্তে** পাই। দেহ ও মনের পারম্পরিক যে সম্বের **≆থাটির উল্লেখ অভ্বত:**ই দেখতে পাওয়া বায় সে কথাটাও এই প্রাসম্ভে মনে রাণা দরকার। এ সম্পক্তে বলা যেতে পারে যে শরীরগত কোনো উনতার ফল সকল লোকের পক্ষে একই রকমের হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন বক্ষে দেখা দেয়। এটা হয় কেন ? কারণ দৈহিক উনতার সঙ্গে 'জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'জীবনযাত্রা द्धवानीय' মধ্যে কোনো সভিত্রকার কার্য্য-কারণ সমন্ধ নেই। উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায়ে ঠিকমত ওযুধপত্র ও বলকারক পথ্যাদির বাবস্থা ক'বে দেহগত উনতার অস্তত: পক্ষে কথকিং প্রতিকারও করা বেতে পারে। কিছু তা হ'লেও দেখা যায় যে তবুও রোগাঁর উন্নতি হয় না। এর কারণ আবে কিছুই নয়, এর কারণ হ'ছে এই যে, সে ক্ষেত্রে রোগীর জীবনের অসাফল্যের জন্তে তার দৈহিক 'উনতা'টাই ঠিক দায়ী নয়-আসলে দায়ী হ'ছে জীবনের প্রতি রোগাঁর বিকৃত प्रहिष्टि चात्र कीवनाक शहर कतात पृष्टे व्यवानी।

সেই জন্তে Individual psychologyতে জীবনে জানাকল্যের কারণ হিসেবে দৈহিক উনতা স্থীকৃত নয়। এধারার মনোবিক্ষানীর মতে দৈহিক উনতা সম্পর্কে মামুবের দৃষ্টিভঙ্গিটাই তার অসাফল্যের কারণ। সেই জন্তে Individual psychologistai, ছেলের। তাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ ও নমুনাটি বে বর্ষে গড়ে নেয় তাদের দেই চার-পাঁচ বছব ব্রুদের মধ্যেই হীনতাবোধের বিক্লন্তে তাদের শিক্ষিত করার পক্ষপাতী।

আনেক লোকের মধ্যে থৈব্যের অভাব দেখা যায়। এরা অস্ত্রবিধা
আভিক্রম করবার জন্তে বেটুকু দরকার সে সমর্যুকু প্রভীক্ষা করতে
পারে না। যথনই আমরা এই ধরণের লোক দেখবো বারা সব
সমর্ই ছট্ফট্ আর 'ধড়ফড়' করে বেড়াচ্ছে আর একটুডেই 'রেগেমেগে' ক্ষেপে অস্থিব হ'রে উঠছে তথনই বুঝতে হবে বে সে লোক
ভীর রক্ষের হীন্মক্ততা রোগে ভূগচে। কারণ বে-লোক জানে বে
অস্ত্রিধাকে অভিক্রম করার তার শক্তি আছে, সে লোক কথনো

'বৈষ্য-হারা' হয় না। এমন কি যতটো দরকার ততটো সাক্স্য আজিজত নাহ'লেও তারা'দমে'যায় না।

অবাধ্য, একওঁয়ে এবং কলহপরায়ণ ছেলেরাও ইনমন্ততার বোগী। এ-রবম ক্ষেত্রে আমাদের দেখা উচিত যে ছেলেটির সন্তিয়কার অস্তবিধাটা কি। প্রকৃত অস্তবিধার সন্ধান আবিদ্ধার করতে পারলে ভার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবহা করাও সন্তবপর হয়। এ অবস্থার ছেলেদের গঠিত বা গঠনোগুখ নমুনায় (prototypeএ) ক্রটি দেখলে সে জক্তে ব্যঙ্গ, বিজ্ঞপ, ভাড়না বা শান্তি-বিধান করা কথনও উচিত নয়। ছেলেদের মনের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শনিক্ষেশক এই সব প্রোথমিক নমুনা গঠনের সমষ্টিতে (ভাদের চার-পাঁচ বছর ব্যসের মধ্যে) তাদের মনের গতিও ধরণ-ধারণ সব অন্ত্রত অন্ত্রত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুদের মধ্যে এটা রীতিমত লক্ষ্য করবার জিনিষ। নানা তছুত জিনিষের প্রতি তাদের আগ্রহ পৃষ্ট হতে থাকে— অক্য ছেলেদের অভিক্রম করে বড়ে। ই'য়ে ওঠবারও নানান রকমের পরিকল্পনা ভারা গ্রহণ করে।

এক ধরণের ছেলে দেখতে পাওয়া যায় যাদের নিজেদের চলা-বলা প্রভৃতি প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ভাদের নিজেদের ওপরে আবখাদের অভাবটি প্রস্পষ্ট ভাবে ক্ষৃতিত হয়। এ দল ছেলেরা জীবনে আর স্বাইকে বাদ দিয়ে চল্তে চায়। নতুন পরিবেশের মধ্যে যেতে এরা নারাজ। এরা নিজেদের জীবনের প্রপরিচিত স্থীন পরিণিটুকুর মধ্যেই নিশ্চিস্তে থাক্তে চায়। জীবনের স্বর্ধ ক্ষেত্রে—স্কুলে, সমাজে, এমন কি নিজেদের বিবাহ-ব্যাপারে প্রস্তুত এদের এই মনোভাবটি স্ব সময়ই এদের ওপর আধিপত্য করতে থাকে। অথাৎ সর্বাদাই এরা নিজেদের ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যেই বড়ো হতে থাক্তে চায় আর জীবনের সব ব্যাপারেই ওই রক্ম জানাশোনা ধ্যা-বাধা ক্ষুত্র গণ্ডীটুকুর মধ্যে বিশ্বে ব্যাপার প্রস্তুত ব্যাহে আশাই পোষণ করে।

এরা ভূলে যায় যে 'সাফল্য' লাভ কংতে হ'লে সব রক্ষ অবস্থার সম্মুখীন হবার জক্ত সব সময় প্রস্তুত থাকাটাই আগে দরকার। এরা বোঝে না থে সাফল্য লাভের মূলমন্ত্রই হ'চেচ সব রকমের প্রতিকুলতার দক্ষে 'মুখোমুখি' দাঁড়াবার সাহস এবং অভ্যাস। বেছে বেছে কভকগুলো পরিবেশ এবং কভকগুলো মামুষকে वान नित्य हमवाद डेव्हाहै। मध्य माधावन वृद्धिश्रामिक डेव्हा (common sense) নয়--- গ হ'চ্চে তার নিজের বাজিগত বিশেষ ধরণের বৃদ্ধি (private intelligence)। এ ধরণের private intelligenceকে সমাজ সহজ প্ৰবৃদ্ধি বলে স্বীকার সূত্রাং সমাজে প্রতিষ্ঠা বা সাফল্য লাভ করতে হলে এ ধরণের বৃদ্ধি ও মনোভাব একেবারেই 'আলে'। পাকা ইমাৰত ভালো ভাবে ভৈনীক তে হ'লে ভাকে বোদ-জল খাইয়ে নিতে হয়। ভালো আস্বাব তৈরী করতে হলে তার কাঠটাকে শক্ত করবার জন্মে সেটাকে রোদে-জলে আগে পোক্ত (season) করে নেওয়া চাই। তবেই পরে প্রতিকুল আবহাওয়াতেও সে কাঠ আৰু কমে বেড়ে আসবাবেৰ গঠনকে (shape) বিকৃত করে দিতে পারবে না।

রোল-জল থেকে বাঁচিরে পরম যতে 'পুতু পূতু' করে লালন করতে হয় পরগাছাকেই (orchid), বট-জ্বতের মত বড় বড় বৃক্ষ বেড়ে ওঠে ছালের কঠিন কার্ণিশে, শক্ত পাথরের 'ফাটলে—রোল- জগকে অগ্রাহ্ম ক'রে তার প্রতিকৃলতার মধ্যে দিয়েই। সমাজের বড় রছ প্রতিভাধর মনীবীরা হচেনে সেই সব বড় বড় গাছ বে সব বড়ো বড়ো গাছে ঝড়টা সব চেরে আগে লাগে এবং তবুও বারা সে সব প্রতিকৃল ঝড়ের মুখেও শক্ত শেকড়ের সাহায়ে মাটি আঁক্ডে খাড়াই দাঁড়িয়ে থাকে। এঁরাই হচেনে সন্থিটার বড়ো মানুষ — আদর্শ মানুষ। এঁদেরই সমাজ খাতির করে। 'পুতু পুতু' ক'রে বেঁচে থাকা 'অর্কিড' জাতীয় মানুষকে কেট খাতিব কবে না; স্মাজে সে মানুষ অল্প্রেয়।

অবশা পরে শক্তিমান মহীক্ষ হর্ম ধাঁ ছায় এমন গাছকেও যে শৈশবে সম্বন্ধ রক্ষা করার দরকার না হয় তা নয়। কিন্তু সে যহেরও সীমা আছে। মাটির উপর পাঁড়িয়ে রোদ-জলের মধ্যেই তাকেও বড় হ'তে হয়। কেবল রোদ-জলের আধিকা থেকে আর জীবক্ষর আক্রমণ থেকে তাকে প্রথম দিক্টায় এবটু বক্ষা করতে হয় মাত্র—তার বেশী নয়। চিন্তাশীল দার্শনিক হয়ে যিনি সমাজের কল্যাণ সাধন করবেন, প্রাথমিক সাধনার সম্বে তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নিজ্ঞান বাস প্রভৃতি অনুকৃল প্রোগের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়, এ কথা ঠিকই। কিন্তু তাঁলেও আবার পরে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়েই বেড়ে উঠতে হবে—অভিজ্ঞতা সক্ষম করতে হবে। তা না হ'লে ভিনি তাঁর চিন্তার জ্গতেও ভারসামা রক্ষা করতে শিগবেন না। বাস্তার জ্গতের সঙ্গে ভাল রেখে চিন্তার জ্গতে ভাবসামা রক্ষা করতে ভাবসামার ক্ষম দার্শনিক সমাজের পক্ষে মুলাহীন:

সমাজেব যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন সর্বত্রই একটি জিনিব চোথে পড়ে৷ সেটা হচ্চে এই বে, স্বাই কেবল স্তাৰোগ খুঁজচে যে, কোথা দিয়ে কেমন ক'রে সে বড়ো হ'য়ে উঠবে। এটা কিছু দোলের ব্যাপান নয়, বর: এইটাই জীবনের ধর। 🔯 এই বড়ো হয়ে ওঠার 'কায়দাটা' কাব কেমন হবে, ভার ওপরই নিভর ক'রটে সমাজের প্রে হে কেরো হবে কি অকেলো হবে। চোৰ, জালিয়াং, ডাকাত, খুনীয়া তাদের private intelligence-এর হিসেবে বড়ো হতে পারে কিন্তু সমাজ তাদের সেই বিশেষ यवानव वक्क्षक कान भूमारे (न्यू न)। (यू मत क्लिए) यू यात्र হীন্মগ্রভার প্রভাবটা বেশী প্রবল তারা কেবলই 'শক্ত' চেলেদের পরিহার করে নিজের চেয়ে চর্বল ছেলেদের মাঝখানেই থাকতে চায়, ভাদের দক্ষে থেলা করতেই ভালোবামে। কাবণ নিকের চেমে মুর্বল ছেলেনের ওপর অপ্রভিত্ত প্রভুত্ব করার তার স্বযোগ থাকে। এদের উৎপীত্ন করে শাসনে রেখে এদের ওপর 'মোড়লি' করে ভার বড়ো হয়ে থেকে যাওয়ার' বল্পা সকল হয়। এ ধবণের হীনমক্ততার দক্ষরমত চিকিৎসা হওয়া দরকার কারণ রোগটি এথানে (वन अवन।

হীনমন্ততার নানান ব্রমের রূপ ও ক্রম দেখতে পাওৱা বার ।
এমন লোক আছে কর্মস্থলে বাব হীনমন্ততা ধরা পড়ে না, কারণ
সেধানে নিজের করণীয় কাজটুকু সম্বন্ধে তাব আত্মবিখাস অটুট।
কিন্তু সেই লোকেরই হীনমন্ততা আমবা ধরতে পারি সামাজিক
পরিবেশের মধ্যে সে যথন আসে, কিন্তা সে পুরুষ হ'লে নারীর কিন্তা
নারী হ'লে পুরুবের সংস্পার্শে বথন সে এসে পড়ে। অর্থাৎ পরিবেশ
বশল করলেই অনেক লোকের 'গুপ্ত' হীনমন্ততা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে।
সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ছেলেনের বেমন ধরণ ধারণ লক্ষা

করা বায়, ছেলেটিকে স্থুলে ভণ্ডি ক'বে দিয়েও আমবা তার সেখানকার ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করতে পারি। সেথানে সে অক্স ছেলেদের সঙ্গে সহজ্ঞতাবে মেলা-মেলা করচে, না, তাদের এড়িয়ে চ'লচে সেটা লক্ষ্য করার জিনিষ। বদি দেখা যায় যে এমন অতি উৎসাহ বা ধৃর্ত্তার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যাছে যার দরণ তাকে 'হিচ্চু' ছেলে বলাও চল্তে পারে ভা' হ'লে বৃঝতে হবে যে, কারণ অনুস্কানের জঙ্গে তাকে পরীক্ষা করা দরকার হ'য়ে প'ড়েচে। যে-ছেলের মধ্যে একটা অনিশ্চরতা বা বিধার ভাব দেখা যাছে বৃঝতে হবে তার ভবিষ্যৎ জীবনটাও ঐ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে চলেচে। এই ভাবে চল্ভে থাক্লে পরে সমাজের বিভ্তত্তর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং তার বিবাহের সময় এই মনোভাবের আধিপভাই আজ্মপ্রকাশ ক'ববে।

আমরা তে। 'হামেশা'ই এমন লোকদের সংস্পার্শ আসছি যারা বলে, 'আমি হ'লে কাজটা এই ভাবে করতুম', 'আমি ঐ চাকবীটা নিত্ম' কিয়া 'আমি ওই লোকটাকে মেরে ততা বানিরে দিতুম'— যদি না'-' শেষেব দিকে একটা মন্ত 'যদি না'-যুক্ত এই ধরণের উক্তি মাত্রই হ'ছে এই সব লোকেব হীনমন্তভাব পরিচায়ক। এবা সব সময়েই সংশায়ের দোলায় তলচে। বিরাট উঁচু ঐ 'যদি না'ব পাঁচলটোর ধাকা। থেয়ে এদের ভালো ভালো সব সাধু ও মহুহ উদ্দেশ্ত সারাজীবন ধরেই বার্ম হ'তে হ'তে এদের জীবনটাই শেষে বার্ম হ'য়ে যায়। মহিলা কবির ভালায় থদের ব্যাপার হ'চে দেই,—

'করিছে পাবি না কাছ,

मना ७५ मना लोहा,

मः नद्य मक्क मना हिल्ल

পতে লোকে কিছু বলে।' (গোছের।

এদের চেন্নে বাবা স্পঠি কথার বলতে পাবে আমি অমৃক কাজটা করবো কিয়া করবোল ল'ল লাদের ছাবা সংসাবে কাজ হয় ভারা জীবনে প্রকিটা পায়।

অনেক লোকের মধ্যে এবটা প্রশারবিবাধী ভার সর সময়ই দেখতে পাওয়া যায়। কুমারসভার কবি কালিদাস-বর্ধিত ধানাদনে উপরিষ্ঠ, ঈষং আন্দোলিত দিব মহেশের সমূধে ভাপতী উমার সেই নি যাম নাভাগে ভাব। কাব্যের রসভাষ্টির পক্ষে ব্যেনট চাক বাজর ভালিত দিতে গিরে সান্দিন কমিশনের বা সিলেকশন বোর্ধের মেহরদের সাম্নেকশ্বপ্রার্থীর এই যে মনোভার—এ মনোভার ভীনমন্তা-প্রভৃতই। শ্বংচন্তের বড়দিদির নায়ক ভাবেক্স চাকরী খ্বংতে গিয়ে রড়োল্লের বাড়ীর ফটক থেকে প্রথম দিন ফিরে এসেছিলো এই ধরবের ভীনমন্তার প্রভাবেট।

এদের চিত্তের এই ছিণান্দোলিত অবস্থা থেকে এদের মুক্ত করা দরকার। এবং তাই করবার শার হচ্চে সত্যিকার সহামুক্তি ও শ্রীতির সঙ্গে এদের মনে উৎসাহের সংগার করা। উৎসাহ দিরে এদের ভালো করে এই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়াযে এয়! আসলে মোটেই ছোটো লয়। বোঝানো যে, 'ভোমবাও পারো, দিবির পারো।' কাজটা তোমাদের পক্ষে সত্যি সত্যি একটুও কঠিন নয়। এই ভাবে আছেবিখাস জিনিষ্টিকে এদের মনে বছমুশ করে দিয়েই এদের সারিয়ে তুশতে হয়!

# পথ-জিজাসা

शिर्गाशानम्ब निरम्भी

বেশ-জিজাদার মত হজের অতীক্রিয় তদ্ববিষয়ক প্রশ্ন লইয়া বেদাস্কদর্শন বা ব্রহ্মস্থত্রের আরম্ভ। কিন্তু বেদব্যাস বাদরায়ণের একটা স্থবিধা ছিল, উত্তরটা তিনি উপনিষদের ঋষিদের নিকট হইতে উপস্থিত-তৈয়ারী (ready made) অবস্থায় পাইয়াছিলেন। শোমাদের পথ-জিজাসা অতি বাস্তব, হয়ত বা শ্রোত দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে হুইলেও **উপস্থিত তৈ**য়াবী কোন উত্তর পাওয়া সত্যই কঠিন বলিয়া *মনে হয়*। পথ-জিজ্ঞাসার উত্তর সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ঋষিরা **সকলে একমন্ত নহেন। কংগ্রেদ, হিন্দু-মহাদভা, মুল্লিম লীগ,** जात्रजीय क्यानिष्ठे भार्षि, तारावानी अवः मार्कम्वानीरनव आवछ বিভিন্ন দল ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষর্থ করেন। অবশ্য 'যত মত তত পথেব' একটা আপ্ত বাকোর কথা আমরাও শুনিয়াছি। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে উহার যতই **মৃদ্যু থাকুক, রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছি**বার পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা আজিও প্রমাণিত হয় নাই। বর বিভিন্ন মত ও পথেব ঘূর্ণাবর্তে পৃতিরা আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাজ্জা এ পুর্যস্ত তথ বানচাল হইয়াই আসিয়াছে। নানা পথেব গুণাবর্ত্তব মধ্যে প্রকৃত পথেব সন্ধান পাইবার একটি দিও নির্ণয় যন্ত্রের সন্ধান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিব অবশ্য আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁচাকেও পথ-জিজ্ঞাসার সমুখীন হইতে হইবাছিল। 'মহাজন: যেন গত: স পদ্বা:', তাঁহাব এই' উত্তরে ৰকর্মণী ধর্ম খুশি হইলেও আমাদের সমস্থার সমাধান তাহাতে হয় না ৷ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলিব মধ্যে 'মহাজন কে' এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমাদেরই নিজের জ্ঞান, বৃদ্ধি ও বিশাস দ্বারা পাইতে হয়। কেচ কেহ বলেন, দেশের যিনি অবিসং-বাদী নেতা, বিনা প্রতিবাদে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য কবিয়া চলাই একমাত্র মহাজন নির্দেশিত পথ। তাঁহার প্রদর্শিত পথকে নিজের জ্ঞান, বৃদ্ধি ও বিশ্বাস দ্বাবা যাঢ়াই করিতে গেলে নেতৃত্বকে খাটো করা হর, নেতার মধ্যাদাহানি হইয়া থাকে। দেশবাসীর একমাত্র কর্ত্তবা নেতার আদেশ নিবিদ্যারে প্রতিপালন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করা। ইংরেজ কবি টেনিসনের কথায় বলা যায় 'Their's not to reason why, their's but to do and die.' উত্তরটা ভাক লাগাইয়া দিবার মত্ট বটে ! কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শেষ পর্যান্ত দেশের অবিসংবাদী নেতা সম্বন্ধে অবিসংবাদী মত পাওয়া যায় না। আবার নেতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কবিতে গেলেও নিরীত বেচারীর মাথা ফাটিবার আশস্কা উপেক্ষার বিষয় নতে। আর নিরীহ না ছইলে মাথা ফাটাফাটি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। পূৰ্ববঙ্গে অবশ্য একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে, চার বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র, তার উপর ডাঙ্গাই আছে।' ইহার সার মর্ম এই যে, চাব বেদ এবং চৌদ্দ শাল্তের উপরেও বড শান্ত্র লাঠি। লাঠির দারা পথ নির্দেশ তথু ফ্যাসিষ্ট-স্থলভ নীতি কি না জানি না, কিছ লাঠির মীমাংসা স্থায়ী হয় না কোন দিনই তা দে যত বড় লাঠিয়ালের লাঠিই হউক। কিন্তু একথা ছড় সভ্য বে, জাতির জীবনে নানা মত ও পথের ঘূর্ণাবর্দ্ত ভাষ্টে হওরা नृष्ठन कान पहेना ना श्रेलिश वर्षभाष्म नाना निकृ-व्याध्यिशी शक्ष

নির্দেশের জাবর্জে পড়িয়া ভারতবাসী জাজ বিষ্টপ্রায়। ডেনমার্কের হর্মলচিত্ত রাজকুমার স্থামলেটের মতই বর্তমানে ভারতবাসীর কাছে "The time is out of joint" বলিয়া অবশ্যই মনে হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া

"...O cursed spite,
That ever I was born to set it right!"

এ কথা বলিয়া ভাগ্যকে ধিকার দিলে তাহাদের চলিবে না, সত্যিকার পথ অবশাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হটবে।

অবিশ্বাস, আশস্কা, সম্পেহ, বিদ্বেষ এবং প্রস্পারের প্রতি কটুক্তির তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অতীতে কোন সময়েই তাহার তুলনা মিলে না। পাকিস্থানের কণামাত্র কম হইলেও মি: জিল্লার চলিবে না। ওধু ইহাতেও তিনি সম্ভষ্ট নহেন। হিন্দু-মুসলমান ষে হুইটি স্বতন্ত্ৰ জাতি, মুসলমানদের একমাত্র নেতা যে মি: জিল্লা এবং মুশ্লম লীগই মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি, ইহাও সেই সঙ্গে মানিয়া লইতে হইবে। হিন্দু-মহাসভা 'অথও হিন্দুসান' ছাডিয়া 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' বলিয়া দৃঢ্প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। কিস্ক ছয় শতাধিক দেশীয় রাজক্সবর্গের অস্তিত্ব সত্তে ভারতের অগগুড় কিরূপে রক্ষিত হইবে, অথও হিন্দস্থান প্রতিষ্ঠার উৎসাহে সে কথা আমরা ভূলিয়া গিয়াছি। কোচিন ষ্টেট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন উপলক্ষে বে মেনিফেটো প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে বে. ভাবী স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে কোচিন রাজ্য একটি স্বাধীন বাজনৈতিক ইউনিট (independent political unit) হিদাবে মহারাজের শাসনাধীনে থাকিবে। দেশীয় রাজন্মনর্গের স্বাধীন সন্তা বজায় রাখা সম্বন্ধ মহাসভা ও মুল্লিম লীগেব মধ্যে কোন মতানৈক্য আছে বলিয়া আমরা জানি না। কংগ্রেস অগগু ভারত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মধ্যে একটা সামগুল্ঞ বিধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিছ সামগ্রন্থ বিধানের এই চেষ্টার মধ্যে একটা অম্পষ্টতা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কোন জনগণকে তাহাদের বিঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকিবার জন্ম কাগ্রেস বাধ্য করিতে পারে না। কিছ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এলাহাবাদ অধিবেশনে অথণ্ড ভারত অথবা যৌথ রাষ্ট্রদমন্বিত ভারত হইতে কোন অঞ্চলের সম্পর্কছেদের দাবী মানিয়া লইয়া কংগ্রেদ ভারতকে বিভক্ত হইতে দিনে না, এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। উভয় প্রস্তাব ষে পরস্পারবিরোধী তাহা সহজেই বৃবিতে পারা যায়। এই জক্ত উভয় প্রস্তাবের মধ্যে সামঞ্জু বিধানের চেষ্টার সজ সমাপ্ত ওয়াকিং কমিটির পুণা অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এথানে ভাহা বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা নিম্পয়োজন। কিন্তু সামঞ্জন্ম যে সাধিত হইয়াছে তাহা মনে করা কঠিন। ভারতীয় কম্যনিষ্ট পার্টির বর্জমান কৰ্মপদ্ধতি বিশেষভাবে কংগ্ৰেদ-লীগ ঐক্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা হইতে কংগ্রেস এবং মুল্লিম লাগই যে দম্পূর্ণ-রূপে সমগ্র ভাবতের প্রতিনিধি, এ কথা মনে করিলে ভুল হুইবে কি ? নতুবা কংগ্রেদ-লাগের এক্য সাধিত হইলেই জাতীয় একা সাধিত হইল, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? ( ব্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ) বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সহিত সম্ব मुम्लक हिन्नरे एवं करवन नारे, करखारमव छौरावा खाव विस्तारी। তাঁহারা মনে করেন, এই যুদ্ধে বুটিশ সামাজ্য ভালিয়া পডিয়াছে, এখন

শুধু ভারতীয় জনগণের উপযোগী একটি শাসনভন্ন রচনা করিতে পারিলেই আমাদের স্বাধীন ছওয়ার আর কিছু বাকী বছিল না। বারবাদী দল ভারতের ক্রন্ম একটি অর্থনৈতিক প্রিবল্পনা (people's plan ) এবং শাসনতন্ত্রের একটি খসডাও তৈয়াব করিয়াছেন! কিছ এই চুইটিব প্রতি দেশের লোকেব দৃষ্টি আকৃঠ চইয়াছে বলিয়া **জানা যায় না l. অক্টান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে পুথক ভাবে** বিশেষ কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না: যুগান্তর দল ববাববই ক গ্রেসে আধিপত্য কবিয়া আসিতেছেন। বর্তুমানে ভাঁহাদেব বৈপ্লবিক মত সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তবে কার্যাকবী নীতি **হিসাবে কংগ্রেসকেই জাঁহাবা অন্তু**স্বণ কৰিয়া চল্টিবন, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। কংগ্রেসের মধ্যে অন্ত দলকে ভাঠারা স্থ করিবেন কি না, ফরওয়ার্ড ব্রকেব ব্যাপালে ভাহাব প্রিচয় পাওয়া ষাইবে। তবে এখন পৃষ্টে মৃত্টকু বঝা যায়, ক-গ্রেস পূর্ণ স্থানীন লাব দাবী স্থীকাৰ করাষ বাংগদেৰ মধ্যে হিতীয় বোন দলেৰ দাৰ্থকাতা তীহার। হয়ত স্বাকার কবিবেন না। কাগেদ ভট্টে বহিদ্ভ হইলেও ফবওয়ার্ড ব্লক আদান গান্ধাপ্তীদের মধ্যে বামপ্তা ছাড়া আরু কিছুই নছেন। ক'থেম মোজ।লিই দল সম্পর্কে এইটকু বলিছেই যথেষ্ট হ Socialism Reconsidered-এৰ পূৰে মহাত্মা গান্ধীৰ অমিলাৰ ও প্রজা, মিলমালিক ও শ্রমিকে এক ঘটো জল আও্যাইবার ওচেঠার সমূপে কাল মার্কসেব শ্রেণীস গ্রাম একান্ড সেবেলে চইসা প্রতিষ্ঠাত। সে কালের অনুশীলন দল বর্তমানে বিপ্লবা সমাজভাগ্রের দলে (R. S. P.) প্ৰিণত ইইয়াছে। কাৰ্যাকৰ নীত হিসালে যুগাস্তব দলেৰ মত কংগ্ৰেম্বেট জাহাৰা অনুসৰণ কৰিয়া চলিবেন ভাষাতে সন্দেহ নাই। তপ্শীলড়াক সংগ্রদায় স্মানের এবং জাপোলালা বাদী মুসলমানদের কথা উল্লেখ না কৰিলে ভারতীয় সভবৈতিক চিন্তাধাৰা সমূত্ৰেৰ প্ৰভিচ্ন অসম্পূৰ্ণ থাকিয়া হাইবে আত্মেদকাৰ-পছাবা কংগ্রেসকে তপশীলভুক্ত স্প্রানায় সমৃত্যে প্রতিনিধি গাঁকার করেন না। এই বিধয়ে মুসলিম লাঁগের সহিত ইছোদের মত-সাদ্র বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা ধায়। জাভীয়ভাবালা মুসল্মানদের মধ্যে বাংলার কৃষক-প্রজাদল, মজলিদে অইব, জমারেংটল উলামায়ে চিক্ক, মোমিন সমেলন প্রভৃতির মতবাদ গৃথক ভাবে এখানে আলোচনা করাব স্থানাভাব।

বিভিন্ন বাডনৈতিক দাবী-দাওয়াব মধ্যে একটা কথা সৃশ্য যে,
সকলেবই লক্ষ্য স্বাধানতা,—এমন কি মিং জিল্লা এব তপশীল হুক
সম্প্রনায় সমূহ প্র্যান্ত এই দাবা হৃইতে বাদ পদেন না। লাগ যে
ভারতের পূর্ব জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বায়ন্তশাসনেব দাবাদাব, এ কথা ১৯৩৭
সালের অক্টোবর মাসে মুদলিম লাগেব লক্ষ্ণে অধিবেশনে স্পান্ত কবিয়াই
ঘোষণা করা হংয়াছে। ১৯৪৩ সালে লাগেব লাগেব লাগেব ঘাববেশনে
মিং জিল্লা ভারাব অভিভারণে এক স্থানে বলিয়াছেন, "মানবাও ঘাথইান
ভাষায় ভারতের স্বাধানতার দাবাদার। কিন্তু———।" সকলেই
অবশ্য বলিবেন যে, এই 'কিন্তুই' হইয়াছে কাল। মুদ্রাম লাগৈর
লাহোর অধিবেশনে গৃহতি প্রস্তাবই কালক্রমে পাকিস্থান প্রস্তাব নামে
খ্যাতি অজ্ঞান করিয়াছে। অথচ লাহোর প্রস্তাবের কোথাও পাকিছানের উল্লেখ পর্যান্ত নাই, পাকিস্থানের মূলতত্ত্বও এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ
ক্ষিমা পাওলা যায় না। হিন্দু-মুদ্রস্থান যে তুই স্বতন্ত্র জাতি ভারাও
এই প্রস্তাবের কালিয়ের মান্ত্রিক আন্ত্রনের অধিকাবের
ক্ষিমা পাওলা যায় না। হিন্দু-মুদ্রস্থান যে আন্থানিয়ন্ত্রণের অধিকাবের
ক্ষিমা পাওলা যায় না। হিন্দু-মুদ্রস্থানের আন্ধানিয়ন্ত্রণের অধিকাবের

দাবীই এই প্রস্তাবেব মূল কথা। কিন্তু আজ মি: জিয়াব কাছে মুসলমানদের আত্মনিস্ট্রাধিকার, স্বাধীনতা এবং পাকিস্থান একার্থ-বোধক। এথানে একটা প্রশ্ন অবশাই টিটতে পাবে যে, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লাগ, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ইহার স্কলের লক্ষ্যই যদি স্বাধীনতা হয়, তাহা চইলে কেহ পাকিস্থান কেহ অথও হিন্দৃস্থান প্রভৃতি প্রস্পর-বিবোধী দাবী ভূলিয়া স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ কবিয়া দিতেছেন কেন ? এই সকল দানী-দাওয়া কি আসলে আমাদের শাসকবর্গেব 'Divide and rule' নীতি হইতেই প্রস্থুত হয় নাই প এই প্রশ্ন ছুইটি প্রকৃতপক্ষে একই সমস্থাবই ছুইটি দিক মাত্র। তুলীয় পজেৰ উপস্থিতিই অনৈকা স্থায়ী করিয়াছে, এই দাবী স্বীকার কৰাৰ প্ৰেও ছইটি প্ৰশ্ন থাকিয়াই যায়। অনৈক্য সৃষ্টি করিবার মত উপাদান কি আমাদেব সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিচিত বহিয়াছে, না, জামাদেব শাস্ববর্গ কত্রিম উপায়ে এই অনৈক্য স্তুটি মরিয়াছেন ১ দিক্টারভাই, শাসকবর্গের ভেলনাতির জন্মই অনৈক্য ফ্টি ংংগছে, এই সম্যু যদি সভাই আমন। উপলব্ধি কবিয়া থাকি ভাষা ক্রিলে শাসকবর্গের ভেদনীতিকে ভেদ আমবা কবিছে পাৰিতেছি না কেন ? উাহাদেৰ ভেলন তিব অন্তকে তাঁহাদের বিকৃত্ আমবা বেন প্রোণ কবিতে পারিকেছি নাং ভারতবাসী হিসাবে নন্দ্রালায়িক সমস্থান মীমাধ্যা আছে পর্যা**ন্ত আমরা করিতে পারি** ন্ট। ট্ডা সভাবথা। বৈদেশিক শাসকবর্গের ভেদনীতিয় জন্মই আমাদের সাম্প্রনায়ির সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এ কথার ভাংপ্য কি ইভাই মতে যে, অনিজ্ঞুক শাসকবর্গের হাত হইতে হাঠানতা চিনাইয়া আনিং আমৰা ব্যথকাম হইথাছি? আমৰা যথন বঠমৰ প্ৰথমে ভুলিয়া ঘোষণা কবি, আমাদেৰ শাসকবৰ্গেৰ ভেদ-নাশিব জন্মই আহল গাম্পুদায়িক সমস্তার সমাধান করিতে পাবিতেছি না, তথন কি আমৰ ইছাই প্রত্যা**শা করি যে, শাসকবর্গ** আমাদের সাম্প্রদায়িক সমপ্র। সমাধানের স্থবিধা দিবার জন্ম ভেদনীতির অন্ত্র প্রয়োগ করিতে বিয়ত থাবিবেন। ই'বেজ **হেন্ডায় কিছুভেই** ভাবতকে স্বাধানতা দিবে না ধ্বং না দিবার অজ্হাত-স্বরূপ সাম্প্রদায়িক অবনকা সমুগে তুলিয়া ধরা ইইয়াছে, ইঙাই যদি যথার্থ কথা হুম, তাহা ক্রলৈ কার্চাদের এই অঞ্চাট্টাকে আম্বা টিকিয়া থাকিতে দিহেছি কেন ? অন্তু দেশকে অংশন কবিয়া রাখা পাপ মনে করিয়া ইত্রেক লোটা-কম্বল সহ কাহাজে চডিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা যদি আমবা প্র গ্রাশা না কবি, তবে স্বাধীনতা আমাদেব নিজেদের সামর্থ্য স্বারাই অজ্ঞান কবিতে ছইবে, ইহাব জন্ম যত কিছু ত্যাগ স্থীকার ভাহার কোনটা কৰিতেই বিশ্ত থাকা চলিবে না, অনৈকোৰ অন্তভ ও অকল্যাণকেই শুভ এবং কলাণে পরিণত ক্রিতে চইবে। কিন্তু তাহাব পূর্বে আমরা কি চাই, ঐতিহাসিক দৃষ্টি কেন্দ্ৰ হইতে ভাহাব প্ৰকৃত তাংপ্ৰ্যাও আমাদের উপ্লব্ধি করা व्ययाजन ।

আমরা কি চাই, তাহার উত্তরটা থ্বই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।
আমরা চাই স্বাধীনতা, শুধু স্বাধীনতা নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু পূর্ণ
স্বাধীনতা বলিতে কি বৃঝি ? বৃধি ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান।
তার পর কি হইবে ? আমরা স্বাধীন হইব। কিন্তু এই স্বাধীনতার
স্বরূপ কি হইবে ? এইখানেই আসিয়া পড়ে শাসনতক্র রচনার
প্রেশ্ধ, বিভিন্ন সংখ্যালয় সম্প্রালয়, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাধানিকর্মণ

অধিকাবের দাবী। বৈদেশিক শাসনের অবসানই স্বাধীনভাব শেষ কথা নয়—স্বাধীনতাই স্বাধীনতাৰ লক্ষ্য নয়, স্বাধীনতা আরও বৃহত্তর কিছ অর্জ্জনের উপায় ! কেছ কেছ সমত বলিবেন যে, স্বাধীনতা লাভই স্বাধীনতাৰ শেষ কথা, স্বাধীনতাৰ দাবী আমাদেৰ জন্মগত অধিকাব, স্বাধীনভাব দাবী আমাদের ব্যক্তর সঙ্গে ওত-প্রোভ হট্যা মিশিয়া বহিয়াছে। জাঁহাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করিব না, ভণ্ড তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিব, স্বাধীনতার দাবী বক্তের সকে মিশ্রিত থাকা সত্তেও সমস্ত তেদ-বিহেম-অনৈক্য ভলিয়া সমগ্র **(मगरामी साधीनाठांत मःशारम (याशमारने क्या हेनारमें मठ मरन मरन** ছটিয়া আদে না কেন ? কোন টানের কাছে বক্তের টান বার্থ হয়? আমাদের জাতীয় আন্দোলনগুলিব ইতিহাস তথু বার্থতার ইতিহাস কেন ? স্বাধীনতাৰ দাবী ৰজেৰ সঙ্গে মিঞিত থাকা সত্ত্বেও ভেদ-নীতি আমাদের স্থাপীনতা লাচ-ব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ কবিতেছে কিন্ধপে গ ৰীছারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পত্ন নাঁহাবা স্বাধীনভাগে তথু সন্থা আবেগ উত্তেজনাৰ বিষয় বলিয়া মনে কবিছে পাবেন না-পানীনভাকে ভীহাৰা আৰও বৃহত্তৰ উদ্দেশ্যেৰ উপায় বলিয়া মনে কৰেন। কিন্তু বৃহত্তৰ উদ্দেশ্য সাধন কৰিছে হুটলে স্ব্ৰাণ্ডে বৈদেশিক শাসন ও শোষণ হউতে আমানিগকে মুক্ত হউতে হউবে। অভ্যিত স্বাধীনতা আমর। কি ভাবে ভোগ কবিব ছাহা লইয়। আগেই কালনেমির লক্ষা-ভাগ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ কবিতে গেলে স্বাধীনতাই আমবা অজ্ঞন করিতে পারিব না। প্রথমে চাট প্রাধীনতার উচ্ছেদ। ইতাট আমাদের প্রথম কাজ। স্বাধান্তা অক্টিড ১৬য়াব প্র দেশের সকলেই বাহাতে উহা ভোগ কৰিতে পাৰে ভাষাৰ উপযোগী কৰিয়া **দমান্ত গঠনের ব্যবস্থা ক**থিতে হুইবে। ভাঁহাদের এই যুক্তিব সারকতা মোটেই উপেক্ষাৰ বিষয় নহে। হিন্দু স্থাট ভইবে, না মুসলমান বাদশাহ হইবে, ইঙা লইয়া যথন আম্বা সংগড়া করিতেছিলাম, **ইংরেজ সেই সুযোগে** ভা**ব**তের শাসন-রজ্জ্জ দথল কবিয়া লইয়াছে। আজেও সেই ঝগভার জেব চলিতেছে। কিন্তু আমরা যদি পানীনতা লাভের পর্বেট স্বাধীনতার ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়। বগাড়া স্কর कविशा पिरे, जाता बरेटल सानीम जाते जान लाल बरेटर मा। किन्न সমস্তাৰ সমাধান অত সহজে যে হয় না অতাতেৰ অভিজ্ঞতা হুইতেই তাহা আমনা ব্নিতে পাবি। পাকিস্থান এবং অগণ্ড ভিজ্ঞানের লড়াই কম বাথিয়। স্বাধীনতা-স্থামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কাছাকেও আমধা দেখিতেছি না। আমবা দেখিতেছি, মুসলিম লীগ পাকিস্থানের জন্ম শেষ বস্তু-বিন্দু প্যান্ত লড়াই করিতে কোমৰ বাধিয়া দাঁডাইয়া আছে। হিন্দু মহাসভাও পাকিস্থানের বিলোধিতা করিবার জন্ম শেষ রক্তবিন্দু প্রাস্থা লড়াই কবিতে প্রস্তুত। গাত ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে বোধাইলে হ'লিয়ান কাইপিল অব ওয়ান্ড এফেয়ার্চেব বোম্বাই শাখার অধিবেশনে ক্লাব পি. সি. ৰামস্বামী আয়াৰ জানাইয়াছেন যে, দেশীয় ৰাজনবৰ্গ পাকিস্থান বা ভারতকে বিভক্ত করিবাব জন্ম অফুনপ কোন কল্পনার বিরোধী। কিন্ত ভাবী স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির জন্ম যে স্থান তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেকটি দেশীয় গাজ্য এক একটি স্বতম্ব স্থান ছাড়া আর কিছুই ইইবে না। অথও হিন্দুসান, পাকিছান, তপানীল-ভূকদের জন্ম স্বতন্ত্র স্থান দাবীর মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা **আবশ্যক।** কংগ্ৰেসই বা মুস্লিম লীগের সহিত আপোষ করিতে

চায় কেন এবং হিন্দু মহাসভা এই প্রচেষ্টাকৈ সন্দেকের চক্ষে কে দেখে, এই প্রশ্নও আমরা উপেক্ষা করিতে পাবি না।

বৈদেশিক শাসনেব অনসানেব অতিরিক্ত স্বাধীনতার আরও কো তাংপথ্য আছে কি না. এই প্রশ্নকে বাদ দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনত যে শক্তিশালী করা সম্ভব নয় তাহাব প্ৰিচয় আম্বা পাইয়াছি সিপাহী-বিদ্রোহ যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন, ইহা আজকা সকলেই স্বীকাৰ কৰেন। কিন্তু সিপাতী-বিদ্যোহ যে স্বাধীনতা-জন্ম সংগ্রাম করিয়াছে, আমাদের বভ্নান জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ যে ঠিক সেই স্বাধীনতা নম, এ কথাও বোগ হয় সকলেই স্বাকান কবিবেন। সিপাহী-বিজোঃ যে স্বাধীনতাৰ জন্ম সংগ্ৰাম কবিয়াছিল তাহা ভারতের সামস্ভতাত্মিক অভিজাত শ্রেণীর থোস-থেয়াল মাফিব দেশ শাসন কবিবার স্থাধীনত। । ভারতব্যের তংকালীন ব্যবসায়ী ৩ পুঁকিপতিগণ, বাংলাব হিন্দু অভিকাত সম্প্রদায়, পাঞ্চাবের শিথগণ দিপাঠী-বিদ্রোকের বিপক্ষে ছিলেন। জাতীয় কংগেদ যথন প্রতিষ্ঠিত হয় তথন ভাবতে নৃত্ন শিৱপৃতি শেশীৰ অভাদয় আৰম্ভ ইলৈও ভাষ্ট্রে মামাজিক ৬ রাজনৈতিক ছাম্বন প্রভাক্ষ ভাবে ভারারা তথ্যও কোন প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবেল নাই। ইংবেছ এ দেশেব রাজা হওয়ার পরে সঙ্গেই উচ্চ শেখার হিন্দর সহযোগিতা পাইয়াছিল, একথা ঐতিহাসিক সভা। এই সংযোগিতা ইইতেই ইংবেজী-শিখিত হিন্দু বৃদ্ধিজীব" শ্রেণীৰ উৎপ্রিং বনী জমিদার হুইছে কবিয়া নিম্নবিশু মধান্তেশীৰ সকলেই ইণ্ডবৰ্জা-শিক্ষিত বিদ্ধিলাবী শৌৰ অকুভুজি। কংগ্ৰাম স্থাইৰ গোডায় ইচারাই হিলেন ইহাব পৰিচালক ! ভাঁহানের নিকট ধনী ও শিক্ষিত শ্রেণীব জন্ম কতকগুলি পাজনৈতিক অধিকাণ অন্ধান করাই ছিল জাতীয় অধিকাৰ অৰ্জ্ঞানেৰ অৰ্থ। কংগেদে মুদলমান একেবারেই যোগ দেয় নাই ভাষা নয়, কি 🛊 ইংবেজ'-শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যাও ছিল তংকালে থব কম। সুবকাবের নিক্ট এবং দেশের বাল্পনৈতিক ও অথ-নৈতিক জীবনে প্রাধায় তথন শিক্ষিত হিন্দদেবই। কিন্তু দেশে যে উদীয়মান শিল্পতিদের প্রাধাক্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল, ভাহাব প্রিচয় সম্পষ্ট হটয়। উঠে বিশ্ব শতাকার প্রাবম্বে কংগ্রেমে চনমপদ্ধী দলের স্পষ্টির মধ্যে। চরমপম্বী দল যে ক্রমেট শব্দিশালী হইয়া উঠিতেছিল ১৯০৬ সালে কংগ্রেদের সভাপতি নির্কাচন লইয়া নবমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে তাঁত্র বিবোধের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্মাচন লইয়াও অন্তব্দ বিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভকাং এই দে, ১৯০৬ সালে গাঁহাবা বামপন্ধী ছিলেন ত্রিপ্রবী কংগ্রেসেব মনয় ভাষাবাই দক্ষিণপথাতে পণিণত হইয়াছেন এবং সৃষ্ট ইইয়াছে নুজন বামপ্তা লল . ১৯০৬ সালেব ব্যক্তিতা ক্তেটেস বৃটিশ সাঞ্জের অধীন উপনিবেশিক স্বাহন-শাসনই কংগ্রেদের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং সভাপতি দাদাভাই নৌবড়ী স্ববাজ কথাটি স**র্ববেথম ব্যবহার** করেন। এই বংসবই মহামান্ত আগা থাঁর নেতৃত্বে মুসলিম অভিজ্ঞাত মধানিত শ্রেণীর এক ডেপুটেশন বছলাট লড মিন্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সামাৎকার আসলে একটা command performance - ভুকুম মাফিক কাজ ছাড়া যে আৰু কিছ ছিল না তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাক্ষাংকারের ফলেই রটেনের ভারতীয় নীতি সাম্প্রদায়িকতার পথে পবিচালিত হওয়া স্থির হয়। ইহারই **ফলস্ব**রূপ মুসলিম লীগ প্রস্তুত হুইল। হিন্দু মহাসভার জন্মন্ত ঠিক এই বৎসৱেই।

বঙ্গভঞ্জের পর স্বদেশী আন্দোলন ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠাব প্রেবণা যোগাইয়াছিল। ১৯১৪—:৮ সালের যুদ্ধের সময়ও বিদেশী পণ্য আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে শিল্পোনতির স্থােগ স্পষ্ট হয়। ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে উচাব প্রতিক্রিয়া আমবা অন্তঃত্ব করিতে পাবি ভারতীয় শিল্পতি শ্লেণীৰ প্রভাব-প্রতিপতি বৃদ্ধির মধে:। শিল্পতি ্শ্রণী যথম প্রতিপত্তিশালী হটয়া উঠিল তথন কংগেদ হটতে দক্ষিণ পৃষ্ঠাদের প্রেভার বিলুপ্ত ১ইল। ভারতে শিল্পপতিদের মুগপান্ধ্রপে वामभूषीवा करत्वाम भूथल कृतिमा लडेएलन् । इत्तुसुनाथ, फिर्नाङ् भा মেটার কংগেদ এবং মহাতা গান্ধীর ক গ্রেমের মধ্যে পার্থক। আমর্ সহজেই বঝিতে পারি। বৈদেশিক পুঁজির অসম প্রতিনোগিত: **इडेर**ङ मुक्क इडेबाब क्रम श्राहरू भामत्त्व नावी आखन्न-निरंदनत्त्व পালা শেষ কবিয়া জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে মর্ম ইইয়া উঠিল। বটিশ সাঞ্জাজের মধ্যে থাকিয়াই স্বাহত শাসন লাভ কবি ভাব প্র স্বাধীনতাই লাভ কবি, কি পাইলে সতি,কাব স্বাধীনতা পাওয়া হয়, স্বাধীনতা কাহাৰ জন্ম, এই প্ৰশ্ন জাতায় আন্দোলনেৰ নেতাদেৰ পক্ষে উপেকা কৰা সম্ভব হয় নাং বসতঃ, ডাতীয় আন্দেলন যুত্থানি গণভাল্লিক হয় স্বাধীনতা বা স্বাজ্ঞ ভূতথানি গণভাশ্বিক হওয়াব আশা আমরা কবিতে পাবি। বোধ হয় বিপিনচন্দ্র পালই স্কাপ্রথম গণতান্ত্রিক স্ববান্তের কথা বজিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্রখন বজিয়া-ছিলেন, স্বৰাধ্য জন্মাৰাব্ৰেৰ হত। খেত আমলাৰপ্তেৰ প্ৰিবাৰে কালো আমলাত্র প্রতিষ্ঠানে স্ববাজের হাজ্য নয় এ কথা তিনি স্পঠ ববিষা বলিয়াছিলেন। খেত খামলা গল্পের শক্তিব উৎস বটিশ শিলপেতি ও বাৰসায়িগণ। স্বভবা কালো আমলাতক্তেৰ শব্দিৰ উৎস যে ভাৰতেৰ শিল্পতি ও ব্যবসায়িগণ ২ইবেন ভাহাতে আৰু মন্দেহ কি ? স্বাচ বা স্বাধীনতা যদি জনগণেৰ জন্ম না ত্যা তাহা তইলে সেই স্বাধীন ভারতে ভাবতায় শিল্পতি ও ব্যবস্থোৱাই চইবেন। ভাবতের ই বেছ । কেঠ কেত হয়ত বলিবেন, 'ভা ত টক, বিদেশীদেব খাব' শাসিত ও ও শোষিত হওয়া অপেলা সদেশবাদী দাব। শাদিত ও শোষিত হওয়া অধিকত্তব শ্রেষ্ট্র।' তাঁহা,দব সন্তিব সাধবতা আমবা অপাকার কবি না! কিছু ভারতের জাতায় আন্দোলনের ইতিহাসে ইচা পুন: পুন: প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বদেশবাসী ছাবা শাসিত ও শোষিত ২৭য়ার লোভ জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী কবে নাই। ১১: গালে নাগপুর কংগ্রেমে সভাপতি মি বাঘবাচারী কাছার অভিভাষণে সর্কা প্রথম প্রাপ্তবয়ন্ত্রের ভোটাধিকাবের কথা বলেন ! কিন্তু ১১৩১ সালেব করাচী কংগ্রেমের পুরের কংগ্রেম প্রাপ্তরয়ঙ্গের ভোটাধিকারের নাডি গ্রহণ করে নাই।

১৯২০ সাল হুইছে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশন হুইয়াছে বলা হুইয়া থাকে কিন্তু এই গণতত্ত্বে স্বরূপ বিশেষণ কবিলে দেখা ধার, কংগ্রেস বুজ্জোয়া-পরিচালিত নিম্বিত্র মধ্যশ্রেনীর প্রতিষ্ঠান ছাডা আর কিছুই হয় নাই এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে উহাতে বুজ্জোয়া শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ বিশেষ ভাবেই প্রকিষ্ট ইইয়া উঠিয়ছে। বস্তুতঃ, ত্রিপুরী কংগ্রেস জাতীয় দাবী অপেক্ষা পত্ত-প্রস্তাহি কর প্রধান স্থান আধিকার করিয়া লইয়াছিল ইহা নোটেই তাৎপর্যাহীন নয়। এই তাৎপর্যা বুঝিতে হইলে জাতীয় আন্দোলনের গোড়া হুইভেই আ্বালোচনা আরম্ভ করা আবশ্যক। অসহবেশ আন্দোলন যথন আরম্ভ হয় তথন ভারতের জনগণ মোটেই সজ্যবন্ধ

ছিল না এবং তাহাদিগকে মুজ্যবন্ধ করিবার জন্ম অন্য কোন চেষ্টাও করা হয় নাই। কিন্তু আন্দোলন আরহু হইলে দেখা গেল, জনসাধারণ আন্দোলনকে গ্রহণ কবিবার পক্ষে যেন স্বাত্তমূর্ত্ত যোগ্যতা অব্দ্রুন কবিয়াছে। কংগ্রেসের আন্দোলন গণ-আন্দোলনে প্রিবভিত হইতে থুব বেশী বাকীও ছিল না এবং নৃতন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠার সন্থাবনা ছিল। ঠিক এমনি সময়ে কংগেদ খান্দোলনের স্থিত সংস্তবহান চৌরীচৌরার ্তংসাত্মক ঘটনাকে উপলক্ষ কবিয়া মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন থামাইয়া দিলেন। আন্দোলন থামিয়া গেল বটে, কি**ন্ধ** তাহার প্রতি**ক্রিয়া** দেখা দিল দেশবাাপী হিন্দ-মসলিম সংঘষেৰ মধ্যে। জাতীয় মনো-ভাবের পবিবর্ত্তে অতি উগ্র হিন্দু মনোভাব ও মুসলিম মনোভাব দেশকে পাইছা ব্যাল ৷ অসহযোগ ভালেশলন হইতে মহাত্মালী ৰে শিক্তান কৰিয়াছিলেন, আইন জমাৰ আন্দোলনে যোগদানের অধিকার গাঁলাবদ্ধ বালিয়া কোঠার পরিচয় প্রদান করিলেন। "When I am arrested' শীলৰ প্ৰবৃদ্ধে (২৭৮শ ফেব্ৰেয়াৰী ১৯৩০) মহাজা গাপ" গিখিনছেন, "Mass movement have, all over the world, thrown up unexpected leaders. This should not be exception to the rule. Whilest, therefore, every effort imaginable and possible should be made to testrain the forces of violence, C. D. once began this time, can not be stopped so long as there is single civil resister left free and alive."

মলাকা গান্ধান মৃষ্টিত গণনোচুত অপ্রত্যাশিত নেতৃত্ব ভাতা আর কিছ্ট ন্য, গণ-আ-লালন ১২কে আন্দোলন ছাড়া আৰু কিছু চইছে পাবে বলিয়াও তেনি স্বাৰ্ধে কৰেন না কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে সমাজ্যাত্মিক আন্দোলন ক্রমেট শক্তিশালী হট্যা **উঠিতেছিল।** ভারতার কম্যান্ত পাট •গ্র জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না, ডাত্তা স্প্রামের কাহার বিলেধটি ভিলেন। কিন্তু ক পেসীদের মধ্যেও সমাজতন্ত্রপালের প্রভাব অন্তর্ভ হইটেড্ছিল। উহার পরিচয় আম্বা পাই, কবাটা কংগ্ৰেদেৰ জনগুণৰ মৌলিক অধিকাৰ সংক্ৰান্ত প্রস্থাবের মধে। কিন্তু কবাটা প্রস্তাব ভারতের প্রজিপতি এবং জমিদাবদের মধ্যে এথেই আশস্কার হৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস ভয়াকিং কমিটিৰ নোম্বাট আধ্বেশনে (১৯৩৪) গছীত একটি প্ৰস্তাবে ব্যাক্তগত সম্পতিৰ বিলোপ সাধন এবং শ্রেণী-সংগ্রাম যে কংগ্রেসের নাভিবিক্তন যে সংক্ৰে আখাদ দিয়া দেশেব প্ৰতিপতি ও জমিদার-দিগকে প্রদন্ন কবিবার এবং উাহাদের আশস্কা দুর করিবার চেষ্টা কণ ভটয়াছে। কংগ্ৰেদেৰ মধ্যে বাঁচাৰা সমাজতান্ত্ৰিক দলভুক্ত জাঁহাদের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী একলা বলিয়াছিলেন, "এই দলের কম্মতালিকাৰ পশ্চাতে এই ধাৰণা অস্ত্ৰনিহিত বহিয়াছে যে. জনসাধানণ ও কয়েকটি শ্রেণার মধ্যে, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এরপ স্বার্থেব বিরোধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে, কাঁহাবা কথনই একযোগে পরস্পরের মঙ্গলের জন্ম কাজ করিতে পারে না। আমি এই ধারণার পক্ষপাতী নহি। আমাব দীর্ঘ দিনেব অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত ধাৰণারই পরিপোষক। বস্তুত: কংগ্রসে মহাম্মা গান্ধীর নেতৃত্ব তথু একটা ব্যক্তিগত ব্যাশার নয়। উহা ভারতের উদীয়মান ধনতত্ত্বের নেতৃত্ব। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মহাস্থার নেড়ত্বের

জাত্যুপান ইইয়াছে, যত দিন তাহার পরিবর্তন না হইতেছে তত দিন মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সেবা করিবেন। মহাত্মা গান্ধী এখনও ভারতীয় ধনিশ্রেণীব অভিপ্রায়কে স্ফুল্লাবে রূপ দিতে সমর্থ। তাই ১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস পবিত্যাগ কনিলেন কংগ্রেসের দায়িত্বহীন নেতৃত্বে তিনি স্কুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পুর্বান্ত উহা নিয়মান্ত্রগ ছিল না। প্রশ্-প্রস্তাব ছাবা উহাকে নিয়মান্ত্রগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দায়িংহ'ন নেতৃত্বের সাহত যাছাতে খাপ খায় সেই উদ্দেশে ত্রিপুরী কংগ্রেসে এনআই-সি সিকে কংগ্রেসের যে কোন বিধি-বিধান প্রবিক্তন ও কংগ্রেসেরী কবিবার জমতা দেওয়া হইয়াছে। দেশের গ্রেষ্ঠ স্বর্ণ্থ বন্ধা কবিবার জমতা দেওয়া হইয়াছে। দেশের গ্রেষ্ঠ স্বর্ণ্থ বন্ধা কবিবার জমতা কি প্রস্তুত্রের উপস্থিত করা ইইয়াছিল। তেত্তির প্রম কল্যাণ সাধনই কি এই প্রস্তাবের প্রেরণা ? এই স্কল প্রশ্ন দেশ্যমী ভাবিয়া নেথে নাই আছ প্রয়ন্তর।

ব'ব সাভাবকৰ, মিঃ ভিন্না এবং ডা আন্দেদকাবেৰ জন্মই আম্বা স্বাধানতা পাইতৈছি না, আনক বার একথা ভ্নিয়াছি, কিছ লাবতের অন্বিতীয় জাত'য় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসৰ পক্ষেও একপ অপ্রতিহত ও আমোঘ শক্তি অর্জ্বন করা সমূব যে, সরকারী দেল-নীতিপ্রস্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিশালীক দলের প্রস্পার্থবোধী দাবী সত্ত্বেও আমাদের শাসকরগ অনিভাগ চইজেও কংগেদের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ কবিতে বাধা ভইবেন ৷ বাজনৈছিক চতনা-সম্পন্ন **জনগণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহলোগিতাই কার্থানের স্বাধীনত।** অর্জনের শক্তিকে তর্কার ক্ষিয়া ওলিতে সম্থ । জাগ্রত জনগণের এট শক্তি গত অসহযোগ আনোলনের সম্য আম্বা প্রতাক **করিয়াছি।** কিন্তু গণ-জাগনণের সন্ধ্রে অপ্রভাশিত ভাত্তের অভানয় আশস্কায় মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় নেতৃককে স্তণ্ডিত হইতেও কি আমরা দেখি নাই গ্যত দিন জনগণের অখাথ কুষক-শ্রমিকদের স্বভন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়। না উঠে তক দিন ভারাদিগকে জাভীয় **প্রতিষ্ঠানের নেততে সভ্যবদ্ধ করা সম্ভব**া যত দিন এই স্বয়োগেন সম্ভাবনা ছিল কংগ্রেস ততে দিন গ্রণ-সংযোগের জন্ম উদ্যোগী হয় নাই। হয়ত বা কংগ্রেসের রুংং নেতৃদ এবং এই নেতৃদের প্রতিষ্ঠা-ভমি ভাবতীয় শিল্পতিদেব মনে এই আশ্রণ জাগিয়াছিল যে, গ্রাণাক্তির সাহায্যে স্বাধীনত। অজ্ঞিত হইলে ভাহারাই বাই-শক্তিকে অধিকাৰ কৰিয়া বসিধে। এই আশস্কাৰ জন্মই কংগ্ৰেদ আত্মবিকভার সৃষ্ঠিত গণ-সংযোগের কত্মপদ্ধতি গ্রহণ করে নাই . বিংশ শতাকার শ্বিতায় দশক ত,তিক্রান্ত তইতে না চইতেই দেখা গেল, ভারতীয় কুষক-শ্রমিকদের নিজম্ব মতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেম এই সকল কৃষক-শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের একারদ্ধ সহযোগিতা লাভ করিয়া স্বাধীনতা স্থামের শক্তিকে অব্যথ করিয়া ভূলিতে পারিতেন। এ কথা অস্বীকাণ করার উপায় নাই যে, ভারতায় ক্মানিষ্ট পাটি ১৯৩৬ সাল প্যান্ত কংগ্রেসকে অম্পূল্য করিয়াই রাথিরাছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে কালুমার্কদের মতবাদ লইয়া আরও অনেক বিভিন্ন দল গতিহা উঠে। টেড ইউনিয়ন ক'গ্রেসের কথা স্বতর ভাবে উল্লেখ করা নিম্প্রায়োজন। ভারতীয় ক্যানিষ্ট পার্টি অবশেষে নিজেদের ভূস বৃঝিতে পারিয়া জাতীয়তাবাদের সহিত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন! তাহার পূর্বে কংগ্রেদের মধ্যে কংগ্রেদ সমাজ ভর্ত্তীদলের উদ্ভব হয়। আইন অমাক

আন্দোলন সখন্ধে এক ভিন ভিনটি গোল-টেবিল বৈঠকের কথা এখানে শুধু উল্লেখ করিলেই ষথেষ্ট। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আমাদের ঘাড়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়াবা সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না ৰজ্জন ন'তি' হিন্দু মহাসভা ৷ কাছে কংগ্ৰেসের 'মুস**লিম ভোষণ** নীতি' বলিয়া মনে *হইয়াছে*। কিন্তু জয়েণ্ট দিলেক্ট কমিটির সম্মথে হিন্দু-মুদ্লিম ৫ তুবর্গ সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান সম্পর্কে যে দামলিত খাবক-লিপি লাখিল কবিয়াছি'লন, ক'চার অনমনীয় দুচতার জন্ম ভাষা গুৰুত ১ইল না এব মি: ফাকডোনান্ড সাম্প্ৰদায়িক এওয়াড় দিতে বাধ্য কইলোন, আজ সে কথা এখানে আলোচনা কবিবরে স্থােগ আম্বা পাইব না। ১৯৩৭ সালের নির্কাচনে কংগ্ৰেসেৰ ভড়তপুৰু সাফলা আমাদেৰ শুসুক্তৰ্গকেও বিশ্বিত মা কবিয়া পাবে নাই। ১১টি প্রদেশে মোট ৪৮২টি মুল্লিম আসনের মধ্যে মুশলিম লাগ মাত্র ১১০টি আসম দখল কবিতে পারিয়াছিল। কৈন্ত অভঃপৰ ৭৬টি উপনি সাতনে মুশালম লাগ্ৰই ৭৫টি আসন দথল কৰে। মুদলমানদেৰ ভক্ত ধাত্ত ইণ্লামিক বাই প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবী তুলিয়াই মে: জিলা যে এইকপু শান্ত সক্ষয় কৰিয়াছেন, ভাষাতে সন্দেহ নাই 🕛 ২০ও ভারতার বাই গঠিত হইলে মসলমানগণ হিন্দদের খাবা অভিশয় নিৰ্য্যাভিত চইবেন, এইবৰ্ আশস্তাভ মুশলিম লীগ মুসলমান জনুসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি ব বিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ডাঃ আথেদকাৰ আশ্বা বনেন, ভাৰত স্বাধান হইলে রাষ্ট্র উচ্চপ্রেণীর হিন্দুদের ছারাই' শাসিত ইইবে ৷ ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ করপোরেশন কর্তৃক প্রানন্ত মানপ্রের দৈত্তবে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "ানব্বানেডলি যদি কিছু প্রমাণ ক্রিয়া থাকে তবে তাহা এই মে, ভারতে এমন একটি শ্রেণা আছে—যে শ্রেণার শাসক শ্রেণা হওয়া স্থলিভিত।"

\*

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্র সেশের সক্রাপেক্ষা সংখ্যাগবিষ্ঠ শ্রণী কুষক শ্রমিকগণ আশা কবিচাছিল যে, ফেছপুর জ্রন্তার ও নিৰ্মাচন প্ৰতিশ্ৰতি অন্ততঃ কতক প্ৰিমাণে চইলেও কাষ্যে প্ৰিণ্ড বরা এইবে; কিন্তু গ্রহ-এমিবদেশ দাবী যথম মুখর ছইয়া উঠিল তথন ক গ্ৰেমা প্ৰদেশগুলিতেও মন্তিঃ গ্ৰহণেৰ ফলে লব্ধ ক্ষমতা কুষক-শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্ম ব্যবহার কবিতে জ্রুটি করা হয় নাই 1 ক গ্রেম ভাবত-শাসন আই নকে অচল কবিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিত গ্রহণ করিয়াছিল, এ কথ আমরা শুনিয়াছি। কুয়ক-শ্রমিক আন্দোলনের সহবোগিতায় কংগ্রেসের শক্তি তুর্দ্ধি হইয়া উঠিয়া আমাদের স্বাধীনতা অক্সনের শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া ওুলিতে পারিত; কিন্তু কংগ্রেস সেই স্থােগ গ্রহণ করে নাই। বরং যে সকল কা**জের জন্ম আমরা** বুটিশ আমলাভৱের কঠোর নিশা করিয়া থাকি, কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে সেই সকল কাৰ্য্য অফুষ্টিত **হইতে আম**রা দেখিয়াছি। বোদাইয়ে, মাদ্রাজে এবং আরও কোন কোন প্রদেশে শ্রমিকদের উপর গুলী বর্ষিত হইয়াছে। কংগ্রেদী প্রদেশ সমূহে কংগ্রেদী ম**ন্ত্রিমণ্ডলের আমলে** যে প্রজাম্বত্ব আইন বিধিবন্ধ হটয়াছে সেগুলি দারা কুষ্কের কোনই লাভ হয় নাই, স্থবিধা হইয়াছে ওধু ভুমাধিকারীদের। পণ্ডিত জওহরলাল নেহর তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "গত আইন অমাক্ত আন্দোলনের সময় পদস্থ রাজকর্মচারিগণ ঘূরিয়া ঘূরিয়া অমিদার ও ভুমাধিকারীদিগকে সভ্যবদ্ধ হইবার জন্ম অন্তপ্রেরিত করিয়াছিলেন। এই সব ভুমাধিকারীর সভ্য-সমূহকে সর্বপ্রকাক স্থবিধা দেওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেমী মান্ত্রান্থর আমাল প্রবৃধিত ভূমি-সাত্রাপ্ত আইনের দ্বারা ব্যবদেব কি সুবিধা হইস্যাছিল হাজাব এবটি মান্ত্র দুষ্টাপ্ত এখানে আমহা দিব। মহাজ্যা গাখীর চ্ড্দশ্য কমুক্টী লাইয়া মুক্তপ্রদেশের কার্যস্তানবংশগেও এবটি সামাতি ও সাল বংশক্টী লাইয়া মুক্তপ্রদেশের কার্যস্তানবংশিক ও হাস্তান বংশ ছিব বাবে ও মধ্যে এবটি হইভেছে এই যে, যুক্তপ্রাদেশিক প্রভাগত আইনের ১৭১ ধারার ফলে যে সকল প্রজা ভূমি হইভে বহিছত ইইয়াছে ভালালিগকে এ জ্বমি প্রভাগতি কবিবার অথবা অক্তাকোন উপাত্রে ভালাকির জ্বাধীনভাব সনল বলিয়া কংগ্রেমা মন্ত্রিমণ্ডলী মুক্তপ্রদেশের কৃষ্কাদিগকে উপাহার দিয়াছিলেন।

কংগ্রেদ পছল বক্তক আৰু নাই কক্তক, কংগ্রেদেৰ মধ্যে বিভিন্ন বামপঞ্জী দল ভ্রমণঃ শান্ত শালী হটায়। উঠে। দেশের বিভিন্ন বৃষ্ধক ও শ্রামিক আন্দোলনগুলি এই সকল বাম-গুঁ দল ছারাই পরিচালিত ইটয়া থাকে। ভিপ্নী কংগ্রেদের রাইপ্তি নিকাচনে ভাইাদের প্রাথমিক জয় প্রচিত হয়। সম্মিলিত এও গঠন এবং সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি লাইয়াই উচারঃ ভিপ্নী কংগ্রেদে উপ্পিত ইইয়াছিলেন। বিশ্ব প্রত্নপ্রভাবের এক লগুড়ালাতে উচ্চোদের সমস্ভ উদ্দোদ্য বার্থ ইইয়া গেল। প্র-প্রভাবের বিনিম্যে যে সাম্মালত স্থাত উচারার গঠন করিলেন তাহা আদলে দ্বিত্ব আদলে গাহাইল ভাষা এই যে, বিভিন্ন বামপঞ্জী দলের মধ্যে ইকা স্থাবিত হত্যার যে একটা সন্থাবনা ভিল্ন ভাষার বার্থ ইইয়া গেল।

আইন অমাল আন্দোলনান প্র চইতেই আলাপ-মালোচনার পথে স্বাদীনাতা অজ্ঞান কবিলার মাগ্রহ কংগ্রেদের বৃহৎ নাড়াহেই মধ্যে বিশেষ ভালেই প্রিকৃত দেখা লাগ্রা স্বাধানতা লাভের ইছাও অবশ্য এবটা পথ সন্দেহ নাই। এই পথিটি একুডপুলে জামানের শাসকর্বর্গ আমাদিগকৈ স্বাধানতা না দিবার পালে যে সকল অজুহাত উপস্থিত করিয়াছেন সেগুলির সমূলে উচ্ছেদ দাধনা হাড়া আর বিছু নম্ব। কিন্তু এই পথে সাফলা লাভ করাও যে স্কুর হয় নাই সিমলা সম্মেলন পর্যান্ত তাহা আমরা প্রভাক্ষ কবিয়াছি। আগই প্রজাবে কংগ্রেদের সংগ্রামমুখী মনোভাবের প্রিচ্য পাথ্যা যায়, কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেদের পর হইতে দেশকে সংগ্রামের জল্প প্রকৃত কলিছে কোন চেষ্টা করা হয় নাই বিলয়া আগই প্রজাবের মধ্যে আজ্বিকতার অজ্ঞাব আছে এইরূপ সন্দেহ কেন্তু কেন্তু প্রকাশ কবিয়াছেন। কংগ্রেদ

বিফোহের সহিত এক-পর্যাহতুক্ত করিয়া এই আন্দোলনের উচ্চ <u>क्ष्यांत्रांके कहा इहेशाहा एके फाल्माक्स म्रम्भार्क क्रास्थितंत्र</u> रिकृष्ट कार्या १० एका विकास करिए । विकास करते वास करते वास कारताम्य एकंडला शिक्ष एगारहे एकर्गान्य हेहेशाह । विश्वाय हे ভুক জ্ঞা নেতৃত্বৰ্গ যদি ভাষা খুঁছেয়া বাহিব বাবিছে মা পারেন ভাষা इटेल जारहे जामाहत्वत (महाए छाटाएव छेटात टार्थ **इटेरत।** কংগ্রেসকে হয় এমন শক্তি ভজন করিতে ইইবে যে, আমাদের শাসকংগ অনিছা স্তেও ক থেসের হাতেই ক্ষমতা অর্থ করিছে বাধা হইবেন, না হয় কাণিডতা হজানের বাণাকরপ বে সকল ভচ্চাত আমাদের শাসকবর্গ উপস্থিত করেন কংগ্রেসকে সেঙলৈ म्माल ऐतिकृत करिएक इटेरव । এই पूर्वीर हाए वार्धिमका कलानिक আৰু তাভীয় কোন পথ নাই। কংগ্ৰেম যদি কাবীনভার ভক্ত শে**ষোক্ত** প্থটি গ্রহণ করেন ভাষা হইকে মুস্তমান ও ভয়াকু সংখ্যাকর স্প্রান্থ্যর অংকুলিম্বরণ অধিকারের দাবী সম্পর্কে **সভোষজনক** মীমাণ্যা ভাষাকে কথিতে হইবে। বিস্তু কোন দিন ভাষা **সম্ভব** इडेर्ट वि जा ए। अटल अटल आटल कावन, काज मुख्यमार वर्धन আত্ত্রিয়ন্ত্রণ আধকারের দাবী কবে দখন প্রবৃত্তপক্ষে এ দাবীটা আন্তে এ সম্প্রদায়ের ধনি-শ্রেণীর নিকট এইছে। এই **আত্মনিয়ন্ত্রণের** অধিবার প্রকৃতপক্ষে ম্ব-স্প্রদায়ের কৃষক ও শ্রমিকদিগকে নিবঙ্গ ভাবে শোষণ কবিবাৰ অধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভ্রমায়ে দেশে ব্রুসাকাক সম্প্রদায়ের বাস সেথানে প্রভাব প্রতিপত্তি-শালী সম্প্রদায়ের প্রতি তুকলে ও অন্তর্মর সম্প্রদায়ের সন্দেহ ও বিষয়ে এন্ত প্রক্রা জাবনার ধারণ করে যে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা কিছুতেই সমূব হয় নাঃ

বপ্রস্থা সদি শ্রেষ্ট পথ গ্রহণ মা করিয়া প্রথমোক্ত পথ
গ্রহণ করেন ড্রেই ইউলে সংগ্রামের প্রথই বাধীনতা অর্জ্ঞানের
আচোলন করতে ইউলে সংগ্রামের প্রথই বাধীনতা অর্জ্ঞানের
আচোলন করতে ইউলে সংগ্রামের প্রথই করিবন্ধ শক্তিই এই
সংগ্রামে জন্মলানের কর্তান্থ ও জন্মর্থ জন্তা। কিন্তু করেনের শার্থান্থ বলকার ক্রামার র্থই ইউরে। তাল রুষক ও জ্রামিকদের ক্রেজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। সাক্রাজ্যাবাদ-বিরোধী বিভিন্ন বামপন্তী
দক্রে উব্যবদ্ধ সহযোগিতার ভিত্র দিয়াই ক্রেমেকে গণ সংযোগের
পথে জন্মর ইউতে ইউরে। বর্ষর ও জ্রামেকের আন্তর্ভেনা, শোষকদের
বিকদ্ধে মাথা তুলিয়া দিড়েইবার সাম্থা ক্রেমেই অম্লা সম্পদ্ধ
থা সাক্রাজ্যাকানি বিক্রাম্ব কংগ্রেমের শতি শান্ধী অর্থ জন্তা। কুর্করজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত এবং সাক্রাজ্যাদ-বিরোধী বামপন্তী
দল্ভানর সহযোগিতা গ্রহণে বংগ্রেমে যদি বিরত থাকেন ভাষা হইলে
স্বাধীনতা অর্জ্ঞানর অমোয় শক্তি ইইতেই ব্ধিত থাকিবেন।

—আসামী সংখ্যান্ত্র— বাংলার লোকদেবতা ও দেবতা



#### শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধাায়

বিষণ ইংলগু ত্যাগ করিলেন। ১৮০১ গৃষ্টাব্দে যে অশান্ত
চিন্ত লইয়া তিনি একবার যাযাবর বৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ততোধিক অশান্তির ২১ বক্ষে লইয়া তিনি আবার বাহির
ইইয়া পড়িলেন। বায়রণের প্রেথম জীবনের চাইল্ড কেরল্ড যে তাঁহার
প্রকৃত্তী জীবনে এমন ভাবে মন্ত হইয়া দেখা দিবে তাহা কি তিনি
ুপ্রকৃত্তী করানা করিয়াছিলেন ?

অধি মোর জগ্মভূমি। বিদায়। বিদায়।
অস্তাচলে ছুটে ১লে দেব দিনম্ণি
শেষ রশ্মি সাথে তার আমিত জননি
চলে গাই— ডবে বাই—জনমের মন্ত।

আমি চলিয়া গেলে কাহাব ফভি গ কেই বা আমার জয়া কাঁদিবে গ কাঁদিলেও মিথা। মাহা-ক্ৰমনে ভূলিব না। অবিখাদিনী নাবী চ'দিন বাদেই সব ভূলিয়া যাইবে।

For who would trust the seeming sighs
Of wife or paramour?

Fresh feeres will dry the bright blue eyes
We late saw streaming o'er,

For pleasures past I do not grieve,
Nor perils gathering near;

My greatest grief is that I leave
Nothing that claims a tear.

And now I'm in the world alone, Upon the wide, wide sea: But why should I for others groun, When none will sigh for me? Perchance my dcg will whine in vain, Till fed by stranger hands, But long ere I come back again He'd tear me where he stands. প্রেরদীর দীর্ঘাদে নায়িকার ছলনায়, বলো তুমি, ক্লেনে শুনে কে আৰু ভুলিতে চায় ? যে উজল নীল আঁথি বিরহের বরষায় ঝারিবে অঝোর ঝবে, মুছাইয়া দিবে ভায় আবার নবীন সাথী—দে কোন নতন প্রিয়;— ফটিবে আননে পুন: বাঙা আভা কমনীয়। পুরাতন কুথ-মৃতি শ্ববিয়া না তথ পাই, আকাশে জমিছে মেঘ—তাতে কোন ভয় নাই; আমার প্রধান হুথ সেইখানে শুধু ভাই, কাদিব ঘাহার তবে এমন কিছুই নাই।

14

বিশাল বারিথি 'পরে— অসীম সাগর-মার—
সাধীহারা সর্বহারা জগতে একাকী আজ।
অপবের তবে আমি কেন বুথা করি শোক ?
কেলিতে একটি খাস নাই যদি কোন লোক।
হয়ত কুকুর মোর খেউ ঘেউ করি রব
বুথাই থুঁ জিবে মোরে আত্মাণ লয়ে সব;
থাতা পাইয়া পরে অপ্রিচিতের হাতে,
কিছু পনে ফিরে এলে মোরেই ছিঁ ডিবে গাতে।

<sup>টু-ল</sup>ণ্ড ত্যাগ করিয়া বায়রণ বেল্ডিয়াম ঘ্রিয়া জেনেভা গমন করিলেন। সেইখানে ছিনি শেলী ও ছদীয় পত্নী এমিতী মেরির সভিত প্রিচিত হন। শেলীরাত এই সময়ে দেশভ্রমণে বাহিব ইইয়াছিলেন। উচ্চাদের সহমান্ত্রী ছিল জেন ক্লেয়ারুমট নায়ী এক ভক্ষণী। এই ভক্ষণী পূৰ্বৰ ইইভেই বায়ৱণের প্রতি অমুরক্ত ছিল, এব তাহারই প্রবোচনায় শেলীরা ভেনেভায় আসেন ও বায়এণের সভিত প্রিচিত হল। মিথ্যা ক্প্রাদে প্রতিষ্ঠা হারাইয়া অশাস্তচিত বাসরং যুখন দিন দিন পুপের পুথে নামিয়া যাইতে-ছিলেন ঠিক ফেই সময়ে ভেন আপেনাকে তাঁঙার কাছে ধরা দিল। কিছ কিছু দিন প্রেট জেনের বায়রণের প্রতি মোহ কাটিয়া গেল এবং ১৮১৭ খুষ্টাব্দের জাত্ত্বাবী মাসেসে ইংল্ডে প্রভারের কবিল: এই ক্ষবিধ প্রণয়ের ফলে কিছু দিন পরে করা আলে প্রার জন্ম হয় এবং ভগত হইছে দীৰ্ঘ পাঁচ বংসৰ ধ্রিয়া কলার ভ্রণ-পোষণ ও বক্ষণাবেক্ষণের দাহিত্ব কইয়া বাহুদ্রণকে বিভূ অ্লান্তি ভোগ করিতে হয়। পরিশেষে ১৮২২ গুটাকেণ এপ্রিল মানে আফেপ্রার মুড়া হইলে তিনি দায়িং ১ইতে অব্যাহতি পান।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের থীন্মাবশেষে শেলীরা ধর্মন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তথন বায়বে শরংকালে টাহার বাসা ভেনিসে ছানাস্কৃথিত করিলেন। জেনেলায় অবস্থিতি কালেই টাহার চিইল্ড হেরল্ড এর তৃতীয় সর্গ এবং "The Prisonel of Chillan" প্রকাশিত হইল "Manfred" এবং "The Lament of Tasso." ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ সর্গ লিখিয়া তিনি "চাইল্ড হেবল্ড" শেষ করিলেন। এই শেষ সর্গটিই ছিল সর্ব্বোৎকৃত্ত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ঘুইটি সর্গ প্রবাশিত হইল ইহার পর মান্যে মান্যে তিনি "ভন জোয়ানে" লেখনী নিয়োগ করিলেও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর দেখিতে পাই এনন স্কল্ব পুস্তকটি অসমাপ্য রহিয়া গিয়াছে।

১৮১১ গৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভেনিসের এক সাদ্ধ্য সম্মেলনে কাউণ্টেস ওইসিয়েলী—ভেরেসা দেলে গাদ্ধি নামী অসামালা রূপবতী সপ্তদশ্ববাহা সমান্তবংশীয়া এক বিবাহিতা কিশোরী ভক্ষণ বায়রণকে দেখিরা মুগ্ধ ও আরুষ্ট হন। তেবেদার স্বামী ছিলেন তেবেসা অপেন্দা অনেক বড়। তাই সেই সাদ্ধ্য সম্মেলনে বায়রণকে দেখিরাই সক্ত-জাপ্রত-যৌবনা কিশোরী মনে মনে তাঁহাকে ঘিরিয়া এক স্কুল্মর প্রেম-সৌধ গড়িয়া তুলিলেন। বলা বাছল্য, তুই পক্ষ ইইতেই পরস্পাবের প্রতি স্বাভাবিক আক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিছু দিন ধরিয়া ছ'জনের মধ্যে ভাব-বিনিময় চলিল। তেবেসার স্বামী কাউণ্টের পক্ষে কিছু এই নিল্ক আচরণ সম্ভ করা সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। কাউণ্ট আবার ছিলেন বায়রণের সহিত কিছ্নপ্র আর্মীত ইত্তিক আবার। তেবেসার বায়রণের সহিত কিছ্নপ্র আবার। তেবেসার বায়রণের সহিত কিছ্নপ্র আবার। তেবেসার বায়রণ-প্রীতি তাঁহাকে সক্ষারা

কোভে, বেদনায় অভির করিয়া তুলিল। পরিশেবে ১৮২০ থুঠানে পোপ এই কাউণ্ট ও তেরেসার বিবাহের চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া দিলেন। তেরেসা তথন বায়রণের সহিত একতা বাস করিছে লাগিলেন। এই তেরেসাই বায়রণের জীশনের গতি পবিবাহিত করিয়াছিলেন। তেরেসার সাহচ্য্যে তিনি যেন নূত্র মান্তুয়ে রূপান্তরিত হইলেন। যে বায়রণ ভেনিসে অবস্থান কালে লাম্পট্যলীলায় আপেনি মাতিয়া অনেককে মজাইয়াছিলেন সেই বায়রণ যেন সহসা কালার মন্ত্রপত স্লেইম্পানে সাত্রক ভাবাপান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তর্গা আরম্ভ ইইয়া গেলা বায়রণের ভাবাতেই আমরা বলিতে পারি—

In my youths summer I did sing of one,
The wandering outlaw of his own dark mind;
গাহিষাছি যৌবনের মধ্যাচ্চ বেলায
বেই গান আমি যার অন্ধনার চিত্ত ভাব
ভাষ্যমান বিপ্ৰীৰ গাচ বেদনায়।—

আজে আবে সেগান গাহিতে চাহি নং: সকল ভালবাগাবও আজে অবসান হইয়াছে। আজে আমি যুগতী রুপ্দীর মায়ায় ভূলিব না।

My days of love are over, me no more The charms of maid, wife, and still less of widow.

Can make the fool of which they made before,—

In short, I must not lead the life I did do.

আমার জীৰনে গেছে নধুমাদ—

ভালবাদা মোৰ হয়েছে গত,—

ভুলাতে নারিবে আগের মতন

কুমারী, প্রেয়সী, বিধবা হত।

রূপের মোহেতে ছিন্তু হওজ্ঞান,

অবসান হল আজিকে ভাব,

একটি কথায়-ক্তিব না আমি

আগেও জীবন যাপন আর।

fate.

My springs of life were poison'd. 'T is too late!

Yet I am changed, though still amough the same

In strength to bear what time cannot abate, And feed on bitter fruits without accusing

মোর জীবনের উৎস-ধারা যে একেবারে প্রেছ বিসিয়া—
বড় দেরী হ'ল—তবু, ভবু, আমি এসেছি এখন ফিবিয়া
মদিও এখনো সেই এক-ই আলা চইবে আমাবে সহিতে,
সময় যে ভার লাঘবিতে নারে সে ভার হইবে বহিতে
ভিজ্ঞ সে ফল থাইব, ভথাপি ভাগ্যে না দায়ী কবিব,
জানি জানি ভাই ফিবেছি, বলং ম্থাত সলিলে মবিব।
My days are in the yellow leaf;
The flowers and fruits of love are gone;

The worm, the cauker, and the grief Are mine alone!
The fire that on my besom preys
Is lone as some volcanic isle;
No torch as kindled at its blaze—
A funeral pile.

দিনগুলি মোর শুষ্ক পত্র সম,

প্রেমের পুষ্প দেখায় নাহিক আর,

আতে ভংধ কীট-ছষ্ট সেকত মম---

আমার জীবনে কেবলি ছ:খ সার !

হুতাশন যাহা অলিতেছে দিবা-রাতি

বক্ষে দেন ভা আগ্নেয় দ্বীপ প্রায়,

দেই সে আলোতে এলিবে না কোন বাতি-

চিতাম আগুন দিন-বাত জ্বল হায়।

বায়বণ আপনাব ভূল বুঝিতে পারিলেন। যে তেরেসার সাহচয়ে তাঁহার নব জীবনের স্থচন। হটল সেই তেরেসাকেও আর আপনার অভিণপ্ত জীবনের সহিত জড়াইতে চাহিলেন না। তিনি ভেনিস ভ্যাগ কবিয়া গ্রীস যাত্রা বিশেলন। ভার পর ভেরেসা বিতীয় বাব Marquis de Boissyকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি ১৮৭০ গুটাকে মৃত্যুর পূর্বব পর্যান্ত তিনি বায়রণকে ভলিতে পারেন পাই।

ইতিমধ্যে ডন জোৱানের আরও থানিকটা লেখা হইল, এবং ১৮১১ হইতে ১৮২১ খুটান্দের মধ্যে গ্রীস যাত্রার পূর্বের বাহিষ ইল "Mazeppa", ও তাঁহার স্কল্পর নাটকগুলি বথা— "Marino Faliero", "Sardanapalus", "The Two Foscari" এবং "Cain". ১৮২১ খুটান্দেই প্রকাশিত হইল "The Prophecy of Pante". এই বইখানি কিন্তু প্রকৃতপক্ষেত্র ১৮১১ খুটান্দের বচনা কবিয়া তিনি তেরেসার নামে উৎসর্গ করেন।

বায়রণ ১৮২১ খুটাফে পিসায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেথানে তিনি নানারূপ বিচিত্ত পশুপক্ষী ও ছুপ্রাপ্য স্থায় সংগ্রহ করিয়া আমোল পাইতেন। ১৮২১ খুষ্টাকের **অক্টোবর চইডে** ১৮২২ ৭৯ দেব একিল মাস অবাধ তিনি সমস্ত সময় শেলীর সাহচয়ে। অভিবাহিত কবিয়াছলেন। ১৮২২ গুটানের প্রথমে লী হাণ্ট তাঁহার পরিবারবগ লংয়া বায়রণের গুছে আসিয়া বাফ कवित्तक थारकन । अहे मनद वायवन उत्मानी अंग्डिक मण्यामककान লটয়া "The Liberal" নামে এক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় বাহরণের অবদান্ট ছিল স্বান্ত্র। "Heven and Larth," "Morgante Maggiore" এর প্রথম সর্গের अञ्चल, "The Blues", "I wo my Grandmother's Review" & "The Vision of Judgment" नामक বাঙ্গ-কাৰ্য্যে ৰাম্ব্ৰণের কাৰা প্রাহিতাৰ চনমোৎৰুষ প্রকাশ পাইছাছে। পিসায় অবস্থান কাল্টে হিনি "Weiner", "The Deformed Transformed" এবং "Don Juan"এর ব্যেত্স সংগ্রে বচনা শেষ কবিয়াছিলেল (যদিও শেষোত রচনা ১ইটি ১৮২৪ গুটাকে প্ৰকাশিত চইয়াছিল) : বিস্ক "The Libera!" বেশী দিন স্বায়ী হটল না। মাত চাহিটি সংখ্যা প্রকাশিত ইইয়া বন্ধ ইইয়া গেল। ইহার কারণ ১৮২২ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে নৌ-বিহার **কালে**  সেই হেডুমুট্মত বলিয়া বোধ হইলেও তাহাতে কিছু আসে ধার না। টলেমি ( Ptolemy ) যথন পৃথিবী গোলাকার—এই নূতন মত প্রচার করিয়াছিলেন, তথন তাহাও এরপ প্রতীয়মান হইয়াছিল, কিন্তু একণে **সে প্রতীতি অপস্ত হইয়াছে।** এই যে অপুরূপ আইন্টাইনের সিদ্ধান্ত, ভাহা কি ? প্রথমে আইন্টাইনের বণিত গতিব আপেক্ষিকতা (Relativity of motion ) বুঝা খড়িক, পলে উচ্চার সময়েব আপেক্ষিকতা (Relativity of time) আলোচনা কৰা যাইবে।

মনে করুন, যথন আপুনি থেলের Express গাড়ীতে **চডিয়া অভি ক্রতারে**গে ঘাইকেছেন তথন উপবেশন-স্থল ইইতে **উঠিয়া আপনি** গাড়ীৰ এক ধাৰ হইছে উহাৰ গতিব উ<sup>ন্</sup>টা দিকে অপর ধারে যাইলেন। আপুনি কত দিকে চলিলেন? নিশ্চর্থী তিন দিকে—উঠিলার সময় কিছু উপায় দিকে, এক চলিবার সময় 🐪 **কিছু দূর ধারের** দিকে ও কিছু দূর পশ্চাং দিকে। আপনার সহস্থাতিগণ আপনাৰ গতি এইকপই দেখিলেন এবং ইাহাদেৰ প্ৰভীয়মান হইল যে, সর্বসমেত প্রায় কুড়ি সেকণ্ডে ১২ ফু: আন্দান্ত হাইলেন। কিন্তু Express গাড়ী সেই সময় কোন ষ্টেশন পাব হইতে থাকিলে ষ্টেশন-শ্বিত কোন ব্যক্তি আপনি যে পশ্চাং দিকে চলিতেছেন ভাহা বুঝিতে পারিবে না, আপনাব ফণিক দশনে ভাঙার বোধ হটবে যে ট্রেলব সহিত আপনিও ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে স্মুখ দিকে ধাবিত ইইদেছেন। আবার যদি কোন পরিদর্শক সূর্যামগুলে বসিধা শব্তিশালা দূরবাঞ্চণ 🐿 দিয়া পৃথিবতৈক দেখিতে থাকে ভাঙা ভইজে দেখিবে যে, 🕉 বঙ্গদেশ ও ইহাৰ সমস্ত দেল্পথ পূৰ্থনীৰ উপৰ আৰ্ড্ৰেন মূচিত ফুটায় নক **হাজার মাইলেবও** অধিক বেগে ঘর্ণায়মান চইতেছে। একংগ গ্রিদর্শককে **যদি অতি দূববভী রক্ত**বর্গ ভাবক। বৃহৎ কুকুসমগুলে । Canis Major ) দূৰবীক্ষণ যথেৰ সভিত পাঠান যায়, তিনি কি লেখিবেন গু **দেখিবেন বে স্**যা চতুদিকস্থ গ্রহণ্ডলির সচিতে প্রতি সেকণ্ডে ভালাব হাজার মাইল বেগে ভাহাব চতুদিকে পূর্ণিত ১ই৫৩ছে।

এইখানেই ইহাব শেষ নহে। হয়ত বুহং কুকুবমওলও অভ কোন ভারকাম ওলের দিকে ধাবিত ২ইতেছে এবং ভাষাও আবাব **অক্ত আ**ৰ একটিৰ দিকে ছটিতেছে। এইৰণে প্ৰকৃত ভিতিশীল क्वीन एवाई धार्माएव कथन७ नद्रनाशाइन इन् ना । जातात द्विन টেশে বাইতে বাইতে সমান গতিবিশিষ্ঠ তাব একটি ট্রেণের দিকে ষ্ট্রপাত করা ধায় তথন নিজেকে স্থির বলিয়া রোও হয়। কিছ পরক্ষণেই পৃথিবীপ্ত বোল স্থিন-বস্তুৰ দিকে ভাকাইলে নিজেকে গতি-শীল বলিয়া বোধ হইবে। ঐ স্থিব-বস্তুত পুথিবাৰ গতিৰ সচিত ব্রবিভেছে। অভএব প্রভ্যেক প্রভিই প্রস্পারের তুলনায় আপ্রেক্ষক গতি (Relative motion) এবং কোন গতিই প্রম গতি ( absolute motion ) নতে, কারণ কোন বস্তু গতিশীল ব্লিয়া বোধ হইলে এ জান অপর কোন বস্তুব সহিত তুলনার ধাবাই উদয় · হয় এবং তথন এই ধিতীয় বস্তকে আমবা বিরামবিশিষ্ট ( at rest ) বিলিয়া ধরিয়া লই। কিন্তু জগতে কোন বস্তুট বিরামযুক্ত নতে। আইন-**ষ্টাইন গতির এই পারস্পা**র্যের বিষয়কেই <sup>\*</sup>গঠির আপেফিকতা (relativity of motion)" এই বাক্যের খারা উদ্দিষ্ট ক্রিয়াছেন।

সময়ের আপেক্ষিকতা কিছু ভিন্ন প্রকার। মনে কক্ষন, আঞ প্রাতঃকালে নিজা হইতে উঠিবার আগে কেহ হুষ্টামী করিয়া জগতের সর্বপ্রধান ঘড়ি (অথাৎ সময়কে ) একপ ভাবে ঢালাইয়া দিয়াছে

যে প্রত্যেক বস্তুই ১০০ গুণ অধিকতর বেগে ধাবিত হুইভেছে। আপনি নিদ্রাভকে এই পরিবর্তন কিছুই বুঝিতে পারিকেন না! কারণ আপনাব ঘড়িও এবং এমন কি স্থা ইত্যাদি সেই সঙ্গে এরপ বেগে চলিভেছে। মোটর গাড়ী, বেল এবং সকল প্রকার যানবাছনও ঐরূপ চলিতেছে। আবার ধদি ইহাব টুন্টা ব্যাপাব ঘটে, এর্থাৎ সময়ের গতি ১০০০ গুণ কমিয়া যায় তাহা হইলেও ঐ এক**ই অবস্থা।** আপনি প্ৰিক্তন কিছুমাত্ৰ ব্ৰিণ্ড পাণ্ডিল না! এইবুপে সময়ের পতি যদি এব বাব ডাভ এবং প্রসংগ্রাধীৰ এই 🖎কারে বার বার পৰিবভিত করা যায় তাহা হইজেও আপুনার ইয়া ব্রিকার কোন উপায় নাই, বাৰণ, মুকল বক্ট সাম্যিক এভাবে চলিবে। আইনষ্ঠাইনের মুলান্নসারে সূলা সূলাই এইবপ ঘটিতেছে, অ্থাৎ সময় ক্ষমত জ্বত ক্ষমত ধানে চলিত্তে ইয়া বিক্সে চইতে পাবে তাহা নিমে বুঝান ঘাইতেছে।

কোন কোন প্রাণীৰ জীবন-কাল কয়েক দিন মাত্র, কোন কোন প্রক্ষের কয়েক ঘণ্টা মাত্র, আবও নিয়ন্ত্রেণীর জীবের কয়েক মিনিট মাত্র। এই শেষোক্ত জাত্রের প্রয়েক কয়েক মিনিট সময় আমাদের এক জাবনকালের সমান, তার আমাদের এক মেকও সময় জীবের নিক') কয়েক সন্থাহেৰ সমান বলিমা প্ৰিমেয় হয়। 'আবাৰ **আমাদিগের** এক বংসৰ সময় প্ৰসংলাকেৰ উচ্চতৰ মিত্তাৰ নিকট কয়েক সেকগু অপেকা বেশী বলিয়া প্রবেষ্টান হয় না। আবিও ভাষাদের **অপেকা** আনকত্ব উচ্চাল্পান মহাম নিবাচ এই পুলিলীৰ সম্প্ৰ স্থিতিকাল ্ষাহা ভূত ত্বনিধৰা কোটি নংমৰ বিলিমা স্থিন কৰিয়াছেন ) ভাহাদের তস্থলি মনকাইনাৰ কিবা "বাং" এই কথাটি উচ্চারণ কবিবার সময় भाड— अथार करण धक (भवरहरू धक्ति कृत अर्थ माज । धहेन्नश्र সময়ের যুগপুর জাত এবং ধার গাতিকে আইন্টাইন "সময়ের আপোৰাৰতা (relativity of time)" এই বাক্যেৰ দ্বাৰা নিজেশ কণিয়াছেন। এফণে ভাষার এই মত চহতে আমাদের শাস্ত্রোক "ব্রহ্মাব এক দিবস" এই ব্যক্তোক মন্ত্রাথ স্থান্তমন করা **যায়।** 

कार्रेग्डर्सन होश्व कार्याव वसान रुर्गेष मकल वस्त्र हेन्द्र প্রকাক ভুইটি বিষয়েব—বংশ প্রতি ও সময়, ইহাদের নিয়ালিখিত किशा आविकाव न विशाहरू ।

কোন বস্তু যখন অভাধিক কেনে বাবিত হয় তথন এক আশ্চধ্য বিষয় ঘটে। ঐ বস্তুৰ তথ্য সংস্থাচন হইতে থাকে এবং এই সংস্থাচন ক "ফিটজেরান্ড সংগোচন (Fitz Gerald Contraction)" ব্রে। কোন বন্ধর বেগ রুদ্ধি পাইয়া আলোকের গতি-বেগের সমান হই শুর উপক্রম হুইলে ইয়ার আকুছিব পবিবতন্ত অধিকত্তব হয় এবং. ষণন উহাব সনান হয় ( অৰ্থাং ইহা আলোকের গতির লায় প্রতি দেকত্তে ১,৮৬,°০০ মাইল বেগে ধানিত হয় ) তথন উহার **আকৃতি** সঞ্চিত হইয়া অদ্ধেক হইয়া যায়। যদি বন্দুক হইতে একটি লাঠি প্রতি সেকণ্ডে ১,৮৬,°°° মাইল বেগে ছুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা व्हेटल পृथिनीव माग्नराव bem वेवा पृथ्व-रेमर्स्यात व्यक्तिक विषया প্রতীয়মান হইবে। কিন্ধু যদি মেই ব্যক্তি ঐ লাঠির সহিত একই নেগে ধাবিত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজেও এক্নপ সঙ্কৃচিত হইয়া যান বলিয়া লাঠিব কোন পরিবর্তন পক্ষা করিবেন না।

আইন্টাইনেৰ মতে কোন প্ৰকাৰ শক্তি আলোকেৰ গভিবেগ অপেক। কাহাকেও ক্রওভব চালিত কবিতে পারে না। কিন্তু যদি

কেছ নিজেকে আনোক অপেকা অধিকতর ক্রতবেগে চালিত করিছে পারিতেন তাহা হুইলে অন্থ পরিদর্শকের চক্ষে তিনি বিপরীত দিকে চলিতেছেন এইরপ দেখা যাইত। আপনি হয়ত জিজ্ঞানা করিবেন—ইহা কি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন যে, পৃথিবী সমতল (ilat) ইহাই যখন লোকেব ধানগা ছিল, তখন যদি কেছ বলিত, এই পৃথিবীব উপন দিয়া কোন ব্যক্তি একই দিকে ১২,০০০ মাইল (অর্থাং পৃথিবীব প্রবিধি প্রিমিত স্থান চলিলে পুনবায় পূর্বস্থানে ফিবিয়া আমিবে, ভাষা হুইলে ভাগেত উক্তি পৃথিবীব মঞ্জাকারছের (roundness) সত্য আবিদ্ধান অভাবে শ্রেমণ্ট অসম্ভব বলিয়া বোধ হুইছ। কিন্তু সন্মাই (গথা drake প্রভৃতি) মানুয়ে উপনিউক্ত পথ চলিয়া পুর্বস্থানে ফিবিয়া আমিবাছে ট্রা দেখা গিয়াছে।

আত্যন্ত মন্দ গাতির প্রভাবে ইহাপেছাও অলাক্ষ্য নিদ্দ সংঘটিত হয়। যদি আপনি বোমেন মধ্য দিয়া আলোকের গতিবনেগের কৃতি হাজার অলুন্ধ ক্রক অন্দ আপুনা বাইয়া পুনরায় দিবিয়া ধরন ছই বংসার, কেনে দুবস্থী জাবকায় যাইয়া পুনরায় দিবিয়া আসিতে পারিতেন, তবে প্রন নিশ্চরই মনে ভাবিতেন যে, আপুনি পূর্বাপেজা বরুদে কেবল ছই বংসার মাত্র প্রবীও ইইমাছেন। কির পৃথিবীতে কিবিয়া আসিয়া দেখিবেন যে, ইহাতে সকল ব্যুট বুক্ পারিবর্তিত ইইয়াছে যে, সাবই ২০০ বংসাবের পুরাতন ইইয়া থিয়াছে অধীং পৃথিবীতে তথন ২১৪৫ খুষ্টান্দ চলিতেছে (বহুমানে ১৯৪৭ খুষ্টান্দ )। ইহাতে দেখা নাইতেছে যে, গালিব প্রভাবে আপুনি ভবিষাতের গংকবে প্রবেশ করিছে। অপুন প্রথম । গতি ও সময়েন মধ্যে এইবপ অতি নিক্ট সম্বন্ধ। অপুন প্রথম, যদি আপুনি আলোকের গণ্ডিরেগ অপেয়া ডাত চলিতে প্রবিক্তিন ভারা হইলে অতাতের মধ্যে প্রবেশ সক্ষম ইউতেন। আপুনি উকপ বেগে চলিলা এই বংসার প্রবেশ সক্ষম ইউতিন। আপুনি উকপ বেগে চলিলা এই বংসার প্রবেশ সক্ষম ইউবিয়া আসিয়া দেখিতেন যে ১৭৪৫ খুষ্টান্দ চলিতেছে।

উপরের বিষয় সহজ ভাবে এই উপায়ে বুঝান যায়। ধকন আপনি আলোকেন অপোকা দিওও বেগে পুলিবা হইতে উড়িয়া গিয়া ২ নাম পরে একটি দ্বরী জ্যোতিকে অবতনণ কবিলেন এবং তথা হইতে একটি অতি বৃহৎ দ্বরীক্ষণ মন্ত্রের সাহাথ্যে পুথিবী প্রিদর্শন কবিতে আগিলেন। পৃথিবীব আলোকবিশ্বর ঐ পথ জ্বমণ কবিতে আপনার দিওণ অর্থাৎ ৪ মাস সময় লাগিবে। কিন্তু আপনি পৃথিবা হইতে আসিবার ছই মাস প্রেই আলোকবিশ্ব দেখিতেছেন,—কতএর আপনি পৃথিবী ত্যাগ কবিবার ২ মাস প্রেইব আলোকবিশ্ব গেলিকবিশ্ব ও তাহাব মহিত অভীত ঘটনাবলী পুনরায় লক্ষ্য কবিবেন। আপনি নিজে পৃথিবীতে ঐ ছই মাস যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাব অর্থাৎ অতাচেন ঘটনাগুলির পুনবাভিনয় দেখিবেন। ইহাব বিপ্রবীত ব্যাপারও ঐইক্থ বুঝান বায়। তাহা ছইলে প্রতীত ছইল যে, অবিক বেগের ঘারা অতীত ঘটনাবলী এবং বেগের অত্যধিক হ্রাদের ঘারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী লক্ষ্য করা সম্ভব। প্রের্ধাক্ত বর্ণনা হইতে দেখা বাইতেছে যে, আলোকের গতি বা জ্বন্য সময় ( Light time )

স্থান (Space) এবং বস্তু (Material body ) এই কয়টি বিষয় আইন্ষ্টাইনের নৃতন তথ্য অমুসারে অমুত ভাবে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই অত্যাশ্চর্যা সম্বন্ধ অনেক অভ্তপ্তর্ব তথ্য বা ফল প্রস্ব কবিষাছে; মথা—এই সম্বন্ধ হইতে প্রমাণিত হয় যে শক্ত স্থান কেবল স্বয়ং থাকিতে পাবে না, ইঙা প্রায়তই আলোক হইতে স্পষ্ট। বোধ হয় এট কারণেট ভগবান সৃষ্টিণ প্রারন্থে আলোক সৃষ্টি কবিতে মানস ক্ৰিয়াছিলেন (Let there be light and there was light)। আবিত, এই যে অবিচিন্ন শ্রমণ্ডল বা ব্যোম (continuous space) ইচার অভাস্করে বল্প সকলের 'অবস্থান হেতু সেই সেই স্থানে বক ১ইসা তুম্ডাইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্ৰ ড'ভুদ্দিৰ স্থ স্থানও এরপ বক্ত হইষা গিয়াছে যে, তথায় আলোকবৃষ্মি মুবল বেখায় চলিতে পারে না। প্রের্গার্হাবিত স্থাগ্রহণের সময়ে গুতীত ঘটোগ্রাফ হইতে প্রমাণিত স্থাতি যে, সাৰকামপুলী স্থাতে আগ্ৰনশীল আলোকবশ্বি সুৰ্যোৱ নিক নিমা বাইবাৰ সময় সভাই কোণ খুবিয়া যায়। **অন্য কথায়** ব্যাল্ডি ২০০০ বুচনাকাৰ কোন বন্ধৰ (material body) আকৰ্ষণে আজাবলার মবল নিজ পথ হইছে বাকেলা যায়। **অভএব যদি** ্নন বান জুবাও বস্ত থাবে যাতা আফোকব্যাকে মথেট বাঁকাইয়া সিতে পাৰে। ভাষা ইউলে আমবা ভাষার ঠিক পশ্চাতের বস্তুত দেখিতে 1 184 1

উপ্তেবলা হটবাছে যে শকা ভান বা বোমে ইহাব অভেৱে বছ সকলে তাহিছালের নিনিও ইন্তানঃ ব্যালার ধারণ কবিয়া আছে। নাতাতে এখান বেশ প্রমাণিত ২য় যে, প্রায়ত স্বল্রেখা ( straight line ) প্রান্থা ক্রম্পির, ক্রেপ বেগাটি একপ বক্ত স্থানের মধ্য দিয়া এইবার সুম্মান তুম্পুটিমা মানিলে। আবিও এরপা বক্ত স্থানের মধ্য দিয়া যুট্নার সময় সমান্তবাল স্বর রেখাছয়ের (parallel straight lines ) মাধ্য হস্ততঃ এবটি স্বল বেগা বক্ত ইইয়া গিয়া আর একটির স্থিত মিলিকে পাবে। অভাবে আমবা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা করিষাছিলাম যে, দকত রেখা বোন বিশৃষ্ট্যের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব (Straight line is the shortest distance between two points) ভাষাও কাৰ এই বাবণে হইন্ডে পাৱে না। আৰু যদি স্বল বেখা ব্যাহা কিছুই না থাকে ভাষা হইলে এই বিশ্ব-জগৎ কোন দিকেই অসাম হটতে পারে না, কাবণ দরল রেথাই আমাদের কলনা মতে অস'সতে চলিয়া যায়, অনা কিছু যায় না। আইন্টাইনের আপাতত: অয়োক্তিক উক্তি যে, "এই জগং স্মীম (limited) 'এথচ অস্তবিহীন (boundless)'' উপবেব বিষয়েবই ভিত্তির উপৰ ৰচিত।

সর্বাশেষ আইন্টাইন এই মূল উজি (fundamental statement) করিয়াছেন যে, আমরা তিন দিকের পরিমাণমূলক (three dimensional) চিস্তায় এইকপ অভ্যন্ত হইয়া সিয়াছি যে, চতুর্থ পরিমাণ (fourth dimension) সময়েব বিষয় অভ্যন্ত হুইতে কিছু দিন লাগিবে। এই নিমিত্তই জগতের যে সকল অস্কৃত ঘটনা আমাদের বোধগম্য হয় না ভাহাত বুকিতে সময় লাগিবে।



তৃতীয় অধ্যায় ২

ন্ট্যপ্রসিদ্ধির নিমিত্ত—নাটাপ্রয়োগ বাহাতে প্রসিদ্ধিলাভ করে এই উদ্দেশ্যে জর্জার-পূজা কর্ত্তব্য ! জর্জারপূজায় নাট্য-বিদ্ব-হানি হইবা থাকে।

্মূল:—হে মহেন্দ্রে প্রহরণ । সর্কাদানব স্থান । সর্কবিদ্ধ-নিবইণ । ভূমি সকল দেবতা কর্তুক নিশ্বিত চইয়াছ । ১৩ ।

সক্ষেত্ত : — জর্জ্ঞাবের আবিচন-মন্ত্র এইটি। মহেজের প্রাহরণ অবশা বজ ! কিন্তু বিলুপ্ত-দার্থ মহেন্দ্র শক্রেপজ ব্যবহার করিয়া-ভিলেন (প্রথম অধ্যায় ক্রেইন্)। সেই শক্রেপজেই ভজ্জাব! এই কারণে জর্জ্ঞাবকে মহেন্দ্রের প্রাহরণ বলা ইইন্ডে। দানবস্থন— দানবন্দন। বিগুনিবইণ—বিগুরিনাশন।

ব্রোদা-সংশ্বরণের পাঠ—"তং মতেন্দ্রপ্রহণ সর্ব্রাদানবস্থন। নির্মিতত্বং সর্ব্রাদেবৈঃ সর্ব্রিগুনিবহণ।"—এ পাঠে 'মতেন্দ্রপ্রহরণ' সর্ব্রাদানবস্থনন', 'সর্ব্রিগুনিবহণ'—এ তিনটি পদ সম্বোধন-পদ। কাশীর পাঠ—"তং মতেন্দ্রপ্রহণং সর্ব্রাদানবস্থদন্ম। নিম্মিতক সর্ব্রেদেবৈঃ সর্ব্রিগুনিবারণম্"। এ স্থালে 'ত্বং' প্রথমান্ত পদ ভাপর পদগুলি দিতীয়ান্ত বলিয়াই গ্রহণীয়; কাবণ এগুলিকে ক্রীবিজ্ঞার একবচন বলা যায় না— মেতেত্ 'শ্তু-মৃত্রু' বা 'ভ্রুব্রাণ প্রশাস্ক শব্দ ক্রীবিজ্ঞান নির্মাণ এই সামিটান বোধ হয়।

মূল: —রাজার বিজয় ও শত্রগণের প্রাক্তয় গে র ক্রণের মঙ্গল ও নাট্যের বিবর্দ্ধন ( তুমি ) স্থানা কর। ১৪ ॥

সঙ্কেত : শংস কীর্ত্তন কব অর্থাং সূচন। কর। নৃপক্ত বিজয়ং শংস (ব); নৃপায় বিজয়ং দেচি (কা)।

মূল:—এইরপ কবিয়া গথাবিধি নাট্যমন্তপে উপাসনা কর্ত্তব্য ।
পক্ষান্তরে, নিশা প্রভাত হইলে এই হলে পূজা আরম্ভ করা উচিত। ১৫।

এবং কুছা (মৃল্)—এইনপ করিছা থ্যাং এই ভাবে জ্বজ্ঞাবৰ আবাহনাদি করিছা। যথান্তায়ন—বথানিদি। উপাশ্তং—উপাসনা (অর্থাৎ পূজা) কর্ত্তব্য। ভ্রক্তার ও নাট্যনেবতাগণের পূজা কর্ত্তব্য—পূজাবিদি পরে উক্ত হইবে। কাশীর পাঠান্তব—উদ্বিদ্ধা নাট্যমণ্ডপে—নাট্যমণ্ডপে বাস করিছা; দেই বাত্রি নাট্যাহার্য নাট্যমণ্ডপে বাস করিছা; দেই বাত্রি নাট্যাহার্য নাট্যমণ্ডপে বাস করিবন—ইচাই সরলার্থ। পূজার প্রক্রমেদি চ—এই স্থানে (অর্থাৎ নাট্যমণ্ডপে) পূজারম্ব করিতে হইবে—নাট্যাহার্য পূজারম্ব করিবেন। কাশীর পাঠ—পূজার প্রক্রমেদ্ বৃধ্য—(বাত্রি প্রভাতে) বীমান্ (নাট্যাচার্য্য) পূজারম্ব করিবেন। কাশীর পাঠের ভাৎপর্যাক্রমেণ ক্রম্বরের আবাহনাদি করিয়া দেই বাত্রি নাট্যমণ্ডপে ক্রম্বরান প্রক্রমেণ ক্রম্বরের আবাহনাদি করিয়া দেই বাত্রি নাট্যমণ্ডপে ক্রম্বরেন।

মূল:—-আবাতা বা মখা বা যাম্য ও তিনটি পূর্বা(নক্ষত্রে) অথবা অলেষাও মূলা(নক্ষত্রেও) ফেপ্জাকর্ডবা।১৬।

সঙ্কেত: — যাম্য নক্ষত্র— বম যাহাব অধিদেবতা এমন নক্ষত্র অধীৎ ভরণী। তিনটি পূর্ববা নক্ষত্র— পূর্ববায়াচা, পূর্ববভাত্রপদ ও পূর্ববন্ধনী। আল্লেয়া—অল্লেয়া।

মূল: — আর যুক্ত, শুচি ও দীক্ষিত আচাগ্য-কর্তৃক রঙ্গের উল্লোভন ও দেবতাগণের পূজা কর্তব্য । ১৭।

সক্ষেত:—রঙ্গুজোতাতনং (বরোলা); রঙ্গুজোপ্রাপনম্ (কানী)। উল্ভোতন—আলোকদান, উদ্দীপন। উদ্বাপন—
পরিস্মান্তি।

মূগ:—দিনাস্তে দারুণ খোর ভৃত-দৈবত মুহূর্ত্তে ব্যাক্তারে আচমনপর্বক দেবতাস্মহকে নিবেশিত কবিবে ৷ ১৮ ৷

সক্ষেত : — দিনাস্ক — সন্ধাকোল। ভৃতদৈবত মুহুর্ত — বে মুহুর্তের অধিপতি দেবতা ভৃতগণ, রাক্ষমী বেলা। যথাকার — যথা-বিধি। আচমনপূর্বক — অভিনব বলিয়াছেন — অলিত দর্ভোলাক কারা স্পার্গ নীরাচমন নামে প্রামিদ্ধ — অলিত দর্ভোলাক কারাচ্যনমিতি প্রামিদ্ধ — অ: ভা: পৃ: ৭৪। দর্ভ — কুশ। উলাক — অলাক, অভিদন্ধ কাঠ, উলা, torch.

নল:—প্জিত রক্তগদ্ধ-যুক্ত রক্ত প্রতিসর-সমূহ, পুত্র ও ব**ক্ত**-পুশ্পসকল, আরে রক্ত ফল যাহা হইতে পাবে,—। ১৯।

সঙ্কেত: — প্রতিসব — স্তানিত্মিত, প্রতিযুক্ত কঙ্কণবিশেষ ( স্তাবিনিত্মিতা গ্রতিমন্ত: কঙ্কণবিশেষা: — আ: ভা:, পৃ: ৭৪) । — ইচাবই বাঙ্গালা নাম স্তাব ডোর বা ভাগা।

"বক্তা: প্রতিস্বা: স্ক্রা: বক্তগদ্ধাশ্চ পৃক্তিতা:" (ববোদা); ইচা অপেক্ষা কাশীর পাঠ ভাল— রক্তা: প্রতিস্বান্তত্ত্ব বক্তগদ্ধাশ্চ পৃক্তিতা:"— 'বক্তগদ্ধাং' ও 'পৃক্তিতা:'—পদন্বয় 'প্রতিস্বাং' পদের বিশেষণ চইতে পাবে; অথবা উচাদের পৃথগ গ্রহণও সম্ভব।

মূল : —ষৰ-সিদ্ধাৰ্থ-লাজ-অক্ষত-শালিত পুল-সমূহ, নাগপুপোর মূল ও বিত্ৰীকৃত প্রিফুল-সমূহ ভাবা—। ২ • ।

সক্ষেত :— এই সকল দ্রব্য ছারা দেবতাগণের নিবেশন করিতে ১ইবে— ২ শ্লোকের সচিত অহায় দ্রষ্টব্য।

গিছার্থ—খেত্রমধণ বা গৌরস্থণ, লাজ—খই; অক্ষত—আতপ তণ্ডুল। লাজৈরক্ষতৈ: (বরোদা); লাজৈলিকিটে: (কাশী)। বরোদার পাঠ ভাল। শালিতঙ্গৈ: (৪); লাজ-তঙ্গৈ: (কা)। বরোদার পাঠ ভাল। কাশীর পাঠে লাজ' শন্দির পুনরাবৃত্তি আছে। নাগপুম্প—পাঠান্তর নাগবন্ত (অ: ভা: টাকা)। নাগপুম্প—চম্পক অথবা পুলাগ। নাগপুম্পত্য মলেন (৪); চূর্ণেন (কাশী)। বিত্র—থোষা ছাডান। প্রিয়কু—শ্রামবর্ণ লভাবিশেষ।

মূল :—এই সকল দ্রব্যস:যুক্ত দেবতাগণেব নিবেশন করিছে হইবে।

পূর্বে যথাস্থানে যথাবিধি মণ্ডল আলিথিত করিবে। ২১।

সংক্ষত:—নিবেশন—অভিনবগুপ্ত ইহার অর্থ করিয়াছেন—
আবাহনকালে অর্থাদান; এই অর্থাের উপাদানরূপে রক্তক্ত্বণ রক্তগন্ধ, রক্তপুন্দা, রক্তফল, যব, সিদ্ধার্থ, লাজ, অক্ষত, শালিতপুল,
নাগপুন্দাস্ল, বিভূষ প্রিচঙ্গু ইন্তাাদি সাগ্রহণায়। মতাস্করে 'নিবেশন'
অর্থে—যাহাতে নিবেশ করা যায়, এমন মণ্ডল বুঝিতে হইবে।
নিবেশন-পদটি মণ্ডলের বিশেষণ।

মূল:— আবার মণ্ডল চারিদিকে বোডণ হস্ত কর্তব্য। আব ইহাতে বিধানামুসারে চতুন্দিকে বারসমূহ ক্রিতে হইবে। ২২।

সঙ্কেত: — চারি দিকে মিলিয়া মোটের উপর বাহাতে বোল হাত 
হর এরপভাবে মণ্ডল আঁকিতে হইবে; তাহা হইলে উহার প্রত্যেক 
দিকে চার হাত পরিমাণ হইবে। রঙ্গলীঠের গৃঠেই ( অর্থাৎ উপরে ) 
এই মণ্ডল অভিনত করার বিধি। এই প্রশক্ষে অভিনত এক্টি কুরা

তিচারের অবভারণা করিয়াছেন। শঙ্কুক প্রভৃতি পূর্বতন আচার্য্যগণের মতে—বঙ্গণীঠের উপর চারি দিকে যোড়শ হস্ত অবকাশই থাকা সম্ভব নহে; (কারণ, বিকৃষ্টে বঙ্গণীঠ ১৬×৮ হস্ত; আর চতুরপ্রে ৮×৮ হস্ত; ভাহার উপর স্তস্ত আসনাদিও ত আছে—অভএব মণ্ডল অস্কনের স্থান কৈ? শঙ্কুকাদি ব্যাথ্যাতৃগণ সমস্ভত: যোড়শ হস্ত বিলিতে প্রতি দিকে ১৬ হাত (১৬×১৬) বৃঝিয়াছেন। কিছ অভিনবের ব্যাথ্যা ৪×৪ হাত; চারিটি দিকের মোট দৈখ্য—১৬ হাত। এরূপ ব্যাথ্যা স্থীকাব কবিলে শঙ্কুকাদির আপত্তি আর টিকেনা। (আঃ ভা:, পু: ৭৫)।

মৃশ: — আর ইহাতে মধাস্তলেই তির্যুক্ ও উদ্ধানী হুইটি রেখা কর্ত্তব্য । তাহাদিগের কক্ষ্যানিভাগানুষায়ী দেবতাগণের নিবেশ ক্রিতে হুইবে ।২৩।

সংহত :—তির্গৃক্ — টেরচা—দক্ষিণ ও উত্তর দিকে টানা। একটি বেখা)। উদ্ধানতা রেখা অপরটি—পূর্বং-পশ্চিমে টানা। চতুরপ্র মণ্ডল। তাহার কেন্দ্রস্থল দিয়া এই তুইটি রেখা। পূর্বং-পশ্চিমে একটি ও উত্তর-দক্ষিণে একটি ) টানিলে মণ্ডলটি চাগটি গরে (কক্ষ্যায়) বিভক্ত হয়। এ সকল কক্ষ্যায় দেবতা-দল্লিনেশ নিয়োক্ত পদ্ধতিতে কর্ত্তর্য।

ম্ল:—তাহার মধ্যে পথে। উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে নিবেশিত করিতে হইবে। আদিতে ভগবান ভব ভূতগণ সহ নিবেশনীয় ।২৪।

সংস্ক :—তাহার মধ্যে—মগুলের মধ্যস্থলে।—তক্ত মধ্যে (ব); রক্তমধ্যে (কানী)। প্রোউপ্রিষ্ট ব্রহ্ম:—মগুলের মধ্যস্থলে পুলু একটি অগ্নিত করিতে হইবে—উহাতে ব্রহ্মার নিবেশ কর্ত্ত্য। ভগবান ভব—দেবদেব মহাদেব; কানীর পাঠ—শিব। আদিতে—আদিভাগে অর্থাৎ ঈশান কোণে। ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে দেবতার সন্নিবেশ ও আবাহনের কথা বলা হইয়াছে। অভ্যত্ত্ব (আদিতে) অ্থা—আদিদেশে ও আবাবস্বে।

মূল:—নারায়ণ ও মহেন্দ্র, কল,ুত্ব্য, অধিষয়, শশী, সবস্বতী ও লক্ষ্মী, শ্রহ্মা ও মেধা পুর্বনিকে (নিবেশনায়)।২৫।

সঙ্কেত :--স্কল্প-কার্তিকেস। অধিধয়--অধিনীকুমাবন্ধয়--নাগত্য ও দত্ত।

মূল : পুর্বি-দক্ষিণে (অগ্নিকোণে) স্থাহাসত বহিত নিবেশনীয় — আর বিষদেবগণ, গদ্ধর্মগণসূত্র ক্রন্তাণ ও গণ সমত ৪২৬।

সঙ্কেত:—নিবেশ্য: স্বাচ্যা সচ (ব, কা); পাঠান্তব—চন্দ্রমা ভাষ্কুবেব চ। কলা: সর্বল্পান্তথা (ব); রুলান্চ ঝবয়ন্তলা (কানী)।

মূল: প্ৰকান্তবে, দক্ষিণ (দিকে) যম ও অমুগদহ মিত্র নিবেশনীয়। পিতৃগণ, পিশাচগণ, উৱগগণ ও গুঞ্জকণণকে নিবেশিত করা কর্ত্বসাহণঃ

সক্ষেত: — মিত্র— ক্র্রের ই একটি বিশিষ্ট রূপ— প্রতি মাদে ক্র্য্য এক একটি বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হন— হাদশ মাদের এই হাদশ রূপের নাম—হাদশ আদিত্য। মার্গশীর্পে ক্র্রের রূপের নাম— 'মিত্র'। অন্তুগ— অনুগামী, অনুচর। উরগ—সপ্। গুরুক— দেববোলি-বিশেষ।

মৃল:—নৈশ্বতৈ বাক্ষপণ ও ভ্তসমূহকে নিবেশিত করিতে 
ইইবে। পশ্চিম (দিকে) সমুজসমূহ ও বাদঃপতি বরুণকে
(নিবেশিত করা উচিত) ।২৮।

সঙ্কেত: — বরুণং যাদসাং পতিম্ ( ব ); বরুণং চ নিবেশ্রেৎ ( কানী )। যাদ: — জুসজুৰ, জুল।

মূল:—আর বাষব্য দিকে সপ্তবায়ুকে নিবেশিত করিতে হইবে। দেই স্থানেই পক্ষিগণসহ গক্ষড়ও সন্নিবেশনীয় ।২১।

সংস্কৃত: — মৃলে আছে — বায়ব্যাং দিশি; এম্বলে 'দিক্' আর্থে— বিদিক বা কোণ।

মূল: — আর উত্তর দিকে ধনদকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।
আর নাট্যের মাতৃগণ ও গুরুকগণসহ ফকগণকে (সন্নিবেশিত
করিতে হইবে)। ৩ ।

সঙ্কেত: —উত্তরজাং দিশি তথা ধনদং সন্তিবেশ্বেছ (ব); উত্তরজাং কুবেরঞ্চ সর্করিরন্তবিঃ সহ (কাশী)। ইহার অর্থ — আর উত্তরে সকল অন্তরসহ কুবেরকে (নিবেশিত করিবে)। সপ্তশ্বকান্ — পাঠান্তি ভাল — পুনক্তিক হয় না।

ন্দ :— আর উত্তর-পূর্বেই (ইশান কোণে) নন্দী প্রাভৃতি গণেখর সমূহকে, অন্ধর্মি-ভৃত-সঙ্গা-সমূহকে যথাভাগে নিবেশিষ্ঠ করিতে ১ইবে। ৩১।

সংঘত:—নন্দ্যাকাংশ্চ গণেশ্বধন্ (ব); নন্ধিনং চ গণেশ্বধান্ (কা)। যথাভাগং— যথাযথ ভাগ (অথাং বিভাগ) অনুসারে। যথাভাগং নিবেশয়েং—কাশী সংস্করণে এ অংশটুকু যণ্ডিত।

ইশান কোণ হুইতে আৰম্ভ কৰিয়া পুনৰাৰ ইশান কোণেই স্মাপ্ত কৰা হুইয়াছে। অভিনৰ বলিয়াছেন— কেবল মণ্ডলমধ্যে একটি মাত্ৰ পদা অক্ষাৰ আসনকপে অক্ষিত কৰিলেই চলিবে না, প্ৰতি দিকে ও বিদিকে এক একটি পদ্ম অক্ষিত কৰা কৰ্ত্তব্য; সভ্ৰৰ, মণ্ডলটি হুইবে নৰপান্ন মণ্ডল ("প্ৰতিদিশঃ স্বন্ধনীৰ্দ্ধেন নৰপান্মণ্ডলমিত্যুক্তঃ ভ্ৰতি"— মা ভাঃ, পৃঃ ৭৬)।

মূল:—অভ্তপের স্তম্মে দেবতা-সন্নিবেশ-বিধি। দক্ষিণ **স্বস্থে** সন্ধ্রুমার ও দক্ষকেই, আব উত্তর স্তম্<mark>যে গ্রামণ্যকে পৃদ্ধার্য—</mark> সন্মিবেশিত করিতে হইবে ১ ৩২ ।

সংস্কৃত : — শ্বভিননের মাক — 'দিখিণ স্তক্ষে' আর্থে— দক্ষিণ-পূর্ব স্তক্ষে— আগ্রেয় স্তক্ষে ; 'উরব স্তক্ষে' অর্থ — উত্তব-পূর্ব স্তক্ষে— ইনান-স্তক্ষে । এরণ অথ করাব উদ্দেশ আছে । রশ্ব-পীঠের রিক উত্তব-দক্ষিণে বা পূর্বে পশ্চিমে কোন স্তম্ভ স্থাপনের বিধি নাই — — চাবিটি কোণে — স্তম্ভ স্থাপনের কথাই উক্ত ইইরাছে । প্রামণ্য — মহাগ্রামণী — গণপতি । গ্রামণ্য মুক্তবে স্তক্ষে পৃদ্ধার্থং সন্ধিবেশ্বেং (ব, কা) — পদ্দিমে স্কল্মের চ—পাঠান্তর।

নল:— 
 বিধানাম্বসাবেই বথাস্থানে বথাবিধি স্প্রসাদ সকল দেবতাকে নিবেশিত কবিতে হইবে। ৩৩।

সংক্ষত:—মুপ্রসাদ—দেবভার বিশেশণ। অভিনব অর্থ করিয়াছেন—ঘথাস্থানে নিবেশিত ( পাঠান্তর—ধ্যানাম্পাবে বা ধ্যান-পূর্ব্বক
নিবেশিত )। স্থপ্রসাদানি—পাঠান্তর—মুপ্রসামানি। মুপ্রসাদানি
্রই পাঠ অভিনব ধরিয়াছেন; অত্রথব উহাকেই প্রামাণিক
বলা উচিত। শোকটিন সমগ্র দিতীয়ার্দ্ধেন পাঠান্তর—বর্ণকপাদিতাঃ
সর্ব্বা দেবতাঃ সন্ধিবেশরেং ( কাশী )—উক্ত বিধানাম্পাবেই ব্যাছানে ঘথাবিধি বর্ণকপ-বিশিষ্ট দেবতাসমূহ সন্ধিবেশিত করিছে
ইইবে। বর্ণ—বক্ত-শুক্র-কৃষ্ণ ইত্যাদি রঙ্। ক্রণ—আকৃতি—
বিশ্বক, চতুপুর্ব, চতুপুর্ব ইত্যাদি।

সক্ষেত্ৰ:—স্থানে স্থানে—নিদ্দিষ্ঠ স্থানগুলিতে। ধথাকায়ে— স্থাবিধি। ধ্থাঠ্ত: (মূল্)—গ্রাগ্মদম্চে যে দেবতার থেকপ প্রকাবিধি উক্ত ক্রীয়াতে, জদত্যায়ী।

্র্যা ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত অনুলেপন প্রদেয়। বহিং স্থা ও গন্ধর্বগণকে রক্ত মাল্য ও অনুলেপন (দেয়)॥ ৩৫ ॥

मास 5: - अकुरल भन- शक्, हन्मना मि।

ম্ল: — গদ্ধ-মংলা সমূহ ও ধ্প যথাবিধি অর্কুমে প্রণান পুর্কাফ তিতংপুর বলি ও পূজা যথাবিধি কউবা ৷ ৩ ৷

সক্ষেত্র:—অমুপ্র্নশ: :— (মূল )— অমুক্রমে, যেটির পর যে উপচারটি প্রেদের, ঠিক সেই ক্রম অমুসাবে; যথা—প্রথমে গত্ত তার প্র পূষ্প ও মাল্য, পরে ধূপ ইত্যাদি। বলিব বিবরণ পরে দেওয়া ইইভেছে। বলি—ভাজ্য-কপ উপহার।

মূল:— আক্রণকে মধুপর্ক-ছারা, সরস্বতীকে পায়স-ছারা (পূজা \*করা কর্তব্য); পক্ষাস্তবে, শিব-বিফুম্ভেন্দ্রাদি মোদক ছারা কম্পুজাঃ ৩৭ঃ

সক্ষেত : — মধুপ্ক — মধু, গুল, জল, দিন, ও শর্করা এবত মিশ্রিত
ছইলে মধুপ্ক হয়। জন্ধাণ মধুপ্কেণ (ব); ক্রাহিণং ... (কা)।
ক্রাহিণ — জন্ম। পায়স — পয়োবিকাব; গুগ্ধছাত দ্রব্য; জ'ল দেওয়া
খন হধ (বাহাকে বাজালায় বলে ফৌব— সংস্কৃতে 'ফৌর' হুগ্ধেরই
প্রবায় । মধুপ্ক, পায়স এই গুলিই বলি। কোন দেবতাব কি
বলি তাহা এই শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে।

মৃশ : - ঘৃত-মিশ্রিত অর-বারা ত্তত্ক্; পক্ষাস্তরে সোম ও অর্ক শুড়-মিশ্রিত অর-বারা; গ্রহ্বগণ-সত্বিশ্বদেবগণ (ও) মূনিগণ মধু-মিশ্রিত পারস-বারা (পূর্নীর)। ৩৮ ।

সক্ষেত: — ঘৃতোদনেন হত ভৃক্ (ব) · · · বহি - চ । ঘৃতোদন — বি-ভাত। হতভূক্ — বহি । গোম — চলু। অর্ক — স্থা।

মূল:—আব বম ও মিত্র অপুপ ও মোদক ছারা সম্যগ্রুপে
বুজনীর। পিতৃগণ, পিশাচগণ ও উরগগণকে মৃত-মিএ ক্ষীর-ছার।
⇒শিত করা উচিত। ৩১।

সংকত: — মিত্র — সুংধ্যর বিশিষ্ট রূপ। অপূপ — পিইক।
নানক — মোরা। উরগ — সর্প। হমমিত্রো চ সম্পূজ্যাবপূপেনানক অথা (ব); যমমিত্রো সমভাচো মোদক ক্ষ্মারা সমাগ্রপে
কা) যম ও মিত্র স্প-মিশ্রিত মোদক সম্ভূষারা সমাগ্রপে
কিনীর। স্প — থোল, soup স্পি:কীবেণ — স্পি: — যুত।
নীব — হুরা।

মূল: প্ৰার, মাংস, স্থরা, সীধু ও ক্লাস্ব বারা ও মাংসাল্ল ক চণকসমূহ-বারা ভূতসভাদিগকে অর্চনা করা উচিত ! ৪০ ৷

সক্তে: —প্ৰারেন (ব); প্রথাকেন (কা)। স্থা—গোটা, মাধ্বী, পৈষ্টী—ত্তিবিধা স্থা। সাধু (বীধু-কাশী, সীথ-ব)—গুড়জার মক। ফলাসব—ফল-বস গাজিয়া উঠিলে তালা চুয়াইয়া যে মজ প্রেক্ত হয়। চণকৈ:: পললাগু কৈ:—চণক চানা, চোলা। পলল—মাংস অথবা তিল-চুর্ল ও শর্করাব সংযোগে প্রক্ত মিষ্টার; তিলকুটা।

भून :-- वे श्रकाय विवादनहें भड़वावनी म्ल्यूङनीय ।

পক্ষাস্থ্যে, প্ৰায় ও মংজ্ঞজাত (থাতা) ছাবা ডাক্ষ্যগণ স্মাগ্-রূপে পুজনীয় ৪২।

সঙ্কেত: — ঐ প্রকার বিধানে— ৪ ° প্লোকে উক্ত বিধানামুসারে । প্রকালেন তু মাংস্তেন (ব), প্রকামকেন মাংসেন (কা), অঞ্চ পাঠান্তর প্রকালেন তুমাংসেন।

মূল:---সরা-মা:স-প্রদান-ঘারা দানবগণকে প্রতিগৃত্তিত করা উচিত। তথিবয়ে জানবান্ (নাটাাচার্যা) খবশিষ্ট দেবগণকৈ অপুপ ও উৎকারিকাসত অঞ্চারা (পুলা করিবেন)। ৪২॥

সক্ষেত: — সুবামাংসপ্রদানেন দানবান্ প্রতিপদ্ধাং (ব); বিধিনা প্রতিপৃদ্ধাং (ব); সুবা গুড়গানেন মাংসৈশ্চ বিধিনার্চ্চারে — পাঠান্তব। শেগান্ দেবগণাংস্তজ্জ: (ব); প্রাজঃ (কা)। উৎকারিকা, উৎকরিকা— চুগ্ধ, গুড় ও ঘুত সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টার-বিশেষ।

ম্ল:—সাগবসম্ক, সবিদ্যাণ ও বরুণকেও মংক্ত ও পিট্টকাদি ভক্ষসম্হ-বাবা সম্যাগ্ৰণে প্জা কবিয়া গৃত-মিলিত পায়স প্রদান কবিতে হইবে। ৪৩ ।

সঙ্কেত :—পিষ্টভটক্ষাশ্চ—পিষ্ট—পিষ্টক; ভক্ষ্য—কঠিন থাজ —চৰ্ব্ব।

মূল: — আবার নানারপ মূল-ফলাদি-ছারা মুনিগণের সম্যাগ্রূপে প্রতিপূজন করা কর্ত্বা। বায়ুসমূহ ও পক্ষিগণকে বিচত্ত ভক্ষ্য-ভোজনসমূহ-ছারা (পুজিত করা উচিত )। ৪৪॥

সঙ্কেত:—প্ৰতিপূজন—পূজা। বায়ুসমূহ—উনপঞ্চাশ ৰায়ু। ভোজন—ভোজ্য। কাশীর পাঠ—বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজন।

মূল:—নাটোর সেই মাতৃ-সকলকে ও অমুগগণ সহ ধনদকে
লিপিকা-মিদ্রিত অপূপ ও ভক্ষ্য-ভোক্ষ্য-বারা প্রযক্ত-সহকারে
(পূলা কর্তব্য) 1801

সঙ্কেত: শ্বনদ কুবের। লিপিকা (ব); লোপিকা (কা)
পাঠান্তব গেপিকা; অর্থ অজ্ঞাত।

ক্ৰমণ:



# হিটলারের সময়ে জার্মাণীতে নারীর স্থান

শ্রীরামক্বঞ্চ চক্রবর্তী

জ জামাণী পর্যুদন্ত ইইলেও এ কথা অস্বীকাব করাব উপায় নাই যে, ১১০০ খুষ্টাব্দের তল্প জাহ্যারী প্রেসিডেট হিন্তেন্বর্গ বখন জাভীয় সমাজভন্তরাদীদেব নেতাকে আহ্বান কবিয়া শাসনক্ষমতার ওক দায়িই অর্পণ করেন তথন জামাণীর যে শোচনীয় গলীব নৈবাশ্যময় অবস্থা ছিল, মাত্র এচ বংসবের চেষ্টায় বহুত্ত পরিপূর্ণ হিলোবের কর্তৃত্বে ও ভাঁহার সহচর ও অন্তরবৃদ্দের ক্রিনাত্তিক প্রস্তুত্ত ভাগার সহচর ও অন্তরবৃদ্দের ক্রিনাত্তিক প্রস্তুত্ত ভাগার সহচর ও অন্তরবৃদ্দের ক্রিনাত্তিক প্রস্তুত্ত ভাগার সহচর ও অন্তর্গক্ত ইইয়াছিল। একদিন মেগানে ছিল হত্ত্বান্ধিতা, কুমানাহীনতা, ক্রমান্ধিতা ও সম্বানহানি, মাত্র ক্ষেত্রক বংসর পরেই সেখানে দেগা গিয়াছিল স্পর্নিচালিত ক্ষ্মানহয়, অহাধারণ ক্ষপ্তুত্তা, অপ্রক্রিমান্ত্রতিতা, অন্তর্গ্রহানতা, আত্মান্তর্গলিতা এক সাক্ষজনিক আত্মপ্রত্তিতা, অন্তর্গ্রহানতা, আত্মান্তর্গলিতা এক সাক্ষজনিক আত্মপ্রত্তিতা, অন্তর্গ্রহানতা, আত্মান্তর্গলিতা এক সাক্ষজনিক আত্মপ্রত্তিতা, একার্লিক নাইনাছল হত্তাগ্রা ভারতবার্মার তাহা জানিবার জন্ম আকৃলতা সম্পর্ণ স্থাভাবিক।

প্রাচীন ভারতে নাবীজাতির শিক্ষা-নামস্থা ও বন্ধান্যস্থা ও নীতি ও আদর্শে প্রিচালিত ইইয়াছিল, প্রাচ্চ জাতিওলি একবপ্র সকলেই আজ প্রান্তও ভাষার কোন উদ্ভেশযোগ্য প্রিবতন-মাধনে সমর্থ না ইইলেও প্রান্তান্ত জগতে বিভেন্ন বাস্ট্রে অনেকারিভূ নূতন ব্যবস্থা বহু পূর্বে ইইলেই চলিয়া আদ্যোত্তে । এ অবস্থায় জাতীয় সমাজভন্তবাদের ( National Socialisms,র ) নেতা নাবীজাতি সন্তম্প্রেক কি নীতি ও আদ্যাধ্যাক বিবাহিলেন এ প্রবাদ্ধ সে বিষয়েই কিছু আলোচনা করিব।

জাতীয় সমাজতন্ত্রশানার যগন প্রনেশ প্রয়তালাভেব ভক্ত সংগ্রামরত ছিলেন তথন জালাণ-ব্রন্দান সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সে উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করিয়াছিলেন ক্রিনার কারা ব্যাহার বিশ্ব হ ইন নাই। হ্রেম্বার্গ পার্টি কর্পেনের একটি প্রিবেশনে বিন্দ্র মুক্তকঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"জাল্লাণ-বর্মণীর নিকার সাম্বাধ্ কর্ত্তরানিঠা ব্যাহাত আমার মতাত্রভাগিধনে এরের প্রথে প্রিচালিত্র করা কিছুতেই সম্বাধ্য প্রতিভ্রাহার যে সর কাষ্যে ব্রন্ধাধনের বৈধ্য, অফুভৃতি প্রভৃতি স্কোমল রুভিনিচ্ছের একান্ত প্রয়েজনীয়াণ সক্তন স্বীকৃত, সেই সেই রাষ্ট্রশেত্রে রুম্ণাজাতির সম্পূর্ণ আশ-গ্রহণের দাবী হিটলার পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কোন একজন বিশিষ্ট লেখক কয়েকজন বৈদেশিক বাত্তা-সংগ্রাহকের সঙ্গে গিল্পা 'রাইখ' (Reich) নাকানেত্রী য গেবটু ড শেটালস-দ্লিঞ্চ (Frau Gertrud Scholtz-klink) এব সহিত্ত সাক্ষাৎ করিয়া হিটলার-জাত্মাণীতে নাবীব প্রান ও কেন জাত্মাণ-রমণীরা প্রথম হইতেই হিটলার-আন্দোলনের প্রতি আবৃষ্ট হইয়াছিলেন এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তব দিয়াছিলেন—

"জীবন-সম্বন্ধ আমাদের আদর্শ সমগ্র জাতীয় সন্তার ভিতিসমূহেব ' উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈধ্যিক উন্নতির উপরে বিশেষ নির্ভর না করিয়া জাতীয় আত্মার উপরই ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। আর জাতীয় আত্মার সহিত যাহা সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে কিছু নিদ্ধারণের ভার অধিকাংশের মতের উপর নির্ভর করে না, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির উপৰ নিৰ্ভৱ কৰিয়া থাকে। জাগ্মাণ-পুক্ষণজাতির চিন্ত ইহারই সমাধানে বিশেষভাবে নিবিষ্ট ছিল, তথাপি বছ জাগ্মাণ-দম্বী জাগ্মাণজাতির আত্মাণিকারের এই জনীয় সংগ্রাহম পুরুষজাতিব সহিত অবিচলিত আফুগতের সুসংবদ্ধ ছিল।

"অবিচলিত আয়গত্য লাভের তক্ত আমৰা স্ত্ৰীজাতিব বিশেষ স্বাৰ্থসমূহ উপেন্ধা করিয়াছি বলিয়া কেত কেত আমাদেব নিশা করিয়াছেন।
তত্তবে আমার ইতাই নত্ত ব্য যে, জাতীয় সমাজতন্ত্রের চিন্তা ও কর্মনিবার মূল আদৰে ধরানতই ব জিগত কার্থ অপেনা সমষ্ট্রগত স্বার্থের প্রান্ধান প্রীর্থিত হইয়াছে। তদমুসাবে সমষ্ট্রগণভাবে সমগ্র জাতিকে
মাতাষ্য করিতে সমর্থ হত্যার পরের স্তাভাতিক বিশেষ বিশেষ আকাজমা বা কাহাদের বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও ও করিবার বিষয়ভলি কোনমতেই সর্কাপ্তে বিবেচা বলিয়া গৃহীতে তত্যার প্রান্থ জিল্ভ হয় নাই। বড নিন আলাক জনসাধারবের আলাল্লিক উল্লিভ জাল্মাণপুরুষদিব্যের মন ক্রান্থভাবে অবিবার করিয়াছেল তাত দিন প্রযান্থ বাজিগত চিন্তা ভ আকাজ্যা অপেন্ডা সমগ্র জান্ধান্তাতির কথাই আমাদের স্ত্রীলোকে দের প্রত্বে বেশী প্রস্তাতনীয় ছিল।"

কাঝাপনমনী সহয়ে বাহিবে নানা কুমাঝাৰ ও ভা**তিম্ক্ক ধান্ধা**, প্রচলিত আছে, ভাঝানীৰ ও ভাঝানজাতির সহিত **সপরিচিত না** কুরুবের মতেই ইংল স্কর্লির হুইসাছে। বেলিনের উপ্রতি পোঝা কুরুবের মহিল ভ্রমণীর দুবা ক্রমনীয়ে দ্বিয়া জাঝান ক্রমণীর সহয়ে কোন ধান্ধা করা চলিবে না, আবান বেলিনের ধনি পরিবারের গোলালী সহবে নালমান্ত্র দেখিয়া ভাঝানির্মণী-সহয়ে কোন বাবনা করিছে গ্রেক্ড ভূল করা ইংবে।

স্থান্ত্ৰতাৰ বহিছে থেলে ওংলাও ব্যাণ্ড আঁটাসোটা পো**যাকের** প্রপ্তি ইইছেও পোষ্টেন স্থান্তিৰ ভাষ**টাবেই উহারা বেশী** ভাকবাসনা । ইংলাছান সংগাদের চাকিয়ন্ত্র সংক্**তা প্রকাশ পায়।**বিগতি হিলাকামুগে (১৯০০-১৯৪৪ ছুল) যদিও ভাইাবা বিশ্ববিভালয়ের



নারীনেত্রী ফ্র-গের্ট ড শেটাল্স-রিস্ক

শিক্ষালাতে ততটা আগ্রহশীল ছিলেন না, এবং রাজনীতিতে নিজেদের একটা নাম করার লোভ ভাঁহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই; তথাপি ভাঁহাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, এবং সঙ্গীত, সাহিত্য ও অক্সার্ক কলাবিভায় উাহাদের জান তাঁহাদিগকে বিশেষ প্রাশংসাভাজন ক্রিয়া ভুলিয়াছিল। এই সময়ে জাত্মাণীর বনসাট-হল বা বস্তৃতা-গ্রহগুলির শ্রোতা বাদশকদের মধ্যে জাহিকাংশই দেখা বাইত নারী।

ভবে নবীন জাত্মাণ তরুণীদের কাছে পানিবানিক জীবনই প্রধান কর্মস্থল বলিয়া চলিয়া আমিতেছিল, তাহাদের চিন্তাধারা পাবিবারিক জীবনে প্রবেশেছার দ্বারাই প্রভাবিত হইত। জাত্মাণ তরুণীবা ভবিষ্য জননীরপে ভাহাদের সে দায়ির আছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ জাগক ছিল। ভাত্মি সনাজভব্ধবাদিনে উৎস্বাদিতে স্বেছায় ও সানলে যোগদান কিছে এই কিলিকে স্কেন্ডাদিতে স্বেছায় ও সানলে যোগদান কিছি এই কিলিকে স্কেন্ডাদিতে নামিত স্বিশ্ব সম্বাদি ছিল এই কিলিকে নামিত স্বাদি স্বদাহ ভাহাবা সকলাই বিশেষ সাবধান ছিল এই কিলিকে সামাণ ভগতে ভাহাদেন তুলনা মিলে কি না মনেই। প্রতে ক জীই কগৃহিনীবলে প্রথাতি-প্রভিন্তির কল বিশেষ গাজভাবিত এই প্রত্যাক স্বাধি স্বাদিত প্রতি বিশেষ সাবধান ভাল কিলিকে নামিকে বা বিশ্ব সমাজভ্রবানিদের নামিকে বা বিশেষ শাল কিলিয়া যাবে।

কোন জাখাণ নম্পন উপর যে সম্প্রাথার দায়িও প্তিত হয় তাহা পালনের সময়ে সম্প্র ভাষাতের প্রতিত তাহার যে বত্র আছে তাহা সে ক্ষান্ত বিশ্বত হয় না। এ বিষয়ে বোন এক জন সাংবাদিক প্রমার কাতীয় স্মাত্তপ্রাদী মহিলাস্ত্রত এক জন সদতা বলিয়াছিলেন যে, "আম্বা ক্যাদের জাতির জীবন-ব্যার স্বায় নিযুক্ত আছি, আম্বাদের দৈনন্দিন গুহুর মুকে সম্প্র ভাতির শারীরিক ও আধাাত্মিক স্বাস্থ্য ক্ষান্ত ও ক্যার ন্ট্পায় বলিয়াই আম্বামনে ক্রিয়া থাকি।"

জীবনের নৃত্যন আদশ কামাণ-বমণীদের চিতাগানা ও আচরণে বিশেষ পরিবতন আনম্বন ব বিয়াছিল। সহস্র সহস্র যু তা বৃবিকক' (Bubikopf) এব পরিবতে সালাসিংগ নালাসা জ্যাকেট ও কাল স্বাটের ইউনিফাম প্রিণান কবিতে গ্রুপ অঙ্গুলব ব বিত। তাহা ধারা মনে হইত যে, জাম্মাণ-যুবতাগণ মৌলিক ভাবে অনেবটা নৈতিক উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহারা তাহাদের স্ব স্থ প্রকৃত মূলা বৃবিতে পারিয়াছে এব কুত্রিম বজ্ঞানীলতান প্রতি আর্ঠ না হইয়া এখন অপরের সমালোচনার প্রতি তার চৃষ্টি বাধিতে অভ্যন্ত ইইয়াছে। জাম্মাণ-পুক্ষ জাতির প্রতি জাম্মাণ-মুম্মাদেন এখা অনেবটা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এই পরিবর্তন সহজ্ঞান ইইয়াছে। বেকার-জীবনের স্থান কার্যের স্থানাগ্রন্ধি, দৈলাবিভাগে এবং শ্রাফিক-বিভাগে যুবক-দের নিয়োগ, রান্ডাগুলিতে এবং আমোদ-প্রমোদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবিক্র উৎসাহী যুবকর্কেন সংখ্যা-হ্রাম প্রভৃতি কারণে যুবকরা এবন সামাজিক জীবনের রীতি-নীতি ও আদশ জানার ক্রোট লাভ ক্রিয়া রমণীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে অভ্যন্ত ইইয়াছে।

হিটলারের অভ্যুত্থানের পূক্র-যুগে জান্দাণীর বাজ্গানীতে কোন পরিদর্শক আদিলে প্রথমেই যুবকদের চরিত্রগত শিথিলতা, বিশেষতঃ জ্রীলোকদের প্রতি তাহাদের জাচরবই নাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জান্দাণ-যুবকদের প্রনামের পক্ষে অবস্তু-গ্রহণীয় সৈনিকবৃত্তি (compulsory military training) বিশেষ উপকারী হইরাছিল, কারণ ইহার ফলে তাহারা স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে একটা বীর-জ্বনোচিত মনোভাব পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

নীতিশাল্ল এবং নৈতিক চাত্তি-সহন্দে এই নবীন মনোছাৰ জার্মাণ-যুবভীদের মনে কুচ্চ ক্রিবার ভ্রা বাইথ (Reich) যুব-নেতা জামাণ-বালিকাসভেষর (Girl Leagueএর) সভাদের নিকট এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"জাতির স্বাসীণ উন্নতিতে তোমাদের যে কত্ত্ব্য আছে তাহা স্বষ্ঠ্ভাবে সম্পাদন করার জন্ম বালিকা-জীবনেই ভোমাদের শিক্ষালাভ করিতে হইবে, এক দিন তোমাদিগ্রেই জার্মাণ-পুরুষ্দের গৃহিণাঞ্পে এবং নবীন জার্মাণীর জননীব্যপে যে লাহিজ গ্রুণ কবিতে ইউবে তক্ষ্মনা যথোচিত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ভাষাওজাতির ভবিষয়ে গাঁওলা ভলিবার দায়িছ য়ে সমুস্ত যুদ্ধ গুৰুৎ কলিয়াছে ভাহাদেৰ ভগ ভোমাদেৰ মত **প্ৰভাশীল,** দুর্চাতে এব স্বামার সঙ্গে লাখিনীয় ছাংন্রেট-বল্লেও ভারাগ**স্বীকারে** প্রস্তুত গুড়িলী একাখ প্রয়োজনীয় : গুড়োক বালিকাব এই উচ্চ লা-ব থাকা আবশাক, হ'ল জালনে হ'ল উদ্দেশ্য-সাধ্যের **জ্**ল প্রয়েষ্ট্রক ব্রালিকাকে বহু বৃৎসূদ যাবং এঠা ক্রিয়া শক্তি, কম্মপ্রট্রতা ও প্রবৃত সাম্ম। লাভ কবিতে ১টকে এর নিজেব পরিব্র<u>তা অক্ষুর্</u>য় বাগিতে **১ই**ৰে ,"

বিবাহ না হওয়া প্যান্ত বোন বহতো কোন আফিসে বা ফাার্ট্রীতে কাষ্যা কৰিলেও লোটেৰ উপৰ বেশ স্থাইটোটোটা খাবে; ইয়া ছারা ভাহাৰ পিভাৰ পৰিবাবেৰ আৰ্থিক বিডু ভবিধা হয়, সাধারণত: ভাষাৰ আয়ু হইতে ৰত্ব সেম্মানে দেয় এই বাকীনা নিজেব স্থ-স্থাদ্দোর জন্ম করে ! সাধারণুতঃ মেয়েরা সেবা উশ্রয়ার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কবিয়া থাকে , জাখাণীতে নার্সি-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে, এবং ইহাতে শিক্ষানবাশ-ভাবে অপেকাকুত বেশী দিন কাষা করিতে হয় ৷ বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত ইইলেও কোন যুবতী বিবাহিত জীবন-যাপুনে ইচ্ছুক হইলে যে তথনই (ভাহার চাকুলতৈ ভবিষ্যতে ক্যোগ স্থবিধাৰ মত্ট আশা থাকুক ) সম্ভট্ট চিত্রে চাবুরী ভাগে কবিয়া নিজেব গৃহও পবিবাবের কায়্যে ব্যাপুত হয়। এই জাতায় অধিকাশ বিবাহট টেট স্টতে যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চইয়াছিল ভাঙার ফলেই সভবপ্র ১ইয়াছে, বহু দিন প্রাস্ত এই সব ৰণ স্ব স্ব ব্যবসায় বা কম্মেজ প্রিভাগি কবিয়া যাহারা সাংসারিক কাঘ্য কবিবাৰ ভক্ত বিৰাহ্ৰদ্ধনে আবদ্ধ হইত মাত্ৰ ভাহাদিগকেই দেওয়া ভইন্ড।

জাতীর সমাজতন্ত্রবাদ প্রাজাতিব আদশ এবং জাতির প্রতি তাহাদের বর্ত্তব্য নিন্দিটভাবে স্থির করিয়া দিয়াছে। হিটলারের মতে জাতির জাবনে ঘুইটি জগং। Norld জাছে, নর-জগং এবং নারী-জগং। প্রকৃতিব ব্যবস্থাই এই যে, পুরুষ পবিবারের বক্ষক হইবে এবং সমষ্টিগতভাবে জাতিব রক্ষার দাহিবও তাহার উপরই পড়িবে; আর পবিবাব, স্বামী, মন্তান-মন্তাতি ও গৃহের মধ্যে সন্তঃইতিরা নারীজাতির কক্ষন্থল সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংসারের ক্ষুক্ত গণ্ডীর মধ্য হইতেই নারী সমগ্র জাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবে। এই নর-জগংও নারী-জগতের সমন্তর্গত একটা জাতি বাঁচিতেও উল্লভির পথে ভাগ্রসর হইতে সমর্থ হয়।

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ নারীজাতির প্রেফ প্রকৃতিগত আদর্শই
নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে এবং পুরুষের কণ্মক্ষেত্রে নারীর নিরোগ
সেখানে বিশেষ সমর্থন লাভ করে নাই। কিন্তু তাহা ইইলেও জাতীয়
সমাজতন্ত্রবাদ স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা ও অধিবার-সাম্য ইইতে বঞ্চিত

করিরাছে বলিয়া অক্সান্ত দেশে যে প্রচারকার্য্য চালান হইরাছে, জার্মাণীতে তাহার তীত্র প্রতিবাদ করা হইয়া থাকে। হিটলারের একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"গত দিন প্রান্ত জার্মাণ জাতি স্বস্থ ও পরাক্রান্ত থাকিবে (আমরা জাতায় সমাজতন্ত্র-বাদীরা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিব), তত দিন পর্যন্ত জার্মাণীতে হাত-বোমা বা বন্দুকেব গুলী চুঁড়িবাব জন্ত কোন নারীদল গঠিত হইবে না, কারণ তাহাছাবা জীলোকদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হয় না, তাঁহাদিগের উচ্চ বা মহৎ কম্মক্রে হইতে তাঁহাদিগকে অবন্মিত কবা হয়।"

নবীন জাণ্ণালতে জীজাতিবে পাক্ষে অপার্রমেয় বিপাট কথ্যক্ষেত্রব ব্যবস্থা হুইয়াছে, জ্বীজাতিকে বিভিন্ন কথ্যক্ষেত্র হুইতে অপায়বিত করা হুইরাছে বলিলে নির্বৃদ্ধিতাই প্রকাশ পাইবে। নবীন জাণ্যালিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই যে, জ্বীজাতিকে সাংসাবিক জীবন যাপন করিতে সর্ব্ববিধ প্রযোগ প্রদান করা হুইতেছে, কাবণ বদি কোন রমণী প্রসন্থানের জননা ও উপসূক্ষ গৃহিনীকপে একটি স্তম্ব, সবল ও রখী পবিবার গঠন ও পবিচালনে সমর্থ হন, তাহা ঘাবাই তিনি সর্ব্বোংকুইভাবে তাঁহার দেশের ও জাতিব সোবা কবিতে পারিবেন। কোথাও যদি একজন সাংসাধিক জীবন-যাপনে অনভাস্ত সর্ব্বজন-পরিচিত প্রসিদ্ধ জীলোক ব্যবহারাজীব থাবেন, আব হাঁহারই প্রতিবাদী যদি এমন এক জন জননী থাকেন যিনি পাঁচ, ছয় বা সাতটি সম্ভানকে যথোচিত ভাবে পালন-পালন কবিয়া স্তম্থ, সবল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও প্রকৃত কপ্রসম করিয়া ভুলিতে সমর্থ হুইয়াছেন, তাহা হুইলে জ্বাতীয় সমাজভন্নবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয় বমণা যভুই অপনিচিতা হউন না কেন, প্রথম, অপেক্ষা তাঁচার জীবনের সার্থকতা অনেক বেশী ও মৃল্যবান্। হিটলারের মতে প্রান্ত্যক ষ্টেটের কার্য্য এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অর্থনৈতিক অন্তর্মায়গুলি ব্যাসম্ভব দ্রীভৃত হয়। জার্মাণ গবর্ণমেন্ট এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম কতবংগুলি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ল্লীজাতি ও পুক্ষজ্লাতি উভয়েরই স্বাস্থ্য ও মানসিক শাস্তি অক্ষুধ্ব রাথার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যে স্ব স্ক্সক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকার জ্বরু পৰামৰ্শ দেওয়া ও অমুবোধ করা হইয়াছিল, ইহা দাবা ভাঁহাদের প্রত্যেকেই যাহাতে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী কাষ্য অপেকা নিমু-স্তবের কাষ্যে নিযুক্ত না হয় তাহারই দৃচ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রকৃতিগত প্রভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই এবং কর্মকেন্ত্রেও তাহাই মাত্র করা হইয়াছিল। নবীন জাত্মাণীতে স্ত্ৰীজাতিকে বাজনীতিতে বা ব্যবসাধ-ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিহস্থিকপে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষা অনেক উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছিল। গু**হকর্ম** ফলপ্রস্ নঙে—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। জাম্মাণার অতীত **যুগে এই** জাতীয় ধারণা অনেকের ছিল, সে যুগে কম্মপ্রস্থতার মাপকাঠি ছিল ব্যস্তিগত লাভ বা স্থযোগ-স্থবিধা, সমষ্টিগতভাবে **জাতির কি লাভ** বা ক্ষতি হইল ভাহা তথন বিবেচিত হুইত না। এ কথা অন্ধীকার করাব উপায় নাই যে, কোন কার্য্যের ফলে সমষ্ট্রগতভাবে সমগ্র জাতি লাভবান এইলে প্রোফভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাহাতে লাভবান হইয়া থাকে।

গান
কানাই সামন্ত

বঁধু স্থানে ফুলে মালা গাঁথি।

তুমি আদৰে ব'লে হৃদযুখানি পাতি

এই ধূদব-বৰণ প্ৰথেব ধূলিতলে।

আমাৰ মন ধে বলে,

তুমি আদৰে আদৰে আদৰে, মৰম্যাথি!

হেবো পশ্চিমে ঐ কনক অক্সণ শেষে নিবল বিদায়-বেলাব কক্সণ ভাতি। ভূমি আসবে আসবে আসবে, মরমসাধি!

> বঁধু, অঞা-ধোওয়া আমার স্থানের ফুলে, বলি, হার গোঁথে তাই উদ্ধে তুলে, তোমার তারার হারে লক্ষা দিল, হেরো, নিশীথ রাতি।

তুমি আসবে আসবে আসবে, মরমসাথি!

## সোনার পাথরবাটী

श्रीकिजीनहस्र हरियोशाय

শারা বাল্যকাল হইতে সোনার পাথববাটা, বাঁসালেব আমসন্ধ, পটোলের আলুর দম ও স্বদেশী বিলাতী মাটিব কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এইরূপ আরও অনেক শব্দ আছে বেগুলি প্রকৃতপক্ষে সোনার পাথববাটী জাতীয় হইলেও আমবা সব সময় তাহা ধবিতে পারি না। কবিকুলচ্ডামণি কালিদাস ভাঁহার কুমারসন্থবে লিখিয়াছেন—

> বিভ্যণোদ্যাসি পিনদ্ধভোগি বা গজাজিনালম্বি ছকুলগাবি বা। কপালি বা ভাদযবেন্দুশেখবং ন বিশ্বমুর্ভেরবধার্যতে বপ্ন: । ৫।৭৮।

"ওগো সন্ধাসী এ মহাবিধ দৃষ্ঠ ম্বতি যার উজ্জ্জ-মণি ফণী বিষধৰ কিবা না ভূষণ তার। ষার হাতে দেথ ভিক্ষা-কপাল ইন্দু তারই থে ভালে কথন সাজে সে ক্ষোমহকুলে কথন দিরদছালে॥"

( পণ্ডিতবর যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্যের অমুবাদ )

এই শ্লোকটিতে গজ্চম অর্থে গজাজিন শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে।

আজিন-শব্দটি অজ-শব্দ হইতে নিম্পন্ন স্বতরাং উহাব প্রাথমিক অর্থ

অজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। অতএব ছাগ্যচম অর্থে অজিন-শব্দের প্রয়োগ বৃৎপত্তি
সিদ্ধ, কিন্তু মৃগ্যচম অর্থে মৃগাজিন, গজ্চম অর্থে গজাজিন প্রভৃতি
সোনার পাথ্যবাটী জাতীয়।

কুমারসম্ভবের ঐ সর্গেই আর একটি শ্লোক আছে—

নিবার্যভামালি কিমপ্যায়ং বটু:
পুনবিবক্ষু: ক্ষুবিভোত্তরাধব: ।
ন কেবলং যো মহতোহপভাষতে
শৃগোতি জন্মদিপি যা স পাপভাক্ । ৫ ৮৩ ।
"মানা কর সথি মুখর বটুবে পুন কি কচে না জানি
আর কিবা যেন বলিবে বলিবা গাঁপিছে অধবমানি।
নিশা করে যে মহাজনে সই সেই শুধু পাপী নহে
সেও মহাপাপী সে পাপভাষণ শুনিতে সেখা যে বহে ।"

( পণ্ডিতবর যামিনীকান্তের অনুবাদ)

এই শ্লোকে ক্ষুরিভোত্তরাধন: পদ শুনিলেই যেন মনে হয়, যাহার উপরের ঠাট কাপিতেছে। এই অর্থ ধরিলে উত্তরাধর শব্দটি সোনার পাধরবাটা জাতীয়। কেন না, অধর শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়তর (lower) বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৫।২) আছে—অধরেণাটেন, সদ্ উত্তরেণ। বিশেষারূপে ব্যবহৃত হইলে অধর-শব্দের অর্থ হয় নিয়েছি (lower lip); সত্ররাং উত্তরাধর শব্দের অর্থ দাঁড়ায় উপরের নীচের ঠোঁট। এই কারণে টাকাকারগণ অর্থ করেন—ক্ষুরিত-ভূমিষ্ঠ অধর বাঁহার অর্থাং বাঁহার নীচের ঠোঁট খুব কাঁপিতেছে। এইরূপ অর্থ করিলে অথবা উত্তর শব্দের অর্থ উপরের ঠোঁট ধরিলে আর অধর শব্দের অর্থ নীচের ঠোঁট ধরিলে কান গোল থাকে না।

কালিদাস তাঁহার শকুস্কলার (৩।১৮) • নলিনাদল-তালবৃস্ক বারা ব্যজনের উল্লেখ করিয়াছেন। তালবৃস্ক শব্দের অর্থ তাল পাতার পাথা, সতরাং নিলিনাদল-তালবৃস্ক ঠিক সোনার পাথরবাটা জাতীয় শব্দ। বাণভট্যে কিসলয়-তালবৃস্ক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

ভাববি ওঁচার কৈরাতার্চ্জুনীয়ে (৫ ৩১ <sup>1</sup> † বিকচ স্থলকমলিনী বন চইতে উত্থাপিত সবসিজ-প্রাগেব বর্ণনা করিয়াছেন। সরসিজ শক্তর অর্থ পদ্ম ব:ট, কিন্তু যে পদ্ম সরোবরে উৎপন্ন সেই পদ্ম অর্থাৎ জলপন্ম। শকুন্তলায় (১1১৭) আছে—সবসিজমন্থবিদ্ধ শৈবলেনাপি বমান্। স্বতরাং 'গুলনলিনীবন' ১ইতে উদ্ধৃত 'সবসিজপরাগ' সোনার পাথববাটী জাতীয়। স্থলসরোজ, স্থলাক্ষ প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ বুকিতে চইবে।

তৈল শব্দের প্রকৃত অর্থ—তিলের নির্যাস। স্বতরাং তিলতৈল বলিলে পুনকক্তি হয়, আর নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল প্রভৃতি বিপ্রতিধিদ্ধ, সোনার পাধববাটা ভাতায়। ইংরাজীতেও oil শব্দের প্রকৃত অর্থ জলপায়ের তৈল। স্বতরাং castor oil mustard oil প্রভৃতি সোনার পাথরবাটা জাতাস, আর olive oil পুনকক্তি সোযগ্রস্ত।

ঠিক এই ভাবে স্ত্রীলোক শব্দটা বিপ্রতিদিদ্ধ। প্রথমে স্ত্রীশব্দের অর্থ ছিল স্ত্রীস্থাতীয় যে কেঙ, ইংগার্জীতে যাহাকে woman in general বলে।

> পিতা বক্ষতি কৌমাধে ভর্তা বক্ষতি যৌবনে। পুড়া-চ ভর্ত্তবি প্রেডত ন স্ত্রা স্বাতস্তমইতি।

প্রভৃতি স্বলে এই অর্থ স্থাবিস্কৃতি। ক্রমশ: অর্থটি সঙ্কৃতিত হইয়।
ধে জ্রীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পাবিচয় সেই প্রী অর্থাং পদ্ধী দাঁড়াইল।
তথন সাধানণ ভাবে স্ত্রীজাতীয় ব্যাইবার জন্ম একটি পৃথক্ শব্দের
প্রয়োজন অন্তুত হইজ। ফলে স্ত্রীশক্ষের সহিত একটি লোক মোগ
করিয়া স্ত্রীলোক শব্দের স্পৃষ্টি হইল।

ইংবাজাতে woman শব্দে আমনা ঠিক এই জিনিষ্ট দেখিতে পাই: Wife শব্দের অর্থ প্রথমে স্ত্রা ছিল, fish-wife প্রভৃতি শব্দে এগনও আমনা এই অর্থ দেখিতে পাই! Wifeএর জাগ্ধান্ জ্ঞাতি Weib শব্দ এগনও স্ত্রা-লোক অর্থে প্রযুক্ত হয়! ক্রমশা: wife শব্দের অর্থ দিয়েইল—পত্নী! তগন স্ত্রীবাচক একটি শ্বেদের প্রয়োজন হওয়ায় wifeএব শ্বেষ man যোগ ক্রিয়া woman করা হইল! স্বত্রাং বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের হায়ে ইংবাজীতে womanও যে সোনাব প্রাথব্যটা জাতীয় শব্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

স্বাতৃৰ অৰ্থ প্ৰথব কথা। ধাতৃপাঠে আছে—যুত্ প্ৰাণিগৰ্জ-বিমোচনে। স্করী একেবাবে অনেবগুলি সন্তান প্রথব করে বলিয়া তাহাকে ইংবাজীতে sow বলা হয়। কেছ কেহ বলেন, এই স্থাতৃর

- কিং শীতিলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্ত্র বাতান্
  সঞ্চাবয়মি নলিনাদলতালবুলৈঃ: ।

  অল্পে নিধায় করভাক বথাপ্রথং তে
  সংবাহয়ামি চরণাবৃত প্রতারৌ ।
  - † উৎফুলস্থলনালিনাবনদমুম্ম!
    হছুতঃ চসর্বান্তসম্ভবঃ প্রাগঃ।
    বাত্যাভিবিয়তি বিবর্তিতঃ সমস্তা
    দাধতে কনকমমাতপ্রলম্মীয়।

উত্তর তৃ প্রত্যের করিয়া স্ত্রীলিকে ঈ করিলে সোত্রী হয়, সেই সোত্রী-শব্দই ওকার লোপের ফলে বাঞ্চালায় ও সংস্কৃতে স্ত্রী আবারে দেখা দেয়। আর্থ—যে প্রস্কৃত করু ও ইংবার্তী হ০ম এই স্থাতু-নিম্পন্ন। স্তত্বাং শিভার পুত্র ও মাতাব স্ক্র্ বেশ চলিতে পাতে, কিন্তু শিভার স্ক্, দশব্ধেব স্ক্, father's son গুড়তি সোনাব পাথববাটী জাতায়।

সংস্কৃত শালা শব্দ ইংরাজীতে hall আকাধ ধারণ কবিহাছে। শালা-শব্দের অর্থ গৃহ, যেমন পাঠশালা (বিদালিয়), আবাগানালা (হাসপাতাল) ইত্যাদি। শালা অর্থাৎ গৃহ আছে বাহবে মে শালা, যেমন গুণ আছে যাহাব মে শালা, যেমন গুণ আছে যাহাব মে গুলী, জান আছে মহাব মে জালা। শালিন) শ্বেন তথ্ গৃহবিশিষ্ট। অভ্যব বলশালী, জানশালী, "চলুমাশালিনী মধুমামিনা", "ভূগালিনা মনুনা" প্রভৃতি মোনার পাথববাটা ভাতায়।

ইংৰাজীতে চটককে cock-sparrow ও চনকাৰে hensparrow বলা হয়। এই ছুইটিই দোনাৰ পাথবনটো জাতীয় শফ।
জার্মান ভাষায় মহিষীকে বলা হয় Bueffel-kuh অবাং গাই-মাংস।
উহাও এই জাতীয় শফ। সংস্কৃতে বুধা-কপি শৃক্ষ পাওয় ধাস।
বুধা পদটি পুক্ষবাচক ও বোষা পদ স্ত্রীবাচক। স্কৃত্রাং বুধা-বিপি
শক্ষের অফরার্থ—মন্দা বানব। ইহার স্ত্রীলিকে হয় 'বুধা-কপাস'— তর্থ
মন্দা মাদী বানর। শক্ষি বিপ্রতিধিদ্ধ। ইংবাজাতে bull-deg ধ্ব
ইলিক bull-bitchs বিপ্রতিধিদ্ধ।

বাঙ্গালায় আমবা অনেক সময় বলি ছু ডবল, তিন ডবল, চাব ডবল ইত্যাদি। ছু ডবল পুনুজ জিদোষ্চুই, আৰু তিন ডবল চাব ডবল প্ৰভৃতি সোনার পাথ্যবাচী জাতীয়।

বিশ্ব শব্দেব অর্থ ক্ষ্য বা চক্রেব মন্তল। প্রতিবিশ্ব শব্দেব ভর্ম জলাদিতে প্রতিফালত ক্ষ্য বা চক্রেব মন্তল। ১তরাং মানুমের প্রতিবিশ্ব সোনার পাথরবাটা জাতীয়।

গোমর শব্দের অর্থ গোবের, স্বভরাং উট্রচোমর, মহিধগোমর প্রভৃতি শব্দেও এই জাতীয়।

গোষ্ঠ শব্দেব অর্থ যে স্থানে গোরু থাকে অথবা গোচাবনের মাঠ। অতরাং গোগোষ্ঠ বলিলে পুনুকুক্তি দোষ হয় আন মহিদ-গোর্থ বিপ্রতিবিদ্ধ। অথচ এইগুলি ভাষায় চলিয়া গিয়াছে ।

গোমুগ শব্দের অর্থ এক জোন্ডা গোরু, তথ্য মহিষ-গোমুগ, উট্র গোমুগ প্রভৃতি বলা হয়। এই শ্রুক্তলি দোনার পাথবস্টি ভাতীয়।

সিদ্ধিদাতা গণেশের ধ্যানে আছে— বংং হুছতত্বং গতে দুংসন্ম।
তত্ব শব্দের অর্থ ফীণ, রুশ, হুত্তবাং রুশতন্ত্র পুনক্তি দোষগ্রু
আর স্থুলতন্ব সোনার পাথববাটী জাতার। 'ভারী হালা'ও এই
শাতীয়।

**किल्मात गरकत व्यर्थ व्ययमातक,** ऐशांत्र श्वीलाटक किल्मानी श्व.

## একটি সনেট

#### শ্রীভাম্বর নেব

আকাশের চাদ আকাশেই থাক্ আঁকা নাটাব ধরায় হাগিটুক্ তাবি ভাব, গুনরি ফাটিবে ভাবেব ফারুষ তাব বুভুজা-তিয়া-জভাবে এ ধবা বাঁকা।

বন্ধাা-ভ্ৰমাৰ প্ৰসৰে ভৱে না বাঁকা—
চিম্নীর ধূমে যামে ভেজে বুক তাব,
নিক্ল চাধে স্বপ্ন রহিবে কাব 
তথায় চাদেব হাসি যার ববে আঁকা।

মকড়-তিয়াসে ফাটে মানুসেধ বুক জোটনাৰ চেয়ে দামী এক ফোঁনা জল, অমুত পুত্র বাদে না স্বধাৰ লাগি'— মুষ্টি খন তয়ে, এ কুধাৰ তুখ,

ফলা বীজ চায়—ফলে না বাঁচার ফল— হেসে সাবা চাঁদ যুগের গগনে জাগি'!

স্তত্যাং মন্তব্যজাতীয়ের সংখ্যা যথন কিশোর কিশোরী শব্দ প্রয়োগ করা হয় তথন সোনার পাথবরাট্যে মাত শোনায়।

ই'বাজীতে horse keef শক্ষেত সোনার পাথরবাটী ভাব স্তপবিস্কৃতি! Blackberries are red when they are green— এই বাকাটিও সে'নাস পাথববাটী জাতীয় বাক্যের সুদার উদাহবণ।

ফরাসী ভাষায় হিন্দুকে 'লাগণ হিন্দু'ও **মুসলমানকে 'মুসলমান** হিন্দু' বলা হয়।

জাত্মান ভাষায় দন্তানাকে Handschuh বা 'হাতের ছুতা' বলা হয়।

ইংনাজীতে orthography শব্দের অর্থ 'ঠিক বানান' সভরাং যথন correct orthography বলা হয় তথন পুনরুজিদোব হয়, আব incorrect orthography ইইতেছে সোনার পাথরবাটী।

Cicero ঘটাৰ্য (water-clock) কে aquasolarium ৰা water-sun-dial বলিয়াছেন !

গ্রীক ভাষার অত্থারোহি-(সাদি)-বাচক শব্দ আছে কিছু ওছু আরোহী বোঝায় এমন কোন স্মবিধাজনক শব্দ নাই, সেই জক্ত হস্তাবোহী (নিষাদা) বুঝাইতে গ্রীকগণ হস্তীর উপর অত্থারোহী এই শব্দসমন্তি ব্যবহার করিতেন! আর আমরা বেমন সোনার পাথর বাটা বলি. Theocritus ঠিক সেই ভাবে সোনার আল্যান্তারীর বলিয়া গিয়াছেন। গ্রাসে বহুমূল্য অঙ্গরাগ রক্ষার জক্ত মঞ্জুমাগুলি প্রান্তই আ্যাল্যান্তার বা খেতপ্রস্তার নিশ্বিত হস্তত, ফলে উহাদের আলান্তার বলা হইত। স্বর্ণনির্মিত অঙ্গরাগ বুঝাইতে সোনার আলোন্তারার বলা জানা আর উপার কি ?

এই কারণে কোন কোন বৈয়াকরণ গোষ্ঠ প্রভৃতিবে প্রত্যয়ের

কথে পরিগণিত করিয়াছেন। মহাভাব্যে (৫।২।২৯।৩) আছে—

কাঠাদয়: প্রভায়া: স্থানাদিদর্থেষ্ পশুনামাদিড্যো বক্তবা:।

কাগোষ্ঠান্। অবিগোষ্ঠান্। তেলশক্ত প্রত্যয়ো বক্তবা:।

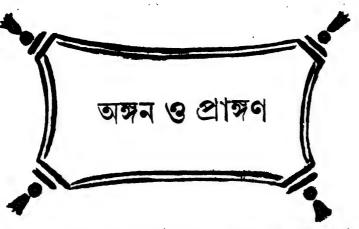
ক্রগোযুগ্য থরগোযুগ্য তিলশক্ত প্রত্যয়ো বক্তবা:।

ক্রগাযুগ্য থরগোযুগ্য তিলশক্ত প্রত্যয়ো বক্তবা:।

ক্রগাযুগ্য থরগোযুগ্য তিলশক্ত প্রত্যয়ো বক্তবা:।

ক্রগাযুগ্য ব্রহ্ম

ক্রার মতোরপ
করার মতোরপ
করার মতোরপ
করার মতোরপ
করার কম মেরেই জন্মার
একখা সত্যি, কিছ ক্রন্সর
হতে ইচ্ছা কোনো দিন
বার মনে জাগেনি এমন
মেরেও বোধ হয় খুঁজে
পাও য়া শক্ত। রপ
মেরেদের জীবনে বধন
একটি মূল ধন বিশেব,
ত ধন ক্রন্সর হ বার
জাকাতকা থাকা মেরেদের



পক্ষে নিভান্তই খাভাবিক। সর্ব দেশে, সর্ব বালে মেরের তাই প্রসাধন-সঞ্জা দিয়ে তাদের সৌন্ধরির তাটি চাকবার টেষ্টা করেছে; বারা স্কুম্মরী তারা তাদের খাভাবিক সৌন্ধরক আরও ফুটিরে তুলতে প্রসংধন-সঞ্জার সংগরতা নিয়েছে। সেই ভক্তই মেরেদের প্রসাধনের এত আড্ছর, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে শিল্পকলার মতোই মেরেদের প্রসাধনে বিভিন্ন বৈশিট্টের ধারা গড়ে উঠেছে। সৌন্ধর্গাভের মোহ নারীচরিত্রের একটি বিশেষ্ড, একথা খীকার না করে উপায় নেই।

অনেকের ধারণা বে পাশ্চাত্য আধুনিকভার চেউ লেগেই আমাদের দেশে এ যুগেব মেহেরা বেশভ্যা সম্বন্ধ অভ্যধিক সচেতন হয়ে উঠেছে। স্নো-ক্রীম-পাউডার মেথে ভাদের নিজের 🗃 বুছির চেষ্টা নেহাৎই একটা হাল-ফ্যাসানি বিলাসিতা। কিছ পাশ্চান্তোর 'বিউটি-কালচার' জন্মাবার বহু পূর্বে এদেশের মেয়েদের ক্লপ্-চৰ্চ্চ। সম্বংক্ষ জ্ঞান ও নৈপুণ্য বে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অধুনা 'বিউটি-কালচারের' প্রধান কেন্দ্র আমেরিকা যখন আবিছার হয়নি, ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ষধন বৰ্ণৰ-জীবন যাপন কৰতো, সেই স্থানুৰ অভীত কালেও ভাৰতেৰ মেয়েরা প্রসাধন-শিল্পে কত নিপুণ ছিল তার প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যের नाश्चिकारमय व्यनाधन-वर्गना, धमन कि मरहाक्षा-माखा हावालाव প্রক্রতাত্ত্বিক আবিদার থেকেই পাওয়া যায়। পাশ্চান্ডোর মেয়েরা ষ্থন প্রথম প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবহার শিথল, তথন সে-স্ব প্রসাধন-সামগ্রীর উপাদান, গছজ্ঞহা-সমস্তই মিশর, আরব ও ভারত থেকে বপ্তানী হতো। রূপ-চর্চার উদ্ভবই যে প্রাচ্যে, একথা আধুনিক 'বিউটি-ম্পেল্যাষ্টি'রা স্বীকার করতে কুঠিত হন না।

এখন যুগটা গেছে বদলে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রসাংন-সামগ্রীর ভূরি-উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ার ফলে পাশ্চান্ত্যের প্রসাংন-সামগ্রী পাশ্চান্ত্য ছাপিয়ে সারা প্রাচ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। সহন্ধ ও ক্ষমভ উপারে প্রক্ষম হবার লোভ মেয়েরা কাটিয়ে উঠতে পারে না, কাজেই স্থপ্র চীনের সৌধীন মেয়েদেরও 'এলিজাবেধ্ আর্ডেনের' প্রসাংন সামগ্রী ছাড়া জার কিছু পছন্দ হর না।

আর আমাদের দেশের প্রাচীন বুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।
এ যুগের আধুনিকাদের মা-দিদিমারাই কি প্রসাধন ব্যবহারে
উদাসীন ছিলেন? না সৌক্ষর্ভির উপাদন সম্বন্ধে তাঁদের খুঁটিনাটি জান বড় কম ছিল? এখন বদল বেটুকু হয়েছে তা ভ্রু
প্রসাধনের রীতি-নীতিতে। তেমন রীতি তো কতই বদলেছে।
নিমের পাঁতন হেড়ে লোকে ইুখ্রাশ-টুখ্পেট ব্যবহার করছে,

মেরেরাও সর-মরবা ছেড়ে প্লো-ক্রীম ব্যব-হার করতে শিথেছে তা আর বিচিত্র কি ? অ নে কে হ র তো বলবেন বে, প্রসাধন-ব্যাপারে আঞ্চকাল অনেক সময় ক্ষচির অভাব চোপে পড়ে, কিছু সেক্ত আধু-নিক মেরেদের সব ক্ষেত্রে দোবও দেওরা

যায় না। সুকৃচি নিয়ে জন্মগ্রহণ স্বাই করে না আর স্কুক্টর মাপকাটিই বা তারা আজ পাবে কোথায় ? আমাদের প্রসাধনের প্রাচীন রীতি-নীতি কালের প্রোতে ভেসে গিছেছে, আর পাশ্চান্ড্যের আমদানী-করা রীতি-নীতির বোন্টা আমাদের মানার কোন্টা মানায় না—এটা ঠিক বিচার বরে বেছে নেবার ক্ষমতা স্ব মেয়েরই থাকবে এটা আশা করাই বুখা। 'চলতি ফ্যাসান' বলে ষেটা তারা দেখে-শোনে, সিনেমা-থিয়েটারে প্রিবেশিত হয় সেটাই তারা গ্রহণকরে।

পাশ্চান্ত্যে অবশ্য কৃচি নিয়ে না ভন্মালেও স্তক্ষচি শিক্ষার উপায় আছে অনেক। দৈনিক, মাদিক, সাপ্তাহিক প্তিকাণ্ডটিই অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকভার ভার নেয়, তাছাড়া 'ফ্যাসান' পত্তিকাছলি ভো আছেই। 'ফাসান' ব্যাপারটা পাশ্চাত্যে এমন অবস্থায় পৌচেছে যে ৬টা তথু মেয়েদের থেয়াল-ভুষ্টির ব্যাপার আর তেই, দেশের বাবদা-বাণিছ্যের তেরছেরও জনেক ক্ষেত্রে ঐ 'ফ্যাদানে'র অদল-বদলের সঙ্গে জড়িত। একথা বিশেষ ভাবে ফরাসী দেশ সমুদ্ধে খাটে। ফরাসী দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিই অনেক্থানি ঐ 'ফাাসান' উদ্ভুত বাণিজ্য-শিল্লগুলি। সে দেশের হাজার হাজার লোকের জীবিকা নির্ভর করে ঐ 'ফ্যাসান' বজায় রাথার মাল-সরবরাহ করবার ওপর। কাভেই ফরাসী জাভির কাছে 'ফ্যাসান' মোটেই একটা হালকা ব্যাপার নয়। কি রছের, কি কাপছের, কি ছাঁটের পোশাক সারা পাশ্চান্ড্যের মেয়েরা পরবে, কি গন্ধন্তব্য, কি বডের পাউডার লিপট্টিক তারা মাখবে—এসমস্কট ফরাসী রাজধানী পাারিসে নিয়ন্ত্রিত হয়। পাারিসের নিদ্দেশ পেলে তবে অক্তান্ত দেশে তাঁতকলে সেই ধরণের কাপড় বুনতে, পোশাক-বিক্রেভারা সেই ছাটের জামা-কাপড় সেলাই করতে, প্রসাধন-ব্যবসায়ীরা সেই রক্ষ লিপষ্টিক পাউডারের রঙ নকল করতে বসে যায়। ইতিমধ্যে করাসী-ব্যবসায়ীরা দেল-বিদেশে ভাদের বিশিষ্ট স্তব্যসম্ভাব পরিবেশন করতে স্থক করে দেয়। - পাশ্চাভ্যের সেখিন মেয়েরা ফরাসী পোশাক, করাসী গন্ধপ্রব্য, করাসী প্রসাধন-সামগ্রী, রেশমী-বল্প ব্যবহার করতে ना भावत्म कीवनहे वृथा वत्म मान करत ।

এই 'ফ্যাসানেব' অদল-বদল হয় বছরে মোটামুটি তিন বাব।
প্যারিসের বিধ্যাত পোবাক-বিক্রেডার। এ সময় একটি 'ফ্যাসান'
প্রদর্শনী করে। নতুন ফ্যাসানের কাপড়, পোবাকের ছাঁটকাট
ইত্যাদি কিভাবে এরা নিয়ন্ত্রণ করবে জানার জন্ত দেশ-বিদেশ
থেকে বিলাস-ফ্রন্য-ব্যবসায়ীদের চর এই সব কেন্দ্রের আন্দে-পাশে
বুরতে থাকে, বদি কোনো রক্ষে টুকরা-খবর জানতে পারে—

নিজের দেশে সে থববগুলি পোঁছে দিতে পাবলে ভারা ভাড়াভাড়ি সেই বক্ষ ফ্যাসানের জিনিবপত্র ভৈরী করে ফেলভে পারবে। ফরাসী-ব্যবসায়ীরা আবার এ সম্বন্ধ রথেষ্ঠ সচেতন, ভারাও সব বুজান্ত গোপন রাথায় ভেমনি পটু, কোনো রক্ষে ফ্যাসান-প্রদর্শনীর নির্ধাবিত দিন ছাড়া যাতে কোনো থবন বেরিয়ে না যায় সেদিকে কড়া নজর রাথে। এই তিনটি বিশেষ 'ফ্যাসান' সভা বসে বসন্ত, শ্রং ও শীতকালে।

প্যারিদের 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনীর পর পাশ্চাছোর বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে, বিশেষ করে লগুন ও নিউইছকে এই রকম 'ফ্যাসান'- প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিদের কোনো 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনী আমি দেখিনি, কিন্তু লগুন ও নিউইছকে এরপ ছটি প্রদর্শনী আমি দেখেছিলাম শুধু কৌ হুল নিবুজি করার জন্মই— আমানের পক্ষে এরপ প্রদর্শনীর যে কোনো গুরুও থাকতে পারে তা কল্পনা করাই অসম্ভব। কিন্তু ও-সব দেশে এই 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনীগুলি বাজনৈতিক সভার মতোই গুরুওপূর্ণ আবহাওয়ার অনুষ্ঠিত হয়।

এই বিশেষ বিশেষ সভাগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ, শুধু বিভিন্ন পত্রিকার ফ্যাসান-সম্পাদক, ও বিপোটাররা নিমল্লিত হয়। লগুন ও নিউইয়কের এই 'ফ্যাসান'-প্রদর্শনী আমি দেখতে পেবেছিলাম ভ্রু সেখানকার বিশিষ্ট মহিলা-সাংবাদিকদের বিশেষ स्थारक्षीय कत्न । शिक्ष मिथ, मावयन्त्री टिग्नाटव मारवानिकवा नाहे-বই ধরে পেনসিল উ চিয়ে বসে আছেন, প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে একটি ছোট ষ্টেজের মতো জায়গা—সেই দিকে। এক একটি পোশাক পরে, এক এক রকম কায়দায় কেশবিকাস করে, মুখের মেইক-আপ করে এক-একটি শুক্রী সুন্দর তরুণী সেই ষ্টেজে নামছে: সোজা হয়ে, পিছন ফিবে, পাশ ফিবে পোশাকগুলি ভারা দেখাছে-আব অমনি থসথস করে নোট-বইতে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি টুকে নিচ্ছে বিপোটারবা। ঘম থেকে উঠে হাত্রে শোভয়া পর্যন্ত কি ধরণের পোশাক মেয়েরা পরবে, সাঁভার দেবে কি পরে, ছটিতে বেড়াতে ষাবে কি পোশাকে, চা-পাটি, নৈশ-ভোজ, বিয়ের কনে, নিত-কনেদের পোশাক, ভক্নী, বয়স্বা, বুদ্ধাদের উপযোগী সব রক্ষের পোশাক, জুতো, ছাতা, ব্যাগ, গৃহনা, মেয়েদের প্রসাবনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি জিনিদ কি ফাাসানের হবে দে সমস্তই এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ভার পর সাংবাদিকদের মধ্যে এ সং পোশাক পরিচ্ছদের আলোচনা-সমালোচনা হয় কিছু সব আলোচনাব সমান্তি: প্যাবিস বলেছে এই—অভএব তথান্ত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কারে। উপায় নেই। প্যারিদের ফ্যাসান-অফুশাসনের যে ছোট-খাটো অদল-বদল না হয় দেশবিখেষে এমন নয়, কিছ মোটা-মৃটি নির্দেশগুলি স্বারই পালন করতে হয়—ফ্যাসানের জগতে প্যারিসের এমনই প্রতিপত্তি।

যুদ্ধের সময় অবস্থা বথন করাসী দেশ ও প্যারিস জার্মাণদের দথলে ছিল, তথন লগুন-নিউইয়র্কের ফ্যাসান ব্যবসায়ীদের মনে আশা জেগেছিল এইবাও বুঝি ফ্যাসান-রাজত্বের ওপর প্যারিসের প্রতিপত্তি চিরকালের মতো ঘূচে গেল। কিছু করাসী দেশ জার্মাণ-কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বে, ক্যাসান-সামাল্য পুনর-ধিকার করার জন্ম প্যারিস তার জন্তুশন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। তাদের ছিল না খাবার, ছিল না করলা, ছিল না বৈক্যাতিক আলো—তা

সংস্থাও যে করে হোক তকুনি এবটি ফ্যাসান-প্রদর্শনী করার মাল-মশলা ভারা মজুত রেখেছিল। সংবাদপরের বিপোটারদেব প্রশ্নের উত্তরে ভারা বলে—এই ব্যবসাগুলির ওপরী আমাদের দেশের হাজার হাজার লোকের ভীবিকা নিজর করছে—এক প্যাবিস সহরেই ৭০০০ মেয়ে শেলাই-এব কাজ করে জীবনধারণ করে, কাজেই যুজের দিনেও আমরা যে কোনো উপায় এই ব্যবসাগুলি চালু রেখেছি— এমন কি ভার জন্ম বিজয়ী জার্মাণ সেনানায়কদের পরিবারের কাছে পোশাক, বিলাস-দ্রব্য প্রভৃতি বেচতে আমরা কুঠাবোধ ক্রিনি।

যাহোক, এ সব ফ্যাসানের অনুশাসন মানবার প্রয়োজন আমাদের নেই, ভার কারণ শাভির মতো এমন স্থলর পোশাক পৃথিবীৰ আৰু কোনো দেশের মেয়েৰ নেই—যার লীলায়িত গভিরেখা আপ্নাতে আপনি সম্পূর্ণ, চিবত্রীমণ্ডিত—ছ'টেকাট ফ্যাসানের অদল-বদলের ওপর যার সৌন্দর্য নির্ভর করে না। কিছ ভা সংহও একথা ঠিক যে, প্রসাধনের সৌষ্ঠ্র যে ব্যক্তিগত ক্ষৃতির বাজনা ও বৈশিটোৰ বিকাশেৰ উপৰ নির্ভন্ন করে না এমন নয়: প্রদাধন একটি শিল্পবিশেষ, এবং এ সঞ্চল্ধ মোটামুটি খানিকটা জ্ঞান স্কলেবই দ্বক্বে। বেঘন ধকুন, আমাদের মধ্যে অনেকেবই কি বত বাকে মানাধ দে সম্বন্ধ কোনো সম্পষ্ট ধারণা নেই: অংশ ১৬ছ গাড় শাদা শাড়ী ফ্রসা-কালো সব মেরেকেই মানায়-পোল বাধে ৰঙীন বা পোশাকি কাপড় নিৰ্বাচনের সময়। অনেকে ভাবেন, ২৫ কবস। হলে লাল-কালো প্রভৃতি গাঢ় বতগুলিই মানাবে। কিন্তু আমানের মধ্যে বাদের রঙ পুর ফর্সা ভাদের রঙেও থানিকটা হলদে আভা আছে। মেমেদের মতো ঠিক গোলাপী-শাদারত আমাদের কাক্টেট্ডয়না। আব্ধে সব ফরসামেরের বুড়ে ইলুদ অভাটাই প্রবাদ ভাদের অনেক্ষেই টক্টকে লাল বা



नीमिया (एवी

কালো রঙেব কাপড় প্রলে একেবাবে পাংক ও অত্মন্থ দেখার।
মোটের উপর আমাদের বেলির ভাগ মেয়ের রঙই বাদামী-খোঁব্য—
কাক্ষর বা গাঢ়, কাক্ষর বা ফিকে; কাক্ষেই রঙ ময়লা হলেই
কিকে রঙের কাপড়ই মানায় এ ধারণাটাও ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে
বাদের রঙ মঙলা বা কালো, ভাদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েকেই
গাঢ় বঙ—ংব্মন কালতে লাল, মরা সবুজ, নীলাম্বী-খোঁবা নীল,
গাত বেগুলী—এগুলিই মানায় বেশি।

যে সব প্রান্তশ্ব নেষেবা চিবকাল বডিন শাড়ি পরতে অভান্থ
—বেমন মান্তাজী বা মারাঠি মেয়েরা—ভাবাই এ ক্ষেত্রে অনুকরণবোগ্য: ব্যক্তিগত ভাবে এ সব মেয়েদের বে বাঙালী মেয়েদের
চেরে রঙ নির্বাচন করবার ক্ষমতা বেশি আছে তা নয়—প্রাচীন
কালের কোনো শিল্পী-কারিগরেরা রঙগুলি এদের জক্ত নির্বাচন
করে দিয়েছিল এবং প্রশারগতে ভাবে এ সব প্রদেশের মেয়েরা সেই
সব রঙের কাপড়ই পরে আসছে বলেই শাড়ির বঙ নির্বাচন করা
ভাদের পক্ষে সংজ্ঞ।

আবার আক্রকাল বদিও অনেক মেয়েই লিপট্টিক পাউডার প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করেন, কিন্তু ঠিক উপবোগিতা ৰুঝে সব জিনিদ দবাই বেছে নিতে পারেন না। প্রথমতঃ, অনেকেই পাউডার মাথেন রঙ ফরদা দেথাবে দেই আশায় এবং শাদা বা হালকা গোলাপী রঙের পাউডারের একটি গাঢ় প্রলেপ দেন মুখের উপর, ভাতে কিন্তু গান্তের আসল রঙটা সভিচুই ঢাকা শুড়ে না। ভাছাড়া বারা পাউডার মাথার প্রথার চল করেছে, **দাই** পাশ্চাত্যের মেরেরা রঙ ফরসা দেখাবে বলে পাইডার ব্যবহার করে না—করে মুখের তৈলাক্ত ভাব দূর করে চামড়াটা মস্থ মাধার **अग्र**। श्राम्हारणात्र क्रश्न-हर्हा-विभावरम्या भव भभवे वर्णन ख, লাবের রভের চেরে এক শেড গাঢ় রভেব পাউডার ব্যবহার করা **क्रिक**, बाट्क भा डेफादबर क्षालभहे। कारना बक्तम नक्षत ना भए । भागातित अरक व्यवना व निर्मानी स्मान हुन। मक, कांत्रण विनित চাগ মেয়ের গায়ের বড়ের চেমে গাচ রভের পাউভার কিনভেই পাওয়া যায় না। কারণ, বিদেশী প্রসাধন-ব্যবসায়ীরা পাউডাবের 🕦 ব্রদের দেশের মেয়েদের গায়ের হঙ মিলিয়ে স্টি করে; আর <sup>গ</sup> স্থামাদের স্বদেশী প্রসাধন-ব্যবসায়ীগাও তাদের নকল করেই কা<del>ড</del> খাকেন, আমাদের প্রয়োজন বুঝে পাউডাবের হত স্থাই করেন না। ভবও পাউডার কেনাব সময় ভারই ভেডর থেকে সব চেয়ে গাট্ আছে ধেমন—'ডার্ক-সান্ট্যান' ব। 'ওকার-রোজি' জাতীয় রঙ বেছে নিলে এ অনুবিধা থানিকটা কটোনো যায়। আর লিপ্টিক ক্রিবাচনের সময় এমন লাল গড় বেছে নেওয়া উচিত বা ব্যবহার করলে পান-থাওয়া ঠোটের মতো স্বাভাবিক ও স্থন্দর ভাবে ক্লিপট্টিকের ২৬টা মুখের সঙ্গে মানিয়ে যাবে: এবং গায়ের হস্ত যভ বৈশি ময়লা, লিশষ্টিকের লালটা তত্তই বেশি গাচ হলেই वानाव ।

ে মোট কথা এই, প্রসাধন ৰত আড়ম্ববর্জিত, সাদাসিদে ও বাজাবিক হবে, তত্তই ক্লচির পরিচায়ক ও সাক্স্যমণ্ডিত হরে ক্লিবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালী মেয়ের স্নিট্ট শাস্ত কুটিয়ে তোলায় জন্ম উপকরণের বাহ্ন্য প্রয়োজন হয় না এবং পরিবেশের সক্ষে মানান-সই প্রাণাধনই ব্যার্থ সার্থক।



নিংস্ত কুল জলধারার বাত্রাপথের পরিসমাপ্তি সেইরপ
মান্তবের শিক্ষার পরিসমাপ্তি সেইরপ
মান্তবের শিক্ষার পরিসমাপ্তিও সেই পংম সভা, সেই অনন্ত বস্থন
বিশ্বস্থার মধ্যে নিজেকে বিলীন করার; জগতের প্রভাবে জরুত্তি জ্ঞান জন্মাবার জন্মই আমাদের বাবে বাবে এই জগতে
বাওয়া-আসা করতে হয়। অনন্ত কাল ধরে শিক্ষা লাভ করতে
হয়। সমস্ত ভীবনটাই ভাই শিক্ষার সময়। সেই জন্মই
পর্মহংসদেব বলেছেন—"আমহা যত দিন বাচি তত দিন শিথ।"
ব্যাপক অর্থে শিক্ষার প্রিস্মাপ্তি ইহাই। বিশ্ব—

"অনন্তপারং কিল শব্দশাল্লং
স্বল্লং তথামূর্বহবন্দ বিদ্যাঃ।
সারং ততো প্রাহ্মপাত্ম ফ্রন্ত হংদৈধ্যা ক্ষার্মিবালুমধ্যাৎ।"

জগতের শিক্ষার বিষয় এত বেশী যে হলায়ু মান্নুযের পক্ষে অনম্ভ বাধাবিদ্ধ কাটিয়ে উঠে তার প্রায় বিচুই দেখা থায় না। এই জজ সে চায় সাধারণত: মোটামুটি জ্ঞান যা তার এই হল্ল জীবন কালের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যাময়ী পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে চলবার শক্তি দেবে, তার দৈনশিন জীবন যাপানকে সহজ সংল করে তুলবে, আর দিনের পর দিন তার জীবনকে মহতো মহীয়ান্ করে তুলতে সাহায়্য করবে। তাই হাঁস বেমন জল-মেশান হুধ থেকে হুধের সাহটুকুই প্রহণ করে, জলীর আংশ বাদ দেয়; মান্নুযুক্ত প্রেক্তি গোকেরই বে এই উদ্দেশ্য একথা আমি বলছি না। এই মত থাটে কেবল সাধারণ লোকের বেলার। ক্লাকের বাবা, তারা পড়ার নির্দিষ্ট

standardটি ধরেই এগিয়ে চলে পরীক্ষায় কেবল পাশ করবার জন্ত, কিছ যার। অসাধারণ ভাষা আরও অনেক বেশী শিথে তাদের জ্ঞানের ক্ষুণ। মিটিয়ে নিতে পাবে, জ্ঞানের বাজ্যে ভারা চটপট এগিয়ে চলে, সাধারণ ছেলে ভাদের নাগালই পায় না। জগতের মান্তবের মধ্যেও ঠিক এই বকম ভাগ আছে। জগতের জ্ঞানপিপাস্থর দল ঠিক ঐ বৃক্ষেই সাধারণ মাতুষকে ছাড়িয়ে বায- অনস্ত জ্ঞানের সমুদ্রের মধ্যে ভারা ভূব দেয় হত্তের সন্ধানে। কাজেই তাদের বেলায় উপরিউক্ত সাধারণ নিয়ম থাটবে না। আমাদের এই ভারতেও এই রকম মহাপুরুবেরা অনস্ত কাল তপস্থার দ্বারা প্রম সভ্যের যে সন্ধান লাভ করেছিলেন ভারই তথ্য জানিয়ে দিয়ে গেছেন সাধারণ মারুবের জীবনকে সুগম করে ভোগবার জন্ত। প্রাচীন ভারতের তপোবনে ষ্দি আমরা ফিরে যাই দেখতে পাব ভারতের শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিরা ক্ষমা, ভক্তি ও সংখ্যের মধ্য দিয়ে ভারতের ন্বীন জীবন যে যুব-সমাজ, ভাকে কেমন সম্পর ও মঙ্ করে পড়ে তুলছেন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য। পালন দাবা তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তাঁরা ফিরে মেতেন গৃহস্থাশ্রমে। সেখানেও এই মহাপুরুষদের অনুশাসন মেনে নিয়ে তাঁরা কর্তব্য সাদন করতেন। ভারতে মামুষের ভীবনকে ব্রহ্মচর্যা, গাইস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্নাস এই যে চাণিটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছিল ভা মারুষের জীবনকে উন্নত হতে উন্নততর করে তুলতো। সেই প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি নারী, কি পুরুষ সকলের জীবনেই অপরিহার্ব্য বলে স্বীকার করে নেওরা হয়ে-ছিল। মানব-জীবনের আশ্রম চ্ডুইয়ের মধ্যে গুরুহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম ও নারী এই আশ্রমের কেন্দ্রগত শক্তি বলে তাদের সাধারণত: গুরস্থাপ্রমের উপযোগী শিক্ষাই দেওয়া ২ত। ক্ষমা. স্নেচ, ভালবাসা, ভিভিন্সা, ধৈৰ্য্য, পাতিব্ৰহ্য, সেবা, দয়া প্ৰভৃতি নারী-মনের স্কুমার বুজিগুলি যা পর্ণকুটারকে স্বর্গীয় প্রথমায় মাণ্ডত করে তুলতে পারে, ভারই উৎকর্ষ-সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'ত এবং সেই শিক্ষা সংসারাশ্রমের মধ্যেই তাঁরা লাভ করতেন। তাই সংসারে ভখন নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল জননী, জায়া, ভগিনী ও ক্যারপে। আর এই আদর্শের সমুদ্র মন্তন কবেই ভারতবাসী পেয়েছিল স্বামি-প্রেমের জীবস্ত প্রত'ব—সীতা, সাবিত্রী, বেচ্লা: যাঁরা আজও ভারতের মানস-আকাশে উজ্জ্বল ভাোভিছের মন্ত বিরাভ্যানা। কিছ কেবল গুরস্থাশ্রমের গণ্ডীর মধ্যেই নারীকে আব্দ্ধ করে রাখা ২৯নি। যে সমস্ত নারী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, উচ্চ চ্ছোধারার সঙ্গে প্রিচিত হ্বাব তাঁবা অবাধ অধিকার পেয়েছিলেন। তা না হলে আমরা গাগীকে সভা মধ্যে যাজ্ঞবন্ধ্যের দঙ্গে বিচার করতে দেখতে পেতাম না। ব্ৰহ্মবাদিনী মৈত্ৰেয়ী, অন্ত্ৰশান্তে তপ্তিত লীলাবতী, জ্যোতিষশাল্পে সুপণ্ডিত খনাবত সাক্ষাৎ পেতাম না। বাজনীতি সমরনীতির ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, তা না হলে রণস্থলে স্বছন্তা, রাণী হুর্গাবতী, লক্ষাবাঈ, তারাবাঈ প্রভৃতি ভেজবিনী বমণীগণের প্রহরণধারিণী ভয়াবহ মৃত্তি পুরুষের প্রাণে নব উদ্দীপনার সঞ্চার কবতে পারত না। এছাড়া জ্বীবের প্রতি করুণা, ভগবংপ্রেম এ সমস্তও নারীর জীবনে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল; মীরাবাঈদ্বের প্রাণে ভগবংপ্রেমের উৎস হতে বে অমৃত-ল্রোভ উৎসারিত হয়েছিল, শতাকী শেষে আৰও তা ভারতের কুল উপকৃল প্লাবিত কৰে চলেছে। গি্ৰিধাবিনাধ একুকেৰ প্ৰতি ঐকান্তিক নিঠাপ্ৰভাবে

**তিনি সংসারের শত প্রলোভন উপেক্ষা** করে সেই চির-বাঞ্ছিতের সন্ধানে ছুটে গিয়েছিলেন, তা আজও জগৎবাসীকে বিশ্বিক করে **ভোলে। সেই दक्य दानी क**ठनाावाञ्च ६ दानी खतानीत शुना कञ्चन-ধারায় স্নাত হয়ে কত আর্তি অসহায় যে ধকা হয়ে গেল ভার ইয়ন্তা নাই। **আ**রও এক কথা, এই সমস্ত রমণী উচ্চ চিম্ভাগারার সক্রে পরিচিত হয়েছিলেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ দেখিয়েছিলেন বটে, কিছ তাঁরা অবাধ বিচরণশীলাও ছিলেন না আবার অন্ধালাপ্তাও ছিলেন না। অথবা সংসার ছেড়ে নারী-প্রগতির ধ্বজা উড়িয়েও বেড়াননি। তারা স্বাই ছিলেন সংসারী। সে যুগে গাগীৰ মত মেয়েরা ষেমন রাজ্যভায় যাজ্ঞান্ধোৰ মত পণ্ডিতেই সঙ্গে শান্তের বিচার করতেন সেইরূপ শবুক্তশার সগী অনস্যা প্রিরং-বদার মত অপরিচিত রাজা হুত্মতের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ আলোচনাও করতে পারতেন। সে দিনের রাজস্থানের ইভিহাস রাজপুত রমণীদের এই সহজ স্বাচ্ছক্য ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে থাকে ৷ কাজেই দেথতে পাই, জড়তা বলে ভিনিষ সে যুগেও ভারতে ছিল না। তবে একথা স্বীকার্ব্য, দেশে যথন ইসলাম-প্রভাব দেখা দেয়, তথন নারী নিজের রক্ষার জক্ত পর্লার আড়াল নিতে বাধ্য হয়েছিল ' এবং তার জীবনম্রোভও অনেকথানি বাধাপ্রাপ্ত হযেছিল। আবার অপেকারত ইসলাম-প্রভাবশৃত অজ্প্রভৃতি দেশে মেরেরা কেমন স্বচ্ছস্ম সাবলীল গতিতে বেড়ে উঠেছিল এবং আৰুও ভার ব্যক্তিক্রম হয়নি। এই ছিল আধুনিক যুগের আবির্ভার্বের পূর্বে পৃর্ব্যুদ্ধ ভারতীয় নারীর শিক্ষা ও নারীত্বের বিকাশ।

কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিমের সভাতার চেট এসে লেগেছে পুরের ঘাটে, ভাঙ্গন-ধরা কুলে উপক্লে তা গভীর আবর্তের সৃষ্টি করেছে, আর তারই মাঝখানে পড়ে ভারতবাসী আৰু হাবুড়ুবু খাচ্ছে। না পারছে সামনে এগিয়ে যেতে না পাবছে কৃষ্প উঠতে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা দীকা আচার ব্যবহারকে সে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারেনি। তঃথকে জীবনে বরণ করে নিয়ে জিভিমাড ধৈাধার ছারা হু:ৰ সভিয়া সভিয়া ভাচার দহনহাল। দুর করাই হ'ল ভারতশাসীর ব্রজ, আর জু:খকে সর্ববক্রমে দাবিয়ে থেখে আপন শৌহাবলে তথ লাভ করাই পাশ্চাভাবাসীর জীবনের চরমোৎকর্ষ। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক,— তুংখের নিবৃত্তি। তবৃত ডুই আদর্শ সম্পূর্ণ বিরোধী। তাদের সংখ্র অবশাস্থারী। আর পাশ্চাল্যের সভাতাকে প্রাাদার সঙ্গে এক করতে গিয়ে ভারতবাসী সেই সংঘাতই বাঁধিয়ে তুলেছে জীবনেব প্রতিপদে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, স্বাই আমরা আজ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জীবনের আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি, কিছু শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল তবুও আমরা এই শিক্ষাকে ঠিক ধাতসহ করে তুলতে পারলাম না। এই শিক্ষা আমাদের জীবনে শাস্তি আনতে পারল না। এর ডাকে অন্তর তো সাড়া দিলই না, পরস্ত কি মেয়ে কি পুরুষ প্রাত্যেকের জীবনই অনাবশ্যক আড়মবে ভারাক্রান্ত হয়ে টঠল। এই শিক্ষা বেন ছুলের বাইরে টাঙ্গানে। সাইনবোর্ডের মত বাইবেট বয়ে গেল। "ভা**ই পশ্চিমের শিক্ষায় দে** ভা**ুলা জিনিষ আছে তার অনে**কথানি আমাদের নোট-বুকেই ছাছে। সে কি চিস্তায়, কি কাফে ফলিরা উঠিতে চার না। আৰু চারি দিকে সুল-কলেকের হড়াছড়ি, দলে দলে ছেলে-মেত্রে ট্রাম-বাস বোঝাই হবে চলেছে। আর ইউনিভার্সিটির বাঁডা-কলে পিট হয়ে বছর বছর ৪০।৫০ হাজার ুছেলে-মেন্সে চাপরাশ

ं ते के प्रति के देश किए मान्ति । त्योष्ट्रिय भाषित विस्त्र । विश्ववास के स्ट - १९९ ति १९९ शिक त्याप प्रदेशी अ करात त्यारों वात अब शहर माना त्याप के वर्गा कर का विकास कर स्थापन हर्षे छैरायर मान्छ कामान्त्रभारक काल्यक यह विमुख्याय निर्देशका श्रमाम (बाक ब्रिटें क्रम ) कांब भव ठाकरीत है।प्रमावीटक (बाहे।पूर्वी) क्रद कीवरमञ्जू महिन्दू कर कार कृतेल ए॰ हेरकाव क्रांची-त्रिवि, नग्रासः मोग्रेष्ठो, कश्र्या रस् ह्यार अवति अवस्थाति । स्थ् विशासके मरपरिव भाष सम्र । हांकृती लाइन्त १,७०० कादम कहरण हम विवाहित छोतान এवः এथानहे पाधन वस लान। শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে যারা চিব্রদিন সম্প্রদেব হপ্পট দেখে এসেছে; विमामिकारक याचा चाला-हाल्यांव मरहे छीतानव चलविहांया আছ বলে মনে করেছে; জীবনে দারিজবে, অনাচ্ছবকে ভারা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারজ না। পদে পদে অভাব অভিযোগ তাদের ছাল্পতা জীবনকে করে তুলল বিসময়। বে শান্তির নীড গডবার আশায় ভারা পরস্পার মিশিত চল, তা গুংথের বংডো হাওয়াতেই উড়ে গেল। যারা কোনও রকমে ধৈর্যা ধবল, ভারাও জীবনকে রিধাভার অভিশাপ বলেই গ্রহণ করল। স্বাস্থাহীন করা সন্তান-সম্ভতিদের মুখে না পারল তৃত্তির হাসি ফোটাঙে, না পারল তাদেব জীবনকে উচ্চ আদর্শে গড়ে ওলতে। শিক্ষ:-দীক্ষা কোথায় গেল ভেসে। এই সৰ শিশুৱাই আবার দাশুমনোভাব নিয়ে ছুটে চলল ডিগ্রীও চাকুরীর মোচে গভানুগতিকভার পথে। জাভীয় জীবনটা এই ভাবে ঘলিয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে বাঙ্গালীর জীবন। ভারতের অবলাক্ত ভাতি বাবসা-বাণিজ্যে আজ বেশ লব-প্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, স্বাস্থ্য-সম্পাদেও আজ তারা কিছুমাত্র হীন নয়, জীবনযাত্রাকে আজ তারা তব অনেক সংহজ সরল করে

কিয় অশিক্ষিতা বঙ্গবমণী। দেশের পক্ষে আজ কেচ্ট আশাপ্রদ নর। মনে পড়ে এই ভারতেই একদিন রাজনন্দিনী সীতা, সাবিত্রী, মেবারের রাজবধু, স্বাই আজন্ম বিলাসের মধ্যে লালিত হয়েও चामीय मान वनवारमय जामाय कहे मानत वर्ग करत निराहित्यन, জীবনকে এঁবা কোন দিন বিধাতার অভিশাপ বলে গ্রহণ করেননি। জ্ঞাতীয় জীবনেও তাঁরা ভটিলতার সৃষ্টি করেননি। সংসারকে বরং তাঁরা মধুব করে তুলেছিলেন, বীরজননী হয়ে ভারতের

নিয়েছে; কিছ যে বাঙ্গালী ভারতের স্ব জাতেশ সেরা সে নিজের

ধনভাণ্ডার অপরের হাতে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে ভিক্তক হরে

পাঁড়িয়ে আছে একমৃষ্টি অন্ন আর একখানি বল্পের জন্ম। ব্যবদা-বাণিজ্য

**সব ছেড়ে আজ তা**রা চটে চক্তেছে ডিগ্রীর মোতে। "বাংলা দেশের

ভত্তবিদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা

, আছত মহামারীর হাওয়া বহিতেছে। ভৃতের পা পিছন দিকে.

বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছন দিকে ফিরিয়াছে।

আমরা ঠিক কবিয়াছি সাসাবে চলিবার পথে আমর। পিছন-মুখে

চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উঠিবাব পথে আমরা সামনের

দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার

উন্টা দিকে গ্ৰুটাইবে।" বাংলা দেশে এক দিকে উচ্চশিক্ষার সক

সমতে জলতে মিট মিট কবে তার আলোর চেয়ে ভূসেই বেশী,

আর এক দিকে বয়েছে কালো আঁধার। আলোক প্রতীক ডিগ্রী

ধারিবীরা আর স্মাধারের প্রতীক কুসংস্থারে জর্জারিত, রোগগ্রস্ত,

्र व्याप्त प्रति हे वह कार कारता व कारता, त्यावता, त्यावतात, क्षात्र व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व शिरहिश्मम । छेमसिल मकाकी एउट ए १६७ वर १ . . . . कैरिका सब सब कह कि किश्वादाय क्षालाहर १०० पर . क्षावस्कार करविद्यास्य, क्षादास रणस्त्र । १ १ १ १ सरमहिल्लम । औरमव शीवा सम्मी, लीवा एवं कर हर । में क्रियार वर रिविद्धा ६ ४७ रिविस बनावन है है .... माञ्च भविष्ठिक हवाद व्यविश भागिम । ष्यांकाव । १६ १६ १० ०० পাশ্চাতা শিক্ষা, সভাতার সোনার কাঠির স্পাশ ভেগে উচ্চত क्रममी काया वा एग्री मम, ७४ मावीएव पावी मिर्यूट गाँउ. প্রগতির পথে ছুটে চলেছেন, শিক্ষিতা বলে বিশেষ গর্মে বোল কলেন, অব্দর নিয়েই থারা ভপ্ত নয়-বাহিরের কথাকেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ( সথ করেই হোক আর দায়ে পড়েই হোক ) তাঁদের কাছ থেকে জাতীয়তার দিক দিয়ে আমতা আজ কি পাছি, তাদের ক'জন আজ বীরজননী বীরজায়া হতে পেখেছেন, ক'জনই বা আড়মবহীন সংসাধকে মহান করে ভুলতে পেরেছেন ?. व्यथि अंतित को इ १९१क क्यांसाम्ब मराहरः । भी शायाह कथा।

> আজকের এই শিক্ষাব শেবে আমরা কল্যাণের স্পর্শ পাচ্চি না, এই শিক্ষা আমাদের নিয়ে চলেচে অম্বকারে তবা অত্ত স্পানী সর্বনাশা খাদের অভিমুখে, যেখানে জাতির তপ্রত্য ৩৭ পেতে রয়েছে। ভারতের জীবনে এই যে এবটা অভতপর্বর ওলট-পালট হল, এর একটা কারণ দেখা যাচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ভুল পথে পরিচালনা। প্রথমত: দেখা যায় যে, শিক্ষা আজ আমরা লাভ কর্মিত ভার উপযক্ত বাহনের অভাব। অনেব্যানি আহাস স্থীকার করে বিদেশী ভাষার সিংহদার পেরিয়ে তবে শিক্ষণায় বিষয়টির কাচাকাচি পৌচাই কিছ তার অনেকথানি ব্য থেকেই আমরা বঞ্চিত ১ই, তবুও ষেট্রু নিউড়ে বার করতে সমর্থ হই তাও মনের নধ্যে তেমন গেঁথে বদে না, বইয়ের জিনিষ বইয়েছেই রয়ে যায়, মার্যথান থেকে অভটা পরিশ্রমই সার হল। ভিতীয়ে: আমাদের দেশে এই শিক্ষা সাক্ষিজনীন হয়ে উঠল না। ভাব কারণ হচ্ছে আডখবের আভিশব্যে তার গণ্ডীকে সঞ্চীর্ণ করে রাখার ফলে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এর কোন্ট সংযোগ বইল না. ভারা যে ভিনিরে সেই ভিনিরেই রয়ে গেল। মানুষের পক্ষে অল্লেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি, বিশ্ব গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিভেছে না দেখানে থালা সম্বন্ধে একট ক্যাক্ষি করাই দরকার। যথন দেখিব ভারত জুড়িরা বিভাব জন্নসত্র খোলা হইবাছে তথন অৱপূৰ্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আদিবে। আমাদের জীবনযাত্তা গরীবের অথচ শিক্ষার বাহ্যাভম্বরটা यनि थनीय हात्म इस उटाय होक। कुँ किसा निसा होकात थिन टेडबी করার মত চইবে। ইতিহাসের নজীর মেলালে দেখতে পাব যে. আমাদের দেশে ধারা জাতির গৌরবের বস্ত হয়েছিলেন, শ্রন্ধাভাক্ষন ছয়েছিলেন-তারা দরিস্তের কুটারেই জন্মেছিলেন। কাজেই অদেশে লক্ষীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা आমাদের কাছে চলিবে না।" সরল অনাডম্বর ভীবনের মধ্য দিরেই ভারতবাসী কৃষ্টির সন্ধান পেরে এসেছে।



[ मिन्नो- व्यवनी मन

ভাহলে দেখতে পাছি, আজকের এই শিক্ষা ভাতির দেহে নবীন প্রাণের সঞ্চার করতে পারছে না, পরস্কু ভার জীবনধার্থাকে দিন দিন জটিল করে তুলছে। পাশ্চাভ্যের ছাঁচে গড়তে গিছেই আমরা জীবনে জট পাকিরে তুলছি। স্ত্রী-পুরুষ স্বার জীবনই আজ ওলটপালট হয়ে যাছে। পুরুষ ভারাছে ভার নব নব কথ্মের উদ্দীপনা আর স্ত্রী আজ ছুটে চলেচে নারী-প্রগতির উন্মন্ত প্রোতের দিকে। ঘর আজ ভাকে তৃত্তি দিতে পাবল না। এব দিন যে ভারতীয় নারীর জীবনেব চরম উৎকর্ষ ছিল আত্মবিলোপ আজ সে চার জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আদর্শের এই ছল্ম আত্ম ভার জীবনে উৎকট কপ ধরেছে। কিছু সংসারের যে নারী কেন্দ্রগত শক্তি, সংসারে থেকে স্বামী, পুত্র ও জাতাকে সে নব শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পাবল না, বাইরে বেরিশ্বে এলেই কি তার পক্ষেত। সম্ভব গ

কাজেই এই শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়েছে স্বচেয়ে বেশী। সেই শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা, যা আমাদের ভারতের নারী ও পুক্র করে গড়ে তুলবে। আমাদের শিক্ষার শেষ হবে সেইখানে, যেখানে রয়েছে পরম মকলময়ের শ্রেষ্ঠ আশীর্কাদ। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা ভারতবাসী। ভারতের আদশই হবে আমাদের আদর্শ। আমরা স্বাই এক। মনে রাখতে হবে একদিন এই ভারতেরই পুণ্ডুমিতে মুনি-ঋষিরা—

"তপশ্য। বলে একের জনলে
বছরে আছতি দিয়।
বিভেদ ভূদিদ জাগারে তুদিদ
একটি বিরাট হিয়া।"

অবশ্য এই আদর্শকে জীবনে প্রহণ করার জন্ত আমাদের চপোবনের যুগে কিরে বাবার প্রয়োজন হবে না। আর ক্রমাবর্তনের চউ সবিদ্ধে পিছনে কিরে বাওরাও সম্ভব নর। হিমালর বেমন শত ছুম্বার-বঞ্চার মধ্যে মাথা তুলে আব্দু পর্যান্ত কালের প্রহরী হরে দাভিয়ে আছে, ভারতের চিরন্তন আদশও কালের প্রবাহ দেদ ববে আজও চির অচধল ভাবে বিরাজ করছে এবং ভারতকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্যের রতীন আলো আমাদের চোথ গাঁথিরে দিয়েছে, তাই আমরা যা চিরুংও ও শাখত, দেই ভারতীর শিক্ষা ও ভারতীয় আদশকে চিনে িতে পারছি না। তাই আমরা আজ হয়ে পড়েছি অসহায়, হীনবীয়া তাই অহলী তার কক মূর্ভি ও শূক কলি নিয়ে ঘবে ঘরে বিরাজ করছে। তাই আমরা সর্কংসহা সীতান সাবিত্রীর সাক্ষাৎ পাই না! ঘরে ঘরে আজ গৃহিণীর মত গৃহিণী, মারের মত মা দেখতে পাই না! আজ আমাদের জাগার প্রের্জ্ঞান হয়েছে, আমাদের জাগাতে হবে, আপনাদের ভারতবাসী বলে চিনতে হবে।

"না জাগিলে যত ভারত-সলন। এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

এস ভাই-বোন, আজ আমরা স্বাই ভারতের ব্জবেদীতে মিদিতে হই। আর "বীর সন্ন্যাসী বিবেকের" কঠে কঠে মিদিয়ে বিদ্—
"হে ভারত এই প্রাম্বাদ, প্রাম্করণ এই দাসস্কভ চুর্ক্রেলা, এই
ঘণিত জ্বল বর্করতা, এই লইয়া তুমি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে ?
হে বীর সাহদ অবলম্বন কর, বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী
আমার ভাই। বল মুর্থ ভারতবাসী, দবিদ্র ভারতবাসী চ্রাল
ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বন্ধারত ইইয়া বল,
ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বন্ধারত ইয়া বল,
ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী
আমার ক্রম্ব, ভারতের স্মাক্ত আমার শিশুল্যা, আমার বেবিনের
উপবন, আমার বার্দ্ধরের বারাণ্যী। বল ভাই, ভারতের মৃতিকা
আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিন রাজ,
হে গৌরীনাথ, হে জগদত্বে আমার মন্থ্যুত্ব দাও মা, আমার হুর্ক্রলভা
কাপুক্ষতা দূর কর, আমার নামুর কর।"

সুম্প্রতি একথানি দৈনিক
সংবাদপত্তে জনৈক পত্তপ্রেরক একটি অপরূপ প্রস্তাব এনে
বাংলার শিক্ষিতা নারীসমাজকে
ভাজ্জর বনিষে দিলেছেন। সংবাদপত্তটা আবার ইংবেজী, আশস্কিত ও
লক্ষিত হচ্ছি এই ভেবে যে আমাদের
সংকীপ মনোবৃত্তির এই নমুনাটা
বিদেশী পাঠকেরও গোচরীভূত
হবে। পত্তপ্রেরকের প্রস্তাব হচ্ছে
এই, বেহেত একটি মেথেকে চাকরী



## নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার—

অমসারাহা



দেবার অর্থ চল,—একটি পুকরকে যুগপং একটি স্ত্রী ও একটি চাকরী থেকে বঞ্চিত রাখা, অভএন সমাত-কল্যানের খাতিতেই দেশেন নিরোগ কলাদের অন্তরোধ জানানো হছে মেয়েদের চাকরীতে নিরোগ না কবতে। অবশ্য বাংলা দেশে বেকার-সমস্যা এখন আর ভত জটিল নয়। লেখক অদ্ব-ভবিষাতের সম্ভাব বেকার-সমস্যাব প্রতি দৃষ্টি বেশেই প্রস্তাবিটা উপাপন করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, ভবিষ্যতে এই নীতিটা সভাই বাঞ্চনীয় হবে কিনা ?

শিক্ষিতা মেয়েদের একটা বড় স্থবিধা হয়েছে এট যে, শিক্ষা ভাদের সামাজিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, আত্ম-সচেত্র করেছে, আত্মোপলব্ধির সহায়তা করেছে—থানিকটা স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে ! পূর্বে এক সময় বখন মেষেদের কোন ভদ্রলোকের বধু, কারও মাতা, বা কারও বিধবা মাসী-পিদি-ভাগ্নি-ভাইনি জাতীয় ব্যাধতামূলক বোঝা বাতীত অভ কোন পুথক সতা ছিল না, মেরেদের সেই অসহায় ও পরনির্ভর অবস্থা বিজাসাগর থেকে রবীক্রনাথের মনীবাকে পর্যাস্থ বিচলিত করেছিল। পুরুষ-নিরপেক্ষ, স্বকীয় মহিনায় উজ্জ্ল সবল। নারীর আপন ভাগ্য জয় করে সার্থকতার পথ থুঁক্তে নেবার আদশ ববীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের বহু কবিতার প্রকটিত। স্থামী বিবেকানন্দও আমেরিকা-প্রবাদের সময় সেধানকার মেয়েদের পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও অবাধগতি দেখে মুগ্ধ হয়ে বশেছিলেন: ভাষ, কবে আমাদের মেষেরা এমন ভবে। বহু দিন পবে শতাকার পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, জন্তা, শাসন অভিক্রম করে মেয়েদের একাশ আজ পুর্বাচার্যাদের সেই স্বপ্ন সফল করে - ভুলতে চলেছে। সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যার আমাদের চোপের দামনে রচিত হচ্ছে। কিন্তু ঠিক চোথের সামনের নিতাকার ঘটনা বলেই আমরা এর ষ্থার্ব ওক্ত উপ্লাক্তি করতে পাণ্ডি না। যেমন সকল ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব সমসাময়িক মানুষ ভালো করে বুঝতে পারে না :

এই সব চাকুণীজীবী মেয়েরা কারা ? ভ্যানিটি ছলিয়ে লীলায়িত ভলিতে আফিদটাইমে যারা কুঠার সঙ্গে পুরুষের পালে লীভিবে দশটা শাটটার কয়েদে আফিসের নীবন্ধু ককে চলে কজি উপাৰ্জ্ঞন করতে ?

এরা সেই মধ্যশ্রেণীর মেরে, ফুটোর বেশী ভিনটে মেরে হলে বাদের পক্ষে পরবভীদের ভালে। বিরে দেওয়। ফু:সাধ্য হরে ৬ঠে। এদের পক্ষে এ দেশের সেই সনাভন বুলি, নারীজীবনের চরম সার্থকভা স্বগৃহিণী ও স্কাননী হওয়া এবং নিজ্ঞান গৃহকোণ রচনায়—সেই ভথাের আলোচনা, করে দেখা বাক। একটু চোধ থুলে চাইলেই

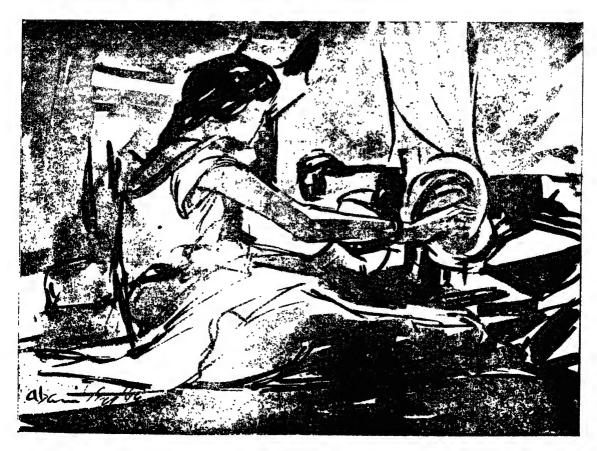
দেখা গাবে, এ পথে সার্থকতা আসা জীবনে অতি অল্পংখ্যক মেয়ের ভাগেটে ঘটে। সম অবস্থাপন্ন ঘবে না পড়লে, আর্থিক কৌলীর ভ লৈতিক সৌন্দর্যা না থাকলে না-পড়াব সন্থাবনাই বেশী, খুব কম (मारावर कीवन करें भारा मुख्य क मार्थक ए। य एक एक । व पिक् मिरा राज्यातम्ब करिक् भगु-प्रस्थानास्त्र वनामास करिनास्ट হয়ে উঠেছে তা বলাই বাছলা। একই বাড়ীতে সম্শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন মানে পালিত কলার পিতার পক্ষে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই কলাকে সমস্তবের স্থপাত্রের দাবী মিটিয়ে পাত্রস্থ করা সম্ভব হয় না। এরণ ক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েটি অনেক সময়ে স্থবী হতে পাবে ন!-বিশেষ কৰে শিক্ষিতা মেখেদের পক্ষেত নম্বই। কাৰণ যে ছফ্লিগকে তাৰা সহকেই এডিয়ে যেতে পাৰত স্বাৰলম্বনের অ্যোগ স্থাবহার করে, পিত-মাতভক্ত হয়ে ভাকে মেনে নেবার সান্তনা অনেকেট পাবে না। ভাছাড়া, সন্দর চেহারার গৌরব না থাকলে এবং আধিক সঞ্জতিব জোব না থাকলে খব কম মেয়েরই ভালো বিষে হয় নাকিংবা আদৌ হয় না। কাজেই যাকে কেন্দ্ৰ করে কোন একটি মেয়ের জীবন সার্থক সায় ভবে উঠবে বলা হয়, ভার গোণতেই গুলন ৷ বাংলা দেশে আমরা পাচমিশালী রক্তে হৈরী ভাতি—যে কোন একটি জনতার চেহাবা *লক্ষা* কবলেই ভাবোৰা যাবে। এখানে অপ্সরাকাভিত্যমা ক'টা মেয়ের আছে? তার পর বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ। স্থামি-নির্বাচনে এই চালুনি-টাকার ব্যবস্থা থাকায় যেখানে কোন একটি মেয়ের স্বয়ম্বর সভায় দেশের সমগ্র যুবসমাজের আতৃত হবার কথা নিজ গ্রী ও গোরের মধ্যে তা সীমানন্ধ বাগতে গিয়ে সেই ডাক কার্য্যত: গিয়ে পৌছায় ম্প্রিম্ম জন-কয়েকের কাছে। এর মধ্যে মেধেটির যোগ্য পাত্র <u> ৬খুক নেই কোন, কিংবা ভার যোগ্য ও স্থানিকাচিত পাত্রটি</u> হুম্ভ এ গুণ্ডীৰ ৰাইৰে। ভাই যদি বিনা বিদ্লোহে ও শান্তিপূৰ্ণ উপায়ে আপন ভাগা মেনে নিয়ে মেয়েটি জীবনের পথে পাড়ি জুমায়, ভাগলে প্রথম থেকেই ধে একটা মন্ত বড় ফাঁকি থেকে যাবে তা বলাই বাহুলা ৷ এই প্রকৃতির নিদেশ উপেক্ষিত বিবাহের ফল হবে কি ? হবে ভিক্ত, ছবিষহ, বিশ্বাদ দাম্পত্য-জীবন, শীৰ্ণ বিকলান্দ সম্ভান-সম্ভতি।

এই নধকের মণ্যে কোন মেয়ে যদি প্রথমেশ করতে না চায়, তবে মানবভাব দিক্ দিয়ে তাকে বাধা দেবার বিছু আছে কি ? আমি নবকট বল্লাম একে, কাধণ যে জীবনবারায় একটি মেয়ে অভ্যন্ত, জার্থিক ও শারীবিক দৈছের জন্ম তার চেয়ে হীন অবস্থার কোন পুরুবের ঘরণী হয়ে দারিল্রা, অনাটন, মাল্কি ও এক পাল অপোগ্রশু-সহ সারা জীবন দয়্ধভূত হওরা এক জাতীয় নবক-ব্রশা হাড়া আর কি? এখানে জীবনের মাধুর্য্য থাকে না কিছুই, থাকে শুধু দিন-বাপনের গ্লানি, কোনমতে কটন্তিট প্রাণ বাঁচিসে বাগ্যার প্রাণান্ত-কর প্রচেষ্টা—যাতে নিত।ই মানুষ্যের অস্তব- দুবত। ২২ লাজ্যান।

কোনে-খনে কোন আত্ম-সচেত্র নারীই এই নাববাসে সম্বত ভবে না। ভাই স্থােগ ও স্থবিধা হলে যদি ভাল আকুনিজ্ব হয়ে স্বাবলম্বী হতে চায়, ভাহলে কি ৩ ধু নারী বলাং ভাদের সে **अधिकारत विक्रिक दावा करव १ कादम এ करा अवसा (कड़ें)** অস্বীকার করবেন না বে মেয়ের। আগে মানুষ পরে মেয়েনারুষ। মান্ত্র হিসাবে মান্ত্রের মৌলিক অধিকার তথাত আতল আড়িক্টি অনুষ্ঠী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার স্বাধীনতা অবশ্য সামাজিক উপযোগিতার গণ্ডী জজান না করে বিবাহিত বা অবিবাহিত থাকবার স্বাধীনতা, জীবিকা অল্পানের স্বাধীনতা সবল দলে ও গণতান্ত্ৰিক দেশই স্বীকাৰ কৰে। একমাত্ৰ বাহিত্ৰখ দেখা গ্ৰেছিল কুখ্যাত নাৎদী-রাষ্ট্রে ! কান্ডেই যে পত্রলেথক বাংল। দেশেব নিয়োগ-क्डांप्पत्र निक्टे (मश्चापत्र চाक्ती यक्ष कडाव उग्र कार्यपन জানিষেছিলেন, তিনি সমস্ত ব্যাপারটার ঐতিহাসিক ০কত ব্যতে পারেননি। তাই তিনি আচমকা এমন ধাবা অসকত আবেদনে অমুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ আবেদন যে কোন কালেই ভাষাকরী হবে না, তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ যে কর্থ-নৈতিক

ও সামাজিক পটভূমি অর্গল মুক্ত করে মেরেদের জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে এনে ফেকেছে— মেয়েদের চাকরা দেওয়া বন্ধ হলেই তা অপুসাবিত হবে না। অপুর প্রশ্নে নেয়ের। যে উপ্তরোত্তর আরও বেশী সংখ্যায় চাকরীক্ষেত্রে এসে ভীড় বরবে এমন সম্ভবনাই বেশী।

অনেকে এখন প্রশ্ন করবেন: তা হলে এই সব নিপ্তাভ-লাবণ্য, জ্যোতিহীন, শীর্ণদেহী চাকুরে মেয়েদের ভবিষ্যথ কি ? এর উত্তরে বলা চলে: আমাদের কীণ তকু, দীন্তিহীন কনিষ্ঠ কেরাণীকুল ধারা চাকুরে মেয়েদের বিপরীত দিকে রয়েছেন, উাদেনই বা ভবিষ্যথ কি ? উাদেন ভবিষ্যথ নিয়ে যেমন কেই মাথা ঘামায় না, তখন এদের জ্ঞাই বা এত মাথাবাথা কেন ? চাকুবীজীবী পুক্ষেরাও যেমন একটা জীবিকা,বিবাহ, প্রেম, অপ্রেমের বালা পথেই জীবন নিয়ন্তিত কবে, আথিক স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও মেয়েবাও বে তা করবে না এমন আশ্রাব কি কাবণ আছে ? অল দেশেও ত এমনি দৃষ্টান্তই দেখা যায়। জীবনের প্রম লয়ে, প্রেমেন আলোকে স্থান্ধনী করে, ধারহত্তে ব্রমালা নিয়ে সেই বাঞ্জিত পুক্ষ যদি আসে তার জীবনে, স্ক্রেরী হোক, কুংগিত হোক, ধনী হোক, দ্বিদ্র হোক, যাকে কেন্দ্র করে মধ্যয় হয়ে উঠবে তার জীবন, তা হলে কোন্ মেয়ে আপত্তি করবে সেই প্রয়কে বরণ করতে ? কাজেই এ সন্বন্ধে মাথা-যামানোর কোন আব্যাক দেখি না!



তি ব চেরে ভাকাভেই নক্সরে পড়ঙ্গ একটি পরিছন্ন

মেরে। মেরেটির পা ছ'টি অ-বাঁধা। দেখে ভারী হতাশ হয় ভারত। বধৃটির কথা ভাবতে ভাবতেই সেই বৃদ্ধ আবার তাঁব **মহিলা** বক্তব্য স্থক করেন। প্রথমে প্রহরীকে লক্ষ্য কবে বজন—'ফটক্ অবধি বাস শৌছে দিয়ে ওদের বিদায় **ৰুৱে দেবে বুঝলে।'** তার পর ওরাভকে লক্ষ্য করে বললেন—'ওব পালে গিয়ে শাড়িয়ে আমার কথা শোলো। তার আদেশ পালিত হয়েছে দেখে তিনি **जा** वा व वनलन-' এই **যেরেটি দশ** বছর বয়সে আমার সংসারে ছিল-এখন ওর বয়স

কুটি। এক বছর ছার্ভিক্ষেব সময় ওব পিতামাতা না বেতে পেয়ে দক্ষিণে ভিকার জন্ত এসেছিল। সেই সময় ওবে জামি কিনেছিলাম। পরে তারা আবার উত্তরে সানটাতে ফিরে যায় কিন্ত তাদের জার কোন সমাচার আমি পাইনি। এই সেরেটিরও সেই দেশের মত বলিগ্র শরীর— চওড়া চোয়াল। তোমার সংসারে ও মাঠে

সাক্র করবে, জল তুলবে—সব করবে। স্থ-রূপা নয়। আর সুন্দরী বৌ নিত্র ছমিই বা কি করবে ? যাদের অবকাশ আছে প্রচুর তানেরই সৰ্কাটানোর জন্ম নিতা-নতুন সন্দরী মেয়ের প্রয়োজন ঘটে। মেরেটি থুব চতুরও নয়। তা হোক, ও তোমার কথামত চলবে आবার ওর মেজোজ থ্ব লাল। যত দ্র জানি আমি ও আজেও কুমারী। আমার সংসারে রায়া-বাড়ীতে কাজ না করলেও ওর রূপ দেখে মজত না আমার কোন ছেলে বা নাতি! যদি কোন কিছু ঘটেও থাকে হয়ত কোন চাকর-বাকরের সঙ্গে হয়ে থাকবে। এ প্রাসাদের হালারো স্থন্দরী অল্পবয়সা ক্রীতদাসী থাকতে ওর প্রতি নজর কাকরই পড়েনি এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার সংসারে ওকে নিয়ে ৰথেক। ব্যবহার কর। বোকা-বৃদ্ধি বটে মেয়েটার, তবু দাসী হিসেবে ও থুব প্রাক্তনীয় ছিল এখানে। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে — আমার বংশের ধারা বজায় রাখার জক্ত আরো ছেলেমেরে সংসারে এনে দেবতার প্রীতিসাধন করতে পারব না, নইঙ্গে রাল্লাবাড়ীর ক্তে ওকে আমি আবে। কিছু দিন রাথতুম। আমার সংসারে বে স্ব দাসীরা অপ্রয়োজনীয় হবে পড়ে অথচ আমার বংশের ছলালরা স্বাদের চার না তাদের জ্ঞামি বিরে দিরে সংসার করে দি। এই चायात्र निवम ।

ভার পর মেহেটাকে উদ্দেশ করে বললেন—'একে মাভ করে

চলিস্। এর খর ছেলে মেরেডে ভরে তুলিস। আর প্রথম ছেলে হলে আমাকে দেখিরে নিয়ে বাস—বুঝলি।

> নতমুখী হরে মেরেটি বললে—'তাই হবে রাণীমা।'

হ'জনেই বিব্রত
সরে গাঁড়িরে থাকে।
ওয়াঙ বুঝে উঠতে
পারে না, তার কিছু
বলা উচিত কি না।
যাও—চলে যাও'
—ক্ষক্ষ কপ্রে তিনি
আদেশ দিলেন। ক্ষত
প্রণাম কবে ওয়াঙ
চলে আসে। পিছনে
আসে মেরেটি—তাকে
অমুসরণ করে প্রহরী
কাঁধে বাক্স নিমে।
বে ঘরে ওয়াঙ তার

ঝোড়া বেথেছিল, সেখানে বা**ন্ধ নামিয়ে** দিয়ে প্রহরী কোন কথা না **কলে অদৃ**শ্য হয়ে যায়।

এই প্রথম ধরাও তার নববধুর দিকে চোন তুলে তাকাল। চওড়া মুন, বেটে মোটা নাক—বড় হা সেই মুনে। কালো চোথ তু'টি ছোট ছোট কিন্তু সেই

নপ্তপ্ত কালো চোথ ছ'টি ছোট ছোট কিছ সেই
। ভাছড় চিন্তে যেন কত কালা জমে আছে।

এনন সরল সে ছ'টি চোগ! মুখ দেখলেই মনে হয় যে সহজে কথা
কয় না মেয়েটি। স্থামীর চোগে চোথ রেখে বধূটি যেন প্রভীক্ষা করে।
ভার চোথে কোন ব্যল্পনা ফুটে ৬ঠে না। ওয়াঙ এইতেই পুলকিত হয়ে
৬ঠে যে স্কুলী না হোক ভার বৌতর তার মুখে বসস্তের দাগ ত নেই—
ঠোঁট ভ ভাব ফাটা নয়। ওয়াঙেব দেওয়া সোনার জলের ছল বৌষের
ছ'কানে ছলছে, আঙ্গুলে ভারই দেওয়া আঙটি। একটা গোপন

আনন্দে ওয়াত মূথ ঘ্রিয়ে নেয়। এত দিনে তার বৌ হোল।
'এই যে বান্ধটা আর ঝোড়াটা'—সে বলে বৌকে।

কোন কথা না কয়ে মেয়েটি বাক্স ভূলে নেয় নিজের কাঁধে, ভার পর যাড় তুলতে হংসাধ্য চেষ্টা করে। তাকিয়ে দেখে দেখে লেখে ওয়াড বলে— 'ওটা আমায় দাও—তুমি ঝোড়াটা নাও।'

নিজের দামী পোষাক সত্ত্বেও ওয়াত বান্ধটি কাঁণে তুলে নেয়। মেয়েটি তেমনিই চুপচাপ ঝোড়াটি হাতে নেয়। এই বোঝা কাঁথে নিয়ে সেই একশ' মহল পার হ'য়ে যাওয়ার কথায় শংকিত হয়ে ওয়াত বলে—'যদি কোন থিড়কির দরজা থাকত, তাহলে—'

স্বামীর কথা শুনে বেন না বুবেই মেয়েটি ঘাড় নাড়ে: তার পর পাশের একটি পরিত্যক্ত আভিনা পার হয়ে মজা পুকুরের পাশ দিয়ে গোল দরজার পাশ কাটিরে স্বামীকে নিয়ে পথে নেমে পড়ে।

ওয়াত ফিরে ফিরে দেখে বৌকে। আশ্চর্য ভাবহীন মুখে পথ



অনুবাদক শিশির সেনগুপ্ত জয়স্তকুমার ভাত্নড়া

हामहा प्राव्यक्ति जांबी जांबी भी स्मरम-स्पन अहे भर्ष म जांबा जीवन হৈটেছে। নগর-দরজার কাছে থমকে থামে ওয়াও। ট্যাক থেকে 5'िछ (श्रेनो कर्छ वात्र करत इ'िछ काँछ। क्ल किस्त व्योदक (मय ।

'থাবে, জ্ঞানো।'

কথা করু না বটে কিন্তু শিশুর মত আগ্রহে মেয়েটি সেগুলি নিয়ে মুঠোয় ভবে রাথে। গম-ক্ষেতের ধার দিয়ে যাবার সময় ওয়াঙ আবার যথন ফিবে চায়, দেখে মেয়েটি একটি ফলের খোসা ছাড়াচ্ছে! স্বামীর দিকে ঢোথ পড়তেই সে সেটিকে মৃঠির ভিতর গোপন কবে। মৃথেব নড়াচড়া থেমে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে পশ্চিম মাঠের পারে পৃথীমায়ের মন্দিনে তারা পৌছে যায়। মাটি বডের ইট দিয়ে তৈরী এক মাতুষ উঁচু ছোট মন্দিরটি। এই মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন ওয়াডের ঠাকুরদ।। নিজে দে মেত কর্ষণ করতেন, ওয়াত আজো যে মাঠ চলে—তারই উপর এটি তৈরী কবেছিলেন। নিজেব ঠেলাগাডীতে ইট এনে ছিলেন সহব থেকে। ভাল ফসল হয়েছিল এক বছর, তথন এক জন শিল্পী দিয়ে মন্দিব-গাত্রের সাদা চুণকামেব উপর পাহাড় আব বাঁশ বনেব ছবি আঁ। কয়েছিলেন। তার প্র বহু বংসরেব জল-কভে मिश्रील फिरक रुख (शृष्ठ । এथना छुबु क्रांच भए वाँग वनत इ'-धकि वर्षमा ।

মন্দিরের ভিতরে এই জমিরই মাটি দিয়ে তৈরী ছ'টি ছোট গছীব মূর্তি। একটি দেবতা আর একটি ভার দেবী। দেব-দেবীৰ অঞ্জে লান আৰু গিণ্টি-কলা সোনাৰ কাগজেৰ সাজ। দেবভাৰ মুখে সতি কাৰেব গোঁক। প্ৰতি বৰ্ষাবন্ধে ওয়াছের বাবা নতুন লাল কাগজ কিনে মতুৰৰে ছেঁটে ভাদেৰ সাজ বানিয়ে দেন। তাৰ প্ৰসাধা বংগনের মত্তল ভূষাবে সে পোষাক নষ্ট হয়ে যায়। তাব প্র আবান ব্যাবস্থে নৃত্ন ১,৪৮১জা ৷ এখনও নৃত্ন বংসর বলে দেবদেবার অঙ্গের সাক্ষ অনাপন। ওয়াডের বুক আনন্দে ভরে যায় দেখে। বৌয়ের হাত থেকে কোড়া নিয়ে সে যত্ন করে ধুপকাটি খুঁছে বার বরে। তাব শর দেবদেবার সম্মুখেব ধুনোশেসের ছাইয়ের ভিতৰ সেগুলিকে & (S) (V) 1

চকমিক ইকে শুকনো পাতায় আগুন আলিয়ে সে গুপে এগ্রিনান করে। মন্দিরের দেই ধুপের গজের মধ্যে এই হু'টি নরনাতী দেবতাব मानान ने का । पुंपि धारा धीरा बनाइ। नीर्ध करम ऐर्टरेक हाई। মেয়েটি যত্ন কবে সেটুকু সরিয়ে দেয়। তাব পব কেমন যেন আতংকিত হয় নিজেব কাজে। স্বামার দিকে ছ'টি বে।বা-চোথ ভূলে তাকায়। **কিন্তু** বৌষের সব কিছু ভাল লাগে ওয়াঙের। এই যে ধৃণ পুড়চে এ তাদের হ'জনের। এই ওদের বিবাহের লগ্ন। সেই ভাবে হ'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্ছিদ্র নীরবতার মধ্যে অনেকঞ্ণ! পূর্য অন্ত যায় দেখে অবশেষে ওয়াভ কাঁধে বান্ধ নিয়ে বাড়ীর দিকে বঙনা হয়।

স্থার শেষ আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পিতা। নৃতন বধু নিয়ে ছেলে ফিরছে দেখেও তাঁর কোন गाणि कार्य ना यन । नृजन वोत्क प्रथा यन काँव भएक वर्षशैन । তাই দূরে মেখের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বলেন—'চেয়ে দেখ ওয়াত। নৃতন টাদের বাঁ অঙ্গে বে মেঘটুকু উঠেছে ওটি বর্ষার মেঘ। काम त्राखिदतत मध्यारे जम र'द्य (मध्या ।'

ওয়াত বৌষের হাত থেকে ঝোড়। নামাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন-'পয়সা খরচ করেছ ত ?'

টেবিলের উপর ঝোড়াটি রেখে ওয়াঙ বলে—'আজ যে ক'জুন থেতে আসবে।' তার পর বাছটি শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের পোষাকের পেঁটরার পাশে রাখে। কেমন আশ্চর্য লাগে স্বটা। দরজার কাছে এনে বাপ বকবক করতে থাকেন—'এ বাড়ীতে ঘরের অন্ত নেই।'

ছেলে যে লোক নিমন্ত্রণ করেছে এতে গোপনে পুলবিত হলেও ছেলের কাছে পিতা অনুযোগ করতে ছাড়েন না। নৃতন আসা বৌকে ষেন গোড়াতেই দেখাতে চান যে, এ সংসারে বাজে খরচ করা চলবে না।

বাপেৰ কথায় কোন জবাৰ না দিয়ে ওয়াভ কোড়া নিয়ে রান্নাখবের দিনে যায়। বৌ যায় পিছনে পিছনে। খাদ্যবন্ধগুলো ঠাওা चेशुरान शार्म (तर्थ वोत्क वलल- देहें बहेल शक आत मुखाजब মাণ্য পাব মাছ এই। সাত জনেব মত বারা ক্রতে পারবে ত ?

ৌয়েন মুখেন দিকে ভাকায় না ভয়াত।

শেহের এক কও শোনা যায়— লৈচাত প্রিবারে **যাবার পর** থেকেই ৩৮৯ বারাঘরের দাসা হলে ছিলাম। দেখানে প্রতিবারের वाबारहरी घाउँ हो है।

্লেটেন কথা প্ৰনে ধুৰী হয়ে প্ৰয়াভ ভাকে বায়া-**য**ৰে মেথে ফিলে -ল। - বিশ্ব স্কারিপর একে প্রক আঁছাখ্রা এ**সে জনা হোল।** এবা স্কাঠ করাজের প্রারণার্ক, চাম । স্বার্ট **ধ্যুল আসন গ্রহণ** কবত তথ্য ওয়া এর রেণ গিলে বৌকে বললে প্রিবেশ**ন স্বক্ষ** 3455 F

ভাগি তেওঁটা ৬০% "বছলো দিয়ে দেব ছবি লেডাই টেবিলো ल्लाका मान्या । १ वर्षात्व का कामि विकास धार ना।"

প্রার বুর্মা হয়ে ডাস গলা। মরা। সাবত হয়ে ৬টে ৮ **এই** চিন্তার বে 🕩 জোলোঁ বি. ১৯৯৯ তালেতে ভয় পায় না কিন্তু প্রভ্রন্তবের সামলে জন হলত লাত । তা হাত থেকে প্রতেক লামে স টোবলের এপর ১ ২ ৮০% এবল। দলপার প্রাপ্ত থেকে টোটায়ে ব্যালে—" চাল্য নাল কাল্যাল— ৮৫ - মূৰ সাভ সেট ভাৰে ।"

ভন্নতেও কৰাৰ প্ৰভূতি মহিলে তিনা টোচয়ে বল 'আমানে লেডুল ে চাৰে মুখ কেখতে পাৰি লালাৰি আমলা ?'

দুহ কলে ৬য়াত জবাব দেৱ—'আজো আমাদের মিল হয়নি কারা। নতুন বেক্টি নিয়ে ঘব না করে তাকে আপুনাদের দেখানো উচিত হ'বে না।

খেতে খেতে নিমান্তিতের। রানার শ্রেশংসা করে। ওয়াও তাদের ক্লতে থাকে—'ছোন্যপত্ৰ ভাল পাইনি। তা ভিন্ন রান্নাও স্থবিধে

অই কটি মাংস আর সামাশ্র আনাজ ও মদ দিয়ে বৌ এত *স্থ*পর করে রায়া করেছে যে ওয়াও আর কথনো তেমন রায়া খায়নি। গর্বে ভয়াডেৰ বুক ভরে ওঠে।

সে রাত্রে অভিথিরা চায়ের কাপ নিয়ে বহুক্ষণ অপেকা করতে থাকে। গল চলে বসিক্তা জমে ওঠে—বাত্রি গভাব হয়। অবশেৰে যথন সকলে বিদায় নিয়ে যায় ওয়াও তখন ফিরে এল রায়াখরে। এসে দেখলে উন্নয়ের পালে খড়ের গাদার বাবে তার নতুন বৌবুকে মাখা ৰু কিন্তে যুদ্ধে পড়েছে। ওয়াত তাকে জাগাতেই হঠাই হ'ট হাত

सुक्ति हे होत्त श्रमण (एक मोपी रेप्तामाव स्क्रिमा करते। त्र रहेर हार १५ क्षेत्र कर सर 1805 B. B. B. Commence of the second

বে পোড়া চোৰে আৰু ক্ষ আলে না। স্বাই ক্ষ্মা হল 👵 ছা करत । अन्त-मध्यत अने कुँछिमि मिला तान विकार १३० दश्या कि मिल्का कोलाव कथा सारगढ लयन 🔒 👵 📳

कार जारव उष्टांड मार्टिय कथा, १५-५१:इस्स २६)

शक्तिकार अरे १८४ ५क है एक है , यायव गरत धकाकी तांग कतांत्र किन्द्रपत्र एक न्यन्ति वानव राष्ट्र भार ७ छ। । निरम्भक विवास-'भेरे यामान (वे । ५३ यातान (छानपारपुर मा इरह ।'

নিকের প্রিধান খোলে ওয়াত।

আব বৌ প্ৰদাৰ পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নি:শব্দে শ্যা প্ৰস্তুত করে। ওয়াত তাকে বলে—'শোবে যথন আলোটা নিভিয়ে দিও।'

বিছানায় ভয়ে ভাবী লেপ কাঁধ অবধি টেনে ওয়াভ ঘুমের ভান করে। কিন্তু গ্ন আদে না চোধে। নতুন উত্তেজনায় শরীরের স্ব ,क'টি স্নায়ুকেন্দ্র উনুগ হয়ে থাকে। তার পর বছক্ষণ পবে যথন একটি নারা তার শবংরের পাশে এসে আশ্রয় নেয়-একটা প্রবল উন্নাস যেন ওর দেহত্র্গকে চুবমাব করে দিতে চায়। অন্ধকারে হেসে ওঠে ওয়াঙ। তাব পর বৌকে বুকে জাপটে নেয়!

় ওদের জীবনে এই বিলাসিতাটুকু আছে! পরের দিন স্কালে সে বিধানায় ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করতে লাগল সেই মেয়েটিকে যে এখন তার সম্পূর্ণ আপনাব। মেথেটি উঠে অসংবৃত বেশ গুছিয়ে নিয়ে গা ভাততে ভাঙতে কোমরে গলায় স্মাটেদাট করে জড়িয়ে নিলে পোষাকটা। ভাব পর কাপছের জুতায় পা চুকিয়ে পিছনের ফিতেটা লাগিয়ে দিল। জানলার ছিদ্রপথে ভোবের আলো একটি রেখায় এসে পড়েছে মেরেটির পারে। ওয়াঃ আবছা তার মুখ দেখতে পায়। মেয়েটির মুখে কোন জোয়ার-ভাটা নাই। এও ওয়াঙের কাছে এক বিষয়। ওর মনে হয়, রাত বুরি ওর জাবনে এনে দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। এই **মে**য়েটি আজ সকালে তারই বিছানা থেকে উঠেছে—যেন তার জীবনের প্রতিষ্ক্রানেট এমনি ধারা সে উঠে এসেছে এত দিন! মেটে সকালের গর্ভ ক্রথকে লেনে আদে বুন্ধের কাশির অপ্রসন্ন আওয়াজ। ওয়াও वल वोदक - वावादक अकवां । शत्र कल नित्य अम ।

কাল যে স্বার কথা কয়েছে আজও ঠিক তেমনি কণ্ঠেই প্রশ্ন করল -- 'জলে কি চা-পাতা দেওয়া হবে ?'

এই সামান্ত প্রশ্ন ওয়াতকে বিব্রত করে তোলে। তার বলতে ইচ্ছে হয়—'নিশ্চয়ই চা-পাতা থাকবে। তুমি কি মনে কর আমরা ভিক্ষুক।' তার ইচ্ছা হচ্ছিল মেয়েটি ভাবুক এ বাড়ীতে চা-পাতা দিয়ে কিছু হয় না। হোয়াড-প্রাসাদে অবশ্য প্রত্যেক পাত্রের জল চা-পাতায় সবুজ হয়ে থাকে। সেথানে সামাশ্য ক্রীতদাসীও হয়ত তথু জ্ঞাল পান করে না! কিন্তু সে জানে, প্রথম দিনই যদি বাবাকে শুধু জলের পরিবর্ত্তে চা দেওয়া হয় তিনি হয়ত ক্ষেপে উঠবেন। তাছাভা স্তিটিই ত তারা বড়লোক নয়। কাঞেই একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই সে बल-'हा ? ना-ना-हा श्यल खँद काणि वाए ।'

আবার সে খুনী মনে বিছনায় ওয়ে ওয়ে আরাম করে। মেয়েটি রাল্লাখ্যে উত্ন ধরিয়ে জল গরম করছে। আরো পুমূতে সে পারত কিছু এত বছর প্রতিদিন সকালে উঠে উঠে এমন সভ্যাস হয়ে গেছে

मार्च क्यम पण्य गर्व । ज्याव गरि शहराष्ट्र (१९५८ हे ००३% काइ एथाक सा भाग भामगधाव रीड किमल सार ४. . . हर अंटिमित्सव बहे हिसास भएता बाह्य बात बनारि भवत र एस एक एत बुद्ध हरम । । एरा एरा जनरङ जन मारा छीरदाव गएन चिन्छ गर কথা। গত বাত্তেব কথা মনে পড়তেই হঠাৎ মাথায় আসে--আজ্ঞা, মেয়েটি কি আমায় পছন্দ করেছে ? এও আব এক নতুন বিষয়। ওয়াও তথু নিজেকে প্রশ্ন কবেছে—মেয়েটিকে তার পছদ তবে কি না। কখনো ভাবেনি ভাব সংসারে ভাকে নিয়ে সে খুলী হবে কি না। মুখে তাৰ না থাক দৌন্ধ—চোক না তাৰ হাত হু'টি কৰ্কশ, তব রাতের অন্ধকারে ওয়াও অফুভব কবেছে তার বৌয়ের কুমারী-দেহের সিগ্ধ কমনীয়তা। একগা মনে হতেই ও হেদে উঠল। কাল রাতে এমনি ধাবা হাসিই ও হেসেছিল। হোয়াঙ-প্রাসাদের ক্রদে কর্ছারা তাদের রাম্নাখনের জীতদাদার মুখের এই অতি সাধারণতার অভীত আর কোন বস্তরই নাগাল পায়নি। মেয়েটির গারা শরীরে অফুরস্ত ষৌবন। হাডের উপর হড়ে। ল নবম মাংস। মেয়েটি স্বামী হিসেবে তাকে পছল কত্নক এ ভাবনা হঠাৎ নাথায় এল ওয়াঙের। কিন্ত সেই সঙ্গে কেমন একটা লচ্জা এসে বাধা দিল।

দরজা থুলে গেল। ছ'হাতে বান্সিত পাত্র নিয়ে মেয়েটি নি:শব্দে ভিতরে এসে চুকল। উঠে বসে ওয়াও বাটিটা নিল। জলে চায়ের পাতা ভাসছে। চকিত হয়ে ওয়াও নৌয়েব দিকে চায়। স্বামীর চাউনিতে ভয় থেয়ে মেয়েটি বলে—'তোমাৰ কথামত বুড়ো বাপকে চা দিইনি। কিছ ভোমায়—'

মেয়েটি ভয় পেয়েছে দেখে সে খুশী হয় মনে মনে। তাকে বক্তব্য শেষ করতে দেবার আগেই সে বলে—'আমি খুব পছন্দ করি— থুব পছ<del>ন্দ</del> কবি—' গভীব **আ**নন্দে সশব্দ চুমুকে সে চা টেনে নেয় মুখে।

'আমার বৌ আমাকে খুব ভালবাগে'—এ কথা নিজের মনের কাছেও সরবে উচ্চারণ করতে তার লজ্জা হয়। এক নতুন আনন্দে **७व मन्त्रि भाज हम्मक् ७८५।** 

পরের ক'টি মাস সে শুধু বৌকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে, এই ভার মনে হোল। যদিও কোদাল কাঁধে করে দে নিজের ক্ষেতে গিয়েছে, শশু রয়েছে—জোয়ালে বলদ জুতে পশ্চিমের মাঠগুলিতে পেয়াজ আর বুন্তনের জন্ম লাঙল দিয়েছে। কিন্তু কাজ এখন ওয়াঙের জীবনে विलाम । पूर्व यथम माथाव नियय अपन माजाय मा वाजी क्रिय আসে। বাড়ীতে এখন তার জন্ম খাবার তৈরাই থাকে। পরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর বাটিগুলি আর ভাতের কাঠিগুলি স্বন্ধূভাবে সাজান থাকে। এত দিন অবধি অত্যম্ভ ক্লাম্ভ হয়েও বাড়ী ফিবে নিজেকেই খাবার তৈরী করে নিতে হয়েছে। হয়ত কোন দিন অসময়ে বুদ্ধ বাপের খিদে চনচনিয়ে উঠলে তিনি আগে আগেই সামান্ত কিছু রেঁধে খেরে নিতেন। হয়ত এক টুকরো চেপটা শক্ত কটি সেঁকা থাকত' তার জল্ঞে—ৰাড়ী ফিবে পেঁয়াজ কলির সলে জড়িমে থেয়ে নিত সে।

আজকাল যা কিছুই হোক থাবার প্রস্তুতই থাকে। মাঠ থেকে क्टिबरे छिनित्मत्र थादा त्यक वटा हा थएड लाग वात्र। माहित त्यत्थः করে নিকোনো থাকে— আলানির পাঁজা ভরাট হয়ে থাকে।

সে মাঠে চলে গোলে বৌ আঁচড়া আর দড়ি নিয়ে বাড়ীর

অমিগুলি নিড়োয়। হয়ত এক মুঠো ঘাস, কোখায় হয়ত একটা

ক, কোথায় বা এক মুঠা করা পাতা সংগ্রহ কবে তপুরের বাল্লার জন্ত

লানী তৈরী কবে নেয়। এতে ওয়াত খুলী হয়ে ওঠে, কারণ তাকে

লার পয়সা থবচা করে আলানী কিনতে হয় না আজ্কাল।

বিকাল গড়িয়ে এলে বৌ খোস্কা আর ঝুড়ি নাঁধে নিয়ে সহরে বাবার সদর রাস্তায় যায়। পথচারী গক্ষ ঘোড়া আর গাধার গোবর যোগাড় করে উঠানে এনে জমা করে ক্ষেতে সার হ'বে বলে। না বলতেই নিঃশব্দে এ সব কাজ সে করে। দিন শেষ হলেও তার কাজ সারা হয় না সতক্ষণ পথান্ত না বলদটাকে খাওয়ান হচ্ছে। জল নিয়ে এসে পশুটার নাকের কাছে ধরে—পশুটা জলপান করে আপন ইচ্ছামত। ততক্ষণ সে একটুও জিরোয় না।

ছেঁডা পোষাক নিয়েও বসে সে। এক পাঁছা তুলা থেকে বাঁশেব তকলাতে নিজেই পুলে। কেটে নিয়ে শীতেব পোষাকের ছেঁডাংলো রিপু কবলে চেষ্টা কবে। বালিস-বিছানা আভিনায় রোদে দেয়—চাদবগুলো খুলে নিয়ে কেচে শুকোতে দেয় বাঁশেতে। যে সব ভোবকেব তুলা বহু বছুরে ধুসব ও কঠিন হয়ে উঠেছে তাদেব বেব করে নেয়—ভাজে ভাজে যে উকুন বাস। বেঁগেছে ছাদেব মেরে সেগুলিকে রোদে দেয়। দিনেব পর দিন একটাব পব একটা কাজ সে করে যায়—ঘব-দোব পবিচ্ছন্ন জ্রীমন্ত হয়ে ওঠে। বুছোব কাশিব অবস্থাও অপেক্ষারুত ভাল হয়। বাড়ীর দিক্ষিণ গাবেব দেয়ালে ঠেস দিয়ে বোদ পোহাতে পোহাতে ভিনি তন্ত্রায় চলে পড়েন। মন ভরে থাকে আবান আব খুশীব আমেতে।

শুধু সংসাবের খুঁটিনাটি ছোট ছোট দবকাবী কথা ছাড়। মেয়েটি একটিও অতিবিক্ত কথা বলে না। গুলাঙ লক্ষ্য কবে মেয়েটি কেমন নিঃশব্দে বড় বড় পা ফেলে সানা বাড়ীময় গ্বে বেড়ায়। গুলাঙ অলফ্ষিকে ভাকায় ভাব বৌদ্যেব বোকা বোকা চেচানা, চৌকো মুগ আৰ শংকা-জড়ান বোবা-চোগের দিকে। কিন্তু বৌকে মুগ ফুটে কিছুই বলে না সে। অনেক বাতে মেয়েটির পেলব বহিন দেহকে মুঠোর মধ্যে সেধবতে পায়। কিন্তু সকালে সাধারণ পোযাকের আড়ালে ঢাকা পড়ে সেই জানা দেহটি। বোবা বিশ্বস্ত দাসীব মতে মেয়েটি কাজ কবে যায়। দাসী ছাড়া আর কি-ই বা সে! কাজেই স্বামী কথনো ভাকে বলেও না—'কেন বথা কও না ভূমি?' বৌ যে তার কর্তব্য কবে যাতে এই যথেষ্ট মনে হয় চামী গুয়াতের।

কথনো কথনো মাঠে কান্ধ কৰতে কৰতে ওয়াঙের মনে পড়ে যায় মেয়েটির কথা। সেই একশ' মহল প্রাসাদে কি দেখেছিল সে? সেধানে কেমন করে কাটত তাব দিন ? ভেবেও কুল-কিনারা পায় না। আবাব তথনই নিজেব অনাবশ্যক কৌতুহলতায়, তাব সম্বন্ধ অহেতুক উৎসাহে লজ্জা অহুভব করে। হাজার হোক সে মেয়েমান্থ বইত কিছু নয়!

কিছ যে মেয়ে এত দিন ক্রীতদাসী ছিল, সকাল থেকে মাঝ রাত্রি অবধি যার খাটুনির অন্ত ছিল না—তার পক্ষে তিনটি ঘর আর হ'বেলার রান্নায় নিজেকে ভবে রাথা সহজ নয়। এখন মাঠে মাঠে গ্রম্পীর্য প্রস্ত হয়ে উঠেছে—ওয়াঙ তাদের নিয়ে মহা ব্যস্ত। খাটতে এক এক সময় স্লান্তিতে তার পিঠ শিরশির করে ওঠে! এমনি

একটি দিনে কর্ষিত মাটির উপর ঝাকে থাকা ওয়াডের ছায়ার উপর আর একটি ছায়া এসে পড়ে। মেয়েটি কোদাল হাতে নিয়ে এসে গাঁডিয়েছে।

'রাতের আগে থবেতে করবার আর কিছু নেই'—ক্ধু এইটুকু বলে মেয়েটি গুরাতের বাঁ-দিকের উদ্ভিন্ন জমিতে কাজে লেগে যায় নিঃশব্দে!

নতন গ্রীমের রোদ ঝাঁঝিয়ে দেয় ওদের। দেখতে দেখতে মেরেটির মুখ ঘামে চিকচিক করে। ওয়াঙ কোট খুলে আছল গায়ে কাজ করে। মেয়েটির গারের পাতলা জামা ঘামে ভিজে যেন গায়ের চামডার সঙ্গে লেপটে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটিও কথা না বলে তাবা পরিপর্ণ ঐক্যে কাজ কবে। এক সময় ওয়াডেব পিঠের ব্যথাও যেন কমে আসে। কোন কিছুর সম্বন্ধেই তাব কোন সম্পষ্ট ধারণা হয় না। শুধু একটা ছন্দিত আনন্দে তাবা হ'জনে মাটি কেটে বাব বাব উলটে-भानारि (मग्र । এই মাটিই ভাদের ঘব—এই মাটিতেই ভাদের **দেহ** গতে উঠেছে—এই মাটিই তাদের স্বংগ্র দেবতা। স্বফলা কালো মাটি কোলালের তীক্ষ ফলার মুখে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে হু'ধাবে খদে খদে পড়ে। মাঝে মাঝে কোলালের মূখে উঠছে এক টকরে। ইট বা একটা কাঠের টুকরো। এ আব কিছুই নয়। হয়ত বছ দিন আগে এই মাটিতে কোন চাষীৰ জন্মে শেষ-শ্যা বচনা কৰা হয়েছিল। হয়ুত কোন চাষার বাড়ী ছিল এই ভামির বুকেই। কালের নাপটে সেখানি ধুলিসাৎ হয়ে মিশে গেছে মাটিব ফঙ্গে। এমনি ধারা চহত তাদেরও বাঁধা ঘৰ এক দিন মিশে খাবে মুদ্তিকায়—তাদেৰ অস্থিও ভাষতে প্রত্যেক জীবেৰ জীবনে দেই স্বশোষেৰ দিনটি আসনেই। নিঃশক্ষে তারা হ'টিতে কাজ করে চলে। কাজের ছলে লাগুত করে তোলে অহল্যা মাটি।

সূর্য ড়বে গেলে ধীনে ধীনে উঠে পিঠ সোজা করে ওরাও তাকার মেয়েটিব দিকে। মেয়েটিয় ফুগ্র ধেদ আন মাটি। মাটিব রঙ লেগেছে তার সর্বদেহে। ঘামে জেলা পোষাক গায়েতে গাঁটে গেছে। শেষ মুক্তিকা নিড়িয়ে মেয়েটি সমান কলে দেয় ধীনে। তার পর সেই সহজ ভঙ্গিমায় বলে—আজ স্থায় তার বর্চে যেন আরো বেশী প্রিশ্বতা।

'আমার থোকা হবে।'

চানী ওয়াত নিশ্চল ভাবে লাড়িয়ে থাকে। এ কথাৰ উত্তৰে সে কি বলবে ? মেয়েটি নত হয়ে এক টুণরা ইট ভাঙা তুলে নিয়ে থেলে দিল ক্ষেত্ৰের বাইরে। ব্যাপাবটা যেন সাধাবণ মনে হয় মেয়েটির কাছে— যেন সে বলেছে— 'চা এনেছি তোমান জলে।' অথবা বলেছে— 'এবার থাওয়া যাক।' কিন্তু ওয়াত কেমন কবে বোঝানে সে এ সংবাদ তার জীবনের কতগানি। এত দিনে তারা ড'টিতে যেন ফলস্ত জীবনের মুখোমুখী হ'তে চলে। এখন থেকে পৃথিবীতে তাদের বাঁচার পালা এল।

হঠাৎ ও মেরেটি হাত হতে কোদাল নিয়ে বললে ভানী গলায়— 'দিন শেব হয়ে এসেছে। আজকের মত থাক। বাবাকে জানাতে হবে এ কথা।'

ছ'জনে বরমূখো হয়। স্বামীর দশ-বারো পা পিছনে বৌ। এ রকমই বীতি এখানে। কুধাত বৃদ্ধ বাপ দরজার সামনে দাড়িয়ে। বরেতে বৌ এসেছে—এখন স্বার তিনি ত নিজের হাতে খাবার তৈরী নর, আবার রোগা হওরাও ভালো নর।

অবশ্ব মোটা হওরার বা রোগা হওরাও ভালো নর।

অবশ্ব মোটা হওরার বা রোগা হওরার কতকটা
প্রকৃতপকে মোটা বা রোগা হওরা অনেকটা
আমাদের নিজেদের দোর-গুণের উপরেও নির্ভর
করে। অধিকন্ত, চেষ্টা করলে আমরা মোটা থেকে
রোগা হ'তে পারি, আবার রোগা থেকে মোটাও
হ'তে পারি। অতএব কোন কোন কারণে
আমাদের স্থুলতা আর কুলতা সীমা ছাড়িরে বেতে
পারে, সেটা বিবেচা।

মেদবাছল্যের ঘারাই আমরা মোটা হই, আর মোটা হলেই আমাদের দেহের ওক্সন বাড়ে। বয়স ও শরীরের দৈর্য্য অনুসারে কার কন্তটা ওক্ষন হওরা উচিত তার একটা মোটামূটি নিয়ম আছে। দেহের ওক্সন তার চেরে বেশি হ'লেই বৃঝতে হবে আমি মোটা হয়েছি। অবশ্য হাড় বা মাংসের বাছল্যের কক্সও কিছু ওক্সন বাডতে পারে, কিছু সাধারণত: ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওক্ষন বাড়তে থাকাই উচিত, কারণ তথন পর্যন্ত শরীরের গঠন ও বৃদ্ধি চলেছে। ত্রিশ বা পর্যন্তিশ বছর বয়সের পর আর ওক্ষন বাডতে দেওরা উচিত নর, কারণ, তথন একমাত্র আনাবশ্যক মেদবাঙল্যের ঘারাই ওক্ষন বাড়তে থাকে, শরীরের ভাতে কোনো উন্নতি নেই।

মেদ বা চর্বি থানিকটা থাকা দরকার, কিছু
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকা অনিষ্টকর। যারা
মোটা মাহুব, তাদের অনেক ক্ষম্পরিধা ভোগ করতে
ইয়়। তারা ইচ্ছামত নড়াচড়া করতে পারে
না, তাড়াতাড়ি কোনো কাল করতে পারে না,
ক্ষরেই ক্লান্ত হয়, শরীর নিয়ে হাঁসকাঁস করতে
থাকে আর গুরু ভার টেনে চলতে তাদের জীবন
ফুর্বহ হ'য়ে ওঠে। অবশ্য ইচ্ছা ক'রে লোকে
মোটা হয় না। মোটা হবার এক-রকম ধাত
আছে, সেটা অনেকটা বংশগত। তবে য়ে কারণে
সাধারণতঃ মোটা হয় সেগতে বন্ধন কয়তে পারলে
কতকটা ভার লাখব হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কি
কি কারণে লোকে মোটা হয় শ—

(১) থাত বেশি পরিমাণে থেলে মোটা হয়। তার কারণ
শরীরের ব র ও পরিপ্রম অন্থারী বতটা থাতের দৈনিক প্রারোজন তার
অতিরিক্ত পেতে থাকলেই দেটুকু উদ্বৃত্ত চর্টিরূপে দেহমধ্যে সঞ্চিত হয়।
কারে হিন্টেড্ট থাতেও চরিজাতীয় থাত— অর্থাৎ এক দিকে ভাত-কটিআলু ও মিষ্ট প্রবাদি এবং অন্ত দিকে বি তেল মাখন প্রভৃতিব থেকেই
চরির ক্ষেষ্টি হয়। বারা মোটা মামুষ তাঁরা এই কথা তনলেই হঃথ ক'রে
বলে থাকেন যে, এ সব খাত আমরা থুবই কম খাই, প্রার ছেড়ে দিরেছি
ফললেই চলে, তবু আমাদের ওজন কমে না। তাঁনের কথা মিখ্যা
নয়, হয়তো তাঁরা এ সকল সামগ্রী সত্যই এখন খুব অন্ধ খান, কিছ
ভালে নিক্তর বছ পরিমাণে খেরেছিলেন। তাতেই তাঁলের ক্ষেত্রিছি



রোগা ও মোটা প্রপতি ভট্টাচার্য্য

ইবৈট্রে, ভার পর এখন আর থেলেও সেইটুকুই
পূর্বার্জিড বৃদ্ধিকে বজার রেখে চ'লছে। ব্যাকে
বিদি আগোর থেকে জনেক টাকা জমানো থাকে
তবে তার উপর সামান্ত বোগান দিলেই সেই
টাকা উত্তরোভর বাড়ভেই থাকে। অতএব ধারা
সভ্যই চর্বি কমাতে চান ভাঁদের এ সকল খাভ কিছু
কালের অক্ত একেবারেই বর্জন করতে হয়।

- (২) শারীবিক পরিশ্রম কম থাকলে মোটা হয়। থাটুনি ধ্ব কম, অথচ বিশ্রাম ও গুমের পরিমাণ বেশি, এতে সহজেই শরীবে চর্বি জমে। থাতা বা দৈনিক বোগান দিচ্ছে, পরিশ্রমের ঘারা তার দৈনিক ব্যর হওয়া চাই, তবেই শনীবের ওজন মাপসই থাকবে। বাদের পর্নিশ্রম করবার কিছু প্রয়োজন নেই, তাদের অক্তঃ ব্যায়াম অভাসে করা দরকার। পরিশ্রমও নেই অথচ থোরাক কমানোও সম্ভব নয়, এমন বাদের অবস্থা তাদের রীতিমত ব্যায়াম করাই কর্ত্বা। হয় শারীবকে প্রাদস্তর থাটিয়ে নিতে হবে, নত্বা থোরাকের মাত্রা কমাতে হবে, নইলে আয়-ব্যয়ের কোনো সামঞ্জশ্র থাকবে না।
- (৩) বাদের মন কোনো পরিশ্রম করে না তারাও মোট। হয়। বাদের আমরা প্রথী লোক বলি, বাদের কোনো ভাবনা-চিস্কা নেই, মাথা ঘামিরে বাদের দিনপাত করতে হয় না এবং নিশ্চিস্কে বাদের দিন কেটে বার, তারা করেই মোটা হ'রে পড়ে।
- (৪) যারা মঞ্চপান করে তারাও অনেকে মোটা হয়। মঞ্চের এই ধর্ম বে, তা পেটে গেলে শরীরের স্বিত চর্বিকে সহজে আমার ধরচ হ'তে দেয় না।

এই ওলি মেলবুদ্ধির মোটা মৃটি কারণ বটে, কিছ বান্তব ক্ষেত্রে এই কারণগুলি দূর করা কঠিন। হঠাৎ একেবারে উপবাদ করতে শুরু করা যার না। তাতে শরীর ভেতে যেতে পারে। স্বভরাং দব দিক্ বিবেচনা ক'রে ধীরে ধীরে রোগা হবার ব্যবস্থাই করা উচিত। তার জন্ম নিম্নলিখিত মত ব্যবস্থা করাই প্রশন্ত—

(১) দৈনিক থাজের পরিমাণ কিছু কিছু ক'রে কমাতে হবে। কোন থাভটি কমাতে

হবে এ বিষয়ে নানা মত আছে। কেউ কেউ বলেন বে, কার্বোহাইটেট থাত অর্থাৎ ভাত-কটি-আলু প্রভৃতি একেবারে ছেড়ে দিরে কেবল মাছ-মাংস, শাকসন্ধি, ফলমূল ও ছানা থেরে থাকতে হবে, আর গরম জল পান করতে হবে। এ ব্যবস্থা পুবই ভালো কিছ সকলে এটা পারে না। অতএব বথাসাধ্য খোরাকী কমিয়ে দিরে প্রতি সপ্তাহে শরীরের ওজন নিয়ে দেখতে হর বে, তাতে ওজন কিছু কমলো কি না। বদি না কমে তবে এ সকল খোরাক আরো কিছু কমাতে হয়। অনেকে বলেন বে, মোটা মাছ্মবদের প্রতি সপ্তাহে ছই দিন সমস্থ খাত বর্জন ক'রে তথু ছুধ খেরে কাটানো উচিত। তথু ছুধ বতটাই খাওরা হোক তাতে চবি খাড়বে না, এবং শ্রীরও ছবিল হবে না

- (২) আহারের সমর জল থাওরা মোটেই উচিত নর। আহারের গুই ঘণ্টা পর থেকে বতটা ইন্ধা জল পান করা বেতে পারে।
- (৩) শারীরিক ও মানসিক ছই বক্ষ পরিশ্রমই নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু থাকা চাই।
  - ( 8 ) প্রভাহ ঠাণ্ডা জলে স্নান করা উচিত।
- (৫) প্রতাহ কিছু কল খাওরা দরকার। মাঝে মাঝে জোলাপ প্রভৃতি বার! কোর্চ পরিকার করা নিতাস্তই দরকার।
- (৬) মোটা লোকের পক্ষে পাহাড়ে ওঠা সব চেরে চমংকার পরিশ্রম। সমতল রাম্ভার ইটিলে বত পরিশ্রম হয়, পাহাড়ে উঠলে তার ঠিক কুডি গুণ পরিশ্রম হয়, স্থতরাং আয়েই আনেক কাজ হ'য়ে বায়। মোটা লোকের রোগা হবার পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নেই।
- ( ৭ ) ওব্দ থেরে রোগা হবার চেষ্টা করা একেবারেই উচিত নয়, কারণ, তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ।

অতিরিক্ত রোগা হওরাও বিপক্ষনক। মেদের অভাব থেকেই লোকে কৃশ হর। কুশ দেহে কোনো রোগ না থাকলেও তাকে স্বাস্থ্যনান বলা চলে না। যাদের শরীরে কিছুমাত্র মেদের সঞ্চয় নেই তাদের নিঃসম্বল দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাদের শরীরে এমন কোনো উদ্বৃত্ত সঞ্চর থাকে না যাতে তারা রোগ বা কোনো আকম্মিক বিপদকে কাটিয়ে উঠিতে পারে। যারা রোগা তাদের রোগপ্রবশতাও যেমন বেশি, তাদের রোগের বিক্তক্তে সংগ্রাম করবার শক্তিও তেমনি কম। যন্মা রোগা লোকদিগকেই সহজে আক্রমণ করে।

সংসাবে হুই রকমের রোগা লোক দেখা যায়। এক রকম যারা জন্মাবিথই রোগা দেখতে, আর এক রবম যারা বরস বাড়বার সঙ্গে বোগা হরেছে। রোগা হবার এক রবম থাত আছে. এবং যাদের গোড়া থেকেই এই থাত তারা কিছুতেই মোটা হয় না। কিছু এ বকম রোগা লোক সংখ্যায় থুবই কম। যদি উচিত মত খাওয়া হয় এবং সে খাজ হজম হয়, তাহলে অধিকাংশ লোকই অস্ততঃ খানিকটা মেদ শরীরে সঞ্চয় করে নিতে পারে। অবশ্য এ কথা ঠিক য়ে, চেষ্টার ছারা মোটা থেকে রোগা হওয়া বরং সহজ, কিছু রোগা থেকে মোটা হওয়া তার চেয়ে অনেক কঠিন।

(১) যে সকল খাল্কে মেদবুদ্ধি হতে পারে রোগা লোকদের তাই বেছে বেছে অধিক পরিমাণে খাওরা উচিত। আমরা জানি বে, সাধারণতঃ ভাত-কটি ও মিইজবাদি আর ঘি-তথ বেশি পরিমাণে খেতে পারলেই মোটা হওরা বার। ষারা বেশি খেতে কইবোধ কবে আর বেশি থাওয়া সহজে হজম করতে পারে না, তারা অভাসের বারা ক্রমে ক্রমে এই দোব কাটিরে উঠতে পারে। অনেকৈ বলেন, বেশি খাবার পরে পেটের উপর গংম দেঁক দিলে hot water bag) শীঘ্ৰ চক্ৰম হয়ে বাষ রোগা লোকদেব থাওয়া ৰা দানোর দঙ্গে সঙ্গে ক্রিছ বেশি রকম বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত। বারা কৃশকায় মানুষ, তারা প্রায়ই অত্যন্ত চঞ্চল হয়। তাদের নার্ভাস সিস্টেম সর্বলাই বেন উদ্রেক্তিত হবে থাকে; স্মুতরাং তারা 🖟র্বনাই অতি ব্যস্ত, অনাবশ্যক কারণেও অঙ্গ-প্রত্যক্ষের জতিরিক্ত রীলনা করতে থাকে। স্মুক্তরাং বিশ্রামের সময়েও যেন তারা হুসূৰ্ বিশ্রামটুকু ভোগ করতে পারে না। রোগা মানুবদের পকে in annen i Men Meleten : f that beleftigtel.

করা উচিত, আব আহাবের পর কিছুকণ রীতিমত বিশ্রাম নেংরা উচিত ।

- (২) বোগা লোকদের পক্ষে হধ থাওরা অভ্যাস করা নিতান্তই দরকার। প্রত্যন্ত তাদের অস্ততঃ দেও সের খাঁটি হুধ থাওয়া উচিত। যদি নিয়মিত ভাবে এটি করা যায় তবে তাতেই তিন মাসের মধ্যে দারীরের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যেতে পারে।
- (৩) ঘি, মাথন, আলু মিইদ্রব্যাদি, বাদাম, পে**ন্তা, খেলুর** প্রভৃতি মোটা হবার পকে উপযোগী খাতা।
- (৪) আহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জলপান করতে অভ্যাস করণে তা মোটা হবার পক্ষে সাহায্য করে।
- (৫) মানসিক উদ্বেগ আব অশান্তি রোগা হ'রে বাবার একটি
  প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিক বলেন বে, যারা রোগা চেহারার
  লোক তাদের খুব গভীর ভাবে প্রেশম পদাও উচিত নয়। প্রেমে
  পড়লেই মাছ্র্য দিবারাত্র সেই চিন্তায় নিমগ্র থাকে, তাতে শনীর খুব্
  ভবিষে যায়। বারা মোটা হ'তে চান তাঁদের সর্ব্যতোভাবে নিশিক্ত জীবন যাপন করা উচিত। মনের স্থেই রোগা লোকনের পক্ষে
  সর্বোহরুই টনিক।
- (৬) রোগা মামুষদের সর্বদা গারে জ্ঞামা দিরে থাকা উচিত।

  আর শারীরিক পরিশ্রমও তাদের সামান্ত ক্ষণের জ্ঞাই করা উচিত।
  পাহাড়ে ওঠার ব্যায়াম রোগা লোকদের পক্ষে নিবেধ। এ ছাড়া
  তাদের নিক্রার পরিমাণ থুব বাড়িরে দেওয়া উচিত।
  - (१) গরম জলে স্থান করা রোগা লোকদের পক্ষে উপকারী।

## চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্কেদের স্থান শ্রী প্রণবানন্দ ভট্টাচার্য্য

ব ৰ্ভমানে সভ্য-জগতে যতগুলি চিকিৎসা-পদ্ধতি প্ৰচলিত আছে, তন্মধ্যে এ্যালোপ্যাধিক, হোমিওপ্যাধিক ও আয়র্কেদীর চিকিৎসা প্রধান। এতমধ্যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অতি প্রাচীন ও সর্বজন-বিদিত। আমরা প্রাচীন গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, আয়ুর্কেদের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু বর্তমান যুগে এই চিকিৎসা পদ্ধতি যে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্তাইই প্রতীয়মান হয়, ইছার কারণ আমাদেরই ওদাদীর। আজ-কাল আমরা প্রত্যেক বিষয়েই পশ্চিমকে অমুকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছি। পাশ্চাত্ত্যের মোহেই আমরা নিজম্ব ভাল-মন্দ জ্ঞান হারাইরা ফেলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষি-বিরচিত এই অমূল্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি যে অবলুগুপ্রায় হইতেছে তাহারও প্রধান কারণ আমাদের পাশ্চাফ্য-প্রিয়তা। কেবল চিকিৎসা-প্ৰতি কেন, আমাদের নিজস্ব সমস্ত অমূল্য রড় এই ভাবে হাবাইতেছি। আমাদের প্রাচীন ভারতে এমন অনেক কিছুই ছিল-বাচা কোন অংশেই পাশ্চান্তা অপেকা নিকৃষ্ট গছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রভৃতিতে অমেরা পাশ্চান্তা অপেকা কোন দিক দিয়াই হীন ছিলাম লা; অধিকন্ত অনেক উপরেই ছিলাম! কিছ আম্বা ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন করা দূরে পাকুক, বরক দিনে দিনে অবনভিই করিভেছি। আমাদেরই নিজৰ १० वार्ष व त्यांता विकियात्रके बांक साम साम बादनं मा । स्वयं स्वयं सामा এতই নীচে নামিয়া বাইতেছি যে, পরে আমাদের প্রত্যেক বিষয়েই পাশ্চান্ত্যের ছারন্থ হওয়া ব্যক্তিরেকে অক্স উপায় থাকিবে না। আমরা আমাদের নিজস্বতাকে হারাইতে বসিয়াছি। বিবেকানন্দ তাঁছার পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "এক পাশ্চান্ত্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক আমাদের গীতাকে অত্যস্ত নিন্দা করিতেছিল, কিছ্ক মধন এক পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত সেই গীতার ভূয়গী প্রশংসা করিশেন তথন এ যুবকেরও মত পরিবর্তন ইইল।" কি লক্ষার কথা! আমাদের নিজস্ব জিনিব তাল কি মন্দ—তাহান্ত বিদেশীয়দের কাছে জানিতে হইবে!

আমাদের প্রাচীন আর্য্যযুগে যথন পাশ্চাত্যের কোনও চিহ্ন ছিল না, তথন এই আয়ুর্কেদীয় চিকিৎসাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের খাস্থ্য পরিচালিত করিতে হইত। তথন কি দেশস্থ লোকেরা িনা চিকিৎদায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত ় কিন্ত তাহা কদাচ সভ্য নহে। পরত্ব তথনকার লোকেরা বর্তমান যুগের লোকের ভার হীনবীর্য ও করায় ছিলেন না। কিছ আজ-কাল দেখা যায়, প্রত্যেকেই ভগ্নপাস্থা, অকর্মণা, ও উৎসাহহীন হইয়া কোন প্রকারে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে সকলেই আশাতীত পূর্ণ-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায় হইয়া আনন্দে সংসার-ধর্ম করিত। এই ব্যতিক্রমের কারণ কি ? ইহার কারণ আমাদের নিজস্বতাকে পরিত্যাগ। নিজের জিনিব নিজের পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়। বে দেশে বসবাস করা ৰাম সেই দেশের সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র তাঁছার গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যস্ত দেশত বো জৰ্ম্ভড্জ: তত্যেষিধম্ হিতম্।" অর্থাৎ যে দেশে বসবাস করা ৰায় সৈই দেশজাত ঔষধই সমধিক কাৰ্য্যকরী। স্থতরাং স্পষ্টই (मथा यात्र (य, व्यात्युर्व्यकीत्र 'अवशावनी व्यामात्मत এकान्छ वाङ्गीत्र। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এতই অমূল্য জিনিষ যে, ইহাতে কেব্লমাত্র চিকিৎসা-প্রতিই পাওয়া যায় না, পরস্ক ইহাতে মানব-জীবনের সমস্ত রহম গ্রহণীয় বিধানও সন্ধিবেশিত আছে, পুরাকালে আয়ুর্কেন শাল্ক দ্বারাই মানব-জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। অর্থাৎ ইহাতে মানবের সারা জীবনের ক্রণীয় কর্ত্তবা লিপিবদ্ধ আছে।

অনেকের ধারণা, এই আয়ুর্কেদীর চিকিৎসা কতকগুলি গাছ-গাছড়ার সমষ্টি, ইহাতে বিজ্ঞানসমূত কোন দ্রবাই নাই। এ কথা বাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অত্যম্ভ ভ্রমবশতঃ এইরপ মনে করিবা থাকেন। পাশ্চান্তা চিকিৎসাশাল্পে এমন খুব কম জবাই আছে बाहा आंबारनय आंबुटर्करण नाहे। विकान, भरतीविना।, भक्तविना।, ख्याक्ष्य, त्वांश्रामिशान-कांन कारणहे कांग्रवा क्य महि वदक छेशाता। व्यथरम विकारमञ्जू कथारे लिथा गांक, जामारनद जाहर्स्टल विकासमध्यक অনেক পদার্ঘট আছে। আয়ুর্কেন-শান্তকাররা প্রত্যেকেই বেশ বঙ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এমন থ্ব কম ধাতব পদার্থ আছে যাহা আহুর্কেদে ব্যবহার হয় না। এই ধাতব পদার্থগুলির জারণ ও মারণ প্রত্যেকটিই অত্যম্ভ বিজ্ঞানসমত। এবং এই সমস্ত জারণ ও ৰারণের ক্রিয়া আয়ুর্কেদেও উল্লিখিত আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে ধাতৃঘটিত কোন ঔষধই প্রস্তুত সম্ভব হইত না। আমাদের আয়ুর্কেন-শান্ত্রকারগণ পদার্থবিক্ত। ও রসায়নবিক্তায় অত্যম্ভ স্কচতুর ছিলেন ৷ ধাতুঘটিভ ওবধ, মৃতসন্ধীবনী, মকরধ্বক প্রভৃতি বাহা আজকাল সভ্য কোতে এমন কি পাশ্চাণ্ডা চিকিৎসাশাল্পেও

অভিনশিক ও ব্যবস্থাত হইতেছে তাহা অত্যম্ভ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। অনেকে মনে করেন, আমাদের চিকিৎসাশাল্তে অল্তো পচারের কোন উল্লেখ নাই। কিছু তাহাও অত্যস্ত ভূল। চরক ক্ষম্মত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে অনেব অল্পের কথা উল্লিখিত আছে। তথনকার দিনে পাথর ঘধিয়া এত সৃষ্ট আন্ত প্রস্তুত হইত. তাহা আজ্বাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাল্পেও বিরল অনেকে হয়তো ইহা আদৌ বিশ্বাস করিবেন না। তাহার কারণ তাঁহারা কখনও ভূলেও একবার ইহার দিকে ফিরিয়াও দেখে-না। দ্রব্যগুণ আয়ুর্কেদশাস্ত্রের একটি বিরাট সম্পদ। আয়ুর্কেটে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে এত স্থলার ভাষায় লেখা আছে, যাহা আ অন্ত কোন চিকিৎসাশাল্তে নাই। আমাদেব চক্ষুর সামনে কং লতাপাতা পড়িয়া থাকে তাচার দিকে হয়তো আমবা একবারং ফিরিয়া দেখি না কিছ তাহা যে এক একটি কত মহোপকারী বং তাহা আয়ুর্বেদের দ্রব্যগুণ পাঠ করিলেই জানা যায়। একটি সামান্ত লতা যে কত অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পাবে তাহা ভাষাতীত ম্বর্ণভন্ম করা অতীব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি জানি, কেবলমাং একটি লভার রস ছারা অতি অল্ল সময়েব মধ্যেই স্বর্ণভাষ কং এইবপ আরও কত অনির্ব্রচনীয় গুণ্মপন্ন লতা আদ তাহা আমাদের নিকট অপবিচিত। ভাষা হয়তো পুরাত: আয়ুর্ব্বেদীয় পাণ্ডুলিপিতে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমবাই আলোচ-অভাবে তাহাদের নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। আয়ুর্কেদের রোগনির্ণ প্রণালী অতি সুন্দর, সহজ ও সরল। নাডীবিজ্ঞান আয়ুর্কেদে নিজম্ব সম্পদ্। পাশ্চান্ত্য চিকিৎসায় রোগনির্ণয় করিতে গে*ং* নানা প্রকার যন্ত্রপাতিব আবশাক হয়। যাহার ব্যবহাব অং ব্যয়সাধ্য ও কঠিন। কিন্তু আয়ুর্ন্দেলীয় চিকিংসকগণ কেবলমা নাড়ী দেখিয়াই দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যান্ত্রের অভার ও অস্তরিং সমাক উপলব্ধি করিতে পারেন। রোগনির্ণয় করিতে যাই তাহাদের অনুর্থক কতকগুলি যদ্পাতির প্রয়োজন হয় না। না ধরিষাই জাঁহারা অসাধা সাধন করিতে পাবেন। অবশা আলোচ-অভাবে ইহাও দিনে দিনে লুপু হইতে বসিয়াছে।

আর একটি কথা চিন্তা করিয়া দেপিলে অনুমান কৰা যা যে, আমাদের এই চিকিৎসাশান্ত কত উচ্চে। আমরা বর্তমানেরোগী পাই কথন ? যথন রোগীর শেষ ও মুর্দ্ অবস্থা। সামা সর্ন্দি, কাসি ও অব হুইলেই আমরা পাশ্চান্তা-শিক্ষিত চিকিৎসবে শরণাগত হুই। কিছু যথন রোগ পাশ্চান্তা চিকিৎসার হারা আবোলা হুইয়া জগত্যা আয়ুর্ব্বেলীয় চিকিৎসকের শরণাপার হুই। এমতাবছ রোগীর মৃত্যু হুইলে আয়ুর্ব্বেলীয় চিকিৎসক নিন্দানীয় হন। এইর অল্লসংখ্যক রোগীও যদি আয়ুর্ব্বেলীয় চিকিৎসক নিন্দানীয় হন। এইর অল্লসংখ্যক রোগীও যদি আয়ুর্ব্বেলীয় চিকিৎসার আরোগা লাকরে তবে এ সমস্ত চিকিৎসক অত্যন্ত প্রসংসাই। কাজেই বোষার, আয়ুর্ব্বেলীয় চিকিৎসার কত অন্তবিধা। ইহার কারণ—আমানে নিজস্ব জিনিবের প্রতি অবহেলা।

ভবে আশার কথা এই যে, আন্ত-কাল অনেক স্বদেশতি শিক্ষিত যুবক ইহার দিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করিরাছে এবং ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিরাছেন। অনেক আয়ুর্বের্দ প্রতিষ্ঠান বীরে বীরে গড়িয়া উঠিতেছে।



্বিশা-নগরে মুক নামে এক বাঁটকুল বাদ করত। মুকের অনেক বয়স হলেও সে চার বিষতের বেশী লম্বা ছিল না। বেশ কুঞ্জী ব্রথচ অন্তত ভার গঠন। মাথাটি সাধারণ লোকের চেয়েও বেশী বড়; সভ্যাং এভটুকু শ্রীবের সঙ্গে মাথাটি ভার অন্তত ব্রুমের বেমানান বোধ হত। মুকের চাল-চলন ছিল আরও কছত। মস্ত একটা বাড়িতে সে একা বাস করত, নিজেই রাল্লা করত এক সারা মাদের মধ্যে মাত্র একটি দিন দে বাড়ির বার হ'ত। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে. ভাও বুঝবার জো ছিল না। ভধু চপুরের দিকে তার বাড়ি থেকে একটি কুগুলীপাকান ধোঁয়া উঠতে দেখা যেত এবং বিকালে রাস্তা থেকে তার বাড়ির ছাদের দিকে তাকালে ছাদে মক্ত বড় একটা মাথা ঘোৱা-ফেরা করতে দেখা যেত। সহরে একদল ছষ্ট্র ছেলে ছিল। ভারা প্রায় সকলেরই পিছনে লাগত, কাজেই ষে-দিন মুক বাইরে আগত সে-দিন ভাদের কাছে একটা আনন্দের দিন ব'লে মনে হ'ত। ভারা ঠিক মনে রাখত কোন ভাগিখে মুক বের হবে। সে দিন ভারা দলে-বলে গিয়ে মুকের বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করত। দরজা খোলা মাত্রই প্রথমে চোণে পড়ত মস্ত একটা মাথা, তার উপরে আবার মাথার চেয়েও বড় একটি করির পাগড়ী। এব পরে চোথে পড়ভ ভার কুলে দেছ। আলম্ভব বক্ষের ৰ্ভ ইজের, চাপকান পরনে। পায়ে প্রকাশ্ত বড় ডিভি নৌকার মত একজোড়া চটি ছুভো--কোমৰে চওড়া কোমববন্ধ এবং তার সঞ্জ चাঁটা প্রাকাণ্ড এক ভরবারি। ভরবারি মৃককে নিয়ে চলেছে कि মুক ভববারি বহন করছে, তা সহজে ঠাচর করতে পারা ৰেভ না। এইরপ বেশে হখন সে বের হ'ত তথন ছেলের। আনশ্বনিতে আকাশ-বাভাস মুধ্রিত ক'রে তুলত। ছেলের দল মাধার টুপি শুক্তে ছুঁড়ে ফেলে মুককে খিবে পাগলের মত নাচ প্রক ক'বে দিত। মুক কিছ গন্ধীর ভাবে ছেলেদের অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকত। তার ইটোর সময় অভুত একটা শব্দ শোনা ষেত—এ শব্দ ভার রাক্ষুসে চটি ছুভোর। ছেলেব দল, পিছনে পিছনে চীৎকার করতে করতে ছুটত্ত-"মুক বাঁটকুল, মুক বাঁটকুল ! মুকেব সম্মানাৰে তারা একটি ছড়া ও গান করতে থাকত।--

> "ৱাঁটকুল মূক বাঁটকুল মূক ভোষাৰ লাগি কি উৎস্থক

থাকি মোরা সারা মাস
বাবেক দেখে না পোবে আল—
মন্ত বাড়িতে তোমার বাস।
বেঁটে হ'লেও মন্ত বীর
পাহাড় বেন তোমার শির
মোদের দিকে ফিরাও মুথ
বাটকুল মুক, বাটকুল মুক।

এক দিন ছষ্টু ছেলেদের ভামাসা চরমে উঠল। ভারা ধানারপে ভাগচাতে লাগল। কেউ বা মুকের কোট ধরে টানাটানি করতে লাগল। এদের মধ্যে এক জন মুকের চটি ধ'রে টান দিতে মুক মুঝ থুবড়ে প'ড়ে গেল। এমন সময় এক জন সম্ভ্রাস্ত পথিক ছেলেদের ব্যবহারে রেগে গিয়ে অনেকের কান মলে দিলেন এবং মুকের প্রতি ছগবহার করার ক্রক্ত ভাহাদিগকে কড়াভাবে ভিরন্ধার করলেন। ভার পর ধীরে ধীরে গন্ধীর রম্বরে ভিনি বললেন,

তোমরা মুককে জান না, তাই তার সঙ্গে একপ অভদ্র ব্যবহার করতে সাচস পাও—এস, চুপ ক'রে বসে মুকের কাহিনী শোন।"

— মুকের পিতা এই সহবের এক জন গরীব অথচ অতিশব্ধ সহাস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও ছেলের মত নিরিবিলি থাকতে ভালবাস্তেন। তাঁর ন্ত্রী এই ছেলেটি রেখে মারা বাওয়ার পর তিনি এই অভুত চেচাবার ছেলেটিকে নিয়ে উদাসীন ভাবে বাস করতেন। ছেলেটির চেচাবার জন্ম একে তিনি লোক সমাজে বের করতেন না। বোল বছর বহসেও মুক ছোট্ট একটি থোকার মতই ব্যয়ে গেল— দেখে পিতার মনে হংগের সীমা ছিল না।

"কিছু দিন পবে বৃদ্ধ এক দিন পড়ে গিয়ে চোট পেয়ে হঠাৎ মারা গোলেন। মুক বিষম ধিপদে পড়ে গেল। কারও সঙ্গে তার আলাপ-পিচিয় নাই, এদিকে ঘবে টাক:-প্রসাভ বিশেষ নাই। বাড়িওয়ালার অনেক দিন থেকেই ভাড়া বাকি ছিল, এবার সে এসে মুককে বাড়িছেডে দিতে বলল। মুক তার পিতার পোষাক-পরিছেদ নিয়ে ভাগ্য অন্যেবণে বের হবে স্থিব বরল! তার পিতা ছিলেন কথা এমং সুক্রায় পুরুষ: কাডেই কাঁর পোষাক মুকের গায়ে লাগবে



এছিরগোপাল বিখাস

কেন ? জগত্যা মুক চাপকান ও ইজের লখার দিকে কেটে ছোট করে ।
নিল কিন্তু পাশের দিকে কাটতে ভূলে গেল। তাব পব পিতার ।
প্রকাণ্ড পাগণ্ডী, কোমব্বন্ধ, লাঠি ও ডামস্থদ তরবারি প্রভৃতিতে
জন্তুত ভাবে দেজে মুক রাভার বেবিরে পড়ল।

শারাটি দিন সে আনক্ষে বেডাল । যা দেখে তাতেই তার ধুনী ববে না। সে ভাগ্য অবেষণে বেরিয়েছে— শীঘ্রই সে অগাধ সম্পত্তির ই মালিক হবে বলে তার ধারণা। সামাত্ত খোলামকুচিতে বোক পতে চিকমিক ক'রে ওঠে, সে দূর থেকে তাবে ওটি বুঝি দামী

ছীরা অহরং। কাছে গেলেই তার স্বপ্ন ভেডে বার— কুণাভ্রনার কাতব এবং ভাগা সম্বন্ধ ক্রমণঃ সন্দিখান হরে সে ছই দিন চলল। মাঠেব পথেব ধাবের সামাল্ল ফলমূলে সে কুণা নিবারণ করে—কঠিন মাটির উপবেই শুরে রাভ কাটার। তৃত্যার দিন সকালে যুম ধেকে উঠে একটি উচু জায়গার উপর থেকে দে দ্বে একটি সূচর দেখতে পেল। টিনের উপর অছিচন্দ্র রাভমাল করছে—মসন্ধিদের ছাদের উপর প্রভাব। উগছে—দেখে সে বিশ্বিত ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই লহবেব কথা ভাবতে লাগল। মনে মনে বলল, 'হাা, এখানে মুক্ ভার সৌভাগা খুঁজে পাবে—এখানে না হ'লে কোথাও নম্ন।' এই বলে দে ভার সমক্ত শক্তি সংগ্রহ করে ঐ দিকে বরনা হল। কিছু বিশ্ব এই সহর নিকটে মনে হচ্ছিল তবু সেখানে পৌছিতে ভার

ছুপুর হয়ে গেল। করেক দিনের পরিশ্রম ও অনা-হাবে অভান্ত ক্লান্ত হয়ে **भट्ड** हम, সে शक्षि পাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিয়ে চাপকানটি ঠিক করে পাগড়ীটি ফুল্ফ করে মাথায় প্রস, কেম্ব-ব্য আর একটু এটি ভাৰবারিখানা ঠিক করে নিল। ভার পর জুতোর শুলো ঝেড়ে লাঠিগাছ মাতকরের মত হাতে निरम স্হব্রের মধ্যে 黄节門 1



"সে করেকটি র'ল্কঃ হ্রস। মনে তার বল্পনার অল্প নাই। ভাবতে, হঠাং দবছা খুলে কেচ তাকে ডেকে বলকে—'এস বাছা মুক—এখানে ভোমার খালপানীয় প্রস্তুত, খেরে-দেয়ে বিশ্রাম কর।' কিন্তু ভাগ্যের এমনই লিখন হে, কেট তাকে ডেকেও জিভেস করল না

"সে আগ্রহের সহিত একটি অন্দর বড় বাডির দিকে চাইতেই ক্ষেথল নে, ঐ বাড়ির একটি জানালা খুলে এক জন বুড়া এদিক্ ওদিক্ চেয়ে সুমিষ্ট স্ববে ডাকছেন—

> 'এস বাছ। তাড়াতাড়ি থাবার বেংখছি বাড়ি' থাবাবের মিটি ছাণ বন্ধুদের ডেকে আন্। রে ধেছি বতন কবি থাও সবে পেট ভরি'।'

"দেখতে দেখতে ঐ বাড়িব দরছা খুলে গেল এবং অনেকণ্ঠলি কুছ্ব এবং বিভালকে মূক বাড়িব ভিতর বেতে দেখল। সে খানিককণ দাঁভিয়ে ভাবল, তাকেও খেতে ডাকছে কি না। তার এত কিলে পেয়েছিল বে আর লজ্জা না করে সে লোজাপুলি বাড়িব ভেতর চুকে পড়ল। তার ঠিক আগে আগে ছোট একজোড়া বিড়াল বাছিল, সে তালের পিছন পিছন খেতে যেতে ভাবল—এবা কোন্
\*টেরিলে ভাল খাবার ঠা নিশ্চন্ট কাল বালে গাল্লা

"মুক্ সি ডি বেবে উপবে উঠামান্তই বুদার সঙ্গে তার সাকাৎ হল।
মুক্কে পুব রাজ ও ছঃবিত দেবে তার অভিপ্রার বুদা জিজেস করল।
মুক্ জ্বাব দিল—"আপনি সকলকে আপনার এখানে থাওরার ভল্প
ডাইছিলেন তানে আমিও এসে পড়েছি। আমি জিলেতে খুব কট
পাছি।" বুদা হেসে উত্তর দিল—"তুমি দেখছি বেশ অভ্নুত লোক—
ভোমাকে এ সহরে নতুন মনে হছে। কারণ, সহরতদ্ব লোকে জানে
বে আমি কেবল আমার বিড়ালদের জন্মই রাল্লা করি এবং তাদের
প্রতিবেশী বন্ধুবাদ্ববত ধাইরে থাকি। বাক আজ ভোমাকেও
ভাদেরই এক জন বন্ধুকণে পেলাম।"

"বাঁটকুল মুক বলভে লাগল, ভার পিতার মৃত্যুর পর দে কিরুপ বিপদে পড়েছে। সমুদয় শুনে বৃদ্ধার মনে দয়া ১ল; সে আদর-বন্ধ ৰবে মুককে খাওয়াল। খেয়ে-দেয়ে মুক স্বস্থ ও সবল হ'লে বুড়ী ভার দিকে চেয়ে কি ভাবল ; ভার পর বলল, 'বাট্কুল মুক, ভূমি আমার এথানেই কাজে লেগে যাও। এথানে পংশ্রমের কাজ বিশেষ নাই, তাৰ পৰ ধাওয়াদাওয়াও তোমাৰ এথানে ভালই হবে , । মুকেৰ कारक विकासनय सम्भ वाँचा शावाय विम मुभवताहक वाथ अवहिम-কাছেই সে লোভে-লোভে এখানেই কাক্তে লেগে গেল। কাক্ত যু ই হাল্কা অথচ অভূত ধরণের। বৃদীর ছিল ছটি মদা বিডাল এবং চারটি মেনী বিড়াল। রোজ সকালে মুককে এ গুলিব লোম চিক্লি দিয়ে আঁচড়িয়ে দামী পাউডার মাখিয়ে দিতে হত— বুড়ী বাইরে গেলে এদের দেখান্ডনা করতে হত, খাবার সময় এ.দর থালাগুলৈ সাভিয়ে দিতে হত এবং রাত্রে বেশমের গদীর উপর ভাদের শুইয়ে—ভেশভেটের শেপ দিয়ে ভাদের ঢেকে দিভে হত। বিড়াল বাদে বুড়ীর কয়েকটি ছোট কুকুবও ছিল, ভবে ভাদের বিড়ালের মত যত্ন ছিল না। বিড়ালগুলিকেই বুড়ী নিজের সম্ভানের মন্ত দেখত। কিচুদিন মুকের अहे काटक (तम स्थानत्महें काहेंज— वृष्टी छात काटक थून थुनी हिन। कि कम्पः विकालका कहे हास छे ल। बुकी वाहरव त्ररवान মাত্র বিড়ালগুলি যেন ভূতে পাওয়ার মত ভড়াক ক'বে উঠে ঘরমন্ত্র দাপাদাপি করে বেড়াভ, জিনিবপত্র ছিট্কিয়ে ফেলে দিত, অনেক ৰামী বাদনপত্ৰ ভাৰের ছুটাছুটির সময় পায়ে লেগে ভেডে যেত। আশ্চর্যা এট যে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ওনামাত্রই বিণালভলি ছুটে গিয়ে বিছানায় ভয়ে আন্তে আন্তে লেজ নাড়তে থাকত: এমন ভাব प्रथा ह ए । वा कि हुई जात्न ना। चत्रमध किनिचलक इड़ान धवः प्रामी বাসনপত্ৰ ভাঙা দেখে বুড়ী রাগে বলে উঠত এবং যত দোষ নিৰ্দোষ মুকের উপর চাপাত। মুক আনেক কাকুতি-মিনতি করে নিজে নিৰ্দোষ বলে বুঝাতে চেষ্টা কবত কিছ বুড়ী তার কোনও কথাতেই কান দিত না। বিড়ালদের সে মুকের চেরে অনেক বেকী বিশ্বাস করত।

তুংখ ও বিবৃদ্ধিকে মুক খ্ব দমে গেল। এথানে তাব উন্নতির কোনও আশা নাই দেখে সে কাজ ছেড়ে দেবে ঠিক করল। এত দিন সে মাতিনা এক টাকাও পার নাই। হাতে পায় না থাকলে পথ চলার বে কি কই সে এর আগেট ব্বেছে; কাজেই তার কেবল চিন্তা, মাতিনার টাকাটা চাতে পোলেই সে এখান খেকে সমে পড়বে। মুক্ দেখত বে, বুড়ীর একটি ঘর সব সমর ভালাবন্ধ থাকে। বুড়ী প্রারই সে করে বেক—এ ঘরে কি লুকান আছে দেখবার ভল মুক্তর

ওপ্তখনের কথা তার মনে পড়ল কিছ বরটি সব সমর তালাবছ থাকায়—সে ঘরে চুকা ভো তার পক্ষে অসম্ভব।

"বৃড়ী একটি কুকুৰকে থ্ৰ অনাদৰ কৰত। এই কুকুৰটিকে মুক কিছ ভালনাসত, একারণ কুকুবটি মুক্ষের খুব বাধ্য ছিল। একদিন দকালে বুড়ী বাইরে গেলে এই কুকুরটি এসে মুকের ইচ্ছের ধরে এমন ভাবে টানতে লাগল যেন সে ভাকে ভার সঙ্গে কোনও ভারগায় যেতে বলছে। মৃক কুকুরের সঙ্গে খেলা করতে ভালবাসত। সে কুকুরটির দক্ষে সঙ্গে বিষয় বুড়ীর শোবার খবের মধ্যে ছোট একটি দবজাব সামনে উপস্থিত হল। এই দরজাটা সে আগে কথনও লক্ষ্য করেনি। দবজা আগ-খোলা ছিল, কৃকৃবটি সেই দবজা দিয়ে ঘরের ভিতর গেলে মুকও সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে গেল। মুক আনন্দে আত্মগ্রার हरत शिल (य. त्म ५३ चरतत कथाहे व्यक्तक मिन यादर ভावक्ति ! সে খবেৰ ভিতৰটা খুব ভাল কৰে দেখল কিন্তু সোনাদানা কিছুই :চাবে পছল না। কেবল পুরাতন কাপড় চোপড় ও ঋছুত ধরণের বাসনপত্র সে দেখতে পেল। একটি পাত্র ভার খুব ভাল লাগল— পাড়টি অটিক দিয়ে ভৈরী এবং ভার উপরে শুক্তর সুন্দর ছবি খোদাই করা। সে ঐ পাত্রটিব চাব পাশ ভাগ করে দেখবার জন্ম নাড়া চাড়া করাত উপবের ঢাকনিটি হঠা**ৎ পড়ে গিরে চু**রমার হয়ে গেল। ঢাকনিটি যে আলগাভাবে লাগান ছিল আগে সে তাহ। লক্ষা করেনি। ঢাকনি ভেডে বাওয়াতে সে ভাষে আড়েই হয়ে অনেককণ দেখানে দাঁড়িয়ে বইল। এ ব্যাপার টের পেলে বুড়ী বে তাকে আংক্ত রাথবে নাদেইগা বিলক্ষণ ভানত। এখনই এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই স্থির করে—পথ১লার হুক্ত কিছু এ ঘর থেকে লওয়া বায় কি না, ভেবে সে চারি দিকে চেয়ে দেখল। প্রথমেই তার নক্ষরে পড়ল মস্তভারী ও শক্ত একৰোড়া চটি জুতা—তার নিজের জোড়া ছিঁচে বাওয়ার পথচলার মত অংস্থা ছিল না—ভার পর এত-বড় এই জুতা পারে দেখলে লোকেও তাকে সাবালক ভেবে মাক্ত করবে ভেবে সে চটিক্রোড়া নিষে নিল। কোণে একগাছি সিংচের মাথাওরালা বাঁটের স্কর ছড়ি দেখে সেখানিও নিষে সে ভাড়াভাড়ি ভার নিজের খরে গেঙ্গ। সেখান থেকে ভার পাগড়ি, চাপকান, কোমববদ্ধ ও তরবারি এবং তার সংস্ক এই নতুন পাওয়া ঘটি জিনিব সঙ্গে নিমে সে ষত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি থেকে বেরিবে পড়গ। বুড়ীর ভয়ে প্রথমে সে যত জ্ঞোরে পারে সহরেব সীমানা ছে'ড় যাবার জন্ত দৌড়তে লাগল। শেবকালে এত পবিশ্রাস্থ হয়ে পড়ল যে সে আনি ধেন সূত্রকরতে পাবে না। জীবনে সে এত ক্রত দৌড়ায়নি। মনে হল, সে বেন ক্রিছুতেই থামতে পারছে না-কোন্ এক অদৃত্য শক্তি খেন ভাকে টেনে নিবে চলেছে। অবশেষে সে বুঝতে পারল এই নতুন চটিব দক্ষণ সে এত বেগে চলছে। কারণ, চটি মাঝে মাঝে পা খেকে খুলে গিরে যেন ভাকে এগিয়ে নিয়ে বাহ্নিল। সে থামবার জন্ত জনেক চেটা করল বিশ্ব বিভূতেই কিছু চল না। ভার পর নিকুপার হয়ে লোক্তে খোড়াকে খেরুপ ধামার মৃক সেইরপ চীৎকার করে বলতে লাগল—'ধাম ধাম, থাম।' এই কথা বলা মাত্রেই চ্টিকুতা থেমে সেল এবং পরিপ্রাস্থ মুক ম'টিব উপর বঙ্গে পড়ল।

ীগী-সূতার অঙ্গুত ক্ষমতা লখে সে বিভিত্ত ও মানন্দিত হল। মনে মনে ভাবল, এত দিন কাল ক'বে সে বাভবিক্ উপ্কারী

এবটি জ্বিনিব পেহেছে, বার দৌলতে সে তার সৌভাগ্যের পথ খুঁজে পাবে। আনন্দে বিভার হ'লেও দীর্ঘপথ চলার পরিশ্রমে সে এত অবসর হয়ে পড়েছিল যে. সে মাটিতে ভষেই ঘূমিয়ে পড়ব। খুমের মধ্যে মুক স্বপ্নে দেখল, যে কুকুংটির সালাব্যে সে বুড়ীর ৰাড়িতে এই চটিজুতা পেয়েছে, দে তাকে বলছে— প্ৰিয় মূক, তুমি এখনও চটি জ্বোড়ার ব্যবহার ঠিক্মত শেখনি—মনে রেখো, যুখন ভূমি এর মধ্যে পাদিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে তিন পাক যুরবে তথন বেখানে বেতে ইচ্ছা করবে সেখানে উড়ে বেজে পাববে। ছড়িগাছিব সাহাষো ভূমি গুপ্তান লাভ করতে পাববে। যেখানে সোনা পোঁতা আছে সেধানে ছড়ি দিয়ে তিনবার এবং কুপার <del>জায়গায় ছইবার টোকা দিলেই ওপ্তথন</del> পাওয়া যাবে। ঘুম থেকে উঠেই সে এই অন্তুত স্বপ্লেণ কথা ভাবল এব তংকণাৎ ইহা পরীকা করা মনস্থ করল। চটি পায়ে দিয়ে সে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুণতে চেটা করল কিন্তু অভ-বড় চটি নিয়ে খোবা সহজ নঃ—ভার মোটা মাথ। একবার এদিক একবার ওদিক হলতে লাগল এবং একবার সে পড়ে গিয়ে নাকে বেশ চোট পেল। কিৰ চেটা সে নাকৰে ছাড়বে না। অংনক বারের পর ষেট সে ঠিক মত ঘ্বেছে অমনি ১টি জুকা তাকে নিয়ে আকাশে উঠতে লাগ্র। যে প্রবভী সহরে যাবে মনে করল। বায়ুনেগে মুক আকাশ-পথে চলল। কগন মেখের মধ্য দিয়ে বাচ্ছে, কথনও বা মেঘগুলি ভার অনেক নীচে। এত উপরে উঠে গেছে যে নীচের বাড়ি খর গাছপালা সব যেন সমতল দেখাছে, বড় বড় নদী সক্ষ রূপার হারের মত দেখাছে; এই সব দেখে মুক বে কিরূপ আনন্দ পেল তা মুখে বলে শেব করা যায় না। কিছু কণেৰ মধে ই সে নীচের দিকে নামছে মনে হলো এবং সতা সভ:ই একটি বড় সংবের বাছারের মধ্যে এসে প্ডলো। কত দোকান-পাট কত সোক কত রকমের পোষাক কেনাবেচায় ব্যস্ত। বাজারের মধ্যে ভার চটি নিয়ে নিজেকে সামলামো কইকব, পাছে অসাবধানে তার তরবাবি কারো গামে দেগে গোলমালের স্বষ্ট ২বে, এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি একটা নিজ'ন বাস্তায় সবে পড়ল।

"মুক গছীর ভাবে চিস্তা করতে লাগল, কেমন কবে সোনার ভা**ল** পাৰ্যা যেতে পাৰে! তাৰ ছড়িগাছি গুপ্তধন প্ৰকাশ কৰতে পাৰে কিছ যে ভায়গায় সোনা বা রপা পোতা আছে সে ভায়গার সভান কি করে হবে? সোনা পাওরার আগে তার প্রাণে বঁচার উপায় দেখা দৰকাৰ। হঠাৎ ভাৰ মনে হল, ভাৰ চটি জুভাৰ দৌলতে ভাক হরকরার কাজে সে ধুব বোগ্যভা দেখাতে পাবে। এট দেশের বাজা এককম কাজের জক্ত নিশ্চহট মোটা মাইনে দেবেন ভেবে সে রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সদর দংজার বে দাবোষান বদে ছিল, সে মুকের আসার কারণ জিভেস করল। সে একটি চাক্তীব চেষ্টাম এসেছে ভনে দাবোহান ভাকে ক্রীভদাসদের ইনজ্পেন্টরের কাছে নিয়ে গেল। মুক ভার কাছে ভতুৰোধ জানিয়ে বাভদূত পদের ভক্ত একটি প্ৰাৰ্থনা করল। ইনস্পেক্টৰ মুকেৰ মাখা থেকে পা প্ৰাস্ত ত'লু দৃষ্টিতে দেগৈ নিয়ে বলে উঠকেন—'তিন বছরের শিশুর মত হাত পা, তার আবার ইচ্ছাকরে রাজার অংখান ডাক্ছরকরা হতে ? যাও পথ দেখ— এ বৃক্ষ পাগলামি শোনবাৰ আমাৰ সময় নেই !' মুক ভাঁকে আখাস

দিমে বললে যে, সে দুটভার সঙ্গেই এ কথা বলছে— তামাসা করতে সে আসে নাই: সে যে কোনও লোকের সঙ্গে দৌড়ের পারা দিতে প্রস্তুত আছে। ইনস্পের তামাদার ছলেই বললে<sub>ন</sub>— 'আছা, আৰু বিকালে রাজবাড়ীর মাঠে দৌড়ের বাজি হবে।' এই বলে মুকের ভাল থাওয়। দাওয়ার ব্যবস্থা করে ডিনি রাজার নিকট গিবে একটি বাঁটকুলের আবেদন ও বিকালের দৌড়ের বাঞ্জির कथा निरामन करल। दांछा थ्र कामूप लाक हिल्ला। हैन न्निलेहेंब বাঁটকুল মুককে নিয়ে একটা তামালা দেখাবেন, এটা রাজার কাছে चारमारमव व्याभावरे मन्न श्रम । ब्रांका एक्म मिल्मन-एनेएक्ब বাজি যেন ফুর্গের পিছনের বড় মাঠে হয়, ভাহলে রাজবাডির সকলেই বেশ আরাম কবে দৌড় দেখতে পাবেন, সেই সঙ্গে মুকের ষড়ের ক্রটি নাহয় সে সম্বন্ধেও কড়া ভকুম দিয়ে দিলেন। রাজা রাজপুত্র ও গাজবস্থাগণকে ডেকে বলে দিলেন-আজ বিকালে একটা ভাগ খেলা আছে। তারা আবার তাদের বন্ধু ও ভৃত্যদের কাছে এ-থবর দিল। বিকালে মাঠে এই মজার দৌড় দেখবার জন্ম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। স্বাই উৎস্ক ভাবে বাঁটকুলের দৌভের প্রতীক্ষা করতে লাগল। রাজা তাঁর পুত্রক্যাদের নিয়ে নিদিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলে বাঁটকুল মুক জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে তাঁকে সমন্ত্রমে অভিবাদন জানালে। এই অভি ছোট্ট লোকটিকে দেখতে পেয়ে সমবেত জনতা সমন্বরে আনন্দধ্যনি ক'বে উঠল; কারণ, দে দেশের লোকে এত ছোট বামন আগে কখনো (मध्य नारे। फिनफिटन कुरम मिट्ड উপর পাহাড়ের মত একটা মাথা, প্রকাণ্ড বড় চাপ্কান, চওড়া ইজের, চওড়া কোমরবন্ধের সঙ্গে লাগানে। প্রকাশু এক তরবারি এবং ছোট পারে মন্ত বড় চটিজুতা —স্বগুলি মিলে এমন অন্তুত দেখাছিল যে কাহারও পক্ষেই হাসি চেপে বাখাসহব ছিল না।

কিন্তু এত হাসি-ঠাটার মধ্যেও মুক তিলমাত্র দমে নাই। সে সদর্পে তার ছড়ি হাতে করে প্রতিহুলীর প্রতীক্ষা করছিল। মুক্রের অভিপ্রায় অমুসারে ইনস্পেক্টর রাজ্যের সেরা দৌড়বাজকে এনে হাজির করলেন। সেই ব্যক্তি মুক্রের পাশে এসে দাঁড়ালো এবং উভরে দৌড়ের আদেশের প্রতীক্ষায় রইলো। রাজকল্পা আমোর্জা তার পর্লার ভিতর থেকে একটি লক্ষ্যের দিকে হুটি তীর ছুড়িবামাত্র দীড় স্কুল্ব হল।

"প্রথমে মৃকের প্রতিষ্ণী আনেক দূর এগিয়ে গেল কিছ চটিটা ঠিকমত পরে নেবার পরে মৃক মৃহুর্ত্তির মধ্যে তাকে পেছান ফেলে লক্ষ্যস্থলে পৌছে গেল। দর্শকগণ যারপরনাই বিমিত হয়ে গেল। তার পর রাজা হাততালি দিতেই জনতা আনন্দধনি করে উঠলো। 'আজকের দৌছে বিজয়ী বাঁটকুল মুক দীর্যজীবী হোক—চিরজীবী হোক।'

ইভিমধ্যে লোকে মৃককে নিকটে আনলো। মৃক বাজাকে প্রশাম করে বললে—'মহা প্রভাপশালী রাজন, আমি আমার ক্ষমতার একটি সামাক্ত মাত্র পিয়েছি—আশা করি আমাকে আপনার ভাকহরকরার একটি পদ দেওরার আদেশ করবেন।' রাজা উত্তর দিলেন—'না, তুমি আমার শরীর-ক্ষকপদে সর্বাদা আমার পাশে পাশে থাকবে। বংসরে তুমি এক শত স্বর্ণ-মৃত্রা বেতন পাবে এবং আমার প্রধান ভূত্যের ক্রৈবিলে তুমি থাবে।'

"এত দিনে দিনের নাগাল পাওয়া গেল ভেবে সে মনে মনে ধ্ব থ্নী এবং উল্লাসিত হল। তার সবচেরে আনন্দের বিবর এই বে, রাজার সে বিশেষ অন্থগ্রহ লাভ করতে পেরেছে। রাজার গোপনীয় বে-সব বিষয়ে তাড়াতাড়ি কোথাও পাঠাতে হবে সে সব ব্যাপারের ভার ভিনি মুকের উপর দিভেন, মুক্ও এই সব কাজ যারপ্রনাই সস্তোবজনক ভাবে সম্পন্ন করায় রাজা দিন দিনই তার প্রতি অন্যুক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

"এদিকে মুকের উপর রাজার অক্সাক্ত ভৃত্যদের ঈর্বা দিনের পর দিন বেড়ে চল্ল। ভারা ভেবেই পায় না, এই ছোট্ট লোষটি কি করে দ্রুত সংবাদ পাঠানর কাজে রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। ভারা মুকের ক্ষতি করার জক্ত অনেক ষড়ংক্ত কবল বিস্ত রাজা মুক্যে ভার গুণের জক্ত এত বিশ্বাস করতেন বে, শক্রদের সব চেট্টাই বার্থ হলো।"

ক্রিমশঃ

## বিফুগুপ্ত

30

#### শ্ৰীরবিনর্ত্তক

ব †জাকে বরফ্চির জজে 'হায় হায়' কংতে দেখে শকটাল্ ভাব্লেন—'বরফ্চিকে প্রকাশ করবার এই ঠিক সময়।' ভাই তিনি রাজার কাছে এফে যোড়গত ক'রে জানালেন— 'মহারাজা ভূপবাধ না নেন্ত একটা কথা বলি।'

তৃ:খে-শোকে-অনুতাপে ভেডে-পড়া বাজা কোন রকমে মাথা তুল্লেন, আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার, মন্ত্রিবর ?'

শকটাল্—'মহারাজ! আপনার এত কাতর হবার কারণ নেই—মন্ত্রী বরক্টি বেঁচে আছেন।'

শক্টালের কথার মহারাজ যেন হাতে পেলেন আকাশের চাঁদ।
তাঁর সব হু:থ-শোক-অবসাদ এক নিমেযে মিলিয়ে গেল। দারুল
উত্তেজনায় তিনি লাফিয়ে উঠে মন্ত্রী শক্টাল্কে জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন
—'বল কি শক্টাল্! ববক্লচি বেঁচে আছেন! এ কি সতিয়!
না, তুমি আমায় স্তোক দিয়ে ভূলোতে চাও ?'

শক্টাল্ সবিনরে নিজেকে রাজার বাছপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মুখ নীচু ক'রে ধীরে ধীরে বল্লেন—'আপনার আদেশ সত্ত্বেও আমি তথন তাঁকে মারতে পারিনি—লুকিয়ে রেথেছিলুম নিজের বাড়ীতেই। আপনাকে মিছে ক'রে বলেছিলুম—তাঁকে মেরে কেলেছি। আজ আপনার অসুমতি হ'লে তাঁকে আপনার সাম্নে জান্তে পারি।'

বাঞ্চা আননেক দিশেহারা। মন্ত্রীকে ত্'হাতে জড়িরে ধ'রে ঝাঁকি মানতে মারতে বল্লেন—'দেরী কেন? এখনই এই দণ্ডেই নিম্নে এস তাঁকে—বল ত আমিই না হয় সঙ্গে বাই।'

শকটাল্—'না, মহারাজ। তার দক্ষর হবে না। আমি এখনই তাঁকে আন্ছি। কিন্তু আমি বে আপনার আগের আদেশ লজ্মন ক্রেছি, আবার আপনার সাম্নে মিছে কথা বলেছি—তার শাভি কি হ'বে প্রস্তু।' ষোগনন্দ গন্ধীর হ'য়ে বল্লেন—'বুঝেছি, শকটাল্! আমি
ভোমার উপর অবথা নিদারুল অভ্যাচার করেছি—সে কথা তুমি
ভূলতে পারছ না—ভোলা সন্থবও নয়। তাই পদে পদে তুমি
অভিমান কর। এ অভিমান ভোমার সাজে বটে! কিন্ত শাস্তি
তুমি পাবে না—শাস্তি যদি কেউ পাবার থাকে ত সে হচ্ছে আমি।
বরক্চির মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমি মহাপাপ করতে বসেছিলুম। কিন্তু
তুমি সে দণ্ড কোশলে কাঁকি দিয়ে আমায় ঐ মহাপাপ থেকে
বাঁচিয়েছ। ব্যু ! ভোমান উপর যে অভ্যাচার করেছি, তুমি ভার
অভি মহং প্রতিশোধ নিয়েছ, মন্ত্রিবর! তৃমি শাস্তি চাইছিলে
না। এই ভোমার শাস্তি।'—বলতে বল্ভে মহারাজ যোগনন্দ নিজের গলান বছলাব থাল শকটালের গলায় পরিয়ে দিলেন।
তার পর বল্লেন—'এই বার—শীগ্রির বরক্চিকে নিয়ে
থ্য, বন্ধু।'

ববক্তি বাজস্লায় এগে উপস্থিত হলে রাজা নিজে সিংহাসন্থেকে নেমে এগে উবি সংম্নে বাটু গেড়ে বসে ছ'হাতে কাঁব ছই হাতে ধবে ক্ষা চাইলেন। চোকের জলে জাঁব বৃক ভেসে যাছিল। বহক্তিও কাঁব আগেকার বহু ও সহপাঠা ইন্দ্রণভেব— গ্লনকাব মহারাজ যোগনন্দের এই আফুবিক অফুভাপ দেখে স্থির থাক্তে পারলেন না। তাঁকে আলিজন কবে বল্লেন—'উঠন, মহারাজ। আমার মনে কোন ছংখ নেই।'

ু তাব পৰ নহারাত তাঁকে জিল্লাস। কৰলেন চুপি-চুপি— 'স্থা— বৰ্ণকচি—মন্ত্রিব ! তুমি নতুন বাণীর তিলের কথা ভান্লে কি কবে ৷'

নাক চিও উত্তর দিলেন কাঁর কাণে কাণে— 'ভাই ইন্দ্রদন্ত! নানা—ভূল হয়েছে— মহারাজ যোগনন্দ! এই কথাটা ত আগে একবাৰ আনায় ক্জিলা করলেই সব গোলমাল মিটে যেত। তুমি যেমন যোগ জান— ঝামিও তেমনই দেবী সবস্থতীর কুপায় জ্যোতিষ্সামৃতিক জানি। তারই সাহায়ে বাণাব গোপন অঙ্গের তিলটির কথা প্যান্ত ক্ষেনছিল্ম।'

যোগনশা— 'বুখলুম। সন্তিট আমি রাজ্য পেরে বিগড়ে গেছি—নট.ল তোমাব মত বন্ধু মন্ত্রী বিজ্ঞ পণ্ডিতকে আমি এই ভাবে পীড়া দিতে গিয়েছিলুম। এখন বল দেখি, ছেলেটির কি চল গ'

এভক্ষণে ববক্চি সকলের সাম্নে বল্লেন—'রাজকুমার মিত্রলোভী—কৃতত্ব। সেই পাপের ফলে জাঁর মাথা থারাপ হরে গিয়েছে। দেবী সবস্থভার কুপায় কি ঘটনা ঘটেছিল—আমি সবই জানি।' এই বলে রাজপুত্র—ভালুক আব সিংহের ব্যাপার যা ঘটেছিল—সব ঠিক ঠিক ভিনি সকলের সাম্নে জানিয়ে দিলেন। রাজা, শকটাল্, সভার সব লোক ত ভনে আবাক্।

এব পর রাজ। বল্লেন—'মন্ত্রির ! 'সব ভ ভন্লুম ! রোগের কাংপ বোকা গেল। এখন উপায় ?'

প্রকৃতি কেসে উত্তর দিলেন—'উপায় ভগবানের হাডে

রাজকুমারকে একবার নিয়ে আন্তন—এপানে! দেখি, কি করজে পারি।'

তথনই ৰাজপুত্ৰকে সভায় আনা হ'ল। বরকৃচি মন্ত্রবলে ৰাজকুমারকে শাপাযুক্ত নীবোগ ক'বে দিলেন। আরাম হ'য়ে বাভকুমার
বনের ব্যাপার নিজেই বল্লেন স্বলের সামনে। তথন স্বাই
ব্যলেন যে, ব্রকৃচি আগে এ ঘটনা যেভ'বে বর্ণনা করেছিলেন,
রাজপুত্রের বর্ণনার সঙ্গে তার কিছু তথাং নেই।

যোগনন্দ ব্যক্তিকে ক্রিজ্ঞাস। ক্রলেন—'মন্ত্রিবর! এত নির্পুষ্ট ভাবে এ স্ব বাাপার আপনি জানতে পাবলেন কি ক'রে ?'

ববক্তি হাসিমুখে উত্তর দিলেন—'দেবতার কুণা আর শাজের জ্ঞান থাক্লে স্বই জানা স্থাব। এই ভাবেই ক আপনার রাণীর তিলের কথাও জেনেছিলুম।'

তথন সভাব সকলে ব্যক্তেন ব্যক্তি স্তিট্ট নির্দোষ। **তাঁর** এ অভুত দৈবশক্তি আবে প্রতিভার প্রিচ্ছ প্রেয় বাজ্যের সব লোক ধিয়াধল কবতে লাগল।

এর পর মহারাজ যোগনন্দ অনেক অনুরোগ করলেন বরক্তিকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হ'যে থাক্তে। কিছু বরক্তির আর রাজকার্য্যে মন স্বছিল না। তিনি ভাবকেন যে, আজ রাজা অমুভাপ করছেন বটে, কিছু আবার কোন কারণে অস্ভুষ্ট হ'লে তাঁর মাধা যে আবার হঠাং গ্রম হ'য়ে টিঠুরে না—তার নিশ্চয়তা কি! তাই মানে মানে স'বে যাবার ইচ্ছাই তাঁর হ'ল থব বেশী। তিনি শক্টাল্কে প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে নিজে বিদানে নিলেন বাজসভা থেকে। যাবার সময় বাল গোলেন—'আমি বড়ই কম্মান্ত — কিছু দিন বিশ্রাম চাই। বিদ বিশেষ দ্বকার হয়, আমার জানাকেই আমার যথাসাধ্য সাহায্য করবে। তবে মন্ত্রী শক্টাল্ বইলেন— গুর্ভাবনার বিছু নেই'।'

রাজ্ঞসভা থেকে থাড়ী দিবে যেতেই বাড়ীতে জাঁর কালার কোলাহল পড়ে গেল। ব্যাপাব কি! বাড়ীতে যে তাঁর কোলাবিপদ্ ঘটে থাকুতে পারে—এ চিন্তাও বার মনে আসেনি একটি বার—ভারলে তিনি লার প্রতিবিধান কবলে পাবতেন ঠিক সময়ে। যাই চোকু! তিনি ত বিশ্বয়ে ইক্চকিয়ে গেলেন। সকলে একটু ঠাণ্ডা হলে তার যুক্তর আচাষ্য উপস্থ বল্লেন— ব্রুক্ত কান্ত্যায়ন। মহারাজ যোগনন্দের আদেশে যে দিন ভোমার বর্ধদণ্ড হয়, দেই দিনই তোমার স্বাধ্বী ত্রী—আমার ত্লালী মেরে উপকোশা চিন্তায় পুড়ে আত্রবিসজ্ঞান দিয়েছেন। আর ভোমার প্রনীয়া মাতৃদেবী ছেলেও বৌএর শোক স্ক্র করতে না পেরে দেহতাগ করেছেন।

বর্কচি এ দাকণ শোক সংবাদ ভানতে মোটেই প্রস্তাত হিলেন না—তাই প্রথমটা তিনি সংজ্ঞা হাবিয়ে ফেল্লেন। বিদ্ধান্ত কানবান্ তিনি ধীবে ধীবে স্বস্তু হতে উঠ্জেন। কাঁও ইণ্ডর উপবর্ষ ও উপবর্ষের দাদা কাঁর গুকুদের ব্য হুজনে কাঁকে অনেক সান্ধনা দিলেন বটে, কিন্তু ব্যবক্তির মনে তথ্ন বৈরাগোর উদ্য হবেছিল। ব্যাজ্বি মত তিনিও সংসার ছেড়ে বনে চলে গোলেন তপ্তার শান্তি পাবার আশায়।



শ্রীমণীক্র দত্ত

অনেক সাগ্র—অনেক পাহাত ভেঙে, তেপাস্তরের সীমানা বেথানে শেয়; তার পবে যাও অনেক শ্রূপথে: ভারে। পরে পাবে চন্দ্রমামাব দেশ। **শে-দেশে সকলি** চালের মাতন সালা---**দবি** ধব্ধবে সাদা ছৰ দিয়ে ধোয়া দেখানে সবুজ মাঠ। পাহাড়েব গায়ে বরফের ঢাকা দেওয়া। সেই দেশ জুড়ে চানের বাজাব— চাদমুখ ছেলে-মেয়ে। 📆 আনন্দ, হাসি, কলর্ব, অবিরাম নাচ-গান। वड पूरत यारव—त्वथारन रमधारन— ভধু হাসি-হলোড়। খাও লাভ আর বেড়াও ঘুমাও, নাই তো গগুগোল। ভার পরে ভাই শোনো মন দিয়ে বিশাহকর কথা: চক্রলোকেব শোনো নব ইতিকথা। থোকা ও গুকুরা মতো **ठला** এक वांव चक्र-लाइन वाड़ी। ৰামধন্থ-আঁকা সিংহত্যায় খোলে৷ ন্ত্ৰড়ে ভাব ফোক্লা দাঁতেব কাঁকে চজ্রলাকের বিশ্বয়-কথা শোনো:

একদা দাত্ব কী যে মনে হলো,
সৰ ছেড়ে দিয়ে সর্যাস নিজো।
লোটা কল্প
করে সম্বল
কুট দিলো দূর পথে।
স্বল্পর রাজে পাল তুলে দিরে,
স্বনের নৌকা সোজা পাড়ি দিরে
একদা উঠলো এসে
চক্ষমামার দেশে।

চন্দ্ৰমামা তো অতি থুগী মনে
ভাগনেবে নিলো ডেকে।
আদৰে বছে বাগে।
দিনে দিনে দিন চলে।
বসে বসে আৰু কতো ভালো লাগে,
হোক না মামাৰ বাজী।
একদা দাছৰ মনে হলো দাই,
যা হোক একটা কিছু কৱা চাই,
গেছে দেয়ে আৰু গুয়ে বসে দাই
কতো দিন দেব পাতি গ

শেষে ঠিক হলো কথা ,
চন্দ্রলোকের গড়ো কথা ,
চন্দ্রলোকের গড়ো ছেলে মেহে
টিঃ-ছরোড সর ছেড়েছ দিয়ে
মন দিয়ে সরে পড়ার জানের পড়া।
পাঠশালা হলো অভিলো ঘবে,
চারদিক্ হতে পড়ুয়ারা আহে,—
স্প্রদাহর জুইলো কপালে প্রিভিগিরি পাশা।
লেখা আর পড়াবেশ কমে এলো।
মাত্রররেরা ভারী খুসি হলো।

স্থানাহর ভারী নাম ডাক,
তেন পশ্চিত লাখে তে:টে এক,
মান্ত্র তো নয়, যেন সে একটা মহাবিছার পিপে
পড়াতে পড়াতে এক দিন দাছ
পড়ায় নতুন কথা;
সৌর ভগতে কাবা করে বাস,
ভারি নাম-ধাম ঠিকানা ব্যেস,—
গকে একে হয় পড়া,
সুষ্য আছেন ভাগ্লিব ধানে;
ভারে যিবে নাচে ধ্রণীর মেরে;
ভারি চারিধারে যোবে পাহারায়
স্প্রমাহন রাজা।

ষতো বড়ো রাজা মনে কবো তারে,
আগলে সে নয় তত বড়ো মোটে,
সবি তার ধার-কবা।
এই বে এমন ধব্ধবে মুখ,
জমকালো সব পোযাকেব ধুম,—
নিজের তাহার কিছুই তো নয় ভাই।
সুর্ব্যের কাছে ধার করে তবে
বাবুলানা বোশ,নাই!

বালেন কি তাব ?— ছেলেরা চেঁচার জোবে

অমাদের রাজা ক্রোর কাচে ধাবে ?
ব্রপ্রদান্তর মুগে মুন্ত হাসি,
ঠোটটি বাকিয়ে বলে:
এ শর্মা শুধু সত্যক্থাই জানে।
এ সত্য কথা কার জানা নাই
টাদের নিজের কোনো আলো নাই!
ক্রেয়ে জালো ধার করে নিয়ে
যতো রোশ্নাই জালা ?
যতো স্পতিপাঠ—চিত্র কবিতা
সকলি মিথ্যা থেলা ?

মতো শোনে ততো বেগেমেগে ওঠে,
বুখা বেদনায় করাঘাত হানে,
ক্ষোতে ও ছংখে লাজে অপমানে
হিতাহিত জ্ঞান ভোলে।
চক্রলোকের ছেলে ও মেয়েরা
কিশোর-কিশোরী যতেক পড়্যা
বই ছুঁছে ফেলে বলে চীৎকারে;
এ কি ছংসহ ফালা ?
পবের আলোর দেশ আলো করে,
সেই স্থাবে আছি গর্বেতে মেতে ?
নিজ-ঘরে আছি পরবাসী হয়ে—
এ ব্যথা অগ্নিজ্ঞালা।
এই বলে সব কিশোর-কিশোরী
ছেলে ও মেয়ের দল,

চীৎকার করে বাহিরায় পথে, যাবে কাছে পায় ভাবে পাশে ডাকে ডাকে আর বলে ভাই, ধার-করা স্থাে আর কাম নাই, এ আলো ভাডাতে চাই: কেউ হাঙ্গে। কেউ বিশ্বয় মানে। কেউ ভাবে তা তো ঠিক। ঋণ করে সুখ গ ঘুত পিবেং গ देन-कथरना नग्र। যতো ভাবে ততো ধিকার লাগে, অতীতের সুখ তৃণসম দহে, ঋণ পরিশোধে ব্যগ্র বাসনা জাগে। এই ভাবে ক্রমে চন্দ্রলোকের পথে ও পথান্তরে, ভীড় জমে যায় মুক্তিকামীর, ঋণ পরিশোদে আত্যান বীর, पत्न पत्न मृद्य ६८न--ধার-করা সাজ এবার থসাতে হবে।

— চাদের দেশেতে জাগলো ধঞ্ব।
থেমে গোলো হাসি-গান।
পরাধীনতার দারুণ লক্ষা
আঙ্গে এটিছে বেদনা-সক্ষা।
সেই বাতনায় অংশ দেহ-মন,
চাদের ছেলেবা আক দৃচ্পণ

লক্ষা যোচাতে হবে।

পরাধীনতার কলকে-বেথা

বক্তে মোছাতে হবে।
এই বাণা ওঠে আনাশে-বাতাদে,
চক্রলাকের মাঠে ও বাটেতে।
শান্তির লেশে ওঠে মহাকছে।
ভেঙে চুরে যায় বতো বাড়ী-ঘব।
তবে-বোয়া বতো দকুছ মাঠেরা
লালে লাল হর—ন বজ-ফাছায়।
ববফেরা গলে পাহাছের গায়
বহে বজেন ধার।
ভাই দেখে ভলে আংকে উঠিলো
চল্মামারা স্বে:

আদিরকালের মতেক বুলেবে — থেছে। এ মৃত্তো, লাসি দেব দিছেল— ভাবাই চেঁচিয়ে বলে :
কবিস্ কি কোবা লক্ষ্যালালে কাবেবে ভোভাতে চাস্ গ দিবে নেয় মনি মতে। আছে আলে কালে কবে মনি দেবতা স্থা, আকবি যে তোবা স্থাতি কাবে বিশোল কলোই দিকে কাবে কৰোই মানি কৰা কৰা কাবে থাকেব, ধাব-কৰা আলো তা নাতি চাব ।

জকমতার ছঃখ-সাগবে

তুবে এব চির আঁগাবের তলে।
সেইখানে বব গেয়ানে মগ্ন
নতুন আলোর তবে।
আঁগাবের শ্ব প্রতিক্ষণে ক্ষণ
ক্ষরে ছালাবে ব্যথার দহন,
বেদনার শ্ব-সাধনার শেবে
ফ্রিনে নতুন স্থ্য।
বুক্র আগতনে আবাহন তার,
ক্ষর্-রক্তে অপ্রলাভার,
তারি লাগি আছ বণ-আরোজন,—
বাজুক সমর-তুর্য।

কচের বাতাদে দেখি আচমকা
থুলে গেছে মোর শিওবে জান্লা।
ভিছে গেছে চুল,
মুখে চোথে জল,
নায়নে ক্লান্তি,
বলে পিপাসা,—
ভাবি হপ্লের কথা।
ভাকান্ত্ বাইবে, কড়ের আকাশ।
আঁধাবে চেকেছে চাদের আভাস।
মানে মাবে দেখি বিতাৎ আলে,
হল আঁধারের ব্রনিকা-ভলে
চলেছে কি ভবে শ্ব-সাধনার পালা
লান্ত অথি-মালা প





যাছকর পি, সি, সরকার

#### মায়াবী "ম্যাজিক ওয়াও"

্েকাক ষাত্ৰকবেরই এবটি যাত্র্যষ্টি বা 'ম্যাজিক ওয়াও' থাকে, মুলত: উহাতে কোন বিভুনা থাকিলেও কাৰ্য্যত: উহা অনেক উপকারে আসে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, যত কিছু যাতু ও মাাণিক দেখান হয় সমস্কুই ঐ যাত্র কাঠিটির মাহাজ্যো। আমাদের দেশে সাধারণ লোকদের এগনও বিখাস যে ম্যাজিক পেলা হয় বাহুমন্ত্র ও দ্রব্যগুলে এবং বনীকরণ নজগুলনী প্রভৃতি ভপ্ত বিভার সাহাযো। ঐ সমস্ত ক্রিয়ায় 'ধাতুর কাঠি' **অনেক সাহা**য্য করে। কোন কোন যাতুকর মড়ার মাথা এবং হাড় এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিয়া থাকেন: আমার মতে যাত্রপ্লিতে কোন ভণ্ট নাই— টেঙা একটি সাধারণ যাষ্ট্র মাত্র। তবে জিনিষ্টা থবই দামী হওয়া উচিত। এর কারণ এই যে, সর্মসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে হইবে যে সমস্ত ষাহতেই এ যাত্রকাঠিব বিশেষ প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে যাত্ৰকাঠি অনেক উপকারেই আসে : হাতে কোন জিনিব সুকাইয়া রাগিয়া যাত্র কাট্টিন্ত হাত মুঠা করিলে লোকে মনে **করে ভবু** কাঠিটিই ধরা আছে—নতুবা হাত একেবারে থালি। টেবিলের উপরে কোন ছিনিয় লুকাইয়া আনিতে হউলে বা লুকাইয়া **কেলিতে** ইইলে যাত্র্যপ্তি অনেক সাহায়। কবিবে। টেবিলের উপর হইতে ষাহর কাঠি আনিতে ঘাইয়া সেই কার্য্য সমাধা করা চলে। **আক্রকাল** যাহর কাঠিতেও কৌশ্ল করিয়া থেলা দেখান হয়—যেমন **টাকা-ধ**রা কাঠি, কুমাল অদুশ্য করার কাঠি ইত্যাদি। বাত্র্য**টি**র এইরপ থেলা আবিদ্ধৃত চুইয়া উদাব মাহাত্ম আরও বাড়িয়াছে। পুতা বা চুল প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। পুতাটি ছই প্রান্তে ছইটি বাঁকা আলপিন বাঁধা থাকিং এবং সেই আলপিন ছইটি কোটের ছই চাতের পাং পুতাটিকে আটকাইয়া রাখিবে। বাকী জাং অভিলয় সহজ। যাতৃকব ছই চাতের আঙ্গুলের মং দিয়া পুতাটি চালাইয়া দিবেন এবং নিজে হাং আভে আভে কাঁক করিতে থাবিবেন, তথন যাংক কাঠিটি আভে আভে শুলে ভাগিতে থাকিবে

ষাত্ৰৰ জাঁচাৰ হাত ছুইটি এদিক ওদিক কবিলে 'ষাত্ৰ কাঠি'
নানাৰপ ভাবে অবস্থান কবিবে এবং এছদ্পন্ন সকলেই অবাব
ছুইবেন। আমি এই পেলাটি জীবনে বছু বাব বিশেষ সাফলো;
সহিত প্ৰদৰ্শন কবিয়াছি। খেলা শেষ কবিতে হুইলে হাত ছুইটি
একটু জোবে কাঁক কবিলেই সূহা ছি ছিয়া যাইবে এবং আপন।
আপনি খেলা শেষ হুইবে। তুখন যাত্ৰ কাঠিটি লোকের হাতে
দিলেও ভাহাৰা উহাতে কোন প্রকার কৌশল খুঁজিয়া পাইবেন না
এমন কি যাত্যাইর ছুই মুখে যে ছুইটি সুক্ষ ছিদ আছে উহাত

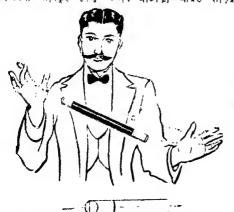
#### কাগজ ভি ড়িয়া জোড়া দেওয়া

খুব পাতলা (Tissue) ৰাগতেৰ লখা একটি ফালি লইছ উহাকে টুক্ৰা টুক্ৰা কৰিছা ছিচিন্তা পুনৱায় জোল দুক্ৰাৰ গেলাই

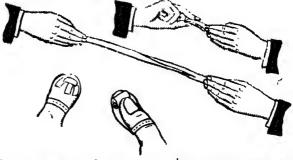


জগং-প্রণিদ্ধ। পৃথিনীর প্রায় সমস্থ বড় বড় থাতুকরট এট গেলাটি দেখাইছ থাকেল এবং এক এক কনে এক এব ভাবে ইটা কবিয়া থাকেল: সর্বপ্রথম বিখ্যাত চাইলিছ যাতুকর চিং জিং ফুং (আসল চাইলিছ) কৌশল প্রকাশ কর যাইতেতে। আমরা যতি তৈয়াক করিবার নিমিত্ত যেকপ্রপাত্তিশ, বঙ্গিল করিবার ব্যবহার করি ও কাগতে এট থেল

গুবই ভাল হয়। প্রথমে একট প্রকার (র: প আকৃতির)
ছইটি লখা সকু ফালি কাটিয়া লইতে হয়। বাবণ সকলোই
জানের যে কাগজ ছিডিয়া কথনত ছোড়া লাগান যায় না



জনৈক আমেবিকান যাত্তক মান্তবি ম্যাজিক ওয়াও থেলাটিব আবিকাৰ কৰিয়াতেন। ইহাকে শৃশ্যে ভাসমান বাত্ত্বিষ্টিৰ খেলা কলা চলেনি এই খেলা থুব পাতলা এবং অন্ধ ইঞ্চি মোটা একটি পিতলেৰ বা দেলুলয়েডেৰ নল তুই পাৰ্শ্ব বন্ধ কৰিয়া কৰিতে হয়। তুই পাৰ্শ্ব তুইটি বল দাবা বন্ধ কৰিতে হয় এবং ঐ বলেৰ মধ্য দিয়া পুন্ধ হিন্ত থাকে। এ ছিলেৰ মধ্য দিয়া একটি শুন্ধ

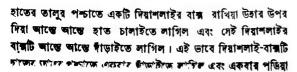


পকান্তরে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলি কৌশলে স্বাইরা ফেলিয়া উচাব প্রিবর্ত্তে অপর অন্তর্জন একটি কাগজ বাচির করিতে হয়। 'কৌশলে ছেঁড়া কাগজ স্বাইরা ফেলা' কথাটি লেখা এবং বলা যত সহজ কার্য্যকালে কিছু উহা জ্বানক কঠিন। এইটুকুর জন্মই পৃথিবীর সমস্ত বাহুকর বন্ধ বংসর মাথা ঘামাইরাছেন এব, এক একজন এক এক উপায়ু উল্ভাবন করিবাকেন। উক্লান ক্লেক্সকল এক ছোট ছোট ব্যাপ্তৰ আবিষ্কার কবিয়াছেন-এই ব্যাণ্ডলির ইংরেজী নাম (gimmick) 'গিমিক' বা ((fake) 'ফে হ'। আমরা সংক্ষেপে ইছাকে 'ফেক' বলিয়াই অভিহিত কবিব। এই 'ফেক' আবিহাব করাই যাত্তকর্দিগের প্রম লক্ষ্যে চরম 'সার্থকতা। চিং লিং ফু' সাহেব ছোট একটি টিনের পাত ভাজ কবিয়া তাগার নীচে ছেঁডা কাগৰু লুকাইয়া ফেলিতেন। তিনি মণ্যমা ও অনামিকা অসুলি ত্ৰীৰৈ মধাবনী স্থাল ঐ 'ফেক' আটকাইয়া বাখিতেন। চিত্ৰে ঐ 'ফেক' পৰ কি লোৱে উভা লাগাইতে ভয় ভাতা দেখান তইয়াছে। এটি খণ্ট সহজ্ব ও ক্রম্মর উপায়। বলা বাতুলা, টিনের পাভটিকে শরীবের রংয়ে রঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। কাগজ ছেঁড়ার স্বাঞ্চ 'ফেক'এর নির্দেশ দিয়াছেন ইংলণ্ডের যাত্তকর-স্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবতন সভাপতি যাতুকর 'উইল গোল্ডধন' সাহেব ৷ তিনি বুদান্তলির উপর একটি নুতন বৃদ্ধাঙ্গুলি তৈয়ার করিয়া লাগাইয়া লইতে নিদেশ नियारकन। हेहात है:बाको नाम नकन तुकाकृति ( false thumb); উঠা দেখিতে অনেকটা কেঁতলেব খোসার কায় এবং সাধাবণ এলুমিনিয়ম বা ভামা প্রভৃতি হালকা গড়ে ছাবা ভৈয়ারী এবং শ্রীবের রংয়ে রঞ্জিত করা হয়। প্রথমে ঐ নকল বুদ্ধাঞ্লির মধ্যে একটি আন্ত কাগত গুটাইয়া রাখিয়া অপব চাদে অপবটি লইয়া চি°চিতে হয়। পরে ছেঁড়া কাগন্ধগুলি ঐ ফেকের মানে ুকাইয়া অপ্রুটি বাহির করিয়া লইলেই হইল। নকল বৃদ্ধান্ত্রলি সংস্কানের বৃদ্ধান্ত্রলির উপ্র লাগান থাকে, বিশেষ করিয়া একট রং বালিয়। উঠা দশকদের লক্ষেটে পুড়ে না। আমি প্রায়ই অধাক ১ই 🚓 যগন 'ফেক' প্রিচিত বৃদ্ধাঙ্গুলি আমার আদল অর্থাং প্রকৃত বৃদ্ধাসূলি অপেকা প্রায় আদ ইকি বেশী লম্বা, দৰ্শকগণ ভাহাত লক্ষা কৰেন না। প্ৰকৃত কথা এই যে, দর্শকরণ এরপ একটা উপায়ের কথা চিস্কাই কারতে পারেন না এবং এই ত্র্বলভার ওবোগেই যাত্ত্রর ভাষার খেলা দেখাইয়া थारकन । भाकिरक डेडार्ड महा।

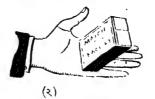
## ভৌতিক দিয়াশলাইর খেলা

এইবাবে ভৌতিক দিয়াশলাইব থেলাটির গোপন স্থা প্রকাশ করিব। এই থেলাটিও অতিশয় সহজ। করেক বংসর পূর্বে কলিকাতা 'সেন্ট্রাল এভিনিউ' নাম্ক প্রসিদ্ধ রাজপ্থে এক জন বেদিরাকে আমি এই থেলাটি দেখাইকে দেখি। সে জাহাব



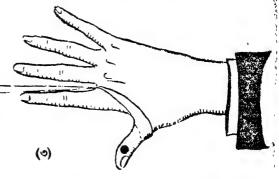


যাইতে লাগিল। এই খেলা দেখিয়া সকলেই জ্বাক্ হুইয়াছিলেন। এই খেলাটির মূল কৌশল খুবই সাধারণ ছিল। যাত্বকর দিহাশলাইর বাক্সটি হাতের পিঠে বসাইবার সময় উহার ভিতরকার খোলটি খুলিয়া নীচের দিকে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধ কবেন, যাহাতে তাহার হাতের পিঠের চামড়ায় কিছু জংশ ঐ বাক্সের মধ্যে আটকাইবা বায় । চিত্রে x চিহ্ন দিয়া ঐ স্থান দেখান হইয়াছে। এক্ষণে হাত একটু তিলা দিয়া রাখিলে দিয়াশলাইর বাক্স পভিন্ন থাকিবে কিছু হাত মুঠা করিবাব লায় একটু শক্ত কবিলেই ভিতরের চামড়াম টান পড়িবে এবং আপনা আপনি ঐ দিয়াশলাইর বাক্স দাঁড়াইয়া



উঠে চিত্র তাগ জীব চিক্ত ধারা দেখান চইরাছে! কাতের চামড়া সংকোচন ও প্রসাগনের সঙ্গে মার বী বার্ক্ত উঠা-নামা কবিতে থাকিবে। দর্শকগণ উচা ববিতে পাবেন

না বলিয়া অতিশয় সহজেই অবাক্তন। ভারতীয় পথের বেদিয়ারা <ই সমস্ত ব্যাপাৰে এমনই চতুর ও অভিজ্ঞ যে তাহানে কৌশল থুৰ কুজ্-দৃষ্টি ছাড়াধ্ৰা সম্ভবপৰ হয় না। বিলাতের যাতৃক্র-স্থিলনীয় প্রতিষ্ঠতো উইল গোল্ডইন মাহেব এই খেলারও একটা সমুদ্র উপায় আবিদার করিয়াছেন। ইংরেছগণ সমস্ত খেলাই যান্ত্রিক কৌশল বা 'দেক' সাহায্যে কৰিবাৰ পক্ষপাতী এবং সেই হিসাবে এই খেলাটি উপ্যোগীই হইয়াছে। তিনি হাতের পিছনে দিয়াশলাইব বান্ধ না রাখিয়া তালুব উপরে বদাইয়া রাখিবার নিদ্দেশ দিয়াছেন এবং সেখানেই উঠা উঠা-নামা করিতে থাকিবে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যা চটবেন ৷ বলা বাল্লা, এট খেলাতে যাত্রকবনের প্রিয়বন্ধ সেই স্থাকাল পুতার সাহাত্য লইতে হয়। চিত্রে দেখান হইয়াছে কি ভাবে সভার একটি (Joop ) 'লুপ' দিয়াশলাইর বাজের ভিতর দিয়া গলিয়া আসিয়া বুদ্ধান্ত্রিকে বেষ্টন কবিয়া আছে। বলা বাহুশ্য, <sup>গ</sup> একেত্রে বুদ্ধান্ত্রনিটি শক্ত করা ও নবম করার উপরই দিয়াশলাইর বাক উঠা-নামা নিজের করে। এই থেলা জিখিয়া বুঝান কইকর— চিত্রে বিশাদ লাবে দেখান হইয়াছে। বাড়ীতে একটি দিয়াশলাইর



বান্ধ লইয়া উহাৰ ভিতৰ দিয়া স্তা প্ৰবিষ্ট কৰিয়া নিজে নিজে কৰিছে চেষ্টা কৰিলে কয়েক মিনিটেৰ মধোই যে কেহ কৃতকাৰ্য্য ইহুবন। খেলাগুলিৰ কয়েকটিই খুবই সহজ কিছ ঠিক্সত কৰিছে, পাৰিলে ছোট খেলা মাৰাও বড়দিগকে কৰা যায়।

#### কামধেনু শ্ৰীৰাৱেশচন্দ্ৰ শৰ্মাচাৰ্য্য

ৠ রমপুর গাঁরে এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়াছে। সচরাচর এরপ ব্যাপাব ঘটে না। পচাই হাড়ির গাড়ীটি সন্থানবতী না হইয়াও ছক্ষবতী হইয়াছে। ঘটনাটা এ অঞ্চলে বড় চাঞ্চল্যের স্থাই কবিষাছে। দলে দলে লোক গাড়ীটিকে দেখিতে আসিতেছে। পচাইয়ের উঠানের এক পাশে এবটি পেয়াবা গাছ; গাড়ীটি সেই পেয়াব! গাছে বাঁধা; ফল্পর হাইপুই দেহ; গায়ে যেন কে ভেল ঢালিয়। দিয়াছে; এমনই ভাহার দেহেব বাস্থি। হেমবর্ণ ভাহাব গায়ের রহ। পচাইয়ের স্ত্রী মাধু ওবকে মাধবী ভাহাব সার্থক নাম রাবিয়াছে হেমা।

ভেমা নামটি ভেমবর্ণ ইইতে বৃহৎপন্ন হয় নাই; এই হেমা নামেরও একটা ইতিহাস আছে; ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে তাহাব কোন পুত্র বাহির বরা যায় না। মাধ্র কোন ছেলেপিলে নাই; কয়েক বছর আগে এই গোবংসটি প্রসব কবিয়াই তাহার মা নারা যায়। মাধ্র ভাহাকে এত বড়টি কবিয়াছে। গোবংসকে কেন্দ্র করিয়া মাধ্র মাতৃহ চরিতার্থতা লাভ কবিয়াছে। মাধ্র ফি কস্টে আর কি বছে হেমাকে বাচাইয়াছে, তা মাধ্রই জানে। কচি বাছুবটিকে জড়াইয়া ধরিয়া পে এই লাওয়ায় বসিয়া কত বাত্রি বাটাইয়াছে। কচি ঘাস বাছুবটিব মুখে বুলিয়া দিয়াছে, কত কটে ভাতের ফেন থাওয়াইয়াছে; ভবেত আজ হেমা এত বড় হইয়াছে। মাতৃহাবা গোবংসটি বখন হাম্বাভাগ করিয়া ডাকিত, মাধ্ব ভাষাই অমুকরণে প্রায় গো-জলভ কঠে উত্তব করিত—'হাম্-মা, হাম্-মা, হাম্-মা—হেমা।' ক্রমে বাছুবটির নামই হেলা গোমা।' মাধ্ ডাকে 'হেমা।' হেমা তাহাব সে কঠম্বব গুনিলেই ছুটিয়া আসে—'হাম্যা—হাম্য।'

মাধু তেমাব গায়ে হাত বুলাইয়া দিত; আর তেমা তাহাব হাত চাটিয়া আদৰ জানাইত। পচাই ও মাধুৰ কত আশা তাহাদের হেমা গলানবাই হাবে। কিন্তু তাহা হাইল না; অকমাব কে দিন আবিদ্ধুত হাইল কে তেমা তথ্যতা হাইয়াছে। ক্রমে কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হাইল। তাই আজ দলে দলে লোক কোহুহল নিবাৰণ করিছে আসিলেছে। পেয়ারা গাছে হেমা বাধা রহিয়াছে; তাহাব কপালে কে সিঁতর দিয়া সাজাইয়া দিয়াছে; শিং হাইতিও সিঁত্রে রাজান। পারের কাছে ত্ পাকারে ফুল বেলপাতা প্রিয়া আছে। দর্শকদের কেছ কেছ হাহার পায়ে ফুল ও বেলপাতার অঞ্জলি দিতেছে। নিংসকার তথ্যবাহী গাড়ী—হিন্দুপান্তে কামধেন্ত-ভ্রমিভ বিশ্বা আখাছি; তিনি দহং ভগ্রতী হালী। কাজেই এই ফুল-বেলপাতা আর সিঁতর।

গোকর গোবর ও মৃত্র পবিত্র জিনিস, তাহাতে আবার কামধেকুর গোবর। এক কোঁটা গোবর বা মৃত্র পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই; একটুথানি গোববের জন্মও কাডাকাড়ি লাগিয়া যায়। কর দিন হল, গাঁরের পজাবী গোবিন্দ চক্রবর্তী আসিয়া কামধেকু সহতে দোহন করে। কামধেকু না কি অভ্রাদ্ধণে দোহন করিতে নাই। তথ লাগে নারায়ণেব ভোগে।

জনিদার রামলোচন বাবু কথাটা শুনিলেন: কুলগুরু তর্ব-চুড়ামণি মহাশয় বলিলেন, বুকেছ লোচন, কামধের সাক্ষাৎ ভগবতী। এই অজ্ঞাত হাড়ির কাড়ীতে ভাহাকে ত ফেলিয়া বাথা বায় না। শালে বলে,— 'গোমাতা জগতি শন্ধী: কামধেমু ভগবতী।
প্জেয়েদ্ যো প্রায়ত: নানে নিডাং শান্তিভাত ন সংশয়: ।"
অর্থাৎ কি না ভাহার পূজা-অর্চনার বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।
রামলোচন গভীর প্রকৃতির লোক! তিনি বলিলেন, কি করিতে
হইবে আপনি ভাহার ব্যবস্থা কক্ষন।

ভর্কচ্ডামণি বলিজেন, বেটা ছাড়ির বাড়ী ছইতে আগে নাকে আমার উদ্ধাব কর। তার পব পূজা-অর্চনা ও ভোগের ব্যবস্থা ছইবে। জম্পা ছাড়ি, তার বাড়ীতে থাকবেন তিনি। এই পাপে, গাঁ গুছ লোকের নিস্থাগ্যন।

জমিদার শিষ্ঠরিতা উঠিলেন। দেবছিছে তাঁহার অচলা ওক্তি। অস্ততঃ আমরা তা দেখতে পাই। দিনি তথনট পাইক উপেনবে তাকিয়া পাঠাইলেন। উপেন আফাল জমিদার ভবুম কবিলেন, যেন অবিলয়ে গাভা ওদ্ধ প্রাইবে লইগা তাসা হয়। আর ত্ব-চুডামণিব বাবস্থামত কাম্ধেশ্বৰ প্তা-অর্চনার ব্যবস্থা ইউতে লাগিল।

ব্যাপারটা কিন্তু এত 'সহজে মিটিল না। প্রচাই গাণ্ডীনিকে ছাডিয়া দিতে নিমবাজি হইলেও মাধু কিছুতেই হেমাকে ছাডিয়া দিতে না। অগত্যা পাইক প্রচাইকে জমিদারের সন্মুখে হাজির কবিলঃ জমিদার ভাগাকে মূল্য দিতে চাহিলেন। চূডামণি বলিলেন, দেও বেটা, এ তোর মহা ভাগ্যি! মা আমায তোর গৃহে আবির্ভুত্তিঃ চহেছেন। ভাই বলে কি ভূই তাঁকে বেগে তাঁর অমধ্যাদা করবি ভোর শাপে ভূই কি গাঁ ভন্ন লোককে নিবছগামী করবি ?

পচাই বলিন্স, কি করি কর্ত্তী , মোদের কি আর অসাধ আছে। তবে কি না বউ একে এত সভুটি কবেছে। তাই বড় টান

চূডামণি বলিলেন, গ্যা, গ্যা বুঝি দব । এসৰ টাকারই নিন,— ঘোর কলি কি-না। সেই বশিষ্ঠ মুনিব গল্প জানিস্ভিছ সেই বশিষ্ঠের কামধেয়কে লইয়া বিশামিত্রের কি লাঞ্জা!!

পচাই অবশ্য বশিষ্ঠ-বিশামিত্রের কাহিনী জানে না! তাই কোন উত্তর কবিল না। জমিদার রামলোচন সঞ্বত: কামধ্যে কাজিং লইতে গিয়া বিশামিত্রের যে লাগনা ইইয়াছিল ভাষা অরণ করিয়া পচাইকে বলিলেন, তা বাপু, জোকে গোটা কুড়ি টাকা দিছি। তুঃ গরিব মাহুয়। এ গাইয়ের বাছুর হবে না, একে পুষে ভোর কি লাভ বল! তুই বরং ভাল দেখে একটা গাই-বাছুর কিনে নে।

পচাই কত কি বলিতে যাইজেছিল। কিন্তু তর্কচ্ডামনিং উপদেশ ও শাস্তব্যবার আদোভান সে নির্ভাই রহিল। জমিনার বলিলেন, আন্তই গাইটা দিয়ে যাসু।

পচাই ঘরে ফিরিয়া মাধুকে অনেক বুঝাইল। কিছু মাধু কিছুডে? রাজি হইল না। হেমাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না। পচাই বলে, শোন্ মাধু, হেমাকে রাথায় বিপদ্ আছে। আমরা ছেইল লোক। ঠাকুর-দেবতাকে আমাদের ছুঁতে নাই।

মাধু বলিল,—রেথে দাও তোমার ঠাকুর-দেবতা। আমার তিতাকে ডেকে আনিনি! আমাদের ছুঁলে যদি তাঁর জাত বার, তবে আমাদের ঠাই তিনি আসবেন কেন? দেবতারও জাত আছে না কি

পচাই কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না। দেবতারও জাত আছে, না-কি ? মন্দিরে মন্দিরে এত ছোঁরাচ বাঁচাবার ঘটা কেন ? জমিনার বাড়ীর তুর্গোৎসবে দূর হইতে প্রতিমা দেখিয়া ভাষার তৃথি হয় না।
বিসক্তানের দিন প্রতিমা দে নিজে ছুঁইতে পায়। এই হাছি আর
বাউড়ীরাই কাঁখে করিয়া প্রতিমা লইয়া যায়। তথন ত দেবতাব
পবিত্রতা নই হয় না। তাই বিসক্তানের দিনটা তাহার সব চেয়ে
ভাল লাগে। কিছুফণ চূপ করিয়া থাকার পব সে বলে, দেবতাব
আবার ভাত কি?

গোবিল চক্রবর্ত্তী কামধের দোজনে ব্যক্ত ছিলেন । তিনি কথাটা শুনিয়া বলিলেন, আরে মাধু, কথাটা বুঝিপুনা। ছোট লোকের ছেলে কি আর জজনাজিষ্টর হয় না? আজ-কাল ত লেগাপড়া শিগে আক্ছার্ট হচ্ছে। তোব হেনা সে বক্ষ একটা কিছু হয়েছে, মনে কর। তাকে ত জজনাভিষ্টরের মত বাধতে হবে।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর কথাটা মাধুর মনে বেশ লাগিল। সে একটা দীর্থ নিশ্বাস ছাডিয়া অগত্যা রাজি হউল।

জনিদান বাটাতে মহা ধুমধাম। সিকুর্ঘরের পাশে যে একচালাটা আছে, তার মেক্টো নুতন কাঠেব পাটাতনে মুদ্রি। দেওয়া
হুইয়াছে। উপরে বিচিএ চালায়া টাসান হুইয়াছে। ভিতরে
কামপের , তাহার চারি দিকে বাঁশ বাঁধিয়া গছেব মত কবা হুইয়াছে ।
যেন বাহিব হুইতে না পারে। আজ কামধের্থ প্রতিষ্ঠা হুইরে ।
তুক্চুলমণি নিজে প্রকাব ভাব কাইয়াছেন। যোডশ-উপচারে বিবিধ
আয়োজন হুইয়াছে। সঙ্গে নত দুর্বাদলেব একটি বুহুই নৈবেদ্যও
আছে। শুখ্যুক্টা ও বাঁসবের আওয়াজে কামধের অস্থিব ; ধুণাধুনার
অনভান্ত গোঁযায় সে ত্রাহি-ত্রাহি হাঝা বব তুলিয়াছে। তুক্চুলমণি
সভরে মন্ত্র পাঠ কবিতেছেন। দুরে শাড়াইয়া মাধু তা দেখে; তাহাব
মন এক খ্যাও আনন্দে ভবিয়া যায়; তাহাব হুমা দেবতা!

বাপোর কিন্তু অক্সরপ শীড়াইল; বোড়শ-উপচাবের পূজা পাইয়াও গোমাতা আজ হই দিন উপবাসী। হেমা একটি ঘাসও মুথে দেয় নাই। বিহুদ্ধ থাক্ষণ অতি চিক্কণ তুড়ুকের স্বস্থাত আর প্রস্তুত করিয়া কামগেন্সুর সম্মুণে ধরিয়াছেন, তবুও দেবীর মুখে তাহা কচে নাই। এদিকে মাধুও ছই দিন জল পর্যান্তর স্পশ্ন করে নাই। পচাইও ছটকট করিতেছে। সে আসিয়া জমিদারকে বলিল, গুজুব আমাব চেমাকে কিরাইয়া দিন। না হলে ও মারা পড়বে। জমিদাব বলিলেন, আমি ত আব শাস্ত্রবাকা অবহেলা করিতে পাবি

ना । पूर्व या, अथम अथम अन्वक्रमहे हम । आजहे मन टिक ब्रह्म याद्य १

ভর্কচুদামণি বলিলেন, বেটা অজাত, তোর দোবে কি গাঁভদ্ধ লোক নিরয়গামী হবে।

এর উপর আবে কোন কথা চলে না। তেমার 'হামা হামা' রব সে ভনিতে পায়। এ ব্যাকুল আর্দ্তনাদ তাহাকে অন্থিন করিবা তুলে। পচাই দ্রুতিপদে বাহির হইয়া যায়; 'হগন সন্ধা।

হেমা বাত্রে গছ ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মাধু স্বছে । ভাঙাকে ঘাস খাওয়াইতেছে; আর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। দাওয়ায় পচাই বসিয়া তামাক টানিতেছে। তথন ভোব ইইয়াছে, ফমিদারের পাইক ও লোকজন আসিয়া উপস্থিত ইইল। পাইক বলিল, চল, পচাই গাইটি নিয়ে।

পচাই বলিল, সে আমি পারব না বাপু! তোমবা পার নিবে যাও!

পাইক তমাকে বাঁগিতে গোল। কিন্তু যে কিছুতেই যাইবে না! জমিলাবের লোকেবা টানাটানি কবে, আব তেমা হাম্বা হাম্বা করিয়া মাধুব গা গেঁ সিয়া দাঁভায়। হঠাৎ কি থেন হইয়া গোল। পচাই এক শাভা লোটি হাতে টাংকার কবিয়া বলিয়া উঠিল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমাব গাই আমি দেব না।

হাতাব জন্মতি দেখিয়া জমিদাবের লোকেরা চলিয়া গেল। কিছ কয়েক ঘন্টা পবেই ভাহাবা ভাবাব ফিরিবা আসিল। সঙ্গে আসিল কয়েক জন পুলিশ। পচাই গক চুবি কবিয়াছে। পুলিশ আসিয়া ভুকুম কবিল, গাইনা নিয়ে চলু।

পঢ়াই কিন্তু ভাহাটে রাজি হইল না ! **অগত্যা** পঢ়াইয়েৰ হাতে দুঙি পজিল ৷ পুলিশেরা পঢ়াইকে লইয়া **অথসর** হুইল ৷ আৰু কয়েকজন গাইলৈকে বাঁধিয়া টানাটানি ক্ৰিছে লাগিল ।

হেমা হাধা-হাখা ডাকিয়া কিন্তু হুইয়া উঠিল। কিছু দূব অঞ্চনৰ হুছয়াব পায় হুটাং হেমা শিল্প উচাইয়া সকলকে তাড়া কৰিল। হেমা—ক্রেমা—আন্দানে মাধু গড়াগড়ি দিতেছে। আব হেমা হাখাহাখা কৰিয়া ছুটিয়া আদ্যাতছে। বাস্তায় দাঁড়াইয়া তক্চুড়ামণি
ব্যাপাৰ্টা লক্ষ্য কৰিছেছিলেন। চুড়ামণিকে দেখিতে পাইয়া হেমা
যেন আগও ক্ষেপিয়া গেল। শিং উচাইয়া তাঁহাকে তাড়া করিতেই
চুড়ামণি মুক্তকছে হুইয়া ছুট দিলেন।

পচার জেল ১ইল না। অবশ্র সে কয়েফ দিন হাজতে ছিল। ভাষাৰ কাণে ধ্বনিত ইইভেছিল—হামা—হামা।



क्टो-चक्की मूर्थाभाशाव

#### **BANKIM'S**

## ANANDA MATH

English Translation by

#### SREE AUROVINDO

BARINDRA KUMAR GHOSE

Price Rupees Three

## মাইকেল মধ্বস্থদনের

## – প্রস্থাবলী

#### — ১ম ভাগ —

- ১। মেঘনাদবধ কাব্য
- ২। বীরাঙ্গনা কাব্য
- ৩। পদ্মাবতী নাটক
- 8। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ (নাটক)
- একেই কি বলে শভ্যতা (নাটক) পাঁচখানি বই একত্তে মূল্য—আড়াই টাকা

## চতুৰ্দশপদী কবিতাবলী

( পৃথক খণ্ডে )

মূল্য-বার আনা

#### — ২য় ভাগ —

- ১। কৃষ্ণকুমারী নাটক
- २। वर्षिष्ठा नाप्रेक
- ৩। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
- 8। ব্রজাঙ্গনা কাব্য
- ৫। চতুদশপদী কবিতাবলী
- ৬। বিবিধ কাব্য
- ৭। মায়াকানন
- ৮। হেকুটর বধ व्याविशानि वह अकरत मुना-त्मक होका

र्व्याच्या विदिकानम् — ho চণ্ডীদাসের পদাবলী—দেড় টাক। সেক্সপিয়ারের প্রস্থাবলী—{ ১ম ভাগ ১॥• ১য় ভাগ ১॥•

বস্তমতী-সাহিত্য:মন্দিরঃ ১৬৬ নং বহুবাজার খ্রীট, কলিকাতা



বিনয় গোগ

"Fredution is the dance, Revolutions are the steps."
- C. Day Lewis.

ঘুরতে সুষ্য থেকে ঠিকুরে এসেছিল একদিন। ভাব প্র ধারে ধারে জাবের বাদোপযোগা হয়ে জমাট বাধাত এব কোট কোট বছব কেটে গিয়েছে। প্রায় দেওশ কোটি বছর ধরে ভাঙ্গাগভার এক বিপুল খন্দের ভিতর দিয়ে ভাবে ভারে, ভারকে ভারকে দানা বেঁতে উঠেছে আমাদের হ'বের টুকুরো এই মাটির পুথিবী। গোটা পুথিবটা যেন अकड़ी क्षाम-त्कक । आडेम् करत काउरल प्राची बारव किन्निमन-वालाम-পেস্তালানার মতো ভূগভন্থ শৈলবিক্যাদের স্তবে স্তবে নানাবিধ দ্ব পনিজ প্লাথ দানা বেঁধে বয়েছে। প্লাম কেক্থানা পুরু প্রায় মাইল भक्षान इ.र । ७६। ५३ भृथिनीत शास्त्रत नामछ। : ५३ नमछ। निला দিয়ে গঠিত, শিলা গঠিত নানাবিধ থনিছের দান। দিয়ে। শিলাগুলি মাবাৰণত: তিন বকমের: আগ্রেষ শিলা, স্তবিত শিলা, ৰূপান্তবিত শিলা। পরম তরল অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে ভ্রমে কটন রপ নিয়েছে আগ্নেয় শিলা, যেমন গ্র্যানাইট, ব্যাস্ট্র। ভাঙ্গাড়োরা বস্তু মিশে আর ঘোলাটে জল থিতিয়ে স্তবে স্তবে জমে রাসায়নিক ক্রিয়ায় হয়েছে স্তবিত শিলা, যেমন বালি থেকে বেলে পাথর প্রাণিকস্বাল থেকে চুণেপাথন, কয়লা। আগ্নেয় ও স্তরিত শিলা প্রাকৃতিক বিপ্যায়েব ফলে, ভাপ-ঢাপের ঘাত-প্রতিঘাতে কপ কালে হয়েছে রূপান্তবিত শিলা, যেমন চুনেপাথর থেকে মার্বেল। পাষাণ পৃথিবীব বুক এই বৰম নানা শিলায় শিলিত।

শিলাগুলোকে ঠেলা দিয়ে এমন ভাবে ভূগভে পাঠালে। কে? কেই বা সেগুলো এমন ভাবে সাবধানে-অসাবধানে, থেয়ালে-খুগীতে গোছালো অগোছালো করে সাজালো? প্রকৃতি। শিলাগুলোকে স্টেই বা করল কে? প্রকৃতি।

ছলের ভাগ পৃথিবীতে আন্তও অনেক কম, কলেব ভাগ বেশী। এই স্থলটুকুই থিতিয়ে ঠেলে উঠতে অনেক কোটি বছর সময় লেগেছে। তাই এথানে আন্ত স্থলচর জীবজঙ এবং আমরা বদবাদ করছি। বে ছুগোল আজ আমরা পড়ি, প্রকৃতি দেই ভূগোল বহু কাল ধরে রচনা কবেছে। যে কোন কালে এই স্থল-জল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী তলিয়ে উল্টিয়ে এক ভূ-বিশ্লবের সৃষ্টি করতে পারে। তথন আবার দুগোল নতুন করে লিখতে হবে। এই ভাবে অনেক ভূগোল বদলে নজন করে লিখতে হবে। এই ভাবে অনেক ভূগোল বদলে নজন করে কিয়া বদলে করিছ আমুক্ত করে লিখতে হবে। এই ভাবে অনেক ভূগোল বদলে

ভূগোলের ক্রমনিকাশের ইভিছাস বার। রচনা করেন **ভাদের আমরা** বলি ভবিদ।

আমতির পোরাধিক বাবের ভ্রিন্ন হ'লেও প্রপ্রাচীন কিংবরহীর হয় গোলিলের কল্লনা বাস্তব সতোগ কাছাকাছি এফেছে অনেকটা। "অল্লিপ্রাণ" বলছেন: "অনন্তব ভর্গান প্রজাস্থাই কামনায় আগে জল স্থাই কবলেন। ভাতে একাত্তের বাঁজ নিশ্বিপ্ত হল। জল "নার" শতেন আভহিতে, ও জল 'নব'নামা ভর্গান বিশ্বুব পুত্র। "অয়ন" শতেন স্থান; কল প্রতে বিশ্বুব বাসস্থান ছিল বলেই তিনি "নারায়ণ" শতেন অভিভিত্ত হয়ে থাকেন।"

সমুদ্রের দেউ, মনীর প্রোভিতা রুষ্টিধারার কথা ভারজেই জলের প্রচণ্ড শক্তি সম্বাদ্ধ থানিকটা ধাননা হবে। জলভোতের বহন-শক্তি আমতা কলনা কণ্ডেও পাবৰ না। জলের ম্রোত যদি হিন্তুণ বাতে, তাৰ বছনশক্তি বাচে টোলা ইগুণ। বাকৰ, বালি, ধুনো, ভাঙ্গা পাথর, রুড়ি, বড়ো বড়ো পাথনে । চিট, সব নদনদী উপনদী দিনরাত অবিরাম ভাগিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রে দিকে। নদী যত হ্রদ বা সমদের দিকে এগিয়ে চলে ভাত ভাব গাভি ধীরে ধীনে মন্থব হরে আসে, এবং ঠিক সেই অনুপাতে তাব বহনশক্তিও বমে যায়। **ফলে** সে যা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলোকে ফেলে যেতে হয় পিছনে, **প্রথমে** খুব ভাবী পাথর থেকে আব্স্থ করে মুড়ি বাকর এবং স্বার শেষে ধুলো কাদা পর্য্যস্ত । এই ভাবে নদীগর্ভে যা জমা হয় তাবও একটা ক্রমিক সুমাতার হার আছে দেখা যায়। তথু বৃষ্টির জল থেকেই উৎপত্তি হয়েছে এ বকম অনেক নদী-উপনদী আছে, যেমন আমাদের নম্দা, গোদাবরী, কাবেরী ইত্যাদি। আবার শৈলশিখরের বরফ-গলা নদীও আছে। এদের স্রোতের বেগে শিলান্তে ও ভূপুষ্ঠ নিবস্তব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষয়ের অংশটা বচন করে নিয়ে ষাচ্ছে এরা সমুদ্রের বুকে। এরা যেন সমুদ্রের বেতনভুক ভুপুষ্ঠের ঝাডুদার। মিসিসিপি, দানিয়ুব, গঙ্গা, হোয়াং-ছে! প্রভৃতি **বড়ো** বড়ো নদীর ক্ষয়শক্তি হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, গড়ে একটা নদী প্রায় তিন হাজার বছরে তার অববাহিকার এক ফুট ক্ষয় করে ভাসিরে নিয়ে বায়। সমূদ্রের ঢেউয়ের আঘাতেও তার উপকৃল গড়ে প্রায় তিন হাজাৰ বছৰে এক কুট কৰ হয় এবং এই ভাবে কৰ হতে হজে সমস্র পর্টের ভলার চলে এলে সমুক্তও এগিয়ে বার। এখন ছিসের

করে দেখা যাক এই ক্ষয়ের পরিণামটা কি ? তবু তো ঝড়-বাতাসের ক্ষয়শক্তিৰ হিসেব এখানে করলাম না। প্রচণ্ড ঝড় বা বাতাসও বথেষ্ট গুলো, বালি, মাটি ভূপুষ্ঠ থেকে নিয়ে গিয়ে নদীতে ও সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। গড়ে ৩ হাজাব বছরেব নদী তার অববাহিকার এক ফুট ক্ষম্ম কবছে, নদীব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ১৩,২০০ বছরে আরও এক ফুট কয় হচ্ছে, সমুদ্র ক্ষয় করছে ৩ হাজাব বছরে আরও এক ফুট। এই ভাবে ৬৬ হাজাব বছবে প্রায় ৪১ ফিট ক্ষয় হচ্ছে। গোটা ইন্ট্রোপীয় মহাদেশের গ্রুপ্ততা উচ্চতা হ'ল ৬৭১ ফিট। **মত**রাং দেখা যাছে প্রায় দশ লক্ষ বছবেরও কম সময়ের মধ্যে গোটা ইউবোপটা প্র হয়ে হয়ে সমুদ্রেব তলায় তলিয়ে ধাবে। আরও দশ ৩ণ না হয় সময় লাভক পৃথিবীর অক্যাক্ত মহাদেশ ও দেশগুলি ক্ষয়ে সেতে! এক কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীটাই তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। এই এক কোটি বছর কাল-কালাস্তরের ্ ইতিহাসের তুলনায় আমাদেশ জীবনের সাতটা দিন কি না সন্দেহ। তাহ'লে কি ভবিষাতে "নাবায়ণেব" ভধু "নাব"ই থাকবে, "অয়ন" अक्वारत विनुष्ट करा याद्य ? याद्य मा ।

বৃষ্টিণ জলে অনেক শিলা ফয়ে করে নদীর জলে মিশে সমূদ্রে शास्त्र । प्टपृष्ठं थ्वारक नौकत्र, नानि, धृत्ना, भाषि, श्रूष्टि, भाषत्र ऋष করে নিয়ে বাচেছ নদ-নদী সদা সর্বদা সমুদ্রের বকে। বায়ুমগুল থেকেও পূলো এসে সমূদ্রের বৃকে জমছে। মকভূমির বালি থেকে স্তব্দ করে সর কিছুই ঝড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে নিঞ্চেপ করছে সমুদ্রে। এই ভাবে সমূদের চব-অফ্রচবেরা যেন যত্যন্ত করে ভপুষ্ঠ ক্ষয় করে দিছে: সৰ একেন্টের চেষ্টায় সমুদ্ৰ-গতে তলানি জমা হছে স্তবে স্তরে ৷ পছ কাল ধরে এই তলানি চাদরের মতো অনুভূমিক স্তরে স্থারে জনা হয়ে অন্য বস্তাব সংমিশ্রণে, চাপে ও তাপে পালিলিক শিলায় প্রিণ্ড হয়। কথনও দেখা যায় অফুভূমিক স্তরের উপর থাড়াই স্তব জমা হয়েছে এব তার ফলে বিরাট ফাটল ও ভারনের স্থাষ্ট হয়েছে শিলাগাত্রে। কগনও বা সমুদ্রগর্ভের প্রচণ্ড চাপে ও তাপ**ম্প**র্ণে এই স্থানিত শিলা কুঁচকে, ভাঁজ হয়ে বলিত প্রবাতশ্রেণী ও গিরিক্রমাকারে উপবে হৈলে ওঠ। এই ভাবেই সমুদ্রগর্ভ থেকে গাত্রোপান করেছে এই পৃথিবীৰ বিরাট বিরাট পর্বতভোগী ও গিরিক্রম। সেই পর্বত-শ্রেণীব দেহ ক্ষয় করে নদীব স্রোতধারা পাথরের মুড়ি-বালি-মাটি বয়ে নিয়ে এনে সমভূমি তৈরী করেছে। বেমন আমাদের হিমালয়ত্হিতা সিন্ধু-গঙ্গা-যমূলা-ভ্রমাপুত্র হিমাপয়ের গাত্রক্ষয় করা উপাদান বয়ে এনে আর্য্যাবর্ত্তে ছড়িয়ে সমভূমি তৈরী করেছে এবং গঙ্গা আর একপুত্রের মিলিত প্রবাহ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে শতধারায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পলিমাটি ঢেলে ঢেলে পূর্ব-সাগরের কভকটা ভবাট করে গড়ে তুলেছে আমাদের এই সকলা, ফুফলা, শভাষ্ঠামলা স্বৰ্ণপ্ৰস্বা, নদীমাত্ৰা বাংলাদেশ।

এই ভাবে নিরম্ভর ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলছে প্রাকৃতির। দেশমহাদেশ, উপকৃত্য-উপাত্যকা, নদনদী, পর্বত্যশ্রণী সব ঠেলে উঠছে
সমৃত্রগর্ভ থেকে, আবার তলিয়ে যাছে দেই গর্ভে। বেন প্রসববেদনাত্রনা প্রকৃতির ললাটের কৃঞ্চিত রেখা ভূপুষ্ঠের পর্বতশ্রেণীগুলি। কালান্তরের বেদনার যথন প্রকৃতির সর্বাক্ত সমৃতিত
হয় তথনই হয় ভূপুঠে বিরাট বিপর্যায়,—নদনদী, গিরি-উপত্যকা,
মহাদেশের অভ্যুগান। এই ভাবেই হিমালয়, আল্পস, ককেসায়,
কার্পেথিয়ান পর্বত্যশ্রণীয় অভ্যুগান হয়েছে, আমাদের পৌরাদিক

কবিবা যাদের উত্তিষ্ঠমান, কম্পিতকায়, মহাবরাহরূপী অবতার বলে বন্দনা করেছেন। এই ভাবে ভারতবর্ষ, ইউরোপ, চীন, আঞ্জিকা, সাইবেরিয়া প্রভৃতি মহাদেশ গাত্রোপান করেছে। ভাবী কালে একদিন এই হিমালয়, আলপস্, ককেসাস্, কাপেথিয়ানের সমূদ্ধত শির ইেট হয়ে আসবে, তাদের স্থানিশাল তরঙ্গায়িত অঞ্চ বিশ্লিষ্ট ও ক্ষরিত হয়ে এসে সমূদ-গভে আবার যে তলানি জমা করবে তাই থেকে ঠলে উঠবে নতুন এক ভূপঠাংশ, আবাব এক নতুন উদ্বতশির তরঙ্গায়িত পর্বাত্তেশী।

এই হ'ল নতিনী প্রকৃতির নৃত্যের তাল। কালাস্তরের ছন্দ। স্ষ্টির নুপুরশিজন। ধ্বংসের কংকুত কিন্ধিনা।

এপৃথিবীর নিস্তর বিশারক্তম প্রত্রেশীগুলিব দিকে চেয়ে আমব বলতে পারি:

হে প্রকৃতি।

"ভোমান কটাক্ষ দেয় ভোবি হিংগ্র সাক্ষা কলকে কলকে পলকে পলকে বন্ধিম নিম্মম মন্তেদা ভববাবি সম।"

মহাক্ষি কালিদাসের উপমা অতুলনীয়। তাহ'লেও একটা উপমা দিছি। মদনেব পুশ্বাপ যথন বার্থ হল, তিনি বখন কছেব ললাটনেরোদ্ধীপ্ত লক্লকে অগ্নিশিখায় ৬ম হয়ে পোলেন, তখন চিত্রাপিতার হার কিংকর্ত্ব্যবিন্তা হয়ে পার্ব্বাতী দাঁছিয়ে বইলেন। বার্থতার ব্যথায় পার্ব্বাতীর অস্তর কি তখন গুম্বে ওঠেনি ? উমার জভঙ্গী ও কটাক্ষ বেদনায় পারাণ হয়ে কি এই প্রবিভ্রেণীর রূপ পায়নি ? অভিমানে বিন্তুর বফ হাঁর গুনরে ফুলে উঠে কি এই পৃথিবীর স্ষষ্টি করেনি ? আভও হয়ন্ত মধ্যে মধ্যে হঠাং কোন এক মহুর্ত্তে উমাব মনে জেগে ওঠে ব্যর্থতার সেই পুরাতন ম্বৃতি, মনে পড়ে ক্রন্তের সেই ভ্রমণ করে, ভ্রমণ্ডন হয়। কলপের ধুইতার কথা কলেরও মনে পড়ে, অমনি তাঁর ললাটনের থেকে ধক্-ধক্ করে আগুন ক্লেন্তে থাকে, এ পৃথিবীতে অগ্নুখেপাত হর।

দ্দিমঞ্জে নট্রান্ধ বাজালেন গ্রাণ্ডবে যে তাল," সেই তালেই নিবস্তুন প্রকৃতির ভাঙ্গা-গড়ার নৃত্য চলছে। মৃদন্ধ ও কণ্ডালের তালে তালে বিশ্বের বঙ্গশালায় চলেছে বিবর্তনের তাণ্ডব, বিপ্লবের পায়ের তাল। কোটি কোটি বছবের কাল কালাস্তরের দৃশ্য তাব পশ্চাং-পট়।

এই বিশতন ও বিপ্লবেশ ইতিহাস ও ছন্দ বৰ্ণনা করেছেন ভ্ৰিদু—"It is to him the last 'Still' so far developed of a cosmic cinematographic film, many reels of which are forgotten or partially destroyed and others as yet unexposed."

অজৈব জগতের এই ক্রমাবর্তনের সংগে জৈব জগতের বিবর্তনের অছ্ত সাদৃশ্য আছে। নানা শ্রেণীর উদ্ভিদের ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'বে ভারা কেউ বিশুগু হয়েছে, কেউ উন্নতত্তর প্রাণীর বিকাশের পথ সুগম করেছে। এই ৈ বৈৰ অগতের প্রগতিশীল বিবর্তন হয়েছে, উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে তার ক্রমবিকাশ। অজৈব জগতেব বিবর্তনে এই তর পদচ্ছি আছে কি না ভা ভূবিদ্বাই বলতে পারেন। দের মনে হয় নিশ্চয়ই আছে, কারণ দেকালের গণ্ডোয়ানাল্যাও দশের চেয়ে আমাদেব আজকের দক্ষিণ-ভারত, আজিকা, মালয় গুল্প, অষ্ট্রেলিয়া উন্নতত্ত্ব নিশ্চয়ই। তবে একথা ঠিক বে, লিয়ার আদিম অধিবাদীবা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডেব স্বন্ধিপ বাসিন্দাদেব অনেক উন্নতত্ব জীব।

কৈবিক জ্বনবিকাশের এই কোটি কোটি বছরের ইতিহাস আমবা । কাছে শুনবো । কোথায় সেই ইতিহাস লেখা বয়েছে । তাব ব ও বর্ণমালাই বা কি ।

হরপ্রসাদ শান্ত্রী বাপালদাধ বন্দোপাধ্যায়ের "পাষাণের কথা" লে ভূমিকায় লিগেছিলেন :

"বুড়া মানুষে না হয় এক শত দেও শত বংসবের কথা বলিবে বি অধিক হুইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। ধায় প্ডায় বাগিয়া গোলে দে কথা অনেক দিন থাকে সত্য, কিন্তু যে নিষে লেখা হয়, দে ত আব কেন্দ্র দিন টিকে না। কাগছ আট নয় হ বংসব টিকে, তালপাতা বাব চৌদ শত বংসব ডিকে, ভূর্জপত্র নর যোল শত বংসর টিকে, পেপিবস না হম তু'হাজাব বংসর কিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহাব কাছে নিব, পাথর ভিন্ন অক্য উপায় নাই।…

"দেকালের রাজা-রাজভাবা বাটালি দিয়া কুঁদিয়া পাধাণে ছই ারিটি কথা লিথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন. পাধাণ ভাষ্ট প্রতিধানি করে। াত্র। যথন হাজাব হাজাব বংগর পবে বাটালিব দাগ মিলাইয়া াইবে, তথন সে প্রতিধানি বন্ধ হইবে∙।"

শান্তী মহাশ্য প্রস্তাবিকদেব কথা বলছেন। যদি লক্ষ লক্ষ কাটি কোটি বছরের ইতিহাস ক্ষমতে হয়, এই পৃথিবীব ও প্রাণিগতের জীবনের ইতিবৃত্ত জানতে হয় তাঁহলে নানাশ্রেণীর পর্বতলালার কাছে যেতে হবে। এই সব পর্বত্তনালার কাছে যেতে হবে। এই সব পর্বত্তনালার কাছে রেছে কোটি কোটি বছবের জীবজগতের জ্মবিবর্জনের ইতিহাস। বিভিন্ন শিলাব সম্প্রান ও থনিজ উপকরণ থেকে ভ্রিণ্রা বিভাগের ভাজে শিলাভুত উদ্ভিদ্ ও প্রাণিক্ষাল নিয়ে গবেষণা করে ভাজে শিলাভুত উদ্ভিদ্ ও প্রাণিক্ষাল নিয়ে গবেষণা করে জীবাশ্রবিদ্রা (Paleontologists) জৈবিক জ্মবিকাশেব ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাসের কথাই এবাব আমরা বলব !

প্রথমেই বলেছি, প্রায় দেড়শ কোটি বছর ধবে পৃথিবীর বুকে উদাম জালোড়নের ফলে বিভিন্ন অকৈর পদার্থের ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে বিশ্বের রঙ্গশালায় স্পষ্ট, ধবংস ও পরিবর্তনের অবিবাম কাজ চলছিল। তারই কাঁকে বিশ-প্রকৃতির নৃজ্যের ছন্দে কগন প্রাণের প্রথম বিকাশ হ'ল তা বলা নায় না। তবে এই প্রয়ম্ভ বলা যায় যে ইলেকট্টন-প্রোটন জাতীয় বিচ্যুৎকর্ণার ঘাত-প্রতিঘাত জড় বস্তুর অগুসমন্তির বিশেষ প্রমাণু-বিশ্যাসের (atomic structure) এমন ভাবে রপাস্তর ঘটে, যার ফলে জীব-জগতের স্পষ্টি হয়, অর্থাৎ প্রাণের বিকাশ হয়। তারপর জড়ের বিপরীতর্ধর্মী প্রাণ আত্মরক্ষা-বিভাজন ও প্রজননের অন্যা প্রয়াসের ভিতর দিয়ে একটি জীব-কোরজন ও প্রজননের অন্যা প্রয়াসের ভিতর দিয়ে একটি জীব-কোরজন প্রাণালাকৈর মব নব বিচিত্র স্পষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে

চলেছে। বিবর্জনের এ ঐ দীর্থকালের ইতিহাসের আদিপর্ক আমাদের শুনতে হবে জীবাশ্ব-বিদের কাছে। তিনি কি বলেন দেখা যাক্।

#### প্রক্রীবক কাল

জীবাশাবিদ বলছেন, জীবনের প্রাথমিক বিকাশের টিচ্চ যা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত নগণ্য। চূণে পাথব ও গ্রাফাইতেব স্তুপের মধ্যে কতক-গুলি প্রায় অস্পষ্ট ফদিল ভিন্ন আর্কেণ্ডজোয়িক ও প্রটেবোজোয়িক কালে আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ এই চটো কাল মিলেই কিছ সমস্ত ভূতাত্ত্বিক মহাকালেব একশ' ভাগেৰ প্ৰশান্ন ভাগ, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশি অধিকাব কবে আছে। পেলিওকোয়িক বা প্রবন্ধীবক কালেব গোড়াতে কাম্ব্রিক যুগে জ'বাখোর প্রথম সম্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। তাব মধ্যে সবট অমেকদণ্ডী সামুদ্রিক জীব। স্ততরাং তার আগেব কালে যে এই অমেকনপ্তী জীবের ক্রমবিকাশ হয়েছে এবং তথনও পর্যান্ত যে অগভীর জলের বা স্থলের বাসিন্দা ছিল না পৃথিবীতে, তাতে ধোন সন্দেহ নেই। এই व्यामकृत्भी कीरवर मर्त्या न्नाक, श्रावान, प्रोवेटलावाहिएक न्यान्याचा । কামত্রিক যগে জীবের প্রধান বিকাশ হয়েছিল টাইলোবাইটেব মধ্যে। প্রধান জীব ( Dominant life ) বলতে কিন্তু বিবর্তনের মাপুকাঠিতে শ্রেষ্ঠ জীলকে বুঝায় না, যে-জীবের প্রাচুষ্য ও আধিপতা সক্তাপেক্ষা বেশী থাকে কোন যুগে, সেই জীবকেই বুঝায়। কাম্ব্রিক যুগে ট্রাইলোবাইটেব প্রাচ্যা ও প্রভাব বেশি ছিল বলেই "The Cambrian has been known as the Age of Trilobites." ট্রাইলোবাইটরা আজকালকার চিণ্টে ও নাক্তার আদি-পুরুষ। তারা হুড়ি গুড়ি দিয়ে চলত, থাকত সভুদের গভীর তলদেশে, আকানে এক ইপিবও ছোট থেকে সাতে সাতাশ ইঞ্চি পর্যাম্ম বড়ো ছিল। জীববিদনা বলেন যে, এই ট্রাইলোবাইটুরাই নাকি যাবতীয় কৰ্চী, বিছা, মাকড়সা, সহস্ৰপদ কেলো, এমন কি পতঙ্গজাতীয় জীবেবও আদিন প্রস্ন পুক্ষ।

অদে ভিসীয় যুগে বাধ হয় প্রথম স্থলত উহিচ্দের বিকাশ হয় এক বক্ষের সামূদিক আলিভা বা শাওলা থেকে, কিন্তু নসিলের সংখ্যা থেকে বৃঝা যায় যে এই যুগের প্রধান ভারি হ'ল "গ্রাপটোলাইট।" এবা দেখতে নানা বক্ষের ছিল, ছোট ছোট ক্বাত্তের মতো এই দিকে দাভওয়ালা অথবা গাছের পাতার মতো একক ও শাখা-বিভক্তই বেশী। এরা সব অঙ্গারিত হয়ে শিলাগাত্রে থোদিত হয়ে গিয়েছে। এই জক্তই এদের বলা হয় "গ্রাপ্টোলাইট," (গ্রীক 'Graptos'-এর অর্থ লিখিত বা চিহ্নিত এবং 'lithos'-এর অর্থ পাথব) অর্থাৎ শিলালিখিত ভাবি'।

সিলিউরিক যুবে আমন। সর্ব প্রথম শ্বাস-প্রশ্বাসী জীবের সন্ধান পাই। তার আগে স্থলজ উদ্ভিদের উৎপত্তি চয়েছে নিশ্চরই, কারণ উদ্ভিদ্ হ'ল প্রাণীর অগ্রজ। প্রথম যে শ্বাস-প্রশ্বাসী জীবের সন্ধান পাই আমরা তার নাম কাকড়া-বিছা, কোটি কোটি বছরেও যার আকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। এরা উদ্দিন্ভাজী নর বলেই বুঝা যায়, এদের আগে এদেব থাজোপ্যোগী আরও অস্তান্ত জীবের আবির্ভাব হয়েছিল।

ভিভোনিক যুগে আমরা আমাদের মংস্থাবতারের সাক্ষাং পাই ৷ এ যুগের প্রধান জীব হল মাছ, সেই জন্দে প্রকে "Age of

Fishes বলা হয়। এরা সংখ্যার প্রাচ্য তো ছিলই, এদের বৈচিত্রাও ছিল ধুব। পুরাতন লাল বেলে-পাথরের শিলান্তরে এদের অজ্ঞ ফদিল পাওয়া গিয়েছে। এই ফদিলগুলির মধ্যে হালব ভাতীয় জীব থেকে আধুনিক নানা শ্রেণীর মাছেব ক্রমবিকাশেব একটা প্রিচয় পাওয়া যায়। এবা গভীব জলেব মাছ নয়, অনেক উপরে টাটকা জলের স্তরেই এরা বাস কবত। জলাভাবের সময় যথন জল থেকে অক্সিজেন পেত না, তথন বাসুম্পুলের অক্সিজেন টেনে এরা বেঁচে থাকত।

ভিভোনিক যুগ ছিল হিমোর্ত্র যুগ। আর্দ্রতার অভাবে মধ্যে মধ্যে নদ-নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত এবং আবন্ধ জলে এবা বন্দী হয়ে থাকত। হাজার হাজাব বছব ধবে অনাদ্রতার মধ্যে জীবন ধারণ করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ক্রমেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যত কঠিন ভকনো রূপ ধাবণ কবতে থাকল, তত তাদেব ভীবনধাবণের সমস্যাও কঠিনতর হয়ে উঠলো। তথন তাদের নতুন ভাবে জীবন ধারণের চেটা কৰা ছাড়া গ'ভায়েৰ বটল না। এই প্রেচেটার বিকাশ হ'ল স্থলচৰ জীবনে,—"by actual emergence and the assumption of a terrestrial mode of life," कर কাল ধরে পাশ-মোড়া দিয়ে দিয়ে, কঁচকে ত্মড়ে, বেঁকে প্রাণপ্র সংগ্রাম ক'রে ক'বে পেশী-বিকাস ও অস্থি-বিকাস বদলে দচ কবে, মাছের একজোড়া পাথনা, পোছা, বাঁটা ফলকা (Gill) স্ব কপান্তবিত হয়ে প্রথম মেকরণ্ডী স্থলচব জীব স্বীস্থপের (Reptile) আকার ধারণ করেছে তার 🗇ক এই। জীবনের উৎপত্তি এবং ক্মি-ছাত্ৰীয় কোন জীব থেকে প্ৰথম মেকদণ্ডী জীবেৰ বিকাশেৰ পর বিজ্ঞানীবা বলেন, এই জলচুব মেকদন্দী জীব থেকে স্থলচুব মেকদন্দী জীবের বিকাশই বিরহিনের ইতিহাসে মূর চেয়ে যুগান্থরী ঘালো। মেরুবংট জীবের ক্রমবিকাশের এই নতুন স্থল্ড বেগাই (Terrestrial line সর্পিল গ্রিতে স্বীস্থা, পাগা, ক্রপায়ী জীব থেকে মান্ত্রৰ পর্যান্ত উচ্চত্তৰ জ্বনের দিবে এগিয়ে গিয়েছে।

প্রথম স্থালকট জীব কিন্তু অমেকন্থী কাঁকণা-নিছা, গোলক-মাছ, কুমি ও সহপ্রপদ কেন্দ্রাব দল। আজ পর্যান্ত লাদের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। মেকন্থী জীবেনই জয় হল এখানে, বিনর্তনের প্রশাস্ত পথে তাবাই দ্যুপদে দলে দলে এগিয়ে চলল। বির্ত্তনের স্থানীর্থ আকারীকা পথের বাঁকে বাঁকে নানা শ্রেণীর মেকদ্থী জীবেনই পদচ্ছিত অফিত বায়ক।

আঙ্গারবহ মুরেগ (Carboniferous Period) দেখা যায়।
সাম্ভিক গাদেব স্থানের মধ্যে মধ্যে কয়লান স্তানের বিক্যাস। কয়লান
উৎপত্তি হল অগভীর কলাভ্যির ক্ষকল থেকে। এই সময় জলাভ্যির
জঙ্গানের ভিতর দিয়ে নিশ্চয়ই আদিম ট্রাইলোসাইটানের বংশাধর জল্
ফডিং-এর (dragon-fly) মতো নানাবকমের পতক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে
বিকর্তনের উচ্চতর ধাপে উচ্চ এসেছিল। ইতিমধ্যে কিন্তু প্রথম
মেকন্থী স্থল্ডর জীব 'ঠেগোসিফালিগ্যান্দের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং
আসল সরীক্ষপেরও আবিভাব হয়েছে। এই স্বীক্ষপেরাই প্রবর্তী
মধান্তীবক কালের হার্তাকর্তা। গ্রেগোসিফালিয়ান্দের বৈশিষ্ট্য হল এই
বে, ভারা স্থলের ও জলের উভ্চর জীব। জলেই ভারা ডিম পাড়ে,
ভালের বাচ্চারা কিছু কাল কুল্কা দিরেই খাস টানে, ভারপর প্রাপ্ত-বয়ন্ধ হলে কুসকুস্ দিরে খাস টানতে শেখে।

পাঁমিক যুগ হিমবুগ। এত দিন প্তজ্পদের একটা ধারাবাহিন পরিবর্তন ঘটেছিল। এইবার তাদের এক বৈপ্লবিক রূপাস্তর ঘটন আদিম কলফডি: এর দল লোপ পেরে গেল: নতুন রূপাস্তরিঃ পতজ্পশ্রেণী মৌমাছি, প্রভাপতি প্রভৃতির উত্তব হল! নতুন পতজ্পশ্রেণীর উত্তবের পর অমেরুদন্তী ক্লীবের ক্রুমবিকাশ কিন্তু শেঃ হয়ে গেল। দৈহিক সামান্ত একটু-আধটু অভিযোজন হাডা তাদেশ মধ্যে আব কোন বিবর্তনের চিক্ত পাওয়া যায় না! পার্মি ক যুগোপর প্রকৃতীবক কাল শেষ হয়ে গেল। ট্রাইলোবাইটের মতো অনের অমেরুদন্তী ক্রীব লোপ পেয়ে গেল এবং যারা রইল তাদের বিবর্তন বক্ষ হয়ে গেল। এর পর থেকে মেরুদন্তী ক্রীব ও পুম্পোছিদের বাজস্বকাল আবস্থ হল বলা চলে।

#### মধ্য-জীবক কাল

মধ্য-জীবক কাম হ'ল স্বীস্পেব (Age of Reptiles বাজহ কাল। এই সমস্ত্ৰ স্থানে, জলে, শ্লো সর্বন্তিই ওলের আধিপার প্রতিষ্টিত হয়। একমাত্র সমুদ্রের গাভীর জলে এবা প্রেক্তার করতে পারেনি। ক্ষুদে আকার থেকে বৃহত্তম আকারের বিবন্ধ শ্রিক শালী হিংম স্থানির পৃথিবীতে আব দেখা যায়নি। বাস, সিংহন মতেং ভালপায়ী জীবের দল হিংম্রভায় এই সব স্বীস্পের কাছে শিশু বল্লচলে। মোনিয়ীটি হিসেব করে দেখা গ্রেছে, প্রায় আমির বক্ষমের বিভিন্ন জাতের স্বীস্থপের আবিভিন্ন জাতের স্বীস্থপের আবিভিন্ন জাতের স্বীস্থপের আবিভিন্ন করে কোলে। ভারা আবার অসংখ্যা শ্রেণী, গ্রাষ্ট্যী ও প্রিবানর ক্ষিক্তন।

ত্যায়াসিক (Triassic), জুরাসিক (Jurassic) ভ খটিক (Cretaceous)— এই তি. টি যুগ নিয়ে মধাজীবন কাল। ত্রায়াসিক যুগার পারিপার্ছিক অন্তর্ভুত্র মধ্যে প্রথমে ডাইনোদাৰ জাৰীয় স্বীস্থেৰ ট্ৰেপ্ডি হয়। হিপ্দ, চত স্পদ, कुंगकीती, भाष्मकीती, मुबल ध्येषीत प्रतिभागान्त्र मुफ्ल हो जिल्ली যুগে পাওয়া গেছে। আফিকা, ইয়োগেপ, লেবত্বর্ম, অষ্টেলিয়া, সর্কত্তেই একদিন এদেশ বাজত ছিল। প্রথম দিকে এশা শুকনে। ডাঙ্গার বাস কবত। ভাবপুর জুবাসিক মুগে নিমু টপক্স এসাকা জলাড়মি ও মুক্পতি নদীতে এই বৃহত্য, শ্কিশালী স্মীসপ্তেপী বাস ববদে থাকে জুবাসিক মূগে আমধা ক্রন্তাসাব, এনালোসাব (क्षेत्रामान श्राष्ट्रणि नुष्टनाकान, कमाकान, तीज्यम, शिक्ष फारियामात्रसम्ब শাক্ষার পাই। ব্রয়োসাবের মেরুলপ্রের বাঁক পর্যাত উচ্চতা ছিল १ • किं अर्था भाषाना मानुस्त देवरा यकि मार की किं पता बाद. তাহ'লে মাথার উপর পা দিয়ে দিয়ে ছেবটি মানুষ সাজিয়ে দিলে তবে ক্রসোমাবের পিঠের নাগাল পাওয়া যাবে। ত্রাস্থামাবের দেছের ওজন প্রায় ৩৭ টন, মন্দিরের মোটা মোটা স্তক্ষের মতো চারগানা পা. অটিদটি নাভিদীর্থ দেহ, প্রকাণ্ড লখা গলাও দেজ, রেলের মতো ছোট একটি মাথা, আর চোয়ালের সামনে চামচের মতো একগোছা গীত। একমাত্র শুক্ত ছাড়া, কল স্থল দলিত মথিত করে এদের আমেরী চালে চলে বেডাবার শক্তি ছিল। থাজের দিক থেলে এরা ছিল গোঁডা নিরামিযালী। এালোসাবদের ছিল বাঁকানো ভোজালির মতো গাঁত আর পারে লখা লখা ধারালো নথর। দৈর্ঘ্যে এরা প্রায় ৩৪ ফিট হবে। এরা ছিল ব্রস্তোসারদের শক্তা, তাদের আক্রমণ কৰে মেৰে মেলে দিখি। আহামে ভাদের মাংস থেত। গ্রালোসারবা ল আমিবভোকী। টেগোসাবগুলি দেখতে অপেকাকৃত ছোট হ'লেও
তাস্ত ভয়াবহ ও কিন্তুতকিমাকার। পিঠের উপর তুইসাবি ঢালের
তো প্লোট, লেজের দিকে কয়েক জোডা মোটা ভীক্ষ হাডের ছোরা।
ভটি বৃহত্তম—হান্তির চেয়েও বৃহত্তব, কিন্তু মাখাটিব ওছন মাত্র তুই
কে আড়াই আউন্ধা। এ-যুগে আবার ক্যাম্পটোসাবের মত দ্বিপদ
ভিদ্নেভাকী ডাইনোগাবর লেখা যায়।

এ-যুগের সর্কশেষ্ঠ সনীকৃপ হ'ল টাইনানোলান, ডাইনোয়াবদের ।জা বলা চলে। পৃথিনীতে এই ধনণের কদাকার, বীজ্বদ ও ভিত্র ।শাসালী জীব আবে কথনও পদার্পণ করেনি। লহায় প্রায় ৪৫ ইট। পিছনের পদস্তম্পুগলে জর দিয়ে প্রায় ১৮ ফিট উচ্চতে এই নিশাল লহা দেহটাকে ভুলে ধরে যথন টাইনানোসারবা আদ ফুট রশ্বা দিব কোলা ব্যক্তা মাথাটাকে দোলাত, তথন মনে হত যেন গ্রাটা পৃথিনীটাকে এবা ভিত্ত থেয়ে ফেলে দেবে। ডাইনোয়াবদের ক্রম কিরাম বোধ হয় এইখানেই শেষ হয়ে যায়।

খাকৈ যাগে এই শেখীৰ ঘাইনোমাবদেৰ আধিপত্য শেষ কয়ে প্ৰেল দুটাকোত্তন-শেলাৰ (Touchodon) নৃতন ছাইনোমাবদেৰ অধ্যাদ্য কলি। পাছেৰ প্ৰাণ্ড হাৰ হাক দিয়ে এবা কি আধৃনিক ক্ষীৰ্থনা মূলে সামাৰ হিছে পাৰত জালে। আকাৰে এবা প্ৰাক্ষান্য ইটা সম্য দেখা সামাৰ হিছে পাৰত জালে। আকাৰে এবা প্ৰাক্ষান্য ইটা সম্য দেখা যায়, তালেৰ স্বাণ্ডাপ্তিলা (Certifical) কলে। ভত্তাপ্ত আছেৰ স্বাভিন্ন স্বাণ্ডাপ্তিলা (Certifical) কলে। ভত্তাপ্ত আছেৰ স্বাভিন্ন মাধ্য ব্ৰদাকৰ কছেপ, ক্ষীৰ, মানান্যৰ কাৰলাম, প্ৰেলিন্দাৰ পত্তিৰ সাধা ব্ৰদাকৰ কছেপ, ক্ষীৰ, মানান্যৰ কাৰলাম, প্ৰেলিন্দাৰ পত্তিৰ সাধা কি সামান্য কাৰলাম, প্ৰক্ৰিন্ত কাৰ্যাণ্ডা হ'ল ইগ্ৰিন্তাৰ নামে এক সক্ষেৰ মাধ্যাবিদ্যা স্বাভিন্ন কাৰ্যাণ্ডা হ'ল ইগ্ৰিন্তাৰ নামে এক সক্ষেৰ আদিন প্ৰক্ৰিপ্তাৰ কাৰ্যাণ্ডা হ'ল ইল্ডান্ডা আধ্যানিক পালীদেৰ আদিন কৰি নামান্ত স্বীক্ষণেৰও আদিনাৰ হয় তৌ সময়। ভাষা স্বালী লোপ পেয়েছে।

ম্ব'ছীৰত বালেৰ শেষ হলে এল । নানা ছেণীৰ কিছুছিৰিফাৰৰে, सिर्मिक श्रामान प्रतीद्रश्यामन तिमास शिएक करन । वर्गन स्थापन स्वी কাদ্ভে ভাবের আলিখার ত্যাভ ইতিমধ্যে। ভারা চংক্ষদ खन्पाणे कीत (Manimals), वृद्धिशां भ्रांगामव कानि-श्रुक्य। "সাঁটালাদ্য" লামে কে বক্ষের কুক্রের ছালো দীণেবিশিই সবীজপ্ থেকে নগা। এই অফলপানীদের বিকাশ হাসছে। স্বীক্সপ্রে দীক नामांदरायत हिला तारी, ति स रहभशाशीका आरम् तुष्ट्रक, रूपाक शाहि নান' শেণীৰ দাঁত ছিল না তাদেব। জাছাড়া যে শিলাকৰে মাই'নোদছ সবীস্থাপর ফ্রানল পাত্রা গিলেছে সেইখানেই আদিম স্তর্গণারী জীবেনও মসিল করেক পাওয়া গ্রিষছে। জাই থেকে দ্বীবসিদ্ দ ভ্ৰিৰৰা মনে কৰেন যে এই শ্ৰেণীৰ সবীস্থপ থেকেই স্তৰপাহীদেৰ প্রথিমিক বিকাশ হয়েছে। যাই হোকু, মধাদ্রীবক কালেব এই স্তুদপায়ীবা আকানে অভ্যস্ত কুদ্র তো ছিল্ট, শক্তিকেও অভাস্ত ছাৰ্ফল ছিল। সংগ্ৰাম করে শক্তিমদমত্ত স্বীস্প্ৰেৰ বিভাছিত কবাৰ সাধা তাদেব ছিল না। প্রকৃতি তাদের সহায় হ'ল। দ্বীস্পদের চৰ্ম বিকাশ যা হবাৰ তা হয়ে গিয়েছে। যাৰা পূৰ্ণভাও প্ৰায়-পূৰ্ণভায় পীছেচে, তারা আর নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে থাপ থাওয়াতে পারল না। ধ্বাস হয়ে গোল। নৃত্য জন্মপায়ীদেব বিবর্তনের অন্তনিহিত শক্তি ও সম্বাবনা ছিল অনেক বেশি। অভাব ছিল গুৰু সুযোগের ও আনক্ষে পরিবেশের। প্রকৃতি সেই শুষোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করন।

#### মব্যজীবক কাল

মব্যক্তীধক কালেব কাহিনী স্থাপায়ী জীবেব কাহিনী। স্থাপায়ী জীবের ক্রমবিকাশেব ছ'টি টেউ এসেছে। প্রথম টেউয়ে হয়েছে আদিম স্থাপায়ীদেব বিকাশ, দিতীয় টেটুয়ে হয়েছে আধুনিক স্থাপায়ীদেব বিকাশ, যাদেব আজ আমবা এই পৃথিবীতে দেখালে পাই। এই স্বিতীয় টেউয়েব শীর্ষে হ'ল "নায়ুবেব" স্থান!

প্রধানতঃ হিনটি আদিক বিশেষকে ক্রমপ্রক্রিকই কেন্দ্র করে জ্রাপারীদের ক্রমবিকাশ সভব হবছে বলা চলে। প্রথমটি হ'ল "পা," দ্বিতীয়টি "দাঁত" আব তৃতাঁহটি "মাথা" বা "মস্তিক" (Brain)। মধ্যজীবক কাল পর্যান্ত, অর্থাই ভাতাহিক নদাসূপ পর্যান্ত বেসব বৈবিব আবিকার হায়েছে পৃথিবীতে ভালের আদিক বিশেষই প্রথম হ'টির আবিকার হায়েছে পৃথিবীতে ভালের আদিক বিশেষই প্রথম হ'টির মাধাই সীমারক ছিল পা ও দাঁত। কারণ, পা ও দাঁতই তথ্য প্রকর্তির প্রভাজ সম্পর্যাপ্ত বেনী, দাই আদের বিটিত্র বিকাশ বহুছে বিশ্ব মন্তিকের বিবাশ হয়েছি । মন্ত্রপালর মন্ত্রিকর কারে কারণ বিশ্ব মন্ত্রিকর কারে বিবাশ বর্গান কারণে মন্ত্রিকর কারণ কারণের স্বর্গান্ত নির্মাণ কারণের কারণ স্বর্গান্ত বিদ্যান। দৌরণ সাধান মোগাতা-বৃদ্ধির সম্প্রান্ত ব্যাব ব্যাব হিনে বিশ্ব হ'লে প্রথম দাগ্রিক কারণের বিশ্ব হ'লে গ্রাহত কিরকে।

ন্দ্ৰাক বাজা ও চুণ্ডির (Palecone), গ্রাগাধুনিক (Pincone) ও অনাব্নিক (Origina ne) মুগ এই সব কালি অনাব্নিক অনাব্নিক অনাব্নিক অনাব্নিক আলি বাং। মধাধ্নিক বুণা অধ্নিক ভুগাবীদের আলি বাং। মধাধ্নিক বুণা অধ্নিক ভুগাবীদের নিলাশ হয়। আব্নিক মুগাবার বাং, সিছে, ঘোল, হালা, কেনা, নিলাল, এবা সব এই আধুনিক ভুগাবাদের বাশান। বানের পা, দীল, মহিদান এই বিনাধ কালে, বিশোধ বাংগাছে। সৌন কেনা বছর বাংলাক বাংলাক বাংলাক মানুহার অভিন্ন কালি মানুহার অভিন্ন কালি মানুহার অভিন্ন মানুহার কালি আমার । বেনার হলা প্রালিক প্রালিক বাংলাক বাংলাক প্রালিক বাংলাক বাংলাক প্রালিক বাংলাক ব

বছৰ), রোডেসিয়ান মানব (নিয়ানদার্থালেব বংশ), আধুনিক ক্রো-ম্যাগনন মানব (২৫ হাজাব বছৰ), এরা সব আমাদের আদি পুকুষ। অস্ত্যাধুনিক বৃগেব হিমবাহেব (Glaciation) মধ্যে এবা আদি প্রস্তব-সভ্যতাব (Paleolithic) ভিং গানি কবেছে। আধুনিক সভ্যতাব অলালিহ সৌধ এই ভিতিব ভিতৰ সভাত উঠেছে।

পূর্ব্বেক তিনটি অঙ্গেব মনে বেটিব বিশেষ ও অন্তুত বিকাশের ফলে মানুষ্ মানুষ্ হরছে দেটি হল মানুষ্ । পা ও দাতের বিশেষ্
মানুষ্বের তেমন কিছুই নেই, বেং অলাল শুলপায়াদের তুলনায় এদিক থেকে মানুষ্বের কেনক কম। নানুষ্বের কেনি ও চবম আছিক কিকাশ হল মিন্তিক '(Brain)। এই মন্তিক ধারে ধারে বাবে ক্ষা মনন ও অনুভূতিশক্তি-সম্পন্ন মন্তিকে বিবর্তি হু হয়েছে। তাই তো মানুষ্বের আজ এত দৌবান্তা ও আবিপত্য। ভতাবিক মধ্যযুগের সেই বিবাটকার ডাইনোগাবের পাশে আধ্নিক আলবাট আইনপ্রীইনকে কত নগণ্যই না মনে হবে। যেন বকান চোটখাট পাহাছের পাশে একটি ক্ষুদ্দে পাত্র । কিছু তাতে কি গ এই কুদে পাত্র সামনে ভয়ে পাহাছ কাঁপেরে, গোটা পুথিবীটা কাপ্রে। প্রস্থাসার, টাইবানোগার শ্রেভি সমস্ত ডাইনোগার শ্রেকাকে আহ্বান করে ক্ষুদ্দে আইনিষ্টাইন কলতে পারেন, পারনাগরিক বোমার বিক্ষোরণে তিনি ডাইনোগারকুল পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিক্ত করে দেবেন। গোটা স্বীক্ষপ-জগ্যটাই পুত্রে কলেব যাবে আধ্নিক মানুষ্কের ভ্রের (ত্রের)।

এই মস্তিষ্ক ও মনেব বিকাশ ও অংধিপত্যের জনোই আধুনিক কালকে ভবিদরা বলেন মনোজীবক কাল (Psychogoic sge)। মানুষ্ট হল এই মনোজীবক কালেব বাজা। এই মন, বৃদ্ধি **ও চিন্তাশক্তি**ৰ বিকাশের ফলে এক নগান্তরী নটনা ঘটল পথিবীতে। এতদিন পৃথিবীর সমস্ত জাবেই ছিল প্রকৃতিব কৌতনাস মাত্র, একেবাবে প্রকৃতির করণার মুখাপেক্ষা । কিছু করণা করার পাত্রী প্রকৃতি নয়। ভাই অঙ্গ-প্রত্যক্ষের সংস্থান ও বিকাস নতুনভাবে থাপ থাইয়ে, <sup>হি</sup>**পরিবর্ত্তিত ও** কপান্তবিত করে, আত্যস্তবীণ বিবোদের সমন্ত্র ঘটাবার 'প্রচণ্ড প্রায়াদ সমস্ত জীবেবই প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। অধিকা শই **লো**প প্ৰেছে, বাকি বাৰা আছে ভানের প্ৰগতিৰ পথ কন্ধ। একমাত্র শামুষই এক কল্পনাতীত কালান্তবেৰ গৃষ্টি কৰল। মন্তিক ও বুদ্ধিৰ **বিকাশে**র সঙ্গে সঙ্গে মাতুষ প্রথম বুঝতে চাইল প্রকৃতিকে। যেন **পূর্বপুরুষদের কোটি** কোটি বছরের সংগ্রামের বার্থতার পুঞ্জীভূত **অভিহি:সা নিয়ে "**মানুষেব" জাবিভাবে হল পৃথিবীতে ! মানুষের আহবম প্রশ্ন, প্রথম বহুতা, প্রধান সমত্যা ও প্রধান শক হ'ল এই "প্রকৃতি"। এই প্রকৃতির বিকল্পে মানুদের অনিকৃত্প অভিযান, সেই অভিযানের উগান-পতন ও প্রগতির কাহিনীই হ'ল মানব-সভাতার 🚂 🕯 কথা। এই অভিযানেৰ আকাৰ্বাকা বন্ধুৰ পথে মাহুণ তাৱ **সমাজ,** বাই ও সভাতা গড়েছে। এই সমাজ, রাই ও সভাতার **ক্রমবিকাশ** ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের প্রতিচ্চবি মাত্র। ভূতা**ত্ত্বি**ক বিবর্তনের হৈলেই মানুষেৰ সমাজ ও সভাতাৰ ক্ৰমৰিকাশ হ'ছে।

#### বিবর্তনের ছন্দ

ি বিবর্তনের দে-ইভিহাস আমণা বর্ণনা কনলান তার মধ্যে কয়েকটি ইন্বয় লক্ষা কৰার আছে। কি অজৈব, কি কৈব-জগতে বিবর্তন Evolution) একটা সঞ্জতিষ্ঠিত সত্য। প্রাচীন বুগের মহা

প্রলমের কল্পনার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না বলেই তাকে শুধ निष्ठक कन्ननारे वला bom। विवर्तनारक देवानानक मुद्रा वर्तन বিশাস কবাৰ মতো, অথবা আবিষ্কার কবাৰ মতো কোন তথোৰ সন্ধান তথনও মাতৃষ পায়নি, তাই তাকে মহাপ্রলয় ও মহাকালের কল্পনা করতে হবেছে। উনবিংশ শতাকীতে হাটন ( Hutton ), স্প্রোপ (Scrope), লায়েল (Lyell) প্রমুখ ভ্রিদ্রা জাঁদের আবিষ্কৃত তথোৰ ধাৰা প্ৰলয়বানেৰ (Catastrophism) দ্বাসস্ত পের উপর বিবর্তনবাদেব (Evolution) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিবর্তনবাদী ভবিদ্বাই ডাক্সইনের আফিলাবের পথ পরিদান করে দেন ৷ ডাক্টন এই বিবর্তনের স্থঃটি আবিদার করতে গিয়ে কলেন নে বিবর্তন হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রকারণ (continuous variation ) এবং প্রাকৃতিক নির্পাচনের (Natural Selection) নিয়মান্থ্যায়ী। প্রাকৃতিক প্রিবেশের প্রিপ্রান্থর সঙ্গে পুল রেখে যারা চলতে পেরেছে তাবাই জীবন-যুদ্ধে সমু হয়েছে, মাধা পারেনি তাবা ধ্বংস হয়েছে। এইভাবে জীব্লগতের কুম্নিকাশ সমূতে। এই হ'ল ছাকুইনেৰ বিশ্বাস । এতেই অন্ধ্যাব । তেৱাছ বৈং বিৰু গ্ৰেকে তথোর বেণীতে ধাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন, সম্পাম্যাক নুগ্রে স্বরী-স্মাক্ত কালেৰ "Cranks," "Quacks", 'designing atheists" প্রভৃতি বলে সাটা বিদ্রাপ করলেন। কিন্তু সূত্য শ তা ভিক্রোলই বিভ্রপকে চুর্গ ক'বে সাগৌবরে স্বীকৃত হয়। বিব্রুত্বস্থাক হস্ত। <mark>ডাক্ইনেব জর হ'ল। তাক্ইন চিম্বাজগতে গুগান্তি</mark>র জান্তেন।

ডাক্টন যা বললেন না তা উন্ধিত প্ৰাক্ষ্য কোন বিজ্ঞানীট বলতে পাবেন্ন। প্রার্থ-বিজ্ঞানী তথ্য বল্ডেন বৈজ্ঞতিক শক্তি একটা নিবৰচ্ছিন্ন প্ৰবাহ মাত্ৰ, জীববিজ্ঞানাও বলচ্ছেন বিবাৰ্ডন কেটা নিবৰচ্ছিল প্ৰকাৰণ মাত্ৰ। প্ৰবন্তী কালে আৰু কান্তৰ উত্তৰ গবেষণা, প্রাবেক্ষণ ও তথ্য সংগতের কলে বিজ্ঞানীৰ কলচেন যে অণু-প্রমাণুর মধ্যে সর সময় একদা বিচ্ছিত্র প্রিবাইন চলছে, বিকিবল্ড (Radiation) একটা নিধ্বচ্ছিন প্রবাহ ন্য, বিভিন্ন প্রবাহ, প্রাপে গাপে, ঝলকে ঝলকে ভার তেজ বিচ্চবিত ১৮৯। ভ্রিদ্রাও গবেষণা-লব্ধ নৃত্য তথোর বিশ্লেষণ কবে বল্ডেন, প্রাকৃত্যিক ও কৈর বিবর্ত্তন একটা যাত্রিক নিব্যক্তির গতি নয়, দশ্বন্য, বিবোধ-বঞ্চর বৈপ্লবিক প্রগতি। জীববিদ্বাভ দলছেন বিপ্রতিগতিব (Mutation) কথা, অৰ্থাং ভৈবিক ক্ৰমবিকাশ নিবৰ্ডিন প্ৰকাৰণ নয়, বিচ্চিন্ন প্রকারণ: এক কথায় বিজ্ঞানীরা আছ বলছেন, বি অকৈর-জগং, কি কৈব-জগং, কোন ফেত্রেট প্রগতি যাত্মিক নিষ্মে কংনি, ছয়েছে দ্বন্দময় বৈপ্লবিক নিয়নে। দৃত্ব, বিনোধ ও বৈপ্লবিক রূপান্তব, এই হ'ল প্রগতির ধর্ম। একেই বলে দান্দিক বস্তবাদ ( Dialectical Materialism)

বিবর্তনের ধাপগুলে। লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে, ক্রমনিকাশ প্রধান - থেকে প্রধানের দিকে হয়নি, প্রধান থেকে অপ্রধানের প্রধান্তর দিকে হয়েছে। বিখ্যাত জীবান্মবিদ্ রিচাডি সোওয়ান লাল্ বল্ছেন:

"It is interesting to note that each wave of dominance arises out of what were humbler and less specialised forms. Dominant never produces dominant of the same lineage. It is a replacement, not a succession in the sense of

related beings as the succession of the kings of the house of Stuart or of Hapsburg."

(Fossils: P. 72)

আৰু একজন বিখাতি জীৰবিদ্ বলছেন:

"The more we study nature the more we find that what is apparently stable turs out to be the battlefield of opposing tendencies. The continents are the field of a struggle between erosion, which tends to flatten them, and tolding and vulcanising, which build mountains. For this reason they have a history. Animals and plants are never completely adapted to their environment. On the contrary they evolve just because they are imperfect. The same principle holds for human societies." (J. B. S. Haldane)

শ্বং ত্রেণা, গিবিক্রম, সং নিরম্ভর ক্ষয় হয়ে সম্ভ্রমি তৈবা করতে। আবার রই ক্ষয়ের দল্লান স্থাবে প্রবাহ করতে। আবার রই ক্ষয়ের দল্লান স্থাবে প্রবাহ করে করান আবার রই ক্ষয়ের দল্লান স্থাবে প্রবাহ করে করান আবার রই ক্ষয়ের দেশান স্থাবে প্রবাহ করে করান আবার রই ক্ষয়ের দেশা হিংকান করিব প্রকার বিশ্বাহ করে আবার করে করালা চল্লাভ করিব নাম করে তালালাক করালা চল্লাভ করিব নাম করে তালালাক করালাক করাল

এচাবিক কালের অনেক্দণ্ডী প্রধানের হয় টাইলোবাইটদের বিল কালে পেয়ে গেল, না-হয় কয়েক পা কটি পত্তস প্রয়ন্ত এগিয়ে আর কলের পাকটি পত্তস প্রয়ন্ত এগিয়ে আর কলের হতে পাবল না। স্বৱপ্রধান অনেক্দণ্ডী জীব থেকেই এব দিন নেক্দণ্ডা জাবের হাটল। নেক্দণ্ডী জলচর প্রবানের অন্ধাং মাছেরা কত কাল পাশমোণ্ডা দিয়ে দিয়ে হল স্থলচন স্বাপ্তর। স্বাধ্যেরের ক্যুত্তার কেলেছি, সেই মধ্যযুগের বড়ো বড়ো নাবার বার্ল্যাই ভাইনোগারের দলভ ধ্বংস হয়ে গেল, দাসাহদাস পুত্র প্রস্তায়ীরা স্থারের বাজ্যক্ত্র কবলে। স্তম্প্রপায়ীনের মধ্যেও কত বড় বছ প্রধানেরা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং ধারে ধারে তাদের বাজ্য দথল কবল অপ্রধানেরা। এই অপ্রধান স্তম্পায়ীদের মধ্যে আমবাই, হথাং মানুষ্ই আজ সর্বপ্রধান। মানুষ্ই আজ এই প্রকৃতির রাজা, মাটির রাজা। মানুষ্ই আজ বিশ্বক্যা।

## আপানী সংখ্যার ৪—

খণেদ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাছর) অজিত দত্ত

#### (মঘ

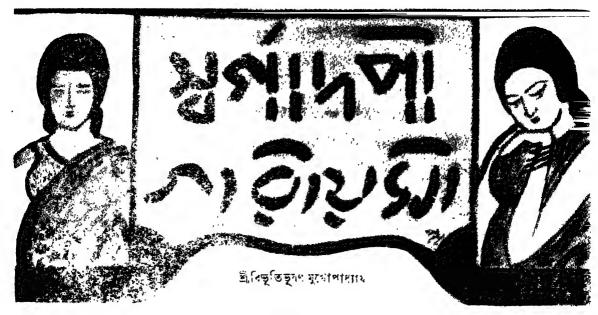
\*\*\*\*\*\*\*\*

প্রনীল ধোষ
ব্দর মেঘেরা হেথা দল বেঁধে উড়ে উড়ে বায়
যেন কটা বালুগদ,
স্থান দিগস্তে ওবা এলোমেলো ঘুরে আর ফিরে
গতির ইঙ্গিতে কাঁপে থর থর থর—
নাহি কিছু পিছু টান—এতটুকু তাড়া—
ওবা যেন গতির আয়াদে মাভোয়ারা।

এ যুগের মেঘ ওবা
বুক ভরা শুধু হাহাকার!
চোগে শুধু আন্তনের কণা
বিশ্বপ্রাসী শুধার আন্তন;
সাগরের ধার ওরা ধারেনাতো কিছু;
মরণের চিতানলে ওরা জন্ম লভেছে নতুন—
ভীবনেরে করে পরিহাস।
সমস্ত পৃথিবী ভূড়ে জতুগৃহ পুড়ে হ'লো ছাই—
দেই সব মুঠো মুঠো ছাই—
কংকালের আ্রেয় নিশ্বাস
গলিত লাভার মত
দূর নভে নিয়ে যায়
৬ পৃথীর রিক্ত ইতিহাস।

আন্তনের আঁচে কছ ম'রে গেল
কত পুড়ে চাই হ'লো;—
কীবনের শ্রামণ সম্পদ
পূলিশায়ী কটিকার কোপে,
আমাদের মত আছ বেঁচে গেল যারা
চিতার ছোঁয়াচ্ থেকে—
আযাদের কালো মেনে ভারা ভয় পায়;
তরতো বা কথন্ সহ্লা
ঐ সব মেন্নেদের বুকে
কালো আশা রাডা হ'য়ে যাবে——
বজুর ভ্রাবে আর আঞ্নের প্রোতে
পুড়ে যাবে এ পুথার বনেদি প্রাসাদ!

সমস্ত আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘনীভূত হয়;
স্প্রীরে পিছনে রেথে
কোথা উড়ে কত দূরে আগুনের ঝড়—
হেথা ক্ষুদ্র বাতায়নে
ভীক চোথে মোরা চেয়ে থাকি—
ব্যথিতের অভিশাপ ছেয়ে গেছে আকাশ বাতাস।
মাঝে মাঝে শুনি কাণ পেতে
অনাগত ভবিব্যের ঘারে—
পৃথিবীর কোলাচল থেমে গেছে যেন কত দূরে!



প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের চুম্বক

#### প্রেথম খণ্ড

ব্রেক্ত ছপুবের প্রিদ্ধ পরী- থাবেইনীর মধ্যে গিরিবালাকে অমের। প্রথম দেখি খেল মরে মারের রূপে। ছেলে একটি **হাত**-ভাষ্ট মাটির প্রভাৱ । কিন্ধু লিভাত্ত অকিকিংকর মাটির আর ভাষারও টুপুর ছাত্তনাল কল্লাট মাছের মনো আরও দর্শ **क**ढ़े।हेशाइ। अनुन भाराहेश यात्र कर नवलाक्ष्मकी कारशक आकिश আহাবে ব্যাইতে প্রতিতেছেন না। অবস্থাটা এই প্রম : গিরি-স্থালার পোলার সঙ্গী ছোড ভাউ ইরিচরণ আর পাশের বাহির মন্তী। পুত্র গেল ভো বাপ রামকলাল আছেন, ছোঠা অন্নদাচরণ আছেন, ছেলের অভাব ঘটে না গিরিবালার। রসিবলাল মানুষ্টি আবার ্**নিতান্ত**ই চিল্ডে'লা, আপন-ভোলা গোছের। ডাডারি করেন, উপারও মন্দ নহ, কিন্তু নিভাই ভুল আর বে-ভিগাবের ভন্ম এক দিকে भाग अर्थ निर्व ही वदनायुम्बरीद श्वामात्र मरशा कांग्रेस्ट इस् । এম উপ্র থাবার কবিতা লেখার বাই আছে। সর মিলাইয়া এমন একটি অসভায় গোছের মাতৃষ—যাভার মায়ের মতোট একটি অবলম্বন নিতা দরকার ৷ গিবিবালা এই অভাবটি পুরণ করে, তা দে এত ভালো করিলা যে, জাদল মা বাঁচিয়া থাকিলেও ভতটা সম্ভবপত हिन ना।

এই ভাবে বেলে-তেজপুরের নকল মাতৃত্বের যুগ বহিয়া চলিল।
বয়সও একটু বাছিল। বেলে-তেজপুরের বাহিরে বে একটা জগৎ
আছে সে সন্ধান গিরিবালা প্রথম পাইল মামার বাছি সিমুরে গিয়া।
য়ায়গাটি বেলে-তেজপুরের চেয়ে একটু বছ, এটা-৬টা পাঁচ রকম
মায়রগাটি বাল লভ করে। এতে আরও একটু সাহায্য করে মাস
মাজায়নীর আদর আর মামাত ভাই বিকাশের উপদেশ। কাত্যারনীর
মায়রগাটীয় ধবিল। গিরিবালা যত দিন সিমুরে রহিল কাত্যারনীর
মালই কইল তাহাকে ধোয়ানো, মোছানো, সাম্লানো, সংল্লাকীর

পাডায় পাডায় দেখাইয়। ফেবা, বোনন্ধির প্রতি লোকের আদর ও প্রশংসা কুডাইয় বেডানো । প্রশংসা জিনিষ্টাই এমন যে নিজের নিকে দৃষ্টি ফিবাইডা দেয় । ছেলেবেলার মনের ভাব স্পষ্ট নয়, তবু গিবিবালার মনে এয় বেলেকেওপুর্ট সম্মন্ত, জীবনে আনেক কিছু যেন পাওয়ার আছে, আব শ্রীতে ক্রডারে লাকি ছিনি পাওয়ায় যোগাও। অর্থে ও পরিক্রান বিহাট পরিবারের অংশ্রী টৌধুরী-গিয়িকে দেখিয়া ক্রকটা যেন ধার্থাও ১ছ মেছে এইফা এই বিচাটভর জীবনের কি করিছা অংশীদার এখটা বিশিষ্ট প্রে নিদ্ধিট করে বিকাশের লেকচার।

বিকাশ স্থাপের থাওঁ রাসের ছাত্র। প্ডার দিকে ভাল ছেলে, ততুপরি ভারার মাথায় আবার অনেকগুলি আই।ড্যা আছে। এমন নিরীর প্রায় অক্তর-জ্ঞানতীন ভগিনী পাইয়া ভারার বিজ্ঞা জাহির করিবার শপ্তা ছাগে। টেবিকের উপর গাঁাদ-বরা বই দেখাইয়া বিক্ষয় উৎপাদন করিবার ছেটা করে, যাত্রবারে মছো সেই স্তুপ রুইতে হঠাৎ অভিধানটা ভুলিয়া কইয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া বলে—
শপৃথিবীর মধ্যে যতো কথা আছে ভুমি এর মধ্যে পাবে, নাম করো—বে কোন কথা।

বিজ্ঞার বহরটা ভাহার কিরপ সেটা দেখান শেষ হইলে ভাহার কিশোর মনের সব চেরে যাহা বড় থিয়েরী দেইটা আনিয়া ফেলে। গিরিবালাকে বড় হইরা ভালো জননী হইতে হইবে। বিকাশ, নেপোলিয়ান, বিজ্ঞাগার কেছেতি মহাপুর্যাদর জীবনী হইতে বোনকে শোনার, বলে দেশ বড় করিতে হইলে ভালো মারের দরকার আগে, গিরিবালাকে বড় হইরা এই সাংনা বহিতে হইবে। বড়দের কাছে বিকাশের জরুগাছীর্য যেমনই হাল্বা শোনাক না, নীরব শোত্রী গিরিবালার মনে একটা বিছুব ক্ষর ভোলেই, ভা সেবছই আলাই হোক না কেন। হয়তো স্বায়ী ক্ষর নার, মিলাইরা বার; কিছু আবার আদে কিরিয়া, আর একটা কিদ্বেই আলার

কবিরা; — থেলাঘরের পুডুলের শ্বৃতি, বেলে-ডেজপুরে একলা বাপ বিসকলাল— সিরিবালা কাছে নাই বে আগলাইরা ফেরে; আসিবার সময় ছলাল বাগ্ দির জ্বী—বোগা মেয়ে কোলে রসিকলালের প্রভ্যাশায় দাঁড়াইরা আছে; সেদিন বাত্রা দেখিতে গিয়া গিরিবালা দেখিল সপ্তর্থী মিলিটা বালক অভিম্মাকে বধ করিল, শুনিল স্বভ্রার কারা—একে একে এই সব কথাগুলি মনকে অধিকার করিয়া বসে নামারের স্বটাই যেন বেদনা। এ-সবের পাশে জাগে চৌধুরী-গিল্লির পরিপূর্ণ সংসাবের ছবি, বিকাশ দাদার গল্প,— বিভাসাগর মাহের কথায় ভবা বর্ষায় দামোদর নদ পার হইয়া গোলেন ! শবেদনায়, আশায়, আকাজনায় একটি অব্যক্ত চেতনা

মামুবের বিষয়-বৃদ্ধি ষে-পরিমাণে কাঁচা থাকে দেই পরিমাণে ভাহার সাধ-আবাহ্মাগুলো হয় বেশি উত্তর। বসিকলালেব আকাতকা ছিল গৌরীদান করিবেন, আকাজ্যার প্রষ্টিসাধন করিতেন পণ্ডিত মশাই। বদিকলালের মতো অতটা অবিষয়ী নয়, তবে আরও বেশি ভাৰপ্ৰবৰ্ণ। কিছু আকাজ্যাই ছিল, আয়োজন কথাৰ থে শক্তি আর দায়িত্ব-জ্ঞান দরকার সেটা তো আর ছিল না বসিক-লালের। এক দিন ঘম ভাতিলে দেখা গেল, গৌরীদানের বয়স তে! উৎবাইয়া গেছেই, এখন যে-কোন উপায়ে বিবাহ না দিয়া দিলে আর চলে না, কলা প্রায় এগারো-বারো বৎসরের ভইয়া উঠিয়াছে। এদিকে অন্নদাচবণত ব্যাকুল চইয়া উঠিয়াছেন! অথবা ষতটা বাকিল না চন ভাচার চেয়ে বেশি উদ্বাস্ত চটয়া উঠিয়াছেন জী বসস্তত্মারীর গলনায়। ব্দু ভাই, দায়িত জাঁচারই বেশি, অব্বচ চেষ্টা করিলেই যে রাস্তা বাহির চইতেছে এমন নয়, থাইয়া পরিয়া প্রয়োজন মতো অর্থ সংগ্রহ কবিয়া ওঠাও একটা সমসা। আরও একটা কথা আছে, তবে সেটাকে নিতান্ত<sup>ট</sup> মনের এক কোণে, অভি সঙ্গোপনে রাথিকে হয়.—নয়নের পুতুলি ভাইঝিকে বিদায় কবিবাব চিস্তাতেই মনটা টন্টন ক্রিয়া ওঠে, বভ যাবার সময় হইয়া আসিতেছে, নুতন নুতন ভৰ বাহিব করিয়া গিরি ধেন আরও নিবিড করিয়া জাঁচাকে ব্রুড়াইয়া ধরিতেছে। এক এক সময় আসে বৈ কি স্পষ্ট শিথিলতা, व्यप्तपाठवण ভाবেন--- याक ना शहे कतिया घটा पिन याय । · · · ভाবেন কিছ মনের একেবারে সেই কোণ্টিতে— অতি সংস্থাপনে !

দিন আগাইয়া থায়। একটি ছোট পরিবারের স্বার আদর আর ছশ্চিস্তার মধ্যে গিরিবালা এগারো থেকে বারে।, বারো থেকে তেরোয় উপনীত হয়।

এই সময় আমবা দেখা পাই নিকুঞ্জলালেব নিকুঞ্চলালেব কোন প্র-পুরুষ এই গ্রামে আসিয়া অগ্রলাচরনেবই এক প্রপুক্ষের সাহায়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কোন পুরুষে সন্থাব কোন পুরুষে অসমব এই কবিয়া চলিয়া আসিতেছে, কোন পুরুষে আবার সন্তাব-অসন্তাব ইটিই মেশামিশি কবিয়া আছে। ফলে, জ্ঞাতি না ইইয়াও ছুইটি পরিবারের মধ্যে এক ধরনের জ্ঞাতিত্ব পাড়াইয়া গেছে। বাড়ি পালাপাশি। সম্বন্ধে নিকুঞ্জন্মলাচরনের বড় ভাই।

লোকটি অভিবিক্ত ধৃত । উপরে অত্যন্ত মিট-মুথ, ভিতরে ভিতরে সর্বানালের পথ পরিকার করে; অর্থাৎ মিছরির ছুবির কারবারি। কাজ ওল্পানি, মুক্তমার সাক্ষী, ঘটকালি; আরও বে

এই ধরণের কত কি তাচা বেলে-তেজপুরের লোক ঠিক মতো জানে না। অল্লদাচরণ এড়াইয়া চলেন, তবে নিষ্ঠ কথায় ভূলিয়া মাঝে মাঝে দিতেও চয় কাঁদে পা। গৈরিবালার বয়স ধ্যেন বাড়িতে লাগিল, অল্লদাচরণকে পুরদর্শী এবং নানা রক্ষমে প্রভাব-শালী নিকুঞ্জদাদার সাহায্য-প্রত্যাশী হইতে হইল। নিকুঞ্জয় কাঁদ তৈয়ারই ছিল।

এক দিন, যেন নিভান্ত আক্ষিক ভাবেই স্কৃষ ইরিহরপুরের জমিদার পাজি করিয়া নিকৃত্তর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত ইইল। নিকৃত্তর ভাগর গুরু, পরেশ গাঙ্গুলী গুরুগুহে আসিয়াছে। গোকটির বয়স পরভারিশের কাছাকাছি, এক হিসাবে কদাকারই, সর্বাণ একটি আধ্যাধা ছেলে-মানুষী ভাব ফুটাইয়া রাথিবার চেটা আছে। নিকৃত্ত নিভান্ত উদ্দেশহীন ভাবে অন্তলাহ্নগুৰ ভাকাইয়া আনিয়া নিজে শিষোর সহিত পরিচর করাইয়া দিল, আলাপ পরিচয় ইইল, গুরুর ভাইকে গুরুর মতোই শুরুণ-ভিন্তি করিয়া, প্রাণামী প্রভৃতি দিয়া একেবারে দ্রুর করিয়া দিয়া সম্বান সময় গুরুলিয়ের ইবিহরপুরে একবার প্রম্বান সমির অন্থবাধ করিয়া গোল।

প্রদিন নিক্স অনুলাচবণকে ভাকাইয়া আনিল। রাজার নিম্মণ বকা ববা কইয়া অনুলাচবণ দোমনা ইইরাছিলেন—নিক্স অনেক বকম বিষয়-বুদ্ধ দিয়া উটানকে বাজি করিল— অতবড় একটা লোকের সহায়তা যথন অফান্তি ভাবে পাওয়া যাইতেছে তথম হেলায় হারান উচিত নয়। একটি নেয়ে ঘাড়ে, আবও ইইতে কতক্ষণ।—ভাচা ডিন্ন বসিকেবছ এই স্বযোগে যদি রাজবাড়িতে একট প্রতিপ্তি কমিয়া যায় গে। টাকা থায় কে ্নইভাদি। সব প্রে নিক্স কান্যটল ভাগা ভবে তলে আবও একটি মতলব আচে, কিন্ধ দেব প্রা

অন্নদাচরণ গেলেন, বাডার অমায়িক স্বাহারে আরও দ্রব হ**ইল্লা,** ভছাপরি বেল মোটা বকম একটা প্রশামী লইলা দিবিয়া আ**রিলেন।** 

বেশ ভাগো ভাগে মুঠা। মধ্যে কবিয়া একদিন নি**কৃত্ব আসল** কথাটা পাড়িল। পরেশ গাঙ্গুলীকে বিবাহে রাজি কবিয়াছে, সব ঠিক-ঠাক, এখন অন্ধা বাজি হুইলেই হয়।

অন্নদাচৰণ কথন এ দিক্টা ভাবিষাও দেখেন নাই; দোজকরে কদাকার, তথুপার অবস্থানত এই অসম্ভব তারতমা, একেবারেই স্থান্থিত চহয়া গোলেন। সময় চাচিলেন। কিন্তু এই মুচ্তার অবস্থাই তো নিকুজের স্থান্যোগ, আবার নৃত্যা করিয়া বিষয়-বৃদ্ধিদিল, কিন্তু সময় দিল না; পাকেচক্রে সেই দিনই অন্নদাচরণের মত আদায় কবিয়া পাইল।

শ্রনিক আর একটি ফিকড়ি বাহির হুইরাছে। বোনস্টিকে
পাইয়া অবাধ কাওায়নীন ভিতরে ভিতরে সংসারের কুখ জাগিয়াছে।
তিনি একদিন আসিয়া ব্যক্তবুমারীকে ধান্যা জাহার দেওরপোর
ক্ষম গিরিবালাকে চাহিয়া জাইলেন । সে এক অপদার্থ গ্রামা ধ্বক।
এ ব্যাপারটা কিছ বেশি দ্র গড়াইল না । কান্যায়নীর ভালোবাসাটা
চিল একেবারেই বাঁটি, বিববার অপূর্ণ সায় জাহার মধ্যে একটা
ক্ষণিক বিভ্রম আনিয়াছিল, কিছ সিংহবাহিনী দেবীকে প্রণাম করিছে
গিয়া তিনি নিক্ষের লালসার ভীবণতায় নিক্তেই কুক ক্ষতিত হবীরা
উঠিলেন; ফিরিয়া আসিয়া সিমুবে বাজা ক্ষিবীর সথে এক ব্যাম্বা

জাঁচলের গেবোর বাঁধা রতনই বসস্তকুমারীকে ফিরাইয়া দিয়া ক্রমা চাহিয়া লইলেন। গিরিবালা নিষ্কৃতি পাইল।

বিবাহের আলোচনা এদিকে রসিক আর পণ্ডিত মশাই এই ছুই গুরুদিয়ের মধ্যেও চলিতেছে। কেইই টুপরেশ গাঙ্গুলী-সংক্রান্ত ব্যাপারটা জানেন না। পণ্ডিত মশাই লোকটি উদার প্রাণ, কাব্যরসিক সেকেলে পণ্ডিত, স্থলে রসিকলালদের হেড-পণ্ডিত ছিলেন, ভাহার পর দ্বের টানে নবছাপ, উক্তরিনী প্রভৃতি কয়েক জায়গায় চাকরি কবিয়া যরে আদিয়া বসিয়াছেন। সংসাবে নিজে আর স্ত্রী। মনটি বড়ই স্বন্ধ, শিষ্টকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন, এখন আবার নৃতন একটি স্লেচের ধারা গিয়া পড়িয়াছে নাতনি গিরিবালার উপর। গণনা করিয়া জানিয়াছেন গিরিব জন্ম না কি দেবী-অংশে, বিবাহও ঐ ভাবেরই হইবে, ইহার আর খণ্ডন নাই। এ সব কথা বাহিরে বায় না, গোলে লোকে বাতুলের প্রসাপ বলিয়া হয়তো ধবিত; কিছ গুরুদিয়া, অটুট শ্রন্ধা এবং বিশ্বাসে নিজেদের ক্রলোক স্বৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

কান্তায়ন'র প্রস্তাবে রসিকলাল নিজেও বাজি ইইয়াছিলেন, কল্পাদায়গ্রস্ত শিতাই তো ? বর্থন কাঁড়াটা কাটিয়া গেল তাড়াতাড়ি শুকুকে থবর দিতে আদিলেন। পশুক্ত মশাই ইহার পূর্বে নিতাস্ত দৈবক্রমেই একটি সম্বন্ধের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কাত্যাথনীর প্রস্তাবের সংবাদে রুড় আঘাত পান, কিছু সব ঠিক হইয়া গায়াছে দেখিয়া শিয়াকে আর সেই নৃতন সম্বন্ধের কথা বালয়া অধিকতর কুরু করিতে চাহেন নাই। এইবার মনের আনন্দে সব বলিলেন। ব্যাপারটা এই:—

এইবার মেয়ের খন্তব-বাড়ি হইতে ফিবিবার সময় পাড়িতে উাহার বহু পূর্ব-পরিচিত একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাং হয়। বাড়ি সাত্রায়—কিন্তু বহু দিন ইইতে অনুব ।মথিলায় একটি নীলকুঠিতে কাজ করিছেছেন। পূবে দেখা হয় পণ্ডিত মশাই বখন উজ্জানী বান। এবার সাক্ষাং হইতে জানাইলেন কাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাঁতরায় থাকে, তাহার বিবাহ দিয়া কমস্থানে লইয়া বাইবার জন্ম আসিয়াছেন। একটি ভালো পাত্রীর সন্ধান পণ্ডিত মশাইকে দিতে জন্মবোর করিয়াছেন। আত প্রপূক্ষ বিচক্ষণ বাজি, পণ্ডিত মশাইয়ের দ্ট বিশ্বাস, এর পুত্রই গিরিবালার জন্ম দৈবনিনিট পাত্র। গিরিবালার কথা বিশ্বা প্রান্ধাকক একর্প বাজিই করাইয়াছেন পণ্ডিত মশাই। রিকিকলাল গিয়া এক্রার দেখা করিয়। ঠিক-ঠাক করিয়া আক্ষন।

প্রদিনই একটা চিকিৎসার প্রামণে কলিকাতায় ঘাইবার নাম করিয়া রসিকলাল সাত্রায় গেলেন। কোলীর এত চমংকার মিল হইল যে পাত্র বিপিনবিহারীর ভোঠা ভগবতীচরণ এবং পিভা মধুস্দন হুজনেই তিন দিনের মণ্যে বিবাহ ধার্য্য করিয়া ফেলিলেন। ক্যা-আলীর্বাদ, বিবাহ— এক দিনেই দব। রসিকলাল অমত করিবার লোকই নন, জীবনে এত বড় সাফল্যপূর্ণ অভিযান তাঁহার আর হয় নাই। সব ঠিক-ঠাক করিষা বিজয়-গর্কে ফিরিলেন।

ফিরিতেই অল্পাচবণ জাকিয়া পাঠাইলেন, বসিকসাল উপস্থিত হুইলে আনন্দ সংবাদান জানাইলেন—হরিহবপুবের রাজার সঙ্গে বিবাহ স্থিব ক্রিয়া ফেলিয়াছেন, শুলত শীল্প, রাজা-রাজ্যার মেজাজ তো ? কথন ছট করিয়া বদলাইয়া যায় বলা বার না— প্রশুই ভাহারা পাশীর্বাদ করিতে আসিতেছে। — অর্থাৎ বসিকলাল সে দিন সাঁতবার বিবাহ পাকা করিয়া আসিয়াছেন! প্রস্তারৰ নিশ্চল হই হা বসিকলাল এব টু দাঁড়াইয়া বহিলেন, দাদার সামনে কখনত মুখ ভূলিয়া কথা কহিবার সাহস্ট হয় নাই। "বেশ হয়েছে" বলিয়া যায়চালিতের মতো ধীরে ধীরে বাহির ইইয়া গেলেন। সাঁতবার সম্বন্ধের কথা আরু দাদাকে বলা হইল না।

এইবার হারাণের প্রিচরটা দেওয়া একটু দরকার। হারাণ প্রামাণিক রসিকলালের চাকর। স্থুপমুগে ছিল রসিকলালের থেয়ালের সঙ্গী, এখন রসিক বখন ফকরে ঘোড়াতে চড়িয়া প্র্যাকটিস করিতে বান, মাথায় ঔবধের ব্যাগটা লইয়া হারাণ পাশে পাশে চলে, নানা রকম স্থা-ছঃথের কথা হয়। রসিক রোগা দেখিতে ভিভরে গেলে শ্রোভার দল স্থাই করিয়া লইয়া ডাক্ডারদা'র প্র্যাকটিস আর নিজের প্রভিপতি লইয়া লয়া-চঙ্ড়া হাকড়ায়। বাড়িতে আসিয়া রসিক যুড়ি ছাড়িয়া দিলে, হারাণ ঘাস-জল দিয়া ডলাই-মলাই করে। নিজের পরিচয় দেয় ডাক্ডারদাদার কম্পুণ্ডার । তেমন দরকার হইলে বুক দিয়া পড়ে। আবার ডেমন অবস্থা হইলে মুথে কিছু আটকায়ও না। দে যাই হোক, হারাণ কিছে কাজের পোক।

ারসিকলাল বিশ্বাও জলে পাড়লেন। তুইটি দলের সংখ্যে কী দে উৎকট অবস্থাটা দীড়াইবে ভাবিয়া আব কুল পান না। কাহাকেই বা বলেন, কী-ই বা ব্যবস্থা হয় ? পণ্ডিত মশাইয়ের কথা মনে পড়িল। গিয়া তাহার স্ত্রীর কাছে ভনিলেন, তিনি হঠাং মেয়ের বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। রাসকলাল একেবারে পাগলের মতো হইয়া বাড়ি ছাড়িয়া ঘোরাঘার করিতে লাগিলেন। অবশেষে হারাণের কথা মনে পড়িল।

গভীর রাত্রে রসিকলাল বালাবধু হারাণের বাড়ি গেলেন। হারাণ সব শুনিল, তাহার পর বলিল, এই ভূচ্ছ ব্যাপারের জন্ম এত ঘোরাস্থি। নিশ্চিস্ত হইয়া রসিক বাড়ি ফিরিলেন।

হারাণের খুড়খণ্ডর মাটিনের লাইনে ডোমচ্চুড় ষ্টেশনে হোটেল চালায়। অত্যন্ত থলিফা লোক, তাহার অসাধ্য কাজ নাই। কী গভীর চক্রান্তে সে হরিহরপুরের দলের ধাত্রা মাটি করিল সে একটি আলাদা কাহিনী, জল্প কথার গাণ্ডির মধ্যে আলে না। মোটের উপর তাহাদের প্রতানির খাল পারাইয়া আর বেলে তেজপুরের মুখ দেখিতে হইল না।

আৰীর্বাদের ব্যবস্থাটা বেশ বড় করিয়াই করা হইয়াছে, একটি
মাঝারি বক্ষের ভোজেরই ব্যাপার, বাজার মধাদা জড়িত তো ?
কিন্তু সকাল হইয়া গেল, তুপুর হইয়া গেল, লোক আর কেহ আসে
না। নিক্ষর ভগিনী দামিনী ভাইরের মতো এক ধাতুতেই গড়া।
বলিয়া ফিরিতে লাগিল জয়দা, বিশেষ করিয়া বিটলে বামন
রসিক কোন কু-চাল চালিয়াছে। নিক্ষরিতেরা উপস্থিত হইতে
লাগিল এবং উৎস্বের বাড়িতে বিপদের ছায়া ক্রমেই গাঢ় হইয়া
উঠিতে লাগিল। নিক্ষই পান্ডা, ভাহারই উদ্দেশ্য পত হয়, দে
ছ'-এক তান লোক সঙ্গে করিয়া ডোমজুড় টেশনের দিকে হস্তদন্ত হইয়া
ছিটিল।

গিরিবাসার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিবার বহস নয়, তবু এইটুরু ভাসো করিয়া বুঝিল যে, জাহাকে খিরিয়াই বাড়িতে এই অনর্থের স্ষ্টি। সমস্ত দিন গা-টাকা দিয়া বেড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; এক সময় গিয়া জ্যোঠাইয়ের ঘরে জাহার শ্বাপার্গে বসিদ। বসস্থকুমাবীর বিবাহটা একেবাবেই অনভিপ্রেত ছিল, কিছ তিনি
নির্দ্ধণার, ভিতরে ভিতরে গুমরাইডেছিলেন, একটু আগে বিচানা
আগ্রয় করিয়াছেন। গিরিবালাকে কাছে টানিয়া গভীর সংগ্রুভৃতিতে
পিঠে হাত বুলাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ "বব এসেছে। বর
এসেছে। কি সন্ধার সব—পোটা চাকর।"—বলিয়া একটি ভূমুল
কলবর উঠিল; এবং আনন্দ সংবাদটা দিতে ছেলের ও ২৬ব একটা দল
আসিয়া বসস্তকুমাবীর দবছার সামনে দিভেইল, সামনে কাহ্যায়নী,
ভিনি এইমাত্র সিমুব হইতে আসিফাছেন। সিংহীর মতো
গিরিবালাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বসস্তকুমাবী উপ্রভাবে
উঠিয়া বসিলেন; আর কাহাকেও না পাইয়া কাহ্যায়নীর উপারই
আক্রোশ মিটাইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন—"নিজে গিলতে পাবলিনি,
দেখতে এসেছিদ জ্লা কোন হাক্ষদেব পেটে গেল দেশতাক. কে
আমার কাচ থেকে গিরিকে ছিনিয়ে নিয়ে মেতে পারে, ভাকে।…"

এমন সময় আনদেশ প্রায় পাগলের মতে। ছইয়। অন্তদাচরণ নিজে ড়টিয়। আসিলেন,—অসংলগ্র কথা—"ওগো শুনছ ?… বাজপুত্র এনেডে বসিক—বসিক নিজে—আজই বিয়ে। • আশীর্কাদ পুর্যায়ে সেবে ব্যোভ

কাক্ষেব বাড়িই, সদ আয়োজন গুলা তথ্ বাড়াইয়া দেওয়া ইইল। জয়লাচবণদেব ভালকাজ্জী ঘোনাল কাকা বুক দিয়া পড়িলেন। নিকুপ্তৰ উপৰ সকলেবই শিষ্টি, কিন্তু জন্মদাচবণ বাচিয়া ফাঁদে পাদেওয়ায় সকলকেই নীবৰ থাকিছে ইইয়াছিল, এইবাৰ জীৱ মন্তব্য ও ভক্তাবৰ অবিভাকত উঠিল। নিকৃপ্ত অবশ্য দেদিন আৰু ফিবিল না! ভগিনী দামিনীও এক সময় চুপি চুপি বাহির ইইয়া গিয়া শ্যাা আশ্রম কবিল।

প্রকৃত অবস্থান। উপলব্ধি করিতে বসস্তকুমারীর একটু সময় লাগিল; অত বড় নিবাশার প্রই এই আনন্দ—সহজে মন যেন বিশাস করিতে চায় না স্পেতার প্রও সব আনন্দের মধ্যে বুকে একটি কাঁটো যেন থচ পচ করিতে লাগিল—কাত্যায়নীর মতো মায়ুবকে অসংখ্যের মাথায় অভটা গগুনা দিলেন।

কান্তাায়নী কিন্তু এ-সবের অনেক উদ্ধে, বোনঝির বিবাহের আনন্দে সমস্ত মন ঢালিয়া দিয়াছেন,—তাহার কোথাও এতটুকু মানিব লেশমাত্র নাই।

#### দ্বিতীয় খণ্ড

গিবিবালার নৃতন জীবনে সাঁতেরার গঙ্গার ঘাটটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কলে আর তুই কুলে জীবনের বিচিত্র চাঞ্চলা কাইয়া গঙ্গা যেন জাঁহাব মনকে একটা বড় কিছুব দিকে। খিতীয় বাব উল্লুক কবিয়া দিল; প্রথম বাব দিয়াছিল সিমূব; প্রভেদ এই—গঙ্গা আরও বেশি করিয়া দিল।

প্রথম বার আসিষা সঁতেবার মাসথানেকের জীবনটা কাটিল একটা অন্তুত পরণেব নৃতনতর চেতনায়;—পুরাতনের সঙ্গে বিজেদ, নৃতনেব সাহত পবিচয়— একটা মিশ্র অন্তুতি। আদব-ষত্নের সীমা নাই। জ্যোট-শ্বের অত্যন্ত ভাচিবাইগ্রন্ত পশ্তিত মানুব, ভাচিতা গইরাচ মেলাজ ধ্ব তিরিকি, ভাধু বাড়ির লোকই নয়, পাড়ার সকলেও গুদা সক্ষত্ত; বধু আসিতে দেখা গেল, এই ভাক কাঠের মধ্যেও কোখায় বিস্তা পুকান হিল, উজাড় করিয়া চালিয়া দিলেন। ভাষ ছিল ননদ লইয়া— ননদিনী বাঘিনী লইয়া মেয়েদের ভয়টা স্বচেয়ে বেশি, শ্রেঠভুক্ত ননদিনী মনোমহিনী দেখাও গোল সেই রকম : প্রথবা, ঠিক কলছপ্রিয়া না হোন, কলছে মোটেই পেছপা নয়, বাডিতে একমাত্র মান্ত্র যাভার কাছে পিতা ভগবতীচবনকে নবম থাকতে হয়। গিবিবালার অদৃষ্টে ইনিও স্প্রদন্ধা ব্যদাদেবীকপেই অবতীবা ভইলেন, এক কাতাায়নী ছাড়া আরু কাতার কাছেও গিথিবালা এত আদের পান নাই।

এই আনন্দ-অনুভূতিব মধ্যে ১৯ছি একটা উংকট বিষ্যাদের স্থর উঠিল। শক্তিচর্চা লাইয়াই বিপিন্দিগারীর অর্ধেক জীবন । বৌভাতের দিনের কথা; গঙ্গায় সাঁতার কাটি: হছিলেন, টেই থাওয়ার লালসায় গোবমিলার কাম্পানীর জাহান্তের নীচে পড়িয়া যান অভ্ত সক্তরণ-কুশলভায় এবং কতকটা দৈবামুগুতে কোন রকমে বাঁচিয়া যান । ক্ষেক মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু থবরটায় কাছের বাডি ভোলপাড় কবিয়া দেয়। বাঁচিয়া যে গোলেন ভাগার ষ্টান স্থাবত:ই গিরিবালা পাইলেন, কাঁহারই কপালের সিঁদুবের জোবে ফাঁডোটা কাটিল, পবিবাবে এবং গ্রামেও জাঁহার আসন স্প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোল।

সাঁতবায় আৰু যাহাদেৰ সংক পরিচয় হটল ভাহাদেৰ মধ্যে দেবৰ চ্ছুট্রণ স্থার মনেশমাভিনীর পুরুষ্ট্—খেজনের বৌ । চ্ছুট্রণ বয়ুদে বোধ হয় একট ছোট, স্কুলে পড়ে, বড় বড় গল্প কবিয়া, ভাজকে সীতার বনবাস শুনাইয়া নিছে সে নিভান্ত ভচ্ছ-ভাচ্ছলোব লোক নয়, প্রমাণ কবিতে বাল্ক থাকে: খব ভাব চইল। থেশনের বৌটি আবার বড নিবীত ক্য গোছেব : তকনেই ছুই ভাবে গিরিবালার সেই মাতৃত্বকে আবাৰ নুদন কৰিয়া ভাগাইয়া তুলিল। এটা চইল নিতা সাহচয়ের ফল। উচ্চাব ভিত্তবের মা'টিকে বিশ্বয়ে আর বেদনায় জগাইয়া ওলিল আবৰ তুইটি আকল্মিক অভিজ্ঞতা! সাঁতবার শীকলা দেবীর মন্দিরে ঘাটাতে ঘাইতে দেখিলেন, সস্তানের कलाए अकि श्लीलारकत म्ली काता,-शकात घार इटेस्ड मिलत প্র্যান্ত দীর্ঘ-পথ ধরিয়া এই কঠোর ব্রহ্ন, তাহাব পাশেই আবার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন, একটি খুব বড়-ঘরেব বধু নিজের চঞ্চল ছেলের উপর বিবক্ত হটয়। মন্দিবে বসিহাট ভাচাকে গালাগালি দিভেছে। ছইটি বিৰুদ্ধ ভাবের ব্যাপার উচ্চাব মনটা খুবই প্রবলভাবে নাড়া দিল।

এ সবের অতিরিক্ত সময়টা কাটিত হাবাণের নৌ আর ক্র্যেস্তৃত ভাই সাতৃর সঙ্গে, বাপের বাড়ি হইতে সঙ্গে আসিয়াছে। হারাণের বৌবেশ রহম্মপ্রিয়া; সাতৃ জীননটাকে খুব গস্কীর ভাবে দেখে; একট চিস্কিত হইলেই বলিয়া পঠে— তিবে কাসুরে!

ষোল দিন পবে গিবিবাল। যথন বেলে-কেডপুরে ফিরিলেন, দেখিলেন, পুরান বেলে-তেজপুর অনেকটা নুদন চটয়া গেছে যেন । বেলি দিন থাকা চলিল না। মধুস্দনকে কর্ম স্থান পাঞ্জেল চলিয়া ঘাটজে চটল। বিপিনবিচারীও বেলি দেরি করিছে পাবিলেন না। কয়নী দিন ভালট কাটিল, গ্রামের নব-বিবাহিত কলা, কয়েজ জায়গায় নিমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণট কাটিল, এক দিন নিকুপ্লের বাড়িতেও। সব চেয়ে জমিল পণ্ডিত মলায়ের বাড়িতে। পণ্ডিত মলাই রসিকলালের অমুগত তুলাল বাগ্লীর পরিবার-মুদ্দ নিমন্ত্রণ করিয়া একটি ছোটখাট ভোকের ব্যবস্থা করিলেন। বন্ধনের অয়পুর্ণা হইলেন গিরিবালা, সলে বহিল ভাহার সলিনী, নিকুপ্লের কলা নন্ত্রী, আর হারাণের বৌ; পশ্তিত মলাইয়ের স্ত্রী বহিয়েন অস্তর্গেল।

রসিকলালের বাড়িরও সবাই নিমন্ত্রিত; একটা পুরা-দিন থুর ছল্লোড় হইল। তাহার পর পাতুল যাত্রা—তদুর মিথিলায় প্রবাস-জীবন, একেবারে একটা অক্ত ধরণের অভিক্রতা।

পাণ্ডুলে মাত্র একটি বাঙালী পবিবার,—মধুস্দনের। আর সকট মৈথিল। প্রথমটা হাঁফ ধবিয়া গেল, ভাছার পর আবার ক্রমে সহিষ্কাত গেল, এক সময় ভালত লাগিল! জীবনেব তো গাবাই **এট।** পরিবারের মধ্যে শক্ষর, শাশুড়ি নিস্তারিণা দেবী, দেবর চণ্ডীচবণ, ননদেব মধ্যে ক্ষাম্বরে বিগ্রাক্তমোহিনী, মোভিবালা, ত্তিনয়নী, অভয়া। বিবাজমোহিনী বিবাহিতা, বয়সে গিরিবালার চেয়ে একটু বছ। মোভিবাল। প্রায় গিরিবালার বয়সী, ত্রিনয়নী বছর আষ্টেকের, অভয়া কোলে। এখানে একেবাবে কড়া অবরোধ-মাত্র ত্রিনয়নীর বাহিরে যাত্যার অধিকার আছে।

নিস্তারিণী দেবী স্বল্পভাষিণা তীক্ষণী স্ত্রীলোক! অবক্রম থাকন, কিন্তু সংসাবের সর্বেশ্বরী। এ দিকে খুর ধর্মশীলা। একে মধুস্দন কুঠীৰ প্রায় সর্বেসর্বা ভাব পবিবারটিও স্বধর্মনিষ্ঠ, "মধ্বুবাবু"র পবিবাবের সমস্ত অঞ্চলটাতেই যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। পুরুষের মধ্যে আর আছেন रेकनामहत्त्व, मधुन्त्रस्तत्र जागित्तव, कृष्टीएकरे कोक करवन ।

বাড়িতে দাসদাসীর বাতল্য আছে. এক দিক দিয়া তাঠানের মধ্যে বিশিষ্ট থক্কনী দাসী। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, দাঁত দাঁচ, গোল গোল শাদা শাদা চোগ, অটুট স্বাস্থ্য, বয়স সভেব-আঠার। ওর কাব্র ছেলে-মেয়েদের সামলান, দশ বছর ধরিয়া এক কান্ধ কবিতেছে---মোতিবালা হইতে আবক্ষ কবিছা। অন্তুত মায়া বসিয়া গেছে ভাহার, শুগুরবাড়ি থাকিতে পাবে না, প্লাইয়া আসে। সমস্ত জীবনটা নি:সম্ভান বহিয়া গেল।

বাহিরে বাহাদের সঙ্গে স্থা হইল ভাহার মধ্যে মুখা তুলারমন, श्रिक्ति रेमिथिन बाक्रालन कन्ना, निवाशिका। सम्मती, ममानास-ময়ী বহুজপ্রিয়া। তুলাবমনের আর একটা দিক ভাহার মনের প্রসারতা, নৃতনকে গ্রহণ কবিবার জক্ত তুলারমন দলাই উন্মুখ, বাড়ালীদের জীবনে যেটিই ভালো দেখে—চুলবাঁধা পদ্ধতি থেকে জীবনের খুটিনাটি—সেটির উপরই গিয়া তাহার দৃষ্টি পড়ে। বাপের মনটাও একট উন্মক,--কজার স্থুলের ইংরাজীপড়া ছেলের সঙ্গে বিবাচ দিয়াছে। তাচা চইলেও প্রশংসা করিয়াই ফুলারমনকে ক্ষাজ্য হটতে হয়, গ্রহণ করিবার তোজোনাই।

এট আবেষ্ট্রীর মধ্যে গিরিবালাকে একাদিক্রমে চার বংসর থাকিরা যাইতে হইল প্রথম বার! সেকালে প্রাপুরি রেল হয় নাই, নানা অসুবিধা তো ছিলই, তাহা ভিন্ন একটা না একটা বাধা উপস্থিত ছইলই। চার বংস্বের মাথায় প্রথম সন্তান শশাস্ককে কোলে ষ্ঠায়া গিরিবালা বাপের বাভি আসিলেন।

একটা বিবাট মৃক্তি, চাব বংসৰ পরে মৃক্তভাবে বেড়ান, চাবি मिटकडे वां:ला कथा (माना, प्रकटर्फ ७५डे वां:ला वला, এ**७ स्व**न একটা নুজন জীবন। গিবিবালা অস্তথে পড়িয়া যাওয়ায় বিপিন-বিহারীকে পাণ্ডলে ফিবিয়া আসিতে হইল, গিরিবালা বেলে-ভেজপুবেও প্রায় পাঁচ মাস রহিয়া গেলেন, ধাওঁয়ার মুখেই সাঁভবাটা সারিয়া লইয়াছিলেন।

আবোগালাভ করিয়া একদিন সিমুরে গেলেন। এक निक निया ऐक्रिक इंडेबाइ, विकाम मानाव विवाह इंडेबाइ,

স্থলে চাকবি হইয়াছে, ভিনি তাঁহার বড় আদর্শ আর লোকসেবাব্রড় লইয়া থাকেন। বেশ কাটিল, কিছু বড় চোট লাগিল গিরিবালা: যথন কাল্যায়নীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি আর এথানে থাকে: না। দেওবপোর বিবাহ দিয়া সংসার পাতিবার নেশায় মাতিয়া ছিলেন, নিরাশ চইয়া জাঁহাব অভ রূপ, অমন মন, অভ ভাল-বাসিবাৰ ক্ষমতা সব গেছে; চোথের দীপ্তি ডিক্ত, বিষাক্ত, ক্ষধিত —সব যেন বিকৃত হইয়া গেছে। কারণটা থুব সোজা: বিকাশে: কথায় বলিতে গেলে—কাত্যায়নী মেয়ে চইয়াও মেয়ে হওয়াব সার্থকত। পান নাই জীবনে। কেবলই হাতডাইতে হাতডাইতে নিরাশ হইতে হইতে শেষে অপদার্থ দেওরপোর বিবাহ দিয়া সংসাং পাতিয়া ওঁর ঐ পরিণতি।

( २व चंक, ऽय मरबा

পাঁচ মাস পৰে পাঙুলে ফিরিয়া গিরিবালা প্রথমেই এক তু:সংবাদ ভনিদেন ৷ তুলারমন তাঁচার সামনেট খণ্ডরবাড়ি গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়াছে, একরপ বিতাডিত হটয়াছে বলাই চলে, কেঃ না, তাহার স্বামী ভাহারই গহনা লইয়া পলাইয়াছে। ছেলেচি বরাবরই একট বারমুখো ছিল, আনেকে বলিল কলিকাভায় গিয়াছে অনেকে বলিল জাহাজের থালাসী হইয়া বিলাভ চলিয়া গেছে এক দিন তুলাবসন আসিল: অমন সোনার প্রতিমা একেবারে কাচি চইয়া গেছে, গাৰ্ডে একটি সন্তান আসিয়াছিল, গঞ্জনা নিৰ্যাত্তে সেটি প্রাক্ত নষ্ট হট্যা গেছে। হাসি দিয়া চাপা দিবার চেষ্টাতেই মনের ছ:থ যেন আরও উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

পাণ্ডুলের জীবন আবার পুরাতন থাতে বহিয়া চলিল। গিরি বালা আর একটি পুত্র-সম্ভানের জননী হইলেন। বছর ছিনেব গড়াইয়া গেল; ইতিমধ্যে ছুই বার দেশও ঘুরিয়া আসিলেন, এক বাং ছোট ভাই কিশোরের পৈতায়, আর এক বার মোতিবালার বিবাহে

তাহার পর বাড়ীতে অকমাৎ একটি বিপদপাত হইল। মধু-স্পনের বাগানের সথ ছিল, এক দিন আফিস থেকে আসিয়া বীক মটরেব শিশি থুলিতে গিয়া বোতলের মুখটা হঠাৎ ভাভিয়া গিয় তাঁহার ডান হাতের ছুইটা শিরা কাটিয়া গেল। কুঠীর সাহেবেং সাহায্যে প্রাণটা কোন বকমে বাঁচিল কিছু ডান হাভটি বেকার হইয় গেল, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া কুঠার কল্যাণে যে কলম চালাইয় আসিয়াছেন তাহাকে আর তলিয়া লইতে হইল না।

সাহেব অনুগত সহকারীর জন্ম সবই করিল; আগের মাহিনাতেই জাঁচাকে পরামশদাত। করিয়া রাখিল। বিপিনবিহারীর চাক্রি পূর্বেই হইয়াছিল, এদিক দিয়া খুব অস্মবিধা হইল না; বি তুর্ভাবনায় তুর্ভাবনায় মধুস্থদনের শরীর ভাঙিয়া পড়িল। **জী**বনে ষা উপাৰ্জ্জন কবিয়াছেন দান-ধানেই গিয়াছে; পূৰ্ণ স্বছ্পতা তা প্রবল প্রতিপত্তির মধ্যে কখনও ভাবিতে পারেন নাই—একটা সময় আবাব এই করাল মৃতিতিও আসিতে পাবে। এদিকে কু অবস্থাও থারাপ হটয়া আসিতেছে। চিম্ভায় চিম্ভায় শেবে মধুসুদনের क्षमरवांश मधा मिल। महत्र महत्र विभिन्नविशासी नवाहरक महेत्र চিকিৎসার জক্ত সাঁতরায় চলিয়া গেলেন। কয়েক দিনের চিকিৎসার পর অবস্থা অমুকৃল বলিয়া মনে হইল। **তথন আবার সংসা**রের ভাবনা পড়িল। চাকরি আর শক্তির উপর নয়; মাস্থানেক <sup>গেলে</sup> মধুস্থান এক রকম জোর করিয়া বিপিনবিহারীকে পাণ্ডুলে পাঠা<sup>ট্রা</sup> দিলেন। রোগীর তথু ছশ্চিম্বাই বাড়িতেছে দেখিরা অভ সক<sup>লেও</sup>

জোর দিলেন। অনিজ্ঞাসত্ত্বে বিপিনবিহারীকে পাওুলে ফিরিয়া আদিতে হুইল, থালি পিতার সেবা লইয়াই সাঁতরায় ভিলেন, তাই বিদায়টা আরও মর্মাতী হুইয়া উঠিল। তবু বড় ভেলের দায়িও।

**কিরিয়া আদিয়া কয়েক দিন পবে টেলিগ্রাম পাইলেন ম**ধুস্দন আর ইহজগতে নাই।\*

#### তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পর্যায়

۵

মাকে শৈলেনের প্রথম মনে পড়ে একটি বর্ধার সন্ধ্যায়। স্ব মিলাইয়া বেমন মনে হয়, ধর নিজের ব্যস্তপন বোধ হয় সাত থেকে আটের মধ্যে। ওর ছোট লাই অহি একটু জন্ম-কয় গোছের ছিল; মা ভূলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মাথাটা মঞ্চের আলসেতে আলগা ভাবে চালিয়া প্রধাম করাইতেছেন—বিশাস, ঐ ক্রিলে অহি নীরোগ হইয়া যাইবে। শৈলেন ওদিক্কার পর এইছে বাহির হইয়া বলিল—"মা, আমিও।"

প্রশাসের জন্ম নম, বদিও সেটাও একটা কম ভজুগ নয় সে-বয়সে, জাসল কথা জুলসীর মাটি খাইতে হইবে। মূলে পাকা ক'বিয়া শুকাইয়া গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া বেশ সোঁদা সোঁদা গুল আনে, শৈশব-বসনার কাছে থুব একটা উপাদেয় বন্ধ। মঞ্চী উন্, কাই মারের উপর নির্ভিব।

ত। হ'লে আর শীণ্ণির"—বলিয়া ফিবিরা চাহিতেই এক রুলক আলো কোথা হইতে আদিয়া মা'র মুখেব উপর পুত্তিল।

"ও মা। এখনও পৃথ্যি ডোবেনি,—আর আমি গদিকে সংস্থা জেকে বসলাম।"—বলিয়া মা আকাশের পানে চাঙিলেন, মুখে বিশ্বরের সঙ্গে অল আল হাসি লাগিয়া আছে,—ধেন পৃথ্যদেবের এই লুকোচুবিব জন্তই।

ঠাকুরমা পশ্চিমের দাওয়ার মালা জপিকেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"পশ্চিম দিকে মেঘটার বুঝি গোড়া কেটে গেল গ

আবও কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ে,—কোন কোনটাতে শুধুই মা আছেন, কোনটা মায়ের সঙ্গে অল্প-বিস্তার জড়িত, কোনটা বা সম্পূর্ণই আসাদা। ••• একবার কি একটা ছষ্টামির জন্ম শৈলেনেব উপর

• 'বর্গাদপি পরীরসী' সহকে গুটিভিনেক কথা বলিয়া বাথা প্রোজন—প্রথমতঃ, কাহিনীটি গিরিবালার পুত্র শৈলেনের স্ভিব সাহায্যে রচিত, তাই মাঝে মাঝে তাহার মস্তব্য, বিশ্লেষণ প্রভৃতি পাওরা যাইবে।

षिভীয়ত:, কাহিনীটির মূল সুর নারীর মাতৃত্ব—সস্তান লই হা বা সম্ভানের অভাবে মনের যা পরিণতি করেকটি প্রধান নারীচরিত্রে ভাহাই কুটাই বার চেষ্টা করা হইরাছে।

ভূতীরতঃ, ছইটি থণ্ড বাহির হওয়। সন্ত্রেও আমরা হে তৃতীর থণ্ড বিস্মতীতৈ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ তিনটি থণ্ডই আজ্মদম্পূর্ণ। ধারাবাহিকভার ভক্ত যেটুকু দরকার স্টেকু চ্যকেই পাওরা বাইবে, ভাহার পর কাহিনীর রসাম্বাদনে পাঠক-পাঠিকার কোনকপ অস্থবিধা হইবে না।

সম্পাদক—'মাসিক বস্ত্ৰমতী'

রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন,— একটা পা সামনে বাড়ানো, ডান হাডটা উঁচানো, মুখে হাসি •••পুবে বোধ হয় কোথাত বলা ভইয়াছে, গিবিবালার বাগের সাজ হাসির একটা অচ্ছেত্ত সক্ষ ছিল, তুর নিজের মায়ের কাচ থেকে পাওয়া বোধ হয়।

থকনীর কথাও থব বেশি কবিয়া মনে পছে। গোল-গোল চোথ, দাঁত একটু উঁচু, অস্ভব বৃক্ম কালো: কি**ন্ত** কি অস্ভব বৃ**ক্ষ** দোলো লাগিত থজনীকে। তথনকার জীবনে সেই যেন **ছিল সৰ** विक् । देशक्लराव चुलिहे। ग्रथम थरक এकहे न्याहे रम ममग्न अ**रकवारव** কোলেব ঢ়েলে ব্ৰুলিতে ওব ছোট ভাই অহি, মানখানে আর একটি ভাই সবেন, সেও বড় সইয়া খন্তনীৰ কোল ছাড়িয়াছে। ভাহাৰ মানে শৈলেনের সজে গ্রহনীর আর কোন সম্পর্কই না থাকবার কথা। ্বটি কৰিয়া শিক্ষ আসিতেছে, খন্ধনীয় কোল অধিকাৰ করিছেছে, বছ হট্যা পৰেৰ শিশটিকে জায়গা চাডিয়া দিছেচে, পজনী আবাৰ নবার্থার কন্তারর সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরিভেছে—এই ছিল থকনাৰ জীবনেৰ ইভিহাস। ক্ৰমাগতই বিদায় দিতে দিতে ও**ব স্বেই** বিদায় দেক্যায় যেনা অভান্ত হটয়া গিয়াছিল, শুধু শৈলেন আসাৰ ৰেটা বালিক্য গালৈ। স্নেচ তো একটা অভ্যাস নয় :-- যখন মনে হয় সে একটা অভ্যাদেৰ পথ ধৰিয়া সামনেই চলিয়াছে, হঠাৎ দেখা **বায়** ভাচাৰ দাধ কুইছাছে একটিকে ভাশ্ৰয় কবিয়া বাসা বাধিবাৰ। ভা<sup>ট</sup>, মাঝে অনেক শিশু আসিয়া গেল, বি**স্ক শৈলেনের সঙ্গে সম্পর্কটা** োল্চ নাই প্ৰভনীৰ: শিশু মাৰ কিছু না চি**য়ুক, স্লেচ চেনে:** ন্বপ্ৰিত্যক্ত সংগ্ৰি স্বাদ আছে কি না তাতাতে; তাই গৈলেনেরও থকনা না ভুটালে এক দুও চলিও না, সেই অন্ধকার মুর্ত্তি এ**ক দুও না** দেখিলে ভাষাৰ নিজেৰ চোখেব আৰ্থা যেন নিবিয়া যাইত।

গ্রহুনীর মূলে। মিষ্টু ড়িল গ্রহুনীর বাভির মেড হার কটি। প্রায় আধ ইকি মোটা ছোট একথানা চাটুৰ মতে। কালো বডেৰ 🗫 🕏 জাভাৰ বাহিদে খব নীচ ভূঁলচা-বেভাৰ ঘৰের মধ্যে লুকাই**য়া বসাইয়া** খড়নী গাইছে দিত্ৰ, সঙ্গে থাবিত একটু শাক, কি বেশুনের একটা েশ মনে প্রদু শৈলেনের,—থজনী নিজে খাইভেছে, ভাজিরা ভালিয়া ভাষার মুখে দিভেছে, ঝালে এক একবার ভাষার সাল সাৰা শোল গোল চোথ চুইটা কৃঞ্চিত হুইয়া উঠিতেছে। খুব গৰ জমিয়াছে--"ডুই আমিকে বেশি ভালবাসিস না তোর মাকে রে গোকা ;" শৈলেন বলিল—"ভোকে; মাকে কিন্তু বলিসনি খন্দ্রী।"..."কেনো বে १"..."মা ভাচ'লে মরে বাবে।" খলনীর চোথ তুইটা আয়ুত হইয়া উষ্য হাস্য সহযোগে অভুড দেখাউদেছে, মাথা তুলাইয়া তুলাইয়া বুলিল—"হুঁ, ভুই বড় বেইমান আছিস খোঁকা, তুঙ্গতিনকেই বেশি ভালোবাসিস ভুই; আমিও তোরে ছেড়ে মবে যাবো, তথন সমঝাবি, ভ<sup>®</sup>!

ভাচার প্র উভ্রাসম্পায় পড়িয়া শৈলেনের মুখের কাঁক-কাঁদ অবস্থা দেখিয়া কটি ত্রকাবির চাতেই কাচাকে ভা**ডাভাড়ি** বৃক্তে ভড়াইয়া ধ্বিল, ভুলিয়া ভুলিয়া ব্লিয়া উট্লিল—"নই বে বউরা, ভোষা ছোড় ক'নই ম্ববেই বে !"

িজেৰ অংশ থেকে আৰও খানিকটা মাছ দিল; থাওয়া **হটলে** এঁটো মুখটা নিজেৰ কাপড়ে মুছাইয়া, অভিকে কোলে লইয়া **ভাহাৰ** শৈলেনদেৰ বাসা-মুখো হইল।

কটি-অভিযানের কথা চাপা থাকিত না, ঠাকুবমা শুদ্রেব বাড়িতে থাওয়ার জন্ম হৈ-হৈ বকাবকি করিতেন, পিদিমারা গঞ্জনা দিজেন, মা ভয় দেখাইজেন, এবার নিশ্চয় মবিয়া ষাষ্টবেন। বিপিনবিলাবীৰ কানে উঠিলে তিনি একেবাৰে জাতে ঠেলিবাৰ ব্যবস্থা কৰিছেন। শৈলেনেৰ বেশ মনে আছে, পিড। পুর আড়মবের সঙ্গে অভিনয়টির তোড়জোড করিছেন,—ছেলেকে জাতিচাত করা চইক্ষেড় বলিয়া নিস্তারিণা দেবী চইতে আরম্ভ কবিয়া স্বাইকে উঠানে জড়ো করা হইত শ্বে দেখা দেখিয়া শইবার জন্ম। শৈলেন অসুচায় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পাশেই **बबनी, त्मरे** জाত शारेशाहि, लागाकरे विमारेश प्रदेश इरेटा। শৈলেন এক একবাৰ মূখ তুলিয়া চাহিতেছে, যাহাৰ মুখের দিকেই চার-গন্ধীব। ঘবেব ভয়াবে মা দাঁড়াইয়া, ঘোমটার মধ্যে মুখটি দেখা বায় না বলিয়া অঞা ভিন্ন আৰু কিছু কল্পনাৰ মধ্যেই আদে না। দাওয়ার খুঁটি ধবিয়া বিষয় দৃষ্টিতে দীড়াইয়া বড় ভাই শশাক: ভাইকে চারাইবার ভয়ে মুগগানি ভকাইয়া গেছে: এখন শৈলেন ৰ্ৰিতে পাবে ঐ একটি মাত্ৰ লোক ভাহাবই মতে। হইত প্ৰভাবিত।

ৰাাপারটাতে সভ্যের রূপ ফুটাইবার জন্ম এক এক চমন্ন আবার মোহনা চাকবকে বামন্পাড়ায় পুক্ত ঠাকুবের নিকট দৌড ক্বাইয়া দেওয়া হইত, দে কল্ল দময়ের মধ্যে গাপাইতে গাপাইতে কিবিয়া আসিয়া বিশত-পণ্ডিৰজ'ও বিধান দিলেন শুদ্ৰের বাডির ক্লটি খাইয়াছে, এ-ছেলেকে কাম্বে বাতির কবিয়া দেওয়া ভিন্ন কোন উপায় নাই।

দৃশাটা অবশ্য বে'শ কণ এভাবে থাকিত না। এ-মুখ ও-মুখ চারিয়া কোন পানেই ফাশাব বিদ্যাত সংক্ষত না দেখিয়া শৈলেন ফুলাইয়া ফুলাইয়া বাদিয়া উঠিত। এইটুকুবই আপক্ষা ভক্ত নামিলেই চাবি দিক থকে বিপিনবিহারীর নিকট স্বপারিশ পৌছিত — থাক, ভাচলে না হয় এশার ছেডে দে বিপিন···এবারটা থাক্ লাদা, আর খাবে না, এবংবে না হয় আমরা একটু গোবর খাইয়ে **নাতে** তুলে নিচ্ছি··· খাবাব যদি গায় তো ওর থজনীকে ঠেটোয় কাঁটা **ওপবে** কাঁটা দিয়ে পু'ভ ফেলা হবে···''

খন্তনীর গঞ্জনটো আগেট এক প্রস্ত হটয়া যাইত, এ সময়েও ⊋রেকটা ঝাপটা গিয়া ভাষার উপর পডিত—"তুই পোড়ারমুখী া-ভা খাওয়াস কেন ভকে জমন ক'বে ? • • ভোর রাজুসে পেটে হজম ূ**র বলে স**বার পেটেই সইবে ঐ সব !

শৈলেনকে প্রভিক্তা করানো হইড—না, সে আর কথনও খাইবে া—কথনও নয়— এ কল্মে নয়। সেদিনটা আর হয় না; বোণ হয় গাঁহার প্রদিন্ত নয়, তেমন সুযোগ না পাইলে বোধ হয় আরও ।ক-আঘটা দিন যায়। জাতার পর আমাবার সেট গোপন প্রামর্শ, গাপন অভিযান, ধরা পড়া, আবার সেই সর ব্যাপারের পুনরারভান।

শ্বভিব আলোদনে কথাঞ্জা দব এলোমেলো ছইরা আদিকেছে। ারেব কথা মনে পাড় বেশি করিয়া। বাভিবে একটু দূবে গিয়া জিক্টেই মা'ব জন্ম মনটা কেমন করিতে থাকিত। পজনী সংক্ াছে, এলিকে মেড যাব কটিব মতো অমৃতের আঝান গ্রহণ চলিতেছে - এমন তুল ভ যোগালোগে গোধ হয় থাকিত থানিকটা অকমনম্ব, ৰুও একটু ফ ক পাইজেই মনটা মায়ের কাছে গিয়া পড়িত। । হার কাবণ ছিল,—: ছলেব ধাতটা একটু খরছাড়া গোছের দেখিয়া বিবালা প্রায়ট শাদাটভেন--"তুই বটভলা কি অপথ-ভলার

ওদিকে গেলেই আমি মরে ধাব, এসে আর দেখতে পাবিনি।"••• সে এক অগ্রহ বকম দোটানা অবস্থা--বাহিরে না গিয়াও উপায় ছিল नी, व्यथि भर्वनारे भारक शांतारेवात এकहै। छत्र। व्यावश्व এकही **অভূ**ত ব্যাপার ছিল.— :র গেলেই যে মাকে হাবাইতে হইবে, বাড়ির কাছে থাকিলেও এ-ভয়টা মনেব কোথায় যেন জড়াইয়া থাকিত। মোট কথা, বাডিব বাহিবে পা দিলেই মনটা বাড়িতে ফিবিয়া যেন মায়ের পাশে পাশে ঘৃবিয়া বেড়াইতে চাহিত—একটা অবুঝ আশহায় আগলাইয়া আগলাইয়া। ••• এ এক জন বাহাকে কত ভাবে যে পাওয়া গেল জীবনে। কেহ তো বলিয়া দেয় নাই সে সবচেয়ে নিকটতম, তাহা ভিন্ন একে একে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া অল অল কৰিয়া কাছে থেকে দুৱে—আবও দুবে কৰিয়া দিয়াছে, আব ওদিকেও জ্ঞানত: থজনীর চেয়ে কেচ্ট আপনাব ছিল না, কেহট প্রতিপদে অত অপরিহার্য ছিল না, তনু সদা হারাইবার ভয়ের মধ্যে, ভুধুমাত্র আছেন এই ভর্মার মধ্যে, কি অপুর্ব যে ছিলেন ছেলে-বেলার মা ! • • মায়ের মূথে, ঠাকু বমার মূথে যত সব তঃথিনী মায়ের গল্প ভ্রিভ, স্বার সজে মাকে মিলাইয়া ফেলিত শৈলেন। মাকে যেন ঐক্টে মানায় বেশি: হাসি আছে, স্বট আছে, তবু বেদনাই ষেন মাষের প্রাণ। তাই সেদিনকার সন্ধাব ছবিটি মনে পড়িয়া পড়িয়া মনের সঙ্গে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছিল শৈলেনের,— কুল, ক্ষীণজীবী অভিকে লইলা মা ভুলসীমঞ্চের কাছে দাঁড়াইলা আছেন—মুখে স্থের শেষ অন্তরাগ আসিয়া পড়িল।…কৈ, কারুণ্যে মাধুর্ষ অমন একটা ছবি তো আর চোথে পড়িল না জীবনে।

একটা বেশ কৌতুকের কথা মনে পড়ে শৈলেনের,—ভালোবাসার চুল-চেবা বিচার কবিতে কবিতে থকনী একবার নিজেব একটা চোধের নীচেটা টানিয়াধবিয়া বলিজ-- তুই জানিস্না, দেখ ঘোঁলা, তুই আমির আথের ভিতবে বহেছিস। • সভাই পজনীর চোণের মধ্যে একটি ছোট মামুবের প্রতিষ্কৃতি, শৈলেন একট ডাইনে বাঁয়ে তুলিতে সেও তুলিল। একটা কৌতুকমধ আন্দের সঙ্গে শৈলেনের মনটা বেশ থানিকটা চিস্তাকুল ভইষা বহিল। বাড়ি আসিল। গিৰিবালা অভিকে কোলে শোওয়াইয়া কাজল পরাইতেছিলেন, শৈলেন আসিয়া মায়ের মুখের কাচে মুখটা লটয়া গিয়া বলিল—"ভোমার চোথ দেখি তো মা।<sup>\*</sup> নিজেই চোথের নাচেটা টানিয়া ধরি**ল।**••• আছে, মায়ের চোখের মধ্যেও সে আছে! গিতিবালা ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই সে নাচিতে নাচিতে বাহিবে চলিয়া গেল। এই ৰেশি কৌতৃহল কথনও হয় নাই—তাহার প্রশ্নের ঐথানেই ছিল অবধি, ভাট রহসশ্রটা কথনও ভাড়ে নাট,—সমস্ত ছেলেবেলা জুড়িয়া একটা বিশায় আৰু আনন্দ ছিল,— যে ভাবেট চোক, শুধু গলনীই নম্ম, মাও ভাচাকে ষত্ন করিয়া চোণের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন !

ঠাকুরদাদাকে মনে পড়েনা, পড়িবার কথাও নয়। ঠাকুর-দাদাকে লটয়া এ-পরিবাবের যে জীলনাংশ সেটা তথন ইতিহাসের সামিল ভটয়া গোছে। শুটবার সময়, বিভা শীতকালে আঞ্নের কাছে বদিয়া, কিন্তা কোন বৰ্ষাৰ দিনে, থেলাৰ পাট যথন বন্ধ থাকিত লৈচ্নেৰা ঠাকুৰমাৰ, কিম্বা মা'ৰ, হয়জো বা কোন পিসিমার কাছে গল্প ভনিত। ঠাকুবদাদ খুব শুপুরুব ছিলেন, পারের চেটো, হাতের চেটোর রং ছিল বেন ছবে-আলভা---পুব না কি বড় হওরার লক্ষণ; অশেষ প্রভাব ছিল এই পাঞুলে তাঁহার—তাঁহার পুণ্যমত্ত

জীবনের কাহিনী সব, যখন যেটা মনে পড়িত বজ্বীর। এ-বাড়ির অবস্থা খুব ভালো ছিল, অনেক দাসদাসী-অভিথি-অভ্যাগত। সেই সঙ্গে আদিয়া পড়িত বাবা, কাকা, পিসিমাদের বাল্য-কথা ও মা কি করিয়া আসিলেন এ সংসারে। তন্দ্রার অপষ্ঠতা, কি বাহিবে শীং, মবের মধ্যে মিঠা উত্তাপ, কি অঝোর-ঝরা বাদল—এই স্বেব মধ্যে নিজেদের অভীত জীবনের রোম্যান্দ মৃতি ধরিয়া উঠিত • এই সেজ পিসিমা কি এই বকম ছিলেন দিসমন্ত উঠানে চক্র দিয়া বলিতেন—"লোটন ঝা থেতে বসেছে—এ—এ
• লোটন ঝার পঞ্চাণটা বছাই আম হয়ে গেলো—ভ—ভ—ও—ও—"

শশান্ধ, শৈলেন, হবেন হাসিভারা কৌ এইলের দৃষ্টিতে চাষ পিসিমার দিকে, ত্রিনয়নী কপট রাগের সঙ্গে বলেন—"আছা, হয়েছে; এত মিছে কথাও আদে তোমাদের! আমি না কি ঐ রকম ছিলুম।" কথা-কাটাকাটির মধ্যে কতকটা অযথাই স্বার মূথে হাসি উচ্ছুসিত ১ইয়া ওঠে।

এখন অবস্থাটা দে আগেব চেয়ে থারাপ, ঠাকুরদাদার গল না শুনিলে দে জ্ঞান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমতঃ তথন সে ব্যুদ্নয়, স্বিভীয়ত: তথনও এমন একটা কিছ ছিল যাহার জন্ম আশে-পাশের সবাইয়ের চেয়ে নিজেদের একটু বিশিষ্ট বোধ হইত।… বাবা কুঠাতে চাক্রি ক্রিতেন, কুঠাতে সাওয়া বারণ ছিল ব্রিয়া কুঠাটা ছিল একটা অভেগ্ন বহসা। বৈকালে পিতার ফিবিবার সময় চইলেই তিন ভাইয়ে উৎস্থক দৃষ্টিতে গুলমোহৰ গাছেৰ নীচে শাদা ফটকটার দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি বাহির হুইসেই হন্ হন কবিয়া অগ্রসর হুইন্ড। সমস্ত দিনের পর বাবাকে পাওয়ার একটা আনন্দ তো ছিলই, তাহার উপর ছিল ফলের লোভ। বাবার থুব ফুলের স্থ, সাহেবের বাগান থেকে অনেক রকম ফুল জইয়া আসিতেন—শীতকালে কত রকম বিচিত্রবর্ণ মৌশ্রমী ফুল, অছ সময়ে গোলাপ, আরও নানারকম ফুল। সেইওলা ভাগাভাগি করিয়া ভিন্ন ভাইয়ে লইয়া আসিত বাছিতে; আত্মসাং করিবার উপায় ছিল না, তবে বাডি প্রস্ত এ-বে লইয়া অংসা, তাহার মধ্যেই কী বে একটা উন্মাদনা ছিল। আৰু, প্ৰতিদিনেৰ একটা ≱টিন :—পড়া বা জোর করিয়া তুপুরবেলা ঘুমানোর মতো ক্রটিন ায়,—বাবাকে পাভয়া, বাভির ভালো-মন্দ থবর আগে ভাগে পৌছাইয়া দেওয়া, ফলের সমাবোহ-সব মিলিয়া এ কটিনে একটা অভিনৰ মাদকতা ছিল, সময় যত অগ্ৰসৰ চইতে থাকিত, খেলাৰ শধ্যে তিন ভাইয়ে অক্সমনস্থ হইয়া পড়িত।

ওদিককার বিবাহের পাট শেব চইরা গিয়াছিল—তুই পিদিমার, কাকার, সকলেরই। শৈলেনের শ্বৃতির শেষ রেখার তাহাদের গংসারের যে চিত্রটি তুলিতেছে ভাহাতে রহিরাছে ঠাকুবমা, বাবা, থা; এদিকে ভাহারা চার ভাই, ছোট পিদিমা।

ছোট পিসিমার বিবাহ হইয়া গেছে, কিন্তু তিনি তথনও পাণুলেই, ইয়তো যে সময়ের স্মৃতিটা উজ্জ্বল হইয়া আছে সেই সময়টায় তিনি ধন্তবনাড়ি থেকে কিছু দিন বাবং এথানে আসিয়া আছেন,—মোটের উপর তাঁহাকে সে সময়ের পরিবারের অস্তুভুক্ত বলিয়াই মনে পড়ে। তথকা চণ্ডীচরণ কাছেই হৈয়ামে কুঠাতে কাক করিতেছেন। কাকিমাবেশি দিন পাণুলেই থাকেন, কথনত বথন হৈয়ামে যান, কেহ সঙ্গে নার। শৈকেনবার কথনত কথনত বাহু পাণ্ডলের হৈচিত্রাহীন ক্রীবনে

সে একটা উৎসব-গোছের। কাকিমার আগাটাও একটা উৎসবের অঙ্গ,—টুকিটাকি কি সব কিনিয়া আনেন, আগিলেই ইহারা স্বাই থিরিয়া গাঁড়ার, যাহা পায় ভাহাবও অভিনিত্ত লোভ থাকে। কাকিমার গেটা জানা বলিয়া থাকেন সত্তব্দ্ধ শৈশেষ করিয়া হবেনের কাছে। সে-সময়ের কাকিমার মধ্যে একটা ছেলেমাকুরিও মনে পড়ে শৈলেনের ,—সত্তর্কভার মধ্যে থেকেও হরেন বোধ হয় চিলের মত্যেছোঁ মারিয়া একটা জিনিষ সইয়া গোল—একটা হাড়ের বলই স্বচেরে লোভনীয় ছিল—কাকিমা টপ করিয়া ব্যক্তর ভালাটা কেলিয়া চাবিটা ব্যাইয়া দিয়া কাল-কাল হইয়া উঠিলেন। বাড়িব বৌ দৌড়াইয়া ধরিবার তো উপায় নাই-ই, টেচামেটি কবিবার পথ বন্ধ, নিরুপার ভাবেশাক্ষ জার শৈলেনের সাহায্য চান—কাল-কাল-কাল ভারে ভালিরে নিয়ে জার, আমি ওটা দিতে পাবের না—ভোলের জক্তে তো এনেছি কিনে কত কিন্দাৰ বাবা, হল্পটি; শৈলেন, ভূই-ই যা বাবা, শশাক্ষ পারবে না আটাতে ও ভ্রেকাতের সঞ্জেক্ত

ক্ষমও বোধ হয় গিরিবাল। আসিয়া পচেন, বকেন—"ক্ষেম ও হতভাগাকে ডাকিস ? ভোরও যেমন বাই। • দিয়া দেখি।"

কাৰিমা জাকে ধরিয়া ফেলেন, ভীত ভাবে বলেন—"না দিদি, তৃমি থামে, একুনি মা, বড়ঠাকুব টেব পাবেন। শৈলেন যাছে। এলেই জানি কাৰিমা বলে ঘিরে দাড়াবে—মন কেমন করে না ?—
ফিবিওলা একেই একটা একটা করে কিনে গ্রাথি…না, আমি বলটা দিতে পাবব না কিছে…"

শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলেন—"ঙুই যা বাবা, বলবি হুন্নেন বড় হোলে ওকেই দিয়ে দোব—সভিয় ওব জ্ঞেই ভেগ বেখেছি•••ভজিন আমার কাছে থাক্ ওটা•••

শৈলেনের মনে পড়ে, এক এক সময় চফু প্রাস্থ ছল ছল করিয়া উঠিতেছে যেন কাকিমার ৷ গিরিবালা রাগিয়া বলেন—"যুড়িমা,— কোথায় বেশ বাশভারী চয়ে থাকবি ভা না—ছেলেমামুবের সঙ্গে ছিলেমামুব সেকে—ছানি না বাপু ।…"

শৈলেন বরাবরই পাতৃলে ছইটি বাহালী-পরিবাব দেখিয়া আদিয়াছে. এক ভাষাদের নিজের আর এক জ্যোমানাইদের। কৈলাসচন্দ্রের পরিবাবেও মনে পড়ে জ্যোমাইদের হড়ালিদি, মেকদাদা,—এরা তিন জনেই শশাক্ষণের চেয়ে বড়; ভাষার পর শৈলেনের সঙ্গী ভারাপদ, ভাষার পর বিজয়। ছইটি পরিপূর্ণ জ্ঞাতি পরিবার, একেবারেই গায়ে গায়ে বাড়িং বিদেশের কঠিন পর্দা বাঁচাইয়া বাহাতে সর্বনাই মেয়েছেলেদের যাওয়ংজাদা চলে ভাষার ব্যবস্থা বহিয়াছে। বছরের মধ্যে শৈবার ববে ৩৩ বুর্তার এলাকা থেকে কোন বাজালী-পরিবার দেখা করিতে আসিলে বংলালীর মুখ দেখিবেন—সে আতুর ভারটা আর নাং গিবিবালার জীবনে । তাস ভাইয়াও গোল বহু দিন, গিবিবালা এ বাতিতে পা দিয়াছিলেন বয়স্ব্রমার ভ্রেরা, বারো-তেবোন বংসর জাতীত হুইয়া গেল —একটা মুগা। হাজার মধুর হুইলেও পাতৃলের জীবনের একনা গতি ভো আছেই, থানিকটা পরিবত ন ভো ইস্টাই।

গিরিবালার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়,—সংসাধে তাঁহার গৃহিণী-পনার যুগ বে পরিবর্তিত সমাবেশের মধ্যে আবস্ত হইল, তাহার মোটামটি একটা পরিচয় দেওবা বহিল।

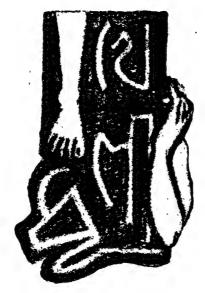
#### আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল-প্রভিযোগিতা:—

ক্রা'ই এফ এর প্রাক্তন সভাপতি প্রলোকগভ সম্ভোষের মহা-বাজা ভাবে মন্মধনাথ বায়চৌধুরীর খুভি-বন্ধা কল্লে ভারতীয় ফুটবল-কর্ত্রণক্ষের প্রচেষ্টার নিখিল ভারত আন্তঃপ্রাদেশিক ছটবল-জগতে সন্তোষ শ্বতি-প্রতিবোগিতা পবিকল্পিড ও প্রবর্ধিত হয়। ১১৪১ সালে এই অমুষ্ঠানের প্রথম উদ্বোধন হয়। শ্রেম বংসর বাড়লা নিজ প্রদেশে খেলিয়া শেষ খেলায় দিল্লী প্রাদেশিক দলকে ৫-- গোলে অনায়াসে প্রাক্তিত করিয়া ভারতীয় ফুটবল মহলে নিজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অটুট বাথে। প্রবতী হুই বংসর যুদ্ধ কালীন পরি-স্থিতির জন্ম যাভায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন এই প্রতিযোগিতার অমুষ্ঠান বন্ধ থাকে।

গত বংসর দিল্লী নিজ মাঠে ২— গোলে বাওলাকে পরাজিত করিয়া পূর্বে পরাজেরে মানি দূর করে। গতবাবের বিপ্যায়ের সাবাদ বাওলার আশাবাদী ক্রীড়া-কর্ডপক্ষ কতকটা বিশ্বয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা দেরীতে ভোলেও উপলব্ধি করলেন ফে ফুটবল-জগতে বাওলার শীকস্থান শাশত ও স্প্রেভিতিত রাখতে হোলে নিশেষ্ট বদে থাকলে চবে না। রীতিমত অফুশীলন বা প্রহাদ প্রায়েজন। যাই হোক, এবার বাওলা ত্র্বারে গভিতে প্রতিবোগিতার জ্বভিতান আরম্ভ কোরে শেষ প্রয়ন্ত জ্বতিলক মাথায় নিয়ে কিরে এদেতে।

আমাদের জরবাত্তী থেলোরাড়গণকে সাদর অভিনশন জানিরেছে বাছলার অগণিত ক্রীড়ামোদী তলসাধারণ। তারা আমাদের মুখোজ্ঞল করেছে—বাংলার লুগু গোবর পুনর্ব্জার কোনেছে। প্রথম পরিচয়ে বাউলা রাজপুতানাকে ৭-০ গোলে শোচনীয় ভাবে বিপ্রান্ত করে। সাতটি গোল দেওরার অপুর্ব্ধ কুভিছ দাবী করে আমাদের জানীর লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইষ্ট বেদল দলের আক্রমণ বিভাগের কর্ণবাব—বাঙলা-প্রবাসী বমী থেলোয়াড় পাগস্লী। হার্দ্রাবাদকে পরাজিত করতে বাঙলাকে কোন অস্তবিধা ভোগ করতে হয় নাই। প্রথমাধ্বে তিনটি ও পরে আরও চুইটি গোল দিয়া ভাগারা জয়ী হয়!

জ্বপর প্রান্তে যথাক্রমে এওর প্রক্রিম সীমান্ত প্রদেশ, চাকঃ ও দিয়ীকে পরাজিত করিয়া বোস্বাই চরম মীনাপার জল্ম বাত্তরার সহিত শেব পরায়ে মিলিত হয়। ভারতের পুরু ও প্রদিমার্করের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলের এই প্রতিছ্পিতা বিশেষ আক্রমীয় হয়। বাঙ্গোর থেলোয়াড্গণের অপুরু সময়য় প্রতিপক্ষ দলের পরাজ্যের জ্বজ্য কারণ। প্রথমান্দের পর্বন্ধ মিনিটে আব, দাস ও থিতীয়ার্দ্ধে এল, নন্দী জ্বমুলক গোল তুইটি দেয়। গোলে ইসমাইল অপুরুষ ক্ষতা দেখার।



এম, ডি, ডি

বাঙ্গালা: ইসমাইল; এস দাস ও তাজ মহম্মদ; ডি চক্র, টি আও এবং মহাবীর, আর দাস, আপ্লারাও, পাগসলী, ঘোষ এবং নশী।

বোখাই:—সঞ্জীব, ম্যাণ্ডন এবং প্যাপেন, আর্ণজ্ঞ, রবিনসন, এবং গোবিন্দ, ভ্যাণ্ডোকাস, টিপল, ককলিন, ম্যাক্ষল এবং ডাক্রাম।

বেফারী:--এটকিনসন।

বাঙলা-পক্ষে পূর্ববর্তী থেলাগুলিতে ডি, সেন, পি, চক্রবন্তী ও কাইজারকে নিজ ্বীনজ অভ্যস্ত স্থানে থেলিতে দেখা যায় ৷

#### वारे, এक, जि, मील्ड:-

ভারতের শ্রেষ্ঠতম ফুটবল-প্রতিবোগিতা লক্ষের আই, এফ, সি, শীক্ত জর করিয়া বাডলার বাহিবে বাঙলার প্রতিষ্ঠা

বজায় করিয়াছে। স্থানীয় লীগবিভয়ী লাল্লী সিটি ক্লাবকে প্রথম দিন গোলশুক্তভাবে অমীমাংসার পরে ভাষায়া ২ — • গোলে পরান্ধিত করে।

ইভিগ্রের বাঙলার আলোচ্য বংসরের শ্রেষ্ঠ দল ইট্ট বেকল ও
অক্তম শক্তিশালী অফিস টাম এলবাট ডেভিড বোম্বারে রোভার্সকাপ
প্রতিযোগিতার যোগদান করে। ইট্ট বেকল এলবাট ডেভিডের নিকট
পরাজিত চইয়া বিদার গ্রহণ করে। এলবাট ডেভিডে, ফাইজালে
ট্রিট ইইয়াও পরাজিত চইয়াছিল। তাহাদের পরাজ্যের মূলে
অক্তান্ত বিভিন্ন কারণের মধ্যে খেলোয়াড়গণের মধ্যে সহযোগিতা ও
নির্মান্থগতার অভাব দেখা বায়। পত্রিকা ক্লাবের এই সাফল্যে
শামরা বিশেষ গরিবত যে, তাঁহারা আমাদের সন্ত অভ্যিত সফর কালীন
ঘুর্নাম কতকাংশে দূর করিয়াছেন। সভ্যবন্ধতা ও নৈতিক সভ্যতার ফলে
তাহাদের খেলোয়াড়গণ অনুক্রপ গৌরব অজ্বন করিতে সমর্থ ইইয়াছেন।
সামরিক সালের সন্তর্বাল-প্রায়াস ঃ—

ভিন্টোবিয়া মেমোবিয়াল স্থানিপ্ৰে সম্মিলিত সামবিকগণের প্রচেটায় উপায়ুপরি কয়েকটি প্রদর্শনী ওয়াটার পোলো খেলা ক্ষপ্তিত হয়। এইরূপ অমুক্রীনের ফলে আমাদের স্থানীয় সাঁতাক খেলোয়াড়গণ অমুক্রীজনের বিশেষ স্থানাগ পায়। কলেজ স্থোয়ার ও ছাট্যোলা ষ্যাক্রমে ৮—৭ ও ৭—৬ গোলে ব্রিটিশ ও মার্কিশ সামবিকগণের সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে জয়ী হয় কিছু বাউলা এমেচার প্রায়ান প্রমিলির ৭—৫ গোলে সামবিকগণের বিরুদ্ধে প্রায়ান বাহান সমিতির ৭—৫ গোলে সামবিকগণের বিরুদ্ধে প্রান্তার পোলোর জগণিত সম্মুক্রগণ হতাশ হইয়াছে।

নাকিণ সামরিকগণের প্রচেষ্টার ইহার পর ছই দিন ব্যাপী এক বিরাট প্রদর্শনী সম্ভরণোৎসব অন্তুষ্টিত হয়। ভৃতপূর্ব্ব আলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাভাক মিসৃ হেলেন মিলি প্রথম দিন বিভিন্ন সম্ভরণ-কসকৎ প্রদর্শনে সমধেত দশকগণকে আনক্ষদেন। •

প্রের দিন সকালবেলা চা পেতে
বনে অভিলাষ বলল, 'কনি,
বোধ হয় জানো বে ভোমার বাবা
ককেই আমাদের বেছি ট্রি করবাব
লা করেছিলেন কিছা ভেবে দেখলাম
তে ভোমাকে নিকান্তই জনবদস্তি
বিষয়। আমি আক চলে যাচ্ছি—
লা করে ভূমি ভেবে দেখ।'
বুঝলাম বাবাব সঙ্গে এবকমই কোনো
মিশ হয়েছে। নিন্ধি সময়ে অভিলাব



—উপন্য!স— প্ৰতিভা বস্ত 'ভাহ'লে যাবে—ৰেভে পারবে সভিঃই ?' 'নিশ্চযুই বাব মণ্টু, সভিঃ **আমি** 

'ওঁদের কথা আমি ওনবোনা।'

'নিশ্চয়ই বাব মণ্ট্ৰ, সন্ত্যি **আমি** বাব। ভূই আমার সঙ্গে বাবি।'

আমি চটপট কাপড ছেড়ে নিচে
মান কাচে নেমে এলাম। বদনার ঘবে
অক্স লোকের গলা পেলাম—খ্ব পরিচিত
গলা—ও কে ? মন্ট্র পরদা কাঁক করে
মাথা গলাতেই মা বললেন, মন্ট্র, দিদিকে
ডেকে নিয়ে এসো তো, বল গিয়ে

জাঠামশাই এসেছেন-তোমাব অভিসাবদার বাবা।

মণ্ট্ মুহূতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, 'দিদি, সর্বনাশ ! বুড়ো তো এসেতে।'

আনি ঠোটে আঙ্ল চাপা দিয়ে বল্ম, 'চুপ।'

কামি মাকে বলতে শুনলুম "কেন আমাৰ অমত হয়েছে দে কথা আমি কাইকেই বলবো না। তবে দেখুন, আমাৰ ইছেটাই তো ইছে নয়—মেয়েও তো বড হয়েছে !'

'দে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি হঠাৎ কেন বেঁকে বসলেন সেটাই আমার অবাক লাগছে।'

'এ বিবাহ না হলে অভি সাংগাতিক আঘাত পাবে। আপনি কানেন, অভি পাত্র হিদেবে লোভনীয়—দে যে-কোনো সমাতে বে-কোনো পিতামাতাব কাছে। কিছু আমি ওর কাছে অনেক ভালো-ভালো মেরের প্রস্তাব করেও ব্যর্থ হয়েছি। এখানে ওর ছেলেবেলাকার সংস্ক'—না একটু নরম হলেন—বললেন 'কিছু কী করবো দত্ত মশাই, মেরে আমার ভোটো নেই—ভার নিজেরই বধন মনস্থির হচ্ছেনা তথন আমাদের আর বলবার কী আছে ?'

'ও, মেয়ে !'—অভির বাবা হাসলেন, 'ছেলেমায়ুৰ—কোধায় কোন মোহ লেগেছে চোথে—ও আর কদ্দিনের বলুন ?'

ইতিমধ্যে বাবা চুকলেন ঘরে, 'আরে, গোপালবাবু বে—কবে এলেন ?'

'এসেছি ভাই আছকেই—কিন্তু তোমাদের কী ব্যাপার বল তো? অভি তো দেঁদে কেটে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখেছে আমাকে।' 'সে কিছু না'—বাবা কোট ছেছে একটা কোঁচে বসে পড়লেন। 'ভোনার স্ত্রীরও তো দেখছি মন বিগড়েছে।'

'আর মেয়েদের কথা বলেন কেন? **আজকালকার ছেলে**ন্মেয়েদের অসভ্যতার অস্ত আছে? তাঁরা এখন নিজেরা করবেন পাত্র নির্বাচন। যত সব—' বাবা বিরক্তি ভবে কথাটা আর শেষ কবলেন না।

গোপালবাৰু বললেন 'সভিয় নাকি হে, একটা কোন দোকান-দারই নাকি'—

'রাবিশ! রাবিশ।—অভি লিখেছে নাকি আপনাকে এ-সৰ কথা?'

'ভাই তো আমি এলাম—আমার ছেলে পাগল হরে আছে ভোমার মেরের জন্ত। আর হবেই বা না কেন বল? এইটুকু থেকে ভো?'

'নিশ্চরই। আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হবে বাবে। ঐ দোকানদার ছেঁ।ড়াকে কোনোমতে সরাতে হবে এখান থেকে—কিছ

ল গেল গ্ৰাম বাবাৰ মুখ্যেনাকে প্ৰণাম করতে গিয়ে সে টেদ লি। মার ছদয় জয় কণা যে কন্ত সহজ গ্ৰ-কথা সে জানতো— কলারও তাৰ অভাব ছিল না। মা মুখ ফেবালেন— গ্রাই হয়তো টারে খারাপ লাগছিল। অভিলাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ওঁদের মনে এনন ভাবেই নিশে গিয়েছিল যে শত দোষ ও ওকে তাগি করতে ওঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। ম জানলা দিয়ে ওব বিদায়-দৃষ্য দেখলান।

এর পারে কয়েক দিন পাইজ বাবা ধ্বেবারে জম হয়ে বইলেন। । সঙ্গে পাইস্ত কথা বললেন না :

অভিলাষ চলে যাবাৰ প্ৰেই আমি মণ্ট্ৰে দিয়ে দোকানে ছোট চিঠি পাঠালাম, 'আমাৰ সঙ্গে আবাৰ দেখা না হওয়া পুষত্ত ত্মি ার সঙ্গে কোনো কথা বলকে এসো না। আশা করি ভালো আছ। দিন ক্ষেত্র কাটলো একটা চাপা অশান্তিতে, তাবপব আন্তে-স্ভ হাওয়া ধ্থন একটু লঘু হয়ে প্সেচে এমন দিনে মণ্টু এসে ধ মুখে বললে, 'দিদি, শ্রামলদার থব অন্তথ। আমি গিয়েছিলাম ানে।" বলাই বাতুল্য---আমি ছিলাম বন্দিনী। দোকানদাবের ণ দেখাশোনা হোক এটা তো কেবলমাত্র আমার বাবাই নন—এতে যাব মার মনেও খোব দ্মাপত্তি ছিল। বেরুবার পথ আমার व्यक्ति वक्ष । वक्षु-वाक्षवरमञ्ज वाञ्चि छाट्य वावा निष्य यान-জ্জ ধিরিয়ে আনেন। মণ্টুর থবরে আমি বিচলিত হলাম। াস্ত পায়ে ঘবের এদিক থেকে ওদিক ইটিতে লাগলাম। মণ্ট ল, বাবা বলেছেন, বাড়ি থেকে যেন আমি এক পা না বেরুই। न पाकारन शिर्षि - उठीर দেখি বাবাও সেখানে ছন।'

ৰ্বাৰা!' আমি চমকে উঠলাম 'বাবা গিয়েছিলেন ৷' সভিয় ? ভানিস্ ?'

'গ্রা— সামাকে দেখে বাবা রেগে আগন্তন হয়ে গেলেন। তারপর বলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দোকান কি আপনার?' মলদা মাথা নাড়তেই বাবা বললেন, 'একটু বেরিয়ে আফন, ধনার সজে আমার কথা আছে।'— আমাকে বললেন, 'তুই চলে!' তারপর থেকে আমাকে আর বেকতে দেন না, তোমার কাছেও একলা এলে ওঁরা পছক করেন না। কাল আমাদের জন মান্তার মশাই আদেননি—শেষ ঘণ্টার ক্লাটা আর হোলো ভথন আমি গিয়েছিলাম ওথানে। মাসিমা ভয়ানক কাঁদছেন।' আমি বল্লাম, 'মণ্টু, আমাকে একবার নিয়ে যাবি আজানি ?'

''से करत ? 'छामारक छा छँता दक्कछ है सदन ना।'

দেখুন, দোকানদারি করে বটে ছেঁাড়া, কিন্তু কী অন্তুত কথাবাত 1,— আর তেজ কত !

'তুমি গিবেছিলে নাকি সেধানে ?'

'গিয়েছিলাম একদিন — আছে। করে শাসিষে দিয়ে এসেছি।' এতকণ মা চুপ ক'রে ছিলেন, বললেন 'কী অভায়! আমি ভো

এ-কথা জানিনে। তুমি শাসাবার কে?'

'ভূমি চূপ করে। ও: চো'—বাবা পকেট থেকে একটা 
চিঠি বাব করে মার হাতে দিলেন—'অভি লিথেছে দেখ। আর 
লোনো—আমার চা-টা এ-ঘরেই পাঠিয়ে দাও গিয়ে। কুনি কোধার, 
ফুনিকে ডাকো।'

মা উঠছিলেন, আমি নিজেই গিয়ে ঘরে দাঁড়ালাম।

'এই যে মা এসো এসো—'অভির বাবা তাঁর চিরধৃত চকু দিয়ে— আর্থাকে লক্ষ্য করে উঠে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, আমি নিচু হয়ে প্রথাম করলাম।

মা চিঠি খুলে পড়তে-পড়তে বদলেন, 'রুনি, যা তো মা ওদের চা-টা একটু দেখে নিয়ে আয়।'

আমি চায়ের ব্যবস্থা করে থাবার ঘরে চুকতেই মা আমার হাতে
আজিলাবের চিঠিটা দিলেন। একটু এ-কথা ও কথার পরে
বেরিরে এলাম চিঠি নিরে। ইচ্ছা করলো টুক্রো টুকরো করে
ভিঁজে কেলি কিন্ত নিতান্তই কোতৃহলবশত চিঠিগানা আমি না-পড়ে
পারলাম না।
—

'কাকিমা

আমাকে বে অপরাধের জন্ত আপনি এত বড় শান্তির ব্যবস্থা করেছেন—কার কেউ না জানসেও আমি মনে মনে জানি, অত বড় শান্তি আমার প্রাপা নর। যে কথা বলে আমি আপনার অগ্রীতিতালন হয়েছি, সে কথা একান্তই আমার করানাপ্রস্থত নর—তার প্রকৃত কারণ ছিল বলেই আমি অকপটে তা প্রকাশ করেছিলাম—হতে পারে সেটা আমার ভূল ধারণা, তবে এ ধারণা স্তিতিও হতে পারতো। অবিশ্যি স্তিয় না হওয়াটাই বাহ্নীয়। সুকোচ্রি করা আমার ধাত নয়, সেটাই শেষ পর্যন্ত আমার শান্তি-ভোগের কারণ হল ?'

এই পর্যন্ত পড়ে ঘুণার আমার সমস্ক শরীর কটকিত হয়ে উঠলো।
আভিলাৰ আর কত নিচে নামবে ? ভগবান, তুমি তো জানো—
ভূমি তো আছো—তুমি আমাকে বকা করে।—বাঁচাও আমাকে ।
এ অপমান থেকে। সমস্ত শরীরে মনে আমি বল আনবার চেষ্টা
করলাম—কিন্তু বার্থ হয়ে আমার শরীর-মন বেন ভেডে চ্রুমার হয়ে
কেন্তে চাইল।

মা কিন্তু ঐ চিঠি নিয়ে আব কোনো কথা আমাকে বললেন না— হন্ধতো তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল কে জানে। বিনা অপরাধে আমি চোরের মত চলা-ফেরা করতে লাগলাম।

1...

তিন চার দিন কেটে গেলো, আমি তার কোনো ধবর পেলাম না—কেমন আছে সে কিছু জানলাম না, মণ্টও কাঁক পেলো না বাবার। আমার মনের অবস্থার কি কোনো বর্ণনা আছে? এর মধ্যেই ধূষধাম করে একদিন আমার আশীর্থাণ হয়ে দেল—মা

ঠেকাতে পারলেন না বাবাকে (বিশ্বা চেষ্টাই করেছিলেন কিনা তা-ও জানি না)।

সমস্ত ঠিকঠাক করে—একেবারে বাবাকে দিয়ে দিখিয়ে পড়িয়ে সমস্ত পাক। বাবস্থা করে জভির বাবা বিদায় নিকেন।

মা হ'এক দিন চূপ করে থাকলেন, তারপর আছে আছে বিঝাতে লাগলেন 'অভি যদি কোন মন্দ কাজ করেই থাকে—তোকে পাবার জন্মই কবেছে। তা ছাড়া কী করবো বল—তর জেদ তোকানিয়।'

মুণায় মার দিকে তাকাতে পাবলাম না। ভাবলাম, মৃত্যু তো অস্তত আছে।

অভি রাক্ষস ! এই দেহের গদ্ধ ওর নাকে লেগেছে। ও ছাড়বে না—কিছুতেই ছাড়বে না ভোগ না-করে। ভারপ্র দেবে কেলে। আমার অহংকারের শান্তি দেবে ও।—আছা!

সময় বহে থেতে লাগলো—ল্ল-লক্ষ হাতি থেন আমার বুক্
মাড়িয়ে থেতে লাগলো—আমি শুকিয়ে গেলাম—আমার চোধ-মুধ
বসে গেল—কিন্তু আমার বাবার দয়া হ'লো না।—আমার মার মনের
কথা জানিনে—কেননা, তিনিও ক্রমণ:ই বিষয় হয়ে যেতে লাগলেন।

ক্রমণ বিষের দিন খনিয়ে আসতে লাগলো—আতে-আতে
আত্মীয়স্বজনে ভরে উঠলো বাড়ি। বাবা প্রচুর উৎসাহে গহনা
গড়াতে দিলেন, এলো শাড়ির দোবানের লোক—বিছানা বাজ
—খাট-টেবিল চেডার—মূতের মত নির্ভীব চোঝে সমস্ত দেখতে
লাগলুম আমি। আমার নানা সাইজের নানা সম্পর্কের ভাই-বোন
—কাকা জ্যাঠা মামা মামী—আত্মীয় স্বজন কেউ বাদ গেল না
বিরেতে আসতে।

আমি কথা বললুম না— আছাততা। করবার স্থাবা গুঁজলুম না।—মনে-মনে বললাম, গাঁরা আমাকে এ-সংসারে এনেছেন ভাঁদের ইছোই পূর্ণ হোক্। কিন্তু সে কেমন আছে ? যদি একবার ভাকে দেখতে পেতাম।—

সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে আছে লোকজনে। ঠাটা ভামাসা বুসিকভা—আমি চেয়ে থেকেছি মুখের দিকে— কানে যায়নি কিছু।

বিষেব দিন আমার মন পাগল হয়ে উঠলো। কী করি—
কোথার বাই,—কেমন করে রক্ষা পাই এদের হাত থেকে। বুকের
মধ্যে কাল্লা কেবল গুমরে উঠ্তে লাগল। কেমন করে মানুষ
আত্মহত্যা করে? আমি ভেবে উঠ্তে পাবলাম না, কী উপাল্লে আমি
মৃত্যুর অতল শান্তিতে পৌহতে পারি।

সদ্ধাবেলা আমাকে সাজানো হ'লো। ম্লাবান শাভিতে গ্রনাতে আলতায় কাজলে—মেয়ের। ছবিয়ে ফিরিয়ে আমাকে দেখে-দেখে মৃদ্ধ হতে লাগলেন—এর মধ্যে বব উঠলো 'বর এসেছে, বর এসেছে।' 'অভিলাব এসেছে,' সমস্ত শক্তি আমার হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো ওর বিক্লছে—সবাই একযোগে ছুটলো বর দেখতে—মৃহুতে আমি আলনা থেকে একটা শাদা চাদর টেনে সমস্ত শবীর তেকে বাথকমের পিছনের দরজা খুলে মেথবের খোরানো সিঁভি বেরে সোজা এসে নামলাম রাস্তায়—তার পর দিখিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে আমি কেমন করে যে ঠিক রাস্তা দিয়ে গোকানে এসে পৌছলাম জানি না। ওর কাছে গিরে আমি কারায় ভেত্তে পড়লাম।

খবে ঢাকনা দেওবা মৃত্ আলো অলছিল—চুপ ক'বে চোৰ বুজে

ভষেছিল ৰূপালে হাত রেখে—আমার স্পাণে হঠাৎ চমকে ব'লে উঠলো, 'কে? কে?'

'আমাকে রক্ষা করে।, আমাকে 'বাঁচাও'—আমি ওর পারের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিরে উঠলাম। 'তুমি এসেছ ? ভোমার না আজ বিয়ে!' ওর গলার স্বর শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছলো। 'তুমি কি—তুমি কি পালিয়ে এসেছ ?' বলতে বলতে ও কমুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বঁদে আমার দিকে তাকিয়ে ভর হয়ে পোল।

'তুমি তো আমাকে কেড়ে আনলে না, ছিনিরে আনলে না ওদেব কাছ থেকে—' আমার মুখ ও তুলে ধরলো, মুদ্ধটোখে তাকিয়ে বললো, 'ঈল, কী সুন্দর দেখাছে তোমাকে—এই তালো হলো, তুমি নিজেই এলে আমার কাছে। কেড়ে আনা—দে তো কেড়ে আনা, সেটা তো জন্ম নন্ধ—এই আমার জন্ম হলো।' ক্লান্তভাবে ও আবার ভ্রে গড়লো—বললো, 'আমি বড়ো তুবল, বড়ো অনুস্থ, তুমি কাছে এনো।'

আমি ওর মাথার কাছে গিয়ে দিড়াতেই বল্লো, 'এখানে কেউ সাক্ষী নেই, কিন্তু উপরে বিনি আছেন—থার কাছে মাসুবের আর কোনো পরিচয় নেই, বার দয়ায় আমরা এমন অন্তুভ ছুদৈ বের মধ্যেও মিলিত হতে পারলাম—তিনি থাকলেন সান্ধী।' আমার হাত ধ'রে ও ইবং আকর্ষণ করলো—আমি মুথ নিচু করলুম—আমাদের বিবাহের প্রথম প্রণয়-চিহ্ন ও এঁকে দিলো আমার মুথে। মুথ ভুলতেই দেখলুম, দরভায় ওর মা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে দেখে ও বপলো, 'মা, ৬ এসেছে, ঈশ্বর বইলেন সান্ধী—তার চেয়ে বড়ো পুরুত তো আর নেই—ভূমি আমাদের আনীর্বাদ করো।' আমি আনত মুখে উঠে দাঁড়ালাম। ওর মা কাছে এসে নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত বাখলেন।

কিছ প্রমৃত্তে ই বাইবের দবজায় এন্ত কর্বাঘতে আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে অ'। ধকে উঠলাম। আমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মা বললেন 'কিছু ভয় নেই, তুমি ওর কাছে বোসো—আমি দেখছি।' দবজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই যিনি সবেগে ঘরে চুকলেন তাঁর আকুলকণ্ঠে টের পেলাম তিনি আমার মা। 'কোথায় আমার মেয়ে, নিশ্চরই এখানে আছে, দিন, বাব করে দিন'— বলতেবলতে তিনি ওর মাকে গ্রাহ্ম না ক'রে ভিতরের দিকে এগিয়ে এলেন—সঙ্গে-সঙ্গে আমিও ক্ষেক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। 'হতভাগী, এই ভোর মনে ছিলো? এত লজ্জা, এত অপমান আজ তোর জ্ঞা!' আমি মার বুকে মুখ রেখে বললাম 'আমার লজ্জা, আমার অপমান, সেও তো ভোমরা দেখনি, মা।'

মা ব্যাকুশভাবে বললেন 'ক্লনি, তুই আমার মেরে, আমার দিকে ভাখ—তোর খোঁজ পড়ভেই আমি সবাইকে কাঁকি দিয়ে ভূলিয়ে রেখে মুহূর্তে এখানে ছুটে এসেছি—আমি ব্রেছি তুই এখানেই এসেছিস। আমার মান রাখ—আমাকে সমাজ থেকে এ-ভাবে চ্যুত করিস্নে—চল তুই, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, মুহূতে তোকে প্রিরে নিয়ে বাব। কেউ জানতেও পারবে না।'

আমি নিষ্ঠুবের মতো মার উদ্বোক্ত চোঝের দিকে নিক্সন্তরে তাকালাম, আর মা আমার হাত জড়িরে ধরে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ওব দিকে—ওর শব্যাপার্শে গাঁড়িরে নিজের গাঁ থেকে বছমূল্য সমক্ত অলংকার একটি একটি ক'বে খুলতে-থুলতে বলতে লাগলেন, 'সমস্ত নাও—সমস্ত নাও, কেবল আমার মেয়েকে ফিরে যেতে বলে;—তুমি বললেই ও যাবে—আমাকে বাঁচাও— আমার সমস্ত হল্ডা আজ চেকে লাও তুমি—' পিছন থেকে এবার ওর মা এগিয়ে এলেন।—'স্থবালা, টাকা কি তোকে আজ এতই নিচে নামিয়ে এনেছে, মেয়েকে পণ্য করতেও তোর লক্ষা হয় না ?' গলা ভনে মুহুতে 'গ্রে দাঁড়ালেন আমার মা।

মার সেই ভঙ্গি আমার চিরজীবন মনে থাকবে—হঠাৎ একটা সাপের উপর পা পড়লে মানুষের যে চমক লাগে, ঠিক সে-রকম ক'রে তিনি আঁংকে উঠে আত্সিরে বজলেন, 'দিদি, 'গুমি ?'

'স্ববালা, ভূমি এখনে এসো—'

তিনি আমার মার হাত ধ'রে অক গরে চ'লে গেলেন—আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দেখানে।

দে-রাত কেমন করে কেটেছিল তার নির্দিষ্ট কোন চেতনা **আমার** ছিলো না—এটুকু জানি, আরো অনেক রাত্রির মতো দে-রাজের পরেও আবার ভোর হয়েছিল, পৃথ উঠেছিল।

কিছ এ-সজ্জা আমি পুকোবো কোথায়! এ আমি কী কুবলাম ? কেন কওলাম ? নিজের মনের কাছে সক্ষ-সক্ষ বার কৈবল এই প্রেশ্ন ক'বে আমার রাত ভোর হ'বে গোলো। আছে আছে বোদ এলো জানলা দিয়ে—কিছ আমি ঘব থেকে বেক্সজে পারলাম না, অপবাবের গুরু ভারে আমি স্থবির হ'বে ব'দে-ব'দে দিজেকে ধিক্কার দিতে পাগলাম।

পাশের ঘরে ওর মার চলাফেরার শব্দে আমার শরীর বেল আরো কউবিত হয়ে উঠতে লাগলো; ওর গলা শুনতে পেলাম মা, ও কি এখনো ওঠেনি ?

ওর মা বললে, 'জানিনে।'

'মা, তুমি কি রাগ করেছ ?'

'রাগ ? তাগ করবো কেন বে ?'

'ভোমাকে কেমন বিষয় দেখাচ্ছে।'

'বৃঝিস না ডুই ? কী একটা ঝড় হয়ে গেল— এমন কথলে । সভিয়-সভিয় মাহুবের জীবনে ঘটে ?'

'কিছ ওর কি দোষ মা— এ ছাড়া ওর উপায়ই বা ছিল কি ছিল বি ছেল বিয়ে হয়ে যেতো তবে আমরা কি কখনো ওকে অমা করছে পারতাম ? এ-কথা কি তুমিও বলতে না যে ইছে না-খাকলে আছি কখনো কেউ কাউকে বিয়ে দিতে পারে ?'

ওঁর মা হেসে ফেললেন—ঠাটা করে বললেন, 'থোকা—তুই জো এর মধ্যেই বেশ বৌর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শিখেছিস—'

এর উত্তরে খোকা হাসজেন কিনা আমি জানিনে; ওর মাই আবার বললেন, 'তোর দোকানটা আজও বন্ধ থাক, এক দিনই গেছে।'

'ওরা আসেনি ?'

'এসেছে, কিছ ওদের দিয়ে একটু অক্স কাজ করবো। ভোষ মদনকে নিয়ে আমি একটু বেহুবো—ও বেচারা আর বেনারসি শার্কি পরে কভক্ষণ থাকবে বল ?'

'শাড়ি কিনতে বাচ্ছো?'

'কিনবো না! আর ক' দিন পরে বৈশাথের তেস্বাই

একটা বিষের তারিথ আছে—সমস্ত আয়োজন আমাকেই তো করতে হবে—'

'त्र की ?' ७ ब्यांश्रक दिश्रंता।

'বাঃ তুই বিষে করবি নে? সমাজে বাস করতে গেলে কত অনুষ্ঠান দরকার তা কি আমার বোঝাতে হবে তোকে?' থোকার শব্দ পাওয়া গেল না।

ওর মা আবার বললেন, 'কিছু ভাবিসনে তুই—সমস্ত আমি ঠিক করবো—আর তুই অত উঠে-উঠে ঘুরিসনে—শরীর পারাপ না হয়ে পড়ে।' এর পরে উলি আমার ঘরে এলেন। আমাকে ব'সে থাকতে লেখে বললেন, 'তুমি উঠেছ? আমি একটু বেকচ্ছি, তুমি হাত-মুথ ধুরে ঐ ছোকরা চাকরটাকে বোলো, ও চা ক'বে দেবে—'

**সামি এক্টে বিছানা** ছেড়ে উঠে এলাম—উনিও দেৱি না-ক'রে বেরিবে গেলেন।

আমি চূপ ক'বে এসে দরজা ধরে গাঁড়ালাম। ও ডাকলো—
কাছে গিরে গাঁড়াভেই মধুর হেসে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।
আমি থানিককণ শুল্ক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম ওকে কী সাংঘাতিক
রোগা হয়ে গেছে, কিছ সেই কক এলোমেলো চূলে ভরা শীর্ণ
মুখজীতে কী বে অছুত আনন্দের আভা ছিলো—যা দেখে আমি আর
চোধ ক্রোভে পারলুম না। হেসে বললো, 'কী দেখছ ?' আমি লজ্জিত
হয়ে চোধ নামালুম। বললো, 'মা একটু বাইরে গেছেন—আমি তো
আচল—কী কয়বো অভিখিকে আদর যত্ত করবার আর আমার সাধ্য
মেই, তুমি নিজেই দেখে-ভনে একটু চা'টা খেয়ে নাও।' আমি এসে
মাধার কাছে গিড়ালুম—খন অবিক্তন্ত চুকের মধ্যে হাত রেখে
বললুম. 'আমি বুঝি অভিথি ?'

'অভিথি না ? এর চেয়ে বড় অভিথি আর হয় ন। কি ? আর এর চেরে যোগা ?'

'ৰাও—' আমি ওর মাধার উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলুম রাগ করে।

ও আমার হাত টেনে এনে কাছে বসালো। আদর করে বসলো, 'ভূমি বে অতিথি নও, তার একটা প্রমাণ দাও তো তবে—এক্ষ্নি নাও রান্নাখরে, রামুকে বলে এসো চা দিতে।'

'বসি না তোমার কাছে একটু,—খাবার জ্ঞা ব্যস্ত হরেছ কেন ? নতিয় খেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'না, না—মা এসে রাগ করবেন—আর কাল রাত তো গেছে ≩পোসেই ! যাও, লন্ধী ভো—'

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গেলুম—রান্নামর অবধি আমাকে বতে হলো না—দেখলুম বাচ্চা চাকরটা হাসিমুখে চা নিয়ে এগিয়ে নাসছে আমার দিকে—চেয়ে দেখলুম, দেখানে ভ্রুচা-ই নেই, নাঞ্বলিক থাত-জব্য এত ছিল বে কাছে আসতেই আমি বলনুম, ভূমি করেছো কী—অত আমি খাব নাকি ?'

'হুঁ বৌদি, ভোমাকে নিঘ্যাৎ থাতে অবে—মা বলে গেচেন'— ৰগালিত হাত্যে সে একেবারে গলে পড়লো।

খর থেকে ও ডেকে বলল 'রামু, সব তুই নিয়ে আয়—বৌদির থা তনিস্নে।'

রামু তার দাদাবাবুর আদেশ তকুনি পালন করলো—কামি মুখ ্ত চ'লে গেলুম। ফিবে এসে দেখি, ভীষণ মনোযোগ সহকারে সে চা ঢালতে বসেছে—
আমাকে আসতে দেখেই হেসে বললো 'নাও—তুমিই এ-সৰ করো,
ভেবেছিলুম পারবো—কী করে বে মেয়েরা এসব কাজ ম্যানেজ করে',
—হাত গুটিয়ে সে স'বে বসলো— আমি দেখলুম বিছানার চাদরে ট্রের
উপরকার কাপড়ে মেঝেতে সর্বত্র চায়ের জলের দাগ়। বললুম, 'এ
তুমি কি করেছ ? কে বলেছিল ?'—তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে
এনে মুছে দিলুম— ব্যস্ত হয়ে ছোকরাটাকে ডেকে মেকেটা পরিছার
করতে বললুম— ব্যস্ত হয়ে ছোকরাটাকে ডেকে মেকেটা পরিছার
করতে বললুম— ব্যস্ত হয়ে ছোকরাটাকে ডেকে মেকেটা পরিছার
করতে বললুম— বা নির্নিমে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার ভাবভঙ্গ
দেখে বললো 'রানী, আমার মনেই প্ডছে না যে কোনোদিন তুমি ছিলে
না এ-সংসারে।'— হুঠাং আমি লজ্জাবোধ করলুম। সভ্যি কথাই তো,
ঘর নোবো হয়েছে বা বিছানাব চাদবে চা পড়েছে এটা আমাকে এমন
বিপ্রত করবে কেন। এ-বাড়ির সঙ্গে আমাব কতটুকু সময়ের পরিচয় গ

আমাকে ধমকে দীড়াতে দেবে বললো, চাদবটাকে যত্ন করে মুছলো, মেবো পরিধার করবার আদেশ দিলে আর আমি অভাগা যে চিনি-ভরা চিট্চিটে— হাতে বসে আছি— 'হেসে সে আমার দিকে দিবা পরিধার হাত যার করে দিব।

আমি এটুমি বুঝে বল্লান, 'সব ভোমার চালাবি— কিছু হয়নি ভোমার হাতে।'

'না সন্তিয়— দাও না মুছিয়ে হাতটা।' আমি হেসে কোলের উপর হাত চোনে নিয়ে পরিষার হাত আরো পরিষার ক'রে দিতে লাগলুম। এ-খেলা আমাদের কতক্ষণ চলতো জানি না— গভীর আবেশে আমরা আত্মবিশ্বত হয়ে ছিলুম— ইঠাৎ আমি পিছনে তাকিয়ে অভিলায়কে দেখে থর ৭ব কবে কেঁপে উঠলুম। আমায় মুখ দিয়ে একটা অক্ষুট ভয়াত শংক ৬-৬ চমকে চোখ তুললো।

'বাং, দৃষ্টটি বেশ' মুবের এক জন্নীল ভঙ্গি ক'বে অভিলাব পাশের একটা চেহারে কারেমি হয়ে বসলো আর আমি এক্তে বিছান' ছেড়ে উঠে দাড়ালুম। ও অভিলাবের দিকে ভাকিয়ে একটু যে বিব্রত না হয়েছিলো তা নয়, কিন্তু তঞ্নি সে-ভাব সামলে নিয়ে বললো, 'কী থবর অভিলাব ?' আমার দিকে ভাকিয়ে বললো 'অভিকে একটু ঢা দেও রাণী'।

'উ:, আবার নামকরণও হয়েছে দেখছি।' ও হেসে বললো, 'জানো তো যে মেয়ের মধ্যে সমস্ত তণ থাকে তাকেই কেবল রাণা আবাা দেয়া বায়।'

'আমি ফাজলেমি করতে আসিনি, জামল—এসেছি ভোমাকে সাবধান করতে। কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে তুমি জলে বাস করবে? এত ম্পাধা ভোমার কেমন ক'বে হ'লো?'

'তবে আমারো একটা কথা বলবার আছে অভি—তোমারো তেট স্পাধার সীনা দেখছিলে—কোন অধিকারে আমার অফুমতি ছাড়া আমার শোবাব ঘরে এয়ে ডুমি দীড়িয়েছো?'

'ভোমার আবার শোবার ঘর!'— অভিলাব হাসিতে ফেটে পড়লে! 'সারাবাড়ি একঘর—বার আর জন্মর—হাসালে, হাসালে বিশ্ব তুমি। এখান থেকে যাও কনি ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আমি ভীত চকিত দৃষ্টিতে ভাকালাম ওর দিকে—ও থপ কোরে আমার হাত ধরে বপলো, বা বলবার আমার স্ত্রীর সাক্ষাতেই বলতে পারো অভি—তুমি এখানে বোসো বাণী', ওর পাশে আমাকে ও বোব করে বসিয়ে দিল।

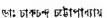
# অঞ্জ-অর্ঘ্য

#### ডা: চাক্চন্দ্র চট্টোপাথ্যায়

জনপ্রিয় কংগ্রেদক্ষী ও জনদেবক খনামধ্য ব্যবদায়ী ও লক্ক-্ষ্ট্র বাল্লোকেমিক চিকিৎসক ডাঃ চাঞ্চন্দ্র চটোপাধ্যায় গত

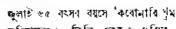
শ কাত্তিক টাসীগঞ্জ বাসভবনে চ সং





ন আমাশ্য রোগে তুগিভেছিলেন।

ডা: প্রবোধকুমান কলোপাধায়ে



জুলাট ৬৫ বংসৰ বয়সে 'কৰোনাৰি ব্যবসিস্' রোগে পৰলোক গমন কবিয়াছেন। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, ভিন্দুশান্ত ও হিন্দি সাহিত্যে তাঁহার জগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আগ্রার দয়াল্বাগস্থিত বাধাস্বামী সংসঙ্গের অক্তম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মৃত্যুকাল পথান্ত প্রধান মেডিক্যাল অফিসার একং কাথাকরী সমিতিব সদস্থকপে উহার সঙ্গিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বছ ছম্ব প্রবাব তাঁহার নিকট হুইতে নিষ্টমিত সাহায্য পাইত। অমারিক ব্যবহাবের জন্ম তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অজ্ঞন কবিয়াচিলেন।

#### ডা: প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওছার স্বনামখ্যাত লবপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাজার প্রবোধ-ার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭শে আখিন মহাষ্ট্রমী দিবসে অকথাৎ াল্লের ক্রিয়া ব্ধ চইয়া প্রলোক গমন করিয়াছেন। জাঁহার

াল্পের ক্রিয়া বন্ধ চইয়া দেইত্যাগ ক্রিয়াছেন। সূত্রকালে উচ্চার

া প্রায় ৬৮ বংসর হইয়াছিল। তিনি গত ৬ মাস ধাবং

'ভোমার স্ত্রী। ভোমার স্ত্রী। স্বাট্ন্ডেল—কাকে ভোমার স্ত্রী ছো। লজ্জা করে না? জিজেস করো তোওকে—কার সন্তান ाइन कवाक (मरह I'

এ-কথার পরে আমি আর্ভীস্থরে ডেকে উঠলুম, 'অভিলাব !' দপ্ রে ওর মুখে যেন আগুন জলে উঠলো—আমাকে আড়াল কোরে কাঁপতে-কাঁপতে ক্বথে দাঁড়ালো—ভারপর একেবারে অভিলাবেব ার কাচে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মনে হলো, উলাব এই চাইছে—ওর হাতে আব্দ্র অসামাশ্র ক্ষমতা—ও একটা াার কত্য-ভর গায়ে আৰু যদি কেউ হাত তোলে রক্ষে আছে া। আমি গিয়ে জড়িয়ে ধরলুম ওকে জ্ঞোর করে টেনে নিয়ে ম বিছানায়—কাদতে-কাদতে বললুম, 'তুমি বদি ডাঠা আর বদি টি কথা বলো—মাথা খুঁড়ে মরবো আমি এখানে।' ভারপর স্পাৰের কাছে গিয়ে গাডালাম, কোড্হাত করে বললাম, তুমি .অমায়িক স্তুদয় ব্যবহারের জন্ম তিনি আমাদের সর্বশ্রেণীর জনগণের নিকট অসামান্ত জনপ্রিয়ত। অর্জন করিয়াছিলেন। হাওড়ার স্কল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

#### ডাঃ জে. এন, সেনগুপ্ত

অবসবপ্রাপু সিভিল সাজ্ঞন (বি এাও ভা: ঘতীন্দ্রাথ সেরগুল গত ২১শে



বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—যা ভূমি পারো—যত শক্তভা ুকরতে ভোমার প্রাণ চায় সব ভূমি কোরো বিস্তু এই পাপ মুখ আর (पिथिया ना आभारक-अात रा मूथ पिरा क्र ३७ मिथा कथा कृषि রটিষে বেডাচ্ছ আমার নামে—সে-মুখ বেন ভোমার পুড়ে ছাই হরে যার।

'থাকে ই.ট.' আমার হাতে এক প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে অভিসাব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি মুখ ফিরিয়ে ওর কাছে যেতেই ও উত্তে-জিত হয়ে বললো, 'ওকে খুন করে ফেলবো আমি-তাতে যা সর্বনাশ হয় হবে—কাঁসি যাবো ভাও ভালো— ছাড়বো না, ছাড়বো না ওকে व्यामि-- य-पूर्व पिरा ६ शे कथा ऐक्तांत्र करत्र ह त्म प्रथ व्यामि एक्ट কেলবো।' বলভে-বলতে ও হাপাতে লাগলো। আমি ভর পেরে কাছে গিবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলাম, 'ভুছি কি পাগল হলে—ত্মি কি ছেলেমামুব !' ক্রমশঃ



#### এবার এশিয়ায়—

কিছু দিন পূৰ্বে 'আমেবিকান মাকার্টা' পত্রে বিশিষ্ঠ প্রবাস্ট্রনীতি-বিশাবদ আন্দ্রে ভিনন মন্তব্য করেছিলেন—"নিকট প্রাচ্যে বড় ভিন শন্তিব স্বার্থ এক একন অভিন্ন। কাজেই তিনেব মধ্যে প্রতিম্বন্ধিত। স্বাভাবিক।" এ মন্তব্যের ব্যাব্যা প্রয়োজন।
পশ্চিম এশিয়ায় প্রতিম্বন্ধিত্য—

ইংরেজের সামাজ্য প্রতিষ্ঠান মূল কথা ছিল যেমন ভারতের পথ কটকমুক্ত করা, সে সামাজ্যের ভবিষয়তের চরম কথার এই ভারত-পথ বজা করা—ছলে, বলে ও কৌশলে। বর্তমান রাক্ষমী যুগের বৈজ্ঞানিক বর্করেতা বজার জন্ম যে পেটোলের প্রয়োজন ইংবেজ তার প্রাচ্য-পথ রক্ষার সঙ্গে সংগে তা লাভ করেছিল, আর এই পেটোল হাত-ছাড়া যাতে না হয় তার জন্ম মন্দ্রণ যে করবে। বুটনের এই স্বার্থে বাদ সাধাতে চায় আমেবিকা আর কশিনা। পশ্চিম-প্রশামার তৈল লাভ ও ভারতের বাধিজ্ঞা-পথের প্রবিদা সংগ্রহ করতে আমেবিক। ও কশিয়া আরু প্রস্তুত হয়েছে। গ্রনণে আমেবিকা আরেল কর্পোরেশনগুলো আবার বিধাতে চেন্তা করছে। আমেবিকা ক্ষামী করছে যে তার পশ্চিয়-প্রশার নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলোর জন্ম যে তেলের দববার, তা গোকে ইরাণ থেকেই নিতে হবে। ইংরেজ্বা বাধ হয় আমেবিকার এই দাবী সন্মর্থন করবে। কারণ বলছি।

কারণ শশ্চিম-এশিয়াব কুল আবৰ বাইওলোব জনসাধারণ খেতাক প্রভাব নিম্মল করতে চায়। মাত্র প্যালেষ্টাইনে নয়, সিরিয়া, ইরাক, ইবাণ, সাউদী আরব—সর্ব্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার বিক্লছে উথানের চেষ্টা, পৈরিক্ট্র। ইংবেজেব স্বষ্ট প্যান-ইসলামের ধ্যায় কেউ আর সাড়া দিতে চাচ্ছে না। এবা প্রত্যেকে চায় স্বাধীনতা—বৈদেশিক প্রভাবমূক্ত নিছাটক স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আজ্ঞানের জক্ত তাবা স্বদেশে গেমন স্বাধিরশার নিম্মন সংগ্রাম চালাতে চায়, তেমনি দে সংগ্রমের প্রয়োজনে ত্র্যা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্রতাব স্থাবাও নিতে চায়। এই প্রতিদ্বন্দ্রিতার ইংবেজ এংলোন্ডাক্সন, তথা সাম্রাজ্যবাদী ধনিক ও বণিকার্ম্যন্ত্রক আঁতাত আমেরিকার সাহায়ে গড়েত ক্রতে ব্যহা।

কারণ—সোভিন্টে কশিয়া পশ্চিম-টানেও কোরিরায় যেমন এক বাস্থ প্রসারিত করেছে, এদিকেও তেমনি আর এক হাত প্রসারিত করেছে। এ পথে কশিয়ার বাহন নানাবিধ। কম্নিজম আদশের প্রয়োগ চরতে কশিয়া ব্যাসা না হলেও পশ্চিম-এশিয়ার আরণ দেশগুলিতে ব্রু কম্নিষ্ট আন্দোলন চলছে, সে আন্দোলনকারীদের সাহায্য সে নার কশিয়ায়ও আবার অভিনব প্যান-ইসলামের ধুয়া উঠেছে। সোভিত্তে যুনিয়নে ইসলাম ধম্ম আবার মর্য্যাদা পেয়েছে। অল সোভিত্তে মসলেম কংগ্রেস আর গ্রীক অর্থভন্ম চার্চ্চ তাদের প্রভাব পশ্চিম এসিয়ায় প্রসারিত করেছে। এ সব কশ-পরিকল্পনার পেছনে আছে পেটোল আর প্রাচ্যের পুর।

পৃথিবীতে আৰু সকলেই সামরিক শক্তি হ'ল আমেরিকা আৰু সোভিয়ে কশিয়া। যাতে সোভিয়েট প্রভাব প্রবস্তম হয়ে এশিয়ার খেডাপ বলিকদের সম্পদ অজ্ঞানের পণ্যক্ষেত্র এশিয়া, আফিকা ও প্রশান্ত মহাসাগবের অসংখ্য দিপ গ্রাস না করে তার জক্ত আমেরিকার রাজনা তারিশারদরা বলছেন, পশ্চিম-এশিয়ায় মাত্র নয়, পৃক্ষ-প্রাণয় বেকেও আমেরিকার এখনও সরে প্রকার সময় আসেনি—যে তেওু ইনেজ সোভিয়েটে সম্পক চটে যাবে ("The United States should not retire form the area because it would be highly dangerous for her to ignore anything that might prove hazardous to Soviet British relations")!

প্যালেষ্টাইনে এক স্বাধীন গণতাত্মিক আরব রাষ্ট্র গঠন করবার দ্বী দাবী দেখানকার ৫টি রাজনীতিক দল (Arab Front Group) কবেছে। এবা সক্ষরকমে ইন্দাদের বজ্জন করবে বলে সক্ষম করেছে।

হাবেজন। এতে একচু চঞ্চল হয়েছে। ও**রা মনে করেছে,**প্যালেষ্টাইনে যদি যুবোপের সব ইছদীকে স্থান দেওয়া হয় তাহলে
মধ্য প্রাচীতে আরবনা সভাবদ্ধ হয়ে ইংবেজের সম্পর্ক ছিন্ন করবে।
কিন্তু পশ্চিম-এসিয়ায় আনবসভবকে অস্মীকার করবার উপায় নাই
দেখে ইংরেজেব তাবে একচা আরব লাগ গঠন করা হয়েছে। ধানি
অবশ্য—আরব আনবীদের জন্মই। উদ্দেশ্য—লেভান্টে ফ্রান্সকে চুক্তে
দেওয়া হবে না, প্যালেষ্টাইনে আর ইছদীকে আসতে দেওয়া হবে না।

এ সৰ ৰাজনীতিক চেষ্টা ও পান্টা চেষ্টাৰ গতি ও পৰিণতি সম্বন্ধ । এখনও সৰ খবৰ এসে পৌছাচেছ না।

#### পূৰ্ব- এশিয়ায়-

পূর্ব্ব-প্রাণ্ডেও ত্রিশক্তি থেলা চলছে চীনে। যে কমুনিই ও
কুৎমিনতা বিবেধ আজ পেকে উঠেছে তাতে না কি কুওমিনতাং দল
সাহায্য পাছে আমেরিকা আর জাপানী সৈন্যের—অন্ততঃ চীনা
কমুনিইরা এই অভিযোগ করছে। আমেরিকানরা ঐ অভিযোগের
প্রতিবাদ করেছে। কমুনিইরা বলছে, যে সব অঞ্চল আজ লাশ করলমুক্ত হয়েছে, সে সব অঞ্চল কুওমিনতাং ফোজের দললে কেন
যাবে ? এ জক্ত তারা যে বাধা দিবে তাতে যরোয়া যুদ্ধ ত অনিবাধা।
ঘরোয়া প্রবল যুদ্ধ বেধেছেও। কমুনিইরা দাবী করেছে মার্কিণ ফোল চীন
থেকে সরে যাক অবিসন্ধে। কিছু চিয়াং কাইদেকের দলের সঙ্গে
তুমুল লড়াইএর বিরাম নাই। এ লড়াই-এর ফলে কমুনিইরা ঘদি
জয়লাভ করে তা হলে পাশ্চান্ডা সাম্রাক্র্যাদীদের এশিরার তির্হান
প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

#### কোরিয়ায়—

কোবিরা জাপানের আরলগাঁও। গত ৪০ বছর কোবিরার বিপ্রবীবা জাপানীদেব বাধা দিয়ে এসেছে। জাপানের পতনের পর তারা আশা করেছিল যে, এবার তারা মুক্তি পাবে। কিছু আরু কোবিরার উত্তরাঞ্জ রুপ ও দক্ষিণাঞ্জ মাকিণ সামন্ত্রিক সরকার্ট হবছে। অন্ত দিকে ওদের ঘরোয়া বিরোমন্ত বেধে উঠেছে। চীনে
ারিরাতেও তেমনি কম্নিষ্টরা ( Peoples' Republican
) এই প্রযোগে বলপ্রয়োগ করে শাসন-কর্তৃত্ব লাভেব চেটা
রাজনীতিক দল দেখানে ছোট-বড় নিয়ে ৫৩টি। মাকিণ তরফ
হায় নেওয়া হচ্ছে বক্ষণশীল গণতাল্লিক দল ও নাবী-জাভীয়ভংগর। তটো দলই অবশ্য বিপাবলিকান দলের মতই বছ।
পল্স্ পার্টির নেতা লিউ-উন-হিয়ুং। বছ কাল একে জাপানের
বে বসে শেকল গুণতে হয়েছে। সম্প্রতি হিনি ঘোষণা
। সামরিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। নীতি—
গ্রাপ্ত সম্প্রার্থ প্রাঞ্চলে এ দল প্রবল।

গ্রন্থদের ভেদনীতির ফলে কোরিয়াব স্প্রাচীন মুক্তি ন ভেদে যাবে কি না তা লক্ষ্য করার মত ব্যাপার। শ্বক্র**ত বর্মা**—

রঞ্জরা বর্মা ফিরে পাবার পর, সেথানকার সব রাজনীতিক he Supreme Council of the Anti-Fascist League—কাগিস্ত as' Freedom া-সজ্জ্বের চরম পরিষণ বা বন্ধা প্যাটি য়টিক ফ্রন্ট গঠন কবা ভারতের বড়লাট বেমন ভারতের কেন্দ্রী শাসন পবিষদ গঠনেব ্ল দলের নেতাকে ডেকেছিলেন, বশ্বার গবর্ণরও তেমনি বশ্বার র ডেকেছিলেন। প্যাটি য়টিক ফ্রন্ট বলেছেন, শাসন পরিষদের তার মধ্যে ১১ জন সদত্যকে জাঁদের দল থেকে নিতে হবে। ছক্টের এ চেষ্টা বার্থ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার অক্তান্য স্থানের াতেও বিপ্লবীরা প্রবল হয়ে উঠেছে। জাপানীয়া যে সকল অন্ত্র-মলে গোচল তা'ও যেমন তারা হস্তগত করেছে, ভাপানীদের ৰবার জন্ম ইংরেজবা বদ্মী গোরিলাদের হাতে যে সব অন্ত-শস্ত ল দেগুলিও বিপ্লবীদের হাতে গিয়েছে। বিপ্লবীরা এবার ম চল-প্রচেষ্টা তক করেছে। ভারতে এমন প্রচেষ্টার আভাস কলেও, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মত বন্ধীরাও আজ নিয়ম-

#### ানেশিয়ার বিপ্লব-

্লডাইএ মেভেচে বলে মনে হচ্ছে।

ন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের প্রাণ-সম্পদ্। এই দ্বীপঞ্জো ছিল ওঙ্গন্দান্তর। শক্তির বড়াই করত। নেদারল্যাণ্ডদের পাঁচ এক ভাগ লোককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ইন্দোনেশিয়ার উপর ভাবে নির্ভির করতে হয়। যবদীপ জাপ-কবলমুক্ত হবার সঙ্গে ৬০ হাজার ওলন্দান্ত এখানে চাকরী চায়। জাতীয়তা-বিদি এখানকার রপ্তানী নিয়্ত্রণ করে তা হলে ওলন্দান্ত হয়ত পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।

বিদ্বীপ ইংল্যাণ্ডের চেয়ে আকারে চের বড়। জনসংখ্যা ওপ্তর জনসংখ্যার অপেকা ৫০ লক্ষ বেশী। সমগ্র ইন্দো-ার জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এসিয়ার অঞ্জাক্ত দেশের সীদের মতন এরাও খেতাল-বিছেষী। জাপান এদের হাতে কি অন্তপাতি দিয়েছিল।

রীপগুলির বেশীর ভাগই ওলন্দাঞ্চদের ছিল। কিছ ইন্দোনেশিরার ন্ন-জ্বলতরক রোবিবার শক্তি আজ ওলন্দাজনের নেই ভাদের হয়ে ইংরেজদের অল্পধারণ করতে হরেছে।

ওলন্দাজর! সংবাদ দিয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকামী সৈভবল বর্ত্তমানে প্রায় ৭০ হাজারে বাড়তেও পারে। এদের পিছনে আছে না কি কয়েক জন জাত্মাণ ও জাপ সামরিক প্রামশদাতা। জাপানীদের যে সব হাতিয়ার ধরা পড়েছিল, এরা না কি সে সব হস্তগত করেছে। একটা সহরে ( যবহীপের জোগ জাগার্তা) মাত্র এক দিনে বিপ্লরীরা ৬০খানা এরোপ্লেন, ১৮০০ বোনা, ৮০টা মটার কামান, ৬৪টা মেশিন গান. ১৩০০ গ্রেনেড, ৭৫ হাজাব বন্দুকাদি দথল করে।

১৬ট অস্টোবন ইন্দোনেশিয়ান পিপ্লস্ আত্মির স্বরগুলি থেকে ওল্লান্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়—

"আমাদের আদেশ, প্রত্যেক ইন্দোনেশিয়ান তার নিজ নিজ আন্তর্গুছে নিক। জন্ত্র—সব বক্ষের আগ্নেয়ান্ত, বিষ-তীর ও বশা অগ্নি, সব বক্ষের বন্য পশু—গেমন সাপ। গেবিশা লড়াইয়ের সঙ্গে চলবে অর্থনীতিক লড়াই। শত্রু খেন কোন খাত না পায়। বাজাবগুলো পাহারা দিতে হবে।"

এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই পেকে উঠে। ইং**রেজরা** ওলন্দাজনের ভাল করেই সাহায্য করছে। ইবেজবা **জল, স্থল ও** অস্তুরীক্ষ হতে যে প্রবল **আ**ক্রমণ করছে ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবীরা মবিয়া হয়ে তার প্রতিবোধ করছে।

#### নেতাদের পরিচয়—

ইন্সোনেসিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের নেতাঙ্গুর পরিচ**র একটু** জানা দরকার।

#### ডাঃ স্থকর্ণ

পিতা মবদ্বীপ্ৰামী বড় লোক। মাতা বালিদ্বীপ্ৰাসিনী। স্কর্ণের জন্ম ১১০১ পুর্ত্তাব্দে, সুবাবাহার। বনিয়াদী বংশের ছেলে э'লেও, এক অতি দাছে বালকের সঙ্গে তাঁর ছিল মিতালী 1 প্রায়ু তাকে ভিডেনে করতেন, এত গরীব কেন হলে? এই বালক স্কর্ণকে শৈশ্ব থেকেই বান্ধনীতিক বৃদ্ধি দেয়। বঙ্ক ভয়ে স্কর্ জাতীয় ইন্সোনেশিয়া দল (Partai Nasional Indonesia) গুঠন করেন (১৯২৮)। এ সময় ইন্দোনেশিয়ার কম্নিষ্ট আন্দোলন বড় প্রবল। কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলন দমন করে। সুকর্ণ তাঁব দলেব ,অভান্ত বান্ধনীতিক দলের কন্দীদের সমবেত করেন। দরিদ্রের মধ্যে তাঁর প্রভাব আশ্চর্যা। তাঁর বক্ততায় জনসাধাৰণ মুগ্ধ। তারা ভালবেদে তাঁর নাম রেখেছিল বুং কর্ণ। ১৯২১ পৃষ্টাব্দে জাতীয় দলের সভাপতিরূপে ডা: স্থ**কর্ণ ও** ভাঁর তিন জন বদ্ধকে ওলন্দাজ সরকার গ্রেপ্তার করে বন্দী করে। ত'বছর পর মুক্তি দেওয়া ই'লেও ১১৩৩ খুষ্টাব্দে আবার ভাঁকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হয়। ১১৪॰ গুষ্টাব্দে জার্মাণর। হল্যাণ্ড আক্রমণ করলে, সুকর্ণ হল্যাণ্ডকে সমর্থন করবার প্রতিঞ্জতি पिर्य भवकावरक भावधान करव एन य, जाशानीवा चाक्रमण कबरव। জাপানীয়া সভ্যি সভাই ধ্বন আক্রমণ ক্রল, ত্থন নির্বাসিত ডা: সুকর্ণ ওলদাজ সরকারকে অনুবোধ করে বলেন, জাপানীদের বাধা দিতে হবে, আমায় মৃক্তি দিয়ে যবদীপে পাঠিয়ে দাও। ওবা ভাকে মক্তি না দিয়ে পালিয়ে গেল। জাপানীয়া তাঁকে কারাগার থেকে ধরল। জাপানী দখল সময়ে ডা: তুকর্ণ বাহিবে জাপানীদের সঙ্গে ভাব করলেন, কিছ তলে তলে গুপ্ত ভাবে মৃক্তির **আয়োজন** করতে লাগদেন। বে নেতা জাপানের বশ্যতা মানল না জাপানীরা তাদের হত্যা করল। ডা: তদিও ও জন্ত ২ শত নেতার
শির গেল। বর্ত্তমানে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র সরকারের প্রচার-সচিব
আমির সরিফুদীনকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হরেছিল।
১৯৪৩ গুটান্দে স্কর্ণ চোরা গোপ্তা। লড়াই-এর জন্ত গেরিলা
দল তৈরী করতে লাগলেন, জাপানকে ব্যালেন যে, এ মাত্র
মিত্রপক্ষের সৈক্ত অবতরণে নাধা দিবার আয়োজন। জাপ-আত্মসমর্পদের সঙ্গে স্কর্ণের দল তাদের প্রকৃত মতলব প্রকাশ
করলেন জাপ-রাজপুক্রদের হত্যা করে আর প্রভৃত জাপ অন্তঃশন্ত্র
দথল করে ১৭ই আগেট (১৯৪৫)। জাপান আত্মসমর্পণ
করবার তুই দিন পরে ডা: স্কর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় প্রকাতন্ত্র স্থাপন
করনেন। তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট, ডা: মহম্মদ হাডা হলেন
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিপ্লবী বিশিষ্ট্রা স্থান প্রেলন ভাঁর মন্ত্রিসভার।

#### ভাঃ হাভা

ভা: মহম্মদ হান্তা সমাত্রাব এক উচ্চবংশীর মুসলমান পরিবাবে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানের ছাত্রাবস্থা কালে চরম রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের যেমন বিংশ শভানীর প্রথম পালে প্রত্যেক স্থানে মৃক্তিকামী যুব-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, ইন্দো-ইন্দোনেশিরার ছাত্ররার ঐ সমর (১১০৮) হল্যান্ডে ইন্দোনেশিরা গ্রহার করেন। এই এসোসিয়েসান করেম 'ফিইন্দোনেশিরা' বিপ্লবী দলে পরিণত হয়। ক্রন্দোলমে আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের (Inter Nasionale Liga) অধিবেশনে (ক্রেক্রারী ১১২৭) পণ্ডিত জন্তহ্বলালের সঙ্গে এ সম্প্রিলনের সভাপতি ভা: হান্তার বন্ধুত্ব হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা বিপ্লবৈর প্রচেষ্টার শক্ষিত হয়ে হান্তাকে হল্যান্ডে নির্বাসিত করে ইন্দোনেশিরার ক্র্যুনিই আন্দোলনও তার। সম্পূর্ণ দমন করে। এ সময়ে হান্তা হল্যান্ডে বার্ত্তা-শাল্রে পি, এইচ ডিগ্রী লাভ করেন।

হাত্তা অবশ্য স্থকর্ণের মন্ত দৃর্ক্ষর বিপ্লবী নন। তিনি দেশকে শিক্ষার ভিতর দিয়ে গড়তে চেয়েছেন, স্থকর্ণের মন্ত—আঘাত করে করে প্রথমে শেকল ছেঁড়। হাত্তা ব্যবসায়-স্থাত্র জাপানে যান। ক্ষিরতেই (১৯৩৪) তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাঙ্গা দ্বীপে নির্কাসিত করা হয়। ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে পণ্ডিত নেচকর সঙ্গে তাঁর চিঠির আগান-প্রধান হয়।

#### **८७४ श**्यात्राश—

ইন্দোনেশিয়ার বিপ্রবীদের মধ্যে ভেদ বাধাবারও চেটা হরেছে। প্রশ্নাভান্তব নতুন মন্ত্রি-সভা গঠন করা হরেছে মি: শারিয়ারকে প্রধান মন্ত্রী করে। এতে জাছেন আমির শরিফুদ্দীন। ডা: হাতাকে গহ-সভাপতি করে রাখা হয়েছে। গদি পেত্রেই নতুন প্রধান-মন্ত্রী বিপ্রবীদের ফ্যানিট ও জাপ-সমর্থক বলে খোবণা করেছেন।

#### বিপ্লবী এনাম—

ইন্দো-চীনের প্রান্নাম এনাম। এনাম ৮০ বছর প্রাধীন। ক্রাম ফ্রান্সের জমীদারী। ক্রাপান কেড়ে নিয়েছিল। ফ্রান্স আবার ক্রে পেরেছে। অবশ্য নাবালক বাষ্ট্র হিসাবে বুটেন ও আমেরিক। নাজ তার অছিগিরি করতে ব্যক্ত।

ইন্দোচীনেও বিপ্লব। বিপ্লবী নেতা ত্রান ভান জিউ (৩২)।
১২ বছর বয়সে ইনি ফ্রান্সে লেখা-পড়া শিখতে গিয়ে ফরাসী
কমৃনিষ্ট দলে নাম লিখান। ১৯৩২ সালে তাঁকে ফ্রান্স থেকে
ইন্দোচীনে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। দেশে এসে জিউ জনসাধারণকে
ক্রিপ্ত করতে থাকলে ধর-পাকড় আরম্ভ হয়। জিউ পালিয়ে যান
ক্রিমিয়। মন্ধ্রেএর ষ্টালিন বিশ্ববিভালয়ে ভর্তি হন। সেখানে
তাঁর সহপাঠা ছিলেন ফ্রাসী কমুনিষ্ট নেতা মবিস থোরেজ, আর
ম্গোল্লাভিয়ার নেতা টিটো। যুদ্ধের সময় দেশে ফ্রিবে এসে জিউ
ইন্দোচীনের প্রতিরোধ আন্দোলন চালাছেন।

বিপ্লবী ইন্দোচীনে ক্ষেণ্ডামৃত্যুব্রতী ("ভিট মিন্হ") দল গঠন কবা হয়েছে। আনাম দথল করবার জক্ত সাত্রাজ্যবাদীদের যে সব দৈক্ত চেষ্টা করেছে, এ দলের উদ্দেশ্য তাকে বাধা দেওয়া। এরা বোষণা করেছে—

"এ সময় প্রত্যেক আনামীকে বাধা-প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে হবে। চোরা-গোপ্তা গেরিলা-পদ্ধতিই উপায়। শক্রর পথ-ঘাট ধ্বংস কর। ওদের বসদ পাবার পথ নষ্ট কর। আনামী বিভীষণদের বেছে বের কর। শক্রর ছিদ্রের সন্ধান নাও, সর্বাদা অতকিতে কর আক্রমণ। স্থেছামৃত্যুত্রতীরা পথ, সেতু ধ্বংস করতে, কাবখানাগুলোয় আগুলদেবে, শক্রর সৈক্ত ধ্বখানে সংখ্যায় কম সেখানে করবে আক্রমণ। জনসাধারণ শক্রর সঙ্গে ধেন সহযোগিতা না করে। ওদের কাছে খাবার বিক্রী করা চলবে না। এ প্রায় কাজ কবলে এক দিন ওবা দেগবে যে, আনামীদের শোষণ করবার জন্ম কোন গাঁড়া-ভঙ্ক গঠন করা চলবে না। ফ্রাসী বে-সামবিক প্রত্যেকটি লোকের প্রত্যেক সম্পত্তি, কাবখানা, সওদাগ্রী আফিস, ববার-বাগান—সমস্ভ আলিমে দিতে হবে।

"গেরিলাব। লড়াই করে প্রাণ দিবে দেশের জঞা। দেশ্বাদী বাবা লড়াই করতে পারবে না, তারা যেন এদের থাত সরবরাহ করে, আশ্রম দেয়, বিভীষণদের শিক্ষা দেয়, আর শক্রর সব সংবাদ বিপ্রবীদের জানায়। গেরিলাদের ঘেরাও করলে জনসাধারণকে মাঝে মাঝে প্রভাক্ষ সংগ্রামেও নামতে হবে।"

আজ ইন্দোচীনের দেশবাসীরা উকীল, মধ্যবিত্ত অনেক শিক্ষিত অস্থানে গেরিলা দলে যোগ দিয়েছে। তারা দিনে অলক্ষ্য স্থান থেকে হাত গ্রেনেড ছোডে, রাতের বেলায় চালায় গোলা-গুলী।

ইন্দোটানে ৮ - হাজার জাপ সৈরকে মিত্রপক্ষের নির্দেশে ব্যবহার করা হবে বলে ভনা থাছে । চোলোন অঞ্চলে ৩ লক্ষ চীনা সৈয়া। ভার পর ক্রমাগত আসছে ফ্রাসী মদের পিপার সঙ্গে ফ্রাসী সৈয়া। ইংরাজের সৈয়ারা ত আছেই।

জানি না, এশিষায় যে নিপীড়িতের মাথা ভোলবার চেটা চলছে তা সার্থক হবে কি না। এও জানি না যারা শত শত নয়, হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে মার খেল তাদের জেগে ওঠা মাথার উপর অণু-বোমার আক্রমণ চলবে কি না। যদি চলে প্রাচ্যেন চির ছঃখেব অবসান হবে। যদি না হয়, ভবে অপিপ্রাচ্য—স্বর্ণে না হৌক আবার ধন-ধাল্যে সম্পন্ন হবে। সে দিনের প্রতীক্ষা করে বেঁচের বইতেই হবে আমাদের।



### আজাদ হিন্দ ফৌজ

**ফিলী**ৰ শেষ বাদ্শাহ বাহাছৰ সাহে-দিল্লীৰ লাল কেলায় বিচারশালা তর আর একটি ঐতিহাসিক বিচাবারুঠান র চটয়াছে। ভানি না, স্থাট সাজাহান ্দিন ভাঁচাৰ বাদশাহী কলনা দিগভুব্যাই

ত কৰিয়াও ভাৰিতে ग्राष्ट्रित्वन कि न। व া তিন শত বংস্প তাঁচাবট নিখিত ভাৰতেৰ ইতিহাসেৰ প্ৰকা চ'কলাকৰ এক য়ু বঞ্জাক্ষরে লিখিত পলাশীৰ মাদ্ধৰ ভাবতের কা 4.5 জান यहें। घटने बाहें ই আমাদেব বিশ্বাস ত্ৰ স্বাধীনভাষ্ট্ৰেৰ ন্দৰ বিচাৰ কবিশে-বিদেশী আহ



ক্রিব্রে জনা উল্লভ, ভাছা শাক কে বলিবে, **আর কে-ট্** া বিচাব করিবে গ

তথাপি এই বীর স্বাধী-্দনিকদের বি**চার** থাবন্ধ সইয়াছে। প্রায় হুই শৃত বংসবেব ভাব**তের পরা**-

ধীন শাব ভাণ্ডা-বেটাকে পালারা-চুর্ব-বিচু**র্ব কবিবার জন্ম সহল এইণ** ক্ৰিণাছিল, ভাশাৰা আৰু বৃটিশ সমাটেৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ যোষণাৰ ৬০ বাধে অপ্ৰাধী এবং দিনীৰ লাল কে**ল্লার আসামীর কঠিগড়ার** দুপুরুমান: শাহাদের বাহিনা আমরা প্রথমে বর্ণনা করি।

#### আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট

১৯৪৩ সালেৰ জুন মাসে স্কভাষচন্দ্ৰ টোকি**ওতে** যান। **তাঁহার** আগমনেৰ ফলে ভাৰতেৰ এই মুক্তি আন্দোলনের **আম্ল পরিবর্তন** 



মুভাষ্চন্দ্ৰ বন্ধ

সাধিত হয়। তিনি প্র থ মে ই ব্যান্তক সম্মেলনে গঠিত কর্ম-পরি-यमरक आ का म হিন্দ গভৰ্ণমেণ্টে ৰ পা ভাৰিত করেন। তাঁহাকে রা**ইপতি করিয়া** একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করা হয়। ১১৪० मा ल ब ২৪শে অক্টোবর এই গভ ৰ মে ক युक्तवाडे ७ व्यक्त বুটেনের বিক্রম যুদ্ধ ছোৰণা

ভবিশ্বল নগণ্য নয়, স্বাধীনতাব দীপ্ত অগ্নিশিখা বাহাদের র পথেব তুর্গম অভিযানে প্রেরণা যোগাইয়াছে, ভাহাবা আজ কবে। নয়টি গ**ভর্ণমেণ্ট আজা**দ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া নে**য়**। মহা অক্তায়ের জন্ত অপরাধী, এবং কেন যে আৰু প্রতিহিংসা-মালয় ও ব্রহ্মের পতনের পর জাপানীরা ভারতীয়দের আমুকুল্য মুত্যুর শাণিত দণ্ড তাহাদের পৃথিবীর বুক হইতে অপসারিত मार्जित क्षेत्र विरामित वाश्वदायिक दहेवा अर्थ अतः ज्ञातकीय मुख-वन्नीरम्ब

জ্যবাদী শাসবংশ্রণ । এক দিকে মতিয়াম স্বর্গৌনাল কাঠগুলায় भाग, जात अर्क किटक अलियांग श्राधीमाडा रू मासाजातांनी

ভাহার বিচারক। ইকিংগদের কি হিছেব প্রিধাস। তি ৫ট নত্ত্বৰ আজাদ হিল জৌতৰ তিন জন অধিনায়ক লৈ সেহগল, ক্যাপেলৈ শাহ নতম্ভ ও ল্যাপেল বিল্যেব বিচাৰ

' হইয়াছে। ভাঁহাদেৰ বিকাদ শাভিনোগ—ভাঁহাৰা বুটিশ

**াসর্জ্মন দিবার জন্ম আহ্বান ক**বা ১ইল, কেন এবং কাহাব

এত কামান-গোলা-বোমা-বারুদ ব্যয় করা হটল তাহা আজ

খ্যা করিয়াদিবে ? ধে-জ্ঞাদশেন জন্ম স্থল জল শুনা দলিত-

করিয়া এই মহাপ্রাকাণ্ড ঘটিয়া গোল, এত সনদ, এত

া, এত সদিচ্ছাপূর্ণ বিবৃতি ও বক্তৃতার অনুষ্ঠান কবা হইল,

াদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত কবিবাব জন্ম যাহাবা জীবন পণ

সংগ্রাম করিয়াছে, ত্যাগে ও বীরছে যাহাবা কোন অংশেই

র বিরুদ্ধে মুদ্ধ লোষ্ণা কৈবিয়াছিলেন এব মিনবাহিনী প্রিভাাগ জাঁহারা আজাদ হিন্দ ফ্রেকি গঠনে প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়া 'ধিক ১২০" ভাৰতীয় মেনাকে শিক্ষিত কৰেন। বুটিশ ৰ বিক্লাকে যুদ্ধ ঘোষণাৰ অভিযোগ মিখ্যা না হইতে পাৰে, স্তেচারী বিদেশী শাসকের বাজনত্ত্ব বিক্তম প্রাধীন দেশ-

যুদ্ধ বা বিজ্ঞাহ ঘোষণা অপুৰাধ কি না ভাষাৰ বিচাৰ কে ? প্রাধীনতার শৃঙাল-মোচনেব করু যে বৃদ্ধ, যে বিদ্রোহ, ম্বায় ও অপরাধ বলিয়াই যদি পো হয়, তাহাব জ্ঞা যদি বাছস্বরে বিজ্ঞোহীদেব বিচাবের আগ্যোজন কবিতে হয়, তাহ। এই কয় বংসৰ কেন লক্ষ লক্ষ লোককে মহাযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে

প্রতি বিশেষ সন্ত্যবহার করিতে থাকে। ওদিকে জাপ কর্ত্বপক্ষের সহিত প্রবাসী ভাবতীয় নেড্রন্দেব বার্কনৈতিক আলোচনাও চলিতে থাকে।

ভারতীয়দেব সমর্থন লাভেব জন্ম কাপানীদেব প্রচেষ্টার ভিনটি কারণ থাকিতে পারে: (১) ভাবত আক্রমণেব কালে ভাবতীয়দেব আমুকুল্য লাভের জন্ম প্রচাব-কার্য্যের স্থাবিধা, (২) ভাবতীয় জাতীয় বাহিনীর সাহায্য লাভ, (৩) মোলমিন-বাান্ধক বেল-বাস্থা তৈয়ারী প্রভাত কাজে বিনা বাধায় ভাবতীয় মজ্ব সংগ্রহ।

#### ফৌজ সংগঠনের ইভিহাস

বন্ধ, মালয় ও সিঙ্গাপুর পবিত্যাগ করিয়া রুটিশ সেনাপতি ও সৈনিকরা যথন ভাবতে চলিয়া আদে, তথন বহু ভাবতীয় সৈম্বাকে তাহারা ফেলিয়া আসিয়াছিল ! এই সকল সৈম্বাকে তথন তাহারা প্রয়েজনবোধে কার্য্য করাব নিজেশ দিয়া আসিয়াছিল ! পরে জাপানীবা ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুর দখল কবিলে, তাহাদেব উৎসাহ ও সহায়তায় এই সকল প্রাক্তন বৃটিশ ভাবতীয় সৈন্য ও প্রবাসী জাসাবিক ভাবতীয়দেব লইয়াই আক্ষাদ হিন্দ নৌকেব ভিক্তি

প্রবাসী ভারতীয়দেব অস্ত্রবলে ভারত অনিকানের চেটা এই প্রথম হইলেও প্রবাসে ভারতের স্থাপীনতা আন্দোলন ইট নৃতন নয়, বহ পূর্বেই উহার পতন হই রাছিল। যে সকল ভারতীয় কাপান, চীন ও স্বপুর প্রাচ্যের অক্সাক্ত দেশে বসবাস করিছেছেন, ইটোরা ঐ সকল দেশে দীর্ঘ কাল যাবৎ ভারতের ক্ষাপীনতা অজ্বনের জন্ম আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। এফেত্রে জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বস্ত্র ও বাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-বোগা। জাপানে রাসবিহারী বস্তর নেড়ছে প্রতিন্তিত ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ প্রবাসী ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করিয়া লারতের স্থাধীনতা সংগ্রামকে বিশেষ ভাবে সমর্থন কবিয়া আসিতেছিল। বর্তমান শতাদ্দীর স্থতীয় দশকে ডা: হাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূতপূর্বে সেক্টোরী আনন্দমোহন সহায় রাসবিহারী বস্তব সহিত মিলিত ইইয়া স্বাধীনতা আন্দোলা ই শক্তি বৃদ্ধি করেন। মি: সহায়ই চীনে ভারতীয় জাতীয় স্বাধিত ও জাপানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্যামে স্বামী সভ্যানশ পুরী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি
শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান বহিন্দ্রগতে ভারতীয়
স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে জোরালো প্রচার-কার্য্য চালাইতে
থাকে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান বগন যুদ্ধ ঘোষণা
করিয়া বৃটিশের পূর্ব্ব-এশিয়া সাম্রান্ড্যের উপর আঘাত করিল তথন
বৃটিশের পশ্চাদপ্রবৃগ ছাড়া সাম্রাজ্য বক্ষাব কোনও সামর্থ্য ছিল না।
ইহার অবশ্যস্থারী পরিণতিস্বরূপ মাল্যে বড় ভারতীয় সৈত্য আন্ধ্রসমর্পণে বার্য হইল, সিন্ধান্ত্রের বহু সৈত্য নৃদ্ধ-বশ্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি
করিল।

এই সকল ভারতীয় গৈছাব। পবে মালয়প্তিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ধােগদান করে এবং দেবাছন সাম্বিক কলেছ চইতে শিক্ষা-প্রাপ্ত বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীব প্রাক্তন সেনানী ক্যাপ্টেন মােচন সিং
ামে এক জন পাঞ্জাবীর নেতৃতে আজাদ হিন্দ ফোচের অগীভৃত হয়।

প্রবাসী ভারতীয়দের শক্তির সংহতির উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের নার্চ মাদে টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক প্রবাসী ভারতীয় নেতৃর্দের এক সম্মেলন হয় । পরে ১৯৪২ সালে ১০ই জুন ব্যাঙ্কবেও অমুরূপ একটি সম্মেলন অমুক্তিত হয় । এই সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আসিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে যোগ দেয় । সম্মেলনে স্থির হয় যে, লীগের নীতি ও কর্ম্মপস্থা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অমুরূপ হইবে। ভারতে অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাব উদ্দেশ্যে জাতীয় বাহিনী গঠনেব সিদ্ধান্থও এই সম্মেলনে গুড়ীত হয় ।

ব্যাক্ক সম্মেলনে ভারতীয় স্বাধীনত। লীগেব একটি নিয়মতছা রচিত হয় এবং মালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম, জাপান, স্থমাত্রা, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলে উহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসবিহারী বস্তুং সভাপতিছে একটি প্রতিনিধি-পরিষদ ও কর্ম-পরিষদ গঠনেরও সিদ্ধার এই সম্মেলনে স্থির হয়।

প্রবাসী ভারতীয় নেতৃবৃদ্দের জাপানীদের সহযোগিতায় অপ্রসহতরার কাবণ সন্থাবত: এট : (১) পূর্ব্ব এশিয়াস্থ ভারতীয়দের জীবন ও সম্পান্তির নিরাপত্তা (২) তিন লক্ষ সৈন্সের সমবায়ে আজ্লাদ হিদ্দেশীক গঠন পূর্ব্বক স্থাদেশের স্বাধীনতা অক্লেনেব চেষ্টা।

স্থানচন্দ্র পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বে জাপানীরা এই আন্দোলনে সহায়তায় দ্বিধা ও দীর্ঘন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াই আসিতেছিল। সভাবচন্দ্র সদ্ব প্রাচ্যে পৌছানোর পর আন্দোলন বাস্তব রূপ পবিগ্রহ করিল, তবে তিন লক্ষ সৈক্তের পরিবর্ত্তে দিং হাজার সৈক্ত (জাতীয় বাহিনীর সৈক্ত-সংখ্যা সম্পর্কে গথেষ্ট মতভো আছে) লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইল। তবে অল্পায় ও সাজ-সরক্ষাম সরবরাহে জাপানীরা গোড়া হইতেই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে ইহা লইয়া স্থভাবচন্দ্রে সহিত তাহাদের যথেষ্ট মনোমালিক্ত হয়।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব্ব-এশিরার সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়কে উহার প্রজা বহিলা ঘোষণা করা হইল ফলে, সৈক্ত ও অর্থ সংগ্রহে যথেষ্ট স্থবিধা হইল। মতাস্করে, এ বাহিনীতে পঞ্চাশ হাজার সৈক্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। জাতীয় বাহিনী ব্যয়-সম্কুলনার্থ মোট না কি জাট কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

জাতীয় বাহিনীর নায়কেরা বিলয়াছেন বে, ভারতীয় সেনানীবার ঐ বাহিনীর উপর পূর্ণ কর্ছুত্ব করিত, জাপানীদের কোনও আধিপত ছিল না। সৈক্তদের শিক্ষা-দীক্ষার ভারও ছিল ভারতীয় শিক্ষকদে হাতে, জাপানীদের কোন প্রকাষ সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই এই বাহিনীতে জাতি বা সম্প্রদায়গত কোন বিভেদ ছিল না খাত লইয়াও কোনও বিরোধ বা আপত্তির উদ্ভব হইতে দেওয়া হা সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়া হইত হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফোজের নিজস্ব সঙ্গীত ছিল, তাহারা জয় হিন্দ বেলিয়া অভিবাদন জানাইত। জাতীয় বাহিনীর সেনানীরা অনেকেই স্থাওহার্ম বা দেরাহ্বন ফেরত এবং বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর প্রাক্তন সেনানী। যত দূর জানা যায়, খাইল্যাণ্ডে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীক সেনানীবাক সামবিক শিক্ষার জন্য গোটা ছই-ভিন কেন্দ্র এবং সেনামেন মুক্রবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্যও কয়েকটা শিবির ছিল।

#### সৈম্ভদের পোষাক ও প্রভীক

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনানী ও সৈয়দেব পোবাক ও প্রভীব্ চি**ছ ছিল এইরপ**: 'ক') পদম্যাদার ব্যাক্ত:

কর্ণেল—ইহাদের কাঁধে সাধারণ ধরণের ট্রাপ, লাল পাইপিং এবং াদ হিন্দ ফৌজ' লেথা পিতলের ব্যান্ধ থাকিত। উভয় পার্শে ত একটি করিয়া সোনালী তারকা এবং সোনালী 'বাবে' পদ-ার কথা লেথা থাকিত।

মজন—অন্ত সমস্ত প্রতীক কর্ণেলের মতই, কেবল একটি সোনার পদমধ্যাদা লেগা থাকিত।

চ্যাপ্টেন—কর্ণেলের মত সমস্ত প্রতীক ছাড়া তিনটি নীল বং এর ভাবা পদম্যাদা স্থাচিত হুইত।

লফটোন। ট—টেপবের মত অক্স সমস্ত প্রতাক ছাড়া ইহাদের চইত ছইটি নাল বার ।

নকেণ্ড লেফটেনাণ্ট—ইকারও সমস্ত প্রতীক উপরেব মতই, পদ-ভাপনের জন্ম থাকিত একটা নীল 'বাব'।

াৰ অফিসান—উপৰেন মাত সৰগুলি প্ৰাতীক থাকিলেও, ইহাদের থাকিত না।

াজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সৈক্স ও সেনানীদের বুকের বাম দিকে ত্রিবর্ণ কংগ্রেস বাাজ এবং মাথার ফেটিগ ক্যাপে 'আজাদ হিন্দ লেথা পিতলের ব্যাজ থাকিত। ব্যাজে ছিল ভারতেব ত্রের বহি:-রেথা অঙ্কিত, আর উহাব মধ্যে লেথা থাকিত কি এতমাদ কোরবানা' (সহধোগিতা, ক্সায় ও আত্মোৎসর্গ)। ব) বিভিন্ন ত্রিগেড ও রেজিমেন্টেব সৈক্ষদের পোষাকে রংএব

ছিল এইরপ:

 নম্বর গরিলা বেজিমেন্ট ( বস্থু )—লাল ও সবজ ।

ই নম্বৰ গৰিলা বেজিমেণ্ট ( গান্ধী )— সৰজ।

জন নম্বৰ গরিলা বেজিমেণ্ট ( নেহরু )—ধুসর।

ব নম্বৰ গৰিলা বেভিমেণ্ড ( আজ্ঞান )—শাদা !

গ) ব্যাচালিয়ানের চিহ্ন-প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানের সৈলার বাম নিয়দেশে বিভিন্ন ধরণের ব্যাজ পরিধান করিত। ব্যাটালিয়ান বিভের অস্তভুক্ত থাকিত, সেই ব্রিগেডের সহিত সম্পক রাখিয়াই পোষাকের বং নিদ্ধারিত হইত। ব্যাক্তের আকৃতির পার্থক্য রৈপ:

ধম ব্যাটালিয়ন—গোলাকাব ব্যাজ।

গ্রীয় ব্যাটালিয়ন—ত্রিকোণাক্তি।

টীয় ব্যাটালিয়ন—চতুক্ষোণ।

<sup>ভ</sup> কোয়াটাব, এস এস বাহিনী ুঁও সিগকাল প্লেটুনের সৈক্লদের ≀ল হীরকাকৃতি।

#### বিচারের সমুখীন আজাদ হিন্দ কৌজের করেক জন নেত্রন্দ

জাদ হিন্দ ফোজের তিন জন অধিনায়ক ক্যাপেটন ধিলন, শাহ নওয়াজ, ও ক্যাপেটন সেহগল আজ লাল কেয়ার সম্মুখীন। মেজর জেনারল ভোঁসলাও হিন্দ ফোজের এক জন অধিনায়ক। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল:

#### ক্যাপ্টেন জি সিং ধিলন

াপ্টেন জি মি বিলন পূর্বে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে ছিলেন। পরে গরতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। ক্যাপ্টেন ধিলনও দিলীব লাল কেলায় আছেন। ধিলনেব পড়ী বস্তু বাট্য কাবগাৰে



ক্যাপ্টেন ধিলন

গিয়া ভাঁহাৰ সহিত সাকাৎ করেন। ১৯৪১ সালে ধিলন সামবিক কার্যাবাপ-দেশে মালয়ে বান, তাহার পর স্বামি-ন্ত্ৰীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাংকার । কাউৰ পাগ্ৰাবী পঞ্জী-নারী হইলেও স্থাল-কিতা, তিনি বেশ াল হিন্দী ও গুৰুমখী জানেন, ইংরাজীও ব লি ডে পারেন।

আজান হিন্দ ফৌ**ভে** 

ধিলন ক্যাপ্টেনের পদ

**इटेएड कर्लामा शाम** 

গত ৩০শে অক্টোবর

উন্নীত হন। ক**্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ** 

৫ই নতেম্বৰ ভাৰতীয় ভাতীয় বাহিনীৰ **বে তিন জন সেনানীর** বিচাৰ আৰম্ভ ভইতৰ জংগ্ৰ মনে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়া**জ অঞ্চত্য।** 



ক্যাপ্টেন শাহ নভয়াজ

ইনি লাহোর হাই-কোটের জা টিস আবছল কাদেরের পুর্ \*IT \$. ন ও য়াজ পুরেব রটিশ ভারভীয় বাহিনীতে ছিলেন. পরে 🕙 । স্থভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করে ন এবং ক্যাপ্টেনে র পদ হইতে কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। শাহ নওয়াজ ছই-বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার

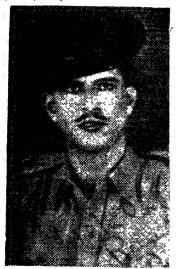
সম্ভান-সন্ততি বতমান।

কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান না কি কারাগাবে শাহ নওয়াজের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া মামলায় তাঁহাব পক্ষ সমগনের প্রভাব করিয়াছিল। শাহ নওয়াজ তাহাব উত্তবে তেজাদৃত্ত ভাষার জানাইয়াছেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার সহিত ধন্ম, ভাষা ও এলাকার কোনও সম্পর্ক ছিল না; মামলায়ও তিনি কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লইতে ইচ্ছুক নক্ষেন। শাহ নওয়াজ প্রিচালিত বাহিনী স্বতন্ত্র ভাবে মণিপুরে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। প্রকাশ, ইনিই সর্ব্বপ্রথম মণিপুরে জাতীয় পতাকা উজোলন করেন।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের পরিবাবের বাষ টি জন পুরুষ বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে আছেন। একের যুদ্ধের কালে এক সময়ে কুইল-বজ্যাজের এক প্রাভা বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীব পক্ষে থাকিয়া ভাহাবই বিরুদ্ধে সভাই কবিতেছিল।

#### ক্যাপ্টেন সেহগল

ক্যাপ্টেন দেহগল লাহোব হাইকোটোৰ জাষ্টিদ অচ্ছৰামেৰ পুত্ৰ। ইনি পূৰ্বে দুটিশ-ভাষতীয় বাহিনীতে ছিলেন। জাতীয় বাহিনীতে



ক্যপ্টেন সেহগুল

যোগ দা নে ব প্র
তাহাকে ক্যাপ্টেনের
পদ হইতে কর্ণেলের
মন্যাদায় ভৃষিত কর।
হয়। সেহগল, বিলন ও
শাহ নত্যাক আজাদ
হিল্ল ফ্রোডের প্রায়
বার শত সেনানাকে
সামরিক শিক্ষা দেন।

#### মেজর জেনারেল ভোসলা

সভাষচক্র করব ভাব ভীম জাতীয় বাহিনীতে নে তৃত্ব করাব জন্ম বাহা-দিগকে অভি যুক্ত

ক্রা ইইয়াছে, তাঁহাদেশ মধ্যে মহাবাট্রেন ইতিহাস-বিখ্যাত ভৌগলা কশেসস্থৃত মেজর জেনাবেল জগন্নাথবাও কুঞ্চরাও ভৌগলাও আছেন। এই ভৌগলা কংশেই শিবাজী জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। এক হইতে জাতীর বাহিনীর হেড কোয়াটার ব্যাঙ্ককে স্থানাস্তবিত ইইলে মেজর-জেনারেল ভৌগলা তথায় বৃটিশ সামবিক কর্তৃপক্ষের হস্তে বন্দী হন।

জগন্ধাথরাও জাতীয় বাহিনীব চীফ অব ঠাফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সাত হাজার পাঁচ শত সেনানাকৈ শিক্ষণান করিয়াছিলেন। জাতীয় বাহিনীতে বোগদানের পূর্বের বৃটিশ ভাগতীয় বাহিনীতে তিনি লেফ্টেনাট কর্ণেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং সিঞ্চাপুরে বৃটিশ জেনারেল প্রাফে স্থান পাইয়াছিলেন।

কর্নের ভৌগলা চতুর্দশ বংসর বয়সের কালে ইংলপ্তের স্থাওচার্ত্ত সামরিক বিভালয়ে শিক্ষালাভের জন্ম ননোনাত হন। তাঁহার সঙ্গে আরও তিন জন ভারতীয় ছাত্র এই শিক্ষার জন্ম ননোনয়ন লাভ করে। ইহার পূর্ব্বে আর কোনো ভারতীয় ছাত্রের স্যাওহার্ত্ত বিভালয়ে শিক্ষালাভের সৌলাগ্য হয় নাই। ছয় বংসর শিক্ষালাভের পদ্ম তাঁহাকে লেক্টেনান্ট কর্ণেল পদে নিয়োগ করিয়া করাচীতে রাখা হয়।

জগলাধরাওর বৃষ্ণ বর্তুমানে প্রায় সাইজিশ বংসর।

#### প্রবাসী ভারতীয় বীরালনাদের কুডিছ

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদানের জন্ম আজাদ হিন্দ ফৌজেব উদাও আহ্বান ব্রন্ধ, মালহ ও সিঙ্গাপুর-প্রবাসিনী ভারতীয় নারী-সমাজেও এক বিরাট আলোডনের স্থাষ্টি করিয়াছিল। নারীদের মধ্যে এই দেশসেবার অকৃত্রিম প্রেথণা হইতেই ঝান্সীর রাণা ব্রিগেডের উদ্ভব হইয়াছিল।

বত দূব জানা যায়, প্রায় বাব শত মহিলা এই বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন! ইংলাদের প্রধান কাজ ছিল আজাদ হিন্দ ফোজ হাসপাতালে আহত ও পীতিলের প্রবিচ্যা করা। কিন্তু কিছু দিন কাজ করাব প্রক্ট ইংলার চকল ১ইলা উঠিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা বীরাসনা বাজীব লালাব নামে গঠিত বাহিনীকে ওধু হাসপাতালে সেবাকায় লইছাং প্রিভৃত্ব থাকিতে হইবে, ইছা তাঁহাদেব কাছে মনপ্ত ইইল না।

এই নাব-বাহিনীঃ আবলায়িকা ছিলেন ক্যাপ্টেন ডাঃ লক্ষ্মী



ু(: লগু) সামানাথন

স্বামীনাথন। সদ্বাধা ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী মান ফাত স্বাধিনায়কের নিকট এই মধ্যে এক আবেদন পাঠাইলেন:

"পুরুষ ও নারীর
ম ধ্যে যে কো ন ও
প্রভেদ নাই, তাহা
আপনিই আমাদে ব
শিক্ষা দিয়াছিলেন।
আপনি আমাদে ব
পুরুষোচিত শিক্ষা
দিয়াছেন, বণক্ষেত্র
মৃদ্ধ করার উপযোগী
মনোবল ও সাহস

ছার। অন্ধ্রাণিত কবিহাছেন। আমবা পূর্ণাঙ্গ সামরিক শিক্ষালাভ কবিহাছি। একপ কোতে আমাদের রণাঙ্গনে পাঠানো হইভেছে না কেন? আপনাব কাছে আমাদের প্রার্থনা এই যে, অবিলংখ আমাদের রণাঙ্গনে প্রেবণ করুন।

মহিলাবা অ'দ্ল বাটিয়া সেই রক্ত দিয়া **আবেদনে স্থাক**ৰ কৰিয়াছিলেন।

ইহার পরে লাহাদে। বনান্ধনেও পাঠানো ইইয়াছিল, **তবে তথা**র উাহাদের কত্তব্য ও দাসিত্ব খুব সন্তবতঃ বৃ**টিশ-ভারতীয় সৈঞ্চদের ম**ধ্যে প্রচাবকার্য্য ও সৈঞ্চদের সেবা-ত্র্যানায়ই সীমাব**ছ ছিল।** 

ঝাঙ্গান বাগা বিগেছেন এই নাবী সৈনিকেরা কিন্ধপ পোষাক প্রিচ্ছন প্রিধান কবিতেন ভাষাবন্ত কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এক জন প্রভাক্ষণীর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ইহারা ফুল প্যান্ট ও থাকী শাট প্রিভেন। মাথায় থাকিত 'ফেটিগ' ক্যাপ্র পারে ববাবের বুট।

এই ব্রিগেডের অক্যতম সদতা বেলা দত্ত নামী কোড়শ্বর্বীয়া এক জন বাঙ্গালী তরুণী তাঁহার দায়িত পালনে অসাধারণ মনো<sup>বং</sup> ও অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন।



আসামী পক্ষেব ক্রেন্ডিলিগণ

ভাৰতীয় নাবী-সমাজে ক্যাপেটন লক্ষীৰ বীৰত্ব, সেবাপৰায়ণতা ও সংগঠন-কুশলতা এক যুগান্তৰ স্পষ্ট কৰিয়াছে। লক্ষ্মী মালাজের প্রখাতনায়া কংগেদনে এই ক্যুন্তা আত্ম স্বামানাথনের কঞা। লক্ষ্মী ১৯৩৭ সালে মালাজ মেডিক্যাল কলেও হটতে ভেষজশাস্ত্র ও অস্ত্রোপচার বিভাগে ডিগা অর্জ্ঞানের পব চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি অবস্ব-বিনোদনের জন্ম সিন্ধাপুরে যান, কিন্তু পরে সেথানেই ব্সবাদের স্কল্প করেন।

ডা: লক্ষীন প্রথম স্বামীর নাম বি, কে, নানজুলা রাও। ইনি মাঙ্গালোরের অধিবাদা। মি: বাও এক জন বৈমানিক , ইনি ভারতদিংহল আকাশপথে টাটা কোম্পানির বিমান চাঙ্গনা করিয়া থাকেন। কিছু দিন পরে লক্ষা তাঁহার সহিত বিবাহ-সম্পর্ক ছিল্ল করিয়া দিলাপুরে ধান এবং দেখানে আব্রাহাম নামক এক জন দিরীয় পুটানের সহিত পবিষস্ত্তে ভারদ্ধ হন। আব্রাহাম এক সময়ে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে লক্ষ্যান সহপাঠা চিজেন।

লন্ধীৰ মাতা মিসেস আখু স্বামীনাথন বলিয়াছেন যে, জাঁচাৰ কক্ছা আল কিছু দিনেৰ মধ্যেই সিন্ধাপুৰে বেশ স্থপনিচিতা হইয়া পড়েন এবং আশ্বীয়-স্বজন 'চাহাকে ভাৰতবৰ্ধে ফিবিয়া আসার জক্ত বারংবার পত্র বিপ্রিলিড সিন্ধাপুৰ ত্যাগে অসম্মত হন। মিসেস আম্ আমেরিকা ইউতে ভারতে প্রত্যাবর্ডনের পর সিন্ধাপুরে যান এবং জাঁহাকে দেশে দিরাইয়া আনিবার জক্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিছু লশ্বী তথন কোন মতেই সিন্ধাপুর ত্যাগে বাজী হন না। পরে সিন্ধাপুরের পতনের ম্ব্যবহিত পূর্বে ভারতে প্রত্যাবর্ডনের চেষ্টা করিলে জাহাজে স্থানাভাবে শে মেডেটা তাঁহার বার্থ হয়।

মাতার বিবৃতি ১০তে প্রকাশ, জিল্পী না কি ভারচন্দ্রের আজাদ কিদ মান্ত্রমণ্ডলের অক্তান সদক্ষা ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর বেতার ১০তে ইবাজী ভাষায় বৃটিশের বিক্তন্ধে বক্তৃতা করিতেন বলিয়াও শোনা গিয়াছিল। পরবর্তী কালে জাপানের আত্মসমপ্রণের পর ডাঃ লক্ষ্মী রেঙ্গুর্ণ বৃটিশ সামরিক কণ্ডুপ্র্যের নিকট আত্মসমপ্রণ করেন এবং সেখানে বৃটিশ সামপাতালে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আত্মসমপ্রণের (শুনা বায়, তিনি না কি আত্মসমপ্র করেন নাই, বর্মা পড়িয়া বন্দা হইয়াছিলেন) পর ডাঃ লক্ষ্মী তাহার মাতার নিকট প্রথম যে পত্র লেখেন তাহা ২৪শে আগাই (১৯৪৫) তাঁহার মিকট প্রথম ট্রার পর ইইতে তিনি প্রতি সন্তাহেই মাতার নিকট প্রত্র প্রিথিতেছেন।

ক্যাপ্টেন লক্ষীৰ বৰ্তমান বয়স প্ৰায় সাতাশ বংগৱ।

#### মুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ও পথ

যে আজাদ হিন্দ ফোজের কাহিনী আমরা বর্ণনা করিলাম তাহাব দর্বাধিনায়ক ছিলেন নেভাজী স্থভাষচন্দ্র। এই ফোজ গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল কি ? সিঙ্গাপুরে ১৯৪০ সালের ৯ই জুলাই এক জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্থভাষচন্দ্র তাঁহাব এই উদ্দেশ্য পরিকার করিয়া ব্যাথ্যা করেন! তিনি বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত দীব দিন জড়িত থাকিয়া তিনি মন্মে মন্মে উপলব্ধি করিয়াক্রেম যে, বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জ্ঞন করা সন্তব নহে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করিলে বিদেশী শাসকল্পীর করল হইতে কথন দেশোধার করা সন্তব হইবে লা।

ভাই ভিনি ভাঁচার জীবন বিপন্ন করিয়া এই পথে পা বাড়াইয়াছেন।
ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, ফ্যাশিষ্টদের ক্ষয়
অবশ্যস্থাবী। তিনি ইহাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ফ্যাশিষ্ট বাষ্ট্রপ্রকি
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আস্তবিক ভাবে সহযোগিতা করিবার ক্রক্ত
প্রস্তুত। ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেও ফ্যাশিষ্টরা উৎস্কক।
ফ্যাশিষ্টদের বিশ্বাস না কবিবাব কোন কারণ নাই। স্থভায়তক্র এমন
ক্ষাও জোর কবিয়া বলেন যে, বাহাবা ফ্যাশিষ্টদের আদশের প্রতি
আস্থাবান্ নন, তাঁহাদেব তিনি ক্ষত্র দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করিয়া প্রমাণ
করিয়া দিতে পাবিবেন যে, সমগ্র পৃথিবাতে ফ্যাশিষ্টবাই ভারতের সর্কবিশ্রেট বন্ধু। এখানে আমবা স্যভায়তক্রের বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত
করিতেটি:—

"By travelling abroad I could see things for myself and could study the respective positions of the belligerent powers. Thereafter, when I came to the conclusion that the defeat of Anglo-American Imperialisim was assured. I conveyed that information to my countrymen at home. Then I was delighted to find that my countrymen all over the world were wide awake and were anxious to undertake their share of the national struggle. I was also gratified to find that the Axis powers were really eager to see India free and they were prepared to render any help that was within their power should the Indian people desire it ..... As to the attitude of the Axis powers if anybody has the slightest doubt or suspicion I can easily convince him with overwhelming proofs that outside the ranks of our countrymen. they are the best friends we have in the world today."

(Speech delivered in Singapore on July 9, 1945 and quoted by "Hindusthan Standard" of Nov 11, 1945)

অভাষ্টপ্র এইখানে ইতিহাসের গতিধারার যে ভাবে বিশ্লেষ্ণ করিয়াছেন তাহা ভুল এবং মাবাত্মক ভুল। এত-বড় ভুল তিনি কেন ক্রিয়াছিলেন ভাগা চিরকাল ইতিহাসের এক অন্তও রহস্ম হইয়া পাকিবে। ফ্যাশিজ্মের আদর্শ, ফ্যাশিজ্মের আবিভাবের কাহিনী এবং ফ্যাশিজমের ঐতিহাসিক ভূমিকাব তিনি যথার্থ বিচাব ও বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্যবাদের সহিত ফ্যাশিবাদের কোন পার্থক্য নাই, থাকিতেও পারে না। স্থভাষ্চন্দ্রের কথায় ভারতের বাহিরে যদি ফ্যাশিষ্টরাই ভারতেব একমাত্র বন্ধু হুইত এবং ফ্যাশিষ্টরা ৰদি কায়মনোবাক্যে ভাক্সতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন কবিত. ভাহা হইলে ফ্যাশিষ্টদের পৈশাচিক বর্বরতা ইতিহাসকে এই ভাবে কলম্বিত করিতে পারিত না এবং ইয়োরোপ ও এশিয়ার এতগুলি ারাষ্ট্রকে এই ভাবে বলপুর্বক পদানত করিয়া ফ্যাশিষ্টরা শাসন, শোষণ ও অকথা পীড়ন কবিতে পারিত না। ইয়োরোপ ও এশিয়ার প্রত্যেকটি নব-নারী-শিত আজ ফ্যাশিষ্টদের এই বর্মবতা ও পরবাজ-**লোলুপ**তা একবাক্যে স্বীকার করিবে। ইয়োরোপ ও এশিয়ার কোটি কোটি জনসাধানণ যে ক্যাশিষ্টদের বিক্লছে প্রাণপণ করিয়া লভিয়াছে, যাহাদের নিপীজন ও অভ্যাচারের ফতচিক্র আজও মুছিল যায় নাই

তাহার। কথনই পরাধীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হইতে পারে না, তাহারা কথনই ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিতে পারে না। স্থভাবচন্দ্রের ভূপ হইয়াছিল এইখানে। ফ্যাশিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি ভূপ করিয়াছিলেন। তিনি ফ্যাশিবাদের সহিত ইন্ধ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রভেদ ও পার্থক্য স্থীকার করিয়া ভূন্ধ পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। ইহাই ট্রাজিডি।

কিন্তু সেই জন্ম বাঁহারা শুভাষচক্রের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অপবাদ দিয়া থাকেন তাঁহাবাও মাবাত্মক ভূল করেন। স্থভাষচদ্রের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস তাহাবা বিশ্বত হইয়া যান। সেই ইতিহাসের মধ্যে কোথাও এতটুকু কলম্ব-চিচ্ছ নাই। স্বভাষচক্রের বাজনৈতিক জীবনের পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতা ভারতবাসী অথবা ভাৰতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কোন দিন অস্থীকার করিতে পাবিবে না। তিনি ভুল করিতে পানেন, এক শত বার করিতে পারেন। ভুঙ্গ করেন নাই এমন রান্ধনৈতিক নেতা ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও নাই। কিছু তাঁহার লক্ষা ঠিকই ছিল। অচঞ্জ প্রবতারার মত ভারতের পূর্ণ স্বাদীনতার লক্ষ্য তাঁহার কর্ম-জীবনকে চিরদিন অমুপ্রাণিত করিয়াছে। তিনি বুটিশ সাম্রাজ্য-বাদেব পরিবতে জাপানী ফ্যাশিবাদের শাসন কায়েম করিবার বড়য় কবেন নাই। কোন জটিল ধড় যন্ত্রের নায়ক তিনি হইতে পারেন নাই। প্রভাবচক্র নরওয়ের কুইজ্বলিং, ফ্রান্সের দার্লা, চীনের ওয়াং চিং ওয়াই নন। তিনি সরল বিশ্বাসেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই ভল পথে পা বাডাইয়াছিলেন। যড যন্ত্ৰ যদি কেচ কবিয়া থাকে ভাহা হইলে জাপানী ফ্যাশিষ্ট্রাই যড় যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার যদি যোগাযোগ হইত, যদি বাস্তবক্ষেত্রে কোন দিন জাপানী ফ্যাশিষ্টরা ভাবতকে গ্রাস করিবার চেষ্টা কবিত, তাঠা ঠইলে নিশ্চরই স্থভাষচন্দ্রই তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। বন্ধাৰ আউন্ধ সান, ইন্দোনেশিয়ার ডা: হাতা, ডা: সোয়েকার্ণো প্রমুখ জাতীয় নেতারা—বাঁহারা আজ দেখানকার জাতীয় আন্দোলন ও গণ-অভাত্মান পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহারাও তো সকলেই এক সময় জাপানীদের সহিত যোগ দিয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক স্থযোগ আসা মাত্রই তাঁহারা তাহা কাজে সাগাইতে দ্বিধা করেন নাই। ছঃথের বিষয়, এই ঐতিহাসিক স্থাবোগ স্থভাব-চন্দ্রের জীবনে আসে নাই। যদি আসিত তাহা হইলে আজ আমরা দেখিতে পাইতাম যে, ভালায়চনত ভালতের ভাতীয় আন্দোলনের নেতত্ব করিতেছেন এবং তাঁহারই গঠিত "আঞাদ হিন্দ ফৌজ" বর্ত্মার আউন্ন সান-গঠিত "Burmeese Patriotic Army"ৰ সায় সেই व्यात्मानत्न, टारे मःश्रास निर्धीक योद्धात नाग्न व्यवहाँ रहेशासन। আজ তাই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ স্থভাষ্চন্দ্র এবং "আজ্ঞাদ হিন্দ ফৌজের" বিক্লে করা যায় না। তাঁচাদের স্থদেশপ্রেম অন্ধ হইয়া ভুল পথে ছটিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ভাঁহাদের আজ দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করা **অন্যা**য় ও **হাস্যকর।** আরও হাক্তকর ব্যাপার এই যে, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ আব সেই দেশদোহিতার অভিযোগ ইহাদের বি**রুদ্ধে আনিয়াছেন।** কাহার দেশ, কোন দেশের প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসঘাক্তবতা করিয়াছেন, দেশদোভিতা কবিয়াছেন গ করেন নাই, যদি কবিয়া থাকেন ভারতের

প্রতি করিয়াছেন এবং তাহার বিচার করিবে স্বাধীন ভারতবাসী. ভারতের জনসাধারণ, বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ নহে। ভারতবাসী ভাঁচাদের আজ দেশদোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে রাজী নতে। ভাবতবাসী আজ জাঁহাদের নিভীক দেশপ্রেমিক বলিয়া সংগ্রনা কবিতেছে। আর স্বাধীনতাব জন্য, প্রাধীনতার শৃঙ্গল মোচনের জন্য বদি বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ গোষণা কবা অপবাধ হয়, ভাচা ১ইলে हेन्डिएम "नाम विलया य कि भुग ठडेरव, नाम व्यक्षिकाव विलया ্য কি স্বীকৃত হইবে তাহা আমরা জানি না।

#### কংগ্রেসের আদর্শ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের অভিংস ফ্যাশিষ্ট-বিবোধী আদর্শের সহিত্ত ভুলায়চন্দ্রের আদর্শ এবং ভাঁচার আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যকলাপের সামগুল কোথার ? এই প্রায়ের উত্তর পণ্ডিত ভ্রুবলাল, নাইড় প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবুন্দ দিয়াছেন। স্থলাগঢ়ন্দ্র আন্তর্জ্ঞাতিক বাজনৈতিক গতিগাবার যে বিশ্লেষণ কবিয়াছেন, কংগ্রেম ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রাস্ত কোন দিন সেই ভাবে বিশ্লেষ্ণ কবে নাই: ফ্যাশিষ্টদেব কোন দিন্ট কংগ্ৰেম ভাৰতবৰ্ষেৰ বন্ধ বলিয়া স্বীকাৰ কৰে নাই। ছিতীয় মহাযুদ্ধ আৰম্ভ হুইনাৰ অনেক পূৰ্ব্ব হুইছেই, ফ্যাশিক্তমেৰ আদিৰ্ভাবেৰ সময় চইতেই, কংগ্রেস ভাচাকে বিশ্ব-মানবেব স্কুলেষ্ঠ শক্ত বলিয়া গোষণা কৰিয়াছে এবং কোন দিন ভূলিয়াও ভাহাকে সমর্থন কবে নাই। কাৰণ, সাম্ৰাজ্যবাদ যদি স্বাধীনতাৰ শক্ত হয় তাহা হইলে ফাশিবাদ আরও মাবাত্মক শক্ত। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদ স্ভোদর ভাই। এই ফ্যাশিবাদেব বর্ষর আদর্শের বিরুদ্ধে কংগ্রেস চিবদিন দঢ়কঠে তাহার নিজের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতত্ত্বের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছে। আজ পর্যান্ত কোন দিন কংগ্রেদ এমন কথা বলে নাই বে, বিদেশী শক্তির সাহাষ্য ভিন্ন ভারতবর্ষ স্বাধীন চইতে পারিবে না। ভারতের চল্লিশ কোটি জনসাধারণের সংহত শক্তি ও সকলেৰ উপৰ কংগ্ৰেস কোন দিন আস্থা হারায় নাই। মুভাষ্যমেন পথের সহিত কংগ্রেস-অনুস্ত নীতির বা পথের কোন মিল নাই, থাকিতে পারে না। কিছু স্থভাষ্টন্দ যেমন পথ ভুল করিয়াছিলেন, কংগ্রেমও তেমনি পথ বহু বার ভুল করিয়াছে। পথের ভুল লইয়া কাহাবও দেশপ্রেমের আদর্শ ও আন্তরিকতার বিচার করা মুর্খতা। জীবনে আদর্শের পথে চলিতে পথ ভল ক্রে নাই এমন মহামানব অধবা মহা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে একটিও নাই। স্নতবাং পথের বিচার করিয়া সভাষচন্দ্র অথবা আজাদ হিন্দ েকীব্দের আদর্শ যাচাই করা সম্ভব নহে। সুভাষচন্দ্র ও তাহার আজাদ ্হিন্দ ফৌজের যে জ্বাদর্শ, কংগ্রেসের চিরদিনের সেই একই আদর্শ, ্চ**লিশ কোটি ভারতবাসী**রও সেই আদর্শ। "স্বাধীনতার আদর্শ" ভিন্ন কংগ্রেসের দীর্ঘকাল অন্তিত্ত্বর ও সংগ্রামের আর কোন আদর্শ নাই। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়াই স্কভাষ্টক্র জীবন উৎসর্গ কবিয়াছেন এবং আজান হিন্দ ফোব্র তাহাদের অমর কীর্ত্তি-কাহিনী রচনা ₹বিয়াছে। দেই জনাই আজ তাহাদের অপবাধী বা দেশদোহী বিশবার অধিকান কাহারও নাই। সেই জনাই আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি দলনিবির্বশেষে সমগ্র ভারতের জনসাধারণ মুক্তকণ্ঠে দাবী ক্ত্ৰেস আজ তাই আজাদু হিন্দ ফৌজের প্রধান ্মধিবক্তা। পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের আদর্শ ও আজান হিন্দ <sup>ম</sup>দীলের পক্ষ-সমর্থনের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া এই কথাই বলিরাছেন :

"I see no inconsistency at all in Congress attitude towards I. N. A. defence. Indeed, it is the outcome of the whole congress outlook in regard to India freedom ... Every political organisation as well as many non-political groups have sided with congress on this issue... This general sympathy is mainly based on the belief on bonafides and patriotic motives that had inspired these people. Whether they were right or wrong in their action is a motter on which people may well disagree but their general motives are unaucstioned."-

("Hindusthan Standard," Nov 3, 1945)

#### আন্তৰ্জ্ঞাতিক আইন ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

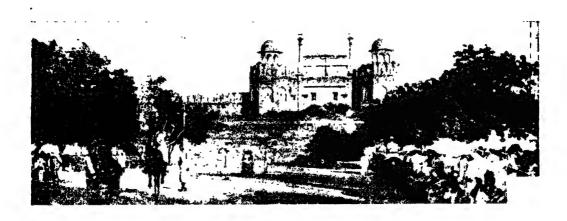
মান্তর্জাতিক আইনেব (International Law) দিক দিয়াও বিচাৰ কৰিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" বাজার বিকল্পে বিদোহ ঘোষণা কবিয়া কোন অপবাধ করে নাই। বে-সাইনী আইনেৰ সেজাচাৰ হইছে বাজা যদি প্ৰজাকে বক্ষা না কবেন তাগা চইলে জাঁহাৰ বিৰুদ্ধে বিদোহ কবিবাৰ জন্মগত অধিকার প্রজাব আছে। দেশবন্ধ চিত্তবঞ্জন দাশ এই বিষয় লইয়া কংগ্রে**লের** গ্য়া অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে সকর ভাবে আলোচনা কবিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বুটিশ জনসাধাবণেব বাজার প্রতি বে **আ**নুগতা তাহা নাজা তাহাদেন চাবটি অধিকার **যাহা** "The Magna Charte," "The Petition of Rights", "The Bill of Rights" এবং "The Act of Settlement"-এব মধ্যে মুর্ত হট্যা আছে তাহা মানিয়া চলেন বলিয়াই সে আফুগতা বজায় রহিয়াছে। তিনি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ **এাডামস** (Adams) এব উজি উদ্বৃত কবিয়া বলিয়াছিলেন। "The conditional right to rebel is asmuch the foundation of the English constitution today as it was in 1215." সুত্রাং প্রজার আফুগতা রাজা-প্রজার পাবস্প্রিক কত্ব্য ও আফুগত্যের উপর নির্ভরশীল। রাজা যদি তাঁহাৰ কৰ্ত্তৰা পালন কবেন, বাজা যদি প্ৰজাকে স্বেচ্ছাচাৰিতা, অন্তাৰ ও অত্যাচাবের করল হইতে মুক্ত করেন, বিপদে আপদে রক্ষা করেন, তাচা হইলে প্ৰজাব বিদ্ৰোহ বাজদ্ৰোহেব ষড়যন্ত্ৰ বলিয়া গণ্য হইডে পারে। তাহা না হইলে আইনের **চন্মবেশে** রাজা ও বাজপ্রতিনিধি-দের বে-আইনী স্বেচ্ছাচাবিভাব বিরুদ্ধে বিদোহ কবিবাধ স্থায়সকত অধিকাব প্রজাব আছে। আজ দে আজাদ শিশ গৌজের বিচার কৰা হইতেছে ভাহাৰা কি অপৰাধে অপৰাধী? ৰাজ**লোহেৰ** অপবাধে! কোন রাজান বিরুদ্ধে ভাষাবা বিল্লোহ কবিয়াছে ? বিদেশী বুটিশ বাজার বিরুদ্ধে ! বিনেশী রাজা যে দেশের স্থায়সঙ্গত **রাজা** তাহা কোথাকাব কোন আইন-শান্ত বলিয়াছে আমাদেব জানা .নাই, আইন-বিশেষজ্ঞরাও জানেন না। বিদেশী শাসকেন শাসনেব বি**রুদ্ধে** বিদ্রোহ করা যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, খাহা হইলে অধিকৃত ইয়োরোপের জনসাধারণ যথন বিদেশী, ফ্যাশিষ্ট শাসকদেব বিক্লছ বিজ্ঞোহ কবিয়াছিল তখন ভাহাবা সর্বভাষ্ট ক্রায়সঙ্গত মহৎ কাজ করিয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল কেন? জার্মাণী ধদি

ইংলও আক্রমণ করিত তাহা হইলে ইংলওেব জনসাধানণ কি ফাশিষ্ট জার্মাণকে তাহাদের আয়সঙ্গত বা বলিয়া মানিয়া লইত ? বাঁহাবা আজ আজাদ হিন্দ কোঁজেব বিচারক তাঁহাবা এই সব প্রান্নেব কি উত্তর দিবেন ?

এই গেল প্রথম কথা। দিতীয় কথা ইইল, আজাদ চিন্দ ফোজ বদি কোন অপবাদই করিয়া থাকে সে-অপবাধ তাহারা ভারতের মারিতে করে নাই। যত দ্ব জানা যায়, ভারতীয় দণ্ডবিদির চার ধারা অন্থ্যায়ী (Indian Penal Code, Sec 4) তাহাদের বিচার করা তইতেছে। আন্তর্জ্ঞাতিক আইন অন্থ্যায়ী প্রজাদের এক রাজা ইইতে আর এক রাজার প্রতি আন্থ্যতা বদলাইবার অধিকার আছে। যদি কেত বিদেশ তইতে স্থদেশে ফিরিয়া আগেন ভাহা ইইলে আবার দেশের গ্রন্থিমেন্টের প্রতি নাহাকে অনুগত ইইতে ইবে। কিন্তু বিদেশে থাকাকালীন বে আনুগত্য ভাহা কগনই স্থদেশের বাজার প্রতি ইইতে পারে না। যদি কোন ইংকে আমেরিকায় যান, এবং দেখানে British Embassya নিকট ভিনি আইনের কোন আশ্য চান, তাহা হুইলে ভিনি ভাহা পাইবেন

ন'। আমেরিকার আইনই জাঁহান উপর প্রয়োজ্য হইবে। অব-ভিনি যদি জাঁহার ইংবেজহ ত্যাগ কবিয়। মার্কিণছ গ্রহণ কবিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন তাহা হইলে ইংবেজ রাজার বিচারাধী ভিনি নন!

শ্বাদাদ হিন্দ ফৌজ সভাষচন্দ্রের সাময়িক স্বাধীন ভাবতী গ্রব্দিটের প্রতি অন্তগত। ভাবতের গামানার মধ্যে এই গ্রব্দিম গঠন করা হয় নাই। যথন "আছাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশরাজে বিক্রন্ধে বিলোচ ঘোষণা কবিয়াছিল তথন ভাহারা বৃটিশ রাজা অদীন নহে, প্রজাও নহে। স্কত্বাং আন্তর্জ্যাতিক আইন অন্ত্যাং বৃটিশ কর্ত্বপক্ষের, অথবা বর্তুনান ভাবতীয় গ্রব্দিটের কোন ক্সাই সঙ্গত অবিকাব নাই আজাদ হিন্দ ফৌজেব বিচাবে করার। আছে ভাই লাল কেল্লায় মহা সমাবোহে যে বিচাবের অন্তর্ভান হইতেতে ভাহা আন্তর্জ্ঞাতিক আইন-বিকন্ধ, নীতি-বিকন্ধ এবং অক্সায়। উদ্ধাবদেশী, সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাচাবিভাব ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহর বিলয়াই ইভিচাস এই বিচারকে গুলা কবিবে। তথু ভারতবাসী নংবিধ্বাসী এই বিচাবকে ক্যায়বিচাবের প্রহস্কন বলিয়া মনে কবিবে।



#### আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদন্ কদন্ বঢ়ায়ে জ্ঞা খুশীদে গীত গায়ে জ্ঞা য়ে জিন্দগী হৈ কৌন্ কী (তো) কৌন্ পৈ লুটায়ে জ্ঞা। তু শের-ই-হিন্দ আগে বঢ় মরনেদে ফিরভী তু ন ডর আসমান্ তক্ উঠাকে সির্ জোশে বতন্ বঢ়ায়ে জ্ঞা॥ তেরী হিমাৎ বঢ়তী রহে
থুদা তেরে স্থনতা রহে
জো সামনে তেরে চড়ে,
তো থাক্সে মিলায়ে জা॥
চলো দেহলী পুকারকে
কৌমী নিশান্ সম্হালকে
লাল কিলে পৈ গাড়কে
লহুরায়ে জা লহুরায়ে জা॥

#### এবামিনীমোহন কর সম্পাদিত



ইন্প্রভা দেবী

তুমি চলে গেলে মাতা, বিষণ্ণ রাত্রির অবসানে স্বর্গগত দয়িতের, সন্তানের স্বর্গীয় আহ্বানে রেখে গেলে এ সংসার শোকাচ্ছর বিষাদ গন্তীর, অগণিত সন্তানের চিত্ত আজ শোকার্ত অধীর। মহিয়সী হে জননী হঃসময়ে তাই বারবার আত্মার উদ্দেশে তব শ্রহ্মাভরে করি নমস্কার।

# পুণ্যব্রতা ইন্দুপ্রভার মহাপ্রয়াণ

'বস্ব্ৰতী সাহিত্য মন্দির' ও 'দৈনিক 'দুৰত্ৰী'র স্বহাধিকাৰী স্বৰ্গীৰ স্তীশচন্দ্ৰ ুখাপাব্যায় মহাশ্যের সহধ্যিণী ই<u>ল্পু</u>ভা জুৱী গুড হৰা পৌণ গোমবাৰ রাত্রি **১**ইটা ৪৫ ্রিটের সময় ভাঁচাৰ কাশীৰ ৰাড়ীতে ৪৬ বয়সে পরলোকগমন করিয়াছে । বহু দিন হইতে তিনি অস্ত্র ছিরেন। ক্তু একমাত্র পাণাধিক পুত্র রামচক্রের অকাল বিয়োগে তিনি একেবারে শ্যাশায়ী হইয়া সভেন। পুত্রের মৃত্যুর প্রাণ দুই মাণ পরে ৡবৌর নৃত্যুতে তীহার অবস্থা আবও খাবাপ ্য :বং ডিনি এতকাল একরপ জীবন্যুত ্লাহাৰ ছিলেন। **অবশে**ষে মৃত্যুৰ স্থ**ীত**ৰ ্রিটে আশ্ম গৃহণ কৰিয়া তিনি পকৰ ্রানার অবসান করিলেন।

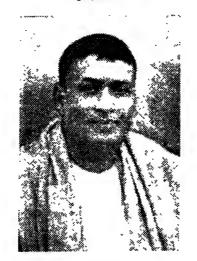
দেবী কটকের বিশিষ্ট ইন্প্রা क्रेकीन প্ৰলোকগত নগেজনাথ। চটোপাধ্যায়ের হৈনিয়া কন্যা ছিলেন। তিনি ১৩০৬ সালে জনুগুহণ কৰেন। পিতামাতার **A** . . . . ঠু শ্ৰকায় স্থাশিকিতা হইয়া তিনি কৰ্মবীৰ সতীশ-ঠালৰ সহধ্যিণীকপে বস্ত্ৰমতী পৰিবাবে ৈবেশ করেন। তিনি গুহলক্ষ্যীকপে বস্থ-র:<sup>†</sup> পরিবাবে প্রেশ করিবার প্র হইতেই ্রি*ড*মভার জত শুবিদ্ধি হইতে থাকে। **সকল** ব্বিষ্ঠে তিনি ছিলেন স্বামীর দক্ষিণহস্ত । <u>ইটালাবই পরামণ, প্রেরণা ও উৎসাহেই সতীশ-</u> ফ্রিড় বম্বমতী সাহিত্য মন্দির এরূপ এক বিরাট ্রুভিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। র্মির্না ছিলেন একাধারে সতীশচক্রের সংধ্র্মিণী, হৈছিলী ও সচিব।

ে প্রতিষ্ঠিন বিধান বিধ

েবশ পঞ্চশের ফালগুন মাসে বংশেব বিব একমাত্র পাণাধিক পুত্র রামচক্রকে বিবানে চিবতরে বিদায় দিয়া তিনি শ্যা। বিবাহন চিবতরে বিদায় দিয়া দুই মাস পরে বিবাহন বিশাখ মাসে স্বামী সভীশচক্র বিবাহন অনুগমন করেন। উপর্যুপরি এই বিবাহন বিদায় পাকে ভাঁচাব দেহ মন বিবাহন ভালিয়া পড়েযে, তখন হইতেই বিবাহন আশা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিবাহার পর আর শ্যা। ত্যাগ করেন নাই। সামীগুহে তাঁধার নানাধিধ সদগুণের



উপেক্সনার্থ



**গতী**শচ<del>ন্ত্ৰ</del>



তাঁহার স্বভাব ছিল যেমন নম্, তেমনই মাজিত। ক্ৰোধ পুকাৰ ক্রিতে কখন তাঁহাকে দেখে নাই। কিন্তু কোমৰে-কঠোবে মিলিয়া তাঁচার চবিত্রে যে **পুচ্ডা** প্রাণ পাইয়াছিল, সংসার পবিচালন ব্যাপারে তাহা বিশেষভাবেই পবিস্ফুট হ**ইয়াছে।** তাঁহার মধে মদু হাসি সকল সময়ই লাগিয়া থাকিত। অতিথি-সভ্যাগতের সেবায় **তিনি** যেমন অকুান্ত ছিলেন, তেমনই সৎসাবের কুদ্রাদপি কুদ্র বিষয়টিও ভাঁহাব দৃষ্টি **এডাইড** না। দাসদাসীদের স্থ<sup>ব</sup>-স্থবিধার প**তিও** তাঁহার বিশেষ দুটি ছিল। কিন্তু সংসার প**রি**-চালনের ব্যাপারে ভাঁগার কর্মণজি সীমাবছ ছিল না। স্বামীর ব্যবসায় পরিচালনে তিনি ছিলেন প্রধান সচিব।

তিনি ছিলেন আদর্শ মাতা। তাঁহার প্রত্যেকটি সন্তানের উপর মাতার স্থানিকা, নাজিত ব্যবহার ও চবিত্রের পূড়াব বর্তমান। বামচন্দ্রের বহুপকালস্থায়ী জীবনে যে সকল প্রতিতার বিকাশ লক্ষিত হইমাছিল, তাহার মূলেও ছিল জননী ইলুপুড়ার শিক্ষা ও চরিত্রের পূড়াব। প্রাণাধিক পুজের মৃত্যুর পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সংসারে ধুব বেশী দিন তাঁহাকে ধাকিতে হইবে না। সমস্ত বিষয় তাড়াতাতি মিনাইয়। লইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়। উঠিয়াছিলেন।

ইন্দুপুভা দেবী যেমন বুদ্ধিমতী ও কর্মন কুণন। ছিলেন, তেমনি ভগবানে ভজিও ছিল তাহাব অগাধ। আজকালকার দিনে তাঁহার ন্যায় ধর্মশীলা মহিলা দুর্লভ। তিনি বেরূপ ধর্মশীলা ছিলেন সেইনপ দানশীলাও ছিলেন। অন্যেব অন্তাত্যারে তিনি বহু লোককে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাঁহার পরলোকগত পুত্রকনার স্বৃতিরক্ষার্থে রামক্ষ মিশনকে ৩ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, দশ হাজার টাকা এবং পুার ৪০ হাজাব টাকা মূল্যের আসবাবপত্র দান কবিয়া গিয়াছেন। এতঘাতীত বড়দ্দেশে গানুহিত বহভা প্রামের ৪খানি বাগান্দার্ভী বামক্ষ মিশনকে অনাথ আশুম পুতিষ্ঠার জন্য পুদান কবা হয়। ঐ স্থানে একটি অনাথ আগুম পুতিগ্র কবা হয়।ছে।

ইং। দাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ইচছা
অদুসারে তিনি উপেজনাথ মেমোরিয়াল হাকপাতাল পুতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এজনাও
তিনি ৬ লকাবিক টাকা দান করেন। তাঁহার
পুতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও অনাথ আশুমের পুতি
নজর রাখিবার জন্য তিনি জামাতাদেরও
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বাঞ্চালাব সাহিত্য, সংবাদপত্র, অনাৰ আশুম, হাসপাতাল পুভৃতি ক্ষেত্রে সতীশচক্রের নামের পাশের তাঁহার হেযোগ্য সুহ**ধরির** 



সতীশচক্র ও ইন্দুপ্রভা দেবী



২৪শ বর্ষ ]

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

[ ২য় সংখ্যা

হিন্দ দার্শনিক সাহিত্যে সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাসের আসন সর্বেষিচ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিতে পারা যায়। তাঁহার বচিত বিচার-সাগর এবং বৃত্তিপ্রতাকর গ্রন্থ দেখিলে এ কথা বলিতে বোধ হয় কাহারও সংকোচ বোধ হইবে না। হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী সাধু-সন্নাসা খুব অল্পই আছেন, বাঁহারা এই হইখানি অধ্যয়ন করেন নাই। এই প্রপ্ত হইখানি হিন্দি দার্শনিক সাহিত্যের সম্পদ্ এতই বৃদ্ধি করিয়াছে যে, তাহা এক প্রকার অতুলনীয়। কিছু এই গ্রন্থছয়ের প্রণেতা সাধু মগাত্ম। নিশ্চলদাসের জীবনবৃত্ত আজ ৮২ বংসরের মধ্যে এক প্রকার বিশ্বভূপায় হইয়া সিয়াছে। গ্রন্থ-প্রতিপাত্ম বৃষিতে ইইলে গ্রন্থকারের জীবন একটি মহান সহায় হয়। এ জল্প বাঁহারা উক্ত গ্রন্থম আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থকারের জীবন-চিনিহেব জ্ঞান অভ্যাবশ্যক। নিমে আমরা যথাসাধ্য এই সাধু মহাত্মার জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিলাম।

প্রবাদ মাত্র হইতে •ই মহাম্মার জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ইইয়া দেখা গেল, জাহার শৈশব জীবন সম্বন্ধে ৰড়ই মৃতভেদ বাহয়াছে।

সাধু মহাত্ম। নিচ্চলদাস

11 ことととなるを食がらなか

স্বামা চিদ্ঘনা~ ক

কনথল-নিবাসী প্রমহাস পরিবাজকাচার্য স্থামী শ্রুরানশ্ব গিরি সংগৃহীত প্রবাদ হইতে জানা বার নিশ্চলদাসের ভন্মস্থান পাঞ্জাব প্রেলেশ্ব অন্তঃপাতী 'ভিওধানী' নামক স্থানের সাত ক্রোশ বার্ক্তেলেশ্ব অন্তঃপাতী 'ভিওধানী' নামক স্থানের সাত ক্রোশ বার্ক্তিলেশ্ব অন্তঃপাতী 'ভিওধানী' নামক স্থানের সাত ক্রোশ বার্ক্তিলেশ্ব শ্রাবণ কুফার্ট্রমী দিবসে অর্থাৎ ভন্মাইমীর দিন জাঠ শিশ্বব্যেশ তাঁচার জন্ম হয়। নিশ্চলদাসের শিভার নাম মৃক্তকী। শ্রুক্তি আতা দ্বিত্র। মাত্র ১৮ কাঠা জমি তাঁহার সম্বল ভলা। গৃতে অাব আত্মীব-স্থলন কেই ছিলেম না। ছর বংসর বর্তে নিশ্চলদাসের মাত্রবিরোগ হয়। গাড়গঙ্গাতের মাত্রার সংকারের ভক্ত শিতা ইউক্তি নিশ্চলদাসকে সঙ্গে লট্রা ধনানা প্রাম ভ্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে কেইলী বা দিল্লী নামক স্থানে আসিলে এক দিন বাত্রি ক্রয়। স্থানে পান্ধ স্থলেন বানু স্পধানজীয় একট

স্থান ছিল। উহা দিল্লী হইতে কতেহপুরিরা বাজারে ভবানীশক্ষরেশ ছাতার নিকট অবস্থিত। মুক্তকী দাহ সম্প্রদাযের শিষা বালিরা ইহা তাঁহার ওক্সধান ছিল। বাত্রি হওয়ার মুক্তকী তাঁহার সেই গুক্তমান সৈই বাত্রি অবস্থিতি করিবার সম্প্রক করিলেন। প্রাতঃকাল হউদে মুক্তকী পত্নীর মৃতদেহ লইয়া সংকারার্থ গড়গলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিশ্চলদাসকে আর সঙ্গে লইলেন না। তিনি তংকালের মুক্ত সাধুগণের নিকট পুরকে রাথিয়া চলিয়া গোলেন। ইহাই একটি প্রবাদ।

খিতীয় প্রবাদ—নিশ্চলদাস-রচিত "যুঁজিপ্রকাশ' নামক ছিতীয় সংস্করণের গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায়, নিশ্চলদাসের পিতা মুক্তকী দারিদ্রানিবন্ধন পুরুকে স্কন্ধে লইয়া খ্রিতে খ্বিতে দিল্লী আগমন করেন। নিশ্চলদাসের জননীব সংকাবার্থ তিনি দিল্লী আগমন করেন, এরপ কোন কথা নাই। উক্ত ভূমিকা মণে আরও বলা

2

কটরাছে, দিল্লীতে দাছপদ্ধী সাধু-দিগের যে স্থান ছিল, তথার অমরদাসজী নামক মহাত্মা মঠা-দীশরূপে ছিলেন ৷ এ স্থানটি বে অলথরামজীর স্থান এরপ কথা

ভথায় কিছু নলা হয় নাই। তাহার প্র নিশ্চলদাসের পিতা
মূজকী, পুত্রকে এই কমবদাসজীর হস্তে সমপ্ণ করিয়া তাহাকে
সাধুদাকা দিবার জনা অমরদাসজীকে অনুরোধ করেন, স্বামী
শঙ্কবানন্দজীর সংগৃহীত প্রবাদে অমরদাসজীক কথা জানতে পারা
বায় না। তবে •ই মাত্র জানা বায় যে কলগুরামকার স্থানে বে
সব মহাস্থা থাকিতেন, তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে ২৯৮০ তাঁহাব পুত্র
নিশ্চলদাসকে এ স্থানে বাখিশ যান। ইন্যাদি

এই উভয় কথাৰ সামগ্ৰস্য কাৰতে গোল মান গ্যু দেৱাছে দাতৃপন্থীদিগেৰ দৈ স্থান ছিল, যেগানে কন্তা ৫ এডিবাহিছ কৰিয়াছিলেন, সেই স্থানটি অলগৰামভা কৰ্ত্ব এ ভাই এবং এমবলাসকী সেই সময় সেই স্থানেৰ অধ্যক্ষ ভাকন কাৰাই চরশে মুক্তকী নিশ্চলদাসকে সম্পূৰ্ণ কৰিয়া ভাৰপেক সাধদীকা দিবার

জন্ম অমুবোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিশ্চলদাসের সাক্ষাৎ গুরু অমরদাসজী। অলথরামজী তাহারও পূর্ববর্তী। এবং মহাত্মা দাত্ তাঁহারও পূর্ববর্তী। দিতীয় কথা এই জানা যায় যে, নিশ্চলদাস সাধ্-বিশেষ ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার সাধ্দীকা লাভ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি গৃহস্ব ছিলেন না, বা বিবাহাদি করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভূক্ত না হইলেও এবং পূর্ণ অবৈত-বাদী হইলেও যে দাত্-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, সেই দাত্-সম্প্রদায় সাধ্ব সম্প্রদার-বিশেষ। সন্ন্যামানা হইলেও যে তিনি ত্যাগি-সম্প্রদায়-ভূক্ত, ভাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

মুক্তজার পদ্ধী-সংকাব করিয়া ফিরিতে বিলপ্থ হইল। বোধ হয় দারিক্স এবং পদ্ধীবিয়োগে কাতর হইয়া তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমৃচ ভাবে কিছু দিন পথিনধ্যে নানা স্থানে অতিবাহিত করিতেছিলেন। এ দিকে সাধু অমরদাস নিশ্চলদাসের স্বভাব-চরিত্র এবং বৃদ্ধিমত্তা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বিভাভ্যাসে প্রবৃত্ত করিলেন। এ জক্ম তিনি সাম্প্রদিক ইউদেবতার নমস্কার, মঙ্গলাচরণ, আরতি ইত্যাদি এবং সারবী, দোহা, চৌপাই ছন্দঃ, দাহজী মহারাভের বাণী, সন্দর্মকাসজীর স্বন্দরবিলাস, জানসমূদ্র প্রভৃতি ভাষাগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করাইলেন। অনুষ্ঠান সহকৃত শিক্ষা ব্যক্তীত ধন্মজীবন লাভের স্ববোগ হয় না। এই জক্মই বোধ হয় অমরদাস এই অমুষ্ঠানসহ শিক্ষাই নিশ্চলদাসকে প্রথম দান করিলেন।

কিছু দিন পরে নিশ্চলদাসের পিতা মুক্তজী ফিবিয়া আসিলেন, এবং পুত্রকে গৃতে লইয়া বাইবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ! কিন্তু সাধুনস্বের প্রভাবে পূত্রর জীবনের আদশ অন্তর্জন ইয়া গিয়াছে। তিনি গৃতে যাইতে অসমত হইলেন । পুত্রব এই ভাবাস্তর দেখিয়া পিতার মনেও ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । তিনিও আর গৃতে ফিরিবার সঙ্কল্ল ত্যাগ কবিলেন এবং সেই স্থানে থাকিয়া সাধু-সেবা কবিবার সঙ্কল্প করিলেন । সাধ্সেবার কল ব্যর্থ হয়্না। মুক্তজীও যথাকালে অমরদাসের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

আব্তংপর তিনিও প্তেব কাম ধীবে ধীরে স্কল্পরবিলাস এবং জ্ঞান-সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত হইকেন। সংপ্তে হইতে কুল প্রবিত হয়, ইহাই তাহার স্টনা।

নিশ্চলদাসের প্রতিভা দেখিগা সাধু অমরদাসের ইচ্ছা হইল, তাঁলাক সংস্কৃত পড়াইবেন তিনি তদমুসারে দিল্লীতেই অমৃত-রামজীর নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, কোষ এবং কাব্যাদি গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমন্ত্র জঙ্গন্ধর নামক স্থানটি সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। অমবদাসজী, নিশ্চলদাসজীর পিতাব সঙ্গে তাঁচাকে কলন্ধরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম পাঠাইয়া দিলেন।

সেবানে কিছু দিন অধ্যানের পর কাশীতে বিভাচচার স্থাবিধার কথা শুনিয়া নিশ্চলদাসের কাশী যাইবার ইচ্ছা হয়। তিনি তথন পিতার সহিত দিল্লী ফিরিয়া আসিকেন। এই সময় হঠাং এক দিন রাজা রণজিং সিংহের সহিত মুক্তছীর সাক্ষাংকার হয়। বাজা রণজিং সিংহ পিতা এবং পুত্রের সদ্বাভির পবিচ্যু পাইয়া যারপর-নাই সন্ত্রী ছইলেন, এবং নিশ্চলদাসকে কাশী পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ ক্রিলেন। মুক্তজীর আথিক অবস্থার কথা শুনিয়া রাজা রণজিং সিংহ তাঁহাকে একথণ্ড নিম্নর ভূমি দান করিলেন। এই রণজিং

সিংহ পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ কি না তাহা বলা যায় না। ভবিশং যাহার উজ্জ্বল হয়, ভগবান তাহার সহায় হন ।

এইরপে নিশ্চলদাসজী অমরদাসজীর নিকট ১৪।১৫ বংসর বয়স পর্যান্ত অবস্থান করিয়াই অমৃতরামজীর নিকট সংস্কৃত বিজ্ঞাভাগে অতিবাহিত করিলেন। এই সময় নিশ্চলদাসজীর নিজপ্রাম ধনানা ইইতে স্বরূপানন্দ নামক এক পরমহংস দিল্লীতে আগমন করেন: নিশ্চলদাসের সহিত পরিচয় হইলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। উভয়েরই সংস্কৃত পড়িবার অমুরাগ ছিল। স্বতরাং মিত্রতা আরও অদৃচ হইল। কিন্তু দিল্লীতে সংস্কৃত বিজ্ঞাভাগের আশাস্কর্ম স্পরিধা না দেখিয়া উভয়েই কানী হাইয়া বিজ্ঞাভাগে করিবেন বলিছ, সঙ্কল্ল করিলেন। সঙ্কল্ল কার্য্যে পরিণত হইল। উভয়েই কানী আসিলেন। নিশ্চসদাসের এই পরমহংস-সঙ্কই তাঁহার অইছত বেদাস্তবিজ্ঞার প্রতি অমুরাগের হেতু হইল।

কাশী আসিয়া উভয়ে দেখিলেন—কাশীবাসী মুর্থের সঙ্গেও বঙ বিধানেবই তুপনা হয় না। অজ্ঞাতসাবে অজ্ঞ হৃদয়ে বিজ্ঞা সংক্রমিণ হয়, অজ্ঞও বিজ্ঞ হইয়া উঠে। এই কারণে কাশী আসিয়া উভয়েবই মহান উৎসাহের সঞ্চার হইল।

উত্তমের জন্ম কাহার নাইশ্ছাহয়। নিশ্চলদান অমৃত্রামজীব নিকট যেটকু সংস্থৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং পরমহংস স্বরূপানন্দের সৃহিত যেটুকু শান্ত-মালোচনা কবিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁচাব বেদান্তশান্ত্রের উপর অনুবাগ জনিয়াছিল। তিনি কাশীন স্ক্রভাষ্ঠ সাধু পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রবৃত হইলেন। তনিলেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সবস্থতী এ সময় সন্ন্যাসী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান: তিনি তথন তাঁহার বিফালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন কিন্তু স্বামী বিশ্রন্ধানন্দ স্বস্থতী ক্রমে নিশ্চলদাসের জাঠ-শিপ জাতিব পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সম্পর্ণ ভাবে বেদাস্তবিভার অন্ধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি উদাসীক্ত প্রদশন ক্রিতে লাগিলেন। নিশ্চলদাস লোকপরম্পরায় ইহা ভনিলেন, এবং নিতান্ত মুখাহত হইলেন। তথাপি তিনি তথন অৱ স্থানে অধায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্বব্যই একরূপ ব্যবহার পাইলেন। কারণ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ যখন **জা**তিগত বাধার জন্ অধ্যাপনায় অনিচ্চুক তথন অপর কোনু সাধু পণ্ডিত আর নিশ্চল দাসকে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন ? স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রভাবে কানী তথন প্রভাবিত।

নিশ্চলদাস ইহা দেখিয়া ধারণার-নাই ছঃখিত হইলেন এবং কোশল অবলম্বন কবিয়া উদ্দেশ্য দিন্ধিব জব্ম ক্তসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কাঙাকেও কিছু না বলিয়া সহসা কাশীণাম তাাগ করিলেন এব বংসরাবধি কাল অক্ত অবস্থান করিয়া আদ্দাকুমার সাজিয়া আবিব কাশী আসিলেন।

এবার তিনি আর স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট গমন করিলেন না গৃহস্থ মহারাষ্ট্রীয় এক মহাপণ্ডিত জীকাকারাম শাস্ত্রীর শরণাপর হইলেন। ইনি শক্তরানন্দ বিরচিত স্তপ্রসিদ্ধ আত্মপুরাণের টীকাকাব। বেদাস্তে ইহার প্রতিষ্ঠা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অপেকা কোন অংশে অল্ল ছিল না। পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রী নিশ্চলদাসের প্রতিভাব্দিন্দ্র, এবং সাধ্বৃত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং প্রাণ খুলিয়ানিক বিল্লাভাগ্রের বার উন্মুক্ত করিরা দিলেন। কাকারাম শাস্ত্রী

মন্চলদাসকে অধ্যাপনা করিয়া যারপর-নাই আনন্দ অমূভব করিছে।
াগিলেন। শিব্যের যোগ্যভা গুরুর যোগ্যভাকে প্রস্কৃতিত করিয়া
গ্লে, এক্টেন্তেও তাহাই হইতে লাগিল। ক্রমে নিশ্চলদাস
গ্রিত কাকারাম শাস্ত্রীর নিকট হইতে অবৈত-বেদান্ত বিভার সমুদায
হল্ম অবগত হইতে লাগিলেন। ইহার নিকট হইতে তিনি বেদান্তের
ন্দার প্রাঠ গ্রন্থই অধ্যয়ন করিলেন। তাহার অর্থত গ্রন্থের
গ্রালকং তিনি কতক পরিমাণে তাহার বিচার-সাগর গ্রন্থের সপ্তম
হরত্বের ১১১।১১২ কবিতা মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—সাংখ্য,
হাত্ব, ব্যাকশণ, অবৈতবেদান্ত, এবং নিবন্ধ প্রভৃতি।

নি-চলদাসের বেমন অসাধারণ প্রতিভা তেমনই অত্যাশ্চর্যা মেধা ছিল। তিনি একবার যাহা শুনিজেন ভাষা জাঁহার কঠন্থ হইয়া াইত। কালাতায়ে তাহার বিমৃতি ঘটিত না। তিনি সর্বাণ গান্ত্ৰীজীৰ নিকটে অবস্থান কৰিতেন এবং অপবেৰ পাঠ ভনিয়া তাহা আহত করিয়া ফেলিতেন। অপর বিজার্থিগণ ষেরপ পাঠ অভাস করিতে ভালা ভিনি করিতেন না। প্রবাদ আছে, কোন এক সময় জাঁগ্ৰ ১৭ লক সংগ্ৰহ শ্লোক কণ্ঠস্ত ছিল। এই সকল শ্লোক তাঁহার কিডোহলী আশ্রমে এখনও সংবৃক্তিত আছে তুনা বায়। নিশ্চলদাসের প্রতিভা দেখিয়া সহাধায়িগণের মনে উর্বার সঞ্চার হইল। ভাহার। শাল্লীছীর নিকট নিশ্চলনাসের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিন্দার বিষয় এই যে, ভিনি পাঠ অভাাস কবেন না। অথচ শাস্ত্রীদ্ধীর তিনি প্রিমাত ছিলেন। বৃদ্ধিমান শিষ্য বিপথে ষাইবে ইছা সদ্ভক্ত কথন মহ কবিতে পারেন না। ভিনি নিশ্চলদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, ঁড়মি না কি পাঠ অভ্যাস কর না। আচ্ছা আৰু হইতে তোমার অধীত পাঠ অগ্রে প্রবণ করিব, পরে তোমায় নৃতন পাঠ প্রদান করিব। বল ত ভূমি কল্য কি পড়িয়াছিলে ?"

ইণ্ড তিনিয়া নিশ্চলদাস এক মাস পূর্বের অধীত পাঠও বথাবথ ভাবে বিশুদ্ধকণে আবৃত্তি করিয়া দিলেন। গুরুদেবের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এইকপে কাকারাম শাস্ত্রীব নিকট চইতে ক্রমে ছয়খানি দশন এবং অভাত্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। নিশ্চলদাসের শিক্ষা প্রায় শেষ চইয়া গেল।

পণ্ডিত কাকারাম শান্ত্রী মহারাষ্ট্রীয় এক গৃহস্থ আন্ধণ। জাঁহার এটা কঞাব বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল। তিনি সংপাত্র অবেষণ ক্রিডেছিলেন। নিশ্চলদাসের বিজ্ঞা, বৃদ্ধি এবং সদাচার দেখিয়া উচিকেই কঞ্চাদান ক্রিবেন বলিয়া সম্বন্ধ করিলেন, এবং নিশ্চলদাসকে ক্রিটাবে খিভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

নিশ্চলদাস গুরুদেবের প্রস্তাব শুনিয়া চমকিত হইলেন। তিনি
গান অতি বিনীত ভাবে বলিলেন. "দেব! আপনার কলা আমার
দিলী, আমি তাঁচাকে কি করিয়া বিবাহ করিব? ইহা নিতাস্ত
গুণাগ্রীয় এবং অসম্ভব কথা। আপনার লায় এরপ অন্বিতীয় পণ্ডিত
কথা কি করিয়া স্থদয়ে স্থান দিলেন?" কাকারাম অগাধ পণ্ডিত,
কিন গ্যিক্লের বহু দৃষ্টাস্ত দারা নিশ্চলদাসের আপত্তি থণ্ডন করিয়া
দিলেন। নিশ্চলদাস নিক্তর হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,
একা গাদ আমি গুরুদেবকে আত্মপরিচয় না দিই, তাহা হইলে এই
বিজ্ব বাগাদান অসম্ভব। এক দিকে নিজ গুরুদেবের আত্মিলাশ
ক্রি সাধু-জীবন বর্জান, অপর দিকে গুরুদেবের আত্মলাজনন, এবং
তিটার জ্রোগ, কঠিন সমস্যা। অবশেষে তিনি গুরুদেবের জাতিনাশে

অসমত হইলেন, গুরুদেবের অভিসম্পাত শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন বলিয়া কুতসঙ্কল হইলেন। তিনি তথন গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষাপূর্বক নিজ জাতিকুলের পরিচয় প্রদান করিলেন।

কাকার্যাম পণ্ডিত নিশ্চলদাসের আত্মপরিচয় শুনিয়া স্তম্ভিত হুইলেন। নিশ্চলদাসের এই প্রবিশ্বনার তিনি ফোধান্ধ হুইরা অভিসম্পাত করিতে উত্তত হুইলেন। কিন্তু নিশ্চসদাসের বিত্তার জন্ত বাাকুল ছা দেখিয়া এবং তাহার বিত্তাবতা অরণ করিয়া তাঁহার সে কোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হুইল না, শরণাগতের উপর মহতের কোধ ককক্ষণ থাকে ? তথন কাকার্যাম বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন হুইতে প্রত্যুহ একদশুকাল অর-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" নিশ্চলদাশ ইহা শুনিয়া গুলুমে এই অভিসম্পাত আমার শিরোধার্য্য, আপনি আমাকে পাপ হুইতে মুক্ত করিলেন।" গুকুদেব ইহা শুনিয়া প্রদন্ন হুইলেন এবং বলিলেন, "আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার বিত্তা কোধাণ্ড প্রভব প্রাপ্ত হুইবে না।" বন্ধতঃ, নিশ্চলদাস কোথাও অপ্রতিত হন নাই। অতঃপর নিশ্চলদাশ শাস্ত্রীক্র আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাশীধামে খাণীন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রচর্কায় ও অধ্যাপনায় কাল অভিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সমধে কাশীধামে একটি বিবাট পণ্ডিত-সভা হয়। চিবাচবিত প্রথা অমুসাবে এই সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছিল। কাকারাম শান্ত্রী নিশ্চলদাস প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। একটি বিচাবে এমন সন্ধট অবস্থা উপস্থিত হইল বে. কেইই তাহার মীমাপো এমন সময় নিশ্চলদাস দণ্ডায়মান করিতে পারিতেছিলেন না হুইয়া সভান্ত পণ্ডিতমণুলীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা করি। সভাস্থ পণ্ডিতগণ এই যুবকের সাহস দেখিয়া কৌতৃহলা-ক্রাস্ত হট্যা অনুমতি দান কবিলেন। নিশ্চলদাস অনতিবিলম্বে সম্প্রার সমাধান করিলেন। স্কলেই তাহাতে সম্ভুষ্ট হইলেন। ইহাতে তাহার পাণ্ডিত্যের যশঃ চাবি দিকে প্রচারিত হইল। নিশ্চল-দাদেব এইরূপ যশোবিস্তার দেখিয়া অনেকেই ঈর্ধাবিত হইয়া পডেন। অতঃপর নিশ্চলদাস যেখানেই লোকসমকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন. ইহারা প্রায়ট সেই স্থলে যাটয়া গোপনে গোপনে তাঁহার ক্রাতি-কলের পরিচয় দিয়া তাঁহাব নিন্দা করিতেন। কারণ, কাকারামজীর আশ্রম্ন ত্যাগের পর নিশ্চলদাসের জাতিকুলের কথা স্বার গুপ্ত থাকিল না। তিনি এই শ্রেণীব পণ্ডিভবর্গের ব্যবহারে যারপরনাই ক্রম্ন ইইতেন। তিনি তথন মনে মনে সঙ্কল করিলেন যে, অতঃপর তিনি প্রচলিত সরল হিন্দি ভাষার এমন গ্রন্থ রচনা করিবেন, বাহাতে পণ্ডিত-মূর্থ-উচ্চ-নীচ সকলেই শান্তের রহন্ত নিজে নিজেই অনায়াদে জানিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানচর্চ্চ। যে জাতি-কলে আবদ্ধ নহে, তাহা তিনি প্রদর্শন করিবেন। সংস্কৃত ভাষার আবরণ উম্মোচন করিয়া ভিনি এমন হিন্দি গ্রন্থ রচন। করিবেন ধাহাতে আবাল-বন্ধ-বনিতা বেদান্তবিভায় পারদর্শী হইতে পারে, যাহাতে এই জাতীয় পণ্ডিতগণের কুপাপাত্র আর না হইতে হয়। নিশ্চলদাসের এই সকলে ভগবান জাঁহার স্বারা বিচার-সাগর এবং बुखिक्षाक्य श्रष्ट ब्रह्म। कवारेया यथाकात्म पूर्व कविग्राहित्मन ।

ক্রমশঃ।

ছমড়ি খেরে কাত হরে পড়া চালার নীচে আঁধার দাওরার নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিরে ভাত থেতে বসেছে রামপদ, ডদিকে থালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে ভিনটি মেরেছেলে আর একটি ছেলে।

আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

এদের মধ্যে এক জন রামপদর বৌ মুক্তা। তার মাথার রীতিমত কপাল-ঢাকা ঘোমটা। স্থরমার ঘোমটা সীঁথির সিঁদ্রের রেখাটুকুও
ঢাকেনি ভাল করে। এতে আর শাড়ী-পরার ভঙ্গিতে আর চলন
ক্রিন বলনের তফাতে টের পাওরা বার মুক্তা চাবাভূবো গেরস্থবরের
বৌ, জল্ম হ'জন সহরে ভক্সবরের মেয়ে বৌ, বারা বাইরে বেরোয়, কাজ
করে, অকাঞ্চ কি স্থকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে,
শাড়ীধানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর

বিশেব উপদক্ষে ধরিরে কেদবে কি না ভারতে ভারতে। এফ প্রদায় চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধ্যানা আছে।

খনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিরে রাস্তা পেরোবার ছলে খনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে , এদের সঙ্গে এসে শীড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও বছর। ওরা থানিকটা গাঁরের দিকে এগিয়ে গেলে দে মুখ বাঁকিয়ে ৰলে, রাম নেবে ওকে ?'

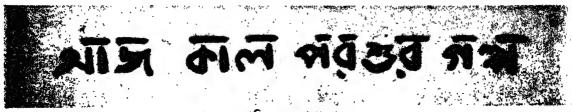
'না নে'ব তো না নেবে। ওর বরে গেল।' বোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামূটি পেট ভরে থেতে পাওরার তেজে।

স্থলাস কেমন হতাশার স্থরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেরা।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না, তুই থাম ছোঁড়া বলে'। তীর কুৎসিত মস্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিক্লছে। গোকুলের কথাতেই বেন প্রকাবাস্তবে সায় দিয়ে বোগ দেয়, ফিরবাব কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইশ্বারকি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইরার্কিতেও বান্তব যুক্তি টোল খায় না, হান্ধা হয় না।

ছেঁড়া মরলা ক্লাকড়া-কড়ানো কন্ধাল ছিল যুক্তা। সকলের মত স্থলাদেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়ীখানা। সকলের মত দেও টের পেরেছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।



याणिक वत्नाप्राधात्र

স্থরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ী মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে দে গাঁয়ে ফিরত।

তার বৃক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ বাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু<sup>®</sup> কঠিন হত। কিন্তু মানস্থকিয়ার কেনা জানে মুক্তা **আন্ত** গাঁহে ফিরছে। বানুরা আনুর মা-ঠাকরুণরা রামপদর বাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদর ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি গগনের পান-বিজির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁডিটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁবে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁবে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না

ক'জন বিমুছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, থানিকটা ভারা সঙ্গীবন হয়ে ওঠে। বুড়ো স্থলাসের চোরালের হাড় প্রকাণ্ড, এমন ভাবে ঠেলে বেরিরেছে যে পাঁজবের হাড় না গুণে ওথানে নজর আটকে বায়। 'রামের বোঁটা ভবে এল ?'

'ভাই ভো দেখি।' নিকুঞ্জ বন্দে, তার আহ-পোড়া বিভিটা এই

আঁকা-বাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুকা চেনে সংক্ষেপ পথ । যতটা পারা যায় বসতি এরিয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল নাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে তবু গাঁ তো অরণ্য হয়িন, পাড়া পেড়োতে হয় ঘন বসতি কোনটা কোনটা ছড়ানো। ভদ্রমাস্থবেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, য়াগা গুছর ভনছে তারাও, ভবু ভূরগুলি তাদের একটু কুঁচকে য়ায় সকৌত্ক কোতুহলে। চামা-ভূরোদের কমবয়সী মেরে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিদানি কথার আওয়াজ বেশ বানিকটা দূর পর্যান্তই পৌছে। বয়য়ায়া প্রকাশ্যে বেণিয়ার, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা দেওয়া ছ্যাকা লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাজনা কম উৎপীড়ন সরেছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে গাঁড়িয়ে প্র আটকায় ভার মন্ত ফোলা-কাঁপা শরীর নিরে। মধু কামার নিকদেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছু দিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি ?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে বুরিরে

ক্ৰিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান ক্ৰিৰেছিদ গাঁৱে, বুকের ক পাটা নিয়ে ? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দ্ব-অ দ্ব-অ! যা।'

গ্রাপাতে হাপাতে সে কথা বলে, যেন হল্কায় হল্কায় আঙন বিষয়ে আসে হিংসার' বিজেবের। স্থানা স্মিতমুখে মিটি কথায় তাকে ধানাতে গিরে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা বুঝি শেষ পর্যান্ত আঁচড়ে কামড়েই দেবে মুক্তাকে। মুক্তা গড়িয়ে থাকে নিম্পান্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাঙ্দ্ধি করে।

মামুষ জমেছে কয়েক জন। এক জন কোমরে তার গামছ: পরা আর মাধায় কাপড়খানা পাগড়ীর মত জড়ানো, হঠাৎ জ্বোরে হেসে ওঠে। এক জন বলে, বাং বাং, বেশ। এক জন উক্তে থাপড় মেরে গোরো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু ভফাতে নালা পেরোবার জক্ত পাভা তাল গাছের কাগুটার এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মামুষকে হাক দেবার মত কোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, গিরির মা। বলি ওগো গিরিব মা।'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কথন থেকে? ভনতে পাও না?'

গিরির মা থমকে বায়, ছঃস্বপ্ল-ভাঙ্গা মামুষের মত ক্ষণিক দস্বিং োজে বিমৃঢ়ের মত, তার পর যেন চোপের পুলকে এলিরে যায়।

'ডাকছে? জ্যা, ডাকছে না কি গিরি? যাই লো গিরি, যাই!' এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট্ করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মত চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরানো কাঁটাল গাছের ছায়ায় বদে রামপদ সবে হঁকোয় টান দিয়েছিল। ভামাক সেক্তেছে একটুখানি, ভূম্ব ফলের মত। তামাক পাওরা বড় কট। মুক্তাকে সাথে নিরে ওদেব **আকতে** দেখে সে হঁকোটা গাছে ঠেস দিরে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই **পুড়ে** যেতে থাকে তার অত কটে যোগাড় করা তামাক।

'আদেন।' বামপদ বলে ক্লিষ্ট স্ববে, বিধা-সংশ্ব-পীড়িত তীক্ষ অসচায়ের মত। তিন জন কাছে এগিরে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোধ সে পেতে বাথে মুক্তাব ওপর। থানিক তফাতে ধাকতেই মুক্তা থেমে গিরে হবে আছে কাঠের পুতুল।

'ভোমার বোকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব ভোমার বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভূলে গিরে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর এক দিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গোলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ব রামপদ। মাধার চুলে হাত বুলিয়ে এক বার দে ঢোঁক গোলে, চোথের পাডা পিট্-পিট্ট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসস্তের দাগে ভরা, চুপসানো বা গালটাডে লখা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হাদরের কোরালো আলোডনের কিছু কিছু নির্দেশ কুটেছে তার শিধিল নিস্তেক্ষ সর্কাক্ষ-জ্যোড় ঘোষণাব স্কুশ্রই মানে ভেদ করে।

'ষাবে বলেছিলে, গোলে না কেন রামপদ ?' 'ভাই তো মুদ্ধিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না! নিশে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশাম দাস আর কানাই বিশাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষা-ভূষোদের, অর্থাৎ চাষী গ্রলা কামার কুমার তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সেই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে বামপদকে। অন্ত ক'জন উপস্থিত



ছিল সেখানে। একটু ভর হয়েছে তাই রামপদর, একটু ভাবনা হরেছে।

একটু !

নৌকাতে পাতবার সতবঞ্চিটা কাঁটাল তলায় বিছিয়ে তিন জন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে স্পরমার পিছনে গা বেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদর মুখের দিকে। বৌরের চোথে এমন চাউনি রামপদ কোন দিন দ্যাথেনি।

এ সমস্তা তুদ্ধ করার মন্ত নর। এক জন বড মাতব্বর আর ভার ধামাধরা ক'জন তুদ্ধ রামপদর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কর্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। ছ-'চার জন হয়তো ঠাটা বিদ্ধাপ করত কিছু দিন, ছ'-চার জন হয়তো বর্জ্জনও করত রামপদকে, কিছু সাধারণ ভাবে মামুষ মাথা ঘামাত না। চারি দিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কি কাণ্ড? না খেরে রোগে ভূগে কৃত মামুষ মরে গেল, কত মামুষ, কত পরিবার নিক্নদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দশ জন কোখার গিয়ে ফিরে এল মোটে ছ'জন ধুঁকতে, কৃত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোখায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোখায় ক'মাস নষ্টামী করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মত ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোবো করছে তাই নিয়ে বাস্ত হওয়া। কিছু ঘনশ্যামেরা ক'জন ধথন গায়ে পড়ে উল্লে দিতে চাইছে স্বাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

স্থরম। জিজেন করে 'ষাই\_হোক, বৌয়ের জক্ত ভাত তো রেখেছ রামশদ ?'

'আজ্ঞে আপনারা ?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে ছ'টি খেতে দাও তো তুমি। চালাটা তোলনি কেন !'

'তুলব। তুলব।'

স্বন্ধাই বলে বলে নেরে ছ'টি খাওরার ছলে মুক্তাকে ভেতরে পাঠিরে দেয় রামপদর সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া হওরা দরকার। গ্রামের এক জন কর্ম্মী শঙ্করের বাড়ীতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভাল জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু কন্দে তুলে দিতে আবেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ ওখোয়।

'মোর জন্মে রে ধৈ রেখেছো।' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু ?'

এগার মাস আর অবটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি-বেশী রয়ে' রয়ে' অল ছ'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে কাঁপারে পড়লে যেমন হয়। ছুপ করে থাকার বড় বজ্বলা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আদে: ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ বখন বিদেশে বায়।

এ এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'থোকন গেল কুপথ্যি থেয়ে। মাই-হুধ ভকিয়ে গেল, এক কোঁটা

নেই। চাল ওঁড়িয়ে বালি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুণ্জ কি দিই। না থেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেঃ থেতাম, তাই দিলাম, করি কি! ভাতেই শেষ হল।

না কেঁদে ধীর কথার বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিছ তা ;ক হয়! আগে পারত, না থেয়ে বখন ভোঁতা নিচ্ছাঁব হয়ে গিরেছিল অমুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে গুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে। গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তার।

শেষ হ'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, ত্মড়ে মূচ্ডে ধছুকের মন্ত বেঁকে—'

মুক্তা এবার কালে।

'কেউ কিছু করলে না ?'

'দাসমশায় এধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেডে পরতঃ : তথন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে ? জানলে পরে রাজী হতান. বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সেও মরল।'

চোধ মূছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিং দিতে হবে। কেঁদে ক্রিয়ে দরদ সে চায় না, স্থবিচার চায় না। সব জেনে যা ভাল বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'থোকন মরল, ভোমার কোন পান্তা নেই। দাসমশায় রেছে পাঠাছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো থেতে পাই নে এক রাতে হ'টো মন্দ এসে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতকুটুর জল্মে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে

'দাসমশায় তো থব করেছেন মোদের জন্মে।' রামপদ বলে চাপ কাঁকাঁলো স্বরে।—'বা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে ফুকু৷ বদেছে ভাত থেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাদের হাঁক আসে: রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন-পাচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নি হ ঘনশাম এসে গাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারির পেয়াদার মত গ্রু গাছীয়া নিয়ে। শহর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবিভাবে স্বমাদের যাওয়া হয়নি।

'বৌ এসেছে বামপদ ?'

'बाखा।'

'ঘরে নিয়েছিস্?'

'आरडा ।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে <sup>কিবে</sup> যাক।'

'ভাত থাচ্ছে।'

রামপদর ভাবদাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভাল লাগে না খনশ্যামদেও । টেকো নন্দী শুধার, 'ভোর মতলব কি ?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে বাখৰি ঘরে ?'

'বিষে করা ইস্কিরি আন্তে। ফেলি কি করে ?'

এই নিরে একটা গোলমালের স্থাপ্ত হয় মানস্থকিয়ার চাষাভূ<sup>চোর</sup> সমাজে। অনশ্যামরাই জোর করে জাগিরে রাখে আন্দোলনটা<sup>নো</sup> লগৈল হয়তে। আপনা থেকেই বিনিষ্ণে বিনিষ্ণে থেমে যেত মুক্তাব তেব ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শান্তি দেওরা ছাড়া আর কিছু কবার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হর তো ভাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শান্তিই বথেষ্ঠ। সবাই যদি সব রক্মে বর্জন করে রামপদকে, কথা পর্যন্তে বন্ধ করে, কলেই পরম শিক্ষা হবে রামপদর। সমাজেব নির্দেশ অমাক্ত করলে অনু এক-বরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না, তাও জানা কথা। টিবারি, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে ভালে। সবাই এসব কবে না, তাব দরকাবও হয় না। সবাই যাকে কলেও ভারেই, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যাব উপর হা খুসী অত্যাচাব করলেও কেউ ফিবে তাকাবে না, নিলেনিশে কট প্রিত্যক্ত অসহায় মানুষ্টাকে পীডন করতে বড ভালবাদে এমন হাবা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

াব স্ময়টা পড়েছে বড় থারাপ। প্রায় সকলেই আছত, ইংপাছিত, স্মাজ-পবিতাক অসহায়েরই মত। মনগুলি ভাঙ্গা, কেওলিও। আজ কি কবে বাঁচা যায় আব কাল কি হবে এই এটা আব ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রুত স্বাই যে জোট গোঁচ পাকাবার অবসব আর তার্গিষ্ট যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত কবতে গিয়ে এই সত্যুটা বেরিয়ে আসে। বানপদর কাণ্ডের কথাটা হাঁটা দিয়ে সেবে দিয়ে স্বাই আলোচনা কবতে চায় ধান চাল মুণ কাপড়েব কথা, যুজের কথা। পেতে চায় বিশেষ অমুগ্রহ, সামাক্ষ স্ববিধা ও স্বব্রস্থা। একটু আশাভরসার ইন্সিত পেলে যেন জীবস্ত হ্যে ওঠে, বার চিহ্নটুক্ দেখা যায় না য়মপদৰ বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের স্থানিন্ডিত সম্ভাবনায়।

করেক জন তো স্পাইই বলে বসল, 'ছেচে জান্না, যাক্ গে। স্থমন কৰ্মনৈছে, ক'দিক সামলাবেন ? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যাবা ছারিয়েছে ছার্লিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্ম সংশ্ব পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিকুদ্দেশ, বিদেশ থেকে বিবে যাবা ঘর দেগেছে থালি, এ ব্যাপাবে চুপ করে থাকার আব বাপাবটা ঢাপা দেবার ইচ্ছা ভাদেনই বেশী জোরালো! এ রকম বি টুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে।

ঘন্তাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের **অ**াটি চাপায় গোকল।

'বাছাবাড়ি করলেন থানিক।'

'সাধু হিদে নথাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চূকে েই বিচাৰ-সভা ডেকে বসলোন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, বাং বিকোষ ? হুগ্,গার কথা যদি জোলে কেউ হু'

' ছ' চুপ থাক হাবামজাদা।' ঘনশাম বলে ধনক দিয়ে কিছ ' তাৰ উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকেব ঘন লোম। আলাও করে মন, শানপদর স্পাধায়। সে না কি দাওয়ার চালা তুলেছে, বেড়া বিসেত্ত, গুছিয়ে নিজে সংসার। বলে না কি বেডাচ্ছে, গাঁয়ে না ি সতে দিলে বাকৈ নিয়ে চলে যাবে অল কোথাও! আগের চেয়ে ক' বশী থাতির করছে ঘনশামকে লোকে আজ, তুছে একটা রাম-পদা কাছে সে হার মানবে! মনটা আলাও করে ঘনশামের। প্রদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জকরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁঘে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা ছ'টোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মত হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তাই আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাভী থাবার। গিরির সাথে রাভ কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাত্নে, সকলে রওনা দিলেও গাঁঘে সে পৌছবে ঠিক সময়ে।

গোকুলকে সব চেয়ে কমদামী বিলাভী বোভল কিনতে দিরে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোথ উঠে বার কপালে, হাত বুকে উঠে লোন খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাছর পেতে ভদ্রগবের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, ত'জন তার চেন!। মুন্ডাকে নিয়ে যাবা রামপদর কাছে পৌছে দিয়েছিল।

নি.শব্দে সবে পড়বার চেষ্টা করাবও স্থবোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধবে গলাবন কোটেব প্রায়ঃ।

'ভাগছো যে ? দীড়াও, কথা আছে জনেক।'

'ওনাবা কাবা ?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমাব ?' গিরি ফুঁদে ওঠে। জামা দে ছাডে না অনশামেব, পিছন ছেডে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিরে তাকায় বিষয় কুন্ধদৃষ্টিতে। ঢোঁক গিলে দাঁতে দাঁত ঘবে।

'মা না কি ভাল আছে, বেশ আছে. মোর না?'

'আছে না ?'

'আছে ? মাথা বিগড়েছে কাব তবে, মোর ? ক্ষেপেছে কে, মুই ! তা ক্ষেপিছি ৷ তা ক্ষেপিছি, মাথা মোর ঘ্রতে নেগেছে । ওবে নক্ষীছাড়া, ঠক, মিথুকে—'

'ও গিবিবালা!' স্থবমা ভেতৰ থেকে বলে মৃত্ স্থার।
গাল বন্ধ করে নিজেকে গিবি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে,
'মোৰ বাপকে টাকা দিয়ে বিভূ'য়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি ?'

'নিছে বলেছে ?' গিরি ভ্করে কেঁদে প্রেঠ বাপের শোকে, 'ও বাবা। মোব নেগে তুমি খুন হলে গো বাব!! এ নচ্ছার মেয়ার ধবে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার স্থবমা ভাকে: 'ও গিরিবালা! ভোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর ভো পাওয়া যায়নি কিছু। বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো সংয়ছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অক্স ঘরের মেরেরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অল্লীল গন্ধ। এটো বাসনগুলির অথাতের গন্ধটাও কেমন বদ! সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরকার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন ?' 'মোকে গাঁরে পৌছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এস, বসবে।' গিরি তাকে টেনেই নিরে বার ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপার শত মতলবের এলোমেলো টুক্রো পাক খেতে থাকে ভার মাধার মধ্যে, কি করা বায় কি করা বায় এই অন্ধ আতত্তের চাপে।

মাছরে বসে ৰিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কি কথবি গিরি ? আমি বরং—'

'বরং টরং রাথ তোমার। মার চিকিছে করাব। সব থবচা দেবে তুমি, বত টাকা লাগে। নরতো কি কেলেকারি করি দেখো।' ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফদ করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িরে পিছনে ঘকটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্লিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, বিস্কু গড়নঞ্জী হয়েছে আরও অপরুণ, মারাত্মক। সাথে কি ওকে পাবার অভ অত কয়েছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে কষেও ছাড়তে পাবছে না। কারত্বের মেরে না হলে ওকে দে বিয়েই করে ফেলত এখানে

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছু দিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ ভাহলে এ হালামায় তাকে পড়তে হত না ভদ্রখনের ও ধিলি মাগিন্তলোর কল্যাশে।

'এত পয়সা করেছে, বিড়ি টানে।' গিরিবাসা বলে মুখ বাঁকেরে। বলে সোজা হয়ে বসে, 'রামপদর পেছনে না কি লেগেছ তুমি? গুকুষ্বে করবে? সাধুপুরুব জামার। মোর ববে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওব বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ববে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না স্বাই?'

গোকৃল মদেব বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোভলটার দিকে ভাকিরে থাকে। জিভ দিরে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখেন ভাব পদকে পদকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে ক্ষেয়ে যাতনাভরা লোলুপতা. নিবিদ্ধ বস্তুর বিকারগ্রস্তের তীত্র কাতরতা।

'বিলিভী ?'

গোকুল সার দের।

গোৰ বেন শিখিল হরে ঝিমিয়ে বার। অতি কটে বলে, 'বাক, এনেছ যখন, থাও শেষ দিনটা। ভোগ ভোর উঠে চলে যাবে কিও।'

মদের গ্লাসে তু'-চার বার চুমুক দিরে একটু স্থির হবে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোন উপার নেই। ভর দেখানো, জবরদন্তি, মিটি ॰থা, লোভ দেখানো, বানানো কথার ভোলানো, কিছুই খাটবে না। সোগবি আর নই, সেই ভীক লাজুক বোকা হাবা সরল গোঁরে। মেরে। পেকে ঝাছু হরে গোছে।

কিছু পেসাদ পেরে গোকুল বিদার হয়। থুব ভোবে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিরে বাবে।

রাভ বাড়লে গিরি জড়িরে জড়িরে বলে, 'কি করি বল ? কাল একবার বেতে হবেই। মার জন্ম আঁকুপাকু করছে মনটা। তা জেবো না ভূমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিবে আসব ক'দিন পরে। মাবে সাবে সাঁরে বেতে দিও মোকে, এঁটা ? ভেবো না, কিবে আসব।'

গোলাস থেকে উছলে পড়ে শান্ধী ভিন্নে বার সিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে সিরি পোলাসটা ছুঁড়ে দের খবের কোলে। বিচাব-সভার লোক খুব বেশী হল না, মানস্থকিয়ার ঘেঁ বার্ঘে বি
পাঁচ-ছ'টা গাঁ খরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। বোগে শব্যাশারী
হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক
করেও, কাঁপতে কাঁপতে অবে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি।
সমাবেশটাও কেমন বিম-ধরা, নিক্নতেজ, প্রাণহীন। জাঁপ শীর্থ
অবসন্ন সব দেহগুলি, চোথে উদ্দেশ্যহীন কাঁকা চাউনি। সভার বাক্গুলনও স্থিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই।
বছর হুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের
কাঁকা কমিতে শেব সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাবাভুবো
শ্রেণীর, পল্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর
উত্তেজনা ছিল সে জনারেতে, মাছবের কলরবে গম্ গম্ করছিল।
কি উৎস্কর্য ফুটেছিল সকলেব মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলকের
আলোচনা আরম্ভ হওরার প্রভীক্ষায়। তার তুলনাম্ন এ যেন সরকারী
জমারেত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থার প্রামবাসীদের কি কর
উচিত বৃধিয়ে দিতে।

দাওরার বসেছে মাথারা, মাঝ-বরসী আর বুড়ো মান্ত্র । খনশ্যাম বসেছে মাঝথানে, একেবারে চূপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে । তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে—উপস্থিত মান্ত্রগুলির ভার দেখেও । দাওরার এক প্রান্তে মোড়ার বসেছে শব্ধ, সে এসেছে অবাচিত ভাবে । কেউ কেউ জন্মান করেছে তার উপস্থিতির কাবণ, আনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি । জঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে খঁবাঘোঁষ করে বসেছে রামপদ, এদেব জাগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেব করে করালা ও বুনোর সঙ্গে । মেরেদের মধ্যে বসেছে মুক্ত, গিবিব গায়ে লেগে । সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁতে বুসেনি, গিবিই তাকে ডেকে বাসরেছে । পুক্রের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হরনি সভার ।

খনশা মের ৯৪ বার বার গিরির ওপরে গিরে পড়ে, সঙ্গে সংগ্রে যে চোথ সবিয়ে নেয়

বিচাবের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব্ব-পরামর্শ মত বুড়ো টেকে নন্দা গোবচন্দ্রকা স্থক করলে জমারেতের মাঝখান থেকে ক্লক চুলে. থেঁ চা খোঁচা গোঁফণাড়িতে জার একটা হাত। ছাড়া ময়লা খাকি সাটগায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালা উঠে চেচিরে বলে, 'কিনের বিচাব ? কার বিচাব ? রামপদর বৌ কোন দোব করেনি।'

সবাই জানে, বনমালার বৌকে সদবের দক্ষ-বাব্ ভূলিরে ভালিরে ঘর ছাড়িরে চালান দিয়েছে বাবসা করার জক্ষা। প্রথমে সদরে বেবেছিল বৌটাকে, বনমালা হক্তে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে বখন প্রায় আবিধার করে কেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোখায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালা আর হদিস পার্মন। এখনো সে মাঝে মাঝে সদবে গিবে সন্ধান করে।

ৈ টেকে নশা বলে, 'শাহা, দোব করেছে কি করেনি ভাই ভো মোরা বিচার কবব।'

বনমালী ফথে বলে, বটে ? কোন দোৰ কৰেনি, তবু বিচাৰ হবে লোৰ কৈবেছে কি কবোন ? এ তে। খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁৰের কোন মেরেছেলে গাঁ ছেড়ে ক'ছিন বাইবে গেলে বদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ।'

कतानी वाम त्यत्कर भना क्रियत वान, 'ठिक कथा। भारत त्याउ

পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে থেটে থেতে গেছে। ওর দোষটা কিসেব ?'

কে এক জন মাথাটা নানিয়ে আড়াল করে বলে: 'দে-বেলা ভো কেট আদেনি, হ'টি থেতে-পরতে দিতে ?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আৰু ছই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজেব বৌ আৰু বছ ছেলেব বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিবেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবাব নয়, যায়ওনি তাই। উঠে দীলাতে দেখা যায় সে প্র প্র কবে বাঁপছে, মুখে এক অভ্ত উদ্ভান্ত উন্নালনাৰ ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়: প্রাণে বেঁচে ফিবেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না ভো কি ৷ ভগবান বাঁচত কি. ১৯টেই ফিবেছে গোমরে এমে। ভা ভগবান আছেন।

কেই হামে না। সভার ভগবান এমে প্রায় শঙ্কবের মত জ্বাচিত জানিভাবের কোতৃহত্যমূলক একটা জন্মুভতি জাগে জ্বানকের মনে।

জনগোত স্তার তারে থাকে থানিকক্ষণ। তথু মেয়েদের মধ্যে গুড় গাছ ফিস-ফাস চলতে থাকে অনিরাম। মুক্তাব মত মেয়েরা আবাব গাঁয়ে ফিরুক এটা বারা ঠিক পছন্দ কবে না তাবাও চুপ করে থাকে।

শোষ দাওয়া থেকে ভূবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও মৃদি মন্ত্ৰে সন্ধি থেটে থেতে যেত, থেটেই থেত—'

গিবি ভঙাক কৰে আছ উঁচু কৰে গলা চিনে কেলে : 'থেটে থায়-নি ভে' কি ? মোৰা এক সাথে থেটে থেয়েছি। এ পাড়ায় ছ'বাড়ী কিগিবি কৰেছি, এক দোকানে মুডি ভেডেছি। কোন্ মুগপোড়া কলে থেটে থাইনি নোৰা, শুনি ভে! একবাৰ ?'

প্রায় সকলেই জানে এ কথা সন্তা নয় গিবির। কয়েক জন্
স্বাক্ত ন্জাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেই কথা বলে না। কিছু কাল
আগে গাঁলেন লক্ষাবাতী লাভাব মাত বাঁচা মেয়ে গিবিব পবিবর্তনটা
সকলকে আগেগা কবে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন-কাল পড়েছে।
দাঁলোব নাছে। ছবান্দা মাথা টেকো নন্দীই কথ্ বলে, 'কিন্তু বছ লাকে
ব টোখে দেখেছে। ফ্লি বলেছে সে নিজেব টোখে—'

মাঝবয়দা থেটে ফণি চট্ কৰে গাঁডিয়ে প্ৰতিবাদ জানায়, 'না না। স্মানি ভা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব ?'

এতখণ পরে ঘনশ্যাম মুখ পোলে। জনায়েতে টু শব্দ নেই কাবো মুখে মেয়েদের ফিস্ফিদানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব ধ্যাবার ভঙ্গিতে ছ'হাত থানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'গাঞ্, গাঞ্ছ। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যথন উঠেছে, রামপদর ইস্তিবি নাম-মার্থ একটা প্রাচিত্তিব করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

ননমালী ফু'দে ওঠে, 'কিদের প্রাচিত্তির? দোষ করেনি ভো প্রাচিত্তির কিদের?'

গিরি গলা চেরে: 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে ন! কি তবে ?'
শার পর বিশুখলার মধ্যে জমারেত শেষ হয়। বনমালীব বৌ
ৌপ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপ, লা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধরে
টুমা পেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি জ্বালোক মুখ বাঁকিয়ে
আড-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে বায়। শঙ্কর নি:শব্দে
মে'ডা থেকে উঠে বেমন অবাচিত ভাবে এগেছিল তেমনি অবাচিত
শাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

राम, 'बोरक कृष्टि शूँरम পেতে এনে मिटे, किविरह न्नारंत छाई ?'

বনমালী আশশ্রুষ্ঠ হয়ে বায়।—'ফিরেনেব না তো খুঁজে মরছি কেন গ'

একটা কথা বলতে গিয়ে শক্তর থেমে যার। ফিরিরে আনার মত অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ব্যবস্থার আর যোগ্য থাকে না তার, সেও যোগ্য থাকে না তারস্থারের। কিন্তু কি তবে ও-কথা বলে বনমালীকে? মহামারীতে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণিকিক মৃত্যু ঘটানোর মত লোকে যদি তার বৌষের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌহিসাবে ওর বৌষের মবণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিংসার বাইরে অথবা চিকিংসা কবে সম্ভ করে ভাকে আবার কিরিয়ে আনা সম্ভব মায়ুযের জগতে, সেটা আগে জানা দরকাব।

'চেঠা করে দেখি কি হয়।' বলে সহামুড়ভির আবেগে বন-মালীব হাটটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজেব বন্ধুর হাত বেমন ভাবে চেপে ধবত।

সিকিখানা চাদেব আলো ছাড়া মানস্থকিয়া অন্ধ্ৰাব সন্ধা থেকে। বেল্ডলায় ভ্তের ভন্ন—বছ্লখানেক বছৰ-ছই আগেও খ্ব প্ৰবল ছিল। আছ-কাল বেল্ডলায় ভ্তেব ভয়ের প্রসঙ্গই থেন লোপ পেতে বলেছে মনস্থকিয়ায়। এই বেল্ডলায় দাঁছিয়ে গিবি বলে ঘনশ্যামকে, ভূমি যদি না বলতে ব্যাপাবটা ঢাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোগ-কান নেই ? ভাগোনি, আমি **কি বলি না** বলি ভাতে কি আগতে বেত ? আমি তথু নিজের **অবস্থাটা সামলে** নিলাম লোকেব মন বুকে।'

গিথিব বাড়ী কাছেই বেল্ডলার। বেল্ডলায় সে **ভর পায়নি,** বাড়ী যেতে প্থেব পাশে নালার ওপৰ তাংলব পুলটার মাধায় একটা মানুষ্কে বদে থাকতে লেখে তাব বুক বেঁপে যায়।

'c4 511 9'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অ: ! এত রাতে এখানে বসে আছ্ ?'

'এই দেগছিলাম, গাঁহে তো গিরি এলো, গাঁহে গিরির মন টিকবে কি টিকবে না।'

'কি **দে**খলে ?'

'টিকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিকবে না। মোর সাথে যদি তোব বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মত একটা ছেলেপিলে যদি হত তোব, ক'বছর ঘর সংসার যদি করতি, তবে হয় তো—না, গিবি, গাঁয়ে মন তোর টিকবে না, ঘরে।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির হু'টো ভারি কথা না শুনেই, ভাল-মত টের পায় না গিরি। মুথ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোও আবছাতে অজ্ঞানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হর বুকের কাছে কিসে ধেন টান পড়ে টন-টন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, ভাই ব্যথায় গিরি আরেক বার মুথ বাঁকায়।

গিৰিৰ মা ওয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, মা ? ওমা ?

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বদে। গিরির মূথের দিকে চেবে বিরক্তিন ক্লেব বলে, কে গো বাছা তুমি ? হঠাং ডেকে চমকে দিলে ?

## অপত্য

(শ্বহ

ক্যাক্স ছানা বড্ড ভয় পেয়েছে।



মা বসছে—'ভয় কি বাবা। লুকিসে বস।'

সিংহ-শিশু বায়না ধরেছে



'না আনি পিঠে চড়ৰ।'



মা ছেলেকে মান করাতে এদেছে। সভিখোকা ৰলছে— 'উঃ বড়-শীত—মান করব\_না।'



বাঘের ছেলেরা মার সঙ্গে চোর চোর থেলেছে। মা এক জনকে ধরেছে 'চোর ধরেছি এইবার।'



্ছেলে আবদার ধরেছে গল ওনৰে । ম! তাই গল পড়ে শোনাচ্ছে।



ম। ছোট ভাইকে আদর করছে। তাই বড় ভাই অভিমান করেছে:— 'ওকে ভালবাস, আমায় বাস না।



ম। ছেলেকে যুম পাড়াছে বনে নিৰেই যুমিরে পঞ্ছে।

8

করে দিয়েছ—ভেবেছ আমি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছি।
কিন্তু ভোমার রিসকতা মাঠে মারা গেছে। তার কারণ
হচ্ছে এই যে, কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধ আমার জ্ঞান পুবই কম।
তাদের মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞানি তার সবটুকু যে
সত্য, তা' আমার মোটেই মনে হয় না। তবে তাদের
গোড়াকার কথাটা যে খুবই থাঁটি, তাতে আর ভুল নেই।

কথাটা এই যে, পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে যে গণতন্ত্রের ঢকানিনাদ শোনা যাছে দেটা মেকি মাল। পালামেন্টের ফাঁদ পেতে, সকলকে এক একটা ভোট দিয়ে সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টা বার্থ হয়েছে। বাবসা-বাণিজাবা কল-কারখানা করে যারা হাতে বেশ ছ' পয়সা জমিয়েছে, আইন-কায়্মন গড়বার ক্ষমতা তাদেরই হাতে। শাসন্যন্ত্র ভারাই চালায়, সন্ধি-বিগ্রহ তারাই করে, আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি ডেকে তারাই মোডলী করে। যাদের পয়সা নেই, তাদের কেতাবী স্বাধীনতা থাকতে পারে; কিন্তু সে স্বাধীনতায় পেট ভরে না, ছংখ ভোচে না।

এই ছ:খের চাপে, পেটের জালায় সাধারণ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সব দেশেই তারা শাসনযন্ত্রী অধিকার করবার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার অপরাধ এই বে, সে কাঞ্চা তারা সকলের আগে করে ফেলেছে। তাই ইউরোপ আর আমেরিকার মোডলের দল চারিদিক্ থেকে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। আর তাদের দেখাদেখি আমরাও সেই চীৎকারে যোগ দিয়েছি। ব্যাপারটা যে সব সময় বেশ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি, তা'নয়।

আমাদের দেশে ঐ জিনিষটা এখনও যোল আনা এনে পড়েনি; তবে ক্রমশঃ এসে পড়াও বিচিত্র নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই এখনও পার্লামেণ্টের স্বপ্ন দেখছেন তা' জানি। কিন্তু ভার কারণ শুধু এই যে, তাঁরা প্রধানতঃ ইংরেজের লেখা ইতিহাস আর অর্থনাস্ত্র পড়ে রাজনীতি শিথেছেন, আর জানই তো ইংরেজের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের ইতিহাস একেবারে জড়ানো। তাঁদের ধারণা হচ্ছে এই যে, ইংরেজ যথন পার্লামেণ্ট পেরে বড় হত্রে উঠেছে, তথন আমরাও এই রকম একটা কিছু পেলে বেল গুছিরে নিতে পারবো। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়াটা অত সোজা বলে মনে হয় না। ইংল্ডের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, ভারাই সেধানকার

অভিজ্ঞাত শ্রেণীকে নমেরে ধরে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের হাতেই রাজ্য চালাবার ক্ষমতা এখনও পর্যান্ত রুয়েছে। তারা শুধু ইংলভের নয়, এ দেশেরও হর্তা, কর্তা, विशाला हरत्र माँ फ़िरम्रहा अता यथन लामारमत रमर्भ বাণিজ্য করতে আনে তখন মোগল রাজ্য ভেঙ্গে পডেছে: দেশের শাসনভার তখন ছোট-খাট রাজা-রাজভাদের উপর। এ সমস্ত রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে লোকের বড় একটা নাড়ীর যোগ ছিল না। ভাই এ দেশের লোকের সাহায্য নিয়েই সে সমস্ত রাজা-রাজ্বড়াকে হটিয়ে দেওয়া ইংরেজের পক্ষে বিশেষ শক্ত হয়নি। এত বড দেশকে কি করে জয় করে ফেলল্ম. এ কথা ভেবে ইংরেজ মাঝে মাঝে নিজের বাছবলের খুৰ ভারিফ করে থাকেন; কিন্তু এটাতে অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই। তথন ভারতবর্ষে যে শাসন-প্রণালী ছিল সেটা Feudal system। ইংরেছের সভ্যবদ্ধ মধাবিত শ্রেণীর ধাকায় সেটা ভেঙ্গে গেল। এ দেশের তখন যে রকম অবস্থা তাতে একটা প্রবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। তা' যদি পারত, তা হলে ভারতবর্ষ অধিকার করা ইংরেঞের পক্ষে অত সোজা ব্যাপার হোতো না। দীপ-শিখা নিবে যাবার আংগ যেমন একবার জলে ৬ঠে. ১৮৫৭ সালে Feudal ভারতও তেমনি একবার জলে উঠেছিল।

তার পর বর্তমান ভারতের আরম্ভ। ইংরেজের আমলে দেশে যে মধাবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে কংগ্রেশ প্রধানতঃ তাদেরই স্টে। বারা ইংরেজের রাজত্বকালে ধনবান্ হয়ে উঠেছেন, ইংরেজের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার ইচ্ছা ও কল্পনা তাদেরই মনে জেগে উঠেছে। জমিদারই বলো, আর উকিল ব্যারিটারই বলো, আর বেছাই, আমেদারাদের কলওয়ালাই বলো, সবই ইংরেজ রাজত্বের স্টে। ইংরেজের ক্রের এদের মাধা মুড়ানো। স্থতরাং ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের আশা, আকাজ্ফা, আদর্শ যে রকম, এ দেরও অনেকটা তাই। এ রা মুবে যে স্বাধীনতার ক্রা বলেন, সেটার সোজা বাংলা মানে হচ্চে এই যে, ইংরেজের বদলে এ রা এ দেশের লোকের উপর প্রেজ্ব করবার অধিকার চান।

কিছ কল-কারধান। বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বা জমিদারী চালিয়ে যেখানে দশ জন ধনবান্ হয়েছে, সেধানে সঙ্গে সজে অস্ততঃ দশ হাজার জন দরিজ হয়েছে। এই সব দরিজের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তারা যে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর অ্হদু নয়, তা'বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত লোক যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ हित्युट्ड अमिन (पटक वह कथाठा त्यम म्लाहे हत्य উटिहा ্য, এদের স্বার্থে আর ধনবানদের স্বার্থের মধ্যে অনেকটা বিরোধ আছে। সেই দিন থেকে Moderate and Extremistএর সৃষ্টি। যারা ধনবান তারা সহজে গোলমালের মধ্যে া অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাইবে না। নিভেদের ধন-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপতিটা একট গুছিয়ে নিতে পারলেই তারা যোল আনা বিদেশী শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী হয়ে উঠবে আর হচ্ছেও ভাই। কংগ্রেসের এক দল যে মাঝে মাঝে negotiation and conciliation এর কথা বলেন, তার নির্গলিতার্থ। এইটাই ইডেছ Nationalism এর পতাকা ভূলেছে, আধা-সরকারী চাকরীর বাজার যদি একটু সন্তা হয়ে যায়, তা হলে এ দল থেকেও অনেক লোক ভেকে পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে সৌগীন Nationalism এর পিছনে একটা পেটের জালার লুকিংয় আছে। তার সন্ধান পেয়ে জাতীয় দলের অনেক নেতা তখন থেকেই আঁতিকে উঠেছেন। অথচ সেটা এক দিন মাথা ভূলে দাড়াবেই। দেশের অস্কৃতঃ বারো অ:না লোকই দীন, হীন, কাঙ্গাল। দেশের স্বাধানতা আনতে গেলে এই স্ববস্থান্ত, দহিদ্রদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। দেশ স্বাধান না হলে তাদের হু:খ ঘোচে নী; 'মৃতবাং তারা মাঝ-রান্তায় ভেঙ্গে পড়বে না। ঘুষ দিয়ে ভাদের ভোলান যাবে না।

সেদিন আমার এক জন তথাকথিত সনাতনী বন্ধু বলভিলেন—"এরা তো শুদ্র। এদের হাতে রাজশক্তি গিয়ে পড়লে সেটা তো শুদ্ররাজ্য হয়ে পড়বে! আর শুদ্ররাজ্য তো ভারতের আদর্শ নয়। ওটা একেবারে Bolshevik ব্যাপার।

কপাটা মিপা। বলেই আমার ধারণা। Bolshevikরা
কি চায় তা আমি জানি নে; কিন্তু আমি যা চাই সেটা
থাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। আমার প্রথম কথা হছে
এই যে, যারা শরীর বা মন দিয়ে পরিশ্রম করে অরসংস্থান
করে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রেয়, বৈশ্র, শুক্র সবাই তাদের অন্তর্গত।
ধারা পরের মাপায় কাটাল ভেঙ্গে নিজেদের পেট ভরাতে
চায় সমাজে তাদের স্থান নেই। তাদের স্থান হওয়া
উচিত ভেলখানায়। শাস্ত্রমতে তারা ব্রাহ্মণও নয়, ক্রিমও
নয়, বৈশাও নয়, শুদ্রও নয়। তারা অপাংক্রেয়, বেদবাহু।

বাঁটি বান্ধণ ধারা, তাঁরা Aristocracy বা Bourgeois দিল্ফ নন; তাঁরা এই proletariat এর অন্তর্গত। বান্ধণ এই proletariat এর মাধা, এদের শিক্ষাণ্ডক। বান্ধণের কাজ এদের শিক্ষিত, সমর্থ, সংঘবদ্ধ দেরে তোলা। আজ্কাল ধারা ক্ষতিয় বা বৈশ্য নামে

পরিচিত, তারা প্রাকৃত পক্ষে ক্রিছেও নয়, বৈশ্যও নয়।
তারা ক্রিছের বা বৈশাত্বের শান্তীয় আদর্শ মানে না।
তারা নিজেদের কোলে ঝোল টান্ডেই ব্যস্ত। স্মাজকে
তারা রক্ষাও করে না, ভরণ-পোষণও বরে না। তাদের
ধ্বংসই অবশ্রভাবী।

আজ-কাল আমাদের দেশে nationalist বলে পরিচয় দিয়ে যারা লম্বা কম্বা বুলি ঝেডে আদর ভ্যাচ্চেন, থাটি nationalismএর ধারায় তারা ভেলে-চুরে যাবেনই ! যারা অর্থ চায়, প্রতিপতি চায়, নচন দিয়ে কাজ সারতে চায়, ভারা **আর** নেশী দিন টি<sup>\*</sup>কতে পারবে না। যা**রা** সমাত্তক ঐশ্বৰ্য্য বা আভিজাত্যের চাপে দাবিয়ে রাখতে চায়, যারা সম্প্র সমাজের মঙ্গল না দেখে শুধু নি**জেদের** ত্ব-স্বান্ত্রার, ভাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। **বারা** দেশকে চায়, স্মাঞ্কে চায়, স্বাধী-ভাকে চায়, **ভাদের** ঐ লাজিত দান-দরিদ্রদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আর ভাদের মাকখান (থকে নৃতন ভাক্ষণ, নৃতন ক্ষিয়া, নৃতন বৈশ্ব সৃষ্টি করে তুলতে হবে। এই নৃতন স্মাক গড়ে ভোলবার ভার যারা নেবে—ভারাই এ **যুগের** ব্রাহ্মণ। তাদের নির্লোভ হওয়া চাই, নিভীক্ **হওয়া** চাই, জ্ঞানী হওয়া চ.ই.— সামাজের মঙ্গলের জয়ে তাদের সর্বভাগা ২ওয়া চাই।

ঠিক এ রক্ম সমাধ্য ভারতবর্ষে পূর্বের গড়ে ওঠেনি র কিন্তু এইটাই যে এ দেশের ধ্যুশান্তবারদের আদেশ ছিল, ভাতে কোন সন্দেহ নেই। এ রক্ম সমাধ্য গড়ে তোলা বাদের লক্ষ্য ছিল তারাই স্মান্তের শাসন-ক্ষমতা জ্ঞানী, নিলোভ ব্রাহ্মণের হাতে দেবার ব্যবস্থা করোছলেন। বারা ভধু জন্মের গুণে ব্রাহ্মণ, ক্ষব্রের বা বৈশ্য বলে পরিচিত, তারা এ আদর্শ থেকে ভ্রুই থেছেন র কিন্তু আদর্শনী এ দেশে বৈচে আছে। এ দেশ ভধু লাঠির শাসন বা টাকার শাসন মানবে না। টাকা বা লাঠি বিদি ব্রাক্ষণের অমুগত না হয় ভাছলে এ দেশে ভা' চলবে না। এই আদর্শের নামে বারা দেশকে ডাক দেবে, তারাই দেশের ভবিষাৎ গড়বে। তারাই সমগ্র সমাক্রের সংহত শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দেশে স্বাধীনতা আনবে।

ভোমার Aristocracy বা Barristocracy কেন যে সন্দেহের চক্ষে দেখি, কেন যে শুধু মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া আদর্শে আমার মন ভরে না, কেন যে গরীবদের উপর ঝোঁক দিই, তা হয় ত বুঝেছ। এটা খাঁটি এদেশী আদর্শ, বিদেশ থেকে আমদানি করা মাল নয়। ভোমরা ইংরেজের পূঁথি পড়ে যে স্বরাজের আদর্শ আমদানি করছ সেটা ইউরোপের পচা democracy। ইউরোপের অক থেকেই তা খনে পড়তে আরম্ভ করেছে।

যাকগে। চিঠিখানা ক্রমশঃ যেন বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াবার শোগাড় করছে। স্থতরাং আঞ্চ এইখানেই ইন্তি।



যায়াবর

#### औ।ह

স্বাহবের সর চেয়ে বড় সেলফেসান। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বেবি'হছে ক্র'পস্ প্রস্তাবেব সাব মাথ। নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্ত প্তিয় শেশ : শেন। শোনা গেল, গভর্ণমেন্ট বিচলিত হয়েছেন এ সাবাদ Leakageএ। গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তার। ত্তদন্ত সুরু করেছেন সংবাদের সূত্র সম্পর্কে।

সাংবাদিক মহলে উত্তেজনাব স্বাষ্ট হলো। কারণ, প্রস্তাবগুলির কিছুটা আঁচ আমবা স্বাই পেমেছিলাম গত ক'দিন ধরেই। প্রকাশ করা হয়নি, কেণ্টলমেনস্ এপ্রিমেণ্ট শ্বরণ করে। ইংরেজ ও আমেরিকান সহ-সংবাদনাতবো অনুমান করেন, ভাইসরয়স্ কাউন্সিলেব কোন মহামার সংস্থাব কাছ একে বেবিচেছে এ থবর।

জনজ্ঞতি এই যে, ক্রাপণু যে-দিন এলেন বেকা সাড়ে বারোটা থেকে অনাহ'বে ভাইদবয়ন হাউদে তাঁর অভার্থনার জ্ঞ্জ অপেকা করছিলেন এই মাননীয় সদক্ষণ। বেলা হ'টোয় এলেন ক্রীপসু। লর্ড লিনলিথগো আলাপ ধবিয়ে নিলেন তাঁব সঙ্গে সারিবলী দপ্তায়মান **निक महद्यो**त्तव । उहील्म क्यम्बन क्वलान मदात म**ल**, नित्रामक्त ৰুঠে আগুত্তি কণ্ডেন How d' ye do ?—বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মুহুতে অন্ততিত তালন আপুন নিকিষ্ট কক্ষে।

ভারা আশা কবেছিলেন, নেতৃ 1ন্দের সঙ্গে সাক্ষান্তের পূর্বের ক্রীপুস তার প্রস্তাব আলোচনা কংবেন তাদের দক্তে, জানতে চাইবেন তাঁদের **অভিমত। দে দিক্দিয়েও হতাশ হলেন। ক্রীপদ প্রস্তাবের সার মর্ম অনুদ্**টেত বইলো তাদেবও কাছে। আশ্চয়া নয় যে, তাঁরা কুর হলেন। এত্মিকি দটিভ কাউন্সিলর হলেও হাজার হোক মামুবের শ্বীর তো! শোনা যায়, অবশেষে ভাইসবয়ের স্থপারিশে বিগত বারে লাট-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক ভোকসভায় ক্রীপস প্রস্তাবের চুম্বক জানিহেছেন কানের। আছই প্রভাতে সংবাদপত্রের উৎসাহী নিজস্ব রিপোটারের জবানীতে ঘণলো তার প্রকাশ। ধুম দ্বারা যদি পর্কতের ৰহিং অমুমান করা সম্ভব হয়, তবে বিদেশী সংবাদদাতাদের সন্দেহ **একেবা**রে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সংবাদ স্থুণ করাব অধিকার সাংবাদিকের আছে। কিছ সেই ব্দনাগত বিধা তাদেরও একট। অলিখিত মাত্রা আছে। সাভির বা দেশের বৃহত্তর স্বার্ছ বেধানে জ.ড়ত, সেধানে সাংবাদিকের আপন

বিবেক সেব্দর করে ভার কপি : এডোয়ার্ড দি এইটথের রাজ্য ত্যাগের ঘটনা মনে পড়ছে **স্থল্প**ষ্ট*া* মে মাস থেকে ব্রিটেনের সকল স'বাদপত্ৰ জানতো সিম্পান--এডোয়ার্ড প্রণয়-কা**হিনী। ফ্ল**ে ষ্ট্ৰীটে কানাযুগায় ভনেছি বহু-কেন্দ্র প্রকাশ করেনি ঘ্ণাক্ষরে। অন্তত: মৃদ্রিতাক্ষরে। সরকাবী দপ্তবের কোন অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোন আইনগড বাধা ! এক দিন জাম্মেণীর বিরুদ্ধে সেকেও ক্রণ্ট হবে। কোথায়. কোন্থানে করবে মিত্রশন্তি আক্ৰমণ সে-তথা জানা হয় তো সম্ভব হতে পারে টুয়াট গেলডার,

रा विभेश क्राांभावित्र। काँत्री कर्माठ क्षेत्रांभा केशविन ना स्न स्त्रोंम, যদিও ক্রীপস প্রস্তাবের চাইতে যে কম বড স্কুপ নয়।

সকল প্রয়ের বড় প্রশ্ন সভতার। ঐ<sup>ী</sup>প্স আম্ববিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভাবতের কল্যাণের নামে। আমরা স্বাই সমতি দিয়েছিলাম বিনা প্রতিবাদে। পৃকা প্রকাশের দাবা এট ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ কয়লেন সেপ্রতিশ্রতি। তাই লক্ষিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়ের। হেণ্টেলমেন মদি জার্নে-লিষ্ট হতে পারেন, তবে জানেলিষ্ট জেণ্টলম্যান হতে পারবেন না কেন ?

ভাইসরয়সূ হাউস থেকে ক্রীপস্ এদেছেন ছিন নম্বর কুইন ভিক্টোবিরা রোডে। এক্সিকিউটিভ কাইন্ধিলেন অঞ্জম সদস্য স্যাব এণ্ডুক ক্লোর বাংলোর। ক্লো আসামের আগামী গভর্ণর। গদি দখলের পূর্বের হু'মাদের ছুটি নিয়ে গেছেন মুদৌরী না কি আলমোড়ায়, বিশ্রাম মানসে।

এ**ন্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাডীগুলি সবকা**নী। **স্কুদ্যা**। একতলা দালান। ঈষং পীতাভ রং; সামনে অভিাবস্থান অসম। এত বড় যে, তু<sup>\*</sup>দিকে গোলপোষ্ট খাড়া করে মোহনবাগান ই**ই**বেঙ্গলের মাচ পেলা বার। সবুক ঘাস, লন্মোর দিয়ে পবিপাটি ছাটা। তাকে বেষ্টন করে টক্টকে মাঝখানে বুত্তাকার ফুলের কেয়ারী। লাল স্থ্যকীর রাস্তা; মোটর ঘোরাতে বেগ পেতে হয় না এডটুকুও। ফটকের গায়ে এক পাশে কাচের উপরে বড় হরপে লেখা বাড়ীর নম্বর ! কাচের একদিকে ছোট একটু খুপরি। রাত্তিবেলায় ভাতে লগ্ঠন **ছেলে হাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ীর নম্ব**ুটা চোথে পড়ে। দালানের সমুখে পোর্চ, তার নাচে গাড়ী দাড়ায়। বারান্দাব হ'পাশে হটি ছোট কুঠার। সেখানে অনাবেংল মেম্বারের সেক্রেটারী ও ষ্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

ছবছ একই ধরণের ছ'টি বাড়ী। সেক্রেটারিয়েটের সমূথ থেকে হই বাছর মতো ছদিকে প্রসারিত ছটি রাস্তা—কিং এডোয়ার্ড ও কুইন্ ভিক্টোরিয়া বোডের উপরে। যেন ছ'টি যমজ ভাই, ডায়নো কুণ্টোপ্লেটসের দোসর।

আতিশব্যের বারা অত্যম্ভ ভালো জিনিধকেও বে কতথানি হাস্যকর করে ভোলা বার ভার দৃষ্টাভ আছে নরাদিলীর নগর

প্রিকল্পনার। ইন্দ্রিকাশ্বিটির বাজিকে পাওরা শ্বশক্তিরা স্করটাকে

ক্ষ্মিলতে গিলে হুঁচি দিয়েছেন, বাড়ী দিতে গিরে ব্যাবাক্। বৈচিত্রের

মধ্য দিয়ে মূলগত একাকে প্রকাশ করার নাম স্ক্রী। গভ্যু, চুট বা

ইঞ্চি মিলিয়ে সামপ্রতা বিধানের নাম নকলনবিশী। প্রথমটা বিনি
করেন তাঁকে বলি প্রক্ষা, স্বিভীষ্টা বিনি করেন তাঁর নাম বিশ্বক্ষা।
প্রথমটার মধ্যে আতে আটি, প্রেরটার মধ্যে আছে ক্রোফট্।

পুরণকালে নগর-পত্তনের গোড়াতে ছিল নৃপতি। রাজার অবস্থিতি ও অভিকৃতি অমুসরণ করে গাড় উঠত জনপদ, তাঁর প্রাসাদকে কেন্দ করে আমার ওমরাতেরা তুল'তা সৌধ, সাধারণেরা বাঁশতো বাসা, শ্রেসিনা সাজাতো বিপণি। রাজশক্তির পত্তন অভ্যাদরের সঙ্গে সক্ষানীর ভাগ্যে এসেছে বিপর্যয়, নগনগরীর ঘটেছে বিলুপ্তি বা সৃদ্ধি। আরা, আওবস্থাবাদ ও ফতেপুরসিক্তিতে আকও রয়েছে ব্যুর্ভি বিলুপ্তি নিদর্শন।

গুকালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী। লেডী ডাজারের ব্যামিন মতো রাজ্যার মহিমাও এখন আর আপন বীধ্যবস্তায় নয়, প্রকাশের বাণিজ্যাবিস্তাবে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অক্স দেশেও এখন বাণাকের মানদণ্ড পোহালে শর্কারী দেখা দেয় রাজ্যপশুরুপে—কখনও স্থনামে কগনও বা বেনামীতে। তাই এযুগের মহানগরীর Centre of Gravity থাকে ক্লাইভ খ্রীটে বা হর্ণবি রোডে। তাদের প্রকাশের মৃহ, চেন্নার অব ক্লাইভ খ্রীটে বা হর্ণবি রোডে। তাদের প্রকাশের মৃহ, চেন্নার অব ক্লাইভ খ্রীটে বা হর্ণবি রোডে। তাদের প্রকাশের মৃহ, চেন্নার অব ক্লিছেন্স কর, চেন্নার অব ক্লাম্পনি, লাজ্লীকে হাপিয়ে কঠে ক্লেপুর, পাটনাকে পিছনে ফ্লেল এগিয়ে যায় নার্টানেশ্র।

আধুনিক ভাবতবর্ধে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি থেখানে ষ্টক ক্লেমেগ্রব প্রভন্ন নেই। সেখানে বৈশ্য নেই! ব্রহ্মণণ্ড না। আছে শুধ্ অবিষয়। অবশ্য ভাদেবও আয়ুধের পাধিবর্তন ঘটেছে। মার্য পি ক্রিমের। অসঙ্গারী নয়, মস্টিনীবী। প্রাচীন ক্ষান্তিরেরা বুছে এটান করে হাত পাকিয়েছিলেন। ভার দৈর্য্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই কল্নানিক্! আধুনিক ক্ষান্তবিদ্যা ফাইল র্ঘটে যেঁটে হাত এবং চুল এটি পাকিয়ে দেন, ভারও নিক্ষেশ হলো Precedent। স্মতরাং নগ্য পিরে দেন, ভারও নিক্ষেশ হলো Precedent। স্মতরাং নগ্য পিরম ওথা, ঘটে, বাড়ী, ঘর সব কিছুবই পিছনে আছে কেবলই এই বিকম হওয়ার প্রয়াস। দোকান-পাট থেকে স্কল্ক করে রাস্তা, গোক, কোগ্যটির, মায় পথের পালে জামগাছের সারি পর্যন্ত সব কিছুত যেন থাকী কোন্ডা-পরা পন্টনের মতো সঙ্গীন উচিয়ে গটেন্শ্যানের ভঙ্গিতে বাড়ো লাডিয়ে আছে!

ন ছুন আস্তানায় ক্রিপদের সভা বসলো পাত্র-মিত্র নিয়ে। ১ৰফেটের অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, এবং কানাডাব সমাজভল্লী গ্রেহাম শ্রাঠ আছেন ভারে দপ্তরে।

কুপল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লগুনের এক বিতর্ক-মনার। ভারতবর্ষ সম্প্রকে তাঁর স্তথ্যক্তা আছে মধেষ্ট, উদার্য্য আছে কেনা জানিনে।

শীপদের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন, মৌলানা আজাদ শৈলক পণ্ডিত নেত্ৰু ও মিষ্টার জিল্পা। আজাদের সঙ্গে দোভাষী িনাৰে উপঞ্চিত ছেলেন আর এক জন কংগ্রেসী মুস্লমান, ব্যারিষ্টার শিল্পা আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মখান মুক্তপ্রদেশ, কর্মখান দিল্লী, খন্তবনাড়ী বাংলায়। তাঁর স্ত্রী অক্ষণা আসফ আলীর পৈত্রিক উপাধি ছিল গাস্পী, অতি নিকট আত্মায় সম্পর্ক আছে রবীক্সনাথের কলা মীরাদেবীর সঙ্গে।

পণ্ডিত ভওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের থাাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই মতো বছবিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিবদের মধ্যেও তাঁর তুল্য ইংরেজী রচনাকৃশলী বড় বেশী নেই, এ-বথা স্বীকার করেছেন বছ ইংরেজ। গান্ধীজিব ইংবেজী জওহবলালের নায় সাহিত্য-গুধান নম কিন্তু তার স্বচ্ছতাও অলপাবহীন মাধ্যা বহুপেতে বাইবেলের ভাষাকে স্মরণ কবিষে দেয়। মিইাব ভিন্না ছিলেন প্রাথিত্যশা ব্যবহারাজীব, ইংরেজীতে সওয়ালে তাঁব দম্যতা ত সাধারণ। ক্রীপদের সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ বংবছেন ত্রীপদের ভাষায় নয়, নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয়, নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয়, নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয়, নিজের ভাষায়। ইংরেজীতিনি জানেন বঙ্গে জন্মণতিত থেনাছ বছ বার। মৌলিকতা আছে কংগ্রেদের মুসালম সভাপতি মৌলানা আছাদের। তাঁব জয় হোক।

ইংরেজী আমাদের মাড়ভাষা নয়। কিন্তু ইংরেজী আমাদের শিথ্তে হয়। ভাতে স্বোভ নেই। হয়গো লাভই আছে। স্বাজাতিকভার আধুনিক ধাবলা, ইংরেজীগে যাকে বলে লাশস্তালইজ্বন, তার বেশীটা আমবা পেয়েছি ইংরেজী শিল্পান ফলে। বিস্তু এদেশে বিজ্ঞা, বৃদ্ধি এবং কথাকুশলভাব মাপানটিও দিটিয়েছে ইংরেজী বলাও লেখার কভিছে—এটা চাসারর। বলেজে প্রীক্ষার থাতায় হেছেলে ভালোই বেজী কথাও চাল্পান বাভার থেকে বিবাহযোগ্যাক কলাব উদ্বিধা জননী প্রান্ত সক্ষার ভাষার থেকে বিবাহর সাম্পান্ত সক্ষার ভাষার থাকে বাজা হে He speaks faultless English আমবা তথন আনম্বর্গ সক্ষার হট। এই মনোভাবের বিকাহ সক্ষারণ বাজার ভাষার আভাদের আচেতে : এক মনোভাবের বিকাহ সক্ষারণ হারে তোকে, থাইসম্বর্গ জন্জ দি ফিল্ম থই ভাল, যাল আমার যাল আমার লাক বাজার বলতে চাল বালে না প্রার্থ ভার ভাষার বলতে যাবো কেন গ্রাহার স্বার্থ যাবে কেন গ্রাহার নামার ভাষার বলতে যাবো কেন গ্রাহার স্বার্থ যাবে কেন গ্রাহার স্বার্থ যাবে বালে গ্রাহার বালে যাবার ক্ষেত্র যাবের কেন গ্রাহার স্বার্থ যাবের করেন স্বার্থ স্বার্থ যাবের কেন গ্রাহার স্বার্থ যাবের করেন প্রার্থ স্বার্থ যাবের করেন প্রার্থ স্বার্থ যাবের করেন প্রার্থ যাবের বিকাহ স্বার্থ যাবের স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ যাবের করেন প্রার্থ স্বার্থ যাবের করেন প্রার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ বিকাম বিকার স্বার্থ স্বান্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বার্থ স্বান্থ স্বান্থ স্বান্থ স্বার্থ স্বান্থ স্ব

গান্ধীজি ক্রীপদের কফ থেকে নিজ্ঞান্ত হলেন প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। তাঁকে বাবান্দার গিঁছে অসার এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্রীপস্। মুহূর্জমান্ত সাংবাদিকের। চত্র বৃত্তি বচনা করলেন তাঁকে ঘিরে। চোগে তাঁদের জিজ্ঞাসা, মুগে তাদের আগ্রহ, উত্তেজনা ও উন্ধিয়ের ছাপ। স্মিত্তাক্তে উদ্ধান্ত জনতাকে অভার্থনা করলেন তিনি। বিনাবাকের নিবস্ত করলেন বহু উচ্চত প্রশ্ন।

ক্রীপদের রসংশাধ আছে। বহস্তা কবে বললেন, গান্ধাভির হাসি দেখে সাংবাদিকেরা যেন ক্রীপ্স প্রস্তাবের গুণ বিচার না বরেন। ঘর থেকে বেবোবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পিনি গানীভিকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রবল হাস্তাধনি উলিত হলো এই কৌতুকালাপে।

কিন্তু কাশীর পাণ্ডা, বিয়ের ঘটক ও বামার দালালের চাইতেও নাছোড্বান্দা আছে জগতে। তার নাম বিশোটার। গান্ধানির আলোচনা সম্পর্কে জান্তে চাইলেন তারা। অঙ্গুলি নিম্দেশ কৌপসকে দেখিয়ে উঙর করলেন মহাত্মা, "ধকে ভিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছুই বলার নেই।"

"প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক্?" প্রশ্ন করলেন এক কাছু সাংবাদিক। "You naughty Boy" বলে প্রসন্ধ হাত্রে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোনবে উঠে যুক্তকরে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমগুলীকে। প্রস্থান কণ্যলন বিভলা ভবনোদ্দেশে।

ইনফবনেশন বিভাগের ব্যাম্প হয়েছে পাশের একটি কুদ্র ককে, সাংবাদিকদের স্থবিধার্থে। দেখানে হানা দিছি আমবা ইগলাফী বিপোটারের দল এডাং প্রাতে, তুপুরে, বিকালে ও সন্ধাায় অমিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রিপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন তাব বেশী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান বেকে।

ক্যাম্প-অফিসের কর্ত্তা জগদীশ নটবাজন ইণ্ডিয়ান সোঞ্চাল বিষশ্বাবেব প্রতিষ্ঠাতা বােষের বিখ্যাত সাংবাদিক কে, এস, নটবাজনেন পুত্র। পাইভিনীয়াবের সম্পাদকগ্রান্তী থেকে এসেছেন গভর্ণমেটে। ভারতের রাখনৈতিক ইতিহাদের তথা জানেন অনেক, ইংরেছী বলেন স্বস্কুন্দে, উচ্চারণে নেই মন্ত্রজনোচিত প্রমান-বিকৃতি। এক দিন নৈশ ভাগনের নিমন্ত্রণ ছিল কাঁর গৃহে।

নটবাজন-গৃহিণী মাল্রাঙী নন—গ্রাংলো ইন্থিয়ান য় তাঁর পিতৃকুল বব্ প্রিকাণের খ্যাতি আছে দেনিস থেলায়, মাতৃকুলের অতিপুরাতন মূল অবিভার কবা যায় বল্লদেশ। তাঁব মাতামহী ব্যানাজ্ঞী-কল্লা ছিলেন। সে হিসাবে বল্লাল সেনের স্বষ্ট কৌলীজে দাবী আছে।

ভাষ্কিক অনেক প্রগতিশীল বাহালী প্রিবাবেরও ভারতীয় রূপটি থ্ব স্পষ্ট নয়। গুডের কর্ছা হয়তো বিভাজান করেছেন বিদেশে। অঞ্জোডে ইপরেজী, গ্লানগোডে ইজিনীয়ারিং, এডিনবরায় ডাক্তারী বা নিম্বন্য ইনে ব গ্রিয়ারী প্রচ দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কম্মজীবনে, এখাজান করেছেন অজন্ম গাবে। জাঁদের বসনে হয়ট, অশনে স্থাপ্ এবং আসান কৌচ। কাঁদের গুলিবার পাটি দেয়, ক্লাবে যায়, বিজ বেলে পুরুষ বন্ধু-বাছারের সঙ্গে ভসম্বোচে। সে গুডে চাক্রেরা ব্য, মায়েরা মেমার এবং মেয়েরা মিসি বারা।

বিলাতে না গিয়ে ধারা সাহেব ভাষা আগও তুর্দ্ধি। কংগ্রেস থেকে লীগে গোগ দেওয়া ২সলমানের মতো, তিবোডকে করেন আটি-হিবোড। শ্লিপি পালামা না প্রে হমানো বা ছুবি-কাঁটা দিয়ে না খাওয়াকে ভাষা প্রায় মুগ্র গঙ্গায় স্পান বিস্কল্পন বা স্তীদাতের ভাষা রোম্ভধক বর্ষবভা জান করে থাকেন।

তথ্ত একথা মানতেই হবে যে, ইংবেছ অথবা এগাংলা ইণ্ডিয়ান বিয়ে কবে আমবা আমাদের সাংস্কৃতিক মূল থেকে যেমন উৎপাটিত হই এমন আব কিছুতেই নর। বাঙ্গালী গৃহিনীবা যতই চুল থাটো ক্যুক, গিমলেট গেলুক, বংকরা ঠোঠেন মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিক্টা উচ্চাব্রে 'হুল ইংরেছা বলুক, সংস্কার থাকে coty বা ম্যাক্রফাাইর ঘ্যা চামভার তলায়। বক্তে থাকে সিনুমা দিদিমাদের ক্ষ্ণা কিলাবের বেড কার্পানল, তাই মেরের বিয়ের দিন ঠিক করতে থোঁত পত্ত গুপ্তপ্রেম প্রিকার, স্থামীর অস্থ্যে লুকিয়ে মানত ক্রেন স্থলচনীব, ছেলের কল্যাণ কামনায় যন্ত্রীব দিনে থাকেন উপোদ। পুক্ষেণা হোটেলে যতই খান টেক বা ভিল, মা-বাবার আছে করেন শুক্রু পুরেছিত ডাকিয়ে যথানীতি।

সব চেয়ে ছঙাগা ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জনক-জননীর সন্তানেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচাত, মাতার সমাজ যারা বজিত। ভারা না ভারতবর্ষের, না ইংল্পের। কোন্ দেশের প্রতি তালের দেশাছাবোধ জাগবে, কোন্ জাভির প্রতি মমখ-বোধ ? ভারা বালার কাছ থেকে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছ থেকে পাবে নামের পদবী, কার কাছ থেকে পাবে মনোভাব ? ভারা সভ্যিকার বর্ণসন্ধর। ৼগুজ্মে নর, আরুতিতে ও প্রকৃতিতে।

লক্ষ্য কবৰাৰ বিষয়, 'ভারতীয়-য়ুবোপীয়ের বিধাহজাত সম্ভানেন। আজ পথাস্ত হয়নি কোন উ চুদবের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ঝ সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের দৌড বড় জোর বেলেৰ বড় সাহেব, নয়তে। টেলিগ্রাফেব ডিরেক্টার।

যুবাপের সমান্ত অনেকটা সার্বজনীন। ইংলও থেকে ইটার্লা পর্যান্ত মোটামটি তার একই কপ। ইংবেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেবিয়ানেব প্রায় একই বেশ, একই পবিবেশ, একই আচার-আচরণ। শম্ম যুবাপে লোক ব্রেক্টার্ড, লাঞ্চ, ডিনাব ও সাপাবে বঙ্গে ছড়ি ধরে, "ায় ছুবি কটায়। থিয়েটাবে যায় শনিবার রাত্তে, গিজ্ঞায় জান্ত পেতে ভজনা কবে ববিবাবে। ভাষাব বিভেদ ছাড়। যুবোপের এক প্রায় থেকে আর এক প্রায়ে মোটামটি একটা সামাজিক মিল আছে প্রায় সর্বত্ত।

লগুনে ইংবেজ স্থানীৰ অধীয়ান দ্ৰীকে দেগেছি অক আৰু পাঁচ জন ইংবেজ-গৃহিণাৰ মতো অনায়াসে সনাজে প্ৰাৰ্শন্তিত। স্থানী, পুত্ৰ, ককা নিয়ে তাৰ গৃহহৰ সঙ্গে অতা আৰু পাঁচটি ইংবেছ-প্ৰিংবেৰ নেই তথাং। ছেলে-মেন্ত্ৰো বেছে উঠছে ঠিক অতা আৰু পাঁচটি ডিব, পল বা হ্যাবিংটন পুত্ৰ-বকাৰ মতে!। অবশ্য সমস্তা যে একেবাকে নেই, তা নয়। যে সমস্তা প্ৰাত্যহিক জীবনে প্ৰভাক-গোচৰ নথ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্থানি স্ত্ৰীৰ মনে। যেমল লউসে টেষ্ট মাটেৰ সময় কোন প্ৰকেব গোলেক লাভ কামনা কৰাই ইংবেজ স্থানী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান গ্ৰীঃ মহাযুদ্ধে কাৰ জয়লাভে উইফুল হবে জাত্মেণ মিষ্টাৰ, কোন্ প্ৰকেব প্ৰাজ্যে মুহ্যমান হবেন তাঁৰ বাশিয়ান মিদেশ ই

তবৃও দ্ব ভবিষাতে কোন দিন ইউনাইটেড টেনস অব ইউরোপ যদি গছে ওঠে, যদি সভাব হয় এক কথা ভাষা, তবে কল্পনা করা কঠিন নয় যুবোপের বিভিন্ন বাষ্ট্রেব মধ্যে অধিকত্ব বৈবাহিক যোগাযোগ। তথন স্পোনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নবওরের তরুণী ঠিক যেমন এখন কবে স্কচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোল্লগরের ক'নেবে ঘবে নিয়ে আদে, ববিশালের বর।

ভারতীয় ও মুনোপীয় জীবনের মত্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একারবর্তী পবিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাধ কেবল ব্যক্তি ও তার স্ত্রী-পুত্রের মধ্যেই নিবন্ধ, নয়, বন্ধ আত্মীয় ' পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত এবং সম্পর্কের দ্বারা তাং প্রভাব ও ক্ষেত্র দ্ব প্রসারিত তাই পূর্ব্ধ ও পশ্চিমের বৈবাহিব যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন স্থবের হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্ত তা ধারা কোন কালে ঘটবে না ছই মহাদেশের সামাজিক মিলন। কিপ্লিটের ছ'-একটা কথা অক্ততঃ সত্য। মুরোপের স্ত্রীলোক মান্র' আমাদের পক্ষে পরস্ত্রী।

নটরান্সনের ভোজসভায় পরিচয় ঘটলো এক মারাঠী প্রান্সণের সঙ্গে। বয়স চল্লিশের ওপরে, মাধায় কালোর চাইতে শাদার ছোণ বেশী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত সলাট, উন্নত নাসা। সব চেরে জ্মান্চর্যা লাব চোগ হ'টি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুবেব আঁকা ভাবতীয়
চিত্রকলাব অঞ্জুনের মতো। তাতে অপরিসীম স্লান্তির ছাপ।
দৃষ্টিতে বৃদ্ধিব দীপ্তি আছে বটে, কিছ তাকে ছাপিয়ে আছে
আয়ানেব জলভাৱনত ঘন মেঘের মতো কালো গঞ্চীর ছায়া।
সচবাচব চোথে পড়ে না পুক্ষের এমন অসাধারণ চোথ।

কিন্তু নয়া দিল্লীর সোসাইটিতে চাক্ন দত্ত আধারকারেব খ্যাতি পান'ছ ঘটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ ভইস্কি পান কৰতে পাবেন অবলালাক্রমে। চোথেব পাতা বাঁপবে না একটুকু। মেটা খালত বকা নয়। আরও ছ'চার জন পাবেন ত।'। কিন্তু আধারকাবের কুলিঃ ভুধু পানীয়ের গ্রহণে নয়, উদ্ভাবনেও: সংখ্যাতীত মিকিং স্থানা আছে চারু দত্তের। কর্ফুল ভৈরীর বহু পদ্ধতি ভাব নগাগে। ডিনাবে পাটিতে নিমন্ত্রণকাবিণীরা আগে ভাগে প্রামণ করেন আগাবকা'বৰ সঙ্গে। মহানন্দে মন্ত্ৰণা দেন তিনি। "কে কে আসছে ? কত জন আসছে ? যদি তিন রাউণ্ডেই খায়েল করতে চাও, তবে প্রথমে দাও বাম অরেজ, তাব পরে জিন এও লাইম। তাব পরে ভইরি। মেয়েদের জন্ম মার্থানে শেনী দিতে পাব জিমোনেডেব সাস মিশিয়ে ৷ কি বললে ? রাম অবেও কেমন করে করবে জানো না ? তে'য়টে এ পিটি। আছা নিখিয়ে দিছি shaker এব মধ্যে মিকি ভাগ দাও ইটালীয়ান ভামুখ। ইটালীয়ান নেই ? আছা অভাবে ফ্রেক্স দাও। মিশাও সিকি ভাগ কমলালের্ব বস, আর্দ্ধেক ঢালো রাম। বেশী কলে বরফ, আব সামাশ্র একটু দার্গচনির রস। বাস। শাচ্চা কবে মিশিয়ে এবার ককটেল গ্লাসে পরিবেশন কর 🗗

নটবাজন-গৃহিণী বলকেন, "মিনি সাহেব (আমার মিনি সাহেব নামটা দেন সাহেবের অক্ষরমঙল থেকে বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বক্তনের সকৌতুক সংস্থাধনে ) বদি নতুন নতুন কক্টেল চাথতে চান শোম: আধারকারের বৃদ্ধি নেবেন।" আিত তাত্যে আধাবকার কলেন "গা, চাকরা থেকে বিনাহার কবে আমার বেসিপিগুলোর পেটেট নেবো ভাবছি। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে৷ If it's a drink consult Adherkar, বরে ব্যরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আলমারীতে থাক্বে আধারকার্স বৃক অব ভিন্নস্থা,"

কিন্তু আমার জল্প এ স্বের চেয়েও বড় বিশ্বয় অপেশা করছিল। জোভন-প্রের শেবে অভিথিদের সনির্কল্প অন্ধরোধে শেলালা বাজিরে শোলালেন আধারকার। দরবারী কানাড়া স্থর। গং নয়, শুধু আলাপ। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপ্র দক্ষভায়। বাজনা শেবে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "বলতে পারে; কী স্থর বাঞালেম, মিনি সাহেব !" বিশ্বয়ে হতবাক্ হয়ে রইলেম থানিকক্ষণ, উত্তর দেওরায় কথাই মনে রইল না। প্রিছার বালো।

ঁকী একেবারে থ' হয়ে রইলে বে।' এ 'বের বাংলার।
সে প্রয়ের জবাব না দিয়ে বললাম, "আপনি আশ্চর্ব্য। এমন
া'লা শিথলেন কেমন করে?"

্ৰ কি একটা প্ৰশ্ন ? তুমি এমন ইংরেজী শিখেছ কেমন কৰে ? ভুমামি শিখেচি পেটের দারে।"

<sup>"আমি শিথেছি প্রাণের দারে।</sup> না, না, জার প্রশ্ন নয়, curiosity is a femenine vice"

বিদায় নেওধার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দ্ধন করে বললেন, মিনি সাহেব, 'ড়মি' বলছি বলে চটোনি তো মনে মনে ? তুমি ভো বছদে অনেক ছোটিই হবে। আমি থাকি রবার্টদ রোডে, ২২ নথব। এদ এক দিন সন্ধাবেলা, বা'লা বলবো, বেহালা শোনাবো, আর দেব জিন শ্লিপার। জিন শ্লিপার জানো তো? জানো না? এক পেগ জিন, কোয়াটার বাম ও চামচ লাইমভুস, বাকীটা সুইট। এক টাখলার-ফুল। মাডেলার। সুংগ চোগে এমন ভাব প্রকাশ করলেন থেন ওখনই আস্থাননই কবছেন থেই অপুর্বাপানীয়।

ভাগাবকাৰের বা ট্রান্ড এক দিন গোলাম । জিন শ্লিপারের লোভে ন্য, লোকটির আশ্চয়া আকর্ষণে। এক দিন গোলাম, ছ'দিন গোলাম। তার পর প্রভাঙ, কখনও বা সকালে এবং বিকালে। অনেক দিন বেক্টার্ড থেকে সক করে ডিনার প্রয়ন্ত সবই সমাধা হলো তার ওখানে। অল সময়ে আন্তরিক্তা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে আধারকার পুক্র না হলে নিন্দুকের কুফা, রটনায় কলন্ধিত হতে পারতো আমার নাম। তার বিবাহযোগ্যা কন্তা থাবলে মহাদিশ্লীর গৃতিশীরা সন্তর্বপর বর্বনা করে মুখ্যোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অল্য মধ্যাতে।

কিন্তু কলা দূৰে থাক, কলার জননীর চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না অকুতনার থাবাবকাবের গৃতে। গোটা ভিন-চার চাকর, বেয়ারা, থানদামা নিয়ে আবোবকাবের হোম গভর্গমেন্ট। ভার একমাত্র রেভিনিড ডিপাটমেন্টের ভার তার নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেভিসলেটিভ, ভূডিশিয়ারী পর্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। বাঁটি প্রভাত্তা মুক্তাত্তা মুক্তাত্তা মুক্তাত্তা মুক্তাত্তা বললেও ক্ষতি নেই, ভূভাদের প্রক্ষা।

ত্রক চলে, আলোচনা হয়। বাজনীতি, ধন্ম, ওয়ার ট্রাটেব্রী, মায় সিনেমা টাব প্ৰান্ত কোন বিষয়ই বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে কাব্যালোচনা হয়। ববি ঠাকুবেৰ বহু কাবতা ও কবিতাংশ আধারকারের কংছ। গ্রহীব কংগ আব্রাত কবেন "মন দেয়া **নেয়া অনেক করেছি** মবেছি হাজার মবলে, নুপুৰেৰ মুছে বেজেছি চরণে চরণে ।" **জামার** দিকে ভাকিয়ে প্রশ্ন কবেন 'বল, বোখায় আছে?' বলতে পারলে বলেন, সাবাৰ।" Now you have earned a drink. নাও একটা ছাই মাটিলে। খালিবটা ্রাইাজন, একটু লাইম ও একটু সিনামন, সংগ্রন্ডিড্। এই বয়, সাধকোবান্তে—"। কোন দিন বলেন, "আজ প্ৰীম্মা। বল কোথায় আছে—"আমারে বে ডাক দেৰে তাৰে বাৰখাৰ এ ভাৰনে ফিৰেছি ভাকিয়া। সে **নারী বিচিত্ত** বেশে, মৃত্ ডে.স, খুলিয়াছে ধার থাকিয়া থাকিয়া" পারলে না ? আছে: আর পাঁচ মিনট সময় দিলুম। তবু পারলে না, হা: হা: বাদালী হয়ে বাংলা কবিতার বাজীতে অবাদালীর কাছে হারলে। लाटक छनल वकरत कि हि। आहा आश माथा माक करत नाउ। বয়, লাও একটু জিন টার্ণার। চার আউন্স গড়নের জিন, এক এক চামচে চিনি, বরফ, ভার ওপবে একটু পাভিলেবুর চাকতি। ডিল্লিসসূ।

এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, "মিান সাহেব, প্রেমে পড়েছ কথনও ?" "না ।"

"বল কিহে ইয়া ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, এক**ণা** বিশ্বাস করবে কে ?

"বিশাস করা উচিত। There are more things in heaven and earth"

"কিন্তু There are more girls in Picadelly and Liester Square জড়ো বট।"

## একটি কবিতা

জ্যোতিরিক্ত মৈত্র

গ্রন্থ-বিলান প্রাণের পথে চলাফেরা,
আকাশের সাথে মিতালী করার দিন গেলো।
ভোট ষ্টেশনের গ্যাভিহীন দিনখাত্তা তো
ক্ষীণভোৱা নদ্দি—হে জীবন লগু পাখা মেলো!
মোর দিকে আসা মেঠো পথ দিয়ে আসে কারা স্
আগন্তকের বন্য দীপ্তি নেই চোবে!
ওরা বুঝি সব সমারোহ থেকে ব্রিণ্ড—
করুণ ক্লান্তি তবু কুম্ব্যিত মরলোকে।
আমাকে ভাড়িয়ে সে পথ মিশেছে দিগন্তে—
বাব, নদা পায় দুরগামী পালে সান্তন্য।
এনেকের লাগি একাকী এ মন স্পান্তিত—
স্বাগরের পানে ছোটো গেয়ো নদী উন্ধন্য।

মন মধ্কর, কুষ্ণে নহে তে। গুঞ্জিত—
হিংম্র-নথর ধ্বংস হয়েছে পুঞ্জিত—
লোকাস্তরিত নিজ্জন পথ গুলা নাকা—
উষা ও সন্ধান বাবে পুরাতন হয়াকে।
শুনি দুর থেকে মেথের প্রাসাদ ও গর্জিত—
সহম হাত, শত বিক্রমে ভ্র্জিত,—
বাহালো দিনের সিংহলারের ভূষ্যকে।

### [ পূর্বর পৃষ্ঠার পর ]

"প্রেমে পড়লে চেহাবাটা বড় বোকা বোকা দেখায়, সিনেনায় দেখেছি। সে ভার এগোড়ে সাহস করিনি।"

উচ্চ হাত্যে কেটে প্রচলন আধারকার ''এক্সেলেট, বোকা বোকা দেখার, হাং, হাং হাং, most original। চমৎকার বলেছ। Just imagine—প্রেমে না পড়ার কারণ—বার্গাড় শ'এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না। 'হুমি একটি জিনিরপু। না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পাবলে মান থাকে না। 'Try রাম ক্রইয়ট। চার চামচ রাম, এক চামচ লাইম, এক রন্তি চিনি, আধ পেয়ালা ব্ল্যাক ক্ষিত্র সঙ্গে মিশিরে।

দিনের পর দিন বাড়ে বিময়, ক্রমশ: আরুষ্ট হই এই মারাঠা ব্রাহ্মণের প্রতি।

আশ্চর্ব্য এই আবাবকারের জীবন! কাবো, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অন্তবাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা। আর করেন প্রচূর, ব্যয় করেন প্রচূরতর। বেশীর ভাগই মদ ধাওরা এবং খাওয়ানোয়! অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কথনও। দস্ত কৰে বলেন, "মিনি সাহেব, ভোমাদেব শরং চাটুৰ লিখেছেন, বে মদ পায় সে কোন দিন না কোন দিন মাতাল চয়েছে নিশ্চয়। যে অস্থীকার কবে সে হয় মিছে কথা বলে, নয়ুছে। মঞ্চব বদলে জল পায়। শরং চাটুয়ো দেখেননি চারু দন্ত আধারকারনে । দেখলে বই থেকে এ লাইন ছটি ভূলে দিছেন।

ন্ত্রী নেই আধানকারের দে-কথা সরাই জানে। কিন্তু আছু সিবজন ? কারও জানা নেই কোন তথ্য। আদেরে অভ্যথনটি প্রাণখোলা অট্টহাস্থে সরগবম রাখেন মজলিশ, মুখরিত করেন নিম্প্রাণ্ডের প্রাভ্যহিক বন্ধু-সমাগম। তবু চোখের দিকে তাকালে মন্ত্র, 'এই বাছ।' কী এক গভীর হুংখের ভার পূঞ্জীভূত হয়ে আছে এ ভাবানত নয়নের অন্তরালে, নিংসক জীবনের পশ্চাতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিলে আরুত্তি করেন আধারকার, "আমারে পাছে সহজে বোঝ ভাইতে এত লীলার ছল। বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখে জল।"

# জন্মতে একটি দিন

(क्राम्महन्त्र कन

ক্ষোপলকে শিয়ালনোটে কিছু কাল যাপন কৰিয়াছিলান।
এই স্থান হইতেই কাশ্মীৰ-জগুৰাজ্যৰ ব্যক্ষোচাকা পদ্দতনালা
মুখৰ পঢ়ে। শৈশবেৰ দিনগুলি আনাৰ পাহাছেৰ ৰোজেই অতিবাহিত হংগ্ৰাছে, তাই পাহাছেৰ নায়া আনি কাটাতে পাবি না। অথচ জন্ম ভাৰৰে অনেক দিন যাওৱা হল নাই। তাই বন্ধ বৰিবাৰ আনি ছই তানগুলী সহু জন্মু যাওৱা স্থিব কৰিয়া দেখিলান।

নিয়াহকেনি ইউটেউ জম্মু বাইবার একনার গাড়ী সকাল ৭টায়।
কলা ছিল, জানাৰ সংগ্রীদিগকে জানি পথে এলিয়া লইব। শেষ
কাছিল ছন ভালিয়া শিষাছিল কিন্ধ এই একলেৰ গুৰুত্ব শীতে
বিছানাৰ নায়া ভাগো কৰা এক সন্সন্ত ইয়া দীড়াইল। শেষ প্ৰত্থ উচিয়া গালে যাব গ্ৰুষ্ণ গ্ৰুষ্ণ স্থানাক চাপাইয়া জানুবান সাজা গৌল।
বাজাৰ যাবৰ শ্ৰুষ্ণ গ্ৰুষ্ণ প্ৰিচান তথ্নও বেশ অধকাৰ। সকীবা
প্ৰস্থান্থীয়াই ছিলেন—কাজাদিগকে সঙ্গে কৰিয়া ইলান।

শিয়ালবোটি ইউটে কথুব দূর্ম তিশ মাইলেব বেশী ইউটা না। লাংগানৰ এই প্রেটাল প্রাচুধ শক্ত উইপাদন হয়। বেরওয়ে এটোনোব ছটা প্রেশ্ব ক্ষেত্রছলি দশ্ম কবিলে বা লাব খুলি মান জাগবিত হয়। প্রেরা ফ্টা লেডাকেব মাধাই জন্মুদ্দরে পৌছিয়া গোলাম।

জ্ঞু কাশাব-বাহ্যের শীতকালের ব্যহ্মানা। বাধান, উভান, বিভান, বাধিকা ব্যংমনোজ পাস্ত্র-শোভাব জ্ঞা এই স্থানটি (চর



বানিহালেব জলপ্রপাত

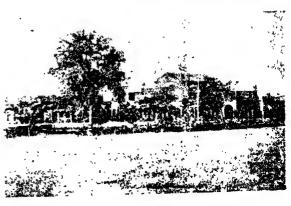
প্রানিদ । সহবটি বেশ ক্ষমর এবং পরিকাব পবিজ্ঞা। আমবা টেশন করেড লটিয়া সহরে চলিলাম। সহরের পাশ দিয়াই একটি পার্কতা নলা প্রবাহিতা। তাহার উপর একটি ক্ষমর সেই নিমাণ করা হটলছে। আমবা স্থানীয় কলেজেব সহকাবী অধ্যক্ষ শীযুত বীবেক্রকুমার বন্ধ মহাশ্যের গৃহে স্মাতিথা গ্রহণ কবিলাম। তথায় চা পান করিয়া আবার রাস্তায় বাহির হওয়া গোল। গৃহক্রী বলিয়া দিলেন, ১টার

মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভৌজনের জন্ম ফিরিতে হইবে। কাজেই এই সময়টা স্থানীয় রাজারে ঘুরাঘুরি করা গেল। বাজারটি বেশ সমূদ্ধ। বাজারে শাকসজ্জী এবং বিলাসের সামগ্রী প্রচুব মেলে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দেখিতে বেশ স্থান্দর—তবে পাঞ্জারীদেব আয় তাহাদের চেহারা পৌক্ষম-বাঞ্চক নহে, কিছুটা মেয়েলী, আমাদেব ভাল ছেলের মত। ধুতি বা শাড়ী খুব কম লোকেই প্রে। মেয়েরা সালোমার



सञ्जाहार राष्ट्र

এবং এক প্রকারের দিলা কামিল পার এবং একটি বভিন্ লোপাটা বফোনেশের উপর কুরাইলা লো। এই পোধাকে মেরেদের বেশ সপ্রতিভ মনে হয়। দোলারের প্রকার বালাগ্রীর মন্দির। এত বড় মন্দির ও প্রকার আন নারা। গোমে প্রায় সকল দেবতারই পূজা হয়। বারণত বাল প্রচন নারা। মন্দির কইতে বালায় ফিরিয়া আফিনাম। অন্যায় দেখা গোন, সালা আলোজন ফথাই। মধ্যাহল ভোক্তনের বার আলোর বালির কইয়া প্রকার্জন ফথাই। মধ্যাহল করা গোল। প্রথমে আলোর জম্মু বলাজটি দেখিতে গোলাম। কলেজটির নামানা প্রিকা অব তমেলস্ কলেজা, বি-এ পর্যান্ত প্রভাবের হয়। কনেত্রর সংক্রমণ বুহুহ চাত্রাবাস। সেই স্থান ইইতে আমরা



'প্রিন্ধ অব ওয়েলগু' কলেজ

## মাধ্যমিক

### অমিতাভ ঘোষ

অর্কুদ বুদ্বুদ ফেটে যায়
নিরবধি তরপিত কালের জোয়ারে
স্থান-কাল-পাত্রাধীন উচ্ছালের সমুদ্র-দোলায়।
বিধাতা ক্রন্দন করে: কোথায়, কোথায় ?
— মৃত্যুক্ত্রয়ী চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ ?

মৌন মৃক কাভারে কাতার কোপা যায় উচ্চুন্তল প্রত্যক-বিনাশ প্রান্তির আলেয়ালোকে ঝলোমলো অর্কুন বুদ্বুদ বিষয় মৃত্যুর সমারোহে ? বিদ্নের পর্বাভ্যালা ক্ষণি স্বর্গদার সদজ্ভে উন্নতশির, সামুদ্রিক ব্যবধানে উর্দ্ধ অধঃ সংশয়-পীড়িত, শেতৃহীন বিপুল বিভার!

ভারি মাথে নিরালম্ম নিরাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কুর দল স্থিমিত চৈত্তন্ত শিখা অর্ক্যুদ বুদ্বুদ ছনিংশীক্ষ্য অঞ্চলারে ক্ষেটে ফেটে যায় নিরাকার নিরুপাধি কালের জোয়ারে।

দিব্যদৃষ্টি দাও বিরোচন ! দাও ঋজু মেরুদণ্ড, বুদ্বুদের দীপ্ত অবন্ধব ব্রান্তির আলোয়ামূক্ত অক্যুদ আত্মায় সঙ্গবদ্ধ দাও সুস্থ মন।

### পূৰ্ম-প্ৰকাশিতের পর ]



\*

অম্ব মৃত্ত

গেলাম রাজপ্রাসাদ দেখিবার জন্ত। এই প্রাসাদের নাম 'অমর মহল'। প্রাসাদ্টি নির্মাণ-কৌশলে এবং স্থাপত্য-গৌরবে অপূর্ব। প্রাস'দেব অনভিদ্রেই দরবার-গৃহ। কান্মীর-রাজ্যে জনসাধারণে প্রভিনিধি ইউতে ওই জন মন্ত্রী নিযুক্ত ইইয়া থাকেন এবং স্বকারী বাজেটও প্রভিনিধিদিগেব আলোচনা কবাব অধিকাব আছে গুনিলাম

বাস্তায় আমার এক বন্ধুব সহিত দেখা হইয়া গেল—নাম কাান্টেন টোপবা, আমাদেব পণ্টনেই কাজ করেন। বাড়ী জম্মু—ভদ্রলোক বিদ্ধার ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছেন। তাঁহাদের গাড়ীটি পাংল্যার বানিহাল রাস্তার বিখ্যাত জলপ্রপাতটি দেখাব হুযোগ হইয়া গেশে। প্রকৃতির অপুর্বন পবিবেশের মধ্যে এই জলপ্রপাতটি অবস্থিত। এখানে আসিলে সম্পারের শত হংখ-ব্যথা ভূলিয়া বাইতে হয়—মন্ত্র প্রথানে পৃথিবীব শত কোলাহলের বাহিবে নীড় বাঁদিয়া জীবনের শেবের দিনগুলি কাটাইয়া দিই। কখন সন্ধ্যা হুইয়াছে টেন্ড পাই নাই। অদ্বে বরফে-টাকা পাহাড়ের গায়ে রছের অপুর্বন থেলা চলিতেছিল—প্রকৃতির অপ্র্যাপ্ত সম্পদ্ আর কখনও এমন নিবিত্তাবে চোবে পড়ে নাই।

কিছ সময় আমাদের বাঁধা, কবিছ করাব অবসব অভ্যন্ত অর । ক্ষত্তবাং বাজীর পৰ ধরিতে বাধ্য হইলাম।

## ওর দোষ কি?

আমিজুর রহমান

করে এল নতুন বট নিয়ে এমন মালামাতি বাবাব কালেও দেখিনি। বাপ, দাদা, বাড়ীব পাঁচটা গুৰুজনের সামনে অমন ধাবা—ছিছি, লোকভেও দেখি হয়। আবাব ছু ছয়-নাভায় আপিস কামটো বই গদি এবটু শাভ্টীৰ কাছে বদেছে কি অমনি বাবুৰ মাথা ধৰল, কীন পিৰ নালা মাথা টিপে দাও, কেন বে বাবু, এত বাল কে ভাব মাথা শিলা । বিয়েৰ পৰ বই সিহোছে বাপেৰ বাড়ী, লোৱা আমাৰ বৈব গি বলালই চলে। ছ'দিনেই ভাব চেলাবা কোছো বাছেৰ মাত ভাৱ গোছ মানুষৰ বই নালেও এমন ধাবা হয় না। নাওয়া-খাওয়া ত ভুলেই গোছ বাদে কোৱা ভোগে নোগ বাদা গাছে। ভিন্ন দিনেই একখানা আক্ত

ভাব পৰ টুপ্ কৰে এক দিন ডুব মাবলো। ব্যাপাৰ কি? গিছিৰ কাছে খোঁল নিয়ে কানলুম লাহা গ্ৰেছন ছক্ৰবাড়, চিঠি এমছে না কি বৌদৰ কৰ। তা বাপু আমি ত বছ লাই বছেছি, আমাকে জানালেই পাৰ্যাণ্য্য। লোক বউছেৰ কৰ তা তুই তিন-ভাছাভাভি গিছে কি কৰ্মণ গিছি ভোৱাই হয়ে বজেন—যেন দিন দান হাবা হছে, আ ব্যামো কি ভাজাৰ-বজিতে লালো কবছে পাৰে গ এই সেনেছে! এ লাইছে কি বক্ম ব্যামো নে বাবা! চুলোয় যাকগো। কলেবাজেৰ ছাওয়াই বেছাড়া। বউটোই বাকি বক্ম বেহায়াগা। অবেৰ ছুতো কাল ছেকে পাৰ্যায়। ঘটনাই বাকি বক্ম বেহায়াগা। অবেৰ ছুতো কাল ছেকে পাৰ্যায়। ঘটনাই বাকি বক্ম বেহায়াগা। অবেৰ ছুতো কাল ছেকে পাৰ্যায়। ঘটনাই বাকি বক্ম বেহায়াগা। অবেৰ ছুতো কাল ছেকে পাৰ্যায়। ঘটনাই আমাক হিছেই সাজ কৰে এনাছেন। ছিছি, এবা আমায় বিহেৰ উপৰ ঘোষা দ্বিয়ে লিলে। আমাৰও ত এক দিন বিয়ে হুয়েছিল আৰু প্ৰবীক্ষাৰ সময় দিন মান গিছিকে বাপেৰ বাড়ী বেথা দিনা লেখাপড়া কৰে পাশ ক্ৰান্য। ভোষা ভাপাৰি গ শ্ৰেফ পাগ্ৰাহ হয়ে যাবি!

ভেটি ভাষেওই বা দোষ দিই কেন ? দেবাৰ আমাৰ বৃদ্ধা শান্ত ।

সৈৰকং কোলকাভায় এনে আমাৰ বাদায় উঠালন। শিয়ালাল ষ্টেশনে

ইফি আনতে গোলুম। টেপ থেকে আমাৰ শান্ত ই বগন নামলোল

কৰা আমাৰ চক্ষু চড়বগাছে উঠাছে। তিনি ত ধৰতে গোলে একাই

শেচন কিন্তু সংক্ষ এনছেন প্ৰায় এক ওয়াগন মোট ঘাট। ভিডের

সংগ ভিনিগপত্র গাণীনয় ছড়িয়ে লগুভুগু কয়ে বয়েছে। মালেব মধ্যে

শৈচনা-পত্র, পানেব বাটা, লোটা, জলের কুঁকো ইভ্যাদি ছাড়া গোলা

শৈচন কিন্তু কাটাল, ত্বিমুছ্ত ভিনেব আমা, ডাব, নাবকোল,

শ্বিৰ উটা, ওলের ভাটা, নটেশাক ইস্তক কাঁটার কাঠি প্র্যান্ত সম্বে

কান্ত এন চেন। কোলকাভায় না কি এসব জিনিব প্রয়া দিয়ে কিনতে

বেলা ভাছাও ভাবে মেয়ের হয়ত দেশেব জিনিব সব সময় খাওয়া হয়ে

কান্ত আনা

কিন্ত তিনি ত বোনেন না বে, এদিকে ভুলি-ভাড়ায় বে বিনি যু যাছে। বেথানে থালি হাতে এলে চার প্রসায় ট্রামে কি

নিন্ত ভাজনায় বিক্লা করে বাসায় আসতে পারত্ম দে বায়গার

ইটাকা কলিভাড়া আর ছুটাকা দিয়ে এক ঘোডাৰ গাড়ী ভাড়া করে

বাসার এলুৰ। তার পর বাসার পা দিয়েই প্রথম ফরমাস দাঁও ত বাবা একটা পোষ্টকার্টে হ'টো লাইন লিখে যে 'আমি ভালোর ভালোর ভালোর পৌছে গেছি,' নইলে বৃদ্ধা ওদিকে দেনেই সারা হবেখন।" কি সর্বনাশ! বাডীর বাইরে পা দিতে না দিতেই ভাবনা শুরু।

কথা ছিল, শান্তভী ঠাককণ মাদ্যপ্নক ভামাদের বাসার থাকবেন। প্রথম ত্র'-এক স্পাত বেশ কালে: ইভিমধ্যে খণ্ডর মহাশয়ের কাছ থেকে ভিনথানা পত ভাস গ্রেছ, যতুদুর ওনেছি তাতে খবরের মধ্যে 'ভোমলা গাই' তিমপো ববে ত্থ দিছে, কালো গাইটার ক্রুরে ঘা ভয়েছে, পাঁচগানা বাঁটাল চুরি গেছে, কলার वाँ मिश्राला शिल कार्छ जाल मार्वे विकित्त्व है लामि केलामि। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলম, আমার শাশুদুী যেন একট উস্থ্য ব্রছেন, বাড়ীর জন্ম মন বাস্ত ভারে প্রছেছে ৷ খন্তব মহাশারের কাছ থেকে চিটি আসতে দেবী হলে সম্বোক্ত মেখেব পালে এসে গাঁড়িছে আপন মনেই বলেন 'তাই ত অনেক দিন খবৰ পাছি না, বাড়ীয়া সব কেমন থাকল কে ভানে ?' ভবুখনস্থ ভোবে মেয়ে ভিজাসা করে কাৰ কথা বলচ মাণ দাদাৰ কথা। ভূবে—বৌদি, রাণী, কেলা। 🗣 ভাই বল, বাবাৰ জন্মন কেমন কৰছে ?" সকেই মূপে আঁচল দিৰে থিল থিল করে ছেদে ওঠে। মা এবট অপ্রক্ষত হরে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলেন, "ওবে চপ কব মুখপুড়ি, ভামাই শুনতে পেলে 🗣 ৰলবে 📍 ষ্থাসমূহে সংবাদ ভামাতের বাণে পৌছায়। কিন্তু ভামাই বেচাৰা কি কৰৰে ৷ গিছিকে বলি ভোমাৰ মাহেৰ এথন যাওৱা-টাওয়া হবে না। এসেছেন ফুল তুখন জুলিশ দিন থেকে গেলে স্ট্রী বুদাতকে বাবে লা : গানিব আবার পেটে কোন কথা থাকে না, মায়ের ধরর আমাকে ভানাবে আবার আমাকে যে জানিচেছে সেটা গিয়েও মাকে বলাব। ফলে শাশ্ডী ঠাককণ তাঁৰ হাবলা মেরের মুগুপাত করে চপ্-চাপ হয়ে গোলেন, কেন না, লক্ষায় তিনি **হাজার** ইচ্ছাস্ত্রেও বাড়ী যাবাব লাড়া দিছে পাবছেন না ওদিকে খাড়ব मशामास्त्रवंद हेनक नरप्रका हिटी इस्ली, मध्यारव मव व्यामा**हारना** হয়ে পড়েছে, খাওয়াদাওয়াৰ নান'ন অফুৰিগা, ভাচাতাড়ি চলে আসা প্রয়োজন। গিলি ফল বগান অ'মাব কাছে পাড়ালন, আমি বললুম কিন রাণী, বেলা আছে, ভা চাচা বৌদিই ত সংসাবের স্ব কিছু দেখা-শুনা কবেন, শুনতে পাই লোমাধ মাকে কুনোটি প্ৰায় আজিকাল নাড়তে হয় না, তাৰে আৰু কিলেব জন্ম সংসাৰ আচল হয়ে প্ৰেড্ড ? তোমার মা বাড়ীতে থাকলেই বা বি আব না থাকলেই বা কি ? গিছি কিছু দেবে কুল কবতে পাবল না, ভার মাকে গিয়ে আমার অভিমত জানাল। অগ্রভা শাল্ডটী ঠাবকণ আবার চুপ কৰে গেলেন। কিছ ছ'দিন পৰে আবাৰ প্ৰত এলো "আমি বুড় মানুষ একা পড়ে আছি. বেঁচে থাকলুম কি মলুম সেটা একবার খোঁজ নিলে না, তুমি ত দিবাি জামানের বাড়ীতে ফুক্তি কবছ বাড়ী ফেববাব নাম নেই। বেশ থাক ভূমি মনেত সূতে, আমি চল্লুম বে দিকে ত'চোথ যায়।" শাশুড়ী ঠাককণ •বার গোলান্ডজি **আমাকে** এমে ধরলেন "এবার আমাকে বাড়ী পাঠাশব ব্যবস্থা কব বাবা! ক'দিন থেকে ওঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, আমাব থেন না গেলেই নয়।" আবার মিথো অস্থাের দােচাই। না: ব্দ-ব্দীট ব্দি ছ'দিন কাছ-ছাড়া হয়ে থাকতে না পারে তাহলে ছোট ভাইটা এমন কি দোৰ करवाक १

## গল্প-সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীসত্যভূষণ দেন

### প্রাচীন যুগ

স্থিবিশ হিদাবে নাডক উপক্সাসও পল্ল, পুরাণ ইনিহাসও পল্ল এবং অনেক কাব্যেব মন্যেও পাওয়া যায় গল্ল। পল্লের এই সাধাবণ তথা হটাত জন্মলাভ কবিয়াও যে শিল্পকেপ বন্দান ভগতে এবং আধুনিক যুগে ভোট গল্ল নামে এক সংস্থা বিশিপ্ততা অজ্ঞান করিয়াছে, বন্দান প্রসাক্ষ গল্প বলিয়েও ছোট গল্পই আলোচ্য বিষয়।

এই গলের ইতিহাসও গলের নতই ওবর ও ক্রচিকর এবং বছরব অতীত প্রাপ্ত প্রসাধিত; হয়ত আগ কোন্ড প্রকাণ শিলেব এমন স্থার এবং এমন দীলকালস্যাপী ইভিহাস নাই। গল্প মানুষের জীবনের স্থিত ওত্তপ্রাত ভাবে জড়িত: মান্ত-জীবনের বিকাশে এবং প্রকাশে উপাদান হিমাবে গল্পের মুখ্য সামান্ত নম ৷ অণি প্রাচীন কাল ইইটেই গল্প ধশ্মপ্রচাবের ও প্রশোষ্ট্রালানের বাহনবাপে বাস্ফার হইছা আসিতেছে; আমাদের দেশের এবং স্বল দেশের পুরাণ, ইভিয়াস, সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য বহন কবিতেছে। আনাদের দেশের জাতুকের পুৰাণেৰ গুল, বাহায়ণ মহালাব্যভ্ৰ গল, প্রাক্তর হিতোপদেশন গল্প, মিশ্বের প্রান্তীন যুগের গল্প, বাহারেলের গল্প, **ঈশপ্স ফেবলস্থর গল্প প্রভিত্তির উল্লেখ করা ঘাটাতে পাবে। আবার** শেলপীয়াবেৰ আয় অস্মাত কুটা নাটাকাৰত বহু বাল-এচলিত গল হইতেই ভাহায় অক্তপ্রেবণ এবং উপ্করণ লাভ কবিয়াছেন। যুগে যুগে গল্পেৰ বা≅ৰপেৰ প্ৰিবৰ্তন হটাত্তে স্ত্য কিও শিল্প হিসাবে ইহার অভিত্র কথনও দিলুপ ভটদান নয় , কাবণ, জীবনের মত্রই ইহারও আছে একটা সজাৰ প্রবাহ ।

গল্পের ইনিকাসের মত্ত ইংলো সন্ধান পাইছে কটালে আমানিশকে হয়ত যাইছে হয় কালপ্ৰবাহেৰ দেই প্ৰাচীন গভীতে এখন কতব গুলি ৰানৱেৰ মত আকৃতি অমুত জাগী ছাখাদেব বহু আগ্ৰয় হইতে শহিব হইয়া আদিহা কত্ৰটা প্ৰাষ্ট ইচাৰিত দাধায় লাবেৰ আদান-প্রদান কবিতে আবস্থ কবিল। অবশা সেই সময়ের কোনও নিদর্শন পাইবাব উপায় নাই। কিন্তু দ্ফিণ্ডাফিকার ত্রিবাসী যায়াবর বুশম্যানদের নিক্ট হুইছে এবং অঠেলিয়ার উষ্ব দেশের অধিবাদী কুণ্ডকায় লোকদেব নিকট হুটতে যে সকল গল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, ভাষাতে গলগল্পের প্রাথমিক আবাবের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল যুগে এই পল্লের মুলা কড সামাভা ছিল না। প্রাচীন যুগেণ সেই সকল গল্ল-কাহিনীর অসামান্য মূল্যের কথা শুনিলে আধুনিক মান্ব হয়ত বিশায় ভাষ্ট্রন করিবেন। কিছা পারণ রাখিতে ভটনে যে, সেই প্রোথমিক বর্মার মূলে যে সকল মানুষ বাস করিত জগতের সভিত তাহাদের প্রিচয় ছিল অভাস্ত অম্পষ্ট—যেন একটা চিব-পরিবর্ত্নশীল কল্পড়াং নাচাব উপন কোনও কিছুব জ্ঞুট স্থায়ী নির্ভর করা চলে না: সেই জন্ম এই জগতে ভাহারা যেন ভয়ে ভয়ে বাস কবিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জাতীয় বহস্তের আগার কতকগুলি গল ছিল; এই গলগুলি কভকগুলি স্বচত্ত্ব বুদ্ধ লোকের আয়তে থাকিত। এই সকল গল্পের কার্য্যকরী ক্ষমতা ছিল অসামার্য। ইতাদের মধ্যে থাকিত যাছবিকার সন্ধান, যাহাব ধারা মাত্রুষ বর্ধার মেঘকে

আহবান করিয়া আনিতে পাবিত, বনের পশু এবং আকাশের পানীবেশ করতে পাবিত এবং এইরপে সকলকে নিজ আয়তে আনিয়া সম্মূজগতের উপর প্রভুত্ব কবিতে পাবিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাস কবিও সতরাং আশ্চর্যা হইবার কারণ নাই যে, সকল গল্পের সন্ধান পাইবা জ্বা সেই মুগের এক জন যায়াবব শিকারী তাহার নিজের এক প্রিবাবের পাজসংগ্রহের প্রধান সহায়ক ভাহার সর্বাবেশকা প্রেশিকাবের অস্তুটি পর্যন্ত দান কবিতে পাবিত। আবার কত্তবং কথা কাহিনী ছিল যাহার প্রভাবে মামুষ ভাহার দেবদেরী, ভূতাহা প্রবাধে প্রতীক সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান লাভ কবিত এবং এ জ্ঞানের উপর ভিত্তি কবিয়া সে সকলের উপর আধিপতা কবিতে পাবিত। ফলে উম্ব শিকাবেশ করিয়াই ইউক বা যাত্মন্ত বিস্তাধিবাই ইউক, সে হইয়া বসিত স্বন্ধাতীয়দের মধ্যে সকল বোগে চিকিৎসক।

ই তথ একিমোদের অধিষ্ঠান-ডমি শুলু ত্যার-মণ্ডিত লেক প্ৰেশ কটাত উত্তম আবহাওয়া-বিপ্ৰিণ আফিকাৰ ৰাজ প্রদেশের ফুদ্র অধিবাসীদের মধ্যে প্রয়ন্ত নামা প্রকার গল্প বা কংল কাহিনীৰ বাহ্নপ্ৰভাৰ প্ৰদাৰ লাভ প্ৰিল कथा-काठिजीव व्हेच অপ্রাকৃত অভিবাহিত সক্ষে সক্ষে দেখা দিয়েত লাগিল প্রচেতে : প্রতিবেশীর চবিন ও লীবন সম্বন্ধে কৌতুলল এবং জীবনের नानां अताव घडेनारक लहारा नाना अकरेर ज्वानां कहारा ६ ४ म कारिकीत रुष्टि । यातादध ल्याटक शाहनाहर प्रस्मानिकत, तस्सारकार्ककः ধনং বাংলচিকিংসকদের অভাবচাবের ভয়ে সমুস্ত হট্যা জীবন সালে কবিতা , জীবনেৰ এই কঠোৰতা হুইছে, শাহিত্যাত ব্যবিষ্ঠা লীবন মন্মতা স্কানের অভিপ্রায়ে ভাষারা স্কলে মিহিমা দিবসের কথাবসার আন্তনের চারি নিকে ব্যায়া নানা প্রকার কার্যানিক গল্প-কাতিনীন পাল বৃদিয়। চলিত। এক দিকে যেমন মানুয়ের চবিত্র এবং ভীবা•ে নানা ঘটনা আশ্রম কৰিয়া গল্প গড়িয়া উঠিত অপুৰ প্রেল ভারাদের প্ৰিচিত প্ৰথমানেৰ জীবন্দাৰা ভট্টেও ভাচাৱা কথা-কাহিনী উপ্রাক্ত সংগ্রহ করিছ।

বত হাঁটি লপকথা, উপকেলা প্রস্তর-মূলেব আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। টেট ভারটে টেট সৰ কাহিনা শিশুদের চিত্রে এন সহজে আনন্দ দান কৰিছে পাৰে ও তৃপ্তিবিধান কৰিতে পাণে! वावन, एको श्राथभिक गुलाव मासूरसव এवः विक-मासव कहानांत ग्रंथ এক খনতা প্রায় সমস্তবের। ভাগাদের নিকট এই পৃথিৱী এনট বিষয়কৰ বল্পজাং, যোগানে অভি অসম্ব চুদান্ত আকাজাং ধ বাস্তবৰূপ লাভ করে এবং সকল প্রকাব অসম্ভব কল্পনা সালে আকাৰ ধারণ কৰে--বিশেষতঃ মগন কথা-কাহিনীর শিল্পকার মন্য দিয়া বিশিষ্ট জালাবে উপস্থাপিত কৰা হয়। বিশ বৰ্তমান মুগের শিশুদের নিকটি যাতা চমংকার গল্প ভারতী হয়ত ভাহাদের বভ-প্রাচীন পর্ব্ব-পুরুষদের নিকট অনেক সময় ছিল ধন্মবিশ্বাদেশ প্রতিহাভমি রপ্রথায় যে সকল পশু পশী ই" প্রাণিদিগ্রে মায়ুয়ের মত কথা বলিতে দেখা যায়, ভাতারা প্রাতি মানবদের জীবনের নানা খেলের অধিদেরতার স্থতি বছন কবি<sup>চ্চা</sup> — বাঁহাৰা নানা প্ৰকাৰ ইত্ৰ প্ৰাণীৰ ৰূপ ধৰিয়া দেখা দিছেন 🤭 তাঁহাদের মঙ্গলবিধানের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন গো<sup>ঠ</sup>ং প্রতীক হিসাবে তাঁহাদের নিকট প্রভালাভ করিছেন। পুস্ 🔭 ৰুট্ম (Puss-in-Boots), বিউটি এণ্ড দি বাঁট (Beauty and the beast) এবং আমেরিকার নিথোদের মধ্যে প্রচলিত

্বিন নালিট (Brer Rabbit)এর গল্পসমূহ এই সকল গল্ল-्र<sub>वा ।</sub> चेदक्षे ऐमाञ्जा ।

জ্যভূবে দেখা মাত্ৰভেছে যে, এক দিকে সেই প্ৰাথমিক যুগের বর্ত্তর ুঁ ি বেং নইমান যুগোৰ মত্য জাতি উভয়েৰ ইতিহাসেই এই সৰল ক্রপ্রথার বিশিষ্ট মৃত্য আছে। বিস্ত ছংখের বিষয়, এই দকল সভা মধ্যে বভ-প্রিচিত এবং স্কাপেকা স্থলর বভ গল্প সপ্তদশ ও ভিট্নেশ শৃত্যক্ষীৰ ফৰাসী দেশেৰ শ্ৰেষ্ঠ লেগক-লেখিকা কৰ্ত্তক ৰুপাৰিত । ইল্যান্তন আকাৰ গাভ কৰিয়াছে। ফলে **চইয়াছে 'ইতো** ভ্ৰিডাল ৯৯', কুত্রাং থাটি জিনিয়ের প্রিচয় লাভ করিতে ১ইলে সেই হাত গ্রেখ মূল সন্ধানে খাওয়াই হইবে স্থাপেকা নিবাপন।

#### মিশর দেশ

০০-সাহতেরে স্কাপেফা প্রতিন নিদর্শন পান্যা হায় মিশ্র লেক্ষ্যে বাদ্যালে আয় ৬৮০০ বংসর প্রেক্ষাব কথা—স**ক্ষা**শ্র্ ক্তিৰ পা প্ৰামিড-বিশ্বাস মুকু (Khulu) অথবা চিতপুৰ ে ('Acops') ভ্ৰম মিশ্যের ও দিপ্তি। তলা তাওলা, মিশ্র (চর্টে না, নিলা, ভাষ্যা, সাহিত্য প্রভৃতি স্থাতার স্বাল এইই তথন - লাও সংবাধ লাভ কাল্যাভে। ব্যুদ্ধ জালাম ভিন্ন । শৌ ভাষার ৮ : লাফার লাব্যা হি, হাফারে চারি লিকে সমবেত করিতন এব ক নকে। ক্লেন্ড প্রাচীন মাজুকবদের হয়, আরুতি শুনিতে চাহিছেন। ক্ষাৰ পত্ৰ প্ৰায়ে ক্ষাৰ ক্ষাৰ কিপিপক ভয় কপ্ত এক জন এএর বজ্ব-বিভি থ পু: ৩১৫৯ সালে জীবিত ছিলেন। ইছাবই ০ হা জালানে মকাপ্তম হাল্লীৰ মূল বাংগিছো ছিলেন ভিতপ্সুৰবই হত্ত ( raid হাজ্য আফুলি ( King Khafr i) বিনি ছেট পিলামিড-মধান্যান, মধ্যে চিউব্রি স্থানীয় ছিলেন। বালা থাফবি এই জ্যাবেব ২০০০ বংস্ত পরের বাল্য কবিয়া থাকিবেন। অভাহর সাহিত্য গ্যান্ত সক্ষেত্ৰখন গ্ৰহ্মতাবাহা ছিলেন আহি প্ৰাচীন বাজধংশেৰ প্ৰশান আন্তৰ্না বাজা।

্ৰাতি যে তাৰেশেৰ সন্তান ছিলেন ছাঁহাৰা ৱাছপ্ৰেৰ মধ্যে গ্রেষ পুণ্যানেবছার পুলোহিত্তর পদত অধিকার কবিয়া জইবার আবাজ্ঞা পোষণ কবিছেন। রাজা খার্ফাব যে ষাত্রকারের ' ংগোঁহতেবাই ছিলেন যাওকৰ ) কথা-কাহিনী স্পাহ কবিবার জ্ঞ ্ত বঠ-সীকান ক্রিভেন ভাষাও ভাঁষার বাঙনীতিবই আশ ছিন। ০০ মুগেও মিশ্ব দেশেৰ ধ্যেক্ত্ৰেপুৰোজিছেৰা বশীকৰণ শুড়াৰ ্লে প্রকার সংস্থারমলক ক্রিয়াকলাপ করিয়া আসিতেছিলেন ; বাবা াগাল মেই স্বল স্থয়ে পূৰ্ণজ্ঞান লাভ কবিবাৰ অভিলাখী ছিলেন।

থাফবিব ব্যাতি সর্বোভ্য গলটি "থাফবিব গল" নামে প্রিচিত। মালান হিসাবে এই গন্ধটি এক অস্তী স্ত্রী এক প্রতিহিংসাপ্রয়াহ প্রাব একটি অতি সাধারণ কাহিনী ব্লিয়া মনে হয়। বিশ্ব ইহাব ন্ত ভাত্তৰ মধ্যে প্রবেশ কৰিলে এই গল্পের মধ্যে সেই সময়বার মিশব ে ক' সভাতাৰ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অতি প্ৰাচীন কালে মিশৰ দেশে • 👫 ছিলেন সম্পত্তির মালিক, স্বামী বাহা কিছু উপার্জ্জন করিছেন গালা সভবাধিকাপ্তস্থাত্ত লাভ করিছেন, তাহা স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া ি কে তথন ছিল মাতৃতজ্ঞের যুগ! এই ব্যবস্থার মূলে চয়ও ছিল ই ঘনা বে, পুরুষেরা যখন পরিবারের জন্ম খাত সংগ্রহের অভিপ্রায়ে শিববৈকাৰ্য্যে ব্যাপুত থাকিতেন স্ত্ৰীলোকেরা তথন কৃষিকাধ্যের পতন বি 🗇 বহিনেপ্রাস সকল জালোগন নিজনাকট বাথিয়া দিতেন।

যাচাট হটক, নাবী যখন বিবাহ করিবার অভিলাষী হটতেন তথন ভিনি উচ্চার মনোনীত পুর্যের নিকট উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার প্রেরণ করিয়া ভাহাকে পভিন্নে বদণ করিছেন। এক প্রিতে বীতক্ষ্ণ ১ ইইলে আখার আৰু এক-প্রস্তু পোষাক-প্রিচ্ছদ উপহার পাঠাইয়া ভিনি দ্বিতায় পতি বরণ করিয়া লইতেন। ্ট্রপ প্রথা বর্তমান মুগেও কোন কোন অসভা জাতিদেব মধ্যে প্রচলিত আছে। মিশন দেশে পুরোভিড-ভল্লেন মুগে এই প্রথা বছ শভান্ধী প্ৰযায় চলিয়া আফিটেছিল; কিছু রাজ-ডেল্ল প্রতিষ্ঠিত চটতে ফ্লাভিতে অধিকাৰ এবং বিবাহ-প্রথাব প্রিণ্ডন হয়। গাল্ডিন এই গল্পেৰ নায়িকাকে এই হিদাবে এক জন সাধারণ অধ্বাহন, মনে কাবলে ভূল হইবে, বৰং ভাষাকে এক জন বিল্লোহিনী ব্যাহাৰ হয়, প্ৰাচীৰ প্ৰথাৰ প্ৰধান প্ৰধান প্ৰকৃতিৰ ছিল। যাহাৰ আদৰ্শ। গ্রেন্ন নাসকলে প্রাভয় ধ্রা প্রাণক্ষাজায় অপঘাত মৃত্যু পরিণতিতে শ্বাহন হয়, মালতে তংকালীন অবলুপ্ত প্রাচীন প্রথা **আবার** ্ৰেছ লা পাৰ কাহান্ত প্ৰয়াম।

ানশ্র নেশ্র প্রব্নী রন্ত্রী বৈটিকুমারী আহবির জল্লী (The Tale or Ahuri) স্থলামধন্য নিশ্ববাছ বামেলিয়েল (Rameses) ১৯০ছ (বিচান পাল্ড সময়ে সম্প্রত: মোলেম (Moses) বাস কৰিছেন। এই গৰেৰ পাছবিপি প্ৰথ**তী যুগেৰ মিশরের** ইতিহাসের হ'ক আম্ফের লিবিতে পাওয় যায়, কিন্তু গল্লটি হুঃ পুঃ ১৯: • মাজে ব কথা :

বাহর্মসের পুত্ত লাম্বুমান সেনা (Setna) রাজা খাফরির মতেই পুরোতিত স্প্রেট্রের সংগ্রমন্ত্রালির রহস্ত ভানিবার অভিলাষী ছিলেন ৷ এই দেবছা ( God Thath ) কৰ্ডুক লিখিত একথানা যাত্রভোৱ স্ভাকের কথা প্রচলিত ছেল যাগার প্রভাবে সকল জীবজন্তর ভাষা আয়ত্ত্ব বা আইত এক পাথবী ৬ স্বৰ্ম নিজ আয়তে আনা ষ্টেড। চেট্টার এই পুস্তাবের স্থাতে এক বাজস্মাধি উপ্থাটন করিয়া ভিত্তৰে প্ৰবেশ কাৰ্যা দেখিতে পাধ্যন্ত, এক মাজপুত্ৰ এক এক রাজ-ক্ষার ( প্রশাব ভাতাভাগিনা ) আছা এখানে বসবাস কবিতেছে— ইজাবাত পাথিব জীবনে এই পৃস্তকে। সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন। দেটনা স্মানিতে জাঁহাদের পাশহিত পুভক্ষানা ভুলিয়া লইবার জনু মৃত ২০জ, রাজকুমারী আছবি ( Princess Ahuri ) তাহার নিভ ভীবন বাহিনা বিবৃত বাবন—এই বাহমান্ত্রৰ গুভৰখানা ব্যবহার ক্রিবার চেঠার ভন্ম ভাঁচার এবং ভাঁচার ভাতার উপর **থঠ দেবতার** ভাতি স্পাতের সাহিনী। গছটি মহবতঃ কোন্ড পুরোহিদ-তাত্ত্বর লেখক ধারা রচিত - উদ্দেশ্য স্পাঠ, মিশবের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের স্বাধিকার এই যাছবিতার সন্ধানের তক্স রাজকুমার সেটনা যেন প্রশ্রয় না পান ৷

#### ভারতবর্ষ

মিশ্বের পরে ভারতবয়। বৃদ্ধদেব তাঁহার ধর্মত এবং ধর্মকথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচাবের জক্ম কতকতলি গল্পেব আশ্রয় গ্রহণ কবেন; ভাঁহাব শিয়াগণত এই পছতি অবলম্বন কবেন। এইরূপে পাঁচ শত পঞ্চাশটি গল্প সন্ধলিত হয়। এই সকল গল্প রূপকথা-জাতীয়—অনেক ইতর জীবজন্তব কথা নির্কিচাবে এই সকল গলে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধমতে ভন্মান্তরবাদ আছে—কম্মফল মামুষ জন্মান্তরে ইতর প্রাণীর প্র্যায়েও গিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে অথবা মানুগের মধ্যেও আসিয়া হীন অবস্থায় বা উৎকৃষ্ট অবস্থায় জন্মলাভ কবে। এই দুশল ও মুজনাভুবের মধ্যে একটা প্রকল্পরা বজায় থাকাতে বৃদ্ধান্তের মত এক জন পুণাব্দ্ধা নিঃসন্দেহ নিজ্ঞ পূণাবলে উভার দকল পুর্বজন্মের কথাই অরণ কবিতে পারিতেন। এই দকল বৃদ্ধান্তের পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিয়াই প্রসিদ্ধা। দেই জন্ম এই দকল গল "জাতকের গল্পী বলিয়া পরিচিত। এই সকল গলের মধ্যে "বৃদ্ধান্তের বিচার" এব সহিত বাইশেলের গল্প "সলোমনের বিচার" (Judgment of Solomon) এর গল অভ্যাশ্চ্যা সাদৃশ্য আছে। এই বিষয় লইয়া প্রিতজন্মত্বল এখনও জল্পনাকল্পনা চলে যে, হিঞাই ভ্রিলগণ যথন ব্যবিলনে (Babylon) অবস্তুদ্ধ অনুস্থায় ছিলেন ভখন ভারতন্ত্রের হিন্দুরা ভাঁচানের সংস্থাণ আসিয়াছিলেন কিনা।

এই সকল জ'তকের গল্প ভারতবধ হইতে পারশ্য এবং ক্রমশং
সীরিয়া হইতে গ্রীস দেশে গিয়া বিস্কৃতি লাভ করে। প্লানিউডিস
( Planudes ) নানে এক জন গ্রীক ধন্মগজক ( monk ) চহুদ্দদ
শতানীতে এই সকল গল্পের মধ্যে কতকওলি গল্প নৃতন করিয়া
লিপিবদ্ধ করেন এবং ঈশপের রচিত বলিয়া প্রচলিত করেন।
এইরপে জাতকের কতকওলি ছোট ছোট গল্প ঈশপ্য কেবন্দ্
নামে অব্থাপর্বপে প্রচারিত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অসীভৃত হইয়া
বহিষ্যাছে।

জাতকের গলতলৈ লিপিবের হয় ৩৫০ খু: পু: অন্দে অথবা প্রায় ঐ সময়ে। ভারতব্যের ত্রাহ্মণগণ তথন ঐ সকল গল্পের উৎকর্ম এবং কার্য্যোপযোগিতা উপলার করিলেন এব ভাঁচারা জাতকের গল হইতেই কতকভাল গল একতা সূত্রহ করিয়া প্রুত্ত নামক গলগন্ত প্রকাশ করিলেন প্রায় খ্র: প্র: ২০০ সালে। ব্রাহ্মণদেরও উদ্দেশ্য চিল এই স্কল গড়া আশ্রয় কবিয়া ধর্মপ্রচার—বিশেষ কবিয়া বৌদ্ধান্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি থকা করিয়া তাঁহাদের নিজ ধন্মের প্রসার। এই <sup>ক্</sup>দেশ্য সাধনের জ্ব্য প্রভাদের অপেকাও রাজা ও রাজন্মবর্গের সাহায়া ও সহাত্মভাত লাভ কবা অধিকতর প্রয়োজন ছিল। গে ভন্ম ভাঁচাবা জাতকের কতকগুলি গলকেই ভিত্তি ক্রিয়া রাজনীতি সংগ্রান্ত একথানা পুস্তক সংগ্রথিত করিলেন— "হিত্যোপদেশ"। "গ্ৰহ্ণপুত্ৰ এবং বণিকের পত্নী" একটি উৎকৃষ্ট উদাত্রণ হাতা পাশ্চান্তাদেশে বহু প্রচাব লাভ করিয়াছে। এইরূপ কতকগুলি গল্পে নাবী জাতির চরিত্র সংক্ষে হীন আদশের কল্পনা দেখা ষায়, এবং ইহার প্রভাব ইউলেপায়গণের মনের উপরে বছ সহস্র ৰংগর ধবিয়া চলিতে থাকে। অনেকে মান করেন, কতকটা এই প্রভাবে প্রশ্রম পাইয়াই ইউরোপে মধ্যুগে নারী জাতির চবিত্র সম্বন্ধে হীন আদশ কল্লনা সম্ভব হয়। "বিশ্বাসী ভূত্য" আর একটি গল্প ৰাহা পা-চাত্য দেশে বহু প্ৰচাৱিত—ইহাৰ মধ্যে নৈতিক আদৰ্শ व्यत्नको। उभ्रष्ठ ।

#### গ্রাস

এমন কি, বৃদ্ধদেবের জীবিত কালেও নারী জাতির চরিত্রের শিথিলতা সম্বন্ধে তলানীখন পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষে হিন্দুদের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এইরপ শিথিল গ্রিগ্রন্থ বছ উৎকৃত্ত গল্প সংগৃহীত ছিল। এই সকল পদ্ম মাইলেশিরারা! Milesian tales) নামে প্রচলিত ছিল। এই সকল গন্ধ এশিয়া মাইনবের গ্রীক নগব সমূহে যে ঐশ্বর্য ও বিলাসিতাব স্রোভঃ প্রবাহত ছিল দেখান হইতে উদ্ভূত অ্যারিঃ চড়িদের (Aristidis) গ্রন্থে এইরূপ বন্ধ গল্পমান্তি ছিল, বিশ্ব দেই গ্রন্থ এখন পৃথা। কিন্ধ গ্রাক গলসাহিত্যে সক্রাপেক্ষা প্রাটেন গল্পে নিদশনের জন্ম আমবা আব এক জন এশিয়াবাসী গ্রীক গল্পবের নিদশনের জন্ম আমবা আব এক জন এশিয়াবাসী গ্রীক গল্পবের নিদশনের জন্ম আমবা সাবি (Halicarnasus) জন্মবার করেন। হেবোডোটাস বহু দেশ প্রাটন করেন এব আনক লোকের সহিত্য আলাপ করেন। পরে বথন তিনি ইত্যালীজ আসিয়া বসবাস করেন ভ্রন্থন সকল প্রকাব সংগৃহীত গল্প লিপিক করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে "Paly crates and his Qing", "The Treasure of King Rhan psiruites" প্রভূতি প্রসিদ্ধ।

প্রীক্ সাহিত্যের শ্বর্ণ যুগে এথেজাবাসিগণ গুলু-সাহিত্যে কোনং গলা রচনা করেন নাই যাহার নিদ্দান আলাদের নিষ্ট আদি পৌছিয়াছে। ভাষারা নাচক, ইভিহাস ও দশন কইয়াই আদিনিওই ছিলেন। প্রীক্ সাহিত্যের রৌপা যুগে সিসিলীর এক জ্পাসিদ্ধ লেগকের নিকট ইইতে আমরা বাস্তব ভাষনকে ভিত্তি বর্ণির প্রথম গল্পের নিদশন পাই। ইনি থিওকিটাস (Theocritus—৩০০ খ্রাং প্র্যাকে সাইরাকিউজ (Synacuse) নগ্রে ভ্রম্ব তাহার লিখিত সাইরাকিউজ (Synacuse) অগতে ও Syracuse) আতি প্রাস্থ গল্প।

গ্রীকলাতি সকল প্রকার শৈল্পের ক্ষেত্রেই বর্ডমান মুগ্র ওকস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের সাহত তুলনায় বভ্যান যুগের টংক উধু সেই ক্ষেত্রে যেখানে গ্রাকগণ আমিয়া অবভরণ করেন ন'ই দুঠান্তস্করণ শুধু বড় উপ্রামের কথা বলা চলে। তথাপি এই স্ব ক্ষেত্রেও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কতটা উৎকর্ষের পরিচয় দিয় পারিতেন সেই সকল প্রক্সুরিগণ ভাহাবভ আশ্চয়্য নিদশন রাখ্য গিয়াছেন। পরবভী কালের গ্রাক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারগণ ভাহা<sup>তে</sup> বচনায় জীবনের গভীর ভাবের যে পাহিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তালা তুলনায় বর্তমান যুগের বাস্তব গল্প-উপক্রাসের জীবনের পান্চিরং নিজ্ঞত। পেটোনিয়াস (Petronius) ছিলেন রোম নগ্নী বিলাসিতার ও চারত্রীনতার একটি অত্যুক্তল নিদশন ব দুষ্টান্তস্থল। সকল প্রকার অপরুধ পাপের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন <sup>স্কু</sup> নীরোরও (Nero) দীক্ষাওক; স্থাটের অনুগ্র-প্রসাদ হার্ম বিচাত হুইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। এই পেটোনিয়াস এবংনি লেষাত্মক উপক্রাস রচনা করেন—এই গ্রন্থের ছুইটি অধ্যায় <sup>এটি</sup> বর্তুমান যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে: কিন্তু ইঙার মধ্যে গ্রাথিত ১টা বহিষাছে গল্প-সাহিত্যের অতি বিখ্যাত একটি নিদৰ্শন-এফিসাসে বিধবা রমণা (The Widow of Ephisus) এশিয়া মাইনট মাইলেশিয়ান গল নামে বে সকল গল উদ্ভুত হটয়াছিল এই গল হরত সেই গরেরট একটি পরবন্তী সংস্করণ। পেটোনিয়াসের বচনা<sup>ন</sup> মধ্যে আরও একটি চমৎকার গল পাওয়া যায়; কিছ বর্তমান মূর্গে ফুচি হিসাবে তাহা অচল বলিয়া সাধারণত: প্রকাশিত হয় না ঠিক এই কারণেই লুসিয়ান (Lucian) নামে এক জন বিখা<sup>ত</sup> লেথকের গল অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। ক্ষণ

## মণিপুর ও মণিপুরের রাস-নৃত্য

মণি বর্জন

কুনি গেয়ে কোন মতে টাল সামলে গোলাম। ট্রেনের বান্ধ'
থেকে পড়ি আর কি। কানে এলো মণিপুর ইন্ফাল—

এব পপোয় কোথায় বা…! উঁকি মেরে দেখি মণিপুর বোড ঠেশন,
আমার গস্কান্তল। গাড়ী থেকে নামলাম।

এবাবেৰ পাড়ি বাদে। ইম্ফাল মণিপুরের রাজধ<sup>1</sup>নী—এথান খেকে একশ'-চৌত্রিশ মাইল। বাস চলক। হ'ধারে কাঁকা মাঠ। ক্লামনে চোথে পড়ে পাহাড়েব সারি মদীরেথার মত। ভোরের ভালোমনটা স্লিগ্ধ করে দিল। তময় হয়ে ভাবছিলাম এই সেই ক্লাণিত্য। ভোটবেলায় বত গল্প শুনেছি দিদিনাব কোলে চেপে। होत्तर हाल हर होशा—ছেখায় মুক্তা ফলে বাব নাসা। বুইন।। মুকাভাগতে পছেছি ভ্ৰন্বিভয়ী বীৰ পাৰ্থ এদেশে <sub>এফে টুলু</sub>না, চিহাঙ্গদাৰ কপে ভুলেছিল। উলুপী এ ডিমাপুর অঞ্জেরই বাজকুমাবী। এদেশের বাজপুত্র বক্তব্তন-পার্থ ছেন বীব্যুত্র হাবিয়ে দেয়। কিন্তু কই এদেশের আকাশে বাজাগে রেমন জলৌকিক একী কিছুব ছাপ তে। নেই। মননি কত ৰখাই দেৱে চলেছি। বাস থেমে গেল। জনলাম এখানে ছাড় ত্ত্র দেখাতে হবে। ভাবপ্রাপ্ত কম্মচারী সন্দিন্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিবীকণ কৰে ভিছ্তালা কৰলেন, আমি বাজালী কি না। সেদশ বংচন পুষ্কেন কথা—দেশে তথন বাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ গ্ৰম, গ্রপাকত অন্তরীণ প্রোমাত্রায় চলেতে। আমি একে লো বাস্তালী তাং অংগ্ তকণ, সালত তবাবট কথা। কিছু ছাতপত্ৰ পতে নাম জ্বে হ্যাং হেগে বললেন, 'ও ভাই বলুন, **আপনা**ৰ নুতাবিষ**য়ক** গুলন্ধ পুড়েছি, নামত গুনেছি, মণিপুৰে নাচ শিথতে যাচ্ছেন বুঝি ? বস্তন, চাংখ্যে বেছে হবে। কোন প্রকাবে ছাব সনিধ্রন্ধ অন্তবোধ ্ডিল ভিয়ে বাসে বসলাম। বাস চলল।

ুণিবে মাস, সামনে নোজা বান্তা আনেক দূবে থেয়ে মিশো গেছে ।

শাদী পূর্বিভিন্ন হয়ে আনে । আকাশের প্রান্তে থাকা ফীণ মসীরেবা

লৈ হছে দীঘ্রত হয়ে আনে । জনলাম, পাছাদ্রে অপন পাবে

ইফাল, মনিপুবের নাজধানী । ভেবে আনন্দ হ'ল, ওলেশেই যাব ।

কেনে না জানি সে দেশ, বি রুহম সেগানকার অধিবাসী, কেমন

না লানি ভাদের আচার-ব্যবহার । একটা ভয়-মিশানো আনন্দে বৃষ্টা

হুক হুফ কবছে লাগল । বাসের গতি মন্দ হয়ে আগতেই সচেতন

হুলাম, দেখি সামনেই পাহাড় । পাহাড়ের গা বেটে বাস্তাচলে

গেড়ে থাকা বাকা হয়ে । ডান ধাবে বুইল বড়াইল গিরিফোণী—বাস

বলা ।

শাটাশ উনত্তিশ মাইলের পর "পিপহীম" পথের উপর গাছপালা বিশা হয়ে এমেছে—ছ'ধারে পাহাড়। তার উপর দিয়ে চলে গেছে বিশা আক, বাঁকা হয়ে। ভারি সুন্দর দেখাছিল, একদৃষ্টে নের দেগছিলাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট নির্মার লাফিয়ে লাফেয় লাফে নামেছ; সুর্য্যের কিরণে বিকমিক করছে, কপোর মড, মনে হয় যেন পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের রাজ্যের পারে বিলোল দেশ থেকে নেমে আসছে গলা রপোর নদী, কত শত ভারাহা বাঙ্গান্ধা-ধোয়া জল বুকে নিয়ে—কোন অভিশন্ত নিক্ষদেশ বিশ্বের থোজে।

এবাব ধ্যবর্গ মেঘের গায়ে ভেসে উঠল অভ্রম্পর্শী কোহিমা' নাগা।
পাচাড়ের রাজধানী। বাস থেকে দ্বে নাগাদের পর্বকৃষ্টিবছলি ছোট
ছেলেদের খেলাঘবের মত দেগাঞ্চিল। গা-কাটা পাচাড়ের মাঝে
নাঝে ধানক্ষেত্র, তার পর বন আর বন—পাহাড় আর পাহাড়—যেন
আর শেষ নেই। আন্দাভ দশটার কোহিমায় বাস পৌছাল।
কোহিমার পর মাউটা। বেলা ছপুরে বথন নাউএ এসে উপস্থিত
ছলান, পথের ছর্গমতাম ঝানঝা বোদ্রে রান্তি আসা তো দ্রের
কথা, আধাআধি এসে গেছি জেনে মন খুসীতে ভরে উঠল।
উদার প্রকৃতির বিচিত্রতার অপুর্ব সমাবেশ দেখতে দেখতে ভয়য়
হয়ে পথকান্তির কথা ভূলেই গিয়েছিলাম। এখানে এসে দেখি
কম্পঞ্জির বাস আমাদের অপেকাম আছে। এবার এরা নোক্ষর
ভূলল। বিপ্রীত দিকের বাসগুলি এসে এখানে পৌছে গেলে আবার
বে াবি প্রাত্তিক যাত্রা করে। কাবণ পাহাত্রের বান্তা অভ্যন্ত সন্থীর্ণ—প্রথ ছর্গটনা অনিবার্য।

"ম'ট্ট"এব পুর "কানকপি"—ভাব পুর ইম্ফাল। মাঝে সেই বনানী গিরিবাজি—কোথায়ও বা বাস্থার পাশে কোথায়ও বা আকাশ-ছোঁহা। আৰু হাঁ এই যে, এই এক ফেয়েমিৰ মধ্যেও যেন একটা মাধ্যা আছে—ফণিবেৰ জন্মও মনে অসমাদ আনে না। হঠাৎ ধোঁয়াৰ মত খণ্ড মেৰ এসে জামা-কাপড় অন্ধসিক্ত কৰে দিয়ে গেল— গায়ে কহল ছাভিয়ে বদলমে। হাত পঞ্চাশেক মেতেই এক অপুর্ব কাণ্ড ঘটল, যাব ছবি এখনও চোগে ভাসছে। দেখি বাসেব একেবারে সমূপে হঠাং ছুটে এসে একটি নাগা মেয়ে খিল খিল করে হাসছে। গৌৰবৰ্ণ, কপালে ছোট ছাঁটা চুল, পৰণে লুঙ্গি, এক হাতে পানগুৱা । পান স্পাৰি ), অৰু হাতে বাস, থামবোৰ হক্ত সনিক্ষন অস্তুরোধ। বাস থামল। মেরেটি 'ইভাবেব হাতে পানগুয়া গুঁজে দিয়ে পাশে ব্যল ৷ পানগুৱা দেবাৰ উদ্দেশ্য, তাৰ হাতে প্ৰয়া নেই কিছু বাসেই লতে হবে। ঘটনাটি অতি সামার কিন্তু সেই পার্কতা মেয়েব সহজ স্বল খিল খিল হাসিটি এখনও মনে ভাসছে। তাব সরলতায় মুগ্ধ হয়ে গোলাম ! প্রকৃতির সন্তান, লক্ষ্য নেই ভয় নেই, লোকনিন্দাৰ ভায় পদে পদে পেছনে ভাকাতে হয় না-সবাই আপন। ট্দার প্রকৃতির বোলে আশ্ড এব' মানুষ। কুলিমভার **আবরণে** শৌবনকে পদ্ধ করে তোলেনি।

ইম্চালে এসে যথন পৌছলাম—প্রায় সন্ধা। প্রানাদির পর সবে চা নিয়ে বগেছি, দেখি মি: নবেন কব, মি: অনিল নন্দী সানীয় জনকতক সম্রান্ত মণিপুরী ভন্তলোক সহ ঘরে চুকে সহাত্ম বদনে অভিবাদন জানালেন। তথ্যগো মি: খানিং, মি: সেনাচোবা ও নির্কাসিত রাজা ক্লচন্দেব পুত্র টিকেন্দ্রপ্রজও ছিলেন—বারা আমাকে মণিপুরে নানা ভাবে সাহায়া করেছিলেন। আমিও তাঁদের আদব-অভ্যর্থনা করলাম কিন্তু মুক্তিল বাধল চাগ্রের বেলা। অক্সেব ছোঁওয়া জল বা চা ওরা পোতে পাবেন না, "মাবো" অর্থাৎ জাতিচ্যুত অপাক্তের ভাতলে হতে হবে। আমার অমুরোধ রক্ষা করতে না পেরে এরা অত্যন্ত হাগিত হলেন। আবহাওয়া হারা করবার জন্তে বললাম, এখানে না হয় ছোঁয়া বাঁতিয়ে জাত বাঁচালেন কিন্তু মুর্গে গিয়ে যদি আমি পুণ্যমলে আপনার পাশের

কামবাই পাই, থাবার পূর্ব্বমূহুর্তে বার বার আপনাদের ছুঁয়ে দিয়ে হয় উপবাসী রাথব নয় তে৷ আপনাদের এই স্বত্ববিহ্নত জাতটি অন্তন্ধ কবে ছাড্ৰ। লান হাসি হেসে তাঁৱা বললেন—মি: বৰ্ষন, আমবা স্বীকাৰ কৰি মানুষেৰ মনে ব্যথা দিলে তা ফিৰে আছে . সবাৰ উপৰে মান্ত্র সভা কিন্তু দেশের সমাজ সংস্থাব মেনে আমাদের চলতে হয়, মনুষাত্ব ক্ষরণের জন্মই সামাজিক বিধি-বিধানের সৃষ্টি হয়েছিল, পদে পদে ৰাখা দেবাৰ জক্ত নয়---ধৰ্ম ছেডে ধন্মেৰ খোদা নিয়েই টানাটানি কৰছি ববি ভবত ভালনার ছে ত্রা খাগনি বলে যেন ভারবেন না আপনাকে খুণা করি। আপনাকে অত্যক্ত একাই করি নয় তে। এথানে আসতাম না। এঁদের ছঃথ করতে দেখে আমার ছঃখ হলো, হেসে ৰল্লাম, স্বৰ্গে ৰোধ হয় সামাজিক বিধি-বিধানের অনুশাসন নেই. সেধানে একত্রে গিয়ে মনের ছ:থ মেটালো মাবে কি ৰলেন ? • • সবাই হো হো করে হেলে উঠলেন। আলোচনা উপযোগী শাবহাওয়ায় ফিবে এলো। স্থামি নাচ শিগতে এসেছি ভনে বিশেষতঃ কোলকাতা থেকে—ৰে কোলকাতা সম্বন্ধে এঁদের অভাস্ত উঁচু ধাৰণা— তাঁরা বিশ্বিত হলেন: তাঁদের দেশেব নাচে যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যার আকর্ষণে মহানগরী কোলকাতা থেকেও লোক ছটে জাসবে, একথা ভাদের ধারণার বাইবেই ছিল। ছোট বেলা থেকেই এব', গোষ্ঠ বা বাদের নৃত্য অভ্যাস করছেন প্রায় সকলেই। দেখে আসছেন ঠাকুরমরের সম্বাথে নাচ হয়—ছয় ঋতুতে ছয় রাস। এতা স্বাভাবিক। এর মধ্যে আবার নৃতন্তই বা কি আর বৈচিত্রট বা কিলের। আমাদের দেশে পূজার প্রধান জঙ্গ যেমন নৈবেত তেমনি মণিপুরে পূজার প্রধান অঙ্গ ফীর্তন গান ও নৃত্য। নৃত্য বাতীত পূজা সম্পূৰ্ণ হয় না। তাছাড়া বোজ্জ তো কোথাও না কোথাও লেগেই আছে রাস, গোষ্ঠ, কীর্ত্তন। থবর পেলে আশে পাশের গাঁথেকে লোক আসে। নিমন্ত্রণেব কোন বালাই নেই। কৃত্রিম সৌজন্যকে এরা অন্তরের সহিত ঘুণা করে। সেই বৈশিষ্ট্রকে যে সভা জ্বাং সানন্দে গ্রহণ করতে পাবে, একথা ভনে এঁবা আনন্দিত হলেন। কথা-প্রদক্তে বললাম, ভনলাম আপনাদের মণিপুরী হিন্দু মহ।-সভাব প্রথম অধিবেশন মণিপুরে ইতিমধ্যেই হবে, সব দেশেই তো তাদেব নিজম সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সবকার থেকে সাহায্য করা হয়! আপনারাও দ্ববাব থেকে মহাবাচ্ছের সাহায় যাতে পান সে চেষ্টা করুন না। বিদেশীর মুখে নিজের দেশের সংস্কৃতিব উচ্ছ দিত প্রশংসা ওনে এরা মনে মনে গর্ক বোগ করছিলেন —আমার প্রস্তাবে তথনই রাজী হয়ে গেলেন এবং বচ আলোচনাব পর বিদায়কালে আমাকে হিন্দুসভাতে উপস্থিত থাকার আন. বিশেষভাবে অন্তবোগ কৰে গেলেন ৷

এঁদেব গগিয়ে দিতে বাইবে এসে দেখি, দূৰে সাবি সাবি আলো অলছে—ছাসাব মত অম্পাই অনেক লোক ঘোৱাকেবা কবছে, ধৰ । চাপা গ্ৰহণমে আভয়াল বাতাসে ভেসে আসছে। অফকাত্ৰৰ বুকে সাববীধা ল'ল আলো ও আবছা মান্ত্ৰহের চলাফেবা, আমার মনে কিন্তু কৰেকাৰ সেই ঠাকুবমার কাছে শুনা নিশুভি রাতে সাতবিলাব গাবে সেই জটেভরা প্রকাশ্র বটগাছের নীচে পরীদের মেলার কথাই মনে আগিয়ে দিল। ভিজ্ঞাসা করে জানলাম, হাট বসেছে। এখানে দিনে ভারা কর্মবান্ত থাকে বলে রাতেই হাট বসে এবং হাটে সঙলা কেনা-ৰেলা মেরেরাই করে থাকে—পুক্রদের দেখা যায়, বিশেব করে যুবকদেব হাতে ছড়ি নিয়ে ভাল জামা-কাপড় পড়ে ঘ্বে বেডাচছে। ৩৯ কৌতুলহ হল। মেয়েরাই দোকানী, মেয়েরাই খদেব, আশ্চর্য বানি-জনেকটা বর্মা দেশের মত। নিজের দেশে দেখে এগেছি মেয়েৰ অন্তঃপুৰচাৰিলী। মিঃ কৰকে টেনে নিয়ে চললাম বাভাব দেখতে।

বাঁধ নে: বাস্তা গোজা চলে গেছে। বাস্তাৰ ড'পাশে টাপা দুক্তে গাছ--শিপাৰ গন্ধে রাস্তা ভবপুর। গিয়ে দেখি, নাজাব 🖰 গোছে—কেরোসিনের ডিবা জেলে। মেয়েবাই কিনতে মেয়েবাই বেচছে—। মেয়েদেৰ কাৰো গোঁপা কৰে চুঙ্গ ৰাঁধা, কাৰো কপাজের দিকে চুল ছোট করে ছাঁটা, ছ'পাশে ছাটা চাপা ফুল বাধা। প্রা লুঙ্গি মুক থেকে পা পর্যান্ত 'ফানেক' পাংলা চাদনে দেহ আরু। ক্রেন্ডা-বিক্রেন্ডার কলকবে বাজার গমগম করছে; নির্ম্বাক বিশ্বস আমি চেয়ে দেখছিলাম, ভাবছিলাম আমি যেন অতি দব দেশ থেকে ছিটকে এসে রূপকথার বাজে। এসে পড়েছি। কারে ভাষা বুঝি না-কাজিকে চিনি না। সেই একদেয়ে কল্পব্ৰু মধ্যে আমার যেন কেমন একটা নেশা গবে গেল, আহি সম্মোহিতের মত চলতে লাগলাম। স্বাব ગુરબરે —মি**ষ্টি** হাসি। মনে পড়ল ইভিহাসের সেই মোগলযুগের তুলত ভেতৰ জেনানা ৰাজাৱেৰ কথা'--যেখানে হাই বস্তো জধু মেয়েছেকই নিয়ে। তবে এথানে পুক্ষদের প্রবেশাধিকার আছে। হাটে ছিলি প্র এবই সন্তা। জীবন-সংগ্রাম তাদের এখনও কটোর হয়ে ভিপ্তে। বিদেশী সভ্যতার প্রসাদে আছও এরা বিলাস-বাসনে কাছল-ত্রস্ত হয়ে ভঠাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰেনি—অনাভ্ৰবে শান্তিতেই গ্ৰ

পবেৰ দিন সকালে মি: কৰ ও মি: থানিংগ্ৰ চীংকাৰে ফ ভেঙ্গে গেল। এক জন বৃদ্ধ মণিপুরী ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে প্রারণ কবলেন। ওনলাম ইনি "লাই হারাতিবা" নৃত্য জানেন-আলাকে শেখাতে বাজী হয়েছেন। চা-পর্বর শেষ কবেই নুভাচর্চচা স্থক হ 🔆। विनि तलालन, मिन्यूर क नुका वेमानी काहल-रेमवा ककालके হয়ে থাকে। কাৰণ, লাই হারাট্যা নুভ্য শাক্ত ও শৈবদের মধ্ अर्धलंक . भिभूतीया दश्य देवस्थव, छाटे छाएन्य भएमा .व नार्थः। कालन स्थन तारे। ७४ देशव स्व भारक शाकी — याता देशताः क्रमाल বদ্লাম কৰেন জাবাই এ নৃত্যু-পদ্ধতি বৃক্ষা কৰে আস্চেন বংসাৰ সপ্তাহ্য্যাপী মৈরাং-এ "থাংজিন" দেবতার সমুখে এ নভোংসা হয়ে থাকে এবং শেষ দিনে শোভাষাত। বের হয়ে বাজার অবধি যায় গ্ৰং দীগকাল নত্যোৎস্ব হয়। ্ণ নুত্যের রূপ, রীণি, প্ৰতি-নাস নৃত্য এবং মণিপুরের অক্যাক্স নৃত্যুক্প হতে পুথৰ্ সম্পূর্ণ স্বতম্ব। দক্ষিণী নতা—যা মান্দান্ত ও জাল্পোর অঞ্চলে প্রচারত থবং ভবছোত নাট্যশা**ছে** যে নুজাবিধি পাওয়া যা<del>য় ত</del>ৎস্কে গ খনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সন্ধাবেলা বাবালায় বসে আছি। চল্ল হেলে প্রভেছ। আলোহে দ্বেল পাহাছ যেন নিক্ষ হয়ে আসছে। ভান ধাবে নাগা পন্ধী; এখন নিক্সন — তুবক ছেলে যেন মায়েন কোলে ঘুমিয়ে প্রভেছ। থিল থিল হাসি কানে আসতেই তাকিয়ে দেখি, বোল সহরটি এফে সার বেঁধে চলেছে। পাবনে লাল হলুদ বংশ্ববংএর লুন্ধি, গামে পাইলা "ফানেক" কণালের ছোট চুলে ছ'গাবে বাধা ছ'টি কবে চাগা কলি। গৌরবর্গা স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহার। নাক্টি একটু চেন্টা, চোথগুলা

ছোা, ছোট— হাসতে-হাসতে এ ওব গায়ে চলে পড়ছে যেন উপলগও হুতে চল্লথত ছুটেছে নির্বার কলকল ববে। সারা দিনের কম্মন্তান্তিব পবে চলেছে এবা বাসন্তা দেখতে। অবাধ মেলা-মেলাতে এখানে কারো আপতি নেই। এরা জানে ময়লা জমে উঠে বন্ধ জালই, প্রোতের জলে এ প্রশ্ন উঠতেই পাবে না। এদের দৈনন্দিন জীবনে গুড়ো, কচিতে বেশ যেন একটা বলি দ্বীপেব গুটি-সংস্কৃতির সঙ্গে সাদৃশা আছে। এমনি বত কথাই না ভাবছিলাম, হঠাৎ কসমশাই ঘবে চুকে

ব্যালন, "শাগোল বন্দে" নুল্যোৎসৰ হচ্ছে। সাইকেন্ডে ডু'জনে বেবিয়ে প্ৰস্থাম।

গান দ্বে গেছে। চাব ধাবে অন্ধকার। লক্ষাৰ ভ'লালে বাশ-ঝাড বাভাসে বিব বিব ক্ষাছ : লোকজ্ঞনেৰ চলাচল বড় নেই, কেবল বাসনতা দেখতে যাবা উৎস্থক ভারাই চলেচে। গখনা স্থলে এসে পৌছলাম। নাচ তথনও সুক হয়নি। নাচমগুপ লোকে লোকারণ।। মাক্ষানে বভাতৃক জায়গা ফাঁকা-বাসমগুল : ভগানেই নৃত্য হবে। গুহস্বামী আমাদের শাগমন দংবাদ পেয়ে ছাট এমে যথারীতি অভাগনা কবলেন ৷ একচা মোডা দেওয়া হল সামান বসতে ৷ তার পর চাঁকো হাতে গলবস্ত হয়ে হ'কোটি সামনে ধবলেন। বিশিত চলমে যথন থালায় কবে পান নিয়ে এলো---থালাৰ উপৰে কলাপাতা কেটে বেৰ-করা নানা বক্ষেৰ লভা পাড়া পাথী, আরও কত কি। ভাব কোনটাব মধ্যে থয়েব, কোনণতে জুপাৰা, এমান নানা মসলা নানা জায়গায়। পানের থালায়ও এদের ক্রচি-বিদ্যাধেৰ স্বকীয়ন্তাৰ ছাপু দেখে মনে হল <sup>এবা আছও</sup> মবোন। নিতাকারের **প্রয়োজন** মিটিয়ে অবসৰ মুহূতগুলোকে এ<mark>র৷ মনে</mark>র বংএ বাঙ্গিয়ে ভূপতে জানে। কয়েকটি মণিপুরী ছেলে এগিয়ে এলো আমার সঙ্গে আলাপ করতে। ভাগা ইংরেজীতে কেন্ট আমাকে প্রশ্ন ক্ৰলো—ম্লিপুৰ আমাৰ কেমন লাগছে— মণিপুন নৃত্য আমাদেব দেশের সোকের ভাল লাগবে কি না ? ২ঠাং একটি ছেলে

জিজাসা করে বসল, আমাদের দেশের নুজ্যের "চালির" বোল কি।
প্রথমতঃ কিছুই বুরতে পারলাম না। করমশাই বুরিয়ে
দিলেন—স্বাইকে এবানে ছোট বেলার ইছার হউক বা অনিছার
ইটক রাসন্তর বা গোষ্ঠ শিবতে হয় ও রাসমগুলে নামতে হয়।

া রমাদের বিখাস ছেলে যদি একবাব কৃষ্ণ কিখা স্বা এবং
মিয়ে যাদ বাধিকা বা স্বা সাজে তবে শৈশবেই না কি
বিকালে বাক অনেকটা এগিয়ে যায় এবং বাহক জীবনেও
বিশ্ব লাভ হয়। তাই মণিপুৰে স্বাই অন্ততঃ "চালির"
বালেটি কানে। আমি কিছু পড়সাম মুদ্ধিলে। বাংলাদেশে নাটই
বা বোহাস্ব আরু "চালির" বোলই বা কি । হার মেনে ওদেব শ্রহা

নষ্ট করতে মন রাজী হলো না। জয়পুথী কথক নুচেন্ত চার অওরাতদার এক বোল ওদের তানিয়ে দিলাম, ওরা তনে আমাকে স্তিন্তাকারের গুণী ও নাচের দেশের লোক বলেই সানন্দে স্বীকার করে নিল।

এবাব নাচ ত্বক কৰে; গৃহকতা আমাৰ জক্ত একথানা **মোড়া** সকলেৰ সামনে দিয়ে এলেন। আমি সেথানে বসতে **অধীকাৰ** কৰে সকলেৰ সঙ্গেই নীচে বসে গেলাম, ইচ্ছা ওদে**ৰ মধ্যে** 



একজন হয়ে দেখবো। কর্তা তো ভারি খাস। সকলের কৌতুহল দৃষ্টি এনে পড়ল আমার উপর। আমার চেহারা, পরিচ্ছদ ঠিক ওদের মত নয়। মেয়েদের দিক্ হতে একটা চাপা হাসি ভেসে আসছিল। অক্টা শুনলাম বিংগালী জগৈশাবাঁ।

২ঠাং শৃথ বেকে উঠল, সংক্ষ সংক্ষ বাশীব স্থব। এবার নাচ থক হল। আগতিবর ধবলেন গান—"গদগাঁং নৃপুর রুপু কুপু বাকে।" হাতে মন্দিরা, একটু উচুতে বসে—মুখে শান্ত সমাহিত তাব। মুদক বেকে উঠল "থৈই থৈই তাতা থিতাতা ঘিনতাং"—হতে মুবলী, পরিধানে পীতবাস, চন্দনে চর্চিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলে প্রবেশ কর্মেন। আত্তিধর তথ্ন গাইছেন "মুবলী অধ্বসরুস; চন্দনে চর্চিত শীতশুভি

কর অঞ্জে; চন্দনধুসর শ্যামঅজ"—ত্তর আমাদেব দেশের বেহাগের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাটিয়ালীর মুর মিশ্রণে অপূবর এক আবহাওয়ার স্থাটি করল। তার পর চলল ওধু মুদক্ষের বোলের সঙ্গে 🟝 কুফের নৃত্য-দেখবার মত। সমস্ত কোলাহল নিমেষে শুরু হয়ে গেল। **শ্রুতিধর গাইছেন—"চলসি নবনাগরী কুঞ্জনবর্গামিনী।"** দেখি দূরে রাসমণ্ডলের পথ ধরে স্থীবা শ্রীবাধিকাস্ বাসমণ্ডলে আসছেন। স্থারা সংখ্যায় চাকিশ-পচিশ জন। প্রণে শক্ত ঝক-ঝকে ঘাঘরা—আলো পড়ে কিকমিক করে উঠল। মাথার চূড়ায় কেবল শ্রীরাধিকার সঙ্গে সখীদেব পোষাকের বৈসাদৃশ্য। একই ভঙ্গীতে, একই পাদ-চালনায় সম্ভর্গণে হেলে গুলে চবিষশ-পাঁচশ জন যথন আসছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারবাধা স্বামুখী ফলে **লেগেছে মলয়ের পরশ—একই সঙ্গে হেলছে তুল্ছে তালে তালে।** তার পর মণ্ডলে এসে সবাই একসঙ্গে যখন "লোলোই" ( অর্থাৎ একই স্থানে চক্কর দিয়ে ঘুরা) করে ঘ্রে গেল, মনে হল যেন বসভের ঝরা পাতার লেগেছে বুণির হাওয়া। সঙ্গে সঙ্গেই যথন আবাব "হানবা" ও "হায়বা" করে একসঙ্গে স্বাই পাশে .হলে পড়ল, মনে ক্**ল ঝ**ড়ের গতি ম<del>ন</del>ীভূত ২য়ে এসেছে। তাব পর মুদঙ্গে 'দশকুসী' বেজে উঠল আর স্থাদের দশকুসী বোলে সমবেত নৃতা দেখে মনে হল, বিরাট বনম্পতি যেন মাতাল কড়ো-হাওয়ার সঙ্গে কেলছে তুলছে— ভার প্রাণেও বৃঝি লেগেছে আবেশ। স্থীদেব অগ্ণিত হস্ত একসংঙ্গ উঠছে—একই সঙ্গে নামছে—একই তালে—একই ছলে। কোনটিই সারিভ্রষ্ট হচ্ছে না-কেন এক স্থায় এক স্থার বায়া। "থারাক" অর্থাৎ বক্ষকত্ম, 'থুক্লেং' মণিবন্ধের কাজ, এমন কি সবার গ্রীবাকত্ম প্যান্ত একই সঙ্গে হচ্ছে। মনে হয় সমষ্টির অঙ্গচালনায় থেন সৃষ্টি হয়েছে একটি নৃত্য-কোথায়ও বিভিন্নতা নেই। মনে পডল একদিন যথন কোলকাতায় রং-বেণগ্রের আলোক প্রক্ষেপ ও রূপসভার মধ্যে এক বিখ্যাত বন্ধমঞ্চে পশ্চিম জগতের গোরব ও আদশস্থানীয়া "এনা পাড লোভা -সম্প্রদায়ের দীর্ঘ সাধনাজ্জিত ও বহু আয়াস-সাপেক সমবেঙ নুত্যের সুশুঝলার পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় মন ভবে ইটেছিল, সক্ষোভে ভেবেছিলাম আমাদের দেশের নৃত্যে এমন সমুখানা সভব নয়। কিন্তু কটিন মাফিক মহড়া না দিয়েও মণিপুরী শিল্পীরা যে সুশুখলার পরিচয় আজ দিল, ত'তে মন গর্বে আনন্দে ফুলে উঠল। বরং মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে যে লালিত্য, মাধুষ্য, স্বত:স্কৃত্ত আনন্দাবেগের ষে সহজ সরল অনাড়খন রূপ দেখলাম, রাশিয়ান নৃত্যে যেন তার অভাব ছিল। তাদের নৃত্যের প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে পাদকম্মে যেন দীঘ অভ্যাসের ছাপ সমস্ত সুশুখলাকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল, এমন কি শিল্পীর ভাববাঞ্চনায় যেন দেই দীর্ঘ অভ্যাদের ছাপ রেখাপাত করেছিল—আজ তা বিশেষ করে উপলব্ধি করলাম। কলাশাস্ত্রের গুঢ় রহন্ত না আওড়িয়ে বিলাস-ব্যসনে অজ্ঞ, সভ্য জগতে পার্বত্য জাতি নামে খ্যাত মণিপুরের নৃত্যশিল্পারা নৃত্যশিল্পের যে অপুর্বা নিদর্শন দিলেন সভ্য জগতের পণ্ডিত বদকলাশাপ্রবিদ্যাণ বহু বর্ষব্যাপী আলোচনায় এর চেয়ে স্থন্দরতর রূপস্থাতিত সক্ষম হননি—অন্ততঃ এদেশে।

শ্রীপ্রক্ষ এসে ফিরে গিয়েছে—অভিমানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে প্রভ্যাথ্যান করেছিল, কিন্তু তার বিরহে এখন শোকাভুরা। স্থীদের প্রবোধ বাক্যেও তার মন মানে না। বিরহ-বেদনায় শ্রীরাধিকা মৃদ্ভিত হয়ে পড়লেন। স্থীরা তথন শ্রুতিধবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিলাপ

করে গাইছেন—"হায় কি হলো গো সখি রাধে, ভোর বিষম দশা হেরি হেরি। অবলার প্রাণ ধরতে নারে, উঠ বিনোদিনি দেহ গো উ<sub>০ব</sub>" স্থাৰ বড় করণ। প্রতিটি মুচ্ছনা, প্রতিটি রেশ কেঁপে লেপ আবিহাওয়াকে ধেন বাথাতুৰ কৰে তুলছিল। মনে ইচ্ছিল, এ সুধ যেন ব্যাহে প্রিয়কে না পাওয়ায় মানব-মনের অশাস্ত চির-ক্রন্ন। বেহাগ স্থব যে এত করণ হতে পারে তা জানতাম না। তথন মধাবাত্রি, চারি দিকু আলোটাও যেন স্থিমিত হয়ে এসেছে। বাথায় যেন সমস্ত আবহাওয়া জমাট বেঁধে গেছে। প্রায় স্বার চোগেই জল। মৃন্দের বোল মন্দ হয়ে আস্চছে ব্যথার আবেগে। মৃদঙ্গারী ঘুঁজন গিয়ে প্রাসমগুলে হুঁছু করে বাদতে লাগল, কিন্তু ভাতে কারো হাস্যোদ্রেক হলো না, চার পাশে ভাকিয়ে দেখি সবাবই মুখ বিষয়, অনেকেরই চোগে জল। বিশ্বিত হলাম হথন দেখলাম, অলফিছে আমার চোখের কোলেও কখন জল এসে গেছে। সভ্য জগং হয়তে! এই ভাবালুভায় নাসিকা-কুঞ্চন করে হাসবেন। এক সময়ে কীর্তনের আসরে পণ্ডিত প্রক্রেয় ব্যক্তিদেব চোথে জল দেখে আমরাও হেসেচি কিন্তু আৰু বুকলান অনুভতি কি ? ভাহা শিক্ষাভিমানের—পদমধ্যালয় ধার ধারে না , সময়-বিশোষে অস্বাভাবিক ব্যাপারও অভি সংক স্বাভাবিক বলে মনে হয়। মণিপুরে পল্লীগ্রামে মণিপুরীদের মধ্যে ১গে যদি না এ নৃত্য আজ দেখতাম, রুজ্মকে নানা সাজ-সজ্জার মধ্যে অনেক বার মণিপুরী নৃত্য দেখেও মণিপুরী নৃত্যের অক্সবান্মা ও জ উৎস কোথায়, তা এমন ভাবে আমার কাছে ধরা পুডতো না।

কি করে যে একটান। দেখাব ভেতর রাত কেটে গেল বুকতে পারলাম না। হ'স হল পাখীর ডাকে। ফিরে দেখি, প্র-আবাশ ফিকে হয়ে এসেছে— শুভিধর গাইছেন—"নুতাতি হো রাসে নন্দকুমার"।

শ্রীকৃষ্ণ নৃশা করে চলেছেন—ব্যথাতুর আবহাওয়া শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের চকল চরণক্ষেপে ও মৃদদ্ধে বোল-বাণীতে থেন আবার আনন্দে ভরপুর হতে চলেছে। মৃদ্ধ বেজে চলেছে— ধেইন তাতা ধে, তাতাতা—বিহা ধে তাবি না বিন"

শ্রুতিধন জ্রীকৃষ্ণের কপবর্ণনা করে গাইছেন—"কর্ণে মকর-কুণ্ডেন্দ শোভিত—"

ভন্ম হয়ে দেখছি—সমবেত কণ্ঠের গীত কানে আসতেই তাধিজ দেখি, ফাগুথালা, ফুল ইত্যাদি নিয়ে স্থীগণ এগিয়ে আসছেন গাইতে গাইতে "মধুবনে মাধ্ব থেলত রঙ্গে"!

নৃত্যে আগেকার সেই ব্যথার ছাপ আর নেই। প্রতি দেই হিলোলে ফুটে নিঠছিল ফাগুখেলার জন্ম ব্যাবৃল্ল অধৈষ্টা। শান্ত সমূদ্রে যেন লেগেছে জোয়ারের টেউ—বেগোচ্চল হয়ে উঠছে। বসস্ত-সমাগনে শীতের জড়তায় যেন জেগেছে প্রাণের স্পন্দন। আরও আশ্চয় হলাম দেখে যে, সমবেত স্তর্ম বিষয় দর্শকমগুলীতেও এক আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে, চোখে-মুখে স্বারই ছেন একটা আনন্দের দীপ্তি। বোধ হয় ভাবটা এই য়ে, প্রীক্রম্ফ— যিনি প্রীরাধিকার এত ত্থে-ব্যথার কারণ, এবার স্থীদের হাতে ভার লাজনার শেব নেই—যেন এবই অপেক্ষায় এরা এতক্ষণ ছিল। আজীবন য়াস দেখায় ফলে পরিসমাপ্তিতে যে ছাই চপল প্রীকৃষ্ণ স্থীদের কাছে হাভ্যেলার সময় লাজ্বিত হয় ও সমূচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তা ভাদের পুর ফানা আছে। এদের উলাস দেখে আমিও ভাজা হয়ে উঠলাম। মধ্যবাঞ্জি য়ে আমাদের সকলেরই চোধে জল ছিল মনেই রইল না।

ঞ্তিধর তথন গাইছেন—

"থেলাতে হাবিয়া শ্যাম পলাইতে চায়—
অনুগত তথত কমলিনী বাই"

জোব ফাণ্ড ডিংসৰ চলেছে—ফাণ্ডণেলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে একাকী শ্রীকৃষ্ণ তথন স্থাদেৰ হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্ম ই'ডক্তত প্ৰিন্দ্ৰণে ব্যক্ত (অবশ্য নৃত্যুৱীভিতেই);

স্থাবা গাইছেন-

"এখন কেন পালাবে
সে দিনের কথা মনে নাই বে,
তুমি তক্ক-ডালে
মোবা যমুনাব জলে—
সে দিনের কথ'—"

মাঝে মাঝে শ্রাণিক যোগ দিসে গাইছেন—

অঞ্চলি শুনি ভব পিচোবি

মাবত পুনা পুনা শ্রাম-অন্ধ যিবি।

কাঞ্চ উৎসবে মেতে উঠেছে স্বাহী। ছাছিলৰ মুদ্পথাৰী, স্থীগণ ব্যন কি দশকমণ্ডলা প্ৰাপ্ত একংখন এই লাঞ্চনায় ভাবি আমোদ উপ্তোগ কৰছিল—বিশেষ কৰে মেতেবা। (এ ক্ষেত্ৰে বলা ভাল—মনিপুৰে জীলক্ষেৰ বালা, কৈশোৰ, খৌবনেৰ লীলাভেদ থাকলেও জীৰক্ষেৰ ভালিকায় ছোচ ছেলেই ইয়তো বা কথন ছোট মেয়ে ছেলের বেশে অবভার্গ হয় এবং অনেৰ সমন্ত্ৰ শিৰাধিকাও স্থাদের অনুপাতে শীক্ষকে খুবই ছোট দেখায়)।

উংসব থ্ব জোর চলেছে , মুদস্কধানী প্রাণপণে বাজিয়ে চলেছে— "নেন ধাগান্তা দেন নাগাদা-ধেন ধাগান্তা ধাঘিন"। সমবেত দশকমগুলী সম্ভূসিত হয়ে ফাল ।— জ্বাতিধ্ব গাইতে শ্রুক করলেন—

> "মধুবনে মাধব থেলত বঞ্জে বজুবনিতা ফ'ল্ড দেয় শ্যাম-**অঙ্গে**।"

উৎসব শেষ হয়ে গোল। গৃহকতা স্থা, ক্রীবাদিকা, ক্রীকুষ্ণ, গাসবানী, প্রাতিষ্ণ, মূদপ্রধানী ও অক্যান্স শিল্পাদেন একথানা করে কাপত উপাহার দিলোন। আগত ভিন-গাঁয়ের "ওঝা" অর্থাৎ ওপাদ ও দলের ওস্তাদ, মূদপ্রবাদক পারম্পার প্রধাম করে অভিবাদন আনালেন। পাশে তাকিয়ে দেখি, ছোট ও বড় মেয়েদের অনেকেই স্থাদৈর হাতে পান-হয় হ'কে নিছে। সহজ সরল অনাভ্রম ভাবে মনের আবেগ জানাবার ও প্রশাসা জ্ঞাপনের রীতি দেখে মুর্ব হয়ে আনাদের সভা জগতের নীতি-বাবহারের সঙ্গে মনে মনালোচনা করছি—করম্পাশে ফিবে দেখি মিঃ কর। তিনি বিলানে, চলুন এবার যাওয়া বাক। সাইকেল ঠেলে চলতে চলতে দারা রাস্তা নাচের আলোচনায় এত মজে ছিলাম যে, কথন আস্তানায় এসে গোলাম, জানতেই পাবেনি। আশ্রমা হবার অবসর না দিয়েই আমার মণিপুরী ভূজা ইবম্ মোচা দ্ব থেকে দেখে এক গাল হেদে শেল—চা একদম রেডি। মিঃ করকে নিয়ে চা-প্রের বসে গোলাম।

বাসনৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। এমন নাচ আর স্ম না। ওম্ভাদ বললেন. শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধিকাসহ স্থাদের নিয়ে এ নৃত্য করতেন। অবশ্য সব দেশের ওস্তাদগণই তাদের নিজ নিজ পদ্ধতির প্রবর্ত্তক ও প্রথম প্রচারক হিসাবে ভগবান্কে উনে তাদের নৃত্যের মধ্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। "কথক" শিলীবাও

তাই বলেন। এমন কি, শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রথম প্রচারক হিসাবে— অভিনয়-দর্পদের চতুর্থ শ্লোকে উল্লিখিত আছে, চতুন্ধুব ভরতকে নাট্যবেল প্রদান করেন এবং স্বয়ং হর ভরতকে ততুকে দিয়ে ভাণ্ডব এবং পাকাতী দ্বাবা সাভ্য নৃত্যাশিক্ষা প্রদান করেছিলেন—নাট্য, বৃত্ত, নৃত্যু প্রযোগের ইহাই ইভিহাস !

আমাৰ কিন্তু মনে হল, প্ৰাচীন ভাৰতীয় শান্তীয় নতোৰ নৰ রদ প্রবিপর্ণ ভাবে মণিপুরী নুভো বিকাশ লাভ করতে পারেনি-তা ভওয়াও সম্ভব নয়: কারণ, মণিপুরী রাস-নৃত্যের রীতি রূপবন্ধের অষ্টা শিল্লিগণ বৈষ্ণৰ ছিলেন, তাই উলেব নুভো পাওয়া ৰাষ বৈষ্ণব-মনের শাস্ত ভাপ--শাস্ত, করুণ রস্মই রাসের আঞ্চিক অভিনয়ে ও অঙ্গচাসনায় প্রাধান্ত লাভ করেছে! দক্ষিণ-ভাবতীয় নৃত্যের সঙ্গে প্রভেদ ঘটবার কারণ—দক্ষিণা নৃত্য ব্রাঞ্চল্য ধ**ম্মের দেশে হওয়ায়** मिकनी मुट्या बीव, ब्लीप्ट, वीप्टरम ७ अग्रान वम ऋवन अधिक चरहेटह । শৈব ও শাক্ত-মনের বৌদ্রবসের ছাপ নট্রাজের পরিকল্পনা, **ভাওবের** ন্ত্যকপ্ট সে দেশেব শিল্পীৰ মধ্যে লীলায়িত নালুশান্ত্রোক্ত করণ, অসহাব, চারা, উৎপ্লাবন, মণ্ডল, স্থানক ইত্যাদিৰ মধ্যে যেগুলি শাস্ত ও কক্ৰৱস-ব্যঙ্গনার উপযোগী মণিপুৰী বাস-নতে। সেগুলিই গঠাও হয়েছে—দেখলাম, তাও অশু নামে। কিছু যে অদলবদল হয়নি ভাও নয়। নাট্যশান্তোক আবেটিত, উদেষ্টিত, ব্যাবভিত, পরিবভিত এই চাবি কব-করণের প্রয়োগ মাণপুৰেৰ নতোও হয়েছে চালিব বোলে "থিখা ধিনতা ধিন তেইন তা তবে কর-কাণেও মণিপু'রর অভিনবত্ব রয়েছে। গ্রীবাকদেশ্ব সংযোগে এই বিশেষ রূপবন্ধটি অধিকতর লাগিতা ও মাধ্যাব্যক্ষ এব শান্তবস-প্রধান হয়েছে !

শাস্ত্রীয় 'চাবী' বিভিন্ন গতিব প্রয়োগ অল্লবিস্তর সব দেশেই আছে কিন্তু প্রয়োগ-বীতি বিভিন্ন ও বিভিন্ন ভাববাঞ্জক, যেমন গজলীলাগতি ধুৰুব সি:হল দেশের কাণ্ডী-নুভো দেখেছি—"তা নাং তাম দেনা <mark>তাম দ</mark>-না নাং তান দেনা তাম দ" এই বোলেব সঙ্গে। তৎসঙ্গে ভেসে **আসা** গান—"ছাং ছিয়ে গেণেকী, এক পোকুনকী, ছিত্ত মালেকী ছিত্ত মাল পেতেকা"। ভিপরোক্ত গান ও বোলের ছন্দের দোলনের সঙ্গে গব্ধগমনের দোল চমংকাররূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিছ এই গ্ৰুগমন আবাব 'কথক'-নৃতে ব শিল্পীদের বসবোধে রূপায়িত হয়েছে অন্য ভাবে, যেথানে দোলার চেয়ে কসরৎ ফুটে উঠছে অধিক। "গৰুগতি" ইঙ্গিত থাকলেও গছপুরণই শিল্পীৰ ম**ন অধিক্তর** আকৃষ্ঠ করেছে ! গজগমনের যে দেহ-হিল্লোস তার ব্যঞ্জনা দেহরেখার না ফুটিয়ে 'কথক'-শিল্পা ২ঠাং গজপরণ "তাও থুকা তাকিটা ধুকা তাবিটা ভাক ধাবিটা দগদগ থুকাত' ইত্যাদি বোলের সঙ্গে এক নিমেষে পাদকম্মে মাটিতে হন্তীর এক চিত্র অঙ্কিত করে। চতু**পার্যে** গৰিবত **দৃষ্টিতে শিল্পী** একবার চেয়ে নিলেন। তথনও হয়তো দ**ৰ্শক**-মগুলীর অনেকের নিকটেই হাতীর রুপটি দূর্বোধ্য রয়ে গেছে। ভংপরে শিল্পী নিজে তজু নী সঞ্চালনে হস্তীর চারিটি পা, লেজ, 😎 🤟 যথন দেখিয়ে দিলেন—হাতীর রূপের কতকটা জনসাধারণের **মধ্যে** বোধগম্য হল। অবশ্য এতে কদরং ও বেয়াজের পরিচয় পা**ওয়া** গেল, কি**ন্ত** হস্তীর এ অস্পষ্ট রূপের আড়ালে যে হস্তীর দেহ-হি**লোলের** আসল রুপটি চাপা পড়ে বইল শিল্পীর ডাতে ক্রক্ষেপ নেই। গব্দগতি বলতে গৰুপরণ ও সমে আসাটাই সব তাঁব কাছে। তিনি **হয়তো সগর্কে**  ভখন বুঝিয়ে চলেছেন—ববে, কোখা দেন দ্ববারে ফান্তর উপর হবছ হস্তিপদ অভিত করে কান চরকা। তোড়া উপরাব পেয়েছেন। মণিপুরে কিন্তু স্কর্গমনের যে সে: ১৯না দেখনাম ভাতে হস্তিপদ চিত্রিত করার কোন ক্রেটেই ছিল ন্যা । এক জুড়ে ছিল ভারু হস্তার দেহছিলোলো মীড়াও আমত্যুক্ট—

মণিপুরের রাসন্তঃ লেহের মাত ওংমকে এর্গ, কিন্তু আবার লাইহারাট্রা ও মাত হারবাব (অস্তিত্র) কপ্রীতি ভিন্ন প্রকারের রৌজ, বীর ও বীভাগ বসের, লেহারকার অধিক । বপ্রস্থা, রূপবন্ধ সম্পর্কে ভাবে অভি স্তেত্র । মাতা প্রস্থা (মহাবাস, কুজরাস, নিভারাস, বসস্তর্গ ইভাগি, মাতা প্রস্থার বিধাবিধান রয়েছে। কোন বাসে ভঙ্গি প্রে রুক্ত ন করে ও খুবম প্রে আবার কোন রাসে খুবম প্রে নিষিদ্ধ ইত ি অনেক প্রকার বৈচিত্রাই রয়েছে।

সভাদেশ থেকে বিচ্ছিত্র স্থাপু পালা ও জানভুত কোলে প্রকৃতিব সন্ধান এই মণিপুরীরা তাদের জনগড়ার কার্ত্র কার্ত্র বাপনের জবসব-মুছুর্ত্তভাকি মনের বাঙ্ রাভিয়ে নাতার বাচান্য ব কপরসের স্থাষ্ট করেছে দেখালে নিজের জালাকেই নাথেকে বেনিয়ে আনে অপর্বব দেশ এই মণিপুর।

রাত্রি জাগরণের অবসাদে শ 🔭 নত 🕾 চত্রান্ত কিন্তু নৃত্যভেকী ও কীর্ত্তনের স্থান এখনও মনে ভাসছে মনে পড়ল ওস্তাদের কথা---**शृद्धक्र**ाधात मादमा हार्डे, '७८व 'एटको। छएए, कृष्णनारम द्वर মিলে। চাই প্রসংখ্যাজ্ঞিত বং ও ৫ ৫ ক তব প্রাণে উব জন্ম প্রতীক্ষা ৬ বৈষ্টে কিছে ১৮৫ কথাৰ কৰা জানি না আমার **প্রতিবাদ বা তেক কবাব ৩০% ইয়ান্ছ সরল বিশ্বাসের** কাছে আমাৰ শিক্ষাভিমান ৫০ ালায় অকটাত হয়ে গেল। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে, ভালন প্রিটিয়ার্গত সম্পর্কে অজ্ঞ **थारक विस्तिन अधुकत्राम अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति।** अंग्रेनी द्रमान कथा एकेलाडे অস্তর-সংহার, চৌধা, মুলাজ্যাল, ১৯৮ উপরোক্ত লীলা সমূতের অস্থানিটি 🔹 😋 ১৯৯১১ অক্ত থেকে 😇ধ বস্তুহরণ ও শুঙ্গাববদাঝুক বাসগ্রীলা: াঃ শ্ ে গোপিনাস্চ বিভার-পরায়ণ শ্রীবস্কতরিত্রের জ্ঞাল হান্দি। কিন্তু উপরোক্ত লীলাকপরে ভাবতের 👉 🥕 করি শিল্পা আধ্যাত্মিক জগতের দূর্জেয় তত্ত্ব সন্ত সন্ত ব্যাণ বা গ্রম করে বে কিরুপে সহজ ভাবে রূপায়িত করেছিলেন স্বাহাণ অব্যতিত হবাব কোন প্রমাস নেই: বিদেশীৰ মত জা ০ব দৃষ্টি খাৰ বহিছুখী হয়েছে, **करल दृष्टि** कृष्णनीलात पंभारतन आवर मन आवन । अंतरन आकर्षी-**শক্তিরপা ব नी— यो অনাদি কাল ১**. । अञ्चलत ३५० - पान, क्रा लीरवर স্বাভাবিক আনন্দলিকা জাগতে—তে, ধর আমারে অপ্তরে শিয়ে আজ পৌছায় না ৷ শ্ৰদ্ধ চৈত্ৰ, খা এন্টাই দেহেন্দ্ৰিয়ে ঢাকা, व्याकर्यो सत्र व्याद व्यामासन व्याकः । १८७ न्। । १८५व शामिनोशन এ মোচন কলিকপে ভূলেটিন—বাধান নাল কোপতে কুল ছেডে ছুটেছিল--यद्भाग छङान नहाहि :

ঞাজি বলেন, আনন্দর প্রথম ১০. মহাভাবতে আছে—"বাসাহ বাং ১: শব্দে, লেং নিবু ভিবাচকঃ" "ক্ৰ" সভাবাচক শব্দ এবং মৃদ্ধিণা "০" প্ৰমানন্দ্ৰাচক শব্দ । কৃষ্ণ মৃদ্ধিণা "০" মিলনে কৃষ্ণ শব্দ সম্পন্ন হয়েছে । সভা ও প্ৰমানন্দ্ৰ মিলনেৰ নাম কৃষ্ণ আৰু ধাহাতে প্ৰমানন্দ্ৰ বাতীত আৰু কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ । যাহা তত্ত্বে প্ৰমানন্দ্ৰ মাত্ৰ, লীলায় ভাহাই ঘনীত্ত বিগ্ৰহ এব আহা বৈদে এক।, তাহাই লীলায় ভাকুক্ষ । সেই কৃষ্ণ গোপাগাণৰ মন আৰুষ্ণ কৰাৰ জন্ম বানী বাজালেন ও বাস্মগুলে নৃত্যু কৰ্লেন।

সংখ্যাবদদ্ধ এ বৃদ্ধ ওস্তাদের ভাজিকে অন্ধাভাজ বলতেও আমাব বাধল। বাসন্ত। আমবা কবি কিন্তু বাসলালা-ভাজেব ধার ধাবি না, নৃতে, তেহাই, ভোড়া ও দশকেব হাতভাজিব কথাই ভাবি—ফলে নৃতঃ হয় প্রাণহীন। ব্যা কলা-জগতে এ নৃত্যুই কিন্তু বিশেষ স্থান অধিকাব করে, এ নৃত্যুই হয় সমাদৃত।

কমা কলা-জগতে মণিপুৰী নৃত্যের স্থান কোথায় যদি প্রশ্ন উঠে—
দত্তব দেওয়া খুব সহজ হবে না। এ নৃত্যে দত্তব-ভাশতীয় "কথক"নৃত্যের ক্যায় বিভিন্ন তাল-লয়-বাট-ছন্দের বৈচিত্য নেই। "কথাকলি"
নৃত্যের বা দক্ষিণী নৃত্যের মত অঙ্গভারে, করণে, অভিনয়ে, পাদবংশ
ভভটা সমুদ্ধ নয়—কিন্তু তবু চমংকার অভি ক্রন্দর মণিপুরী
নৃত্যের বীতি কপ্রস্ক। প্রাচীন ভারতের নৃত্যা ব্যাকরণের বীতি
কপ্রস্কে স্ব্যাভিস্ক্র বিভাগ না থাকলেও মণিপুরী নৃত্যে যে মন
বসাপ্তি হয়, আনন্দের সৃষ্টি হয়—একথা বীকার না কবে উপা
নেই।

কেই বালন, ললিতকলার ধান্ধ হচ্ছে—বেখা, বর্ণ, কানি ও অস্টালনার বাজনায় মানবের ভাবোজমকে বাহজ গতে রূপায়িত করে বস স্প্রতি করা। কেই বলেন, স্থাবিতার ৮পার ভ্রমার সংস্পাদ্ধ নিজে যাওলাই হচ্ছে ললিতকলার কান্ধ। কারো মতে ললিতকলা হচ্ছে, অপ্তার অন্তেভিকে রুসাগ্রুত করে স্থার মনে সাজ্যামিত করার উপাধ

মণিপুৰী নৃত্যে অস্চালনায় বিভিন্ন ব্যক্ষনাৰ মাধ্যাও আছে -নুছে। মণিপুৰবাদীৰ ধ্যাহুশীলনত দেখলাম। ভূমাৰ সম্পূৰ্ণে না নিয়ে গেলেও বসাপুতে নৃত্যু যে এদেব মনে ধণ্ম-প্রবণ্ডা জগোয় এবং মনকে শ্রন্তমুখা করে একথাড় ঠিক। শূর্ফাও শ্রীরাধিকার নুভালীলাব্যস্ত্রনাব অন্ত্রনিহিত ব্যু দশক্ষণ্ডলাতে সংক্রামিত হ' । ভাদের মৃত্যকলা অন্য প্রদেশের মৃত্রীতি রূপ্রস্কের অমুকরণ নয় ! রূপবন্ধ মণিশূরের শি**ষ্কা**র স্বরণ্যভাগ্ন সমুদ্ধ ৷ কোন বিশেষ সম্প্রভাগেত गरमात्रश्राम व ऐप्परमा मुखा-विषयुवक भारे अन्ध्रामाय्रविष्यायव क्रि ह দৌ<del>দ্দয্য</del>বোধের সঙ্কীর্ণ গাণ্ডীর মরে; আরম্ম হয়ে পাড়েনি। ধ**ত্মকে** ভিডি কবে ভাতে আছে সাকাজনীন আবেদন। সহসা অপ্রভ্যাশিক ভাবে কৰ্মান্য ভঙ্গিতে মছকিতে মনে দৈন্তেলা জানাবাৰ প্রচেত্র। নেই। বন্য কলা-জগতে মণিপুরী নৃত্যকে বিশেষ স্থান দিলে। সমালোচকের সনালোচনা পক্ষপাভিখের দোবে ছষ্ট হবে না: মণিপুৰী লুঙা শান্তিপ্ৰিয় ভক্তিন্ত্ৰ মণিপুৰী কেইণ শিনীলে শাস্ত-সমাহিত চিত্রের সৌন্ধারিকার মাত্র। সাল প্রাদের প্রভাব ভারভানার হেড় প্রাদের ধ্রম বিভিন্ন যদিও এ ৰূতা প্ৰাচীন নৃত্য শাস্ত্ৰকেই ভিত্তিকৰে সংগঠিত হয়েছে 🗀





গ্রীভাবানাপ রায়

## এটলি আর এটম বোমা--

শিদ্ধ মার্বিও সাংবাদির ৬ পিয়াস ন জানাচ্ছেন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নিঃ এটল তিন তিন বার আমেনিকাল প্রেসিডেট ট্যানের কাছে ক্ষেক্টি নাম 'এটা লোম' জিলা করেন। কিন্তু প্রেসি ডেও দিছে ক্ষেত্রত হল। কাবং না কি এট যে, আমেনিকাল আশস্তা, লবজ্বা পর্যুক্ত শালী দ্বীগ দ্বীগপুত্র বা পশ্চিম প্রশিয়া, ভেগুলো প্রযোগ লবজ্ব পালে ( because he has been fearful that the British might use one in the Dutch East Indies of the Middle East )

## এশিয়ার ভেদ নীতি—

ইবাণে তিশক্তিশ ,য বাঁও বসাক্ষি হচ্ছে তাতে তাণ সচ্চে টীনে প্ৰেন প্ৰতিথিকিবাৰ বেশ কেটা সামপ্ৰতা আছে। এই দিকেই ওয়া প্ৰিয়ায় অধিবাসীদেৰ মধ্যে গৃহ-ভেদ জিয়িয়ে মাত্ৰ নয়, স্থায়ী কৰতেও চচ্ছে।

কশিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰনীতিক নিৰ্জোভ বৃদ্ধিৰ কথাই এত দিন প্ৰচাৰিত চচ্চিল; কিন্ধু কোবিয়াও ইবাবে কশবা যে নীতি অবল্যান কৰেছে তা নিছক নিৰ্জোশ নীতি বাল মনে হচ্ছে না। ইপ্ৰেছ বলছে—পাৰণো কশিয়া স্থানিজাৰে প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰতে চাছে। আমেৰিবাৰ ইবাৰা ৰাষ্ট্ৰত হোমেন আলা মনে কৰেন যে, গোলিছেই গুপ্তচৰা হৈবোন পঞ্চন বাহিনীৰ মত একটা বিছু গছে তুলতে চায়; গদেৰ উদ্দেশ্য হয়ত ইবাৰী সৰকাৰ উদ্দেশ কৰা!

ইবাণ দাবী করেছে, ইন্ধ, মার্কিণ ও সোলিয়েট দৈয়াকে এইবান দেশ থেকে সবিয়ে মাও! ইবাণ বলছে, বিদেশী দৈয়া মোভাগ্রেন বাথবান ফলে ইবাণী জনসাধাৰণ শক্ষিত ও বিপন্ন।

নিবাৰে সন্ধায় এক 'ডিমোকান' আন্দোলন দিছে কৰান ভাষেতে।

টাৰবাঞ্চলে অৰ্থাং সোন্দিয়েট-গুলাৰ অঞ্চলে এবা ইনানা স্বকাৰেৰ
বৈক্ষে টীনা কমুনিইদেৰ মাত দিছিলেইছে। এবা বেমন সমান্ত
গালান বাছে, দেমনি ইবানা সাম্পানত কাইছিলকে আসন্ধানিকালন গালাবাগিতা কৰবাৰ জন্ম উঠে-পছে লেগেছে। মনে হচ্ছে, নি-নিচনে বাহা ছিলৰে। ইবানেৰ উত্তৰ্গঞ্জলে এখনত ৬০ হাজাৰ কমা সৈন্ত মাছে। তেতেবাগেও দেছ হাজাৰ সোলিয়েট সৈক্ষ এখনত আপক্ষা কৰছে। কাজেই আশক্ষা—কি হয়। কি হয়। ডিমোকাট বা কমুনিই বিপ্লবীয়া ছেতেবাবেৰ দিকে এগিছে আসবে এ ভয় সৰকাৰ করছে, কিছু ওদেৰ নিক্ষাছ সৈনা প্ৰবোধ কৰবাৰ অক্সমতি সোলিয়েট

সরকার দিছে চায়নি । ৭৭: থাকেববাইজানে বিপ্লবীবা সোছিয়ে। সমর্থনে প্রকাতন্ত্র স্থাপন বাদেশ। বিদেশী সৈন্য অপসারণের জন্য ইবাণী দাবী আমেবিব। সমর্থন ক্রমেও ই ফেল্লা ফল্ছে, কশ সৈন্য না স্বে গেলে ভাষাও ইলা থেকে স্বেল্লাহে না।

#### মুসলিম-হাতিয়ার :--

আগেব কে পাবন নামার দেখিছেছি, ভারতে পাকিপান দাবীৰ মৃত যোগাম , বিছেছি, মধ্য এশিয়ায় সিংকিয়াগ্র মূলমান দাবী দাঁত কথাত ক্যান ভাগতের প্রান ইসলাম লীবাৰ মজে প্রতিবাধিকালে নামা কালে মুস্লিম তীপ্রকে বছ করে ভোলা ধ্যেছিল থাত কি মধ্য নামান মুস্লিম তীপ্র কালার গছে ভোলা হয়ছে। টগন কথাই নিমি হীব গছে উঠেছে—এব নাম দি মহামেডান ইউই কালিই নিমি হীব গল তার সিংকিয়াগ্রেব নুসলমান আভিজ্ঞলার আক্র বিলাগে করেছে। এবা ডাং সান ব্যাক্তিনা বোরা দি বিলাগে দি বিলাগে দি ক্যান্তের স্বাল্ড স্কালাভের স্থাতির। নুকালাভের স্থাতির। নুকালাভার স্কালাভার স্থাতির। নুকালাভার স্থাতির। নুকালাভার স্কালাভার স্থাতির। নুকালাভার স্থাতির। নুকালাভার স্কালাভার স্থাতির। নুকালাভার স্থাতির স্থাতির নুকালাভার স্থাতির। নুকালাভার স্থাতির স্থা

#### চীনে রুশ মঙলব---

"Stalin's act in Iso tern and Central Europe prove that at one cut his primary purpose is introduce communists rather Communism"+ : " 2 25 এক বার্তা-বিদের। এশিয়ায় রুশ সামাস্থ্য 🔻 লাগেবিকান প্রভাবে**, আবাব সমূদ্রের** ক্ষিণা ও গ্রেলাস্থ করতে পাবে কি তুলারেও জালাতা মার্লিণ প্রত ক্রেণ এছকুট কশিয়া ১০ নবছে যে, মানিণ পভাবে এক্যবন্ধ টানে যথন স্পাশালাৰ সন্থাস নাম, প্ৰথম চীনে যাতে **ভেদ বজায়** গাকে সে দিকে সভা সংঘাণ শিষাৰ দৰকাৰ। জামেৰিকা যেমন কু ওমিন ভা কে সম্পুন্ত সংগ্ৰাহ হছে, কশিয়াও তেমনি ক্যুনি**ইদের** প্ৰেক্তিক সমৰ্থন কৰাছে ৷ ১৯০১ কমুনিষ্ট্ৰা ভ কশিয়াৰ ভাল ম<del>ল সৰ</del> কাজবেই সমর্থন :ে বেলে ১৯৩৯ গঠাকে কশিয়া যথন জাম্মাণীৰ সঙ্গে কলা কলোঁচ তথন সে চক্তি চীনা কম্নিট্ৰা বেশ গ্রাক্ত দেরেটা হ্যার্থনা ব্রেগার : ১৯৮১ প্রীক্তের সোভিয়েট-জাপ নিবপেফ সৃষ্ঠিঃ সুযোগে তাপান মালয়, শাম ও ইন্দোনেশিয়ার যথা থগা কাক কৰেছিল, সভা সমন্তিৰ ভাৰত সমৰ্থন ভাৰ করেই ক্ৰেছিল : কুশিয়াও নগন মাপ্ৰিয়ায় জাপ-শাসন মেনে নিয়েছিল কম্নিইবা ভাবও নিন্দা হৈছু মান কবেনি।

#### চীনের অবস্থা-

সাংকাই থোৰ লগুনেৰ নিৰ্মাণ অব-দি শ্যাণ্ডেৰি বিশেষ সংবাদ-লালা জানিগৈছেন মে, যাবি লাভিৰ ফাজ চীনেৰ সৰ্জনাশ আসন্ধ। চীনা গুক্ষুজে প্ৰভাজ শাক্ষাক জানে মাত্ৰ লক্ষ্য ক্ষ্য টানাৰ প্ৰাণ-কানি কৰে ভানিয়, এই ক্ষান্ত সংখ্যাধিক বাণিজাবাৰস্থা ফিৰে আসতে দেৱী কৰে। এই ডাল সমস্থাপান গালিজাবাৰস্থা ফিৰে উঠাতে পাৰে।

চিয়াং কাইলেনে । ত্রাইনির গ্রেইনির ইনিনরাং চ্বেকিং থেকে নানকিং এ বাজবানা হিলা ক্লিফ প্রিন্ধে নাম লাবছে নে, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে আছে কিং জ্লেচন ইন্তর ইন্যালোনদার পূর্বে তটের থণ্ড গণ্ড জবল পাল আনবাংশ মাঞ্রিয়া তথাক্থিত কম্নিষ্টদের কবলে। চিয়াং প্রোর করছেন যে, তাঁর আছে ৪০ লক্ষ্ সৈত্ত, কম্নিষ্টরা দাবী করছে, জাদের আছে প্রায় ২০ লক্ষ।

### মার্কিণ বনাম সোভিয়েট—

লগুনের 'অবজার্ভাব' পত্রের চীনা সংবাদদাতা মাঞ্চবিয়া ঘরে সব অবস্থা বঝে অভিমত দিয়েছেন দে, হয় আমেবিকা চীন থেকে সম্পূর্ণ সরে যাক, না হয় সে চীনকে ভাল করেই সাহাযা করুক। মাঞ্রিয়ায় চীনাদের যে ২০ ডিভিসন সৈতা কমুনিষ্টদের সঙ্গে লড়াই করছে তারা মার্কিণ হাতিয়ারে স্ক্রিত । উত্তর চীনে এখনও সভয়া তিন লক্ষ জাপ সৈম্ব (ইয়োলে। নদীব ভট থেকে মহাপ্রাচীর পধ্যস্ত স্থানে ) **আছে।** এদের মাত্র প্রায় ৫০ হাজারের হাতিয়াব কেড়ে নেওয়া ছয়েছে। এ অঞ্চলে কুওমিনতাংএব প্রায় ৫০ হাজাব সৈতা ছাড়া ছাজার মার্কিণ সৈক্ত আছে। কাজেই অবস্থা থব ভাল নয়। ৰদি জাপানীদের সম্পূর্ণ হাতিয়াব হীন কবে উত্তর চীন থেকে হটিয়ে দেওয়া না নয়, তা হ'লে সামরিক ভাবে না হৌক—ব্যবসায় বাণিজ্যের **দিক দিয়ে অন্তত: ভারা প্রবল হয়ে উঠবে।** গৃত ৪ বছর আমেবিকা **চীনে অনেক দাদন কবে আজ দেখানে** ভবিষ্য বাণিজ্যের প্রকন পাডতে পেরেছে। কিন্তু আমেরিকানরা মনে কবেছে যে, জাপানীদের বিক্লমে যে চিয়াং কাইশোকেব সরকাবকে তারা সমর্থন কবেছে, সে সরকার আজ তাদের দিকে টেনে কাঞ্চ কব্বে। এই জন্মই "America who, of all nations at present has the most influence and power in China urges and aids the Southern forces to make a large scale war on their brothers in the North."

এশ্যর দেখে-শুনে প্রাসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিশার বলছেন, মাঞ্চুরিয়ায় বা ঘটছে তাব ফলে স্থিব হয়ে যাবে, আমেবিকার সঙ্গে ক্লিয়ার সম্পর্ক কি দাঁভাবে।

মাঞ্রিয়াব অর্থনীতিক ও কুটনীতিক বৈশিষ্ট্য কি কশিয়া ভাল করেই জানে। মাঞ্রিয়া জাত্মাগাব চাইতেও বড়। জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৪ • লক্ষ। জাপান ওখানে শ্রমশিল্পের ও বাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি করেছিল। সম্প্রতি সোভিয়েট সরকার মাঞ্রিয়ার হুই বড় রেলপথ ও হুই বড় ও প্রধান বন্দবের অধিকার সংগ্রহ করেছে। ১৯১৭ সালে কশিয়া থেকে প্রায় ১ লক্ষ কশ মাঞ্রিয়াতে পালিয়ে গোছল, গত নভেম্বর সোভিয়েট সরকার তাদের সোভিষেট প্রজাধিকার নিয়েছে। এরাই মাঞ্রিয়ার সোভিয়েট প্রভাবের পত্তন করবে। ও দিকে চীনা কম্নিষ্টবাও মাঞ্রিয়া চিমাং কাইশেকের কর্মমুক্ত করতে চেষ্টা করছে।

## মাকিণ ফুসলানি-

মাত্র কশিয়াব দোষ দিলে হবে কেন ? চীনে মাকিণ রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারল প্যাট্রিক হার্লে কাজে ইস্তাফা দিবার সময় স্পষ্ট করেই রলেছেন—

"Professional foreign service men sided with the Chinese Communist party and the imperialist block of nations whose policy was to keep China divided against herselt"...

"The same professionals openly advised the Communist armed party to decline unification of the Chinese Communist Army with the National Army unless the Chinese Communists are given control"

#### নর্ম-গ্রম-

পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রত্যক্ষ সোভিয়েট করপ্রসারের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ জাতরা স্থানীয় জাত ও দলগুলোর মধ্যে ভেদ নাধানার চেষ্টা ধেমন করছে, তেমনি এশিয়ার আবও
কতকওলো দেশে—একটু আপোষের মনোভাবও বাহিরে দেখাতে চেষ্টা
করছে। এ সর দেশেও ভাতীয় উপান প্রবল্গ, কিছু ওরা এক দিকে
যেমন গুলী চালাছে, অন্থা দিকে তেমনি মিতালীর কর প্রসার্গ করছে। এনাম হর্কল। বিদ্রোহীদেন আপাত-দৃষ্টিতে কাবৃ করে
ফরাসীরা মিতালীর স্তব্ব শোনাছে। শ্যামে জনসাধারণ চায়
প্রজাতন্ত্র। বর্মার দশা ভারতের চাইতেও বোধ হয় থাবাপ।

ইন্দোনেশিয়াস— বিপ্লবীরা আত্মসমপ্ মোটেই করেনি। ওলন্দান্ধ প্রভুষ্ট থাক। ওলাক প্রভুষা বলছে— উপনিবেশিক অধিকার নিয়ে ভুষ্ট থাক। ওবা বলছে—ছো:। ইন্দোনেশিয়াব প্রাচীন ধর্ম্মগুষ্ট "জয় ভায়ায়" লিখা আছে— ৮শা বছব আগের হিন্দু সাম্রাজ্যেব প্রভাবর পর একদিন সাদা মামুষ ওখানে আসেবে (১৫৯৫ খু:)! তারা অনেক বছব ছীপ শাসন করবে। তাব পর দেশ হবে জনসাধারণের। এ স্বপ্লের প্রেরণায় আজ ইন্দোনেশিয়ার যে দেশভক্তবা মেভেছে, তারা এঁটো-কাটার খুগী হবে কেন।

যবন্ধীপ থেকে স্বাধীনভার হাওয়া স্তমাত্রায় প্রসারিত হচ্ছে !

এসৰ অঞ্চলে ইংবেজেৰ মতলৰ সহন্ধে মাৰ্কিণ সিনেটৰ জোশেঘ ও' মাহোনি স্পষ্ট বলেছন—"The British…have gone so far as to organise Japanese mercenaries to carry on a war, the object of which is to maintain the system of imperialistic exploitation of Asia"

## জানি না কি হবে !--

তিন জাত আমেরিকা কশিয়া আর বুটেন আজ খরের মাতন শেষ করে এশিয়ার জাত গুলোকে লুটবাব প্রতিযোগিতায় নেমেছে। জানি না কে জিতবে। জানি না এসৰ সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান হবে কি না। জানি না বিধ জাতৃত্ত্ব কোনও কালে বাস্তব হবে কি না। এটলি চায়, 'এটম বোমা'। আমেরিকা বলে, দেব না। কশিয়া বলে, দেখে নেব। তার মানে, জামানী জাপান ধ্বংস কবে এবা এশিয়ার শবের উপব এই ভিন্নমন্তার তাওব নাচতে চায়। বিধের মিন্তি নাকি ভাবেই সমাধান করতে চায় বিধ-সমসার। কিছ—

"There is no solution of the China problem or of other grave problems which trouble the relations between America, England and Russia, unless all the three of them renounce their expansion and imperialism. The end of empires would pave the way to the world federal government. Then and then only the world have peace. Then and they only will the atomic bomb or worse instruments of death and destruction cease to terrorize humanity."—(Louis Fischer)



হোঁওয়া থ আলিসান

আ সমান

গ্ৰীছলা কাটতে

কাটতে এগিয়ে আসছে

জনপদের দিকে।

श कुत वि

ইং সংভি বামান্ত্যাপার মাসিগানা কে-ছুটে দৌছে গিয়ে বেগানে বাগনান স্মান্ত্র ভালগাছের বৃতী ছুঁগেছে, সেগান থেকে আবস্ত ব'বে ভাইনে একেবারে বিশালাকী নদার ব্রীজ প্রাত—গোটা পুর দিকের আকাশান ছুঁতে ছুঁতে এগিয়ে আসছে গোলা হলের হিমালর।

েখতে না দেগতে তিল-জলাব মাঠটা তুবে গেল। দুরে নলখাগড়া বনাং ধাবে বাজ পড়া নাবকেল গাছটা তু' নকবাব ফংনাব মত চকিতে ভেনে গুটল তু' চোগের সামনে। বাসু, ভার প্রই আর কোথাও বিজু নেই। বছবাগের মাথাটা লাফ মেবে উপকে লফ-ময়ালের কোঁয় কোঁযানি মুখে ক'বে জলোজ্যাস ছুটলো আরও পুবে— সেরপুর দৌগাব দিকে।

মহাপ্রকায়ের ত্রস্থপ্র গ্লিয়ে উঠেছে বংশাদাব জাধবোজা গুমস্ত গালা চোথে। স্থন খাসপ্রখাসে পাঁজবার কাছটায় ক্ষিপাথবের মত ফালা এক ফালি পেনী থেকে থেকে ভূসকি ভূলছে। আব দাঁত-চেপা মুখ দিয়ে ছুঁচের মত ধারালো এমন একটা বিল্লী শব্দ বেকচেড, যেন সময় গায়ে হিউছে। হিউছে আব মনে হুছ ম'বে বাবে। দম্বানিক বাঁপিয়ে ম'বে বাবে বংশালা।

পাণেই মুনুদ্ধিল, ঠিক মুনুদ্ধিল বলা যায় না, গুয়ে ছিল যজ্ঞেষ। াব কাৰ কাৰ কাৰ কাৰ কাৰ কাৰ বিজ্ঞান বিভাগ । ধাৰা মাবলে বিজ্ঞান এই ভাল হ'য়ে শো, কাত ফেব, হেই!

হঁস নেই যশোদার। দেরপুর মৌজ্রাটাকে পাক দিয়ে বেডে উচ্ছল গুলরাশি তথন অতিকায় একটা সরীস্পেন মত ডঙ্ক তুলে ভ্ছুত্কারে এগিয়ে আসছে যজেববের দোচালাটান দিকে। প্রাণ ভয়ে সিটিয়ে গেছে যশোনর সারা অঙ্গ । বুকের ওপর হাটু-গেড়ে ব'নে হঃস্বথের ভ্ত টুটী শ্বালালে হো দেখিছ ;
অতিষ্ঠ হ'বে উপকে উঠে
বদে যজেশব। যামেভেঙা আছত পিঠে ঠেলা
মেৰে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ
সমঝে যায়। যশোদার
মুগ কিংবা নাকের কোন
একটা ছেঁদা দিয়ে বাহারী
একটা সক সব অন্ধবৃত্তাকাৰে মীড খেয়ে
ভেকে ভেকে প্ডছে।

ঘ্মিয়ে ঘ্মিয়ে **যশোদা** গান কৰে না কি ! **বেশ** 

কোৰুক লাগে যান্তৰ্বেব। এক-গাল হাসি মুখে নিয়ে যাশোদার
পাশে জাবছে বদে যান্তেখন। তার প্র কান তারিয়ে ডান গাতের
ভক্তনীতে ভতুছে স্বাহের সাপ থেলায়। সাপিল স্বর আভ্রের
ড্রাস নোচ্চ থেয়ে ভেন্দে পড়তেই যান্ত্রেয় সোমের মুখে তাল দিয়ে
ব'লে চলে—এই, এই, এই। তাল-ফাঁকের মাকামানি জারগাটার
যাক্ষেধ্বে গুছো মাথাটা লাট থেয়ে কটকা মেরে ওঠে বার বার।

মনে হিব দাসের আটচালা নিপকে কালো জল ততক্ষণে লাফিয়ে গ্রেনিটেছে যভেগনেব চারা নাগকেল গাছটার মাথায়। গেল বৃষি এইবাব যভেগনের দোচালাথানা। ভ'লো বাতাসের দমকা ঝাপটা লোগে লাকল'কে লাউ ডগাগুলো সব ভাষ মাথা কোটাকুটি আবছ ক'বেছে মাচার ওপর। যশোদার ঠোঁট ছ্থানাও নীল হ'বে ফুলে ফুলে উঠছে আছছে। বড় বড় চেউগুলো বেন ওর বৃকে ভাঙতে ভাঙতে মিলিয়ে যাছে সাবা দেছে। নাক দিয়ে এখন আর সেই মিহি সুখা বেকছে না। সৃংভিয় এখন ছ' ইট্-গেডে ৫লে বসেছে ওব কঠায়। আইনেই কবে গোঁডাছে যশোদা চাপা গলায়।

কর এলো নাকি কাঁপিয়ে যশোদার আবার এত রাতে—
'মালোয়ারি' অব। আন্তে আন্তে কপালে হাত দিয়ে দেখে—না,
কপাল ঠাণ্ডা। অব এলে তো এই ফুট্রে কপালে তাতে! তবে!
ঠিক ঠাহর ক'রতে পারে না যজ্ঞেশ্ব। একশার ভাবে, যদি ম'রে
মায় যশোদা, যজ্ঞেশ্বের প্রাণা। টন্টন্ ক'রে ওঠে এই কথা ভেবে।
এই ধরণের থারাপ কথা ভাবাই বা কেন আর কই পাওয়াই বা কেন,
তাব কোন কারণ থুঁজে পায় না যজ্ঞেশ্ব। বোকার মতে
হাঁটুতে থুঁত্নি ঐকিয়ে কিছুজণ আপন মনেই অন্ধকারে চোথ তারা
তারা কবে বদে থাকে। তার পর এক অসতর্ক-মূহুর্ত্তে মালাই চাকি
থেকে থুত্নিটা সবে গিয়ে একটা যুল্ল থেতেই সমন্ধে যায় যজ্ঞেশ্ব,

#### বিজন ভট্টাচাৰ্য্য

কেন, মববে কেন যশেদো থামথা! বিব্ৰত বোধ করে যক্তেম্বৰ মনে প্রাণে। এ সব তৃশ্চিস্তা মনে আসার কি কোন মানে হয়ে ? অস্বস্তিতে হাপিয়ে উঠে স্বজ্ঞেশ্ব নিজেই নিজের গালেব ওপর গোটা চারেক চড় মারে। ডান হাতেব কড়া-পড়া গুটো আঙ্গুল দিয়ে দাইনার ওপর করে করে গোটা কয়েক রাম্ডিমটি কাটে। তাব পর বাঁ পায়ের হোঁচট-সাভয়া ওন্টানো বুড়ো স্থটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে অনর্থক কই পায়।

্রাক্ত ক্রান্তর কর্মান করে। চলতে

ক্ষিরতে একটু লাগলেই মাথায় যেন বিজুলির চাবুক মারে ! এমনি ক্ষাণা। যজ্ঞেষ অভঃপর নিজেকে ধিক্কার দেয়। সামাশ্র একটি ক্ষালাকের জীবনের ভুজ্জুতম সাধ-আহলাদ মিটোতে গিয়ে যেখানে বেখানে তার পৌক্ষ নিল্জের মত অক্ষমতার দাহাই পেড়েছে, সেই সব পরাজ্বের কথা রসিয়ে বসিয়ে ব্যবণ করে যজ্ঞেষ্র। যজ্ঞেষ্র ভাবে, কাজ কি মিতে এ জীবনে।

খা-থাওয়া কেউটের সমুদ্ধত ফ্লাব মত লোনা জ্লের ডক্ষ এবার আনিবার্য্য ভাবে লাফিয়ে এসে প্রভাব কথা ফ্লালার মাথার ওপব। মুশ্টেপা গোডানির শব্দে এবার আর কোন ছেদ নেই। উঁচু বুকটার মাঝখান দিয়ে ফাটিয়ে এবার প্রাবটা বৃদ্ধি বেরিয়ে যাবেই। যজেশবের শরীরটাও কাপছে ঐ সঙ্গে। সব চাইতে বীভ্যম লাগছে গলার ভেতরে ঐ ঘর, ঘর, শব্দটা। হাছে হাছে চেনে ব্যক্তশ্ব এই শক্ষটাকে। মাত্র ছ'মাস আগে বর্ধামুখর এক বাদলা-রাতের মাঝানাবি পাঁচ বছরের ছেলে হ্রিহ্রেব গ্লায়ও যজেশব ঠিক এমনিতবো শক্ষ ওনেছিল। শত চেটা করেও বাঁচাতে পারেনি ব্যক্তশ্ব হবিহ্বকে। ঘড়ঘড় উঠলে মামুষ না-কি আর বাঁচেনা।

হঠাৎ মাথাটা যেন প্রে যায় যজেশবের। সমস্ত শ্রীরটা পাকিয়ে সাায়ুতে চাড় দিয়ে কথে ওঠে প্রতিরোধের একটা বজুমুঠ। ফজেশবের চোখের শাণিত দৃষ্টি ঠিকরে পতে সংশাদার গলার ওপর। কিছু দেবা যায় না। যজেশবের কাণে আসে ওধু একটা চাপা ঘর, ঘর, শক্ষ বলোদার গলার কালো চামড়ার গহীনে কাছিমেব মত নিঃশক্ষ পদ-সঞ্চারে মরণ বিজ্ঞান্তি কেটে চলেছে। যজেশব যেন প্রাপ্ত পোতে পায়, মহণ কালো কঠার কাছে কুট তুলতে তুলতে এগিয়ে যাছেছ মরণ বুকের দিকটার। যশোদা এইবার মরে যাছেছে।

চোখের প্লকে যজ্ঞেখনের হক্তে থাবাটা ক্যাক্ কবে চেপে বদে যশোদার নরম গলার ওপা। লোগাব মত শক্ত আঙ্লগুলো ঘাড়ে গর্দানে পেঁচিরে শ্বাস রোধ করে দেয় যশোদার।

এতকণে জলোচ্ছ্বাসটা বন্ধের মত ভেঙ্গে পড়ল বনোলাব নাথান গুপর। মাত্র একবার মনে হলো বনোলাব স্বানী বজ্ঞেশবের কথা। বিশাল জলবাশির মানথানে লাউমাচা-সমেত বিধ্বস্ত লোচালা-খানা একবার উদ্প্রান্ত দৃষ্টির সামনে চকিতে ভেঙ্গে উঠেই পাক থেরে মিলিয়ে গোলা। সামনে পেছনে মাথার ওপরে শুরু জল আর জল—চেউগুলো বেন সব হাজার হাজার অতিকায় শ্বপদের মত দন্ধব আক্রোণে ফুসে বেড়াকে আসমান-জমিন ব্যবধানের মাব্যানে।

নাকে মূবে জল চুকে দম পাচ্ছে না কিছুতেই বশোলা। যতেথবেৰ নিঠুৰ পালাৰ চাপ লোহ-কঠিন। সমস্ত শ্ৰীবটা তৰতাজা মাছেৰ মত লাফাছে বশোলাৰ মাটিব ওপৰ। নথে দাঁতে পান্ধে হিংল পালা আঘাত করে চ'লেছে বশোলা যতেগবের শবীবে। যজেগবৰ তৃপাদ হয়ে উঠেছে। ডান হাতের পাঁচ আংলুলে টুটি টিপে ধবে বজেগব বাঁ হাতের আঙ্লালা দুকপাত না করে চালিয়ে দিয়েছে একেবাধে বশোলার আলটাক্রাৰ কাছাকাছি। যজেগব জানে, কাছিনেৰ নত বিমিয়ে বাছে মরণ শ্রক্লিব কোন একটা হুনিবাঁকা সক্তবালে।

কবেকটা চৰুল মৃত্রুর্ত্ত মাত্র। বংশাদার জ্বোড পায়ের থাকা থেরে ক্রিটকে পড়ে বজেশর ঘর থেকে বারান্দার জ্বোরেই লেগেছে চোটটা। খুঁটির গায়ে মাথাটা রেখে কিছুকণ বিম্ ধরে থাকে বজেপর। বশোলাও মনে হয় সামলে নিয়েছে কিছুটা ইতিমধ্যেই। তুবতে তুবতে যেন দে বেঁচে গেছে কোন মতে। স্বপ্নের ছেল তথনও সবটা কাটেনি। ঘোলা জলেব সমুদ্র তথন যশোলার স্বায়তে গোডাতে গোডাতে পিছু হটছে।

গেলে কুথায় গো: অন্ধকাবে থেজুরপাটির ওপব এলোপাথার্ছ হাতড়ে অস্কুটে অর্তিনাদ কবে ওঠে মণোদা।

যজেশবও তত্ত কণে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বলে আমাক নি ডাকিসু।

—েও গো. সমৃদ্ধুর। আথ নি, খব বাড়ী বৃঝি ভাসাইল বানে। বান ?—লাফ মেরে ওঠে যজ্জেশ্ব।

বান্তিবেও থাদ থেকে মাটি কেটে বাঁধ বেঁগে এসেছে যজ্ঞের: পায়ের তলাকার ভিছে কাদা তথনও ভাল করে তকোয় নি।

শব্দ নি শোন বানেব: মৃহুর্ত্তে ভুটে বেবিয়ে আসে যশোদা বৰ থেকে। যজেশ্বেরৰ মাথার ভেতরটায় বেন দপ্ত করে আগুন কলে ওঠে।

— কি বান। রাভজাগা ছ'চোগের সামনে বিশালাকী নদীর চেটগলো যেন সব কুলে কেঁপে গ্রেক্স টুঠে কেটে মিলিয়ে যাজে। চোখের পাসকে চালেব বাটাম থেকে ভেবছা কোদালখানা কাঁপে ফেলে যজ্জেখন দৌড়াত আরম্ভ করে বাঁধেন দিকে। আর যজ্জেখনের পারনের কাপড়টাকে লক্ষ্য করে অন্ধাকারে ধাপাতে গ্রাপাতে ছুট চলে যশোদা।

মেৰলা ছেঁড়া পাতলা ছ্যোংলার চল নেনেছে বামাক্ষাপার নাঠে। বাধাবছহীন মেঠো হাওয়া বুক দিয়ে কেটে উদ্ধাসে এগিয়ে চল বশোদা।

সামনেই আঁকাবাক। বিস্পিল মাটির পাহাড়—বাঁধ। জ্ঞা গোবিন্দপুর ও সেরপুর মৌজার গরীব চাষীদের সহস্র হাতের স্থিতির স্বাক্ষর!

এক কোপে কোদালখানা মাটির বৃকে গেছে বসিয়ে উঠে দাঁ দার যজ্ঞেশ্বর বাঁধের ওপর। কোখায় বান ? ভিছে জ্যোৎসায় ५ ६ বালুচবের ওপর দিয়ে উড়স্ক ছেঁড়া মেঘেবা সব ছায়া ফেলে সরে সর যাছে। দূরে দেখা যায় খরতোয়া বিশালাক্ষীর অপূর্বর রূপোল্লাস। ডেই ছলকে চাঁদের সোনার থালাটা যেন কোন দেশে ঢ'লকে নিয়ে চলেছে।

বিস্পিত বাধের পিঠের ওপর থেকে য্জেশবের দৃষ্টিটা আনব পিছলে গিয়ে পড়ে বিশালাফী নলীব ওপর। মুস্প চলকানো রপে জিঘাংসার কোন বাঁকা বেখা নাই।

যাজ্ঞখন একটু হেসে বংশালাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, এখন<sup>বার</sup> যোগিনী কুমি কবে যে কোন সম্বাহ্নিনী রূপ ধরতে হে নলী; শুনি<sup>ম্</sup> নাবট।

উঁ: বাঁধের মত নিরেট যজেশবের কালো কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ভূলে ধনে যশোদা বিশালাক্ষীর দিকে।

যজ্ঞেশ্ব অস্কৃটে বলে, বানটাক্ ভাহ'লে ভূই কি শুনলি।

যশোলা কোন কথা কয় না। এই রূপবতী বিশালাকী<sup>ই বে</sup> কেমন ক'বে এমন দিনে ফুঁসে উঠে ফি বছর তাব দোচালাখানা ভেরে দিয়ে যায়, এই কথার সে কিছুতেই থই পায় না।

ৰজেশৰ ঝামটা মেৰে ব'লে ওঠে, বান না হাতী। থামথা 'ছুট আমাক্ছুট ক্রালি আক্কার রাইতে বাধ জকু।

#### অতঃপর

#### विभनाश्चराम यूट्यालाधाय

প্রেমের কবিতা লিখবো বলে তো বসেছি।
অথচ এ-আমি এই কিছু দিন আগেপ্
সম্বল থার অশ্র-সঞ্জল পাথেয়
সেই কাব্যকে শ্লেষবন্ধনে কসেছি।

গুগের ধর্ম নানতেই হবে বাঁচ্জে,
আমারও মনন তাই সে ছোঁয়াচ ধরেছে।
প্রথম প্রণয় থত বিশ্বয়ে ভরেছে
প্রতিক্রিয়ায় তুমি সথি তত ভাস্লে।

তোমার ভাগ্য, কবিতার বিধিলিপি

হুরুহ প্রতীক-ধোঁমায় করেছি কাণা,

কাব্য হয়েছে শুদ্ধ কঠিন দানা

হুমি উবে গেছ, রয়েছে শোলার ছিপি।

আজ সন্ধ্যায় বেবাক্ শৃষ্ঠ মনে
কৃষ্ণতিপির নিপর আকাশে চেয়ে
দেখি লাল নেই; শুধু ফিকে নীল ছেয়ে
নামে ছেমস্ত নিবিড় কথার বনে।

সেধা কিছু নেই। শুধুই বেদনা-নীল কুরাসার ঘোরে জড়িত স্বল-সারি, সেই ফাঁকে ফাঁকে নরম আলোর ঝারি ভিটিয়েত স্থা, কি আশ্চায় মিল!

মনে রঙ লাগে। সুগান্তরের পারে

থামুব আবার স্থস্থ স্থাধীন ভাবে

স্থাধিকার-জোরে ভালোবাসা ফিরে পাবে,

২য় তো পৃথিবী ছারাবে শূন্যভাবে ।

এখন কোথায় সন্তা তোমার-আমার ?

কি সব ভাবছি—কি যে হ'ল মোর আজ !

পরতে-পরতে খোলে মশ্বের ভাঁজ

হলে হলে ওঠে মন-কেমনের ভার।

ও হো! তাই বলি, স্লিগ্ধ সাদ্ধ্য বেশে
তুমি এলে ধরে বেঘোর চিস্তা-শেষে!
রোজই দেখি—তবু এমন করে তো দেখিনি
তুমিই তা' হলে চমক-হারানো হরিণা!

<sup>সংশাদ।</sup> কি বলবে। ভাম পায়ের বুড়ো আঙ্ল দিয়ে বাঁধের শি<sup>ন</sup> বৃত্তে থুটিতে যশোদা চূপি চূপি বলে, ই হাতীটাক্ আরও ম<sup>্</sup>ুত কইরবা না কাল মাটি দিয়া!

— পিব ভো। কেনে, জর কিসের! <sup>বশোদার</sup> চোথে<mark>র সামনে দোচালার ওপরকার কচি লাউ</mark>-ভগান্তলো দে যে কি তুঃস্থপন তা আমি তোমাকৃ বুঝাইতে লারব গোঃ যজ্জেশ্বের পাঁজবার মুখ চেপে কেঁদে ফেলে যশোদা।

যাক্তেশবের চোথটাও ছল ছল ক'রে ওঠে মমতায়। ধরা-ভালা গলার যক্তেশ্বর ধশোদার পিঠে হাত বুলিয়ে জোবে জোবে আখাদ দেয়; দিব, দিব। ই হাতীটার পিঠে মাটি দিয়া একেরে উঁচা

### সাহিত্যের সংজ্ঞা

শ্ৰীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

স্থান্থবের মন চায়, জীবনের সব জিনিসকেই বৃদ্ধিন্ত একটি শাণিত সংজ্ঞার দ্বারা একেবংরে কাটা-ছাঁটা কবিয়া একান্ত পরিছেন্ধ-রূপে গ্রহণ করিতে; কিন্তু নিরন্তব গোল বাবে এইখানেই; কারণ জীবনের কোন জিনিসই অমনতর ভাবে কাটা-ছাঁটা ইইয়া সংজ্ঞা পরিবেষ্টিত হইতে নারাজ জোগন কবিতে গোলে দেখিতে পাইব, সাজ্ঞার এদিকে রহিয়াছে অনেকথানি ফাঁক, ওদিকে রহিয়াছে ফাঁকি,—অর্থাৎ জীবনের সেই বিশেশ জিনিসটি সজ্ঞাকে এড়াইয়াও চলিয়াছে অনেক দ্বে, সংজ্ঞার পরিবেষ্টনের পরিধিকে অভিক্রম ব্রিয়াও চলিয়াছ আনক জ্বনে দ্বে। অভথব জীবনের যাহা কিছুকেই আম্বা বৃবিতে মাই, একটু থোলা মন লইফা অগ্রসর হইতে হয়, নঙুবা আম্বা হই একদেশনশাঁ, না হয় হই অদেশনশাঁ!

সাহিত্যকে আমরা এই কপে যাচাই কবিতে চাহিয়াছি অনেক সন্তঃ বারা, এবং অনেক ঘনিয়া ফিনিয়া পাকচক্র গাইয়া শেষ অবধি আমরা আসিয়া লিডাই সেই 'রসালাপে।' কিছু দিন সন্দরেন উপর ওর কবিয়াছিলাম, দেথিতেছি সেতে বসিক হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ওর সময় ময়য় মনে হয়, সব কথা ধনা প্রেছ নাই আলক্ষাবিকগণের স্ক্রা-নিদিষ্ট রাসয় কথার। একটা চৃষ্টাছ দিছেছি, বাবোলানী বালীপূজাব কালত চলিতেছে পালা-কীত না। ভাষান শ্রোভান বকমাবী বোধ হয় বারোয়ারীকেও অতিক্রম কবিয়া 'ভেনেয়ানীতে গিয়া উঠিয়াছে। পূর্বক্রের পরী অঞ্চলে এই স্ব পালা-কীত নেব মাধারণ নাম 'চপ্' গান। আজকালকান পালা 'নোকা-বিলাস' মুল গায়েন। অধিকানী গায়ে গান কনিতেছেন। য়য়নাব ঘাটে শামের বালী বাজিয়া উঠিয়াছে, অমনি বুলাবনের গোপি গণ শ্রামির ফ্রেনা ইইল ঘাটে। কারণ, সেই বাঁধীক ফ্রেনা

রাথাল শুনিল বাঁশী চল গোঠে যাই ভাই।
বিনোদিনী শোনে বাঁশী ঘাঠে এস বাই বাই।
মূল পদ ছাড়িয়া অবিকাৰী আথৱ ধবিলেন। গোপীতা দৰজে—
সাৰি মাৰি চলেছে। (সাৰ বাঁদিনা)
গৃহকাল সাৰি সাৰি—সাৰি মাৰি চলেছে।
প্ৰিথানে নীল শাড়ী—সাৰি সাৰি চলেছে।
কৃষ্ণ নামের সারী (সাৰিকা, সাৰী পাথী)—

ভ্রমার একটিও নয় ( অপ্রিণত-সাব )
সব সারী সাবী ( সাব আছে নাব ) চলেছে।

সারী সাবী গোপীগণ ( ভক্তিমঙী ও চতুবা )—

নাবি দাবি চলেছে:

সারি সাবি চলেছে।

এমনি কবিয়া অধিকারী যমকের চমক লিতে লাগিলেন। আমবা শ্রোতারা যত নুকন 'সাবি'ব কথা পাইতেছি, ততই উল্লাসিত হইলা উঠিতেছি এবং সব 'সাবি' ( সব রূপানেল লইরা ) যথন একল্রিত হইল তথন ক্রমবর্ধমান আনন্দের আভিশ্যো ঘন ঘন উচ্চ হরিধানিতে সভামশুপ কম্পিত কবিয়া তুলিভাম। আজ বসিয়া ভাবি সেই 'তেবোয়ারী' শ্রোতার ভিতরে হস্তু-স্ঞালন, শির:কম্পন এবং হরিধানির ইক্লাবের যারা যে উল্লাসকে প্রথাশ করিয়াছিলাম, সে উল্লাস কিসের ? সে ধশ্বের নয়, মুলভ: সাহিত্যের। বিজ্ঞ লোকে শুনিয়া আছ প্রাকৃত-জন, সংস্কৃত জন বা অপ্রাকৃত-জন যে আখ্যাতেই অভিহিত বক্ষ না কেন. সেদিন অত্তলি 'সারির' চমকে যে চমকিত এবং উল্লাভি ইইয়াছিলাম ভাষা অহিকার করিবার উপায় নাই। কোন সংখান— কোন কৃত্রিমভা ছিল না সেই উল্লাসের ভিত্বে,— আমি বলিব, প্রা

তেমনিতর ভাবে মনে পড়িতেছে 'বৈবাগী'দের গানের ছুছি।
প্রতি সোমবাবে ছিল বৈবাগীলের ভিক্ষার পালা। দেখা পাইতাম
বছবিধ 'বৈবাগী'র, গানও শুনিভাম ভাহাদের কাছে আন্তর্গ বকমেব, এক দিন শুনিলাম 'স্বপ্ল-বিলাসে'র গান। নক্ষবাণী প্রভাতে ভিস্থা এজরাজকে পূর্ববাত্তব হয়ের কথা বক্তিভেছেন। স্বংগ ক্ষে

নীল কলেবন, গুলাস দুস্রী, বিধুমুগে মেন কতাই মধুর পরি, স্কাবিয়ে ডাকে মা ব'লে। ২ত বাদে বাছা বলি, সরি সরি, আমি অলাগিনী বলি, সরি সরি, বল্লেম নাই অব্যাসি, কেবা দিবে সর অমনি সর সর সলি ফেলিকেন : ঠলে।

ভিথারী গান গাহিয়া ভিন্না দুইহা চ্ছিয়া গল, বিস্তু ভাষাই দুৱা'শ্রিত স্থারে গুছন আমার মন হইতে আর বিছুতেই গোষাই বিছিল না, অনেক দিন ভাষাকে লইয়া মনে মনে একা এক আনেক বিশ্বয় ও আলোডন অনুভব বাহিছাছি। ভাজ অনেক ভাষাই চিন্তিয়াও এ আলোডনকে স্থাবার ক্লিছে ইন্দা হইতেছে স্থিত বিধেরই এবটা অন্ট স্পদন বলিয়া। ভাষাকে স্থুল বাহ্য ভারাক্রান্তই বিরি, আর শুন্ম বলিয়া আকাশেই উড়াই, ১ ম সাছিতেছেই সাম্থ্রী, সে কথা অন্থীকার ক্রিতে পারি না।

প্রবতী কালের বিশ্লেষণা বৃদ্ধি এই সবল উল্লাস, ভালে ও আলোড়নের উপরে রসের সংজ্ঞানিক নানা রক্ষে প্রস্থা করিতে এটা কবিয়াছি, বিশ্ব বিদ্যুক্ত দেন মান্য মত এই নাট জ্ঞার জবরদন্তির হারাখনি বিদ্যুক্ত সায়, চিত্রের সহজ্ঞ সংখ্যার অভাবে সে কেমন যেন খসিয়া যায়।

স স্থৃত কবি ভাবিব, মাথ ও ভূবিব বাব্য প্ডিয়া ছানে হ'নে মান হইয়াছে, পাহিতোৰ আসৰে ইহা পালোহানী বস্বং। এবালগ এবং হালাবাবৃতিৰ পাহতাবা ও বছবিধ বিছে ব পাচ বহিছা পাইকে ভীত-উৎপাদন-ভনিত বাহধাবেই সে হাল ভাহাল চরম ও পাল মানে কবিয়াছেন। বিভ শ্রুলছোনেয় লেকে স্বত্তই যে মানে এই লা ভাব ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। এইখানেই ব্যাখ্যা ভাসিবে, বসের আলোপে রসেই পবিপোষাহ্যভাবিল যে ছলছাবেই ভিব ভাহাই সার্থক, শ্রুলছাবাই হোক আর ছ্থাছছাবই হোক। বিছ বড় বড় কহির কাব্যেৰ বড় উদ্দাহরণের কথা ছাছিয়া দিছেছিল আমি উপবে যে হুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি স্বোনাকার শ্রুলছার কোন বস্প্রণের জন্ম একান্ত অপ্রিহায় ছিল গ তাহার ভিতরে ট্রেই বহিয়াছে অর্থের জোভনা ভাহাকে প্রকাশ কবিবাৰ জন্ম একানি বিছলেন কি প্রয়োজন ছিল গ ভাহা বিছুই বহিয়তে পারি নালকন্ত আবাৰ বলিতেছি, আমি উহাতে আনন্দ পাইয়াছিলান, অনেক আনন্দ।

বলা ষাইতে পারে, আমি পূর্বে যে উল্লাসের কথা উল্লেখ ব বিয়াছি, উহা আশিক্ষিত আদিম মনের একটা ছুল জ্লাদ-বৃত্তি— উহাবে ঠিক সাহিত্যের কোঠায় ভুলিয়া সাহিত্যের সাক্ষা-প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে থিওকি-ভারাকান্ত শিক্ষিত মন্ ভণেক্ষা আদিম আদিকিও মনেব উপরে আমান শ্রন্ধা আনেক বেমী। আদিম মনেব সাক্ষ্যে ভিতবে সত্যকে পাওয়া বায় আনেকথানি অনিয়ন্ত্র ভাবে; অধিকন্ত, তাহাব সহিত বিশ্বমনের মিলও আনেক বেমী এবং সহজ্ঞ। সভবাং এই সকল আদিম মনোবৃত্তির অবলম্বনে দশ্য লাভের সন্থাবনা আনেক বেমী বলিয়া মনে হয়।

আদিম অশিক্তি মনের কথা নাহর চাডিয়া দিতেছি.-আনানকতম স্থাশিকত মনের কথাই বলিতেছি। ন্মান্তিত-অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের প্রবর্তী-ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্য রে তথাক্থিত ববীক্রোত্তর বাওলা কাব্য-সাহিত্য লইয়া বথন আলোচনা কৰি ছুবিয়া ফিবিয়া মনে সেই একই সংশয় উপস্থিত শ্টাত থাকে,—এ সাহিত্যের সংজ্ঞা কি ? রসের কথাত ত মন আর मध्य बडेश ७८ मा, बन वान नियां अय विवन इंडेश शक् । পকল কাব্য-কবিতার ভিতরে অনেক স্থান আছে যাহা আমার চেতন. অবচেত্র, অচেত্রন—সকল বোধের অগ্মপারে অবস্থিত,—তাহাদের গুলতিগুড় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আমার স্থান্তের ভটে আসিয়া কোন আঘাতই কৰে নাই । এ-সব স্থল লইয়া কোন বালাই নাই। কিন্তু ইহার দিবলে অনেক জিনিস আছে যাহ' ব্ধিতে না পাবিলেও গ্রহণ করিতে ারি এবং গ্রহণ কবিয়া একটা আলন্দ অন্তর্ভুব করি। ঠিক বন্ধির প্রমাদ-জনিত আনশ নয়,—আবাদ বতি-শোক-তাত প্রভতির অবলগ্রন কোন রসও নয়,—ভবে ইহারা কি? ভাকও লাগে, व्यातात अकार अमेरिका नम्-वार्ट्य भए वामिए। माहिएसाउटे ক্ৰিটি—কিন্তু কোথায় ভাষাৰ নিদেশক সংভা গ

দে সংজ্ঞান সন্ধান করিতে গিয়া মনে আসে একটা কথা—উহ'
টিত্র চমংকৃতি'। প্রাচীন আলম্বাবিকগণের মধ্যে যিনিই বে-মতের
পোষক হোন না কোন, এই চিক্ত-চমংকৃতিব ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই এক।
বসনাদীরাধ বসেব আলোচনা ব্যিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'বসে
বিশ্বচমংকার্য —চমংকার্থ ইউতিছে বসেব সার বন্ধ। বাস্তবেও
নিথতে পাই, বে ছাতীব সেখাই হোক না কোন, তাহাকে সাহিত্য
বাস্তা স্বীকান ব্যিয়া লই তথনই যথন সে চিতে দান ববে একটা
মেংলাক। আমি প্রথমে বে-সকল ক্ষিতা ও গানেব কথা বলিয়াছি
ক লিও সাহিত্য। তাহাব চমংকৃতিতে—চিত্তকে সে সচ্চিত্ত কবিয়া
বিশ্বা আনদেন ইয়োধ ক্ষিত্তেছে। আধুনিক যত কাব্য-ক্ষিত্তা
ভাতাকেও সাহিত্য বলিয়া প্রহণ ক্ষিতে কোন কন্ত হয় না তাহাব
বি চমংকৃতির জন্তা। নাই বা থাকুক শৃহার-বীব-কক্ষণ-হাত্র প্রভৃতি শান্ত-নিদিষ্ট কোন রসেব ব্যক্তনা—সে যদি চমংকার
বিটায়। ওঠি—যে কাবণেই হোক—তবেই সে আসিল সাহিত্যের
বিটায়।

কথা উঠি ব, এই চমৎকার জিনিস্টাই বা আবার কি । ইহাবও উত্তর দিয়াছেন প্রাচীন এক জন আল্ফাহিক—এই চিড-চমৎকৃতির জথ চিত্তের প্রসাব । যে-জিনিসের দ্বারা আসে চিত্তের সক্ষোচন তাহাক বাবেতের বা অসাহিত্য ; যে-জাতীয় সাহিত্যই হোক না কেন তাহাকে বাবেত দেখিবাব একমাত্র উপায় ১ইল তাহাকে আনিয়া একবার চিত্তবাহুতে ছোঁয়াইয়া দেখা। রস হইলেই যে কোন কিছু সাহিত্য হয় জাহার কাবণ রসের ভিভরে রহিয়াছে চিত্তের বিক্রতিজনিত প্রসাব। না উদ্বোধে চিছ্ক তথু বিক্রত হয় না, সেই বিক্রতির ভিত্তেয়েই আছে ধকটা প্রসাব। এই বিক্রতির ভিত্তেয়েই আছে

ব্যাপকতর বনিয়া মনে করি। রসের উদ্রেকে চিত্ত প্রসারিত হয় বটে, কিছু বস বাতীত আর কোনো স্থলেই চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে পারে না, এমন কথা হলক করিলা বদা চলে না। আধুনিক কবিতার কেরে দেখিতে পাই, প্লথ নিজালু মন বেখানে কথার ধামুনিতে সচকিত ভইরা উঠিতেছে,—সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র বা সম্প্রতি সম্বন্ধে স্থম অথচ তীক্ষ বাল্লা বেখানে স্পুচতুর বজ্ঞান্তিতে তব্দ বৃদ্ধিকে আএত করিয়া তাহাকে স্থম কট্রিকত করিয়া তুলিতেছে, সেখানে একটা চমংকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সেই চমংকৃতির ভিতরে চিত্তের প্রসার রহিয়াছে, এই জ্লাই সে আলকাবিক রসের কোঠার না পৌছিয়াও সাহিত্যের কোটার পৌছিয়াতে সাহিত্যের কোটার পৌছিয়াতে সাহিত্যের

বলা যাইতে পারে, উপদিউক্ত চমংকৃতি-জনিত চিত্তের প্রসার
আতি অগভীর এবং ক্ষণস্থারী। যেখানে চিত্তের প্রসার অগভীর এবং
অস্থায়ী সেখানে সাহিত্যও অগভীর এবং অস্থায়ী; কিন্তু সে স্থলে
সাহিত্যের কোঠার পৌছানই যার নাই এমন কথা বলা যার না।
রসের ভিত্তবেও তারতম্য রহিয়াছে এবং সেই তারতম্য অমুণাতে
চিক্ত-প্রসারেরও তারতম্য হয়; সেখানকায় 'তম'কে সাহিত্য বলিয়া
'তর'কে একেবারে অ-সাহিত্য বলিহা বঞ্জন করিতে পারি না।

ববীন্দ্রনাথের 'বঙ্গাকা' কবিতাটিকে টানিয়া বুনিয়া আনিয়া বিষয়ত বাশ্রিত অন্তুত ওসের কোঠার গাঁও করান বাইতে পারে, কিন্তু দেখানকার আসল কথা চিত্তের বিস্তার। তাহার ভাষা, তাহার ভন্ম, তাহার প্রতারকটি আলম্বার চিত্তকে ওপু প্রসারিত করিয়া দিতেছে—চিন্তু যতই প্রসারিত হইয়া উঠিতেছে ততই চিন্তের আনন্দ; তাহার কারণ, ভ্যাতেই হুখ, ভ্যই হুখ, বাহা কুদ্র অল তাহাতেই হুখ, অলই হুখে। বহু কবির বিশ্বপ্রস্থিতি সংক্ষে বহু কবিতা শহিষ্যাছে, সেওলি স্পষ্ট কোনও বসান্তিত নহে। এই কথাই বলিয়াছেন কোন কোন আইছাতিক, যেখানে তাহারা বলিয়াছেন, স্ভাবোজিক কোন বসান্তিত নহে,— তবু তাহা সাহিত্য। প্রকৃতি-বিষয়ক প্রায় সকল কবিতাতেই দেখিতে পাইব, দেখানে বড় কথা কোন বস নহে—দেখানে বড় কথা চিত্তের চিন্তের নিঃসীয় প্রসার।

সাহিত্যের ভিতরে যে আমাদের চিত্তের মুক্তি আছে এ কথাটা নেহাং একটা কাণ্ডিক কথা মাত্র নয়, বেখানে সাহিত্য সেইখানেই চমংকার, বেখানে চমংকার সেইখানেই চিত্তের প্রসার, চিত্তের প্রসারেই মক্তি—চিত্তের সক্ষোচনেই বন্ধন। আর সাহিতা যে আসৌক্তিক এ কথাটাও একটা পণ্ডিতি বাগাডম্বৰ মাত্ৰ নয়; এই কারণে যে, যে জিনিগ লৌ 4 ক সে কখনও মুক্তি দিতে পারে না। সে চিত্রকে নিবস্তব বাঁধে! লৌকিক এবং অলৌকিকের ভিতরে মৌলিক ভকাই এইখানে, যাহা কিছু লৌকিক তাহা বহুবিধ বন্ধনের ভিতরে চিন্তকে নিরম্ভর সঙ্কৃচিত করিয়া ছোট করিয়া বাথে, অলোকিক শুধু চিডের প্রদাবের ভিতর দিয়া কেবলই চায় চিত্তকে মৃক্তি দিতে। একই প্রেম-কাহিনী দেখা দেয় লোকিক এক অলোকিব কপে, লোকিকরপে দে চিত্তকে সংকৃচিত করিয়া টানিয়া আনিবে কামনা-লালদার প্রবৃত্তির রাজ্যে, অলৌকিকরপে সে চিত্তকে ছড়াইয়া দেয় বিখের নর-নারীর হ্লদয়-আকাশে: যত সে গভীর-চিত্ত-প্রসারক-তত সে চমংকার! ভাই ত তথন দেশ-কালের বন্ধনও যায় খসিয়া—দেশ-কালের উদ্বে চিত্তের বেথানে গভীর ব্যান্থি সেইথানেই ত মৃত্তি— সেইখানেই সা**হিছ্য**।



শীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

3

মুধুপুদনের মৃত্যুর পব নিস্তাহিণী দেবী সংসাবটা পুত্রবধ্ব হাতে ছাড়িরা দিয়াছিলেন। পাণ্ডুল তাঁহাৰ ভাল লাগিতেছিল না, বুলে কোন রকমে চোথ-কান বুজিয়া পাড়িয়াছিলেন, তাহার কারণ, নাজাতেই একটা বাগার ১ইয়া গিয়াছিল যাহাতে নিস্তারিণী দেবী নিটানার মধ্যে পড়িয়া বান। সাঁতরার ঘটনা মধুসুদনের প্রান্ধাদিব র বিশিনবিহারী যগন মায়েব কাছে সকলেব পাণ্ডেল প্রভাগমনের ধা বলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বেশ খানিকটা বিশ্বিত হইয়াই প্রশ্ন বিলেনে— সকলের গিয়ে কি হবে ? তথু তথু এক বাডি টাকা বিচ তো বাবা।

নিস্তাবিণী দেবী বলিলেন— অব পাঙ্লে কি বইল যে সেখানে হৈছে বাবো বাবা ? তুই একলা যা, যা কুছিলে বাড়িয়ে আনবার বাছে নিয়ে আয়, তার পর এখানে একটা কিছু বোগাড় বন্ধ করে বাস; আর পাঙ্গ কেন ?

সমর্কী প্রমন যে সব কথা পরিছার করিয়া বলা যাদনা। শিকার
ভূরের পরও যে সংসারের দাবিগুলি বথাপছতি মিটাইতে ইইবে,
বটা ছেলে ইইরা বিপিনবিহারী সেটা বুঝিলেও বেশ সবিস্তাবে মায়ের
ক্রে আলোচনা করিতে পাবিলেন না। কিছু কিছু করিলেন, কিন্তু
ব শোকটা ছ'জনের পক্ষেই জীবনে সবচেগে নিধুরতম, তাহাব মধ্যে
খো বাধিয়া যাইতে লাগিল। কস হইল, এক দিকে পাণ্ডুলে ফিরিবার
জলৈ আর এক দিকে না ফিরিবাব জিলের মধ্যে পড়িয়া মাঝখানে
ানিকটা ভূল ধাবণা বহিয়া গেল। বিশিনবিহারী স্থির করিলেন,
করাই পাণ্ডুলে নাইবেন, ভাগার পর যে কি করিবেন সেটা আব
রকাশ করিলেন না।

কথাটা মা-ছেন্সের মধ্যেই রাইল, তাহাব পাব জানাজানি হইল ডিয়াব আগের দিন, ধথন বাত্রার আয়োজন কবিনাব সময় হইয়াছে। ভাষতীচননেব স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন—"বউ, তুই করছিদ ক এ ? বিশিন ওব বাপ হারিয়েছে, তাঁর আয়ু ছিল না; কিছ জুই জান্তি থাকভেই তোকে হারাদে যে আছে। এই যে বাপ-মা হারা হয়ে যাছে; ''"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"ও ছেমন কিছু লো বলেনি দিদি, বৌমাকেও তো রেথে যাচ্ছে।"

"কত বড় যে ওর অভিমান সেটা বুঝতে পানিসনি বউ। ওর এখন যে কথায় কথায় অভিমান হবে হাজার শোকেও এটা কি তোর ভোলা চলে ? ওর যা বয়েস ভাতে শোকটাকে ও বালেব ওপর অভিমান কলেই দেখকে—বেয়াকিলের মতন কটি ছেলের ঘাডে এত বড় সংসারটা কেলে দিয়ে গেল ঠাকুরপো। তুই রইলি বাকি, তোর কথায় কি ব্যবহাণে একটু এদিক-ওদিক্ হলে সেটা সে ও অভিমানের ভাবেই নেবে এটা বুঝতে পারছিস না? তোর মাথাব ঠিক নেই বৃঝি, তবু ঠাকুরপোর সব জিনিস বজায় বেথে যাবার জল্মে যে জার করে ঠিক রাখতে জবে মাথা।"

নিস্তারিণী দেবী অঞ্জ-দ্রব কঠে বলিলেন— "গুভিমানের আমি তে। কিছু বলিনি দিদি, আমার কথাটা বুঝবে না বিপিন ? চল্লিশ বছর আগে আমি পাণ্ডলে গিরে জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁষতে ভর পাইনি, আজ পাণ্ডল সহর হবেও আমার পক্ষে-সে ভঙ্গলেব চেয়েও ··· "

বড-জা অঞ্চল চকু মৃছাইয়া দিয়া নিজের অঞা মৃছিতে মুছিতে বলিলেন—সব ভোল বউ. মেয়েদের অদেষ্ট যে বত বড় কঠিন তা কি বলে দিতে হবেঁ? বুক জলে গেলেও আমাদের হাসি টেনে রাখতে হয় মুখে, নইলে—এ প্রকাট্কু না করলে স্টিনিই হর যে। মনে যাশ থাকুকু তুই এখন যা! যদি সাঁতবায় চলে আসাই ঠিক মনে হয় তো কাছে থেকে আভে আভে বোঝাতে হবে বিপিনকে, ও নিজেও বুঝবে। জবসদন্তি কণতে গিয়ে হাতের কাজট্কু খুইয়ে থদি আয়ও দিশেহারা হয়ে পড়ে—বন সেও ভালো, কিন্তু বাপের সঙ্গে মানও ঠেললে—এই ভাব যদি বসে যায় ওর মনে তো সর্কনাশের আব ওব্ধ খুঁছে পারিনি বর্ড এ জন্ম। "

তাহার পর কয়েক বৎসর গড়াইয়া গেছে,কিন্ত যভই দিন গেছে নিস্তারিণী দেবী উত্তরোত্তর নিজে আরও ভালো করিয়াই নিজের ভূলটা উপলব্ধি কৰিয়াছেন! পাধ্যমের সে প্রতিপদ্ধি নিক্ষাই নাই. তব ্ন বজায় ছিল বলিয়াই সেই অবস্থা থেকে নিজেকে জরে জরে ব্যা তুলিয়া পুত্র তুইটি-ভগিনীর বিবাহ দিল, ছোট ভাইকে এক স্থানে ক্রিড করিল, তাহার পর গীবে ধীবে জন্ম করিয়া একটু ভবিষ্যতের করিয়া লইতেছে। বিপিনবিহায়ী বলেন—"মা, কথাটা তাহলে দলনি না রাগ করবে কি না! সাঁতবায় বাবা ছেলেবেলায় মতি গ পায়ের ধূলো কেডে এসেছিলেন, আব পাঞ্লে জাছে বাবাব কর্ণাদ। শকি জানি, আমি বোধ হয় পাঞ্লকে ভালোবাসি বলেই কথাটা, কিন্তু এখানে আমার মনে হয়, বাবা যেন কৃঠি থেকে ভূপগান্ত সব জাযুগায় আব উদস্যান্ত প্রত্যেকটি কাজে আমায় ব ব্যেভিন।"

িপিনবিহাবীৰ ৬নৈ অনুমান, কিন্তু নিস্তারিণী দেবী যেন সেটা এক করেন, প্রথম শোকেব উচ্ছাসনী গিয়া ওঁব দৃষ্টি স্বস্থ চইয়া গৈছে। তব হাসিয়া বলেন—"তুই সেথানেই থাকিস, তাঁব নীগান সঙ্গে সাজ থাকবে: তবে গাং, নিজেব হাতে-গভা জায়গায় মুদন্ত্রও মাহাত্মা জড়িয়ে থাকে বৈ কি— একটা সামান্ত পুতৃল জাতে কাবিগবের মনের ছাপ লেগে থাকে ব্যন—"

কিন্তু এছলা চইল বিচাবের কথা। একটা জায়গা থেকে মন
হিন্ন গোলে বিচার আসিয়া দে-মনকে আবার পুন:প্রছিষ্টিত করিছে
কৈ না। বিপিনবিহারী সেটা বৃঝিতেন। মা পাণ্ডুল ছাডিতে
হিলে তিনি দে তর্কের জারে বা অভিমানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে
বস্যা সাথিবার চেষ্টা করিবেন না এটা স্থির কবিয়া লইয়াছিলেন।
স্মারিলা দেনী বেমন ওদিকে বৃঝিয়াছেন পাণ্ডুলে আসাটা ভালো
ইয়াছিল দে-সময়, এদিকে ত্যেমই বিপিনবিহারীও উপলব্ধি করিবার
সের পাইয়াত্তন যে মায়ের পক্ষে পাণ্ডুলে জানা, পাণ্ডুলে থাকার
ধো কী স্প্রত্তীর বেদনা,—প্রত্রের অভিমান-ভরা মুপ দেখিয়া কী
বিপ্রতিভাবেই না নিজেকে ভূলিয়াছিলেন মা।

বিপিনবিচারী ষভটা সাধ্য চেষ্টা করেন মারের মনটা ভুলাইয়া গৈছে। সম্পারেব সে-সমস্তাগুলিভে লধু নিরুপার চিস্তাই আছে, ফলো সমাধানের সন্থাবনা নাই, স্বামিন্দ্রীর কেইট সেঞ্জলা মারেব গিচবে আনেন না; বভটা পাবেন মা উভার পূজা লইয়া থাকুন। মন কি, ষভটা সাধ্য ভাচারও অভিরিক্ত কবিয়া মাসেব মধ্যে এক-মধ্য বার বারাব সময়েব এক-মধ্যটা দিন ফিবাইয়া আনিভে চেষ্টা মেন: ফে-ভোজটা ছিল প্রাজাহিক, এক একদিন জাহার অন্তর্গান য়; আছিক তাড়াভাডি সারিয়া নিস্তাবিণী দেবী লুচি ভাজিতে সেন; গিবিবালা, ছোট বৌ প্রভাবতী, কলা জল্রা কেই চাকি-বলন, কেই বঁটি লইয়া সমেন, দাওয়ার নীচে কাম্যরটুলি থেকে বোধ সম্প্রতাভিরের বৌ, কি শনিচ্বার মা আসিয়া বস্য, নানা বক্ষের গল্প প্রতাভিরের বৌ, কি শনিচ্বার মা আসিয়া বস্য, নানা বক্ষের গল্প প্রতাভিরের বৌ, কি শনিচ্বার মা আসায়ার বস্য, নানা বক্ষের গল্প প্রতাভিরের কো, টানতে গেলি শ্লনিজে সামলাতে পাবলি না

নিস্তাবিণী দেবী বিলেন—"তা চোক, পাঁচটা ব্রাহ্মণের মুখে যাবে, ্পটি করে মালা বিলে বনে থাকতে কি লাগে ভালো বাবা ?"

ভালো লাগুলৈও বদে থাকতে দোব না; কিন্তু আগে আশীর্কাদ কাল মা, কাজ লো বেন ভোমাব যুগ্যি ক'রে করতে পার।— বিধার আমলে ধেনি হোত।

মৃতির আনে ফুনে একটু বেদনার প্রর ওঠে বৃত্তে, ভবুও কিছ

বেশ লাগে,—পুরানে। একটা দিনের সৌরভ ভাসিয়া আসে। ভাবের পূর্বতায় যদি মুথ পুলিয়া আনীর্বাদ করিতে না-ও পারেন নিস্তারিণী দেবী তে। সে-আনীর্বাদ অস্তবে অংবও ভাব-ঘন হর্টয়া ওঠে।

বিপিনবিহারী বতটুকু করেন তাচার উপর সমন্ন খানিকটা কোগান্
দিরা অন্তকুলতা করে। আগেকার দেই প্রয়োজনের বেশি চার্করদাসী, লোক-সন্ধরের জভাব প্রণ করিয়া তুলিতেছে আপন-জনে।
নাজিরা বাড়ি ক্রমে পূর্ব করিয়া তুলিতেছে। হোক ছোট, হোক
সংখ্যান্ন কম, কিন্তু মন থেকে আবস্থ করিয়া বাড়ি-ঘর-১য়ার পূর্ব
করিবার ফমতা তাহাদের অশেষ—এক দিক্ দিয়া চারটিতেই
চল্লিশের সমকক্ষ। তাহার পর ঘখন বড় মেন্মেদের কেই আসে,
সব মিলাইয়া ঘরে-ছয়ারে আর জারগা থাকে না; পজা ইইতেও
সমন্ন কাটিয়া স্বাইকে বউন করিতে হয়়! শিল্পাবিদ্যা দেবী জভাব
ভোলেন; শুধু এইটুকু মনে করিয়া প্রাণটা হয়তো গুমরাইয়া ওঠে
যে, আবন্ধ এক জন নাহার এই সব, সেই বহিল কোন্ সুদ্র অন্তবাত
প্রের শেষে।

সাত্র বংসর গেল, তাহার পর নিস্তারিণী দেবীর মনে পা**ঞ্লের** প্রতি গোড়াব দিকের দেই নিম্পা্হতা হঠাং এক দিন ভীতিব **আকারে** দেখা দিল।

মাকে ভূলাইয়া বাগিবার জক্ম বিপিনবিহারী যে যে পদ্মা **অ্যলন্থন** করিতেন ভাহার মধ্যে একটা ছিল মাঝে মাঝে তাঁহাকে সাঁতরা ঘরাইয়া জানা। বছরে প্রায় একবার করিয়া হই ভই; কথন ও নিজে গোলেন, কথনও কৈলাসচন্দ্রকে যাইছে দেখিয়া সঙ্গে করিয়া দিলেন, কথনও বা চণ্ডীচরণ গোলেন। দেখা-শোনা কাছে-পিঠেব তীর্থ, গঙ্গালান প্রভৃতি সারিয়া কিছু দিন কাটাইয়া নিস্তারিণী দেবা ফিরিয়া আদেন। কোন সময় যদি দূব তীর্থের যাত্রা পাওয়া গেল, ফিরিজে বিলম্ব হয়। বেশ থানিকটা বৈবাগ্যা ও মুক্তির মধ্যে নিজেকে ছাডিয়া দিয়া জনভ্যাসকাতর বিহঙ্গীর মতে! শাস্ত-মনে নিজেব পিজরে আসিয়া বসেন।

এবার পূজার পর সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিবার করেক দিন পরে একটা ব্যাপার ঘটিল। এখানে কান্তিকী পূর্ণিমায় স্নানের খুব একটা ঘটা হয়। বেশির ভাগই কমলা নদীতে যায়, তবে আজ-কাল গাড়ির স্ববিধা হওয়ার গঙ্গাসানাঝীর সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গেছে, দিনকতক আগে থেকেই বেশ সাড়া পড়িয়া বার।

নিস্তাবিণী দেবী আসিবাৰ পৰ বামনপাড়া, ছুতারপাড়া, কামার-পাড়ার ব্যীয়দীবা দেখা করিতে আসিল। এক দিন আসিল ছুলার-মনেব মা, সঙ্গে ছুলারমন। এই পবিবারটির সহিত হুগুতা, কিছু ছুলারমনেব ছুলাগোর পর হুইতে সমস্ত পরিবারটির সহিত হুগুতা, কিছু ছুলারমনেব ছুলাগোর পর হুইতে সমস্ত পরিবারটি কেমন বেন মনমরা হুইয়া গেছে। এই রকম একটা বিশেষ উপলক্ষ না হুইলে বাড়ির বাহিব হুয় না বড একটা, বউটিব বহুস ত্রিশ-ব্রিশ হুইবে। কল্পা ছুলারমনের মত্যেই স্বভাবটা একটু হাল্ডচপল, এখন অবশ্য তাহার উপর একটা বিষাদেব আবরণ পড়িয়াছে। আসিল একটু সন্ধাা ঘেঁসিয়া; নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"এসো আমা ভিজ্ঞেস ক্রছিলাম স্বাইকে—ছুলাব্যনের মা এখনও এল না কেন।"

গিবিবালা একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া ছুলাবমনকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন; সে আজ কাল আরও ছুল ভি হইয়া উঠিয়াছে। গন্ধ আরম্ভ হইল; শাশুড়ি ভালই আছে আরও থিট্টিটট হইয়া পড়িয়াছে। না. ছামাইয়ের কোন তল্লাস পাওয়া গেল না এ পর্যন্ত ; মেয়েটার কপাল চিবতরেই পুড়িয়াছে, আব তো চাওয়া যায় না ভটার দিকে। শাওের বিবান মতো বাবো বংসর পরে, কপালে ঐ বে সিঁপুরটুকু আছে ওটাও ঘটিয়া যাইবে। ছুলারমনের মা চোও ছইটি মুছিথা বলিল—"মা হয়ে কথাটা মুখে আনতে বাধে, ছুলহীন, কিছু মনে হয় সভীগাণা মা-জানকা যেন ভাব আগেই ওকে স্বিয়ে নেন, ছুলারীকে আমায় যেন শাদা কাপডে না দেখতে হয়।"

থানিকটা অঞ্চ মোচন কবিয়া বৃকটা হালক। হইল। নিজাবিণী দেবী সাস্তুন। দিলেন, অমঙ্গলের কথা ভাবি ত বারণ করিলেন, তবে বেশ কোরের সঙ্গে নায়, এমন কি শুল চোথেও নয়। বুক বেশ থানিকটা হালক। ইইলে কথা অঞ্চ দিকে ঘূরিল। ফুলারমনের মা একবাব প্রশ্ন ক্রিয়া উঠিল—"এবার বেশ পুজোর সময়ই দেশে গেলে, আসতেও দেরিও হোল, কার্ভিকা পূর্ণিমার গঙ্গামানটা সেবে এলে না কেন ঘূলহীন ? আমরা স্বাই বলাবলি কর্ডিলাম।"

এবার দল পাইয়। নিস্তারিণী দেবী সেতুবন্ধ-বামেশ্বর পর্যন্ত ঘ্রিয়া আসিলেন; তাহার পর শরীরটা এত হাস্ত হইয়া পড়িল যে, কাতিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত সাঁতেরায় আর থাকিতে ভালো লাগিল না। এ কথাটা বিশিলেন না, বলিলেন—'মা-গঙ্গা না মনে করলে হয় না ত্লারির মা, পাপের শরীর ভো ?'

ফুলারমনের মা কুত্রিম রোবের সহিত বলিল—"অমনি আরম্ভ হোল ফুলহীনের পাপের শ্রীর—পাপের শ্রীর ! • • • সাধ করে কি আসতে চাই না ?"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল—"আমি জানি গঙ্গা-মাঈ কেন আটকে রাখেননি তোমায় দেশে।"

চটুল দৃষ্টিতে একটু চাহিখা থাকিয়া বলিল— আমি এবাবে বুড়িকে রাজি করেছি, এলাধিব বাপ্তেও করেছি রাজি ছুলইন. গ্লাস্ত্রানে যাব।

ানস্তাগেণী দেব'ৰ উপৰ সংবাদটোৰ প্রতিক্রিয়াৰ জন্ত সংমায়া একটু বিৰতি দিয়াই হুলাৰমনেৰ মা একেবাৰে উচ্ছৃসিত হুইয়া উঠিল—
"অনেক দিনেৰ শাধ হুলহান, এবাৰ যাবই আমি। তুমিও চলো…না, ধন্বকম ফাঁকির হাসি চলবে না, যেতেই হবে; ঠিক এই জন্তেই গঙ্গা-মাই ভোমায় দেশে আটকে বাথেননি, নৈলে পূর্ণিনাৰ স্থান ছেড়েনা কি তুমি চলে আসবাৰ মেয়ে? চণ্ডাকৈ ছুটি নেওয়াও; চলো হুলহীন, আমার মাথাৰ কিবা—চমৎকাৰ হবে। তুমি বাবেই; এছ দিন পরে গঙ্গা-মাই আমার ওপর মূব তুলে চেচেছেন যথন; ভালো করেই চেয়েছেন; ভোমায় সঙ্গী করে দেবেনই…"

হঠাৎ স্থবটা নামাইয়া দিয়া, দৃষ্টি আবেও চটুল কবিয়া বজিল— "আমি কি গঙ্গা পৰ্যস্ত গিহেই ছেড়ে দৌব ভেবেছ না কি ? গঙ্গাজিৰ নাম কবে বেফুছিছ তথ• •• "

নিস্তাহিণী দেব'ৰ বছ কৌতুহল হইল, প্ৰশ্ন কৰিলেন—"ভবে ৷— জ্যাইয়েৰ মতন পালাবে না কি !"

ছলারমনের মা হাত নাড়িয়া বলিল— "আরে ছৎ, ছলহীন কিছু বাবেন না!"

আবও গলা নামাইয়া বলিল—"আমি যাব গঙ্গা-সাগব, মনে মনে এঁচে বসে আছি ৷ একবার তো গঙ্গাজির নাম করে বেক্লই ভাই ভো শা আটিদশ দিন আগে বেজৰ ৷" নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"তোমার পেটে পেটে কম মতলব নয় তো হুলারিব মা! কিন্তু হুলারির বাপ তো সঙ্গে যানে, রাজি হবে কেন।"

ভুলাবমনের মা ঠোঁট চাপিয়া নিজ্ঞারিণী দেবীর পানে আড়চোথে চাহিয়া এমন একটা হাসি হাসিয়া ধ'রে গাঁরে মুগটা ঘৃণাইং। লইল যে-হাসি শুধু মেয়েছেলেতেই বোঝে; একটু ব্যঙ্গের টানে বলিল— ক্ষিয়, হবে নারাজি ! চিব্রজন্মটা…

আব বলিবার দরকার হয় ন ; হাসিটাকে আর একটু ম্পাই করিয়া শেষ কবিহা ফালিল তাহার পর আবও উচ্চৃষিত হইহা উঠিল স্যাগব-সঙ্গমে সে যাইবেই; সে না কি বড় অপরূপ স্থান—মাগরার কুল-কিনাবা নাই একেবাবে, আর সামনে সমৃত্র—যত দৃষ্ট মায় থালি নাল জলের বড় বড় টেউ—হাজার হাজার যাগ্রীরা স্নান কবিতেছে, বড় অপূর্ব জাহগা না কি—হুলারখনের মা যে যাইবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই, বাত্রে স্বপ্ন প্যাস্ত্র দেখিয়াছে কতবাব. মা'র দ্যা হইবে বলিয়াই তো,নৈলে মিছে লোভ দেখাইবার দ্যকার কিমায়ের ? তাহাবি দিবীকেও যাইতে ইইবে। বিশিনবাবুকে বলা নয়, তাহার পর বাহিরে গিয়া চণ্ডীচরণকে মানাইয়া লইলেই হইবে…

নিস্তাবিণা দেবীর কৌতুকের অবধি থাকে না, প্রশ্ন করেন—"কিন্তু তোমায় এ-সব মতলব শিলে কে ছলাবমনের মা ? গঙ্গাসাগবেব ও বকম বর্ণনাই বা পেলে ভূমি কোথা থেকে ?"

ছুলারমনের মা'র মুখটা হাসির আভাসে আবার উজ্জ্ল হইয়া ওঠে; এবার গলাটা আরও থাটো করিয়া বলে—"তবে বলব সব কথা ? কিন্তু কাউকে বলো না ছুলহান, মাথাব কিরা। তেই শান্ত ছি বুটা, —এত দিন চেপে, রেখে সেদিন আপিনের ঝোঁকে সব বড়, বড়ে বলে কেললে—আজকাল শর'বটা এগটু বেশি খারাপ, আপিনের মাত্রটা বাড়িছেছে কি না। তেখন বয়েস আনেক কম বুড়ো-বুছিতে মুক্তি করে এই রকম গঙ্গাস্থানের আর বৈজ্ঞনাথ দশনের নাম কাম একেবাবে গঙ্গাস্থার পথাস্তাত্ত

আব হাাস চাপিয়া রাখিতে পাবিল না, তাহারই মধ্যে ছলিব ছলিয়া বলিতে লাখিল—"ছলহীন মনে কলছেন ছলাবেব মার এটা নতুন মতলব· · · এ বংশেব সে ধারাই এই তা। · · \*

তিন দিন পরে বামনপাড়ায় হঠাৎ কাল্লার রোল উঠিল। হাতের কাজ ফেলিয়া নিস্তাবিদী দেবী আর গিনিবালা উৎকর্ণ হইরা উঠিলেন। কাহাদের বাড়ি কি হইল ? এখানে রোগ-পুকান আবার মন্ত বছ একটা ব্যায়রাম সকলের। খজনীব মাকে পাঠাইতেছিলেন, এমন সময় খজনী আসিয়া খবর দিল—তুলারমনের মা মারা গিয়াছে। ডাইনে পাইয়াছিল, খুব কম্পাদ্যা অর আসে, কাল সমস্ত দিন ভুকা ববে, আজ সমস্তক্ষণ অজ্ঞান ছিল; ঝাঁড়-ফুকে কিছুই ফল হইল না।

সকাল দশ্টা-এগারটার সময় মার। গেণে ছুলারমনের মাণ নিস্তারিণাদেশী সমস্ত দিন ওম হইয়া গ্রিলেন। আহারে বসিলেন মাত্র। এত বড় ত্র্টনাটা লইয়া স্থাই আলেট্টনা ক্রিল, উনি অক্তমনস্ক হইয়া তথু—'ভ্—না' বলিয়া ছ'-এক বাব সায় দিলেন।

প্রদিন বিপিনবিহারী সঞ্চালে আফিস যাইবার ব্রন্ত উচ্চোণ ক্রিডেব্রুন, নিক্কাম্বিদী দেবী আসিরা কুরারে ঠেন দেরা দাঁড়াইলেন ! বিপিনবিহারী ব**লিলেন—"মা তৃমি কাল রান্তি**বেও থাওনি নাম; শরীর থারাপ হয়েছে না কি **়**"

নিস্তারিণা দেবী বলিলেন— না, শরীর ঠিকই আছে। বলছিলাম মামাব সাঁতবায় পাঠিয়ে দে বিপিন, আর মোটেই দেরি করিসনি; দুচুটি নিয়ে আসিস আফিস থেকে।

বিপিনবিহারী অভিমাত্র বিশ্বিত হটয়া তাকাইলেন।

নিস্তাধিণী দেবী বলিলেন—"না বাবা, আৰ একটুও আমত দেনি। তা যদি বলাগি—কীবনে আমি কখনও ছেলেমেয়েদের—ক ভকুম বলে তা কবিনি, আজ তোকে এই প্রথম করছি। তুই ছেলে কখাটা কাটিপুনি। আটটা বছর কাটাতে আমার তেমন কটনি, আর কিন্তু একটা দিনও আমার অসহি। হয়ে উঠেছে এখানে। আমি ভিটে আর গঙ্গা ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারছি না বিপিন।"

বৃথিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। জীবনে

সদ চেয়ে প্রিয় সে যখন ছাডিয়া যায় তথন মানুষ আর সবই

বৈতে পাবে, শুধু নিজের মৃত্যুব কথাটুকুই ভাবিতে পারে না।
কপায় স্নোভে, অন্দিমানে শুধু এইটুকুই মনে হয়—ও বেশ গেল.

হ'ল ববিয়া, কাঁকি দিয়া; আমাকেই দীর্ঘ জীবনের পূর্ণ মেয়াদটা

টিয়া শেষ করিকে হইবে, একা অসহায় ভাবেই; ওর ছাড়িয়াওলা বোঝা পর্যন্ত মাথায় বহিয়া। অবশ্য বোঝা বওয়ার আর

থাকে না, মৃত্যুর প্রভীক্ষান্তেই সে জীবনের গুল টানিয়া চলে;

শু মৃত্যুব আকম্মিভাব কথাটা ভাবিতে পারে না। অস্তানিক্ষ

শিমানে আব এই নিরানন্দ আশায় মনে হয় এই ভাবেই চলিতে

শৈল্পুক—দ্ব—বহু দ্ব, আভশপ্ত এই দীর্ঘায়ুর শেষ মৃত্তু প্রস্তঃ।

বুল ব'হার আনীর্ষাদ সে কি মাঝপথে হুঠাৎ সাক্ষাৎ পায় তাহার

বন্ধ গ

সাত বংসব পরে তুলারমনের মার জীবনে মৃত্যুর আকিক্ষকতা বিলা নিস্তারিণী দেবী শিহবিয়া উঠিলেন। মৃত্যু বদি যে কোনো কৈটারিণী দেবী শিহবিয়া উঠিলেন। মৃত্যু বদি যে কোনো কৈটারিণী দেবী শিহবিয়া উঠিলেন। মৃত্যু বদি যে কোনো কৈটার এমনি করিয়া সামনে আসিয়া দাঁওাইতে পারে তো তাঁহাকেও বিলাবমনেন মায়ের মডোই হা-গঙ্গা হা-গঙ্গা করিয়াই মরিতে হইবে। সারে তাঁরের মেয়ে তিনি, গঙ্গার তাঁরের বধ্—মায়ের উপর কক্ষার বিলাবের মতোই তাঁহার একটা সাহস ছিল; একটা সহজ বিশাস ইলাক্ষর মতোই তাঁহার একটা সাহস ছিল; একটা সহজ বিশাস ইলাক্ষরনক তিনি ডাকিয়া লইয়াছেন, নিস্তারিণী দেবীকৈও প্রত্যানন না। দীর্ঘ অবসাদের পর সময় আসিবে, মধুস্থানের দায় বিভাবিণী দেবী শেব শাস্তির জক্ষ মায়ের কাছে ক্ষাড়াইবেন। শত ছঃখের মধ্যেও নিশ্চিস্ততাটুকু ছিলই।

ध्नात्रमत्नत भारतत मृज्यु भव धात्रशा निम छेन्टोहेया ।

দেবিদেন দে-মৃত্। তাঁহার আশীর্বাদ, সে হঠাৎ বে-কোন মুহুতে ই ইল্যাপ হইয়া দেখা দিতে পারে—তাঁহার এত বড় অধিকার থেকে ইলাকে বঞ্চিত করিয়া।

1

ুটি লইতে, ন্সায়োজন করিতে সপ্তাহথানেকের ন্সাগে হইরা উঠিল না একটা ভালো দিনও দেখিতে হয়। একটা প্রতিক্রিয়াও থীরে ধ<sup>ইবে</sup> আবস্ত হইল। পাঞ্লেরও তো একটা মায়া আছে ?—এত দিনের দীর্থ-প্রবাস। তথু প্রবাসই নয়,—জীবনের সব চেরে স্থের দিনগুলা কাটিল এখানে, স্থান্তর তছ্তলা যেখানে যেখানে গিয়া জড়াইয়াছিল টানা পড়ার ব্যথায় জাগিয়া উঠিল, এবং এই তস্তুদল যে চি ড়িয়া যাইতে চইবে এই চিস্তায় মনটা ক্রণেই বিষয়ণর হইয়া উঠিতে লাগিল। সাঁতরা নিস্তাহিণী দেশীর পরকাল,—গঙ্গা আছেন, তাথের স্থযোগ, স্থামীর চিতাভম্মও সেইখানেই—এদিক্ দিয়া পরকালের সঙ্গে যোগটা আবও যেন নিগৃত; কিন্তু ইচকাল বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই তো পাঞ্ল; এত সহজে কি তাহাকে জীবন থেকে ঝাড়িয়া ফেশা যায় ?

টান পড়িতে বেদ্ধার মধ্যে দিয়া আবও একটা ক্লিনিব স্পষ্ট ইইরা উঠিল,—ভাড়ার ছাড়িয়া, দিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে মুক্ত হইরা গেলেই সংসার থেকে মুক্ত হউরা গেলেই সংসার থেকে মুক্ত হউরা গেলেই সংসার থেকে মুক্ত হউরা গেলেই। ভাষার আড়ম্বর ছিলাই; কিন্তু এখন দেখা গেল চারিটি নাভিতে একে একে আসিয়া কখন নিংসাড়ে সেই উদ্বুক্ত সময়টুকু অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। থাকার কালে বে-চুরিটা ধরা পড়ে নাই, যাক্যার সময় সেটা আত্মপ্রকাশ করিল। বরং আরও শঙ্কার কথা—পূজার বাসয়া কেমন অভ্যমনত্ত ইয়া বাইতে লাগিলেন নিস্তারিণী দেবী, ভাষাতে বেশ টের পাইলেন ওরা চার জন ভগবানের প্রাপ্য নিয়মিত সময়টুকুতেও অধিকার জনাইয়াছে।

বাত্রে গল শুনিবার জন্ধ জুটিয়াছে সবাই। ভারগা লইরা কাড়াকাড়ি হইতেছে, গিরিবালা আসিয়া প্রবেশ কবিলেন। ধমক দিয়া
বলিলেন—ইয়া, যা হুটো দিন আছেন, ভোরা আলিয়ে-পুড়িয়ে খা।
আবও ভাড়াভাড়ি পালান মা।

নিস্তাবিণী দেবী স্বচেয়ে ছাই টির গায়ে হাত বুলাইতে বলিলেন
— তুমি ওই বলছ বোমা, আর আমি কি ভাবছি জানো ? ভাবছি
থাকব কি করে সাঁভরার গিয়ে। মুখে আনতে বাধে বটে, কিছ
সভ্যিই এক একবার মনে হজে, যাচ্ছি বটে মা-গঙ্গাব লোভে, কিছ
এদের এই উপদ্রবের লোভটাই বড় হয়ে উঠে আমায় না আবার
টেনে আনে।

গিরিবালার বিষয় মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন—"ওমা, ৬ই ভূতেদের দিয়ে যদি অন্ততঃ দে-উপকারটুকুও হয় তাহ'লে যে আমি বাঁচি; বল না মা, ওদেব আমি আবও কেলিয়ে দিছি।"

নিস্তারিণী দেবীও হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"অমনিতেই যা অবস্থা করেছে তার ওপর আবার••••"

একটু চূপ করিয়া গেলেন; সামনে একটু চাহিয়া চাহিয়া চোহা ছুইটি ছল-ছল কবিয়া উঠিল। গিরিবালা ঘরের কাজটুকু সারিয়া ফিরিডেছিলেন, নিস্তারিণী দেবী একটু ধরা-গলায় বলিলেন—"মনের কথা লুকিয়ে রাখা পাপ, বলে এক জনকেও অস্তত: তানিয়ে রাখা ভালো: আমি বড়চ দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি বৌমা, কি করে থাকব এই সবছেড়ে? আমার কি মনে হয় জান বৌমা।—আমার সংসারের সাধ মেটবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। মেটেনি, আমার সাধ মেটেনি বৌমা, আমি এ-মন কি ক'রে মা-গলার পারে দোব? উনি আমায় নানা দিক্ দিয়ে বঞ্চিত করে গেলেন বৌম।।"

নৃতন বিচ্ছেদেৰ মুখে স্বামীর শোক নৃতন করিয়া উচ্ছ দিত হইরা উঠিল। পিত্তিবালাও সারা দিন চোথ মুছিরা মুছিরা বেড়াইডেছিলেকুই, নশাঙ্কদের বিষ্ময়-বিমৃত দৃষ্টির সামনে শান্তড়ি-বৌ উভয়েই চোখে অঞ্জ সাপিয়া হুন্ছ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্যবস্থাটা কি মধুস্দন করিবেন ? শেমন ভাবে যোগাযোগটা বটিল তাহাতে সেই রকমই একটা সন্দেহ হয় বটে। নাতিরা বড হইলে নিস্তাবিণা দেবী গল্প প্রসঙ্গে বলিতেন—"যেমন করে দিলাম খোঁটা তোদের ঠাকুবদাদাকে, ব্যবস্থা করতে পথ পেলেন না তিনি। একেবারে পাওুল ছেডে সাওয়া সেই প্রথম, তোবা ছটো না থাকলে, গঙ্গা ছেডে পালাবাব ল্জ্জা ঢাকতে বোধ হয় আমায় গঙ্গায় ভূবে মরতে হোত।"

ব্যাপারটা এইকগ---

ষাইবাৰ ছুই দিন আগে বিপিনবিহারী বেশ একটু সকাল সকাল পাকিদ থেকে বাহিব হইলেন। না যাইতেছেন বলিয়া ছুপুৰবেলা বঁরাজনে। তিনী আসিয়াছেন। বৈকালে বৈয়াম ভইতে চ্ছীচৰণ সাসিবেন; এব মাধ্য অনেকগুলা গোছগাছও কবিবার আছে।… হুতারট্লির সামনে আসিয়া একটা দুশ্য দেখিয়া গাগে, কোতে, নৈরাশ্যে বিপিনবিহারীর সমস্ত শ্রীবটা যেন জর্জবিত হইয়া উঠিল। ৰ**ভ বাস্তা থে**কে বাহিয় হইয়া একটা অপেক্ষাকত সৰু বাস্তা ভিতরেক ্দিকে চলিয়া গিয়াছে. তাহার ছই দিকে ছাডা-ছাডা ভাবে ্বতার-কামানদের বাভি। গানিকটা দুবে—বাস্তার প্রায় মাঝামাঝি াশ-বারো জন অর্ধ-উলঙ্গ নোংবা ছেলেদের স্কে জাতাব নিজেব তিনটি এতা একটা মস্ত বড হুল্লোড চলিয়াছে, মিশ্র কলয়বের সঙ্গে একটা **এছার অংশ উদ্ধার করা যায়—"প**ড়াউ লড়াউ বক্তি চড়াউ, ধিয়া-<del>পুতাকে</del> তেচ্ বেচ্ থা<sup>ন্ত</sup>।"···পড়াউ নামে একটা বুদ্ধ কালা ছুতার-মৃত্তি আছে, তাহারই থ্যাপান ; অর্থ টা হইতেছে পড়াউ ছাগ্ল চড়ায় এবং ছেলেপুলেদের বেচিয়া বেচিয়া প্রাণধাবণ করে। মাতুনটাকে ্যথেষ্ঠ উগ্র করিয়া তুলিবার জন্ত ধুলা ছেঁ।ডাছুঁড়ি চলিতেছে, তাহাতে াবার চেহারার এমন অবস্থা হইয়াছে যে চিনিয়া ওঠা দায়। শুশাঙ্ক থকট দরে 'বঢ়মভরা' (ব্রহ্মোত্তব) নামক জায়গায় গুরুজিব শাঠশালায় যায়, পলাইয়া আসিয়া এই কাণ্ড করিছেছে। ছেলেটাকে নাম্ব বলিয়াই জানে সবাই, হয়তো গুরুজি ক্ষেত তদারকে গিয়া খাকিবে, কাঁকভালে খানিকটা মুক্তির আনন্দ লুঠিয়া লইতে আসিয়াছে अंब ।

ছুপুরের দৈনন্দিন ইতিহাস্টা তাহা হইলে এই ? ছোটটা একটু গ্রন্থ আর ছোটলোক-ঘেঁসা হইরাছে, এ সংবাদটা নাঝে-মাঝে আদে বিশিনবিহারীর কাছে। বেত আরম্ভ কবিতে হইয়াছে, একটু একটু ক্লপ্ত পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বড়টা যে ইতিমধ্যে এড-দূব আগাইয়া গছে, বিশিনবিহারী কল্পনাতেও আনিতে পাবেন নাই ক্থনও। সংকাবে আরুষ্ট হইয়া একবার যে চোথ পড়িবা গেল দেইটুকুই. হাহার পর লক্ষায় অপনানে বিশিনবিহারী আর দাড়াইতে পাবিলেন গ্লাপোনে। ডাকিলেনও না প্রদেব চিন্তিত ভাবে মাখাটা নীচু করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

মনের যা অবস্থা তাহাতে তিনটাকে ধরিয়া আনাইয়া উত্তম-মধ্যম প্রওয়াই হইত স্বাভাবিক, কিন্তু বিপিনবিহারী এবাবে সে-ধরণের কিছুই করিলেন না। তাঁহার মনটা ও-রাস্তাই লইল না, প্রস্তু এই উপলক্ষ করিয়া মারের উপর অভিনানে মনটা ভরিয়া উঠিল, যদিও নিস্তারিণী দেবী যাওয়ার কথাটা তোলা পর্যান্ত প্রসন্ধ ভাবেই তিনি দ্ব আয়োজন করিয়া যাইতেছিলেন। বাড়ীতে আদিতে, অতিথিক বিষয়তা দেখিয়া না যথন একটু চিন্তিত হুইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিপিন্নিরারী একটু চূপ করিয়া রহিলেন। মনের ভাবটা গোপন করিবার চেটা করিলেন, কিন্তু মনের ভূংখ না কি থ্বই বেশি, পারিলেন না; একটু হাদিয়া বলিলেন— মা, বাবা আমার ঘাছে ছুটো বোন চাপিয়ে বেশ গোলেন চলে, ভোমাদেব ছুজনের আশীর্বাদে বেশ উঠলামও দামলে-স্কমলে কোন বক্ম করে, এখন তুমি কি ঘাছে চাপিয়ে সাঁতরায় যাছহ, দেখো। শ

অবসন্ন কঠে চাকরটাকে কামারণাড়া থেকে ছেলে তিনটেকে ধবিয়া আনিতে ভকুম কবিলেন, যেমন আছে ঠিক সেই **অবস্থা**তেই।

চাকরেব পিছনে পিছনে তিনটিতে উঠানের মাঝখানে আচিয়া দাড়াইল। বিপিনবিচারী মায়ের পানে চাহিয়া বলিলেন— আমি এখন পেটের সংস্থান করি কি এদিকে সামলাই বলো १ শাষ্ক্, আব ভাবতে পাবি না, বাবা ছিলেন পাঙ্ল-ক্ষির সর্কেদর্কা, আমি ইটেছি কেরাণি, ওবা কলিগিবি ভিন্ন আব কি কববে १ নিজেব নিজেব অদৃষ্ট।

জামা-জুতা চাডিবার জন্ম ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শৈলেনের বেশ মনে পড়ে দুশাটা: উহাবা তিন ভাইয়ে মনবাধ্না চাকরেব পিছনে পিছনে ট্রেমাথায় প্রবেশ করিয়া একবার চোপ তৃষ্মিয়া দেখিল নটুয়ার নাচ দেখার জন্ম যেমন উদ্গ্রীব ২ইয়া থাকে লোকে, সেই ভাবে সকলে তাহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, অবশা ঠাকুরমা, মা, আর বড় পিলিমা ছাড়া। ঠাকুবমার মূলে কি বক্ম একটা চিস্তাবিত অপ্রতিভ ভাব, মা আর পিসিমার কুর্ ভয়: মা আধা-ঘোমটা টানিয়া ছয়াবের চৌকাঠের আভালে দাঁভাইয়া আছেন। বাকি সবাই উৎস্ক দর্শনাথী, কম কয়টি নয়,--পিসিমার মেয়ের দল, ও-বাড়ির বড়দাদা, ছোট দিদি প্রভৃতি অনেক গুলি। বাবাৰ হাতে নাচটা সে সবাৰ কিব্নপ উপভোগ্য হইবে, কল্পনা কবিতে করিতে তিন জনে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াই । পায়ের নথ থেকে মাথার টিকি পর্যান্ত ধূলায় ধূলায় আছল, হলে আবাব উৎসাহের মাথায় কামাবপাড়ায় থানিকটা কয়লার ছাট হাতেব কাছে পাইয়া গিয়াছিল, ঘামে, ধুলায়, ছাইয়ে ভাহার র'টা গঙ্গা-ষমুনা-গোছেব দাঁড়াইয়াছে, তিন জনকে লইয়া চাকবটাও উদ্বাস্ত থাকে বলিয়া একটা কণা কাহাকেও দেহ হইতে খসাইতে সেয নাই। শশাহ্ব চোথে বালি পড়িয়া জল নামিয়াছিল, মুছিবাৰ অবসব না পাওয়ায় সে-ও একটা অপরপ জ্বিনিস হইয়া দাঁডাইয়াছে।

অভিমান ব্যর্থ বুঝিয়া বিপিনবিহারীর বাগটা প্রবল হ<sup>5 সা</sup> উঠিতেছিল, জামাজুতা ছাড়িতে ছাড়িতে ঘব থেকেই ভকুম করিলেল— "মনবাধ্না, একটো ছড়ি লে আও।"

বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন—"এই দেখো মা, তা ভাবনার আমিও কিছু বাথব না, তোমার সামনেই শেষ করে দিচ্ছি ভিনটাকে ."

ব্যাপাব যে এত গুরুত্ব ভাবিতে পাবে নাই, শৈলেন এক<sup>্ষে</sup>র ঠাকুবমাব মুখের পানে চাহিল, কাঠের পুভুলের মধ্যে ভাবলেশ<sup>হান</sup> দৃষ্টিতে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরমাব মুখের চে<sup>হারা</sup> এমন কথনও দেখে নাই শৈলেন। শেদর্শকেরা থুব উদ্প্রীব হ<sup>ইয়া</sup> উঠিয়াছে, ভালো জারগার জন্ম এক্টু-একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেছে!

বিশেষে বিরাজমোহিনী সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিপিন-; বলিলেন—"বিবাজ, তুমি সরে যাও, ওদের বাঁচাতে না।"

াবাজমোহিনীর কোলে তাঁহার শিশু-কক্সাটি, দাদার বারণ না দিছি দিয়া উঠানে নামিরাছেন, মেয়েটি হঠাৎ মুখটি ঘুবাইয়া গশিয়া ধবিল এবং তিনি অভটা গেয়াল না করিয়া আরও ছুই গ্রস্ব হুইতে আর একবাব তিন জনেব পানে চাহিয়া ভয়ে বু আৎকাইয়া টীংবাব কবিয়া উঠিল।

ৎক্চ হাসিব বেগ চাপিতে স্বাৰ হ্ব বাবা ইয়া উঠিয়াছে। মাহিনীৰ মেজ মেয়েটি একটু গিল্লিবাল্লি গোছের, নামিয়া ৩ আসিতে বলিল—"ভয় কি গুকু গ আকোস নয়, চুড্লে নয়; দ, মামূৰ ছেলে, কভ সন্দেশ দেবে।"

াধ হয় সত্য সত্যই তিনটাকেই আবার সন্দেশ দিতে অগ্রসব হ কি না একবাব দেখিয়া লাইবার জন্ম ঘাড়টো ঘ্রাইয়াই থুকী কচ্চ উৎকটতন চাইকোর কবিয়া দিদির কোলে বাঁপাইয়া পড়িল। আখাস দেওয়ার ভলীতেই সবাব হাসি চাপিয়া রাখা দায় হল, এবার আর কেহই দেটাকে মুক্তি না দিয়া পারিল না। মধ সমস্ত গান্ধীয়্য এক মুহুতে নাই হইসা গেল, বিশিনবিহাবী হইবাব ভয়ে ভিতৰে চলিমা গেলেন। বিবাজমোহিনী নিজেব মার স্বাইয়ের আধ-ঢাপা হাসিব মধ্যে ভাইপোদের নাহিবার দকে লইয়া গেলেন !

াসিলেন না শুধু নিস্তাবিণী দেবী। ছেলের কথাটা একট্ াছে প্রাণে। উভাবই মুখ ঢাহিয়া সাত্টা বছৰ তো কাটাইলেন , চিবকালটাই কি আগলাইয়া থাকিতে চইবে ? ভাঁহাব পরকাল আর, ছেলে যদি চুরস্তপনা কবে, তিনি স্ত্রীলোক, বাড়ীৰ মধ্যে াকবিতেই বা কভটা কি পাবেন : তে নয়, ছেলে একটা বিপন্বিহারী আসলে চান মা চিডকাল এই সংসারে মুখ া থাকুন। প্রসন্ন ভাবে সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ভিতবে ভাহাব একটা অভিমানের ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সেটা একটু ংয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িল ! কেখাটা লইয়া ঘটেই মনে মনে চনা কবিতে লাগিলেন, তত্ই সেটা শাথা-৫শাথায় বিস্তারিত াঠতে লাগিল এবং ভা হাদেরই বর্ধ মান ভটিলভার মধ্যে কোন থ্য তাহার মনেও অভিমান ঘনাইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় চ গাঁচবৰ আসিলেন, মাকে দেখিলেন বড় গভীব। আসর াক্ষণ মনে করিয়া কিছু প্রশ্ন করিলেন না। প্রাথমিক াবাদের পর সথন যাওয়ার কথা উঠিল, নিস্তারিণী দেবী মুখটা ধুরাইয়া লইয়া বলিলেন-"যাব বললেই কি যাওয়া হয় বাবা ? ব্যভার করলেও হে-দিন থাকার উপায় থাকবে না, সেই দিন কেবারে ।

খণ সবাই জাগিয়া বহিলেন, আলোচনা চলিল, তভক্ষণ এই বৰ্ষম নৈৰ কথাই বাহিব হইতে লাগিল। তাহাৰ পৰ সকলে যথন ক. বজনী নিস্তৰ, বিনিজ-শ্যায় ছইয়া ছইয়া সমস্ত ব্যাপাৰটা বিব বিচাৰ কৰিবাৰ সমৰ পাইলেন নিস্তাৰিণী দেবী। ছলাব-না মৰিয়া আ-ঘাটায় মৰাৰ যে কী একটা ছয় দেখাইয়া গেল—্শন উভৰ-য়ন্কটেৰ স্থাই ইইয়াছে ক্ৰমে ক্ৰমে। প্ৰথম জনৰ বেংকিকে যাভ্যাটা তিনি বত সহস্ত ভাৰিয়াছিলেন আসলে

নয় ততটা সহজ। তথু আজ হঠাং প্রকাশ ইইয়া পড়া ছেলের অভিমান নয়, তিনি কি এ সব ছাড়িয়া সেখানে তথু গঙ্গা আর তীর্ষ লইয়া থাকিতে পারিবেন? সেদিন পুত্রবধুব কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"আমার কি মনে হয় জান বৌমা!—আমার সংসারের সাধ মিটিবার আগেই উনি কাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।" কথাটা যে কী একান্ত ভাবেই মনের কথা ওর সেটা যেন অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিলেন। এর উপব বিপিনের অভিমান,—অভিমানভরা মুখে তাকে যেন শিশুর মতোই অসহায়, প্রতিপাল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যাহাকে বুকেব উত্তাপ দিয়াই বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। মনে পড়িল বড় জায়ের কথা—"তুই রইলি বাবি, তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু এদিক্ ক্লিক্ হলে ও বে সেটা অভিমান ভবেই নেবে।"…তাই যে লইতেছে বিপিন, শিশুর মতোই অবুম আর প্রতিপাল্য বলিয়াই তো!

কিছ থাকাই কৈ সহজ ? আজ চণ্ডীচরণকে কথাটা বলিলেন—
সংস্ব সংস্কৃ যেন মুখখানা ভকাইয়া গেল বেচাবির । বিপিনও ভনিয়াছে
নিশ্চয় তাহারের সময় ও-প্রসন্ধটাই তুলিল না; অথচ ওর তো
উৎকুল হইয়া উঠিবারই কথা। এই অভিমানের—হয়তো রাগেরই
থাকিয়া-যাও্যায় ছেলের মনে কিসেব অভ্যনীলা শুক্ত ইইয়াছে কে
জানে দেও কি অসহা বক্ষ ভুল বোঝা-বৃঝির পালা চলিয়াছে।

আরও একটা কথা ,—সভাই এইখানেই বাধা পাড়িয়া থাকিতে হইবে তাঁকাকে ? এইখানেই মারতে হইবে ? স্থামী বেখানে গেছেন সেখানকার একটু মাটির জভ মনটা যে অবাধ্য ভাবেই কাতর হইরা ভঠে দ

নিস্তাবিণী দেবী সমস্ত বাত আর চক্ষু বুজিতে পারিলেন ন।।

প্রদিন মাতাপুত্র থখন দেখা হইল তথন উভয়ের মনই বেশ প্রসন্ধ, ননে হয় বিপিনবিহারীও মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লহয়ছেন। আফিস বাওয়াব উদ্যোগ করিছেছিলেন, নিস্তারিকী দেবী বিরাজনোহিনীর কোলের নেয়েচিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"বেটি ভোমার বড় স্থাওটো হয়ে উঠেছে দেখছি মা ঁ

নিস্তারিনী দেবী উত্তর কবিলেন—"আমিই ওর ক্যাওটো হরে উঠেছি, কাল যা কবে ছেলে তিনটেকে তোর হাত থেকে বাঁচালে…"

ত্'জনেই গ্রাসিয়া উঠিলেন। বিপিনবিগাবী বলিলেন—"সজ্যি বছড রাগ ধরেছিল ঠিক কথা, তুমি না কি রাগ কবে থেকে গেলে মা দৃ । । বাঃ, কেন গঁ

নিস্তারিণা দেবী বলিলেন— 'রাগ কবিষে চলে যাও**য়ার চেয়ে রাগ** কবে থেকে যাওয়াটাই ভালো হবে না ?"

বিপিনবিহারী জোরে মাথ! নাড়িয়া বলিলেন—"না, না, আমি রাগ করব কেন? তুমি যাও। মা, তেবে দেখলাম তুমি এখন নিতিয় গঙ্গামান করে ওদের আশীর্কাদ করো, ভাইতেই ওদের মঙ্গল। তোমায় বঞ্চিত করলে ওদের কি করে ভালো হবে?"

হাসিয়াই বলিলেন নিস্তারিণী দেবী—"এও এক ধরণের রাগের কথাই হোল বিপিন; হয়তো সেটা ভূই ধরতে না পেরেই বলেছিস্। তা ভির ভূই আমাব দিক্টা ভালো করে ভেবে দেখিস্নি।"

বিপিন জামা পরিতেছিলেন, থামিয়া, কতকটা ভীত ভারেই বলিলেন—"দে কি মা ১"

### লাইফ-বয়

অমল ঘোষ

কালনাগিনীর সহস্রমূখী মাধায়
ট্রনো হ'তে ওঁ ডিয়ে গেল সার্চ লাইট।
—ভীবে দাঁভিয়ে একলা নিরুপায়।
সেই ঝঞ্চারাতে
বিক্ত হাতে
কিরেচে এই লাইফ-ব্য
অ্যাটলাণ্টিকের ব্রফগলা হাওয়ায়।

নিস্তরঙ্গ জল নীল। স্তদ্র দিগস্তে এক টুকরো কালো আঁচিল সর্বনাশা রাতের শেষ-চিহ্ন।

কলমলে সকালের বোদে
স্বর্ণ-বালুর বৃকে ধীবর শিশুদের থেলা।
নির্ভীক ভেলায়
জাল হাতে খুদীর উজ্জ্বল মৃতিদের,
দমুন্ত-মেলা।

ন্তধু নির্জ ন এ-দ্বীপের আংশ রিজ হৃণতে ফিরে এনেচে এই লাইক বয় ।

### ইফিঁশান

গ্রীমণীয়া দত্ত

क खोरन देखिगान !

ছোট-থাটো সিগ্ৰাস নাই। বিফল আশাৰ হাতে লাল-নীল তুই ফ্লাগ্ উড়িছে সদাই। বড বড় মেল ট্ৰেণ! এম্পেণ্যাল। মিলিটাৰী গাড়ী। কাঁপায় বুকেৰ হাড়। চলে যায়। চোধ জলে ভাৰী।

शाक्वां लाकाान व्हेंग :

অমুদিন ছোট কাদা-হাসা।
আপীস। দেকার। আর বড়বারু! রাতে তাস-পাশা
ছেলেদের দেবাপড়া। ঘটকালি।
মান-অভিমান!
এই নিয়ে আসে যায় একখেৱে বান্সীয় বান!

कोराज दुष्टर खाना ।

দূর স্বপ্ন । সমুদ্র-সাধনা।
তবু ডাকে । সিটি দেয় । বুকে জাগে দিগল্প-বাতনা।
বুকের পাঁজর কাঁপে।
উদ্বেলিত ঠেশনের ঘর।
যেল-ট্রেশ চলে যার। পক্ষিবাজ। বক্ষ ধরো-ধর।

'তা বৈ কি; গঙ্গা না পেলেই বঞ্চিত হব, ওদের না-পাওয়াটা বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে পড়ে না ১০০০ নয়, আমি কাল তেবে তেবে ঠিক কবেছি, আমি কোনও দিক্ থেকে বঞ্চিত হব না,—শশাক আর লৈলেনকে আমার সঙ্গে দে, চণ্ডী যেমন সাঁতরায় পড়াশোনা করছিল, এরাও সেই রকম করুক; সত্যি, এখানে থাকলে বিগঙ়ে মাওয়ায়ই কথা এদের। চণ্ডীর যতটা স্থবিধে ছিল, আমি রইলাম, তার চেরে এদের বেশি স্থবিধেই হবে। পড়াশোনার তেমন বৃঝিনা, কিছু আমাব মনে হয় এরা এমনই অনেকটা পেছিয়ে গেছে; সেই কবে হাতে-থড়ি হয়েছে, কী-ই বা করেছে এর মধ্যে? বড়চাকুর নেই. তেমনি খেতন বয়েছে, স্কুল, পাঠশালা—য়েমন স্থবিধে হয় ভর্তি করে দেওয়া যাবে—নিয়মের টানে পড়াশোনা আপনি হয়ে বেতে থাকবে।"

ছেলেকে দ্বিধা-সন্ধাট্যে কোন অবসর না দিবার ক্সাই নিস্তারিণী দেবী এন এক নিখাসে তাঁগার প্রস্তাবের স্থপক্ষে যা' যা' আছে সব বলিরা গোলেন, তাগার পর একটু থামিয়াই বলিলেন—"আরও একটা কথা এই সঙ্গে বলেই দিই—আমিও তাহলে টেকতে পারব বাবা। একটু স্বার্থপরের মতন শোনাচ্ছে বোধ হয়, কিছু তুই এক বার চারি দিক্ ভেবে দেথ।" বিপিনবিহারী জামার একটা বোতাম দিতে দিতে থামিরা গেছেন, মারের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, মস্ত বড় একটা সমস্তা মিটিয় বাওরায় একটা মৃত্ হাস্তের সঙ্গে মুখটি বেন আলোয় ছাইয়া গেছে, বিশিলেন—"মা । •••"

আরও কি বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঐ একটি <sup>কথার</sup> মধ্যেই সমস্ত আনন্দ আর ভবসা যেন উজাড় করিয়া দিয়া মুখের <sup>নিকে</sup> একটু চাহিয়া রহিঙ্গেন।

তাহার পর মনটাকে গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—"আমার মাথ<sup>তত গ</sup>কথাটা কেন যে আদেনি তাই ভাবছি। কি**ন্ধ** সেই সঙ্গে <sup>এইটা</sup> ভয়ও যে হচ্ছে মা—ভোমার খাড়ে আবার এই বোঝা চাপিরে <sup>গোব গ</sup>—কোথায় একটু হাল্কা হয়ে যাবে, না···"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বোঝাটা তোরও নয় আমারও নয় বিপিন; বাঁর বোঝা তিনিই আড়ালে থেকে ব্যবস্থা করছেন। স্তিয় সামান্ত কথাই কাল সমস্ভ রাত জেগে জেগে শেব কালে <sup>এবন</sup> হঠাৎ মনে হোল, মনে হোল থুব থানিকটা ভাবিয়ে ভাবিয়ে তিনি এব কথাতেই সমস্তাটা যেন প্রণ করে দিয়ে গেলেন। ''তুই আর 'নমত করিসুনি বিপিন।"

किया :।



র্মাণ মাভার পারের ধূলো নিরে জামাইবলীর নেমন্তর রক্ষা করতে কটকে রওনা হলো। রঞ্জিতের শুভার ভীমাপদ বাবু কটকের মোক্তার।

ર

কলকাতা হতে কটক যেতে আন্ধ-কাল বেশী সময় লাগে না। কিন্তু এবি মধ্যে রঞ্জিতের মেজাল ধীরে ধীরে প্রধ্যতি হয়ে উঠ্ছিল। শরীর একসাইজের আভাবে আড়াই, মন অবসন্ধ এবং মেজাল তিরিক্ষি হয়ে উঠবার উপক্রম হরেছিল। ভোরে সে শতরবাড়ী পৌছুল; তাব শান্তড়ী এসে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গোলেন। কিন্তু সে প্রণাম করতেই প্রথমটা ভূলে গেল। তার পব শান্তড়ী যথন নিজে অপ্রসর হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেম, তথন রঞ্জিতের মাথা নোয়াবার কথা স্মরণ হলো। কিন্তু প্রধামীর টাকাটা ঠিক কোন্ সময়ে দাতব্য, তা ছির করবার মতো ছির-মন্তিক্ষ তার তথন ছিল না।

কারও কারও ব্যায়াম, সঙ্গীত প্রভৃতি নেশার মত

হয়ে দাঁড়ায়। আমার এক জনের কথা মনে পড়ছে, তিনি রোজ সকালে তিন মাইল করে' ভ্রমণ করতেন। যে-দিন বৃ**টি-বাদদের** জন্তে বেরুতে পারতেন না, সে-দিন একতলা থেকে হতলা বাট-বার ওঠা-নামা করতেন। তা চলেও তার মেজাজ সে দিন মেবাছের আকাশের মতোই অন্ধকার হয়ে থাক্তো। ত্রীর সঙ্গে সে দিন বে আলাপ-আলোচনা হতো অক্টের পকে তা তত স্প্রাব্য হতো না, ছেলে-মেরেদের ব্যবহাবে একটিব পর একটি জ্ঞটি বের হতো একং বামুনঠাকুর দাক্ষিণ্যের অভাবে নোটাশ দিয়ে বসতো।

রঞ্জিতের প্রকৃতিটা ঠিক সে ধরণের ছিল না। সে ছিল সক্ষতিপদ্ধ লোকের ছেলে, জীবনে তার অন্ত কোনও থেয়াল ছিল না। হয়ত বজু-বান্ধবেব সঙ্গে পড়লে ছই-একটা সিগারেট বা ছই-এক পাত্র পানীর কথনও কথনও প্রত্যাখ্যাত হতো না। তবে পয়সা থবচ করে সে এ সকল ব্যসনকে মোটেই প্রশ্রম দিত না। বস্তুত:, সে অত্যন্ত মিতবারী ছিল। এক জন প্রসিদ্ধ লেথক সহন্দে শোনা যায়, তিনি স্থবার অত্যন্ত ভিক্ত ছিলেন। তাঁকে এক দিন পানের মঙলিসে এক জন সমধ্যী—লেখক হিসাবে নয় স্থবাসন্তি বিষয়ে—ভিক্তাসা করলেন, আপনি কোনু মত্য পছন্দ করেন? লেখক তংক্ষাৎ উত্তর দিলেন 'অন্ত লোকের থবচায় যে কোনও মত্য আমার পছন্দ।'

বুঞ্জিতের এ সব দোষ ছিল না ; সতাই তার স্বভাবে কেট কোনও

মাতা জগদশা বললেন,—

বাবা, এবাৰ একবার শহরবাড়ী কেড়িয়ে এসো। তিন বছৰ ভোমার বিয়ে হয়েচে, একবারও শহরবাড়ী যাওনি—'

'কেন, বিয়ের সময় ত গিয়েছিল।ম—'

'আরে বোকা ছেলে, তথন কি তাকে খতরবাড়ী যাওয়া বলে?' 'ড:! গা, তান পরে আর ওদিকে যাওয়া হয়নি বটে। কিছ ব্যুদ্ধ যে মা!'

'গ্রা সেই জ্ঞেই ড ফি-বাবে তাঁদের নেমস্তন্ন একটা-না-একটা ধারণ দেখিয়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। এবাবে বেয়ান অনেক করে অমাকে লিখেছেন, আব—বৌমাটিও যুগ্য হলো!'

মাতা ঠিক কি বললেন, তা না ব্যলেও রঞ্জির এটুকু ব্যক্তে বিলম্ব হলো না যে এবাবে আব আপতি করা চলবে না। সে বলে উসলো 'আমার কিন্তু 'গদা' ছটো নিয়ে যেতে হবে'—রঞ্জিং বক্সিং 'শিবছে—তার বড় সাধ ঘৃষি-লড়াইরে চ্যাম্পিয়ন হবে। সে বক্সিং ম'তিশ্কে বলতো 'গদা'।

মা বললেন, 'কি ? শান্তড়ীর সঙ্গে বক্সিং লচতে যাবি না কি ?'
বিঞ্চং বললে 'তিনি কি খুব বকসিং লড়তে পারেন না কি ?'

'পুর মুখ্য কোথাকার! মেয়ে-মামুবে আবার বক্সিং করে
ক্রিং ?'

'হা মা। তুমি জান না. আজ-কাল অনেক মেয়ে ব্ৰুসিং, যুষ্থস্থ শ্ম। তুমি দেখনি ?

'না, বাবা, আমাদের কোনও পুরুষে ও-সব মন্ধানি জানে না। তা থাক্, তুমি ঐ হুটো কিছুত কিমাকার জিনিব নিরে স্তর্বাড়ী েত পারবে না, তা বলে দিচিচ।'

'তুমি ত বলে দিচ্চ, কিন্ধ রোজ একটু করে এক্সাইজ (Exerase) না করলে আমার ক্ষিদেও হয় না, আর মেজাজ বার বিগড়ে—'

'ভা যাক্গে' রলে মাতা রঞ্জিতের স্থানকস্ গুছিরে দিলেন, শাশ্ডীর প্রণামী, পাথেয় ইত্যাদি তার পার্সে ভর্তি করে দিতে ধ্যাসন না।

#### শ্ৰীৰগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ

দোব দিতে পারতো না। এমন কি, রমণীর রূপও তাকে তেজা আরুষ্ট করতো কি না সন্দেহ। এই শশুরবাড়ী এসেও তার সে-দিবে বেশ আগ্রহ দেখা দিল না। হয়ত তার নির্মাত ব্যায়াম-চর্চাটা ছণিত না হলে মেজান্ধ থাকতো ভাল; আর পরিবারকে নতুন করে' দেখবাছ, সধ্য মনে আসতো। তার দ্বীরও যে সে-দিকে ধুব ওৎস্কর্য, তাও মনে করবার তেমন প্রচুর প্রমাণ পাওরা গোল না।

ক্রমে বেলা বেড়ে গেল। **অন্তর মহলে নানা থেকার খাজের** 

অবসবে শ্যালক ও শ্যালিকার ব্যঙ্গ-কোতুক আস্থাদন করতেই দিনের প্রথম ভাগ ভালই কাটলো। কিছু দ্বীর কোনও সাতা পাওয়া গেল রা, তার অবশ্য অপরাধ নেই। সে বেচারী একটু বেলা পর্যান্ত দুর্মোর। তাব আবার মুমের বাঘাত ঘট্লে সে চোখ-মুখ না ধুয়েই লাঁতে বনে। সে জল্পে কেউ তার অকাল-নিলা ভক্ষ করে না। কটকের জল-বায়ুর গুণে তার স্বাস্থাও কিছু অতিমাত্রায় ভাল। বিয়ের সমরকার চুড়ি বাজু বালা সব কেটে বের কবে' আবার নতুন করে গড়িতে হয়েচে। তার স্বাংস্থার যেমন উন্ধৃতি হয়েছে, সেই অমুপাতে ভল্লেও বেড়ে গেছে এবং চলা-ফেরা স্বতরাং কিছু মন্থব হয়ে উঠেছে। কিছু ভীমাপদ বাবুর লক্ষ্মীর সংসার। বামুন বি চাকবের কলমবে গৃহ সর্বাদাই মুখবিত। উচ্চ চাকব বামুন্দেশ আর যে কোনও দোষ আৰু, ওরা একসঙ্গে হলে বাড়ী বাজাব-বাস্তা-ঘাট গুলজার কবে তুলে।

রঞ্জিৎ একটু গোল বাধালে যথন অব্দৰ মহলেব প্রান্তাৰ এডিয়ে ভীমাপদ বাবুর বৈঠকথানার দিকে অগ্রসর হলো। ভীমাপদ পদার-জ্যালা মোজার। সকালে তাঁব মঙ্কেলবা একে একে আসতে থাকে এক তাদের আগমনেব শব্দ প্রেয়সীর মঙ্গের ক্ষমর-ক্ষমর শব্দ অপেক্ষাও ভার কর্পে মধুবর্ষণ করে। তাদেব যত্ন ও থাতিরেব অবধি নেই। কারণ, মঙ্কেলই হলো উকীল-মোজারের টাকশাল।

ভীমাপদৰ এক মকেল তার প্রয়োজনাস্তে প্রস্থানোশূখ। এমন সময় সেবানে বঞ্জিতের আবির্ভাব। মকেলটির গঠন বেশ গোলগাল। মন্তকে মোটা একওছে কেশ, অবশিষ্ঠ খুব ছোটো করে ছাটা। কপালে প্রকাশু চন্দনের কোঁটা, ছই কানেব ভগায় পুরু চন্দনেব টিপ। চুয়া-চার্চিত পানের ২সে মোটা অধর স্থবঞ্জিত, বরেসও অল্ল।

রঞ্জিং তাকে নমস্কাব কবে' বল্লো 'মশাইরের বৃক্সিং আদে ? ভা হলে এক হাত ?'

উড়ে ভদলোক তাব কথা বৃঞ্তে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে' চেয়ে বহুলেন। রঞ্জিৎ তার বোধশক্তিব শোচনীয় অভাব বৃঞ্তে পেবে নিজে বেশ বৃষি বাগিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা কনলো। তথন সে ভদলোক করোধ্য ভাষায় চীংকার করে' উঠলেন। ভীমাপদ তাডাতাডি উঠে ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপাবটি ঠিক বৃঞ্তে পারলেন না। উড়ে ভদলোকটি বে অতান্ত অপমানিত হয়েছেন, স্টেকু বৃঞ্তে তাঁর বিলম্ব হলো না। কিছ তাঁরই জামাই, বিশেষত: নতুন জামাই—অকারণে তাঁব মঙ্কেল এক জন অপরিচিত লোককে কেন অপমান করবে, ভেবে কুল পেলেন না। তাঁর অবস্থা ক্রেই শোচনীয় হয়ে পড়লো—না পারেন নতুন জামাইকে ধমক দিতে, না পারেন মঙ্কেলকে ঠাঙা করতে। রঞ্জিও একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। কাজটি যে থ্ব শিষ্ট হয়নি, তা তার বৃদ্ধিতে অম্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হছিল। কিন্তু বক্সিং ত অত্যক্ত নির্দেশ্য আমোদ। এতে চট্বার কি কারণ আছে? উড়ে মন্ত্রা কি না! ধ্যৎ—

' ভীমাপদ বিরল-কেশ মন্তকে হাত বুলাতে বুলাতে একেবাবে আন্দরে গিয়ে গৃহিণীর শরণাপন্ন হলেন। গিন্নী কিছু না বুঝ,লেও, জামাইয়ের স্নানের সময় হিমকল্ল তৈল মাখিয়ে দেবার জন্ম চাকবকে বিশেষ ক'রে যলে দিলেন। সেই হলো আর এক বিভাট।

পুরাতন চাকর মোহন স্নানের ঘরে সমস্ত উপকরণ সাক্তিয়ে রেখে অপেন্দা করতে লাগলো। জামাইবাবু আসতেই সে ঘটা ক'রে কোররে কাপড় বেঁধে, হিমবল্প ডেস মাথার দেবার করে বর্বন তাকে আক্রমণ করতে উদ্ভাত হলো, তথন রঞ্জিং প্রথমটা তার মতলব বুঝে উঠাতে পারেনি। দেও মালবোঁচা দিয়ে বকসিং-এর ভলীতে আত্মকায় তৎপর হলো। দে বেশ ঘৃষি বাগিয়ে হই-এক চক্র বুরুতেই মোহন হেদে আকুল। দে যা বল্লো তা অবক্ত রঞ্জিং কিছু মাত্র বুঝতে পারলোনা। তবে তার মনে সন্দেহ রইলোনা যে সকালবেলাব মকেল-ঘটিত হুণ্টনার ফলে এই যড়যা হয়েচে! কিন্তু তার ভয়ের কোনও হেতু ছিল না, কাবণ করবন্ধা-করচ ছটি না থাকলেও এই পাড়াগায়ের অশিক্ষিত ভূতকে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হবেনা! দে নানাপ্রকার কসবৎ করে মোহনকে যথন ভূপাতিত কবে ফেল্লো, তখন মোহনেব বুঝতে বাকী বইল না যে আর যাই হোক্ নভুন জামাইবাবু সাটা করছেন ন!।

স্নানেব খবে ভারী জিনিষ প্রভাব মতো শব্দ গুনে অক্স চাকর ছুটে এল এবং দবজায় ধাকা দিয়ে ভিতবে প্রবেশ কবে' মোসনের ধরাশায়ী মৃত্তি দর্শন করে' খুব আশ্চয়াগিত হয়ে গেল! ক্রমে বাড়ীর অক্স লোকও জনায়েৎ হলো এবং রঞ্জিতের শান্তড়ী যোগমায়া ব্যতীত আর সকলেই মোসনেব অবস্থা দেখে হাস্য সংৰক্ষণ করতে পারেনি।

যোগমায়া অবস্থাটা কথকিং বুঝে নিয়ে বললেন 'বাবা, তুমি আপনি তেল মাথ্তে পারবে? মোহন তুই যাতো ওপরের ঘর থেকে রূপোব থালা-বাটি নিয়ে আয়।'

মোখন গামছা দিয়ে পিঠেব ধূলো ঝাডতে ঝাডতে নিভান্ত বোকাৰ মতো প্রস্থান করলো !

রঞ্জিং মনে মনে কিছু বিবক্ত হলো যে এক জন স্প্রামার্ক উচ্চে চাকরকে তেল মাথাবার নাম করে' এরপ অসভ্য আচরণ করবাব জল্মে প্ররোচিত করবাব কি দরকার ছিল ? যা হোক, ব্যাটার শিক্ষা ভয়েছে—সহসা আর কাবও গায়ে হাত দিতে সে সাহস করবে না !

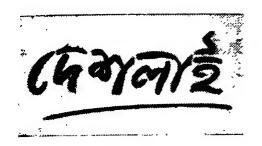
মোহনেব অহম্বার ছিল যে সে বাবুর চাকরদের মধ্যে সব চেয়ে বজ রাখে—তার সে অভিমান চূর্ণ হওয়াতে সে যে খুব খুনী হলো তা বোধ হলো না! কিন্তু এক জন খুব মনের সঙ্গে খুনী হয়েছিল—সে রঞ্জিতের ন্ত্রী। স্বামীব পৌক্ষ কোন্ ন্ত্রীকে না খুনী কবে ?

9

অধিক রাত্রে যখন রঞ্জিৎ তার জন্ম নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো তখন দরজা পার হতেই তাকে অভার্থনা করলো ভীষণ নাসিকা গর্জন। সে দেখলো তার স্ত্রী পরম শাস্তিতে নিস্তা বাচ্চেন এবং সে শয্যায় আগন্ধকের জন্ম স্থপরিসর স্থানের একান্ত অভাব। রঞ্জিতের মনে ছিল না শাস্তি। আগের রাত্রির অধিকাংশ সময় ট্রেশে ভাল ঘূম হরনি। জামাই-বর্তীর সদ্যায় শশুর বে ভোজের আয়োজনকরেছিলেন, তাতে অদ্ধেক রাত্রি কাবার হয়ে গেল। রঞ্জিৎ ভাবলো বে অবশিষ্ট রাত্রিটা কোনও রূপে কেটে বাবে। সে জড়ো-সড়ো হয়ে কোনও প্রকারে শুরো পড়লো।

ঘূম আসৃতে কিছু বিলগ্ধ ত হলো। একে নাকের ঘর্ণর শব্দ তাতে আবার 'একসাইজে'র অভাবে দেয়ালীর রাতের একরাশ শামাপোকা পিল্ পিল্ করে' যেন তার সর্ব্বদরীরে গতাগতি করছে।

একটু পরে স্ত্রী তার গায়ে হাত দিরে বল্লো, ভগো ভাল হয়ে শোও, তোমার নাক ভীবণ ডাক্ছে।' তথন রঞ্জিতের সবে একটু তন্ত্রা এসেছে।



#### অঞ্চিত দত্ত

শিষিণ্যুসের অতা কটে আনা আগুন এলো আমাদের
প্রেকটে প্রেটে — সভগৌববের লছনায় কালো মুখোস এটে।
আদিম মানবের কাছে অগ্লি ছিলো দেবভা— এমন কি দেবভাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্থা-চন্দ্র-আকাশ, প্রকৃতির আর যে-সব প্রাণদাযক
মঙ্গলম্য কপ দে প্রভাক্ষ কবতো ভাদেরও দে দেবপ্র্যায়ে ভূলেছিলো
ঘটে, কিন্তু অগ্লিব কাছে ছিলো সকলেই ভূচ্ছ। কেন না এমন
প্রভিত্ত, প্রভাক্ষ, সর্বগ্রাসী শক্তি আর কাব ? স্থা-চন্দ্র, আকাশলাভান্য মেঘ ও সমুদ্রের রূপ ও গুণ উপভোগ ও অন্তুত্তর করিবার
ছন্দ্র হয়তো ঝানিকটা ভারপ্রবণভা, ঝানিকটা অভিজ্ঞভার প্রয়োজন।
কিন্তু আগুনে হাত দিলে হাত পুছে যায়, গুহামুখে আগুন জেলে
বাগলে হিন্দ্র-শাপদের ভয় থাকে না, অগ্লিতে দগ্ধ করলে মাংস
স্বসাহ হয়, এসব কথা নির্দোধতম আদিম মানবের স্বর্লভ্রম কালের
মধ্যে ব্যুথে নিতে কষ্ট হয়নি।

এমন প্রচণ্ড শক্তি গাঁব, মানবের এমন হিতকাবী বন্ধু যিনি, গিনি শক্তিমান, কল্যাণময় দেবতা ছাড়া আব কি হতে পারেন ? তাঁর দেবাদিদেব, তাঁর পূজা তাই সর্বাগ্রে, ঋথেদ তাই সেই পুরোহিত অভিব স্থোর দিয়ে তক। সব কাজের প্রারস্থে তাই ম্ব্রাগ্রিতে আহতি অগ্রিদেবকে থাদ্যে, পূজার তুই করা।

মাহুধ যথন প্রকৃতিব সৌন্দর্য ও মহিমা থেকে ঈশ্বরকে আলাদা কর নিলে, সেদিনও কিন্তু আগুনের প্রতি তার সভয় শ্রন্থা ও সমাদব কিন্মান কমেনি। ববং সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের প্রস্নাজন গেছে বেড়ে। মাহুষ শিখেছে, কেবল পশুমাসে নয়, শাস্যাদিও কি করে অগ্নিতে স্পুক্, সুস্বাহ্ করে নিতে হয়। অগ্নি যে কেবল দুল্লি কবে না, আলোও দেয়, এ-ও তার নতুন শিক্ষা। আগগুনেব কেটি শিথাকে তাই সে বেঁধে রাখল প্রদীপে। ঘরেব অন্ধকারের চিহ্ন ভুধু পড়ে থাকলো কম্পান ছায়ায় ছায়ায়। তার পর সে মার্গিশিথাটি ছড়িয়ে পড়লো পথে, হাটে, মার্চে, ঘাটে, আলোয় আলোয়। প্রচণ্ড, ভয়াবদ, লোলজিংল, বৃযুক্ষ্ বছিদেবকে মামুব দিলে থণ্ড থণ্ড করে—তার সাংসারিক, সামাজিক প্রয়োজনে । আগুনের বিভীবিকা সে প্রায় ভূলেই গোলো। এমন কি যে কল্যাণ সে আগুনের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আদায় করে নিতে লাগলো, তার মর্যাদা দিতে পর্যন্ত তার মনে আস্লো না। কেন না আগুনকে সে আজ বেঁথছে। বে দেবতার কাছে একদিন সে নতমস্তকে ব্যক্তিকা করেছিলো, আজ তাকে সে করতে শিগলো অবহেলা।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যে বহিং ছিলো শুধু মামুবের গৃহহ ও সমাজে বন্দী, মামুবেৰ চক্রান্তে সে ছ'ইঞ্চি বালো বন্ধ হয়ে এলো; পকেটে। যার বিশাল দেহ ছোট একটু শিখার মধ্যে আবন্ধ হয়ে নিজেকে বিশুত করবার জন্মে ছট্ফট্ করতো, তাব সেই কম্পানা শিখাটিকেও মামুষ বাক্লদর কালো মুখোস এটে দিলে অবক্লম্ক কবে। একটা দেশালাইয়ের কাঠিব ডগা দেখে কে বলবে এটা আছন! আলাদীনের দৈত্য কি এর চেমেও আশ্চর্যের ?

সেই ঋথেদৰ দেবতা আলাদীনের দৈতাকে আমরা পকেটে পকেটে নিয়ে ঘ্রচি । যদিও জানি না; বিংবা ভুলে থাকি, কী প্রচণ্ড শক্তি আমার পকেটে, তবু দেশলাইটা পকেটে না থাবলে নিজেকে যেন বছ অসহায়, বড ছুর্বল মনে হয় । কেমন যেন অস্বস্থি লাগে। আপের মুহতে ই একটি দিগাবেট নিঃশেষ করে' থাকলেও ভুকুনি একটা দিগাবেট আলাবার ইচ্ছা ছুর্দ মনীয় হয়ে ওঠে । নিজের অজ্ঞাতে হাতটা বাক বাব পকেটে চলে বার, খুঁজে বেডায় দেই পোষা দৈতাটাকে যাব কুলিক থেকে ইচ্ছে করলেই একটা থাওব-দহন করে দিতে পারি। এমন আজ্ঞাবাহী, এত প্রচণ্ড শক্তি আমাদের মতো সামান্ত সাধারশ মানুবের আয়ত্তে—ভাবতে অভুত লাগে। মনে হয়, অবচেতন মনে এ বোধটা বোধ হয় আজও আছে।

নিজের কথা বলি ; দেশলাই ছাডা আমি স্থান্তগাণ্ডীব অন্ধুনের মতো দ্রিয়মাণ। আমার পকেটে দেশলাই নেই এ কথা জেনে নিজে যতোথানি পীডিত বোধ করি, অপরেব কাছে এ কথা স্থীকার করতে—অপরকে এ কথা জানাতেও আমার লচ্ছা তাব চেয়ে কম নয়। বালিগান্ধ থেকে ডালঠোনে বেতে ট্রামে উঠে যথন দেখি পকেটে দিগাবেট প্যাকেটটা নিঃদক্ষ পড়ে আছে, তথন হ'-হুবার লোকের কাছ থেকে দেশলাই চাইতে হবে ভেবে মন থারাপ হয়ে যায়। কেন না আমি যে আছা হতশক্তি, দেশলাই চাওয়া তো তারই স্বীকারোজি। কেবল তাই নয়, আমি বে-শক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন আর এক জন দেশক্তির অধিকারে গৌরবান্ধিত, এ কথা ভারতে কি ভালো লাগে ই জানি, যা চেয়ে নিছি আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে তাব দাম কিছুই নয়। তিন পয়সার একটি দেশলাই—যাটটি ভাতে মুখোস-আঁটা অগ্নিবাণ। তাব থেকে একটি কাঠি দবিস্তও অকাত্রের দিয়ে দিছে

#### ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )

বিজিং অবাক্ হ**রে** গেল। সে বল্লো 'তোমারই নাক ডাকার <sup>কলে ত</sup> আমি খ্যতে পারছিনে।'

কুললন্ধী উচ্চহান্ত করলো—রঞ্জিতের ত্রীর নাম কুললন্ধী। কুললন্ধী বল্লো, 'ভোমার কথা আমি অবিশাস করছিনে। কিছ ক্ষামার নাক যে ডাকে তা ভ জানতাম না—'

বিজিও উত্তর করলো "কি আন্চর্যা! আমিও ত ঠিক সেই কথাট তোমাকে বলতে যাফিলাম। না:—আৰু বাত্রে অদৃষ্টে আর দুন লেখা নেই দেখ ছি'—

কুললক্ষী একটু ক্ষুক হয়ে বললো 'না-ই বা হলো এক রাত্রি ঘুম। রোজ ও কুঞ্চকর্ণের পূজো করা হয়—এক দিন না-ই বা হলো—'

রঞ্জিৎ দেখ্লো এ কথা নিতান্ত অসকত নয়। বাত্রিটুকু গল্প-সল্ল করেই না হয় কাটানো যাক্। ছ'জনের গল্প-কোঁতুকে জনেক বাত্রি কেটে গেল।

তার পরে কথন তারা ঘূমিয়ে পড়েছিল, তা বু**ৰতে** পারেনি।

পাবে। কিছ তবু প্রসার কি সব জিনিবের দাম মাপা বার ? এই বে হ্যক্তের কুর্বের আলো, এই যে চাদ, এই বাতাস আর নদী আর সমূল আর পাহাড়—ইংবেজ তো আল্লও এদের বাজারে এনে কটোলের দাম বাবেনি। দেশলাইবের দাম বতোই চড়্ক আজ্ঞ ইংরেজ আগ্রনের দাম বেখেছে অল্লই! পৃথিবীর যে-কটা সব চেরে অল্লর, সব চেরে শক্তিশালী, সব চেরে মহিমাবিত জিনিব, হাটেবাজারে তাব দাম নেই! কিছে তাই বলে তো তাদের মর্যাদা দিতে ভ্রনতে পারি না!

পথে-ঘাটে এক শ্রেণীর লোক হরদম দেখা যায় বাঁরা অল্প মাইনের ব্দনেক দিনের পাক। কেরাণী। এঁদের চিনতে কোনো কণ্ট নেই, ট্রাম-বাসে কোনো রকমে একটু জায়গা অধিকার করে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এদের চোথ ঘু'টি আদে বন্ধ হয়ে, মাথা পড়ে বুকের উপড় কুঁকে অথবা পাশের বাত্রীর কাঁধের উপর। কিশ্ব বতোই ঘ্মোন, কখনো এরা গস্তব্য স্থান পেরিয়ে যান না, এমন কি কোন মোড়ে এসে বিভি ধরাতে হবে **छ। পर्धस्य थियान दि**र्थ निकारनदीरक और में अपन क्रांस्ट क्यू ! **পরংরামের বিখ্যাত "তিনে কত্তি তিন"-এর জাত এরা।** বিভিই এবা খান। কিন্তু এ-জ্বাতেব লোক খুব কমই দেখেছি ধারা পকেট থেকে বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই বার করেন। বহু দিনের **অভিজ্ঞতা**য় এ-সত্য ওঁদের ভালো কবেই জানা আছে যে, যেখানেই তিন জন বাছুৰ আছে, দেখানেই অন্তত এক জনেবও পকেটে দেশলাই থাকতে বাধ্য! কাজেই বিভি ধবাবার জন্মে দেশলাইয়ের অভাব এঁদেব কথনে। হয় না—তা দে-ট্রামে-বাসেই গোক কিম্বা রাস্তায়-ঘাটে আফিসেই হোক। দেশলাই জিনিবটা চাইলেই লোকের কাছে পাওয়া যায়। আমার মতো দেশলাই-গর্বে গর্বিত থারা তাঁরা থুশি হয়েই লোককে **দেশলা**ই ধার দেন। তাছাড়া কলকাতার মতো জ্ন-সমূদ্রের একই লোকের কাছে রোজ রোজ দেশগাই ধার করবার সন্থাবনা কম। রোজ্য এমন একটা ভার দেখানো চলে যে দেশলাই আমার পকেটে (ब्राइक्ट्रे, प्रवंताहे थाक्क, उधु आइक्ट्रे इत्तेवत्न वहे वक किन्से वकवाबहे মাত্র অপবের একটি দেশলাই-কাঠি পোড়াতে হচ্ছে।

এই যে দেশলাইবিহান অগণিত বিভিপায় কেরাণীর দল—এঁদের দেশলাইংন ভার দোষ দেবাব কিছুই নেই! একটা বিভিন্ন শেষ পর্যস্ত থেতে অস্তত তিনটে দেশলাই-কাঠি পোড়াতে হয়। দশ-বাবোটা বিভি পোড়াতে আজকালকার "ওয়াব কোয়ালিটি" দেশলাইয়ের বাল্ল কাঁক হয়ে য়ায় (দেশলাইয়ের পয়সাগুলো বাঁচাতে পায়লে আরো কিছু বিভি পকেটে আদে। একেত্রে এমন কোনু মূর্য আছে য়ে, বিভিন্ন পয়সা দেশলাইয়ে থবচ করবে গ বিশেষতঃ এ-শ্রেণীর লোক য়ে আগুনের মাহাজ্ম সম্বন্ধে উদাসীন তা আমরা পদে পদেই দেখতে পাজিং! পাশের য়াত্রীর কাছ থেকে দেশলাই ধার করে বিভিন্ন আগুনে ক্রিকটার ধাকেন। চোঝ বুঁলে অকুতোভয়ে বিভিন্ন আগুন ছড়াতে ছড়াতে এঁয়া য়ামে-বাসে চলেন। নিজেকে বাঁচিয়ে মতকণ চলা য়ায়, ততকণ আগুনের কমতার কথা এঁদের মনে কথনোই জাগে না। কাকেই দেশলাই পকেটে না থাকলেই বা এঁদের মন-কষ্ট কেন থাক্বে?

আর এক লাতের লোক দেখেছি, দেশলাই যাদের প্রাণ, আমার চেরেও বারা দেশলাই-ভক্ত। দেশলাই সংগ্রহই ওঁদের কীবনের ব্রত। এঁবা বে অভাবপ্রত তা নব। বরং অনেকেই সমুদ্ধ ও সম্পন্ন।

রূপণও এঁরা নন। আছা দিতে বসে খুসি-মনে এই ছন্দিনেও এক টিন সিগারেট বন্ধ-বান্ধবকে বিলিয়ে দিতে এঁবা কুন্তিত নন। কিন্তু এদের সাহচর মপ্রভাগ কবার পর প্রায়ই দেখা যায়, বন্ধু-বান্ধব্যে দেশলাইগুলো সককেরই অভ্যাতে যেন কোন মন্ত্রবলে এই ভদ্রকোকের পকেটছ হয়ে গেছে। অপরের দেশলাই স্বযোগ পেলেই এ রা প্রেটছ করে থাকেন, এবা সেটা বভা দিনের অভাসবশে অনেক সময় নিজেবও অজ্ঞাতসারে এমনি স্থচাক্ত্রপে করেন যে. এক-ঘর লোকের সভাগ চক্ষুও এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পকেনাস্থব লক্ষ্য করতে পারেন না। আমি দিলীতে এক ভদ্ৰগোককে জানভাম—যিনি রাজ-সরকারে হাজারথানেক টাকার মাইনের বড় চাকর করতেন। যুদ্ধের আগে এ-চাক্বী নেগং গামাক্ত ছিলো না। ভদ্ৰলোক ছিলেন প্ৰেট্—গণ্য-মান্ত-সম্রাম্ভ এবং অবিবাম ধুমপায়ী। বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কেউ এলে ভৎক্ষণাৎ পকেটম সিগাবেট-কেস মেলে ধবতে কার কার্পন্য ছিলোনা। कि**छ** (नगलाटें हि नय। সর্বদাই ইনি **আগস্থা**কের কাছ থেকে দেশলাই ধার করে সিগাবেট ধরাতেন এবং সে দেশলাই তাব মালিক ফিরে পেত কমই। ভদ্রংলাকের এ ছুবলতা এতই বেশী ছিলো যে, তাঁৰ বন্ধুদের দেখেছি তাঁৰ বাড়ি গিয়ে প্রাথশই দেশলাই-হীনভার ভাণ কবতো।

আবেকটি ভদ্ৰলোক আমাদেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সাবা বিকেল আড়া দিয়ে যথন বাড়ি ফিরতেন তথন তার পকেটে তিন-চারটে দেশলাই প্রায়ই পাওয়া যেত আমরা ঠাটা করে বলতাম, এই বেটে দেশলাই জমালে ভবিষাতে তথু দেশলাই বিক্রি করেই তিনি কলকাতার বাড়ি করে ফেলবেন! হায় বে! তথন কি আর ভবিষাং জানি? বন্ধুবর যদি তথু দেশলাই সংগ্রহ কবেই তাদের সহজে নিস্পৃহ না হতেন, যদি দেশলাই সংগ্রহ কবে একথানা ঘরও ভাতি করে ফেলতে পারতেন, তাহলে কি আর যুক্তর বাজারে একথানা ছোটো-থাটো বাড়ী করা তাঁর পক্ষে কটা হোটো-থাটো বাড়ী করা তাঁর পক্ষে কট্ট হোতো ?

এই সব দেশলাই-ভক্তদেব দেশলাই সংগ্রহের ব্যাপারটাকে চুগি বললে মহা অপরাধ হবে। এবা হচ্ছেন অগ্নিহোত্রীর জাত। পুরা কালে এরাই ছিলেন বজ্ঞাধিকারী। আলাদানের দৈতা এদের চিরদিনে। ক্রীতদাস। আমার মত বেকায়দায় এদের কথনোই প্রুত্ত হয় না।

এই সৰ্থ নমতা বন্ধ-বান্ধবদের সঙ্গে আন্তঃ দিয়ে অনেক রান্দ্রে মাঝে মাঝে বাড়ি কিরি । থাওয়া-দাওয়া সেরে গভীর রাত্রে সিগারেট আলাতে গিয়ে দেখি দেশলাই আমার পকেটে নেই, যদিও বা কোনো রকমে উন্ধূনের নিবস্তু আগুল থেকে সিগারেট ধরানো চলে, কিন্তু দারুগ থেলেও দেশলাইহীনতার কথা তেবে বিছুতেই আর ঘূমোতে পারি না, বারবোব ধূমপানের স্পূহা ছনিবার হরে ৬ঠে। সেই মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। সৌভাগ্যক্তমে পান-বিভিন্ন দাকান তথনও খোলা পাওয়া বায়। একটার জায়গায় ঘটো দেশলাই সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরি—এখন যতো ইচ্ছে সিগারেট থেতে পার্যথা এই সান্ধনা নিয়ে। কিন্তু শোবার ঘরে চুকতে চুকতে ধূমপানের স্পূহা কোখায় চলে বায়। ঘূমে ছ'টোখ জড়িয়ে আসে। আলো নিবিয়ে মৃহুতে পরম নিশ্চিত্ত মনে ঘূমিয়ে পড়ি। আমার জন্তগভ অভুক্তমা। বেতাল যে আমার শিরবেই আছে, এই অনুভূতি মনে প্রায় শান্ধি আনে। কাল ভোরবেলা ঘূম থেকে উঠেই পারে!

### হানমযতা

শীচিত্ৰ গুপ্ত

8

\*চ†নিয়াং' লোকদের কে না চেনে? তাদের অসার
চালিয়াতিব শৃক্ত দভের স্বরূপটা যে কত কদর্য্য, সেটা তথু
ভাব। নিজেবা ছাড়া আব সকলেই বুকতে পাবে। নেহাং বেচারা
তাবা। আসলে এবা কূপাবই পাত্র—ক্রোধেব নয়।

করা ইংরেলী কৌতুক-কণা পড়েছিলুম, সেটা এখানে বিবৃত্ত করাল অপ্রাসন্ধিক হবে না। এক ধনী মেম সাহেবেব দবিজা লগেটি মনিব-বাড়ার লামী লামী থাবাব-দাবাব, আনাজ-কোনাজেব গোলাও অজ্ঞান্ত পবিশ্যক্ত অংশগুলোকে বাড়ীর সাম্নের জ্ঞাল ফোনাও অল্লান্ত পার্যায় না ফেলে দেওলোকে কোথায় বেন নিয়ে দেওলা। বালেগেটি লক্ষ্য ক'বে তাব মনিব মেম সাহেবটির এক দিন কৌতুহল লাগলো। তিনি লাসাকে বললেন, 'মেবি! তুমি জ্ঞালগুলো আঁপেবৃড়ে না ফেলে রোজ কোথায় নিয়ে যাও?' উপ্তবে মেবী দেক্ষন লজ্জা আব কুষ্ঠায় একৈ-বৈকে হাত কচ্লাতে কচ্লাতে বললে, 'ক ফানেন মেন সাহেব? আমি ওই জ্ঞালগুলো এখানে ফেলে নম না ক'বে বায়ে নিয়ে গিয়ে ওই দিয়ে আমাব নিজের বাড়ীর গৈনার ও'ল সাজাই। ওই সব লানী দামা জিনিবেব পোসা-টোসা-গুলো পেথানে প'ড়ে আমাবেব আঁস্তাকুড়ার থাসা থোলতাই হয়। ব' বক্স বংগালি যে দেপ্তে হয় যে আর কী বলবে! মা!'

নাজদেব জীবনেব জাঁস্তাকুড়টাকেও এই ভাবে প্রিইনিশ্ দেগাতে বাদ্দ সৰ চালিয়াই লোক, তোবা হীনমন্তাহাবই প্রকৃষ্ট উদাহবৰ আৰু আৰু কিছুই নয়। অনেক ছেলে, যাদেব বাবা হয়তো কি মাদেব বা বাহাছ্ব থেতাবেব অদিকারী কড়ো চাকুরে কি মাদেব বা বাহাছ্ব থেতাবেব অদিকারী কড়ো চাকুরে কি মাদেব বা বাহাছ্ব থেতাবেব অদিকারী কড়ো চাকুরে কি মাদেব বা বাহাছ্ব আমাদিক আয় মালক—খাদের মাদিক আয় মাদিক—গাঁচ-সাভ্যাত্র অনেকেই ক ছেলেনের বাঁশের চেয়ে কলি দড়োপনা হয়তো অনেকেই ক ছেলেনে বাঁশের চেয়ে কলি দড়োপনা হয়তো অনেকেই ক ছেলেনে বা হয় মাদিক পাঁচ-সাভ হাজাব পরচ কবার মিথ্যে গ্রান্তান, আর না হয় সতিয় সভিয় কিছু বেশী পরচও ক'রে বদেশবারে ক'বে। নোট কথা, এরা সব সময়েই দেখাতে চায় যে বস্ত লোক।

াগাইটো অবশ্য সব সময়ে টাকার না হ'রে, সাঁতার কাটা, মাছটো কিথা 'বাঘমারা'র কাহিনীও হ'তে পারে। এদের 'বাঘমারা'র কিলাট লোকে যতই কেন না অতিষ্ঠ হ'রে উঠুক, এরা নিজেরা এই কিলাট মেরে' কিন্তু যথেষ্ট আত্মশ্রসাদ লাভ করে।

শিব এক রকমের বাঘমার। চালিয়াতি দেগতে পগুরা যার—

কিলে হ'চে 'যদি-মার্কা'। এরা সব কবি ধিজেক্সলাল কীন্তিত 'হতেম

কিলে হ'চে গাঁর বা কবি। এই দেশীর লোকদের অনেক সমরেই

কিলে শোনা যার, 'আমি যদি রাতে ঘুমোতে পেতুম তাহ'লে আমি

কিলা হ'চে পারতুম ?' অর্থাৎ এরা বলতে চার যে এদের অনিমা

কিলে কার জ্যেই য় এবা জীবনে মহৎ কিছু হ'তে বা ক'রতে পারলে

না। তা' নইলে ইত্যাদি। ভাবটা এই যে, তোমবাও এতে সার

কিলে কলা, 'তাই তো! সত্যিই তো! তা বটেই তো! আহা

কোরা! অমন একটা মান্ত্র কিনা তার ওই পোড়া রোগটার

জন্মেই জীবনে কিছু ক'রতে পারসে না! কিন্তু কী আর করা যাবে ? বোগের উপরে তো আর মান্ত্বের কোনো হাত নেই ? নইলে মান্ত্রট কি একটা যা-তা'লোক ?'

আবার এমন জ্ঞান-পাপীও আছে, যাবা নিজেব কুঁড়েমী নিরেই চালিয়াভির 'বেসাভি' কবতে 'পিছ-পা' হয় না তাবা বলে, "প্রতিভা'টা কি আর আমার সোজা, হায় ? কী বলবো, ভগবান আমার 'কুডে' কবেই যে একদম মেবে রেখেচেন। নইলে একবাব দেখিয়ে দিতুম জীবনে উপ্লভি কবা কাকে বলে!" অধাব বলতে চায় য়ে, ওই কুঁড়েমীটুকু না থাক্লে এরা এদের আর সব ওবে জোবে হয়তো বা কংগ্রেসের প্রেসিডেউই হতে পারতো। মুগে নিজেব বুঁড়েমীব কথা স্বীকার করলেও এরা তা বলে 'ছাডনে-ওয়ালা' নয়। নিজেব সম্বন্ধে একটা মিথ্যে বড়াইকে তর্ও এরা প্রাণপণে আঁকচে ধরে থাকতে চায়।

জন্ম এক ধনণে মামুষ আছে তাদের চালিয়াতির স্রোতটা ভিন্ন
থাতে প্রবাহিত হয়। এবা হ্যতো সাত্য সত্যি ধনবান্। এথন
এঁদেব ধনেব গ্যাতির পোষকতা করে যদি কেউ এঁদেব একটু তোয়াজ
করতে যায়, তাহলেও এঁরা কলে ওঠে, "আরে, তোমবা তো বলেই
থালাস যে আমি বছলোক, কিন্তু বছলোক হওয়া যে কী আলা,
তা যদি বুকতে তা হলে আর ওকথা কলতে না! এই দেখ না কেন,
কত জায়গায় চাল দিতে হয়, কত প্রতিষ্ঠানে দান করতে হয়, কত
পুষি কে থাওয়াতে হয়, তাছাছা কত গোপন দান আছে, বছমানুষী
বজায় বাগতে কত হাজাবো বকমেব থবচ আছে আব এই সব
দেখাভানা কবতে, টাকাব ভাব সামলাতে কত বকমেব ছন্চিন্তা আর
ঝঞাটই না পোহাতে হয়। বলচো তো কছলোক, কিন্তু এনসব তো
আব ভেবে দেখো না!"

আগলে এ-সন কথাওলো তাঁর নিজে মুখ ফুটে নল্বার মত কথা নয়। তাঁৰ পক্ষে এ-সৰ বলার দবকাবও নেই, বলা উচিতও নয়; কিন্তু সে কথা তথন কে তাঁকে নোকাতে যাবে ? তিনি যে তথন নিজের বাহা হবীব বোমন্তনেই 'বুঁদ' হ'য়ে আছেন।

এক কালে অবস্থা ভালো ছিলে। এখন প'ছে গছে—এ বৃক্ষ লোকদেরও বিডাই'এব কিড়াই ভাজা চিবৃতে' দেখেননি এমন লোক মিলবে কি না সন্দেহ । এবা স্বলাই লোককে ধ'বে ধ'বে শোনাতে ব্যস্ত ধে, এক কালে কাদের কী সা'ঘাতিক বৃক্ষেব ধন সম্পত্তি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল—ক্রিয়াকণ্ড দান-গণ্ডেব কী বোল-বোলাও'ই না ছিল ! এমন কি উৎসাতের আতিশন্যে কী প্রচন্ত বৃক্ষেব অপ-কর্মা, তুশ্চবিপ্রতা ও মাতালে বেলেলাগিবি'র স্থনাম (?) ছিলো তারও বাহাল্লো দফা ফিবিন্তি সবিস্তাবে ভনিয়ে দিতে তাঁদের মুখে বাধে না ।

সদস্থ আক্ষালনের বাধাহান ধাপ বেয়ে বেয়ে আক্ষাপ্রবঞ্চনার উচ্চ
মঞ্চে আবাহণ ক'রে পবিভ্যক্ত বিশ্ব নিশিলের দিকে ভাচ্ছিলোর দৃষ্টিপাত কবে আক্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে জ্নেক তথাক্থিত ধ্রানাধককে
পর্যন্ত দেখা যায়। বিশেব লোকের কটাচ্ছিত-ভফলেব নৈবেজ্ঞের
চুড়োয় ব'সে ব'দে তাদেরই 'সংসার-পঙ্ক-নিময়' মায়া বছজীব' ব'লে
ক্মপ্রচুর ভিরস্কারে লাস্থিত ক'বতে এদের একটুও আটকায় না।

আর আত্মঘাতী ধাপ্পাবাজেব দল ? নিজেদের 'মৃত্যুাভম্ব-বিরহিত' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মহাবীব' ব'লে প্রভীয়মান করবার সংক্**ল নিয়ে** নিজেদের চরম অবোগ্যুতার পরিচয় দিয়ে বায়, যে সব আত্মহত্যাকারী কাপুক্ষবের দল, ভারাও ম'রতে ব'দেও নিজেদের মিখ্যা আত্মাভিমান-টুকু ছাড়তে পারে না। তথনও ভারা আশা করে, পিছনে পরিত্যক্ত জগ্ম-সংসার এক দিন ভাদের বীবস্থকে (?) প্রো করবে। দস্তকীত বে-মনিব কথায় কথায় তার প্রসাদাশ্রিত ভৃত্যকে
নিষ্ঠ্ ব ভাবে লাঞ্চিত কবে, পাড়ার-মাঝে-আপনি তালেবর যে সব
'চোয়াড়'-প্রকৃতির বেকার ব্যক্তি পথেব ফিরিওয়ালাকে কিছা বাজারের
'কোড়েকে' কথায় কথায়, মেরে 'তক্তা-বানিয়ে' দেয় বা মেরে হাড়
ভঁড়ো ক'বে দেবার ভয় দেখায় কিলা অন্তত্তঃ পক্ষে কান্ননিক কোনো
প্রতিপত্তিশালী মুর্যকির নাম নিয়ে ব'লে ওঠে,

'আন্তকে যদি থাক্তো মামা পিটিয়ে তোকে ক'ব্তো ঝামা'

ভারাই বা সব কী প্রকৃতিব লোক ?

ওপবেধ সব কয়টি উদাহরণ থেকেই মনে হ'ত পারে যে এরা সব আসলে হীন্মনাতান (Inferiority Complex) নোগী নয় এদের এবেকম আচবণের আসল কারণ বৃদ্ধি এদের ভেতবকাব শ্রেমনাতাতা (Superiority Complex)। আসলে কিন্তু তাতেও ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। যে-সব লোক মনে মনে তাবে 'আমি অতি হীন' 'আমার হারা কিছু তবে না' এবং মুখেও সেই কথাই প্রচার কবে, তাদের হীনমন্তাতাটা যত সহছে আত্মপ্রকাশ করে, ওপবে বর্ণিত মামুবগুলোর হীনমন্তাতাটা সে-ভাবে ফোটে না—তফাৎ শুরু এইখানটায়! কিন্তু তবুও এদের ভেতোবের হীনমন্তার অন্তিইটা একটু ভেবে দেখলেই টের পাওয়া যায়! এরা এই যে 'চালিয়াতিটা' দেখার এটা প্রকৃত পক্ষে এদের হীনমন্তাতাকেই ঢাক্বার কলে। শুরু যে জেনে-শুনে বাইবেব লোকের কাছেও দেটা চাকবার হতে, তাও না হতে পাবে; নিজ্ঞদের কাছেও শুন্ট ভাবে সেটা স্বীকান কবতেও এবা আসলে নারাজ। তাই এদের মধ্যে উদ্ভব হয় এই প্রিম্নিতিব।

লোকেব কাছে 'আমি ছোটো নয়' এটা দেখানোর প্রয়োজন বেমন এদের থাকে, নিজেব মনেও তেমনি, 'আমি ছোটো নই' এটা অফুডব করার প্রয়োজন এদের একটও কম থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নিজেকে নিজে ছোটো জেনেও শুখ লোকের কাছে নিছেকে 'বড়ো' ব'লে ভাহিব করার চেষ্টায় থাকে। কিন্তু একেবারে হীনমন্ত্রতা নিরপেক্ষ নিছক শ্রেয়োমন্ত্রার দৃষ্ট্রান্ত ওপরেব কোনোটাই নয়। বরং বলতে হোলে এদের প্রভাকেরই ভেতরের আপাত-প্রতীয়মান নিছক শ্রেয়ে মন্ত্রতার যে রূপটা আমাদের চোথের সামনে পড়ে সেটা এদেব হ'নমন্ত্রকাবই উলটো পিঠটা। এ শ্রেরোম্রাক। আদলে এদের হীন্মরাভারই ছুলুবেশ। কিমা কোনো কোনোটার বেলায় এ-ও বলতে পারা যায় যে, দেখানে একই লোকের মধ্যে হীনমন্ত্রতা আর শ্রেয়োমন্ত্রতার অন্তুত সমন্বয় ঘটেছে মাত্র। অর্থাৎ হীনমন্তভাকে একেবারে বাদ দিয়ে ওধু শ্রেয়েমন্তভার একাধিপত্য কোনো ক্ষেত্রেই ঘটেনি। মোট কথা, এ-সব ক্ষেত্রে হীনমন্তা আর শ্রেমেক্সভার মধ্যে ভফাং কর'তে যাওযাটাও অত্যস্ত তুরুহ ব্যাপার। কারণ তা কর'তে গেলে ভঙ্গ হবাব সম্ভাবনা প্রতি পদে।

গ্রাড্লার এ নিয়ে বে-ভাবে আলোচনা করেচন তাতে এইটাই বোঝা যায় যে, হাঁনমন্ত হাকে বাদ দিয়ে গুধু শ্রেয়োমন্ত হার অন্তিবই সম্ভব নয়! কারণ হাঁনমন্ত হামৃলক 1ndtvidual Psychology জিনিবটাই গড়ে উঠেছে প্রভোক মানুবের মনের কোনো না কোনো উনতা-বোধকে কেন্দ্র ক'রেই—বে-উনতাকে মানুব মাত্রেই অতিক্রম ক'রতে চার। গ্রাড্রার বলেন, উনতা-বোধটা অস্বাভাবিকও নর, কোনো রোগও নয়। বরং এই জিনিবটাই প্রকালান্তরে মানুবকে উন্ধতি ক'বতে, বড়ো হ'তে সাহায্য করে, যদি সেটি ঠিক প্র্ চালিত হয়। অপর পক্ষে সমাজ অমুমোদিত ঠিক প্রটিকে বজ্ঞান করে। 'ভূল-পথে গড়ে-ওঠা' বে-হিসেবি' মানুষের অবলম্বিত সমাজ-বিরোধী ভূল পথে চালিত উনতা-বোধটাই পরে উৎকট হীনমক্সতা নামক রোগের রূপ গ্রহণ করে।

যাই হোক, এত কথা বলা হচে বলে এ-কথাটি মনে করলে ভুল , হবে যে, শ্রেয়োমক্ততা জিনিষটা বুঝি বা তাহলে নিন্দনীয় নয় । বা 'রোগ' নয় । আসলে তা কিন্তু মোটেই নয় । হীনমক্তা বিবৰ্জ্জিত নিছক শ্রেয়োমক্ততা মানুষের মধ্যে থাকা সন্তব হলে সেটাও কিছু প্রশংসনীয় ব্যাপার হতে পারে না । তাছাড়া সেটাও এবটা অস্বাভাবিক জিনিষই হয় । এবং সে-দিক্ দিয়েও সেটা বেগেও পর্যায়েই পড়ে । এ্যাড্লার স্পষ্ট করে হীনমক্ততা-বিবর্জ্জিত নিছক । প্রোমক্ততার সম্বন্ধ কোনো নিদ্দেশ দেননি বলেই কথাটা নিয়ে । এতটা আলোচনা করতে হোলো।

এখন, এই শ্রেয়েমক্ততার ছন্মবেশে পরিক্ষুট হীনমহান্টা 🖺 মাহবের মধ্যে কেন দেখা দেয়, সেটা দেখা যাৰু। পূৰ্বেই বলা সচে ই বে, মান্ত্র মাত্রেই কোনো না কোনো একটা ব্যাপারে নিচ্ছের উন্তা অত্তব করে। স্বাভাবিক মনোবুতিসম্পন্ন সন্থ মানুষ সেই উন্থ 🗐 সম্বন্ধে সচেত্র থেকে সেই উন্ভাকে কাটিয়ে উঠি বড়ো হয়ে উঠবাৰ \_ চেষ্টা করে। কিন্তু হুকাল লোকে সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পানে লা আর পারে না বলেই সেজন্তে অত্যস্ত মন:কষ্ট পেতে খাকে। উৎসাহের বদলে অবসাদ এসে যথন তার মনকে এমন খান আছের ক'বে ফেলে বে, সে মন:পাড়া সূত্র করা ভার পক্ষে অসম্ব হ'য়ে পড়ে, তখনই সে এই কঠের অবসান ঘটাতে চায় ভুল উপ্রে। কাজে না পারলেও সে তথন মিথ্যে ক'রেও দেখাতে নায় যে স 'বড়ো।' এমন কি ভধু অক্তকে দেখানো নয় মন:কষ্টের হাত খেকে পরিত্রাণ পাশর জন্মে নিজের মনকে পর্যান্ত ফাঁকি দেবারও শর দরকার হ'<mark>য়ে প</mark>ড়তে পারে। এ-রকম অবস্থায় তার ধরণ-ধারণ চাল-চলনে শ্রেয়েমগুতার স্থাপাষ্ট ছাপ প্ডতে থাকে এবং সমে চালিয়াতিটা তার মজ্জাগত স্বভাবেই পবিণত হয়ে যায়।

অপর পক্ষে খাভাবিক সন্থ মানুষের মধ্যে কথনো শ্রেমান্তভাগ বালাই দেখা দেবার কোনো কারণ ঘট্তে পায় না বা থাক্বার দরকার হয় না। অর্থাৎ খাভাবিক মানুষ নিজেকে খাভাবিক সন্থ লোক জেনেই থুদী থাকে। সে যা' কিছু করে, তাতে সে বাহাতুরীর বিছুই দেখে না। অর্থাৎ তার ভাবখানা এই থাকে যে, আমি শুধু আমার পক্ষে (এক জন খাভাবিক মানুষের পক্ষে) যা' করা দরকার, যা' করা খাভাবিক এবং যা' করা সন্থব তাই ক'রেছি। তার বেমী নার তার কমও নয়। এই জন্মই তার মনের মধ্যে এক দিকে প্রশ্ব রকমের কোনো বাহাতুরীর তাব বেমন থাকে না, তেমনি অ্পর্ব দিকে বিশেষ রকমের কোনো ফোভের ভাবও থাকে না। সেই জন্মই মার দিয়া কেলা'-গোছের কোনো মনোভাব এসে যেমন তাকে ভারসে অভিভূত ক'রে তার উন্নতিতে ছেল এনে দিতে পারে না, অপর প্রশ্ব তেমনি 'হম্তো কুছ কাম্কা নেহি'-জাতীয় কোনো মনোভাব এসে তামনি 'হম্তো কুছ কাম্কা নেহি'-জাতীয় কোনো মনোভাব এসে তাকে উন্নতির চেষ্টা থেকে 'হালছাড়া' অবসাদে অবসন্ধ করে বিতে পারে না। তার মন যেন বল্নতে থাকে 'সব ঠিক স্থায়।'

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে বে, এই বে ভাব<sup>টোর</sup>

### চীন-কৃষক

#### স্থাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

হ্বাহাটীনের বিবাট জন-সমষ্টির (৪৩৫০০০০০ হইতে ৪৮০০০০০০) শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জনের কুষিকার্য্যই ক্রমান জীবিকা। জীবন-ধারণের জন্ম তাহারা একান্ত ভাবেই মাতা স্বধ্বনার কবণার মুখাপেকী।

ানের সমাজ-শ্রীরেব মেরুদগু তাহার কৃষ্ক-স্প্রাদায়। আর ট্র স্প্রান্থের ভাগ্যের সহিত চীনের জাতীয় উন্নতি একট সুত্রে খিব: Professor Tawneyৰ কথায়—"A tolerable tandard of well-being cannot be said to nerail as long as some considerable proportion of her (China's) rural population s under-fed and under-housed, decimated by neventable disease and liable to be plunged in tarvation by flood and drought. A stable date is equally difficult of creation until the ocial conditions China have been of vistantially improved."-(Land and Labour in thina।। কাজেই কুষকেব অভস্থার উন্নতি ঘটাইতে না পারিলে মণ্ডাবে জাতীয় উন্নতির যে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় প্রযুব্সিত हिंद्द गदा ।

অদৃতিব পণিকাদে চীনের কৃষক সমাজ দাবিদ্রা, অজ্ঞতা এবং দিওলা গাভীব পঞ্চে নিমজ্জিত হইয়া আছে। মনে রাখিতে কইবে বালা কিবলা কৰেওই কৃষকের অবস্থা ঠিক এক প্রকার নহে। কিন্তু বকার বিলাভ বাধা নাই যে, মোটের উপর তাকারা দরিদ্র। চোধে বিলাভ কার নাই যে, মোটের উপর তাকারা দরিদ্র। চোধে বা দেবলা সে দারিদ্রোর স্বরূপ কল্পনা করা যায় না। চীন-কৃষকের রাধান জাবন্যানার মান কত নিম্ন, তাকাও চোধে না দেখিলে ইপলাজ করা যায় না।

্রত অন্তর্গন দারিদ্রোর কারণ অন্ত্রসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই ইরক্ষি বেসমু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, রুষকের জমি অতি ইন্ত বিজ্ঞা অংশে বিভক্ত। বড় কোত একেবারে নাই এমন নহে। ইন্ত বিজ্ঞানের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য এবং যেগুলি আছে, তাহাও অতি ক্রত অন্তর্গিত চইয়া যাইতেছে। প্রচলিত আইন অম্পারে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমস্ত পুত্রেব অধিকার সমান। কাজেই প্রত্যেক পুক্ষেই রুষ্কের অধিকৃত জমি ক্ষুদ্র চইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। দিতীয়ত:, সঙ্গতিসম্পন্ন রুষ হ এবং ভূম্যধিকারী সম্প্রণায় জমিব উন্নতি সাধনে একেবারেই অনবহিত। উদ্বৃত্ত অর্থ দারা কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন না করিয়া ইচারা সেই অর্থ দারা সহরে বাড়ী করেন, জিনিষ্পত্র বন্ধক রাখিবার দোকান খোলেন, আব না হয় ক্রী-কারবাব করেন। ভাহাতে লাভও হয় বেশী। এদিকে জমি চাণ করে যে কুষক, উন্নত্তর ধবণের যন্ত্রপাতির সাহায়ে অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণাদীত সার দিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কবিবার সামর্থ্য ভাহাব নাই। পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ভাহার অমানুষ্কিন। স্বায় কারে এবান্ত ভাবে প্রকৃতির অম্পুর্যাহর উপর নির্ভর কবিতে হয়। বিরপ্ প্রস্থাতির বিরক্ষ সে একেবারেই শক্তিতীন।

গণ-শিক্ষা আন্দোলনের অঞ্চতম খ্যাতনামা কর্মী Dr. James Yeth ভাপ যুদ্ধ আবহু ১ইবার অব বহিত পূর্বের পিকিং হুইতে ১৮০ মাইল দূরে টিং-দিয়েনের কুষকদিগকে উন্নতত্ত্ব ধরণের কৃষি-পৃদ্ধতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা কবেন। স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রচেষ্টা ফলপ্রস্থ ২ইবে কি না সে সহয়ে গোড়ার দিকে সন্দিহান থাকিলেও শেষ পর্যান্ত ইহার প্রতি আরুষ্ট হয়। এই প্রচেষ্টার সক্ষতাব কথা সমগ্র চীনে ছড়াইয়া পড়িবার ঠিক মুখেই প্রতিবেশী জাপানের সঙ্গে চীনের ভীবন-মরণ সক্ষর্য আরুছ হুইয়া যাওয়ার এই ধরণের অল কোন প্রচেষ্টা এ প্রয়ন্ত সম্ভব হয় নাই।

কৃষিকার্য্যের জন্ম বেতনভোগা শ্রমজাবীর প্ররোজন চীনদেশে খুব বেলী হয় না। ইহার কারণ দিবিধ—প্রথমতঃ, সাধারণ কৃষকের জমির পানিমাণ খুব কম এবং দিতীয়তঃ, একটু বয়স হইলেই কৃষকপারিবারের ছেলে-মেয়েনা ক্ষেত্রের কাজে মাতা-পিতাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। কাকেই বিত্তীনের দল উদরায়ের জন্ম কর্ম্মনংগ্রের চেষ্টায় সাধারণতঃ নিকটবর্তী সহরে যায়, আর না হয় সৈক্ত অথবা দ্রাদেশে যোগ দেয়।

#### [ প्कि-पृष्ठीव भन ]

ৰুবা ২০০ ছোলো, এটা সন্তিয় সন্তিয়ই তার মনের ভাব হওয়া চাই— ই মেন্দ্র কালে হবে না। অর্থাৎ দেখতে হবে যে 'ভাবের ঘরে চুরী' বিশাসক নইকো সন্তেয়ে সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত—

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু—ভগবান্ বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন'

াতিব গৰ্মোক্তি এবং—'মায় তো হুজুবকী জুতীকা বরাবব হু' গাড়েন প্রত বিনয় যেমন দোবেব, নিজেকে গীতা-কথিত, হর্ব-জমর্ম, ফুট্টেলে, শাত-উফ এবং স্থা-ছঃখে সমামুভ্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ শিক্ষানিও করা বা কল্পনা করাও তেমনি দোবাবহ।

4 दिश्रव लिय कथा अहे रह, छड़ी क'रत वा कहना क'रत कारना

'ভাব' মনে 'আনা'র কথাই এখানে ওঠে না! স্বস্থ, স্বাভাবিক লোকের মনে আপনা হ'তেই একটা ভারসাম্য্কুত (Balanced) ভাব থাকে! বাতে অবিচলিত ভাবে সে তথু উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে থাকে। গীতার 'কর্মগ্রেমধিকারস্তে মা ফলেষ্ কলাচন' কথাটা এদের মনোভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণকপেই খ'টে। এদের মন নিরস্তর কর্মে এবং উৎসাহে কানায় কানায় ভরা থাকে ব'লে নিজের সম্বন্ধে কোনো বকম ভূস ধারণা (False valuation) এদের কাছাকাছি বেঁদবারও সম্ভাবনা থাকে না—বে False valuationই হ'ছেছ মনের রোগের গৌড়া।

क्मनः।

কৃষক জমির খাজান। নগদ টাকা অথবা ইচ্ছা করিলে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শশু ছাবা দিতে পাবে।

১৯৩৭ সালে যথন জাপানের সহিত টীনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়,
তথন সমগ্র চানে মোট প্রায় ৫ কোটি কৃষিক্ষেত্র ছিল। ইহাদের
প্রত্যেকের গড় আয়তন প্রায় ৪ একর। জাপানে কৃষকের
অধিকৃত জমির পরিমাণ কিন্ত ইচা অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই
চীন-কৃষকের সাধারণ অবস্থা থুব থারাপ হইবার কথা নহে।

কিন্তু হইলে কি হইবে ? কতকগুলি কারণে দারিল্য তাহার মুচিতে পারে না। প্রথমত: চীনে একারবর্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত। বিবাহিত পুরেরা সকলেই সপরিবারে পিতৃগৃহে বাস করে। একই গৃহে পিতামহ, পুত্র এবং পৌত্রের সমাবেশ বিরল নহে এবং এই ধরণের একটি পরিবারের জনসংগা কোন ক্ষেত্রেই ১০1১২ জনের কম নহে। বিতায়তঃ, একমাত্র মঙ্গোলিয়া ভিন্ন চীনের অক্ত কোথাও কুষকেরা পশুপালন করে না (অবশ্য কৃষিকাযোর পক্ষে অপরিহার্য্য পশুর কথা ছাড়িয়া দিলে )। তৃতীয়তঃ, প্রচশ্দ শীতেব জন্ম বংসারের অক্ষেক না হইলেও এক-তৃতীয়াংশ সময় ক্ষেতেব কাজ বন্ধ থাকে। প্রাকৃতিক সুর্ব্যোগ এবং বিপধ্যরের কথাও মনে রাখিতে হইবে। কাজেই ভারতবর্ষের জ্বায় চীনেও কুষক জন্মগ্রহণ করে দারিল্রোর মধ্যে। দারিল্রোর মধ্যেই সে বন্ধঃপ্রাপ্ত হয় এবং এই দারিল্রোর মধ্যেই তাহার জীবনেব প্রিসমাপ্তি ঘটে।

পূর্বেই বলিয়াছি, চীন-কুষকের পরিশ্রম করিবাব ক্ষমতা অমাত্রুষিক। **জমিতে** জল-গেচন বিষয়ে চীন-বৃষক অপ্রতিদ্বন্দী। খৃ**ইজন্মের** পুর্বে ছইতে সিচুয়ান প্রদেশে প্রচলিত জল সেচ ব্যবস্থা এত স্বন্ধর যে ইহা বর্ত্তমান পূর্তশিল্পাদিগের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এবং মহাজন (তুলনায় ভাৰতব্যের কুষ্কের অবস্থা)। জমিদার সাধারণতঃ জমিদাবিতে থাকেন না। আর যথন থাকেন, তথনও প্রজাব প্রতি ভ্যাধিকারীর কন্তব্য সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। ভাহার কারণ বোণ হয় এই যে, জমিদান জানেন যে জমিদারি শীঘ্রই ভাগ-বাঁটোয়ান। হইয়া যাইবে। কাজেই প্রজাদের নিকট হইতে যত কম সময়ে যত বেশী আদায় ক্ৰিয়া লওয়া যায়, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। আর ধথন জমিদানের অনুপশ্বিভিতে গোমস্তা কর্তা হইয়া বদে, তথন কুধকের ছঃখ-ছন্দশা চৰমে উঠে। জমিদারের খাজানার সঙ্গে সেলামিও তাহাকে ছোগাইতে হয়। কুষকের তৃতীয় শক্ত মহাজন। দাবিদ্যের জন্ম মহাজনের ঘাবস্থ না হইয়া তাহার উপায় নাই। মহাজনও স্থােগ বুঞ্জি। অতি উচ্চ হারে স্থানের দাবী করিয়া থাকে। ঋণ-পবিশোধের জামিনস্থরপ কিছু দিন পুর্বের প্রাপ্তও কুষককে আনে গ্রামায় ফাল বন্ধক রাখিতে চইত।

ক্ষেত্রে উৎপক্ষ শশু বাজাবে পাঠাইবার বায় এবং অন্তবিধান্ত বিন্তর । দেশের মধ্যে বি-িন্ন জান্তগায় শুক সংগ্রহেব ঘাঁটা বহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঘাঁটা:তেই কিছু কিছু সেলামি দিতে হয়। আন দিন পূর্বেরও ইয়াংকাও'তে উৎপন্ন চা ৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী 'স্নিসি'তে আনিতে ছইলে পথে অন্যন ঘাদশটি বিভিন্ন ঘাঁটাতে শুকে দিতে ছইত। চীন দেশে উৎপন্ন চা এবং রেশম পৃথিবীতে সর্বেশংকৃষ্ট। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে এই সমস্ত কারণে ইহাদের রপ্তানি ধ্বই কমিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক বিপর্যাহের ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীর হইয়াছে। সৈল্লাখ্যকের পর সৈল্লাখ্যক জুলুম

করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছেন। হিন্দা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সিচুয়ান প্রদেশের কোন কোন অক্ষা প্রজাদের ২০ বংসবের খাজানা অগ্নিম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। কৃষকেণ বিপদ্ এইখানেই শেষ হয় নাই। সৈক্সদল বারবার তাহাদে গৃহ এবং সম্পত্তি লুঠন করিয়াছে।

১৯৩১ ইইলে ১৯৩৭ থৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-কুষকের অবদ্ধা আংশিক উন্নতি ঘটে। T. V. Soong ছিলেন এই সময় নানরি সরকারের অর্থ-সচিব। তাঁহার চেষ্টায় দেশের মধ্যে এক জায়গা হইন অক্ত জায়গায় জিনিসপত্র পাঠাগ্রার শুক্ত একেবারে না হইলে বছলাংশে উঠিয়া যায়। এদিকে কুষি-দপ্তর কুষকদিসের মধ্যে প্রচাকরে যে, উন্নতভর ধবণের কৃষি-পদ্ধতিব প্রবর্তন অত্যাবশ্যক ও তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ, বিশেষতঃ তুলার বীজ বিতরণ করিছ আরম্ভ করে। নৃতন নৃতন রেলপথ এবং হাজার হাজাব নাই মোটর-চলাচলের রাস্তা নির্মিত ছত্যাতে রুষকের তুর্ভাগ্যের বোরা কিছুটা লাঘর ইইল। বহু সমস্থার সমাধান কিস্তু তথনত বার্মীর গোল। জামদার এবং মহাজনের ক্ষমতা তথন পর্যন্ত জন্ম, পহিয়াছে। পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম-চানে সংস্কার কায়ে হস্তংক্ষ্প করা হয় নাই। তাহা সম্বেও বিংশ শতান্ধীর ৪০ দশ্বে টিল কুষকের অবস্থা যে তৃত্যিয় দশকে তাহার অবস্থা অপেক্ষা মোটের ইপ্প উন্ধত ছিল, একথা অধ্যাকার করা চলে না।

জাপ-যুদ্ধ আয়ন্ত হইবাব দক্ষে দক্ষে সমন্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা ব হইয়া যায়। আক্রমণকারী জাপ-সৈক্সদল ক্ষকের বাড়ী-ঘর লুম করিয়াছে আব জীলোকদেন উপর অকথ্য অত্যাচাব কবিয়াছে। (ভুলনীয়—"And wherever a Japanese regiment goes all available women from grandmothers to little things of seven or eight years, are swept into the "Consolation House" for the use of Japanese soldiers — The Story of China's Revolution, P.171 - O. M. Green)

এই অপরিসীম ছ:খ,ছুর্গান্তর মধ্যেই নবারুণ-বেহং শেষ যাইতেছে। কুষক-সম্প্রদারের মধ্যে জাগরনের জোয়ার আচ্যান্ত। দিনের পব দিন নব জাবনের স্পান্দন স্পান্ত হইতে স্পান্তর ইরা উঠিতেছে। ১১৬৮ খুটান্দের অক্টোবর মাসে চীন স্বকার চুংকিন্ত সরিয়া যায়। তাহার পর জাতীয় জাবনের ঘোরত ছুর্যোগের মধ্যেও কৃষি এবং কুষকের উন্নতির প্রচেষ্টা অবাাহত বহিয়ান্তে।

কুষকেব অবস্থার উন্নতিকরে জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে প্রাম-সাবানী আন্দোলনের (Industrial Co-operative Movement) স্থান সর্বোচে । কি ভাবে ইহার স্থান হয় বলা শক্ত । জাতীর স্বরী চ্বিত্তে সরিয়া আসিবার পূর্বেই গুটিকয়েক এই ধরণের সম্বান্দিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই আন্দোলনের প্রবক্তিগালী মধ্যে Mr. Rewi Allen (ইনি নিউটালগুরাদী) এবং চানি Y. M. (. Aর সম্পাদক Mr. George Hoek এই Dr. H. H. Kungএর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সম্বায় আন্দোলন জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্ধুযোগিত প্রিইয়ার প্রধান কর্মকেক্ত চুক্তিতে অবস্থিত । বে সম্প্রান্ধিক

দশ্পূর্ণরূপে জাপ-আক্রমণ-আশ্রুমান্ত নহে, সে সমস্ত অঞ্চলে "গরিলা" শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪২ পৃঠান্তে চীনে প্রায় . ০০০ শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান (Industrial Co-operative) ছিল। বিগত কয়েক বংসবে ইহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বন্দুক, মেশিন-গানের গুলী, শৈক্রদের ব্যবহাষ্য পোষাক, কখল, জুতা, ঝোলা এবং চামড়ার জিনিস, গ্রুমান্তার আসবার, তৈজ্ঞস-পত্র, সাবান, দেয়শিলাই, চিনি-বাতি এবং নানা প্রকাব বাসায়নিক শ্রব্যাদি নিশ্বিত হয়।

নুভন শেল্প সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিছে ইইলে স্থাপনকারী সদক্ষণিগকে মূলবানব ১০ ভাগের ১ ভাগ সংগ্রহ করিতে হয়। বাকী ১ ভাগ সরকার নিজেদেব অথবা নিজ দায়িছে কোন ব্যাহ্ন ইইতে লইয়া দেয়! সমবায়-প্রতিষ্ঠান সমূহ যত শীদ্র সম্ভব এই ঋণ পাবলোব কবিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩৯ গঙ্গাবদ সবকার সমবায়-প্রতিষ্ঠান সমূহকে যে টাকা ঋণ দিয়াছিল, ১৯৪২এব প্রেই তাহাব বেশীব ভাগ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সক্ষশেষ যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহতে দেখা যায় যে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানেব মোট মাদিক উৎপল্লেব মুল্য ৩ লক্ষ পাউগু।

র্থ আন্দোলনের ফলেই চাঁন দেশের কুম্বন-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ না হইলেও অংশতঃ কুমি-নিবপেক্ষ হইতে সক্ষম হুইয়াছে। শীতকালে ম্বন চামের কাজ বন্ধ বাথিতে হয়, তথন সে ঘরে বসিয়াই নিয়মিত ভাবে অখোপাজ্ঞান করিতে পারে। এই আন্দোলনের ফলেই আবার অভিনব সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠানের সমস্তাগ শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধ বিশেষ অবহিত। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিদি-নিষেধ এলির সম্যক্ প্রতিপালন এবং নিজেদের সম্ভান-শ্বেন শিক্ষাব প্রতি ইহাদের সজাগ দৃষ্টি বহিয়াছে। এই আন্দোলনের নধ্য দিয়াই আবার ক্ষিণ্ডর প্রভাব প্রিল্ডিক ইইতেছে।

সমবার আন্দোলন চীনের জাতীয় সমস্তার সমাধান করিতে পারিবে কি না জোব কবিয়া বলা শক্ত । কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে বহু চীন-সন্তান যে কলেব মজুব বা কাবথানার বেতনভোগী শ্রমিক হওয়ার হাত স্টাতে অব্যাহতি পাইয়া দৈহিক, মানসিক এবং চাবিত্রিক অপ্যাতের শত গ্রহত বাচিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১১৪২ খুপ্তান্দে জুন মাদে চুর্গাক্ত সরকারের National Land Administration বিভাগ স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ক্ষক যে জনি চাষ করে তাহাকে সেই ক্ষমি কিনিতে সাহায্য করা। জন্ধ সাল স্থালনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কুসীদন্দীবীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হাস পাইয়াছে। কৃষকগণ প্রধানত: Farmers' Bank, The Central Bank of China এবং The Bank of Communications হইতে প্রয়োজন মত স্থাণ পাইয়া থাকে। শেষোক্ত হইটি চানের প্রধান সরকারী ব্যাক্ষ। সমবায়-প্রতিষ্ঠানসমূহত টাকা কল্ফ দিয়া থাকে। টাকা ধার করিবার উদ্দেশ্যের উপর স্থানের হার নির্ভর করে। সাধারণত: বাকি শতকরা ১ ই ইতে ভাগ পর্যান্ত স্থান কর্যা হইয়া থাকে।

এ কথা অবশ্য বলা চলে না যে, চীনের কৃষককুলের আজ আর কোন অস্থাবিধা নাই! বন্ধ বিষয়েই এখনও তাহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হইবে এবং প্রতিবদ্ধকও রহিয়াছে সংখ্যাতীত। বিনিযুক্ত ধার্ষবান সম্প্রদায় আশকা করে যে, কুষকের অবস্থার উন্নতি তাহাদের

### চলো যাই

#### वीदिसक्यात एश

চলো যাই, পেরিরে অরণা, গাছ, নদী, মাঠ, গ্রাম
অনেক যোজন দূরে—বহু দূরে, পিছনে মূাছয় ফেলে
আমাদের নাম।
মূছে দিয়ে বড়ির দাগের মত এখানের মূলির স্বাক্ষর,
যেমন মিলায় গিয়ে সোনালী রোদ্রের রঙ ছায়ার ভিতর;
চলো যাই, আমরা উধাও হ'য়ে যাই,
এখানে বাজেতে থাক আমাদের নাম ল'য়ে মৃত্যুর শানাই:
চলো দুরে হাওয়ায় মিলাই।

পথ খুছে খুছে যেখানে মিলেছে পথ হরিৎ মাটিব রঙে সবুক্তে-সবুক্তে আকাশের মসণ বিস্তার কমলা লেবুৰ মত হল্দে-সৰুক্তে পরিষ্কার আমবা থেমেছি, খেন সে পথ যেখানে, রচেছি একটি নীড় স্পর্ণে আর ভাগে; **टला या**डे, हत्ला याडे— তারাব ভিড়ের মত ভোমার উজ্জল কানে কানে জীবনের কবিতা শোনাই, সমূদ্র-চেউএর মত তারে লেগে মাটিতে ছড়াই। সে জীবন কত দ্য স পাব হ'য়ে কভ সমুদ্ধ কত পথ পাহাড় বন্ধুব। এথানে আমবা নেই, মনে করো মুছে গে**ছি জলেব রেথার মত,** অদুশ্য চিলেব মত আকাশে-আকাশে, অনেক যোজন দূবে তাম আর আমি এক পাশে।

(প্রথমোক্ত দম্প্রান্থরেন) সাম্প্রানায়ক স্বার্থের পরিপত্নী। প্রক্রিয়া দিন্দ্র ক্রিয়ালীল দল সংস্থানকদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যথ করিয়া দিন্দ্র সচেষ্ট। চিয়াং-কাইশেকের সভিত ভূসামী সম্প্রদারের একান্দির বার মতাস্তর ঘটিয়াছে। চোরা-কারবানী এবং চাউলের মজুখলার্দ্র গণই বিশেষ করিয়া কৃষকের কল্যাং-প্রচেষ্টার বিক্লছাচরণ করিয়ার্দ্র এবং করিভেছে (ভূলনীয় ভারতবর্ষের অবস্থা)।

মূলাফীতি শনিত আথিক বিপর্যায়ের ফলে সরকারকে অস্থাৰিছিল করিতে হইতেছে কম নয়। ইহার ফলে অক্সাক্ত সম্প্রদারে বতটা অস্থাবিধা হইয়াছে, কৃষকদের ততটা হয় নাই। বদিও সম্প্রিকালনিস-পত্রের দামই ৭।৮ গুণ হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ জন্পর্যান্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি কৃষ্ কাত ক্রবের উচ্চ মূল্যের ক্রবক-সম্প্রান্ত অক্সবিধায় পড়ে নাই।

এক কথার বলা যাইতে পারে যে, শ্রম সমবায়-প্রতিষ্ঠান, New Land Administration এবং অল্ল সদে খণদান ব্যক্তিন নীচ-কুয়কের পক্ষে অভিনব এবং পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল জীবন যাপন জ্বিসম্বাদ্ধ করিয়া তুলিরাছে।

### আদিম কালে গুন্তক-ব্যবসা

**এনোহিনীমোহন মুখোপাখ্যায়** 

সংখ্যতে 'পুস্ত' ধাতুর অর্থ বাধা। 'পুস্তক' শব্দ হইতে 'পু'ৰি' উৎপন্ন। 'গ্ৰন্থ' অর্থেও গাঁট বাদা। তুইটি শব্দ হইতেই **আদিম কালে** বইএর আকার কিন্নপ ছিল ভাহার পরিচয় পাই। ছাপাখানার যুগে আজ পুস্তক প্রকাশ বলিতে আমরা ম'হা বুঝি, সেকালে ভালা ছিল না। বাবিলোনিয়াও আসীরিয়ায় রৌজনগ্ধ মুন্মযু-**ফলকে উৎকীর্ণ পুস্তকঞ্জির প্রচার নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল।** ৰাইবেলের Ecclesiastes নামক থণ্ডে কথিত হুইয়াছে যে, **পুস্ককরচনা**র ইয়ত্তা নাই। এই ইঙ্গিত হুইতে আমরা যেন সি**দ্ধান্ত** মা করি যে, সেকালে সংখ্যাভীত বই লেখা হইত। এদেশেও **উন্নিখিত** আছে যে 'অনম্ভপারং কিল শৰুশাস্ত্রম'। সেকালে শিষিত বা মথে মুথে কখিও পুস্তকেব সংখ্যা ষতই হউক না কেন, 🕯 ছাপাথানার যুগের সঙ্গে ভাহাদেব ওুলনা চলে না। এদেশে পণ্ডিতগণ গ্রন্থ রচনা কবিতেন, শি'ক্ষত বা অন্ধশিক্ষিত লিপিকরেরা **ভাহার অমুলিপি** করিতেন। প্রকাশকের কোন অবকাশ ছিল না। পিণ্ডার নামক গ্রীক কবির একটি খণ্ড কবিতায় লৈখা আছে যে, প্রকাশকগণ গ্রন্থকারদের মাথাব খুলিতে মত্যপান করিতে ভালবাসেন। (এই উক্তি নিভান্ত পরবর্তী যুগের বলিয়া মনে হয়, কারণ, অসাফল্যে মনোভক হইয়া অনেক লেগকই প্রকাশকের বিরুদ্ধে মুগর হইয়াছেন )।

আদিম কালের অন্ধবারে থুঁকিতে থুঁজিতে যে প্রথম প্রকাশকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়. সে এক জন উদ্দিপ্টের চণ্ডাল। চণ্ডাল-**বুক্তির সঙ্গে সঙ্গেট** তাহার পুস্তক-প্রকাশবৃত্তি গড়িয়া উঠে। "মৃত্**জনের পুস্তক"** নামক গ্রান্থৰ অনেক কাপি সে বিক্রয়ের <del>জন্ম</del> সর্বনা মৃদুত রাখিত। শোকার্ত লোকেরা এই গ্রন্থ তাহার নিকট কিনিয়া মৃতের কববে অর্পণ করিত। তাহা হইলে মৃতব্যক্তি প্রলোকের পথে মহাযাত্রা কবিবার সময় কোন বাধা পাইবে না। बृष्ठे-खालाव वह शृत्यं नेत्रात्यात्य नामा विषया व्यत्मक वने स्वथा स्य। ·এ সমস্তই হস্তলিখিত। কিন্তু গ্রীক ও রোমান স<sup>্</sup>ত্বতির পূর্ব্বকালে ইয়োরোপে পুস্তক-প্রকাশের কোন সনিগ্রিত ব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চম খুষ্ট-পূৰ্বান্দে এলৈ কিছু কিছু বই প্ৰকাশিত হইলেও এক শত 'বংসর পরে আলেকজাণ্ডারেব সময়েই এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়। সাময়িক খ্যাতি ও ভবিষ্যতের যশোলিপ্যা সেকালের গ্রন্থকারগণের বিশেষ কাম্য ছিল। গ্রীক-সংস্কৃতি ও বাগ্মিতার শেষ কবি লুশিয়ান ভীহার "নিরক্ষর বই-পাগলা" (The Illitrate Bibliomanic) ক্রছে আথেনের গ্রন্থবিক্রেভা ও তাহাদের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের একটি বিশদ চিত্র প্রদান করিয়াছেন:

"তোমরা বোধ হয় মনে কর যে অনেকগুলি ভাল বই কিনিলেই
বুঝি মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান পাওরা যায়। কিন্তু ইহাতে তোমাদের
বুর্থতাই ধরা পড়িয়া যাইবে। অনেক সময় বাজে বই কিনিয়া
কোলিবে, বা অপরের মুখে কোন বই এর প্রশংসা শুনিয়া বিনা বিধার
সেই বই কিনিবে। পুস্কক-বিক্রেতা ভোমাকে নির্বোধ মনে করিয়া
চড়া দামে অসার বই বেচিয়া লাভ করিবে। তবে বৃদ্ধি করিয়া ভূমি
বুদি কালিনাস বা আটিকাসের মত প্রাক্ত প্রকাশকের নিকট উৎকৃষ্ট
শাঙ্লিপি ক্রয় কর, তাহা লইয়াই বা ভূমি কি করিবে ? অদ্ধ্র
প্রান্থী যেমন তাহার আদরের পাত্রীর স্থলের চোধ বা ব্জিম গণ্ড

দেখিতে পায় না, তুমিও সেইরূপ এই সব গ্রন্থেব গৌরব বৃঝিবে না; মানিয়া লইলাম যে, তুমি ডেমপৃথিনীসের সমগ্র গ্রন্থাবলী, ফুকিডিডিসের সহস্তালিথিত একথানি গ্রন্থ, বা শুলা আথেন্ড জয় কবিয়া যে-সব গ্রন্থ ইটালিতে পাঠাইয়া দেন—এই সব তুমি সংগ্রহ করিয়াছ। কিছ তাহা লইয়া তুমি কি করিবে ? এই সব গ্রন্থ বিপুল শ্যাা আন্তরণ বা তাহাকে নিজের অন্ধ সন্জ্জিত করিলেন তুমি বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। প্রবাদ আছে যে, বানরকে হীরা-জহরতে সাজাইলেও সে বানরই থাকে—আমবা বহু পারস্কাম যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তোমবা ধনিসম্প্রদায় অবশা কর হুই তির প্রমোদ তাহা কিছু টাকায় কিনিয়া লইতে পার। এ অবস্থায় কোন পঞ্জিকই পুস্তকবিক্রেতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না. কারণ, তাহাবা জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডাবের রক্ষক; দিন-বাত বই র মধ্যে ভূবিয়া থাকায় জাহাদের ক্রচি মাজিত ও বিচাব-বৃদ্ধিও তীক্ষা।

এই উ ক্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, লুশিয়ানের সময়ে পুস্তব-প্রকাশক ঐসে বিগ্রমান ছিল। রোম কর্ত্তক প্র স অধিকৃত হইবার বহু কাল পরে যথন আলেকজান্তিয়া সাহিত্য-স্কৃতির কেন্দ্র হইয়াছে, এই রচনাটি আথেজের পুস্তক-বাবদারের সেই অধংপতনের মুগে লিখিত। আলেকজান্তিয়ার পুস্তক প্রকাশের বিশেষ ব্যবস্থাছিল। এই ব্যবস্থার ফলে গ্রাম, বোম, ঈজিপ্ট ও ভারতবর্ষের যে সব পাণ্ডলিপি আলেকজান্তিয়ার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল, সেগুলির রাজদক্ষরণ বাহির হইত। ছংগের বিদয়, প্রকাশকদের নাম বা প্রকাশনার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের জানা নাই। পরে রোম শহর পুস্তক-প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। কিন্ধু মনে রাখিতে হইবে যে, রোমানগণের অধীনে টলেমিদের শহর বভ কাল ধরিয়া প্রতিলাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষন্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রথম পুষ্টাব্দেব অন্ধিশতকে পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের কেন্দ্র বোম শহরে উঠিয়া বায়। খ্রীবো নামক ভৌগোলিকের মতে রোমান পুস্তক-প্রচারের ব্যবস্থা আলেকজাণ্ডি যায় গ্রন্থারসায়ের ভিত্তি অবলগনে গঠিত।

সেকালে রোম শহরে আর্জিলেটম্ (Argiletum) গৃহের আবহাওয়া একালের কলেজ খ্রীটের মত ছিল। ইহার আশপাশের দোকানগুলির স্তম্ভগাত্রে ভিতরে যে-দে বই পাওয়া ঘাইবে জাহাদের নাম **লেখা থাকিত।** এই অঞ্চল সাহিত্যিকগণের প্রিয় বিচরণ-ক্ষেত্র **ছিল**। সর্ববাপেকা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পুস্তুকগুলির মৃল্য ছিল অসম্ভব রকম সন্তা। কয়েক আনা খবচ করিলেই একথানি স্থখপাঠ্য বই পাওয়া যাইত। ইহা হইতে আমবা যেন না মনে করি যে. লেখক তাঁহার লভ্যাংশ পাইতেন না। পুস্তকের স্থলভতার অন্স কারণ ছিল। প্রকাশক খুব কম খরচে ক্রীতদাদের সহজ্ঞলভ্য পরিশ্রমে এত সম্ভার বই বাহির করিতে পারিতেন। ইহার জ্বন্স ছাপাখানা বা অভ্য কোন কৃত্রিম যান্ত্রিক উপায়ের প্রয়োক্তন ছিল না। প্রকাশকগণ পুর কম সময়ের মধ্যে দাস-লেখকগণের দ্বারা সহজেই যে কোন তুন্মুল্য পুস্তকের স্থলভ সংস্করণ বাহির করিতে পারিতেন। "ছাপা-খানার 'ভূতের" বালাই ছিল না, কপি মিলাইতে হইত না, প্রেফ দেখিবার তাগালা ছিল না। লেখকের পাণ্ডলিপি আসিলেই প্রকাশক ভাহা ক্রীতদাসগণকে প্রদান করিতেন এবং সাধারণ আট-দশ কর্মার

ট চ্লিৰণ ঘণ্টার মধ্যে হস্তলিখিত হইত। স্বৰণ্য কণি করিবার মুয় নানাৰপ ভূল ও অন্টি থাকিয়া ধাইত।

পাণ্ডলিপি কপি করিবার জন্ম ক্রীতদাসগণকে বিশেষ ভাবে ্ফা দেওয়া চইত। মাশাল (Martial) নামক ল্যাটিন লেথকের বুলাংসাথে তাহার Epigrams পুস্তকের পাণ্ডলিপি এক জন <sub>কিন্দু নুস</sub>ল্পক এক ঘটায় কাপি করিয়া দেয়, ইভিমধ্যে সে **আ**বার করু কিছ অন্ত কাজও করিয়াছিল। কিন্তু ঐ পুস্তকে প্রায় াট ৮য় শত পংক্তি আছে, এক ঘণ্টায় ভাচা কপি করা সম্ভব নহে। াই মাশালের উত্তি অভির্ক্তিত বলিয়াই মনে হয়। তবে এইরপ গু-প্রকাশের ফলে আশু প্রয়োজন সহজেই মিটাইতে পারা যাইত। কয় কখন কখন প্রকাশক প্রয়োজনের অভিরিক্ত অফুলিপি লনাইতেন। আটিকাসকে লিখিত সিসেরোর পত্রাবলী ও অন্তান্ত াঁহত হুইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেকালে <sub>শ</sub>বিজ্ঞীত থাকিয়া শাইত! পুৱাতন বইয়ের ব্যবসায় সেকা**লে** ছল না বলিয়াই মনে হয়। পুৰানে। বইগুলির কাগজ-যন্ত্রে গলাইয়া ্তন বইয়ের জন্ম আবার ব্যবহার করিবারও কোন পন্থা ছিল না। টু পুৰাতন বা অধিকীত পুস্তকের পত্রগুলি দোকানে মাই প্রভৃতি স্টা<sup>ৰ</sup> গাঁব কাজে ব্যবহাত হইত। মাশাল তাঁহাৰ প্ৰস্তেৰ এক স্থানে লাগ্যাছেন ( চতুর্থ অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক): "আপোলিনারিস তোমায় াগ করিলে তাম জেলের কাছে ছুটিতে পার, বা ছোট ছেলেরা ংমার উপর মক্সো করিতে পারে।" এইরূপে **অনেক বহুমূল্য** শাগুলপি বিশ্বতিৰ গৰ্ভে লুপ্ত হুইয়া গিয়াছে।

ভাবদ্বয়ে মূলাযন্ত্র আবিধারের পূর্বে পুস্তকের আকার ছিল

আন কালেন ঠিকু জ-েটির মত পাকানো। ইয়োবোপে আধুনিক

ান পুস্তকের আকার প্রচলিত হয় পঞ্চম শতান্দীতে। প্যাপিরস্

আন্তর্গন করিব এক পূঞ্জায় লেগা আকিত। পুস্তকের দৈব্য

আন্তর্গন পাকানো পূর্যিরও আকার হইত। এক এক সংস্করণে পাচ

শং মইতে হাজাব করিপ অফুলিপি তৈয় রি হইত। রেগুলাস

শংলিয়োগ উপলক্ষে যে হও রচনা করেন, প্লিনি ভাহার নিন্দা করিয়া

বিবাট কেতাব।" (Epistles চতুর্গ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)।

বিশ্বাস আকার এই গ্রন্থের এক হাজার অফুলিপি সমগ্র রাজ্যের

নিন্দা করেন।

থ্য গৃষ্টান্দের শেষদ্ধে জগৃষ্টাসের শাসনকালে পুস্তক-বাবসায় বিশেষ সমূদ্ধ হইয়াছে দেখিতে পাই। এই সময়ে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ্যক ছিলেন উন্থোৱন নাম টাইটাস্ পন্পোনিয়াস আটিকাস। ইন্টান বামে আটিকাসের নাম সবিখ্যাত ছিল। সাধুকাগুলে তিনি বি ব্যাসায়টি উন্নত করিয়া তুলেন। তিনি নিজেও স্পণ্ডিত বিশাল এবং সিসোবার সাহিত্যিক বন্ধু, পরামশদাতা ও প্রকাশক হিলিন। হাস্থ সাহিত্যিকগণের প্রতি ছিনি যে বদাস্মতা দেখাইছেন বিশালের কালীপ্রসন্ম সিহে ও মহারাজ। মণীক্রচন্দ্র নশ্মী এবং বিশালের Dictionary of National Biography প্রকাশের করা বিশালের বিশালের ব্যায় করেন, সেই জর্জ শিবের কথা খবণ করাইয়া দেখা

্টিল তাঁহার পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়বৃদ্ধি ও কর্মতংপরতা

চিল তাঁহার পুস্তক প্রকাশের ব্যবসার বিবাট ও দ্রপ্রসারী

ছিল। মৌলিক গ্রীক সংস্করণ পাইবার জন্ম তিনি তথু আলেকজাণ্ডি, রার উপর নির্ভর করিছেন না; অনুলিপি করিবার জন্ম
তাঁহার এক দল শিক্ষিত ক্র'ডদাস ছিল। তাঁহার প্রকাশিত প্রস্থ সমূহের নাম ছিল 'আটি, কিংাল' এবং লিপিসৌন্দর্য্যে এই সংস্করণ বিশেষ প্রতিপাত্ত লাভ করে। কালক্রমে আটিবাস সম্ভাপ্রদেশে তাঁহার পুস্তক-প্রকাশের শাথা স্থাপন করেন।

করেক জন রোমান-সম্রাট্ পুস্তক-প্রকাশের উপর কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেন। সম্রাট্ অগষ্টাসৃ প্রশান পুরোহিতের পদে বৃত ভইয়াই যে সব পুস্তকালয়ে ও ভস্তগৃহে সিবিল-কথিত প্রীক ও ল্যাটিনে লিখিত তান্ত্রিক জাতীয় পুস্তক আছে. সেগুলি সংগ্রহ করিয়া অগ্নিসাৎ করেন। সম্রাট্ ডোমিশিয়ান লেখক ও প্রকাশকদের উপর অনেক অমাক্ষিক অভ্যাচার করেন। সিউটোনিয়াসের বর্ণনামুসারে ইনি টাশাসের উত্তিহাসিক হার্মোজিনিসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও ইতিহাসের অমুলিপিকরগণকে শুলে বিদ্ধ করেন।

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের মধ্যে ব্যবসায়-সম্বন্ধ কিরুপ ছিল, তাহার সঠিক বিবরণ পাওবা ছন্ধর। তবে হরেস্ ও অল্লান্ত লেথকদের নানারূপ উক্তি ইইতে জানা যায় যে, লেথকগণ নিজ্ব রচনাব জল Royalty গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আবার অনেক প্রতিতাদিক অমুমান করেন যে, দেকা লগ লেথকগণ নিজ্ব রচনা হইছে কিছুই মুনাফা পাইতেন না। এই মতই প্র মাণক মনে হয়, কারণ একবার কোন লেথকের রচনা সমগ্র বোমে প্রচাধরত ইইলে তাহা সাধারণের সম্পতি ইইয়া যাইত। যে-কোন অফুলিপিকর যে কোন পুস্তক কপি করিয়া কচেক সহস্র গণ্ড সহজেই বিক্রয় করিয়া উপস্বন্ধ ভোগ করিতে পারিত। ইহাতে বাধা দিবার মত কোন কপিরাইট আইন সেবালে প্রচলিত ছিল না। এ দেশেও কালিদাসের পূর্বকর্তী যুগে কাব্যভন্থর বর্তমান ছিল। সংস্কৃত সাহত্যে এই কাব্য-চৌরগণেও বিশিষ্ট নাম ছিল চিক্রনেগ্ন।

হরেসেব Ars Poetica গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রকাশকের হস্তে তাঁহার পাঙুলিপি একবাৰ প্রিডেল প্রকাশক তাহার শত শত অনুলিপি প্রস্তুত কৰাইয়া দেশ-বিদেশে ও সমূদ্রপারে বিক্রের করিরা লা-বান হুইতে পাবে: লেগকের ভাগো জুনিবে শুরু দেশব্যাপী ব্যাতি। হরেসের দশম সংখ্যক লিপিতে (Epistles) উল্লিখিত আছে যে, তাঁহার গ্রন্থ জেনাস্ ও ভার্টুম্নাস মন্দিরের আশে-পাশে নানা পুস্তকালয়ে প্রাপ্তবা।

তথনকার দিনে জনপ্রিয় লেগকদের পুস্তক কিরূপ সমাদৃত ইইড, তাহার আংশিক বিবরণ হবেসের মৃত্যুর প্রায় বাট বংসর পরে মাণালের সময়ে আমরা জানিতে পারি। মাণাল লিখিয়াছেন: "ভর্ষু শহরের আরামা-প্রিয় লোকেরাই আমার পুস্তক পড়িয়া আনন্দ পায় না। শীতপ্রধান গেটিক দেশে যুদ্ধ বত সেনাবৃন্দ, এমন কি স্তদ্র ব্রিটেনের লোকেবাও আমার কবিতা গান করে। কিছু তাহাতে আমার কি লাভ হয় জান । আমার গাঁটে খ্যাতি ছাড়া আর কোন লাভ নাই" (একাদশ অধ্যায়, ৬ শ্লোক)। মার্শালের আমিক অবস্থা ভাল ছিল না। হবেস্ মিসেনাস্ নামক এক জন বদান্ত ধনী ব্যক্তির নিকট হইণত সেবিয়ান্ প্রেট্ জায়গীর পাইয়াছিলেন, ভার্তিল এক কোটি সেণ্টারসিস্ (প্রায় দশ লক্ষ চরিশ হাজার টাকা) প্রস্কার পাইয়াছিলেন। কাটালাস্ ও পুক্রোশির্যাসের মত লেখক

# কণ্টক

#### কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কণ্টক মোর। সবল মোদের গভি--উচ্চ এ শিব করে না কারেও নতি। বি পিতে কাবেও করি নাকে। দিখা আমনা সরল, কার্য্যন্ত সিধা কোথাও মোদেব নাহিক অসঙ্গতি। ক্র রকেও মোবা কবি আশ্রয় দান. বাঁচায়েছি কত সপশিশুর প্রাণ ! দূর্গে মোদের ময়নার বাস, নিৰ্ভয়ে ক্ৰ'ব ফেলে নিশাস শক্ত আমৰা সহি নাকো অপমান। কুম্বমেরা হয় যদি কাননের গীতি মোরা অস্ত •: বটি কাননের ভীতি, বলি 'দাবধানে চল তে পথিক এ ধরার ভাল নয় তো গতিক কুলের সঙ্গে কণ্টক থাকা রীতি। নাই মাতুষের চবাশার সীমা হায় ৰমের তুমাবে কণ্টক দিতে চায় ! হইতে নেহাৎ নিষ্ণ্টক---কাটা দিয়া তা'বা তোলে কণ্টক, কমে না—মোদের সংখ্যাই বেড়ে যায়।

আমরা করেছি নীলকগকে প্রীভ— শ্বরি আনন্দে গাত্র কণ্টকিত। 'পুণ্যিপুকুর' মোবা শোভা করি বিঁধে মাবি যত অবিষ্ট অবি, দিই না শুফল হইতে যে অপ্রত। **চই না আমরা ষত্ই দোষেতে দোষী,** ফুল হয়ে মোরা ফুটিবাব আশা পুষি'। কাঁটা হয়ে আছি যনের মাঝাব, ফুলহার হব কণ্ঠে বাজার, কেতকীবে ফুল কবিল বিধিব খুদী। মোরা দিই তাই সবাবে ধক্সবাদ হবে একদিন ভত্তন অপবাধ। করিবেন পেয়ে হয় তো আঘাত 'নিত্যানক' কুপা আঁখিপাত জগাই মাধাই হুইবার আছে সাধ : ক্ষম নাহি হয় যদিই শক্তাব, ষদি এই বুকে নাই আসে অনুভাপ। মোরা কাঁটা বই নহি তো অভা **৯রি-পদে** ফুটে হইব ধ্র এ 'গয়াস্তবের' হবে হ্রিপ্দ লাভ।

#### [ পুৰ্ব-পূৱাৰ পৰ ]

স্থীসমাজে বা সাধারণ

<sup>†সং</sup>বার শুভিয়া

নিজে ক্রীতদাস দিয়া ভরুলিপি করাইতে পারিতেন না বলিয়া প্রকাশককে পাঙুলিপি প্রদান করিতেন।

কুইনটিলিয়ান নামক এক জন ল্যাটিন লেখক ট্রাইফো নামক প্রকাশককে পাণুলিপি দান কবেন। ট্রাইফো বিশুদ্ধ সংস্থাণ প্রকাশ করিতেন। মাশাল এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমাব পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা আপনাদেব জানা না থাবিলে বলিয়া দিছেছি যে, শাস্তি-মান্দরের প্রচাতে ও পালাস্ দেবীর চররে সিক্তাস নামক অধুনাঠ্জ দাসেব দেকোনে পাইবেন।" যাহাতে এক পুস্তক বিভিন্ন প্রকংশক বাহিব না করে, সে জন্ম হিতীয় গৃহীদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশকবিব এক সংঘ গৃহিত হয়। এই সংঘের সভোৱা এক জন

বক্তৃতা একবাৰ মাত্ৰ শুনিয়া সঠিক আৰুত্তি কৰিছে পাৰিছেন। পাৰু বাজ কাইবাস এমন ধীশন্তিসম্পন্ন ছিলেন যে প্ৰাণ্ডোক সৈন্ধের নাম বলিতে পাৰিছেন। এনেশেও স্মৃতিশন্তিসম্পন্ন লোকের জলাক কোন কালেই ছিলুনা।

গৃষ্টপদ্দেব প্রচার ও প্রসাবের সঙ্গে সঙ্গে পাঙুলিপির অন্তর্গপি প্রকাশ ষ্ট্র ও সপ্তম শতাকীতে ধন্মমটে ও গিজার স্থানাত বিট্রার ইলনা তারার জফুলিপি-বিছার এমন বিশারদ হুইয়াছিলেন যে, অজালোকিও কক্ষে হাসের কলমে ও রংএব তুল্প ভুলিকার নানা বিচিত্রার্গি পার্চমেটের উপর যে কপি তৈয়ারি করিতেন ভাহা বহু শতাকী অস্তে আজ দেখিলে সভালিখিত বলিয়া মনে হুইবে। বিটিশ ম্যানিগারে এরপ বহু প্রাচীন অফুলিপি স্বত্ত্ব রক্ষিত আছে। এদেশেও বিটিশ ভূমানি গুলার করিতে সজীব চিত্রের স্থায় লিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি এখনও নানা গ্রহাপারে দেখিতে পাওয়া বায়। ভারতব্যে পুঁথির প্রকাশ ও গোরি প্রাচীন কালে ব্যবসায়ের আকার ধারণ করিয়াছিল বলিরা মনে হুয়া

ট। এই বিদেশীরা 'বিধারেব

### ভারতীয় ব্যাক-ব্যবসায়ের যুদ্ধকালীন ভাবধারা

একালীপ্রসাদ ঠাকুর

প্রতিত দেখিতে আরও একটি বছৰ কাটিয়া গেল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাবিবাৰ পৰ ২ইতে ভারতীয় বাংস্ক-ব্যবসায়ে স্ক্রিকা যুগেৰ সূচনা ২য়, ভাঙাৰ গৌৰবমন্ত্র পৰিণতি লক্ষ্য কৰা যাত্র ১১১৭ সালে।

া বছবে ব্যাস্থ সম্প্রেপ যে হিসাব-নিবাশ প্রকাশিত হইয়াছে ভ্রমণ্ড দেখা দিয়া যে, সম্পূর্ণ ভাবে ভাবতীয় দ্বাবা পরিচালিত প্রাত্তঃ প্রথমি স্থান স্থান যে, সম্পূর্ণ ভাবে ভাবতীয় দ্বাবা পরিচালিত প্রাত্তঃ প্রথমি স্থান স্থান স্থান স্থান হাইয়াছে এক কোনি স্তেব লক্ষ্ণ নিকা উপন । ভাবতীয় বাদ-ব্যবসায় স্থেবে এক সভাবনীয় কানি । আয় হাই ইণ্ডিয়া লি: ৬৫ লক্ষ্ণ টাকা নিউ চুনন্দা শক্ষান কবিয়া প্রোত্তাব দিউন স্থান অধিকলে বানিতে স্ক্ষান ইইয়াছে । ব্যাস্থ স্থান বিয়ে ও পাঞ্জান কানিয়াল ব্যাস্থ লি: স্থাক্তান ২৪ ও ২০ লক্ষ্ণ লাভ কবিয়া ভাবতানে নিজ নিজ ম্যান্যা অস্কৃষ্ণ গ্রেমিলাচে । ইচা ছাঙা ছোনিল্ড অকাল আম্বন্ধ হিমানে কানিব লাগে, মোটেন উপন ভালিই ইইয়াছে । এই সকল বিবৰণা পাঠিকলং । নিকাই প্রকৃতিই প্রথপান ইহাত, কিন্তু স্থানাভাবে ভাচা এই প্রথম স্থিবেশিত কবা স্থাপান ইহাত, কিন্তু স্থানাভাবে ভাচা এই প্রথম স্থিবেশিত কবা স্থাপান ইহাত, কিন্তু স্থানাভাবে ভাচা এই

ভাবতীয় ব্যাহ সহজে বোন প্রকাব আলাপাপালালা। সম্পূর্ণ হণ না "কম্পিনিয়েন লাহে অফ গান্তথান" উল্লেখনা কৰিছে। কিন্তু লাইৰ মান কৰিছে। কিন্তু লাইৰ মান কৰিছে। কিন্তু লাইৰ মান কৰিছে। কিন্তু লাইৰ মান কৰিছে কিন্তু লাইৰ হাজাৰ নামন কৰিছে লাই ১৯০৫ লাই সৰকাই বিহুছিল বাহে কিন্তুল প্ৰকাৰ ইনিল পৰ্কেই ইন্পিনিয়েল হৈ কৰি প্ৰকাৰ স্বাক্তিৰ প্ৰকাৰ ইন্পিনিয়েল কৰিছে আজিও সামৰ হ'লে কিন্তুল নাহেৰে শাৰ্থা ছাপিও হয় নাই, মেন সাম হালে কিন্তুল বাহেৰে লাহে বিলাভ নাছেৰে প্ৰতিনিধিনপে কাষ্য কৰিছা থাকে। প্ৰকাৰ কৰিছে বাহেৰে বাহিৰ কাৰ্যা আছে। ভাহাৰ সহিত্য কোন বিশিষ্ট আছে আলিক প্ৰকাৰ ভুলনা চলে না।

১৯৭১ সালের ৩১শে ডিমেম্বর যে অন্ধরার্যিক হিসাব-নিকাশ <sup>শত হণগাছে</sup> বাহা হলতে জানা যায় যে, ইম্পিনিয়েল ব্যাঞ্চেব নিট্ মনালা চলসাছিল ১৪ লক্ষ টাকা। ভারতীয় বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব র্থার্ডানধি হিসাবে এই ব্যাঙ্ক যে বিপুল পরিমাণ কমিশন লাভ **করিরা থাকে, যদিও তাহা**র যথাযথ হিসাব পাওয়ান কোন উপায় নাই, তবুও তাহাব অঞ্চ একেবাবে ওুচ্ছ নয়। ১১৪৪ সালেব নভেম্বৰ ্টি : বছাল ব্যৱস্থা প্রবিধনে **"ভারতীয় ব্যাক্সিং বিল" সম্বন্ধে যে** ্তিতি প্ৰসাছিল ভাষাতে জীযুক্ত চি, টি, কৃষ্ণমাচাৰী বলেন— <sup>এব ।</sup> শানৰ প্ৰিয়োগ ১১৪৩ সালে দীড়াইয়াছিল ৫৬ লক মুক্তা। িং- স্যান্তের এই প্রতিনিধি হিসাবে কাষ্য করিবাব সৌভাগ্য <del>ংক্রান্তের পত্তে আবব্যোপত্তাদের "আলাউদ্দিনের প্রদীপে"</del>র <sup>হত কংব্য</sup> কৰিয়া থাকে। যদি বা কথনও অদৃৰ ভবিষ্যতে বু বুলিলাকে বাজাৰে মন্দা দেখা দেয়, মুনাফা যদিও বা হ্ৰাস পায় ভবুও <sup>ে ব</sup>িশন ঘাটভি পৰিমাণ অনেকটা পূৰ্ণ কৰিবে না কি ? পাঠক <sup>হিন্ত আলো</sup> সহিত্দিনত **চইবেন** না যে, এই সকল কাৰণে িশিলিবান বাহিকে ভারতীয় বাহিঞ্জিত পর্যাহ কলা শহ না। স্কত্যাং প্ৰবন্ধী আলোচনায় ইন্পিবিয়েল ব্যাক্ষেণ পৰিচালনা সম্বন্ধ কোন মতামত প্ৰকাশ কৰিব না। (বদিও ১লা এপ্ৰিল ১১৪৫ হৃইতে নৃতন চুক্তি অনুষায়ী ইন্পিবিয়েল ব্যাফ্ অনেক নিয়হাবে কমিশন পাইবে তথাপিও উপবোক্ত যুক্তিৰ কোন প্ৰকাশ পৰিবৰ্তন কৰাৰ কাৰণ ঘটে নাই)।

বস্তুত: যুদ্ধের এই কয়েক বংসরে ব্যাহ্ণ সমূহের মুনাফা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বে, লারতীয় ব্যাহ্ব-ব্যবসায়ের উরতি সাধিত হইয়াছে। যদি মুনাফার উপরই কোন ব্যবসায়ের ভাল মন্দ নির্ভ্রণ করিত তারে উপরোক্ত ধারণা কতকালে সভ্য বুলা ঘাইতে পারিত। ধেমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা অসাফল্য তাহার লভ্যাংশ ঘোষণা করার অমনার উপর নির্ভ্রণ করে না একমাত্র তাহার মুনাফা অক্তানের শক্তির উপর। বাাহ্ব-প্রারহার উরতি বা অবনাতি নির্ভ্রন না একমাত্র তাহার মুনাফা অক্তানের শক্তির উপর। বাাহ্ব-প্রতিষ্ঠানের আথিক অবস্থার বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, কি ভাবে উহার মুনাফা অক্তিকত হইডেছে; যে পরিমাণ আয় হইতেছে ত্রাহার কি পরিমাণ অথ পরিচালনায় বায় হইতেছে এবং পরিমাণ জ্যান্যের বিশ্রেষণ করিতে হইবে মোটের উপর কার্য্যক্ষতা বৃদ্ধি পাইতিছছে কি না ?

যুদ্ধন সংঘাতে ভানতেন অথ নৈতিক আবহাওয়াৰ আমল পরিবর্তন ঘটিয়াছে: ১১০১ সালেব প্রকাব শান্তিময় দিনগুলিতে টাকাৰ মূল্য অঞ্চকাৰ তুলনায় চেন বেশী ছিল। মালপত্তেৰ প্রাচুর্য্যের জক্ত অল্প প্রসায় অনেক জিনিষ পাওয়া যাইত। ধীবে ধীবে সেই সব জিনিয়পত্র যন্ত্রদানবেৰ প্রয়োজনে লোকচক্ষুৰ অন্তর্মালে চলিয়া গেল, তাহার সংলে দেখা দিল টাকাৰ ছড়াছড়ি। ফলে সন্তা বাজারের পরিবত্ত আমবা সংখ্যান হইতেছি ত্র জ্লাবনীয় ছন্মুল্যের অভিমন্ত।

২১শে ডিসেপ্র ১৯৪৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, চলতি নোটের পরিমাণ দাঁডাইয়াছিল ১০০৯.৬০ বোটি মুদ্রার উপর, আর যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে উচাই ছিল ১৮২,৪৪ কোটি টাকা মাত্র। স্পত্রবাং চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৪৫৩.৬৮ ভাগ। মুদ্রাফীতির ফলে এই যে বিপুল অর্থের উদ্ভব হইল তাহা কোথায় লুকায়িত থাকিতে পারে? তথনও ভারতবর্ষের উপর জাপানী বোমার উৎপাত সম্পূর্ণরিপে বিলুপ্ত হয় নাই। সিমেট, গোহা প্রভৃতি মাল মসলার অভাবে ইমারত তৈয়ারীর কাজ, সামরিক প্রয়োজন ভিন্ন প্রায় একরূপ বন্ধ ছিল। জনসাগাবণ ভরস। করিয়া জমি-জমা থবিদ করিতে সাহস পাইত না। শেয়ার বাজারে, কোম্পানী কাগজ ও অক্যান্স কাজপত্রের দাম তাহাদের প্রকৃত মূল্যের বহু উদ্ধে থাকায় ফটকাবাঙ্কী ভিন্ন অন্স কোন প্রকার জান-মন হইত না। সবকার তথনও স্বর্ণ বিক্রম্ব করিতে আরম্ভ করেন নাই, তাই জনসাধারণ তাহাদের অর্থের কিছুটা সরকারী ঋণে নিয়োজিত করিল, কোন কোন

<sup>\*</sup> এই প্রসঙ্গে লেখকের ১৩৫২ আবাঢ় মানের মানিক বস্তমতীতে

অতি ছ'সিয়াব ব্যক্তি মাটিব নীচে সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রাখিয়া দিল-বাদবাক অর্থ অন্ত কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বাাছগুলির হাতে আসিয়া জমা হইল। বৰ্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবাৰ প্ৰাকালে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিডিউক্ত ব্যাক্ষণ্ডলির মোট জমার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৬ বোটি টাকা, তাহাই ১১৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষে পাছাইরাছিল ৮১৯ . কোটি মুদ্রায়। আমানতের পরিমাণের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাঞ্চ সমূহের মুনাফা বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক এবং এই প্রকার পটভূমিকার সম্মুথে আমাদের বিচার করিতে হইবে ভারতীয় ব্যান্ধ-ব বসাগালের কথ্ম-কুশলতা।

বাংহেব নিকট গঞ্ছিত আমানতের পরিমাণ যেমন বুদ্ধি পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাডিয়াছে ভাছাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার। যে সব ব্যবসায়-কেন্দ্রে কোন প্রকাব ব্যাস্ক ছিল না. ধীবে ধীবে ভাহাবা সে সব ষাযুগায় যাইয়া বাৰসায়-বাণিজ্যের সহায়তা করিতেছে। স্থথের কথা বটে ৷ ১৯৩৯ সালে সিডিউল্ড ব্যাহ্বের সংখ্যা ছিল ৬১; ১৯৪৪ সালে তাতাই হটয়াছে ৮৪। বাস্কগুলিব শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ছিল ১৯৩৯ সালে ১২৭৭; ভাতাই বৃদ্ধি পাইলা ১৯৪৪ সালে হুইয়াছে ২৪৪০ ৷ ইয়াৰ মধ্যে ১৯৪৩টি শাখা হইতেছে সিডিউভ বাাঙ্কেৰ; ৮০টি অভারতীয় বিনিময় বাস্তেগুলির: বাদবাকি ৪২০টি শাখা ইন্পিবিয়েল বাজেব।

এখন দেখা যাক, যুদ্ধের পূর্বের এবং যুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতীয় ব্যাম্বগুলি তাহাদের ধন-সম্পত্তি কি ভাবে নিয়োজিত ক্রিয়াছে--

		াসভিভন্ত ব্যাক্ষসমূহের এক	াত্ৰত ।হ্সাব		
		,	(কোটি মূদ্রায়)		
			२३ २ 88	ړۍ و, د	
٥	ŧ	ভাৰতবৰ্ষে আমানত প্ৰভৃতি	729.07	২ ৩৬°৬•	
₹	ı	নগদ ভহবিল ও বিজ্ঞার্ড ব্যান্থ			
		ৰ্শক্ষত টাকা	> · · · · 9	<b>৩</b> ১, দ্ব	
o	ì	मोपन	۶ <b>೨%</b> *৮ ۰	2 • 6. • •	
8	ı	<b>ল্ভি প্রভৃতিতে লগ্নি</b>	3000	8. • •	
ŧ	1	বিদ্যান্ত বৰাক্ষে গচ্ছিত উদ্বুক্ত অৰ্থ	৬৮ ৭৩	\$%°83	
		लेकिकिक किसारित स्थाप स्थाप स्थाप	strai store a	क्रमाणका जिल्ल	

উল্লিখিত হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধকালে দাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতাছে। সংবাদপত্রে এই ক্রমবর্দ্ধমান দাদন প্রসঙ্গে বছ লেখালেখি হট্যাছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে বিজার্ভ ব্যাঞ্চের প্রিচালকমণ্ডলী এ বিষয়ে ব্যাস্থ সমূহকে সতর্ক-বাণা **ওনাইয়াছিলেন। নানাবিধ** বিধি-বাবস্থা প্রবর্তন করিয়া যাহাতে বান্ধি সমূহ দাদন দিয়া ফটকা-বাজীলাখনের সাহায্য না কবিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সন্বানের দারা প্রবর্তিত "কন্ট্রোলের" ফলে কাঁচা মালের উপর দাদন দেব্যা কাখাত: একপক্ষে কল্পনাব বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বর্ণের উপর দাদন দেওয়া বন্ধ ছিল। সর্ব্বোপরি যানবাহনের অস্ত্রবিধার ফলে রেল-প্রসিদ প্রভৃতির উপর দাদম দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহা সাত্তও দাদন থাতের অহু যে অল্প-পরিসর বৃদ্ধি পাইয়াছে ভাগতে চিস্তান্বিত হইবার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১১৩১ সালে ব্যাঙ্ক সমূহের আমানত প্রভৃতিব শতকরা ৪৪'১১ ভাগ নিয়োজিত হইত দাদনে আর ১১৪৪ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছে শতকরা ২৮°৮১ ভাগ। ছণ্ডি প্রভৃতিতে লগ্নির

পরিমাণ ১১৩১ সালে ছিল আমানত প্রভৃতির শতকরা ১'৬১ লাগ আর ১১৪৪ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ১'৫৮ লগ মাত্র। তাহা হইলে দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল কি করিয়া ?

ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের একত্রিত বাৎসবিক হিসাব-নিবাদে বিৰৱণী যে ভাবে প্ৰকাশিত হইয়া থাকে তাহা নানান দিক দিয়া অকিঞ্চিৎকর। উহার মধ্যে আবার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ কোম্পানীর কাগন্ধ ও শেয়ার প্রভৃতিতে যে পবিমাণ অর্থ নিয়োজি থাকে তাহার বিশদ বিবরণের অভাব। এই বিবরণের অভাবের हব কোন ব্যাঙ্কের মোট আমানতের কত অংশ কোম্পানী কাগ্ত ৮ শেয়ারে নিবন্ধ বহিষাছে তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা এক সমস্তান ব্যাপার। যথন সমস্ত সিডিউল্ড ব্যাঞ্চের একত্রিত বিবরণ পাল্য সম্ভব নয়, তখন আম্রা গুটিকতক ব্যাঞ্চের, যাহারা বালাও নিজেদের কম্মকুশলভাব ছাবা সনাম ও জনদাধারণের আছা জল্জন ক্রিডে সক্ষম ইইয়াছে, ভাঙাদের নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা ক্রিডে প্রয়াস পাইব। অবশা এই প্রকার অনুসন্ধানে কোন নির্ভাগ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না, তথাপি ইহা আমাদের অংশ চনার উপর অনেকটা আলোকসম্পাদ কবিবে। নিয়ে ভারণী দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর আছের বিবরণ দেওয়া শল ভাহা হইতে বুঝা ঘাইবে ১৯৩৮ সালের তলনায় কোম্পানীর কাণছ ৬ অক্সান্ত শেয়ারে নিয়োজিত অর্থের কি ধারায় পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১নং তালিকা	22ch	(লক মুদ্রায়)
মোট ক্রমা	কো: কাগজ ও	(২) এর পরিমাণ
	শেয়াবে লগ্নি	শতকরা (১) গ্র
(2)	(٤)	(e)
67.5	38¢°	84 18%
2158	b • a	8 હેં હે છે
425	৩৩৪	8 6 6 6 %
114 69b	22.7	ર્ <b>હ</b> ંહ જે
৩৩৬	389	धर १९%
২নং তালিক	7788	(লক মুদ্রার <sup>)</sup>
2882	2669	ۥ `> b%
ñ • P.5	1300	· · · · · · · · //
2620	3603	
্যাঞ্চ ৩৭৭৬	<b>२२</b> 9•	%، د د ۰ و ۵۰
2.65	@ 9 S	a 8 a 500
	মোট জমা (১) ৬১•২ ১৭২৪ ৭১২ ১০১৬ ২নং তালিক ১৪৪১ ৮•৮২ ২৬১৩	মোট জমা কো: কাগজ ও শেষাবে লগ্নি (১) (২) ৩১•২ ১৪৫° ১৭২৪ ৮•৫ ৭১২ ৩৩৪ 1াফ ৬৭৮ ১৮১ ৩৩৬ ১৪৭ ২নং তালিকা ১১৪৪ ১৪৪১ ৫৬৮৭ ৮•৮২ ৮১৩৬ ২৬১৩ ১৬৩১

১৯৩৮ সালে ব্যাঞ্চ সমূহের মোট আমানতের শতকরা ১৮৪৭ ভাগ অর্থ নিয়োজিত ২ইত কোম্পানীর কাগছ প্রভৃতিতে <sup>আ</sup> ১১৪৪ সালে উহার পরিমাণ হটয়াতে আমানতের শত্কর প্রায় ৬০ ভাগ। তথাপিও ব্যাহের হাতে উদ্বত্ত অর্থের ধা<sup>ট্রভি</sup> দেখা যায় নাই। বিজার্ভ ব্যাক্টে চলতি আমানতের পাচ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের তুই ভাগ অর্থ জমা রাখি<sup>য়া6</sup> ব্যাছগুলির উদ্বুত্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১৪৩ ও ১১৪৭ সালে যথাক্রমে ৬০°৫৪ এবং ৩৮°৭৪ কোটি মুদ্রা মাত্র। সংশা<sup>তি</sup> অনুমান বিন্দুমাত্রও ভ্রাস্ত নয় যে ব্যাঙ্ক সমূহের হাতে উপযু*ক্ত* শ থাকা সম্বেও সে অর্থ যথোচিত নিয়োগের পথ খুঁ জিয়া পাইতে<sup>ছে না</sup> এ বেন প্রাচুর্বের মধ্যেও হাহাকার !

বাাক সমূহের কোম্পানীর কাগন্ধ প্রভৃতিতে এই বিপুল অর্থ নিয়োগের ফলে এক স্থান্থার উদ্ভব হাইয়াছে। যুদ্ধান্তে যথন এক এক কবিয়া "কন্টোল"গুলি তুলিয়া লেওয়া হইবে তথন বাবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অর্থের বিরাট চাহিদা দেখা দিবে। সস্তোষজনক ব্যভের আশায় ব্যাক্কগুলি তথন কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে যে শর নিয়োজিত আছে তাহার উপর দৃ**ষ্টি** নিক্ষেপ করিবে এবং প্রয়োজনমত এ সব কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় কবিতে আরম্ভ হারতে। অণিবিক্ত বিভয়ের চাপে কোম্পানীর কাগছের বাজারে মুন্দা দেখা দিতে পাবে। এইকপ এক পরিস্থিতি কি সরকার কি হন সাধারণ কাহারও নিকট বাস্থনীয় নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কৰা ঘাইতে পাবে, ইংলণ্ডে কি বাবস্থা প্রবর্ধন ক্রিয়া ই'বেজ সরকাব এই প্রকার এক পরিস্থিতির হাত ংইতে বক্ষা পাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতীয় "ট্রেজারী বিলেব" হত্য "ট্রেজাবা ডিপোজিট বিসিট" বিজয়ের দ্বাবা ইপরেন্দ্র সরকার স্বাদ্যৰ ইংবেজা ব্যাক্ষগুলিৰ নিকট ছইতে শতক্যা বাৰ্ষিক ১৮ প্রভূত স্থান হাবে ঋণ গ্রহণ কবিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার স্বারা অর্থ-নেভিত ব্যক্তাৰে ইয়ার কেনা-বেচাৰ ফলে কোন **প্রকা**ৰ চাপ পড়ে না। 'নমে বেখাৰে ইংনাজী সাপ্তাহিক 'ইকনমিষ্টে' প্ৰকাশিত তালিকা পদত ভাল-–যাতা ভাটতে দেখা যাইদৰ ইংবেলী ব্যা**ন্থ সমূত "ট্ৰে**লারী বেসিটে" কি ভাবে অর্থ নিয়োগ করিয়াছে।

			(১০ লক্ষ পাউগু হিসাবে)			
	220A	2202	778.	2282	<b>\$\$8</b> 8	3
খামানত	> > <b>Q</b> B	5887	₹४०∙	७७२५	७७२३	ø
০০.১ মে সৰ সম্পত্তি নগদ টাকায়						
্ৰিণ্ডিত কর। যায় ভাষার মধ্যে	120	7.7	>> <b>&gt;</b>	2672	3235	ર
"ইছাবা তেপাঁত্য বসিদ"		4000	928	905	636	3
ক্ষেম্পানী বাগড় গুভূতিতে লগ্নি	e. e. e	9.2	992	222	225.	۵
ৰুণে নিয়োজিত <b>অৰ্থ</b>	366	> 。 5	3.0	6.4	990	9
र्वाधारतात्र स्वर्गात्राच्या क्रांग्रेशन क्रीच्या ज	J-27-4-4-	*** (** **)	13res 2 7	7 than	77174	-27.14

উপনেব তালিকা হঠতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইংলণ্ডের ব্যাক্ক-থালা বা দাদনে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর হাস শাহাত্রে, তাহার খলে নগদ টাকা, চেক প্রভৃতির (যাহা অতি <sup>মধ্জেল</sup> এগদ টাকায় পরিবর্ত্তিত করা যায় ) পরিমাণ ক্রমশাই বৃদ্ধি ্রাত্রি ১১০৮ সালে এই সকল নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ১'নানচ্ছৰ শতক্রা ৩২ ভাগ আর ১১৪৩ সালে উহাই হইয়াছে াইকণা ৫৫ ভাগ। যুদ্ধ শেষ চইয়া গেলেও ব্যবসায়ের প্রয়োজন <sup>মেন্ত্র</sup> জক্ত "ট্রেজারী রসিদ" ভাঙ্গাইলে কার্য্য সমাধান হইবে। <sup>কেম্পানীর</sup> কাগজ প্রভৃতিতে হাত না দিলেও কোন **অসুবিধা** 35 (m 2) 1

ব্যবদায়ী যেমন কেনা-বেচা বন্ধ করিয়া মালের উপর চুপচাপ ব্লিয়া থাকিতে পারে না, তেমনি ব্যাক্কপ্রতিষ্ঠানও তাহার টাকা না ব টাইয়া নিজিম থাকিতে পারে না। আমানতকারীদের টাকার <sup>উপ্র স্ত্রন আছে</sup>, চেক-বই, থাতাপত্র প্রভৃতির থরচ আছে, তাহার <sup>উপর মুদ্ধর</sup> দরুণ মাগ,গি ভাতা প্রভৃতি আছে। এই সব মিলিয়া <sup>বরত</sup>ে পরিমাণ বাড়িয়াছে। খরচ-পত্র মিটাইয়া অংশীদারদের <sup>স্ত্রাপ্</sup> দেওয়ার জন্ম ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আজকাল প্রবল। <sup>বাজেন বাঁচার।</sup> ধরিদদার (আমানতকারী বা ঋণপ্রার্থী), তাঁহারা

এই প্রতিষোগিতার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিতে কুনিত হন না। সময় সময় ইঁহারা নানা ধরণের অযৌক্তিক প্রস্তাব লইয়। ব্যাস্ক-ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত হন এবং ইহাদের প্রস্থাব গুহাত না হুইলে খাতা বন্ধ করিয়া দিবেন এই প্রকার ছুম্কি দেখান। আজকাল ভাল ভাল ব্যাক্ত সমূহের সংখ্যা কম নয় ৷ কাজেই এক যায়গায় থাতা বন্ধ কবিয়া অকু যায়গায় তাহারা নির্কিবাদে কাজ চালাইতে পাবেন। অধিক্স যে স্ব ন্তন নুত্ৰ ব্যাহ্ন উইয়াছে তাগাবা পুৰাতন ব্যাঞ্চের তুলনায় অল্প থবচে কাজ না কবিলে থণিদনাব পাইবেই বা কেমন কবিয়া ? পুৰাতন ব্যাক্ষণ্ডলির মধ্যে তবুও কত্কটা নিয়ম-কারুন আছে যাহালজ্মন কবিয়া তাঁহারা কাজ বরেন না— কিছ নতন নতন ব্যাঙ্ক সমূহ যথন যাহা প্রবিধা ভাষ। পাইয়াই সমুষ্ট থাকে। কত্তক কত্তক ব্যবসায়ী তাই আদ এই বাঞ্চে কাল ঐ বাচ্ছে কাছ কবিয়া সম্ববিধ স্থাবিধা গ্রহণ করিতে প্রায়াম পাইতেছে। বস্তুত: ইড়া যারপরনাই পরিতাপের বিষয় যে, আমানতকাবাবা এই প্রকার নাঁচ মনোবৃত্তি অবসম্বন কণিতেছেন ৷ যে প্রতিষ্ঠানের সহিত ভাষারা এত কাল সংক্রিষ্ট ছিলেন আৰু হঠাং তাহাৰ সংশ্ৰৰ ত্যাগ কৰিছে কি এডটুকুও বাবে না 🕴 *চইতে* পাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারে কোন বিচ্যতি ঘটিয়াছে। আমানতকারীদের উচিত বিধয়টি ব্যাহের উদ্ধতন কম্মচারীৰ নজৰে আনা—ভাগৰ প্রতিকাৰ করা। ছন্তাগ্য-

বশত: ভাৰতীয় ব্যবসায়ীৰ মধ্যে টাচা, বিভলা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ব্যবগায়ি-পরিবার ভিন্ন 282 "মুনাম" বলিয়া যে জিনিষ ভাগ বাগায়ও আছে কি না কে বলিবে গ সেইবল কোন बाह्य भएक क्वया हुउ लाहर वहा करिन 5 78 ৩০-৭ যে, অমুক ভাষার নিজের থবিবদাব ; এই विषय विक्रिकी वांवक मध्यमाद्यव निक्छ इंडेएड আমাদের প্রচুব শিক্ষণীয় আছে।

ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে এই হান প্রতিবোগিতা তাহাদের আয়ের পথে বিম্বন্ধপ দীড়াইয়াছে। আজকাল ব্যাহ্বের কমিশন ও এক্সায়ের হার আগের ভলনায় অনেক কম। ইং। ভাবিয়া সন্তষ্ট ২৩য়া ধায় যে মানবের সেবার জন্ম আগে যে মুলা দিতে হইত এখন আর তাহা দিতে হয় না : কিছ আবার ইহা ভুলিলেও ভুল হইবে যে এৱাক ব্যবসায়ের মতন ব্যাক্ক পরিচালনা এক প্রকার ব্যবসাইট। তবে এইট্র মাত্র ভফাৎ যে অক্সান্ত ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়। থাকে নানা রকমের মাল-মসলা আর ব্যাঙ্কের বেলায় সেটা শুধু **होकांक्**डि । वावभाग हालाहेबा यि लाव भ्रमेख किছू इनाया ना গাড়ায় তবে এত পরিশ্রম চিস্তা-ভাবনা, ঘনঘটার কি প্রয়োজন ? তবে ব্যাস্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়, সে কথা স্বত্ত ।

অলক্ষ্যে আর একটি সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমাগত প্রতিযোগিতার ফলে সরকারী দাদন-হার (বিজাভ ব্যাঞ্চ বেট) निकिय रहेवा পড़िতেছে। युद्ध वाधाव मान मान देन माकिन সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সম্ভায় ঋণ গ্রহণ কবা। অক্যাক্ত ব্যবস্থা **অবলম্বনের সাথে সাথে তাহার। সরকারী দাদনের হার নাচু ক**রে। ১১৩১ সালের ২৬শে অক্টোবর ইংল্ফু তাহার "ব্যান্ধ রেট" শতক্রা

৩ পাউও হইতে ২ পাউওে নাবায়, আর ১৯৪২ সালেব ২৯শে অক্টোবৰ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রও তাহাৰ "ব্যান্ধ বেট" শতকৰা ১ হইতে অদ্ধ ডলারে স্থিবীকুত কবেন। ভাবতীয় বিজার্ভ ব্যাস্ক যুদ্ধকালে তাহার দাদন-হাবের কোনকপ অদল-বদল কবেন নাই। ইহাতে সরকার সুগী চইতে পাবেন, কিন্তু যে হারের সঙ্গে বাজাব-দরের কোন সমভা লক্ষিত না হয় তাহাৰ অস্তিত্ব কোথায় ? আজু কয়েক বংসর ষাবং কোম্পানীৰ কাগজ প্ৰভৃতি গচ্ছিত ৰাখিয়া ভাল ভাল ব্যাস্ক হইতে শতকরা হুই বা আড়াই টাকা মাত্র স্থদের হারে ঋণ করা ষাইতেছে—যুদ্ধের পূর্বে যে শুদের হার ছিল শতকরা ৩ হইতে সাড়ে ও টাকা। স্থায়ী আমানতের স্থদের হাব শতকরা ২<sub>২</sub> চইতে ১।॰ টাকায় আসিয়া ঠেকিয়াছে ৷ টেজারী বিলে টাকা থাটাইয়া শতকরা ৩২ টাকা হাবে স্থানর স্থালে ১২ টাকা মাত্র পাওয়া যাইতেছে। বস্তত: রিজাভ ব্যান্ধের দাদন-ভার মোটেই কার্য্যকরী নয়। অর্থনৈতিক মতবাদ অমুযায়ী "ব্যাম্ব বেট" বাজার-দরকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিঙ যথন ইহা ভাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাবাইয়া ফেলে তথন ইহার পবিবতন ছওয়া বাঞ্জনীয় । যদি বিজ্ঞাভ ব্যাঞ্চ তাহার দাদন হাব অনতিবিলহে পরিবত্তিত না কবেন, তবে উহাকে বাস্তব ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ ক্রিয়া শুধু সবকাবী দপ্তরের থাতাপত্রেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

সরকারী দাদন-হাব ও বাঞ্কার-দরের মধ্যে এই অসংলগ্নতা ব্যাহ্ব-শুলির উপাজ্জন-ক্ষমতাকে বহুলাংশে পঙ্গু করিয়াছে। যথাযথ হিসাবের জভাবের জন্ম সম্বন্ধ সিডিউন্ত ব্যাহ্বের একত্রিত আর্থিক অবস্থা বিচার করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা কয়েকটি উৎরুষ্ট ব্যাহ্বকে মানস্থপ গ্রহণ করিয়া আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও আংশিক ভাবে সমাধান করিব। আমাদের লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, ব্যাহ্বগুলির নিকট আমানজকারীদের বা অংশীদাবদের যে অর্থ গাছিত আছে, তাহাব অমুপাতে ব্যাহ্বগুলির মূনাকার পরিমাণ বাড়িতেছে কি না ? আমাদের দেখিতে হইবে, ব্যয়ের পরিমাণ কমিতেছে কি না ? আমাদের দেখিতে হইবে, ব্যয়ের পরিমাণ ক্ষাতেছে কি না ? বাদ মূনাকার পরিমাণ ব্রাহ্ব হয় আর ব্যয়ের অংশ ব্রাস্থা পার তবেই বলা যাইতে পাবে ব্যাহ্ব-ব্যবসারের উন্নতি সত্যই সাধিত হইতেছে; অল্পথার নয় ! নিয়ে তুলনামূলক হিসাব

	গচ্ছিত অর্থেব তুলনায় স্থুল		
বাান্ধের নাম			
	মুনাকাৰ পৰিমাণ		
	2264	7788	
(म <sup>रं</sup> ट्रोन गांक जक देखिया निः	= .7 u	₹°a a	
ব্যাস্ক অফ ইণ্ডিয়া লি:	>2	2*98	
ব্যাস্ক অফ বরোদা লিঃ	3,48	7,87	
পাঞ্জাব কাশনাল বাান্ধ লি:	5.77	÷*58	
ইণ্ডিয়ান ব্যাহ্ব লিঃ	રંહત	o*••	
ইউনাইটেড কমাশিয়াল বাাঞ্জি:	-	7.98	
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ঝান্ধ লিঃ	<u></u>	2 <u>.</u> ks	

পূর্ধ-বণিত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সেট্রাল ব্যান্ধ ও ইণ্ডিয়ান ব্যান্ধ লিঃএব ক্ষেত্রে স্থুল লাভের মাত্রা কিয়ৎ পবিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার ব্যান্ধ অফ ইণ্ডিয়া ও ব্যান্ধ অফ বরোদার বেলার্দ্ধি হা হাস পাইয়াছে। অথচ রুড়ে উহা প্রায় একরপই রহিয়াছে। আবার বায়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উচা দেন্টাল, পাঞাব কাশনাল ও ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃএব বেলায় বৃদ্ধি পাইয়া, ব্যাঙ্ক অনুষ্ঠ ইণ্ডিয়া ও নাঞ্চ অফ ববোদার বেলায় হাস পাইয়াছে, আব গড়ে উগ্রুবিদ্ধি পাইয়াছে— ফলে যদিও নিট্ লাভের পরিমাণ সকল কেন্দ্রেই কিঞ্চিং বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই বৃদ্ধি পবিমাণ তেমন সন্তোষজনক হয় নাই! ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াব নিট্ লাভেব বৃদ্ধির পরিমাণ তেমন উদ্ধেশবোগ্য নয়। ১৯৪৪ সালে সেন্টাল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ বরোদা যথাক্রমে নিট্ লাভেব সাক্ষ ইন্টাভে ।

় ক্ষেত্রে উলেথ কৰা যাইতে পাৰে যে, পুরাতন ব্যাক্ষণ্ডলিব বহু বংসবেব অভিজ্ঞতা থাক। সত্ত্বেও নৃতন ব্যাক্ষণ্ডলির ভূলনায় তেমন কম্মদক্ষতা দেখাইতে পাবিতেছে না। নৃতন ব্যাক্ষণ্ডলির প্রতিনিধিক্ষকপ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ও হিন্দুখান কমার্শিয়াল বাহ্বকে ধরিলে দেখা যায় যে, ভাষাদের কাষ্য-পরিচালনা প্রশংসনীয়! অর্থবল অনুপাতে নিট্ লাভেব অংশ ভাষাদের ক্ষেত্রেও পুরাতন ব্যাক্ষণ্ডলিব ভূলনায় মন্দ নয়।

তাই এই প্রতীতি করে রে, কি পুণাতন, কি নৃতন, ভাগতীৰ বাহিংগুলিন কায়কেন্ত্র প্রায় একই প্রকাবের । কাহারও অর্থকা কিন্ধিং বেশী, কাহারও বা কম । কিন্ধু কমধারা বা পদ্ধতি সকলেনই অভিন্ন । বস্তুত: ভারতীয় ব্যাক্ষণ্ডলি জনসাধারণ হইতে অল্প সদে আমানত এহণ কবিয়া দৈনিক প্রয়োজন নিটাইতে যে পরিমাণ নগদ টাকার দরকার তাহা নিজের কাছে, রিজার্ভ ব্যাক্ষ বা অপর কোন বাহে জমা রাখিয়া, বাদবাকি টাকা কোশানীর কাগজ, শেয়ার বা অভ্য কোন প্রায়ে জমা রাখিয়া, বাদবাকি টাকা কোশানীর কাগজ, শেয়ার বা অভ্য কোন প্রায়ে কামান্ত্র বন্ধক বাখিয়া থাবিদদারকে ধার দিয়া থাকে । এইকং বাধা-ধ্যা নিয়মে চলিতে থাকিলে বুদ্ধের পর যে যুগ দেখা দিরে, তাহাহে ভারতীয় ব্যাক্ষ ব্যবসায় দান্তিহীন হছবে বলিয়া আশক্ষা হয় । আমানের মুঁজিতে হইবে নৃতন পথা এহণ করিতে হইবে নৃতন পথা ব্যবসায় । দে-পথে অগ্রসর হওয়া বাদা-বিদ্বময় ; তবুও 'নাই আমানের গাহণ করিছে হবিয়া দিন-গুজানার

গাছিত সংখ্য		গাচ্ছত অমেব		- , ञ्रूल मुनाकात ज्लान		
ভূলনায় ব্যয		'ভুলনাপ নিট		কমচারীদের বেতনে		
*14		<b>১</b> নাফাৰ পৰিমাণ		হার		
330m	2288	7754	7788	2204	2258	
<b>5</b> .00	7.84	• в >	2.09	৬৪°৩	ર્જ ં જ ક	
• 6 6	•95	2.20	7.02	२ १° ১	30.03	
32	°a \$	* 59 44	٤٦.	⊙ઃં≀	> p A	
<b>ર<sup>•</sup>ર</b> ્ગ	⇒ໍ8 ອ	٠٠.	\$8\$		تان أولا	
5 49	> * • 5	•94	7.07	09'3	૨૯°ંઙ°	
	<b>'</b> 26		*৬৫		૨ક*ંઙ૧	
-	2°04		*8%	400	60,87	

হয় যে বিদেশী ব্যবসায়ে, ব্যাঙ্কেব দেটুকু কাজ করিবার আছে তার ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেই দিবে, তবে বিনিময়-কার্য। প্রাথমিক <sup>বার্থা</sup> বিদ্ন লক্ষ্মন করিয়া সাক্ষ্যমণ্ডিত হইবে, এ আশা করা বাইতে পাবে। একটি বিশ্বে প্রায় সকল ব্যাঙ্কগুলিই সমতা রক্ষা কবিয়াছে।

### শিকার-স্মৃতি

ड्राज्य श्वाहक निःह

স্বাধনো পাতাদের দক্ষিণে ছোট ছোট টীলা তততে সময় সময় গুলদাৰ বাঘেৰ ( Leopard অথবা Panther ) উৎপাতে কাছাকাছি গ্রামবাসী অস্থির ইইয়া উঠে। গারো পাহাছের সংবক্ষিত ছুলুনা (Reserve Forests) দিনেৰ বেলায় নিশ্চিম্বে নিলা দিয়া দ্যাৰ মুখে সকলেৰ অভবিতে কথন ব্যাল প্ৰানেৰ নিকটে ছোট ছোন বোপের আশ্রম্মে ডং পাছিয়া বসিয়াথাকে ভাষাবলা বড়ই ক্রিন। তবে ভোবের বেলায় শোন। নার কাহারণ বাছুর, ঘোডা, ছাগ্ৰ কিশ্বা বুৰুৰ লইয়া বাঘ প্ৰাথন কৰিয়াছে—যাভায়াতেৰ ভিদ্ৰভা-স্থাপ আৰু পদ্চিত মাত্ৰ প্ৰাথিয়া গিণাছে। গামেৰ নধ্যে ্রকিয়া শোবাৰ অবেৰ বেডা ভাঙ্গিয়াও সমত চডাও কৰিয়াছে এমনও শোলা যায়। থাজ-সংগতে এক ছংসাঠসিকতা এবং অগাঁম পটুতা ুনাটালেও এট অঞ্জের বাব নামুষকে লাক্রমণ করিয়াছে, এমন প্রায় শোনা পায় না। প্রাপ্তার অফেকে অফলেট গুল্লার বাল স্টেডপ্রাপা, ফুলবাং ইতাদের মাজ্ঞান-মুল্লভু সভূপ অন্যাসের সঙ্গে অল্পবিস্থৰ অক্লেৰ্ড প্ৰিচিক। এই জাতিৰ বাছেৰ মাধাৰণ স্বভাবের উল্লেখ গ্রপাল প্রাঠবের নিক্র অনাবশ্যর। রহজন্তেদ-তংপর ব্যক্তির তথ্য স্বাস্থ্য, কাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের একাগ্রতা এবং অনুসন্ধিংসার খন্তি থাকে না . অভি সাধাৰণ বিষয় এইতেই বিশেষ তও উদ্ধাৰ বান উল্লেখন সভাব !

দ্যাপ্তত্ব কলেক বংসৰ ধৰিয়া সাবাদ পাইতেছি, একটা বড় থকালার

া প্রায় বাজিতেই কাহারও গ্রুক নারিয়াছে এবং 'মছিব' । অধাহ

াত্য কল্পুর ) কিছু বকুটু জাশ বাজিব মনে থাইসাই গারো পাইতে

কিলি গ্রিগছে । ছুই একবার মানা, নারিয়া এই বাল শিকাবের

হল নাবল শইয়াছি । এক বাজিতে স্থানীয় কোনও শিকাবী ওলী

বাবলা না লাগাইতে পাবায় বাঘটা আবও সভক হওয়াব কলে উহারে

শক্ষেত্র সমস্থ চেটা ভাগ বংসর হইল বাল কবিয়া আসিসাছে , স্কুত্রা

শৌ বাজিবারে রুভিত্ব অক্সনের আকালের মনে চাপিলা বসিয়াছিল ।

বিশ্ বালাই এই অক্সনের আকালের মনে চাপিলা বসিয়াছিল ।

বিশ্ বালাই এই অক্সনের কাথাও মছি কবিলে, 'মছি,' শকুন,

<sup>১৯ এখে</sup> এবং গালোদের হাত হুইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া

আমাকে সংবাদ দিলে তাহাকে উপবৃক্ত ৰকসিদ দিব। 'মডির' চাম্ডা ছাডাইয়া লইলে প্রায় তৎক্ষণাৎ শকুনি সমস্ত মাংস থাইয়া ফেলে, এবং বাঘ সেই মড়ি থাইতে বাভিতে আৰু প্ৰায়ই আসে না। তাছাড়া গাবোৱা বাদে-মাবা জন্তব গোঁজ পাইলেই তাহা লইয়া থাইয়া ফেলে। সভবাং প্রায়ই 'মডি'র স্থবিধামত সংবাদ পাওয়া কঠিন হুইয়া দাঁডায়। এক দিন ২ঠাং এক স্তবোগ আসিয়া ধানকাটা সাবা ইইয়াছে। দেখা দিল। মাণ মাদেব শেষ। শীতেৰ শেষে বসস্তেৰ আভাদ কটিং পাওয়া বাইতেছে। বান মাড়াই দিবাব পব, গোলায় ধান উঠাইবার পূর্বের এবং প্রে, পাহাড়ভলীর হাজং ও মানাই পাড়াগুলি আনন্দের কলোচ্ছাসে পবিপূর্ণ থাকে। প্রাচুষ্য্যের দিন কয়টা ভাহাদের একটানা **অভাবের** ভারনে গুণহারী। সঞ্চাবে কঠোরতা ভাহাদের জাবন প্রতি মুমুর্চ্চ নাবদ কবিয়া বাথে না। পাহাড়ের কোলে পরিবন্ধিত এই **সব** লোকের অনিশ্চিত জীবনও প্রবৈত্তর সঞ্জীবনী বস **আনন্দে ভরপুর** কবিলা বালে। কবে প্রামে হামন্ত্র দেখা দিয়াছিল— গামের বাহিরে প্রাহাডের ১তে, ববনার বাবে কামাধ্যারাভাতে সন্ধ্যাবেলায় মানত আদাৰ হইৰে— তাৰ গ্ৰামবাস: আৰালবৃদ্ধ-বনিতা দে-দিন **কীৰ্ত্তন** উংস্কানেশে বিভাব।

পূদ্য স্বালবেলায় সংবাদ দিল শে, তাহাব নিকট এক ব্যক্তি 
একটা বোডা ব্যব্যবিজ্ঞাবে তথা দিয়াছিল, গত বাত্রিতে বাথে সেই 
যোড়া মাবিলা দেলিয়াছে। এই কাল্ল-প্রবিধক শিকারের ভক্তই 
ভাষাবা ড্যোতিত ছিলাম।

পদ্ধ প্রামের বাহেবে প্রায় আধ মাইল দূবে একটা টালায় একা বাসা বাধিয়া থাকিত। শোধা মারার পর, বাব সেই টালার নীচেই একটা শুকুনা পুরুবের ধারে পাহাদের পাশে লইয়া গিয়া ভাহার প্রায় রাবের ধানা আংশই থাইয়া কেলিয়াছে। শকুনে যাহাতে না থায় সেই উদ্দেশ্যে মাডি ভাল কাম্যা পাভায় চাকিয়া পদ্ধ আমাকে সংবাদ লিতে আসিয়াছিল। প্রত্থ মতে বাব লিমের বেলায় গাবো পাহাছে চলিয়া গিয়াছে। কিন্ত খোলার মাসা পাত্ত প্রিয়া থাকা, এজ্ঞ পেট ভরিয়া থাকা। সভ্রের বাব নিশ্তিত স্থারার মুখেই ধিবিলা মাডি থাইবে।

গাবো পাইছেব নাটেই নৈমনসিং জেলার সমস্তল ! গাবো পাইছে ঘন বনানাটে পরিপর্ব ! নৈমনসিং জেলায় যে কয়টি ছোট ছোট টালা আছে তাইবি চতুন্দিকেই বানের ক্ষেত্র, এবং এই সকল টালাব ক্ষমণ্ড অপেকার ই অলা গোচাবল এবং গ্রামবাসীদের নিবিস্চাবে গাছ কানিব ফলে এই টালাগুলি প্রায় বৃক্ষহীন হইয়া

শ্বিং কলা বৃদ্ধ বাধিবার প্রেরণ তুলনায় কথচাবাদের বেজনের জাব িলে ইাস করা। মুদ্ধ-ভাতা, মাগ্লি-ভাতা প্রভৃতিতে যে শ্বিং ওথা ব্যাস্থ-কথচারাদের দেওয়া হয়, উহা তাজাদের সমসাময়িক কথাকার কানতে কথারাদের ভুলনায় অভার সামাজ। এ কথা কথাকার কানতে কইবে যে, ব্যাস্থ-কন্মচারাদের দায়িছ বড় কম নয়। কিলা কবে না, ব্যাস্থেক কথ্যক্ষতা নির্ভিত্ত করে "চাক্তি" থা বেলা। ইইতে আবস্ত করিয়া বড় সাহেব প্রয়ন্ত সকল শ্বিং বিলা উপর। কিন্তু ব্যাস্থ্যের এক জন সাধারণ কন্মচারী শ্বিং বিশ্বী, নয়। ব্যাস্থ-ব্যবসায় প্রঞ্জুবণে চালাইতে ইইলে গ্রাহ্ম ক্ষাবারীর প্রয়োজন যাহাদের সাধারণ জ্ঞান বেশ ভাল

গাছে। এথ নৈতিক ও আইন-বিষয়ক জ্ঞান থাকাও বাঙ্কনীয়। উপবোক্ত ধ্বংগৰ ক্ষাচাৰী বাখিতে হ্ৰুলে ভাহাদেৰ বেতনভ সেই অঞ্পাতে দেওয়া প্ৰয়োজন নয় কি ?

উপসংহানে ইহাই বলিতে চাই যে, ভানতীয় বাাক্ক লিব মধ্যে বে আনাহনীয় প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে তাহা অচিনে অবসান করা উচিত। আনাদেন এ কথা শ্বরণ বাগিতে হইনে যে, সমস্ত ভারতীয় বাাক্ক লৈ একই বুন্দেব বিভিন্ন কান্ড মাত্র। যদি কোন ভারতীয় ব্যাক্ষ সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতে থাকে তাহাতে অঞ্চ কোন ব্যাক্ষের স্বর্যাখিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য বাগিতে হইনে, ভারতের নিজের ব্যবসায় যেন বিদেশীর হাতে চলিয়া না যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হইনে একের সহিত অপবেব সংঘাত নয় বরং বুহদাকারের সহযোগিতা—বিদেশীর হাত্র ইইতে আত্মরক্ষা।

মিনামের শক্তি নিজৰ নহে, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ধার করা শক্তি; ষ্টীমের মধ্য দিরা তৈল, ক্ষালা বা কাঠের অন্তর্নিহিত তাপ-শক্তি রূপান্তরিত ছাইবা কাজ করিয়া থাকে। গত শতকে Reciprocating Engine অর্থাৎ পারস্পরিক বা পর্যায়-ক্ষমে অগ্রপশ্চালগামী পিষ্টন-বিশিষ্ট ইঞ্জিন দারাই কাজ **লোলানো হইত।** বেলগাড়ীর ইঞ্জিন ইহার স্থপরিচিত **ভিনাহরণ** ৷ বয়লার, ভ্যালভ গীয়ার এবং পিষ্টন হইতে **—চাকার** গতি-শক্তি চালনা করিবার কলক্সা নৃতন নুষ্ঠন উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে অনেক উন্নতি লাভ করি-্লেও মোটের উপর ইহাতে তাপশক্তির বহু অপচয় হয়। ্ট্রমটার্বিনের আবিকারের দ্বারা এই অপচয়ের বভলাংশ নিৰাবণের ফলে এখন স্থীমের শক্তি দ্বারা উংপাদিত বিহাৎ জলপ্রবাহের সাহায়ে উৎপাদিত বিহাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে ব্রীমের সাহায্যে সরাসরি চাকা ঘরানো হয়। প্রীমের 🐗 শক্তির কথা প্রাচীন গ্রীকরাও অবগত ছিলেন। কিছ স্থার চার্লস পার্মপের উদ্ভাবনী শক্তিই ইহাকে স্ক্রপ্রথম কার্য্যকরী করিয়া তুলে। অবশ্র পরে **শানেক ইঞ্জিনিয়ার ইহার নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পার**স্পরিক ইঞ্জিনে ষ্টামের শক্তিতে কালিত পিষ্টনের গতি অগ্রপশ্চাৎ ক্যান্তের সাহায়ে চাকা ঘোরার। টার্বিনে ষ্টীমের চাপ সরাসরি চাকা হাওয়া-কলের মত টার্বিনও একটি

"Prime-mover" অর্থাৎ মৌলিক গতি-উৎপাদক। উভয় ৰৰে কাঠ তৈল বা কয়লার অন্তর্নিহিত তাপশক্তি ষ্টামের সাহাযো কার্যাকরী শক্তিতে রূপাস্তবিত হয়, তবে পারুপারিক ইন্ধিনের গতি সবিবাম (Intermittent) এবং টার্বিনের চাপ অবিরাম বলিয়া টারিনে শক্তির অপচয় পারস্পরিক ইঞ্জিন অপেকা আনেক কম হইয়া থাকে। টার্বিন এবং রোটর (Rotor "যুর্ণ্ক") কেসিংএ ঢাকা থাকে বলিয়া ইহার কাজ পারস্পরিক ইঞ্জিনের মত চাক্ষ্য হয় না। একটি হাওয়া-কল একটি ঢাকের (Drum) মধ্যে ঢাকা আছে মনে কৰিয়া লইলে ইহাৰ কাজ সহজে বৰা যায় কেবল হাওয়ার বদলে ষ্টামের ধারার (Jet) বেগে পাথাগুলি ( Vanes ) ঘোরানো. মাত্র। কেসিংয়ের বাহিরে ঘূর্ণিত দণ্ড বা শাফ ট উহাতে আঁটা পাথা যোৱাৰ ফলে যোৱে। 'ক্লেট'গুলি এমন ভাবে কেসিংয়ে লাগানো থাকে যাহাতে সেগুলির বেগ পূর্ণ শক্তিতে কাজ করিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে পাথাগুলি অসংখ্য ধাতা খাইয়া টার্বিনটি ঘুরায় বলিয়া এই টার্বিনকে ইমপালসিভ টার্বিন ( থাকাটার্বিন ) বলা চলে। ষ্টীমের পুরা কাজ পাইতে হইলে ইহার গতি অস্তত: সেকেন্ডে ৪০০০ ফুট হওয়া আবশ্যক, এবং টার্বিনের চাকার ব্যাস ১ ফুট হইলে ইহা কমপকে সেকেণ্ডে ৬০০ বার ঘুরিয়া আসা চাই। অক্তথা ভাপশক্তির বহু অপচয় হইয়া থাকে। ইহাতে অস্তবিধা এই যে, (১) এত জোবে খুরিয়াও টিকিয়া থাকিবার মত শক্ত গাড় পাড়য়া প্রায় অসম্ভব এবং (২) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আচও গতি কাজে লাগাইতে পারা যায় নাই। শেবোক্ত অন্মবিধা গীৰারিং ( চাকা-কল ) সাহাষ্যে দূর করা যায় বটে তথাপি এই ধরণের টার্বিন থব ছোট ছোট কান্ধানার ছাড়া ব্যবহার করা হয় না। স্মার



ঢালস পার্মন্দের উদ্ভাবিত টাবিনে পাথাগুলি কেবল মূর্ণন-দণ্ডের উপরই পর পর আঁটা থাকে না, কেসিংএর সঙ্গেও **আঁটা খা**কে। ধাৰা এই টাবিনে ঢকিয়া খাম যেমন প্ৰসাৱিত হুইতে থাকে তেমনই উহা ক্রমশ: পর পর বড় বড় পাথায় লাগে এবং দত্তের উপরে আঁটা পাথায় ধাকা দিবার পর ইহা ফিরিয়া কেসিবে আঁটা পাথায় প্রতিহত হইয়া আবাব ঘর্ণনদণ্ডে আঁটা পরের পাশার আসিয়া ঠিক মত ধাৰা দেৱ। এই পাথাগুলি কাগজের মত পাংলা। বড বড টার্বিনে এগুলি সংখ্যায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে. অতএব প্রত্যেক পাথার উপর চাপের পরিমাণ ২।১ পাউশু হইলেই চলে। ষ্টামের গতি ইহাতে অনেক কম হইলেও চলে এবং ইহার ঘূর্ণন ভত অধিক নয় বলিয়া ইহা বিনা গীয়ারিংএ ডাইনামোর সহিত জুড়িয়া দেওয়া যায়। এই নুতন ধরণের টার্বিন আবিদ্ধাবের ফলে গত ২৫:৬° বংসর আবার শক্তি-ব্যবহার ক্ষেত্রে **টামের যুগ ফিরিতেছে।** কয়<sup>লা</sup> পোডাইবার উন্নত নতন পদ্ধতিও উহার আর এক কারণ। এখন নুতন পদ্ধতিতে কয়লা পোড়াইয়া টাবিনের সাহায্যে বিহ্যুৎ প্র<sup>ন্তত</sup> করা বাঁধা-জলের শক্তির সাহায্যে ডাইনামো ঘুরাইয়া সরাস্ত্রি প্রস্তুতের অপেক্ষা শস্তা; কারণ বিহ্যুৎ দূরে লইয়া যা**ও**য়ার <sup>থর্চ</sup> অনেক। অবশ্য স্থানীয় ব্যবহারের জন্ত-'মুক্ত' জলের সাহাযে বিছাৎ উৎপাদনই সবচেয়ে শস্তা।

করলা পোড়ানোর নৃতন পদ্ধতিতে—নৃতন ধরণের চুনী
ব্যবস্থাত হয়। এগুলিতে তাপমান জনেক অধিক হইরা থা<sup>তে।</sup>
পূর্বে চিমনীর গার গ্যাস সরাসরি বাতাসে মিশিরা বাইতে দেও<sup>রা</sup>
হইত বলিয়া ইহার উত্তাপ কোন কাজে জাসিত না। এখন ইহা<sup>তে</sup>
চিত্রীকে বাব পেরেশ-পাখের চারিজিকে সুরাইকা স্বাইকা কাজা হয়।

ত্রল হাওয়া গরম করিতে বে কয়লা লাগিত—তাহা বাঁচিয়া যায়। ্বরচ বাঁচিবার আর এক কারণ অতি গরম ও ঠাণ্ডা ষ্টামের ব্যবহার। ইপরিস্থ চাপ প্রতি ইঞ্চি ১২**০**০ পাউ**ণ্ড** হইলে **ষ্টা**ম ৫৫০ ্র স্থাস্তে গ্রম করা যায়—ইহাকে আবার জল সংস্পর্শের বাহিরে nকটি গ্রম নলের মধ্য দিয়া লইয়া বাইলে আরও ৩৫° পর্যাস্ত গ্রম ুয়। স্তামকে এইরূপ অতি গ্রম করিবার জক্ত অবশ্য বিশেষ । নিশ্রিত ধাতু ( Alloys ) নিশ্বিত পাত্র আবশ্যক। যেমন উপরিস্থ ্রাপ বাড়াইয়া প্লীমের তাপ বাড়ানো যায় সেইরূপ উহা কমাইয়া তাপ হুমানোও ধায়। স্থীম বাহিবে যাইবার সময় ঠাণ্ডা করিবার পাত্রের (Condenser) সহিত সংযুক্ত রাখার ফলে আংশিক ভাাকুরম স্টে শারা ১•° বা তাহারও কম উত্তাপের দ্বীম পাওয়া যায়। । ইহার ফলে অত্যুত্তপ্ত খ্রীম যেমন পাথাগুলিকে এক দিক হইতে ঠুলে দেইরূপ ঠাণ্ডা গ্রাম দে গুলিকে বিপরীত দিক হইতে টানে এবং ইহাদের মিলিত শক্তির ফলে পাথাগুলি আরও সহজে বুরিতে নানে—এক ঘন ইঞ্চি (cube inch) অত্যুত্তপ্ত প্ৰাম ভীন সুকেণ্ডের **মধ্যে ১০০০** ঘন ইঞ্চিতে পরিণত হয় বলিয়া ইহাতে বিন্দোরণের মন্ত প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্ট হইয়া থাকে! টার্বিনে বহির্গত দ্বাম সাঁগা কৰিতে প্ৰচুব জলের আবশ্যক হয়। নিউইয়ৰ্কের টাৰ্বিন লাহায্যে শক্তি উৎপাদক একটি কারখানায় ব্যবহাত জ্বলের পরিমাণ নুহবের সমস্ত লোকের ব্যাহাত জ্বল অপেক্ষা অধিক! নদী হইতে ৰূপ টানিয়া লইয়া ভাগতে কণ্ডেন্সারের জল ছাডিয়া দেওয়ার ফলে রদীর সমগ্র জলের তাপ কয়েক ডিগ্রী বাড়িয়া যায়।

#### অকেজো টায়ারের কাজ

পুখানো টায়ার। একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কোন কাজে লাগবেনা। কেলে দেওয়া যাক। কিন্তুনা। ফেলবেন না। ঐ



অকেন্ডো টারারকে কাজে লাগান

অকেন্ডো টায়াবই কাজে লাগবে। ওকে এখনও অনেক শত মাইল চালানো যাবে। টায়াবের মধ্য-ছানটা, বেখানটা ক্ষরে বার, লাইন বব বেশ বড় বড় গর্ভ করে নিন। ভার পর চার ধারের লোহার লীখে বে দেলাই আছে দেটা ধুলে কেনুন। এইবার এই প্রানো টায়ারটা নতুন টায়াবের ওপর চড়িয়ে দিন—ওভারকোটের মত।
তার পর চাকায় হাওয়া ভক্ষন। বা কিছু ধকল বাহিরের পুরানো
টায়ারে পড়বে। অথচ স্বিড করবার ভর নেই! মধ্যে মধ্যে পর্ড
থাকায় মাটি কামড়ে ধরতে পারবে। থুব লম্বা সফর অথবা অভাধিক
জোবে গাড়ী চালাবার পক্ষে স্মবিধাজনক নয়। কিছু ছোট সফরে
ঘণীয় ৩০।৪০ মাইল স্পীড়ে অনায়াসে গাড়ী চালান চলতে পারে।

#### কামানের নতুন ব্যবহার

কামানের গোলা গিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করে, একথা সকলেই জানে। এই যুদ্ধে শত্রুকে ধ্বংস করা ছাড়া আর একটি কাজে



এ কামানের গোলায় শক্ত ধ্বংস করে না— সৈক্তদের থাবার জোগায়

কামান ব্যবহার করা হরেছে। মিত্রপক্ষীর সৈক্তদল হয়ত দ্বে
অবক্তর হরে পড়ে আছে। তাদের থাবার ক্রিয়ে আসছে। কি
করা বার! তথন কামানের কাঁপা গোলার মধ্যে প্রে সামার একটু বিক্ষোরকের সাহার্যে কামান দাগা হল। এদিকে গুড়ুম!
ভুড়ুম!! ওদিকে সোঁ। সোঁ। শব্দে গোলা পড়তে লাগল! কিন্তু পড়ে
আর কাটে না। সৈক্তরা বুবলে থাবার আছে গোলার মধ্যে।
ক্রান্ত সৈক্তরা পেল আহার। বাঁচল তাদের জীবন। আৰু কামান
তর্ব জীবন নেওরার কারেই লাগছে না, জীবন দানও করছে।

#### বৈদ্যাতিক পাখায় বড়

্ৰনেকটা জায়গা জুড়ে হাওয়া করতে হলে বৈছাতিক পাধার ক্লেডেলো প্রকাণ্ড করতে হয়। বেনী বড় ব্লেড হলে, ওজন বেড়ে



ৰার। হাওরা কাটতেও অন্মবিধা হয়। ত্মড়ে যাবার সন্তাবনাও
পূব বেশী। তা ছাড়া পাধার গতিও কনে যায়। সেই জন্ত আজকাল এক নতুন ধরণের পাখা তৈরী হয়েছে। ছোট ব্লেড, কিছ
ছাওয়া হয় য়ড়ের মত। প্লাপ্তিকের তৈরী ব্লেড। স্পৃষ্টি করে বৃশি
ছাওয়া। আশ-পাশের ভব্ধ হাওয়াকে নাড়া দিয়ে হাওয়ার স্রোত
বইবে দেয়। আবার ব্লেডের পেছনে থাকে হাওয়া পরিচালনা করবার
কোন। সেই কোন ব্লেডের হাওয়াকে ব্রিবের বাহিরের দিকে
ঠলে দেয়।

#### ब्रंड् एमर्च शास्त्रमाशित्री

ইব, মদ, সাবান অথবা থাতুতে যদি ভেলাল মেশানো হয়
আনেক রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করে বলে দেওয়া বায়, কি কি
এবং কত কত পরিমাণে ভেলাল মেশানো আছে। কিন্তু এই সব
প্রক্রিয়াগুলি সময়-সাপেক। কিন্তু আন্ত-কাল পনেরো মিনিটের মধ্যেই
বৈজ্ঞানিকরা বলে দিতে পারেন ভেলালের কথা। কি করে ? রঙ
লেখে। অর্থো-ফেনান্রপুলিন জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে দিলেই ভেলাল
পাকলে রঙ বাবে বদলে। দশ সের জলে এক চিমটি লৌহচুর্প
রিশে গেছে। বৈজ্ঞানিক এই নতুন ওব্ব লোহার সঙ্গে মিশিয়ে
রক্তবর্ধ এক সলিউশন তৈরী করলেন। ভার পর জলের মধ্যে

ফেলতেই রঙ গেল বদলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধরে ফেলজেন জলের
মধ্যে লোহা মেশানো আছে। এই ভাবে, তামা, ক্রেমিয়াম, নিকেল,
মতা, কোবাণ্ট ইত্যাদি ধাতু যদি জলের কোন থাতের অথবা জন্ত কোন ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে, এই গোয়েম্পা ওবুধ তথনই চোর
ধরে ফেলবে।

#### प्राम्-किन्न

ছ'টো মোটৰ সামনাসামনি এসে
পড়ল রাত্রের অন্ধকারে পূরো হেডলাইট আলিয়ে। তার পর-মুহুর্তেই বিকট
শব্দ, বিরাট কলিশন। কেন ? কারণ,
হেডলাইটের আলো ছ'জন ডাইভারেরই
চোঝ দিল ধাধিয়ে। তাই আলোকে
নিশ্রভ করবার জন্ম এক নতুন রকমের
কারদা বেরিয়েছে। কোন গাড়ী কাছে
এলেই বৈছ্যতিক চোঝ তা দেখে ফেলবে,
অমনি আপনা হতেই আলো কমে যাবে।
ইলেকট্টনিক নিয়ন্ত্রণে এই কাজ হবে।



মোটর গাড়ীর নৃতন হেড-লাইট

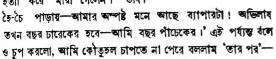
#### কম্পাসের কাজ ঘড়িতে

ধক্ষন, আপনি বনে গিয়ে পথ হারিয়েছেন। কাছে কম্পাস নেই। দিগ্নির্ণয় করতে পাচ্ছেন না! তথন বড়ি দিয়ে দিক্ ঠিক করতে পারবেন। অবশ্য সুর্ধ্য দেখতে পাওরা চাই। ঘন্টার কাটা সুর্ধ্যের দিকে মুথ করিয়ে নিন! কাঁটার ছায়াটা বেন ঠিক তলার পড়ে। ধক্ষন, চারটে বেজেছে। তাহলে বারোটা আর চারটের মধ্যে বে কোণ হবে সেইটাকে সম-বিথপ্তিত করলেই দক্ষিণ পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ ছইয়ের দাগটা দক্ষিণ, অত এব উপ্টো দিকে আটের দাগটা উত্তর।

#### ডাক্তারী স্পঞ্

ষ্ঠাচ দিয়ে তৈরী এক নতুন রকম স্পান্ধ বেরিয়েছে। অপারেশনের পর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বন্ধ করবার জন্ম ডাক্তাররা স্পান্ধ ব্যবহার করেন। পরে সেলাই করার সময় স্পান্ধ বার করে নেন। অনের্ক সময় ভূস বশতঃ স্পান্ধ থেকে যায়—সে এক বিভাট। কিন্তু এর্থন আর কোন কম্মবিধা নেই। স্পান্ধ শুদ্ধ সেলাই করে দাও। স্পান্ধ আপনি গলে বাবে। যা-ও ডাড়াডাড়ি শুকিয়ে বাবে। ইন্ডামড স্পান্ধর ভেতর পেনিসিলিন অথবা সালফা ড্রাগ পূরে সেই স্পান্ধ ব্যবহার করলে স্পান্ধ গলে যাবার পর সেই ওর্ধ নিজের করিক করেনে।

বুলে বলগো— তাথো, অভিনাবের বাবা গোপাল দত্ত ধথন থেতে
না-পেরে মরে যাহিলো তথন আমার
বাবা আগ্রম দিরেছিলেন ওকে। করলার
কারনার ছিলো ওদের—বাড়ি-বাড়ি
কয়লা দিয়ে যেতো। আমাদেরও
কয়লা আসতো ওর দোকান থেকে।
এব মধ্যে একদিন ওঁব স্ত্রী আত্মহত্যা করে মারা গেলেন। ভীবণ

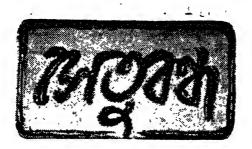


'গুনবে ? গুনবে ওদের সব কীর্তি ?' হাতের উপর মাথার ভব বেগে ও আবার বললো, 'আসলে উনি অভিলাবের মা ছিলেন না, 'গুদের বাড়িতে একটি বিধবা বৌ ছিল—অভিলাবের গুড়তুতো বৌদি বোদ হয়—ভারই পাপের পিশু এই অভিলাব ! বৌটি নিতাম্ভ নি:সহায় ছিলো—একদিন সে কেঁদে পড়লো শান্তড়ির কাছে—মুখ দুটে বহললা সে শহুরের অত্যাচারের কথা—সমস্ভ ভনে ভলুমহিলা ভব হয়ে গেলেন—কিন্তু সন্তান তিনি কিছুতেই নষ্ট করতে দিলেন না—বৌ নিয়ে তিনি কোথায় কোন নির্দ্ধ নে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন এবং নিদিষ্ট সময়ে ছেলে কোলে নিয়ে নিজে ফিরে এলেন, কিন্তু বৌ আব এলো না । অভিলায়কে তিনিই মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

'কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন তা কে জানে—লিথে রেখে গিয়েছিলেন, এ জন্ম কেউ দায়ী নয়—।

ভানেক দিন ধ'বে এ নিয়ে চললো হৈ হৈ—তারপর কেমন করে ওব দোকান উঠে গেল—আর গোপাল দন্ত ছেলে নিয়ে একেবারে ভাসে বেড়াতে লাগলো। এর মধ্যেই একদিন দেখি আমার বাবা অভিলায়কে খ'বে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে—আমাকে ডেকে বললেন, "গোকা, এই দেখ তোর জল্প কেমন বন্ধু এনেছি।" মা এসে দেখে কললেন, "ও মা, এ বে. গোপাল কয়লাওলার ছেলে—বাঃ, ভারি ওন্দর তো।" বাবা বললেন, "মাহুষ করো না তুমি—দেখছো কী উজ্জ্বল গোগ—বেঁচে থাকলে মাহুষ হবে।" ময়লা কাপড়জামা ওদ্ধই মা ৬কে কোলে জড়িয়ে আদর করতে লাগলেন।

এই ছেলের সূত্র ধরেই এলেন গোপাল দত্ত—থাল কেটে কুমীর আনলেন বাবা। তিনি ছিলেন মস্ত উকিল, বললেন "থাক লোকটা — ফরুল টকেল এলে বেশ দেখা শোনা করবে, বসাবে টসাবে।" সামান্ত কিছু মাইনের ব্যবস্থাও হল। তারপর ক্রমে ক্রমে ওর বাধ্যতার কর্ম কুশলতায়— নম্রতার বাবা এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে ও তাঁর ছান হাত বাঁ হাত হয়ে উঠলো। বাবা নিম্নে ছিলেন অভ্যস্ত উদারতেতা সরলপ্রাণ মায়ুষ, গোপাল দত্তের ধূর্তামির তিনি তল পাবেন কেনন ক'বে? আমার মা-ও ওর ধূর্তামিতে দিক্লাক্ত হলেন— অর্থাৎ করেক বছরের মধ্যে ও এ বাভির সর্বময় কর্তা হয়ে দাঁড়ালো। আর শতিবায়কে ভালো না-বেসে উপায় ছিলো না—প্রথমত ও থ্র তুখোড় ছেলে ক'লো। ঐটুকু বয়সেই বোঝা গেলো যে ও মামুষ হবে— আর ভার উপা দেখতে ভালো! আমার বর্ধন এগাবো বছর বয়স— তর্ধন হঠাৎ একদিন বাবা কোট থেকে বে কিবলেন ভা সক্রানে নর। শতা



প্রতিভা বস্থ

মনে আছে মা ধবর পেরে ছটে গাড়ির কাছে-বাবার **অ**চে**ডন কে**হ ধরাধরি ক'রে নামানো হ'লো. বরাবরই তাঁর ব্লাডপ্রেশার ছিলে'—ভার মধ্যে কোনো নিয়ম মানতেন না—ঐ তাঁর শেষ শ্যা সমস্ত টাকাপয়সা পড়কো হ'লো। এবার গোপালের হাতে। মা পাগলের মতো হু'হাতে খরচ করভে লাগলেন—আর সে-খরচাটা হ'ছে লাগলো গোপালের হাত দিয়ে। জন

বলতে একমাত্র গোপালই ছিলো কাছে— আব সে করলোও খুব— এমন করা করেছিলো যে নিজের ছেলেও কথনো বাবাকে জভ করতে পারে না। কে জানে হয়তো বাবাকে ও ভালোই বাসতো। বেঁচেছিলেন বাবা মাত্র পনেরো দিন—পনেরো বছরও বোধ হয় মাহুষের তার চেয়ে সহজে কাটে।

'বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই গোপাল আমার মাকে একেন বারে পথে বসালো। ইনশিওরেল ছিল চল্লিশ হাজার টাকার— নগদ টাকাও ছিলো কিছু আর টাকাপ্যসা সব গোপালের হাজ দিয়েই তো মা তোলাতেন—বৃদ্ধিও গোপালই মাকে দিয়েছিল — অবশেষ তো দেখতেই পাছো। সমস্ত নিয়ে ও একদিন স'রে পড়লো ছেলে নিয়ে। মা আর কী করবেন।—বাড়িখানা ছিল—আর মার গয়না যা ছিল তাই দিয়ে চললো অনেক দিন। আমি স্কলারশিশ, পেতাম—তাতেও অনেক স্ববিধে হ'লো। এম-এ-পাশ করবার পরে বাড়ি বিক্রী ক'রে দিয়ে মাকে নিয়ে কলবাতা চলে এলুম। চাকরির জন্ম ব্রবুম কিছুদিন, তারপর মার বৃদ্ধিতেই লোকান দিলুম।'

এক নিখাসে এত কথা ব'লে ও একটু চুপ করলো—ভার পরে মৃত্ হেসে বললো, 'অবিশ্যি দোকান দিয়েছিলুম ব'লেই না ভোমার লেখা। পোলাম। অভিসাব টাকার মালিক হ'লো—কিন্তু ভাখো, ভবিতব্য একে কোখায় ঠেকলো, ঐ হতভাগ্য পারলো না ভোমাকে কর করতে।'

আমি স্তব্ধ হ'বে ব'সে বইলাম, কথা বেকলো না মুখ দিরে।
থানিক পরেই ওর মা এলেন—গায়ের চাদরটা ছেড়ে চেয়ারের হাছলে
রেখে বললেন থোক। আজ একটা সাংঘাতিক কাশু দেখে এলাম।
তোর খতবর্গতি গিয়েছিলাম।

আমি চমকে চোথ ফেরালাম। উনি হেসে বললেন, 'বলছি—ওৱে', তিনি আবার বাইরে গিয়ে চাকরকে ভাকলেন—'ঐ ভাথ, দোকাক্ষ্ ঘরে একটা বান্ধ রেখে এসেছি—নিয়ে আয় তো ঘরে।'

ঘরে এসে ওঁর কপালে মাথায় হাত বুলিরে বললেন, 'ভালো **আছিন্** তুই ? থেয়েছিলি কিছু ? ওমা এ কী! সব বে বেমন-তেমন পড়ে আছে।'

আমি অপরাধীর দৃষ্টি তুলে ধরলাম তাঁর দিকে—কবললাম 'থেতে পারিনি।'

সঙ্গেল ও বললো, 'অভিলাব আমাকে শাসাতে এসেছিল মা-কোনো বিপদে ফেলবার মতলব আছে।'

থসেছিলো অভিলাব ? কী আশ্চর্য ! ও বাড়িতে কী কাপ্ত অভিলাবের বাবা কভিপুরণ বাবদ দল হাজার টাকার দাকিবে মোকদমা করবে ব'লে শাসাছে তার খণ্ডরকে—আবার একিনে অভিনাব মিরিদিকজানশৃক হবে কর্মে বে কভিকে বে ক'রে প্রামে গ্ নাবেই কৈছে—আন্ন হোৰ কাল হোৰ—সুথে কাণড় বেঁথে হোক বে করে হোক। এই ভাগুবের মধ্যে হঠাৎ এক পাহাড়ি মেরে এইটুকু এক ছেলে কোলে ক'রে এনে হাজির—অনেক খুঁলে-খুঁলে দে অভিলাবের গোঁ লা পেরেছে—দে বলছে বে এই ছেলে অভিলাবের। ছেলে বখন সাত মাদের পোটে তথনই সে সটকেছে—অনেকবার সে চিঠি লিখে জবাব পায়নি। তার জাত-ভাইরেরা সকলে বলছে বাংগালী-বার্বা এবকমই—তৃমি চ'লে বাও সেখানে—বলো গিয়ে হয় ভোমাকে লিয়ে খাকুক, নয়তো এতদিনকার সব খরচ—আর খোরপোবের ব্যবহা ক'রে দিক্;' অভিলাবের বাবা বলছে এই ছেলে বে অভিলাবের তার তো কোন প্রমাণ নেই। মেরেটা কেঁদে ভাসাছে—বলে যে আমি একটা ভক্ত মেরে, আমি কি এ ভাবে মিখ্যে বলে নিজেকে বে-ইজ্জং করবো? ওকে ডাকো—ও বলুক আমার কার্ছে এ ছেলে ওর কি না—বদি মিখ্যা কথা বলে আমি ওকে কেটে ভুটুক্রো করে ফেলবো।'

আমি আর ও শুস্থিত হরে পরস্পার চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

কী আশ্চর্য। বে-মিথ্যা অপবাদে ও আমাকে এমন কলঙ্কিত
করলো—দে-অপবাদই সত্যি হ'রে দেখা দিলো ওর জীবনে ?—

ভর মা এবার স্থটকেসটা টেনে কাছে এনে বললেন, 'এসো
মা—আখো এসে ভোমার জিনিশপত্র পছন্দ হয় কিনা।'—শাড়িতে
পরনার স্থটকেসটি ভরে আছে। সমস্ত ভূলে-ভূলে তিনি আমাকে
দেখালেন। বললেন, 'ভোমার বাবার গায়না তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে
মা—ভূমি হলে আমার গরিবের ঘরের বা—ও-গায়না কি ভোমার
গারে মানার? খোকা যে-দিন পারবে—সমস্ত গা মুড়ে দেবে ভোমাকে
সোনা দিয়ে।'—একটু হেসে বললেন 'আর গায়নায় কী-ই বা দরকার—
কি আমার সোনার ছেলে—অমন স্থামী পেলে কি আর মেরেদের
আন্ত কিছুর প্রয়োজন থাকে? কী বলো?' আমার মাধায় তিনি
হাত রাখলেন। ও সেসে বললো, 'বেশি বোলোনা মা—নিজের
ছেলেকে অমন স্বাই ভাবে। কিন্তু একটা কথা না বলে পারলাম
না—বিয়ে তো একা-একা ওরই না—আমারও তো বিয়ে, আমার জন্তা
ভে কিছু আনলে না কৈ

'আনিনি? এই তাখ' হেসে তিনি বার করলেন ধুতি—তোয়ালে —সিলকের গেঞ্জি—তারপর হাতের আড়ালে লুকিয়ে বললেন, বল তো আর কী এনেছি—বলতে না-পারলে পাবি না।'

'বলবো ? বলবো ? আছা—একখানা জিভ বের-করা কালীমার ছবি। না, না, রাধারকের যুগলমূতি ও: হো—'

'গুষ্টু ছেলে—কী আমার ভক্তির সাগরখানা রে' হাসতে-হাসতে তিনি বার করলেন স্থন্দর একটি দামী ফাউন্টেন পেন।

ছোটো ছেলের মতো আনন্দে অধীর হরে সে কেড়ে নিক্ত মার হাত থেকে কলমটা— দুরিরে ফিরিরে দেখতে লাগলো বারে-বারে।

হাসিমূপে মা বললেন, 'এই কলম দিয়ে কিছ প্রথমে আমি লিখবো।'

'উপ, সে আর হর না।'

'সে হতেই হবে—তাহ'লে কলমটা খুব ভালো বেনি, হবে—পর। হবে তাহ'লে কলমটার। ুসী লিখবো তা তো ভোৱা ভাবতেই পাববি বাঃ কিছ আব নিবার সময় নেই—আমানের রায়ুচ্ছে এচেকণে কী করছেন কে জানে।' ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি আমাকে জিনিশপুর ঙছিয়ে রাখতে ব'লে রাল্লাখনে গেলেন।

ধেতে-থেতে আমাদের বেলা গেলো। খেয়ে উঠে তিনি আমাদে

দিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি লেথাতে বসলেন ঐ কলম দিয়ে লাল
কাগজের উপর। অতি অল্পই কয়েক জন—তার মধ্যে একথানা
আমার বাবার নামে—দে-চিঠিথানা এই রকম—

প্রিয় বিজয়,

'তুমি এতক্ষণে আমার কথা অবশ্যই স্থবালার কাছে তনেছ। সংসারটা এই রকমই— মান্ধুবে গড়ে আর বিধাতা ভাত্তন— আরার বিধাতা গড়েন, মান্ধুব ভাত্তে—এই ভাতাগড়ার থেলাই চলছে কেবল লোকে আর অলৌকিকে।

তোমার কল্পা তোমার পক্ষে এবং আমার পুত্র আমার পুক্র তৃত্ই-ই ছুরের পক্ষে সমান আদর ও আনক্ষের জিনিশ। সন্তানের তুল্য স্বেহের জিনিশ আর মাহুবের জ্বীবনে কিছুই নেই। নিতান্ধ হুতভাগ্য না-হ'লে মামুর এ-আনন্ধ. থেকে বিচ্ছিন্ন হর না—এই স্বেহের অমুভ্তি যে কী তীত্র, কী আনন্দময়, সে-কথা প্রত্যেহ পিতা-মাতাই জ্বানে—আর সন্তানের জীবনেও পিতা-মাতা রে কী জিনিশ তা অনায়সেই প্রত্যক্ষ করতে পারি—যথনই কোন পিছুমাত্ইন অনাথ শিশুকে আমরা দেখি। এতথানি ভূমিকা করলাম এই জল্পে যে, আমার পুত্র আন্ধ তোমার কল্পার পাণিপ্রার্থী এর তোমার কল্পা আন্ধ আমার পুত্রকে বরণ করতে ইচ্ছুক—এদের এই যুগল ইচ্ছাকে আমি অভিনন্দিত করবার মানস করেছি—তুমি এর স্ববালা এদের মিলিত জীবনকে কি প্রাণ ভবে অশীর্কাদ জানাবে না!

'এর পরে করেকটি কথা আমি তোমাকে স্মরণ করিরে দিতে চাই
—তোমাদের পক্ষেও ঋণৃ-শোধের এমন উপলক্ষ আসবে না—আমার
পক্ষেও সে দান গ্রহণ করবার আর অক্স-কোনো উপলক্ষ আসবে না।

'মনে থাকতে পারে—তোমার আর প্রবালার মিলনের মধ্য আমি বে পার্টটি গ্রহণ করেছিলাম সেটি নিতাস্ত অবহেলার যোগাছিলো না। প্রবালার দরিদ্র পিতা যথন কিছুতেই মেরের বিবাই দিতে পারছিলেন না এবং তথনকার আট বছরের গৌরীদানের যুগেও যথন প্রবালা বোলো বছরের হ'রে ঘরে থাকলো—সেই সমরে তাব সঙ্গে তোমার দেখা আমার স্বামীর প্রেই হয়েছিল—এব যুবজনোচিত মুগ্নতার তুমি তাকে না-পেলে আত্মহত্যা পর্যাই করবার সংকর করেছিলে এবং তোমার দান্তিক পিতা বলেছিলেন, "ভিথারীর ঝাড় বাড়িতে আনবো আমি ? আমি কি শেবে বিজরে বাপ হরে বিজরের ইচ্ছাকেই বড়ো করে দেখবো ? তার চেয়ে অমন ছেলেকে আমি চাবুক দিরে সোজা করবো না ?"

এই সময় আমি কলম থামিয়ে অবাক হ'লে মার মূখে<sup>র দিকে</sup> তাকিয়ে বললাম 'কী আশ্চর্য !'

উনি বললেন, 'আশ্চর্য বইকি, মা—নিজে ভুক্তভোগী হ'য়েও <sup>তিনি</sup> বাপের দক্ত ফলালেন তোমার উপর ! হ'লো তো শিক্ষা?'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম 'কিন্তু আপনাদের <sup>স্ক্রু</sup> বাবারই বা কী ক'রে আলাপ, মারই বা কী ক'রে আলাপ !'

মা বললেন---

'আমার শশুর ছিলেন মন্ত উকিল। প্রথম পাশ ক'রে বি<sup>র্কা</sup> আমার শশুরের জুনিরর ছিলেন জনেক বিল**্লেই**, সমর ভো<sup>রা</sup>

খন্তবের সঙ্গে ধুর খুন খনিষ্ঠতা হয়। উনি ভোমার বাবার চেবের বয়সে ब्ट्डा फ़िल्मन किछू, आत विरयुख आमारमत थून फ़ार्टी वस्त्रम स्टाइफ़िला। স্থবালার বাপের বাড়ি আর আমার বাপের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি বাড়। শ্যামল ধ্বন হ'লো--দে-সময়ে আমি বাপের বাড়ি ছিলাম-দেই সময়ে যে উনি গেলেন আমাকে দেখতে—তথন দক্ষে বিজয়কে নিয়ে গেলেন বেড়াতে। তথনই এদের দেখাশোনা হ'য়ে ব্যাপারটা ঘটলো। তোমার শ্বন্তর তো তথন ওকালতি করবেন না স্থির করেছিলেন, চাকরি করছিলেন—ই স্থলমাগ্রারি। পরে অবিশ্যি বাপের পীড়াপীড়িতে ল' পাশ করে উকিল হয়ে বসলেন এবং বলাই বাহুল্য তথন আমার খন্তর সমস্ত মনটা ছেলের দিকেই দিয়েছিলেন। বিজয় তথন স্মবিধে না-হওয়ায় চ'লে এলো কলকাতা। একেবারে হাইকোর্টে এসে বসলো। সে কি আজেকের কথা নাকি! তিরিশ বছর হ'ষে গেলো। হাা, কী না লিখছিলে পড়ো তো একটু—আমি চিঠির শেষা:শটুকু পড়তেই তিনি আবার বলতে লাগলেন—'তোমার বাবার এই কথা তনে ভয়ে তুমি এতটুকু হ'য়ে গেলে—আমার স্বামীকে বললে, 'আপনি তো ইচ্ছে করলেই আমাকে রক্ষা কবতে পারেন—আপনি আমাকে বাঁচান।' তিনি বললেন, ভৈবো না বিজয়, তোমার বৌদিকে ধরে পড়ো, ভিনি নিশ্চয়ই গতি ক'রে দেবেন।' স্থবালকে আমি কত ভালোবাসভাম তা বোধ হয় স্থবালা মনে ক'বে না-রাথলেও ভূলে योग्रनि ।

শনে আছে ? স্থবালার গায়ের সমস্ত গছনা তথন আমি গড়িরে দিয়েছিলাম ? আমার স্থামী তোমাকে বিবাহেব খরচ বাবদ ৫০০০ টাকা দিয়েছিলেন—সমস্তই তৃমি ধার ব'লে নিয়েছিলে। তোমার বাবার বাকি দাবি এই ৫০০০ টাকা যোগ ক'রে স্থবালার বাবা সর্বস্থাস্ত হয়ে মেটালেন। ধার তুমি শোধ করোনি, এই নিয়ে অভিযোগ আমি করবার জন্ম এই চিঠির অবভারণা করিন—বিবাহের পরে ভোমরা স্থামি-স্লোভে যথন অঞ্চপূর্ণ চোধে আমাদের কৃতজ্জভা জানিয়েছিলে তথন আমাদের পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলে, "এ-ঋণ তো আমাদের জীবনে অক্য হ'য়েই রইলো, তরু যদি কোনোদিন আপনাদের কোনো কাজে লাগি তো নিজেদের ধন্ম মনে কববো।

কালের প্রভাব বড়ে বিষম—উনি ওকালতি শুরু করাতে তুমি
ক্ষু কলে—চলে গেলে কলকাতা—তার পর স্থাথ হঃথে কত দিন
কাটলো (অবিশ্যি যদিন তুমি বিখা)ত না কয়েছিলে—যদিন পর্যস্ত ভোমার ফী-ই ভালো ক'রে জোটেনি তদিন এক-আধখানা চিঠি
লিখতে) কিন্তু যথন থেকে বড়োমানুষ হ'লে আর থেঁজি খবর নেবার
প্রয়োজনও তোমার মিটে গেল।

'আমি কলকাতার আছি অনেক দিন—তোমার থবর অবিশ্যি জানতাম না—নেবার আগ্রহও বেংধ করিনি—কিন্তু প্রথম যেদিন তোমার মেয়েকে দেথলাম—ঠিক এই বর্নের স্থবালা ভেনে উঠলো আমার চোখে। থবর নিয়ে জানলাম, সন্দেহ আমার অমূলক নর।

'আজ তোমার কম্মাকে আমি পুত্রবধ্বপে গ্রহণ করলাম। আশা করি কারমনোবাক্যে তাদের জীবনকে জয়্যুক্ত হবার আশীর্কাদ করে আমাকে চিরকৃতার্থ করবে। এই আমার নিবেদন—ইতি

তোমার বৌদি অক্সড়তী মিত্র'

### হে বনস্পতি

ग्दांब वत्नां भाषांब

এই ত' এখানে গ্রামের প্রাস্ত স্কর্দ শ্যামল স্নেহের ছায়ায় ছেঁ।য়ানো গ্রাম, ছ'ধারে কেবল মাথা তুলে দেওয়া তরু বন-তুলসীর ঝোপ ঝাড় অবিরাম।

> তার মাঝে এই গ্রামের প্রাস্কটিতে বহু বছরের বৃদ্ধ বনস্পতি কত দ্ব হতে ধরা দেয় দৃষ্টিতে চরণে তাহার ভূগপুঞ্জের নতি।

হে বৃদ্ধ বট, আজ কত দিন হ'ল
মূল মেলে দিলে মাটির নরম বুকে—
হে বৃদ্ধ বট, কত দিন হ'ল বল
দেখেছ এ-গ্রাম ইহারই হুঃখে সুখে।

তোমার ছারায় মেতুর পথের পরে
দেখেছ কত না বধ্ব গ্রাম-প্রবেশ
কত উৎসব আবার বিবাদভরে
দেখছ কত না জীবন-পথের শেব।

মনে আছে সেই শ্রাবণ প্লাবন রাতে ময়ুরাক্ষীর অভিসার উন্মাদ ? পাগল, নেচেছ মেলে দিয়ে ৫ই হাতে ময়ুরাক্ষীর ভেঙে গিয়েছিল বাঁধ।

> এই ত' দে দিন বছৰ হুয়েক আপে আকালের দিনে তোমারি এ পথ ধরে নারী আর নর অভিমানে আর রাগে চলে গিয়েছিল সারা গ্রাম থালি করে।

চ্ডায় তোমার শকুন মেলিল ডানা, বর্ষার ধারা পাতায় পাতায় ঝরে' অঞ্চধারায় ভাসাইলে পথ থানা বিক্ত গ্রামের হাহাকার বুকে করে।

> হে বনস্পতি তুমি ত' জানই সব মহাকাব্যের মহানায়কের মত সয়েছ বিরহ মরণ মডোৎসব সয়েছ বর্ধা সয়েছ প্রাকৃত ।

## " เลโทโนโนโน

#### গ্রীবারীক্সকুমার ঘোষ

#### দশম পরিচ্ছেদ শ্রীব্যরবিন্দের অতিমান্স সিদ্ধি

আরবিন্দের প্রতিপাদিত দিব্য সিদ্ধি ও দিব্য জীবন ভারতের
যুগ-যুগান্তের যোগ সাধনার ধারা থেকে আপাতদৃষ্টিতে
একেবারে ভিন্ন দেখালেও আসলে ভিন্ন নয়,—সেই পূর্ব পূর্ব আচার্য্যদের
অক্সত যোগসাধনারই ক্রম-পরিণতি। ভারতের দশন ও প্রমার্থ
চিন্নভাল এ রকম ইহবিদুও ছিল না, এ ইহবিদুওতার ছাপ পড়েছে বৌদ্ধ
বুগের পর থেকে। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ পথ ও আত্যন্তিক তৃঃও
বিদুক্তিই শহরের মায়াবাদের জনক, এই জন্ম শহরের দশনামী
সম্প্রদার ও গৈরিক বল্লে পরিণত হরেছে। উপনিষ্দের দৃষ্টিভঙ্গীতে
এই তুঃথবাদ ও ইহবিদুওতা নাই, সে ছিল আনন্দবাদের সাধনা
—পরম সুখস্বরূপের, মৃক্ত অথচ বিভেষ্ট্যময় ভাগবত স্বরূপের সন্ধান
—বিশ্বক্রাণ্ড বাঁর জানন্দ্যন লীলা-বিগ্রহ।

এত দিনে শ্রীঅববিন্দের সাধনা সেই আর্য্যক্রষ্টির পর্ণ আদর্শে ফিরে এসেছে। মামুধকে তার এই জড় জীবনকে এর অন্তর্নিহিত সত্যের ছন্দে বিকশিত করতে গেলে উর্দ্ধের সেই সত্যে আরোহণ করতে হবে, তার স্বৰূপ উপলব্ধি করতে হবে, মানুষকে হতে হবে সেই সভ্যে ভন্ময়। ভার সঙ্গে সঙ্গে আসবে সেই উপলব্ধ ও আপন সন্তার আত্মদাৎ করা সভ্যকে নীচের জীবনে রূপ দেবার, উদ্ধ থেকে নীচে অব্ধি সমগ্র সত্তাকে সেই পূর্ণ জ্ঞানে আনন্দে অগ্নিময় করার পালা। এত দিন ভারতের সাধনার ইহবিমুখতায় চলেছিল এই সতো ৩ধ অংরোহণেরই সিদ্ধি। অপূর্ণ বিক্লত অপুরুষ্ট জীবনকে না ছাডলে যোল কলায় পূর্ণ জীবন হবে কি করে ? ভাই চলেছিল এই বর্তান, এই সম্ন্যাদ, এই বিবতি। এখন ভারতের কুষ্টি ও সাধনার ভগীরথকে শঙা বাজিয়ে আবার নামিয়ে আনতে হচ্ছে সেই স্বর্গের অলকনন্দাকে মর্ত্তোবও জীবনদায়িনী জাহ্নবীধাবারপে। শ্রীঅববিন্দ ভারই শখহন্ত ভগীরথ। তিনি সেই মহাশিব বাঁর জটাজুট-জালে এই স্বর্গ-গঙ্গার অবতরণ বেগ ধারণ করা সম্ভব হয়েছে, দীর্ঘ সাধনায় এই ভপোময় মহাপুরুষ সে অটুট সামর্থ্য অর্ঞান করেছেন,—আবিদার করেছেন জড়কে এবং জড়াঞ্জিত প্রাণ ও মনকে প্রম চেতনায় মেলে সেই দিবা তত্ত্বে পরিণত করার, জ্বামরণধর্মী মানব-ধারাকে অতি-মানবের ভাগবত ওমুতে কপাস্তব করার পয়া।

প্রীমরবিন্দের সিদ্ধির স্তবগুলি তাই আর এক স্বতন্ত্র ভাবে নির্দিষ্ট হরেছে, মন কতথানি স্ক্র হলো—কতথানি তহুতা লাভ করে ছুলের সংস্কার ছাডিয়ে উঠলো, স্থির দীপ্ত সমতার গলে অটল লীন শিবভঙ্গে কতথানি একাকার হয়ে গেল, কেবল এদিক দিয়েই তাঁর সিদ্ধিকে মাপা হয় নাই। কারণ, প্রীমরবিন্দ-ক্ষিত দিব্য জীবনের প্রমা সিদ্ধি জীবের তথু প্রমুহুত্বে আবোহণের ও প্র্বুসানের কাহিনী নয়, এ হচ্ছে সেই পরা তত্ত্ব জীবের ক্লায়নেরও কথা, মতীকরণেরও কাহিনী। তাঁর ত্ত্বিহিনীক ক্ষম্ব বলা বন্ধ নাই, সেই ক্ষাতীত

পরম বস্তুই সংস্তৃত হরে ওটিতে জড়াকার হরেছে, আবার আপনাত্ত মেলে-মেলে আপন উদ্ধের মহিমার ও আনস্ত্ত্যে লে প্রতিষ্ঠিত করবে নিজেকে; এই হচ্ছে অখণ্ডের কোলে খণ্ডের জাগার সার্থকতা, শিবতত্ত্বের কোলে জীবভাবের সামঞ্জস্য ও পূর্ব সিদ্ধি। তাঁর মড়ে এইখানেই অরপের রূপ গ্রহণের বহস্তা আছে নিহিত।

শ্রীক্ষরবিন্দের এই নৃতন পূর্ণবাদ কি করে হিন্দু শাস্ত্রের আ'শিক মোক্ষরাদেরই খাটি fulfilment বা পূরক তা' বৃষতে হলে তাঁর তিন বংগু পূর্ণ অভিনব দর্শন "দিব্যক্তীবন" Life Divineগানি পড়তে হয়; বৃষ্কেতস ভারতেব নির্ম্বাণমুক্তি পরম প্রক্ষে জীবের আত্মনমজ্জনের পরিবর্তে মান্ধবের সাধনাকে তার পূর্ণ বিকাশ ও সিদ্ধি আদর্শে কি করে তিনি নিয়ে গেছেন তা' তাঁরই অপূর্বর যুক্তি অমুসরণ করেই বোঝা দরকার।

ত্রীয়ে জীবের আত্মবিলয়ের পরিবর্তে তিনি কি দিছেন মানুষ্যক ?—"Our call must be to live on a new height in all our being"—"নতন এক উদ্ধতৰ চেতনাৰ সকল সতা নিয়ে বাঁচার—কপায়িত হবার ডাক আমাদের এসেছে। \*Elevation and expansion—our mental, physical, vital existence need not be destroyed by our self exceeding, nor are they lessened or impaired by being spiritualised They be come much richer, greater, more powerful more perfect."—"জীবনেৰ উদ্ধাতৰ স্থিতি ও ব্যাপ্তি এই হচ্ছে লক্ষা—আমাদের মন, প্রাণ ও জড় সত্তা এই আত্মবিস্থাতির ফল অমত্রীকরণের ফলে নষ্ট বা ধ্বংস হবার কোন হেতু নাই, তাদের : কোন রকম ক্ষুণ্ণতা বা হাসও ঘটবে না, জীবনের এই পারমার্থিক পরিকর্তনে সেগুলি বরঞ্চ এর ফলে হবে সমৃদ্ধতর, বুগত্তর, অধিকতর শক্তিমান ও পূর্ণতর। Our true happiness is in the true growth of our whole being"-"আমালে সতাকাব স্থা আমাদের সকল সন্তার থাটি বিকাশেই<sup>®</sup>। শ্রীমর্বিশ তাঁর যোগদাধনায় ঝোঁক দিচ্ছেন বিকাশের উপর, সমৃদ্ধির উপর, আত্মবিলোপের উপর নয়।

"Growth into full mental being is the 1st transitional movement towards human perfect tion and freedom, it does not actuely perfect it, does not liberate the soul, but it lifts us one step out of the material and vital absorption and prepares the loosening of the hold of Consciousness"—"মৃক্তি ও পূর্ণ মানবত্বের পথে মনের সর্বাধীন বিকাশই প্রথম ধাপ, মানুবের আত্মার পূর্ণতা ও মুক্তি না দিতে পারলেও এই মানস পূর্ণতা চেতনাকে জড়ের ও প্রাণের রাজ্ঞান থেকে দেয় মৃক্তি। মনের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তার দৃষ্টির পানিধি বাব বাণিক হয়ে, মন হয় স্বাধীন ও স্বরাট, তার গুপ্ত বৃহত্তর শক্তি ব্রজ্ঞানতে থাকে—তার আধ্যাত্মিক রূপান্তবের (spiritualisation) ফলে।

মনের তিন রকম বিকাশ—ত্রিধা রূপান্তর সম্ভব এবং তা পনে একটির পর একটি খতঃই আসে। মনের চিন্তা, জ্ঞান বিচারি শক্তি বাড়াতে বাড়াতে আমরা পাই উজ্জ্বল মানস পুরুষ intellectual giantকে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে; এই বিকাশ আরও কিছু ব্ এগিরে গেলে আরম্ভ হয় মন অভিক্রমের পালা, ভার পারমার্থি ক্রপান্তর,—বিপুল নীরবভার মাঝে সে পায় আসন, কুলে বাসনার্থ

ভরঙ্গ যেথানে স্থির হয়ে এদেছে সেই বিশ্বচেতনায় cosmic consciousnessএ সে করে প্রবেশ, ক্ষুদ্র অহমিকা সে বিপূল প্রশান্তিতে গলে যায়, শাপমুক্ত জীবচেতনা যুক্ত হয় পরম শিবেব সহিত। এইগানে অতীন্দ্রিয় বিভৃতি ও সিদ্ধি সব জাগতে ভাগতে সাধকের প্রবেশ ঘটে অভিমানস রাজ্যে supramental (transformation) regions এ।

অভিযানবেৰ এই পরাভূমিৰ আছে অনস্ত বৈচিত্র্যা, এখানকার সমৃদ্ধি ও মহিমাৰ শেষ নাই-- Here we enter the domain of the infinite'—এইখানে আমরা প্রবেশ করি অনন্তের মহা সাত্রাজ্যে। শঙ্গের পব উত্তঞ্গত্তব শঙ্গে উঠে চলেছে এই ভূমির উচ্চ বিপুলতা, নীচের মন থেকে দিব্য মনের মাঝে বিস্তৃত রয়েছে বভ উজ্জ্ব দীল গুলিত কাঞ্চনাভ ভূমি সব। 'It is an incessant gradation. There is no gap anywhere.' अविकास স্তাপ্রম্পরায় বিস্তীর্ণ এই ধামগুলিব মানে কোন ছেদ নাই। তবু মানুগকে বোঝাবার জন্ম শ্রীকারবিন্দ করেছেন সুন্স মনেব পারে এই ভানদীপ্ত দাবগুলির (luminous approaches) চাবটি কিলাগ-তারা হছে Higher mind, Illumined mind, Over mind & Super mind—मत्यां वा मळान मन, मी थ মান্স বা জানোজ্জল ভাগ্ৰত মন ও উত্তৰ মান্স বা উৰ্দ্ধতৰ মন। মন থেকে পারমার্থিক মনে জেগে মানুষ চলতে থাকে প্রামনের হৈম লোকে এই উজ্জ্ব সিংহদারগুলি পার হয়ে হয়ে, উদ্ধের এক্যে ও দীগু জানে তথন সকল বৈচিত্রা যায় সমরসভায় স্থসমঞ্জস হয়ে।

এট অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও বিকাশ সম্ভব হয় এট জন্ম মে, আমাদেব এই অপবিণত কৃদ্ধ মনেরই সম্পটে আছে শতদকের নিম্পালিত দলগুলির মতে এই সব উজ্জ্বল মান্সভূমি। আমাদের স্তার ুন্তনিক্তিও লীন হয়ে আছে নিখিল শক্তি ও সিদ্ধি; মনই তাই চলে আপন ৩৪ ও লুপ্ত এশ্বর্যা উদ্ধাব করে। যাছিল সঙ্গীর্ণ দেহাস্থৰ্ণত কল্প অহং চৈতন্ত্ৰ—"Nature of Ignorance with the individual as its closed field," তা ক্ৰমশঃ হয়ে যায় মৃক বিপুল; অজ্ঞান ও অন্ধ সজ্ঞান থেকে পূর্ণ জ্ঞান <sup>দিনিপুতে</sup> জীবচেতনা জাগে—চৈত্য পুরুষ থেকে ক্রমশ: দিব্য পুরুষে। <sup>ক্ষম্ম</sup> ভীক-চেতনা ক্রমশ: বিরাটের ছাঁচে নিজেকে নেয় চেলে— The individual must have sufficiently universalised himself, he must have recast his individual mind in the boundlessness of a cosmic mentality, enlarged and vivified his individual life into the immediate sense and direct experience of the dynamic motion of the universal life, opened up the communication of his body with forces of universal nature, before he can be capable of a change which transcends the present cosmic formulation and lifts him beyond the lower henisphere of universality into a consciousness belonging to its spiritual upper hemisphere."

শ্বিন বিশের কথিত জীবচেতনার এই আনস্থার ছাঁচে ঢালা

ক্তা ক্পান্তরিত আধারের সকল ত্রার খুলে যাবে অথপ্রের দিকে,

মন ২বে বিপুলে বিস্তারিত, প্রাণ হবে অনস্থ প্রাণসিদ্ধর সঙ্গে যুক্ত

থবং সেই শক্তিতে সঞ্জীবিত ও সক্তিম, দেহের সকল থার বিশ্বপ্রতুতির

কাছে হবে মৃক্ত ও যুক্ত; এই রকমটি হ'লে তবে জীবের শিবত্ব সাচ্চ সম্ভব, তবে স্পষ্টির নিয় অজ্ঞানমণ্ডল থেকে উদ্ধ জ্ঞানমণ্ডলের ছব্দে সম্ভা হবে রূপায়িত ও ছন্দিত।

স্পৃষ্টির আদি সংকরের (original intention) বশে নিঃস্ত ও ছদ্দিত এই জড় স্পৃষ্টি বা স্থুল রূপায়ন—এর মাঝে উর্দ্ধের সেই সভ্যোজ্জল ঐক্য স্থাপন করা শক্ত। এই সঙ্কীর্ণ মৃঢ় অবচেতনার সঙ্কোচনের রাজ্যে বিপুল ও সমগ্রকে—পূর্ণকে জাগাবার বাধা হছে এর ঐ জ্জানমূখী আদি প্রেরণা। এখানে জাবচেতনা তাই ছিন্ন, বিযুক্ত, কন্ধ্ব; তাকে বৃঝতে হবে নিজেকে পরম শিবের কেন্দ্র বলে, তারই সভায় ও দীপ্তিতে সভাবান বলে, পরম ভাগবত পুরুষের প্রকাশ-বিন্দু বলে—"As a power of the supreme being, limited only by the potencies of the supernature, boundless except by its own truth, self-law and will."

সেই স্ত্রাধ্য অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তার অনুমোদনে তুমি সক্তিয়, এই জ্ঞানে স্প্রভিত্ত হলে ভোমার প্রতি কর্ম হবে সেই স্বংম্প্রকাশ প্রম্ স্থার জ্ঞানে দীপ্ত ও স্বভঃক্রিয়, ভেমান আমাঘ ও অনিবার্য্য—"You receive the sanction of the Infinite because you are yourself a centre and formation of the supreme 'Purusha' and Nature. You then act with the luminous authentic spontaneity, the infallible motion of the self-existent truth of the spirit."

শ্রী অরবিন্দের এই মন ও অধিমানসের মাঝের ভূমিগুলির বিভাগ আর যোগবাশিঠেব করেছা, বিচারণা তর্মানসা সন্তাপত্তি পদার্থা-ভাবনী ও তুষ্যগা আদি সপ্তধা প্রস্তার প্রান্ত বিভাগ পৃথক্ হলেও আসলে একই।

প্রভাব প্রান্তভূমিগুলিতে ক্রমশা ভীবভাবের বা অহং বোষের কর্ম থটিছে বলেই স্থুল চঞ্চল মন প্রশাস্ত হচ্ছে। মনের চাঞ্চলাই তার থগুতার কাবণ, প্রশাস্তিই তার বিভৃতির অর্থাং অনস্তের সঙ্গে প্রক্রের বর্ষারণ। শাস্ত্রকার নিরেধাত্মক negative দৃষ্টি থেকে দেখে এই প্রভাব প্রান্তভূমিগুলি ভাগ করেছেন; প্রথমে বিষয়ের ত্রংথময়ত্মের জ্ঞান, ভার ক্রেশ ক্ষয় চেষ্টার অপগম বা সংযমের নিরুত্তি, ভার পর ভর্মানসার চরমগতি বিষয়ে পর্যন্ত জ্ঞাসা বা কৌতুহল নিরুত্তি, এবং চতুর্থ ভূমিতে ধর্মোংপাদনের চেষ্টা অবধি নিরুত্তি অর্থাং সাধনা পরিহার এই চার রকম কার্যাবিমুক্তি ঘটবার পর আবার সাধকের ভিন্তি চিত্রবিমুক্তির ভূমিও পার হওয়ার দরকার হয়ে পড়ে—ভোগ অপবর্গ, নিরুত্তি, ক্রিষ্টারিষ্ঠ সংস্কার অপগম ও কৈবল্য বোধে বা প্রজ্ঞায় স্বপ্রকাশ অটল আসন লাভ!

শ্রীঅরবিশের মানস থেকে অধিমানস ভূমি লাভের সাধনা ঠিক কিছ

এরকম নিষেধাত্মক ও নির্ভিম্লক negative দৃষ্টি থেকে দেখে ভাগ
করা হয় নাই। এ শ্রেণী-বিভাগে বরঞ্চ প্রাপ্তির দিকটাই লক্ষ্য করে

সঙ্কীর্ণ জীব ভাবের বিপুল থেকে বিপুলাভর এবং সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর এক
ঐর্থাময় অবস্থাই লাভই দেখান হছে। এই উভর প্রকার ভূমিই
সিদ্ধির ভূমি, উভয়ই কুলের বিপুলাকরণের ক্রমপরিণতি, ছই পথেই
পাই অহং ভাবের সন্ধার্ণ চঞ্চল খেলার নিবৃত্তি বা পরিহার—বৃহৎ
স্করপের বিকাশ। পূর্ব্ব আচার্থারা এর লাভের দিকটিতে লোর দেন
নাই, তাঁরা সংকার কর ও ভোগাপুর্বিনিন্ত্রই পরম লাভ বিশ্

ৰরেছেন। জীবের এই ক্রমমৃক্তি ও ক্রমকৈবল্যের ফলে তার ষ্ট্রশ্বরত্ব লাভ বা পরম ভাগবত গতির কথা তাঁ'রা চিস্তা বা লক্ষ্য করেন নাই। স্থাইর মাঝে ওধু "না"— ওধু নিবৃত্তিই নাই, **"না''ই স্পষ্টিতে** ফুটে চলেছে বিপুল থেকে বিপুলতর <sup>\*</sup>হাঁ"এ। সাধনার ফলে-ক্রমপরিণভির বশে যা' থসে যাচ্ছে তা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, যা' লাভ হচ্ছে তা' বুহুৎ ও ব্যাপক; নিবুত্তি আনছে হাত ধরে পরম লাভকে। ত্রীঅরবিন্দ দেখেছেন এই ছুই দিককেই, ষ্টিনি নিবুক্তিকে পেয়েছেন প্ৰম সিদ্ধি ও ঐশর্য্যের উপায়রূপে। জীবের অহংভা⊲ের নাশে তার∙সতার ধ্বংস হয় না, হয় তার ক্ষুক্ততা ও দৈক্ষের অপগম, সন্তার বিস্তার, সন্তা গুটিয়ে হয় অহং, ছড়িয়ে পুনুর্বলি বুহুৎ হয়ে হয় আপন প্রম স্থরূপ; অহং ভাব ভারে একটা মুখোস, তার ছম্মাবেশ, তার ভাবাস্তর গ্রহণ। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব ঋষি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে আমাদের স্বরূপের এই গুটিয়ে যাওয়া ও ছড়িয়ে পড়ার খেলা, এই জীবত গ্রহণের লীলা ও শিবত্ব লাভের প্রাণালী, স্থারে স্থারে সাধনার দৃষ্টিতে ক্রেগে উঠেছে পরম স্থরপের এই ক্রম-আরোহণ ও ক্রমাবতরণের ধাপ বা অবস্থাগুলি।

দেহাত্মবৃদ্ধি সাধনার সমভাব ফলে যুভুই কমতে থাকে ততই 🖰 িছোট আমি"র নাশই তথু হয় না, সেধানে হয় "বড় আমি"র জন্ম। म स्त्रा, त्म विखात, त्म वृद्धि हठीर हय ना-हब शाल शाल, खरव স্থার, বিপুল থেকে বিপুলভর মুক্ত থেকে মুক্তভর অবস্থা পেতে পেতে। দেই অবস্থাগুলিকে বিচার করা যায় কতথানি দৈক সংকীৰ্ণতা কুদ্র আমি থেকে খনে গেল সে দিক দিয়ে যেমন, তেমনি সে অবস্থাগুলিকে বিচার করা যায় উদ্ধের কি কি সব ব্যাপ্তি, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ ভাতে জাগলো সে দিক দিয়েও। যে সাধক নিবুত্তিমুখী সে স্বভাবত:ই ছান বা মুক্তির দিকটাই দেখে, তার ঝোঁক থাকে নিজের ছোট আমিকে পর্ণের মাঝে ডবিয়ে দেবার দিকে—এক হিসেবে আত্মঘাতের দিকে: আত্মবিলোপের নেশায় সৈ চলে ছোট আমির সব কিছু মুছে কেলার কোঁকে। যে বুদ্ধির লোভী, পাওয়ার ভিগারী সে খোঁকে **শক্তি জান আনন্দের পুঁজি, অধ্যাত্ম জগতের পুঁজিবাদী সে, তাই** সে হয় সিম্বাইএর পূক্তক, Miraclesএর সন্ধানী, তার মাঝে আছে পৃষ্টির 'হা' বা positive দিকটার ঝোঁক। শ্রীমরবিশ এই সুরের উদ্ধে, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণভার সাধক, তাই তিনি দেখিরে দিয়েছেন পূর্ণ ত্যাগের হারা পূর্ণ প্রকাশের পথ।

শ্রীজরবিশের Higher mind তাঁর কথার হছে a luminous thought mind, a mind of spirit-born conceptual thought—দীশু চিম্বা বা আত্মান্ত সংকরের এই বন হছে অজ্ঞানের তমসার রাজ্যে মানস জ্ঞানেএই প্রথম সুস্থান জ্মা। এখানকার সিদ্ধ সংকরগুলি জীবস্ত স্পষ্টির বীজ, নিজম্ব আইনিহিত শক্তির বলে এই সব সংকর বহুমুখী হরে রুপারিত ও সকল হরে ওঠে। নলিনী হুপ্তের কথার সংবাধী বা সজ্ঞান বোধমর এই মন আমাদের অজ্ঞানাবৃত মনেএই চালক। এ সংবাধী যুক্তি বিচারে জ্ঞানের দিকে হাভড়ে হাভড়ে চলে না, কারণ এর ভিক্তিভূমি অজ্ঞান নয়; এই দীপ্ত সংকর মন খেলে আত্মজ্ঞানের আলোর, ক্রীভূত সিদ্ধ চিস্তার এ গতি এক পলকে দেখে নের অনস্ত তম্বক, ক্ষেই অজ্ঞিত বিচারজ নয় এ জ্ঞান, এ হছে উদ্ধেব জ্ঞান-সূর্ব্যের আত্মহাল—নীচের স্ক্রেক্সম্বাভাতে।

তার পরে জাগে দীপ্ত মানস Illumined mind; জ্যোতির্মা এ মনে নাই চিন্তা, আছে আলো; নাই করনা, আছে দৃষ্টি—"A mind no longer of higher thought but of spiritual light;" জ্ঞানের বিহান্ধীপ্ত এখানে এসে শাঁড়িয়েছে প্রশান্ত ব্যাপ্ত দিবালোকে, এগানে আছে জ্ঞানের বিপুলতা ও অনম্ভ পরিপূর্ণ শান্তিও আনন্দের প্লাবন; জ্যোতি এখানে স্পষ্টি-শান্তিময়, উদ্দের এ হৈম প্লাবনে আছে রূপান্তবের আমাঘ বীধ্য। এ মন চিন্তা বা সংকরের ধার! কাছ করে না, এ চলে খবিদৃষ্টির ঘারা—চিন্তা হচ্ছে যার বন্ধ, জ্যোতি হক্তে আত্মার বতঃসিদ্ধ আলো। "As Higher mind brings a greater consciousness into the being through the spiritual idea and its power of truth. so the Illumined mind brings in a still greater conciousness through a Truth sight and Truth light and its seeing and seizing power."

তার পরে জাগে Over mind উত্তর মানসভূম। বিশায়ত এনভূমিব ক্রমে উদিত বিপুলতায় অহং বুদ্ধি ক্রমশ: যায় গলে, সব কিছু হয়ে বায় অথগু সীমাহান, অহং থাকলেও সেই মহাসিদ্ধুর তরক ক্রীড়া হয়ে তাঁ জাগে। এথানে দেহ মন প্রাণ হয়ে থাকে জনস্তের আপৌক্ষের প্রকাশ-ক্ষেত্র, সর্ব্বেগ এই সত্তা বিশ্বকে নিয়ে বোণসিদ্ধ্ হয়ে উদিত থাকে, জীব-বৃদ্ধি হয় সেই শিবছের প্রকাশবিদ্ধ, "Individual in fact of excistence but impersonal in feeling \* \* \* a being who is in his essence one with the Supreme Self, one with the universe in extension and yet a cosmic centre and circumference of the specialised action of the infinite."

ভাষর বিভামর Higher mind ও দীপ্ত দৃষ্টিমর মন Luminous mind ঘুই-ই কাজ করে অহমিকার গণ্ডীর মধ্যে —ব্যক্তির নিরুদ্ধ ক্ষেত্রে; ভাব ফলে প্রসারিত ও জ্ঞানোজ্জ্গ হয় দেক্ষেত্র, ব্যক্তিগত অজ্ঞান বার গলে হ্রাস পেরে, ক্রমশং গড়ে ওঠে একটা সম্ভাবনা বিশ্বায়ত অথণ্ডের দেই অপৌক্ষয়ে থেলার। ভার পর নামে ঐ উত্তর মান্স Over mind—যার মাঝে বাজি হয়ে আসে গৌণ, তথন অথণ্ডের ভিত্তিতে রচনা ও রূপাস্তরে চলে ব্যক্তিকে ভেঙে বিপুল করে বিরাটের স্বরূপে ঢেলে। এইখানে নিয়ার্দ্ধমণ্ডলের অজ্ঞান ভূমি ও উন্ধ জ্ঞান-মণ্ডলের মাঝের ব্যবধান বার সরে, গুই মণ্ডল হয়ে বার রূপে চলে গতিতে একাকার।

এখানেও Over mind এর খেলায়ও কিছু থাকে ছাতজাতার ভাব; এখানে অথও এদে খণ্ডকে কোলে নিয়েছে আপন জ্যোতির সন্তার বিশূল করে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাত্ত্যা তখনও বজার আছে। দে ছাতজ্য বা বৈশিষ্টাপ্তলি সেই পূর্ণেরই এক এক দিক, অনন্তথা প্রকাশ; তাদের মাঝে কোন ভেল নাই, সম্পর্কহীন পার্থক্যের খণ্ডতা বা পীড়া নাই; দিব্যের স্থপ্তমে সামগ্রত্যে তারা সব স্থবাধা। এইখান খেকে সত্যকার পরাভূমিতে হর বাজার স্করু, সত্য থেকে পূর্ণতর সত্যান্তরে চলে মানবাদ্ধার গতি। অজ্ঞান এখান থেকে ক্রমণ: তিরোহিত হতে আরক্ত হয়েছে কারণ ব্যক্তিগত অজ্ঞানে নয় অবিভার মূল অজ্ঞানের উপর পড়েছে অধুক্তের cosmic আলো। অবিভার রাজ্য এখানে শেব হরে প্র

## আমরা এসেছি

ত্বাস্ত ভট্টাচার্য

কারা বেন আব্দ হ'হাতে গুলেছে, ভেঞেছে খিল, মিছিলে আমবা নিময় তাই দোলে মিছিল। হঃখ-যুগের ধারার ধারার ধারা আনে প্রাণ, ধারা তা' হারায় তারাই ডবিয়ে তুলছে সাড়ায় হৃদয়-বিল। তারাই এসেছে মিছিলে, আব্দকে চলে মিছিল।

কে বেন ক্ষুব্ধ ভোমবার চাকে ছুঁড়েছে চিল, তাই তো দক্ষ, ভয়, পুরোনো পথ বাজিল। আদিন থেকে বৈশাথে বারা হাওয়ার মতন ছোটে দিশাহারা, হাতের ম্পর্ণে কাব্দ হয় সারা কাঁপে নিবিল। তারা এলো আব্দ ছবার গতি ছোটে মিছিল।

আৰকে হাল্কা হাওয়ায় উদ্কু একক চিল, জন-ভরঙ্গে আমরা, কিপ্ত ঢেউ ফেনিল। উধাও আলোর নীচে সমারোহ, মিলিভ প্রাণের এ কী বিজ্ঞোহ! কিবে ভাকানোর নেই ভীক্ন মোহ কী গভিশীল! স্বাই এসেছে, তুমি আসোনি কো, ডাকে মিছিল

একটি কথায় ব্যক্ত চেডনা: আকাশে নীল,
দৃষ্টি দেখানে ভাইতো পদধ্বনিতে মিল।
সামনে মৃত্যু-কবলিত হার,
থাক অবণ্য, থাক না পাহাড়.
বার্থ নোডব, নদী হবো পাব খুঁটি শিথিল।
আম্বা এসেছি মিছিলে, গজে ওঠে মিছিল।

## মুহত'-বিলাস

গোপাল ভৌমিক

আৰেগের মাটিব প্রেলেপ
মন থেকে খনে বদি
খনে বাক্—
কবি না আক্ষেপ :
বৃদ্ধির ইস্পাত বদি
বক্মক্ করে সারাক্ষণ
কতি নাই—
বাক্ পুড়ে গুণ-ধরা বিবর্ণ এ মন।

অমুভবে আবেগের উদ্ভিত সময়—
মুঠো মুঠো হল অপচয়
অপাত্রে অকালে:
তবু কই জয়টাকা ভোমার কপালে।
একান্তে খরের কোণে তুমি ছিলে বঙ্গে—
আন্মনে সম্মোহ-বভ্সে:
সহসা আমার মনে আবেগের চেউ—
কানায় কানায় হল জড়ো,
মুগ্ধ স্থবে জানালাম—
এ বিশ্বে তোমার চেয়ে বড়ো
আর নেই কেউ—
এই কথা সত্য জেনো তুমি।
হ'জনের স্পান-সিক্ত আবেগের ভূমি:

একটি মুহূত 'শুধু—
উদ্ধাম আবেগে স্থমধুর—
ভার পর তুমি জামি
হুই জনে বহু বহু দ্ব ।
মাঝখানে জনতার উচ্চ ব্যবধান
মাধা ভোলে ধীবে অতি ধীবে:
বৃদ্ধির প্রথম স্থ দেখি তেজীয়ান্
আবেগ ফেনায়-কাপা সমুদ্রের শিবে।

নিছক জ্ঞানের ভিত্তি আরম্ভ হয়েছে বহুমূখীন সভ্যের শিবরমালা নিয়ে, উত্স থেকে উত্সভর মহিমাময়।

্ই হলো মোটের উপর প্রীজ্ববিদ্দ-ক্ষিত সপ্তধা জ্ঞানভূমির বাহিনী। তাঁর অপূর্বে স্থছন্দ যুক্তির ও জমোঘ সাক্ষাৎ দর্শনের বাষার তিনি বলে গেছেন এই কাহিনী তাঁর তিন থপু Life Divineএ পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে। এমন বিশ্দ করে খুটিয়ে মানচিত্র কথন কেউ আঁকেনি, কথন কউ বলেনি বা দেখার্যনি এমন সম্পন্ত ক্রমপরিণতির মাঝে বিশ্বে আলোয় ভাগে ভাগে থপ্তে ক্রমবিকাশ। সেই ব্যান্ত্রের ভূমিতে গিয়ে সব ভেল হরে বাছে পূর্ণের বছমুখী

বৈশিষ্ট্য, জড়ের উপাদান অবধি দেখা বাচ্ছে দিব্যেরই সংহত তত্ত্ব বলে; সত্য মিধ্যা হুই-ই গলে বাচ্ছে পূর্ণের বিশ্ব-কুক্ষিগত করা মহিমার।

বেদান্তের তুরীর আর শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণে অনেক প্রভেদ; দে তুরীর এই পূর্ণের আরোহণের দিকটুকু মাত্র; তার সচিচদানন্দ-মর ঐশর্যোর দিক নয়। যারা সাধনায় এই উপ্পূমির কিঞ্চিৎ আলাস far glimpseও পেয়েছেন, তারাই জানেন ড্যাগ ও প্রহণ এখানে একই যুগ্ম ক্রিয়া, শিবত লাভ মানেই জাবত্বের পরিহার; নিছক ক্ষয় বলে কিছু এ রাজ্যে নাই, বৃদ্ধিই ক্ষরের মত দেখার মাত্র; পূর্ণেরই বিলাস চলে হাসু ও কিন্তু কলার বৃদ্ধিত।

জিতি ভূমিষ্ঠ হবার পরের দিনই মেরেটি রোজকার মত তাদের
জন্ত রাল্লা করে দের। তথু ওল্লান্ডের সঙ্গে সে মাঠে বার না
লেদিন। ওল্লান্ডের কাকীই কাজ করতে হর। হুপুর গভিরে একে সে নীল
পোরাক পরে সহরে বার। বাজারে গিরে পঞ্চাশটি ভিম কেনে—বেশ
টাইকা ভিম। প্রত্যেকটির দাম এক পেনী। ভিমগুলি জলেতে কৃটিরে
লাল করবার জন্ত লাল কাগজও কেনে ওল্লাভ। তারপর ভিমের কৃডি
নিরে বার মিটির দোকানে। এক পাউত্তেরও বেশী লাল চিনি কিনে
বালামী কাগজে সতর্ক ভাবে মোড়ক করিয়ে নের। দোকানী চিনির
ঠাছাটা রাথবার সমর বাঁশের ঝৃড়ির তলার এক টুকরো লাল কাগজও
ইকিরে দিতে ভোলে না।

'নতুন মায়ের জন্ম বুঝি ?'

'প্রথম ছেলে'—উচ্চারণ করতে ওয়াডের বুক ফুলে ওঠে গর্বে।

'ভাগ্যবান্।' অক্তমনস্ক ভাবেই হলে দোকানী। দৃষ্টি তার স্ববেশী নতুন একটি খদ্দেরের দিকে।

প্রতিদিনই এরা এই
ধরণের কথা বহু লোককেই
বন্ধ বার বলে থাকে।
কিছ ওয়াতের কাছে
লাল তার বিশেষ ব্যল্পনা।
সে খুনী হরে ওঠে দোকানীর সোজতো। বার বার
ভাকে নমস্কার করে সে
দোকান থেকে বেরিয়ে
লাসে। ঝাঝালো রোদে
ধুলিধুসরিত পথে নেমে
ভাবে, ওর মত বুঝি ভাগ্যবান্ আর কেউ নেই
লগতে।

এ ভাবনায় প্রথমে

এল পুসক—ভার পরই

এল ভর। এ পৃথিবীতে বেলী সুখ সর

না। আকাশে-বাতাসে সব সমর পর

কাভর প্রেভাত্মারা ঘূরে বেড়ায় বারা

লোকের—বিশেষ করে গরীবের কুখ

শেখতে পারে না। হঠাৎ ওরাভ মোমবাতীর দোকানে চুকে পড়ে। এরা ধৃণ্ড

বিক্রী করে। সে চারটে ধূপকাঠি কেনে—

চার জনের জন্ম চারটে। সেই চারটে

ধূপকাঠি নিরে যার পৃথীমারের মন্দিরে।
এর আগে সে আর তার বৌ বে ধূপ পুড়িরেছিল তার ছাই এখনও অমে
আছে দেখানে। সেই ঠাণ্ডা ছাইরের মধ্যেই আবার ওঁজে দের চারটে
কাঠি। কাঠিগুলো সমান অলভে দেখে বাড়ী কিরে আসে গুরাঙ।
ছোট ছাতের নীচে এই হুটি ছোট বিগ্রহ অটল গান্তীর্ব্যে আসীন।
বিপদতারণের অসীম ক্ষমতা ভাঁজের।

जानभाव अकतिन व्यवस्ति जापात किरत जारन त्रार्क । क्लम कांका

সারা তথন। বাড়ীর উঠোনে তারা বান বাড়াই করে। তরাও আর তার বৌ পিটিরে পিটিরে শীব থেকে বান বিচ্ছিন্ন করে। তার পর চন বান বাড়া। কুলোর করে উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন করা বান ছেড়ে দের মাটিভে—বালি আর ভূষের মেঘ ওঠে বাতাদে আর সোণার কসল বির বির করে পড়তে থাকে মাটিতে। এর পর বাকি বারা থাকে শেষ কুলোর হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় তাদের। তার পর শীতের শভোর জয় মাঠে মাঠে আবার গম রোপণের পালা। বলদ জুতে ওরাও লাকন দের মাঠে আর তার বৌ কোদাল হাতে তার পিছু পিছু চলে—উত্তির মাটির ডেলাগুলি ভেকে ভেকে দেয়।

এখন মেয়েটি সারাদিন কাজ করে মাঠে আর শিশুটি পুরনো ছেঁড়।
লেপের মধ্যে অকাতরে বুমার মাটিতে। ছেলেটি কেঁলে উঠলে মা ছুট
এসে তার পাশে মাটিতে বসে বুকের কাপড় সরিয়ে মাই দেয় ছেলেকে।
রোদ পুড়িয়ে দেয় ওদের। শেব শ্রতের রোদে এখনও গ্রীমের

তপ্ততা যেন থমকে আছে। শীজে ঠাণ্ডা হাওয়া এলে তবে সেটুকু কেট যাবে। মা আর ছেলে মাটির মঙ

তামাটে হরে ওঠে। রেন
মাটির গড়া ছ'টো মৃতি।
ছেলেটির তুলতুলে কালে
মাথার আব চুলে জমে
ওঠে মাঠের ধূলি।

মারের বিস্তৃত বাদামী
বৃক থেকে তৃষারের মত
শাদা তথ উপচে পড়ে
ছেলের মুখে। একটি তান
থেকে শিশু বখন তথ চুবে
থার আর একটি তান
থেকে আপনা হতেই
গড়িরে যার তথ অবস্র
ধারার। মা সেটুক্ থরে
যেতে দেয়া। লোভী শিশুটির
যা' দরকার তার চেয়ে তের
বেশী আছে। অনেক

সম্ভানের জীবন-বস। সে বারে যেতে দের হেলায়। নিজের অজমতায় সম্পূর্ণ সচেতন মেরেটি। অনেক অনেক আছে। কখনও কখনও সে বৃক থুলে স্থনটি হাত দিরে তুলে হুখ গড়িয়ে বেতে দের মাটিতে বাতে না জামা-কাপড়ে লাগা ধরে। মাটি তরে নের সেই ধারা আর বেখানে পড়ে সেখানে একটি কালো নরম লাগ হয়ে বরে। নিতটি বেশ মোটাসোটা হয়েছে। বেশ শার্ভ

শিষ্ট। মারের অফুরছ জীবন-মুধা পান করে ধীরে ধীরে বড়ে উঠছে গে।
শীত আগে। এরাও শীতের জন্ত প্রথভ হয়। এবার বা বাল হরেছে এ রকষটি আর হয়নি কবনো এর আলে। ছোট তিন বরওরালা ভিটে বেন কেটে পড়তে চার। বড়ের ছাউনি বেওর বরের কড়িবরগা থেকে দড়ি ঝোলে তকনো রঙ্গন আর পেরারের কৃত্তি। বুড়োর করে নিজেনের করেও বসান শরের চাটাই কির্মি



অমুবাদক শিশির সেনগুপ্ত জন্মস্থকুমার ভাঙ্গী

ত্রী বড় বড় ডোল—ভাতে চাল আর গম ঠাসা। এর বেশীর ্রাগ্র বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু ওরাঙ থুব হিসেবী—অক্স সব পড়শীদের ভ জুৱা খেলে টাকা ওড়ার না, উচ্ছ **খল ভাবে অথবা বিলাসী** আহার্য্য ্ব মহার্য্য জিনিবপত্রও কেনে না। কাজেই চালের দাম বধন পড়তি-ৰী তথন চালও বিক্ৰী কৰতে হয় না। এৰ পৰিবতে এৱা ফসল রু রাখে, তার পর মাঠে মাঠে বখন তুবার জমতে থাকে অথবা তন বছবের গোড়ার দিকে সহরবাসীরা ধর্থন যে কোন দামে শস্ত কনে, তখন তারা বিক্রী করে তাদের মাঠের ফসল।

তার খডোদের কি**ছ ভাল করে না পাকতেই ধান** বিক্রী করে ক্লতে হয়। কখনও কখনও নগদ টাকা হাতে পাবার জন্স মাঠে ান থাকতে থাকতেই ধান কাটা আব মাড়াই এড়াবার জন্ম সব রুকী করে ফেলেন তিনি। তাছাড়া তার থূড়ীমা অত্যস্ত নির্বোধ বুকুতির মেয়েমামুধ। ধেমন মোটা তেমনি অলস। সব সময় ভাল ্রাওয়া-পরা, এটা-ওটা কেনা কিংবা সহর থেকে নৃতন জুতা আনবার ক্স বায়না করেন। কিছ ওয়াভের বৌ নিব্ৰেই নিজেদের জুতা তৈরী নুবে নেয়—নিজের **জন্ম, খণ্ডবের জন্ম, ছোট শিশু আ**র স্বামীর জন্ম। <del>গ</del>-ও যদি জুতা কিনতে চাইত তা**হলে সে** যে কি করত ভেবে পায় রা ওয়ার।

থুড়োর পুরানে। ধ্বদে-পড়া কুঁড়ের করি-বরগা থেকে কিছুই <sup>রালতে</sup> দেখা যায় না। কি**ন্ধ ওয়াভের** বাড়ী<mark>তে কুলছে হয়ত প্রতিবেশী</mark> ্টিংয়ের কাছ থেকে কেনা একটা শুরোরের ঠ্যাং। আসন্ধ বোগের রাক্রমণে রোগা হয়ে যাবার পূর্বেই বধ করা হয়েছে তাকে। বেশ ব্ৰকাণ্ড ঠ্যাং। ওলান সেটাকে ভাল করে লবণ মাথিয়ে <del>ও</del>কানো'র रेक व<sub>्</sub>लियि मिसिष्ह्। ওদের निष्क्राम्ब ७ **२'**টো মুবগী মারা হয়েছে। ঠানের ভকিয়ে ভিতরে লবণ পূরে পালক শুদ্ধই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বথন উত্তর-পূবের উবর মঙ্গ থেকে হাড়-কাঁপানো শীতের হাওয়া তড়ে আসে তথন এই প্রকার প্রাচুর্ব্যের সমারোহের মধ্যেই ওয়াঙ-পরিবারের দিন কাটে। বিনা সাহাধ্যেই ক্রমশ: শিশুটি বসতে <sup>নিগেছে</sup>। এক মাসের মূথে **জা**র একটা ষ**ন্তীপূজা হ**র পুত্রের দীর্ঘ নীবন কামনা কৰে। তাদের বিবাহ-উৎসৰে বাদের নিম**ন্ত্রণ** করা ● টুকরো কথার কলি ছাড়া আনে কিছু নয়। ইয়েছিল তাদেরই এবারও বলা হয়। নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে সেই ্বাল ডিমের দশটা দেওয়া*হোল* আর ও<mark>রাজকে বারা অভিনন্দন জানাতে</mark> এল গ্রাম থেকে তাদেরও দেওয়া হোল ছ'টো ছ'টো করে। প্রত্যেকেই হিংসা করতে লাগল তার ছেলেকে। বেশ বড়-সড় নাহুস-ছুহুদ 🎙 নিনুখ ছেলে। গালের হাড় ঠিক তার মা'র মতই। সারা শীত ফিলেটা মাঠের পরিবতে মেঝেতে বিছানো লেপে বদে থাকে। দক্ষিণের দিরজা দেওয়া হয় থুলো। আনলো আনর রোদ এসে ভরে দেয় বর। আর উত্তে হাওয়া বাড়ীর উত্তরের পুরু দেওয়ালে বার্থ আফোশে আছড়ে মরে।

উঠোনের খেতুর গাছ, উইলো আর মাঠের ধারের পীচ গাছের <sup>পাতা খনে</sup> পড়ে। **তথু বাড়ীর পূব-দিকে বাঁশ-ঝাড়ের পাতারা** করে না। উত্তে হাওৱা তাদের ভগাঞ্জনো হুভাগ করে হুমড়ে দিলেও শিভাদের আশ্রবচ্যুত করতে পারে না।

এই <del>তৰ্</del>নো হাওরার মাঠে গৰের বীল অভূবিত হ'তে পারে না। ভবাত হুৰ্ভৰ চিম্ভা নিয়ে অপেকা কৰে বৃষ্টিৰ অভ। ভারণৰ একটি ৰূপ দিনে ৰাতাস খেমে বাৰ, চাৰি মি<del>তৃ হবে ওঠে শাস্ত ও</del>লোট,

হঠাৎ জালে বুটি। খবের বাড়-বাড়স্কের মধ্যে বলে তারা চেয়ে দেখে ধারা বর্ষণ। জলের নিটোল শর সোজা এসে পড়েছে মাঠে, বাড়ীর উঠোনে। খড়ো চালের কোণ খেকে টিপ টিপ করে জল করে। বিমৃঢ় শিশু হাত বাড়িয়ে এই পড়ম্ভ রূপোর ভীর ধংতে চেষ্টা করে —হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। বৃদ্ধও হাসেন তার সঙ্গে। বৃদ্ধ নাতির পাশে থাাবড়া মেরে বদে বলেন—'দশটা গ্রামের মধ্যে এমন ছেলে দেখা বায় না। আমার ভারের অপগণ্ডকলো ত হাঁটবার আগে কোন **मिक्टि किया (मध्य जा। यार्क यार्क वीव बहु दिन ट्राय के हिए। जिल्ह** বাদামী মাটি ফুটে কোমল সবুজের বর্ণাঞ্চলক মাথা ঠেলে উঠছে।

এই तकम नित्न हारीता छेरमत्व क्रमात्त्वर इत्र । यांक्, ज्यावान् মুখ তুলে চেয়েছেন। মাঠে জল দেওয়ার জন্ম এদের আর পিঠ ভে**ছে** আসবে না। বাঁকে করে বালতি নিয়ে এদিক ওদিক ছুটতে হবে न।। সকালে ভারা বাড়ী-বাড়ী জমায়েৎ হয়, চা পান করে, মাথায় কাগজের ছাতা চাপিয়ে থালি পায়ে মাঠের সংকীর্ণ আল ভেলে বাডী-বাড়ী ঘূরে বেড়ায়। মিতব্যয়ী মেয়েরা বাড়ীতেই থাকে, জামা-কাপড দেলাই করে, জুতা তৈরী করে। চলে নৃতন বছরে উৎসবের প্রস্তুতি।

কিছ ওয়াভ আর তার বৌ বাড়ীর বার হয় না বেশী! ভাদের গাঁরের সব খরের চেয়ে এদের খরে বত প্রাচুর্ব্য আর স্থুখ তেমন আর কোথাও নেই। ওয়াভ বোঝে খুব মেলামেশা করলে লোকে ধ'র চাইবে তার কাছে। নৃতন বছর এল বলে। অথচ উৎসবের খরচ আর নৃতন পোষাক কেনার টাকা কার হাতেই বা আছে ? কাজেই ওয়াঙ বাড়ীতেই থাকে। বৌ সেলাই করে দিন কাটার।

ওয়াড় যেমন কৃষির সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তার বৌ ওলানও তেমনি গৃহস্থালীর খুঁটি-নাটি তৈরী করে নের। মাটির কলসী ফুটো হয়ে গেলে দে অক্ত বৌদের মত নতুন একটা কিনে আনে না। মাটি আর কাদা মিশিয়ে সেই ফুটোয় লেপে দেয়—ভার পর অল্প উত্তাপে ফুটো কলসী আবার নতুন হয়ে যায়।

কাজেই তারা বাড়ীতেই থাকে। পরস্পরের উপস্থিতিতে খুৰী হয় ছ'জনের মন। মূথের কথা তাদের বেশী হয় না। ছ'-একটা

'বড় চিচিক্সার বীজ রেখে দিয়েছ ত ?' 'গমের খড় বিক্রী করে বরং কলারের ডগা পোড়ান যাবে।' এমনি ধারা কথা চলে তাদের মধ্যে। ওয়াও হয়ত কদাচিৎ বলে—'চমৎকার রেঁধেছ ত।' আর ওলান তার জবাবে বলে—'এবার মাঠ থেকে ভাল গম পাওরা গেছে বে।

এবারকার স্থবংসরে ফসল থেকে কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছে ওয়াত। এই টাকাটা ভাব বেল্টে রাখতে ভব হয়—বেকৈ ছাড়া আর কাউকে সে কথা বলতেও সাহদ হয় না। টাকাটা কোখায় রাখা হবে তার সলা-পরামর্শ চলে। অবশেষে মেয়েটি ওদের শোবার ঘরের ভিতরের দেরালে একটা ছোট গর্ত করে। ওয়াভ টাকাগুলি চুকিরে দের সেই গর্ভে। ভার পর মেরেটি গর্ভের মুখ বন্ধ করে দের একটা মাটির ডেলা দিয়ে। আর বোঝবার একটও উপার নেই যে কিছু আছে দেখানে। কিছু ওয়াভ আর তার বৌ'রের মনে এ গোপন সঞ্চয় ঐশ্বৰ্ষের বোধ জাগায়। যা দরকার তার চেবেও বেশী আছে এ সচেতনভা আসে ওয়াত্রের মনে। বখন সে একাকী বা বন্ধদের সঙ্গে বেভার, মন জীর থাকে श्रीর লযুতায়।

,

ন্তন বছরের জক্ষ ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন চলতে থাকে।
বাতীওয়ালার লোকান থেকে ওয়াত কিনে আনে সোনালী জলের কাজকরা লাল কাগজ। কোনটিতে স্থেবর কামনা, কোনটিতে বা এমর্ব্যের।
মূহহালী ও মাঠের সব জিনিবে ওয়াত দেগুলি এটে দেয়—সংসারে জী

সকুয়া রাখবার তুক্ করে। এ ভিয় হ'টি লাল কাগজ এনে বৃষ্ধ
বাপের হাতে তুলে দেয় ওয়াত। মন্দিরের বিপ্রহের জক্ষ বেশ তৈরী
করেন বৃদ্ধ কম্পমান কুশলা হাতে। দে হ'টি নিয়ে মন্দিরে গিয়ে
নম্ববেশে সাজিয়ে দেয় তাঁদেয়। একটি ধূপ জেলে দেয় নববর্বের শুভ
কামনা করে। মাঝের থাবার-ঘরের দেয়ালে য়ে দেবভার মৃতি আঁকা

আছে ভার নীচে নববর্বের সন্ধ্যায় টেবিলের উপর ধূপ আলাবার জভ
হ'টি বাড়তি ধূপ কিনে আনে ওয়াত।

এর পর ওরাঙ আবার সহরে গিয়ে সওল। করে আনে শৃকরের চবি আর শাদা চিনি। ঘরে-ভাঙ্গা চালের গুঁড়া দিয়ে বৌ তৈরী করে ভূলল পিঠা। হোরাঙ-পরিবারের মতই এ পিঠার নাম হোল চাঁদের পিঠা।

টেবিলের উপর রাখা পিঠাগুলি দেখে গর্বে ওরাজ্ঞের বুক ভবে ওঠে। ধনিলোকেরা বে ধরণের পিঠা থার তেমন পিঠা তার বৌ ছাড়া আর এ গাঁরে কোন চাবার বৌ তৈরী করতে পারে না। কোন কোন পিঠার সে কিস্মিস্ আর হর্থন গাছের ফল-কুল-লভাপাভার মন্ত করে সাজিয়ে দিয়েছে।

'এত ভাল খাওয়া আমাদের পোষার না।'

পিঠের রতে মুগ্ধমতি বৃদ্ধ শিশুর মত টেবিলের চারি পাশে স্বরে বেড়ান। তিনি বলেন—'তোমার কাকা আর ছেলেমেরেদের ডেকে আন। তারা দেখুক।'

কিছ ঐশব্যের মূখ দেখে ওয়াঙ সম্প্রতি সভর্ক হয়েছে। কুধার্ত মান্ত্র তথু ত খাবার দেখেই খুশী হবে না।

'নববর্বের আগে পিঠা দেখা অলক্ষণ' ক্রন্তভার সঙ্গে বলে ওরাঙ।
চালের গুঁড়া হাতে-মাখা বৌ এসে বলে—'হ'-একটি সাধারণ
পিঠা ঘরের অতিথিদের খাওয়ান চলবে। এরকম চিনি-চর্বি দেওয়া
পিঠা খাবার মত বড়মান্ন্র জামরা নই। ওগুলি ভৈরী করেছি
প্রাসাদের রাণীমার জন্ম। নতুন বছরের বিতীর দিনে ছেলেটিকে
কোলে নিয়ে এইগুলি ভেট দিয়ে আসব ভাঁকে।'

এ কথার ওরাঙের আনন্দের শেব থাকে না। বে হলখরে এক দিন সে অসহার ভাবে গিরে গাঁড়িরেছিল, নিজের দীনভার লজ্জার মবে গিরেছিল, সেই খরে ভার বৌ নতুন লাল জামা-পরা ছেলেকে কোলে নিয়ে ভাল পিঠার ভেট নিয়ে অভিধির মত গিরে গাঁড়াবে।

এইটুকু নতুন বছরের আর সব উৎসব-অনুষ্ঠানকে নান করে দের। তুলোর কালো যে কোটটা বৌ তার জন্মতৈরী করে দিরেছে সেটি পরেই সে বৌ-ছেলেকে প্রাসাদের গেট অবধি পৌছে দিরে আসবে।

বংসরের প্রথম দিনটিতে কাকা তার বাবাকে অভিনন্ধন জানাতে এসে প্রচুর খাওরা-দাওরার পর হৈ হৈ করছেন বখন, তখন ওরাঙ বেন অখন্তি বোধ করে। ভালো পিঠাগুলি ইতিমধ্যেই ঝোড়ার ভিতর লুকিরে রেখেছে বো। কাকা বখন সাধারণগুলির প্রশাসায় পঞ্চমুথ হলেন—তার ইচ্ছা হল চীংকার করে বলে—'ভবু ত রুঙীনগুলি দেখোনি।' তবু মুখ্ ফুটে সে কথা বলে না ওরাঙ। বনীর প্রাসাদে মাধা উ চু করে চুকুতেই হ'কেজার বোকে ।

বংসারের প্রথম দিনটিতে পুরুষেরা প্রস্পারের সঙ্গে দেখা শুনা ক্ষা আহার-পর্ব চলে প্রচুর। দ্বিতীয় দিনটি মেরেদের সাক্ষাংকারে দিন। ঐ দিন খুব ভোবে উঠে ওলান ছেলেকে সাক্ষাংকারে দিন। ঐ দিন খুব ভোবে উঠে ওলান ছেলেকে সাক্ষাংক বলে। ক্ষাথার পরিয়ে দের লাল টুপি, কপালের দিকে বৃদ্ধ্যুতির জলংকা দেওয়া। গায়ে দিয়ে দেয় লাল জামা আর পায়ে বাম্মুখে। জ্রো নৃতন কালো জামা পরে বৌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চূল প্রসাধন ক্ষার্থার লালা জামা পরে বৌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চূল প্রসাধন ক্ষার্থাও নৃতন কালো জামা পরে বৌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চূল প্রসাধন ক্ষার্থাও নৃতন কালো কোট পরে তৈরী হয়ে নের। তারপর ছেলেটি কোলে নিয়ে পথে নামে ওয়াও। বৌয়ের হাতে পিঠার ঝোড় শীতের হাওয়ায় উবর মাঠের পথ বয়ের তারা চলতে থাকে।

হোরান্ত-প্রাসাদের সিংছ্রারেই ওরাও তার পুরন্ধার পার ওলানের ডাকে প্রহরী দরজা থুলে ডাকিয়ে থাকে অবাক্ হয় গালের ডিলের ডিনটি চূল মোচড় দিরে বলে—'চাবী ওরান্ত যে। এবাং তিন জনে এসেছ।' এদের পোবাকের দিকে তাকিয়ে আবার ফ সে—'গত সনের চেয়ে এ সনে আরো শ্রী বাডুক এ আশাই করি।'

নীচু শ্রেণীর মাহুবের সঙ্গে যে ভাবে লোকে ডাচ্ছিল্যের স্থরে ক কর, তেমনি ভাবে বলে ওয়াঙ—'ভাল ফসল. স্থল্যা—।' তার গ নিশ্চিত পদক্ষেপে হয়ার অতিক্রম করে।

বেশ অভিত্ত কঠে প্রহরী বলে—'আমার চালা-বরে এই অপেকা কর, আমি ততকণে তোমার দ্বী-প্রদের রাণীমার সঙ্গে পে করিবে দিয়ে আসি।'

তার দ্বী-পুত্র এই অভিজ্ঞাত-পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলার ক্ষ সাক্ষাৎ করতে বাচ্ছে মহল পেরিয়ে, তাই চেয়ে দেখে ওরাঙ । এ তা কত বড় সম্মানের তাই দে ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে । মহলের পর মহ পেরিয়ে অবশেষে ধখন তারা একেবারে অদুলা হয়ে যায় তখন গা প্রবেশ করে প্রহরীর বরে । মাঝের খরের টেবিলের পাশেই প্রহরী মূখে বসস্ত দাগ বৌ বখন তাকে বসার জায়গা দেখিয়ে দেয়, সে ক মেন তাকে কৃতার্থ করে । চায়ের কাপ গ্রহণ করে ঈবং মাখা বাঁকি এ ধরদের চায়ের পাতা সে তার খাওয়ার উপযুক্ত নয়, এমনি এক ভিলমায় তথনি পানপাত্র নিঃশেষ করতে ব্যাকুল হয় না ।

অনেকক্ষণ পরে প্রহরীর সঙ্গে যিবে আসে ওরাতের দ্রীপুর প্রথম প্রথম বোরের চওড়া-চৌকো মৃথের ব্যক্ষনার গভীর অর্থ ধর্ম পারত না ওরাঙ! এখন সামাক্তম পরিবর্ত্তনের অর্থ শিংগছে বোরের মৃথ নিরীক্ষণ করে দেখে সে। সে-মুখে গভীর ভৃত্তি! হোর্ম পরিবারের অক্ষর-মহলে বেখানে তার প্রবেশ নিষেধ হরেছে সেধানে সব ঘটল এতক্ষণ, তাই বোরের মুখে শোনার আকাক্ষার অধীর ই ওঠে ওরাঙ।

প্রহরী আর প্রহরীর বেকি ছোট একটু প্রণাম জানিরে <sup>ওর্গ</sup> মুমস্ত ছেলেকে কোলে করে ওলানকে নিয়ে আবার পথে নামে।

পিছনে-আসা বোষের দিকে বাড় ফিরিয়ে ওরাড বলে—'তাবণর জীর ধীরতার অদ্বির হরে ওঠে তার মন। স্বামীকে কাছে টিনিরে নীচু-গলার বলে ওলান—'বা দেখে এলাম, সন্ডিয় কথা বলি, এ বছরে ওদের একটু টানাটানি চলছে।' ওলানের কঠে আদি। বেন বুস্থাকিত দেবতাদের কথা উল্লেখ করতে শিহরিত ই ওলানের মন।

'(A कि 1-"

কিন্তু ওলান কোন দিনই ফ্রন্ড কথা কয় না। তার মূখের এক-একটি কথা ধরে নিতে হয় শ্রোতাকে।

'রাণীমা এ বছরেও গত বছরের কোট গারে দিরেছিলেন। এ বকম আগে আমি কথনো দেখিনি। দাসেদের কাক্তরই গারে নৃতন কামিক ওঠেনি।' একটু থেমে আবার সে বলে—'আমার গারে যে বকম জামা তেমন অবধি কাক্তর নেই!' তারপর অনেকক্ষণ থেমে ওলান জাবার আপন মনে বলে—'বড় কর্তার কোন উপপন্ধীর ছেলেই আমাদের ছেলের সঙ্গে পোষাক কিংবা রূপে দাঁড়াতে পারে না।'

ওলানের মুথে শিত একটু হাসি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ছেলেটিকে বুকের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে ওয়াঙও উচ্চকঠে হাসে। কি আনন্দ! মনের এই গবিত বোধের মধ্যেই আবার কেমন একটা আতক্ষের জমুভূতি হয়। এ কি মৃততা করে চলেছে তারা ? মেঘলা আকাশের নীচে একটি ছেলেকে বুকে করে নিয়ে আনন্দে আস্মহারা হয়ে চলেছে দে, অথচ ভাবছে না বে বাভাসে ভর দিয়ে কোন অপদেবতা হয়ত তাদের দেখছে। ক্রভ-হাতে কোটের বোভাম থুলে ওয়াঙ ছেলেটিকে বুকের ভিতর গোপন করে নেয় ; তারপর চেঁচিয়ে বলে—'কি কপাল আমাদের! কেউ দেখতে চায় না আমাদের মেয়েকে, সারা মুথে তার বসস্তের দাগা এমন মেয়ের মরাই ভাল।'

ততক্ষণে ওলানের মাতৃহাদয়ও নিজেদের নির্বৃদ্ধিতার কথা বুকে নিয়েছে। দেও বলে—'সভািই ড, সভিাই ত।'

নিজের মনকে আতজের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে ওয়াও আবার বাকে জেয়া করে—'ওদের গরীব হয়ে যাওয়ার কারণ কিছু ব্যলে ?'

'বায়াবাড়ীর বড র'।ধুনীর সঙ্গে একটুক্ষণ গোপনে কথা বলতে
পেরেছিলাম। সে বললে যে, এ রকম অবস্থা না হয়ে উপায় কি ?
ছোট-কর্তাদের পাঁচ জন দেশে গিয়ে বেনো জলের মত টাকা বার করে
দিছে বাড়ী থেকে। একের পর এক মেয়ে-ছেলে পাঠিয়ে দিছে
বাড়ীতে। আবার নতুন নিয়ে মশগুল হছে। বড়-কর্তার ত
বছরে হ'-একটি নৃতন উপপত্নী জুটবেই। আব বাণীমা দিনে বত
টাকার আফিম খাছেন ভাতে হ'টো জুতো রপোয় ভরে দেওয়া বায়।'

মল্লম্মের মত ওরাত বলে—'সত্যি ।

— 'তাছাড়া এ বছর বসত্তে সেক্সো মেয়ের বিয়ে হবে। তার বিয়েতে বিরাট জমিদারী যৌতুক দিতে হবে। তা ভিন্ন স্থচাও বার হ্যাংকাউ থেকে আসছে নতুন নক্সার সব সাটিন কাপড়। তাই দিয়ে আধুনিক ফ্যাশান-মত পোবাক বানাতে এসেছে সাংহাই থেকে দক্ষি। পাছে বিদেশে গিয়ে কেউ নিন্দা করে সেই ভয়ে মেয়ে ত আঁতকে রয়েছে।'

'এত বে থরচ হচ্ছে তা বিরে হচ্ছে কার সঙ্গে' এই ধরণের টাকা থরচের কথায় বিভাস্থ হয়ে প্রশ্ন করে ওয়াত।

সাংহাইরের এক হাকিমের মেজো ছেলের সঙ্গে বিরে হবে বে।
বাণীমা ত নিজে আমার বললেন বে, প্রাসাদের দক্ষিণের প্রস্থা
ভূমি তিনি বিক্রী করে দেবেন। নগর-বাবের বাইরের জমিটাতে
প্রতি-বছর এমন চমৎকার ফসল হয়। হবে না বা কেন, নগর-বাবের
পাশের থাল থেকে জল আনে বে জমিতে।

"কমি বেচবে !' ওয়াত এতক্ষণে বেন ওক্ক উপলব্ধি করতে

পারে—'তবে ত সতিটে অবস্থা পড়ে আসছে। জমি বে মান্নবের বক্ত-মাংস!'

মাধার আন্দে এক নৃতন চিস্তা। হাতের তালু দিয়ে মাধার ধাকা দিয়ে ওয়াঙ বলে, 'আগে ভাবিনি কখনো। আমরা ঐ ক্রমি কিনব।'

পরস্পারের দিকে তাকায় তারা। ওলান কেমন স্বাস্থ্যিত হরে গিয়েছে।

'জমিটা, ও জমিটা' •• কথা আটকে যায় মুখে ওলানের।

'ঐটাই কিনব।' দান্তিকতার সঙ্গে বলে ওরাঙ—'হোরাঙের বনেদী খর থেকে ওটুকু আমি কিনে নেবো।'

'কি**ন্ত** এ যে অনেক দূরের কথা। পৌছতে যে অর্ছেক দিন কেটে বাবে।'

প্রান্থে পড়ে ওরাও ওধু কথাটার পুনরাবৃত্তি করে— 'তবু কিনবই।'

যেন সান্ধনার হরে বলে বৌ—'জমি কেনা থ্ব ভাল। মাটির দেয়ালে টাকা পুঁতে রাথার চেয়ে জমি কিনে ফেলা ঢের ভাল। তার চেয়ে তোমার কাকার জমি কেনো না কেন? আমাদের পশ্চিম ক্ষেত্রে ধারে যে জমিটুকু তিনি বেচতে চাইছেন ওটুকু আমরা কিনে নিতে পারি।'

কাকার জমি কিনব না। গত বিশ সন ধবে ঐ জমিতে কাকা সাব দেননি—তথু তবে নিচ্ছেন কগল। জমি ত চুণের মত ধরা হরে আছে। হোরাঙ-পরিবারের জমিট কিনব আমি।

'হোয়াঙ পরিবারের জনি' কথাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উচ্চারণ। করে ওয়াঙ, যেন হোয়াঙ তার প্রতিবেশী চাই। চিয়ের সমতুল্য। ঐ প্রাসাদের মাফুষদের সমকক হতে চায় সে। হাতে কাঁচা টাকা নিম্নে ওয়াঙ যাবে কর্তাদের কাছে, গিয়ে, সোজা করেই পাড়েকে কথাটা।

বেন বড়কন্তার কাছে গিয়ে ও বলছে (মনে মনে ওরাও তনতে পায়)—'বে জমি বেচবে তার দাম কত ? আমি টাকা নিয়ে তৈরী। হয়ে এসেছি।' বড়কন্তার প্রতিনিধির কাছে গিয়ে বজবে—'আমাকে ক্রেতার সম্মান দাও। কি চাও বল। একটা মীমাংসা হয়ে বাকু।'

যে জমির দান্তিকতার বহু বংশ ধরে হোয়াও-পরিবার **এড**শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, যে বাড়ীতে তার বৌ এত কাল ক্রীভদানী
হয়ে কাটিয়েছে, এখন থেকে তার বৌ সে পরিবারের যে কোন
মহিলার সমান অভিজ্ঞাত হয়ে উঠবে।

ওলান বেন স্বামীর গভীর মনের অমুভূতিকে বুঝতে পারে। প্রতিরোধ থামিয়ে সে-ও বলে—'তাই কিনে নাও। জমিটার ধারে ধাল আছে—জলের ভাবনা ভাবতে হবে না। তাছাড়া ও-জমিতে ফ্লেলও হয় ভাল।'

ওলানের সারা মুখে আবার বিজ্ত হয় সেই মিত হাসি, বে-হাসি তার ছ'টি কালো চোখের বিমর্থতাকে কিছুতেই উল্লেস করে তুলজে পাবে না! অনেককণ পরে সে বলে—'গত বছর এমনি সময় জী বাড়ীর ক্রীতদাসী ছিলাম আমি।'

এ **অন্নত্**তির নৃতনথে অভিত্ত হরে ছ'টি নরনারী আবার্

्रिक्मक



#### [ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]

মুক বদিও তার বিক্লম দলের কার্য্যকলাপ বৃথত, তবুও সে প্রতিশোধ নেবার কোনও চেষ্টাই করে নাই। কারণ, তার - মন ছিল পুব উদার। সে অক্ত উপারে শত্রুদের বশ করবার চেষ্টা ু 🖥 🕶 ছিলো। সে তার ছড়ির গুণ জানতো, সে ভাবলো, এর সাহাষ্যে লে ধনবন্ধ পেলে তাই দিয়ে ওদের খুসী করবে। সে প্রায়ই ভনতো বে, বর্ত্তমান বাজাব পিতা বাজ্ঞধানীর শত্রুর হাতে পড়বার ভয়ে তাঁর े **অনেক ধন-সম্পত্তি** মাটির মধ্যে পুঁতে বেথেছিলেন—কিন্তু হঠাৎ মারা ''<del>ৰাওয়ার</del> কোন্থানে পুঁতেছেন তা তাঁব ছেলেকে বলে বেতে পারেন **ানাই। এই গল ভনার পর থেকে, মৃক প্রায়ই তার ছড়িগাছি হাতে** ন্ধিরে বেরিরে পড়ত, আশা ছিল কোনও না কোনও দিন মৃত রাজার সালান্তির সন্ধান সে পাবে। একদিন সন্ধ্যাকালে দৈবত্রমে সে ছুর্গ-উক্তানের একটি অংশে বেড়াচ্ছিল ষেথানে সচরাচর কেহ যায় ন।। হঠাৎ হাভের মধ্যে ভার ছড়িটা কেঁপে উঠল এবং ভিন বার ঠক্ঠক **কাৰে মাটিতে শব্দ হলো।** সে ব্যাপাৰ্টি বুঝতে পেৰে ভাৰ ভৱৰাৱি **ঁদিছে নিকটন্থ গাছের** গায়ে চিহ্ন বেখে ভাড়াভাড়ি ছর্গে ফিরে এনো। ্কার পর একথানি কোদালি যোগাড় করে বাত্রির অপেকা করতে লাগলো।

বত সহজে ঐ ধন পাওয়া যাবে বলে মুক মনে করছিল ব্যাপার

ক্রিন্ত সহজ বোধ হলো না। তার হর্বল বাছর পক্ষে কোদাল ছিল
বেশী ভারী এবং বড় এবং প্রার হুই ঘটা পরিপ্রমের পর সে মাত্র হুই

কুট গর্ড করতে সমর্থ হলো। অবশেবে কোদাল কি একটা শক্ত
লোহার মত জিনিবের গারে ঠেকে ঠন্ করে শব্দ হলো। মুক

ক্রিনাহের সঙ্গে থুঁড়তে থুঁড়তে একটা প্রকাশু লোহার ঢাকনি দেখতে
পোল। সে গর্ডের মধ্যে নেমে ঢাকনিটা একটু সরিরে দেখলো একটি

ক্রেনাশু পাত্র একেবারে মোহরে ভর্তি। অত বড় পাত্র তোলার মত
ভার শক্তি ছিল না; কাজেই বত পারল তার ইজের, চাপকান ও
কোমবরকে মোহর বেঁবে নিরে পাত্রিটি আবার ভাল করে মাটি ঢাপা

ক্রিরে রঙনা হলো। পারে চটি ছিল না, ভার পর মোহরের অসম্ভব

ক্রার কাজেই এই পথটুকু চলা ভার পক্ষে ভীবণ কটকর হরে উঠলো।

ভব্ প্রোণপণ শক্তিতে সে ভার ঘরে গিরে মোহরঞ্জি থাটের
ভোরকের নীচে লুকিরে/রাখলো।

মৃক এত মোহবের মালিক হয়ে ভাবল—সে ইহার বলে রাজবাড়ীর সব শক্রতে এখন বাধ্য এবং বন্ধু করতে পারবে।
কিন্তু এইখানেই সে মন্ত ভূল করলো; কারণ, সোনা দিরে কখন সভিয়কারের বন্ধু মেলে না। মৃক হুই হাতে মোহর বিলিয়ে দেওয়াতে অভাভ রাজকর্মচারীদের উর্বা ছেগে উঠলো। বারাঘরের তত্ত্বাবধারক আছলি বলতে লাগলো, "লোকটি টাক। জাল করে"। ক্রীতদাসদের ইনস্পেইর আহমেদ বলল—"মুক বাজার ধন আস্থাসাং করছে।" রাজার কোবাধ্যক আহাদ ছিল মুকের পরম শক্র। সে নিজে মাঝে মাঝে কোব থেকে কিছু কিছু সরাভো, স্থতরাং সে এই প্রযোগে বলতে আরম্ভ করলে—"মুক কোবাগারের ধন চুরি করেছে।"

এই বাপোর প্রমাণ করার জক্ত তারা একদিন রাজার প্রধান পরিচারক কারশুক্তকে অত্যক্ত তঃখিত এবং মনমরা ভাব নিবে রাজার কাছে বেতে বলস। তার চাল-চলনে এত গভীর তঃখের ভাব ফুটে উঠেছিল যে রাজা তার তঃখের

কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে উত্তর দিল "আমার হুংথের কথা আর কি বলব—আমি ছজুরের অন্তগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—এর চেয়ে হুংথের আর কি হতে পারে হ" রাজা উত্তর করলেন—"একি কথা বলছ। কারগুজ তোমার উপরে আমার অন্তগ্রহ-সূর্য্যে আলোক তো আগোর মতই পড়েছে—কোনো রাভ জুটেছে বলে মনে হয় না।" কারগুজ বিনীত ভাবে বলল—"আপনার নতুন শরীবরক্ষক মুককে আপনি মুক্ত হস্তে মোহর দান করছেন আর এ গরীবের ভাগ্যে কানাকড়িও পড়ছে না।"

রাজা মুকের মোচর বিতরণের কথা শুনে যারপরনাই বিশিত চলেন। এদিকে ঐ বড়যন্ত্রকারী রাজার মনে এ সন্দেহও জাগিরে দিল বে মুক রাজকোর থেকে কোনও উপারে মোচর চুরি করেছে। বাাপাগটি এই ভাবে রাজার নিকটে বলায় কোষাধাক্ষের থুব স্থবিধা হল, কারণ সে যে টাকা সরাছে তার কৈফিয়ৎ মিলে গেল। রাজা ছকুম দিলেন মুকের গতিবিধির উপর কড়া নজার রাখা হোক



#### শ্রীহরগোপাল বিশাস

এবং বাহাতে ভাহাকে হাতে হাতে ধরা বার, ভার চেটা করা হোক।

মুক মনের প্রথে মোহর দান করার ভার আগের আনা মোহর সব
কুরিরে সিরেছিল, কাজেই সে আবার একদিন রাত্রে কোদাল নিরে
ভূসের বাগানের সেই পাত্র থেকে আরও মোহর আনবার জন্ত রওনা
হ'ল। সে আদে বুরুতে পারেনি বে, পাহারাওয়ালা, কোবাগ্রুক
আহাদ এবং ভার শক্রদদের আরও আনেক অলক্ষ্যে ভার পিছনে
গিরেছে। মুক কোদাল দিয়ে মাটি সরিয়ে পাত্র থেকে অনেকভলি
মোহর ভার চাপকানে বেঁকেছে এমন সমর ওয়। সিয়ে ভাকে হ'বে
মোহর সমেত বেঁবে রাজার নিকট হাজির ক্রল। একে রাজার
কাঁচামুম জেলে সিয়ে খিট্খিটে মেলাজে ছিলেন ভার পর এই

ভীবণকাণ্ড, কাজেই তিনি ভেলেবেগুনে বেগে গেলেন এবং হতভাগ্য মুকের তগনই বিচার করবেন বললেন। পাহারাওয়ালা মোহরভরা পাত্রটিও তুলে এনেছিল। সেই পাত্র, কোদালি এবং চাপকানে বাবা মোহর সব রাজার পারের কাছে রাখা হ'ল। কোবাব্যক্ষ বলল— মুক এই পাত্রটি ভ'রে মোহর মাটির নীচে পুঁততে স্কুক্ক করেছিল এমন সময় সে পাহারওয়ালা নিয়ে গিয়ে তাকে বরেছে।

রাজা মুক্কে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার সভ্য কি না এবং দে এই মোহর কোথা থেকে পেয়েছে।

বাটকুল মুক নিজে নির্দোধ, কাজেই বেশ স্পষ্টভাবে বলল যে, সে পাত্রটি বাগানের মধ্যে আবিধার করেছে—মোহর সে মাটির ভিতর পুঁতে বাথতে যায়নি—সে গিয়েছিল মাটির মধ্যে যে মোহর পোতা ছিল তাই তুলে আনতে।

মুকের এই উত্তরে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল এবং রাজাও আরো বেগে গিয়ে বললেন—"বদমায়েস, তুমি রাজাকে বড় বোকা ঠাওবেছ—চুরি করে আবার আমার সামনে সেটা ঢাকা দিবার চেষ্টা করত।—কোবাধ্যক্ষ আচাদ—তুমি তহবিল মিলিয়ে দেখ দেখি রাজকোযে ঠিক এই পবিমাণ মুদ্রা কমতি হচ্ছে কি না?"

কোবাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল— মহারাজের কথা ঠিকই, অনেক দিন থেকেই রাজকোষের তহবিলে গগুগোল হচ্ছে, আমি শপ্থ ক'রে বলতে পারি যে, এই মুদ্রা এবং আরো বহু অর্থ এইরূপে রাজকোষ থেকে চুরি গেছে।"

রাজার আদেশে আঁটোসাঁটো শক্ত বেড়ি পারে লাগিরে মুককে করেদগানার নিয়ে বাওয়া হ'ল। রাজা কোষাধ্যক্ষকে মোহরগুলি বাজকোবে জমা দিতে বলে দিলেন। এই ব্যাপার অভাবিত ভাবে সফল হওয়ায় কোষাধ্যক্ষর খুসীর সীমা পরিসীমা রইল না। সে মনের আনন্দে চকচকে মোহরগুলি বাড়ী নিয়ে গেল। পাপবৃদ্ধি এই লোকটির কিছ চোথে পড়েনি য়ে, মোহরের পাত্রটির গায়ে একটি লেবেলে লেখা ছিল—"শক্তরা আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে সেইজল্প আমার সক্ষেত ধনের একটি অংশ—এখানে পুঁতে রাখলাম। বে ব্যক্তি এই যন পাবে সে যদি তৎক্ষণাৎ ইহা আমার ছেলেকে ফিরিয়ে না দেয় তবে তার উপর আমার অভিশাপ থাকবে। ইতি—রাজা সাদী।"

এদিকে বন্দী অবস্থায় মূকের মনে নানারূপ ছানিন্দা আসতে লাগল। সে ভাল করেই জানত বে, রাজকোবের ধন চুরি করার শান্তি প্রাণদগু। কিছু তথাপি সে ভার ছড়ি এবং চটিজুতার বহুত্বের কথা প্রকাশ করতে বারনি, কারণ রাজা জানলেই ওছটি কেড়ে নিবেন। তার পারের শিকল এত আঁটভাবে লাগান ছিল বে গোড়ালির উপর ভর দিরে ঘোরা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। পারদিন তার কাঁসির স্কুম বেবোলে সে ভাবল, এই ম্যান্দিক ছড়ি গিরেও যদি প্রাণ বাঁচে সেই ভালো। এই ভেবে সে রাজার সঙ্গে গোপনে কথা বলবার অসুমতি চেরে ভার নিকট সব ভেলে বলল। রাজা প্রথমে মূকের কথার বিশাস করেন নাই। কিছু মূখ শপথ ক'রে বলল বে, রাজা বদি তার মৃত্যুদণ্ড থেকে রেছাই করে দেন তবে সে হাতে ছাতে তার ছড়ির গুণপণ দেখিরে দেবে। রাজা ভাকে কথা দিলেন এবং তার ছড়ির গুণপণা দেখিরে দেবে। রাজা ভাকে কথা দিলেন এবং তার ছড়ির গুণ প্রথাণের ছক্ত ভার

অসাকাতে বাগানের এক জায়গায় কয়েকটি মোহর পুঁতে রেখে ডার উপর তাজা ঘাস লাগিয়ে দিলেন। দেখে বুঝবার উপায় ছিল না বে. সে কারগ। শীত্র থুঁড়া হয়েছে। তার পর রাজা মুককে ডেকে মোহর খুঁকে বের কবতে বললেন। মুক ছড়িগাছি নিয়ে পারচারী করতে করতে এক জায়গায় তার ছড়ি তিন বার হাতের মধ্যে কেঁপে উঠে মাটিতে ঠক ঠক শব্দ করল। তথন ঐ জারগা খুঁড়ে মোহর পাওৱা গেল। রাজার তথন বুঝতে বাকী রইল না যে কোষাধ্যক্ষ ভাঁকে কিব্নপে ধবিয়েছে। তিনি তাকে তখনই ডেকে পাঠালেন। হঠাৎ বাজার আগের দিনের মোহরের পাত্রটির কথা মনে পড়ার কৈটিও দেখতে চাইলেন<sup>ৰ</sup> এবং তাঁর বিশ্বয়ের সীম। বুইল না যথন তাঁর **স্বর্গীয়** পিভার সহিযুক্ত পাত্রের গায়ের লেবেল দেখলেন। রাজা মুক্তের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি তোমার ম্যাজিক ছড়ির বহন্ত জানতে পেরে তোমার প্রাণদণ্ডের পরিবর্জে তোমায় চিরক্ষীবন বন্দী থাকবার আদেশ দিলাম। জোমাব চটিজুতার রহস্ম বদি প্রকাশ কর ভবে আমি তোমার মুক্তি দেব। মুক এক বাত্তি বন্দিশালার আটক থাকাতেই সারাজীবন বন্দী থাকার যে কি অসহনীয় কষ্ট তার কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছে, কাজেই সে রাজাকে বলল, এই চটিজুড়া পারে দিলে ক্রত চলা যায়। চটি পরে গোড়ালার উপর তিনবার **ঘূরলে** যে আকাশপথে উড়া যায় সে কথাটি মুক গোপন রাধল। রাজা मुरकत कथा भवीका कवाव जन्म यह ठि भारत मिरमत. अमिनिह পাগলের মত ভিনি বাগানের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। ভার ইচ্ছা হচ্ছে থামেন কিন্তু কি করে থামতে হয় তা তো তিনি ভানেন না, মুকও বাজার উপর একটু প্রতিহিংসা নেবার জন্মই এটুকু জাঁকে শেখার নাই। অবশেষে মৃচ্ছিত হয়ে রাজা মাটিতে পড়ে গেলেন। মুৰ্চ্ছা ভেঙ্গে গোলে বাজা তাঁর হুরবস্থা ঘটানর জন্ম মুকের উপর ধারপর নাই চটে গিয়ে বললেন,— আমি তোমার প্রাণ ও মৃত্তি ভিকা দিরাছি কাজেই আমার কথা উলটাতে পারবো না—বা হোক তুমি আজ বেলা বারটাব মধোই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে বাবে, যদি অভাবা হয় তবে তোমায় আবার বন্দী করে বিচার করা হবে।<sup>®</sup> এই বলে রাজা চটি জোড়া ও ছডিগাছি তাঁর কোষাগারে রেখে দিলেন। অতি দীন এবং বিষয় ভাবে মুক ঐ রাজ্য ছেড়ে চলে বাচ্ছে, বাবার সময় তার বোকামীর জন্ম নিজেকে বার বার থিকার দিতে লাগল: কারণ একটু হু সিয়াব হয়ে চললে বাজসভায় সে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারতো। ধে রাজ্য, সৈ ছেডে চলেছে সে থাকা ভার সৌভাগ্যের পক্ষে খুব বড় ছিল না কারণ মাত্র আট ঘণ্টা হাঁটার পরেই সে ঐ রাজ্যের সীমাল্কে এসে পৌছালো—এই দীর্ঘপথ হাঁটার সমর বার বাব ভাব চটিব কথা মনে হচ্ছিলো।

ঐ দেশের সীমান্তে এসেই সে চলতি রাস্তা ছেড়ে গভীর বনের
নির্জ্ঞন পথ ধরে চলতে লাগলো। সে মাস্কুবের সমান্তে যে ব্যবহার
পোরেছে তাহাতে সকল মাস্কুবের প্রতিই তার মন তিজ্ঞতার তরে
তৈঠিছিলো। গভীর বনের মধ্যে একটি জারগা তার বড় ভাল লাগল।
নির্মল জলের ছোট একটি বরণা তর-তর করে বরে বাজে
পাশে। একটি সবুক্ত ঘাসের ছোট মাঠ, চারপাশে বড় বড় ভূমুর
গাছ ঘন ছারা করে আছে। মুক মনে মনে ঠিক করল, জনাহারে
প্রাণত্যাগ করার এটি উপস্কু ছান। এই চিন্তা করতে করতে লাজ
শ্রীরে ঘাসের উপর বেই সে ইরেছে কম্নি ছুমিরে পড়েছেই

্ৰথন তার বুম ভাঙলো তখন ভীষণ কিলেয় তার পেট টো টো করছে, মে বুৰলো না খেরে মর। বড় কটের ব্যাপার, কাজেই সে চার দিকে কৈছে দেখলো কিছু থাবার মেলে কিনা।

ক্ষেত্র ক্ষাছের ছায়ার সে ঘুমিরেছিল সেই গাছে এত ক্ষমর ব্যক্তর পাকা ভূমুর ঝুলছিল বে দেখে তার জিতে জল এল। সে আঞ্চাভাড়ি গাছে উঠে জনেকগুলি পাকা সুগদ্ধ ভূমুর পেডে পেট ভারে থেরে নিলো এবং পরে শিপাসা নিবারণের জল বরণাডে আল খেতে গোল। জল খেতে থেতে হঠাৎ জলের মধ্যে দেখতে পোল বে, তার কাণ ঘটি লখা গাধার কাণের মত এবং নাকটি জ্যাটা এবং লখা হরে গেছে। এই অভূত ব্যাপারে মৃক ভীবণ ভার পোরে গোল। ভরচকিত হরে সে কাণে হাত দিরে দেখে সত্য লভাই তার কাণ এক হাতের উপর লখা হরে ঝুলছে।

মুক বলে উঠল—আমার তো গাধার কাণই প্রাপা; কারণ আমি আমার নিজের ভাগ্য বোকা গাধার মতই পায়ে ঠেলে এসেছি। নে গাছের চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং আবার ক্ষিদে পাওৱাতে ভূমুবের থোঁজ করতে লাগলো কিছ সে গাছে আর **একটিও থাওরার উপযুক্ত ভুমূর দেখতে পেল না। থুঁকতে** খুঁজতে সে অন্ত একটি গাছে পাকা ভূমুর দেখতে পেরে তা পেছে নিয়ে এসে বেই খেয়েছে অমনি তার কাণ ও নাক বেন পাতলা মনে হতে লাগলো। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে নদীব জলের মিকট গিমে তার চায়া দেখে বুবলো যে তার নাক কাণ ঠিক হয়ে গেছে। দে ভেবে দেখলো বে, প্রথম গাছের কল খাওরাডে দে গাধার নাক ও কাশ পেরেছিল কিছ বিভীর গাছের কল শাওবাচত আবার মাহুবের মত হয়েছে; তথন সে পুর পুসী হরে মনে মনে ঠিক করলো বে নতুন উপার হাতে এসেছে, এর বারা সে আবার ভাব সৌভাগ্যের পথ থুঁজে পাবে। সে তথন ছুই গাছ থেকেই পাকা ভূমুব পেড়ে হ'টি পৃথক্ পৃথক্ বুড়িতে চিহ্ন দিরে রাখলো এবং বভটা বইতে পারে তভটা নিরে বে রাজ্য খেকে পালিয়ে এসেছে সেই বাজ্যের দিকে বওনা হলো! সে ্**প্রথমে** একটি ছোট সহবে পৌছে নতুন পোবাক কিনে এমন ভাবে সেজে নিল যে, বাঁটকুল মূক বলে আৰু তাকে চেনা বার না। এই পোষাক পরে ভূমুরের ঝুড়ি ছটি নিয়ে সে ধে রাজার নিকট হতে বিভাড়িত হয়েছিল সেই রাজার রাজধানীর দিকে রওনা হলো। সহবের কিছু দূরে একটি নিজন যায়গার অক্তের অলক্ষ্যে সে খিতীর বুড়িটি লুকিবে বেধে প্রথম বুড়িটি নিবে সহবে धारकम कत्रम ।

বৎসবের এই সময়টিতে পাকা কল প্রায় বাজারে উঠত না।

মৃক সোঞ্চাহতি গিবে বাজবাড়ীর সদর দরজার সাম্নে তার
কলের বুড়ি নিরে বসে গেল। সেইখান থেকে বাজ-পাকশালার
কাষান কর্মানির বাজার জল মুখবোচক খাজাদি কিনত। সে
কাস ছ' একটি দোকান দেখে মুকের কাছে এসে তার বুড়ি দেখে
কাল জাহা, এ বে হক্ষর অকালের কল, কোথার পেরেছ এগুলো,
কাতে আমাদের বাজা খুব খুনী হবেন—তা এ বুড়ির কত লাম
কাবে ? মৃক মোটামুটি একটা সন্তা লামই চেরে বসল। দাম দিরে
কুড়িটি একটি ক্রীতদাসের মাধার তুলে লোকটি চলে গেল। মুকও
লাবা পারে গেখান থেকে সরে পড়ুল, কারণ মনে মনে ভর ছিল পাছে

ভার ফল থাওৱার ফলে লম্বক বিশ্বাসা ফলবিক্রেভাকে পাকড়াও করে উচিত শান্তির ব্যবস্থা করেন।

রাজা থেতে ব'লে থুব খোল মেজাজে প্রধান পাচককে ডাং বারার স্বব্যাতি করলেন এবং সে সর্বদাই নতুন নতুন এবং ছন্তাপ্য মুখবোচক খাবার সংগ্রহ করিয়া আনে, সেক্তত প্রশংসা করলেন। পাচক তথনও সভ-আনীত লোভনীয় ভুমুরগুলি দেখায় নাই: কাব্ৰেই সে বিনীভভাবে বলল—"শেব ভাল সব ভাল।" এই কথায় বাজাব ছেলেমেয়েবা ভাবলো আবো ধেন কি মজায় খাবাৰ আছে। প্রধান পাচক বধন লোভনীর পাকা টক্টকে ডুমুরগুলি এনে টেবিলের উপর রাধল, তথন উপস্থিত সকলেই সমন্বরে — আহা কি চমৎকার" বলে উঠলেন। রাজা বললেন বা কি স্থন্দর পাক। এত লোভনীয় অকালের ফল কোথায় পেলে ? ভোমার প্রভুভজির বাস্তবিক ভূলনা নাই।" বাজা এরপ তৃত্যাপ্য থাবাবের বেলার বরাবরই বড হিসাবী ছিলেন। তিনি নিজের হাতেই ফলগুল পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক রাজকুমার ও রাজ-কুমারীকে ত্রটি ক'রে, রাণীদের এবং মন্ত্রীদের জ্বন্ত একটি ক'রে বরান্ধ করে রেখে অবশিষ্টগুলি নিজের পাত্রে নিয়ে চটপট খেয়ে ফেললেন।

এমন সমর রাজকুমারী অমরা চীৎকার করে উঠলো—"বাবা, বাবা, ভোমাকে এমন অভূত দেখাছে কেন?" সকলেই বিশ্বরে



আবাক হ'বে বাজাব দিকে চেবে বইল। বাজাব কাণ ছটি আসভব লখা হবে মাধার ছই দিকে ঝুলছে—নাকটা মোটা এবং লখা হবে চিবুকের নীচে পর্যান্ত ঝুলে পড়েছে। রাজা নিজে ভবে ও বিশ্বরে নির্বাক্ ভাবে চিন্তা করতে লাগুলো। বারা কল খেবেছিল স্বার্ই অবহা আরবিন্তর রাজার মতই অভুত দেখতে হ'লো।

সকলেই বাৰ-পরিবারের এই ভরানক গুরবস্থার কথা চিড়া ও বলাবলি করতে লাগলো। সকরের বড় বড় ডাঙ্গার কবিরাক দলে দলে রাজবাড়ীতে আস্তে লাগল—মিক্ষার, বড়ি, প্রালেপ বড় রকমের ওবং আছে সবই প্রকে প্রক্রে দেওরা হড়ে লাগলো বিভ কিছুছেই কোনও কল হ'ল না; সহরের সব চেরে বড় সাল্ম রাভকুমারের একটি কাশ আছ করলেন কিছ কাটিবামাত্রই কাশ আবার বড় হ'রে গেল। নিক্লপার রাজপরিবার হঃখের সাগরে ভাসতে লাগলেন।

মৃক লুকিয়ে রাজপরিবারে ছদ শার সব ধপরই রাধছিল।
বধন ভনল সব ভাজার কবিরাজ জবাব দিয়ে চলে গেছে, তথন দে
ভাবল এখন ভাব সময় এসেছে। সে তাব ভূমুর বিক্রম্ব করা টাকা
দিয়ে বড় সম্লাক্ত ভাজারের মত বেশভ্বা কিনে নিল, সব
শেবে ছাগলের লোম দিয়ে বড় দাড়ি লাগিয়ে নিল বাহাতে
রাজবাড়ীর কেই ভাহাকে চিনতে না পারে। একটি স্তৃদ্যা থলের
মধ্যে ভূমুবগুলি নিয়ে সে বিদেশী ভাজার বলে নিজেব পরিচয় দিয়ে
রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলো। প্রথমে লোকে ভাকে বিশাস করে
নাই কিছু সে রাজার একটি ছেলেকে ভার থলে থেকে বের ক'রে
একটি ভূমুর পেতে দেওয়ায় তৎক্ষণাৎ ভাব নাক কাশ স্বাভাবিক
জবস্থায় ফিয়ে আসায় সকলেরই ভার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস কয়ে গেল।
রাজার জন্ত ছেলে-মেয়ে বাদের নাক কাশ বড় হয়ে গিয়েছিল ভারাও
নবাগত ভাজারের নিকট থেকে একটি ক'রে ভূমুর খাওয়ায় সম্থ

রাজা ব্যাপার দেখে চমৎকৃত হয়ে বিদেশী ডাক্তাবের হাত ধরে নি:শব্দে নিজের কামরায় গোলেন এবং দেখান থেকে একটি দরজা খুলে তাঁকে নিয়ে কোৰাগাৰে চুকলেন। রাজা বললেন—"এই আমার কোষাগার, এখান থেকে বে ধনরত্ব যত ইচ্ছা আপনি নিতে পারেন যদি আপুনি আমার এই লক্ষাকর ব্যারাম সারাতে পারেন। রাজার এই কথাগুলি মুকের কর্ণে মধু বর্ষণ করল। ঘরে চুকেই তাব ১টিও ছড়ির উপর নজর গেল। সে যেন রাজাব ধনবড়ের তাৰিফ করবার জক্তই খরের মধ্যে ঘুরতে লাগল। তারপর তার চটিৰ ভিতৰ তুই পা চুকিয়ে ছডিগাছি হাতে নিষে তাৰ নকল দাড়ি টান দিয়ে খুলে ফেলে রাজ্ঞার সামনে ধীর অবিচলিত কঠে বল্ভে লাগল "অকৃতজ্ঞ রাজা, আপুনি বোধ হয় এখন আপুনার সেই হস্তলাগা দেহবক্ষীকে চিন্তে পেরেছেন। বার কাছে সংকাক্তের পুরস্বাবের পবিবর্ত্তে লাম্বনা পেতে হয় ভার পক্ষে এই হচ্ছে উপযুক্ত শান্তি। আমি আপনার নাক কাণ এখনই সারাতে পারি কিছ আমি ডা করব না, কারণ এইরপ নাক কাণ থাকলে আপনি ৰত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন মুকের উপর বে অবিচার করেছেন তা আপনার মনে ধাকবে;'' এই কথা বলে মুক গোডালির উপর তিনবার ঘ্রে ঘর থেকে উড়ে বেবিবের গেল। এজ অল্প সমরের মধ্যে এট ব্যাপার ঘটে গেল বে, রাজা সাহাব্যের <del>জন্ত</del> কাউকে ডাকবার অবস্থও পেলেন না।

মুক পথে একটি পবিভাক্ত বাজপ্রাসাদ দেখতে পেরে তার ছড়ির নাহারে দেখান থেকে প্রচুর মোহর নিরে বাড়ি এসে উপস্থিত হ'ল। দেই থেকে সে রাজার হালে বাস করছে। মান্তবের সমাজে সে মাসে বে বাবহার পেয়েছে তাহাতে তার মন এত বিবিরে গিরেছিল বে সে মান্তবের সমাজ বর্জন করে নির্জনে একাকী বাস করে। পে ভার অভিজ্ঞতার কলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছে যদিও তার চাল-চলন উপহাসের চেরে বিশ্ববই বেশী উৎপাদন করে।

পৃথিক মূকের এট গল্প বলার ছেলেরা এত দিন মুকের বত <sup>শক্ষন</sup> বিজ্ঞ ও বছদলী লোকের হাতি খারাপ ব্যবহার করার কর



ডিম্বের নৃত্য পি. গি. গরকার

তি স্বের নৃত্য বা Dancing Egg থেলাটি দেখিরা সকলেই অবাক্ হইবেন। 'ছেলেদের ম্যাজিক' পুস্তকে ইতিপূর্বে ্র আমি ভৌতিক ডিস্বের নৃত্য নাম দিয়া একটি থেলা প্রকাশ করিয়াছি



ভাহাতে একটি সাধারণ হাঁসের ডিম টেবিলের.উপর রাখিলে আপনাআপনি নাচিয়া উঠে। সেথানে থেলাটিতে ঔবধপত্রের সাহায্য
লওয়া চইয়াছে! কারণ, ডিম্বের থোলার মধ্যে পারদ প্রবিষ্ট করাইবার
নির্দেশ দিয়াছি এবং পরে ডিমটিকে সামাল্য উত্তাপ দিতে লিখিরাছি।
উত্তাপ পাইয়া ভিতরে পারদ লাফাইতে আরম্ভ করিবে এবং সঙ্গে
সঙ্গে ডিমটিও টেবিলের উপর লাফাইতে আরম্ভ করিবে। এখানে
কিন্ত ঔবধপত্রের কোন প্রকার বালাই নাই। টেবিলের উপরিছিত
ডিসে অনেকগুলি ডিম রহিয়াছে—য়াত্রকর সেগুলি হইতে বে কোন
একটি বাছিয়া লইলেন। তার পর ভিনি দর্শকদের নিকট হইতে ছইটি
সাধারণ টুলী চাহিয়া লইলেন এবং নিয়োজকপ বক্তুতা দিলেন।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এই দেখুন আপনাদের সমূত্য আমি একটি হাঁসের ডিম লইলাম, এবং এই টুপী ছুইটিও অভিশর সাধারণ—ইহাতে কোন প্রকার চালাকী করা নাই, কারণ ইহা আপনাদেরই টুপী। এইবার আমি ডিমটিকে এই এক নব্দর

অনুভপ্ত হ'ল। ছেলের। তাদের বন্ধুদের নিকট মুক্তের এই ভছুত কাহিনী বলার সকলেই পুব লক্ষিত ও অনুভপ্ত বোধ করল এবং সেই থেকে মুক্ত ফল রেঁচেছিল তাকে সকলেই কাজী বা মুক্তির মুক্ত গভীর হাছা প্রবর্গন করত। টুপীতে রাখিলাম কিন্তু উহা আমার মারামন্ত্র (!) প্রভাবে ছই লম্বর টুপীতে লাফাইরা চলিয়া আসিবে। দেখুন "ওয়ান-টু-খ্রি" ব্যাস—

দর্শকগণ অবাক্ হইলেন যে ডিমটি এক নম্বর টুপী হইতে লাফ দিরা ছই নম্বর টুপীতে চলিয়া আসিল! প্রথম চিত্রে এই খেলার কন্মুশের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। যাত্ত্বর দর্শকদের নিকট হইতে টুপী



তুইটি চাহিয়া লইয়া পাশাপাশি ধরিয়া পাড়াইয়া আছেন। বাম পার্মে টেবিলের উপর ম্যাঞ্চিকের অপরাপর সাজ্ঞসর-ঞ্চামের সহিত ডিসের মধ্যে অনেক গুলি হাঁদের ডিমও রহিয়াছে এবং ডিমটি এক নম্বর টুপী হইতে ছই নম্বর টু পী তে লাফাইর) **ठ** नि दा গিয়াছে

**একণে খেলাটি**র মৃদ কৌশদ প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহাতে কোন প্রকার ঔবধপত্রের দবকার হয় ন। এবং টুপী ছইটিতেও বাস্তবিকই কোন কৌশল করা নাই। প্রথম একটি হাঁসের ডিম লইয়া তাহার ৰব্যে কৃষ্ণ ছিন্ত কৰিয়া খাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ভিতরের সমস্ত লাল-শাল-**হলুণ জিনিবগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। তখন ডিখেব খোলাটি মাত্র বহিল।** क्कूच ছিদ্রটি সাদা চ্ণ বা রং দিয়াবন্ধ করিয়া দিতে হয়। অতিশর **নিকট হই:তও বুঝা যা**টবে না যে উহা খোলা ডিম। এইবার ডিমের মধ্যে অনেকণ্ডলি ভাল ডিম রাখিতে হয় এবং দকলের উপরে ঐ খোলা ভিমটিকে বাখিতে হয়। যাছকর জানেন যে খোলা ডিম কোন্টি। **দর্শকগণ কেচই** উচা জ্ঞানেন না। ইহা বাদে ধাত্কবের কোটের ৰোভাষের সঙ্গে লম্বা ধুব সরু কাল স্থতা দেড় ফুট আন্দাব্দ লম্বা আটকান আছে। আমি invisible thread নামক বাতৃকৰদের **'অদৃশ্য স্থতা'** ব্যবহার করিয়া থাকি—পাঠকগণ মেরেদের চুল ছারাও এই পেলা সাফল্যের সহিত কৰিতে পারিবেন। চুলের এক প্রাস্ত কোটের বোতামের সঙ্গে স্বাটকান থাকিবে—এবং অপর প্রাস্তে সামাস্ত একটু মৌচাকের মোম আটকাইরা রাখিতে হর। মোমের আঠার স্কবিধা এই যে, কোন জিনিষের উপর একটু চাপিয়া ধরিলেই 👺গ আন্টেকাইরা বায় এবং পরে ক্লোরে টানিয়া দিলেই থুলিয়া যার। ৰাছকরগণ এই মোমগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কবিয়া লন, ভাহাতে ৰৱন হর এবং কাজের পক্ষে খুব স্থবিধা হয়। ইহা conjuror's wax নামে পরিচিত-মোচাকের ভাল মোম দারা ইহ' বেশ করা बांद। একণে যাত্তর টেবিলের উপর হইতে ঐ খোলা ডিমট স্থুলিরা লইলেন এবং দর্শকদিগকে দেখাইবার সময় ঐ মোমগ্রু স্থভার প্রাস্কটি ডিমের উপর চাপিয়া ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্থভাটি ডিমের সহিত আটকাইরা গোল এবং অপর প্রাস্ত কোটের বোভামের **সহিত পূর্বেই আটকান আছে।** এইবার বাহকর হস্তস্থিত টুপী ছুইটিকে একটু সন্মুখ্য দিকে. একটু বাম দিকে, একটু ভান দিকে এই ভাবে নাড়াচাড়া কবিলেক্ট্ৰ'ডিমটি নাচিডে নাচিডে এক টুপী হইভে

অন্ত টুপীতে বাইতে আরম্ভ করিবে—সঙ্গে সঙ্গে শরীরটি একটু সোলা করিতে হর। বিভীয় চিত্রে উহা (পার্থের দৃশ্য) ভালরূপে দেখান হইরাছে। এই অংশ অভিশর সহল, যে কেহ বাড়ীতে নিজে নিছে চেষ্টা করিলে ইহা সহজ বোধগম্য ১ইবে। খেলা শেব ১ইরা গেলে ডিমটি ছই আলুলে ধরিরা সামনের দিকে টানিয়া নিজে—চট্ট করিয়া মোমের আঠা খুলিয়া যাইবে এবং কাল প্যাণ্টের উপর কাল প্তা বা চুল ঝুলিয়া পড়িবে। কাল প্যাণ্টের উপর কাল প্তা বা চুল ঝুলিয়া পড়িবে। কাল প্যাণ্টের উপর কাল প্তা বা চুল ঝুলিয়া পড়িবে। কাল প্যাণ্টের উপর কাল প্তা বা চুল ঝুলিয়া পড়িবে। কাল প্যাণ্টের উপর কাল প্তা বা চুল ঝুলিয়া পড়িবে। কাল প্যাণ্টের উপর কাল প্তা বাছ হইতেও দেখা বায় না। (বাছকরগণ এই জল্পই কাল পোষাক ব্যবহার করেন আর রাত্রিতে ম্যাজিক করেন।) এইবার ডিমটি ভূল করিয়া পকেটে রাখিছে হয় এবং পকেটে অপর একটি আলল ভাল ডিমেব সহিত বদলাইয়া পুনরায় টেবিলের ডিসে রাখিয়া দিছে হয়। বালিত ভূলিয়া গিয়াছি পূর্বে হইতে একটি ভাল ডিম প্রেটের রাখিয়া এই খেলা করিতে হয়। খেলাটা খুবই মজাদার।

বিষ্ণুগুপ্ত শ্রীরবিনর্ত্তক ১১

ব্রবন্ধতি রাজ্যের মন্ত্রিপদ থেকে বিদার নেবার পর শক্টালের মনে প্রতিহিণ্সার আগুন আবার ছিণ্ডণ জ্যোরে অলে উঠল। এবার ত আর তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই। কিছু অল্প আট জন নক্ষ বতই বোকা হোক না কেন, যোগনক্ষ ত আর সে রকম নির্কোধ নন। তিনি ত আসলে ইন্দুদন্ত—ব্যাড়ির ভাই—বরন্ধতির সহপাঠী। না হর রাজপাটে ব'সে তাঁর মনটা একটু দেমাকে হ'রে উঠেছে—কিছু বৃদ্ধি ত কম পড়েনি। তাই তিনিও শকটালের ওপর খুব তীক্ষ দৃষ্টি রাখ্লেন। শকটাল্ও তা বৃষতে পেরে প্রথমেই রাজার সঙ্গে কোন রকম বিরোধ বাধালেন না—এমন ভাবে রাজার সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগ্লেন, যেন তিনি রাজার বিশেষ অনুগত পুরানো মন্ত্রী—কোন দিন রাজার সঙ্গে কোন শক্ষতা হরনি।

এই ভাবে দিন বায়। শক্টাল্ জানভেন বে সারা রাজ্যের মধ্যে এক জনকে অস্ততঃ তাঁর ব্যথার ব্যথী পাবেন—ভিনি হলেন আগেকার সেনাপতি মৌর্বোর ছোট ছেলে চক্রগুপ্ত। চক্রগুপ্ত তথন নক্ষদের বাজসরকারে এক জন অতি সাধারণ কর্মচারী—বাজ্যের অন্নসত্রগুলি *দেখ*্বার ভার তাঁর ওপর। শকটা**ল্ চর** পাঠিরে চক্র**ওপ্তে**র মন বুঝবার চেষ্টা করতে লাগ্লেন। তীক্ষ দ্ধি মন্ত্রীর কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত বেশী দিন নিজের মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পারজেন না—মন্ত্রীর কাছে তাঁর মনের গোপন কথা ধরা পড়ে গেল। পকটাল্ দেখ্লেন বে. চক্রগুরে বৃকের মাঝেও প্রতিহিংসার আগুন রাবণের চিতার মতই ধিকি-ধিকি অল্ছে চিবদিন—এড দিনেও তার তেজ একটুও কমেনি। মনে তাঁর **আনন্দ হ'ল—এত দিনে সভাই জাঁর এ**কজন বোগ্য দোসৰ মিল্ল। হাজাৰ হোক তিনি ত বুড়ো হয়েছেন—এরজন আঞ্জনের ফুল্কির মন্ত ভক্ষণের সাহায্য ছাড়া একটা দীর্ঘ দিনের প্রকাপ্ত রাজ্য ধ্বংস করা কি জাঁর একার পক্ষে সম্ভব হতে পারে 🛭 এর পর বথাকালে একদিন গভীর নিশীংখ শক্টালের রাড়ীতে চ**ল্রভ**ংগ্র भिष्ठक र'न। क्यादाद तिर्क ह्याकाई तथन स्क्रुनेद साकी शास्त्र । বেরুজিলেন, তথন মনে হ'ল প্রদিকের আকাশের গারে উবার অরুণ বাগ লাগ্বার আগেই এই স্থন্দর কিশোরটির মৃথে তার অফুরাগের ম্পর্ণ এসে পড়েছে।

অন্নদত্রের পরিদর্শক চন্দ্রগুপ্ত। সর্ববদাই চারিদিকে যুড়ে বেড়াতে হয়! এক দিন হুপুর রোদে তিনি যোড়ার চেপে প্রকাশু এক তেপাস্তর মাঠ পার হয়ে পাশের প্রামে বাচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন একি কাও। এক ব্রাহ্মণ—তগু কাঞ্চনের মন্ত গারের রঙ্জ, বর্মৃ খুব বেশী নর—ভবে চন্দ্রস্তপ্তের চেরে অবশ্যই বড়—চলিশের কাছাকাছি হয়ত হকে—বেমন লখা তেমনি চওড়া। মাঠের ওপর বঙ্গে এক এক গাছি করে কুশের গাছ মৃস-তত্ত্ব উপড়ে তুল্ছেন—আর সেই মৃলের গোড়ার গর্ত্তে হাতের ভাঁড় থেকে একটু করে খোল ঢেলে দিছেন। এ ব্যাপার দেখে উ।র আর কাঙ্গে যাওয়া হ'ল না। ফিরে এলেন তিনি তথনই মন্ত্রী শুকুটালের বাড়ী। মন্ত্রী মশায় তথন সবে খেতে বস্তে যাচ্ছেন— এমন সময় চন্দ্রগুপ্ত হেসে হাঁক দিলেন—'মন্ত্রী মশায়! খাবেন'খন পরে। বে অবস্থায় আছেন, চলে আমুন আমার সঙ্গে—অন্তুত এक पृणा (पथार । वाथ इय, এত पिटन जगरान, व्यामारमय पिटक মুখ তুলে চাইবার উপক্রম করছেন'। শকটালের অনেক প্রশ্নেও চক্রতপ্ত আর কোন কথা ভাতলেন না। প্রার একরকম টান্তে টান্তেই মন্ত্রী মশারকে ধরে নিবে গেলেন বোড়ার পিঠে চাপিয়ে সেই তেপাস্তরের মার্চে।

জনশৃষ্য মাঠ। তথনও তেমনি কুশ তুলে চলেছেন সে ব্রাক্ষণ।
মাধার ওপর তুপুরের সূর্ব্য আগুনের গোলার মত। মাটি তেতে
আগুন—পা দিলে পা পুড়ে বার! রোদে ব্রাক্ষণের গোরবর্ণ মূথধানা
লাল হ'বে প্রার ঝল্সে ধাবার মত হরেছে। সারা গায়ে ছুটছে অজপ্র
বামের ধারা! তর্ সে দিকে তাঁর জ্রক্ষেপ নেই—আপন মনে
নিশ্চিন্ত নির্ক্ষিকার ভাবে বিনা বিশ্বক্তিতে তাঁর সেই কুশ-ওপ্,ভানো
আর ঘোল-ঢালার কাজ তিনি ক'বে চলেছেন। এরপ অর্ফে কিক
দৃচতা—আর এরকম অমাপ্র্যিক প্রতিহি সার ছবি দেখে শকটালের
মুখে হাসি কুটে উঠল, তিনি দূব খেকে কিছুক্ষণ দেখে এগিয়ে গোলন
আক্ষণের কাছে। দেখ্লেন, ব্রাক্ষণের সে দিকে কোন খেয়ালই নেই,
আপন মনে নিজের কাজে বাজ্ঞ। তথন তিনি মূথ কুটে জ্জ্ঞাসা
করলেন—ঠাকুর মশাই! আপনি এই তুপুর রোদে মাঠে ব'সে কি
করছেন এডকট ক'বে করতে হজ্ভে' ?

এবার সে আক্ষণ একবার মূখ ভূচেন বল্লেন—'কি জানেন, মন্ত্রিবয় !—'

শক্টাল্ বাধা দিয়ে বল্লেন—'আমি বে মন্ত্রী, তা আপনি জানেন বে দেখ্ছি'!

বান্ধণ নি:শব্দ হাসি হেসে বল্লেন—'জানি আমি সবই । প্রথমে মোর্ব্যের ছেলে আমাকে দেখে .গলেন । তাত্ম পর আপমাকে দক্ষে টনে আন্সেন । অনেকক্ষণ দূরে গাড়িরে আপমারা দেখছিলেন আমি কি ক্রছি—বোধ হর ভাবছিলেন পাগলামি ! মন্ত্রী ম'লার ! আমি উমাদ নই ! মাঠে চলতে চলতে এই সব কুলের অঙ্কুর কাঁটার মত পারে বিধে পা রক্তারক্তি করে দিয়েছে আমার । তাই একটি একটি করে কুলের গাছগুলি উপড়ে ফেল্ছি আমি । কিছু এতেও এদের হাত থৈকে নিস্তার নেই । যদি গোড়ার শেকড় এক কণাও খাকে মার্টার

মধ্যে তা হ'লে আবার গজাবে— ভাই এদের মূলের গর্জে মিষ্টি খোল ঢেলে দিক্ষি— বাতে শিঁপড়ের খোলের গক্ষে এখানে এসে খোল খেতে গিয়ে কুশের মূলের টুকরোগুলো পর্যান্ত খেরে ফেলে। বাস! তা হ'লেই এ রক্তবীক্ষের ঝাড় নির্কংশ হবে। গুন্লেন ত আমার কথা। এখন যান, যে যার কাজে। আমিও আমার হাতের কাজটুকু সেরে ফেলি'।

বান্ধণের কথা ভনে শক্টাল আর চন্দ্রভণ্ডের মনে হতে লাগ,ল—
'এই রকম রাগী মেজাজ, ক্রুর কুটিল ও জেদী ব্রাহ্মণকেই আমাদের
দরকার। এবই সাহায্যে নবনন্দের বধ—নন্দরণের ধ্বংল করা সন্তব
হবে'।

শকটাল, মুখ ফুটে বল্লেন—'ডেছস্বি ব্রাহ্মণ! আপনার চবণে শত প্রত প্রণাম। কিন্তু এই ছোট কাজে আপনার দিন কাটান ঠিক হবে না—অনেক বড় কাজ আপনার দাবা করা বেতে পারবে'।

ব্রাক্ষণও হেদে বল্লেন—'তথান্ত। কি দরকার, বলুন'।

শকটাল, চারদিক্ চেয়ে চুপি চুপি বল, লেন—'সে কথা আছি গোপন—এ নিজ্ঞান মাঠেও বলা যায় না—হয়ত হাওয়ায় ভেসে গিলে পৌছুতে পারে এমন লোকের কাণে যাঁর কাণে কথাটা উঠ্জে আমাদের সর্বনাশ হ'তে পারে'।

ত্রাহ্মণ গন্ধীর হয়ে বল্লেন— নির্ম্পন মন্ত্রণা-গৃহের দেওরালেরও
কাণ থাক্তে পারে। আমার মতে নির্ম্পন গৃহের চেরেও চতু-শবাই
ওপ্ত মন্ত্রণার ভাল জায়গা। কারণ চৌমাথার গাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে
পরস্পার কথা কইলে কেউ সন্দেহ করে না বে এরা গোশন কথা
কইছে। আছো, বাক্। মন্ত্রীমশায় ৄ আপনার বাড়ীতেই চলুন ।

শকটাপ্ এবার আদ্ধানে বৃদ্ধি দেখে অবাক্-বিশ্বরে **তর হরে** রইলেন। তার পর ধারে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন— আমার অপরাধ মাজ্জনা করবেন, আদ্ধাণ ! আপনার এ অভূত জেদ আর অসাধারণ বৃদ্ধি আমার মাজিখের অভিমান যুচিয়ে দিছে ! আপনার চরণে আমার মাথা মুয়ে পড়তে চাইছে। এখন একটা কথা আমি জান্তে পারি কি—এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা কইবার সৌভাগ্য আমাদেশ হয়েছে ?'

ব্রান্ধনের মূথ মূহ হাসিতে ড'রে উঠ্ল। বল্লেন—'আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব নামকরণের সময় আমার নাম রেখেছিলেন— বিফুগুপ্ত'।

মেঘমুক্ত নীল আকাশ থেকে যদি বজু নেমে এসে ঠিক সাম্বে পড়ত—তা হ'লেও বোধ হয় শকটাল আর চক্রক্ত এতটা বিশ্বিত হতেন না। চম্কে উঠে চক্রক্ত হাটু গেড়ে ব'সে পড়্লেন হাত জোড় ক'রে তাঁর পারের তলায়। শকটাল বিশ্বরের প্রথম আবেল কাটিয়ে স্বিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি—আপনিই মহামতি কৌটিলা'!…

ব্রাহ্মণের মুখে সেই বাঁকা হাসি। বাধা দিয়ে বল্লেন—'মন্ত্রিবর !
কোটিলা নই—কোটলা; কুটল ঋষি ছিলেন আমাদের গোত্তের
প্রবর্তক; তাই গোত্ত নামে আমি কোটলা। তবে আমার বৃদ্ধির
বদ্নাম বদি দিতে চান, তবে 'কোটিলা'ই বল্বেন—সচরাচর লোকেরা
ত তাই ব'দেই ডাকে আমার'।

চন্দ্রগুপ্ত এডক্ষণে বাক্য কিরে পেরে ব্র্লেন—'প্রভৃ! আপনিই চাণকা'! চাণক্য তাঁর মাধার হাত রেখে বল্লেন—'হা বংস! চণক দেশে ্বিশাসার বাড়ী, তাই আমি চাণক্য'।

্র শকটাল— 'অ'মরা শুনেছিলুম বে, মহামতি বিকুণ্ডপ্ত তপান্তার ্রিক্তে ব্যাড়ি আর ববকটিব সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলেন'।

্ চাৰক্য—'ঠিকই ওনেছিলেন মন্ত্রিবর ! কিন্তু যোগানব্দের অব্যাচারের প্রতিবিধান করতে অমুরোধ ক'রে বরক্ষচি আমায় ক্লেবং পাঠালেন আবার এই দেশে। চলুন, মন্ত্রিবর'! ক্রিমশঃ

## **থাঁদের মৃত্যু নেই** রঞ্জিৎ গিংছ

এক

#### জ থেকে প্রায় হ'শো বছর আগেকার কথা— ১৭৪২ সাল•••••

শীতের সন্ধ্যা। ভিয়েনা শহরের রাজপথে অন্ধকার নেমে এসেছে।
শপরিসর গলির আনো-পালে ঘ্ট্যুটে অন্ধকার—মাঝে মাঝে গ্রেকটা
গ্যাসের আলো টিম্টিম্ করছে। সমস্ত শহর শাদা কুরাশার
আচ্চর—পথে-বাটে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই। আকাশে কালো
বেবের সমারোহ—হরত একটু পরেই বুঞ্জি নামবে।

এমন সময়ে এক অপরিসর গলির অন্ধকার থেকে বেরিরে
আনে ছোট একটি ছেলে—সুন্দর মুখধানার স্থিপ্প একটা উজ্জ্বলভার
ভাব, কোঁকড়ানো রেশমের মভো চুল। হাতে ছোট একটি
বেহালা। আপন মনে গ্রুলেটি বেহালা বাজিয়ে চলে৽৽পথে
পথে বেহালা বাজিয়ে ভিকা করে ভার দিন কাটে।

একটি মদের দোকানের সামনে এসে ছেলেটি থমকে দাঁড়িরে পছে। সারাদিন পথে পথে ঘূরেও কিছু ভিক্ষা মেলেনি—কুণাতুর দুটি নিয়ে ছেলেটি দোকানের দিকে তাকায়—এক বৃদ্ধ ভদ্মলোক দ্যাদ্দোন থেয়ে নেশার চুলছেন! তাঁর চমক ভাঙ্গতেই ছেলেটি হাত বাড়িরে দেয়—বে-হাত দৈজের চাপে কাঁপতে থাকে থর-থয় করে—তার মন কেঁদে ওঠে!

কছু ভিকা দাও, আমি অনাহারে রয়েছি কাল থেকে। জেলটি বলে।

ভক্রলোক তার হাতে কি একটা জিনিব ছুঁড়ে দেন। ছেলেটি আন্থান্তব করে তার হাতে এক মার্ক! তাড়াতাড়ি সে পথে নেমে পড়ে, বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার আজ কি আনন্দ— উস্পাহের আতিশয্যে সে বেহালাটাকে বগলে করে দৌড়ুতে শুরু করে—

बिव,-बिव, करत वृष्टि नाम।

সমস্ত শহরে নেমে আসে বর্বার অন্ধকার...

একটি ছোট গলির সামনে এসে দাঁড়িরে পড়ে ছেলেটি। তার বাড়ী এনে পেছে—ঐ তো তাদের জানলা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে বান্তার। বাড়ীর কাছে এসে সে ডাকতে ওক্ন করে— বা! বা!

খনে এসেই হাতের বেহালাটি এক-পাশে রেখে দের, তার পর বা'ব কাছে ছুটে আসে। ভোট একখানি যাত্র বর,—তার ভেডবেই মা ও ছেলে অনেক কটে দিন কাটায়। খনের এক কোশে ছেঁড়া একটি বিছানা, মৃত্যুশব্যায় শুরে আছেন ভার মা! শিররের কাছে অলতে থাকে একটি মোমবাতি!

—কে । মা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভাকান ছেলের দিকে।

—মা, আৰু এক মাৰ্ক উপহাব পেয়েছি, এই দেখো—ভোমার জন্তে কটি আর ওবুণ এনেছি—

ক্যা মা ছেলের মাথায় হাত বুলিরে দেন, আশীর্বাদ করতে
গাঁরে এক কোঁটা চোথের জল বারে পড়ে ছেলের কপালে—কি
বেন বলতে চান, কিন্তু ঠোঁট হ'থানা বার বার কেঁপে ওঠে । ভালবাসায় তারেলেটি মা'র বুক জড়িরে আকুল স্থরে কেঁদে ওঠে।

মা৷ মা৷

মৃত্যুব দিকে হাত বাড়িয়ে দেন তার মা। মোমবাতিটা হঠাৎ নিবে বার—সমস্ত ঘর অন্ধকার। ছেলেটির কাছেও চোথের জলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হরে বার।

ख्यू मिन कार्डे।

মৃত্যুকে বাঁরা জয় করে পৃথিবীর মাটিতে হয়ে ওঠেন মৃত্যুক্তয়—শত সহত্র আঘাত ও বিপদের মাঝখানেও তাঁদের আত্মার শিখা অনির্বাণ অলতে থাকে। ' এমনি একটি মামুষ বিশ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অমর শিল্পী হয়ে চিরকালের ইতিহাসকে শ্বরণ করিয়ে দেয়। মুরোপের বন্ধসঙ্গীতের ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে হাইডেনের নাম।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ভিরেনার স্থান পুর সমাদরযোগ্য।
সেই ভিরেনা শহরেই হাইডেনের জন্ম। তাঁর পিতামাতা
ছিলেন গবীব চার্যী, ভিরেনা শহর থেকে কিছু দুরে 'রোহর'
শহরের বাজারে ছোট একথানি ঘর ভাড়া নিয়ে তাঁরা কোন রকমে দিন
শুজরান করতেন। ১৭৩২ খুটান্দে হাইডেনের জন্ম হয়। শৈশবের
প্রারম্ভেই তাঁর পিতা অমরলোকে চলে বান। তার পর হুঃস্বপ্নের মত
কাটে দৈন্যক্লিট হুঃথের দিনগুলি…পেটের দায়ে কিশোর হাইডেনকে
ভিরেনার রাজপথে বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষা করে ঘ্রে বেড়াতে হয়েছে।
য়ে সময়ে অক্ত ছেলেরা বই শ্লেট নিয়ে ইস্কুলে বার, ঠিক সেই সময়ে
শাপন জীবিকার জন্মে পথে প্রেথ ঘুরতে হয়েছে হাইডেনকে—!

কিছ সামাখ্য এক জন কোসিয়ান চাষীর ছেলে কেমন করে যুরোপের আধুনিক যয়সঙ্গীতের এক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হরে উঠলেন, সে এক অপরপ কথা!

থুব ছোট থেকেই হাইডেনের সঙ্গীতে অন্থবাগ জন্ম। হাইডেনের পিতামাতা শিশুর সঙ্গীতপ্রিয়তা অন্থুভব করে তাকে কিছু কিছু
শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিশু হাইডেন ছিলেন থ্ব চঞ্চল, স্থতরাং
সঙ্গীতশিক্ষার তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর পিতামাতা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন, কিছু কোথায় কে ? ঠিক সময়ে হাইডেনকে
আর বাড়ীতে পাওয়া বেতো না! অগত্যা বাছীতে কিছু সঙ্গীতশিক্ষার পর তাঁকে ভিয়েনার প্রধান গির্জার গায়ক-সম্প্রদারে ভতি
করে দেওয়া হোলো। কিছু ফল হোলো বিপরীত! হঠাৎ তাঁর
গলা থারাপ হয়ে বায়। তথন গায়ক-সম্প্রদারে শিশু হাইডেনের
স্থনাম হয়েছে বেশ—তিনি সেই সময় থেকেই থুব ভালো বেহালা আর
গিয়োনো বা লাভে পারতেন। কণ্ঠখন বিকৃত হয়ে বাঙরাতে গায়কসম্প্রদারে আর তাঁর তেমন সমাদর রইলো না। বয়স তথন তাঁর
থ্ব অয়. আচাবে ও বারচাবে তথন ভিনি স্পীলাচঞ্চল।

উদ্বোধন ।

সেই সময়কার একটি মঞ্জার ঘটনা বসছি। যে ঘটনার প্র তার জীবনের পথ ভিন্নপথে চালিত হয়। এটি তাঁর জীবনের অঞ্চতম সম্বনীয় কীর্তি!

जियाना नश्तव अधान शिक्।।

জীবের নির্মণ আকাশে সোনালি রোদ ঝল-মল করছে।

গিজার ভেতরে প্রার্থনা-সঙ্গীত হছে। চারি দিকে লোকে লোকারণা। সবাই সমবেত ভাবে গান গাইছে। গায়ক-সম্প্রদারের ছোট ছোট ছেলেদের মাঝথানে দাঁড়িয়ে আছেন শিশু হাইছেন, তাঁদের সামনে বাজকর-দলপতি দাঁড়িয়ে সঙ্গীতামুন্তান দেখছেন। গায়ক-সম্প্রদারের ছেলেরা গান গাইছে, কিছু হাইছেনের সেদিকে থেয়াল নেই। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক ছোট বছু, খুব সন্দর তার চেহারা. ছুটফুটে চাপা ফুলের মত গায়ের রছ,—লহা বোঁকডানো চূল, পিছন দিকে বেণী করে বাঁধা! ঠিক যেন রূপকথার হাজপুর। দুরে গিজার ঘটা বেজে চলেছে! চং-চং-চং-চং-তং-চং শিশু হাইছেনের মাধায় এক ছুইুমি বুদ্ধি এলো। প্রার্থনা-সঙ্গীতে সমস্ত গিজা গম্গ্রছে। এদিকে হাইছেন তাঁর বছুর সেই স্কন্দর চূল বাঁচি দিয়ে কচ,কচ, করে কেটে চলেছেন. আর কোন দিকে তাঁর থেয়াল নেই! কি ভ্রানক ব্যাপার বলো ত গ ছোট বদ্ধটি প্রথমে কিছুই টেব

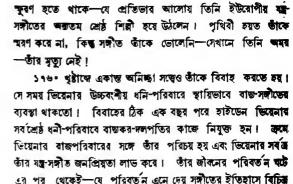
পারনি। শেষে প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর গারক সম্প্রাদায়ের ছেলের। খুব্ হাসাহাসি করতে,লাগলো। হঠাং সেধানকার বাজকর-দলপতি আবি-ছার করলেন মে, বন্ধুর সেই সন্দর বেণী কাটা, আর সাইডেনের হাতে এক গোছা নরম চুল! মৃত্ মৃত্ হাসছেন হাইডেন, কৌতুকে চিক্চিক্

কিছ শেষ ফল থুব শুভজনক হোলো না। সেই দিনই ভিয়েনার গির্জার গায়ক-সম্প্রদায় থেকে হাইডেনকে বিদায় দেওয়া হোলো।

বয়স তাঁর অল্প, জীবনের অভিজ্ঞতা তখনো হয়নি। এমন

সমরে তাঁর পিভা হঠাৎ অমরলোকে বাত্রা করেন :

সংসারে হাইডেন তথন একা। দৈক্তে ও অনাহারে দিনের পর দিন কেটে গেছে—তবু কিশোর হাইডেন অত্যক্ত ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে জীবনের তীর্থে তীর্থে প্রাণীপ হাতে এগিয়ে চলেছিলেন—যে প্রদীপের শিখার ঘ্যক্ত কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে! সোভাগ্য বশতঃ কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত ভিয়েনাতে তাঁর স্থনাম ছড়িয়ে পড়ে এক জন প্রসিদ্ধ পিরোনো-বাজিয়ে হিসেবে! অবস্থা আর একটু ভালো হলে তিনি এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের অধীনে কাজ করতে ওক করেন। তথন হাইডেনের কৈশোর কাল। ছঃশ্বপ্ন ও দীনতার মেঘ কেটে গিয়ে তার পর স্থথের দিনগুলি সোনালী আলোয় বলমল করে ওঠে। কিছু ছংখ কটের মধ্যেও তাঁর সঙ্গীতামুরাগ এতোটুকু করেনি। এর মধ্যেও তিনি সঙ্গীতজ্ঞ হবার সাধনায় গ্যানমায় ছিলেন। ঘন মুর্যোগের পর বেমন চাল আলার জ্যোকনা বিশ্বে আকাশতে উদ্ধাসিত



করে ভোলে, তেমনি ভার পর থেকেই হাইডেনের সঙ্গীত-প্রতিভার

হাইডেনের সঙ্গে মোজার্টের থব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল! মোজার্টের সঙ্গীত-শিক্ষা হাইডেনের কাছেই পূর্ণতা লাভ করে। হাইডেন মোজার্টকে থব ভালোবাসতেন। সঙ্গীতেব ইভিহাসে মোজার্টের প্রতিভা বিমারকর! মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই মোজার্ট গান লিখতে শুকু করেন। আভি দ্বিদ্র বরে তাঁর জন্ম হয়—ফ্রান্থ ভার জন্মভূমি! শৈশবে দারিক্রা গু

অনটনে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিতা দান হরে যায়। তবু প্রতিতা যে নির্বাপত আগুনের মত—এক দিন নে বলে উঠবেই। অতি হুংখাকটে তাঁর দিন কাটে, তার ভেতুবেই তিনি উনস্ত্রটি গান লিখে কেলেন। মোজাটের তথন কৈশোর কাল গাঁরে ধারে তাঁর, প্রতিতার বিকাশ হতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র ইউরোপকে চমকে দিয়ে সজীতের ইতিহাসে প্রবাধি হয়ে ওঠেন। ফ্রান্থের রাজপরিবারে তাঁর ডাক পড়ে। তথন ফ্রান্থের রাজপরিবারে তাঁর ডাক পড়ে। তথন ফ্রান্থের বার্টিক লাম বার্টিজিয়েট—তাঁর সঙ্গে মোজাটের বনিষ্ঠতা। হয়। সমস্ত ইউরোপে তথন মোজাটের নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

হাইডেনের সঙ্গে মোকাটের সম্পর্ক বন্ধুর মতোই ছিলো। তুই জনের প্রীতি ও শ্রদ্ধা কোনো দিনের জন্মও শিথিল হয়নি।

১৭৯০ খুঠানে Esterpazys বাতসম্প্রদার খেকে কোনো কারণে চাইন্ডেনকে বিদার নিতে হয়। অবক্তম দেশ জামেনী, মুক্তির জন্ম হাইন্ডেনের প্রাণ নেচে উঠলো। ইংলণ্ডের দিকে তিনি যাত্রা করলেন। কারণ, তথানকার দিনে ইংলণ্ডই ছিলো একমাত্র দেশ—বেখানে প্রভিভার সমাদর হোতো। ইংলণ্ডে যাবার পূর্বসমূতে মোজাটের সঙ্গে দেখা। হাইন্ডেনের ইংলণ্ড যাত্রার খবর ওলে মোজাট ছুটতে ছুটতে এসেছেন শেষ দেখা করতে। সেখানে হাইন্ডেনের হাত ধরে শিশুর মত কেঁদে কেললেন মোজাট। কলকেন

হাইডেন বললেন—আসবো, আবার আসবো!

কিছ কে জানতো যে মোজাটের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে হ হাইডেন কিরে আর মোজাটকে দেখতে পাননি।

ইংলাধের বাত্রাসাথে হঠাৎ নামুলা ভীষণ বৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে **ভূ** 



মোজার্ট

আহাত সামলানো দার হরে উঠলো, সমস্ত ধাত্রীরা প্রাণ্ডরে বিজ্ঞা নিজের কেবিনে আশ্রের নিলো, এদিকে বিজ্ঞ শিল্পী চাইডেন ক্রেক্স ডেকের ওপর বসে নিবিষ্টানিত প্রকৃতির ভয়াল রপ উপভোগ ক্রিক্স — খন বন বিহাৎ চমকাছে— অঝোরকরে বৃষ্টি পড়াছে। সেই প্রকৃতির রূপ তাঁর মনে এমন এক বর্ষাপাত করে বে তিনি ইংলণ্ডে গিরে হ'টি গাঁতি-নাটিকা Gratorio) 'হৃষ্টি' (Creation) ও 'ঋতু' (Scasons)

্তার পর অনেক দিনের পর তিনি ভিয়েনার কিরে আসেন।

☐ দিন ভিয়েনা শহরে তারই রচনা 'স্টে'র অভিনর হাছিল।

☐ কেন সেই সভার উপস্থিত ছিল। গীতি-নাটকা অভিনর শেষ

☐ পর গভীর আবেগে উচ্ছসিত হয়ে হাইডেন টাংকার করে

☐ লাকা "এ আকাশ থেকে আমার গান ভেসে আসছে।"

েক্ট সভার আর এক জন পৃথিবী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত ক্লা,—তাঁর নাম বেঠোকেন। তিনি ছুটে এসে হাইডেনের হাতে স্লাক্ষ্যান হাইডেন নতমন্তকে পৃথিবীর অমর শিল্পীর অভিনন্ধন ।

কাব্দে তথন করাসী বিপ্লবের স্পাক্তন ভনতে পাওয়া যাছে। তৈতনৰ ইংলগু বাত্রার পর মোজার্ট অভ্যস্ত ত্রিয়মাণ হয়ে পড়জেন।

ৰ জাঁব ভেঙ্গে পড়লো, তিনি শব্যা
কৈবলেন। শেব-জীবন তাঁব অত্যস্ত

ক্ষি সঙ্গে কেটেছে•••বে সব অন্তবস্থ

ক্ষি বেংৰছিলো, তারা হৃঃখেব দিনে

ক্ষানীৰ বলে পবিত্যাগ কবে চলে।

মোজার্ট অত্যস্ত বিপদে পড়লেন।

কানো দিন মোজার্টের ভূত্যবা

কানো দিন মোজার্টের ভূত্যবা

কানো দিন মোজার্টের ভূত্যবা

কানো দিন মোজার্টের ভূত্যবা

কানা বিধনার অঞা।

মুতুশব্যার মোজার্ট•••

আছকার রাভ। বাইরে ভীবণ জল-ঝড় ই। নিজের খরে শুল্ল বিছানার



যোশেক হাইডেন্

আছেন মোজাট— মৃত্যুর পদধ্বনি তার হৃদরের হারে করাহাও

। জীবন-দীপ থারে বীরে নিবে আসছে। মোজাট বৃথতে

জন মৃত্যুর আর বেশী দেরি নাই। তিনি ভূত্যুদের আর

ভিত প্রতিবেশীদের ডেকে পাঠাদেন। মৃত্যুশয়ার পাশে

করেক জন বন্ধু শাভিরে, জীবনের শেব অবস্থা নিকটেই!

আবস্থাতেই তিনি একটি শোক-সঙ্গীত রচনা করেন, তিনি

র দেশে বাবার আগে বন্ধুদের সেই গানটি গাইবার জক্ত অন্ধুরোধ

জনা। বন্ধুরা সজল চোখে সমবেত ভাবে গানটি গাইতে লাগলো,

আজাট গানের হবে হবে যিশে গিরে সেই দিনই শেব নিখাস

করদেন।

নাত্রে মৃত্যুর পর বন্ধুরা ফিরে গেলেন। পরদিন আবার সেই লি! সে দিন অস্ট্রোফিরার িন—কেউ লোক নেই! তর্গ এক জন অনুগত ভূত্য আর প্রিবারবর্গ এসো মোলাটকে শেব দেখতে! বাইরে বন অক্ষকার—বিভ আর বুটি, বিভাৎ আর মেখা শাঁ। শাঁ। করে বাভাস বইছে—সমাধিক্ষত্রে মোজাটকে নিয়ে আসা হোলো। সেধানে এসে ভূডাটি কেঁদে ফেললো, এমন একটা পরসা নেই বে ককিন কিনে মোজাটকে কবর দেওয়া রার! শেবে অনেক কটে কোনো এক অজানা অচনা ভিথারীর ভাঙ্গা কছিনে মোজাটকে সমাধিষ্ক করা হর। তার পর কত বছর কেটে গেলো—মোজাটকৈ খবর কেউ রাখলো না, জানলো না বে সেই কবরখানার একটি কফিনের ভেডর পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতক্ত গভীর নিশ্রার ময়।

তার পর এক দিন যখন ভিরেনার সমাধি-মঞ্চিরে তাঁর ডাক পড়লো তথন কেউ বলতে পারলো না কোধার তিনি নিজার মগ্ল! শেবে এক অনির্দিষ্ট স্থানে তাঁর স্মৃতিস্কৃত্ত রচনা করা হোলো।

হাইডেনের ক্রীবনের পরিসমাস্তি ঘটলো এক **আল্চর্য** দিনে।

নেপোলিয়ান-বাহিনী ভিয়েনা শহর আজ্মণ করেছে। রাজপথে শোনা বাচ্ছে শক্রপক্ষের কামানের গল্পন। শক্রবাহিনী শহরের প্রাক্তে এসে পড়েছে। আর এদিকে মৃত্যুশব্যার হাইডেন সদীতের স্থারে তয়য়। সাইডেনের সেদিকে থেয়াল নেই, তিনি তথন স্থানোকে বিচরণ করছেন। তাঁর ভূত্যেরা আতঙ্কে বিহরেল হয়ে পড়লো: কি হবে ? দেশের স্বাধীনতা বুঝি আর থাকে না!

স্থাতুর হাইডেন চোথ মেলে তাকালেন, দরদর করে হু'চোধ বেরে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাঁর প্রিয় জন্মভূমি, কৈশোরের লীলাক্ষেত্র ভিয়েনা শত্রুর হাতে চলে বাবে এ তিনি স্থ করতে পারবেন না! তার চেরে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।— এ ভন্ন, শত্রুবাহিনী শহরে চুকে পড়েছে! ভূত্যেরা চীৎকার করে উঠলো।

হাইডেন কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি শিল্পী, স্বাধীনভার সাধক। শক্তর নির্যাতন ও অপমান তিনি সন্থ করতে পারবেন না কোন মতেই। প্রাণের সহস্র তন্তুতে বেক্সে উঠলো এক অপূর্ব মূর্ছনা! মৃত্যুর স্বারে গাঁড়িয়ে তিনি ভৃত্যুদের ডেকে বললেন: তুলে ধরো, আমাকে একটু তুলে ধরো পরানোর কাচে ।

ভূত্যের এসে তাঁকে তুলে ধরলে। মৃত্যুপধের বাত্রী হাইডেম
অবল দেহে বাজিরে চললেন অধীরার জাতীর সঙ্গীত! অপ্তমর
আবেগে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হরে উঠলো, সমস্ত শরীর ধরধর করে
কাঁপতে লাগলো। হাইডেমের ছ'চোথ বেরে অবিরাম অঞ্চ বরছে
আর অধীর আগ্রহে তিনি পিরোমো বাজিরে চলেছেন। সে এক
অপূর্ব দৃশ্য! হাইডেন সেই রাত্রেই পিরানোর ওপর মাধা রেখে
পৃথিবীর অপর পারে বাত্রা করেম। ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এলো
শহরের বুকেং অর্থার দূরে শোমা বেডে লাগলো মেপোলিরাম-বাহিমীর
জয়োলাস!

ঠিক সেই মৃহুর্জে ভিরেমার অপর প্রান্তে কোনো একটি অক্কার কুঠ্ রীতে বসে পূথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতক্ত আপন মনে পিরোমো বাজিরে চলেছেন, অথচ নিজে কিছুই শুন্তে পাছেন না, সেশ্ত এক জীবদের পরম বেদনার ইভিহাস। সেই বিধির সঙ্গীতক্তের নাম বেঠাকেন।

বাদের মৃত্যু নেই, জীবনের কাছে ভাঁলের চিরকালের জয়।



বিমলচন্দ্র ঘোষ

۵

পেত্নি বুড়ির নাড্নি ছিল সম্বনে গাছের ডালে
ঠাকুরদা' তার মরেছিল কোন্ সে অতীত কালে
হঠাৎ সেদিন নিরুম রাতে
ঠাকুরদা'-ভূত লখা হাতে
ধৃত্রো ফুলের মাল্য নিয়ে বললে, "ওলো নাতনি,—
তোর সাথে আজ আমার বিয়ে হাস্ছে নিশা চাদনী।"

ર

নাত্নি বলে, 'ঠাকুরদা' আজ ঠাটা তোমার রাখো পেত্নি বৃড়ি ঠাকুরমার ঐ অশপতলার পাকো,— ফোক্লা ভাঙা ও মুখ নিয়ে, আমার তুমি করবে বিয়ে ? বয়েই গেছে তোমার বিয়ে করবো কিসের জন্ত ? ভূতের কি আর অভাব আছে, পাত্র কি নেই অন্ত ? ঠাকুরদা'-ভূত বললে তখন, "তুইরে আমার কনে তোর খোঁজেতে হাজার বছর ঘুরছি বনে বনে, আজকে এসে সজনে গাছে পেলাম তোকে এমন কাছে, আমার ওপর রাগ ক'রে ভাই পালাস নিকো ছট্কে, তোর ঠাকু'মা'র বয়স গেছে রূপ গেছে তার পট্কে!"

8

নাত নি বলে তোমার মাধার চক্চকে ঐ টাকে জোয়ান ভূতের মতন টেরী নেইকো থাকে থাকে, নেইকো উকুন চুলের মাঝে বাছবো আমি সকাল-সাঁঝে, শিরদাঁড়াতে ঘূণ ধরেছে হাড় জির জির পাজরা গলায় দৃড়ি ৷ ম্যাগো ভোমার বুক্থানা কী ঝাঁঝরা !

¢

ভীৰণ রেগে ঠাকুরদা'-ভূত বললে নাকের স্বরে
আমার বেমন বললি বুড়ো অমন দেমাক ভরে,
ভোরও নাভ নি নাভির সাথে
ঝগড়া হবে দিবস রাতে
"ওবুড়ি ভূই ভালের হুড়ি"—বলবে ভোকে নিডা,
গাকবে নাকো রূপের বারার অলবে রাগে পিছ।

U

নাতনি বলে, "বেশ বেশ বেশ, পালাও তুমি বুড়ো তালগাছেতে খুমাও গিয়ে ফোক্লা তালের হুড়ো এইনা ব'লে এক লাফেতে কচুর বনে শাসন পেতে লখা জিতে চাট্তে গেলুপেত্নি বুড়ির নাত্নি, কচুরমুঝী আকল আর ধু তরো কৃষ্ণের চাট্নি।



শ্রীস্থাং ও কুমার গুপ্ত

ত ক্ষিথটা আমার বেশ মনে আছে—৪ঠা অক্টোবর ১৯২৯ সাল। সে-যার পূজার ছুটিতে আডডা নিয়েছিলাম কাঁটীতে। প্রতিদিনকার মতো সে-দিনও বেড়াতে বেরিয়েছি অপরাত্ত্বে দিকে, বেড়াতে বেড়াতে কথন যে মোরাবাদি পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি থেয়াল ছিল না। পাহাড়ের মাথায় অক্টোযুধ স্পেনর বক্তিম

আভা ফিকে হয়ে আসছে, অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে শাখাভের নীচে। বাড়ী ফেরবার জন্ম ব্যস্ত হবে উঠ্নাম-পথ খাট ভাল জানা নেই, অনুকার হয়ে গোলে বিপদে পড়তে হবে। হঠাৎ মনে হল বেন **দুশ্যমান জগংটা চোখের স্বযুগ থেকে মিলিয়ে** যাচ্ছে ছারাছবির মতো, আর আমি প্রবেশ করছি এক क्कोलिय लाटकत तक्ष्णमय व्याद्यहेनीत मर्गा। अ **অভিন্নতা আমার নতুন নয়—এর আগেও বার-কতক** ব্যাপারটা একটু বৃঝিয়ে বলা দরকার। মাৰে মাৰে অলৌকিক ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করি একাড অপ্রত্যাশিত ভাবে—ব্রেচ্ছায় নয়, কে বেন 'লোর করে আমায় টেনে নিয়ে যায় অশরীরীর রাজ্যে। প্রোতলোকের সঙ্গে যেন কী এক নিগুড় সম্পর্ক রয়েছে আমার। অশান্তি-ব্যাকুল কারাহীনের দল যেন ভাদের বহস্ত-যার উন্মুক্ত করে দিতে চায় আমার কাছে। প্রেততত্ব নিয়ে বারা গবেষণা করেন, তাঁরা ৰদেন, আমি না কি ক্লেয়ারভরেণ্ট—আমি যে মাঝে মাঝে অভিপ্রাকৃত ঘটনা প্রভ্যক্ষ কবি সে আমার **সহজা**ভ দিব্যদৃষ্টির বলে।

আমার এ বৈশিষ্ট্যের জক্ম আমি কিছুমাত্র পর্বাবাধ করি না, বরং অনেক সময় অস্থির হয়ে পঞ্জি এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জক্ম। আমার এই অসাধারণ শক্তি নিয়ে বন্ধুরা মাতামাতি করলেও আমার কাছে এটা কদর্য্য ব্যাধির মতো মুণ্য, মুক্তি প্রেল বেঁচে বাই ধেন। আজ পর্যান্ত কত অলোকিক বটনাই তো প্রত্যক্ষ করলাম, কিন্তু তাতে লাভ হল

কী ? ইহজীবন বা পরজীবন ্কোনটারই সহকে নতুন কিছু জানা গোল না। এ সমন্ত বহুনাকে আমি অলোকিক আখ্যা দিয়েছি বটে, কিছু স্তিট্ট অলোদ্ধিক কি না, সে স্থতে সাৰে মাৰে ক্যুম্বত হয় আমাৰ। আলোকিক কোন ঘটনা আড্রাক করার
আগে প্রত্যেক বার একই রকম লক্ষণদেখা
দেয়। হঠাং সমস্ত শব্দ উচ্চতম থেকে
নিয়তম পর্যন্ত এক ভরাবহ স্বক্তাকে
বিলীন হরে ধায়। কিন্তু এই স্বক্তাকে
ঠিক নৈ:শব্দ্য বলা চলে না, কেন না এটা
বে সক্রিয় নি:শব্দ্যের মত নিক্রিয় নর—
তা বেশ অফুভব করা যায়। স্বক্তার সঙ্গে
সঙ্গে দৃশ্যমান যাবতীয় বন্তুও হঠাং কেমন
বেন মান নিম্প্রভ হয়ে বায় মনে হয় বেন
আমি চেয়ে আছি একখানা রঙীন কাচের
ভিতর দিয়ে। ক্রমশঃ সম্প্রভব করি বেন
বাস্তব ক্রাহ্যের সীমানা পেরিয়ে আমি এক

বৰ্ণহীন, গতিহীন, শক্ষহীন জগতের মধ্যে বিচরণ করছি। মনে পড়ে একবার এই প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেবামাত্র চেষ্টা করেছিলাম আসন্ধ দৃশ্যটাকে এড়াবার জক্ম, কিন্তু দে চেষ্টা নিম্ফল হয়েছিল আমার—এক ছল জ্যা শক্তি আমার চোথ হ'টো চালিত করেছিল সেই অবাস্থনীয় দৃশ্যটির দিকে এবং আমায় তা দেখতে হয়েছিল শেষ পর্যাস্তা।



্যাক, যে কাহিনী বলতে শুক্ক কবেছিলাম তাই এবার বলি।
মোরাবাদি পাহাড়ের কাছে লোকজনের বাস থ্ব কম। ছ<sup>2</sup>-চারখানা
খাপ্রার ঘর এদিক্ ওদিক্ দেখা বার। হঠাৎ যখন চারি দিকে এক
ভব্ছা নেলে খুলু আব পাহাড়ের স্ক্রিবিভ প্রাভরের বীতি সেল নিক্তে

তথনই বুঝলাম, এক ভরাবহ প্রটেলিকা নিঃশব্দে এগিরে আসছে आबारे मिक्ट । आबार ममस्य देखिय मकान रुद्ध छेरेन । स्वयुर्धन দিকে ভাকাতেই দেখি, কে এক জন মন্থর গঠিতে চলেছে প্রান্তরের দিকে —আমার কাছ থেকে আন্দাজ আনী গজ দূরে। লোকটির হাতে একটা বন্দুক। খানিকটা গিয়ে সে ধম্কে গাঁড়াল, প্রথম তাকাল দক্ষিণ দিকে, ভার পর বাঁ দিকে—কোন্ দিকে যাবে যেন ঠিক করতে পারছে না। ঠিক সেই সমন্ত্র থানিকটা দূরে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে এবং একথানা হাত কাঁথের সমান সমান তুলে কি যেন লক্ষ্য করলে । লোকটি এবার ফিরল ডান দিকে এবং তার প্রুট হাত হ'টো উঁচু করে পড়ে গেল মাটিতে। মেয়েটি ছুটে এল লোকটির হাছে, ক্ষিপ্রহস্তে তার বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে এক মৃহুর্ত তুলে ধরলে হাঁডবার ভঙ্গীতে, তার পর সেটা মাটিতে রেখে দিয়ে ফিরে চলল গ্নাপের দিকে, বড় একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়াল এক মৃহূর্ত্ত, তার পর কিতে অদৃত্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে। •••পরক্ষণেই যেন কোন গ্রদৃশ্য মায়াবীর ইঙ্গিতে ধ্বনিকা গেল সবে, পাখীর কলরবে ভরে উঠল সরি পার, প্রান্তরে ফুটে উঠল সহজ স্বাভাবিক দীপ্তি। কমেক মৃহুর্ভ ৰাগে যে অলৌকিক দৃশ্য প্ৰতিভাত হয়েছিল প্ৰাস্তবের মাৰে তার দমস্ত চিহ্নই অপসারিত।

আমি আর ওবানে এক মৃহুর্ত্তও অপেকা না ক'রে বাড়ী ফিরলাম।
অতিপ্রাকৃত কিছু একটা দেখলেই মনটা আমার অত্যন্ত অবদর হরে
পড়ে। এ অবদাদ কথনও স্থারী হর হু'-চার দিন মাত্র, কখনও বা
তারও বেশী। এক্ষেত্রে অবদাদটা মনের মধ্যে এমন একটা
বিপর্যায় স্পৃষ্টি করলে বে, এক সপ্তাহ কেটে যাবার পরেও স্বস্থির
হতে পারলাম না। আমি বেশ ব্রুতে পারলাম, অতীতের
একটা শোচনীয় হুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আমার দৃষ্টির সম্মুধে
আর তারই রহস্মমন্থ ইঙ্গিত একটা বিক্ষোভ স্পৃষ্টি করেছে আমার
মনে।

স্থতরাং ছুটি ফুরোবার আগেই কলকাতায় ফিরলাম এবং যেদিন কলকাতায় পৌছুলাম সেই দিনই সন্ধ্যায় দেখা করলাম বাল্যবন্ধু শশান্তব সন্ধ্য । শশান্ধ কলকাতার এক কলেজের অধ্যাপক, তবে অধ্যাপকতার মধ্যেই তার কর্মধারা সীমাবন্ধ নয়। অবসর সময়ে সে অনেক কিছু নিয়েই গবেবণা করে এবং তার গবেবণার প্রধান বিবয় হচ্ছে criminology অর্থাৎ অপরাধ-বিজ্ঞান। Criminology সম্বন্ধে নানা হুপ্রাপ্য প্রস্থ সে সংগ্রন্থ করেছে বহু অর্থব্যয় ক'রে এবং ম্থনই কোন দেশী বা বিদেশী পত্রিকায় কোন রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের থবর বেরোয় অমনি সে পরম উৎসাহে লেগে য়ায় সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য আহরণ করতে। আমার অলোকিক শক্তি সম্বন্ধে তার বিশেষ একটা প্রভাব ভাবে আছে।

আমাকে দেখেই শশাস্ক বলে উঠল, "হঠাৎ কিবলে যে, অজয় ? খবর কী ? আবার বৃষ্ধি নতুন কিছু দেখেছ ? ' • ছঁ, দেখেছ নিশ্চর, নইলে তোমার চেহারা এমন হবে কেন ?"

"এবার বা দেখেছি সেটার মধ্যে হরভো অতীতের কোন রহস্যমর হত্যাকাণ্ডের আভাস আছে, আর সেই জন্তেই ব্যস্ত হয়ে এলাম তোমার কাছে।"

"তাই না কি ? ব্যাপারটা তা হলে বলো সবিস্তারে।" আমার বর্ণনা শেষ হলে শুশাঙ্ক অভ্যক্ত উত্তেজিত হরে উঠন।— ৰ্বটনাটা জানা বলেই মনে হচ্ছে। বল দেখি, কোখায় দেখেছিলে ব্যাপারটা ?"

"মোৱাবাদি পাহাডের ধারে।"

শৃশাক্ষ উঠে শাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।—"তাহলে যা তেবেছি তাই।
এ ব্যাপারটা ঘটেছিল আজ থেকে পনেরো বছর আগো। থবরের
কাগজওয়ালারা এ নিয়ে কি মাতামাতি করেছিল কম! ব্যাপারটা
মনে পড়ে না তোমার ?"

"কোন ব্যাপারের কথা বলছ ?"

"তুমি আমায় অবাক্ করলে, অজয়! তুমি কি বলতে চাও বিহারের জমিদার-খুন মামলার কথা ধবরের কাগজে পড়োনি তুমি ?"

পিড়েছি বলে মনে হয় না তো। ও-সব ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন উৎস্কন্য নেই।

প্রি হত্যাকাণ্ডেব বহুন্ত গোয়েন্দা পুলিস সমাধান করতে পারেনি। আমি আশ্চর্যা হচ্ছি এই ভেবে যে, সে বহুন্তের ববনিকা এত দিন পরে উল্লোচিত হল তোমার কাছে।"

শশাক্ষ শেল্ ফ্ থেকে অনেক দিনের পুরানো একথানা প**ত্রিকা**এনে চেগারে বসে বললে, "ঐ খুনের মামলার বিস্তৃত বিবরণ এই
কাগজে আছে। আমি কতবার যে এটা পড়েছি তা বলা বার না,
তবু আবার পড়বার ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তুমি আনো না কছ
বড় শক্তির অধিকারী তুমি—যে বহুত্য সকলকে উদ্ভাস্ত করেছে এড
কাল তার সমাধানের পথ আজ খুঁজে পেলাম তোমার কাছ খেকে।
শোনো তবে সেই বহুত্যময় হত্যার কাহিনী।"

ইসমাইল আমার পিসতুতো ভাই নিবারণের সঙ্গে পাটনা কলেজে পড়েছিল কিছু কাল। নিবারণের কাছ থেকেই অনেক থবর সংগ্রহ করি ইসমাইলের সম্বন্ধ । অভিজ্ঞাত বংশে জন্মালেও ইসমাইলের হেহারার আভিজাতোর কোন চিছ্ন ছিল না। গারের রঙ কালো, দেহের গড়নও ভাল নর, অত্যন্ত মোটা আর বেঁটে। বয়স বখন তার কুছি একুশ, সেই সমর সে বাশের সম্পতি পেল হাতে—প্রকাণ্ড জমিদারী, নগদ টাকাও যথেষ্ট।

ইসমাইলের বৃদ্ধি-স্থন্ধি ছিল কম, মান্থ্য চেনবার ক্ষমতা ভাগবান্
তাকে দেননি। পুক্ষের চরিত্র যদিও বা সে কতকটা আন্দান্ধ করতে
পারতো, মেয়েদের চরিত্র তার কাছে ছিল একান্ত ছর্ম্বোধ্য। স্কল্মরী
মেয়ে দেখলে সে স্থির থাকতে পারতো না এবং তার পেছনে ধরচও
করতো অকাভরে। তবে কোনো মেয়েই রূপের কাঁদে তাকে ধরে
রাখতে পারতো না বেশী দিন। ইসমাইল উচ্ছৃ খল হলে কি হর,
ওর স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন সতর্কতার একটু রেশ প্রাক্তর্ম ছিল।
এটা বোধ হর সে পেরেছিল তার সাবধানী বাপের কাছ থেকে। ছ্'একটি চতুর মেয়ে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেছিল বিয়ের প্রান্তাব ক'রে,
কিছ বিয়ে করতে ইসমাইল রাজী হয়নি। বিয়ে করার মতলবও
তার ছিল না কোন দিন। কিছ সংযম যার নেই, কত কাল সে
নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে । হঠাং এক দিন সে ধরা দিলে এমন
একটি মেয়ের কাঁদে—বার হাত থেকে মুক্তি পাওরা যে-কোন লোকের
পক্ষেই ছ:সাধ্য।

ক্ষমেলা ছিল নর্ভকী। ওর পূর্বে-জীবনের বেটুকু ইতিহাস জাদালতে প্রকাশ পেরেছিল তা ধে ক জানা বার, ওরা ছিল ধ্ব সরীব, বাপ বাবুর্চির কাজ করতো মুন্দেরে এক মুমাকিরখানার। গুলের ঘরে ক্ষমেলার মতো রূপদী মেরে ক্ষমালো কি করে তা ভেবেই
পাওরা বার না। নিবারণ পাটনার একবার দেখেছিল ওকে—
নিবারণ বলে, অতি বড় সংবমী পুক্ষও ওর রূপলাবণ্য দেখে উদ্ভাভ
না হয়ে পারে না। ক্ষমেলার সঙ্গে ইসমাইলের ব্ধন পরিচয় হয়
ভগন ওর এক ক্ষন প্রণরী ছিল—নাম মৈজুদ্দিন। মৈজুদ্দিন ভক্র
ক্রাশেরই ছেলে, কিন্তু হুইবৃদ্ধিতে তার ক্রোড়া মেলা ভার। বড়
লোকের ছেলেদের কুপথে নিরে গিরে সর্ব্রনাশ করা ছিল ওর ব্যবসা,
ভার সেই ব্যবসার ওকে সাহায্য করতো ক্রমেলা।

ক্ষমেলার রূপের চটকে ও বাক্-বিক্যাসের চাত্র্য্যে ইসমাইল এমন মজে সেল বে, সব সময় সে ওর পিছন-পিছন যুরতে স্ক্রফ করল গোলামের মজে! ক্রমেলাও ইসমাইলের হর্বলভা বুঝে কিছু কিছু টাকা আদার করতে লাগল নানান্ ছল-ছুভো করে। কিন্তু ইসমাইলের সঙ্গ ক্রমশঃ ছংসহ হয়ে উঠল ক্রমেলার কাছে। ইসমাইল এক দশুও কাছ-ছাড়া করতে চার না—নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় একটা শিকার হাতে পেয়ে ছেড়েই বা দেয় কি করে ? তথনও পর্ব্যন্ত মোটা-রকমের একটা টাকাও আদার করতে পারেনি ইসমাইলের কাছ থেকে।

ক্ষমেলার সঙ্গে ইসমাইলের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ইসমাইলের বৃদ্ধু-বাদ্ধবরা অত্যন্ত শক্ষিত হরে উঠল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে ইসমাইলকে সাবধান করে দিরে গেল ক্ষমেলার সম্বদ্ধে—ক্ষমেলাকে বেন সে কোন কারণেই বিয়ে না করে। ইসমাইলও তাদের আশ্বাস দিলে, তাদের কথা সে উপেকা করবে না।

দে ৰাই হোক, কমেলা যা চাইছিল তার একটা স্থযোগ এনে গেল
নিতাক্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ইসমাইল অরে পড়ল হঠাং আর সে
অর নানান্ চেষ্টা করেও বন্ধ করা গেল না। ডাব্ডার পরামর্শ দিলে
বাঁচী বেতে—হাওয়া-বদলের জন্ম। ইসমাইলের সঙ্গে কমেলা এল
বাঁচীতে। ওরা বে বাংলোর এসে বাস করতে লাগল সেটা
মোরাবাদি পাহাড়ের কাছেই। তুমি হেখানে ঐ অলোকিক ব্যাপারটা
লেখেছ সম্ভবতঃ সেখান থেকে বেশী দ্বে নয়।

র াঁটাতে আসার পরও ইস্মাইল ভূগল কিছু দিন। সেই সময় ক্রমেণা হয় সেবা-ষত্র করে নয়তো কোঁশলে ইস্মাইলকে দিয়ে উইল করিয়ে নিল একটা। উইলে ইস্লাইল ক্রমেলাকে দিলে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আরের একটা সম্পত্তি। বিচারের সমর কাঠগড়ার গাঁড়িরে ক্রমেলা বলে, উইলের কথা দে জানভো না কিছুই, ইস্মাইলের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে শীগ্,গিরই এইটাই সে আল। করছিল। অনেকে সন্দেহ করে উইলটা জোর করে লেখানো, কিন্তু ভা গুমাণ করা সম্ভব হয়নি।

বাই হোক, ঐ উইল সই করা হয় ২ শেশ সেপ্টেম্বর এবং তার আটি দিন পরেই অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর—ঠিক ঐ তারিখেই অর্পোক্তিক ব্যাপারটা দেখেছিলে তুমি—ইসমাইল কমেলাকে নিয়ে বাংলো থেকে বেরোর পাখী শিকার করতে। হাতে একটা বন্দুক নিয়ে ইসমাইল রওনা হয় মোরাবাদি পাহাড়ের দিকেই—সম্ভবত: ও অঞ্চলে লোকস্বনের বাদ কম বলে।

প্রার আধ ঘণ্টা পরে ১ কটা বা হুটো গুলী ছোঁড়ার আওরাক হয়—আদালতে সাক্ষ্য দেবার চুমর কেউ বলেছিল একটা, আবার কেউ বলেছিল হুটটো—আর ক্ষমেলা বাংলোর কিরে আসে ছুটডে ছুটভে, বলে ইসমাইল হঠাৎ পড়ে বার ইচোট খেরে, পড়বা মাত্র ভার বন্দুকেন গুলী বার ঠিকরে এবং সেই গুলী লেগে তার মৃত্যু হরেছে; সে বে বিবরণ দেয় তাতে সে ছিল শিছনে, কাজেই এ ছবটনা কেমন করে বটেছে তা খুব ভাল করে সে দেখতে পারনি।

মরনা তদজ্ঞের সময় সে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে এবং স্থানীর ডাব্ডার তার কথা সহক্রেই বিশাস ক'বে যে সাক্ষ্য দেন তাতে मािक्तिद्वेषे विना विश्वास दार जन, अ मृज्य जाकत्रिक क्रिकांत करन সংঘটিত। এইখানেই হরতো ব্যাপারটার পরিসমান্তি ঘটতো. কিছু পাটনা মেডিক্যাল কলেজের সার্জ্জেন মেজর হকিলের জ্বাচিত পত্র পুলিদের মনে সম্পেহের উদ্রেক করলে ইসমাইলের মৃত্যু সম্বন্ধে। স্থানীর ভাক্তার ইসমাইলের মাথার ক্ষত সম্বন্ধে বে বিস্কৃত বিব্রণ দিয়েছিলেন মেঙ্কর হকিন্স তা পড়েন এবং পুলিসকে জানানো কর্ত্তব্য মনে করেন যে, তাঁর মতে ঐ ক্ষত বন্দুকের গুলীতে স্থাষ্ট হতে পারে না—এখন কি, খুব কাছ থেকেও যদি বন্দুকের গুলী এসে লাগে তাতেও সম্ভব নয়। ঠিক সেই সময় পুলিসের কর্তৃপক্ষের কানে এল, ঐ হর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষীটি প্রচুর টাকার মালিক হতে চলেছে মৃতের উইল অমুসারে, আর তার চাল-চলন এমনি সন্দেহজনক বে, বার-করেক পুলিদের দৃষ্টি তার দিকে আরুষ্ট হয়েছে নানান্ ব্যাপারে দৈবক্রমে সেই সমর আবার মৈজুন্দিনও ধরা পড়ল প্রভারণা <del>অ</del>পরাধে। তার কাগ<del>জ-</del>পত্রের মধ্যে পাওয়া গেল একথানা চিঠি যার স্ত্র ধরে পুলিস এসে রুমেলাকে গ্রেপ্তার করলে ইসমাইলের মৃত্যু সম্পর্কে। মেজর হকিন্সের মতের উপরেও পুলিস নির্দ্<u>ড</u>র করেছিল কতকটা।

ইসমাইলের মৃতদেহ তোলা চল কবর থেকে, আর কতস্বান পরীক্ষা করে দেখলেন মেজর হকিল এবং আসামী-পক্ষের জন-কতব ধুবন্ধর সার্জ্ঞেন।

১•ই ডিসেম্বর বাঁচী আদালতে মামলার গুনানী আরম্ভ হল এব দেশমর একটা চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হল এই ব্যাপার নিয়ে! তুমি দে কিছুই শোনোনি এ সম্বন্ধে এটা ভারী আশ্চর্যের কথা।

সরকার-পক্ষে গাঁড়াগেন মি: নাশ এবং আসামী পক্ষ সমর্থন করলেন মি: বাজপেরী। মি: বাজপেরীর নাম তুমি শুনেছ কি ন জানি না, তবে আমি বলতে পারি, তাঁর মতো ব্যারিষ্টার এ-দেশে খুন কম। তাঁর কঠন্বর যেমন স্থলনিত, বাশ্মিতাও তেমনি অনন্য-সাধারণ ছুবীকে অভিভূত করতে তাঁর বেশী সময় লাগে না। কত খুনে আসামী যে তাঁর কুপার খালাস পেরেছে তার ইয়তা নেই।

হাজতে থাকার দক্ষণ ক্রমেলার দৃঢ়তা বা সাহস এতটুকু কর্মেনি। সে এসে আদালতে হাজির হল দিব্য সপ্রভিত ভাবে।

আসামীকে বাবেল করবার পুলিসের অন্ত্র ছিল ত্'টি—মেন্দ্র হকিন্দের সাক্ষ্য আব মৈজুদ্দিনের বাড়ীতে পাওয়া চিঠি। আসামী পক্ষের কোঁমুলী মেজর হকিন্সকে জেরা করেন অনেককণ। মেড্রুব হকিন্দের সাক্ষ্যের বেশীর ভাগ সাধারণ লোকের কাছে তুর্বের্নাধ্য, কিছ চিঠিতে যে মত প্রকাশ করেছিলেন ভার থেকে এক চুলও নড়েননি আদালতকে তিনি দৃঢ় ভাবে জানান, মাথার কত বন্দুকের গুলিতে স্পৃষ্ট হরনি, হরেছে বিভলবারের বুলেটে আর সেই বুলেটটা ছিট্রের গেছে আঘাত করার পরই। একথাও তিনি বলেন বে, মৃত্যুদেই পরীকা করার পর তাঁর প্রাথমিক সন্দেহ বথেষ্ট দৃঢ় হরেছে। কেব্রু একটিমাত্র স্বীকারোন্ডি আসামী-পক্ষ তাঁর কাছ থেকে আদার করতে পেরেছিল এবং তা হচ্ছে এই বে, মৃতদেহ কবর থেকে তোলার আগেই পচন শুক্ত হয়ে গিরেছিল।

চিঠিথানা সৰ্জে সরকার-পক তথু এইটুকু প্রমাণ করেন বে, ওটা আবিষ্কৃত হয় মৈজুদ্দিনের বাড়ীতে এবং হস্তাক্ষরে বোঝা যার আসামীরই শেখা। চিঠিথানা এই:— বাচী

**৭ই অক্টোবর** 

প্রির মৈলু—

ভোষার সঙ্গে চুক্তি ছিল এক-তৃতীরাংশ তৃমি পাবে—তার অতিরিক্ত তুমি দাবী কর কি ক'রে? বিপদের ক্ঁকি সর্বটাই ছিল আমার। টাকাটা হাতে আসতে আরও কিছু সমর লাগবে—দিন বতক ধৈর্ব্য ধরে থাকো। ময়না তদন্ত শেষ না হওয়া পর্ব্যন্ত এখান থেকে আমি নড়তে পারছি না। ভরদা করি, বাধা-বিপত্তি কিছু ঘটবে না।

আসামী-পক্ষের প্রথম সাক্ষী ছিলেন লাহোর হাসপাতালের জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ সাজ্জেন। গুটিং কেন্ সম্বন্ধে এর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর—তাছাড়া ইনমাইলের মৃতদেহ ইনিও পরীক্ষা করেছিলেন কবর থেকে তোলার পর! সাক্ষ্যে ইনি বলেন, মৃত্তের মাধার যে ক্ষত দেখা গেছে তা ৰন্দুকের গুলীতে হওয়া মোটেই আশ্চর্ব্য নয়, তবে এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়; যেহেতু কবর থেকে তোলার অনেক আগেই মৃতদেহ পচতে শুক্ষ করেছিল।

এক কথার আদালতের বিচার্য্য বিষয় পাড়াল ক্ষতটা বন্দুকের গুলীর না রিভলবারের বুলেটের। ঠিক এই সমস্রা দেখা দিয়েছিল বিলাভের Parker caseএ—দেখানেও এ নিয়ে আদালতে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর।

আসামী-পক্ষের সার্জ্জেনের সভরাল হয় পুরো হ'বন্টা ধরে এবং নানা কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করা হয় তাঁকে। শেষের দিকে সাক্ষী রীতিমত বিত্তত হয়ে পড়েন, তবে কোন রকমে শেষ পর্যান্ত চালিয়ে নিজের মান বাঁচান তিনি।

এর পর আসামী-পক্ষ সাক্ষিত্রপে হাজির করলে ছানীর এক ক্বককে! ক্রফর বা বললে তা অত্যক্ত অছুত। সে বললে, ঐ গ্র্টনার ঘণ্টা গ্রহ পরে সে দেখে, তার একটি ছাগল মরে পড়ে আছে মাঠে এবং পরীক্ষার জানা বার, বন্দুকের গুলী সেগেছে তার মাধার। ইসমাইলের মৃতদেহ বেখানে পাওরা বার ঠিক তার সোজাত্মজি থানিকটা দূরে মারা পড়ে সেই ছাগলটা এবং আদালতে এও প্রমাণ হ্র বে, ঐ গ্র্টটো স্থানের মাঝখানে বে সব গাছপালা ছিল দেগুলোর গারে বন্দুকের গুলীর দাগ স্পাষ্ট। ক্বক্তের সাক্ষ্য থেকে এই অনুমান হর বে, কেউ সম্ভবতঃ গাছের কাঁক দিরে গুলী ছুঁড়েছিল ছাগলটার দিকে। তার বন্দুকটা তুলে নিয়েছিল ?

মেজর হকিতা বলেছিলেন, গুলীটা বিভলবারের, বন্দুকের নয়। এবার তাই বিভলবার সম্পর্কে আলোচনার পুত্রপাত হল। পুলিসকে জেরা করে জানা গেল, ঘটনা-স্থলের আশ-পাশ ওরা সন্ধান করেছে তাল ক'রে, কিছ বিভলবার কোখাও পাওরা বারনি এবং ঘটনার পূর্বে বা পরে ক্ষমেলার কাছে কোন দিন বিভলবার ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। ক্ষমেলা বথন জবানবন্দী দিতে কাঠগড়াঁদ্ব এসে দাঁওাল, তথন যিঃ বাজপেয়ীকে একটু চঞ্চল মনে হল। কিন্তু ক্ষমেলার সহন্ধে বাবড়া-বার কোন কারণ ছিল না—ক্ষমেলা এল শাস্ত সংযত পদক্ষেপে, মুখে দৃচতার ছাপ। মিঃ বাজপেয়ীর দক্ষ পরিচালনার সে ইসমাইলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা থেকে তক্ষ করে সেই শোচনীয় ঘটনার দিন পর্বাস্ত সমস্ত বাপারের স্ক্রংবন্ধ বর্ণনা দিলে।

অবশেবে মি: বাজপেরী মৈছুদ্দিনকে লেখা সেই চিঠির সম্বন্ধে প্রশ্ব শুক্ষ করলেন । অবশ্য চিঠির মধ্যে হু'টো মারাক্ষক লাইন ছিল—একটা হচ্ছে 'বিপদের ঝুঁকি সবটাই ছিল আমার', অপরটা 'ভরসা করি বাধা-বিপত্তি কিছু ঘটবে না'। ক্ষমেলা তার কৈফিয়্থ দিলে চমৎকার । বললে, 'বিপদের ঝুঁকি মানে এই বে, ইসমাইল শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে না করতেও পারে, আর বিয়ে বদি না হয় তাহলে লোকনিশার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না কোন মতে। 'বাধা-বিপত্তির' সম্পর্কে সে বললে, উইল নিয়ে যে আপত্তি উঠতে পারে এ ভয় তার বিলক্ষণ ছিল।

মি: বাজপেয়ী তাকে আর বেশী কিছু তথন জিজ্ঞাসা করলেন না, সবকারী কৌসুলীর সভয়ালটার জন্ম অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলেন।

এবার সরকাবী কৌমুলী উঠে দাঁড়ালেন এবং এক প্রচণ্ড বাগ্যযুদ্ধ শুক্ত হল। ক্লমেলা স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে একবার তাকালো তাঁর দিকে। মি: দাশ গোড়াভেই চিঠির সম্বন্ধে প্রশ্ন শুক্ত করলেন।

"আমি ধরে নিতে পারি তোমার ও মৈজুদ্দিনের মধ্যে এই মর্ম্মে একটা চুক্তি হয়েছিল যে, মৃত বাক্তির কাছ খেকে টাকাকড়ি বা ডুমি পাবে তার বথরা দেবে ৬কে ?"

"তা পারেন।"

**"এ টাকা তুমি কি ভাবে পাবে আশা করেছিলে ?"** 

"গোড়ার দিকে?"

ँशा ।"

"ইসমাইলের মনোরঞ্জন ক'রে,—তবে বিয়ে হলেই যে টাকা পাৰো অনায়াদে এ আশা আমার ছিল।"

"ইসমাইল ভোমায় বিয়ে করতে রাজী ছিল কি ?"

"নিশ্চয়ই।"

ঁকিন্ত তুমি জানো, ইসমাইলের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেছে, তোমার ওপর ইসমাইলের অন্তরাগ থাকলেও সে ভোমার বিয়ে করতো না কিছুতেই।"

\*জানি। ইসমাইল ছিল হর্বল প্রকৃতির লোক, বে বা বলজো ভাই সে শুনতো—প্রতিবাদ করার শক্তি তার ছিল না।"

"সে ভোমায় বিরে করবে, এ বিশাস যথন ভোমার ছিল ভথন 'বিপদের কুঁকির কোন মানে হর না—ও কথা লিখলে কেন চিঠিভে ?"

क्रायमा এक प्रवूर्छ कि ख्टाद वनातम, "विरत ना इस्छ भारत अ मुखादना बताबबरे हिन ।"

"যদিও তুমি নিশ্চিত জানতে ও তোমার বিরে করতে চার ?"

হা। বিষেধ কথা তো বলা বায় না, কত কি বিশ্ব ঘটতে পাৰে। এই দেখন না, ওব এই আকমিক মৃত্যু বিষেটা ভেল্ডে দিলে ভো?

হঠাং ওর মৃত্যু হতে পারে, এ র ম কোন ধারণা ভোমার মনে ছিল কি ? "নিশ্চয়ই না।"

"মৈজুদ্দিনের সঙ্গে যখন তোমার চুক্তি হয় তখন কি এ রকম কোন কথা হয়েছিল যে, যে ভাবেই তুমি টাকা পাও না কেন, তার বধরা ওকে দেবে ?"

"श।"

উইলে টাকা পেলে তার বথরাও ?

"হা।, বে ভাবেই টাকা পাই না কেন, বথবা দেবো বলেছিলাম।"

"কিছ প্রথম বারের জবানবন্দীতে তুমি বলেছিলে, উইলে বে ভোমার নামে টাকা আছে তা তুমি জানতে না মোটেই ?"

হোঁ, আমি জানতাম না—তবে এ ধারণা আমার ছিল, উইল বৃদি দে করে, তাহলে আমাকে কিছু দিয়ে যাবে।"

"কিছ ইসমাইল যে ত্রিশ বছর বয়সে মারা যাবে এ ধারণা করার কোন কারণ ছিল না নিশ্চয়ই। যে ব্যাপারের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিছু নেই, সেটা ভোমাদের চুক্তির বিষয়ীভূত হল কি করে?"

ঁচুক্তি ছিল, যা কিছু টাকা পাবোস⊲টার সম্বন্ধে। উইলের বিষয়ে আমাদের কোন কথা হয়েছিল কি না,ভা এখন মনে পভছে না।"

"মৈজুদ্দিনকে কি তুমি বলেছিলে যে ইসমাইল উইলে তোমায় কিছু টাকা দিয়ে গেছে ?"

"আমার মনে পড়ছে না।"

"একটু আগে তুমি বলেছ যে ইসমাইলকে উইল করার ব্যাপারে ভূমি মোটেই উৎসাহ দাওনি ?"

"ना, ७ कथा विनिन।"

"কত টাকা ইসমাইল তোমার উইলে দিরেছে তা-ও তুমি স্থানতে কেষ্টা করোনি ?"

"না, জানবার আগ্রহ ছিল না আমার। ইসমাইলের সঙ্গে আমার বিব্নে হবে বরাবর আশা করেছিলাম আমি। আর বিব্নে হলে নিশ্চরই সে কিছু টাকার ব্যবস্থা করবে আমার জজে, এ আশাও আমার ছিল।"

"বেশ, ও সহকে আর আমি কিছু জানতে চাই না।"

সরকারী কৌমুলী যথন নখিপত্র দেখছিলেন সেই সময় ক্রমেল। কুপালের ঘামটা মুছে নিলে ক্রমাল দিয়ে।

"তোমার চিঠির শেষাংশে ররেছে—'ভরসা করি বাধা-বিপতি কিছু ঘটবে না'। কেউ যদি বলে, ময়না তদস্তে ম্যাজিট্রেট কি রার দেবেন সে সম্বন্ধে তোমার উৎকঠা ছিল মনে আর তারই আভাস ররেছে ঐ চিঠিতে, তাহলে তোমার কি বলবার আছে ?"

"ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় সম্বন্ধে জামার উৎকণ্ঠা ছিল না মোটেই।" তীক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলে ক্ষমেলা।

"তা হলে উৎকণ্ঠাটা কিসের ?"

"বলেছি তো উইলে বে টাকাটা আমার পারার কথা তারই সম্বন্ধে ছ**িলা ছিল** আমার।"

"ৰুখচ তুৰি বে উইলে কিছু পাৰে তা তুৰি সঠিক জানতে না <u>?</u>"

**"ইসমাইলে**র উ**কিল হয়তো বলে থাকবেন।"** 

"তুমি স্থানো তিনি ও-কথা অম্বীকার করেছেন।"

হা। কিন্তু তার ভূল ব্র্বত পারে •••••

"কিন্তু তাঁর কথা বদি ঠিকা হর, তাহলে তুমি বে উইলে কিছু পাবে গেকথা একেবারেই জানতে না তুমি ?" "আমি আগেই বলেছি ইসমাইল বে আমার কিছু দিরে গেচে এ আমি আলাজ করেছিলাম মনে মনে।"

"দিয়ে যথন গেছে তবে ওটা পাওয়ার সন্থক্ষে সন্দেহ জাগল কেন ?" "আমার মনে হল, ঐ টাকার সন্থক্ষে আগত্তি উঠতে পারে।" "কী অজু হ'তে ?"

"হয়তো কেউ বলবে, টাকাটা আমি লিখিয়ে নিমেছি জোর করে।"
"তুমি কি সত্যি বলতে চাও চিঠিতে তুমি যে বাধা-বিপত্তির
উল্লেখ করেছ তা তথু উইলের ঐ টাকাটা সম্পর্কে, যার অভিত্বই তথন
অন্ধানা ছিল তোমার কাছে? তুমি কি সত্যি মনে কর জুরী এ কথ।
বিশ্বাস করবে নি:সংশয়ে ?"

"সত্য বা তাই আমি বলেছি। উইলের টাকাটার কথা উকিল আমার বলেছিলেন বলেই আমার বিশাস।"

শশাক বললে, মামলার মেটোমুটি বিবরণ এই, তবে এ ছাড়াও আরও হ'-একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। সওয়ালের সময় ক্ষমেলার চরিত্র নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি — চরিত্রের কথা চাগা পড়ে গিয়েছিল অক্ত সব বিষয়ের তর্কে।

ক্ষমেলার উত্তরে যে বিপজ্জনক ধারণার স্থান্ট হয়েছিল, মি: বাক্ষপেরী এবার সেটা দূর করবার চেষ্টা করলেন।

"তুমি কি এমন কিছু শুনেছিলে যাতে তোমার আশকা হয় বিষ্কো" শেষ পর্যান্ত না হতেও পারে ?"

"আমি জানতাম আমার শত্রু যার। তার। ইসমাইলকে সাবধান করে গেছে আমার সম্বন্ধে।"

**"আর তোমার ভর হরেছিল, ইসমাইল ওদের কথা মতো কাছ** করবে ?"

ঁহাা, ওরা যে সাবধান করে গেছে সে ক**থা ইসমাইল** বলেছিল আমায়।"

"আর উইলের ঐ টাকাটা—ভটা আন্দান্ত করবার কোন কারণই কি ঘটেনি ?"

"ঘটেছিল বৈ কি। ইসমাইল প্রান্তই আমায় বলতো যে ৬র অবর্জমানে আমি যাতে আর্থিক কটে না পড়ি এটা সে দেখবে।"

"যথন তুমি বাধা-বিপত্তির কথা চিঠিতে লিখেছিলে, তথন ভোমার মনে কীছিল তা একটু পরিদ্ধার করে বলতে পারো ?"

"আমি ভেবেছিলাম, উইলের ঐ টাকাটা নিরে গোলমাল হবে— হরতো এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা হবে বে আমি কোর করে ওটা লিখিয়ে নিয়েছি, যদিও এ সম্বন্ধে ইসমাইলকে আমি কোন দিন<sup>ই</sup> পীড়াপীড়ি করিনি। আর ও-রকম মনে করার কারণও ছিল, কেন না, আমার শক্ত অনেক।"

আসামীর চিঠি সম্পর্কে এই বাদাসুবাদ তোমাদের ভাল না লাগলেও আমাদের কাছে অর্থাৎ criminology নিয়ে যার। গবেবণা করে তাদের কাছে পরম উপাদের। এই বিতর্কের বৈচিত্র্য ভাল করে উপলব্ধি করতে হলে আসামীর সভরাল জ্বাব বিশেষ মনোবোগের সঙ্গে অভ্যাবন করতে হবে। দীর্ঘ পাঁচ কটা কমেলার জীবন একটি ক্লা ক্রে আশ্রম্ম করে ব্লাছিল বেন—কী বে আছে ওর ভাগ্যে তা কেউই ঠিক অভ্যান করতে পার্ছিল না।

নিতাত অনিছার সজে মি: বাজপেরীকে স্বীকার করতে হল, কমেলার তরকে হত্যার প্রেরণা ছিল বংগষ্ট। উইলের টাকাটার কথা সে জানতো এটা যদি সত্য হয় তাহলে ইসমাইলকে হত্যা করার বিশেষ কারণ বর্তমান; জার বদি ধরা যায় উইলের বিষয় সে জানতো না কিছুই, তাহলে চিঠিতে লেখা বাধা-বিপান্তির কোনো অর্থই হয় না।

সরকারী কোঁশ্বলী বথন উঠে গাঁড়ালেন সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনা করবার জন্ত, তথন সবাই ভাবলে ক্ষমেলার জীবনদীপ নিবে এসেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ তিনি এমন নিপুণ ভাবে উপস্থিত করলেন যে ক্ষমেলার চক্রান্তেই যে ইসমাইলের মৃত্যু ঘটেছে তা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, তথু সার্জ্জেনদের পরস্পার-বিরোধী সাক্ষ্য ও রিভলবারের অমুপস্থিতি এই ত্ই কারণে অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হল না। চিঠি সম্পর্কে ক্ষমেলা যা বলেছে তা তিনি একাম্ব অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিলেন।

এর পর মি: বাজপেয়ী উঠলেন। জ্বমন হৃদয়স্পালী বক্তৃতা বোধ করি তিনি আর কখনও দেননি তাঁর জীবনে। ছ্রীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হত্যার অপরাধে জভিযুক্ত হয়েছে আসামী। দে যদি দোবী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে ঘৃণ্য খুনীর মতো কাঁসীকাঠে সে ঝুলবে। আমার সমাক্ত শক্তির উপর নির্ভর করছে অভিযোগ খণ্ডন কবার ভাব আর আপনাদের মতের উপর নির্ভর করছে ওর মুক্তি বা মৃত্যু। আমাদের উভয়ের দায়িছই গুরুতর।

কমেলার স্বভাব-চরিত্র বে ভাল নয় এটা গোপন করবার তিনি কোন চেষ্টা করলেন না, কিছ জুরীকে তিনি বোঝালেন, হত্যা করে যে টাকা সে পেল তার চেয়ে কত বেশী টাকা সে পেতে পারতো ওকে বিয়ে করে এবং তাতে বিপদের ক্রিডও থাকতো না কিছুমাত্র। তা ছাড়া উইলের ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়লে সন্দেহটা যে ওরই উপর পড়বে এটা অমুমান করা ওর মতো চতুর মেয়ের পক্ষে খ্বই সহজ ও খাভাবিক। সচরাচর দেখা বায়, এ ধরণের অর্থলোভী মেয়েরা হত্যার পক্ষপাতী নয়, ওরা কৌশলে টাকা আদায় করে এবং আসামীর উপর মৃতের যে রকম গভীর অমুরাগ ছিল তাতে এটা অমুমান করা অসঙ্গত হবে না য়ে, সে অনায়াসে তার প্রণয়ীকে বায়্য করতে পায়ডো ওকে বিয়ে করতে আর এটাও ঠিক বিয়ের পর সে হ'হাতে টাকা লুঠবার স্বযোগ পেতো যথেষ্ট।

হত্যার প্রেবণা সম্পর্কে সরকার-পক্ষের যুক্তিটাকে এই ভাবে কাটিয়ে গেলেন মিঃ বাঞ্চপেয়ী।

ডান্ডাবদের সাক্ষ্য যে এক রকম নর, তু'জন অভিজ্ঞ সার্চ্ছেনের মত যে পরস্পার-বিরোধী, সে বিবরেও তিনি জুবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লক্কপ্রতিষ্ঠ সার্চ্ছেনর যে ক্ষেত্রে একমত হতে পারেননি, সে ক্ষেত্রে আসামীকে প্রাণদণ্ড দিলে জুবীরা কি কথনও রেহাই পাবেন বিবেকের দংশন থেকে? বিভঙ্গবারের বুলেটে ইসমাইলের মৃত্যু ঘটেছে এ মত আলে সমর্থন করা বায় না, কারণ আজও সে বিভঙ্গবারের সন্ধান পাওরা বারনি। এই সম্পর্কে মিঃ বাজপেরী এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন বা বিশেষ জন্মধাবনবোগ্য। আসামী বদি বিভঙ্গবারের সাহায্যে হত্যা করে থাকে, তবে সে গুলীটা ছুড়েদিল কি ভাবে? মৃত ব্যক্তিকে গুলী করা হয় সামনের দিক থেকে আর বে গুলী করে সে ছিল গুব নিকটে। মৃতব্যক্তি নিশ্রেই

ছির ভাবে গাঁড়িরে আতভারীকে স্থবোগ দিয়েছিল তাকে গুলী করে মারবার। এটা কি সম্ভব ?

বে চিঠির উপর সরকার-পক্ষের কৌমুলী বিশেব গুরুত্ব আরোপ করেন সেই চিঠির সম্বন্ধে মি: বাজপেরী বলেন, আসামী চিঠির বে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মোটেই অবিশাত্ত নয় । আলোচনার শেবে জুরীকে তিনি অমুরোধ করলেন সন্দেহের অবকাশে আসামীকে মুক্তি দেবার জক্তা । ওজম্বিনী ভাবার জুরীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "আসামী যদি দোবী হয়, শান্তি সে কিছুতেই এড়াতে পারবেনা, কারণ, আমাদের ওপর এক জন আছেন বাঁর অজ্ঞানা কিছুই নেই অপাণীকে শান্তি দেবার ভার তাঁরই।"

বিচারক ধীর ভাবে কেস্টা জুরীকে বুরিয়ে দিলেন। তিনি বা বললেন, তাতে আসামীর উপর তাঁর সহামুভূতিই প্রকাশ পেল। পুলিশ বে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছে তা বধেষ্ট নর।

অবশেষে জুরীরা আসন ত্যাগ করে ভিতরে গেলেন। ক্ষমেশাকেও এজলাসের বাইরে নিয়ে গেল পুলিস-প্রহরী, তার চোখ ছ'টো তথন ছলছল করছে, মুখটা বেদনায় নিশ্রেজ, দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা জুরীদের পরামর্শ চলে। দর্শকরা এজলাসে ভীড় করে অধীর আগ্রহে। পরে শোনা বায়, জুরীদের মধ্যে ছ'জন ছিলেন আসামীকে দোবী সাবাজ করার পক্ষপাতী, তবে তাঁরা শেষটা নিজেদের মন্ত প্রত্যাহার করেন। আলোচনার শেষে জুরীরা যখন ফিরে এলেন বিচারকক্ষে তথন তাঁলের মুখপাত্র গঞ্জীর কঠে জ্ঞাপন করলেন জুরীর মত—"আসামী নির্দেশ্ব।"

আর এইখানেই ঐ চাঞ্চল্যকর হত্যারহস্তের যবনিকাপাত হল। কিন্তু অজয়, তোমার কাছে আজ বা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে ক্রে এত কাল পরে ঐ হত্যারহস্তের সমাধান-স্তুত্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।"

"ক্মেলার পরিণতি কী হল ?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"কমেলা কোথায় যে অস্তর্ধান করলে কেউ জানল না।
বছর ছই পরে হঠাং এক দিন খবর পাওয়া গেল, মূলেরে এক ইডর
পদ্মীতে সে আত্মহত্যা করেছে আফিং খেয়ে। ইসমাইলের উইলে
তার নামে যে টাকা ও সম্পত্তি ছিল সেটা নেবার কোন চেষ্টাই সে
করেনি, ইসমাইলের আত্মীয়রাই সেটা পায় আদালতের নির্দেশ
অম্থায়ী। আর মৈজুদ্দিন মারা পড়ে জেলে এ ঘটনার তিন বছর
পরে। ''এখন আর একবার বল দেখি, অজয়, ঠিক তুমি কি
দেখেছিলে গ্র

আমি সেই দৃশ্য আবার সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

আমার বর্ণনা শেষ হলে শশান্ধ বললে, "প্রথমবার একটা জিনিই তুমি বলনি যা এবার বললে। তুমি দেখলে মেয়েটি একটা গাছেই কাছে এসে এক মুহুর্ড দাঁড়াল ?"

হাঁ, ছ'-এক সেকেণ্ড সে বেন ইতন্তত: করলে একটা গাছে কাছে গাঁড়িয়ে, তার পরই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।"

দেখো অজয়, ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যস্ত interesting
মনে হছে। আমি একবার ঐ জায়গাটা দেখতে চাই—বান্দে
আমার সঙ্গে ?

"নিশ্চরই। কালই আমরা রওনা হতে পারি।"

ৰাঁটাতে ডাক-বাংলোৰ উঠ্বাম আমরা। থাওৱা-দাওৱার প্র আমরা হুই বন্ধ উপন্থিত হলাম মোরাবাদি পাহাড়ের ধারে। ক্রি

## শীর সৈয়দ আলি ও মুখল চিত্র-শৈলীর প্রতিষ্ঠা

গ্রীগুরুদাস সরকার

বিটিশ মিউজিয়মের প্রাচ্য পুথিশালার অন্তর্গত নিজামী-ৰচিড একথানি খাম্গা (কাব্যপঞ্ক) পুঁথির চিত্রবাজি **্দে কর জন চিত্রশিল্পীর প্রেবড়ে** সুসম্পাদিত হয়, মীর সৈয়দ আলি ভীহাদিগের অভতম। বিহ্ঞাদের সমসামন্ত্রিক ও পরবর্তী শিল্পীদিগের শ্বাব্যে বে কয় জন সফাবি যুগে প্রাসিদিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরই **শিব্দানীর** চাবি জনের মধ্যে মীর সৈয়দ আলির নাম উল্লিখিত হইয়া भीएक । कनाविष्ठिक नारका विनिधन (Laurence Binyon) মিরেকও স্থলতান মহম্মদের পরেই মীর সৈয়দ আলির উল্লেখ क्षियाद्वन, अमन कि, उन्हांन मञ्चलीय जाय अपूर्व टाकिलाम्लात চিত্রকরের পূর্ব্বেই তাঁহার নাম স্থান পাইরাছে, স্থতরাং শিল্পী হিসাবে মীর সৈরদ আলি বে কৌলীক্সের দাবী করিতে পারেন এ কথা অভিজ্ঞ পাশ্চাভা সমালোচক কর্ত্বৰ স্পাইই স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হয়। সৈয়ৰ জালি ছিলেন একাধারে কবি ও চিত্রকর। তিনি বখন সাহ ৰ্ভছ মাম্পের অধীনে রাজদরবারের শিল্পিরপে নিয়োজিত ছিলেন। সেই **জ্ঞারেই ত্রিটিশ মিউজিয়**মে রক্ষিত এবং সাহতহ্মা**স্পের** নামের সহিত বিশেব ভাবে সংশ্লিষ্ট এই নিজামী পু থিথানি চিত্রিত হইয়াছিল। বিলিয়ন বথাৰ্থই বলিয়াছেন যে, এক একথানি চিত্ৰিভ পাৰসীক পুঁথি বেন এক একটি কুল্লাকার চিত্রশালা ( picture gallery ), ৰাত্বকরের ভেকীর ক্যায় এমন মুগ্ধ করার শক্তি অপর কোনও দেশের ছিত্রশিক্ষে দেখা বার না। বর-জগতের উজ্জ্বল আলোক এ চিত্ৰভুলিৰ সৰ্বব্ৰই বিচ্ছবিত বহিয়াছে (১)। ইহা উচ্চ প্ৰেদংসা সম্বেহ নাই, কিছ চিত্ৰের সৌন্দর্ব্যে মোহিত হইয়া অভ্যন্তভ শক্তি-দুৰ্ভাপ্ত এই সকল চিত্ৰকণদিগের কথা বিশ্বত হইলে শিল্প ও শিল্পী উভৱেই ক্সার্বিচার হইতে বঞ্চিত হইবে।

সন্ধাট্ট ত্যায়ুন শের শাহ কর্ত্ত বিভাড়িত হইর। কিছু কাল দাহ তহু মাস্পের আশ্রয়ে তাবিজে বাস করিয়াছিলেন। সাহ ভহু মাস্পের রাজ্মকীল খুঃ ১৫২৪ হইতে ১৫৭৪ পর্যান্ত। বাবরের মুজুর প্রায় দশ বংসর পরে সাহ তহু মাস্পের সাহাব্য লাভ করিয়া ছ্যায়ুন ভারতের সিংহাসন পুনরায় জ্যিকার করিতে সমর্থ হন!

(3) Laurence Binyon, Parsian painting.

পারত্মরাজের সাহায় যাতীত পিতৃরাজ্য পুনক্ষার তাঁহার পদে সম্ভব হইত না। তাত্রিজে অবস্থান কালেই বে ছমায়ুন মীর সৈয় আলি ও তাঁহার সহক্ষী আবহুস্ সামাদের সহিত পরিচিত হন ইহ নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সৈয়দ আলি ছিলেন বাদাকৃশানের অধিবাসী। ভিনি c অভিজ্ঞাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জাঁহার উপাধি মী হইতেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার পিতার নাম মীর মনসুর বিহজাদের যুগে মীর সৈয়দ আলি যে বিহ,জাদীয় শৈলীর প্রভাগ অতিক্রম করিতে পারেন নাই ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই বিহ্জাদের প্রভাব তথন যে কিরপ শক্তিশালী ছিল তাহা বুঝা যায় প্রচলিত একটা কিম্বদন্তী হইতে। সাহ তহুমাম্প না কি তাঁহাঃ প্রতিভার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন না বলিয়া বিহ্জাদকে বাহিরের কান্ধ করার অনুমতি দিয়াছিলেন। মীর সৈয়দ আলি বে তথু বিহ্জাদ নয়, সাহ তহ্মাম্পের নিয়ন্ত্রণাধীন কুন্তক চিত্রান্ধন পারদর্শী অপর কয় জন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের মারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন ম্সিয়ে সাকিসিয়ান নিজ্ঞান্তে (২) সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। **জীবজন্ত**র চিত্রাঙ্কনেও মীর সৈয়দ আলি বিশেষ প্রতিষ্ঠা **অঞ্চ**ন করেন। সে দিকু দিয়া কাশিম আলির সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত থাম্সা গ্রন্থে তাঁহার নিজের স্বাক্ষরযুক্ত মাত্র ছইথানি চিত্র পাওয়া গিয়াছে। একথানিতে নুপতি বাহ্রাম গোরের অপুর্ব লক্ষ্যভেদের বে স্প্রাচীন পরিকল্পনা যুগপরস্পরার চলিয়া আসিতেছিল ভদমুসরণে ধাবমান মূগের পদ ও কর্ণ স্থকৌশলে একতা বিশ্বকরণের চিত্র শিল্পীর স্থদক তুলিকায় স্বত্বে প্রদর্শিন্ত ইইয়াছে। অপর চিত্রখানি লয়লা-মজ্মুন বিষয়ক। ইমজ্জুন্কে বল্লাবাস মধ্যে উপবিষ্ঠা লয়লার সমকে লইয়া আসিতেছে। পশ্চাতে দলবন্ধ হুষ্ট বালকের দল পাগলপ্রায় মন্ত্রুনকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে। চিত্ৰকর ওর্ এইটুকু আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বন্ধসহকারে দেখাইরাছেন বে, অক্সাক্ত তাঁবুগুলিতে রমণীগণ স্ব স্থ গৃহকর্মে ব্যাপৃতা

(2) A B. Sakisian, La miniature persane du XIIC au XVII siecle.

র জারগাটিতে আমি সেই জলোকিক দৃশ্য দেখেছিলাম, সেই জারগাটি ক্লখিছে দিলাম বন্ধকে।

্রিই গাছটার কাছে এসেছিল মেরেটি ?" লশাস্থ প্রান্ত করলে
একটা বটগাছের দিকে আঙুল ব্যাড়িরে।

"हा।"

"আৰ সে শাড়িবেছিল এইখানটার ?"

"श I"

শশাছ পাছের ওঁড়িটা ভাল করে পরীকা করতে লাগল এবং বালিক পরে আমার দিকে ভাকিরে বললে, "এই দেখো এখানে কী হয়েছে।" ভার কোমরের সমান-সমান পাছের একটা ভারগার বাজারি গোছের একটা গর্জের দিকেপুস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

"আন্তৰ্যা! এ একেবাৰে কয়নীজীত ! সেখো-দেখি আজৰ, এক-ধানা ছবি জোগাড় কৰতে পাৰো কি না।" আধ মাইল তফাতে একটা মূটীদের আড্ডা ছিল। সেধান থেকে একটা ছুরি সংগ্রহ করে কিরে এলাম শশান্তর কাছে। তথনই সে কাজ ওক করল ছুরিটা নিরে এবং মিনিট করেক পরেই ছুরিটা মাটিতে রেখে একটা হাত সেই গর্ডের মধ্যে চুকিয়ে দিলে কাঁধ পর্যন্ত। আমি অবাক্ হরে তাকিরে রইলাম তার উৎসাহদীপ্ত মূখের পানে। মিনিট-খানেক পরে হাতটা বের করে সে আমার দিকে তাকাল— বিল দেখি আমার হাতের মধ্যে কী আছে ?

আমি হাঁ করে চেবে রইলাম জ্ঞার দিকে। কিছুই অস্থ্যান করতে পার্লাম না।

শশান্ধ হাডের মুঠোটা আছে আছে থুলতেই বেরিরে পড়ল কুর একটি বিজ্ঞলবার। বিজ্ঞলবারের মাঝ-বরাবর চাপ দিডেই খুলে পেল ভিজ্ঞরটা, আরবা সবিষয়ে দেখলাম, ছ'টা কার্ড্জ বরেছে ভিত্তরে, শীচ্টা অব্যবস্তুত ও একটা ব্যবস্তুত। ব্তিরাছেন। পীঠভূমে শিল্পী পদীন্দীবনের বে একটি চিত্র বিভাস করিয়াছেন তাহা অনবত বলিলেও অত্যক্তি হয় না। এই জন মেৰপালক আপন আপন মেবঙলি মাঠে ছাডিব। দিয়া বদিয়া আছে। এক জন নিশিক্ত মনে বাঁশী বাজাইতেছে আর অপর ব্যক্তি সম্ভবত: মেখলোমেরই স্থভা কাটিতে ব্যাপ্ত। আপন কার্য্যে নিরভ থাকিলেও ভাহার। আসল কর্তব্যে অবহেলা-পরায়ণ নয়। উভয়েই সমভাবে মেষযুথের উপর দৃষ্টি রাখিতেছে। এই চিত্রপটে একাধারে रेविहित्वात ७ जुन्त भ्वादिकन-भक्तित এक अभूकी ममारिक पृष्टे हरा। দরবারী চিত্রাঙ্কনভন্দীর প্রভাব দেখা যায় চিত্র-সন্ধিহিত শৈলের পশ্চাৎ পিঠে। পাছাডের প্রস্তবময় অংশগুলি নীলাকণ বর্ণে রঞ্জিত। রঙীন পাহাড় পিছনে পড়ায় মেষপাল হুইটির প্রতিকৃতি খুলিয়াছে ভাল। আকাশের 🗝 স্বাভাবিক নীলবর্ণ, তাহারই স্থানে স্থানে খেত ও ধসরবর্ণে অভ্রাংশ স্থাচিত হইয়াছে। যে গদীমোড়া আসনটিতে লয়লা উপবিষ্টা, তাহার আন্তরণের সম্মুখ ও পশ্চান্তাগে, সাদা জমির উপর, নীল ও গোলাপী বর্ণের নানা প্রসাধক অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট। স্থানে ল্লানে কাল রডের স্পর্শাও যে পড়ে নাই তা নয়। হিরাট শিল্পকেন্দ্রে কালোরই ছিল প্রবল প্রাতর্ভাব, আর ছোপের গাঢ়ভার জন্ম যে হুইটি রুদ্রের প্রাধান্ত বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয় তাহার একটি আনীল লোহিত লিলাক (lilac) বর্ণ, আর অপরটি আরক্ত কপিশ। বিহ-জাদপ্রমুখ ওস্তাদগণের প্রভাব এ চিত্রখানিতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে, এই কুন্তক-চিত্রথণ্ড (miniature) হিরাটে চিত্র-শৈলীর সার্থক অমুকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, সাহ ভহ্মাম্পের চিত্রশালায় বিহজাদোত্তর শিল্পিগণায় চিত্রসমূহে হিরাট শৈলীর প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, উত্তৰকালে মনস্বী বিহুজাদেৱও নিজস্ব শিল্পভূসী কথঞ্চিৎ পরিবন্ধিত হইখাছিল : সুভরাং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের চিত্রে হিরাটের আদর্শ যে কতকাংশে পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইবে তাহাতে আৰ আশ্চৰ্য্য কি ? মোটেৰ উপৰ ইহাই স্পষ্ঠত: দৃষ্ট হয় যে, হিৰাট শৈলীর, তথা বিহুজাদীয় ধারার মূল প্রভাব হইতে ইঁহারা কেইই একবারে বিনিশ্ব ক্ত নহেন।

১৫৫ • থঃ আন্দ ভ্যায়ুন কাবুলে আসিলে পর মীর সৈয়দ আলি ও আবহুদ সামাদ উভয়েই তাঁহার অনুগামী হইরাছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মীর সৈয়দ আলি ভ্মায়ুন কর্তৃক কাবুলে আমন্ত্রিত হন। ইহার কয়েক বংসর পরে ছমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হইলে পর তাঁহার প্রিয় চিত্রী হুই জনও দিল্লীতে চলিয়া আদেন। পারস্য ভাষায় রচিত আমীর হাম্ভার বিখ্যাত কলকথা (romance) চিত্রিত করার জক্ত ভ্যায়ুন মীর সৈয়দ আলিকেই চিত্রকররূপে নিযুক্ত করেন! দিলীশ্ব এ পুঁথিতে কৃত্তক চিত্র (miniatures) সন্নিবেশ করাইতে চাহেন নাই। তাঁহার নির্দেশমত বে চিত্রগুলি অন্ধিত হয় তাহার সবগুলিই কভকটা বৃহদীয়তনের. অবশ্য কুদ্রক চিত্রের তুলনায়। মনে হয়, চিত্ৰান্ধনকাৰ্য্য বাজকীয় কুতৃবধানাতেই (পুঁথিশালাতেই) অমুঠিত হইত এবং ইহাও অমুমান করা বাইতে পারে বে শিক্ষোৎসাহী সমাট বরং মধ্যে মধ্যে তথার আগমন করিরা পুঁথির চিত্রণ ও অলম্বরণাদি কার্ব্যের তত্বাবধান করিতেন। সাহ তহ্মাস্থেও এক সমরে এ অভ্যাস ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। কুতুরখানার

সোপানখেণী হইতে পভিত হইয়া ১৫৫৬ খু: অব্দে হ্যারনের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

সে যুগের শিল্পীরা একবার কোনও কার্ব্যের ভার প্রহণ করিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ কবিলে তড়িবড়ির কথা একবাবেই বিশ্বত হইতেন ৷ সর্বাস্তঃকরণে উৎকর্বের সাধনাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। আমীর হাম,জার গ্রন্থের চিত্রশালাই মুঘল শৈলীর সূত্রপাত বলিয়া পরিপণিত। ইহা একনিষ্ঠ চিত্রকরের সপ্তবর্বব্যাপী পরিশ্রমেত্ব क्ला। मिलीव मववाबी 'कलम' देश इहेट्डिंग गिष्या छेर्छ, मुनलमान ও হিন্দু চিত্রীদিগের সমবারে।

আকবর বাদশাহের আমলেও (খু: অ: ১৫৫৬—১৬•৫) वाक्कीय किंद्रभागात अधाक हिल्लन भीत रेगयम आणि ও छाहान পুরাতন সহকর্মী আবহুস সামাদ। এক দিকে বিদেশ হইতে সমাগত পারদীক ও কাল্মুক্ চিত্রকরেরা বেরূপ বাদসাহী চিত্রশালিকার সসম্মানে স্থান পাইয়াছিলেন অপর দিকে সেইরপ দেশীর চিত্রকর-দিগের আদরও সেখানে কম হয় নাই। ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রহাম্পদ বন্ধু অর্থেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যার মহাশবের ভাষার ৰলিতে গেলে গোয়ালিয়ৰ থেকে এলেন নন্দ গোয়ালিয়ৰী, কাশীৰ থেকে এলেন কমল কাশ্মীরি, গুজরাট থেকে এলেন ভীম গুজরাটী এলেন কালু লাহোরী, রাজপুতনা খেকে এলেন বন্ওয়ারী, ভঙ্গবান, ভগবতী, ভবানী, ভুরামল, চিভরুমণ, ধনুলাল, ধানরাজ, গিয়ানচান্দ ইত্যাদি (৩)। **আকবর এইকপে** ভারতের নানা কুটির কেন্দ্র হইতে গুণা ও প্রতিভাবান শিলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিল্পী ফারুথের সহিত **আকবরনামার** চিত্রসম্পাদনে অপর থাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেশোলাল. মুকুন্দ, মধু, জগুন, মহেশ, ক্ষেমকরণ, তারা, রাম, হরিব শ, বাসাওৱান প্রভৃতি ১২।১৩ জন চিত্রশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় ( 8 )।

চিত্রশালার অধ্যক্ষরূপে আবহুস সামাদ্ভ যে কম কুভিছ প্রদর্শন করেন নাই—তাহা বুঝা যায় তাঁহার চিত্রবিতা শিক্ষাদানের সফলতায়। মুঘল যুগের বিখ্যাত চিত্রকর দশব**ন্ত**কে তিনিই গভিত্র তুলিয়াছিলেন (e)। আবুল ফ্লুলের উক্তি হইতে জানা বার বে व्यावकृत मामान विरम्य कविया हिन्दू हिज्कवनिगरक निकामास्त्र छार প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সমাট জাহাঙ্গীর (খু: অ: ১৬০৫-১৬২৭) পিতৃ-পদাক অফুসক চিত্রশিল্পের যথেষ্ট পুষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি **তাঁহ**ি প্রিয় চিত্রকর বিষণদাসকে পাঠাইরাছিলেন পারস্থাধিপ সাহ এখ আব্বাদের দরবারে রাজদত খাঁ আলমের সহিত। আক্রর : জাহাঙ্গীরের চিত্রশালার চিত্র-শিল্পীরা কেবল পারসীক চিত্রণ-রীডি আঁকডাইয়া থাকেন নাই। ভারতীয় পারিপার্দ্বিকের বাস্তবতা বজ রাখিয়া চিত্র আঁকিতে গিয়া দেশীয় প্রতির প্রভাবও ভাঁহানে

<sup>(</sup>৩) মুখল যুগের চিত্রকলা, আনন্দরাক্তার পত্রিকা, ২৮লে আরা >>e • | (8) Charles Huart, Les calligraphes € les minituriastes de l'orient

<sup>(</sup>e) Percy Brown, Indian Painting unde Moguls, p. 54, 63.

ভূলিকার উপযুক্ত মর্ব্যাদা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে বে শৈলী পড়িয়া উঠিশ তাহা ইরাণী ও ভারতীয় এই উভয় রসেই সঞ্জীবিভ, **ক্ষিত্ব হুইরের কোনও পদ্ধতি**রই ঠিক অন্তর্গত নয়। এ বেন তুইটি বৌসিক পদার্থের সংমিশ্রণ ফলে এক নৃতন পদার্থের সৃষ্টি! ইহার **এটা প্রমাণস্থ**লপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ পদ্ধতি সার্ক্য্য-**লোৰবিমুক্ত**। সম্রাট আকবরের যুগে তস্বির (প্রতিকৃতি) রচনায় ক্রী নৃতন শৈলী যে বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল তাহা আকা ক্লিলা প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকেও যেন সহজেই হার মানাইয়াছে। যাহারা ক্রিক্সশিক্ষের বিরোধী, আকবর তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। এতং-সম্পর্কে হদিসের বিধি-নিবেধ তাঁহার নিকট নির্থক বলিয়া ৰোৰ হইত। আকবৰ বলিতেন যে, চিত্ৰকৰই সৃষ্টিকৰ্তাকে জ্ঞাত হুইবার বিশেষ স্থযোগ লাভ করিয়া থাকে; যেহেতু প্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবনেহ অন্ধন করিতে গিয়া যথন তাহাকে অন্ধপ্রত্যন্তাদি চিত্রপটে **একটির** পর একটি করিয়া বিক্তম্ভ করিতে হয় তথনই সে ব্রিতে পারে যে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের (personality) বিকাশ তাহার **অবিগম্য নয়, তাই তাহাকে বাধ্য হইয়া আপনার জ্ঞানবৃদ্ধির জক্ত** विभि चीरवर कीरानाजा जाशवर नर्गाशक रहेरा रह । निष्टेशिक ( Newiasky ) যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, ইস্লামের নৈষ্ঠিকতার **শারি** বেন ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার দাহন-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল (৬)।

ইতর জীবের চিত্রাঙ্কনে পারত্যের শিল্পিসম্প্রদায় বিশেষ দক্ষতা অৰ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুঘল মুসাব্বির (চিত্রকর) ও চিত্র-**শিক্ষের এ শাখার বড় কম পারদর্শিতা লাভ করেন নাই। জাহাজীরের** ৰাজ্যকালে ওন্তাদ মনুত্মর কি ইতর জীব চিত্রণে, কি নিস্গ চিত্র পরিকরনার অশেষ কৃতিখলাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু চিত্রীদিগের सर्वा नमवरनव अधिकाती इहेग्राहित्मन वाका मत्नाहवमान । मत्नाहव-লাল প্রথম মন্মরের শিব্য ছিলেন বটে, কিছ কুভিছে ডিনি সহজেই ভাষার শিক্ষাগুরুর সমকক্ষতা লাভ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দিরণে সমাট জাহাঙ্গীর মনোহরলালের তুলিকাকাত পবিগণিত হন। শীবজ্ঞত্ব চিত্রাদি দর্শনে বিশেষ সম্ভোবলাভ করিয়া তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূবিত করেন। শিব্যের এ সন্মানপ্রাপ্তিতে মন্সুর স্থা হওয়া দূরে থাকৃ, জাঁহার প্রতি বিরূপ হইরাছিলেন বলিয়াই ওনা ৰার। তথনও বিদেশ হইতে যে চিত্রকর না আসিত ভানয়। ब्राहाजीत नमत्रकम हरेएछ मरुयन नामित ও मरुयन मुतान नामक छुटे জন চিত্রকর আনাইয়াছিলেন।

মুখল মুগের অপর কর জন বিশিষ্ট চিত্রকর ছিলেন গোবর্দ্ধন (১৬৩৭-৩৭) অমুণরিচত বা অমুপচিত্রী (১৬৫৬) ও হন্হার।
ইহার মধ্যে প্রথম হুই জন সাহজাহান বাদসাহের রাজত্বালে
(১৬২৮-১৬৫৮) এবং হুন্হার উরঙ্গজেবের রাজত্বালে ১৬৫১-১৭০৭) বিভ্যান ছিলেন।

মীর সৈরদ আলির সাধনায় যে মুখল শৈলীর উদ্ভব হইরাছিল এ কথা বিশ্বত হইবার নয়। তাই ভারভীয় চিত্রশিল্পের ইডিহাসে এই পারসীক শিল্পীর ভারতে আগমন যে এক বিশেব মুববীর ঘটনা বলিয়া

### মনে এই আশা

#### ঐকঙ্গণাময় বস্থ

এসেছে নৃতন দিন, মনে তাই পাকা ধানী বং, পাখীর পালকে দেখি উড়িবার যাত্ময় ভাষা; কাঠ চিবি, হাল ধবি, মাঠে ধান কাটিব বরং, থেয়ে পরে বেঁচে থাকি মানুষের মনে এই আশা। আকাশ গভীব নীল, সাগবের ঘোলা লোণা জল. কবিয়া আকাশে থাক, আমরা সাগর পাড়ি দেই; জলে ভিজে রোদে পুড়ে স্নায়ু পেশী সতেজ সবল, বন্দর এখনো দরে, মনে কোন ভয়-ডর নেই। পাহাড়ের নীল চুড়ো, ওপারে নৃতন স্র্র্যোদয়,— অগণ্য মানুষ দেখি পায়ে হেঁটে চলেচে কোথার ? সে কোন স্বর্গের দেশ, এক হয়ে মিলে মিলে রয়. তস্তীর্ণ পথের প্রান্তে দীপ কলে ঝড়ের সন্ধ্যায়। প্রাচীর-গগনে দেখি অনিবার্য্য রডের সংকেত. কান পেতে ওনিতেছি দুরাস্তরে বজের গর্জন: नएएट थाठीन वर्ग, मिथा इ'न बाइन निर्वंश. শগ্লিদাহী বেদনার সত্য হ'ল মর্মের ভাষণ। এখনো ঝড়ের খেলা, বিহ্যুতের খর তরবারি উদ্ভান্ত করেছে জানি মানুবের আশা ও বিশাস ; এথনো মশাল অলে, অন্ধকার ভূমিকা বিদাবি'

বিবেচিত হইবে তাহাতে আর আন্দর্য কি ? আবহুস সামাদের কথাও বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হইবে না। তিনি যে বিহ,জাদ-অন্ধিত চিত্রেও তুলিকাম্পর্শের স্পদ্ধা রাখিতেন তাহা বিটিশ মিউজির্মে ব্রক্ষিত একথানি পুরাতন চিত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে ( ৭ )।

প্রভাতের পটভূমে মামুবের স্বর্ণ-ইতিহাস।

প্রসঙ্গত: উদ্রেখ করা বাইতে পারে যে, ভারতের নব আগৃতির সহিত বঙ্গদেশীর যে চিত্রশৈলী বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পূক্ত, তাহারই শ্রষ্টা আচার্য্য অবনীম্প্রনাথের দৃষ্টি দেশীর চিত্রকলার প্রতি প্রথম আরুষ্ট হয় দিল্লীর 'ইন্দ্রসভা' নামক একথানি চিত্রিত পারসীক পুঁদ্ধি উপহার পাইয়া। তাতেই যেন তাঁর চোখ খুলে গেল'(৮)। এক সময়ে এই শিল্পদ্বতির প্রভাব অবনীম্প্রনাথ একেবারে এড়াইয়া বাইতে পারেন নাই। তাই অস্কৃত: পরোক্ষভাবেও বে কলিকাতা শৈলী (১) মুবলশৈলীর নিকট ঋণী, এ কথা বোধ হয় অভ্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

<sup>(\*)</sup> Mechthild Newiasky, World Review September, 1944, p. 39.

<sup>(1)</sup> British Museum, Or. 4615, fol. 103, rev.

<sup>(</sup>৮) व्यवामी, देवनाथ, ১५৪৮।

<sup>(</sup>১) একজন ফরাসী লেখিকা এই নব-শৈলীর নামকরণ করেন Ecole de Calcutta.

## **ব্যাধির অবদান** প্রা**থ**নসকুমার বন্দ্যোপাধ্যার

ব্ৰেণি, উন্নৱতা ও অকাল-মৃত্যু বেন মনুষা ও মানবতার বির'টু অপ-চর। অপোগও শিশু রাখিরা স্বেচময়ী মাতাকে যদি ইচলোক পরিত্যাগ কবিতে হয়, আর্ভ কার্য্য অসমাপ্ত বাৰিয়া একনিষ্ঠ কন্মীকে বদি কাল-গ্রাসে পভিত হইতে হয়, প্রভিভাবান শিল্পকৈ যদি তাহার বোধ-শক্তি বিচার-বাছ বিসঞ্জন দিতে হয়, তবে তাহা বিরাট ট্রাফেডি--বিয়োগাস্ত নাটকের মতই করুণ ও মশ্মশারী। ৰাজিগত ভাবে আত্মীয়-বান্ধব ও প্ৰিয়ন্তনের কাছে এই ক্ষতি অপুৰণীয়—ব্যাধির এই কবাল মৃত্তি তাহাদের কাছে ভয়াবহ। কিন্তু সমষ্টিগড ভাবে সমাজ তথা সমগ্র জাতির কলাাণের দিক হইতে দেখিলে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রয়োক্তন উপলাব্ধ করা যায়। এই সব বাাবি ও মুত্যু বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পহীক্ষিত ১ইলে একে অপরের ব্যাধিক্লেশ ও তু:খ তুদ্দশ। দেখিয়া অনেক শিখিতে ও সাবধান ১ইতে পারে এবং সাধারণ লোকে উন্নতত্তর জীবন্যাপন কবিতে ममर्थ हरू। वह क्रमवद्या, वार्थहाश र होवानद বিনিময়ে দেশের স্বাধানত। অঞ্চন কবা হয়। বন্ত ব্যক্তিৰ ব্যাধি মৃত্যুৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰীক্ষায় জাতিব স্বাস্থ্য অঞ্চিত হইতে পারে।

বিজ্ঞানী অভি-মানব নহেন। তাঁহারাও
সাধারণের মতই চিস্তা কবিয়া থাকেন। তবে
সাধারণ ব্যক্তি অপেকা বিজ্ঞানীর পর্যাবেকণকমতা প্রথরতর এবং বিচার-বৃদ্ধি তাঁব্রতর।
নানা পরীক্ষামূলক প্রেগণার তাঁহার জীবন
অভিবাহিত হয়। এই সকল পরীক্ষা সাধারণের
নিকট অঞ্জলারে প্রস্তার ক্ষেপণ বলিয়া মনে
ইইলেও নৃতন নৃতন নীতি ও মতবাদ প্রণায়ন

করিয়। থাকে। কোন জ্ঞাত বিষয়ের সহিত তুলনা করিরা বে প্রতিপাল প্রণীত হয়, তাহার গুলুত্ব কম নহে এবং তাহা যদি প্রমাণসহ উপস্থাপিত হয় তবে তাহা আইন জ্ঞাবা অবশ্যাপালনীর কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। জ্বস্ক্রতার কার : বেলগের লক্ষণ ও ঘটনার সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করিয়া ও নানা ভাবে নিরামরের উপায় পরীক্ষা করিয়া তবে এক বিশেষ রোগের সাধারণ স্ত্রটি প্রণয়ন করিতে পারা যায়। এই ভাবে আমরা বহু আর্রা বিশার করিয়া জাতি ধীরে ধীরে ভ্রের স্ক্রের ক্রেরা হইতেছি।

করেক প্রকার ব্যাধি যে সংক্রামক সে ধারণা পূর্ব হই তেই ছিল, কিছ সর্বপ্রথম লুই পান্তরই দেখাইরাছেন বে, ব্যাধি-জাবাণু জাবন্ত থাকে বলিরাই ভাষা সহজে সংক্রমণ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে বেশম-পোকার রোগ ভাষাকে সন্ধিয় করে, পরে ভেড়য় জ্যানখাল বোগের সংক্রামণ দেখিয়া ভিনি ছিরসিছাত্তে উপনীত হন: তৎপরে কর, প্রাথা করিয়াছেন, কলেরা বোগ জলের স্থাবা বিভার লাভ করে;



বণি পানীর অপ কুটাইরা সইরা বিতম ভাবে সংরক্ষিত ও সরবরাহ করা হয় তবে কোনক্রমেই কলেরা ইইতে পারে না। পান্তর এবং কিনে এই প্রকার সফল গবেষণা ইইতে লোকের ক্রমণ: ধারণা ইইরাছে বে সকল রোগই কোন নাকোন প্রকা। ভীবস্ত জীবাণুব আক্রমণ ইইতে অর্থাৎ লেহের রক্তে প্রবিষ্ট ইইবার ফলে সংঘটিও:
ইইরা থাকে। ইহার ফলে যে সকল ব্যাধি
সক্রামক নহে, সেগুলির ক'রণ নির্ণয় করিবার ক্রপ্ত মানুবের মন কৌতুহলী ইইয়া উঠিয়াছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ছিতীয় সোপান इहेन त्राग-वाहरनव (carrier) व्याविकात । পূৰ্বে ধাৰণা ছিল, সঁচাংসেতে বন্ধ জলাভূমিৰ দ্যিত বাতাস হইতে ম্যালেবিয়া রোগের উৎপঞ্জি रुष । कि**ड** अथन जकल स्नातन स्न, शास्त्रास्नितनः মশকই এই রোগের বাহক। মালেরিয়া**এত** রোগীর বক্ত-কণিক। শোষণ কবিয়া মশা প্রথমে এই রোগের জ'ব'ণু সংগ্রহ করিয়া লয় এবং পরে স্বস্থ লেকের বক্তপ্রবাহে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দেয়। অধ্বাক্ষণ ষল্পে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সম্পাই রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহার বিশ্বয়কর জাবনেভিহাস নিভূগি ভাবে অমুখীলন করিতে পারা গিয়াছে। ম্যালেবিয়ার উৎপত্তি সগতে যাদ নিভক্ষাগ্য প্রথাণ না পাওয়া ৰাইত, তবে কহ কোন দিন টাইফাদের উৎপত্তি ষে উকুন হইতে, সে বিষয়ে গবেষণা কৰিছে বসিত কি না সন্দেহ ! কা এণ, এই গবেষণ। অভ্যস্ত আয়াস-সাধ্য ও বিপদ-সমূল। কেমন কৰিয়া এই রোগ বিস্তার লাভ করে তাহা দেখাইজে গিয়া অনেকেই মু*হু*।বরণ করি**রছে। তবে** উকুনই টাইফাসের একমাত্র বাহক কি না তাহা সঠিক জানা ষায় না।

কলেরার যদি বহু লোক না মরিত, তিবে কোন দিন মামুব তাহার কারণ ও প্রাতকার

নির্ণিয় হছত সচেষ্ট হইত না। আবার কলেরার বীকাণু প্রথমে আবিহৃত না ইইলে ম্যালেবিয়া লইয়া কেই মাথা ঘাটিত না। বহু ম্যালেবিয়াপ্রস্থ বেগীর উপর পরীকা চালাইয়া বহু জীবননাশ ও অকুছকার্যাতার পরে যখন ম্যালেবিয়া-বীভাগুর জীবনতিহাস সহ মাণকর্মী বাহকের অভিজ্ প্রকাশ পাইল, তথন টাইক্রেড ও অকুছল নানাবিধ বোগ কইন। গাইবোর প্রপাত ইইল। এই ভাবে বছু প্রোণের বিনিম্নের মান্ত্র্য ধাপে ধাপে অগ্রসর ইইলা কুমে কর্মে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমারের পথে প্রিচালিত ক্রিরাছে।

ইহার পর আর এক অধাাহের প্রচনা। থাতে বিলির ভিটামিনের অপ্রাচ্রা হেড়ু বেরিবেরি, আর্ভি, রিকেট প্রভৃতি নানাবিধ বোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া, জানা গিখাছে। নাবিকগণের অধ্যে আভি রোগের আধিপত্য দেখা বাইত, কিছু কোন মতেই ভারণ বুবা বাইভারা। স্প্রতি সার ট্যাস বার, সো আবিভার ক্রেন বে, ইংলণ্ডের অনেক ছেলেমেয়েও অনুরূপ রোগে ভূগিয়া থাকে। ভালাদের লইয়া তিনি নানাবিধ উপারে পরীকা করিতে করিতে পেথিতে পান, প্রভাক এইটি কবিয়া কমলাদের ধাইলে ছাতি কইতে পারে ন—হর্থাৎ ভিটামিন 'সি' এই বোগের প্রতিবেশক। নানিকেরা সাধাবণতঃ ওটকি মাছ-মাস খাইরা থাকে। ভালা ক্ষম্স সংগ্রাণ করিতে পারে না, তাই উক্ত ভিটামি নর ক্ষাবে তুর্বাস ও নীর্ল ইইয়া পড়ে। এই ভাবে ভিটামিন 'বি,' ও ভিটামিন 'ডি' যথাক্রাম বেরিবেরিও বিবেট রোগের প্রতিবেশক প্রতিপর হইয়াছে।

মুত্যু বন্ত্ৰণাদায়ক চ্টলেও ধ্ৰন অবধাৰিত, তথন বদি ভানা শ্লার আমার দে মৃত্যুতে পরের উপকার হটবে, তবে থানি টা '**সজোব লাভ করা বার।** ঠিক এই ধরণের জগন্ধি চার মঞ্জে দীক্ষিত হুইরাই দেশপ্রেমিক ও দৈনিক হাসিমুখে আত্মত্যাগ করিতে পারেল। ডাক্টার রেংগের কারণ ধনিতে পারিল না, অলেষ্নিধ আমুণা ভোপ কবিবা বোগী অবশেষে চিবনিঞায় অভিভৃত হইল। ভাৰন সুত্যুৰ পৰে শৰ-ব্যবছেদ পূৰ্বক পৰীক্ষা কয়। এক'ছ কৰ্ডস্য। ৰে মৰিবাছে সে আর ফিরিয়া আসিবে না, কিছু টগার ফলে ঠিক **অনুক্রণ বল্ল**ণাযুক্ত বিতীয় বোগী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত **হ**ইতে **অবাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর পূর্বের এবং পরে বিশেব** ভাবে পর্ব্যবেক্ষণের ঘাণা যে অভিক্রতা সঞ্চিত হয়, তাহার গুরুত্ব বিরাট। মক্তিকে টি<sup>ট্</sup>মার হ**ইলে যদি ভা**হা অস্ত্রাপচাব ছারা অপস্ত না করা হয়, ভবে প্রথমে প্রভাষাত পরে স্মৃতিশক্তির অবলোপ ও তৎপ্রে মৃত্যু আসিহা সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া শেষ। কিন্তু ঠিক কোখার টিউমাবের অবস্থিতি ভাগার ধারণা না পাঁকিলে রোগীব মুণ্ড অবধারিত হইলেও কোন অল্লচিকিং দকট মৃদ্ধকের অভিন্তলি খুলিয়া ফেলয়। সমগ্র মন্ত্রিক তথা-ভরাস করিতে সাগদী লন না। মৃহ্যুর পবে শব-বাবছেদ ব্যতীত এই 🐃ন লাভ সম্ভব নহে। তাই মৃহ্যুর পূর্বের বিশ্বণবিত ভাগে বন্ধণার বিষয়ণ লিপিণ্ড করিতে হর ও পরে সমগ্র মস্তিৎ অমুসৎ'ন কবিরা টিউমাবের সংস্থিতি বুঝিয়া লইতে হয়। বে ছাত্র বত-বেশী শ্বণ্যবচ্ছেদ করিবার ভ্রবোগ লাভ করিয়াকে, তাহার জ্ঞান ও অভিন্তাত তত ইবিভিত হইবাছে। হ্যালডেন বলিবাছেন, মৃত্যুব পরে শ্বনেহ শে ভাষাত্রা সহকাবে শাশানে সইয়া যাওয়া অপেকা ক্ল্যাপসাধনে আল গ্রহণ করা বাইতে পারে। অবশ্য এ জন্ত মানুবকে সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রবণভাযুক্ত হইতে ১ইবে।

মানাসক ব্যাধি বা উন্মাদ বোগের অমুন্দীসনের ফলে দেখা দিবাছে, করেক প্রাণার উন্মানতা ম্যানেরিয়ার বীজাণু বারা নির'মর ইউতে পারে। উন্মানরাগীব হতে প্রথমে ম্যানেরিয়ার বীজাণু স্কারিত কবিয়া দেওয়া হয়, পরে এই জাবাণু উন্মানরোগের বীজাণুঙালিকে শিনাই করিয়া ফেলে; তখন ম্যালেরিয়া হউতে নির'ময় করিয়া উন্মান-গাসীকে সহজেউ আ'বে'গ্যা করিতে পার। বায় । একয়াজাত জেনেট, চারকট ও ফরেডেব মনোবিয়েয়ণ প্রক্রিয়ার আফলাল জনেক মানাসিক ব্যাধি প্রক্রিড হউতেছে। ঐক্রমালিক ফ্রয়েড করেছেন মনের নানা রহস্ত তেল পুরক স্বরুপ উল্বাচিত করিয়া কর্ম করাত আনাবিয়্ত জাগতের সন্থান বিরাহেন। বুক্রাব্রহ তর্ম

এক প্রকার সমষ্টিগত উন্নজন্ত। ছাঙা জার কিছুই নহে। জাজ্মচজ্যার
মূলেও সেই উন্নজন্ত। যুদ্ধপিপাস্থ উন্নত্ত জাতিকে বুঝিতে হইলে
প্রথমে উন্নালগ্রন্থ লোককে জন্মশীলন কারতে হইবে। জাজ্মচজ্যান
কারার মাজ্যভ-পরীক্ষার সুযোগ হইতে এই জন্মশীলন সংজ্
ছইরা উঠিবে। পাশ্চান্ত্য দেশে মূক চোক-ডাকাত, হুল্যাপরাধীর
মাজ্যভ শইরা ভাহাদের বিকৃত মনস্কর্জের কারণ নির্ণয়ের জন্ত বিবাচ্নি

#### স্থান ত্রীঅভুসক্ষ পাৃষ

বৃশ্বলা প্লান কথাটিতে ওঁকের চেয়ে জলেব প্লেখছট বেন বেশী। ই েজা বাথ কথাটিতে যেন তা নর। তাই জল বাদ দিরেও অনেক রক্মের বাথের চলন আছে বিনেশী সমাজে এবং চিকিংসা-শাল্ডে।

বাংলাদেশ প্রীম্মপ্রধান, কাঙেই জলেব প্রয়োজন এবং থাতিব প্রচুব। অবশ্য গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই সে কথা থাটে। অবগাহন সান অর্থাং জলে আপাদ-মস্তক নিমজজন দেই-মনের পক্ষে বে কত স্থিকের, তা আলোচনা করাব প্রয়োজন নেই: বুক পর্যান্ত গা ভূবিরে গ'ত্র মার্জনা করলে লোমকূপ পবিভার হয়, লোমকূপের পথে বংযু স্থালন আর ঘর্ম-প্রাব সবল হয়। ফলে শিরা এবং স্নায়ুম্পুলা প্রস্থাকে। প্রীয়কালে ড'বেলা স্থান কলিকাতার এবং বড় বড় সংবের অধিবাসীদের প্রায় নিতা ঘটনা তিন ববে স্থানত গ'ল্প: কথা নয়। বিশেষ করে স্তীলোকের পক্ষে মথা ভিজানো কঠিন হলেও পুহুরের পক্ষে দেটা থ্বই সহজ। পাণ্ডাগঁরে পুকুরে বা নদীতে স্থান করার পর, বাড়া পৌছে কাপড-বদলানোর ক কড়কুতে ঠাণ্ডা লাগানোর ভয় থাকতে প বে, পণড়গোঁরে ছ'লেলা স্থান কর'র এবং সঙ্গে বাছু নাকপড় সংস্ক গারে জন্মা-কাপড় দেওয়ার জন্ম দে ভয়টুকু একেবারেই থাকে না।

প্রাক্তরান বা উবা-মান ধ্ব একটি দামী জিনিব। এ দেশে শ্বতি প্রোচীন কাল হতেই এ প্রথাটি চলে আগছে। প্রাতে মান দেরে প্রাক্তাহিক কাক স্থক করা একটি স্থন্দর অভ্যাগ। মনে একটি প্রবিত্রতা এবং ধীরতার ভাব নিয়ে দিনের কাক্তে এ কর পর একে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করা তথু সহছ নয় সফল হারও একটি উপায়। বিকালের দিকে অফিগ বা অক্ত কাজ পেরে আর ০কবার মান—এতে দেহের এবং মনের সঞ্চিত ক্লেদ সম্পূর্ণ নম্ভ হয়ে যায়। এই রকমেব নিয়মিত অভ্যাগ সাম্বিক এবং মানসিক অনেক রকম অশান্তি দ্ব করে, সক্ষে সক্ষে ভ্রতির লাবনা অব মনের প্রক্রতাও বাছিরে দেয়। নিয়মিত ছই বেলা স্থানকে জাবনের একটি প্রধানতম ধন্ম মুধান মনেকরলে স্বাক্তার একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে।

আবগাহন বা পূর্ণ স্থান সব সময় সম্ভব হয় না। তথন আমরা থাড়ে, কপালে, মুগে-দ্রোথে জলের ছিটা দিই। এ-ও এক রকমের স্থান—মনের এবং দেহের অবগাদ দ্ব করে, প্রফুলতাও বাড়। এই সমর আরও কতকগুলি অলমিছতেও আমর জল নিজন করতে পারি, বেমন কমুই, বাটুর ভিত্র দিক, বগদ ইত্যাদি। এতে দেহের ক্তক

দ্বান শীতদা, আন্ত কতক দ্বান কিছু উষ্ণ থাকে, ফলে রজ্জ-সঞ্চালনের স্পবিধা হয়, স্বায়্মওলী স্কছতা লাভ করে, দেহের উত্তম বাড়ে এবং মন:সংবোগ তীক্ষ হয়। শীতপ্রধান দেশে জলের বদলে বরফ ব্যবহার করা চলে। ফল অবশ্য একট।

স্থানের পর রৌজ-স্থান বা সান-বাখ। আমাদের গ্রীয়-প্রধান দেশে এটি বত্তপ্রত নয়, আপনা আপনিই হয়ে থাকে। বিদেশীদের মত ক্লাব গঠন করে ব্যবস্থা করতে হয় না। তবু এ সম্বন্ধেও ত্ব'-এক দিকে বিশেষ মন দেওয়া চলে। মুথ, বুক, হাত-পা প্রভৃতি অব্দে প্রচুর রৌজালোক পেলেও কোমর, উদ্ধ-সদ্ধি এওলি আমাদের সর্বদাই ঢাকা থাকে। তাদেরও রৌজ সেবন প্রয়েজন, এবং বোধ হয় রেশীই প্রয়োজন। বস্তি অংশে জনন-স-রাস্ত রাও অবস্থিত আচে, সতরাং কোমর এবং উদ্ধ-সদ্ধি, উপস্থ প্রভৃতি স্থানে পরি।মত রৌজ-স্থান করিলে সেই গ্লাগুগুলি উৎফুল হয় এবং তাদের ক্রিয়াও ভাল হয়। বিশেষ করে শীতকালে, নির্জন করে এই ধরণের রৌজন্মান আমরা স্বভৃন্দে এক-আধ ঘণ্টা উপভোগ করে নিতে পারি। শীতকালে মাথা, বুক ছায়ায় রেথে সাধারণ পোষাকে তম্বু পাহাটিকে থোলা রেথে, সেখানে রৌজ নেওয়ার যে কতথানি আরাম, তা আমাদের অনেকেরই অজানা নেই। তথু আরাম নয়, স্থাস্থোর্ছির দিকে এ জাতীয় বৌজস্লানের একান্ত প্রয়োজন।

ত্ইবার ঘর্ষণ-প্রানের কথা, ইংরেজাতে একে বলে ফ্রিক্শন্ বাথ।
ছকের এ একটি বিখ্যাত ব্যায়াম। এ বিষয়ে বিশেষ এক জন
ঝারামবিদের আলোকচিত্র-সম্বনিত ব্যায়াম-পুস্তবত আছে। পরীক্ষাছলে তক্লো তোয়ালে বা সাধারণ গামছা দিয়ে হাত, পা বিশেষ
করে পিঠ, ঘাড় এবং কোমর মাজ্ঞলা করলে বুবতে পারবেন,
এ জিনিষ্টি কত্রানি আরামদায়ক। মার্জনা করবার সময়,
গামছা বা ভোয়ালেকে চওড়া ফিতের আকারে পাট করে ব্যবহার
করতে হয়, স্পঞ্জের মত মৃঠি করে নয়। ম্যাসাজ, এবং সংস্কৃত
শাল্ভের স্ববহন বা শাদা কথায় হাত-পা টেপা— এটাও এক বক্ম
ঘর্ষণ-সান।

এর পর অক্স কতকগুলি স্নানের কথা বলা বেতে পারে। এগুলির ছ'-একটিতে কিছুটা জটিলতাও আছে। আমরা নানা রকমের হট, বাধ নিই—বিশেব করে সদির সময়। মাথায় অবক্স গরম জল কথনও ব্যবহার করতে নেই, তবে সদির সময় গ'রে ঠাণ্ডা জল নিলেও দোব নেই। সদির সময় কিছু গরম জলে স্নান অপেক্ষা গবম জল আর ঠাণ্ডা জল ছটোতেই পর পর স্নান করলে বেশী কক্স গাণ্ডয় যায়! জিনিষটা আর কিছুই নয়। সন্থ মত গরম জল, মাথা বাচিয়ে সারা গায়ে বেশ খানিকটা ঢেলে নিতে হবে, আর তার ঠিক পরেই বতটা সন্তব ঠাণ্ডা জল মাথা থেকে পা পর্যান্ত চালতে হবে, তাণ্ড বেশ খানিকটা। এর পর ভকনো তোয়ালেতে মৃছে নিকেই চলবে।

প্য:ক্ বাথ জিনিষ্টা সাধারণতঃ নানা রক্ম অন্তথেই ব্যবহার করা হয়। এর উদ্দেশ্য দেহ হতে থানিকটা ঘাম বের করে দেওয়া জার সেই সাজ তরল আকারে শরারে অনেক বিবাক্ত জিনিস কেলানোর ব্যবহা করা। পাড়াগাঁরের অনেক মেরেদের দেখা বার, স্বরুত থুব সন্ধি, সারা গা একখানা বা ছ'খানা কল্পলে ঢেকে ভবা থোঁরে উসনে বা ছাদে মিনিট ১০।১৫ শুরে থাকে। বখন ক্ষল পুলে কেলে, দেখা বায় সারা দেহ বামে ভিজে, এমন বি মূখে কোন্ড ক্রীম মাখলে বেমন হয়, ভেমনি মোটা মোটা বামের বিশ্ সারা দেহের উপর ছড়ানো।

কোল্ড প্যাক বাথ ঠিক এমনি আর একটি জিনিষ। এটি একেবারে থাটি ডাজ্ঞারি ব্যবস্থা এবং কিছু উপকরণ-বছল। ডারেবেটাজ্ঞ রোগীর পক্ষে নির্মিত ভাবে এর প্ররোগ থ্ব উপকারী। এরও লক্ষ্য বামের পথে শরীরের বিষ বের করে দেওরা। রৌক্র-সেবিত উঠানে বা ছাদে একথানি শুকনো করল বিছিরে মাথায় বালিশ দিয়ে ওতে হবে, গারের উপর আর একথানি মোটা করল জড়িয়ে। এর উপর একটা নিঙ্ডানো ভিজে করল চাপিরে দিতে হবে। বুকে বাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্য সতর্কতা অবসহন করা ভাল। সর্বোপরি আর একথানি স্কেইন করা ভাল। সর্বোপরি আর একথানি তক্নো করল চেকে দিতে হবে। মানট ১০ এই ভাবে থাকার পর মুক্তি। মুক্তির পর ঈথছ্ক জনে ভিজানো ভারালে দিয়ে সারা দেহের চটচটে বামের ভারটা রগতে তুলে নিতে হবে। তার পর গেঞ্জি কি জামা পরার ব্যবহা। বলা বাহলা, প্রথম রেগিন্তর সময়ই এই প্রক্রিয়া স্থবিধাজনক।

সিজ-বাধের বা অমুরূপ বাথের প্রচলন আজ-কাল বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। একখানি বড় গামলায় গরম **জল রেখে কোমর** অবধি ভূবিয়ে নয় ভাবে বসতে হয়, অন্য দিকে মাধার উপর আইস্-ব্যাগ থাকে—এই-ই সিজ্-বাথ। প্রবল **অ**রের সমর এই সি<del>ল</del> বাথের একটি অভি লঘু সঞ্করণ আমরা ব্যবহার **করি—মাধার** আইসু-ব্যাগ এবং পায়েৰ তলায় হট-ওয়াটাৰ ব্যা**গ বা অভাবে গ্ৰহ** জলের বোতল। ছকু স**্পের্ণে গরম জলের এবং ঠাওা জলের** নানাবিধ ব্যবহারই সাধারণের মাবে প্রচলিত। ম্যা**লেরিয়া,** টাইফয়েড প্রভৃতির কল্যাণে ম্পঞ্জ-বাথ আমাদের **অজানা নয়। প্রম** জলে স্পঞ্জ বা তে।য়ালে ভূবিয়ে নিয়ে সেটিংক নিউড়ে রোগীর **সারা দেহ** ধীরে ধীরে মুছে নেওয়াই স্পঞ্জ-বাথ। পায়ের বাতের বেদনা বাড়লে নানা বৰুম লবণ গ্ৰম জলে গুলে নিয়ে সেই জলে আমরা পা ভূবিয়ে রাথি—এই-ই ফুট-বাথ ় ফুট বাথের অভি সাধারণ একটা প্রয়োগের কথা এখানে বলা ঘেতে পারে। বাজার করে ব। অন্য কাজে খুব থানিকটা পথ থেঁটে **আমরা অনেক সময়** বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, পায়ের তলা, গোড়ালি প্রভৃতি খুব টন-টন করে ! ভখন এই বৰুম কুট-বাথ নেওয়া খুব আরামের। একটা বড় পামলাডে কিছু গ্রম জলে মূণ মিশিয়ে, সেই জলে পা ছ'টি ভূবিরে রাখতে হবে ১০।১৫ মিনিট, বেমন প্রয়োজন।

ভেপার বাথ বিশেষ অনেক সময় ব্যবহার কবা হয় মুখে ব্রণ নিবারণের জন্য। একটা বড় বাটিতে আধ বাটির উপর কূটন্ত জ্বল রাখতে হবে। তার পর ভিজা নরম গামছার ছ'চোথ বেঁধে সেই গ্রম জলের বাটির কিছু উপর মুখ নাবিরে ধরতে হবে, জলের ভাপ কপালে, গলে, নাকে লাগবে। আর সমস্ত মাথা, যাড় ঢেকে আর একথানি বড় ভোষালে মুড়ি লিডে হবে। মিনিট ৫৭ এমনি ভাবে থাকলেই যথেই। এতে গাল কপাল ঘামের বিশ্বতে ভবে উঠবে আর চামড়াও হবে ভুলতুলে নরম। এর পর ঠাণ্ডা জলের সাহাধ্যে ভাল ভাবে রগভে হুখ ধুরে নিজে হবে। এই ভাবে দিনে একবার করে ভেপার বাথ নিজে মুখের ব্রশ ক্ষমে হাবেই, আর ক্ষক হরে উঠবে মুহুণ আর নরম।

## মহামুনি-**শ্রিভরত-কৃত** নাট্য**লাত্র** তৃতীর স্বধ্যার শ্রীব্যোহনার গালী

4

সুল: — এই রূপে ইহাদিগের নানাবিধ ভোজন-সমাজিত বলি
(প্রদান) কর্ত্তব্য। পুনরার মন্ত্রবিধানাত্সারে বলিকর্মণ্ড বলা বাইবে। ৪৬।

সঙ্কেত: —বলি অর্থ উপহার। এছলে বলি ভোজা-বন্ধনপ পূজোপহার। ভোজাদ্রবারপ বলি অবলয়নে নাট্যদেবতাগণের পূজা বিধের। কোন কোন দেবতাকে কি কি ভোজাদ্রব্য বলিরপে প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অতঃপর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বেক কিরপে বলি প্রদান কর্তব্য, তাহারই বিবরণ প্রদন্ত হইতেছে।

মূল :— (হে) দেবদেব মহাদেব সর্বলোক-পিতামহ! আমার এই সকল মন্ত্রপুত বলি প্রতিগ্রহ ককন। ৪৭।

সঙ্কেত :— দেবদেব মহাদেব—এই সংখাধন পদ ছইটি শিবের
উক্তরেশ্য ব্যবস্থাত হইরাছে এরপ সন্দেহ হওরা স্বাভাবিক। কারণ,
'দেবদেব,' 'মহাদেব' শিবেরই নাম। কিন্তু এই মন্ত্রটি শিবের
স্বাবাহন-মন্ত্র নহে—এক্ষার আবাহন-মন্ত্র। 'দেবদেব মহাদেব' পদধর
বৌসিক অর্থে সকল দেবতার সংখাধনেই ব্যবহৃত হইরাছে— রচ অর্থে
শিবের সংখাধনমাত্র বৃঝায় নাই। শিবের সংখাধন-মন্ত্র ৫২ প্রোকে
ক্রিষ্টবা। কালীর পাঠ—'দেবদেব মহাভাগ পদ্মবানে পিতামহ!
মন্ত্রপুত্রমিম সর্কাং বলিং দেব গৃহাণ ন:"।— দেবদেব। মহাভাগ!
পদ্মবানে! পিতামহ! দেব! আমাদিগের এই সকল মন্ত্রপুত বলি

্ মূল: পুরন্ধর ! অমরপতে। বজুপাণে ! শতক্রতো ! দেব । বিধিমন্ত্রপুত বলি গ্রহণ কলন ॥ ৪৮ ॥

সক্তে : - कानीत मः इतरा এ इतन महास्मरतद आताह्न।

্ মূল :-- দেবদেনাপতে ! স্বন্ধ ! ভগবান্ ! শহরপ্রির ! বগা্থ ! আন্তমনে বলি গ্রহণ করুন । ৪১ ।

সক্ষেত: — বিলঃ প্রীতেন মনসা (ব); প্রীতেন মনসা দেব (কা)।

় মৃশ ;— নাবায়ণ! অমিতগতে! পল্ননাভ! স্থরোত্তম! দেব! মংকর্ত্ত্ব অপিত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ কল্পন। ৫০।

সক্ষেত:—অ'মতগতে—বাঁচার গতি অমিত (সম্বোধন-পদ)—
বাঁষন অবতারে তিনি তিন পদে ত্রিভূবন বিনা বাধার ব্যাপ্ত করিয়াক্রিলেন। মন্ত্রপ্রতা ময়াাপতঃ (ব); মন্ত্রসংস্কৃত:—মন্ত্রক্রানত সংকার-সংকৃত বলি। মন্ত্রোচারণ বারা সংকার (অদৃধ্ব আভনব
ক্রাণ) উৎপন্ন হয়—উহাবারা বলি সংস্কৃত (অভিনব গুণে গুণবান্ ও
প্রিয়াক্রিত)।

্ মূল : দেবদেব ! মহাদেব ! গণেশ ! ত্তিপুরাস্তক ! দেব ! মংকর্জ্ক উভাত মন্ত্রপুত বলি গ্রহণ করুন ॥ ৫১ ॥

गःकछ:--वर मञ्चिष्ठिष्ठं 'शर्मन' भरमय श्रादांश चारकः छन।

হইতে আপাততঃ বোধ হইতে পাবে বে, মন্ত্রটি গলাননের উদ্দেশ্য প্রবোজ্য। কিন্তু পরবর্তী শল্প 'ত্রিপুরান্তক' দেখিলে আর এ সংস্কৃত্র মনে ভান পার না। ত্রিপুরান্তক—মহাদেব। 'গণেশ' বলিতে বুবাইতেছে প্রমথগণের অধীবর।

মূল :—দেবদেব ৷ মহাবোগিন্ ৷ দেবদেব ৷ শ্বৰোভম ৷ দেব ৷ বলিপ্ৰচণপূৰ্বক সভাস্থলে উপিত বিশ্ব হইতে ককা ককন ৷ ৫২ ৷

সংক্ষত :—সংদাখিতাং— সদস্' শব্দের অর্থ সভা। সংদাখিত পদটি আর্বপ্রবোগ। বন্ধ বিদ্বাৎ সংদান্ধিতাৎ (ব); রক্ষ বিদ্বান সংশাখিতান্ (কান্ধী)—এ পাঠে বিদ্ব (নাশ পূর্বেক) রক্ষা কর— একপ অধ্যাহার করিতে হয়; নতুবা বিদ্বপণকে রক্ষা কর—এরপ অংথর কোন সন্ধতি থাকে না।

কাশীর সংস্করণে এই ছুইটি শ্লোকের বিক্তাস একটু স্বস্তুত ভাবে করা হইয়াছে—"দেবদেব মহাদেব গণেশ ত্রিপুরাম্ভক । ৪৭।

মহাদেব মহাধোগিন্ দেবদেব স্থয়োত্তম।

সম্প্রগৃহা বলিং দেব রক্ষ বিয়ান্ সদোখিতান্। ৪৮ । প্রগৃহাতাং বলিদেবি মন্ত্রপ্রতা ময়োদ্যতঃ"

বলা বাছল্য- ইহা লেখক ও সম্পাদকের অনবধানতার হল।

মূল:—দেবদেবি! মহাভাগে! সরস্বতি! হবিঞিরে! মাত:। মংকর্তৃক ভক্তিপূর্কক সমর্পিত বলি গ্রহণ করুন। ৫০।

সঙ্কেত :-কাশীর পাঠ-দেবি দেবি !

মূল:—নানানিমিন্তসমূত পুলস্তোর বংশধর সেই সকল মহাস্থ রাজনেন্দ্র আমার বলি গ্রহণ করুন। ৫৪।

স হ্বতঃ — সর্ব্ব এব তে বে); েএব তু (কা) 🗓 প্রেভিস্থুছিন: বলিম্ (কা); প্রশিস্থুণত মে বলিম্ (ব)।

নানা নিজ্ঞসভুত—'নিমিন্ত' বলিতে কি বুঝাইতেছে, তাহা
এছলে প্পান্ত বুঝা যাব না! পৌলস্ক্য—পুসন্তা ঋবি—দশ জন প্রজাপতির অক্সতম। তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন রাক্ষসগাল রাবণ। এই
কারণে পৌলস্ক্য বলিতে বুঝায় পুলক্ত্যের বংশধর—থাক্ষস। মহাস্থ
—মহাবল; সন্ত্—বল—সন্ত্তণ নহে; কারণ রাক্ষসগাশ রজোতশ
বিশিক্ত—সন্থাধিক্য তাঁহাদিগের নাই।

মূল: — লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মতি, মেধা — সর্বলোক-নমন্থত দেবীগণ আমার এই মন্ত্রপুত বলি গ্রহণ কন্ধন ৷ ৫৫ ৷

সকল ভূতের অমুভাবজ্ঞ ! লোকজীবন ! মাক্লত ! দেব ! মংকর্ত্তক উচ্চত মন্ত্রপূত বলি গ্রহণ কক্ষন । ৫৬ ।

সঙ্কেত: — অফুভাব— প্রভাব। বায়ু জানেন কাহার কত শক্তি।
পাঠাস্তর ভাবজ্ঞ সর্ববভূতানাম। লোকজীবন— তিনিই লোকের
প্রাণম্বরূপ। কাশীসংস্করণে— নানা নিমন্তসভূতা: ইভ্যাদি শ্লোকটি
এই প্রোকের পরে সন্ধিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। মধ্যেতাত: — পাঠান্তর ময়াপিতঃ

মূল :-- দেববজা ! স্বৰ্থেষ্ঠ ! ধুমৰেতো ! ছতাশন ! দেব ! ভজিপুৰ্বক সমূজত বলি সম গ্ৰাপে প্ৰচণ কক্ষন ৪৫ ৭৪

সংগ্ৰন্ত :—দেববজু — আয় দেবতাগণের মুখন্তরুপ — দেবগণ অয়িতে প্রদত্ত আছতি গ্রহণ করেন। বজু — মুখ। ধুমকেতু — আয়িঃ নাম — ধুম কেতু (চিহ্ন, লক্ষণ) বাহার ; ধুম দেখিরা আয়ির অভিছ অহুমান করা বার। সমুক্তত—প্রদানার্থ উক্তত।

ম্ল:—সকল এছের প্রবর । তেজোরাশে । দিবাকর । দেব । মংকর্তৃক ভজিপুর্বক উভত বলি সমাগ্রণে প্রতিগ্রহ করন । ৫৮।

मद्भाष्ट : व्यवत्र व्यक्ते ।

মূল :---সর্ব্বগ্রহপতে ! সোম ! ছিজরাক্ত ! ক্রগৎপ্রের ! মৎকর্ত্বক উল্লন্ত মন্ত্রপূত এই বলি প্রতিগ্রহ কক্ষন IeSI

স্ক্রেড : - বিজ্ঞরাজ - চল্লের এক নাম। মন্ত্রপূতো মরোগ্রত: (ব); মন্ত্রপূতপুরস্কৃত: (কা)।

মূল :—নন্দীখন-প্রমূথ মহাগণেশ্ব-সকল ! মৎকর্তৃক ভক্তি-পূর্বাক সমাগ্রণে প্রতি-প্রবৃত্তিত বলি প্রতিগ্রহ কলন ।৬•।

সংশ্বত :—সম্প্রতিচোদিত ! (মৃদ) —প্রতিচোদিত অর্থে প্রতিপ্রবৃত্তিত অর্থাৎ—উদ্দেশে নিবেদিত : প্রগৃহাতাং বিদর্ভক্তা ময়া সম্প্রতিচোদিত: (ব); প্রতিগৃহুদ্বিম: ভক্তা বলিং সমাঙ, ময়োদিতম্ (কা); প্রগৃহতামেব বলিম য়া ভক্ত্যা প্রচোদিত:—পাঠান্তর, গৃহতাং মে বলির্ভক্তাা ময়া সম্প্রতিচোদিত:—পাঠান্তর ৷ সকল পাঠেরই অর্থ হয় ৷ কিন্তু কাশীর পাঠের অর্থ হওয়া কঠিন ৷ ভিদিত' শব্দের অর্থ উক্তা । ময়োদিতং বলিং প্রতিগৃহুদ্ধ—মংকর্তৃক উক্তবলিপ্রতিগ্রহ করুন ৷ ইহার অর্থসঙ্গতি কোথায় ?

মূল: — পিতৃসকলকে নমস্কার। (তাঁহারা) এই বলি প্রতি-গ্রহ কন্ধন। আর ভূতগণকেও নিত্য নমস্কার বাঁহাদিগের এই বলি প্রিয় ।৬১।

সক্তেত:—ভূতেভা: স্থলে ঋবিভা: পাঠও আছে। বেবামেব বলি: প্রিয়: (ব); তেবামেব (ক।)।

মূল:—কামণাল! নিত্য (তোমায়) নমস্বার—বে তোমার (উদ্দেশে) এই বিধি (বলি) কৃত হইয়াছে।

নারদ আর তুর্ক, ও বিশ্ববস্থ-প্রমুখ সকল গন্ধর্ক আমার এই উত্তত বলি পরিগ্রহ কক্ষন ৷ ৬২-৬৩ ৷

সঙ্কেত: — নারদকে মহবি ভরত গদ্ধর্কাগণের শ্রেণীতে ধরিতে চাহেন বলিয়া অনুমান হয় (না: শাঃ প্রথম অধ্যায়, ৫১ শ্লোক প্রষ্টব্য)। বিধিঃ (ব); বলিঃ (ক।)।

মূল:—ভগৰান ষম আৰু মিত্ৰ—( এই ) ছই লোকপ্জিত ঈশ্বর আমাৰ এই মন্ত্ৰপুৰস্কৃত বলি গ্ৰহণ কক্ষন ১৬৩-৬৪।

সকেত: - মার্গশীর্ষে সুর্যোর নাম মিত্র।

মূল:—আর রসাতলগত পরগগণকে নমন্বার। পূজিত পাপনাশন (সপগণ) নাট্যের সিন্ধি প্রদান করুন ॥৬৪-৬৫॥

সঙ্কেত: — রসাতলগতে লঃ (ব); রসাতলচরেজা: (কা)। পল্লগ—সর্প। পাপনাশনা: (ব); পবনাশন: (কা)—বাযুত্কু।

মূল: — সকল জলাশরের পতি দেব হংসবাছন বরুণ সন্তুম-নদী-নদসহ পূ'জত হইয়া গ্রীভিষ্ক কউন। ৬৫-৬৬।

বৈনতের ! মহাসম্ভ ! সর্বাপ ক্ষপতে ! বিভো ! দেব ! মথ-কর্ম্মক উন্নত মন্ত্রপত বলি গ্রহণ করুন । ৬৬ ৬৭ ।

সঙ্কেত ঃ—বৈনতের—বিনতা-নশ্দন। বিনতা—মহযি কশ্যপের এক স্ত্রী। মহ সন্ধু—মহাবল।

ম্শ :—ধনাধ্যক বক্ষপতি লোকনাথ ধনেশ্ব শুক্ক ও বক্ষসহ আমার বলি প্রতিগ্রহ করুন। ৬৭-৬৮।

নাট্যমাতৃগণকে নমস্কার। ব্রাক্ষী প্রভৃতি (অষ্টশন্তিকে) নমস্কার। প্রমুখী ও প্রস্কো তাঁহাদিগের বারা বলি সম্যুগ্,রুপে প্রতিসূহীত হউক। ৬৮-৬১

সংৰত :—সংৰ্ক: সংৰুদ্ধ (ব); সংৰ্কেন্দ্ৰ বিকন্ধ (কা)।
মূল :—সকল কল্লপ্ৰাৰ্কৰ আমাৰ বলি প্ৰতিপ্ৰাৰ্কন ।

## হেমন্তের গান

ভদ্মত্ব বহু

ধান কাটা শেষ হলে বিজ্ঞ মাঠে ফাটলের ধারে কখনো সবনো কোনো নামহীন গোত্রহীন ফুল হেমজের বাম্প ছুঁরে হরে গেলে শিশিবে আচুল, সহরে স্নায়ুতে আনে স্থানের রঙ বাবে বাবে;

বুনো খাসকড়িছের দল বার, ভিড় করে আসে— রাধে কি রাধে না বুঝি মথমল মোমের মতন, বিচিত্রিত প্রস্তাপতি বরে আনে শান্দিত জীবন, মেরেদের মত চত্তে কাঁপে ফুল কখনো বাতাসে।

সহরে পাঁটিল ভেডে হেমস্কের রোক্ত এলে বরে—
কথনো সে-মেনো ফুল স্বরবদ গান্ধের আতরে
মনে যদি রেথে যার প্রত্যাহের বিশ্বভির নাম,
নিবে যার করনার যদি কোনো নিভ্ত অস্বরে…

কোথায় হেমন্ত স্বপ্ন ? অকিসের বেলা হলে পরে কেরাণী বোঝাই ট্রামে স্থান করি—জীবন-সংগ্রাম !

আর বিফুপ্রহরণও বিফুডজিবশত: মংকর্ত্ক উচ্চত (বলি গ্রহণ করুন)। ৬৯-৭•।

সক্তে: — কন্দ্রপ্রহরণ সর্বং (ব);— চৈব (কা)। ক্ষান্ত্রহরণ — পানাক, ত্রিশূল ইত্যাদি। বিফুপ্রহরণ — স্থদর্শন চক্র, কৌমোনক্রী গদা, নক্ষক খড়গা, শার্ক ধড়াইত্যাদি।

মূল: —আর কুতান্ত ও কাল সকলপ্রাণি-বধে স্বীনর। মুকুট ও নিয়তি—আমার বলি প্রতিগ্রহ করুন। ৭০-৭১।

সংহত :—নাট্যশাল্পমতে যম, কুতান্ত, কাল, মৃত্যু—পৃথক্ পৃ<del>থ্</del>ট্ট্ দেবতা সর্বব্যাণি-বধেশবা (ব); সর্বব্যাণিবশেশবা (কা); পাঠান্তব

মূল: — আর এই মন্তবারণীতে যে সকল বান্তদেবতা সংশিদ্ধ আছেন (তাঁহারা) আমার এই মন্তপুত বলি সমাস্কপে প্রতিশ্রেই কলন। ৭১-৭২।

আর অন্ত যে সকল ত্যুলোক-অন্তরিক-ভূমিছিত দেব-সম্বর্জ দদিক্ সমাপ্রর করিরাছেন, তাঁহাদিসের (উদ্দেশে) এই বলি প্রেদ্
ইইল । ৭২-৭৩ ।

সনিল-সম্পূর্ণ পুষ্ণমালা-পুরস্কৃত কুম্ভ সন্তমধ্যে স্থালিত কর উচিত; আর উহাতে স্থবর্ণ প্রদান করাইবে। ১৩-৭৪।

সকত: — সলিল-সম্পূর্ণ (ব); সলিল শর্ণ চ (কা)। পুশ মালাপুরস্কৃতম্ (ব); পর্ণমালা (কা)। পুশমালা-পূরস্কৃত্ পুশমালাদারা যাহার অঞ্জাস সচ্জিত।

মূল :—সকল আতোভ বন্ধাচ্ছাদিত করিয়া গন্ধ মাল্য-ধূপ জ্জা ভোজ্য-সমূহ-বারা পূজা করিবে। १৪-१৫।

স্কেত:—বল্লোন্তবাণি (মূল)—বল্লান্ডাদিত; বাহাৰ উপ বল্ল বিজ্ঞমান। 'আতোন্ডানি' পদের বিশেষণ। আতোন্ডান্ডান্ড। অভংগর কর্মান-পূজা। পরবর্তী সংখ্যার বলপূজার বিৰুদ্ধ সমাধ্য হউনে।

## বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার বন্ত্র্গা

একামিনীকুমার রার

ব্যবদাসিংহ, ঢাকা, এবং বাংলার অপর বহু ছানে, এইটো বছু
হিন্দুসপ্রদার মধ্যে বনহুগা নামক কোনও দেবীর পূজা বা
কাত্যে বচলন আছে। কেহ কেই ইহাকে দশভূজা-হুগার কলা, আবার
কৈছু বা ইহাকে তাঁহা হইতে অভিনা মনে করেন। আবার কেহ
ইহাকে বনদেবী, কেহ বা গ্রামদেবী, কেহ বা অল্ল কোন ছত্রা
ক্রিবী বলিরাও ভক্তি কামনা জানাইয়া থাকেন।

মরমনসিংহের পূজার বা অতে কোন মৃত্তি হাপন করিতে দেখা আর না, কিছ ঢাকা জেলার থামরাই, বহুনাধপুর, সাভার, নবাবগঞ্জ আছতি হানে প্রতি বংসর পৌব-সংক্র'ছিতে চতু ছুজা, ব্যাহ্রাসীনা, ব্যাহ্রাহ্বর-পরিভিতা, নীল জীমুতসভাশঃ মৃত্তি নিশ্বাণ করিরা বনগুর্গার কুলা করা হয়। ঐ জেলার নারার প্রামে এক নমঃশুরু-ব ড়াভে ক্রিয়ুড়াকালা নামে বনগুর্গা প্রতিষ্ঠিতা আছেন, ইনি মাত্র দেড় শত ক্রেরের প্রাচীন। পৌব-সংক্রান্ত হাং। সে অঞ্জে বৈশাধের শনিবারে অমৃত্তি বনহর্গার পূজারও প্রচেনন আছে। ঢাকা জেলার ক্রেটাই ও কাকিলাজানি নদীর সলমস্থলে ক্রিমোহানার ঘাটে ক্রেটার অন্তেম প্রিস্কান বলা হয়। কিছ বনহর্গার উৎপত্তি ও জীবন-ইতিহাস বিবরে কাহারও ধারণা খুব স্পাই নহে।

মন্ত্রমনসিংহের আলাপসিংহ পরস্থার এক কারছ বুড়া বলিতেন,
আক দিন হুগার ইচ্ছা হইল শাখা পরিবেন; ভিনি াশ্বের কাছে শাখা
ভাইলেন। শিব গরাব; ভিনি ভাং-ধৃতুরা খান, শ্বশানে থাকেন,
শাখা দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। হুগা বুকিরাও বুকিলেন না,
শাখা না পাইয়া রাগ করিয়া শিফালের চলিয়া সেলেন(১)। শিব অতি
বুরু, কে তাঁহার সেবাবদ্ধ করে? অবশেবে এক শাখারীর
কলে ভিনিও বাইয়া খতরালরে উপস্থিত হইলেন। শাখা
শিক্তে আসিয়া শাখারীর হাতে এত বড় অভিমানী হুগা ধরা
শিক্তিলেন; তিনি বামীকে চিনিলেন এবং বিবল হইলেন। বিভ ভারেনী শিবকে তাঁহার খতর-শাভঙীর পকে চেনা সন্তব হইল না।
ক্রিক্তে নাল পরে হুগার এক কলা জলিল; লোকলজ্ঞা ভরে সেই
স্লোকে তিনি শেওড়াতলে পরিত্যাগ করিয়া শিবের সংসারে চলিয়া
ভালন। এই পরিত্যক্ত শিবছহিতাই বনহুগা নামে সকলের ভক্তিআর্থ্য পাইয়া আসিতেছেন।

নশিকজিবাল পরগণার অপর এক সভার বংশর বয়না বুদা বিলিলেন, মেরেলি আচার-ত্রত বত. সকলট তুর্গাদেবী এক বুদার বেশে নরলোকে প্রচার করিয়াছেন। আচার-ত্রত প্রচারকারিণী কেই বুদাকেই বনতুর্গ। নামে প্রার সমস্ত ওভকার্ব্যে সকলের পূর্বে পূলা করা হয়। বক্তা ভাহার মতের সমর্থনে একটি পূরা ক্ষাইনীও কহিলেন; ইহা না কি তিনি ভাঁচার দীক্ষাগুলুর মুখে ক্ষাইনীও কহিলেন; ইহা না কি তিনি ভাঁচার দীক্ষাগুলুর মুখে

(১) ভূগার শাখা পরিবার সাধ, রাগ কবিরা পিত্রালরে চলিরা বাঙৰা এবং শিবের শাখারী বেশ ধারণ ও সে সাধ পূর্ণ করা—এই উপাধ্যান আমরা রামেশ্বর জ্ঞাচার্য-প্রণীত শিবারনে এবং অনেক ক্রোমিক শিবভূগা-বিবরক ক্ষীজ্ঞিও পাই! আমি আৰু একসতে গাঁচ পর্কের কথা ব্যক্ত কৰিব, ভূমি শিখিয়া বাও। গণেশ চার হাতে মাত্র চারি পর্কের কথাই লিখিতে পারিলেন, অপর এক পর্কের কথা আর লেখা ইইল না ' উত্তরকালে মহাদেব উহা ভানিতে পারিরা অভিশ্ব ক্রুক্ত ইইলেন এবং গণেশকে বলিলেন, ভূমি কি নিমিন্ত নরলোক্ষর এক-পর্কে কথা নই করিবা দিলে? তথন হুগা ভাঁছাকে এই বলিরা আখন্ত কংগলেন, এ বিষয়ে চিন্তার কিছুই নাই; ভোমার মুখনি:ছুত বাক্য আমি সকলই উনিরাছি, সকলই আমার শ্বরণ আছে, আমিই ভাহা নরলোকে প্রচার করিব। প্রতিশ্রুতি অন্ধরারী মেরেলি আচার-এত শেবে হুগা দেবীকেই প্রচার কবিতে ইইরাছিল এবং সেইওলি বখাযথ প্রতিপাদিত ইইতেছে কি না, দেখিবার ভক্ত তিনি আছিও বনে নিভূতে অবস্থান করিতেহেন, সেই হুতু গুগাই বন্তুগা।

বীহা দর মতে বন্দুগী প্রামদেবী বা প্রামের অধিষ্ঠান্তী দেবী, তীহারা বলেন, দেশের বেমন রাভা থাকে, দেশনি এক এক প্রামের বা ভানের এক এক জন অধিদেবতা আছেন। ই হার সভাই অসভাইর উপর প্রামের সমস্ত মজলামজল নির্ভর করে। প্রামের মানুর, পশু পাখী, কীট-প্রুল্প, গাছপালা, ফু-মূল, শশু সকলই ইহার অধিকারে, ভাই অক্ত দেবতার পূলার প্রান্ধের লোক্তর্নার, অন্নারম্ভ প্রভৃতি ভালান্তান উপলক্ষে অপ্রে ইহার ভূটার্থে পূজা করিতে হব, নতুবা ইহার কোপ্টুটিতে সব কিছু পশু ইইতে পারে। বনহুগা প্রামের এইরূপ অধিদেবতাদেরই একভন; ভাব তাহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী, অক্সাক্তর জার প্রামারশেরেই তাহা সীমাবদ্ধ ময়, বহু প্রাম, বহু পরিবার ভাহার এলাকাভুক্ত।

কেছ আবার বনছর্গাকে বনদেবী বলিয়া মনে করেন। এক সমরে সমস্ত দেশ নিবিড় বান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, বনে জঙ্গলেই মানুব বাস করিত, চরিয়া বেড়াইড, কলমূল থাইড, বন্ধল পরিত, কুলপাতা মাথার গুঁজিত। এমন বে বন, যাহা মানুবকে সেই আদিম যুগে সর্কতোভাবে জীবন ধারণে সাহায্য করিয়াছিল তাহারই অধিচাত্রী দেবী বনদেবী উত্তর কালে হরতো বন্হুগার ক্ষপান্তরিত হইরা পূজা পাইরা আসিতেছেন।

বাহা হউক, বনহুগাঁ হুগাঁর কক্সা, হুগাঁর রূপান্তর, মেরেলি আচার ব্রভের প্রচাবকারিশী বৃদ্ধা, প্রামদেবী, বনদেবী বা চতু চূর্জা বাাব্রাসীনা বাাব্রাহ্বপরিহিতা অক্স বে দেবীই হউন না কেন, বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ইহার প্রভাব আক্সও অপরিসীম। ইহাকে পূজা না কবিবে অনেক ওভামুঠানই ব্যাহ্বপান্ধ হুহার পূজার সমস্ত অভভ বিনষ্ট হয়—এই ধারণা তাহাদের মণো প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। ঢাকা কেলার ত্রিমোহানার বাটে, নাল্লাব, রহ্নাঞ্বপুর, সাভার, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বেরূপ ঘটা করিয়া ছাগ মহিবাদি বলি দিয়া বনহুর্গার পূজা হয়, তাহাতে ইহার প্রাধান্ধ স্বীকার করিতেই হর। ময়মনসিংহের ব্রভিনীয়া ইহাকে আবার একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন; ব্রভের অনুষ্ঠানে ও ব্রভ্নীভিতে দেখা বাইবে বে, বনহুর্গা ব্রভিনাদের সঙ্গের স্থাই পুত্রে আবদ্ধ হইয়া কোলাকুলি করিতেতেন।

শেওড়া, বট, পাকুড়, এই দেবীর আবাসস্থল। ঢাকা ও মহমনসিংইর
অনেক হিন্দুপরীতেই বন্দুগাঁবিপ্তিত দুই একটি পূজনীয় শেওড়া,
বট বা পাকুড়গাছ দেখা যায়: এ সকল গাছের গোড়ায় বন্দুগাঁব
পূজা বা প্রত হইয়া থাকে। গাছওলি দেবীর আবাসস্থল মাত্র ইইনেও
সাধারণ লোক এইওলিকেও বন্দুগাঁর ভারই মাত্ত করে। এই সকলকে

অমাত করিয়া, এই গাছ কোর করিয়া কাটিয়া কেলিয়া অনেকে গুরাবোগা ব্যাধিতে অকালে প্রাণ তারাইরাছেন, এইরপ কি বল্পীর অভাব নাই। অনেক সমর নির্দিষ্ট পৃত্তনীয় গাছের অভাবে ব্রতকালে সাধারণ শেভড়া বা বট পাকুড়ের ডাল পুতিয়া ব্রত সম্পন্ন করা হয়।

আমি এগানে ময়মনসিংহের নশিকজিয়াল ও ছসেনশাহী হুইটি প্রগণার বনহগার ব্রতের আচার নিয়ম লিপিবছ করিলাম। সকলই আমার নিজের চোধে দেখা এব ব্রতিনীদের নিকট ছইছে শুন।

অনেক ব্রতেরই একটি সাধারণ সংস্করণ ও একটি বাজসংস্করণ দেখা যার। প্রথমটির প্রচলিত নাম 'বনছর্গরে বারান্', আর ছিতাটের প্রচলিত নাম 'গাছের গোডার বর্ত্ত (ব্রত)'

'বনছগার বারানের' মধ্যে আয়োজন উল্লোগের বিশেষ কোন আছুম্বর নাট এবং ইহার প্রচলনই অধিক এবং ব্যাপক। ইহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োলন হয় না. গীতবাকও নাই। স্থীলোকেরা, বিশেষ করিয়া সভানবভীরাই এই অমু্টানের প্রধান উল্লাক্তা, অধি-কারা ও পুরোহিত(১) চলিত বংসরে ঋতুতে ঋতুতে নৃতন যে সব থাত সামগ্রা পাভয়া হায়, ত্রতিনী তাহা অগ্রে বনতুর্গাকে নিবেদন करतन এবং পরে নিজে আখাদন করেন! বেমন বংসরে প্রথম ইলিশ মাছ কি শুটকি মাছ বাজারে উঠিল, নৃতন ধান কলাই বাড়ীতে আসিল, বাগানে নূতন শাকসবজী ফল মূল ধরিল.— ত্রতিনী এই সব ধগনের বাহা সংগ্রহ করিয়া আহার্ব। প্রস্তুত করেন, ক্রথনও থৈ চিড়া, ঝাই(৩),গুড়া(৪), কখনও ফলমল চাল কলা; কখনও বা ভাত ব প্রন ডাল তরকারী। খরের 'মধ্যমপালার(e) কলার হুইটি আগপাতায় ঐ ভোগ নৈবেক্সাদি সাকাইয়া দিয়া এতিনী বনহুগাৰ উদ্দেশে ভক্তি কামনা জানান এবং উলুধ্বনি করিয়া একটি ঠাঁইং(৬) নিয়া শেওড়া ভলায় অথবা বটতলায় দিয়া আসেন। সেই গাছে তথন দেবীৰ অবিষ্ঠান হয়, এইরপ বিশাস।

ঠাইতের ফংকিঞ্চিং যদি কাকে গ্রহণ করে, তাহা চইলেই ব্রত সাফলামণ্ডিত হইয়াছে, মনে করা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, বনছ্গা কাকরণে আসিয়া ভক্তদের দেখা দেন। যদি কাক না আসে এবং আসিয়াও ডোগ শ্পর্ণ না করে, তবে ব্রতিনীর দান্ধণ আশ্রে হয়। তিনি গলার কাণড় জুণাইয়া অক্সান্ত অপরাধের ছক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পুনর্বার বিশেব ঘটা করিয়া ব্রত কবিবার প্রতিশ্রুতি দেন। গাছের ভলদেশ চইতে দ্ব্রা, কখনও বা গাছের পাতা কুণাইয়া সন্তানের মাথার আশীর্রাদ্যকণ দেওয়া হয়। বংসরের বে কোনও শানি বা মঙ্গলারে দিবসে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতঘাতাত শামাপুরা, তুর্গাপুরা, পল্মাপুরা প্রভৃতি পূরা পর্ব উপলক্ষে এবং চৈত্র স্ফান্তি, বৈশাধ সংক্রান্ত, পৌব স্ক্রান্তি দিবসেও অনেক পরিবারে বৈ চিড়া গুঁড়া চাল কলা অথবা নিরামিব ভাত ব্যঙ্গনে বনহুগার এই অনাভন্ধব 'বারান' অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

# রবীস্ত্রনাথের "জীবিত ও মৃত"

বানীপ্রনাথের স্থাবিখ্যাত বছপঠি । "জীবিত ও মৃত" গলাতি জীল
"গলগুড়ে" পড়বার বহু পর্বের (অর্থাৎ আমার বরুস বন্ধন লশ
কি এগাবো) এই বৰুমের একটি গল্প ওনেছিলাম আমার জ্যাঠামশাইএর কাছে। আমার জ্যাঠামশাই স্থগীয় তারকনাথ অধিকারী
ছিলেন তথন পাবনার বিখ্যাণ উকলি এবং ঠাকুব-জমিদারবার্দের বরের
উকলি ও আম্মান্তার। তিনি বাটার মবেনের আসরের বীজনাথের
সে সম্যকার 'হিতানাদী' সংস্করণ থেকে "জীবিত ও মৃত" গলাটি পাঁছে
আমাদের ওনিরেছিলেন। কার অনুপ্র পঠ ভলা ও আবৃত্তি জীল
জম্মকালো বিবাট চেগারার সঙ্গে মিলে এই গলাটি আমাদের মনে একর
জ্যহর ও কঙ্গণ ভাবের স্থাই কংছিল বে, সে স্মন্ত্র কত দিন স্থারে
কাকীমার (কাদখিনীর) করুণ চেগারাধানা দেখে আমাদের কিশোরা
ভিত্ত কোঁলে আকুল হরে উঠ্তো। গলাটিকে আম্বা "কাকীমার গলাঁলী
নামে ব'লে এককালে অনেককে সগ্র ক্রেছি।

জাঠামশাই গল্পটি পাড়ই বলেছিলেন, অবিকল এমনি একটি সতা কাল্মী তিনি বাব্মশাইকে (রাজনাথকে) বছর ছুই-িন্ আগে ওনিরেছিলেন এবং সে কাতিনীটি ববীক্রনাথ খুবই মনোবোল দিয়ে ভনেছিলেন ' তিনি বয়সে রবীজনাথের চেয়েও ১৪:১৫ বছরের বড় ছিলেন এবং জমিদাবী কাজের অবসরে ববীন্তনাথ জার কাজে গল ওন্তে বড় ভালবাস্তেন। জার গল বলবার ভালটি ছিল অপুণ ও জীবন্ত, কারণ, িনি এক জন ভালো অভিনেতা ছিলেন। ভার কাছে শোন! সভা কাহিনীটাই বে রবীক্রনাথের "জাবিত ও সুত" কাহিনীর আসল উপাদান তা অনুম'ন কংবার হথেট্ট কারণ আছে ! সে সময়ে রবীক্রনাথ (১২১৭-১৮) 'ছিববাদী' পত্তিকার জন্তে ভন্তেক शक्र निर्श्विष्टिन मिन है-रह वार्षे वरा। এवः स श्रहला कांब অমুপম কল্লা-শক্তিতে কথাসাহিত্যে অপূর্ব কৃষ্টি বলে আয়ুত হলেও -ভাব অধিকাশে উপাদা-ই যে পদ্ধার বাস্তব কাহিনী থেকে ভিত্তি পেয়েছিলেন ভার প্রমাণ ভতুসদ্ধান করলে পাধরা বার। ভিলি निक्छ छात्र करमक काहिमात्र वास्त्व छेलामार-त कथा छक्क करत्रहरू ( क्षाञ्चावृत ब्रोक्स-होवनी, ১ম. २२२ पृ: )।

ভাষার জাঠ মণাই এর কথিত তাঁইে নিজের জাবনের এই সজ্য ঘটনাটি রবীক্রনা থব ভাঁই বত ও মৃথ গলটি সজে কি হুবছ মিজে বার তা ভাগঠ মশাই এর বর্ণি ছটনা থেকেই বেশ বোকা বাবে। জীবত ও মৃত গালের অপূর্ব ভরাবহ পাঁত্ মিক! এবং ভীবং আশারে তুর্বাগিময়া গভীব নিশীপে শ্বদাহের অমুপা কাহিনীটি যেন সংয়কার অভিজ্ঞতার ফল। ববীক্রনা থব অমব ,লখনী এই সংয় কাহিনীকে অপূর্ব করানা ও অসামান্ত মননশীসভায় কি অন্সর সার্থকভার বিকলিত কণেছে তা ভাবলে অবাক্ হুতে হয়। আমার জার্যামশাই নিংই বেন উর ভীবানর মন্মতেলী ভরাবহ কাহিনীটা বলছেন, এই ভাবে আমি তার বর্ণিত ঘটন টি বলছি। তিনি ভোবেণ সংক বলেছিলের বে, তার এই প্রত্যুক্ত ঘটনাটিই বে ববীক্রনাথের জীবত ও মৃত গালের উপাদান ভাতে উর অনুমান্ত সাক্ষর নই।

ভিত্রি বলভেল— তথ্য জামঃ। পাশ ক'ব পাশ্লাহ উবিজ করে। বলেতিঃ প্রসাধ বেশ পাজিঃ জামানের জন্প উক্তিবের খবটা

<sup>(</sup>২) পূর্ণে ঢাকায় বনহুর্গা পূজার বে উল্লেখ কবিয়াছি, সেই অফুটানের প্রধান ইত্যোক্তা ও অধিকারী পুরুষ।

<sup>(</sup>৬) চাউল পাণ্ডা। (৪) ভাক্ক: চাউলের কিংবা চিণ্ডার 🔊 ।

<sup>(</sup>e) প্রধান বাসগৃত্বের একটি বিশেষ খুঁটি বাঙার গোডার ব্রতাদি করা হর। (৯) দেবভার উপদশে নিবেদিত থৈ চিড়া, ভাত ডাল ইত্যাদি সহ ক্লার আগপাড়া; ইহার অভ অব সেই স্থানেই 'ঠাইং খুন।'

দল ছিল; তাতে উকীল গিরিল রার, প্রকাশ বার, ডাজার গৌথী-চরণ, জগং রার আর আমি ছিলাম বিশেব উৎসাহী ও সাহসী। পাবনার স্থবিধ্যাত "—"এর ভমিদার-পবিবার আমাদের সজে বনিষ্ঠ-জাবে প্রিচিত এবং জমিদারবাবুরা আমাদের পরম বন্ধ্ ছিলেন।

সেই সময় ঐ জমিদাববাব্দের বাড়ীতে এক দিন সন্ধার সকল
বিষ্ণুতে বসে ভাস থেলছি । তথন চঠাৎ বাব্দের অন্দর থেকে ধরর
বালা, তাঁদের বাড়ীর এক বালবিধবার চঠাৎ সন্ধাস রোগে মৃত্যু
ইট্মেছে । সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাব্দের এক ছেলে "কাকীমা. কোথার
ক্রেলি" বলে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ছে । সভ্তমৃত বিধবাটির নয়নের
ক্রিলি তাঁর শিশু দেবর-পুত্রটি । সে-ও ছিল কাকীমা-অস্থ প্রাণ,
ভারণ, ভার মা ছিলেন চিবক্রা ।

শ্বাৰণ বাস। সকাল থেকেই আকাশ ঘনঘটাছনন। সেদিন
ক্লিনের বেন ছুটাতে আদালত বন্ধ! জমিদারবাব খুব মুস্ডে
প্রকলেন। তাঁর বিশেব ভাবনা হল বে, এই ছর্ব্যোগে শবদাহ করার
ক্লিহবে! মুত্যুটাও এমন আক্ষিক বে দাহকার্য্যের উপযুক্ত কঠি
সংগ্রহ করা সময়-সাপেক। জমিদারবাব তাঁর আম্লাদের বল্লেন।
ক্লিয়ে শুক্না কাঠ এ ঘন বর্ষার কোথাও সংগ্রহ করতে .1 পেরে বাগানের
ক্লাম গাছ কেটে ফাঠ তৈরীর ব্যবস্থা হ'ল। সন্ধ্যার পরেই আকাশ
ক্রেবারে কালীবর্ণ হ'রে গেল। এদিকে অন্তঃপুরে ছেলেটা ক্লাকীক্লা রে কাকীমা ব'লে কেঁদে গড়াছে। মেরেরা স্বাই কাঁদছে। একে
ক্লাড়া ভাতে ছর্ব্যোগ, ভাতে আবার শোকের ছঃসহ বেদনায় মনটা
ভেকে চৌচির হরে গেল।

রাত একটু চলে বখন জানা গেল কাঠ তৈরী হ'চ্ছে, তখন আমরা কার-পাঁচ জন উকীল ও ডাজার-বন্ধু শব নিয়ে শাশানে বাত্রা ক্ষেপুম। কথা রইলো, আম্পারা কাঠ চেরাই হলেই বাগান থেকে পাঞ্জী ক'বে জাঠ নিরে শাশানে বাবে। বেশনা-ভরা মনে শব কাঁথে নিবে রঙনা হলাম। ছেলেটা "ও বে কাকীমা বে—কোখার গেলি বে" ব'লে কেঁলে গড়াতে লাগলো।

শিচ্ছের শ্বশান পাবনা টাউন থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে। ্**ক্রিকটে আ**র ক্ষশান ছিল না। শিডের শ্মশানকে লোকে মহাশ্মশান **্বালে থাকে। সেখানে নাকি রাত্তি চলেই মাকালী ক্রিড বের ক'রে** कृष अनित्य निरम, छात ज्यहर देनजामामादम नित्य जीवन नृजा ऋक 'ক্রেল। সারারাভ নেচে গেরে রক্ত থেরে হি-হি ক'রে হেসে শেব শ্বাত্তে ইছামতীৰ কালো জলের শেওলার মধ্যে গিয়ে ওয়ে থাকেন স্মার দৈতা-দানারা মভার হাড় চিবিয়ে স্মানানের বড় বড় ভেঁতুল আর **অপুথ গাছের পাতার মধ্যে ওরে থাকে। আমরা দল** বেঁধে একটা লঠন আৰু হঁকো-কল্কে নিৰে ৰণ্ডনা হলাম। মেখেৰ গৰ্মন ক্লেড়ে উঠ্লো। বিহাৎ চমকিয়ে চোথ ধাঁখিয়ে দিতে লাগলো। 🚌 কোশ দূরে সেই মহাশাশানে উপস্থিত হ'বে আমরা ইছামতী **ন্দীর একেবারে** কিনারে মড়ার **খাটিয়া** রেখে সবাই ভাষাক খেৰে একটু চাজা হবে নিলাম। খাটিরা থেকে মড়া বালীর উপরে মা**ৰিবে ম**ড়া ছুঁরে বসে কাঠের **বস্ত** অপেক্ষা করতে করতে এলো ভ্ড-ৰুঁড় ক'রে ভয়ানক বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে মেবের গর্জন, বিহাতের ভীষণ ক্লেকানি আমাদের বেন কোন্ ভয়ানক প্রেজপুরীতে নিয়ে গোল। **জামরা ভবে জার কোন উপার না পেরে সেই জবিঞাভ বৃটি মাধার** ্ৰুছে:কীৰে দৌজুলাস এবং একটা ভাৱা বাড়ীৰ বাবালাৰ পিৰে আঞ্চৰ নিলুম। থাকলো যড়া ঐথানে। 'চাচা আপন বাঁচা' আমরা ডো আর মড়ার সঙ্গে মরতে পারি না।

ৰাঙা হ'বন্টা মুসলধারে বৃষ্টি; ভার পর ক্ষক্ত হল বড়। মড়-মড় করে কতকগুলো বড় বড় ভেঁতুলের ডাল ভেক্তে পড়লো সামনে। কাঠের গাড়ী এ হুবোগো শিগুর শ্মশানে যে আসবে, সে কথাটা ডখন করনার অতীত ব'লে মনে হল। বড়-বৃষ্টি থেমে গেলে কয় বজ্তে কাঁপতে কাঁপতে শ্মশানে এসে দেখি, কী সর্বনাশ! মড়া নেই, মড়ার খাটিয়ার অর্থ্রেকটা ইছামতীর জলে দোল থাকে।

এখন উপার ? শীতে কাঁপতে কাঁপতে মড়া খুঁজতে লাগলুম। জলের মধ্যে নেবেও খোঁজা শুরু করলাম, কিন্তু হার, মড়া কোথারও পাওরা গেল না। আমাদের তথন অবস্থা শোচনীর। প্রাণ যার আর কি! কী করা বাবে। কেউ পরামর্শ দিলেন, কিরে গিয়ে বারুদের বললেই হবে যে শবদাহ হয়ে গেছে। কে আর দেখতে আসছে? আমরা তিন জন ছিলুম উকীল, আমরা বললুম তাতে বাবুবা খুব সন্দেহ করবেন। মড়া হয়তো তেসে কোন গাঁরে সিয়ে উঠবে—তাঁদের সে কথা কানে বাবে। এদিকে বাড় বৃষ্টি খেমে গিয়েছে প্রার ত্র'তিন ঘণ্টা হল, এখনও কাঠের গাণ্টীর কোন সন্ধান নেই। ভোর হবারও আর দেবী নাই। বৃষ্টির ভোড় আর বাতাসের জ্যোরে ইছামতীর স্রোত্তে মড়া কোখার গেছে কে তার সন্ধান দেবে।

ভয় আমরা নদীর কৃলে কুলে থুঁজছি! ভোর হল বটে, কিছ আকাশ এমনি মেঘাছর হয়ে উঠলো যে, প্রভাতকে অমাংশ্যার রাছ বলে মনে হ'তে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে দেখি, ইছামভীর প্রায় এক মাইল উজানে একটা বিধবা মেরে নদীর মধ্যেকার একটা গাছের ডালের উপর ঠেস দিরে ব'সে রয়েছে। ভার ছেঁড়া কাদামাখা কাপড় বাভাসে উড়ছে। মেয়েটিও দিব্যি ডালে ব'সে আরাম ক'বে দোলা খাছে। ভরে বাপ রে! ভদের বিধবা বৌ তবে নিশ্চরই মরে নাই। সন্ধ্যাস রোগে অজ্ঞান হ'বে পড়েছিলো, শ্মশানে এসে বৃষ্টির ঠাণ্ডা জলে বিচে উঠেছে। কী অসম্ভব বাাপার!

আমরা দূবে গাঁড়িয়ে বছক্ষণ জল্পনা-কলনা করতে লাগলাম। বৌটির কাছে বেতেও সাহস হয় না, না গোলেও তো উপায় নেই। এখন এই জ্যান্ত বিখবা বৌকে নিয়ে কি করা বাবে ? আমরা শুরুই ভারছি, কোনও উপায় ঠিক করতে পাছিনে। এমন সময় গ্রামের একটা লোক ঐ ঘাটে নাইতে আসৃছিলো। সে বললো,—"মশাইর! বোধ হয় মড়া পোড়াতে এদেকেন। ঐ-ভো আপনাদের মড়া। জলবড়ে এই ঘাটে ভেসে একে ঐ ডালে আটকে আছে। বান বান; লোকে যে ভয়ে মবে বাবে। শীগগির আপনারা নিয়ে গিয়ে দাহ ক'রে ফেলুন গে।"

এতকণে আমাদের বৃদ্ধির গোড়ায় জল এলো। কাছে গিয়ে দেখি, কে বলবে মড়া, বাঁ হাতের উপর মাথা রেখে ডালের উপর বলে মেরেটি বেন চেয়ে রয়েছে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে, আর পা ত্'থানা নাচাছে। শেবে মড়া সেখান থেকে শ্বাশানে আনা হ'ল্ ইভিমধ্যে কাঠও বধাছানে এসে পৌছেছিলো। শবদাহ সেরে বাড়ী ফিরতে রাভ হরে গেল। জমিদারবাব্দের বাড়ীর পাশ দিয়ে বাবার সময় তন্লুম,ছেলেটি আকুল হরে কান্ছে—"ওরে কাকীম। রে,—কোখার গেলি রে।" এই বাস্তব ঘটনার উপরে রবীক্রনাথ করনার তৃলিটেনে বে চিত্র এ কেছেন, তা কেমন করণ—তা সকলেই জানেন। তাঁর কাকীমা ভীবস্ত ফিরে পিরে সন্তিয় সাজ্যে মরে ধ্রমাণ করতে বাত্য হলেল' যে তিনি সুকা



বনের আসল বাঁক হোলো বিবাহ। বিবাহের পূর্ব্বের 'আমি' এবং বিবাহের পরের 'আমি'র মধো রীভিমত একটা পরি-বর্তুন ঘটে যায় 1 এই পরিবর্ত্তিত নতুন জীবনকে নতুন ভাবে ১ শর কোরে তৈরী কোরে ভোলাতেই আমাদের আসল দায়িত্ব এবং আসল কুতির। যারা বত নিপুণ কারিগরের মতো নিপুণ ভাবে এর ভিং গাঁথ তে পারবে ঠিক ততথানিই আনন্দে ভরে' উঠবে তাঁদের জীবন। বিবাহ-বাসরে বঙ্গান ওড়নার কাঁকে কাঁকে জীবনটা ষত হালকাই মনে হোক मा क्न, विवाहिक कौवन साएँहे शंलका नम्- এ-कौवन्तव जात আছে, তঃবের গুরুত্ব আছে এবং আনক্ষেরও গভীরতা আছে, এ জীবনকে **अथाम (वास्रा अहा कन. काना अहा कन এवः मव क्रांस्र वर्षा** कथा এবং শেষ কথা 'adjust' করা প্রয়োজন— অর্থাৎ প্রয়োভনবোধে থাপ খাইরে নেওয়া প্রয়োভন। জীবনের বিকাশের মূল কথা বেমন 'adaptability', তেমনি কুক্ত বাস্তিগত জীবনেরও মূলকথা তাই। ভবে মামুবের ব্যক্তিগভ জীবনে ভার প্রয়োজন ছোট ছোট জিনিবে— ৰা ঘটে আমাদের প্রাভ্যহিক জীবনযাত্রায়। মিচিত জীবনের মূল সুণটি নষ্ট করে না এমন কোনো কান্ধ বা অভ্যাস সে বারই হোক না কেন—আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। এখানে একক দায়িছের কোনো প্রশ্ন আসে না—দায়িত ত্র্ভনেরই। তবু তার মধ্যে মেয়েদের উপ্রেই দায়িত্বের ভারটা একটু বেশী। কারণ ঘর বাঁথে মেয়েরাই— তাকে স্বত্বে লালন-পালন কোরে সার্থক কোরে তোলাও মেয়েদেরই काल। তা বলে ছেলেদের দায়িত্ব যে একেবারে নেই তা-ও তো নয়। ছেলেদের এবং মেয়েদের মধ্যে বে স্বাভাবিক ব্যবধান থাকে, তার জক্তে র্যাদ মেয়েদের প্রতি তাদের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব থাকে, তাদের যদি জীবনের সঙ্গী বোলে গ্রহণ করতে না পারে, তবে তাদের জীবনের আসল সঙ্গীত আরভ্রেই বেন্দ্রবো হয়ে বায়। জীবনের সঙ্গিনীকে মান্থবের मधाम। मिरवृष्टे कीवत्न श्रष्टन कवा श्रास्त्राक्न ।

মেরদের কান্ধ কিছু আরে। কুল্ম; কারণ, তাদের গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তোলা অধাৎ কোনো কিছুর মুঠু রূপ দেওরা হালকা ভাবে হেলার হয় না। আমরা সাধারণতঃ তেবে থাকি আধিক অন্তল্পতা বদি থাকে আর পরস্পারের প্রেভি বদি ভালবাসা থাকে তবে আর চাই কি—তর্ তর্ কোরে নৌকোর মতো আনশে জীবন বরে বাবে। কিছু তা নর। হ'দিন পরে বদি কোনো দিন চেতনা হয়, চেয়ে দেখবো—কোথার জীবনের স্পাতের একটা অধিনটাই হয়ে গেছে একটা মেসিন, অন্তভ্তিইন ইস্পাতের একটা সেসিন। ভোরবেলা উঠে চালিরে দিলেই হোলো একবার। তার

পর চলতে থাকবে—থাবো, কাছ করবো, হাসবো, কাঁদবো সবই করবো কিছু কোনো কিছুতেই প্রারম্ভের মধুময় স্পর্শ পাবো না। তাই সবার মুখেই এক কথা—বিবাহ কি ?—'দিল্লীকা লাভ্ডু'—থেলেও পন্তাতে হবে, না খেলেও প্ভাতে হবে। জীবনের সব চেয়ে বড়ো সত্যের প্রতি এমন ধারণার একমাত্র কারণ হোলো আমরা জীবনের হু\*টা ঠিক রাখ্তে জানি না; হর অতিমাত্রার সচেতন হই, নয়ত একেবারেই অচেতন হয়ে পড়ি।

আমাদের সাধারণ ঘরে শাস্তি ব**জার** রাখতে হোলে প্রথমেই দরকার **অধ**নৈতিক

প্রভ্যেকের সঙ্গতি অমুসারে গৃহিণীদের রেসন मिक्टो ठिक वाथा। কেনা থেকে সুক্ল কোরে পাউডারটির পর্য্যস্ত হিসেব কোরে বাজেই করা এবং সেই বাজেট অনুযায়ী মাসের শেষ দিনটি পাধ্যস্ত এক কথায় সোভিয়েটের চালানো দরকার। প্রিকল্পনার মতো নিখুঁত প্রিকল্পনা এবং তদ্ম্যায়ী কাজ 🖁 স সাবের এই দিক্টা চলবে ঠিক মেসিনের মতো। ভারপর **আসে** ' ব্যক্তিগত জীবনের কথা। প্রভ্যেকেই আমরা খণ্ডে মাত্রুব — প্রত্যেকের নিক্স পছন্দ-অপ্ছন্দ আছে, অভ্যাস **আছে, দোব-**ক্রটি কত-কিছু আছে—এঞ্লির প্রতি একটু উদার মনোভাব থাকা দরকার। থেমন আভকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই নম্ম ব্যবহার করে—মেরেরা দেখেছি ওটা একেবারে স**হু করতে পারে না।** আমার অনুরোধে বদি আমার স্বামী এ-অভ্যাস না ছাড়েন তবে একথা আমার ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, আমাকে তিনি অব্বেহলা করলেন বা একটু কম ভালবাসলেন। ৬টা একটা অভাস। যদি আমাদের দাস্পত্য জীবনে এর কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিরা না হয় তবে এই ধরণের অভ্যাসগুলি মেনে নেওয়াই ভাল। এ**ং ছাড়া** আছে সমান অধিকারের প্রশ্ন। কোনো কারণে কোনো স্বামী আর

# বিবাহিত জীবনের সাফল্য কিসে?

কারণেই ভয়ানক রেগে ওঠেন। তথন দ্বীটিও যদি সমান তালে চেঁচিয়ে ওঠেন তবে ব্যাপারটা রীতিমত সন্তা নাটকেই পরিণত হরে বার। প্রত্যেকে প্রত্যেকের, বিশেব কোরে মেয়েরা ছেলেদের মানসিক অবস্থা বুরে সেই ভাবে চললেই বুদ্মিমানের কান্ধ হবে। কারণ, বাইরের নানা চিন্তায় ছেলেদের মানসিক অবস্থা সব সমরে স্বস্থ না থাকাই স্বাভাবিক। প্রতর্যায় বা-কিছু বলবার বা করবার তা সমর বুরে বললে বা করলেই আর কোনো হালামা থাকে না, এতে সম-অধিকার এতটুকুও ক্ষুষ্ট হয় না। বিবাহিত জীবনে আর একটি জিনিবের প্ররোজন, যার কথা আমরা বিবাহের এক মাসপরেই একেবারে ভূলে বাই। সে হোলো রূপচর্চা বা প্রসাধন। অনেকে এর প্রতি কটাক্ষ করেন. বলেন যে, তাদের স্বামিদেবতারা ভালবাসা দিয়েই পূর্ণ কোরে রাখবেন। এতর্ক অতি হাত্রকর এবং অখ্ইন। বে মাটির উপর গাঁড়িরে আছি তাকে ভূললে চলে কি বৃষ্ণা হিনার বাক্ষা-প্রায়ী। সারা দিনের খাটুনীর পর বাড়ী.

देश पंक, रश गरवा

বিংব এসে স্থামীর। সদি দেখেন যে, ন্ত্রীরা এলোচুলে বঁটি বেঁষে মুখে
কালি-ক্লি মেখে তেল-চিটচিটে কাপড় পরে বাড়ীতে বিরাজ করছেন
ক্ষমন লাগে তাঁদের ? প্রভারের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে
কালিবিক এবং দৈহিক। সেই স্থাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহজ বিকাশই
ভারা দেখতে চান—নিজেদের স্ত্রীকে মাজ্জিত স্কল্বরূপে তাঁরা
ক্ষেত্তে চান। ভালবাসা ত নিশ্চমই মূল্যবান, সেটাই চাই স্বার আগে।
ক্ষিত্ত তার আনুব্দিক যে এই প্রসাধন তারও মূল্য আছে, তাকে
হাড়াও চলে না। এ হোলো জীবন-চিত্রের "ফিনিশিং টাচ"।

স্বার শেষে সব চাইতে বড়ো কথা হোলো আমাদের যৌন
জীবন নিয়ন্ত্রণ। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এর গোড়া পদ্তন না
হোলে বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হবেই। সব চাইতে বড়ো আটিই
আমাদের এথানেই হওয়া প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না
থাকার জন্তেই আমাদের দেশের অধিকাংশ বিবাহিত জীবন বছর ব্রতে
না ব্রতেই শৃক্ত কাঁকা মাঠের মতো হয়ে যায়। জীবনের কোনো
আকর্ষণ আর থাকে না।

#### মুথমণ্ডলের স্বাস্থ্য

#### यांश्वी (मदी

প্রভাক নারীরই একটা ভয় আছে বে, মুথের ওপর বয়সের ছাপ পড়ে বাকদ্ধিকে লোকচক্ষের সামনে স্মন্দাই ভাবে মেলে বরবে। পুরুবের চেয়ে নারীর মুথের ওপরই বয়সের ছাপ আগে পড়ে। সেই ক্ষয়ই সৌন্দর্যা বভার রাথতে মেয়েবা বাবহার করে এত রক্মের ক্রীর, স্নো, পাউভার, ক্ষর, লিপৃষ্টিক। বাচিরের প্রজেপের সাহায়ে মুথ্ এনামেল করা যায় বটে, কিন্ধ মুখেব মধ্যে স্বাস্থ্যের দীন্তি ফুটিয়ে তোলা বার্মনা। তাই সৌন্দর্যা বজায় রাথতে হলে প্রথম চাই মুথের বান্ধা। ভাকা দেয়ালে রং মাথালে দৈক্ত আরও বেশী প্রকাশ পায়, সৌন্দর্য্য অথবা আভিছাতা মোটেই ফুটে ওঠে না।

মুখের স্বাস্থ্য কি করে অটুট রংখা যায় সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। উপায় সগজ। আর ধূব বেশী সময়-সাপেকও নয়।

(১) এই জারগা থেকে প্রথম চুল ওঠা জারন্ত হয় । কপালে বেশান থেকে চুল আরক্ত হয় সেথানটা প্রত্যেক দিন মিনিট ছ'য়েক ধরে ধীরে ধীরে ঘবতে হবে । আঙ্গুল নাড়া চলবে না । আঙ্গুল চেপে কপালের চামড়া নাড়তে হবে ।

ৰদি চুল ক্ষক হয় তাহলে একটু তেল লাগিয়ে নিলে স্থবিধা হৰে। বিভদ্ধ নারিকেল ভেলই ভাল। না হয় ঠাও। জল।

- (২) এই সব স্থানের চুলে প্রথম পাক ধরে। থুব জোরে জোরে ঘবাই প্রকৃষ্ট উপায়। রক্ত-চলাচল বন্ধিত হয়ে চুলের জীবনীশক্তি কিরে আদে। ঘনটো নীচে থেকে ওপর দিকে। ঘাড় থেকে
  আরম্ভ করে ধীরে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে চুলের ধার ধার দিয়ে কান
  প্রান্ত। তার পর কান থেকে ওপর দিকে মাধার মাঝ অবধি।
  কর্প-বারো বার অস্ততঃ।
- (৩) আড়ভাবে কণালে রেথা-চিহ্ন। বাইকোর প্রথম ছাপ।

  অনেক সময় অত্যধিক চিস্তা অথবা স্বাস্থ্যহানির জল্প অতি অল্প
  বয়সেও কণালে গভীব বেথা পড়ে। কিবো হয়ত কারো নিজের

  অভ্যান্তসারেই বিরক্তিতে কণাল কোঁচকান, বিশ্বরে গুণুর দিকে জ্র

তোলা অভ্যাস। তাতেও কর্পালে এই ধরণের রেখাপাত হয়। রাজ্যে শোবার আগে আকুলে একটু ক্রীম নিয়ে ধার থেকে মধ্যিখান অবিধি ঘবতে হবে। তার পর এক দিকের কপালের চামড়া আকুল দিয়ে চেপে ধরে আব এক হাত দিয়ে অগ্য দিক্টা ঘবতে হবে মধ্যিখান থেকে কানের দিকে। এই ভাবে প্রভাহ দশ-পনেরে। বার ঘবলে ছ'-তিন মাসের মধ্যেই কপাল রেখাহীন হবে।

- (৪) জন্বরের মধ্যে লম্বালম্বি রেথা-চিহ্ন। সাধারণতঃ কপাল কোঁচকালে অথবা চোথে জাের পড়লে এই ধরণের রেথা পড়ে। বেশ ভাল করে আঙ্গুলে ক্রীম লাগিয়ে নাকের পাশ থেকে কপাল পর্যান্ত ঘ্যা দরকার। তার পর জন্বরের মধ্যে। সর্বশেষে জন্বরের মধ্য থেকে চোথের নীচে দিয়ে কান অবধি। বেশ অনেকক্ষণ ধরে।
- (৫) চোথের কোলে বেখা পড়লে ভাল লোশন দিরে চোথ ধুরে, চোথের পাতার ওপর এবং চারি দিকে থুব ধীরে ধীরে মধ্যমা দিয়ে ঘরলে তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া ধায়।
- (৬) নাকের ওপর অনেক সমন্ন রোমকূপের গর্জ ফীত হরে পছে। প্রারই তার মধ্যে মরলা চুকে বিশ্রী কাল দাগের মত দেখার। রাজে শোবার সময় মুখে ক্রীম লাগিরে সকালে তাল ভাবে মোটা তোয়ালে দিয়ে ঘথলে মরলা উঠে যায়। স্নানের আগে মুখে গরম জলের তাপ লাগালে বেশ উপকার পাওরা যায়।
- ( १ ) নাকের খার থেকে নীচেব দিকে মুথের পাশে রেখা নেমে এলে বৃষতে হবে বার্দ্ধক্য এসে গোছে। জবা শক্র জয়ী হতে বসেছে।



মূখে বেশ করে হাওয়া ভরে চোঁটের কাঁক দিয়ে বারে বাঁরে হাওয়া ছাড়তে হবে। তার পর মূখে ভাগ করে ক্রীম লাগিরে চিবুকের তলটো বুড়ো আকুল বিষে চেপে ধরে মধ্যেকার ডিনটে আকুল বেশ জোঁর দিরে ওপর দিকে টেনে নিয়ে বেতে হবে। শেবে রেখার চার পাশে আঙ্গুল গ্রিয়ে গ্রিয়ে বৰতে হবে। অবশ্য এ রেখা বেতে বেশ কিছু দিন সময় লাগে।

(৮) ডবল চিন অর্থাৎ চিবুকের তলায় মাংস জমে আর একটা চিবুক তৈরী হয়ে যায়, বেশী মোটা হলে। অনেক সময় মাথা নীচু করে থাকার অভ্যাসও হয়। ডবল চিন দূর করতে হলে মাথা সর্বান উঁচু রাথা আর খুব নাচু বালিশে শোওয়া উচিত। মুথে ক্রীম মাথবার সময় চিবুক থেকে কানের দিকে হাত টেনে নিয়ে বেতে হবে। চাঁটির মতন করে, ধাকার ভাবে, ওপর দিকে। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে মাথা না নেছে ক্রমাগত মুথ পোলা আর বক্ষ। বেশ বড় কবে হাঁ কবতে হবে। এতে ডবল চিন অস্তুহিত হয়্ তবে একটু বাঢ়নি ফাছে।

আবাৰ বলি, আদল সৌন্দর্য্য হল স্বাস্থ্য, কি মুগেব কি নেহেব। স্বাস্থ্যের আভা আর মেকী বড়ের জলুস এক নয়। স্বাস্থ্য রক্ষা করলে সৌন্দর্য্য আপনি রক্ষিত হবে।

### একটা ছবি

শিসি ব্যাণাজ্জী

ভাদ্রের ভবা হপুর— সাম্নে ভবা গঙ্গা— আকাশে মধুলা মেঘ, বৃঞ্চ নেই চহা বোদ।

इम्पा तोता हलाइ—यम পढ़ आँक। हरि, এক জন মাঝি, হাল একহাতে, আর হাতে হুকো-আব এক জন বালা চড়াচ্ছে। ওপারে একটা মন্দির—স্তব্ধ গন্ধীর। চ্ছান পরে' খাস আর গাছগুলো যেন ঝলসে যাঙে। नमीत भारत वहास वामा — हीमडीन हीमाव। গঙ্গার থাটে—অধিরত লোক আণ্ছে। কেউ অনস অবসবে---স্থানার্থে কেউ বা ছুটে নেটোছেলে জলে পড়ল ডিগবাজী খেয়ে— একটা মেয়ে ছাইমাথা বাসন হাতে রইল চেয়ে मिंदिक,— আকাশে এক ঝাঁক এরোপ্লেন— গম্ গম্ করে কাঁপছে সারা পলীটা। আফিসে কেরাণীরা হয়ত কান্ত করছে আপন ভূলে— শ্রমিক,—বিলাসী—সবাই ব্যস্ত— ওই কুকুরটা ক্লান্ত জীব বার করে হাপাচ্ছে—

যদি এখন---

পৃথিবীর কেন্দ্রটা ফেটে যায় এই অনন্তের মাঝে কোথার আমি।



atelta

জা পানে মেয়েদেশ একটু বেশী বহুসে বিয়ে হলে জাত যার না।
তবে সতেরো-জার্সানো বহুসেই সাধারণতঃ বিয়ে হয়ে থাকে।
সাবা জীবন কুমারী থাকা নিহিদ্ধ। পারে পছন্দ ব্যাপারে বাপ মা মেরেদের মত নিয়ে থাকেন। বিয়েব ব্যাপারে ঘটকের সাহায়্য নিতে হবেই।
এ একটা অবশ্য পালনীয় প্রথা। ঘটক ছাড়া বিয়ের কথাবার্তা চলতেই
পারে না। ঘটক বিবাহযোগ্যা মেরেব বাপ-মার মত নিয়ে তাঁলের
পছন্দমত পারে জোগাড় কবে দেয়। পার্র-পার্রীর জানাশোনা
কোন বজ্র বাড়ীতে তাদের দেখা-সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করা হয়।
উভয়ের উভয়ের রপগুণের পরিচয় পার। তার পর যদি উভয় পক্ষই
বিয়ে করতে রাজী হয়, তবে পার্র নিজের কোমরে বাঁধা সিয়ের কাল্ড
পাত্রীর হাতে অর্পণ করে। পাত্রী সেটি গ্রহণ করলে বিবাহের
কথাবার্তা পাকা হয়। তথন ছজনের বাপ-মারা মিলে বিয়ের ব্যবস্থা
করেন।

বিয়ে করতে টোপর পরে বর কনের বাড়ী যায় না. কনে বরের বাড়ী যায় । সঙ্গে নিয়ে যায় নিজের সব জিনিস-পত্তর । খাট, বিছানা, চেয়ায়, টেবিল, কাপড় জামা ইত্যাদি সব, এমন কি খাবায় কাঠি (চপ্রাইক) পর্যাস্ত । তাছাড়া পাঁচ জনের উপহার ইত্যাদি তো আছেই । কেবল মাত্র বর-বধ্ই যে উপহার পায় তা নয় । বর-পক্ষের আত্মীয়-স্বজন, ছোট-বড়, এমন কি ঝি ঢাকর পর্যাস্ত কনের বাড়ী থেকে উপহার পায় ।

বিষের ব্যাপারে পুরুত, মন্ত্র, স্ত্রী-আচার, নাপিতের গ**লাবাজী** এ সব থাকে না। বে ঘবে বিষে হয় সে ঘরে বর এবং **কলাপকে** ্ব

আত্মীর-স্বাহ্ব বন্ধু-বান্ধ্ব কেউ থাকতে পায় না। ঘরে থাকে কেবল বর-বধু, একটি রসিকা মৃবতী আর ঘটক। মুবতী একটি পাত্রে সাকী ( ভাপানী মদ । পূর্ণ করে একবার বর একবার কনের মুৰে ধৰে। একই পাত্ৰে মদ্যপানের অর্থ বে, আজ হতে তাদের জীবন-পাত্র এক হল, আর উভয়ের সুখ-ছঃখের উভয়েই ভাগীদার হল। ৰটক হল সাকী। তার পর উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজ্ঞনরা এলেন ঘরে। আশীর্বাদ ইত্যাদির পালা চলল। শেষ হল নুত্যে, বাদ্যে, মদ্যে, খালে। বিবাহের পর ভৃতীয় দিনে কনের বাড়ী ভোজ। সে দিন ৰবের বাড়ী থেকে উপহার দিতে হবে কনের বাড়ীর সকলকে। আমাদের প্রথার ঠিক উল্টো। সব চেয়ে মন্ধার ব্যাপার, বিয়ের মাস-জিনেক পরে বিষেব নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠানো হয়, বাঁরা এসেছিলেন ভাঁদের কাছে। কে কি উপহার দিয়েছেন ভারও তালিকা থাকে সজে। আর থাকে "লাল চাল" (কান্ডামেশী)। বাঁরা মনে করে বিরেতে এসেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার জন্ম "লাল চাল" পাঠানো প্রথা।

সব চেরে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, জাপানীরা বিয়ের ব্যাপারে ধর্ম অথবা আইনের দাবী স্বীকার করে না। এবং ও ছটোর কোনটারই সাহাষ্য নের না। বাপের বাড়ীর রেঞ্চিষ্টার থাতা থেকে নাম কেটে কনের নাম শতর-বাড়ীর থাতায় লেখা হলেই ল্যাঠা চুকে গেল। কনে বরের পরিবারভুক্ত হরে গেল।

বদি কোন বাশের কেবল মেরেই থাকে, ছেলে না থাকে, তা হলে ঘর-জামাই থুঁজতে হয় । সাধারণতঃ বাড়ীর সব চেয়ে ছোট ছেলে ঘর-জামাই হয় । বে ছেলে ঘর-জামাই হয় , জাপানী ভাষায় তাকে বলে "রোলিয়াই।" তার নাম পিতৃবংশের রেজিপ্তার থাতা থেকে কেটে খণ্ডর-বংশের থাতায় লেথা হয় । খণ্ডরের পদবী তাকে গ্রহণ করতে হয় । নিজের বাড়ীর সলে কোন সম্পর্ক তার আর থাকে না । তার নামে জ্রীর পরিচয় হয় না, জ্রীর নামে তার পরিচয় । জ্রী বেমন ঘামীর ঘর করতে যায়, খণ্ডর-শাশুড়ীর কথা শোনে, ঘর জামাই ঘামীকে তেমনি জ্রীঘর করতে যেতে হয় , খাণ্ডগার কথা ওনতে হয়, কাই করমাস থাটতে হয় । বদি খণ্ডর-বাড়ীর মনোমত না হতে পারে তাগলে তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয় । জ্রী এবং জ্রায় ছেলেমেয়ের বাপের সম্পতি পায়, কিছু ঘর জামাই ঘামী কিছু পায় মা । বিধবা জ্লীর মত, জ্রীর মৃত্যুর পর ঘর-জামাই ঘামী (বিধবা ?) থাওয়া-পরার মত পরচ পায় মাত্র।

ছেলে-মেরদের ওপর মার কোন অধিকার নেই, অধিকার কেবল বাপের। বদি কোন কারণে স্বামি-দ্রীর মধ্যে মনোমালিক্তর জক্ত ছাড়াছাড়ি হর তা হলে ছেলে-মেরে বাপের কাছে থাকে। স্বামী দ্রী পৃথক হরে পেলে, দ্রীর জীবন একেবারে নপ্ত হরে বার। স্বাধীন ভাবে থাকতে হলে অর্থের প্রায়েজন। কিন্তু জাপানী মেরের। উপার্জ্ঞান করবার মত কোন শিক্ষাই পার না। কলে স্বামি-পরিত্যকা দ্রীর পক্তে পথে গাড়ান ছাড়া আর কোন উপার থাকে না। হর ভিকা না হর দেহ-বিক্তর।

ভাপানে পুরুবের চেরে নারীর নৈতিক জীবন অনেক উঁচু, কিছ সভীছের ছান সর্বশ্রেষ্ঠ নর। সেধানে পতিব্রতা এক দৈহিক সভীছ ছুইটি প্রথম বস্ত। স্বামীকে ধণ অথবা অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম বৃদি কোন দ্বী অপর পুরুবকে সেহধান করে তা হলে সরাজে সে পতিভা তো হরই না, বরং সকলে ভাহার মুধ্যাতি করে। স্বামীর ইচ্ছা এবং ভাদেশ নির্কিবাদে পালন করাই জাপানী নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সামাজিক জীবনে মেরেদের স্থান আনেক নীচে। রাজা দিরে স্থামিস্ত্রী গোলে, স্থামী বাবে আগে আর দ্ব্রী থাকবে পিছনে। স্থামীর চেরে এগিরে বাংরা অথবা পাশাপাশি থাকা কোন মতেই চলবে না। কোন কিছু বরে নিরে বেতে হলে দ্বীকে বইতে হবে। স্থামী কোন জিনিব হাতে করে নিরে গাঁটবে না। ফ্রেণে অথবা ট্রামে-বাসে ভীড় হলে মেরেরা আসন ছেড়ে স্থান করে দেবে পুক্রদের বসবার করা।

জীর প্রথম কর্ত্বর হচ্ছে শশুর-শাশুড়ীর কথা শোনা ও মনোমত হওরা। তার পর স্থগৃহিণী হওরা। স্বামীর সঙ্গিনী এবং মনের মত হওরার চেরে স্বামীর গৃহের লোকেদের পছন্দমত হওরা বেলী প্রয়োজন। তাকে হতে হবে স্বামীর দাসী, সঙ্গিনী নর। স্বামীর প্রতি খেরাল তাকে পালন করতে হবে নিবিববাদে। স্বামী যদি বাড়ীতে অপর জ্বীলোক নিরে আসে, সে অপমানও তাকে সম্ভ করতে হবে হাসিমুখে। পতির ভাল অথবা খারাপ বেমনই খেরালই হোক্ সেই খেরাল চরিতার্থ করতে স্থযোগ ও স্থবিধা করে দিতে হবে। স্বামীকে আনন্দ দিতে গিয়ে জ্বীকে বরণ করতে হবে নিরানন্দ, স্বামীর মনের ক্ষুন্তির ভক্ত নিজের মনকে মেরে ক্ষেলতে হবে গলা টিপে।

ছেলে-মেরেদের দেখা-শোনার সমস্ত ভার দ্রীর। জাপানী মেরেরা
চিরকাল আত্মসংযম শিকা পার। মা হরে সেই শিক্ষা খুবই কাজে
লাগে। ছেলেদের শত উপদ্রব সইতে পারে হাসিমুখে। রাগ
অথবা মার-ধর প্রায় করেই না। নিজের ছোট বয়সে যে শিক্ষা
পেরেছে, মারেরা ঠিক সেই শিক্ষা মেরেদের দের। মেরেদের শিক্ষা
সম্পূর্ণকপে মারেদের হাতে। ছেলেরা অবশ্য বড় হরে ছুলে বার,
মাষ্টাবের কাছে পড়ে।

স্থঠাম গঠন, মধুর হাব-ভাব, হাস্ত এবং লাস্ত 'পারেশা'দের দেখবার মত। দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং আচার-বাবহ'রের মাধুষ্যের দিকে থেকে জাপানী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। 'গারেশা' মানে সর্ব্দরকমে শিক্ষিতা নারী। লোকেদের মনোরঞ্জন করবার মত সকল রকম কলার শিক্ষা তারা পার। গান গাইতে, নাচতে, 'সামিদেন' (ভাপানী বাত্ত) বাজাতে তারা পটু। তাদের মত মিষ্ট কথাবার্তা, মন ভোলানো হাসি, নয়ন-ভৃত্তিকর বেশভ্ষা বোধ হয় জগতে থুব কমই দেখা বার। এ তাদের পেশা। বড় বড উৎসবে তারা নিমন্ত্রিত হয় সম্মানিত অভিথিদের আনন্দর্বধন করবার জন্তা।

সাধারণত: 'গারেশা'রা উচ্চবংশের মেরে নয়। তবে আনেক সমর বেশ ভাল বরে তাদের বিয়ে হয়ে বায়, য়দি কোন উচ্চ শেশীর ব্যক্তি তাদের প্রেমে পড়ে। আবার জনেক ক্ষেত্রে পত্নী না <sup>হতে</sup> পেরে উপপত্নী হয়ে জীবন কাটাতে হয়।

বাদেব কোন হিচেই হয় না, তাদেব শেব পর্যন্ত চরম অধোগতি ছাড়া পথ নেই। বৃদ্ধবয়সে দাসীবৃত্তি অথবা আরও নীচ কার্য্যের দারা করতে হয় উদর-সংস্থান।

জাপানের মেরেরা অভিনর খুব ভাল করতে পারে। মেরেদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ আছে এবং সব চরিত্রেই মেরেরা অভিনয় করে। পূর্ব এবং নারী একসঙ্গে ঠেজে নামে না। সাহিত্যক্ষেত্রেও মেরেরা ধুব নাম করেছে। 'গেজি মনোগাটারী' গেজিব রোমাল ) এবং 'মাকুরাজোনী' ( বালিশের উপাধ্যান ) জগবিখ্যাত সাহিত্য প্রস্থ।
এই ৪ট প্রস্থের লেখিকা মুরাসাকি শিকিবু এবং শাইশো নাগন।
উভয়েই উচ্চবংশীর। আব এক সমসাময়িক লেখিকা ইসে নো ভায়উ
বেশ খ্যাতি লাভ করেন। এ বা সকলেই একাদশ শভাকীর। সেই
সমর জাপানে রাজত্ব করতেন সম্রাট ইচিছো। তাঁর সাহিত্যের
অমুরাগ প্রবল। বহু সাহিত্যিক তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও বৃত্তি
পেতেন।

আগেকার দিনে যথন কোন নারীর ব্যর্থপ্রেম অথবা অক্ত কোন সাংসারিক অশান্তির জক্ত জীবনে ধিকার ভন্মে যেত, তথন সে সম্যাসিনী হয়ে মঠে প্রবেশ করত। প্রতিজ্ঞা করত সংসারে আর ফিরবে না। তার পর হয় ত বাড়ীর কোন বর্ষীরসী নারী অথবা পুরোনো বি গিয়ে বললে, তোমার বিরহে তোমার প্রেমিক দিন-রাত অঞ্চণাত করচে। তুমি না ফিরে গেলে সে আত্মহত্যা করবে। তথন সে হয় ত তুঃখিত হল। কিছ তুঃখ প্রকাশ করতে পাবে না। বদি এক কোঁটা চোখের জল পড়ে— ব্যস, তখনই তাকে মঠ ছেড়ে সংসারে হিরে আসতে হবে।

জ্ঞাপানা নারীদের ধর্মের দিক্টা ভেমন গড়ে ওঠেনি। কোন একটি মন্দিরের গাত্রে লেখা আছে, এখানে ঘোড়া, গরু অথবা নারীর প্রবেশ নিষেধ। জ্ঞাপানীরা স্বীকার করে না যে, মেয়েদের ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। বৌদ্ধর্মে সম্ন্যাসিনী অথবা শিক্টা (পূর্বপুক্ষ পূজা) ধম্মে পূজাবিণীর স্থান আছে বটে, কিছ নারীর প্রতি কোন নিদ্দেশ নেই।

অবশ আধুনিক আবহাওয়ার ছোঁয়াচ জাপানে থব বেশী পরিমাণেই লেগেছে। মেয়েদের পোষাকে, প্রসাধনে তার ছাপ সম্পষ্ট। কিন্তু নারীর মধ্যাদ। এখনও সেখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

# স্তব্ধ নিশীথে

একচিরা বহু

দ্বে থেকে যারা বাসিয়াছ ভালো, সঁপেছ প্রাণ ! চির অফুরাগী বন্ধু, আমার শুনেছ গান !

কড প্রভাতের কল সঙ্গীতে,
জাগরণে যাওয়া স্তব্ধ নিশীথে,
কোন্ সাধনার মন্ত্র বেজেছে
প্রাণের পুরে,
তোমরা কখন পেতেছিলে কান,
গানের স্থরে!
শত উচ্ছ্যাস-মুখ্র কক্ষে
ডেকেছ বারে,
সে রয়েছে তার গোপন ঘরের
অন্ধকারে!

এ নহে সেতার, মঞ্জ বীশা,
গুণীদের মাঝে মানাইবে কি না।
ছোট বেতদের বাশীটি আমার
ভরেছে মন!
উৎসব সভা ভোমাদের থাক্
বন্ধু জন!



''বাহার স্থন্দর কেশপাপ আছে, সে আর পরচূলা ব্যবগার করে না। যাহার উচ্ছেদ ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দক্ষের প্রয়োজন হয় না। বাহার বর্ণে লোকেও মন হরণ করে, তাহার আর রং মাথিয়া লাব্যে বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাঠপদ অবলম্বন করি'ত হয় না। এইরূপ যাহার বে বস্তু আছে, সে পাহাব ভক্ত লালায়িত হয় না। যে বৃকিতে পারে বে, প্রকৃতি কোন পদার্ঘে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদিবয়ে আপনার ১ভাব মোচনার্থে যতু করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্তীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আছে। অভাব। তাহারা সর্কাদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে बाख ; कि छेशास जाशनात्क कुम्मती प्रवाहित हेहा कहेग्राहे উग्रामिनी; ভान जान जनहात किएम शाहेरत, निवाल हेहाहे लाहास्मत ভাবনা, ইহাই ভাহালিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে खनद्वात्र छाशामित्रत छन, खनद्वातर छाशामित्रत छन, खनद्वातर তাহাদিগের ধানে, অলকারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত ক্রিভে এত বাহাদিগের বন্ধ, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্ব্য বে অধিক আছে, এরণ বোধ হর না।"

পন হোষ্টেলে আসিরা পৌছিতে সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন—'কী ঘাপার মশাই ? কোথায় ছিলেন ? পথ গোরান্নি ত ? আমরা ভেবে মরি !' ইত্যাদি শব্ব ও মন্তব্য চারি দিকে।

সে বখন সংক্ষেপে সব কথা থুলিয়া বলিল, চখন আব সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, শপুর্ব বাব্র মুথ কিও অন্ধকার হইয়া ঠিটা। সে গাছীর্য্যের কারণ তথন ঠিক বাঝা না গেলেও আহারের সময় কাহারও

ার ব্ঝিতে বাকা বহিল না। সকলকারই থাবার ব্যবস্থা হইরাছে, পুর্ভুপেনের আসনের সামনে পাতা। সে একটু বিশ্বিত হইয়।

নপূর্বে বাব্র মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, থালা কি কম পড়েছে

নপূর্বে বাব্ ? ••• চুকি-টুকি গেল না কি ?

মুখ কালি করিয়। তিনি জবাব দিলেন, না, তা ঠিক নয়। •••

শামাকে ত মশাই ঝি-চাকর টিকিয়ে রাখতে হবে, ওরা কেউ আর

শাপনার বাসন মাজুতে চায় না।

ভার মানে ?

আদে-পাশের অভাত মাষ্টার মহাশাররা অস্বস্তি বোধ করিতে-ইলেন। ভবদেব বাবুর ত কথাই নাই। কিন্তু অপূর্ক বাবু সঙ্গোচের বি ধারেন না, তিনি বলিলেন, আপনি মুসলমানের ছোঁরা থেরে ক্ষেছেন—হাজার হোক এরা পাড়ার্গায়ের মামুব, ওদের নানা রকম চসংস্কার আছে, তা ত জানেনই।

ভূপেন আসনের উপরই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওদের ওপর
দাব দিছেন কেন অপূর্ব বাবু! ওদের ত এরই মধ্যে এ কথা শোনবার
দথা নয়, আমি বদেছি আপনাদেরই। অবশ্য আপনাদের মতে
দাত বার এমন কোন ঘটনাই সেথানে ঘটেনি, তাঁরা জলটি পর্যান্ত
দুলিরে দিয়েছেন অস্ত লোককে দিয়ে, তবে আমার কোন আপতি
ছল না ওদের হাতে থেতে। সে যাই হোক—আমি এমনি জনায়াদে
দাতার থেতে পারতাম কিন্তু এ অবস্থায় থাবো না।

ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িয়াছিল, বজীন বাবু আর থাকিতে না পারিয়া খপ, করিয়া ভূপেনের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া চহিল, ভাত খাবার সময় এ সব আবার কি! বস্থন বস্থন ভূপেন বাবু, অপুর্বে বাবুর সব তাইতে বাড়াবাড়ি। কল্কাভায় খেকে ফলজে পড়েছেন, মুসলমানের ছোঁয়া খাননি কে বলুন ত! এখনও দাবার এ সব মানতে হবে না কি?

ভবদেব বাবুও বিষম বিত্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভিনি কহিলেন, চাছাড়া এ ক্ষেত্রে ত সে কথা উঠতেই পারে না—উনি বা বরেন, তাতে চ—দাও দাও ঠাকুর মশাই, থালা দাও।

ৰতীন বাবু ততক্ষণে জোর করিয়া ভূপেনকে বদাইয়া দিয়াছেন— হতরাং ব্যাপারটা তথনকার মত এখানেই মিটিয়া গেল।

কিছ একেবারে যে মিটিল না, সেটা বোঝা গেল ছই-চারি দিন বাদে,
গালেক ফিরিয়া আসিতে। সালেকের অল্ল ব্যস, কৃতজ্ঞতা-বোধটা সহকে
নে হইতে মুছিয়া যাইবার কথা নয়—স্লতরাং এবারে বাড়ী হইতে
করিয়া সে ছায়ার মতই ভূপেনের সহিত লাগিয়া বহিল। ভূপেনের
কাচিং ক্লাসে পদন প্রভৃতি জারও করেকটি ছেলে জাছে, সেধানে সে



ডিপ্রাস] শ্রীগ**ন্ধেন্ত্রকু**মার মিত্র

মনের মত করিরা সকলকেই শিখাইতেছে বটে
কিছু সালেককে এত কাছে পাইরা সে-ও
কেন উৎসাহ বোধ করিল। এই ছেলেটির
মাধা ভাল, সেটা বরাবরই সে লক্ষ্য করিয়াছে,
তবে খাটিবার শক্তি তাহার কম। কিছু
সে যদি একেবারে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহাকে
কাছে পার তাহা হইলে সালেককে নেনী
খাটিতেও হইবে না—হয়ত এই ছেলেটিকে
তাহার আশামুরূপই মামুষ করিয়া তুলিতে
পারিবে। বিশ্ববিত্যালয়ের বুত্তি, অস্তত ভূপেনের
কাছে, বড় কথা নম্ব—তাহার আশা অনেক

বেশী। বৃত্তি পদনও পাইবে—অবশ্য যদি এমনি ভাবে ভাহাদের সে পড়াইতে পারে—কিন্তু সালেক এক দিন মামুবের মন্ত মানুব হইয়া উঠিবে, এ স্থপ্প ভূপেন ইতিমধ্যেই দেখিতে ওক করিয়াছে। সন্ধ্যার মন্ত প্রথম বৃদ্ধির আভা সালেকের চোখে নাই সন্ত্য কথা, রোগে ও পৃষ্টিকর খাজের .অভাবে ভাহার প্রাণশন্তিই স্তিমিত, তবু ভাহার প্রত্যেকটি কথা দে তেমনি শ্রহার সঙ্গেই শোনে এবং বৃক্তিত পারে। এইটিই ছিল ভূপেনের বড় আখাস, ইহার বেশী ছাত্রের কাছে সে কিছু চার না।

সতরাং সে সালেকের এই কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির স্থযোগ পূর্ণনাত্রাতেই গ্রহণ করিল: সকাল বেলা উঠিয়া দাঁতন করিতে করিছে সে যথন মাঠে পায়চারি করে, সালেক তথনই তাচার সঙ্গ গ্রহণ করে আর ছাড়ে না,—কোচিং ক্লাস পর্যান্ত সারিয়া একেবারে স্লানাহারের সময় সে নিজেদের হোটেলে ফেরে; ছুটির প্রও, কোন মতে বই ক'বানা রাখিয়া আসিতে য' দেরী, যে দিন ভূপেন এমনি মাঠে বড়ায় সে দিন ত সঙ্গে থাকেই—যে দিন বিজয় বাবুদেশ বাড়ী ষায় সে দিনও ছাড়ে না। ভূপেন যথন ভিতরে ঢোকে তথন সে বাহিরের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নয় ত রাথুর সহিত গাল্ল করে, আবার ফিবিবার সময় একসঙ্গে ফেরে। হোটেলে থিকিয়া ভূপেন আবারও তাহাদের লইয়া পড়াইতে বসে অর্থাৎ তথনও সালেকের আর নিজেদের হোটেলে থিকিয়ার প্রয়োজন হয় না, রাত্রে আহারের ঘণ্টা না পড়া পর্যান্ত সে মাঠার মশাইয়ের সঙ্গেই থাকে।

এমনি ভাবে মাস-থানেক কাটিবার পর হঠাৎ এক দিন ভূপেন ছুঙ্গে থাকিতে থাকিতেই সেক্রেটারীর হুই-ছত্র চিঠি পাইল্—

'একবার দয়। ক'বে জাসবেন ? বাতে শ্যাগত বলে আমি নিজে বেতে পারলুম না।'

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝিলেও অপূর্ব বাবুর সহিত এই আহ্বানে বে একটা বোগাবোগ আছে সেটা বুঝিতে বিলম্ব হুইল না! কাণ্ড আগের দিনই রাত্রে সে বতীনের মুথে ধবর পাইরাছে, প্রদর্থোনি রোজ রোজ সেত্রেটারীর বাড়ী কেন বাচ্ছে বলুন ত? নিশ্চর্যই কারোর নামে লাগাতে বায় মশাই। থুব সাবধান, ওর মড্সব ভাল নর, তা আমি বলে দিছি—দেখে নেবেন বরং—

তথন সে অতটা প্রাপ্ত করে নাই কিন্তু এখন কথাটা মনে পাংলা গোল: তবু চিঠির যা ভাষা তাহাতে না যাওৱাটা অভদ্রতা, তা ছাড়া তাহার না যাওৱার কারণও কিছু ছিল না। সতরাং সেই দিনই সে ছুটির পর হোষ্টেনে না ফিরিয়া সোজা সেক্রেটারীর বাড়াতে উপস্থিত ইইল।

ভিনি থাতির করিয়া বসাইলেন, প্রচুর মলবোগ করাইলেন;

তার পর ভূমিকা দিয়া ওক্ত করিলেন, আপনাকে একটা কথা বলব কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দিন যে, কোন রকম অফেল নেবেন না!

ভূপেন বিশ্নিত হইয়া প্রশ্ন কবিল, ব্যাপার কি বলুন ত ? আমার নতুন কি অপরাধ ঘটল ?

ঐ ত মশাই! আপনি আগে থাকতেই চটে উঠলেন। না, সৃত্যি সভিয় আপনাকে কথা দিতে হবে।

হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল, বেশ অভয় দিলাম—আপনি নিশ্চিপ্ত হয়ে বলুন।

তব্ তিনি তথনই কথাটা পাড়িতে পারিলেন না, অনেক ইতন্তত: করিয়া, মাথা চূল্কাইয়া কহিলেন, দেখুন আমি বলছিলুম কি, মাষ্টারদের সঙ্গে ছাত্রদের থুব বেশী মাথামাথি করা ঠিক নয়—এটা মানেন ত ?

ना, भानि ना।

মানেন না ? বিশ্বিত হইয়া সেক্রেটারী প্রশ্ন করিলেন।

না। বরং আমার ধারণা ঠিক বিপরীত। অবশ্য সমবয়সী ভাল ছেলেদের সঙ্গেও কিছু মেলামেশা করার প্রয়োজন আছে, এটা তামি স্থাকার করি কিন্তু শিক্ষকদেশ সঙ্গে ওদের যদি একটা ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়েও ঠে সেটা সব দিক্ দিয়েই নিরাপদ নয় কি? ছেলেদের বেগ্,ভাবার সন্ধাবনা কমে যায়, ভাছ্যাও ওদের শিক্ষাবও স্থায়াগ ঢের বেশী বাড়ে ভাতে। কটিন-বাধা পড়াভনায় কড়াকু শিক্ষা লাভ হয় বলুন জ? মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু ওরা শিগতে পারে, পড়াভনোর দিকে বোক্টাও বাড়ে ক্রমশঃ। ভাই নয় কি গ

দেক্রেটারী থেন একট় বিপন্ন বোধ করিলেন। কহিলেন, ভা অবশা বটে ভবে এর আর একটা দিক্ও আছে ভূপেন বাবু। আমি আপনাকে চিনি, আপনি যে খাটি ইম্পাত ভাও আমার জানতে বাকা নেই. ভবে আপনাদের যা প্রফেসন ভাতে পাঁচ জনকে পাঁচ কথা বলবার স্থগেগ দেওয়াও ঠিক নয়। ভাতে করে অন্য ছেলেদের মনের ওপর ব্যাড় এফেক্ট হয়।

ভূপেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিছ আপনার এ সব কথাওলোর সঙ্গে আমার কি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সম্পর্ক আছে ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মানে— ঐ ক্লাস নাইনের সালেক ছোক্রা—ও আজ-কাল দিন-রাতই প্রায় আপনার সঙ্গে ঘূরে বেডায়, এতে সবাই নানা রক্ষের ঠাটা-তামাসা করছে। একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি ?

তথনও আসল কথাটা ভূপেনের মাথায় চুকিল না। সে থানিকটা বিহবল দৃষ্টিতে মঙেশ বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু এতে ঠাটা-তামাসা করার কি অ'ছে তা-ত আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারঙি না। একটু খুলে বলুন—

মহেশ বাব বলিলেন, সব কথা থুলে বল। সম্ভব নয় ভূপেন বাব। জবে আপন'দের সম্পর্কটা সহস্কে—মানে আপনারা ত বন্ধ্ নন্—
অথচ অ-সমবয়সী হ'জন লোকের অমন সব সময়ে একসঙ্গে চলা-ফেরা
করা, একটু দৃষ্টিকটু হয়, এই আর কি!

ষাউণ্ডেল । ভূপেন এতক্ষণে কিছু আলো দেখিতে পাইয়া বেন গৰ্জ্জন করিয়া উঠিল, ঐ অপূর্ব্ব বাবু বলেছেন ত ? আকর্ব্য, এ সব কথা ওদের মাথাতেও বায় । যন না জান্তাকুড়?

শপ্রতিভ হইরা মহেশ বাবু বলিলেন, না, দেখুন সভিয় কথা

বলতে কি একা অপূর্ব বাবু নন, এই শ্রেণীর ইন্ধিত গভ সপ্তাহে আবও তু'-এক জনের কথা থেকে পেয়েছি। আপানি বাগ করবেন না, এর মধ্যে থারাপ কিছু নেই তা জানি, তবে যদি স্কুব হয় ব্যাপারটাকে এড়িয়ে বাওয়ার চেষ্টা করতে দোয কি! নিন্দুকের বসনাকে স্বন্ধ রামচক্রও ভয় করে গেছেন।

বহুক্ষণ গুম্ খাইয়া বসিয়া থাকিয়া ভূপেন কহিল, ঐ ছেলেটার

ঘারা হয়ত এক দিন আপনাদের ছুলের গৌরব বৃদ্ধি হতে
পারত মহেশ বাবু! সেই চেষ্টাই করছিলাম। এখন বৃষতে পারছি,
বাঙ্গালীর ছেলেরা কেরাণীগিরির চেয়ে মাষ্টারীকে কেন ছোট মনে করে।

একটু হাসিয়া মহেশ বাবু কহিলেন, কিছুই বুঝতে পারলেন না ভূপেন বাবু,কেরাণীগিরি করতে গেলে আরও বেশী ভিক্ত অভিজ্ঞতা হ'ত। আপনাকে এখনও অনেক ঘা থেতে হবে। সংসার বড় কঠিন জারগা—

তা বটে ! ভূপেন একেবার উঠিয়া দাঁডাইয়া কহিল, আপনাদের এখানে এসে পর্যন্ত যা ভিক্ত অভিক্ততা হচ্চে ভাইতেই **দ্লান্ত হরে** পড়েছি : তা দেখুন, আমাকে দিয়ে যদি আপনাদের অন্ধবিধা হ্রু তাহ'লে আমি আনন্দের সঙ্গেই বিদায় নিচ্ছি—

না, না,— ও দেখুন ! ে কংছেই আমি আগে আপনাৰ কাছ থেকে কথা নিয়েছিলুম ! সে কথাই নয়। তবে আপনাদের দায়িছ যে কত বেনী তাত ভানেনই. এ সব ক্ষেত্রে একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি ? সেই জন্মই আমি কথাটা আপনাকে জানিয়েছিলুম। আপনি তা বলে বাগ করতে পারবেন না—

না, না, আমাম এক টুং রাগ করিনি, আপেনি বিশাস করুন। তথু, এই সব বাণোরে মনটা বড় ডেফে যায়। আছে।, নমভার।

ভূপেন আর উত্তব-প্রাক্তাবের অবকাশ না দিয়া একেবারে বাহিব 
সইয়া আদিল। রাস্তায় পড়িয়া প্রথমেই যে চিস্তাটা তাহার মনের 
মধ্যে প্রথল ইইয়া উঠিল সেটা স্টান্ডছে অবিলম্বে ফুলের চাক্ষী 
ছাড়ার কথা। প্রতিদিনকার নিত্য-নৃতন অভিজ্ঞতায় সভাই সে ক্লাছ 
ইয়া পড়িতেছে, আর ভাল লাগে না। এমন করিয়া মান্তবের অকারশ 
বিজ্ঞেরের সঙ্গে আর কত লড়াই করা যায়! একটা কথা ইলানীয়ে সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, অপূর্বে বাবু এবং তাঁহার অস্তরক ছই-এক জন 
শিক্ষক স্থানাও তারিধা পাইলেই আড়াল স্টান্ডে ভাহার কার্যাকাশাল 
লক্ষ্য করেন এবং অনেক ভাল কথারও বাকা অর্থ গাঁড়িয়া লাইবা 
থ্যান্থানে অর্থাও হেডমান্টারের কাছে লাগ্রাইয়া আসেন। তাহার 
প্রমাণ্ড ভবদেব বাবুর কথাবান্ডা ইইতে একাধিক দিন সে পাইবাছে। 
তথু তথু এই সামান্ত গেভনের জন্তা অহোরার ইতরদের সঙ্গে গড়িয়া থাকার প্রয়োজন কি ? চলিশ টাকার মান্টারী বালালা 
দেশে আরও চের পাওয়া যাইবে!

কিছ কাঁকা মাঠের মধ্য দিয়া খাটিতে ইাটিতে উত্তেজনাটা ৰথন কিছু কমিয়া আসিল তথন মনে হইল বে, অপূর্ব্ব বাবুর দল পৃথিবীতে হয়ত সর্ব্বেকই আছে। যদি শিক্ষকতা করিতেই হয় ত এফ্রপ অপ্রীতিকর অবস্থার অভাব ঘটিবে না—হয়ত তের বেশী তিজ্ঞতা সন্থ করিতে হইবে। তবু ত এখানে সে সেক্রেটারীকে সহায় পাইরাছে—যতীন বাবুর মুখে অক্ত ছুলে সেক্রেটারীও মেধারদের দে-সব জুলুমের কথা শুনিয়াছে, তাহাতে অক্তন্ত আত্মসম্মান বজার রাখা হয়ত শুধু হুংসাধ্য নয় অসক্তব হইয়া পড়িবে। কতবারই বা ইছুল বদল করিবে সে! তাছাড়া তবু এখানে রাধাক্ষল বাবু আছেইটা

ভবনেৰ বাৰু আছেন, ইছাৰা লোক তত থাবাপ নন। ইছাৰ প্ৰ
আমূত্ৰ কি জুটিবে তাছাৰ ঠিক কি ? তাছাড়া এখানকাৰ ছাত্ৰগুলি
ক্ নিবীহ, বড় বেচাৰা! ইতিমধ্যেই তাহাৰা ভূপেনেৰ মনে অতাত্ত
ৰাবাৰ স্পাৰ কৰিবাছে, ইহাদেৰ হাড়িয়া বাইতেও থানিকটা কই
কুটৰে বৈ কি! আৰু স্পৰ চেয়ে বড় কথা কল্যাণীৰা, অন্ধ বিজয় বাবু
এছাত্ত ভাবে তাহাৰই উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিবা আছেন! অবশ্য সে
আৰু কডটুকু কৰিতে পাৰিবে, তবু এমন ভাবে ছাড়িয়া বাওৱাও

না. বাধা না হইলে সে এখানকার চ'ক্রী ছাড়িবে না। কিছ, বৈজ্ঞারী সালেক! চাকনী যদি ছাড়া সম্ভব না-ই হয় ভাহা হইলে ভাহাকে একটু সভর্ক হইতেই হইবে। এমনি ত ব্যাপারটা যথেষ্ট বারাপ গাঁড়াইবাছে, ভাহার উপর সে সরিয়া না গাঁড়াইলে সালেকের উপর কী অভ্যাচার হইবে ভাহারই বা ঠিক কি!

ৰড় ডালাটা পার হইরা তালবনের বাঁকে পড়িতেই ভূপেনের সহিত প্রথম বাহার দেখা হইল সে সালেক ! সন্ধার আব্ছায়া আলোতেও সে দ্ব হইতে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। অত্যন্ত উদ্বিয়া মুখে দাড়াইয়া তাহাবই প্রতাক্ষা করিতেত্ত্ব।

কাছে আদিতে দে একটু জনুষোগের স্থবেই কহিল, কোথায় গিয়ে-ক্রিলেন মাষ্টার মশাই ? কাউকে কিছু বলে বাননি।

ভূপেনের ছই চোধ আলা করিয়া বেন জল ভরিয়া আসিল, সে স্কুলা ছই হাতে সালেককে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া আৰু হাসিবার চেটা করিয়া কহিল, কেন, মাটার মশাইরের জন্ত ভোর মন-কেমন কছিল ? সেক্টোরীর বাড়ী গিয়েছিলুম !

সালেক বিখিত ইইবা ভূপেনের মূবের দিকে চাহিল। তথু বে আই আবেগটা আকম্মিক এবং অপ্রত্যাশিত তাহাই নর—ভূপেনের প্রাধাপণ চেষ্টা সম্বেও তাহার কঠম্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল। ভূপেনও তাহার বিশ্বর লক্ষ্য করিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পাড়িয়াছিল, তবু সে তাহাকে ক্লাড়িল না, বরং আরও জোবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সালেক, আকটা কথা বল্ব, তুই কিছু মনে করিস্নি। তুই—তুই আর রখন-ভিখন আমার কাছে আসিস্নি ভাই—তথু যখন কোচিং ক্লাস নেব তথন সকলকার সলেই পড়তে আসিস্।

একটা আশকা ও ব্যথা একই সলে সালেকের দৃষ্টিতে খনাইর। আসিল। সে একটুথানি চুপ করিয়া থাকিরা কহিল, সেক্রেটারী কি লে জভে রাগ করেছেন মাঠার মশাই ?···আমারই অক্তার হয়েছিল, ফুলমানের সঙ্গে অত মেলামেশা—

ওবে না, না, সে করে নর। তুই বিধাস কর, আমি সত্যিই মুসহি—অভ কারণ আছে। কিছু সে আর নাই বা ওন্লি। ওঁর! অসভাই হছেন তাই ত যথেষ্ট!

সালেক আর একটিও কথা কহিল না, শুধু ধীরে ধীরে নিজেকে কুপেনের হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইরা ভাহাকে একটি কুমিষ্ঠ প্রধাম করিল, ভাহার পর নিঃশব্দক্রত গতিতে নিজেদের ফুফিনের পথ ধরিল।

ে বে কী প্রগভীর অভিমান ভাহার কুক্স বুকখানিতে বহিরা দইরা

ক্ষিল ভাহা ভূপেন ভাল করিরাই বুকিল; তবু সে আর ভাহাকে

ক্ষিক্ষার বা ক্ষিলইবার চেটা করিল, না, তবু অনেকক্ষ সেই

ক্ষিক্ষারের মধ্যেই দ্বি হইরা গাড়াইরা বহিল।

ইহার পর মাস-থানেক এক প্রকার লাভিছেই কাটিল। অপ্র বাবু ব্যাপারটাকে ভাঁছার ব্যক্তিগত ভরলাভ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সগৌরবে পাঁচ জনের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন বিস্তু ভূপেন ভাহা গাবে মাখিল না—তথু সাধ্যমত তাঁহার দলটিকে এড়াইয়া চলিতে ওক কবিল। তবে অপূৰ্বে বাবু বে তাহার কোচিং ক্লাসটি বন্ধ কবিবার জ্ঞত চেষ্টা কৰিয়াছিলেন কিন্তু সেক্রেটারী সে কথা একেবারেই কানে ভোলেন নাই বরং ভাঁচাকেই ধমকু দিয়াছেন—এ কথাটাও ভূপেনের ব্যাচর বহিল না, ষভীন বাবুর কুপায় সবই সে শুনিতে পাইল। সে অবশ্য ষতীন বাবুর কাছে এ সব কথা শুনিতে চায় না—ষতীন বাবুই গাবে পড়িয়া বলেন। তাঁহার স্বভাবটাই কিছু অমুভ। তিনি ভূপেনকেও ঈর্ঘা করেন এবং অপূর্ব্ব থাবুদের চক্রান্তে ভাহার উৎসাহের অভাব ন ই, অথচ ভূপেনের বিক্লছে যত কিছু বড়যন্ত্র তয় সে কথা-ভলিও ভাহাকে না বলিয়া থাকিছে পারেন না, আর সে সময় অপূর্ব বাবু সম্বন্ধে এমন চোখা চোখা গালাগালি উচ্চাৰণ করিতে খাকেন বে, সে সব ওনিধা এখনও ভূপেনের মুখ লাল হইয়া ওঠে। ভূপেন এইটা কথারও জ্ববাব দেয় না-কোন দিন কোন প্রকাব আগ্রহও প্রকাশ করে না, সে জন্ম ষতীন ব'বু কুপ্প হন কিছু তাই বলিয়া তাঁহার তরফ হুইতে উৎসাহের অভাব ঘটে না। সবটা জড়াইয়া বতীন বাবু মামুষ্টা ভালই—ভূপেন মনে মনে ভাবে, এবং তাঁহার কথা মনে হইলে দে আপন মনেই হাসিয়া ওঠে।

কিছ ইতিমধ্যে ছুলে বে সকলের অলক্ষ্যে একটা মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এ কথাটা ষতীন বাবুও জানিতেন না। সেক্রেটারী করেক দিন যাবংই ঘন ঘন ছুলে আসিতেছেন এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই হেডমান্তারী মহাশ্রের সহিত অফিস-ঘরের দরজা বদ্ধ করিয়া কী প্রামর্শ করিতেছেন সেটা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল; জার সে জন্ম একটু অস্থান্তিও বােধ করিতেছিল কিছ তাহার আসল কারণটা কাহারও কর্মাতে প্রাপ্ত আসে নাই, এমন কি অতি-চতুর অপুর্ব্ব বাবুরও না। যতীন বাবুর ধারণা যে এবার সকলকার একটা সাধারণ মাহিনা-বৃদ্ধির জন্মনা চলিতেছে—রাধাক্ষল বাবুর ধারণা, ছুলের থরচা কিছু না ক্ষাইলে চলিতেছে না, প্রাম্পটা হইতেছে সেই দিক ঘেঁ বিয়া। কিছু আসল কথাটা এক দিন একেবারে বিনামেঘে বন্ধু পাতের মতই তাহাদের কানে অসিয়া বান্জিল।

দিন-পনেরো আগে অক্ষয় বাবু সহসা কী একটা কাভের অছিলার বাড়ী চলিয়া বান আর ফিরিয়া আসেন নাই। অবশ্য সে অছিলাও বে তিনি দিরাছিলেন, এটা অমুমান মাত্র, কেহ দিতে শোনে নাই। শুধু অল্ল লোকের মধ্যে এক জন অমুপস্থিত থাকার অমুবিধাটা সকলেই ভোগ করিতেছিলেন এবং মনে-মনে অক্ষয় সম্বদ্ধে অশ্রীতিকর মস্তব্য করিতেছিলেন। এক দিন সকালবেলায় থবর পাওয়া গেল অক্ষয় বাবু আর একেবারেই কিরিবেন না, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তার পরই সব খবর একেবারে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।
অক্ষর বাব ইদানীং হেডমাষ্টার মহাশরের একটু বেশী রকম প্রিরণাত্র
হইরা পড়িয়াছিলেন—বিশ্বস্তও বটে। ছুলের টাকা-কড়ির যে ভার তাঁহার
ব্যক্তিগত সেটা তিনি সম্পূর্ণই অক্ষরের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত্ত
মনে সাধন-ভন্তন করিতেছিলেন। এই অবসরে অক্ষর ছুলের
অনেকণ্ডলি টাকা ভালিয়াছেন—বছ দিন ধরিয়াই তিনি কিছু কিছু
ক্রিরা খরচ করিয়ছেল। আরও ঢের আগেই ধরা পড়িবার কথা
কিছু ভর্বের বাবু ইভিমধ্যে একবারও হিসাব দেখিবার চেটা করেন

নাই। বংসর শেষ হওরার জনেক পরেও বখন হিসাব-নিকাশ শেষ হইল না তখন সেক্রেটারী তাগাদা দেওরার ভবদেব বাবু হিসাবটা দেখিতে চান—সে সমরে কথাটা জার চাপিরা রাখা সম্ভব হয় না। অক্ষর বাবু পলাইরা বান এবং কর্ডারা ছই জনে মিলিয়া অনেক কটে সেই হিসাব উদ্ধার করেন। ছুলের টাকা তছকপের ব্যাপার—অগভ্যা শেষ পর্যন্ত পুলিশেও খবর দিতে হইল। অক্ষয় বাবু বেচারা কোন মতেই টাকটোর বোগাড় করিতে না পারিয়া জেলে বাইবার ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন।

ইহার প্রের বাাপারটাও কম অপ্রীতিকর নয়। টাকাটা ভবদেব বাবু নিক্তে নেন নাই সত্য কথা ( যদিও ষতীন বাবুর সেঁ বিষয়ে একটা সন্দেহ থাকিয়াই পোল—তাঁহার বিশাস, 'ঐ বেটা ভগুই অক্ষয়কে জড়িরেছে, ও কম না কি!')—তবু দায়িখটা বে তাঁহারই, তাহাতেও সন্দেহ নাই। স্নতবাং অনেক টানা-হেঁচ্ডার পর তিনি জেলটা যদিবা এড়াইলেন, চাকরীটা আর বহিল না। চুরী ধরা পড়িবার সন্দে-সঙ্গেই তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল—তাঁহার বদলে অপুর্ববার্ একটিনি করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে নৃতন হেডমাটারের জন্ম বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

ভবদেব বাবু কয়েক দিন হোষ্টেলেই বহিলেন—ব্যাপারটা না মেটা প্রান্ত তাঁহাকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইল না। যে শিক্ষক মহাশ্ররা এত দিন তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া চলিতেন, তাঁহারাই সুযোগ-সুবিধা পাইলে উদ্বত ও অপমান-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। বিশেষত: ছেলেদের মধ্যেও কথাটা ছডাইয়া পড়িল, ভাষার। প্রকাশোই আলোচনা করিতে লাগিল। সে লজ্জা যেন ভবদেৰ বাবুর চেয়ে অনেক বেশী বাজিল ভূপেনকে—কিছু উপায়ই বা কি! সে অপমানের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল ना बर्छ, छरव यक्तो मध्य काँशास्क माधना निवाब क्रिहा कविन। আগে সে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কথনও ভবদেব বাবর ঘরে ষাইত না, এখন একমাত্র সে-ই প্রেত্যুহ জাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া গ্র করিতে লাগিল এবং যতটা সম্ভব আলোচনাটা বৈষ্ণবশাস্ত ঘে সিয়া চালাইতে লাগিল। ভবদেৰ বাবু খুব মুশড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, গুম্ খাইরাই বদিরা থাকিতেন অধিকাংশ সময়—কেবল ঈশ্বর-উপাসনার এই বিশেষ ধারাটির প্রদক্ষ উঠিলেই ভিনি একটু ভাভিয়া উঠিতেন, সেই সময়ই তৰু ভাঁহাকে স্বন্ধ এবং প্রকৃতিন্ধ দেখাইত, সেই জন্ম স্পেন আপপণে চেষ্টা কৰিত বাহাতে এ বিৰয়েই কথাটা আৰম্ভ থাকে।

বিদাবের দিন ভবদেব বাবু সঞ্জল নেত্রে ভূপেনের হাডটা ধরির।
বলিলেন, বিপদে না পড়লে বন্ধুকে চেনা বায় না ভূপেন বাবু।
বিপদে ফেলে রাধারাণী আপনাকে চিনিরে দিলেন। হয়ত অবস্থাগতিকে আপনার ওপর অবিচারই করেছি সমবে সমবে, পারেন ত
আমাকে মাপ করবেন।

তাহার পর বান্ধ খ্লিরা এক খণ্ড 'হবিভক্তিবিলাস' তাহার হাতে
দিয়া বলিলেন, বইখানা বড় ভাল বই, মধ্যে মধ্যে পড়বেন। আর ত
আমার কিছুই নেই, এইখানা রেখে দিন, তবু আমার কথা মনে
পড়বে।

বৃদ্ধে অসহার ও করুণ মুখের দিকে চারিয়া ভূপেনের চকুও সকল হইরা আসিরাভিল, সে একটি কথাও বলিতে পারিল না, বইখানি তাঁহার হাত হইতে লইয়া নীরবে শুধু একটা নমভার করিল।

किम्लः।



এম, ডি, ডি

# ্ভারত-সম্বরে অষ্ট্রেলিয়া সার্ভিদ দল :—

বিশাসাগুদের এক সম্প্রদার টেই থেলোরাড় লিশুসে হ্যাদেটের নেড্ছে বিলাতে ডিক্ ট্রিটেই গেলার বাগদান করে। দেশে প্রভ্যাবর্তনের পথে উক্ত দল ভারতে আসে ও সমহাভাব হেতু অব্ধ দিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট নয়টি থেলার তাহাবা যোগদান করে। আই লিলা ক্রিকেট থেলোরাড়গণের ইহা ছিতীর ভারত-সফর। ইতিপূর্বে জ্যাক রাইডারের নেড্ছে ক্রিকেট-জগতের গভর্গর জ্লেনারেল নামে গ্যাভ অনক্রসাধারণ থেলোরাড় ম্যাকটিনীর সহবোগিতার এক শক্তিশালীদল ভারত-ভ্রমণে আসে। রাইডারের দল ভারতে ২৩টি থেলার মধ্যে ১১টিতে জয়লাভ করে ও আটটি থেলার পরাজর বরণ ক্রিতে বাধ্য হয়। বাকী চারিটি থেলার চড়াস্ত নিশ্বভি হয় নাই।

ছাসেটের নেতৃত্বে আগন্ধক অষ্ট্রেলিরা দলটি সামরিক থেলোরাড়-গণের সমন্বয়ে গঠিত। এই দলভুক্ত অক্ততম থেলোরাড়ন্বর কার্মোড়ী ও সিস্মে যথাক্রমে বিলাতে ১৯৪৩—৪৪ সালে অষ্ট্রেলিরা আর, এ, এফ, বাছাই দলের অধিনায়কত্ব করেন।

লিগুনে ছাসেটের পবিচয় নিশুরোজন। ব্রাড্ম্যানের অধিনায়কতায় ছাসেটকে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে ইংলণ্ডের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার ও বিলাতে টেই খেলার দেখা গিয়াছে। মিলার (সরকারী অধিনায়ক), কার্মোড়ী, পেপার, পেটাফোর্ড, ক্টটিটন ব্রেমনার, রোপার, ওয়র্কমান, এলিস-সিস্মে, প্রাইস, ক্রটিটাফানি ও উইলিয়ামকে লইসা অষ্ট্রেলিয়া সাভিসদল গঠিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটবার্ডের সহিদ্যাসকার ১৮ জন লইয়া এই দলের মানেকার হাইরা আসেন। সর্বরসম্মত ১৮ জন লইয়া এই দল ২২লে অক্টোবর ভারতে আসিরা পৌছার। বিপুল সম্বন্ধনা ও অভার্থনার আভিশব্যে অব্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়গণ অভিতৃত হইয়া পড়ে। বোশারে ভারতীর ক্রিকেট কটোল বোর্ডের কর কর্ত্বাগণ সরকারী ভাবে ভারতিককে সাক্ষেত্রাকার।

বিশ্ব নেট ন্মটি খেলার বোগদান করেন। ছুইটি খেলার

ক্রেম্বর থীকার করিরা মাত্র একটি খেলার জরী হন। বাকী

ক্রেম্বর পাকার করিরা মাত্র একটি খেলার জরী হন। বাকী

ক্রেম্বর বাকার বিশ্বনি বার। ভারতের চারিটি অঞ্চলীর

ক্রেম্বর বাজীত বথাকিরে বোখাই, কলিকাতা ও মাত্রাত্রে তাঁহার।

ক্রেম্বরীর একাদশের বিক্লব্রে বেসরকারী খেলার বোগদান করেন।

ক্রেম্বরীর একাদশের বিক্লব্রে বেসরকারী খেলার বোগদান করেন।

ক্রেম্বরীর

#### প্রথম খেলা--লাছোর

্ উত্তরাক্ত :--- ১ম ইনিংস--- ৪১০ (হাফিজ ১৭৩, ইমতিয়াক কট আউট ১৩৮; থ্রিষ্টোফ্যানী ৩৮ রাণে ৪টি)

২ম্ব ইনিংস—৭ উইকেটে ১০৩ (পেপার ৪৫ রাগে ৭টি)

্ ব্যক্তিনিরা—১ম ইনিংস—৩৫১ (পেপার ৪৭, হাসেট ৭৩ হাবিক ১৫৫ রাণে ৫টি।

(बना-बमीबारिंगेल थारक।

# विजीस (थना-मिन्नी

আফ্রেলিরা---১ম ইনিংস---৪২৪ ( ছাসেট ১৮৭, উইলিরানস--নট আউট ১০০, সি, এস, নাইডু ১৩৮ রাণে ৪টি )

২র ইনিংস—৫ উইকেটে ৩·৪ (হ্যাসেট নট আউট ১২৪, সি, এস, নাইছ ১৩৮ রাণে ২টি, আমীর এলাহী ১৮৭ রাণে ২টি )

ি প্রিলেস একাদশ—১ম ইনিসে—৪০১ (মুস্তাক জালী ১০৮, শ্রম্মরনাথ ১৬৩, এলিস ১০ রাণে ৪টি) থেলার শেষ নিস্পত্তি হয় নাই।

# जुडीय (थना—तांचारे

আষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৬২ (মিলার ১০৬, প্রাইস ৫৫, মানকড ৬৫ রাপে ৩টি, আমীর এলাহী ৮৭ রাণে ৪টি)

२व हैनिश्म-- २ छेहे क्वर्ड ४७ ।

্পশ্চিমাঞ্চল—১ম ইনিংস—১ উইকেটে ৫০০, (মূদী ১৬৮ মার্কেট ৭৭, হান্ধারী ৭৩, এলিস ১১৩ রাপে ৪টি )

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেব হয়।

# চতুর্থ খেলা—বোদ্বাই প্রথম বেগরকারী টেষ্ট

আইলিয়া—১ম ইনিংস—৫৩১, (কার্মোডী ১১৩, পেটাকোর্ড ১২৪, পেপার ১৪, হাজারী ১০১ রাপে ৫টি ও সি, এস, নাইডু ১৪১ রাপে ৩টি )—২য় ইনিংস—১ উইকেটে ৩১,

ভারতীয় একাশশ—১ম ইনিংস—৩৩১ (হাজানী ৭৫, অবস্থনাথ ৬৪)

২য় ইনিংস—৩০৪ (মাচেণ্ট ৬১, অমরনাথ ৫০, পেপার ১০ রাপে ৩টি ও প্রাইস ৫৪ রাণে ৩টি )

সমরাভাবে ভারতীয় দলের পরাক্তরের গ্লানি হইতে অব্যাহতি ও থেলা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

#### 

আষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩০০ (হ্যাসেট ১৫, পেপার ৫০, সিছে ১১০ রাশে ৪টি)

२व हैनिरम-० छेहेरकार्रे ४०

ভারতীর সম্মিলত বিশ্ববিভালর—১ৰ ইনিংস—১ উইকেটে ৬৮৫ (বেলী নট, আউট ২০০, হাবিক নট, আউট ১৬১) প্রবীণ খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওবৰ এই বেলাৰ অধিনায়ক মনোনীত হইলেও তিনি বোছাই বিশ্ববিভালরের এম, কে, মন্ত্রীকে অধিনায়কত করার স্থযোগ দেন। খেলার শেব নিশান্তি হর নাই।

# ষষ্ঠ খেলা—কলিকাভা

আফ্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১০৭ (এন, চৌধুরী ৩৫ রাণে ৩ি মি, এম, নাইডু ২৯ রাণে ৩টি ও সর্বাতে ৮ রাণে ৩টি )

২য় ইনিংস—০০৪ (হ্যাসেট ১২৫, ক্রিক্টোফ্যানী ৬১; এন চৌধুরী ৩০ রাণে ৩টি ও সর্বাতে ৬৩ রাণে ৩টি)

পূর্বাঞ্জ--১ম ইনিংস্--১৩১ (মৃম্ভাক আলী ৪৬; ক্রিষ্টোফানী ৪৬ রাণে ৪টি, প্রাইস ১৪ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৮ উউকেটে ২৮৪ (ডেনিস কম্পটন ১০১ মুস্তাক জালী ৫৮)—পূৰ্ব্বাঞ্চল ছই উইকেটে জয়ী হয়।

আছুলিয়া দলের ভারতে ইহা প্রথম বিশর্ষায়। বিলাতী আন্ত জাতিক পোশাদার ডেনিস কম্পটনের শতাধিক রাণে ও থেলার শেষাবস্থায় হোলকার দলের নিম্বলকবের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটি-এর জন্ম পূর্কাঞ্চল দল জয়ী হইতে পারে।

#### সপ্তম খেলা—কলিকাতা

দ্বিতীয় বেসরকারী টেষ্ট

ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৩৮৬ (মানকড় ৭৩, মুদি ৭৫, হাজারী ৬৫, পেপার ১২০ রাগে ৪টি)

২য় ইনিংস—৪ উইকেটে ৩৫০ (মার্চেণ্ট ন**টু আ**উট ১৫৫, হাফিজ নট, আউট ৮৬, পেপার ১৪ রাণে ৬টি)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৪৭২ (ভ্ইটিটেন ১৫৫, পেটাফোর্ড ১০১; মানকড ১৪৭ রাণে ৪টি)

২**ন্ন ইনিংস—২ উইকেটে ৪১ খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেব** হয়।

#### **अहेम (थना—शाष्ट्रांज**

দক্ষিণাঞ্জ-১ম ইনিংস-১৫৯ (আয়বারা নট্ আউট ৪১, পালিয়া ৪৮, এলিস ২১ রাণে ৪টি, প্রাইস্ ৩৩ রাণে ৪টি )

২য় ইনিংস—২৩৩ (স্বায়বারা ৪৫, রামসিং ৪২, গোপালন ৪১, মিলার ১১ রাণে ৩টি)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১১৫ (ডার্কম্যান ৭৬, গোলাম আমেদ ৫৬ রাণে ৪টি ও রামসিং ৫৭ রাণে ৩টি)

২ব ইনিংস-৪ উইকেটে ১৯৮ (গোলাম আমেদ ৫১ রাণে ৪টি: কার্মোডী নট আউট ৮৭)

অষ্ট্রেলিয়া দলের একমাত্র জয়লাভ ছয় উইকেটে। দক্ষিণাঞ্চল পরাঞ্চিত।

#### नवम (पना-माजा

তৃতীয় বেসরকারী টেষ্ট

অট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৩১ (ব্যাসেট ১৪৩, পেপার ৮৭। ব্যানার্জী ৮৬ রাণে ৪টি ও সর্বাতে ১৪ রাণে ৪টি )

২র ইনিংস—২৭৫ (কার্মোডী ১২, ভ্ইটিংটন ৬৭; ব্যানার্জী ৮১ বালে ৪টি ও সর্ব্বান্ডে ১১৪ রালে ৪টি )

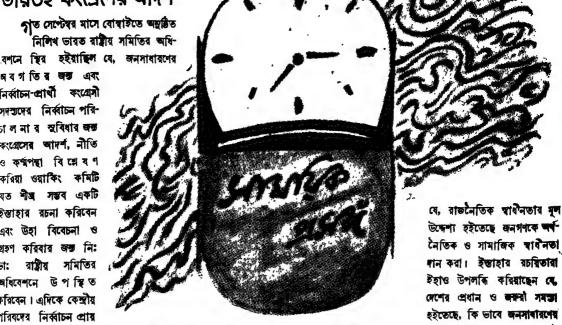
ভারতীয় একাদশ—১ম ইনিংস—৫২৫ ( অমরনাথ ১১৩, মূদী ২০৩. গুলমহত্মদ ৫৫, ও এল, নাইডু ৬৪; পেপার ১১৮ রাগে ৪টি) ২য় ইনিংস—৪ উইকেটে ১২

कांवकीय ध्वापन इस केरेक्टरे व्यक्तांक करता।

যাধীন ও গণতান্ত্ৰিক ভারতই কংগ্রেসের আদর্শ

প্ৰাভ সেপ্টেম্বৰ মাসে বোৰাইতে অহুষ্ঠিত নিশিখ ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধি-

লবগতির জরু এবং নিৰ্বাচন-প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেসী সদস্যদের নির্বাচন পরি-চাল নার সুবিধার জ্ঞ কংগ্ৰেদের আদর্শ, নীতি ও কর্মপদ্ধা বিলোবণ ক্রিয়া ওয়াকিং ক্মিটি যত শীব্ৰ সম্ভব একটি रेखाराव वहना कविष्वन এবং উহা বিবেচনা ও গ্রহণ করিবার জক্ত নিঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উপ স্থিত করিবেন। এদিকে কেন্দ্রীয় পরিবদের নির্ববাচন প্রায়



**শেষ হইতে চলিয়াছে এবং প্রাদেশিক পরিবদের নির্ফাচন-কালও** আসর। এরপ অবস্থায় অদুর ভবিষাতে নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতির অধি-বেশন আহ্বান করিয়া উক্ত ইস্তাহার তাহার সমক্ষে উপস্থিত করা সম্ভৰ নহে। স্মুভরাং ওয়ার্কিং কমিটি নিজেই উহা বচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার করু প্রকাশ করিয়াছেন।

ইস্ভাহারে একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের পরিকল্পনা মুর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ভারতের শাসনতত্ত্ব অনুষায়ী প্রত্যেক নাগরিক তাহার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে উক্ত শাসনতত্ত্র রচিত ছইবে এবং দেশের প্রাপ্ত-বয়ন্ত নাগরিকেরা অবাধে ভোট দিয়া উহাব আইন সভা গঠন করিবে। অমুন্নত অথবা ফুর্গতদের উন্নতি ও নিরাপতার কল রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় বিশা-করচের ব্যবস্থা করিতে ভূলিবে না। আন্তর্জাতিক মেত্রে কংগ্রেস স্বাধীন রাষ্ট্রস্থা গঠনের পক্ষপাতী। এইরপ স্বাধীন রাষ্ট্ গঠিত না হওয়া পর্যাম্ভ ভারতবর্ষ সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত বিশেষ করিয়া তাহার প্রতিবেশী-রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিবে। অপুর প্রাচ্য, দক্ষিণ-পর্বর এশিয়া ও পশ্চিম-এশিয়ার সহিত প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, ষাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ সেই প্রাক্তন সম্পর্ক পুনরার শুভিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে। কংগ্রেস দীর্ঘকাল বাবং অহিংসার ভিত্তিতে তাহার স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে। তাই বিশ্বশান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপরেই কংগ্রেসের আছা বেশী। কংগ্রেস পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম চিরকাল সমর্থন করিয়াছে. এখনও করে এবং ভবিব্যতেও করিবে। কংগ্রেস বিশাস করে বে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শাশাব্যাদ ধ্বংস করার প্ররোভন এবং এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন সার্থক করিবার হল কংগ্রেস সর্বনাই সচেট্ট ও সক্রিয় থাকিবে।

स्पर्कार निर्माहने हेचाहात चन्नो छात चौकार क्या हहेबाट

দারিত্রা দৃর করা বার। ভারত সম্বন্ধে কু-খ্যাত জন-আবাৰই আছে যে, এ-দেশের শতকরা ১০ জন লোক হুই বেলা পেট ভবিয়া থাওয়া বিলাসিতা বলিয়া মনে করে। পণ্ডিত নেহকও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ভারতবাদীর ক্ষম হুই বেলা প্রয়োজনীয় পাডের সংস্থান আমাদের করিতেই হইবে এবং এই দারিজ্ঞার কলঙ্ক আমাদের দ্র ক্রিতেই হইবে। এই জন্ত ইন্তাহাবের মধ্যে জনসাধারণের জীবন্যাত্রার মান বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ জোর দেওরা ইইরাছে। সেই উদ্দেশ্যেই ই<del>স্তা</del>হারের মধ্যে পরিষ্কার ঘোষণা করা হ**ইরাছে বে** স্বাঙ্গীন জনকল্যাণের জন্ম দেশের প্রধান প্রধান ব্রমশিকর্মণ বাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং বিভিন্ন থনিজ সম্পদ্, রেলপথ, জল-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, জাহাজী ব্যবসা প্রভৃতি সরকারের আরজে থাকিবে। জাতীয় স্বার্থের থাতিরে ব্যাহ্বিং ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রেব দারা নিয়ন্তিত হইবে। বিভিন্ন দিক হইতে বিবেচনা করিবা ভূমি-সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। অর্থ-নৈতিক ভারসাব্য রক্ষার জন্ম শিল্প-প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ বিশেষ প্রদেশের মধ্যে সন্নিবেশিত না করিয়া ষত দুর সম্ভব প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করিরা দেওরা হইবে। ইহাই নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের সারমর্ম।

গত ১•ই ডিসেম্বর (১৯৪৫) কলিকাভার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত এবং ১২ই ডিসেম্বর, বুধবারে প্রকাশিত কংগ্রেসের निर्वताहनौ रेखाहारवव पूर्व विवद्य निरम अलख रहेंग :

৬০ বংসর ধরিয়া জাতীর কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার বস্তু চেষ্টা ক্রিতেছে। এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাস হইতেছে ভারতের অন-সাধারণের ইতিহাস—এই ইতিহাস হইতেছে পরাধীনভার সৃঙ্ধল মোচনের চেষ্টার ইভিহাস। কুল্রাকানে আরম্ভ হইরা ইছা ধীরে ধীবে বৃদ্ধি পাইয়া এই বিশাল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে. কংশ্ৰেস সহরের অধিবাসী ও দুরাস্তবর্তী পদ্ধী অঞ্চলের অনসাধারণের কর্ম भाषीनकांत वाणी वहन कविदा गरेवा वाहेरकरह । जनगांती

নিকট হইতেই কংগ্রেস শক্তি অর্জন করিয়া একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিপত হইরাছে । কংগ্রেস আজ ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের কামনার জীবন্ধ প্রতীক । বহু কাল ধরিরা কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্ম চেট্টা করিতেছে, কংগ্রেসের নামে এবং কংগ্রেসের প্রতাকাতলে দেশের বহু লোক তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ম করিয়াছে এবং বহু কই সম্ভ করিয়াছে । সেবা ও ভ্যাসের দারা কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের অন্তরে স্থান লাভ করিরাছে; জাতির প্রতি কোন অসম্মানের নিকট মাধা হেট করিতে অ্বীকার করিয়া কংগ্রেস বৈদেশিক শাসনের বিক্লছে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন স্বৃষ্টি করিয়াছে।

জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্ত গঠনমূলক কর্ম পদ্ধা অবলম্বন করা এবং স্বাধীনতা লাভের জন্ত অবিরাম সংগ্রাম করাই কংগ্রেসের বস্তু । কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর বহু সমস্তা এবং এক বিরাট সাম্রাজ্যের সশস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইয়াছে । শান্তিপূর্ণ উপার অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস নৃতন শক্তি অর্জন করিয়াছে । গত ভিন বংসরের অভ্তপূর্ব গণ-অভ্যথান ও নিষ্ঠুর ভাবে তাহা দমন করার পরে কংগ্রেস পূর্বাপেকা শক্তিশালী হইয়াছে এবং জনসাধারণের অধিকতর প্রীতি অর্জন করিয়াছে ।

কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেকটি লোকের সমান অধিকার লাভের পক্ষণাতী। কংগ্রেস সকল সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য ছাপন, প্রকত সহিষ্ণুতা এবং পরস্থারের মধ্যে ওড়েছা ছাপনের পক্ষণাতী। সকলেই বাহাতে আপনাদের ইচ্ছামত নিজেদের উন্নতি বিধানের স্থানার লাভ করে কংগ্রেস ভারাই চাহে। জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং অঞ্চল বিস্তৃত্তর কাঠামোর মধ্যে নিভেদের জীবন ও রুষ্টির উন্নতি সাধন কক্ষক, কংগ্রেস এই নাভিই সমর্থন করে। কংগ্রেস এই উদ্দেশ্য বত দ্ব সম্ভব ভাবা এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে অঞ্চল ও প্রদেশ স্কানের কথা বলিয়াছে। যাহারা সামাজিক অভ্যাচার ও অবিচার স্থাকরে, কংগ্রেস তাহাদের অধিকার সমর্থন করে এবং সকলের সন্মান অধিকার লাভের পথে যে সকল বাধা আছে কংগ্রেস তাহা দ্ব করিবার পক্ষণাতী।

কংশ্রেম এক স্বাধীন গণতাত্রিক বাষ্ট্রের পবিকল্পনা কবিরাছে—
উহাতে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্পীকৃত
ইইবে। এই রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীর আদর্শে গঠিত হইবে

—উহার বিভিন্ন অংশে স্বায়ন্তশাসন প্রবিভিত্ত ইইবে এবং প্রাপ্তবন্ধদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উহার আইন সভাওলি
গঠিত হইবে। এই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উগার বিভিন্ন অংশ স্বেছাপ্রবাশিত ভাবেই সংযুক্ত হইবে। বিভিন্ন অংশকে সর্বাধিক
প্রিমাণে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যে সকল অংশের পক্ষে সমভাবে
প্রবাশ্যে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যে সকল অংশের পক্ষে সমভাবে
প্রবাশ্যে সাধারণ ও প্রয়োজনীয় কতকওলি ফেডাবেল বিবরের
একটি ভালিকা করা হইবে; সাধারণ বিবরের আর একটি ভালিকা
করা হইবে—উহার অন্তর্ভুক্ত হওরা না-হওরা বিভিন্ন অংশের
ইছাধীন বলিরা ধার্য্য করা হইবে।

শাসনতম্ভে বে সকল মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইবে তাহার মধ্যে এইওলিও থাকিবে:—

· (১) প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন ভাবে মভামত 'প্রকাশ করিবার, স্বাধীন ভাবে সভা-সন্থিতিঃ করিবার এবং জাইকের ও নৈতিক আদর্শের বিরোধী নহে, একপ ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ ভাবে অন্ত-শন্ত না সইয়া সভ্যবন্ধ হইবার অধিকার থাকিবে।

- (২) প্রত্যেক নাগরিকের নিজের বিবেক জ্যুসারে কান্ধ করিবাব এবং জ্ঞানাধারণের শৃত্তা ও নৈতিক জ্যুদ্ধ কুন্ত না করিরা নিকপজ্ঞানে ভাষার নিজের ধর্ম জাচরণ ও প্রচার করিবার স্বাধীনভা থাকিবে।
- (৩) সংখ্যাল সম্প্রদারের এবং বিভিন্ন ভাষাগত এলাকার সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণমালা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।
- (৪) আইনের নিকট ভাতিধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে দ্বী-পূরুষ সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হইবেন।
- (৫) সরকারী চাকুরী, ক্ষমতা বা মর্ব্যাদাসম্পন্ন পদ অথবা কোন ব্যবসার বা বৃত্তি সম্পর্কে জাতি, ধর্ম ও বর্ণাদির বৈহম্য করা হুইবে না।
- (৬) রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অর্থে অথবা ব্যক্তি-বিশেষের অর্থে সাধারণের ব্যবহারাার্থ নিশ্মিত কুপ, পুষ্টিনী, রাজ্পথ, বিভাগর অথবা সাধারণ বিশ্লামাগার প্রভৃতিতে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে।
- (৭) প্রত্যেক নাগরিকের অন্ত রাখিবার ও বহন করিবার অধিকার থাকিবে, তবে এই সম্পাকত নিয়য়্রণ-ব্যবস্থা অনুসারেই উহা রাখিতে হইবে।
- (৮) আইনের বিধান ব্যতীত কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা হইবে না অথবা কাহারো বাড়ী বা সম্পত্তি দখল বা বাজেরাও করা হইবে না।
  - (a) সমস্ক ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিবে।
- (১•) প্রাপ্তবয়ত্ব ব্যক্তিমাত্রেই সর্বজ্ঞনীন ভাবে ভোটাধিকার থাকিবে।
- (১১) রাষ্ট্র বিনাব্যরে বাধ্যভামূলক ভাবে বনিরাদী শিকাদানের ব্যবস্থা করিবে।
- (১২) প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীন ভাবে ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করিতে বা উহার বে কোন স্থানে বসবাস করিতে অথবা যে কোন ব্যবসার বা বৃত্তি অমুসরণ করিতে পারিবেন; আইন অমুসারে বিচার বা রক্ষার ব্যবস্থা ভারতের সর্ব্বত্র সকলের পক্ষেই সমান থাকিবে।

অনুন্তত শ্রেণীর রক্ষা ও উন্নতির সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহারা ক্রত উন্নতি লাভ করিরা জাতীয় জীবনে পূর্ণ জংশ এইণ করিতে পারিবে। উপজাতিসমূহের উন্নতির ব্যবস্থা হইবে এবং তপশীলী শ্রেণীর শিক্ষা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকিবে।

দেড় শত বংসর ধরির। বিদেশী শাসনের ফলে জাতির অগ্রগতির পথ বন্ধ ইয়াছে: কতকগুলি সমস্যা দেখা দিরাছে, অনতিবিল্পে তাহার সমাধান প্ররোজন। দীর্ঘদিনব্যাপী শোবণের ফলে জনসাধারণ ছঃও ও অনশনের বাবে আসিরা পৌছিরাছে। তথু রাজনৈতিক দিকু দিরাই দেশ পরাধীন নর, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এব ধর্মের দিকু দিরাও দেশ অবনতির চরমে পৌছিরাছে। বুর্ঘাকালে দারিঘহীন কর্ম্মুপক্ষ কর্তুক ভারতীয় স্বার্থ-বিরোধী শোবণের কলে এবং অবোগ্য শাসন-ব্যবস্থার জন্ম জনসাধারণের অপেব হুর্গতি

ও শেব পর্যন্ত স্থৃতিক স্টে ইইরাছে। স্বাধীনতা ভিন্ন এই স্কল সম্ভা সমাধানের আর কোন উপায় নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাও বুঝিতে হইবে।

দারিন্ত্রের অভিশাপ দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনধারণের মান कि कतिया छेन्ना कता याव-रेगारे व्यथान नमणा। सनमाधावत्व बरे মন্ত্রনবিধান করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই পথে যে সকল প্রতিবন্ধক তাহা দ্ব করিতে হইবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপন্ধতি এই জন্মই। नित्त. कृषिः मभाक छत्रश्चन वावद्या ও क्याकन्यानकत कार्यापित क्रम দর্মদাই উৎদাহ দেওয়া হইবে। তজ্জ্জ্ব উপযুক্ত পরিকয়না গ্রহণ করা হইবে। মৃষ্টিমের ব্যক্তির হস্তে বাহাতে ধন-সম্পদ না আটক পড়ে ও সমাজ-বিবোধী কারেমী স্বার্থের উদ্ভব বাহাতে না হয় সেই জয় निब-बावज्ञामम् मदकादी निवज्ञांगांधीत्न दाथा उटेरव । यादाव करन স্বাধীন ভারত একটি সমবায়সম্পন্ন কমনওয়েলথে পরিণত হইতে পারে। সেই কারণে প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ, থনিজ সম্পদ্, রেলপথ. थान, नही, छाहासी वावसा ए अन्नान यानवाहन वावसा, मुखा-বিনিমর ব্যবস্থা, ব্যাক্ষিং ও ইনসিওরেশ প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রেৰ দারা পরিচালিত হইবে। দারিন্ত্য ভারতের সর্বত্রে; কিছ উহা বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে তাত্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণ জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে এবং ধনোং-পাদনের অক্সবিধ ব্যবস্থার ভভাব। বুটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ क्रमणः श्रुतीय पिटक वृक्षियाद्यः, जाजात्र कात्रण, जीवनयाश्यनत्र অক্তবিধ পথ ভাহার নিকট কব হইয়া গিয়াছিল। কাজেই ভূমিব সমস্তা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাধ্যের উমতি বিধান করিতে হুইবে: শিল্প-ব্যবস্থার উল্লভি করিতে হইবে; বিধিধ আকারের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ৰাহাতে উহাতে অধিকতৰ সংখাক ভূমি-নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তি জীবিকা অর্জন করিতে পারে। শিল্পোন্নয়নে ও পরিকল্পনায় অবশ্য বেশী মনোবোগ দেওয়া হইবে। তবে উহার জঞ্চ নৃতন করিয়া বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে না। পরিকল্পনা যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তিৰ জীবিকা অৰ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহার জন্ত সর্বাপ্রকার চেষ্টা করা হইবে। ভূমিহীন কুষকের জাবিকা-নির্বাহের সংখ্যান করা হইবে। ভূমি-ব্যবস্থার সংখ্যার অভ্যাবশ্যকীয়। রাষ্ট্র ও কুবকের মধ্যে কোনরূপ তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব রাখা হইবে না। **ज्दर मधायष मादिक ममान धाना मूना (मध्या इट्टर) वाक्तिश्र** ভাবে কৃষকের ভূমির মালিকানা স্বত্ব থাকিবে। সমবায় কৃষি-ব্যবহার পদ্ধন করা হইবে। তবে সকল শুভ প্রচেষ্টাই কুর্কের <del>শব্দির ফলেই সম্ভব হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্জে</del> পরীকাসাপেক সমবার কৃষিপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা বাইতে পারে। বুক্ত সরকারী কুবি-প্রেডিছান প্রদর্শনীর নিমিত্ত ও পরীক্ষার জন্ত বোলা হইবে। ভূমি ও শিল্পোন্নয়নের জন্ম পল্লী ও সহর অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হইবে। অতীতে পরীব অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবহেলা করা হইরাছে। পলীর বার্থকে কুর কৰিবা নগৰ ও সহৰ শ্ৰীবৃদ্ধি লাভ কৰিবে। পলীবাসী ও সহববাসীৰ गर्या त्रम्का चामस्रानद क्रिंश क्या इट्रेट्य। कृषि ও कार्यानार উন্নতি ব্যাপাৰে পদ্মী ও সহর অৰ্থনীতির মধ্যে সমতা আনরন করিতে रहेर्द । स्माम विरापव आलारमहे स्कदन कावचामा आर्थिका कवा

इरेटन ना छेरा मर्सव्यापरगरे ममान रात्त हालन कता हरेटन। छत छेरकर्य द्वाम ना कविया छेशाव क्रहा कवा श्रेट्य। ভावराज्य नहीक्षि ভারতের শিক্ষোম্বরনে যথেষ্ট সহযোগিতা করিবে। তাহার শক্তি বুথা ব্যয়িত হইবে। পরিখা খনন প্রভৃতি ব্যাপারে नमी-किमादनद वित्मय मदनारवान मिएक इटेरव। निरताथकरत्र ও ग्राप्नविद्या निर्वादशकरत्न छेटा প্রবেক্ষন। प्राप्तव वर्षः বিধ উন্নতি এই পথেই সম্ভব। বিজ্ঞান মান্ধবের জীবনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে. ভবিষ্যতেও করিবে। উন্নতি ইহারই উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক প্রেষণা ভাই অত্যাবশ্যকীর। রাষ্ট্র কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থও রক্ষা করিবে। তাহাদের বেডন, বাসভবন প্রভৃতির স্থবন্দোবস্ত করিবে, নিজম ইউনিয়ন গঠনের তাহাদের অধিকার থাকিবে। ইহা **ছাড়া, তাহাদের** বৃদ্ধ বয়স, ব্যাধি প্রভৃতির জন্ম বিশেষ রক্ষা-ব্যবস্থা অবস্থন করা হইবে। পদ্ধীতে ঋণভারে অতীতে বুযুক সমান্ত ধ্বংস হইয়াছে। যদিও সম্প্রতি কয়েক বংসর বিবিধ ব্যবস্থার ফলে উহা **আংশিক হাস** পাইয়াছে, তবু ঋণভাব এখনও বহিয়াছে। উহাকে অবশাই অপসারিত করা হটবে। আও ও জরুরী ব্যবস্থা সমূহ কেবল মুক্ত ও পূর্ব্ব পরিকল্পনামুযারী সম্ভব করা যাইতে পারে। কি**ছ বর্তমান** সরকারের অক্ষমতা ও শাসনকার্য্যে অপট্রথের ফলেই লক লক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ছনীতিয় প্রভাব সর্ব্বত্র পডিরাছে। এই জক্রী প্রশ্ন সম্পর্কে আন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিছে হইবে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কংগ্রেস স্বাধীন বিশ্ব-রাষ্ট্রসভব সঠনের পক্ষপাতী, অবশা যত দিনে উহা সম্ভব হয়। ভারত সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বভাব রাখিতে চাহে, বিশেষ করিয়া স্থদুর প্রাচ্য, দক্ষি<del>ণ পূর্ব</del> এশিয়া, ও পশ্চিম এশিয়ার সহিত সে মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন করিবে। এই সমস্ত দেশের সহিত ভারতের সহস্র বৎসর ধরিয়া বাশিজ্যিক 🗣 সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। কান্দেই স্বাধীনতা পাইলে সে বে ভাহাদের সহিত নৃতন করিয়া সম্পর্ক স্থাপন করিবে ইহা **স্বাভাবিক।** ভারত অহিংস উপায়ে চিবদিন স্বাধীনতা-সংগ্রাম করিয়াছে। বিশ্ব-রাজনীতিতেও সে শাস্তি ও সহযোগিতার পক্ষপা**তী। ভারত অক্তার** পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমর্থন করিবে। কারণ, সা**দ্রান্ত্য**-বাদের বিনাশে ও জনগণের স্বাধীনতার উপরই বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেতে। ১১৪২ সালের ৮ই আগষ্ঠ কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাহার পর উহা ভারতের ইতিহাসে অতি পরিচিত। ভট্যা পড়িয়াছে। উতারই দাবী ও চালেঞ্চ লইয়া কংগ্রেস **আঞ্চ** দণ্ডারমান। ঐ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া এবং উহাকেই সংগ্রাম-ধ্বনিরূপে গ্রহণ কবিয়া কংগ্রেস নির্বাচনে নামিয়াছে। ভাই দেশের সমস্ত ভোটদাতার নিকট কংগ্রেস ভাহার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট-দানের জন্ম আবেদন করিতেছে। আজিকার মুহুর্ত্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ভারী। তাই এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে সকলে ইহার পার্বে আসিয়া পাডান। নির্বাচনে ছোটখাট ব্যাপার গণা করা উচিত নয় : ব্যক্তি বিশেষ কিম্ব। সাম্প্রদায়িক চীৎকার গ্রহণযোগ্য নছে। একমাত্র দেশের বন্ধনমুক্তি ও স্বাধীনতাই আ**ল** স্বর্গবোগ্য। তাহা হইতেই **জনগণের** সকল স্বাধীনতা স্থলভ হইবে। বছবাৰ ভাৰতবাসী স্বাধীনভাব সম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আৰু আবার তাহাই গ্রহণ করিতে ইইবে 😲 লেই সর্বজনবাহিত ভাগদ বহু বার আমালের আহ্বান করিবাছে ই

আৰু আবার ডাইকভেছে ! দিন আসিভেছে, যে দিন আমরা
পূর্বভাবে ইহাতে সাড়া দিব। এই নির্বাচন উহার একটি কুস্ত
পরীকা-ক্ষেত্র মাত্র। বৃহত্তর সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুতি স্কুক্ত হইরাছে।
বাঁহারা ভারতের মৃক্তি ও স্বাধীনতা কামনা করেন, তাঁহারা সাহস
ও শক্তিসহ এই পরীকার সাড়া দিন। আমাদের স্থা-আকাত্তিত
স্বাধীন ভারতের দিকে অগ্রসর হউন।

ইন্তাহারের প্রস্তাবনায় বলা হইরাছে বে, আসর সাধারণ
নির্নাচনের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা। এই
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই অক্তান্ত স্বাধীনতার পথ প্রশন্ত
ইইবে! ভারতের জনসাধারণ ইতিপূর্ব্বে বহু বার মাতৃভূমির শৃত্বন
মোচনের প্রস্তাব প্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃবৃক্ষ পূর্বেব
বহু বার ভারতের জনসাধারণের পক্ষে স্বাধীনতার সম্ব্রবাক্য উচ্চারণ
ক্ষিরাছেন এবং স্বাধীনতা হারপ্রান্তে উপস্থিত বলিয়া ঘোষণা
ক্ষিরাছেন। স্বাধীনতার শেব সংগ্রামের ক্ষান্ত বেলিয়া আনক বার
ভনিরাছে। এইবার ইস্কাহারের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে
জনসাধারণের মনে শুরু একটিমাত্র প্রস্তুই জালিবে।

#### ইস্তাহার ও ইভিহাস

দেশবাসীর মনে আৰু যদি কোন প্রশ্ন কাগে তাহা হইলে এ একটি-মাত্র প্রশাই জাগিবে—"হার, ইস্তাহার ? তুমি কি তর্ ইস্তাহার ? কাগকে লিখা ?" তাছাড়া ইস্তাহারের বিক্লম্ভে বলিবার কাহারও কিছু নাই। কংগ্রেদের শত্রু বাহারা তাঁহারাও এই ইস্তাহারের **ৰিক্তৰে কিছ**ই বলিতে পারিবেন না। কারণ, এই ইস্তাহারের মধ্যে চ্ট্রিপ কোটি ভারতবাদীর দীর্ঘ দিনের কামনা, বাসনা ও বপ্প যেন बोर्ड মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছে। কোটি কোটি মৃঢ়, মান ও মৃক अवराजन कनमायान अहे हेकाहारतन माथा काहि कर्छ जाहारमन मानी, স্তাহাদের অধিকার ঘোষণা কবিয়াছে। সামা, স্বাধীনতা, শান্তি ও প্ৰভৱের বে মন্ত্ৰ এই ইস্তাহারের প্রভাকটি শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, ভাহা দেশবাসীকে অকুবন্ত প্রেরণা দিবে এবং আসর স্বাধীনতা-ক্ষপ্রামে নবশক্তিতে উদ্বাহ্ব করিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইস্তাহার ৰেল তথু মুখের কথার ইস্তাহার না হয়, শব্দ ও প্রতিশব্দের ধ্বনি-অভিষান ছইয়া ইন্ধাহার বেন মহাবোমে বিলীন না হইয়া থায়। কংপ্রেস-নেডবুন্দ নিশ্বরট জানেন, আমাদের এই কমলা-লেবর ভার পুৰিবীতে কত হাজার হাজার ইস্তাহার, মহামৃল্য চাটার, মহাবাণী, वर्गक्रिकां ত বজুকঠের বিবৃতি পথের ধুলার সমাধিস্থ হইয়াছে। ইভাহার ও চার্টারের কত ভাষার স্বপ্ন-প্রাসাদ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের হুপ্ত বোমার আখাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইরা গিয়াছে। আমাদের জাতীয় ক্ষ্যেসের ইন্তাগরের শেব পরিণতি যেন বিশের অধিকাংশ চার্টার ও ইস্বাহারের মতো বাকা-সর্বান্থ না হয়। ভারতের জাতীর কংগ্রেস ইস্কাহারের প্রতিটি অকর কার্যক্ষেত্রে পালন করিয়া যেন প্রমাণ করিয়া জন বে, এ পৃথিবীর প্রভারণা ও অসাযুভার পথ, বাঙ্গা ও মিখ্যার যুণ্য পথ কংগ্রেসের নহে। কংগ্রেসের পথ সত্যের পথ, স্থায়ের পথ।

ভণাপি এই আন্তরিকভা, নিষ্ঠা ও সাধ্তার প্রশ্ন উবাপন করার আন্ধ্র প্রবেজন আছে বলিরাই আমরা করিলাম। অতীতের ভূল-আন্তি, মলন, গতন-ক্রটি হইতে কংগ্রেস শিক্ষালাভ করিবে বলিরাই আহাদের বিধাস। নির্বাচনের পর কংগ্রেসকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রভাবের সন্থীন হইতে হইবে। সেই প্রভাব যদি প্রভাগিত

স্বাধীনভার পরিকরনার অনেক পশ্চাভে পড়িয়া থাকে এবং কংগ্রেসের দাৰী যদি তাহার মধ্যে স্বীকৃত না হয় তাহ। হইলে কংগ্রেস-নেতার। কি করিবেন, তাহা দেশবাসী আজও সঠিক জানিতে পারে নাই। কংগ্রেস-নেতৃবুন্দ সম্প্রতি বলিয়াছেন বে, অদুর ভবিষ্যতে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন করিবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাঁহাদের নাই। বড়লাট ও বাঙ্গালার ছোটলাটের সহিত গান্ধীন্তী ও কংগ্রেস-নেত্রক আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। পুর্বেই অবশ্য 'আপোষ ও আন্দোলন' হুই নীতিই কংগ্রেস গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে: বাজনৈতিক ভাবগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে কংগ্ৰেস "আপোষের" (Policy of Reconciliation) পথেই অঞ্চন হইবে। নির্বাচনের পর যদি কংগ্রেস-নেতারা আপোর-রফাই করেন (মুসলিম লীগকে বয়কট করিয়া, না হাত মিলাইয়া?), ভাহা হইলে "স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের" বে পরিকল্পনা নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে রূপ পাইয়াকে তাহার পরিণাম কি হইবে? ১১৩৬ সালের ফৈব্ৰপুর কংগ্ৰেসে প্ৰস্তাব গহীত হয় এই মৰ্ম্মে বে. ১৯৩৫ সালের "গবৰ্ণমেণ্ট অফ. ইণ্ডিয়া এয়াষ্টে" পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভাবে প্রভ্যাখ্যান করিতেছে: কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করার অর্থ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাস-খাতকতা করা এবং বটিশ সামাজাবাদের আধিপত্য কারেম করা।

"The Congress reiterates its entire rejection of the Government of India Act of 1935 and the constitution that has been imposed on India against the declared will of the people of the country. In the opinion of the congress any co-operation with this constitution is a betrayal of India's struggle for freedom and a strengthening of the hold of British Imperialism..."

(Faispur Congress Resolution, Dec 27 & 28, 1936)

ত্যথের বিষয়, ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে এই বৈপ্লবিক ও তেজম্বী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ১৯৩৭ সালের মার্চ মানেই মন্ত্রিম্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়। তাহার ফলে সে-দিন স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিখাস্ ঘাতকতা করা হইয়াছিল কি না, এবং বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপতা কারেম করিবার পথ স্থাম করা হইয়াছিল কি না, তাহাব বিচার দেশবাসীর করিবার অধিকার আছে কি ? রাজনীতির কি অপূর্বা নিঠ্র পিইলে ! মন্ত্রিম্ব গ্রহণের পর কংগ্রেসের অবস্থা কি ইইয়াছিল? নির্কাচনী-ইস্তাহার তথনও প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সেই ইস্তাহার অস্থ্যায়ী কংগ্রেস-মন্ত্রীরা কি করিয়াছিলেন ? পশ্বিত নেহঙ্কর মুখ হইতেই তাহা শ্রবণ কক্ষন :

"In April 1938 I wrote to Gandhiji expressing my dissatisfaction at the work of the Congess Ministries; They are trying to adapt themselves for too much to the old order and trying to justify it. But all this, bad as it is, might be tolerated. What is warse is that we are losing the high position that we have built up, with so much labour, in the hearts of the people. We are sinking to the level of ordinary politiciens."—(Autobiography: P. 603).

জামাদেরও আশকা এইখানে ও এই কারণে! আদকের বিপ্লবী নেতারা বদি আগামী কল্য মন্ত্রিছের মসনদে বসিরা "ordinary politician"এর অভিনিয় ভবে নামিরা আসেন, তাহা হইলে নির্বাচনী ইস্তাহারের পরিণাম কি ছইবে, এবং আমরাই বা কোথার, কোন্ অকুল সমূদ্রে ভাসিরা বাইব ? তাই বলিতেছি, ইতিহাসের বনে প্রবার্ত্তি না হয় এবং শুধু পটে-লিখা ছবির মতো ইস্তাহার বন শুধু কাগজে-লিখা ইস্তাহারই না হয়। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারত গঠনের পথে কংগ্রেস সভাই বেন আজ জর্যাত্রা করে। ইহাই দেশবাসীর অস্তরের কথা ও কামনা!

# কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবাবলী

গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১১ই ড়িসেম্বর পর্যান্ত কলিকাতায় কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে অহিংস নীতি এবং কমুনিষ্টদের সহন্ধে প্রস্তাব হুইটি উল্লেখযোগ্য। দেশের আভাস্তরীণ আবহাওয়া ক্রভগতিতে যে ভাবে পরিবাত্তিত হইতেছে এবং কংগ্রেসের নাম করিষা এক শ্রেণীর লোক যে-ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর প্রকাশ্যে ভণ্ডামি ও কুৎসা প্রচার করিতেছেন, ভাহাতে কংগ্রেস-নেতৃবুক্ত পুনরায় দুচ্কঠে ঘোষণা কারতে ঃইয়াছে বে, কংগ্রেসের নীতি সম্পূর্ণ অভিংস নীতি। রাষ্ট্রপতি আজাদ আরও পরিষার বরিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এইবারের প্রস্তাবগুলির মধ্যে অহিংস নীতি সম্বন্ধে প্রস্তাবই সর্ববাপেকা গুরুতপূর্ণ। কংগ্রেদের ন'তি ও আদশের বিরোধিতা করার জন্ম কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন নির্বাচিত পদে থাকিতে পারিবে না। সভা হইবার অধিকার হইতে ক্যানিষ্টদের অবশ্য ওয়াকিং কমিটি বঞ্চিত করেন নাই। আমরা ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

# আজাদ হিন্দ কৌজ

১। আইনতগত পক্ষ সমর্থন ছাড়াও আজাদ হিন্দ কোঁজের সৈল্পদের সহক্ষে বছবিধ সমস্পা দেখা দেওয়ার ওয়ার্কি: কমিটি আজাদ হিন্দ কৌজ পক্ষ সমর্থন কমিটি হইতে পৃথক্ একটি কমিটি গঠন করার প্রজ্ঞাব গ্রহণ করেন; এই কমিটি ঐ সব সৈল্পদের গোঁজখবর লইবেন এবং প্রয়োজন মতো তাঁহাদের সাহায্য দিবেন। এই কমিটির নাম হইবে "আজাদ হিন্দ কৌজ অমুসদ্ধান ও সাহায্য কমিটি।" উক্ত কমিটিতে নিমুলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন। আজাদ হিন্দ ফোঁজের বে-সব সৈন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রোপ্রি থবর-সংগ্রহের চেষ্টাও কমিটি করিবেন। নিতাস্ত জক্ষরী ক্ষেত্র ছাড়া গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিরাই সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আআদ হিন্দ ফোল অমুসন্ধান ও সাহাব্য কমিটি তৈ নিম্নলিখিত সদস্যগণ থাকিবেন: (১) সদার ব্যক্তভাই প্যাটেল (চেয়ারম্যান) (২) পণ্ডিত অওহরলাল নেহরু (৩) আচার্য্য রে, বি, রুপালনী (৪) শ্রীবৃত শবংচক্ত বহু (৫) মি: রকি আহমেদ কিলোরাই (৬) মহম্মদ দাউদ গজনবা (২) শ্রীপ্রকাশ (স্কেটারা) (৮) রবুনদান শ্রশ (১) ধ্রশেদ নওরোলা (১০) রাও সাহেব পটবর্ণন (১১) স্বারি প্রতাপ সিং এবং (১২) বোষাই আজাদ হিন্দ ফৌজ কমিটির এক জন প্রতিনিধি।

ইহার। আরও সদস্য লইতে পারিবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যিনি কোষাধ্যক্ষ, তিনিই আজাদ হিন্দ কৌজ পক্ষ সমর্থন এবং অমুসন্ধান ও সাহাব্য কমিটির কোষাধাক্ষ হইবেন।

#### खन ७ मानम

২। ব্রহ্ম ও মালয় কর্ত্বপক্ষ সেখানকার ভারতীয়দের প্রতি ৰে ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সংবাদ গভীর উৎকণ্ঠার সহিত পক্ষ্য অনেককে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ অথবা কারাক্স করা হইয়াছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদও পাওয়া বাইতেছে না এক সংবাদের অভাবে ভারতবর্ষে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্কল উদ্বি হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেশে আথিক অবস্থায় অবনতি এবং খাতাভাব ও এ যাবৎ প্রচলিত মুদ্রা বাতিল হওয়ার দক্ষণ অসামবিক জনসাধারণ অভাবগ্রস্ত ও হঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে অনেক ভারতীয় আছে এবং তাহাদের হর্ভোগ আরও বেশী ছইতেছে: কারণ, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্য বা বক্ষা করিতেছেন না। ফলে তাহাদের অবস্থা রাষ্ট্রাশ্রয়হীন লোক বা গোষ্ঠীর সামিল হইয়াছে, যেন ইহাদের দায়িত্বভার লইবার কেহ নাই। ভারত **গ্যর্থমে**উ বিদেশে অবস্থিত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্ত কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না, অথচ পক্ষসমর্থন ও সাহাধ্য কমিটির প্রতিনিধি এবং নেতৃবৃন্দকে ব্রহ্ম ও মালয়ে গিয়া স্বদেশবাসীদের এই ব্রুকরী প্রয়োজনে সাহায্য দেওয়ার স্থযোগও তাঁহারা দিতেছে না। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্ম ও মালরে গিয়া স্থানকার ভারতীয়নের অবস্থা তদস্ত করিতে পণ্ডিত মণ্ডহরলাল নেহ**মকে** নিযুক্ত করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি এক ও মালরে যে-সব ভারতীর আছেন, তাঁহাদের আপন আপন অঞ্চলে পক্ষসমর্থন ও সাহায্য-কমিটি গঠন করিরা নিজেদের ও সেথানকার হুর্গত স্থাদেশবাসীদের সাহায্যের জন্ম অস্থারাধ জানাইতেছেন। এই কমিটিগুলিকে ভারতে যে কেন্দ্রীর পক্ষসমর্থন কমিটি আছে তাহার সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতা করিছে বলা হইয়াছে।

# আঞ্মান-ই-ওয়াতান

৩। নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বেলুচিছানের **আঞ্মান-ই**ভরাতানের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ওরার্কিং কমিটি তাহাদের নিরূপণ প্রতিনিধি মঞ্চুর করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতিতে ছই জন সদত্য এবং কংগ্রেসের বাৎসবিক অধি েশনে সাত জন প্রতিনিধি।

# অহিংস নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব

অহি স নীতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটি এইরপ:—

"১১৪২ সালের আগষ্ট মাসে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবুন্দের প্রেপ্তারের পর নেতাবিহীন জনগণ নিজেদের হাতেই পরিচালন ভার প্রহণ করে স্তঃস্কৃতভাবে কার্য্য করিতে থাকে। জনগণ বহু ত্যাগ স্বীকার করিরাছে এবং জনেক বীরস্পূর্ণ কার্য্য করিরাছে। কিছু ভাষার্য্য এমনও অনেক কার্য্য করিরাছে বেগুলি অহিসে নীতির পর্য্যারে পড়ে না। প্রতরাং জনগণ যাহাতে ঠিক পথে পরিচালিত হর ভজ্জত কারেসের পক্ষে পুনরাব ইহা দৃঢ় ভাবে জানান প্ররোজন হইরাছে রে, ১৯২০ সালে কংগ্রেস বে অহিসে নীতি গ্রহণ করিরাছে এবং সাধারণের সম্পত্তি আলাইরা দেওরা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেলগাড়ী লাইনচ্যুভ করা এবং ভীতি প্রদর্শন করা অহিংস নীতির পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

ওয়াকিং কমিটি এইরপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, ১৯২০
সালে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বে অহিংস নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল,
ভাহার ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তির ফলে এবং উক্ত প্রস্তাবাহ্যবাহী
কার্য্য করার ফলে ভারতবর্ধ আন্ধ বহু উদ্ধে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে।
ওলাকিং কমিটি আরও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চরকা ইইতে
আরম্ভ করিয়া থাদি-কেন্দ্র পর্যান্ত কংগ্রেসের বাবতীয় গঠনমূলক
কার্য্যবলী অহিংস নীতিরই প্রতীক এবং কংগ্রেসের রাফনৈতিক প্রভৃতি
অভান্ত সর্বপ্রকার কার্য্য বাহাতে গান্ধীজী-বর্ণিত গঠনমূলক কার্য্যবলীর
সহায়ক হইকে পারে, সেইরূপ ভাবে তাহা নিশ্বারণ করিতে ইইবে ।
অনগণ কর্ত্বক ব্যাপক ভাবে গঠনমূলক কার্যপ্রপালী অবঙ্গরন না
করিয়া স্থানীনতা লাভের জন্ত আইন অমান্ত আন্দোলন করা
করারা স্থানীনতা লাভের জন্ত আইন অমান্ত আন্দোলন করা
করাতীত বলিয়া ক্যিটি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

#### আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে প্রস্তাব

শ্রীস্থভাষ্টন্দ্র বন্ধ কর্জ্বক একটি অভ্যতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে বিদেশে আন্তাদ ভিন্দ ফোজ নামে বে স্বাধীন দেনাবাহিনী গঠিত ছইরাছিল, তাহার ত্যাগ, শোধ্যবীর্য, নিয়মানুবর্তিতা, একতা এবং সাহসিকভার কংগ্রেস গর্ব অভ্যুত্তব করে এবং এই ফোজের বে সকল সদক্ষের বিচার হইতেছে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা ও ফোজের ত্মস্থ জনগণকে সাহায়্য করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিছ কংগ্রেস-কর্মিগণ ঘেন ইহা ভূলিয়া না যান যে, এই সমর্থন ও সহায়ুভূতি প্রদর্শনের অর্থ ইহা নহে যে, স্বরাজলাভের জক্ত বে শান্তিপূর্ব ও আইনানুগে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, কংগ্রেস তাহা ছইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

# ব্রহ্ম ও মালয়ন্থিত ভারতবাসীদের সাহায্যদানের প্রস্তাব

ব্ৰহ্ম ও মালবস্থিত ভারতীরগণ থাত, বন্ধ ও চিকিৎসার অভাবে বে কাই পাইতেছে, তাহা নিরসনের জন্ম ওরাকিং কমিটি প্রভাব করিতেছে বে, ভারতীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া আব্দাদ হিন্দ কৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সদশ্যদের চিকিৎসা ও অক্যান্ত প্রকার সাহায্যদানের জন্ম কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক দল চিকিৎসক প্রেরণ করা হউক। এই চিকিৎসক দল সংগঠনের ভার কমিটি ডা: বিধানচন্দ্র রাবের উপর দিয়াছেন। ভিনি আক্রাদ হিন্দ ফৌজ তদস্ক ও সাহায্যদান সমিতির সভাপতি সদার বল্পভভাই প্যাটেলের সহিত প্রামর্শ করিয়া এ সম্পর্কে যথানীয় বাবস্থা করিবেন।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটি পত্র প্রকাশ করা হয়। প্রীযুক্তা কর্মিণী সন্মীপতি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মালর এবং বন্ধদেশে এক কল চিকিৎসক প্রেরণ করিতে অন্ধরোধ করিয়া রাষ্ট্রণভির নিকট উক্ত প্রধানি লিখিয়াছিলেন।

# কলিকাভার ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলীচালনা

কলিকাভায় শোভাষাত্রী ছাত্রদের উপর পুলিসের ওনীচালনা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি নিয়লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিরাছেন :---

হ ১ শে নবেম্বর কলিকাতার ছাত্রদের শোভাষাত্রার উপর ছন্নী-বর্ধনের ফলে এক জন ছাত্রের অমূল্য জীবনের অবসান চইরাছে এবং বছ ছাত্র আহত হইরাছে। ওরাকিং কমিটির অভিমত এই যে, ছাত্রদের শোভাষাত্রার উপর গুলীবর্ষণ ও তৎপরবর্তী ঘটনাবহী সম্পর্কে বালালার গবর্গমেন্ট কর্তৃ ক প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদছের প্রয়োজন। কমিটি তাহাদের এই অভিমতও লিপিবছ করিছেছেন বে, কলিকাতার ছাত্ররা বুলেট-বৃদ্ধীর মধ্যে অবিচলিত থাকিরা অহিংসা-সম্মত সাহসিকতার পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিরাছে।

# জাভায় ভারতীয় দৈশ্য প্রেরণের প্রতিবাদ

ন্ধাভার ভারতীয় সৈক্ত প্রেরণের এবং ডা: স্থকর্ণের অন্ধরোধক্রমে পণ্ডিত হূওহ্বলাল নেচককে ন্ধাভার বাইবার স্থবোগ স্থবিধা দিতে ভারত গ্রবর্ণমেন্টের অসম্মতির প্রতিবাদ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন:—

"ইন্দোনেশিয়াবাসীরা ভাহাদের নক-অর্জিভ গণভন্ন ও স্বাধীনভা রক্ষার জন্ত অবিচল সাহস ও দুচসকল সহকারে বৃটিশ ও ওললাক সৈক্তদের বিৰুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইয়া যাইভেছে, ধ্য়াবিং কমিটি ভাগ প্রশংসা ও সহায়ভতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া-বাসীরা একবাক্যে স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করা সম্বেও তাহাদের দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ওলন্দান্ত সাত্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত জাভা ও ইন্দোনেশিয়ার অন্তান্ত অংশে যে নির্বিচার আক্রমণ করা হইতেছে, এই কমিটি দুঢ়কণ্ঠে তাহার নিন্দা করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দো-চীনে ও অক্সত্র সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রাস্তকে যে কোন স্থান হইতে যে কোন ভাবে সমর্থন করা হউক না কেন, সমগ্র এশিয়ায় ভাহার বিরুদ্ধে ধিকার উলিভ হইবে। এরপ সমর্থন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিঘোষিত আদর্শ ও এশিরার জাতিসমূহের অনস্বীকাৰ্যা অধিকাবের বিরোধী। ইহা ধারা গুধু আন্তর্জাতিক বৃষা পড়ার সম্ভাবনাই নষ্ট হইবে না, কোন ভবিষ্যৎ বিশ্বসভেষ্পও মূলোছেদ क्या रुट्रेट्ट । पुःरथेत विवय, मार्किण युक्तवाड्डे निक्कित्रण व्यवस्त কৰিৱা এই সকল সামাজ্যবাদী আক্রমণকে প্রশ্রহ দিতেছে। ইন্দোনেশীর ও ইন্দো-চীনা জাতীরভাবাদীর 1 সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে বে অপরিসীম ক্ষতি ও হুঃখক্ট ভোগ করিভেছেন, ভক্তর এই কমিটি তাঁহাদের প্রতি আস্তরিক সহামুভূতিসম্পন্ন। কিছ কমিটি ইন্দোনেশীর ও ইন্দো-চীনাদের বিক্লছে ভারতীর সৈল নিরোলিত হুইতে দেখিয়া মান্নাহত হুইয়াছেন। ভারত গ্রাধ্মেন্ট চুইবুডি প্রণোদিত হটরা ভারতীয় সৈত্তদের অপব্যবহার করিতেছেন। কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টের এই কার্যাকে গভীব দুবার চক্ষে দেখিতেছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট পশ্তিত নেহককে ডাঃ কুকর্ণের আমন্ত্রণে জাভার ৰাইবাৰ জন্ত প্ৰবোজনীয় ব্যবস্থা কৰিবা দেন নাই দেখিয়া কমিটি পূৰ্ব হইরাছেন এবং পুনরার এই সংকল্প করিতেছেন বে, ভারতের বর্তমান হুসেহ অসহারতার বস্তু বে রাজনৈতিক ক্রীনভা লারী, সেই বাজনীতিক পৰীনতার অবসান ঘটাইতে হইবে।"

# ক্ষ্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে ক্ষিটির সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস ওয়াকি কমিট নিখিল ভারত বাষ্ট্রীয় সমিতি হইতে কয়েক জন কমানিষ্ট সদস্যকে বহিন্ধত ক্রিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন নির্বাচনমূলক পদে কোন কম্যানিষ্ট যাহাতে থাকিতে না পারেন, তজ্জন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে নিদেশ দেওয়া হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াকিং কমিটির পুণা অধিবেশনে ক্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে রিপোট দাখিলের জক্ত একটি সাব-কামটি নিয়োগ করা হুইয়াছিল। মঙ্গলবারের সেই সাব-কামটির রিপোট সম্বন্ধে বিবেচনার পর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাব-কমিট তাঁহাদের বিপোটে বলেন, নিাথল ভারত কংগ্রেস কমিটির কম্যুনিষ্ট সদস্থাপ তাহাদের গত তিন বংসরের কৃতকাষ্যের জন্ত অম্বতাপ প্রকাশ করে নাই। বহু কাল ধরিয়া কংগ্রেস নীতে ও কম্মুপদ্ধাতর বিরোধিতা করাই কম্যুনিষ্টদের নীতি। তাহারা এমন ভাবে বিরোধিতা করিতছে বে, কংগ্রেসের মধ্যাদা নষ্ট করাই তাহাদের লক্ষ্য। স্থতরাং কংগ্রেসের আলোচনান্পক কোন কামিটিতে তাহাাদগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। স্থতবাং কমিটি ক্যুনিষ্টাদগকে কংগ্রেসের কোন কাষ্যকরী কমিটিতে গ্রহণের বিরোধী এবং নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোন কোন কম্যুনিষ্ট সদস্যকে বহিছারের পক্ষেমত প্রকাশ কারতেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি উহা অনুমোদন করিয়া এই সম্পর্কে এক ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

# মঞ্চাধ্যক্ষ বডলাটের প্রস্তাবনা

প্রতি বৎসর বড়লাট একবার এাদ্যোসিয়েটেড চেম্বার অফ্
কমার্সের সভার বড়ুত: দেন এবং সেই বড়ুতা প্রসঙ্গে দেশের হালচাল,
বা ভাববাৎ বালয়া যদি কিছু থাকে তাহার প্রাত ইলিত করেন।
দেশের নানাবিধ সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে কিছু আভারও
তাঁহার বজুতার মধ্যে পাওরা যায়। এ-বৎসরও বড়লাট লর্ড ওয়েভেল
তাঁহার বাৎসারিক "চেম্বারা বজুতার" মধ্যে নিয়য়ণ ও তুনীতি,
সাধারণ খাত্ত-ব্যবস্থা, কয়লা, বস্ত্রাভাব, ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সৈত্র
নিয়োগ, যুদ্ধোভর পরিকল্পনা, বাণিজ্যিক নিরাপতা প্রভৃতি বিবিধ
ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। কিছু তাঁহার
বজুতার মধ্যে সর্ব্বাপেকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি প্রথমেই কোন রকম ভণিতা না করিয়া
বিলয়া দিয়াছেন:

"Quit India will not act as the magic sesame, which opened Ali Baba's cave, nor will the problem be solved by violence, since disorder and violence are the things that may check the pace of India's progress."

(Viceroy's Speech at the Associated Chambers of Commerce, on Dec. 10, 1945)

অর্থাৎ "চিচি: কাঁকু" ধ্বনির মতো "ভারত ছাঙো" ধ্বনি কবিলেই ধাধীনতার সিংহ্বার খুলিরা বাইবে না। হিংসা অথবা বিশুখলার

ছারাও ভারতীয় সমস্ভার সমাধান করা ষাইবে না। ইহা বঙ্গাট লর্ড ওয়েভেলের বক্তব্য। বড়লাট বলিয়াছেন: "অামি এক জন পুরাতন সৈনিক। বিগ্রহ ও বক্তপাতের বিভীবিকা আমি জানি। সে-পথ আমাদের পরিহার করিতে হইবে এবং আমরা ভাচা পরিহার করিতেও পারি। পরস্পারের মধ্যে আমাদের মতৈকা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" কথা হইতেছে, কি ভাবে এই মতৈকা প্রতি**ন্তিত** হইবে ? সে-সম্বন্ধে লর্ড ওয়েভেল যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও উপভোগা। ভারতের <del>ও</del>ভাক:ত্র্মী ওয়েভে**ল সাহেব বলেন:** "বিভিন্ন দলকে এক-মত হইয়া ভারত সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে হইবে। এই দলগুলির মধ্যে ভারতের স্বরপ্রধান রাজনৈতিক দল কংক্রেস আছে, সংখ্যাল্যিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ আছে এবং তাহাদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখনোগ্য, দেশীয় রাজ্যের নুপতিবৃদ্ধ আছেন, স্বয়ং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও আছেন। সকলেই চান ভারত স্বাধীন হোক, ভারত উন্নাত কককু। সকল দল এক মত হইলে এমন কোন সমাধান যে সম্ভব ইহা আমি বিশাস করি। ওভেছা: অবিবেচনা ও সাঠফুতা সহকারে অগ্রসর হইলে এই দিক দিয়া কোন অস্ত্রবিধা হইবে বাল্যা আমার মনে হয় না। আজ আমরা এক করুণান্ত পারণতির সম্মুখীন হইয়াছি! আগামী বংসর যে আলোচনা আবস্থ হইবে তাহা যাদ জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিবোধ দ্বারা ব্যাহত হয়, যদি দেই অবস্থায় বলপ্রয়োগ নীতির উদ্ভব হয়, ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে তাহা থবই মখ্যাস্তিক হইবে। • • আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, বুটিশ গ্রণমেণ্ট ও ভাহাদের প্রতিনিধিরূপে আমি ভারতের শাসনভন্ত রচনা করিতে, শাসনভন্ত রচনাকালে কেন্দ্রায় গ্র্ণমেন্ট গঠনে স্বাদলের মতিকা প্রতিষ্ঠা করিতে ঘথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বুটিশ গ্রব্মেন্টও এই সম্পর্কে ইহাই বালয়াছেন ৷…" অতঃপর উপসংহারে আমাদের মঙ্গলাকাভ্য্যী সৈনেক বডলাট সাক বলিয়া দিয়াছেন:

"I repeat that it is our earnest wish and endeavour to give India freedom but we cannot and will not abandon our responsibilities without bringing about some reasonable seatlement." (Italies \*(NICMA))

"আমি আবার বলিতোছ, ভারতকে স্বাধনতা দেওয়াই আমাদের
একাস্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা। কিন্তু কোন সম্ভোধজনক সমাধান ব্যতীত
আমরা ভারতের দায়িও ত্যাগ করিতে পারি না এবং ত্যাগ আমরা
করিবও না।"

ভয়েভেল, সাহেব সমাধানের যে পথ বাত,লাইয়া দিয়াছেন তাহা
সনাতন পথ। তাহাতে নৃতনত্ব কিছুই নাই। স্বাধানতা লাভ
কারতে হইলে চারটি দলের মধ্যে মামাংসার প্রয়োজন। প্রথম দল
হইল কংগ্রেস, তার পর বোধ হয় খিতায় দল মুসলিম লাগ (মুসলিমদের
প্রতিনিধি), তৃতীয় দল দেশীয় নুপতিবৃন্দ এবং চতুর্থ দল স্বয়ং বৃটিশ
গ্রন্থমেন্ট। ইহাদের মধ্যে ধদি মুসলিম লাগকেও বাদ দেওয়া বায়
ভাহা হইলেও দেশীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ এবং বৃটিশ গ্রন্থমেন্ট, এই
হুইটি দল থাকেন, অর্থাৎ একটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় ভক্ত,
আর একটি স্বয়ং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এথানেও আধাআধি ভাগ
হুইয়াছে দেখা বাইতেছে।

कः दिश्रम + नाश = दिन्मीय नाजा + वृद्धिम शनर्गदमण्डे

কিন্তু শেষ পর্যান্ত এই "balance of power"ও আলোচনার সময় বজায় থাকিবে না বলিয়া মনে হয়। কারণ, নীল



ক্ষােভ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে স্বাধীনতার জন্ত লড়াই করিবে। প্রতরাং বিনাৰ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, চারটি দলের মধ্যে হুইটি দল করিয়ালাবাদের পক্ষে, আর ছুইটি দল বিপক্ষে, তাহার মধ্যে লাগ অন্ধের করেল করেরা দেখা বাইতেছে যে, চারটি দলের মধ্যে লাগ অন্ধের করেল করেরদ-বিরোধী হইয়া হয়ত নিরপেক্ষ থাকিবে। তাহা হইলে আপোব-আলোচনার অথবা মীমাংসার ফল হইবে এই যে, কংগ্রেস বৃটিশ সামাভাবাদের নিকট ৩—১ ভোটে হারিয়া যাইবে। আর তাহা না হৈলে কংগ্রেসকে প্রথমে লীগের সহিত করমদন করিতে হইবে, এবং তার পর সামাভাবাদ ও তাহার অনুচরদের নিকট আত্মসর্মণ করিতে হইবে, এবং তার পর সামাভাবাদ ও তাহার অনুচরদের নিকট আত্মসর্মণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর বিতীয় কোন পথ নাই। অর্থাৎ হর ক্ষােমামা, না হয় ভাগেপাহ-আলোচনা" ওরফে ভাগাসমর্মণ"। বােঘাইয়ে নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস নেতারা অবশ্য "Policy of Negotiation and Conciliation" এর কথাও প্রেইই বলিয়া রাথিয়াছেন। অতঃপর কি ?

# কংগ্রেস অভিনেতাদের রিহার্সাল ?

অতঃপর যাহ। ঘটিরাছে তাহা হইতেই আমরা বিচার করিতে পারিব, কংগ্রেস কোন পথে অগ্রসর হইতেছে ?

বে দিন পর্ড ওয়েভেপ্ "এাসোসিয়েটেড চেম্বার্গ অফ্ কমার্স-এ"
বক্ষুতা দেন, সেই দিনই (১০ই ডিসেম্বর, সোমবার ) অপরার সাড়ে ৬
কটিকার কলিকাতায় গবর্গমেন্ট হাউসে গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার হয়।
লাটভবনে গান্ধীকী প্রায় হই ঘন্টা দশ মিনিট ছিলেন, কিন্তু ৫০
কিনিট তাঁহার সহিত বড়লাটের আলাপ-আলোচনা হয়। তার পর
কিরিয়া আসিবার সময় গবর্গমেন্ট হাউসের বাহিরে সমবেত জনতাকে
সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন; "আমি আপনাদের তথা দেশের সেবা
করিবার জক্কই এখানে আসিয়াছি। আমি সকলকে শৃত্যলামুগ
ক্ইতে অমুরোধ করিতেছি। ভারত অতীতে শান্ধির বাণী বহন
করিয়াছে। শান্তি ও শৃত্যলার মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা লাভ সক্তবপর।"
আভর্ব্য! প্রদিন সোদপ্রে প্রার্থনা-সভাতেও গান্ধীকী এই একই বাণী
দিয়া লাটভবন অভিমুধ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন।

এই বাণীর সহিত "ভাবত ছাড়োঁ", "এশিয়া ছাড়োঁ", "আগষ্ট আন্দোলনের বীর্থ" ব্যক্ষক বন্ধুতার তুলনা করিলে কি মনে হয় ? শান্ধি ও শৃঞ্জার মধ্য দিয়াই যদি স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হয় তাহা ছইলে এত অগ্নিবাণীর প্রয়োজন কি ? এইখানেই শেব নয়, ব্যাপারটি আরও অনেক গৃঢ় বলিয়াই মনে হয় । ঘটনা-পারম্পর্য্য এইখানে বিশেষ আবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ! ১০ই ডিসেম্বর গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাংকারের পর ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেব দিনের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, য়ে, প্রস্তাবিটিকে রাষ্ট্রপতি আজাদ নিজেই বলিয়াছেন "the most important resolution on the Congress creed of non-violence"—অহিসে নীতির প্রস্তাব পূন্র্যোবিত ও গৃহীত হয় । স্বয়ং গান্ধী এই প্রস্তাবের রচয়িতা । প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমেই বলা হয় :

"After the arrest of the principal Congressmen in August 1942, the unguided masses took the reins in their own hands and acted almost spontaneously. If many acts of heroism and sacrifice are to their credit, there were acts done which could not be included in non-violence. It is, therefore, necessary for the Work-

ing Committee to affirm for the guidance of all concerned that the policy of non-violence adopted in 1920 by the Congress continues unabated, and that such non-violence does not include burning of public property, cutting of telegraph wires, derailing trains and intimidation."

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেব হইবার অব্যবহিত পরেই সাংবাদিকদের একটি বৈঠকে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অহিংস নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবটিকে সর্বাপেকা গুরুত্পূর্ব প্রস্তাব বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন:

"১১৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পর জনসাধারণের মনে এইরপ ধারণা হইয়াছে যে, দেশবাসীর, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসকর্দ্মীদের কংগ্রেসের অহিংসনীতি তেমন বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করিবার প্রয়োজন আর নাই। জনসাধারণ ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহাদিগকে কঠোর ভাবে অহিংসনীতি আব অনুসরণ করিতে হইবে না। কিছ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভাস্ত। এই ভাস্ত ধারণা দ্ব করার জন্মই ওয়ার্কিং কমিটিতে অহিংসার আদশের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ কয়া হইয়াছে।"

অতঃপর রাষ্ট্রপতি বলেন, "অহিংসার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতীয় জাতীয়বাহিনী সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইরাছে। জাতীয় বাহিনীর সদস্তদের প্রতি আমাদের সমর্থন ও সহাত্ত্তি প্রদর্শনের অর্থ এই নহে যে কংগ্রেস অহিংসনীতি হইতে সরিয়া দাঁডাইয়াছে।"

বড়লাটের বক্তৃতার পরবর্তী ঘটনা হিসাবে যদি এইগুলি ঘটিরা থাকে তাহা হইলে সকলেই অতি সহজে, সরল পাটিগণিতের স্ত্র অমুযারী অন্ধ করিয়াই বলিয়া দিতে পারিবেন, কংগ্রেস রাজনীতি কো,ন পথে অগ্রসর হইতেছে ? "আগপ্ত আন্দোলন" ও "জাতীয় বাহিনীর" বীরত্বকে একমাত্র পুঁজি করিয়া কংগ্রেস-নেতারা নির্বাচনী বৈপ্লবিক বক্তৃতা দিতেছেন, কিন্তু হায় ! তাঁহারা আজ্পুও "আগপ্ত আন্দোলনের" দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না, এবং তাহার নাঁতিকেও কংগ্রেস-বিরোধী নীতি বলিলেন । জাতীয় বাহিনীর প্রতি সহামুত্তি দেখাইলেন, অথচ তাহাদের নীতি ও কার্য্য-কলাপ সমর্থন করিলেন না। এদিকে কিন্তু তাই বলিয়া বক্তৃতার বিরাম নাই । গরম বক্তৃতার চোটে জনসাধারণও গরম হইরা উঠিতেছিল, তাই লড় ওয়েভেল পরিষার একটি ধমক দিয়া দিলেন, আমাদের নেতৃর্জ্ব তাহা বেমালুম হজম করিলেন এবং তাহার বিশ্বাদের জক্ত অহিংস নীতির প্রস্তাব পর্যান্ত পুনরায় গ্রহণ করিলেন ।

আমরা ভাবিতেছি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন শেষ হইতে না হইতেই 'Policy of negotiation and conciliation' এই পর্যান্ত পৌছিয়াছে। প্রাদেশিক নির্বাচন পর্যান্ত কত দূর পৌছিবে কে জানে ? এবং নির্বাচন শেষ হইবার পর বান্তবিক্ট কি নেতৃবৃন্দ কদম, কদম, দিল্লী চলিবেন ?

ভারতবাসী আৰু স্বাধীনতা চাহে। তাহার ক্ষ্ম তাহার। সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। কংগ্রেসের আহ্বানের ক্ষম তাহারা অপেকা করিতেছে। নির্মানের স্বপ্ন-ভঙ্গের মতো তাহারা সব ভাগিয়া-চুবিদ্বা-ঠেলিয়া-ফেলিয়া ছুটিয়া আসিবে, একমাত্র কংগ্রেসের আহ্বানে। তাহারা আপোবের কপট সংগ্রাম ও বুলি চাহে না। ভাহার। চার আসল সংগ্রাম, স্বাধীনভার সংগ্রাম। বড়লাট লর্ড ওয়েভেল্ মঞ্চাধ্যক্ষপে প্রস্তাবনা পাঠ কন্ধন এবং দেশের নেতৃবৃন্ধ অভিনেভারপে সিমলা অথবা দিল্লীর রন্ধমঞ্চে স্বাধীনভার বিহাস লি দিন, ইহা আজ কোন ভারতবাসীই চাহে না। ভারতবাসী আজ পূর্ণ স্বাধীনভা চায়, ভাহার জন্য সর্বব্ধ পণ করিয়া সংগ্রাম করিতে চায়।

# ভবিশ্যতের পথ-প্রদর্শক ছাত্রসমাজ

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী দিবস উপলক্ষে কলিকাতার ছাত্রেরা গত ২ ১শে নভেম্বর ওয়েলিটেন স্কোয়ারে সভা করে। সভার পর ছাত্ররা শোভাষাত্রা সহকারে ধশ্বতলা ষ্ট্রীট দিয়া এসপ্লানেড অভিনুখে যাত্রা করে। সেখানে ছাত্রদের গতিরোধ করিয়া তাহাদের উপর পুলিশ লাঠির খেল দেখায়। পুলিশের বিক্রম তাহাতেই শেষ হইয়া যায় না। ছাত্ররা ডালহোসি স্বোয়ারে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু উঠা "নিষিদ্ধ এলাকা" বলিয়া ভাহাদের যাইতে দেওয়া হয় না। ছাত্ররা চুপ করিয়া পথের উপর বসিরা থাকে। কোন প্রকার অসহিষ্ণুতা ও উচ্চ, অলতার পরিচয় তাহারা দেয় নাই। হঠাৎ অখারোহী পুলিশের আবির্ভাবে গগুগোলের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলী চলিতে থাকে। বাহির হইতে উন্মন্ত জনতা ইট-পাটকেল নিম্পেপ ৰে করে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সহিত নীরবে উপবিষ্ট ছাত্রদের কোন সম্পর্ক ছিল না। পুলিশ একটি অজুহাত খুঁজিতেছিল মাত্র এবং সেই অজুহাত তাহারাই স্থাই করে। শান্তিপ্রিয়, নিরম্ভ ছাত্রদের উপর পূলিশ নির্ম্মভাবে গুলীবর্ষণ করে। কয়েক জন নিহত, এবং অনেকেই আহত হন। আজও আহতদের মধ্যে অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে বহিয়াছেন। কয়েক জন সম্প্রতি মারাও গিয়াছেন। গুলীর ক্লেব এখনও মিটিয়া যায় নাই।

পুলিশের জুলুম, গুলী ও ছম্কির সম্মুথে ছাত্ররা শাস্ত ও সংযত-ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল দেশের নেতাদের নির্দেশের জন্ম। শ্রীযুক্ত শবংচন্দ্র বস্থকে তাহারা ঘটনাম্বলে উপস্থিত হইবার জন্ম কয়েক বার অনুবোধ করিয়া পাঠায়। কিন্তু শর্বৎ বাবু উপস্থিত তো হন নাই, উপরম্ভ এমন একটি বাণী দিয়াছিলেন, যাহা পাঠ করিয়া বে কোন স্বদেশবংসল, আত্মমর্য্যাদা-বোধ-সম্পন্ন যুবক অপুমানিত বোধ করিবে। শরং বাবু বলিয়া পাঠান: "ছাত্রগণ! তোমরা আমার অবাধ্য হইয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। তোমাদের আমি শাস্তভাবে ঘরে ফিরিয়া ষাইতে অফুরোধ করিয়াছিলাম, তোমরা শোন নাই। ভোমরা বাহিরের একদল বড়য়মকারীর প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া, আমার অবাধ্য হইয়া, উচ্ছু, খল আচরণ করিয়াছ। এথনও আমি বলিতেছি তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।" তু:খের বিষয় ছাত্ররা শবৎ বাবুর ষ্মৃদ্য বাণীতে কর্ণপাত করে নাই। তাহারা ঐ বাণী প্রত্যাখ্যান করিয়া সমূচিত উত্তর দিয়াছিল। ছাত্ররা শান্তশিষ্ঠ, স্থবোধ বালকের মতো পুলিশের গুলী হজম করিয়া, শাসকদের ছম্কি হজম করিয়া ব্বে ফিরিয়া যায় নাই। সারারাত্র তাহারা একভাবে, শাস্ত হইয়া বসিয়া থাকে। বুহস্পতিবার গুলীচালনার প্রতিবাদে ট্রাম, বাস, টান্ত্রি ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট ঘোষণা করে। পরে বি<sup>ক্রিক</sup> কারধানার ও ইউনিয়নে শ্রমিকেরাও ছাত্রদের প্রতি সহায়ুভৃতি দেখাইয়া ধর্মঘট করে। কলিকাভার লোকান-গাট, ছুল-কলেজ, অফিস-

আনালভ সব বন্ধ হইয়া বায়। চারিদিকে উন্মন্ত, ক্ষিপ্ত জনতা ক্ষে
আক আকোশে ও অপমানে গর্জ্জন করিতে থাকে। ওয়েলিটেন
ছোরারে কংগ্রেস, লীগ, কম্যুনিষ্ট, মহাসভা, খাকসার প্রভৃতি সকল
দলের ছাত্ররা সকল রকমের পতাকা লইয়া সমবেত হয়। বুকের
বক্ত দিয়া বালালার যুবসমাজ এক বিরাট গণ-সংহতির বনিয়াদ গঠন
করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের উন্ধৃত্য ও অভ্যানেরের বিক্লব্ধে
সকলে এক্যবদ্ধ হয়। ভবিষ্যৎ ভারতের সংগ্রামের প্রথানির্দেশ
ছাত্ররাই দেয়। এই সর্বন্দলীয় এক্য ও বিরাট গণসংহতির সন্মুখে
শাসকের "নিবিদ্ধ এলাকার" পুলিশী প্রাচীর ভাডিয়া যায়। ছাত্ররা
সমবেত কণ্ঠে জয়ধনি করিতে করিতে নিবিদ্ধ এলাকা ভালহোসীর
দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদের এই জয় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের
ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

এই যে বিরাট ঐক্য ও সংহতি ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়া গছিয়া তুলিতেছিল, ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্ম একশ্রেণীর নেতা অত্যত্ত সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কর্মই অক্সতম। শরৎবাব শুধু বাণা ও বিরুতি দিয়া এত বড় একটি ঘটনাকে দলীর রাজনীতির সন্ধীপভার মধ্যে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থােগে তিনি তাঁহার ক্য়ানিষ্ট-বিরোধী জেহাদের "V-day" (বিজয় দিবস) ঘোষণা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। বিরুতিতে ভাত না হইয়া শরৎবাব শ্রীরামপুর হাওড়ার জনসভায় শুষ্ট করিয়া বিলয়া-ছিলেন: "য়্রীমের ক্যাুনিষ্ট যদি বাধা না দিত, তাহা হইলে যুবকেরা কংগ্রেসক্রমী হিসাবে আমার আদেশ মাক্স করিত এবং বাড়ী চলিয়া যাইত— একটি প্রাণও নষ্ট হইত না। যুবকদের প্রাণেরত যে মুল্য আছে, ক্যাুনিষ্ট নেতাবা ভাহা মনে কংকন না।"

দলগত রাজনীতির নীচতা আমরা এ-দেশে যথেষ্ট দেখিরাছি।
সেই গোপন সন্ত্রাসবাদী বাজনীতির মুগ হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন
পর্য্যন্ত আমবা প্রত্যেক বারই লক্ষ্য করিয়াছে যে, প্রত্যেক দল তাহার
বিরোধী দলের লোককে "ল্পাই" বলিয়া রটনা করে। ইহা অভি
পুরাতন অপকোশল। কিন্ত এতদ্র বিসদৃশ বাড়াবাড়িও মাডামাডি
বোধ হয় শরৎবাবু ও তাঁহার পুত্র অমিয় বস্তব পূর্বের আর কেহই
করেন নাই। ইতিহাসে দলীয় রাজনীতির এরপ দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই
বিরল।

রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহক, প্যাটেলপ্রমুথ নেতৃবুলের
নিকট শবংবাবৃ তাঁহায় নিকের বিবরণ ও ভাষ্য-সম্বলিত "আনন্ধবাজার" "হিন্দুছান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বোধ হয় পাঠাইয়া দেন ৷ দূর হইতে
সকলেই শবং বাবুর ভাষ্যে বিশাস করেন এবং তাঁহাকেই সমর্থন
করিয়াই বাণী পাঠান ! শবং বাবুর নিকট রাষ্ট্রপতি আজাদ এই
মর্মে একটি বাণী প্রেরণ করেন :

"কলিকাতার শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্ম আমি সত্যই বিশেষ দুঃখিত। এই ঘটনার মধ্যে আমি তাহাদের হস্তক্ষেপের নিশ্মিত চিল্লু দেখিতেছি বাহারা কংগ্রেসের পথে বিশ্ব ঘটাইতে চাহে। বাহাতে এই প্রকার দায়িছহীন শোভাষাত্রা আর না হর এবং যথাসম্ভব শীক্ষ শান্তির স্বাভাষিক অবস্থা দেখা দেয় ভাহার জন্ম তেটা কক্ষন"।

(শরৎচন্দ্রের নিকট ২৫শে নভেম্বর তারিথে লিখিত রাষ্ট্রপতি আজাদের পত্র—২৮শে নভেম্বর প্রকাশিত )

কিছ 'ধৰ্ম্মের কল বাভাসে নড়ে' বলিয়া একটি লোকপ্রবাদ

আছে। মৌলান। আদাদ শবং বাবৰ বিকৃত বিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়ারে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার পর, ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজে ওচন্ত করিয়া, তিনি প্রত্যাব্যান করিয়াছেন। প্রত্যিত নেহকও ছাত্রদের কার্য্য-কলাপ সর্বাস্ত:করণে সমর্থন করিয়া ক্ষুতা ও বিবৃতি দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদের বিবৃতি এখানে বিশেব ভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেক দেশবাসীর উহা পাঠ করা উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন:

দ্বালাপত্রের বিপোর্ট পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম বে,
ছাত্রগণ নেতৃর্কের নিজেশ অমান্ত করিয়াছে। এইরপ করিয়া ছাত্ররা
ছুল করিয়াছে বলিয়াই আমার ধাংণা ইইয়াছিল, বিন্ধু এখানে আসিয়া
ছাল ভাবে সমস্ত ব্যাপার ভদক্ষ করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি বে,
ছালামাব প্রথম দিনে ছাত্রদেব আচবণ সম্পূর্ণ যু'ক্তেস্কত ই ইইয়াছিল।
লারিভনীল নেতৃর্ক্ষ যদি যথাসময়ে ঘটনাস্থাল উপস্থিত ইইয়া উপযুক্ত
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন ভাহা ইইলে ছাত্রগণ যে নেতৃর্কের নির্দেশ
পালন করিত, তাহাব প্রমাণ ব্যেপ্তই আছে। কিন্ধু যাহা দেখা বায়
ছাহাতে মনে হয়, নেতৃর্ক্ষ যথাসময়ে ঘটনাস্থালে উপস্থিত ইন নাই।
ছাত্রগণ যে ঠিক পদ্বাই অবলম্বন করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্ধেই
নাই। প্লিশের কার্য্য কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। গুলীবর্ষদের ফলেই যে জনতা উত্তেজিত ইইয়াছিল এ-কথা জোর দিয়াই
লামি বলিতে পারি। উত্তেজিত ইইয়াছিল এ-কথা জোর দিয়াই
লামি বলিতে পারি। উত্তেজিত ইল্ডাইয়ার জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী।
( ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ )

**"নেতৃবৃন্দ"** বলিতে রাষ্ট্রপতি আজাদ কাচার কথা বলিতেছেন ভাহা স্পষ্টট বুঝা যায়, কারণ, একমাত্র শরৎ বাবু ভিন্ন কংগ্রেসেব প্রায় স্কল নেতাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। "সংবাদপত্তের রিপোর্ট" বলিতে কোন সংবাদপত্তের প্রতি মৌলানা সাহেব ইঙ্গিত করিয়াছেন ভাষাও স্পষ্ট বুঝা যায়। কাবণ, "আনন্দবাজার" ও "তিন্দুসান ষ্ট্যাপ্তার্ড" ভিন্ন আর কোন সংবাদপত্রই শরং বাবুব ভাষ্য ও মিখ্যা অপব্যাখ্যা ফলাও কবিয়া প্রকাশ কবে নাই এবং আর কোন সংবাদ-পত্রে মিথা। ও বিকৃত সংবাদ দলগত স্বার্থে পরিবেশন করা হয় নাই। স্ত্যু কথনও দীর্গ দিন চাপা থাকে না। দলীয় রাজনীতিব হীন ও মিথ্যা অপপ্রচাবের যে জয় হয় না, তাহা রাষ্ট্রপতি আজাদের পূর্বেনাদ্ধত বিবৃতি হইতেই প্রমাণ হইয়া যায়। অতঃপর আমাদের দেশবাসী এই জাতীয় মিখ্যা অপপ্রচাব ও দলীয় বাজনীতির বিবাক্ত প্রভাব সম্বন্ধে সাবধান হইবেন বলিয়াই মনে হয়। শহীদ বীর ছাত্রদের অমর কীর্ত্তিও স্মৃতি উদ্দেশে প্রস্থা নিবেদন করিয়া আমরা কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের ভাষায় বাঙ্গালার যুবক ও ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন ৰানাইতেছি:

দেখেছি কিশোর ছেলে স্ববহেলে প্রাণ দিরে গেল দলে দলে মৃত্যু ভূলে কচিমুখে বিফোভের আগুনের আলা শহীদের রক্তচালা রাজপথে নির্ভীক উদ্ধাম, মুগ মুগ লাঞ্চনার হুণ্য স্থপমান ছুল ও ঐক্যের বলে পদত্লে দেখেছি দলিতে। দেখেছি উদ্ধতশির মৃত্যুক্ত্রী নিরন্ধ বাহিনী হৃদরে ছুর্জ র প্রশ মুখে ছুলাহন দেখেতি সহস্ৰপীৰ্য মুক্তিকামী ছাত্ৰ-স্পানান্ দেখেতি বিমুগ্ধ চোখে মনে মনে কৰেছি প্ৰণাম মমো নমো ছাত্ৰ-ভগবান।

দেখেছি শিশুর মৃত্যু অগ্নিবরী বন্দুকের মুখে বন্ধে ভাসে নারারণ—নীল ঠোটে স্তব্ধ অভিশাপ অণুষ্ট পাণ্ডুৰ দেহে বীৰ্য্যবান্ কিশোৰ দ্বীচি রেখে গেছে কচি হাড় কোভের পাহাড় দিকে দিকে লাঞ্চিত জাতির বৃকে বুকে ভূলে ঘৃণা দলাদলি সাম্প্রদায়িকভা স্বাধীনতামন্ত্ৰপুত হজ'র একতা— রেখে গেল নগরীর ক্ষুর বকে ছাত্র-ভগবান। অদৃশা ক্ষতেব মতো কোটি বকে নিৰ্ববাৰু ষম্মণা-মন্ত্রে পেল রূপান্তর অগ্নিগর্ভ প্রাণের মন্ত্রণা গানে গানে আগ্নেয় উদাম বিজয়ী অনস্থনাগ গেয়ে গেল জীবনের গান ! কবিৰ প্ৰণাম নাও আবার আবার গাও ত্তর্ম ঐক্যের ছন্দে হে বাংলার ছাত্র-ভগবান্।" (ছান-ভগবান্—বিমলচক্র বোষ)

# তমলুক ও কাঁথিতে সাম্লাজ্যবাদী বৰ্ধরতার কাহিনী

১১৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় সরকারী দমননীতির যে সমস্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি ভাহা সংবাদপত্তে প্রকাশের জন্ত **দেন। গত ২ • শে নভেম্বর তমলুক মহকুমার এবং গত ১৭ই ডি'সম্বর** কাঁথি মহকুমার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইষাছে। নর-নারী-শিক্তর উপর নির্ম্ম গুলী ও বোমাবর্ষণ, লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি লুঠভরাক্ত, নারীদের উপর পাশবিক অভ্যাচার গৃহদাহ, **অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি** বর্ম্বর সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যকলাপের কাহিনীতে এ<sup>ই</sup> রিপোর্টের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কোন সভা মানুষের পক্ষে <sup>দৈর্ঘ্</sup>য ধ**িয়া** এই রিপোর্ট পাঠ করা সম্ভব নঙে। ইয়োরোপের ফা<sup>শিষ্ট</sup> বর্ববভার সহিত ভারতের এই সাম্রাজ্যবাদী বর্ববতার কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু এই পাশবিক বর্বব্যতা ও অভ্যাচার উপেক্ষা করিয়া তমলুক ও কাঁথি মুচকুমার জনসাধারণের বে ব্যাপক গণ-অভ্যাপানের ইতিহাস জানা গিয়াছে ভাহা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে যুগ-বুগাস্তরের জ্বন্ধ এক অমর অধায়ে অধিকার করিয়া থাকিবে। বিকৃত্ ও জাগ্রত জনসাধারণ নানাস্থানে যাবতীয় অকথ্য নির্ধাতিন বুক পাতিয়া সহু করিয়া সামগ্রিকভাবে সরকারী শাসন-বাবস্থা <sup>পজু</sup> ক্রিরা দিরা জাতীর গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে। ইহার সহিত পৃ<sup>থিবীর</sup> বে কোন বিপ্লব ও বিজ্ঞোহের তুলনা করা যাইতে পারে, এবং ইতি<sup>চাস</sup> প্রাসিত্ব কোন গণবিপ্লবের তুলনার উপেক্ষণীর নহে। মৃল্যবান <sup>এতি</sup> হাসিক তথ্য হিসাবে আমরা এখানে বঙ্গীর প্রাদেশিক কংগ্রেস ক<sup>মিটির</sup> রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করিলাম।

# खमनुरकत्र काहिनी

বজীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে বলা হটয়াছে বে. ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস চইতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট পর্যান্ত পুলিশ ও সৈশ্বরা ২২ টি স্থানে গুলী চালায় এবং তালার ফলে ৪৪ জন নিহত ১১১ জন গুরুতরভাবে আহত এবং ১৪২ জন সামাক্ত আহত হন। এই সময়ের মধ্যে ৬৩ জন দ্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়, ৩১ জনের উপর পাশবিক অত্যাচারের ঢেষ্টা করা হয় এবং ১৫° জনের দ্রীলতাহানি করা হয়। ৪২২৬ জন লোককে মারপিট করা হয়, ১৮৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনী ভাবে আটক রাথা হয় এবং ১ জনকে ভাবতরকা আইনে আটক রাখা হয়। 8.) खनक त्रिमान कर्न्य क्रिक कर्ना इन्हें विक्र । स्माउ ১२४ है गृह ভন্মত্তত হয় এবং ইহালে প্রায় ১৩১৫০০ টাকা ক্ষতি হয়। ইচা ছাড়াও ৪১টি গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত চয় এবং ইহার ফলেও ৮০৭৫ , টাকা ক্ষতি হয়। ১·৪৪টি গৃহ হইতে ২, ১২. ৭১৫ টাকা মূলোর জিনিষ-পত্র লুন্তিত হয়। ১৩,৭৩°টি গৃহে খানাভ**রা**স করা হয় এবং २१ि शृंह प्रथल कदा ह्य । ७३ि शिविवाद्वव २०,०७० होका मृत्लाद ধনসম্পত্তি ক্রোক করা হয় এবং ৫টি ইউনিয়নের উপর মোট এক লক ১০ হাজায় টাকা পাইকারী জবিমানা ধার্যা করা হয়। গভর্ণমেন্ট ১৯টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন। ব্দহিংস বিক্রোহীরা যথন স্থতাহাটা থানা দথল করে তথন তাহাদের উপর সরকারী বিমান হইকে বোমা বর্ষণ করা হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় তমলুক সাবলেলে যত বন্দী থাকিতে পারে তাহার চতুর্গুণ বৃন্দীকে এই জেলে রাখ। হয়। ইহার প্রতিবাদে একজন বন্দী ২০ দিন বাবং অনশন ধশ্বঘট চালায়। অগ্নি-সংযোগ, লুঠ, বঞ্চনানীতি প্রভৃতিব ফলে তমলুক মহকুমায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হুইরাছে।

আগষ্ট আন্দোলনের সময় তমলুক মহকুমায় যে জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইয়াছিল বিপোটের অপর অংশে ভাহার কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১১৪২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকে যোগা-যোগ ব্যবস্থার শতক্ষা ৯০ ভাগ ধ্বংস করা হয় এবং পরের দিন প্রায় ৪০ হাজার অহিংস লোক আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য কয়েকটি ধানার সমবেত হয়। তাহাদের হাতে কোন প্রকার অন্ত ছিল না। কার্যাস্থচীতে দেখা যায় যে, জাতীয় গভর্ণমেন্টের কার্য্যাবলী ৬টি খানার মধ্যে ৪টিতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই চারিটি থানা হইতেতে স্তাহাটা, নন্দিগ্রাম, মহিষাদল এবং তমলুক! এই চারিটি থানায় সাত বার আক্রমণ চালান হয়। যোগাবোগ ব্যবস্থা বিচ্চিন্ন করার জন্ম ৩০টি পুল ধ্বংস করা হয়। ২৭ মাইলের মধ্যে সমস্ত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলা হয় এবং ১১৪টি টেলিগ্রাকের পোষ্ট ভালিয়া ফেলা হয়। গাছ ফেলিয়া ৪৭টি রাস্তা বন্ধ করা হটগাছিল। যে সমস্ত অঞ্জ ভাহারা দখলে রাখিতে পারে নাই সেই সমস্ত অঞ্চলে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করা হয়। এই নীতি অমুসারে নিমুলিখিত শত্র-শিবিবগুলি ভত্মীকৃত করা হয়—তুইটি থানা. তুইটি সাবরেলিষ্টাবের অফিস, ভেরটি পোষ্ট অফিস্ একটি খাসমহল অফিস, ১ ৭টি আবগারী षिका बदर ১२ि जिंक वाराना। इंहा हाजाउ २८८ कमिनारी কাছানী, ১৬টি পঞ্চায়েত বোর্ড, ১টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং ১৪টি জেলা বোর্ড অফিস ভন্নীভূত করা হয়। ১৩ জন সরকারী কর্মচারীকে বেপ্তার করা হর এবং পরে ভাহাদিপকে ছাড়িরা দেওরা হর। গ্রভ

সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয় এবং তাহাদিগকে বাড়ী যাওৱাৰ খনচ দেওয়া হয়। ছয়টি বন্দুক ও ভুইটি ভাৰবাৰি হস্তগত করা হ ইড়াছিল বটে কিছ উচ ব্যবহার না করিয়া নষ্ট कविद्या रक्तमा इ द्वा ১৯৪२ मध्नद ১१३ फिरमच व कनमाधावन बहे মহকুমার একটি **দ**াতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই **দাতীয়** গভর্ণমেন্টের অধীনে ৫টি থানা, ৬টি ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েৎ অফিস ছিল। একজন ডিক্টেটৰ ছিলেন, এই মহকুমা জাতীয় গভৰ্ণমে**টে**র <del>সর্বা</del> ডিল্টেটর মহকুমা কংগ্রেস কমিটি কর্ম্ব কর্দ্ত:খর অধিকারী। নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহাকে লইয়া পরস্তী 'ডক্টোব **মনোনম্বন** করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। প্রবন্তী ডিক্টেরকে **কংগ্রেদ** ক্ষিটির সমর্থন লাভ কারতে হইত। পর পর ৪ জন ডিরেটর হইয়াছিলেন। চতুর্থ ডিক্টেটব গান্ধীজীব নির্দ্ধেশ **অমুসারে আত্মসম্প** কশ্রে। ডিক্টের একটি মন্ত্রিসভার সাহায্যে **স্থাতীয় সরকারের** সমস্ত কাজ চালাইতেন। সকলেই মণ্কুমা কংগ্ৰে**স কৰিটিৰ** নিকট তাহাদেব কার্যাবলীব জক্ত দায়ী থাকিতেন।

জাতীয় গভর্নেশটন আলালতে ২১০৭টি মামলা লাবের হয়।
ইচার মধ্যে ১৬৮১টি মামলান নিম্পত্তি হয়। ২৫১টি স্থানে তাহারা
থানাতরাস করে। ২৭৮ জনকে গ্রেপ্তার কবিরা ছাড়িয়া লেওরা
হয়। ৫২৩ জনের উপন ৩২,৩৩৭।৯ টাকা জরিমানা করা হয়।
জবিমানার নকা আলায় চইলে উচা সেবাকার্য্যে ব্যয় করা হইত।
ইচা ছাড়া কয়েক জনকে সংক করিয়া ছাড়িয়া লেওরা হয় হবং অপর
করেক জনকে মালালকের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা
হয়। মেদিনীপুনে মড়েন পর এব হিভিক্ষের সময় তাঁহারা সেবাকার্য়া
করেন। তাঁহারা হুর্গতদেন মধ্যে থাল, বস্ত্র ঔষধ, হয় প্রস্তুত্তিরি
বিতরণ করেন। মোট ভাঁহারা সেবাকার্য্যে ১,৫৮,৮৪৫।০৩ পাই
ব্যর্ম করিয়াছিলেন।

কাঁথির কাহিনী

১১৪২ খুষ্টাব্দে নোখাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্তালে ৬ই আগষ্ট তারিখে বাঁখিতে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটিব অধিবেশন হয়। কয় দিন কংগ্রেসকল্মীরা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের আদেশ প্রচাবের জন্ম মফ:স্বালের থানাসমূহে গমন কবেন! নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হুইবার অব্যবহিত পদেই মহাত্মা গাদ্ধী ও নিথিল ভাৰতাৰ নেতৃবৰ্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ মফ:স্বলেব কর্মীরা অবগত হন এবং তাহার প্রতিবাদকরে ১৪ই আগষ্ট পটাশপুব, ভগবানপুর ও খেজুরী থানাসমূহে হবতাল প্রতিপালিত হয়। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেভ, স্থানীর **হাই** মুল ও বালিকাদের হাই মুলের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করে ও সহরে শোভাষাত্রা বাহির করে। ২০শে আগষ্ট ভারিখে কাঁখিতে সা**ফল্যের** সহিত হরতাল প্রতিপালিত হয়। প্রদিন প্রাতে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেদ কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিক্গুবিহারী মাইভি, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী পাল এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মালকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। অপরাপর বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীদিগকেও **গ্রেপ্তার** করা হয়। ২৮শে আগষ্ট তারিথে মহকুমার কংগ্রেস কমিটির কার্ব্যালরে হানা দেওয়া হয়, কাগজপত্র হস্তগত করা হয় ও ষেচ্চালেবকদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

मङ्कूमात गर्वक कनगाधात्रभव मत्था छे९माट्य प्रिड कविया अवस

শাবীনতা-কথানের কর্মতালিকার ব্যাখ্যা করিবার উক্তেশ্য মহকুমার
প্রায় সকল গ্রামে জসংখ্য সভা আহুত ও শোভাবাত্রা বাহির করা
হয়। প্রায় ৮ হাজার লোক স্বেক্ডাসেবক তালিকাভুক্ত হন।
শানাসমূহে অধিবাসীদিগকে সক্তবন্ধ করিবার জক্ত প্রত্যেক হুনিয়নে
শাক্ত: একটি করিরা শিবির (মোট ৮২টি) ছাপিত হয়। এই
সম্পর্কে মহকুমার কোন গ্রামই বাদ বায় নাই। বহু ছাত্র
শোক্ষাসেবকরূপে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। মহকুমার সকল
প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী বিভালয় বন্ধ হইয়া যায়। হাই ছুলঙাল
ভ কাঁছি প্রভাতকুমার বলেভ পরিভাক্ত হয়। কাঁছি কলেজেও ছাই
ছুলসমূহে পিকেটিং ও ধর্মঘট চলে। সরকারী অফিস ও আদালভসন্ত বর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। কাঁছি সহর ভিন সপ্তাহ কাল
ক্ষমণ পরিভাক্ত হয়।

তাহার পর চৌকীদাব ও দফাদারগণ পদত্যাগ করে। এক পক্ষ বেপ্তার করে ও গুলী চালায় অপর পক্ষে নানা স্থানে হানা দেওয়া, আয়িসংযোগ ও ভীতি প্রদর্শন চলে। আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে এক পক্ষ জাতীয় গভর্ণমেন্ট স্থাপন করে এবং অপর পক্ষ সৈন্ম নিয়োগ করে ও দমনত্রলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। অনসাধারণের নিকট হইতে কি পরিমাণ উৎকোচ আদায় করা হইরাছিল, তাহার হিসাব করা কঠিন।

১৬ই অক্টোবর তারিখে বাত্যার জন্ত কাঁথি মহকুমার সর্বজ্ঞ বে দ্ববন্থার সৃষ্টি হয় তাহাতেও স্থানীয় কর্ত্ত্পক্ষের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। ইহাতে তাঁহার। প্রতিশোধ গ্রহণের স্ববোগ পাল এবং প্রথমে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে অনিজুক কন। কোন কোন স্থানে যে সকল সর্ত্তে সাহায্য দেওয়া হইতেছিল ভাহাতে জনসাধারণ অত্যধিক অভাব সম্ভেও তাহা গ্রহণ না করিতে বাত্ত্ব হয়। খানাতরাস, লুঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি অবিশ্রাম্ভ ভাবে চলিতে থাকে। এক জন অফিরার দিবাভাগে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেন এক বিভিন্ন স্থানে হানা দিতেন।

রাজনৈতিক অবস্থার অজুহাতে বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কার্য্যে বে বাধা স্থাষ্ট করা হইত তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওৱা বার। সময় অমধা নষ্ট হওরার বে সকল লোকের মৃত্যু ঘটিরাছিল জ্ঞাহার সঠিক সংখ্যা গণনা করা হাইতে পারে না।

# বৈজ্ঞানিক ও কারিশরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহক

গত ১ই ডিসেম্বর 'বাদবপুর কলেজ অব্ধ্ ইঞ্জিনিরারিং এও টেক্নোলজির' সমাবর্তন উপলক্ষে অভিভাবণ প্রদান-প্রসঙ্গে পশুন্ত রেহক্ষ ভবিব্যং ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জক্ষ ইঞ্জি-নিরার ও টেকনিসিরানদের যে গুকুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহার ক্যা উল্লেখ করেন। পশুন্তজী বলেন: "আমি প্রায়ই দিবাম্বর দেখি এবং সকল রক্ষের অত্যাশ্চর্য্য পরিকল্পনা আমার মনে জাগে। আমার

কলনাকৈ রূপ দিবার প্রবোগ আমার নাই। তথাপি আমি মত মনে সেই কল্পনাকেই রূপ দিই এবং ভাবি বে, বদি একবার স্পবোগ পাঠ **एटव चामात मका इहेटव स्था एएटा होनात होना**व हेश्चिनियांव টেকনিসিয়ান বৈজ্ঞানিক ও অক্সাক্ত বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হয়, উক্তিস কেরাণী নহে।" ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার ও টেক্নিসিয়ানদেরই স্থাদ্র হইবে। ভারতের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক্রিলে দেখা যায় বছ উত্থান-পতন, জয়-পরাজ্যের ভিতর দিয়া ভারত বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এমন এক দিন ছিল, যেদিন ভারতবর্ধ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন না হইলেও স্মোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল। সেখান হইতে ভারতের আজ পতন হইরাছে। পণ্ডিত নেহরু ভারতের দেই, উপান ও প্তনের করুণ কাহিনী বিৰুত কৰিয়া বলেন যে, ভারতের প্রভানের অক্সভম কারণ হইল এই যে, ভারত পৃথিবীর অকাক্স দেশ ও জাতির উন্নততের কারিগার শিক্ষা <del>ও দক্ষভার সহিত সমতালে চলিতে পারে নাই। ভারওবর্ধ</del> বে কেবল দর্শন ও জন্যান্য বিষয়েই অঞ্সর ইইয়াছিল তাহা নতে. বিজ্ঞান, গণিত ও কারিগরি বিছাতেও ভারতবর্ষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এক সময় সমগ্র এশিয়ায় ভারতের বাণিজ্য প্রসাব লাভ কবিয়াছিল। খুইপুর্বর ৬০০০ বছরের মহেঞ্জোদড়োর সভাতার যুগেও দেখা যায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, কাথিগুরি ও স্থাপত্যকলার কতথানি উন্নতি হট্যাছিল। পণ্ডিত নেইক বলেন, "আমি যখন এই সুৱ কথা বলি তথন আমি বর্তমান অবস্থার সহিত দারতের তুলনা করি না। তংকালীন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ কারিগারিন্ডিগায় অঞ্সর ইইংছিল। বছ সহস্র বৎসর হইতে ভারতে বাং, লোহা ৬ ইম্পাত এভৃতির প্রচলন ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানে 'শুনা'চিফ্রের স্থচনা এক বৈগুবিক উদ্ধাবন। ভারতের প্রাচীন রসায়নশারের প্রগতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও **শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারও** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগের পুর ভারতের দেহে একটি কঠিন আবরণ দেখা দিল যাহা ভেদ করিয়া আজত দে বাহিরে মুক্ত इ**रेप्ड भाविम ना । काहारक न्मान क**वा याहेरत ना याहेरत, कि थांख्वा ষাইবে না ষাইবে, ইত্যাদি সমস্যা লইয়াই অবনত ভারত গেদিন মাথা খাম।ইয়াছে। এই অবস্থায় যদি কোন দেশের প্তন হয় ভাচাতে বিষয়ের কোন কারণ নাই।"

পাঁতিত নেহক যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ভারতের প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাঁহার কথা সমর্থন করিবেন। মনীবা ডা: ব্রক্তেশ্রনাথ শীল এবং আচার্য্য প্রস্কুলচন্দ্র রায় প্রাচীন হিন্দু ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও কুভিছ সম্বন্ধে যে মূল্যবান গ্রন্থ প্রথমন করিয়া গিরাছেন তাহার মধ্যে তাঁহারা এই একই কথা বলিয়াছেন। ভারতের সেই অতীত গোরবময় যুগ নূতন সমৃদ্ধরূপে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ভবিষয়ৎ ভারতে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের ভারত হইবে। হাজার হাজার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রদক্ষ কারিগর জাগামী কালের সমৃদ্ধ ভারতের সৌধ গঠন করিবে। পণ্ডিত নেহক্রব শিবাম্বপ্রশী বাস্তব সভ্যরূপে দেখা দিবে। তাঁহার শিল্পীর স্বপ্ন ভবিব্যতে এক দিন সার্থক হইবেই।



# অঞ্জ-অর্ঘ্য

# জ্যোভিৰ্ময়ী গজোপাখ্যায়

৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অপরাত্তে মুখন বৃধবারের প্রসী চালনার ফলে নিহত বামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যারের মৃতদেহ সহ শোক্ষাত্র। কেওড়াতলা শ্বাশানে যাইতেছিল, তথন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেত্রী জ্যোতিশ্বরী গঙ্গোপাধ্যায় জাতীর পতাকা-শোভিত গাড়ীতে শোক-ধাত্রার অক্সরণ করিতেছিলেন। রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউ-এর সংযোগস্থলে মিলিটারী লরী সেই মোটরে ধাকা মারিয়া মোটরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। ফলে জ্যোতিশ্বয়ী দেবীর মাধার হাড় ভাঙ্গিয়া



জ্যোতিশ্বয়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ৰার ও শতুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নীত হইবার **অল্প কাল** পরেই দেহত্যাগ করেন।

জ্যোতিশ্বরী দেবী এক জন শিক্ষারতী ছিলেন, কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রাসিদ্ধি ছিল বেশী। বাংলার যে সকল নারী মৃতিশ্বিমানের পুরোভাগে স্থান নিডেছিলেন তিনি তাঁহাদের অক্তম। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার নারী-সমাজ এক জন নেত্রীস্থানীয়া মহীয়সী মহিলা-ক্সীকে হারাইল।

# কালীনাথ রায়

ভারতের অক্সতম শ্রেষ্ঠ সংবিদিক 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায় ২৩শে অগ্রহায়ণ প্রাতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। একটি ভাষর দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহার ব্যক্তিষের দৃচতা, ভারতীয় জনগণ এবং সংবাদপক্র-সেবার একান্তিক আত্মনিষ্ঠা, জাদর্শের জন্ম নির্বাস সংগ্রাম অতুলনীয়। তিনি যাহা সত্য বলিয়া ব্রিতেন, সম্পাদকের আসন হইতে ভাহা ঘোষণা করিতে কলাচ ব্রিত হইতেন না দ তাঁহার নির্ভীক্ ভেজবিভার পরিচর আমরা বহু বান্ধ পাইয়াছি। ১৯১৯ সালের কুয়াত ভালিরাজানলাবার্গ

হত্যাকাণ্ডের পর পাঞ্চাবে বধন সামরিক আইন জারু ক্রবাছেন, সেই সমর 'টি বিউন' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যি বিপুল সাহস ও সাংবাদিক-নৈপুণ্যের সহিত উক্ত পত্রিকা 'তিনি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশের সাংবাদিকের পক্ষেও গৌরবের বস্তু। বিশেষতঃ এই পরাধীন দেশে এই নির্ভীক্তার আবর্ণ চিবত্রবণীয় হইয়া থাকিবে। একাদিক্রমে প্রায় অর্থ শতাব্দী কাল তিনি সংবাদপত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাংবাদিক জীবনের স্কুচনা হয় ১১০০ সালে ভার স্কুরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকরপে। পশ্তিত



কালীনাথ রায়

শ্যামন্ত্রশব্দ চক্রবন্তি-সম্পাদিত 'প্রতিবাসা' পত্রিকার সহিতৎ তিরি
সন্মিষ্ট ছিলেন। ১৯১৫ সালে সর্ব্বপ্রথম তিনি 'পাঞ্চাবী' নামৰ
কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া লাহোরে গমন করেন। ইহার ছুই
বংসর পরে এই পত্রিকাথানি 'ট্রিবিউনের' সঙ্গে যুক্ত হয়। তথ্য
হুইতে তিনি 'ট্রিবিউনের' সম্পাদক নিযুক্ত হন। আন্ধ্র সংবাদপত্র
কাগতে 'ট্রিবিউন' বে ছান অধিকার করিরাছে, তাহার সমস্ত কুতি
কালীনাধ রায়ের। ছুই বংসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন কিছ
'ট্রিবিউনে'র কর্ত্বপক্ষের অন্ধ্রেরাধে তাহাকে আবার পত্রিকার বোগদান
করিতে হর।

কালীনাথ রায় কলিকাভার প্রেসিডেলী কলেজে অধ্যয়ন করেন তিনি অস্তরের সহিত ইহা অমূভব করিতেন যে, আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পথে মোটেই সহারণ নহে। এ সম্পর্কে জীহার সহচ্ছে একটি পর প্রচলিত আহে ্ একবার না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক পরীক্ষার ভিনি পরীক্ষার পাতার কোন প্রক্রের উত্তর না লিথিং। আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রভাততে বে-সমন্ত গলদ বহিয়াছে, ভাষা দেখাইয়া দিয়া একটি প্রবন্ধ লেথেন। ইয়ার কলে ভিনি পরীক্ষার উত্তীর্ণ চইতে ক্সমন্ত হন। তিনি অবশ্য ক্ষেত্র কৃত্তিলাভ করেন এই ভাবিয়া যে, যাহা তিনি অন্তরের সহিত প্রক্রের করেন ভাষা পাই করিয়া ব্যক্ত করিতে সমর্থ ইইয়াছেন।

কালীনাথ রায় মাত্র ৬৮ বৎসব বয়সে পরলোক গ্রমন করেন।
ইহা দেশবাসী এবং ভারতীয় সাংবাদিক উভয়ের পক্ষেট অত্যক্ত
কুর্জাগ্যের বিষয়। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, থুলনা যাইয়া
করাতি পালামেন্টে বুটিশ সরকারের তর্বফ ইইতে মি: পেথিক
করেল যে ঘোষণা করিয়াছেন, সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিবেন।
কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। থুলনা যাইবার পথে গভ
১০ই অপ্রভায়ণ তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পথেই ঠাণ্ডা

লাগিরা তাঁহার অকো-নিউমোনিরা হর এবং করেক দিন
বাত্র ভূগিরাই তাঁহাকে মহাক্রোরাণ কবিতে হইল। তাঁহার
কুতুতে ভারতায় সাংবাদিক
লগতের যে বিপুল ক্ষতি হইবার
বাহে।



পাঁচকড়ি দে

# পাঁচকড়ি দে

বিখ্যাত উপজ্ঞাসিক অপূর্ব ছুহত-শিল্পী পাঁচকড়ি দে ৪ঠা দুর্বালয়ণ মঞ্চলবার বাত্রি-শুবে প্রলোক গমন কবিয়া-

ক্ষন। মৃত্যু-কালে ওঁটোৰ বয়স ৭২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ভিনি বাঙ্গাল। ডিটেইটিভ সাহিতোর জন্ম বিখ্যাত। আমধা ওাঁহার পুরলোকগত আত্মার লাভি কামনা করিতেছি।

# অধ্যক রজনীকান্ত গুহ

২ ৭শে অগ্রহারণ অপরাত্নে অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ ৭১ বংসর বরসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষার অপশ্রেক ক্লিলেন। বহু বংসর বাবং সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মৃশ গ্রীক ক্লাচিত্য-ভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাদালার সক্রেটিন ক্লিশেকে একথানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাদ্ধ সমাজের প্রকাশক কর্ম্বানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

# রার বাহাতুর দেবেক্সমাথ বরুভ

পুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প জমীদার রার বাহাছর দেবেজনার্থ বরজের কুটাতে আমরা সকলেই মন্মাণ্ড। পাটের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি আভিজ্জ সন্মান ও ব্যাতি জব্ধন করিরাছিলেন। স্বলেশী যুগে তিনি ভাতশালা ও সাবানের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা



দেবেন্দ্রনাথ বলভ

গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেইর ছিলেন। ইপ্যাষ্ট্রীয়াল কমিটার এবং বেঙ্গল ক্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের উৎসাহী সদস্যরূপে তিনি দেশের শিল্প ও বাণিক্য উন্নয়নের বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিরাছেন।

দেশহিতকৰ নানা কাৰ্ব্যের সহিত তিনি সংগ্লিষ্ট ছি'লন। তিনি ১১২২ হইতে ১১২৭ সাল প্ৰয়ন্ত ২৪ প্ৰকাণা জেলা-বোর্ডের সদক্ত, ১১২৭ হইতে ১১২১ প্রান্ত কলিকাতা

কর্পোরেশনের কাউন্দিলার এবং ১১৩০ হইতে ১১৩৬ পর্যান্ত বন্ধীর বিতৃত্বিকাপক সভার এক জন সদসা ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তদীর পিতৃত্বের অবণার্ধে বসিবহাটে একটি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালর প্রতিষ্ঠিত কবিরা গিয়াছেন স্বস্তামে স্ত্রীশিক্ষার জক্ত্ব একটি বিতালর স্থাপন করিয়াছেন। মৃত্যকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর ইইয়াছিল।

#### রায় সাহেব স্থারেজ্রমাথ দে

১৪ই কান্তিক স্থপ্রসিদ্ধ গণিত-শান্ত্রবিদ্ "এগৌরীশঙ্কর দের আতৃষ্ণার এবং রিপন কলেজের ভৃতপূর্বর অধ্যক্ষ এদেবশঙ্কর দে'র পূর্র রায় সাহেব স্থবেজনাথ দে পরলোক গমন করেন। তিনি ১৮১৭ খুটান্দে নিপন কলেজ হইজে বি-এ পাশ ক'রন এবং ১১০১ খুটান্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে রুষিবিজ্ঞার সম্মানজনক ডিজোমা লাভ করেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষায়তন (D. P. H. Classes) প্রতিপ্রিত হইলে তিনি অক্সতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১১১৩ খুটান্দে বাঙ্গালার আবগারী পরীক্ষাগারের প্রধান বাসায়নিকরূপে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বংসর হইয়াছিল।

#### व्यवाचर्गा भाग दमन

১লা পৌব রাত্রে কাল্মিবাজারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্টোরী বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাধগোপাল সেন গুল্বজ্বের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বংসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসম্ভণ্ড পরিবারকাঁকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

# बहातानी कानीयतो ननी

শুর্গত দানবীর মহারাজ। সার মণীক্ষাত্র নন্দীর বিধবা পত্নী ও মহারাজা শ্রীশচক্র নন্দীর মাত। কাশীখরী নন্দী গত ২১শে অগ্রহায়ণ রুম্পাতিবার কাশিমবাজারে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জনহিতের জন্ম অনেক দান করিয়াছেন। বহরমপুরের অভিকা উচ্চ-ইংরাজী বিভাগর ও বর্ত্তমান ববপ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বালিকা বিভাগর তাঁহার নামে নামকরণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রহা নিবেদন করিয়াছে।



বর্দাত্রী কমলা শিল্পী চারু বার



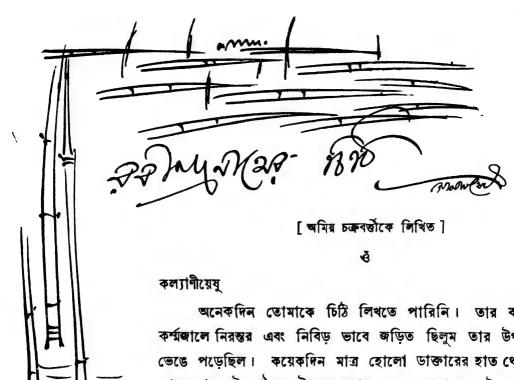
ফিনল্যাণ্ডের শিল্পী স্কৃসি মাল্টিনেনের একটি গ্র্যানাইট ভাস্কর্যামূর্তি





"তিঠ, জাপ, যতদিন না অভীশাত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাপত তদুদেশ্যে চলি:ত ক্রান্ত হইও না।"— যুবকগণ, উঠ, জাপ, কারণ শুভ-মুছর্ভ আসিয়াছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাসেই ভগবানকে 'হভীট' এই বিশেষণ প্রদন্ত হইয়াছে। আমাদিপকে — 'অভীট' নির্ছীক হইতে হইবে, তবেই অামরা কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ, জাপ, কারণ, তোমাদের মাহভূমি এই মহারলি প্রার্থনা করিতেছে।"

-श्राभी दिदकानम



অনেকদিন ভোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। তার কারণ নানা কর্মজালে নিরস্তর এবং নিবিড় ভাবে জড়িত ছিলুম তার উপরে শরীর ভেঙে পড়েছিল। কয়েকদিন মাত্র হোলো ডাক্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আজ ৭ই পোষের উৎসব সমাধা করে তোমাকে এই পত্র লিখতে বসলুম। ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে বই কথানা পেয়ে পড়বার খোরাক পাওয়া গেল। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বইখানি আমার খুব ভালো লাগচে।

ওধানকার আধুনিক কালকে আমার মনে হয় ক্ষণকালের একটা আকস্মিক উৎক্ষেপ, চিরকালের বিরুদ্ধে স্পর্জা প্রকাশ—নিজের মধ্যে হঠাৎ চিরস্তানের সম্বল নিংশেষ হয়ে এসেছে বলেই, নিজের দৈল্পকে নিয়েই ক্ষয়-পতাকা বানাবার চেষ্টা করচে। ইতিহাসে কতবার এ রকম মেকি রাজা মহা সমারোহ ক'রে এসেছে, তাদের প্রতাপের আড়ম্বরে ভিড়ের লোক মুঝ হয়েছে, তার পরে হঠাৎ দেখা যায় সেই রাজাও নেই সেই ভিড়ও গেছে সরে। আর আজকের দিনের যে আধুনিক কাল পূর্বতন মান্ত্যের আনন্দের আদর্শকে অবজ্ঞা করতে প্রস্তুত্ত হয়েছে, এরি কি নৃতন ছাপমারা স্থল্যের তালিকা চিরকালের বাজারে চলবে? যে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় এ'কে ঠিকমতো যাচাই করা যেতে পারত য়ুরোপ তার বাইরে, তোমরা ওখানে ভিড়ের মধ্যে ঘেঁযাঘেঁষি ক'রে আছ। যাক্ এসব তর্কে কোনো ফল নেই। আমার মন আজ নিতান্ত নিরাসক্ত—মুখের কথা কেনাবেচার হাটে আমার লোভ ক্ষণি হয়ে এসেচে, জানি সে কতই ফাঁকা।—(১) অমলার অকস্মাৎ মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেচি। তার পরে আমার স্নেহ ও প্রজা গভীব ছিল। এমন মনস্বিনী এমন তেজ্বিনী সত্যপ্রতিষ্ঠ মেয়ে কম দেখেছি। তার সংসারে তার অভাব বে কত বড়ো প্রকাণ্ড অভাব তা বুঝতে পারি—কিন্ত কোনো কথা বলবার নেই।

৭ই পৌষের আশীর্কাদ গ্রহণ কর।

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩

ইতি ভোমাদের রবীক্রনাথ ঠাকুর আশা করিয়াছিলাম আপনি কিছুকাল এখানে থাকিয়া আমাদের কাঞ্চে যোগ দিবেন, আপনাকে আমাদের স্ফল্রপে পাইব। আমাদের তুর্ভাগ্যক্রমে অস্বাস্থ্যবশত আপনি দূরে চলিয়া গেলেন। স্ব্যাস্তঃকরণে আপনার আরোগ্য কামনা করি।

স্বদেশ হইতে যখন দূরে থাকা যায় তখন দেশের লোকের মনের ভাব অনেকটা ভূলিয়া থাকি। সেই কারণেই জাপানে থাকিতে মনে করিয়াছিলাম জুজুৎস্থ বিদ্যা যদি বাংলা দেশে লইয়া যাই তবে দেশের লোকে সানন্দে তাহা গ্রহণ করিবে। কারণ আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিজের পরে বিশ্বাস এবং সে সম্বন্ধে নির্ভয়তা মানুষকে মহন্বের পথে অগ্রসর করে। যে ভীক্র সে অকুতার্থ। জুজুৎস্থ বিচার সাহায্যে আত্মরক্ষার সাধনা আজ্ম জগতে বিখ্যাত। যুরোপ এই বিচা জাপানের নিকট হইতে শিক্ষার প্রয়াসী। আমি স্বদেশ-বাসী বাঙালীর দৈহিক নিঃসহায়তা ও ভজ্জনিত অবমাননার ছঃথ অস্তবে অমুভব করিয়া দশ হাজার টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া দেখানকার একজন শ্রেষ্ঠ গুণীকে আনাইয়াছি। এই হুংসাহসের দ্বারা দরিক্ত আশ্রমকে আর্থিক সন্ধটে পীড়িত করিয়াছি। আমার দেশের একজন লোকও দেশের কল্যাণ শ্বরণ করিয়া এই বিপদ হইতে আমাদের বিচালয়কে রক্ষা করিবার জন্ম লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমি যে সুযোগ সাধন করিয়াছি সেজন্ম কিছুমাত্র কুভক্তভার কোনো লক্ষণ কোথাও দেখিলাম না।

বাঙালী জাতির দৈহিক বলের চর্চার প্রতি আপনার বিশেষ ঔৎস্কৃত্য আছে জানি। সেই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি এখানে উপস্থিত থাকিতেন তবে জুজুৎস্থ শিক্ষার উপযোগিতা প্রভ্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। আশা করি কোনো একদিন দেখিবার অবকাশ হইবে, এবং ইহাও আশা করি দেশের একান্ত প্রয়োজন ও আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনার বদান্ত চিত্ত আমাদের প্রতি অমুকৃল হইবে।

আপনার দেহ আরোগ্যের পথে চলিয়াছে এ সংবাদ পাইলে সুখী হইব। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

ভবদায়—গ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর

সাদর নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

Ö

শাস্তিনিকেতন

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। যখন আমার শরীর সক্ষম ও বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, এবং যখন প্রায় অন্য সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া আমি নিয়তই ছাত্রদের মধ্যে বাস করিতাম তখন অতিথির পরিচর্য্যাভার আমার উপরেই ছিল। এখনো এই দায়িত্ব আমারই লওয়া উচিত—কিন্তু বহু জটিল কর্ম-জালে জড়িত হইয়া যদি অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার শৈথিল্যের জন্ম আশ্রমের অন্য কাহাকেও দোষী করিবেন না।

একটি বিষয়ে আপনি আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আজ পঁচিশ বৎসর কাল আশ্রমের কাজে আমার সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি। বাহিরের দিক হইতে ইহার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অস্তরের মধ্যে প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। বাংলাদেশের লোক যদি আমার কোনো আমুকূল্য না করিয়া থাকেন তবে সেজস্য অনুশোচনা করা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়। নিরভিশয় ক্রান্তি ও সকটের সময় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছি যে, যে-দায় আমারই সে দায়িত্বভার অস্তা নিদাবিক ব্যক্তি লাঘব চেষ্টা না করিলে তাহাকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া বায় না। আমার পরে যে আদেশ আছে তাহার সফলতা বিফলতা আমারই। আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম ভাহার মধ্যে কিছু ক্ষোভ প্রকাশ হইয়া থাকিবে, সেটা আমার পক্ষে শোভন নহে মার্জনীয় নহে—যে সাধন আমি গ্রহণ করিয়াছি সেই সাধনার পক্ষেও ইহা ক্ষতিকর। যাহার নিজের শক্তি সঙ্কীণ ও যে নিজের কর্ত্বব্য সম্পূর্ণভাবে সাধন করিতে অক্ষম সেই অস্তা সকলকে দোষী করিতে উত্তত হয়। ক্ষণে ক্ষণে ত্ব্বেলতাবশত এই অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে উদারচিত্তে ক্ষমা করিবেন।

ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

ভবদীয়—শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর



অন্তদ্রের মধ্যে কে আছ,
আছ অন্তরে তবু;
তোমার নাগাল সহল নয়তো কভূ—
কলবিহীন স্থানব্যধায় শিলীকে শুধু যাচ॥

কোটি হাতৃড়ির পিটনিতে তাই
তোমার ধ্যানকে বানাই—
ইচ্ছার রাখি আগুন।
হলে তুমি রাঙা তথ গোণার
পন্ গনে বহু গুণ
কী বৃতি শেবে আনাই।
বার বার জাগে প্রশ্ন কাকে যে বানাই।

রোদের জাক্ষা নিগুড়ি' সানাই
ছপুরের নেশা জাগার সন্ত,
বাজে ফোঁটা ফোঁটা জব ঝকারী মন্ত।
রজ্বে রজ্বে মানসের কোবে
ভারি ধারা পশে'
ধাতুর ধ্বনিত নতুন সাহানা স্থাই—
স্থাসবুজী রৃষ্টি।
গান বেঁধে কার স্থরের বেদনা জানাই ॥

যেখানে যা পাই নানাখানা ভাব

নয়নের ভাঁড় ভরানো, তিয়াব-ছরানো,

সাজানো তা দিয়ে কাব্যের আসবাব।

আখর ঐ তো ধ্লো-পথে ছোটে,

ঘাসে জেগে ওঠে,

সারি গাছে ঝোলে গুছে গুছে ভাব।

জুড়োনো চাল্ল হান্ধা জরির রাতে

তারাভরা শাল গাঁথে;

ভোরের আঁধার ছিল কী পুণ্যে

মর্রকণ্ঠী নীল দিন ওড়ে শৃল্পে,

ছল্প জড়ানো ভাতে।

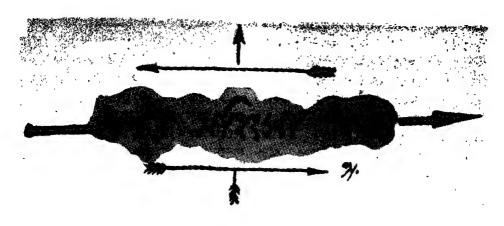
বা আছে যা নাই কবিভার বশ মানাই।

এই তো রপের হাতৃড়ি।

ছবির গগনে রংলাগা মনে
রেখা আঁকাবাঁকা কুলরুরি কারো খুড়ি

উজ্জল ছারা ছড়ার স্থান্ন কার বে।
পাণরী শুন্তভার বে

মর্ম কঠিন ভেঙে প্রাণ ঢালি'
গড়নের কারে। চলেছে বাটালি;
ইটের স্থবকে প্রার্থনা দেশে দেশে
ওঠে কোন্ উদ্দেশে।



( উনপঞ্চাশী শ্রীউপেক্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্সহিংসার জোরে সভ্যি সভ্যিই শক্রর হাত পেকে আত্মরকা করা যায় কি না, এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাৰছি, আর এড দিন পরে তার একটা সহতর পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। এত দিন মহাত্মাঞ্চীর অহিংসা-ভত্তের যারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা ব্যাপারটার গূঢ় ভাৎপর্য্য ধরতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। সে-দিন দেখছিলাম এক জন নবীন ভাষাকার লিখেছেন—"বিরুদ শক্তি যদি দেখে, জনগণ মহবে তবু মারবে না, তখন তাদের নিপীড়নের উগ্রতা কিছু কমে আসবে। \*\*\* হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভাবে ভাদের অন্তের মুষ্টি শিথিল হবে, হৃদরে চমক লাগবে। ক্ষণিকের জন্ত হয়ত থেমে তারা ভাববে, জনগণ তা' হলে কী চায় <u>?</u> তখন জনসাধারণের প্রতিনিধিরা তাদের কাছে এসে, কথা ব'লে নিজেদের দাবি কত স্থায়সঙ্গত তাই বুঝিয়ে বলবে। সকলের পক্ষে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রচনার প্রস্তাব করবে এবং শাসিভ ও শাসক উভয়ে মিলে নৃতন প্ৰতিষ্ঠান গড়ে তুলবে।"

অতি সরল পদ্ধ। লড়ালড়ির মারামারির বালাই নেই। শুধু নিরস্ত্র হয়ে পড়ে পড়ে ঘা-কতক মার থেয়ে শাসকদের হৃদয়ে একটু চমক লাগিয়ে দিতে পারলেই কার্য্য হাঁসিল। তার পর বাদে-গরুতে এক-ঘাটে জল থাবে; জমিদারেরা তাঁদের লাঠিয়ালদের লাঠিগুলি ভেঙ্গে প্রজাদের জন্তে জালানি কাঠ তৈয়ার করতে লেগে বিবেন, বিড়লা-পার্কে কুলিদের জন্ত অট্টালিকা উঠবে, পেথিক-লয়েল আর পিণ্ডিত জহরগাল হ'জনে মিলে খাধীন ভারতের খসড়া তৈয়ার করতে লেগে যাবেন… ইত্যাদি ইত্যাদি। আহা, ভারতেও প্রথ আছে। কিন্তু ইন্দল হয়েছে কি জান,—এমন শাসকও তো আছেন বিদের হাদয়গুলি এমন বাঁটি ইম্পাত দিয়ে মোড়া যে সেখানে কোন চমক লাগবার সন্তাবনা নেই। এই দেখ

না, রাজকোটে শ্বয়ং মঞ্জাজী গিয়ে নিরম্ উপবাস করে পড়ে রইলেন; কিন্তু ঠাকুর সাহেবের যে সে অভে আহার-নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটেছিল, ইতিহাসে তো সে কথা লেখে না। মহাত্মাজী রিজহুত্তে কিরে এসে বল্লেন—জাঁর দাওয়াই ঠিক; তবে তাঁর নিজের ভিতর কোথাও হয়তো প্রচ্ছয় ভাবে হিংসার বীক সুকিরেছিল ব'লে দাওয়াইটা লাগেনি। আজ্য় কাল অহিংসা সাধনা করে এই বুড়ো বয়সেও তিনি যদি বোল আনা অহিংস না হয়ে থাকেন তা হলে রাতারাতি যে দেশভুছ লোক অহিংসা-সিদ্ধ হয়ে উঠ বে, এ রকম কয়না করা কি ঠিক ? বাংলা-দেশের রাভা-ঘাটে হাজার হাজার লোককেপেটের জালায় মরতে দেখেও যে অর জন হার্বাট বা তাঁর পেয়ারের মন্ত্রীরা হুংখে নিজেদের আহারের মাত্রাক কমিয়েছিলেন, সে রকম প্রমাণও তো পাওয়া যায় না।

তার পর, আরও একটা কথা আছে। হিংসার বিরুদ্ধে যথন অহিংসার অভিযান আরম্ভ হবে, তথন হু' দলে মুথ দেখাদেখি হলে তবে তো শাসকদের প্রাণে চমক লাগবে। কিন্তু শাসকেরা যদি মা ধরিটোর বক্ষেপা না দিয়ে দশ হাজার ফুট উপর থেকে আগবিক বোষা ছাড়েন, তা হলে নীচে নেমে এসে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, অহিংসার অভিযান শৃত্যে মিলিয়ে গেছে। দাবি-দাওয়া বা রফারফি সব প্রশ্নেরই এক-ভরফা মীমাংসা হয়ে পেছে। ছু' দলে মিলে নৃতন প্রতিষ্ঠান গড়বার কোন প্রয়োজনই হবে না।

এই সব ভেবে-চিস্তে আমার মনে হয় যে, অহিংসার চোটে শক্রর হৃদয়ে চমক লাগাবার চেষ্টাটা অহিংসা সাধনের বা শক্রবিজয়ের প্রকৃত পছা নয়। অনেক দিন আগে—প্রায় ৪০ বৎসর আগে—এই শক্রবিজয়ের পছা গুঁজতে গুঁজতে প্রীবৃন্দাবনে গিয়ে পড়েছিলাম। এক জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর আধড়ার আশ্রয় নিমে কিছু দিন পাকবার পর এক

দিন মনের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করে ফেলবুম। সাধু बहात्राच चामात्र ग्रव कथा छत्न वल्लन- "वांवा, পুৰিবীটা ভো হিংসায় ভবে গেছে; ভোৱা আবার अक्टा बक्टाविक चात करत निर्देश यनि राहे शिशात **ষাত্রা বাড়িয়ে ভূলিস্ তা হলে কি দেশের মঙ্গল হবে 🕍 ভা**ষিও নাছোড়বান। বললুম—"মহারাজ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার উপদেশ তো শান্তকারেরা দিয়ে গেছেন। পাষত্ত-দলনের ভয়ে যদি একটু আধটু বৈধ হিংসার আয়োজন করা যায়, তা হলে সে পাতকের কি আর প্রায়শ্চিভ নেই ?" সাধু মহারাজ হেসে বল্লেন-"তুই বেটা একটি বাস্ত ঘুঘু। একটা খুনোখুনি নাকরে তোরা ছাড়বি নে দেখতে পাচিছ। যা, যখন কাউকে মারবি, তখন গৌর বলে মারিস্। গৌরহরির নাম করলে সব পাপ খণ্ডে যাবে।" কথাটা আমার বেশ মনে লেগেছিল। "ঘ্যা হ্যাবিশ হদিস্থিতেন" বলে দাও টপাং করে বন্দুকের টি গার টেনে। ভার পর যাহয় তা শামলে নেবেন গৌরহরি। হিংলার লক্ষে অহিংলার লামঞ্চ বিধানের এই ব্যবস্থা নিয়ে আমি দেশে ফিরেছিলাম।

কিছ সম্প্রতি একটা ঘটনা দেখে আমার মনে হচ্ছে বে, এই ৻গারহরি পছাটা খাঁট অহিংস পছা নয়। শক্ত-দমনের একটা খাঁটি অহিংস পছা সভ্য সভ্যই আছে। আর তার আকিছর্জা আমাদের পণ্টা।

পণ্টুকে তৃমি চেনো তো । সেই পণ্টু হে, যে গড়ের মাঠে কুটবল খেলা দেখতে গিয়ে তিনটে গোরার নাক থেকে তিন সের রক্ত বের করে দিয়েছিল। অনেক দিন তার খবর পাইনি। কেউ বোলতো সে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গিয়ে ছভাবের আজাদ হিল ফৌজে যোগ দিয়েছে; কেউ বলতো—না, মেদিনীপুরে গওগোলের পর সরকার বাহাছ্র তাকে বক্সার জেলে আটক করে রেখেছেন। ভগবান্ জানেন কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যা। কিছু সে দিন মহাল্মজীর দর্শনাকাজ্জী হয়ে সোদপুরে গিয়ে দেখি, মহাল্মজীর প্রার্থনা-সভার এক কোণে গায়ে মোটা খদ্বের চাদর মুড়ি দিয়ে হাত জ্যেড় করে চক্ বুজে বসে আছে আমাদের পণ্টু!

মহাআজীর সাত কুল উদ্ধার না করে যে অলগ্রহণ করতো না, সেই পণ্টু যে আজ খদ্দর এঁটে মহাআজীর প্রার্থনা-সভায় যোগ দেরে—এ যে অপ্নের অগোচর ! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি ! পণ্টুর দিকে নজর রাখতে রাখতে মহাআজী যে কি বল্লেন ভা' আর আমার ভাল করে শোনা হলো না। সভা ভল হলে ভাড়াভাড়ি আমি পণ্টুর কাছে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করনুম—"কি রে পণ্টু! ভূই এখানে ?"

পণ্টু অতি বিনীত ভাবে আমার পায়ের ধ্লো মাধায় ভূলে নিয়ে বল্লে—"আজে, হাঁয়।"

"আছে হাঁয় কি রে । ছুই কি সভা সভাই মহাত্মানীর অছিংস ,দলে ভভি হলি না কি ? কোণায় গেল ভোর থাকির হাফ প্যান্ট ? কোণায় গেল ভোর থেঁটে লাঠি ? ভোর কোন অত্বথ-বিত্থ করে নি ত ?' পণ্ট হেসে বল্লে— "আজে না ; আগে এই নখর দেহের ওজন ছিল ছু'শো পাউও ; সে দিন সোদগর ষ্টেশনে ওজন হয়ে দেখলুম আপনাদের আশীর্কাদে ওজন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছু'শো চল্লিশ পাউও । খেতে পোলে ভা হজমেরও কোন ব্যাখাত হয় না।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম— "ভুই এত দিন ছিলি কোণা পণ্ট ?"

পণ্টু বল্লে—"থাকবো আর কোথার ? ভোজনং যত্ত্রেব শয়নং হট্টমন্দিরে। নানা তীর্থসাক্তে সাধু সন্দর্শন করে বেড়াচ্ছিলুম। শুনলুম মহাত্মাজী আসংহন সোদপ্রে। মনে করলুম—যাই একবার মহাপুরুষকে দর্শন করে পাপ-ভাপ কালন করে আসি। আর ঐ সঙ্গে উার অহিংসা সাধনের কসরৎটা যদি আদায় করতে পারি ভো মন্দ কি ? রাজকোটের ব্যাপারের পর থেকেই আমার মনে মনে একটা ২ট্কা ছিল যে, মহাত্মাজীর সাধন-প্রণালীর ভিতর হয় ভো কোথাও একটু ক্রটি আছে। সেক্রটি যে কোথার, এবারে তা ধরতে পেরেছি।"

আমি হাঁ করে পণ্টুর কথা গুনছিলুম। ছেঁডা বলে কি 
ও থে আবার মহাত্মার উপর Super-মহাত্মা হয়ে দাঁডালো।

জিজ্ঞাসা করলুম—"মহাত্মাজীর সাধনের ত্রুটি কি দেখ্লি ?"

পণ্টু বল্লে— মহাত্মাজীর অহিংসাও ঠিক, প্রার্থনাল প্রধালীও ঠিক। কিন্তু যে রক্ষ আসন করে বসে প্রার্থনা কর্লে শক্রর মনে সহজে অহিংসার উদ্রেক হয়, সেই আসনটা তিনি এখনও রপ্ত করতে পারেননি।

প্লীর কি শেষে মাথা খারাপ হলো!

আমি আর অহিংসার কথা তুলনুম না। ছ'জনে আতে আতে সোদপুর প্রেশনের দিকে আসতে লাগলুম। কাটাকাছি এসে দেখি হুর্ভেড ভীড়। প্রায় শ' হুই-তিন লোক জমা হয়েছে। বিশাল হুই বাছ দিয়ে ভীড় ঠেলে পন্টু ভিতরে চুকে পড়লো। আমিও পিছু পিছু গেলুম। গিয়ে দেখি, রাস্তার ধারে একটা মেয়ে পড়ে পড়ে গোঁ গোঁ করছে। হুই-এক জন তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিছে। আর অদুরে গোঁফ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক জন লালপাগড়ীওয়ালা কন্স্টেবল। শোনা গেল, কন্স্টেবল সাহেব ভাড় স্থাতে গিয়ে বাটন চালিয়েছিলেন, আর সেই শাঙিক্র কার প্রয়াসের ফলে মেয়েটি রাজ্যার ধারে একটা পাখরের উপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। পন্টু ভাড়াভাড়ি মেয়েটিকে কোলে করে ভীড়ের বাইরে

নিরে গিয়ে ছ'জনকে বললে—"একে আগলাও আর মুখ-চোঝে জল দাও; এখানে ভীড় জমতে দিও না।" তার পর আন্তে আন্তে কন্স্টেবল সাহেবের স্থম্থে গিয়ে বল্লে—"দেখি, বাবা, ভোমার বাটনটা।"

কন্সটেবল ৰিম্মিত দৃষ্টিতে পণ্টুর মূখের দিকে চেয়ে রইলো।

পন্টু বল্লে— "দেখ বাবা, ওটা হিংসাত্মক জিনিষ; হাতে রাথা ভাল নয়। ওটাকে ফেলে দাও, আর যা করেছ ভার জন্যে অফুভপ্ত হও।"

কিছ্ক দেখা গেল কন্স্টেবল সাহেব অমৃতপ্ত না হয়ে তথ্য হয়ে উঠলেন। পণ্টুকে এক ধাকা মেরে বললেন—
"হট ৰাও।"

পণ্টুর হু'শো চল্লিশ পাউগু ওজনের কলেবর সে বাকায় নড়লো না। কিন্তু দেখতে দেখতে যে কাগুটা , ৰটে গেল তা যেমন অহিংস তেমনি অপূর্ব। পণ্টু চক্ষের নিমিষে কন্স্টেবলের হাত পেকে ব্যাটনটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠলো—"বল্ কৈ, ভি চলে।" তার পর তার একটি ঠ্যাং আর একটি হাত ধরে আন্তে আন্তে রাস্তার উপর তাকে গুইয়ে দিয়ে অত্যন্ত গন্তীর ভাবে তার পেটের উপর বসে প্রার্থনা অ্রুক করে দিলে—

— "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর কন্স্টেবল বাবুটির হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার কর।"

(পেটের উপর এক দমক)

"হে দয়াময় ভগবান্! এর মোহ কাটিয়ে দাও। দাও এর মনে স্বৃদ্ধি।"

(পেটের উপর আর এক দমক)

মিনিট তিন-চার এই রকম প্রার্থনা আর দমকের পরে দেখা পেল, কন্স্টেবল বেচারীর মুখ নীলাভ হয়ে উঠেছে; তার গোঁফ-জোড়া ঝুলে পড়েছে, আর তার পানার ভিতর থেকে একটা অফুট ধ্বনি বের হচ্ছে, যা প্রার্থনাও হতে পারে, গেলানিও হতে পারে।

আমি দেখলুম—সর্কনাশ ! পণ্ট আবার বৃঝি একটা খুনের দায়ে পড়ে !

পণ্টুর কোন দিকে জক্ষেপ নেই। কন্স্টেবলের পেট ছেড়ে আন্তে আন্তে উঠে সে মেয়েটি যেখানে ভয়ে ডিল সেইখানে গেল। দেখলে মেয়েটী সামলে উঠেছে। ফিরে এসে আমায় বল্লে—"চলুন, আজ আপনার ধ্বানেই থাকৰো মনে করছি।"

আমি বিক্লক্তি না করে পন্টুর সেই অহিংসা-সাধনার
পীঠস্থান থেকে সরে পড়লুম। কিছু দুর গিরে পন্টু বল্লে
—"দেখলেন ভো, ঠিক আসন করে বসতে পারলে
অহিংসা-সাধনার সিদ্ধিলাভ হবেই হবে আসনটি হওয়া
চাই—একেবারে মুলাধার চক্রের ঠিক উপরে।"



সহসা ভাঙিয়া গেছে ঘুম

বাদলের রিম্-ঝিম্ গানে

আজিকার সারারাতে আর

চোখে ঘুম আসিবে না নামি',

একা শুয়ে শুধু মনে হয়

তুমি যদি থাকিতে এখানে

তবে আজ রাত জাগিতাম তুমি আর আমি। রজনীর ঘুমের দোলায়

ঘুমায়েছে অভিমান যতো,

বক্র ওপ্তে ডিক্ত অভিনয়

ফুটিবে না এ ঘোর নিশীপে—

জন্মান্তর-গোপন-চারিণী

আমার সে মালতীর মতো

আজিকে আসিতে যদি তুমি

আজ যদি ফের দেখা দিতে !

হ্বদয়ের নিভৃত চড়ায়

গ্যাখো আজ ভিড়েছে **বন্দর**,

কুটিল ধোঁয়ায় সেথা আজ

ঢেকে যায় মেঘের ইঞ্চিত

প্রাণ ভরে দিয়েছিল যতো

সবি আজ অযত্ন-ধুসর

যতে। স্থুর নব-যৌবনের

সবি আজ বিশ্বত সঙ্গীত।

তবু তুমি ফিরে এসো আজ 🐧

निए यां के किल्मात दिनाय,

মনে মোর অনস্ত শৃহ্যতা

সেথা তুমি একা এসো নামি'—
জন্মান্তর পরে যেন, আজ রজনী যাপিতে মন চায়
বিনিজ বিমৃত বাক্য-হারা তুমি আর আমি।

# ZIAIdi

कार्वत को वृहत চিহ্নিত করে রাখা। निष्कता (श्राम १८७ অক্তেও পাথিয়ে (मध्या। এशान चारक ফাঁকা। দরকার হলে ছুট দেওয়া যায় गश्छ। মাঠে নেমে ঘাড ফেরাল দিনেশ। লোকটা

কে পিছু নিয়েছে। দিনেশ ক্রতপায়ে ইাটতে আর পিছু নেয়নি। আমিয়্লার বেনেতি মশলার দোকানের नाशन।

গিষেছিল পাশ-গ্রামে, খেজুরতলায়। व्यवप्रत्क . (१४(७। चक्रा (७। निष्ठ) चन्नदीन।

তবে कि श्रीतम शिष्ट्र निरम्र १

বা, দেখা করার তার অনুমতি-পত্র ছিল। অজ্ঞাই ভাকিমে নিমে গিমেছিল তাকে। তাতে কি হয় ? এমন উৎসাহী পুলিশের লোক হয়তো কেউ আছে যে প্রোমাত্রায় নি:সন্দেহ হতে পারছে না।

चाफ कितिदय अक्वात (मृद्ध निट्म इत्र लाकिहाटक। ना, अधूनि क्लांटना एत्रकात टनहे। चार्ल हाटहेत अ রাভাটুকু পার হয়ে যাক্। এখানে অনেক ভিড়। অনেক পরিচিত লোক।

हाइहेत अब एइएए बिरनम यार्क नायन। एहे।हे তাদের গ্রামে ফিরে যাবার গোলা পথ, चूंव टकारत थ। ठानिएय रंगतन वर्ष कात वाद घन्छ।।

তা ছাড়া মাঠটা মনে হল সবুজ ষ্টির মত। লোক-জনের ঠোকাঠুকি নেই, চোখ চাওয়াচাওয়ি নেই। নেই বা চোখের

সামনে এসেই থেমে পড়েছে।

না, প্রলিশের লোক নয়। এ তারক সা।

খেজুরতলার বাজারে ভারক সা'র মন্ত বড় কাপডের দোকান। ছ'বছর আগে ভার দোকান থেকে দিনেখ একটা মশারি কিনেছিল, আছও পর্যান্ত তার দাম দেওয়া হয়নি। দেব-দিচিছ, আজ-নয়-কাল অনেক টালবাহানা करत्रष्ट मिरमभ, जुत्र कथा दाथर् भारत्रिम। छन्द-ভাগাদায় কোনো ফল হয়নি দেখে আঞ্চকাল ওরা ভার পিছু নেওয়া হুক করেছে। এত দিন দোকানের ছোকরা ছুটো পিছু নিত, আজ খোদ বর্ত্তা উঠেছে কেপে।

মশারিটা না বিনে উপায় ছিল না। ছেলে মেয়ে অসীমা ও তাব-সকলের প্রচও ম্যালেরিয়া। তা ছাড়া মশার কামড়ে কারু পুরো রাত ঘুম নেই।

> দাম সে দেবে। তার है। इह चाइ (यान चाना। माम (य পाবে ভার চাভ্যার भरश (य गात्र व्याह्म कार्ड क रहिल त्म गत्मर करत्र ना। **विश्व** (कार्थिक (म (मम् ।

নিজের গ্রামে এসে পড়েছে দিনেশ। খালের মুখেই কেশবের সজে দেখা।

'कि मनारे, कांगत्कत नामहा त्मर्यन ना ?' मित्नम माथा नामान । वनतन, 'त्मर ।'

'দেবেন-দেবেন বলছেন তো আজ এক বছরেরও উপর, কথার তো কাণাকড়িরও দাম নেই। মাষ্টারী করেন তো ছেলেদের কি শিক্ষা দেন জিগগেস্ করি ?'

খবরের কাগজের সামান্ত একটা হকার। ইন্ধলের চৌকাঠও হয়তো কোনো দিন মাড়ায়নি। সে পর্যান্ত গলা উচিয়ে ছুঃসাহসীর মত তাকে শাসন করে। মনে করে নদ্মার পোকা।

কু' মাসের খবরের কাগজের দাম বাকি। সাভ টাকা ক্রেক আনা। এক সঙ্গে বে ফেলে দিতে পারে এমন ক্ষমতা নেই দিনেশের। কু' আনা চার আনা করে নিতে কেশব রাজি নয়। সে কি ভিথিরি ?

তার মানে দিনেশ ভিথিরির চেয়েও অধম।

শ্বভাব চরিত্র জ্বাত জন্ম নিয়ে কেশব অনেক কুকথা বলতে থাকে পিছন থেকে। শুনলেও শোনেনি এমনি ভাব করতে হয় দিনেশের। ঘেয়ো কুকুরের মত লোকের স্পর্শ বাঁচিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে যায় দিনেশ। লেজ ভাটিয়ে মাথা হেঁট করে।

এক বছর সে খবরের কাগজ পড়ে না। জ্ঞানে না দেশ এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানে না কবে ঘৃচবে তার এই দারিস্তা, এই লজ্জা আর ভয়। তার আর কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো কৌতুহল নেই।

কত দ্র এগিয়ে আসতেই নগেনবাবুর সজে দেখা। সাব-ডিভিশনের স্কুল ইনজ্পেক্টর, প্রায়ই গ্রামে আসেন স্কুল পরি-দর্শন করতে। আশে-পালে যেখানেই যখন আসেন দিনেশের সঙ্গে দেখা করে যান। অনেক দিনের জানা শোনা।

আর, যখনই দেখা করেন, ঘ্যানর-ঘ্যানর ঘ্যানরঘ্যানর করেন অনেকগুলি। বলেন তার দারিক্র্য ছর্দশার কথা। সকলে কেনন খুঁটে খুঁটে ঠুকরে ঠুকরে ঘুস নিচ্ছে আর তিনি খুঁদর্কুড়াও নিচ্ছেন না, সেই সাধুতা বা অক্ষমতার বর্ণনা। প্রকাণ্ড পরিবার, সামলে উঠতে পারছেন না এই সামান্ত আরে। বড় ছেলেটাকে পড়াতে পারলেন না বেশি দূর, বেকার বসে আছে। মেরে ছুঁটো ধাড়ি হচ্ছে দিন দিন, পারে ছুটছেনা। নিজের আমাশা না অর্শ, চিকিৎসার পর্যা নেই।

এ তো সব ছঃখের কথা; মামুলি, এক রঙা এর মধ্যে তো অপমান নেই !

'ধার নেই আপনার ? ছোট-ছোট ধার ?' জিগগেস্ করে দিনেশ।

'না। ধার করি এমন সাধ্য কি। শোধ দেব কোখেকে ?'

তা হলে তিনি তো পরম প্রথী। বা ভার

মাইনে তাই দিয়েই কটেস্টে টামেটোরে তাঁর সংসার চলে যায়। তার পরেও তাঁর অভাব থাকতে পারে কিছ লাজনা তো নেই। এক ধার শোধ করতে গিয়ে তাঁকে

#### অচিস্থ্যকুমার সেনগুপ্ত

তো আরেক ধার করতে হয় না। এক গত বোজাতে গিরে খুঁড়তে হয় না তো আরেক গত । তিনি তো পৃথিবীতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন। লক্ষায় তাঁকে তো মাধা হেঁট করে চলতে হয়



্না ৷ ৬য় পেয়ে ই ছুৱের মৃত তো পালিয়ে যেতে হয় না ভিড় দেখে ? ভার মনের বিফলকামের বেদনা পাকভে পারে কিন্তু অপরাধীর গ্রানি তো নেই। তিনি দরিক্র হতে পারেন, কিন্তু তিনি তো অপরাধী নন। তাঁকে ভো কাউক্কেও ভয় করবার নেই পৃথিবীতে। তিনি সহাত্বভূতি পাবেন, ঘেরা যেশানো অমুকম্পা তো তাঁকে কুড়িয়ে নিতে হবে না।

নগেনবাবুর খ্যানর খ্যানর আর ভালো লাগে না। ্ভার সজে তাঁর মিল নেই। সে অপরাধী! সে স্বণ্য। সে ধিক ত।

ৰাড়ির কাছে এসে এক মুহূত পমকে দাঁড়াল দিনেশ। বাড়ির মধ্যে আর চুকল না। পাণ কাটিয়ে গা-চাকা দিয়ে সরে পড়ল।

ৰাড়ির দোরগোড়ায় মহাদেব বল্লভ ব'লে। বল্লভ-মশাই বাড়িওয়ালার লোক। প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রচণ্ড প্লার আওয়াজ। সব চেয়ে প্রচণ্ড তার অভদ্রতা।

একবার ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল এক সলে. বেৰার অসীমার গুৰ বড় রকম অস্থ হয়। তারপর যত ভাড়া সে দিয়েছে পর-পর, সব গিয়েছে বকেয়ার উত্তেশ। কিছুতেই হালনাগায়েৎ হতে পাচ্ছে না। ৰাৰো এক মানের জন্ত দশ টাকার একটা টিউশনি পেমেছিল, তা ফেলে দিয়েছে সেঐ বাড়িভাড়ার বন্দরে। তবু এখনো আঠারো টাকা বাকি। চলতি ভাড়া দিয়ে দিনেশের আর সাধ্য নেই কিছু দিতে পারে बदक्त्रांत्र यदशा

ক্তি কিছু আদায় না করে বল্লভয়শাই আৰু আর কিছতেই নড়বেন না।

অসীমা ছেলেকে দিয়ে বলিয়েছে, বাবু বাড়ি নেই, কভক্ষে ফিরবে কেউ বলতে পারে না, তাই আরেক সময় যেন সে আগে।

ৰাৰু ভিতরে থাকলেও নেই, বাুইরে থাকলেও নেই, क्षि धक नमत्र ना धक नमत्र हर्ने त्वक्र नम् प्रकार जारक हरवरे अरे पत्रका पिरत्र। छारे बज्रज्यभारे पत्रका ছাড়বেন না কিছুভেই। আৰু তাকে ধরে ঠিক টেনে নিয়ে বাবেন কাছারিতে।

অসীমা রারাধরে উমুনের কাছে বলে আঁচল চাপা बिरा काँদছে। ছেলেরাও যেন অস্পষ্ট ভাবে বুরাভে সারছে ভাদের বাবা অপরাধী, অপদার্থ। ভাদের এই च्या ७ कीवन गव**करे** এकहा चालो बादित काहिनी।

কেটে পড়লেও বেশি দূর নিশ্চিত্ত হয়ে এগুতে বারল না দিনেশ। কড দূর যেতেই টার ফার্যেসির ্রবিলের সলে দেখা। সরে পড়তে চেটা করেছিল, কিন্তু ব্র**খিল সরাসরি ভার হাত চেপে ধরল।** 

ওবুধের বিলের পাওনাট। আত্মও সম্পূর্ণ শোধ করা

হয়নি। ভাই বলে রাভার মাঝে অমনি হাত চেপে ধরবে নাকি ?

অপচ একটা যে সমর্থ প্রতিবাদ করে এমন ক্ষমতা দিনেশের নেই। বরং পীড়িভের মত অসহায় মুখ করে বললে, 'এ মাসের মাইনে পেলেই দিয়ে দেব होकाहा।'

'অনেক মাইনেই তুমি পেয়েছ এ পর্ব্যস্ত। আর ও-क्षांत्र जुनहित्।' अथिन शक्ता (कारत रहरन शरत টানতে লাগল সামনের দিকে। যেন কোণায় তাকে নিয়ে যেতে চায়।

'জানো তো গামান্ত মাইনে, তায় অহুথবিহুখ, স্ব দিক গুছিয়ে উঠতে পারিনে।'

'সামাভা নাইনে তো, ডাক্তারকে দিয়ে অসামাভা ওযুধ বাভলিয়েচিলে কোনু সাহসে 🔈 তথন ৎেয়াল হয়নি সামাক্ত মাইনের থেকে অসামাক্ত অষুধের দাম দিতে পারবে না ?'

'বলো, স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলা কি স্বামীর কর্তব্য নয় 💡 আন্ততায়ীর সহামুভূতি উদ্রেক করবার জন্মে **मित्न मक्क कर्छ बनाम, 'छश्चन कि करत्र । म वैक्टिब,** কি করে সে একটু আরাম পাবে, তারি সন্ধানে হল্তে হয়ে ফিরতে হয়। তখন ওবুধের দাম বেশি কি আমার ক্ষমতা কম এসব কথা কি মনে আসে ?'

'হ্ববিধে আছে যে।' অধিল বিকট ভঙ্গিতে মুখ বেঁকাল: 'ভকুনি-ভকুনি যে নগদ দাম দিতে হল না। মাষ্টারমাত্রয—দেখে তথন যে আমি বিশাস করেছিলাম মাসকাবারেই দামটা পেয়ে যাব। তখন কি জানি ভূমি এতখানি জোচোর ?'

দিনেশ বুঝতে পেরেছে তাকে পাশেই আর কারু मिकानचरत कात्र करत छित्न निरत्न यादा। त्रथात्न দরজাবদ্ধ করে অথিল ও তার বন্ধুরা তাকে মারবে, মেরে গায়ের ঝাল মেটাবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে দিনেশ। ভবু বাধা দিতে গিম্বেও দে বাধা দিছে না। একেকবার ভাবছে, মন্দ কি, যদি মার খেমেই এই ভার নেমে যায়. याक्, मरनद यञ्जभा (परक प्राट्त यञ्जभा चरनक कुछ, चरनक সহনীয়। তবু, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে, ভার জোর নেই, বৈধভা নেই, ভরু वांशा निष्टि । वनष्ट, भात्र थिला शांत्र गूष्ट यात्व ना। আবার এমনি আরেক দিন অখিল হাত চেপে ধরবে।

রান্তা থেকে কারা-কারা এসে ছাড়িয়ে নিল দিনেশকে, প্রোচ় ব্যক্তিরা কেউ-কেউ অখিলকে মুছ ভিরস্কার করলে। কিন্তু নিভূ ল ভাব দেখালে সমস্ত ক্রায় ও वर्ष चथित्मत्र मित्क।

তকে-তকে থেকে কাঁকা দৰজা পেরে দিনেশের বাড়ি पूर्वे थांग्र वाषाहरहे। जानाहारत्रत्र कार्छ पिरनरनं চেম্মে আগে বল্লভমশাই পরাত্ত হ্যেছেন। পাঠি ঠুকে তিনি শানিমে গেছেন এবার যথন আসবেন চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিমে আসবেন, দেখা যাবে ধরতে পারেন কি না বাছাধনকে। দূরের রাজা, আজ আর বেশিক্ষণ ধরা দেবার তাঁর সময় নেই। পরের বার, যেমন কচু তেমনি কেঁতুল হয়ে আসবেন তিনি।

'এত দেরি হল ?' অসীমা এসে জিগগেস্করলে।

'খেজুরতলা কি সামাভ পথ ? তারপর ও ফ্রি
ছাড়ে!'

'কেন, ডেকেছিল কেন ?'

'তিন দিন পর ও ছাড়া পাবে, অর্ডার এসে গেছে নাকি। যাবে কলকাতা। তাই ভারি ফুতি দেখলাম।' 'জেলে পাকতেও তো ফুতি কম দেখি না।'

'সে তো আর আমাদের মত জেল নর।' দিনেশ গা থেকে সাটটা খুলে ফেলল। অনেক নিফল ক্লেশের দার্গরেখা দিয়ে পাঁজরগুলি আঁকা।

'খেজুরতলা থেকে কলকাভা কোন্ পথে যাবে ?'

'रनत्न यानात्र शर्ष चामारमत्र अयोरन (शरक यारन अक मिन।'

'কি সর্বানাশ!' অসামা চমকে উঠল: 'তৃমি রাজি হলে '

'কি করে না করি বঙ্গ লোক, তা ছাড়া এত দিন পর ছাড়া পাছে। আমিই বরং ওকে আগ্রহ করে নেমন্তর করলাম।'

অগীমা ঝলসে উঠল। এমন একজন গণ্যমান্য লোককে অভ্যৰ্থনা করে বাড়ি নিয়ে আসবার তোমার কী সন্ধতি আছে? কোণায় দেবে তাকে বসতে, কী বা জোটাবে তার আছার? অতিথি এলে ভালো-মন্দ খতে দিতে হয়, রায়ায় বিশেষত্ব আনতে হয় একটু, তা সংগ্রহ করবার তোমার সামর্থ্য কোণায়? ঘরে সমস্ত কিছু ভোমার বাড়ন্ত, তা ছাড়া, বাজারে ধার মেলে না।

'ডাল-ভাত যাই রাল্লা করে দেবে তাই খাবে ও ্থি করে। তোমার রাল্লা সাধারণ হতে পারে, কিছ ও তো সাধারণ নয়। তাছাড়া কত দিন মেয়েদের হাতের রাল্লা ও খায়নি, পায়নি সন্ধীর হাতের সেবা।'

আহা, কী তোমার লক্ষীর ছিরি! রোগে ভূগে-ভূগে শেওড়া গাছের পেত্বী হয়ে গিয়েছে। পরনে একটা আন্ত শাড়ি নেই, টেনে-বৃহতে কুলোর না। অপরিচিত গাউকে দেখে যে খোমটা টানবে তার উদ্বৃত্তি নেই। ছেলেপিলেশুলোর নোংরা চেছারা, নোংরা ব্যবহার। সমস্ত ঘর-দোর একটা আন্ত আঁশুকুড়।

'এতে তোমার অন্বন্ধি হচ্ছে কেন? যে লোক দেশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তার কাছে আমাদের কিসের ভয়, কিসের লজা? তার চোথে

আমরাও তো তার দেশ। আমাদের এই • ছ:খ আর ছর্বলতা তার চোখে তার দেশেরই ছ:খ, দেশেরই ছর্বলতা।'

তথু কি তাই ?

তারপরে সকাল থেকে পাওনাদারের মিছিল বসবে না ভোমার দোরগোড়ায় ? বিছের কামড়ের মত স্বাজে ভোমাকে অপমানের দংশন করবে না 📍 তথন কলছিত মুখ তুলে বন্ধুর মূখের দিকে তাকাতে পারবে ? ভোমার অপরাধ আর অকীতি ঢাকলে কি করে? এমনিতেও যদি সহনীয় হত, বন্ধুর সারিধ্যে তা আর সহ্য করতে পারবে না। আত্মদাহ নির্বাণ খুঁজবে তথন আত্মহত্যার। না, দরকার নেই, বন্ধুকে গিয়ে বলো, বাড়িতে খোরতর অহুখ হয়েছে, অভ্যৰ্থনা সম্ভব হবে না। আমাদের পাপ আর গ্রানি, হু:থ আর অপমান আমাদের মধ্যেই পাক, আত্মীয়-বন্ধু কাউকে তার মধ্যে উকি মারতে দিভে পারৰ না। মুখে কালি মেধে তুমি মাধা হেঁট করে বসে থাকবে আর পাশে বসে তোমার বন্ধু সক্রণ ভরভায় তোমাকে সহাত্ত্তি করবেন বা শেষ পর্যান্ত অর্থসাহাত্য করতে চাইবেন, সে আমি কিছুতেই মেনে নিজে পারব না। ব্যঞ্জনের সঙ্গে চোখের জলের মুণ মেশান এ স্টবে না আমার। অপমানিভের মত এক কোণে **থেকে আরেক কোণে গিয়ে লুকোব, চোখ তুলে ভাকাতে** পারব না মুখের দিকে, এই অপমান থেকে ভূমি আমাকে যুক্তি দাও।

এবার সভিচ্ছ ভয় পেল দিনেশ। নিজের লজা
ন্ত্রীর লজা শিশুদের লজা পরের চোথ দিয়ে দেখতে
হবে এ জালা সভিচ্ছ অসহ। এমন ভাবে দেখেনি সে
তার দৈনন্দিন শীবনের চেহারা। কিন্তু এখন আর
উপায় নেই। নিমন্ত্রণ করে এসে এখন আর বন্ধুকে
প্রভাগখান করা যায় না।

তারপর অজয় বখন এল এ বাড়িতে, মনে হল নভুন একটি দিন যেন পৃষ্ঠা বদলে দেখা দিয়েছে, আশ্চর্ষ্য দীপ্তির অক্ষরে। কোপাও দৈন্য নেই, হু:খ নেই, অসমান নেই। সমস্ত পাপের চেয়ে বড় যে পাপ সে ভয় নেই। আমি অক্ষম আমি পরাজিত এ বেদনার কালিমা মুছে গেছে। ঝকমক করে অলছে এখন সাহসের তলোয়ার। জীবনের ছেঁড়া তারে সে হঠাৎ বিজ্ঞোহের হুর বেঁধে দিয়েছে। শুনিয়েছে দেশের ভাক। নবজীবনের মন্ত্র।

রারাদরে ছিন্ন আচলে মুখ ঢেকে অসীমা কাজ করছে আর শুনছে। তার বন্দী প্রাণ-পক্ষ স্পন্দিত হচ্ছে থেকে থেকে।

কিছ কে ভানে এ মোহ কতক্ৰ।

'বাবুমখাই, আছেন না কি বাড়িতে? নিৰ্বাৎ

মহাদেব বন্ধতের গলা। 'আঞ্চ একেবারে পাকাপাকি বন্দোবন্ধ করে এসেছি। আজ আর সহজে পথ হেড়ে দিচ্ছি না।' লাঠি ঠুকতে লাগল মহাদেব। তার পিছনে পাইক পেয়াদা।

আওয়াজ ভনে এতটুকু হয়ে গেল দিনেশ। কি করবে কোথায় লুকোবে ভেবে পেল না। ভেবেছিল, কেন ভেবেছিল কে জানে, অস্ততঃ আজকের দিনটি সে রেছাই পাবে তার বরাদ্দ লাগুনা থেকে। ভগবান আজ-আর তাকে তার বন্ধুর সামনে নাকাল করবেন না।

বাড়ির সামনে খোল জমিটুকুর উপর একটা চেয়ারে ৰসে অজয় বই পড়ছিল, জিগগেস্ করলে, কী ব্যাপার!

ব্যাপার ঘোরালো। শালা মাষ্টার বাড়ির ভাড়া দিছে না। তাগাদা দিতে দিতে পায়ের হাড় থসে পড়ছে পচে পচে, তবু গায়ের চামড়া ফুঁড়ে ভক্রতা গলাছে না মাষ্টারের। কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াছে। ঘরের ভিতরে থাকলে বাইরে আসে না, বাইরে থাকলে ভিতরে ঢোকে না। রাভায় দেখা হলে দৌড় মারে কিছু আজু আর ছাড়াছাড়ি নেই। যথনই হোক, যতক্রণ পরেই হোক, মাষ্টারকে আজু জমিদারের কাছারি-বাড়ি ধরে নিয়ে যাব। ই্যা, মধ্যম হিস্তার জমিদারবাথুই বাড়িওয়ালা।

'দিনেশ ! দিনেশ !' সবল কঠে ভাকতে লাগল অভয় ।

'ষ্ডই ডাকুন, আমার গলার আওয়াজ পেয়েছে যখন, তথন ও কিছুতেই আগবে না।' মহাদেব গন্তীর মুখে বললে, 'ও এখন ইন্নের গর্ড খুঁজছে। দেখুন গিয়ে লুকিয়েছে হয়ত ভক্তপোষের তলায়।'

অক্স আবার তীত্র স্বরে ডাকতে লাগল।

ন্ত্ৰীর দিকে করুণ চোখে তাকাল একবার দিনেশ। না, ৰাইরে না গিয়ে আর উপায় নেই।

'তুমি বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে আছ কেন? শুনছ না এই ভদ্রশোক ভোমাকে ডাকাডাকি করছেন?' অজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তুমি বোসো এই চেয়ারটায়। হাা, আমি বলছি, বোসো। আমি সব শুনেছি ওঁর কাছ থেকে। তাতে ভোমার অমন মুখ ম্লান করে থাকবার কথা নয়। কোনোই তুমি অপরাধ করনি যে ভয়ে-ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। বোসে। বলছি চেয়ারটায়।'

पिरन्थ रमम्।

 'মুখোমুখি তাকাও এখন একবার ঐ বয়ভয়শাইর দিকে। তাকিয়ে স্পষ্ট দৃঢ়কঠে বল, টাকা আমি দেব না।'

'(एव ना ?' पिटनम निट्यूड চমকে উঠन। 'हैंगा, एएटन ना। सारन, अधन, यक्टमन ना भाव, ষতদিন না দিন ফেরে, ততকণ, ততদিন তুমি দেবে না।
বেই মুহুতে অছলতা আগবে সেই মুহুতে দিরে দেবে।
এর মধ্যে কোনো পাপ নেই, কোনো সক্ষা, কোনো
তীক্ষতার লেশমাত্র নেই। ওদের বেশি ছিল ওরা
দিরেছে, তোমার অল্লতমও নেই তুমি দিতে পাছ্র না।
এর মধ্যে এউটুকু অভায় নেই। যথন আবার ওদের
থাকবে না আমাদের থাকবে তথন আবার ওদেরকে
আমরা শোধ দেব। হব সমান সমান। যা সত্য তা
কথনো ধর্মের আইনে তামাদি হয়ে যায় না। লেন-দেন
হিসাব-নিকাশ সব এক দিন বুঝসমুঝ হয়ে যাবে।

আশ্রুষ্য, অজয় যা বললে তাই দিনেশ পুনরুজি করলে। মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে, স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে। প্রত্যেকটি কথা বুকের মধ্যে অমুভব করে করে। বলতে-বলতে গায়ে তার জোর এল, ভলিতে এল কাঠিল। সে যে অপরাধী নম্ম চোথে এল সেই অমুভুতির দীপ্তি।

যেন একটা অনড় কুয়াশা উড়ে গেল এক মুহুর্তে।
নতুন বাতালে প্রত্যেকটি নিখাস তার পবিত্র মনে হতে
লাগল, রক্তে এল সাহসের তীক্ষতা। স্বাইর সামনে
দীড়াতে পারে সে মুখোমুখি।

এল খেব্দুরতলার তারক গা।

'বাবু আছেন ?'

'এই যে আপনার সামনে জলজ্যান্ত বসে আছি দেখতে পাছেন না ?' স্পষ্ট নিউকৈ কঠে বললে দিনেল। 'কেন মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করছেন ? আমার হাতে এখন টাকা-পর্যানেই, আমি এখন দিতে পারব না। কখন পারি তারো ঠিক নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যখনি সক্ষম হব ষেচে গিয়ে আপনার টাকা দিয়ে আসব। আর যদি কোনো দিন নাই পারি, জানবেন, আপনারই দিন তথু ফিরেছে, আমরা তেমনি সেই লোকসানের ঘরেই পড়ে আছি। কিন্তু যেদিন লাভের কোঠার উঠে আসব সেদিন আমার আপনার সকলের লাভ।'

স্তিয়, থোলস বদলে নতুন মাত্ম হয়ে গিছেছে দিনেশ। অনেক ঘোরাঘুরির পর পেরেছে ঠিক জায়গা, ঠিক ভলি। সে অপরাধী নয় পেয়েছে এই আশ্চর্য্য সংজ্ঞা। জীবনে কেউ অপরাধী নয়।

'আমি আদালত করব।' বললে তারক সা। মনে হল সেই এবার ভয় পেয়েছে।

'করো, আদালত লখা কিন্তির চ্কুম দেবে।' বললে অজয়। আজ সে কিন্তি খেলাপ করার অধিকার আহে দেনদারের।'

**पित्म मक् क**रत्र रहरम छेठेग।

ব্দেক বৎসর পর এই তার প্রথম উচ্চ হাসি।

আমার অক্ষমতা আমার অপমান নর। আমার বিফলতা নয় আমার অপরাধ। দিনেশ আবার হেসে উঠল। অক্ষমতা আর বিফলতা সম্বেও আমার অধিকার আছে বাঁচবার। অধিকার আছে সেই অক্ষমতা ও সেই বিফলতা দূর করে দেবার। লোকসান থেকে লাভের ঘরে চলে আসবার।

ভাক এবার অথিল সমাদারকে। দেখি তার হাতের ক্রমিতে কত জোর।

অখিল এল না।

তারপর বাকি আছে কেশব। ডাক তাকে। ছু' আনা চার আনা করে নিতে তার এমন কি অস্থবিধে? আমার ইচ্ছে আমি ছু' পম্লা চার পম্লা করে দেব। আমার স্থবিধে মত।

এল কেশব। একখানা কাগজ দিয়ে গেল দিনেশের হাতে। বলে গেল, 'যখন যেমন স্থবিধে ভেমনি দেবেন।'

আত্ব অনেক দিন পর শাস্ত, নিশ্চিম্ব সাহসে বাইরে বেড়াতে বেরুল দিনেশ। সে খুঁজে পেরেছে দাঁড়াবার ঠিক জায়গা, দেখবার ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয়, সে কাপুরুষ নয়, সে অকিঞ্ছিৎকর নয়। সে অভিযাত্তিক। নিজের মাঝে বহন করে বেড়াচ্ছে সে নবীন দিনের সম্ভাবনা।

বাড়ি ফিরতে সভ্তো হয়ে গেল। সন্ধার অন্ধকারে ভনতে পেল কার চাপা কারার শব্দ।

পা টিপে টিপে এগুলো সে দরকার দিকে।

দেখল, অজমের কোলের মধ্যে মূখ রেখে অসীম। ফুঁলিয়ে ফুঁলিয়ে কাঁদছে।

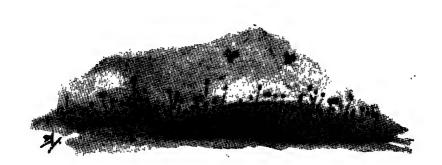
তার পরে ঠিক সময়ে ঘরে বাতি জ্বল, উম্ন ধরানো হল, রারা করতে গেল অসীমা। অতিথির জ্বন্তে আরেক কিন্তি রাঁধলে ন্তন করে। এই রাতটা থেকেই ভোর বেলা জ্বন্ধর রওনা হয়ে যাবে। বাইরের ঘরে তার বিহানা করে দিয়ে এল অসীমা। তার পর তার নিজ্বের ঘরে সে শুতে এল, দিনেশের পাশটিতে।

কোথাও কোনো পরিবর্ত্তন নেই। সেই নোরো কাঁথা-তোষক, নোংরা মশারি, সেই উত্তপ্ত অনিক্রা। সেই প্রতিশ্রুতিহীন কালো রাত্রি!

চোধ বুজে শুয়ে আছে অগীমা। বোঝা বাছে ঘুমুতে পারছে না। চোথের চার পাশে লেগে আছে এখনো বা জলের মালিস্ত।

'আমার দিকে তাকাও। চোধ মেল।' শান্ত করে বললে দিনেশ। একবার চোধ মেলেই আচ্ছনের মন্ত আবার অসীমা চোধ বুজল।

'না, চোখের দিকে তাকাও স্পষ্ট করে। তোমার কোনো ভর নেই, কোনো লজা নেই। তুমি অপরাধী নও।' অসীমার উন্মালিত চোখের উপর দিনেশের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা চ্ম্বনের মত নেমে এল। 'যদি তুমি বুঝে থাক ভোমার মামী ভোমার সম্ভান ভোমার ঘর-সংসার সম্ভ কিছুর চেয়ে তোমার দেশ বড়, ভোমার দেশের অভ্যে স্ব কিছুর ছিছে চলে যেতে পার মূহুর্তে, তা হলে তুমি কোনোই অপরাধ করনি।'



# আজি কালের সমস্তা [শিল্পী—খবনী সেন





# नाव्यातिक

শান্তি কোথার ? তারার তারার জলস্ত
উদ্ধার হাড় স্থৃতির পাহাড় চলস্ত
ইল্রের ভরে ক্রত ধাবমান ব্যর্থ-বাসনা দিক্-বিদিক্
আন্ধ-অপার অমের আশার দৌবারিক,
মর্ক্ত্যবাসীর বাসনা-বাশীর কম্পন-ঘন মৃত্যু-দৃত
ব্যোম-সমুদ্রে শরীরী-ব্যথার হে বুদ্বুদ—
শ্রে অনাজন্ত কাল,
হে ক্যাল।

বিষলচন্ত্ৰ ঘোৰ

অণোরনীয়ান্ প্রলয়ের গান কণ-বিনাশ ক্রন্ত কম্পিত বিচ্ছুরণের চিছিলাস নিমেবে বিপুল অড়ের বাঁধন বহি-বলয়ে ক্রন্ত-সাধন চুর্প ধুমল ক্রিতিমণ্ডল ক্র্যু প্রবল অণ্-বিদার নব্যস্ত্রের তন্ত্রধার!

হে বৃদ্বুদ,
উচ্চাভিলাবী স্বপ্নদৃত
চোথ খুলে চাও, একটু দাঁড়াও হে চঞ্চল
ভীত্র স্কৃতির ক্ষণ ভৃত্তির ক্ষ্বিত অধীর যে সম্বলবক্ষে ভোমার ঘূচিয়োনা ভার মহাভবিষ্য হে সৈনিক,
করো প্রবৃদ্ধ জীবনযুদ্ধ এ দৈনিক।

পারাচ্নীর অর্ণত্নীর পৃঠে কুমার অহত্তর সৌর-নারক শোনার আদেশ শ্রেরভ্র-বর অনাজন্তকাল: একটু দাঁড়াও হে কলাল।

এসেছে এবার প্রাক্ত-যুগের সদ্ধিকণ বেগেছে প্রাচীন অন্তের বেরে বন্দী-মন পাভালে বাস্থিকি লক্ষ কণার কোঁসে ঘন ঘন বাপা ঘনার দেশে দেশে জাগে অনলদীও অমৃত কিপ্ত অধিকন বাবাও ভোমার স্ক্র-প্রাণের রক্তচকু ক্রকুঞ্চন।





# वाश्ला नाम उ उपयणकेन

**बैट्ट्यक्क्यां** द्राव

বাংলা নৃত্যকলার মেত্রে উদয়শছরের স্থান নিদেশ করতে হ'লে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে, উদয়শস্থরের ভাবিভাবের আগে বাংলাদেশে এই বিশেষ আটটির অবস্থা ছিল বি-রক্ম ?

সাহিত্য-সেবাই আমার প্রধান ধর্ম হ'লেও শুদীর্থ কাল ধ'রে নত্যকলা নিয়ে আলোচনা ক'রে আসছি এবং ব্যাবহারিক স্মেত্রেও তাকে প্রয়োগ করবার মুযোগ পেয়েছি বারংবার। কতরাং এক্ষেত্রে নিজের চোথ দিয়েই যদি অতীতকে দেখবার এবং দেখাবার চেটা করি, তাহলে কেউ যেন সেটা আমার আত্মপরিচয় দেবার ছলেচটা ব'লে ধ'রে নেবেন না। পরের মুখে ঝাল না থেয়ে, যা দেখবার তা নিক্ষের চোথে দেখাই হচ্ছে নিরাপদ্।

মামুবের শিশু কথা কইবার আগে নাচতে চার, অবোলা পণ্ডপক্ষীও নাচতে ভালোবাসে এবং নৃত্যের মধ্য দিছেই হয়েছে পৃথিনীর
সক্ষপ্রথম লালিতকলার স্কুচনা। এইজন্তেই বোধ হয় অধিকাংশ
মানুষ্ট বাল্যকাল থেকে নাচের ভক্ত না হয়ে পারে না। আমারও
ছেলেবেলা থেকেই নৃত্যকলার দিকে একটা দ্বাভাবিক প্রাণের টান
ছিল।

সে হচ্ছে অর্থ শহাকী আগেষার কথা। বালেইদেশে তথন কীর্তন, ঝুঃর ও বাউল প্রভৃতি লোকন্ত্য প্রচলিত ছিল বটে, বিশ্ব কলকাতা স্থরে সাধারণ নৃত্যের নিয়মিত আসর ক্ষাত কেবল মাত্র থিরেটারে থিরেটারে। আমিও বাল্যকাল থেকেই পেয়েছিলুম থিরেটার দেথবার স্থযোগ। তথনকার বাংলা নাট্যজগতে বারা বিখ্যাত নর্তক ব'লে স্থপরিচিত ছিলেন, সেই কালীবার্, রাণুবার্, নৃত্যেলচন্দ্র কম্ম ও কড়িবার্ প্রভৃতি সকলেরই নাচ আমি অনেকবার দেখেছি। তাছাড়া "প্রমোদরঞ্জন", "আলিবাবা" ও "আলাদিন" প্রভৃতি নৃত্য-গীত-প্রধান নাট্যাভিনয়েও স্থীবৃদ্দের লাক্সলীলাও দেখেছি যথেষ্ট।

ঐ-সব নৃত্যের দিকে আর্ষ্ট হতুম বটে, কিন্তু ও-শ্রেণীর নাচ কেন বে আমার মনকে ভালো ক'বে স্পাণ করতে পারত না, তার কারণ তথন বৃথিনি। তবে সেই সময়েই এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম বে, বাংলা কলালয়ে শিল্পী হিসাবে মেয়েদের চেয়ে গুরুষরাই হচ্ছেন অধিকতর শন্তিশালী।

কোন কোন বাড়ীতে উৎসবের সময় আর এক শ্রেণীর নাচের **আসর** বস্তু এবং ডাব নাল স্কাচ সোক্তান্তান সালাল

থেমটা-নাচের প্রভাব অভিশয় ক'মে গিয়েছে, বিস্তু তথন থেমটাওয়ালীদের আনদর ছিল রীতিমত। বিশেষ ক'রে মেয়েলি উৎসবে **(धमंग्री-नाग्रतक स्व এव क्रि अ**शान अज व'ल मान कवा क'ल, मिन्दियाप्र কোনই সন্দেহ নেই। কিছ খেমটা-নাচকে কোন দিনই অংমি শ্রহার চোখে দেখতে পারিনি।

ধনীদের আসরে প্রাধাক লাভ কবত বাইডীদের নাচ। গৃহরজান-প্রমুখ অনেক বাইভীর নাচই আমি দেগেছি এবং ভাব মধ্যে গুভি না পাৰলেও ললিতকলার একটি বিশেষ লাগিতা যে ভাছে, তা অফুডব করতে পারতুম।

তথন আমাদের দৃষ্টি বিভ্ত হয়নি এবং আশাও ছিল অপ্রচুর। **কাৰেই অলেই খুসি হ'**তুম এবং এই-স্ব নাচের উপরেও যে কোন উচ্চতর শ্রেণীর নৃত্যকলার নমুনা থাকতে পারে, এটা আমরা অমুমান দরতে পারতুম না।

ভারপর হঠাৎ পেলুম কাল্কা-বৃন্দা ভাতৃযুগলের নাচ দেখবার হবোগ। মন সচকিত হয়ে উঠল পরম বিশ্বংয় ! তাঁদের ভাব, ভঙ্গী,

অঙ্গহার ও নাচের ছক সভাগ ক'রে তুললে আমার ওক্রাজ কলনাকে। বৃঝতে পাবলুম নৃত্যকলার মধ্য দিয়ে কভগানি কার্<mark>য</mark> ফুটিয়ে ভোলা যায়! মনেৰ ঝোঁকে একজন নৃত্য-ওজৰ শিয়া হয়ে কিছুদিন ধ'বে করলুম নৃত্য-সাধনাও। বলা বাহুলা, মন নাচ শিখতে চেয়েছিল "তথু অকারণ পূলকে"ই। পরে যে চেই শিক্ষা রঙ্গালয় ও সিনেমার ক্ষেত্রে কোন কাকে লাগবে, মনের ভিত্রে এমন স্ভাবনার ইঙ্গিট্রু প্রাপ্ত পাইনি। এবং আমার সেই নৃত্যাধন বেশীদিন স্থায়ীও হয়নি।

> करम करम एथलूम माँ ७ डॉलिएन ७ উড़िशांत एवलामें एन नाह: এবং সহরে সহরে দেশী ও বিলাতি যে-কোন বিখ্যাত নতাশিল্পী আসতেন তাঁদের কারুকেই দেখবার স্থাগে আমি তাগে করতুম না। এমনি বিভিন্ন সব নাচের ক্ষেত্রে গিয়ে আমার চোথের সামনে গুলে গেল নৃত্য-জগতের বিভিন্ন সিংহদ্বার। কিছুদিন নৃত্যসাধনা **ক'**রে বিশেষ-কিছুই শিক্ষালাভ করিনি, কিন্তু ভারতের ও মূরোপের বিভিন্ন-**শ্রেণীর নাচ দেখে এবং ভাই নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে** করতে

আমার মন যে নৃত্যকলা সম্বন্ধে কিঞিং শিক্ষিত হল্পে উঠল, এটুকু বললে বোধন্য অভ্যক্তি করা হবে না।

স্বৰ্গীয় সঙ্গীতপ্ৰিয় রাজা তাব সৌৰীক মোহন ঠাকুবের "নৃত্যাঙ্কর" নামে একথানি পুস্তক পাঠ ক'রে জানতে পাবলুম যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা ছিল কি বিচিত্র সৌন্ধ্যের আকব!

নব্যবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তথনো নৃত্য কলা নিয়ে মাথা ঘামাতে কিছুমাত্র প্রাঞ্জ হয়নি। বাঙালীর ছেলেরা থিয়েটারে গিয়ে নাচ দেখে হাততালি ও শিষ দিৰে উংগঃ প্রকাশ করত বটে, কিছ ঐ পর্যান্ত! না य आवात এकটा उँ हुनदात आँ, अधिकाः न বাঙালীই জানত না এই সত্যকথাটা।

"हिन्दृशान" नार्य अधुनान् छ रेन्निक পত্রে এবং একাধিক মাসিক পত্রেও প্রায়ই নাচের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগন্ম। "হিন্দুস্থানে" একবার একটি প্রবন্ধে সিংগ ছিলুম, বাঙালীর মেয়েদের নিয়মিত নৃতা অভ্যাস করা উচিত—আর্ট হিসাবে না <sup>চোক্</sup> অস্তুত দৈহিক ব্যায়াম হিসাবে। সে-দিন এই নৃতন প্ৰস্তাৰ ভনে লোক ৰে কড়কটু কথা বলেছিলেন, আজ তা মনে কণলেও হাসি পায়।

ভারপর প্রায় বাইশ বংসর আগে প্রকাশিত হ'ল মংসম্পাদিত সাপ্তাহিক প্র "নাচ্যুর"। **প্রথম সংখ্যাতেই** "নৃত্যুক্লার নৃতন প্ৰস্তাব<sup>\*</sup> নামক একটি প্ৰবন্ধে <sup>আমি</sup> नित्थिहिन्स, "शृथियोत अनाम तम- १मन কি ভারতেরও অভাভ প্রদেশের মত বাংলার



ভদ্রসমাকে নাচের রেওয়াক্ত মোটেই নেই। আমাদের থিয়েটার নাচে (मनीयुष ख्था वालानीय यमि किছ थाक, खाद खा 'हामिल्गाधिक ডোকে'। নাচের মধ্যে ভঙ্গী একটা মস্ত জিনিষ। বিভ এদেশী থিয়েটারি নাচে নয়নবঞ্জন ভঙ্গীর কি অভাব। কতকংলো খেলো একঘেয়ে মামুলি ভন্নী নিয়েই এথানকার কারবার, এর মধ্যে নতন বিশেষত দেবার চেষ্টা পর্যান্ত যেন রীতিবিক্তম হয়ে দাঁতিয়েছে। পাশ্চাতা দেশে গ্রীস, রোম ও মিশরের প্রাচীন মন্দিরাদিতে ক্ষোদিত ভান্তর্যা দেখে পরাতন নাচের ভঙ্গীঞ্জিকে আবার বাঁচিয়ে ভোলা эফেছে। আমাদের দেশেও ভো উপাদানের অভাবনৈই, তবে সে চেল হয় না কেন ? আমাদের হাতের কাছে কেবলমাত্র উৎকলের मिनत-शास्त्र क्यांनिक महिकलि एनश्ट हे स व छ-उवम हमस्यांव নাচের ভঙ্গী পাওয়া যায়, তা আরু বলবার নয়। দেশের দিকে আমাদের প্রবৃত দরদ থাকলে বুজালয়ের নাচেও এত দিনে আমরা দেশীয় ভাব-ভঙ্গীর প্রভাব দেখতে পেতৃম। ভারতীয় নাচের সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্ত স্পার্শ করেনি, কিন্তু স্তদুর বিলাভ থেকে বিদেশীরা এদেশে এসে ভারতীয় নৃত্য-ভঙ্গী শিপে খদেশে গিয়ে বাহবা পেয়েছেন। চিত্তকলায় অবনীক্রনাথ, সঙ্গীতকলায় রবীক্রনাথ একটা নুতন ভাবের আন্দোলন জাগিয়ে ওলেছেন। নাচও একটা উচ-দরের আট. বিস্তু এদিকে এখনো কোন শক্তিমানের সাড়া পাছিছ লাংকন ? প্ৰভতি।

এর পর অন্মাদের উক্ত আলোচনার জের টেনে নিয়ে গিয়ে 
দৈইব জীযুক্ত স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায় "নাচের ওজি' নামক
একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "নাচঘরে'র প্রথম সংখ্যায় "নৃত্যকলায়
নৃত্ন প্রথম' প্রসংস আমাদের দেশের পুরোনো নাচের সঞ্জীবন বিষয়ে
যা বলা হয়েছে, ভার সঙ্গে কলামুরাগা ব্যক্তিমাত্রেই একমত হবেন।
ভারতীয় নৃত্যকলার যাতে পুনকজ্জীবন হয়, এ-সম্বন্ধে বারা চিন্তা
করছেন, নাচঘরে'র পরিচালকেরা দেখছি তাঁদের মধ্যে আছেন।
এবা সকলেই শিক্ষিত লোক, রস্ক্র, আটিষ্ট। এবা অবনীন্ধনাথপ্রথমনীয়াদের সাহায্য নিশ্চর্ছ পাবেন ?" প্রভৃতি।

দেখা যাচ্ছে, বাইশ বংসর আগেও বাংলাদেশে কেউকেউ ইত্যকলাচর্চার স্বপ্ন পর্যস্ত দেখতে চাননি।

সেই সময়েই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিবকুমার ভাতৃঙ্গী মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "সীতা" পালা খোলবার আয়োজন করলেন। সে ক্যোগ থামবা ত্যাগ করলুম না। এদেশে একটিমাত্র ভন্তমহিলাও তথন বিশ্বন্ত করেনন নাচবার চেষ্টা। কাজেই নৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের শ্রন্তাবকে কার্য্যে পরিণত করবার জ্ঞে আমরা বাধ্য হয়ে কলাম্যুক্ত হিন্তা গ্রহণ করলুম। স্থানীয় মনিলাল প্রসাধায়ায় ও আমি দীতা" নাট্যাভিনরের নৃত্যু-পারকল্পনার ভার পেয়ে বিপুল উৎসাহে বিজ্ঞা আরম্ভ ক'বে দিলুম। তথন শিশির-সম্প্রদায়ের নৃত্যাচার্য্য ইন্টেন রঙ্গালয়ের বিখ্যাত নর্ভক স্থায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্ধ, বিস্তুল করেন রঙ্গালয়ের বিখ্যাত নর্ভক স্থায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্ধ, বিস্তুল করেন বসালের বিখ্যাত নর্ভক স্থায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্ধ, বিস্তুল করেন বসাজেই গানটির সঙ্গে আমরা যে নৃত্যু-পরিকল্পনা করলুম, বি মধ্যে এদেশী থিয়েটারি নাচের মামুলি রীতি ছেড়ে অবলম্বন বেছিলুম সম্পূর্ণ একটি নৃতন ধারা। প্রাচান চিত্র ও ভারতীয় বিশ্বা থেকেও আমরা একাধিক নৃত্যুভন্ধী গ্রহণ করেছিলুম।

"গীতা" খোলবার পর রঙ্গালয়ের দর্শকরা যে বিশেষ ভাবে ভার



বৃত্যকে অভিনন্ধিত করেছিলেন, একথা আৰু আব নৃতন ক'বে বলবার । দবকার নেই। এমন কি, স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিভাভ্যণ মহাশয়ও "সীতা"র অভিনয় দেখবার পব বিশ্বিত হয়ে লিখেছিলেন: "বৃত্য দর্শনের সমস ক্রায়িকেনিকাস, কি ক্রিম্ম ক্রেইন্স্টালীল সম্বর্



কণোতহস্তিকা, দিপদিকা প্রভৃতি ভরত-নাট্য-স্ত্রেব নৃত্যাদি সমূহ ইহারা অভ্যাস করাইলেন ?"

"সীতা" পালার মধ্যেই আধুনিক বাংলা নাচে সর্বপ্রথমে প্রাচীন ভারতীর নৃত্যের আদর্শ গ্রহণ করা হয়।

এর কিছু কাল পরেই দেখলুম, বাংলা নৃত্যকলার দিকেও আরুষ্ট হরেছে ববীক্রনাথের দৃষ্টি। তাঁর একাধিক নাট্যাভিনরে শান্তিনিকেতনের একাধিক ছাত্রী নৃত্য-নিপুণতা দেখিয়ে জনসাধারণের প্রশান্তি লাভ করেন। ক্রমে শান্তিনিকেতনেও নিয়মিত ভাবে নৃত্যাশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। নাচের আসরে ববীক্রনাথের আবির্ভাব দেখে দেশের জনেক অভিভাবক হলেন কুসংস্কার থেকে মুক্ত। নিজেদের মেয়েদের নাচ শেখাতে তাঁরাও আর আপত্তি করলেন না। এবং তার ফলে দেখা গোল, কলকাতার এখানে-ওখানেও কয়েকটি ভদ্রম্বরের ভক্ষণী প্রকাশ্য নৃত্যসভার এসে দেখা দিছেন।

দেশের ভদ্র মেয়েদের ভিতরে ধীরে ধীরে নাচের চর্চ্চা বাড়তে লাগল বটে, কিন্তু আমাদের মন তবু বিশেষ সম্ভোষ লাভ করতে পারলে না। কারণ, প্রথম: বাংলার তরুণীরা তথন যে-শ্রেণার নাচ নাচতেন তার মধ্যে থাঁটি ভারতীর ভাবের ছাপ থাকত অত্যন্ত অল্ল: তারা নাচতেন, এইমাত্র! দিতীর: নাচ বলতে কেবল লাত্র—অর্থাৎ মেরেদের নাচই বোঝার না। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের প্রধান ছটি বিভাগ হচ্ছে 'লাত্র' এবং 'তাগুব'—অর্থাৎ পুরুষালি নাচ। নব্যালার মহিলারা এসে নাচের আসর আলো করেছেন, এটা হচ্ছে খুবই আশার কথা। কিন্তু নব্য-বাংলার তরুণরা কোথায়? নৃত্যক্লার মধ্যে নব-জাগরণ আনতে হ'লে বে পুরুষ ও নারী ভ্রজনকেই দরকার!

এমনি সময়ে একদিন স্নেহাম্পদ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র যোষ (তথনো তিনি নৃত্য-পরিবেষকরপে স্থপরিচিত হননি) আমার সঙ্গে দেখা করতে একেন একটি অপরিচিত যুবককে সঙ্গে ক'রে। হরেন বললেন, "দাদা, এর নাম হচ্ছে উদরশঙ্কর। ইনি যুরোপে আনা পাবলোভার সঙ্গে ভারতীয় নাচ নেচে যথেষ্ট্র স্থপ্যাতি অর্জ্ঞান করেছেন। ইনি কলকাতাতেও নাচতে চান। কিন্তু এদেশে ইনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, কেমন ক'রে এঁকে সকলের সামনে আসরে নামানো যার বলতে পারেন ?" যুবকটির দিকে ভালো ক'রে তাকিরে দেখলুম। একেবারে পৃথিবী-বিখ্যাত অমর নর্ত্তকী আনা পাবলোভা বাঁকে নৃত্যসন্ধিরণ নির্বাচিত করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি নিম্নশ্রেণীর শিল্পী নন্। কারণ, মুরোপ-আমেরিকার পেশাদার নৃত্য-স্প্রদায়ে নিম্নশ্রেণীর শিল্পীর ঠাই হয় না একেবারেই।

কিন্তু মনে একটা সন্দেহ জ্বাগল এবং হরেনও সেই সন্দেহ নিয়েই আমার সঙ্গে প্রামণ করতে এসেছিলেন।

সন্দেহটা হচ্ছে এই। নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এদেশী লোকের মন এখনো অপ্রস্তত । এদেশী দশকরা কোতৃহলী হয়ে টিকিট কিনে মাঝে মাঝে ভদ্র তক্ষণীর নাচ দেখতে যায়, কারণ মহিলাদের নৃত্য তাদের মনে জাগায় প্রম বিশ্বয়। কিন্তু তারা টিকিট কিনে কোন পুরুষের নাচ দেখবে কি ?

মনে পড়ল হঠাৎ স্থনীতি বাবুর উপরে উদ্ধৃত উক্তি—"এঁরা অবনীক্রনাথ-প্রায়ুথ মনার্যদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাবেন।"

হরেনকে সেই কথাই বললুম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হচ্ছে সকল শ্রেণার আধুনিক শিল্পীর পক্ষে তীর্থক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথ যদি সাহায্য করেন, ভাহ'লে উদয়শঙ্করের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবেনা।

তাই হ'ল। উদয়শঙ্করকে নিয়ে হরেন গেলেন শিল্পাচাধ্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে। এবং পরমরসিক অবনীন্দ্রনাথ তথনি বে পথ নিন্দেশ ক'রে দিলেন, তাই হ'ল এদেশে উদয়শন্ধরের জয়বাতার রাজপথ!

দেশের এবং দশের মধ্যে বাঁরা উচ্চ-শ্রেণার রসিক ব'লে স্থপরিচিত তাঁদের এবং বহু উচ্চ-শিক্ষিত সন্ধান্ত ব্যাক্তর কাছে গেল হরেনের সাদর আমন্ত্রণ, উদয়শঞ্চরের নাচ দেখবার জন্তে। নাচের আসব বসল 'প্রাচ্য-চিত্রকলা-সংসদে'র স্থবিস্তৃত হল ঘরে। নাচের আসব রাথলৈন একা উদয়শঙ্করই, কারণ তাঁর সঙ্গে পরে আরো বাঁরা নেচাছিলেন সেদিন তাঁদের স্বাই ছিলেন কলকাতা বা বাংলাদেশের বাইরে। এমন কি, নাচের সমন্ত্র কোন-রক্ম সঙ্গত ছিল না বলঙ্গেই চলে। কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়ের কলাকুশলা কলা স্থাতা গোঁরী দেবী কেবল একটি পিয়ানো বাজিয়ে সঙ্গতের নাম বন্ধাকরেছিলেন।

একে তথনো পর্যান্ত নৃত্যশীল উদয়শৃদ্ধককে দেখিনি ব'লে মন একটা সন্দেহ ছিল যে, হয়তো আমরা যতটা আশা নিয়ে পেগান গিয়েছি ততটা সফল হবে না। তার উপরে আশহা হ'ল এত রকম অস্তবিধার মধ্যে আজকের নাচ হয় তো কিছুতেই জমবে নাঃ

কিছ নাচ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী দেখলুম! নাচ হচ্ছে প্রধানত চোথের জিনিয়—কালি-কলমের সাহায্যে তার কি বর্ণনা দেব? উদয়শক্ষর নাচলেন ভারতীয় নাচ—এবং তাঁর নৃচ্যের ভিতরে জীবস্ত হয়ে উঠল অরণাতীত কাল পূর্বের ক্লোদিত ইলোপে অজন্তার সেই সব শিলাময় মৃত্তি, তথারার ধূলায় মাদের চরণ বস্তমান মুগে সচল হবে ব'লে কেউ কোন দিন সন্দেহ করতে পারেনি।

"গন্ধৰ্ব নৃত্য", "ইন্দ্ৰের নৃত্য", "নটবাজের নৃত্য"— এ স্বই হচ্ছে ক্লাসিকাল' নাচ। এবং এর প্রত্যেকটি দেখেই জামাদের বারংবার মনে হচ্ছিল, প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা কোন দিন<sup>ই</sup> অস্বাভাবিকতার উপাসনা করেননি। অধিকাংল অর্বাচীনই বলে, ক্ষোদন করেছেন, তা আদপেই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু নৃত্য-নিযুক্ত ক্ষিয়শৃক্ষরকে দেখলে সকলেই পূর্ব্ব-বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন। তিনি আমাদের চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় শিল্পীরা যে-সব দেহ স্থাষ্ট করেছেন, জীবস্ত মান্ত্র্যের দেহেই ভাবেল অবিকল প্রতিচ্ছবি প্রাকৃত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

স্বৰ্গীয় কাল্কা-বুন্দা ভ্ৰাভূযুগলের প্ৰতিভা যে উদয়শঙ্করের চেয়ে ডিব্ৰুত চিল, এ সত্য যিনি অস্বীকার করতে পারবেন না তাঁকেও দিয়েছিলেন। ভালো নাচতে হ'লে দেহ ও মাংসপেশীর উপরে নর্ডকের কতথানি প্রভূত্ব থাকা দরকার, উদয়শহুর সেদিন তা দেখিয়েছিলেন সকলের চোথে আঙ্ল দিয়ে। বিশেষ ক'রে তাঁর আঙ্লের, বাহুর, গ্রীবার ও কটিদেশের নমনীয়তা বিশায়কর—না দেখলে বিখাস করা শক্ত। ইচ্ছা করলেই দেহের বিশেষ কোন স্থানের মাংসপেশীর ভিতর দিয়ে তিনি যেন ছন্দের প্রোত প্রবাহিত করতে পারেন, অত্যক্ত অবহেলায়।

ুক্তকঠে মানতে হবে যে, ভার-আর তাঁর দেহ ! এ-দেহ ৰে ্রীয় নৃত্যুকলাকে পুনক্ষজীবিত আদর্শ-নর্ভকের দেহ! কোথাও ক্ৰুব বাৰ মতন প্ৰতিভা, আধুনিকতা মাংসপেশীর দৃষ্টিকটু প্রভাব বা ৫ 'কালচার' অমন হ'জন অভাব নেই—মধ্যযুগের যুরোপীয় নান্দ্রের মধ্যেও দেখতে পাওয়া ভাস্কর নয়, পৌরাণিক যুগের রায়নি। কিন্তু সে আশা হয়েছিল গ্রীক ভাস্করদের গড়া কোন কোন हिन्तुभक्षत्वय नां प्रत्ये। মৃর্ত্তির সঙ্গে আমরা অনারাসেই যুরোপে 'ক্লাসিকাল' নাচের উদয়শঙ্করের এ হাল্কা ছিপ্ ছিপে <sup>।।ব</sup> পর-নাই অধ:পতন হয়েছিল। অথচ ঋজু. বলিষ্ঠ দেহের <sup>হাবপ্</sup>র ডা**নকান** ভাতা ও ভগিনী ত্লনা করতে পারি। বাংলা সামুপ্রকাশ কবলেন। পুরাতন নৃত্যকলার মধ্যে নব-জাগরণ গাঁক ভাস্বরের গড়া মৃত্তিগুলি দেখে আনবার জন্মেই স্রষ্টা যেন 'রাসিকাল' নাচের ভিতরে নব-বিশেষ ভাবে গঠন করে-<sup>জীবন</sup> এনে আজ তাঁরা অমর হয়ে ছিলেন এই দেহথানিকে। শাভন। সুঠাম দেহের হিন্দোল. ভাৰতীয় নৃত্যুকলাকে যথাস্থানে যৌবনের উৎস, লাবণ্যের प्राणन क'रत्र <u>. छेनसमक्</u>तद्व अम्मरन —দিম**4**ী— উচ্ছাস! মারুষ নৃত্য ও শ্বার ধোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষরের গড়া অনেক বিখ্যাত মৃর্ত্তির ভঙ্গী তিনি স্থাবিকল ভাবে নিজের নাচের ভিতরে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর প্রকাংশ রভাই ভারতের প্রাচীন শিল্পীদের স্বপ্লকে আধুনিক প্রবিপার্থিকের মধ্যে নিপুণ কৌশলে ভাগ্রত ক'রে তুলেছে।

গোড়াতেই তাঁৰ technique and rhythm of the body-movements দেখিয়ে উদয়শহর সকলকে অবাক্ ক'ৰে

উচ্ছাস! মানুষ নৃত্য ও নর্ডককে আলাদা ক'রে দেখতে পারে না—অক্সাঁত আটের ক্ষেত্রে যা সম্ভব। বৃদ্ধ কবি ও পাটুরার ভাষা ক্রি টুকে-যুবতীরও উপভোগ্য। নাচের আসরেও এটি সভবপর হ'লে মানুষ বৃদ্ধ নটনটারও নাচ সহু ক্রুকে-পারত। কিন্তু নাচের আসরে আমরা নৃত্য ও নর্ডককে

এক ক'রে দেখি ব'লেই নাচিয়ের সুঠাম দেহ ও তরুণ বৌবনের লাবণ্য খুঁজি। কবি Yeats বলছেন: dance?"

"O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dance from the

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সংক্ষই উদয়শক্ষর করলেন জনসাধারণের জদয় জয় ! সেদিন তিনি ছিলেন একাকী, তাঁর এমন কোন সহন্ত্রকী ছিলেন না যিনি চটুল লাক্সনালার ভক্ত সাধারণ দশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন ! এমন কি নারী-ভূমিকায়ও নৃত্যাবতরণ করতে হয়েছিল স্বয়ং উদয়শক্ষরকেই ! তবু বৃহৎ আসরে জনতার জভাব হ'ল না । এবং তাপেকেই বোঝা গেল যে, বাঙালা অরসিক নয় এবং উচ্চশ্রেণীর ললিতকলার নিদর্শন দেখবার স্থযোগ পেলে বাংলার সর্বশ্রেণীর দর্শকরাই যৌন আবেদন প্রভৃতি নিয়ে মাথা খামার না ।

ভারপর থেকে বারে বারে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে উদয়শঙ্করের বিচিত্র শ্রেতিভার কতরকম প্রকাশই দেখলুম! বর্তমান যুগোপযোগী সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি এমন সব অপূর্ব্ব নৃত্য-পরিকল্পনা করেছেন বেগুলি আধুনিক হ'লেও প্রকাশ করে ভারতের চিরস্তন শাত্মাকেই। তাঁর শেবের দিকে পরিকল্পিত কোন কোন নৃত্যনাট্য দেখলে মনে হয় তাদের উপরে পড়েছে রুস-নৃত্যনাট্যের প্রভাব। কিন্তু তা সন্থেও তারা ভারতীয় ধর্ম হারিয়ে ফেলেনি।

আর আটের কেত্রে এমন আদান-প্রদানও দোষণীয় নয়।
বিলাভী চিত্রকর ছইস্লারের উপরে ছিল জাপানী ছবির প্রভাব।
কিছ তাঁর চিত্রমালা বিলাভী আটের নমুনা ব'লেই গৃহীত হয়।
সন্ধান করলে দেখা বাবে, প্রভীচ্যের একাধিক ভাস্করের মৃর্তির মধ্যে
আছে ভারতীয় এবং নানা দেশী ভাস্কর্যের প্রভাব, কিছ তবু সেগুলি
প্রাচ্য বা অক্তদেশীয় কলার নিদর্শনরূপে গণ্য হয়ন। যদি আদর্শ,
লাভীয়তা ও সামস্ক্রত্য বজায় থাকে, তবে এমন আদান-প্রদানে কোন
আটই স্বধ্যচ্যত হয় না।

উদয়শন্ধর যে কেবলমাত্র নিপুণ নর্ভক নন, তিনি যে একাধারে কবি, চিস্তাশীল ও জাতীয় ভাবের ভাবৃক, সেটা বিশেষ ভাবে শ্রমাণিত করে তাঁর অনেক নাচের পরিকল্পনা।

Lamartine বলেছেন যে "dance is mute poetry";
আমি আরো এগিয়ে বেতে চাই। আমার মতে কেবল নৃত্য কেন,
বার মধ্যে ছল্ল আছে তার মধ্যেই কাব্যের সাড়া পাওয়া যায়।
কাব্য মাত্রই ছলপ্রধান, তাই ভালো গল্প সর্ববদাই কাব্যকে বা
সঙ্গীতকে প্রকাশ করে। Pater বলছেন "All art constantly aspires towards the condition of music."
উদয়শক্ষরের নৃত্যে গতি ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে আমি কবিতারও চেয়ে যা
স্ক্রে, সেই মৌন সঙ্গীতের অশরীরী সৌল্ব্য্য দেখেছি। সর্বত্রই তিনি
সঙ্গীতময়। সঙ্গীত আমরা কাণে শুনতেই অভ্যন্ত; কিন্তু সঙ্গীতও
বে ব্রস্তব্য হ'ডে পাবে, উদয়শক্ষরের নাচ দেখলে তা উপলব্ধি করা
বায়। এবং দেহের ও হস্ত-পদের ভঙ্গী দিয়ে তিনি ছবি আঁকতে
পারেন শ্রুপটেও! অর্থাৎ তাঁর নাচে একসঙ্গে কাব্য, সঙ্গীত ও
চিত্র—এই তিনটি বড় আটের মিলন দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলার যা
প্রধান বিশেষত্ব!

কবির ধর্ম রূপের সাধনা। পজে পদ্ম ফুটলেও তাঁর মন শ্লোক



বচনা করে, তথন পাশ্বের মূলে পৃক্ষের দিকে তাঁর চোথ যায় না।
অথবা পদ্ধকে তিনি ধন্সবাদ দেন, কারণ অসুশ্বর হয়েও সে সৃষ্টি করণে
পেবেছে সুন্দরকে। এইথানে নীতিবিদের সঙ্গে তাঁর বিবোধ বাদে।
কারণ, নীতিবিদের মনকে পদ্ধ এমন পদ্দিল ক'বে দেয় যে, নহনাতিবাম
পদ্ধতিনীও হয়ে উঠতে পারে তাঁর চোথের বালি। তথন আর
সকলকেও তিনি "পদ্ধপ্রকালন কার্য্য" সম্বদ্ধে "অবয়ব" গ্রান্থে গ্লাণবের
টীকা পড়তে তুকুম দেন। কিন্তু গণ্ডীর বাইরে সংস্কৃতি ও জাতিত্ব
কলার বৃহত্তর জগতে এসে তাঁর যুক্তি মানা আমাদের প্রেক্ত অস্তব্য

"The dance is life, animal life, having its own way passionately!" (Arthur Symons) বে স্বাভাবিক উন্নাদনাকে মানুষ ধর্মের অঙ্গাভূত ক'রে ভূল্লেছ, নাচের জন্ম ভার মধ্যেই। যারা instinct বা সহজাত বৃদ্ধিক মনে না, তারা একে পাপ বা মন্দ বলবেই। আমাদের নাচের আনন্দ জাগ্রত করে এ সহজাত বৃদ্ধিই। এর মধ্যে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে এবং নাচ যা প্রিয়ে-ফিরিয়ে বারংবার দেখায় ৬ হছে প্রেমের অনস্ত প্যান্টোমাইম'বা 'মুগ্ধ নাট্য'। নৃত্যু হচ্ছে মনিবর্ডা, যৌবন, সৌন্দর্যা!

বাঙালীর সহন্ধাত বৃদ্ধি যে কুদ স্কার-মুক্ত হয়ে নৃত্যুকলাকে ভারার সাদরে গ্রহণ করতে চাইছে, এং ম্লের প্রথমেই দেখি রবনি নাথের সর্বনদাী প্রতিভ!। এদেশে আর কেউ নৃত্যু-মঞ্চের থবনিকা ভারেল করবার চেটা করলে নিশ্চয়ই তাঁকে সকলের কাছে বিভখনা ভোগ করতে হ'ত। রবক্তিনাথ কেবল বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের সামপ্রধান নায়ক ছিলেন না, সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন ধন্ম-সমাজের প্রাটি নেতাও। তিনি নিজেও সম্প্রান্তরংশ-ক্লাত এবং শিক্ষিত ও স্থাই সমাজের উপরে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে প্রভাবও ছিল ধর্মেই কাঙ্কেই তিনি যথন নিজেই অন্তঃপুর থেকে নৃত্যুমঞ্চে আসবার কর্ম একটি সোজা পথ ক'রে দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না, ত্রন

নতাকলার বিহুদ্ধে আপত্তি করবার আর কোন উপায় খুঁলে পেলেন না আরো অনেকেই। তাঁদের কাছে নিজেদের বৃদ্ধির বা যুক্তির आरम् नय, ववीक्तनात्थव अञ्चलाधरे हिल अत्माच कक्रवात्काव মান্ত্র পালনীয়।

কিন্তু যত দিন উদয়শক্ষরের আবির্ভাব হয়নি, তত দিন রবীন্ত্র-নাথের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। ক্যুেকটি ববি-ভক্ত বিশেষ পরিবারের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল বাংলা-দেশের অপরিপৃষ্ট ও শিশু নৃতাকলা। এবং নাচের নুপুর পরতেন অসুনী-অথ্যে গণনীয় মাত্র কয়েক জন তঙ্গণী! নৃত্য যে স্ত্রী-পুরুষ উলয়েবই সম্পত্তি, নব্য-বাংলার শিক্ষিত সমাজ তথনো এ সত্য প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল কেবল আংশিক ভাবেই।

কিন্ত গুণস্থদার উদয়শঙ্কর তাঁর রূপস্থদার দেহের কাব্যস্থদার ছন্দের হিলোলায় ছলিয়ে দিলেন নিখিল বঙ্গের প্রাণ-মনকে। এবং তার-পুৰ্ণ তিনি নিজের পাশে ডেকে আনলেন শ্রীমতী সিম্কি ও নিজের দ্রী শ্রীমতী কনকলতা-প্রমুখ অক্যাক্ত মহিলাদেরও। বাঙালীর মন সচনকে জাগ্ৰত হয়ে উঠল! চোখের সামনে অপূর্বে দৃষ্টাস্ত দেখে সকলে বুঝলে যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে পুক্ষের স্থান কোথায়। উপরস্ক এবখা বুঝতেও কাকর বাকি রইল না যে, নৃত্যমঞ্চের উপরে নারীব মাধ প্রকাষে মিলন হ'লে নাচেব সৌন্দধ্য হয় কতথানি অসাধারণ।

গে ে। বেশী দিনের কথা নয়। একটা বিষয় আমাদের সককেই নিশ্য লক্ষ্য কবেছেন ! উদয়শক্ষরের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ণালার চারিদিকেই জেগে উঠেছিল নাচের রেওয়াজ। ঘরে ঘরে বালালীর নেরেবা--এবং তাঁদের সঙ্গে ছেলের।ও--নিয়মিত ভাবে আবস্থ ৰ'বে দিলেন নৃত্যুষ্পনা। এবং এখানে-ওখানে দেখানে-দেখানে <sup>অনুষ্ঠা</sup>ন হ'তে লাগল নুত্য-প্রতিযোগিতার। নৃত্য-ভাগীর্থীতে এল . ন বিপুল ব্**ন্যা।** 

<sup>"অল-বেঙ্গ</sup>ল মিউ**জি**ক কনফারেন্সে" কয়েক বংসর আমি নৃত্য-িনারকরপে নির্বাচিত হয়েছিলুম। দেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে খানাব দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছিল একটা বিষয়ের দিকে। নাচ দেখে-ি ্য অণ্ডন্তি ছেলে মেয়ের, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের উপরেই শান্তি-ি'কতনের নৃত্যপদ্ধতির কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। উদয়শঙ্কর

ইণ কৰে যে পদ্ধতিতে, ভারা <sup>17 কর</sup> কবেছিলেন তারই অপটু '' মানব চেষ্টা। এবং আঞ্চও া প্রায়ট প্রকাশ্য নুতামকেব টেশ্ব দ্বা দেন, তাঁদের পরি-াননা ভিতর থেকে উদয়-া াব বিষয়বস্তু, ভাব ও ভঙ্গী <sup>মণ্ট্ৰাণ</sup> করা একটুও কঠিন হবে র বাল্টা মনে করি।

খাসল কথা হছে, বাংলা <sup>শু পুৰ</sup>িজনাথ নাচের জঙ্গে ं "थ क्टिंड मिराव्यक्टिलन, स्नार्डे <sup>পুণ আছ</sup> জনতার পরিপূর্ণ ক'রে <sup>हेरप्रा</sup>र्क **छेनग्रनक्रत्वत अञ्चनीय** 

নৃত্যপ্রতিভা ! পৃথিবীর সর্ব্বএই দেখা গিয়েছে, যেকোন দেশে যেকোন কার্যাক্ষেত্রের হৃত্তে বদি মানুষ ও কর্মীর অভাব হয়, তথন কোথা থেকে এসে দেখা সেন ঠিক থাঁকে দরকার সেই মামুষটিই। বাংলাদেশে যথন আধুনিক নৃত্যের কোন চর্চাই ছিল না, তথন কে জান্ত বে সাগ্র-পারের স্বদৃর খেতছীপে বসে বাংলার একটি অজানা সম্ভান ভারতীয় নৃত্যস্কগতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার হুতে নিক্তকে প্রস্তুত ক'রে তুলছেন!

দেশে এখন প্রকাশ্য নৃত্যাভিনয় হচ্ছে, ধরতে গেলে বারো মাস<sup>ট</sup>। নাচ দেখিয়ে জন্নবিস্তর নাম কিনেছেন এমন বাঙালীর ছেলের সংখ্যা অল্প নয়। উপবস্তু পৃথিবীর দেশে দেশে উদয়শহরের ভুপল্লিক করতে পারেননি। সুতরাং বলতে হয় ববীজ্ঞনাথের ত্রুআমালা জনপ্রিয়তা দেখে বাংলার বাইরে ভারতের নানা প্রদেশে বহু নৃত্যশিল্পীও বিশেষরূপে প্রালুক হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের কেউ কেট কালাপানির এপারে-ওপারেও যাতায়াত স্তব্ধ ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের সকলেরই নাচ দেখবার স্থযোগ আমি ত্যাগ করিনি। কিছ যে বিচিত্র নিপুণতা, কলাকোশল, অঙ্গহার, ছন্দ-সুষমা, দেহঞী, যুগোপযোগী ভাব, সামঞ্জ, বিশিষ্ট পরিকল্পনা ও অসাধারণ ব্যক্তিছের জনে উদয়শহর আজ জনগণমন-অধিনায়ক হ'তে পেরেছেন, তাঁদের কাকর মধ্যেই আমরা একাধারে অতগুলি অপূর্বতার সমাহার আবিকার করতে পারিনি।

উদয়শস্কর পৃথিবীর দেশে দেশে জয়তিলক প'রে ফিরে এসেছেন, আমাদের কাছে এইটেই বড কথা নয়। আমাদের পক্ষে এইটেই হচ্ছে বলবার কথা যে, বাংলার নৃত্যুকলায় যথার্থ 'রেনেসাঁাস' বা নক-<sup>ক্তন্ম</sup> এনেছেন উদয়শঙ্কর ছাড়া আর কেউ নন। **তাঁর আগমন না** হ'লে বাংলার নৃত্যকলা আজ পর্যান্ত হয়তো করেকটি থেয়ালী তক্ষণীর নুপুৰভঙনেৰ মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকত। নুভাজগতে সমগ্ৰ দেশ ও জাতিব নবজাগ্রণ শহুবপুর হয়েছে প্রধানত উদয়শৃন্ধরের প্রতিভার প্রসাদেই। অবশ্র রবীন্দ্রনাথকে আমি ভূলিনি, কিন্তু তাঁর **কল্পনাকে** কার্য্যে পরিণত করেছেন উদযুশক্ষরই।

আধনিক বাংলা তথা ভারতের নৃত্যাপীঠে উদয়শঙ্কর হচ্ছেন অবিতীয় যুগাবতাবের মত। তিনি অতুলনীয়, তিনি অনুক্রণীয়, তিনি অমৃতায়মান! তিনি কেবল নিজে নাচেননি, নৃত্যুবেদের মন্ত্র পাঠ ক'বে জাগ্রত করেছেন সমগ্র জাতিকেও!



সর্বাদাই এ রক্ম নম্ন, তরু
মাঝে মাঝে মনে হয় কোনো দ্র
উত্তর-সাগরে কোনো চেউ
- নেই;
ভূমি আর আমি ছাড়া কেউ
সেখানে চোকার পথ হারায়ে ফেলেছে।

নেই
নীলকণ্ঠ পাথীদের ভানা গুঞ্জরণ
ভালোবেসে আমাদের পৃথিবীর এই রোদ্র;
কলকাতার আকাশে চৈত্রের ভোরে যেই
নীলিমা হঠাৎ এসে দেখা দেয় মিলাবার আগে এইখানে সে আকাশ নেই;
রাতে নক্ষরেরা সে রক্ম
আলোর ভাঁড়ির মত অন্ধকার অন্তহীন নয়।

্ ভবুও আকাশ আছে:

অনেক দুরের থেকে নিনিমেষ হয়ে

নক্ষত্র হু' এক জন চেয়ে থাকে;

চেয়ে থাকে আমাদের দিকে—
বেন টের পায়
পূথিনীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ভাতেন্ট্রি ভোমেই টাসে ষ্টেকানিতে
যুদ্ধ শাস্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেখে গিয়ে ব্যাহত রগনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির
মক্তুমি সৃষ্টি করে গেছে;

— কোনো কথা, কোনো গাকাউকেই বলে নাই;
কোন গান
পানীরাও গায় নাই। তাই
এই পাখিহীন নীলিমাবিহীন শাদা শুরুতার দেশে
তুমি আর আমি হুই বিভিন্ন রাত্রির দিক্ থেকে
যাত্রা ক'রে উন্তরের সাগরের দীপ্তির ভিতরে
এখন মিশেছি।

এখানে বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শক্ত হয়
বাতাসের মত সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখী নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কঠ র'রে গেছে;
কোনো রাণী নেই—তবু—হংসীর আশার কঠ
এইখানে সাগরের রৌদ্রে সারা দিন।



ক্রমিটিই ওরাজ্ঞর জীবনে গভীর পরিবর্তন এনে দিল।
মাটির দেয়াল খুঁড়ে টাকা বার করে হোয়াজ-পরিবারের
বড়কর্তার সক্ষে সমান হয়ে কথা কয়ে যথন সে জমিটিকে বিনেই
ক্রেল, তথন মনে আনন্দের পরিবর্তে কেমন যেন একটা অবদমনের
ভাব হোল। এ অবদমন আফ্রেলাবের। ঘরের দেয়ালের শ্রু
ফ্রাটলের কথা ভেবে তার মনে হোলোযে, টাকাগুলিই তার ভাল
ছিল। এই জমিটির জক্ত তাকে আবার পরিশ্রম করতে হ'বে।
বিশেষ করে জমিটি বাড়ী থেকে এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশের

মত দ্রে। এটুকু কেনার স্বপ্লের মণ্য যে গরিমা ছিল তাসে পায়নি কেনার সময়।

হোয়াভ-প্রাসাদে ওরাভ

যথন পৌছেছিল তথন

ছপুর ৷ প্রহরীকে সে

চেচিয়ে জানায়—'তোমার

ঽরুকর্তাকে থবর দাও

বে ক্লকরী টাকা-প্রসা

সকোন্ত কাব্দে আমি

এসেছি ৷'

প্রাহরী তাকে বঙ্গলে—

বৈত টাকাই কবুল কর

এখন আমি ঘুমস্ত বাবকে
জাগাতে পারব না। তিন

দিন আগে আনা নতুন

উপপত্নী পীচব্লসমকে নিয়ে

তিনি শুরে আছেন

এখন। জ্বান গেলেও

তাকে এখন জাগাতে

পারব না।' তার পর একটু যেন ঈর্ধাবশেই যোগ করে দিল—'টাকার আবাওসাজে তার যুম ভাঙ্গবে না। মুঠির
মধ্যে রূপা নিয়ে তিনি জন্মছেন।'

অবশেবে সব কিছু ব্যবস্থা করতে হোল বড়কর্ডার ঘ্রধোর প্রাতিনিধির সঙ্গে। ওয়াডের মনে হোল বে, জমির চেয়ে দ্বপাই ভাল। দ্বপা ত তবু চিক্চিক করে চোখের উপর।

বাই হোক, কমি সে পেল। নতুন বছরের দিতীর মাসে এক
দিন বিষয় সকালে ওরাও তার নতুন-কেনা জমি দেখতে গেল।
তথনো কেউ জানে না বে এ-জমি ওরাতের। নগব-প্রাকারের
শাশে বুরে বাওয়া ঐ কালো বিভ্ত মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল
ওয়াও! লবার তিনশ' পা, চওড়া একশ' কুড়ি। চার কোণে
হোরাভ-প্রাসাদের নামাংকিত চারটে পাথর জমিব সীমানা নির্দেশ
করতে এখনো। ও-ক'টি বদলে ফেলতে হ'বে। তাও সে এখন নয়।
এখন লোককে জানানো চলবে না বে হোরাভ-পরিবারের জমি কেনার
মত ধনী হয়ে উঠেছে সে। আরো ধনী হ'বে বখন লোকে তার দিকে

সম্ভ্রমভরা চোখে চাইবে, তথন। সেই বিভ্ত জমিটির দিকে তার্কিরে ওয়াও ভাবে—'ঐ পরিবারের মানুষদের কাছে এ জমি হয়ত কিছুই নয়, কিছু আমার কাছে এর কত দাম!'

এইটুকু সামান্ত জমি নিয়ে মনের এই আনন্দে আবার নিজের প্রতি কেমন করুণা জাগে। নিজের এত দিনের সঞ্চয় যথন ওয়ান্ত-প্রতি নিধিরা কাছে তুলে ধরেছিল, একান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেছিল সে— খাক, এ টাকা ক'টিতে রাণামার ক'দিনের আফিমের থরচ চলবে।

তবু হোয়াজ-পরিবারের বিরাটাৎের সমকক্ষ হবার সম্ভাবনা স্থপুর পরাহত হয়েই থাকে। মনের ভিতর কন্ধ আক্রোশ জমে ওঠে।

> মনে মনে সংকল্প করে ওল্লা**ভ বে এমনি** করে বারে বারে নি**জের বাস-খরের** দেয়ালের **ফু**টো সে রূপার টাকায় **ভরে**

> > ভূকবে। বাবে বাবে হোরাও-পরিবাবের জমি কিনে বাবে, যত দিন না এই সামাজ জমিটুকু আর চোথেই ধরবে না তার।

> > এই সামাক্ততম **জমিই** ওয়াডের মনের **সংকল্পর** প্রতীক হয়ে উঠতে **থাকে!**

বসন্ত এল। সাথে নিরে
এল বড়ো হাওয়া **জার ছিত্ত**মেথের ফাঁক দিয়ে **জাবনার্যার**বর্ষা। শীতের **জাবা-জাতের**দিনগুলির পর এখন **ওরাতের**দিন কাটে কঠিন পরিশ্রমে।
আজ-কাল বৃদ্ধ বাশই
নাতিকে দেখা-শুনা করেন

বাড়ীতে। সামি-ন্ত্রী হ'জনে মিলে মার্টে
কান্ধ করে প্র্রোদর থেকে প্র্রান্ত জনমি
একটানা। এমনি এক দিন ত্রীকে
প্নরায় সন্তানবতী হ'তে দেখে ওরাজের
মেজাক্ত থারাপ হরে বায়। বেছে বেছে
বৌ এই ফসল-কাটার সময়টিতেই কাজের
ক্ষতি করে দিল।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর **শ্রাস্ত** তার মন সহজেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—'**আর** সময় পেলে না পেটে ছেলে ধরবার ?'

নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেয় বো—"এবার কিছু ভাবনা নেই। প্রথম বারই বড় কট্ট হয়।'

তাদের খিতীয় সন্থান সহজে আর কোন কথা হয় না।

দিনে দিনে ওলান যে গর্ভভাবে মন্থর হয়ে আসছে তাই

দেখে ওয়াঙ। তার পর শরতে এক দিন নিড়ানি রেখে
ওলান মন্থর পায়ে বাসায় গিয়ে ঢোকে। সেদিন তুপুরে
খাবারের জন্ম ওয়াঙ বাড়ী কেরে না। আকাশে বজুসর্ভ মেখ উত্তত হয়ে আছে। তার জমিতে পাকা ধান আঁটা বাধার

সংশেকায় পড়ে বয়েছে। কাজের বিরাম নেই। সন্ধ্যী গড়িরে বাবার



অনুবাদক শিশির সেনগুপ্ত জয়স্তকুমার ভার্ডী

আগেই ওলান আবার ফিরে আসে মাঠে স্বামীর পাশে। ওরাও চেরে লেখে বেনিয়ের সারা শরীরে লঘুতা আর মরে যাওয়ার লক্ষণ। মুখে ক্রম্ম কেই নিউকৈ নৈঃশব্দ অক্ষুগ্র হয়ে আছে।

ভরাভের বলতে ইছা হোল—'আজ ত যথেষ্ট শ্রম হয়েছে। গিরে ভরে পড়।' কিন্তু সারাদিন একা পরিশ্রম করে তার সর্বাঙ্গে বেদনা। বৌ প্রে-সম্ভান প্রসরে যে পরিমাণ শক্তিক্ষয় করেছে, ভরাঙ তার চেরে কিছু কম করেনি আজ। মনের ভিতর একটা নির্দয়তা এসে জীর প্রতি মমতার প্রকাশকে কন্ধ করল। কান্তে চালাতে চালাতে সে শুপু প্রশ্ন করল—'ছেলে না মেয়ে।'

শাস্ত ভাবে জবাব দিল ওলান—'এটিও থোকা।'

ত্বৰনেই আবার চুপচাপ কাজ অক করল। ওয়াঙের মনে একটা পুশীর আমেজ এসে বাদা বেঁধেছে। বাবে বাবে সোজা হওয়া আরু বাঁকা হওয়ার পরিশ্রমকে আরু তত মুমাজিক মনে হয় না।

তার পর চাঁদ যখন বেগুনে মেযের তটরেখার ধার দিয়ে আবদশে আনেক পথ অতিক্রম করে এল তথন হ'জনে বাড়ীর পথে ফিরে চলল।

বাড়ী ফিরে হাত-মুথ ধুয়ে ঘর্মাক্ত শরীর পরিছেল্প করে আহার-শেবে ওয়াঙ তার নব-জাত ছেলেকে দেখতে গেল। নতুন খোকার শাশে তরে আছে ওলান। এ ছেলেটিও বেশ মোটা-সোটা হয়েছে। তবে শ্রেখমটির মত তেমন দীর্ঘাঙ্গ হয়ন। তৃপ্ত হয়ে ফিরে এল ওয়াঙ মিজের ঘরে। প্রতি বছরেই যদি একটি করে নুতন খোকা হয় কে প্রতি বার লাল ডিম কিনবে ? প্রথম ছেলের বেলা ত সে করেছে। এ সংসাবে সত্যই মেয়েটি লক্ষীত্রী এনেছে।

বাপের কাছে গিয়ে সে বললে—'এখন থেকে বড় নাভিটাকে নিজের কাছে নিয়ে তুমি শোবে।'

এ কথার বুদ্ধের আনন্দের সীমা থাকে না। বহু দিন ধরে এমনি একটা আশাই তিনি করেছিলেন। এই শিশুটিব প্রতি তার আদম্য হেছে। তাকে বুকের কাছে জড়িয়ে নিয়ে শুরে থাকতে কি স্থথ! এক দিন ছেলেটি মা-ছাড়া শুতে পারত না বলে তার ইচ্ছাও পূর্ব ইয়নি। এখন ছেলেটি টলে টলে ইটিতে শিথেছে। মায়ের পাশে শুরে থাকা, আর একটিকে দেখে সেও বুঝি বৃশ্তে পারে বে তার এক দিনের সিংহাসন টলেছে। দাহুর বিছানায় শুতে আর সে মাথা কাঁকার না।

9

এই সময় থেকেই ওয়াঙের কাকা নানা রকম থামেলা করতে সুক্র করলেন। এ সম্ভবনার কথা আগেই ভেবেছিল ওয়াঙ। বাপের ছোট ভাই, স্বতরাং রক্তের সম্বন্ধে ভিনি এদের উপর কিছুটা আর্থিক নির্ভরতা দাবী করতে পারেন বৈ কি। বত দিন ওয়াঙ আর তার বাবা পরীব ছিল, কাকা নিজের জমিতে চাষ করে কোন প্রকারে স্ত্রী ও সাতটি সম্ভানের ক্ষ্মার অল্প জোগাড় করতেন। একবার পেটভাত হলেই তারা সব ক'টি আবার নির্দ্ধা হরে বেত। কেউ আর জন্ত্র করেত বা। নিজের ক্টারের পরিজ্লগাটুকুর জন্তেও পুড়ী করতেন। পরিপ্রশ্রম করতেন না। থাবার পরে ছেলেমেরেরা মুখ অবধি বোর না। কাকার মেরেদের বিয়ের বয়স হচ্ছে, তবু তারা বিলী ভাবে বামের পথে পরে ছ্রেরের বয়স বংগ করা। সেথে ওয়াঙ

লজ্জায় মনে বাব! এমনি এক দিন বিশ্বস্ত কেশ-বেশ বড় বোনটিকে
পথের ধারে দেখে ওয়াঙ রাগে ফলতে ফলতে কাকার বাড়ী গিয়ে
উপস্থিত। খুড়ীকে ডেকে দে বল্লে—'রাস্তার সব পুরুষ বাকে দেখছে
ভাকে বিরে করবে কে বল ড? বড়টার বিরের বয়স হয়েছে আফ ভিন বছর, আজও দে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আজ দেখলাম একটা পথেব ছেঁড়া ভার কাঁধে হাত দিয়েছে আর দে দাঁত বার করে
হাসছে।'

সারা শবীবের মধ্যে খুড়ীর জিহ্বার ধারটুকু আন্ত্রো আছে। তিনি
সেই বিষ চেলে বললেন— কথা ত বেশ। তা আমার মেরের বিরের
বন্ধপা বিরেব খবচ আর ঘটক-বিদারের টাকা কে যোগাবে শুনি ?
তুমি ত বলবেই। তোমাদের অনেক আছে। এত জমি যে তা
দিয়ে কি করবে তেবে পাছে না। তবু জমানো রূপার টাকা দিয়ে
বড়ঘরের জমি কিনছ। তোমাব কাকার বরাত খারাপ ক্লক থেকেই :
গুর কি দোব, ভগবান্ গুকে কপাল খারাপ দিয়েছেন। সবই ত
ভগবানেব ইছো। যে মাটিতে অন্ত লোক বুনলে সোনা ফলে সেখানে
গুর ভাগো পরগাছ। জন্মায়।

সেই সঙ্গে সশক্ষ কার। আব উচ্চকণ্ঠে আফলোষ স্থক হোল। খুড়ী চুলের ঝুঁটি খুলে ফেরেন, মুথে এসে-পড়া থোলা চুলগুলিকে আফোশে তচন্চ কব্রুত লাগলেন আর সেই সঙ্গে চীৎকাব করে কানবে ? অপবেব ভ্রিতে বথন ফসল কলছে, আমার ভ্রমিতে উঠছে আগাছা। স্প্রুলাবেব বান্ত একশ' বছল পরমায়ু নিয়ে গাঁড়িয়ে আছে, আমার বাড়ীর মাটি কেঁপে দেয়ালে ফাটল ধরছে। অপবের ঘবে ছেলে জ্লাফে, আমার পেটে ছেলে এসেও মেরে হয়ে পেট থেকে পড়ে। এমনি আবার পোড়া কপাল।'

খুড়ীমাব চীৎকাবে পড়নী মেরেরা এসে জ্বডো হয়। ওয়াই তবু শেষ কথা না বলে বিদায় নেয় না।

'আমার উপদেশ দেওয়া সাজে না জানি, তবু আমি বলছি যে কুমারী থাকতে থাকতেই ও মেরের বিয়ে দাও। পথে বেবোরে অথচ মেরে তোমার ঠিক থাকবে, এ কখনো হয় না।'

কথাগুলি শেষ কবে ওয়াত বাড়ী ফিরে আদে।

এ বছরে আরে। জমি কেনবার বাসনা আছে ভার। আগামী আনেক বঙ্গুর ধরে এমনি করে নিজেদের জমিদারী গড়ে তোলবার পরিকল্পনা। তা ভিন্ন বাড়ীও কিছু সংস্কার করা প্রয়োজন। একথানা নতুন ঘর তুলতেই হবে। নিজের অথক্ষপের মধ্যে এই বিশ্রী চিন্তাট্য এসে বাধা দেয় যে, তাদেরই পরিবারের আরে এক জন গীরে ধীরে তলিয়ে যাছে।

শরের দিন কাকা মাঠে এসে ওর সঙ্গে দেখা করলেন। ওলনি সোদিন মাঠে আসেনি। বিভার সস্তান প্রসবের পর দশটি মাস কেটি গিরেছে, ওলান আবার সন্তানসম্ভবা হরেছে। এবার তার শরীর বারাপ হওয়ার জক্ত বেশ ক'টি দিন সে মাঠে আসছে না। প্রথার জামাটির বোভারগুলি দেন না কাকা, সর্বদাই হাতের মুঠিতে ধরে থাকেন। কোন সমর বাভাসের কোতুকে হরত উলল হয়ে পড়তে পারেন। মাঠে অভিব্যক্ত ওয়াতের পাশে দীড়িয়ে রইলেন তিনি। অনেককণ কাক করার পর চকিত হয়ে ওয়াত.মুখ কিরিরে ক্রতভার সঙ্গে বলে— কাকের সময় ধেরাল হয়নি কাকা, আহার মাপ করন।

এই ধানগুলো ছ'বার তিন বার করে না বুনে দিলে ভালো ফলে না। আপনার মাঠের কাব্দ সারা হয়ে গেছে নিশ্চরই। আমি বড় অকেলো—সরীব চাষী ত।'

ওয়াঙের বিজ্ঞপ হজম করে কাকা বলেন,—'আমার কণালই থারাপ। এ বছর কুড়িটা বীজের মধ্যে মাত্র একটি মাথা তুলেছে। আর সেটুকুর জল্ঞে কোদাল চালাতে ইচ্ছে করে না। এ বছর ধান থেতে হলে আমাদের বাজার থেকে কিনে থেতে হবে।' গভীব দীর্ঘধাস ফেলেন ভিনি।

ওয়াঙ নিজের মনকে কক্ষ করে রাখে। কাকা যে কিছু চাইতে এসেছেন এ সে বৃষতে পারে। নিবিড় যত্নের সঙ্গে ওয়াঙ মাটিতে কোলাল চালায়, কুশলী হাতে কর্ষিত জমির ছোট নরম মাটির ডেলাটুকুও ওঁড়িয়ে ফেলে। ধানের চিকণ চারাগুলি মাথা ডুলে দাঁড়িয়ে আছে। স্থেয়ের আলোয় তাদেব নরম ছায়া পড়েছে মাটীতে!

অনেকক্ষণ পরে কাকা কথা কইলেন—'বাডীতে বলছিল তোমার কথা। বড় মেয়েটার সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তা পাকা। তোমার বিচেনার তারিক কবি আমি। বিয়ের বয়েস হয়েছে মেয়েটার। পনেব বছর বয়স চোল আবার কি? এত দিন বিমে হলে মা হতে পাবত। আমার তথু তর পাছে পথের কোন চৌকরাব সঙ্গে কিছু ক'বে আমাব সংসাবের নাম ডোবায়। আমাদের পরিবার্বের মধ্যে এমন ঘটনাটা কি বিঞী বাাপার বল ত ?'

'ওয়াত্রের হাতের কোদাল আবার মৃত্তিকা স্পার্শ করে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে—'তাই যদি, তবে মেয়েকে শাসন করেন না কেন ! বাডীতে বেথে তাকেও সাংসারিক কাজ শেখান।'

ভবু এ ধবণেৰ কথা ত জ্যেষ্ঠদের কাছে বলা চলে না। বাধ্য হয়ে ভ্যাত চুপ করে থাকে।

কাকা আবার বরেন— 'আমার যদি কপাল ভালো হোত, যদি তোমান মায়ের মত তোমার খুড়ী ছেলে বিইয়েও স'সাবের আমাল করতে পাবতেন তাহলে আমিও তোমাদের মত ধনী হতে পাবতুম। তা ত নত্ত, তোমার খুড়ী ছেধু মোটা হচ্ছেন আর মেয়ে বিয়োচ্ছেন। আমার বিদ টাকা হোত সে টাকা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিহত আমি বিধা করতুম না। তোমার মেয়েদের ভালো ঘব-বরে বিয়ে দিয়ে দিতুম, তোমার ছেলেদের মজুতদারের দোকানে কাজ শেখবার জ্ঞে প্রচ-পত্তর করতুম। তোমাদের জ্ঞে আমি সর করতে পারতুম। আর করব নাই বা কেন, ভারের সঙ্গে ভারের সঙ্গন্ধ যে।'

ওয়াও ছোট করে জবাব দেয়— 'আপনি জানেন আমরা বড়লোক নট। আমার ঘরে পাঁচটি থাবার লোক, বাবা বুড়ো হয়েছেন, গাটেন না কিছ থানও। তা ভিম্ন আকার একটি প্রাণী এতক্ষণ বোধ হয় এদে পড়েছে।'

কাকা ক্ষান্ত হন না—'তুমি দিব্যি প্রসাকরেছ আমি জানি। কিছ বেশী দাম দিরে তুমি আত বড়-বরের জমি কিনেছ। এ গাঁয়ে আর কোন্লোকটা ও-রকম জমি কিনতে পারত, বল না?'

এ কথার ওরাঙের রাগে গা অবলতে থাকে। কোদানটা ছুড়ে কেলে সে কাকাকে বলে—'আমার হাতে করেকটা টাকা জমেছে, কেন না আমি আব আমার বৌ সারাদিন জান দিরে থাটি। সোকের মত জুয়ার আড়ার দিন কাটাই না কিংবা বরের দরজার বেকার বদে গল ঠুকি না। আমার মাঠে আগাছা জ্মাতে পারে না, আমরা ছেলেমেরেদের আধ-পেটা করে ছাড়তে পারি না।

কাকার হলুদববণ মূথে রক্ত ঝলকে আসে। ভাইপোর দিকে
ছুটে এসে তিনি তার গালে এক চড় লাগিরে বলেন—'বাপের ভাইকে
এমনি ধারা বলিনৃ? তোর কি সব বৃদ্ধি লোপ পেয়েছে। বর্দ্ধজ্ঞানটুক্ও থেয়ে বসেছিনৃ! বয়ঃজ্যেটের কাছে মান্ন্র কথনো উঁচু
কথা কবে না, এ কি জানিস্ না।'

নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ওয়াও স্থির হরে দীড়িয়ে থাকে! নিজের কাকার প্রতি একটা রাগ তার মনের ভিতর তথ্যবে ওঠে।

তোর কথা আমি সারা গাঁষে বলে বেড়াব।' তিনি ভাঙা গলায় চেঁচাতে থাকেন, 'কাল আমার বাড়ী বরে পাড়া মাতিরে বলে এসেছিস্ যে আমার মেরে কুমারী নয়। বাপের অবর্ত্তমানে বে ভোষ বাপের মত হবে আজ তাকে তুই অপমান করলি। আমার বেরেছা না থাক কুমারী, ভোর মুথ থেকে আমি তা তনতে চাই না। সকলকে আমি এ কথা বলব!' বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন কাকা—'বলে বেড়াব সারা গাঁ-ময়—ঠিক বলব।'

ওয়াত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হোল—'তা আমি কি করব ?'
সাব। গাঁরে এ কথা চালু হবে এ চিন্তায় ওয়াতের দত্ত ক্যা
নামায়। নিজেদের ঘরোয়া কথাই ত এ সব।

কাকার রাগ জল হয়ে গোল। ওয়ান্ডের কাঁপে হাত রেখে হেকে তিনি বললেন—'ভোমায় চিনি না আমি। তোমায় ভালই চিনি। তুমি যে ছোকরা ভাল। তা এই বুড়োর হাতে একটা রূপোর টুকরো তুলে দাও, বড় মেয়েটার জল্ঞে একটা ঘটকের কাছে ব্যবস্থা করি গিয়ে। বিয়ের বয়স হোল ত। তোমার কথাই ঠিক, বিয়ের বয়স হোল বৈ কি। ছোট একটু দীর্ঘবাস ফেলে কাকা আন্মনা হরে আকাশের দিকে চাইলেন।

কোদালটা তুলে আবার মাটীতে রাখল ওয়াও। কাকাকে বললে—বাড়ীতে আম্মন। রাজপুত্রদের মত আমি ত আর সোধাকিলা নিয়ে বেড়াই না। সারা শরীর তেতো লাগে ওয়াতের। বে পরিশ্রমের উপাজ্জন থেকে আগামী বংসরে জমি কেনবার পরিকল্পনা করেছে ও, সেই মূলধন ভেড়ে কিছুটা এখন দিতে হবে এই বুড়োল হাতে। সন্ধ্যার আগেই বে রূপোর চাকতিটি জুয়ার আড্ডার হাতরা হুরে যাবে।

বাড়ীর উঠোনের কাছে ছ'টি ছেলে উলঙ্গ হয়ে বৌদ্রে খেলা করছিল। তাদের সরিয়ে দিয়ে ওয়াঙ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে চুকল। কাকা ছেলে ছ'টিকে কাছে নিয়ে আদর করলেন, তাদের ঘাড়ের কাছে নাক দিয়ে সেই নধর শিশুদেহের গন্ধ নিজেন প্রাণ ভরে।

হু'টিকে ছু' বগলে ধরে গভীর স্নেহের সঙ্গে আদর করে বরেন— 'হু'টি যে মক্ত হরে উঠেছ হু'

ক্রত পারে গুরাও নিজের শোবার ঘরে গিরে চুকল। বাইরের আলো থেকে আসার দকণ ঘরের ভিতরটা আক্ষণার ঠেকছে। কিছুই চোথে পড়ছে না তার। হঠাৎ একটা তাজা রক্তের গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। ক্রতকঠে সে বজে—'কি খবর—সময় হরেছে না কি ?'

অভ্যন্ত নীচু গলায় বিছান। থেকে জবাব এল—'হয়ে গিয়েছে। এবার বলার মত নর। একটা মেরে হয়েছে।'

# মৃত্যু**জয়** গোপাল ভৌমিক

ভোমরা বীরের দল—
বাদ্মার ঐবর্থে মহীরান্
করে গেছ রক্ত-রাঙা পথের ধ্লিকে:
অত্তিতে উৎসারিত পুলিশের উন্মত গুলীকে
বুক পেতে হুর্জয় সাহসে
করে দিলে শুক ভ্রিয়মাণ
নয়োদ্ধত রাজশক্তি রাজপথে হল অবসান!

সে এক বিচিত্র দৃষ্ম :
রাজপথে সহল তরুণ
নিরন্ধ অহিংস নিরূপায়—
শুধু চায়
নিজেদের স্বাভাবিক পৌর অধিকার—
পথে পথে মিছিল করার ।
বলদপী শাসকেরা
পরিবর্দ্তে কি দিল তাদের ?
চতুদিকে প্রলিশের বেড়—
ভার পর লাঠি আর অগ্নিবর্দ্তী বুলেটের ঝাঁক—
এনে দিল ত্বন্ধ বিপাক।

রাজপ্পাশ্রমী তবু তক্সণের দল
রক্ত দিয়ে ভীত নম্ন
নম তারা আদে হুর্বল :
তারা মৃত্যুঞ্জর
আহিংসার নীরব সাধক—
বীর শিশু দেশ-মাতৃকার—
রক্ত দিয়ে ভেঙে দিল
উদ্ধৃত অল্কের অহলার
ভালা রক্ত-মাথা বৈরাচার।

হে হুর্জয় সাহসী তরুণ,
তোমাদের জানাই প্রণাম :
অনস্ত রাত্রির শেষে হাসে নবারুণ—
তোমরা এনেছ তার গোপন সন্ধান।
বিপক্ষের হাতে লাঠি বন্দৃক কামান
যতই উচানো থাক—
ভীত নয় সত্যাগ্রহী
অহিংসার অল্লে বলবান্।
হে তরুণ তোমাদেরই জয়,
বক্ষ-রক্ষ্ক চেলে নিয়ে
ভেঙে দিলে জড়তার ভয়—
হলে মৃহাঞ্জয়!

# [ পূৰ্বৰ পৃষ্ঠার পর ]

খাড়া হয়ে গাঁড়াল ওয়াও। একটা সশরীর অমঙ্গল বেন পথে এসে গাঁড়িয়েছে! এই মেয়েই ত কাকার বাড়ীতে এত গওগোল বাধিয়েছে। শেবে তার বাড়ীতেও মেয়ে হোল।

কথার জবাব না দিরে ওয়াঙ আধা অন্ধকারে দেওয়ালে হাত দিরে অঞ্ভব করলে। অমস্থা জায়গা থেকে মাটির ঢেলাটা সরিয়ে দে ভিতরের গর্ছে হাত ভরে দিল। কয়েকটি রূপার মুন্তা জমেছে শেখানে। গুণে গুণে ন'টি বার করে নিলে সে।

আছকার থেকে বৌষের প্রশ্ন এল—'টাকা নিচ্ছ যে।'

'কাকাকে ধার দিতেই হবে।'

ওলানের ভারী জবাব এল — ধার বলছ কেন ? ওদের বাড়ীতে নেওরাই লাছে দেওয়ার বালাই নেই।

'তাজানি । এ টাকাদেওয়ামানে গায়ের মাংস কেটে দেওয়া। তবুরজের সম্পর্কত।'

উঠোনের ধারে কাকার হাতে সে ক'টি গুঁজে দিয়ে ওয়াও আবার বাঠে কিবে এল: কোদাল নিয়ে সে কাজ স্থক করল দানবের মত। বাধার মধ্যে ওর্ রূপোর চাকতিগুলোর কথা ঘুরছে। কোথার কোন জুরার আজ্ঞার ঐ রূপা টেবিলের উপর পড়েছে, কোন বেকার লোক সেওলি কাজিরে নিচ্ছে পকেটে। এ তার সেই হুপা, বা সে সঞ্চয় করেছে কত কঠে নিজের মাঠ থেকে, যে রূপায় সে নিজের জুমিও আয়ুতন বাড়াতে পারত।

সন্ধ্যার মূখে ওয়াছের রাগ পড়ল। মনে পড়ল বাড়ীর কথা, থাওয়ার কথা। সেই সঙ্গে মনে পড়ল বাড়ীতে নতুন আগন্তকটিব কথা। তার ঘরেও মেয়ে এসে জন্মাল। যে মেয়েকে পরের সংসাবের জন্ত মানুষ করতে হবে। কাকার উপর আক্রোশের জন্ত তথন সেতার মুখও দেখেনি।

কোদালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিশ্বপ্রতায় ওয়াঙের মন ভবে যায়। আর একটি ফদল উঠলেই সে নতুন স্কমিটার সংলগ্ন কেন্ডটুকু কিনে নিতে পারবে। গোধুলির ফ্যাকাশে আকাশে কয়েবটা কাক পাক থেয়ে থেয়ে উভূছে। তাদের ডাকে মাঠের শাস্তির পিঠে চাবুক পড়ছে। কাকের দল ঘুরতে ঘুরতে অবশেবে তারই বাটার দিকে উড়ে অদৃশ্র হয়ে গেলো। কোদাল হাতে নিয়ে ওয়াঙ ভাদেব পিছনে কিছনে চলে গেল। বাড়ীতে ঢোকার মুথে আবার কাকংলি কোথা থেকে বেরিরে এসে তার মাধার উপর কর্কশ চীংকারে ঘুরতে লাগল।

গুরাঙের মুথ দিয়ে একটা আতঙ্কের আর্দ্তনাদ বেরিয়ে এল। কি অমক্ষদের নির্দেশ দিচ্ছে গুরা।



যাযাবর

### চয়

ত্বেজীতে একটা চলতি কথা আছে, ছজন ইংবেছ একত্র হলে গড়ে একটা ক্লাব, ছজন স্বচ একত্র হলে থোলে একটা ব্যাহ, ছজন জাপানী করে একটা দিক্রেট দোসাইটি। ছজন বালালী একত্র হলে করে কী? দলাদলি? তা'করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়ই করে। কিছ তা'ছাড়া আরও একটা জ্বিনিষ করে। স্থাপন করে একটি কালীবাড়ী! উত্তর-ভারতের এমন সহর ছুর্ঘট যোগন বালালী আছে কিছু সংখ্যক অধ্চ কালীবাড়ী নেই একটি।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালীমুর্তিটি স্থম্নুন্য নয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর স্থবমা বা কমলাসনা লক্ষীর জ্রী নেই তার মসীরুষ্ণ দেহে। ভগবতী চুর্গার হাত দলটি, প্রহরণ সমপরিমাণ। কিছু কালী-মুর্তির কাছে তাঁকেও অনেক শাস্ত ও সুকুমার মনে হয়। কঠে তাঁর কাছে তাঁকেও অনেক শাস্ত ও সুকুমার মনে হয়। কঠে তাঁর নরমুপ্তের মালা, কটিতে তাঁর ছিয় বাছর গুছু, এক হাতে ধৃত মুক্ত কুপাণ, আর হাতে দোলে খপ্তিত শির। অতি বিস্তৃত আননের কোনখানে নেই কমনীয়ভার দেশমাত্র আভাস, নহনে নেই স্মিন্ধ, নত দৃষ্টি। নিরাবরণ বক্ষ, নিরাভরণ দেহ, লোলায়িত বসনা। স্বদেশীর ভক্তরা বলেন, মা ভয়ঙ্করা; ক্যাথারিন্ ক্ষেরো বই লিথে বলেন, বীভ্নস।

এই কন্দ্র ভয়াল মৃর্ষ্টিকে ভালোবাসে বালালী। শ্রীচৈতত্ত বে ভিজিল্লোত আনলেন তার চিক্ত রইল একটি বিশেষ শ্রেণীতে, কালীর ভজ্করা আছেন দেশব্যাপী। তর্ম শাস্তপছীদের মধ্যেই তাঁর পূজানীরা নিবদ্ধ নয়। তাঁর পূজা নিবক্ষর গ্রাম্য কুষকের কুটার থেকে ধনীর প্রাাদা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পুরাকালে কাপালিকেরা শ্বাসনে সাধনা করেছে দেবী কালিকার, তান্ধিকেরা আরাধনা করেছে শ্যামা মায়ের, দস্যদল লুঠন মানসে নির্গত হয়েছে নুমুন্তমালিনী কালীর অর্চনা করে। আধুনিক মুগেও অস্তম্ভ আত্মীয়ের আরোগ্য কামনায় বাঙ্গালী মেয়েরা মানত করেন মা কালীর কাছে, পন্নীতে মহামারী দেখা দিলে সরলচিত্ত অধিবাদীরা পূজা করে ভক্তি ভবে, ঠাকুর রামক্ত্রক তাঁরই সাধনা করেছেন দক্ষিণেশ্বের, তাঁরই ধ্যান করেছেন সাধক রামপ্রসাদ—বিচনা করেছেন শ্যামা-সঙ্গীত।

বাঙ্গালীর পক্ষে এই কাঙ্গীপ্রীতি আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা বিষয়কর মনে হবে। ভার শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক গঠন

হিসাবে সে আরুষ্ট হবে কোমলভাব প্রতি, স্নিগাডার প্রতি, মাধুর্য্যের প্রতি,---এইটেই আশা করা স্বাভা-বিক। কিন্তু বাঙ্গালীকে বারা ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন, ভার গ্রকৃতিকে বাঁরা যথার্থরূপে অফুশীলন করেছেন জারা জ্ঞানেন এই আপাত বিরো-ধিতাই ভার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কুমমের মৃত্তা এবং ব্রেড্র কাঠিক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার প্রকৃতিতে। ভীকতার অপবাদ যেমন তার বহু-প্রচারিত, চরম তু:সাই-সিকভার জয়তিলকও ভারই

ললাটে। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সংঘাত ও সংঘ**র্য আন্দ** বছ-ন্যান্ত, আসমুদ্র হিমাচল তার বিস্তার ও বেগ। স্বাধিকার প্রথি**ষ্ঠার** এই স্থলীর্থ সংগ্রামে বোগ দিয়েছে জাতি-ধর্ম-নির্কিশেষে সর্কর প্রদেশের সর্ক্রসাধারণ। পালাবী এসেছে, মাদ্রাজী এসেছে, এসেছে গুজরাতী, পার্শা ও বেহার : ভবেছে জেল, সমেছে নির্যাতন : কিছু স্বাধীনতার অনম্য স্পাহায় বাঙ্গালীই সাধন করেছে নির্যাতন : কিছু স্বাধীনতার জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছে দেশমাতৃকার ঝণ। একমাত্র বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায় স্থলের ছেলে বরণ করেছে কাঁনি, মেরেরা ছুড্ছেছে পিস্তল, পলিতকেশ অন্থংপ্রিকা বুক এগিয়ে নিয়েছে গুলীর আহ্যাত ?

বিডিং বোডের উপর যে কালীমন্দিরটি স্থাপিত হরেছে মিলিড উজোগ ও আর্থিক প্রচেষ্টায়, তার জন্ম নয়াদিলীর বারালী সমাধ্যের গর্ক করার অধিকার আছে। আত্মঘাতী বৃদ্ধির বন্ধনাশা হঠ-কারিতার সে কেবলই করে কলহ, ঘটার ভেদ, ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান— এ-অপবাদ বাঙ্গালীর। বোধ হয় একেবারে অমূলকও নয়। একক প্রচেষ্টায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব তুলনাহীন। তার মেধা, তার ঋদ্ধি **তার** নৈপুণা স্কাজন-স্বীকৃত। কিন্তু বছজনের সম্মিলিত কর্ম বারা একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় যথেষ্ট শক্তি দেখায়নি বাঙ্গালী-একথা গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তাই এই কালীবাড়ীটি দেখে মন খুশী হয়। কোন রাজক্ম ব্যক্তির অমুগ্রহে নয়, কোন বিভশালীর একক অর্থানুকুল্যে নয়; প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রদক্ত ও সংগৃহীত চাদাম গড়ে উঠেছে এই মন্দির, স্থাপিত হয়েছে বিগ্রহ। সরকারী দশুর্থানার জীবিকাজনের তাগিদে উত্তর-ভারতের এই মহানগরীতে এসেছে বাঙ্গালী। তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্তরণে আয় করেছেন প্রচুব অর্থ, কেউ বা সাধারণ কেরাণীর কাজে পেয়েছেন পরিমিত বেতন! তাঁরা স্বাই দিংছেন দান,—স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায়। তর অর করে জমেছে অর্থ, ভরেছে দেবীর ভাণ্ডার। সাধুবাদ দিই তাঁদের। তাঁরা ধ্যা।

মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি তাঁর নাম ভানিনে, কিছ প্রশংসা করি। আড়ম্বরহীন, বাছল্য-বজ্জিত সহজ, সরল গঠন। বজু-বাজারের গন্ধ নেই, নেই মার্কিনী চংএর অতি আধুনিক খ্রীমলাইন। দূর থেকে দেখে চোধ্ তৃপ্ত হয়, কাছে গেলে মনে ওচিতার উদ্রেক ঘটে। গুটি-করেক সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠনে বিভৃত অসিদ্দ, দ্বীৰং উচ্চ জালিকাটা প্রাচীর দিরে বেরা। মাঝধানে মন্দির, চারি দিক্ বিরে পথ। সে পথে দর্শনার্থীরা প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ, বারে সম্মান ঘণ্টাধ্বনি করে মন্দিরের ধূলি নের মাধার। আপন অস্তরের কামনা নিবেদন করে ভক্ত নরনারীর দল। আকাশের আলো এবং বাইরের বাতাস আসতে বাধা নেই এতটুকু। মন্দিরের অভ্যন্তরে নেই আদ্ধকার, নেই পুশাপত্রী ও গলোদকের হারা আর্জ অপরিচ্ছন্ন আবহাওরা।

মন্দিরের প্রাঙ্গণটি স্মপরিসর। এক দিকে জারাবরী পর্কতের বীজ। পাথরের থাড়া দেওরাল সিমেন্ট দিয়ে জোড়া। জঞ্জ দিকে বাজা এবং বেলিং। পিছনে এক কোণে পুরোহিতের বাসস্থান। ছোট একটি কোরাটার, মন্দির-কর্জপক্ষের তৈরী।

দৃর দেশে দেখার নিরমিত পূজার আয়োজনে পুরোহিত সংগ্রহ থ্ব সহজ্জ নয়। বাংলা থেকে কাউকে এনে রাধতে হলে চাই তাঁর জন্ত নিরমিত আরের ব্যবস্থা। তাঁর পরিজ্ঞান প্রতিপালনের নিশ্চিত আখাস। তাই মন্দির-কর্ত্বপক্ষ পুরোহিতের জন্ত নির্দ্ধিই করেছেন মাসিক মাসোহারা। তার গ্রেড আছে, ইনক্রিমেণ্ট আছে, ছুটির ব্যবস্থা আছে। আছে প্রণামী, দর্শনীর প্রাণ্য অংশ নির্দ্ধারিত। গ্রন্থা দেব-সেবককেও চাকুরীর কাণ্ডামেণ্টাল কলস্ মেনে চলতে হয়।

মামুবের জীবন বখন জটিল হয়নি, তখন তার অভাব ছিল সামান্ত, প্রেরাজন ছিল পরিমিত। সে-দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ছিল না বিন্তের। সে বিজ্ঞাদান করতো ছাত্রকে, জ্ঞানদান করতো শিযুকে, জ্ঞানদান করতো শিযুকে, জ্ঞানদান করতো শিশুকে, দিনির । সে নির্দেশিভ, নিরাসক্ত, তদ্ধারী, সান্তিক। সে-দিন বিগত, তার সজে সে ব্রাহ্মণণ্ড জিরোহিত। এ-কালে পুরোহিতেরও সংসারধাত্রার উপকরণ হয়েছে বৃদ্ধি। তার দ্বীব জন্ম চাই সায়া, সেমিজ ও ব্রাউজ, ছেলের জন্ম মেলিন্স কৃত, মেয়ের জন্ম হেজ্লান মো। ইহকালের সমাজ, সংসার ও পারিপার্নিকের প্রতি উদাসীন হয়ে ওধু বজ্মানের প্রকালীন মলল চিল্লা করলে তার নিজের পরকাল ঘনিয়ে আসে। তাই মন্দিরের প্রান্তীর জন্ম রাখতে হয়েছে বিনা ভাড়ার বাসন্থান, তাতে বিজ্ঞাী আলো আছে, কলের জল আছে, আছে ভদ্র স্ক্রবিত্ত বাঙ্গালী পরিব্রারের উপযোগী সাধারণ স্বাহ্মন্তর আয়োজন।

সিঁড়ির পাশে জুতা থুলে রেখে উঠলাম মন্দিরে। আ্বাচিত ভাবে পুরোহিত দিলেন দেবীর পাদোদক, দিলেন নির্মাল্য ও প্রসাদক্ষিক। কলকাতার মতো মন্দির-প্রাক্তণে স্টেপরা বাঙ্গালীর উপস্থিতি এথানকার সমাজে পরিহাসের উল্লেক করে না। কারণ, বসনকে এথানে ব্যক্তির পরিধের বলেই গণ্য করে, মনোভাবের পরিচয়রূপে নর। এটি সম্ভব হয়েছে তথু সহরে বিভিন্ন পরিচ্ছদের মান্তবের অবস্থিতির কলে। এখানে মান্তাকী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী সিং, মহারাষ্ট্রীয় বাঈ, বাঙ্গালী বিধবা আসে প্রণাম নিবেদনে; তাদের বেশ, ভূবা, এমন কি বন্ধ পরিধানের রীতি-নীতি সমন্তই বিভিন্ন। তারা ভক্ত এইটেই তাদের একমাত্র পরিচর, পরিচ্ছদটা তাদের ক্রীত, আভগ ও নগ্নতা নিবারণের উপকরণ মাত্র।

মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে শরৎকালে ত্রিগলঢাকা মগুপে গুর্গাপূজা হর মহা আড়খরে। বালালী ছেলেবেরেদের হাতে-গড়া কাম-শিক্ষের প্রাদর্শনী বয়ে। দিনের কোর বালক-বালিকারা পার প্রসাদ, নিশাহোগে খিরেটারে গোঁক কামিরে মেরের পার্ট করে সংখ্য দলের ভক্ষণ-সম্প্রদায়।

কালীমন্দিরে প্রতি জমাবস্থায় কালীকীর্তন হয়। শ্যামাবিষয়ক গান, কার্তনের পদ্ধতিতে মূল গায়েন ও দোহার মিলে গাংলা
হয়। রচনা ভক্তি-মূলক, স্থর বৈচিত্র্যাহীন। তাতে মহাজন
পদাবলীর লালিত্য নেই, নেই সাধকের একক ভক্তি-নিবেদনের
গান্তীর্য ও জাবেগ। জিনিবটা সঙ্গীতশাল্পে প্রক্রিপ্ত এবং ভত্তিতল্পে জনাবশ্যক জন্মুকরণ। সব দিক্ দিয়েই অসার্থক। কালীব
জন্মন রামপ্রসাদী সরে ভক্তের কঠে—

শ্বশান ভালো বাসিস বলে,
শ্বশান করেছি এ ছাদি,
শ্বশানবাসিনা শ্যামা,
নাচবি বলে নিরবধি।

জাতীয় গানই হচ্ছে শেষ কথা।

গানের আসরে বে প্রোচ্ ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটলো তাঁর নাম মোহিতকুমার সেনগুগু। বয়স পঞ্চাশের ওপারে, শরীব অকুশা, দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙ্গালী-জনোচিত। অভিট একাউন্টস সার্ভিদের লোক, স্থাক্ষ অফিসার বলে থ্যাতি আছে সরকারী মহলে, বর্ভমানে যানবাহন বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদম্য্যাদা ঘুটাই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙ্গালীদের সমুদ্ধ ক্রিয়া-কশ্মে যোগ আছে ঘনিট। কীর্তনের আসরে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় অবধারিত।

ক্লীট ষ্ট্রীটে আছে থবরের কাগজ, সেভিল রোতে দরজি। নরা-দিলীর রিডিং রোডেও তেমনি মন্দির। একটি নয়, ছটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল ষ্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিড্লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্বে বর্তমান শভান্দীতে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবনিবাস। তর্ আকারে নয়, গঠন-পারিপাট্যে ও অর্থব্যয়ের বিপুলভায় এর জুড়ী আছে বলে জানা নেই। দ্ব-দ্বাস্ত থেকে আসে লোক তর্বু ভক্ত নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিশ, পারসিক ও গুটান। আসে মুরোপীয় ও এমেরিক্যান টুরিট। সকালে, সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্রে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে থালি করে ক্যামেরার স্পুল।

প্রাম্ব বারে বছর আগের কথা। পিভার খুতিচিছ্রপে যুগ্নাকিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির, যেখানে হিন্দুমান্ত্রের থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিড্লাদের আদি বাস জয়পুনে, সেখানে এ মন্দিরের সার্থকভা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক বায় সেথানে, ক'জন খবর রাথে সেখানকার ? স্থান নির্কাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী। শুধু আজকের ভারতবর্ষের নার, শুভ সহস্র বংসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রাছে রাজত্ব করেছে মহাভারতের কুক্রণাশুর, বাস করেছে সংযুক্তা পৃথীরাজ। শিরিতে ছিল সমাট্ কুতুর্দ্দিন, লাল কেলায় রাজদণ্ড ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। বমুনার ছই তীরের বিজ্ঞান প্রাছর, আরাবল্লীর বনভূমি, অধুনা-বিলুপ্ত জনপদের পথধূলিতে কত শক, হুল, পাঠান, মোগল এক দেহে হরেছে লীন। ভাবী কালের ভারতবর্ষেও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমণি। শার বাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না

বিজিং রোজের এক পাশে মন্দির, অস্ত্র দিকে কোরাটার। গভর্ননেটের কেরাণী ও অমুরূপ কর্মচারীদের বাসস্থান। লখা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইংরেজী L, অক্ষরের মতো এক প্রান্ত প্রানাটার। দির মতো আরুতি, শুধু মারথানের বাড়ন্টিটুকু বাদ। সামনে থানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোরাটার,— স্থলর এবং কুংসিতের এত নিকট অবন্থিতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয় কোনখানে। এক একটা ব্যারাকে ত্রিশ, চলিশটি পরিবারের বাস-ব্যবস্থা। অল্প বেভনের কর্মচারীদের ক্ষম্য স্থলভ সরকারী আরোজন। এপাড়াটা নয়ালিনীর ইষ্ট এশু।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নর এই কোয়াটারগুলি।
বিশেষ করে স্থলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে
না। বেতনের এক-দশমাংশ ভাড়া, মাদের শেষে আপিস থেকেই
কেটে নেয় নির্মিত। সেক্রেটারিয়েটের কেরাণাদের সর্কানিয় বেতন
বাট টাকা। স্থতরাং ছ'টাকা ভাড়ায় বাতী। তু'থানা শোবাব ঘর,
একথানা রাল্লার, একটি ভাড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট
বাবান্দা। ভলের বল আছে, বাংকম আছে, আছে ইলেকট্রিক
আলো এবং—চমকে উঠো না যেন,—আছে হড় একটি সিলিং ফ্যান।
বাড়ীতে বোদ আসে, বাঙাস আসে, অবশ্য ধূলিওে বাধা নেই।
কলকাতা সহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ী কোটিকে গুটিক মিলে না।
ভ্রু বাড়ীই নয়। ফার্লিটারও। বিবাহ-সভায় সালক্ষারা কল্যা সম্প্রেদানের
মতো গভর্ণমেন্টের বাড়ীও আসবাবসহ পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল পি,
ভব্লিউ, ডির ফার্লিটার। ছ'টাকা মাসিক ভাডায় পাওয়া যায়
হ'থানা ভক্তপোষ, একটি আলমারী, একটি টেবিলও তিনথানা
চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনের খোলা মাঠটুকু নিয়ে এক একটা স্বোয়ার। অধিকাংশই ভারতে বটিশ সামাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের নামের দারা গৌরবাদিত। ক্লাইভ ক্লোমার হয়েছে সেই ইংরেজ দেনাপতিব নামে ধিনি পলাশীর আদ্রকাননে ছলে, বলে ও কৌশলে বালার স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন বিশাসহস্তাদের সহায়তায়, বটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভারতবর্ষে। যিনি আশী টাকা বাংসরিক বেভনে ইষ্ট ইভিয়া কোম্পানীর সামাশ্র কেরাণীরূপে ভাবতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন তৎকালীন ইংলণ্ডের সর্বন্দেষ্ঠ ধনশালিরপে। ১৭৪৪ সালে মান্দ্রাজে আগত খ্যাতিহীন, বিত্তহীন ব্বাট সাইভ ১৭৬০ সালের ১ই জুলাই যথন সেনানায়ক স্লাইভরণে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন ইংলণ্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টস গাউথ বন্দরে, তথন ইংলণ্ডের "এ্যামুরেল রেজিষ্টারে" ভাব সম্পর্কে মস্তব্য ছিল,—"এই কর্ণেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় ছুই কোটি, তার দ্রীর গহনার বাব্দে মণিমুক্তা আছে হুই লাথ টাকার। ইলেণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ূর্ল তেও ভার চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।"

ষোরার আছে লর্ড ডালহোঁসীর নামে, যিনি একে একে পঞ্জাব, বন্ধদেশ বোগ করলেন ভারতসাদ্রাজ্যে, জোর করে দখল করলেন পেশোরালের সাভারা, কেড়ে নিলেন বাঁসি, নাগপুর, নিজামের বেরার, এবং নবাব ওয়াজেল আলী শা'র কাছ থেকে অবোধ্যা। খোরার আছে ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর নামে, বিনি কাশীনরেশ চেই সিংহের কাছ থেকে আলায় করেছিলেন বহু লক্ষ মূলা, জবোধ্যার বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিয়ন্ত। সংগ্রহ করেছিলেন ন্যুনাধিক দেড় কোটি টাকার। যার কু-শাসন, কুকার্য্যের স্থানীর তালিকা বুটিশ পালামেকটর বিচারসভায় অভ্তপূর্কা বালিতায় প্রকাশ করেছিলেন এডমন্ড বার্ক। সে অপকীর্ত্তির রোমহর্ষক বর্ণনা ভলে পালামেকট কক্ষে দর্শকের গ্যালারীতে মৃদ্ধিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ রমণী।

আর আছে সিপাহী-মুদ্ধের ছোট বড় ও মাঝারি ইংরেজ সেনাপাতিদের নাম। হেভেক্ জোরার, আউটরাম জোরার, উইক্সন
জোরার, নিকলসন জোরার ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোরার নেই তথু
মেজর জেনারেল হিউরেটের নামে, যিনি ১৮৫৭ সালের ১ই মে
মীরাট সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীর সিপাহীকে হাতে পারে গোহার
শক্ত বেড়ী পরিরে সমস্ত সৈম্বদলের সামনে লাগ্নিত করেছিলেন।
সে-দিন নিরুপার ভারতীয় সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দেখেছিল ভাদের সঙ্গীদের
এই জবমাননা। তাদের মুখেছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চক্ষে ছিল
আন্তন। সে আন্তন সামাল নর।

প্রদিন রবিবার। সন্ধার প্রাক্কালে আসন্ন হন্তনীর **ইবং** অন্ধকার নামলো মীরাটের ছাউনীতে। ব্রিটিশ সৈক্তরা **তৈনী** হয়েছে চার্চ্চ-প্যারেডের জক্ষ। ভারতীয় সৈক্তেরা করছে কী—বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকমাৎ আওরাজ এলো,—কড়ম।

পদাতিক বাহিনীর দিপাহীরা জন্ত ঘুরিরে ধরছে ব্রিটিশ সেনা-নায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের যোড়া টিপছে ক্লিক, ক্লিক। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর, প্রান্তর কাঁপিরে ধ্যনিত হঙ্গু ওড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর-ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্বহীন অসংঘবদ্ধ পরিচালনা, পরিবল্পনাহীন পৃথতি, বিভিন্ন অংশে বোগাবোগশূভাতা এবং কেন্দ্রীয় নিজেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও এ-কথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনেম্ব অবসান ঘটাবার ও স্বরাষ্ট্র গঠনের ভারতীয়দের সেই প্রথম উল্লোগ।

মীবাটের সিপাহীরা খোড়া ছুটিরে প্রদিন প্রভাতে এসে পৌছল দিলীতে। বাদশাহ বাহাছর শাহ তথন দিলীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত বা আরক্জেবের ব্যক্শলভার দেশলাক্ত ছিল না এই বৃদ্ধ মুখল সমাটের চরিত্রে। সিপাহীদের পৌর্ব্য, শক্তিও মুদ্ধোপকরণ কাব্লে লাগাবার ক্ষমভা ছিল না ভার। জনসাধারণের সংগ্রামোশুখ ব্রিটিশ-বিদ্বেষকে স্থল প্রিণ্ডি দান ক্রতে পার্কেন না ভিনি।

দিলীর পরিধি সাত মাইস। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের
শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজের অন্ধশতে সন্ধিত চলিশ হাজার
রগনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর-প্রোচীরের উপরে ১১৪টি
বুহদাকার কামান। হুর্গাভ্যুত্তরে বুহত্তম বাক্ষদথানা। তা'হাড়া
আছে আরও ৬০টি হোট হোট কামান! আছে বহু প্রদক্ষ গোলন্দাজ;—বেশীর ভাগই হুদিন প্রেরও ছিল রিটিশ সৈক্রদসভ্তঃ।
ভারা বুরোশীয় যুক্তরীতিতে প্রশিক্ষিত, স্পুন্ধলাবদ্ধ এবং স্থানিপুণ।
দিলী হুর্গকে স্থবিক্ষত করেছে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারেরা থাবা আধুনিক্তম
এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিলী
অধিকারের ক্ষণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত বিটিশ
বাহিনীর মনে। শেশমাত্র যুক্তিযুক্ত সভাবনা ছিল না হুর্গণক্ষমের কিছ তবুও সিপাহীরা হারলো। দিল্লী দথল করলো ইংরেজ। ভারতে মুল্লিম রাজত্বের ঘটলো সমাপ্তি। শতবর্ধ পূর্বের নিশ্বিত সমাটি সাজাহানের লাল কেরার শীর্ষে উভোগিত হলো বিটিশ-প্রতাকা।

নগরপ্রান্তে রীজের ইংরেজ-শিবিরে সৈছসংখ্যা ছিল চৌদ্ধ হাজারের সামাত্ত কিছু বেশী। এর সবই যুরোপীয় নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় দেপাই। আড়াই হাজার সৈত্ত—ক্লা বাহুল্য, ভারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজামুযাগী দেশীর ক্লাজ্তবর্গ। তাঁদের জন্ত আজ একুশ, এগারো বা পাঁচ, সাত করে ভোগধানির বিধি আছে। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ছাপিত হয়েছে ভারতীয়দের সহায়ভায়, বন্দিতও ভাদেরই আমুগভ্যে। আজও গান্ধীজীকে জেলে পাঠায় ভারতীয় জভ, ছেছাসেবকদের মাথায় মৃত্ব যাই চালনা করে বেহারী পুলিস, দেশক্ষীর পিছনে যোরে বাঙ্গালী ভিকটিকী।

কর্ণাল থেকে গ্রাণ্ড ট্রান্ক রোডে ব্রিটিশবাহিনী এসে শিবির স্থাপন 
করল রীজে, যেখানে এখন দিল্লী ইউনিভাসিটি। বর্ত্তমান সজ্জীমন্তীতে ঘটেছে পার্থকালব্যাপী অনেক খণ্ড-যুদ্ধ। ইংরেজ সৈপ্তদের
কেই অস্থায়ী আবাস-ভূমিতে পরে রচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল
কর। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিত্যালয়ের বিত্যার্থীরা কিজিল্ল,
কেমেব্রী বা ইকনমিক্সের নোট টোকে। তারই অনতিপ্রবর্তী
ক্রেকটি ভবনে ১৯২৪ সালে তিন সপ্তাহ কাল অনশন করেছিলেন
ক্রান্থা গান্ধী—দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদকল্লে। প্রথম
কর্মান্থা মিলনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন পণ্ডিত
ক্রান্টিটা।

ইংরেজ জানতো অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে চিরতরে। তাই সর্ববস্থ পণ করলো তারা। জিতে তো বাদশাহ, হারে তো ফকির! ব্রিগেডিয়ার আর্কডেল উইলসন তথন ব্রিটিশ শিবিবের অধিনায়ক। তিনি জয় সম্পর্কে আশাষিত ছিলেন না।

শ্রীম্ম গোল, বর্ধা অতীত, শরতের প্রথমান্থিও বিগতপ্রার।
মর্ছেকের উপর ইংরেজ সৈক্ত অব, উদরাময় ও অক্সাক্ত ব্যাধিতে কয়।
শক্তাব থেকে সেনাপতি লরেল ক্রমাগত উৎকঠিত পত্র পাঠাছেন,—
মার কত দিন? দিরী বিজ্ঞরের আর বিলম্ব কত? সমগ্র ভারতবর্ষে
ক্রমাত্র প্রসাবেই সিপাহীরা তখনও আছে অমুগত্ত. আম্বালার সেনানিবাসে দেখা দেয়নি বিক্ষোভ। কিন্তু আর বেশী দিন শান্তিক্রমান কঠিন হবে। দিরী, দিরীর উপরেই নির্ভর করছে জন্

অবশেষে সেপ্টেশ্বরের গোড়ার দিকে ফিরোজপুর থেকে হস্তিপৃঠে বাহিত প্রচুর গোলা বারুদ ও অক্সাক্ত আয়ের অন্ত এনে পৌছল কীজের ছাউনিতে। ব্রিটিশ সেনানায়কদের প্রাণে ফিরে এল ভরসা, বনে এলো সাহস। সেনাপতি উইলসনকে অভিক্রম করে যুদ্ধ প্রিচালনার ভার প্রহণ করল জন নিকলসন।

১৪ই সেপ্টেশ্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেথা দেখা দেয়নি আক্রাশে। ইংরেজবাহিনী আক্রমণ করলো দিয়ী হুর্গ। পূর্ব্ববর্তী হয় দিন দিবা-রাত্রিবাণী গোলাবর্ষণের থারা নগর-প্রাচীর বিশাস্থ করা হয়েছে ধীরে ধীরে—মূল আক্রমণের মুধ্বছরুপ। কাশ্মীর গেটের দিকে থণ্ড থণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈত। ছই পক্ষের কামান-গঞ্জনে হক্ষ হক্ষ কিশিত হলো দূর-দূরান্তের গৃহ-গবাক্ষ, তাদের অগ্নিবর্ধনের রক্তিম আভার সীম্ভিনীর সীথির মতো রঙ্গিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই মরণপণ যুদ্ধ চললো প্রহরের পর প্রহর । অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গোটের ক্ষম্ভবার বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো ধূলায়। এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীক্ষপের মতো বেরে উঠেছে প্রাটবে । বিস্ফোরকে অফিস্থোগের হারা বিচূর্ণ করেছে মুদ্দ কাশ্মীরী গেট। তাদের অমাম্নহিক সাঃসের ফলেই জয়লাভ সন্তব হলো ইংরেজের । ইংরেজ এতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে আট জন ছিল ভারতীয়।

সেই ভগ্নবার-পথে জয়দৃশু বিটিশ বাহিনী প্রবেশ করলে। ভীমবেগে, বিপক্ষকে আক্রমণ করলো দিওণ ভেজে। উল্লুক্ত তরবারি হস্তে নিকলসন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈক্তদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করলো তাকে। ধূলায় লুচিয়ে পড়লো নিকলসন। গুলী লেগেছিল তার কপালে।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদ্র শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। আছ-গোপন করলেন দিল্লী প্রাসাদের চার মাইল দক্ষিণে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধে। দেখানে এক মুসলমান ক্কিরের নিলেন আশ্রয়। জনশ্রুতি এই যে, সেই ক্কিরই তাঁকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগের এক তর্মণ ক্র্যানী হাতসনের হাতে।

> হামা আজ দৃত্ত গয়েঁব নালা কুনান্দ্, শাদী, আজ দত্তে ধেশ্,তান্ ফবিরাদ।

নিজের হাতেই যথন নিজের গালে চড় বসিরে দেয়, তথন, শার্দ্দ অপুরের হাতে মার থাওয়া নিরে আর থেদ করে লাভ কাঁ!

বন্দী সমাটকে হাডসন পালকী করে নিয়ে এলো দিল্লীতে। সেধানে বিচার হলো তার। দশু হলো নির্বাসন। বন্ধদেশ। সেধানে পাঁচ বছর পরে বন্দিদশায় জীবনাস্ত ঘটলো তাঁর। ২তভাগা বাহাছর শাহ,—ভারতের শেব মুশ্লিম সমাট।

ঠিক বেখানে বাহাত্রন শাহ ধৃত হন, সেই ভ্যায়ুনস্ ট্যেই <sup>পর-</sup> দিন হাডসন গ্রেপ্তার করলো আর তিনটি প্লাতক। বাহাত্র শাহের তুই পুত্র ও এক পোত্র। তাঁরা বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছি<sup>ন ।</sup> আশা করেছিল তাদেরও বিচার হবে বাহাত্ব শাহের মতো।

হাডসন্ তাদের একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিরে নিয়ে এল দিল্লীতে। দিল্লী গেটের কাছে এসে হাডসন্ থামালো সে:গাড়া। বন্দুক দিয়ে নিজ হাতে পর পর গুলী করলো বন্দীদের ঠিক বুকের মারুথানে।

রাজনক্ত ঝর ঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ল দিল্লীর ধূলি-ধূসর পথে।
মৃতদেহ নিরে চাদনী চকের উন্মৃত্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনীরপে
রাবা হলো তিন দিন। তক্ষণ সমাট, বংশধরদের মৃতদেহ দেখে
শিউরে উঠল পথচারীর দল, বারস্বার অঞ্চাসিক্ত চক্ষ্ মাজ্ঞনা করল
নিঃশক্ষে।

# বার মহাত্মা নিচ্চলদাব

[ পূৰ্ব-প্ৰকাশিতের পর ] স্বামী চিদ্যনামন্দ

ত্বি শ্লেষাস ভগষান প্রীয়াষ্ট্রমের উপাসক ছিলেন। তিনি প্রীয়াষ্ট্রমেকে নিজ আত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। ইহা তাঁহার বিচারসাগর প্রস্তের মজলাচরণ গ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। বথা—''বোধ চাহি জাকো সুকৃতি ভক্ত রাম নিহাম সো মেরা হৈ আত্ম কাকু কর্ম প্রণাম।'' নিশ্চমানের এই ভাবের অমুকৃলে গীভার ১ম অধ্যায় ১৫ গ্লোকটি অরণ করা ঘাইতে পারে। যথা—''জ্ঞান-বজ্জন চাপ্যন্তে বজ্জো মামুণাসতে! একত্বেন পৃথক্তেন বজ্ধা বিশ্বতো মুখ্ম্ ।'' ইহার ফলে তিনি প্রায়ই রামভক্ত তুল্সীনাসের আশ্রমে শাস্ত্রবাধ্যা করিতেন। শ্রোত্বন্দ তাঁহাব এই ব্যাথ্যায় অপার আনন্দ লাভ করিতেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাদ রটিয়াছিল যে, তিনি তুল্সীদাসের সম্প্রাম্থিক। বজ্ত: তাহা নহে। কারণ, তুল্সীদাসের মহাপ্রয়াণ কাল ১৬২৩ খৃষ্টাকে, নিশ্চলদাসের জন্ম ১৭১২ খৃষ্টাক।

এই ভাবে ৪॰ বংসর বয়স পর্যান্ত নিশ্চলদাস কালীধামে থাকিয়া তীর্থপয্টনে বহিগতি হইলেন এবং বহু দেশ প্রয়টন করিয়া দিল্লী নগরীতে প্রভাবর্তন করিলেন। এখানে সেই অলখরামের আধ্যমে কিছু দিন থাকিয়া দিল্লী হইতে ১৮ ক্রোশ পশ্চিমে কিহুডোলী নামক স্থানে নিজ আশ্রম স্থাপন করিলেন। এখানে এখনও তাঁহার মঠ বিভ্যান। তার বায়, তাঁহার স্বহন্ত-লিখিত বহু গ্রন্থ এখানে সুর্ক্তিত।

বিহুডোলীতে অবস্থান কালে এক দিন এক দক্ষিণী পণ্ডিত তীর্থ জ্বাণ করিতে করিছে কাশী বাইবার পথে নিশ্চলদাসের আশ্রমে অতিথি হন। তিনি তাঁহাকে বথাবোগ্য সৎকার করিয়া করেক দিন তাঁহাকে নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতে অমুরোধ বরেন। এক দিন নিশ্চলদাস নিত্যকর্মকাপ দাহুবাণী পড়িতেছিলেন, সেই দক্ষিণী পণ্ডিতেটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপিনি কি পুজক পাঠ করিতেছেন।" নিশ্চলদাস বলিলেন—"ইহা আমাদের সম্প্রদায় প্রবৃত্তি আছও হিন্দি ভাষাত্ত্ব সংগ্রহ আমাদের সম্প্রদায় প্রতিত আছও হিন্দি ভাষাত্ত্ব পড়িতেছেন কেন।" নিশ্চলদাস বলিলেন—"ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রের সার নিকর্ম আছে।" অতঃশর এই প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে অনেক শাস্ত্রবিচার হয়। পণ্ডিতজ্ঞী অত্যক্ত সন্তুট্ট হইয়া বলিলেন, "আপনার শাস্ত্রজ্ঞান থুবই প্রশংসনীয়, তবে নব্য জায়শাল্পে একটু ন্যানতা দৃষ্ট হইল।"

এই কথা শুনিয়া নিশ্চলদাসজী জনতিবিলপে নব্য ক্লায়ের এক সময় মুখ্য প্রচার-ছল নবছাপে পমন করেন এবং তথায় তিন বংসব থাকিছা নব্য ক্লায়শাল্প জধ্যয়নের পূর্বতা সাধন করিয়া পুনরায় দিল্লী প্রভ্যাবর্ত্তন করেন। ইহা নিশ্চলদাসজীর এবটি অদম্য উপ্রশেষ দুটান্ত বলা ঘাইতে পারে।

ষত:পর এক দিন এক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার একটি শান্ত্র-বিচাব হয়। সেই বিচাবে পণ্ডিত মহাশন্ত পরাজিত হন। কিছ তাহাতে তিমি এতই মর্গাছত হন বে, তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার পত্নী তথন একেবাবে নিরাশ্রর হইরা পড়িকেন। তিনি তথন নিশ্চলদাসের নিকটে আসিরা বলিলেন—"মহাত্মনু! আপনার সজে বিচারের কলে আমার পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এখন আহার গতি কি হইবে? আমার পুত্র-কলা আত্মীয়-স্বত্তন কেইই নাই, আমার কোন আশ্রয় নাই।"

নিশ্চলদাস ইহা শুনিয়া যারপর-নাই ছু:পিত হইলেন। তিনি
সাধু সর্বত্যোগী পণ্ডিত, তিনি ওঁাহার কি উপায় করিবেন ? তিনি
বলিলেন ভননি! আমি আপনার সন্থান এবং দক্তি সাধু মাত্র,
আমি আপনার কি সাহায্য করিতে পারি? আপনি যদি ইচ্ছা
করেন আপনি আমার নিকট অবস্থান করিতে পারেন। আমার যদি
উদরায়ের সংস্থান হয় তাহা হইলে আপনি আনাহারে থাকিবেন না।
আমি আ-মরণ আপনার সেবা করিব, এতদতিরিক্ত আর আমি কি
করিতে পারি ?

পৃতিত-পত্নী নির্মায় হওয়ায় তাহাতেই দুছত হইলেন, এবং অবশিষ্ট জীবন একটি প্রিচারিকাদহ মহাত্মা নিশ্চলদাদের আঝামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিশ্চলদাদ যেথানে যথন থাকিতেন অথবা শাল্লাদি ব্যাথ্যা উপলক্ষে যেথানে যথন গমন করিতেন, এই মহিলাদ্মন্ত সেই স্থানেই গমন করিতেন। সাধু নিশ্চলদাদের সঙ্গেই ইহাদেরও আণ্যাত্মিক জীবনের অনেক উন্নতি লাভ হইয়াছিল। এই মহিলাদ্ম নিশ্চলদাদের সঙ্গে থাকায়, নিশ্চলদাদকে অনেক সময় অনেক নিশা উপহাস ভানতে হইত। কিন্তু তাঁহার ত্যাগা, বৈরাগ্য এবং ফ্লাম্মের বল এতই অসাধারণ ছিল যে, তিনি তাহা আছি করিতেন না। খাঁহারাই নিশ্চলদাদের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত্ত ইইতেন, তাঁহারাই তাঁহার মহত্ত উপলব্ধি করিতেন। ক্রমে নিশ্চলদাদের শিব্যমগুলীর সংখ্যা বন্ধিত ইইতে লাগিল।

এই সময় জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় নামক সহরে বছ শেঠগণের বাস ছিল, শেঠগণ নিশ্চলদাসের সাধুতার কথা প্রবণ করিয়া বছ আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে তথায় কইয়া যান। নিশ্চলদাস শিহ্যমগুলীসহ কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে শাজ্মান্পদেশ দান করিয়া যারপ্র-নাই আনন্দিত করিলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে সংগ্র নিশ্চলদাসের নাম দেশ-বিদেশে প্রচারিভ হইয়া পড়িল। তাঁহার বেদাত-ব্যাথ্যা শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পণ্ডিত, মূর্থ, সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। ক্রমে পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত বৃদ্দি নামক রাজ্যে রাজা রামসিংহজী নিশ্চলদাসের কথা শুনিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল, মহাখ্যা নিশ্চলদাস একবার জাঁহার রাজ্যে পদাপণ করেন।

রাজা রামিসিংইজী তাঁহার মন্ত্রী মহাশয়কে রামগড় প্রেরণ করিলেন্দ্র এবং নিশ্চলদাসকে তাঁহার রাজ্যে আগমনের জন্তু বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চলদাসকে রাজা মহাশরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নিশ্চলদাস বলিজেন—"দেখুন, আমি ঘাইতে পারি, কিছ্ক কয়েকটি কারণের জন্তু আমার মনে হইতেছে—মহারাজের আমার উপর হ'ডা জ্মিতে পারিবে না। প্রথম কারণ, আমার তাত্রকুট সেবনের অভ্যাস আছে। ছিতীয় কারণ, আমার সঙ্গে তুই জন মহিলা বাস করেন, তাঁহারা আমার সঙ্গে সর্বরুত্ত গমনকরেন। তৃতীয় কারণ, আমার দেহে নিভা কিয়ৎক্ষণের জন্তু অরভাগ হইরা থাকে। চতুর্থ কারণ, আমার উদরে বায়ু স্কার হয়, এই সব দেখিয়া মহারাজ কি আমার উপর শ্রমা-সল্পন্ন হইতে পারিবেন। শ্রী

মন্ত্ৰী মহাশর নিশ্চলদাসের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া ভাঁহার অসাধারণ বৃদ্ধিনতা, বিভাবতা এবং মহত স্বদয়সম ক্রিয়াছিলেন। ভিনি বৃশ্দি আসিয়া মহারাজকে এই সব নিবেদন করিলেন।
মহারাজও জানী পুরুষ ছিলেন। ভিনি জানিতেন, জানীর প্রারক্ত
ক্থন জানীর জানের বিরোধিতা করিতে পারে না ভিনি ভথাপি
নিশ্চলদাসকে নিজ রাজ্যে আনয়নের হুল আগ্রহ করিলেন। অগত্যা
নিশ্চলদাস শিয়মগুলী-পরিবৃত হইয়া বৃশ্দি রাজ্যে আসিলেন।
এখানে তাঁহার শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং বেদান্ত-বিচার ভনিয়া সকলে
যারপর নাই প্রাতিলাভ কবিলেন। ক্রমে রাজার পবিবারবর্গ সকলেই
তাঁহার অভ্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বৃশ্দিরাজ্যের বাঁহার। নিশ্চল
দাসের উপর প্রথম প্রথম সংশংহর মৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহারা ক্রমে
নিশ্চলদাসের সাধুতার এবং বিজ্ঞা-বৃদ্ধি দেখিয়া অমুবক্ত ইইলেন।

এইখানে অবস্থিতিকালে রাজা রামসিংহজীর অমুরোধে ১৮৪১
পৃষ্টাব্দে তিনি রিচারসাগর গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু ইহা হিন্দি ভাষার
রচিত হওয়ার অনেক রাজা পণ্ডিত ইহার নিন্দার প্রবৃত্ত হইলেন
এবং রাজা রামসিংহজী পণ্ডিতবর্গের এইরূপ বিরূপ ভাব দেখিয়া
নিশ্চলদাসকে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে অমুরোধ করিলেন,
রাহাতে বেণান্ডের এবং হার ও মীমাংসা প্রভৃতি দশনের সমুদর সার
স্করহ এবং জটিল কথা স্থান প্রাপ্ত হয়। নিশ্চলদাস তাহাই করিলেন।
এই গ্রন্থের নাম হইল বৃত্তিপ্রভাকর। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণের
পূর্ব্বভাব আর থাকিল না। অতঃপর কনসাধারণ বাহারা নিশ্চলদাসের
স্থভাব চরিত্রের উপর সন্দিহান ছিলেন, তাঁহারা সপরিবার রাজার এবং
রাজপরিবারবর্গের ভত্তি-শ্রন্ধা দেগিয়া আর পূর্ব্বভাবের পোষণ করিতে
পারিলেন না। ভিত্তিগন সংক্ষহ কথনও স্থায়ী হয় না।

বৃশ্দিং লৈ নিশ্চলদাসের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনেক সাধু-সন্ধাসী পণ্ডিতের তাহা অসহনীয় লইং। উঠল। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস এই বে, অত্রাহ্মণ বা নীচকুল্যভূত ব্যক্তির নিশ্বল বেদান্ত হিতা কথনই প্রকাশিত হইতে পারে না। এইপপ ব্যক্তি জনসাধারণকে উপদেশ দিলে লোকের অপকাবই হইবার কথা। এই ভাবিয়া এই সময় করেক জন সাধু-সন্ধাসী পণ্ডিত নিশ্চলদাসকে অপদস্থ করিয়া উপদেশ দান কর্ম হইতে নিবল্প করিবার জন্ম দলবদ্ধ হইয়া একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কথায় কথায় সাধুব লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিশ্চলদাস যথাশান্ত্র সাধুব লক্ষণ বলিলেন। তথন সেই পণ্ডিতগণ বলিলেন, "তবে আপ্নাত্তে সেই লক্ষণ সমূহের অন্তথা দেখা বাইতেছে কেন ? আপনি সাধু পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত অথচ আপনি স্থালাকের সঙ্গ করিয়া থাকেন।

নিশ্চলদাস ই তিমধ্যেই তাঁহাদের অতিসন্ধি বৃথিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "আপনারা স'ধুর লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াং ন, আমি তাঞা বলিয়াছি, আপনারা ত আমার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং আমার লক্ষণ আমি বলি নাই।"

তথন পণ্ডিতগণ বলিলেন, আপনি সাধু পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ইইয়াছেন, পণ্ডিতোচিত শাল্লাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, বহু লোকে আপনার উপদেশ শ্রবণ করে। আপনি বলি ফ্রীলোকের সঙ্গ করেন তাহা ইইলে সাধু সম্প্রদায়ের মহান্ অনিষ্ট সাধিত ইইবে। সাধু গৃহস্থ অনেকে আপনার অমুসরণ করিবে। ইহাতে কি কপটতা এবং ব্যভিচাবের প্রশ্রের দেওয়া ইইবে না? আপনার কি গৃহস্থ ইইয়া বিবাহাদি করা উচিত ছিল না? গৃহস্থ ইইয়া সাধু কর্ম করিলেও সাধুপদবাচ্য হয়। সাধু-সন্মানীর ভায় আপনি বর্ম

প্রচার করেন কেন? গৃহস্থ থাকিয়া কি ধর্মপ্রচার করা যায় নাং আদর্শ গৃহস্থ-জীবন প্রদর্শনে কি সাধারণের অল্প উপকার হয় 🕍 সাধ পণ্ডিতগণের মন্তব্য অতি রুচু হইয়া পড়িল ? কিছু নিশ্চলদাস অভি সংযমী ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় কোনগুণ ক্রোধ বা উত্তেজিত ভাব প্রকাশ করিলেন না; প্রত্যুত বলিলেন— আমরা মহাত্মা দাত্র সম্প্রদায়ের সাধু। আমরা গৃহত্ব নহি। এজন্ত বিবাহাদি করি না। সাধু বুত্তি ও সত্য প্রচার দারা পরোপ্রার করাই আমাদের কর্ম। আপনারা না জানিয়া কেন বুথা আমার উপর আক্ষেপ করিতেছেন ? যে মহিলাছয় আমার সঙ্গে থাকেন. তাঁহাদের মধ্যে এক জনের পতি মহাপণ্ডিত ছিলেন। আমার স্ক্র বিচারে পরাজিত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। ইহাতে সেই মহিলা নিতান্ত নিরাশ্রয়া হইয়া আমার আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আমিই ভাঁচার এই ছ:থের উপলক্ষ হইলাম বলিয়া ঠাহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভ্রণ-পোষণের ভার লইতে আমি সম্মত হই। আমার নিকটে বাস করায় আমার লোকনিশা অবশাস্থাবী হইবে, ইহ। জানিয়াও আমি তাঁচার ভার লইয়াছি, কারণ, ইহাতে আমার ব্রাহ্মণ-নিধনে উপজ্জ হওয়ার জক্ত পাপের প্রায়শ্চিত হইবে। অপর মহিলাটি তাঁহার সঙ্গিনী বা পরিচারিকা-বিশেষ। উভয়েই যারপর নাই ধর্মপিপান্ত, এই জ্ঞু সভা-সমিতি শাল্লব্যাখ্যা—সকল ছলেই ইহারা আমার অনুগমন করেন। আপনারা এই সব বিষয় না জানিয়া সাধাবণ লোকেন হায় বুথা আমার উপর দোবারোপ করিতেছেন কেন? স্ট্রীলোক সঙ্গে থাকিলেই কি দোৰ হয় ? এই নিয়ম আপনারা কোথায় পাইদেন গ স্তীলোক সঙ্গে না থাকিয়াত কি অনেক সাধনামধারী গোপনে বাভিচাৰ করেন না ? যাঁহারা প্রীলোক সঙ্গে থাকায় আমাতে দোলালাপ ক্রিবেন, তাঁহাদের নিক্ট স্তা ক্থন গোপন থাবিবে না, জ্যারা এক দিন বুকিবেন, ভতরাং সমাজে অসং আদর্শ এদশন ভানিত অপরাধ আমার আর হটবে না। আপ্নাদিগের ১কে ভাষার এই বাদ-বিবাদত কি প্রচারিত ইইবে না ? আপনারা এই মহিলাংয়ক জিজ্ঞাসা বরুন আমার সঙ্গে ইহাদের সুৰুদ্ধ কি. আমি ইহাদিগেৰ সহিত জননী জানে বাংহার করি কি না ?

নিশ্চলদাসের এই অবপ্ট সাহ>পূর্ণ যুক্তি যুক্ত কথাস সাধু পাণ্ডিভগণ সন্তুষ্ঠ হইলেন এবং আনন্দিত চিত্তে বিদায় প্রভংগ বিশেষ। প্রাহার আভঃপর তাঁহার যশং চারি দিকে বিভ্তুত হইয়া পড়িল! ব্যাহার নিশ্চলদাসের চিত্রে সন্দিহান ছিলেন, তাঁহাদের ক্রমে এই সন্দেহ দুরীভূত হইল। ইহার পর হইতে নিশ্চলদাসের প্রস্থাদি সংস্কৃত ভাষাই জ্ঞানশৃষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিত্যপাস্ট্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শাস্ত্র-বাগানি শুনিবার জন্ম অনেক সাধু আজ্ঞানপতিত ব্যক্তিরও আগ্রহ হায়ল! অতি হরহ শান্ত্রীয় বিচার ছিনি এত সরক ভাবে প্রকাশ কিতেন বে আবাল-বৃদ্ধ পণ্ডিত-মুর্থ সকলেই আরুঠ ইইতেন। অন্ধকার বিক্রম আলোককে তিরোহিত করিতে পারে । নিশ্চলদাসের ভবন আলোককে তিরোহিত করিতে পারে । নিশ্চলদাসের ভবন আয়াণিত হইল, সত্য নিষ্ঠা বেদাস্ক বিজ্ঞা এবং সদাচার ভবতি বিক্রমণেবে আবন্ধ নহে। নিশ্চলদাসের প্রচেট্টায় আন্ধ সর্ব্বের ভবিত বিশেষতঃ বিশাল পাঞ্জাব প্রদেশ বেদান্থবিতায় মুর্থিত।

ইহার পর এক দিন নিশ্চলদাস বছ সাধু ও শিব্যমগুলী-প্বিরুত ছটরা উক্ত মহিলাছর সহ ছানাস্তবে হাইতেছিলেন। এক জন রাজাও অক্সচরবর্গ সহ সেই সমর সেই পথে যাইতেছিলেন। বাজা মহাশ্র নিশ্চলদাসের নাম শুনিয়াছিলেন। ভিনি এই দৃশ্য দেখিয়া কৌত্হলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে দেখিয়া সাধু সন্ধ্যাসী বলিয়া বোধ ইইতেছে। কিছু আপনার সঙ্গে জীলোক কেন ? ইহাদের ঘারা আপনার কোন্প্রেয়ান্ত নাথিত হয় ? নিশ্চলদাস সন্ধার ভাবে দৃঢ়ভার সহিত বলিলেন—"আপনারা মা মাসি ভগিনীর ঘারা বে কার্য্য সাধিত করেন আমিও ইহাদের ঘারা সেই কার্য্য সাধিত করিয়া থাকি।" রাজা মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া আর কিছুই বলিলেন না। দোর থাকিলেই লোকে দমিত হয়, নিদ্ধাব ব্যক্তি কথনই দমিত হন না।

এই সময় নিশ্চলদাদেব নিকট নানা বর্ণের বছ বিভার্থী শাল্পাল্যাদ্য কবিতেন। এক দিন অক্ত এক সাধু পণ্ডিতের কাতপ্য বিভার্থীর সচিত নিশ্চলদাদেব কতিপয় বিভার্থীর শাল্পীয় বিচার হয়। বিচাব বিবাদে পরিণত হইল। অক্ত বিভার্থিগণ নিশ্চলদাদেব বিভার্থিগণকে বলিলেন—"ভোমাদের ওক্ত কুকুট।" ইহাতে নিশ্চলদাদেব বিভার্থিগণ ওক্তর নিকট আসিয়া এই কথা নিবেদন কবিলেন। নিশ্চলদাদ ঈষ্য হাল্ল করিয়া বলিজেন—"এইক্ত ভোমরা হৃথিত ইইতেছ কেন? তাহারা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কুকুট যেমন প্রভূষে ভালিয়া লোক সকলকে ভাগরিত করে, আমিও ওজন কবিয়া থাকি। শিষ্যাণ নিশ্চলদাদের এই নিবৈরভাব দেখিয়া ওক্তর উপার অধিকত্ব শ্রমাসম্পন্ন ইইলেন।

তনা যায়, কাশীতো নশ্চলদাসের বিচারসাগার এবং বৃত্তিপ্রভাকর—
এই ছই গ্রন্থ লইয়া পণ্ডিতসমাজের মধ্যে বছ বিচার হইয়া গিয়াছে।
ভাষাতে ই হারে মধ্যে কোনজপ ভ্রম-প্রমাদ প্রমাণিত হয় নাই।
পঞ্চান্তরে ই হার সরল ব্যাখ্যাপদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় আত ছবংহ হুটিল
বিষয়ও অভিশয় স্থববাধ্য হইয়াছে। এইরপ নানা কারণে এই
প্রম্বের প্রচার দিন দিন বন্ধিত হইতে থাকে। পাঞ্জাব ও গুজরাট
প্রদেশে ইহা বন্ধদেশের কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের
প্রায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। পাঠ করিয়া থাকে। ইংরেজী এবং ভারতীয়
সকল ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বঙ্গভাষাতেও
ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

সম্বং ১৯২০ অর্থাৎ ১৮৬৩ পৃষ্টাব্দে প্রাবণী অমাবতা তিথিতে মহাত্মা নিশ্চলদাস ৭১ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নিশ্চলদাতের সম্প্রদায়—সাধু মহাত্মা নিশ্চলদাস দাহ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। দাহ জাতিতে ধুনরি বা মুচি ছিলেন। তগবংকুপার দিছিলাভ করেন। ১৫৪৪ বুটাব্দ ফান্তন কুষ্ণাইনী বৃহস্পতি বারে জন্ম, এবং ১৬০৩ বুটাব্দে ফ্রৈট্র কুষ্ণাইনী শনিবারে ৬০ বংসর ব্যনে উহার দেহভ্যাগ হয়। তিনি অন্ধ মুসলমান মহাত্মা করীরপ্র কুষ্ণালের শিষ্য। দাহ হইতে ২৪১ বংসর পরে নিশ্চলদাসের ভন্ম ভয়। করীর রামানক্ষ সম্প্রদারের শিষ্য। রামানক্ষ আবার রামানক্ষ আবার রামানক্ষ আবার রামানক্ষ সম্প্রদারের শিষ্য। রামানক্ষ আবার রামানক্ষ আবার রামানক্ষ আবার রামানক্ষ আবার রামানক্ষ আবার রামানক্ষ প্রক্রা কিন্তা তিমানন প্রক্রিয় ক্রামার ক্রামার ক্রামার ক্রামার ক্রামার ক্রামার বিশেবে ব্যাবন্ধ নম্ব, করীর ও নিশ্চলদাস তাহার দুরান্ধ।

# গল্প-সাহিত্যের ইতিহাস

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ) শ্রীসতাভূষণ সেন

### वाहेरवरलत शब -

ক্তিমধো ইভদিগণ ভাহাদের এক অতুলনীয় ধর্ম-সাহিত্য গাঁওয়া তুলিয়াছিলেন। বাইবেলের পুরুকাণ্ডে (Old Testament) তথু অধ্যাত্মবিতা এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধিই চরম উৎকর্ষ 'লাভ বরে নাই; বাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা প্রভৃতি সাহিত্যের আধার হিসাবেও ট্ছার মূল্য অপরিমীম। বিনি ভাবের অধ্যায় (Book of Job) বচনা করিয়াছিলেন ভিনি ক্ৰি হিসাৰে এস্কাইলাস, লাস, মিলনৈ বা দাঁভের আপক্ষাও শেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পাওেন। যিনি কথের অধাায় ( Book of Ruth) लिथिशाहिएलन, হি কিও আখ্যাহিকা বুচনাৰ একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিংদ নত। তথাপি গল ভিসাবে যাতা শ্রেষ্ঠ তাহা বাইবেলের উত্তর কাংটে পাওয়া যায় (New Testament)। পাশ্চান্তা দৰ মতে ইত্ত্ব হমন অধ্যাত্ম-সম্পদ বন্ধদেব অপেকা শেষ্ঠ ছিলেন, তেমনই ধমপ্রচারক হিসাবে তিনি এক জন ভেষ্ঠ পুৰুষ ছিল্ল। তিনি হ'ন, দল্জি এবং অ**ম্পু খাদের** নিকট ওঁটোর ১৯৫৩ সংক্রোধা কবিবার কর যে আছবিকতার সভিত এবং সরল ভাষায় আলাপ-আলানো ববিতেন তাহাতে ভাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বহু আখ্যায়িবা শিল্প হিসাবে উৎকর্ম লাভ করিয়াছে। অমিত্যায়ী পুরের বাহিনী (The Parable of the Prodigal Son) পাপার নিবট যেমন আশা ও আনশের বালী ভিসাবে পরিচিত এবং প্রাণক, ডেমন্ট শিল্প হিসাবেও ইছা একটি অনুপম সৃষ্টি। তেমনই সভীও ১ইতে বিচাত রম্পার কাহিনীটি বেমন মামুষের চিরন্থন তুর্বলভার পরিচয় লইয়া ভগবানের দয়ার পাত্র হিসাবে পরিচিত তেমনই গল্প হিসাবেও ইহা একটি অনবল্প কৃষ্টি। হিত্রদের ধর্ম-সাহিত্যে আর এবটি উৎকৃষ্ট গল্পত অত্যম্ভ প্রসিদ্ধ-সুসানা (Susana)। সুসানার চরিত্রে অবথা কলক আরোপিত হইলে যে কুতী বিচারক তুর্কতে তুই জন বিচারকের অভিযোগ হইতে সুসানাকে উদ্ধার করেন ভাহার নাম ছিল ড্যানিয়েল। বোধ হয় এই গল্পের মধ্যেই নিহিত আছে একটি প্রাসিদ প্রবাদ-বাক্যের মূল—A Daniel is come to judgment.

### **डीबर्फ्स**

চীন অতি প্রাচীন ভাতি নি:সংশহ—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সে দেশে বিশিষ্ট সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। কিছ গল্প-সাহিত্য বচনায় তাহাদের তেমন উৎকর্ষের পবিচয় পাওলা বার না—নাটক উপস্থাসের উৎকর্ষও তাহাদের দেশে অপেকারত আধুনিক যুগের কথা। তাও চীন ( Tao Chien ) নামক এক জন গল্পকেক তাহার বৃদ্ধ বল্পনে একটি ছোট গল্প রচনা করেন ( ৪২০ খুটাক্ষ)। একটি ক্রপক শীচ ফুলের উৎস্ট ( The Peach Blossom Fountain ) এই গল্পটি চীন দেশের উৎকৃত্ত গল্পের প্রাচীনতম্ব নিম্পনি। আর একটি উৎকৃত্ত গল্প পাওয়া যায় আর এক কল গল্পনেকর'—বংশীবাদিনী বালিকার শোক-সীতি (The

Lute-girl's Lament )— लचक ला-हु-के ( Po-chu-yi ) देशव क्या ११२ चुंडोरक ।

# মধ্যযুগের ইউরোপ

চীনদেশে যে সব গাল্ল হয়ত প্রচলিত ছিল অথচ সঙ্কলিত হয় নাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গল্ল মধ্যবুগের ইউরোপে লোকের রূপে মুখে প্রচলিত ছিল। নরম্যান রাজাদের সময় হইতে টিউডরদের আমল পর্যান্ত ভারতবর্ষ, পারক্তা, আরব, সীরিয়া একন কি মিশর দেশের মূল উৎস ইইতে সকল প্রকার গল্ল ইউরোপের সকল দেশে প্রসার লাভ করিয়া পৃষ্টীয় জগতের নাধারণ ভারধারার অঙ্গীড়ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সকল উপকরণের ভিত্তিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গল্ল-সাহিত্যের সমৃত্তি দ্বীমার্মের্ম নিয়তি (The Fate of Deirdre) সত্য সত্যই মানব-সাহিত্যে একটি সাথক সৌন্ধর্য-স্প্রটি। রাজকলা দীয়ার্মের্ম সর্বান্ধানেই ট্রেরে হেলেন এবং আইসলগ্রের ওড়ুনের (Gudrun) সম্বক্ষ । বিজ্ঞ তাহাকে উপায়্ক্ত মহিমার রূপায়িত করিয়া অমর করিয়া রাখিতে পারেন এমন শ্রেষ্ঠ রূপকার এখনও অনাগত।

আরল তে বখন গেলদের (The Gaels) হাতে তাঁহাদের আতীর গল্প নাইত্য প্রাথমিক আকার লাভ করিতেছিল তখন জরেলুনে সিমরি ভাতি (The Cymri) তাহাদের চমৎকার পুরাণ ও মোহমর আখ্যারিকা গড়িয়া তুলিতেছিল। এই সকল পৌরাণিক আখ্যারিকার মধ্যে The Dream of Maxen Wledig একটি অতি চমৎকার নিদর্শন। এই আখ্যারিকার আহমর কলনার কুহেলিকার অন্তর্গালে রোমান্ স্মাট ম্যাক্সিমানের (Maximus) চিত্রের ক্লাষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

## व्यार्थाद्वत्र शब

এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রচিদ্ধ এবং মনোরম আখ্যায়িকা রাজা আবীর এবং তাঁহার পার্বদগণের কাহিনী (King Arthur and his Knights)। এই সকল আখ্যায়িকা প্রথমে কভকটা ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠে হন্ত শতাব্দীর শেবভাগে কর্ণগ্রাজ, দক্ষিণ ভরেল্য ও ট্রাথক্লাইভের (Strathclyde) চারণদের হাতে।

কল্পনার মোহমর স্পর্শে অনুবল্লিত হইয়া এই সকল আখ্যায়িক।
বৃট্টেনীতে (Brittany) ওয়েলশ-ভাবা-ভাবীদের নিকট গিল্লা
পৌছার; তাহাদের নিকট হইতে লরম্যাভির (Normandy)
চারণদের ঘারা গৃহীত হইয়া পরে এই সকল আখ্যায়িকা সমগ্র ফরাসী
ক্ষেম্ম এবং ইভালীতে প্রসার লাভ করে। ঘাদশ শভান্দীর নন্দ্রান
(Norman) এবং বুটন (Breton) কবিগণ এই সকল
আন্ধ্যায়িকার উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীর শিভালরি বুগের
ক্ষান্ত উৎক্র সাহিত্য গড়িয়া ভূলিলেন। এই সকল আখ্যায়িকার
ক্ষান্ত বেভলি সর্বন্দের গঠন-প্রণালী ওয়েলশ দেশীর,
কিছ ক্লান্থরে ভাহাদের গঠন-প্রণালী ওয়েলশ দেশীর,
কিছ ক্লান্থরে ভাহাবে করাসী জাভীয়, বেমন পরিচর পাওয়া বায়
ল্যান্থলটে (Lancelot) সম্বন্ধ সর্বপ্রশান করাসী আভীয়, বেমন পরিচর পাওয়া বায়
ল্যান্থলটে (Lancelot) কর্মা (Christian de Troys)
কর্মান ব্যালারী (Sir Thomas Maiory) করাসী ক্রিদের
সার ইমাস ব্যালোরী (Sir Thomas Maiory) করাসী ক্রিদের

শাখারিকার উপর ভিত্তি করিয়া ভাঁছার প্রবিখ্যাত গভ বহাবার 'শার্থারের মৃত্যু' (Morte D' Arthur) জনা করেন। বল বাছল্য, এই কাব্যের সকল আখ্যায়িকাই তাঁহার সমসাময়িক কাল সপেকা বহু প্রাচীন।

ফরাসী জাতিই আর্থারবাজের আ্যারিকা সমূহ জ্পানীতে প্ৰসাৱিত কৰে। সেখানে বহু কাল পৰে ভয়াগনাৰ (Wagner) এই সকল আখ্যাদ্বিকাৰ সৰ্বন্ধেষ্ঠিভটিকে নাট্যরপ লাভ করিয়া ওং ভাহাতে সুংসংযোগ যবেন। বৈশ্বান্তীয় ত্রীকদের (The Greeks of Byzantium ) मान एएकाल टहाँक क्ष्यक्रिक क्षावारिनेंद ক্রাসীরা নিজ দেশের জন্ম গ্রহণ কমেন। এই সকলের সহিত ভাচানের পরিচর ঘটিয়াছিল প্রথম ছইটি ধর্মমূদ্ধের আমলে (crusades)। ব্যবসা-বাণিজ্ঞা, প্রস্পার বিবাহ সম্বন্ধ ইত্যাদি কারণে ঐকদের সহিত করাসীদের স্থায়ী বৃষ্টিগত সংযোগ ঘটে। এমনও দেখা যায় বে, অনেক একৈ কথাকাহিনীয় মূল ওচনা লুপু হইয়া গিয়াছে বিশ্ব ভাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সকল কাহিনীর করাসী সংখ্যাণ। এইরপ একটি বিখ্যাত গল্প-রাচা কলটাল ( King Constans) সামাভ অবস্থাপন একটি পুঠানের অরে একটি পুত্র-চন্ডান অগ্রেছণ্ করিলে জানিতে পারা গেল যে, এই বালক পরিণত ধয়সে রাজকলার পাণিগ্রহণ করিবে এবং ধথাসময়ে রাজপদে অভিবিক্ত হটবে। রাজ এই স্পর্ত্তার কথা জ্ঞানিতে পার্শিরয়া এই বালককে হত্যা করিবার জন্ম অনেক চেষ্টা করেন। কিছ নিয়ভির বিধান অভভয়। গাভবভা এই ব্যক্তিকেই পভিত্তে বরণ করেন। রাজার মৃত্যুর পরে ইনিই রজিশদ গ্রহণ করেন। এবং পরে ইছার নাম হইতে নগরের নাম হয় কনস্তান্তিনোপ ল (Constantinople)। এই গ্রহ আগব দেশে ও আবিসিনিয়াতেও প্রসার লাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে ইউরোপের রূপকথার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ক্রাসী দেশে এই আখ্যায়িক। রূপ লাভ করে বাদশ শতাকীতে।

ঘাদশ শতান্ধারই শেষ ভাগের সার্থক সাহিত্য-শ্রষ্টা হিসাবে এক জন ফরাসী কবির পরিচয় আধুনিক কালে উদ্বাটিত হইয়াছে। প্রাচীন পাওুলিপি হইতে জাদা যায় যে, তাঁহার নাম চিল ওল্ড, এনটিফ (Old Antif) এবং ইহারই বুচনা 'অকাসিন ও নিকোলেতে ( Aucassin and Nicolette ) নামে একটি চাং কার কাব্যগ্রন্থ ; অমর প্রেমকাহিনী হিসাবে এই গল রোমিও ছুলিয়েনের সমতুল্য বলিরা গৃহীত হইতে পারে। এই গরটে মৃক্তঃ মৃরদেশীয় কারণ প্রথমত: 'অকাসিম' নামের মধ্যে সামাত পরিবর্দ্ধিত আবারে একাদশ শতাব্দীর কর্ডোভার (Certiova) এক বন মুসলমান শাসনকন্তার নামের পরিচয় পাওয়া যায়; বিভীয়তঃ, গভ রচনাব সহিত কতকাশে কবিতা বচনা করিয়াগার বলা এই অভূত প্রথাং यूननयानात्तव मध्य नकानीय। १व७ ७७ काहिक मृत सन्तरप्रापित হচ্ছে বন্দী হইয়া ভাষাদের রীভিনীভির লহিভ পরিচিত ২ইয়া থাকিবেল। এই কাহিনীর মধ্যে একটা অভূত বটনার কথা আছে। অকাসিদ কথন তোরেকোনের ( Torelore ) রাজবাড়ীতে গেলেন তখন রাজা শ্যাগত। কারণ ভিত্তাসা করিলে রাজা বলিলেন, আমি একটি পুরুসভান প্রগব করেছি, এক মাস আমাকে এ অবহার থাকতে হবে। পরতাথকের কালা হিল বে, এও মোরটেন ( Aigue Mortes) এর লোকদের মধ্যে এইবাণ অনুত প্রথার

į

লোকাপবাদ প্রচলিত ছিল বে, স্থী সন্তান প্রসব করিলে স্থামীকে আতৃত্বায়ায় থাকিতে হয়। পীরেনীজ (Pyrenes) পর্কত অঞ্চলের বাস্ক জাতির (The Basques) মধ্যে প্রাচীন কালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ডমান যুগেও অনেক অসভা জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

গেষ্টা রোমানোরাম (Gesta Romanorum)

যখন ওল্ড এনটিফ প্রভৃতি কবিগণ গল্প বচনা করিয়া জনগণের বিশেষতঃ অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের চিন্তবিনোদন করিতেছিলেন তথন ধর্মযাজকগণ সকলকে ধর্মে আরুষ্ট করিবার জন্ম গল্পের আশ্রয় এচণ কবিতে ছলেন! মানবচিত্তের পক্ষে যাহা কিছু হাদয়গ্রাহী তাহাই গাদৰে গ্ৰহণ কৰিয়া ভাহাৰা নানাপ্ৰকাৰ কথা-কাহিনীৰ সংযোগে যে ধর্মোপদেশ প্রস্তাব করিভেছিলেন, ভাষাও অনেক স্থানে চমকপ্রদ नारेक्त्र साग्रहे मत्नाइत এक अनग्रशाही इत्या छेट्रिए हिन । अहे সকল কথা-কাহিনীর মূল উপাদান হিসাবে ভাহারা আৰুব, বোগদাদ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ এবং ইতালী, ইংলগু প্রভৃতি সকল দেশ হটতেই প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যবহার করিতেছিলেন। এই সকল কথা-কাহিনীর শতাধিক গল্প একত্র সংগৃহীত হট্যা "গ্লেষ্টা রোমানোরাম" নামে এক অপূর্ব্ব গল্প-গ্রন্থ সকলত হটল ল্যাটিন ভাষায়। সভবত: এক জন ইংরেজ এই গ্রন্থের সম্বল্ধিকা। ক্রয়োদশ শতাদ্দীর শেষ ভাগে অথবা চতর্দশ শতাদ্দীর প্রথম দিকে এই গ্রন্থ স্থালিত হয়। এই গ্ৰন্থ হইতে নিমুলিখিত কয়েকটি গল সমধিক প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করিয়াছে—"সম্ন্যাসী ও সম্পদ" (The Hermit and the Treasure), "রাজা কিলিপ ও জাহার बीक कीएलाम" ( King Phillip and his Greek Slave ). "ভোডিনিয়নের ছললা" (The humling of Jovunion), "মিশর ও বোগদাদের নাইটছয়" ( The Knights of Egypt and Baghdad), "গীড়ো এক টাবিয়ন" (Guido and "আগ্রায়েদের পৃতি" (The Husband of Aglaes), "তিনটি কাকেট" (The three Caskets)— এই গলটি আ'শিক ভাবে সেম্বপীয়ৰ তাঁহাৰ অমৰ নাটক The Merchant of Venices वावशांत कविशास्त्र ; "जिनिष् গ্ৰ-শ-বাক্য (The three Maxims) এই গলটি বিভিন্ন ভালার চীন হইতে ইংলগু সর্বাত্র পরিচিত: 'থিওডিসিয়াস' (Theodisius of Rome) এই গলের মধ্যে সেক্সপীয়রের King Lear নাটকের আখ্যান ভাগের মূল উৎস পাওয়া যায়।

স্থ্যাতিনেভিয়া

যে যুগে গেটা রোমানোরামের গল্পগুলি লিশিবছ ইইভেছিল

টেট সন্ময় আইসলপ্তের প্রাচীন অধিবাসিগণ (Old Viking)

টাগানের চিরাভান্ত সমুল্লপথে দন্মাবৃত্তি পরিভাগা করিয়া পশুপালন

করিয়া শান্তিমন্ত জীবন যাপন করিছে আরম্ভ করিয়াছিল। এই

টুগেট টোগারা কঠোর শীতের অন্ধকারমন্ত রাজিতে দিবাবসানে

ক্রিমানের সময়ে সকলে প্রজালিভ অল্লির উভাপের আরামে সন্মিলিত

ইবা সেকল গল্প রচনা করিয়া চলিয়াছিল, ভাষা পৃথিবীর গল্পা

টাগালে জপ্রের সম্পাদ ইইয়া বহিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেকা

টাগালের কর্মিনী। এই গল্পটি আকারে বড় বলিয়া ছোট

গির সাগেছে স্থান পাইবার কথা নর। কিছ ছোট গাল বচনালও

বে তাহাদের অসাধারণ নিপুণতা ছিল তাহারও অনেক নিলপনি আছে; "ওয়ারউলক্ (Werewolf) স্থইডিস, "সাহসী ফ্রিপিওক" (Frithiof the Bold) আইসলগুর চতুর্দশ শতাকী, "গ্লোব এবং আলগার" (Glob and Alger) "নেস রাজা" (The Ness King)।

### আরব্য উপস্থাস

ইহার পরেই মোহমর স্থতিমণ্ডিত বোগদাদ নগরীর স্বনার্থক হাকন অল বসিদের আমল। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল 🗱 প্রচলিত ছিল, তাহা এই সময়ে সঙ্গলিত হয়—ইহাই আরব্য উপজাস নামে পরিচিত। গৃষ্টায় জগতে যেমন গৈটা রোমানোরাম, মধারনের মুসলিম-জগতে তেমনই এই **আ**রব্য উপ্সাস। আখ্যায়িকার মাধুর্যাওপে এবং সাহিত্য-শিল্পকৃতিৰ হিসাবেও আরব্য উপস্থাসের গল সমূহ প্রীয় গল সমূহ হইতে অনেক উৎকুষ্ট। "জেলে এবং কৈডা" (The Fisherman and the Genei)' প্ৰাটন উৎপৃত্তি হান ভারতবর্ষ। "একচকু দরবেশ (One-eyed Calendar) গমটি হারণ অল বসিদের সময়ে লিখিত হুটয়া থাকিতে পারে ক্লি ইহা বহু পূৰ্বেও প্ৰচলিত ছিল। "কুজের কাহিনী" ( The story of the little Hunchback) খাসগড়ের গল কিছ আখা বিকা-অংশ সম্ভবত: ভারতবর্ষ হইতে আসিরাছিল। আলাকীকর গল্লটি ( সীবিয়া দেশের গল্ল ) থুবই প্রাসিদ্ধ বটে, কিছ আলিবাবার গল্লের ( মূল পারতা দেশীর গছা ) সহিত কাহারও তুলনা হয় না। প্রাক্ত পুক্ পৃথিবীর সাহিত্যেই ইহা অতুসনীয় বলিলেও অত্যক্তি হয় না।

### পারস্তা দেশ

গল্প-সাহিত্যে পারত দেশও বিশেষ সমুদ্ধ। এই দেশেরই কভক-গুলি প্রাচীন আমলের গল্প ভাষান্তরিক ইইয়া খুষ্টার দশ্ম শতাদীতে আরব্য উপক্যাসের গল্প-সংগ্রহের প্রাথমিক আকার ধারণ করে। পরে এই সকল গল্পই ভাষাদের দেশের পর্যাটক গল রচয়িতাদের মুখে মুখে প্রচারিত হইরা কতকাংশে কুপাছারিছ হয়। আরব্য উপক্রাসের যে বর্তমান রূপ দেখা যায় ভাহার সঞ্চলন হয় প্রায় চতুদ্দশ শতাদীতে। আরব্য উপস্থাসে স্থান লাভ করে নাই এমন অনেক উৎব্রন্থ গল পারভাদেশীয় গলসক্রে আছে। অনেক গল সাধারণ জীবনের ঘটনা কইয়া বচিত: বেমন "ভাৰ্থবাত্ৰী ও দম্যাগণ" (The Pilgrim and the Robbers ) ৷ এই কাহিনীতে মৃদপথযাত্তায় যে অভিযানের খটনা চিত্রিত হইয়াছে সেইরূপ ঘটনা বর্তমান পারতা দেশেও অহরতঃ ঘটিরা খাকে। "এমেদার কাজি" ( The Kazi of Emessa )ও বিখ্যাত গল্প। বহু শতাদীর পূর্বেকার আখ্যায়িকা এবং, ইহাতে তৎকালীন দেশের জীবমযাত্রা-প্রণালীর ও দেশের রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া ষায়: এই গল্পটি আরও প্রাসন্ধ এই কারণে যে, দেল্পীয়রের 'The Merchant of Venice মাটকের আখ্যায়িকার মূল ঘটনা এবং শাইলক-চরিত্রের প্রাথমিক চিত্রও এই গল্পের মধ্যে নিহিত দেখা ষায়। সম্ভবত: এই গল হইতেই সেকস্পীয়র তাঁহার অমন্ত নাটকের মূল উপাদান সংগ্রই করেন। ইর্বাপরায়ণ উজীর (The Envious Vizier) আর একটি প্রসিদ্ধ প্রাচ্যদেশীয় গর বাহা এশিয়া ও ইউরোপে বছ প্রচার লাভ করিয়াছে। জার্মান-কবি শীলাছ এই প্রজের ইউরোপীয় সংস্করণের কাব্যস্তপ দান করিরাছেন।

ক্রভন হেড্যাঠারের জন্ত বে বিজ্ঞাপন দেশ্বা হইরাছিল তাহাতে দরধান্ত ব্দিশিল একশতরও বেৰী। ভাহারই মধ্য হইতে সাহিয়া এক জনকে নিয়োগ করা হইল বটে কিছ দে ভদ্যকে কিয়োগ-পত্ৰ পাঠানো হইল **দেড় মাস পরের ভারিথ হইতে। অর্থাৎ সামনেই** ব্রীমের ছুটি-জার দিন দশ-বারো মাত্র বাকী बाह्य, मिश्रमिष्टि এই क्य फिल्मव क्रम बाद इंदिव বেছন দেওয়া হয় কেন! স্থিত হইল, অপুর্ববাবুর ' ५१ क'-मिन काक ठालाशेरवन !



वीगरकमक्यात गिव

ভবনেববাবুর লাঞ্চনার সময় অপূর্ববাবু সেক্রেটারীর বাড়ী খুর ইটাইটি করিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল যে শেষ পর্যান্ত তিনিই হয়ত হেডমাটারীটা পাইবেন। কিন্তু তিনি ইংরেজীর লোক নন এমন .কি বি টিও পাশ করেন নাই, এই জন্ম তাঁহার দাবী শেষ পর্যাম্ব টিকিল না, সুল কমিটির কোন মেম্বারই সে প্রস্তাব কানে ভলিলেন না। অপুরবাব এ মাশ্ম একটা দরখান্তও করিয়াছিলেন—তাহাতে আবার এক মেশ্বার একটু ধমক দিয়াছেন, আপনার কি মাথা খারাপ না কি। জানেন না, হেড্মাষ্টারীর কোয়ালিফিকেশন আপনার অকটাও নেই ?

অপুর্ববার অত্যন্ত মনঃকুণ্ণ হইলেন। তথু যে পদোন্নতি হইল নাদে জ্ঞাও নয়, নতন হেডমাষ্টার আদিলে তাঁহার এত প্রতাপ থাকিবে কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রহিয়াছে—হয়ত বা হোষ্টেলের স্থপারিটেং-টের কয়টা অভিবিক্ত টাকাও চলিয়া যাইবে। স্থতরা: কোভে ও আশস্কায় যত তিনি জলিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সমস্ত ৰালটা আসিয়া পড়িল ভূপেনের উপর। আরও ৰাগের কারণ, ভূপেনের কোচিং ক্লাসটা সেকেটারীকে অনেক বলিয়াও বন্ধ করিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহার মাসিক চার-আনা বেতনের কোচিং স্লাসের ছাত্রগুলি বিনা মাহিনায় অথচ ভাল কোচিং ক্লাসের দিকে ঝুঁকিতে শুকু ক্রিয়াছে। একটা দৈববল এই যে, ভূপেন ভাল ছাত্র ছাড়া ভাষার কোচিং ক্লাদে নেয় না—তবু ত দেখিতে দেখিতে গুটি-আষ্ট্রেক ছেলে সে লইয়াছে, হঠাৎ যদি সংখ্যা বাড়াইয়াই দেয়, বিশ্বাস কি ?

অপূর্ববাবুর অভ্যাচারে ভূপেনের তিষ্ঠানো প্রায় অসম্ভব হইয়া क्षेट्रिन বটে, তবে একটা স্মবিধা এই ষে. অপুর্ববাবুর ক্ষমতা বেশী দিন মর এটা বৃঝিতে পারিয়া অক্ত মান্তার মহাশ্যরা কেহ সে দিকে যোগ দেন নাই। এবং দে-ও, অল সময়ের ব্যাপার বুঝিয়া প্রাণপণে গাঁতে পাত দিয়া সব কিছুই সহিয়া গেল। তাহার সহ গুণ দেখিয়া আজ-কাল সে নিজেই অবাক হইয়া যায়—দিনে-রাতে সংশ্র বার ইচ্ছা হয় **কাজ** চাডিয়া চলিয়া যাইতে, আবার নিজেকে সংযত করিয়া নেয়। मनक श्रादाध प्रमा, मानिएकान मध्या तम स्थन समाधारण कवियादह, দাস্ত ক্রিয়াই যথন জীবনধারণ ক্রিতে হইবে তথন চাম্ডা অত পাত লা রাখিলে চলিবে কেন? সব কিছু সম্ভ করিতে ইইবে। আত্ম-সম্মান জ্ঞান বা অভিমান রাখিবার মত ভাগ্য তাহাদের নর। •••

গুরুমের ছটিতে সকলেই বাড়ী চলিয়া যাইবে, ঠাকুর-চাক্ররা প্ৰান্ত হোটেল বন্ধ থাকিবে। ভূপেন কিন্তু বাড়ী বাইবে না বলিয়াই দ্বির করিল। ভাহার সামান্ত বেডন হইতে বাড়ীতেও কিছু কার্যা পার্কার্ট্যকে ক্রু-এখানকার খর্চ আয়েছে ভাষার উপর বিজয়

বাৰুকে আগামী মাস হইতে কিছু-কি সাহায্য করিছেই হইবে। তাহার মনের মনে একটা গোপন আশা ছিল বে, সন্ধ্যা হয়ে নিজে হইতেই বিজয়বাবদের খোফ চইবে ভাহাদের সাংাষ্য করিবার কথা পাছিবে। কারণ, এ শ্রেণীর মাসিক সাহায্য মোহিছ বাবর অনেকগুলিই আছে—একটা সুখ্যা বৃদ্ধি হইলে কিছুট আমাসিয়া যাংবে না। ভূপেন অবশ্য নিজেব মনকে এই ব্লিয়াই স চিন্তার সময় প্রবঞ্না করিত যে, উচারা সাহায়া করিতে চাহিলেও সে সহতে লইবে

না, বিজয়বাবুদের ভার সে নিজেই বচন করিবে, যেমন কবিয়া চউক্-অথদ সে যে এই আশাটার উপর কতথানি জ্বসা করিয়াছিল তাল নিজের মনের কাছে একদা স্বীকার করিতে বাধা ১ইল, যখন পর পর ছিনথানি চিঠির মধ্যেও মন্ত্রা যে বথার বোন উল্লেখ বহিল না। বিজয়বাবুদের কুশল-প্রশ্ন সে বারে, কিছু বোন প্রকার সাভাষের কথা বা কি কবিয়া ভাঁহাদেব দিন চলিভেছে, সে কথাৰ উল্লেখ পর্যান্ত করে না।

ইদানীং সন্ধার চিঠিও আসে কম—যেগুলি আসে তাহাবত সত্তবা ক্রমশঃ সংক্ষিত্ত হট্যা আসিতেছে ৷ ইচাতে ছপেন মনে মনে একটা অভিমান বোধ করে। বিস্তু সে নিজে যে সন্থ্যার ছইপান চিঠি এড়াইয়া গিয়া তৃথীয়খানাৰ জবাৰ দেয়, এবং সে চিঠিৰ দৈখাল : সন্ধার সংক্ষিপ্ত চিঠির চেয়েও কম, সে কথাটাও মনে মনে ধীকার মা করিয়া পারে মা। তব মান্তবের সহজ স্বার্থপরতার দেওয়ার প্রাটা ভূলিয়া সে পাওনার দিকটাই দেখে এবং সন্ধ্যার চিঠিতেও ইলানী মে একটা সুন্ম অভিমানেৰ হুৱ বাজে তাহার বোনই কারণ থুডিয়া পায় না। সে অভিমান প্রকাশ পায় ছোট ছোট বিজ্ঞাপ, খোচা দেওয়া ই**কিতে।** এ যেন আর এক সন্ধ্যা—তাহার সহজ, কলা, সুইছ অস্তঃকরণকে যেন আর আগেকার মত চিঠিব লাইনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষত: একথানি চিঠিতে সে কল্যাণী সম্বন্ধে তে একটা ইঙ্গিত করিয়াছিল ভাগাকে অকাবণ নীচতা বলিয়াই মনে ১ই গছিল ভপেনের। সে লিথিয়াছিল, 'কলাণীদির আপনার সম্বন্ধে কুলতঃতার অন্ত নেই, একথা বললে তাঁব মনোভাব কিছুই প্রকাশ করা হয় না। আপনার কথা বলতে গেলেই তাঁর চোথ ছল, ছল, করে ৬০০, গৃটি চলে যায় যেন কোন অভলে, বে দেবভাকে ধ্যান করতেও ভয় ব<sup>ার</sup> সেই স্থাব অথচ অন্তরবাসী দেবভার থোঁজে। আর সে সময়ে এম<sup>র একটি</sup> দীপ্তি ওঁর মূখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, ওঁর মত সাধারণ ত<sup>ারার</sup> মেয়েকেও স্থন্দরী দেখায়। আপনার ভাগ্য ভাল মাইবিম<sup>সাই</sup>, অনেকেরই অস্তরের পূজা এছয়ে আপনি পেয়ে গেলেন। ৽৽৽ গাছা, বিক্রবাবুরা আপনাদেরই স্বক্তাতি, না?' তার পরই সে প্রন্ধান্তবে চলিয়া গেছে বটে কিন্তু শেষের এই খাপ ছাড়া প্রশ্নটির মধ্যে যে ইঞ্চিত ছিল তাহাতে ভূপেন বিবক্তই হইয়াছে।

স্মৃতবাং ইহার পর নিজে হইতে মোহিতবাবুর কাছে কল্যাণীনের कथा तम जूमिए के भारत ना-तम निरक्ष हो माहेरव समन कवियार হউক। ভাহার অভ যত কুচ্ছ সাধনই করিতে হয়, করিবে। <sup>সেই</sup> **ৰক্ত সে কলিকাতা**য় যাভয়ার সংক্**র ত**্যাগ করিল। যাওয়া<sup>-আসার</sup> গাড়ী-ভাজা ও আছেই, তা ছাড়া শৃহরে গেলে সমস্ত পুরাতন অভাস

্যন একসকে মাথা নাড়া দেয়, সহত্র রকমের খরচ সামনে আসে।
মা ও বোনেরা খুবট বাস্ত হইবেন সভ্য কথা কিন্তু উপায় নাই।
সে জাঁহাদের চিঠি লিখিয়া দিল যে, এই ছুটিটা নির্জ্ঞানে থাকিয়া এম-এ
প্রীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইবে। কথাটাও খুব মিথ্যা নর, সে সংক্র
ভাগর ছিলই।

সদ্যার চিঠির জ্বাবেও সে সেই কথাই লিখিয়া দিল, কারণ, সত্য কথা লিখিলে পরোক্ষভাবে তাহার কাছে সাহায্য চাওয়াই হইবে। প্রীক্ষার কথা লিখিয়া শেষে লিখিল, 'কট্ট খুবই হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন থেকেই মাঠে যেন আগুন-বৃষ্টি হ'তে শুকু করেছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কাহ্বে তা ভাবতেও পারি না। তবে নতুন একটা অভিজ্ঞতাও হবে বৈ কি! একেবারে এই নিজ্ঞান জায়গায় এক মাস বাস করা, ভাবতে ভালই লাগাছ। একেবারে রীতিমত তপন্থা। কাবলো?'

দে দ্বির করিয়াছিল হোঠেলে বাস করিবে এবং যে চাকরটি থাকিবে ইক্ষুল ও হোঠেল-বাড়ী পাহাবা দিবার ভক্ত, তাহার সহিত্ই একটা বক্ষোল্ড কবিবে আহাবাদির। কিন্তু কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়িতে দে প্রেল আপতি জানাইল, কহিল, তাই কথনও হয়! একা ঐ দেশ'ফাব্র মাঠে পড়ে থাবনেন? অস্থ আছে বিস্থ আছে— ভাছাছা আমবা থাকতে আপনি চাকরের হাতে থাবেন? যদি খাবতেই হয় ত আপনি এখানে এফেই থাবুন। আমাদের ভাঙ্গা বাড়ী, থাকতে বই হবে, তবু চোথের সামনে থাকবেন, সেবা-যত্ন ত করতে পারব।

ভপেন দেখা-পড়াব কথা তুলিহা কী একটা আপতি জানাইতে গোল, বাধা দিয়া বলাগো বলিয়া উঠিল, আপনার পড়া-ভনোর কোন ব্যাঘাত হাব না, আনি কথা দিছি, ভাইদের আনি সামলে রাখব। দোহাই আপনাব, পায়ে পি, আর অভ্যামত কথবেন না। আপনি যদি ওখানে একা পড়ে থাকেন তাহলৈ আমি অরজল ত্যাগ কবব, তা বলে রাখলুম।

শোলাইল। ছপেন সে আৰুলভায় বিশ্বিত ইইলেও ঠিক সে-দিকে ভাষার মন ছিল না, ভাবিলা দেখিল এই বন্দোবন্তই স্ববিধা। এমনি ত এবা থাকাৰ অভবিধা আছেই, তা ছাড়া একেবারে হাত পাতিয়া টাবাটা কইছে গোলে ইহাদের মাথা কাটা যাইকে, বাড়ীতে থাকিলে বাছার বহাব আছিলায় ভাষার যাহা দেয়, আন্তে আন্তে দিতে পারিবে। এই এক মাসে ব্যাপাওটা সহিয়া গোলে প্রের মাস ইইতে, হয়ত অভ ক্তায়ে বাধিবে না। যাহারা কংনও প্রের দ্যায় জীবন ধারণ করে নাই, প্রথম সাহায়টা ভাহাদের বড়ই আঘাত দেয়।

বল্যাণী ব্যপ্তভাবে সামনের দিকে ক'ুকিয়া পড়িয়া তাগার উত্তর আশা ববিতেছিল, ভূপেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সহসা বলিয়া <sup>কিনিহ</sup>া, সম্ব্যাদি' আপত্তি কর্মবেন তাই ভাবছেন ?

তাহাব বঠে কোথায় যেন একটা অভিমানের স্থর। ভূপেন জি<sup>কিন্তু</sup> কবিয়া জবাব দিল, আমি সমস্ত কান্ত সন্ধ্যার মত নিয়ে করি, <sup>এমন</sup> কথা তোমার মনে এল কি ক'রে ?

ভপেন সভাই বিহক্ত ইইয়া উঠিয়াছিল এবং সে তিন্ততা তাহার গোপন করিবারও চেষ্টা ছিল না। কল্যানী কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ক্রোহ ল'ল ইইয়া উঠিয়াছিল, এখন মাথা নত করিয়া কহিল, না, আমাব অক্সায় হয়েছে ও কথা বলা। কিন্তু থাকবেন ত এখানে? নইলৈ—নইলে বাবা বড় হঃধ পাবেন। ভাববেন, আমুরা বড় গ্রীব বলেই—

কণ্ঠস্বৰে অকারণ জোর দিয়া ভূপেন কহিল, না এথানেই থাকব। কল্যাণীর মূখ একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াই দ্লান হইয়া গেল। একটু বেন ভয়ে ভয়েই বলিল, আপনার কিছু খুব অসুবিধা হবে— হোষ্ট্রেলে একা থাকলে আরও অসুবিধা হতো।

আর বাদায়বাদের অবকাশ না দিয়া ভূপেন বাহির হইয়া পড়িল। সেই দিনই সকালে স্থুলের ছুটি হইয়া গিয়াছিল। সে বৈকালে বধন কল্যাণীদের বাড়ী যায় তথনই দেখিয়া গিয়াছে যে হোটেল প্রায় কালা—অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষকই ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। যে ছুই-এক জন ছিলেন, রাত্রে ফিরিয়া দেখিল ভাঁহারাও কেহ নাই। এ হোটেলে থাকিবার মধ্যে আছেন অপূর্কবাবু আর ঠাকুর-চাকর। অপূর্কবাবুর হিসাব-নিকাশ মেটে নাই বলিয়াই রাতটা থাকিতে হইল, ভাঁহারা কাল ভোরেই রঙনা হইবেন। আর না কিও হোটেলে সালেক এখনও আছে। ভাহার কী একটা প্রয়োজন আছে, সেও কাল সকালে চলিয়া যাইবে।

ভূপেনের ইছা। ইইল সালেককে একবার ডাকিয়া পাঠার কিছ অপূর্ববাব্র কথাটা মনে পড়িয়া বিবত ইইল। সে বেচারা দেই বে দেশিন সানমুখে চলিয়া গিয়াছে, আব এক দিনও ভূপেনের সঙ্গে একা দেখা করে নাই! কোচিং ক্লাসে আসিলেও কোন কথা বলে না গুৰু ভূপেন প্রশ্ন করিলে প্রয়োভন মত জবাব দেয়। এমন কি, সে বেন ভাহার চোঝে চোথ পড়িবার চয়েই সুর্ক্ষণ মাথা নীচু করিয়া থাকে। এ যে তাহার অভিমান ভা ভূপেন বোঝে বিস্তু সে নিরুপায়। ঐ নির্মান সরল ছেলেটিকে সে বী কবিয়া সব কথা বোকাইনে ? তার চেয়েও যা বোঝে তাই বৃক্ক, মোটের উপর দ্বে থাকিলেই ভাল! কাছে ডাকিয়া স্প্রনা দিতে গেলেও হয়ত ভাহার কদর্থ ইইবে। কাজ নাই আর কামেলা বাড়াইয়। তাজও সেই জগই সেইছাটা চাপিয়া গেল—ববং এক মাস যদি এখানে একা থাকিতেই ইয় ত সেই সময় এক দিন সালেকদের বাড়ী গেলেই চলিবে।

আহারাদির পর অপুর্কংশবুর সঙ্গে ছুই-এবটি কথা সারি**রা সে** ঘরে আসিয়া বসিল। তাহারও ভিনিয়-পত্র ঠিক করি**য়া লওরা** দরকার। কথা আছে হোঠেলের চাকঃই তাহার বান্ধ-বি**ছানা বিজয়-**বাবুদের বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিবে।

সে বই-কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া বাথিয়া আরও ঘণ্টা-দেড়েক বিসরা একখানা বই পড়িল। ওতক্ষণে হোষ্টেল নিস্তব্ধ হইরা গিয়াছে, অপূর্ববাবুও বোধ করি হিসাবের কাজ সারিয়া শুইরা পড়িয়াছেন—ঘরে ও বাহিরে ক্যেকটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কোন শব্দ নাই। এ নিস্তব্ধতায় মন ভার হইয়া ওঠে, শহরের মান্ত্র্য ভয় পায়।

ভূপেন আলো নিভাইয়া ওইয়া পড়িল বিস্তু সহজে তাহার বুম আসিল না। অপুর্ববাবুর বিদায়-সন্থাহণণৈই বাব বাব মনে পড়িতেছিল। কথাগুলি ভন্তু, সাধাবণ অর্থে তালই—তিনি বলিয়াছেন, তাই ত আপনার তাহ'লে দেশে বাওয়া হল না ভূপেনবাবু। রাড়ের মায়া আপনাকে বেঁধেছে বটে! নইলে এই গ্রমে—আম্বাই কল্সে বাদি, আৰু আপনি ধন-বাড়ী থাকতেও—। অবিশ্যি বিজয়বাৰুর বাড়ীতে আপনার কোন কট হবে না, মেয়েটি গুনেছি ভালই, বছ-আডি করে খ্ব। তা ছাড়া, এখন ত প্রকৃতপক্ষে আপনিই ভলেৰ অভিভাবক !···বাভবিক বিজয়বাবু আপনাকে পেরে বেঁচে সেলেন, আমরা ত ওর কোন উপকারেই আসতে পারেলুম না—তবু আপনি ছিলেন ভাই! ভগবান বে কাকে দিয়ে কী করান!' ইত্যাদি—কিন্তু এই সহজ্ঞ কথার মধ্যে কঠন্বরে ক্রমে দৃষ্টিতে কোথার যেন একটা প্রছন্ত্র বিজ্ঞপের আভাস ছিল—সেইটাই ভূপেনের অন্ত্রভিষ্ক কমন হইয়া উঠিরাছে। ঠিক যে ভিনি বিজ্ঞপই করিতে চাহিয়াছেন এমন কথাও সে হলপ করিয়া বলিতে পারে না, অথচ—কি যে ভাহাও বলা শক্ত! মোটের উপর, এখন বদি ব্যবস্থাটা বদল করা চলিত ত সে বোধ হর রাজী ছিল, সে পারিবর্তনটা নিতাক্ত অপ্র্ববাবুর ভয়েই করিতে হইবে, এই লক্ষায় সে আরু কিছু করিল না।

সে জোর করিয়া মনকে শাস্ত করিল বটে, কিছ অস্বস্থিতী ফোন জার কিছুতেই বাইতে চার না। কী যেন একটা নোবো, ক্লেপাক্ত জিনিব সে স্পর্শ করিয়াছে, এমনি একটা জরুভূতি বহু রাত্রি পর্বাস্ত ভাষাকে অতক্র বাধিল। অবশেবে এক সময় যথন সমস্ভটা আছের হুইরা আসিরাছে, তখন হঠাৎ কী একটা শব্দে তক্রা ভাঙ্গিয়া দেখিল ভাষার খোলা জানলাটার কাছে কে যেন পাঁড়াইয়া আছে। চমকিরা আই করিল, কে?

কে সালেক ? বিশ্বিত হইয়া ভূপেন উঠিয়া বসিল—কীরে ? সালেক বেন অত্যন্ত ভরে ভরে—চূপি চূপি বলিল, আমি, আমি একটু আপনার কাছে আসব ?

আর, আর। ভূপেন উঠিরা দরজা থুলিরা দিল। সালেক নিঃশক্ষে রক পার হইরা ঘরে চুকিয়া পাড়ল। তত রাত্রে কেইই জাগিরা নাই, তবু সে ঘরে চুকিবার আগে একবার সসঙ্কোচে অপূর্ব-বাদুর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ভূপেন জাৰার কপাট বন্ধ করিরা দিয়া কহিল, যা' বিছানায় গিরে বোস—

সালেক কিছু গেল না। রাজ্যের লজ্জা এবং সজাচ যেন ভাষার সমস্ত ইল্লিয়কে জবশ করিয়া দিয়াছিল, কোন মতে গলাটা পরিষার করিয়া লইয়া কহিল, আমি আপনার সলে একবার দেখা না করে কিছুতেই বাড়ী যেতে পাবলাম না। আপনি, আপনি কি ভাষাত্ব ওপর রাগ করলেন ?

ছি! রাগ করব কেন ? আর আর—। ভূপেন ভাষার একটা হাত ধরিরা টানিতেই সে সহসা একেবারে ভূপেনের বৃকের মধ্যে আসিরা পাঁজিল। তার পর ভাষাকে জড়াইয়া ধরির। বৃকের মধ্যে মুখ ওঁজিরা সালেকের সে কী কাছা! এত দিনের সমস্ত বেদনা ও অভিযান বেন জ্মাট হইরাছিল, আজ ভূপেনের স্নেহের উন্তাপে গাঁদারা অক্লর আকারে ব্যবিয়া পড়িতে লাগিল—কোন লক্ষা, কোন ভরের বাবা বানিল লা!

জুপেনের থালি গা তাহার চোথের জলে ও দেহের বামে ভিজিয়া উঠিল কিছ সে কোন বাধা দিল, না, বয়ং এক হাতে ভাহাকে বুক্কের করে চাপিরা ধরিরা জার এক হাত তাহার সাধার পিঠে ফুলাইতে লাগিল। এই মৃহতে সেই বীৰ্ণকার, স্থামবর্ণ মৃত্যুলমান বালকাট তাহার অন্তরের মহিমার ভূপেনের চোখে বেন এক অপূর্বন দীতিছে উদ্ভাসিত হইরা উঠিল। তাহারও এই প্রভাবান ছাত্রটি সম্বন্ধে বছ মেছ এত দিন প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পার নাই, আজ সমস্ভটাই বেন নীরেবে তাহার সর্বাচ্ছে অবিহা পাড়তে লাগিল।

অনেককণ পরে প্রকৃতিত্ব, কিছুটা লক্ষিত ইইরাও, সালের তাহাকে ছাডিয়া দিয়া কহিল, আমি তবে যাই মাটার-মণাই---

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না, এখন আর ও হোটেলে ফ্রি থেতে হবে না। আমার কাছেই থাকু। ভোরে উঠে চলে যাস্— না মাটার-মশাই, আমি ফিরেই যাই।

ভাহার সক্ষোচের কারণটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া সল্লেছে পিঠের উপর একটা হাত রাখিয়া ভূপেন প্রশ্ন কবিল, কেন রে ? ভর করছে ? থাকু না একটু আমার কাছে।

সালেক ষতীনবাবুর খালি গৌকীটার দিকে চাহিয়া রাজী ছইয়া গৌল। কহিল, আচ্ছা, আমি ঐ চৌকীটার ওপর থাক্ব এখন। ওতে কাঠের চৌকী, ওতে কি দোষ হবে ?

ও হরি । তুই বুঝি ঐ কথা ভাবছিসূ ? তাই এতক্ষণ বিচানার বসিস্নি ? মামুবের বিছানায় মামুব বসলে কোন দোষ হয় না। নোরো মামুষ হ'লেই থেগা করে—নইলে করবে কেন ?

দে এক-বৰ্ষম জোর করিয়াই সালেককে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তার পর নিজেও তাহার পাশে ঘেঁষাঘেঁয়ি করিল সেই সঙ্কী শায়ার উপারই আশ্রেম লাইল। সে রাত্রে তাহাদের কাহারও মুম হইল না, সালেক ছেলেমায়ুবের মতই চুই হাতে তাহাদের কাহারও মুম হইল না, সালেক ছেলেমায়ুবের মতই চুই হাতে তাহাদের কাহারও ঘরিয়া গাল্ল করিয়া ঘাইতে লাগিল। অত গরমে ঐ ভাবে কুইয়া থাকিতে ভূপেনের থুব কুই হইলেও, সে তাহার উৎসাহে বাধা দিল না বরং সারা রাভ সে-ও উৎসাহের সহিতই ববিয়া চলিল। সালেক মধ্যে মধ্যে বলে, পাখাটা দিন মাইয়র-মশাই, আপনাকে একটু হণজা করি—আপনার বড়ত কুই হছে। কিন্তু প্রস্থানেই সে কথা ভূজ্মা নৃতন কোন প্রশ্নে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া কোথা দিয়া রাভ কাটিয়া গেল ভাহা ছু'জনের এক জনও জানিতে পারিল না—এবে বাবে প্র্রাকাশ করসা হইয়া উঠিতে চৈতক্ত হইল। সালেক তাহাত্যিও উঠিয়া ভূপেনকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কভিল, তাহ'লে এক দিন হাবেন ভ মাইয়নমশাই—ঠিক ? আমি কিন্তু আপনার পথ চেয়ে থাকব।

পারের উপর হইতে ভাহাকে তুলিয়া ধরিয়া ভূপেন হাদিয়া কবাব দিল, যাবো রে, যাবো ।

12

বিজয়বাবুদের দারিদ্রাের চেলারাটা সহছে ভূপেন বত বিচুই জন্মান করিয়া থাক, এখানে বাস করিছে আসিয়া দেখিল যে, তালার কোনটাই আসকের সহিত মেলে না। কল্যাণী সহছে গোপন কবিবার চেল্লা করে বটে কিছ একই বাজীতে বাস করিছে গোলে সবটা শোপন রাথা যার না। ভাল এবং বে-কোন একটা বাঞ্জন হর গুর্থ বিজ্ঞানীয় গাঁহার দিদি আর ভূপেনের কল্প। গাঁহাদের ভাতের ফ্যানও গালা লয় কল্যানী ভাতের সহিত সমন্ত ক্যানটা মিলাইরা একটু মূল দিয়া কল্যানীও ভালার জাই-বোনেরা খার। ভাও পরিমাণে বে পর্যাপ্ত নার জাই। ক্লেম্বেরগেনির অপ্রিনীম কুল্ভার দিকে চাহিকেই বোঝা বাম।

ভূপেনের হাতে বে টাকা ছিল তাহাতে কিছু কিছু বাজাব-হাট নে কবিতে পারিত কিন্তু কলিকাতা হইতে আসিয়া দীব দিন এখানে থাকিবার ফলে মানুষের বড় জভাব কোন্টা তাহা সে বুরিছে ।শশিয়াছিল, তাই কোন প্রকার রসনাত্তির আয়োজন না করিছা সে একেবারে মণ-ছই চাল ও সব চেয়ে সস্তা যে ডাল—খাঁসারি ও মটন, তাই দশ সের হিসাবে কিনিয়া দিল। কল্যাণা কী একটা মৃত অমুযোগ করিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। আজ হউক, কাল ছটন, মথন এই লোকটিব কাছে হাত পাতিতিই হইবে তথন আন সম্ভাচ করিয়া লাভ কি! তবু সে প্রা একটা দিন কিছুতেই মেন আন ভূপেনের চোথেব দিকে চাহিতে পারিল না।

কলাণী ভাগকে পড়ান্তনা সহন্ধে যে আখাস দিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সে মিলাইয়া **পাইল।** একটা ঘৰ সম্পূর্ণ ভূপেনকে ছাড়িয়া দিশা ভাহাবা সকলে অপণ একথানি ঘনে আশ্রয় লইয়াছিল। 🗝 দাহা মকালেও সন্ধ্যায় ভূপেনের পড়াওনার সময় কোন महन्त्राम मा घटन छोटक किश्वा घटनन भागदम छोठादमिछ करन स्म नित्तन -ক: ্ৰাণান প্ৰথণ দৃষ্টি থাকিত। ভাচাৰ ছোটো-খাটো যত্ন এবং সেৱাৰ ও জুলনাই ছিল না। ভূপেন চিরদিন আরাম-প্রিয়, চিবকাল বোনেদের বাঢ়ি শাতে সেবা লংয়াই ভাষাৰ খলাস , পৰ ভাষাৰ মনে হয় এ লবাৰ জুলনা নাই। শান্তি খুনই বৃদ্ধিনতা—ৰ থাপি ভাষ্টকে ইছেল। মধ্যে মধ্যে জানাইছে হইছে বিশ্ব কলাণী প্রভাকটি কাজ ভাষাব মন একিয়া আগে ইইতে করে। এমন কি, দৰে থাকিয়াও যেন সে বৃদ্ধিত পাবে কথন কৈ গুয়োজন দপেনে ১ইবে। এই দেবতাৰ মান সেবায় যে একটু সঙ্কোচ ভত্তুভৰ করে, বিশেষতঃ একটি ব্যাপারে পাহাৰ লভা মেন ছানবাৰ হইয়া ভটে—এ ৰাড়ীতে ভলগাবাৰেৰ গাচ বাহাৰত নাই কিছ কল্যাণী প্ৰাণপুণ চেৱায় সেইন কবিচাই হ 'ব, ইই বেলাই ভাষাৰ একটা কিছু জলগোগেৰ ব্যবস্থা কৰিয়: দেয়। ং লাল বুংস্কু বালকেব মধ্যে বসিয়া মুদ্দি থাইছেও যেন ভাষাব শিল্য বাধে, অথচ উপায়ই বা কি ? প্রয়াপ্ত ভাতেই বাহাদেব কাছে িন্য, ভাগদের সম্বন্ধে ভলখাবাবের কথা চিন্তা করাও বাতুলভা; ুব কল্যাণী এই প্রবিটার **আগে সকলকে স্**বাইয়া দেয় এবং ব্বাববুই ত হার পরে থাবার পৌছাইয়া দিয়া আদে।

শ্বিন কবিষা ভপেনের দিন-রাজি কার্টে, কথে না হোক আবামে।
বাহলাভাব কথা বেন সে ভূলিয়াই গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শান্তি
ভট্টালগ ও আশক্ষা প্রকাশ কবিয়া চিঠি লেখে— কৈত দিন তোমাধে
বেগিল, মা বোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন। তু'দিনেব জলা এলেও
বি পাণুব আজি হ'ত লেও গরমে, ভনেছি বীকভুমের গ্রম কাশীনিটাল চেমেও বেশী—যদি অন্তথ-বিস্তথ করে? ইত্যাদি। আব
ক্রেং, সন্ধাা—ছই-চার ছত্র চিঠি, ভবে তাহাব স্বাস্থ্য সম্পন্ধে উপ্রেপ্ত
সন্ধাাক কম নয়, 'অত গরম কি সন্থ্য কবতে পাববেন? অন্তথ
কিব লা হলেই বাঁচি—এ ছাড়া অক্ত কোন বোগস্থাই নাই তাহাব
ক্রিকের প্রথবীর সহিত। স্থল বন্ধ থাকায় বিজয়বার্দের বাড়া
কেব আদে না, সেও কাহাবও সহিত দেখা করিতে যায় না। বৌহের
বিলেই ভাপে কমিতে কমিতে সন্ধ্যা ইইয়া বায়। প্রামে জলকইও
ক্রিকের বাব বার ত নয়ইই, একবার স্নান করাই কইকর। প্রায়ে সব
বিলাকের জল ভকাইয়া আসিয়াছে, একটি ক্রায় বিছু জল জমে—

সারা রাত ধরিয়া পাড়ার মেয়েবা সেই কুয়া ইইতে জল সংগ্রহ করে, কল্যাণাও ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেইখানে যায়, কোন দিন ভিন বাল্তি কোন দিন বা ছুই বাল্তি জল পায়। তাও এক-একদিন শেষের দিকে যাওয়ার জন্ম কাদা-যোলা থাকে, থিতাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। সভরাং সে জলে স্নান কবিবার কথা কেই কয়নাও কবিতে পাবে না। নিকটের একটি পুকুরে কিছু জল আছে—সেইখান হইতেই পানা সরাইয়া কল্যাণা ঘড়া কবিয়া জল আনিয়া দেয়—কোন মতে ভাহাতেই একবাব স্নান সারিতে হয়। সব বিলাসিছাই ভাহার গেছে, কিন্তু পুকুরে নামিয়া পানা সরাইয়া স্নান বিবাত এখনও সেনা বাবে। অথচ এত কটের ভোলা-জলে ছুই বার স্থান বাববার কথা ভাবিতেই লক্ষ্যা বোধ হয়—সে অধিকাংশ সময়ই রোজ ও বুলা হলতে নিজেকে বাচাইয়া ছবে বসিয়া থাকে, যাহাতে ছিলায় বাব রান কবিবার প্রয়োজন না থাকে।

তপুৰে খুবা গৰা, তবে কোন মতে দরভা-জানলা বন্ধ করিয়া ঘৰচাকে ঠা হা লাগে। কৰে বৌদ্ধেৰ আঁজটা আসে না বটে, ঘাম হয় অতিবিক্ত। তবু তাহাৰই মধ্যে ঘুম তাহার ভালই হয়। অবশ্য কেন যে হয় সে কাৰণটা এক দিন আবিদ্ধার করিয়া সে দক্তর মত লাজি এব শাস্ত্রত এক দিন কী কারণে ঘুমটা ভালিয়া গিয়া লেখি তে, কলাবা তাহাৰ তজাপোষেৰ পাশে শাড়াইয়া ঘটা সক্ষম মন্ত্রতি বল নিংশকে বাতাস কবিয়তে। ফলে ভূপেন আগমে ঘুমাইতেছে বটে কিছা কলাবা নিছে যেন স্নান করিয়া দিয়াছে। সে তাড়াভাছি তাহার হাত ২ইতে পাখাটা কাছিয়া লাগেয়া বলিল— আরে! ভূমি কি রোজ এম্নি বাতাস করো না কি ? একি কান্ড! ছি, ছি, এ ভাবা জনায়।

কল্যাণা লজ্জান বাঙা ইইয়া উঠিয়া কহিল, না—না, রোজ নয়। এমান ইঠাং একটা কাজে এঘনে এনে পড়েছিলুম দেখলুম আপনার বালিস-বিছান: ভিজে তিঠৈছে একেবাবে, ডাই—

ে আর নিড়াইল না, কথানা অসমাপ্ত রাখিয়াই এক **প্রকার** ছটিয়া পলাইয়া গেল।…

দে অধীকাৰ করিল বটো কিছা ভূপেনের বিশ্বাস সে এম্নি বোজই বাতাস কৰে আব ,সেই জক্মই এত গ্রমের মধ্যে ভাহার নেশ দ্ম ২১। পরেব দিন চ. সত্তর্ক হইরা শুইয়া রহিল, গানিকটা ঘ্যেব ভাগ কবিনাও রহিল—কিছা সে দিন আর কল্যানী আসিল না! ধবা পডিয়া যথেই লক্ষ্যা পাইয়াছে মনে করিয়া ভূপেন নিশি-ছে হইল।

কিন্ত তিনানার দিন পরে আবার এক দিন বঁণ একটা শব্দে সহসা জানিয়া উঠিয়া দেখিল, কল্যাণা তেম্নি পিড়াইয়া বাতাস করিছেছে। ভালার যে যুম ভাগিয়াছে কল্যাণা ব্রিছে পারে নাই—ভূপেন সহসা তাহাব একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, বোজ রোজ এ কা অভ্যাচার বলো ত! এমন করলে কিন্তু আমি আছই হোষ্টেলে চলে বাবো।

হাতটা ছাড়াইয়া লইবার থানিকটা বুথা চেঠা করিয়া কলাণী লক্ষান্ধড়িত কঠে প্রশ্ন কবিল, কেন, কি কবেছি!

কী কনেছ ! একটা লোক আরামে ঘ্মোবে আব ভূমি এই গ্রন্মে দাঁড়িয়ে বাতাস করবে। বা-রে!

कलाभि माथ। नीष्ट्र कतिया कहिल, - सूर्यन बना कि मोलस

করে না ? স্থামার বাবা, ভাইদেরও ত আমি বাতাস করি, তধু ত স্থাপনাকে না।

ভূপেন নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার ললাট ও কঠের ঘাম
মুছাইয়া দিয়া জাের করিয়া কল্যাণীর হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া
লইয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, বেশ, তাহ'লে এখন আমি
ভোমাকে থানিক বাতাস করি, তুমি খ্যোও—

কল্যাণী প্রাণপণে ভাষার মুঠির মধ্য ইইতে নিজের হাতটা শ্বাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, ও মা, ও কি ! ছি, ছি, ছাড়্ন—ওতে যে আমার পাপ হয়—ছি, আপনার ঘটি পায়ে পড়ি— কেন ? বিজ্ঞাপের স্থারে ভূপেন কহিল, মান্থ্যের জক্ত কি মানুষ করে না ?

ছম্ড়াইরা মৃচ,ড়াইরা বাঁকিয়া চুরিয়া কোন মতে হ'তটা ছাড়াইয়া লইরা কল্যাণী ছুটিরা পলাইয়া গেল। ভূপেন হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল, মনে থাকে যেন!

ইহার পর তিন-চার দিন ভূপেন একেবারেই ছুপুরে খুমাইল না। এত গরমে আহারের পর অন্ধকার ঘরে চোথ আপনিই বুজিয়া আসিতে চায়-বাজ্যের বৃম আসিয়া যেন আক্রমণ করে কিন্তু তবু ভূপেন বছ চেষ্টা কবিয়া জাগিয়াই বহিল। সে বুঝিষাছিল যে, ঘুমাইয়া পড়িলে কল্যাণী আবারও অমনি বাভাদ করিতে আদিবে। তাহার কষ্ট ছইতেছে কল্পনা করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না।… कलानीत এই निःगद मिवाय म रुक्ष इस रेव कि ! ... এथानकात এই সহস্র অস্থবিধা, দারিছ্যের বীভংস নগ্ন রপের মধ্যেও এক এক সময় যে তাহার মনে হয় 'বেশ আছি'—ইস্কুলের ছুটি ফুরাইয়া আসিবার কথা মনে পড়িলে মনটা খারাপ হইয়া যার, এখান হইতে নভিতে ইচ্ছা করে না—তাহার মূলেও এক মাত্র এই মেয়েটিরই অক্লান্ত এবং সজাগ সেবা। সে কথা ভূপেন আর নিজের কাছে অস্বীকার ক্রিতে পারে না। কল্যাণীর অন্তরের সমস্ত চিন্তা যে তাহার দিকে একাপ্ত হইয়া আছে, সে কথা মনে কৰিয়া হয়ত শক্কিত হওয়ারই কথা কিছ সে যেন কেমন একটা পুলকই অমুভব করে—এই পূজার মধ্যে আত্মপ্রসাদ অমুভব করিবার যে কারণ আছে, তাহ। পৌকনের অহকারে স্বড়স্থডি দিয়া যেন নেশার আমেজ আনে মনে মনে। তবু, মনের তুর্বলতার চেয়ে কর্ত্ব্য-বৃদ্ধিই প্রবল হইল, সে আর কিছুতেই ছুপুরে মুমাইরা এই ঘটনার পুনরাবুতির স্থযোগ দিবে না স্থির করিল। নিজের দৈহিক আরামের জক্ত অপরকে এত কট্ট দিবার তাহার অধিকার নাই, তা হউক না কেন সে কইস্বীকার স্বতঃপ্রবৃত্ত !

তবে তুপুরের ঘমটা ছাড়িরা দিরা একটা অন্থবিধা ইইল এই যে, মোটের উপর ঘমটাই কমাইয়া দিতে ইইল : কারণ, রাত্রে গরমটা তাহার বেশী লাগিত বিশিরা অনেকটা সময়ই তাহাকে এপাশ-ওপাশ করিরা, হাওরা ও ভল খাইয়া জাগিয়া থাকিতে ইইত—সে ঘমটা আগে পোবাইয়া লইত ছপুরে। রাত্রে বাকী সকলেই বাহিরের মাওয়ার শোর কিন্তু তাহাকে কিছুতেই কলাণী বাহিরে থাকিতে দের না। এ দেশে গরমে না কি ভচানক সাপের উপদ্রুব হয়—কল্যাণী ভাহার বাবা ও ভাইদের হাতে খেত করবীর ডালের মাছলী করিয়া ছিরাছে, ভাহাতে সাপের ভর থাকে না, কল্যাণির অন্ততঃ তাই বিশাস। ভূপেন মাতুলী পরিতে কিছুতেই রাজী হয় নাই—কল্যাণীও ভাহাকে বাহিরে ভইতে দের নাই। সেই একমাত্র ঘরে চৌকীর উপর শরন করিত। ফলে তাহার কট্ট হইত সব চেয়ে বেশী। হ এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই সে-দিন এক অঘটন ঘটিয়া গেল—

ভূপেন যথন পড়াওনা বন্ধ করিয়া শোষ, কল্যাণীর জল টো তথনও শেষ হয় না বলিয়া ভাহার ঘরের দরজা খোলাই থাবিত কাজ সারা হইলে কল্যাণী এ দরকা ভিতর হইতে বন্ধ ক্রিয় ছা খবের মধ্যবতী দরভা দিয়া ও-ঘরে যাইত এবং ও-ঘরের কপুটো লাহ হইতে তালা লাগাইয়া সে পিসিমার বিছানায় গিয়া শুইয়া প্রিদ প্রতিদিনই এই ব্যাপার চলে বলিয়া ডুপেন ইদানীং আলোও কিন্টা না, সে কাজ্টাও কলাণী সারিয়া চলিয়া ঘাইত। আগে 🗤 ভূপেন তখনও জাগিয়া থাকিত প্রায়, কল্যাণী চলিয়া ঘাইবার সহ হয়ত হ'-একটা কথাও কহিত-কিছ এখন দিনের বেলা ঘনটা বাং দেওৱার ফলে প্রথম রাত্রিতে যত গরমই থাক, সে ঘুমাইয়া পড়েছ তাড়াতাড়ি। এদিনও দে মুমাইতেছিল অগাধেই-কল্যাণাৰ আগত্ত তাহার টের পাইবার কথা নয়; চৈত্ত ফিরিয়া আসিতে ০ ৫৪ বুজিয়া বৃদ্ধিয়াই অনুভব কবিল যে, ঘরে তথনও আলো অলিডেছে-তথন ধারে ধারে চোপ থুলিতে প্রথমেই নজরে পাছল তাহার বিছালা অত্যন্ত কাছে ক্তব্ধ হইয়া দাঁ দাইয়া আছে কল্যাণা। হয়ত কাছ সাম ইইয়া গিয়াছে—আলোটা নিভাইবার তথ্য এখানে আগিয়া গুমু ভূপেনের দিকে চাহিয়া থাকিবার লোভটা সাম্লাইতে পারে নাই। ভাষার চমকিয়া উঠিবারই কথা বিশ্ব কী একটা অদ্ভুত কাবণে ভঙ্গে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, এমন কি সে যে জাগিয়া চোথ মেলি চাছে, ট কথাটাও প্রায় নিবস্ত কঠনের বল্প আলোয় কল্যাণা বৃদ্ধিতে পালি না। আৰও মুহুত কয়েক তেমনি চুপ ব্রিয়াই দাঁড়াইয়া থাক্রা পর সে নি:শব্দে আরও থানিকটা কাছে আসিয়া এট ইইছা ওাঁটো কাপড় দিয়া মুভূৰ্ণণে ভাহার বঠ-কলাট-বৰ মুছিয়া লুইল।

লইনের আলো সামান্তই, ত্পেনের চক্ষুত অর্জ নিমীলিত, তবু দ মৃহুর্ত্তে কল্যাণার মুখের দিকে চাহিত্রা তাহার সন্ধার কথাই মান প্রির গেল। অর্জাশনারিষ্ঠ শীর্ণ মুখ্য সেবা ও প্রেমের এবটি আনক্রনীর দীন্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার শেই অতি-সাধারণ মুখ্যকেও বন্ধীয় হ লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মনিবেদনের এই গোপন এব নিঃশক্ষ প্রকাশে কয়েক মৃহুর্তের জক্ত ভূপেনের মাথায় যেন সব গোলামাল হইয়া গেল—তাহার যাতা বিছু শিক্ষা, সংখ্যার, আদশ সব বেন এবটা আবেগের বক্তায় কোথায় ভাসিয়া ভলাইয়া গেল; সে সহসা স্কানিক্র ছই হাতে ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইল।

ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাহ্য, আর অত্তবিত ে কোনী ছিত বাধা দিতে পারিলই না—ব্যাপারটা অনুভব করিতেই তাহাব এক্ট্রালের লাগিল। তাছাড়া যে বস্তু ছিল তাহার স্থারতম করনার হুংসাহসিক স্বপ্ন হইয়া—প্রিয়তমেব সেই আক্মিক আবে লাই কিছুস্বনের জন্ম বিহল হইয়া ভূপেনেরই বুকের উপর পড়িয়া বাহলে এমন কি, অস্তব যে তাহার কাজ আপনিই করিয়া বাহলে এমন কি, অস্তব যে তাহার কাজ আপনিই করিয়া বাহলে কিছু দিনের বহু বেদনা যে দয়িতের স্নেহের স্পাণে অপ্রায় আবার বিহাতে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই—একেবারে স্থিতির ভূপেনের তশুচুখন যথন তাহার সমস্ত দেহে বিহাতে শিহল স্কারিত করিয়া দিল। সে অস্টুট কণ্ঠে মা গো! বিলয়া একী স্কারিত করিয়া দিল। সে অস্টুট কণ্ঠে মা গো! বিলয়া একী আর্ডিনাদ করিয়া উঠিয়া স্বেগে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া ঘ্র ইইটে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

# **बर्धे** हैं। प

### কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এই সেই চাঁদ।
কপালে দিয়েছে টিপ, প্রথম কৈশোরে
চোখে উদ্দীপনা জেলে
হাদয়কে করেছে উন্মাদ।
এই সেই গোল চাঁদ রূপালী-ছলুদ।
দূর নীলে বাঁশবনে তমালের ফাঁকে
মেঘেদের সিঁভি ভেঙে চুপে উঠে এসে
যে-চাঁদ দিয়েছে ধরা শিশুদের ভাকে,
গোটা পৃথিবীটা যেন হঠাৎ উঠেছে হেসে
গভীর খুসীতে আপনার,
রাত্রির রজনীগদ্ধা স্পর্শে যার হয়েছে উন্মাদ,
এই সেই যুগাস্তের চাঁদ।

অশোক তক্ষর 'পরে দেখা যেতো যারে,
ছায়া সরে' যেতো বনে-বনে,
রূপার থালার মতে। প্রতিবিশ্ব পদ্মদীঘিপারে,
আলো-নিচ্ছুরিত বাতায়নে,
এই সেই চাঁদ।
যথন দিনের শেষে এ সংসার লেগেছে বিশ্বাদ,
প্রতাকের ঘ্রিপাকে ভারাক্রান্ত মন,
বারান্দায় এসে বসা, দেহে লাগে ছাওয়া,—
উপলব্ধি ছয়েছে তখন
এ পুলিবী হ'তো যদি চাঁদের মতন!
নির্দ্ধল প্রশান্তি এক চক্রিকার কাছেই
যে পাওয়া।

এই সেই চাদ।
পথ দিয়ে যেতে যেতে উনাস পথিক
অতকিত যাকে দেখে হ'য়েছে উন্মাদ।
ছুন্দৈছে তো বারংবার আলেয়ার পিছু,
হয়েছে মাথা নীচু,
নিস্তরক্ষ বনস্থলী, ক্রমেই বেড়েছে স্তর্ন রাত
মাথার উপরে জেগে
গারারাত ধরে' এই স্লিয়ানী স্তি চাদ।

মনে পড়ে বেণুমতী তীরে
অপৃর্ব প্রকরাশি মনে
কুঞ্চলে থাকে বদে' একটি যুবতী;
স্বপ্ন নামে হ'নয়ন থিরে,
নির্মান যৌবনে
স্থিম চক্রালোক পড়ে
হংসহ যৌবন নিম্নে চাঁদ খেলা করে বনে বনে।

অনেক যুবতী অনেক গভীর কতি সঞ্চেতে তো যুগে-যুগে ক্ষমাছীন প্রেমের সংসারে ;

অনেক যুবক
মাঝপথে ফেলে গেছে প্রতিকৃত্ব হ'ঙে
সভ্যোজাত ফুলের গুবক;
মধ্যবাতে চাঁদ দেখে গেছে মিটে

ব্দন্য যতো স্থ । যে-কার্থেজ ভেঙে গেছে যে-রোমের স্বপ্ন **ব্দার নেই** 

যে মিশর ভগ্নস্থ পে ভরা,
লুপুপ্রাণ মাছবের প্রতিনিধিরণে বুগে বুগে
এই চাঁদ ছিল দেখানেই।
অতিক্রান্ত কতো কাল! তবু তো লাগেনি
দেহে ভরা।

ধনী-প্রাসাদের চুড়ে, ক্রমকের জীর্ণ চালাঘরে
দিগস্তে অম্বরে
সর্ব্ সমানবেগে জলে
পিতৃপুক্ষের এক অনির্কাণ আশীষের মতো
চিরজ্যোভি: এই চাঁদ;
চাঁদের কটাক্ষ থেকে বঞ্চিত হয়েই যুগে-যুগে
পৃথিবী কি লেগেচে বিদ্বাদ।
রূপালী অজ্ঞ আলো প্রসারিত মাঠের ফসলে
অর্ণ্যশিষ্করে, উচ্চতটভলে;
রাতের পাখীরা উড়ে যার
ভাল হ'তে অন্ত ভালে শাদা জ্যোৎসায়;
নিঃশক্ষ চরণে
রাত্রি-জাগা পলাতক প্রেমিকের মতো
চাঁদের হায়ারা বনে বনে।

মাঠপারে ক্রমিপল্লী সেখানেও চাদ
দাঁড়িয়েছে এসে
হিতাকাজ্জী অন্ধদের বেশে,
মুছে নিয়ে গেছে যতো দিনাস্থের জ্বা অবসাদ
দীর্ঘপথে শৃতক্ষেতে
কণ্টকিত সংসারের পথে যেতে যেতে
নির্ফিকার বিধাতার মতো
এই সেই চাঁদ॥

# সর্পশক্তি সাধনার ব্যান্তি

### শ্রীযোগানন্দ ভ্রন্সচারী

স্পৃশক্তি সাধনা কুণ্ডলিনী সাধনার নামান্তর। কুণ্ডলিনী
শক্তি মূলাধারে সপের ক্যায় কুণ্ডলী-আকারে প্রস্কুণ্ডা থাকেন
এবং জাগরিতা হুইলে সাধারণতঃ সপের ক্যায় কুটিল গতিতে মূলাধার
হুইতে মন্তক্ত সহস্রাবে গমন করেন বলিয়া এই শক্তি সপশক্তি
নামে অভিহিতা। (১)

প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী শক্তি প্রাণের আধ্যাত্মিক কপ ন্যতীত অক্স কিছুই নহে। সমগ্র বিশ্বক্ষাণ্ডে যে প্রাণ-শক্তি কার্য্য কবিতেছে, সাধকদেহে সেই প্রাণ-শক্তি সংযমিত হইয়া যে গতি রূপ গ্রহণ করে, তাহাই কুণ্ডলিনী। (২) অক্স বথায়, প্রাণের সংযমিত গতিই কুণ্ডলিনী শক্তি। প্রাণায়াম সাধনা বলে সাধকদেহে এই শক্তি ভাগরিতা হ্ন এবং সাধক এই শক্তিব আশ্রাহেই তত্তবন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

শাস্ত্রপ্রস্থের যেথানেই প্রাণায়াম বা প্রাণ সংযমের উপদেশ আছে, সেথানেই সংযমিত প্রাণের গতি এই কুণ্ডলিনীর কথা আছে। আরও, এই শক্তি-সাধনার ভিতরেই ভারতীয় আর্য্যপ্রের সারতীয় বহন্ত নিহিত বহিয়াছে। ধর্ম অমুভতির উপদেই প্রতিষ্ঠিত; ইহা কপোল-কল্পিত কিছু নতে। যুগে যুগে মহাপুক্ষগণ স্থীয় দেহমধ্যন্ত শক্তিকে জাগরিতা করিয়া যে তথামুভ্তি লাভ করেন, তাহাই লোককল্যাণার্থ

১। সাধারণতঃ সর্পের স্থায় গতি হইলেও সাধনাব অবস্থা ভেদে কুণ্ডলিনীব বছবিধ গতি হয়। কপিল গীতায় কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রাকার গতির কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। বথা;—

"পিপীলিকা বিহঙ্গশ্চ কপিমার্গোইহিমীনক:।

শেষমার্গে। ছি স্খ্যায়াং পঞ্চমার্গ: পুরাতনাঃ ॥ ( ২।২৩ )

পৃথ্যজ্ঞানিগণ পঞ্চমার্গ বা গতির কথা বলিয়াছেন। যথা ;— পিশীলিকাবং, পক্ষিবং, বানরবং, মীনবং ও সর্পবং। শ্রীরামসফলেবও এই পঞ্চবিধ গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (শ্রীশ্রীরামক্ষকথামৃত)।

২। (ক) "সুষ্মাশোত চৈতজ্যে ধারা—মনকে জাগাইয়া উদ্ধানী সুষ্মান এই ধারায় স্থাপিত করিতে হইবে। এই জাগ্রত মন মন্ত্রন্থপ, ইহাকে প্রবৃদ্ধ কুগুলিনীর স্কৃতিও বলা যাইতে পারে।"

শ্রণাপ সমুমার স্রোতে বহিয়া উপরে চলিয়া যায়। মনকেও ঐ স্রোতের সঙ্গে চলিতে হইবে। তথনই প্রাণ ও মনের পূর্ণ মিলন সন্তব হইবে। "গোপীনাথ কবিরা<del>জ</del> লিখিত মৃত্যুবিজ্ঞান ও প্রম-পদ প্রবন্ধ")

- (থ) "ফ্রেছে সাহেব ধাব নাম Id বা It দিয়েছেন, দেই আচেতন মনই (unconcious mind) হচ্ছে কুণ্ডলিন ; কিন্তু ফ্রেছে যে বলেছেন, এই মন কথনই উপলব্ধির মধ্যে আসে না—কেবল অনুমানেব দারা একে সুক্তে হয়, সেটা তাঁর ভূল। সাধন-শাস্ত্র এই অচেতন মনকে সচেতন করার পদ্ধতি ছাড়া আব কিছু নয়।"
- (গ) "এতেই দেখা বায়—মামূলি ধনণে কারবার কবে, ভাবনা চিন্তা, আশা আকাজ্জা করে বে আমিটা, সেটা "আমি"র স্বটা, এমন কি আসলটাই নয়। ওটা হচ্ছে "ভাসা" আমি surface self—বাইরের ইলে ব'সে কারবাব করে, খুচরো কাঁচা হিসেব রাখে। তার পেছনে একটা "বিবাট সন্তাবনার" (Infinite possibilities) এর আমি বরেছে! কুগুলিনী শক্তি ভাব নাম।"

ভনসমাজে প্রচার করিয়া যান। তাঁহাদের সেই সকল অনুভৃতি হৈ বাণীই জনসমাজকে শাসন ও নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ইহা শাস্ত নাম অভিহিত হয়। যে ধর্মমতের মূলে অনুভৃতি নাই, উহা সাল্লে জনসমাজে এইরপ ধর্ম কথনই বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পাবে না।

সাধারণের এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, কুণ্ডলিনী সাধনার বিষ্ণু কেবলমাত্র গোগতন্ত্রশান্তেই পাওয়া যায় এবং ইছা বাজনের্দ্ধি সম্প্রদায়েবই বিশিষ্ট একটি সাধন-পছতি মাত্র। কিন্তু এই শেবছে আমরা ইছাই দেখাইবার প্রায়াস পাইয়াছি যে, বিভিন্ন দ্বামান সমূদ্ধে মলে এই সাধনাই বিভিন্ন রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে।

ভত্তলাভ কবিতে চইলে মন:সংষম প্রয়োজন—ইই ভধু হিন্দু ধর্ম মতেব কেম, সকল ধর্মেরই শভ:সিদ্ধ কথা। ধেথানে মন:সংষম, প্রাণ্দংম্য সেথানে অবশাই থাকিবে। কারণ, প্রাণ্ড মন ওবপ্রোভ ভাবে জভিত। এবং প্রাণিসংয়েমর কথা উঠিলেই প্রাণিবায়ুসংয়মের কথা জাপনিই আসিয়া পড়ে। কারণ, প্রাণবায়ু অন্থানিইত প্রাণেরই বহি:প্রকাশমাত্র। জগতের সর্বন্ধই প্রাণশক্তি কার্যা কবিছেছ, এই জল্ম শান্ত্রে জগতের সর্বন্ধই প্রাণশক্তি কার্যা কবিছেছ, এই জল্ম শান্ত্রে জগতের সর্বন্ধই প্রাণশক্তি কার্যা করিছেছ। এই প্রাণ্দিত্র জল্মশান্ত্রে প্রকৃতি-সংজ্ঞায় অভিহ্তিত। এবং এই প্রসৃতি জ্যাপ্রদান স্বাধান্তর সাধানার ধন, বিশ্বচরাচরের পরম আপ্রয়। শান্ত্র কারও বলেন—এই শান্তি ক্রম ইইতে ভিন্ন কিছু নহেন; এই স্প্রত্রেক ব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতি এবং অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্ম বলা হয়। ব্যক্ত অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা প্রকৃতি এবং অব্যক্ত বা কিব অবস্থা ব্রক্ত কর্মান্তে কর্মান্তে কর্মান্ত কর্মান

এই সাধনা বৈদিক। বেদের মহাবাক্যসমূহ এই সাংনাই অনুভৃতিলব্ধ ধন। কপোল-কল্লিত অনুমানবাক্য নহে। এই চল বিদেক অপৌদ্ধেয় বলা হয়। বেদবাক্য অনুভৃতিলব্ধ বাবা, সভাবাং সিদ্ধান্ত বাক্য—উহার উপব কোন কথা চলে না—চলিত টুলাবে না। কারণ, সাধারণ মানুষ চিন্তা কবিয়া কথা বলে এবং এই টিন্তাপ্রস্ত বাক্য অমপ্রমাদপূর্ণ; বিশ্ব অনুভৃতিলব্ধ বাব্য চিন্তা প্রস্তুত নহে। যেথানে চিন্তা যাইতে পাবে না, সেই মহান গ্রী ইইতে অনুভৃতি সভ্যদর্শন কবে। সভরাং অনুভৃতিব উপ্নাকাৰ কথা চলে না।

সেগানেই প্রাণস সামর কথা আছে, সেখানেই প্রাণেব আবাহিছ কণা কুণুলিনী শক্তির কথা আসিতে বাধা। বেদে প্রাণাস্থান কৰিব কথা আসিতে বাধা। বেদে প্রাণাস্থান কৰিব কথা আসিতে বাধা। বেদের এই প্রাণাস্থান করিই লোগতন্ত্রশান্তের জন্মদাতা। এতদ্বাতীত হিন্দুধর্মের স্কল্পত্রশান্তের জন্মদাতা। এতদ্বাতীত হিন্দুধর্মের স্কল্পত্রশান্তের জন্মদাতা। এতদ্বাতীত হিন্দুধর্মের স্কল্পত্রশান্ত ক্রাদাতা। এতদ্বাতীত হিন্দুধর্মের স্কল্পত্রশান্ত বিধান ধর্মশান্তসমূহের সবহলিবেট প্রাণাহ্যামক তত্তলানে ক্রাণাহ্যাক ও সঙ্গে সাঙ্গে দেহমধ্যক্ত নাতীক্রালি প্রাণাহ্যাক বিভিন্ন ক্রাণাবল ক্রাণাহ্যাক বিধান প্রাণাহ্যাম প্রাণাহ্যাম প্রাণাহ্যাম প্রাণাহ্যাম ক্রাণাহ্যাম প্রাণাহ্যাম স্বলাহ্যাক বিধান বিধান প্রাণাহ্যাম স্বলাহ্যাক করা।

সর্বপ্রথমে কৃষ্ট্যজুর্বেদীয় খেতাখতর উপনিবদেতি গান <sup>৩</sup> প্রাণায়ামের বিষয় জাসোচনা করা ঘটক। খেতাখতরে <sup>কাছে</sup> "তে ধ্যানযোগায়গতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগৃঢ়াম্। নঃ কাৰণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্তধিতিঠতেয়ক:। ৩।"

এখানে ধ্যানবোগের কথা বলা হইয়াছে। খেতাখতবেৰ অক্যান্ত স্থানেও ধ্যানের কথা বহিয়াছে। যথা—

শ্বনেও ধ্যানের কথা বাহরাছে । বথা—

"স্বদেহমরণিং কুড়া প্রণবক্ষোত্তরাবনিম্।
ধ্যাননিশ্বথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেরিগৃচবং ।"
ভংপর প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্বেভাশ্বতন বলিতেছেন—

"প্রাণান্ প্রপীড়োহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্যুসীতঃ।
ছষ্টাশ্যুক্তমিব বাহমেনং
বিধান্ মনো ধারয়েভাপ্রমন্তঃ ।"

স্থী ব্যক্তি অপ্রমন্ত হট্যা প্রথমত: প্রাণবায়ু সংষম করিবেন। তদনস্তব অক্সান্ত চেষ্টা পরিহার পুরংসর প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইলে নাসাপুট ধারা শনৈ: শনৈ: বায়ু পরিত্যাণ করিবেন। এই প্রকাবে ক্রমে জমে অভ্যাস নিবন্ধন বায়ু ধারণ করিলে চিন্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে! চিন্ত বায়ু বিষয় ইইতে নিবুত্ত ইইয়া নিশ্চলীভাব ধারণ করিলে, সেই চিন্ত একমাত্র ব্রহ্মানুসন্ধানে আসক্ত হয়।

বৃক্ষবন্ধুর্বেদীয় খেতাখার উপনিষ্ঠ ধ্যান ও প্রাণায়ামের বিষয় স্পষ্ট আলোচিত হুইলেও দেতমধ্যস্থ নাডীচকাদি সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কিছু আলোচনা করা হয় নাই। এই আলোচনা স্পষ্ট ভাবে পাওয়া বায় ক্ষাব্দুর্বেদীয় কঠোপনিষ্ঠদ এবং শঙ্কবাচার্য্যকৃত সামবেদীয় ছান্দ্যোগ্য উপনিষ্ঠ্য ভাষের। কঠোপনিষ্ঠ্য আছে—

"শতকৈকা চ হাদয়ত্ম নাড্যস্থাসামুদ্ধানমভিনিঃস্থতৈক!। তয়োদ্ধমায়ন্নস্তস্মতি বিষহু, হলা উৎক্রমণে ভবস্থি। ১৬।" উপরোক্ত শ্লোকের শাস্করভাষা—

ত্র শতক শতস্থাকা একা চ স্ব্যা নাম পুরুষতা সদয়াদ্বিনিঃকতা নাডাঃ শিরাস্তাসাং মধ্যে মৃদ্বানং ভিত্তাহভিনিঃকতা নির্গতা
একা স্ব্যা নাম ত্যাহস্তকালে স্কাদ্য আজানং বলীকৃত্য বোজবেং।
তয়া নাড্যোদ্ধমুপ্র্যায়ন্ গচ্জাদিতাদাবেণামুত্তমুম্বণধ্মুত্মাপেকিক্ম্।

মাংসপিগুড়ত হাদয়ের এক শত একটি প্রধানভূত। নাডী পবিব্যাপ্ত বহিয়াছে। শরীবাভ্যস্তবে অনস্ত নাডী অগিষ্ঠিত আছে বটে, কিন্তু এই এক শত এক নাড়ী শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যেও আবাব সর্বশ্রেষ্ঠ এক নাড়ী অর্থাৎ হুযুদ্ধা ব্রহ্মবন্ধ ভিমুখে গমন করিয়াছে।

এই মূর্দ্ধাভিমূখ নাড়ীপথে গমন করিলে জীব মোক্ষ প্রাণ্ড হয়। অপবাপর নাড়ী তির্ধ্যক্ গতিতে সমস্তাৎ গমন কবিয়াছ; আর যে উদ্ধামিনী অনেক নাড়ী আছে, ঐ সমস্ত নাড়ী সংসাব গমনেব গ্রিভিড। উহাবা মোকপ্রাপ্তির কারণ হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষ্দ্ (৮ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড) ভাষ্যে শঙ্কবাচাগ্য ব্যলিতেছেন;—

"তথাপি গস্ত,গমনাদিবাসিতবৃদ্ধীনাং স্থদমদেশগুণবিশিষ্ট-বিন্দোপাসকানাং মৃদ্ধলা নাড়া গতিব্বক্তব্যা" তথাপি বাহারা গস্তা ও গমনাদি বিবয়ক সংস্থারসম্পন্ন চিত্ত ও হৃদম্প্রদেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের স্বস্তু মৃদ্ধনা নাড়ী বারা নির্গমন বা দেহত্যাগ নির্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ বাঁহারা হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে সন্তণ এক্ষের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৃদ্ধন্য— যাহা হৃদর হুইতে মন্তকে যাইয়া সমাপ্ত হুইয়াছে (১) সেই নাড়ী ( সুবুয়া ) দ্বারা নিজ্ঞান্ত হুইয়া ব্রহ্মলোকে গমন নিদ্দেশ করা হুইয়াছে।— ইহাই ব্রহ্মোপাসকের নির্গমন-দার এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

শ্রুতির আয়ায় অংশেও ষট্চক্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,—
''পাথিবাপকৈ জসবায়ব্যনভসনামানি ষ্টচ্জাণি শান্তবায়ায় মিতি"

যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের ত কথাই নাই; অক্সাক্স ব্রাহ্মণা-শাল্লের প্রায় প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আকারে বট্টক্র এবং সর্পশক্তি কৃশুলিনীর কথা উল্লিখিত বহিয়াছে। শ্রীমন্তগবদগীতার ৮ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্য শক্তর বলেন:—

<sup>\*</sup>পূৰ্ব্য: স্থান্য-পুণ্ডগীকে বশীকৃত্য চিত্ত: ভত: উ**দ্ধ**গামিন্যা **নাড্যা** ভূমিজযুক্তমেণ ক্ৰবোশ্বদ্যে প্ৰাণমাবেশ্য স্থাপয়িছা সমাৰ অংশতঃ সন্ স এব বৃদ্ধিমান যোগী কবিং পুখাণমিভাগদি লক্ষণং ভং প্রমং পুরুষং উপৈতি। অর্থাৎ মরণকালে নিশ্চল ফ্রান্য ভক্তি ও **বোগবল**-যক্ত হইয়া ভ্ৰদ্যমধ্যে উদ্ধ্যামিনী সুষ্য়া নাডী দারা ভ্**ষ্ট্যক্তমে** প্ৰাণকে আবিষ্ট কৰিয়া সমাক অপ্ৰমন্ত সেই বৃদ্ধিমান যোগী, সেই কৰি পুরাণ ইত্যাদি নামের প্রতিপাত প্রম পুরুষকে প্রাপ্ত হইরা থাকেন। অক্ত কথায়, ''যোগীব এই প্রকাব অবস্থার পর্বের স্কুমুপুগুরীকে অর্থাৎ অনাহত চক্রে ধারণা দ্বারা চিন্তকে বনীকত কবিতে হয়। **ভাহার** প্র ভূমি জয় করিয়া ( ভূমিজয় শব্দের অর্থ পঞ্চভতের বশীকরণ যা স্টুচক্রের ভেন ) প্রাণকে অর্থাৎ সংযমিত প্রাণের গতি কুগুলিনীকে জ্মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থাপন কবিয়া, বৃদ্ধিমান যোগী পুরাণ নামের প্রতিপাত প্রম পুরুষকে প্রাপ্ত চইয়া থাকেন।" 'ভূমি **জর**' শব্দের অর্থ ট যে যটচক্রভেদ, টহা শিবসংহিতা নামক বোগশালে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে মুলাধারচক্র বর্ণনপ্রসঙ্গে কণা হইয়াছে,-

> যঃ করোতি সদা ধানিং মূলাধারবিচক্ষণ:। তত্ত্ব ত্যাৎ দার্দ্ধুরী সিদ্ধিভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ ।

যে যোগী নলাধার অর্থাৎ ভমিচক্র ধ্যান করেন, সেই বোগীৰ প্রাণশক্তি কৃপুলিনী ভেকবং গতিতে অক্সান্ত ভূমি অর্থাৎ চক্র জেল করিয়া সহস্রাব-চক্রে উপস্থিত হয়। আনন্দ গিরি ও মধুস্থান সরস্বতী উক্ত ৮ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের যে টীকা কবিয়াছেন, ভাই! আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাবোর অনুরূপ।

শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে ষ্ট্রক্র ও স্থন্নার প্রসঙ্গ উত্থাপন।
করিয়াছেন। এডদ্বাতীত তিনি বেদাস্ত শানীবক ভাষ্যেও যোগভারোজ ।
গ্ট্রক সাধনার উল্লেখ কবিযাছেন। তাঁহার 'আনন্দলহরী' এবং
'শাক্তামোদ' গ্রন্থদয়েও ষট্,চক্র তথা কুগুলিনীর প্রাস্ক রহিয়াছে।

১। এখানে সুষ্মার অবস্থান দ্বদায় হইতে মন্তক পর্যন্ত নির্দেশ করা হইয়াছে, কিছ তল্পে মূলাগার (ত্রুদেশেব নিকটবর্তী স্থান) হইতে মন্তক পর্যান্ত সুষ্মার অবস্থান নির্দেশ করা হয়। তল্পে আবন্ত বলা হইয়াছে, ষ্ট্চক্রের যে কোন চক্র হইতেই কুওলিনীর আগর্ম সন্তব; চক্রসমূহের মধ্য দিয়াই মেক্সওমধ্যে সুষ্মা-পথ। এই সমস্ত দেখিয়া নি:সন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় বে, আচার্য্য শঙ্কর তীহার বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব ব্রহ্মবাদকে যোগতত্ত্বের এই চক্র সাধনার **সহিত সম্বন্ধ**ক্ত বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন। বেদাস্তসারের টাকায় ব্রুসিংহ সরস্বতীও প্রাণায়াম প্রসঙ্গে ইড়া, পিঙ্গলা, স্বযুষা এবং বট্ কে **সাধনার উল্লেখ** করিয়াছেন।

🗬 মন্তাগৰতেও বটচক সাধনার বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। যথা ;— ইশ্বং মুনিস্কুপরমেদ্যবস্থিতো বিজ্ঞানদুখীয়া প্রবন্ধিতাশয়: :

স্বপাঞ্চিনা পীড়া গুদং ততােহনিলং

श्वात्मय बहेर्द्रमयस्याच्चिक्तमः ॥ ১৯ । (२व ऋक, २व चः)

এইরূপে বিশ্বকে ভাবনা করিয়া ঐ মূনি ক্রমে ক্রমে উপরত <sup>ুঁ</sup> **ছইবেন**। তাঁহার ষ্ট্,চক্রভেদ জনিত বিজ্ঞানদৃষ্টি ঘারা যে জ্ঞান আনিবে, তাহার প্রভাবে বিষয় বাসনা সকল ধ্বংস কবিয়া দেহত্যাগ **করিবেন। তিনি আপনার পদমূল দারা মূলাধার চক্র নিরোধ** করিয়া অশ্রাম্ভ ভাবে নাভি ইত্যাদি ছয় চক্র ভেদ করত প্রাণবায়ুকে উর্চে নীত করিবেন।

> **ঐমস্ভাগবতের অন্যত্র—**\*বৈশানরং যাতি বিহায়সা গত: স্থ্যুয়া ব্ৰহ্মপথেন শোচিযা" ( ২য় স্কন্ধ ২য় জ: )

ब মন্তাগবতে ছই প্রকার মৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। সভ্যত্তি **ও ক্রমমূর্ত্তি**। "ইপাং মুনিস্তু পরমেশ্ব্যবস্থিতো· "শ্লোকে বট্চক্র ভেদের কথা আলোচিত হইয়াছে—ইহাই স্বয়ুক্তি। ষ্ট্চক্র ভেদ করত বাদবাদ দিয়া প্রাণ বহির্গত করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ ত্যাগ করাই সভমুক্তি। ক্রমমুক্তিতে সভামুক্তির মত মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ ত্যাগ না কৰিয়া ত্ৰন্ধাণ্ডেৰ ৰহিঃ মহলে কি ত্ৰন্ধলোকাদি ভোগ জন্ম তত্তৎ **লোকে গতি হয় এবং ভোগাবসানে মুক্তি ২টয়া থাকে। ভ্রহ্মস্থত্তে**র **"অনায়ুত্তি: শব্দানাবৃত্তি: শব্দাং" ( ব্র: সু: ৪।৪।২২ ) সুত্রের ভাষ্য করিতে** গিরা ক্রমমক্তি সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন,—"নাডী-ৰাখি ক্ৰমে অৰ্কিবাদি পৰ্ববিশিষ্ট দেবধানমাৰ্গ অবলম্বনে বাঁহাৱা ঞ্চতাক্ত নানা এখার্যা-সম্বিত ব্রন্মলোকে গমন করিয়াছেন, চক্রলোকাদি ভোগলোকগত জীবগণের ন্যায় ভোগাত্তে তাঁছাদিগকে আর সংসাবে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হইয়া যায় ឺ

দেবীভাগ্ৰত, ব্ৰহ্মাণ্ডপুৱাণাদি পুৱাণ-গ্ৰন্থাদিতেও যোগভান্তিক ব্রট্টকসাধনার বিষয় বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ পাতঞ্চল যোগ-শুনির সাধনার সহিত তাত্ত্বিক ষ্ট্,চক্রসাধনার পার্থকা দেখাইতে क्की करतन अवः चात्र मस्त्रवा करतन या, व्यान बहे, हक ७ अवुमानि নাভীর অম্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রণালীবদ্ধ কোন সাধন-প্রক্রিয়ার ক্রিকাৰ নাই। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

পাতখল যোগদর্শনেও যে ষট্চক্র এবং কুগুলিনী সাধনা গৃহীত ্**ছইরাছে প্রথ**মে সে সথন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। পাডঞ্চল ৰোগদৰ্শনের ভোজধাজকৃত বৃত্তি সুধীসমাজে আদরণীয় ও প্রামাণিক **এছ বলিয়া পরিচিত!** পাতঞ্জল যোগস্তরের যোগপাদা**ন্তর্গত** "যথাভি মন্তধানাদা"। ৩১। সূত্রের টাকা করিতে যাইয়া ভোজবাব্র ব্যলিতেছেন,—"নাড়ীচক্রাদে বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরীভবতি"। ৩৯। উক্ত পুত্রগ্রন্থের বিভতিপাদান্তর্গত ১ম সূত্রের টাকার ভোজরাজ ৰ্ষ্তিতেছেন:- "দেশে নাভিচক্রনাসাগ্রাদৌ চিত্তক্ত বছো বিবয়াস্থ্য-পরিছারেণ বং দ্বিরীকরণ সা চিন্তার ধারণোচাতে। পাতঞ্বলোক

'ভূমিযু বিনিয়োগ:" ৃস্ত্রের টাকা করিতে গিয়াও ভো**জরাজ** চক্র-সমূহের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

'কুণ্ডলিনী জাগবণ' সম্বন্ধে ভোজগাজ বলিতেছেন :—"উদ্বাতে: নাম নাভিমূলাৎ প্রেরিততা বায়ো: শিরসি অভিহননম্ । ৫০। (পা: স্থা, সাধনপাদ) অৰ্থাৎ বায়ুকে (প্ৰাণশক্তি ৰুণ্ডাইনীকে) নাভিমূল (মণিপুর চক্র), হইতে প্রেরণ করিয়া মন্তকে (সহস্রার চক্রে) স্থাপনকে 'উদ্বাত' বলে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'হাজ্যোগ' গ্রন্থে উল্লিখিত ৫০ পুরের টাকা করিতে গিয়া ভোজরাজ-কথিত 'উদ্যাত'কে 'কুগুলিনীর জাগ্রণ ব**লি**য়াছেন**া** 

বেলোপনিখনে যে ষট্চক ও জমুয়াদি নাডীর উল্লেখ আছে, ইঙা আমরা দেখিয়াছি। তত্ত্বে কায় প্রণালীবদ্ধ সাধন-প্রক্রিয়া ও विद्यालिक निया भाषा मा, खाद्यां कावन उद्दे व. त्राहे व्यक्तिन যুগে শুত্রগ্রন্থেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। বর্তুমান কালের ক্যায় লিখনযন্ত্রাদি উদ্ভাবিত না হওয়ায় সেই প্রাচীন যুগে আর্য্য ঋষ্ঠিগণ শ্ববণ রাখিবার জন্ম স্ট্রেব কৌশল অবলম্বন করেন। বর্তুমান যুগে প্রচলিত বিভিন্ন সাধন-প্রক্রিয়াব কোনটিরট প্রণাদীবদ্ধ প্রক্রিয়া বেলোপনিষদে পাওয়া যায় না। প্রবর্ত্তী কালে লিখনযন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইলে বেদোপনিষদে যাহা বীক্ত আকাবে ছিল. তাহা পরবন্তী সাধকগণ কর্ত্তক পত্র-পুস্প-ফলে প্রিণত চইয়া সুগঠিত ও স্থানিয়ন্ত্রিত হটয়াছে। প্রবন্তী শাস্ত্রসমূত প্রাচীন বেন্দাপনিষ্দাদিক ব্যাথা। মাত্র। বেদে যাহা সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন, পরবন্তী শান্তাদিতে তাতা বিস্তৃত, স্পষ্ট ও সুদুগুল! বেদে যথন আমরা ঐ অগোপা বাহসাক সাধনাৰ বিষয় ইতক্ত: বিশিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আকাৰে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পাইতেছি, তথন ইহার বৈদিক্ত তো অস্বীকার করাই যায় না, বরং অধিকা শ ভ্রাদ্ধণা শাস্তে ইহাব উল্লেখ ও বিবৰণ দেশিয়া এই সাধনার সার্বভৌমিকঃ স্থীকার কবিয়া লইতে হয়। যোগ ও তম্মশান্ত বেদোপনিযদের সংখ্যিত রাহত্তিক সাধন-স্তাসমূহের বিস্তৃত, সুশুখল ব্যাথা। মাত। 'নাবদপ্ধরাতে' ষ্টুচক্র ও কুগুলিনী সাধনার বিষয় বর্ণিত দৃষ্ট হয়। এক কথায়, যোগ ও ভল্লশাস্ত্র ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতাদি হিন্দুর প্রায় সমস্ত শাল্পে কোন না কোন প্রসঙ্গে এই ষ্টুচক্র বা কুওলিনী সাধনার বিষয় বণিত রহিয়াছে।

এইবার বিভিন্ন ধম্মসম্প্রদায় সমতেও যে এই ষ্টাচক্র বা কুওলিনী সাধনা বিভিন্ন রূপ লইয়া বিরাজ কবিছেছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ভেদে ভারতে প্রধানতঃ তিনটি ভারিক সম্প্রদায় আছে। শৈব, শাক্ত ভারিক সম্প্রদায়ে যে ষ্টুচক ও কুণ্ডলিনী সাধনা আছে, এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ নিপ্রয়োজন; কারণ, এ বিষয়ে অল্পবিস্তর সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েও যে ষ্টুচক্র এবং কুগুলিনীর সাধনা আচে, এ সম্বন্ধ কিছ আলোচনা প্রয়োজন। লোকের সাধারণত: এবটা ধারণা এই আছে যে, বৈষ্ণব-ধশ্ম ভত্তি প্রধান ধশ্ম এবং বৈষ্ণবশান্তও ভিক্তিশাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নতে। কি**ছু** বাঁহারা বৈষ্ণবপ<sup>দাংকী</sup> আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে. সহজিয়া বৈঞ্নগ<sup>েব</sup> সাধনায় এই চক্রসাধনতত্ত্ব রূপ, রস রতি. প্রেম, পীরিতি, লীলা, বিলাস প্রভৃতি সংজ্ঞা ও শব্দের আবরণে হেঁরালী ভাষায় কি শ্বকৌশলেই না বর্ণিত বহিষাছে। চণ্ডীদাস, বৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম দাস প্রভৃতি সহ<sup>ভিষা</sup> সাধকগণের পদাবলী এবং আগম, আনন্দটেরব, অন্ততরত্বাবলী,

অমৃতরসাবলী, ভৃঙ্গরত্বাবলী, আজসাবস্বতকারিকা প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণবলান্ত্রগ্রন্থ সমৃহ্ব আলোচনা করিলেই ইহার সভ্যতা সম্যৃক্ উপ্লব্ধি হইবে। (১)

বৌদ্ধধন্মও দেহতত্ব সাধনার বিবরণ পাওয়া যায়। তত্ত্বে যেমন মলাধার, স্বাণিষ্ঠান মণিপুর প্রভৃতি চক্রভেদ করিয়া কুওলিনীর সহস্রার চক্রে যাওয়ার কথা আছে, বৌষশাল্পেও দেইরপ প্রমূদিতা, বিমল, প্রভাকণী, অবিশ্বতী, সহবজ্বা, অধিমুগা, হুবঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী, ধশ্মেঘা নামে স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া বোধিচিত্তের নির্বাণলাভের বিবৰণ পাওয়া যায়। বুদ্ধোপাদ্ধ 'অনাপানমুতি' যোগভদ্ৰোক্ত প্রাণায়ামের নামান্তর মাত্র। প্রাণায়ামের ক্রায় 'অনাপানম্ভিতেও' নিশাস-প্রশাসের প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া কতকগুলি নিদিষ্ট বিষয়ের ভাবনা করিতে হয়। বৌদ্ধদের অশুভ ভাবনার মধ্যে এক প্রকার গুট সাধনা আছে, তাহার নাম ক্সিন বা কুস্নায়তন। এই সাধনার সময় বে দশ বস্তুর প্রতি মন:সংযোগ পূর্বাক ভাবনা করিতে হয়, তাহাদের নাম। হথা—মুৎ, বারি, অগ্নি, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, খেত, আলোক এবং শৃত্য বা ব্যোম ভাবনা। তত্ত্বাক্ত চক্রসমূহের মুলাধারকে পৃথীচক্র বা পৃথিবীর স্থান, স্বাধিষ্ঠানকে জলের স্থান, মণিপুৰকে অগ্নির স্থান, অনাহতকে বায়ুব স্থান, বিভদ্ধ চক্রকে আকাশের স্থান বলা হয়। বৌদ্ধগণের এই ক্সিন বা কুলায়তন ষোগতরের ভূতজন্ম বা ভূতজন্ধি প্রক্রিয়ার সহিত এক ও অভিন্ন। মৃং, বারি, অগ্নি প্রভৃতি ভৃতসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করা হয় সেইগুলিকে জয় করিবার জয় । ষ্ট্চফ্র-সাধনাও ভৃতগুলিকে জয় করার সাবনা। ভূতসন্হকে জয় করিয়া তত্ত্বে উপনীত হৎয়াই কুণ্ডলিনী সাধনার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদের 'ওঁ মণিপদ্মে ছ''—এই পবিত্র মন্ত্র ওল্লের ষ্ঠায় মণিপুৰচক্ৰে 'হু' বীজ ভাৰনা কৰা বাহুতি অন্ত কিছুই নহে।

তিকতের লামাদেব মধ্যে এখনও কুণ্ডলিনী-সাধনসম্পন্ন মহাপুক্ষ দেখা যায়। (২) বদবিকাশ্রমেন ওপারে তুষাররাজ্যে চক্রতাথ' নামক স্থানে অলকানলা তীরে আমার পূর্বজন্মের স্তর্কৃতি বলে আমি এক উলঙ্গ মহাপুক্ষের সাক্ষাৎকার লাভ করি। তিনি মৌনী ছিলেন। পেই কুণ্ডলিনী-সাধনসম্পন্ন সমাধিবান্ মহাযোগীর ফলেকের সংম্পাশে জীবন আমার ধক্ত হইয়াছে। এই সদা-সমাধিস্থ মহাযোগী পূর্ব্বে তিব্বতের 'থৈলং' মঠের লামা ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর সত্যই বলিয়াছেন,—"ক্ষণমিহ সক্ষনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরতে নৌকা।"

বুদ্দদেব স্বয়ং যোগভাষ্ক্রোক্ত গেচরীমুক্তা ও ভস্ত্রাথ। কুন্তকের অভ্যাস কবিয়াছিলেন। স্বকীয় খেচরীমুক্তা অভ্যাস >ম্বন্ধে মহাসভ্যক্ত্রে বুদ্দদেব বলিয়াছেন;—"আমি দন্তে দস্ত চাপিয়া ভিহ্বা ধাবা তালু স্পর্শ কবিয়া চিত্তের দায়া চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিগীড়িত ও

P. P. (29-33)

অভিসম্ভপ্ত করি। তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বাভ্মূল) হইতে ঘর্মা নির্গত হয়। যেমন কোন বলবান পুরুষ তুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিগীড়িত ও অভিসম্ভপ্ত করে, তেমন কক্ষে দস্ত দস্ত । গিপায়, ভিহ্না ঘারা তালু স্পাশ করিয়া চিত্তের হারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিগীড়িত ও অভিসম্ভপ্ত কবিলে আমার কক্ষ হইতে ঘর্মা নির্গত হয়। আমার বীষ্য আরক্ষ হয়। যাহা শিথিল হইবার নহে, খাত উপস্থাপিত হয়, বাহা সংমৃত্ হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন প্রশান্ত হয়।

উদ্গৃত উভিতে বৃদ্দেব খেচরীয়ুসা অবল্যনের কথাই ব**লিয়াছেন।** বাহার সাহায্যে তিনি দীর্থ হয় বৎসর ব্যাপিয়া অন্শনে ও **অনিকার** হঠযোগাভ্যাসে নিরত থাকিতে পারিয়াছিলেন।

এই খেচনীমুদ্রার তালুমূলে ভিছ্বা সংলগ্ন করিয়া থাকার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইতে করিত স্থা সমাধি-মগ্ন ব্যক্তির জীবনীশক্তি অব্যাহত বাধিতে পারে। যোগশিখোপনিষদের ৫ম অধ্যার, ৩১-৪৩ শ্লোকে খেচনীমুদ্রা সম্পর্কে নিয়োদ্ধত বর্ণনা প্রদত্ত হইরাছে:

"কঠং সংকোচয়েং কিঞ্চিং বন্ধো জালদ্ধরে। স্থাম্।
বন্ধয়েং থেচরীমূলাং চূচ্চিন্ত: সমাহিত: ।
কপালবিবরে ভিন্তবা প্রবিষ্ঠা বিপরতিগা।
ক্রেবানন্তর্গতা দৃষ্টিমূলা ভবতি থেচরী।
থেচয়া মূলিত: যেন বিবরং লন্ধিকান্ধত:।
ন পাঁযুবং পতত্যগ্রো ন চ বায়ুং প্রধাবতি।
ন কুষ্। ন ত্যা নিলা নিবালত: প্রজায়তে।
ন চ মূহ্যভিবেত্ত যো মূলাং বেতি থেচরীমূ।"

এই খেচরীমূলায় সমাধিমগ্ন ব্যক্তির ভীবনীশন্তিই যে **ওধু অব্যাহত** বাথে, তাহা নহে; থোগের চরম উদ্দেশ্য চিত্তলয় জন্ম অনি**র্কানীয়** আনন্দেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে;—

শ্ভীশাস্থব্যাশ্চ থেচর্যা অবস্থাধামভেদত: । ভবেচিত্তলয়ানদঃ শুন্তে চিৎস্থবর্গপিণি।

"অবস্থিতি স্থলের ভেদেই শান্তবী ও খেচরীমূলার ভেদ হইরা থাকে। শান্তবীমূলার বাহাদৃষ্টিতে অবস্থিতি এবং খেচরীমূলার জনধ্যে দৃষ্টি রাথিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। শান্তবীমূলার ভাবনা-স্থান স্থান্য, খেচবীমূলার জনধ্য। কেবল অবস্থিতি-শান্তবাই শান্তবীমূলা ও খেচবীমূলার ভেদ। পরস্ক, উক্ত মূলাম্বরে চিত্তবার জন্ম আনন্দের কোন ভেদ দৃষ্ট ইয়না।

উক্ত মহাসত্যক পুত্রে বৃদ্ধদেববর্ণিত অপ্রাণক বা খাসপ্রখাস রহিছ ধ্যান যোগতল্পশাল্রের কৃষ্ণক প্রক্রিয়ারই নামান্তর মাত্র। উক্ত পুত্রে তিনি ভল্লাথ্য কৃষ্ণকের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্যুত্ত হইল;— আমি মুখে ও নাসিকায় খাসপ্রখাস কদ্দ করি। আমার মুখে ও নাসিকায় খাসপ্রখাস কদ্দ হওয়ায় কর্ণরদ্ধ, দিয়া নির্গত বায়ুর অভ্যবিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। যেমন কামারের গর্গরা (ভল্লা, জাতা হাপর) হইতে বায়ু নির্গত হইলে অধিক মাত্রায় শব্দ হয়, তেমন মুখে ও নাসিকায় খাসপ্রখাস কদ্দ হওয়ায় কর্ণরদ্ধ, দিয়া নির্গত বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হয়, বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হয়তে থাকে।

যোগশিখা ও যোগকুওলী উপনিষদ্ এবং হঠযোগপ্ৰদীপিকার

জলাধা ক্ষাক্তৰ নিৰোদ্যত বৰ্ণনা দুষ্ট হব :—

১। এ সম্বন্ধে বাঁহারা বিশেষ জ্ঞানিতে চাঙেন, তাঁহারা ১৩৫°, অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বস্ত্রমতীতে প্রকাশিত মলিথিত 'গ>জিয়া সাধন' প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

<sup>ং</sup> পের—'With Mystics and Magicians in Tibet' by Alexandra David Neel.

<sup>(</sup>Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England.)

শুৰেন বায়ুং সংগৃহ্য প্ৰাণবন্ধে । বীতলীকরণং চেদং হস্তি পিতং কুখাং তৃষাম্। স্তনবোরধ ভল্লেব লোহকারত বেগত:।

( যোগশিখা, ১ম জ:, ৯৫-৯৬ লো: )

"ববৈধৰ লোহকারাণাং ভন্ত্যা বেগেন চাল্যতে । তবৈধৰ স্বশ্বীরস্থং চালয়েং প্ৰনং শনৈঃ ॥"

(বোগকুগুলী ১ম ছঃ ৩৪-৩৫ শ্লো ও হঠবোগপ্ৰদীপিকা) হঠবোগপ্ৰদীপিকা এবং প্ৰাণতোগণী তল্কে বলা হইয়াছে বে,

**ভদ্বাখ্যকুস্ত**কের ফলে কুগুলিনী জাগরণ হয়। যথা ;—

"ৰাতপিভ্ৰেমহরং শ্রীরাগ্নিবিব্দ্নম্।

क्ञनीर्वाधनकरक ज्ञावद्यः छज्नः छि ।

जन्मनाषीप्रत्थं मः इरः करुन्नः महानामनम् !

সমাজ,মাত্রং সমূদ্র্তং গ্রন্থিত্রয়বিভেদনম্। বিশেষণের কর্তব্যং ভক্তাথ্যং কুম্ককন্তিদম্।

বৃদ্ধদেব বথন ভস্তাথ্য কৃষ্ণদেব অভ্যাস কবিংছিলেন, তথন নিশ্চমই তাঁহার কু গুলিনী জাগ্রত হইয়াছিল। এই সকল কারণেই আচার্ব্য শঙ্কর তাঁহার দশাবভারস্তোত্রে বৃদ্ধদেবকে 'বোগিনাং চক্রবন্তী' বিলিয়া অভিথিত কবিয়াছেন।

মহাত্মা ক্বীর দাসের ধর্ম সাধনায়ও এই বট্চক্র সাধনার উল্লেখ পাওরা যায়। ক্বীর বলিয়াছেন ;—

"উলট্ভ প্ৰন ৮ক বট্ভেদে প্ৰরতি স্থন্ন অনুবাগী। আহিব ন জাই মহৈব ন জাহৈব তান্ত থোজ বৈবাগী।"

বাউন সম্প্রদায়ের সাধনাও ম্লতঃ এই ষট্চক্র ভেদ দেহতত্ত্ব

সাধনা। বাউস বলিতেছেন ;—

"পর অর্থে পরম ঈশ্বর আত্মারূপে করে বিহার

বিদল বারামধানা, শতদল সহস্রদলে অনস্ত করুণা।"

সংনামী সম্প্রদায়ের গুড় সাধনতত্ত্ব এই ষ্ট্চক্র সাধনা ব্যতীত

অন্ত আর কিছুই নহে। যথা;—

"অশ্ব থোঁজ মিলে সো জানী।

নীচে খুল মৃগ হৈ উ চৈ অন্ভো অকত কহানি।

সাত্ৰীপ নৌখণ্ড মা সোহং সোধর সম্ভন জানি।

শাল্লে থেমন দেহমধ্যে সপ্ত ভূমিকার ( চক্রের ) কথা আছে, সং-নামী সাধকও সেইরূপ দেহমধ্যে সপ্তত্তীপের (চক্রের) কল্পনা করিয়াছেন।

জৈন সাধক চিদানন্দের পদাবলীতেও ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুয়া এবং ষট,চক্ষের উল্লেখ দেখা বাব। বধা ,—

"ইঙ্গলা পিঙ্গলা স্থমনা সাধকে,

অৰুণ প্ৰতিথী প্ৰেম পৰ্গারী;

वक्रनाम यप्रक्रिक्टलम्बर्क,

দশমদার শুভজোতি জগিরী।

মুসলমান দরবেশ ও ফ্কিরদের মধ্যেও এই সাধন-তত্ত্বের অঞ্নীলন দৃষ্ট হর। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে বাউল সম্প্রদারের অভ্যন্ত্ ক বলিরা ধরা হয়। ফ্কির বলিতেছেন;—

"চেয়ে দেখ নয়নে

বড়ের ( শরীরের ) কোথা মকুকা মদিনা।

"আছে আদ'মক্কা এই মানব দেহে

দেখনারে মন ভেরে

দেশ দেশাস্তবে দৌড়িয়ে এবার মরিস কেন হাঁপিয়ে।

**( লালন ফ**(কুর)

লালন ফকিরের গানে দেহমধাস্থ পদ্ম বা চক্রসমূহেরও উল্লেখ দেখা যায়। যথা;—

"অচিন দলে বসতি ঘর, দিদল পদ্মে 'বারাম' তার।"

শাহ হোদেনের শিষ্য দৈয়দ স্থলতান নামক এক জন মুসলমান সাধুব রচিত 'জ্ঞান-প্রদীপ' গ্রন্থে আছে ;—

> "মংগতে শুষুয়া নাড়ী সর্বনধ্যে সার। আতাশক্তি আরাধিবার সেই সে দার। পুরকে পুরিয়া বায়ু করিব স্থাপন। স্চীমূথে স্ত যেন করে প্রবেশন। ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায় করিব উদ্ধঘাট। ছাটন ছাটিয়া যেন করা এ প্রকট। তিনতিহনীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক। না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ। সন্ধি পাই দেই বায়ু করিব প্রবেশ। করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ। স্থনিতে স্থনিতে ধ্বনি স্থির হৈল মন। যত সব জ্ঞানী দেখ সেই মহাধন। সেই ধ্বনি মধ্যেতে যে ক্যোতি চিনি লৈব। তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিং ছেব। তবে সেই জ্যোভিতে মনের হৈব লয়। সেই সে প্রভার পরা জানিফ নিশ্চয়।"

সৈয়দ অলতান তাঁহার গচিত অক্ত একথানি যোগপ্রান্থ বট্চক্রে বড় ঋতুর কল্পনা করিয়াছেন। (অবশ্য চক্রসমূহে ঋতুওলির কলনা যোগতল্ত-শাস্তাদিতেও দৃষ্ট হয়।) যথা;—

"আর এক শুন তুমি অপরণ কথা।

য়ড় ঋতু বসতি করএ যথা তথা।

আধার চক্রে ত গ্রীম ঋতুর উদয়।

অধিষ্ঠান চক্রে ত বরিসা নিশ্চয়।

অনাহত চক্রে ত শরৎ ঋতু বৈসে।

বিশুদ্ধি চক্রে ত জান শিশির প্রকাশে।

মণিপুর চক্রে ত হেমস্ত ঋতু বৈসে।

আজ্ঞা চক্রে ত জান বসন্ত প্রকাশে।

আজ্ঞা চক্রে ত জান বসন্ত প্রকাশে।

ইত্যাদি

মুদ্দমানী বাঙ্গালায় লেখা 'তন্-তেলাওত' বা ভত্নাধন নামে একথানি বোগগ্ৰন্থ আছে। বোগতত্ত্বের বট্চক্র সাধনা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। যথা ;—

নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন।
যোগেতে কহি এ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমস্ত বায়ু বৈদে অবিশ্রাম।
ইম্রাফিল ফিবিস্তা তাহাতে অধিকার।
নাসিকা নিবন্ধি জান হয়ার তাহার।
তাহার খাটান জান কেকুসার স্থান।

দিনে চুবারিস হাজাব শোরাস বর ।

ঘটমধাে রাখি বাবি ( বায়ু ? ) বেল মতে বর ।

ঘাবতে পবন আছে, তাবতে জীবন !

পবন ঘটিলে হয় জবশা মবণ ।

নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব ।
কঠে ত টিপ দিয়া নিয়মে বহিব ।
বাম উরুপবে দক্ষিণ পদ তুলি ।

নাসাতে হেরিব দৃষ্টি ছই আখি মেলি ।
তবে ঘট হতে শোরাস বাহিব হৈব ।

যে হেন কচুব পত্র বরণ দেখিব ।
তার মধ্যে মৃত্তি এক হৈব দরশন ।

দেই মৃত্তি আগুমার জানিও বরণ ।

আলি রাজা ওবফে কানু ফকির র'চত 'জ্ঞানদাগর' নামক একটি গ্রন্থে যোগশান্ত্রীয় অনেক কথা আছে। যথা ;—

"পুশণ কোরাণ বেদ জথ নাম ধরে।
সব হ'তে সারতত্ত জে ধর্বনি নিঃসরে।
'অনাহত' শব্দ বথা সেলাম ওঁল্লার।
গুরু বিষ্ নাই তার গোপন প্রচার।
প্রথমে পরম ওরু স্ক হয় জার।
গুরু স্ক ইইলে সে ধ্বনি স্ক হএ।
ধ্বনি তক্ক হইলে সক্ক হইব হৃদয়।
ওঁল্লার সাধন হৈলে নিশ্বলতা মন।
নিশ্বল হইলে মন স্ক হয় তন।
কাএ আর সাধন অক্ক হএ জে স্বার।
প্রত্র পরম পদ স্ক হএ তার।

বাঙ্গালায় প্রচলিত মুসলমানগণের 'মুর্শীদী' গানগুলির মধ্যেও দেহতত্ব বা ষ্ট্চক্র সাধনার বিষয় দৃষ্ট হয়। যথা;— "মানব দেহের ভেদ জানিয়ে কর সাধনা— দেল্ কোরাণ না হ'লে পরে আয়াত্ত

কোরাণ কেউ পড়ে না।

দেখ মুখেতে 'মিম' হরফ্ এলো 'হে-জে'

मारक ছिन,

'তে-স্নে' ছই কান গেল, 'আইন-গইন' এই ছই নৱন। অধ্বযুগল 'লাম্মীম' সব্ব অঙ্গে 'অলেফের'

আর 'শিন'—

ছই বাজুতে 'সিন্' আর 'শিন্' মুখেতে

'বে' ব গঠনা,

'লাম-আলিফ ছাকিনখানি 'ছদ' 'ওয়াও'

কণ্ঠেতে জানি।

'জীমে' হয় জিকেরের ধ্বনি 'হেঁতে

হাড়ের গঠনা

'দে' ফাক্সায় পানিপোরা 'কাদে'তে
'বড়কাফ্' নাভিতে জোড়া যেথা দমের ঠিকানা;
'নক্সৃ'তে 'নু' হরফ এলো টিমারি 'হাম্ঙা' জারো,
'ঘাল্ জাল্, তুই জানুর পবেও
দলিলে তার নিশানা।
মানবদেহের ভেদ জানিয়ে কর সাধনা।"
মোসলেম ফ্কিরের অন্ত একটি ভাবগানে আছে;

\*কুস্তুকে সাধন কর আমার মন চইবে দমন

কাম আদি রিপুগণ।

এই নবদার ঘরে তালাকুলি মেরে

কুস্থকে দম পুরে ডাক নিরঞ্জন।"

বাঙ্গালী মুসলমানের দেহতত্ত্ব বা ষ্ট্চক্র সাধনা সন্থন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচনা করা হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় বে, ধন্মসাধনার রাহস্তিক জগতে বাঙ্গালা িন্দু ও মুসলমান ক্রমণ: এক লক্ষ্য ও এক পথে আসিয়া দাঁডাইয়াছে। এই রাহস্তিক তত্ত্বিভা অনুশীলনে হিন্দু এবং মুসলমান জাতির গণ্ডী ভূলিয়া গিয়া এক লক্ষ্যে পৌচাইবার জন্ম একই পথে যাত্রা করিয়াছে।

মৌলবী মোহাম্মদ আবহুল করিম মরত্বম প্রশীত "এরপাদে থালেকীয়া" বা 'থোদাপ্রাপ্তিতত্ত্ব' নামে মুসলমানী বাঙ্গালাভাষার লেখা একটি বোগগ্রন্থ আছে। 'অভ্তনামা' নামক আর একটি বোগতাত্ত্বিক গ্রন্থও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।

ইউরোপে বোগিগণ বহুত্য গদী নামে অভিনিত। বহু প্রাচীন কাল হটতে ইউরোপে বহুত্যবাদের অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপের এই ধবণের এক গোপনীয় বহুত্যবাদী সম্প্রদায়কে Rosicrucian Society বলিত।(১) শোনা বার, এই সম্প্রদায়ভুক্ত বোগিগণ গোলাপী বডের ক্রশ-চিহ্ন ধান করিতেন ও গভীর রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া গোপনীয় অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ধ করিতেন।

মধ্যমূপে ইউরোপীয়গণ বহু বহুত্যবাদী যোগীকে জীবন্ধ পোড়াইরা এবং অন্থ বিবিধ নির্দ্ধর উপায় অবলম্বন করত বন্ধা দিয়া মারিরা ফেলিয়াছিল। ঈদৃশ পরিস্থিতির জন্মই ইউরোপে বহুত্যবাদের প্রসার বেশী ঘটে নাই। বর্তমানে পাশ্চান্তা দেশসমূহে এই বহুত্যবিভাব প্রাতি অনুবাগ যেন ক্রমশ: বন্ধিত ইউতেছে।

১। দেখুন—The Rosicrucian Cosmo Conception, or Mystic Christianity—by Heindel Max.



ত্রীভাষর কালীপ্রতিমা গড়কিল ভার বাইবের
চালা-বরটির দাওয়ার
বোদে। দা ও য়াটি
বেশ চওড়া, চার
দিকের আলো এসে
পড়েছে। আশে পাশে
না জন্ম র ফা ম গুলি
সালানো। চালাটির
পিছনে একটি দরজা,
বাড়ীর ভিতরে এই
করজা দিরে বাভারাত



চলে। সামনে এক ফালি জমি, তার পরেই গ্রামের রাস্তা। বাটের কোঠার পড়কোও পীতাশ্বরের দেহ এখনো ভেকে পড়েনি—দীর্ঘ সরল দেহযার দিব্যি মঙ্গবৃত, মনটিও বেশ নির্মল আর স্নেহপ্রবাণ, সহজেই পলে বার; কিন্তু অতি-বড় কোন প্রিয়ন্তনও যদি তার মতের বিক্লমে কিছু বলে বা করে, তাহলেই এই স্নেহময় মামুরটি এক লহমায় একেবারে অগ্রিমৃত্তি হয়ে ওঠে। এর ফলে, এমন অনেক অনর্থও ভাকে পোহাতে হয় বে কহতব্য নয়।

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রতিমার বায়না নিয়ে যা-তা করে কাজ চালিয়ে দেবার পাত্রই নয় পিতাশ্বর । প্রতি প্রতিমাথানি সে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে, তাভেই তার আনন্দ । পীতাশ্বর ব্রাহ্মণ, গুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ । শুন্তরাং ধ্যানমূর্ত্তির সঙ্গে মিলিয়ে সে স্তিয়কারের প্রতিমাই গড়ে, এ ব্যাপারে অভিমাত্রায় রহ্মণনীল সে । আটের নামে কেই ভাকে এ পর্যান্ত আদর্শ-ভ্রষ্ট করতে পাতেনি, আর এদিক্ দিয়ে আর্থিক ক্ষতিকেও সে দৃক্পাত করেনি । কাছেই ভার এই শেশাটি রাভিমত সাধনার মত হয়ে আয়ের প্রথও অনেকথানি বাধার স্ক্টি করেছে।

আজ পীতাম্বরের মনটি প্রসন্নতার ভরে উঠেছে। ধুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে একটানা এককণ কাজ করে প্রতিমার চকুদান করে নিশ্চিম্ব হারেছে সে। গুন্ গুন্ করে একটি প্রাসঙ্গিক রাম্প্রাদী গান গাইতে গাইতে নিবিষ্ট মনে তুলি চালাছিল, হাতের কাজটি শেব হোতে তুলিটি তুলে ভাবমর দৃষ্টিতে প্রতিমার সমুজ্জল মুখখানির পানে তাকাতে তার মুখখানিও আনন্দে ভরে গেল—জগমাতার ধ্যানমূর্ত্তির প্রতিবিশ্বই ফুটিরে তুলেছে সে। এককণে তার ছুটি, এখন সে নিশ্চিম্ব। স্লিশ্ধ স্বরে জোর গলার ডাকল: মারা, মারা, কোথার রে ?

ভিতর থেকে মায়া উত্তর দিল: এই বে বাবা, কেন ?

পীতাম্ব : দেখে যা মা—মারের প্রতিমায় চকুদান করেছি, মনের মতন প্রতিমাই গড়েছি রে! অমনি তামাকটা সেকে আনিসু মা! বাহিরের চালার ওদিকে বাড়ীর ভিতরে চুকলে প্রথমেই পড়ে পীতাম্বরের শয়ন-বর। তার একমাত্র কলা চতুর্দশী তরুণী মারা তথন লানাস্তে সবেমাত্র ঘরে চুকেছে, পরনে ডুবে শাড়ী, ভিজে চুল-ভালি পিঠে পড়েছে, কাঁখে জলভরা কলসা।

খবের এক-বাবে ছোট একটি জলচৌকির উপর ভরা কলসীটি রাখতে রাখতে মারা সোলাসে বল্ল: নেবে এসেছি বাবা, কালভুখানা জেনেই বাহিন। আল্না থেকে কাপড়খানি নিডে হাত বাছিরেছে, এমন সরহ সেই ঘরখানির পিছনে বাগান থেকে অঞ্জকটের অন্তকরণে একট বিক্রত ঘর শোনা গেল: মা—রা!

মারার স্বাস্থ্যাত্মল প্রকার মুখখানা আমনি বিরম্ভিতে বিচ্ন হরে উঠলো, কাপড়খানা টেনে নিরে বল্লো: আবার সেই হারাড়ে ছাগলটা বুঝি এসেছে? গাড়া, আজ ঠেডিরে ভোর ছাল্থানা ছাড়াছ্যি—

কিন্তু জানলার দিকে ছ'পা এগিয়েই দেখে—আওরাজটা ছাগলের
নয়—একটি ছেলের। মায়ার চেয়ে বছর পাঁচেক বছ, দিবি হুঞ্জী
ক্ষুন্দর বাড়ক্ত ও বলিষ্ঠ গড়নের সেই ছেলেটি জানালার গরাদে,ধর
দাঁড়িয়ে—চোখ-মুখ দিরে কৌতুক হাসি মেন ঠিক্রে পড়ছে মায়ার
দিকে।

দেখেই মায়ার মুখেও হাসি ফুটে উঠছিল, কিছ সজে সঙ্গে কণ্ট কোপে মুখখানি বৈকিয়ে মুখের হাসিটুকু চাপবার বার্থ চেটা করে বলে উঠলো সে: গাঁড়াতো রে, ছাগলটার কান ধরে বিদেয় করি, রোচ রোজ চুরি করে বাগানে ঢোকা বা'ব করি!

ছেলেটির নাম মূগেন। পাড়া-প্রতিবাসী যাদব রায়েব ছেলে। গরাদের কাঁক দিয়ে কানটা বাড়িয়ে দিয়েই সে হাসিমুখে বকলো। ঐ হাতে ধরা দেবার জন্মেই ত রাত-দিন আনাচে কানাচে ঘূরে বেড়াই, কিন্তু ধরা ত দূরের কথা, দেখাই পাই না যে ছ'দশু কথা কই!

মায়া জোর করেই যেন সহাত্ত মুখখানাকে শক্ত করে এবট্ ভারিকি ভাবেই বললো: খুব হোয়েছে— জার বাত্তার চংয়ে কথা কইতে হবে না মশাই! বাত-দিন বাত্তার পালা লিখে লিখে সব সময়ই বেন বাত্তার ফ্রান্টো চলেছে। এদিকে বাত্তা, ও ধারে মনসার পালা, বাবা বে বাবা!

মনসার পালার নামেই বেন ছেলেটির পিলে চমকে গেল তর, বলে উঠলো সে: ভোমার ছোড়দা, মানে ঐ অভুলদা বাড়ী আছে নাকি?

ছেলেটির তর দেখে মেরেটির মূখে উঠলো হাসির ঝিলিক, কিছ ছেলেটির চোখে সে হাসি যাতে না পড়ে এমন কোশলে চেপে সে কণট গছীর ভাবে বললো: আছে বোলে! দেখ না ওদিকে গিয়ে! ভোমারই ত থোঁজ করছিল। দেখতে পেলে না কি তেই প্রাই বলেই সে হাতথানি তুলে মারবার ইঞ্জিত করলো।

শুনেই মুগান্ধ মুখখানা চুণ করে বললো: তবে আমি বাই। মুগোন গরাদে ছেড়ে নামছিল, কিন্তু মায়া এগিয়ে গিয়ে <sup>হাতখানা</sup> : খণ, করে ধরে বললো: কাকাবাবু বেছে বেছে নাম রেখেছে <sup>মুগ</sup>ু



ঠিক হোরেছে; **আমি হোলে আরো একটু** এগিরে বেতুম, নাম রাখতুম—ভ্যাড়া।

মুখখানা আর একটু বাছিরে মুগেন বললো: ভোমার কাছে ত ভেড়া হাংই আছি, ভাতে ত লজা নেই মায়া! কিন্তু তোমার ঐ ছোড়দার চাটনি প্রাভাৱে ইতে পারি না—আছা মায়া, ভোমার বড়দাত ও-রকম নয়!

বছদার নামে একটু উচ্চুদিত হুরেই মারা বছলো: বছদা আমাদের দেবতা, তা ছাড়া তিনিও তোমাকে চিনেছেন ঠিক আমার মতন করে…

চোগ হ'টো বড়ো করে মূগেন বললো: ভার মানে, ভোমার মতন তিনিও ভেবেছেন হে আমি একটা ভাড়ো ?

মূখ টিপে হেদে মায়া বললো: নৈলে ভোমাকে অভ ভালোবাসেন! উৎসাহিত হয়ে মূগেন বলে উঠকো: সভ্যি মায়া, গোকুল দা' আমাকে ভারি ভালবাসেন, দেখলেই হেদে কথা বলেন; কিছ অতুলদা'র কথা আর বোল না—দেখলেই এমনি চোখ-মুখ করে, যেন আমি চোর! আর কানাই এলে আহ্লোদে অমনি আটখানা। সেটাও এসে জুটেছে ত ওঁর ঘরে?

মুখখানা মচকে মারা বললো: কে রাখে ঐ হতচ্ছাড়া ব্যাটে টোডাব খবর, দেখলেই আমার গা বলে যায়—

থ্সি হয়ে গলার একটু বেশী ভোর দিয়ে মৃগোন বললো: ঠিক বলেছ, ঐ ছোঁড়াই ভ যভ নটের গোড়া, তোমার ছোড়দাকে লাগায় আমার নামে—

মুখ-চোথ ও হাতের ভক্তিতে ইক্সিত করে চাপা গলায় মায়া বলে ওঠে এই সময়: টেচিও না, বাবা ও-ঘরে ঠাকুর গড়ছেন।—এ বাঃ, বাবা বে তামাক চাইলেন, আর এমনি ভূমি ছুঠু, কাপড়খানাও হাড়বার সময় দিলে না—কাড়াও, আসছি।

বাইরের ঘরে প্রতিমার সামনে বসে পীতাশ্বর। চেয়ে চেয়ে দথচে এখনো কোথাও কোন খুঁত আছে কি না। কিছু কোন ক্রটি । দেখে পুসিতে মনটি ভরে গোছে—গানের স্বরটি ভাঁজতে ভাঁজতে ভাঁজতে হোর সরা-ভূলি ভূলে কুলুজীর উপরে রাখতে গেছে, এমন সময় থতে পেল—রাস্তা দিয়ে বাদব বার হন্ হন্ করে চলেছে। পীতাশ্বর দিল: বাদব না কি হে? বলি, দেখতেই বে পাই না আজ্বা । চলেছ কোথার ?

ধাদব রার শুতিবাদী এবং স্বস্লাতি। বরুদে শীতাখরের চেয়ে ৪ বছর ছোটই হবে। ডাক শুনে থমকে দাঁড়িরে তার পর গ্রথরের বাড়ীর হাতার চুকতে চুকতে বললো: জার বল কেন? বু বাগ্দী বেটার কাছে থাজনার তাগিদে চলিছি। নামে সভ্যা কি হবে—বেটা মিথ্যের ধাড়ি—সাক্ষাৎ কলি। তিন দিন ধরেছি, তবু তার চুলের টিকিটির ধোজ নেই।

পীতাম্বর হেসে বললো: জাবে এসো এসো, একটু স্বভূক খেরে বসো।

লাও, ছটো টান মেরেই বাই । • • বলতে বলতে তালগাছের দিয়ে বাধা পৈইটে দিয়ে বাদৰ লাওৱাটির উপরে উঠে এলো। বিষ বেতের মোড়াটি আগিরে দিতেই বলে পড়লো তার ওপর। বরও বলল তার চৌকিতে। বলত বলতেই বলল লে তোমরা বেশ আছু ভাই। টাকা•••সম্পত্তি•••খাজনা•••এক গাছ আশা। তা, পাওনাটা কত ।

বাদব: সে কথা আব বল কেন। এক টাকা তিন আন। আড়াই পাই—এই আদার করতে তিন দিনে পারের চামড়া উঠে গেল!

পীতাম্বর: ও, তাহলে ত মন্ত সম্পত্তি হে! উঠে-পড়ে **লেগে** যাও।

যাদব: তুমি ত ঠাটা করবেই হে! কিছ টাকা-কড়ির ব্যাপারে তিল কুড়িয়ে যে তাল করতে হয়—এ জ্ঞানটুকু তোমার থাকলে ও-স্ব ছেড়ে-ছুড়ে পুতৃল তৈরী কর!

পীতাম্ব: কি বললে ? আমি কি তৈরী করি ?

যাদব: আরে—আরে, চট কেন ? বলি, সংসারধর্ম করতে হলে আয়টায় বাড়াবার দিকেও ত একটু নজর দিতে হয়! এই বে ঝোকের বশে অতবড় বায়নাটা সেদিন ছেড়ে দিলে, বলি কালটা কি শ্ব ভালো করেছিলে ?

পীতাম্বর: বাও, বাও—তোমার তাগাদায় বাও, **আর বভূতা** দিতে হবে না।

যাদব: আমার কি বল না, তোমার ভালোর জন্মই বলি।
আমান মূগকে ত আর তোমার মেরের আশার ফেলে রাখতে পারিনে।
তার বিরেব ত চেঠা করতে হবে। আর, ভোমার মেরেটারও একটা
গতি করতে হবে না কি ?

ঠিক এই সময় কলকের ফুঁদিতে দিতে মারা বাপের **ছঁকাটি**নেবার জন্তে বাইরের চালাঘরে আসছিল, সলোপগুলি শুনতে পেরেই
দরজার আড়ালে থমকে দাঁড়ালো। কান ছ'টি ভার বাইরের ছই
শ্রমাভাজনের কথোপকখনে নিবিষ্ট গোল।

পীত চৰ: সে ব্যবস্থা আমি না করেছি না কি ? ঐ তালতলার বন্দের ছ' বিঘে লাখরাজ ঝেড়ে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব। তোমার পানের টাকা কটার-গণ্ডার পোলেই ত হোল! সে ছ'শো টাকা আমার জোগাত করাই আছে।



( কথা-চিত্ৰ )

### **बीयिगान रत्नाप्राप्राय**

যাদব: বেশ, তা হলেই হোল। কৈ, ভোমার ওড়ুক কোথায় হে ?

পীভাষর : রোস না— মাহা সেজে আনচে, নেয়ে এসে কাপড় ছাড়ছিল কি না া—বলেই সে আর একবার মেয়ের নাম ধরে ডাক ছিল: আ মা মায়া—হোল রে?

খাদ্ধা ভখন হাভ ৰাড়িয়ে এঁদের অলক্ষ্যে দেওৱালে বেলিলো

· ছ কাটি নিম্নে ভাড়াভাড়ি জল ফেলে ভরতে লাগলো—সাজা
কলকেটি ভিতরের দিকের দেওয়ালের গারে ছোট একটি
কুলুদ্ধিতে রেখে। সেথান থেকেই সাড়া দিল: হোয়েছে বাবা,
নিম্নে বাছিঃ

বাদব: আমি বলছিলাম নিশ্চিন্তিপুবের সেই বারনাটা নাও; এখনো আমার হাতে, বল তো কালই পাকা করে ফেলি। এতে পাবে হ'শো টাকা, তোমার ঐ হ' বিঘে লাখরাক্স আর বেচতে হয় না—

পীতাছব: না—না—না—টাকাটাই আমার রক্তমাংস নর তোমার
মতন; টাকার জল্পে ওদের ত্রুম মতন ঐ তোমার কি বলে—
'ওরিরেন,' না 'এরিরেন্টো'— আমি ওসব গড়তে পারবো না। ঠাকুব'প্রবাকে নিয়ে 'এয়াকি ?' সে আমি করতে পারবো না। মাজা

সঙ্গ হবে, ঘাড় দোলানো হবে, হাত গাছের ভাল-পালার মতন
একে বেঁকে থাকবে—না, না, ওসব আমার ঘারায় হবে না যাদব!
মারের মৃত্তি গড়ি বলে টাকার জল্পে ও-রক্ম নোরোমী করতে পারব
লা আমি।

বাদব: কেন পারবে না তনি ? আর সকলেই ত এখনকার প্রকৃষ মত্তই ঠাকুর গড়ছে।

পীতাশ্বর: ওরা গড়ে বলে আমাকেও গড়তে হবে ? জানো,
আমি ধ্যানে বা দেখি তাই গড়ি, কাকর পছল বা ফরমাসের কোনো
ভোরাকাই রাখি না। আমি আমার আদশ হারাব না। খবরদার
বলহি, বার দিগর আমার সামনে আর ও-কথা বোল না।

বাদব: ও! আদশ। ধান। ধেড়ে মেরে যার গলার, ভার মুখে ওসব কথা থাটে না। যাদের টাকা আছে বড় বড় বুলি ঝাড়া তাদেরই সাজে। আহা ধ্যানের কি মৃত্তিই গড়েছেন—দশ টাকা দিরেও কেউ নেবে না…

পীতাশ্ব: কি! আমার সাধনার অপমান! যত বড় মুথ
নয় ভত বড় কথা! বাও তুমি—আমার মেয়ের বিয়ে ভোমার ঘরে
আমি দেব না—কথ্খনো না—বাও, বাঙ, যে মন্ত তশীল করতে
বাছিলে দেইখানে বাও।

ষাদবঃ হঁ ? বড় বড় কথা। বেশ, আমিও দেখে নেব—কি করে মেয়ের বিয়ে দাও। এই চল্লুম।

ছঁকার জল ফিক্নতে ফিক্নতে শেষের কথাওলোও মায়া ওনেছিল, চট করে অমনি সে সাজা কল্কেটি ছঁকোর মাথায় বসিয়ে কুঁদিতে দিতে ভিতর দিকের দরজা দিরে বাইরে এলো, মূথথানা তুলে বেশ সহজ কটেই সহাত্যে কললো: তামাক থেয়ে বান কাকাবাব্,—আমার সজে ত আপনার কগড়া হয়নি।

বাদৰ তথন চটে গেছে, গাবে আলা ধরেছে। পীতাম্বরের ওপর বে রাগ জনে উঠেছিল সেটা ঝাড়লো মারার ওপর। মুখ্থানা বিকৃত করে বলে উঠলো : এঃ! কাকাবাব্! বেহারা ধুম্সি মেরে কোথাকার……

পীতাশ্বর ২ আমার মেরেকে গাল দিও না বলছি বাদব, ভালো হবে নাং····

বাদ্ধ : না:—দেবে না ! · · কেব বদি দেখি কোন দিন মুগর সক্ষে মিশছে ত দেখে নেব ! বাংশের এত বড় মুখ, বলে কি না বেছিরে বাঙু!

## হাসি-কারা

ঐকালী কিম্বর সেনগুপ্ত

হাসবে যদি শুল্র হাসি

্যুপার রাশি শিশুর মত

গবাই হেসে উঠবে সাথে

হান্ত দেখে হাস্তে রত।

কারা যদি বক্ষ টুটে

অক্র উঠে উপলে চোখে
ভাহার সাথী কেউ মেলে না

একলা কাদো নিজের শোকে।

কারা মেলে মন দক্রণে

স্থুখ মেলে না ভাও ভো জানো

ছথের পরে স্থুখের হাসি

মাঘের মেঘে রোদ পোহানো।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কলহের কলবৰ আসছিল ন বাইবে—পিতা কল্পা উভয়েই যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে: মায় কুন্ধ যাদব রাবের পানে একবার চেয়েই ছঁকোটি পীতাম্বরের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল! যাদব এই সময় বললো: এই বেরিয়ে গেলাম—এর ভল্মে এক দিন পায়ে ধরতে হবে…

ন্তনেই পীতাশ্বর তেতে উঠে বংকার দিরে বলে উঠকো: যাও, যাও, কে কার পারে ধরে তথন দেখা যাবে। ভোমার নিজে ছেলেকে সামলাও গে।

'আছা।'···সবোষে এই কথাটা বলে যাদব হন্ হন্ করে চল গোল। পীতাশ্বরের মনটা তথন দমে গেছে, ছুঁকা হাতে করে বলে যাদবের চলে যাওয়াটা উদাস দৃষ্টিতে দেখছে, আবার বাড়ীর ভিতরের গোলমালটাও তার মনে আর একটা যা দিছে যেন। ক্ষুব্ধ ও বিরুক্ত হয়েই অনিচ্ছার সবল সবেমাত্র ভূঁকায় মুখ দিয়েছে, এমন সময় মারা চুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো: বাবা, শীগ্,গির বাড়ীর ভেতর চলো, বড়দা আর ছোড়দায় কুক্তেক্তর বেধেছে।

ছ কার আর টান দেওয়া হল না তার। ক্ষিপ্রহক্তে খুঁটির গারে নামিরে রেখে কক্ষকঠে বলে উঠলো: তোরা সবাই মিলে আমার পুড়িরে চিবিরে থা! এদিকে ছেলের বাপের তথা, ওদিকে নিজের যরে হই ভেরে ত্রিশ দিন বগড়া! উঃ, কি স্থথেই আমাকে রেখেই ভগবান্! দাঁড়া ত, আজ এর নিশান্তি করে তবে নিশ্চিত্তি! এবটা দিক্ ভেঙেছি, এবার এদিক্টাও ভেঙে দিয়ে—জন্মা জগদখা, ভাগ মতই বেপরোরা হরে বাঁধন খুলে নাচতে থাকি!—কথাওলো ভিড্লিটি

মারা কাঠ হরে দাঁড়িরে ভাবতে থাকে—ছুদণ্ডের ম<sup>(হ)</sup> এল হোল কি! মহাকালীর নগ্ন মূর্ডির পানে চেরে ফুলিরে <sup>ক্রে</sup> উঠলো সে।

## বাংলার লোক-দেবতা ও লোকাচার ্বনত্নগা ]

পর্ক-প্রকাশিতের পর ঐকামিনীকুমার রায়

ব্রনহর্গার ব্রভের রাজসংস্করণ—'গাছের গোড়ার বর্ত্ত' বিবাহ, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকাশোঁচান্ত, অন্নাবস্ত প্রভৃতি ভতকার্য্য উপলক্ষে সম্ভানের মঙ্গল কামনায় ময়মনসিংহের বহু স্থানে বহু হিন্দু-পরিবাবে বিশেষ আয়োজন-উজোগ করিয়া 'গাছের গোড়ার বর্ত' করা হয় १। ইহাতে ছাগ-মহিধাদি পর্যান্ত বলি পড়ে এবং **অনেক** সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতও ডাকিতে হয়; মেয়েলি গীত এবং ঢাক-ঢোলেব ৰাজনাবও অভাব থাকে না। অনেকে মান্ত করেন, 'আমাব কিংবা অনুকের যদি সম্ভান হয় তাহা হইলে এই এই উপকরণে, এই এই ভাবে বনহুৰ্গার পুজ। কবিব বা কবিবে।'

মানত অনুযায়ী তাঁহাব৷ বনহুৰ্গাকে বুক চিরিয়া বক্ত দেন; অনেকে বা সন্তানের সমান ওজনে চিনি-বাতাসা বা অক্ত কোনও জিনিষ নিবেদন কবেন। বুকের রক্ত সাধারণত: নাপিত তাহার নকণেৰ সাহাযো বাহির করিয়া দেয়; অনেক সময় ব্রতিনী নিজ হাডেও বাহিব করেন: পান, শেংডাপাতা অথবা বটপাতায় করিয়া ভাহা দেবীর উদ্দেশে দেওয়া হয়। কেহু বা সম্ভানের কুশলার্থ একটি প্রমাণ মাপের শাড়ী গাছে জড়াইয়া দেন; ব্রতান্তে এই শাড়ী মালীতে নেয়, ভাহার অভাবে পরোহিতের প্রাপা ইইয়া থাকে।

জাতকাশৌচ-অস্ত-দিবদে পর্ব্ব-ময়মনসিংহের অনেক হিন্দু-সম্প্রদায়-মধ্যে বনহুর্গার ব্রভ, বরকুমা'রর ব্রভ, একাচুবাব ব্রভ, উক্-মাইপেৰ ব্ৰত, সূৰ্য্যাঘ্য প্ৰদান প্ৰভৃতি বিবিধ অফুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই সৰ কয়টি অনুষ্ঠানকৈ একত্ৰে বলা হয় অশৌচান্তের ব্রত্ত ৷ চলিত কথায় 'অন্তভাস্তেব বর্ত্ত।' অথাং শরীর ও মনের শুচিতা ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে যে যে ব্রভান্তপ্রান করা হয়, তাহাদের সম্বিত নাম শশোচাম্বের ব্রত। 'বাইর বর্ত্ত' নামটিও কোথাও কোথাও ( শ্রীহট-প্রাম্বে । তনা যায়। উক্ত দিবসে উক্ত সকল অনুষ্ঠানই ঘরেব বাহিবে কবিবার নিয়ম। অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মধ্যে মশোচাম্বের ব্রক্ত যথারীতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যান্ত প্রকৃতি পূজনীয়-পুজনীয়াদের স্পূৰ্ণ করিতে বা তাঁছাদের সঙ্গে মিলিতে পারেন না। আলাপসিংহ প্রগ্রায় এত সব ব্রতের হান্সামা নাই; সুর্যার্যামাত্র শেদান করিয়াই সে দিকে বেহাই পাওয়া যায়।

গাছের গোড়ার ব্রতের সাধারণ নিয়ম:—পজনীয় শেওড়া বা বটগাছের (পূজনীয় গাছের অভাবে সাধারণ শেওড়া বা বটের ডাল পৃতিয়া তাহার ) গোড়ায় কলার পাঁচটি আগপাতার আতপের চিড়া, हाउँ टेब, ৮ बांहे, ১ रु. छा. विकत, ১॰ আইট্যা कमा, ১১ ফুল ইর্জা, চিনি বাভাস। প্রভৃতির নৈবেন্ত দিতে হয়। বনগুর্গা গাছের

মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন—এই বিশ্বাদে ব্রতিনী গাছের ডালে শাঁখা-সিঁদুর, আয়না-চিক্রণী, লাল-হলুদ স্তা, কাপড় অথবা তৎপরিবর্জে হলুদ দিয়া র:-করা কাপড়ের টুকরা, ঝুলের কালিভে র:-করা কাপড়ের পাড়, ছুইটি আইট্যা কলা, ছুই ভাগে পান-স্থপারি ও হুই মুঠ মাথা চিড়া-গুঁড়া দিয়া থাকেন। অপর একটি আগপাতার পিটুলীর ১২ তৈয়ারী ছুইটি মূর্ত্তি ও মাটার তৈয়ারী কাল রংএর ছুইটি গোলাকার চুড়ি দেওয়া হয়। মূর্ব্তি ছুইটির প্রচলিত নাম 'শাখাপুত্লা' এবং চুড়ি ছুইটির নাম 'কাঁচ,' এভগাতীত কলার গোলের ১৩ ছইটি ডোঙ্গায় ১৪ করিয়া ধান ও চাউল এবং ছইটি হাঁসের ডিম দিবাবও বীতি আছে। ছাগ-মহিষাদি বলি দিবার 'মানত' থাকিলে ব্রাহ্মণ আসেন, নতুবা ব্রণিনী ও তাঁহার সহকারিশীগশই পোরোহিত্য করেন। ব্রতের শেষ দিকে ব্রতিনী 'সই' 'সই' ব**লিডে** বলিতে গাছেব সঙ্গে সাত বার কোলাকুলি করেন ১৫ এবং ছুই ভারে দেওয়া পর্বেরাক্ত উপকরণাদির এক ভাগ নিজের দিকে টানিয়া আনেন. আর এক ভাগ গাছেব দিকে ঐলিয়া দেন; আবার নিজেরটি পাছের দিকে ঠেলিগা দেন এবা গাছেরটি নিজের দিকে টানিয়া **আনেন।** সাত বার এইরূপ করিবার পর ব্রতিনীব সহিত বন**ুর্গার স্থিয়** (সইয়ালা) পাকা হয় এবং প্রতিনী এক ভাগ উপকরণাদি লইরা **ঘরে** ফিরেন। গাছের পাঁচটি পাতা এবং ধানেব ডোঙ্গাটিও কুলার করিবা লইতে হয়; কুলাটি সম্ভানের মাথায় ছোঁয়ান হয়।

যে পল্লীতে গাছেব তলদেশ পরিষ্কার করিবার 🗪 মালী (ভূটমালী) আছে, দে পঙ্লীতে গাছের গোড়ার ব্রতের পরিভাক্ত জিনিষপত্র মালীরা লইয়া খায়, নডুবা গাছের গোড়ায়ই পড়িয়া থাকে।

মেয়েলি সঙ্গীত 'গাছের গোড়ার বর্ডের' একটি বিশেব অস। এই ব্ৰতেব কোন ব্ৰছ-কথা নাই; গাঁতগুলিই তাহার স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সব গীত শেখাপড়া না জানা গ্রাম্য মেয়ে**নের** ঘারা অমাজ্জিত গ্রাম্য ভাষায় বচিত এবং শা**ড**ড়ী হইতে ব**ধতে, স্বা** হুইতে মেয়েতে, প্রাচ'না হুইতে নবীনায় যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষায়ুক্তবে ত্রিয়া ত্রিয়া গাহিয়া আসিতেছে! ব্রত্কালে ব্রত-স্থানে উপস্থিত থাকিয়া গীতগুলি নিজেব কানে না গুনিলে ওধু পড়িয়া ভাহার মাধুৰ্য্য উপলব্ধি করা যায় না। কি করিয়া আমি সেই অভিনব স্থৰ-কথাৰ বিচিত্ৰ ট'ন এখানে উপস্থিত কবিব ? এই গীভগুলি বাহাটিকে জীবস্ত ও আনন্দমুখর করিয়া ভোলে, ভাগার প্রাণের কথা কয়।

ব্রতের সঙ্গে সাঙ্গ গীত চলিতে থাকে। এখানে ময়মনসিংকের ছসেনসাহী এবং নসিকজিয়াল প্রগণার কয়েকটি গীত যতদুর সভব গাহিকাদের ভাষায় দেওয়া হইল। গীতোক্ত ছই-চারটি শব্দের প্রকৃত তাংপর্য্য বুঝা যায় না, গায়িকারাও তাহা বলিতে পারেন না, পূৰ্ববৰ্ত্তিনীদের নিকট ধেৰূপ ভনিয়াছেন, সেইৰূপ গাহিবা আসিভেছেন। বনগুৰ্গার গীত

(事)

কই গেলা গো মালী ছেড়া ১৬, এব'১৬ক আইস চাই ১৭ পছব'নি ১৮ চাইছা ১১ দেও সইয়ের ২০ বাড়ী বাই।

১২ চাউল বাটা, ১৩ কলা গাছের আবরণ, ১৪ খোলের ভৈরারী পাত্র-বিশেষ, ১৫ এই সময়ে ব্রতিনীয়া একটি বেশ উপাদেয় গীড 'চ' গীত ভ্ৰষ্টব্য । গান; এই নিবন্ধের শেষাংশে তাহা দেওয়া হইল।

১৬ ছেলে, ছেঁড়ো, ১৬ক বিশেব অর্থ নাই, কথার টান, ১৭ আসত, তোমার আসা চাই, ১৮ পথটি; 'থানি' বোগ করার 'शरक्षद्र' कर्कमूका एवं बहेदा शिक्षारकः। ১১ क्रिक्तः २० अथी लीगार

<sup>া</sup> ঢাকাতেও ত্রিমোহানার ঘাটে এইরূপ সমস্ত ভভকার্য্যের পূর্কে বিশেষ ঘটা করিয়া বনগুর্গার পূজা করা হয়। বিবাহ, অল্লাবস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে 'বুড়ীর' পূকা হইরা থাকে। এই 🙌 না কি বনছগারই নামান্তর।

৮ বিনা বাসুতে ভাজা ধানের থৈ, ১ চাউল পোড়া, ১০ খাইবার लीका बाहि-वित्मव, >> वीहि कना-वित्मव।

কই গোলা গো মালী ছেড়ি ২১, এব' আইস চাই
পছখানি ছিটাইয়া ২২ দেও সইয়ের বাড়ী যাই ।
কই গোলা গো প্রাবের ননদী ২০ এব' আইস চাই
গায়নাথানি পরাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই ।
কই গোলা গো প্রাবের দেওবিয়া ২৪ এব' আইস চাই,
সোয়ারিথানি ২৫ আইনা দেও সইয়ের বাড়ী যাই ।
কই গোলা গো গুণের শান্ডড়ী এব' আইস চাই
শথ-সিন্দুরে সাজাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই ।

ব্রতিনী ব্রতের উপকরণাদি লইয়া শেওডাতলে (অথবা বট-ভলে ) যাইতে প্ৰস্তুত হইয়াছেন। বনতুৰ্গাশ্ৰিত শেওড়া বা বটগাছ সাধারণত: বাড়ী হইতে দূরে বনের অথবা বাগানের প্রাক্তে থাকে। मिथात राहेशांव कान निर्मिष्ठ १४ नाहे, चाम-जञ्जाल माजाहेबा ৰাইতে হয়; কিন্তু ত্ৰতিনা তাহা করিতে পারেন না, তাঁহার পকে ৰাইবার পথ পরিধার ও ভদ্ম হওয়া আবশ্যক। পুর্ববকালে এই দেশে মালী (ভ'ইমালী) সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ ছিল-রাস্তা-ঘাট, উঠান-व्यक्तिना देखानि काँ हे जिल्ला । विवाद्त मनय छाहानिशत्क मनान-**ধারীর কাজ**ও করিতে হইত। এই সকল কাজের **জন্ম তাহারা** ক্লাখেরাঞ্জ ভুসম্পত্তি পাইত এবং পুরুষায়ুক্তমে তাহা ভোগদখল কবিত। এই সম্প্রদায় অনেক গ্রাম হইতেই ক্রমে লোপ পাইয়াছে এক এখনও যেখানে আছে, দেখানে তাহার৷ পুর্বের জাতিগত াৰসায় করিতে ইতস্তত: করে। উপরি-উক্ত গীতটি অধুনাপ্রায় কুপ্ত পূর্ব্ব প্রথারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এখানে ব্রতিনী (এবং টাছার সঙ্গিনীরা) পূর্ম প্রথানুযায়ী পথ পরিষ্কার করিবার জন্ত মালীর ছলেকে এবং গোবর-জন ছিটাইয়া তাহা ওম করিবার জন্ম মালীর শ্ৰেকে ডাকিতেছেন-

'কই গেলা গো মালী ছেডা. এর' আইস চাই'.

দ্রতিনী সথীর (বনহুর্গার) বাড়ী যাইবেন; শুধু পথ পরিছার বং শুদ্ধ হইলেই ত চলিবে না, নিজেরও একটু সাজিয়া গুজিয়া গাঁক-জমক করিয়া যাইতে হইবে। তাই প্রথমেই ডাক পড়িল মাণপ্রিয়া ননদের গয়নাপত্র পরাইয়া দিবার, তার পর ডাক পড়িল মাণপ্রিয় দেবরের দোলা আনিবার। গুণবতী শাশুড়ী তিনিই বা লি বাইবেন কেন, তাঁহারও ডাক পড়িল শুখ-সিন্দুরে সাজাইবার।

এই গ্নীতে এবং প্রবর্জী আরও অনেক গাঁতে এবং ব্রতের আচারক্রুটানে অনেক স্থলে বনহুর্গাদেবী ব্রতিনীর অস্তরক্ষ স্থী (সই)
প পরিকীর্টিতা হইয়াছেন। অনস্ত শক্তিসম্পন্ন দেবদেবীকে
ই বে মান্তবের মত করিরা ভাবা, দেখা, দূরের তাহাদিগকে
করের অতি নিকটে পরম আত্মীন্তবাদ্ধবরূপে প্রতিষ্ঠিত করা,
হা বে কত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কে বলিবে ?
গিমনী সঙ্গীতগুলিতে আমর। আত্যাশক্তি হুর্গাকে আমাদেরই
নালী মধ্যবিত্ত ঘরের বিবাহিতা কক্সারুপে, আর এই মেরেলি

২১ মেরে, ছুঁড়ী। ২২ গোবর-জল ছিটাইরা দেও। প্রামে উঠান-জিনা বাট দিরা গোবর-জল ছিটাইরা তদ্ধ করিবার প্রথা হিন্দু ব্রবই বাড়ীতে এখনও প্রচলিত আছে। ২৩ ননদ, খামীর ভঙ্গিনী, ক্রেবর, স্লেহার্থে ক্রেবরিরা বলা চইরাছে। ২৫ দোলা। বনত্বৰ্গার গীতগুলিতে বনত্বৰ্গাকে ব্রতিনীর স্থীরূপে দেখিতে পাই। এই যে ক্সাভাবে, স্থীভাবে আরাধ্য দেবীর উপাসনা তাহা সাধনার শ্রেষ্ঠ স্তর হইলেও ইহার প্রবর্ত্তক ঝামের শান্ত্র-জ্ঞানহান ক্ষতি সাধারণ জ্ঞীলোক।

-------

(খ)
লাম লাম ২৬ বনহুগা বাইট ২৭ শেওডার নীচে।
কিমতে ২৮ লামিবাম আমি শাড়ী নাই আমার সঙ্গে ?
সইয়ারে ২১ পাঠাইয়া দিছি নশিবাবাজের ৩০ শ'রে
শাড়ী বে আনিছেন সইয়ায় সিলিরায় ৩১ বইলে ৩২।
লাম লাম বনহুগা বাইট শেওড়ার নীচে
কিমতে লামিবাম আমে শৃন্ধ নাই আমার সঙ্গে
সইয়ারে পাঠাইয়া দি'ছ শৃন্ধুগঞ্জের ৩০ হাটে
শৃন্ধাসন্থুর বে আনিছেন সইয়ায় কাগজে বইলে ৩৪।
লাম লাম বনহুগা বাইট শেওডার নীচে।

ব্রতিনী ব্রতের উপক্রণাদি লইয়া শেওড়াতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বনপ্রগাকে শেওড়াগাছ চইতে নীচে নামিয়া আসিতে বলিতেছেন। কিন্তু বনপ্রগার পরিধানে শাড়ী নাই, হাতে শাথা নাই, কপালে সিঁদ্র নাই, এমতাবস্থায় তিনি এত লোকের মধ্যে কিন্তুপে আত্মপ্রকাশ করিবেন? ব্রতিনী জানাইলেন, তাঁহার ইতন্তত: করিবার কিছু নাই; তিনি পূর্বাহেই তাঁহার বসন-ভূষণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার সইয়া (স্বামী) নশিরাবাদের শহর হইতে শাড়া এবং শস্ত্রগঞ্জের হাট হইতে শন্ধাসন্ত্রুব আনিয়া দিয়াছেন। কাজেই তাঁহার নামিতে বাধা নাই, নামামাত্রই তিনি পরিধেয় স্ব কিছু পাইবেন।

পরবর্তী গীতেই আমরা দেখিব যে, বনত্বর্গ। ইছামতী ও ধলাই (ধলেশ্বরী ?) নদী পার হইবার কালে থেয়ানীকে পারের মান্তল-স্বক্রপ তাঁহার নাকের বেশর, হাতের শশ্ব এবং পরিধানের শাড়ী দিয়া আসিয়াছেন। তাই হয়তো এথানে তিনি বিবসনা বিভূষণা।

(গ)
কাটাবিয়ে ৩৫ কাটিয়া, বাটারে ৩৬ ভবিয়া
বাজ্বলভা দেবসভা জানাইয়া আইন গিয়া
দেবী যাইবাইন ৩৭ সইয়ালায় ৩৮ গো, কেকে বাইবা সঙ্গে
সই আইস ৩৯ বইস। ৪০
দোলা যে পাঠাইছলাম সই ভাতে না আইলা কেন, ৪১
ইচ্ছামতী ৪২ ধলাই গাং ৪৩ কেমনে হইলা পার
সই আইস বইস।

২৬ নাম, নীচে আস, ২৭ (१), ২৮ কিরুপে, ২১ স্থার স্থামী—
এখানে ব্রতিনীর স্থামী কিংবা বনহুগার স্থামাও হুইতে পারে।
৩০ নশিরাবাদ; ময়মন সংচের সদর টাউনকে বলা হয়। নশরংশাহের
শাসনকালে জাঁহার নামামুসারে ময়মনাস হ জেলা ও তাহার সদর টাউন
নশিরাবাদ নামে খ্যাত হুইয়াছিল; ৩১ বল্পরারসায়ী সম্প্রদায় বিশেষ,
৩২ বলিয়া, ৩৩ ময়মনাসংহ টাউন হুইতে প্রায় তিন মাইল প্রবর্তী
একটি রড়বাজার, পাটের কারবারের,স্থান। ৩৪ জড়াইয়া, ৩৫ কাটারি
স্থামা, এখানে জাঁতি, ৩৬ পানের বাটা, ৩৭ য়াইবেন, (বেন—বাইন)
৩৮ স্থিত্ব, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বে বৃদ্ধু, ৩১ আস, ৪০ বস,
৪১ আসিলে, ৪২ ইছামতী ঢাকা জেলার একটি নদী, ৪৩ হ্রতো

নাকের বেশর সই খেওরানিরে ৪৪ দিরা

এমনে হইলাম পার। সই আইস বইস।

শিকনের ৪৫ শাড়ী গো সই খেওরানিরে দিরা

এমনে হইলাম পার। সই আইস বইস

হল্তের শাঝ গো সই খেওরানিরে দিরা

এমনে হইলাম পার। সই আইস বইস 1

দেবী বনহুৰ্গা মানবী প্ৰতিনীর সহিত স্থিষ (স্ইয়ালা) স্থাপন ক্রিতে যাইবেন। এই শুভসংবাদ রাজসভা, দেবসভা সকলকে জানাইয়া আসা উচিত, তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ দেবীর সঙ্গী হইতে পারেন। পুরাকালে কাহাকেও নিমন্ত্রণ বা কোন শুভবার্তা জ্ঞাপন ক্রিতে হইলে তাহার হাতে পানস্থপারি দিয়া ক্রিবার প্রথা ছিল। তাই দেবীর স্থিবের স্বাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রেও বাটাভবা পানস্থপারির ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে।

দেবী ব্রতিনীর সহিত শেওড়াতলে আসিয়া মিলিত হুইয়াছেন। তাঁহাবা ছুই স্থী,—কত দিন পরে দেখা। ব্রতিনী ব্যস্ত-সমস্ত হুইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যৰ্থনা করিলেন—'স্থি, আস আস, বস! (পথে না জানি তোমার কত কঠু হুইয়াছে) তোমাকে আনিবার জক্ত দোলা পাঠাইরাছিলাম, কিছ তাহাতে ভূমি আস নাই। খর্মোতা ইছামতী ও ধলাই (ধলেশ্রী) নদী ভূমি কির্মেণ পার হুইলে ?

ইগার উত্তরে বনহুর্গা যাহা বলিলেন, তাহাতে স্থীর প্রতি তাঁহার প্রাণের যে কি গভীর টান তাহাই প্রকট হইয়াছে। নদী পার হইতে থেয়ানি য'হাই চাহিয়াছে তিনি কোনরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচ না করিয়া ভাগাই দিয়া আসিয়াছেন। তিনি নাকের বেশর দিয়াছেন, হাতের শহ্ম দিয়াছেন, তাহাতেও থেয়ানির তৃষ্টি হইল না। শেবে পরিধানের শাড়ীটি পর্যান্ত জাহার হাতে তৃলিয়। দিয়াছেন, তবে সে পার করিয়াছে। স্থীর প্রতি এমন ভালবাসার তুলনা কোথার ?

(घ)

মায়েত' জিজ্ঞাসা করুইন ৪৬ ছুর্গাগো ভবানী, বৈরী ছুপরিয়া কালে ৪৭ রইলা কেন একেশ্রী ? তঞ্লা নয় গো মা, লগে পঞ্চ দাই ৪৮ ঠাকুর ৪১ বাপার শেওড়ার নীচে বইয়া পূজা থাই। খুড়ীয়েত ৫০ ভিজ্ঞাসা করুইন ছুর্গাগো ভবানী, বৈরী ছুপরিয়া কালে রইলা ৫১ কেন একেশ্রী, এক্লা নয় গো মা, লগে পঞ্চ দাই ঠাকুর কাকার শেওড়ার নীচে বইয়া ৫২ পূজা থাই।

এই গাঁতটিতে দেখা যায়, বনহুগা হুগা বা ভবানীর সঙ্গে এক হুট্যা গিয়াছেন। শেওড়াতলে বসিহা যিনি 'পৃষ্ণা ধাইতেছেন' জাহাকে হুগা ও ভবানী বলিয়া সংখাধন করা হুইয়াছে।

ধলেশবী নদীব অপজ্ঞংশ; ইহাও ঢাকা জেলায় এবং টাকাইলের কতকাংশে প্রবাহিত। এই ছইটি নদীর উল্লেখে এবং ঢাকা জেলায় বেকপ সমাবোহের সহিত বনহুগার পূজা হয় তাহাতে মনে হয়, এক সময়ে সে অঞ্চল হইতেই বনহুগার পূজা এত ময়মনসিংহের দিকে প্রচিত ইইরাছিল। ৪৪ খেয়ানি, ৪৫ পরিধানের, ৪৬ করেন, ৪৭ বিপ্রহর সমস্কে, ৪৮ দাসী (?), ৪৯ সন্ত্রমার্থে বাবার বিশেষপর্মণে ব্যবস্থত ইইরাছে। ৫০ কাকীমা, ৫১ রহিলে, ৫২ বসিরা।

দ্বীলোকের পক্ষে নিভ্ত ধিপ্রহরে ঘরের বাহিবে একা একা থাকা উচিত নর, কারণ এই সমরটা ভাল নর, অনর্থ ঘটিতে পারে। হুর্গাকে এই বিষয় তাঁহার, কি তাঁহার ব্রতিনা-স্থীর মা, থুড়ী সকলে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু হুর্গা বলিতেছেন, তিনি একাকিনী নন, তাঁহার সঙ্গে পাঁচ জন দাসী (?) আছে, আর তিনি ঠাকুর বাবার, ঠাকুর কাকার শেওড়াতলে বসিয়া পূজা থাইতেছেন, ইহাতে মারের বা কাকীমারের এত চশ্চিস্তা করিবারই বা কি আছে?

আগতে' ঝাপবা ৫৩ শেওড়া গুঁড়িতে ৫৪ মুবলী বুমের গুমুলী ৫৫ শেওড়া কে তোরে জাগাইল ?

— বৈ চিড়ার বাসে ৫৬ গো আপনে জাগিলাম।
আগতে' ঝাপ্বা শেওড়া গুঁড়িতে মুবলী
বুমের গুমূলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল ?

—ভোগ নৈবেতের বাসে গো আপনে জাগিলাম।
আগতে' স্কাগাইল ?

এই গীতটিকে প্রতিনীরা 'গাছ জাগাই বাব' গীত বলিয়া থাকেন। ব্রতকালে শেওড়া গাষ্টটিতে দেবীর অধিষ্ঠান হয় এবং উহাকে জাগ্রং ও দেবীর সহিত অবিচ্ছিন্ন মনে করা হয়। বন বা বাগানের এক প্রাজ্থে শেওড়া নীরবে পড়িয়া থাকে; কিন্তু আজ তাহার গোড়ায় পূজার উৎসব, উপবরণ, গীত জোকার! এই গাঁতে জিজ্ঞাসা করা হইতেজ্বেক্ত

ওহে শেওড়া, তোকে আজ কে জাগাইল ? তোকে ত কেবলই নিব্ৰিত পড়িয়া থাকিতে দেখি ? শেওড়া উত্তর দি'তছে, আমাকে আর কে লাগাইবে ? থৈ চিড়া গুড়া, ভোগ নৈবেল এই সকলের স্কব্রাণেই আমি আপনা হইতে জাগিয়াছি। কি স্কল্বর i

(B)

আজি কি আনন্দ সই গো মধুপুর ৫৭ বাইতে
শাড়ী বদল করুইন তানা ৫৮ ছুই সইয়ে
আজি কি আনন্দ সই গো মধুপুর বাইতে
শ্রু বদল করুইন তানা ছুই সইয়ে
আজি কি আনন্দ সই গো মধুপুর বাইতে
সিন্দুর বদল করুইন তানা ছুই সইয়ে
আজি কি আনন্দ

সমাজে 'সই পাতিবা'র ( সখিষ স্থাপনেব ) কালে এক সইরের অন্ত সইরের সঙ্গে বসনভ্ষণ থাজপানীর ইত্যাদি বদল করিবার প্রথা আছে । এবং এইরপ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই না কি সংখ্য চিরদিনের জন্ম পাকা হইয়া যায়। এক সইয়ের মৃত্যুতে অন্ত সইরের ত্রিরাত্র অশোচ ধারণ করিবারও বিধি আছে।

আলোচ্য গীতটিকে ব্ৰতেৰ অক্সতম প্ৰথা ব্ৰতিনী ও বনন্থৰ্গার সঞ্জি স্থাপনেৰ বাৰ্ম্ব্রি বলা যাইতে পাবে। ইহাতে ব্ৰতিনী ও বনন্থৰ্গাকে তাঁহাদেৰ পৰম্পাৰেৰ শাড়ী শচ্ম সিন্দুৰ ইত্যাদি বদল কৰিবা স্থিত্ব (সইয়ালা) পাকা কৰিতে দেখা যাইতেছে।

স্থান এবং ব্রতিনীবিশেষে বনতুর্গা ব্রতের আরও আনেক গীত শুনা বার। সেগুলি অধিকাংশই শিবতুর্গা-বিষয়ক।

৫৩ খন পাতাবিশিষ্ট এবং বিভ্ত, ঝাঁকড়া, ৫৪ গোড়াটা যেন বাঁশীর মতো সক্ষ; এখানে শেওড়া গাছের বর্ণনা করা হইতেছে, ৫৫ যে কেবলই বুমাইরা থাকিতে ভালবাসে, ৫৬ গছে। ৫৭ বুশাবন, ৫৮ তাঁহারা।

## নিকোলাই নেক্রাসোভের চারিটি কবিতা

নিকোলাই নেকাসোভ (১৮২১-১৮৭৭) তাঁর পিতার ইজামুসারে সৈক্তদলে ভর্তি হবার জন্তে রাজধানী সেণ্ট, পিটার্সবার্গে আসেন। তথন তাঁর বয়স বোল বছর। সৈক্তদলের চেয়ে বিশ্ববিত্যালয় তাঁকে অধিকতর আরম্ভ করে। তথন থেকে কপদ কপুত্ত অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁর সাহিত্য-চর্চা স্থক হয়, এবং কিছু দিনের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয় কবি ও রাশিয়ার সুইখানি অক্সতম শ্রেষ্ঠ রেডিক্যাল মাসিক-প্রিকার প্রকাশক হিসেবে থ্যাতিলাভ করেন।

রাজধানীতে প্রভৃত দারিক্রা ও অনশনের মধ্যে তাঁর দিন কটোতে হয়েছিল, আর সেক্তম্যে তাঁর কবিতার ভেতরেও এর স্বন্দাই প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এই ছুইটি জিনিব ছাড়াও তাঁর কবিতার রাশিয়ার তৎকালীন প্রচলিত সমাল্ল ও রাষ্ট্র-বাবস্থার বিক্ষকে বিজ্ঞাপ ও তাঁর সমালোচন। স্বপরিক্ষ্ট। তাঁর সব চেয়ে উরেখযোগ্য লেখা, ষার জক্তে তিনি রাশিয়ার সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবেন, সেটা হছে—"Who lives happily in Rissia?"—মহাকাব্য। এর বিশাল অবয়বের ভেতরে তিনি রাশিয়ার কিয়াণদের অসম্ভ দারিত্য ও অদম্য প্রাণশক্তির বর্ণনা করেছেন।

নেক্রাসোভ কবি হিসেবে লাবমনটভের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। উনবিংশ শতাকীর ষষ্ঠ ও সপ্তম-পাদে রাশিষার সাহিত্যের প্রাণধারা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক থালে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই যুগে সবাই উপলব্ধি করেছিল, জীবন সত্যি, এবং শিল্পবোধই জীবনের চরম পরিণতি নয়। স্থায়িভাবে দাসপ্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়িভাবে সাহিত্যে সৌকুমার্থের অবসান হলো। বে-সাহিত্য সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনামুখী নয় সে সাহিত্যের বর্জন হলো। সাহিত্যে এই কত ব্যবোধ তাঁব কাবাকে জনেক ছলে ক্ষুষ্ঠ করেছে—এ কথা নেক্রংসোভ নিজেও স্বাকার করেছেন। নেক্রাসোভের চারটি কবিতার অমুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

## রাজধানী কাঁপে বক্তৃতাতে

বক্তৃতার গর্জ নেতে রাজধানী যায় কেঁপে
একের পর আবেক আসে; কথারা ওঠে কেঁপে।
তবু রাশিরার শেব-গভীরে আছাড় থেয়ে প'ড়ে
স্তব্ধ কোনো নীরবতা নিজেরে চেপে ধরে।
কেবল সেই বাতাস আছে, বাকানো তার শির,
সেই শুধু আসে ও যায়; সেই শুধু অস্থিব।
আর রয়েছে ধানের থেত মাটিরে চেপে ধ'রে
পৃথিবী তারে মায়ের মত রেখেছে বুকে ক'রে।
যতদ্ব যায় দৃষ্টি, শুধু তারেই যায় দেখা—
হেধা ইতিহাস শাস্ত মৃক, সেখে না কোনো সেখা।

## আমার কবিভা

আমার কবিতা দেখেছে চেয়ে
ব্যর্থতা-ভবা চোখে ঝরে কতো জল,
কতো সে অঞ্চ কালোচোখে টলোমল;
এই পৃথিবীর বিষয় ব্যথা দিয়েছে যে চোখে দোলা!
আমার কবিতা জন্ম নিয়েছে
আন্মা বখন লুটালো ধূলায় ধূলায়!
ঝড়ের বাতাস হতাশা-বেদনা ধূলায়
"মৃক্ত-পাহাড়ের হান্য বে-সব মামুবের, সেই হাদয়ের বার খোলো
আযাতের পর আঘাতে;" এই যে শপথ তার!
আঘাতের পর আঘাতে; এই যে শপথ তার!

### কাল রজনীতে

কাল রজনীতে থড়ের বাজাবে,
সন্ধ্যা ছ'টায়, প্রদোব আঁধাবে,
দেখেছি তাদের প্রহাব করিতে তথা কুষক-কক্সা।
শিত্রি' উঠেছে সকল অঙ্গ, ঝরিছে বেত্র-বক্সা।
নীবব-আননে সকলি সহিছে,
গোধৃলি-বাতাসে বেত্র খনিছে,
কলা-লক্ষ্মীরে কহিলাম আমি, "চেয়ে দেখো তুমি ত্বা
ত বে দাঁড়াসে অত্যাচারিতা, তোমারই সে সহোদধা।

9

### मवर्णत्र भाग

("রাশিয়ায় কে স্থেগ বাঁচে ?"—কাব্যের জ্বংশ)
শিবের জ্যাধ্য হ'লো: বন্ধ হ'ল তার সব থাওয়া;
ভাকিয়ে দেখছে সবে জ্যাহাবে শিশু ঝ'রে যাওয়া।
যাই আনে, ফেলে দেম; পেটে জ্বলে ফুধার আগুন।
কিছুই ছোঁবে না ছেলে—"মুণ কোথা ?" চাই তার মুণ।
কোথা আছে সে লবণ ? ছিল যাহ। সবই তো ফুরালো!
নেপধ্যে দেবতা বলে, "বদলে ময়দা দাও, ভালো।"
মুখে এনে দিল ফেলে। দীর্থশাসে বাতাসেরা ভার।
"মুণ দাও, দাও মুণ"—চোথে জ্বমে জ্জ্জার পাথার।
জ্যাবার থাবার আসে, চোখের জ্লেভে-ভেজা কটি!
মারের হুটোথে জ্বল; শিশু বুঝি নিতে চায় ছুটি!"
"বাঁচাবো, বাঁচাবো ভোবে।" চোথের জ্বলেভে-ভেজা কটি
পেরেছে মুণের স্থাদ; লবণ দিয়েছে চোথ হুটি!

# পাণ্ডুয়ার ইতিকথা ঞ্জিম্বীরক্ষার মিত্র

পুরা ভগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান, পূর্বের এই স্থান

প্রেড়া-বসন্তপুর' বলিয়া পরিচিত ছিল এবং মুসলমানবাক্ষরকালেও এই স্থান হিন্দু রাজার হারা শাসিত হইত। প্রবাদ
এইবপ বে, বৃদ্ধদেবের পিতৃষা অমৃডোদনের পূত্র পাঙ্শাকা নামে
এক রাজা পাঙ্রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাঙ্শাকোর বংশধরগণের মধ্যে
বাজা পাঙ্নাদ আমতার অধীন পেঁড়ো-বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন
কবিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাঙ্লাস নিজ বংশের
নামান্ত্রনারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাঙ্যা নামকরণ করিয়াছিলেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দ্বে এবং হাওড়া
হইতে ইষ্ট ইভিয়ান রেলওয়ের পাঙ্যা নামক ষ্টেশনের অনতিস্বে
অবস্থিত।

পাত্যা ঐতিহাসিক স্থান এবং ঐতিহাসিক গৌরবের দিক্ ইইতে মহাগ্রামের অবাংহিত প্রেই পাত্যাব স্থান নিঃসন্দেহে দেওয়া বাইতে সাবে। হিন্দু বাডার রাজধানী হাইলেও এই স্থান পাববর্তী কালে সুসন্মান শাসবগণ কর্তৃর শাসিত ইইয়াছিল বলিয়া হিন্দুদিগের কোন নিশনই বস্তমানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদিগের মন্দিরগুলিকে রূপাস্থবিত ধবিষা মসজিলে পরিণত করা হয় এবং হিন্দুদিগের প্রত্যেক দেব-দেবীকে পিন্দুর্ব করিয়া সমস্ত হিন্দুদিগেক এই স্থান ইইলেও হিন্দুদিগের বেতার চিহ্ন এই স্থান ইইলেও হিন্দুদিগের বেতার চিহ্ন এই স্থান ইইতে নিন্দিহ্ন ইইয়াছে। এই সম্বন্ধে লোং পেনি জফেন্ট লিখিয়াছেন— Pandua was once the apital of a Hindu Raja and is famous as the ite of a great victory gained by the Musalman ader Shah Safi over the Hindus about 40 A. D.\*

পাঠন বাজহুকালে নিল্লীব সমাট্ খিতীয় ফিবোজ শাহের ভগিনী

টুগায় বাস কবিতেন: তাঁচার এক পুত্র ছিল, নাম সাহা ক্ষতি।
নি এট অঞ্চলের ১সসমানাদিগের ধন্মধান্তনক এবং 'ক্কির' বলিয়া

বিশেব নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১২১৬ খুষ্টাব্দে তাঁহার মাতার

তথ্য। পাঙ্যার রজার সহিত মুসলমানদের বিরোধ সম্বন্ধে

ক্ষিনী প্রগাত অভে নিয়ে তাহার উল্লেখ ক্রিতেছি।

পালুনার বাজাব এক নবজাত পুত্র ইইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁচার চা এব ভোজের বন্দোবস্ত করেন। ভোজের দিবদে রাজাব এক বিনি ক্ষাচারা ভাহাব বাড়ীতেও ভোজের জক্স একটি গো-হত্যা বিনি কাছগুলি মাটাতে পুঁতিয়া দেয়। কিন্তু রাত্রে কুকুর কাছত হাত্তলি রাজপথে আনীত হয় এবং সেই জক্স হিন্দু বিনি কাছলিয়া করিয়াকে অসম্ভোবের ক্ষাত্ত হয়। প্রজ্ঞার্ক বে বিনি গোহত্যা কবিয়াকে, ভাহাকে ধরিবার জক্স ব্যাসাধ্য চেপ্তা বিকল-মনোব্য হয় এবং রাজপুত্রের জক্সই এই ভোজের ক্ষাত্ত হল্যাছিল বলিয়া ক্রোধ বশ্তঃ ভাহারা রাজপুত্রকেই হত্যা বাজা মুসলমানদের নিকট হইতে গোহত্যার ক্ষাত্ত কৈদিবং বিলা; কিন্তু সমন্ত মুসলমানগণ ভরে তাঁহার রাজ্য ইইতে ন করে।



দ্বিখন্তিত সুৰ্য্যদেবের মূর্ত্তির উপর উৎকীর্ণ আরবী দিপি

সাচা কৃষ্ণির মাতৃল দিল্লীর সমাট ; সাহা কৃষ্ণি প্রাণজ্য দিল্লীক সমাট কিবাজ শাহ সমস্ত কথা তালিয়া তাঁচার সহিত বহু দৈলা দিল্লী তাঁচার সহিত বহু দৈলা ভাঁচারে পাও্যায় পাঠাইয়া দেন। সপ্র্যাম-বিচ্ছাী জাফর থাঁ সাহা কৃষ্ণির থুলভাত ; তিনি এবং বহুলাম সালা সাহা কৃষ্ণির পাঙ্যার বিকাদে যুদ্ধে সাহায় করেন। পাঙ্গার হিন্দু প্রভাবৃন্দ গো-হত্যার ভক্ত অকারশে রাজাব প্রতি বিরুপ ছিল ; এই সময়ে সাহা কৃষ্ণি সাইস্থাজাকুমণ করিল। হিন্দু রাজাব সহিত মুসলমানগণের তুমুল যুদ্ধ হইল এবং কয়েক দিন যুদ্ধের পর রাজা নিহত ইইলেন ; পাঙ্গা সাহা কৃষ্ণি করতলগত ইইল।

সাহা স্কৃষি পাওুয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজার প্রাচীন ম**ন্দির** ধ্বংস করিলেন এবং সেই স্থানে মঞ্চিনের উপকরণ দিয়া মসজিদ নিপাণ করিলেন। এই মসজিদ 'বাইশ-দরজা' নামে পরিচিত, বর্ভমানে ধ্বংসম্ভূপে পরিণত ১ইতেছে। 'বাইশ-দরজা' অর্থাৎ বাইশটি বৃহৎ থিলানের ধারা এই বাড়ীটি নিশ্বিত ছিল। ইহা পূর্বে দেবমন্দির ছিল, ইহার মধ্যে কুষ্ণপ্রস্তক-নিন্দিত কাককার্য-ৰচিত শ্রেণাবন্ধভাবে বহু স্তম্ভ আছে। কুফণ্ডর-নিশ্বিত সিংহা**সনের স্থার** একটি 'বেদী' অভাপি দৃষ্ট হয়; এই সিংহাসনের মধ্যে কোন বিগ্রহ-মৃতি থাকিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। এই চিঃহাসনেব সোপান থলিও স্থল্য প্রস্তবে নিশ্মিত। মন্দিরের চতুর্নিকে বহু মিনার বা ভম্ম ছিল; সে কালের হিন্দু রাজগণ প্রাতঃকালে উচ্চ স্থান ২ইতে স্থাদেবকে দর্শন করিবার জন্ম উচ্চ ভম্ব নিশ্মাণ কবিতেন। কুদ্র কুদ্র স্তম্ভগুলি বিনষ্ট কবিয়া কেবলমাত্র বৃহৎ স্তম্বটিকে নামাজের আজানের জন্ম বন্ধা করা হয়। এই স**হজে** List of Ancient Monument of Bengal नामक পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে ভাহার উল্লেখ করিভেছি।

"The old temple of Pandua was then destroyed and the present mosque built with its remains. The larger tower was used as a minarah for call to prayers and every Hindu was driven out of the town." (page 36)

পাণ্ডুয়া-বিজয়ী সাহা স্থাক মন্দিবের সর্ব্বোচ্চ গুস্তটি মৃসলমানদিপের বিজয়<del>-ভত্তব্যপ্রাধিয়া দেন ; ইহার</del> উচ্চতা পূর্বে ১৩৬ ফিট ছিল।

১৮৮৫ খুষ্টাব্দের ভূমিকম্পে স্তম্ভের, উপরিভাগের ১১ ফিট বিনষ্ট হুটুরা বাওরায় বর্তুমানে ইগার উচ্চতা ১০৫ ফিট দাড়াইয়াছে। ইহার আকার ও গঠন-প্রণা**লা** দিল্লীর কৃত্যমিনারের অনুরূপ • এবং ইছা বাঙ্গালার প্রাচীনতম স্থাপত। শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদ্রশন। ইয়াই বাঙ্গালা দেশের প্রাচানতম ইমারত। এইরপ ইমারত নাকালা দেশে আরু বিভীয় নাই। লে: কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন, "This minaret is said to be the oldest masonry building of Bengal" ( Hooghly Medical Gazetteer ) | Sansib পাঁচটি তলায় বিভক্ত, প্রথম তলার বাস ৬০ ফিট ইচা ক্রমশ: সক স্ট্রা গিয়াছে, পঞ্চম তলার ব্যাস মাত্র ১০ ফিট। প্রত্যেক জলায় একটি করিয়া বাবান্দা আছে এবং উক্ত বারান্দা দিয়া মিনারটির চতৃদ্দিক প্রদক্ষিণ করা যায়। নিমু তলার প্রবেশ্বার 'বাইশ দবজার' পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং নিমু হইতে ঘুৱাণ-সিঁডি দিয়া উপরে উঠিতে হয়; সর্বতদ্ধ ১৬১ সিঁডি মিনারের মধ্যে আছে। মিনারের চুড়ায় একটি ছড়ি আছে, জনশ্রুতি যে, সমতান সাহা সুফি উক্ত ছড়ি • ইয়া ভ্রমণ করিতেন। মিনারের গঠন ও আকার নিম্নের ভালিকাটি হইতে ভাল করিয়া বুঝা বাইবে।

পঞ্ম তলার ব্যাস ১২ ফিট উপবেও ১৫ ফিট নিমে;

উচ্চতা ১৮ ফিট।

চতুর্থ তলার ব্যাস ২৩ ফিট ১০ ইঞ্চিউপরেও ২৬ ফিট নিয়ে; উচ্চতা ১৮ ফিট।

স্থতীয় তলার ব্যাস ৩৪ ফিট ৮ ই ঞ্চি উপরে ও ৩৭ ফিট ৫ ইঞ্চি নিয়ে ; উচ্চতা ৩০ ফিট।

ৰিতার তলার ব্যাস ৪৭ ফিট ৬ ইঞ্চি উপরে ও ৪৮ ফিট ১ ইঞ্চি নিরে; উচ্চতা ২৫ ফিট।

এক তলার ব্যাস ৫৮ ফিট ২ ইঞ্চি উপরে ও ৩০ ফিট নিমে; উচ্চতা ২৫ ফিট।

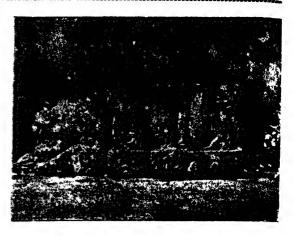
পঞ্চম তলার উপবের চডার উচ্চত। ১ ফিট।

মিনারের মোট উচ্চতা———— ১২৫ ফিট।

বছ প্রাচীন কাল হইতে নববর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ)
এবং মাঘ মাসের প্রথম দিনে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা
হর। মেলা উপলক্ষে প্রতি বংসর প্রায় বিশ হাজার লোক
পাত্রার সমবেত হয়। ১৯২৪ খুষ্টাব্দে মেলার সময় মিনারের উপর
উঠিবার জল্প একপ উড় হইয়াছিল যে, উপরের সিঁড়ি হইডে একটি
লোক পড়িয়া লোকের পদতলে পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত
ইইয়াছিল। মিনারের গাত্রে কোন শিলালিপি নাই।

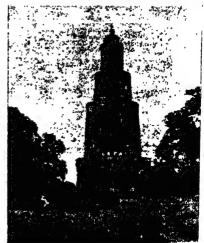
মিনারের উত্তর-পশ্চিমে প্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রেণ্ডের ধারে একটি প্রাচীন মসজিদ এবং স্থলতান সাহা স্থাফির সমাধি-মন্দির আছে। মসজিদটি ছোট ছোট ইট দিয়া গাঁথা হইরাছে। মসজিদের ফটকে একথানি শিলালিপি প্রথিত ছিল, কিন্তু ফটকটি পড়িরা বাওয়ার শিলাখণ্ডও

কৃতবমিনার ভারতের মধ্যে সর্বাপেকা বৃহৎ স্তম্ভ এবং ইহার
উল্লেখ্য শত ৪২ ফিট; কখিত আছে বে, সাতালটি হিন্দু-মন্দিরের
উপাদান সইয়া বাদশ শতাকীতে ইহার নিশ্মণ-কার্য্য আরম্ভ হর
এবং সামস্থলীন আলতামাস কর্ত্ত্ব ১২০০ প্রস্তাব্দে ইহার গঠনের
প্রতিস্কানির কর ।



শিলালিপির অগাদিকে সপ্ত অশ্বযুক্ত বিগ্রহমৃত্তি

খলিত হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উহ। মসজিদের পূর্ব্ব দিকে অবন্থিত সাহা স্বফির সমাধির মধ্যে বক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্যাং দিকে হিন্দুদিগের একটি ভগ্ন সূধ্যমৃত্তি থাদিত আছে। বৃষ্ণ প্রস্তবের উপর খোদিত স্থাদেবের একটি মৃত্তি ছিখণ্ডিত করিয়া ট্যার নিম্নভাগের পশ্চাৎ দিকে আববী অক্ষবের লিপি উৎকীর্ব হইয়াছে। উচাতে লিখিত আছে.—"হিজরী ৮৮২ অব্দে সামসন্দীন ইউস্ফ সাহে সেনাপতি কর্ত্তক পাণ্ড্রার হিন্দু বাজত্বের বিলোপসাধন এবং হিন্দুদের বিগ্রহগুলিব তুরবস্থা সংঘটিত হুইয়াছে।" পাঠকগণের অবগতিব ভর এক দিকে শিলালিপি ও অন্ত দিকে স্থামন্তির নিমাংশের অলোক-চিন্ত দেওয়া হইল। এতহাত তৈ আলোকচিত্রে আরও চুইটি ক্ষুদ্র কুট শিলালিপি আছে দেখিতে পাওয়া যাই তছে, উহণতে আলার নাম মস্ভিদ নিমাণ করা ১ইয়াছে বৃহিন্যা লিখিত আছে। উল্লে অক দিকেও হিন্দুমৃতি দেখিতে পাত্যা যায়; বিস্কু মৃতিগুলির উপা হাতৃড়ির যা পডিয়াছে বলিয়া এগুল কোনটা কি দেবতার মৃটি ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা থায় না। মস্ভিদেব সমুগে আর একটি সমাধি আছে; অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উচা মক্ষা সাহেবের সমাধি। উক্ত মকত্বল কে ছিলেন, তাতা নির্ণয় করিছে।



পুলতান সা-প্রকির বিজয়-মিনার



প্রাচীন মন্দির—'বাইশ দ্বজা' নামে খ্যাত

পারা যায় নাই। পাত্যায় বারটি মসজিদ আছে এবং বছ স্থানে ইতক্তত: কববও দৃষ্ট হয়। হিন্দু বাজাব সময় চইতে পাত্যার সীমানা পাঁচ মাইলব্যাপা প্রাচীব দিয়া বেইন করা ছিল; প্রায় শত বংসর পূর্বেকাৰ মাণচিত্তেও পাত্যার চতুদ্দিকে প্রাচীব বা বাধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছ কর্হমানে কোন প্রাচীব দৃষ্ট হয় না।

এই স্থানে 'পাংপুকুব' নামে একটি পবিত্ত জলাশয় আছে। करकार मा इन हैं। ४० किरे शक्ते निका ऐस्त्र के निया পীরপুকুর সম্বন্ধে যে কিশ্বদন্তী প্রচলিত আছে তাচা অতি বিচিত্র। এই পুকুরের মধ্যে সভাপীর অবস্থান করেন এবং তাঁহার তুইটি কুমীর আছে। কুমীৰ ছটিকে ভাকিলেই ভাহানা আসে এবং ভাহাদিগকে সিমি দিলে যদি ভাষাবা সিমি গ্রহণ করে ভাষা হইলে অভীষ্ঠ সিদ্ধ হয়। মহানাদ ও দারবাসিনীতেও এইরপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হুইটি পুছবিলা আছে ! পাতুয়ার পুছবিলা পাতুরাছা খনন করিষাছিলেন বলিয়া শুনা যায়। পাওুয়ার সমৃদ্ধির সময় কাগজ, নীল, চুণ ও ধানের জন্ম এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখনও ৰাগজিপ্যভায় কোন কোন মুসলমান কাগজ প্ৰস্তুত করে; ধানের জন্ম আজও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং বহু ধানের কল এই স্থানে আছে। পূর্বে প্রায় দশ হাকার লাক এই ক্ষুম্ব স্থানটিতে বসবাস কবিত : কিন্তু ১৮৬০ পুটানের 'বৰ্দ্ধমানের অব' নামক মহামাবীতে এই স্থান শাশানে প্রিণ্ড হয় এবং ৬১৬১ জ্ঞান্ব ম'ধা ৫২২২ জনের মৃত্যু হয়। তাহাব পর হইতেই এই স্থান ভঙ্গলে পরিণত হইষাছে। বাঙ্গালা দে'শর মধ্যে সর্বতপ্রথম রেল-পথ পাতুয়া প্রযান্ত প্রস্তুত হইয়া-ছিল। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দেব ২৮শে জুন মি: হজসন নামক এক জন ইংবেজ প্রথম রেলগাণী পাতৃয়া পর্যাস্ক ঢালাইয়া প্রীক্ষা করেন। ১৮৬৩ খুগাকে মহামারীব জন্ম পাওুয়ায় একটি সরকারী ডাক্তারগানা খোলা ইইয়াছিল। ১৮৬৫ খুষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া

ভাগীরথীর পশ্চিম কুলে বে সকল প্রাচীন স্থান আছে তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি অক্তান্ত বছ স্থানের তুলনার বে অধিক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা বার। আবা, দিলী প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন

# 'জনান্তিক'

### **बीनिर्धनहत्र ह**िष्ठाशाशास

জনতার মাঝে তবু জনাস্থিক থাকি— শাল-তাল-থজুর্বের ('তমালে'র হ'লে ক্ষতি বা কী! আরণ্যক প্রীতি দিয়ে শ্বতি ছেয়ে রাখি; জন-অরণ্যের বুকে জনাস্থিকে থাকি।

ছুক্ল-আকাশ-প্লাবী স্বাগলা আলো—
দাৰুণ ছুপুর রৌদ্র প্রথম রসালো;
পান করি, স্নান করি, দোঁছে সৌর-সাকী,
জনাস্তিক, জনতার হারমুক্ত পাথি।

উধাও সিঁদ্ব-সন্ধ্যা, আকাশ ও মাটি রাগরক্ত প্রণয়ের পরিচয় থাঁটি। পথে-চলা গান যেথা প্রাণে আছে জাগি' সেই সান্ধ্য জনান্তিকে ক্রণমৃত্যু মাগি।

নিক্ষ-কঠিন রাত্রে ( নক্ষত্র প্রেলাপ ! )—
গত লক্ষ জীবনের কত পুণাপাপ,
কত ফুল, কত ভূল ধূলি দিয়ে ঢাকি,—
জনাস্তিক !—জনতার প্রেমের এ রাখি।

'জনাস্তিক ত্বাতৃথি ব্যর্প তার ফাঁকি।'— জীবনমরণ-পথ ব্যথা-দীর্ণ তা কী ? পরিণীতা সে-পথের উষা ষদি বাকি, জনশার উষাস্থাপ্র জনাস্থিকে থাকি॥

ন্থানগুলির ইতিহাস অসংখ্য রচিত হইরাছে, কিছু আমাদের গৃহের কোণে হিন্দুরাজবংশের ও হিন্দু সভ্যতার স্মৃতি বিভড়িত এই সমস্ত ধ্বংগপ্রায় স্মানাক্ষেত্রে পদার্গণ না করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস মৃত্তিন মন্ত দেখিতে পাওয়া বাইবে না। এই সমস্ত প্রাচীন স্মৃতির উদ্ধারসাধন যে মহা পুণাজনক কার্যা তাহা কে অফাকার কবিবে ? প্রষ্টা বার কিছু সৃষ্টি চিবদিন অকর হইরা থাকে; আজ এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের প্রত্তাগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কিছু তাহাদের স্পৃত্তির বিক্তিও ক্রালসমূহ বোর নীরবতার মধ্যেও তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের জক্ত আই হাস্কে মানব-নধ্যতা যোবণা ক্রিতেছে।



শ্ৰীবিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

Q

সম্পূর্ণ নিজে ইউতেই যে সংসার চালাইবার বয়স হয় নাই
সিবিবালার এমন নয়, অভিজ্ঞতাও ইইরাছিল যথেইই, কেন
া, নিজাবিণী দেবী জাঁহার হাতেই সব ছাডিয়া দিয়াছিলেন এদিকে,
বু একটা মস্ত বড় ভ্রসা ছিল যে শান্তভী মালা-হাতেই হোন বা
রাজি-কোলেই হোন, নিকটেই আছেন। তেশ থানিকটাই
কিশহার ইইয়া পড়িলেন।

আবার এই সময়টিতেই আদিল পুত্রের নিকট ইইতে প্রথম বিছেদ: একটা অভূত অয়ভূতি,—সনই আছে তাহার মধ্যে এরা ই জন না থাকিয়া মনটাকে যেন অষ্টপ্রহর অধিকাব কবিয়া মহিল লিজেরাই একটা শূক্তার সৃষ্টি কবিয়া নিজেদের জীবনের সহস্র ভিনাটি দিয়া সেই শূক্তার পূর্ব কবিয়া ফিবিতে লাগিল। এ-সময়ের শাটা উত্তরকালে গিরিবালা প্রায়ই শশাস্ক-শৈলেনের কাছে বলিতেন লিসেকা যে অসপ্ত অবস্থা মনে পড়লে আমার এখন পর্যন্ত যেন দুটা কি রকম হয়ে যায়। মা-ও গেলেন চলে, কি হুঠাং হোলেও গামি কজকটা তোয়ের ছিলাম। তোরা যেতে আমি যেন কি করব ত্রব উঠতে পারলাম না। আরও মনটা আইটাই করতে লাগল ই জজে যে আমি শেব পর্যন্তি যদি কালাকাটি করতে থাকতাম তো নিব কর হোত না যাওয়া—বাহাত্রি দেখিয়ে রাজি হলাম বলেই স্প্রবিধা হয়ে গেল। মা-ই তুলেছিলেন কথাটা, কিন্তু আমার নির অবস্থা দেখে প্রথমটা দোমনা হয়ে পড়লেন, তার পর আমি কে অবস্থা মধ্ন রাজি হয়ে বঙ্গলাম মাকে ····· তি

সিবিবালা থামিয়া, হেলেদের বিশ্বিত দৃষ্টির পানে চাছিয়া হাসিয়া ঠন, বলেন— ইয়া রে, আমিট গিয়ে নিয়ে যেতে বললাম মাকে—আর লার কথা বলিস্ কেন ? তবে এও বলি, সে কি আমি বললাম ? বালেন আমার মুগ দিয়ে উনি। আমার তো তথন এক রকম খারই ঠিক নেই; মা চলে যাছেন, তার ওপর ভোদের যাওয়ার বা তনে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছি; একবার ঠাকুরমিকে ছি, একবার ও বাড়ীর দিদিকে গিয়ে ধরছি, একবার ছোট ফুরমিকে ধরছি—বলো তোমরা ব্যিয়ে—একে মা যাছেন, তার র এ ফুটো গেলে আমি বাঁচব না—ওরা ফিরে এসে আমায় দেখতে বে না । তালেক বলতে পারছি না; তিনিই তুলেছেন কথাটা,

একলা থাকতে কষ্ট হবে এও বলেছেন, এর ওপর নিজের মুথে গিয়ে বললে ভাববে ছেলের ওপব জোর খাটাচে,—মাথাব ঠিক নেই, কি বলতে কি বলব, রাগ করেই বোধ হয় ছেড়ে যাবেন। দিদি, ঠাকুর-বিদেরও মাকে বলতে বারণ কবে দিয়েছি—ওঁরা ওঁকে বলুন, উনি মাকে বগুন; ওঁর ঘাউ দিয়ে ফাঁডাটা কাটিয়ে নিতে চাইছি আর কি। "এমন কি, ঘরের কোণে একবার কাঁদতে দেখে মা জিগোস্পর্যান্ত করলেন—'বৌমা কাঁদছ—ছেলে ছু'টোব জলো মন-কেমন করছে ?" তাড়াভাড়ি চোথ মুছে বললাম—'না মা, তুমি চলে যাড়ে'—বলেই হাপুস নয়নে কাঁদতে আরম্ভ কবে দিলাম।

সেদিন ওঁর বাইরে কি একটা কাজ ছিল, খুব রাত করে পেতে বসলেন। ঠাকুরপো, ঠাকুরজামাই আগে পেরে নিয়েছিলেন। মার একাদশী ছিল, থাবার সময় ওঁর কাছে বসতে পারলেন না। ঠাকুরঝিও মার গা-ভাত-পা টিপে দিচ্ছিলেন; আমাবেই বসতে ভোল। ভাবলাম মন্দ হোল না, একটু স্থবিধে পেলেই তোদের যাৎয়ার কথানা পাড়ব, যাতে বন্ধ করে দেন।

খুব যেন অক্সমনস্ক হয়ে থাচ্ছিলেন, একবার হঠাৎ মৃণ্টা তুলে বললেন—'মা শশাস্ক আর শৈলেনকে নিয়ে যাবেন না বলছেন।'

—মূখটা বেশ রাগ'-রাগ'

একটু দমে গেলাম. বললাম "কৈ, আমি তো কিছুই বলিনি।"
বলতে হয় না, সমস্ত দিন হেরকম কেঁদে-কেটে বেরিছেছ
তাতেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়েছে। ছেলেগুলো আকাট মুখা হয়ে বইল।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনিও চুপ করে থেয়ে বেতে লাগলেন, তারপর এক বার মুখ না তুলেই বঙ্গলেন—'তুমি মাকে আবাৰ বুঝিয়ে বলো বাতে নিয়ে বান।'

কোন উত্তর না পেয়ে একবার একটু চোথ তুলে আমায় দেখে নিলেন, বোধ হয় মুখের ভাবটা দেখে বুখলেন গভিক প্রবিধের নয়। চুপ করে আবার খেয়ে যেতে লাগলেন। শেবাঝ, কোথার আমি চেষ্টা করছি ওঁর ওপর দিয়ে বন্ধ করব যাওয়া, উনি মতলব আটিছেন আমিই গিয়ে মাকে বলে ব্যবস্থা কবি!

গিবিবালা হাসিতে থাকেন। হাসিতে হাসিতেই বলেন—"কিউ কি কবে জিভলেন শোন না, আমি কি পারি এটে উঠতে কথনও? •••ভাবটা কি বুঝবার জন্তে ঠায় মুখের দিকে চেয়ে আছি—উনি ঘাড় টে করে থেরে বাচ্ছেন—দেখি, আন্তে আন্তের রাগের ভাবটা গিয়ে মুগটা সহজ হয়ে এল। জালুব দম হরেছিল, একটা মুখে দিয়ে একট মুখে কেলে দিলেন, জিগ্যেস্ করলেন—'এটা কি বিবাজকে দিয়ে বাধিয়েছ না কি ?'

গিরিবালা এখানটা একেবারে জােরে হাসিয়া ওঠেন, হাসির বােঁকে চােথে জল জমিহা যায়, মৃছিয়া বলেন—"সেদিন মনের ঠিক নেই, আলুর দমটা মূণে একেবাবে পুভিয়ে ফেলেছিলাম, ঠাকুবজামাই ঠাটা কবে বললেন প্রায়—যাতে কখনও নেমকহারামি না করতে পারি বােদি তার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছন আজ। শাসেই আলুর দমের প্রশাংসা! মতলবটা আমার ধরে ফেলা উচিত ছিল, কিছ মেয়েছেলের বায়ার প্রশাংসা হলে তাে আর তার জ্ঞানগিম্য থাকে না. বললাম—'কেন ?—ঠাকুবজামাই বলছিলেন বড্ড মুণখরাে হয়েছে, মূথে দােবাব জাে নেই ব্ঝি ?'

উনি সে-কথার উত্ত্ব না দিয়ে আরও ছ'টো মুথে ফেলে দিয়ে হললোন— ঠাকুরের ছাতে থেয়ে থেয়ে তাকর জিব পানসে হয়ে গেছে। দালুব দম তো লাউ-ডালনা নয়.— তাতে মুণ চাই একটু; মুণ আর কাল।

চূপ করে থেয়ে যেতে লাগলেন। আমার মন তথন ভিক্তে গেড়ে,—একটু পরে ভিগোস্ কংলাম—'দোব আর হ'টো ?'

বললেন—'দাও, তাচলে আর হ'গানা কটিও এনো।'

ভূলেও কথনও একখানা বেশি কটি খাবার মান্ত্র্য নন, আমি মনে মানে আফাদে আটখানা হয়ে গোটা আটেক আলু আর ছ'খানা কটি এনে পাতে দিয়ে চূপ করে বসে রইলাম। ভূণেব টোটে জিব হেজে গিয়েছিল,—দেটা কিন্তু আমায় এক বছর পবে বললেন। তথন এমন ভারটা করে থেয়ে যেতে লাগলেন, যেন কী অমৃত্তই না খাছেন।

আলুব দম থাবাব সময় কথাটা তুললে আমি হয় তো মতলবটা রে ফেলতে পাবি, সেই জন্তে এ-কথা-সে-কথা পেড়ে কথন বেলে তেজ-গুবেব কথা এনে ফেললেন, তার পব একেবাবে চধ থাবার সময় কটি গুবিত মাগতে বললেন— বিকাশ দাধার কথা মনে আছে তোমার গ

বললাম—'ভাঁকে বোছই মনে পড়ে বোধ হয়।'

বললেন—'মনে পড়বার মতন মার্যই। তোমার তো দাদাই,
ফুবেট মনে।'

ছ'-এক গাল থেয়ে বললেন—'ভূমি একবার বলেছিলে—তাঁর বড় ছে ভোমার ছেলেরা ম'মুষের মতন হোক; কেউ উপযুক্ত মা হয়ে ঠাছ দেখলে তিনি না কি খুব আনন্দ পান।'

এই টুকু বলেই এক নেকচার—এখনই বলছি নেকচার, তখন কি বি ধনতে পেরেছিলাম ?—উপযুক্ত মায়ের কাজ সোজা নয়—ছেলেব মৃথ চেয়ে তাদের জনেক সময় বৃক বাঁধতে হয়—আজ যেটা আদর, জ যেটা মায়া, এক সময় বোধ হয় সেটা ছেলের পকে বিয হয়ে এই পারে—বিশেষ করে কচি বয়সে মাই সব কিছু ছেলের পকে, বি ছলেবেলাটা শেখবার সময় বলে ছেলের জীবনে মায়ের দাহিজটাই শি—বিকাশ দাদা আমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু দেখেছিলেন, তাইতেই বিনা আশা। করে বলেছিলেন আমার ছেলেদের তিনি বড়াবেল এক দিন।

এই বৰম আন্তে-আন্তে বিনিয়ে বিনিয়ে এক-রাশ বলে গেলেন,
কি মনে থাকতে পারে? শেবকালে হঠাৎ থেমে গিয়ে

। বিনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে

বিনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বিনিয়ে

বললেন—'এই দেখো আমার তুল !—হঠাৎ কি করে বিকাশ দাদার কথাটা মনে পড়ে গেল ;—তুমি না আবার ভেবে বস তুমি পাঠাছে নারাজ বলে ভোমায় পাকে-প্রকারে হাজি করবার টেটা করছি…'

ভালো তরকারির দোহাই দিতে মনটা ভিডেই ভিল. তার পর বিকাশ দাদার কথা এনে আকাশে তুলে দেওয়া—আমি দিলাম কাঁদে পা বাড়িয়ে, বললাম—'নারাজ হতে যাব কেন ? তাব…?'

চুপ করে গেলাম। উনি একবার মুখের দিকে চেয়ে, নিয়ে বললেন—'ভাচলে বলকে সাকে গু'

আমি চুপ করে বইলাম দেখে বললেন—'তাহলে আহিই বলব মাকে. কি করব ;— তুমি যথন চাও না বলতে তথন তো জ্ববনান্তিনেই; তবে ফল হবে না। মা বলবেন—ওরা চলে গেলে তুমি কেঁদেকটে অন্য করবে।'

বলে ফেললাম—'কাল্লাকাটি কেন করতে যাব ?'

বললেন—'নাই কর, কিন্তু মা তো করবে বলেই ধরে নেবেন ?'

আবার একটু বোধ হয় চুপ করে গেলাম, ভার পর বাহাছরি দেখিষে বললাম—'আমিই না হয় বলব'খন। ওদের ভালোটা আগে দেখতে হবে ভো?'

উনি আন্তে আন্তে হথেব বাটিতে চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন।

গিবিংশলা আবার এক চোট হাসিয়া ওঠেন, ছেলেদের ভিজ্ঞান্ত্র নয়নের পানে চাহিয়া বলেন—'তার পর আব কি ় তার পর আমিই গিয়ে মাকে বললাম; কী বোকাই যে বনেছিলাম দেবার!'

মা বললেন—'বেশ ববে ভেবে দেখো বৌমা, পারবে তো থাকছে। না হয় এর পর কেউ গিয়ে ওদেব রেখে আদ্যোখন।'

বললাম— 'না মা, লেখা-প্ডাৰ কথা যথন, তথন আৰু দেরি করে কাজ নেই, আবার কৰে স্বিধে হবে না-হবে···'

থেন পাঠাবার জলে আমারই জিন, আর বেউ গা করছে না !— এ বে, উপযুক্ত মা হওয়ার কথা হয়েছে, আর বাফে আছে ।"

একটু হাসিয়াই সে-দিনেব অসহ বিচ্ছেদ্যাতনাৰ শ্বৃতিতে বেন আভিত্ত হইয়া বলেন—"তার পব তোরা চলে যেতে বে কী অবস্থা আমার— যেন পাংগলের মতন হয়ে গেলাম! লোদের কাউকে ছেড়ে কন্ধনও থাকিনি—যে ঘবেই যাই, যে বাছেই হাত দিই—প্রাণ্থ যেন আইচাই করে ওঠে—কেন মবতে বলতে গেলাম মাকে—আবার উলটে বাহাত্বরি করে ভিদ কংই পাঠিয়ে দিলাম! বাড়িতে টেকতে পারি না; ধ-বাড়িতে দিদির কাছে বসি, হাউ হাউ করে কাদি। দিদি এক একবার বোঝান, এক একবার ধমক দেন, বলেন—'তুই বৌ, ভারে এই দশাই হবে। ছগ্ধপোষা শিশু ছ'টো, কী বলে তুই ভাদের কাছছাড়া করলি? আমরা তুললাম বথাটা মাসিমার কানে; তিনি যদি মত বদলালেন তো উনি গিল্পিনা করে জিদ ধরে বসলেন—নিয়ে যাও।•••এখন বাঁদলে কি হবে?'

দিদির হাতে-পারে ধরে বিদ—'তুমি বড়ঠাকুরকে বলে একটা ব্যবস্থা করে। না হয় তার করে দিন আমি মরণাপন্ন, ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আমুন।'…ঠাকুরবিকে বলি—'আমাব ওর্জি হোল তো তোমরা কেন সামলে নিলে না? মা যাছেন, আমার কি মাথার ঠিক ছিল?'

বখন কাছে ছিলি, কিছুই খেয়াল করতাম না। এখন, কবে কি একটু বলেছি, কবে বোধ হয় রাগের মাথায় একটু গায়ে হাত

ভুলেছি, কবে কিসের জ্ঞান্ত মুখটি চুণ করে এসে দাঁড়িয়েছিস, কাজের মধ্যে বোধ হয় জিগ্যেস করাও হয়নি, কথন চলে গেছিসু-সব খুটিয়ে খুঁটিয়ে মনে পড়তে লাগল আর মনটাকে ধেন ভোলপাড় করতে লাগল। শৈলেন একবার অসুথ-শ্রীরে বিছানায় ওয়ে কয়েক বার ভেকে ভেকে চুপ করে গিয়েছিল; মার ঘরে আমি কি একটা কাজে ৰাস্ত ছিলাম, কাজটা শেষ হতে গিয়ে দেখি ঘু:ময়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে একটু একটু জল গড়াচ্ছে। তথন অত ভাবিনি, বিশ্ব শৈলেনের সেই ঘুমস্ত মুখ মনে পড়ে পড়ে আমায় যেন অভিষ্ঠ করে তুলতে লাগল। কেবলই অমঙ্গল মনে হতে লাগল,—লৈলেন সেখানে অস্থাথ পড়ে এই-রকম করে ডাকবে আমায়। আমি ভনতেও পাব না! অভ যে বাহাছরি করে পড়াশোনার জন্তে পাঠানো—ভা একবারও কি মনে হোল রে যে তোরা খুব পড়া করছিস্, সুখ্যেত হচ্ছে, উপযুক্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিসৃ? তা হলেও তো একটা বল পেতাম মনে। এ তথু পাণ্ডুলের পুরন কথা সব, बाद ও দিকে সাতবার কথা মনে হলেই অমুকুলে ভাবনা—সে যে কী গেছে ক'টা বচ্ছর !…"

শৈলেনেরও সে সময়ের কথাটা বেশ মনে পড়ে। প্রথম দিক্টা भारक का (५ या वाहेरल इहेरव विलया या विरमय ब्यान कहे इहेगा किन এমন মনে পড়ে না। রেলে চড়িতে পারিবে এই আনক্ষের সঙ্গে এक हो नृ न कायशाय नृ हन कौरानद त्राम्यास्य मनहे। पूरियाकिया। আবার সবে হুই দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হুইথা গেল বালয়। সেই আনন্দ আর রোমানটা ছিল এত ঘনাভূত যে অক্স চিস্তা প্রায় আদিবার 🛊 ক পায় নাই একেবারে। ••• নাপতে ডাকাইয়া হুই ভাইয়ের চুল একটু ভদু কার্যা ছাটিয়া দেওয়া হইল। বাজার থেকে ভালো ছিট কিনিয়া আনিল, দর্জি আসিয়া মাপ লইয়া গেল, যাওয়ার আগের দিন রাত্রে ভালো কৰিয়া থাওয়ার ব্যবস্থা হইল, তার মধ্যে বাসমতী ধানের চিড়ার পায়সের স্বাদ যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে এই সব নগদ প্রাপ্তির উন্মাদনায় এইটা দিন ষেন কোথা দিয়া চ লয়া গেল। নিজের সম্বন্ধে এই, কিন্তু আশ্চর্য্য হুইলেও ওবই পাশে দাদার সম্বন্ধে মনের ভারটা ছিল ১৯ রকম, এও বেশ মনে পড়ে। দাদা একটু নিরীহ গোছের, শরীরেও একটু ছব ল, এবং সাধারণতঃ শৈলেনের চেয়ে মা-ঘেঁসা! নিক্ষের উল্লাসের মধ্যে শৈলেনের এক একবার দাণার জন্মে মন কেমন করিতেছিল,—বড় ভাই দুৰ্বল, ভালোমামুৰ হইলে ভাহার প্ৰতি বেন ছোট ভাইরেরই ভাবটা আসে—শৈলেনের এক একবার মনে হইতেছিল—আহা लानात कष्ठे श्रव. नानात এथान्य थाकलारे **ভाला**...

বৈশ মনে পড়ে পাণ্ডুলের বাহিরে দাদাকে যেন কল্পনাডেই আনিতে পারিতেছিল না।

বাওয়ার আগে পর্যন্ত ছুইটা দিনের এই ইভিহাস; অস্ততঃ
এইটুকুই স্পাষ্ট করিয়া মনে পড়ে। আশ্চর্যাও লাগে,—বাড়ি থেকে
একটু দূরে গেলেই যে মার কাছে মনটা পড়িয়া থাকিত, সেই মাকে
ছাড়িয়া অত দূরে যাওয়ার কথায় কোন বেদনা ছিল না কেন প্রথম
প্রথম!

ভাহার পর যাত্রার সূহুর্ত্ত থেকে সব বেন উল্টাইরা গেল।

প্রণাম করিতে আসিল। মা আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন, ছই ভাইরে এক-সলে প্রণাম করিবার জন্ত নত হইতে ছ-ছ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছই ভাইরেই উঠিয়া অপ্রতিভ ভাবে মারের মুখের পানে চাহিয়া নতদৃষ্টি হইয়া গাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কে আগে আরম্ভ করিল মনে নাই, তবে ছই জনেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা ছই জনেব কোঁচার খঁটে একটা করিয়া সিকি বাঁথিয়া দিয়া কালার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা খরে বলিলেন—"চুপ কর বাবা, নৈলে আমার বড় কই হবে; খুব মন দিয়ে পঙ্বি, খুব বড় হবি•••"

ि २३ ५७, ७३ गरका

. অসপট স্থারেট বলিতেছিলেন, বেশ মনে পড়ে—"বড় চরি" বলিতেই মা'র গলার স্থরটা স্পষ্ট আর বিরুত চইয়া উঠিল, ভাহার পর মুখে ঘোমটা চাপিয়া কালা। ঐ কথা এইটির উপরই ছিল যে যক্ত অভিমান!

ছাড়াছাড়ির মধ্যে শৈলেন মাকে সেই প্রথম নৃতন ভাবে খুব স্পষ্ট আর নিকটে করিয়া পাইল। কোখায় গেল ওর আনন্দের রোম্যান্স, মনটা হঠাৎ ধেন অসাড় হইয়া গেল,—মনে হইল মাকে ধেন হঠাৎ নৃতন করিয়া, বেশি করিয়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই হারাইয়া ফেলিল! সে যে কী কষ্ট! শিশু-হালয়ের কী হা-ছভাশ—বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এ-ভাবটা কবে প্রয়ন্ত যায় মন থেকে তাহা মনে পড়ে না, তবে এটা বেশ অবণ আছে যে অত সাধের হেল্ট্রা বিস্থাদ করিয়া দিয়া ক্রমাগভই মায়ের মুখ ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। উত্তর-ক্রীবনে ব্যাপারটাকে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া, ক্রানের দিক্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে; এই বিছেদের গোধ্লি-আলোয় মাকে নৃতন করিয়া—অত অভূত ধরণের আপন ভানিয়া পাওয়া, নিজের আত্মারই যেন একটা নৃতন উল্লেখ, একেবারেই এক নৃতন-লোকের আলোকের সম্মুখীন হওয়া,—মনটি একটি পুণ্য-বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দিনটি মায়ের কাছেও, শৈলেনের কাছেও খুব শ্ররণায়। সস্তান লইয়া কি এক রকম বিড্লুনা ?

দিন-দশেক পরে বিপিনবিহারী সাঁতর! থেকে ফিরিয়া আসিলেন। বোধ হয় মনের কোনখানে এক পাই আন্দান্ত আশা ছিল যে তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া কৈলাসচক্র ছেলেদের ফিরাইয়া আনিবাব হল তার করিয়া দিবেন, কিখা কোন প্রকারে কিছু ঘটিরে, যাহাব হল বিপিনবিহারীকে ছেলেদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—ছহতুক আশা গভীর ছংথের যে চি০সাথী। স্বামীকে একলা ফিরিতে দেখিছা গিরিবালার শোক আবার এক-চোট উথলিয়া উঠিল। খানিকটা অভিমানও হইল। কতকটা কত্বটা তুই কার্বেই ছনেকক্ষণ কামীর সক্ষ্মীন হইলেন না; রায়াঘরে, ভাঁডার-ঘবে একটা ল-একটা ছুলা করিয়া কাটাইয়া দিলেন। বিরাজমোহিনী, ছলা গিয়া দাদার সাহিত কথাবান্তা কহিলেন, পান-ভামাক যাহা দরকার পাছিল ছোগাইয়া দিলেন, তাহার পর কেলের কাপড়েই একবার হাজবিটা দিয়া আসিবার জনা বিপিনবিহারী ভাড়াভাড়ি আফিসে চলিয়া গেলেন, একটা দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

খানিকটা সময়ও গেল, তাহা ভিন্ন বোধ হয় এও একটু মনে হইয়া থাকিবে যে, স্বামী ক্ষা হইয়াই খুলাপারে আফিসে চলিয়া গিয়াছেন; ফিরিয়া যখন জামাজুতা থুলিতেছেন, গিরিবালা গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতেই একটু আড়চোখে দেখিয়া ক্ষাক্ষাত্র——— কামীর মধ্যে বাগের কোন লক্ষণ নাই। প্রাম্থ ভাবেই গল্ল করিয়া গোলন — সাঁতরার কি খবর— মারের থাকিবার ব্যবস্থা কোন ঘরে হইল— মনোমোহিনী দেবী গিরিবালাকে একবার দেখিবার ভান বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন— খেতন বলে স্বাইকেই দেশে বাখিরা ভূমি একলা পাণ্ডুলে থাকো, পুরুষায়ুকুমে কি পাণ্ডুলেই পড়িয়া থাকিতে হইবে ? তেলেদের নাম লেখানো হইল— শশান্তকে সিক্ষেরী মাইনার স্থালে, শৈলেনকে মহাদেব মাল্লারের পাঠশালায়— গিরিবালার বোধ হর মনে পড়িতে পারে— গঙ্গার ঘাটে যাইতে ঠিক মোড়ের উপর পাঠশালাটা পড়ে, একটা বালাম গাছের ভলায় ত

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"থুব কান্নাকাটি করতে লাগল ছই ভাইয়ে তুমি চলে আসবার সময় ?"

বিপিনবিহারী চকিতে একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া লইলেন, তাহার পর নিভান্ত অবহেলার স্বরে বলিলেন—"কিছু না. কিছু না; কালা ?—তারা থুব ফুভিতে আছে—একটা ভাকে। ভারগা, আর মনোদিদির বা আদর! একবারও কি বোঝবার জো রেখেছেন যে পাঙ্ল ছেডে রয়েছে? আসবার সময় একবার মনের ভারটা বোঝবার জন্ম বরং ভিগ্যেসও করলাম—যাবি ভোরা পাঙ্ল ? শৈলেনটা ভো মনোদিদির কোল আকড়ে এরকম করে বসল যেন সাত্য আমি তাকে জবরদন্তি নিয়ে আসছি ! • • কালা ?—বয়ে গেছে ভাদের কাদতে • • •

মাথা নাঁচু করিয়া জুতার ফিতা থুলিতে থুলিতেই বলিতেছিলেন, শেষ কবিয়া উঠিতেই গিরিবালার মূথে দৃষ্টি পভিতে দেখেন, তাঁহার মূখটা যেন কি-রকম হইয়া গেছে। তেওঁ উন্টা ফল হইল। কিন্তু কথাটা ভাবিয়া দেখিবার পূর্বেই ও-বাড়ি থেকে বৌদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গিরিবালা চলিয়া গেলেন।

বিচ্ছেদের ব্যথা অবশ্য মায়ের মন থেকে মেটে না, তবু থুব বড় একটা আঘাত লাগিল গিরিবালার বুকে।—সন্তানেরা এতই শীঘ্র ভোলে ;—কি করিয়া সন্তব হয় ওদের দিক্ থেকে ? তাঁহার নিজের মথে তো তুই দিন একেবারেই অন্ধ ওঠে নাই, ও-বাড়ির দিদি টের পাইয়া তৃতীয় দিন হইতে ডাকিয়া নিজের সঙ্গে থাওয়াইতেছেন।… শৈলেন না হয় ছোট, অবুঝ, শশাম্ব তো বড় হইয়াছে, মা অন্ধ প্রাণ ছিল, আসিতেই চাহিল না ?—পিসিমার যত্নে মা পর হইয়া গেল ;… অভিমানের পাশেই ক্ষমা আসিয়া দাঁড়ায়, গিরিবালা নিজের মনকে বোঝান—আহা, এই রকমই হয় বোধ হয়, বেটাছেলেরা যে আবার বেশি বারম্থো। ওরা ভালো থাকৃ—হে মা-শীতলা, ওরা তোমার কাছে গেছে, ওদের ভালো রেখা, মাকে ভোলা তো কোন অপরাধ নয়, যদি ভালই থাকে ভালো তো, তাই থাক্। যদি এতে কিছুও অপরাধ হয় তো ওরা স্থ-ভালয় ভালয় ফিরে এলে আমি বুকের বক্ত দিয়ে ভোমার প্রাণ দোব বদিই কোন দোব হয়—একটুও—সামাক্রও তো আমি সে নিজেব মাথায় তলে নিচ্ছি…

কেমন করিয়া মনে পড়িয়া বায় কবে কোথায় কোন্ ছেলে মা'ব মনে পীড়া দিয়াছে—নানা ভাবেই—কেহ কটু বলিয়া—দেদিন কামারপাড়ায় লোটনা জ্রীকে লইয়া বৃড়িয়া হইতে আলাদা হইয়া গেল, কত কালাকাটি করিল বৃড়ি। তেই যে আহি—চিরক্প হইয়া মায়ের গভে আসিয়াছে, চিরকাল দিবে বেদনা। তেওঁবের কথাও মনে গড়িয়া গেল—দক্তিয়া জননী, ছুইটি ছেলে মাত্র সম্বল, একটি একদিন অদৃশ্য হইল। খণ্ডরের নিজের মুখেই শোনা— কাঁদিতে কাঁদিতে যারের একটি চোখ চিরতরেই নই চইরা যার। শানা, ওদের ওপর অভিমান করিতে নাই, অমলল হয় সন্তানের,—মা নাড়ার রজে পুঠ করুক, সমস্ত শরীর নিংড়াইয়া বক্ষের ক্ষীর উভাড় করিয়া মুখে দিক, চকু দিক, কিছু সব দেওয়ার সঙ্গে যেন অভিমানের এডটুকু সন্তানের উপর না পড়ে,— অমলল হইবে। শাহির মানী ভলা, ভারা যেন ভালো থাকে, যেমনটি নিয়েছ, ঘিরিয়ে দিও; ভোমায় বুবের রক্ত দিয়ে পুজো দোব।

কি করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি পাড়িয়া যায়— সঞ্জীনকাপিশা গিরিবালার দিকে। মনে পড়ে জ্রেঠামশাই, ক্রেঠাইমা, বাবা, মা,— একসঙ্গে সবাইকে। উ:, কভ দিন দেখেন নাই, চিটি আসিয়াছিল জ্রেঠামশাইয়ের অস্থধ; বেশ ভো ভূলিয়া আছেন সবাইকে! • • • হইবে না? – সন্তান বে! • •

থজনী ব'লল-"হলহীন, থোখা, বডকা-থোখা--ই সব •••"

বিশেষ কিছু প্রশ্ন নয়; এই সে-দিন গেল, কাই বা প্রশ্ন আছে এমন ? থজনীর প্রশ্নটা অনিদিষ্ট-ভাবে মাকপথে এলাইয়া গেল।

অক্তমনক ভাবেই গিরিনালা বেখানটার আসিয়া দাঁড়াইরাছেন সে দিক্টা কলভলা। দাওয়াব উপব দাঁড়াইরা আছেন; বজনী বোধ হয় অহিকে হুধ থাওইবার জন্ম একটা বাটি আনিয়া মাজিতে বিস্যাছে।

গিৰিবালা নিজেকে থুব সামলাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর একেবারেই ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন—'থোথা সব হমর, ভূল গেলেই গে থেজনা!…"

অত করিয়। সন্তানের পক্ষ শইবার চেঠা বিফল ইইল। **হাতে** আঁচলের একটা তাল পাকাইয় মুখে চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া **ফুলিয়া** কাদিতে লাগিলেন।

বিরাজমোহিনী চলিয়া যাইবেন বলিয়া তাই।র পরদিন ও-বাড়িডে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। তুপুরবেলা এরা অফিসে চলিয়া গেলে নামাল ভাজে মিলিয়া চার জনে আহাব করিতে বসিয়াছেন, কৌনির পায়স কইয়া শশাহব কথা উঠিল। জিনিষটা চালেব খুদের মতো এক রক্ষ শতা, এর পায়স শশাহ্বর বড প্রিয় ছিল। অভয়া দেবী বলিলেন — আহা, দেশে আবার এসব জিনিস পাওয়া যায় না, শশাহ্বনী বড্ড ভালোবাসত গো!"

বড় জা মুখটা ভাব করিয়া রাগিয়া উঠিলেন—"না বাপু, মনে করি কিছু বলব না, কিন্তু না বলেও পারি না ;—নিক্তে জিদ করে ছেকেছ'টোকে পাঠিয়ে দিলে গা !—ধঞ্চি বলি মায়ের প্রাণ ! কাল ঠাকুরপো যখন বলছিলেন এমন গাগ ধরছিল ভোব ওপর বৌ ! বলেন—কথনও ওদের গভাধারিণীর কাছ-ছাড়া হয়নি । থাকতে কি চার বৌদিদি ! যে কটা দিন ছিলাম, সঙ্গে নিয়ে আসব বলে ভূলিরে রেখেছিলাম, তা বখনই দেখা হয়—'কবে যাবে বাবা ? কখন বাব মার কাছে ?'…'লালেনটা ছোট, আরও হেদিয়ে পড়েছে।—আসবার দিন কাটা ছাগলের মতন হ'টোতে উঠোনে গড়াগডি দিতে লগলে…"

গিরিবালা হাত বন্ধ করিয়া গুনিডেছিলেন, বাসিয়া উঠিলেন---"দিদি!"

—কৌডুকে, বিশ্বয়ে এবং তাহার সহিত এবটা অভুত আনন্দের হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

জা অতিমাত্র বিশ্বিত হইয়া শ্রন্থ করিলেন—"কি লো ?"

া পরিবালা একটু জোরেই হাসিয়া উঠিরা বলিলেন— আর, ভোমার ক্রেক্তর আমায় কি বললেন জানো ;—ভারা বেশ আছে, দিব্যি আছে, ক্রুত করে বললেন তবু আসতে চাইলে না। তবী মানুষ বাপু, এ বৰম করে মিখ্যে। তথার আমি ভাবছি জোর করে বিদেয় করলাম বলে আরা বৃধি সভিয় আমায় ভূলে ত

প্রায় অলক্ষ্যেই হাসিটা মিলাইয়া গিয়া চোখ ছুইটা জলে ভরিয়া

ক্রিল; কথা বন্ধ হুইয়া গেল। বুকের বেদনাটা একটা দীর্ঘাসে

ক্রিলাকা করিয়া বলিলেন—"একটা দোব করেছি বলো কি সভ্যিই ভারা

ক্রামায় অমন করে ভুলবে দিলি ?"

অভূত হাসির মধ্য দিয়া কথাটা এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল বে,
কলনেই অপ্রতিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, জা আঁচলে চক্ষু মুছাইয়া দিতে
দিতে বলিলেন—"চুপ কর বৌ, আমার কথাটা বলাই তুল হরে গেছে।
ঠাকুরপো একটা ভেবে তোকে বানিয়ে বলেছিল ও-রকম করে; ভুল
হরে গেছে আমার. জানতাম না-তো। চুপ কর, থেতে বসে চোথের
ক্রাক্ষেতে নেই, অকলাণি হয়…"

ভাহার পর আহারটা নীরবেই হইল। পায়সেব বেলায় গিরিবালা বঁ**লিলেন— আর** কিছু থেতে পারব না দিদি, পেট ভবে গেছে।

কেহ জিদ করিল না, অবশ্য নিজেও কেহ স্পাশ কবিল না।

কিছে এ-ও এক আলা, কোন দিকেই বা যায় মা ;—ছেলেরা
কুলিরা বেশ ভালো আছে, নিশ্চিন্ত আছে—এতেও হু:থ, ক্ষোভ,
ক্রিনান; আগার এখন সব কাজের মধ্যেই মনে হয় ছুই ভাইয়ে
নারের জভাবে মুথ চুণ করিয়া নিজপায় ভাবে গৃতিয়া বেড়াইভেছে,
ভীঠানে পড়িয়া কাট। ছাগ্লের মতো ছট্ণট করিভেছে। তবত বক্ষ
হুতা করিয়া ক্রমাগতই চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিতে হয়।

ভবুও সংসার সংসারই, ছেলেদের চিস্তা চাপা দিয়া দায়িত্বের বোঝা নামিয়া খাড়ে ফেলিল।

কার্ডিকের মাঝামাঝি নিস্তারিণী দেবী গেলেন, অগ্রহায়ণ থেকে <del>য়ামারে</del> ধানের বোঝা পাড়িতে আবস্ক করিল। মাড়াই হইয়া বারাবনী হইতে কিছু দিন গেল, ভাহার পর গিরিবালার অধীমে াসিয়া পড়িল। এ একটা অতাধিক কণ্মচঞ্চল জীবন। উঠানে প্রতাহ কাইয়া প্রভাহ কড়ো করিবার ব্যবস্থা করা, বেশিভাগ সিদ্ধ করানো, াইরে তুলিবার ব্যবস্থা করা, ধান কোটাইয়া চালের ব্যবস্থা করা, ্রনর ঘরে বড় বড় মাটির কুটিতে তুলিয়া রাখানো—প্রায় হুই মাস ोबा একটু নিশাস ফেলিবার যো থাকে না। অবশ্য বাঠির হইতে নিকটা সাহায্য হয়, তবু প্রায় সমস্ভটাই মেয়ে-মজুর লইয়া একং ভির মধ্যেকার ব্যাপার বলিথা গিরিবালাগ্রই এলাকায় পডে। গার কামারপাড়া হইতে অনেক মেয়েছেলে আসিয়া পড়ে, না দেখিলে কৈ দেশযায় স্থদক। তা ভিন্ন বিলক্ষণ হাতটান আছে, অইপ্রহর ৰ দিকে চোৰ বাৰিয়ানা চলিলে উপায়নাই। অঞ্চ বার শাওডি कতেন, অনেকটা সাহায্য হইত। গিরিবালা অবশ্য বলিতেন— া তুমি ৰ'স, পূজোৰ ব্যাঘাত ২বে," কিন্তু নিজ্ঞানিনা দেবা নামিয়াই র্ভন কর্মক্ষেত্র। মালাটা হাতেই থাকিত, তবে ঘোৱানয় যে ' হইতেছে সেটা অস্ব!কার করিতেন না, হাসিয়া বলিতেন—''মা-ট্রক ব্যরে ভূলছি বৌমা, এও-তে। পূজো, বরং আসল পূজো। বের কি দোষ জান বৌমা !--মা সক্ষাৎ রূপ ধরে এলে তাঁকে

চিনতে পারে না ;—এই তো সামনে এসে গাঁড়িয়েছেন মা।" এবারে লাভিছি নাই, কিছু তাঁহার কথাগুলো, তাঁহার ক্রমা মনে গাঁথিয়া আছে গিরিবালার। সাক্ষাৎ রুপই বটে মায়ের। মধুক্দনের ভামর দিকে মোঁক ছিল না, নিশ্চয় অবদরও ছিল না, যথন গেলেন সংসাংটিকে একরূপ কপদার-শৃক্ত কহিংহাই গেলেন ; এই ধান্তরপা কর্মাণ্ড ব্রেইই তো বিপিনবিহারী সেই মহাসক্ষট কাটাইয়া প্রতিষ্ঠার পথে গাঁড়াইয়াছেন। এ-বাড়ির সবাই চেনে এ-রুপকে। গিরিবালা ছোট জাকে আটকাইয়া রাথিয়াছেন, অভয়া দেবী আছেন, তিন ননদ-ভাজে অইপ্রহর ক্রমা ভোলায় ব্যস্ত থাকেন, বাঁধে মোল আনা ভার পড়ায় উৎসাহ আরও মেন বাড়িয়া গেছে। নিস্তাবিদী দেবীর পত্র আসে— আর সব প্রশ্নের মধ্যে ধানের ক্রম্ম আগে—কোন, ধান কত ইইল ক্রারে—চাল কত উঠিল কুটিভে—নবারের অইক দিন, পাচ রক্ষ ভালা দিয়া কেন নবায় করা হয়—চালের ইতর-বিশেষ করা এবাড়ের নিয়ম নয়ে।

উত্তর দিতে হয় সবিস্তারে; ধান ভোলা-পাড়া, সিদ্ধ করানো, চাল-ছাঁটা এই সবের মধ্যে তিন জনে বসিয়া খুটিয়া-খুটিয়া চিঠি পড়িয়া একটি একটি কথার উত্তর ভৈয়ারি কংলে। অভয়া দেবী বলেন— "বাবাঃ, সেই যে কথায় বলে ঢোঁকি সগ্গে গেলেও ধান ভানে, মাধত হয়েছে তাই, ওঁর আবার ঘটা করে গঙ্গান্ধান আর ভাষা করা।"

খুব হাসি পড়িয়া যায়। ছোট বধু দেখেন; অভয়া দেবা বলেন—
"লেগো—তোমার মাকের কৃটি থা থা করছে— সেটাতে ভোমার
আদরের বাসমতী চাল থাকত; একেবারে এইনি ও-ধান এবারে।
দেখো না, মা-গঙ্গা, মা-শেতলাকে ছেড়ে যদি 'হা-বাসমতী, হাবাসমতী'—বলতে বলতে না ছুটে আসেন তো…"

কর্মের আনন্দের মধ্যে হাসির জন্তেই মনটা থাকে উমুথ, ধান-কোটার শব্দ আর মজুইণীদের মূখ্রতার মধ্যে স্থাবিধাও অনেক, হাসির মধ্যে আর এতটুকু কুথা বা খাদ থাকে না।

ধান-চালের পাট সারিতে শীতের অর্ধেকটা এক-রকম করিয় কাটিয়া গেল। ছেলেদের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়, ভবে কমে ৯ থবলোতে কোন কিছু রই গোড়া বসিতে পায় না। কোন একটা অলস অবসাদ-মৃহতে হয়ভো মনটা চধল হইয়া পড়ে, চকু হইটি সজল হইয়া ওঠে, ভাহার পর—"হে হলটান" বলিয়া কেহ এবটা কাজের তাগিদ লইয়া উপস্থিত হয়, চোথের জলের সঙ্গে শ্বতির আমেডটুকুও মুছিয়া ফেলিয়া কম লোতে আবার গা ভাসাহয়া দিতে হয়।

ধান-চালের হাঙ্গাম মিটিলে আফিল অবসর, কর্মচঞ্চলতার গ্রাথ আলত্যে মনটা যেন আরও উদাস করিয়া ফেলে। দীতের অপরাচুটুর অলার্য্থ—সঙ্গা আদিলেই নিত্যদিনের কাজ আফিলা পাড়িয়া থিওা থেকে মুক্তি দের, কিন্তু এ একটুখানি সময় কাটানোই প্রতিদ্যান একটা সমতা হইয়া দাড়ায়। তথু ওদের চিন্তা, আর তার সমন্তচাই ছাদ্তা। এক এক দিন গিরিবালা খন্তনাকে দিয়া ছুলারমন্ত্রে ডাকিয়া পাঠান; ছুলারমনের নিজের একটা বাছ্যা রহিয়াছে বালার তাহার সঙ্গটা লাগে ভালা। সে নিজের কথা খামকা ছুলিও চায় না, তবে গিরিবালার বেদনা-আশহার ইভিহাস চুপ ক্রিয়া শোনে, ভিন্তা মন বলিয়া চোথে শীক্ত জল জ্বিয়া আসে। ত্রলারমন আর আগেকার ছুলারমন নাই, জাগে ঠিক যেন এখনকার উদ্টা

ছিল। ওর মুথের হাসি অবশ্য শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাহার জীবনের কথা আসিয়া পড়ে এই ভয়ে ক্রমাগভই কথার মোড় ফিরাইয়া নিজের সেই পুরান কালের হাত্তমুখ্রতার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহ রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিছ। মায়ের মৃত্যুর পর কেটোটাই যেন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। তে যেন নিজের অদৃষ্ট-দেবতার সঙ্গে এক-চোট প্রাণপণে লড়িল, তাহার পর মায়ের মৃত্যুব সঙ্গে হাবিয়া অবসন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

তবে আদে বেশি আগেকার চেয়ে; ডাকিলে তো আদেই, নিজে হুইতেও আদিয়া পড়ে কখন কখনও। গিরিবালাকে অভান্ত ভালোবাসিত, আজ-কাল যেন আরও বাদে। মনটা আজ-কাল বড় তরল হুইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভিন্ন লোক কম বলিয়া বোধ হয় স্থযোগ বেশি; গামাকা নিজের কথা তোলে না বটে, তবে একবার তুলিলে, পূর্বে যে যব কথা বলিত না, আজকাল মনের কোণকান, হাতড়াইয়া বাহিল করিয়া বলে। একদিন ছেলেদের কথা একটু খোবালো হুইয়া উঠিল। একটু হুই হুইয়া উঠিলাছে, শশাক্ষর আমাশয় হুইয়াছিল— শৈলেনটা একটু ছুই হুইয়া উঠিলাছে, থেলার মাঝে কোন ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। আবেগের মাথায় ভূল করিয়াই গিরিবালার মুখ দিয়া বাহিব হুইনা গোল— হুলেও আলা ছুলাবমন, একরকম ভালো আছ তুমি।

হলাব্যন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আমার বে হওয়া না-হওয়া ই'ব্যুমেরই আলা হুল্হীন—অতি বড় শত্রুরও বেন এমন না হয়।"

গিবিবালা চমকিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"কৈ, শুনিনি তো।"

জ্লাবমনেব চোথে তুই বিন্দু জল জমিয়া উঠিল, সে তুটাকে বেন বিয়া বাণিবার জন্তই চিবুক একটু তুলিয়া বলিল—"কেইই জানে বি, নাস তিনেকের হয়ে নাই হয়ে গেল। তোমাদের পাছন (কুটুম) বকম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ওরা বড়ত কট দিয়েছিল আমায়, সংগ্রীন, তাঁর জ্লিনিব আমি রাখতে পারলাম না। সেটাও যদি চে থাকত তবু এত কটের মধ্যে কোন রক্ম করে…"

- বিন্দু ছইটি চিবুক বহিষাই নীচে গড়াইয়া পড়িল।

গছনা আসিয়া উপস্থিত হইল; কোথায় নিজ্ঞা দিতেছিল, কাঁচা ম ভাডিয়া যাইবার জড়তা লাগিয়া আছে, কোলে অহি; বলিল ঁকোন মতে থাকছে না।"

গিবিবালা বলিলেন—"বসিয়ে দে না এখানে।"

ভাষার পর ত্লারমনকে অক্সমনস্ক করিবার জক্তই ছকুম করিলেন "নিয়ে আয় ভো কভকগুলো স্থপুরি, ত্লারমনকে দিরে কুঁচিয়ে ই—খখন পেয়েছি!"

<sup>থজনী</sup> ঘর থেকে এক আঁজলা স্বপুরি আর হুইটা জাঁতি জানিয়া <sup>কির</sup> নীচেটায় বসিল।

মুপারি কুঁচাইতে কুঁচাইতে গিরিবালা গুলারমনের মনটা <sup>দ্বাবে</sup> পরিষার করিরা ফেলিবার জন্ম বলিলেন—"তা যদি বললে <sup>দ্ব</sup> চেয়ে থজনীই ভালো আছে।"

াজনী নাচের ঠোঁট দিয়া ওপরের ঠোঁট ঈবং ঠেলিয়া ধরিয়া মাথা

গুলা নাড়িয়া বলিল—"কী ভালো আছে গো ফুলহীন? আমি

বিজ্ঞানীর কথাই হচ্ছিল। ধৌথাকে পাঠিরে দিয়ে—'এজনী

ভালো আছে'।•••ই—স।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"তাই তো, খোকার জঙ্গে বেচারির <sup>সমুনা</sup>!" তুলারমনও তাছার সক্ত-মদিত, নিদ্রালস চক্ষুর পানে চাহির। একটু হাসিরা আবার স্থণারি কুঁ চাইতে লাগিল।

থজনী চোথ কুইটা নাচাইয়া নাচাইয়া বলিল—"হাগো, করো ঠাটা, মার পেটের ছেলে তারই বখন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, সেই বখন নিজে জিল করে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়·····"

ছলারমন একটু বক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ধমক দিল—"চুপ কর্ পোড়াবমুখী।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"বলতে দাও না গুলারমন। •••••
বেশ তো, প্রাণে লেগেছে তো ভালোই হয়েছে, এবার তুই নিশ্চিন্দি
হয়ে ঘর করগে যা, তোর বর তো নিতেও এসেছে শুনলাম।"

থজনী আবার তাচ্ছিল্যের সহিত উপবের ঠোঁটটা ঠেলিয়া ধরিরা বলিল—"ই—স, আমায় নিয়ে যাবে! আমিই এখন ক'খাটের জল খাওয়াই দেখো।"

বিধাদের হাওয়াটা একেধারে কাটিরা গেছে, গিরিবালা বলিলেন — হ'-একটা ঘাটের নাম কর না থজনী শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।"

খজনী চূপ করিয়া রহিল, ভাষার পর তাগাদা খাইয়া বলিদ
— হা, বলতে যাই তোমাদের! ফিরে আসি, ভার পর আপনিই
টের পাবে "

সতাই একটা কিছু বহস্ত আছে টেব পাইয়া, স্থপারি-কাটা বছ কবিয়া হ'জনেই চাপিয়া ধরিলেন।

খজনী মৃথ ওঁজিয়া কয়েক বাব—"না-না" করিয়া দ্লিষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি ধোঁথাকে ছেড়ে থাকতে পারব না— মবে বাব আমি— আমি মরে বাছি—আমি থোঁথার জক্তে নিজের সব ছেড়েছি। তবু আমায় একবার কেউ জিগোস্ পর্যন্ত করলে না—থোঁথাও বেইমান, বাবার সময় আমি সাম্পোনির কাছে গিয়ে গাড়ালাম, একটা কথাও কইলে না, শবে থোঁথা, বে থোঁথা, বে বেইমান !…"

হাতের আঁজলায় মূখ ঢাকিয়া খলনী ফুঁপাইয়া **ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া** উঠিল।

তথনও তুই জনের মনে বরকে সাত ঘাটের জল থাওয়ানোর হাসিটা । জাগিয়া আছে, তাহার ভিতরে যে এত ব্যথা কে জানিত ? তুই জনেই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। গিরিবালা বলিলেন— চুপ কর থজন, চিঠি এসেছে—তারা শীগ্রিগর আসবে; চুপ কর, কাদিস্নি।

এই ভাবে একটা বংসর কাটিয়া গেল। পাণ্ডুলের জীবন সেই
একই রকম হলারমন শক্তনী ও বাড়ি; হরেন ওক্তনীর
পাঠশালার বার, দৌরাত্ম্য করে—থেত থেকে কোন নৃতন কসল উঠিল
—মাবে মাঝে এক আখটা ভোজ, ও বাড়িতে বা এ বাড়িতে কোন
অতিথি সমাগম হইল হয়তো কোন দিন, মধুস্পনের বশের জের;
মাঝে একবার মোতিবালা দেশ থেকে আসিলেন, মাস হুয়েক থাকিয়া
আবার চলিয়া গেলেন।

বাপের বাড়ির জীবনে কিন্তু মন্ত বড় পরিবর্জন হইরাছে, বিশেষ করিরা দিতীর বংসরেব গোড়া থেকে: জ্যোমশাই জন্মদাচরণ মারা গোলেন, এবং এই একটি মান্তুৰ ৰাইভেই বেলেভেজপুরের বাড়ির ভিং বেন জাল্যা হইরা গেল। সাতকড়ির কিছু দিন আগে শিবপুরে একটা জানিকাল ভাকতি স্থানিক স্থানিক

কিশোৰও চালিয়া আদিলেন, চাকৰিব চেটার। দেশে বহিলেন শুধু ছই জা এবং বসিকলাল। সে-থাকার মধ্যেও একটা নিস্পৃহতা লাগিয়া বহিল। একটু কাবণ ছিল,—ঘোষালমশাই পূর্বেই মারা গিরাছিলেন, অন্নদাচবণ বাইতে নিকুঞ্জলাল জো পাইরা বসিলেন। জাহার আকোশের বহর এবং শক্তিব পরিমাণ—গুইটারই আম্মান্ত পাওরা গেল অন্নণাচবণের প্রাদ্ধের দিন। কোখা দিয়া যে কি হইল, জামে গুইটা দল হইয়া গেল এবং ভোজ্যের প্রায় অর্ধে কটা অংশ বাগদিপাড়ায় বিতরণ করিয়া দিতে হইল। বসিকলালের গুর্বল মনটা চিন্নপালই দাদার কাঁধে ভর দিয়া দাড়াইয়া ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে এমনই ভান্ডিয়া পড়িল, তাহার ওপর নিকুঞ্জলালের স্বরূপ প্রকাশে জারার আরু সন্দেহ মাত্র বহিল না বে, বেলেভেক্রপুরের মাট্ট আঁকডাইয়া থাকা আরু চলিবে না; এমন কি, আঁকড়াইয়া ধবিবার মাট্টিটুকু পর্যান্ত শ্বাকিবে কি না তাহাও সংশ্বের বিষর হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জলালের ত্রী রায়মণি মাথা গিয়াছেন, বোন দামিনী নিজের
খুড়বান্তরের এক নাতনির সঙ্গে ভাইরের বিবাহ দিবার মতলব
জাটিতেছেন। খুড়বাতর বার হয়েক সিংহবাহিনী দর্শনের নাম করিয়া
এব মধ্যে দেখা দিয়া গিয়াছেন, একবার নাতনিটিকে লইয়া।
নিকুঞ্জলালের ভাবটা ঠিক বোঝা বাইতেছে না,—বাহিরে বাহিরে
বালা, মামলা, আর ভগবান গীতার কবে কি বলিয়াছেন তাহাই লইয়া
বাকেন।

সাতকড়ি, ছবিচরণ এবং শশুবের হাতের চার-পাঁচথানা চিঠি হইতে
সমস্ত থববটা সংগ্রহ করা বিপিনবিহারীর। হবিচরণের লেখাটা থুব
সরস—বিশেষ করিরা নিকুঞ্জলালের সম্পর্কে যে থবরগুলা দেন, থুব
সরস করিরাই দেন, যদিও কথাগুলা ছঃথেরই। জেঠামশাইরের
ঝাজে দলাদলির অমন গুরুতর সংবাদটাও বেশ হাসির ভাষাতেই
লিখিরাছিলেন। চিঠির শেষ পংক্তিটা ছিল—"নিকুঞ্জ-ছেঠাকে নেমজ্জর
করতেই হরেছিল, কোন উপার ছিল না তো? কিন্তু তার ঘারা
আমাদের যে পাপটুকু হয়েছিল জেঠামশাইরের পুণির জোরে সেটা
সন্ত সন্তই কেটে গেল—নিকুঞ্জ-জেঠার দলের বামনদের জায়গায় পাড়ার
বাগদিদের থাইরে।"

এতশুলা থবরের মধ্যে মাত্র সাতকড়ির শিবপুরে চাকরি হওরার থবরটা গিরিবালা পাইলেন। জন্মদাচরণের মুহার থবরটা দেওরার উপায় ছিল না; গৃহস্থাল'র ভাঙনের মূলেও এই মহীক্ষহপাত, ভাই হরিচরণের কথা পর্যান্ত বলিলেও, কিশোরের শিবপুরপ্রবাদের কথা বলা হইল না। বাপেব বাড়ির এত-বড় ত্র্যোগের বেটুকু ইভিহান বে ভাবে পাইলেন ভাহাতে গিরিবালা কতকটা উৎফুল্ল হইয়াই বলিলেন—"বড় চমৎকার হোল, না? সাতকড়ির চাকরি হোল, জেঠামশাইরের বোকাটা জনেক হালকা হোল, শেব ব্রেসেও বে ভগবান একটু মুখ জ্বলে চাইলেন, এও ভাঁর কত দরা!"

খবরটা টের পাইলেন মাস-আটেক পরে, তাঁহার পঞ্চম সম্ভান টাছ বর্থন ছই মাসের। শীত কাল, তাহাকে লইয়া রোদে বসিয়া আছেন, এমন সমর হরেন আসিয়া বলিল—"মা, একটু গোহুমের ময়লা দেবে ?••হাা, দাও মা।"

নিয় শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মেশে বলিয়া কথাগুলার হিন্দির ছুট পুর বেশি। জিনিস বা চার অপরের জন্তই, সব সমর বে চাহিরা লয় প্রায়েগ্ড লবা: সিবিবালা কলিকেন—"না, মফলা কেই, লাছ।" হবেন আবদার ধরিয়া বসিদ—"হ্যা, দাও মা, দেই বানাব, শুড়িড করব।"

গিরিবালা রাগিরা বলিলেন—"বৃদ্ধি করবি কাগন্ধ কোথার পেলি তনি ? ওঁর টেবিল থেকে সরিবেছিস্ তো ?"

হরেন বলিল—"না বন্ধি কাগাৎ, বাবার টেবিলের নিচে পড়েছিল এই দেখো বরং।"

ও-বাড়ি বাইবার রাস্কায় কোথার লুকাইয়া রাথিয়াছিল, ময়দার লোভে আনিরা হাজির করিল। আগা-গোড়া লেথা একটা বেদ বড় কাগজ। চিঠির কাগজ নয়, তবে হরেনকে কাছে ডাকিয়া দেখিলেন চিঠিই এবং ছরিচরণের হাতের লেথা। কখনও হাতে পড়ে নাই এ চিঠি, একটা কৌতুহল হইল, বলিলেন—"দে তো দেখি।"

হরেন পিছাইয়া গেল, বলিল—"না, এ রদ্দি কাগাৎ, আমার গুডিড হবে।"

ফেরৎ দিবার অন্সীকার করিয়া এবং ময়দার লোভ দেখাইয়া গিরিবালা চিঠিটা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। অন্তুত চিঠি আর অন্তুত তার সব খবর ! ''মেরে সেদিন এসেছিল তার ঠাকুরদার সঙ্গে, চণ্ডীদিদির মেরের সঙ্গে থেলা করছিল, দেখলুম ''ভনচি নিকুঞ্জ জ্জেঠার পছন্দ হরেচে ''কিশোরের পড়া ছাড়াতে হোল 'শ্রাদ্ধের ব্যাপার থেকে বাবা ভর পেয়ে গোছেন ''

গিরিবালা দারুণ বিশ্বরের সহিত পড়িয়া যাইতেছিল. শ্রাছের কথার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। আরও উৎকৃষ্টিত ভাবে পড়িয়া চলিলেন, পূর্বের ও পরের জনেক পত্রের মাঝথানে এই একথানা চিঠি, সংবাদের ল্যাজা-মূড়া, কোনটার বা মাঝের অংশটাই বাদ পড়িয়া যাইতেছে — কি এক গোলমেলে ব্যাপার। হরিচরণেরই লেখা, তবে এ বেলেতে জ্পুরেরই খবর না কি — কোন্ দামিনী পিসিমা কোন্ নিকৃষ্ণ-জেঠার জন্ম ঘটকালি করিতেছেন ! বাবার একলার সামলাইবার কথা কোখা খেকে আসিল ! গাত কাঁপিতেছে মন্টা মেন পাগলের মতো অক্ষরওলার ওপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; গঠান শেবের দিকে একটা লাইনের উপর আসিয়া আটকাইয়া গোল— 'কোঠামশাইরের বাৎসরিক শ্রাছের সময় নিকৃষ্ণ-জেঠা যে কি কবরে আবার! আর তো মোটে মাস করেক আছে…'

গিরিবালা যেন একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই চেঁচাইয়া উটিলেন —"হরেন।"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া হরেন অনেকক্ষণই সরিয়া পড়িগাছে। বিশিনবিহারী অসময়ে এবং একটু ব্যস্ত হইয়াই প্রবেশ করিলন, সোজা ঘরের দিকে চলিয়া বাইতেছিলেন, গিরিবালার হাতে চিটিটা দেখিয়া থমকাইয়া গাড়াইয়া পড়িলেন। একটু রাগিয়াই বাললেন ভুলি চিটিটা কি করে পেলে? আমি ছুটে আসছি—ভূলি বোধ হয় বাইরে কেলে গেছি, ভেবে… সজে সজেই নিজের ভূলটা বুঝিতে পারিয়া সংখত কঠে প্রশ্ন করিলেন— স্বটা পড়ে ফেলেই না কি ?

গিরিবালা খুব বেশি কাঁদিতে পারিলেন না,—এমন অন্তুত ভাবে পাওরা সংবাদটা আর প্রার এক বংসরের পুরান হইরা এমন একটা অন্তুত আকার লইরা উপস্থিত হইরাছে, তত্তপরি চারি দিকে অন্তুত পরিবর্তনে এমন একটা জালিলভার মারখানে পড়িয়া গেছে যে মনটা হঠাং কে ক্রোক্ত প্রায়েশ প্রায়েশ ক্রোক্ত প্রায়েশ ক্রাম্বর হঠাং

আসিয়া পড়িরাছেন—মনের উপর প্রভাব হইবে কি করিয়া ?—বিশাস করিয়া সংবাদটা মনে গ্রহণ করা শক্ত।

বে জলটা একটা পথ ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া বাইতে পায় না,
সৌন বাবে বাবে অনেকথানি মাটিকে ভিজাইরা তোলে; ভালো কবিয়া
কাদিবার স্থবোগ হইল না বলিয়া জেঠামশাইরের জন্ত শোকটা জীবনকে
বেন ধব ব্যাপকভাবে ছাইয়া বহিল।

কান্তন মাসের শেবাশেষি একটা শুভ গবর আসিল, সাতকড়ির বিবাহ। কভ দিন যাওয়া হয় নাই দেশে, আর কভ দরকার যে যাওয়া একবার! কিছ কোলের শিশুটি মাত্র চার মাসের। গিরিবালার মনে পড়িল—বিরাক্তমোহিনীর সঙ্গে একবার ঠাটার ভর্ক কবিতে করিতে নিস্তারিণী দেবী জাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন— ইংা, রাথবই তো বেঁখে— সোনার শেকল দিয়ে— একটি একটি করে শেকলের পাব্ আমার হাতে আসবে। "• গিরিবালা অভিমান করিয়া বলেন— বাবা-ভেঠাই মারাও আমায় ঠেলে দিয়েছেন, সব জেনে—ভনেও এই সন্য বিয়ের ব্যবস্থা হোল,— আর দিন ছিল না ! • গিরিবে নিশ্চয় নিয়ে গাসবে। —বাস্ চিঠিতে ত্'অক্ষর লেখা হয়ে গেল, আর কি ? ায়ে গালাস হয়ে গেলেন। ""

বলিলেন বটে কথাটা, কিন্তু যাইতে পারিলেন না বলিং। মন যে ব থাবাপ হইয়া বহিল এমন নয়। একটু অভিমান হইল, শ্বতি কটু সচেতন হইয়া উঠিল কিছুক্ষণের ভক্ত, তাহার পর আবার ছিল মণ্ডে সব ভলাইয়া গেল। ••• মেয়েছেলের শশুরবাড়ি তাহার পের বাভিকে প্রাস ক্রিয়া ফেলে।

সত্ত সত্ত অত ভাবিলেন না, কিন্তু পরে এক দিন কথাটা ভাবিয়া থিবার অবসর হইল। ছোট জা প্রভাবতী দেবী বৈয়াম থেকে দিলেন; বেদিন আসিলেন ভাহার প্রদিনই দেশ থেকে কিশোরের র আসিল; নৃতন বৌদিদি পাইয়াছে, থুব আহ্লাদ করিয়া বিবাহের, ভাতের, কুট্মবাড়ির নৃতন বৌদিদির বর্ণনা দিয়া থুব দীর্ঘ একথানা ত্র দিয়াছে। ভিন জনে বসিয়া বসিয়া পড়িলেন, প্রভাবতী দেবী দেনন—'তুমি গেলে না কেন দিদি? প'ড়ে আমারই মন উলসে ছ—মনে হচ্ছে থাকতে পারলে দিব্যি হোত। আর ভোমার বাপের বাড়িই।"

বিবাহের পত্র পাইয়া ষতটা হোক না হোক, এখন বর্ণনা পড়িয়া
টি গিবিবালার মনটা একটু চক্চল হইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত জিনিবটা
বিবালার মনটা একটু চক্চল হইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত জিনিবটা
বিবালার মনটা উঠিয়াছে। জিনিবটা আলার আকারে,
বনাব আকারে যথন আসিয়াছিল, এরকম ছিল না, এখন অমুবিবাহ আকারে আসিয়া মনটা বেন মখিত করিয়া তুলিল;
বি হইল—প্রথম ভাইয়ের বিবাহ—বাভিতে প্রথম বযু আসার
বি, ঠিক এ-জিনিবটা আর আসিবে না বাভিতে কখনও,
বি জাবনে চিরতরেই বাদ পড়িয়া গেল। আরও একটা কথা
হইল—এর আগে বা' কিছু ভাবিয়াছিল তা নিজের দিক্
বি, আল হঠাৎ মনে হইল—আর এক জনের কথাও ভাবিবার
বির মধ্যে, সে সাভকভি—ভারার অভিমান জীবনে
ব না।

ভায়ের কথার উত্তর দিলেন—"বাওরা কি সহজ বোন ? একটা যাসের শিশু রয়েছে।"

ेष्य म**क ! ठांत्र मांटम्स** किसा क्षीप्रतिस्तक क्रमकारण-दिश निन्तर स्ताप

নিরে যাছে না যেন লোকে! না হয় আমিই এসে দেখভাম, ও তো আর মা চিনতে পারেনি এখনও, তথ আছে এমন একটা মাগিকে বামনপাড়া বা কামারপাড়া থেকে ধরে আনলেই হোত—কিছু পয়সা দিয়ে।"

গিবিবালা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা হোত বটে, বছড ভুল হয়ে গেছে।" অবশ্য প্রভাবতী দেবীর জন্ত আর জন্ত কোন উত্তর ছিল না, তিনি এখনও সম্ভানের মা হন নাই, তাঁব বলা চলে ও-কথা। যাওয়া চলিত, খোকাকে লইয়াই, কামারপাড়ার কোন মাগির হুধের ভরসায় ছাড়িয়া দিয়া নয়। তবু গেলেন না কেন ?•••

সেদিন বাত্রে ও-বাড়িতে থাওয়া ছিল। ছই বাড়ি লইয়া ছোট ভোজ। বালাঘরে বসিয়া সকলে আয়োজনে লাগিয়া ছিলেন, গল ইইতেছিল, এমন সময় এ-বাড়িতে কালার আওয়াজ শোনা গেল।

বড় ভা বলিলেন—"বৌদ্ধের ছেলে উঠেছে।"

অভয়া বলিলেন—"থজনী আছে, ঠুকে-ঠাকে ঘুম পাড়িৱে দেবে'থন।"

বাপের বাড়ির কথা লইয়া আজ গিরিবালার মনটা বেন অতিরিক্ত ছল-ছল করিতেছে, সব জিনিবের উপর মায়াটা বাড়িয়া গেছে; উঠিতেই যাইতেছিলেন, অভ্যা দেবীর কথায় বসিয়া গেলেন; মনে স্লেহটা আজ বেশি তরল বলিয়া প্রকাশ করিতে যেন কুণ্ঠা বোধ হইতেছে। থোকাব কাষ্ণাটাও ওদিকে থামিয়া গেল।

মনটা কিন্তু এদিকে পড়িয়া বহিল। একটু পরেই **আবার কারা** উঠিল—"নাঃ, দিলে বসতে তো?"—বলিয়া ময়দার হাত **ঝাড়ির।** উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়িটা নিস্তর। একবার ঘূমের ব্যাঘাত হওয়ায় থকনী গাঢ়তর নিজ্ঞায় আচ্ছন্ন, থোকার কান্নার সঙ্গে সমান তালে নাক ডাকিয়া যাইতেছে।

খোকা ভিতরে বাগ মানিল না বলিয়া গিরিবালা তাহাকে কইরা বাহিরে আনিয়া দাওয়ায় বসিলেন। স্বস্তপান করিয়া খোকা একটু পরেই যুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষ; বাত বেশি হয় নাই, বোধ হয় আটটা হইতে ন'টার মধ্যে, কিন্তু কানের কাছেই এক গাঢ় নিজার শব্দ ছাড়া কিছুই নাই বলিয়া মনে হইতেছে, যেন নিস্পপ্ত হইয়া গেছে। চৈত্র মাস, নৃতন গ্রীম্মের একটা একটানা হাওয়া বহিয়া চলিয়াছে, চারি দিকে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মাথায় অসংখ্য নক্ষত্র—ছোট, বড়, পৃঞ্জীভূত, একক—হাজারে হাজারে বিকমিক করিছেছে, অথচ অন্ধকার এতটুকুও কমেনা। এই অনাগত অন্ধকার, ঐ আলোকপৃঞ্জ, নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়া গিরিবালার বড় আশ্চর্যা বোধ হইতে লাগিল, ঘুমস্ত শিশু কোলে চুপ করিয়া গামনে বিদ্যা বহিলেন—অনেকক্ষণ । • • • ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গামনে বিদ্যা বহিলেন—অনেকক্ষণ । • • • কিয়া গামনে বিদ্যা বহিলেন—"বেলি আসেন না বে, ডাকতে পাঠাব ?" প্রভাবতী বলিলেন—"বান্ধ, হয় তো ঘুমিরে পড়েছেন, ভাইরের চিঠি পেরে মনটা বড় খারাপ হরে আছে আন্ধ।" • • • এই আলোচনাই চলিল একটু একটু।

এমন একটা রাত্রির নিকবে এমনই উদাস দৃষ্টির সামনে কোথা থেকে পুরান শ্বভির দাগ পড়ে। আজ সমস্ত দিনে সব চেয়ে বা বঙ্ক ্ৰমবিয়া এক একটি ঘটনা গিবিবালাৰ চোথেৰ সামনে ভাসিয়া উঠিতে · লাগিল। ঠিক এমনটি আর কখনও হয় নাই—নিজেকে যেন আগাসোড়া দেখিতে পাইলেন একবার। • • • ৬ ব্রাস্তে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে পুতুল-সন্তান লইয়া ব্যস্ত, আর আজ এ-প্রান্তে -শিশুক্রোড়ে পাঁচটি সম্ভানের জননী—মাঝখানে ভাবই কভ বিচিত্র হল। গিরিবালা কিন্তু অমুভব করিলেন গুই-ই এক হইলেও পর্ব্বাপর বোগ নাই—সমস্ত শৈশবটা যেন আলাদা হয়ে গেছে জীবন থেকে —ঠিক কোন জায়গাটিতে ছেদ পড়িয়া, কোথায় কবে কেমন ক্রিয়া, ধরা যায় না, তবে আজকের গিরিবালার সঙ্গে ছেলেবেলার গিরিবালার যোগ নাই; বেলেতেজপুর আর পাণ্ডুলের জীবন— ছুইটা আলাদা হইয়া গেছে। মনে পড়িল প্রথম-প্রথম আসিয়া বেলে-ভেজপুরের জন্ম সে কী অসহ্য ব্যাকুলতা !--গ্রীম্মের ছপুরে সবাই ষখন ব্যাইয়া, জানলার সামনে একটু ছিদ্র দিয়া বাহিরের উত্তপ্ত রোদের দিকে চাহিয়া আছেন—আজ বেমন অন্ধকারের গায়ে. সেদিন তেমনি ৰালমলে রোদের গায়ে বেলেতেব্রুপর ভাসিয়া উঠিয়াছে—বাপ, মা, **জ্ঞোমশাই, জ্ঞোইম!—মনে হ**য় ডানা থাকে তো উড়িয়া পলাই !··· কোখার গেল সে ব্যাকুলতা ? কবে থেকে গেল ? আৰু এই প্রায় ত্রিশ বংসর বয়সেব মাথায় বেলেভেজপুর এমন সবিস্তারে মনে পড়িয়াছে! সব মেয়েরই এই জীবনকাহিনী না কি ? ভাই নিশ্বর, মা বাপের বাডি যাইতে না পারিলে প্রায়ই বলিতেন— "মেয়েদের বাপের বাড়ি কুটুমবাড়ি মা,—কুটুমবাড়িরও বাড়া।"•••আরও মনে পড়ে বাবার মূথে শোনা—পণ্ডিতমশাই না কি বলিয়াছিলেন —"গৌরী চাইলে কি বাপের বাভি ঘন-ঘন আসতে পারে না ৰসিক ? চায় না তাই আদে না, বছরে বছরে একবার করে তেরাত্তির কাটাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে—একটা ঠাট বজায় রাখা কোন রকম করে।"···ঠিকই-তো, সব মেয়েই হুর্গার ধাতে গড়া. ইচ্ছা করিয়াই ভোলে বাপের বাড়িকে। • • • • সাত্র বিবাহ হইল—সাতর—বাডির প্রথম ছেলের !— দিদি বলিতে অজ্ঞান হইত; গিরিবালা গেলেন ন!।

একটি দীগখাস পড়িল, চিন্তা একটু অক্স পথ ধরিল।—কেন হয় এমনটা ? কে ভূলাইয়া দেয় ?—ছোট জা তো বেশ আছে · · · · ·

প্রশ্নটা আপনা আপনিই বেন উত্তর পাইয়া গেল। গিরিবালা একটু বঁ কিয়া ঘূমন্ত শিশুকে বৃক্তে চাপিয়া ধরিলেন,—এরাই—এরাই; এক একটি করিয়া আদে আর ওদিকে থানিকটা থানিকটা করিয়া ব্যবধানের স্থাষ্ট করে; এদের লইয়াই অনবরত চিন্তা করিতে করিতে আরে কিছুই মনে থাকে না—সংখ্র চিন্তাও আছে, আবার হংথের চিন্তাও আছে। অনুত্ত এরা,—এক সময়ের বে আদরের মেয়ে তাহাকে একবার মা করিয়া লইয়া একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লয়, কী বাছই যে জানে!

এদের কেহ নাই বলিয়াই তো গন্ধনী বাপের বাড়ি আঁকড়াইয়া পাড়িয়া থাকিতে পারে, জা প্রভাবতী বলিতে পারিল—"একটা ব্যবস্থা করে চলে গোলে না কেন ?" পারিবালা বুঝিলেন তাঁহারও না ষাওয়ার মধ্যে কোথায় একটু লুকানো আশস্থা ছিল—থোকার কঠ হইবে, অহি বড় হুর্বল—তাই হয়তো জায়য়া ওয়া যে বাপের বাড়িয় সম্বন্ধটাকে হুর্বল করিয়া দিয়াছে সে-সম্বন্ধ লইয়া অত টান হয় নাই। জা প্রভাবতী এ রহস্ত কি করিয়া বুঝিবে ?

সিরিবলার বকের কোখার কি একটা চল—জানক বি রেচটা

ঠাহর করিতে পারেন না। থোকাকে বুকে চাপিয়া ধরেন; মনে মান বলেন—এরা এমনি করে অনেক জিনিষ্ট নেবে,—তা নিক্—নিক্।

পাণ্ডুলের কুঠির ইতিহাস এক জারগার থানিকটা দেওয়া হট্যান্ড : আবার একটু দেওয়া প্রয়োজন, কেন না, ইতিহাসের ধারাটা আগে তুলনায় থানিকটা বদলাইয়া গেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে পাওলে কুঠির শাসন ছিল একটু নরম স্করে বাঁধা—অবশ্য অক্স কুঠির তলনায়। মধুস্থদনের পর কৈশাসচন্দ্রের হাতে ভার পড়িলে, এই স্বরটি বাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্ম তিনিও খুব সচেষ্টও বহিলেন। ওদিকে সাহেক-মহলেও একটু পরিবর্তন ইইয়াছে। মনিবরা নাই, এখন ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজারের হাতে কুঠি। স্থনাম আর হুর্নাম একটা বিষয়েই ছই দিক। রায়তের কাছে পাণ্ডলের কুঠির দেটা **ছিল সনাম, কুঠিয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইটাই ছিল ছুর্ণামের কার্**ণ। 'নেটিভ'দের কি প্রাপ্য, তাহাদের কি করিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে হয় সে-সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ছিল। একটা কথাই চলিয়া গিয়াছিল—'আগে লাৎ পিছে বাং'। পাওুল, এবং পা**ু**লে মতো আরও হ'-একটা কুঠি বাহারা 'নেটিভ'লের মাহুবের সমশ্রেণ করিয়া লইয়া বাজার নষ্ট করিতেছে। স্লাবে, পার্টিতে তাহাদে প্রছন্ন বা প্রকট বিদ্রপ শুনিতে হইত। মনিবেরা চলিয়া গেলে ফন মানেজারদের শাসন আরম্ভ হইল, তথন বিদ্রুপটা বোধ হয় এইট বাছিলই। সুষ্ট্রে অভটা ভাত না থাক, তা বলিয়া বালিরও দাহিক। শক্তি থাকিবে না—এ কেমন কথা।

কিন্ত একটা ট্যাডিশান চট করিয়া ভাঙা যায় না। পুণাজ পদ্ধতি ধরিয়া নৃতন বাবুব আমলেও বেশ চলিয়া যাইতেছে, ভাগ ভিন্ন সময়ও বদলাইয়াছে—সম-ব্যবসায়ীদের কথা বড়সাকে গান্ত মাথিত না।

কিন্ত ছোটসাহেব অন্ত প্রকৃতির। তাহার বক্ত উফতের, প্র কুঠির শাসনের স্নবর্ণ যুগটি ফিরাইয়া আনিতে চায়। তাহার নিজেপ সব থিয়ারি আছে—বাংলায় কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি কেল গেলির কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি কেল গেলির ক্রিলেই বা কেন বাইতে বিসমাছে;—এর প্রতিবিধান স্থাছেও তাহার থিয়োরি অক্সরুপ, বডকর্ডার গা-এলানো ভাবটা তাহার পৃথলি হয় না। ছোকরা একটু মিন্মিনে গোছের; সভ্সাত্রেকে সোজাস্তি কিছু বলিতে পারে না, বা বলে না; কৈলাসচক্রের উপর প্রতিপত্তি জমাইবার চেষ্টা করে। স্থবিধা হয় না। কেল না প্রবিধা ত্রয় না। কেলে না প্রবিধাত্রয় না। কেলে না প্রবিধাত্রয় না। কেলে না প্রবিধাতির হয়, এবং একটু ঘোরালো হইলেই কথাটা বড্সাহেবের কানে পৌছায়। তিন-চারবার এই-রকম হইয়া গেল; বড্সাহেবের কানে পৌছায়। তিন-চারবার এই-রকম হইয়া গেল; বড্সাহেবের একটু একান্তে ডাকিয়া বলিল—"Leave it to the Babu Mr.…" (বাবুর হাতেই এসব ছেড়ে দাও)

তিন-চারবারই কথাটা এই ভাবে বড়সাহেবের কাছে গিয়া চাণা পাছিতে কৈলাসচন্দ্র বৃথিকেন, ভাঁহারই জিং চলিতেছে; বিস্তু তর্ ব্যাপারটা ভাঁহার ধ্ব শ্রীভিপ্রদ হইল না। এক দিন বিপিনবেংবিশি বিলিনেন-"গতিক তেমন স্মবিধের নয় বিপিন, অবশ্য মনে হছে বড়সাহেব ছোটসাহেবকে নেহাং বদি দাবড়ানি না দিয়েও থাকে তেমাহও দেরনি—বেমন করে মুখটি চুণ করে থাকে; কিউ বিশ্বিকে বালিক পালিক 
পামার কথাই বজায় রেখেছে, কান ভাঙাতে ভাঙাতে এ ভাবটা কত দিন স্থায়ী হবে বলতে পারি না। তা ভিন্ন এ ব্যাটাই যে এক দিন ঐ চেয়ারে বসবে না কে জানে ?— চান্দ, তো তারই বেশি। তাই বলছিলাম সাৰ্থান হওয়াই ভালো, অর্থাৎ বাইরেও একটু নজর বাখতে হবে এবার থেকে।

বছর হু'য়েক গেল, তাহার মধ্যে বড়সাহেব আরও বার-চুয়েক ঐ Leave it to the Babu বলিয়াই নিম্পত্তি করিলেন, তাহার প্র কৈলাসচন্দ্রের কথা ফলিল:

বামনট্লির পিছনে বিঘা-ভিনেকের একটা চাকলা ছিল। জমিটা একটানা নয়, থানিকটা আঁকাবাকা; সে অংশটা গ্রামের ভিতরের পানে চলিয়া গেছে; বাকিটা—প্রায় বিঘা-খানেক কইকে—সামনের দিকে পতে এবং সেটা কুঠির জিরাত অর্থাৎ থাস-আবাদির পাশেই বিলয়া বহু দিন কইতে ভাষাতে নীল চাব হইয়া আসিতেছিল। একটি রাফো-বিধবার সম্পত্তি; পূর্বে নীলের যথন দর ছিল তথন কুঠি যাহা দিও ভাষাতে ধানের মতো লাভ না থাক্, বিশেব লোকসান ছিল না,—চলিয়া যাইতেছিল।

চলিয়া যাওয়ার মধ্যেও একটা ব্যাপার ছিল; মধুস্দনের সময়ে এবং তাহার মৃত্যুর পব কৈলাসচক্রের আমলেও বিধবা স্ত্রীলোকটি কয়েক বার বাড়িতে আসিয়া কর্ত্রীদের ধরে—ওটুকু জমি কুঠি হইতে ছা**দাইয়া তাহাকে ইচ্ছামতো ধান বা অন্ত রক্ষ** ফাল তুলিতে দেওবা হয় তো তাহার বিশেষ উপকার হয়। উপকার যে হয় এটা সংারই জানা; কিন্তু একটু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যে অংশটা থামের ভিতরে চলিয়া গেছে সেটাও যে এই চাকলার সামিল সাহেবের এটা থেয়াল ছিল না। এ সামনের জমিটুক লইয়া কথা উঠাইতে গেলেই বাকি অংশটা—যেটা এত দিন আত্মগোপন করিয়া আছে সেটার কথাও উঠিবে নিশ্চর। যেখানে কুঠির স্বার্থ স্পপ্রকট, সেখানে অবিচার অনিশ্চিত নয়। হয়তো সাহেব ছাডিয়া দিতে পারে, াকন্ত অপর পক্ষে এও সম্ভব যে, যদি আলোচনা প্রসঙ্গে বাকি অংশটুকুর স্থান পায় তো সেটাও গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। এটাই বড় অংশ—ছই বিঘা; স্থতরাং এ-বিষয়ে আপাততঃ ষেমন আছে সেইরূপ াবস্থাই থাকিতে দেওয়া সমীচীন—এইরূপ পরামণ দিয়া মামা-ভাগনে ১ভয়েই জ্রালোকটিকে নিরস্ত কথিতেন ; বুঝাইয়া দিতেন কুঠির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে এ-ও একটা স্থবিধা,—আত্মীয়-স্বন্ধনের উৎপীড়ন থেকে বাচিয়া আছে। জীলোকটি চলিয়া বাইত, আবার আত্মীয়-यङ्गारी भवामन निष्ठ, मारेखीएन कार्ष्ट आमिश्रा वीनिशा পডिछ। এই করিয়া চলিয়া যাইতে**ছিল**।

ব্রালোকটির একটি পুত্র ছিল। মধুবাণী স্থুল হইতে এনট্রান্স দিয়া মোক্তারি পড়িতেছিল, বছর-ছয়েক ইইল পাস করিয়া প্রাাকটিস্ কারতেছে। সে এক দিন জমিটার জন্ম কৈলাসচন্দ্রকে আসিরা ধবিল। ছেলেটি বৃদ্ধিমান, নিজে হইতেই স্বীকার করিল যে, ইগারা ছই জনেই বৃদ্ধি করিয়া এবং দয়াপরবল হইয়া জমির বিশি ভাগই কৃঠির কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং গানও কথা ভূলিতে গেলে আগে বে বিপদের ভয় ছিল সেটা আসিয়া পড়িতে পারে। তবে পূর্বের ভূলনায় আইন অনেকটা প্রশ্রতিষ্ঠিত—জেলায় দেওয়ানি কোট আসিয়া গেছে, এমন কি মহকুমা ধ্রাণীতে পর্যান্ত এক জন মুক্তেকের চৌকি পড়িয়াছে। সাহেব বদি

গা-জুবি করিতে চায়, সে আদালতের সাহায্যপ্রার্থী হট্যা দাড়াইবে; মধুবাণার করেক জন উকিল তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। তেখে খোলাখুলি অথচ ধীর ভাবে আলোচনা করিল যুবক।

ব্যক্তিগত ভাবে ইহাদের সহামুভৃতি ছিলই বিধবাটির দিকে; এখন তাহার পুত্র উপযুক্ত, সে যদি বিকিটা লইতে বার্দ্ধি থাকে তো কৈলাস-চন্দ্রের আর আপস্তি কি? বাড়িতে বুড়ি আসিয়া কাল্লাকাটি করে, অস্তত: সেটুকু থেকে নিদ্ধৃতি পান। বলিলেন, তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন, একটা দরখাস্ত দেওয়া হোক।

সাহেবের কাছে যখন দরখান্ডটা পেশ করিলেন, সেখানে ছোটসাহেব ছিল। সব শুনিয়া একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বড়সাহেবের দিকে
চাহিবা বলিল—"Why must we reverse an arrangement that has been standing so long?—Just
because her son has become a mukhtear? We
cannot afford to be coward!" (বাঃ, এন্ড দিন বেব্যবস্থাটা চলছিল সেটা বদ করে দিতে হবে? কেন, ওর ছেলে
মোক্তার হয়ে এসেছে বলে? আমাদের কাপুক্ষ হলে চলবে না ভো)

নিপিনবিহারীও কি একটা কাজ হাতে করির পূব হইতেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখটা একেবারে রাঙা হইরা উঠিল; কিও ছই সাহেবেরই পিছনে থাকার তাহারা দেখিতে পাইল না।

সহকারীর কথার বড়সাহেব কৈলাসচন্দ্রের পানে চাহিলেন। কৈলাসচন্দ্রের মুখটা গছীর হইয়া উঠিয়াছিল, খুব করে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রথমে বিপিনবিহারীকে একটা কাজের ছুতা করিবা সরাইয়া দিলেন, তাহার পর যুক্তির স্বরেই বলিলেন—"The factory has a prestige of its own. It won't be quite elegant if it were dragged to the court of justice" (কুঠিব একটা সম্রম আছে, বদি তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যায় তো সেটা তার পক্ষে বেশ শোভন হবেনা)

ছোটসাহের এবার কৈলাসচন্দ্রের দিকেই ফিরিয়া চাহিল, বিলল—
"Personally I fail to see Babu how it affects our prestige so long as we fight for our rights; that's what a law court stands for." ( ব্যক্তিগভ ভাবে আমি তো ব্যতে পারি না বে ষতক্ষণ স্থাব্য অধিকারের জন্ম লড়ছি ততক্ষণ মধ্যাদাহানি কি করে হয়। কোটের তো কাজই এই)

বড়সাহেব একটু যেন সমস্তায় পড়িয়া গেছে। মুখটা নীচু করিয়া একটা কলম দিয়া ব্লাচি কাগজ আঁচড়াইতে লাগিল। কৈলাস-চন্দ্ৰ একটু চুপ করিয়া বহিলেন, তাহার পর ছোটসাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"If you know the history of the factory, you would not speak in this view Mr.…Till recently she combined in herself the authority of a law-court also" (তুৰি কৃঠির ইতিহাস জানলে জার এ কখাটা বলতে না; সে দিন পর্বাস্ত কুঠিই জাদালতের কাজ করে এসেচেচ )

বুজির জর হইল; কৈলাসচক্র এমন জারগাটিতে বা দিলেন বে, ছোটসাহেব তো চুপ করিয়া রহিলই, বড়সাহেবের মনটাও বানিকটা গর্বে, থানিকটা চঃথে ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিল; কিছ মনটা কৈলাসচক্রের কথার সায় দিলেও ছোটসাহেবকেও বাচাইতে হইল; প্রশ্ন কবিলেন—"But are you sure we have no case Babu?—Supposing we have to resort to law or are dragged into it?" (ভূমি কি নিশ্চয় জানো. আমাদের জেতবার অশা নেই—ধরো যদি আমাদের আধালতের ঘারস্থ হতে হয় অথবা বাধা হয়েই বেতে হয় সেথানে)

কৈলাসচন্দ্ৰ বলিলেন—"I am absolutely sure sir." ( আমি থ্ৰই ঠিক জানি )

বড়দাহেব খ্লাটিঙ কম্বেকটা আঁচড় কাটিয়া আবার থানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—"Best thing—let Mr.···enquire & report." (সব চেম্বে ভাল হবে মিষ্টাব···অফুসদ্ধান করে একটা রিপোর্ট দিন)

কৈলাসচন্দ্ৰের মুখটা নিত্মভ হইয়া গেল। কি একটা বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বড়দাহেব হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"We!l Babu, so much for the present; I would go and inspect the Jirat." (আপাততঃ এই ার্যান্তই থাক, আমি একবার গিয়ে জিবাত পরিদর্শন করব)

বাহির হইয়া গেলেন।

বিশিনবিহারী নিজেদের আফিস ঘরের ত্রারের কাছেই। কৈলাস ক্র সাহেবের কামরা থেকে বাহির হইতে প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে দেখা ্ইল, প্রশ্ন করিলেন—"সব শুনে ছ বোধ হয় ?"

হাঁ। দাদা, ভোটসাহেবকে এনকোয়ারি করতে দিলে।<sup>\*</sup>

"আমি তোমায় এক দিন বলেছিলাম—বাইরে নজর রাখতে ব—এখনে আর বেশি দিন নয়। বুঝলে অপ্রায় করছে, শুধু শাদা নিড়ার প্রেষ্টিজ রাখবার জল্ঞে এই হুকুমটা দিলে। ধারভাঙ্গার বাড়িটা রা বিক্রি করবে বলছিলে না? ভূমি তো বলছিলেও নিয়ে নিতে। মিনের রবিবারে একবার চলে যাও, দরদন্তর করো। মামার মধ্যাদা ঐ দিন রাখতে পারব তভদিনই তাঁর চেয়ারে বসব; পাভুলের লক্ঠির প্রেস্টিজ যে আসলে কার প্রেস্টিজ ওদের ব্বিরে দোব বুদিন।"

ৰারভাঙ্গা-বাসের সেই গোড়াপন্তন হইল, পাণ্ডুলের শিক্ড লিগা হইল।

কৈলাসচন্দ্রের ছই পুন ধারভ'ঙ্গায় একটি বাড়িতে থাকিয়া লেখা
জী করিতেছিলেন। থবর পাওয়া গিয়াছিল বাড়িব মালিক

ভটি বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। বিপিনবিহারীর ইচ্ছা ছিল
। লন বাড়িটা, কিন্তু কৈলাসচন্দ্র দোমনা ইইয়াছিলেন এত দিন,

এই ঘটনার পর মন স্থির করিয়া ফেলিজেন। কিছু দিনের মন্যেই বাড়িটা কেনা হইয়া গেল।

এ দিকে বিপিনবিহারী নিজেও বে কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিভেছিলেন না। সাঁতরায় ছেলেদের রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার বে পরীকাটা করিভেছিলেন সেটা চারি দিক্ দিরাই বিষল্প হইবার মতো হইরা আশিতেছিলে। বড় ছেলের স্বাস্থ্য টিকিভেছে না, মেন্টারি ওপর একটু কড়া নক্তর রাখা দরকার, এখান থেকে সেটা অসম্ভব, ওখানে মা আঁটিয়া উঠিতে পারিভেছেন না। চাকরি বিদি এখানে বায়ই তো দেশে বাইয়া চাকরি করা পোযাইবে না, এই দিকেই অক্তর কোথাও পুঁকিয়া পাছিয়া লইতে হইবে, পারতপক্ষে কোন নীক্রুঠিভেই। প্রতিপত্তির কেমন একটা নেশা যেন বজের মধ্যে আসিয়া গেছে হই পুক্ষের নীক্রুঠি-জীবনে, অক্তর চাকরিব কথা যেন ভাবাই বায় না! পাঙ্লে সম্পত্তিও আছে কিছু, ভাহা ছিন্ন পাঙ্ল বে হাভছাড়া হইবেই ভাহাবই বা স্থিবতা কি ? এ সাহেব গিয়া ভালো সাহেবও তো আসিতে পারে জাবার.—এমন তো কয়েক বারই হইল তাহার জীবনে। পাঙ্লের মাটির উপর একটা মায়াও জিমিয়া গেছে,—ইচ্ছা করে কাছে-পিঠেই থাকি।

দ্বাবভাঙ্গায় একটু স্থবিধা ইইল। কৈলাসচক্রেব বাড়ির পাশেই থানিকটা জায়গা পাওয়া গেল। স্থযোগটুকু ছাড়িলেন না, বিপিন-বিহারী জায়গাটি কিনিয়া রাথিলেন।

পাঙুলের চাকরি পূর্ববন্থ চলিল। বড়সাহেব লোকটা ধৃর্ত।
কুঠিব বেশ স্থাদিন যাইতেছে না,—এমনই সময় পুবাতন এবং বিচমণ
কর্ম চারীদের কুষ্ণ করা সমীচীন চইবে না এটা তিনি ভালো বক্ষাই
জানিতেন। ও ভ্রুমটা ছোটসাহেবের মান রাখিবার কক্ত ঐ ভাবে
দিলেন বটে, তবে তাঁছারই ইক্সিতে ছোটসাহেব অনুসন্ধান করা আর
বিপোট দেওয়ায় গড়িমিসি করিতে লাগিল। দিন কুড়ি অপেন্দা
করার পর বড়সাহেব অজ্জভার ভাণ কবিয়া একদিন কৈলাসচক্রকে
ভাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভোটসাহেব কি ও বিষয়টা লইয়া
জানুসন্ধান স্কুক করিয়াছেন—তাঁছাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি ?

কৈলাসচন্দ্র জান।ইলেন যে, তথন প্রান্ত করে নাই।

সাহেব ধেন একটু বিরক্ত ভাবেই বলিলেন—"O, he will near find time to do it. Put up the file Babu, I will pass orders." (ওর জার সময় হবে না; ভূমি ফাইলটা নিয়ে এসো বাবু; আমি হুকুম দিয়ে দিই।)

কাইলটা হাজির করা হইলে বৃদ্ধার জমিটা ফিরাইয়া দিবার হুকুম দিরা দিলেন।

এবারেও জিত; কিছু ঐ বে মাঝের অংশটুকু—ছোটসাহেব<sup>ে</sup> রিপোট দিতে বলা—তাহার গ্লানিটুকু এঁরা ভূলিলেন না; গু<sup>ই</sup> ভাইরে স্তর্কই রহিলেন।

# মহামূনি শ্রীভরত-কৃত নাট্যশাস

তৃতীয় অধ্যায়

শ্ৰীঅশোকনাথ শান্ত্ৰী

8

মুল: — যথাক্রমে সকল দেবতার পূজা করিবার পর
কর্ত্তার অভিপূজন কর্তব্য; তাহাতে বিদ্নজর্জ্জর হওরার
সম্ভাবনা। ৭৫-৭৬।

সঙ্কেত: — যথাক্রমে— যে-ক্রম অনুসারে পূর্বে দেবগণের নাম ও পূর্লাবিধি লিখিত হইধাছে। ততঃ (মূল)— ভাহার পর, অথবা সেই হেতু (জক্ষার-পূজা-হতু)।

মৃগ:—শিবোদেশে খেত বস্তা হইবে; রৌজ-পর্বের নীল (বস্তা); বিফু-পরের পীত; স্বন্ধের পরের রক্ত; পকাস্তবে, হিতার্থি-কর্তৃক মূল-পরের চিত্র বস্তাদেয়। ৭৬-৭৭।

সংশ্রত: — শিরোদেশ— শিরংপর্বেক—সর্বোচ্চ পর্বের। ক্রক্সর বা
শক্রম দ পঞ্চ-পর্ব-বিশিষ্ট। উহার শিরোদেশস্থ সর্বেরিচ্চ পর্বের
অধিপতি ব্রহ্মা—উহাতে শেন্ত বন্ধ বেষ্টন করিতে হইবে। বিতীয়
পর্বের অধিপতি শঙ্কর বা ক্রন্ধ—এই রৌক্র (অর্থাৎ ক্রন্তাধিষ্টিত)
পর্বের গাত্রে নীল বন্ধ থেইনীয়। তৃতীয় পর্বের অধিপতি দেবতা
বিষ্ট্—উহার চতুদ্দিকে পীতবর্ণ বন্ধ বেষ্টনীয়। চতুর্থ পর্বের ক্ষশ
কার্তিকেয়)-কর্ত্বক অধিষ্টিত—উহার চতুদ্দিকে বক্ত বন্ধ প্রেদেয়।
পঞ্চম বা সর্বনিম বা মূল পর্বের অধিপতি তিন মহানাগ—শেষগামকি-তক্ষক—এই পর্বের চতুদ্দিকে বিচিত্র বর্ণের বন্ধ বেষ্টন করিতে
ইবে। ইহাই জন্ধার-সক্ষ্মা-বিধি।

মূল :— আর সদৃশ ধূপ-মাল্য-অফুলেপন প্রদেয়। আর আভোক্ত-লি বন্তু-সম্হ-বারা অবঙ্গিত করিতে হইবে। ৭৮।

সংহত :—সদশ—অমুরপ—ব্দ্বায়্রপ। যে পর্বের চতুদ্দিকে যে
বিব্ ব্ বেইনীয়, তাহার অধিপতি দেবতার পূজার ব্স্তবর্গায়্ত্রপ বর্ণমুক্ত
িমাল্য-অমুলেপন প্রদেয়; যথা—শির: পর্বে শেতবস্ত্র বেইনীয়, উহার
বিপতি ব্রহ্মান পূজায় শেত ধূপ, শ্বেত মাল্য, শ্বেত অমুলেপন (গদ্ধ—
ফেন্দন) ব্যবহার্য। এইরপ অক্তান্য পর্বেও ব্রিতে হইবে।

ম্ল: — অ র মাল্য-ধূপ-ভক্ষ্য-ভোজ্ঞা সমূহ থাবা পূজা করিতে বে। ৭১।

সংস্ত :-- ৭৮ শ্লোকের শেষার্দ্ধের সৃষ্ঠিত অবর ় আতোভজিলিকে বিষ্টিত করিয়া গদ্ধাদি-ঘারা পূজা করিতে ইইবে।

ম্প: — গদ্ধ-মাল্যামূলেপন-সমূহ-স্বারা এইরপে বিধি সম্পাদন-বিক বিদ্ধ জক্ষারণের নিমিত্ত জক্ষারকে অভিমন্ত্রিত করিতে বে। ১৯-৮০।

ম্প: --এফলে বিদ্ববিনাশার্থ মহাবীর্য বজসার মহাতমু তুমি গমহ প্রমুখ সুরগণ-কর্তৃক নিমিত হইরাছ। ৮০-৮১।

সক্ষেত:—জ্ঞ বিদ্ববিনালার্থং পিতামহ-মুধ্য: হুরৈ: (ব)। ানাং শাসনার্থং হি কেবৈর্জকুরোগমৈ: (কা)—বিদ্বসমূহের প্ৰশমনাৰ্শ ক্ৰকণুৰোগামী দেবগণ-কৰ্তৃক (তুমি নিৰ্দ্বিত হইরাছ ইত্যাদি)।

মূল: — সর্বাদেশ সং বাদা তোমার শিরোদেশ রক্ষা করুন ৮১। বিভীয় (পর্বা) হর রক্ষা করুন, ও তৃতীয় জনাদন। আর চতুর্বা (রক্ষা করুন) কুমার ও পঞ্চম প্রগোভ্যগণ। ৮২।

নিত্য সকলেই তোমাকে বক্ষা করুন; আর তুমিও পুন্রায় মঙ্গলকর হও।

সঙ্কেত:—বিতীয়ত হর: পাতৃ (ব); হর: পর্ব (কা)।
পরগোত্তম: (ব); পরগোত্তম: (কা)। বরোদার পাঠ ভাল;
কারণ, তিন পরগুলার্চ্চ (শেব-বাস্থাকি-ভক্ষক) মূল পর্বের অধিপতি;
অতএব, বছবচন হওয়াই উচিত। নিভ্যং সর্বেহপি পান্ত ভাং
পুনস্থং (ব); নিভ্যং সর্বেহি পান্ত ভাং সুরান্তং (কা)।

মূল: — অরিস্থনন তুমি শ্রেষ্ঠ অভিজিৎ নক্ষত্রে জাত। রাজার জয়ও অভাদর সম্যাগ্রপে বহন কর। ৮৩-৮৪।

সঙ্কেত:—শ্রেষ্ঠে জাতত্ত্মবিশ্বদন: (ব); তং চ প্রস্তা বিপুশ্বদন: (কা)। অভ্যাদর—উন্নতি। পার্থিবশু(মূল)—রাকার।

মূল: — জজ্জার পূজা করিয়া ও বলি সকল নিবেদন করিয়া ভঙ্ক:
পর মন্ত্রাছিতি-পুর:সর অগ্নিতে হোম করিবে। ৮৪-৮৫।

সক্ষেত: অবিশ অভিনব ব লয়ছেন—এক্ষেত্রে স্বরা প্রভৃতিই বলি মধ্যে প্রধান। আহতি—অগ্নিতে ঘৃতাদির প্রক্ষেপ।

মূল:—হোম করিয়া উহাকে দীপ্ত উল্লাসমূহ-বারা পরিমার্কনা (করিবে)।৮৫।

সঙ্কেত:—এ শ্লোকটির পাঠ ছুই—অব্য হয় ন!—"হুখা স এব দীপ্তাভিক্কাভি: পরিমাজ্জনম (ব; কা)—ইহার অর্থ হয় না। আমরা ষধাসম্ভব অনুবাদ উপরে দিহাছি।

মৃশ: -- নৃপতি ও নর্ভকীগণের দীপ্তির অভিবন্ধন করিবে।

সক্তে : পূর্বে শ্লোকার্দ্ধের সহিত এই শ্লোকার্দ্ধের অষয় করিলে কোনরপে একটা সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে—'স এব' বলিতে নাট্যাচার্য্যকে বৃঝাইতেছে। তিনিই (অর্থাৎ নাট্যাচার্য্য) ভোষ করিরা দীপ্ত উল্লাসমূহ-ছারা নূপতি ও নর্ত্তিগাণের পরিমার্চ্ছান করিরা দীপ্তির অভিবর্ধন করিবেন—এরপ অর্থ করা যায়।

মূল:—আতোত সহ নৃপতি ও নর্ত্তকীকে অভিত্যোতিত করিয়া মন্ত্রপুত জল ধারা তাঁহাদিগকে পুনরায় অভ্যক্ষণ করিয়া বলিবেন।৮৬-৮৭। এ

সঙ্কেত:—অভ্যুক্ষণ করা — কলের ছিটা দেওয়া। নর্ভকীং তথা
(ব); নর্ভকীতথা (কা)—এই পাঠটি ভাল—পূর্বল্লোকে বথন
নর্ভকীগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথন এই ল্লোকে নর্ভকী মাত্র এক জন বলা উচিত নহে।

ম্ল:—'আপনারা মহাকুলে প্রস্ত ও গুণসম্চ-ছারা অলক্ষত; বাহা আপনাদিগের জন্মগুণোশেত তাহাই নিত্য (আপনাদিগের) হউক । ৮৭-৮৮।

সকেত:—প্রাম্বতাশ্চ (কা); ইহা অপেক্ষা বরোদার পাঠ 'প্রাম্বতা: হুং'—ভাল—( বেহেডু) আপনারা হন মহাকুলে প্রস্ত । তবৈ ভবতু (ব); তবো (কা)। অসমগুণোপেত—জন্ম ও ওণবারা উপেত ( অর্থাৎ মুক্ত )। ইহার তাৎপর্য্য—যাহা আপনাদিগের অসম ও ওপ অন্থানার হওরা উচিত, তাহাই আপনাদিগের নিতা ইউক।

क्षा १---क्षांकांट क'र नाक्षांप्रास्त त्रवाप्रस्तात निर्माण्या रागः

ৰাক্য ৰলিয়া নাট্যযোগ-প্ৰসিদ্ধাৰ্থ আৰীৰ্বাদ সম্যগ্ৰুপে প্ৰযুক্ত

সকেত: ভূতরে (মৃল) অভাদরার্থ; মঙ্গলার্থ। ভূতি কর্মনা । ব্যুদ্দাটার্চার্য । নাটাবোগ-প্রসিদ্ধার্থ- নাটাবোগ অর্থে
নাটাপ্ররোগ । নাটাপ্ররোগ বাহাতে প্রসিদ্ধি লাভ করে তদুর্বোশা,
আইক্ষাদ-বাক্য পরে দেওয়। হুইতেছে ।

चान्त्रवान्याकः । गाम्य प्राच्याः स्वय्ययः । मूल ?—'प्रवच्छो. श्रृष्ठि, মেধা. श्री, জী, লক্ষ্মী, মডি, সুডি—(এই) লৌবা বাতৃগণ আপনাদিগেব সিজিদা ইউন' ৪৮৯—১০।

- क्रिक : — बरवामात्र गार्ट इसे राव 'अंड' आरह — मवस डी अंडिट बा बी :

- विन्त्रीषु किस कि : , कासीन भार्त — मिंडि अंडिं! सैश्रा विन्ता मानुगंग। श्रृंडि — रेश्या । स्था — क्ष्रेष्ट्र करात्र मिंडि । ही — क्ष्रा । बी — मोन्स्या । मिंडि — दृष्टि । मोडितः (मोम्पाः (र); माडितः मर्नाः (का)।

- विकास मर्नाः (का)।

মৃশঃ—সমন্ত্রক হবি যথাবিধি হোম করিয়া তাহার প্রই নাট্যাচাধ্য আব্দুসহকারে কুন্ত-ভেদ করিবেন 13 •— ১১ ।

পক্ষান্তরে, কুম্ব অভিন্ন (থাকিলে) সামীর শত্রু হইতে ভন্ন হুইতে পারে; আর অপর পক্ষে ভিন্ন হইলেই সামীর শত্রুসংক্ষয় বিজ্ঞের । ১১—১২।

সঙ্কেত: — মন্ত্ৰপুৰস্কতম্ — মন্ত্ৰপাঠপূৰ্ব্বক অৰ্থাং সমন্ত্ৰক (হোম) ক্ৰিয়া…। হবি: — হবনীয় প্ৰব্য, বিশেষতঃ ঘৃত।

কুছভেদ—কুছ (প্রবন্ধাপিত) ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য। আনেকটা খেঁটু-পূজার মত ব্যাপার। অভিন্ন—অভগ্ন। ভিন্ন—ভগ্ন। স্বামী—রাজা! মূল:—কুছ ভিন্ন হইলে ততঃপরই নাট্যাচার্য্য প্রযন্ধ-সহকারে নীগ্রা দীপিকা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণপূর্বক সমগ্র বঙ্গকে প্রদীপিত করিকেন। ১২-১৩।

সঙ্কেত:—দীপিকা—উকা প্রযন্তত: (ব); অপেডভী: (ব।) —ক্ষিতভয়।

মূল : — ক্ষেড়ন, ক্ষোটন, বলগন, প্রধাবন সহকারে সেই দীপ্তা লক্ষা (উদ্ধাকে ) সম্যাগ্রূপে প্রযুক্ত করিবেন । ১৬-১৪।

সক্ষত: — ক্ষেডিত: (মৃল) — অব্যক্ত শব্দ সহকাৰে। ক্ষোটিত:

সশ্বদ ভাঙ্গিয়া বাওয়ার নাম ক্ষোটন — কড় কড় করিয়া মেঘের

ই চিরিয়া বিহাং ও বস্ত্র প্রকাশের ছার। বল্গিতি: — চলন, কম্পন,

ক্ষান ও নৃত্য সহকারে। প্রধাবিতি: — ধার্রন — ক্রুত-গমনসহকারে।

াংপর্য্য — নাট্যাচার্য্য উকাটি এক্ষপ ভাবে ব্রাইবেন — যাহাতে বোঁ
া সোঁ-সোঁ শব্দ হয় (ক্ষ্ডেন), হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইবার মত তীর

ই উৎপন্ন হয় (ক্ষোটন); উকাটি হক্ষে লইয়া তিনি লক্ষ্-কম্পা
ত্য করিবেন ও ইডভাত: ক্রুত ধাবন করিবেন — এইরপে সেই প্রেমীপ্তা

ক্ষো উকাটিকে রঙ্গমধ্যে চাঙ্গনা করিবেন।

মূল: - শত্থ-তুন্দুভিদমূহের নির্ধোবসহ, মৃদক্ষ-পণব (ধ্বনি) কারে সকল আতোত বাজাইয়া বন্ধ-যুদ্ধ করাইবেন। ১৪-১৫।

সংক্ত : — কুন্দুভি— চকা, জয়চাক। সুদক — থোলের মত বাজ বা পাথোরাজের মত। পণব— কুন্ত ঢকা। সুকুদ্ভি, মুদক, পণব তিনটিই চকা-জাতীর বাজ (পুছর-বাজ)।

বঙ্গে যুদ্ধানি (কা); বঙ্গযুদ্ধানি (ব)—কৃত্তিম যুদ্ধাভিনর, cck-fight. কিন্তু কৃত্তিমযুদ্ধেও অনেক সমর আঘাত লাগার বিনা থাকে ১ পরে দেখুন। মূল:—তাহাতে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদারিত, শোণিতাক্ত, শত, প্রদীপ্ত আহত ইত্যাদি নিমিত সিদ্ধি-লক্ষণ। ১৫-১৬।

সক্ষেত: — বঙ্গমুদ্ধে যদি কেই ছিন্ন-ভিন্ন ইত্যাদি হন, তবে ১ সকল নিমিন্ত সিছিব লক্ষণ ব্বিতে ইইবে। নিমিন্ত শুকুন, তলল. এই ছেলনাদি নিমিন্ত শুভ শকুন। ছিন্ন-কান্তা। জিল-ক্ষাড়া। দাবিত—চলা হওৱা। প্রদীপ্ত-ক্ষাল্যা দিনা আছে অহত হওৱা। পাঠান্তব—আয়ন্তং (কা), আবহা লাহে — বন্দী হওৱা: আরুক্তং—চাবিদিক্ কাটিয়া বাওয়া।

म्म :—मयाभ करम शृक्षित तम विभाग्य । यायीन । छल रानम करिया शास्त्र । ३७ ।

সক্ষেত: —ইষ্ট: —পূঞ্জিত: যাগাদি ধারা পূজিত। স্বামী— রাজা, রঙ্গের অধিপতি। সেকালে রাজাই রঙ্গেব অধিপতি হইতেন।

মূল:—আবার পক্ষান্তরে রঙ্গ ছৃষ্টভাবে পূজিত ও দেবগণকর্ত্ত ছষ্টভাবে অধিষ্ঠিত হইলে সবালবৃদ্ধ জনপদ ও নূপের অভভ করে । নাট্য বিধ্যংসন করিয়া থাকে ॥ ১৭-১৮॥

সক্ষেত: পুন: স্বালবৃদ্ধতা (ব)-পুনরায় বাল-বৃদ্ধ্যত্ জনপ্লে অভ ভ করে। স্বালবুদ্ধতা জনপদতা পদের বিশেষণ চইলেই 🕬 সঙ্গতি হয়—কিন্তু মধ্যে 'তথা' ও 'চ' থাকায়— স্পাঠানয় সন্তব নতে। মনে হয় যেন স্বালবৃদ্ধ পদটি অক্ত কোন পদের বিশেষণ ; অথচ সেলপ কোন পদ নাই। সবালবৃদ্ধ জনপদের কি কবে ;— ভাষাও খুলিয়া পাওয়া যায় না। অগত্যা তৃতীয় চরণের সহিত অহয় বাংলে হয়—'নাট্যবিধ্বংসনং কুর্যায়,পতা চ তথাগুভুম'—নাট্যবিদ্ধংসন কুৰ্ব্যাৎ, তথা নূপতা অভভং কুৰ্ব্যাৎ তথা সবালবৃদ্ধতা জনপ্দত চ অক্তজ কুর্ব্যাৎ—নাট্যধ্বংস করিবার সম্ভাবনা; ও নূপের এখন করিতে পারে; আর সবালবুদ্ধ ( নিরীহ নিরপ্রাধ ধাঁহারা জাঁহারাও বাদ পড়েন না—ইহাই তাৎপর্য্য) জনপদের অগুভ কবিয়া থাকে। পুরতা বালবৃষ্ণতা (কাশীর পাঠ); পুরতাবালবৃষ্ণা (পাঠান্তর)। ত্রিষ্ট:-ত্রভাবে পুজত; ষথাবিধি পূজা না করিয়া, দোষযুক্ত ভাতে পূ**জা করা হইলে। দেবতাগণ-কর্তৃক তুর্মিষ্ঠিত—দেবতাগ**ণ নাটাগত অধিষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু প্রসন্ধভাবে নহে—বিমুখভাবে ৷ নূপ্র চ তথা ভভ্ম (কা)—পাঠে অর্থসঙ্গতি নাই; তথাভভুম (তথা অন্তভম, ) পাঠে—অর্থসঙ্গতি থাকে। কারণ, অষ্থা পূজায় 🎏 হুইতেই পারে না বরং <del>অভ</del>ভ হওয়াই স্বাভাবিক।

মূল :—বে এরূপ বিধি পরিত্যাগপুর্বক বথেছে (নাটা) সম্প্রারোগ করে, (সে) বীদ্র অপচয় প্রাপ্ত হয় ও তির্ব্যুগ্যোনি প্রক করে। ১৮-১১।

সক্ষেত: — যথেষ্ট্রং — যথেক্ষ্ক্, উচ্চ্ ভ্রাল, অবৈধভাবে, অবথাবিধি।
সম্প্রবাগ— নাট্যপ্রয়োগ। অপচয়— ক্ষতি, নাশ— এতিক ফল।
তির্বাগ্যোনি গমন করে — তির্বাগ্যোনিতে জন্মলাভ করে — গাগতিক
কল। তাৎপর্যা— অবথাবিধি নাট্যপ্রয়োগকারী — শীল্প মৃত্যুদ্রগে পতিত
হয় ও মবণানস্তর তির্বাগ্যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়।

মূল:--বেহেতু এই বঙ্গ-দৈৰত-পূজা যজ্ঞের শ্বরপ, অভএ<sup>ব রুগ</sup> পূজানা কবিবা প্রেক্ষার প্রবোগ কবিবে না। ১১-১০০।

সঙ্কেত :—১৬ শ্লোকে 'সম্যাগষ্টঃ' ও ১৭ শ্লোকে 'ছ্নিষ্টঃ' <sup>পদ</sup> .আছে। ইউ—অর্থে বাগবিধি অনুসারে পৃক্তিত। এই শ্লোবে <sup>জ্পাষ্ট</sup> জানা গেল যে, রঙ্গপূজা যজ্ঞের সমান। এই কারণে 'ইষ্ট' পদের প্রয়োগ সার্থক। প্রেকা—নাট্যপ্রয়োগ।

মূল: ইহারা পুজিত হইলে পূজা করেন, মানিত ইইলে মান দান করেন। ১০০ ৷

অভএব, সর্বপ্রয়ত্ত্বে রঙ্গপূজা কর্ত্তব্য ।

সঙ্কেত :—এতে (মৃঙ্গ )—ই হারা—রঙ্গদেবতাগণ। প্রুয়ন্তি— জন্মেব ক্রুপক্ষগণকে দশকগণের পূকাধোগ্য কার্য্য থাকেন।

্ন :— বায়-ভাবা সম্যগ্রণে উদ্ধিপত অলি(৬) তত শীঘ্র লাহ করে না, যেরপ ক্ষণমধ্যে অপপ্রয়োগ প্রযুক্ত তইলে দাত করিয়া থাকে। ১০১-১০২।

সঙ্কেত: — অপপ্রয়োগ প্রযুক্ত হইলে — ইংরাজী cognative এর মন্ত — অপপ্রয়োগ হইলে বলাই ভাল। অপপ্রয়োগের নাশকভা-শক্তি বাসু-ছারা সন্ধৃত্যিত অগ্নি অপেকাও কিপ্র।

মূল:—শাস্ত্রজ, বিনীত, শুচি, দীক্ষিত, শাস্ত নাট্যাচাধ্য-কর্তৃক বঙ্গপুদ্ধা কর্ত্তব্য । ১০২-১০০। গঙ্কেত :--বিনীত-জিতেক্সিয়। নশ্রম্বভাব : ভচি--বাহ্য-আভ্যস্তর শৌচবিশিষ্ট।

মৃল: — পক্ষান্তবে, উদিগ্নচিত বিনি স্থানএই বলি প্রদান করেন, মন্ত্রীন হোতার জায় তিনি প্রায়শ্চিতী হইয়া থাবেন। ১০৩-১০৪।

সঙ্কেত: —উদ্গ্রিমানস: (মূল) — অনবহিত — অকুমনস্ক। প্রায়শ্চিত্তী প্রায়শ্চিত্তার্হ। হোতা—হোমকর্তা।

মূল :—এইরূপ এই যে রঙ্গদৈবতপূজায় বিধি দৃষ্ট হয়, নব নাট্যসূহে ও ( নব ) প্রেক্ষায় প্রযোক্তগণ-কর্ত্তক তাহ। কার্যা । ১০৪-১০৫°।

সংক্ষত :— নুখন নালুগৃহ নিশ্বিত হইলে এইরূপ বিধানার্যারে রঙ্গদৈবত পূজা কর্তির। আব নুখন প্রেক্ষা (অধাৎ নাট্যপ্ররোগ) হইলেও এইরূপ পূজা কর্তির। ইহা এক সম্প্রদারের মত। অপবের মত—প্রথম নাট্য-প্রয়োগের ভারত্তেই পূজা করের। প্রকাশ নুখন ক্রেরা এইরূপ পূজার প্রয়োজন নাই। মহা-মাহেখব অভিনবহন্ত ছুইটি মতেরই উল্লেখ ক্রিয়াছেন।

"ইতি শ্রীভারতীয়-নাট্যশাল্পে 'রঙ্গদৈবত-পুজন'নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।"

## **শকাদই বুদাদ** শ্রীস্থনীতকুমার দেব

আসন্ মথাক সনয়: শাসতি পৃথীং বৃধিষ্ঠিবে নূপতৌ। বড়,ছিকপক্ছিযুত: শককালস্কস্য রাজ-শ্চ॥

বরাহমিহিবকৃত বৃহৎসংহিতা— ১৩ অধ্যাস— ৩ শ্লোক।
মূনয়:—সপ্ত ব্যথ: আসন ম্যাস্ত অধাৎ স্ত্রি মৃদ্য হিলেন।
খন ? না, বাজা গুথিতিবের রাজ্যশাসন সময়ে। যড়, দ্কপঞ্চিযুতঃ
ত শবং শককাল: ইতি শক্তা বিশেষ্ণম্। শককাল: কীদৃশঃ?
, "বড় দিকপঞ্চিযুতঃ"।

অতার্থ:—৬২৫২; অন্বত্ম বামাগভিবিতি ২৫২৬। ভাংপ্র্যা ৈ ধে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সগুর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন; সেই য় হইতে শককাল প্যান্ত সময়ের প্রিমাণ ২৫২৬ বর্ষ। ্ঠিরের রাজ্যকালে সুর্যোর দক্ষিণায়ন মধানক্ষত্রের তৃতীয় পাদে অল রক বর্ষ প্রের আগ্রন্থ হইয়াছিল; কারণ, মহাভারতের বনপর্কেব ৯ অধ্যায় হইতে ভানা যায় বে, কুরুলেল্-সমবের কিকিং <sup>র</sup> কুত্তিকানক্ষত্রে **সুর্যোর বাসন্তিক** কান্তিপাত আরম্ভ গছিল। সুর্য্যের বাসস্থিক ক্রাস্থিপাত অখিনী নক্ষত্রে হইয়া নশত ব্যাহমিহিরের, গর্গের, স্থ্যসিদ্ধান্তের, সোমসিদ্ধান্তের, সন্ধান্তের এবং বুদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্তের মতে ৪২১ শকাব্দে বা গালে **অয়নাংশশুস্ত হইয়াছিল;** ৪২১ শকাৰ গৃষ্টপূৰ্ব <sup>া বষ।</sup> সূত্রাং **সুর্য্যের বাসন্তিক ক্রান্তিপাত** কৃত্তিকানক্ষত্রে দক্ষিণায়ন মঘানক্ষত্রে ভৃতীয়পাদের অস্তে খৃষ্টপূর্ব ৩১৫৪ বর্ষ ত আর্ছ ইইয়াছিল। কারণ, স্ধাের নক্তান্তর ৪৮ বিকলা **ফ-গতি হিসাবে সহস্র বর্ষে হয়।** 

মহাভারতের কুকক্ষেত্র যুদ্ধ খুষ্টপূর্বর ৩১৫৪ বর্ষের কিছু পরে ছিল এতদারা শ্রুমাণিত হইল। এক্ষণে এই আলোচ্য শ্লোক গম্বন্ধে ্রুট বে, বরাহমিহির বুদ্ধ গর্মের মতে উক্ত লোকে লিখিরাছেন যে, শকাকে ২০২৬ যোগ করিলে সুনিষ্টিবান্ধ প্রাপ্ত ছওয়া **যায়,** জন্ধাং শকাকানজ্বের ২০২৮ সংস্ব পূর্বের সুনিষ্টিবান্ধ বা **কুক্ষেত্র** মুখ্যের কাল পাওয়া যায়: বুক্সকে যুদ্ধের বিভয় স্মরণার্থে যু**নিষ্টিবান্ধ** ধন্দবান্ধ যুদ্ধিষ্টিবান্ধ ধন্দবান্ধ যুদ্ধিষ্টিবান্ধ ধন্দবান্ধ যুদ্ধিষ্টিবান্ধ ধন্দবান্ধ যুদ্ধিষ্টিবান্ধ কর্মবান্ধি শক্ষাক কর্মবান্ধি শক্ষাক কর্মবান্ধি শক্ষাক ও প্রক্রিক স্বাধার্থ করা জানা দরকাব এবং তাহার পর কোন্ মহান্ধ শক্ষের স্মরণার্থে শবান্ধ প্রবিভিত ইইয়াছিল, বিচার করা আবশাক।

এই শক কে, তাহা পুৰাণ ইইতে জ্ঞাত ইওয়া যায়। বিষ্ণু**পুরাণ,** রন্ধপুরাণ, শিবপুরাণ, মহাভাবত, জ্বাহা,গুবত, দেবীভাগবত এড়ডি সক্পুরাণে বলা ইইয়াছে যে, বৈবস্থাত মতুব অক্তম পুত্র নরিয়াস্ত। শক এই নরিষ্যন্তের পূত্র (২৮-১০ অধ্যায় হরিবংশ)। **তথ্যশধ্য** শক বা শাক বা শাকা নামে অভিহিত। এখন গাঁচারা শক বা সিথিয়ানগণকে অনায্য বলিয়া থাকেন, ভাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এই শক্রণ অযোধ্যাব মহান রাজসংশধর অনন্তর স্ভান, না অনার্য। বৈবস্বত মহু ভূলোকে বা ভাবতবৰ্ষে প্ৰথম আগ্য সভাট ছিলেন একং ভাঁহার রাজধানী অযোধ্যায় ছিল এবং এডন্মিমিত্ত শব্দগণ অযোধ্যার মহানু বাজবংশধর অনস্তর সস্তান ৷ এক্ষণে কোন মহানু শকের নামে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। শকজাতির মধ্যে কে জগধিখাত ও জগম্বরেণা ? ওক্ষোদন-পুতা বৃদ্ধদেব। শকবংশে জন্মগ্রহণ করায় মানবদেবতা বৃদ্ধদেব শাক্যসিংহ বিশেষণে ভৃষিত। বৃদ্ধদেব মগধরা<del>ত</del> বি**ষিসারের ও অজাতশ**ক্রর সমসাময়িক লোক ছি*লেম। জগ*ডে বুদ্ধদেবের মত আবার কেচই ভন্মগ্রহণ করেন নাই। বুণিটিরের কাল ष्ट्रेशृक्तं ७३०५ वर्षः ७५०५—२०२४= ०१० ९१९४ वर्ष वर्षाह-মিহিরোদ্ধত গর্গের মতে "শককাল:"। গৃষ্টপূর্ব্ত ৫৭৫ বষ্ট বুদ্দদেবের জন্মনির্দেশক "শককালঃ" এবং এই বর্ষ স্মবণার্থে বুদ্ধান্দ বা শ**কান্দ** 

জ্ঞংকালে জ্বৰ্ণাৎ বৌদ্ধুগ্ৰালে প্ৰবৰ্ত্তিত ইইবাছিল। আমরা ইতিহাস হইতে এবং চীন-ক্যাণ্টনের বিন্দুগঞ্জী হইতে অবগত হই যে, গুইপূৰ্বে ৪৮৭ বৰ্বে বৃদ্ধানের পরিনির্বাণ হইরাছিল এবং ইহাও আমরা জানি যে, বৃদ্ধানে ঐতিহাসিকগণের মতে ৮০ বর্বের অধিক কাল জীবিত ছিলেন; জ্ঞানের বৃদ্ধানের জন্মকাল গুইপূর্বে ৫৭৫ বর্ষ।

এখন বর্তমান জগতে প্রচলিত মত এই যে, শকান্দের সহিত ৭৮ ৰোগ কৰিলে গুঠাৰ হয়। তাহা হইলে এই হিসাবে গৰ্গেষ ও ৰবাহমিহিবের গণনা মিখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন ইইতেছে। কিন্তু অক্সাক্ত ৰ্যাপারে গর্গের ও বরাহমিহিরের গণনা অভ্রাম্ভ বলিয়া স্বীকৃত। শ্ৰাৰ বলিয়া বাহা চলিতেছে, প্ৰকৃতপক্ষে তাহা বৃদ্ধাৰ। যুধিষ্ঠির ছুর্ব্যোধনকে পরাম্ভ করিয়া যে অব্দের প্রচার করেন তাহা কি ছর্ব্যোধনাব্দ ? বিনি বিক্ষেতা তাঁহারই নামে অব চলিবে, বিভিতের নামে চলিতে পারে না। শালিবাহন শকগণকে পরাম্ভ করিয়া निष्क्र नामरे चक धारत करवन अवर जारारे गामितारनाक रय, एरव এই শালিবাহনান্দ শকান্দে পরিণত কি করিয়া হইল ? ইহার উত্তর 🗪 যে, ভ্রাহ্মণ্যধর্ষের সহিত ভগবান বুদ্ধের বিষম সংঘর্য উপস্থিত হওয়ায় ভারতের আহ্মনসমাজ বৃদ্ধ ও বৌদ্ধংশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা নিশ্চিহ্ন ক্রিতে বছপরিকর হুইয়াছিল। তৎকালীন বান্ধণ জাতি সর্ব্বত্র ৰুমদেবের কীত্তিকলাপ ধাংস করিয়াছিল, ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ পাওৱা যার এবং ভাহারাই এই বৃদ্ধান্দকে বা শকান্দকে লুগু কবিয়া শালিবাহনান্দের সহিত এক করিয়া পুরাণেও বর্ণনা করিয়াছে। কারণ, বৃদ্ধের ভার ব্রাহ্মণাধর্মের (বেলোক্ত ধর্মের নহে) এত বড় মহাশক্ত আৰু বিতীয় নাই।

ব্রাহ্মণ পুরাণকারগণ বেছিকীন্তির নাশার্থে প্রচার করিলেন নে, শালিবাহন মুদ্ধ জয় করিয়া পরাজিত শকের নামে অব্দ প্রচার করিলেন ও সেই জক্ত আবাও ভারতীয় আর্য্য হিন্দুর ইতিবৃত্ত বোরতমসাপূর্ণ। বাহা প্রকৃত শকার বা বৃদ্ধান্দ তাগ শক্ষিত্রী শালিবাহনের হৃদ্ধে আরোপণ করিয়া জগধরেণ্য ভগবান জীবৃদ্ধের অব্দকে বিলুপ্ত করত তংকালীন ব্রাহ্মণজ্ঞাতি আর্য্য হিন্দু জাতির বিশেষ হ্যানিষ্ট সর্ব্ব বিবরে করিয়াছিল এবং এই কাল হইতেই বেদের, উপনিষদের এক প্রীনীতার ধর্ম ব্রাহ্মণ জাতির নব এবং অপৌকিকভত্ব যুক্ত ধর্মের প্রাহর্ভাবে বিক্লত অর্থ লাভ করিল। ভারতের কোটিল; বা অধিতীয় নীতিবিদ্ চাণক্য বলিয়াছেন যে ''আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যক্তেং''। আত্মরক্ষার্থেই ভারতের ব্রাহ্মণ এই শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল: কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি বৃধিল না বে আত্মবিনাশেই আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না।

যথার্থ কথা এই বে, শক্ষুনি বা শ্রীবৃদ্ধদেব খুষ্টপূর্বর ৫৭৫ বর্ষে ক্রয়গ্রহণ করেন এবং পরে এ বর্ষের স্মরণার্থে শকাক धे काम इरेटि अवर्डिंड इरेग्नाहिम। ५रे अब वृक्षाक वा শকাৰ বলিয়া ভংকালের পণ্ডিভগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ও এই জন্ম বরাহমিহিরোক,ত গর্গ জ্যোতিষীর মতে ২৫২৬ শকাক-পূর্বে যুধিষ্টিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব বৃদ্ধাব্দও বাহা, শকাব্দও তাহা হয় প্রমাণিত হইল। ইহার হারা আরও অবগত হওয়া যার যে, যাহা যুধিষ্টিরান্দ তাহাই কল্যন। লগবান শ্রীকৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠিব হইতে ভগৰান শ্রীবৃদ্ধের মধ্যে যে কাল পরিমাণ তাহাই গর্গ স্ক্রোতিয়ী ও তদর্থে বরাহমিহির গণনা কবেন। অনেকে অনুমান করেন যে, ব্যাহমিহিবের বৃহৎসংহিতা ঐ কালেই বচিত বলিয়া তিনি পর্গমডে গ্রণনা করেন, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রদ। কারণ, বরাহামিছিব বাজচক্রবর্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নববম্বের মধ্যে অরুডম রত। মহারাজ বিক্রমাদিতা খুষ্টপূর্বর ৫৭ বর্ষের সময়কার লোক। যথন ব্যাহমিহির বুদ্ধ গর্গেব মতাবলম্বন করিয়া উণ্ক্তি করিতেছেন তথন বেশ বুঝা যায় যে, ভিনি শ্রীবৃদ্ধের ও গর্গের পরবর্তী কালের লোক ছিলেন। পুরবর্ত্তী কালের ভ্রাহ্মণ পুরাণকার্রগণ এবং প্রক্ষিপ্তকারগণ এই বিষয়ে অসভ্যাশ্রয়ী ছিলেন দেখা বায়। পুধাণরূপ পুৰাবৃত্তে এই যথার্থ শকান্ধের উল্লেখ নাই। কারণ, তাহা ংইলে সত্য প্রকাশিত হয়; ফলে যুধিষ্ঠিরান্দ বহু কালের জক্ত অন্ধকাবে বিশ্রামল ভ করিল। এই নিমিত্ত সমস্ত ঐতিহাসিকগণের এতিথিবয়ে কালগণনার ভুল হইয়াছে; কিন্তু খুষ্টপূর্বর ১৭৫ বর্ষ হইতে ৭৮ খুষ্টপরবর্ষের শিক্ষিত মানবগণের আমাদের ভার ভ্রম হয় নাই দেখা যায় ও তাঁহাদেব मग्राटा এই नुश्र भकाष्मव वा वृक्षाष्मव यथार्थ कान निर्वत्र कवा याय।

## গান এউপেক্রচক্র মন্ত্রিক

মালতি ও মালতি,

মলয় কি আজ পণ ভূলেছে ?

মাধনীর কুঞা গিরে

তার কাছে সে প্রাণ খুলেছে।

কুহকীর প্রণয়-বিষে ভোরে আজ ভূল্লো কি সে, ভাই কি রে ভোর আঁথিতে জল অভিমানে ঠোঁট ফুলেছে ?

সে বে আজ পাগল হোলো

মাধৰীর মান ভাঙাতে,
ঠোটে ভার কাপন লাগে

মানিনীর গাল রাঙাতে,

মাধৰী প্রেমপিয়ালী সর্কনাশী

প্রশ্ব-স্থরের চেউ ভুলেছে।



ননী ভৌমিক

5

ক্রেল-হাসপাতালের সিক্-বেডের পালে দাঁড়িবে যোগেখর অক্সমনন্থের মতো বন্ধুর বরাদ্দ পথ্যের পাউরুটির কোণ থেকে থানিকটা ভেকে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

—তুই বাইরে যাচ্ছিন্, কতো কাজ বয়েছে করবার, জামরা কবে বেজব ঠিক নেই।

কপির চারায় থুরশী চালাচ্ছে করেদীরা। এখন মুখেব ভাবi।
খতাই গঞ্জীর হয়ে ওঠা উচিত। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মানে
বাইরের সহস্র কঠিন কঠিন দায়িও গ্রহণ করা। তরু পাউকটির
বাইগুলো জিভ দিয়ে দাঁতের কাঁক থেকে খদাবার চেষ্টা করতে করতেই
চাদল বোগেশ্বর। থুদী হলে ও-রকম ভাবে হাদে মামুষ।

তার পর জেল-অফিস থেকে চার বছরের পুরোন জামা-কাপড় গায়ে চড়িয়ে ছিতীয় বাব নির্লাজ্ঞের মতো হাসল। হাসবে না ঠিক করেছিল, তবু।

বাড়ি গেল না। গিয়ে উঠল মহংহল শহরের পুরানো বন্ধুর বাসায়। বন্ধু নিজের কথা প্রথমে বলে নিল খানিক: অবস্থা ভালো নর ভাই। এই দেখ না, বাথারির বেড়াগুলো মেরামত করা দরকার। চিনের চালের ওপর কয়েকটা তালি দিতে হবে। মাটির লাওরাটা গলে গলে খলে বাছে— কয়েকটা ইট দিয়ে সারিয়ে নেওরা উচিত। ইতাদি। তার পর জিজ্জেস্ করেন—তুই খেয়েছিস্ ? নে, চান-টান করে নে—

বেরিয়ে গেল। ডিষ্ট্রীকৃট্ বোর্ডে নতুন কেরাণীর কান্ধ পেয়েছে ও, দেরী হলে বড়ো বাবু খ্যাচ,-খ্যাচ, করবে।

বন্ধুব বাড়তি কাণ্ড় ছিল না। চাম করে উঠে ভাই শান্তি-কণার একখানা আধ-ময়লা শাড়ী পরতে হল বোগেখরকে। শান্তিকণা বিষুষ যামাতো বোম। ঠোকো কাঠের ফ্রেমের আয়নাটা মেঝের ওপায় বসিরে বাড় নীচু করে অনেক কণ নিজের মুখ দেখলে বোগেখর। মনে পড়ল দাড়ি-গুলো কামিরে ফেলতে হবে। শান্তিকণা ডাকলে—আমন। না, না,—আমার—বিব্রত

ভাবে বোগেশ্বর কি একটা বলভে চেরেছিল বোকার মতো। অথচ সভিয় কথা বলভে পুব বেশী বক্ষ থিদেই ওর পেয়েছিল।

শান্তিকণা একটা পাড়-সেলাই-করা **আসন পেডে** দিলে—বস্তুন।

থুব খিদে শেয়েছিল যোগেশবের তাই **অনেকগুলি** ডাত খেল।

—আর দেবো! শাস্তিবণা জিজ্ঞেস্ করেছিল, ডাল তরকারী কিছু নেই কিছু।

আচ্চা অল্ল ছটিখানি দাও---

থ্ব বেশীরকম খিদে পেরেছিল বোগেখরের, ভাই প্রথমে থেয়াল করেনি। পরে মনে হ'ডে শৃক্তিড হ'য়ে জিজ্ঞেদ করলে যোগেখর—তুমি থেয়েছ?

गास्त्रिकना शास्त्रित । अन्न म्मान्याना व्याहेर्ष्ण स्वराह्य (वनी शास्त्र ना । रमामान्यान ना व्यापनि ।

এবাব কি কথা পাড়বে ভেবে পায় না যোগেখন। বকতে <del>ওর</del> করে আজেবাজে।—জেলে থাকতে আমাশা'র থুব ভূগিয়েছে **আমাকে**, ভানো ?

— এক মাস। এক মাস না; দেড় মাস প্রায়। পাষীর মতো রোগা হ'রে গিয়েছিলাম। স্বাই আমাকে দেখে ঠাটা ক'রত, এত কিছিবি চেহারা হ'য়ে গিয়েছিল আমার! তার পর থেকে, জানো, ধুব ঝিদে পায় আমার! সব সময় থাই-খাই করে ভেতরটা। কিছু ওতো অস্ত্রথের থিদে, নয় ?

থব ককণ ভাবে শান্তি শুনছিল ওর কথা। চোধ ছটো মিটুমিটু করেছিল ওর। তারার মত ও রকম চাউনি মান্থবের ভেতরটা কুঁড়ে থেতে চার না, নরম নরম চাউনি।

—তার পর থেকে যতো থাই, পেটের তেতরটা থালি থালি ঠকে। অথচ পেটে কাষগা নেই। আর কি রকম ফুলে উঠেছে সথেছ?

বোগেশ্বৰ হাফ-সাটেঁর ঝুকটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে শান্তিকণাকে দেখাল তার পেটের আয়তন। পাঁজরার হাড়গুলো পাকস্থলীয় জামগা ক'বে দিয়ে নীচের দিকে চওড়া হয়ে গেছে। তুলনায় সঙ্গ লাগে বুকটা।

— ভূমি ভবিছ পিলে হয়েছে? কালাব্যর ভূগ্লে এ বক্ষ হয়। কিছ কালাব্যর স্থামার স্থানি। ঐ স্থামাপা'র পর থেকেই এবক্ষ

বালাখনের চৌকাটে ব'সে শান্তিকণা সহাত্ত্ততে চূপ ক'রে রইল। জনেক ছংখ-কট পেরিরে এসে বেশী বরসী মেরেরা জন্ত লোকের জারো জনেক ছংখ-কটের কথা বে ভাবে পোনে। জার সব ছংখ-কটের চেহারাই তো এক বকম।

—এই ভো জেল থেকে এলাম ? বাড়িতে গ্ৰাই বলবে চাকরী বাকুরী করতে। অথচ চাকরী ক'বে কি হবে ? একটু হাসল শান্তিকণা— আপনার যা থিদে, চাকরী না করলে খিদে মেটাবেন কি করে ?

একটুথানি থেগেছিল, তার পর চুপ করে গেল। অক্সায় হয়েছিল হাসিটা। যোগেছর কট পাবে ব'লে নয়, অভ্যস্ত সহজ সাধারণ স্বসিক্তায় হেসে উঠতে গিয়েছিল ব'লে!

ঝাপদা ভাবে তথন যোগেছর একটু অহন্তি অহুভব করেছিল।
একটু ইতন্তত: ক'বে ভাই বললে—ভূমি থেয়েছ ? প্রশ্নটা এড়িয়ে
গেল শাস্তিকণা—উঠুন আপান, আমি জায়গাটা পরিকার করেনি।
ভার মানে কি ? শাস্তিবণা ওব কথার উত্তর দিল না কেন ?

হাত-মুথ ধুয়ে বধুর বিছানায় ওয়ে ওয়ে কান থাড়া ক'রে রইল যোগেখর, খুঁটে খুঁটে ভনল প্রত্যেকটি শব্দ: ওটা রাল্লাঘরে ঢোকার শব্দ; বাসন বাবার, এখন মোটেই শব্দ নেই, শেকল দেওয়ার শব্দ · · ·

কি ভালো নেয়েটা। মনের ভেতর কতোখানি দয়ামায়। রয়েছে 
ওয়। কান খাড়া কবে থেকেও এমন কোনো শব্দ শোনা যায়নি
যাতে মনে হবে শান্তিবণা খেতে বসেছে। সত্যি সত্যিই তাহসে
খার্মনি ও। নিজের ভাতটা প্র্যুক্ত অসম্বের মানুষ যোগেখরকে
দিয়ে নিজে ভকিয়ে থাকবে হয়ত।

ভর-পেট থাওয়া-দাওয়ার পর রোগা শরীরে নেশার মতো ভাব আসে। যুম আসে তথন। হম আসার আগে ভিজে মাটির মতো একটা সৌদা আসাদে ভবে গিয়েছিল যোগেখনের মন।

ভাই শান্তিকণাকে বিয়ে করেছে ও।

থবর পেয়ে দণ্ডিদাব এসেছিল। চাধা-ভূষে! মান্তথদের ভেতর কাজ ক'রে ক'রে ওব চেহাবাটা কি রকম পাট্রিকলে হয়ে গেছে। গা দিয়ে ঘাসপাতার গন্ধ থেবোর। চোগ চটো কথনো কথনো রোদ'ঠিক্রনো জন্দ্রের মতো থেকে থেকে ঝিকিয়ে ওঠে!

কিছ্ক বোগেখনকে দোষ দেয়নি দন্তিদার। এক সময় তেসে কথাটাকে হাল্কা করে বলেছিল—তুই সরে যাচ্ছিস্, মাঠে মাঠে তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তিন বেলা না খাওয়ার পর বাঁকিচরার সদ্কদ্দিনের বাড়ি মুরগাঁর ঝোল গাওয়ার সূথ ফুরিয়ে গোল তোর।

ক্রেন, ঠাটা করে, পেট পূবে থেয়ে চলে গেল লোকটা। বগলে ভূলে নিল ভূতো-ভোড়া। অনেকটা পথ গটতে ২বে, খোলা পায়ে হাটাই ভালো— গোস্বা পড়তে না।

ŧ

হারিয়ে-যাওয়া জনতা শক্ষান কোলাহলে চিংকার ক'রে উঠেছিল। বাপ্রা ভাবে এক সময় মনে হয়েছিল থুব অলায় একটা কিছু হয়েছে। অত্যন্ত গঠিত নৃশংসতা একটা, বার জন্ম শাস্তি পেতে হবে। থুব কঠিন শাস্তি দিও না আমাকে। না, দিও না। আগে থেকে ব্রুতে পারলে এ রকন গাফিলতি আর হবে না। অমুতাপের মতো কেবল একটা মোচড়ে বুকের ভেতরটায় খুব কট হয়েছিল এক সময়…

ভার পর ব্যতে পাবল ঝিরঝিরে শক্ষ্টা সকাল বেলাকার কল থেকে আসছে। কয়েকটা শক্ষ-স্থর অসন্থব উঁচু হয়ে ধারা মারছে কানের ওপর। বিছানার ওপর হাটু গেড়ে ব'লে বড়ো মেরে জয়ন্তী ছোট ছোট হাতে ওর পারের বুড়ো আঙুলটা মুঠো করে ধ'রে নাড়িয়ে তাই ভূলে গেল জাগবার আগে ঝাপসা ভাবে কি মনে হ'য়েছিল এক সময়।

বড়ো সোকের টাকায় তৈরী তেতালা বাড়িটায় যতোগুলি হর
আছে ততগুলি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে ওথানে। তাদের সমবেড প্রাকৃ-অফিস কর্ম বাস্ততা অতো ভংকর কোলাঙল ব'লে মনে হল না আর। কোলকাতার লোকের স্বাভাবিক অভ্যাসে জেগে উঠেই জিজ্ঞেস করলে যোগেশ্বস—ক'টা বেজেছে রে গ

কলতলায় যেতে হবে মুখ ধুতে। কল থালি নেই এখন।
ভাধভতি চৌবাচচা থেকে জল তুলে নেয়া বায় ভাবিশ্যি, কিন্তু ভাততঃ
পাঁচটা সক্লমোটা বউ ওখানে ব'সে ব'সে বাসন ধোবে; থুকিদের
জামা-কাপড়—কাথা কাচবে। পুক্ষ মান্ত্য দেখলে লজ্জা ক'রে সব
সময় ঘোমটা টেনে দেয় না বটে, গায়ের কাপড় ঠিক মভো সামলে
নেয়ার সতর্কতাও হয়ত নেই, তবু, যে কারণেই হোক, স্বল্লসংগ্
জলের ওপর ভাবান্থিত হাত পড়লে মেয়েমানুষের মুখের কড়া কড়া
কথা ভনতে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

—বেলা হয়ে গেছে খুব ?

কোণের দিকে তোলা উন্নে গন্পনে আঁচ দিয়ে বসে আছে শান্তিকণা। ভাত চড়াবে তাই তাড়া দিল— নাও, চা থেয়ে নাও! বেলা হয়নি আবার! দোতলার নূপেন বাবু কথন বাজার নিয়ে ফিবেছে।

ধে ভাবে জল থায় মাতুষ, সে ভাবে চা থায় না। তবু চক্ চক্ ক'বে অর্ধে কটা চা থেয়ে নিল যোগেখর। শান্তিকণাকে কি একটা বলতে চাইল।

— তোমার যা যা বিনতে হবে ঠিক করে রেখেছো তো? আপন মনে শটির আবাল পরীকা করে শান্তিকণা। উত্তর দেয়না।

— আজকে নাইনে পাব, ব্ঝেছ ? ঠিক করে রেখেছ তো?
এখন যদি শাস্তিকণা চ'টে ওঠে তাহলেও হয়ত দোভনার মেরের ওকে দেখিয়ে বলবে, মাগো, বউটা কি ঝগুড়াটে!

—হাা, হাা, হাা, ঠিক করে রেখেছ তো <u>?</u>

কোলের বিকেটি ছেলেটা দেয়ালের গোড়ায় শুদ্ধে আছে। তার বুকেব হাড়ে, থাটুণ ভাঁজে, আলগা চামড়া কুঁচৰিয়ে বয়েছে। সেই দিকে কিছুক্ষণ চিস্তাহীন ভাবে তাকিয়ে বইল যোগেখন। তার পর বেবিয়ে যেতে গিয়ে শাস্তিকণার প্রশ্নে আটকে গেল।

—বলেছ ?

— কি ? ভাবনাহীন যোগেখবের তাকানি। শাস্তিকণার মুখের চেহারা ক্রমশঃ পালটে যাচ্ছে; ঠোটের একটা কোণ একটু কাঁক হ'য়ে গেছে।

অৰ্থাং বিরুক্তি।

অম্পষ্ট ঘূণায় যোগেখরের গলার স্বর আর একটু বেঁকে গেল— বি বলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

তবু কথা বলতে দেরী করল শাস্তিকণা। অসভ, অস্বাভা<sup>বিক</sup>
একটু বিলম্ব, যা ধাকা দিরে যোগেশ্বকে বুঝিয়ে দেবে তার অপরাধ।

—সেই কাজ্টার কথা ?

--- ना, वनव ना।

क्रार ह्यानबारर पत्र राष्ट्रश फिडिक । स्टर निस्कर कर्श्वर

বিরোধের স্থরটা কেমন ফিকে মনে হল হয়ত, তাই গাঁড়িয়ে রইল, অষণা।

আন্তে আন্তে শান্তিকণা কিরে আসছে নিজের ভেতর। আপন মনে শটির আল পরীক্ষা করার মতো স্বাভাবিক অবস্থা। রিকেটি ছেলের মা হওয়ার মতো। তাই স্বাভাবিক ঝাঁঝ টেনে বললে—শ' দুই টাকা উপরি পেতে এতো আপতি তোমার ?

- —উপরি ? বোগেখরের চোখে আরো অনেক কথা রয়েছে. যা ওর স্বাভাবিক বোকামিতে বলতে পারছে না, উপরি, না ঘুষ ?
- —উপৰি ছাড়া কি ? আজকালকার বাজারে কে উপরি নেয় না বলো! মাসে বাড়ভি টাকা ক'টা পেলে কোনো রকমে সংসার চালান বেত জার কি ।
  - —উপরি ? দিতীয় বার প্রশ্ন করল যোগেশ্বর।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই মনে হল, ভেতরে ভেতরে যে ধে যাটে জতুন্তিটা রয়েছে তা ঠিক মতো চা না থাওয়ার দক্ষণ। থালি পেটের ভেতরের থিদেটা চন্চন্ করছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে আনা চাবেক পয়সা আছে। একটু ইতন্তভ: করে লোভীর মতো হ'আনার সিঙাড়া কিনল। তার পরেও যে থিদে পাছে ওর, সেটা মন্ত নয়। অমুথের থিদে। যতো থাও শরীর ভালো হবে না। অনেক দিন আগে জেলে একবার আমাশা। হয়েছিল, তার পর থেকে—

তথন মনে পঙ্ল শান্তিকণাকে কি বলতে চেয়েছিল: দন্তিদার মারা গেছে: চাষাভূবো নামুষরা ভালোবেদে মুরগীর ঝোল ফুস্কুসের ক্ষয় রুথতে পারেনি।

#### -তনেছ ?

রাত্রে বাড়ি ফিরে কি রকম আনমনার মতো জিজেন্ করলে যোগেখর। শান্তিকণা উৎসাহ প্রকাশ করলে না। খুব কম কথা বলা অভ্যাস ওর। একটু ক্লিষ্ঠ ভাবে অপেকা করলে যোগেখর।

থেতে বসল থখন মুখের ওপর থেকে সেই আনমনার ভাবটা কেটে বামনি। খেতে ব'সে ছলুনি আসে। ছলে ছলে থায় যোগেখর, শব্দ করে করে। ডাল ভাত গেয়ে তৃপ্ত থাকার শব্দ। শাস্ত বিভ্রমায় তাকিয়ে থাকে শাস্তিকণা। অনেকলণ ছলে ছলে ব'লে বাসে যোগেখর— শুনেছ ? দক্তিদার মারা গেছে।

তাতে কি হয়েছে ; শাস্তিকণার চূপ করে থাকার এই মানেটা ধরতে পারল না ও। মুথের ওপর আনমনা ভাবটা ঘন হয়ে বোকামী অথবা স্বপ্লের মতো দেখায়।

সাংসারিক কাক্ষকম। এঁটো পরিকার করে নেওয়। অমস্থ মেকের ওপর শাস্তিকণার ভোঁতো-হ'য়ে-আসা আঙ্গুলঙলো থস্থস করে ওঠে। স্তব্ধ একটা ছায়ার মতো রিকেটি ছেলেটাকে কোলের ওপর নিম্নে ফিডিং বটল দিয়ে শটি খাওয়ানো।

- —ও আর আমি একসঙ্গেই জেলে গিয়েছিলাম, প্রথম বর্থন জেল ইয় আমার,—শান্তিকণার ছায়ার দিকে তাব্দিয়ে বোগেশর বললে।
  - —শটি থেতে চায় না ও; বমি ভোলে।
- —আমাদের ওদিকে সেই গাণ্ডী-ভোলা আন্দোলন হয়েছিল জানো? খুব মেতে উঠেছিল চাবীরা। হাটে হাটে স্বেচ্ছাসেবক খাড়া করে কেনা-বেচা চলত। তেক প্রসা তোলা দেওয়া হবে না

জমিদারকে। ওরা পুলিশ মোতায়েন রাখত আগে থেকে। হছে কি হবে, পঞ্চাশটা গাঁয়ের পাঁচ হাজার চাধী আপনি এসে জুইড গুলীও চালিফেছিল দেবার। দক্তিদার গেঁয়ো ভাষায় বঞ্জা দিত—

ছেলেকে হুধ থাইয়ে ক্লান্ত ভাবে অপেকা করছে শান্তিকণা ভিজা জায়গাটা শুকুলে বিছানা পাততে হবে ওথানে। অন্ধুকুপ্ বাড়িব কেরোসিন তেলের ল্যাম্পের ধোঁয়াটে একটু আলোয় পরিচিত্ত মাহুবদের চেহারা অঞ্চ রকম লাগে।

- —তাতে কি হয়েছে ? বেমানান প্রশ্ন করল শাস্তিকণা।
- —না এমনি বলছি।

শান্তিকণা হাত দিয়ে পরথ ক'রে দেখল জায়গাটা, ক্ষরে-যাওরা আঙ্লের ডগা দিয়ে। শুকিরে গেছে। তোরঙ্গের ওপর থেকে বুকে করে বিছানা-পত্তরগুলো নিয়ে এসে পাশুতে শুক করলে। হাঁটু গেড়ে ব'সে কাথার কোণগুলো সমান করে দিল। পেট-ডিগভিগে রোগাছেলেটা এক কোণে যুমুছে। নিখাস নেওরার সময় বিছিরি ভাবে উঠছে নামছে পেটটা। বুকের ভেতর কি একটা ঠলে উঠছে চার! অনেক কাল আগে জেলে থাকতে একবার আমালাই হয়েছিল দেনজার গোড়ায় একটা গেলাস রয়েছে। খাওয়া-লাররার পার যোগেশ্বর ভাইতে জল থেয়েছিল। জল থেয়ে ওইখানেই রেখে দিয়েছে। এই বকমই অভ্যাস। হয়ত শান্তিকণা বিছানা পাভাইয়ে গেলেও দেখতে পাবে না গেলাসটা। খুলে রাথার কথা মনে হবে না ওর। ঘুমের ঘোরে জয়ন্তী হাসছে, বড়ো মেরে জয়ন্তী। ছেড়া অরেল-ক্রথটা থানিকটা গুটিয়ে ঠিক করে নিল শান্তিকণা। ছেলেটাকে ওথানে শুইয়ে দেবে এবার।

- —কালকে কাজটা ঠিক কবে নেবো, বুঝেছ। উপরি **আন্তকাল** কে নেয় না বলো ?
- —না নিলে এই ছদ্দিনে সংসার চালাতে পাবে কেউ ? ছেলেকে কাত করে ভইয়ে কাল্লনিক জেগে ওঠা সামলে নিতে কানের ওপর ছোট ছোট থাপড় মারল শাস্তিকণা।
- —ভাবছি এক জন ভালো ডাক্তার দেখাব। ঐ অস্থথের খি**টো** বাচ্ছে না কিছতেই।

দবোজা বন্ধ করার সময় শান্তিকণ। গোলাসটা দেখতে পেয়েছিল, তবু কিছু বলেনি যোগেখরকে। ভালোবাসায় ভিজে গেল যোগেখরের মন।

ছেলের এ াশে আন্তে আন্তে শুয়ে পড়ে শান্তিকণা। বালিসের কোণগুলা ঠিক ক'রে নেয় একটু। নিজের হাতের পাড়-ভোলা প্রভায় ফুল-ফোটানো ঢাকনিতে মাথা দিয়ে শুতে আরাম পায় মান্ত্র। শোয়ার পর আঁচলের তলে হাত দিয়ে দিয়ে পিঠের ঘামাচি খুঁজে বার করে।

- —আলোটায় তেল নেই বেশী।
- —তাহ'লে নিবিয়ে দাও, বালিশের তলে দেশালাই রেখেছি। রাত্রে থোকা উঠলে জালো দরকার হবে, তাই তেলটুকু বাঁচানো তালো। আলো নিবাতে গিয়ে কেমন একটু দেরী করে যোগেশর। তার পর এমন ভাবে কুঁ দিল যেন খুব ছংসাধ্য একটা কান্ধ করছে। মেঝের ওপর এক বট্কায় জমাট কালো একটা অগ্ধকার আছড়ে প'ড়ে স্বাভাবিকতার ক্রমণ: ফিকে হরে এল। তারে পড়া উচিত, তবু তথনই তারে পড়ল না বোগেশব।

—করেকটা টাকা পাওরা গেলে সংসারের কতো স্ববিধা!

চুলুনি এসেছে হয়ত যোগেশ্বের, কথা বললে মা। শান্তিকণা
ভাই আবার জিজেস করলে—কি ?

বোগেশরকে উত্তর দিতে হল—আনক স্থবিধা। থোকার একটা হব,লিকুস্ কেনা যাবে।

শান্তিকণা পাশ ফিবে শুল। থোঁপাটা থুলে বালিসের ওপর কিবে এলিবে দিল চুলগুলো—স্বয়ন্তীর স্রুকের কাপড় কিছু। আমার ফুটো শাড়ী।

— আৰ কি কি কিনতে হবে বলো।

শ্বন্ধ একটু অবাক্ হয়ে এ-পাশ ফিবল শান্তিকথা—ও কি ?
বোগেশ্ব শোৱনি। ছই হাঁটুব মধ্যে মাখাটা নামিয়ে কেংখ
ভাপা প্ৰায়া ক্ৰানে—কি ?

—ভোষার সদি হরেছে। পলাটা ভেডে গেছে কেমনধারা।

### ছপুরে

অমল ঘোষ

ছপুরে গলস্ক শৃষ্ণ থাঁ থাঁ করে, ক্ষরস্ক পাতারা করে <del>ওক</del>ুনো কাঁকরে

টুপটাপ !

বাতাস শীকার ধরে,
হুটোপুটি ছুটোছুটি
ধরে বুঁটি ছাড়ে কের হিংশ্র আদরে কাটে
চূপচাপ।
কঞ্চির বেড়া-বেরা পোড়ো জমি, চরে
বালের খোঁটার বাধা
সাদা কালো ডোরা-কাটা পাঁঠা
নধর নরম

উপুর ছাউনি নীচে টাইম কিপার, বাস থামে ধুলো ওড়ে, কণ্ডাকটার, বোদ থমথম।

ঝগড়া লাগার হটো নেড়ী কুন্তোর, ভ্রেশনের লাল ভালে কাপড় ভকোর, লোলে বাঁল ঝাড়।

স'হটোর ট্রেণ এল হুস্ হুস্ হুস্কার মাথা রেথে মেরেটা বেহু স বলে লাল পাড়;

পান বিভি সিগারেট কচি ভাব চাই. ভোঁড়াটা দোকান ছেড়ে বেঘোরে চেঁচায়, বাব্দে ছইসেল,

সাভটা পঁচিশে ঐেণ এল হাওড়ার, পুল পার হ'বে বাসে ধর্মতলার

নামল নিখিল।

কিছুকণ কথা বললে না যোগেখব। যথন বললে, আওরাজ্টা আরো ভাঙা শোনাল— অন্তুত ভাবপ্রবর্ণ ছেলে, কী লাভ হল ? বুম এসে গেছে শান্তিকণার। নেভা কৌত্হলে বললে— কে ?—এ দক্তিদার!

•••কঠিন শান্তি দেবে আমাকে ? না, দিও না । আগে থেকে জানতে পেলে এ-বৰুম গাফিলতি আব হবে না । কিছু উত্তত শান্তি। সমস্ত হাত-পা পাণব হবে গেছে বোগেশ্বের। হাজার চেষ্টাতে শ্রীবের একটা পেশীও কুঞ্চিত হরে উঠবে না । সাম্বিক একটা পক্ষাঘাতে বুকের ভেতর থেকে বেবিয়ে আসছে চাপ-থাওয়া গৌভানি।

সুম ভেত্তে গেল শান্তিকণার। বিরক্ত হয়ে ধা**কা** দিল-পাশ কিবে শোও। চিত হয়ে শুলেই তুমি ও-রকম করো।

## আবার প্রভাত

বিমল দাস

হেথায় সহস্রধারা মুছে যায় মক্কর উপর লতা-পাতা দ্রের তিমির, হাজারো কালের জল, ঘন নীল কালো জল— ফেলে যায় নিম্ফল কম্মের সারি, দূরে যায় মাটির মানুষ বিজ্ঞানীর ভাঙ্গাগড়া ভেসে যায় অথণ্ডের শ্রোভে— মাহুষের হাত, ফেল মারে আগামী প্রভায় তথু জাগে অবিচ্ছিন্ন রাত আবার প্রভাত। **इथाग्र ७४३ बाल न्**डन किंद्र লাথ লাখ পৃথিবীর জীব, সোণালী আলোকে ভরা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস त्वता ६८ गन कामाश्ल, একটি চাদের আলো ভরে দেয় নবীন উষায় রাতের কৃহক ভাঙে পাথীর বাসায় কত দিন কত বাত কেটে বায় মাথার উপর আমাদেব দিন কেটে যায়; আসে অবসাদ—গত জীবনের অবসাদ, চোখ থেকে ঝরে পড়ে তথু জল— দেলিহান শিখা জাগে দ্বিৰণ প্ৰভায় ভেসে যায় সকল জীবন নেমে আদে মোদের মরণ। হেথায় তথুই জাগে আবার মিলায়ে বায দিন হতে দিনান্তরে পাড়ি পড়ে স্বাগামী ধাত্রীর আকাশের বুক থেকে খনে পড়ে ভারকার দল জোনাকী আলোয় বাঁপে আধারের রাভ থেমে ৰায় জীবন-সঙ্গীত, অস্টু আলোয় কাঁপে অনাগত কাল মাবে জাগে অবিচ্ছিন্ন রাভ **व्यामिक क्षानिक ।** 



তেজস্ক্রিয়তা ও পরমাণুর রূপান্তর শ্রীস্ফ্রেন্বিকাশ

১৮১৫ খুষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক কুক্স ইলেক্ট্রন (electron) আবিছার করেন। কোনো আবদ্ধ পাত্রের ভেতর স্বল্প পরিমাণ বাডাস রেখে ভাতে বিদ্যাৎ চালিয়ে তিনি দেখলেন বিচাৎবর্তনীর (circuit) ঋণফলক (cathode) থেকে এক প্ৰকাব রশ্মি বেরুছে ৷ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, এগুলি একক ঋণ-বিদ্যাদ্বাহী বস্তকণা (unit negative electricity)। এগুলির ভর ( mass ) হাইন্ডোভেন (Hydrogen ) প্রমাণুর (atom) ১/১৮৫ । जाता अहेकनिय नाम प्रख्या हरसाह हेरलक्षेन। বাতাসের পরিবর্তে অক্সাক্ত বায়ব পদার্থ নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেল তারাও এই ইলেক্ট্রন রশ্মির জন্ম দেয়। তার পর জার্মান বিজ্ঞানী বন্জেন (Rontgen) এই বৃশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় হঠাৎ দেখনেন এরা কোন জড়বন্ধর ওপর প্রতিহত হ'মে এক বিহাৎহীন বশ্বির উদ্ভব করে। এরা হ্রন্থ ঈথর-তরঙ্গ (short electromagnetic waves) ছাড়া আর কিছু নয়। এদের তরংগ-দৈৰ্ঘা থ্ব ছোট বলেই এদের তীব্ৰ ভেদ-শক্তি (high penetrating power ) রয়েছে। এই অজানা অদ্ভুত বশ্বিটির নাম দেওয়া হ'লো এমরশির ( X-rays )। এমরশির গতি-পথে বারব ( gaseous ) পদার্থের প্রমাণু ভেকে যায় ও আমরা পাই ইকেক্ট্রন। ১৮০৮ পৃষ্টাব্দে ডাল্টন্ যে পরমাণু-বাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মৃলে এবার দেন একটু ভাতনের ছারা দেখা পেল। অবিভাজ্য প্রমাণুর চাইতে কুক্ততর এই ইলেকট্রন-কণাই বে প্রার সমস্ভ পরমাণুর উণাদান—এই সংশব বৈজ্ঞানিকদের চোখে উপস্থিত হ'ল 1

উনবিংশ শতাকীর শেব ভাগে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেল বন্ধর গুক নৃতন ধর্মের ক্যাবিকার করেন। ইউরেণীয়াম নামক এক योगिक भगर्थ (element) निरंत्र भनीका क्वांत সময় তিনি হঠাৎ দেখলেন বে. ঐ ধাতটির পার্যবিত একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেট কালো আবরণের ভেডর স্থাকিত থাকা সম্বেও নষ্ট হ'বে গেছে। সাধারণ আলোক ছারা এটা কখনও সম্ভবপর নয়। রঞ্জনবশ্মি (X-rays) জাতীয় কোন শক্তির সন্তা নিশ্চরই এই ধাতৃটির ভেতর রয়েছে, এই অনুমানই তিনি করলেন। বছবিধ পরীকার পর তিনি প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত মৌলিক পদার্থের ধর্ম (property) থেকে স্বতম একটি ক্রিয়া এই ধাড়টির ভেডই ররেছে। ইউরেণীয়ামের এই নৃতন ধর্মটির নাম দেওয়া (Radio-activity) তেজস্ ক্রিয়তা বেকেরেল দেখলেন ইউরেণীয়াম থেকে অনবর্ডই তিনটি বশ্বি বিচ্ছুবিত হচ্ছে। এ**ওলিব নাম** দেওয়া হ'রেছে আল্ফা, বীটা ও গামা। চ্যুক ক্ষেত্রের (magnetic field) সাহাব্যে পরীকার দেখা গেল, আলফা-বৃশ্মি ধনবিদ্যাৎবাহী (positive electrical) বস্তবণা। এদের ভেদশক্তি পুর বীটা-রশ্মি আমাদের পূর্বপরিচিত সেই ইলেক্ট্রন-কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের ভেদ-শক্তি আলফা-কণার চাইতে কিছু বেশী কিছ বাসায়নিক শক্তিতে এরা আলফা-কণার চাইতে কম। গামা-বশ্বিতে কোন বিহাৎ নাই বা **এরা** বল্পকণা নয়। এক্সরশ্যি থেকে এদের ভেদশক্তি আরে

বেনী তাই এদের তরংগদৈর্ঘ্য সব-চেয়ে ছোট। বলা বাছল্য, এই শক্তিশালী রশ্মিটি অতি হ্রম্ম ইণ্ড-তরংগ ছাড়া আর কিছু নর।

১৮১৬ গৃহীকে বিখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী মাদাম কুরী পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় ইউরেণীয়াম্ থেকে বছ গুণে শক্তিশালী 'পিচ্ব্লেণ্ডী' (pitchblende) নামক যৌগক পদার্থটি পরীক্ষা করেন। বহু সাধনা ও পরিশ্রামের ফলে ভিনি এই যৌগিক পদার্থই কয়েক টন থেকে মাত্র করেক চামচ বছ মূল্যবান মৌলিক পদার্থ রেডিয়াম আবিছার করেন। বেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেণীয়াম থেকে বছ গুণে বেলী। বলবতর তেজস্ক্রিয়তার জন্মই একে ছ্রারোগ্য ক্যান্ধার রোগের চিকিৎসার নিয়োজিত করা হ'য়েছে। রেডিয়াম যৌগিক অবস্থায় পিচ্ব্লেণ্ডীতে থেকেও তার তেজস্ক্রিয়তা অণুমাত্র ব্লাস্বন্ধি হ'তে দেয় না। এ থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন তাপ, আলো বা রসায়ন ক্রিয়া প্রমৃতি কোন শক্তিই তেজস্ক্রিয়তাকে বাধা দিতে পারে না।

অতঃপর হোরিয়াম, এক্টিনিয়াম্ প্রভৃতি অক্সাক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হ'লো। এখন বৈজ্ঞানিকেরা আর একটা জিনিব লক্ষ্য করলেন। তাঁরা দেখ্লেন, রেডিরাম বাডুর তেজস্ক্রিয়তা আপনা আপনি প্রাস পাছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভর ও ধর্ম বাছে বদ্লিরে। বিশ্বিত বৈজ্ঞানিকের চোখে পড়লো মৌলিক পদার্থ রেডিরাম ক্রমশঃ সীসকে পবিণত হ'রে বাছে। মাঝখানে 'রেডিরাম এমানেলাস', রেডিরাম এ, বি কতকতলি বিভিন্নধর্মী মৌলিক পদার্থের উত্তব হ'ছে। আর তার শেব পরিণতি গাঁড়াছে সীসকে। এই বিরাই রূপান্তর কিছু এক দিনে হর না—বীর্থ সমর লাগে। গণনার দেখা গেছে, রেডিরামের তেজস্ক্রিয়তার আর্ছ ব্লাস্ক্রাল (balf

value period ) ১৬০০ বছর। অক্সান্ত তেজস্ক্রির পদার্থভালির ওপর পরীক্ষা করেও দেখা গেল, তারা ক্রমে ক্রমে এক মৌলিক
পদার্থ থেকে অন্ত মৌলিক পদার্থে বদ্লিয়ে যায়। একটি মৌলিক
পদার্থে থবন অন্ত একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হ'ছেছ, তথন
নিশ্চরই প্রথমটির পরমাণু অন্তটির পরমাণুতে রূপাস্তরিত হ'য়েছে।
ভাশ্টনের মতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু ছিল বিভিন্নধর্মী ও
অবিভাঙ্গ্য, কিন্তু এক পরমাণু যদি অন্তটিতে পরিণত হয় তবে এই-ই
সম্ভব বে, পরমাণুর ভেতর আরিও ক্ষুত্তর কোনো বস্তকণা রয়েছে যারা
এই পরিবর্তনের জন্ত দায়ী।

এই বিখাস অমশ: আরও দুচ্তর হ'বার পর ১১১৩ প্রষ্ঠান্দে রাদারফার্ডও বছ্র প্রমাণুর গঠন-তথ্যের বচনা করেন। তাঁদের মতে প্রমাণুর অবিভাজ্যতা ও অবিনাশিতা প্রভৃতি বাতিল হ'য়ে গেল। তাঁরা বললেন, প্রভ্যেক প্রমাণুর কেন্দ্রীনে (nencleus) রয়েছে এক বা ততোধিক প্রোটন ( proton )! প্রোটনগুলি হ'ল একক ধনবিতাৎবাহী ( unit positive eletricity) বস্তুকণা। এদের ভর হাইড্রোক্সেন পরমাণুর সমান। এই প্রোটনের চারি দিকে বুত্ত বা উপবুত্ত (ellipse) পথে মুরে বেড়াচ্ছে কতক ইলেক্ট্রন। প্রোটনের বিহাৎ-পরিমাণ ইলেক ট্রনের সমান। উদাসীন (neutral) বস্তুতে প্রোটন ও ইলেক্ট্রের সংখ্যা সমান খাকে। তাঁরা প্রমাণ করলেন, হাইছোকেন প্রমাণুর কেন্দ্রীনে ররেছে একটি প্রোটন স্বার তার চার দিকে ঘূরে বেড়াচ্ছে একটি ইলেকুট্রন। প্রোটনের ভরের তুলনায় ইলেক্ট্রনের ভর উপেক্ষণীয়। বস্তুত:, হাইড্রোক্তন প্রমাণুর ভর ভার কেন্দ্রীনস্থিত প্রোটন ছাড়া আর কিছু নয়। হিলিয়ামের কেন্দ্রীন ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেক্ট্রনের সমষ্টি। তার চারি দিকে বুরে বেড়ায় হটি ইলেক্টন। আমাদের পূর্বকথিত আলফা-কণা হিলিয়ামের কেন্দ্রীন ছাড়া আর কিছুই নয়, এটাও পরে প্রমাণ হ'য়েছে। এই ভাবে বিরানকা ইটি মৌলিক পদার্থের প্রমাণুর চিত্রগুলি জগতে আনলো वृत्राख्य । नाना निक् त्थरक विष्ठात्र करत्र प्रव (मानत विकानिक পরমাণুর এই বৈহ্যতিক রূপ নি:সন্দেহে মেনে নিলেন। এখন বুঝ্তে পারা গেল যে, পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা তার কেন্দ্রীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার আভাবিক ফল। পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীন থেকে হিলিয়াম কেন্দ্রীন ও ইলেক্ট্রন অনবরত বেরিয়ে তাকে নিয়ন্তরের প্রমাণুতে রূপান্তরিত করে। পরিণতিতে এরা এমন ধাতুতে এসে যায়, যার আর তেজস্-কিবতা নেই। এখন আমরা দেখতে পাছি, তেজস্ক্রির পদার্থগুলির ভেতর রয়েছে আত্মহত্যার উন্মাদনা। পৃথিবীর কোন শক্তি এদের ৰাধা দিতে পাৰে না। এরা এ অমুপ্রেরণা কোপেকে পেয়েছে—তা পালও ঠিক হয় নাই।

পরমাণ্র এই খাভাবিক রূপান্তর (transmutation) বৈজ্ঞানিকের। প্রত্যক্ষ করে কুত্রিম উপারে ইহা সন্তব কি না, সেই গ্রেবেণা আবন্ধ করেন। ১৯৩৪ ধৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও ও তাঁর পত্নী ইরেন কুরী কুত্রিম উপায়ে সাধারণ ধাতৃতে তেজস্ক্রিয়তা কালেদিত করেন। বোরন প্রভৃতি পরমাণ্র ওপর আল্ফাকণার প্রব্যোগ করে তাঁরা দেখ্লেন বে, আল্ফাকণা সরিয়ে নেবার পরও এই বাতৃত্বলি বেডিয়ামের অম্রুরপ রশ্মি বিকিরণ করে। এই আবিদারটির কুলা তাঁরা নোবেল পুরন্ধার প্রাপ্ত হন। এই সময় বিভিন্ন মৌলিক

পদার্থের প্রমাণুর ওপর নানা শক্তি প্রয়োগ করে কুত্রিম উপাত্ত ভাদের কেন্দ্রীন ভেঙে অক্ত পরমাণুতে রূপাস্তবিত করবার চেঠ চল ছিল। আলু ফাকণার ভেদ-শক্তি যদিও খুব কম, তবু বিজ্ঞান রাদারফোর্ড ইহার সাহায্যে কভগুলি পরমাণুর কেন্দ্রীন চুর্ণ করেন জামান বৈজ্ঞানিক বোদে বেরিলিয়াম ধাতুকে আল ফাকণা দিয়ে বিচ করবার সময় অতি ভেদক এক বশ্মির সন্ধান পান। গামারশ্মির চাইতে এর ভেদশক্তি আবও বেশী! গামা-বশ্মির মত একে অভি হ্রস্থ রথর-ভরংগ বলে ভল কবা হয়েছিল। কিছু ১৯৩৫ গৃষ্টাকে বৈজ্ঞানিক স্যাড্উইক প্রমাণ করছেন যে, এই রশ্মিটি ঈথর-তবংগ নর-এরা বিতাৎহীন ক্ষুদ্র বস্তুকণা। এদের ভর প্রোটনের সমান। প্রমাণুর কেন্দ্রীনের এরা অক্সতম উপাদান—এও প্রমাণিত হ'য়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে ডা: স্যাড্উইক নোবেল পুরস্বার পেয়েছেন। এই বস্তুকণাটির নাম দেওয়া হ'য়েছে (neutron) নিউট্টন। জীবদেহের ক্ষতস্থানে নিউট্টন-কণা অক্ষত মা-সপিত্তের কোন স্বতি কনে না; প্ৰস্তু, ক্ষতহুষ্ট স্থানেৰ জীবাণু বিনাশে এদেৰ আশ্চৰ্যা ক্ষমতা **রয়েছে।** গুরারোগা ক্যাম্পার চিকিংসায় তাই বেডিয়ামের ওপ্র নিউটনের স্থান হয়েছে। যাক সে কথা। বিজ্ঞানী ফামি ও তাব সহকর্মিগণ এই নিউট্টনকণা প্রযোগ করে প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থকে তেজস্ক্রিয় করতে সমর্থ হন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা। প্রয়োগ করা হয় অভুত ভাবে। কৃত্রিম তেজস্ঞিয ফাফ াসকে জীবদেহে প্রয়োগ করে তার গতিবিধিও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবার স্থাবাগ পাওয়া যায়। এই সমস্ত আবিধার থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ফুতত্ব উন্নাত হবে—এ রকম আশা করা অভায় নয়। তার পর কুত্রিম তেজপ্রক্রিয়তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিবোণ वन निरद्य (नम् ।

প্রাচীন বসায়নবিদরা ( alchemist ) ভাবতেন, বসায়ন-ফ্রিয়ায় কি উপায়ে লোহা, তামা প্রভৃতি বস্তুকে দোনায় প্রিণত করা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দেখলেন, রেডিয়াম যখন আপনা আপনি সীসকে পরিণত হ'ছে, তখন লোহা, তামা প্রভতির সোনায় পরিণত হওয় অসম্ভব নয়। প্রমাণুর বৈছাতিক চিত্রগুলি থেকে অনায়াদেই িসেব করে বলা যায়, লোহা বা তামার কেন্দ্রীন থেকে যদি যথা জুমে ৫৩টি বা ৫০টি প্রোটন সরিয়ে দেওয়া যায় তবে ভারা সোনায় প্রিণ্ড হ'বে। কুত্রিম ভেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হওয়ার পর এ ধারণা আবঙ বন্ধ্যুল হল। তেজসূক্রিয়তা তো কেন্দ্রীনের ভেঙে-পড়া বা disintegration ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎসাহী বৈজ্ঞানিকেয় তাই পরমাণু-রূপান্তব বিজ্ঞানে তার কেন্দ্রীন চুর্ণ করাটাই সহজ্ব পথ বেছে নিলেন। নিউটনের তীব্র ভেদশক্তিকে বৈজ্ঞানিকেরা কেন্দ্রীন চুণী-করণের এক বিশেষ অন্তর্মপে ব্যবহার করলেন—কারণ, এরা বিচ্যংগীন হওয়ায় কেন্দ্রীন বহিঃস্থ বৈচ্যাতিক আবেষ্টনী (potential barrier) ভেদ করার শক্তি এদের অসীম। এই বৈহ্যাতক আবেষ্টনীই কেন্দ্রীনকে অথগু ভাবে থাকৃতে বাধ্য করে। আল্ফা কশারও যে কেন্দ্রীন চুর্নীকরণে সামান্ত পটুতা রয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। অত্যধিক তেজ্ঞসম্পন্ন গামারশিন্ন দিয়েও অনেক পদার্থের পরমাণু ভেছে ফেলা যায়। ডয়েটরন (Deutoron) বা ভার হাইভোজেন ( Heavy Hydorogen )ও কতকত্তলি প্রমাণ্ড কেন্দ্রীন চুবীকরণের বিশেব **অন্ত**রূপে ব্যবস্থান্ত হয়। দেখা বায়, কোন

কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণ্ডিক ওজন (atomic weight)
সব সময়ে এক থাকে না। অক্সিজেন—মৌলিক পদার্থটির
পরমাণুর ওজন কথন হয় ১৬ কথনও বা ১৭। কিছু এই ছুইটি
পরমাণুর ধর্ম বদলে যায় না মোটেই। সাধারণতঃ অক্সিজেনের
পরমাণুর ওজন ১৬। তাই ১৭ ওজনের অক্সিজেনকে পৃষ্টির
সমধর্মী (isotope) বলা হয়। সমধর্মী পরমাণুর মূল কথা সম্বজে
এইটুকু সংক্ষেপে বলা বেতে পারে যে, এদের কেন্দ্রীনে ধনভরণ
(positive electric charge) সমান থাকে। ধনভরণের
ওপরই পরমাণুর ধর্ম নির্ভব করে। কিছু কেন্দ্রীনে একটি নিউট্টন যুক্ত
হ'লে পরমাণুর ওজন বাড়ে কিছু তার ধর্মের ইতর-বিশেষ হয় না।
ধোন মৌলিক পদার্থ এই ভাবে এক বা ততোধিক সমধর্মীর জন্ম দেয়।
ডয়েটরন হাইড্যোজেনের একটি সমধর্মী ও তার পরমাণুর ওজন
হাইড্যোজেনের পারমাণ্ডিক ওজনের ছিন্তুণ।

ক্যালিফোর্দিয়ায় বিজ্ঞানী লবেন্দ সাইকোর্ট্রন (cyclotron) নামক থে স্থপ্রসিদ্ধ ষ্মাটির আবিকার করেছেন, তার বারা প্রমাণু চুর্ণীকরণ সহলসাধ্য হ'য়েছে। অধুনা কলিকাতা বিজ্ঞান-বিভাজবনে এই ফ্মাটি স্থাপিত হ'য়ে তার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। যা হোক্ অভংপর পরমাণুর অংশসংখ্যা (atomic number) ১২এর থেকে বেড়ে গেছে। জড়-পরমাণুর পরস্পার রূপান্তর বিজ্ঞান-জগতে এক অভিনব চৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। ফলে আমরা দেখুতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের ক্রতত্ব প্রগতি।

১১০০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সপ্রাংক্ তেজের তরংগবাদই (wave theory) আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে প্রবিথ্যাত কোয়াটাম মতবাদের (quantum theory) প্রচার করেন। জড়-পরমাণুর মত তেজেরও যে পরমাণু (quanta) রয়েছে তা আনরা প্রথমে জান্তে পারলাম। তার পর ১১১৫ খৃষ্টাব্দে পরম বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর প্রসিদ্ধ 'আপেক্ষিকবাদ' (theory of relativity) প্রকাশ করেন। এই মতবাদে তিনি গণনায় দেখিয়েছেন যে, তেজেরও ভর রয়েছে। তাই জড় ও তেজের পরম্পার রপাস্তর যে অসম্ভব নয়, এ-কথা অনেকটা নির্দ্ধারিত হয়েছিল। কিছ পরীক্ষায় এখন জড়-পরমাণু (atom) ও তেজা-পরমাণুর পরস্পার রপান্তর বাস্তবিক সম্ভব হ'রেছে।

এ সম্বন্ধে বল্তে হ'লে প্রমাণু কেন্দ্রীনের অক্সতম উপাদান পজিটনের ( positron ) একটু পরিচর দেওয়া আবশ্যক। ১৯৩২ বৃষ্টান্দে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক এগুরসন্ নভারন্ধি ( cosmic rays ) সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় এই রশ্মিতে পজিটনের অন্তিম আবিষ্কার করেন। পজিটন একক ধনবিদ্যাৎবাহী বন্ধকণা, কিন্তু ইহার জ্ব ইলেক্টনের অন্তর্মন। শ্রোটন ও পজিটনে বিদ্যাতের মাত্রা ও ধর্ম এক সম্বেও এদের ভরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। গণ্ডাবসন পার্থিব বন্ধ থেকে পজিটনের আবির্ভাব প্রমাণ করতে পারেন নাই! কিছু দিন পরে ব্ল্যাকেট প্রভৃতি কয়েক জন বৈজ্ঞানিক পোলোনিয়ান্ থেকে নির্গত আলকাকণা দিয়ে 'থোরিয়ান্ সি' ( Thorium C ) নামক তেজস্ক্রির পদার্থটিকে বিধ্বস্ত করে পজিটন পান।

গামারশ্যি প্ররোগ করেও কোনো কোনো মেটিক পদার্থ থেকে পজিউন পাওয়া বার। জনেক সময় দেখা বার, গামারশ্যি কোন কোন পরমাণু থেকে একসঙ্গে পজিষ্টন ও ইলেক্ষ্টনের জন্ম দেয়। বিশ্বরের কথা যে, এই ভাবে নির্গত পজিষ্টন ও ইলেক্টনের তেজ:শক্তি নির্গত গামারক্সি তেজের সঙ্গে সমান। বিখ্যাত জোলিও-দম্পতি এই ব্যাপারটিকে 'তেজের জড়ীভবন' আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক সাহা একে বলেছেন, "তেজাকণার দ্বিখণ্ডীকরণ" বা electrofission of quanta. আবার কোন জড় পদার্থের উপর পজিষ্টন প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, পরমাণুর বহি:স্তরে অবস্থিত ইলেক্টনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে এরা গামারশ্বির জন্ম দেয়। এই হ'টি অভিকিরা (experiment) তেজ:পরমাণু ও জড়-পরমাণুর পরম্পান্তর প্রত্যাক প্রতীয়মান করে। তাই আজ বৈজ্ঞানিকের চোখে শক্তি জড়-জগং এক হ'য়ে গেছে— হ'টিতেই হ'টির প্রকাশ রয়েছে অজ্ঞিভাবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক তাই দেখিয়েছেন, পার্থিব সমন্ত বস্তুই শক্তি-তরংগের গুছু ছাড়া আর কিছু নয়।

বিজ্ঞানের এই দিক্টায় এখনো বহু সমস্তা ও প্রশ্ন স্তুপীকৃত হ'রে বয়েছে। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জয়বাত্রায় **অদ্র** ভবিষ্যতে এদেরও সমাধান অবশ্যস্থাবী।

### সংসাৱ

### আশীষকুমার বর্মণ

ন্ হন বিষের পর নতুন হ'টো ঘরে নতুন করে নিজের সংসার পাতল বাধা। সম্পূর্ণ নিজের সংসার পাতার কেমন এক নির্ভির লায়িত্ব প্রথম থেকে অফুভব করল সে। স্থায় সম্পার করে তোলার একটা প্রেরণা পেল। সচেতন ভাবে নার কেমন এক উজ্জ্বল জানন্দে সে গুছিয়ে নিল তার হ'ঘরের হ'লোকের ছোট সংসার।

তার ভরা হাদরে প্রেমের তাব। সংসার-পর্ব্ধ শেষ হলে, উচ্ছুদিত হয়ে সে বাড়ীময় আলাপ করে এলো অক্স বাসিন্দেদের সঙ্গে। আর সবচেয়ে জমল তালো এক-তলার গিন্নীর সঙ্গে। রাধার চেয়ে তল্তমহিলা বয়স্থা, স্মন্থ আর তত্ত্ব; মহা খোসমেজাজি। মাসীমা পাতিয়ে নিলে রাধা।

আপনারা ক'দ্দিন আছেন মাসীমা ?

- আমরা ? তা মণ কী, বছর দেড়েক।
- অ, তা হ'লে তো আপনারা কোটোর মধ্যে বাসি পরটা। বাধা নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলে।
- —সত্যিই—মাসীমাও হাসেন. বলেন—ভোদের মতন অমন থাজাও নই; আর বাড়ীটাও বাড়ী নয়, আলো বাতাসহীন কোটোই বটে।
- —আছা বলুন দিকি—রাধা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে—বাড়ীওলা কেমন ?

— ভালোই। পাগলাটে; আপন-ভোলা চিম্সে পোড়া লোক। রাধা হেসেই অধীর। ওর মনের মধ্যে জলকল্লোল সমস্ত ক্ষণ ছলছল করে: সামাগ্র মুড়ির ঘায়েও তা অস্থির উদ্বেল হরে ওঠে।

ছলছল করে: সামাশ্র স্থাড়র ঘারোও তা আছর উদ্বেল হরে ওঠে। হাসিতে ভাঙা-ভাঙা স্থারে সে বলে—'চিমসে পোড়া!'—কী মঞ্চার মঞ্চার যে আপনি কথা বলেন মাসীমা।

— মন্ধার! দেখতেই পাবি সভ্যি কি-না; পাঁাকাটির মত হাড়গিলে।

তা হবে,—বাধা অস্ত কথা পাড়ে।

— স্বার, কল-পার্থানা নিরে স্ক্রবিধের পড়তে হর না-কি স্বাসীরা ?

—না; তবে মাঝে মাঝে একটু হয়। দো'তলার তোদের সামনে বারা ভাড়াটে, সে বে আবার তনি কোন্ এঁলো-পোড়া অমিলারের মেয়ে: ওর জভেই এক-এক সমর মৃত্তিলে পড়ি।

তবে তেমন কিছু মৃদ্ধিলে বে পড়তে হয় না তা ছ'-এক দিনের মধ্যেই রাধা বৃকতে পারে। তফাৎ এই এক বে ওরা মেসামেশা করলেও ওবৌ জমিদার-কল্পাথ বজার রেখে কিছু তকাতেই থাকে। বাকুক; ওবাও নির্বিকার হয়ে যায়।

কিন্ত উদ্দেশ হরে ওঠে রাধা মাসীমার ছোটো বাচা মাধুকে ক্ষেত্রেই। নিজ্ঞরক বুকের মধ্যে বিচশিত হরে ওঠে রক্তন্সোত: ক্ষেন হর স্বামীর নিবিড় কেইনীর মধ্যে।

—ও মাধু-মাধু; মুধ্যা-মুধু—রাধা বাচ্চাটাকে চটকে-মটকে দেয়, কলে—দেখিদেখি, একটু হাদ; এই—গ্রা: • ই !

নির্বোধ শিশুর হয় তো সোজা মাড়িটা দেখা বায়; জার ক্লখা ভাকে চেপে ধরে নিজের বুকের সঙ্গে।

দিন রাত্রি প্রায় এই চলেছে। রাধা স্বার মাধু; মাধু স্বার স্বাসা, বুকি একেবারে একাকার হয়ে গেল।

- মাসীমা আছেন নিশ্চিন্তে-নির্কিয়ে! সময় মত সমস্ত হচ্ছে;
   বছে আর প্রেমে ম'ধু গদগদ।
- 🕆 স্বাধুর সাদি লেগেছে মাসীমা ! রাধা এসে অভিবোগ করে।
- ভাই না কি ?
- হাা, মা হরে সে খবরও রাখেন না ?
- শাসীমা হেসে কেলেন, বলেন—মা বটে, কিছু যাত্ৰকী তো মাই, কী করে জান্ব বল ? কভোক্ষণ ও থাকে আমার কাছে ?
- কথাটা ঠিক, দিনে তো নরই বাত্রেও কোনো-কোনো দিন মার্
  কাক কাছে আসে না। তার আসার তো কমতা নেই, তাকে দিরে বার
  কা: রাবা নিজের কাছে নিরে শোর। ওঠার থাওয়ার হাসার কাঁদার।
  —সেথো দিকি একবার কোলে নিরে, কী সুন্দর মাধু আমার।
  শামীর সামনে নিরে গিরে মাধুকে চুমুতে চুমুতে অন্থির করে দের রাধা।
- —থাক; তুমি নিজেই নিয়ে থাকো। তার পর তোমার বিজের মাধু যথন আসবে, তখন তাকে ধূলোর লুটোতে দিও।
- ভূমি তাকে না ধরলে সে লুটবেই তাই বলে আমার এ মাধুকে তো আমি মাটিতে কেলে দোব না। রাধা হাসতে হাসতে মাধুক মাধাটা ভলের ওপর চেপে ধরে।
- ওকে মাটিতে ফেলে দেবে ! স্বপ্নেও সে হ্রাশা আমার মেই ; বরং আমাকেই কবে ঝাঁটার দলে ঝাঁট দিয়ে দেবে।

—ছিছিছি; ও কী অলকুণে কথা |—বাধা স্বামীর গা বেঁসে বলে, বলে—ও বকম কথা বললে আমি কিছু চলে ধাব।

স্বামীর নজরে পড়ে রাধার হু'চোথ গাঢ় হরে এসেছে অভিযান আশস্কার।

- —রাধু রাগ করলে ? রাধার হাত ধরে মিনতি-মাধা কাকুঙি জানার স্বামী।
  - —করব না, অমন কথা আর বলবে <u>?</u>
- —কক্ষনো না; কথনোই না: এই তোমার গাছুঁরে···· আবার! তীত্র প্রতিবাদে মাঝপথে গাছুঁতে অগুসরমান স্বামীর হাডটা স্তব্ধ হয়ে বায়।
  - —এই তোমার গা ছু য়ে বলছি।
  - ७४ गा हु ल श्रव ना।
  - —আর কি ছোঁব ?
  - ——সরে এসো আরো, বলছি।

वक्री ह्वन वंदर लग्न बामीन ठीए।

আর স্বামীর চুমু বিপর্বাস্ত করল বাচ্ছাটাকে।

সকাল হতেই সিঁড়ি নামতে নামতে রাধা ডাক দিত—মাসীমা, ও মাসীমা, মাধু উঠেছে ?

- **—**ना ख।
- জঠনি! বড় বাবু হয়ে উঠছে আন্ত কাল।
- —না-না, কাল রান্তিরে মোটেই বুমোয়নি, কেবল আমার কালিয়েছে। এই তো ভোরের দিকে বুমূলো 1
- আপনারই দোষ, ঘুম পাড়াতে পাড়েন না: আমার দিরে দিন ছেলেকে।
  - দিরে দেবার ভাভে কী আর রেখেছিস্; নিমেই তো নিমেছিস্।
  - —এবার লোকজন ডেকে স্বার সামনে আমার দখলী করে নোব।
  - —বেশ। মাসীমা হাসতেন।

এমনি চলতো: চলেছিল অনেক দিন ধরে। বছর থানেক। মাধু তথন বেশ হামা দেয়: চলার চেষ্টা করে।

সে সময় বুক ছবে এলে। রাধার। স্তন উঠলো টাটিয়ে। এলে দুবে লোড। আর এলো সে দুধের উত্তরাধিকারী। গোল-গাল গালা। পিট্পিটে চোথ আর চিকচিকে চিকণ কালো চুল। হাড-পা'গুলে। শুভ। দেখলে শাস্তি হয়, তৃপ্তি হয়।

আবে রাধার বুক ছাপিরে, ভূল ছাপিরে, চোখ ছাপিরে এলে। সবস্তলো। এলো অন্ধ আনন্দে।

তার পর, মাধ্ যখন গুড়ি গুড়ি চুপি-চুপি আসত, রাধা ত<sup>ান</sup> আরো নিবিড় ভাবে সস্তানকে বৃকে চেপে ধরে বিশুক হাসত।

# কবির (খ্যাল শ্রীশানীশ চৌধুরী

ওগো কবি, কল্পনাতে নিত্য-নৃতন ছবি—
মনের রঙে রাভিয়ে তোলো ধেরাল মতো সবি!
আকাশ তুমি রাভিয়ে তোলো বর্গ-ঝরা দিনে
সিংহাসনের বপ্ন দেখাও হুংছ অরহীনে!
সাত সাগরের দৃশু আঁকো হোই নদীর বুকে
হিনালবের চূড়ার ওঠো ছাদের ওপোর স্থাব।

দিন তৃপুরে দেখাও তুমি রাত তৃপুরের ছবি
অন্তাচলে কৃটিরে ভোলো উদরকালের রবি।
মরুভূমির স্বপ্ন ভাখো গহন বনের দেশে
হাসির সমর কারা কোটাও কাঁদার সমর হেসে!
অমিন্ থেকে এক ছুটে বাও স্থ্রের আস্মানে
কেউ জামে না কথন কি বে জাগবে ভোষার প্রাণে!

নারার আধকার অরুদ্ধতী সেন

নারীর অধিকার মন্ত বড় কথা। নারীর লেখনী থখন নারীর
অধিকার খোষণা করে তখন কেউ কেউ হয়তো তাতে
অতি হয়তো 'অবলার কুলনই বল' সাব্যস্ত করে নিয়ে ঈয়র একটু
করুণার হাসি হেসেই নীরব হয়ে বান। অবলা সব ক্ষেত্রেই বে
করুণাটুকু আস্তুরিকতালুক্ত উপহাসের নামান্তর মাত্র, এমন কথা
বলি না; কারণ একথা সত্য বে, ভগবান যদি নারীকে হর্কল করেই গড়ে থাকেন, তিনিই আবার পুরুষের হাদয়ে হুর্কলের অক্ ব্যখা দিয়েছেন। সে ব্যখা নারীব অধিকারের দাবীর অপ্নান করে না—শ্রহাই করে। সংসাবে যথার্থ হাদয়্বান্ ব্যক্তিরও অভাব নেই।

প্রত্যেক মামুবেরই অধিকার বলে একটা কিছু আছে; আর নারীও বখন মামুব তখন তারও অবশাই একটা অধিকার আছে। সেই অধিকারের কথা অরণ করেই বোধ হয় বাংলার নারী-কবি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

ভারা মাতা হতে সবে পারি বা না পারি সর্বব অংগ্র নারী মোরা সর্বব শেবে নারী।

দাস্থিকভার পরিচয় পেয়ে ক্রোধে অধীর হয়ে ৬ঠেন; আবার কেউ কিছ সেই অধিকার কোথার? তার বিশেষ রূপটি কি? এই নিয়েই एক ওঠে। ভোট, ভাইভোস, পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধি-কাৰিত, বিধবা-বিবাহ প্ৰভৃতি বিজ্ঞজন-আলোচিত অসংখ্য বিষয়ে নাবীর যে অধিকার ভা নিয়ে আঞ্চ আলোচনা করতে বসিনে। দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থা-বিশেষে এগুলিতেও ভার যে অধিকার আছে তা অস্বীকার করাও চলে না। কিন্তু এগুলি স্বই বাইরের পোষাকী অধিকার। এগুলিতে তার প্রব্যেক্তন আছে, বিস্কু এগুলিকে ছেডেও সে জনেক উদ্ধে নিজের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বদেশে, गर्लकाल, गर्लयूल नातीत अधिकात्तत मत्ताना अकृत द्रावरक, आंव প্রেরণা আসে ভার অন্তর থেকে। বাইরের চেরে অন্তর নিয়েই নারীর কারবার। তাই সেই মহানু অধিকারকে বেখানে সে আপন গৌরবে কু<sup>টিয়ে</sup> ভূলতে চার—সেই খানেই সে হর মইয়নী। এই **জ**গভের অনেক কিছুতেই পুত্ৰবেৰ সজে নাৰীৰ সমান অধিকাৰ ধাক্তে পাৰে, কিছ অন্তরের এই অধিকার নারীর একেবারেই নিজৰ। এ-নিরে কেউ তার সঙ্গে বি**ভণ্ড। করে বুটভাব প**রিচর দেবে না। নারীর নারীত ত্রেডা-বাপর থেকে আরম্ভ করে আজ এই কলিবুগেও সমভাবে

পূলা নির্ভিংবেজ নারীকের পূর্ণতম বিকাশেই লারীর দি ইংবেজ রমা; নারীকের সাধনাই ভার একমাত্র তপাতা। সেই তপাতার সিছিলাভেই তার নারীজন্মের পরিপূর্ণ সার্থকতা। সেই তপাতার পথে বদি বাধা আসে, হংশ আসে তাহলে অবলীলার সে সব অভিক্রম কর্তে হবে। বড়-বঞ্ছা-বঙ্গুপাতের ভিতর দিরে কন্টককত রক্ষচরণে হুর্গম বাত্রী হরার মত সাহস, ধরিত্রীর মত আটল ধৈর্গ ব্লের মন্যা সক্ষর করে নিতে হবে। কেম না হুংশকে মেনে নিরেও তাকে ছাড়িয়ে উঠবার মত ক্ষমতা এক-মাত্র নারীরই আছে। এ বে তার ক্ষম্মের

প্রসাদ! গীতার জ্রীভগবান্ বলেছেন— কীর্ভি: শ্রীর্ণাক্ নারীণাং
বুতির্মেধা বৃতি: ক্ষমাঁ—অর্থাৎ নারীদের মাঝে আমিই কীর্ত্তি,
ক্রী, বাক্, শ্বৃতি' মেধা, বৃদ্ধি ও ক্ষমারূপে প্রকাশিত হই। এই কর্বার
বর্ধার্থতা বদি সভাই অন্তরের সঙ্গে বিবাস করি, তাহলে নারীর অবিকার
বে কোথার, আব তার দায়িছ বে কত গভীর, কত উচ্চ, কত
মিজিমাজ্জন তা বুবে নিতে কট্ট জবে না। পৃথিবীর কোনও দেশেই—
বিশেব করে আমাদের দেশে একথা বোঝবার জক্ত কোনও কটিক্সমা
করবার প্রয়েজন জবে না। তাই বৃধি এদেশে জ্ঞানের অন্তর্জানী
দেবতা ক্লেক্স্ত্রারধবলা বেতপদ্মাসীনা বাণী বীণাপাণি—নারী;
স্থা-সম্পাদ, পান্তি ও সৌন্দর্ব্যের অহিষ্ঠাতী দেবতা সর্বব্যক্তানিনী
কল্যাণী ক্ষমণা—নারী; এবং বৃতি ও শক্তির প্রতিষ্ঠাতী দেবতা
সিজবাজিনী বরাভবঞ্জা তুর্গা—ভিনিও নারী। দেবপুলার সম্প্রসক্তা
এদেশের অধিবাদী তাই মুগে বুগে নারীদের উদ্দেশেও তাদের শ্রমানত
জন্মের অর্ধ্য নিবেদন করে এসেছে।

এই বে নারীত্বের অধিকার—বাতে না কি তার খত জন্মতি, একে নারী কৃটিয়ে তুলতে পারে তথনই—বখন সে বিশ্ববাসীয় মুগ্ধ বিশ্বিত্ত দৃষ্টির সামনে এসে গাঁড়ায় তার সব চেরে খাড়াবিক সহজ্জনে। খনে ঘরে জননী, ভাগা, কলার মধোই বে বিশ্বের এক প্রশ্ন। নারী—যিনি অর্দ্ধনারীশ্বেরে অর্দ্ধক অল্প, তিনি তার জাগন সভা মিশিয়ে দিয়েছেন। জননী-ভাগা-কলার কর্ত্ব্য ও অধিকারের স্বয়িটি নিয়েই হলো নারীর কর্ত্ব্য—নারীত্বের অধিকার।

মারের অধিকার যে বত বড় অধিকার—কত বড় শক্তির উপরে
তার প্রতিষ্ঠা তা তথনই বৃকতে পারা বার, বথন দেখা বার তার
সন্তানের মধ্যে মন্ত্রবাহের দীপ্তি অকুর গোরবে তথু যে তার চরিক্রকেই
মহৎ করেছে তা নর—সমস্ত সমাজকে, সমস্ত কিবকে আলোকিত
করেছে। শিশুকাল থেকে তিলে তিলে জানে, স্নেহে, বীর্ষ্কে,
গরিমায় সন্তানকে মামুষ করে ভোলার অধিকার প্রধানতঃ মারেরই।
তাই বদি না হবে, তাহলে সেই সন্তান—সেই অতিবড় হুংখের বন
বখন সারা দেশের—সারা বিখের বরেণ্য, নমস্ত হরে ওঠে তথন সেই
সংবাদ মাতৃবক্ষকেই সর্ব্রবিশ্র আনশে উৎেল করে তুলবে কেন?
সর্ব্রবাত্রে মাতৃবক্ষকেই সর্ব্রবিশ্র জানশে উৎেল করে তুলবে কেন?
সর্ব্রবাত্রে মারের চোকেই গৌরবের অঞ্চ গ্রনে দেবে কেন? মাতৃত্বের
কুরোতে বে অনির্ক্রনীর হুংখ ররেছে মাতৃত্বের এই অধিকারেই
হলো তার অবসান। আমাদের আন্ততোস, বিভাসাগরের কথা বখন
ভাবি,—আমাদের দেশের মহাপুক্রবাদর কথা বখনই চিন্তা করি, তাঁকের
জননীর কথা মনে করে প্রস্থার আমাদের অন্তব্য ভবে ওঠে। এই

আৰু কি পান্দির দেশে জন ব্যাদিপি গরীরসী' বলা হয়।
এবন কি পশ্চিমের ভ্রনবিখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত বীর নেপোলিয়ানও
ভার মারের প্রসাক্ত ছল ছল নেত্রে শ্রন্থাবিগলিত হাদ্যে বিশ্বের
কাছে ঘোষণা করেছিলেন—"The hand that rocks the
cradle, rules the world"—শিশুর দোলনা যে মায়ের হাতে
ভারি কাছে জগং মাথা পাতে। সব দেশে, সব কালে অন্তর্যালে
থেকেও সমাজকে গড়ে ভোলেন মায়েরাই। এ কি সামাশ্র অধিকার!

মায়ের পরেই মনে আসে পত্নীর কথা। কিন্তু যে দেশের পত্নীর অক্স
নাম সহধন্মিণী, বে দেশের কবির অমর লেখনা—"গৃহিণী সচিবঃ সখী
মিথঃ প্রিরশিব্যা ললিতে কথাবিধোঁ"—এই সামাক্ত করেকটি অক্ষরে
পত্নীর আদর্শ এঁকে দিয়ে গেছে, সে দেশেও কি পত্নীর অধিকারের
মর্ব্যাদা বৃঝিয়ে দিতে হয় ? বাঁরা পত্নী বলতে স্বাধীন সভাহীন দাসীকে
বোঝেন, তাঁদের মনই বিকৃত, এবং সেই বিকৃত মন দিয়ে শাস্ত্রকে তাঁরা
কিকৃত করে দেখেন। সেটা শাস্ত্রের দোয নয়। অক্ষনারময় পঙ্কিল
স্বদরের কৃসংস্কারাছেয় একটা আধারকে শাস্ত্রের বিধান বলে মেনে নেন
বলেই তাঁরা পদে পদে এমন সাংঘাতিক ভূল করে বসেন। মন বদি
তাঁদের পরিষ্কার থাক্তো তাহলে দেখতেন শাস্ত্রের কোথাও এসব কথা
নেই। বৃঝতেন সতীত্বের সঙ্গে পত্নীত্বের যেমন কোনও বিরোধ নেই,
তেমনি আবার ব্যক্তিবিহীন দাসভ্রৈর দাসী ছিলেন না!

এতকণ ধরে ভধু জননী, ভগিনী, জায়ারূপিণী নারীর খরের मशुकांत्र कथारे वला रुखारह। किन्न এयुरा चात এरेটुकू वलालरे সব বলা হয় না। নারীর অধিকার আজ তথু খবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাইরেও তাকে প্রতিষ্ঠা করবার দিন এসেছে। আজ আর অন্তরালে থেকে অসূর্য্যস্পশ্যা হয়ে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগণ্য বাধাবিপত্তির মাঝখানে, শভ রুঢ় কৌতৃহলী দৃষ্টির সমূখে তাকে নিজের স্থান করে নিতে হবে। কিন্তু একথা মনে রাথতে হবে বে, এখানেও সে দেখা দেবে, অন্ত:পুরের সেই কোমল, ধৈর্য্য-দৃঢ় কল্যাণী জননী, ভগিনা ও হুহিতার মূর্ত্তিতেই। বেখান দিয়ে সে চলে যাবে দেখানে ফুটে উঠাবে স্পষ্টীর শতদল; ভাঙ্গাকে জ্বোড়া দেওয়াই হবে ভার কাজ। আজকের এই ছর্দিনে অধর্যের প্লাবনে দেশ বথন ভবে গেল,—অত্যাচার ও অবিচারের হু:সহ বজুকঠিন বেদনায় মানবাত্মা বেখানে পদে পদে পীড়িত, অপমানিত—দেখানে নারীকে আজ দেখা দিতে হবে অক্লান্ত সেবারতা সহিষ্ণুতার প্রতিমারণে। অজ্ঞানতার আঁধার বেখানে মামুষকে নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে নিয়ে পশুর সমপর্য্যায়ে এনে ফেলছে—সেথানে নারীকে দেখা দিতে হবে জ্ঞানের বর্ত্তিকা-হস্তে দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তিতে। বীর্ষ্যের অভাব বেখানে মামুষকে মনুষাত্ব ভূলিয়ে তুর্বল কাপুরুবে পরিণত করেছে -- लथात्न नावीत्क प्रथा पिएछ इर्ट उप्नीभनामवी ववाज्य-पाविनी শক্তিরপে। স্বজন-পরিবেষ্টিত, ম্নেহ-কল্যাণে ভরা তার আপনার ৰচা কুঞ্জ থেকে আজ মহামানবের সাগরতীরে নারীর ডাক এসেছে। আকাশ বাতাস ছাপিয়ে তার গভীর আহ্বান শোনা বাচ্ছে—

> পাবাণে বাঁধন টুটি ভিজারে কঠিন ধর। বনেরে ভামল করি ফুলেরে ফুটারে ছারা, সারা প্রাণ ঢালি' দিয়া জুড়ারে জগৎ-হিয়া, জামার প্রাণের মাঝে কে জাসিবি জার ভোরা।

এই ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই তার অসন্মান নিজের ঘরে একটিমান্ত মানব-সন্থানের পালনভার হোতে আহ বিশ্ব-মানবের পালনভার তার হাতে এসে পড়েছে। একে বেন সেআক দান্তিকতায় উপেক্ষা করে না যায়। এই মহান্ অধিকারের মর্য্যাদা যেন সে রক্ষা করতে পারে। পুরাকালের সেই প্রাত: অরণীয়া দেবীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ এই বিংশ শতাকীর মৈত্রেয়ীরাং বেন নি:সংশবে ঘোষণা করতে পারে—"বেনাহং না মৃতা ক্লাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্,"—বন্ধ-জগতের বাজবতার মোহ বেন তাদের জীবন সর্ব্বর্ষ হয়ে তাদের গ্রাস করে না কেলে। সকল বিষয়ে সকলের সঙ্গে সমান অধিকার তারা দাবী করুক, তবু একথা বেন ভূলে না যায় সে নারী—নারী, পুক্র পুক্রষ। সব ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অধিকারের একটা নিদ্ধিষ্ট সীমা আছে। তাকে অভিক্রহনা করাই তাদের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর।

## আমাদের শিক্ষা

পাকল সরকার

ক্রার্ত্তিক সংখ্যা বন্তমতীতে প্রকাশিত অরুণা সরকারের প্ৰবন্ধটি পড়েছি। প্ৰবন্ধটি যে শিকা চমংকার হয়েছে ভা' না ব'লে উপায় নেই, লেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন যে, আমাদের দেশের শিক্ষাটি সর্বজনীন হ'য়ে উঠন না। তার কারণও দেখিরেছেন বেশ। 'আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অংথচ শিক্ষার বাহাড়ম্বরটা যদি হয় ধনীর চালে তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মত হইবে। 'আমাদের শিক্ষা' বলতে ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে। প্রবন্ধটির শেষে ভারত ললনাকে জাগতে আহবান ক'রে বিবেকানন্দের একটি উদ্দীপনা-পূর্ণ বাণী উদ্যুত করেছেন দেখিকা। কিন্তু সভািই আমার হ:থ হচ্ছে, ভারত ললনার ক'জনে এই প্রবন্ধটি পড়েছেন। ভারতীয় নারী-জাগরণ অতি অবশাই প্রয়োজন। কিছু কি ভাবের ? শিক্ষা-প্রতি<sup>ট</sup> বা কি রকম হওয়া উচিত ? আমি আক্রকের চিঠিতে এ সম্বেট ভোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই।

আজ হাসি পায়, আমরা এক সঙ্গেই ত লেখাপতা শিথেছি।
অথচ আজ আর মনে পড়ছে না, কি শিথলুম। তুমি হয়েছ সরকারী
অফিসের কেরাণী, আর আমার ভাগ্যে ছুটল ছুল-মাষ্টারী। আজ
তথাকথিত শিক্ষিত পর্য্যায়ে উঠে মনে হ'ছে, আমরা বাস্তবিক্ই
শিক্ষিত হইনি। হ'য়েছি বিদেশী শাসন স্থদেশে কায়েম রাগার
যজ্ঞস্কপ। তুমি ত প্রভাক্ষ কাজে লেগেছ। আর আমি পরোক্ষে
সেই কল ব্রিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি।

বর্তমান ভারতের প্রধানতম সমতা। হ'ল মামুবের জন্মগত অধিকার বাধীনতা লাভ করা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তোমায় স্থাকার করতে হবে যে, এরই মধ্যে আমাদের দেশব্যালী শিক্ষার প্রসারও প্রয়োজন হ'রে পড়েছে—বিশেষতঃ, আমাদের নারী-সমাজে। তুমি ও জান, আমাদের এ জারগার কাজীমা, মাসীমা বারা আছেন তাঁদের অবস্থা। তাঁদের কাছে হ'লও গিরে কথা বলতে বসলেই তাঁরা প্রথমে বলবেন, "কি রায়া হ'ল রে আজ ভোদের ?" আর প্রায়ই আমি ভার উত্তর

দিই, "ছাই; আব কিছু কি জানবাৰ নেই, কাকীমা ?" মনে মনে কি ভাবেন তাঁবা জানি না, মুখে বলেন, "ভোৱ ষত বড় বড় কথা, আমবা মুখ্য-অখ্যু মামুৰ। আমাদের কাজই ত ছেলেপ্লে মামুৰ করা আর বালা-খাওরা।" এর পর আর কি মন্তব্য করব ? মনে মনে ভাবি, তাও ত অসম্পন্ন হ'ছে না। এই ত গেল আমার কাকীমা, মাসীমা। বাকী বারা বেশী পড়ে বইল, ছেলেপ্লে মামুৰ বা রাল্ল-খাওয়া এটাও সম্পূর্ণ হয় না তাদের দৈনিক জীবনের নানা অস্তবিধার জল্প। আর্থিক জভাব,—তাই স্বভাবগত এবং চারিত্রিক নানা দোবে তারা জর্জাবিত। একটি বে-কোন দরিক্র-পরিবারের দৈনিক কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করে আমি একদা নিজেই থুব অশান্তি বিব্রত ভাব অমুভব করেছিলাম। সেই জল্পই আমি তোমায় আজ্ব তি কথা লিখতে বসেছি। তা নইলে ও প্রবন্ধের মন্তব্য ত প্রথমেই করেছি—চমংকার।

তুমি প্রবন্ধটির এই ক'টি কথাতে আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছ যে, "আলোর প্রতীক ডিগ্রীধারিণীরা আর আধারের প্রতীক ক্স দ্বারে জর্জ্জরিত, রোগগ্রস্ত, খিল্ল অশিক্ষিতা বঙ্গরমণী। দেশের পক্ষে কেইই আজ আশাপ্রদ নয়। আমি এ কথা ভাল ভাবেই বুঝেছি অনেক আগে। অথচ আমার করার কিছু কৈ এখনও গুঁজে পেল্ম নাত! সব বুঝে-স্থঝে মনে হচ্ছে, আমাদের এই পিছিয়ে থাকার, আমাদের জাতিগত আশাহীনতার মূলে রয়েছে পরাধীনতা। তুমি কি বলবে জানি না, হয়ত এটা আমার ভাববার ভূল। তাই বা বলি কি ভাবে ? দেখলুম ত-লন্ধী স্বামিনাথন, বেলা দত্ত, শিপ্রা সেন। বর্তমান ভারতীয় নারী-সমাজের এঁরাই আজ আদর্শ। অনেক দিন ধ'রে আমরা ভনে আসৃছি ;—স্থামিপ্রেমের জীবস্ত প্রতীক্ দীতা, সাবিত্রী, বেছলা; রাজনীতি-সমর-নীতিতে মনে করি স্বভন্তা, রাণা তুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ, তারাবাঈ; শাস্ত্রজ্ঞ গার্গী, মৈত্রেষী, দীলাবতী, খনার আদর্শ তুলে ধরি; অহল্যা. রাণী ভবানীর দান ও দেবার তুলনা করি। সভ্যি বলতে কি, ও-সব যেন ওধু ছেলে-ভূলোনো অবসর সময়ের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার মুখের অনেক দিন আগেকাৰ ঘটনাৰ গল্পেৰ মত শোনায়—এ সৰ প্ৰাচীন কাহিনী ছোট চোট স্থলের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা পাশের জন্ম পাঠাপৃস্তক থেকে वीनीन मात्न मुक्ष्य करत পएए,— जामर्न हिमारत निएं लाए नी, ভাই তার গুরুষ (importance)ও যেন আনেক লঘু হয়ে গেছে আজ। আমি অস্বীকার করছি না, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে। এ কথাও আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে, যে সম্য ইউরোপীয় শক্তি সকল ভারতবর্ষ গ্রাস করতে উদ্মন্ত, সে সময় আনাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চাদর্শ যা অনুমরা কথায় কথায় তুলে ধৰ্বছি তা অনেক নীচুতে নেমে গিয়েছিল। সে এক ভারতের স্ফট্নয় যুগ। ইংরেজ সেই স্থযোগ নিয়েছিল।

তারপর ইংরেজ ধখন বেশ জেঁকে বসল এদেশে, তখন তারা তাদের প্রয়োজন মত শিক্ষার ব্যবস্থা করে আমাদের মাহ্ন্য করতে আরম্ভ করল !—না পশু! যাই বল না কেন, তাদের এই মাহ্ন্য বা পশু তৈরীর কারখানা থেকেই আমরা আমাদের বিশেষ দৃষ্টির সাহায্যে তাদের এই কাঁকি ধরে ফেলে গরম গরম বক্তৃতা, প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে "প্রগতির পথে" এগিয়ে চলেছি! পাশ্চান্ডা সভাতার তেউ লোগে আমরা ভালন-ধরা কুলে হাবৃত্বু খাছি সন্দেহ

নেই. কিছ সেই সদ্ধিকশে বদি ইংরেজ বা তার এই সভ্যতা না এসে দেখা দিত, তাহ'লে জামাদের তাগ্যে কি হ'ত বলা বায় না। সেই জক্তই আমি প্রাচীন সংস্কৃতি সভ্যতার আদর্শ তুলে ধরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালচুকু ফেলে মেকীটুকু অফুকরণ করে মহা-অপরাধ করে ফেলেছি বলে হা-হুতাশ বা স্কৃদ্ধে দোষারোপ করে বেড়ানর চাইতে, বর্তমানকে থাপ থাইয়ে চলারই পক্ষপাতী। বর্তমানে যে সম্ভা দেখা দিয়েছে তারই সক্ষপত্তী কার্যকরী সমাধান চাই। অতীতের পুনকদ্ধার সন্তব নর। আমরা সব-কিছুর সমন্বর দেথেছি, আজাদ হিন্দ্ ফোজের লক্ষ্মী, বেলা, শিপ্রার মধ্যে। তাঁরা বীরাঙ্গনা, তাঁরা শাল্পতা, তাঁরা দানশীলা ও সেবাপরায়ণা। বর্তমান ভারতীয় নারী সমাজের তাঁরাই আদর্শস্থানীয়া। তাই বলছিলাম, আমাদের সব সমস্ভার মৃলে রয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা, স্বাধীন ভারতে সব ফিছু সন্তব হবে।

তার আগে বর্তমান অবস্থাতেই অনেক কাজ বাকী পড়ে রইল। এই আদর্শ স্থাপন বা 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী' প্রেরণ বৃদ্ধি আজ বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সম্ভব হয় তবেই এই রকম প্রবন্ধের বা বক্তুতার সার্থকতা প্রমাণিত হবে। তা নইলে আমাকে যদি 🗳 প্রবন্ধ শুধু পড়তে বল, তবে আমি বলব, <sup>\*</sup>ও ত আমার **জানা।** কিন্তু কি করছি আমরা ?" পড়ে কিছু একটা করার আগ্রহে সচেডন হট, পথ পাই না। আর কতক পাঠিকা আছেন, বারা সংসারের কাজ-কম্ম সেরে দিবানিদ্রাব পূর্বের একটু কিছু **চোখ-বুলানকে** আনুষ্ঠিক চাটুনি হিসাবে গ্রহণ কবেন এবং ভাই ভাঁদের শেষ कर्छरा। आमात श्रम, এই आमर्ग- এই वागी निरा वारत रह ? এই বিবাট কাজ সম্পন্ন করার জন্ম কি আজ পর্যান্ত কিছু করা হয়েছে ? 'আমাদের শিক্ষা' তবে কি তথু আমাদের তথাক্ষিত শিক্ষিত নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? এই **আদর্শ ও বাণী** বহন সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের কাজ একুনি আর**ন্ড করা দরকার।** এ কাজের ভার পড়বে এই তথাকথিত শিক্ষিতাদের ওপরই। করে**কটি** মহিলা প্রতিষ্ঠান ভনেছি আছে, যথা-মহিলা আত্মবন্ধা সমিতি. নারীমঙ্গল সমিতি ইত্যাদি! কিন্তু সমিতির সব সম্প্রাই সহরে উদ্ভব হচ্ছে! আর ভার কাজ বোধ হয় বাধিক অধিবেশন—সহরেই শেষ হ'চ্ছে। গ্রামের পথে অগ্রসর হ'ভয়া নিষেধ! সেখানে ত কোন সমস্রাই নাই। গ্রামবাসী অশিক্ষিত, তারা ত বেশ স্থে আছে !

বঙ্গনারীন্তর্গ কলে আমার এই বার্ডা পাঠাতে স্বতঃই ইছেছ হয়, তাঁরা গ্রামের দিকে ফিরে চান, গ্রামের সমস্তায় হস্তক্ষেপ করুন, সহর অপেকা গ্রামেই নারী-সমস্তা প্রচৃত। সহরের ট্রামে-বাসে চলাচলের অস্থবিধা বা ভক্তঘরের মেরেদের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া উচিত কি অমুচিতগোছের অতি সাধারণ তুছ্ত সমস্তা রেখে তাঁরা গ্রামের দিকে অগ্রসর হউন। দেখুন—দেখে বলুন তাঁরা, এই অবস্থা দেখে চোখের জল রোধ করা সহজ না কঠিন। দেশে কি কঠোর সমস্তা অথচ আমরা কত উদাসীন! অথবেশন বসিরে সমস্তা মিটবে না। থুব বড় কথা একটা বলতে হছে। স্থতাবচন্দ্র বলেছিলেন,— বাগাড়ম্বর ত্যাগ কর, কর্মে অগ্রসর হও। সংগঠক, কর্মবীর, দেশগোরবের এই বাণী দিয়েই আমি দেশবাসীকে আহ্বান করতে চাই। দেশের সব সমস্তার একমাত্র কারণ অশিক্ষা, একং অশিক্ষা রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরাধীনতার জন্ম। অশিক্ষাও প্রাধীনতার পূর্ণ উচ্ছেদে অগ্রসর হতে হবে।



क्र १ 6 वर्ष

श्चरी हम

কত নৈপুণা দরকার হল মেক-আপে। 'মেক-আপ' করে দেবার জন্ধ রীতিমত শিল্পীর প্রবেশকন টোট নিম্মান্ত চোধকে বড় এবং উজ্জ্বকরা, ব্যালা নাককে বাশীর মত টিকল করা, মোটা ঠোটকে সোলাপ পাপড়ীর মত পাতলা ও বঙীন করা এই রকম ছোট-খাট জনেক কিছুই করা বার। তব আবও বড় বড় কাজ করা বার —বে কাজ ম্যাজিকের মতই আন্চর্বাক্তনক। চেহারা এমন ভাবে বললে মেওরা বার বে, অতি অস্তরগও চিনতে পারবে না। তবে সে জন্ধ দরকার হয় সত্যকারের শিক্ষিত নিপুণ শিল্পীর। কিছ এই রণান্তরের ভোজ্ববালী করতে বা মাল-মসলা লাগে তা অত্যম্ভ সামাক্ত এবং নপণা। বে কোন কেমিটের মোকানে সে সব কিনতে পাওরা বার অভি অল্প মৃল্যা।

প্রথম কাজ হচ্ছে, বেস তৈরী করা। 'ওরাটার কলার' (জলে
ক্ষ গোলা) বেসই সব চেরে ভাল। তেলের বেসে মুথ ডেলা এবং
ক্রক্তকে দেখার। এক টুকরো স্পান্ন রয়ে ডিজিরে গলা থেকে চুল
ক্ষরি টেনে নিতে কর। ভার পর রম্ভ ডিজিরে গেলে গুর নরম
লাশ দিরে মুথ তবে কেলতে হয়। ভাতে রম্ভ সর্ক্তির সমাম হর,
কোখাও রেখা দেখা বার না।

বিজ্ঞাৰ হলো চোৰেৰ পাভাৱ ওপৰ হাডা কাল বঙ দিয়ে "দ্যাডোঁ

প্রসাধনের পূর্বের মুখমশুল পরিছার—কানের পাশ পর্যান্ত

করা। এতে চোধ বেশ পরিস্কৃতি হয়ে ওঠে। অবশ্য চোধের ভারাব রডের সঙ্গে "শ্যাডো'র রডেরও ভারভম্য করতে হয়।

ভূতীয় কাজ হল জ বঙ করা। বাউন (কালো নয়) বরের পোনসিল খ্ব সক করে কেটে জব ওপর বোলাতে হয়। তার পর আঙ্গুল দিরে বীরে বীরে বাসে রঙটাকে 'ল্যাডো'র ররের সঙ্গে নিশ বাটয়ে দিতে হয়। সেই সঙ্গে চোধের ওপর আর নীটের পাতাগুলোতেও বঙ লাগ'তে হয়। চোধের ধারে বিদি খুব সক করে রেখা বাড়িরে দেওরা হয় কাজল পরার মত, তবে চোখ বড় এবং উজ্জ্বল দেগার। জযুগলকেও বেখা সাহায়ে বাড়ান বায়, তাতে 'চোগ তারী মুঞ্জী দেখার।

চতুর্থ কাজ গালে রঙ লাগান। ওবনো রঙ (কর)
লাগানোই সব চেরে স্থবিধাজনক—বিশেষত: ওরাটার কলার বেসের
ওপর। প্যাডের চেরে ঝাশে করে লাগানই ভাল। পাউডার
এবং ক্লেবে আশ হটি পৃথক্ রাখা উচিত; কারণ, আশে একবার
কল লাগলে আর সে রঙ ছাড়ানো যাবে না।

এখন কথা হছে, ক্লক লাগানো হবে কি ভাবে এবং কওখানি? লাল কটো সাধান্ততঃ চোখে লাগে। আর আলোর ভারতম্য হলেই দেই লাল হঙ কালো দেখার। বাছ্য প্রকাশ পার গোলাগী আভার। লাল বঙ বেশী করে গেলে খাছ্যের নয়, মাভালের মেক-আপ বলে মনে হয়। ভাই ক্লটো খ্ব জন্ন পরিষাণে লাগান উচিত। আর কোখায় লাগাতে হবে নির্ভব করে মুখের কাঠাযোর ওপর। গোল মুখে



চোখের পাতার কাল রঙ

ক্ষম লাগাতে হয় নাকের কাছাকাছি, তাতে মুখটা বোগা এবং লখা দেখার। আর লখা মুখে গালের অনেকটার বঙ্গ লাগালে মুখটা প্রছ দেখার। তবে লাল রঙের গোল দাগ কোন মতেই চলবে না। আউট লাইন বেশ ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

পঞ্চম কাজ ঠোটের প্রসাধন। ঠোটের গঠন ধেমনই হোক না, রঙ দিয়ে ঠিক মানানসই করে নিতে হবে। যদি ওপরের ঠোট পাতলা এবং নীচেরটা মোটা হয়, তা হলে ওপরের ঠোটে রঙ দিয়ে মোটা করে



কুণ জাটাৰ ক্লাৰ দেল



टॉक्ट निभाविक

নিতে হবে। তাহলে সমতা বিক্ষিত হবে। উপ্টো হলে উপ্টো ভাবে বছ লাগাতে হবে। ছোট মুখের ছ'বারে বছ দিরে হা বছ করে দেবলা চলে। আবার হা বদি বড় হয়, তবে বতবানি দরকার ভতারীর লিপান্তিক লাগিয়ে বাকীটায় সাদা বছ দিয়ে চেকে দিতে হবে। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব আনতে গেলে ঠোটের ছুই কোণ বছ দিয়ে একটু ওপর দিকে ভুলে দিতে হবে।



নাকের পালে পেড



চোখের ওপর কালচে শেড

আর একটা কথা। আলো, দিনেই হোক আর রাতেই হোক, ওপর থেকে এসে পড়ে: ফলে নীচের ঠোঁটে আলো বেশী পড়ে আর ভপরের ঠোঁট অন্ধকারে থেকে যায়। সেই জক্ত ওপরের ঠোঁটের বঙ গাড় এবং কালচে দেখায়। ওপর নীচে এক রকম রঙ দেখাতে হলে, ওপরের ঠোঁটে কম এবং নীচের ঠোঁটে একটু বেশী রঙ লাগাতে হয়।

ষষ্ঠ—চোধের পরিচর্য্যা। চোধের পাতার ওপরটার 'শ্রাডো' লাগান হরে গেছে। ওপরের ও নীচের পাতার রঙ দেওরা হরেছে। বাউন রঙ,—একেবারে কাজল-কালো হয়। 'মান্ধারা' রঙ সব চেরে ভাল। ঠিক ভাবে রঙ লাগাতে পারলে সাধারণ মেয়েকে সুন্দরী করে তোলা হয়।

চোথ যদি খুব ছোট হয়, তার এক উপায় আছে। চোথের ওপরে এবং নীচে শ্যাড়ো দিয়ে চোথ থেকে একটু দূরে ত্রিকোণের মত করে মিশিরে দেবে। আর সেই ত্রিকোণের কাকে শাদা তেলে-গোলা রঙ লাগিরে দেবে। চোথ দিব্য বড় দেখাবে। তবে বড় চোথ কখন ছোট করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ভ্রু কখনও কামানো চলবে না। তাতে জর চুল ভয়ানক বেলী হবে আর চারি ধারে ছড়িয়ে পড়বে।

সপ্তম কাজ হল নাকের সেবা। নাক যদি চ্যাপ্টা ও মোটা হর ভবে নাকের ছই ধারে চোপের কাছ থেকে নাকের জগা অবধি কালচে বন্ধ লাগালে নাকটি সোজা এবং টিকল দেখাবে। আর রোগা নাক বাটা করতে হলে নাকটার ওপরে হাকা ভাবে কালচে বন্ধ লাগিরে মুখের সক্ষে মিশিরে দিতে হবে। লখা নাক ছোট করতে হলে ওপরোর্দ্ধের প্রপর্টার ও নাকের জগায় কালচে রঙ শাোজো) লাগাতে হব।

এই বাদ্ব শেষ কথা। ডবল চিন। গলার কাছটা মোটা হলে জনেক সময় ছটো চিবুক দেখা বায়। গলকছলের মত! কি করে বুৰ করা বাবু! চিবুকের কাছ থেকে নীক্রে দিকে শ্যাডো নিয়ে কেতে



ক্র অস্কর

হবে, গাঢ় থেকে ক্রমেই হাকা করে। এতে দূর থেকে ডবল চিন একেবারেই দেখা যাবে না। অবশ্য গলায় যদি থুব বেশী মাংস না জমে থাকে।

> **নারী** চীন

চীনারা সাধারণত: রক্ষণশীল। কোন কিছু নতুন তারা বীবার করতে মোটেই রাজী নয়। মেরেরা তো এমনই রক্ষণশীল হরে থাকে। স্কুতরাং তারা বে অত্যধিক রক্ষণশীল হবে এ তো অতি সোজা কথা। অবশ্য আজকের দিনে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে লেগেছে প্রগতির টেউ। সেই টেউরে হয় এগোতে হবে, না ঃয় প্রোতের বিক্তরে যুদ্ধ করতে গিয়ে নাকে-মুখে ফল চুকবে! চীন দেশে নারীদের বে সামাজিক অবস্থা, তাতে পরিবর্জন তাদের কাম্য। কিছু সেথানকার পুরুষরা এই প্রগতির বিক্তরে। কলিকাতাবাসী করেক জন আধুনিক বাঙালী মহিলাদের দেখে যেমন বাঙ্গালার প্রকৃত নারী সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যেতে পারে না, তেমনই এখানকাব চীনা মেরেদের দেখে সেথানকার অবস্থা কয়না করা অসম্ভব।

পূর্বপূক্ষ পূজা চীনে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে।
পিড়-আত্রা পালন চীনা সামাজিক জীবনের মূল কথা। তথু ছেলে
বয়সে নর, সর্ব্ব বয়সে এ শিক্ষাদান চলতে থাকে। রাজা-প্রতা,
উচ্চ-নীচ, সকলকেই এই নিয়ম মানতে হবে। অতি নগণা চানী
আর মহামান্য সমাই উভয়ের পক্ষেই এই নিয়ম সম্ভাবে প্রবাজ্য।
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ শিতাকে দেবতা মনে করবে। সমাই সকলের
পিতা, অভ্যাব মহা দেবতা। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ভগবান
(অথবা প্রক্রাক্ষর) সমাটের শিতা। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে
পিছু-পূলা এবং পূর্বপূক্ষর প্রাণির সোপান।

ধর্ম এবং সামাজিক বীঙি-নীতি জীবনখাত্তা-প্রণাপী এবং চিরিত্র-সঠনের প্রধান জংশ। মেয়েদের জীবনের উপর পিড়পূজাব প্রভাব জাভান্ত বেশী। বয়ংজ্যেতির সম্মান তাদের আদব-কাফলার ভিত্তি। জীবনের প্রত্যেক খুটিনাটিতে এর ছাপ পরিকৃট। বাড়ীর এক দল বেড়াতে বার হলে সকলের আগে থাকবে সব চেয়ে বেশী যাব বয়স। তার পর বয়স অম্পাতে এক জনের পিছনে এক জন। স্বর্শেষে সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই বে, তারা মেয়ে আর সেই ছঃথের সাথে পরিচর ঘটে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে। লিভ্রুক্তরার আগমন মোটেই স্থেবের নয়। কেউ তাকে সানন্দে অভার্থনা করে না। তাকে পালন কর। হয় অবহেলা ও তাচ্ছিলোর সঙ্গে। না পার ভাল থাবার, না কাপড়জামা, না শিক্ষা। বেচারী থাকে একেবাবে একলা—সঙ্গিচীন হয়ে। এমন কি, নিজের ভাইদেবও সে খেলার সাথী হিসেবে পায় না। যদি মিশতেও পায় তবে সঙ্গী হিসাবে নয়, অনেকটা বি হিসাবে। বংশ-রেজিটার গাতার প্রান্ত তার নাম থাকে না, কারণ শেষ অবধি বিয়ে হয়ে গেলে, সে তো পরের বাঙী যাবেই।

বিবাহ ঘটকের সাহাষোই হয়। কুমারী জীবনের শেষ ক'টা দিন
কেন্টেই কাটায়। সেই ক্রম্পনে পাড়ার সমবয়ঝা কুমারীবাও যোগালান
কবে। আসন্ধ বিবাহের ছংথেই বোধ হয় কালে। ক্রম্পনই তাদের
সক্ষা। বিরের পর বব্ব জীবন—ক্রীতদাসীবাও অধম। বেচাবী না
পায় দয়া, না পায় সহামুভ্তি। শুগুর-গৃহের প্রত্যেক বাক্তির সে যেন
কি। গুধু অবহেলাই তার প্রাপা। সব চেয়ে কই পায় তাবা শুগুরবাড়ার ব্যাহিসী মহিলাদের হাতে। শাগুড়ী বোকে শাসন করে
দেশিও প্রতাপে। মেয়েদের জীবনের স্থা আনন্দ স্বামীব
ওপব নির্ভির করে না, নির্ভির করে শাগুড়ীর ওপর। মুরের
বাপ-মার প্রাণে সে বাথা বাজে। সেই জন্ম ক্রান করা হাদেব
আনন্দ দেয় না। কিন্তু ব পা কি সতাই বাজে থ ভাল ব্যবহার
করেল।

মেটেদের ওপর বাপ-মার টানও থাকে কম। তারা মনে কেং, আজ বাদে কাল যে পাবের বাড়ী চলে যাবে তার ওপব স্লেচেব টান কেন? তাদের স্থা-শাস্তি, সেবা-মতু করবে নিজেব মেরে নয়, পাবের মেরে—কক্সা নয়, পুরবধু। নিজের মেরে তো পাবের বাড়ী গিছে শাস্টের সেবাতেই জীবন কাটাবে। অত এব—

জনেক ক্ষেত্র ভোট বয়সেই বাক্দান হয়ে যায়। বাক্দরা মেয়েব জাব অঞ্জ বিবাহ হতে পারে না! বড় হরে ভেলে কি দাঁড়াবে বলা দক:! প্রায়ই দেখা যায় যে বিবাহ স্থান্তর হয় না। তাই আজকাল এ প্রথা ক্রমশা: উঠে যাচছে। গ্রীবদের মধ্যে, যারা মেয়েকে যৌতুক ইত্যাদি দিতে পারবে না, পান্টা বি য়ব বাবস্থা জাছে। নিজের মেয়ে দিরে, তাদের মেয়েকে পুত্রবধ্ হিসাবে গ্রহণ ব্বা।

নাবী-জীবনে সব চেবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিবাহ। শুধু চীনে কেন শ্বাসকত্রই। কিন্তু সেখানে মেয়েদের কোন বক্তব্য নেই, কিছু বলার শ্বাসকত্রই। বর এবং কক্সপেক্ষে বিধাহের কথাবার্তা হয়! ক্ষেনা-পাওনার কথা উভরের পক্ষের মনোমত হলেই বিয়ে। কার সঙ্গে

বিবের হচ্ছে, পাত্র কেমন দেখতে, স্বভাব-চরিত্র-স্বাস্থ্য কেমন, এসব কথা মেয়ের জানবার অধিকার নেই। বাপ-মা তাকে বলা প্রয়োজনও মনে করে না।

বিবাহের সংবাদে মেরেরা আনন্দিত ইয়না। ভরে ভাবনার দিটিয়ে থাকে , বিয়ের আগে চিন্টা কাল সে মামুষ হয়েছে একলা, এক-ঘবে হয়ে। হঠাৎ তাকে ঠেলে দেওয়া হবে অপনিচিতদের মধ্যে। যে নিজের বাড়ীর সকলের সঙ্গে থোলাথুলি সমান ভাবে মিশতে পাবেনি, সে এই অজানা স্থানে নতুন সংসারে কেমন ভাবে ধাপ থাওয়াবে। তাও হয়ত এক রকম পাংত, যদি খতরবাড়ী গিরে সে মেহ পেত। কিছ সেথানে গিয়ে সে পায় লাফ্লনা, নির্যাতন। নব-বধ্ব রূপ ও গুণের সমালোচনা করে শতরবাড়ীর সব মেরেরা,— এমন তীব্র ভাবে, এমন অমাজ্ঞিত ভাষার বে বধুর মনে হয়,—"হে ধরণি, দিধা হও।" সব মেয়ের ভাগ্যেই এই ছঃখ, এই লাওনা।

ন্বব্দুর মাথায় অন্তান্ত কুমারী মেয়ের ভূষি বর্ষণ করে । এও একটা প্রথা। তেল-চুক্চুকে মাথায় ভূষিগুলো আটকে গিয়ে এক অপরূপ চেহারা হয়ে ওঠে বেচারীর। বিবাহিতা মহিলাদের নিজেব নাম নিজেদেবই মনে থাকে না। চিরকাল তাদের সম্বোধন করা হছে, 'অমুকের স্ত্রী, অমুকের মা' বলে। তাদের নিজেদের নাম কোন দিনই ব্যবহাব করার স্থবোগ হয় না। স্বামীর সম্বজ্জ কিছু বঙ্গতে হলে তারা বলে 'অমুকের বাবা!' অথবা কোন রকমে অন্ত কোন আত্মীয়ের সাহায়ে পরিচয় খুঁজে বার করতে হয়।

সস্তানের জননী হলে নারীর সম্মান বাড়ে। যত দিন জননী না হয় তক দিন বি-এর মত তাকে থাটতে হয় যাতরের সংসারে। সস্তানের জননী হলেই সে বাড়ীর কর্ত্রীর আসনে আনিষ্ঠিত হয়। অবশ্য সেই সস্তান পুত্র হলেই মর্ব্যাদা বেশী বাড়ে। তাই প্রত্যেক বধু একান্ত মনে ভগবান্কে ডাকে পুত্র-সন্তান কামনায়।

নাগঁব জীবনে সব চেয়ে কামা এবং আনন্দলাকক ব্যাপার হল পুত্র-সন্তানেব জন্ম। কাবণ, তথনই তথু সে পায় ক্রমীর মই ালা। স্বামী এবং পুত্র হাড়া আবুর সকলের উপরই তার কর্তুত্বের অধিকার জন্মে। চীনা নারা ধবিত্রীর মত সহননীলা। শত লাইনা-নির্বাচনেক দুখে রা কাড়ে না। সকল অবস্থাতেই নিজেকে থাপ খাইরে নের। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! তার জাবনে আনন্দ কোথার? কুমারা অবস্থায় সে থাকে একাস্তে, এক-বরে হরে, বিয়ের পর সে থাকে কিয়েব মত, লাইন-নিয়াতনের মধ্যে। জগতের কোন কিছুর সপেই তার থাকে না কোন সংস্রব। তাই চানা মেয়েরা সামাকিক হয়ে উঠতে পাবে না। আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষার, তারা থাকে আনক পিছিলে। এতই কুনো হয়ে যায় তারা যে, স্বামী অথবা নিজের সংহাদনের সক্রেও প্রাণ খুলে মিন্তে পাবে না। অবশ্য আজ-কাল কিছু কিছু শিক্ষা তারা পাতেছ। কিন্তু এখনও অনেক পেছিলে।

কেবল ক্ষুলের শিক্ষাতেই উন্নতি হতে পাবে না, যদি না তাদেশ সামাজিক জীবনের উন্নতি হয়। আব সে উন্নতির জন্ত চাই নারীশ আহতি নারীর কক্ষণা, সহাত্বস্থৃতি। গান কি হোমেছে গাওয়া ?

দেখ না কি চেমে শ্রাম বন-পথ

ঝরা কুলদলে ছাওয়া।
বসন্ত চলে গিরেছে অনেকক্ষণ
ভারি আবাহনে উবর ধরণী রহন্তে নিমগন।
বাঁচার কন্ধ কুত্ত
ভাকিতে মুহর্মুহ
কলা-ভূণ-পথে পদরেখা কার
পবিক-বধ্রে ভাকে বার বার,
না-বলা ব্যধার শুমরি বেন রে
ভাঠিতেছে ঝোড়ো হাওয়া
গাম কি হোরেছে গাওয়া ?

আজ শুধারো না বাণী
মা-করা যে কাজ না-বলা যে ব্যথা
পড়ে থাক পিছে রাণী।
তোমার মাঝারে নিজেরে হারারে
খুঁজে মরি আমি মিছে
আমার হারারে আমি চিনি নাই
খুঁজিয়া মরিয় পিছে।
তুমি মোর কেহ নহ?
এ কি ব্যথা হুংসহ
পাষাণ শুল মোর ব্যথা-ভার বহি,
জলহারা মেঘ বিছাৎহীন
জেগে রয় সে বিরহা।
বারেছে শেকালী শিশির-নয়না
খুলিলীনা অভিমানী—
আজে শুধারো না বাণী।

মুক্ত তুমি যে আজ
বাধি নাই তোমা কোন বন্ধনে
পরি নাই কোন সাজ,
স্বার মাঝারে তোমারে করিব নত ?
নিঠুর বেদনা আসিবে অযুত
আঘাত আসিবে শত।
মিলন-মধুর গান
হোক তবে অবসান,
ফিরে চ'লে যাও বিজয়ী প্রিক
স্বাপ্ত তব কাজ—
যুক্তি দিয়েছি হে চির-বাত্রী
যুক্ত তুমি বে আজ॥

জানি আন্তর্ম আন্তর্ম আন্তর্ম কর্ম্বাইটিও চন্দ্রমান । বিস্পৃত্তি কর্মনান । বিস্পৃতি সমতলভূমির উপর সামীকার আন্তরের সারিবছ ছোট-বড় বাড়ী অপরাক্তের সান পূর্ব্যালোকে স্কল্পর দেখাছিল। পাশ দিরে পার্বভা নদীট ববে চলেছে গভির আনন্দে। বাগানে মাগানিলারা ও বিলাজী ঝাউগাছের সারের মধ্য দিরে ছড়িব প্র একে-বেঁকে উপনীত হরেছে গ্রন্থগৃহের সম্মুখে। সন্ধ্যা আসিয়। বড় রাস্তার প্রকাশু গোটে বিরাট মোটর গাড়ী এসে একা-বেঁকা
। প্র দিয়ে অগ্রসর হয়ে গাড়াল আন্তমের সম্মুখে—গাড়ীট রাণী ছারা দেবীর।

রাণী গাড়ী থেকে নামতেই এক জন সন্ধ্যাসী তাঁর আস্বাবপত্র নামালেন। আব ছ'জন সেই আ'স্বাবপত্র বহন করবার জন্ত এগিরে এলেন। রাণী হাত তুলে সকলকে নমস্কার করে জিজাসা করলেন,

"চিন্তে পা রে ন ?
অনেক দিন আসিনি"
—কথা বলতে বলতে
অগ্রসর হরে আঞ্রমের বারান্দার গিয়ে
প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেব কোথার ?" তার

ণ্য দীর্ঘনিশাস ছেড়ে কালেন, <sup>\*</sup>কভ দিন তাঁকে দেখিনি।<sup>\*</sup>

শুসদেব উপস্থিত কলেন। তাঁকে দেখে বাণী আগুকের আভি-শ্যো তেসে ভূটে গিরে পারে মাথা রেখে প্রণাম জানালেন। মাথায় কা ভ দিয়ে

তিনি আশীর্কাদ করলেন। গুরুদেবের হাতথানি নিবে ছই চোগেও ওঠাগবে ঠেকিরে প্রীতি-ভক্তির অভিবাদনে সিক্তা করে দিলেন, বললেন—"কড দিন তোমার দেখিনি ঠাকুর—তব্ও এক মুহুর্তের জন্ম ভুলতে পারিনি। সব ছংখ, সব ব্যথা দ্ব হরে বার ঠাকুর, তোমার কছে এলে।"

শ্রীমেঘেরলাল রার

বাণীর উজ্জন ত'টি চোথ ক্রমে অঞ্চভারাকান্ত হরে এলো। প্রতি-গভীর বৃদ্ধ মামুখটি কেবল বললেন— আমি সব বৃদ্ধি মা—তুমি বিশাম কর, বড় পরিশ্রান্ত হরে এসেছো।

বাণী চা-পান সমাপন করে নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন।

নিক্ষন আশ্রম। কোন কোলাহল নেই, চিন্তা নেই, সংসাবের বব, হিংসা, লালসার কোন স্থান নেই। অসীম নীরবতার মধ্যে দীর করোল, পাখীর গানের বভার, পরশুশোর মর্ম্বর কী মধ্ব নাবেশ এনে দের হলবে। এই নির্জ্ঞনতার ভেতর তিনি কেন গোরকে ভুলতে গানেন লা ? পার্মের সহু পথ দিরে এক বীর্ষাকৃতি বৃহত্তে আসতে দেখে তাঁর মনে হোল বে ইনিই সেই ডাক্ডার, বিনি এক সময়ে তাঁর রাজ্যে চীক্ মেডিকাল অফিসার ছিলেন।

বাণী শুনেছিলেন বে ডাক্ডাবের দ্বী-বিরোগ হয়েছে। সেই ক্ষম্ব ডাক্ডাবের ছংখে সহামুজ্তি প্রকাশ করতে তার কাছে গিরে বললেন, "কী গোঁসাইজাঁ, চিন্তে পারছেন না ?" ডাক্ডার একট্ থতমত থেরে বললেন—"রাণীমা! নমন্বার।" রাণী বললেন—"শাপনার দ্বী-বিরোগের কথা আমি শুনেছি। বড়ই আঘাত পেরছেন, বন্ধ-বরসে।" ডাক্ডার ব'ললেন—"সত্যিই বড় আঘাত পেরেছেন, বন্ধ-বরসে।" ডাক্ডার ব'ললেন—"সত্যিই বড় আঘাত পেরেছি রাণীমা—তিনি ছাড়া তো আমার আর কোন অবলবন ছিল না—এ ভাগ্য-বিপর্বার ছংসহ।" বাণী বল্লেন—"গোঁসাইজাঁ, সবই দ্বামরের ইছা। সংসারে থাক্তে হলে সবই ভগবানের লান বলে নিতে হয়।" ডাক্ডার বললেন—"হাা রাণীমা, সবই তাঁর ইছা জানি কিছ মন বোবে কই ? বলি মন না বোবে, গুলু কথার সান্ধনার কী লাভ রাণীমা।" ডাক্ডার ক্ষভাবেই এই কথান্থানি বল্লেন। রাণী ভাবলেন, এ-ছাড়া ডিনি আর কি বলতে পারতেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাণী বল্লেন— "আপনার সঙ্গে অনেক দির দেখা হয়নি, এই সময়ের মধ্যে আমার জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আপনি চলে আসার পর রাজাকে নিরে বিলেতে বাই, সেখানে রাজার মৃত্যু হয়, অবশ্য এ কথা আপনি জানেন। তার পর

DIS.

কতো রকম বড়-বাপটা এই জীবনের ওপর দিরে চলে গিরেছে— কতো পরিবর্তনই হয়েছে—কতো ভূলই না করেছি।

ডান্ডার বললেন— হাঁ, কতো তুল হরেছে নিশ্চরই। ডান্ডারের কথার বাণী চমকে উঠলেন। রাণী ভাবলেন বে, সত্যিই তিনি অনেক তুল করেছেন বটে, কিছ ডান্ডার এসব তুলের খবর ছানেন কী? কিছ তাই বা কী করে সম্ভব ? তথন তো তিনি রাজ্যে ছিলেন না।

রাণী জিন্তাসা করলেন, "কী ভূলের কথা আপনি বল্ছেন ?"
ডাজার বললেন—"আপনি তো নিজেই ভূলের কথা বল্ছিলেন,
ভারই আমি পুনক্তি করেছি যাত্র।" রাণী বললেন—"না না, নে
কথা নর—আমি কী ভূল করেছি এবং ভার আপনি কি জানেন। " "
আমি ভগতে রাই। আহি সভ্য কথা ভগতে বভ ভালবারি।"

ভান্ডার বসলেন—"আমি আপনার বিচাবক হ'তে আপনার বাছে আসিনি।" রাণী একটু উষ্ণ হয়েই বললেন—"আপনি যে বিচারক নন্ সে কথা আমি জানি, কিন্তু ভূলেব কথা বলতে এইটুকুই জিজ্ঞাসা করছি যে ভূগগুলো কি?" ডান্ডার বালনে—আপনি পীড়াপীডি করছেন কিন্তু গুংথের বিষয়, সব সময়ে আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি না এবং লোকেও প্রায়ই আমার কথা ঠিক ভাবে ধরতে পারে না—কিছু না বলাই ভালো ছিল রাণীমা।" রাণী বললেন—"আপনাকে অভয় দিয়েছি বলেই প্রশ্ন করছি।" ডাক্ডার একটু নীরব থেকে পরে বললেন—"ভূল আপনি একটু আখটু করেননি, গলদ প্রচ্ব—গোড়াতেই। ঘুণা দিয়ে রাণীমা রাজ্য চালান যায় না—ভাতে যে চলে না তা নয়, কিন্তু ভাকে ঠিকমত চলা কি বলতে পাবা যায় ? গ্রীতি, ভালবাসা, প্লেহ—

রাণী বিশ্বিত চোথে ডাক্তারের দিকে চাইলেন, কিন্তু তখনও ভিনি বলেই চলেছেন—"আমার প্রতিই আপনার ব্যবহারের কথা ভারন একবার। আমার কী দোব রাণীমা ? রাজা বাহাত্ব আমাকে ভালবাসতেন। তাঁকে বেশী মগ্র পান করার জন্ম অনেক তিরস্থার **করেছি, তিনি তার জন্ত কথনও বিরক্ত হননি। বিরক্ত হলেন** শাপনি। আপনি দাঁড়ালেন আমার বিরুদ্ধে। এ ঘুণা থেকেই বিক্লম্ব-ভাবের জন্ম। আমি আপনার সামান্ত চাকর। রাজাবাবর पण्ड ভেবে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা চাকরের শোভা পায় না এই তো। কোন কিছু বলা নেই, আমিও জানি না, হঠাৎ সকালে ঘম থেকে উঠে জানতে পারলাম বে, আমার চাক্রী গিয়েছে। আমার ছেলে-মেরে ছিল না, স্ত্রী অত্যম্ভ হিসেবী, তাই তো, তা না হলে কী উপায় হোভ আমার ? আমি যে আপনাকে স্পষ্ট কথা বলতে ক্লফ সয়েছিলাম ভার জন্ত আমার স্ত্রী আপনার পা জড়িয়ে কমা চেয়েছে, আপনার দয়া হরনি। আমাকে না জানিয়ে সে যে আমার কোন অপরাধ না থাকা সম্বেও আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল, ভার জভ দে নিজেও কম ধিকার পায়নি আমার কাছে।" ভাক্তার আর অপেকা না করে তথনই সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

রাণী এসেছিলেন আশ্রমে কিছু দিন থাকতে, কিছু ডাক্টারের কথার পর হঠাই তার মত বদলে গেল। আশ্রমে ফিরে গুরুদেবকে প্রশাম করে জানালেন, তিনি ছ'দিন তাঁব ছোট বোন লক্ষার বাড়ীতে কাটিয়ে আসবেন। গুরুদেব বিশ্বিত হলেন, কিছু না বললেন না। গুরুদেবক প্রণাম ক'রে বাণী এলেন রমা দেবাই ক'ছে। তিনি গুরুদেবর দিদি। গুরুদেব তাঁকে প্রণাম করলেও রাণী তাঁকে হাত তালে নমস্বার জানালেন।

রাণী এসে শাড়ালেন মোটব গাড়ীব কাছে। সন্নাদীবা সকলে ও রমা দেবী গাড়ীব কাছে এলেন। বাণী গাড়ীতে উঠে যখন গাড়ী ছাড়বে তখন মুখ বাড়িরে একবার মধুব হাসি হেদে বললেন—
"আবাব শীগগীৰ দেখা ছবে"—(তিনি নমন্ধার করলেন—সকলে আভি-নমন্ধার জানাল।

2

ছোট বোন মহারাণী লক্ষীর কাছে রাণী ছায়া এসেছেন। রাণীর সমর বেশ কাট,ছে—মহারাজা শালীকে নিবে মোটর গাড়ীতে খুব বুরছেন, কথনও জলপ্রপাতে বেড়াতে নিবে বাচ্ছেন, কথনও ছুই

মাইল প্ৰে পাছাড়ের গুহার যোগী আছেন তাঁকে দেখাতে নিং যাছেন— বেশীর ভাগ সমর মহারাজার কটিছে শ্যালিকার সঞ্ আর মহারাজা নিজেই ডাইভ করেন; পাশে শ্যালিকা গা ছিল বদেন।

লক্ষ্মী প্রকো নিয়েই বেশীর ভাগ বাস্ত থাকেন। বাকী যেটুর্ সময় থাকে ছোট কুমারকে দেখতেই কেটে যায়।

সে দিন তিন-চার ঘণ্টা মহারাজার সঙ্গে বেড়িয়ে এসে বগ্ন রাণী ছায়া লক্ষ্মীর কাছে গেলেন, ভগিনীর মুখের চেহারা বিশ্ব ভাল বোধ হ'ল না। ছায়া হেসে ব'লালেন—"কি খুকী, কমলের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটা হয়েছে না কি ?" লক্ষ্মী ব'লালেন—"না দিদি, বগড়া কেন করবো, আর ঝগড়া করবার দরকারই বা কি ?— ভোমার কথাই ভাবছি আমি, কিন্তু ভোমার এই রকম আশ্রমে আসার ভো কারণ খুঁজে পাইনে।"

ছারা বল্লেন—"ভূই আঞ্চমে কথনও থাকিস্নি ভাই বৃন্ধতে পাছিস্ নে—থাকলে কারণ খুঁজে পেতিস্।" লক্ষ্মী ব'ল্লেন—"আশ্রমে যদি যেতে চাও, যাও, সাধিকা হয়ে জীবন কাটাও ভাগে আমি গর্কাই অকুভব ক'রবো; কিন্তু এ কি ?" ছারা চটে বল্লেন—"মানে ?" লক্ষ্মী ব'ললেন—"মানে এই যে, আমার স্বামীটির ওপন ভোমার এতো নজর কেন ?" ছারা বিরক্ত হয়ে বললেন—'দে কি খুকী, এখনো ভোর সন্দেহ গোল না, কথন আমায় শ্রদ্ধা কং ভূই দেখতে পারিস নে।"

লক্ষ্মী চ'টে বললেন—"না, দেখতে পারি না—একেবারেই পারিনে, তার কি কোন কারণ নেই ?" লক্ষ্মী আর কিছু না বলে অক্স ঘরে চলে গেলেন।

রাণী ছায়া আর কোন উত্তর না দিয়ে নিজের ঘবে সিমে চিচ্চারিত হরে পড়কেন। তবে কি গোঁসাইজীর কথাই কি ঠিক। করীও তাঁর আশ্রমে আসা নিয়ে বিজ্ঞপ করলেন। মনের মধ্যে । সব চিস্তা তাঁর ঘুরপাক্ খেতে লাগলো। তিনি আস্তে আন্তে কট খোলা জানলার ধারে দাঁড়ালেন।

•

রাণী ছায়া রাজ্যে ফিরে এসেছেন। আৰু কাল অনেক সময়ে একলা থাকেন। বিগত জীবনের ইতিহাসের পাতা উল্টে আফ্র বিল্লেখণ করতে চেষ্টা করেন। আর একবার এরই কাঁকে তাঁব মনের মধ্যে উ कि দেয় নিজের ভবিষ্য জীবনের কথা! < হয় ব-খানের পরে কুমার সম্ভোষ সাবালক হবেন। রাজ্যের ভার <sup>হাবে</sup> সন্তোষের হাতে, তথন তাঁর নিভের অবস্থা কী হবে? <sup>এই</sup> রকন কত কি-বিশেষতঃ কুনার যথন পোষাপুত। ব্যবহারের পরিবর্তন হওয়া আশ্চ**র্যা নর। হঠাৎ পাশে**র ঘব <sup>থেকে</sup> "মা" ডাক ধ্বনিত হলো। রাণী চম্কে তাড়াভাড়ি ডাক্টেন "কে সম্ভোষ ? এসো বাবা এসো।" সম্ভোষকুমার মাকে গুলাম ক'রে ব'ল্লেন-"মা, দেওয়ান ভশীলদার সবাই চ'টে গিয়েছে ভোমার উপর আর আমার উপর। বাণী চিস্তাবিত হয়ে জিজ্ঞাস। করাজেন ক্ষিন ! সস্তোৰ ব'ল লেন— একে তো ওমি সকলকে কাছে ভাস্ত দাও। রাণীর এ সব আদব-কায়দা শোভা পায় না ব'লে <sup>রাগ</sup> আছে দেওয়ান, তশীলদার ও কর্মচারীদের, তার ওপরে কাল তুমি নিজে বেরোবে আমাকে নিরে কালালীদের আর ও বস্ত বিভরণ করা. প্রিদর্শন করতে। এই নিরে মহা গেলমাল হচ্ছে—তোমার ভকুম দেওরান চেপে রেখেছেন। বাণী জিজাসা করলেন— সংস্থাব, এ কালে তোমার মত আছে ?

সস্তে'ৰ ব'ল্লেন— "আমার এতে থ্বই মত আছে মা, আমাকে তৃমি বিপুল ঐথর্বের অধিকাণী ক'ব্লেও আমি মান-প্রাণে জানি বে, আমিও এক দিন ঐ দীন-দবিজেবই সন্তান ছিলাম।" বাণা থ্ব প্রীত হয়েই ব'ল্লেন— "বেশ ভালো।"

কিছুকণ পরে একটি টেলিগ্রাফ এল। বাণা টেলিগ্রাফ থুলেই আনন্দে উল্লেখিত হয়ে বল্লেন—"দন্তোধ, গুরুদেব কাল সকালে রাজধানীতে আস্বেন।" সন্তোধকুমারও সোলাদে বল্লেন—"দত্যি মা ? ভাগ'লে ব্যবস্থা করতে হয়।" রাণী বল্লেন —"তুমি ব্যবস্থা করো দেখি।"—সন্তোধ বল্লেন—"দেখ না কি রকম ব্যবস্থা করি।"

রাজধানীতে সেই রাত্রে মহা সোরগোল পড়ে গেল। ট্রেশনে হাতী ও মোটর গাড়ী বাবে, রাজ্যের সব পদাতিক সৈক্ত গুরুদেবকে অভিবাদন করবে মহা সমাবোহ করে।

আনন্দে রাণীর রাত্রিতে ঘুম এলো না—তিনি ভাবলেন যে সমগ্র বিখে ভারতবর্ষের বহু স্থানে মরণ-কল্লোল উঠ্লেও গুলুদেবের আশীর্কাদে তাঁহার রাজ্যে আজও সে মরণ-কল্লোল এসে উপস্থিত কর্মনি।

রাণা নিজেই শুক্দেবকে আনতে থেতেন কিন্ধ সেই সময়ে তাঁকে কাঙ্গালীদের অন্ধ-বস্ত্র বিতরণের কান্ধ আরম্ভ ও প্রিদশন করতে হবে। সেই কারণে সম্ভোবকুমারকে পাঠালেন ষ্টেশনে।

সে-দিন তিনি অভান্ত সাধারণ কাপড় পরে কণ্মস্থানে এলেন। নাথায় হাৰুদ্ভত্ত ধরেছেন সামরিক প্রধান কণ্মচারী। কাতাবে কাতারে কাঙ্গালী সৰ সমৰেত হয়েছে। আহা তাদের মনে কি আনন্দ—মুখে প্রাতির রেথা—রাণীমা নিজে গাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়াবেন, কাপড় দেবেন, টাকা দেবেন। অস্বা দেবীর পূজা তো প্রত্যেক বছরেই হয়, কিন্তু এমন স্বন্ধর ভাবে তো কাঙ্গালীদের থাওয়ানোর ব্যবস্থ। হয় না। াজ্যের পুলিশ, শান্তিরক্ষক, কন্মচারী সকলেই তাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র বাবহার কণছেন। রাণা পরিদশনে বাস্ত। তোপ গর্জ্জন হতে গ্রাণী বুঝতে পার,লেন যে গুরুদেব এসেছেন। শোরণের সমুখে পদাতিক দৈক্ত সব প্রস্তুত হয়ে দীড়ালো। পিতলের কামানের কাছে সব লোক উপস্থিত হলো। বাণা তাঁব বিশেষ প্রিয় হাতী শেখরকে পাঠিরেছেন গুরুদেবকে আন্বার জন্ম। দূরে দেখা গেল হাতীকে। ধীবে ধারে হাতী কাছে একে দেখা গেল—প্রথম হাতীতে হাওলার উপরে রত্ন-খচিত আসনে বদেছেন গুরুদেব, গোঁসাইজী আর রাজকুমার। বিভার হাতীতে দেওয়ান এক তাঁব মেম, ভতায় হাতাতে সহকারী দেওয়ান, চতুর্থ হাতীতে ফৌজদার, পঞ্ম ্রাতীতে ভশীলদার। ভোবদের কাছে হাভী আস্তেই সৈক্তের। আড়াই শত পিতলের কামানের উপর্গুপরি শব্দে অভিবাদন করলে গুলুদেবকে।

গুৰুদেৰ কাজে এলে বাণী আনলে আত্মহার। হয়ে বলে উঠলেন— "গুৰুজীর জয়।" আমনি সহস্র কঠে ধ্বনিত হ'ল—"গুৰুজীর জয়।" গুৰুদেৰ হাতী থেকে নামলেন, রাণী গুৰুদেৰের পদধ্লি গ্রহণ করে বাজ্জুত্র সামরিক কর্মচারীর হাত থেকে নিয়ে নিজে গুৰুদেৰের মাথায় ধর্লেন। সেই দেখে সজোষকুমার মা'র হাত থেকে বাজ্জুত্র নিলেন।

প্রায় বেলা ছটোর সময় গুরুদেব ও গোঁসাইজীর জন্ত ফুলাছার বাণা নিজে নিয়ে এলেন। আহারের প্র গুরুদেব বলনেন—"আমাদের যাবার বাবস্থা করে দাও মা। ট্রেণ বোধ ছয় ছটার, না?" রাণা বললেন—"হ'-এক দিন থাক্বে না ঠাকুর।" গুরুদেব বলনেন—"না মা, আমাদের অনেক কাজ আছে আশ্রমে—যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।" রাণা বললেন—"এখনও অনেক সময় আছে ঠাকুর।" গুরুদেব বললেন—"ওমি থাওয়া-দাওয়া ক'রোন—যাও মাও মা।"

বাণী ছায়া থাওয়া-দাওয়ার পার গুরুদেবের পায়ের কাছে ব'লে ব'ললেন—গুরুদেব, তোমার আশ্রমে বেতে মন আমার বড়ই ব্যাকুশ হয়েছে।

গুক্লব ব'ললেন—"তোমার মনের মধ্যে যদি ব্যাকুলতাই এবে থাকে, তুমি আমাদের নৃতন আশ্রমে, সেই কুটাবে থাক্বে চলো। সে কুটার দেখেছে। তো মা—বড় কই—তা কি সম্ভ করতে পাংবে ?"

রাণীব মুখ গান্ধীব হয়ে গোল। তিনি কুটার দেখে মোটেই স্ব্রী হ'ননি । সেই কুটারে গিয়ে জাঁকে থাক্তে হবে ?

গুকদেব ব'লালেন— কি মা, চিন্তিত হয়ে পড়লে ? তাই তো ব'লছি মা. সত্যি বাক্লতা তোমাৰ আসেনি আন্তও, আর তা ছাড়া যে নিজে এক বিরাট বাচ্চ্যেৰ সর্প্রময়ী ক্রী, সে কি আশ্রমে গিরে সাধারণ সাধিকাৰ মতন থাক্তে পারবে ? রাণী ব'লালেন— ক্র

গুরুদেব মীরার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ভাবে গুরু হয়ে গেলেন।
সন্তোষকুমার এসে জানালেন যে গাড়ী প্রস্তুত। গুরুদেব ব'ললেন
—"তবে আসি মা।" রাণী ছায়া অঞ্চপূর্ণ নেত্রে গুরুদেবের পারের
ধূলা নিলেন। গুরুদেব ব'ললেন—"ত্বংথ ক'রো না মা। বা কাজ
ভূমি ক'রছো তাই ভাল করে যাতে সম্পন্ন হয় সেই চেটা ক'রো।
এপ্ত সেই ভগবানেরই কাজ। এখন তোমার আশ্রমে যাবার সময়
হয়ন। সময় যথন হবে তথন আমাকে তোমার আশ্রম দিতে
হবে না। ভূমি তথন নিজের আশ্রম নিজেই করে নেবে।"

গুরুদেব নীচে এলেন। সকলেই পদধুলি গ্রহণ ক'রলেন গুরুদেবের। সস্তোধকুমার ও গুরুদেব গাড়ীতে উঠলেন।

মোটর গাড়ী চ'লতে আবস্থ ক'বলে অঞ্চভারাকাস্ত চোথে রাণী ছারা ধুপোর মধ্যে ক্রমণ: অদৃশ্য মোটর গাড়ীর দিকে একদ্টে চেরে রইলেন।





## লিওনার্ডো-দা-ভিন্চ গ্রীহেমেক্তনাথ মলিক

"(ম) না লিসা"র নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ এবং এ
চিত্রও হয়ত অনেকে দেখে থাকবে। কিন্তু কে এই
"যোনা লিসা" এবং কে সেই শিল্পী যিনি আৰু "মোনা লিসা"কে
ক্সতে অমর করে গেছেন, সেই সম্বন্ধেই আৰু তোমাদের হ'-চার
কথা বলব।

মোনা লিগা" নামে আৰু আমরা যাকে জানি, আসলে কিছ ভার নাম তা নর। "মোনা লিগা"র আসল নাম ছিল "লা ভিত্তকন্ডো" (La Giocondo), এবং ইনি ছিলেন ফ্রানসেস্কো ডেল জিওকন্ডো (Francesco del Giocondo) নামে এক ইটালীয়ানের স্ত্রী। লা জিওকনডোর অলসোঠন ছিল অতি সম্পর এবং তিনি সর্বলা এক মোহিনী তাব পোষণ করতেন। তাঁর অধীর চরিত্রের মধ্যে একাগ্র আত্মার প্রকাশ-তাবই শিল্পিমনকে তাঁর দিকে বেলী আকৃত্ত করেছিল। "লা জিওকন্ডোঁর রহস্তময়ী হাসিটুক্ ছিল লক্ষাণীয়। অঙ্কনের সমর যাতে এই ভাব সর্বলা পরিক্ট যাকে এই জন্তু শিল্পী সর্বলা তাঁর modelকে গান. বাজনা, গল্প প্রভৃতি দিয়ে তুত্ত রাখতেন। তাঁর স্ক্র্ণাই মৃগ্ধকরী ভাবই ছিল মৃথমণ্ডলের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁর চরিত্র বে অতীব কোমল হিল ভা আমরা চিত্রিত হস্তগুলির কমনীরভা চরিত্র বে অতীব কোমল হিল ভা আমরা চিত্রিত হস্তগুলির কমনীরভা চরিত্র বে অতীব কোমল হিল ভা আমরা চিত্রিত হস্তগুলির কমনীরভা

কান্সেগৃকো ডেল জিওকন্ডো এক দিন তাঁর শিল্পী বন্ধু শিন্তনার্ডে-দা-ভিন্চি"কে (Leonardo-da-Vinci) তাঁর স্ত্রীর চিত্র আক্রনের জন্ম অন্থরোধ করেন এবং সেই অন্থরোধই শিল্পী চার বংসর কঠোর পরিশ্রম করে এই বিখ্যাত চিত্র অক্রন করেন। প্যারিসের 'লোভার মিউজিয়্রম' আজ্ব "মোনা লিসার" চিত্র-সম্পদের ক্রা করেছিল সেই হতভাগ্য কথনও এই বিখ্যাত চিত্র অক্রন করে হার হরেছিল সেই হতভাগ্য কথনও এই চিত্রের অধীধর হতে পারেননি। চিত্র সমান্তির সঙ্গে সঙ্গেই লিওনার্ডো রাজা ক্রান্সিসের Francis). অন্থরোধে ক্রান্সে বানা এবং আর দিন পরেই সেধানে ইনিয়ার মুদ্ধার হার। ক্রান্সে বারার সমন্ত চিত্রাই উর্লের স্বাক্ত পাকে

এবং এইছপে "বোনা দিলা" তাৰ বদেশে ছান না শেহে বিদেশে ছান পায়।

এইবার ভোমাদের শিলীর কথা বলব।

১৪৫২ খুঁষ্টাব্দে লিওনার্ডোর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা "দের পিরেরো দা ভিনচি" (Serr Piero da Vinci) ফ্লোরেন্স কোর্টোর এক রাজকর্মচারী ছিলেন। লিওনার্ডো তাঁর পিতার বন্ধু আদ্রিয়া দেল ভেরোহিয়োর (Adrea del Verroahhio) নিকট চিত্রান্ধন শিক্ষা ক্ষক করেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর গভীর শিল্পাধ্রাগ দেখা যায়: এ সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প আছে। একবার তাঁর শিক্ষককে St. John Baptist Christaর একথানি চিত্র জ্বন করতে বলা হয়। তখন তাঁর হাতে অতিরিক্ত কাল্প থাকায় তিনি 'লিওনার্ডো'কে সেই দুশ্যের একটি পরী আঁকিয়া দিছে বলেন। লিওনার্ডোর চিত্রিত পরীটি সমক্ত দুশ্যটির মধ্যে এমন ক্ষমর হয় যে তাহা দেখিয়া তার শিক্ষক প্রতিজ্ঞা করেন বে,

জাবনে আর কথনও তুলি ধরিবেন না। শোনা যায়, তিনি তার বাকী জাবন ভাত্মবিভায় অতিবাহিত করেন।

এব পর লিওনার্ডো ডিউক লুডোভিকোর (Duke Ludovico) নিমন্ত্রণে তাঁহার পিতা মিলানের ডিউক অব ফান্সিস্কোর (Duke of Francisco) এক বৃহৎ প্রতিমৃত্তি প্রস্তুত করিতে মিলানে যান। ইহাই লিওনার্ডোর সর্ব্যপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ কান্ধ। এই কান্ধের জন্ম তাঁকে বিযেবভাবে প্রস্তুত হতে হয়েছিল—তাঁকে অব্বের শরীব-ব্যবছেদ একপ ভাবে শিক্ষা করতে হয়েছিল বে তিনি এ সম্বন্ধে একথানি সম্পূর্ণ পৃস্তুক লিপিয়া ফেলিয়াছিলেন।



লিওনার্ডো-খা-ভিন্চি

এই মূর্ত্তি গঠনে লিওনার্ডোর ভিন বংসবের অধিক সময় লাগে এক অবশেবে ইহাকে মিলানে গাঁড় করান হয়। কিন্তু ছণ্ডাগের বিষয় এই বে, মিলান শীমই ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত এবং অধিকৃত হওয়ায় মৃর্ডিটি ধবংসপ্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়াও ইটালীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁর শিল্পের নমুনা দেখতে পাওয়া বায়। মিলানেট লিওনার্ডো 'লাষ্ট সাপার' ( Last Supper )এর দেওয়ালচিত্র অ্বরুন করেন। তার অন্তুসদ্ধিংস্থ মন স্বতঃই তাঁকে তাঁর শিক্ষা এবং নিজের প্রতি বিচায়ক করে তুলতো এবং এই জন্মেই এক একখানি চিত্ৰ আন্তনে তাঁৰ বছ সময় বায় হ'ত। যতক্ষণ না তিনি হান্ত হয়ে পড়তেন ভভক্ষণ তিনি এক একখানি চিত্রকে বারংবার রং লাগিরে বেতেন। 'লাষ্ট সাপার' অঙ্কনে দেরী হচ্ছে দেখে 'প্রার্ব' ( Prior ) অধৈষ্য হয়ে ডিউককে বলেন বে, তিনি এ বিষয়ে যেন भिन्नीत्क क्षानान । निधनार्धात्क क्षानान इत्न छिनि वत्नन त्य, छिन षक्रत मिन्नोत समीर्थ मगरप्रव व्यादाक्यन रद्य। खरर्र्ज, ठाँरक ज বিষয়ে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। তখনও অনি<del>শ</del>স্থশর "ধুষ্ট" (Christ) এবং বিশাস্থাতক 'জুডাস' (Juddas) এই ছটি মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়নি। এই ছটি মূর্ত্তি কিন্নপ হতে পারে এবং কেমন করে তা প্রকাশ করা বার, সে সম্বন্ধে লিওনার্ডো তথনও কিছু ভেবে ঠিক করে উঠাতে পারেননি। ভাই ভিনি বলেছিলেন বে, যদি তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রায়রের মস্তক বসিয়ে তিনি চিত্রটি সমাপ্ত করতে পাবেন। এই উত্তরে ডিউক এবং প্রায়র খুব খুদী হয়েছিলেন এবং শিল্পীকে তাঁর ইচ্ছামত সময় দিয়েছিলেন। মিলানে অবস্থান কালীন তিনি "মোনা লিলা" চিত্ৰটি অন্ধন করেন। তাঁর কত শিক্ষের মৃপ্য ছিল বেশী; কারণ ভিনি চেয়েছিলেন বে এই শিল-প্রস্থত উপার্জ্জনেই তিনি শিল-বিজ্ঞান বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞান অক্সন করেন। কিন্তু তাঁকে এ পদ্বা বেশী দিন অবলম্বন করতে হয়নি; কারণ, কিছু দিন পরেই ভিনি বার্দ্ধাক্যের স্থবিধা হেডু রাজা ক্রান্সিসের দরবারে রা<del>জ</del>-চিত্রকর হিসাবে বোগ দেন। রাজা শিল্পীর সকল কার্য্য সংগ্রহের জন্ম ক্রান্স হইতে 'লাষ্ট্র সাপার' চিত্রটি ম্বানাস্তরিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কুতকার্য্য হইতে পারেন नारे। अवर्यात ১৫১৯ पृष्टीत्य क्वांच्य निष्नार्त्धा मरुणात्र करवन।

লিওনার্জে-দা-ভিন্ চির মন্ত এরণ শক্তিশালী এবং মুদ্ধ চরিত্রের বর্ষি আর কবনও ইতিক্সাসে পাওয়া বায়নি, তাঁর মত এমন সর্বব্রজ গুরুবেরও বাব হয় আর কবনও জন্ম হয়নি। তাঁর মধ্যে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, বোগ প্রভৃতির কোন শক্তিটি বেশী ছিল তা নির্ধারণ করা শক্ত। তাঁর জ্বনুসন্ধিংস্ক মন সর্ববাদ সর্ব্ব জিনিবের কারণ নির্ণুহে ছিল ব্যক্ত, তিনি ছিলেন বিশ্লেষক। তাঁর সত্য জ্ঞান তাঁকে গরজাবনে জনেক জাবিকারে সাহাব্য করেছিল। বিজ্ঞান-জগতে তাঁর দান জনাম। তিনি ছিলেন স্থপটু ইজিনীয়ার। প্রয়ঞ্জালী, বাঁধ প্রভৃতি স্বক্ষে তিনি জনেক নক্সা করে গেছেন। শোনা বায়, আধুনিক স্লোবেন্দ্র সহর তাঁরই নক্সার প্রতিক্রপ।

তাঁর মত্র ছিল "দৈবে বিশাস কর না—কারণ দেখ।' তিনি ছিলেন প্রকৃত জানী এবং তাঁর জীবন ছিল প্রকৃতির কথোপকখন। ব্যন তিনি জান্তে পেরেছিলেন 'বে তাঁর জীবনের দীপ নিবে আসহে তথ্য তিনি লিখেছিলেন :—

माञ्च गर्कनारे नव वज्रस ७ नव निमास्यव जानाव छेत्रूव रुख

খাকে এবং অভিবাগ করে বছ লব্ধ বছর অলস গতির ছক্ত; कि দেখতে পার না সে ভার নিজ সমান্তির জক্ত কত ব্যস্ত। তব্প ঠিক এই ইচ্ছেটাই হচ্ছে পঞ্চভূতের সারাংশ বা আত্মার মধ্য দিরে শরীরের আবছতা হাদরকম করে এবং সর্বাদা ইচ্ছা করে স্বাইকর্তার কাছে ফিরে বাবার জক্ত। কিন্তু আমি ভোমাদের জানিয়ে বাই বে ঠিক এই ইচ্ছেটাই হচ্ছে প্রকৃতির সত্যক্ষপ এবং মান্ত্র্য হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষ্ম প্রতিক্রপ।"

### **অদ্ভূত রক্ষা** অৰুণকুমার ঘোষ

দুড়ি দাউ করে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তাকে **দিরে**জড় হরেছে সমন্ত প্রামবাসারা। মূখে তাদের একটা ভরত্তর
প্রতিহিংসার চিহ্ন সম্প্রত হয়ে ফুটে উঠেছে। এই **আগুনে আজু**তারা পুড়িয়ে মারবে প্রামের এক ভয়ানক শক্রকে। লোকটা ভাইনী,
অস্ততঃ তাদের তো তাই ধারণা। তা না হলে জত রকমের জভুত
কাণ্ড সে করে কি করে?

হতভাগ্য বন্দী গাঁড়িরে আছে লেলিহান আগুনের সামনে।
মুখে তার হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। সম্মুখের আসন্ধ বিপাদ থেকে
উদ্ধার পাওয়ার কোন আশাই নেই তার। গ্রামবাসীদের দলপতি
এসে তার বিহুদ্ধে তাদের অভিবোগ জানাল। বন্দী নিতক ভাবে
তনলে তার কথা। বুকলে, এর বিহুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও মুজুর
হাত থেকে নিক্ষতি পাওয়া যাবে না। কিছু সে জানে বে সে নির্দেষ্ট্য।

আগতনের হলকা এসে লাগছে গায়ে। প্রামবাসীরা বেন উক্সব হয়ে উঠেছে এ অলস্ত আগুনের মধ্যে তাকে ঠেলে দেওরার কলা। কিছ এই আসন্ন মৃত্যুর সামনে গাঁড়িয়ে হঠাৎ বন্দীর একটা অছুত পরিবর্তন দেখা গেল। তার মুথের উপর ভয়ের যে ছবি ফুটে উঠেছিল সেটা এক নিমেবে কেটে গেল। বন্দী হাসলো—অছুত একটা হাসি। কেন?

গ্রামবাসীরা এগিয়ে এল—জোর করে বন্দীকে ফেলে দিতে সেল সেই ভীবণ অগ্নিকৃণ্ডের মধ্যে। এক মুহুর্ত । অকন্মাৎ সেই আন্তরের ভেতর থেকে কোন বিদেহী আত্মা যেন বলে উঠল, "সাবধান, সাবধান! কেউ 'কমটে'র অনিষ্টের চেষ্টা করো না।"

থম্কে থেমে গেল হত্যা-পাগল গ্রামবাসীরা। কে বল্লে এ
কথা ? নিশ্চয়ই কোন ভৌতিক আদেশ। কোন্ এক অদৃশ্য প্রেভাষ্মা যেন তাদের জানিয়ে দিল যে, 'কম্টে'র আনিটের চেটা করলে তাদেরও নিশ্চিফ্ হয়ে ঝেত হবে পৃথিবীর বুক থেকে। একটা দাকল ভয় তাদের মনকে যিরে ধয়লে। বন্দীকৈ সেধানেই ফেলে রেথে অজ্ঞা গ্রামবাসীরা নিমেবের মধ্যেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সরে পড়ল সেধান থেকে। কৌশলে মুক্তি পেয়ে বন্দী প্রাণ খুলে হাসল।

এই বন্দী কে জান ? সুইজারল্যাণ্ডের এক প্রসিদ্ধ বাছকর Louis Apollinaire Comte । ইনি ম্যাজিক, শ্লাফুকরণ, ভেন্টিলোকুইজম্ ইড্যাদিতে বীতিমত দক্ষ ছিলেন। তথনকার লোকে বাছকরদের ডাইনী ডেবে আগুনে পুড়িয়ে মারত। 'কম্টে'কেও সেই লাকণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, কিছ ভেন্টিলোকুইজম্ ( মুখ বুল্লে কথা বলা ) বিভাব সাহাব্যে তিনি এ ভাবে নিজের উপার লাখন করেন।' সভুত নর কি ?



### শীরহাসচন্দ্র মল্লিক

ল্যাংড়া গাছে চড়তে দেখে **উ**ष्फ्र भानी छीवन दिशा বিশ্ৰী স্থারে বিকট হেঁকে বল্লে, "থোকা নাব্।" "क्ति यनि जूरे हिकि निए বাঁড়ের মত ট্যাচাস্ জোরে," ৰল্লে খোকা, "ছি ড্ৰো ভোর ঐ গাছের যত আঁব।" वन्त्र मानी, "(ठाक्शाना রম্বছে গাছে দত্যি-ছানা পালিয়ে এসো উঠ্ভে মানা **ठ**फ्र वार्फ स्वर्व।" "গাছের দত্যি সেরেফ্ মিছে আসল দত্যি দাড়িয়ে নিৰে ভয় করি তাই নাব্তে নীচে" रम्म (थाका रहरम।

## বাবিলন-বিজয় ধীয়েক্সনাপ চৌধুরী

ক্স্ বিরগেস (Astyages) নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি
মিড (Mede) ও পারসাক জাতির উপর রাজ্য ক্রিতেন। এক বাত্রিতে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়া বড় ভর পাইলেন। ক্রিনি স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁহার দেখিয়ে বেন তাঁর স্থলে শাসন ক্রিতেছে।

এই খণ্ডের কথা তিনি জীবনে কথনও বিশ্বত হন নাই। ইহাব জনেক বংস্ব পরে এক দিন তিনি সংবাদ পাইপেন যে, তাঁর মেয়ের এক পুত্র-সম্ভান কমলাত করিরাছে; এই সংবাদ পাইয়া তিনি বড় উদ্বিয় হইয়া উঠিলেন। এই দেছিত্রকে নিহত করিবার কম্প তাঁর এক জন সভাসদ্কে পাঠালেন। এই ব্যক্তির নাম হরপাগস্ (Harpagus); এই নিজাব শিশু-সম্ভানকে নিহত করিতে ভারতে বিশ্বত মান্ত্র মন স্বিশ্বনা। তিনি এক রাখালকে আন্দেশ দিলেন

— সেই শিশু-সম্ভানকে সাইয়া গিয়া নিজন পাছাড়ে কেলিয়া আসি

— ষাহাতে সেই অবস্থায় শিশু অনাহাবে মারা যায় বা কোন ব

জক্ত থাবা নিজত হয়।

ঘটনাক্রমে সেই দিনই সেই রাথালের একমাত্র ছেলে মারা বায় তাহার স্ত্রী পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া সেই জীবন্ত শিশুটি তাহায় দিবার জন্ম বিশেষ অমুনয়-বিনয় করে; আর অমুরোধ করে ইহা পরিবর্ত্তে তাহার মৃত সম্ভানকে পাহাছে ফেলিয়া আসিতে, তাঃ হইলে এই পরিবর্ত্তনের কথা কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। ২০: ভগবৎ-কুপায় ও কপালের জোরে রাজার নাতি বাঁচিয়া বহিল।

এই শিত সম্ভানের নাম কৃষ্ণ (Cryus)। তিনি নিজেনে রাখালের ছেলে বলিয়া জানিতেন। ইনি দেখিতে অতি স্কুলী, স্ক্রেও বলিষ্ঠ ছিলেন; বাল্যকালেই রাখালের ছেলেরা তাঁহাকে নিজেনে রাজা বলিয়া মানিয়া লইল। এক দিন ঘটনাক্রমে কৃষ্ণ বাজ অন্তিয়া মানিয়া লইল। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তি: অত্যক্ত বিশ্বিত হইলেন। কে এই কিশোর বালক ? দািছিচ আত্যক্ত বিশ্বিত হইলেন। কে এই কিশোর বালক ? দািছিচ আত্যক্ত বিশ্বিত হইলেন। কে এই কিশোর বালক ? দািছিচ আত্যক্ত বিশ্বিত হইলেন। কে

এই কিশোর বালকের আকুতি তাঁহার মন সন্দেহাকুল করিয় তুলিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া বত দ্ব জানিতে পাধিলেন, তাহাতে তাঁর মনে হইল, এই তক্ষণ যুবক তাঁর মেয়ের ছেলে ছাল্ল আর কেহ নহে। তথন সেই রাজা কি করিলেন জান ? চরণাগস তাঁহার আদেশ মত এই যুবককে শৈশব অবস্থায় নিহত করেনাই — এই অপরাধের শাস্তিশ্বকণ সেই নিষ্ঠুব রাজা তার ক্রিয়পুত্রকে নারিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন।

হরপাগদ তাঁর পুত্রহতাার কথা ভোলেন নাই—তিনি অইনিশ এই পুত্রহতার প্রতিশোধ লইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কি উপায়ে অন্তিয়গেদকে দিংহাসনচ্যত করিয়া কুরুষকে রাজা করিবেন, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ও স্থথোগ খুঁছিতে লাগিলেন।

কুষ্ণৰ বড় হইলে ভাহাকে তাহার সত্য পরিচয় দিয়া নিজের মতলব থুলিয়া বলিলেন। ইহা তানিয়া কুষ্ণৰ মহা উত্তেজিত ১ইয়া পাছিলেন ও সানন্দে সেই নিষ্ঠ্র রাজার বিক্লে বড়যায়ে যোগদান ক্রিলেন।

রাজা অভিয়গেদের কাছে সংবাদ গেল, কুক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে বড়ার কবিতেছে। এই সংগাদে রাজা জুল্ব হুইয়া উঠিলেন, বর্ধ পৃথের দেখা স্থানের কথা তাঁর মনে অহনিশ ভাগ্রত ছিল। তিনি হরপাগ্রেকে সেনাপতি করিয়া কুক্ষকে দমন করিবার ভক্ত কারিলেন। হরপাগ্র তার পুত্রহত্যার প্রতিশোধের হক্ত বার্ত্র ছিলেন, ভগবানের কুপায় স্থাবার্গ মিলিয়া গেল। তিনি অধীন্ত্র গৈল করিয়া অভিয়গেদের আদেশ মত কুক্ষবের বিরুদ্ধে বুদ্ধ না করিয়া কুক্সবের মহিত বোগদান করিলেন। ইহার কলে কুম্ববেণ নিজের সৈক্ত ছাড়া মাভামহের সেনা তাঁহার অধীনে অসিয়া পড়িল।

যুদ্ধ অভিয়গেস পরাঞ্চিত হইলেন এবং কুঞ্চথ তাঁহার স্থলে দেশের রাজা হইলেন। তিনি তাঁহার মাতামহের মত নির্দ্ধ ক্ষণ হিলেন না। তাঁর শৈশব অবস্থায় মারিবার চেটার প্রতিশোধ স্ইলেন না প্রস্ক, তাঁকে অক্ষত শ্রীরে রাজ অভিথিরণে বংথাচিত সন্ধান ও স্বাধ্বের সহিত রাজসভায় স্থান দিসেন। এইরপে নিজেকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার পব নৃতন নৃতন দিশ জয় করিবার বাদনা করিলেন। প্রথমে তিনি লিভিয়াব বাজা ক্রীদাদকে পবাজিত করেন—ইগার ইতিহাদ পূর্কে ভনিগাছ (বন্ধমতী, ভাজ ১৩৫২)। অবশেষে তিনি দমুদ্ধিশালী বিশাল বাবিজন নগরী জয় কবিতে প্রশ্নমর হইলেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই স্থান বাবিজন নাম খ্যাত ছিল। এই সময় এই রাজ্য অত্যম্ভ প্রদিদ্ধ ও জজেয় বলিয়া লোকেব ধারণা ছিল—এই স্থবক্ষিত নগরী কেইই জয় করিতে সমর্থ হইবে না।

বাবিদন নগরী বর্গন্ধেত্রের মত নির্মিত; চাবি দিকে প্রায় ৬০ মাইল দীর্ষ প্রাচীরে জ্বাবদ্ধ। এই বিস্তৃত প্রাচীরের উপরে রাস্তা ছিল। তাহার বাহিরে পরিথা। নগরীব মধ্য দিয়া ইউফেটিস নদী প্রবাহিত—এই নদী দারা বাবিদন ছই সমান ভাগে বিভক্ত ছিল। দমস্ত পথ সরল রেখাব মত ছিল; বে সব স্থলে নদীব সহিত এই সব পথ মিলিত হইয়াছিল, তথাস পিত্তলনিমিত বড বড় তোরণদ্বাব ছিল; এই সব দাব দৃঢভাবে বন্ধ কবা ধাইত। নদীর উভ্য পার্শ্ব দিল. প্রাচীব দারা বেষ্টিত ছিল।

নগবেদ মদাস্থলে রাজপ্রাসাদ; সেই রাজপ্রাসাদ অসংখ্য স্থন্দব 'টাওয়াবে' শোভিত হইয়া চানি দিকেব প্রাচীনেব উপর মাথা থাড়া কবিয়া গবিত ভাবে বিরাজমান ছিল। নাবিসনের সৈন্য শক্ষিক্ষর সাহিত যুদ্ধ কবিবান জন্ম নগরীর বাহিবে আসিলে কুরুষ সামুখ্যুদ্ধে ভাহাদের প্রান্ত কবিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট বাবিলোনীয় দৈক্ম নগবে প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়া হুর্গছার বন্ধ করিল। দৃঢ়বন্ধ খান, বিস্তৃত পরিখা ও বিশাল প্রাকাব খারা স্কর্মিত নগরী কি কবিয়া জ্য করিবন, পারক্ষরাজ কুরুষ ভাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেক ভাণিয়া, চিন্তিয়া এক অসমসাহসিক মতলব ঠিক কবিলেন।
নগবের মধ্য দিবা প্রবাহিত নদীর স্রোত বাঁধিয়া যদি নদীগর্ভ শুক্ত করা যায়, তাহা হইলে জলশৃষ্ঠ নদীগর্ভ দিয়া তাহার সৈক্তমল নগবে প্রবেশ কবিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কি উপায়ে এই মতলব কালে পরিণত কবিতে পারিবেন ?

নগবের বহির্ভাগে নদীতীরে একটি প্রকাশ জলাধার ছিল, ইহাতে বজার সময়ের অতিরিক্ত জল ধরিয়া রাখা হইত। এই জলাধারের শ্লুইস গেট খোলা হইলে নদীর জল নগবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত না ইইয়া এই জলাধারে প্রবেশ করিত। নিশাকালে কুরুষ সেই শ্রুস গেটের দরজা থুলিয়া দিলেন; জল নদীগর্ভ দিয়া প্রবাহিত না ইইয়া সেই জলাধারে সঞ্চিত হইতে লাগিল। শীল্পই জল কমিয়া গিয়া সামান্ত শ্রোভের আকারে বহিতে লাগিল।

নগরের তুই প্রান্তে যে স্থলে নদী নগরে প্রবেশ করিতেছে ও যে স্থলে নদী নগর হইতে বহির্গত হইতেছে, এই উভয় স্থলে কুরুব দৈয় প্রাণন করিয়াছিলেন। নদীগর্ভ শুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দিব হইতে পাবক্ত-দৈক্তদল নদীগর্ভ দিয়া যাত্রা করিয়া যে সব স্থানে নগবের বাস্তা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই সব স্থানে আসিয়া পৌছিল। বাবিলনের কেইই স্থপ্নেও ভাবে নাই, এইরূপে নদীর জল তকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে—কাজেই নদীর পিত্তলনিন্মিত ভোবণন্নার কেই বন্ধ করে নাই; উহা উগ্লুক্ত ছিল। পারক্ত-দৈক্তদল দেই উগ্লুক্ত ভোরণন্নার দিয়া অভর্কিত ভাবে নগবে প্রবেশ করিয়া বাবিলন আক্রমণ করিল। যাহাকে সন্মুধে পাইল, ভাহাকে নিহত করিতে লাগিল

অকমাৎ নৈশ আক্রমণের জক্ম বাবিলনের সৈতা প্রস্তুত ছিল নাঃ তাহারা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তনতিবিলন্দে সমন্ধ্র নগর পাবক্ত সৈক্ষের অধিকাবে আসিল। কিন্তু বাবিলন নগরী এত বিশাল ছিল যে বালিলনেব অধিকাশ অধিবাসী জানিতে পাবে নাই যে, শক্ত তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা সারা বাভ এই বিপদ সম্বন্ধ অজ্ঞাত থাকিয়া নাচগানে ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিল।

এই ভাবে তংকালীন প্রসিদ্ধ বাবিলন নগরীর প্রন ছইল এবং কুক্য পুন্নায় বিজয়ী হইলেন। এই ভাবে বিশাল পাবভ সাম্রাজ্যের প্রন হইল।

# বিষ্ণুগুপ্ত

<u>শীরবিনর্ত্তক</u>

25

মুগামন্ত্রী শকটালের নিমন্ত্রণে মহামতি বিকৃত্তপ্ত মন্ত্রীর গৃহত্ব অতিথি হলেন। সেই রাতেই চন্দ্রগুপ্ত আব শকটাল একসম্পে পরামর্শ করনেন—'মনীবী ঢাণক্যকে বখন সহার পাওরা পেছে, আর বরকচি যখন বোগনন্দের সহায় নেই, তখন আমানের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেরী লাগবে না—তথু একটু অপেকা করতে হবে— বাতে কোটলা বোগনন্দের উপর চটেন। অক্স নন্দেরা ত গাড়ল, এ তাদের টিপে মারা েশী শক্ত হবে না। কিছু বোগনন্দ ত আসলে পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত। তাই তাকে মারতে হলে চাণক্য ছাড়া আর কেউ পেরে উঠবেন না।

প্রামর্শ করে পরের দিন সকালে ছ'জনে চাশকোর কাছে নিজের নিজের জীবনের অভ্যাচারের কাহিনী থুলে বললেন। ভার পর ভার পা ছুঁয়ে প্রার্থনা জানালেন—'দেব! আপনি সহার হোন্—ভা হলে নন্দরাক্তা উৎসর দেওয়া যায়'।

চাণক্য সব শুনে হাস্লেন, ছুর্বোধ্য হাসি। তার পর ধীরে বীরে বললেন— মন্ত্রিবর শকটাল! বংস চন্দ্রগুপ্ত! আমি অসুরব্ধক শুক্রাচার্য্য আর দেবগুরু বৃহস্পতি ছ'জনকেই আমার রাজনীতির গুরু বলে মানি। তাই আমি তথু দৈব বা তথু পুরুষকাবের উপর নির্জন কবে কোনও কাজে এগুই না।

শক্টাল চাণক্যের মূখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠ, লেন—'প্রভৃ! চন্দ্রগুপ্তের বাপ মোর্য্য ছিলেন এ রাজ্যের প্রধান দেনাপতি! কারাগারে কি ভাবে তাঁর মরণ ঘটেছে, তা দেনারা জ্ঞানে না—কান্বার স্থবিধা পায়নি এ পর্যন্ত—ভিনি রোগে মারা গেছেন, এই তারা জ্ঞানে। আসল কথা তাদের কাছে প্রকাশ পেলে তারা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ হয়ে নন্দরাঞ্চাদের বিক্লছে বিদ্রোহ করতে ইতন্ততঃ করবে না'।

চাণক্যের মুখে তেমনি হাসি— থ্ব আন্তে বসলেন— 'থ্ব ভাল। একটা ধাপ গাঁধা হ'ল। এবার ধবরটা রাট্র করবার ভার আপনি নিন। চক্রকেগুকে এ কার্যটা দেওয়া চলবে না—হয়ত সেনাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পাবে রাজ্যের লোভে আন্ত এ কণাটা মিছে ক'রে বটাচ্ছে—এত দিন কিছু বলেনি কেন? আপনি বললে—এখান মন্ত্রীর কথার সকলেই বিশাস করবে'।

শক্টাল মাধা নীচু করে বললেন—'প্রাভূ। আপনার আদেশ বাধার পেতে নিলুম। কিন্ত—এ কাজে কিছু সময় লাগবে— এক দিনে ত ঢেড়া পেটান বাবে না—তাহলে ত বিক্রোহের অপরাধে এখনই বলী হতে হবে'।

চাৰক্য—'কত সময় চাই' ?

**"क**होन-'मात्र जित्नक'।

্রিচাশক্য—'তাই হোক্। এর মধ্যে চক্তগুকে আর একটা কাজের ি**ভার** দিতে চাই'।

চাৰক্য—'দেকেন্দরের নাম ওনেছ মন্ত্রিবর' ?

**नक**ंगिल—'मिश्रिक्यो मिद्यन्तर' ?

চাণক্য—'হাঁ, দিখিজয়া নেকেন্দর। তবু তাঁরই কাছে হেরে বাওয়া পুক্রাজের কাছে তিনিই আবার পাল্টা হেরে গিয়েছেন'!

্ব শক্টাল্ ও চন্দ্রগুপ্ত দম বন্ধ ক'রে একসঙ্গে বল্লেন—'কি বুৰুল্ছেন, প্রস্থা আপনি! দিখিজরী সেকেন্দরের হার! এ যে বিশ্বসন্তব কথা! তবে কি ভারত জয় তিনি করতে পারবেন না'?

চাপক্যের মুখে আবার সেই হাসি । ধীরে ধীরে বল্লেন—'না— ভারত-অরের গোরব তাঁর ললাটে বিধাতা লেখেন নি । তিন বছর ভারতো তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে আমার ভক্ত শিহা পুরুরান্ধ তাঁর হাতে বন্দী ইলেন—আমি তথন তপাতার ! আর থাক্লেই বা কি হ'ত—অক্ষের সেকেন্দরের কাছে অরবলী পুরু কি করবে! তবু যথন যবন-সেনারা তক্ষশিলার সিংহকে শেকলে বেঁধে সেকেন্দরের সাম্নে এনে হাজির করলে, তথন প্রাণের ভরে পুরুর একগাছা চুলও একবার কাঁপেনি— বিজয়ী সেকেন্দরের কাছে মাধা সে একটুও নোরারনি'!

শকটাল ও চক্রপ্তর—'তার পর'—!

চাণকা—'সেকেশব সে বীরমূর্ত্তির পানে তাকাতেই বীরের জ্বদরে বোধ হর দোলা দিলে। বন্দীর উদ্বত ভাব দেখে বিরক্ত না হ'রে কর্মনাই। বীর সেকেশর জিল্ডাসা করলেন পুক্কে—'বীর! পুক্রাক্ত! আপনি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেন'? তার উদ্ভবে পুক্রাক্ত কি বলেছিল জানো—বংলছিল—আহা! আফ জিন বছর বাদে এ কথা বল্তেও আমার বুকথানা গর্মের কুলে উঠছে।—শৃথলে আবদ্ধ রাজসিংহ গর্মের উঠছিল—'বীর আপনি! আমিও কাপুক্তব নই। রাজার কাছে রাজা রে ব্যবহার পেতে পারে, ঠিক সেই ব্যবহারই আপনার বাছে পেতে চাই'!

চক্রগুরে হাত গুখানা মুঠো হ'রে উঠেছে ওন্তে ওন্তে—নিশাস পড়ছে কি না সন্দেহ। চাণকা স্নেছের সঙ্গে তার মাধার হাত দিয়ে বললেন—'ক্ষেক্ষর—বীর সেকেন্দর—বিশ্ববিজয়ী জনগণের অন্তরজয়ী সেকেন্দর তখন নিজেব সিংহাসন ছেড়ে উঠে নিজেব হাতে পুরুব হাতের পারের বাঁথন খুলে দিয়ে টেনে বসালেন পুরুরালকে নিজেব সিংহাসনের আধ্যানা জারগায়—নিজেব পালে। পুরুরাল বেমন হেরেও জিতেছিল, সেকেন্দর তেম্নি জিতেও হেরে বেতে বেতে হার সাম্লে নিলেন কোন বক্ষে'। চন্দ্রকথের মূথে কথা ফুটলো—'বক্ত, বীর ছ'জন—ধক্ত পুরুরাত। বক্ত সেকেন্দর'।

চাণক্য--ধক্সবাদ পরে দিও। এখনও পুরুরাজ শ্ব্যাগত-আমি তার লয়চক্র বিচার ক'রে যত দূব দেখছি—দে আর উঠ্বে না—যুদ্ধ সে আঘাত পেরেছে সাজ্যাতিক। দীর্ঘ দিন সে মরণের সঙ্গে যুক্তে, তবে তার শেষও আসর। তবু এই বীরের মৃত্যুশয্যাব পাশ থেকে সেকেন্দর চলে যেতে পারছেন না—অক্ত দেশের বিজয়-যাত্রায়। সেকেন্দর এখনও তক্ষশিলায়—পুকরাজের অভিথি! ভারতের চুটাস্ত গ্রম সইতে পারছে না—তাঁর সেনারা! তারা জিদ ধরেছে—একট ঠাণ্ডা দেশে ঘুরে আসতে। সেকেন্দর তাদের খুসী করতে অচিবে ভারত ছেড়ে যাবেন। তবে তিনি যে ভেবেছেন—ভাবার ফিরে আস্বেন ভারত অধিকার করতে—সে তাঁর তুঃস্বপ্ন—সে স্বপ্ন তাঁর আর কোন দিনও পূর্ণ হবে না। তার উচ্ছু-খলতা—তার পাপের ফল ফলবার সময় হয়েছে। আমি দিব্যচকে দেখ্ছি—সেকেন্দর ভারত ছেডে যাবেন—আর ভারতে ফিরে আসবার স্থবিধা পাবেন না—তিনি এবার ভারতের বাইরে পা দিলেই ইহলোক থেকে বিদায় নেকে। তাই বলি, চক্রগুপ্ত! তুমি একবার যাও, সেকেন্সরকে তোমার কাহিনী শুনিয়ে সাহায্য চাও গে—বাবার আগে বদি ভিনি কিছু লোকবল দিয়ে ভোমায় সাহায্য করেন'।

চন্দ্রগুপ্ত—'দেব! আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, আপনিই বলুন না কেন—আমি কি সেকেশ্বরের সাহাব্য পাবার সৌভাগ্য লাভ করব'?

চাণত্য কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে বল্লেন—'সন্থব—নর। তবু তোমাকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে বলি। কেবল দৈবকে আঁকড়ে ব'সে থাকা—কোষ্টাতে ফল বলা নেই ব'লে চুপ ক'রে থাকা—এ জামার মত নর'।

চক্রভণ্ড—'তাঁকে না পাই—পুরুরাজের মত বীরের সাহায্য পাব কি'?

চাণক্য—'না বৎস! পুকরাজের জীবন শেব হ'তে আর কয়েক
দিন মাত্র বাকি! এই বীর শেব নিশাস ছাড়লেই সেকেশ্বরও ভারতের
মাটি হ'তে পাট ওঠাবেন—তিনি ভাবছেন আপাততঃ এ বছরটাব মত
বিদায় নেবেন—আসছে বছর শীতকালে পুরু ত থাক্বেন না—
নিক্ষটকে ভারতের সদর দরজা দিয়ে চুকে পড়বেন। কিছ আমি
দেখছি তা নয়—বিধাতা তাঁকে ডাক্বেন লোকাছেরে বেতে—আচরে
তাঁকে সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে—বাবার আগে তিনি ভারতের
সীমান্ত ধ্বংস ক'রে বাবেন—আর সেই পাপে ব্যাবিলনে পৌছেই তাঁবও
দেহাত্ত হবে'।

চন্দ্রকথ-'তবে আমায় যেতে আদেশ করছেন কেন, প্রভূ'?

চাণক্য—'তোমার বাওয়ার বিশেষ প্রবোজন। তুমি ঘোড়ার পিঠে যাও। রোজ বেথানে সন্ধ্যা হবে সেখানে বিশ্রাম করবে। সকালে উঠে নন্দরাজনের অভ্যাচার-কাহিনী শুনিয়ে দেশবাসীকে এক হ'তে বলবে—জারও বলবে যে 'হ'মাস বাদে জমি আপনাদের সাহাব্য নিতে আসব তখন বেন বিক্ষস হ'য়ে না ফিরছে হয়'। অবশ্য মগধের মধ্যে এটা কোরো না—তা হ'লে চরের মুখে খবর পেয়ে ডোমার মাখা কেটে নেবে নবনন্দ। নন্দরাজ্যের এলাকার বাইরে গিয়ে এই প্রচারকার্য জারত কর। একশ' দিন ভোয়ার সময় দিশুম

এর মধ্যে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত ঘূরে এস। বন্ধি সেকেন্দরের দেখা পাও—ভালই; নরত সাথা ভারতে ঘূরে ঘূরে প্রচাব কথা ত হবে। সে একটা মন্ত বন্ধ কারণ!

চন্দ্রগুত্ত- আপনার আদেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কিন্তু আমার মুখের কথায় কি সারা ভারতের লোক বিশ্বাস করবে'।

চাণক্য—'তোমার কপালে ভারতের রাজদণ্ডের ছাপ বিঁধাতা নিজের হাতে এঁকে দিয়েছেন—আমি স্পষ্ট দেখ্তে পাছি; তোমার এই মুখ সারা ভারতের উৎপীড়িত জনগণের মনে আশার সঞ্চার করবে—তোমাইই মধ্যে খুঁজে পাবে তারা তাদের ভাবী নেতাকে—অবিস্করাদী পথ-প্রদর্শককে। তোমার বাবা আর একশ' ভাই এর নিষ্ঠ্ ব হত্যার কাহিনী—মন্ত্রী শকটালের ছেলেদের শোচনীয় হত্যার কথা—অলস্ত ভাবায় লোকেদের কাছে প্রকাশ করবে—তারা বিশাস করবে তোমার কথা—তারা শপথ করবে তোমার সাহায্য করতে—তারা তোমার সঙ্গে মিলতে বাধ্য হবে—এ ত কোন বিধিলিপি নয়—এ বে দৈব-পুক্ষকারের মিলন—এর অসাধ্য কিছু নেই—

বলতে বলতে চাণক্যের দীর্ঘ দেহ যেন আরও দীর্ঘায়ত হ'য়ে উঠল। কি যেন এক অপার্থিব তেজে নরন হটি তাঁর বসতে লাগল। মূথে প্রকাশ পেল দিব্য দীপ্তি। সে দিকে তাকিয়ে থাক্তে না পেরে শকটাল ও চক্রওপ্ত হাঁটু গেড়ে ব'লে পড়লেন জ্বোড় হাতে। তাঁদের ছ'জনের মাথায় ছই হাত রেখে সমাধিত্ব মহাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে বইলেন চাণক্য। কতক্ষণ যে কেটে গেল এই ভাবে কাক্বই সাড়া ছিল না। তার পর চাণক্য আবার প্রকৃতিস্থ হ'রে বললেন-"বংস, চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কালই রওনা হও। কাল অভি উত্তম দিন, আমি তোমার লগ্নভঙ্কি, রবিভঙ্কি, চশ্রভঙ্কি, ভারাভঙ্কি দেখে ঠিক ৰবেছি। কালই ভোমার অয়ধাতার স্থক হবে। ভবে মনে রেখো काल (थरक এकन' मिन वाम मिरा अकन' अक मिरान मिन आमि ভোমার প্রতীক্ষায় থাক্ব। যদি ঐ দিন স্থ্যান্তের পূর্বে ফিরতে না পার, চাণক্যের সাহায্য তুমি আর পাবে না। মন্ত্রিবর! তোমার প্রচারকার্য্য আরম্ভ করবে<del>- আ</del>র ভিন দিন পরে। তোমার শম্ম তিন মাস—তিন মাস বাদে পরীকা কর্ব-সেনারা ভোমার কথায় বিখাস ক'রে ক্রেগুগুকে সাহায্য করতে রাজি कि ना ।

শক্টাল ও চক্রগুপ্ত চাণক্যের পায়ের ধুলো নিলেন।

চাণক্য আর একবার চক্রগুপ্তের মাথার হাত দিয়ে বললেন— 'ব্বল! 'ব্বল' বলছি ব'লে চ'টো না—এ আমার আদরেব ডাক'!

চন্দ্রগুপ্ত তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—'প্রভূ! চিরদিন যেন অপনার এই আদরের 'বুহল' ডাকই শুনতে পাই'।

চাণক্য—'বৃষণ' কুমুমপুরের পাঁচ ক্রোল উত্তর-পশ্চিমে ছোট একটি গ্রামে আমার সধা ইন্দুর্শগা এক। বাস করেন। বাবার সময় তাঁকে ব'লে যেও—'বিফুগুপ্ত আপনাকে শ্বরণ করেছেন'।

চন্দ্ৰভণ্ড — 'ৰথা আজ্ঞা, প্ৰভূ'! দে দিনের মত মন্ত্ৰণা শেব হ'ল।

क्रमण:



[ভালোবাসা] মনোজিৎ বস্থ

পৃথিবীতে এমন অনেক গল আছে, যা তৈরী করা গলেই কৈয়ে অনেক বেশি সুক্ষর, বেশি মধুর। সেই সব গল,
নিছক গপ্প নয়, সত্যিকায়ের ঘটনা থেকেই তার কটি। তাই তার ফান্
মূল্য অনেক।

ভোমরা হয়তো জানো, এদেশের হিন্দু-সম্প্রাণারের মধ্যে একটা রীতি আছে বে, পিতার অবর্তমানে তাঁর ছেলেরাই তাঁর সম্পত্তি সমান অংশে পার। বড় ছেলে বড় ব'লে বেশি পাবে আর ছোট ছেলে ছোট ব'লে কম পাবে, এমনটা হয় না। আইনও তাই। কিছা এই সম্পত্তির অংশ নিয়ে একবার ভারি একটা মজার ব্যাপার বটেছিল, সেই গল্পই তোমাদের বলছি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম ওনেছ তে। ? বাঙ্গা সাহিত্যের উন্নতির মূলে বাঁরা এদেশে সংসাহিত্যের স্থাষ্ট ক'রে সেছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই এক জন। বহু ভালো ভালো প্রবন্ধ রচনা ক'রে এক দিকে তিনি বেমন খ্যাভিলাভ করে গেছেন, অক্ত দিকে ভেমনি আবার বাঙ্গা-সাহিত্যকে পরিপুটও করেছেন তিনি। তাঁর কাছে আমাদের সাহিত্য বিশেষ ভাবে ঋণী।

সেই ভূদেব বাবু প্রথম জীবনে দরিক্ত ইছুল-মাষ্টার ছিলেন। বিশ্ব শেষ-জীবনে অগাধ সম্পত্তি রেখে যান তাঁর ছই ছেলের জয়ে। তাঁর ছই ছেলের জয়ে। তাঁর ছই ছেলের জয়ে। তাঁর ছই ছেলের জয়ে। তাঁর ভাবে ভালোবাসতেন। ছ-ভাইয়ের এই সম্প্রীতির কথা ভূদেব বাবু জানতেন। আর একথাও জানতেন যে, তাঁর অবর্ত মানে তারা ভাইরে ভাইরে সম্পত্তি নিয়ে বগড়ার্মাটি করবে না।

তবু তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁব সম্পত্তি হুই ছেলের মধ্যে ভাগ ক'বে দিয়ে গোলন! তাঁব হুথানি বাড়ী ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল চুঁচুড়ার হুগলী নদীর তীরে! সেই বাড়িখানিই ছিল সব দিক্ থেকে সুন্দর আর ভালো। তিনি সেখানি ছোট ছেলেকে দিয়ে গেলেন।

উইল প'ড়ে ছোট ছেলে চল্লো বড় ভাইয়ের কাছে। গিরে বল্ল—'এ কি ক'রে হয় ? তুমি হ'ছে বাবার বড় ছেলে—ভালো বাড়িখানি ভোমারই হওয়া উচিত।'

বড় ভাই গোবিশদদেব সে কথা শুনে একটু হাসলেন। হেসে
বল্লেন—'না ভাই, বাবাকে ব'লে ও-বাড়িখানি আমি তোমার করেই
রেখেছি। আব তাছাড়া এই তো ঠিক হরেছে। আমি তোমার
চেরে বরুসে সাভ বছরের বড়ো। এই সাভ বছরে আমি বাবার বে
স্নেহ পেরেছি, সে-কথা একবার ভাব তো? তার কি কোনো দাম
নেই ? এক দিকে সাভ বছরের সেই পিড়ুল্লেহ আর অন্ত দিকে বী
বাড়ি রেখে ভুলনা করে দেখ তো, ভক্তনে কোন্টা ভারি—কে বেশি
কিতেছে?'

## নরসুন্দর সভাসুন্দর কথা শ্রীপ্রভাতবিরণ বহু

সে-কালেব এক গল শোনো, আমরা যা ছোটবেলার ভনেছিলাম।

এক নাপিত আর এক ধোপাতে ভয়ানক বন্ধুত্ব ছিল। নাপিত বোপার বাড়ীর সকলের চূল-দাড়ী কামিয়ে দিত, আর ধোপা কেচে ক্ষিত নাপিতের বাড়ীর সমস্ত কাপড়-চোপড়।

ু একবার এক বিদেশী নাপিত এদে গ্রামে কারবার স্কন্ধ করলো; গাঁরের নাপিতের কাছে আর কেউ আসে না, বিদেশী না কি বেশী আরাম দের, চুল কাটবার পর গা-হাত-পা টিপে দের, প্রসাও

এক দিন লেগে গেল ছ'জনে খুব ঝগড়া, বিদেশীর গায়ে জোর বৈশী, সে বাঙালী নাপিতকে বেশ মার লাগালো।

এ গিয়ে তার ধোপা বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এলো।

বোপা বল্লে, ওর সঙ্গে ত ভাই ক্লোরে পারব না, এক বার ঠ্যাং ছটো ধরতে পারলে আছাড় দিতে পারি। কত ভারী ভারী সতরক্ষি রাশার ওপর তুলে আছড়াই, তার চেয়ে কি আর এ ভারী হবে?

এখন ওকে ফেলা যায় কি ক'রে?

ভার গায়ে অনেক জোম, কাজেই গুই বন্ধুকে পেছনে দেখে সে অকটুও ভড়কালো না।

হঠাং ফিরে দেখাতে গিরে নাপিত তাকে মেরেছে এক ল্যাং, বিদেশী 'ছাজাম' আছাড় ধেয়ে পড়েছে।

ওঠ্বার আগেই ধোপা তার পা হ'টো ব্যাক ক'বে ধরে ফেলেছে, ধবে ফেলেই এক হাাচকা টানে মাথার ওপর, তার পরেই এক আছাড়, 'বোলি আছাড়' বাকে বলে!

দম নেবার আগেই আবার তুলে আবার আছাড়।

তিন আছাড়ের পর তার আর আওয়ান্ত নেই, চোখ বুজে তরে বইলো। এরা থানিক ঘূরে এসে দেখে, তথু পালায়নি—দেশ ছেডে পালিয়েছে, কারণ তার ঘরেও কোনো জিনিব নেই।

দিন কতক বাদে হুই বন্ধু দেশভ্রমণে বেরোল।

এক দেশে গিরে শুন্লে, সে দেশের রাজা ব্রাহ্মণ-বিদায় করছেন
—প্রতি ব্রাহ্মণকে সোনার ঘড়া, রূপোর বাসন, আর গরদের কাপড়
দিরে। এরা ছ'জনে লোভে লোভে ছটো পৈতে যোগাড় ক'রে গলায়
বুলিয়ে কাথে এক চাদর নিরে গজীর ভাবে সেই সভায় চুকে পড়লো।

সভা ভ'রে যেতেই তথন সদর দরজা বন্ধ হ'রে গেল। মন্ত্রী উঠে পাঁড়িয়ে করবোড়ে বল্লেন— আপনারা সকলেই সং-আহ্বান, আমি সানি। তবু দান নেবার আগে আমার কানে একবার গায়ত্রী মন্ত্রটা শুনিরে দেবেন আস্তে আস্তে।

ও-দিকে এরা হ'জন ভারী মুস্থিলে পড়লো। গায়ত্রী মন্ত্র ত' কানে না, বলবে কি ? এখন পালাবারও উপায় নেই, দরকা বন্ধ। জাসল ব্যাপার টের পেয়ে গেলে রাজার লোক ধ'রে মার লাগাবে।

ধোপারই ভর হল বেশী, সে বোকা মামুব। ধূর্ত নাপিত বল্লে, ভূই চুপ ক'রে বোস্ না, আমি মাথার একটা মত্লব ভাজছি।

ক্ষমে ওবের বধন পালা এলো, ওরা উঠ,লো। চল্লো হেলে-ছলে বেন কড রড় পণ্ডিত ক্লাক্স। কাছাকাছি গিরে নাপিত মন্ত্রীকে বল্লে তুমি কি একটা কথা তথন বল্ছিলে বাপু, দুরে বসেছিলাম, ওন্তে পাইনি। কি কথাটি গ

মন্ত্রী সবিনয়ে বশ্লেন, বল ছিলুম প্রভূ, গায়ত্রী মন্ত্রটা আমায় কানে কানে শুনিয়ে দানটা গ্রহণ করুন !

নাপিত তথন চোখ পাকিয়ে কপট রাগ দেখিয়ে বল্লে, কী । এত বড় স্পর্কা। বেদমাণ। গায়ত্রীকে বিক্রয় করব ?

মন্ত্রী মুখড়ে গিয়ে বল্লেন—বিক্রেয় বল্ছেন কেন ?

বিক্রব নর ? তোমাকে শুনিয়ে দান গ্রহণ করার অর্থ ই হচ্ছে গায়ত্তী মাতাকে বিক্রয় করা। সে আমরা করতে পারব না। রইলো শোমার দান। আমরা চ'লে হাচ্ছি, ম্বার থুলে দাও। আর যাবার আগে পৈতে ছিড়ে অভিশাপ দিরে যাই যে—

কথা আর শেষ করতে হ'ল না, মন্ত্রা তার পা চেপে ধরদেন, রাজা তনে ছুটে এলেন, পাত্র-মিত্র-অমাত্য তটস্থ,—ক্ষা করুন ক্যা কল্পন—সকলেরই মুখে।

ফলে যা পাবার তা'ত পেলেই, অধিক ৰ আরো অনেক জিনিষ পেলে। তথন টিকি নাড়তে নাড়তে বগল বাজাতে বাজাতে তারা দেশে ফিবে গেল।

## ঝড়ের রাতের পাড়ি শ্রীগদা রাষচৌধুরী

কলকল কোয়াধের খলখল হাস্ত— গরক্তন খনঘোর, বিত্যুৎ-লাগু---তাই কি রে মনে তোর ছোওয়া লাগে শঙ্কার। চঞ্ল মন তাই, ছলছল চোথ কি, জ্বত্বর বুক ভোর ঝরে আঁথি শোক কি— জাগুক না ঝঞ্ঝায় যত জোর ঝকার। **টিলে** ভরী ঠকবি যে আজ হলে ভুল রে, ডবিস্না, চলনামা এ গাঙের কৃষ বে নিবি খুঁজে কাণ্ডারী পণ কর ভাই আজ, खती कार्प शत्रथत नामिरत पर भागहा, দ্বিয়ায় জাগে ঢেউ ধর ক্ষে হালটা, নয় আর ক্রন্দন আৰু তুধু চাই কাজ। পশ্চাৎ ভাকানোর ৰুগ সব মিথ্যে— বন্দর মিলবেই ভরগা নে চিত্তে মন খুলে গেয়ে চল জীবনের জয়গান। যত হবে পথ খেব রবে না এ ঝঞ্চা লভ্ৰিব পারাবার, বল ভুই, পণ যা°

শভিষৰ পারাবার, বল তুই, পণ যা'
রাথবাই নর ভয়, ভয়ই যে রে শয়ভান।
আশীষ যে আঁথিজলে সব চোঝে নাম্ছে—
হলো জয় আজ ভোর, ঝড় বুঝি থাম্ছে—
দৃঢ় ভোর মন ভাই হার মানে কলা।
নয় আর ভয় শোক উৎসব আজ যে
ভংকায় হঃসাহ্নীর জয় বাজছে
ছ সিয়ার কাণ্ডারী, রেখেছিলু পণ যা'।

## **হীনম**শুত। শ্রীচিত্রপথ

Ø

্রবার প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে হীনমক্ততার আধিপত্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

্র আগে আমরা দেখেছি, প্রথম শৈশবে যে ভাবে ছেলেমেরেরা গড়ে ওঠে তারই প্রভাবটা তার পরবর্তী জীবনটাকে কি
ভাবে নির্মেত করে। প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার।
সমাজের সাধারণ নর-নারীর প্রত্যেকের জীবনেরই সর্বপ্রধান অংশ
হচ্ছে তাদের বিবাহিত জীবন। এই জীবন নিরেই সে সমাজকে
পরিপুই করে—সামাজিক শৃষ্থলাকে বক্ষা করে। কাজেই এই
বিবাহিত জীবনই যদি মান্তবের ব্যর্থ হয় ভাহলে তার জীবনটাই যে
ব্যর্থ হয়ে গেল, এ কথা নিঃসংশবে বলা চলে। আর যে মান্তবঙলোকে
নিয়ে সমাজ, সেই মান্তবঙলোরই জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে
দেশ সমাজেরই সমহ ক্ষতি।

তাই মাতুৰের ব্যক্তিগত হীনমন্ততা রোগই একটা দেশ ও জাতির ন্ধনাশ করতে পারে। কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি ছেলে যেয়েকে তাদের শৈশব থেকেই যদি ঠিক ভাবে মামুষ করতে পারা যায়, যাতে না কি হানমন্ত্ৰতা রোগ ভাদের কোনো মতেই পেরে বসতে না পারে, ভাহলেই সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হতে পারে। দেশের সর্বান্ধীণ উন্ধতি চাইতে গেলে ছোটো বেলা থেকে তাদেরকে মুহ, সামাজিক জীবনের প্রতি আগ্রহনীল করে তোলবার উপযুক্ত শিকা দেওয়া যেমন দরকার, স্বষ্ঠু বিবাহিত জীবন ও সুস্থ যৌন-জীবন ধাপনের উপযুক্ত শিক্ষাও তেমনি তাদের অভি অগ্ল বয়স থেকেই ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে শেখানো চাই। এই শিক্ষা এমন সহজ্ব ভাবে তাদের দিতে হবে, যাতে তারা প্রম শ্রন্ধার সঙ্গে ভবিষ্যং বিবাহিত জীবনে সুশুমাল এখময় বিবাহিত জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহ পোষণ ক'রতে ক'রতে নিজেকে তার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে বতুবান হয়। অধাং ভারা যেন গোড়া থেকেই এটা বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পাবে যে. <del>খৰ\*গান্তিময় বিবাহিত জীবনটা এক সন্ধ্যার ছ'টো মন্ত্র</del> পড়ার 'ম্যাজিকের' ফ্লেই **করায়ত হবার ন**য়। এটা **দন্তর** মত একটা সাধনা-সাপেক জিনিব।

বিবাহিত জীবনের স্থখান্তির মৃদ্য উৎসই হ'চ্ছে অপ্রিমীম বার্থভাগ। আর আগের পরিচ্ছেদগুলির অলোচনায় একথাটা ধুব স্পষ্ট ভাবেই দেখানো হ'রেচে যে হীনমক্ততা রোগের ম্লে থাকে মার্বের অস্তনিহিত স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। নিজেব মনেব বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মজিরিতা নিয়ে আর যাই সম্বর্ধানির, প্রেমিক বা প্রেমিকা স্বামী বা স্ত্রী হওয়া বায় না। প্রেমের মূল কথাই হচ্চে দান—গ্রহণ নয়। জীবনের সর্ব্বাপেকা প্রিয় ও ঘনির্চ মামুষ্টির হাতে নিজেকে নিঃশেবে দান করবার শক্তিতেই মামুবের বিবাহিত জীবনের সাফ্ল্য সাভ সভব।

সামাজিক জীবনে সাফস্য সাভের বে মূলমন্ত্র, বিবাহিত জীবনে সাফ্স্য সাভেরও সেই একই মূল-মন্ত্র। তথু নিজের কথা নয় অক্তের <sup>হবাত</sup> ননে রাথার শিক্ষাটি উভয় ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। যে মায়ুবের মন সৃষ্ট, নিজের ওপর যার আছা আছে, সাহসের যার অভাব নেই, সেই লোকই কি সামাজিক জীবনে আর কি বিবাহিত ছাবনে উজর ক্ষেত্রেই স্থবী হয়। এই সব স্বস্থ লোক জীবনের কঠোরতাকে দেখে ভয় পোরে জীবনের অকেজো দিক্টার ছুটে পালার না। সে প্রকৃত বাবের মত সহজ ভাবে জীবনের সব-কিছু সমস্থারই সম্মুখীন হয় এবং নিজের দৃটপ্রতিজ্ঞা ও শক্তির বলে নিজেই সেই সব সমস্থার সমাধানে তংপর হয়; অবশেষে বিজয়ীর প্রাপ্য পুরস্কারস্বরূপ সাফস্যমন্তিত স্বস্থ সামাজিক জীবনকে আয়তে পেয়ে নিজেই নিজের পুরস্কার অঞ্জন করে। এদের বন্ধু, সঙ্গী ও প্রতিবেশী থাকে। তাদের সঙ্গে জীবনের পথে চলতে এদের ভাবের গ্রমিল হয় না।

যে-লোক উপরিউক্ত গুণগুলির অধিকারী নয়, প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে সে-লোক কথনই নির্ভরবোগ্য নয়। কিছু বিবাহের ক্ষেত্রে সোধারণত: আমরা এ কথাটা ভেবেই দেখি না। বেছেলে কাজকর্ম ক'রে বোজগারপাতি করছে সাধারণত: তাকেই আমরা স্থপাত্র ব'লে ধ'রে নিই। এই সামাক্ত লক্ষণটিকে বরের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো লক্ষণ ব'লে মনে ক'রে আমরা স্থপাত্রের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণটির দিকে তাকিয়ে দেখতে তুলে যাই। সে লক্ষণটি হ'ছে পাত্রের সমাজক্রিয়তা। ভূলে যাই বে, অসামাজিক সঞ্চার্শমনা লোক কখনও বিবাহের স্থপাত্র হ'তেই পাবে না।

বিবাহের ক্ষেত্রে সমান অধিকার-বোধটা হচ্ছে সধ চেবে বড়ো কথা।
মনে বাখতে হবে, 'রাহুর প্রেমে'র মত সর্বগ্রাসী প্রেম বিবাহিত জীবনের
প.ক সর্বনাশা ব্যাপার। মনে রাখতে হবে যে, বিবাহের ক্ষত্রে
এক জন নর বানারীকে বন্ধন ক'বে স্বামী বা ছা কেউই অপরের ক্রতি
আধিপত্য বিস্তারের অধিকারী হয় না। বিজয়ীর ভঙ্গী নিয়ে ক্রমী
স্বামী বা ছা হওয়া বায় না। সমান অধিকার-বোধের ধারা প্রক্রারের
প্রতি অগ্রসর হয় বে প্রেম, একমাত্র সেই প্রেমই বিবাহিত
জীবনকে সঞ্জা করতে পারে।

এবার দেখা যাক, বিবাহের জন্তে কি ভাবে মাছুবের নিজেকে
প্রস্তুত ক'রে নেওয়া দরকার। একতে যৌন আকর্ষণের সক্ষে সমাজমূথিতার ছক্ষপতন যাতে না হয়, সেই ধরণের শিক্ষা পাওয়াই
ছেলেমেয়ের কীবনে একান্ত দরকার। একথা সকলেই জানেন ডে,
সাধারণতঃ ছেলেরা নারী-সঙ্গীর আদর্শ হিসেবে এবং মেরেরা পুরুষ-সঙ্গীর
আদর্শ হিসেবে ছোটবেলা থেকেই যথাক্রমে মা ও বাপকেই ভালের
কল্পনার পুরোভাগে স্থান দেয়। কাজেই বড় হয়েও বিবাহের ক্ষেত্রে
ছেলেরা বিবাহের জন্তে সেই পাত্রীকেই থোজে—মায়ের সঙ্গে যার মিল
আছে। মেরেরাও সেই ভাবে সেই পাত্রকেই থোজে—বাপের আদর্শের
ছাচে যাকে ডেলা বায়।

কিছু অনেক সংসাবে এমনও ঘটে, যেথানে ছেলের শৈশবে মান্ত্রের
সঙ্গে তার মনের এমন গরমিল ঘটে বার ফলে মান্ত্রের প্রতি
তার একটা বিমুখিতা দেখা দেয়। এই সব ক্ষেত্রে ছেলেরা বড় হ'রে
বিবাহের সময় বেছে বেছে তেমন মেরেকে বাদ দিতেই চাইবে—তার
মান্ত্রের সঙ্গে যে মেরের মিল আছে। এ ক্ষেত্রে সে তার মান্ত্রের উল্টো
প্রকৃতির মেরেকেই বিয়ে ক'রতে চাইবে।

শৈশবে এ অবস্থার ছেলেদের মনের ওপর যে গভীর ছাপটা পড়ে তার প্রভাব এত প্রবল যে, এই সব ছেলে বিয়ের সময় পাত্রী-নির্বাচনে শুধু মারের প্রকৃতিই নয়, মারের চেহারার খুঁটি-নাটি—যেমন জ, চোখ, চুল, দেহের গঠন এবং রঙ, পর্যাস্ত বাদ দিতে চেষ্টা করে। আবার এ-ও দেখা যায় যে, বে-সংসাবে ছেলে ছোটবেলায় দেখেছে বে ভার মারের দাপটে বাড়ীর সবাই সম্মন্ত থাকে, সে-সংসারের ছেলে বড়ো হ'রে বিবাহ জিনিষটাকেই ভর করতে থাকে। এমন কি, মেরেনের সঙ্গে মেলামেশা করা বা প্রেম করার ব্যাপারে পর্বন্ত দেখা বার যে, এই সব ছেলেরা সাধারণতঃ সেই ধরণের মেরেনের দিকেই কোঁকে—যারা নত্র, ধীর, শাস্ত, এমন কি একটু তুর্বল প্রকৃতিরও। আর ছেলেটি যদি আবার মারের মত হয় তাহ'লে বিয়ের পরে সে জীর সঙ্গে কুমাগত কলহ করবে—তার ওপর অক্রায় ভাষিপভ্য বিজ্ঞানের চেটা করবে।

শৈশবে ছেলেদের মধ্যে প্রকৃতিগত যে সব বিশেষ বিশেষ লক্ষণের আভাস দেখতে পাওয়া যায়, বড়ো হ'মে বিবাহ বা প্রেমের ব্যাপারে ভালের সেই সব লক্ষণগুলিকেই আরও স্পষ্ট হ'রে ফুটে উঠ্তে দেখা ৰায়। আশৈশৰ হীনমক্তার রোগী বড়ো হ'য়ে বিবাহিত ও বৌন শ্যাপারে কি রকম আচরণ ক'রবে তাও আগে থেকেই অফুমান করা ৰায়। যে-ছেলে নিজেকে হৰ্মল ও অক্তের তুলনায় উন বলে ভাবৰার অভাস ক'রেচে, সে-ছেলে বৈবাহিক ও যৌন ব্যাপারেও অক্সের ওপর নির্ভর করবার চেষ্টা করবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, এই ধরণের ছেলেরা বিবার মধ্যেও মাকেই থোঁকে। তারা চায় তাদের স্ত্রী তাদেরকে সেই রকম আদর-বত্ন করুক—যে রকম আদর-বত্ন তাদের মায়েদের কাছ থেকে ভারা ছোটবেলার পেয়েছিলো! অর্থাৎ এ ক্লেত্রে স্বামীটি ভার স্ত্রীর কাছেও নেহাথ 'আহরে খোকাটি' ব'নে থাকতে চান। **দাবার কোনো কোনো কেত্রে নিজের উনতার পরিপুরক হিসাবে** ভার আচনেটা উল্টো পথও ধ'রতে পারে। সে অবস্থায় সে অভ্যাচারী উৎপীড়ক স্বামী হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া একেত্রে আরও কটিশ ব্যাপারও ঘটতে পারে। সেটা এই যে, এই রকম ক্ষেত্রে ভারা ইচ্ছে ক'রেই হয়তো বেশ কড়া ধাতের একটা মেয়েকেই বিয়ে করে ৰস্লো এবং ভোর ওপর জুলুম চালাতে আরম্ভ করলো। এর কারণ আর কিছুই নয়, কড়া ধাতের মেরের ওপর জুলুম চালিয়ে তাকে বাগ মানিরে আত্মপ্রসাদ লাভের স্পৃহা। এর আসল কারণটি হ'চেচ কিছ ভার মনের বন্ধ্যুল হীন্মক্তা।

এর ফল কিন্তু পুরুষ ও নারী কারোর পক্ষেই লাভজনক হর না। মানুষের অন্তর্নিহিত হীনমকত। বা শ্রেম:মক্তার তালটা গিরে তাদের বিবাহিত ও বৌন জীবনের ওপর গিরে পড়ে বিশৃশ্বলার স্থাই করাটা অত্যন্ত পরিভাপের বিষয় সন্দেহ নয়, কিন্তু বান্তব কগতে এ অক্যায় বে হামেশাই ঘট্ছে এ তো আমরা নিত্য দেখছি।

বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে ভালো ক'রে ভাকিয়ে দেখলে দেখা বাবে বে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেখানে নর বা নারীকে জীবনের সন্ধিনী বা সঙ্গী দুঁজতে দেখা যায়, সেখানে আসজে ভারা থোঁকে শীকার। এরা এটাও বুখতে পারে না বে, এই মতলবে যোন সম্বন্ধের ওপর জুলুম চালানো চলে না। কারণ, এক পক্ষ বিজ্ঞারীর ভঙ্গী নিয়ে প্রভিপক্ষের ওপর জুলুম চালাতে গেলে প্রভিপক্ষও বেশীক্ষণ সেটা সইবে না। শেবাশেবি সেও 'ফুঁসে' গাঁড়াবে। তথন ফলটা হবে 'তুম্ ডি মিলিটারী হাম ভি মিলিটারী' গোছের এবং মধ্র পবিত্র দাশপত্য সম্বন্ধটা গিয়ে পরিণত হবে হাতাহাতি চ্লোচ্লি আর ঝটাপটিতে। আর পাড়ার লোকে কন্তা গিয়র এবিধি আর্রিক প্রেমালাপ তনে হাতভালি দিয়ে হাকবে আর টিট্কিবি দিয়ে গেলে উঠবে—'বল্ফে বাডনৰ!'

নিজের নিজের মনের কমপ্লেজের ইন্ধন বোগাবার মতলব নিয়ে ষারা পতি বা পদ্ধী নির্বাচন করে, তাদের ঐ আচরণের মধ্যে দিয়ে এমন কভকগুলো বিদযুটে ব্যাপার প্রকাশ লাভ করে যা অভ ক্ষেত্রে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নর। বেমন **অনেকে বারা স্বেচ্**যু ছৰ্বল, রোগী বা বৃদ্ধ পতি বা পত্নী নিৰ্ব্বাচন করে তারা ভাবে যে, এব ফলেই বুঝি তারা জীবনে প্রকৃত স্থের সন্ধান লাভ করবে। অনেকে আবার বেছে বেছে বিবাহিত পুরুষ বা নারীর প্রেমে পড়ে বঙ্গে থাকে। শেবোক দলের এই আচরণের কারণ হচ্ছে এই বে, এরা এর হারা এমন একটি সমস্থার স্থাষ্ট করে যার সমাধান করতে যাবার উপায়ই থাক্বে না। অর্থাৎ এরা আসলে প্রকৃতিগত ভাবে এমনট জীব, বারা জীবনের কোন সমস্তাবই সমাধান করতে চায় না। অথাৎ অক্স সব ক্ষেত্রে ঘেমন প্রেমের ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো ঝঞ্চাট পোহানোটা এদের ধাতে সয় ন।। তাই ওধু 'আহা উহু' কংরই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারার একটা সোজা রাম্বা এরা বার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। সফল সার্থক প্রেমের দায়িত্ব বছন করার চেয়ে এই রকম করাটা এদের বৃদ্ধিতে ঢের বেশী সহজ ঠেকে।

অনেক ছেলে বা মেরেকে আবার একসঙ্গে হুটি নারী বা পুরুষের প্রেমে পড়তে দেখা বার। এ-ও এক ধরণের কাঁকিবাজী। অধাৎ একসঙ্গে হুজনের প্রেমে পড়া মানে আসলে কারোরই প্রেমে পড়া নর। প্রেমের ক্ষেত্রে একসঙ্গে হুজন 'প্রিয় বা প্রিয়ার' ওজন গোটা একটা 'প্রিয়' বা 'প্রিয়ার' চেয়ে ঢেব কম। এর ফলেও এরা পুরো একটা মান্ত্রেরে সঙ্গে ঠিক ঠিক প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের গুরু দারিস্টিকে এড়িয়ে বার।

হীনমক্ততার বোগীঝা খন ঘন পেশা বদল করে, জীবনের সমস্তা-গুলিকে সব সময় পালিয়ে পালিয়েই এড়িয়ে যায় এবং কোনো কাজই কোনো দিন শেষ করে না। প্রেম, বিবাহ ও যৌন-ব্যাপারেও তারা ঠিক ঐ রকম আচরণই করে। সে ক্লেত্রেও তাদের খভাবই তাদের বাড়ে ধরে হয় তাদের কোনো বিবাহিত মান্ত্রের প্রেমে পড়ায় আর নয় ভো প্রেমের পথে একসঙ্গে তুটি প্রশ্বয়াম্পদ জুটিয়ে আনে। যার কলে শেষাশেবি তাকে কেনো দায়িড্ই খাড়ে নিতে হয় না। আর আদলে এইটাই তো তাদের মন চায়! তাছাড়া সারা জাবন ধ'রে কোটশিপ, চালিয়ে আসল ব্যাপার যে বিয়ে সেইটেকে এড়িয়ে চলার মতন রকমফের আবিষার করতেও এদের অস্ববিধা হয় না।

আছবে ছেলেরা বিয়ের পরেও তাদের স্বভাব বদলায় না।
বিরের আগে বা বিয়ের পরে নতুন নতুন কিছু কাল পর্যান্ত বাগারটা
তাদের প্রিরাদের কাছে বেশ মিঠেও লাগ্যতে পারে। কিন্তু সেই
'কিছু কালটা' কেটে যাওয়ার পরেই বাধে মৃদ্ধিল। তাছাড়া বর আর
বধু ত্'লনেই যদি ঘটনাচক্রে একই আহরে stock থেকে এসে
জোটে মৃদ্ধিলটা তাহ'লে আবার আরও যোরালো হ'য়ে ৬টে।
ত্ত'শক্ষই তথন ছাত-পা এলিয়ে দিয়ে চিং হ'য়ে গুরে গুরে আয়র
খোকা-পুকুর মত কেবলই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে 'আবদার খাওয়ায়
'বায়না' ধরলে তাদের ভোলাতে আসুবে কোন্ তৃতীয় ব্যক্তি? তথন
উভরেরই বে বার মনের মধ্যে জমা ক'য়ে তুল্তে থাকে অপরের
বিক্রমে নালিশ—সে নালিশের আর কিনারা হবে কি ক'রে?

স্বামী ভাবতে থাকে ত্রী তাকে বুঝলো না, স্ত্রী-ও ভাব তে <sup>থাকে</sup> স্বামী তাকে বুঝলো না। তখন স্ববশাস্থাবী কল যা হবার তাই

### সপু-লেষ

#### প্ৰীকয় গাময় বস্থ

শ্রাবণের মেঘ যেন গগন-কোণায়
ধনার আপন মনে চিকণ গোণায়
ললিত শ্যামল রঙে, সেই সব ছবি
এখনি ভূলিয়া গেলে হে মোর মাধবি গ

শরতের কুস্থমিত শিউলির বনে ঝরেছে শিশিরকণা করুণ নয়নে, ভিজে কুলগুলি লয়ে গাঁথিয়াছি হার, ভূলেছ কি সে-দিনের সেই উপহার ?

তারা-পরী জেলেছিল সাঁঝের প্রদীপ, তোমার কপালে ছিল কাচপোকা টিপ, কোমল কপোল-তলে রেখেছিলে হাত, বপনে মিলাল সেই হিমস্ক রাত।

ফাগুনে পলাশ-বনে জেগেছিল রং, পাথীর গলার ছিল গৌড়সারং; রাতগুলি বেলেছিল বেহালার মীড়ে, আগুন কে জেলে দিল সে দিনের নীড়ে? কীণ নদী জেগেছিল বালুর চড়ার, বালিহাঁস সেধা ৰসি পালক ঝরার; ঝিরি ঝিরি জল চলে ডাকে জলপিপি ও-পারে খড়ির বনে; উদাস পুধিবী।

বিদেশী মেঘের দল পাগড়ী মাধার

রঙের ভেলার চড়ি চলেছে কোথার 

ভিজে ঘালে হিমকণা ঝরে টুপটাপ,

গাছের নিরালা কোণে চলেছে আলাপ।

কোথায় সে-দিন গেল, দে-দিনের রাজ, রাঙা রাখী চেয়েছিল ছ'জনার হাত ; মায়াময় জ্যোৎসায় কাঁপে যুঁই ফুল, আজ ভধু মনে হয় সে কি সব ভূল ?

আকাশে উড়িরা গেছে সময়ের পাখী, ঠোঁটে বুঝি নিয়ে গেল সে-দিনের রাখী; তুমি গেছ ওই পার—আমি এই পারে, ভাঁটার স্রোতের ফুল ফেরে কি জোয়ারে ?



হয় ! আমাকে বৃঝ্লো না এই ধারণার ফলে লোকে নিজেকে বঞ্চিত তাবে ! নিজেকে বঞ্চিত ব'লে ভাবা মানে তাদের মনে জমে ওঠে উনতা বোধ । আর মনে উনতা বোধ জমে উঠ্লে জাগে এড়াবার বা পালাবার আরহ । কিন্তু বিবাহের 'সাতপেকে' গাঠে-বাঁধা জীবন থেকে তথন আর পালাবার পথ কোখা ? তাই তথন দারুণ কোডে প্রতিপক্ষের ওপর নিজের ব্যথতার শোধ তোলবার আক্রোশ জাগে । আর শোধ তোলবার সব চেয়ে সাধারণ রাস্তা হ'চে বিবাসভক।

তারা নিজের। কিঁবু এ কথাটা হয়তো মান্তে চাইবে না। তার।

বল্বে 'লাধ তোলা-তৃলি' আবাব কি ? ও-সব নয় । আসল কারণ হ'ছেছ জীবনের পথে উদিত নতুন মামুবটির প্রতি প্রগাঢ় প্রেমই আসলে তাদের স্বামী বা স্ত্রীব প্রতি বিধাসভঙ্গের কাবণ হ'রছে। এ রকম ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিন্তু নোটেই তা নয়। তা মূর্থে 'নতুন' প্রেমের স্বপক্ষে বড় বড় কথা ব'লে বত তারন্থরেই তাবা গলাবাজি কৃষ্ণ । আসল কারণ হ'ছে স্বামী বা স্ত্রীর বিক্তমে তাদের মনের গোপনে সঞ্জাত আক্রোশ আর তার ফলে প্রাতশোধ নেবার তাসিদ ।

## चाञ्चर्ट्सर खवाविकान धीननिनाक नाग महानाख

ক্ষাদের পরিদৃশ্যমান ক্ষাৎ কতকগুলি
চেতন ও অচেতন দ্রব্যের সমষ্টি ছাড়া
আর কিছু নর। কিছু এই স্তব্যগুলি কি এবং
কি হ'তে এদের উৎপত্তি হল দে সম্বন্ধে বোধ
হয় আপনাদের ভাল ভাবে জানা নাই; এই
সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য দার্শনিকদের রচিত
ক্ষরাজি সমালোচনা ক'রে আপনাদের সময়
নষ্ট করব না। তথু সংক্ষেপে স্প্রতিতত্ব সম্বন্ধে
প্রাচ্য-দর্শনের মূলতন্ত্যকুই আলোচনা করব।

যথনই একটা স্থন্দর ফুল দেখি, সেই পুলটি কি; কি বকম ভাব গাছ, কোন্ দেশে পাওয়া षाय বা কোন্ মাটীতে জন্মে, কিরূপে উৎপন্ন হয় हैजापि व्यत्त्र जामाप्तत्र मन ७'दत्र राय । রূপে উৎপন্ন হয় এই প্রশ্নের জ্বাব মিলে হয়ত সেই জাতীয় ফুলগাছটি অশ্য এক গাছের কোন ডাল বা বীজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিছ সর্বাপ্রথমেই যে গাছটির সৃষ্টি হ'রেছিল ভার বাঁজ কোথার ছিল ? এই প্রশ্নের জবাবে **জ**ডবিজ্ঞানের উপাসক বলেন যে, এ প্রকৃতিতে আপনা আপনি হয়েছে। হৈতবাদীয়া বলেন এ ভগবান সৃষ্টি করেছেন। অবৈতবাদীরা ब्राजन ख. जुन्हामच चन्नः ভগবান্ই আচেতন দ্রব্যরূপে স্বষ্ট হয়েছেন। জ্ঞাৎই ভগবানের একমাত্র বিকাশ। উত্তর অবলম্বন করে আমাদের সাংখ্যদর্শনকার এক স্থচিস্কিত সম্বৰ্ পৌছেছেন। আয়ুর্কেদেও তা স্বীকার করে व्यख्या श्राहरू।

সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই জগৎস্টির মূদো। পরম স্কল্ম অব্যক্তের ব্যক্তভাই জগৎ। এই একমাত্র অব্যক্তের পুথক পুথক অংশ

পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্ত শক্তিযুক্ত হরে বিভিন্ন জীবরণে এবং চেতনাশক্তিহীন অব্যক্তের অবশিষ্টাংশ পৃথক্ পৃথক্ প্রব্যরুপে ব্যক্ত হরেছে। অব্যক্ত মৃলপ্রকৃতি, প্রধান এইগুলি একার্থবিচক; প্রমান্তর চেতনাশক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ও পূরুষ। স্থক্তে আছে—"সর্বস্থানাং কারণং অকারণং সম্বরুক্তভ্তমোলক্ষণং অইরুপং অথিলক্ত জ্ঞানাং কারণং অকারণং সম্বরুক্তভ্তমোলক্ষণং অইরুপং অথিলক্ত জ্ঞানাং কারণং সম্বরুক্তভ্তমোলক্ষণং অইরুপং অথিলক্ত জ্ঞানাং অবিদ্যান্ত ইব ওদকানাং ভাবানাম্। উভৌ অপি অনাদী উভৌ অবিশ্বিদ্যা প্রস্কৃতি আন্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্ত্র্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্তর্ভাবিদ্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান্ত্রান ক্ষান্ত্র্যান ক্ষান ক্ষান্ত্রান ক্ষান



এবার পুরুষ ও মূল প্রকৃতির সাধর্মা ও বৈগ্রা বলা হচ্ছে। পুদৰ ও মূল প্ৰকৃতি উভয়েরট উংপত্তির কোন কারণ নাই, নাশ হওয়ারও এদের উভয়ের কোন কোন কারণ নাই। চিছ্ণ নাই যদারা এঁদের চেনা যায়। উল্যেট চিরস্থারী ও পরম শ্রেষ্ঠ। বাপিকতার জন্ম উভয়েই যে কোন আকার ধারণ করতে পানে। তবে উভয়ের তহাৎ এই বে, সমুদর জগংস্ঞা মূলে মূল প্রকৃতি মাত্র একটি কিছ পুণৰ অনেক, প্রকৃতি অচেতন কিছ পুরুষ চেতনা-শক্তি। প্রকৃতি সন্ত, রক্ষ: ও তম: গুণবিশিষ্ট কিছু পুরুষ নিগুৰ। প্রাকৃতিই বীজ্বরূপ এবং তাহ'তে ক্ৰম বিকাশ হয়ে সমস্ত জগং সৃষ্টি হয়েছে, কি**ত্ত পুরুবের কোন স্থাইর ক্ষমতা** নাই। প্রকৃতিই স্থ-তঃখ ভোগ করে, কিছ পুরুষ স্থ ও ছংখে নির্লিপ্ত। সাংখ্যাচার্য্য বলেছেন---প্ৰকৃতি:।" সৰ সাম্যাবস্থা "সত্তবজ্ঞামসাং হচ্ছে ওদ্ধ প্রকাশ, বজ: হচ্ছে আবি তম: হচ্ছে জড়ভাব। আত এব সত্ত, বজ: ও তমঃর সমান অবস্থা হচ্ছে জঃশক্তির শুদ্ধ প্রকাশ মাত্র এবং ইহাই মৃদ প্রকৃতি। সৃষ্টিব প্রাবছে মাত্র জড়ভাবের প্রকাশ হয়েছে এবং তরিচিত শক্তি তথন মাত্র কশ্ম সাধনে উন্মৃথ হয়েছে এই অবস্থাই মূল প্রকৃতি। তৎপরে যখন কশ্ম সাধিত হল তথ্ন সন্ত্ৰ. রক্তা ও তথ্যর বৈধ্যা অবস্থা উৎপক্ষ হল এবং তার নাম হল মহান্। এবং এই ত্যাত্মক মহানু থেকে অপন এক বৈষদ্য-যুক্ত অবস্থার উংপত্তি হল—তার নাম <sup>চল</sup> অহস্কার। এইরূপে সত্তাধিক অহস্কার থেকে পাচটি क्काप्निक्स, यथा—अंवन, न्नानन नर्गन, तमन ६ আণেক্সির; পাঁচটি কর্মেক্সিয়, ষথা—বাৰু, পাণি, পাদ, পায় ও উপস্থ এবং বৃদ্ধি ও কর্ম্মেল্যাত্মক মন এই এগারটির উৎপত্তি হয়েছে। ভুমোহুবিক অহকার থেকে পঞ্চন্মাত্র যথা শক্ষরাত্ত

লপ্ৰতিয়াত, রপতিয়াত, রসতিয়াত ও গন্ধতিয়াত উৎপন্ন হল, আবার এই পঞ্চতমাত থেকে বথাক্রমে আবার পঞ্চ মহাভূতের, বথা—আবান, বারু, আন্নি, অন্নি, অন্নি, অন্নি, ও ক্ষিতির উৎপত্তি হরেছে। মূল প্রকৃতি সব, বঙা ও তমোবিশিষ্ট বলে তদ্জাত পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দির সব, রজ্ব ও তমোবেশিষ্ট। তবে আকাশভূত সম্বন্ধবহল, বায়্ভূত রজ্বে ও তমোবছল। তবে আকাশভূত সম্বন্ধ ও তমোবছল এবং কিনিক্রি বজা কর্মার ও তমোবছল। মন সম্বব্ছল এবং ক্লেম্প্রিয় বজা ও তমোবছল। মন সম্বব্ছল এবং ক্লেম্প্রিয় বজা ও তমোবছল। মন সম্বব্ছল এবং ক্লেম্প্রেয় ও তমোবছল। মন সম্বন্ধত তত্ত্বের মধ্যে পরম ক্ষম মূল প্রকৃতি অব্যক্ত । এই অব্যক্ত হ'তে ক্রমশা ক্ষমভাবে ব্যক্ত হয়ে মহান্ধ্রী অব্যক্ত ও পঞ্চত্ত্রাত এই সাতটিও ক্ষম প্রকৃতি। কাছেই মাট আটটি ক্ষম প্রকৃতির মধ্যে রাজ্য অহন্ধার থেকে ব্যক্ত হয়ে একাশশী ইন্দ্রির এবং তাম্য অহন্ধার থেকে জাত পঞ্চত্ত্রাত থেকে ক্রমশী ইন্দ্রির এবং তাম্য অহন্ধার থেকে জাত পঞ্চত্ত্রাত থেকে ক্রমশী বিশ্বনি ক্রমী প্রস্কার্যালয়ক ক্রমবৃত্তি হয়ে ব্যক্তি । ক্রমি, অপ্ন ও

গুল্ম অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে পঞ্মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই যোলটি স্থল বিকৃতি ৰাক্ত হয়েছে। কাজেই পঞ্মহাভূত ও একাল্য ইক্সিয় এই বোলটি, আটটি শুম্ম প্রকৃতির ক্রমবিকাশনান অবস্থা। এবং এই বোলটিই চেতন ও অচেতন জাগতিক বিবিধ দ্রব্যতেই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্ক্লতে আছে—"এক্সোন্যান্তপ্ৰণিঠানি সর্বাণোতানি নিদিশেং। তে তে প্রত্যে তু সর্বেষাং বাত্তং লক্ষণমিষাতে। ত্মায়ান্তের ভূতানি তদ্গুণান্তের চাদিশেং। তৈশ্চ তহ্মসংগ কংস্পো ভতগ্রামো বাতরেত।" প্রত্যেক দ্রবাই প্রকৃতির অংশবিশেষ এবং প্রত্যেক দ্রব্যের বিভিন্নতার একমাত্র কারণ প্রকৃতিন অংশবিংশযের বিভিন্নত!। প্রকৃতির যে অংশবিশেষের সহিত পুরুষ সমবায় সম্বন্ধ বস্তু হয়, সেই অংশবিশেষে একাদশ ইক্সিয় ও পঞ্মহাভূতেব সমাৰ বিকাশ হয় এবং তাকেই বলে চেতন দ্ৰব্য বা জীব। পুরুষবাতিরিক্ত প্রাকৃতির অংশবিশেষ সমুহুই বিবিধ অচেতন দ্রব্য। অচেতন দ্রেণ্য আর একাদশ ইক্রিয়ের বিকাশ হয় না। মাত্র পঞ্মহাভতেরই বিকাশ হয়, কাজেই প্রকৃতির অংশবিশেষ হইতে ব্যক্ত বিশিষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভাতের সহিত বিশিষ্ট পুরুষের সমবায় সম্বন্ধে প্রশার অনুপ্রবিষ্ঠ হয়েই বিশিষ্ঠ জীবেব স্থাষ্ট্র, আব প্রকৃতির অক্সাক্ত অংশবিশের হতে ব্যক্ত বিশিষ্ট পঞ্চনহাড়ত সমবায় সম্বন্ধে প্রস্পাণ অনুপ্রবিষ্ঠ হয়েই বিশিষ্ঠ দ্রন-কপে স্বষ্ঠ হয়েছে।

তাহ'লে এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে দে, একমাত্র প্রকৃতির অংশ-বিশেষ হ'তে ব্যক্ত পঞ্মহাভূত সমূহ জড় পদাৰ্থের মূল উপাদান আর कीर-मग्रहत मूल উপामान शस्क शक्यशास्त्र, এकामण हेन्द्रिय ए পুৰুষ। এই মূল উপাদানসমূহ কি জীব, কি জড় পদাৰ্থ প্ৰত্যেকটিকে গ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সমবায় সহুদ্ধে রয়েছে। এই সমবায় সম্বন্ধ বিচাত হ'লেই জীব বা জড় পদাথের নাশ হয় এবং তেলুহুটেই অৱ সমবায় সম্বন্ধে নৃতন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এইরপে ধরংস ও সৃষ্টি অবির্ভ চলৈছে। আগেট বলা হয়েছে পুরুষ বছ। মানুষের পুরুষ, বাঘের পুরুষ, রামর পুরুষ ও উভিদের পুরুষ এক নয়। মানুষের পুরুষ প্রকাত্র বে অংশের সভিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত হওয়াতে মানবজাতি স্ট হয়েছে, ব্যান্ত্রের পুরুষ, কুমির পুরুষ বা ছৈন্তিদেন পুরুষ প্রভাবেই প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ-বিশেষের সঠিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত হওয়াতে বান্ত্রিছাতি, কৃমিজাতি বা উদ্ভিদ্জাতির সৃষ্টি ২য়েছে। প্রত্যেক লাতিব ভিতর আবার অনেক রকমের পুরুষ তাছে। মহাদ্মা গাদ্ধীর পুক্ষ আর আপনার আমার পুরুষ এক নয়। মহাত্মার পুরুষ প্রকৃতির এক মঙান আংশের সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত এবং সেই জ্ঞ গান্ধীই মহাত্মা। আমরা সাধারণ মারুষ, কেন না, আমাদের প্রজ্যেত্বের পুরুষ, প্রকৃতির বিভিন্ন সাধারণ অংশের সৃতিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত। এইরপে বহু বক্ষের মান্তব বহু বক্ষেণ ইঙ্ব জীব काराः श्रीष भाषारं छ

্নালা ক ন ন দুজ উপাদানসমূহন গুণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে । বটু আ লালা ক ন ন দুজ্য সম্বাদ্ধ আতে ই বালেছি । আবে আতে ল শিক্ত গালা থা বায়বালারাপা ক্ষিতিস্থা। আন্ধালালাক কণ্ড বাল গিন্দ তদ্ভাগা। " অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি শন্ধভাগাল হ'তে ব্যক্ত আবাশ-ভূতের গুণ শন্ধ, এইরপে স্পর্শতিশাল হ'তে ব্যক্ত বায়ুভূতের গুণ স্পর্শ, রূপভাগাল হতে ব্যক্ত অগ্নিভূতের গুণ রূপ, বস্ত্যাল

হ'তে ব্যক্ত অপ্ভতের গুণ বস এবং গন্ধতমাত্র হ'তে বাজু ফিভিভতের গুণ গন্ধ। আবার সঞ্জে আছে—"বন্ধীনিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়া:। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বচনাদানানক্ষবিদর্গবিহনণানি।" व्यर्थाः खंदानिन्दाव विषय नम, न्नानिन्दाव विषय न्नान्, দর্শনে লিয়ের বিষয় ৯প, রসনে জিয়ের বিষয় রস এবং ভাণে জিয়ের বিষয় গন্ধ। বাগিন্দিয়ের বিষয় ভাষণ, পাণীব্রিয়ের বিষয় গ্রহণ, উপস্থ অর্থাণ জননেন্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ, পায়ু ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ध्यामरणव विषय भलामित छा। भाम हे खित्यत विषय ह्यास्या। অতএব কর্ণ ধারা আকাশভূতের, তকু ধারা বায়ুভূতের, চকু ধারা অগ্নিভূতের, জিহ্বা দারা অপ ভূতের এবং নাসারন্ধ দারা ক্ষিতি-ভতের বেশ উপলব্ধি করা যায়। এ **ছাড়া পঞ্চমহাভতের** প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ ধর্ম আছে। চরকে **আছে—"খর-দ্রব**-ভূজলানিলতেজসাং। আকাশস্যাহ প্রতীঘাত:" অর্থাৎ কিভিড়তের ধম খরত অর্থাৎ কঠিনতা বা ঘনতা বা ভারিত, অপ্-ভূতের ধর্ম দ্রবই অর্থাৎ তরলতা, বানুভূতের ধর্ম চলত্ব অর্থাৎ গতিশীলতা, অগ্নিভ্তের ধর্ম উচ্চম্ব ও আকাশভূতের ধর্ম অপ্রতীয়াভয় অর্থাৎ অবকাশ। আবার হৃত পদার্থ বা জীবশারীরে পঞ্চততের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ক্রিয়ারও উল্লেখ সঞ্চত-সংহিতার আছে।

আকাশভতের কম্ম "সর্বচ্ছিদ্রসমূচে বিবিস্ততা চ" অর্থাৎ দ্রব্যের ছিদ্ৰ-সমূহ ( Perosity ) বা প্ৰতি অণুপ্ৰমাণুৰ মধ্যন্থিত অবকাশ (Intramdecular space)! বায়ভতের কম্ম "সর্বচেষ্টাসমতঃ मर्दमहोदण्यामन अवला 5 वर्षार खारगारशामान छेटांत श्राक क्यांब প্রস্পরের সহিত মিলিত হইবাব জন্ম গতিবেগ (Intramdecular force ) জীব-শরীরের স্পদ্দন এবং দ্রবাকে হাল্কা করা। অগ্নিভাতর কম্ম "বর্ণসন্তাপৌ ভ্রাভিফুতা পক্তিবসরমর্যকৈক্ষ্যাং শৌহ্যঞ্চ" অর্থাৎ দ্রবোংপাদনে ইছার বর্ণ ( Colour ) উত্তাপ, দীন্তি, পরিপাকক্রিয়া, ক্রোধ, তীক্ষতা, বীরত ( জীবশ্বীবে ) উৎপাদন করা। অপু,ভতের কর্ম "স্বৰ্জুবসমূহে গুৰুতা শৈতাং স্লেতো রেত\*চ" অৰ্থাৎ দ্ৰুবেণাৎপাদনে **উহাত্ত** জুবলাংশ, ঘনত, শীওলাজা, তৈলাজা ভাগা উৎপাদন করা। **ক্ষিভিভাত্তের** কম্ম "সর্বামর্ত্তিদমতো ওকতা চ" অথাৎ দ্রব্যোৎপাদনে উতার বিভিন্ন " আকার গঠন করা এবং ভাণিও (Weight) উৎপাদন করা। ্টকপে প্রভোক দ্রুৱ্যে পঞ্চমহাভূত-সমূহেব কোন্টি <mark>কি পরিমাণে</mark> সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত, তাহা মোটামৃটি ভাবে উহাদের তথ, ধর্ম ও ক্রিয়া ছারা জানা যায়। সমূহ দ্রব্যের উপাদান পঞ্মহাভূত হলেও প্রত্যেক স্তব্যে কোন না কোন ভতের আধিক্য থাকে। যে স্তব্যে যে ভতের আধিক্য থাকে সেই দ্রুব্যকে তদ্ভৌতিক বলা হয় এবং সেই দ্রুব্যে সেই ভতের গুল, ধন্ম ও ক্রিয়া বিশেষ প্রকাশ পায়। অক্সায়া ভূতের জন, ধন্ম ও ক্রিয়া অল্প প্রকাশ পায়।

্টকপে প্রাণার ভাষের জ্ঞাণিকা জন্মানে দ্রব্যসমূহকে ৫ ভাগে হণা করা যায়। ক্ষিতিত্বের জ্ঞাণিকা-বিশাই দ্রাকে বলা হয় পার্থিব (Solids), অপ্ভতের আধিকা-বিশাই দ্রাকে বলা হয় আপা (Liquids), বায়ুভতের জ্ঞাণিকা বিশাই দ্রাকে বলা হয় আর্থিয় (Gases & Vepours), আ্রভ্তের জ্ঞাণিকা-বিশাই দ্রবাকে বলা হয় আর্থেয় (Heated substances) এবং আক্ষেভ্তের আধিকা-বিশিষ্ট দ্রবাকে বলা হয় জ্ঞাকানীয় (Ither)। এই প্রকলার্তীয় দ্রব্যের মধ্যে প্রভ্রেক জ্ঞাতীয় স্বর্যকে অক্ চারিট ভূক্ত্র

প্রত্যেকের অধিক পরিমাণে সংযোগ হেডু আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা ষার। বধা—অক্তাক্ত ভৃতের তৃদনার কিভিভূতের অভ্যাধিক্য হেডু কভক পাথিব দ্রব্য খুব ভারী,—বেমন লৌহ, স্বর্ণাদি ধাতু দ্রব্য। আবার ক্ষিতিভ্তের সহিত অক্ত ভৃতের তুলনায় একটু বেশী বায়ু-ভূতের সংযোগ হওয়ায় কভক পার্থিব দ্রব্য থ্ব হাল্কা—যেমন তুলা। এইরপ তেজবছল পার্থিব দ্রব্য-যথা কয়লা, অপ্বছল পার্থিব ক্সবা—যথা মাংসপেনী। আকাশবহুল প'থিব দ্রবা—যথা ধূম। আবার অব্যাদিক অপ্বভল আপ্য দ্বব্য—যথাপশ্লিক জল। কিভিবজ্ল আপ্য দ্রব্য-যথা থনিজ জল, গ্রন্ধ। তেজবড়ল আপ্য দ্রব্য বথা-মন্ত। ৰায়ুবছল আপ্য দ্ৰব্য যথা—হৈল। আকাশবছল আপ্য দ্ৰব্য—যথা আন্ত্রীক জল। অত্যন্ত তেজবহুল আগ্নেয় দ্রুন্য বধা—স্বায়। বায়ুবন্তুল আল্লের ক্রব্য যথা—অগ্লিলিথা। আকাল-বছল আগ্লের ক্রব্য যথা— বিস্থাৎ। অপ্ বহুল আগ্নেদ দ্রব্য বথা—বাড়বাগ্নি। ক্ষিতি-বহুল আগ্নের ক্লব্য ষথা—অঙ্গার । অত্যক্ত বায়ু-বহুল বায়বীয় দ্রব্য ষথা—ঝটিকা। আকাশবছল বায়বীয় দ্রন্য—পার্বেডা বাডাস। অপ্রক্তর বায়বীয় ঞ্জৰ্য মলয় বাভাস। তেজবন্ধল বায়নীয় দ্ৰব্য মক্তন্ধ বাত'স। ক্ষিভিবছ**ল** বায়বীর দ্রব্য যথা—গন্ধবহুল জাঙ্গল বাতাস। অত্যন্ত আকাশবছুল चाकानीय प्रवा वर्ग Absolute vaccum। वायुवङ्त चाकानीय ন্ত্ৰা নীল অংকাশ। তেজনছল আকাশীয় দ্ৰা যথা—বৰ্। অপ্ৰছল আকাশীয় দ্রবা যথা—ইথাব। ক্রিতিবতল শাক শীয় দ্রবা যথা— মাছের পোটা। এগুলি কেবল উদাত্রণ মাত্র। এইরপ পঞ্মতাভূতর কম বেশী পবিমাণে সমবায় সম্বাদ্ধ জগতের যাবতীয় দ্রাবার স্বাস্টী ছবেছে আবার দ্রংার রস আপা হ'লেও মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, ক্তিক্ত ও কৰায় এই ছয় রকম আস্বাদনের বিভিন্নতাও বে কোন ছইটি ভূতের ব'ছলো উৎপন্ন হয়। পাঞ্চডৌতিক দ্রব্যের রস ক্ষিতি ও অপ ভ্তাধিক হ'লে মধুব স্বাদ হয়। অপ্ ও অগ্নিভ্তাধিক হলে অস্থান। ক্ষিতি ও অগ্নিভ্তাধিক হ'লে লংণ্যান, বায়ু ও অগ্নিভ্তাধিক হ'লে কটুস্বাদ, বায়ু ও আকাশ ভ্তাধিক হ'লে তিক্ত স্থাদ, এবং ক্ষিতি ও বংযুক্তাধিক হ'লে ক্ষায়স্থাদ হয়। দ্রবোর রস ঐ দ্রবোর পাঞ্চ-ৌতিক আপা অংশ ছাড়া কিছু নয়। আবার শ্রব্যের রস বে আস্থাদ-বিশিষ্ট এবং সেই আস্থাদ যে যে ভূতেব বাস্থলোর ব্বস্তু হয়েছে. সেই সেই ভৃতের আধিক্যও তদ্বসাঞ্জিত দ্রুবো থাকে। এইরূপে বে যে দ্রব্যে একাধিক রদের আস্থাদ বে যে পরিমাণে পাওয়া ৰায়, সেই সেই দ্ৰব্য তদমুৰূপ পৰিমাণ-বিশিষ্ট সেই সেই ভূতাধিক হয়। আবার শরীরের উপর প্রভ্যেক ক্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, শক্তি বা ৰীষ্য আছে। শীত ভদ্বিপৰীত উফ, স্নিশ্ব ভদ্বিপৰীত কক্ষ, গুৰু, লম্ব, মৃত্ব, তীক্ষ্ণ এই আটটি বীষ্যও এক বা একাধিক ভৃতের বাছল্যে উৎপন্ন হয়। যথা অগ্নিভৃতের বাংল্যো তীক্ষ্ণ ও উষণবীর্যা, ক্ষিভি ও 🖛প ভূতের বাছল্যে ৩ক ও শীতবীধ্য, অপ ভূতের বাছল্যে ক্লেহনীৰ্য্য, ৰায়ুভূতের বাছলো কক্ষণীৰ্য্য, অপ্ ও আকাশভূতের বাছল্যে মুগুৰীৰ্য্য, অগ্নি আকাশ ও বায়ুভূতের বাছলে লগ্বীর্বা। জীব-শ্বীরে দ্রব্যের বিভিন্ন ক্রিয়াও ভূতাদিব বাছল্যের উপর নির্ভর করে। ধণা ৰাবতীয় বিবেচক দ্ৰব্য ক্ষিতি ও অপ,ভৃত্ত-বছল। বমনকর দ্লব্য আয়ি ও বায়ুভূত-বছল। ক্ষিতি, অপ্ৰ, অগ্নি ও বায়ুভূতবছল দ্ৰব্য কারক ও বিরেচক উভরবিধ ওণবিশিষ্ট। আকাশভূতবন্ধল স্রব্য मर्भमन । राष्ट्र-पर्म करा मध्यारो । पश्चिष्ठरहम करा होशन ।

বারু ও অগ্নিভৃতবছল দ্রব্য লেখন, ক্ষিতি ও অপ্ভৃতবছল দ্র বুংহণ। এইৰূপ ভূতাদিব তাবতম্যে বছবিধ ক্রিয়াশীল দ্রব্য ছাছে।

উপরোক্ত রূপে আমরা প্রত্যেক দ্রব্যে পঞ্চমহাভূতের উপ্ল করি মাত্র কিছ কোন দ্রব্যকে বিল্লেষ্ণ ক'রে আমরা পঞ্চমহাভূছে প্রত্যেককে পৃথকৃ করতে পারি না। বিশ্লেষণ করে যায়া প্<sub>?</sub> তাহারা প্রত্যেকে এক এক জাতীয় পাঞ্চৌতিক দ্রব্য-বিশেষ এইরপবে যে দ্রব্য সাযোজন করে আমর৷ নৃতন দ্রব্য পাই সে সেই দ্রবোর কোনটিই পঞ্মহাভৃতের কোন একটি ভৃত ন **অপিচ সেইগুলি প্রাড্যেকই বিভিন্ন জাতীয় দ্রুব্য-বিশেষ।** ধ্রু ছুইটি বা ততোধিক পাঞ্ভৌতিক দ্রব্যের রাসায়নিক সুম্বা সম্মিলনে কোন নুখন জাবোর কৃষ্টি হয় তথনই পূর্বোক্ত জবাতকি প্রতে কেরই পাঞ্জীতিক সমবায় সংগ্র ধংস হয় এবং আব ন্ত্ৰবাণ্ডলি হ'তে ভাত মিলিত প্ৰাছোৰটি ভূত থিভিন্ন প্ৰিমা অক্তাক্ত দেব সহিত নৃতন সমবায় সহকে মিলিত ১'ডে নৃড क्षरा रुष्टि करत । क्षरतात्र रिक्ष्म्य अक्ष्म ७ के कथा है शार्र যে দ্রতাকে বিলেখণ করা যায় **छा**।छ সম্বন্ধ নষ্ট হয় এবং সেই ক্রবোর উপাদান'ভূত পঞ্চ মহাভূ প্রত্যেকে ছই বা ভতোধিক ভাগে বিভক্ত হয়। *ক*ভোক দ্র बहै अक अक लाग कहेगा नृष्कु भृष्कु पृष्ठे रा एएणाध्कि १४ १ মহাভূতের সমবায় সহজে ছুই বা ওতোধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয় এইরূপে নিভাই কত দ্রব্যের ধ্বাস হচ্ছে আবার কত নূতন নূতন দ্র স্থি হচ্ছে তার ইয়ন্ত। নাই।

আগেই বল। ২৫৫ছে বে, পঞ্মহাতৃতেব পুখক্ কিছু সভা নাই অবৈতে উহাদের উপলব্ধি হয় মাত্র। এইরপ এক এক ভ্তাধিক পাৰুভৌতিক দ্ৰব্যে উপলান্ধৰ বিষয়। তবে যত স্কল ভাবে এক এ ভূতাবিক পাঞ্জীতিক মূল দ্রব্য আহিছার করা যায় হতট ওা দি সংযোজন ও বিলেখণ প্রক্রিয়ার ফলে নুভন নুভন ক্রব্যাবিধার নিখু इत्र। आरंशकात्र देवळानिकत्त्व धात्रना हिल, ১२ि भावत्नीष्ट মূল পদার্থ থেকেই যাবতীয় দ্রুব্যের উৎপত্তি হয়েছে। বি**ভ**্ সে ধারণা বদ্দে গেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে ধ্যুবাদ। উ এখন বল্ছেন ধে, পাচটি মূল পদার্থই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাতর মূলে তাদের নাম প্রোটন, ইলেক্ট্রন, নিউট্রন, পভিট্রন এবং আব এব অনাবিষ্কৃত। প্রাচামতে ঐ গুলি একটি একটি পাঞ্চভীতেক দ্রব্য 🌬 चात्र विकूरे नय। এই পঞ্ মূল পদার্থ যে যথাক্রমে পাথিব, আর্থে चाना, वायवीय ७ चाकामीय धरे नक मृत निहार्थत रुक्षा (उर्व म নয়, তার সঠিক উত্তর কে দিবে ?

## সাত বছর পরে শ্ৰীশান্তি পাল

🍇 রতের সকাল---

বাংলা দেশের মেয়েদের জন্তে একটি 'সইমিং পূল' প্রক সবে মাত্র কয়েকটি কথা লিখেছি, এমন সময় চাকর এসে খবর দিং বাবু, এক জন ভদ্ৰলোক আপনাকে ডাকছেন।

হাডের দেখা ফেলে নীচে এদে দেখলুম, আনন্দ-মেলার <sup>সুর</sup> मुभूररा ७ साव७ करतक सन एकमहिला निष्टित वरतरकृत ।

ও আপনারা ? আম্বন, আম্বন, কি সোভাগ্য ! তা কষ্ট করে একথানি পথ ঠেলে আসবার কারণটা জানতে পারি কি ?

আমরা মেয়েদের অক্তে একটা সাঁতাবের আরোজন করছি। এ উৎসবে বোস্বাইরের মেয়ে-সাঁতাক্লরাও বোগ দিতে আসছেন। তা ছাড়া এক জন অফ্লীয়ান ও এক জন হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে-সাঁতাক্লও আসছেন—তার পেরেছি। আপনাকে সাহায্য করতে হবে।

সাগায়া !-- কি বকম ?

বাংলা দেশের মেরে-সাঁতাঙ্গদের একতা ক'বে আপনাকে ট্রেণিং দিতে হবে। লীলাকেও চাই।

তা ত আনশেরই কথা, কিন্তু, পাঁচ-সাত বছর হ'ল আর ও-সব হালামার মধ্যে বড় একটা ঘেঁসি না—আমিও না, লীলাও না। সাতারভাঁতোর এক রকম ভূলে গেছি বল্লেই চলে, কাজেই আমাকে মাপ করবেন। আপনারা আর কাউকে চেষ্টা কলন।

খণ্টাথানেক খবে খাঁ-না করে কেটে গেল। নিরুপায় হরে বলগাম—আঙ্গ বিকালে একবার ক্লাবে আসবেন। সকলের সঙ্গে প্রামশ ক'বে দেখি।

বিকালে ষ্থাসময়ে অসকা তাঁর স্বামী ডাঃ বিমল উকীলকে সক্ত ক'রে আমানের ক্লাবে এসেন, তারপর আমাকে এক রক্ষ জোর করে মোটরে তুলে কীকার বাড়ী নিয়ে গেলেন।

লালার স্থানী স্থধাংশুকুমার বাড়ীখেই ছিল। ওপরের একটা স্বরে গিয়ে সকলে বসলাম। জলকা উকীল কথা প্রসঙ্গে সাঁতারের কথা প্রস্তান। বললেন—লীলাকে চাই। তা না হলে আমাদের আয়োলন ব্যর্থ হবে। আপুনি কিন্তু অম্বত করবেন না।

আমার আবার মতামত কি ? শাস্তিনা কৈ বলুন, উনি বা করবেন তাই। স্থাংগুকুমারের কাছে ভরদা পেরে অলকা উকীল আমাকে কথার জালে ফেল:লন কডিয়ে। আমি আর না বলতে গারলাম না। উৎসবের মাত্র আর ২২ দিন বাকি।

সামতির কাছ থেকে অমুমতি নিয়ে প্রের দিন সকালে লীলাকে হেদোর জলে নামিয়ে দিলুম। কে বলবে যে সাত বছর ধরে তার তেনের জলের সঙ্গে মিতালি নেই! সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটানা ৪০০ মিটার সাঁতার কেটে দিল। আমি ত একবারে অবাক্! হাত-পাডি ঠিকই আছে। তবে গতি-বেগ কিছু মন্দ! তা হোক্। সাঁতার থামাতে বল্লাম—বা! লীলা, চমৎকার সাঁতার কাটো ত তুমি।

সাত বছর পরে লালা আবার জলে নেমেছে, থবরটা সাঁতাক্রমতলে দাবানলের মত পড়ল ছড়িরে। মেরেদের মধ্যে পড়ে গেল
একটা সাড়া, দেখতে দেখতে ৫০-৬০ জন ছুল-কলেকের মেরে
হেদোর আমার কাছে এলো সাঁতার শিখতে। দলে পুরানো সাঁতাক রমা সেনগুগু ও গীতা ব্যানাজিও আছেন।

বিদে। শনীদের সঙ্গে প্রতিঘৃত্মিতা করবার জ্ঞে আমি কেবল রমা,
লীলা ও গীতাকে মনোনীত ক'রে তাঁদের ধুব যত্ত্বের সঙ্গে শিক্ষা দিতে
লাসলাম। স্থল-কলেজের মেরেদের কেবল মাত্র হাত-পাড়িওলো
একটু পরিছার করে দিরে কোন রক্ষমে কাক্ষ চালাবার উপবোগী
করে ছেড়ে দিলাম। সকাল থেকে ছুটো পর্যন্ত কেবল সাঁতার আর
সাঁতার। মেরেদের-সে কি অধ্যবসার! সে কি উৎসাই!

১৯৪৪-এর ২৭শে আগ্রা, ব্রিবার। সাঁতারের উৎসব।

হেদোর তিল ধারণের স্থান নেই! বাড়ীর ছাদে, মেবাণের চালে, গাছের ডালে, এমন কি, পুকুরের হাঁটু জলে পর্যান্ত উৎস্কক দর্শকেরা ভীড় ক'বে গাঁড়িরে আছেন। সে কি উল্লান! সেদিন গাঁতারুদেরত দুর্গতির আর সীমা ছিল না! সাঁতাবের করু থেকে শেষ পর্যান্ত তাঁরা ভিক্লে 'কস্টুম্ে' মঞ্জের ধারে বসেছিল। কারণ, 'প্যাভেলিরনে' কিরবার কারও সাধ্য ছিল না—সামর্থ্যও ছিল না। সকলেই বলাবলি করতে লাগল—এবকম ভিড় কমিন্ কালেও দেখিনি! উ:!

চারটের সময় লাট-পত্নী মিসেস কেসি এলেন। মেরেদের ১০০
মিটার এলো-পাড়ির সাঁতোর খেলা হ'ল শুরু। মিস্ ব্যালেনটাইন
তাঁর সহস্ক ও সরল ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে লীলাকে হারিয়ে দিলেন।
চার-পাঁচ সেকেশ্রের ব্যবধান। বোখাইয়ের সাঁতারুদের সে কি
উরাস! এতক্ষণ তাঁদের মুথে হাসি ফুটল।

প্রতিষোগীদের পুঞ্জার ও সাটিফিকেট্ দেবার **আয়োজন** প্যাভেলিয়নেই করা হয়েছিল। উৎসব-অমুষ্ঠান থুব সংক্ষেপেই সারা হল।

১•ই সেপ্টেশ্বর, রবিষার। সেনটালের বার্ষিক সম্ভবণ-উৎসবের দিন। সেদিন ১•• মিটার এলো-পাড়ি, বৃক-পাড়ি ও পিঠ-পাড়িছে দীলাকে এক রকম ক্রোর করে নামিয়ে দেওরা হ'ল।

বললুম—একৰার চেষ্টা করে দেখ না যদি রেকর্ড করতে পার। লীলা কথার উত্তব দিল না. কিছু কাজে আম'ব ক্থার মান বাধল। ১০০ মিটার—১ মি: ৫৯ সে:। ভারতীয় বেবর্ড।

পশ্চিম ভারত সম্ভবণ-উৎসব বোদ্বাইর সি সি আই বাখে অনুষ্ঠিত হবে, দেরী নেই। ব্যালেনটাইনের সঙ্গে আর একবার দাঁতার কাটবার জন্তে দীলা ধংল ছিদ। সে বোদ্বাই বাবে। বঙ্গল—শাস্তিদা, আর একবার টেটা ক'রে দেখি। এংনও ড' এক মাস সময় হাতে আছে।

সমিতির কাছ থেকে অমুমতি নিয়ে লীলাকে আবার নামিরে দিলাম হেদোর জলে। অকমাং এক দিন মিসেস্ অলকা উকীল তার বামাকৈ সঙ্গে ক'রে এলেন ক্লাবে। কথার কথার বললেন—শাস্তিলা, অলাম্পাকের সাঁতার থেলা এবার লাহোরে হছে ভনেছেন কি? ব্যালেনটাইন, রুথ গ্রেসার, ম্যাকলাম্বা এরা সকলেই অসংছন। বমা গীতা যাছে। লীলা যাবে ত? হাা, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে হেতে হবে?

আমরা ওয়েষ্টার্ণ-ইণ্ডিয়া সম্ভরণ-উৎসবে ধাবো। সে দেখা ধাবে।

ছ'নোকোয় পা দিয়ে বড়ই মুশ্বিলে পড়লাম। **লালার এলো**-পাড়ির সময়-সীমা এখনও বিশেষ কমেনি। আরও ছ'-এক সেকেণ্ড কমাতে পারলে ভাল হয়। বললাম, লীলা গায়ে তেমন লোর পাছে না।

তা হোক্, ভবু ওকে যেতে হবে। লীলা ছাড়া ব্যালেনট:ইনের পাশে কেউ দাঁড়াতে পাববে না—এ কথা আমি জোর করে বলতে পাবি। কাল বেলা চারটের সময় মোটর আসছে। ছ'বনে ঠিক হরে থাকবেন।

৮ই শক্তোবর। ববিবার। বাংলার সাঁতাক্রদের বিদায়-মভার্থনার ক্রম্ভে হাওড়ার ক্রাড়ামোদীদের বেশ ডিড় হরেছিল।

নলটি ভাষি চৰৎকার। নলে আছে হাটথোলার বামিনী দাস, 🦸

মেরেদের বিভাগ:--

সিক্সস:—মিস-এম ব্রড়ী (বোছাই) ১৪—২১, ২১—১৬, ২৩—২১ ও ২১—১১ গেমে মিসেস ক্যামাকে (বোছাই) প্রাণিত করে।

ডাবলদ:—মিদ এম ব্রড়ী ও মিদৃ পি মদন (বোদাই) ১৯—
২১, ২১—১০, ১৫—২১, ২১—১৪ ও ২১—৮ গেমে মিদৃ ই,
ঝোকাবো ও মিদেদু নানিকওয়ালাকে পরাজিত করে।

› আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিবোগিতায় বিভিন্ন প্রদেশের ক্র**য়িক** পরিচয় স

	খেলা	<b>ब</b> र्ग प्र	পরাব্দর	শতক্বা
বোস্বাই	ь	6	•	7
<b>मिन्नो</b>	۳	•	ર	1900
মহীপুর	<b>b</b>	8	8	٠
ৰাভগা	4	8	8	
শান্তাজ	ъ	ર	•	<b>'</b> ₹€•
হারভাবাদ	۲	ર	•	٠,٠
পাঞ্চাব	ь	•	ь	••••
হোলকার	۲	•	৮	••••
45	ъ	•	ъ	••••
ৰ্যাডিখিণ্ট	न :			

টেবিল টেনিসের কায় ব্যাড়মিন্টনেরও নিথিল ভারতীয় ও আন্তঃআন্তিলিক অন্তর্ভান এ বৎসবে বোদ্বায়ে ভ্রুপ্তিত চইয়া গিয়াছে।
আই অনুষ্ঠানে পাঞ্জবেব জ্ববজ্ঞাকার চইয়াছে। সিন্ধন্যে বিজ্ঞয়ী
ভ্রিক্তিত ছই জন থেলেয়াড় ই পঞ্জাবেব প্রতিনিধি। গত বারের
আন্তর্ভাকি থেলোয়াড় দেবীক্ষর মোচন প্রকাশনাথের নিকট পরাচয় মানিতে
বাধা হয়। ভাবলসে এই ছটি গোল্বায়ের ম্যাডগাভকার ও মাগুয়েকে
স্বাজিত করে। মতিলা বিভাগে পশ্চিম-ভারতের সেরা থেলোয়াড়
বিশ্ মম্বাজ্ঞ চিন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেন।

#### 不可信用

#### · शुक्रवरणय :--

সিঙ্গলস—প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) দেবীন্দর মোহনকে (পাঞ্জাব)

"১২—১, ১—১৫ ও ১৫—১২ পয়েটে পরাজিত করে।

ভাৰলস—লুইস ও দেবীন্দর মোহন (পাঞ্চাব) মাঞ্চর ও ম্যাডগাভকারকে (বোষাই) ১৫—৫ ও ১৫—১ পরেন্টে পরান্ধিত করে। মেয়েদের,—

সিকলস—মিদ্ মমতাজ চিনর (বোলাই) মিদ অুক্র ক্রেব্রেক (পুণা) ১১—৬ ও ১২—১ পরেন্টে প্রাঞ্জিত করে।

ডাবলস—মিস চিনর ও মিস তালেরার থাঁ (বোদাই) মিস স্থন ও স্থল্য দেওধরকে (পুণা) ১৫—১•, ৬—১৫ ও ১৫—৬ প্রেটে পরাজিত করে।

মিশ্রভাবলদ:—প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ও মিদ স্থমন দেওধরক (পুণা) দেবীশ্বর মোহন (পাঞ্জাব) ও মিদ স্থশ্বর দেওধরকে (পুণা) ১৮—১০, ৮—১৫ ও ১৫—১০ পারেন্টে পরাজিত করে।

### আজাদ হিন্দ হকি দল:-

প্রসমন্তর বিভীয় বিশ্বসমরে যুক্তকার্ব্যে ব্যাপুত বিভিন্ন দেশের ও রাষ্ট্রের খেলোয়াড়গণ কর্মবহুল জটিল কার্য্যতালিকার কাঁকে সামরিকগণের মধ্যে পরস্পার খেলাধুলায় যোগদান করে। অষ্ট্রে:লয়ার मबापन देखा. प्रार्किन ७ देखक मबापन जावरह, क्रम-अवापन অধিকৃত প্রদেশে এই জাতীয় খেলোয়াট়ী সফরে যথেষ্ট উৎেজনা ও আনশের থোরক ভোগায়। আজাদ চিন্দ্ ফৌলের অভভ্র একটি হকি সম্প্রদায় খ্যাতনামা ভারতীয় হকি-থেলোয়াও দারাশার নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্বে এসিয়া পর্যাটন করে ও সর্বত্র বিজয়ী ১ইয়া গ্রি-**জগতে** ভারতের একছত্ত শ্রেষ্ঠাথের স্থনাম অটুট রাপে। বিটিশ সেনাদলের অক্তম ক্যাপ্টেন দারা আকাদ হিন্দ খৌজে কর্ণেল পদে উল্লীত হয়েন। স্থাপ থাকিতে পারে, ১১৩৬ সংলে বালিন অঙ্গিন্সিকে ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক যাতুকর ধ্যানটাদের ককরী বেতার সংবাদে ভারতীয় इकि-एक्षाद्रम्म मार्गक বিমানযোগে বার্লিনে পাঠান। সেধানে সেমিফাইকাল ও ফাইকাল কেলায় দারা অভ্তপুর্বে সাফলোর অনবত ক্রীড়ানৈপুণার <sup>পরিচর</sup>

## পুরিহাস আবুদ কাদেম মাহতাবউদ্দিন

সেই ভালো—ফাগুনের উদাসী বাতাস
তুমি কর মোরে পরিহাস।
বুমভাঙা মধুরাতে কাক-জ্যোহনার
তোমার ক্লন শুনি ভূলেছিম হায়,
বুমি নাই নহে প্রেম, নহে তব অন্তরের
ভীক্ল আবেদন।
এক দিন ভোমা তরে মুক্ত ছিল তাই মোর
ক্ষম বাভায়ন।

ভেবেছিত্ব ভূলি মোর সকল দীনতা—
ভূলি মম জীবনের উত্থান-পত্ন,
ভূমি মোরে করিবে গ্রহণ।
ভাই তব হৃদরের ভূথ-বপ্লখানি
আমারই বক্লের-মাঝে নিয়েছিফু টানি,
আপনারে রিক্ত করি রচিত্র আপনি
ভীবনের ভিক্ত ইতিহাস।
ভাই মোরে কর পরিহাস।



## নতুন শক্তি কারা ?

্রকটা হিটলার বা একটা চার্চিল, একটা ছালিন বা একটা ট্রান হ্নিয়ার রাজনীতিক পরিস্থিতির প্রষ্টা নয়।

এপরিস্থিতির স্থাই করছে এক দিকে যেমন রাজনীতিক চক্রাম্বকারীরা,

জন্ম দিকে তেমনি স্বার্থ-সর্বেশ্ব রাজনীতিকদের রসজার নিকিল্পে

দেশের ধনিক আর ধনিকদের অর্থপৃষ্ট মারণাস্ত্র-বিশাবদ বৈজ্ঞানিক,

ব্যবসারী আর গুপ্তচরবা। এ পরিস্থিতির স্থাই করছে এক দিকে

বেমন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির কর্ণধারগণ, অক্ত দিকে তেমনি ওলট

পালট করা সকল সর্বনাশ ও হুজ্লার মধ্যে থেকে মৃতাবশিষ্ট যারা

জাত্মবক্ষার জক্ত আর্তনাদ কণছে তারা। এদের আর্তনাদের নানা

ধর্মি থেকে আক্ত সমরোত্তর বিশ্বের নতুন নতুন নীতি, মতবাদ ও
কর্ম-প্রচেষ্টার স্পৃষ্টি করবে।

দে এক বাল ছিল, যথন রাজা-উজিংর উপান-গতনই ছিল রাষ্ট্রের ইতিহাস। সে এক বাল ছিল, যথন রাজা-উজিরের রাজনীতিব সজে রাষ্ট্রের ইতিকথায় ঠাই পেত ছুই-এক জন রাষ্ট্রনায়কের সম্পিত ধর্ম-মতবাদ। জনসাধারণ সে দিন ইতিহাদে ঠাই পারনি। রাজতক্ষে তথা গাজকাহিনী আজ বেমন মানুষ মানতে চাচ্ছে না, তেমনি রাজতত্তের স্থলাভিধিক্ত রাজনীতিক চাই ও মোড্লদের আক্তজাতিক হতাাবড্যপ্রে হাতস্কর্ম মানুষভলো আত্মবক্ষা, আপ্রয়ক্ষাও স্থল-বদেশ রক্ষার জন্ম কেউ বাচ্তে চাচ্ছে, কেউ বিজয় গর্কোছত এক মৃটি রাষ্ট্রের অভ্যাচারের বিক্তেম মাথা ভুলছে।

কুককেত্র যুদ্ধের পর যেমন ধর্মরাক্তা সংস্থাপনের চেটা হয়েছিল মহাম্মণানের কপাল-করোটির উপর, দ্বিতীর মহাসমরের পরেও তেমনি পৃথিবীর তিন সাঙ্গাত আপন আপন স্থার্থায়ুকুল নয়া ছনিয়া স্থাপনের জন্ম প্রতিযোগিতা করতে জারম্ভ করেছে। এ সব রাষ্ট্রীয় রাক্ষ্যদের ভোজ্য হ'ল মুরোপ আর এশিয়ার জনসাধারণ—যারা উৎপাদন করবে অথচ খেতে পাবে না; বাদের শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও কয় মরতে বাধ্য হবে বৰপশ্বদৈর নিশ্ম হত্যার চক্রান্তে।

## নিরম ও নিরাতারের দল—

কোধাও পেট-ভবা আন্ধ নেই। ওদের হিসাবে একটা মামুবের অতাস্ত নিজিষ ভাবে বাঁচতে হলেও দিনে ২৫০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাবার চাই—এর অর্থেক থরচ হয় অনিচ্ছাকৃত দৈহিক প্রক্রিয়ার, অর্থেক দরকার হয় হাঁটতে খেতে বলতে কইতে। এ পরিমাণ খাবার আন্ধ কোন আছির নেই। করাসীরা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাছে, গ্রীক, পোল, বেলজিয়ান। শ্যেনিরার্ড, যুগোল্লাভ—কতক দেশের অবস্থা এই।

ফলে মানুষ মরছে। ফ্রান্সের মৃত্যুগাব শতকরা ১৮ জন বেড়েছে! গত বছর থেকে পোলাাওে টাইফাস রোগের ভাগুর চলছে। ১১৪২ সালে এখানে ৫০ হাজার লোক এ রোগে মরে। জার্মানী, ক্রোটিয়া, ক্রমানিয়া ও বুলগেরিয়াতেও এই রোগের ভঃল্কর প্রতাপ। যে মাালেবিয়া এত দিন মালয়, ব্রহ্ম ও ভারতের শোণিতই শোষণ করে এসেছে, সে আজ মুরোপ ও আমেরিকাতেও অভিযান আরম্ভ করের

সর্বত্র ক্ষয় রোগ। শিশুরা বাড়তে পারছে না। অনশন ও অদ্বিশনে রোগের সঙ্গে যুঝবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর এক ভয়াবচ পবিণ্যের আভাব বিচক্ষণরা দিছেন—':With some, cannibalism has become a habit to which they are inclined even after other food is available."

তার পর আব্রয়, বসন, জালানী কয়লা ও তৈলের সম্যা — জর্মনীতিক কুবাবস্থাও অব্যবস্থা। মুদ্দের পর কোন দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষী জাইন ও শৃঞ্লা রকা করতে পারছেনা। ক্রমেই থাতা ও অর্থ অংশেকাকত বিত্তবান্দের হাতে গিয়ে প্রেছ— যা কিছু থাতা আছে তা সংগ্রহ করছে বলবান্রা। মাঝখান থেকে না থেয়ে মরছে জনসাধারণ।

### য়ুরে।পের ছুর্দ্দশা-

গ্রীসের অবস্থা—"The issue in Greece is no longer between monarchy and republic, but between economic ruin and stability." সেগানে নিজ্য চলেছে শ্রামিক-ধন্মঘট। এর ভাষোগ নিজ্ঞে গ্রাক কমুনিষ্টবা। ভারা দাবী করছে, ইরেজরা গ্রীস থেকে সরে যাক। সমস্ত দেশ গ্রীসের বৃটিশ রাষ্ট্র-প্রতিনিধি সার রেজিনাক্ত লীপাথকে লক্ষ্য করে বৃলছে—"We prefer Liberty to Leeparty."

ভাষাণীৰ যে অঞ্চল আমেৰিকানৰ' নিয়ন্ত্ৰণ করছে. সে অঞ্চল আনাহাৰ ও অপৃষ্টি-ছনিত বোগেৰ প্ৰাৰল্য বছড বেলী হয়ে পঢ়ছে। এ অবস্থা লোল ভাডান নিশ্চিক হয়ে থাবে বলে অনেকে আলহা করছে। সোভিয়েট-প্ৰভাৰ অঞ্চলৰ অবস্থা প্ৰায়ই একই বন্ধ-"German civil population is bitter at what they say are Soviet starvation policies, in which all things of value are seized and removed. Many Germans are frankly apprehensive of the Communist parties now rising in Germany and declare that some American policies may be driving the civil population in the direction of Bolshevism and chaos."

অনাহারে আর বাপেক বেকার অবস্থায় ভাগ্মাণর। যেন বিশ্ব হয়ে উঠছে। এ হর্দ্দশার সুযোগ পেয়ে মার্কিণ সৈক্ত ভাগ্মাণ তক্ষ্পীনাল সঙ্গে প্রেমে মন্ত হয়েছে। ওর না কি অভিজ্ঞতা এরপ—"With a package of cigarettes, he can get twenty" বে সব জাগ্মাণ বন্দী ছাড়া পেয়েছে ভারা ভাদের নারীর উপর এ অভ্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ ক্রছে—"If wide spread unemployment persists, the sentiments behind

them may provide popular rallying points of activities which might grow to organized resistance directly against the occupation forces."

#### ত্রশিয়ায় শোষণ--

শেতাক বজ-চোবা জাতগুলো এশিয়ার বজ-মাংস পর্যন্ত আজ্ব টানতে চাছে বলে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোটান. ফিলিশাইন ও কোবিয়ায় আগুন অলে উঠেছে। সে দিন তাই পার্ল বাক্
ভার দেশবাদীকে স্পষ্ট ভারায় তনিবেছেন—"It is a revolt against White aggression…I see a human danger in all this silly talk about a war with Russia"—বলেছেন, তোমবা ভব দেখাছ এটম বোমাব। তোমাদের সে বন্ধান্ত বার্থ। ভয়ে কাপতে কাপতে মানুষ একাবছ হব না।
ক্রীম বোমা না বইলেও মানুষে মানুষে মিতালী হয়।

#### वांशादम--

জাপানের নিশ্চল মৃতদেহ না কি দানা পেয়েছে। ইংলণ্ডের 'নিউক্স অব দি ওয়াড়' সাপ্তাহিক পত্র অস্ততঃ এ কথা বলছেন। পত্রের টোকিও সংবাদদাতা বলছেন—ছডিক্ষ, দারিদ্রা, বেকার-সম্ভা এবং শ্লেগ দশটাকে এমন অবস্থার এনে ফেলেছে যে, বে-কোন মৃহুর্তে যে বিরা জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রধাশ করবে, তার লক্ষণ এখন থেকেই দেখা বাছে। ওসাকার ভৃতপূর্ব সৈনিকরা দল বেঁধে খাত-ভাগুরের মাজিশপ্রহবীদের আক্রমণ করে থুন করছে। ইয়োকোহামা আর টোকিওতে বে সব জাপ-তর্কণী পথে পার্কে আমেরিকানদের সঙ্গে আব করছে, ছাত্রদল তাদের প্রকাশ্য রাজপ্রথে মার-ধর বরছে। বালে নদীতে নিহত মাকিণ সৈনিকদের মৃতদেহ পাঞ্রা যাছে। স্প্রতি হাজার হাজার জাপানী ভবনে জাপ-ভাতীয় পতাকার উড়তে আরম্ভ করেছে, বাপ-মা-রা সম্ভানদের শেখাছে ঐ পতাকার সম্মুথে বাখা নত করতে।

#### काटम-

লড়াই-এ ল্যাম বিশেব ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এই ভয়ত্বর ব্যাবারের ভক্ত ই ব্লেকরা দাবী করছে যে, ভ্যামকে মালর আর দক্ষিণ পূর্ব এলিয়ার জাপ-কবলমুক্ত দেশগুলোকে তার বেলীভাগ ধান দিছে হবে। আমেরিকা শ্যামের বিক্লছে মৃদ্ধ ঘোষণা কথনও করেনি। তাই মার্কিগরা শ্যামের হিক্লছে মিত্রপক্ষের যথেই স্থানার লড়াই এর ফলে জাপানের বিক্লছে মিত্রপক্ষের যথেই স্থানার লড়াই এর ফলে জাপানের বিক্লছে মিত্রপক্ষের যথেই স্থানার হয়েছে। কিন্তু এ ধন্মের কাহিনী ইংরেজ ওনতে চায় না। ভাবে আমোকাকে ভানিরে দিয়েছ—"they are determined to exact Siamese reparations even they have to do it unilaterally." ওনা যাছে, আমেনিকার ক্ষেত্র একটা রফা হরে গেছে। আমেরিকা থাইল্যাগুকে স্মর্থন করছে। মার্কিণ সংবাদপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার' জানিয়েছেন—"The United States' intervention may have kept Britain from enforcing complete political tutilage in Siam, but the British extracted

huge economic concessions as part of the hand bargain."

১লা আছ্বারী (১১৪৬) সিলাপুরে শ্যামের সঙ্গে ওরা সদ্ধি করেছে। সদ্ধিপতে সই করেছেন এডমিরাল লর্ড লুই মাউট ব্যাটেনের রাজনীতিক পরামশাদাতা মি: ডেনিং, শ্যামের রাজনুমার জয়ন্ত আর আমাদের এনি মহাশয়। সদ্ধির প্রধান সর্ভ আগামী ২১ মাস (অর্থাৎ ১১৪৭, সেপ্টেম্বর প্র্যান্ত ) ১৫ লক্ষ্ণ টন ধান তাকে বুটেনের কাছে বিক্রী করতে হবে! আর এক বড় সর্ভ্র—ইংরেজের অমুমতি না নিয়ে শ্যাম উপন্থীপে থাল কেটে শ্যাম উপন্যাগরের সঙ্গে ভারত সাগরের যোগ করতে পারবে না।

#### পশ্চিম-এশিয়ায় কুলিয়া---

কুশিয়া না কি ইরাণের ভিতর দিয়ে তকী প্র্যান্ত প্রভাব বিস্তান করবার মতলব করছে, অস্ততঃ আরবদের তাই ধারণা। এ জর ইংরেজের মিত্র আরব লীগ আফগানিস্থান, তকী, ইরাক, দিরিয়া, ষ্ট্রান্স কর্মন ও লেবাননে সজ্ববদ্ধ প্রতিবোধ-দল গড়তে চেষ্ট্রা করছে। তবে এ-ও শোনা যাল্ছে বে, মিশর বা সাউদী আরব এ-দলে বোগ দিবে না। আববী নেতাদের কিন্তু বন্ধমূল ধাবণা যে, ইরাণে গোভিয়েট প্রভাবের গতিরোধ করা অসম্ভব। ইংরেজ এ-কথা মধ্যে মধ্যে অঞ্জৱ করে কৃশিয়াকে উপদেশ দিয়ে বলছে—তোমরাও যেমন মনে করছ যে ইরাণ সরকারকে সমর্থন করছে বুটিশ আর আমেবিকান সরকার. আমাদেরও তেমন মনে করবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, পারসী আক্রের-বাইকানে যে নয়৷ প্রকাতত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে ভাতে গোভিয়েট প্রভাব ও প্ররোচনা পরিক্ষট। কাক্ষেই ভোমরা পশ্চিম-এশিয়ার আগুন নিয়ে খেলা ছেড়ে দাও। বুটিশ মুখপত 'টাইমস্' বললেন -"Yet Russia is playing with fire when she stretches the nerves of Middle Eastern Countries. There comes a time when a small nation will refuse to be brow-beaten by a great power. The last war began when Poland resisted the demands of Germany"- এ কথাৰ নিৰ্গাত্তাৰ্থ হচ্ছে এই — পোলাতি যেমন ক্ৰামাণাকে বাধা দিয়েছিল বংল গেল যুদ্ধ বেখেছিল, ইরাণও তেমনি ক্লাশয়াকে বাধা দিবে-ফলে বাধবে নতুন মহাযুদ্ধ। 'টাইমস' কিছ পোল্যাণ্ডের পেছনে কারা ছিল তার কথা গোপন রেখেছে।

ইবাকে কুৰ্দ-প্ৰামবাসীৱা না কি সেকেলে বন্দুক বার্লিয়ে আধুনিক কুৰা বাইকল সংগ্রহ করছে। জনবব যে, কুদ বিপ্রবী মোল মুক্তাফা বাজানিকে গত বছব ইবাকী সামাস্ত পার কবে খে'দার দেওয়া হয়েছিল, বরফ গলানে স্কুক্ত কবলেই সে না কি কুশ সম্প্রশাপ্ত হয়ে ইবাকের উপর উপজ্ঞাব চালাবে।

### রুণিয়ার মিশর-োরব-প্রী ভ--

আরব এবং আরবীদের সম্বন্ধ কলরা সম্প্রতি অস্বাভাবিব াগ্রন্থ দেখাছে। পটস্ভাম বৈঠকে ট্রান্সন মাকিণ রাষ্ট্রপতি ট্রান্সক বলেছিলেন যে, প্যালেষ্টিন সমস্তা সম্পূর্ণ ইন্স-মাকিণ সমস্তা, ওতে তাঁব হাত দেবার ইছা নাই। কিছু তনা বাছে, কুলবাও সোভিয়েট ইছদীদের প্যালেষ্টিনে পাঠাতে চাছে পান্টা বৈপ্লবিক প্রচেটা হিগাবে। আবার এপ্ত শোনা যাছে বে, আরব লীগের সেকেটারী জেনারল আবহুল বহুমান আজ্ঞাম বে মজো বাবার জন্ত প্রস্তুত হছেন। আর সহুসা কুশ তীর্থবাত্রীদের প্যালেষ্টিন ও মনা বাবার জন্ত ভীড় বেধেছে।

খুব লগান্তই বোধ হচ্ছে বে, ইংবেজ আর আমেরিকানদের বিরুদ্ধে কৃশিয়া মিশরে ও সাউদী আরবকে প্রভাক ভাবে সাহায্য করছে। ইংরেজনা নাকি উত্তর-ইরাণ থেকে সরে বাবার জক্ত কৃশিয়াকে অফুরোধ করেছিল। জবাবে কশিয়া বলেছে. তোমরাও প্যালেছিন ও মিশর থেকে সরে যাও। ("Russians have definitely replied to the British request to evacuate North Persia with the retort that they equally ask for evacuation of British troops from Palestine and Egypt."

আরব-ইছনী সংগ্রাম ক্রমে পেকে উঠ,ছে; মান 'প্যালেইনের নয় সমস্ত আরব দেশের আবাল-বৃহ্ব-বনিতা ইছদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আরবী নেতারা ইছদী পণ্য বক্তনের আয়োজন করলেও, সাধারণ আরবী কেতারা ইছদী পণ্য কিনতে ভীড় করতে দেখে নেতারা বিমর্থ হয়েছেন। আরব সীগ অবশ্য ইছদী সিনেমা, থিয়েটার, খেন্তোরা বক্তন আন্দোলন চালাছেন। কিছু আরবী নেতারা হঃখ করে বলছেন—"The Arabs are fickle and laking in the spirit of sacrifice", আরব মহিলা সমিতির (Arab Women's Society) সদস্যা মিসেস আলেকজান্দ্রা জরিফা "deplores this defeatism and urges that sacrifice for the sake of the homeland should have no bounds."

ইছদী বয়কট কার্য্যকরী করবার জন্ম আরবী নেভারা বৃটিশ ও মার্কিণ বগুানী বৃণিক্দের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে সঞ্চল্ল করেছে। ভুকী বনাম ক্লশ—

তুরন্থের কাছেও ক্লশিয়ার কিছু দাবী আছে শুনা বাচ্ছে। কশিয়া বলছে, সোভিরেটতন্ত্রের প্রাথমিক তুর্বল অবস্থার প্রযোগ নিয়ে ভুকী কারস ও আর্দ্দেহান অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল, আছে কশিয়া মে অঞ্চল ফিরে পেতে চার, আজ সে দার্দানেলিসে ঘাটির দাবী করে। ভূকী বলছে তা কেমন করে হবে ? "Why should we allow foreign bases on our territory?"

কশ জজ্জ্মানর। কুফোপসাগরের ভটবর্তী ১টি তুর্কী প্রদেশের দাবী করছে। কুশিয়ার এ সব দাবীর প্রতিবাদ করে তুরস্কের তর্নগরা নাকি বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। তুর্কী সংবাদপত্র 'আকশাম' বঙ্গছেন—সম্ভবতঃ এ নিয়ে কশিয়ার বিক্লফে জ্ব্লোদ ঘোষণা করা উবে—("The possibility of announcing a Sacred War against Russia by the Western World")

## र्मकन-शूक् अनियाय-

বটেন-ফ্রান্স আর ওলন্দাজরা আজ এক যোগে দক্ষিণ-এশিয়ার নির্মাতন-বিপন্ন মরিরা ভাতগুলোর উত্থান দমিরে রাখছে—কোথাও তাদের দলে ভেদ বাধিরে, কোথাও বলপ্ররোগ করে; কিন্তু তাতে দিগু ও অত্যাচারের ক্ষত আরোগ্য হবে না। ইন্দোনেশিয়ার ফুকর্ণের আন্দোলনকে বা ভৃতপূর্ক খাধীন ব্রহ্মের অধুনা-অন্তর্হ্ত আন্দোলনকে কোণ-ঠাসা করলেও সে সব আন্দোলন জগতের প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণে যে আগুন আলিরে রাখবে, তার প্রধৃমিত বহি হঠাৎ কোন দিন দপ্ করে ছলে উঠবে এক সাথে।

গত যুদ্ধে ওলন্দাজনা বুটেনকে বে সাহায্য করেছিল, বুটেনের পক্ষ নিয়ে সর্বপ্রথমে বে সে জাপানের বিক্লছে যুদ্ধ যোষণা করেছিল, তারই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ বুটেন আজ পূর্বভারতীয় থীপপুঞ্জের উপর ওলন্দাজ্ঞপুত্ব মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বুটেনের এই মিত্রপ্রীতি নিছক নিঃভার্য ব্যাপার নয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার সমর্থন সে করতে পারে না, ওলন্দাজ্ঞ সরকার সম্মত হলেও পারে না। কারণ, ইন্দোনেশিয়াকে যদি স্বাধীন করে দেওরা হয় তাহলে স্বাধীন মালয়, স্বাধীন ব্রহ্ম, স্বাধীন সিহল, এমন কি স্বাধীন ভারতের কথাও এসে পড়ে। এ জ্লাই বুটিশ সমাজ্ঞতারালী সরকার পর্যান্ত চার্চিলপন্থী ক্যাসিষ্টদের বাক্যের প্রতিধানি করে বলতে স্কুক্ক করেছে—'in the interest of the natives, Britain cannot divest herself of the responsibilities she has undertaken in these areas."

তাই আমরা দেখতে পাছি, মুবোপের তিন শক্তি—বৃটিন, ফরাসীও ওলনাজরা ইন্দোনেশিয়াবাসী আর আনামবাসীদের উপর বৈদেশিক শাসন আবার চাপাতে চাছে। আর এক খেডাল জাত—আমেরিকা ভাব নিয়েছে জাপানীদের চরিত্তির একেবারে অহিংস করে দিতে। জাপানীরা প্রকৃতপক্ষে আরু পদানত জাতি। আমেরিকা বলছে, জাপানীরা নিছক চাবীর জাত না হওরা পর্যায় মার্কিণ ফোল্ড নিপ্তন ছেড়ে আসবে না। কাজেই এশিয়া আল ক্রীড়াদ্দেশে পরিণত।

ওবা বলছে—এশিয়াবাসীদের পাশ্চান্ত্য সভ্যতার পাঠ দিছে হবে। পাঠ দেবার বরাদ্ধ চমৎকার। আড়াই কোটি জানামবাসীর শিক্ষাদানের জন্ম ক্রান্ধ ছয় ছয়টা মাধ্যমিক বিভালয় স্থাপন করেছে! ইন্দোনেশিয়ার তিন শো বছরের মধ্যে ওললাজরা পাঁচ শতের এক জনকে শিক্ষাদান করতে পেরেছে! কিছ ওরা ইন্দোনেশিরানদের ভাল করেই শিক্ষা দিতে পেরেছে! ওদেব হৈট কালটুব প্রেলসেলর' রূপায় যবন্ধীপে গত ৩০ বছর বেগার শ্রমিকদের প্রেরাগ ও পেবণ চলেছে। এ ব্যবস্থার ফলে ইন্দোনেশিয়ার ৮ লক্ষ্পরিবার দাস-পরিবারে পরিণত হয়েছে।

#### আগুন নিয়ে খেলা—

ৰশ্বায় ইংরেজবা নতুন করে প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করবার জড় তঠে-পড়ে লেগেছে। তারা সেথানকার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে জাপোর যে করবে এমন কোন বাস্তব মনোভাব দেখাছে না। ওদিকে জনসাধারণের অবস্থা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠছে; নিত্য অবহেলিত কুষক-সম্প্রামার দেশী-বিদেশী মানুষ ব্যবসায়ীদের কাছে শিশুদের, বিশেষ করে বালিকাদের বিক্রী করছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রচারিত সংবাদ নয়। ছনিয়ার সভ্যতাদর্শী সমাজের জন্ত লিপিবছ করে রাখবার মত তথা—

"Needy parents in small up-country villages where the war's devastation left many without any source of income are bringing their children to the larger towns and particularly to Rangoon for sale to wealthy families. Girls for household duties are in the greatest demand because of the servent shortage and fetch the highest prices. For a strong, goodlooking girl between 13 and 14 years of age as much as Rs. 350 is asked and paid. The price never goes below Rs. 200.

শ্যাম ব্রহ্মদেশের অমু-সম্পদ আর কক্সা-জননীদের নিয়ে শেতাঙ্গরা বে উচ্চুখল দীলা করছে তার বর্ণনা করে একজন সাংবাদিক मख्या करवरहरू-

"Judging from the bitter words whispered to me by dozens of men in Bangkok... I feel that the paradise may be short lived and the embrace of Siamese women dancing with Briti partners in cabarets may turn into a Shivaji-Afzal Khan embrace."

#### ভারত কোন পথে---

ভারত ত আর গুনিয়া ছাড়া নর। আন্তর্জ্বাতিক যে বড়যুক্তারীরা আপনাদের বিত্তবান কববার জন্ম পথিবীর শ্রম-শিল্প-সম্পন্ন বণিক জাতগুলোর পণাশালা এশিয়ার বাজারে পুন: প্রতিষ্ঠিত হবার জন্ত প্রতিষোগিতা করছে—আর প্রতিযোগিতা করবার জন্ম খাসা চাল চালছে ভাৰতও দে চাল থেকে বাদ পড়েনি। দুলাত: কশিয়ার প্রভাব এখানে বঝা যাছে না। রুশ আদর্শবাদপন্তী কমুনিষ্টরা এখানে कान चार्न महल करत टेडिंट कराड़, छाउ थ्र योलमा नय। বর্ষ সাম্প্রদায়িকতার পবিপদ্মী হলেও ইংরেছের স্ট্র ভারতের ধর্মগত সাম্প্রদায়িকভার সমর্থন তারা করছে। অর্থগত সাম্প্রদায়িকতার বিক্লছাচরণও অবশা ভারা করছে। কংগ্রেস আদর্শও এখানে খোলসা নর। হিংসার স্বাধীন বা লাভের প্রশংসা এ রা খুবই করছেন, অথচ এদের কেতাব ও মজলিলে সর্বলা একট বলি—কলদার কাণা মারলেও হরদম প্রেম দাও। গত নির্ম্বাচনে কংগ্রেস ভাল করেই প্রমাণ করেছেন. ভারতে কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, প্রমাণ কলেছেন মৃদলেম লীগ একটা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্মনিষ্ট বা তিব্দু মহাসভার রাজনীতিক অন্তিত্ব নগণ্য। কাজেই ইঙ্গ-মার্কিণ আঁতাত ক্ষণিয়ার বিক্তমে তথা আপনাদের অন্তক্ষেত্র রক্ষার জন্ম এশিয়ার বে প্রেমের ক্ষেত্র তৈরী করতে চাচ্ছে, সে আঁতাতকে ভারতের কারও সঙ্গে ৰদি ভাব করতে হয় তবে করতে হবে কংগ্রেসের সঙ্গে।

কংগ্ৰেদ ভাৰছেন, একবাৰ বাজনীতিক ছাতিয়াৰ হাতে হ না. তার পর রাজনীতিক গতি-পছতির কথা দেখে নেওয়া : দেশ যদি তথন কমুনিট হতে চায়, পাকিস্থান চায় বা বাহ চায় তা স্বাধীন ভারত বিচার করবে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যেন কিছু করে যাওৱা নিবস্ত জাতের হাতিয়ার অভিমান, ও গোলা সম্বল করে তার প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে কেউ হাতিয়ার চালায় : না। ভারতের নির্ব্বাচন পরীক্ষার পর মসলেম লীগ বা তাদে। ক্মনিষ্ট্রা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের কার সঙ্গে যোগ দি বুঝা যাছে না। পশ্চিম-এশিয়ার যে কুশ-প্রভাব স জনাত্ ভাদের প্রভাবান্থিত করবে ? যে ক্ল-প্রভাবের সমর্থন চীনে, আ रेक्नामियाव सूकर्व मल, उक्तविश्ववीत्मत कन्नात, म 🕾 সঙ্গে শীগ ও কম্নিষ্টরা যোগ দিবে ? ইঙ্গ-মাকিণ রাষ্ট্র ভ मिना भिना आशाश्चिक क्षाचारत मुम्मुन बमरल मिरम कः ट्या नुहोत. তথাকথিত সমাজতন্ত্রী দলের হাত থেকে স্বরাজ এহণ কংশার তোডভোড সম্পর্ণ করেছে, একদা সমাজতত্ত্বীদের শত্রু ভিন্না সং দল তাতে বাদ সাধলেও ভারতীয় কমুনিষ্ট-দলের মৈন সামাজ্যবাদের লোভ্যক্ত ( গ ) বুটিশ সরকারের এ দান কি ভা সাম্যবাদীরা মঞ্র করবে না ?

বান্ধনীতিক এ সব ঘোঁটেচক্র—বাজনীতিক নেলাদের স প্লাবন এবং সফরের রঞ্জার পেছনে কিছ দ্বিদ্র ভাষার হ অনাহার, রোগ, মৃত্যু ঘরে ফিরে টুইল দিয়ে বেড়াচ্ছে বাংখাব। বছৰ ভিটের যে চালাখানা ভেকে পড়েছিল, এবার আব ভার নাই। ভারতে দিক দিক থেকে আসম চার্ভিম্মের সংবাদ আ বিলাভ থেকে ভারতের ভাগাবিধাতারা কেমন কবে আম্ তা চোখে দেখতে—আমাদের আর্তনাদ ও চীংকার সাচ্চা কি জা তা কানে শুনতে ভারতে প্রতিনিধিদেব পাঠিয়েছেন।

এর পর ভারতের ভাগা ভবিতবাই বলতে পারে: 'াছ বিশ্বপ্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক ডু পিয়ার্সন জানিয়েছেন :, ? সামবিক বিভাগের আশস্কা যে लानक इराइक टेम्मारक अव উপানের সম্মুখীন হতে হবে। এজন্ম মাকিণ সৈক্তদের 🕬 🧗 বেয়নেট ও অক্সান্স বসদের বরান্দ করা হয়েছে।

উপান যদি স্ত্যি হয়, সে উপানে কাৰ্য টেপিত হলে বাইরে প্রকাশ নেই। তবে দেখা যাচ্ছে, সর্বাদল-প্রভাব্যক্ত ল কিশোর ও নওভোয়ানেরা নতন প্রেরণায় চঞ্চল হলে উটে তারাই কি নয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতা ? জর হিন্দ.।



# ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন



প্রত ১০ই পোষ ১৩৫২ মীরাট কলেজের নব-নির্দ্মিত হলে প্রবাদী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতম অধিবেশন জ্ঞান্তিক হ'য়েছে। মূল সভাপতি—শ্রীযুক্ত কিতিমোহন সেন। অভার্থনা সভার সভাপতি—ভা: স্ববোধনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়। বুহত্তর বঙ্গ-শীশার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। শি**র ও বাণিজ্যশা**খার শতাপতি-- শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার। সম্মেলনের উর্বোধন <sup>ৰয়েন</sup> মূকপ্ৰদেশের আইন প্ৰণয়ন কাউন্সিলের সভাপতি—সার <sup>দীতারাম।</sup> ইতিহাস-শাখার কোনো অধিবেশন হয়নি। বর্তমান অধিবেশনে সম্মেলনের নাম পরিবর্ত্তিত ক'রে ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য <sup>সংখ্যান</sup> রাখা হয়েছে। বার্ষিক আর-ব্যয়ের হিসাব থেকে জানা <sup>গেল, এড</sup> বড় প্রতিষ্ঠানের পুঁজি বড়ই কম। বর্ত্তমানে অর্থ না <sup>ধাকলে</sup> কোনে। **কাজই সুশৃথল ভাবে সম্পন্ন করা সন্ত**ব নয়, তাই <sup>বুচন্ত্ৰ বন্ধ শাৰাৰ সভাপতি **ঐৰ্ক নগেজনাথ ৰক্ষিত মহাশ্**র জাগামী</sup> ছ'বছাৰঃ মধ্যে সম্মেলনের কার্যনির্ব্বাহের **জন্ত পঞ্চাশ** হাজার টাকা শগ্ৰহের এইটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হ'রেছে। উদ্দেশ্য <sup>মহৎ স্কেই</sup> নেই, কিছ অভুক্**শসাৰ স্বৃতি-ভাণ্ডা**রের জক টাকা

সংগ্রহের ব্যাপারে আজ পর্যান্ত ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যকর। সার সীতারামের ভাষণের ও সম্মেশনে যোগদানের মধ্যে তাঁর বন্ধ-সাহিত্য-প্রীতি ও আন্ত:প্রানেশিক মিলনের ওভ স্থচনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেজন্ম তাঁকে আমরা আম্বরিক ধন্মবাদ জানাচ্ছি। কিছ এত বড় একটা বিরাট বন্ধ-সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলনে এক জনও বানালী সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাভয়া গেল না কেন ? বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিভাগে সভাপতিত্ব করবার মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ বাঙ্গালীর কি সত্যিই অভাব পড়েছে ? সম্মেলনের কর্ত্বপক্ষকে এই সব গুরুতর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বাঘা হচ্ছি। এ বিষয়ে তাঁদের উদাসীয়া ও সংগঠন-শৈখিল্য সত্যিই ছ:থের। এবারে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গ-ও নেই, সাহিত্যও নেই---আছে তথু প্রাণহীন সমেলন! এবাবে সমেলন স্থিব করেছেন সামনের বছরের সম্মেলনের আগে কলিকাতায় একটি বিশেব অধিবেশন হ'বে প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্থধ-ছ:খের কথা বিশেব ভাবে কদেশবাসী বালালীদের শোনাবার জন্ম। এ সহজে কলিকাভাবাদীদের সম্পূর্ণ সহবোগিতা ও সহাত্মভূতি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হ'বেন না।

এশিয়ার মৃক্তি-সংগ্রাম

ক্রাচ্ছর এশিরা আজ মুক্তির আহ্বানে জাগিরা উঠিরাছে। আজ সাফ্রাজ্যবাদের শাসানি ও হাজার রক্ষমের বিধি-নিষেধের বন্ধনকে

এশিয়া ছিল্ল করিয়া
কে লি তে চার।
করেক শতাকী-বাগী
পাশ্চান্ত্য সা আ জ্যবাদের যে অমাহ্যবিক
শোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতা এ শি য়ার
বুকের উপর দিয়া
নির্কিবাদে চলিয়াছে,
আজ এশিয়া নববুগের মহাসন্ধিকণে
ভাহার বিরুদ্ধে এক
হ ই য়া ই স্পাতপ্রাচী রের স্থার

হইয়া ইম্পাত-প্রাচীরের ক্লার नेष्णिक्याट्ड। এই মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ क्रियाह चाक वर्षा, हेटलाठीन ७ हेटलाटनिया। ইতিহাসের এই গুরু দায়িত্ব আজ্ব ভারতবর্ষ ও চীনেরই বহন করা উচিত ছিল, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে সম্ভব হয় নাই। আজ মহাচীন তাহার ঐতিহাসিক দামিত্ব ও কর্ত্তব্য বিশ্বত হইয়া মার্শাল চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে দিপ্ত হইয়াছে। চিয়াং কাইসেকের চীন সমগ্র এশিয়ার যুক্তি-সংগ্রামের প্রতি বিশাস্থাতকতা করিতেছে এই কারণে। এশিয়ার আশা-ভরসা ও অমুপ্রেরণার উৎস হইবে চীন, এশিয়ার বিরাট মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে চীন, কিছ মহাচীন আত্বও নিব্বিকার, উদাসীন। এমন কি. বিশ্বরাষ্ট্র-শব্দের শভার চিয়াং কাইসেকের প্রতিনিধির এমন সাহস হয় নাই যে, এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করেন। মার্কিণ ও রটিশ সামাজ্যবাদের মোসাহেবি ও দালালি করাই চিয়াং কাইলেকের চীনের অন্ততম নীতি হইয়াছে। আত্বও নিল্জের মতো মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক সহযোগিতার ভিয়াঙি চীন সমগ্র চীনে কুয়োমিনটাঙের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। মার্শাল চিয়াং ভাঁহার নিজের শ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব চীনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য শইতে একটুও ইতন্তত: করিতেছেন না। তাঁহার আজ এমন সংসাহস নাই ষে, তিনি ভাঁহার কুরোমিন্টাঙের অফুচরবর্গ লইয়া চীনে স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে निट्यापत गग-अकिनिधिएत मानी बाठाई कतिवात क्रम

অবতীর্ণ হন। তাঁহার এমন সাহসও নাই যে, চীনের



কাপুরুষতা ও আত্মসর্বস্বতার প্রতিমৃত্তি মাশাল চিয়াং চীনের জনকল্যাণ ও সামাজিক মঙ্গলের আৰ জন্ম আদে উৎকণ্ডিত নন। তাঁহার একমাত আদৰ্শ হইল স্বশ্রেণীর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া চীনে একনায়কত্বের নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা কায়েয করা। চীনের চিয়াং কাইসেকের এই নীতি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকেও প্রভাবিত করিয়াছে। বেশ পরিকার দেখা যাইতেছে, ভারতের স্কত্রেট ভাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নেতৃরুদ চিয়াঙি আত্মনতী নীতি বর্ণে বর্ণে অফুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনও আমাদের ভারতের নেতবুদ্দ দেশের মধ্যে দলাদ্দির প্রে অগ্রসর না হইয়া জাতীয় ঐক্যের পথে চীন ও সমগ্র এশিয়াকে পরিচালিত করিতে পারেন। ভারত আজও চীনকে পথ দেখাইতে পারে এবং এশিয়ার মৃক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। সমগ্র এগিয়ায় বিদে<del>ব</del> -শাস্ত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ঐতিহাদি<sup>ক গণ</sup>়-**শভিযানের পথের নির্দেশ আজও একমাত্র** ভারত ই দিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় নেতৃরুন্দের সেই নি<sup>চ্চ্ন</sup> আ কোথায় ? কোথায় তাঁহাদের সেই ঐতিহাসিক পরে অভিযানের জন্ম আহ্বান ?

विक्राम निष्ठा करता

আনন্দের বিষয় এই যে, বর্মা, ইন্লোচীন ও ইন্দোনেশিয়া আজ ভারত ও চীনের দিকে এই নির্দেশ ও নেতৃত্বের ভক্ত তাকাইয়া নাই। তাহার! নিজেনের প্রধারীয়া অবিচলিত চিভে সংগ্রামের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং সেই পথই ঐতিহাসিক পথ। এই ঐতিহাসিক পথ ঐক্যের পথ, জাতীয় সংহতির প<sup>র</sup>, চিয়াং কাইসেকের আত্মঘাতী গৃহবিরোধের প্র নয়।

### क्षेत्कात्र शर्थ खनारम्

যুদ্ধকালীন প্রতিরোধ আন্দোলনের (Resistance Movement) মধ্য দিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশ আৰু তুদ্দ জাতীয় একোর এক ছর্ভেছ ইম্পাত-প্রাচীর গঠন করিয়াছে। এই একতার প্রতিমৃত্তি হইল ব্রহ্মদেশের "ফাা ছি-বিরোধী পিপ্লস্ ফ্রিডম্লীগ্" (Burma Patriotic Front)। এই স্বাধীনতা দীগের অন্তর্ভুক্ত আজ "বন্ধা প্যা িট্রটিক কোর্সেস্" (Burma Patriotic Porces বা B. N. A), "ক্য়ানিষ্ট পার্টি", "পিপল্ল রিভলাশানারী পার্টি" (Peoples Revolutionary Party), "মাওচিত পার্টি" (Meyo-Chit Party), "অন বৰ্মা ইউৰ জীগু" (All Burma Youth League), "আরাকান সাশনাল কংগ্রেস্" (Arakan National Congress) "কারেন সেণ্ট্রালু অর্গানাইজেশন" (Karen Central Organisation) ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও এই বাহীনতা লীগের সহিত আজ বন্ধদেশের "পাকিন পার্টি" (Thakin Party), "সিন্ইয়েপা পাটি" (Sinyetha Party), "বৰ্ষিজ মুগলিম জীগ" (Burmese Muslim League) প্রভৃতি দলগুলিও অনেক কেত্রেই সহযোগিতা করিতেছে। তরুণ বীর মেজর জেনারল আউল সান্ (Aung San), ব্ৰহ্মদেশের প্ৰতিরোধ বাহিনী অর্থাৎ জাতায় সেনাবাহিনীর (B. N. A.) স্বাধিনায়ক এই স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং ক্যানিষ্ট নেতা থান তুন (Than Tun) এই লীগের জেনারল সেক্টোরী। এই স্বাধীনতা লীগই আজ ব্রহ্মদেশের স্ক্রেষ্ঠ স্ক্রদলীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং মেজর-জেনারল আউল সানু আজ াসদেশের জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই ণীগই আজ ব্রহ্মদেশের স্বাধীনভার জম্ম বৃটিশ সামাজ্য-र्वापत्र विकृत्य खान्त्रन मःखाम क्रिएएह। >>६६ শালের ১৯শে আগষ্ট রেকুনে অমুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মেজর জেনারল আউল সানের সভাপতিত্ব নিয়োদ্ধত প্ৰভাৰ গৃহীত হয়:

"For many years the people of Burma have struggled to attain their right of self-determination. Since the outbreak of war in 1939 between Britain and Germany, the struggle for Burma's freedom has become more intensified and extensive in that it has developed an armed mass movement. The people of Burma in co-operation with the United Nations have driven from Burma the fascists, the protagonists of the darkest forces of reaction in the world.

Therefore, the free democratic world

will have to recognise the right to freedom of the people of Burma, according to the world leaders' declarations, such as the Atlantic Charter, the Teheran Agreement and the Yalta Agreement.

The people of Burma will exercise their right of self-determination and determine their constitution through a Constituent Assembly.

অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ পূর্ণ আত্মনিরস্ত্রণের অধিকার আজ্মদাবী করিতে স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ গঠন করিয়া ব্রহ্মদেশ তাহার ভবিষ্যৎ শাসনভন্ত রচনা করিতে চায়। এই দাবী আজ্ম সমগ্র ব্রহ্মদেশের দাবী। এই দাবীই আজ্ম ব্রহ্মদেশের বৃহত্তম সর্ব্বদদীয় গণ-প্রতিষ্ঠান "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা লীগের" দাবী। এই প্রভাবের মধ্যে সর্ব্বাপেকা শুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিব্রহ্ হইতেছে ব্রহ্মদেশে সশস্ত্র গণ-আন্দোলনের বিকাশের কথা।

### এক্যের পথে ইন্দোচীন

ইন্দোচীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বদলীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম "ভিমেট নাম ভক্লাপ ভঙ্ মিন্" (Viet Name Doclap Dong Minh), সাধারণত: প্রথম ও শেব वक्त "ভिয়েটু মিন্" নামেই পরিচিত। ইशার অর্থ হইল "ভিষ্টে নাম স্বাধীনতা লীগ"। ইন্দোচীনের উপকৃশ-अरमभारक आहीन कारन "जिस्कृ नाम" रना इहेंछ। সেই নাম হইতেই ইন্দোচীনের স্বাধীনতা লীগের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে। ভিয়েটু মিনের প্রেসিডেণ্ট, পঞার বৎসবের বৃদ্ধ হো-চি মিনু ( Ho-chi Minh ) বার ৰৎসর বয়স হইতে গুপ্ত ফরাসী-বিরোধী আন্দোলনের স্থিত অভিত। তিনি ৪৩ বংসর-ব্যাপী ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রাম করিতেছেন। সমগ্র ইন্দোচীনের তিনি সর্বজনপ্রিয় নেতা। বছ বার ভক্তৰ বটিয়াছে যে, ছো-চি মিন্ধরা পড়িয়াছেন, ফরাসীরা তাঁচাকে হত্যা করিয়াচে, কিন্তু আৰু পৰ্য্যন্ত ভিনি ममदोद्ध भीविछ्हे चार्हन এवः हेर्निहीरनद्ध चारीनछा আন্দোলনের তিনি নেতা। শেব পর্যান্ত সকলে দেখিয়া বিশ্বিতও হইলেন ষে, এই বৃদ্ধ হো-চি মিন্ই উত্তর টন্কিনে काभानीत्मत्र विकृष्ट हेल्लाहीत्मत्र शिविना रेमञ्चलत्र युष्क পরিচালনা করিতেছেন। এই বৃষ্কই "বাধীন ইন্দোচীন গ্ৰৰ্ণমেণ্টের" প্ৰেসিডেণ্ট। বৃদ্ধ হো-চি মিন বলেন: "Viet Minh is a combination of all classes of social elements on a single plank of independence. এই "ভিষেট মিনের" মধ্যে রহিয়াছে 'ভাশনাল পার্টি' ( शृद्ध "चानामार्टे कूरनामिन्टोड" नारम পति छि इन ),

নিউ আল্লাম পাটি" ( New Annam Party ), "ক্ষানিষ্ট পাটি", "ইউৰ্লীগ", শ্ৰমিক ও কুৰকসভ্য **ইভ্যাদি। এই '**ভিয়েট মিন' আ**জ** ইন্দোচীনের অনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট স্বাধীনভার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে ভাহাকে অহিংস আন্দোলন বলা যাইতে পারে ন। ভিয়েট মিনের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা গ্ৰান ফান গাইউ এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে. "small bands based on units of twelve, pyramiding up to a strategic group (Chidai) of 144 partisans" হইল ভিয়েট মিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভিত্তি। অর্থাৎ বার জন করিয়া এক একটি **धकि वर्**षा मन भर्यास विक्रि। धहे बुहद मनत्क वर्ल "किमारे।" देश हे दहेल हे ट्लाठीन एन र नामतिक मान्यांन. এবং এই সামরিক সংগঠন ও শক্তি আৰু ইনোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণ-স্বরপ। ফরাসী কামান-विमान, खनी-शाना चाक्छ छारे रेट्माठीरनत्र चारीनछा-সংগ্রামকে পর্।দন্ত করিতে পারে নাই। ফরাসী বাহিনার করেক জন অফিসার ইন্দোচীন হইতে ফিরিয়া প্যারীতে স্মাসিয়া বলিয়াছেন: "আমরা একটির পর একটি গ্রাম স্বাস করিয়া পুনরায় ইন্দোচীন করতলগত করিব। ইন্দোচীনের অবস্থা আজ নিদারুণ জটিল। ভিয়েট মিন অভিঠানটি অভান্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী এবং ইছাকে স্বামন করিবার জন্ত জেনারেল ক্লার্ক ৬০ হাজার সৈত্যের **অবোজন বলিয়া জানাই**য়াছেন।"

कतानी अफिनावरम्ब धरे निर्मेख श्रीकारवास्त्रि इहेर्ट्ह পरिकात त्या यात्र, हेर्प्साहीरनत चारीने जी ग "ভিষেট মিন" কতখানি শকি≁ালী প্ৰতিষ্ঠান এবং ভাছাদের সংগ্রামের কৌশলও ফরাসী সামরিক কর্ত্তপক্ষকে যে রীতিমত চিম্বান্থিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ তাঁহাদের একটির পর একটি গ্রাম দখল করিয়া गमक हेत्नाठीन व्यक्षिकांत कतात्र गमका प्रयो निवाह । **অর্থাৎ ইন্দো**চীনের প্রত্যেকটি গ্রামে পর্যান্ত আৰু "ভিষেট মিনের" মুদ্দ খাটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকটি বাঁটি সাম্রাজ্যবাদী জুলুম ও অভ্যাচারের বিক্লবে প্রতিরোধের এক ছর্ভেন্স ব্যহ রচনা করিয়াছে। ইন্দোচীন আৰু স্বদুঢ় ঐক্যের ভিন্তিতে, বিরাট প্রতিরোধ-चारमागरनत यथ। पिया बक्तरम्राभत यरणारे गमक गन-আব্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই ইন্দোচীনে ফরানী সাম্রাজ্যবাদের প্রভাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিদিন নিপ্রভ হইরা আসিতেছে। তাই মুমুর্ সাম্রাজ্যবাদের দংশন ইন্সোচীনের ঐক্য ও গণ-সংহতিকে কিছুতেই চুর্ণ করিতে পারিতেছে না। বাড্রাজ্যবাদী অভ্যাচারের মধ্যে ইন্দোচীনের দুঢ়তা ও একতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

"ভিষেট্ মিনের" পরাজয় নাই। ভিষেট্ মিনের স্বাধীনতা আদর্শ আজ আরামের প্রাক্তন রাজাকে পর্যন্ত উদ্বৃদ্ধ করিয়াছে। আরামের প্রাক্তন রাজা বাও দাই ( Bao Dai) বলিয়াছেন:—

"I appeal first of all to the Government of the French Republic...I solemnly announce the birth of the democratic Republic of Indochina......Placing the interests of my motherland above those of the throne, I prefer to be a citizen of an independent country to being king of an enslaved one..."

আমাদের ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বোধ হয়
এই ঘোষণার কথা কয়নাও করিতে পারেন না। কিয়
আয়ামের রাজা পারেন এবং পরাধীন দেশে রাজা
হওয়া অপেকা খাধীন দেশের নাগরিক হওয়া তিনি
অনেক বেশী গোরবের বলিয়া মনে করেন। ভিয়েট্
মিনের খাধীনভা আন্দোলনের ব্যাপকতা কতথানি
ভাহা এই দুটাস্তটি হইতেই অহুমান করা যাইবে।

### ঐক্যের পথে ইন্দোনেসিয়া

ইন্দোনেসিয়া আয়তনে নেদারলাও অপেকা প্রায় ৫৬ গুণ বডো। ইন্দোনেসিয়ার মোট জনসংখা ৭ কোট ৫০ লক। জনসংখ্যার তিন-ভাগের হুই ভাগ ভাভা ও মাছরার বসবাস করে। বিংশ = ভান্দীর প্রারম্ভ ১ইতেই ইন্দোনেসিয়ায় জ্বাতীয় আন্দোলনের স্তর্গাত হয় বল: চলে। বৈদেশিক শাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে উনবিংশ শতাকী হইতে ভারতবর্ষে যেমন ভাগৃতি আনোলন গড়িয়া উঠে এবং সেই জাগতি আন্দোলন (Ranaissance Movement) যেমন ধীরে ধারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটা রাঞ্চ-নৈতিক রূপ গ্রহণ করে, ঠিক তেমনই ইন্দোনেসিয়াতেও मृष्टितम दुविकी वी ७ एक स्थापित कागृ कि चार्त्स विशेष ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলন ও রাহ্বনৈতিক চেওনী "द्वादम्मि जुरुभा" ধীরে ধীরে গডিয়া উঠে। ( Boedi Etoma ) নামে বে প্রতিষ্ঠান ইন্দোলে শিষ্টার বুদ্ধিনীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গঠন করে তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রাথমিক বুগের ভারতীয় কংগ্রেসের মতোই স্থীর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। क्डि निन পরে "गातिक ६ हेम्लाम" ( Sarikat Islam ) নামে আর একটি দল ধশ্বরকা ও অর্থ নৈতিক দাবীর ভিভিতে গড়িয়া উঠে। বিদেশী খুইধর্ম্মের প্রভা<sup>ব ও</sup> প্রসার হইতে ইন্সোনেসিয়ার ইস্লাম ধর্মকে রুগা করিবার অস্ত এবং তাহার সহিত দেশের অ<sup>র নৈতিক</sup> দাবী মিটাইবার অভ "সারিকৎ ইস্লাম" সংগ্রাম ক'রতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর বিতীয় দশকে টেড <sup>ইউনিরন</sup>

আনোলনও গড়িয়া উঠে এবং ১৯১৯ সালে একটি কেন্দ্রীয় টেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। রেলওয়ে, টাম. ছাপাখানা গুড়ভিতে ধর্মঘটের বছা আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মুলধনের কেত্রস্থল চিনির কারখানাওলিতেও এই পর্মাণ্ট ছড়াইয়া পড়ে। "শারিকৎ ইস্লাম" ও "বেক্রীয় টেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান" এই ধর্মঘট পরিচালনা করে। ধর্মঘটের ফলে বিদেশী শাসকদের রীতিমত মাথাব্যথা দেখা দেয় এবং দেখের মধ্যে বিরাট এক রাজনৈতিক লাডা পড়িয়া যায়। ১৯১২ সালে বে ইন্দোনেসিয়ান সোসাল ডিমক্যাটিক পার্টি" (Indonesian Social Democratic Party) গঠিত হয় তাহার ভিতর হইতেই সংগ্রামের তাগিদে ১৯২০ সালে পার্শাই ক্যানিষ্ট ইন্দোনেসিয়া" ( Partai Kommunist Indonesia ) গডিয়া উঠে: ১৯২৩ সালে "শারিকৎ ইস্লাম" প্রতিষ্ঠানও ক্যানিষ্ট পার্টি:ত যোগদান করে। ১৯২২-'২৩ সালে আবার এক ধর্মঘটের ভোষার আসে। ইন্দোনেসিয়ার গ্রণর জেনারল ফক বিচলিত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা যথাগাধ্য প্রয়োগ করিতে থাকেন এবং কয়েক জন শ্রমিক-নেতাকে বন্দী করেন। ১৯২৪ সালেই ইন্দোনেসিয়ার ক্মান্টি পাটির ৩১,০০০ সভা হয় এবং ১৯২৬ সালের মধোই ইহা প্রায় বিশুণ বাড়িয়া যায়। ভাচ্ গ্রণ্মেন্ট সন্ত্রত হইয়া উঠেন। কারণ, তথন ইয়োরোপের চারি দিকেও বিপ্লবের আভঙ্ক দেখা দিয়াছে। এই সময় ইন্দোনেসিয়ায় প্রায় ১৩.০০০ সোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভাছার মধ্যে প্রায় ১৩০৮ জন বন্দীকে নির্বাসন-দণ্ড मिया निक्ष शिनित चिन्ति विद्यु (श्रात्र क्या इस । >>> শালে "Sarikat Kaoem Boeroch Indonesia" নামক আর একটি শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়, কি ঋ এক বৎসরের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানের নেতাদের নির্বাসিত করা হয়। ১৯২৭ नारन "National Indonesian Party" নামে একটি জ্বাভীয় দল গঠন क्दा हम। ১৯२৯ माल वहे मत्नद्र निष्ठा (मास्मिकार्ग) চার বৎশরের কারাদতে দ্ভিত হন।

এই ভাবেই প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি ও সাম্রাক্সবাদী অভ্যাচারের ভিতর দিরা ইন্দোনেসিয়ায় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গাড়য়া উঠিয়াছে। অনেক দল, অনেক প্রভিটান ইন্দোনেসিয়ায় গড়িয়াছে ও ভাঙিয়াছে, কিছ আন্দোলনের ধারাবাছিকতা ক্ষুল্ল হয় নাই। সমস্ত প্রিয়া ইন্দোনেসিয়ায় জনসাধারণ স্বাধীনভার পথে নিতীকচিতে অভিযান করিয়াছে। নেতারা নির্বাসিত ইইয়াছেন, হাজার হাজার দেশকর্মী কারাদণ্ডে দঙ্জিত হইয়াছেন। ভারতে বৃদ্ধি সাম্রাক্যবাদের স্তায় ভাচ্মানাজ্যবাদ্ধ ও অসহায়, নির্ম্ল ইন্দোনেসিয়ার

জনসাধারণের উপর নির্কিচার চিত্তে অভ্যাচার করিয়াছেন বিদ্ধ ভনসাধারণের চেতনা ভাষাতে লোপ পায় নাই. क्टरे ऐरबन रहेशा ऐरिशाहा। ३৯६२ माल काश्रास যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর ইন্দোনেসিয়ার জাতীয় আন্দোলন দিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। এক দল ভা: সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে ভাপানী ফার্শিষ্টদের সহযোগিভার ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের জন্ম উদ্বৃদ্ধ হন এবং আর এক দল ক্যাশিষ্টদের বিরোধিতা করিবার জ্বান্ত অন-गांशांत्रायत याथा श्राष्ट्राथ चार्त्माच्य गर्रेय कविर् পাকেন। ফ্যাশ্ষ্ট-বিরোধী প্রগতিশীল জাতীয় নেডাদের ग(श) (भारतांक मालद काल्य केटिन जा: मध्यम हाजा. বর্ত্তমানে স্বাধীন ইন্দোনেসীয় রিপাব্লিকের সহঃ-সভাপতি। জাপানীরা ডা: সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে এক গবর্ণমেণ্টও গঠন করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ভা: সোয়েকার্ণো জাপানী ফ্যাশিষ্টদের স্বরূপ বৃঝিতে পারেন এবং তাহাদের সহযোগিতার স্বাধীনতা লাভের দুঃস্থ সম্বন্ধেও তাঁহার চেত্না হয়। তিনি তাঁহার মারাভাক ভক স্বীকার করেন এবং অন্নতপ্ত হন। ইন্দোনেসিয়ার **বে** ग्रव मन क्यानिष्ठेरम्त विकास अखिरताथ आत्मानन शक्ति ত্লিতেছিল, তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্ত ডাঃ সোমেকার্ণো উদ্গ্রীব হন। পুরাতন মারাত্মক মভবিরোধ ভূলিয়া গিয়া প্রতিরোধ আন্দোলনের সোশ্যালিষ্ট, ক্যুুুু নিষ্ট ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জাতীয় নেতারা ডা: সোয়েকার্ণোকে তাঁহাদের সহিত আন্দোলনে যোগ দিবার জন্ত আহ্বান করেন। ভাহার পর হইতেই ইন্দোনেসিয়ায় এক বিরাষ্ট ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাতন ভেদাভেদ ও মতবিরোধ ভূলিয়া ইন্দোনেসিয়ার প্রত্যেক রাছনৈতিক দল আৰু একট স্বাধীনতার আদর্শে উদবছ হুইয়া একত্রে সংগ্রাম করিভেছে। এই সভ্যবদ্ধ ও মুসংহত জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিকার জন্ম আজ ভাচ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত স্কল সাম্রাজ্ঞাবাদীরাই হাত মিলাইয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের বিক্লছে ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেসিয়া জীবন পণ করিয়া করিতেছে। চরকা, গ্রামোলয়ন ও অহিংসা ইন্দোনে-সীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। ইন্দোনে-সিয়ায় যে গণ-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে ভাহা সশস্ত সূত্ৰৰ গ্ৰ-আ্লোলন (armed mass movement) ৷ বন্ধদেশ ও ইন্দোচীনেও এই সশস্ত আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি। ব্ৰহ্মদেশ হইতে ইন্দোনেসিয়া পৰ্যান্ত এই যে ঐক্যবন্ধ সশস্ত্র গণ-আন্দোলন আজ গড়িয়া উঠিয়াছে. ইহাকে দ্যন করিবার অস্তু আজ সাদ্রাজ্যবাদীরাও একত্তিত হইয়াছেন। সাম্রাক্যবাদের ভিত্তি এসিরার কাঁপিরা উঠিয়াছে। মেজর জেনারল আউক

সান, হো-চি মিন্, ডাঃ সোরেকার্ণো, হাডা ও সরিক্দিন, আব্দ এই গণ-আন্দোসনের নেতৃত্ব করিতেছেন। উাহারা এক নৃতন সুগ ও নৃতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিতেছেন।

## ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান-চর্চা পাশ্চান্ত্য রীতিতে স্থানিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টার ইতিহাস খুব বেশি मित्नत नरह। এ-पिटम हेश्त्रकी भिका श्राप्तनत भन्न ছইতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা পরস্পারের মধ্যে চিস্তার আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকেন এবং সেই উদ্দেশ্তে ধীরে ধীরে করেকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "বনীয় এসিয়াটক সোসাইটি" স্বাপেকা প্রাচীনত দাবী ক্রিতে পারে। ১৭৮৪ সালে ভার উইলয়ম জোন্স এই গ্রতিষ্ঠানের পতন করেন। ইহার পর আরও কয়েকটি অভিঠান গড়িয়া উঠে. কিন্তু এ-গুলির কোনটিভেই আনের বিভিন্ন শাখার আলোচনার বিশেষ স্থবিধা ছিল না। এই অসুবিধা উপদক্ষি করিয়া দীর্ঘকাল পরে ভারতের करबक कन विभिष्ठे विकानविष् वृष्टिम अरगागिरव्रमानव অমুকরণে একটি ভারতীয় বিজ্ঞান-গমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্রোগী হন। লক্ষ্ণে ক্যানিং কলেজের রসায়ন-শাল্পের অধ্যাপক মি: পি এস ম্যাকমোহন, মান্তাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন-শাল্পের অধ্যাপক মি: জি এস সাইমন-সেন-প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদরা এই কাজে অগ্রণী হইলেন। তাঁহারা ছির করিলেন যে, প্রতি বৎসর যদি একটি করিয়া বিজ্ঞান সভার অফুর্চান করা যায় ভাহা হইলে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খনিষ্ঠতা স্থাপন ও চিন্তাধারার পারস্পরিক আদান-প্রদানের ষেমন স্থবোগ পাওয়া যাইবে. ভেষনই জনসাধারণের মধ্যেও বিজ্ঞান অফুশীলনের আগ্রহ ৰ্ছি পাইবে। ভারতের বিজ্ঞানীরা এ-সম্বন্ধে কি অভিযন্ত শোষণ করেন ভাছা জানিতে চাহিয়া ভাঁহারা ১৯১১ সালে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ভদমুষায়ী ১৯১২ সালে অমুঠানের অন্ত ভারতের প্রথম বিজ্ঞান-সম্মেলনের সতের অন শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক্ষকে লইয়া একটি কমিটি পঠিত হয়। ঐ বৎসরই ২রা নভেম্বর তারিখে কলিকাভায় "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি" হলে একটি সুম্মেলন হয় এবং উহাতে এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত করা হয় ছে, প্রতি বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবে। ছাছার পর হইতে প্রতি বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিৰেশন হইতেছে। ইহাই ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৯ৎপত্তির ইতিহাস। ভারতীর বিজ্ঞানচর্চার সহিত বে লকল দেশী বা বিদেশী মনীয়ী সংশ্লিষ্ট আছেন ভাঁছার৷ নকলেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত অভিত।

এই বৎসর (.১৯৪৬, জাছুরারী) ভারতীয় বিজ্ঞানকংগ্রেসের ওওতন অধিবেশন হুইয়াছে মহীশুর রাজ্যের
রাজ্ঞধানী বালালোরে। বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক আফজল হোসেন এই বৎসর বিজ্ঞানকংগ্রেসের মূল সভাপতি হন। ১৯৩০ সালে অধ্যাপক
হোসেন ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে ক্লবিবিজ্ঞা বিভাগে
সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯০৮ সালে করেন কীটবিজ্ঞান
বিভাগে। ১৯৩৫ সালে মিশরে আন্তর্জ্ঞাতিক পঙ্গপাল
সংক্ষেদনে অধ্যাপক হোসেন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।
১৯০৮ সালে ভেনেভার তিনি ভারতের ক্লবিবিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই মাসেই তিনি ক্রুসেল্স, বালিন, মিউনিক্, ভিরেনা প্রভৃতি স্থানের বৈজ্ঞানিক-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
করেন। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে মধ্য-প্রাচ্যের
ক্লবি-সংক্ষেদনে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান। ভারতীয় বিজ্ঞানের
হৈতিহাসে অধ্যাপক হোসেনের অবদান অভুলনীয়।

**অধ্যাপক আফজন হোসেন তাঁহার মূল স**ভাপতির **অভিভাষণে বিখের থান্ত স**রবরাছের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, আঞ্চ ইউরোপ, সদুব প্রাচ্য ও ভারতে থান্ধাভাব দেখা দিয়াছে। ভারতে গান্ **ও ক্রমিজাত দ্রব্যের সঠিক হিসাবের অত্যস্ত অভাব।** এই **হিসাব যত দিন না পাওয়া যাইবে তত দিন কোন** পরিকল্লন: করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্মই যুদ্ধোতর পরিকলনার মধ্যে হিসাব ও সংখ্যাবিজ্ঞানের (Statistics) উল্লয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা থাকা উচিত। অধ্যাপক হোসেন বলেন ষে. ১৯৪১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৯০ লক। ১৯৩১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোট ৮০ লক। এই অরুপাতে বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা नाष्ट्रां हे बार्ट 85 (कांटि ee नक | ১৯৬० नाटनत शुर्रिके ভারতের জনস্থা। ৫০ কোটি হইবে। ১৯৭০ <sup>সালেই</sup> बर्बा कनगःथा ६० कांक्रिकांकर्वा ज्यन अर्थन আরও ৩৫ কোটি অভিরিক্ত অধিবাসীর খান্স সংগ্রাহর সমস্তার সন্থান হইতে হইবে। এই সমস্তার সম্থান করিতে হইলে চাল, ভাল, শাক, সজী, ছুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি সকল প্রকার খাত্তের উৎপাদন ও পৃষ্টি বৃদ্ধি<sup>র ভত্ত</sup> বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাণ্ড গবেষণা করা একান্ত প্রভেন। অধ্যাপক হোসেন ৰলেন, এই উদ্দেশ্যে অবিলঙ্গে একটি "খাছ-বিজ্ঞান পরিবদ" প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ভারতে যুদ্ধকালীন ইস্পাত-শির

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও খনিজতত্ত্ব শাধার সভাপতি মি: ফিরোজ কুটার ভারতে বৃদ্ধকালীন ইম্পাত-শিল্পের (Steel Industry) প্রসার সম্ভে তাঁহার অভিভাষণে বলেন:—

বর্তমান শভাদীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত ভারতের ইম্পাচ কারথানাগুলিতে প্রধানত: বাড়ী-মরের কাঠামো এবং বেল-সাইন

তৈয়ারীর উপবোগী সাধারণ কার্মন ইস্পান্ডই তৈরারী হইত, উচ্চন্তরের থাদ-মিশ্রিত ইম্পাত অথবা ইম্পাতের বন্ধপাতি প্রকৃত পকে এথানে প্রায় তৈয়ারীই হইত না। ১৫ বংসর আগে এই ধরণের চেটা আরছ হয় এবং হাওড়ার নৃতন সেতু নিশ্বাণের পরিকল্পনার দক্ষণ উহার প্ৰোগ্ৰ পাৰ্যা যায়। টাটা কোম্পানী এই সময়ে 'টিস্কুম' নামে ্র উচ্চস্তবের ইম্পাত তৈরী করে এবং উহার প্রায় ১৭ হাজার টন নতন হাওড়া সেতু নির্মাণের কাজে লাগানো হয়। উহার পর 'টিশকর' নামে যে শ্রেণীর ইম্পাত উৎপন্ন হয় তাহা কয়-নিরোধক ্রে: রেলন্তরে কার, ট্রাক প্রভৃতি তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গাদ্মিশ্রিত ইস্পাত প্রভূত পরিমাণে তৈরারীর প্রথম বড় রক্ষের প্রয়োগ পাওয়া গেল ১১৪• সালে, যখন টাটা লোঁ<del>৷ ও ইম্পাত</del> ্রাম্পানীকে সাক্ষোৱার পাত তৈরাবীর জক্ত অর্ডার দেওয়া হইল। এট ধরণের ই**স্পাত তৈয়ারীর কোনও পূর্ব-অভি**ক্ততাও ছিল না, ব্যহিরের কোনও সাহায্য পাওয়ারও উপায় ছিল না। কিছ ব্যাপক ভাবে গবেষণার ফলে এখানে বলেট-নিরোধক যে সাজোয়ার পাত তৈয়ারী করা হইল, তাহা অক্যান্য দেশের পাত অপেকা যদি উংবুছতৰ না-ও হয়, তথাপি কোনও অংশে তদপেশা নিবৃষ্ট নত্ত উত্তর-আফ্রিকার অষ্ট্রম আর্মির অভিযানে এই পাত যথেষ্ট কাভ দিয়াছে। 🧓 সময়ে এই ধরণের ইম্পাত ছাড়া, পারাশুটের যাজ, শিরস্ত্রাণের জন্ম চুম্বকশক্তিহীন বুলেট-নিরোধক ইম্পাভ প্রভৃতিও তৈয়ারী করিয়া সরবরাহ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের এই ব্যাপক চাহিদা মিটাইতে গিয়া অবশ্য অসামরিক চাহিদাকেও তাচ্ছিলা করা হয় নাই। ভারতে খুচরা মুদ্রার ঘাট্ডি পাঁড়লে টাকশালগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ম প্রচুর পরিমাণ উস্পাতের ছাঁচ সরবরাহ করা হইয়াছিল। ভারত সরকারের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগকেও কয়েক প্রকার চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট ইস্পাত <sup>টিংপাদন</sup> করিয়া সরবরাহ করা হয়। ইহার পর আসিল ছুরি, বাঁচি, শল্য-চিকিৎসার বস্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিলের জন্ম দাগহীন ইম্পাতের#চাহিদা। ভারতীয় লোহ-শিলের ভাব একটা ম**স্ত বড় কুভিত্ব ২ইডেছে দ্রুতবেগে নিক্ষেপের** উপযোগী <sup>ইম্পাতি উৎপাদন</sup>া ইহা সম্ভব না হইলে কামানের গোলা প্রভৃতি রুসদ তৈ হাবীতে বিশ্ব জ্বশ্বিত। এই সকল ইম্পাত উৎপাদনে আমাদের <sup>দ্যেঠ</sup> অস্ত্রবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সাল-স্বজাম একটার বনলে আর একটা দিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে, কারথানাগুলিও ্রপাতির দি**ক্ দিয়া কোন মতেই পূর্ণাঙ্গ ছিল না।** মোটের উপর দখা যায় যে, ভারতের ই**স্পাত-শিক্স আ**জ উন্নতির পথে বথেষ্ট <sup>'মপ্রসর</sup> হইরাছে এবং দেশে শিল্পপ্রসারের পরিণতিতে খাদ-মিপ্রিত <sup>ইন্পাতের</sup> ষে বিপু**ল চাহিদা দেখা দিবে তাহা পুরণের জন্ম প্রস্ত**ত শহিষ্যাছে ।"

## ভারতে পারমাণবিক শক্তির গবেষণা

ভারতে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে জাতীর বিজ্ঞান-পরিষদ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাও ডাঃ এইচ জে ভাষাকে লইয়া একটি বৈজ্ঞানিক্যগুলী গঠন করিয়াছেন। পরিষদ এ-সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রভাব গ্রহণ করিয়াছেনঃ

ভাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের সদশ্যবৃদ্দ এই অভিমত পোষণ করেন যে, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ রূপান্তর গোপন রাধার সর্কবিধ প্রচেষ্টা একান্ত অহেতুক, কেন না, পারমাণবিক শক্তির মৌলক তথ্যাদি ইতিপূর্ব্বে সাধারণের গোচরে আদিয়াছে। এমতা-বিছার পারমাণবিক শক্তির তথ্যাদি গোপন রাধা ইউলে মারাজ্মক অন্তাদির উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রতিযোগিতা স্কুক ইইবে তাহাতে পরিণামে আবার যুদ্ধ বাধিবে। পারমাণবিক শক্তিজাত বিভিন্ন মারণান্ত্রের হাত ইইতে মানব-সভ্যতাকে বাঁচাইবার একমাত্রে উপায় ইউত্তেছে আন্তর্জ্ঞাতিক-সজ্ল গঠন করিয়া বিশের সকল দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির মৌলক বিভাগ সম্পর্কে ভাব-বিনিময় এবং কল্যাণকর কার্য্যে পারমাণবিক শক্তি নিরোগের ব্যবহা করা। বিভিন্ন দেশের জাতি সমূহকে এইরূপ আন্তর্জ্ঞাতিক সক্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক্যণ যে সকল ক্ষিটি গঠন করিবেন, ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ্ধ সানন্দে তাহার সহযোগিতা করিবে।

# ভারতের দেশীয় রাজ্যের অবস্থা

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি (Native States) যে মধ্যযুগীয় বর্ষরতা, অমামুষিক দারিদ্রা ও রাজকীয় বিলাসিতার একটি 'crossword puzzle' বিশেষ ভাষা স্ভ্য-অস্ভ্য, শিকিত অশিকিত কোন লোকেরই আনিছে আজ আর বাকি নাই। যে ভারতের দারিলা ভ্রম-প্রাদে পরিণত হইয়াছে, সেই ভারতের বিলাণিভাও এক পরমাশ্র্যা ব্যাপার। ভারতের (দশীয় রাজারা আত্তও সেই মধায়গীয় বর্ষর বিলাসিতার ধারা বহন করিয়া চলিয়াছেন। শিকা ও সংস্কৃতির বালাই নাই, যুগোপযোগী চিন্তাধারার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। লক্ষ লক্ষ নিরীহ, অবহার প্রজাদের শোষণ করিয়া, শাসন করিয়া, এই ভারতের দেশীয় রাজারা আজও মনের আনক্ষে পশু-শীকার ক্রিভেছেন, মণিমুক্তার মেলা খুলিভেছেন, রুম্ণী-সংস্থাগ করিতেছেন এবং ভারতে রুটিশ সাম্রাঞ্চাবাদ যাহাতে চিরদিন কায়েম থাকে তাহার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিছেনে। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি আজও তাই প্রাগৈতিহাসিক বর্কারতার যুগে পড়িয়া রহিয়াছে। বাছিরে পুথিবী বহুদুর আগাইয়া গিয়াছে, বিস্তু আমাদের দেশীয় র'জ্যগুলি হাজার হাজার যুগ পিছনে পড়িয়া বৃহিয়াছে। হুই-এক জন দেশীয় নুপতি শাসন-সংস্থার এবং প্রজাদের তথাক্থিত মঙ্গলের দিকে নজর দিয়াছেন বটে, কিছ ভাষা এতই সামায় যে, ভাষা উল্লেখ করা চলে না। এই দেশীয় রাজারা চিরদিন রটিশ সাম্রাজ্য-বাদের "পঞ্ম বাহিনী" বলিয়া পরিচিত। রটিশ সাম্রাজ্য-বাদের এক একটি ভাল্ক দেশীয় রাজ্যগুলি। সমগ্র ভারতের : রাইদেহে মারাত্মক "ক্যান্সার"রূপে এই রাজ্যগুলি বিরাজ করিতেছে। ভারতের মৃক্তি-সংগ্রামে এই দেশীয়

রাজ্যগুলি চিরস্তন সমস্তা-বিশেষ। এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি পণ্ডিত জওরলাল নেহরুর উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধেয়।

উদরপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দেশীর রাজ্য-প্রকা-সংখ্যানের ৭০তম অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওত্রলাল নেহরু তাঁহার অভিভাষণে দেশীয় রাজ্য ও রাজাদের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:—

"এতীত ভারতের এই বে কুল কুল ধ্বংসাবশেব, এগুলি কম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল। বৃটিশ শক্তিই ইহাদের খনেকগুলিকে স্পষ্ট করিয়াছে এবং ভারতে নিজের প্রাধান্ত বজার রাধিবার বন্ধরূপে ব্যবহার করিবার জন্ত এ-গুলিকে অপারিবর্ষিত রাধিরাছে।

"লর্ড ক্যানিং ১৮৬০ খুঁটান্দে লিখিরাছেন,—'বছ দিন প্রেই প্রার জন ম্যালক্ম বলিরাছেন বে, ভারতকে বদি আমরা বিভিন্ন ক্লোর ভাগ করি তবে পঞ্চাশ বংসরের অধিক কাল আমাদের সারাজ্য টিকিবে না। কিছু বদি রাজনৈতিক ক্মডা-বিহীন ক্ষুক্তকলি দেশীর রাজ্য বাখিরা দিই, তবে যত দিন ধরিরা নৌশক্তিতে আমরা প্রাধাক্ত অধিকার করিয়া আসিতেছি তত দিন পর্যান্তই আমরা ভারতে থাকিতে পারিব। এই অভিমতের সত্যতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নাই।

"অনৈক লেখক দেশীর রাজ্যগুলিকে 'ভারতের বুটিশ পঞ্চম বাহিনী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। গত দেড়শ' বছরের ইতিহাস এই আখার সতাতা প্রমাণ করিরাছে। দেশীর রাজ্যসমূহের অতিনিধি রাশক্রক উইলিরামস্ ১১৩° সালে লিখিয়াছেন,—'এই দেশীর রাজ্যগুলির অবস্থান একটি বড রকমের রক্ষাকবচ। ইছাদের অবস্থান কতকটা সংশয়পূর্ণ দেশের ভিতর হুর্গাবলী সমাবেশের মত। এই অমুগত দেশীর রাজ্যগুলির জন্যই বুটিশের বিক্তৰে ভারতে ব্যাপক বিজ্ঞাহ সম্ভব নয়।' এই দেশীয় রাজ্য-সমূহের শাসকবর্গের নিন্দাবাদ আমরা প্রারই করিয়া থাকি। কিন্তু ইহারা বুটিশ শক্তিব ছারা মাত্র এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের অবনত অবসর ও সমস্ত riting ভাহাদের বক্ষকদের। এ কথা সর্বজনবিদিত বে. প্রগতিবাদী অথবা স্বাধীন মতাবলম্বী রাজনাবর্গকে ভারত সমকারের বাজনৈতিক বিভাগ সুনজরে দেখেন না। ইহাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক বিভাগ কর্ত্তক মনোনীত মন্ত্রিবর্গকে শইরা গদীয়ান আছেন। স্থতরাং দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে লড়াই করার অর্থ হইতেছে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াই করা। বে মৃহুর্তে এই সরকার ভারত ত্যাগ করিবে সেই মুহুর্তে সমস্থার আমূল পরিবর্তন হইরা যাইবে। ১১৪২ সালে স্থার জিওফে অ মন্টোমোরেন্সী তাঁহার "দেশীয় রাজ্য ও ভারতার ফেডারেশন" বইরে লিখিয়াছেন,—'ভারতে এত অধিক সংখ্যক দেশীর রাজ্য এখনও মহিয়া গিরাছে বে, বিবর্তনের পথে এগুলি বিরাট সমস্য। হইরা অপুর ভবিব্যতে এই সমস্তা সমাধানের কোম সভাবনা দেখা ৰাইতেছে না। বুটিশ বদি ভারতে সর্বপ্রধান শক্তি হইয়া না থাকে তবে এই বাজ্যগুলির বিলোপ সাধন वस्ताकारो।'

"রাজপ্তানার কতক্তিল দেশীর রাজ্যে এমন সব ঘুণা প্রথা প্রচলিত আছে বাহা আধুনিক কোন রাষ্ট্রই সম্ভ করিবে না। ইয়া মতাসিদ্ধ বে, জনগণ বদি মাথা তুলিয়া গাঁড়ায় তবে এই সব প্রাচীন ও ক্ষতিকর প্রথা বিলুপ্ত হইবেই।

"কতিপর কুদ্র কুদ্র দেশীর রাজাকে একবিতে করিয়া এবটি
ইউনিট গঠন মোটেই বাছনীয় নর। অমুন্নত এলাকাগুলিকে
সমিলিত করিলে কোনই উন্নতি হইবে না, যুক্ত করিতে ইইবে
প্রদেশগুলির সঙ্গে। এই সকল কুদ্র কুদ্র রাজ্যের শাসকবর্গ কিছু
পেজন পাইবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বাঁহারা উপস্কুক্ত ওঁটোরা
বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ইইতে পারিবেন। অভ্যান্ত রাজ্যগুলিতে
(সংখ্যায় এগুলি ১৮ হইতে ২০র বেশী ইইবে না এবং এগুলি
মিলিত ইইরা ফেডারেশনে স্বায়ন্ত-শাসিত ইউনিট গাইত
করিবে) শাসকবর্গ গণভান্তিক সরকারের অধীনে শাসনকর্ত। ইইরা
বাকিবেন।

"মরণ থাকিতে পারে বে, ১৯৪২ সালে ক্রিপস্-প্রভাবে বিভিন্ন প্রাদেশের নির্বাচিত এবং দেশীর রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিবৃশ্য সইরা একটি গণপরিবদের প্রভাব করা ইইয়াছিল। এই প্রভাবে দেশীর রাজ্যের ৯ কোটি জনসাধারণ উপ্যেষ্ট ইইয়াছে এবং তাহারাও ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কংগ্রেম কর্ত্ত্বক উক্ত প্রভাব প্রভ্যাথ্যাত হওয়ার ইহাও একটি কারণ। এই ভাবে কোন গণপরিবদ বা অক্ত কোনরূপ পরিবদ গতিত ইইডে পারে না এবং ভায়মত কাজও করিতে পারে না। ফেডারেশন সম্পর্কেও একই কথা।

"এ-কথাও স্বরণ রাখিতে ইইবে বে, বর্তমানে কয়েকটি দেশীর রাজ্যে আইন-সভা থাকিলেও ভাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। বক্তসংখাক মনোনীত সদত্ত দইয়াই এই সকল আইন-সভা গতি। বাবীন ভারতের অছেত অংশরপে দেশীয় রাজ্যগুলিতে পূর্ব প্রতিনিধিমৃশক সরকার থাকিতে ইইবে—ইছাই আমাদের মূল নীতি। আমাদের স্বরণ রাখিতে ইইবে যে, আমাদের কার্য্য ও আমাদের স্থাতিটান জনসাধারণের ছত্তই—বিশেষ করিয়া যাহারা সমাজ্যে একেবারে নীচে পড়িয়া আছে ভাহাদের জত্তই। যে সকল শহীদ আমাদের সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভেছবি থেটের শ্রীদের স্থানের নাম আমি বিশেষ ভাবে স্বরণ ক্রিতেই। ষ্টেটের কর্ত্বপক্ষের নিশীড়নের ফলেই তিনি কারাগানেই মারা গিয়াছেন।"

## সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

এইবার সাহিত্যের জন্ম নোবেল পুরস্কার পেরেছেন প্রাটিন আমেরিকার চিলি প্রদেশের অধিবাসিনী গ্যাব্রিফেলা মিট্রাল। এখন ভাহার বরস ৫৬ বংসর। তিনি ব্রেজিফের গ্রীম্মকালীন রাজধানী পোট্রোগলিসের কনসাল। চিলিয়ান করিদের মধ্যে তিনি সক্ষেতি হান বহু দিন অধিকার করিয়াছিলেন, এখন জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

# বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না বে, বাংলার ভোটাধিকার প্রাপ্ত ভিদ্দাের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসপন্থী। যে কারণেই হোক, হিন্দ্রহাসভা নির্বাচকমণ্ডলীর উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। **অপর পক্ষে এ কথাও** নি:সংশয়ে বসা যায় যে ভোটাধিকার-প্রাপ্ত মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব প্রবাপেকা বন্ধ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইরাছে। কংগ্রেস-দলভুক্ত বা তথা-কথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিই নির্বাচিত **১টতে পারেন নাই। বাংলার মুসলিম লীগের কর্ন্তারা মন্ত্রিত্ব** করিবার সময় নানা উপায়ে যে ভাঁছাদের পার্টিফণ্ড পুষ্ট করিয়াছেন, ভাহা কাহারও অবিদিত নহে; এবং সেই পার্টি-ফণ্ডের সহিত মুসলিম লাগের প্রভাব বিস্তারের যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ সমন্ধ আছে, তাহাও দকলেই জানেন। কিছু কারণ বাহাই হোক, এবং মুসলিম কর্তাদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য যাহাই হোক, আজু যে বাংলাদেশের মধাবিত্ত ও কুষকশ্রেণীর মুসলমানেরা লীগের প্রভাবে কংগ্রেস-বিবেষী ও পাকি-স্থান-পদ্ধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মনোভাবের ফল বাংলাদেশের বহু স্থানে যে পাকিস্থানপন্থী মুসলমনেদিসের হাতে িশুদিগকে নিৰ্য্যাতিত হইতে হইতেছে, তাহা চকু থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপৃত্বায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন একটা প্রধান অঙ্গ। গভ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের নেতৃর্দ এই সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্ম যে সমস্ত পদ্মা অনুসরণ করিয়াছেন, সেগুলি যে কুফলপ্রদ হয় নাই, তাহা দেখিতেই পাওয়া ষ্টিতেছে। এক সময়ে কংগ্রেসের কর্ম্বারা মনে করিরাছিলেন যে, মুসলিম দলপতিদিসের মনশুষ্টি সাধনের চেষ্টা ছাডিয়া দিয়া যদি সোজাস্থজি মুসলিম জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারা যায় যে, তাহাদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত হিন্দু জনসাণারণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কোন প্রভেদ নাই, তাগ इंटेर्ल हिन्दू **७ मुमलमान्ति मरक्षा रा कृ**ळिम विराध प्रथा गाँग, তাহা সম্বত: লোপ পাইবে। কিন্তু মুসলিম দলপতিদিগের চেষ্টায় <sup>কংগ্রেসের</sup> সে <del>ডভেচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুসলমান</del> দলপতিদিগের স্বার্থহানির সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই চারি দিকে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিরা উঠিয়াছিল, ভাহা দেখিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই সময় হইতে আজ পর্যা**ত** মৃস্পিম লীগের কর্জারা প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, মৃস্লমানের হিন্দুদিগের হইতে পৃথক্ একটা নেশন। মুসলমানের ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা, আচার ব্যবহার, এছিক-পারত্তিক দৃষ্টিভরী-স্বই না কি <sup>হিন্দুদের</sup> হইতে বিভিন্ন ; এবং ভারতবর্ষের ভিতর মুসলমানদের কর <sup>চুই</sup> একটা পৃ**থক্ বাট্ট গড়িলা ভূদিতে না পা**রিদে ভারতীয় <sup>মুস্নানদের ভবিব্যৎ না কি একেবারে **সম্কা**রময়।</sup>

গত সাত শত বংসরের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কে নাহার উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, আপাততঃ সে প্রেম চুলিগা লাভ নাই। 'কিছ মুসলিম লীগের চেটার বাংলাদেশে হিন্দু সুলমানের সম্ভা ক্রমণা দেৱপ তীব্ব আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। বর্তমান কংগ্রেদী নেভারা যে সমস্ত প্রদেশবাসী সে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা অপেকা অনেক অধিক। কাজেই, ভাঁহারা যে স্ব সময় বাংলার তিন্দু-মুসলমান সমস্তার স্বরূপ বৃঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাহাতে আশ্চর্য্য হুইবার किं इहे नाहे। छैं। हात्रा मत्न करवन एत, महीन मान्यमात्रिक মনোভাবের নিন্দা করিয়া অহিংসা সাধন সম্বন্ধে গুই একটা ভালা ভাল তত্তকথা বলিলে জাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হটয়া গেল। বাংলাদেশে ষে সমস্ত ছোট ছোট ক'গ্ৰেসী নেতা আছেন তাঁহাৱা কে কোন উপায়ে নিখিল-ভারতীয় নেতৃবুদ্দের কুপাদৃষ্টি লাভ করিয়া খন্ত চইবেন, সেই চিস্তাতেই থিভার। এ দিকে প্রভাক নির্বাচন-ক্ষেত্রেই কংগ্রেস ঘেঁবা মুদলমানেরা লীগের হাতে মার খাইয়া কর্মক্রেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। অনেকে বেগতিক দেখিয়া লীগের দলে যোগ দিলেন। পূর্ব্ববেদর পাকিস্থান-বিরোধী হিন্দুগণ লীগপন্থীদিগের হাত হইতে আপনাদের ঘরবাড়ী বিষয়-সম্পত্তি বাঁচাইবার জক্ত ভয়ে ভরে চুপ করিয়া রহিলেন। লীগপদ্বীদিগের বাংলা সংবাদপত্রগুলি উর্দ্ধুমিঞ্জিভ বীভংগ বাংলা ভাষায় নিজেদের বিজয়-বার্দ্ধা ঘোষণা করিতেছেন এবং বাংলা সাহিত্য হইতে হিন্দদের প্রভাব কেমন করিয়া নিশিক্ত করিছে পারা যায়, তাহার জন্ধনা-কল্পনা করিতেছেন।

কংশ্রেসী নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞসা করিলে তাঁহারা শুধু নিষ্কাম ভাবে শ্রেষ বিতরণের উপদেশ দিয়াই নিশিস্ত হন; কিছু এই প্রেম বিতরণের ফলে কেমন করিরা যে বাংলায় পাকিছান গঠন বছ হইবে, সে সহছে কোন স্পাই কথা বলেন না। মহাত্মা গান্ধী বলিভেছেন— আপাতভঃ লীগপন্থী মুস্লমানদিগকে কংগ্রেসের ভিতর আনিবার চেষ্ঠা করিরা কাজ নাই। শুধু সেবা ঘারা তাঁহাদের হৃদয় জয় করিবার চেষ্ঠা কর। কিছু কার্যান্থ: কোন কংগ্রেসী নেতাকে লীগ-বিধ্বস্ত পূর্কবিজে গিরা প্রেমধর্ম প্রচার করিতে দেখা বাইভেছে না।

বাংলার হিন্দুরা দেশের স্বাধীনতা চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভাষা, ধর্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করিতে চায়। প্রোম-ধর্মের দোহাই দিরা ইচ্ছার বা আনিচ্ছার বাংলাদেশটাকে লীগপন্থীদের হাতে তুলিয়া দিবার প্রাপ্ততি তাহাদের নাই। কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও আপনাদের কৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর চিন্তা করিবাব সময় আসিরাছে। এ বিষয়ে ক্রেসের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওরা ঘাইতেছে না।

### শরৎচন্দ্র বসাক

২২শে পৌব রাত্তি ৯টা ৪৫ মিনিটে কলিকাতা হাইকোটের সিনিয়র গভর্ণমেন্ট মীডার ডক্টর শবংচক্র বসাক কালিন্সাং হইতে লাজিলিমেনে কলিকাতার আসিবার পথে জলপাইভড়ি ষ্টেশনে জন্মজ্বের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৭০ বংসর ব্যাসে প্রলোক গমন ক্রিয়াছেন।

ছাত্রজীবনে ডা: বসাক এক জন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি এট্টেজ পরীক্ষার ১০ টাকা ও এক-এ পরীক্ষার ২০ টাকা বৃদ্ধি লাজ করেন। বি-এ—পরার্থবিভা, রসায়নবিভা ও গণিত-শাতে জনার- আনুষ্টিত ও কগায়ন-বিভাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ও প্রেসিডেন্সী
ক্রিক ইইতে এম-এ ও রিপণ কলেজ হইতে বি-এল পাশ করেন।
ক্রিপ্ত শুষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোটে বোগদান করেন। ১৯০৮
ক্রিকে এম-এল পরীক্ষায় পাশ করেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।
ক্রিক শুষ্টাব্দে ডি-এল উপাধি পান।

### কবিরাজ দীননাথ শাস্ত্রী

কলিকাতার বিথাতি চিকিৎসক এবং আয়ুর্বেদশান্ত্রী স্থপণ্ডিত।
কবিবাদ দীননাথ শান্ত্রী প্রলোক গমন কবিয়াহেন। **আ**য়ুর্বিজ্ঞান



বিভাগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শত শত ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বাউতে শ্বীবিরা আয়ুর্কেদ শিকা দিয়া গিয়াছেন।

### ্বাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্থৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনে বাঁহার। সহায়তা ক্রিয়াছিলেন, সাহিত্যাচার্য্য

আক্ষয়তন তাঁহাদের অক্সতম অগ্রণী।
বৃদ্ধি-সাধিকণে বাংলা সাহিত্যের
বৃদ্ধ স্থানীর জন্ত তাঁহার সাধনা
ত ভেটা মাত্রই উদ্ধেথবাগ্য নয়,
স্ব-সাময়িক সাহিত্যের সম্পাদকরণে
তাঁহার কৃতিত্বও অবিষয়গীয়। তাঁহার
ক্রিকাভিক সাহিত্য-সাধনা, তাঁহার
ক্রাভাগ্রত সমান্ত-চেতনা, তাঁহার



ভীক্ত দৃষ্টি, ভাঁহার নির্ভীক রাজনৈতিক মতবাদ উনবিংশ শ্বভানীর পাশ্চান্ত্যমুখী মোহাদ্ধ শিক্ষিত বালালীর জীবন ও চিন্তাধারা গঠনে কন্তটা সহায়তা করিয়াছিল, আজ সে কথা বিশ্বতির অতল তলে অবলুপ্ত। তাই ছগলী-চুঁচুড়াবাসী আত্মবিশ্বত বাঙ্গালী পাঠক ও জনসাধারণকে এই সাহিত্য-সাধকের কথা শ্বরণ করাইবার জন্ত শতকোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর, ছগলী মহাসীন কলেজে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইরাছে।

আক্ষয়চন্দ্র ছিলেন খাঁটি সাহিত্যিক, থাঁটি দেশপ্রেমিক, গাঁটি বাঙ্গালী। তিনি বাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা সাহিত্যুচর্চা নয়— তাহা সাহিত্য-সাধনা এবং এই সাধনা প্রযুক্ত হইয়াছিল লোকশিক্ষ ও জনসেবার ব্রতে। তাঁহার এই জীবনব্যাপী সাধনা ও ব্রত্যে অবসান ঘটে তাঁহার মৃত্যুতে। ১৯১৭, ২রা অক্টোবর, ৭১ বংস্য ব্যসে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার চুঁচুঙার বাড়ীতে প্রলোক গমন করেন।

### অজ্ঞিতমোহন বসু

১৩ই পৌষ স্ক্যা ৭-৩ ° টাষ্ব সার জগানীশচক্র বস্তব আতু পাই ডাক্তার অজিতমোহন বস্ত তাঁহার বালিগঞ্জ বাটাতে প্রলোক গ্নন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বংসর হইয়াছিল। হুদ্যব্যের পীড়ায় তিনি কিছু ক'ল ধরিয়া ভূগিতে ছিলেন।



জ্ঞাচুরোপ্যাথী, এক্স-রে এবং চাইড্রো-ইলেক্টিক চিকিৎসা-পর্দার বাধার প্রথম ভারতবর্ষে ব্যবহার করেন উনি তাঁহাদের অক্সচম ১৯৩৪ পুর্মান্দে ক্রেকে তিনি ইণ্টারক্সাশনাল রেডিওলজিকালি কনফারেজে সভাপতিও করেন। ১৯৩৭ থুটান্দের বার্লিন কনফারেজে তিনিই একমাত্র নিমন্ত্রিত ভারতীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাক্তি লক্ষ টাকা মূল্যের হাইড্রো-ইলেকটিক এবং এক্স-রে যক্ত্রপাতি চিওরজন সেবাসননে দান করিরাছেন। হাসপাতালে এই বিভাগের তিনিই কর্মা ছিলেন।

ভাঁহার বাটাতেও ভিনি রোগীদের জক্ত একটি 'বাথ' <sup>২ রিয়া</sup> দিয়াছিলেন। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বেও ভিনি রোগীদের ভঞ্জাবধান করিয়াছিলেন।

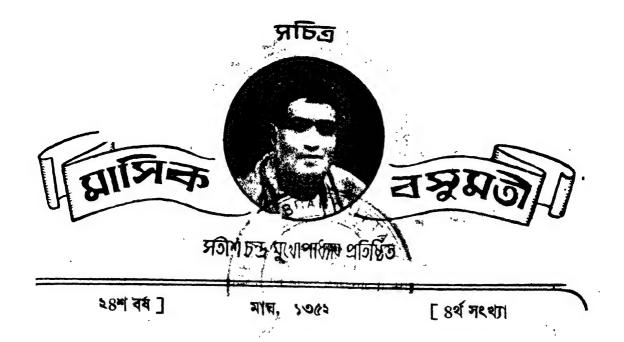
#### এযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কৃলিহান্তা ১৯৯ না নানালার ব্রীষ্ট্র, বিভাগতী রোটারী মেসিনে জীশশিতবণ বস্ত বারা ব্রান্তি ও প্রাকৃশিত।



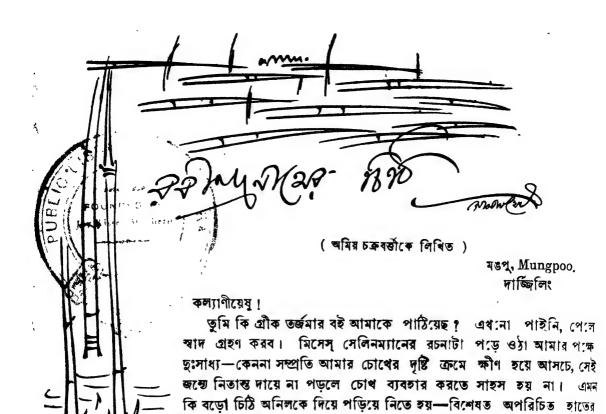
# व (म आ ठ त भ्





"তুমি ত আমাদের মত সোজা মারুষ নও, তুমি দেশের জন্ম সমস্ত দিয়াছ, তাই ও দেশের থেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পল্মা পার ১ইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ ভোমার কাছে রুদ্ধ, তুর্গম পাছাড় পর্ব্বত ভোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিশ্বত অতীতে তোমারই জন্ম ত প্রথম শৃত্মল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্দ্মিত হইয়াছিল,—দেই ত তোমার গৌরব! ভোমাকে অবহেলা করিবে শধ্য কার! এই যে অগণিত ৫হরী, এই যে বিপুল দৈয়ভার, সে ত কেবল ডোমারই জক্ম! হু:খের হু:সহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই ক্ষন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তি-পথের অগ্রাদৃত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিজ্ঞোগী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার !"

—मंत्ररुध्य हर्ष्ट्रीभाशाञ्च



আঁকার জন্মে। চিত্রলেখার সঙ্গে আমার মিলন হোলো গোধুলি লগ্নে, আসর রাত্তির মুখে, ভেবেছিলুম যাকে বলে হানিমূন, নির্জনতায় তাকে সস্থোগ করা যাবে—তাকে আচ্নর করচে কাজে এবং জনতায়—এদিকে চোখের জ্যোতি মান হয়ে আসচে।

অক্ষর। চোঝের কাজ অনেক হয়ে গেছে, এখন কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চাই ছবি

ম্যাকনিকলের ঈশোপনিষদের তন্ধ মা আমার ভালো লাগল না। ঐ উপনিষদটি আমার সব চেয়ে প্রিয়—ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য্য গভীর। কিন্তু অমুবাদক এর অস্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। দেখা হোলে বলব—আরো অনেক কথা বলবার আছে। আমরা নামব স্থূলাইয়ের আরস্তে। ফি ভার আগেই তোমরা আস এখানে একবার আসতে পারো। ইতি ২৭।৫।৪৫

> ভোমাদের রবীক্রনাথ ঠাকুর

ঔ

कन्गानीरययू,

র্থীরা চলে গুল। আমি আর কিছুদিন পরে স্থবিধামত জাহাজ অবলম্বন করে যাব স্থির । করেছি। যদি শরীর ভালো থাকে তবে ১লা বৈশাখে হয়ত যাব।

কবিতার জ্বস্থ্যে বিচিত্রা তাড়া দিচেচ। কিন্তু ওরা কাঁকি দিয়ে পেতে চায়—অভএব চুপ করে থেকো। বসুমতী যা পায় তার দাম দেয়।

আমার সব লেথাগুলো শ্রেণীবদ্ধ ক'রে পাকা ভাবে বাঁধিয়ে রাখবার জন্মে স্থরেনকে বোলো। এখানে ক্যে বৃষ্টি হয়ে গেল। ভোমাদের ওখানেও আশা করি ভক্ত রক্ম বৃষ্টি হয়েচে।

শরীরটা ক্লাস্ত আছে। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

> ম্বেহামুরক্ত জীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর

कला गिरम्

অমিয়, এই কবিতাটি এতদিনে অস্ত কোনো সূত্রে দেখে থাকবে, তবু তোমাকে পাঠালুম।
আজ বিকালে আমার বক্তৃতা আছে। কাল সকালে অক্তা যেতে হবে। দেখবার জিনিষের
অন্ত নেই কিন্তু এমন করে ঘুরে বেড়াবার শক্তি আমার কই। শুধু দেহ নয়, মন ক্লাম্থ হয়ে
যায়—কেননা আমার মন আপনাতে নিবিষ্ট হয়ে ভাবতে ভালোবাসে। যে পাখী ডিমে তা দিতে
চায় বাইরে থেকে তাকে কেবলি ভাড়া দিতে থাবলে তার যে দশা হয় আমার মনের সেই দশা।

চিঠিতে নানা বকুনি বকেচি,—সেগুলো পত্রযোগে দেশে পাঠানো হয়েচে। মালয় উপদীপে বাইরে দৃষ্টি দেবার যোগ্য কোনো প্রান্তাভন না থাকায় আপন মনের এই সকল যা'—ভা'—বহুল কথাগুলো জমে উঠ ছিল। এখানে ভার জো নেই—বাইরের জগৎ সর্বদা ডাক পাড়চে।

অক্টোবরের শেষ অংশে দেশে পৌছব বলে আশা করি। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহান্থরক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

હ

অমিয়

— পত্রিকা থেকে বিশ্বভারতীর মারফৎ আমার ঘাড়ে একটা গল্প লেখার করমাস চাপিয়েছে। সেই ঘাড়ের উপর যে মাথাটা টলটল করচে সেটা প্রায় গন্ধভুক্ত কপিথবৎ— লিখন্ডে হয় কঠে মন্থর গতিতে। স্প্রায় সকল কাজকে সে মৃড়িয়ে থেতে থেতে চলেছে।

আধুনিক কাব্যপরিচয় পেয়েছি, পড়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বিত হয়েছি। দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে আসচে। কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মারা যায় না। আছও এসে বাতায়নে আঘাত করে চম্পক অঙ্গুলির। এই যে চির-আধুনিক এর স্বরূপ কী, চিরসনাতনীর সঙ্গে মূলগত প্রভেদ কী সে কথাটা বুঝিয়ে বলবার ভার তোমারই পরে। তুমি হচ্চ আমার লিপিকার সেই প্রভাত ও সন্ধ্যার মতো—তোমার একদিকে সূর্য উঠচে যুখী বনে আর একদিকে সন্ধ্যা আসন বিছাচেচ নক্ষত্র সভায়। তোমার নিজের মধ্যে তুমি একত্রে অধিকার করেছ প্রাচ্য প্রতীত্যের উদয়াস্ত লোককে। আমি আছে মুখ ফিরিয়ে চলেছি একদিকে, তাকে কী নাম দেবে জানিনে।

এই সংকলন গ্রন্থে এখনো অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কালশিল্পী বিকৃতিকে নৃতন্ত্ব ব'লে স্পর্জা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দারা চমক লাগায়—— যে জ্বংশু আপন পোষা জীব জন্তুর মধ্যে ইচ্ছা ক'রে মামুষ বিক্সপের সন্ধান করে। অন্তুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সেতা কবিরাই জানে বিজ্ঞানীর কাছে ছইয়ের মূল্যই সমান।

আমার সময় অত্যন্ত কম এবং শক্তি অত্যন্ত কীণ।

ইডি ২২৮।৪•

্ব্তামাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'জাভার পথে' কবিতার ইংরাজী তর্জ্জমা।





বাদের হাতে টাকা, তার রাজ্যশাসন নিজেদের মৃটো ভেতর রেখেছে, প্রজাদে কৃটছে, শুবছে, তার পর সেপা করে দেশ-দেশাস্তরে মর্চে পাঠাছে,—জিত হলে, তাঁদে বর ভরে ধনধাক্ত আস্বে আর প্রজাশুলো তো সেই খানেই মারা গেল,—হে রাম চম্কে যেওনা, ভাঁওতা ভূলো না!

\*

"আত্মরক্ষার জন্ত, জাতিরকা: জন্ত যুদ্ধ। যে তলোয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলোয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোনও বীরের তলোয়ারের ছায়ায় বাস ক'রে জীবন ধানণ করে।"

\*

"যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম, যে পাহারা দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা আগ-ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, সে বয়ে নিমে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মোলো!! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মৃটের নাম হলো সওদাগর। এ হ'দল কাম করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো, মারতে লাগলো। যে জিনিব তৈরী করতে লাগলো, সে; পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ভাকতে লাগলো।"

—খামী বিবেকানৰ



\*

শৈশব হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিনি-কুটনীভিতে ওম্ভাদ য়াছি. তাহারা, কিন্তু সকল চেষ্টা সত্ত্তে তাহারা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা **पिटल পারে নাই, পৃথিবীর** কোনও শক্তিই তাহা পারিবে না। আমি আজীবন ভারত-वर्षत (नवक, कीवरनत भिष নুহুৰ্ত্ত প্ৰয়ন্ত আমি তাহাই शांकिव। शृषिवीत य चः एमह আমি থাকি না কেন. একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আমু-গত্য ও ভক্তি চিরদিন অকুণ্ণ পাকিবে।"

- वार्निन दादाहर

\*

ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর স্বাধীনভার জ্ঞা আমরা রক্তপাত করিব এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে শক্ররও রক্ত ক্ষর করিব। আর অ-সামরিক ভারতীয়দের গ্লোগান হইবে— 'সর্ক্ষর বলি দাও, সর্কান্থ দান কর।"

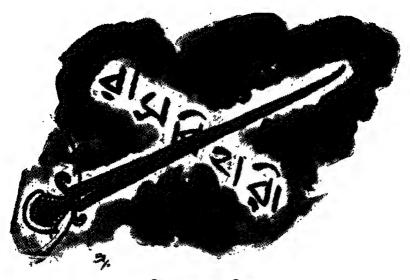
—১৯৪৫ জাতুয়ারী



"ভারতবাসীর ইহা স্পষ্ট জানা উচিত যে এই বিপুল পৃথি-বীতে ভারতবর্যের একটি মাত্র শক্ত আছে, যে শক্ত শতাধিক বর্ষকাল ভাহাকে শোষণ করিয়াছে, বে শক্ত ভারত-মাতার জীবন-শোণিত চ্যিয়: লইতেছে—সে শক্ত বিটিশ-সাত্রাজাবাদ।"

विकासिक





শ্ৰীপঞ্চানন প্ৰামাণিক

বৃশ্বার বিপ্লবাদ যখন পাঞ্জাবীকে রন্তীন করিয়া ভূলিয়াছিল সেই সময় দেয়াত্ব বনবিভাগের ভূলার রাসবিহারী বস্থ পঞ্জাবের বড়্যন্তে যোগদান করেন ভাহাদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ১৯১২ সালের শে ভিসেম্বর লর্ড হার্ডিজে যখন নৃতন দিল্লী নগরীতে টিভাযান্তা করিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন তখন জাহারই ভূমে যে বোমা নিক্তি হইয়াছিল ভাহাতে মামুষ মারা ভিল, বড়লাট ও জার পত্নী আহত হন। লেডী ভিজে বোমার আওয়াজে এমনি আঘাত পান যে, তিনির ভাল করিয়া সারিতে পারিলেন না এবং উহাই হোর মৃত্যুর কারণ বলিয়া শোনা যায়। এই ঘটনার বহু বড়্যন্ত ও বোমা-নিক্ষেপের ব্যাপারে রাসবিহারী লিষ্ট ছিলেন।

১৯১০ সালে কলিকাতা রাজাবাজার বোমার আবড়া বিদারের ফলে সেধানকার কাগজপত্তে সরকার বেশ খলেন যে, দিল্লীর এই কাণ্ড রাসবিহারী ও তাঁহার বলেরই কীতি। ১৯১৪ সালে সরকার এই সব বলরই কীতে। ১৯১৪ সালে সরকার এই সব বলত্ত্ব ইলতে সংগৃহীত তথ্যাবলীর ঘারা দিল্লী বড় যন্তের বলা খাড়া করিলেন। ইহাতে তাহার সহক্ষীদের নকে ধরা পড়িল এবং অনেকের কাঁসী হইল। গবিহারীকে গ্রেপ্তারের জ্ঞা বারো হাজার টাকা প্রক্র ঘোষণা করা হয় এবং হিন্দুছানের সর্বত্ত তাঁহার ই প্রচার করা হয়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি প্রিলশ ও গিরোলাদের চক্ষে ধূলি দিয়া বাংলার ও পঞ্জাবের মধ্যে ধ্ব-স্ত্রে প্রথিত করিবার প্রধান উজ্ঞাগী ছিলেন।

১৯১৪ সালের ভিসেম্বর মাসে বিফুগণেশ পিংলে কে জনৈক মারাঠ। যুবক বছ কাল আমেরিকার বাস বরা দেশে কিরিলেম। তিনি আমেরিকার 'গদর'ও ক্তিবিধব-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতে বিপ্লব-জাগরণে সহায়তা করিবার নিমিতই আসিয়াছিলেন এবং বাঙালী বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিপ্লব-ভাবাপর লোকদের এবত্র করিয়া দেশকে কেমন করিয়া স্থানীন করা যায় সে স্থকে নানা পরামর্শ করিলেন। রাসবিহারীর সংগঠনের অভ্যন্তুত শক্তি ছিল। তিনি পিংলে, মোহন সিং, কর্তার সিং, শচীক্রনাথ প্রভৃতি দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিজোহ স্টি করিবার আরোজনকরিলেন; কয়েকটি স্থানের সৈনিকেরা রাজী হইল। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞোহ হইবে। কিছু ইতিমধ্যে কুপাল সিং নামক এক জনবিপ্লবী পুলিশের নিকট সমস্ত বলিয়া দেয়। সরকার তথনই গোরা পণ্টন আনাইয়া বাক্রদখরে, ভোপখানায় বিশেষ পাহারায় বাব্ছা করিয়া সতর্কহিলেন। সরকারের ভাবগতিক ও আয়োজন দেখিয়া সৈনিকেরা ভয় পাইল।

চারি দিকে খানাভলাসী ধরপাকড় চলিল। রাস-বিহারীর এক বাসায় অনেক রিভলবার, গুলী, বোমা প্রভৃতি আবিদ্ধৃত হুইল, কিন্তু সে-বারও পুলিশ রাসবিহারীকে ধরিতে পারিল না। ক্ষেক দিন পরে মিরাটের এক কেলার মধ্যে পিংলে ক্তকগুলি বোমা সমেত ধরা পড়িল। সরকারী মতে বোমাগুলি এমন উপাদানে গঠিত যে, সেগুলি অনামাসে অর্ধেক রেজিমেন্ট উড়াইরা দিতে পারিত। পিংলের কাঁসী হুইল। ইহার পর ব্যাপক ভাবে খানাগুলাসী করিলা লাহোর প্রভৃষ্ম মামলা চলিল। এই সময় ভারতীয় বিপ্লববাদীদের বিপ্লবের বিচিত্র চেষ্টার ইতিহাস প্রকাশিত হুইল। পড়িল।

ইছাদের সহিত আমেরিকাবাসী গদরের ঘনিষ্ঠ যোগ, আমেরিকাস্থ জার্মাণ কলাল ও ওপ্তচর্দের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের আমোজন, বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হইরা সেখান হইতে বোমা ও অভাত বিন্ফোরক আন্দানী, ভাকাতি ও হত্যা প্রভৃতি ভীবণ কার্য্য জনসাধারণ জানিতে পারিল। বিচারে করেক জনের ফাঁসী ও করেক জন খালাস পাইল; অবশিষ্টদের নানা সমরের জন্ত জেল হইল। করেক জনের বীপান্তরও হইরাছিল; ভর্মো অব্যাপক ভাই পরমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার পর সরকার ভারভরক্ষা আইনের সাহায্যে ১৬৮ জন পাঞ্জাবীকে বিপ্লবী সন্দেহে ও Ingress Ordinance বিধি অনুসারে ৩৩১ জন লোককে আবদ্ধ করা হয়; প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে ২,৫৭৬ জনকে নিজ নিজ গ্রামে আবদ্ধ রাখা হইল।

লাহোর ষড্যন্তে প্রধানত: শিক্ষিত লোক ছিল।
তাহারা সকলেই মরিল অথবা জেলে পচিতে লাগিল।
মোট কথা, এই ব্যাপারের পর বিপ্লবের শেষ আশা নষ্ট
হইল। এই সকল রাজনৈতিক বিপ্লব দমনকল্লে শিথ
স্ক্লারগণ, পাঞ্জাৰী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ
স্বকারকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।
তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কেবল প্লিশের পক্ষে এরপ
ভাবে কাজ করা সন্তব হইত কি না সন্দেহ।

রাসবিহারী লাহােরে বিজ্ঞাহ-জাগরণে অসমর্থ ছইয়া ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ছলাবেশে দেশতাাগী হইলেন। রাসবিহারীর নামে ছলিয়া ছিল। তথাচ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি প্লিশকে ফাঁকি দিলেন। সেই সময় রবীক্রনাথ জাপান যাইতেছেন। রাসবিহারী P. N. Tagore নাম লইয়া ও রবীক্রনাথের আত্মীয়—তাঁহার পূর্বে জাপানে গিয়া ব্যবস্থাদি করিতে হইবে এই অজুহাতে Pass-port প্রভৃতি লইয়া দেশত্যাগী হইলেন। রাসবিহারীর জাপান পৌছানর এক মাস পরে বৃটিশ সরকার যথন বুঝিলেন তিনি জাপানে আছেন, তথন জাপান সরকারকে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়া দিবার অম্বরোধ করেন। জাপান সরকারও ইহাতে রাজী হন।

রাসবিহারী তথন জ্বাপানী পোষাক পরিতে আরম্ভ করিরাছেন। রাজে বেশ তুষারপাত হইয়াছিল। পথগুলি তথনও বরফে আবৃত ছিল। রাসবিহারী গলিপথ ধরিয়া তথনকার দিনের এক মামুলী মন্ত্রীর ঘরে উপস্থিত হন। মন্ত্রিকন্যা উহাকে সাদর সম্ভাবণ করেন। তিনি মন্ত্রিকন্যার সহিত যথন চা-পান করিতেছিলেন তথনই জানিতে পারিলেন যে, দরজার পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে।

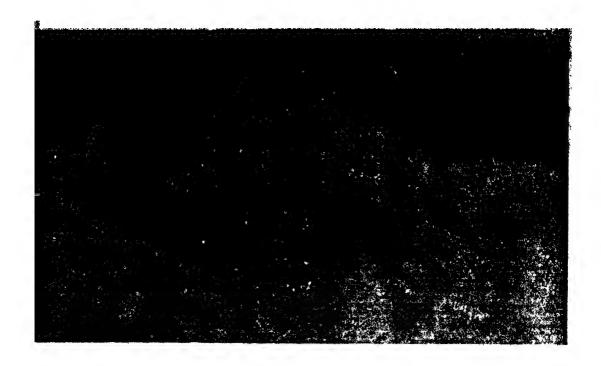
রাসবিহারী বুঝিলেন, এবার তাঁহাকে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, যদি গলাইয়া যান এবং ধৃত হন তবে তাঁহাকে শমন-ভবনে গমন করিতে হইবে। আর যদি ধৃত না হন তবে বাঁচিয়া গাঁকিবেন মাত্র। তিনি বাঁচিয়া পাঁকাটাই পছন্দ করিলেন এবং পিছন দরজা দিরা মন্ত্রিকভার সহিত্ত
নিকটস্থ বেইসা বালিকাদের আজ্ঞার গিরা তাহাদের
পোষাক পরিধান করিয়া এবং পরচুল লাগাইরা বেইসা
বেশে থাকিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ছয়টি মাস জাপানী
পালিশ খুঁজিয়া পায় নাই। অবশেবে ভিনি ক্লেজডুেগনদের সাহায্যে জাপানী প্রজা হইতে সক্ষম হন।
ইহারা জাপান সরকারের বিক্লবাদী দল।

তিনি ঐ অঞ্চলের সকল বিপ্লবীকে সংঘবদ্ধ করিলেন
এবং চীনদেশস্থ জার্মাণদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন
করিলেন। সাংহাইএর জার্মাণ কল্সালের সহিত্ত
সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের কত ব্য স্থক্ষে অনেক
পরামর্শ করিলেন। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মালে
সাংহাইতে এক জন চীনার ঘারা অনেকগুলি পিল্প ও
টোটা ভারতে বিপ্লব সহায়তার জন্ত প্রেরণ করেন। কিছু
বৃটিশ পুলিশ সন্ধান পাইয়া উহা বাজেয়াপ্ত করে। বৃটিশ
সরকারের অন্থরোধক্রমে জাপ সরকার তাঁহাকে পাঁক
দিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।
অতঃপর তিনি আট বৎসর আত্মগোপন করিয়া ছিলেন।

ইহার পর তিনি জাপানে "ভারতের স্বাধীনতা দীগ" প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি জাপানী ভাষায় পাঁচখানা গ্রন্থ দিখিরাছেন এবং ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড-লিখিত "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেল" পুত্তক জ্ঞাপ-ভাষায় অফুবাদ করিয়াছেন। জ্ঞাপ-ভাষায় তিনি একখানা সংবাদপত্তে পরিচালনা করেন। উক্ত সংবাদপত্তে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হইত। তিনি ভারত সম্পর্কে জ্ঞাপ সংবাদপত্ত সমূহেও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং জ্ঞাপানীদের নিকট বহু বক্ততাও করিয়াছেন।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে টোকিওতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি অর্থসংগ্রহের কাজে লাগিয়া যান। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুগারি সিঙ্গাপুরের পতন হয়। রটিশ সৈত্তগণ পূর্বাহ্রেই পলায়ন করেন, কিন্তু ভারতীয় সৈত্তদলকে কিছু না জানাইয়া তাহাদের অনিশিতভ ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাধা হয়। ইহার ফলে সিঙ্গাপুরের স্মন্ত ভারতীয় সৈত্ত বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন।

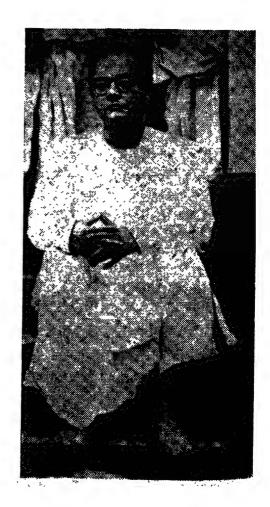
এই সকল ভারতীয় সৈত্য ও প্রবাসী ভারতীয়গণকে যাহাতে জাপানীদের পক্ষে বৃদ্ধে লাগাইতে পারেন সেই হিসাবে মেজর কুজিয়ারা ইহাদের নেতৃত্বলকে একটি সংঘ গঠন করিতে বলেন। ইহারা ভারতের পূর্ব স্বাধীনভাকে মূলমন্ত্রনপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কোনরপেই জাপানী তাঁবেদার হিসাবে গণ্য হইতে অস্বীকার করেন। ইহার পর মার্চ মাসের খেবে রাসবিহারীর সভাপতিত্বে টোকিওতে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়—পূর্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনভা আন্দোলনের ইহাই



প্রাকৃষ্ট সময়। এতদ্বারা গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ কেবল শামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে নৌবলও বিমানবল প্রভৃতি চাহিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনভন্ত রচনা করিবার অধিকার স্বয়ং ভারতীয় নেতৃর্দের উপর বতিবে। ভারতের জাতীয় মালিক কংগ্রেসই সেই অধিকারের মালিক।

জ্ন মাসে ব্যাক্ষকেও একটি প্রতিনিধি-সম্মেলনে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের মূল নীতি নিধারিত হয়। এই সম্মেলন হইতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ সংঘ গঠিত হয়। ইহার সভাপতি হন রাসবিহারী বস্থ। ভারতীয়গণের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। বরক সাম্রাজ্যবাদী, জাপানের মনেও জীতিও আতক্ষের স্পষ্ট হইয়াছিল। পাছে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতি হয় এই জ্ঞাপান অচিরেই এই সংঘ-গঠিত সৈপ্সবাহিনী ভালিয়া দেয়।

১৯৪৩ সালের ২র। জুলাই স্থাষ্চন্দ্র বস্থ সিলাপুর পৌছেন। পুনরার তিনি ২নং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করিবার নিমিত্ত ৪ঠা জুলাই এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সকল আন্দোলনের দায়িত গ্রহণ করেন। এই নবগঠিত পরিবদে রাসবিহারী বস্থ তাঁহার প্রধান পরামর্শ-দাতা ছিলেন।





# जय

### রক্ত রক্ত আরও রক্ত

গত ২৯শে নভেম্বর দিল্লীর লালকেলার সামরিক আদা-লতের যে সংবাদ প্রকাশিত নেতাজী হয়েছে — ভাতে মুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে আরও करम्कृष्टि कथा काना याम्र। সেদিন সরকার পক্ষের সাক্ষী হাবিলদার গোলাম মহম্মদ গত জামুয়ারী মাসে রেঙ্গুনের **শিক্তভান শিবিরে নেতাজী** 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র সৈন্তদের কাছে যে কথা বলেন—তার উল্লেখ করেন। নেতাজী সেদিন বলেছিলেন, "বর্ত্তমানে দিল্লী চলো ধ্বনির সঙ্গে আর একটি ধানি যুক্ত হবে। তা হচ্ছে 'রক্ত রক্ত এবং আরও রক্ত'। তার অর্থ হলো—আমরা ৪০ কোটি লোকের স্বাধীনতার জন্ম শক্রর রক্ত চাইব। দক্ষিণে যে শ্ব ভারতীর আছে, তাদের ध्विन हरव-'करता गव निष्ठवत्र वाछित्र बतना ग्रव ककित्र' व्यर्थार ग्व विगर्कन पिट्य ककित रुख।"

—মুভা বচন্দ্র







ইংরাজকে চ "আৰু কা কান্ত ठारे ना, जारारक्षेत्र माने महास्त्र मारशा গ্রহণ করিতে পার্রি না, ভাহা তাঁহারা বিদেশী বলিয়া নছেন. তাহার কারণ আমাদের কল্যা-ণের অভিভাবকত্বের তাঁহার৷ চরম বিশ্বাসঘাতকভার নজির দেখাইয়াছেন। স্বদেশে পুঁ জিপতির পকেট कर्सि করিবার জন্ম লক্ষ ভারত-বাসীর স্থখ ও স্বাচ্ছন্য তাঁহারা আছতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, অক্তায় অবিচারের পর ভদ্র ইংরাজ অন্ততঃ নীরব পাকিবেন-আমাদের নিজ্ঞিয়তার 😎 আমাদের প্রতি অন্ততঃ কৃতজ্ঞ পাকিবেন. কিন্ত আহতকে অপমান করিয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া তাঁহারা সৌজ্জ ও শালীনতার শেষ সীমারেখা অভিক্রম করিয়া গিয়াছেন "

---ত্বভাষচন্ত্ৰ

च्यायहत्त्व दच्च

ব্ৰাভা ও ভগ্নীগণ !

বে তীত্র উৎসাহের সহিত অভিনন্দন জানাইয়া
আপনারা আমাকে অমুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহার জন্ত
আজ সর্ব্ধ প্রথম আপনাদের আমি ধন্তবাদ জানাইতেছি।
আমার যে বিপুল সংখ্যক ভগ্নী তাহাদের দেশাত্মবোধকে
বাস্তব রূপ দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহারা
বিশেষ করিয়া আমার ধন্তবাদাহ'। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি
বিচার করিয়া আমার দৃঢ়বিখাস জন্মিয়াছে যে, হোনান ও
মালুয়ে আগামী সংগ্রামে আমার দেশবাসীরাই জয় হইবে।
একদিন যে স্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পীঠস্থল ছিল আজ
সেই স্থানই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেক্সস্থলে পরিণত
হইয়াছে।

অতঃপর দেশত্যাগ করিয়া কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করিলাম তাহা আপনাদের সন্মুখে পরিষ্কাররূপে বুৰলিতে চাই।

আপনারা জানেন, ১৯২১ সালে বিশ্ববিষ্ণালয়ের তোরণ
পার হইয়া উহার পরবর্তী সকল স্বাধীনতা আন্দোলনেই
আমি সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছি। গত কুড়ি বৎসরের
সকল আইন অমাস্ত আন্দোলনের সহিত আমার
দুচ্সংযোগ ছিল। ইহা ব্যতীত, অহিংস অথবা সহিংস
সকল প্রকার গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত
সংমুক্ত থাকায় সন্দেহক্রমে বহু বার আমাকে বিনা
বিচারে কারাক্রম করা হইয়াছে। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত
মা করিয়া বলিতে পারি যে, আমি যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা
সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছি, ভারতে অন্ত কোন
ভাতীয়তাবাদী নেতা সেরপ অভিজ্ঞতার দাবী করিতে
পারেন না।

এই অভিজ্ঞতার দারা বিচার করিয়া আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্য হইতে আমরা বত জীব্র আন্দোলনই করি না কেন তাহা আমাদের দেশকে বৃটিশ-প্রভূত্ব হইতে মুক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যকার সংগ্রামই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নির্কোধের স্থায় বিনা প্রয়োজনে এই বিপদের কুঁকি লইতাম না।

আমার ভারত ত্যাগ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহাকে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে বহিসাহায্য ব্যতীত কাহারও পক্ষেই ভারতকে স্বাধীন করা সম্ভব নর। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বহিসাহায্য অবিলয়ে প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে একান্ত অর। ইহার কারণ এই যে, চক্রশক্তির

আঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় আসন টলায়মান হইয়া পড়িয়াছে; ফলে আমাদের উদ্দেশ্ত পূর্বাপেকা অনেক সহজেই সাফলামগুত হইবে।

আমাদের দেশবাসীর যে সাহায্য প্রয়োজন ভাহার ছইটি দিক আছে—নৈতিক ও কায়িক। প্রথমতঃ, তাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, একদিন তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জন্মলাভ করিবেই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বাহির হইতে তাহাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের সম্ভাব্য ফল কি তাহা বিচার করিতে হইবে। দ্বিতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, প্রবাসী ভারতীয়গণ মাতৃভূমিকে কি সাহায্য করিতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয়, দেখিতে হইবে, রুটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্রদের নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করা সম্ভব কি না।

প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে চাই যে, সর্বাপজিশালী বুটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি পৃথিবীর সর্বাত্র, এমন কি, পরাধীন ভারতের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করিতে পারে, ভাহা হইলে আমরা জটিল পরিস্থিতির প্রয়োজনে কৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিলে কিছুই অপরাধ করা হইবেনা।

শক্ত-মিত্র-নির্বিশেষে আন্দ্র সমপ্তর পৃথিবীর সম্বাধ্ আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্বা ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ একটি সংগ্রামন্দ্রীল বাহিনী গঠন করিতে যাইতেছে। এই বাহিনী ভারতস্থিত রুটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে। আমরা যখন আক্রমণ করিব, তখন ভারতের অভ্যন্তরেও বিপ্লব শুরু হইবে। এই আন্দোলন কেবল বেসামরিক জনসাধারণই করিবে না, রুটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সৈনিকগণও বিদ্রোহ করিবে। রুটিশ গভর্গনেন্ট যখন অভ্যন্তর ও বহির্দেশ এই উভ্য দিক হইতে আক্রান্ত হইবে, তখন ইহা অচল হইয়া পিডিবে এবং ভারতীয় জনগণ সেই সময়ে পুনরায় ভাহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

স্তরাং আমার পরিকরনা অনুসারে চক্রশক্তি তারত সম্পর্কে কিরপ মনোভাব পোষণ করে, সে বিনরে আমাদের বিশেষ চিস্তা করিবার প্রয়োজন নাই। <sup>থদি</sup> মাত্র বিদেশস্থিত ভারতীয়গণ ভাষাদের কর্ত্তব্য করিরা বার, আমি নিশিত্তি, ভাষা হইলে ভারতে বৃটিশ-প্রভুদ্ধের অবসান নিশ্চরই ঘটিবে।

ভবিধাৰাদীরা মন্তব্য করিতে পারে যে, যদি ৩৮ কোটি ৮০ লক ভারভবাসী বুটিশ শক্তিকে বহিষ্কৃত করিভে না পারে, তাহা হইলে মাত্র ৩০ লক প্রবাসী ভারতীয়ের ভারা ইহা কিরুপে সম্ভব হইবে ? বন্ধুগণ ৷ আয়াল্টান্ডের ইতিহাসের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বুটিশের অধীনস্থ ৩০ লক আয়ারবাসী সামবিক আইনের আওতায় পাকিয়াও মাত্র পাঁচ হাজার गिन्किन् ग**ण्डा (चष्ट्**।रिगरकद गोहार्या >≥२> गार्ग বুটিশ-প্রভূষের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ ৩০ লক্ষ ভারতীয় মাতৃভূমিতে এক শক্তিশালী বিপ্লবের সাহায্য পাইয়া কেন বৃটিশ-প্রভূত্ত্বের ক্রল হইতে চিরতরে মুক্তিলাভের আশা করিতে পারে না ? আমি চাই, প্রবাসী ভারতীয়গণ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ এই কার্য্যে তাঁহাদের সমগ্র मेकि नियाकिछ कतित्वन। आमारात्र উपमध नकन করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে চাই। এই গভর্ণমেন্ট প্রবাসী ভারতীয়গণকে সংহত করিবে এবং ভারতস্থিত বুটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিবে। আমরা এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব ও ভারত স্বাধীন হইবে, তথন এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গর্ভামেণ্টের জন্ম ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই গর্ভামেণ্ট ভারতের জনমতের দ্বারা গঠিত হইবে।

বদ্ধগণ! আপনারা আজ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়—বাহারা পূর্ব-এশিরায় বাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষে আধিক ও জনশক্তি এবং অস্তাম্ভ দ্রব্য-সম্ভার কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিবয়ে মনের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পার্যোদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি সমগ্র ও সম্পূর্ণরূপে সংহত শক্তি চাই, ইহা অপেকা কিছু কম নহে।

কারণ আমরা বছ বার আমাদের শক্রপক্ষের নিকট হইতে শুনিরাছি যে, ইহা সামগ্রিক-মৃদ্ধ। আপনারা আদ্ধ্র আপনাদের সমূথে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের এক অংশ—আজাদ হিন্দু ফৌচ্ছ বা ভারতীর জাতীয় বাহিনীকে দেখিতে পাইতেছেন। অন্ত এক দিন তাহারা তাহাদের আমুঠানিক কুচ-কাওয়াদ্ধ টাউন হলের সমূথে করিরাছেন। অভঃপর তাহারা স্থির করিয়াছে যে, ভারতের প্রাচীন নগরী দিল্লীর লাল কেল্লার সমূথে কুচ-কাওয়াদ্ধ করিতে না পারা পর্যান্ত তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। "দিল্লী চল, দিল্লী চল", ইহাই ভাহারা সোগানরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুগণ! পূর্ব-এশিয়ার ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের এই চরম মুদ্ধের জন্ম চরম সংহতির শ্লোগান হউক—'দিল্লী চল'।

আমি এই চরম সংহতির মধ্য হইতে কমপক্ষে তিন প লক্ষ সৈতা এবং নয় কোটি টাকা পাইতে আশা করি। আমি এতঘ্যতীত মৃত্যুভয়হীন বাহিনীর জন্ত এক দল সাহসী মহিলা চাই। একদা ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজীর রাণী যে বীরত্বের সহিত তরবারি পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই নারী বাহিনীকে সেইরূপ পরিচয় দিতে হইবে।

বন্ধুগণ! আমরা বছ দিন যাবৎ ইউরোপে বিতীয় ফ্রন্টের কথা শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের স্থদেশবাসী বর্ত্তমান সময়ে চূড়ান্ত ভাবে নির্যাতিত হইতেছে, তাহারা এখন বিতীয় ফ্রন্টের দাবী করে। আমাকে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত সংহত শক্তি দান করুন, আমি বিতীয় ফ্রন্টের প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাশুবিক পক্ষে যাহা ভারতের সংগ্রামে বিতীয় ফ্রন্ট।

আজাদ হিল বাহিনীর জয়বাত্রার ছটি অমর মন্ত্র'দিলী চলো', 'জর হিন্ধ'।



" স্থান ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ ? অপেক্ষাক্তত অবনত জ্ঞাভিকে ভোলবার ভোমার শক্তি কোথায় ? যেখানে ছুর্বল জ্ঞাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ; তাদের অনিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হ'রে গেছে। ভোমাদের আমেরিকার ইভিছাস কি ? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলঙ, পাসিফিক্ দীপপুঞ্জ, ভোমাদের আফ্রিকা ? কিয়াবোপের উদ্দেশ্য সকলকে নাশ কোরে, আমরা বেঁচে পাক্বো। তারজ্ববর্ষর প্রভ্যেক সামাজিক নিয়ম ছুর্মলকে রক্ষা করবার জ্ঞা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ



"বলপ্রয়োগ ও
কাপুরুষতার মধ্যে
কোন একটি পছনদ
করিয়া লইবার প্রশ্ন
উঠিলে, আমি বলপ্রয়োগকেই বাছিয়া
লইবার পরামর্শ
দিব…"

—মহাত্মা গান্ধী

## প্রস্তুত হও—সময় নাই

"দেশবাসিগণ! আর সময় নফ করিও না। তোমরা প্রস্তুত হও এবং এই মুহুর্বেই শ্বেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। শীঘ্রই আমরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিব এবং ভারতভূমিতে স্বাধীনভার পতাকা উল্তোলন করিব। অতঃপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা স্থক হইবে। সর্ব্বশেষ ইংরাজটি ভারতবর্ষ করিলেই এ যাত্রা শেষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বের নহে। দিল্লীর বড়লাট-ভবনে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তিফৌজ প্রাচীন লাল-কেল্লার অভ্যন্তরে বিজয়-উৎসবে মাভিয়া উঠিতে পারিবে —কেবলমাত্র সেদিনই এ অভিযানের শেষ হইবে।"

—মুভাষচন্দ্র বস্থুর নির্দ্দেশনামা

ক্রতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের মৃত্তিকা হইতে উছ্ত
এক আন্দোলনের প্রতীক। উহা ভারতের জনসাবারণের রাজনৈতিক মুখপাত্র এবং তাহাদের আশা, আকাজল
ও আদর্শের প্রতীক। ইহা এয়প একটি প্রতিষ্ঠান যাহার পৃষ্টি
ও উন্নতিলাভের শক্তি ভারতীয় জাতির ভার সীমাহীন।
কংগ্রেসের শক্তিয়ন্তি ও উন্নতি আভ্যন্তরীণ তাগিদের ফল;
অবঙ্গ বাহিরের ঘটনাবলীর হারা ঐ তাগিদের শক্তি হন্দি
পাইয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ তাগিদের ফলেই ফরওয়াত্ত
রকের জন্ম হইয়াছে। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার কিলা
আকিন্মিক ঘটনার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে এই নৃতন
বন্তর সৃষ্টি হয় নাই। কংগ্রেস তাহার বিবর্ত্তনের পথে
নৃতন অবস্থায় প্রবেশ ক্রিবে বলিয়া ফরওয়াত্ত রাবের
আবির্তাব হইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে—কংগ্রেসের পুষ্টি ও উন্নতি কিরূপে ঘটে। উহার অন্তর্নিহিত নিয়ম কি ? ইহার ব্যাখ্যাস্থরূপে কয়েকটি যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে হেগেলের মতাহ্বর্তী যুক্তি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় এবং আমার মতে বাত্তবের অতি নিকটবর্তী। প্রগতি একপ্রগামী কিন্না সর্বাদা শান্তিপূর্ণ নহে। অনেক সন্য বিরোধের তিতর দিয়াই প্রগতি ঘটে।

কীবিত কিলা প্রগতিশীল প্রত্যেক আন্দোলনেই একটা অনুভা বাম শাখা বা বিরোধী দল থাকে। সময় পরিপক হইলে এই অনুভা বাম শাখা সুস্পাঠ হয়, এবং উহার সাহায়ে ইহার আরও পুষ্টলাভ এবং উন্নতি ঘটে। ঐ বাম শাখাকে নির্দিষ্ঠ অবস্থায় কিরূপ প্রকৃষ্ঠ ভাবে পরিচালিত করা যায় তাহা নির্দারণের জন্তে রাজনৈতিক এবং সময় সময় দার্শনিক অন্তর্দ্ধ আবেশুক। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, বাম শাখা

দক্ষিণ শাখার সহিত আপোষ ও সহযোগিতা করিবা শক্তি সঞ্চয় এবং প্রভাব বিভার করে। ভিনন্ধপ অবস্থায় ইহা না-ও হইতে পারে। তাহা হইলে বাম শাধার প্রে দক্ষিণ শাখার সহিত উহার পার্থক্য নির্দারণপূর্বক প্রতিষ্ঠিত रुख्या ध्वर मिक्कविष ७ अयूनांमी एनत अर्गा वृष्टि कवा ভাবশুক হইতে পারে। এইরূপ ভবস্থায় তীব্র মত**ংভদের** স্**ট্ট** অপরিহার্য্য হইতে পারে; ঐ মতভেদ সাময়িক ভাবে ব্যথাদায়ক হই**লেও প্রকৃতপক্ষে প্রগতির সহায়ক। কোনও** প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পক্ষে উহাতে বাম শাখার পৃষ্টি ও স্বাধি-ৰ্ভাব একান্ত আবশ্ৰক। বাম শাখাকে মূল প্ৰতিষ্ঠান হৰগত করিতে কিন্তা দক্ষিণ শাধাকে আপন মতাবলম্বী করিতে সমর্থ না হওয়া পর্যান্ত দক্ষিণ শাধার সহিত সহযোগিতা করিয়া হউক বা বিরোধিতা করিয়া হউক, পুষ্টলাভ করিছে ইইবে। ইহা সম্পন্ন হইলে এবং বাম শাখার নিকট **হইডে** আর কোন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে ইভিহাসের পুনরাবর্ত্তনক্রমে নিশ্চয়ই নৃত্ন এক বাম শাধার উদ্ভব হইরা পরিণামে পূর্বের বামপন্থীদিগকে বিভাঞ্চিত হইবে। ১৯২০ সালে গানীপছীরা কংগ্রেসে বামপছী ছিলেন; ইহা হইছে প্রতিপন্ন হয় না যে, বর্ত্তমান সময়েও তাঁছারা বামপছী। অতীতের বামপন্থীরা সর্বদা না হইলেও অনেক সমরেই ভবিষাতে দক্ষিণপদ্ম হইয়া **থাকেন। বর্তমান সমলে** কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণ শাধার মধ্যে কোনরূপ **পার্বক্য** পাকা উচিত নহে, ইহা বলা এবং অধ্ব্রুহুট্রেস বামণছী এই মৃত্তি প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ, অবশ্র । প্রকৃতি ব্যাপার যতই অপ্রীতিকর হটক না কৈন, উহার সমুখীন সময় আসিয়াছে।

ন্তন ওয়ার্কিং কমিট পঠন সম্ভার সমাধানের জা



২৯শে এপ্রিল যথন কলি-কাভার নিখিল ভারত রাহীয় লিমিডির জীধবেশন পুরু হয়, ভৰ্ন দেখা গেল যে, বামপছী মুল দক্ষিণপদীদিগের সহিত শৃৰ্মো গিতা করিতে ইচ্চুক। এই সময়ে বামপদ্বীরা বিভিন্ন ব্যক্তি দিগকে ' মতাবলঘী প্রইয়া এয়ার্কিং ক্মিটি গঠনের গ্রহা ধরিলেন : কিন্ত দক্ষণ-ুপুৰীরা বামপন্থীদিগের সহিত ্রহযোগিতা করিতে প্রস্তুত িছিলেন না। তাঁহারা এক মভাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে লইয়া ্ওয়ার্কিং কমিট গঠনের জিদ , প্রবিলেন। ইহার ফলে দেখা গেল, দক্ষিণপদীরাই আপোষ-দ্বীমাংলা, সহযোগিতা এবং ঐক্যের অবসান ঘটাইলেন। আৰু দকিণপছীরা চাহি-: তেনে যে, বামপন্থীরা সম্পূর্ণ-ক্ষণে তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করক। **ঐকোর** ৰাতিরে বামপছীদের ইহাতে

কি সম্বত হওয়া উচিত ? যদি তাহারা এই ভাবে বাধ্যতা বীকার করেন, তবে তাহার কলাকল কি হইবে?
এই ভাবে বক্সতা বীকার করিয়া আমরা কি প্রগতির রপচক্র ভৈলসিক্ত করিব—না, আমাদের নিজেদের ভিতর যে
প্রতিক্রিয়া স্থান হইয়াছে তাহাই সমর্থন করিব ?

বামপস্থীদিগের ঠ **স্থিপপ্**রি **সহিত সহযোগিতা করিতে অসমত** হুইরাছেন। এখন ঐক্যের খাতিরে আমরা বামপছীরা যদি তাঁহাদের নিকট বস্তা স্বীকার করি, ভাছা কি সঙ্গত হইবে গ यमि তাঁহাদের কোনও সক্রিয় কর্মপন্থা থাকিত তবে এইরপ করা চলিত। িকছ গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে বৃহাত্মা গান্ধীর সহিত আমার যে গ্ৰ পত্ৰ-বিনিময় হইয়াছে, ফুৰ্ছাগ্য-ক্রমে তাহা হইতে স্পষ্টরূপে দেখা গৈরাছে যে, ভিনি আর আসর াংগ্রামের কথা চিন্তা করিতেছেন

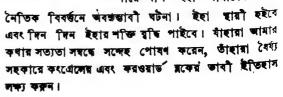


কংগ্রেসের ভিতরে পতি-ছীৰভা ও সংস্থারবিষ্ণভাকে চিরভারী করা হইবে। সামরা এইব্রপ করিতে পারি না---আমাদের এইরূপ করা উচিতও পুভরাং বর্ডমানে नरहा বামপছীদের পক্ষে দক্ষিণ-পদ্বীদিগের সহিত পৃথক হইয়া নিকেদের শক্তি সংহত করিবার সময় আসিয়াছে। এই কার্যাট নিশার হইলেই বামপদ্বীরা কংগ্রেসের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা নামে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত इ हे ए পারিবেন। ইহাই আৰু বাম-भशीस्त्र कर्खता। **এই** कर्खता পালনের জন্মই করওয়ার্ড ব্লকের স্পষ্ট হইয়াছে।

বর্তমানে বামপছীদের যে
সমস্ত দল আছে, সেই সমস্ত
দল বামপছীদের মধ্যে সময়ম
সাধনের কার্যা স্থক্ত করিতে

পারিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার! তাহা করেন নাই। গত বংসর বামপন্থী কংগ্রেস-কর্মিগণ যখন বামপন্থী রক গঠনের প্রভাব আলোচনা করেন, তখন মনে হইয়াছিল যে, বিভিন্ন বামপন্থী দল এই প্রভাবটি প্রহণ করিয়া উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু প্রে

তাঁহারা মত পরিবর্ত্তন করেন। অত:পর বামপদ্বীদের মধ্য হইতে নৃতন লোক লইয়া করওয়ার্ড ব্লক গঠন করা অপরিহার্যা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রভারাং দেখা যাইতেছে যে, শুগু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গরকেই করওয়ার্ড রকেব প্ৰষ্ট হয় নাই। ইহা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে স্ষ্ট। তছপরি বর্তমান সময়ের অবস্থা ইহার উদ্ভব একান্ত আবশ্রক করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে এবং এইরূপ অবস্থায় প্ট कत्रश्वार्ष क्रक कथनश्व विनुष्ठ रहें ए পারে না। ইহা আমাদের রাজ-







# ছাত্র-সমাজের প্রতি স্মভাষচন্দ্র

"সমগ্র দেশের ছাত্র-বন্ধদের প্রতি এই আমার শতর্ক-বাণী যে, তাঁহারা যেন ওধু বাছ ঐক্যেই তৃপ্ত না হন, উাহারা যেন নিজেদের মধ্যে একটা স্থায়ী মিলন স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে. ভবিয়তে তাঁহাদের পক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে ছাত্রদের ব্যাপার এমন সব বিষয়েই ভাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা এবং বিতর্কমূলক বিষয় যাহার শচিত প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং যাহার ফলে গুরুতর মতবিরোধ হইবারই সম্ভাবনা— <sup>ভাহা</sup> এড়াইয়া চলাই বৃদ্ধিমানের কাজ হইবে। খামাদের স্বরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের ছাত্র चात्मानातत अथना देगमा व्यवसा अवः किছू निन ইহাকে অতিশন্ন সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে। এই সময় ওফতর মতবিরোধ ঘটতে পারে কিংবা দলাদলি হইতে পারে এমন সব বিষয় হইতে मृत्व शाकिएक इहेरव।"





সুভাষ্চাক্তের অভিভাষণ

মেলাক কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা মেলাক্ত্রের; কংগ্রেসের মধ্যে নানা বিভেদের স্পতি হইয়াছে সেই জন্ত আমা-দের বহু বন্ধু নিজেজ ও নিক্রংসাহ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আমি অত্যন্ত আশা-বাদী—বে মেল আজ দেখা দিয়াছে তাহা ক্রিক্ত অপসারিত হইবে। দেশবাসীর দেশপ্রেমের উপর আমার প্রবল বিশাস আছে, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, অচিরে আমরা বর্ত্তমান বাধাবিদ্ধ কাটাইয়া উঠিতে পারিব এবং আমাদের দলসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্রম হইব।



সুহৎ সালে গরা কংক্রেসের স্ময়
অন্থ্রপ অবস্থার উত্তব হইরাছিল,
তাহার পরই পূণ্যলোক দেশবরু
চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল
নেহক স্বরাজ্য দল স্থাপন করেন।
তাহাদের স্থৃতি এবং ভারতের অন্তান্ত বীর সন্তান এই সন্ধটে আমাদের অন্ত্রাপ্রিক প্রার্থনা, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেদের
বর্ত্তমান পরিস্থিতি দূর করিয়া
আমাদের জাতিকে পণ্প প্রদর্শন করুন।

১৯৩৮ সালে হরিপরায় কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে. তন্মধ্যে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে মিউনিক চুক্তি হয়, তাহা বিশেষ জরুরী। ঐ চুক্তিতে ফ্রান্স ও গ্রেট বুটেন হীন ভাবে নাৎসী জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে: ফলে ফ্রান্সের ক্ষমতা থকা হইয়া গিয়াছে, আর জার্মানী বিনা অস্তে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি গণতান্ত্রিক স্পেনের পতনে ফ্রাসিস্ত ইটালী ও নাৎসী জার্মানীর শক্তি ও মধ্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে: ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র ২ইওে আপাতত সোভিষ্ণেট ক্লিয়াকে মুছিয়া ফেলিবার ষ্ড্যন্তে তথাক্থিত গণ-ভান্তিক ফ্রান্স ও গ্রেট বুটেন ইটালী ও জার্মানীর সহিত যোগ দিয়াছে। কিঙ্ক কুলিয়াকে কত কাল দাবাইয়া রাখা সম্ভব হটবে এবং কৃশিয়াকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় ফ্রান্স ও গ্রেট বুটেনের কি লাভ হইয়াছে ? সম্প্রতি ইউরোপ ও এসিয়ায় যে সকল আ**ন্ত**-क्जां कि पहेना पिष्ठारह, धारार বুটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও মৰ্য্যালা যথেষ্ট থকা হইমাছে ।

এখন আমাদের স্বদেশের রাজ-নীতি আলোচনা করা যাউক। আমার শরীর অহুস্থ বলিয়া আমি কয়েকটি অক্সী সমস্ভার মাত্র উল্লেখ

গত কিছু কাল যাবৎ আমি <sup>বোধ</sup> করিতেছি যে এখন আমাদের স্বরা<sup>জের</sup> দাবা উত্থাপন করিয়া বৃটিশ গভ<sup>র্ন মন্টবি</sup> চরবর্গন বেশ্বা কর্তা। বৃদ্ধান্ত প্রবর্তনের অতীকার নিজির তাবে অবস্থান করিবার নীতি অবলবনের সমর বহু পূর্বে গত হইরাছে। কথল আবাদের উপর বৃক্তরাই চাপান হইবে, এখন আর আবাদের সমর্গা নহে। ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইবার আশার যদি করেক বৎসর বৃক্তরাই প্রবর্তন স্থাপত রাথা হয়, তবে আমরা কি করিব, উহাই এখন সমস্থা। চতুঃশক্তি চুক্তি বারাই হউক, আর অপর কোন উপায়েই হউক, বদি একবার ইউরোপে স্থায়ী শক্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই গ্রেট বৃটেন যে কঠোর সাম্রাজ্যনীতি অবলঘন করিবে, তাহাতে কোন সম্পেহ নাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেকে হ্র্বল বলিয়া বোধ করিরাই বৃটেন প্যালেষ্টাইনে ইছদীদিগের প্রতিকৃপ ভাবে আরবদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টার আভাস দিতেছে অতএব আমাদিগের নিন্দিষ্ট সমন্তরর মধ্যে উন্তর চাহিয়া বৃটিশ গভর্গমেন্টের নিকট চরমপত্র দেওয়া উচিত। যদি

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন উত্তর
না পাওয়া বার, কিছা প্রাপ্ত উত্তর
সংস্তাবজনক না হয়, তাহা হইলে
আমাদের জাতীয় দাবী প্রণের জঞ্জ
মধাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে
হইবে, সেই ব্যবস্থা হইতেছে আইন
আমান্ত সভ্যাগ্রহ। আর রুটিশ
গতর্গমেন্ট এখন সর্ব্ব-ভারতীয় সভ্য:গ্রহের ভায় বৃহৎ সংঘর্ষের সন্মুখীন
হইতে পারিবেন না।

আমি, দেখিয়া ছু:খিত হইলাম, কংগ্ৰেসে এমন লোক আছেন বাঁছারা মনে করেন যে বুটিশ সাফ্রাঞ্চ্য-नारमञ्ज विकरण विज्ञाहे चारमाजन আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিষয়টি আমি বাজাববাদীর দৃষ্টিতে পুঝাহুপুঝরূপে পর্যাবেকণ ক্রিয়াও নৈরাচেশ্রর অবুষাত্ত কারণ पुषिया भारेमाय ना। चार्रेष्ठि खर्परम শাসন-ক্ষতা লাভ করার আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ক্ষরতা ও মধ্যালা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটিশ ভারতে গণ-আন্দোলন অনেকটা অতাসর হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য-সম্হেও অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিরাছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও আমাদের অহুকৃত্ব, এতদ্বস্থায় সরাজ-লাভের পথে চড়াস্ত ভাবে অগ্রসর হইবার—আমানের জাতীয় ইতিহানে ইহার চেরে আর্থ কি প্রসময় উপস্থিত হইতে পারে ?

আমি ছিন্নইছ ৰাজ্বৰাদী-হিসাবে বলিতে পারি,
বর্তমান পরিছিতি আমাদের এত অনুকৃদ বে এখনই
সাফল্যের সর্কাধিক আশা পোষণ করা উচিত। আমরা
যদি কেবল ভেদ ও বাদ-বিস্থাদ বিশক্ষন দিয়া আতীর
আন্দোলনে আমাদের সমগ্র শক্তি ও সম্পদ্ নিরোজিত
করি তাহা হইলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধরে
অপ্রতিহত আক্রমণ চালাইতে পারিব। বর্তমান স্থ্রোগপূর্ণ পরিস্থিতির স্থাবহার করিয়া আমরা রাজনৈতিক
দ্রদৃষ্টির পরিচন্ন দিব অথবা আতীন্ন জীবনের ছুর্মত
স্থবোগ হেলান হারাইব।

দেশীয় রাজ্যসমূহে জাগরণের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। আমার দৃঢ় অভিমত এই বে, দেশীয় রাজ্য-সম্পর্কে আমরা হরিপুরা কংগ্রেসের প্রভাবে বে



वांगविषाती :



<del>নাৰ প্ৰকাশ</del> করিয়াছি, ভাহা পরিবর্ত্তন কয়া উচিত। हिंदि करंदबरमञ्जनात्म दानीत्र त्राकामञ्हर कान **जानान निविध हरेबाटि, छनस्नादि मिनी**ब रटबटनं मार्य भागीतिकोती कार्य किंचा

ব্দুগণ, আজ কংগ্রেসের ভিতরে কলছের মেঘ দেখা निवारक। এই कांत्रण चामारमत्र वह वच्च निक्र शाह वार করিতেছেন। কিছু আমি কিছুতেই নিরাশ হই না, , व्याबारमत रम्बराजीत चरमना श्राय वामात्र विद्यान वाहि। चामात पृष्ट बाद्यणा, चिंठित्त्रहे चामत्रा এहे नक्ष्टे हरेल्ड युक्त रहेटक शांत्रिय। चामारमञ्ज मत्था शुनदाह धेवा व्यक्तिक इंदरन। 'नरम माजतम्।' [ विश्रुती ]

"नामिनीबा ठाविनिटक स्मिन्टिस्ट विवाकं निमान . শান্তিৰ ললিত ৰাখী ওলাইৰে ব্যৰ্থ পৰিহাস, स्मित्र मिनार चारन छारे जांक विरव वांडे.-

এনে উপস্থিত। তেঁড়া মাত্রের উপরই তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। ক্রেমে পরিচয় হলো।
এক জন হচেন ডক্টর প্রফুলচন্দ্র ঘোষ। গরীবের ছেলে; তবু মোটা মাইনের সরকারী চাকরী ছেছে
দিয়ে জয় মা ব'লে অসহযোগের তরজে তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন। অতি শান্ত ও বিনীত। ছিতীয়
ভদ্রলোকটি হচেন ক্যাপ্টেন সুরেশ ব্যানার্জি। ডাক্তার মাহুয—প্রফুল বাবুর মতই সর্ক্ত্যাগী।
প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্গয়ের পর অস্যোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটি—
ভদ্রলোক বলা মিছে; একেবারে বাচ্ছা বল্লেই হয়। দিব্যি ফুট্ফুটে গৌরবর্ণ; ঠোটের ডগার
চাপা হাসি। মুধ-চোধ উজ্জ্বল। বন্ধু হেমন্তকুমার পিছুন থেকে চুপি চুপি ব'লে দিলেন—এ হুভাবং!

ওঁরা এলেছিলেন আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে। কেন আমরা অসহযোগ আন্দোলনের খুঁত ধরি— কেন আমরা অহিংসার কথা শুনে বিজ্ঞাপ করি।

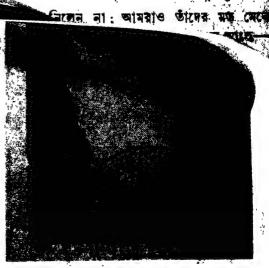
সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে তর্ক চল্লোরাত একটা পর্যান্ত। অসহযোগের পক্ষ নিলেন প্রধানতঃ
ক্রিক্ত আরম্ভ ক্রেন্স বাবু। স্থভাব ওধু ওনছিল, আর মাথে মাথে হাসছিল। শেকে প্রক্রের্ম ক্রিক্তালা করলেন—সারা দেশ যদি গ্রন্থেন্টের সলে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে থাজনা ট্যাক্ত বন্ধ বিষয়ে তাহলে গ্রন্থিনেট ভেঙে পড়বে না কেন ?

ভেঙে পড়বে না এই জন্ম যে ইংরেজ আপনাদের মতো অহিংস না । তে করে নিরে আপনাদের আচ্ছা করে ঠ্যাভানি দেবার ব্যবস্থা করেব উচ্চৈ: সংস্থান বিক হতে হবে, নয় তো মারা পড়তে হবে। বেশি

যুক্ষৎপ্রতাপোহস্ত বিবর্দ্ধমান ঈশো ভবেদ্ বং প্রবিশবিধান:। উল্লন্ড্য যুক্ষানভিমায়িনো যে তে ভক্ষনা যাস্ত লয়ং সমানম॥

R

ভো: ! দেহলীং গচ্ছত তারবস্তে। জাতীয়কেতৃং স্ববলাদ্ বহস্তঃ । নিখায় তঞ্চারুণবর্ণচূর্গে মুহুঃ কুরুধ্বং লহরীয়মাণ্ম ॥



"আবার যদি সমরানল প্রাঞ্চলিত হয়, কে জানে কশিয়া কোন্ দিকে পানিবৈ ? আমি
স্পর্জা করিয়া বলিতে পারি যে বাঙালী জাপানকে চায় না, জার্মানীকৈটের না, ক্লিয়াকেও
চায় না। বাঙালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার অংশ
মাথায় তুলিয়া লইতে চায়। বাঙালী অন্ত্রধারণের অধিকার চায়, ভাই বাঙালী সৈনিক বিভাগে
প্রবেশ করিবার দাবী করিভেছে। এই যে বাঙালীর নবজাগ্রভ আকাক্ষা ইহাকে ভাকিছেল।
করিও না, এই আকাক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিভ করিও না!



বনোভাব প্রকাশ করিষাছি, তাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত।
উক্ত প্রভাবে কংগ্রেসের নামে দেশীর রাজ্যসমূহে কোন
কোন কাজ চালান নিবিদ্ধ হইরাছে, তদমুসারে দেশীর
টাজ্যসমূহে কংগ্রেসের নামে পালামেণ্টারী কার্য্য কিছা

আন্দোলন চালান বাইবে লা কিছু কংজেনের ইবিপুরা
অবিবেশনের পর অনেক ঘটনা ঘটিরাছে। এখন আনরা
দেখিতেছি বে লাইটোল শক্তি অবিকাংশ হলেই দেশীর
রাজ্যের শাসন-কর্ত্তাদিগের সহিত একজাট হইয়াছে।
এই অবস্থার দেশীর রাজ্যের প্রজাদিগের সহিত ঘনির্চ তাবে
নিলিত হওয়। উচিত নহে কি ? বর্ত্তমানে আমাদের
কর্ত্তব্য কি তৎসধদ্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই।

দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর হইতে
নিবেধাজ্ঞা তুলিরা লইতে হইবে। তাহা ছাড়া ওয়ার্কিং
ক্ষিটিকে ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ উপারে দেশীর রাজ্যসমূহে
ব্যক্তি-বাধীনতা ও দায়িদ্দশীল শাসনতক্র লাভের জল্প
আন্দোলন চালাইতে হইবে। দেশীর রাজ্যে এবাবং
কেবল বিক্তিপ্ত ভাবে কাজ করা হইয়াছে, কোন পদ্ধতি বা
পরিক্রনা অন্থ্যারে হয় নাই। এখন ওয়ার্কিং ক্ষিটিকে
এই দায়িদ্ধ ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ
আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং বদি প্রয়োজন হয়
ভবে এতছ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাব-ক্ষিটি গঠন করিতে
হইবে। এই কার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ ও সহযোগিতা
পূর্বভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নিধিল ভারত দেশীর
রাজ্য-প্রজা-সম্লেলনের সহযোগিতাও লইতে হইবে।

স্বরাজ লাভের জন্ত বে আমাদিগের চুড়ান্ত ভাবে অগ্রসর হওয়া বৃক্তিসঙ্গত, তাহা আমি পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি তজ্জন্ত যথেষ্ট আয়োজন দরকার। প্রধানতঃ কমতার লোভে আমাদের মধ্যে যে ছুনীতি ও ছুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, প্রথমতঃ নির্মম হল্তে তাহা দুরীভূত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের কিবাণ-আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া-মিলিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দেশের সর্বপ্রকার চরমপত্তী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালাইবার জন্ম সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক্যোগে অগ্রসর হইতে হইবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের ভিতরে কলহের মেঘ দেখা
দিরাছে। এই কারণে আমাদের বহু বন্ধু নিরুৎসাহ বোধ
করিতেছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই নিরাশ হই না,
আমাদের দেখাসীর স্বদেশপ্রেমে আমার বিশ্বাস আছে।
আমার দৃঢ় ধারণা, অচিরেই আমরা এই সৃহট হইতে
মুক্ত হইতে পারিব। আমাদের মধ্যে পুনরার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 'বক্ষে মাতরম্!' [ ত্রিপুরী ]

শাসিনীরা চারিদিকে কেলিভেছে বিবাজ নিকান শান্তিব গলিত বাদী গুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, বিলার নেকার আগে তাই ভাক দিরে বাই,— বানকের সাথে বারা সংগ্রামের ভবে প্রতাত হ'তেছে করে বরে ।\*\*\*

-श्रवीखनाव

## সমরসমীতম্ । শুশীৰীৰ সামতীৰ্

( 'कन्य कन्य वाहादत्र या'-त्र गःइछान्द्रवान )

>

পদম্পদং বর্দ্ধয়ভাগ্রযানং
স্বলীলয়া গায়ত হর্ষগানম্।
স্বন্ধাভিহেভোর্নমু জীবনং যদ্
জাভৈয় তদেবাস্ত বিতীর্যমাণম্।

Ş

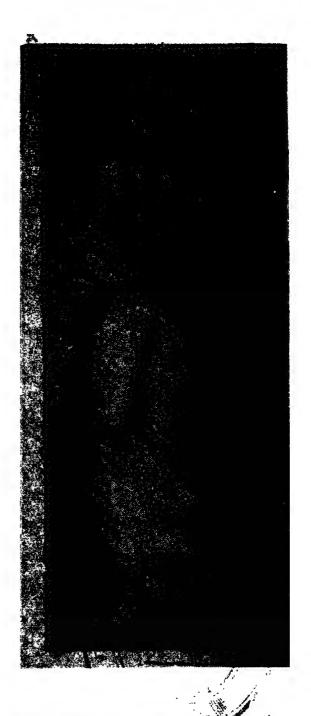
ভো হিন্দিসিংহাঃ । ভজতা এবাত্রাং
মৃত্যেতিয়ং জাষপি নাণুমাত্রাম ।
উচ্চৈঃ সমৃন্ধীয় শিরোহভ্রচৃষ্ণি
স্বদেশতেজস্তম্বতেধ্যমানম্ ।

9

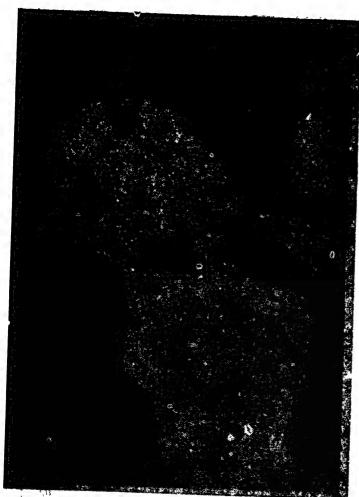
যুদ্ধৎ প্রতাপোহস্ত বিবর্দ্ধমান ঈশো ভবেদ বং শ্রেবণাবধান:। উল্লন্ডব্য যুদ্মানভিমায়িনো যে ডে ভস্মনা যাস্ক লয়ং সমানম॥

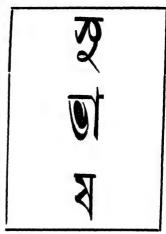
Я

ভোঃ ! দেহলীং গচ্ছত তারবস্তো জাতীয়কেতৃং স্ববলাদ্ বহস্তঃ । নিখায় ভঞ্চারুণবর্ণদূর্গে মুহুঃ কুরুধ্বং লহরীয়মাণম্ ॥



"আবার যদি সমরানল প্রেক্তনিত হয়, কে জানে কশিয়া কোন্ দিল্ল বাজিবেঁ? আমি স্পর্জা করিয়া বলিতে পারি যে বাঙালী জাপানকে চায় না, জার্মানীকে জার্ম না, কশিয়াকেও চায় না। বাঙালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া ভাহার দেশরকার যে ভার, সেই বোঝার অংশ মাধায় তুলিয়া লইতে চায়। বাঙালী অন্তধারণের অধিকার চায়, তাই বাঙালী সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিভেছে। এই যে বাঙালীর নবজাগ্রাভ আকাককা ইহাকে ভাচিত্র করিও না, এই আকাককা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না!





শ্ৰীউপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারা হে, সুভাষচক্র সম্বন্ধ লিখতে ব'লে তুমি আমাকে মহা বিপদে কেলেছ। যখন সুভাষের হৈছে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তথন মনে করতুম তার অনেকটাই আমি জেনেছি, বুবেছি। এখন আমার স অহন্ধার চুর্ব হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি তার শক্তির নির্ণয় করবার সামর্থ্য আমার এখনও নেই, কোন দিনই ছিল না। সুভাষ সম্বন্ধে বন্ধু মহলে আলোচনা করবার সময় আমরা অনেক ক্ষেম্ন কলতুম—That man will go very far—বহু দূর পর্যান্ত সে চুট্বে; এত দূর যে সে চুটবে, চা কোন দিনই কল্পনা করতে পারিনি।

প্রথম যখন স্থভাষের সঙ্গে দেখা হয় ১৯২১ সালে। তথন আমরা আন্দামান থেকে ফিরে এসে নারারণ' আর 'বিজ্ঞলী' চালাচ্ছি। সুভাষ তথন আই, সি, এস হবার মোছ কাটিয়ে অসহযোগ শান্দোলনে যোগ দিয়েছে। বন্ধু হেমস্তক্মার সরকারের কাছ থেকে সুভাষের গল্প প্রায়ই শুন্ত্ম। মুভাষের সাধু হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন্ সাহেবকে ঠ্যাঙানি, চাল puritan চাল-চলন—কভ গল্পই না হতে।! সুভাষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার প্রার্থি ধনের মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা ছিলাম কংগ্রেসী দলের বাইরে; কাজেই দেখা-শুনা হবার বাধাও একটু ছিল।

'বিজ্ঞলী'তে তথন প্রতি সপ্তাহেই মহাম্বাজী আর তাঁর অসহযোগ আন্দোলমূকে মহা কুর্তিসে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছি। ঐ অহিংস বুদ্ধের আধ্যাম্বিক তথটা আমি কম্বিন্ কালেই হলম করে উঠছে পারিনি। এক দিন সন্ধ্যার সময় দেখি, বন্ধু হেমন্তকুমারের সজে ভিন্তন অল্লোক এসে উপস্থিত। ছেঁড়া মান্ত্রের উপরই ওাঁদের অর্ভার্থনা করে বসাল্ম। ক্রেমে পরিচয় হলো।
এক জন হচ্চেন ডক্টর প্রফুলচক্র ঘোষ। গরীবের ছেলে; তবু মোটা মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে
দিয়ে জয় মা ব'লে অসহযোগের তরঙ্গে তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন। অতি শান্ত ও বিনীত। ছিতীয়
ভজলোকটি হচ্চেন ক্যাপ্টেন স্থরেশ ব্যানার্জি। ডাক্ডার মান্ত্র্য—প্রফুল বাবুর মতই সর্বভ্যাপী।
প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অস্যোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। তৃতীয় ভজলোকটি—
ভজলোক বলা মিছে; একেবারে বাচ্ছা বল্লেই হয়। দিবিয় ফুট্ফুটে গৌরবর্ণ; ঠোঁটের ডগায়
চাপা হাসি। মুধ-চোধ উজ্জ্বল। বন্ধু হেমন্তকুমার পিছন থেকে চুপি চুপি ব'লে দিলেন—এ সুভাষণ্

ওঁরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে ভর্ক করতে। কেন আমরা অসহযোগ আন্দোলনের থুঁত ধ্রি— কেন আমরা অহিংসার কথা শুনে বিজ্ঞাপ করি।

সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে ডর্ক চল্লোরাড একটা পর্যান্ত। অসহযোগের পক্ষ নিলেন প্রধানতঃ প্রস্তুল বাবু আর স্থরেশ বাবু। স্থভাব শুধু শুনছিল, আর মাঝে মাঝে হাসছিল। শেরে প্রস্তুল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সারা দেশ যদি গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে থাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়, তাহলে গবর্ণমেন্ট ভেঙে পড়বে না কেন ?

আমি বল্লুম ভেঙে পড়বে না এই জক্ত যে ইংরেজ আপনাদের মতো অহিংস ন্ত্র। কেই আপনাদের ক্ষেত্রের ধান লুঠ করে নিয়ে আপনাদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি দেবার ব্যবস্থা করবে। দেশে ছভিক্রের স্তি করবে। তখন হয় পুনম্ধিক হতে হবে, নয় তো মারা পড়তে হবে। কোমা দিকেই ইংরেজের ক্ষতি নেই।

তর্কের ফল হলো এই—আমাদের মতও তাঁরা মেনে নিলেন না; আমরাও তাঁদের মত মেরে নিলুম না। অনেক রাত হয়ে গেছে যখন সভা ভঙ্গ হলো, তখন স্ভাষ বল্লে আত্তে আহতে— দেখাই যাক দিন কওক! সতিট্র কি আর একেবারে অহিংস হয়ে গেছি!

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বে শেব হরে গেল চৌরিচৌরার সঙ্গে। সিভিল ভিসোবিভিয়েশ থামিয়ে দিয়ে মহাআলী ঠিক কাল করলেন কি ভুল করলেন তা নিয়ে বাংলা দেশে মহজেদ বেশ প্রবল হয়ে উঠলো। অনেকের মনে হলো ক্ষণিক উত্তেলনার পর দেশটা যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। কি ক'রে লোকের মন চাঙ্গা করে রাখা যায় তা নিয়ে নেতাদের মধ্যেও মহভেদ দেখা গেলা সিভিল ডিসোবিভিয়েশ এন্কোয়েরি (Civil Disobedience Enquiry Committee) করে গাঁরা রায় দিলেন যে দেশের লোক এখনও প্রস্তুত হয়নি; অভএব আপাততঃ সিভিল ডিসোবিভিয়েশ আরম্ভ করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ব্যবস্থাপক সভাগুলোর ভিতর থেকে গ্রন্মেন্টকে নানা রক্ষেত্র করে ডোলবার চেষ্টা করা ছোক। এই নিয়ে কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি প্রবল হয়ে উঠল এক দিকে রইলেন বিশুদ্ধ খদ্রেরপন্থী নৈষ্ঠিক অসহযোগীর দল; অপরু দিকে খাড়া হলেন অরাজ্য দল। বাংলা দেশে দেশবদ্ধ চিত্তরশ্বন হলেন অরাজ্য দলের নেতা, আর স্থভাষচক্র হলেন তাঁর প্রধান লেফে চনাট।

'বিজ্ঞলী' কাগজখানা তথন উঠে গিয়েছিল নানা কারণে। মহাত্মা-পন্থী অসহযোগীদের উপর তথক আমি বিবাদগার করছিলুম 'আত্মশক্তি'র ভিতর দিয়ে। কতকগুলো লেখা ভাল লেগেছিল দেশবন্ধর; আর সেই প্তা অললম্বন ক'রে আমি ক্রেমশ: গিয়ে পড়লুম অরাজ্য দলের মধ্যে। বৌবাজ্ঞারের চেরি প্রেসেছাপা হভো 'আত্মশক্তি'; আর সেইখানেই প্রভিত্তিত হলো অরাজ্য দলের প্রধান আড্ডা। সেই সময় মুভাষচজ্রকে একটু ভাল ক'রে জানবার অবসর পেয়েছিলুম। কেমন ক'রে গান্ধীপন্থীদের হাত থেকে বাংলার কংগ্রেসটাকে উদ্ধার করা হবে, কেমন ক'রে সমস্ত দেশটার শক্তি সংঘবন্ধ ক'রে বিটিশ গ্বর্গমেণ্টকে আয়েল করা রেভে পারে—এই সর্ব নানা প্রসঞ্জের আলোচনা মুভাব্রের সঙ্গে দিন-রাভই চলভো।

দেখলুম, স্ভাবের মনে ঐ এক দেখের চিন্তা ছাড়া অক্ত কোন চিন্তাই ছিল না। এমন অক্লান্তকর্মা আর দেখিনি। বাংলা দেখের অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবটা একটু চিলে-ঢালা রক্মের। সব কাজেই একটু হচ্চে-হবে ভাব। স্বভাবের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরেজীতে যাকে বলে Bull-dog tenscity তা স্বভাবের ছিল প্রোমাত্রার। একটা কাজ হাতে নিলে শেব না করে ছাড়তো না। আহার নেই, নিজা নেই, বিশ্রাম নেই—কাজ চলেছে। অপরকে এলিয়ে পড়তে দেখলে সে একেবারে কেপে যেত। রাগে, অভিমানে ক্লভো। এক এক সময় ছেলেমানুবের মতো বেঁদেও কেলভো। স্বাই যখন জেলে যাচেছ, তখন দেশবদ্ধ স্বভাবকে জেলে যাবার অনুমাত দেননি বলে স্বভাব কেদেই কাছির। দেশবদ্ধ হাসতে হাসতে তার নাম দিয়েছিলেন—Our crying captain!

সব কাজেই স্ভাবের নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। স্থাশনাল কলেজ যখন প্রাতিষ্ঠিত হর তথন স্থাব ছিল তার প্রিলিপ্যাল। বেঞ্চি সাজানো থেকে আরম্ভ করে ছেলেদের পড়ানো পর্যান্ত সব কাজেই তার সমান উৎসাহ। পাই পর্সা পর্যান্ত হিসাব ঠিক রাখতে এক একদিন গভীর রাত্রি হয়ে যেত। সেদিকে স্থভাবের ভ্রুক্তেপ নেই। সব কাজ শেষ না করে সে উঠবে না, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। ক্রেমে ছেলেদের উৎসাহ কমে গিয়ে যখন তারা একে একে সরে পড়লো, তখনও প্রভাষ অচল, অটল। স্থভাবকে একদিন সেখানে খুঁজতে গিয়ে দেখি বন্ধুবর কিরণশহর নীচের তলায় কাগজ পড়ছেন। জিজ্ঞাসা ক্রেম্ম—"স্থভাব কোথায় !" কিরণ বাবু হেসে জ্বাব দিলেন—"স্থভাব! সে তার ক্লাসে বেঞ্জিগুলোকে পড়াচে।" উপরে গিয়ে দেখি—ক্লাসে ছাত্র নেই; স্থভাব আসনের উপর সোজা হয়ে বসে নিশ্চিম্ব সনে লিখচে। ছেলেরা নাই-বা এলো! তার নিজের কর্তব্য তো তাকে করতে হবে!

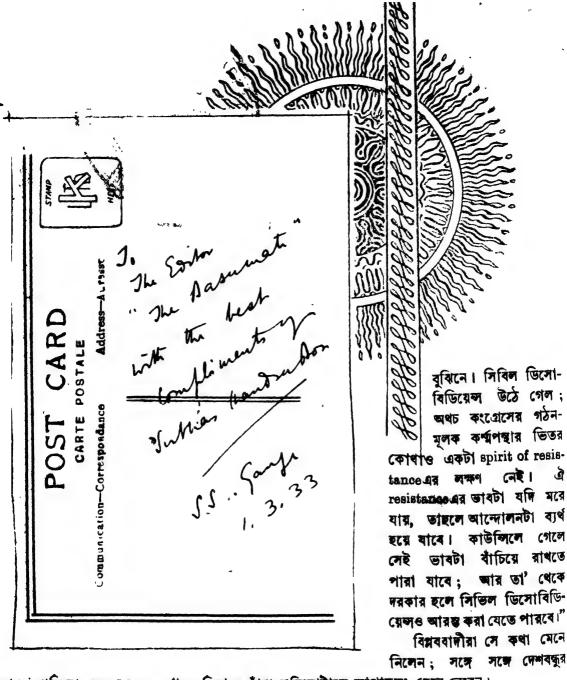




100 सम्बा\त क \क्रिकेट .कारशास्त्रका শেষ - হলো। ট্রাম কো স্পর্কনীর क्छारमद अ क्षकी विषय निय क्षां मिल्टिंग्य म ना क्ष ब ইয়ৈছে। ছেলে-মইলে উঠেছে-টা ম গাড়ী বয়কট করো। কাৰে কাৰেই সভা-ট্রাম গাড়ীডে **ठ**ण्टव ना। डाफी-বাগান থেকে হাঁটডে হাঁটতে চললো ভৰানী-भूता को त्रभी त का हा का हि नित्त বললে—চলুন আপ-নাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আমাকে আসতে হবে স্থাম-বাজারে। সভাব আবার হাডীবাগানের কাছে এলে প্ডলো। वामि स्ववृम, এই পাগলের পালায় পড়ে

র্যাদ পরস্পরকে এগিয়ে দেওয়া-দেওয়ি করতে থাকি ভাহলে রাস্তাতেই সারা রাভ কেটে যাবে। আমি বোবাজার পর্যাস্ত ফিরে এসে স্থভাষকে বলস্ম—"যাও, ভাই, বাড়ী গিয়ে শোওগে। আজকের মতো ভারতমাতাকে একটু বিশ্রাম দাও।"

শুভাবের মত কট্টসহিষ্ণু ছেলে থ্ব কমই দেখিছি! A, I, C, Cর অধিবেশনে বোগ দিছে ভ্রম আনেক বার নাগপুর, বোস্বাই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গুড়ের নাগরীর মডো ঠাসাঠাসি করে স্বাই চলেছি—খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা বিছুরই ঠিক নেই; কিছু শুভাষের মুখে কথনও বিদ্দুমাত্র কট্টের বা বিরক্তির চিক্ত দেখতে পাইনি। বাংলা দেশে দেশবন্ধু ভ্রমন অরাজ্য দল গড়ে তুলছেন। শুভাষ তাঁর দক্ষিণ হস্ত। পুরাতন বিপ্লববাদীদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে থদ্দরের টুপি মাথায় এটে রাভারাতি প্রচন্ত অহিংসাবাদী হয়ে পড়েছিলেন। শুভাষের ইচ্ছা, বিপ্লববাদীরা যখন পুরাতন পদ্ধা ছেড়ে দিয়েছে, তখন তারা অরাজ্য দলে যোগ দিক। তিনি দেশবন্ধুকে সেই প্রামর্শ দিলেন। দেশবন্ধু স্বলকে ডেকে বললেন—অহিংসা আমার আদর্শ বটে; ডবে গান্ধীজীর মডো আমি অহিংসা-থোর নই। আর চরকা যারা কাটছে কাটুক। চরকা কাটলে সুভোহ্ম, প্রতো্ধেক খ্রমন হয়, সবই বুঝি, কিছু খ্যমন থেকে যে কি ক'রে খ্যাল হবে, ভা



**কাছে প্র**তিজ্ঞা করলেন যে policy হিসাবে তাঁরা অহিংসাটাকে আপাততঃ মেনে নেবেন।

স্ভাষচন্দ্রের মহা কুর্ত্তি। স্বরাজ্য দলের কর্মপন্থা প্রচার করবার জন্তে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে চাকা, মৈমলসিং প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। এক রকম জোর করেই আমাকেও ধরে নিয়ে গেলেন। রক্তর্বটা তথন ঠিক ধরতে না পারলেও পরে বুঝতে পেরেছিলুম। স্থভাষের ইচ্ছা ছিল, স্বরাজ্য দলের জিতর এমন একটা inner wide গড়ে ভোলা হয় যাদের লক্ষ্য শুধু কাউজিল বা আমুষ্য জিক কার্মে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এবং যারা ক্রেমশঃ সমস্ত কংগ্রেসটাকে একটা বিপ্লবী সংঘে পরিণত করতে পারবে। অসহযোগ আন্দোলন ছুই-এক বার বিকল হলেই কংগ্রেসের নেডারা যে বিটিশ গ্রন্মেন্টের সঙ্গে একটা রক্ষা করে কেলতে চেষ্টা করবেন, সে সন্দেহ স্থভাষের মনে তথন থেকেই গজিষ্কেছিল।

বিপ্লববাদী নেভাদের মধ্যে ছুই-এক জন কংগ্রেসে যোগ দেননি । তারা poling হিসাকেও অহিংসাটাকে মেনে নিতে হাজী হননি। তবে তারা কিছু দিনের জন্ম কোন রকম terrorist কাজ-কর্মের ভিতর যাবেন না, এ আখাস দিয়েছিলেন। তাঁদের দলের ছেলেরা সেই ক্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের কাজ-কর্মের ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্গমেন্ট সব পুরাতন বৈপ্লবিক নেতাদের ধরে জেলে পুরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেতে হলো। তবে স্থভাষের উপর গবর্গমেন্টের দৃষ্টি পড়োন দেখে আমি একটু স্বস্থির নিশাস ফেলেছিলুম।

বুধা আশা! এক বৎসর যেতে না যেতেই দেখলুম, সুভাষচন্দ্র ও আরও কয়েক জন স্বরাল্ধা দলের পাণ্ডাদেরও গবর্গমেন্ট জেলে পুরলেন। স্থভাষ তখন-কলকাতা করপোরেশনের চিক একজিকিউটিভ অফিসার। তাকে জেলে পুরে জেলের কর্তারা বিব্রত হয়ে উঠলেন। কাজ-কর্ম্ম সম্পন্ধ চিকের মন্তামত নেবার জ্বন্ধে করপোরেশনের চিক এজিনীয়ার প্রভৃতি বড় বড় বর্মচারীদের মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে মুভাষের সঙ্গে দেখা করতে হতো। সাক্ষাতের সময় তুই-এক জন সি, আই, ডি ইন্সপেইরকে সেণানে উপস্থিত থাকতে হতো। খদ্দর-পরা সভাষচন্দ্র চেয়ারে গল্পীর ভাবে উপবিষ্ট, আর হ্যাটকোটধারী চিক এজিনীয়ার কোট্স্ সাহেব চেয়াকের সামনে দাঁ ড্য়ে দাঁড়িয়ে তাকে থাতা-পত্র দেখাছেন। সি, আই, ডি ইন্সপেইরকেরে সে দৃশ্য দেখে কি ক্ষ ন্তি। সাক্ষাৎ শেষ হয়ে যাবার পর এক জন বললেন—"ঠিক হয়েছে! মামাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, আর মামারা আমাদের উপর ভিম্ব করেন। মুভাষ মামাদের ঠিক সায়েন্ডা করেছে! এখন দাঁড়িয়ে থাকো বাবা—মুভাষের সামনে টুপি পুলে, আর বলো—Yes Sir."

দি, আই, ডি-দের উপর মুভাষের একটা আন্তরিক হাণা ছিল। এক দিন করপোরেশনের এক জন কর্মচারী মুভাষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মুভাষ তাঁকে যে সমস্ত প্রশ্ন কর ছলেন, তার সব কথাগুলো দি, আই, ডি অফিসারটি বুঝতে পারছিলেন না। অথচ বুঝতে না পারলে গবর্ণমেটের কাছে ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেওয়াও চলে না। তিনি মুভাষকে জিজ্ঞাসা করলেন—"৬টা কি বল্লেন, স্থার শূম্বভাষ সে কথার জবাবও দিলেন না। তাঁর দিকে ফিরেও দেখলেন না। থানিকক্ষণ পরে আবার এ একই প্রশা হলো। মুভাষ কিছু না ব'লে তার দিকে শুধু একবার কট্মট্ করে চেয়ে দেখলেন। তৃতীয় বার আবার প্রশা হলো—"৬টা কি বললেন, স্থার শূম্বভাষ হাতের কলমটা রেখে দিয়ে দি, আই, ডি প্রভূকে বল্লেন—"You just shut up." দি, আই, ডি ইন্স্পেক্টর কাদতে কাদতে কিরে গিয়ে কর্তাদের কাছে নালিশ করলেন। মুভাষকে আলিপুর জেল থেকে বদলি হয়ে প্রথমে যেতে হলো বহরমপুর, তার পর একেবারে মান্দালয়।

জেল থেকে সুভাষ যথন ছাড়া পেলেন তথন দেশবন্ধু পরলোকে। বাংলার কংগ্রেস তথন স্বরাজ্য দলের হস্তগত; কিন্তু তাঁদের হিন্দু-মুসলিম প্যান্ত নিয়ে মতভেদ হওয়ায় আমি ক্রমশঃই ঐ দল থেকে দুরে সরে এসেছিলাম। সুভাষ জেল থেকে কিরে আসবার পর তাঁর সঙ্গে সেনগুপু সাহেবের মতভেদও প্রবল হয়ে উঠেছিল। দুরে থেকে আমি সব সময় বৃঝতে পারত্ম না সুভাষ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন কেন। আমার মতো অনেকেই হয় ত তাঁকে ভুল বুঝেছিল। অনেক সময় তীব্র ভাবে তাঁর কাজের সমালোচনাও করেছি। আজ মনে হয় যেন বৃঝতে পেরেছি সুভাষ কি খুঁজছিলেন। বাংলাদেশের দলাদলির ভিতর যা করা সম্ভব হয়নি, বাংলার আবহাওয়ার বাইরে গিয়ে তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে সব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। Too late,

#### স্কৃটিকে বেণী বাষ্টার ১৪।১৫ বছরের প্রকর ছেলেটিয় যথ্যে কি বেন কেথেছিলেন।

শে বৃপের ৰাষ্টারস্থাই ছিলেন ঐ রক্ষের। ছেলেরাও ছিল অনুত। সবারই মাধার ভারত উদ্ধার করবার বাতিক। বাংলা, বিহার, উড়িবাার প্রত্যেকটি কলেজের বড় ছেলেরা অনুষ্ঠ এক প্রেরণার অন্ত্রাণিত হয়ে লেখা-শড়ার চাইতে রেবা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে যুব ও ছাত্র-শবাজকে সক্ষরত্ব করবার জন্ত প্রাণণণ করছিল।

লেকালের Young Bengaloর নেতামাত্র নর—নব্য ভারতের প্রথম বিপ্লবী, রাজনারায়ণ বস্থা সভে স্বামী विदिकानत्मत्र कि भन्नायमं हरत्रिहन (১৮৯৮) छ। स्निन না, কিছ এ আমরা প্রভাক করেছি যে, আজ যাদের বৰণ বাটের কোঠাৰ, তাঁরা যুগ-প্রবর্ত্তক এ তুই শক্তি-নঞ্চারকের প্রভাবে বাংলায় অস্ততঃ যে কর্ম্মতরক প্রবাহিত করেছেন, তার প্লাবন আত্বও বইছে। এ সময় প্রভােকটি যুৰক মনে করত—শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতি-নিধিকে আপন সমুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষাৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন। ভাহার সহকে কোন নিয়ম-বিচার ছিল না। এরাম-ক্ষেবে তাঁহাকে বলিতেন—ভূই বে বীর রে! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া बाहराज्यक, कारम मिट मिक्किन छिखन छो। प्राप्त व्यथन **স্বাকরতালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই** ৰীর-ভাবের সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইরা বেশের কার্য্য করিতে হইবে। এবং অহরহ এই **कश्चकानी व्यवनगर्य ब्राधिए इहेरन—"कृहे या दीव दा !"** 

সে হ'ল প্রাণমন্ত্রের মৃগ। লিকাগোর খামী বিবেকালনের ঘোষণার (১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর) নবীন বাংলা আভাব পেল—India is awake not only to survive but to conquer. এর মাসধানেক আগে প্রিরমিক্ষ ভারতে ফিরে কিসের বেন আভাব পেরে ঘোষণা করলেন—দেশ মুক্তি পাবে "by purification by blood and fire"; বললেন—Proletariat সভ্যবদ্ধ হবে ব্যৱস্থিতিশংলানে অলগামী হবে, কেবল তখনই



বাংলার প্রতি কেক্সে ব্বশক্তি বৃগপ্রবর্তকদের এই এই প্রভাবে পরিচালিত হয়ে দরিক্র-নারায়ণের দেবার যেমন মাতল, তেমনি মাতল আপন আপন দেশ ও মন গড়তে—পরম উদ্দেশ্য, জন্মশুমির শুঝ্লমোচন।

গিরীশ ব্যানাজি নামে কটক কলেজের সেকেও ইয়ারের এক ছাত্রের মাধায় এমনই একটা পাগলামী চেপেছিল। আদর্শ যুবক—বয়স ২৪।২৫, বার মান ভোগে ইাপানীতে, প্রতি বছর করে ফেল, তবু কটকের ছেলেদের কাছে দেবতা। তাকে কেন্দ্র করে সেখানে সেদিন পড়ে উঠেছিল যে আদর্শ ক্ষিদল, কিশোর স্থাব-চন্দ্র ছিলেন তাদের একজন; আর ছিলেন শৈলেন গোষ, অরদা চৌধুরী, নুপেন বন্ধ, আরও অনেক। প্রাণমাত্র স্বল

গিরীশ এ দের যে প্রাণের
মত্ত্রে দীকা দিয়েছিলেন,
আক্তও এঁরা তা ভোলেননি,
এঁদের সক্ষরই ছিল—
গাঁরা জীবন অবিবাহি
ধেকে দেশ স্থায়ীন করব।



শৈশবের এসৰ কথা উঠলেই স্বল্পতাৰী স্কাৰ্চক্ৰের উদ্ধ্য চোধ ছটো আরও উদ্ধ্য হয়ে উঠ্ত। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাল ছেলে, দিন-রাত কালাল-ছংখার কুটারে ব্রে বেড়ান। দিন-রাত ধর্ম আলোচনা। রামক্রয়-ক্ণামৃত যেন বেদ। ঘরে মা'র সঙ্গে ধর্মকিথার আলোচনা, বাইরে বন্ধুদের কাছে কুর্মারন্তি। কটকের কিশোর-জীবনের সে সব কথা স্কাষ্ট্য বলতে চাইতেন না, যেন মনের বনে সজোপনে রাখবার কথা।

বেণী বাবুর কাছে খবর পেয়ে হেমস্তকুমার সরকার কটকে গিয়ে অভাবের সঙ্গে ভাব করলেন। 
ছ'লনেই সমবয়সী। হেমস্ত বাবু সে সময় অয়েশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে পড়েছেন। হেমস্ত বাবুর 
মধ্যস্থতায় অভাবের সঙ্গে অরেশ বাবুর পত্র লেখালেথি 
হতে থাকে। কিশোর ভ্রভাবের মনে তখন বিবেকানন্দের আদর্শ প্রবল।

খানীজীর মাদ্রাক্ত বক্তুতার বৈদ্যুতিক প্রেরণা তথন প্রত্যেক বৃবকের অন্তরে। মনীবী রোমা রোঁলার বিবেকানল-ভীবনীর এ অংশটুকু মুভাবচন্দ্রের মুখে কতবার শুনেছি—"From that day the awakening of the torpid ('olossus began, If the genera-

tion that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Pengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the nitial shock to the mighty.

'Lazarus, come forth'

of the Maessage from Madras".

শামীকী বলতেন, "জু:খীদের জন্য প্রাণে

লৈ কাঁদ আর ভগবানের কাছে সাহায্য

ভ। সাহায্য আসবেই।" কিশোর স্থামের

লে একথা মাত্র যে বিধেছিল তা নর,

র সঙ্গে নানা ভাবে সপ্পর্কিত থেকে আমরা

গেছি, এদিক্ দিয়ে তাঁর অতিমাত্রায়

বপ্রবণতা আমাদের। কাছে মাঝে মাঝে

ভিকর বলে মনে হয়েছে।

তং বছর আগের কথা, তথন বাংলার ভাকটি ছেলের উপর হুই মহাপ্রভাব— ীখীর আর শ্রীঅরবিন্দের। প্রত্যেক ন এক এক জন শক্তিশালী ভরুণ নেতা ভোভাবে স্বামীজীর ভ্যাগের আদর্শে বাণিত হতে ভিরক্তমার দল গড়ে

चामार्ज : সেবা ও সন্ন্যাসের বেষন, স্থরেশ বাঁডুজের দল, উত্তর ৰাজালার যতীন রায়ের দল ইভাাদি। কিছ পাশাপাশি এমন রুদ্র বিপ্লবী দলও গড়ে উঠেছে বাংলার প্রতি गरुद्र. यात्रा व'मछ--- मह्याम मह्याम क्दब (स्महे। উচ্চর গেল। এরা direct actionএর পক্ষপাতী। এছের স্থা, ফরাসী বিদ্যোহের মত ভারতের Proletariat বারা व्यकारमा वित्याह- अरमन यश हेरद्र अविकित कारक-বর্ষ। ১৯০৬-৭ এর সরকারী নিপীড়ন আর মুসলমান উত্তেজনার মূলে যে তুর্বলতা, হীনমন্ততা, অপকর্ষতা-বোধ, विश्ववी पत्र সোভাত্মक তা नहे क्यवाय क्षम वह-পরিকর হয়েছিল গেরস্ত থেকেও। তারা তখন বল্ভ--"It is the knowledge of our weakness that this despotism, be it of a Government or of a Community thrives and the necessity of replacing it by strength"—চরিত্রগঠনের ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিকে ধোল আনা নজর দিলেও এরা কাৰে তুলসীপাতা দিয়ে বৈরাগী সাজবার পক্ষপাতী ছিল না।

মুভাষ্চজের মুখে ভনেছি, ভিনি বে "Puritan brotherhood"এর প্রভাবে মনে যে ধর্মভাষ





পেমেছিলেন 🕴 সে দলে তাঁর সজী যাঁরা ছিলেন তাঁরা **छ छ त का** ला no-changer मरम পরিণত হন ৷ পাকা বে প রো মা বিপ্লবী অমু-मौनन महम्ब কিশোর পফ্ল ৰো বে র ও সেদিন মারা-মারি কাটা-কাটির চাইতে निर्फाय ७ বিভদ্ধ সেবা-ধৰ্ম ই ভাল লেগেছিল।

১৯১৩ (इ. ১৬ वह त वस्त प्रकार सथन माि हित्क বিভীৰ হবে কটক থেকে কলকাতায় পড়তে এল. তথন সে বরাবর উঠেছিল ৩নং মির্জ্জাপুর খ্রীটে স্মরেশ বাড্রাজ্জর আড্ডাম ৷ ম্যাট্রিকে সে-বার প্রথম হয়েছিল যে প্রমণ স্বকার সেও সেই আড়োয়। হেমস্ত স্বকার পাশ করে কৃষ্ণনগরে থাকলেও এই আড্ডার সঙ্গে তার বোগ ছিল। আডায় আরও ছিল শশাহ, নুপেন বস্থ (স্কটিশে থার্ড ইয়ার), জ্যোতিশ্বর খোব, ধীরেশ চক্রবর্ত্তী. প্রাকৃত্র খোব, জীবনরতন ধর। কলকাভায় কেন, গোটা বাংলায় তখন সেটা সব চাইতে বড় ছাত্রদল: অফুশীলন দলের মত বাংলার সব জেলার ভার উপনিবেশ। স্থভাষকে পেয়ে স্থরেশ বাবুর কত আনন্দ। ছুরেশ বাবু বলতেন—'সে যে কালে বড় হবে. এ কথা প্রথম দেখার সময় হতেই আমার মনে কেগেছিল। এ কথা আমি অক্তান্ত সকলকে বহু বার বলেছিও। ভাকে ৩ নংএ আমার ঘরে আসতে দেখলে পাশে বসা जाशीस्त्र व्यत्नक সময় বৃশুভাম—"Look, the Lion comes."

ত নংএ স্থভাব অনেক সময় পড়ে থাকত। বাড়ীতে বেতে চাইত না। মনে তথন ধর্ম আর ধর্ম। কাজ-কর্ম্মের কথা বললেই তার মুখ কাদ-কাদ হত। এক দিন এক বন্ধু তাঁকে কাজের কথা বলতেই স্থভাব স্থরেশ বাবুকে জিজেন করেছিলেন—'স্থরেশ দা, আমার না কি কাল করতে হবে ?' স্থরেশ বাবু সান্ধনা দিরে তাড়াভাড়ি বলেন—'না, না, কে বললে তোমায় কাজ করতে হবে— ভগবান লাভেই ভোমার সারা জীবন কাটবে।'

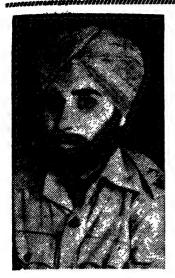
এই দলে ভিড়ে স্থাবকে অনেক adventure করতে হয়েছে। হেমন্ত বাবুর কাছে শুনেছি, একবার নবদীপ থেকে নৌকায় রক্ষনগর কিরতে স্থভাবের কেকি আর হেমন্ত বাবুকে গুন টানতে হয়। স্থভাবের সেকি গ্রাল্যাল্য অবস্থা।

হুভাষের আই-এ পড়বার সময়ই এই যুবসভ্যের মনে সর্যাস নেবার ভাব প্রবল হয়। সকলেই- মুভাষ্ত তখন থেকে সন্ন্যাসীর চিহ্ন, গেরুয়ার লেংটি পরতে আরম্ভ করেন। (১৯১৪-ডিসেম্বর) এক বড়দিনের ছটিডে সরাংসি-জীবন যাপন করবার উদ্দেশে শান্তিপুরে এক বাড়ী ঠিক হয়। সকলের কাপড় গেরুয়া রং করা হয়। खक्मांग, यूगल, अङ्झ (चार, यात्रान गाहा, विश्व तार. শশাক মুখুজে, প্রমধ সরকার, সুভাষচল্র, হেমস্ত সরকার, অরবিন মুখুজ্জে, আরও কয় জন গেরুয়া পরে শান্তিপুরে নিমাই হতে গেলেন। বেমন করে বিবেকানন্দের ওক্ ভাইরা শ্রীরাম্ক্রফের ভিরোধানের পর কুচ্চুনাংন করেছিলেন, এরাও শান্তিপুরে ভা করতে লাগলেন। স্থভাষ বলভেন, "সে কি উৎসাচ—শীভের শেষ রাত্তে গঙ্গার সেই ঠাওা জলে গলা পধ্যন্ত ডুবিয়ে ঘণ্টার পর घणी काष्टान।" श्रकाष बनाएन, "मित्र अवाम प्रकार সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হলে সন্ন্যাসী না হলে চলে না।" **তা**দের ব্রাদারতভের মত ছিল—"সর্বসাম্বিক मिन्द्रवी (मन क अर्हे चार्श हिल (शक्सात uniform."

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধল, সে সময় সৰ বিপ্লবী দক্ষের মধ্যে একটা মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সে সময় যে চেষ্টা হয়, তা কতকটা I. N. A. গঠনের মত। সে-বার জার্মাণীর সঙ্গে গোপনে কথাৰান্তাও হয়েছিল। সর্বাদলীয় विश्ववी देवर्राक সন্নাসী-দলের নেতারও ভাক পড়েছিল। তিনি তাদের <sup>া</sup> উপ্রপন্থা সেদিন মানতে রাজি হননি, এমন কি ছেলে সংগ্রহের ভারও নেননি। ভুভাবের উপর প্রভাব কেমন হয়েছিল একবার ক্রিজেস করলে, তিনি মুছ হেনেছিলেন, কোন জবাব দেননি। আই, এ পরীকার পড়া নিয়েই ব্যস্ত। তবে উগ্রপ্থার ছোঁয়াচ সে সময় তাঁর মনে যে লেগেছিল তার কতক্টা পরিচয় তাঁর অধ্যাপক ওটেনকে উত্তম-মধ্যম দেবার, ও ছাত্র-ধর্মঘট পাকাবার ব্যাপারে দেখতে পাই।

১৯১৫তেই যেন মনে হয় প্রভাষচন্তের মনে ধর্মের গর্মে কর্ম্মের—বিশেষ করে বিপ্লাবমূলক কর্মের জন্ত ইছে। প্রকাশ পার। প্ররেশ বাঁড়েজের দল্মের নীভিতে ভার মন গার দিতে পারেনি। সেবাও ধর্ম্মপন্থী প্রফুল্ল বোব, নৃপেন বস্থ, গিরীশ, বোগেন প্রাকৃতি সন্ন্যাস আঁকড়ে রইলেন,





কিছ স্বভাষ্চন্ত হেমন্তকুমার মাত্র সাবুর বাটি দিয়া নিপীড়িভ क्नगरनत्र इक्नि যোচন ক বা यादव ७ कथा বিখাস করতে পেরে সে नगरमञ्ज विश्लंबी-ঝঞ্চার প্রবাহের সমর্থন করতে नागरनन। भन्न-व छी का ल অহিংস এই সাব্র

ৰাটি ও হতো কাটার দলের সঙ্গে গান্ধীবাদের সামঞ্জ হলেও, স্বাভাবিক সেবা ও ধর্ম প্রবণ মুভাষ্চ স্ক্রের সঙ্গে

ভাঁদের মত-বিরোধ व दा व द ह PCACE !

ক্ষেক বছর আশে রাসবিহারী বোসের অসমসাহসিক ক্রিয়া-কলাপ, ৰভীন মুখুৰেজর বালেশ্বর সংগ্রাম আর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই ভারত-ৰ্যাপী বিপ্লৰী সংগ্ৰামের জন্ম ভারতে যুব-সাধারণের অক্লান্ত কর্ম্ম-প্রেরণার প্ৰভাব থেকে স্ভাবচন্দ্ৰ মুক্ত হতে পারেননি।

অভিভাৰকরা তাঁকে যখন বিলেড পাঠিৰে দিলেন, তখন অমৃতগর হত্যা-কাণ্ডের পরিস্থিতি-রাউলাট কমি-টির রিপোটে অভূতপূর্ব ব্ব-আনো-শনের পরিচয় প্রকাশে জনসাধারণ

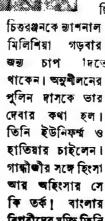
এক দিকে বেমন আশাষিত, অক্ত দিকে শ্রেষ্ঠ তরুণদের বন্ধন ও বিচেছদ-বেদনায় বাংলার মাত্র নয়, ভারতের বেদনাত্র। জালিয়ানওয়ালাবাগের चछाहादबद श्रिकारम द्वीखनाथ कृष. शाकीकी हक्त, ডা: সত্যপাল ও কিচলু নিৰ্কাসিত। ব্ৰস্মাক বিকুক। ভবু অমৃত্যুর কংগ্রেসে গানীকী মণ্টেশ্ব-মাকালকে বরণ করবার জন্ত ব্যগ্র। বাংলার চরমপদ্বীদের মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র বিজ্ঞোহী।

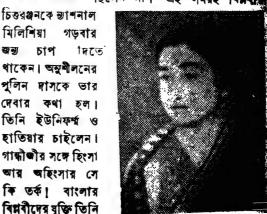
এই বিক্ৰম চিড নিয়ে হুভাষচন্ত্ৰ বিলেড গেলেন আই-সি-এস হতে। মেধানী ছাত্র অরবিন্দেরই মত সেখানে পরীকার ৪র্ব স্থান অধিকার করলেন, অর্বিন্দেরই মত न्गान्बिरंकत क्वीहरभाक माठ कत्ररामन। এ সময় विरमस्क

থাকা কালে, চরমপন্থী বুটিশ শ্রমিক দল আর আইজি 'ফারুনা-ফেলে' দলের সঙ্গে তার সংযোগ হর বলে শুনেছি। ডি' ভ্যালেরার কার্য্যপদ্ধতি তাঁর চিত্ত আকৰ্ষ क्रबिष्ट ।

যখন স্মভাষ ফিরে এলৈন—অপবা ভারতের মহাবিপ্লৰ यथन তাঁকে আহ্বান করল, তখন অর্থবিদেরই মত আই-সি-এসের তক্মা কলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসহযোগ चात्मामत्न। '२) अत्र कः छात्रक विश्ववी खेलिकात्म পরিণত করবার জন্ম অমুশীলন প্রভৃতি দল তথ্ন চেটা করছে। চিত্তরঞ্জন সম্ম কারামূক্ত যুব-নেতাদের করেক বছরের জন্ত থামিয়ে রাথলেও ওরা কংগ্রেসের পাশার পাশি পুথক্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কংগ্রেসের হাটকে ক্ষী সংগ্রহ, পাট চাষ নিঃস্ত্রে, স্তাকাটা আর ক্ষ ফেরী করবার অভি নগণ। কর্মপদ্ধতিকে ভারা বিশ্ব করছে, আর তলে তলে কখন এস, আর, দাশ, 🖚 চিত্তরঞ্জন-এঁদের সমর্থনে আপনাদের সংগঠন সাংক্ করে অনাগত সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে।

> चत्र विमान्त সুভাব এলেন। চিত্তরঞ্জন ভূভাবের মধ্যে অরবিক্ষর দেখতে পেলেন। ২৮ বছর **আ**টো व्यविक रयमन तिर्म किरत वार्य জাভীয় শিক্ষা পরিষদের অধাক পা নিয়েছিলেন, চিত্ৰরঞ্জন তেম বি মুভাষকে স্ক্ৰিয়ায়তনের অধ্য পদ দিলেন। অধ্যাপক হলেন হেবা সরকার, সাবিত্রী চাটুজে প্রভৃতি কিন্তু এ নিয়ে তিনি খুসী হতে পংক্লে নি। কর্মোনাদনার যুগে **লেখাপ্র** করতেও যেমন কোন ছেলে প্রস্থা ছিল না, শাস্ত ভাবে লেখাপ্ শেখাতেও কোন শিক্ষক हिल्लन ना। এই नमत्रहे विश्ववी









ভারতের সৌক্রব্যে

ন করতে অসমর্থ হয়ে হিমালয়ে প্রবিদ্যা নেবার উর্ব রিজেন। প্রভাব এই দলের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। নাজানী কৌজ গড়বার বে করনা ও স্বরু ২ ০বছর আগে বিবর মনে উপ্ত হয়—২ ৩ বছর পরে I N. A. পঠনে নার্থক হতে পেরেছিল। এ সমর থেকেই প্রভাবের স্ভাইএর ভাব প্রবিদ্যা এ সমর থেকেই জার মাধার

where we have to entrench ourselves and whence we have to stir out every day in order to raid the Bureaucratic Citadels, Congress Committee are our army and no place of campaign, however skilfully devised,

832

can succeed unless we have a strong, efficient and disciplined army at our command."

#### —এ সময় থেকেই সুভাষের স্বপ্ন—

"I stand for an Independent Federl Republic. That is the ultimate goal which I have before me...I want India to have her own flag, her own navy, her own army and her own ambassadors in the capitals of free countries. Freedom is to me an end in itself... Verily did the Swami Vivek nand say—'Freedom is the Song of the Soul—Freedom is the real Amrita—The real nector—on this side of the grave."

'২) সালে ভাতীয় স্বেচ্চাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেনরপেই ইংরেজরা সভাষতে গ্রেপ্তার করে ছ'মাস জেলে
রাখে। এই গ্রেপ্তারের ঠিক ৭ বছর পর স্থভাষতক্ত
এই বাহিনী গঠন করবার আবাব চেষ্টা করেন কংগ্রেসের
৪০শ তম অধিবেশনের G. O. C. সেজে। এতে দেভেছি
তার মধ্যে আইরিশ প্রেরণা—তার মাইকেল কলিস
সাজবার চেষ্টা। যুগাস্তর দলের পিরবীরা তথন তার
সাজবার চেষ্টা। যুগাস্তর দলের পিরবীরা তথন তার
সাজবার চেরা। এ সময় স্থভাবের এই আজানী বাহিনীর
ক্রিয়া-কলাপ সে সময়ের এক সাংবাদিকের ভাবায়
স্থক্যর করে ফ্রিয়ে তোলা হয়েছে—

"... Before day break the footpaths along the route were lined with a patient crowd, every inch of the terraces, verandahs, balconies and windows were taken up by eager faces,—straining eyes were keenly waiting the hour and beautiful heads had once lifted the purdah to welcome the President of the Forty-third Session of the Indian National Congress. My be, but certainly they were gathered to welcome a greater thing, a thing of higher import and nobler national significance—the birth among a non-martial race of a keen desire for martial honours. Indeed, a new day was dawning for Bengal, a new

tradition was sought to be created -and the wave of hope and enthusiasm swept back the Purdah just as in olden days it would sweet back the cold cruel veil when the conquering heroes marched back in triumph at the hear of victorious forces and balconies and case ments opened wide to rain down love sne admiration, to shower flowers and good wishes. So they rained, so thay showered so they beamed forth joy and hope on the proud head of the General Officer Comman ding as he stood valiant in his commanding pose on the motor car, the conquering her of the morning who had conquerd a people apathy and timidity to the sound of drug and trumpets. No, not an eye could igned him, not a camera could miss him. He stor mastery as a commander as the car crawle on, his sweeping hand only directing times like a general signalling an army action. He looked every inch a general-th air of self consciousness, the silent look self-assurance, and the apparent self-sat faction of a hero were there unmistake stamped on his face and figure...It was sight—no, it was a vision,—a promise of future."

এ স্বপ্ন সার্থক করেছেন নেডাছী আব তাঁর আছিল বাহিনী। কিছ কি ভাবে অক্লান্ত বৈপ্লবিক করেছেন বাছবে করেছেন তা তাঁর মনোরাছ্যের ব্যাপার। বার সংগ্রাম বার্থ হয়েছে— তিনি নিকংসাহ হনা আমরা নিকংসাহ হ'লে বন্ধু বল্ধেন— The material column our character is the we do not look ahead; we are upset by failures. We lack the dogged city of John Bull—and untile him not threfore fight losing game.



মনে হয়, এই গেল মৃছে,
জ্বল-মাখান তুলির টানে কাঁচা ছবির মত।
কি আছে সেই ছবির তলায়,—একেবারে শাদা
ভাবীকালের কোন ভাবুকের

ভাবাকালের কোন ভাবুকের দিশাহারা রঙ্না-লাগা ভাবনা, মন বুঝি তা টের পেয়েছে একটু।

আমার ছায়া পড়ল না আজ
রোদ-লুকোন ভোরে
নতুন পোলের গায়ে;
এই আনন্দে তবু হ'লাম পার,
পাঁচুই মাঘের ঝাপ্সা তারিথ
ময়লা কাচের মত,
আমার বুকের হাই লেগে' ও
একটুথানি হবে পরিকার,
আরেক অবাক্ নতুন ছবির জন্মে।



তথু নয় স্থানর অক্রের চম্পক-চুমন।
কম্পিত অধরের চম্পক-চুমন।
তথু নয় কম্কণে ক্ষণে-ক্ষণে বংকার
আভরণহীনতার আবরণক্ষীণতার।
তথু নয় তনিমার তথ্ময় বন্ধন।
কিছু তার হন্দ, কিছু তার হন্দ।

পুশের নিশ্বাস, রেশমের শিহরণ, রত্নের রক্তিমা, কনকের নিকণ। গক্ষের বাণী নিয়ে পরশের শ্বরকার অঙ্গের অঙ্গনে আনিলো বে-উপহার সে তো শুধু বর্ণের নহে গীতশুলন। কিছু তার স্বর্ণ, কিছু তার স্বপ্ন।

বিলসিত বলয়ের মন্ত আবর্তন, মূর্ছিত রজনীর বিহাৎ-নর্তন। বিহবল বসনের চঞ্চল বীশাতার উবেল উল্লাসে আঁখারের ভাঙে বার। সে কি শুধু উদ্দাম উন্ধাদ মন্থন। কিছু তার সজ্জা, কিছু তার লক্ষা

শুধু নয় ছ'জনের হৃদয়ের রঞ্জন, নয়নের মন্ত্রণা, স্মরণের অঞ্জন। রঙ্গিনী কবরীর গরবিণী কবিতার জাছ্কর-তির্যক ইঙ্গিত আনে যার, সে কি শুধুদেহতটে তরঙ্গ-তর্পণ। কিছু তার দৃশ্য, কিছু বা রহস্তা।

এসো শুভ লগ্নের উদ্মীল সমীরণ,
করো সেই মন্ত্রের মগ্নতা বিকীরণ
যার দান বিরহের অনিমেষ অভিসার
মিলনের ক্ষণিকার কণ্ঠের মণিহার,
সেধা বিজ্ঞানিকের রূপা অনুবীক্ষণ।
কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।

ডোমাকে দেবো না বেশি কিছু ভার আমার ভালবাসার। শুধু গান, শুধু বনপথে যেতে ফুল তুলে দেবো চারু অলকেতে, চঞ্চল মায়া কল্পনে গেঁথে সাজাবো বাণীর হার। নিয়ো ভূমি যাহা সহজে কুলায়, মাধুরীর রঙে ভাবনা হুলায়, যা-কিছু ভোমাকে ক্ষণিকে ভুলায় রাখে না বেদন তা'র। যাতে খুসী হও, শুধু তাই লও এই খেলা ছ'ব্দনার ॥

থাণে যদি মোর কিছু বেশি রয় রেখো না তাহার ভয়। গভীর আগুনে যদি রাখি জেলে স্থমহারা প্রাণে শিখা দেয় মেলে, দ দাহ তোমা কাছে গেলে হবে জেনো আলোময়।





অমিয় চক্ৰবভী

এ-জীবন ভ'রে যে-মিলন খুঁ জি. যে-মানসে প্রিয়ে, তোরে প্রাণে পৃঞ্জি', হারানোর পারে যে-পাওয়াকে বৃঝি, তারি এই পরিচয়-ভোরের আকাশে আলোর প্রকাশে জাগরণ-বিনিময়।

মোর ভালোবাসা দেবে না বোধনে কোনো ভার জেনো মনে। দিনের শাস্তি স্থির সন্ধ্যায় তিমিরে তারায় যবে মিলে যায়. দাঁড়াবো একাকী তব দরজায় মিলনের সে লগনে। চক্ষের জল-্সে ভরা বুকের, নয় নয় ভাহা মত্য চুখের, চরম ডিয়াষে মৌন মুখের वानी (म सूर्यंत शत्। রবে তারি ভাতি চিরপথ-সাথী **ए'क**नात ज कीवरन ॥



#### শ্ৰীৰতীক্ৰনাথ সেনগুপ্ত

রাত্রি,

আর অন্ধকার.

আর ভয়,

আকাশের বুক হ'তে বুকের আকাশে
অনস্ত নিঃশব্দ বিনিময়!
অচল ত্রিকালচক্র রথ।
ভরা ভাব্দ, মেঘান্ধ অমায়,
মৃঢ়প্রায় খুঁজিভেছি যে আমার মায়
সম্মুখে দক্ষিণে বামে,
হয়ত পশ্চাতে,
শুধু হাতড়াই;—
স্পর্শ নাহি পাই।
বিশ্বব্যাপী মহা অবগুঠনের—
টেনে চলে জের—
একটানা বিল্লীধ্বনি।
দৃষ্টির পরিধি
চোখের ভারার মাঝে হ'তেছে ভন্ময়।

চিন্তমাঝে নিত্য ভয় মাগিছে আঞ্চয়। অসীমা এ অমা !— সেই কি আমার মাতা চির অবেধিতা নারী মহন্তমা ?

যার হিমন্নিগ্ধ বক্ষ আশ্রয় মাগিয়া
নিরাশ্রয় লেলিহ অঙ্গুলি
অন্ধকার ধরি' টানে
অনস্থ কাঁচুলি ?
স্তনন্ধয় শুদ্ধ ওষ্ঠাধর
যার স্তনবৃদ্ধ লাগি উন্মুথ কাতর ?
অঙ্গে অঙ্গে যে অঙ্গের আশ্রাস লাগিয়া
পুঁজিতেছি ভয়ে ভয়ে

আ্রু অন্ধকারে, আর রজনী ক্রাসিয়া ?



শ্ৰীশরদিন্দু বল্যোপাধ্যায়

আমার দিঠির দৃতী যদি তব কাছে যায়, সথি, ওছটি অড়ায়ে লয়ে মরমের আকৃতি জানায়, কানে কানে কহে কথা— অলিসম ফুলের কানায় আকুল মিনতি তার সফল হবে না তবুও কি ? মোর পানে পাঠাবে না স্ফট্লা তোমার দৃতীরে? উজল ডাগর চোখে একবার চাহিবে না ফিরে? যদি ফিরে চাও সখি, হেরি মোরে বিভল উতলাও রাঙা অধর হতে একটি পাঠাবে না কি লিপি?

রঙীন আখরে লেখা হুগোপন হাসি টিপি-টিপি
আধেক সদয় মায়া, আধেক চপল ছলা-কলা।
যদি ভূল করে সখি একবার চাও হাসি মুখে,
সে হাসির লিপিটিরে যতনে রাখিব লিখি বুকে।
যদি হেসে কথা কও। যদি বা দাঁড়াও কাছে এফে
বিসামা আমার পাশে কহ কথা—কি চাও প্ৰিক!
যদি হাতে হাত রেখে দাও মধু-পরশ ক্ষণিক
যদি কঙ্কণার সাথে একটু মুমতা এসে মেশে!

यि - विश्व - वाँथि योत केंद्र क्य, श्रेष यि - विश्व क्या विश्व वि

### জ্বলন্ত তলোয়ার জ্বনানিত্রীপ্রসন্ন চটোপান্যান

বাঁকা বিদ্যাৎ বিদীর্ণ মেঘে মেঘে বাদাসি উঠিছে দিকু-দিগন্ত ঘেরি' সেই ভূর্ব্যোগে ঘন ঘন কুৎকারে কাহার কঠে নিনাদিত বণজেরী ?

তারি সাথে সাথে দ্রে,—অদৃশ্য হ'তে
চমকিয়া ওঠে কলম্ভ তলোরার
শক্ত-কাঙ্গাল এথনি ভাঙিবে বুঝি
তুর্ম্মদ বেগে ছুটে চলে কানোরার।

ঘন অবশ্য সিরি-ছহাতল ব্যাপি'
মৃক্তি-সেনার আনন্দ-কোলাহলে
পথের তু'বারে গৃহ-ছার খুলি বার
নর-নারী শিত ছুটে আসে দলে দলে।

কঠে কঠে মিলিত লক্ষ্ সেনা
তুলিল শ্বাহরণ জন্ম ধ্বনি
মৃক্তি-সাধন জীবন-মরণ পণে
লুটার জীবন পরম ভাগ্য গণি ।

পারে পারে চলে আনন্দে গান গাহি' জীবনে জীবনে স্থপ্রচুর প্রাণধার। দৃঢ় হল্পের প্রচণ্ড অভিযাতে এবার ভাঙ্গিবে ক্ষম্ম পারাণ-কারা।

শিরার শিরার বন্ধের দোলা লাগে অধীর আবেগে চঞ্চল তার গতি, নয়নে নয়নে মৃত্যুর লাল নেশা আগিল অযুত লক্ষ অভর-ব্রতী।

জাগিল হেখার মুক্তির বন্ধনা বঁশিশালার শৃথলে শৃথলে হোখা চলে তারি মরণ-মহোৎসব অক্কাত পথে, পর্কতে জললে ৷

দূরে বহু দূরে সিছুর পরপারে নদ-নদী বন ভূপ**ও ছাড়াই**রা শব্দিরা শত পর্বভ, সমূথে মা আমার আছে ছুই বাহু বাড়াইরা।

আমার জননী আমার জনভূমি
সকল স্বৰ্গ হ'তে ভূমি পরীরদী।
মম বৌবন-নিকুঞ্ব তব বনে
ভোমার মাটিতে মৃদ্ধার বারাণদী।

আত্মীর আৰু ডাকিছে আকুল হরে ডাকে রাজপথ, ডাকিডেছে রাজধানী রক্তের টানে রক্ত নাচিয়া ওঠে অস্তবে তনি মাঁ'র আহ্বান-বাণী।

সমূথে ক্লয়েছে প্রদীর্থ ওই পথ সে-পথ রচিত বহু সহীদের খুনে সে পথের ধূলি চিরপবিত্র আন্তি মাতৃপূজার জমোথ ম<del>ত্রতি</del>ণ।

তারা চলে এল নির্ভাক মহাবীর !
মুক্তির পথ সঙ্কট ক্ষুরধার ।
জানো কি তাদের পথের দিশারী হয়ে
সন্মুথে এল অলম্ভ তলোয়ার ?

ভাহারি আলোকে এখনো আকাশ অলে এখনো পৃথিবী ভাহারে করিছে নভি, বাঁকা বিহ্যাতে ঘদা স্থতীক্ষ ধার যোর হুর্ব্যোগে হুর্জ্জর ভার গভি।

থামেনি থামেনি এখনো থামেনি তার জন্ম-বাত্রার অপূর্ব্ব অভিবান. বন্ধ হরনি প্রহরে প্রহুল মাইর মন্দিরে সহস্র বলিদান।

এখনো পূজার থালা ভরে' আছে ফুলে, আছে চন্দন আছে ধূপ-দীপ-আলা, অভয় মন্ত্রী সন্ত্যাসী জণিতেছে অরণ্যে বসি কল্লাক্ষের মালা।

বনিও রাত্রি আঁধারে ভরকরী,
তবুও রাত্রি এখনি প্রভাত হবে ;
তিমির বিদারি উবার আলোকচ্চটা
নিশ্-দিগজে কেন দেখা বায় তবে ?

শেব আছতির লগ্ন বামনি বরে;
তপ্তারত বোগাসনে কাপালিক!
ভাঁহারি স্পর্ল পাই বে বুকের মাঝে,
তাঁহারি মন্ত্রে মুখরিত চারিদিক্।

আকালে বাতাসে তাঁবি আহ্বান কাগে !
পূৰ্ব্যকিবণে ৰুলম্ভ তলোৱার
বলসি উঠিবে, আবাব আচৰিতে
হৰ্গৰ প্ৰবাতীয়া হঁ সিৱাৰ !



বিমলচন্ত্ৰ ছোষ

আমাদের জীবনের সৰ কথা যায় নাকে। বলা সোজা-বাঁকা অলি-গলি নানা পথে আমাদের চলা যে কথা ভাষায় বলি মনের আসল কথা চেপে বিচারেতে নিভূলি স্থবিধার নিজ্ঞিতে মেপে স্বাক্ষর দিতে তাই বার বার হাত ওঠে কেঁপে।

গুরুবাদী মন বলে শোন্ শোন্ গুরু বিনে নেই মৃক্তি. মায়াময় ইহ খলু সংসার রক্তের ভ্রম গুক্তি॥

শ্বপ্ন থানের অন্তরাগ

চুলু চুলু আঁখি রাঙা মেঘে
জেগে থেকে যারা ঘুমে মগন

মুম তাদের ভাঙাবে কে 🏌

যে দেশের চতুপাদও শ্রদ্ধাপাদ শ্রাদ্ধের বাসরে 'সকলি খন্তিদং ব্রহ্ম' এ-সভ্য কে অপলাপ করে ?

খেতাপ টেতাপ ধাকলে পরে কেতাব লেখায় ত্থ, ছাপমারা বাঘ আঁচড়ে চলে দেশের নরম বুক॥

ভূজকের শিরে মণি, দত্তে তার বিবাক্ত মরণ রূপসীর রূপে মায়া, প্রেমে তার হুঃখ অগণন॥

হাই তুলে তুড়ি মেরে, 'জীবতু শতং' !
বজেরা শুভাশীবে করেছে থতম্,
আমাদের জীবনের ইছ-পরকাল
ব্যের জরুচি হ'রে সন্ধ্যা সকাল
বুনির বোঝা বম্ব এ পোড়া কপাল।

সংস্কার না কি অপরিবর্ত্তনার—
ত্রাণ-পুরুষের প্রাক্তন প্রছেলিকা ?
মন বলে দেখে নিও
অভ্যাসে চলে আবহুমানের অনাদি গড়ুডলিকা।

ঝড়ে পড়ে গেছে পো**ড়ো-বাড়ী আ**র ভাঙা-দেয়াল জীর্ণ প্রাসাদ ঘূণধরা মাচা খড়ের চাল, শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে গিরেছে প্রপিতামহিক অশথ বট, বানে ভেগে গেছে বন্দর-জেটি পলিতে চেকেছে নদীর ভট। বাপ-পিতামোর উড়ে গেছে ভিটে থালা ঘটি বাটি অস্থাবর ওড়েনি কেবল পায়ে-চলা পথ, উড়ে গেছে শুধু গুলি-কাঁকর॥

আকাশে অদৃশ্য ঝড়। অরণ্য চঞ্চল
উদ্বেলিত প্রাণ-সিন্ধু। হে নাবিক মন
কোটি বক্ষে গুরু গুরু মেঘের গর্জন
নির্ভিয়ে ঘোষণা করে বলিষ্ঠ জীবন
হেলার লক্ষ্যন কোরে কালো বস্তাজল।
জীবনের বার্তাবহ নির্ভীক কাগুারী
হে ঝড়, হে বিপ্লবের মন্ত প্রভন্তন,
সাম্রাজ্যের স্বস্ত যতো দক্ষিণ-হ্যারী
বক্তাঘাতে করে। তার সর্বস্ব লুঠন।

পোড়ো জ্বমি ঝরাপাতা বুনো ঝোপ-ঝাড় ভাঙা-বাড়ী পড়ে আছে মরা নি:সাড় কড়ি-কাঠে দোল খায় চাম্চিকেরা ধ্যপ্রে অভীতের স্বপ্ন-দেরা। কত ম্বুণা, কত প্রেম, কত বিদ্বেধ বালিখসা পাঁচিলেতে নেই স্থতি-লেশ। মেকি-সমাজের শেব দিন সমাগত
প্রাচানা পৃথী ভন্ম-বিমঞ্জিভা,
শাসিভের রোব সমাজে পৃঞ্জীভূত
শাসকের ভাই জেলেছে ধ্বংস চিভা।

ইট-পাধরের গাঁথ নি ফুঁড়ে অশথ-চারা ভিন্তি জুড়ে লব্দ শেকড় চালিয়ে কাটার বিশাল অষ্টালিকা, স্ব্যালোকে বৃষ্টিধারার মাতন লাগে সবৃষ্ট চারায় ছোট্ট কচি পাতার কাঁপে শ্রামল কল্প-শিধা।

দেশেছি স্পর্কা ছ্'কান কাটার

হবু গার্জেন আধুনিকতার
প্রগতির পথে ঘুণ্য কাঁটার দেখেছি খচ্খচানি।
করেক বছর কাগত চালিয়ে
পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙিয়ে
আভিজাত্যের আগর অঁনিয়ে কথার কচ্কচানি।
অতিবৃদ্ধির বহর দেখেছি সম্পাদকীয় গুল্ভে
আছ্ম-গরিমা প্রচারের মোহে দেখেছি
ফাট্তে দক্ষে।

শুধু লেখা চলবে না বাছবল চাই
চাই কুটবুজিতে খেলোয়াড় মাথা,
বাজে ব'কে ক্লান্তিতে শুধু ওঠে হাই
বুক্নিতে ভৱে যায় কেতাবের পাতা।

সরস্থতি, ক্ষমা করে। কলম এবার খড়া,
চাই না তোমার কমলবনে খেড-পাপড়ির বর্গ কাৰ্যি করার দিন গিয়েছে ধুঁকছে গুৱীৰ্গ॥ সরস্বতি ক্ষিধের আলার কঠাগত আত্মা স্বদেশ জুড়ে অত্যাচারের বইছে ঘূলিবাত্যা ছিন্ন-বীণার স্থ্র বাজে না, নেই মরালের পান্তা!

পতদ-পিঁপ ড়েরা মরে লাখে লাখ পারে পিবে, বাচ্ছে তবু অহিংস-ঢাক হুজুগে চেলার দল স্বরাজ-চড়কে বছুরে গাজন গায় জাতের মড়কে॥

আদিরস থেয়ে নেড়া বোষ্টম
আদিগলার পাঁকে
নাকে হাড়িকাঠ আঁকে
চণ্ডীদাসের পিণ্ডি পাকার
টিকি উড়াইরা টাকে॥

পাৰাণে জাগে না প্ৰাণ, পাৰাণ কি জাগে কোনো কালে ? দাসত্বের ক্তিচিহ্ন শত শত ভক্তের কপালে বুগ যুগ আঁকা থাকে। উদাসীন তক্ক ভগবান হতভাগ্য পুজারীর কোনো কালে রাখে না সন্ধান।

নিরাশা, ক্লান্তি, পরাব্দিত মনোতাব, নরকের কালো-সিঁড়িতে এরাই ধাপ ; এরাই শক্র জীবনের সংগ্রামে বাধা দের নিতি দক্ষিণে আর বামে, উদাসী মনের সীমাহীন বালুচরে এরা চিরদিন প্রেতের নৃত্য করে॥

সমুদ্র দিয়েছে ডাক ভাসালাম তরী ওপারে থেতেই হ'বে বাঁচি আর মরি; উচ্চ শিরে শক্ত ক'রে ধরে রাখি হাল রাত্তি এলে হুঃসাহস জালাবে মশাল।



অধ্যাপক এখগেল্ডনাথ মিত্র

ন্যাবলী-গারে ভট্চায-গিরি স্থানাক্তিক স্বেরে
নদীর ঘাট থেকে উঠ্লেন। 'নাঃ আর জ্বাত-জ্বয়
কিছু রইলো না।' বিরক্তির সকে বল্ভে বল্ভে এঁকে
বেঁকে চল্লেন—কোনওরূপে যেন অপবিত্রতার ছেঁায়াচ
পায়ে না লাগে! তাঁর বিরক্তির কারণ, ছোট লোকেব
ছেলে-মেরেরা ভধু নদীর জ্বল অপবিত্র করছে, তা নয়,
তাঁর মত বান্ধণ-বিধবার গায়ে জ্বল ছিট্কে দিতেও কুঞ্জিভ
ছচ্চে না। 'মরবে, মরবে,—বান্ধণের শাপে উচ্চুর
যাবে সব।'

কিন্ত দেখা গেল কেউ মরলো না। বাক্ষণীর নিক্ল কোষ শুধু তাঁকেই দগ্ধ করতে লাগলো। 'হাম, হাম, বড়োর দিন গত হয়েছে, এখন ছোটোর আম্পর্জা ক্রমেই বাড়ছে।' বাক্ষণী চিন্তা করে' শেষটা এমনিতর একটা দিছাতে গিয়ে হাজির হলেন।

কে বড়ো ? কে ছোনো ? চেনবার জো নেই। ছেলেবলায় পড়া গিয়েছিল, 'বড়ো যদি হতে চাও, ছোনো হও তবে।' সে চেষ্টাও করা গেল। কিন্তু বড়ো হওয়া যত সোজা, ছোনো হওয়া ঠিক তত সোজা নয়। লেখাপড়া শিথে, নামের সঙ্গে ছুই-একটা লেজ্বড় ছুড়ে', নত হয়ে', অশিক্ষিত বাদারদের মধ্যে মিশ্তে গেলাম। কিন্তু সে হলো তেলে-জলে মেশা। মিশ্তে হয় কেমন করে সে বিজ্ঞোটাই শেখা হয়নি যে। লেখাপড়া রইলো সজাকর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে', ইভর লোক গেল সব সরে।

होका द्वाष्ट्रशांत कदा शिन, बावना किंग्न वम्नाम।



কি ভ গোলমাল বেধেগেল কারি-করদের সকে। টাকা আমার, কারখানা আমার, আমারই চাকর সব,কিভ আমাকে তুড়ে' দিরে ভারাই হয়ে বসুতে চার ৰালিক ! আৰি কিছু না ? স্বভ্যাং হোটোর সংশ আৰু
কান যতেই এ টে ওঠা গেল না । সংসারে থেকে আৰু
কান বতেই এ টে ওঠা গেল না । সংসারে থেকে আৰু
কান, বিশ্বামিত খবি বলে গেছেন—ছোটো হবে বড়ে
আর বড়ো যাবে তাদের পামের তলায়। কিছু
কাড়াবাড়িটা কিছু অতিরিক্ত বলেই বোধ হচে না ?
বিশ্বামিত্র মশায়ও বোধ হয় এতটা প্রত্যাশা করেননি !

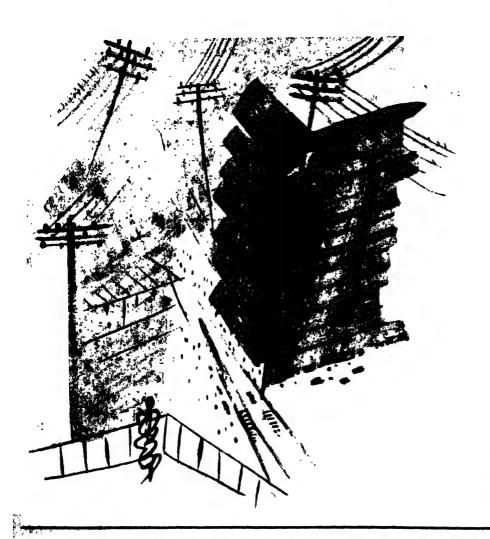
রাজাই রাজ্য শাসন করেন, এই কথাই শাস্ত্রে বলে।
কিন্তু আজ একি কাণ্ড দেখছি ? ঘোর কলি, ঘোর কলি।
রাজাকে দিল ফুঁরে উড়িয়ে, আর প্রজারা বস্লো'রাজার
তক্তে। রাজা যদি ছোটোদের না মানেন, ভবে কোন
দিন নিজের মুখুটাই উড়ে যাবে।

কিন্ত কথা হচেচ, কোণায় গিয়ে এর শেব ? আন্ধানিকার নাথায় টোপর, কাল আটিলির নাথায়। আন্ধানিকার, কাল ? আন্ধানিকারী পোষাক বাতিল হরেচে, —এরা কৌপীন পরিয়ে ছাড়বে না ত ? নিংম্ব নিংসহায় বাঙালীর ধুরদ্ধর ছেলে ব্রিটিশ-সিংহের দাত গুণ্তে লগন্ধা করেছিল। বলিহারি যাই! ছোটো আর ছোটো রইলো কোথায় ? যারা হিন্নি দিন্নী পর্যান্ত ছুইতে চায়, লাল কেন্না কতে করতে চায়, বলি, তারা কি ছোটো না বড়ো ? ইতিহাস যা বলে বলুক। কিন্তু আমার মতোক্ষা করেছিল যা বলে বলুক। কিন্তু আমার মতোক্ষা করেছিল বার্বানিকার হা করে ভাকিয়ে থাকা ভিন্ন উপান্ন নেই। সব হিসাব, সব ধারণা ওলট-পালোট করে দিলে গা। ভেতো বাঙ্গালী, ভীতু বাঙালী, চিরকেলে গরীব বাঙ্গালী আন্ধা বিশের সেরা! হার রে হায় ! শাস্ত্র পর্যান্ত বার্গালীর ছেলের কাছে।

ছোটোরই জয়-জয়কার-একথা না বলে' উপার



ल है। ব ডো বড়ো কামান, আট হাজার পাউণ্ডার বোমা, **डिए। बाहाब,** ভীৰণ ৪৫ হাজার টন্রণভরী--স্ব গেল তল, আর আটেম তাক नागिए प्रिमा আমি বিজ্ঞানের ধার ধারিনে কিছ এটুকু জানি যে পরমাণুর ম তো ছোটো জিনিব किছ मिरे। । गरे পরমাণুরই প্রতাপ हरणा जन रहरब



বড়বাজার শিল্পী—গোপাল গোব

বেশী । এর চেরে ভেল্কী বোধ হয় কোনও যাছক্ষিত্ত কল্পনা করতে পারেনি। আপনারাই বল্প
লা, যে পরমাণু চর্মচক্ষে দেখা বার না, যে পরমাণু
আকেবারে অবিভাজ্য, সে-ই পরমাণু ফাট্লো
লার লক লক লোকের কপাল ভেঙে চ্রমার হলো ।
এ কেমন কথা । অবস্থা এ পরমাণু ফাটাতে অনেক
কাঠ-বড় লাগে। এইটুকুই বিধাতা যা একটু স্থরাহা
করে'রেখেছেন। কিন্তু ভাও বা কভ দিন ! পার্মাণবিক
বোমা ভৈরী হতে কভক্ষণ ! পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক
ক্ষুনিভালির দৃষ্টি বখন এদিকে পড়েছে ভখন অভি
ক্ষুন্তে আগবিক বোমা ভৈরী হতে কভক্ষণ !

ছোটোর চেয়েও যে ছোটো, অণুর চেয়েও
অণু—পরম অণু, তার প্রতাপে আজ সমত রাজশক্তি
ব্যৱহারি কম্পিত। কি জানি, কার হাতে এই মৃত্যুবাণ
কবে পড়বে আর সে সর্কনাশ করে' ছাড়বে। যুদ্ধে আর
ছতুরক সৈন্ত চাই না, গোলাগুলি বাক্রণ চাই না, রশন
বান-বাহনেরও কি দরকার ? পরবাণু জাটাগু আর

'বিজয়ণ্চ হতে।' যুদ্ধ আমরা জিতেছি বটে, কিন্তু কি ছুরস্ত পণে! চারি দিক্ থেকে পরমাণ্র বিভীষিকা এসে আমাদের শান্তির চিস্তা দিছে দিক্-চক্রবালের বাইরে তাড়িয়ে।

জয় বাবু বল্লেন— ওঁর পুরো নামটা কি জানিনে জয়-গোবিন্দ না জয়রাম না জয়হিন্দ্ এমনি একটা কিছু ছবে—

বল্লেন—এ আর ব্রলে না ভারা, ছোমিওপ্যাধি হোমিওপ্যাধি আর কি ! যত কম অর্ধ তত তার ছরব শক্তি ! আর বারু মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাধি করেন। নাঃ, ছোমিওপ্যাধিতে আর বিখাস না করলে চল্ছে না। বিধাতা এত জিনিষ থাক্তে ক্লোদিপি ক্লের মধ্যে এত শক্তি, এত মারাত্মক প্রতাপ বৃক্তিয় রেখেছেন, তাই ভেবে আবাক্ হয়ে যাই।

অতএৰ ছোটোকেই নম্মার ক্রো। বড়োর আর জাত-জন্ম রইলো না—ভট্টান-গিন্নি <sup>চিক্ই</sup> বলেছিলেন।



বিষা সম্বন্ধে কোন দিন বিদেশীর। বিংশব কিছু জানতে পারেনি। কারণ জাপানী দেশর। কোন কোরিয়াবাদী, যাকে জাপানীয়া বিপক্ষনক মনে করে অর্থাং যার দম্বন্ধে তারা দিশিনা, চয়ত দেশের প্রকৃত কথা বাহিরের লোককে বলে দেবে, ভাকে দেশ থেকে বেরোতে দিত না। বাহিরে যাবার চেটা করলে জেলে প্রে কেলা হত। আর চিটি, দে ভো ছিড্টেই কেলা হত। তাই বাইরের লোক ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারত না।

বিলেশ থেকে কোন ব্যক্তি জাপান অমণে গেলে জাপানী
টুণিই ব্যবো তাদের নিয়ে জাপানের সর্ব্ব বেড়াতে বেড। কিছ
অমণের লিষ্টে কোরিয়া বাদ দওয়া হড। মদি কোন নাছোডবাদা।
একত্তে জেদ ধরত কোরিয়া দেখাবেই, তবে তারাই সলে করে নিয়ে
পেড। কোরিয়ার বন্দর ফুসানে নেমে, বুবেরার লোকের সলে
আমামানর এক চমংকার ট্রেণে চেপে উঠল গিরে কোরিয়ার বাল্যানী
শিওলে। শিওলের জাপানা নাম কেইজো। সেখান থেকে ট্যালি
করে তাদের নিরে থাওয়া হ'ল বিখ্যাত চোজেন হোটেলে। আধুনিক
হোটেল। বড়লোকদের ব্যাপার। মধম কাপেট-পাতা মেজে।
চমংকার খাওয়ালাভয়া। অপূর্ক বন্দোবন্ত। বরের দেওয়ালে
বোরয়ার বিখ্যাত ফুল্যাবলীর ছবি, পাারিস সালোঁয় শিক্তি জাপানী
শিরীর আবা। কাইজেরী করে তারা পড়েতে পেল সর কাগক, মাসিক
গাঁরিকা। কেবল জােছিয়া মেশের কোন-কিছু পাহার টেবিলে পেল মা।
সিনেরা, থিয়েটার, নাচমার, কার স্বেই সনামুদ্ধকর। আমামানের
খন কোবিয়ার আই ক্রিক্তিয়া করে কার বিলা বলে বছমুল খাবনা, আরা
বন কোবিয়ার

দিব্য স্থপে আছে। যে কোরিং। বন্ধিত, নিশাড়িত, বিধানে স্থানি ওতপ্রোত, সেধানকার ধবর বাইবেব লোকে পাকে শাকিও আলয়। তাদের আভ স্তরীণ গোলযোগের কোন ধবরই কেট পায় মা।

জাপান থেকে কোরিবার দূবত প্রায় ১১০ মাইল। পাহাছে পবিপূর্ণ এই দেশ। এক জন ভৌগোলিক বলেছেন, "কোজিয়ার 🗯 পাহাড় ভেঙ্গে সমতল করলে গোট। পৃথিবাকেই ঢেকে দেবে। 💆 স্কল পাহাড় দৌশব্য ও সম্পদে ভরা: পাহাড়ের গর্ডে প্রচর্ম সোণা। আর পাত্রা বায় করলা (আানখাসাইট), লোহা, হপা, তামা অ'ব সীসা। কোবিয়ার বহু থনিক জাপানে চালান দেওয়া ইয় বিশেষ করে এলামিনিয়াম। কোরিয়ার মাটি খুব উর্বের। এছব শাক-শ্ৰু ও গ্ৰম, বাজ্যা ইত্যাদি জন্মায়। তা ছাড়া আপেল, আছুৰ: ু हेलानि कराउ हम । काणानी कृशियन्त हैर्क्ट माहिएक रेस्कानिक সার ও চাবের ব্যবস্থা কবে ফল-ফুলের প্রাচুর্য্যে দেশটাকে **ছবিয়ে** দিয়েছে। কোবিধার মাটিতে কোবিয়াবাসীর পবিশ্রাম এই প্রাচুষ্য-ক্তাপানীর পাতসভার। অথচ সেই দেশের লোকেরা মরছে না খেছে। भवाधीन म्हणाव এই कावसारे श्वा वात वहन सम्मा सम्मा वानाना দেশে হয় ছডিক, অল্লাভাবে মরে কক লক দেশবাসী। বাইরের লোক कान मः गावह भाव मा। यट हेक भाव छ। करनक भविवर्त्तनव भव, অতি যোগায়েয়কণে।

আবহাৎরাও চনংকার, ক্মধান। মেবনুক রোজ, সমুক্রের। হাল্যা। বৃদ্ধি পুরুই কম। ছিনের পর দিন মেবে চাকা আকাশ, অবিশ্রান্ত ব্যবিধার, জাবার প্যান্ত পুথ-বাট, এবকমটা দেখাল



পাগলের চিকিৎসা

শ্বৰ কমই হয়। খণ্টা হ'বেক বৃষ্টিপাত্তের পাবেই রোদ্রের আলোক,
এইটাই বেকী। শীতও যা পড়ে, তা থুব বেশী কন্কনে, হাড়ভালা।
নয়। তাই কোরিয়ায় অনেক রকমের রঙ-বেরতের পাধী আছে।
বাহাড়ী এলাকায় বিরাট বিরাট বাঘ। আর তাদের কি দোর্জণ্ড
প্রতাশ। সোলা সহরে চুকে এদে মানুষ, ভেড়া, গক—যাকে পেত

বাবের চেয়ে ভরাবহ হ'ল জঙ্গনী শুকর। কি গোঁ। ভর-ভর

কিছুই মানে না। অনেক বকমের হরিণও আছে দেখানে। নেকড়ে,

শেষালেরও বিলক্ষণ উপদ্রব। ত! ছাড়া উত্তরে 'চ্যাং পাইশান'

(চিরক্তর পর্বত) অঞ্চলে প্রায় শাদা একরকম ভঙ্গুক থাকে।
কোরিরান ভঙ্গুক নামে বিখ্যাত। বছরে বারো মানের মধ্যে দশ

কাল ব্যিষ্টেই কাটিয়ে দেয়।

কোরিয়ানরা দরিক্ত হলেও স্থসভা। পূর্বপুক্ষর বোধ হয়
কলোলিয়ান। কিন্তু সাধারণ মলোলিয়ানদের চেরে তারা লয়া,
লভিশালী, এবং দেখতেও ভাল। বং ফ্রসা, শীত নয় আর মুখের
পাড়নও পবিকার। কোরিয়ান মেয়েরা চীনা অথবা জাপানী মেয়েদের
ক্রেমে দেখতেও জনেক ভালো।

কাপানীরা কোট প্যান্ট, কলার টাই সবই ব্যবহার করে। কিছ কোবিরানরা ছোট শালা জ্যাকেটের ওপর লখা শালা আলখারা পরে। কালোরারের মত কাপানো পা-কামা পায়ের গোছের কাছটা বাঁধা, কোমরে কিতে বাঁধা, শালা অথবা নীল বডের। শালা রঙটাই ওলের কোর। বোভাম একেবারেই ব্যবহার করে না। আলো পকেটও কিল না। অনেক কোরিরান শুরান হরে বাইবেল বাধবার ক্র আলবালার পকেট করেছিল। আজও কোঁরিয়ানদের জামার প্রেট্রে নাম 'বাইবেল প্রেট'।

কোরিরানদের জাতীর পোবাকের বত জ্ঞা। এই বঙই আবার পোকের বঙা রাজবংশের কোন ব্যক্তি মারা গোলে প্রভাৱ কোরিরানকে তিন বছর শোকস্ট্রক শালা রত্তের পোবাক প্রতে হবে। তিন বছর শোক চলবে। একবার রাজবংশের কোনেরা খ্ব তাড়াতাড়ি মরতে লাগল। আর দেশবাসীরাও শোক ও বাশ করতে লাগল শালা পোবাক পরে। এক জনের পর এক জন মরতে থাকে, বেচারারা আর শালা পোবাক ছাড়তে পারে না! কলে সেই পোবাকই তারা পরতে থাকল দিনের পর দিন, আর সেই শালা রত্তের পোবাকই হরে দীড়াল জাতীর পোবাক। ছোট ছোট ছেলেমেরেরা অবশা রঙীন ভালথারা। (কিমোনো) পরে। প্রেটের জ্ঞাবে বেচারারা বহু মুদ্ধিলে পড়ে বার।

ভল্ল বেশ-পরিছিত সন্ধ্যাসীর মত চেহারা কোরিয়ানদের। মাধার লোমের টুপী। আজ-কাল অবশ্য এ টুপী চলছে না। এই টুপীর বুনানী এতই ফাঁক ফাঁক বে, টুপীর ভেতর দিরে মাধার ওপনের ছোট ধোঁপা পর্যন্ত দেখা বার। বিবাহিত পুরুবে মাতেরই মাধার এই রক্ম ধোঁপা থাকে। অবিবাহিত পুরুবের চুল জাঁচড়ান, থোঁপা নেই। কিছ তার আশী বছর বর্স হলেও সে নাবালক। তার ক্থার অথবা মতামতের কোন দামই নেই। বাহাতক বিদ্যু হল, ব্যস। চুল ওপরে উঠি গেল। মাধার ধোঁপা হ'ল। লোকে তাকে মান্ত করতে লাগল। নাধার ওপবের খোঁপাটাই হল বৃদ্ধির মাগকাটি



সমৰ কাটে কাপড় কেচে

লাবে এই প্রথাই প্রথমও চলে আসছে। অবশ্য সহবের প্রথম অনেকে পশ্চিমী ভাষাপর হবে উঠেছে। পুরুষেরা চুল ছাঁটছে, টেরী কাটছে। কোট-প্যাণ্টও পড়ছে।

মেরেদের পোবাক অনেকটা পুরে। হাতওরালা ব্লাউজের ওপর পারের গোছের তলা পর্যান্ত ঝোলানো সামার মত। পারের গোছ কিছতেই বার করা চলবে না।

মেরেদের বেশ কম বয়সেই বিরে হর এবং ভারা বেশ সুগৃহিনী 
হর। বিবাহিত জীবনের জনেকটা সময় কাপড় পিটে পিটে মহলা 
ছাড়াতে লেগে যায়। ইস্ত্রী করা হর পাখরের ওপর পাট করে রেখে 
হটো লোহার গনা দিয়ে পিটে। ভাল ভাবে পিটতে পারলে, চমৎকার 
ইস্ত্রী আর ১মক হয়।

কোরিরানদের সংসার সম্বন্ধ কিছু জানতে হলে তাদের বাড়ীতে থাকতে হয়। বাড়ী মাটির এবং চাল খড়ের। সামনে অনেকটা খোলা জারগা। বড় বড় জার (Jar) সাজানো। মামুবের চেয়ে উচু। তার মধ্যে শীতের খাবার (কিমচি) জমা থ'কে। 'কিমচি' মানে চ'না বাধাকপি, মাছ, পেয়াজ, রম্মন এবং লাল লক্ষা একত্রিত। কোরিয়ানদের এটা বেশ মুখবোচক খাবার, কিছু বিদেশীরা খেলে একোবের মারা যাবে।

বাড়ীতে ঢোকবার সময় মাথা নীচু করে চৌকাঠে পা না দিয়ে ডিডিয়ে চুকতে হয়। তারা বলে প্রত্যেক বাড়ীতে দেবতা থাকেন। দদবের চৌকাঠ সেই দেবতার গলা। পা লাগলে ভয়ানক পাপ হয়। সংসারেব অমঙ্গল এবং অনিষ্ট হতে পারে।

বাড়ীতে স্বাই মেঝের বসে। চেরার-টেবিল ব্যবহার করে না।



বৌৰ পুরোহিত



কোরিয়ার জাতীয় পোষাক ভল

মেজেটা কিছ সর্বন্ধাই গ্রম—ঘরের হাওয়াও। কোরিয়া ভারী ঠাওা দেশ। ওরা ঘরকে গ্রম রাথার জক্ত বেশ চমৎকার ব্যবস্থা করেছে। রায়াঘরে রায়া চলছে, আব সেথানকার গ্রম হাওয়া এবং থেঁয়া চালান করে দেওয়া হছে প্রত্যেক ঘরের মেজের তলায়। মাটি থেকে মেজেটা প্রায় এক ফুট উঁচু। তলায় গ্রম হাওয়া বাবায় পাইপ থাকে। মেজে তৈরী করা হয় ছোট ছোট পাথরের টুকরো (slab) দিয়ে। প্রত্যেক জোড়ে সিমেন্ট লাগান। থেঁয়া আর ঘরের মধ্যে চুকতে পায় না। আর পাথর চট করে গ্রমও হয়ে ওঠে! মেজেছে বেশ মোটা অয়েল-পেপার দিয়ে মোড়া, তার ওপর আবার কার্কার্য্য করা। অনেকটা পাতলা কার্পিটের মত। ধোরা-পোঁছাও চলে। শোয়া-বারও অনেক স্থবিধা। দেওয়াল কার্টের। তাতে চারনীর্জ্ জল টাজানো। রভ-বেরভের ধরাল-পেপার। তারী পরিকার তাদের বর। জানলার কাচের বদলে ওয়াল-পেপার দেওয়া। আলো আলে বটে কিছ দেখা বায় না!

কোরিয়ায় কাচের জিনিব দেখতেই পাওয়া বায় না। এক টুকরো বোতলভাঙ্গা কাচের টুকরো পেলেই তারা খুনী। অমনি জানলায় কাগজে একটা ফুটো করে লাগিরে দেবে। ছেলে-বুড়ো সকলে সেই কাচের মধ্যে দিরে কত বার বাইরের জগৎ দেখবে তার ঠিক নেই।

রার-বারা মেরেরাই করে। দিনে ত্'বার রারা এবং থাওরা। রাত্রের রারার পর উনানে শুক্নো পাতা, কাঠের কুচি দিয়ে দের। সমস্ত রাভ বরগুলো সেই গ্রম ধেঁ ারার গ্রম হয়ে থাকে।

কোরিরানরা কাঠি দিরে খার। মেরেরাই, পরিবেশন কলে। একটা ছোট্নীচু টুলের ওপর্থাবার, দেওরা হর। কানাউচু থালাভে জান্ত, আৰ চারি দিকে চক্রাকারে সাল্পান ছোট ছোট বাটিতে চাটনী-বাৰাকশিন, গালবের, ব্যান্তের ছাতার, নিমেন, সমুক্রের নতাপাতার ক্রান্তবেক রক্ষমের। থাওয়া হয়ে গেলে অনের বদলে আদার চা।

্ত্ৰ সাথেৰ, ভালুকের অথবা হরিশের ছালের ওপৰ বেশ মোটা কাল্পশৈক্ষিক কাঠেন। বাদের অভ্যাস তারা হয়ত কাঠের বালিশে ব্যোতে
শৈক্ষিক কাঠেন। বাদের অভ্যাস তারা হয়ত কাঠের বালিশে ব্যোতে
শৌক্ষে, বিদেশীর কিন্তু বুম অসম্ভব। নরম কাঠের চেরে শক্ত তুলোর

কাপান অনেক বিষয়ে কোরিয়ার কাছে ধবী। বলতে গেলে
কারিয়া কাপানের শিক্ষাওক। অবশ্য কোরিয়ার শিক্ষা চীন থেকে।
১৫ং॰ রছরের পূর্বেকার ইতিহাসে কাপানের নাম খুঁজে পাওয়া
রাবে না, শিক্ষা তো দ্বের কথা। অথচ কোরিয়ানলের সম্ভেতি
ক্ষাকরেও ৩০০০ বছরের। কোরিয়ানদের কাছে শিক্ষাই সব চেয়ে
ক্ষাকরেও ৩০০০ বছরের। কোরিয়ানদের কাছে শিক্ষাই সব চেয়ে
ক্ষাকরেও ৩০০০ বছরের। কোরিয়ানদের কাছে শুক্ষাই ধর্ম,
ক্ষাকাপড়া মেয়েলা ব্যানন। ফলে জাপানীদের হাতে পড়ে কোরিয়ার
ক্ষাক্ত সম্ভেতি লোপ পেতে বসেড়ে।

পূর্বে কোরিয়ানবা চীনাদের মত ছবি এঁকে লিখত। পরে

ভার। অকর দিরে লেখার প্রণালী আবিকার ভার। এই প্রণালী এত সদজ বে, ছু' সাধ্যাহের মধ্যে বে কোন বই পড়ে ফেলার বত বিত্ত' অব্বান করা বার। খুব সহজ্ব বলে চীনারা এই প্রণাল'কে উপেকার চোধে দেখত। নাম দিয়েছিল 'ওনমান' অর্থাৎ ইতর ভাবা। বিদ্ধ এই ইতর ভাষার সাহাব্যে কোরিরার লেখাপড়ার চর্চা খুব বেড়ে গেল। শতক্রা আনী জন লোক নিকিত হল।

ৰাতুৰ হবন্ধ (টাইপ), বাব কলে আকু
ভাপাধানা চলছে, এও কোবিয়াব আবিছাব।
আগে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতি কথাটি
কাঠের ওপর কুঁদে ছাপা হ'ত (উড কাট)।
একটা পাতা ছাপার পর সেই কাঠগুলোর
(ক্লক) আর কোন দামই থাকত না।
প্রত্যেক পাতার ছক্ত নতুন ক্লক। কত
প্রিক্রম, কত খবচ, কত সমন্ত্রন্ত্র।

চীনে প্রথমে কাঠের চরফ তৈরী হ'ত।

হরক রাখবার ভিন্ন ভিন্ন কেজও তারা

হরেছিল। টিনের হওকের চেটা তারা

হরেছিল। কিছ কোরিয়ানরাই সেই চেটাকে

নর্মান্ত প্রকার করে ত্লেছিল। জগতে আজ্ব

বে এত ছাপাখানা, তার জন্মদাতা হ'ল

হোরিয়া। ১৬১২ পুটান্দে সেখানে রীতিমত

টাইপ্লাউপ্লী হরে গেছে। অব্পা হরক

ছিল ব্যোজের, সীসের নর।

অ'বও বছ ব্যাপাবে কোরিরা ভগতের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। গোলালো পূল ( সাম্পেন্শন্ বীজ ) জগতে সর্কপ্রথম তৈরী হব কোবিরাতে।
লোহার পাত-মোড়া জাহাজও ( আর্রন স্ল্যাড শিপ ) কোবিয়ার
আন্তিরার । কিঅসভ্ ( জাপানী নাম কেইও ) সহরে জ্যোতিষ্পারের গ্রেষণার ভক্ত অবজারভেটরী এখনও আছে। কোনিয়ার
এক জন বাণী তৈরী করেছিলেন প্রায় ১৫০০ বছর পূরে।
পুষ্ট-জন্মের আগেও ছ'-একটা গ্রেষণাগার ছিল। ভাব ধ্বংস্
চিছ্ এখনও দেখতে পাওরা বার। কোবিহার গ্রেষণাগার বোধ
হয় জগতের সর্কাপ্রাতন। ভারা তধু ধ্যকেড, নখতে। লো, ত্র্যা
দেখে এবং ভাদের গতি নির্ণয় কংই আছে হয়নি, হস্ত্রেহণ, ত্র্যা
গ্রহণ প্রাভ্ অস্ক করে আগে থাকতে বলে দিতে পারত।

প্রথম শিক্ষিত দেশ ভারতবর্ষ। সেই শিক্ষা গেল চীনে, সেখান থেকে কে'রিয়ায়। কোরিয়া এগিরে দিল জাপানে। ভারত-বর্ষের বৌদ্ধশ্ব ভাই ভিক্তে, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে বিস্তার লাভ করেছে।

বৌদ্ধ সন্থাসীরা জাপানের শিক্ষাগুরু। হঠ শতাকীতে কোরিয়ার রাজা করেক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে আলপাশের দ্বীপপুঞ্জের বর্ত্তর অসভ্য জাতিদের শিক্ষা দিয়ে মান্ত্র্য করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই



व्यवसाध शत एस तम

রীপ পুঞ্জ জাপান। क्रांभारत (वी ष ध र्ष । निका, मुक् मिनन, मर्ठ, विश्व সব বৌদ্ধ। এই সন্ত্রাসীরা জাপানী-দেব লিখতে পড়তে শেখালে। ভৈ ব ভা, জ্যোতিব, স্থা প তা, গীত, বাছা, সাহিত্য, দৰ্শন, রাজানীতি, সমাজবিজ্ঞান যা কিছু সবই ভাদের শেগান। আভ ভাপানে ব लिहिक्ला, छान, সাহিত্যপ্রীতি, কবিতা ও ফুলের আদর, দৈন শিলন ভাবনের আচার-বাব হার যা विषिनीक मध करव. সে দবই দেই কোরিয়া-রাজ প্রেরিড বৌদ্ধ मद्भागो पत्र चलुशाल ।



भिटं भिटं रेखी

সেই কোরিয়া জ্ঞাপান আক্রেমণ কবলে। জয় করলে। কোরিছা স্থানীনদা হারাল আর সেই সংক্ষ হারাল নিজেব শিক্ষা সংস্কৃতি। জ্ঞাপানীরা মন্দির, মঠ, বিহার সব ধ্বংস করে দিলে; স্কুল, লাইত্রেরী পুড়িরে দিলে; শিক্ষিত লোকেদের মেরে ফেললে। ছ'স্ছর ধরে চলল এই ধ্বংস্কৌলা। কোরিয়ারাসীরা হয়ে পড়ল দবিদ্র, নিংম্ব।

আছও কোরিয়া মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। প্রতি মৃত্তু কেটে যায় আচার-সংস্থান কবতে, সমস্ত জীবনীশক্তি কর হয় কোন মতে বাঁচবাব চেষ্টায়। আচঁ, সাহিতা, শিল্প, সৌন্দর্যচর্চা করবে কোথা থেকে? কোরিয়ার বৃষ্টি ধ্বাস পেল। তার বদলে ভাপানে সেই কৃষ্টি স্থানলাভ কবল। কোরিয়ার মাটির বাসন (পটারী) এক সমর জগদ্বিগাত ছিল। জাপানীবা কুমোরদের মের কেললে। ছাঁএক জন, যাবা খব ভাল কারিগর, তাদের জাপানে নিয়ে গেল। এই ভাবে জাপানের সংস্কৃতি গড়ে উঠল। কোরিয়ার কারিগর রইল অপচ কোবিয়ার কারুকার্য গেল।

জাপানীবা কোরিয়াকে নতুন ভাবে গড়ে তুলল আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপারে। রংস্তা, রেলপথ তৈবী হল খ নক বাল চলতে লাগল। নতুন উপায়ে চাব আরক্ত হল। গাছপালা পুঁতে ভলনের স্বাই কবা হল। কাঠের, ফল-ফুলের, শাক-সন্ধীর ব্যাসা ওক হল। ব্যাহ হল, পুলিশ্বাহিনী হল। এক কথার মাাজিকের মন্ত্র কোবিয়া বেন নব জন্ম নতুন রূপ লাভ করল। সমৃদ্ধিশালী হরে উঠল কোবিয়া। চারি য়ারে কোবিয়ার অধিবাসীদের কাকে লাগান হল। কিছু ঐ শ্বাস্তা। কোবিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ্ধ, কোরিয়াবাসীর পরিশ্রমানীত বার্লিয়ার। কোরিয়ার ভার মধ্যে কোন অংশ নেই। চাক্র

भात । 'Trade by Japanere with Japanese fo Japanese.'

পাছে শিক্ষা লাভ করলে কোরিয়া থেঁকে দাঁভায় এই মন্ত শিক্ষাই ব্যবস্থা না করে বত্রপানি সন্থব অস্বস্থা করে দিলে জাপানীরা। ক্রমেই শিক্ষিত কোরিয়া হয়ে পছেল অশিক্ষিত। আল ভারা মাটি কার্টের পাথর ভালের আপানী ইঞ্জিনীয়াবের নির্দেশ মত। ভারা কুলি মন্ত্রা জাপানী কুলি কেরিয়ার খুব কম, আর কোহিয়ানদের সঙ্গে একমার ভালের কাজ করতে দেওয়া হয় না। যদি কথনও নির্দ্ধায় হয়ে একত কাজ করতে বাধ্য হয়, ভবে বেতানের ভারতম্য করা হয়। কোরিয়ানের বেতনের ভিন গুল ভাপানীর বেতন। অবশ্য আনেই সময় কোরিয়ানবা বেতন পায়ই না। এতে আশ্চর্ষা হয়ার কিছু কেই। সিপাচীর (ভারতীয় গৈনিক) বেতনের চার গুণ এক জন প্রাইভেটির (খুটিশ গৈনিকের) বেতন। এই সংসারের নিয়্ম।

কোরিয়ান কুলিদের ওপর ভাপানী মালিকরা ভরানৰ
অত্যাচার করে। মার-ধর তো প্রায়ই হয়, মধ্যে মধ্যে গুলীও করে।
কিন্তু প্রতিকার কি ? কোটে কেস নিয়ে গেলে কেউ ওনংই চার না।
ক্রুক্ত, উবিদ্দা সংই জাপানী, আব ভাগাক্রমে শুনানী হলেও ভাপানীলে
সাজা হয় না। হলেং অভি হাজা বক্ষের। বুটের গুঁডোয় চা
বাগানের ভারতীয় কুলিকে সাহেব যদি মেরে কেলে, অথবা কোন
কুলিক্রমণীর সংশিক্ষ নাশ করে, তবে তার সালা কভটুকু হয়, সে
ক্রাসকলেই জানে।

বেলপথ তৈরী করবার কাজে কোরিরানদের বিভঙ্গভারের **ওব** শেষিকে কুলির কাজ করতে বাধ্য করা হর। বেজন নিষ্ঠারিত নাই

সৰ চেমে ছৰ্মণা হচ্ছে কোরিয়ান

চাৰীদের। চাৰ ভাগের তিন

ভাগ লোক চাবী। কিছ ভাদেব

জাপানীরা অধিকার করে নিচ্ছে।

আজ চাৰীদের অমির অর্ছেকের

ওপর জাপানীর হাতে। ভারা

মালিক, আর কোরিয়ান চাষীরা

চাবীর থাকে শতকরা মাত্র ১৭

আগে আর বোজগার নেই। কিন্তু

এতে তাদের সংসারের খাওরা-পরা

তাদের ভতা।

জমির বছরের

দিয়ে দিতে

মালিককে।

विका।

কৌ পলে

অর্থ্রেক ফসল

ছুলে বলে

ক্ষাৰ প্ৰকৃতিবালে। না বলবার উপায় নেই। বাড়ীয় লোকশান, জাপান সরকার পূরণ করে দেবে। কোরিয়ান বখন ক্ষাৰ বাব অধ্যা শরীর অন্মত্তার জন্ম যদি কেউ কোন দিন কাজে শোকান পাট বিক্রী করতে বাধ্য হয়, তথন এক জন জাপানী এনে ক্ষাৰ-ই পাৰে, তবে তাকে নিদ্ধায়িত বেতনের দ্বিত্ব অর্থাৎ যে কিনে নয়। যে দামে তার ইচ্ছে। কি সহজ সরল উপার।

ক্ষাৰ ভাৰ ছ'গুণ জৰিমানা কৃষ্ট হৰ। কিছ কোখাৰ পাবে ? হৈৰ বাৰ কৰতে হৰ জাপানী ক্ষাৰাক্ষৰ কাছ থেকে। স্থদ ছে হৰ বাসে শতকৰা ১২২ আপাৎ বছৰে একণ' টাকাৰ একণ চুৱাজিশ টাকা। ক্ষাৰাক্ষৰ দেশেৰ সুদ্ধোৰ

এই করে দেশের লোকদের

বিক্রের একবারেই শোচনীর হরে

বিক্রের বিক্রের অবস্থা ফেরাতে

কর্ম ভগনই জাপানীরা তাতে

কর্ম করে। লুঠ করে, আইন

করে নর, আরও আটিটিক

করি নর, আরও আটিটিক

করি নর, আরও লোকানের

করে, ভগনই তার দোকানের

করে, এক কন জাপানী দোকান

করে, এক কন জাপানী দোকান

করে, এক কন জাপানী দোকান

করে। কম দামে ম'ল

নজী করেনে—লোকসান দিরেও।

স্রীরিরান প্রাকানদার কিপ্পি-



আবিধার-ছাপাখানার হরফ

চলতে পারে না। অভএব ভিটে-মাটি বেচতে বাব্য। কিনবে জাপানী। তার পর ভগবান। আগ আর অদ্বাদান, অনশন, মৃত্যু। প্রাথীন জাতি মাত্রেবই এই ফুর্ম্মা, লাস্থনা। কিন্তু পথ কই। বিদেশী শোষকের হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। পিঠে না মেরে পেটে মাববে।

#### হৃদয়ের দেশ

ঐতিকণ সরকার

হৃদয়ের বৃস্ত হতে করে-যাওয়া দিন
আর বুঝি আসে নাকো ফিরে!
ক্লান্তির সমুদ্রপারে কোনো মন হারায় যদি বা,
কোনোখানে কখনো কোধাও
একটি মেয়ের চোখ জলে' জলে' নিভে যায় যদি,
হৃদয় কি ভূলে ধাকে সব ?

থ জগতে হার—

জাবর বে সব চেরে হালয়বিহীন।
প্রথমের নদীতীর ছেড়ে এসে তাই
ভূলে গিয়ে পুরাতন বাসনার দেশ
থবানে শুক মাঠে, তপ্ত বালু পরে
কোবাও দিগত বুঁজে পাই নাকো জল:
ভ্ৰেছার চোধের জল, ক্পোলের ব্লে!

वैदेन পারবে না. পেৰ পৰ্যান্ত দোকান-পাট উঠিয়ে দিতে বাধ্য वि∤় **ওদিকে ৰাজা**রে বিশুব দেনা হয়ে বাবে। ঘরের যা কিছু

**র স্ব চলে যাবে দেনা শো**ধ করতে। তথন জাপানী দোকানদাবের

এ জগতে হার
ফদরের বাসনার জবতারা নেই।
প্রাণো নেরের
চোধ-তরা জলে তাই ভূলে থাকে মন,
হায়ামর তীর
একরার দেখা দিরে সাড়ালে বিভার।

### ভারতের পতন্তানিত মহামারী গ্রীবনিবহুবার বন্দ্যোপাধ্যার

লাব দেশ এই ভারতবর্ষ তথু বে শাসক-সম্প্রদায়ের শোষশনীতির কলে বিক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা নতে, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভলীর অভাবে নানা মহামারী তাহার সমগ্র জীবনী-শক্তি তিলে তিলে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল মহামারীর মধ্যে পতক্ষেব উপদ্রব বড় কম নহে। ক্রমিকার্য্যে, পশুপালনে ও মন্ত্র্যু-জীবনে পত্তক্ষ শ্রেণী এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। আজ তাই পতক্ষজনিত মহামারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেই।

কৃষিক্ষেত্রে পতকের উপদ্রব প্রাকাল হইতেই স্থবিদিত। বেমন স্থান্দর কালল কলিরাছে; সহসা কোথা হইতে ত্বরস্ত পোকা আসিয়া সব নাই করিরা দিল! নিঃক্ষর অজ্ঞ চাথী এই ব্যাপারকে দেবভার অভিশাপ বলিয়া ভারাক্রাস্ত চিত্তে মানিয়া লয় এবং করিত শহাক্রেরার তৃষ্টিবিধানার্থ নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ ও কলা-কোশল গাহণ কবিয়া থাকে। সংস্কারাজ্ম ভারতে এজক্স বেতনভাগী যাত্তকরের অভাব নাই। অবশা অনেক দেশেই কিছুনা-কিছু ম্যাজিকের প্রচলন আছে। ইটালীতে এই ম্যাজিক সহত্বে আলোচনা করিতে গিয়া নিস্কাবিদ্ প্রিনি বলিয়াহেন, তদ্ধেনীয় লোকের থাকণা এই যে, যদি কোন জীলোক শহ্যোভানে উলাস্থ হইয়া পড়িয়া থাকে ভাষা হইলে সেই ক্ষেত্রের ফল্মলাদি ভাষাপোকা লাগিয়া বিনষ্ট ইবন না। কিছু বাড়-কুক্'বা 'তৃক্-ভাকে' পোকা-লাগা বন্ধ ইইবাৰ ক্ট্রুক্ নিন্দর্যতা থাকিতে পারে?

ক্রেম পাশ্চান্তা দেশে জীব-বিজ্ঞানের উর্লিটর সঙ্গে সংস্থা বাধি-নিয়ন্ত্রণপ্রচেষ্টার ইভিহাসে এক নৃতন অধ্যায় স্থাচিত কইল। নানা প্রকার পতকের বিভিন্ন বিচিত্র জীবনেভিহাস পর্য্যালোচনা কবিয়া মান্ন্র্য বৃথিতে পারিল, কোন্ প্রকার পতঙ্গ কোন্ বিশেষ বোগের আকর, কেমন করিয়া সেই পতজের প্রসার লাভ হয় ও কিরুপে ভাহার বিনাশ সাধন করা হাইতে পারে।

ভারতের জল-মাটা, আবহাওয়া, বনজ সম্পদ্ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যে আরুষ্ট হইয়া পাশ্চান্তা দেশ হইতে অনেক জান-পিপাম ব্যক্তি ও নিসর্গবিদ্ এ দেশে অফুনীসন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পতঙ্গবিদ্ হিসাবে নিসেভিল, অ্যাটকিনসন, উড্ম্যাসন, ডাজিয়ন, স্থাম্পসন, গ্রীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দেখা গেল, সকল পতলই যে জীবের শক্তভাচরণ করে ভাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শক্ত, নিরপেক্ষ ও মিত্র এই তিন প্রকার পত্ত বিভামান! মহামারী হইতে পরিত্রাবের জন্ত শক্তকে স্ববংশ রাখিতে ফ্টবে এবং কথনো বা মিত্রভাবাপন্ন পভলের সাহায্যে শক্ত-পতলকে উংখাত করিতে হইবে।

 ত্ৰ কৰিবাহিকে তত দিন—উক্ত বিভালের কাৰ্জ দীমাবছ ছিল।

সরকারের পরিকল্পনা অনুষারী কলিকাতা বাছ্বরের প্তল-ভর্মে বিভাগ হইতে ই, সি, কোটদের মুম্পাদুমার ১৮১১এর মধ্যে 📆 খণ্ড 'Notes on Economic Entomology' প্ৰকাশিত হয় টি পরে ১১ • ০ এর মধ্যে 'Indian Museum Notes' এই নাম দিয়া আরও পাঁচ থণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। পঞ্ম থণ্ডটির সম্পাদনা করেন নিসেভিল সাহেব। ১১ · ৪ খুষ্টাব্দে পুসায় Imperial 🕽 Agricultural Institute স্থাপিত হওয়ার সরকারী প্রকা বিভাগ কলিকাতা হইতে এখানে স্থানাম্ভবিত হয়। ম্যালভবেত্র লেক্তর নামে জনৈক বিজ্ঞানী পুসায় ভারতের প্রধান রাজকীয় পতঙ্গবিদের পদে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অঞ্চল করেন। তিনি নানা মৌলিক গবেষণা ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তথাতো তাঁহার ভাবতের প্রক-মহামারী ও ভারতের প্রক্ল জীংন' মাঘর্ক গ্রন্থটি অমূল্য সম্পদ্। রাজকীয় পতঙ্গবিদের কর্মকেত্র পরে ১৯৩১ পৃষ্ঠাব্দে দিল্লীতে স্থানান্তবিত হয় ও এইচ, এমৃ, প্রাথি সেই পদটি সাম করেন। ক্রমে প্রাদেশিক স্বকার কর্ত্তক নানা প্রদেশে প্রা তত্ত্বের বিভাগ খোলা হয় এবং অভাল্ল কালের মধ্যেই এই অভানানী ফলে প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইতে দেখা যায়।

বর্তুমান কাল অবধি কোন কোন মহামারী লইরা কভথানি গবেষণা হটয়াছে তাহাই একংণ লিপিবদ্ধ করিভেছি।

#### পঙ্গপাল

ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে যে সব পঙ্গপালের দৌরাস্থ্য মানুষ্ট্রক করিয়া থাকে ভাষা মর ভূমিজাত পঙ্গপাল—নাম বিস্ট্রেরী সাকা বিগেগহিয়া (Schistocerca Gregaria)। ১৯১২, ১৯৩, ১৯২৬, ১৯৩, ৬ ১৯৩৫ গৃষ্টাব্দে এই পঙ্গপাল মারাস্ত্রক অভিযান চালাইয়া ভারতের শক্তকের সমূহের বিব্যুক্ত করিয়াছে।

পঙ্গপালের জীবন ছাইটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম জীবন্ধ ইচারা বাবিকীন এবাকী নিজিয় ভাবে অবস্থান করে। বংসক্রমণ পর বংসর এইরূপে অভিক্রান্ত হয়। পরে বাবিপাতের করে। মুকুদ্মিব তাপ ও আর্দ্র তা কোন এক বিশেষ সীমার উপনিও ইইলেই অনুকুল পরিবেশ পাইয়া ঐ পঙ্গপালের অপ্তিভক্ত হয়। বহু কারা পরে জাগবণের উন্মাদনা তাহাকে চক্ষণ অস্থিত হইতে থাকে। এই সময়ে তাহার বর্ণ, আরুতি ও প্রকৃতির বিপুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত্র হয় এবং জাত বংশর্মি করিয়া পূর্কেকার একক পঙ্গপাল বিবার্ট আঁকের সৃষ্টি করে। এই আঁক তখন আর মুকুদ্মির মধ্যে সীমারত থাকিতে পারে না— আকাশ-পথে বিশাল মেঘমালার ভার ত্র্যার্থি আচ্ছাদন করিয়া উডিয়া চলে। করেক দিন পরে এই পঙ্গপালের দল যে দেশে আসিয়া বসে সে দেশের কল-মূল-শভানির বিনাশ অবশান্তারী। ইহাদের ভাবে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাবাভিনিও ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

গত ১৯৩০ খুষ্টাব্দে Imperial Council of Agricultural Research কর্ত্তক এক বিশেষ পঙ্গপাদ-'গবেষণা সমিতি' গঠিত হয় এবং পতঙ্গবিদ্ রামচক্র রাজ-এর পরিচালনায় করাচীতে ঐ সমিতির সদর কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়। অবশ্য ইহার গবেষণা-বেশ্ব সিদ্ধ, বেলুচিছান ও রাজপুতানার মৃদ্ধুমি পর্যন্ত বিশ্বত। পাঞ্চাবেশ্ব ক্ষিত্র সভি বিশ্ব কাল্যাল বিভাগ খোলা ইইরাছে।

ক্ষিত্র সভি বংসরে প্রস্পালের গ্রেবণার ৫৯০৯১০ টাকা ব্যবিত্র

ক্ষিত্র সভি বংসরে প্রস্পালের গ্রেবণার ৫৯০৯১০ টাকা ব্যবিত্র

ক্ষিত্র । একলে প্রস্পাল-গ্রেবণা সমিতির প্রচেটার অনেক তথ্য

ক্ষাত্র অঞ্চলে পর্সপাল মারিতে গিরা আর্সোনক প্রভৃতি উপ্র

ক্ষাত্র অঞ্চলে পর্সপাল মারিতে গিরা আর্সোনক প্রভৃতি উপ্র

ক্ষাত্র অঞ্চলে পর্যাক্ষার করা ঠিক নহে, কারণ, বে সকল পভঙ্গ বুক্

ক্ষাত্রক পুশিত হটতে সাহায়া করে তাহারাও পরশালের সহিত্

ক্ষাত্র হর। এতদাতীত এ দেশের দ্বিল ক্রক্গণের পক্ষে মূল্যান

ক্ষাত্র হর। এতদাতীত এ দেশের দ্বিল ক্রক্গণের পক্ষে মূল্যান

ক্ষাত্র হর। এতদাতীত এ দেশের দ্বিল ক্রক্গণের পক্ষে মূল্যান

ক্ষাত্র হর। এবার্যাক্ষন । বিদি মরুভ্নির আর্ম্রতা অথবা নির্জির

ক্ষাণালের পরিবেশ কোনরূপে সমভাবে বজার রাখিতে পারা বায়

ক্ষাহা হইলে এই মহামারী নিবারিত হইতে পারে।

#### তুলার পোকা

ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতি এই তুলা-পোকা নিয়ন্ত্রণের ভক্ত 'বৃদ্ধ 'অর্থ বার করিয়াছেন। এয়ারিয়াস ইনস্থলানা (Earies insulana) ও এয়াবিয়াস ফেবিয়া (Earias fabia) নামে ভুই बार्डीय ভোরাকাটা পোকা এবং প্ল্যাটিছ। গদিপাইলা । Platyedra gossypiella) নামে এক জাতীয় গোলাপী বর্ণের পোকায় তুলার दीव बाकास रहेटड मिथा यात्र । ১১०७ पृष्टीत्व ७५४१:हेन ভোৱাকাটা বীৰ-পোকাৰ (Spotted Bollworm) সম্বন্ধ দেশপাণ্ডে ও নক্ষাধনি যে তথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা शिवाद य, এই পোকার কোনৰপ নিজীব নিজিন্ত অবস্থা নাই। करन ৰদি কিছু কালেৰ ক্বল্য ক্ষেত্ৰ জুল:-চারা-মুক্ত হইতে পাৰে তাহা চইলে এই মহামারীর প্রদার ও উৎপাত বন্ধ হয়। কিন্তু জুলা-চারা ভূমি ज्यादन किया कारिया कितालि निकृति नारे-स भय स ना छेश প্রকেরারে শিকীড-সমেত উৎপাটিত হইতেতে সে পর্য স্ত ভোরাকাটা ব্রী**জ**পোকার বংশরুদ্ধি কোন মতেই রোধ করা বাইবে না। ওজরাটে ভাই একপ্রকার মৃলস্থেত চারা-ছোল বন্ধ উদ্ধাবিত হইয়াছে, এবং ইহার ব্যবহারে বেশ স্থফল পাওয়া গিয়াছে। কিছু পাঞ্চাবের তুলা-নারা দীর্ঘতর এবং দুচতর সন্ধিবদ্ধ হওয়ায় গুজুরাট-প্রচলিত উক্ত যুদ্রটি লখানে বিশেষ কাষ্যকরী হইতে পারে নাই।

যুক্ত প্রদেশ-লাত তুপার গোলাপী বান্ধ-পোকা এক প্রকার তাপ ারোগে (heat treatment) বিদ্রিত হইতে পারে। দেখানকার দুলা চাবে তাপ প্রযোগ তাই বাধ্যতামূলক। এই গোলাপী পোকার ক্রেপ্রদেশে কোন নিজির অধ্যার না খাকিলেও হায়ন্তাবাদের মাটাতে হা বৎসরের কোন না কোন সমরে নিশাল নিজীব ভাবে অবস্থান দরে।

পালাব-লাত তুলার ভরাবহ শত্রু হইল বিমিসিরা গানিপাইপারভা Bemisia gossypiperda) নামে এক প্রকার সাল মাছি। মে কে হইতে সেপ্টেম্বর অবধি এই মাছি অসম্ভব তংগরভার সহিত নৃত্র লাব আনিট্ট সাধন করিবা চলে এবং তাহার পর আলু শালগম, কণি স্কৃতিব চারার সিরা আলম লর। পরে মার্চ হইতে মে মালের মধ্যে ই সালা মাছি কুম্ম ও নবোলগত তুলা চাব। (ration cotton) ক্রেম্প করে এবং এই ভাবে নৃত্রন তুলা চাবে এই ক্ষতি বা ব্যাধি ক্লামিত হইবা পড়ে। ভাগিপ তৈলের এক মিলা প্রার্থ (rotio compound) পিচকারী সহবোগে প্রক্রিস্ত করিরা ইহার উপস্ত্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওরা বার। ইহাতে বংচও বেশী পড়ে না— মাত্র দেড় টাকার এক একর জমি সালা মাছি মুক্ত করা বাইতে পারে।

মান্ত্ৰাক্ত তুলা গাছের কাণ্ডে পেক্ষেরিস আ্যাফ ইনিস (Pempheres affinis) নামে এক প্রকার ঘ্ণ ধ'রতে দেখা বার। ভামিক অন্তঃ তিন মাস বদি তুলা-চারা শুক্ত রাধা হর তবেই ইহার উংগাত ক্ষিতে পারে।

মেক্সিকোভাত তুলায় এক প্রকার মারাক্সক ধবদের বীভ-গুণ দেখিতে পান্যা বায়। বদিও ঐ তুলা এদেশে আমদানী করা চর তথালৈ সেই ঘুণ এখানে সংক্রাংমত চইতে পারে না। কারণ বোদ্বাই বন্দরে—যাহা বুটিশ-ভারতে বিদেশী তুলা আমদানীর একমাত্র ২ন্দর সেখানে—বিশ্বে ভাবে তৈয়ারী এক প্রকার নৌবার সমস্ত তুলা HCN গ্যাস প্রয়োগে বিশুদ্ধীকৃত কবিয়া গুরা।

#### रेक्त हिलकाती की

ভারতীর শর্কগা-শিরের উন্নয়নের জক্ত ১৯৩১ প্রত্তীক চইতে কেন্দ্রীয় সরকার ও Imperial Counc.l Of Agricultural Research বিশেষ যতুবান চইয়াছেন। ডগা-ছিক্রকারী (Scirpophaga nivell), কান্ত-ছিক্রকারী (Argyria scictic raspis ও Diatroea venosata), শিক্ত-ছিক্রকারী (Pyrilla) কটিঙলি ইক্ন্-চাবের প্রভাত কহিসাধন করে। ১৯৩৭ প্রাক্তির-ভারতের দশটি কারখানা হইতে নম্না কইয়া বিশ্লেষণ করিয়া উত্তর-ভারতের দশটি কারখানা হইতে নম্না কইয়া বিশ্লেষণ করিয়া জাত্মানিক ১৭,৫০,০০০ টাকা। সম্প্রতি প্রামানিয়াম বর্জ্ব মহীশ্রে টাইকোগামা মাইছটাম (Trichegamma minutum) নামে এক প্রকার প্রতী বিশ্লের প্রথাস ভনেকথানি সাফ্ল্যামন্তিত হইয়াছে।

#### বিভিন্ন ফল-মূল-শস্তাদির কাট

Idiccorus clypealis নামে এক প্রকার ফড়িং আম নাই করিয়া থাকে। বোধাই প্রদেশে গ্রেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, যদি গন্ধক-চূর্ণ ধূলার জায় বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে ঐ কটি বিনাই হইতে পারে। মহীশূরে Hongey oil soap ভিচাইয়া আমগাছেব উক্ত শত্রুকে বনীভূত করা হয়য়া থাকে।

Ophideres নামে এক প্রকার পত্তর অভি অভুত ভাবে কমলা ও বাতাবি লেবুর ক্ষতিসাধন করে। ইগরা রাত্রকালে উড়িয়া আসিয়া অভি-পরিপন্ধ বা প্রায়-পরিপন্ধ ফলে ইগলেন করাই সদৃশ ও ড়িটি চুকাইয়া দিয়া খানিকটা রস শোষণ করিয়া লায়। পারদিন প্রাতে আক্রান্ত লেবুগুলিকে আরু গাছে ঝুলতে দেখা যার না—মাটাতে পড়িয়া খাকিতে দেখা যার। অর্থাং একেবারে লোকসান!

দক্ষিণ-ভারতে সাধারণতঃ ছুই প্রকার প্রক্র দেখা বায় বাহা ক্লম্লাদি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করে—(১) Icarya মামে এক শহপোকা (flouted scale) এবং (২) Nephantis serinopa নামে নারিকেলের তঁথাপোকা। প্রথমোক্ত পোকাটি সহবতঃ ১১২৭-২৮ খুঠাকে আইলিয়া হুইকে মীল্লিরি অকলে প্রবেশ ক্রিয়াই। Novins নামক লেভি-বার্ড পৌকার (lady-bird beetle)
সাহাব্যে একণে শবণোকার আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়া থাকে।
নারিকেলের তাঁয়াপোকা লাইয়া এখনও গবেবণা চলিতেছে।

চাউলের ফড়িং (Hieroglyphus banian Fabr.) ও দান্দিণাত্যের পক্ষহীন ফড়িং (Colemania sphenarioides Bol.) লইয়া মহীশূর কৃষিবিভাগের পরিচালক কোলম্যান সাহেব ব্যথ্ট গবেষণা করিয়াছেন। শহ্যচারার উপরে মুখ-খোলা থলি চণো দিয়া ঐ ফড়িং ধরিতে হয়।

যুক্ত প্রদেশে আপেল গাছের শিক্ড-কর্তনকারী পোকা ও লোমশ উকুন লইয়া পুণাম ষবাদি শতাবিনাশী খি প্,স্ লইয়া এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে ভরাবহ San Jose Scale লইয়া বীশ্মিত গবেষণা চলিতেছে। এ ছাড়া সঞ্চিত শতাকণা (stored grains) কেমন করিয়া বিবিধ পতক্ষেব আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায় ভাহারও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পতক্ষবিদ্গণ বিশেষ শ্রম-খালার করিতেছেন। উদ্ভিদের virus-ব্যাধি যে পতক্ষেবই কাবসাজি ভাহাও এক্ষণে জানা গিয়াছে।

খাসাম, দক্ষিণভারত ও সিংহলের কফি ও চা-বাগানে অনিষ্টকারী গত্তনাশের ভন্ত কেরোসিন তৈলের 'ইমালসন' ও গন্ধক-চুর্গ ব্যবহার করা ১ইলা থাকে। ইহাতে আংশিক সাফল্য পরিলক্ষিত হয়।

এতথাতীত 'Paris green,' 'Bordeaux mixture,' 'London purple' প্রভৃতি আরও ক্ষেক প্রকার প্তসনাশী উধ্যান বেশ চলন আছে।

ালিগঞ্জ সাকু সার রোডে অবস্থিত কলিকাত। বিজ্ঞান-কলেজদ্বিদ্ধি পতক্ষতত্ত্বের বিভাগটিও নানা বিষয় কইয়া গবেষণা
কিন্তেছেন। শক্তেয় অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের
ভ্রাঞ্চানে বহু ছাত্র রেশম-কীট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্ঞান
কার্থাছে। বর্ত্তমানে রায়চৌধুরী মহাশয় অধ্যাপনা পরিত্যাগ পূর্বক
বাগালা সরকারের রেশম-সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক পদে নিযুক্ত
মাছেন।

#### আরণ্য বৃক্ষের অনিষ্টকারী পভঙ্গ

১১°৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত দেরাত্নের রাজকীয় বন-গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Imperial Forest Research Institute) হইতে কি তথা প্রকাশ পাইয়াছে। Hoploceramby স spinicornis বিনার জন্ম তাই এক অভিনব কাঁদ পাতা হইয়া থাকে। বড় কণ্ডেকটি গাছ বেশ করিয়া চিরিয়া রাখা হয়। আক্রমণোজ্ঞত ভিডীগ্নান পত্তপ বুক্কের সেই চেরা-দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাহার গৈ চুকিয়া পড়ে। তথন তাহা বিনষ্ট করিতে বিশম্প হয় না।

দেওন, শিশু ও তুঁতগাছের (Mulberry) প্রনাশী পতককে

সল প্রকাবের প্রনাশী পতকের সাহারের উৎথাত করিবার চেষ্টা

কিংক্ছে ১৯৩৭ পৃষ্টাব্দ হইতে। অক্ষদেশে ও মাল্লাকের নীলালুরে

হন পরনাশী পতকের প্রনীবীর পারশাবিক আদান-প্রদান হইরাছে

বং পাঞ্জাবের তুঁত ও শিশু গাছের প্রনাশী পতকের প্রনীবীর

ক্রম উপারে বংশ বৃদ্ধি করিয়া প্রারোজনীয় ক্ষেত্রে প্রচুষ পরিমাণে

হিব সরবরাহ করা হুইতেছে।

মান্তাজ্যে বন-বিভাগ চন্দন গাছের ওটিকা-ব্যাধি (Spike disease) স্ট্রা গবেবণায় ব্যাপ্ত আছেন।

সাধারণত: অপরিণত লার্ভান্তরের পত্তর হারাই আবংশ বৃক্ষের আনিই সাধিত হয়। এই অপরিণত লার্ভাও পরিণত কীটের মধ্যে এমন বিষাট বৈষম্য বিজ্ঞমান বে, উভয়কে কোন এমেই এক-জাতীর বলিয়া মনে করিবার উপার নাই। ফলে প্রতি পদেই তৃল-ভাজি ঘটিবার সন্ধাবনা। এই অপুরিধা অতিক্রম করিতে হইলে বিভিন্ন পতালর প্রেণী-বিভাগ ও ক্রমিক রূপান্তর সন্ধন্ধ বিশেষ জ্ঞানার্জ্ঞানের প্রেন্থান। দেরাছনের পতালতত্ত্বিদ্ গার্ভনার (Gardner) সম্প্রতি এ-বিষয়ে ধানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ফোলিঅপ্টেরা সম্বন্ধে তাঁহার নানা পৃত্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

#### পশু-খাছাহানিকর পত্র

পশু-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে প্রজন্ত বিভাগের উন্নোধন সাম্প্রতিক বলা চলে। পশু-রোগ বিষয়ে প্রজার্মীলনের স্কল প্রচেষ্টাই এড দিন বিদ্যিপ্ত ভাবে গুধু ভারত স্বকারের চিকিৎসা ও ক্রবিজ্ঞাপ এবং প্রাণি-পরিদর্শন বিভাগ করিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যাপারে ক্রনেটির (Brunetti) নাম সর্বপ্রথম উল্লেখবোগ্য। 'Fauna of British India' বা 'বুটিশ ভারতের প্রাণিকুল' নামক পুস্তকে তিনি ১১১২, ১৯২০ ও ১৯২০ গুটাকে প্রজীবী ভিপ্টেরাবর্গের সম্বন্ধে বছ জ্ঞাভব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এডছাতীত 'Records of the Indian Museum'-এ ভাঁহার মৌলিক প্রবন্ধাবলী ভাঁহার বিস্তৃত গ্রেষণার আরক ছিসাবে শোভা পাইতেছে।

জনেটির পরেই প্রেটন ও জ্যাগের (Patton & Cragg) নাম উল্লেখযোগ্য । বলিতে গেলে যুগ্য গ্রন্থকার হিসাবে ১৯১৩ খুঠান্দে 'A Text-book of Medical Entomology' প্রণয়ন করিয়া ইহারাই Veterinary Entomologyর প্রথহন করিয়ান্দেন। ইহারা দেখাইয়াছেন Musca দ্বিভ ক্ষত হইতে সরাসরি ক্ষান্দ্রভ ক্ষতে জ্ঞাগ্যন করে, এবং এই ভাবে দ্যিত ক্ষতের প্রসার বুদ্ধি পায়। আ্যান্থোমিড মাছি যে লাভা ভরে ইন্ডোয়াফ্ক হইয়া থাকে ভাহাও পাটন প্রমাণ করিয়াছেন।

১১২৬ খুঠান্দে প্রভাগনিদ্ সিনিয়র হোয়াইট কর্তৃক প্রকাশিন্ত পুস্তিকা হইতে কিউলিসিডি, ট্যাবানিডিও সিমুলিডি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়! আসামের থাসিয়া পাহাড় ভিল ইহার গবেষণা-ক্ষেত্র।

ইহার পর এম, শরিফ (১৯২৪-২৮) ও আই, এম, পুরীর (১৯৩২-৫৫) অবদান প্রশংসনীয়। শরিফ এ টুলি-পোকা সম্বন্ধে এবং পুরী সিমুলিডি সম্বন্ধে গরেবণা করিয়াছেন। মুডে শরে এস. কে, সেন (১৯৩৫) এক অভিনব উপারে গৃহপালিত পশুদেহ হইতে এ টুলি পোকা তুলিয়া কেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি পারে চ্যাটারটন আবিষ্কৃত এক প্রকার আঁঠাল প্রলেপ মাথাইয়া লইয়! বলি ভাহা গশুদেহে বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ভাহা হইলে বেখানে বত এ টুলি পোকাই থাকুক না কেন সবই এ পারে উঠিয়া আসে।

মুক্তেশরের রাজকীয় প্তচিকিৎসা-গবেবণা প্রতিষ্ঠানে ও প্রাদেশিক প্তচিকিৎসা বিভাগগুলিতে বর্তমানে নানা মহামারীর প্রক্রকী বাহক বা বাহন (carrier) সমৃদ্ধে গবেবণা চলিতেতে। ইংাদেশ্ব মধ্যে আৰু প্ৰভৃতিৰ কাৰ্ন্য (Surra) বোগ ও গৌ-বসন্ত নড়ক (Rinder pest) লইয়া বিশেষ ভাবে চৰ্চ্চা হইভেছে। ক্ৰুস, প্যাটেল এবং কাহন সিং বলিয়াছেন, অখাদি প্ৰভতে কাৰ্য্য বোগ করেক জাতীর ট্যাবানিড মাছিব ঘারা সাক্রামিত করা বাইতে পারে; আর জাটিরার মতে গো-বসন্তের বাহক হইল ট্যাবানাস ওরিয়েন্টালিস (Tabanus Orientalis) নামে এক প্রকার মাছি। অবশ্র সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনার অবকাশ বহিয়াছে।

#### মনুষ্যের অনিষ্টকারী পত

্ মায়ুবের দৈনন্দিন জীবনে কত পতঙ্গ যে কত ভরাবহ রোগের আকর এবং কিরপ অবলীলাক্রমে যে পতঙ্গ-বাহন হইতে ব্যাধিবীজাণু ক্রন্থ নরদেহে সাক্রামিত হয়, তাহা ভাবিলে যুগপং ভরে ও
বিশ্বরে স্তস্তিত হইতে হয়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, টাইফাস
প্রভৃতি নানা সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু বিশেষ বিশেষ পভঙ্গদেহে
নিরাপদ আশ্রেরে স্থিমগ্ল থাকে এবং স্থযোগ ও অফুকুল পরিছিতি
পাইলেই তৎক্ষণাং মনুষ্যদেহে আস্তানা গাড়িয়া বসে ও ক্রন্ত ব শবৃদ্ধি
ক্ষবিতে থাকে!

ষাম্বের প্রতি প্তকের এই বৈরভাচরণের কাহিনী প্যাটন ও ক্রাণ কর্ত্তক ১৯১৩ খুটান্দে A Text-book of Medical Entomologyতে প্রকাশিত হইলে দেশে নানা প্রক্রনাধি নিবারণী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বর্তমানে কোশলীর 'Central Research Institute' কলিকাভার 'School of Tropical Medicine' এবং মান্তাক্রের 'King Institute of Preventive Medicine হুরস্কু পরজীবি প্রক্রের প্রভাব হুইতে মানুষকে রক্ষা ক্রিবার ক্রক্ত প্রভুত অর্থ-বায় করিভেছেন।

প্রথমে কুট্টোফার ও বেরো (Barrraud) কর্ত্ক ম্যালেরিয়াবাহক এনোফিলিস ও ফাইলেরিয়া-বাহক কিউলেক্স মশার বিচিত্র
ভবা উদ্বাটিত হয়। পরে ষ্টিক্ল্যাণ্ড ও পুরী এনোফিলিদের
লার্ভান্তর নিরূপণ ও অভিচিহ্নিত করেন। ইহার পর কি ধরণের
ক্লে—অর্থাৎ জলের রাসায়নিক উপাদান কোন্ প্রকারের হইলে—
প্রনাফিলিস বংশ-বৃদ্ধি করে তাহা সিনিয়র হোয়াইট, আয়েকার,

শ্রেষি ও মেটা কর্ত্ত নির্ণীত হয়। পরিশেবে ক্তেল মণ্ প্রতিবোধের উপার' নামে এক প্রয়োজনীর পৃস্থিকা প্রকাশ করে। সম্প্রতি D D T বা ডাইক্লোটো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরেখন নাম উবধটি মশককুল নিমূল করিতে অভিতীয় বলিয়া ভানা গিয়াছে।

Phlebotc mus নামে এক ছাতীয় মাছিকে কালাছরের নৃত্ বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

কিং, পণ্ডিত ও জাঁহাদের সহবেংগিগণের গবেষণায় কিউছে, মশা (Culex fatigans) ফাইজোরয়া, বোগের ত্রুত্ম বাহ্ বলিয়া জানা গিয়াছে।

গয়েলের (Goyle) সাম্প্রতিক ঘোষণায় এক প্রকার ই রুরে-মার্নি প্রেগ-রোগের বাহন বলিয়া অভিযুক্ত ইইয়াছে।

একটি নহে—কয়েক প্রকার পথল টাইম্বাস রোগের বাহ্ হইতে পারে। ক্র্যাগ উকুনকে টাইম্বাসের বাহন বলিয়া নির্ছেকরন এবং ইহার প্রমাণ দিতে গিয়া তিনি নিজেই এ উবুন সংক্রামিত টাইম্বাসে আক্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুণে পণ্ডিত হন। ছবি সম্প্রতি কভেল ও মেটা Xenopsylla cheopis নামক ইয়াহে মাছিকেও উক্ত রোগের বাহক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ছাবাহ মেগাউ (Magaw) বলিয়াছেন, সিমলা শৈলের এক প্রকার এটুলি পোকা (tick) হইতেও টাইম্বাস সংক্রামিত হইতে পারে।

ভারতবর্ধের পতক্ষনিত মহামারী-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গাংলো যদিও এই অল্প সমল্লের মধ্যে বেশ খানিকটা অগ্রসর হটয়াছে, তথাপি দেশের দরিত্র-কৃষক-সাধারণকে আধুনিক উল্লভ্ডর প্রভি অবল্লন করিবার মত শিক্ষা দেওরা হয় নাই, অথবা নিরক্ষর জনসাধারণকে সাধারণ স্বাস্থানীতি সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া ভোলা হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বে যে তিমিরে ছিল আন্ধও প্রায় সেই তিমিরেই রহয়া গিয়াছে। সরকার বা মৃষ্টিমেয় জন-কয়ের শিল্পতি লাভের অশাহ প্রণাদিত হইরা পশুপালন বা কৃষিক্ষেত্রে হয়ত কয়ের জন অভিন্ত লোক নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে শ্রমভীবা জন-সাধারণের কতাটুকু স্কসার হইবে ? দেশের শাসন প্রথিকেন কোন দায়িইশীল দ্রদর্শী ও হাদয়বান্ সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবেই এই ধরণের লোকশিক্ষার আশা করা ষাইতে পারে।

### পাহাড়ে সক্ক্যা

শুদ্ধসন্ত বস্থ

পাহাড়ের কোলে দেখেছো কখনো সন্ধা নামে ?
দ্র ডেরা থেকে ইডস্ততঃ ছড়ানো যে স্ব
বুনো ঝোপঝাড় ঘাসের মতন হরেছে মনে,
বৃষ্টির ছোপ শিশিরের মত বিদারী রোদে
চিক্মিক করে ধাঁধিয়েছে না কি কখনো চোধ ?

দেখেছো কথনো পাহাড়শীর্ষে সন্ধ্যা নামা— রোদের স্পর্ন থসে যায় ক্রমে কি অভিমানে, যোঁষাটে জটলা মতলব নিয়ে হন্দ্ জোড়ে— অজানা পাখীরা দল বেঁধে সব কথনো বা পাহাড় ডিঙিয়ে সরে যায় কোনু তেপান্তরে ; স্থীৰ পাহাড় সারং-প্রভার মৌনী হ্রা ? দেখেছো কথনো নিৰ্জন বনে পাছাড়-চূড়ায় এসেছে সন্ধা মৃত্ ও মন্দ পদক্ষেপ, পেতেছে আসন এখানে সেখানে, বনের ধারে-পাছাড়ের বনে, কিংবা পাছাড়ে বাছারে ভাবে ধিনের গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে সন্মোহনে ? বেখেছো সন্ধা ? এয়ন সন্ধা—পাছাড়-চূড়ায় !

## কলিকাতার ইতিহাস

শ্রীনিখিলচন্দ্র রায়

কিকাতা নগরীর প্রাচীন ও পুরাকালীন অভিছের যথেষ্ট

ক্রিডিহাসিক নিদর্শন না থাকিলেও ইহার উৎপত্তিকাল যে

বেশ দুর অতীতের বিষয় তাহার যথেষ্ট প্রামণ পাওয়া যায়।

ক্রিডিহাসিক-শুক্ত এবং পৌরাণিক গল্প ও গাথার বিষয়েরপেও
পৃথিবীর বৃহৎ নগর সকলের মধ্যে কলিকাতার স্থান বেশ উচ্চে।

ইচার উৎপত্তির অমুসন্ধান করিলে পৌরাণিক দক্ষয়জ্ঞ ব্যাপাবের <sub>সহিতে</sub> ইচা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওৱা যাব, কারণ পুতাণে উল্লিখিত আছে যে, সভীদেহের এক অংশ কালীঘাটে পতিত ইইয়াছিল। এরপ কিংবদন্তীও আছে যে, গৌড়ের রাজা বল্লাল সেন কোন আন্দ্রণ-প্রিবারকে "উত্তরে দক্ষিশেষর হইতে দক্ষিণে বাছলা ( বেহালা ) প্রয়ন্ত বিভত" এক ভথও ব্ৰক্ষোভ্ৰ দান ক্ৰিয়াছিলেন। ইয়া হয়ত নিমু অন্তচ্চেদে বৰ্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতিমাত্র, কিন্তু কালীখাটের বিষয়ে প্রামাণ্য উল্জি ১৪১৫ খুষ্টাব্দে বিপ্রদাস রচিত মনসা নামক ালে। কবিতায় প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে অহুমান ১৫৭৭ হইতে ১৫**১২ খুৱান্দের মধ্যে বচিত** বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি ্রুশ্রামের চ্ণীকাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ আছে এবং ভাহারও কিঞ্ছিৎ পূর্বে গুচিত ক্ষেমানন্দের চণ্ডীকাব্য নামক আর একটি বাঙ্গালা কাব্যেও ইয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে। অতুমান ১৭৪২ খুটান্দে লিখিত খুসিৰ গঞ্জাভক্তি-তর্ম্বিণী নামক কাব্যে বর্ণিত আছে যে, "কালীঘাট াক আশ্চর্যাময় স্থান, এখানে প্রাহ্মণগুণ দেবীপুজার সময়ে উচ্চকণ্ঠে গ্রাত্রণাঠ করেন এবং ভৎসহিত অতিশয় ঘটা এবং বলিদান সহ গমক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই কালীঘাট কলিকাভারই একটি জংশ বং ইহার ঐতিহাসিক অন্তিত্বের সহিত কশিকাতার অন্তিত্বও ভড়িত। এই সকল বর্ণনাকে ঠিক ঐতিহাসিক স্থান এবং তহুপ্যোগী ক্র না দিলেও, ইতিহাস খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, াগল স্মাট্ আকবরের প্রধান মন্ত্রী অ'বুল ফ্ছল কর্ড্ক ১৫১৫ গ্ৰাদে লিখিত আইন-ই-আকবন্ধী নামক ঐতিহাসিক গ্ৰন্থে কলিকাতার ধন উল্লেখ আছে। ইহাতে লিপিবৰ আছে যে, সাত্ৰ্যাও কাব বা সপ্তগ্রাম প্রদেশ (সরকার অর্থে প্রদেশ ) রাজকোযাগারে ফ্রিক ২৩৪৯৫১ টাকা করদান করিত এবং ইহার মধ্যে "কালকাটা <sup>র'</sup> বা কলিকা**তা অন্তভূ**ক্তি ছিল। উপরি-উক্ত পুস্তকে আরও বিত আছে যে, মানসিংহ যখন সমাট কাহাসীর কর্তৃক বঙ্গদেশে জা<sup>হ-দম্</sup>নের জক্ত প্রেরিভ হইয়াছিলেন তথন তিনি ভবানশ যুনগো ও লক্ষ্মীকান্তের নিকট তাঁহার কার্ব্যে যথেষ্ট সাহায্য <sup>ইয়াহিলেন</sup> এবং পুরস্কারস্বরূপ সমাটের নিকট হইতে ইহাদিগকে াঁর দান করাইয়াছিলেন। টুগারা উভতেই আক্ষণবংশীয় এবং দের মধ্যে লক্ষ্মীকাক্ষের বংশধরগণ একলে সাবর্ণ চৌধুবী নামে <sup>ত।</sup> ইহারাই কলিকাতা ও ভাহার সলায় সম্পত্তির প্রথম ামী ১ইয়াছিলেন এবং পরে ইংরেজেরা তাঁহাদের নিকট হইতেই किनिया महेबाहिएमन।

প্ৰোলিখিত সাতগাঁও বা সপ্তপ্ৰাম আধুনিক ছগদী সহব।

ইংগ সৰ্বতী নদীৱ একটি প্ৰধান পোতাল্ডৱ ছিল। এই নদী

ব্ধীৰ কিছু পশ্চিম দিকু বিহা প্ৰাহিত হুইত এবং বৰ্ডমান

গার্ডেনবীচের নিষ্ট উহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। একণে ইছা পলিমাটিতে ক্রমশঃ বুজিয়া গিয়া জমির সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিদিয়া গিয়াছে। এই পোভাল্লায়ে সেই সময়ে পোর্ছ, গুল বণিকগণের ছোট জাহাক আসিয়া থাকিত। তখন চটুগ্রামে পোর্ছ গ্রহণিগের পোটোগ্রাপ্তে (Periogrande) নামক স্থাইং পোডাইয় স্থাপিত ছিল। তাহাদের বড় বড় সমুদ্রগামী জাহালতলৈ বাণিচ্যু ব্যপদেশে এবেবারে সাতগাঁও পর্যন্ত যাইতে পাহিত না বলিয়া গার্ডেনরীচের নিকট নোত্র করিয়া অবস্থান করিত। ছোট ছোট দেশীয় নৌকা নদী বাহিয়া দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া রেশম, মস্লিন এক অফাক্ত রস্থানির পূণ্য আনমুন করিত। তথন অধিকাংশ বণিকেয়াই নদী-তীবে সাত্রগাভয়ের দিকে বস্তি ভাপন করিয়াছিলেন। বিস্ত ভস্তবায়-ভেণীর বিখ্যাত বসাকবংশীয় চারি ঘর বণিক এবং ধনের আদান-প্রদান ব্যবসায়ী (banker) শেঠবংশীয় এক ঘর বণিক পোর্ভ, গীজদিগের সহিত বাণিক্ষাের স্থবিধা করিবার নিমিত্ত সাতগাঁও হটতে নদী বাহিয়া স্মোতের মুখে আরও নিমু দিকে আসিয়া বৃদ্ধতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আধুনিক ফোর্ট উই**লিয়মের** নিকট ভাঁহাদের বংশদেবতা গোবিশ্বভিত্তর নামামুসারে গোবিশ্বপুর ন'মে এক গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গ্রামের কিছু উভরে নদীর একটি থাঁডি (creek)ছিল। তথন এ থাঁডি এখনকার হেস্টিং দ্বীটের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং উ**হার শ্বতি একণে** ক্রীক রো নামক রাস্তায় রক্ষিত ইইয়াছে। এ থাছির অপর পারে ভাঁচারা স্ভায়টি ( অধাৎ স্ভার ৩টি ) নামে একটি স্ভার বানারও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে ওাঁচাদিগকে অনেক জলন প্ৰিষ্কাৰ কৰিয়া ভস্তবাহদিগকে আনিয়া তথায় স্থাপন কৰিছে হুইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা ঐ ছানে প্তার গাঁটের এক **উর্লাভশীল** ব্যবসায় পশুন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যবসায় পরবন্ধী কালে ইংবেজ বণিক্সজ্বকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে বাণিজ্য-ব্যাপারে পে।র্ড্,গীজদের আধিপত্য কুর হইবার পর ডাচেবা ভাহাদের স্থান অধিকার করিলেও মুনাটু সাহজাহানের সময়ে ইংরেজেরা বঙ্গদেশের শাসনকর্তা বাজপুত্র ক্রজার নিকট হইতে এক সনদ দ্বারা বৎসরে ৩০০০ টাকা করদানে এই দেশে ব্যবসা করিবার অধিকার পাইলেন এবং ভাঁহারা পুডামুটিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন কবিয়া বলিবাভার শেঠ ও বদাকদিগের সহিত স্তা ও রেশ্যের কারবার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু পরে ইংরেজ বলিকেরা এই দেশে ক্রতগতিতে শিল্পশালা থুলিয়া নিভেদের বাণিভার উন্নতি করিতে লাগিলেন দেখিয়া মোগল রাভকম্চারিগণ তাহা সনভবে লক্ষা করিতে পারিলেন না এবং ইংরেজদিগের সহিত ভাহাদের প্রায়ট রগড়। হইতে লাগিল। ১৬৮৬ গুটাব্দে হুগলীর ফৌলদার জাঁচার বিনা অনুমতিতে কতকওলি কার্যা করার জন্ম ইংরেজদিগের শান্তিবিধান করিলেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার অভ ইংরেজ ব্ৰিক্স্ভেব্ৰ (English Company) প্ৰধান কাৰ্য্যাধাক জৰ চার্ণক ছগলী নগর লুঠ করিলেন। তথন বাঙ্গালার নবাব সায়েন্তা থাঁ উভার ফিক্তে সৈক্ত প্রেরণ করিংল ই রেজেরা পশ্চাদপসরণ কবিয়া স্তাহুটিতে আসিয়া নবাবের নুণের গোলা এবং টানা ও গার্ডেনরীচ নামক ফুর্গছর ধ্বংস কবিয়া হিচলী অধিকার করিলেন। **এই ছানে নবাবের সৈত্তদল ইংরেজদের অবরোধ করি**য়া ফেলিল। ইহাতে ভাহাদের তুর্গভির সীমা রহিল না ৷ অবশেবে জব চার্পক নবাবের সহিত্ব এই সর্বে সন্ধি করিলেন বে, ভবিষ্যতে ভিমি

নবাবের আদেশ লইয়া কাব্য করিবেন এবং তাঁহার কোন ক্ষতি করিবেন না। এই সদ্ধি করিয়া তিনি ১৬৮৭ পৃষ্টাব্দে পুনরায় পুতামুটিতে ফিবিয়া আমিলেন। কিন্তু ইংলপ্তের কোট অফ खिरबडेर्म এই चोनाय कर ठार्नकरक क्खेशन इटेरक कश्कन शान নামাইয়া দিয়া বঙ্গদেশের সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশ মাল্রাজে সরাইয়া লইলেন। অবশেষে ১৬১০ থ্টাবে বাদালার পরবর্তী नवाव देखाहिम शांत्र काश्वादन है:दिरक्तता भूनतात्र कव ठार्नकरक কও পদে লইয়া এই প্রদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা স্থতামুটিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাসন্থান সমস্ত লওভও হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের অবর্তমানে দেশীয় লোকেরা সব লুঠ করিয়া শইয়া ৰাকী সৰ পুডাইয়া দিয়াছে। জব চাৰ্ণক মজুমদাৱদিগের কাছারি-বাড়ী এবং পোর্ভ,গীজদিগের ধর্মনির কিনিয়া সইয়া সেই স্থানে ইংরেজ কর্মচারীদিগের বাসস্থান ও ন্থিপত্রাদি রাখিবার ব্যবস্থা কবিলেন। জব চার্ণক এদেশীয় একটি দ্বীলোককে সতীদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জন্ম বিধৰ্মী হইয়া পিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে এক অপবাদ রটিয়াছিল। ভিনি ১৬১৩ খুষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

১৬১৬ খুটাব্দে একবার মেদিনীপুরের হিন্দু রাজা শোভা সিং মোগল শাসনকর্ত্বদিগের বিরুদ্ধে বিল্লোহ করিয়া ছগলী ও মুশিদাবাদ অধিকার করেন। তিনি ধধন স্তানটি আক্রমণের উত্যোগ করিতেছিলেন তথন বালালার নবাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজদিগকে আত্মরকার ব্যবস্থা করিতে অমুমতি দিলেন। ইহাতে কলিকাতার রেখানে এখন জেনাবেল পোট অফিস, কাটমস্ হাউস এবং ই, আই, রেলওরে হাউস অবস্থিত সেই স্থান ইংরেজেরা অতি ক্রুন্ড ছগাদি বারা স্থান্ন করিতে লাগিল। তথন ছগলী নদী বর্ত্তমান খ্রাও বোডের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার তীরেই রক্ষণের জন্ম সমস্ত নির্মাণ-কার্যা ক্ষেসাবিত হইল। এইরূপে ভবিবাৎ ফোট উইলিয়াম হুর্গের গোড়া-পদ্ধন হইল। শোভা সিংহের বিক্রোহ নিরক্ত হইবার পরেও কিছ এই প্রাথমিক ছর্গ রহিয়া গেল।

এতাবৎ কাল ইংরেজ বণিক্দল এ দেশের ভূমির উপর কোন স্বভাষিকার লাভ করিতে পারে নাই। কিছ ১৬১৮ খুটাকে যথন সুমাট আওরংক্ষেবের পৌত্র নবাব আজিমউসান বাঙ্গালার শাসন-কর্মা ছিলেন তথন তাঁহার লোভী পুত্র ঐ সালের ১লা আগঠ তারিখে ইংরেজদের কাছে ১৬০০০ টাকা উপঢৌকন লইয়া পিতার নিকট ছইতে ভাহাদিগকে এক সনদ পাওয়াইয়া দিলেন। ইহার বলে লক্ষ্মকান্ত মজুমদারের বংশধর ও সাবর্ণ চৌধুরীদিগের পূর্ববপুক্রর রামচন্দ্র রায়, মনোহর ও অক্সাক্ত কয়েক জনের নিকট হইতে বাৎসরিক ১৩০০০ টাকা থাজনায় ইংরাজরা গোবিশপুর, সুতামুটি ও কলিকাতা हैकाता महेन। ७९भएत ১१०० पृष्ठास्क हेरतिक छेभनिर्वालय क्षयम প্রেসিডেন্ট চাল স্ এইরার (Charles Eyre) ইংলণ্ডের তথনকার রাজা ভৃতীয় উইলিয়ামের নামে একটি হুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিলেন এবং তথন হইতে ছুই বৎসর পরে এই ফুর্সের উপর ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack) পতাকা সর্বপ্রথম উচ্চীন করা হইল। ১৭০৬ পুটাবে পুরাতন কাজনী বাড়ী ভালিয়া কেলিয়া ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদিগের অভ একটি বাড়ী নির্মাণ করা হইল। ইহাই বর্তমান वार्टिन विकास वर लाजानका। क्षेत्रच के प्राप्त रेश्वक উপনিবেশ ছাপিত হইল। এই উপনিবেশের মধ্যমণে ছিল পুনিবিলি সমেত "হুর্গের সমুধস্থ সবুজবর্ণের ময়দান" (the greund before the fert) হাহা একংশ লাল্টীবি বা ভালহোঁতি, ভারা নামে পরিচিত।

১৭০৭ খুষ্টাব্দে সম্রাট্ আন্তরংক্তেবের মৃত্যুর পর সাহ আলম হঞ্ সমাট হইছেন তথন ই রেজ বেশ্পিনী বাণিছোর বে স্বল সুবিধ এত দিন ভোগ করিছেছিলেন ভাষা ঠাঁহার নিবট ইইছে ন্তুন করিয়া মঞ্র করিয়া লইবার ভয় তাঁথাকে ৪৫০০০ টাবা দিল এক পরোয়ানা হইলেন। বিশ্ব একণে ধনশালী হওয়াতে লাভী রাজকর্মচারিগণের নিকট ঐ পরোহানার বলে ভাঁহাদের কোট অব্যাহতি ইইল না। বলদেশের শাসনকর্তা ইংরেজদিগকে সুনারী গোবিশপুর ও কলিকাভার প্রজান্তম ক্রম করিবার ভ্রিকার দিয়াছিলেন বটে, বিস্তু ঐ ছিল গ্রামের উপর ভাষাদিগের কোন মালিকানা বা ভূমিদারী স্বত্ব ছিল না। মোগল রাভক্রচারিগণ ইংরেজ কোম্পানীকে উদ্ধতন জাইগীরদারের করদায়ী অধান প্রজা হিসাবে দেখিতেন এবং এই কারণে রাজস্ব বা বাণিজ্যের ৩% এভৃতি আদায়ের ও অক্সাক্স ব্যাপারে তাহাদের মহিত বেশ সংঘষ্ট উপন্থিত হইত। তথন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা মুর্শিদাবাদে রাজধানী সরাইশা ইইয় গিয়াছিলেন। ভাঁচার নিকটেও ইংত্তে কোম্পানী অনেক আবেদন করিয়াকোন ফল পাইলেন না। এমন কি, জন রাফেল (John Russel) বিলি ইংল্ডের গ্রিড রক্ষক (Proud Protecter) অলিভার ক্রমধ্যেলের প্রপৌত্র এবং কলিকাভায় ইংরেজ উপ্নিয়েশ্য কর্ত্তা ছিলেন, তিনি ইংবেজদিগের নেতারপে দিলীর সংগ্রিক নিকট "ভাহাদের পুরোভাগে থাকিয়া ভমিতে শির ঘর্ষণ কবিতে কবিছে অলৌকিকভের আসমস্বরূপ বাজসিংহাসনের (throne which is the seat of miracles ) প্রতি দাসের যেরপ প্রগান সমান দেখান কর্ত্তবা সেইরূপ সম্মানপুৰ:সর্<sup>ত</sup> এক মুণ্য দরখান্ত (Eb)ect petition) কবিয়াও কোন ফল পাইলেন না।

অবশেষে ইংরেজ কোম্পানী স্থির করিলেন যে, সং: মুখুটা मभीर्भ बाहेबा आरवमन कविरवन। এই निमिख ১१:4 <sup>१८१(का</sup> প্রথম ভাগে তাঁহারা একদল দূতকে সম্রাটের নিকট হইতে আশ্বাকীর "ফারমান" বা ভুকুম আলায়ের চেষ্টা ক্রিবার ভুজু দি<sub>ন</sub> প্রের করিলেন। স্মাট্ ফাকুক শিয়ার (Furruk Shiar) এবং উপের সভ সদ্গণের জন্ত "৩০ হাজার পাউও বা ৪ লক ৫০ হাজার টালা ব্লার নানাবিধ আশ্চর্য্য কাচের বাসন, ঘড়ি, কিংথাপের কাপড় এল বহুম্লা পশম ও বেশমের নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট পরিচ্ছদ" কট্মা 🕫 ভ্লাই : ১৭১৫ সালে ঐ দল দিলী পৌছিলেন। তাঁহারা রাজসভাল অভিনয় সম্মান ও মধ্যাদার সহিত জভাথিত ইইয়াছিলেন ইংরেজ কোম্পানীর প্রাথিত ফারমানের জন্ম আবেদনপ্ত ৫২৭ কর ৰা তাঁহাদের সহিত কোন প্ৰকাৰ ৰাজকাৰ্য্যে লিপ্ত ২<sup>৬</sup>ছ<sup>২</sup>ৰ বিশ্বৰ ৰত দিন তাঁহার এক রাজপুত রাজক্সার সহিত আসন্ন বিবাচ স্<sup>লান</sup>্ নাহিয় ততদিন অসমতি প্রকাশ করিলেন। ইতিমান থাবা স্মাটু অত্যন্ত অসুত্ব হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে আরোল করিছে বাৰতিবগ, দিগের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওরাতে কেবল বিবাচ অনি কালের জন্ম হুগিত থাকিল ভাষা নৃত্তে, স্ফ্রাটের জীৱন<sup>6</sup> কলেরাখন হইরা উঠিজ। অর্থেনে এ গুতদলের মধ্যে উইলিরা<sup>ছ</sup>

#क्रिकेन नारम अक जाकात ममारवेत किकिश्मा कराव श्रहाव ক্রবার সমাট ভংকণাৎ ভাঁহার বারা চিকিৎসিত হইতে সম্মত ভট্টেল। এই ইংরেজ ভিবকের চিকিৎসা এত ফলবতী হইয়াছিল a. কয় সমাট শীঘ্ৰই খাত্মলাভ করিলেন এবং রাজকীয় বিবাহ श्वधास्त्रकात्म मन्त्रात्र हरेग । मसाहे जे जाकात्रक भूदक्षात्रस्त्रभ (य কেবল বছমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিলেন ভাহাই নহে, তাঁহাকে ঈপ্সিত ও দানবোগ্য অন্ত বে কোন পুরস্কার চাহিতে বলিলেন। স্থামিণ্টন তৎক্ষণাথ ইংরেজ দৌত্যের বিষয়ীভূত আবেদন পুরস্থারস্বরূপ প্রাথনা কবিলেন ও তাঁহাৰ প্রার্থনা মঞ্জব হইল। এইরপে প্রায় ছই বংসর দিল্লীতে অবস্থানের পর ১৭১৭ সালের জুন মাসে এ দুতদল তাঁহাদের অভিলবিত "ফারমান" প্রাপ্ত হইলেন। এই ফারমানে ই:রেজ-দিগকে প্তায়টি, গোবিশপুর ও কলিকাভার স্বভাধিকারী বলিয়া শীকার করিয়া লইয়া ভাহাদিগকে হুগলী নদীর উভয় তাঁরে কলিকাতা হইতে দক্ষিণে ১০ মাইলের মধ্যে আরও ৩৮টি গ্রাম ক্রয় করিবার অভ্যমতি দেওয়া ছিল এবং ইংরেজদিগকে বিনা ভাৰে বাণিজ্য করিবার অধিকার অর্পিত হইরাছিল।

এইব্রুপে নিজেদের উপনিবেশের এবং তাহার চতুদ্দিকস্থ প্রামসকলের স্বত্বাধিকারী সাব্যস্ত হইয়া ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতায় নিজেদের স্থান্ট ভাবে স্থাপিত করিলেন। এই কলিকাতা এত দিনে একটি বৃদ্ধিশু নগর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার আয়তন প্রায় ১৮৬১ একর (৫৬৪১ বিঘা) ও লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ-এদেশীয় ও ১০।১২ শত ইউবোপীয় হইয়াছিল। ইহা দৈখ্যে অভুমান ও মাইল এবং প্রান্তে ১ মাইল এবং ইহার সীমা নদী হইতে আভকালকার চিৎপুৰ রোড পর্যান্ত বিশ্বত ছিল ৷ এই বড় রাম্ভা দিয়া তথনকার দিনে কালীখাটের মন্দিরে ভীর্থবাত্তিগণ বাতায়াত করিত। যে তিনটি গ্রাম শইয়া ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হটয়াছিল তাহার মধ্যে স্তামুটি উত্তরে চিৎপুর হইতে জোড়াবাগান ঘাট পর্যাম্ভ এবং নিমতলা ঘাটের কিছু নিমু পর্যাম্ভ বিস্তৃত ছিল। সেখান হইতে ডিহি কলিকাতা আরম্ভ হইয়া বাবুঘাট পথ্যস্ত বিভাত ছিল। এখান হইতে গোবিলপুর আরম্ভ হইয়া আদি-গঙ্গার কাছে পিয়া শেষ হটয়াছিল। এট আদিগঙ্গা বহু পর্বের্ব ভাগারখীর অংশ ছিল এবং ইহার মধ্য দিয়া এ নদীর প্রোত প্রবাহিত হইত। পরে ইংরেকেরা মেটিয়াবৃক্ক হইতে বজবজ পৰ্যান্ত এক খাল কাটিয়া সংযোগ কবিয়া দেওয়ায় ভাহার মধ্য দিয়া প্রধান প্রোভ প্রবাহিত হট্যা আদিগঙ্গা শুকাইয়া যায়। এই আদিগঙ্গাকে পরে "মুরমানের মালা" বলিত এবং ইঞ্জিনিয়ার টলী সাহেব ইহাকে পুনৱান্ত কাটিয়া সংখার করাতে আক্রবাল ইহা "টলীর নালা" (Tolly's Nullah) নামে প্রিচিত হইয়াছে। ১৭৪২ সালে মাবহাটা লুঠনকারীদিপের নিকট হইতে আত্মরকা করিবার নিমিত্ত ইংরেজগণ বাংলার নবাব আলিবন্দি খাঁরের নিকট হুইতে অমুমতি লইয়া তাহাদের সম্পত্তির চতুর্দ্ধিকে এক গভীর থাল কাটাইতে লাগিলেন। <sup>উদ্দেশ্য</sup> মারহাটারা ইহা সহজে পার হইয়া আসিতে পারিবে না। धरे थान मात्रहाडा छिह (Marhatta Ditch) नात्म পরিচিত। প্রায় ভারি শত মাইল পরিমিত থাল কাটা হইবার পর বাংলার নবাবের সহিত মারহাটাদের এই সূর্তে এক সদি হইরা খেল যে, প্রতিষ্ঠার চৌথ কর দিলে উহারা আর

বাংলাদেশ আক্রমণ করিবে না। এই কারণে ঐ থাল জন্মপু রহিয়া গিয়াছে।

১৭৫৬ খুষ্টাব্দে আলিবর্দি থার মৃত্যুতে ভাঁহার দৌহিত্র সিরাক উদ্দোলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ কোম্পানীর স্হিত তাঁহার বিনা অনুমতিভে তুর্গের বৃদ্ধি-কার্যা লট্যা বিবাদ বাধিল। যুবক নবাব ইছাছে যোরতর আপত্তি করিলেন। এই আপতি ক্রমে শক্তরায় পরি**ণত্ত** হইল। এই সময়ে ঢাকার হিন্দু শাসনকর্তা রাজা রাজবৃহভের প্র রাজকর ফাঁকী দিবার জন্ম তাঁহার পিতার সমস্ত ধনসম্পত্তি লইকট্র কলিকাভার পলাইয়া গেলেন। ইংবেজেরা তাঁহাকে নবাবের হর্মে প্রভার্পণ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি ভাহাদিগের বিকর তংক্ষণাৎ যদ্ধ অভিযান করিলেন। নবাব প্রথমেই মর্শিলাবারে নিকটে কাশিমশক্তারে ইংনেজদিগের ফাারবী আক্রমণ করিয়া সেথানকা ইংরেছ বণিকদিগকে কারাক্তম করিলেন। ইহাদের মধ্যে ভরতে চেট্রংস ছিলেন। ইনি তথন কোম্পানীর এক ব্বক কেরাণী কার্য্য কলিতেন এবং পরে বাঙ্গালার গভর্ণব জেনারেল পদে উন্নী হট্যাছিলেন। ইহার পর নবাব ইংব্ছেদিগকে ধ্ব'স করিবার সংবল্প করিয়া ৫০ হাজার সৈলাও ভারি কামান ইত্যাদি লইয়া ১৫ জুন ১৭৫৬ খুট্টাকে ইংরেজদিগের হুর্গ-বহিঃস্থ সেনানিবাস চিক্র আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। বাগ্যাভাতের নিবটে একটি ক্স্তু ব नवीवत्क अथाम है: त्वाक्त होताहेश किल बवा नवीव क्षाप्त की গেলেন। ছুই দিন পরে নবাব ফৈলুদংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কিট আসিলেন এবং বর্ডম'ন ব্রীশ ইতিহান ষ্টাটব নিবট ভীষণ যায়েক ইংরেজদিগের তুর্গবহিঃস্থ সেনাদিগকে ইতাহত করিয়া ভিতরে তাত্রী मिल्का । एके कारण के राकाणिक क्षांच "इन्द्रांका शिक" দিয়াছিল এবং কালে বিব্ৰুত কবিয়া ইছাকে "বাণীমদী গলি" বজিছে এই যদ্ধের ফলে ভূর্যের ভিতর একপ আছ**ঞ্চের সৃষ্টি হইল**্য ইংরেজ উপুনিবেশের শাস্ত্রক্তা ত্ত্তক হাতের এবং কোলা উদ্ধান কর্মচারিগণ ভাডাভাডি নৌকায় চডিয়া একটি আ केंग्रेश श्रमाहेश शास्त्र । পুষ্ঠাতে থাবিল **ভন হসংযো** অধীনে ইং রজ সৈনিকদিগের এবটি ছোট দল এবং কভকল জীলে ও শিশু। হল্ডফেল অভি সাহস ও দঙ্ভার সহিত যুদ্ধ করিছ অবশেষে হতাশ ইইয়া ২ •শে মে তালিখে নবাবের নিকট আত্মন করিলেন। নবাব কোম্পানীর কোযাগারে গিয়া দেখিলেন d ভাহাতে ইংরেজেরা বিশেষ বিভূট রাখিয়া যায় নাই। ইহার অপ্রতিভ হুইয়াও নবাব হুল্ডফেলকে ইংরেজ বন্দীনিগার আর্থ অকলাণ করা হটবে না. এই আখাস দিয়া বাত্তে ঘমাইতে গেলেন বন্দিগণকে প্রথমে ছাডিয়া বাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিছ এইক্ল কথিত আছে বে, ভাহারা কিছু মতা সংগ্রহ ও ভাহা পান কৰিছা নবাবের বক্ষীদিগের সহিত মারামারি করিতে আরম্ভ কবায় বক্ষিণা উহাদিগকে ঐ তর্গের কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এই কারাগার**টি লখার** ১৮ ফট ও চতভায় ১৪ ফুট ১০ ইঞি ছিল। রাত্রি**কালে** অনেকগুলি বন্দী গ্রীত্মের প্রকোপে ও তৃষ্ণায় শাস্বন্ধ ইইয়া মরিক্ষা গেল। ভাহারা সংখ্যায় কতগুলি ছিল ভাহার ঐতিহাসিক কোন বিষরণ পাওয়া যায় না। ইহাই ইংরেজের ইতিহাসে অঙ্কুপ 💐 ( Black Hole Tragedy ) নামে ক্থিত।

সিধীকউদোলা কলিকাভার এতন নাম আলিনগর বিরাহিলেন। ক্রিপ্রভন ও লুগ্রনের সংবাদ বখন মাল্রাকে পৌছিল ভখন ববাট ও ওদ্বাটসনেম অধীনে কোম্পানীর এক দল সৈক্ত উহা পুনর্ধিকার ক্রত যাত্রা করিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর ক্লাইভের ক্লোকপ্তার অবতরণ করিয়া বজ্বজের কেলা দখল করিল। ক্ষমাল ওয়াটুগন হগলী নদী বাহিয়া কলিকাভার আগমন করিলে ক্রবর সৈক্ত বাধ্য হইয়া ছুর্গত্যাগ করিয়া চলিয়া গোল এবং ১৭৫৭ ক্ষের ২বা জামুরারী ইংরেজের প্তাকা পুনরার ফোর্ট উইলিয়মের 🚉 উড়িল। ১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নবাবের সহিত তাহাদের একটি 👼 হঁইল, ইহাতে তাহার৷ পূর্বের অবস্থা এবং কিছু অধিক স্মবিধা ক্লিলন। এই সময়ে অর্থাৎ ইংবেজ কর্ত্তক কলিকাতা পুনরধিকার করার इंस्टिप्ड मुनिमाराप्त नवायरक छत्छ्म कविवाब स्टब्स अक वहरासकावी ক্লীৰ উদ্ভব হইয়াছিল। ইহারা নবাবকে সিংহাসনচ্যত করিয়া ইবলদিগের, সাহায্যে তাঁহার উজির ও সেনাপতি মীরজাফরকে ক্রামনে বসাইবে এই সংকল্প করিতেছিল। ক্লাইভ এই বড়যন্ত্রে বোগ ন্ত্রী মীরজাক্ষরের সহিত এক ওপ্ত সন্ধি করিলেন বে, তাঁহার প্রভুকে ক্লি করিলে ভাহাকে মূর্লিদাবাদের মসনদ দিবেন। এই বড়যন্ত্রের 🗦 🗯 সহযোগী ছিল উমিটাদ নামে কলিকাতার এক শিথসাতীর 👬 । সে স্থবিধা বুঝিয়া বড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিবে এই ভর ৰাইয়া ঐ সন্ধিপত্ৰে ভাহার সহযোগিতার মূল্যস্বৰূপ ভাহাকে 🅯 লক্ষ টাকা দেওৱা হইবে, এই অতিবিক্ত সৰ্ভ লিখাইৱা লইবার 🗦 জেন কবিল। বড়বজের ইংবেজপক্ষীয়েরা ইহাতে মুদ্ধিলে ক্লেন, কিন্তু ক্লাইভ খেত ও লাল বর্ণের গুইটি কাগজে একটি 🕶 সন্ধিপত্র করিয়া এবং শেষেরটিতে এ সর্ভ রাখিয়া দিয়া মন্ধিল श्रीन করিলেন। নকল সন্ধিপত্তে এডমিবাল ওয়াট্সন নাম সহি ক্রিতে রাজীনা হওয়ায় তাঁহার নাম জাল করিয়া লেখা হইয়াছিল। ক্রীবে ইংরেজ সৈক্ত মূলিদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর চইলে ইউদের সহিত মুর্শিদাবাদের নিকটে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বখন নবাব-🕮র সংঘর্ষ হইল তথন মীরজাফর নিজের অংশ পুর্বনির্দেশমত লাদন করিলেন। আসল যুদ্ধ কিছুই হইল না-সামাত কিছ শান দাগা হইল-বড়বছ ও বিশাস্থাতকতা বাকী সমস্ত কাৰ্যা নীলা বিবাজকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাটবার পরামর্ণ কেওয়া 🖻 এবং সিরাজ সেইরপ করিলে সকল সৈত্তই ছত্রভল হইয়া 🚵 । এইরপে যুদ্ধ জয় হইলে, লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর নামমাত্র াট শাহ আলমকে কিছু নজৰ দিয়া কোম্পানীৰ বন্দদেশেৰ উপৰ জ্ঞানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লইয়া আসিলেন। ইহাতে ব্লাকরকে নবাব করা হইলেও তাঁহার হল্তে নিজামত বা শাসনভার ভীত কিছুই বহিল না। কাৰ্য্যতঃ ইংরেজেরা বন্ধদেশের প্রভ ৱা বসিলেন।

প্রকাশ কলিকাতার বৃদ্ধি শ্রোতের ভার চলিতে লাগিল, আর
ভূতেই বাবা পাইতে পারিল না। মীরজাকর বে ইংরেজনিগকে
ক্রিজারী বৃদ্ধ দিলেন কেবল তাহাই নহে, উপরক্ত অপরাপর
ক্রারনিগকে আহ্বান করিয়া কোল্পানী তাহাদিগের ভাল-বন্দ
ব্যবস্থা করেন তাহা মাখা পাতিয়া লইতে বলিলেন। তিনি
লগানীকে এবং কলিকাতার ক্রানারীদিসকে প্রচুর অর্থ নাম
ক্রানা। এই অর্থন কিছু অংশ ব্রচ করিয়া একটি টাক্শাল

এবং করেকটি রাজকীর জটালিকা প্রস্তুত করা হইল এবং গোবিক্দপুরে একটি নৃতন হুর্গ নিশ্বিত হইল। হই শত বংসর পূর্বের শেঠ ও বসাকদিগের ছারা প্রতিষ্ঠিত এই গোবিক্দপুর নগর, বাহাকে ইংরেজেরা নেটিভ উপনিবেশ বা কালা আদ্দির নগর বলিত. ভাহা হইতে একণে অধিবাসিগণকে সরান হইল। ইচাদের মধ্যে বিখ্যাত ঘোষাল বংশীয়েরা থিদিরপুরে ভূকৈলাসে উঠিয়া গেলেন। ১৭৫৭ খুষ্টাব্দ হইতে ১৭৮০ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত এই "পলাশীর শোষণ" (Plassey drain) সর্বস্যতে ও কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অথাৎ ৫৭ কোটি টাকা হইরাছিল এবং ইহাতে কলিকাভার সমৃদ্ধি ফ্রন্ড বাড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার পর বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট ১৭৭৩ খুটান্দের বেওলেটিং জ্যাক্ট (Regulating Act) দারা ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার (Charter) বা অধিকার নৃতন করিয়া মঞ্জুব করিবার সময়ে কলিকাতাকে বুটিশ-ভারতের রাজধানী এবং ওয়ারেন হেটিংস্কে ভারতে বৃটিশ অধিকারভুক্ত সকল ছানের সর্কময় কর্ডা করিয়া বঙ্গালের "ফোট উইলিয়াম প্রেসিডেলির" গণ্ণর জেনারেল পদে প্রভিত্তিত করিল। এই কলিকাতা ১৯১২ খুটান্দ পর্যান্ত বৃটিশাভারতের সর্কপ্রধান নগর ও রাজধানী ছিল, কিন্তু ঐ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতাকে ইহার ঐ গ্রিতে স্থান ইইতে চুতে করিয়া ভারতের চিরস্কন রাজধানী ও মোগলের গঠিত দিল্লী নগরীকে সেই স্থানে উন্নীত করেন।

সে বাহা হউক, হেষ্টিংসৃ ইংরেজদের কর্তৃপদে বসিয়া কলিবাতার অনেক উন্নতিসাধন করেন। তিনি বর্তমান হাইকোটের অন্ধ্রুম্বরপ তথ্রীম কোট স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই নগরে কতবগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও প্রবর্তিত কবিয়া গিয়াছেন। তাঁচার সময়ে তথ্রীম কোটের বিচারক ও বিখ্যাত প্রাচাহিত্যাবিং সার উইলিয়াম জোল্পর সভাপতিতে অপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল গঠিত ইইনাছিল এবং শিবপুরের রয়াল বোটানিক গার্ডেনও পালা ইইনাছিল। তাঁহার সময় হইতে বলিকাতা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কেন্দ্র হইরা উঠিল, কারণ, তথন হইতেই রাজত্বের পর রাজত এবং দেশের পর দেশ ক্রমণঃ বুটিশের অধীনে আসিতে লাগিল। প্রায় দেড় শতান্ধী পর্যান্ত কলিকাতা সেই উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং পরে ইংরেজ ভারতের একাধিপত্য পাইলে ইহা কিছু কাল আগে পর্যান্তও ব্যাবর তাহাদের রাজধানী ছিল। নগর স্থাপন হিসাবেও ইংরেজের এই উন্নতির সহিত কলিকাতা ক্রমান্তির স্থাপন প্রসাহত কলিকাতা

জব চাপকের সমরে ঘোষণা ঘারা এদেশীরগণকে প্তারুটিতে
ইচ্ছামত গৃহনির্মাণ করিতে আহ্বান করা হইরাছিল। তথন
এখানে কোথাও নিম্ন জলাভূমি, কোথায়ও জঙ্গল ও ঝোপা সমাজ দ্র
ছান, কোথার বা টুকরা টুকরা উচ্চ ভূমি এবং মধ্যে মধ্যে কুত্র
কুত্র প্রাম ছিল। যথন ক্রমশং অনেক লোক এ স্থানে বসতি করিল
তথন থাজনা আদার করিবার জন্ত এক কর্মচারী নিম্কু করা
হইল। ইনি জামিদার নামে পরিচিত ছিলেন এবং সাধারণে
শান্তি, স্ববিধাও খাছোর দিকে দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য ছিলেন। ইনি
প্রাতন বা জনাবশ্যক বুক্ল, ঝোপা ইত্যাদি কাট্টেরা ফেলিতেন
একং নগবের প্রধানিত্নি (নর্ধানা) পরিভার ক্রাইতেন। ১৭২৭

बहोत्स अक जुडन (भवत्वद कार्ष (Mayor's Court ) रहे कवा हरेग। देशांख अक सन सम्बद्ध नय सन प्रस्तान আংক্লিড ছিলেন এবং কোট-গৃহ (Court House) যেথানে একণে দেউ, এগুরুজ গিজা আছে দেই স্থানে নির্মিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত যে রাজ্ঞার শেব প্রাংস্ক উহা অবস্থিত ছিল জারা এখনও ওক্ত কোট হাউদ ষ্টাট নামে পরিচিত আছে। এই কোর্টে কিন্তু পৌরসম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কণ্ঠবা সুস্পাদন করিতে হইত না এবং নগরে পুর্বোলিখিত "জমিদার" বা কলিকাতার কলেক্টর ফেটুকু স্বাস্থ্যোক্তির বিধান করিছেন ভাহার অধিক কিছুই ইইত না। ১৭৬৬ খুষ্টাব্দে সৰ্বপ্ৰেখম এক জন রাস্ভার আমিন (Surveyor of Roads ) নিযুক্ত হইয়াছিল, কিছু ছাহা চইলেও অনেক বংসর প্রাপ্ত কলিকাতা নগরী অনিয়মিত ভাবে বাড়িতে লাগিল এবং পরিদর্শক উহলিয়াম ম্যাকিন্টলের (William Mackintosh) ভাষায় "ইহার বিক্ষিপ্ত ও বিশুশ্ল গৃহ, কুটার ও চালাঘর সকল এবং বড় রাস্তা, গলিপথ, আঁকারাকা কুদু গলি, নদামা ও তৎসংলগ্ন আঁস্তাকুড ও পুছবিণী এরপ অসমঞ্জস ভাবে সলিবিষ্ট এবং মহলা ও আবক্ষনার সহিত কড়িত ছিল বে, ইহাতে মানুবেৰ সন্বিচার, কুচি, সৌন্ধ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞান অভিত্রিক ভাবে ভঙ্গ হইয়াছিল।"

১৭১৪ খুষ্টাব্দে সার ভন শোরের (Sir John Shore) শাসন-কালে প্রায় ৭০ বংসর কালস্থারী ঐ জমিদারের পদ তুলিয়া দিয়া এই নগরেব পৌর-শাসনের জন্ত কয়েক জন জাষ্ট্রিস অফ্ দি পীস নিযুক্ত করা হয় এবং ১৭১১ খুষ্টাব্দে প্রথম নিয়মিত ভাবে মিউনিসিপাল কর ধার্যা ও আদার করা হয়। এই জাষ্টিস্গণ যথাযথভাবে রাক্তা সকল মেরামত ও বাঁধান এবং ময়লা পরিহার ইজাদি কার্যা প্রকৃত উল্লেখ্য সহিত করাইতে লাগিলেন। ইহা বাঠাত কয়েক জন গভৰ্ব জেনাবেল কণ্ডক নিমুলিখিত কয়েকটি সভ্য গঠিত হওয়ার ইহারা কলিকাভার অনেক উন্নতি বিধান কবেন। ১৮০৩ খৃষ্টাকে গভর্ণর ক্ষেনারেল লর্ড ওয়েলেণ্লী জন নাগরিককে লইয়া কলিকাভার প্রধান প্রধান ৩• ক্মিটি (Town একটি নগরোগ্রতি বিধায়ক স্থ্য বা Improvement Committee) গঠিত করিলেন। ইহার। নগরের যথেষ্ঠ উন্নতি সম্পাদন ও কভকগুলি নৃতন রাস্তা নির্মাণ, বেলিয়াঘাটা খাল কাটান ও টা উনহল গৃহ নিশাণ প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার পরে লটারি কমিটি (Lottery Committee) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারা লটারি বা ভৃত্তির দারা টাকা ভূলিয়া কলিকাভার উন্নতি সাধন করিতেন এবং কলিকাতার ময়দানে ভছ্তখেণীবিশিষ্ট দেওয়াল (balustiade) নিমাণ, বহু পুছবিণী খনন, কতকগুলি সুশ্ব বেড়াইবার উভান (Square) স্থাপন এবং কর্বভয়ালিশ স্থাট, কলেক স্থাট, ধয়েলেস্কী ম্বীট, উড ম্বীট, ফ্রাছুল ম্বীট প্রভৃতি কতকভলি বড় বড় বাস্থা নিশ্বাপ করেন। ১৮৩৬ খুষ্টাব্দে গভর্বর জেনারেল লভ অক্ল্যাও স্থীম কোটের জন্ত সার জন পিটার প্রান্টকে প্রেসিডেন্ট করিয়া ৰ্য হাসপাতাল ক্মিটি (Fever Hospital Committee) খাপন করেন! এই কমিটিভে বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এবং ইহারা কলিকাতা নগরীর সকল রকম বিবরে বিপোর্ট বা মন্তব্য দিয়াছিলেন; বধা, প্রপ্রাণালী (drain) এছে, হয়লা আবিশ্বনা পরিকারের ব্যবস্থা (conservancy), হাস্পাভাল স্থা ইত্যাদি এবং এই সকলের থবচ নির্কাহের ভন্ত কি প্রিমাণ গ্র্ ধার্য্য করা কর্তব্য ভাহাও নির্কাহিত ক্রিরাহিলেন।

भारतास्त कमिष्टित विरामार्टित यहन ১৮৪१ १हेशक मूख कविश्वह গাৰের বোড (Board of Seven Commissioners) স্থাপ্তি হইরাছিল। ইহাতে পুর্বোলিখিত জাটি সুগণের-ক্রগর সংক্রমণ বিশ্ সকল কর্ত্তব্য ঐ কমিশনারগণের উপর বার্ত হইল। ইহারা হর্ মেরামত, রাজা ঝাট দেংখা ও ভাহাতে জল দেওৱা. चालांक्डिक्बा, नवंशा श्रीवदात क्या हैएग्रांकि कार्या क्याहेर्डक গভৰ্ব জেনাবেশ লভ ডালহোসির সময়ে এই নগুৱে বাস্তার es পাইপ বসাইয়া সর্বতে উত্তম পানীয় জল সরবভাত কাংবার ব্যবহু হয় এবং ১৮৫২ খুষ্টাব্দে একটি আইন জারি করিয়া উক্ত সাত 🛣 কমিশনারকে চারিটি বেছনভোগী কমিশনারে পরিণত করা হয় ১৮৫৬ বৃষ্টাব্দে আর একটি বৃহৎ মিউনিসিপাল আইন হারা নগত প্রকৃষ্ট পৌরশাসন উদ্দেশ্যে গ্রন্থনিন্ট-নির্ব্যাচিত ৩ জন ক্রিশুক্র গঠিত একটি নৃতন কপোৱেশন (Corpeartion) স্থাৰ্ হয়। ইহাই বিবদ্ধনান হইয়া বর্তমান কলিকাতা কর্পোনেদ (Calcutta Corporation ) পরিণত হইয়াছে। এই কপোছে বাতীত ১৯১১ বুৱান্দে কলিকাতা উন্নতিবিধায়ক টাৰ্ট (Calcui Improvement Trust ) সংগঠিত ২ইয়া কলিকাভার প্রী সম্পাদন করিয়াছে। ইহা কলিকাভাকে বন্ধ দুর পর্যান্ত প্রসা ক্রিয়া ইহার আয়তন পূর্বাণেক্ষা বহু গুণ বৃদ্ধি ক্রিয়াছে অপরিসর রাম্ভা সকলকে প্রশস্ত করিয়া, বছ অনাবশ্যক জে পুছবিণী ইত্যাদি বুজাইয়া দিয়া, আবর্জনাময় স্থানর সংস্থার ক্র ভান ভানে উভান (park) ইত্যাদি করিয়া দিয়া কলিকা **क्रिया पूर्व इटेक्ट धाकवा**रत वननारेया नियाह । **क्रिक्** পর্বে গভর্ণমেট কর্ত্তক New Howish Bridge Com ssioners নিযুক্ত হইয়া গঙ্গাৰ উপৰ নুত্ন হাওড়াৰ সেত বি ক্রিয়া কলিকাভার এক বুহৎ অহুষ্ঠান সম্পন্ন ক্রিয়াছেন।

বিশ্ব কলিকাতার উন্নতির প্রকৃত ইতিহাস তাহার ক্ষর্মার্যার পুঁজিলে হইবে না। ঐ ইতিহাস এমন এবটি প্রেরণার কিছিত । যাহা বুটিশ ও ভারতীয় উভরবেই একীর্মারেশিকিত করিয়াছিল। এই প্রেরণায় উভয়ের মধ্যে ভূত্য সম্বন্ধ দূর হইরা গিয়া কার্যাক্ষেত্রে সহযোগিতা ভাব আক্রিয়া নাগরিক উন্নতিক্ষের বিধান সকল অর্প্লিত করিতে সহয়ে করিয়াহে।

দিলী বা ভাঞা বেরপ সাঞাজ্যের প্রধান নগররূপে বিখ্যাত বিভাগর জবেখা বা পাটলীপুত্র, কিংবা উভ্ছিনী বা বিভ্রনগর বে ভ্রতীতের মৃতিপূর্ণ নগররূপে গৌরব অধিকার করিয়া আছে, সেই কোনটির মত না ইইলেও বর্ডমান সময়ের কলিকাতা নগরী নিক্ষ্ণ বা অতি দূর্ছান-নিবাসী বছ স্ত্রী-পুরুষের চিডবিনোদন করিতেছে এই নগরী এক্ষণে ভারতের রাজধানী না ইইলেও, এই বৃহৎ ভাষা মহাদেশের মধ্যে একপ কোন্ নগর আছে, বেখানে সমূত্রতীবছ বহু নগরের ইবা উৎপাদনকারী এত বৃহৎ বাণিজ্য-ব্যাপার জ্বাত্র নার্যার স্ক্রাপেকা পুরাতন, বৃহৎ ও অঞ্বান্যী বিশ্ববিভাগর

দৌৰবৈবাহিত, বখাৰ ভারতের সর্বাপেকা বৃহৎ চিকিৎসা-বিভালয় জুৰুছিত, যেখানে বহু হাসপাতাল এবং দাত্ব্য ও দেশহিতিৰী 📲 ঠান বর্তমান, বথায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে বড় বড় অষ্ঠান **শঠিত হইবাছে,** যাহা চিত্রশালা, যাত্ব্যর ও বুহৎ চিড়িরাখানা লাব্য প্রকাণ্ড ময়দান, বেড়াইবার উভান, খেলিবার মাঠ ইত্যাদি ৰীৰা স্থােভিত ? ভারতের মধ্যে কোনু নগর এরপ প্রতিভা 🍍 শক্তিশালী ব্যক্তিগণের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত ইইয়াছে বাঁহারা শিতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে উন্নতির অগ্রদুতস্বরূপ ছিলেন বিশ্বা রামমোতন রায়, রামক্ত প্রমহংস, দেবেজুনাথ ঠাকুর, সেনতার সেন. <u>जेच तहत्त्व</u> বিজাদাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, विकास काडीशांशाय, সুরেজনাথ বন্দোপাধায়. ক্লিবোপাধ্যায়, প্রফুলচন্দ্র কায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ্চন্দ্র কমু 💌 জাদি ? ভারতের মধ্যে এমন কোন নগর আছে যে স্থানে জানের অধিকাবস্বরূপ এক সর্বভাগী মহাপুক্ষ মহামায়ার শ্রানে বাছজানহারা হটয়া থাকিতেন, যিনি নিজের জীবনে সর্কর্ণ্য-**জিল্লহর দেখাইয়া সনাতন ধর্মোন্মলনকাবী বিধর্মের বঞ্চাবেগ প্রশাস্ত** 🎥 বিশ্বা দিয়া ইহার মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং গাঁহার জ্ঞানস্রোভ

শিব্যমপ্তলীর মধ্য দিহা প্রবাহিত হইরা জগতের অপুর প্রাশ্ত স্কল আলোকিত করিয়াছিল ? এমন কোন্ নগর আছে যথায় এই শতাকী পূর্বে এক যুবক কবির কলনামগ্ন চক্ষ্ম ভাবের আছিলয়ে নিমীলিত হইয়া ইতন্তত: দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক কাব্যুরসের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত এবং যাঁহার লেখনীপ্রস্ত কবিতার্ছাল একণে পৃথিবীর এক প্রান্ত ইইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত মানবের অক্ত:করণে আনন্দ ও অম্রপ্রেরণা সঞ্চার করিতেছে ? এবং পুনরায় বলিতে হয় বে, ভারতে অন্ত কোন নগর এরপ এক ব্যক্তির গবেষণা-স্থানের দৃশ্য বুকে করিয়া ক্ইয়া শাড়াইয়া আছে যিনি ভাঁহার একজালিক দণ্ড জাবভিত করিয়াট যেন জীবিত ও প্রাণহীনের মধ্যে বিস্তুর্ণ বাবধানের উপর সেত নিৰ্মাণ বাবা সমগ্ৰ জগতকে অভিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট করিখাছেন, অথবা কোন নগর এরপ চিত্রশিলীর জ্লাদাতা যিনি ক্ষিত চিত্রণের ভিতর দিয়া অতীত ভারতের গৌরবাহিত চিত্রকলার সহিত প্রাচা ও প্রতীচ্যের চিত্র আদর্শের সংশ্রবে উৎপন্ন এক ন্তন কলানৈপুণ্য মিলিভ কবিয়াছেন, যাহা এ মিলনের ফলে কোন অংশেই প্রকৃতিগত নিজ্ম হারায় নাই ? এই সকল বিষয় চিছা করিলে নিশ্চয়ই প্রভীয়মান হয় যে, কলিকাতা সামাঞ্চা নগঁয়ী নহে।

•**এ কি ! এ কি !** এমন নারঙী রোদে ভাঙা বেলা **ঋ'**লে যেতে **আ**রো ত দেখেড়ি !

> কী হ'লো এ ? এমন ভাটীর টানে বিদেশী মাঝির নাও কত ভেনে গেছে !

চোরাবালি গাবিক চক্রবর্তী

এর মানে কী ?
দ্রের হারানো গ্রামে
বিমোনো ইটের পাঁজা
দেখিনি কী আর !

এ ত চেনা খুব !
তীরে-তোলা ঐ নৌকায়
ঘেঁ শাঘেঁ সি হয়ে
প্রায়ই ত' বসি !
কী আন্দ হঠাৎ !
হ'থানি হাতের মালা
পলকেতে ছিঁড়ে, কেন উঠে দাড়ালাম !!

> অসহায়, এ কি অসহায় ! ঠেকা-দেওয়া ভাঙা নৌকো ন'ডেছে বা কভটুকু, কভটুকু হায় !!

## ব্যক্তিত্বনাম অমরতা

অমল ঘোৰ

কে না খনামধন্ত ব্যক্তির জীবনী লিখে অমর হব, কি
একটা মহাকাব্য, কিংবা প্রকাণ্ড একখানা উপল্লাস,
কি নিদেন-পক্ষ একটা দার্শনিক মতামত ভাহির ক'রে আমার
অমর হওরা উচিত কি না. সেই কথাই ক'দিন ধরে' কেবলি
ভাবচি। কিছ এ সমস্ত ভাবনার পূর্বে বিল্ঞা-বৃদ্ধিটা ঠিক কি
পরিমাণে থাকলে রে বাচলামিতে অখিতীয় হওয়া বার, সে-কথা
মূহতেওি একবার চিন্তা ক'রে দেখিনি। না দেখি, ভাতে যত
না কতিগ্রন্ত হ'বাব সন্তাবনা ছিল, তার চতুপ্ত'ণ কভিগ্রন্ত হচ্ছি,
অমর হবার জুখুসই প্রক্রিয়া অমুসন্ধানে। যাই হোক্, অমর
হবার উপার আবিভারের আশার বখন ইতন্তত: দৃষ্টি সঞ্চালন
কর্মিলাম, তথন হঠাৎ মনে হ'ল, কোনো একটা মহামার ব্যাপার
ক'রে না হর ল্যান্ড অবস্থার কিছুনাক বিখ্যাত হওয়া গেল. কিছ,
তার পর ? মরজগতে আপন অন্তিম্ব শেব হ'বার সংগে সংগে বদি
খ্যাতিটুকুও চোখেব পলকে লোপাট হ'রে যায়, তখন ?

মামুবের ইতিহাসে অমর্থ-পিপাস্থ মন বে কেবলি আপন অন্তিথই প্রতিষ্ঠিত ক'রে বেতে চার; কিছু কেমন ক'রে তা' সন্তব ? সন্তাবনা হয়তো থাকতো, যদি নিজেকে অন্ততঃ প্রতিভাবান বলে মনে করতাম। কিছু শৈশব থেকে এই মধ্যবয়সের মধ্যেও কই, তার হিটেকোঁটাও তো চোথে পড়ল না ? মনে পড়ল Longfellowর উক্তি "A genius is nothing, but an infinite capacity of taking pains," অর্থা স্ক্তির জগতে যদি বন্ধা দক্ত করবার অপরিসাম শক্তি থাকে, তবে প্রতিভাকুরণ তো মুখের কথা। উপরস্ক, এর সংগে যদি আবার এডিসন সাহেবের 99 percent perspiration plus one percent inspiration জাতীর Chemical recombination এর রসসংবোগ ঘট, তবে তো সোনার সোহাগা। কিছু এই drugery depressed perspiration এর জগতে এক কোটা inspirationই বা জোটে কোখেকে ?

ভাবে মনের ছোটো-বড় নানান চোরা-গলি বেরে উঠে এলেন ভাবে মনের ছোটো-বড় নানান চোরা-গলি বেরে উঠে এলেন ভাবজাত্ত্বক Herbert Spencerএর প্রেডমুর্ট্ট। বললেন, "আরে বাবড়াসৃ কেন, inspiration সে তো চিবদিনই তোর মধ্যে বরেচে, ওটা না থাকলে কি আর সামনের ঐ জ্যান্ত প্রাণীর মহান্যাকে প্রত্যক্ষ ক'রতে পারভিস্। ওটা বে জীব-ফাইরে মৃলগত বকটা কারণ দোটা ভূলে বাস্কুকেন; বদি ভালো করে একটু দেখিস্ গাঁতলে সহজেই চোথে পড়বে, সন্থান-ফ্রেই, কশ-ফ্রেই বা প্রজনন্ত্রাতার মধ্যে দিয়ে কি ভাবে ওটা জীব-জ্বগতের বিচিত্র বারাকে মানে টেনে নিয়ে চলেচে। আমরতার জন্তে এত বে কারাকাটি বি মরিসু কিন্তু জগতে আমর নর কে সামান্ত একটু পশ্চাং শনের সাহাব্য নিলেই দেখবি, আলো তোর উদ্ভালন চত্তুশত চোদ্ধুবের অমরত্ব বিভ্রুমান্ত্রও বোচেনি, আলো সে অমরতা বিচে ময়েচে গরি মধ্যে, বেটা বাঁচবেও ভোর নিয়ব্রুটাকের মধ্যে দিয়ে এক সাচরিত জীবভয়ের নিয়বাছসারে।"

· ভাৰি বেরাড়া লাগছিল ভত্রলোকের বিটকেল ধরণের কথাভারা 🖟 অমর্থ-শিপার মান্তবের কাছে এ রকম বেরাকেলে অমৃতত্ 📢 কতবানি বদৰত, তা' সহজেই অনুমেছ। ভাবলায়, সৃষ্টিক inspiration निरंद राजशीन कीरगृष्टि चाक शर्राण क'रहिंद ভারা ভো অ অ নামেই আপন আপন কেতে বিচরণীল। কিছে সেধানে এই নিবাৰণ মাইতি নামক বাজিটির টিকি কোথায় ? ডিজ কণ্ঠে বল্লাম, ও-সব নীরস ভাত্ত্বিকভার মনযোগ দেবার সমর আমার আর, অভএর ভূমি সরে' পড়তে পারো। কথার সংগে সংগে একটা বিকট অট্টহাসি হেসে পণ্ডিভপ্রবরের প্রেভাদ্মা ভিরোধান করল। একটা দীর্ঘনিশাস কেলে ভাবতে লাগলাম, যে ভাবে আমি বাঁচতে চাই সে বাঁচার অর্থ তুমি কোখেকে জানবে পণ্ডিত ? আমার মা বাঁচবাৰ আকাংকা সে আকাংকা তোমাৰ ঐ ভীৰতত্ত্বেৰ সন্তাহীন বেঁচে থাকার মধ্যে নেই, আছে আমার আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিকভার মধ্যে বা' মান্নথকে বাঁচিরে রেখেছে ইতিহাসের পাভার পাভার শিল্পিপে, কশ্বিপে, দার্শনিকরপে। আমি সেই বাঁচাকেই কামনা কৰি, যা' এই নিবাৰণ মাইতিবই পরিচয়-লিপিকে বছন ক'ৱে নিৱে यात छावी कात्मव मध्या मित्र ।

কিন্তু সেট আত্মপ্রকাশের প্রেরণা আমার কই ? মন বলে, সেপ্রেরণা তে। এক দিন আসতেও পারে, যেমন ধর না জোমানেছ Milton এব এক দিন এসেছিল। কিন্তু সে কত দিন পরে বল দিকিন ? বৈর্ধ্য, হা, এর কল্তে চাই অসাধারণ ধৈর্ধ্য। বক্তমাম, বর্ত মানে Longfellowর "Infinite capacity of taking pains"—এর কামারশালাতেই তা'হলে কিছু দিন আমাকে শিক্ষানাবনী করতে হ'বে। তার পর বৈর্ধ্যে কিঞ্জিৎ হুরন্ত হলেই 99 percent perspiration plus one percent inspiration নর বস্পর্যোগ, অর্থাৎ কি না কেলা কতে।

ভাবলাম, যাক, অমর হবার programmeটা তো এক রকম ঠিক করাই গোল, কিছু আদর্শ ? কোন আদর্শের পদ্ধা অনুসরণে বর্তমানে আমার ভয়বাতা করু হ'বে ;—আবার সমস্তা! নাঃ! শেষ পর্যন্ত দেখচি যেখানকার বাছা সেইখানেই থেকে যেতে হার. কিছুই সম্ভব হবে না। বিষয় মনে ভাবচি, এমন সময় **অভ্জনতে** উঠল দাৰুণ কোলাচল, মনে হ'ল মনের কবরখানা খেকে কারা যেন দলবন্ধ ভাবে ভাড়া ক'রে আসছে আমার একটি মাত্র আন্থ-জিক্তাসার উত্তর দিতে। কিছু কে দেবে সেই উত্তর, এই নিমে কাল এক বিপুল মেছোহাটা। ওনলাম ভবু, সবার কণ্ঠম্বর ছাপিরে কে বেন বলচে, জেনো, শিল্পের সাধনাতেই জীবনের শ্রেষ্ঠতা, তুমি শিল্পী হ'বার আয়োজন কর। জগতে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বাদের এ ক্ষ্যাতে কেউট তাঁরা মরেনমি, মরতে পারেন না। তমি বিবেচনা क'रत मध, अभवाषांत मांवी भवात आशा कात ! ... मत्न म'न, मछारे ভো. জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষেরই ভো জর হ'ল চির্নদন, মাসুব শভ ফুর্ভোগের মধ্যেও ভো কই শিক্সকে বিমুক্ত হ'তে পারচে না। শান্তির পথে, অমর্তার পথে, আনন্দের পথে শিরাই তো জীবনকে করে তুলতে সৌন্দর্যাময়। মুক্তির বিধানও তো শিরের বারাই গড়ে<sup>2</sup> ভোলা স্কুৰ, বা' মামুৰ্কে মৃথ্য করবে, মহনীর করবে, আত্মপ্রকাশের বেগে জীবনকে আনন্দলোকে উত্তীৰ্থ করবে।…

শিল্পী হ'বার করিত আনকে বখন মন ক্রমে ভ'বে উঠছিল, তথন একাত অক্তাত একটি প্রস্নের তীর প্রদরে এনে বিদ্ধ হ'ব। টীংকার ক'বে উঠলাম, শিলের বে নানান বিভাগ বরেচে, তার ক্ষম

সাসীত, কলা, ভাত্ত্ব, কাহা, কোনটা আযার তার উজ্জীবনে গ্রহণ ক্ষাৰে ? স্বার কঠ ছাপিয়ে বাব কঠ আমাকে শিল্পে অনুপ্রাণিত ক্রেক্সি, তিনিই উত্তর দিলেন, ভাষ্ব্য সাধনার মধ্যেই আছে শিলের মৃক্তি, বা' ডোমাঁর খ্যাতিকে মানব-সভাতার চিবস্থারী 'ক'রবে, তুমি ভান্ধর্য সার্ফনায় আপনাকে সমাহিত কর। • • চাথের 'কামনে একে একে ফুটে উঠতে লাগল নানান যুগের শিল্প-মুর্ভিগুলি— 🎒 সিন্ন, রোমিন্ন, মিশরীন্ন, কভ দেশের, কভ রকমের। আজে। াৰা মাৰ্যুবের চোখে বিশ্বর সৃষ্টি করে চলেছে। ভাবলাম, এই পথে श्रीका मिख्यारे यामात्र कीवत्मत्र मृतमञ्ज हाक्। किन्न, रात्र! चश्र আমার অচিরেই ভূমিদাৎ হ'ল ! গুনলাম, পূর্বতীর বক্তৃতা একটা অৰ্ছীন নৈৰ্ব্যক্তিকভাৱ পৰ্ববসিভ করে কে বলচে, "পূৰ্ব-পশ্চাৎ জ্ঞান লা করে যা' হোক একটা করে ফেলবার পরিণাম কি জানা আছে তে? আনন্দে তো বেল দিলেহারা হ'রে পড়েছো দেখটি ৷ কিছ তার কথায় - ৰাখা দিয়ে একান্ত বিরক্তিস্টক ভাবে বলে উঠলাম, কে হে তমি - অর্বাচীন, আমার স্থতস্তাকে এমন ক'রে ভেডে দিতে চাইচো ? বলি মতলব কি ? উত্তর হ'ল, আমি এমন একটা হোমরা চোমরা কিছ সই হে. নেহাৎ সাধারণই তোমার মত এক জন মানুষ, ভবে জীবনের **স্পাদর্শ** হিদেবে কাব্যকেই ধুব নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেচি এই যা'। এবং সেই কারণে, বংকিঞ্চিং যা' আমার অভিজ্ঞতা, তাই থেকেই ্ভোমাকে জানাই যে ভাস্কর্য্য সাধনার পথে এগুবার লোভকে তুমি সংবরণ কর। ও-পথে অমরতার আকা:ক্ষা ভোমার বাড়লভা মাত্র। ' বেনো, ষা' রূপে, বুসে, ছন্দে, সংগীতে জীবনকে প্রাণময় করে ভোলে, আদিম প্তত্ব থেকে মানবাত্মার মৃক্তি সাধন করে, মামুবের সংস্কৃতির ইতিহাসকে শাশত করে তোলে, মৈত্রী, করুণা ও কলাণের বন্ধনে জনসমাজকে একত্রে মিলিত করে, বা' জীবনের উৎকৃষ্টতম পস্থা, ভাকে. অর্থাৎ সেই কাব্যসাধনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলে গ্রহণ কর, দেখবে, চিরস্তন হ'বে থাকবে তোমার নাম মারুবের ইতিহাসে। ভান্ধর্ব। সাধনার হয়তো জীবন তোমার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু, সেই প্রতিষ্ঠার আয়ুকাল সংশরের। প্রকৃতির যে কোনো একটা ৰম্ভ কমেৰ বিপৰ্বানে তোমার প্রতিষ্ঠার ইমারত মুহুতে চুর্ণ-বিচূর্ণ হরে কালগর্ভে অন্তর্ধান করতে পাবে। কারণ বে শিল্পমূর্তির বাস্তব অভিনে তোমার অভিন, তাই বদি হুর্ঘটনার নিমেষ ফংকারে নিমেরে নির্বাপিত হয়, তবে কোথায় থাকবে তোমার অমরতার স্বপ্ন, দে কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? কিছু কাব্য কোনো দিন মরবে ना. वक मिन मासूब थाकरन, कारगुत वानी जारमद मूर्य मूर्य, महद्य ভাষার, আলাপে-বিলাপে তাদের জীবনের প্রতিটি মৃহতের সংগে খাকবে অভিত। সেই জক্ত কাব্যকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। তুমি কাব্যাদর্শেরই অফুসরণ কর, জমর ⊋বে। কবি জীবটির অমৃত বচনে যখন মনটা একটা রসাবেশে আছের হরে উঠছিল, তথন কার কর্মল পেচকীয় চীৎকারে চমকে উঠলাম. अनुनाम एक वनराठ, चारत वह वह, स्करन छरन विन क्रीवनहोरक একটা নিৰ্বাভ accident এৰ মুখে এগিয়ে দিতে না চাও. দ্ৰবে ঐ মন্দ অভিসাব অবিলম্বে পবিত্যাগ কর, শোনোনি কি জামাদেরই কোনো কবিব খেলোক্তি:

"Full many a flower is born to blush unseen And wastes its sweetness in the desert air."

তাই এ দশা বদি তোমারও ঘটে তবে অমরত তোমার পাকবে কোথার বাপ ? তাই বলি কি ও শম্ভ riskon দিকে বোঁসো না। তবে সুনাম ছডাবার মগক ও আত্মপ্রকাশের কাগক বদি শোগাড়ে থাকে, তবে কিছটাক নাম হয়তো জীবিত কালে কয়লেও তুমি করতে পারো। কিছু জ্সার্ছই যদি তোমার কাব্যাদর্শের ভিত্তি হয়, তবে মান্তবের পিতি অংশ উঠতে বেশী দেৱি হবে না। ছ'দিন পরেই দেখবে আবর্জনার টানে তোমার কাব্যক্ত মাত্রবের নিষ্ঠীবন-বৃষ্টির লক্ষ্য হরে দাঁভিয়েচে। অভএব ও-সব চালাকি ছেডে नित्र वाशाचिक वर्षाय मिला भए। कामकृत्य वृद्ध वा श्रीए षामन मान यमि किছ श्रमा कराज शादा एरवरे क्यमा, महार অমরত্বের ভৃষ্ণা ভোমার মুগড়ফিকার পিছনেই ঘুরে মরবে, দিশে মিশবে না। ভাই বলি, বৃদ্ধিমানের মত যদি একট মন দিয়ে দেখ. তা'হলে অবশাই চোথে পড়বে প্লেটা, বিত, কনফুশিয়াস থেকে বৃদ্ধ, শংকর, নিমায়েরা কোন পথের সব পথিক ছিলেন। এবং কোন मव वाक्तिएमत वांनी **को**वत्मत व्यामर्ग इत्य यूग-यूगाश्वत धरत এই मञ्च-व्य সভ্যতাটাকে আজো পর্যন্ত সমানে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেচে ? যদি নেহাৎই চোখের মাথা না খেয়ে থাকো ভবে এভক্ষণে আমার কথার তাৎপর্ব তোমার হৃদয়ঙ্গম হ'রেচে বলে আশা ক'রড়ে পারি কি ? বললাম, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু কোনো অধ্যাত্মবাদীর জীবন-বেদ সমানে আমার নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলুক এই বা কি রকম কথা ? ভা'তে আমার ব্যক্তিছের প্রতিষ্ঠাকনিত অমরই কোথায় ? উত্তর হল, এ-যাবং কাল তোমার উচ্ছ্যাসিক পরিকল্পনায় অমর্থ সম্বন্ধে বত কিছু ভাব পরিকল্লিত হ'য়েচে, সেটা একাস্তই অজ্ঞানতাজনিত, আগলে অমরত্ব হল ভোমার আত্মাক্ততে, নিয়াম কৰ্মজোভনায়। অভএব,

> "কারেন সংবর সাধু সাধু-বাচায় সংবর মনসা সংবর সাধু সাধু সক্তপ সংবর।"

মৃষ্টিল ! এ যে বড় কঠিন কথা, এখন যাই কোথায়, শেষে কি বৌদ্ধিক নিৰ্বাণে অমনজেৰ বাসনা আমাৰ এমনি কৰেই নিৰ্বাণিত হবে । অপচ অত-বড় একটা সত্যকে কেমন করেই বা অস্বীকার কাব। কারণ বৌশ্বদর্শনে তনহান অধাৎ বাসনাকেই যে সর্ব অনিষ্টের মল বলে যোবণা করা হয়েচে, যার জভে অমরত্বের মিথ্যা কামনার আমি কল্বিত হয়ে পড়চি, কিছ চিম্বাস্ত্র হঠাৎ ছিল্ল হয়ে গেল, ভনলাম অজ্ঞাত এক বঠকর বলচে, ছোকরার মাধাটা দেখচি বিলক্ষণ থাবাপ হয়ে উঠচে, তা' বাপু কালালকে লাকের কেত দেখালে এ বৰুমই হয়। যাই হোক, এতক্ষণ তো নানান কিসিমের বাত-চীক শুনলে, এখন না হর হু'টো মোদা কথাই শোনো। বলি কি, ও-সমস্ত অমরতার কলনা ছেডে দিয়ে যাতে সুই মনে হাত-পা ছড়িয়ে দিনকতক অস্ততঃ আরাম করে তুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকভে পারে৷ সেই চেষ্টাই কর, চেষ্টা-চরিত্র করে <sup>ষ্টি</sup> সতাই কোনো দিন সহজ ও স্বস্থ মাতুৰ বলে নিজেকে মনে ক'<sup>ব্ৰুড</sup>ে পারো সেই দিনট দেখবে অমরতার চিম্বাপ্তলো শ্রেপ একটা মান্সিক জটিলভার ফল। হাা, এই জাটিল্য বা complexগুলোই তে আজা পর্যন্ত তামাম মান্তবকে থালি নাজেহাল করে মারটে ! विश्न बाह्य बानाव complex शृक्षित मून कावन कि, त्राष्ट्र भिन्हे প্ৰথবে, যাছৰ নিৰেকে প্ৰশ্ন বলৈ মনে করতে পাৰতে। আৰ্তি

প্রভ্যাঘাত দমন-অবদমনের নাগরদোলায় ভিন কুঠরীওয়ালা যে এগোটি (ego) হরবর্থত তার বং পালটাচ্ছে, তার এক-একটি বংই হল তোমার এক একটি complex বা কড়ীবৃটি। এত বেশী জটিলতা ও-ওলোতে বর্ত্তমান যে সোকাস্থকি কিছুতেই ওরা ধরা দিতে চার না। কিছ ধরা পড়লেই বে মরা, একথা সরাস্ত্রিই ভোমার জেনে রাখা ভালো। তাই বলি, সংসার যাত্রার মন দাও, চারি দিকে নজর রাখো, কথন কি ভাব রং ধরাচ্ছে মনে এ সম্বন্ধে সন্ধাগ থাকো, দেখবে ঝুটমুট খাবড়াধার কোনো কারণই আর তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। এই থেকেই বুঝবে, এত লোক থাকতে তোমার মনেই বা অমর হ'বার ছরভিসন্ধি জাগে কেন এবং তার উদ্দেশ্যই বা কি ? বখনি বুঝবে কিসের ধানায় মন-লভা তোমার একটা অর্থহীন ফ্টীকারীর দিকে ক্রমানমেই পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেচে তখন না হেসে তমি থাকতেই পারবে না। তাই বলি, মিথ্যে ও-সব Higer Complexদের বাভ-চীত্তে নিজের Lower Complex গুলোকে আৰ অনুৰ্থক উত্তেজিত কোৱো না। Neurotic হয়ে প্তবে, সংসারে খোসমেজাব্দে দিনাতিপাত কর, মনস্তাত্তিক হও, আরাম পাবে।

মনস্তাত্তিকের মোদা কথায় যা' বুঝলাম, ভা' যে হেলা-ফেলার নয়, রীতিমত চিস্তার বিষয়, দে-কথা বুঝলাম complexগুলোর conspiracy কথা তনে। মনে হ'ল ভাইতো, complex গুলোই তো জীবনের নানান ঘাটে মামুবকে ওধু নাকে কলা ক'রে ঘুরিয়ে মারচে। কবি, দার্শনিক, শিল্পী বা বে বেখানেই থাকুক, ভাদের ব্যাবহারিক বা মানসিক জীবনের গভি-প্রেরুতির সংচালকই তো হ'ল এই complexগুলো; যা jaundiceএর মন্ত স্বয়ং-দর্ব হয়ে মানুষের চোথে পরাচেত্র কয় পরকলা, যা'র মধ্যে দিরে তারা ষ স্ব জগতকে করটে পরিদর্শন এবং সেই দর্শনামূসারে ভারা আপন খাপন অভিজ্ঞতা পরম্পারের কাছে করছে পরিবেশন। Subjecttive sensation বা বিষয়ীভুত সংবেদনার মাতুৰ বেমন নানান অম্বাভাবিক দুশ্য দেখে, অল-বিস্তর সৰ মানুষের মধ্যেই তো সেই subjective sensation বৰ্তমান, যা নিম্নত বদপাছে ও তাদের জাবনগাতির পথ নিদ্দেশ করচে, এর হাত থেকে তো কেউই নিম্বৃতি পাচ্ছে না। ভূতে-পাওয়া মানুষের মত সকলকার অবস্থা। কেউ দেখছে ভার ভূতকে কুণ্সিত কদাকার মার-মৃতি দানবের মত; ाक्षे (मश्राह तंकु-कम्म कत्र, तक अध्वत्रपूर मा। महस्त्रताल ; किंछे দলছে ইট-কাঠ-পাথরের জমাট বাস্তব মৃতি; কেউ বা ওবু মহাশুর হাড়া এই জীবনমহাভূতকে কোনো রূপেই আর দেখছে না। এই বে ensations, এইগুলিই তো গড়ে তুলচে মামুবের যভ কিছু omplext 1

এই সভাই বদি শেষ পর্যন্ত শীকার করে নেওয়া হয়, তবে এর ্ড মুটি থেকে কি মনন্তান্থিক নিজেই নিস্তার পেরেচে? তারো হা জীবন কোনো একটা complex এই পরিণাম বা তাকে নন করে আত্মজ্জার ক'বে তুলেছে, এ কথা কি সে নিজেই বীকার করতে পারে? তবে বাই কোথা? তবে দাসন্তের হ'টো ব আছে এই বা; মনন্তান্থিকের ভাবার বাকে বলা হল, uperiority ও Inferiority। হঠাৎ মনে হ'ল, এই কঠিন গু সক্ষে মনোবিশ্ব সন্থাপ আছে বলেই হয়তো কথাছলে

superiorityৰ দিকে উনীয়া হবার ইনিড এই মাত্র সে আমার্টি দিবে গেল।

কিছ, তাই বদি হয়, তবে সৰ মানুষের কাছে এতিহা**নিক** অমরতার মূল্যই তো অধিক—যেখানে superiorityর পারেই মানুর বরাবর মাথা নামিরেচে। বলেচে, সেই সৰ superior এর চরণ চিছে বেখাই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত, নচেৎ পত্তভূট বে জীবনের সম্বত্ত কিছুকে পংকগামী করে তুলবে। আজ বোধ হয় সেই **জন্মেই, লেই** সব মহাজনদের পদ্ধা অনুসরণের অক্তাত বাসনা আমার মধ্যে একটা নুতনতম complex স্থারি প্রত্যাশায় উল্লুখ হ'য় উঠেছে। বারা कि हिलान कवि, कि नार्गानिक, कि व निहा ; कि ह. ठाँसनः আদর্শ তো সকলের সমান নয় ? মনের মধ্যে যে সমস্ত অভিমানবদের মৃত ব্যক্তিখন্ডলো একসঙ্গে জেগে উঠেছে, তারা সকলেই যে মার্থা, চাড়া मिरा छेरेरा हाय, এमित कारक वाम मिरा कारक बाधावा ?: কাউকে যে আমি অস্বীকার করতে পারি না। সকলেই বে **আয়ার**্ লোভনীয়, প্রার্থনার উপভোগের বস্ত। তবে কি এদের সকলকেই আমি অস্বীকার কববো ? কিছ তাতে লাভ হ'বে কি ? এমন 🗣 কোনো উপায় নেই, যার সাহায্যে আদর্শের নানান ধারাকে ঠিক এकটি शातात मध्य मिरत উপলব্ধি করি ? দেখেছি, মামুদের মধ্যে; ঠিক একটি মাত্র ব্যক্তিত্ব থাকে না, থাকে অসংখ্য, গণনাতীত। साबा স্কলেই চায় তাদের আপন আপন ব্যক্তিত রক্ষা করে রেডে। দেখেচি জীবনের নানান ক্ষেত্রে ব্যক্তি ঠিক এক ভাবে কোনো দিন ভাষ একটি মাত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়নি। প্রতি মুহুতে তার মধ্যে<del>কার</del>ু व्यमःथा मान्यस्य व्यक्तिस्य श्रीत्राच्य मिरस् यास्त्रः। यात्र स्था सिरस কোনোখানেই প্রকাশ পাচ্ছে না কোনো একটি অথও ব্যক্তিসভার ! ভাবচি, যা নিজেই ব্যক্তিসভাহীন বিবিধ ধারার একটি সাক্ষ প্রকাশ, তথন কি হবে মিখ্যাকল্লিত আমার আপন ব্যক্তিবেশা অমরতা করনা ক'রে। আত্মজিজ্ঞাসার এই সংকটজনক অবস্থাই চোখে বখন একটা নৈরাশ্যের ধুসর পদা নেমে আসছিল তখন হঠা তনলাম, কে বলচে, যদি আপত্তি না কর, তবে তোমার সমস্তার একটা মীমাংসা আমি ক'রে দিতে পারি। অথাৎ মানুষের মনোজগতে বঙ্কা কিছ সম্ভাব হালামা সেখানে একমাত্র আমিই পঞ্চায়েতী করে থাকি কি না, সেই জন্তেই বলছিলাম আৰু কি। **অবশ্য বা ভোৱাৰ** অভিন্নতি। তবে কর্ণপাত করলে তোমারই কল্যাণ, না হলে, আমার আর কি বন না। তবে জেনে রেখো, ভোমাদের অতি উত্তেজিক নৈরাজ্যবাদী পিতৃপুরুষদের আশার যথন তোমরা নেহাৎই কাছিল: হ'বে পড়, ঠিক সেই মুহুতে উক্ত হুৱাম্বাদের প্রতি বদি আমি করা শান্তির ব্যবস্থা না করি, ভাহলে অবস্থা বে তোমাদের কিন্তুপ সংস্থীয হয়ে পড়ে, যে কোনো উন্নাদশালা পরিদর্শন করলে আমার কথার সারমর্ম তোমরা বুঝতে পাংবে। যাই হোক, এভক্ষণে বোধ হয়। চিনেছ আমি কে? যদি না চিনে থাকো তবে লোনো, আমি হলুম ভোমাদের Ego অর্থাৎ অহং, আমার কাজই হল মধ্যস্থভা কয়া, অবশ্য মনোজগতের মানোয়ারী ব্যাপারে বে আমি মাঝে মাঝে ব্যাপার मुद्ध किरे ना अमन नव, खद रमहा कहिर।

ৰাই হোক, এতকণ ধৰে তোমার মনোকগতে যে মেছোহাটা বসেছিল লে হাটার বে সমস্ত জ্যাঠারা ভোমার তালের ইছাম্বক ভাও স্থাৎলে সেল এক কথার ভালের ল্যাঠা চুকিরে এবার নিজেক

- 1

প্রকী ব্যবস্থা কর, ভাতে অবস্থা তোষার কিবে বাবে। এখন সেই ব্যবস্থা কি রকষটা করলে তোষার প্রবিবে হর সেই রকষটাই জাল। পরণা বাহাল তবিরতে তোষার ভাবতে হবে, কি জাতের হাজিখের মালিক হচে তুমি। তার পর দেখতে হবে কোন্ দিকে কলার বোঁক এবং সেই বোঁক বুবে 'শোক' করতে পারলে দেখতে রাবে শানৈ: শানৈ: তুমি একটা নির্দিষ্ট জানল-লোকের দিকে প্রদিবে চলেচ।

দ্বি প্রতিষ্ঠা পাবার পর হুঁচোথে বিশ্লেষণের চশমা আঁটলে দেখতে বিশ্লেষ, এক দিন বারা ভোমাকে কেন্দ্র করে নানা রক্ষের আন্দোলন ন্রিলিয়েছিল ভার। আর কেউ নর, সেগুলো ভোমারই বাজিখের নানান ভগ্নাংশ, বারা এক দিন ভোমারি মনের নানান ভংশে ইভভভঃ ছডিরে পড়েছিল অর্থাৎ বে সমর ভূমি নির্বিশেষ ব্যক্তিখের কৈব্যক্তিকভার বেজার দিশেহারা হ'রে পড়ছিলে। ভার পর বুবতে পারবে, কেমন করে ভোমার বা আমার মধ্যস্থভার সেই সমস্ত মালশালা বা ভোমার উদ্ধ্যামীদের ব্যক্তিখের নানান রক্ম ব্যন্তিবিলাস বা এক দিন ভোমার মনের নানান কোণে পড়েছিল, ভাদের সকলকার কান পাকড়ে ভোমার বর্ত মান আবেষ্টনের অভিক্রভার ছবিচে ঢালাই করে কি ভাবে আমি ভোমার নিজের ব্যক্তিখের ইয়ার্ভকে গড়ে ভূলেচি, বা' থেকে ভূমি থুঁজে পোলে ভোমার নিজের আক্রিকে, বার জন্মুবরণ করতে করতে ভোমার মনে হ'ল, বা কিছু

ভোষার কাজ-কারবার ভা হল ভোষারই অহংস্টে condition reflex হর ডিগবাজী বেটা হঠাৎ এক দিন গাঁড়িরে পড়ে ভূগভূগি বাজিরে অমরতার নামে এই কথা শোনাতে পারে বে,

চিরকাল বলে বে কথা আছে,
এ জীবন শেবে সেটা কি বাঁচে ?
বাঁচে বদি তবে সে কার কাছে ?
মায়ুব ব'দিন আছে, তত দিন থাকবে সবি
মায়ুবের বত দার্শনিকতা whim, hobby, সকল রবই !
মায়ুবের ডাক মায়ুবেই বোকে, বনমায়ুব—
বুঝবে না সেটা, বুঝবে না লাল নীল ফায়ুব,—কেন ওড়ে ?
বন থেকে কেন টীয়া খ'বে এনে খাঁচার পোরে ?
বাই হোক, বত মায়ুবে-কাশু মায়ুবই বোকে,
প্রয়োজন মত ভাঙে গড়ে সবই হাবার খোঁজে, নৃতন Poseএ ।
অমরতা তাই নবগোচীব পুকুবে-সীমা,
নৃতন সৃষ্টি টেনেছে বেখানে শেব ক্রাঘিমা।

অভএব হে নিবারণ মাইভি, বেশী বসিকতার আর কাল নেই, বা' আছো, তাই থাকো এবং এই ভাবে জীশনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দাও, তাতে তুমিও খুশী হবে, পাঁচ জনেও বলবে বাহবা বেশ। আমিও খোস-মেজাজে তোমার মনোরাজ্য পরিচালনা ক'বি, বলি, 'জরতু ভাই নিবারণ মাইভি, বেঁচে থাকো।'

### হিংসা

শ্ৰীহ্মবোধ রাম

ষরা পাতা আর ঝরা মুকুলের রাণ,
প'ড়ে আছে যেন ধরার দীর্ঘধাস !—
থোবিছে বিধির অকারণ অপচর।
আধার আকাশে তারকার বৃদ্দু,
ধুণী ফেনারে উঠিতেছে অঙ্কুত,
পলকে টুটিরা কুটিরা পাইছে লয় !

কালের অকাল-বস্থার বরষায়
শত সংবার সিঁদ্র মুছিয়া যায়,
চিতার অলিছে কচি-মাংসের ডেলা !
সোনার ক্ষেতেতে নামিছে পল্পাল
রেখে যায় লিপি—বয়নীর ক্য়াল—
অমোঘ অবাধ বিধির হিংগা-খেলা !

বিষ-কঞ্চার মাধুরী সর্ব্বনাশ।
ফুলের বনেতে কাঁটার স্থাধর বাসা—
বাতাসে ও জলে মেশানো বিবের নেশা।
সকল শক্তি যা'র হাতে একজোট,
সেই অক্ষমে প্রতিপদে যারে চোট,
ভগবান—ভার হিংসা করাই পেশা।

স্বর্গে দৈত্যে-দেবেতে চ'লেছে রণ, মর্ক্তে হেপার অমান্তব প্রাণপণ মান্তবের টু টি টিপিরা মারিতে চার! মানবতা শিখা নিভে যার বৃঝি, এ কি! রুক্তে তথনি জাগিরা উঠিল, দেখি! প্রশার আনে বে স্ক্টীর প্রেরণার!

ছালোকে ভূলোকে যেদিকে নয়ন বার ভীষণ-মধুর হিংসার লীলা ভার, মৃত্যু জাগায় অমৃত পিপাসা প্রাণে, নটরাজ যদি নৃত্যু বন্ধ রাখে, জীবনেতে আর হন্দ কোথায় বাকে, শ্রাণানের শিরে গৃহীই পুজিতে জানে



## বীরভূমের কবিওয়ালা

ত্রীগোরীৎর মিত্র

প্রশ্বরাজ, কালী ও সরস্বতী পূজা এবং বারোরারী প্রভৃতি নানা-বিধ আমোদ-উৎসৰ উপলক্ষে তখন এখানে কবিগণের লডাই **১ইড, এবং এই কবিগণের লড়াই দেখিতে প্রভাহ বন্ধ লোকের সমাগম** চ্টত। তবে এখন নানাক্ষপ বিশ্বদ্ব আবহাওয়ায় ইয়ার প্রসার যেন দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কবিওয়ালারা প্রত্যেকেই ধাশক্তিমান পুরুষ। তাঁহারা কোন মুখন্থ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেন না। আসরে গাড়াইয়া মূখে মূখে গান বচনা পূর্বক তাহার প্রতিষ্কাকে প্রশ্ন করেন। প্রতিষ্কাও তেমনি শক্তিশালী পুরুষ। তিনিও তাহার প্রশ্নের পান্টা জবাব তথনই এনন স্থলৰ ভাবে দেন যে তাহা তনিলে অবাক চ্টতে হয়। মুখ্য করিয়া কেহ এমন স্থন্দর ভাবে সমাগত জনসাধাংগের সমক্ষে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারে না। গানের বিষয় সাধারণত: পৌরাণিক ঘটনা অথবা দেশের বর্তমান পরিছোত ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া হইয়া থাকে। এই কোতুহলোদীপক কাৰগান যে কেবল নিয় শ্রেণীর মধ্যেই নিবন্ধ তাহা নহে; উচ্চ শ্রেণীর ভাল কবিওয়ালাদের नाम ७ थाण्डि कथा आक्ति मन्तामो ज्ञानदा याद्य नाहे। এই সমস্ত অপ্রতিষ্ট্রী ও অপরাজের কবিওয়ালাদের কথা ভাবিলে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। এই ছলে আমরা বীরভূমের ক্ষেক জন বিখ্যাত ক্বিওয়ালাদের সামার পরিচয় প্রদান কাবতেচি।

- (১) অক্ষ ঠাকুর—বোলপুরের চারি মাইল পুর্বে বাহিরি গ্রামে ইহার বাস ছিল। ইনি কাবগান করিয়া বংগট প্রতিপত্তি লাভ কশি ছিলেন।
  - (२) অটল দাস—কবিভয়ালা বলিয়া সুখ্যাতি তনা বার।
- (৩) অন্নদাচরণ ঘটক—স্থাসিত্ধ ক্ষিভ্রালা কৈলাস ঘটকের ক্নিষ্ঠ পুত্র। ইনি প্রথমে কয়েক বংসর ক্ষিত্যান গাহিরা পরে স্থিখাত ৺নীলকণ্ঠের বাত্রার দলে যোগদান করেন।
- (৪) কল ডোম—নিবাস ইলাম বাজার সন্নিকট বাক্ইপাড়া থামে। জাতিতে ডোম হইয়া কল পুরাণ পাড়িয়াছিল বলিয়া তনা থায়। শেব বয়সে কল কুঠ্ব্যাধিপ্রস্ত হইলে লোকে বালত বে, ডোমের ছলে বেমন বেল পড়োছাল এখন ডেমনি ভার সাজা পাছিল।
- (৫) কাল বা হারাধন পাল—সঙ্গান্ত-রচারতা ও কবি-<sup>3রাপা।</sup> নিবাস সিউড়ী রাণীগঞ্জ রান্তার চতুর্ব মাইলে মুড়োমাঠ <sup>যিম।</sup> জাতি সংলগাপ। জাতি বৃদ্ধ অবস্থায় শতাধিক বর্ব পূর্বেশ হার সূত্য হয়।
- (৬) কৈলাসচন্দ্র ঘটক—বাঙলা ১২০৫ সালে বীরভূম জেলার

  বি সিউড়ী সহর হইতে সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে সিউড়ী রাণীগঞ্জ

  ইবার পাকা রাজার পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রভাগা নদী-ভীরবর্তী মলিকপুর

  মে কৈলাসচন্দ্র জন্ম এহণ করেন। ইহার পিভার নাম হরমোহন

  বি পিভামহের নাম সর্বানন্দ সর্বভা। জাতি লাজা। ইহাদের

  সংবেই পাধিতোর কথা তনা বার। সর্বানন্দ কুল-প্রিচরে
  শেষজ্ঞ চিক্রের।

ুক্তিলাগচন্দ্ৰ মন্ত্ৰিকপুৰের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কচুকোড় প্ৰক্ৰল প্ৰাম। কৰিওৱালা ও ক সি বিবাহ কৰেন,এবং মন্ত্ৰিকপুৰ ত্যাগ কৰিয়া গতনালয়ের আনিয়া ধরিয়া পালা দিবার ক্ষমভা ক্রিল।

প্রাস স্থাপন করেন। কৈলাসচন্দ্র ভগানীতা কবিওয়ালাগণের মঞ্চে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আছি আছে। নিকটবভী বছন প্রায়ের কলছবি বায় ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ববভী হইলেও বৈলাস যৌবনে বলভাবত্ত সঙ্গে পালা দিয়াছিলেন। বীরভ্যের কাবওয়ালারা এখনও উল্লেখ কবিয়া গান করে—কবির ওজ সেই বলহবি!

ছিক ঠাকুবের সঙ্গে কেবে কৈলাসের যাই বলিহারি ইত্যাদি। ক্ষিত্রালার। বলেন বে, রামানক ও কৈলাস একই ওকর শিষ্য এবং বলহরির প্রতিষ্ণী।

কৈলাস বছ কবি সঙ্গীত বচনা কৰিব। গিছাংছন। তাঁলার ভবানী ও স্থী-সংবাদ বিবয়ক বছ পদ আছে। সমসাময়িক ঘটনা লইবা গান বাধিতে ইনি বিশেষ পাবদর্শী ছিলেন। ই হার বচিত আসমনী, বিজয়া প্রভৃতি গান ভিক্ষাজীবীদের মুখে সময় সময় তনা যায়।

কৈলাসের হই পুত্র—ক্ষ্যেষ্ঠ চণ্ডীকালী ও কনিষ্ঠ অব্লগচরণ।

১২৮ • সালের কাণ্ডিক মাসে ৭৫ বংসও বয়সে কৈলাসের মৃত্যু হয়।

- (१) কুদিবাম ময়রা—নিবাদ সিউড়ীর এক মাইল পাভিষা দক্ষিণে করিথা প্রাম। প্রাসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়া ইনার খ্যাতি ছিল।
- (৮) চৰণ বা রামচরণ ডোম—নিবাস ইলাম বাজার থানার জ্বীন ও বাতিকার প্রামের নিকটবর্তী পাণ্টপুড়ি প্রাম। বিখ্যান্ত ক্বিওয়ালা ও ক্বিগান রচয়িতা।
- (১) চণ্ডাকালী ঘটক—কৈলাসচন্দ্ৰ ঘটকের জোষ্ঠ পুত্র । ইয়াৰ বিছু দিন যাৰং কবিগানের দল ছিল বালয়া গুনা যায়।
- (১০) চাকর যুগী—প্রাসিদ্ধ কবিওয়ালা। অফুমান এক শব্দ পঁচিশ বর্ব পূর্বের সিউড়ীর ছর মাইল দ'ক্ষণ-পূর্বের পুরন্ধবাপুর প্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি কবিগানে বিশেষ স্থগাতি লাভ করেন।
- (১১) ছিক্ক বা স্থাপ্তিধর ঠাকুর—নিবাস কচুজোড় সন্মিকট জান্ত্ররী গ্রাম, পূর্ব্ব-নিবাস শাল নদী-ভীরবভী কাথুটিয়া গ্রাম। জান্তি বৈস্তা। স্থাপ্রসিদ্ধ কবিওরালা ও বৈলাস ঘটকের সমসামারক। ইনি গুকুসিরিও করিভেন বালয়া গুনা বায়।
- (১২) জীবন উড়ে—নিবাস সিউড়ী রাণীগঞ্জ রা**ন্ধা**র **চড়ুর্ব** মাইলে বায়পুর গ্রাম। সঙ্গীত ও কবিগান গচরিতা।
  - ( ১৬ ) দশর্থ মণ্ডল-ক্বিওয়াল। বলিয়া খ্যাত।
- (১৪) নন্দ চক্রবন্তী—নিবাস সিউড়ীর সেহাড়া পলী। ইনি খোঁড়া নন্দ নামে পরিচিত।
- (১৫) নিভাই দাস—ক্বিগান বচয়িত। নিবাস সিউট্টার পাঁচ মাইল দক্ষিপ-পশ্চিমে বরুল গ্রাম। পিভার নাম কুকুলান। ইনি বিখ্যাত ক্বিভয়াসা বলিয়া খ্যাতিলাভ ক্রেন। ১৬০৬ সালে ইহার সুত্য হব।
- (১৬) বনোৱারী চক্রবর্তী—নিবাস সিউড়ীর চৌদ মাইল দক্ষিণবর্তী ইলাম বাজার থানার অধীন কুর্ডামঠা গ্রাম। ইনি-ক্রিয়া ব্যালাভ করেন।
- (১৭) বদহবি বার—বিখ্যাত কবিওরালা। নিবাস বন্ধশ প্রাম। জাতি রাজপুত। পিতার নাম আগমটাদ রার। কর্ম-ব্যাপদেশে এ দেশে আসিরা বাস করেন। জন্মনান ইহার ১১৫০ সালে জন্ম, এবং ১২৫৩ সালে মৃত্যু হর।
- (১৮) মধু গরাঞি—নিবাস বোলপুরের অনুষ্বর্তী পশ্চিমে ক্ষমন আম। কবিওরালা ও কবিগান রচহিতা। ইহার অধিকক্ষশ ব্যৱস্থা পালা দিবার ক্ষমন্তা ক্ষিত্র।

- (১১) মাধব হাড়ি—নিবাস ইলাম বাজার সন্নিকট বাকইপাড়া আম । কবিওয়ালা ও কবিগান বচয়িতা। গাল রচনা করিবার ইহার অভ্নত কমতা ছিল। পারা দিতে বাইরা ইনি সহজে পশ্চাৎ-লাল হইতেন না।
- ি (২০) বদ্ধাকর স্বৰ্ণকাব—নিবাস কুড়মিঠা। কৰিওয়ালা শ্ৰনিয়াখ্যাত।
- ( ২১ ) রাই6বণ বাধ—নিবাস বক্ষণ। জাতি রাজপুত। পিতা আনেশ্চাদ বাধ। কবিগান বচৰিতা। ১২১• সালে ইহার মৃত্যু হয়।
- (২২) রাখাল বাগ্দী—নিবাস ইলাম বাজার খানার অধীন ও অক্সেব কেন্দুলীর অদ্রবতী পূর্বে সনমূনি গ্রাম। কবিওয়ালা বলিয়া শ্যান্ত।
- ্ (২৩) রাখাল হাড়ি—নিবাস ইলাম বাজাব সন্ধিকট বেলোঞা প্রাম। বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন।
- ্ (২৪) শ্রীর বব সরকার—জাতি কায়স্থ। নিবাস বোলপুরের দশ মাইল পুরবতী বঙ্গছত্র গ্রাম। বিখ্যাত কবিওয়ালা। ইহার দৈনিক দক্ষিণা ৪০১। ৫০১ টাকা।
- (২৫) রাজবোম গণক—নিবাস পুরন্দরপুবের অদ্রবর্তী বাঁশশক্ষা গ্রাম। কবিগান রচিয়তা ও বিখ্যাত কবিওয়ালা।
- (২৬) রাধাচরণ রায়—নিবাস বরুল। ইনি পিতা বলহবির রাবের ছার কবিগানে পটুতা লাভ করেন। ১৩°১ সালে ইহার মৃত্যু হয়।
- (২৭) রামচরণ বাগ্দী—নিবাস ইলাম বাজার থানার অধীন ও য়েভিকার গ্রাম সন্নিকট গোল্ট হুড়ি গ্রাম। কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত।
- (২৮) রাম তারণ মণ্ডল—নিবাস নাছর থানার অধীন ও নাছর আমের পাঁচ মাইল পূর্বে হাটসেরাঙ্গি আম। কবিওয়ালাগণের অবধ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।
- (২১) রামরতন মগুল—নিবাস মৌড়েশ্বর থানার অধীন বীরচন্দ্রপুর গ্রাম, কবি-সঙ্গাত রচরিতা ও বিখ্যাত কবিওয়ালা। ইনি পান্ধাতে চড়িরা কবি গাহিতে যাইতেন। তৎকালে ইগার সমকক কবি-গারক অতি অল্লই ছিল।
- , (৩•) রামত্রন্দর চক্রবর্ত্তী—নিবাস সিউড়ীর বাক্সইপাড়া পল্লী।
  ক্রবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।
- (৩১) রামাই ঠাকুর বা রামানন্দ চক্রবর্ত্তী—নিবাস সিউড়ীর চার মাইল দক্ষিণবর্তী চক্রভাগা নদাতীরস্থ রারপুর প্রাম। ইনি কৈলাস ঘটকের সম্পাম্থিক এবং সাধারণের নিকট রামাই ঠাকুর নামে প্রিচিত ছিলেন।
- (৩২) লালু নন্দলাল—নিবাস কাহারও কাহারও মতে বীরভূম এবং কাহারও কাহারও মতে অঞ্চত্র। বিখ্যাত কবিওরালা বলিয়া খ্যাত। ইঁহার বচিত বহু বৈকাব-পদও আছে।
- ' (৩০) সারদা ভাণারী—নিবাস মলিকপুর গ্রাম। কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক, ইংগর কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাতির কথা তনা যায়। ক্বিগানে খ্যাতিলাভ করিলেও ইনি জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই।
- (৩৪) হবেক্স খোব—নিবাদ নামুব খানার বন্ধছত্র (ব্যাভ ছাভরা) প্রাম। জাতি সন্দোপ। বিখ্যাত কবিওরালা ছিলেন। কবিগান ব্যতীত ইনি নখদপণ, ভ্ত-প্রেত ছাড়ান, নল চালান প্রভৃতি বিষয়ে সিঙ্ক্ত ছিলেন। ১৩৪৮ সালে অমুমান ৬০ বংসর ব্রুসে ইহার মৃত্যু হয়।

### টোরা-বাজারের টাকা

**शिरिक्टनाथ ग**रकांत्र

- বাসালা দেশে ছণ্ডিক শেষ হচেছে। রয়েল কমিশন রায় বার

করেছেন, পনর লক লোক মারা গেছেন এবং মাধা-পিছু
হালার টাকা লুঠেছেন মহাজন ও চাউল-ব্যবসায়ীরা। এ হ'ল সরকারী
হিসাব; বেসরকারী লোকেরা বলেন, ৩৫ থেকে ৫০ লক লোক মারা
গেছেন আর চালে যে কত টাকা লাভ হয়েছে তার ইয়ন্তা নেই।
ভবে মোট কথা গাঁড়ালো এই—একটা বিপুল পরিমাণ টাকা বহ
মায়ুবের প্রাণ-বিনিময়ে জল্পান্ড।ক লোকের হাতে জ্মা হয়েছে।

চোরা-বাজারের রোজগার চালের সঙ্গেই শেষ হয়নি ! ছুভিন্মের পর এল মহামারী; জনেকে জাবার প্রগা করলেন ঔষধ ও পথ্যে; জ্ঞান্ত জিনিবের কথা ছেড়েই দিলাম, বস্ত্রুসন্থট এখনও লেগে রয়েছে, কাপড়ের চোরা-বাজারে শোনা যায় জনেকে কোটি কোটি টাকা করেছেন। এত টাকা, কিন্তু গেল কোথায় ?

ব্যাক কমা দেওৱা চলে না; দিলেই বিপদ! আয়কর-অফিগার ব্যাক-বই দেখলেই ধরে ফেলবে। আয়করই যদি দিতে হল, তা হলে লাভ করে ফল কি চল! সিন্দুকে পূরে থানিকটা রাথা হল, এতে সমূহ বিপদ, চুরি-ভাকাতির অভাব দেশে নেই। একটি সিন্দুক থেকে ৮০ হাজার টাকার কর্করে নোট চুরি হয়ে গেল; আবার এক জন ৫৪ হাজার টাকা হারিয়ে পুলেশকে থবর দিতেও ভার পেলেন।

বাড়ী, ঘর বা সম্পত্তি কিন্তে গেলেও বিপদ; কোথা থেকে 
টাকা এল এ তদস্ত না হলেও যে টাকা সম্পত্তি কিন্তে লেগেছে 
তার উপর কর ধার্য হয়ে যাবে। আজ-কাল Excess profit 
tax, Super tax ইত্যাদি কম নয়।

শামাদের প্রচতুর ব্যবসাথী বন্ধুগণ (!) কি জ্বত সহক্তে হার মানবেন ? তাঁদের উক্তর মন্তিকে চোরা-বাজারের টাকার সদ্গতি ববার কত রকম ফল্দি বাহির হয়েছে, তারই হু'-একটি উদাহরণ দিছি:

চোরা টাকা—হিসেব-পত্র রাখ্তে গোলে বিপদ, কবে কার হাতে পড়ে যায়। হিসেব-পত্র নেই, বেসামাল খরচ চলেছে, কও দাম পড়ছে সে দিকে লক্ষ্য নেই এদের। চোরা-বাজারে ১০,০০০ হাজার টাকার মোটব, ৬ টাকা গ্যালন মোটবের তেল, ২৫০ টাকা একটা টায়ার, ৭৫ টাকা বোতল ছইছি ইত্যাদি নানান খরচ বিনা বিধায় অনেকে কর্ছেন কিছ বিপুল উপাক্ষন অত সহজে শেব হয় না।

প্রথমে চল্লো সোনা এবং কপা কেনা। টাক। ফেল— যত ইছে কেন, কেউ কাছ দিকে ফিরেও তাকাবে না। সরকার জনেক সোনা, কপা বেচেছেন কিছ কে বে ক্রেতা তার পরিচয় নিয়েছেন বলে মনে হয় না। সোনা কপা বেচে Inflation রোধ করা হছে; প্রিচ্ম নিতে গিয়ে ক্রেতাদের ভড়কে দিলে বাজার নই হবার সন্থাবনা। কোন এক জন চাউল-বাবসায়ী ৫০ লক টাকার স্বর্গ ক্রেয় করেছেন। ৫।৭ লক্ষ টাকার থজেরের সংখ্যা অগণিত। লোকে বলে, বিকানীর প্রভৃতি দেশের মাটাতে আল-কাল সোনার তাক ছাড়া কিছু পাওরা বায়না

100

ধানিকটা প্রসা এরকম করে আটুকে রাখা চলে কিন্তু ব্যক্তারী-দের ধাতে তা সর না। টাকা কেলে রাখা নষ্ট ক্রারই সামিল; এরা চার টাকা খাটাতে।

\*

বেনামীতে বাড়ী, বর অনেকে কিনেছেন—বেনামদার, পাছে দাবী করে বদে, এই ভরে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধক নেবার ব্যবস্থাও করা হরে গেছে ৷ এভাবে হ'-চার লাখ সাম্লানো বার কিন্তু ভার বেশী উঠ্ছে গেলেই চারি দিকে জানাজানি হরে পড়ার ভর—Income tax-ওগ্যালাদের কানে বদি পৌছে বার !

বেনামী করেও সব সময় কাঁকি দেওয়া চলে না, বেনামদারকে চেপে ধরার সন্থাবনা আছে। এ-পথও বন্ধ করেছেন কয়েক জন ধ্রন্ধর। বন্দা-পলাভক কভ লোক এনেছেন, কে যে কভ টাকা নিয়ে এসেছেন তার কোন হিসেব নেই। এ-রকম লোক যদি হাতে থাকে তা হলে তার মারক্ষং বছ টাকার সদ্গতি হতে পারে এবং হরেছে। আবার বন্ধাবাসী যদি প্রসাওয়ালা বলে সরকারী সার্টিক্ষিকেট জোগাড় করতে পারে তা হলে একেবারে পোয়া-বারো।

বেদে ও শেয়ার মার্কেটের আদ্রের উপর আয়কর ধরা হয় না। জ্যাথেলা মানুথের স্বভাবগত জুয়াকে জুয়া-থেলা হল, মাঝ থেকে আয়কর বাদ পড়লো। অবশাই হার হবার ভয় আছে, তবে এই পাকা ব্যবসায়ীরা হাত না পুড়িয়ে বেশ বেরিয়ে আসেন। এক জন ব্যবসায়ী ৭৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে শেয়ার মার্কেটের সভ্য হলেন কিল্ক তনতে পাই এক মাসের মধাই দ্বিগুণ টাকা করেছেন।

এ উপারে অনেক গ্রের প্রসারও সদ্গতি হয়েছে। নগদ 
টাকায় বাজি ধরলে, ক্তিতের টাকা নগদ নেবার কথা কিছ এমন
ক্ষেক জন আছেন তারা ক্রিতের টাকা ক্রেক ছাড়া নেন না। ক্রেক্থানি
ব্যাক্তে জমা দিতে কোন ভয় নেই, পরিষ্কার জবাব তৈরী। কোন
অধিসার এক বছরে লাখখানেক টাকা Raceএ জিতেছেন বলে
জানা বায়—ভাগ্যবান্ বল্তে হবে।

কিছ এভাবে ৫০ লক্ষ বা ততোধিক টাকা সাম্গানো যায় না। গত কয়েক বছরে অনেকগুলি ছোট-বড় ভারতীয় ব্যাক্ষ খোলা হয়েছে। এই দব প্রাহিপ্তানে বেনামীতে টাকা জমা পড়ছে অনেক এব এই জমার বিদিদ দেখিয়ে ধার নেওয়া হচ্ছে। বড় টাকা লেন-দেন হচ্ছে স্বভরাং বিশেষ হারে কারবার হচ্ছে।

বাংস্থিক ২ টাকা হাবে জ্বমা করে—অবশাই বেনামীতে— নিজের টাকাই আবার ৩ টাকা মুদে ধার নেওয়া হছে। বন্দোবস্ত অতি চমৎকার! ব্যাছ কাঁকি দিরে, শতকরা ১ টাকা পেরে গেল আর সরকার কাঁকে পড়কেন শতকরা ৮০ টাকা।

চোরা-বাজাবে কি করে টাকা করা হর তা হরতো অনেকেই ।

জানেন, নৃতনম্ব তার মধ্যে কিছু নেই, তবু ছ'-একটি পরোপকারী
নামধারী চোরদের মুখোদ খোলা দরকার । গরীব লোকদের উপকারার্থ
ছর্তিক্রের সমর, পরে এবং এখনও কম দামে মাল ছাড়ার ব্যবস্থা
হয়েছিল ও আছে। ঢাক-ঢোল বাজিরে বড় বড় নেতৃয়ানীর লোক
ডেকে মহা সমারোহে শুভকার্য্য স্কুক হল। ৫০০ শত মণ চাউল আর
৫০০০ খান কাপড় সন্তার বিক্রী হ'ল। বাকি ৫০০০ মণ চাউল আর
৫০০০ হাজার ধুতি-শাড়ী (অনেকটা আবার সরকারী সরবরাছ)
বেনামী দোকান মারফং বেমালুম চোরা-বাজারে চালান হয়ে কেলপ
আসল খাতার পড়লো মোটা লোক্সানের অন্ধ। আরক্র-ওরালামের
অকুলী প্রদর্শন করে মোটা লাভের সহিত সরকারী ও বেসরকারী মহলে
বিস্তর নাম হ'ল।

চোরা-বাজার বন্ধ করার অনেক চেষ্টা চলেছে, ধড়-পাকড়, জেল, জরিমানা অনেক হ'ল কিন্তু চোরা-বাজাবের টাকা বের হ'ল না। নিয়ন্ত্রণের ফলে থাতায় ফেলা হল সরকার-নিদ্ধারিত দর; আর দেখানো হল সামান্ত; কাঁকি পড়তে পড়লো গভর্নেট আর গরীর লোক দাম দিল রক্ত-মাংস দিয়ে।

তথ্ যে আমাদের দেশে চোরা-বাজার ও তার টাকা আছে তা
নয়; করেক দিন আগে কাগজে দেখ্লাম, বিলেতেও বহু টাকার নেষ্টে
চোরা-বাজার মারফত লোকচকুর অন্তরালে চলে গেছে; আমাদের
দেশে হয়তো পরিমাণটা বেশী হয়েছে। সাম্লে কেলা সম্ভেও কন্ত
টাকা এখনও লুকানো আছে তা সঠিক বলা বায় না; তবে একটি বন্ধ
ব্যা-হ্লর কর্তার কাছে তনেছিলাম ৩০০শ ক্রোর টাকা হতে পারে।
তার হিসেব কতথানি নির্ভূল বল্তে পারি না, এ বিবল্পে
সরকারী কোন ইস্তাহার এ পর্যান্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
তবে একটা মন্ত অঙ্ক বে হবে এ কথা নিঃসন্দেহ বলা বেভে
পারে।

এ টাকা ৰত দিন লুকানো থাক্বে, দেশের উপকারে লাগ্রে না। অনপ্রপারে মান্ত্রের বক্তশোষা পরদা টেনে বার করবার উপার উদ্ভাবন করার সমর এসেছে এবং এরই মধ্যে চোরা-বালার লোপ করার সহজ্ব উপায় ররেছে! বড় বড় অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগৃথ এর কি একটা সমাধান করতে পারবেন না?

#### গান খ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

চাদেতে ওই যে বৃড়ি চরকা কাটে
দ্বে তার ছোট কুঁড়ে যায় যে দেখা
ঐ চাদে ওই দখিণ বাটে।
ক্রিকুলে কেউ নেই তার আপান বলায়
তথু এক নাতনী ছাড়া
চপলা চঞ্চলা দে ডাগর মেবে
কপে দে চাদের বাড়া
কপে দে চাদের বাড়া
সম্পরী দে ক্ষপের হাটে।

চাদনী রাতে ধখন আকাশ বেয়ে জোহনার ঝরণা ঝরে দে মোরে হাতহানি দেয়

টাদের মেয়ে

সে আমার পাগল করে সে মোরে পাগল করে পরাণ হরে নিঠুব নটা প্রেমের নাটে টালেতে ওই বে বুড়ী

**हबका कार्त्व**।

# গুপ-জগৎ—অকিড-রাজ্য

শ্রীন্থবেশচন্ত্র ঘোষ

ক্সাম্বৰা বৰ্ডমান প্ৰদক্ষে পূপা-কগতেৰ অভৰ্জু ক্ত অভিড-রাজ্যেৰ বিচিত্র বার্দ্র। পাঠকগণকে বলিব। এই জাতীর পূস্প-ভক্ 📲 প্লেশীতে বিভক্ত—ভূমিজ'ত ও পরগাঙা শ্লেণীর। বাচারা ঘতন্ত্র প্লাহেৰ সনাসৰি মৃত্তিকায় জন্মায় তাহাবা ভূমিজাত বা "টেৰেসা ট্ৰুফাল।" শ্বাহারা দ্মণর বৃক্ষের বক্ষকে আশ্রয় করিয়া পরগাছারণে জন্মগ্রহণ 🕊 ভাহাণাই শেষোক্ত শ্ৰেণীভৃক্ত। ইংরেজীতে ইচারা এপি-আইটিক' অখায় অভিহিত। উভৰ প্ৰকাৰ অবিভই বুক্ষ-জগতের ৰ্ভাই বিস্তৃত স্থান অধিকাৰ কৰিয়া সমগ্ৰ পৃথিবী ব্যাপিয়া বিবাজিত ৰ্ষিয়াছে। তবে ভূমিকাত অবিডগুলি সাধাৰণত: উত্তৰম্ব নাতি-**ৰিছোক মণ্ডলে দৃষ্ট হয় এবং প**ংগাছা-শ্ৰণীর অকিড প্রধানত: **बीद्रमक्टल** प्रथा वाद्य । সমূल-পृष्टित প্রারই সমতল রৌ<del>ল-দ্বা</del> দেশ-ৰুক্তি চুইতে ভুবারাছর (৩৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেপায় অবস্থিত) 📚 পর্বত-পূঞ্জপর্ণ প্রদেশাবলী পর্যান্ত সর্ববন্তই এই অপরূপ-রূপাস্পাদ পুশে-পাদপ দৃষ্ট হটয়া থাকে। ভূমির উচ্চতা, পর্বাতঞ্জেণীর বিস্কৃতি, **স্থানীর শম্পবন্ধন বা**তাসেব গতি প্রভৃতি ব্যাপারের **উপর ই**হাদের ক্ষমন্থিতি ও আকৃতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। প্রগাছা শ্রেণীর অকিড-শুলির অস্ত এমন কভকভলি বুক বিজমান থাকা আবস্তক, যাহাদের ক্ষুলের বুকে ইচারা সহজেই আপনাদের শিক্ড প্রসারিত করিতে াশাবিৰে। ইহা ছাড়া উহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ-সাধনের জন্ম এমন ক্ষুতিপয় কীট-পতক্ষম প্রবোজন, যাহাদের সহিত উহারা এক প্রকার বিচিত্র খনিষ্ঠ সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ। এই সম্পর্ক পরম্পার কল্যাণ-আৰক বা 'সিম'বিখোটিক'। অৰ্থাৎ পুষ্পেৰ কল্যাণ কীট-প্ডক্সমেৰ 🐂 এবং কটি-পতঙ্গমের কল্যাণ পুস্পের উপর নির্ভর করে।

এই জাতীয় পূস্প-পাদপ শ্রেণীর আভাস্করীণ ক্ল'বন-রহস্য জানিবার আৰু বাঁছাৰা সৰ্ব্বপ্ৰথম প্ৰবন্ধ করেন তাঁছাদের মধ্যে প্ৰেল্ডলের নাম উক্রেখবোগ্য। অকিড'দগের বমণীয় কান্তির অন্তরালে বে মধুব 🜉 শাৰ এন্ডৱ বহিবাছে তিনি তাহা প্ৰবন্ধসন্ত্বেও আবিষাৰ কৰিতে পাৰেন নাই। পৰে প্ৰসিদ্ধনামা প্ৰাণিতত্ত্বেতা ভাষ্টইন অসাধারণ বৈশ্বসম্কারে অনুসন্ধান করিয়া উহা আবিদ্বারে সমর্থ হন। ভিনি প্ৰথিতে পান, এই জাতীয় পুস্পের অভ্যস্তবস্থ নলাকার অঙ্গের ভিতরের 🐿 মাহিরের প্রাচীরাবলীর মধান্থলে মধুর গভীর উৎস্পলি লুকারিত শ্বহিন্নাছে। বাহা ভাষেত্ৰ জীবনব্যাপী অমুসদ্ধানেও আবিষ্কার করিতে পাছরন নাই এবং ধাহা জানিতে ডারউইনের ভার নিস্প-রহস্ক বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও বহু বংসরব্যাপী সাধনা আবশ্যক হুইরাছিল। আছাতি-প্রদত্ত প্রেরণার প্রভাবে কীট-পভঙ্গমগণ তাহা সহজেই বাহির কৰিয়া কেলে। প্ৰাণ ভবিষা মধুপ'নের পর প্রস্থানের সমর এই সকল প্রাণী পূম্পের পরাগগুলিকে সজে লইরা বাব এবং উহাদের বাহাব্যে অক্টান্ত পূম্পকে ফলবান করিয়া তুলে। অর্কিডরা অপরের ্সাইকা ব্যতিবেকে বংশবিস্থার করিছে পারে না। বাভাস বা ্পভলৰ এই ডুইটির মধ্যমত। ভিন্ন ইহাদের বৌন-সন্মিলন কিছতেই সম্ভব নর। অবশ্য এ বিবরে পড়জমরাই অধিক সহায়ক হয়।

্ আমৰা অকিডওলির নিকট হইতে কোন অৰ্থনীতিক সহারতা পাই কি না এই জিজাসা আমাদের যনে জাগিতে পারে! এই

ভূমিকাভ অবিড শ্রেণীর বৃক্তালির বে অংশ ভূমির উদ্ধাংশে থাকে ভাহারা ওব্যবির ক্লায় প্রতি বৎসর মরিয়া যায় কিছ ভূমির নিয়ে বে নলাকার শিকড়গুলি লুকায়িত থাকে তাহারা 'পিরেনিয়াল' অর্থাৎ হুই বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। পরগাছা শ্রেণীর অকিডগুলির পরমায়ু ভূমিজাত অর্কিডগুলি অপেকা অনেক অধিক। স্কল প্রকার অফিডজাভীয় বুকের পুস্পপুষ্ণের ভিতর পরস্পর বর্ণ ও ও আকৃতিগত পার্থকা থাকিলেও প্রকৃতি কর্ত্তক ভারারা একই প্রদালীতে প্রস্তুত সন্দেহ নাই। এই জাতীর প্রত্যেক পুষ্পে তিনটি কবিরা সেপ্যাল বা পুষ্প-বৃতি থাকে। পুষ্পদলের বহিরাবরণের অংশ ওলিই পুস্পবৃতি। এই অংশগুলি অক্তান্ত পুস্পের ভার সবৃদ্ধ না হটয়া বৰ্ণবিশিষ্ট। পেট্যাল বা পুম্পের দলগুলির সংখ্যাও ভিনটি। এই फिनिष्ठ पन नमान नरह। इंशापत এकि अविभिष्ठ धुर्वेष इंशेष সম্পূর্ণ পৃথক প্রকারের। কথন কথন ফলের ভার আকারের দল দেখা বায়। কখন কখন পতাকার ভায় আকারবিশিষ্ট দল দৃষ্ট হয়। গোসাপের চকু বা ভেকের পদাকুলির মত দলও আমরা কথন ক্থন দেখিতে পাই। কোন কোন পুষ্পদলকে দূর হইতে পতক্ষ বা পক্ষিবিশেষ বলিয়া মনে হয়। আমরা এমন জকিড দেখিয়াছি, বাহাদের প্রস্কৃটিত পুসাঞ্জলি ঠিক প্রসারিত-পক্ষ প্রজাপতির ক্ষুত্রপ। এই জাতীর পুষ্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য পুং-কেশরগুলি গর্ভকেশন বা বীজকোবের চতুর্নিকে গুদ্ধবন্ধ ভাবে ( রক্ষক বা প্রাহরিরূপে ) বিরাজিত थारक ना । छरश्विवार्स्त हेशामत विरामय छारव विकामश्राश्च शुर-विभाव গুলি গর্ভকেশর সমূহের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার স্তম্ভ বচনা করে। সেই ভভের সহিত ছুইটি কক্ষবিশিষ্ট একটি গর্ভকোষ সংযুক্ত থাকে। পুষ্প-রেপু বা পরাগঞ্জলি এই কোবের ভিতৰ সঞ্চিত থাকে। **धरे भक्न वाभ वा बाजर कन-क्यार बंदिन**का बाम्हरीबनक। অভাভ শ্রেণীর পুষ্প অপেকা অর্কিড-রাতীর কুমুমকুলের যান্ত্রিক জটিলতা অধিকতর তুর্ভেক্ত বলিরাই প্রেক্সেলের প্রবল প্রবন্ধও সাফ্ল্য<sup>-</sup> মখিত হয় নাই এবং ডারউইনের স্থায় পশিতের পক্ষেও বহু বংসর-ব্যাপী পুন্দ পর্যাবন্ধণ প্রয়োজন হইয়াছিল। পুষ্প-পাদপ-দলের ভিতৰ অৰ্কিডবাই প্ৰথম স্থানেৰ অধিকাৰী, এ বিৰুৱে সংশ্ৰ থা<sup>কিতে</sup> পাৰে না।

এই সকল পূসাৰুক একণ ক্ষমতা পরিষাণ বীক্ষ প্রসেব করিয়া থাকে তে, দেখিলে আমানের মনে চইডে পাবে শীবাই সমগ্র পৃথিবী এই প্রকার পূসা-সামণে পরিপূর্ণ হইমা পঞ্জিব। কিছু ভাচা হয় না। কেন হয় বা, সেই বহন্ত আজিও পানিকাৰ ব্যক্তিক ব্যক্তিক ক্ষিত্ৰ ক্মিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ম

ভারতবর্ষের অর্কিড শ্রেণীর পুস্পরুক্তলির ভিতর 'আয়োরাইড' নামক প্রগাছা-জাতীয় একটি পরিবার আছে। এই বিশাল পুষ্প-পাদপ-পরিবাবের চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য ইহাদিগকে অর্কিডরাজ্যে একটি छेळ ज्ञान मान कविवादह। देशां उधु धिनायाय समाव। ১१১. ধুষ্টাব্দে এক পর্ত্ত গীজ ধর্মবাজক কর্ত্তক ইতা উচ্চানে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। আরণা অবস্থায় ইহারা রক্ষর স্থায় শিকডেব সাহায্যে বৃক্ষবিশেষের শরীরের সহিত সংশগ্র থাকিয়া জীবন-সংগ্রামে বত থাকে। সাধারণত: জলাশয়ের তীরবন্তী বৃক্ষেই ইহার। জন্মায় এবং সলিলের সন্ধিকটবর্তী শাখাসমূহের বক্ষেট লক্ষিত হইরা থাকে। এই পরম প্রীতিপদ পুস্পপ্রস্থ পরগাছা শিকছের পর শিক্ড প্রসারিত করিয়া পাদপটিকে এমন নিবিড অনুবাগের সহিত কডাইয়া ধরে যে সাধারণ ঝড়ে ইহার। বুক্ষচাত হয় না। ঝড়ের বেগ অভি প্রচণ্ড হইলেই বুক্ষের বন্ধ হুইতে বিচ্যুত হুইয়া ইহাদের ভুতলে লুঞ্ভিড চইবার আশ্বরা থাকে। ঝড়ের সময় ইছারা যথন বুক্ষের কণ্ঠে, বক্ষে া কটিতটে সংলগ্ন থাকিয়া অবিশ্রাস্ত ছলিতে থাকে তথন অপর্ব্ধ দল প্রকটিত হয় বলা চলে। আকুতি অমুসারে এই আয়োরাইড নামক ারগাছা শ্রেণার অর্কিডদিগকে তুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটির পত্রগুলি গোল ও স্থল বা মোটা। অপরটির পত্রগুলি চামডার ত পাতলা এবং সমতল ও বিস্তৃত। ইহাদের ফুলগুলি অনেকে াক্ত গুৰুবদ্ধ ও উন্টা ভাবে দোছলামান থণকে। এই পুষ্প পরিবারের খা 'অডোরেটাম' সর্ব্বাপেক্ষা স্থলর।

নেপালীবা এই শ্রেণীর অর্কিডগুলিকে 'কণ্ঠা' আখ্যার অভিহিত বে! নেপালী নারীদিগের দ্বারা ব্যবস্থাত গুক্ষভার কণ্ঠহার ও এই তিই বৃক্ষের কুল কতকটা অফুরূপ বলিরা এইরূপ নাম প্রদন্ত রিছে। এই পরিবার-ভূক্ত মাণ্টিকোরাম নামক পুপাতক আসাম, পাল, সিকিম ও জন্মদেশে দৃষ্ট হইরা থাকে। পুপাগুলি অডোরেটাম পাল, সিকিম ও জন্মদেশে দৃষ্ট হইরা থাকে। পুপাগুলি অডোরেটাম পালা আকারে কিঞ্চিৎ কুলুতর হইলেও একই চিন্তাকর্কক বিচিত্র রাস-প্রণালীর পরিচর প্রদান করিতেছে। কুলগুলির বঙ গোলালী নীল-লোহিত বা নীজের সহিত মিঞ্জিত লাল। কুলের গারে বিচিত্র ইবাজি। 'এলিজাই'ও এই পুপা-পরিবারের অক্তর্ভুক্ত বলিরা । গাঁচ বেঙলীবর্ণের চিন্তাকলী এই জাভীর অর্কিতের পুপাণুক্ষের ইব্যক্তর বিজ্ঞািয় । আলালান নীপ্রশ্বক এই জালীর পুশার্ক বুট

হইরা থাকে। বর্দ্ধার এই ভাতীর লোবিরাই নামক স্কুলার পাছ দেখা বার। দীর্থকার ও শাখা-প্রশাখাশালী মেত ও পাটল প্রশা মঞ্চরী ইহাদিসের বৈশিষ্ট্য। সিকিমে, বর্দ্ধার ও থাসিরা পাছতে ভ্যাথারাম নামক এই জাতীর অর্কিড জ্বনার। ভ্যাপ্তা নামক পরিবারের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিরা এইরপ নাম। ইহাদিকার পাতাগুলি গোল। কুলগুলি আকারে বৃহৎ এবং স্থানির্মাল, গুল্লাগুলি। ইহারা সাধারণতঃ ৫ হাজার কিট উচ্চ ছানে, মুই ক্রীয়া থাকে।

'এনিক্টিবিলি' এক প্রকার থর্মকার ভূমিকাত অর্কিডের নারা।
ইহারা 'জুরেল অর্কিড' নামেও অভিহিত হয়। পরম সম্পন্ন প্রাশ্বানীর ক্লক এই আখ্যা। পরগুলি দেখিলে মনে হয়, সবুল ক্লোডেটার, গারে স্বর্গ ও রোপ্যের জাল কে বেন অড়াইয়া দিয়াছে। এই আইছা অর্কিডের মধ্যে সর্কাপেকা মনোরম জ্যানখোফিলাস। ইহা সিহেল দীপে দেখা বায়। এলিউইজিয়াই, সিকিমেনসিস্, আভিস্লোকাল প্রভৃতি এই জাতীর অর্কিডগুলি ভূটান, সিকিম ও আসামে দৃষ্টিলোকার হয়। ইহাদের কোন-কোনটির পত্রে অরেজবর্গান্ত নম্মাকর্কা রেবারাজি বিরাজিত। কোন-কোনটির পত্রে অরেজবর্গান্ত নম্মাকর্কা বিরাজিত। কোন-কোনটির পত্র ভাতার ও রোপ্যক্রিভারিকার বিরাজিত। কোন-কোনটির পত্র ভাতার বা টুকরীজেল রোপণ করা চলে, পত্রগুলি অত্যন্ত চিন্তাকর্বক, কিছ পুলার্কাল চিত্রাকর্বপে সমর্থ নহে এই সত্য অনেককে বিন্মিত ক্রিডে পাছে।

'আরাচনানখিদ' জাতীর অর্কিডভলি 'ভাাণ্ডা' শ্রেণীর অর্কিড গুলিব সহিত সম্পূৰ্কবিশিষ্ট। অনেক সময় উভয়ের পাৰ্বকা উপলব্ধি করা বায় না। তবে মনোযোগ সংকারে লক্ষ্য কৰিছে। জানা যায়, পূৰ্ব্বোক্ত অৰ্কিডগুলির পত্ৰাবলী শেৰোক্ত বুক্তৰ প্ৰৱেজ অপেকা বৃহত্তর ও উজ্জলতর। আরাছনানখিসের পুশা-মন্তরীতিকিত অপেকাকৃত অধিক বলবান ও দুঢ়দেহ। ইহাদের অলম্ভান নেপাল 🐞 সিকিমের শৈলখেণী। এই পার্বত্য দেশছরের অধিবাসীরা 🕸 অর্কিডকে 'বাধ চামড়া' আখাায় অভিহিত করে। পুরু ও পীতাত ' পুল্যালগুলির দেহে আড়া-আড়ি ভাবে অবস্থিত বিষয়ত ও বালালী রেখাঙ্লির জন্মই এইরপ নাম। ইহাদের লাটন আমটির আর্ 'উৰ্বনাভ পুষ্প।' উক্ত রেখা বা চিহ্নভূলি কখন কখন মা**ক্তনায**ু জালের ভার হইয়া থাকে বলিয়া এইরপ নামকরণ করা হইরাছে 🐒 এই শ্রেণীর অর্কিডঙলির মধ্যে 'ক্যাথকাটিয়াই' বুহত্তম। এই আজীয় 'ক্লার্কির' ফুলগুলি ছোট ছোট এবং উহাদের গারের বিচিত্র **চিত্রুর্জি** সভা সভাই মাক্ডসার জালের অনুরূপ। এই রম্পীর বেখারাভি জন্মই লেপচার। ইহাদিগকে 'পুর-ভিং' বলে। নামটির অর্থ স্থানসমূপ চিভিত। এই ছাতীয় প্ৰপের কাছ-কোমল প্ৰাছকলি ইয়ালে সর্বাপেকা চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। কিঞ্চি উচ্চ আঁচিলকং সন্ধিৰিষ্ট রহিয়া এই প্রাক্তগুলির বৈচিত্র্য আরও বাডাইরাছে। এই উচ্চাংশগুলি পুম্প-প্রাম্থে এরপ আলগা ভাবে সংলগ্ন আছে যে আছি মুচুম্পর্লেও গুলিতে আরম্ভ করে। পুম্পিতাবস্থায় আরাছনাছিস জাতীয় বৃদ্ধ ক্লভৈ এক প্ৰকাৰ অশ্ৰীভিকৰ গন্ধ বাহিব। ইইয়া থাকে। এই পুস্পবুক্ষের চাব সহজেই চলিতে পারে। অবলখন বা আঞ্চরট एठ श्क्या प्रकृष । निक्छित मिक्ठे निवान थाका श्राह्म । काइन, छाहा इहेटन छाहांझा व्यानशास्त्रव छेन्यात्री आक्ष छ। महस्कहे खाख रहा · हेहासम् भक्षकण अक अकाव कीरहेव वांचा आखाक

ে**ব্যং**ৰাৰ আশ্ৰম আছে বলিৱা উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে সাবান ও ঈৰত্বক ে**সলে**ৰ মাৰা বেতৈ কয়িলে ভাল হয়।

🥳 'ৰারাখিনা বোষাসিংখালিরা'ও ভূমিজাত অর্কিড। ইহাদিগকে ্প্ৰীয়-নেপালে, উত্তৰ-একে, থাসিয়া পাহাড়প্ৰেণীতে এবং নীলগিরি-্রাক্তিক অভিনতে দেখা যায়। লেপচারা ইহাদিগকে 'পা অন্'্ন মে <del>শি**শাভিহি**ভ কৰে।</del> এই নামের দারা নল-খাগড়া জাতীয় বৃক্ষের সহিভ ইহাদের সাদৃশ্যের কথা প্রকাশ পায়। পুষ্পগুলি গোলাগী, নীল এক ं न्बीन-विश्विष्ठ नाम এই ত্রিবিধ বর্ণের সম্মিলনে বিচিত্র ও চিত্তাকর্বক। ্লেলেরম্বন। হিমাজি সহকে বিশেষক সার ক্লোসেফ হকার এই 🌣 🗪 বিভিন্ন পুশ-পাদপ দৰ্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইহাকে ুংজ্জাক কৰিয়া ৰাহা লিথিয়াছেন ভাহার মৰ্থ—"লৈল্ডেনীর বক্ষে এক শ্ল**শত ভূপ-**শ্যাম ভূমি। সেই ভূমির বক্ষে পূর্ণরূপে পূম্পিত এই ্রাপুপাছক। ইহা অপেকা চিতাকর্ষক চিত্রের কথা আমি জ্ঞাত নহি। 🚼 भावाश्विमा भागापन काष्ट्र भिक् किंद्र ठाउँ मा। त्र गागाखरे াসকট। থানিকটা বোলা ভাষগা, সর্বাপেকা সুলভ পূর্বালোক ্লাবং ভূমির আর্ম্রতা এই তিনটি ভাহার আকাজনার বস্তু। ্ত এই বুক্ত বায়ু-প্ৰির পুষ্প-ভক্তকে কাচে বচিত কক্ষে বাখিলে সে ্ৰি**জ্বনা: ওকাইরা** মুক্তার কোলে ঢলিরা পড়ে।

🏨 বুন্দৰোকাইলাস একটি অভিবিস্কৃত অকিড-পরিবার। ইহাদের :- (क्योर गोणिक व्यविकात मृत-धार्माविक। वह विलिन्न (मर्ग हेशता **্দ্ৰবিদ্বা থাকে**। ইহাদের অন্তৰ্গত করেকটি শ্রেণী এত কুন্ত বে ্রাক্সিউভালির ভিতর কুমতম বলিলেও ভুল হয় না। দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ া**াক্র টি সুংগণ্ড** ইহাদের জন্মিবার পক্ষে যথে**ই।** ইহাদের কতকগুলি া-শালগ বে , ৰুক্ষবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তি ব্যক্তিরেকে আর কেহ ভাহাদের ्रक्षकिक व्यक्ति हरेरव ना। एरव क्राइकिए क्ष्मी विराध कर्मा ७ ১ **ক্ষিতাক্ৰক,** সে বিৰয়ে সংশয় নাই। কতক্**ণ**লির গদ্ধ ঠিক নৃতন-কাটা 🥴 📆 🕶 🗷 । 🖰 ইহাদের ভিতর এমন কয়েকটি গাছ স্বাহ্ছে যাহাদের ্ৰেছ হটতে মৃত জৰুব দেহ-নিৰ্গত চুৰ্গান্ধৰ স্থায় এক প্ৰকাৰ , অভান্ত অশ্রীতিকর গন্ধ বাহির ইইয়া থাকে। এই জাতীর সর্বপ্রকার ্লিকিডের পুষ্পপুঞ্জের কাগুগুলি বাতাসের **অতি মৃত্ খাসেও** ু अवस्था ভিৰাম নৃত্য আৰম্ভ করে। এইরূপ নৃত্যের উদ্দেশ্য সেই সকল ্ৰ্**শীট-শতলমকে আ**কৃষ্ট করা যাহারা ইহাদিগকে বংশবিস্তারে সহায়তা া ক্ষিৰে। এই আতীয় অৰ্কিড উভানে উৎপন্ন করিতে প্রবদ প্রযন্ত্র <del>া আরোজন হর না। করেকটি কাঠথণ্ডকে আশ্রর করিয়া ইহার।</del> ৰক্ষাৰ মাখা তুলিলে এবং ভূমিৰ আৰ্ক্স তা ও স্লিগ্ধ আবেষ্টন বলায় া ৰাখিৰাৰ অভ প্ৰচুৱ শৈবাল বিজমান থাকিলে ইহাদের পূৰ্ণ বিকাশ नहरू मत्त्र थारक ना।

কালানখিন' শধ্যের অর্থ স্থানর পূপা। এই জাতীর অর্কিডভলি এই নামের সার্থকন্তা সম্পাদন করিরাছে সম্পেহ নাই। এই
স্থানিজাত অঞ্চিড চিতাকর্থক বৈচিত্রের জন্ত বিখ্যাত। হিমাচলের
পূর্বাক্তনে ৪ হাজার হইতে ১ হাজার ফিট পর্যান্ত উচ্চে ইহারা
স্থান। পাছগুলির অথিকাংশই বৃহৎ ও অজু। পাতাগুলি
ভাজকরা বলিরা পুথিক মনোরম। প্রসারিত পূপাদলগুলির সৌশর্ব্য
সভাই অসাধারণ। নেপালীরা ইহাদিলকে 'ধোতিজনাথেরি'
সাংখ্যার অভিহিত করে। রল্পের অনুমুল্প দীর্থ প্রশাস্ত্র পত্রের জন্তই

क्षेत्रभानाम । 'विल्लाबांब भूमक्षण नीकवर्ष पक्षमहरू मिकर। ইহাদের গারে বেগুণী বর্ণের রেখা এবং দীর্ঘ প্রাক্তপ্রলি নীল লোহিত। 'আলপাইনা'র আবাসস্থল ১০ হাজাব ফিট উচ্চ পর্কভপার্ব। পুষ্পের অংশগুলি ওড়াও সর্জ বর্ণসম্পাদে সমৃত এবং পুষ্পের প্রাত্তিনি মিন্দুরবর্ণ। 'হোয়াইটানা'র পীতাভ সবৃত্ত ফুলঙলি পুমধুর স্থরভিশানী। পুষ্পের প্রাম্বগুলি উচ্ছল পীত ও সম-চতুকোণ। নেপালের পর্বাচন্দ্রেরী ইহাদের লীলাস্থল। এলিসমিফোলিয়া টেরাই প্রদেশে ছন্মায়। ইহাদের পুষ্ণভুলি অনেকে একত্র ভচ্ছবন্ধ ভাবে প্রস্কৃটিভ থাকে। পুলাদলের বহিরাবরণ এবং প্রান্তগুলি তভা। প্রান্তগুলিতে ভারোকেট बर्लिय वा त्यान क्यों हिनावर ऐक्हारण। এই क्यांनीय क्यक्टिएय क्लिय ঁভেরাট্রিফোলিয়া' সর্বাপেকা ভলর। মে ও জুন মাসে বিভর ওজভায় সমূদ্ধ বৃহৎ ও অভিন্ধ অবভিবিশিষ্ট কমনীয় কুমুমকুল এই ट्यनीव वृक्त मृहे हरेव। थाकि । भूष्भव व्यास्त्र शिमारे कवा अवः পীতবর্ণ চূড়ায় মণ্ডিত বলিয়া প্রম মনোরম। 'ক্যালানখিস' জাতীয় অবিডের চাব গৃহে বা উভানে রক্ষিত মুমর আধারে করা চলে। পাত্রগুলি অগ্নিপক ইটক সমূহের কুজ কুজ ভগ্নাংশে পূর্ণ করা দরকার। উহাতে ফ্ৰকিঞ্চিং বালুকা ও অল্প পরিমাণ পুরাতন গোময় দিল ভাল হয়। তলদেশে জলের জক্ত তুই ইঞ্চি পরিমাপের নালা খাকা আবশ্যক। আধারটি যেন সর্বদা জলসিক্ত থাকে। সুর্ব্যের আলোক ও উত্তাপ প্রচুর প্রয়োজন।

'সিরহোপেটালাম'ও একটি বুহুৎ অর্কিড-পরিবার। ইহারা পরগাছা শ্রেণীর। এই জাতীয় অধিড একা সিকিমেট ১৭ প্রকার দৃষ্ট চুইরা थाक । तिःश्न, व्यात्राम ७ वक्राम्म ७ এই व्याउीत व्यक्ति एथा वात । এই শ্রেণীর অকিডের পুস্পসমূহের অংশগুলি পাতলা চামড়ার ফালিব মত। মঞ্জীর উদ্ধাংশে ইহারা একটি চমংকাব চক্র রচনা করে। পুশের পাতলা ও হাঝা সদুশ্য দলগুলি সামাক স্পর্শে বা মৃত্-মন্দ বাডাসে माथा नाष्ट्रिया नयनवक्षन नृष्टा व्याव्य करत । এই व्यक्ति होत्तल एथा ষায়। লিগুলির মতে এই জাতীয় অকিডের কমনীয় কুমুমকুলের নেত্রাভি রাম নৃত্য দর্শন করিয়াই চীনারা ( উহাদিগের অমুকরণে ) এক প্রকার विकितः मुर्खि युक्ता करत । अहे मूर्खित मच्चक च कितूक मर्कामा च्यान्मामिक ছইতে দেখা বায়। মনোবোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে এই ছাতীর অকিডের পুষ্পাসমূহের অংশগুলির মান্তুবের জিহ্বা ও চিবুকের সহিত সাদৃশ্য অস্বীকার করা বায় না। 'রিফ্রাক্টাম' নামক অর্কিডও এইকণ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। কুলগুলি সর্বলা নড়ে বলিয়া ইহাকে উইগুমিল অকিডও বলা হয়। এই অকিড কুমায়ুন ও সিকিমে দেখা যার। লেপচারা ইহাকে 'ভন-ব্লিক' বলে। পুস্পগুলির গা<del>ত্রই</del> বিচিত্র চিহ্নাবদীর জন্মই এই নাম। ফুলের রম্ভ ক্যাকালে-সব্জ <sup>বা</sup> হবিদ্রাবর্ণ। চিহ্নগুলি বেগুনীবর্ণের। 'কাণ্ডাটাম' নামক এক প্রকার অকিড আছে, লেপচার৷ ইহাকে 'সি-পিয়ার' আখ্যায় অভিহিত কবে। নামটির অর্থ 'মাছের পুচ্ছের ভার'। পুস্পবৃতিগুলি <sup>দীর্থ</sup> এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত। হিমাচলের পর্বনা<sup>কলে</sup> ইহাদিগকে দেখা বায়। এই পরিবারভুক্ত 'মেডিইজি' সিংহল ঘাঁপেও দৃষ্ট হইরা থাকে। এক প্রকার অতি কুত্র মক্ষিকা এই জাতী অকিডকে বংশবিস্তারে সাহাব্য করে। আন্দোলিত পূপাবৃতিভ<sup>লির</sup> উপর দিয়া কীট-দল কম্পিতকার পুস্পপ্রাপ্তধানতে উপনীত হয় 👫 ভাব পৰ মধুৰ আধাৰটিতে প্ৰবেশ কবিয়া মধুশান কৰিবাৰ সময় বেন

সন্মিলন ঘটাইবা দেব। ইহাদিসকে উভানে উৎপন্ন করিবার পদ্ধতি বুলবোকগানের ভার।

'ক্লিটাটা' এই পরগাছা-লাভীয় অর্কিড বুক্লে এবং গিবিগাত্তে উচ্চর ছানেই জন্মিতে দেখা বার। এই সিকিমবাসী পুস্পবুক্ষকে লেপচারা 'লুসোনি' আখ্যার অভিহিত করে। ডিম্বাকার মুসগুলি অনেকটা বন্তনের ভার বলিয়া এইরূপ নাম। রন্তনকে দেপচারা লগোন বা লুসন বলিয়া থাকে। এই জাতীয় বুক্ষের কাণ্ডে ছুইটি করিরা পত্র। ছগ্ধণ্ডভ্র পুষ্পপূর্ণ স্তবকগুলি নতদেহে অবস্থান করে। প্রভাৱ প্রান্তর্ভাগ পীত। ইহারা রেখারাজিতে রমণীয় এবং চড়া-বিশিষ্ট। এই অব্ভিড কাহারও হক্তক্ষেপ পছন্দ করে না তবে গুছুবছ ভাবে থাকিতে ভালবাসে। 'ক্রিমবোজা' নেপাল, সিক্সিম ও ম্পিপুর বাজ্যে জন্মার। ইহাদের পূম্প-সংখ্যা আর হইলেও স্থরভি বিশ্বরুক্র। সারা ফুলের গায়ে হরিজাবর্ণ উচ্চাংশ সমূহ। পুলের প্রাম্বন্তলিতে বাদামী রেখা। এই পরিবারভৃক্ত অর্কিডের সংখ্যা আরু নহে। সিকিম ও ব্রহ্মের দীর্ঘকায় শৈবাল শ্যাম পাদপদলের বকে 'প্ৰেক্স' নামক অৰ্কিড জন্মিতে দেখা যায়। ফুলগুলিতে বেশুণী ও গোলাপীর সমন্বয় দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রাক্তঞ্জির বর্ণ भाकुत रहेरले**७ ६**ठोन ७ बानवर्क रनिश मःभावम। 'व्यवस এলবা' নামক এই জাতীয় অর্কিড দার্ভিজলিতের নিকটে দেখা যায়। দেপচারা ইহাকে পাক্-রিকু আখ্যায় অভিহিত করে। শব্দটির অর্থ 'ঘালিকাপুষ্প'। হমিলিস্ ও ছকারিণা (সার জ্বোসেফ ছকারের মাম হইতে ) উভরেই থর্ক-তমু। ভ্রুবিশার পুষ্পগুলিতে নীলের সহিত লালের সম্মেলন দেশা যায়। পুস্পপ্রাম্ভর্ভার বর্ণ কিঞ্চিৎ দ্যাকাশে। এই অৰ্কিডভলি সিঙ্গেলাই নামক পৰ্ববভ্যশ্ৰণীতে এবং ১ হইতে ১০ হাজার ফিট পধ্যম্ভ উচ্চে জন্মার। অনেক সমর ইহারা কয়েক দিন ব্যাপিয়া তুবারথাশিতে আছেল থাকে কিন্তু কোন व्यनिष्ठे रह ना । প্রকৃতি দেবী ইহাদিগকে তুবারতজ্ঞ সমূচ্চ শৈলপীর্বে ৰাস কৰিবাৰ উপযোগী শক্তি ও স্বভাবে ভূবিত কৰিয়াছেন।

ক্রিপটোচিলি একটি কুন্ত অর্কিড-পরিবার। সিকিম এবং সিংল এই ছুইটি দেশ ইহাদের বাসস্থল। বুরুবের **ভা**র আকারের সুলঙলৈ এই শ্ৰেণীর চিত্তাকর্যক বৈশিষ্ট্য। লেপচারা 'প্যাহ্নইনিরা'কে তা থিন-রিপ্ আখ্যার অভিহিত করে। শব্দটির অর্থ 'শুক-কীট-শুশ'। উচ্ছদ লাল ও বেঙনী বর্ণের ফুলগুলি অপরূপ রূপের ষাধার সম্পেহ নাই। ঘন-সন্নিবিষ্ট পুস্পমঞ্জরীগুলি ইহাদিগকে অধিকতর মনোমুগ্ধকর করিয়াছে। 'কিমিডিয়ামস্' একটি বুহুৎ ও বিশেব স্বন্দৰ পুশা-প্ৰিবাৰ। উত্তৰ-পূৰ্ব্ব হিমাচল হইতে আসাম ও বন্ধের ভিতর দিয়া চীন পর্যান্ত প্রসারিত অতি বিস্তৃত ভূথণ্ড रेसाम्बर नीनाञ्चन। मृमञ्जन चर्च वा चाटी किन्द भवन्छनि नीर्च छ শক্তি। ফুলগুলি বৃহৎ ও চিতাকর্ষক। দীর্ঘ ও বৃদ্ধিম মঞ্জুবীগুলি ইংদিগকে স্বন্ধরতর করিয়াছে সন্দেহ নাই। লাটিন ও নেপালী উভয় নামই পুস্পের প্রাস্তগুলির গহররাকার অংশগুলিকে নির্দেশ ক্রিভেছে। 'কিছি' এই লাটিন শব্দের অর্থ নৌকা এবং নেপালী নাম বেরাজির মারা বিড়ালের মুখ বুঝার। লেপচারা ইহাকে भियान-दिक' वरन । এই भरमद वर्ष व्यनदाती भूष्य । ৫ इहेरड া হাজার কিট উচ্চ ছানে এই আর্কড জনার। এই জাতীয় কোন কোন পুশারক ও হাজার ফিট উচ্চ পর্বতেপার্যেও দেখা বার। আদিয

উত্তৰ-ভূমিতে ইহাদিগৰে বহীক্ষহ-সমূহের শৈবাল-শ্যাম শাখা সকলা সহিত নিবিড় ভাবে সংলগ্ন থাকিতে দেখা বাব। এই সকল খালা সক্ষিত সলিল ও (বৃক্ষচ্যত) পত্ৰপ্ৰলি শিক্ড সমূহকে বৃক্ষের সহিত্য সংলগ্ন থাকিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা কবে। দেখিলে মনে হয়ত প্রকৃতি দেখা যেন উহাদের জন্ম জল ও সারমুক্ত আধার প্রকৃত ক্রিয়া বাধিয়াছেন। বৃক্ষচ্যুত গলিত পত্রগুলি শিকডের পক্ষে উহাদের কাম করে সন্দেহ নাই।

'পেণ্ডুলাম' নামক অর্কিডের পুসাগুলি বেণ্ডনী কিব পুলোর প্রাস্তর্ভলি পীত। সিকিমের ? হাজার ফিট উচ্চ পর্বান্তপার্যে ইহারা জন্মিরা থাকে। 'ললিফোলিয়াম্' এইরূপ উচ্চতাতেই **উংপদ্র** হয়। সবুজ ফুলের গায়ে বেগুনী রেখারাজি বিরাজিত। পুলের পীতাত প্রাস্তেগুল অবশেবে সম্পূর্ণ ভল্লবর্ণে পরিণতি পাইরা বিশ্বের প্রতিকর হইরা পড়িরাছে। প্রাক্তর্ভালর গাত্রত্ব বিচিত্র বেজী বেৰাগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'গ্ৰাণ্ডিফোরাম' ৫ হাজার কিট বা 💓 অপেকাও উচ্চতর ছানে অবস্থানকারী। পুশের বৃতি ও লা 📸 সবুজ এবং প্রাম্বগুলি বেগুণী বেগায় মণ্ডিত। এই আৰিছেয় বংশধরদিগের দেহে এই বেঙনী ক্রমশ: লোহিতে রপান্তবিত। আৰক্ষী উপরে কিম্বিডিয়ামস নামক যে অর্কিডের কথা বলিয়াতি উল্লেখ্য উহাদের চাব করা তেমন কঠিন নহে। অগভীর টুকবি বা **উভাবত** কোন বুক্ষের বক্ষে ইহার। অনায়াসে বিকাশ লাভ করিছে পাছর ৷ তথু প্রসাবের উপযোগী প্রচুব স্থান থাকিলেই হইল। ইহারা 🦏 এবং স্থুগ মূলগুলিকে স্বাধীন ভাবে প্রসারিত করিতে ভার্মবার 🛊 ইহাদিগকে ভিন বা চাৰ কংসবের মধ্যে পাত্রা**ভারে স্থাপন ভারা** উচিত নহে। কাৰণ, বিকাশের সময় ইহারা এইরপ হ**ভালেণ আর্মা** প্রহম করে না। উদ্ভিদ্রাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতাত্থির, ইয়া **আবরা** একটু লক্ষ্য কবিলেই বুকিভে পাবি। ইহাদের পূর্ণ বিশ্বাদের 🖚 কতকগুলি ভাঙ্গা পাথৱ, কিছু মোটা বালি, কিঞ্চিৎ গলিত পাতার আৰু श्वाम वाद्यासन । अठीय प्रश्नक इटें इंटानिमार वास्त्रक বাখা দরকার। প্রচুব বিশুদ্ধ বাতাস এবং ভূমি ও বারুর আরু আ ইহাদের উৎকর্ষের অমুকুল।

'কিপরিপেডিয়ামন' জাতীয় অর্কিডের চাব করাও কঠিন নছে। পত্ৰ ও পুষ্প ছই-ই প্ৰীতিপদ। এই জন্ত পুষ্প-পাদপব্দির ব্যক্তির এবং অকিড সংগ্রহকারীরা ইহাদিসকে বিশেব ভালবাসে। পুশুক্তী থৰ্ককায়। পুষ্পানলগুলির বক্ষে বিরাজিত থলের <del>ভার আকাছবিশিট্র</del>। অংশ সমূহকে ইহাদের বৈশিষ্ট্য বলা চলে। পুশের প্রাক্তের পার্যক্তি গুটাইয়া গিয়া এইরূপ আকারে পরিণত হয় ৷ লাটিন নামটি 🗪 লেপচাদের প্রদন্ত 'পা-হণ' আখ্যাটি (অর্থ টাকার খলে) 💣 বৈশিষ্ট্যকেই নিৰ্দেশ ক্ষিতেছে। নেপালীয়া ইহাদিগকে 'দাৰ চুন্দি' বলে। নামটির অর্থ 'খোলা মুখ ও গোঁক।' নেপালীয়া এই পুশারুককে 🕮 গামচন্দ্রের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট মনে করিয়া পরিত্র 🗃 নান 🕬। 'কিম্বিডিয়ামন' ও 'ভ্যাণ্ডা' কাতীয় অর্কিডের মত ইহাদিসকেও সকলে বিভিন্ন বর্ণ-সঙ্কর পূম্পে পরিণত করা যার। হিমালর, আসাম, ব্রক্সমেশ্র, ও নীলগিরি ইহাদের বাসস্থল। এই পরিবারভুক্ত অবিডলিগের ভিতম আসামবাসী 'ইন্সিগনে' সর্বাপেকা জনপ্রিয়। পাতাওলি লয়া ও সবুজ। পুষ্প-বৃতিগুলির তলদেশ শ্যামল এবং উদ্বাংশ তল্প কিছ বাদামী রেখারাজিতে মথিত। পুন্পের দলঙলি পীত কিছ প্রান্তভলি বালামী

নিভার ভূবিত সবৃদ্ধ। দশ প্রকার বর্ণ-সম্ভর বা মিশ্র জার্কিড ইন-সিন্নে হইতে উৎপদ্ধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে ইনসিগনিরে আণ্ডেবি' ক্রীক্রাবর্ণের। পূর্ব-হিমাচলে ইহাদিগকে দেখা বার। পুলাঞ্চলি ক্রীক্রাবর্ণের। শুদ্র পুলাবৃতিগুলি কুজ কুজ বাদামী চিছে মণ্ডিড ক্রীক্রামনোমদ।

'হিস্ফটিসিমাম' আসাম ও ব্রহ্মে জন্মার। এই অর্কিডের পত্রগুলি ক্ষীৰ্প ও সবুজ্ব। পূম্পের অংশগুলির তলদেশ বেগুণীবর্ণের আভার **বিষ্ঠিত** সবন্ধ। উহাদের উদ্ধাংশ ব্রোজের ক্রায় বাদামী। পুস্পের আছঙলি ব্রোপ্তবর্ণবিশিষ্ট। এই অকিডের মূলগুলি স্বায়বিক দৌর্বল্যের 🖫 বৰ বলিৱা প্ৰসিদ্ধ। পুষ্প হইতে এক প্ৰকাৰ প্ৰদাহজনক বিবাক্ত িক্ত বাহিব হইয়া থাকে। 'ফেয়াবীনাম'কে 'লট্ট অর্কিড' বা হারাণো আঁকিড নামেও অভিহিত করা হয়। জনৈক তরুণবয়ক ইংবেজের খিনা চ্বি-উপভাকার এই অকিড আবিষ্ণুত হয়। ইনি যখন এই 🐝 সজে লইয়া স্বদেশে প্রভ্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তথন সমূদ্রবক্ষেই 🐃 না ইহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর ভূলক্রমে অর্কিডটি সমুদ্র-সলিলে নিন্দিত্ত হর। প্রসিদ্ধামা অকিড-সংগ্রহকারী মেসার্স আপ্তার্স এই সুকোর জন্ত সাগ্রহে প্রতীকা করিতেছিলেন। আবিধারকের মৃত্যু 🙀 ব্যক্তিটির শোচনীর পরিণতির সংবাদ শুনিয়া ইহারা অতিশয় ইভাশ হইরা পড়েন। বিলি এই অর্কিড পুনরার আবিদার করিতে পারিবেন তাহাকে ১ হার্মার পাঁড়িত প্রস্থার দেওরা হইবে, মেসার্স জাভাস কর্ত্তক এইরূপ জোর্মনা বাসের করা হয়। মি: সীত্রাইট অভিডটি পুনরাবিভাবে সমর্থ হ'ন এবং এই পুরস্কার লাভ করেন। এই <sup>'**অবিভিন্ন পুশশুলি** এ**কান্ত মনোরম। পুশাবু**তিগুলি বেগুণীরেখার</sup> বিষ্ণতিত সবৃত্ব। পুস্পের গাঢ়-বেণ্ডণী দলগুলি এক প্রকার লোমাকার **আবিরণে আছাদিত। দদের শীবটি কতকটা মহিবের শৃক্সের** Market I

'জেণ্ডে বিরাম'ও একটি জনপ্রির অকিড। ইহাও সহজে উদ্ভানে স্থিপদ্ম হয়। ইহা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জন্মিতে দেখা বার। ক্রম এবং তথা হউতে এক দিকে মালয় এবং অক্স দিকে চীন পর্বাস্থ প্রসারিত প্রকাণ্ড ভূখণ্ড ইহাদিপের দীলাস্থল। লেপচারা ইিছাদিগকে 'বাদো-থিক' বলে। মৃলগুলি ঋজু বা গোজা বলিয়া 🕻 তেওুন শশ হইতে ) ভেণ্ডোবিরাম এই নামের উৎপত্তি। প্রায়ই সারা বংসর ব্যাশিরা এই অব্ভিডকে পুস্পিত দেখা বার। পুস্প-শ্বিষ্ঠারীশুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে বিরাজিত থাকিয়া বিশেষ নয়নরঞ্জন দৃশা প্রাকটিত করিয়া তুলে। বায়্ভরে আন্দোলিত পুপস্তবকগুলি দর্শকের অভাৱে অপূৰ্বে হৰ্ষধাৰা সঞ্চারিত করে। বর্ণগত বৈচিত্র্য ইহাদিগকে ্ষ্টিরবিষ্টক করিয়াছে সন্দেহ নাই। বায়ুপ্রবাহপূর্ণ উষ্ণ আবহাওয়া ষ্ট্র্যাদের বিকাশের অভুকৃল। হস্তক্ষেপ ইহারাও পছন্দ করে না। পীব্রান্তরে স্থাপন করিতে হইলে সেই সময়ে করা উচিত ব্যন বৃক্ষটি আৰু পুন্দ প্ৰসৰ কৰে না—নৃতন অভুব উদ্যাত হইতে আরম্ভ केंबिवाटह । মাটিব পাত্রে ইহারা বেশ বাড়িরা উঠে। শৈবাল, কাঠ-কর্মলা ও পাতার সার—এই তিনটি পদার্থ**ও ইহাদের <del>বন্</del>ত প্ররোজন**। পাঁত্রা**ন্তরে স্থাপনের অ**ধ্যবহিত পরে জল দেওয়া কখন উচিত নয়।

<sup>\*</sup> 'প্রায় প্রড্যেক সংগ্রহকারীর নিকট আমরা 'নোবিলি' দেখিতে পাইবা পরম প্রকার বর্ণসকর পুশাসমূহ উৎপাদনে ইহাদের উপ্রোগিতা ওধু অসাধারণ নয়—অমিতীয়। ইহারা নিজেও সুকর। ভারত হইতে চীন পর্য্যন্ত বিকৃত প্রকাণ্ড ভূপণ্ড ইহাদের বাসস্থল। 🛾 হাজার ফ্রিট উচ্চ পর্ববভশ্রেণীতেও ইহার। উৎপন্ন হর। ইহাদের जिनानी नाम 'कुल्पम'। कुल्पम मास्मत कार्य कुन नहा, त्वश्नी वर्ग নেপালীর। ইহাদিগকে কুর্মনও বলে। এই শব্দের মন্দ্র উজ্জল লেপদানের ছারা এই **অর্কিড 'সা-মন-রিক' আখ্যায় অভিহিত** হয় ব্বৰ্ষ 'রক্তবর্ণ পূব্দ'। বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলেও ম্যাক্রেন্টা জাডীয নীল-লোহিতই ইহাদের প্রধান বর্ণ-সম্পদ! পুস্পাংশগুলি সাদা ব গোলাপী। পুশের প্রান্তভলি মভ' জাভীয় নীল লোহিত। ইহার বৃহৎ ও বিশ্বত। প্রান্তের পার্বগুলি ম্যাজেন্টা মঙের। উহাতে ভেলভেটের ক্রায় বেগুণী আঁচিল বা উচ্চাংশ। এই পুষ্পবৃক্ষে যুগুণং বহু পুষ্প প্রস্কৃটিত বহিয়া দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে। আমরা আসামে একটি বুক্ষে একই কালে ২ শত ২°টি ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়া ছিলাম। প্রচুর ববিকর ও বায়ুর অবাধ গমনাগমন ইহাদের পুণ বিকাশের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। মৃলগুলি বেন স্থুল থাকে অর্থাং भृष्टित व्यक्तार कीनकात्र ना इटेबा वाद मिटे पिरक पृष्टि बाका परकात . পাত্র-পরিবর্তন না করাই ভাল। করিতে হইলে নুভন অভ্ন বাহির হইবার পর করা উচিত। অগ্নিপ্স ইটকের ট্রুরা, কাঠ কয়লা, গলিত পাতার সার, যংসামাশ্র বালুকা ও শৈবাল এই সকল ইহাদে বিকাশের সহায়ক।

'মসচাডুন' নামক অর্কিডের কুমুমকুলের প্রান্তওলি গোকুর সপের ফণার অনুরূপ বলিয়া ইহাকে লেপচারা 'পা-ব্রণ-রিপ' (গোকুরকণা-বিশিষ্ট পুষ্প ) বলে। 'ক্রিসানথুম' নামক অর্কিডের বাছ সৌন্দর্য অতৃসনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা মর্শের ভার পীতাভ বর্ণে সমৃদ্ধ ভেণ্ডে ।ব নামক শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত। সিকিমে এই শ্রেণীকে 'সোণাকেরি' বা স্বর্ণপুষ্প বলা হয়। এক প্রকার অর্কিড সার জোসেফ স্কারের নাম হইতে 'হুকারিয়ানাম' আখ্যার অভিহিত। এই পুশ-বুক্ষ আসাম ও ব্ৰক্ষে দৃষ্ট হয়। পুস্পশালী বৃদ্ধগুলি প্ৰারই ৫ ফিট দীর্য হইণা থাকে। এই জাতীয় বড় বড় পুস্পগুলির অপরূপ রূপ সত্য সতাই আশ্চর্যাঞ্জনক। পুষ্পের প্রান্তগুলিতে ছুইটি করিয়া বেগুণী ষ্মংশ রহিয়াছে। শঙ্গিকপু সিকিমে ও খাসিয়া পাহাড়ে দেখা বার। কুলগুলি ওড়। ফুলের প্রান্তগুলি কতকটা শুকের ক্রায় আকারের বলিয়া লেপচারা 'রণ-রিপ' বা শৃঙ্গ-পূস্প বলে। নেপালীরা ভাহানিগের ত্বই প্রকার কর্ণাভরণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদিগকে 'লুকা'ও 'সিতি' আখ্যায় অভিহিত করে। নেপালী লোক-সাহিত্যে এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত বহিয়াছে। পুরাকালের কোন নেপালী নুপতি তাঁহাৰ কৰ্ণ হইতে ৰত্নাভৰণ ধসাইয়া উহা একটি শিলাথণ্ডের উপর রাখিয়াছিলেন। প্রাসাদে প্রভাাবর্তনের <sup>সময়</sup> তিনি ঐ কর্ণাভরণটির কথা ভূলিয়া যান এবং উহা ঐ শিলা<sup>থাত্র</sup> উপরেই পড়িয়া থাকে। ঐ রত্নরচিত কর্ণ-ভূবাটি **ক্র**মণ: <sup>সেই</sup> শিলার সহিত সংলগ্ন হইরা অবশেষে এই <del>জাতীর পুলে</del> পরিণতি পায়।

ভিড্উরেরাক ও 'স্পাইরাণখিস উত্তরেই ভূমিক অর্কিও। শেবোক্ত নামটিব কারণ এই অর্কিডের ফুলগুলির আকৃতি স্পাইরাদের কার পৌচাল। বৃক্তের চতুর্নিকে প্রস্কৃতিত বেত বা পাটল পুস্চলি বিশেব চিন্তাকর্ষক। নলগুলি দলাকার। প্রস্কৃতির বৈচিত্রিও চিন্তার্যকর । এই অর্কিড তথু ভারত ও এক নম পৃথিবী ব্যাপিরী

#### রূপাট রাক্ শ্রীসময় সম্বায়

খিবীতে বৃদ্ধ অবশাস্তাবী, বলিও বৃদ্ধের মত এত বড় কতিকর ভানিব আর কিছুই নেই। এর কারণ পৃথিবীতে কথনও বাধাবেরী কপ্রার অভাব ঘটবে না, এবং সংলোকে এই অস্তার অফ্রানের কিছুতে তালের সমস্ত শক্তি একতা করে বাধা দেবে। প্রথমে মিই কথার, সন্থপদেশে ঘুণা কাল হতে দক্ষাদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেটা হর, কিছু এ সমস্ত নিক্ষল হলে নিঠুবতার বিক্তে নিঠুব অল্প ধারণ করতে হয়। অস্তারকে বাধা দেওরার প্রবৃত্তির ফল হয়ত বত্ততান্তিক জগতে কল্যাপকর না হতে পারে, কিছু এই বাধা দেওরার মধ্যে যে কল্যাপ অস্তানিস্তিত থাকে, মানুবের অতাব সেই কল্যাপকে অবণ করে অস্তারকে বাধা দেওরা। বিথাতে ইংরেজ কবি—নাট্যকার John Drinkwater তার Abraham Lincoln নামক নাটকে Lincolnএর মুখে বলেক্নে—The best of us have an instinct to resist aggression if it won't listen to persuasion. You may say it's a wrong instinct, I don't know·····I don't believe it's a wrong instinct.

জার্মাণী যখন ১৯১৪ সালে তার লোলুপ্লালসা নিরে পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়ে ইয়োরোপের প্রতিবেশি-রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানতে নামল বিরাজিত ৰলিলে ভল হয় না। ভারতবর্ধের পার্কতা প্রদেশ-গুলিতেই ইহাদিগকে দেখা যায়। মূরোপে ইহাদিগকে 'লেডিজ টেসেন' নাম দেওয়া হয়। অভাতের মঠবাসী খৃষ্টার সন্ন্যাসীর মৃতি ইহারা উদ্রিক্ত করে। মধ্যযুগে মঠবাসী মঙ্করাই গাছ-গাছড়ার রহস্ত ও ব্যবহার জানিতেন। এই জন্ম বন্ধ মুরোপীয় পুষ্পের নাম যিওজননী কুমারী মেরীর নামের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট। প্রবল প্রাণশক্তির প্রভাবে প্রচন্ত প্রতিকৃত্য অবস্থা সম্বেও এই পুস্পবৃক্ষধর জীবন-সংগ্রামে ৰুৱী হইরা থাকে। 'রেষ্ট্রনা' গ্রীমপ্রধান দেশের ৩ হাজার ফিট উচ্চ উপত্যকাতেও বাস করে। ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাসস্থান মন্দ্রামী নদ-নদার তীরবর্তী শ্বাপদসম্বল নিবিড ফ্লা-ক্রলভলি। আমরা বন্ধনীমান্তের ম্যালেবিয়া রাক্ষ্যী এবং সর্প মুহের লীলাস্থল গতেঁত বন্ধৰে এই পুস্পুক্ত অনেক দেখিয়াছি। এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ গৰের বারা ইহাদের বিজমানতা দূর হইতেও জানা বায়। ফুলগুলি প্রথমে দেখা যায় না। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে চামড়ার শালির ক্লায় পত্রপঞ্জের অস্তরালে এক প্রকার বিচিত্র চিহ্নপূর্ণ পাটল পুশ-মঞ্জরী দৃষ্টিগোচর হয়। কিঞ্চিদ্ধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই আৰ্কিড আবিষ্কৃত হয়। ঐ সময় একটি গাছ ৭২ পাউও মূল্যে বিক্রীত হইত। 'রেণানখেরি' ব্রহ্ম ও আসামের অধিৰাসী। ইহাদের

'ক্সিনিয়া'ৰ অপরপ রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া হ্যাবন্ড গ্যাভেন্স <sup>হন্দ</sup> মূল্য কবিতায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মন্ম, বক্তবর্ণ পুশারাজি

সৌন্দর্যা অসাধারণ। আরণ্য অবস্থার বুক্ষগুলি ১৬ হইতে ১৮ ফিট

পৰ্যান্ত দীৰ্ঘ হইয়া থাকে। পত্ৰগুলির দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৩ ইঞ্চি। পুস্প-

ম্পরীন্তলি লক্ষা বা ধ্যুকের ক্লার বক্র উভয় প্রকারই হইয়া থাকে।

ফুলগুলি পুর হইতে দেখিলে যনে হয়, ছুইটি খেলীতে বিভক্ত বক্তবর্ণ

প্ৰজাপতি-দল উড়িতে উক্তত হইবাছে।

কৰ্ম এই অভাবেৰ প্ৰতিবাদে বাধ্য হবে শান্তিকামী ইংলপ্তকে আৰু প্ৰহণ কৰ্ তে হল। অভাবেৰ বিকলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰবৃত্তি ভালাবেৰাণা কোগাতে ইংলপ্তেৰ কৰেক জন ব্ৰক-কৰি নিজেনেৰ ক্ষমন্ত বৰ্ষানাধ্য প্ৰবোগ কৰ্ তে লাগ্লেন। এমন কি ভালেৰ ক্ষমন্ত কৰেক জন কৰি, বুখা, Rupert Brooke, Julian Grenfell; Francis Ledwidge, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen ইভ্যাদি এই মহান আদৰ্শে অন্ত্ৰাণিত ও উৎসাহিত হবে গৈক্তদলে বোগদান কৰ্লেন। এই ভক্তণ কহিবা প্ৰথকে উৎসাহেৰ আভিশব্যে যুদ্ধেৰ ভ্যাবহ দিক্টিতে দৃষ্টিপাত ক্ৰেননি, কিছ Sassoon এবং Owen পৰে এই ভ্ৰাবহ অভিক্ৰতা লাভ ক্ৰেছিলন।

এই সকল কবিদের মধ্যে অপ্রশী হচ্ছেন কণার্ট ক্রক্। বৃদ্ধআরম্ভ হবার মাসধানেক পরেই তিনি নোবিভাগে বোগদান করেন।
কিন্ত আট মাস বাদে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পরে
তিনি সমগ্র ইংলগুবাসীর নিকট আদর্শের প্রতীকরণে প্রতিশ্রিক
হ'লেন ও St. Rupert of England নামে খ্যাত হলেন।
ইতিপূর্বেই কবি হিসাবে তাঁর অনাম ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পরেই নিক্তা
ব্যক্তিবের ওপে তিনি সমসাময়িক সাহিত্যে অদৃচ আসন অধিকার
কর্তান। মৃত্যুকালে বরস হায়েছিল তাঁর মাত্র আটাশ।

১৮৮৭ সালে ওরা আগষ্ট রাগবীতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিটাই ছিলেন রাগবী-ছুলের house-master এবং ঐথানেই ক্লপার্টেই গ্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়। কাব্যে ব্যুৎগতির জন্ম কুলে ভিক্সি

তিমিবরাশিকে বতনে থচিত করিয়। বিরাজিত বহিষাছে। 'রেনামশের্মী' নামক পূর্বেশাক্ত শ্রেণীর ভিতর খেত ইইতে মিশ্র গোলাপী পর্যাক্ত মার্মীরকম বর্ণ দৃষ্ট ইইয়া থাকে। বাহা অকিড-জগতে বিরল সেই বিশ্বামানী পতি ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞান। এই শ্রেণীর ভিতর 'সেরিউলিয়া' সর্বাপেকা চিত্তাকর্ষক। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহা খাসিরা পাহাড়ে উইলিয়ালা প্রিফিথ কর্ত্বক আবিকৃত হয়। পরে সার জোসেফ হকার ইহা ক্রেন্সা এবং সেই দেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'রক্তানা হটি কর্ত্বক ইহা স্বীকৃত বা গৃহীত হয়। ইশ্বামান পূর্বে শিলভের সন্নিকটছ প্রায় প্রত্যেক এক বৃক্ষে এই অবিক্রাদেখা ঘাইত। কুঞ্জবনগুলিকে উহারা মায়া-কাননে রুপান্তানিত ক্রেন্সালার এই অপরূপ রূপান্টাদি পূক্তা-পাদপ দেখিতে পাইরাছি।

ভাঙা বন্ধবার্ঘিয়াই' আমাদের দেশে প্রচুব জনার। এই পরগাঞ্জা জাতীর অবিভ রালা আথ্যার অভিহিত হয়। ইহার অপেব ভৈবজ্যান্তর আয়ুর্বেদে কীজিত। বাসলার রালা প্রায়ই আমগাছে জনিতে দেশা বায়। আমরা অক্তাক্ত প্রদেশে অক্তাক্ত বুক্ষের বক্ষে ইহাদিক্সক দেখিরাছি। রালা, নাকুলী, পুরসা, সর্পগন্ধা, পলস্করা, যুক্তরুলা, রক্তা, রকরা, রসা, এলাপর্ণী, লগন্ধি ও প্রেরসী—এডজিলানা সমৃছিশালী সংস্কৃত ভাষা এই অবিভক্তে দান করিরাছে। পৃথিবীর অক্ত কোন দেশে বা ভাষার একটি বুক্ষের এডগুলি, নাম দেখা বায় না। রালা—কফ, বায়ু, শোখ, খাস, ব্যক্তরক্ত, বাত-পূল, উদ্ব-বোখ, ফাস, অর ও বিষ নাশ করে। বিশেষ ৮০ প্রকার বাত রোগ ইহার বাবা নাই হয়। এই পরিবারভুক্ত নাকুলার লাটিন নাম অফ্সিম্মান্তর্নার সার্গেন্টিরাম'। সর্প, মাকড্না, বুল্চিক, ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নাশ্ করা ইহাদের বিশেষ গুণ।

পুষ্ডাব লাভ করেন। ১৯০৬ লালে তিনি বৃদ্ধি নিবে কেৰি ক্ষ

King's Collegea প্রবেশ করেন। আর দিনের মধ্যেই অপূর্ব

কৈহিক লৌকর্ব, মিষ্ট আলাপ, তীক্ষ মেধা ও কবি-প্রতিভার ওপে তিনি

হাজদের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন। ছাত্রদের সকল অনুষ্ঠানেই তিনি

ক্ষমী হতেন। তিনি বিশ্ববিভালয়ে Marlowe Dramatic

Society ছাপন করতে সাহায্য করেন ও নিজে এ্যামেচার অভিনৱে
বোগদান করেন। বিশ্ববিভালয়ে Fabian দলে তাঁর বিশেব

ক্ষেতিপতি ছিল এবং তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। কিছ

ক্ষে দিনের মধ্যেই এই দলের প্রতি তাঁর অনুযাগ চলে বায়; কারণ

ক্ষির মনে যে আদর্শ বর্জনার গড়ে উঠেছিল সেই আদর্শের অভাব

ক্ষিল এই দলের। এই সমরে তিনি বা বলেছিলেন তা হতে তাঁর

ক্ষিশ্বনের পবিচর পাওয়া বার—

There are only three things in the world:

mue is to read poetry, another is to write poetry,
and the best of all is to live poetry!

় এই সঙ্গে ক্লাসিকস-এ বিভীয় বিভাগে উত্তীৰ্ণ হয়ে তিনি <del>পঞ্চা ত</del>মাতেও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। তার পরে বছর তিনেক ফিনি অধানত: কেমবিজের কাছেই Grautchester এ ছিলেন ও अभिका निरंथ ७ अनिकारवर्षीय नार्हेक शार्ठ करत काँव मध्य काहेक। ৯৯১১ সালে ভিনি মিউনিক ও ফ্রোবেন্স পরিভ্রমণ করেন ও পর ৰাজৰ বেৰ্ণিন গৰে আসেন। ১১১১ সালে তাঁৱ প্ৰথম কবিতাৰ *বই* Rooms প্রকাশিত হয়। ত'বছর বাদে এলিজাবেথীর নাট্যকার John Webster স্থাৰ প্ৰবন্ধ পিৰে তিনি Fellowship আৰ্ছন কৰেন। এই বছরেই মে মাসে তিনি আমেরিকাও দকিণ बंदित खबन कराए বার হন ও পর-বছর জুন মাদে লগুনে কিরে সামানের। আরু দিন বাদেই ওক হল মহাসমর। ত্রক সেপ্টেম্বর মানে Royal Naval Divisions Sub-lieutanant feater প্রাপ্তদান করে গ্রাণ্টোরার্প অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন ও ১৯১৫ আলে ২৮শে কেব্রয়ারী দাদ নেলিস অভিমধে যাত্রা করলেন। এই সাৰকেই তাঁৰ জীবনে পূৰ্ণছেদ পড় ল। সেই বছবেই ২৩শে এপ্ৰিল Acces সাগৰে Seyros দ্বীপে blood poisoning এব তা তিনি সুতামুখে পতিত হন।

ক্ষণার্ট ক্রকের জীবনে রোমাঞ্চকর ঘটনার বাছল্য নেই। তাঁর
ক্ষম জীবনের প্রায় সবটাই অতিবাহিত হরেছে পড়া-শুনা ও কবিতা
ক্রেমার মধ্যে। ১৯১১ সালে তাঁর প্রথম কবিতাগুছে Poems
ক্রেমাণিত হবার সমরে বরস ছিল চবিবল। এই বইখানির মধ্য
ক্রিমা আরো জর বয়সের কবিতা ছান পেরেছে। এর অনেকগুলি
ক্রেমানির হাতের ছাপ স্থানার । তান তথন মহা উৎসাহের সঙ্গে কিথে
ক্রিমানির হাতের ছাপ স্থানার । তিনি তথন মহা উৎসাহের সঙ্গে কিথে
ক্রেমানার হাতের ছাপ স্থানার ও শুলাড্রবের প্রতিই কক্ষা তাঁর বেলী,
ক্রেমানার কবিতাগুলিতে বথেই উন্নতি দেখা বার। তথনও অবশ্য
ক্রেমানার কবিতাগুলিতে বথেই উন্নতি দেখা বার। তথনও অবশ্য
ক্রায়াকুত্তির প্রকাশের মধ্যে আভিশব্য ও গভীর আক্রপ্রসাদক্ষনিত
ক্রিমান উন্নতা ক্রিমানার বিতাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, তথাপি
ক্রিমান্তিকিতে সত্যিজারের স্নোক্রেম্বর পরিচর পাওরা বার।

এই সমনের কবিভার মধ্যে কবি ভন্তার প্রভারকত Human Body ও আবে। গোটা ভিনেক সনেট অসাধারণ সাক্ষা লাভ করেছে। Dining-room Tea কবিভাটিও আমাদের সৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর পরে ১৯১২ সালে ভিনি The Old Vicarage. Grautchester नात्म बन्धि चाँछ चन्त्र कविष्ठा काना करका। এখানে তাঁর খেবাল-কল্পনা নত্র-মধুর ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বির্মল কাব্যৰসের বাবা সিঞ্চিত হরেছে। তার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্র হিউমারের সহিভ সৌন্দর্বের সংমিশ্রণের প্রথম নিদর্শন এই কবিভাটি। কবিভাটি ভার্মাণীতে দেখা বলে এর মধ্যে ইংলখের প্রতি সম্ভীর প্রোমের উল্লেখ ববেছে। এই সময় হাডেই ক্রকের বচনা সন্থিকাছের কাব্য হরে উঠতে নাগলো। Clouds এক Psychical Research नामक जानहे, Tiare, Tahiti, The Great Lover ইত্যাদি কবিভাগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার পরিচারক। এই কবিতাগুলি ক্রকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত 1914 & other Poems नांगक कांगुआह The South Seas नांगक পরিচ্ছেদে সঙ্কলিত হয়েছে। সবে মাত্র জাঁর মতার সংবাদ দেশের লোকের কাণে এসে পৌছেচে এমনি সমরে প্রকাশিত হ'ল এই গ্রন্থখানি—সকলেই উৎসাহ ও উৎস্থকোর সহিত এই ভক্রণ সৈনিক কবিৰ কবি-প্ৰতিভাব প্ৰতি সচেতন হল ও সৰ্বত্ৰ তাঁৰ ফাট ছভিবে প্রভাগ গ্রন্থানির প্রথমেই আছে 1914 নামক একটি পরিছেল। এর অন্তর্গত সনেট পাঁচটি যুদ্ধের মহান আদর্শে অফুপ্রাণিত হরেই লেখা। সনেট কয়টির নাম  ${f Peace}.$ Safety. The Dead of The Soldier 1 places বচনা করার সমরে কবি মহাসমরে লিগু ছিলেন ও সৈনিক-জীবনের কর্মবোর গুরুভারে ভারাক্রাল্প ছিলেন, কিছ তথাপি বিবয়-বছর উপর দখল ও সুচাক লেখনীর গুলে কবিতাগুলি সুব্যা-মণ্ডিত হবে উঠেছে। ইংলণ্ডের ববকেরাবে একটা মহান আদর্শের অক কুছে বোগদান করেছিলেন সেই কথাটাই তিনি পরিচার করে এই সনেটগুলিতে বলেছেন। এই আদর্শকামী মুককেরা পঞ্চিন क्रमेश्व निर्मेन करत छोनवात वर्छ निरम मुछात बार बर्फ अंक्ड। মৃত্যুর ভর তাঁরা করেন না। পৃথিবীর সমীবণ, স্থানির্মল প্রভাত, মানুবের স্থা-চু:খ, বনকুক নিশীখ বাত্তি, কুলিত বিহলম ইত্যাদি অমর জিনিবের সঙ্গে তাঁরা চিরকাল অমর হরে জড়িত থাকরে। তাঁরা বে সৌধ বচনা করেছেন, মহাকাল সে সৌধ কোন দিনই ধ্বস করতে পারবে না। নিবাপদে তারা এই পৃথিবীর মারা কাটিব बाद्यन-

Safe shall be my going, Secretly armed against all death's endeavour; Safe though all safety's lost; safe where

men fall;

And if these poor limbs die, safest of all.

এই আন্মোৎসর্গী যুবকর। খদেশের ফল্যানের ছন্ত নিজেনের ভবিবাৎ জীবনের আশা বিসর্জন দিরেছেন। তারা পার্থিব সকল হবং শ্ববিবাই হারিয়েছেন কিছ তারা উচ্চ আদর্শ, খদেশপ্রেম ও খদেশের জন্ম স্বার্থত্যাগ—এই স্বত ওপগুলির পুনক্ষরার করেছেন। এ দের মৃত্যুর পৰিবতে কিবে এসেছে ইংলণ্ডের সুপ্ত মহিমা। কৰি তাঁব কৃতীর সমেটে এই সৈনিকমের অভিনশন জানিবে বল্ছেন— "Blow, bugles, blow! They brought us, for our death.

Holiness, lacked so long, and Love and Pain, Honour has some back, as a king, to earth, And paid his subjects with a royal wage; And Nobleness walks in our ways again; And we have some into our heritage."

চতুর্ব সনেটটিতেও কবি এই সৈনিকদের প্রতি সহাত্বভূতি প্রদর্শন করেছেন। নিজেদের ভীবনে স্থণ-গ্রেখ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না রেথে এঁরা বৌৰনেই পৃথিবী হতে বিলায় নিছেন—করিণ তাঁদের স্কুদরে জেগে আছে মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা। কিছু কবি দ্বির জানেন বে, এই খনেশপ্রেমিক যুবকেরা খর্সে অমব শান্তি ও সন্মান লাভ কর্বনে। কারণ

"He leaves a white

Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace, under the night."

এই কবিতাটির মধ্যে Tennysonএর "Ode on the death of the Duke of Wellington" কিংবা "Charge of the Light Brigade"এর উপ্ন স্থদেশপ্রেমের সন্ধান নেই, আছে একটি দরদী কবির করুণ বেদনা-অনুভৃতি —িঘনি চেরেছেন বিশ্বত সামান্ত সৈনিকদের শ্বতিকে শ্বরণ রাখতে।

কুপাট ক্রকের গানীর স্থাদেশপ্রেমের চূচান্ত পারিচর পাই পঞ্চম সনেট "The Soldier"এর মধ্যে। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে এক জন গাঁটি ইংরেজ। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পবেও তিনি ইংরেজ থাক্বেন। বান্তবিক তাঁর কল্পনা, তাঁর চিন্তাধারা সমস্তই ইংলণ্ডার। ইংলণ্ড তাঁকে ধারণ করেছে, তাঁকে মামুষ করে তুলেছে—তাঁর সব কিছুই ইংলণ্ডের; এমন কি মৃত্যুর পরেও তিনি English Heaven এর কামনা করেন—

If I should die, think only this of me;
That there is some corner of a foreign fild
That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made

aware.

Gave, once, her flowers to love, her ways to room.

A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home
And think, this hreat, all evil shed away,
A pulse in the eternal mind, no less

Gives somewhere back the thoughts by

England gives:

Her sights and sounds; dreams of happy as her day s.

And laughter, learnt of friends, and gentleness,
In hearts at peace, under an English heaves.

এই কবিতাটি চিরকাল কপার্ট ক্রকের নামের সঙ্গে বিদ্বান্থিত থাকবে, কারণ, তাঁর মনের পরিচয় মেলে এর মধ্যে। এটি বেন তাঁর Epitaph—শাস্ত এবং স্থন্দর। অবশ্য কাব্যবিচারে এটি থাকা ও ভৃতীয় সনেট অপেকা নিকুষ্ট।

কবিতা ব্যত্তীত নাটক বচনাব প্রতিও ক্লণাটের বেঁকি ছিল, কিছু Lithuaina নামে একটি এক অবে সমাগু Meledrama ভিন্ন তাঁৰ অক্স কোন নাট্য বচনা নেই। গল তিনি অন্নই লিখেকেই ভবে গলেও তাঁর নিপুণতা ছিল। John Websterএর সমূর্যেই প্রবন্ধ বিষয়ে আগেই উরেখ করা হয়েছে—এই প্রবন্ধটির মধ্যে তাঁহ সমালোচনা ও বিশ্লেষণী-শক্তি আত্মপ্রবাশ করেছে ও প্রতীর্ষ পাণ্ডিভ্যের পরিচয় আছে। তাঁর Letters from America পরিক গ্রন্থখনি স্বস্তার পরিপূর্ণ ও মাধুর্যে অভ্যুনীর। এই প্রক্রনিতে তাঁর দৃষ্টির বিস্তৃতি লক্ষ্য করে আমরা মুগ্ধ হই।

আনেক ৰূপাট ক্রাক্র তরুণ বরসে মৃত্যুর কথা শ্বরণ করে হয়।
তাঁর পরিণত বরসের সম্ভাবনার তন্ত ত্বংথ কর বেন। বিস্তু আহি
হিসাবে ক্পাট ক্রাক্র ঠিক্ শ্রেষ্ঠ বলা চলে না, যদিও তাঁর কবিজ্ঞার
মধ্যে আনক হলেই শ্রেষ্ঠ বলা চলে না, যদিও তাঁর কবিজ্ঞার
মধ্যে আনক হলেই শ্রেষ্ঠ আভাস পাওয়া যায়। তিনি নির্মাণ,
মৃষ্টিতে জগংকে দেখেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা অনুসারে স্থানাই ভারে
জগতের চিত্রান্ধন করেছেন। তথাপি কুণাট ক্রাক্রের নাম চির্মাণ,
সকলের মনে জেগে থাকবে তাঁর হল্যের উচ্চ আদর্শের ক্রম্ভ চির্মাণ,
কানে বাজুবে তাঁর সমর-সনেটগুলি, যে-গুলির ঐতিহাসিক স্থান্ধ
সক্ষে মি: চার্চিল বলেছেন—A voice had become
audible, a note had been struck, more true, more
thrilling, more able to do justice to the nobility
of our youth in arms than any other—more able
to express their thoughts of self surrender, and
carry comfort to those who watched them so
intentily from after.



বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রাছদের সাঁতবার বাইবার প্রায় বছর দেড়েক পরের ঘটন।
এটি। আরও মাসছরেক গেল এবং ইহার মধ্যে শশাহর
শ্রীর আরও ভালিয়া পড়িল। পেটের বামো,—এালোপ্যাধি এবং
ক্ষিরাজীর পুরাতন চিকিৎসার আর ফল পাওয়া গেল না, রসিকলাল বেলেভেজপুর থেকে একবার আসিরা দেখিরা-ভনিরা ঔবধ দিরা
শেলেন। পেটটা ধরিল, কিন্তু তুর্কলভাটা বাইতে বিলম্ব হইতে
সাঁলিল।

ছুইটা বংসর কাটিয়া গেছে, মা-বাপের মুখ দেখা নাই। বড় ্ৰায়গা, নিৰেৰ সুল-জীবন তো আছেই, এ ছাড়া পাঁচটা ছৰুগও াৰ্লাছে—যাত্ৰা, অপেৱা, কথকতা, গঙ্গার বাচ-খেলা; সমাজপতিছ महिदा औत्राह-नाहिडीत्मव क्नामनि मन्नर्क बावल भावते। इक्न,-আৰু সময় অভটা কট হয় না। ভাহা ভিন্ন আগে বভটা হইত, এখন আন্ত্যাসের জন্তও তত্ত। হয় না। কিন্তু অন্তথের সময় মাভিয় काहारक अध्नहे भए ना। अन नमद मारदत मूथी जावकादा-আবদ্ধায়া হঠাৎ কথনও চোথের সামনে ভাসিয়া ওঠে, কিছু অনুষ্থের अवद मिट पूर्व जिल्हा विषनात मधा पिदा नए व्यक्ति हरेता धर्छ। অভিমান হয় ; নিস্তারিণী দেবী গায়ে হাত বুলান, শশাক মুখ ফিরাইয়া চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকে, বে-আদর পাইতেছে তাহার মধ্যে ভৃত্তি পার না। ঠাকুরমায়ের চেয়ে মাকে সাধারণ ভাবে সে বেশি ভালবাসে এমন নর, তবে পাইবার উপায় নাই বলিয়া মনটা সেইখানে পড়িয়া बारका ... এक এक সমগ্र মূখ প্রাইয়াই ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া 🕊 । निकारियो प्रयो गाकून रहेशा भएन ; भूजरक नका करिशा ऋनन-"वाञ्चक, अरुप निरवष्टे याक, कि, या-ध्य अकछ। वावश्वा क्क्रक ; वृत्छा भारवत ७ भत रहर्ष्ण भिरत भिन्ति निन्तिक चारह । আমারও যে অদৃষ্টে কি আছে,—নিজে যাড় পেতে বে কেন নিতে গেলাম !"

শশাস্ক কোঁপোনোর মধ্যেই বলে—"আমি যাব না।"

একে নিরীং প্রকৃতির, তার রোগ-ত্র্বন, আর কথাতেই অভিমান
আদিয়া পড়ে।

শৈলেন একটু অভ ধরণের। তাহারও অভিযান বে না হয় একান নয়, তবে শরীবটা হয়ে বদিয়া তাহার অধ্যয়টা কর। তাহা

ভিন্ন বর্থন হয় অবসর অভিমানের, তথন ভাছার সঙ্গে এক ধরণের आरकाम मिमारना थारक अकरे। धर मनते अकरे नारेकीय ऋत বাঁধা বলিয়া কেমন করিয়া একটা ধারণা বন্ধমূল হইয়া গেছে যে **উशामित पूरे ভाইকে निर्वामन मिख्या इट्रेयाह्य । कांक्टा थुब्हे बाग्रा**य হইয়াছে, তবে শৈলেনের ভাহাতে বিশেষ হঃখ নাই,—ও নিজের কল্পনা লইয়া বেশ এক বকম থাকে। মনে হয়, দাদার সঙ্গে রাম্যান্ত্রের বেশ সাদৃশা আছে—এ রকম ভালো মানুষ, ছর্বল ; নিজে যেমন দ্যা-পর্বশ, তেমনই আবার দ্যা জাগানও অপরের মনে ;—ভাগাস শন্ত্ৰণ, হতুমান, স্থাীব, জাখবান প্ৰভৃতি ছিল, নহিলে কী অৱস্থাটাই যে হইত ! দাদাও সেই রকম : ভালোমানুষ বলিয়া আসলে নির্বাসনটা मामारकरे, निरमन स्वन मन्त्रन छारे रुटेश श्र-रेष्ट्रात्र जानियाच्छ । ভাবিতে বেশ লাগে; একটু ভবনুরে গোছের ধাতটা, পাঠশালার অতিরিক্ত সমরটা এখানে-ওখানে, পুকুরধারে, পোড়ো ভিটায়, আগাছার জঙ্গলে বুবিয়া মনের ভারটিকে পুষ্ঠ করিয়া ফেরে। পঞ্চরটা, দশুকারণ্য, এমন কি-প্রামে হতুমানের যথেষ্ট উপদ্রব থাকায়-কিছিদ্যারও **प्राचार इम्र ना । मामारक निर्वामन मिख्याद कन्न वाराद उ**भव (र অভিমানটা হয় তাহাতে এক ধরণের আক্রোণও মিশিয়া থাকে। এইখানে মূল রামায়ণের একটা রক্মকের হয়,—শৈলেন এক একবার ভাবে এমন কিছু একটা খটিবে—কিছু একটা—বাহা ৰামায়ণেও কমিন্ काल चटि नाहे-बाहात बक वावात बात बाशलात्वत लय शिक्रित না। বালীকির আশ্রমে লব-কুশ ছুই ভারের কাছে রামচন্দ্রের সমুখ-বুদ্ধে পরাজ্যের কথাটা কল্পনার সাহায্যে রাম-লক্ষণের কাছে দশরথের পরাক্তরে রূপান্তরিত করিয়া বেশ তৃত্তি পাওয়া বার। যদি কথনও আফোশের চেয়ে অভিমানের ভাগটা বেশি থাকে, তথন লক্ষণের মৃত্যুতে দশরথের শান্তির কথাই ভাবিতে ভালো লাগে। বাবা অমুভগু হট্যা লইতে আসিরাছেন হুই ভাইকে,—আসিয়া দেখেন শৈলেন নাই, হঠাৎ কি হইয়াছিল, যে দিন পৌছিলেন বাবা, তাহার আগের দিনই মারা কাটাইরা চলিরা গেছে। শৈলেন করনাকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া কোন দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে—মনে একটি কথাই ক্ৰমাগত প্ৰতিধ্বনিত হইতে থাকে—বেশ হয়—বেশ হয় তা'হ'লে—বেশ হয়···আসিয়া শৈলেনকে দেখিতে পাইভেছেন না, স্বাই বলিভেছে -- नानात्म रक कांग्नायांत्रक यत्न सक्रियात्र करत हरन त्राव्हः "

চাহিরা চাহিরা খনটা গুমরিরা উঠে,—বাবা আসিরাছেন, শৈলেনকে ডাকিতেছেন—আওরাজ পর্যান্ত বেন গুনিতে পায় শৈলেন।

মারের উপর অভিমান হয় না, ঠিক বে-কাবণে কোঁশলা বা সুমিত্রার উপর কোন অভিমান ছিল না লক্ষণের । মারের জক্ত কট্টই হয়। মা এলেরই দলে, নিতান্ত অসহায়, এদেরই হুই ভাইরের মতো শক্তিমান বাবার অক্তারের আধার। মনে পড়ে আসিবার সমর্মারের মুখবানি—চোখে জল, জানালার গরাদ ধরিয়া গাঁড়াইয়া আছেন, শাল্পেনির মধ্যে থেকে শৈলেন দেখিতে লাগিল—অনেক দূর পর্যান্ত, তাহার পর লাল্পেনিটা হঠাৎ মোড় ব্রিলা।

মাহেশের রথের মেলা চলিয়াছে। শশাঙ্কের শরীরটা রসিকলালের শ্বৰুধ থাইয়া এদানী ভালো আছে, কিন্তু তাহার যে এথানে থাকা চলিবে না এটা সবাই বৃঞ্জিয়া গেছে, বিপিনবিহারীকে লেখাও হইয়াছে ভালো আছে; কিন্তু পাছে কোখায় যাইয়া কোন রকম অনাচার করে সেই জন্ত ভাহাকে চোথে চোথে রাখা হুইরাছে, বাড়ীর বাহিবে যাইতে দেওয়া হয় নাই। • • রথের মেলায় আব কিছু নয়-পাঁচুৰ মায়ের পাঁপরভাকা আর ফুলুরি বিশেষ लाज्नीय। **अथम**हा रेगलन वाकि इय नाई, जाहाव भव मामाव কাতবাণির জন্ত গোপনে কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়; আজ বিকাল থেকে দাদার পেটের ব্যথাটা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শৈলেন বসিয়াছিল দাদার কাছে থানিকক্ষণ, তাহার পর ঠাকুরমা আসিতে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথমত: দাদার খাবার চাওয়ার কাতরাণি অপেক্ষা দাদার পেটের যন্ত্রণার কাতরাণি শোনা বেশি ক্লেশকৰ, তত্বপরি ঠাকুৰমা আসিয়া গোছন, কাতবাণির কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিবে। শৈলেনের মনটা থুবই বিষয় আজ। দাদার কটেন বৃদ্ধির জক্ত বাবার উপর অভিমান আর আক্রোশটা খুবই বাড়িয়া গেছে। পাঁপড-বেগুণি জোগাইয়া দিবার কথা ভূলিয়া ঐ তু'টি অমুভৃতিকেই পুষ্ট করিয়া লইয়া অলস ভাবে পায়চারি করিতে করিতে, রেলের চবথির পাশে যে নীচু দেয়ালটা আছে তাহার উপর আদিয়া শৈলেন বসিল। সন্ধ্যা হয়-হয়; আকাশে মেঘ থাকায় ছায়াটা আরও গাট বোধ হইতেছে, মনের সঙ্গে আকাশের স্তর তানে-লয়ে একেবারে যেন মিশিয়া গেছে। লক্ষণের মৃত্যুর কথা আজ চক্ষু হুইটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া এমন একটা তৃত্তি দিতেছে যে, শৈলেন খুব ফেনাইয়া ফনাইয়া সেই চিস্তাটাকেই মনের কোণ পর্যান্ত প্রসারিত করিয়া নতেছে। •••বেশ হয় যদি আজই মরিয়া যায় শৈলেন। •••একটা <sup>াড়ীর</sup> দিগ্রাল দিয়াছে—দূরে লাইনের বাঁকে ইঞ্জিনের মুখ দেখা গ্ল-ভৃস্-ভৃস্ কবিয়া ভূটিয়া আসিতেছে--বেশ হয় যদি হঠাৎ <sup>থমন কিছু</sup> হয় যে গাডিটা লাইন ছাড়িয়া শৈলেনের যাড়ে আসিয়া াড়ে, বাস, খুঁজিয়া পাওয়া ষাইবে না ষে শৈলেন কোথায় গোল • • ও ার্গে থেকে শুনিবে বাবা ওর নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছেন। ··গাড়িটা আসিয়া পড়িল বলিয়া; শৈলেন দেওয়ালের মাথা ছাড়িয়া <sup>বাডাতাড়ি</sup> রাস্তার নিরাপদ স্থানে আসিরা শাড়াইল—হস্ হস্ ারিয়া গোটা কতক দ্রুত উপ্ল শব্দ ; হঠাৎ সেটা ভেদ করিয়া একটা না শব্দ উঠিল—কে ডাকিল—"শৈলে—ন।"

শৈলেন ইঞ্জিনটা যে দিক্ থকে আসিতেছিল সেই দিকে মুখ বিয়া পাড়াইরাছিল, মনে হইল শব্দটা যেন পিছন দিক্ থেকে াসিল। সে সচৰ্বিত হইরা ফিরিয়া পাড়াইল, ডাকিল—"কে ?" ৰত দ্ব প্ৰাপ্ত দৃষ্টি বাব ভালাকে ভাকিবার মতো কেল নাই;
প্ৰিয়া চাবি দিকে দেখিল, কেল্ট নাই। শৈলেন যেন মন্ত্ৰমুদ্ধের
মতোই আর একবার ইাকিল—"কে ডাকলে ?—কে?" সজে সজে
ভালার গা ছম্-ছম্ কবিয়া উঠিল। সামনে চৌধুবীদের অপবিচ্ছের
বাগানটা,—লম্বা লম্বা কতকগুলা দেবদারু গাছ, ভালার পিছন
দিকে মুকুস্কেদের পোড়ো বাড়ীটা। পোড়ো মানে ভালা-চোরা নয়,
—একটা কি ধোব আছে, ভাভাটে লয় না।

একটা হাওয়া উঠিয়া মেংঘর উপর আর এক প্রদা মেঘ শানিয়া ফেলিয়া সন্ধাটাকে হঠাৎ আরও মলিন করিয়া ফেলিল। রাস্তায় লোক নাই বলিলেই হয়, খুব দ্রে এক-আধ জন আসয় বর্ষার ভয়ে ফেতপদে চলিয়া বাইভেছে: শৈলেন বে কি করিবে বেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পাবিল না। আকাশ-বাতাস, সেই অকারণ শব্দ, পোড়ো বাড়ী—সব মিলিয়া অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল যে মনে হইল, ফে-মৃত্যুকে শৈলেন গুঁজিভেছিল সে যেন হঠাৎ বিকৃত মৃতিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যায় না কিছ কি এক রকম অভ্ত ভাবে অমুভব কয়া যায় লেংশবীরটা ঝিম্-ঝিম্ কবিতে লাগিল। জায় হাওয়ায় বাগানটা আর পোড়ো বাড়ীটা হঠাৎ শব্দমুঝর হইয়া উঠিল—শৈলেনের আহত চৈহকে যেন মনে হইল—সামনে, পিছনে, চারি দিকেই চাপা হিস্-হিস্ শব্দ ছইভেছে—শৈলেন।—শৈলেন।

বাড়ীব দিকে পা বাড়ানো অসম্ভব—পোড়ো বাড়ী আর বাসানটা টানা গ্রিদকেই চলিয়া গেছে। এদিকে হাত-পা ক্রমে অবশুও হইয়া আসিতেছে। কি হইত বলা বার না, তবে এই সময় দাত্তর-মা'কে আকাশকে গাল পাড়িতে পা'ড়িতে শৈলেনদের বাড়ীব দিক্ থেকেই হন্-হন্ কবিয়া আসিতে দেখা গেল। সে ব'ড়ী বাড়ী গঙ্গাঞ্জল ভোগার, কাঁখে একটা ঘড়া বহিয়াছে। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল— শিল ঠাকুর যে গো,—অসময়ে এখানে ?

শৈলেন ৰলিল—"এই একটু ছিদামের দোকানে যাব, বাভাসা কিনতে।"

তা এ ভূৰ্য্যোগে বাবে কেন ? আমায় প্ৰসা ভাও, ৰাড়ীতে দিয়ে এসৰ ব'নি।"

বিপদে শৈলেনের বৃদ্ধি শোগাইয়া গিয়াছিল,—ছিদামের দোকান্টা গলার ধারেই; সঙ্গে যাওয়া হইবে আবার সঙ্গেই কিরিয়া আসা ছইবে। দান্তর মারের প্রস্তাবে একটু থতমত থাইয়া গিয়া বলিল— "না. হরির লুটের বাতাসা কি না, আমায়ই নিয়ে আসতে বলেছেন, একটু গলাজনের ছিটে মাধায়—দিয়ে।"

"তা চলো তবে।"—বলিয়া দাতর-মা অগ্রদর হইল। ছাই পা গিয়া বলিস—"ভট্টায়ি বামুনের বাড়ী, তোমাদের সবই একটু বাডাবাড়ি বাপু তা হক্ কথা বলব। আমি নে এসলেই বেন মহাভারত অভদ্ধ হয়ে যেতো।"

লোক পাইয়া শৈলেনের একটু ভূতের চচ1 করিবারই ইচ্ছা হইল; কথাবার্দ্রাও হইতে থাকে, তাহা ভিন্ন ভরের সন্থাবনা না থাকায় ভরের কথা কহিতে লাগেও ভালো। শৈলেন প্রশ্ন করিল—" এখানে অসমরে'—ভূমি অমন কেন বললে লাওব-মা ?—অসময়টা কিলে হলো ? ও বাড়ীটার বুঝি রাভিবে বাঁদের নাম করতে নেই জারা থাকেন ?—আর সন্থো হলেই •• "

তিমা, থাকেন না ? সাঁভবার একথা কে না কানে সোঁ— বলিরা দাওব-মা কাহার। কবে ও-বাড়ীতে ভাড়ার আসিরাছিল, ভাছাদের কি অনিষ্ট হইরাছিল, তাহার একটা দীর্ঘ ইতিহাস বিশ্বা গেল।

শৈলেন দাভর-মার গারের কাছে ধুব ঘেঁসিরা হন্হন্ করিয়া ্রাক্তিভেছিল, ওদিকে পাড়ার মধ্যেও আসিয়া পড়িরাছে, সব শুনিরা বিলিল—"একটা কথা বলব দাশুর-মা—দোব হবে না ভো?"

্বিক কথা ? গঙ্গাতীরে আবার দোব কি ? ভামার কে যেন ডাকলে এখানটার, ঐ বাড়ী খেকে। ভাকেন্যা চক্র বিভাবিত কবিয়া গাঁডাইয়া পড়িব বাজিল—

লাওকমা চকু বিফারিত করিয়া গাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল— "সম্বৰ্কে! উত্তৰ ভাওনি ভো!"

· "হুঁ:, আমি উত্ব দেবার ছেলে কিনা! জানি নানাকি এম তিন বাব নাডাকলে উত্ব দিতে নেই !"

"ভাগ্যিস।—দিলে আর দেখতে হোতনি।"

ৰাণী কিৰিয়া দেখিল বাবা আসিয়াছেন। শশান্তর শব্যার পাশে একিয়া ঠাকুরমা, মনোমোহিনী পিসিমা, খেতন দাদা প্রভৃতির সঙ্গে গ্রার ক্রিডেছেন, দাদাও অনেকটা স্থন্ধ, বোধ হয় বাবাকে পাইয়াই। বিশিনবিহারী শৈলেনকে কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"প্রেছেলি তনতে?—ভোকে চর্ষির কাছে যে ডাক্লাম গাড়ী থেকে।"

স ইশলেন খাড় নাড়িয়া জানাইল—পাইয়াছিল; তাহার কত প্রানো কথার সঙ্গে সভ অজিত অভিজ্ঞতা মিশিয়া তাহার বৃক্টা আলোড়িত করিয়া দিল,—"মার কাছে বাব আমি"—বলিয়া তুই হাতে ক্রাক্তা কাঁদিয়। উঠিল।

া বাবা বে-কটা দিন বহিলেন কী আনন্দেই বে কাটিল বলিয়া
পোৰ কৰা বাব না! ছই বংসবের বত অপূর্ণ সাধ প্রাণ ভবিৱা
নিটাইল পাওৱা-পর। সব দিক্ দিরাই; বরং এমন অনেক কিছু
থাতে আসিল বাহার সে করনাও করিতে পারে নাই। তথু একটা
সাধ মিটানো হইরা উঠিল না। চেটা করিয়াছিল, এবং তাহার
আলোচনাটা বহু দিন ধরিয়া পরিবাবে চালু ছিল বলিয়া এখনও মনে
আলেচ শৈলেনের:

জেশনে যাইবার ছইটা পথ ছিল; একটা পথ ছই দিকে গোঁসাইদের
বাক্নী বাধিরা গলার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছিপ্রহরের অলস
ক্ষান্তিয়ানে বখন শৈলেনের ষ্টেশনে যাইবার ইচ্ছা হইত, এই পথ দিয়াই
কাইত। জমিদার গোঁসাইদের বড় বড় অটালিকাগুলার মধ্যে অনীম
বিশ্বর ছিল, বিশেব করিয়া ছপুরে সেগুলা বখন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত।
বা দিকে বাড়ীর কাঁকে কাঁকে দেখা যাইত গলা,—কাহালে, নোকায়,
ধুপারের লাট-সাহেবের বাগানে, আর কোয়ার-ভাঁটার হাস-বৃদ্ধিতে
নিত্য নৃতন; এই প্রথটাই ভালো লাগিত। কিছু এই পথে সব
চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সম্পূর্ণ এক অক্ত জিনিব। রাস্তাটা বেখানে
বৃদ্ধিয়া খালের উঁচু পুলটা পার হইয়াছে সেইখানে একটু ভিতরে
গিয়া ডান দিকে একটা দোকান। খোলার চালের নিভান্ত অপরিক্ষম
দোকান, ধুঁয়ায় ভিতরকার চাল, দেয়াল সব অন্ধকার; সেই অন্ধকারে
মাঝথানটিতে অয়েলক্লখ-বিছানো টেবিলের উপর কতকগুলি আরআর ক্রব্যের মধ্যে একটি এনামেলের থানাম্ব থাকিত আন্ত ভিতরে

কি এক অভুত "মেওয়া"। টকুটকে লভার টুকরার সজে থব গ **छेबड़ा-थावड़ा कि अक बक्स मनना मानाटना । अरम**त नशत का আৰু সোনার ৰঙে সমস্ত দোকানটা বেন আলো করিয়া আচে কি ৰে ছিল ওগুলার মধ্যে—এত জিনিবের মধ্যে কোনটা শৈলেনের কল্পনাকে অমন করিয়া উল্লিক্ত করিতে পারিত না বিববার বাড়ী, ডিম আসিভ না বলিরা ডিমটাই একটা অমুল্য সম্পা **ছिन, छोरांव উপর আবার ঐ দ্বপ; अनाচারের তরে হুই** ভাইছে: কাহারও হাতেই পর্মা দিতেন না ঠাকুরমা! যদি-বা কোন বক্ষ ছ'-একটা প্রসাআসিল তো ও-ধরণের অসম্ভব রকম মুদ্যবান विनियंत काष्ट्र धिनिएक माहम हरेक ना। व्यात्रक्ष ना एपैनियान कार्य हिन,-ए।कानमाद्यय हिन्दा এবং তাহার থদেরের চেহারা। কেমন যেন অন্তুত গোছের। ছিদাম ময়রা বা স্চদের মুদির দোকানের সামনে ধেমন স্বচ্ছকে গিয়ে দাঁড়ানো যায় এ যেন সে বকম নর,—লোভের পাশে পাশে গাঁটাও ছম্ছম করে। কিছ সে অসম্ভব লোভ,—এদিকু দিয়া বাইলেই পুলের রেলিঙে ঠেস দিয়া শৈলেন সভ্য নয়নে সেই হলদে-হলদে ডিমের স্ত্পের পানে চাহিয়া থাকিত।…কী অপক্ষপই না স্বাদ হইবে! ভাঙিক্র ভিতৰ থেকে যে সোনাব ও ডাব মডো বাহিব হয়, এ ডিম ভাঙিলে কি সেই রকমই বাহির হইবে, না, অপূর্ব আরও কিছু ? রীডারে সে—'ভজ্ জ্যাও দি গোণ্ডেন এগ,'-এর কাহিনী পড়িয়াছে, সে কি এই ধরণে কিছু একটা না, আরও অন্তুত ?—তাই যদি হয় তো কল্পনা দেখানে পৌছিতে পারে না। । লাকেরা আসে, বসে, কেনে, থায়,— শৈলেনের मान इस वन कह्न-लाकित कीर नवारे। शाकरहे शहना शाकिल এক একবার লুব্ধ আবেগে মুঠাইয়া ধরে, পা বাড়াইতে ইচ্ছা হয়, তাহার পর সাহস ভাঙিয়া পড়ে। কম বয়দেব ছেলেও বে একটা নাই, —বেমন ছিদামের দোকানে থাকে। • • কভ রকম কি ভাবিয়া, কভ বার পা উঠাইয়া এক সময় খুব বড় একটা দীৰ্ঘখাস ফেলিয়া চলিয়া যায়… প্রায় হুই বৎসর এই কবিয়া চলিতেছে।

আসিয়া অবধি বিশিনবিহাবীর আদরটা যেন শৈলেনকে ঘিরিগাই বেশি; শশান্তর উপরও আছে, তবে শৈলেনকে জিল্ঞাসাবাদ বেশি; সে বাহা চাহিতেছে তাহারই এক-আবটা শশান্তর ক্রম্ম আসিতেছে, এক একটি জিনিব বোধ হয় বাদ পড়িয়াও বাইতেছে শশান্তর ভাগ্যে। থাওয়ার জিনিধের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই,—শশান্তর পেটই থারাপ। দাদার উপর একটু দয়া হইতেছিল, তবে লাগিতেছিল মন্দ নয়—বাই হোক, স্লেহেরও তো একটা বিজয়-দর্শ আছে,—আমায়ই বাবা বেশি ভালবাসেন!

পরে কারণটা জানিয়াছিল; শৈলেনকে অবশ্য বলিয়াছেন হুই জনেই বাইবে পাণ্ডুল, কিন্তু লইতে আসিয়াছেন শুধু শশাহুকে।

চার-পাঁচ দিন পরে বলিলেন—"কেমন শৈলেন, সব তো গেল, ছবিববই, জামা, জুতো, মার্নেল, লাটু,—জার কিছু চাই না <sup>কি</sup>? এই বেলা বলো।"

পাণ্ডুলে বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারি, এত সাধিয়া প্রশ্ন কর্বা তো অসম্ভবট তাঁহার পক্ষে, আবদার করিয়া উত্তর দেওয়াও শৈলেনের সাহসে কুলাইবে না। এখানে বছ দিন পরে ছেলেনের দেখিরা বাবাও অক্ত রকম হইয়া গেছেন, শৈলেনেরও বিদেশে কেমন একটা মুক্ত ভাব— কেকখাওলা মারের মধ্যস্থতা ভিন্ন হইতে পারিত না, এখন বেশ অনারাসে বাবাকে বলা বাইতেছে। ••• বাবের অভাবে বোধ হয় ছেলেরা বাপের ফধ্যে মা আর বাপ উভয়কেই পার।

লৈলেন বলিল—"একটা জিনিষ খাবে বাবা।"

মনোমোহিনী দেবী আর নিস্তারিণী দেবী কাছেই ছিলেন, ছুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। মনোমোগিনী দেবী বলিলেন—"ও পেট-সর্ম্বর দামোদর,—ওর আবার জামা. বই !···"

বিপিনবিহারী হাদিয়া প্রশ্ন করিলেন— জিনিবটা কি তনি ?"
সে-সময় আর কোন মতেই বলিতে পারিল না শৈলেন। লচ্ছিত
হুইয়া প্রথম সুযোগেই কোথায় গা ঢাকা দিল।

বিকাল বেলা বিশিনবিহারী একা শৈলেনকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছিদামের দোকানের কাছাকাছি গিয়া, পিঠে হাত দিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন— কৈ খেতে চাইছিলি বে শৈলেন? বল, লজ্জা কি ?—খাওয়ার লজ্জা মেরেছেলেরা করে, বেটাছেলে খুব খাবে, খুব হুজম করবে, খুব ছটোপাটি করবে—তবে তো। তোদের বয়সে আমি খুব খেতুম, তাই তো আর একটু যখন বড় হয়েছি, গলা পেরিয়ে গেছি, না বিশাস হয় ছিদাম ময়রাকে জিগ্যেস্ করবি চল। একবার জাহাজের মুখে পড়ে কি রকম বেঁচে গিয়েছিলাম—সে গল্প বলব আজ তোকে। খাবি, তার আবার লজ্জা! ••ছিদামের দোকানের কিছ ?

শৈলেন ঘাড় নাডিয়া জানাইল—না।

"তবে ?"

"গোঁসাইপাডার রাস্তায়।"

বাপ-বেটায় গোঁসাইপাড়ার রাস্তা দিরা চলিলেন। পাড়ায় চুকভেই একটা বেশ বড় দোকান, বিপিনবিহারী কাছে আসিয়া প্রবেশ করিতে বাইতেছিলেন, শৈলেন আস্তে আস্তে বলিল—"এ দোকানে ময় বাবা।"

এই দোকান হইতেই গোঁসাই-শুমিদারদের দেউড়িতে থাবার-গাবার বাইত বলিয়া মনে পড়ে বিপিনবিহারীর। ভাহা হইলে শাবও ভালো দোকান হইয়াছে না কি ইদানীং ?

প্রশ্ন করিলেন—"এ দোকানে নেই সে জিনিব ?"

শৈলেন খাড় নাডিয়া জানাইল- না।

কোতৃহল হইল,—ছেলের উঁচু-নম্বর দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে বীতও হইলেন। রাস্তার মোড় ফিনিয়া লৈলেন বাবার সঙ্গে পুলের পার উঠিয়া গাঁড়াইয়া পড়িয়া কুঠিত ভাবে মুখ নীচু করিল। পিনবিহারী একটু বিশ্বিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এখানে ডালি বে ?"

শৈলেন দোকানের পারে-ইাটা রাস্তাটা যেখান থেকে খালের শৈ-পাশে নামিরা গিরাছে সেইখানে গিরা আবার মাথা নীচু করিরা ডাইয়া পড়িল।

রাস্তার ওপারে গঙ্গার ধারে শুর্কির কল, এদিকে থালের ধারে ইরা বস্তির মতো থানিকটা,—এমন তো কোন দোকানই চোখে ই না ধাহার জন্ত সাঁতোরা থেকে এই মাইল খানেকের ওপর পথ ইয়া আসা চলে। বিপিনবিহারী বলিজেন—"কৈ শৈলেন, এখানে কোন মর্বার দোকানই…"

চৌথের সামনে ভিষের ওটা অন্ত বাহার করিরা থাকিভেও বধন বি নজরে পড়িভেছে না, তথন কিছু একটা পদদ আছে বলিয়। সন্দেহ হইল শৈলেনের, চুপ কৰিয়া আড়েই হইরা দীড়াইয়া বহিল। একেবারে থার্ড ক্লাস পরী, বিশিনবিহারীর গা বিন-খিন করিছেছিল, একটু বিষ্চ ভাবে দীড়াইয়া থাকিয়া তিনি বেন একটু আলোকরক্তিদেখিতে পাইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ঐ ডিমের কথা বলছ না তো শৈলেন ?"

শৈলেনের মধ্যে তথন আর শৈলেন নাই, বাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

বিপিনবিহারী শুধু বলিলেন—"বাড়ী চলো, ছি:!" । রাজার একটি কথাও হইল না; শৈলেন যেন একটা কলের পুডুল, কে দম দিয়া দিয়াছে—খট্-খট্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়াছে।

প্রে কথাটা বত পুরানো ইইয়াছিল সেটা লইয়: ততই হালি

ইইত। বিণিনবিহারীই শাখাপ্রশাখা-বোগে বর্ণনা করিছেন,—টের

পাইরাছিলেন ওটা আর কিছুই নর। শিশুর নির্দোব রসনাবিকার

মাত্র। সেদিন কিছু তাঁহার মনের অবস্থাটা অক্ত রকম ছিল।

শৈলেন সেটা টের পার মনোমোহিনী শিসিমার মুখে। রাজ

ইইয়া গোছে, বাবা, থেতন-দাদা বাহিরে সেছেন, পিসিমা শৈলেনকে

ছালে লইয়া গিয়া গলা নামাইয়া বলিলেন—ইয়া রে শৈল, ভুই

য়য়কির কলের সামনে চাটের দোকানে এ সব খেতে বাস না কি 

ছিছি;—ওসব দোকানে কলের মজুররা নেশা করে বা'-ভা' খার।

ভদের সঙ্গে মিশিস না ভো তুই 

অামার গা ছুঁরে দিবির করী

দিকিন শাদাকে নিয়ে সেইখানে টেনে তুলেছে গা! কী ছবে, কী

ঘেয়ার কথা। •••

বাবার সঙ্গে এক দিন ছই ভাইয়ে বেলেতেঞ্জপুর বেড়াইরা আসিল। এক দিন গেল শিবপুরে। আদরের বেন একটা মরওম পড়িয়া সেছে। কর দিন ধরিয়া বাবার আদর নানা প্রবাসন্তারে যেন মৃতি ধরিয়া উঠিয়াছে। মামার বাড়ীর আদরটা পাওরা গেল আবার ছই জারগার ভাগ করিয়া। এর পরে সামনে রহিয়াছে পাঙুল। এত পাঙরার মধ্য দিয়া দিনওলা হইয়া পড়িয়াছে যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের ছিন; এমন অছুত সব ব্যাপারও ঘটে জীবনে—এত অল্ল দিনের মধ্যে ঠাসাঠালি করিয়া।

এই আনন্দ-বিমারের মাঝখানেই আসিরা পড়িল মাহছল—
একেবারে যেন ঝুপ করিরা। বৈকালে গাড়ি, ছপুরে থাওরা-দার্জ্রাথ
পর শৈলেল জানিতে পারিল তাহার যাওরা হইবে না। কার্ল্য
অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, তাহারও বাওয়ার কথা ছিল, ভবে
মহাদেব মাষ্টার জাের করিয়া বলিলেন এ ক'টা দিন থাকিয়া বাইছে,
পরীক্ষার পর একেবারে নৃতন রাসে উঠিয়া থাইবে। আর কুল্য
ছই মাস, ছই মাস পরেই বিপিনবিহারী নিজে আসিয়া লইয়া থাইবেন।
আরও বাহা যাহা ইছা কিনিবার জক্ত ছইটা টাকা দিলেন, বভক্ষণ
রহিলেন অনেক বুঝাইলেন। শৈলেন মুখ ভার করিয়া বহিল।
বাহা এত সত্য ছিল আশায়-আহলাদে, তাহা হঠাৎ এত মিখা
কি করিয়া হইয়া গেল ভাষার বেন বােখগমাই ইইভেছিল না; কি
ক্ষতি হইভেছে বেন বুঝিভেই পারিভেছিল না। তাহার পর জামাকুডা পরিয়া বইরের পুঁটলি হাতে শশাক্ষ যথন স্বাইকে প্রশাম
করিয়া বাবার পিছনে পিছনে উঠানে নামিল, সে পিসিমার কোল

থেকে একেবাবে আছাড় খাইরা টীৎকার করিরা উঠিল—"ও মাপো, আমি একলা থাকতে পারব না, দাদাকে রেখে বেছে বলো ৷…"

2

দাদা চলিয়া যাইতে সাঁতেরা যেন অস্ক হইরা উঠিল। দাদা বে
নিতাসলী ছিল এমন নয়, তাই যত দিন ছিল, তত দিন অত বুঝা
বার নাই। যথন পাণ্ডুলে চলিয়া গেল তথন অভাবটা বুঝা গেল।
লৈলেনের এমনই বাড়ীতে মন বসিত না, আরও যেন কোন আকর্ষণ
বহিল না। দাদার চলিয়া বাওয়া, ভাহার না বাওয়া, বাবার এই
ব্যবহার—এই চিকা লইগাই সারা ছপুর টংটং করিয়া ঘরিয়া বেড়ানো
ভাহার হইয়া উঠিল বিলাস। পাঠশালা কামাই হইতে লাগিল,
ভাহমশাইয়ের নিকট মার খাইতে লাগিল,—জীবনটা হইয়া উঠিল যেন
হরহাড়া।

অভিমানে পিতার উপর মনটা বিজ্ঞাই করিয়া উঠিল,—আর কথনও তাঁহার কাছে কিছু চাহিবে না, তিনি বাহা দিরা গিয়াছেন ভাহাও স্পর্শ করিবে না.—কেন প্রবক্ষনা করিয়া তিনি রাখিরা সেলেন ? অলচর্যা, এই মনের ভাবটা গিয়া এক দিন দাদার উপরও পড়িল,—বখন কয়েক দিন পরে দাদার বিচ্ছেদটা সহনীয় হইয়া আসিল। এটা বোধ হয় এক ধরণের ইবাই; কিছু শৈলেন মনকে কুরাইল দাদাও এই চক্রান্তের মধ্যে ছিল, নিজে সব জানিত অথচ লৈলেনকে বলে নাই। বলিলে শৈলেন পলাইয়া গাড়ির এক কোণে সুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত তো ? অঠাকুরমা পিসিমা, খেতনদাদা—সবাই এই চক্রান্তের মধ্যে, শৈলেন সব থেকেই যেন আলাদা হইয়া গাড়াইল,—সবাইকেই চিনিয়াছে সে!

ক্রমে একে একে আর সবাই বিশুপ্ত হইয়া গিয়া সমস্ত মন জুড়িয়া ব্দক্তিক তথু মায়ের মূথখানি। যেমন দীপ্ত তেমনি বিষয় সম্প্র <del>ইমস্ত</del> ক্রগং ব্রিয়া মাত্র ঐ একটি মুখে শৈলেন নিক্রের মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পার। সংসারের বত অক্সায় মায়ের উপর, আর শৈলেনের মতোট ডিনি অসহায় ভাবে সহিয়া বাইতেছেন। বাবা ছেলেদের লইয়া আসিলেন— হয়তে। মাকে এই বৰম মিথ্যা দিয়া ভুলাইয় ই—মা ত্র্বন্ধ ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন—চোধ হুইটি এখনও ৰেন দেখা যায়-এ শক্তি নাই যে ছই পা বাহিরে আসিয়া নিজের ছেলেদের ফিরাইয়া লইয়া যান। • • বাবা ফিরিয়া গ্রেছন, মা জিল্লাসা **ক্ষীবেন শৈলেনের কথা— ছুই ভাই যে একসঙ্গে আসিয়₁ছিল,—বাবা बहै ब**ब्बरे अकठा मिथा। विलया आवात छ। हात्क जुलारेग्रा पित्वत । মা আবার তেমনি অসহায় ভাবে কোন একটি জানালার গ্রাদ ধরিয়া সঞ্জল চকে বাহিরের দিকে চাহিয়। থাকিবেন। কোন সময় হয়তো ভাবিবেন শৈলেন নাই বলিয়াই আনা হইল না. নহিলে এক ভাই আফিল, এক ভাইয়ের আবার কি হইল প্লেই ভো ছোট. ভাহারই ভো মায়ের জন্ত বেশি মন-কেমন করবার কথা—আগে আসবার কথা।

কোন একটা দিকে চাহিরা চাহিরা লৈলেনের মনটা ভরিরা ওঠে—
মারের ছংখে কি নিজের ছংখে বৃঝিতে পারে না । মনে কি একটা
মার্ক্ত ব্যাক্লতা আলোডিত হইরা ৬ঠে, কিছু একটা করিতে, কিছু
একটা হইতে ইচ্ছা করে । কী সে করিতে চার ভাবে লৈলেন:
মরে, একটা ভার করিবা দেওবা হইল—লৈলেম মুজুলব্যার । কিলা

থেতন-দাদার হাতে-পায়ে ধনিরা দইয়া যাইতে বলিলে কেমন হয় ০০ চিন্তাটা থানিক দ্ব পর্যান্ত অগ্রসর হয়, কলনাতেই নানা বৰম ভাক: গড়া করিয়া মনটা চধলত হইয়া ৬ঠে; কিন্তু শেব পর্যান্ত কোন একট মীমাংসাই হইয়া ৬ঠে না।

এক দিন হঠাৎ মনে হইল, ঠাকুবদাদা তো সভের বৎসর বয়ে পাণ্ডুলে পলাইয়া গিয়াছিলেন— এই বাড়ী হইছেই। সভের বৎসরে ব্যুক্তা ঠিক কি প্রকাবের জিনিষ ছুটো ভাবিয়া দেখিছে পারে না দরকারও হয় না দেখেছে,— ভাহার বৈশোরের শিরা-উপশিরাং পিতামহের রক্তের উচ্চ্বাস জাগে। আর সভের বৎসরটা যেমন বড় তেমনি ঠাকুবদাদা গিরাছিলেন পায়ে হাটিয়া; শৈলেন বেমন ছোট ভেমনি রেলের স্থবিধা আক্ত-কাল,— একই কথা দাঁড়ায় না — ৬৮ ছব আসিয়া যেন শৈলেনের হাত ধরেন।

ত্'-চার দিনের মধে)ই বাধ'-বিদ্ধের ভর সব কাটিয়া গিয়া সহছটে দৃচ হইয়া গেল।—পাণ্ডুলে পলাইতে হইবে; ঠাকুরদাদা এক দিন ফেকান্স করিয়াছিলেন, নাতির চোখে সেটা জ্ঞায়ও ঠেকিল না, জনভবও ঠেকিল না।

এক দিন ছপুরে বথন স্বাই নিজামগ্ল, খেতন দাদা অফিসে, শৈলেন বাবার দেওয়া নৃতন ভামা আর ভূতা-ভোড়াটা পায়ে দিয়া বাহির ছইয়া পড়িল। টাকা ছ'টো তখনও নিজের কাছেই ছিল, প্রেটে ফেলিয়া সইল। ওঁরা যেদিন যান, সেদিন কালা বন্ধ করবার ছব্ ঠাকুৰমা আর মনোমোহিনা পিসিমার কাছে একটা কবিয়া চার আনি পাইয়াছিল, দে তু'টাও বহিল। প্রথমটা একটু পায়ের ছড়তা বোধ হুইল, ভাহার পর সদর রাস্তায় উঠিতে সেটা বেশ কাটিয়া গেল। পথের কথাটা আর চিস্তার মধ্যেই আসিল না ;-পরত এ-সময় সে বে পাওলে এবই বিশয়ের আনন্দটা ভাহাকে ঐলিয়া লইয়া বাইতে শাগিল ;— সাঁতবা বাড়ী থেকে দুর্ঘটা বছই বাড়িয়া যায় তভই ফেন সে নিশ্চিস্ত হয়। **ষ্টেশনের দিকে একটা ঘোডার** গাড়ি যাইডে-ছিল, শৈলেন ভাহার পিছনের তন্তাটাতে গিয়া বিদয়া পড়িল। এ-ব্যাপারটাতে সে বেশ অভাস্ত,—ভক্তাটায় বুক চাপিয়া পা বুলাইয়া শুলাইয়া বায়, কোচমাানকে যদি কেত ভানাইয়া দেয় গাড়ির ছাদের উপর শপাৎ করিয়া ছিপটির দড়ি আসিয়া পড়ে, বংনও কাঁধে-মাথায় আসিয়া লাগে, কথনও কোচম্যান লক্ষ্য-ভট চয়, শৈলেন টুপ করিয়া নামিয়া পড়ে। আজ কেমন একটু গুচাইয়া বসিতে ইচ্ছা হইল; নৃতন জামা, নৃতন জুতা পরিয়াছে, তড়াব উপর উঠিয়া গাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়া সোজা হইয়া ব্যাল শৈলেন। বথন বেশ অক্সমনত হইয়া গেছে, শপাৎ কংবা কোচম্যানের ছিপটি হাতের উপর আসিয়া পাছল। শৈলেন সকে সকেই লাফাইয়া পুড়িল এবং উন্টা লাফানোর জন্ত সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। যথন ঝাড়িয়া<sup>-</sup>ঝ<sub>ু</sub>ড়িয়া উঠিয়া শাড়াইল, কোচম্যানটা চলভি গাড়ির ত্বলিয়া হাসিতে-হাসিতে ভাহাকে আবার আসিয়া বসিতে আহ্বান করিতেছে।

চোট লাগিয়াছে। ডান হাতের কছুই এবং ডান কানের উণ্রটা ছড়িয়া গেছে, বাঁ হাতে ছিপটির বাঙা দাগ। বাস্ভাটার এক দিকে বেল-লাইন, এক দিকে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের খোলার বাড়ী। কোনধানে হাসি উঠিল, কেই সহায়ুভূতির স্ববে প্রায় কবিল—ভাষাত লাগিয়াছে কি না। লৈলেন অপ্রতিভ ভাষটা চাপিয়া অপ্রসর হইল; ক্ষমন বেন একটা কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে।

উপনের বাহিরে আসিয়া ভাষার বেন দিশাহারা লাগিয়া গেল।

···বেশ বড় টেশন, গলি-ঘুঁচি অনেক। কোথায় টিকিট পাওয়া বার ?
চোটদের কিনিতে দেয় কি ? কয় টাকা লাগিবে টিকিটে ? ছইটাই
যদি লাগে ভাষা হইলে খাইবে কি ? আর যদি ছই টাকায় না
কুলায় ? আর একটা কথাও এতক্ষণে মনে পাড়ল,—একটা ছোট
ছেলে টিকিট কিনিতেছে দেখিয়া কেছ যদি সন্দেহ করে—পলাইতেছে!

টেশনের বেখান দিয়া খোড়ার গাড়িগুলা প্রবেশ করে, সেইথানটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একটা লোক টেশনের দিকৃ থেকে
তাহার দিকে আসিল। কাঁচা-পাকা মোটা গোঁক উপর দিকে ঠেলা,
চোথ ছইটা একটু রক্তাভ, বেশ বত্তা-গুলা চেহারা, গায়ে একটা নীল
রতের জামা। শৈলেনকে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া
প্রশ্ন করিল— কি চাহি তোমার খোঁথাবাবু ?"

ওর উথতার সমোহিত হইয়া গিয়া শৈলেন মুখের পানে চাহিয়া বহিল। লোকটা আবার বলিল— কৈ চাহি বোলো না, ভর কি আছে ?"

শৈলেন বলিল—"পাঞ্লে যাবো।"

"পণ্ডোল ?—নে তো দরভঙ্গা জিলা; আমার অপ্পন জিলা আছে। কার জড়ে বাবে ?"

উপ্র-দশন লোকের সঙ্গে সম্বন্ধের বা আবাসস্থানের নৈকট্য আবিদ্ধার করিলে, মনে এক ধরণের ভরসা আসে, বোধ হয় ভীক্ষতার উন্টা দিক্; শৈলেন গোপনীয় কথাটা বলিয়া কেলিল— "একলা যাবে।।"

"অবেলা।"—বলিয়া লোকটা একটু বিশ্বিত ভাবে চাছিল; তাহার পর ভাহার মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিল, ভাহার পর চারি দিকে একবার চাঙিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"টিকিস্ ক।টিয়েছ ?"

"না. কোথায় কাটাভে হয় জানি না ।"

'হ'…টাকা আছে ?…কো টাকা ?"

**"হ'টো টাকা আছে।"** 

সাবার একটু চিম্বা।

হ ' । এদিকে আসো ভূমি।"

শৈলেনকে লইয়া খেরা প্রালণটার একটা নির্দ্ধন স্থানে গিয়া গাঁড়াইল, বলিল—"ও টাকার হোবে না, পাঁ—চটি টাকা লাগবে।"

শৈলেন একটু নিরাশ হইয়া বলিল—"আর তো নেই আমার কাছে।" কি মনে হইল, আর চার-আনি ছইটার কথা বলিল না ।

লোকটা আর একবার চারি দিকে নজর বুলাইরা লইল, তাহার পর শৈলেনের পিঠে ছই-তিনটা লবু চাপড় দিয়া বলিল — "হঁ · · · আছা তুমি হু:খু মং করো; হামি বাকি টাকা আপনা পাশসে দিয়ে দোব। মূলুক'কা আদমি আছে। পাঞুলের বাঙ্গালী বাবুদের ভিইলা, না ? হু · · বাবুদের হামি চিনে।"

ৈশলেনের মনে হইল বেন কত বড় এক আত্মীর পাইরাছে; বন এখনই মত বদলাইয়া কেলিতে পারে এই ভবে ভাড়াভাড়ি টাকা ছইটি বাহির কাররা ভাহার হাডে বিরা দিল। "তুমি এইখানে থাড়া থাকো; থে'বোবদার কেউ ডাকলে বাইও না, কুছু বোলো ভি না, বোডো বদমাদের জগহ আছে। ছামি ছ' মিনিটমে টিকিসু কিনে আগছি।"

ত্ব' মিনিট গোল, দশ মিনিট গোল, বোধ হয়, তু' ঘণীও কাটিয়া গোল, খান-চাবেক টোণ ছাই দিক হইতে আসিয়া তুই দিকে চালাই গোল,—কাহারও দেখা নাই। চোখ দিয়া কান্না ঠোলয়া আসিছেছে, কাহাকেও বালতে কিছু সাহস হইতেছে না। তয়ে নৈরাষ্ট্রো কেমন বেন জড়ভরত কবিয়া দিয়াছে, কেবলই নিজেকে লোকচকু হইছে গোপন করিতে ইছা হইতেছে। আরও থানিকটা সময় কাটিয়া গোল, টিকিট বা টাকা পাইবার আশায় নয়, পরত্ত পা উঠিতেছিল না বলিয়াই শৈলেন দিড়াইএ বহিল। তয় হইতে লাগেল এখনই জানালানি হইটা যাইবে, তাহার পর যে কি হইবে সেটা মনের সেঅবশ্বায় কল্পনাতেও আসিল না।

এক সময় একটা গাড়ি আসিয়া যথন নৃতন লোকের ভিড় নামিল, লৈলেন নিতাক্ত চোরের মতো দলে মিশিয়া বাহির ইইয়া আসল।

বেলের প্রশিক্টা সহর, ও শিক্টা ভঙ্গল, ঝেঁল, ডোবা; এখাকে ওবানে ছড়ানো ছুঁাটা বেড়ার বাড়ী ক মকখানা; শৈলেন লাইনের ফটক পার হইয়া হন্-গন্ করিয়া খানিকট শুটালয়া গেল, কারা আর আটকাইয়া রাখা যায় না, কেবলই মাহের মুখ মনে পাছতেছে! খানিকটা গিয়া বেশ গভীর গোছের একটা ডোবা, আশে-পাশে বাড়ী নাই; শৈলেন নারিকেল-ও ডির সি ডি শিয়া ভাড়াভাড়ি খানিকটা নামিয়া গেল, ভাহার পর বাসহা পাড়হাই ছই হাতে মুখ চাকিয়া ছ-ছ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; মুখ দিয়া ভধু বাহির হইতে লাগিল—
মাগো—মাগো—ওগো মা!

আনেককণ বাঁদিয়া মনটা কতক হাল্কা হইল। তল্ভেট্রা পাইয়াছে, পুকুর থেকেই কয়েক আঁচদা জল পান করিয়া উপ্তে উ**রিবা** আদিল; এবার চিন্তা আদিল ইতিকত বা সম্বন্ধে।

বিকাল হইয়া গেছে। এই সময় তাহার পাঠশালায় থাকিবার কথা, থোঁজ পড়িয়া গেছে নিশ্চয়; থোঁজ পড়িয়া বাওয়ার কথার ভাহার মনটা হঠাৎ আতকে ভবিষা গেল, এবং চিন্তার লোভটা ভিন্ন-মুখ্য ছুটিল,—বাবার কুন্ত মুখ্—ঠাকুরমা, পি সমা, থেভন-দালা, বালিয়া সবাই কাই হইয়া বহিয়াছেন—পাড়ার সবাই কড়ো হইয়াছে—আজ রাভটা পোহাইলেই কাল গুলুমালাই, এত উপ্ত-মৃতি যে কল্পনা ঝালটা পোহাইলেই কাল গুলুমালাই, এত উপ্ত-মৃতি যে কল্পনা ঝালটা পোরাইলেই কাল গুলুমালাই, এত উপ্ত-মৃতি যে কল্পনা ঝাল বাল না া া া লাল বাল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর বর্মা পড়িয়াছ প্রথমি অবহাটা পাড়াইল বিশাল্পর মডো—না ফেরার উপার আছে, না আগে বাভায়ার সখল। তাহার পর আগে বাভায়াই ছির ক্রিয়া ফেলিল শৈলেন।

হাা, হাটিয়াই বাইবে পাঞ্ল। সকলটা উদ্ভব হইল অবশু ভর থেকেই, কিছ একবার ছিব কবিয়া ফেলার পর মনটা যাওরাব আনক্ষেই ভিতরে ভিতরে উল্লাসত হুইয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ বোধ হর পিছনকার ভর থেকে মুক্তি; কিছু ক্রথে ক্রমে গোড়ার ভাবটাই আবার ক্রিবিয়া আসিল, সেই মারের ক্রন্তই পাঞ্লে বাওরার সকল। মান্দর্যানে পথের চিন্তাটা আর খুব স্পষ্ট রহিল না,—আবছায়া ভাবে
বানিকটা ছবিয়া লইল—ঠাকুবদাশার মতো হাটিয়াই বাইবে—কেহ
না কেহ দয়া করিয়া খাইতে দিবেই পথে—ঠাকুবদাদার চেরে ছেলেমান্দ্রই তো ? পঠাকুবদাদা এক দিন রাত্রে তো ছুবি দিয়া কাঁচা
লাউ কাটিয়া খাইয়াছিলেন, না হয় দে-ও খাইবে। ভাহা ভিন্ন সঙ্গে
ভাট আনা পয়দা আছে ভাহার; হই বেলা ছই পয়দার মুড়ি কিনিয়া
বাইলে বোল দিন। ঠাকুবদাদা গিয়াছিলেন পনেব দিনে, ভাহার
না হয় কুড়িটা দিনই লাওক—না হয় এক মাস—সব দিনই কি কিনিয়া
বাইতে হইবে ? পএকটু শকা বোধ হয় আছে মনের কোখাও লাগিয়া,
কিছ ভবলুরেপনার অভ্যাস—একটা আডেভেনচারের আনন্দই
কিরে মনটাকে পাইয়া বিসল। আর, মারের মুখটা ক্রমেই বেশি
ক্ষেট্ট হইয়া উঠিতেছে—হাসি-হাসি মুখটা বেন দেখা যায় সামনেই।

ः রেলের এদিক্কার রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল শৈলেন; শ্রাওটার রোড, একটু ঘুরিয়া একেবারে পরের ষ্টেশনের ওদিকে চলিয়া **লেছে। নির্দ্ধন রাস্তা, এইটাই নিরাপদ, এর পরের ষ্টেশনের একটু** खेकिए একট। অন্ত পৰে নামিয়া একেবারে লাইনের উপর গিয়া উঠিবে, ভাহার পর লাইন ধরিয়া বরাবর—বরাবর একেবাবে মোকামা-ষাট পর্যান্ত—তাহার পর গঙ্গ। পার হওয়া—কিছু একটা ব্যবস্থা হইয়া ৰাইবৈই; ভাহাৰ পর আবার লাইন ধরিয়া একেবারে পাণ্ডুল।… **অভটা কট্টের পর মনটা একটা সমাধান আর অবলম্বন পাইয়া যেন** হালকা হইয়া পেছে. গতি হইয়া উঠিয়াছে বেশ ক্ষিপ্র। বেল-লাইনে **পৌছাইতে বিকালে**র আলো মান হইয়া আসিল। পথ ছাড়িয়া **শৈলেন লাইনের পাশে** পার্ম্বে-হাঁটা পথ ধরিল। ছই দিকে প্রচুর শ্ব-বাড়ী, বেল একটা ভর্মার উপরই হন্-হন্ করিয়া আগাইয়া বাইতেছে। এক একবার ত্পুরের টহনে আসিয়াছেও এদিকে, ছুটির শিনে। : : নৃতন জুতা, থুব বেশি জভাাস হয় নাই, পারে একটু বেন ক্ষাৰা পড়িৱাছে হ'-এক জায়গায়।…একটা গাড়ি ছদ-ছদ কৰিয়া **দিল্লা সামনের দিকে চলিয়া গেল। মনটা একটুখানির <del>জন্</del>ত দমিয়া** গেল।—কেমন হাত গুটাইয়া নিশ্চিম্ভ হইয়া বসিয়া আছে সব পাড়িতে। টাকা ছইটা অমন ভাবে না যাইলে সে-ও অমনি ভাবে বসিয়া বাইত তো? বোধ হয় এই গাড়িতেই।…লৈনেন আৰাৰ নৈরাশ্য কাটাইয়া ওঠে—বেশ সহজেই এক রকম; মনকে মঙ্গে করাইরা দেয়—ঠাকুরদাদা তো হাটিয়াই গিয়াছিলেন।

সদ্ধাৰ ছায়া গাঢ় হইবা উঠিয়াছে হুই দিকে। আৰও পা চালাইরা দিল শৈলেন। সামনে ওটা মেঘ না কি আকাশে? হাা, মেঘই সামান্ত একটু। শৈলেন আৰও পা চালাইয়া দিল। ফোন্ধাওলার লাগিতেছে বেশি—কাটিরা গেল না কি ? জুতাজোড়া থুলিয়া হাতে লইরা অগ্নসর হইতে লাগিল। তেই পাশের বাড়ীর সংখ্যা ক্ষিয়া আসিতেছে। সদ্ধাা অলিয়া শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিল। শৈলেনের মনটা কোন্ এক উঁচু স্তব থেকে হঠাং যেন নীচুতে আসিল। তাগাঁভরার বাড়ীতে আলো অলিল, শাঁক বাজিল, তক বাজাইতেছে? ঠাক্রমা, না, বৌদিদি? তাঠাক্রমার মুখধানা হঠাও শৈলেনের চোথের সামনে কুটিয়া উঠিল,—সদ্ধার নৃতন আলো ঠাক্রমার মুখে অসিয়া পড়িয়াছে, রাগ নাই, বিষপ্ত আৰ ভরাকুল; চোথে জল। তামারের মুখ ঘেন আর তত ভাই নয়।

वांध द्य दृष्टि दहेद। दाक्षय तक बीत्व बीत्व चिवित्रा स्क्लिएक

লাগিল শৈলেনকে,—লাজ রাত্রিটা কাটাইতে হইবে কোনু খানে ? · · ওর বেন এই প্রথম মনে হইল, কুড়ি দিনের সঙ্গে কুড়িটা রাত্রিও আসিবে এমনি করিয়া। একটু বেন কি-রকম মনে হইতে লাগিল, একটু একটু গা-ছমছম করা গোছেব।

ভবুও কল্পনা একেবাবে পুশু হয় নাই,—সামনে ষ্টেশন, রাডটা সেধানেই কাটাইবে, ষ্টেশন ভো বেশ ভালো জায়গাই। সে ষ্টেশনে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে; ষ্টেশন-মাষ্টার নিশ্চয় জাসিবে সে-দিকে একবার না একবার, নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে আহার হইয়াছে কি না—বাড়ী লইয়া বাইবে, খাওয়াইবে,—শৈলেন ছেলেমান্থ্য ভো ?

সদ্ধা উংবাইয়া গিয়া আদকার হইয়াছে, সদ্ধ রাস্তার উপ্র ছ'-এক স্থানে পালের বনের লভা-গুল্ম আসিয়া পাড়িয়াছে। সামনে হাত দশ-বারো দ্বে ছই জন লোক গল্প করিতে করিতে বাইতেছিল—বোধ হয় কোন কলের মজুর—ভাহারা হঠাৎ রেলের বাঁধ থেকে নামিয়া ডাইনের দিকে কোথার চলিয়া গেল। শৈলেনের অস্বস্তিটা আরও একটু স্পাই হইয়া উঠিল; সাহস যেন ডাকিয়া আনিতে হইডেছে। দ্বে ষ্টেশনের পাথার লাল-নীল আলো লি-লি করিতেছে।

হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড় করিয়। একটা শব্দ হইল। শৈলেন ফিবিয়া দেখিল, পিছনের সমস্তটা ছিবিয়া খন কালো মেখেব রাশি। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার চাব দিকে চাহিয়া দেখিল,—ভয়টা বর্থন আসিয়া পড়িল, যেথের মতোই চারিদিক্ দিয়া খিরিয়া আসিল। এডকণ একটা আবেশের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল, এখন ভয়ের দৃষ্টিতে সব কিছুরই রূপ যেন একদঙ্গে বললাইয়া গেল। চারি দিক্ নিস্তর, হাওয়ার ছই-ভিনটা হলকা ছই দিক্কার বনের উপর দিয়া একটা ঝম্ঝম্ শব্দ তুলিয়া বহিয়া গেল; আবার সব নিস্তব্ধ, শুধু সামনে নক্ষত্রপুঞ্চ চাপা দিয়া পিছন থেকে মেখের স্তুপ বিহাতের মশাল ধরিয়া গড়াইয়া আসিতেছে। কাছে বাড়ী নাই, বহু দূরে অন্ধক।রের মধ্যে তথু গোটা হুই-ভিন আলো দেখা যায়— এখানে-ওখানে ছড়ানো— সাহসের বদলে কেমন যেন ভয়েরট সঞ্চার করে। চঠাৎ সমস্ত জারগাটা যে কি হইয়া গেল,—টেশনের পাখার অল-অলে আলো-ভলাও বেন মনে হইতেছে কাহাদের রক্ত-চফু। • • না; আসলে তাহা তো নয়—কেলের পাথাই তো ওটা,—মনে জোর করিয়া এটা বুঝাইয়া শৈলেন আরও জ্ঞারে পা চালাইয়া দিল, এবং কয়েক পা গিয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

একেবারে মেখের ডাক জার উপ্রতর হাওয়ার সঙ্গে প্রথল বেগে বুটি নামিল। দৌড়াইবার পথ নাই। সরু পথের উপর লাইনের পাথর জাসিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর বুটি নামার সঙ্গে সঙ্গেই পথটা পিছল হইয়া পড়িল। শৈলেন একবার পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। হাতে-পারে করেক জায়গায় জাল। করিতেছে; কিন্তু দেকিক লক্ষ্য না করিথা জাবার ছুটিল, বেন কিসের কাছে তাল খাইয়াছে, একটুও দাঁড়াইলে চলিবে না। মানুদের শব্দ শে না বেন জাবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে,— শৈলেন মাগো! বিসিয়া টেচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিল।

তব্ও ছুটিয়াছে; স্বার একবার পড়ো-পড়ো হইরা নিজেবে সামলাইরা লইল। মাথা নীচু করিরা ছুটিতেছিল, সোজা হই<sup>তেই</sup> দেখিল ভান দিকে একটা চরখি। লাইন ছাড়িরা দিল এবং চ<sup>স্থি</sup> ঠেলিরা রাভার স্বাসিরা পড়িল। মাথার উপর দিরা অবিশার ধারায় বৃষ্টি পাড়িয়া বাইভেছে, শীতে শরীনটা ধৰ-ধর করিয়া 
কালিতেছে; কাঁদিভেছে জোরেই, নিজের কালাটাই কানে লাগিয়া 
নিজেকে বড় অসংগর বলিয়া মনে হইভেছে: কুমাগভই বাঁকিয়া 
চুরিয়া চলিতেছে রাস্তাটা, কোথা দিয়া কন্ড দূর বে গেল থেয়াল নাই। 
অসংহ্রব বৃষ্টির ঝাপ্টা, চোধ ভূলিবার জো নাই। এদিকে একটু 
একটু থামিয়া মেথের উগ্র গর্জন!

হঠাং একবার মনে হইল ঘেন ছাদের নল দিয়া ছড়ছড় করিয়া 
রুল পড়িছেছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে নীচু মুখেই একবার চোখ 
গুলিয়া দেখিল রাজ্ঞার খাবে একটা বাড়ী, একটু মাথা ভূলিয়া বুঝিল 
দোতলা। রাজ্ঞার উপর সদর দরজা; "দোর খোল!"—বিলয়া একটু 
লোরে ধাজা দিতেই দরজাটা এমন হঠাং খুলিয়া গেল বে প্রায় পড়োপড়ো হইয়া লৈলেন উঠানে বেন ছিটকাইয়া গেল; কোন রকমে 
নিজেকে সামলাইয়া লইল। একটা বিহাৎ-ঝলকে ডান দিকে কাছেই 
একটা সিঁড়ি দেখিয়া তাড়াভাড়ি উঠিয়া বারাক্ষায় দাঁড়াইল।

করেকটা মুহুত এই দারুণ সন্ধট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা চাডা শৈলেনের মনে ধেন কিছুই আসিতে পারিল না,—মাথার উপর বৃষ্টি নাই, একটা বাড়ীতে আসিয়া ছাদের নীচে দাঁড়াইয়াছে।
—একটা অপূর্ব নিশ্চিস্কভার অমুভূতি । তাহার পর একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার, বাহিরের চেয়ে টের বিকট—যেন জমাট নানিরা গেছে; নীচে, বারান্দায় কোনখানেই চার-পাঁচ হাতের ওদিকে আর কিছুই দেখা যায় না; তেমনই নিশুর—এক ঐ বৃষ্টির কর-ঝর শব্দ ছাড়া! চোগ ছুইটা যথাসন্তব আয়ত করিয়া মাথা ঘ্রাইয়া ঘ্রাইয়া চারি দিকে চাহিল শৈলেন—চক্ষু নিজেই যেন আয়ত ছইয়া যাইতেছে—আয়ও—আয়ও, তাহার পর সমস্ত শরীরটা উৎকট তেয়ে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল,—গাঁতরায় সেই চরখির সামনে সেদিন যেমন মনে হইয়াছিল তাহার চেয়েও মেন কত গুণ বেশি; শৈলেন বৃক্বের ভিতর থেকে কিসের একটা চাড়েই অঞ্চক্ষ কঠে প্রাণপণে চীংকার করিয়া উঠিল—"কে আছ গা এ-বাড়ীতে—কে—•"

তাহার পরের থানিকটা শ্বৃতি একেবারে অবলুপ্ত: এর পরেই মনে পড়ে সে একটা চৌকির উপর পাতা বিছানার শুইয়া আছে, মাথার কাছে একটি স্ত্রীলোক বেশ একটু বুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল যেন মায়ের মতো মুখটা, কিছ স্পষ্ট করিয়া দেখিবার পুর্বেই মুখটা বেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া আবার সব অক্ককার হইয়া গেল।

আবার বখন চাহিল, সেই স্ত্রীলোকটি কপালে হাত দিয়া প্রশ্ন কবিল—"কাদের ছেলে ভূমি ?"

শৈলেন, নিজের কানে যায় না এই রকম একটু নৃতন রকম গরে উত্তর করিল—"মার কাছে যাব।"

"বেরো ; এই হুখটুকু থেরে নাও দিকিন, **লন্নীটি।**"

এখন পর্যস্ত গলায় যেন স্থানুকু লাগিয়া আছে শৈলেনের—ছ্বও ে এত চমৎকার সে এর পূর্বে জানিত না, যন্তটা গেল একটা আতপ্ত প্রাণে সমস্ত অবসাদকে যেন ছুই দিকে ঠেলিতে ঠেলিতে গেল।

প্রশ্ন হইল—"কোখায় মা ভোমার ?"

"পাতুলে।"

"কোথায় সে 🚰

লৈদেন গুড়াইরা উত্তর দিবার জন্ত চূপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। জীলোকটি মাধার হাত বুলাইয়া বলিল—"আছা তুমি গুরে থাকো চূপ করে। পাঙুল তো ? আমি জানি, তোমায় ভাবতে হবে না।"

আদেশে নয়, ক্লান্ধিতেই লৈলেন আবার চক্ মৃদিল। অন্তব করিতেছে মারের নরম আঙ্লের মতো করেকটি আঙ্ল চুলের গোড়ার সঞ্চালিত ইইতেছে। হঠাৎ বুকে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল, আর কিছু না পাইয়া স্ত্রীলোকটির আঁচলের থানিকটাই ছই হাতে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল, এবং একটু পরেই, তাহার মৃক্রিত তুই চকু বাহিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্বীলোকটি অপর হাত দিয়া মূছাইয়া দিল,—বলিল—"কেনো না, কী রকম মা ভোমার ?"

নিশ্চর বলার উদ্দেশ্য ছিল—কি রকম মা যে এই চূর্বেগিও ছেলেকে ছাড়িয়া দেয়; শৈলেনের কিন্তু অস্পষ্ট চৈতন্তকে আছুর করিয়া একটি মাত্রই অনুভূতি ছিল, অঞ্চল্পছ কঠে উত্তর করিল— "ভোমার মন্তন।"

আঙ্লের সঞ্চালন যেন আরও কোমল হইয়া গেল, আরও **মানের** মতে! শুনিতে পাইল—"শুরে থাকো, আমি উঠিয়ে **বাঙরাব'বন** ; কিছু ভয় নেই, আমি এইখানেই বঙ্গে আছি।"

সে বাত্তের আর এইটুকুই মনে পড়ে যে একবার উঠিয়া লাক্স বুমের বোরে এক রকম চক্ষু বুজিরাই কি আহার করিয়াছিল রোধ হয় ভাত, একটু হুধ, একটু কি মিষ্ট,—মারেব মডোই কে ভূলিকা খাওয়াইয়া দিল•••

জীবনে একটি যেন মন্ত বড় রহস্য হইয়া আছে—কে ছিল সে—্ অত মায়ের মতো ?

পরের দিন থুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া গেল, একটু অন্ধকারই ফিল চারি দিকে লাগিয়া তথনও। রাত্তের সমস্ত ব্যাপাবটা স্থাপ্তর মজ্জো মনে পড়িতেছে—একটি স্ত্রীলোক—আদর করিল—থাওয়াইল—মারের মতো···কিন্ত কোথায় সে ?

চারি দিকে চূণ-বালি-খসা একটা ঘর, মনে হয় না যে কেছ
ব্যবহার করে: দেয়াল বাহিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছিল—লখা লখা অনেকগুলা
ধারা নীচে পর্যন্ত নামিয়া গেছে। ত্যবহার বিহানাটা রহিয়াছে ঠিকই।
শৈলেন একটা অন্তুত অমুভূতি লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল।
ছয়ার থোলা, বাহিরে আসিল। ঘরটা দোভলায়, বারান্দার দাঁড়াইয়া
দেখিল সমস্ত বাড়ীটা আগাছার জঙ্গলে ঢাকা এক রকম—সামনে ভালা
চোরা আরও ঘইটা ঘর। ত্যবার সেই কাল রাত্রের মতো সমস্ত
শরীরটা ভয়ে ঝিম-ঝিম করিয়া আসিতেছে। তবু দিন, শৈলেন
পাশের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল—পা বাপিতেছে, কিছ কেন বেন
কালকের মতো সাড়া লইতে সাহস হইতেছে না। মনকে খুব শক্ত
করিয়া থোলা দরজা পার হইয়া শৈলেন বাস্তায় আসিয়া পড়িল।

क हिन खोलाकि ?

ছেলেবেলার সমস্ত অংশটাই, অর্থাৎ জীবনের সমস্ত রূপ-কথার যুগটা ব্যাপিরা শৈলেনের মনে বিখাস ছিল কেহ মারের রূপ বছিরা আসিরা ভাহাকে বাঁচাইরা গিয়াছিল। মা-শীতলা সাঁতরার অধিঠাকী দেবতা, ধুর সম্ভব তিনিই আসিরাছিলেন, ঠাকুরমা প্রায়ই ডো মানং পরিতেন ওলের তিন ভাইরের জন্ত। মানীতলা বে এই বৃদ্ধ ভাবে ভালো করিয়া বেড়ান,—গাঁতরার কত বিপারকে উদ্ধান করিয়াছেন, কত করেব গারে পদ্মহন্ত বৃলাইরা নীবোগ করিয়া দিয়াছেন,—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেমেরেবা না কি তাঁর আরও আদরেব পাত্র।

**উত্ত**র-कोবনে আবও মত বদলাইয়াছে.—খিয়ো**ঞ্চিতে বলে** ৰাহাকে প্ৰাণপণে ভাবা যায় তাহার আত্মা না কি ভীবিত অবস্থাতেই **মেছদ্রপথি**রিয়া উপস্থিত হয়—আত্মার আকর্ষণে—বপ্লাব**স্থার অথবা** কথনও মূল দেহকে পরিভ্যাগ করিয়াও। কভ অনুরূপ ঘটনার দু**টান্ড প্রভার। আছে। ••• তাহার মানে, শৈলেনের আকুল আহ্বানে মা-ই** वानिशाहित्सन- शाकुल श्याटेश शिएश। व्याक्तर्शत किहूरे नारे, হ্মতো পূর্ণকূকে ঘ্ম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলেন,—শৃশাঙ্ক-শৈলেনকে স্বপ্নে দেখিয়া আদিতেন—একথা ভো প্রায়ই ৰলিতেন মা। আবার যেটা সহজ সম্বাবনীয় সত্য, প্রত্যক অভিজ্ঞতা -- একটাতে সায় দেয়. সেটাও মনে হইয়াছে।--একটা জীৰ, পরিতাক্ত ্ৰীক্ষাড়ীতে ওধু নিজের প্রয়ে জনের জায়গাটুকু পবিষ্কার রাখিয়া একটিমাত্র শ্রীলোক কালাতিপাত কণিতেছে—বাংলা দেশে এ দূলা বিরল নয়; , স্থবা কি শ্বিবা, ঠিক বয়স ২ তটা আন্দান্ত, মনের সেরপ অবস্থায় লৈলেনের নিশ্চয় ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। মায়ের কথাই সমস্ভ মন **জুড়িয়াছিল, অ**বিবাম মায়ের সালিধাই কামনা কবিতেছিল, ভাই ৰীহাকে পাইল দেই স্বল্লানোকিত ভাঙা চোৱা ঘণটিতে, সেই কীপ হৈ চতের মধ্যে, ভাঁহাকেই মা বলিং। মনে হইয়াছিল, বরং অক্ত কেছ ৰলিয়া মনে হওয়াই অসম্ভব ছিল এক-একম। ••• সকালে দেখিতে পায় ্ নাই—দেটা তো কিছুই নয়.—এই সব স্ত্রালোকেরা ধর্মকে অবলম্বন ক্ষরিরা দিন:তিপাত করে, হর তো গলামান করিছে চলিয়া निवाहित्तन। त्वम मान शास्त्र शास्त्र अक्टें यांश हिन; ना থাকিলে: ক্ষতি ছিল না . তথ্য কত কি হইবার সম্ভাবনা আছে, —होलाकि इय (ठा कायिजात थाक ना, महत्व थाकि—शक्न-প্র আলায় করিতে বা কেঙের শশু বা বাগানের ফল-মূল সংগ্রহ করিতে পুণানো, পরিত্যক্ত বাস্ত-ভিটায় আসিয়াছিল, একা মানুষ-নিজেই সৰ করিতে হয়। হয় তে। বা চাকর-বাকর কেহ ছিলও— নীচে, অক্ত কোন **ঘরে। কত রকম কি হইতে পারে—নিতান্ত** প্রাকৃতিক নিয়মেই। কিন্তু ভালো লাগে না সভার এত উজ্জ্বল আলোক। ছেলেনেলার • ই অন্তুত অভিজ্ঞতাকে ছেলেবেলার স্বখানু মুক্তিতে দেখিতেই ভালো লাগে—েশ কেমন মা সমস্তটিৰ কেন্দ্ৰগত হুটবাছিলেন। মাকে সন্তান শিশু হুটবা দেখিতে চায়—তা, বত ব্রুসই হোক না কেন। বাহিবে আর পাঁচ জনের মধ্যে নিশ্চর বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু নিজের অস্তবে এই লাগে ভালো।

সঁতিবার বাডীতে আসিয়াই শৈলেন শ্বা গ্রহণ করে। কঠিন
অক্সথ—অব, ব্রন্ধাটিস, আবও নানা বক্ষ অপীলত।। তৃতীয় দিবস
হইতে হৈতক্ত হারায়; বথন জ্ঞান চইয়াছে একটু, দাদা বা মারের কথা
দুইয়া প্রেলাপ বক্ষিছে। পাঁচ দিন এই ভাবে কাটার পর বধন
একটু চিনিবার ব্বিবাব মতো অবস্থা চইল, দেখে চৌকির পাশে
বাবা বসিয়া আছেন। আবও দিন সাতেক পরে আরোগ্য লাভ
করিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে চলিয়া পেল।



এ-এক নতুন দেখে আজ নামলাম।

আর ভাবলাম:

এমন কেমন-দেশ ভোমরা ভো আর দেখ নাই।
ভাবো দেখি কী আশ্রহ ট্রাম নাই, বাস নাই,
ইলেক্ট্রিক আলোটিও নাই।

পিচ্-ঢালা পথ নাই, ইট-কাঠ-পাধরের দেশ
এখানে আঞ্চলে রাতে একেবারে হয়েছে নিঃশেষ
এখানে শুধুই ধূলো, ঘাস, আর সবুত্ত পাভারা;
পথে পথে আলো দেয় সারারাত আকাশের ভার
বেভারে সেভার সাধা এখানে ভো কেউ শোনে না
এখানে গায়ক যভো গাছে গাছে নীল পাবীরাই

তথু এই ? নর ভাই। আবো আরো আছে।
এখানে মাকুষ যারা মরে মরে বাঁচে।
পাস্তার-লংকার দিন-অভিপাত।
মাধার 'মালোরি' কাঁপে, কটিদেশে বাত।
খানার ডোবার আর নালার নালার
স্থপের অমৃত হেধা বরে চলে যার।
বজ্রের সংকটে এরা বারো মাস
দাহু ও বাবা ও ছেলে পরে কটিবাস।
উদর নিরন্ন আর বস্কুহীন দেহ:
মাকুষের প্রহুগন: দেখেছ কি কেহ ?

আজ রাতে নামলাম এ-কেমন-দেশে— আমাদের নগ-নদী-নগরীর শেষে।







শিল্পী—কান্ত্ৰ মুখোপাখ্যাৰ





প্রের রচরিতা আরকেডি এ্যাভেরচেন্কো (Arkedy Averchenko) আধুনিক ক্ষশ-সাহিত্যে কিশেব প্রতিষ্ঠা-সম্পর। ক্ষশ-ক্ষনসাধারণের জীবনকে কেন্দ্র করে ইনি বহু গর ও কৃষাচিত্র রচনা করেছেন। রেবাক্ষক রচনার এর দক্ষতা অসাধারণ। জারের সমরকার আমসাতন্ত্রের ইনি বে রেবাক্ষক চিত্র অন্ধন করেছেন ভার জুলনা ক্ষশ-সাহিত্যে হর্লভ। এর রচনাবলী ইয়োরোপের বিভিন্ন ভারার অনুন্তি হয়ে স্ববীসমাজের অনুন্ত প্রশাসা অঞ্জন করেছে। ১৯১৭ সালের ক্ষশ-বিপ্লবের পর ইনি স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং সেই অববি প্রবাসেই জাবনাতিপাত করেন। মাত্র পরতারিশ বংসর ক্রসে প্রাগ, শহরে এর মৃত্যু হয়।

নিম্পদ পৃথিবীর বুকের উপর বিবর্ণ আকাশটা বুঁকে পড়েছে মেন। পেঁজা ভূগোর মতো ব্র-ব্র করে অরিঞ্জান্ত বরক পড়ছে চছুর্নিকে, কে বেন পথ-ঘাট ঢেকে দিরেছে একথানা শাদা পুরু চাদরে। কিন্তু প্রকৃতির এই গুংসহ কদর্যাতাকে উপেকা করে অসংখ্য মরনারী বেরিরে পড়েছে পথে। উৎসবের আনন্দকে পূর্ণ করতে বার বা কিছু দরকার সংগ্রহ করতে হবে আজ। উৎসবের রঙীন নেশার মন মন্তুল, স্বাই সোংসাহে চলেছে হাট-বাজার করতে।

স্বকারী কর্মচারী প্রোচ থিবাকিন্ তাঁব বাইবের খবের জানসার কাছে গাঁড়িবে আছেন, সৃষ্টি তাঁব যাজগণের কোলাইসমূপর ক্ষুত্রার দিকে নিবছ। হঠাং জীব প্রেছ ছুট্টা জলে তর্ম আনে, দীৰ্ণনাস কেল মনে মনে ভি: বলেন, আছকের রাজিটি প্রম ওভ পক্তিন, প্রাক্ত আজ পৃথিবীতে এং হিলেন বেদনার্ভ মাছ্মবকে আশার বা শোনাতে, কিন্তু হার ! আজকের এ আনক্ষমর রাজিতেও কভ হতভা: নিদাক্ষণ ক্লেশ ভোগ করছে দাহিছে

অভিমাপে—ভাদের গৃহ নেই, আত্মীর-পরিজন নেই, নেইবে:
প্রথ-স্বাছন্দ্রের উপকরণ। আমি বদি ওদের হুঃও মোচ
করতে পারভাম—অভত: ওদের এক জনকেও একটুথানি আনদে
আত্মাদ দিতে পারভাম—এ সব হুঃওী ছেলেমেরেদের হুঁ'টা
জনকে, আর কিছু না হোক, প্রশার ছোট একটি 'ক্রিটমাস্ টি
উপচার দিতে পারভাম।•••সভ্যি, জগতে হুঃও-দৈক্তের অভ নেই
কিছু মানুষ নিক্ষণ, কেউ কা'রও দিকে ভাকার না।"

টুপী আর কারকোটটা পরে হিয়াকিন বাড়ী থেকে বেজলে

—ছংখী মাছবের প্রতি কঙ্কশার ও সহায়ুভূতিতে মন তাঁর উদ্বেহ
হরে উঠেছে।

উৎসব-মন্ত নব-নারীর দল তাঁর পাশ দিরে চলেছে প্রবল ছল লোতের মতো। রাস্তার বাঁকের কাছে এসে হিয়াকিন্ থম্দ গাড়ালেন হঠাৎ, মাথার মধ্যে সেই একই চিন্তা পাক থাছে জ্মাগত হিয়াকিন্ চুপ করে গাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেম।

আশ্বর্য ! পরস্পরের প্রতি এই টুকু মমতা নেই ওলের ! নিটে কুখ-স্বাচ্ছন্য মিরেই সর্বক্ষণ ব্যক্ত—অপরের জন্ত একটুও মাং বামার না কেউ। তলেওই মধ্যে বে লত লত হংস্থ কুধা। লোক রয়েছে—যারা এতটুকু করুণা ও সহাস্থৃতির জন্ত ব্যাকুল—। বিষয়ে সংশব্ধ নেই।

একটা কুকুর এসে কাছে গাঁড়াল, নাকটা খবতে লাগল ঠা: জুতোর এবং কারার স্থরে মৃত্ব একটা আওয়াজ ক'রে ব্রক্টোক প্রীরটাকে কাঁজুনি দিলে।

হিরাকিনের মন করণার গলে গোল, গভীর সহাত্ততিত কুকুবটার উপর বুঁকে পড়ে গদ্গদ কঠে তিনি বসলেন, হিতভাগ গৃহহীন জাব, এই শীতের রাতে পথে পথে ঘরে বেড়াচ্ছ ছুমি কেউই তোমার পানে তাকিয়ে দেখছে না। চলো আমার সংলঃ আমি তোমার পেট ভরে থাওরাবো আর পুরোনো একখানা কার্পেট জোগাড় করে দেবা শোবার জন্তে।

কুকুরটার গারে হাত বুলোবার জন্তে হিয়াকিন্ হাত বাড়ালেন, কিন্তু কুকুরটা গর্জন করে উঠল ভীষণ ভাষে। মুখটা হা করে গে তার ধারালো দাঁত বসিরে দিলে হিয়াকিনের হাতে।

"বেচারা শীতে কট পাছে, আমি তাই ওকে বাড়ী নিয়ে <sup>হাবার</sup>
চেটা করছিলাম," আমৃতা আমৃতা করে বললেন হিয়াকিন,।

বিটে !" আগন্তক বললে প্লেবের স্থার—"আছো ধড়িবলি তো। ''একশো রবল দাযের আমার আগল স্পানিয়েলটাকে তুরি নিরে বাদ্ধিলে বাড়ী ! মতলবটা তোমার বুকেছি। তোমাকেই নিরে বাবরা উটিত আর কোখাক—বাড়ীতে মর, কাড়িতে;" আগন্তর্গ वको। क्षूच क्यांक राज रिशांक्जिन फिल्म। रिशांकिन कि राज বলবার চেঠা করেন, কিন্তু কথা বোগার না মূথে।

"হিপো! হিপো!" আগভক ভাক দিল কুকুরটাকে **৷ কুকু**রটা অমনি ল্যান্স নেড়ে চলতে স্কল্প করল অনিবের পিছু পিছু 1

পূর্কের মতোই আনন্দ-পিয়াসী নরনারীর দল পথ বেরে এগিরে চলে, দূবে ক্রমণঃ মিলিরে বার তারা, তাদের স্থান অধিকার করে আর এক দল।

গ্রম ফারকোট প'রে পথ চলতে চলতে হিয়াকিন আবার চিন্তামগ্র চয়ে পড়েন। আৰুকের এই মহোংসবের রাভে পরীব-ছুঃখীর কথা বার বার মনে জাগে তাঁর। হিয়াকিন্ ভাবেন, ভি:! की জোরেই না বাদ বইতে প্রক করেছে—হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধবিবে দিছে বেন ! এখানেই বর্থন এমন, না জানি ঐ প্রাক্তবের মাঝে ঝড়ের দাপাদাপি को ज्यहर क्रभेटे शांनन करत्रह । अभारत अ गमद विक कान निःमन পথিক ঝড়ের মুখে পড়ে গিরে থাকে, তবে বেচারার কটের আর অর্থি নেই। তার শৃত্তির পোষাকের ভিতর দিয়ে কনকনে কছে। বাতাসের অভিযান চলেছে অন্যাহত, ভার ক্ষীণ মুক্ত দেহ কাঁপছে ঠক ঠক করে, চোখে খনিবে এসেছে মৃত্যুর অবসাদ। থানিকটা পথ য়েতে না বেতেই হরতো তাৰ কানে এসে পৌছুর দূব খেকে ভেসে-আসা নেকড়ের ডাক, বৃক্টা কেঁপে ৬ঠে গুরু গুরু ক'বে, ফল হয় ঐ বৃথি বাজে তার মরণের ডকা! তবু সাহসে ভর করে সে এসিবে চলে, পথ চলা একান্ত ছংসাধ্য, প্রতি পদক্ষেপেই পা ছ'টো বরকে বাস বায় হাঁটু প্র্যান্ত, তারু সে এগিরে চলে প্রাণপণ প্রয়াসে • • • • এই মৰ্ম'স্টিক ক্লেশ বেচাবাকে ভোগ করতে হয় কেন ? অর্থ নেই বলে তো ? অৰ্থ থাকলে ও অনায়াদে একটা খোড়া ভাড়া করতে পারত এই ছর্ব্যোগের রাব্রে। •••বড়ের দাপট থেকে ৰ স্বৰুকা করবার জন্ম বেচারা হরতো পুরোনো জ্বার্ণ কোটটার কলার উঁচু করে তুলে, খাড় নীচু করে এগিরে চলবে থানিককণ, ভার পর কাঁথ নিঃশক্ষে ভৱে পড়াব বরফের উপর•••

কেটের আন্তিনটা দিরে হিয়াকিন এক কোঁটা অঞ্চ মৃছে কেললেন চাথ থেকে, ভার পর পাশের একটা নির্জ্ঞন সন্ধীর্ণ রাস্ভার প্রবেশ রবলেন। এক জন অসহার দরিদ্র গোছের লোক কোটের কলারে ান হটো ঢাকভে ঢাকভে তাঁর পাশ দিরে চলে গেল।

হিয়াকিনের মনটা ছাঁাৎ করে উঠল ৷— অহে, তনচা ? পাড়াও াঁ একবার। "ভাড়াভাড়ি পা চালিরে হিরাকিন্ নাগাল ধরলেন িখকের এবং কোন কথানা বলেই তার হাতে ওঁজে দিলেন डनाउँ क्रवन ।

বলারে ঢাকা মুখখানা ভূলে লোকটি একদৃষ্টে ভাকাল হিরাকিনের

"এর মানে কী ?" । জিজ্ঞাসা করলে অপরিচিত লোকটি।।

"নানা, তুমি সঙ্কোচ বোধ কবোনা। সামাত কিছু দিলাম গমার। আমি বেশ বুবতে পারছি অনেকটা পথ বেতে হবে ামার অধচ একটা বোড়া জাড়া করবার সামর্ব্য ভোমার নেই। मार शक्रवाण किल जा, वच्च--वामि वा शाबि जिहें के करवि । ... 🤻 ঐ প্রান্তরে বড়ের হাপাহাপি না জানি কী ভর্তর ভাবেই

**্ৰী "পাঠা** ভোষাৰ।" অপৰিচিত লোকটি পৰ্জন কৰে ডঠে<del>--</del>-বানো আমি কে? এই অপরাধের জন্ত তোমান জেলে পাঠাকে পারি !···কী ঔছতা !

কথা শেব করেই লোকটি তার লখা কোটটা ফটু করে খুলে কেলল আৰু সজে সজে বেরিয়ে পড়ল ভার তক্মা-আঁটা প্রশন্ত বুক্ধামা –রাভার আলোর ভক্মাঞ্লো বিকমিক করে ওঠে।

<sup>\*</sup>আমি খুব হঃখিত··· বুৰতে পাৰিনি··· <sup>\*</sup>অড়িত বৰে ৰলেন্ হিয়াকিন।

ীমদ খেৰেছ বুঝি ?···ইয়াবকি করবার আর জায়গা পাওনি !<sup>®</sup> বাতাসের বেগটা আরও বেড়ে উঠেছে, বরফের কণা গারে বিশ্বস্তে ভীক্ন স্থানৰ মতো। ব্ৰতে ব্ৰতে হিয়াকিন এসে পড়লেন এক স্ববিভূত জনাকীৰ্ণ রাস্তার।

কত ছোট ছোট ছেলে-মেরে।<sup>®</sup> বিবল্প মনে ভাবেন হিয়াকিল, কৰিবা বাদের প্রশক্তি করেন কাব্যে, এই কঠিন পৃথিবার বৃক্তে হারা পুশ্পকলির মডো কোমল ও ভব্দর, আজ এই উৎসবের রাত্রে বৃদ্ধছ 🖰 পথে পথে, কুধার পীড়নে ভক্তবিত—থাবারের দোকানে সাভারে ৰকমারি খাবারের দিকে ভারা হয়তো একদৃষ্টে ভাকিয়ে আছে লুব-দৃষ্টি নিয়ে, কিছ কেউই দরা করে সামাল্য কিছু থাবার দিয়ে না তাদের হাতে তুলে। জীবনের স্ব-কিছু আনন্দ থেকে ওয়া র্ক্তিছে

ਸਵਾਜ·•• আবেগে হিন্না-কিনেৰ চোধ সক্তন হরে আসে, कान्ना केंग्न एके वृक्व म (बा। একটি সুসন্দিত খাবারের দোকা-নের জান লাব

কাছে পাড়িবে ছোট একটি মেহে বাব বাৰ ভাকাছিল খাবাৰে স্ব क्रिक ।

"আ হা বেচারা।"

হিহাকিন্ এগিবে গেলেন লোকানের কাছে। বেরেটির হাভথারি করে আরু কঠে বললেন, "ভারী কিলে পেরেছে ধুকী, মা? এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমার নানান্ রকম খাবার কিনে দেখো আর আমাৰ ওবানে শীতে কট পাৰে না ভূমি, দিব্যি আরামে বসে খাবে।"

अप न नी धविशीव ওরা হর্ভাগা

শ্বা! মা। — মেরেটি ভর পেন্তে টেচিরে উঠল আর্ভ বরে।
নিকটেই একটা পোবাকের লোকানের 'পোকেস্'এর সামনে গাঁড়িরে
এক জন মহিলা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে মেরেদের পোবাকের কাটইটি নিরীকণ করছিলেন, মেরেটির চীৎকার শুনে ছুটে এলেন

হৈছে লাও ওকে । পাজী বদমারেস কোথাকার ! মহিলাটি

ত্রীধনার করে উঠলেন— ছৈছে লাও বল্চি নহলে এখুনি এই ছাতা

কিরে মাখা ভাঙ্বো ভোমার । তেমার সাহস দেখে অবাক্ হরে

ভাজি— আমি বয়েছি ঐ লোকানে আর তুমি কি না আমার সামনে

বিকলে যেবটাকে নিরে সরে পড়তে চাও !

ি লোকটা পাক। বৰমায়েস, নইলে এত লোকের মারখান খেকে ক্ষিমে চুবি করবার সাহস পায়।"—কে এক জন বলে উঠল ক্ষীড়ের ভিতর খেকে

বিধাস কক্ষ্ম আমাকে, ছিরাকিন বিব্রত ভাবে বলসেন, ক্ষেন্টেকে আমি বাড়ী নিয়ে বাছিলাম এই বড় আর বরফের হাড ক্ষেকে কৃষ্ণা করবার জন্ত প্রত্তেই তো পাছেন, ঠাপার মেরেটির কী

পাৰী ভণ্ড কোথাকার। ভাল-মান্ত্র সেক্তে পার পেতে প্রান্ত : শ্বনাভাইল, চলে এলো তাডাভাড়ি শ্বন

মেরেটিকে সঙ্গে করে মহিলাটি হন্-হন্ করে এগিরে গেলেন।

্ ব্যক্তর বেগ বেন কমতে চার না, ব্যক্ত পড়ছে সমান।

হিয়াকিন্ আবার একটা নিজ্ঞান রাভায় চুকে হাটতে ওক্স করেন।

ক্ষাকী তথনও বিবাদ-ভাবাক্রাভা। মান্ত্বের হঃধ-দৈক্তের কথা

ক্ষিত্তেই ভূসতে পাবেন না বেন।

ত্র কনেরও চুংখতার আমি যদি লাঘ্য করতে পারভাম—

ক্রেক জনকেও বৃদ্ধি দিতে পারভাম আনন্দের ক্ষীণতম আহাদ।

ইইলাকিনের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘদাস বেহিয়ে আসে; প্রেরড

ক্ষরিত্র বাবা ভালের আত্মসমান-বোধ অভান্ত উপ্র, নিজনের চুংখ-দৈপ্ত
ভারা গোপন করতে চার সবদ্ধে। তাই দ্বিত্রকে সাহায্য করতে হলে

ভাই বিশেষ স্তর্কতা, বাভে তার আত্মসমানে আঘাত না লাগে।

ক্ষাতাম আত্মস্ববিতা প্রকাশ পার বেধানে, দ্বিত্র সেধানে দান

এক জন দীৰ্বাকৃতি লোক চঠাৎ তাঁর পালে এসে দাঁডাল। গান্ধে তার হল্দে রঙের একটা কোট, দড়ি দিরে বাঁধা, মাধার हुनी, हुनीत चंडारेन व्हेंका। ब्लॉनकी विद्यानिकात मूच्यत हि

প্রতক্ষণ বোধ করি ভগবান আমার মনোবাছা পূর্ব করনেন হিরাকিনের মন আনশে উল্লেসিভ হরে উঠল।

ভারী ছুর্ব্যোগ, না ? সমবেদনার স্থার হিরাকিন্ বল্লেন।
ন্যা বলেছেন—রাভার বেরোর কার সাধ্য ? আগভুক দ্
দিলে তার কথায়।

"মনে হচ্ছে ৰাড়ী থেকে বেজবার সময় গ্রম জামা-কাপড় প্র ভূলে গেছ তুমি," হিরাকিন্ বললেন সতর্কতার সঙ্গে—"দশ রব ধার পেলে তোমার হয়তো থানিকটা স্ববিধা হতে পারে—ফি বল ১

"না, আপনি বরং আপনার কোটটা খুলে দিন আয়ার," আগন্ত জবাব দিলে সপ্রতিভ মুখে—"দেরী করবেন না মণার, দি চট্ করে!"

ৰাজের বেগ প্রচাপ্ত হয়ে উঠছে, বরস্থাও পড়ছে অবিপ্রান্থ ধারার। বৰকে-ঢাকা রাজা দিয়ে এক জন বৃদ্ধ চলেছে ক্লান্ত অবসর পদে। গারে তার দড়ি দিরে বাঁধা জীপ একটা ভেড়ার চামড়া, পারে ছেঁডা বৃট, বিড় বিড় করে কি বকছে আপন মনে।

মেয়েদের জ্ঞাকেট-প্রা ছোট একটি ছেলে এগিরে এল ভার কাছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাতথানা বাড়িয়ে দিরে সে কালে, "আমায় কিছু দিন না মণাই—খাবার কিনে খাব•••"

"থাবে ?" কর্কশ কঠে চীৎকার করে ওঠেন হিরাকিন—"গাঁড়াও, দিছিছ খেতে।" হিয়াকিন্ ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন ছেলেটার সালে।

এতকণে হিরাকিনের পরোপকার করবার বাসনা চরিতার্থ হল। আর্ছ-নগ্ন কুবার্ত ছেলেটা হিমে সাংগার জমে বেতে বসেছিল, হিরাকিনে। প্রচন্ড চপেটাঘাতে শরীরটা তার গরম হরে উঠল চটু করে।

#### কালে! (ময়ের গান (পীযুৰ ৰন্যোপাধ্যাৰ)

ভিক্সি বাবার পথে দক্ষিণেতে
( হুদর হুদর মোর ছিল্ল করি )
আমার প্রেমিক, কালো প্রিরত্ব সে,
ওরা বে দিরেছে ভার গলার দড়ি।
ভিক্সি বাবার পথে দক্ষিণেতে
( বিক্ষত দেহ ভার শৃশ্বসরে )

"সাদাদের ভগৰান বিসাস্ প্রভূ" ৰলো, ওরা প্রার্থনা কেন বে করে।' ডিক্সি বাবার পথে দক্ষিণেডে ( জ্বর জ্বর মোর গিরেছে ছি ড়ে ) আমার প্রেমেরই আহা মৃত্যু দেখ' গাছের শাধার মরা প্রিরভম্বে;

(Langston Hughes' Song for a Dark girl' (Cos)



### নেতাজীর গল

গলদাত্

পিবনীতে বারা বড় হয়েছেন, বাল্যভাবনেই তাঁলের চরিত্রে < এমন ভনেক কিছু বিশেষত দেখা গিয়েছে—পড়াশোনা বা ধেলা-ধূলার ভিতর দিয়েই ভাবী জীবনের আদশরূপে বেগুলি ফুটে উঠেছে। ইতিহাসে ভোমরা পড়েছ—বালক নেলসন্ তাঁর দিদিমার মুখে ভরের কথা ওনে হাসিমুখে ভিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভেরু কি দিলিমা! ভয় বলে আমি ত কিছু জানি না ?' এমনি বালক নেপোলিয়ানের ছেলে-খেলা ছিল নকল লড়াই করা। শীতকালে ও-দেশ বরফ পড়ে ভূপের মন্ত হয়ে থাকে। সেইপ্রলো ভেলে গোলার মতন করে ছেলের। ভোঙাছুড়ি করত। উঁচু এবটা ভারগাকে কেরা ঠিক করে এক দল ছেলে ভাকে রক্ষা করভো, আর এক দল ছেলে ভাকে খিরে কেলে আক্রমণ চালাতো ভয় করবার মতলবে। এ থেলার ফলী বেকত নেপোলিয়ানের মাধা থেকে আর তিনিই হতেন আক্রমণকারী-দলের নেতা। · · · শিবাজ্ঞীও ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে মহাভারতের বীরপুক্ষদের বীরস্ব-কাহিনী শুনতে শুনতে ভশ্ময় হোয়ে বলে উঠতেন, 'ঠাকুষা, ঠাকুষা, তুমি দেখো—এক দিন আমিও ওঁদের মতন বোদা হবো, সড়'ই করে স্বাইকে হারিরে দোব।'

আমাদের নেতাজীর বিশাল জীবন-ভক্তর গোড়ার অত্বরগুলির স্থান করলে এমনি অনেক কথা জানা বার—বেগুলি ওনলে তোমাদেব তকণ মনগুলিও আনন্দে তুলে উঠবে, সেই সঙ্গে বোঝবার ও ভাববার অনেক উপকরণও মিলবে।

তোমরা নিশ্চরই ওনেছ, আমাদের নেতাজীর বালাজীবন কেটেছিল কটক শহরে। কলিকাতা বেমন বাংলার রাজধানী ও প্রধান নগরী, উডিব্যা প্রদেশের প্রধান নগর তেমনি কটক। সবকারী আফিস, আদালত, ছুল, কলেজ, বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান—সব কিছুই কটক শহরে বিভ্যান। নেতাজীর বাবা জানকীনাথ তথন কটকের সরকারী উকীল, তাভাড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সুকু করে বত কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান—প্রত্যেকটির তিনি মাধা। তথনকার দিনে কুতবিজ্ঞ বে কর জন বাঙালী বাংলার বাইরে গিরেছেন শিকা বিজ্ঞান আইন বা চাক্রীকে অবলবন করে, া । আ আত্যেকে। আগাৰাল প্ৰতি।। বাত কৰে প্ৰবাস কৰে আগা হবে বসেইদেন। তাঁকৰ কথা তোমাদেৰ আক্তেপৰে শোনাবাৰ ইচ্ছা বইল। এখন জানকীনাখেৰ কৰা বলি। তিনি ছিলেন বেমন নামী, মানী আৰ ধৰী, তেমি তাঁৱ প্ৰকৃতিও ছিল গছীব। তাঁৰ মতন বাসভাৱী মাছকে কাছে সহতে কেউ খেঁসতে সাহস কৰত না।

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, বাড়ীর বিনি রাখ্।
আর রাসটিও খুব ভারি, বাড়ীওছ লোক তাঁকে ভর কর
চলে—তিনি বেটি পছল করেন না, ভূলেও কেউ ে
বাজ করতে এগোর না, কর্ডার মন বুগিরে চলাটাকে
সকলে কর্ডায় মনে করে। গাজীর প্রাকৃতি আনকীনাথকে
বাড়ীর সকলে এমনি ভর করতেন, স্বাই চলতেন তাঁক
ইচ্ছার ভালে ভালে। কিছু বালক স্থভায়কেই প্রথম দেও
বার নিজেন খাবান ইচ্ছা বা ক্লচির দিকে চেরে চলতে
ভার বিজ্ঞাহী প্রকৃতির অনুর্কিও কুটে প্রঠ কৈল্
জীবনে—তিনি বখন এগাবো-বারো বছরের বালক।

তথনকার মাঞ্চগণ্য মানুষদের মতন জানকীনাৰও জনেকছুঁ
সাহেবী চালে চলতে জভ্যুন্ত হরেছিলেন। বাড়ীর জানব-কার্ব্যন্ত
তার নিদর্শন পাওরা বেত। ছেলেপুলেরা সকলেই সাক্রেব্যন্ত
ছেলেদের মতন পোষাক পরিচ্ছল ব্যবহার করতেন। জ্বান্ত
প্রাথমিক শিক্ষাও প্রোটেষ্ট্যান্ট ছুলে—সাচেবদের ছেলেদের সঞ্জের
বাইবের ছেলেদের সলে মেলামেশা জানকীনাথ পছল করতেন মানু
কাপড়-চোপড় পরারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

কিছ বালক স্থভাব একটি একটি করে এই প্রথান্তলি পালনে
দিলেন! প্রোটেট্টান্ট মুলে তিনি বেন হান্দিরে উঠেছিলেন, জিল কর
দেখান খেকে নাম কাটিরে ভব্তি হলেন ব্যাভেনস কলেজিরেট মুক্তা
ক্লাসে বসে পরিচিত মুখগুলি দেখে খুসিতে মন ভবে মেল ভার এ
চেরে চেরে দেখেন—বাভালী, উড়িরা, মাত্রাজী, মুসলমান ফেলের
আপে-পালে বসে, স্বাই তার দেশের ছেলে। জার এমনি আকর্মী,
এক দিনেই বেন ভারা আপনার হবে গেছে। শিক্ষক মহাল্মরার্থা
এই প্রিরদর্শন ছেলেটিকে দেখে, তার মিষ্ট ও শিষ্ট প্রকৃতির পরিচ্ছা
পেরে প্রীভ হলেন। স্থভাবও মুগ্ধ হলেন তাঁদের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে।
বিখ্যাত শিক্ষাত্রতী বেণীমাধন দাস মহালর তথন এই মুলের বিশিষ্টি
শিক্ষক। তাঁর বাভালীস্থলভ সাদাসিধা পরিভ্রদ, শিক্ষার থারা,
মুগ্ধ ও অভিতৃত করে ভিনি বাড়ীতে ফিরলেন, সেই সঙ্গে একটা
সংল্পে দৃচ হরে উঠল তাঁর মনে।

প্রদিন ক্লাসের ছেলেরা অবাক্ হরে দেখেন, ভালের বিশিষ্ট্র সহপাঠী—শহরের বিখ্যাত ব্যক্তি 'জানকী সাহেব'এর ছেলে ভালের মতন ধৃতি পিরান পরে চালর গারে দিরে ছুলে এসেছে। এ বেব একটা ভাজ্মর কাণ্ড! কিছু এই বেশ-পরিবর্ত্তন—সহপাঠীলের স্থেক আছরিকভার সঙ্গে মিলনের ব্যবধানটুকু সব বেন নিশ্চিফ করে দিল। জানকী সাহেবের ছেলের সঙ্গে আজ ক্লাদের সব ছেলেরা মন-প্রাণ পুজে অবাধে মিশতে পারল, আপনার করে নিল। দ্বদর্শী শিকারতী মনীবী লাস মহালরও এক নজরে এই ছেলেটির আপাদ-মন্তক দেখেই বুবতে পারলেন, এ ছেলে ভয়াজ্বাদিত বহিন, এক দিন এর আভার সম্বর্ধ দেশ ও জাতি হবে উজ্জ্প।

क्यांका कानकीनारथव कारन (म्रस्केट क्रकावरक कारक स्वरूप

জিলান। ক্ষরেন—এই জন্তে কি জিল করে এ বুলে ঢোকা হরেছে ? কুমিয়াক বলনায়া কালাটা কি ?

গভীৰ প্ৰকৃতি দে-পিতাৰ সামনে গাঁড়িবে কোন ছেলেই মুখোমুখি বৰা বলতে সাহস করেননি কোন দিন, তাঁকে বোধ হব এই প্রথম করে নিতীক কঠে হুভাব উত্তর দিলেন—এই ত আমাদের কাতীর শ্রেমাক বাবা! দেখলাম, প্রধান শিক্ষক দাস মহালয়ও কাপড়-কাকা পরে ক্লাসে আসেন আর সব ছেলেদের মতন। আমার কি কিটিভ সেধানে একটি সাহেব সেকে বসা ? কাপড় পরে আমাকে কি কালো দেখাছে না ? আমিও বেল হুছেল বোধ করহি।

ছেলের কথাণ্ডলি শ্বন্ধ হরেই পিডা শুনলেন, বোধ হর মনটিও

কীৰ ছলে উঠেছিল। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছেলের কথাণ্ডলি বে বৃদ্ধিপূর্ণ,

কী বৈন উপলব্ধি করেই বললেন—বেশ, কাপড় পরে ভূমি বদি

কীৰাম পাও, তাতে আব কথা কি। কাপড় পরেই ভূমি শ্বুলে

বেও।

ধ্ব পৰ জানকীনাথ তাঁর বিশিষ্ট প্রতিবেশী বন্ধু ন্যাভেনস
স্ক্রেজ্ব অধ্যাপক বার বাহাছর গোপালচক্র গাঙ্গী মহাশরকে
স্ক্রেজ্ব অধি এমন ভঙ্গিতে জার নির্ভরে কথাগুলো বলল বে, জামি
স্ক্রিজ্ব সার না দিরে পারিনি।

ৰাৰ বাহাছৰ হাসতে হাসতে বলেন—'একটা কথা আছে না— ক্ৰম বৃক্ত পত্ৰেই চেনা বাৰ! এও তাই; আপনি তথু স্থবিকে ক্ৰম্য কৰে বাবেন।'

আৰু দিনের মধোই ছেলেদের নিরে প্রভাব একটা দল গড়ে বসলেন।
ক্রেপ্তার স্লাসের ছেলেরা খাড়াও অস্থান্ত সাসের ছেলেরা তাঁর দলে
ক্রেপা দিল। হরত উঁচু স্লাসে পড়ে, আর বরসে বড়—এমন
ক্রেপাও দলে মিশে প্রভাবকে সরদার বলে মেনে নিল। সেই
ক্রেপাই বিভিন্ন বরসের ছেলেদের চালাবার ক্ষমতা আরও
ক্রেপাইনেন প্রভাব।

জানকীনাখের কানেও এ সব থবর পৌছাতে দেরী হয় না।
কাইবের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেলা তিনি পছন্দ না করলেও হতাবকে
ক্রিরারণ করতে বা বাধা দিতে কুন্তিত হন তাঁর পড়াতনার আকর্ষ্য
ক্রম পরিণতি দেখে। ছেলে ওধু তার ক্লাসে নর—সারা ছুলের
ক্রমে সেরা ছেলে। ইংরেজা, সংস্কৃত, বালালা, বিজ্ঞান, ইতিহাস,
ক্রমেলালা, গণিত—প্রত্যেক বিবরেই মার্কের দিক দিরে রেকর্ড ভেলে
ক্রিরেছে, আঁকে প্রোপ্রি একলো মার্কই পার, আর আর বিবরে
ক্রম্বেইএর নীচে মার্ক নামে না। কাজেই পড়ালোনার বে ছেলে
ক্রেড ভালো, কি করে তাকে বারণ করেন তিনি—বাইবের ছেলেদের
লাবে মিলতে।

কিছ এক দিন এ থৈবোঁর বাঁধও তাঁর ভেঙ্গে গেল—একটি ঘটনার।
তথন প্রীম্নকাল, ছুল বছ। স্মভাব কিছু খুব ভোরেই কাউকে
কিছু না বলে বাড়ী থেকে বেরিরে ধার; কিরে আসে ছপুরে।
বাদ্ধীর সকলের থাওরা-দাওরা হরে বার; ছেলের থাবার নিরে মা
্থাকেন বসে। ছেলে না থেলে মা কি করে থেতে পারেন! স্মা

বেলার বাড়ী কিবে প্রান্ন সেবে যাবের সকেই থেতে বসেন। মাকে বুকিরেছিলেন, পুব একটা লবকারী কাকে এই ভাবে কিছু দিন বেতে হবে। যা ভলিরে অভ জানতে চার্নান কাজটি কি! কথাটা জানকীনাথের কানে বেতেই মনে ভাঁর সন্দেহ জাগে। এর ফলে সন্ধান নিবে জানতে পারলেন ভিনি—ছেলের কাজটি খুবই সাংখাতিক; ভার ক্লাসের একটি ছেলের 'বলে পার্ল' হবেছে, ললের ছেলেরা পালা করে ভার সেবা চালাছে। আর মুভাব হছেন দলের মাধা, ভাই সকাল থেকে বারোটা পর্বান্ত নিজেই সেবা করে, আর সব ব্যবস্থাই ভাকে করতে হয়। জনেই ভিনি আভক্ষে অভিভূত হরে পড়লেন। স্থভাবকে ডেকে ক্লিক্কাসা করতেই অকপটে ভিনি সত্য কথাই বল্লেন।

পিতা ক্ৰুৰ কঠে বললেন—'জানো, এ রোগ কি বৰুম ভয়ন্বর আর সংকামক, এর সংশাদে বেতে তোমার ভব নেই ?'

মুখখানা শক্ত করে স্মভাষ উত্তর করলেন—'এ রোগ বে সংক্রামক তা ক্লেনেই আমি সাবধানের সঙ্গে তার সংস্পর্ণে রাই। ফিরে এসেই ভালো করে স্লান করি, আমার কাপড়-চোপড় আলালা করে লোসন দিরে সাক্ত করিরে নিই। আর, রোগের ভরে যদি রোগীর সেবা না করি, তাহলে রোগ সাববে কি করে ?'

এর পর জানকীনাধকেই উভোগী হবে বোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডিনি স্বয়ং। চিকিৎসকরা তোড়-জোড় করে রোগীর বাড়ীতে গিরে পড়লেন। কিছু তাঁরা দেশলেন, জানকী সাহেবের ছেলের সুব্যবস্থায় রোগী আবোগ্যের পথে এলেছে, তার জীবনের আর কোন আশহা নেই। তাঁরা মুক্তকঠে সুখ্যাতি করলেন স্থভাবের।

স্থভাব তথন বাবাকে বললেন—'রোগ বধন দেখা দিয়েছে শহরে, এখন থেকেই তার প্রতীকার করা উচিত।'

জানকীনাথ ছেলের যুক্তি নিরে বে প্রতিবেধক ব্যবস্থা জবলম্বন করতে মাদ্য-বিভাগকে নির্দেশ দিলেন, ভার কলে শহরে আর এ ব্যাধি বিস্তৃত হতে পারল না। এই প্রদক্ষে জানকী সাহেবের ছেলের নামে লোকের মুখে মুখে স্থখাতি উঠল।

এর কিছু পরে হঠাৎ এক দিন শহরের প্রান্তভাগে মুসলমান বন্ধীতে লাগল আওন। সে কি ভীবণ কাশু। আওনের বিভীবিকার লোক অন বংল বাকুল হরে পাগলের মত ছুটোছুটি করছে. সেই সমর এক দল ছেলে যেন দেবদুতের মতন ধেরে এল আওন নেবাতে—দলের নেতা বালক স্থভাব। ছুবটনার খবর পেরে ব্যাভেনদ কলেজের অধ্যাপক মিটার গালুলীও অকুস্থলে এসে পড়লেন। বালকদলের উৎসাহ, উভ্তম ও সাহস, আর দলপতি স্মভাবের চালনাশক্তি দেখে উল্লাসের স্থবে বাহবা দিলেন তিনি—সাবাদ—সাবাদ—বাহাছর ছলে।

শ্বদার স্থবে স্থভাব বলে উঠলেন—আন্তন স্থার, আগনি বর্ধন এসেছেন, আর ভর কি! আগুন আমরা নেবাবই। ফটা ধানেকের মধ্যেই সমবেভ চেঠার আগুন নিবে গেল।



মাথায় নিয়ে বাজে কণার ঝুড়ি রাস্তা চলে আভিকালের বুড়ি।

নত্যি-যুগের, মিথ্যে-যুগের, হান্ধা, ভারি, মিষ্টি, লম্বা ছোটো গল্প যতো সব আছে তার লিষ্টি। মনের পথে রাত-বিরেতে সময়-অসময়ে কাজের ফাঁকে ঘুমের ঘোরে গল্প বেড়ায় বয়ে।

রাশভারি কি হান্ধা মে**জাজ, চটুল কিম্বা বাজে,** স্বাই শোনে বুড়ির আওয়াজ হঠাৎ মাঝে মাঝে



সব রকমের গাঁচর বৃদ্ধি ভব্তি রাখে বৃদ্ধি । যখন তখন গাঁহ বিশ্বেম স্থান কালাৰ কভি।

ছোটো ছেলের পছন্দসই মিষ্টি-মাখা গল্প, পণ্ডিভেরও মনের মতো হরেক পুরাকল্প, একটু বড়োর স্বপ্র-মাফিক গল্প অসম্ভাব্য, তক্ষণ জনের করমাসি সে গল্প তো নয় কাব্য,



চিন্তাশীলের গল আছে তথ্ কথায় পূরতি, হাকা-কথার খরিদারের গলে গাঁথা ফূর্তি, যার যেমনই পছন্দ আর যার যডোটা চাই আছিকালের বাড়র কাছে মিলবে হামেশাই। বিলোয় বুড়ি গল্প-গাধা গঙ্গা থেকে কঙ্গো, হাজার ছাঁদের গল্প রে তার লক্ষ তাদের তং গো, কেউ বা শুধু কুড়িয়ে রাথে মনের ঝাঁপি ভর্তি, কেউ কাগজে কালোর দাগে কুড়োয় ঝড় তি পড় তি,

কেউ বা করে গল্প-বিলাস, গল্প লেখে অক্তে, বুড়ির কুড়ি ভর্ডি তবু ভবিব্যভের জন্মে।



প্ৰথম

নৃতন অভিযান

ক্রমন্থ বিরক্ত থবে বললে, "আর পড়তে হবে না মানিক, কেলে
লাও তোমার ঐ থবরের কাগজখানা ! আমি রাজনীতির
ক্ষচ,কচি তনতে চাই না, আমি জানতে চাই নতুন নতুন অপরাধের
বিষয় ! কিছ আমি বা চাই তোমার ঐ থবরের কাগজে তা নেই।
অপরাধীরা কি আজ-কাল ধর্মঘট করেছে ? এ হ'ল কি ? এত বড়
ক্ষিক্রাতা সহন্ধ, কিছ এখানে কেউই একটা অপরাধের মতন অপরাধ
ক্ষতে পারছে না !"

মাণিক কাগজখানা মেখের উপরে নিক্ষেপ ক'রে হাসতে হাসতে বিক্রেল, কাক্রর পোব মাস, কাক্রর সর্বনাশ! তুমি চাও অপরাধী-ক্রম, কিছ সাধু নাগরিকদের পক্ষে তারা কি ছঃবগ্ন-সোকের

ভবত বললে, "অপরাধ হছে বিচিত্র। সাধু মাছুবদের চেরে বেশী ঘৃষ্টি ভাকর্ষণ করে অপরাধীরাই। মহাভারত পদ্ধবার সমর ক্ষুবি কি অফুত্ব করনি মানিক, রুখিটিরের চেরে ছর্ট্যোধন আর ক্ষুপাসনের কথা জানবার জন্তেই আমাদের বেশী আগ্রহ হর ? আইক্লোসনের কথা জানবার জন্তেই আমাদের বেশী আগ্রহ হর ? আইক্লোসন 'মেঘনাদবধ' কাব্য প'ড়ে দেখো। তার মধ্যে রামের চেরে বেশী জাবত হরে উঠেছে রাবণের চরিক্রই। আমাদের নিত্য-ইনমিভিক জাবন হচ্ছে একেবারেই বেরভা, কিন্তু রুডের পর রুডের প্রসাদেখা বার অপরাবীদের জাবনেই।"

মানিক সার দিয়ে বললে, "তা বা বলেছ ভাই, একথা না মেনে উপার নেই। কিছ কি আর করবে বল, কলকাভাপ্যলিসের ক্ষম্বর বাবুও তিন মাসের ছুটি নিয়ে ব'লে আছেন, তিনিও বে 'হমু' ব'লে কোন নতুন মামলা নিয়ে আমাদের এখানে ছুটে আসবেন ভারও আশা নেই। অগত্যা আমাদের বাধ্য হয়েই বিশ্রাম এহণ ক্ষমেত হবে।"

ঠিক এমনি সময়ে মধু-চাকর এসে ধবর ছিলে, এক জন গোক মা কি ভয়ন্তের সক্ষে এখনি দেখা করতে চার।

জন্ম কিজাসা করলে, "কি-ব্ৰুম লোক মুধু ?"

— "একটি ছোক্না বাবু! বরস বোধ হর বাইন-তেইপের বেনী হবে না। তার মুখ দেখলে মনে হয় তিনি মেন ভাবি ভয় পেরেছেন।"

— "আহ্ছা বধু, খাবুটিকে এইখানেই নিরে এল।"

ভার একটু পরেই সিঁড়ির উপরে ব্রুত পর্যশক্ত বাসিরে একটি লোক ব্যভ ভাবে করে ভিতরে ব্যবেশ ক'রেই ভারাজাতি বুঞ্জি ভাস, এ জন্ত বাৰু কোৰার আমি এখনি জনত বাৰুৰ সত দেখা করতে চাই !

— "আমারই নাম অন্ত আপনি বড়ই উত্তেজিত হরেছে: দেখছি, ঐ চেয়াবখানাম উপানে সিরে একটু ছিব হয়ে কমুন।"

আগন্ধক সামনের চেরারখান টেনে নিরে ধপাসৃ ক'বে ডাং উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, উড়ে জিত না হয়ে কি করি বলুন

দেখি ৷ কাল বাত্ৰে আৰু একটু হ'লেই **আনা**ৰ প্ৰাণপাখী খাঁচা ছাড়া হবে ৰাচ্ছিল ৰে !<sup>8</sup> \_

জরন্ত হাসি-মুখে বললে, "তা'হলে ঘটনাটা নিশ্বই ওক্তর বটে, কিন্তু কি জানেন, শান্ত ভাবে না বললে কোন ঘটনার ভিতর থেকেই আমরা সভ্যকে আবিহার করতে পারি না।"

আগন্তক অল্লফণ শুক্ক হয়ে ব'নে বইল। ভাব পর ধীরে ধীরে বললে, "অয়ন্ত বাবু, এইবারে আমার কথা বলতে পাবি কি ?"

- —"বলুন। স্থাপনার কথা শোনবার জন্তে স্থামাদেরও স্থাপ্রহেন্
  স্থান্তার নেই।"
- "আপনাদের তো আঞ্চহের অভাব নেই, কিছ কাল আমার যাড়ে চেপেছিল মছ-বড় এক কুগ্রহ! আজ বে বেঁচে আছি সে হচ্ছে ভগবানের দয়া!"
- —"বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সব-চেয়ে বড় কথা। অতএব বেঁচে বখন আছেন তখন নির্ভবে আপনার সমস্ত ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু তার আসে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নামটি কি ?"
  - —"হত্তত সরকার।"
  - "বেল, এইবার আপনার কি বলবার আছে, বলুন।"

প্রৱাত বললে, কাল বাত্রে মলাই, অামার বাড়ীতে ভরত্বর এক কাও হরে গেছে! আমি এখনও বিবাহ করিনি, নিজের বাড়ীডে **এক্লাই** থাকি। কাল রাত্রে দিব্য নিশ্চিম্ব হরে বিছানার তরে বুৰোচ্ছিলুম, হঠাৎ বুম ভেঙে গিয়ে মনে হ'ল অমেকগুলো হাত দিরে অন্কলারে কারা বেন জামাকে চেপে ধরেছে! আমি বাধা দেবার চেষ্টা ক'বেও কিছুই করতে পারলুম না; কারণ, চার-পাঁচখানা হাত লড়ি লিয়ে আমাকে অষ্টে-পুঠে বেঁথে ফেললে। আমার মূথেও ভাজে দিলে বিছানার চাদরের খানিকটা, আর চোখের উপরেও বাঁধলে একখানা কাপড়! সেই অবস্থাতেই অমুভব কবলুম, 'মুইচ',' চিপে কারা আলো *ভাললে*। তার পর ওনলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলার শব্দ! ভার খানিক পরেই হরের আলো গেল আবার নিবে। করেক জনের পারের শব্দ বাইরে চলে গেল, তার পর আত্তে আত্তে আমার খবের দরজা বন্ধ হওরার শব্দ হ'ল। ভার পর আর কাক্সর কোন সাড়া-শব্দ পেলুম না বটে, কিছ আমার্কে দেই অবস্থাক্তেই কাণা আৰু বোৰাৰ ৰতন চুপ ক'ৰে থাকতে হ'ল। স্কাল বেলার চাকর এসে আমাকে মুক্তিয়ান ক্রলে।"

জর্জ বসলে, "আপনার ঘরের ভিতরে বাইরের লোক এ<sup>র</sup> কেবন ক'বে চু"

- वश्या निरव मनादे, मत्रका विरव! बाबाव अकी वा

कलान चारह, बिश्वकारन चात्रि चरवद पर्वचा वक कर्द्य प्रसारक পাৰি না।"

—"ভার পর ? বিছানা থেকে নেমে জাপনি কি পেখলেন ?"

—"দেখলুম, আমাৰ লোহার সিন্দুক খোলা প'ড়ে বয়েছে। তার ভিতরে শ'-পাঁচেক টাকার নোট আর কিছ গয়নাও ছিল, কিছ দেসৰ কিছুই চুৱি যায়নি। চোরেরা নিয়ে গিয়েছে কেবল একটি জিনিব, যা ছিল সোনার আনারসের মধ্যে !

জন্মন্ত বিশ্বিত কঠে বললে, "সোনার আনারস! সে আবার কি ?" মাণিক বললে, "সোনার পাথরবাটির কথা শুনেছি, কিছ সোনার আনারদের কথা ভনলুম এই প্রথম !

ন্মব্রত বললে, "তাহ'লে একটু গোড়ার কথা বলতে হয়। কোন থেয়ালে জানি না, আমার প্রপিতামহ পিতল দিয়ে গড়িয়েছিলেন **এই আনারসটি। এই আনারসের উপরে সোনার কলাই-করা** জিল ব'লে আমহা একে সোনার আনারস বলেই ডাকি। আমার প্রতিষ্ঠান মৃত্যুশ্য্যায় ওয়ে এই দোনার আনারসটি পিভামহের ছাতে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, 'বদি কোন দিন ভোমার বিশেষ অর্থাভাব হয় তাহলে এই আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান। আমার পিতামছ মৃত্যকালে আমার বাবাকে ঠিক এই কথাই ব'লে গিরেছিলেন। বাবাও ধখন মৃত্যুমুখ, তথন তাঁর মুখে তনেছিলুম এট কথাই। এই সোনার আনারসটি টানলে গুই ভাগে বিভক্ত চবে যায়। আমার পূর্বপুরুষরা ধনী ছিলেন বটে, কিন্ত আমি ধনী নই। তাই সোনার আনারসের ভিতর থেকে অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছিলুম থালি এক-টুক্রো কাগজ। আমুদ্র সেই কাগ্ৰের উপারে লেখা ছিল যে কথাগুলো, তা প্রলাপের নামান্তর ছাড়া আৰু কিছুই নয়।"

মুব্রত একট্ট ভেবে বললে, "কাগছে লে থা ছিল একটি ছড়া। কিন্তু ভার প্রথম আর শেষ দিকটার কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়ছে না।" —"ষেটুকু ম নে পড়ছে, বলুন मिशि।"

ম্বত বললে, ইড়ার প্রথম पिक्होग्र जा रक এই কথাগুলি---

বলভে পারেন জরভ বাবু, এর মধ্যে কোন মানে খুঁজে পাওৱা বার কি ? পুন্ধ বট না কি আরনাতে তার মূখ দেখে গান ধরেছে ! थमन क्या एनल कि शति भाग ना ?"

জরন্ত মাধা ঠেট ক'বে ভাবতে ভাবতে বললে, "আমাব একটও হাসি পাচ্ছে না শ্বত বাবু! ছড়ার শেষ দিকটার কি আছে ?

স্থাত বললে, "শেষ-দিক্টায় আছে---

'সেইথানেতে জলচারী আলো-আধির যাওয়া-আসা. সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে বিফুপ্ৰিয়া বাঁৰেন বাসা!

হাঁ৷ জয়ন্ত বাবু, এগুলো কি পাগলের প্রলাপ নয় ?"

জয়ন্ত প্ৰায় পাঁচ-মিনিট কাল ভৱ ও ছিব হয়ে ব'লে বুইল। তার পর হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হরে উঠে ব'সে বললে, "ছড়াব্র মাঝখানকার কোন কথাই আপনার মনে নেই ?"

— এ-রকম একটা বাজে ছড়ার কথা মনে রাথবার কেউ 🗣 চেষ্টা করে জয়স্ত বাবু ? চোর ব্যাটারা কি নির্কোধ! তারা कि না লোহার সিন্দুক খুলে কেবল এই ছড়ার কাগৰুখানা নিয়েই সংস্থ পড়েছে !

জয়স্ত বললে, "চোবেরা বেশী নির্বেলাধ কি আপনি বেশী নির্বেলাধ সেটা এখনি আমি বুরতে পারছি না। কিছ ছড়ার কিছু-কিছু আর্থ আমি ধেন আন্দান্ত করতে পারছি।"



সাণনি কিছুই আন্দান্ত করতে পারেননি, এটা হচ্ছে আন্চর্য্য কথা। আপনাৰ ৰাড়ীড়ে এক দল চোৰ এল, ভাৰা আপনাৰ लाष्ट्रांव शिक्षुक श्रुक्त मृत्यावान् किंदूरे निष्य लाग ना निष्य গেল কেবল এক-টুক্রো কাগজ যার উপরে লেখা ছিল এই হড়াটি, আর আপনার পূর্বপুক্ষরা ব'বে গেছেন বার মধ্যে পাবেন আপনি হঃসময়ে অর্থের সন্ধান! 'সর্পন্বপের দর্প ভেতে বিফুপ্রিয়া বাঁখেন বাসা!' এটুকু প'ড়েও আপনাৰ মনে কোন সন্দেহের ইকিড বাগেনি ?"

arrangenternesses and the state of the second secon

ষ্ঠব্ৰত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, কিছু না, কিছু না। ু সর্পন্পই বা কি, আর তার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কই বা কি 📍

ব্দয়স্ত গন্তীর কঠে বললে, "একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বৈ কি ! মাৰিক, তুমি কিছু বুঝতে পারছ কি 📍

मानिक रलाल, "भागल! भाषा निष्य चामि स्वान कारनह মাথা খামাবার চেষ্টা করি না।"

জয়ন্ত মৃত্ হাত্ত ক'বে বললে, "কিন্তু এ চেষ্টাই হচ্ছে আমার জীবনের তপতা। চিবদিনই আমি ধাঁধার জবাব খুঁজতে চাই। ৰাক্-লে দে-কথা। স্ত্ৰত বাবু, আপনাকে আমি ছ'-একটা কথা **বিভা**সা করব।"

- —"कक्**न**।"
- এই ছড়ার কথা আপনি আগে আর কারুর কাছে ৰলেছিলেন কি ?
- ভা বলেছিলুম বৈ কি ! অনেক লোকের কাছেই **এ ছ**ড়াটা জাৰিয়েভিলুম। যে দেখেছে, সেই-ই অবাক্ হয়ে গেছে! ওর মধ্যে জ্মানই মানে খুঁজে পারনি। যার মানেই নেই, ভার মধ্যে ি আৰাৰ মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি জয়ন্ত বাবু ?

জয়ন্ত সেই জিজ্ঞাসার কোনই জবাব না দিয়ে বললে, "সুজ্ঞত রাবু, আপনি বললেন বে, আপনার পূর্ব্বপুরুষরা না 春 ধনী ছিলেন। জীবাও কি কলক ভাছেই বাস করতেন ?

- "না। আমাদের আদি বাস হচ্ছে দক্ষিণ বাংলার কোদালপুর श्रीहम। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অমিদার। দেশে আঞ্জ আমার কিছু জমি জমা আছে, আর তার ব্যবস্থা করতে এখনো स्वामि मारक मारक (मरण शांहे वरहें ; किन्नु निस्क्रांक स्वामितांक ভেবে আত্মগৌবৰ লাভ করতে পারি না।
  - —"দেশে আপনাদের বসতবাড়ী আছে তো 📍
  - অাতে, এইমাত্র। প্রকাশু অট্টালিকা, চার-চারটে মহল, ভার চারিধার ঘিরে মস্ত-বড় বাগান, কিছ সে-সমস্তই আৰু পরিণত ছয়েছে ধ্বংসম্ভ পে আর বন-জঙ্গলে। বসভবাড়ীর একটা মহলের কিছু কিছু সংস্থার ক'রে খান-ছয়েক ঘর কোন-রকমে মানুবের বাসের উপবোগী ক'বে নিয়েছি, ধখন দেশে ধাই সেই খরওলো ব্যবহার করি।
    - —"আপনাদের দেশের বাগানে পুকুর আছে 🗗
  - —"নিশ্চয়ই আছে, প্ৰকাণ্ড পুকুৰ—কলকাভাব গোলদীবির চেবে প্ৰায় চার-গুণ বড়।"
- আর সেই পুকুরের ধারে কোন পুরানো বটগাছ ' আছে কি ?"
  - ভাবি আশুৰ্ব্য ভো, আশুনি এমন প্ৰশ্ন কৰছেল কেন ? স্থা

मनाहे, शुक्रतात मिन छोता चाह्य अक्टी मण बहेनाह, छोत কত কেউ তা জানে না।"

- "আর সেট বটগাছের উপরে বাস করে বকের দল p" ন্মন্ত বিপুল বিশয়ে ছই চকু বিকারিত ক'রে বললে, 🐾 আপনি ভানদেন কেমন ক'রে ?"
  - পরে বলব। আপাতত আমার জিজাসার জবাব দিন।
- সেই বটগাছের উপরে চিরদিন ধ'রেই বাস ক'রে <del>আ</del> বকের দল। ও-গাছটা হয়ে গাড়িয়েছে যেন ভাদেরই নিভস্ক সম্পূতি

चर्च किছुक्रण राज दरेन भोदार । छात भन्न श्रीर छेटी शाह নিজের রূপোর শামুকের ভিতর থেকে এক-টিপ নক্ত নিয়ে ক "মাণিক, জাগ্ৰত হও।"

- "ব্যাপার কি বন্ধু ? থ্ব খ্সি না হ'লে তুমি নত নাও: কিছ পুসির কারণটা কি ?
- "আবি আমরা অলস হরে ব'সে থাকব না। ৩ঠ, ম<mark>ং</mark> পোঁটলা-পুটলি বাঁধতে বল। আজ থেকেই ক্লক্ষ্ হবে আমাদের ন **অ**ভিযান।"
  - কৈছ বাবে কোন্ দিকে ?"
  - স্বস্ত্রত বাবুর দেশে, কোদালপুর গ্রামে।

সম্ভ্ৰত খানিককণ অবাক্ হয়ে ব'সে রইল। তার পর বি স্বরে বললে: "ও জয়স্ত বাবু, ঐ ছড়ার প্রলাপের ভিতর থেকে আণ কোন অৰ্থ খুঁজে পেয়েছেন না কি ?

- অাপনার পূর্বাপুরুষরা ব'লে গেছেন, ছড়ার মধ্যে অর্থের সং পাওরা যাবে। তাঁদের কথা মিথ্যা নয়। সত্য সভাই এই ছড়া ভিতরে আছে গভীর অর্থ। কিন্তু হু:খের বিষয়, আপনি স **ছ্ড়াটির কথা আমাকে বলতে পারলেন না। তাহ'লে হয়তো** এই সব সমস্তারই সমাধান হয়ে বেত।
- এমন জানলে আমি বে ছড়াটা একেবারে মুধস্থ ক ৰাখতুম !
- —"বাকৃ-গে, যেটুকু স্বত্ৰ পেয়েছি তাই নিয়েই এখন কাজ আ क'रत मि। মাণিক, ऋम्मत तातृरक आभारमत मान यातात ह আমন্ত্রণ ক'রে এস—তিনি এখন ছুটিতে আছেন। পুসর বারু ১ না থাকলে আমাদের কোন অভিযানই ভালো ক'রে জমে না !

ক্রমশ:

#### অং-বং-চং

#### কুমারী মঞ্জী মুখোপাধার

সংসারেতে হিংসা এবং বিসংবাদের চোটে— वश्नीवावू काःछ त्वति खःशत्मत्व (इति । ग्राभन्न इत्र चाट्टन कि ना **गी**गारमा छात्र की ! श्वक (कार्टिन भरग-इश्म दिश्म ट्रांका कि ! चर वर हर होर कीर कीर मह मिरलन छिनि। चनः भारत वः भीवातू चर्त निरमन किनि।

#### कृति-रम्मा तार



চারের সেট সাজিরে পুক্ রবেছে বলে আসবে টুকু হরত সাথে আসবে হেনা তার সঙ্গে নতুন চেনা !!

#### खांच-जिर्मना प्राचीभावतत्र



দেশছে চেখে কেমন হ'ল বেশ হয়েছে বেই যা বল এল না ভারা বয়েই গেল স্বার ভাগ একাই খেল



চারটে বাজে কই গো তারা ? তেবেই খুকু হচ্ছে সারা এল মা তবে নিজেই খাই কাপেতে চা চালহে তাই।



আরাম ভারী গরম চা'তে বিষ্টটি অক্ত হাতে— দিবা অধে খাছে খুকু নাই বা এল হেনা ও টুকু

# जीनिक खाडात

স্হাসচন্ত্ৰ মল্লিব

মহা সমরের মহা অস্ত্রের নাম
তোমরা গুনেছ সবে—শোন অবিরাম।
নাম বোমা আগবিক,
সৃষ্টি ভা' মানবিক,
প্রচণ্ড দানবিক শক্তি ভীষণ।

বিজ্ঞানীদের নব আবিকরণ। এই বোষা আগ্রের অন্ত সমান,

রাক্সে শক্তির দিয়াছে প্রমাণ।
বুরুম্ বুরুম্ রবে ধ্বংসেরি ভাওবে
জাপানেরে খাওবে করেছে দহন—

পান্তপাত অন্তের সংস্করণ !

জাপানের ধ্বংসের অংশেরি নাম—
হিরোসিমা, নাগাসাকি; শোন পরিণাম!
লক্ষ লোকেরে সেধা
চক্ষের পলকে তা'—

ভদ্মে করেছে বেথা শেব পরিণাম—
এটি ডিম্বাকার 'ইউরেনিয়াম'।
বিক্ষোরণের ক্রিয়া নহে আত্মই শেয ভবিষ্যতের মাঝে রেখে গেছে রেশ।

ভবিব্যতের মাঝে রেখে গেছে রেশ।
বোমা হ'তে নির্গত
'গামা-রে'র ক্রিয়া মত'
বদসাবে মা'র যত ভাবী সস্তান;
ভতি মামুবের দেখা পাবে যে জাপান।

অতি মামুবের অতি বিদ্যুটে রপ:
হু'টি হৃৎপিগুতে বৃক ধুপ্ ধুপ্,
তিনথানি চোধ রবে
অধবা অদ্ধ হবে,

অধবা অন্ধ হবে, হাত হীন হবে নয় হু'ডজন হাত। নিপ্লন-ভাৰীদের জৰর বরাত!

জানী বিজ্ঞানীদের জ্ঞানী-অনুমান অদুর ভবিষ্যতে হবে বে প্রমাণ !

এই সৰ অমূত

মামুৰ **অধ**ৰা ভূত মিলে কোনগালে পাৰে

জনমিলে কোন্থানে পাবে তারা ঠাই—? সে কথা ভাবিয়া কূল কিনারা না পাই।

কোন্থানে রবে তারা ? চিড়িয়াথানার ? নম্ন ড' কি কাঁসী যাবে ? কিংবা ধানার ? অথবা কি যাত্বরে

রাথবে তাদের ধ'রে ? হয়ত' 'ক্লাউন' হ'লে তালোই মানার ! উত্তলা হয়েছি এই বহা তাবনার। वक्षिवितेन

এক গাড়ী খড়

মনোঞ্জিৎ বন্ধ

বিখান রামত লাহিড়ীর নাম খনেছ তো ? বাড্ক ও সাহিছ্য তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঝণী। বা বিখান, পশ্তিত মানুষ খুব কম জন্মছে এদেশে। ককি বিখবিভালকের বাঙ্জা ভাষার অধ্যক্ষ পদটি এখন তাঁর । চলছে। সেই রামতকু লাহিড়ী মশাবের ছোট ভাই ছিলেন বাং লাহিড়ী! তাঁরই একটি গল বলছি এখানে।

লাহিড়ী মশাইদের বাড়ী বৃষ্ণগনরে। তাঁরা বৃষ্ণনগরের অভি পরিবার। সকলেই তাঁদের প্রশংসার পঞ্চমুখ। ভালো হলে তে তাঁর প্রশংসা করে বলো ? কালীচরণ বাবু ছিলেন ডাছ তথনকার দিনে তাঁর মত ভালো ডাক্তার বৃষ্ণনগরে তো ছিল: কলকাতায়ও পুব কম দেখা বেত।

ভালো ডাক্টার বন্ধতে তোমরা নিশ্চরই ভার্ছ, তিনি খুব ছ রকম চিকিৎসা করতে পারতেন, তাই না ? ই্যা, ভালো চিকিৎসা তিনি করতেনই, উপরন্ধ, মনটাও তাঁর ছিল খুব ভ ভালো ভাবে বোগীর খুঁটিনাটি সব পরীক্ষা তিনি তো করতেনই, ছিল তাঁর কর্তব্য—ভার ওপরে নিজে থেকে রোগীর অবস্থা নানা ভাবে তার সাহায্যও তিনি করতেন। আজকালকার দি বড় একটা কেট করে না বা করতেও চার না 1

মনে করো, এক জন রোগী এলো;—ডাজারকে ভিজিট দে টাকা ডো দ্রের কথা, ট্রনিজের ওর্ধ বা পথ্য কেনবারও ক্ষমতা নেই। কালীচরণ বাবু কি তাকে ফিরিয়ে দেবেন ? মে না। তিনি তাকে পরীকা করে, ওর্ধ দিয়ে, বাজার থেকে নিজের থরচ ক'রে পথ্য আনিরে—দরকার হ'লে লোক দিয়ে তাকে বাড়ী পিশিছে দেবেন। ক'জন এ রকম করতে পারে বা করে ? বাই সেই কালীচরণ বাবু এক দিন এক রোগীর জক্ত কি 'ব' দিয়েছিলেন তাই বলছি।

এক দিন তিনি খ্ব গরীব এক বোগীকে দেখতে গেলেন বাড়ীতে। তাকে দেখেন্ডনে ওব্ধ-পত্রের একটি প্রেস্ক্রিপশ ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিলেন, আর তার তলার লিখলেন—'এক খড়'। কম্পাউণ্ডার তো সেই প্রেসক্রিপশন দেখে অবাক্। তাবলে—হয়তো ডাজ্ঞার বাবু অক্সমস্ক ভাবে কি লিখতে কি কেলেছেন, তাই সে গেল ডাজ্ঞার বাবুর কাছে। কিন্তু কাল বাবু বক্রেন—"না হে, আমি লিখতে ভূল করিনি, ঠকই লিখে ভূমি এক গাড়ী খড় পাঠিয়ে দাও লোকটির বাড়ীতে, ওর ঘর ছাইতে হবে। ঘর ছাওয়া না হ'লে, ঠাণ্ডা লেগে লোকটির বাড়বে, তখন আর আমার ওব্বে কোনও ক্লা হবে না। ফ্লই হবে না, আহ'লে আর চিকিৎসা ক'রে লাভ কি বি



হরিনারায়ণ চটোপাধ্যায় বছদিনকার কথা একদিন প্রাবণে সহদেব তেড়ে এলো দশমুখো রাবণে: ভোজনের যম গুধু, দম নেই বুকেতে কাওমার্ডের এক-শেব,—বোল খালি মুখেতে। বানর-সেনার সাথে কুপোকাৎ লড়ায়ে. ছ'টো হাতে দেবো তোর বিশ পাল চড়ায়ে। কচি ছ'টো ছেলে আর গোটা-কম বস্তু তাইতেই অস্থির,—বীর বটে ধন্তু। ভাওডার ডাল বেয়ে নেমে এলো ত্রভে यहारीत मभानन त्यांना नाठि हत्छ। বাঞ্চণাই আওয়াঞেতে হেঁকে কয় ংম্কে সহদেব বেচারার পিলে ওঠে চমুকে: পাম্পাম্, প্টিরাম বড়ো দেখি মদ বুকে নেই বল তিল,—ভীতুর বেহদ। ভারেদের কাছা ধরে ফেরো বাছা নিত্য শকুনি মাথাকে থেরে দেখালি বীরত্ব। निष्टिया नाथ यमि हतन चात्र नामतन ঠ্যাং ধ'রে আছড়াবো—শ্রীগুরুর নাম নে। बटि बटि : हटि एटि क्निर्श भाष्य মালকোচা মেরে নিয়ে শুরু করে ভাওব: ঘনায়েছে শেব দিন দেখছি নিতান্ত চোখ মেলে চেয়ে দেখ সামনে কৃতান্ত। তার পর তুম্দাম্ ধুপ-ধাপ শক। ছ'ব্বনে করিতে চার ছ'ব্বনারে ক্রন্থ। সহসা বাতাস ভরে হুরার হুগন্ধে ननत्राय এटना रमश नाकन इस्त। **धर**नत न्याभात (मर्च कांच क्रों) क्रिक চীৎকার করে বলে: ওরে জোড়া পুঁচকে मदत्र जांचि त्नहे--- अधारमध युद्

বরবো ভোষের ভরে আমরা কি শুরু ৷

শীগ্ণীর কেল তোরা কগড়াটা মিটিরে
নইলে লাক্স দিরে দেবো খুব পিটিরে।
তাই শুনে সহদেব কেঁদে ওঠে ফুঁপিরে
সোজা হ'রে শুরে পড়ে রাবণের হু'পারে:
রারদাদা মাপ চাই অক্সায় আমারই
তুমি যে শুরুর হও পিস্তুতো মামারই।
তাই না কি: হেসে ফেলে দশানন তথুনি:
কোলে এসো বাপ মোর—আর নয় বকুনি।

বিষ্ণুগুপ্ত শীরবিন**র্ত্ত**ক

20

<u>চুক্তিন্ত যাত্রা</u> করবার পর এক শত দিন পূর্ণ হতে চলেত্রে 'আজ পুৰ্যান্তের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত যদি মিরে **আসুতে** ই পারেন, তবে বিষ্ণুগুপ্ত আর তাঁকে সাহায্য করবেন না'—এই 🕃 বিষ্ণুগুপ্তের প্রতিজ্ঞা—এই প্রতিজ্ঞান কথা তিনি স্কালে 📆 🛴 মহাম**ন্ত্ৰী শ**কটালকে জানিয়ে দিয়েছেন। শকটালের মুখেতের দারুণ উংক্ঠার ছাপ পড়েছে তাই। **অবশ্য এ একশ' দিন শক্টা** মোটেই চুপ-চাপ মেরে ব'সে কাল কাটাননি। নিজে গিতে, কোখাও বা চর পাঠিতে সেনা-নামকদের সঙ্গে কথাৰট চালিয়েছেন—কৌশলে তাঁদের মনের ভাব জেনে তার পর নিজে প্রস্তাব জানিয়েছেন যে, ইঙ্গিড পেলে নিজের নিজের সেনান্-নিয়ে চক্রগুপ্তের পক্ষে আসতে হবে—রাজার বিরুদ্ধে লড়তে ছবে হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, প্রায় প্রর আনা সেনা-নায়করাই নক্ত উপর বিশেষ অসম্ভষ্ট ৷ মৌর্ব্য সেনাপতির ছেলে চক্রগুরে সির্হোক্ত বসাতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। নন্দর্গাচ্চদের সেনাবল ভ 뜢 নয়—আশী হাজার ঘোড়সভয়ার, হ'লাথ পারে হাটা সেনা, আট হাজার রথ আর ছয় হাজার হাতী। এই সেনার পরিমাণ **জান্তে পেরে** স্বয়ং সেকেন্দাৰ পৰ্যান্ত তক্ষশিলার পরে আর ভারতের ভিতৰ বিভে এণ্ডতে সাহস করেননি। তিনি আরও সৈতু সংগ্রহ না করে আরু ব্রম করতে ইতস্তত: করছিলেন। কাজেই দিখিক্রয়ী সেকেন্দার স্কার্থ গৈ<del>ক্তসংখ্যার কথা ভনে ভড়কে যান, সেই নন্দ</del> রাজাদের সেনার **প**ৰ খানা হাতে খাসা মানে কণ্ম ফতে আর কি!

ওদিকে চাণকা নিজেও কিছু ঘৃমিরে কাটাননি—এ জিন
মাস। কুম্মপ্রের উপবর্গ থেকে তাঁর বাল্যবদ্ধু ইন্দুর্শা চিম্বক্তর্থার
মুখে থবর পেরে বদ্ধুর কাছে এসে পড়তেই হই বদ্ধুতে কিল্
ঠিক করলেন বে, মেচ্ছরাজ পর্বভকে হাত করা দরকার
ইন্দুর্শা এক জাটো সন্ন্যাসীর (ক্ষপনকের) ছন্মবেশে চলে মেন্দের
পর্বভকের কাছে। পর্বভকের কাছে চাণকোর কথামত প্রভাবে
করলেন, বদি তিনি তাঁর পাহাড়ী মেচ্ছ দেনা দিয়ে চন্দ্রগুত্তকে সাহাদ্ধ
করেন, তা হ'লে জিত হ্বার পর চন্দ্রগুত্ত আদ্ধিক রাজ্য পর্বভক্তর্থক
দেবেন। ইন্দুর্শ্বাও ত্'দিন আগে ফিরে এসেছেন—পর্বভক্ত পাছে
প্'ড়ে বাজি হয়েছে—এই ধবর নিয়ে।

আল সকাল খেকেই চাণক্য ধ্যানত্ব। ইন্দ্ৰ্যা পূলাহোকে
ব্যস্ত । শ্ৰুটাল্ তথু ঘৰ-বাৰ ক্ৰছেন এদিকে সব ঠিক-ঠাক

আৰ্থন তথু চক্সগুপ্ত ফিবলে হয় ! সেকেন্দবের সাহাব্য মেলে—ভালই। আই মেলে—ভাতেও কভি নেই। তবে আজকের সন্ধার আগে তাঁর ক্লিয়া চাই—নইলে এত চেষ্টা সব পশু হবে। চাণক্য আবার ফিরে নাবেন তপান্তার !

বৈলা তৃতীয় প্রহর। ইন্দুর্শগা যাগ শেব করেছেন। চাণক্য ও

কীৰ খাওয়া শেব, হয়েছে। শকটাল্ খেতে বদেছিলেন, কিছ

কীৰক্ষায় প্রতে পারেননি। তার শুক্নো মুখ দেখে চাণক্য চাপা

কীনি হেদে বললেন—'মন্ত্রির! অত ভাবনা কেন ? চক্রগুপ্ত তৃ'

কৈনে মধ্যেই এসে পৌছে যাবে—এ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে

গাছি। তবে দেকেন্দরের সাহায্য সে পায়নি। তা না পাক, সে

ক্ষান্ত্রটা পথে দেশেব লোকের সহামুভ্তি পেরেছে—আর পেরেছে বছ

ক্ষান্তিক্ষতা—এই তু'টি লাভ তার হরেছে। এতেই তার সিংহাসনের

কিচ শক্ত হবে'।

শৃক্টাল, এই কথায় একটু উৎসাহ পেলেন। এমন সময় মনে
শুল খেন প্রে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—অতি অম্পষ্ট। প্রথমে
শ্লাম বোঝাই যায় না। কিছ চাণক্য ব'লে উঠলেন—'মদ্বিবর!
শ্লে আন্মন্তে—এ তার ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কোটিলাের কথনও ভূল
শ্রে লা —আপনি এগিয়ে দেখুন'।

শকটাল বাইরে বেরিয়ে দেখলেন—দূরে বেন অখারোহী নক্ষত্র
কাসে বোড়া ছুটিরে আসছে। প্রতিক্ষণে সে এগিরে আসতে লাগল।
কাষণেরে বখন তার চেহারা অস্পাই থেকে ক্রমশঃ স্পাই হয়ে উঠ,ল,
ক্রমন শকটাল দেখলেন—তাঁর পুরানো বন্ধুর ছোট ছেলেই বটে!
কাষ তিন মাস না থাওয়া না শোওয়ায় য়ড়-জল-রোদ্র আর পথের
শক্ষিত্রমে যেন আধথানা রোগা হয়ে গেছে চক্রপ্তপ্তঃ। তবু সেই বটে!
কাষ্পাই দিন পার হতে দেয়নি—বথাসময়ে ঠিক এসে পড়েছে! হাত
কাষ্ক্ করে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—'হে জগদীখর!
কাষার ইছাই পূর্ণ হোক!'

চন্দ্রগুপ্ত বর্ধন মঞ্জিবরের সাম্নে এসে ঘোড়াটাকে দাঁড় করালেন, ক্ষিত্র লাক্তণ পরিশ্রমে ঘোড়াটা কাঁপছিল ধর ধর ক'রে—মুখে 🗱 ছিল কেনার গাঁজলা—সারা গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ঘামের ধারা। **চন্দ্রগুপ্ত**ও বেমে নেয়ে উঠেছিলেন—গারের কাপড়-চোপড় সব ভি<del>জে</del> শিরেছিল শ্রমজনে, মুখ্থানা হয়ে উঠেছিল লাল। সজোরে নীচের 💋টে কাম্ডে ধ'রে যোড়া ছুটিয়েছিলেন, তাই ঠোঁটটা কেটে গিয়ে **শ্বৰছিল র**ক্ত। তবু সে-দিকে তাঁর ভ্ৰক্ষেপ ছিল না। ঘোড়াটা 付 বড় আদরের—সে থর পর কাঁপছে দেখে চব্রুগুপ্ত তড়াকৃ ক'রে লাকিরে পড়লেন মাটিতে। তার পর ঘোড়ার মুখের লাগাম ধ'রে **ভাকে হাল্কা কদমে এদিক্-ওদিক্ চালাতে লাগলেন। তিনি** আন্তেন—থ্ব লম্বা পথ সজোবে ছুটে আসবার পর প্রান্ত ঘোড়াকে 🌉 হঠাৎ বাস টেনে থামিরে দেওয়া যায়, তা হ'লে ঘোড়া 🛚 উত্তেজনার আখার হঠাৎ থেমে গেলে উত্তেজনা সহ করতে পারে না—মাটিতে 🎮 ভৈ দম কেটে মরে যায়। তাই তথনও ভাকে আনজে আজে ক্লাভে দেওয়া দরকার—তাতে দম বেরিয়ে মরবার সম্ভাবনা থাকে লো। ভাই ভিনি দশ-বিশ কদম যোড়াকে আন্তে আন্তে চালিবে ক্লিজের চাদর দিয়ে তার গাবের ঘাম মৃছিরে দিলেন—ঘোড়াটা তথন ক্ষিব হ'বে গাড়াল! চন্দ্রগুপ্ত এবার নিজের গা-মূখ মূছে শকটাল্কে ৰুল্লেন—'আপনাৰ চাৰুরদের বপুন, যোড়াটাকে আপে একটু ররেছি।'

फ्लार्ड-मलार्ड करत किছू पाम-सन पिक। धरेबात हलून-चाहार्व प्रवरक क्षेत्राम कति।

শকটাল্ উৎক্তিত হ'রে প্রশ্ন করলেন—'সব মঙ্গল ত সেকেন্দবের সঙ্গে দেখা হ'ল' !

চন্দ্রগুরে মুখে সান হাসি—'হাঁ, দেখা হ'ল বটে! তবে কোন কাজ হ'ল না! উল্টে তাঁর কাছে গিয়ে খুবই বিপদে পড়েছিলুন। দৈবের কুপায় – আচার্য্যের আনীর্কাদে আর আপনাদের ভভেজ্যুর কোন রক্ষে সে বিপদ্থেকে উদ্ধার পেয়ে এসেছি'!

भक्षेत्—'कि ब्रक्स ? कि ब्रक्स ?

চন্দ্রগুর- চলুন, যাই আচাধ্যদেবের কাছে- তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁওই সামনে সব কথা খুলে বলব'।

শক্টাল হাত ধ'রে চন্দ্রগুতের নিয়ে চ্কলেন বাড়ীর ভিতর। তথন পশ্চিম আকাশে স্থ্য লাল ২'য়ে উঠেছেন—অন্ত বেতে আর আধ দণ্ডও দেরী নেই।

চক্রগুপ্ত ভিতরে গিয়ে প্রথমে প্রীবিফুগুপ্তরেক প্রণাম করলেন।
চরণ স্পান করে। তার পর ইন্দুশ্মাকেও ঐ ভাবেই প্রণাম করলেন।
শেবে শকটালের পায়ে তিনি হাত দিতে যাঙ্গেন—শকটাল
তাড়াভাড়ি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাই দেবে চাণকা তার
চির-পরিচিত হর্বোধ্য হাসি হেসে বল্লেন—মন্ত্রিবর। বুষল ভাবী
রাজা বটে। তবু তোমার ত ছেলের মত। ওকে তোমার পা
ছুঁতে দাও—কোন অসম্মান হবে না তাতে। এর পর চক্রগুপ্ত আর
বারণ তন্লেন না—শকটালেরও পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

সকলে স্থির হ'য়ে বস্তে চাণকা বল্লেন—'বৃষদ। তোমার সক্ষে সেকেন্দরের দেখা হ'লেও যে কোন ফল হবে না—তা আমি জানতুম। তবু কি ভাবে তোমার চেঠা বার্থ হ'ল—সব থুলে বল —আমরা সকলেই ওন্তে ব্যাকুল হয়েছি'।

চাপক্যের কথায় চক্রগুপ্ত হলেন অবাক্। ধীরে ধীরে বল্লেন
— 'আমি বে বিষপ হয়েছি এ কথা আপনি জানলেন কি ক'বে?
আমি ত তথু মন্ত্রিবরকে বলেছি—কিন্তু তিনি ত আমার সঙ্গেই
রয়েছেন—আপনাকে ত আমরা কেউ এখনও কিছুই নিবেদন করিনি,
তবে আপনি জান্লেন কি করে? আপনি কি সব্বক্ত'?

চাণক্যের মূথে দেই অম্পান্ত হাসি— ব্রবল ! ঘরে ঢোক্বার সময় ভোমার আবে মঞ্জিবরের মূথ দেথে অনুমান করা শক্ত ছিল না বে ভোমার কান্ধ সফল হয়নি ! কিন্তু তাও ঠিক নয় । আমি আগেট ব্ঝেছিলুম—ভোমার চেষ্টা ব্যথ হবে । মঞ্জিবরকে তা জানিয়েছিলুম ভোমার আগ্বার আগে । না, মঞ্জিবর ?

भक्छे। न् दंहे पूर्य वन्त्वन—'श्रञ् मर्द्रकः' !

চাণকা হাদিমুখে উত্তর দিগেন—'সর্বজ্ঞ আমি নই! তবে আমার বন্ধুবর ইন্দুশগ্নার কাছে কিছু কিছু জ্যোতিষ শিথেছি এ ক্য মাস। তাঁরই সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের রাশিচক আলোচনা ক'রে বুঝেছিলুম —সেকেন্দরের সঙ্গে সাক্ষাং চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে শুভ হবে না'!

চন্দ্রগুপ্ত — 'প্রভৃ! আপুনার ও আপুনার বন্ধুর গণনা অতি অন্ত্তুত : সেকেন্দরের সঙ্গে দেখা আমার পক্ষে কেবল ব্যর্থ নিয় — অক্তভই হয়েছিল'।

চাণক্য 'এইবার বল সেই কাহিনী—আমরা 'উন্গ্রীব হ'<sup>রে</sup> চেছি।' তথন চন্দ্রগুত্ত বাল্তে ক্ষম করলেন । মানবানে ব'সে চালক্য
— তাঁর ভাইনে ইন্দুশ্মা, বাঁরে শকটাল্—সামনে লোড্হাতে হাটু
গেড়ে ব'সে চন্দ্রগুত্ত।

'আমি যথন গিয়ে হাজির হলাম তক্ষশিলায় ভার কয়েক দিন আগেই বার রাজা পুরু দেহবক্ষা করেছেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগা পাইনি—তন্দুম, তাঁর শেষ কাজ হয়ে যাবার পরই সেকেন্দর সদল-বলে ভারত-সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেছেন। ভাবলুম, তিনি মাত্র পাঁচ দিনের পথ এগিয়েছেন —নানা লটবছর নিয়ে—আমি একা—ছ'দিনে তাঁকে ধ'রে ফেল্ব। ঘোডা ছুটিয়ে দিলুম সেই ছুর্গম পাহাড়ে পথে। তিন দিনের দিন স্কালে নজর পড়ল ব্বন-সেনার শিবির। এগিয়ে গেলুম। শিবিবের পাহারা সেনারা এগিয়ে এল—'কে তুমি'—ভাষা বুঝলুম না, তবু প্রস্তার ধরণ দেখে বৃষলুম তারা আমার পরিচয় চায়। আমি ত ভাষা বুঝি না-ইসারায় বুকে হাত দিয়ে মাথা নীচু ক'রে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি বন্ধু-শত্ৰু নই-আশ্ৰম্ব চাই। তবু আমি বন্ধী হলুম পাহাবাদের কাছে—ভারা নিয়ে গেল ভাদের কর্তার কাছে। ভনলুম-ইনিই যবনদের সেনাপতি-নাম তাঁর সেলুকাস নিকেটর। লোকটিকে দেখে মনে হ'ল—অসম্ভব ধূর্ত্ত—আর ক্রুর প্রকৃতিক— ভারতের উপর যেন তাব জাত-ক্রোধ। **আমি মাথা নীচু ক'রে** সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'আমাকৈ বন্দী করা হ'ল কোন্ অপবাদে' ় দেনাপতির কাছে দোভাষী এক জন ভারতীয় ছিল; ग लाकि वृत्रिया निन—न,कान ba मल्लाह **कामारक वन्नी करा** হয়েছে। আমি হেসে শিক্তাসা করলুম—'আমি যদিই চর হই, তবুত আমি একা-সঙ্গে ছোট একথানা তরোয়'ল ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। তবু আমাকে এত ভয় কেন'? তথন সেনাপতি যেন এবটু লক্ষ্যা পেয়ে আমার হাতের বাধন থুলে দিতে আদেশ করলেন। তাঁর প্রশা হ'ল—'ব্যামি কে ? কি চাই' ? আমি উত্তর দিলুম— 'আমি ভারত স্ফ্রাটু মহাপল্ল নন্দের প্রধান সেনাপ্তির ছোট ছেলে চন্দ্রগুত্ত। দিখিত্যা সেকেন্দরের সাহায্য চাই'। যবন বেটাদের ত জিবেৰ আড় ভাডেনি কি না! বেটাৰা চন্দ্ৰগুত্ত কথাটাই উচ্চাৰণ কৰতে পারলে না – দেলুকাস অনেক কষ্টে বল্লেন – 'আও াকোটাস্'! আমি ত অনেক কণ্টে হাদি চাপলুম। তপুৰে খাওয়া-দাওয়ার পর —মংশ্য আমাকে খেতে দিয়েছিল ভাল জিনিব—ত্ব<del>ধ জল—মাংস—</del> আমাকে দেলুকাস নিয়ে হাজির করলেন সেকেন্দরের সাম্নে। দিখিছ্যী সেকেন্দর! বয়সে বোধ হয় আমার সমান-কি কিছু ছো<sup>ট্ট</sup> চবেন। কিন্তু বিধাতার দেওয়া অদৃশ্য রাজতিলক কপালে ফল ফল করছে—যার চোথ আছে দেই দেখ্তে পাবে! **আমার** চেয়ে মাথায় গোধ হয় আধ হাত উ<sup>\*</sup>চু—আর শরীরের বাঁধুনী অপরূপ। মনে ১য় ষেন দেব-সেনাপতি স্বৰ্গ থেকে মৰ্ছে নেমে এসে যবন-বেশ ধরেছেন! তার ওপর সে কি আকাশ-পশী দক্ত! মাথা এমন ভাবে

উ চু করে আছেন, বেন স্বাধ্য গিয়ে মাথাটা ঐক্ছে! অত সুক্ষর মু রক্ষতার আর অভয়ারে বিকৃত। দোভাষী থাছে ছিল। করলেন—'কে তুমি ? কি চাই' ? আমি ধীরে ধীরে আমা পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে আমার ছর্ভাগ্যের কথা বললুম। ভার প্ আমার প্রার্থনার কথাও নিবেদন করলুম। সে উপ্রমূপে করা। হাসি ফুটে উঠ, म। বললেন সেকেন্দর—'বালক'। 'বালক' কথাট জনে গা ষেন অলে গেল—একবার নড়ে-চ'ড়ে ভরোয়ালে হাভ দিয়ে গেলুম-দেখলুম ৰাজপাথীর মত দেলুকাদের দৃষ্টি আমার দিনে নিবছ। অথচ সেকেন্দরের ভ্রাক্ষেপও ছিল না এ সব ! দকে। তথ্য সাম্লে নিলুম। সেকেন্দর ব'লে চল্লেন—'বালক'! ভোমার স্প্র **७ कम नय । ভाরত-সমাট্ নন্দরাজদের গৈক্তবলের কথা ও**ट দিখিজয়ী সেকেন্দর পর্যান্ত এবার ভারত আক্রমণ করতে চাইছে না-আরও বেশী প্রস্তুত না হ'বে—আরও সেনা যোগাড় না করে সেকেশ্রু এ কাবে হাত দেবে না। আর তুমি অসহায় বালক—মেই নৰ বাঞ্চাদের সঙ্গে লড়্বে! আর যদি লড়ভেই চাও ভ আমান সাহায্য-ভিক্ষা চাইতে এসেছ কেন ? বিদেশীর ভিক্ষা দেওৱা সাহাব্যে তুমি ভারতের সমাট্ হবে—ভোমার দক্তা করে না এ কথা ভাবতে। যদি সভিয় রাষ্ট্রপতি হ'তে চাও—নিচ্ছের চেষ্টার <del>হঙ্</del> বিদেশীর সাহাষ্য চেও না'। আমি মাথা নীচু ক'রে বললুম= 'সেকেন্দরের শিক্ষা মাধা পেতে নিজুম'। তগন দাস্থিক সেকে<del>ন্দ্র</del> ব'লে উঠ্লেন-'কিন্তু মনে রেখো, যদি তুমি নলরাজাদের হারিছে ভারতের সিংহাসন পাও, তা'হলেও বেশী দিন তা ভোগ করতে হুৱে না-কারণ, শীগ্গির আমি ফিরে আস্ছি-ভারত হুয় করতে ৷ আমিও তথন সদত্তে উত্তর দিলুম—'দিখিজয়ী সেকেন্দর! আপনিশ্রু বদি আসেন, তখন দেখ বেন যে আপনার দিখিজয়ী নামের পৌরন রক্ষাকরাঅনয়ত্তব হ'য়ে উঠেছে। কারণ, আমার ওক্দেব বিযুক্ গুপ্তের কুপা থাক্লে এধারে নন্দরাজারা ও ওধারে সেকেন্দর—ু ত্ৰ'ধাবই আমি সাম্লাতে পাবব'।

আমার উদ্ধৃত উত্তর ওনে সেকেন্দর প্রথমটা থ্ডমত থেকে কিন্তাসা করলেন—'এমন অলোকিক শক্তি বদি ভোমার উদ্ধৃর—ভুক্তে তার সাহায্য না নিয়ে আমার সাহায্যের জন্মে ছুটে এলে কেন-সামা ভারত ডিলিয়ে?' আমিও উত্তর দিলুম—'ওফর আদেশে আগনাম বল পরীক্ষা করতে এসেছিলুম'। সেকেন্দর তথন সন্তীর হ'রে কিন্তাসা করলেন—'পরীক্ষায় কি বুঝলে?' আমি বল্লুম—'বুঝলুম—দিঘিজয়ী সেকেন্দর তথ্ নামেই—কায়ে নয়—তক্ষশিলার ছোট জমিদার পৃক্ষর কাছেই যে ধান্ধা থায়, তার কশ্ম নর ভারত জয় করা! নন্দরাজাদের যে ভয় করে—ভার সাহায্য না নেওয়াই ভাল'।

সেকেন্দর গর্জ্জে উঠ্ছেন—'কি! এত স্পদ্ধি আ বালকের। একে স্বান্ধ বন্দী বাধ। কাল এব বিচার হবে'। আন হোল, ভগবান বে-মানুবের উপর একবার বেঁকে বসেছেন
আর তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। গ্রীমের স্বক্তে
ইত্তরার কথা তা হোল না। মেঘহীন নীল প্রথবতার সারা
কাশ দিনের পর দিন উগ্র হরে উঠতে থাকে। তাপ-দার মাটির
ইত্তর হর না। স্কাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত এক-ফালি মেঘও দেখা
কান, আকাশের নিদ্যুতার রাতের আকাশে তারাগুলি হাসে।

্ত্ৰাভ মরিয়া হরে লাকল দেয় মাঠে। জমি ভকিয়ে ওঠে—চিড় ভুলাত-সেধানে। বসজের আগমনে গমের বীক থেকে বে

পুৰু অকুরের দল উদ্বত মাথা **তিৰ্ব ধরেছি**ল আকাশের দিকে 📺 ৰখন দেখলে মাটি বা আকাশ শ্বী থেকেও আর আশা विश्व किंदू तहे, ७४न **ীয়াও বা**ড়া বন্ধ করে मा। अथम किए पिन ৰোদে ভারা থমকে ল, ভার পর ভাদের রঙ ঝল্সে হল **ভাল, শে**বে <del>ও</del>কিয়ে ভারা ৰিনা খড়ে পরিণত জীৰা যে ধান-কেতে জাত বীক বুনেছিল সে সামি বেন পাখরের টুক্-বৈশ্ব মত হবে উঠল। क्रिक्ड जामा क्रिक्ड मिरह লৈ বাকে করে জলের পর নিবে যার ধানের ক্ষেত্ৰ দিকে। কাঁধের পাঁজ পড়ে বায়

্ৰাট, বাটির মত বড় বড় ফোস্কা পড়ে ভবু বুটির সংকেত আসে না!

কৰেশেৰে জল ত কিয়ে পুকুৰেও কাদা
কৰ্মা দেৱ। এমন কি, কুৱাৰ জলও এত
ক্ষীচে নামে যে ওলান এক দিন বলতে
ক্ষাত্ত হৰ মান্তিৰ জল গাৱম জল
ক্ষাত্ত হৰ তা হলে গাছেৰ গোড়াৰ জল
ক্ষাত্ৰীৰ ক্ষাত্ত হৰে।

গুরাও উক জবাব দের বটে কিন্তু সেজবাব শোনার ঠিক বার্টির ব্যাত । বিলি ফদল তকিরে মরে দবাই তকিরে মরবে। মাটিই — শোমাদের জীবন।

ক্ষেত্ৰ নগৰ প্ৰাচীরের নালার ধারের জমিতেই এবার বা'
ক্ষেত্র প্রাচ এবং তাও বিনা বৃষ্টিতে প্রীম্ম কেটে বাওরার। ওরাঙ
ক্ষেত্র সকল জমির জালা ছেড়ে দিয়ে এই একটি মাত্র জমিতে সারা দিন
কাজ করে। নালা থেকে জল তুলে তৃঞ্চার্ত মাঠে ঢেলে দেয়।
কিই বছরই সে প্রথম মাঠ থেকে শশু তোলার সলে সঙ্গে বিক্রী করে
বিলা। স্বপার মুক্রা হাতেল মুঠোর চেলে করে করু শর্মার। মনে

করেছি করবই! তরাজের দেহ ভেমে পত্তেছে, এক মুঠো মুলার হ সে মাধার খাম পারে ফেলেছে। বা ইচ্ছা হ'বে তাই সে কর এই টাকা নিরে। ক্রত সে হোরাভ প্রাসাদে সিরে জমির দালার সঙ্গো কাকাৎ ক'রে বিনা ভূমিকার বলে— নালার ধারে আমার জা গাবে-লাগা জমিটুকুও কিনতে চাই। ওরাভ এখানে-ওবানে কা বুঁসা তনেছিল বে, এ বছর হোরাভ প্রাসাদেও দারিল্রা কর ছারা বিভাব করেছে। বুড়ীমা বহু দিন তার বহাদ আহি পাননি। নেশার তাড়নার তিনি কুছা বাহিনীর মত প্রতিদ্বি

কমির দালালকে অভিসম্পাত করেন-হাত-পাথা দিয়ে তার মুখে আঘাত ক গর্জে ওঠেন—'আর কি এক টুকরে

জমি নেই ?' তনে দালা ছটে পালায়।

কর্ম চারীটি আন্ধ-কাল দালালীর টাকাও রাথে ন নিজের জঞ্চে। এত বিপর্যন্ত হরেছে সে। তাও সব নয়। বড় কন্তা আবার একটি রক্ষিতা গ্রহণ করেছেন। বৌবনে বে দাসীকে তিনি উপভোগ করেন এবং প্রারোজন ফুরিরে যাওয়ার্ম্মণকে এক জন বাড়ীর চাকরের সঙ্গে বিয়ে ছিয়ে দিয়েছেন তারই মেয়েকে তখন তিনি গ্রহণ করেছেন। মেয়েটির বয়দ বোলার বেশী হ'বে না কর্তা যতই জনুখনু হয়ে

পড়েন, বতই মেদবহুল অকর্মণ্য হয়ে উঠছেন, ততই তাঁর কামনাও উদগ্র হরে উঠছে দিন । কাম-পিপাসার আর বেন শেব নেই তাঁর। কিশোরী বা শিশু কিছুতেই বাধ বিচার আর নেই। বুড়ীমা'র আফিমেনার মতই তার কাম-লোলুপতা। তামেকেউ বোঝাতে পারবে না বে প্রিয়তোবিণীদেশ কর্শান্তরপ বা চাক্ষ হস্তের অর্থবসরের অধ নেই আর। সারা জীবন বে হাত বাড়িয়েনে

পার মৃঠি মৃঠি ভ'রে নিরেছে, টাকা নেই' এ কথা তার মন মানে না।

স্কুদে কর্জারা বখন দেখতে পেল বাপ-মা'র এই অবস্থা তথ্য
ভারাও জীবনকে পূর্ণমাত্রার উপভোগ করার নেশায় মেতে উঠল
অনেক বৈষ্ম্যের মধ্যে একটি কাজে ভাদের মধ্যে পূর্ণ একভা দেশ
বেত—দে ম্যানেজারকে জমিদারী পরিচালনার বিশৃংখলতার জঃ
ভিরন্ধার করার সময়। নারেবটি আগে ছিল নধর, মেদবছল
আবেলী—এখন হরেছে সম্ভুল, ঝরে যাওয়া। শ্রীরের মেদ জী
পোবাকের মৃতই বৃশুছে ধেন শ্রীরে।

হোৱাত পরিবারের অমিলারীতেও এক কোঁটা 🙀 পাঠালেন ন



चक्रुवामक---

নিষ সেন্তথ ও

বৈত্যমার ভারতী 🛬

স্থানির দেবতা। কালেই ক্সল হরনি সেধানেও। তাই ওরাও যথন এসে নারেবকে জানাল, 'আমার কাছে টাকা আছে।' ক্ল্বার্ড নারেব বেন গুনল—'ধাবার আছে আমার কাছে।'

নাবের ছেঁ। মেরে নিল টাকাটা। এ-রকম ক্ষেত্রে আগো বেখানে চলত চা পান এবন দেখানে ছ'লনের মধ্যে কী বেন অধীর কানাকানি হোল। সমস্ত বক্তব্য শেষ করতে বেটুকু সময় লেগেছে তার চেয়েও তাড়াভাড়ি টাকাটা হাত বদল হয়ে চলে গেল আর এক হাতে। কাগজে সই-সাব্ত শিলমোহর হোল। অমি চলে এলো ধ্যাতের দখলে।

বে-টাকা ওর রক্ত-মাংসের সামিল তা দিয়ে দিতে কট হ'ল না ওয়াছের। ঐ টাকা দিয়ে সে এত দিনের চাওয়াকে মুঠোর মধ্যে পেল। বিস্তৃত উর্বরা ক্ষমির মালিকানা তার। এ জমি তার পুরাতন জমির বিভূণ। শুধু উর্বরতার চেয়েও বড় হ'ল এই সত্য যে, এই জমি এক দিন একটি বনেদী পরিবারের খাস-দখলে ছিল। এবার কাউকেই কিছু জানায়নি ওয়াঙ—এমন কি তার বৌকেও নয়।

মাদেব পর মাদ কেটে বায়—বৃষ্টি আর নামে না। শরতের মুথে আকাশের কোণে কোণে ছোট ছোট অনিচ্চৃক হালকা মেঘের আনাগোনা স্কুক্ত হয়। গ্রামের পথে পথে দেখা যার উদ্বিয় চোথ জল্য লোকের জটলা! আকাশের দিকে মুথ তুলে তারা মেঘের প্রকৃতি বিচার করে—কোন্গুলি জল্ভর! মেঘ তাই নিরে চলে গভীর আলোচনা। কিছু আশা-সংগারী প্রচুর মেঘ জ্মার আগেই উত্তর-পশ্চিম দিক্ থেকে একটা দমকা হাওয়া ছোঁ মেরে আসে। স্বদ্র মক্তৃমির উষর হাওয়া আকাশ-আভিনীর ধূলা যেন ঝাটে দিয়ে কেলে দেয়। বদ্যা আকাশে শৃত্যতা আবার হা-হা করে। মহিমায় নিঃসঙ্গ স্থলেবের বিজয়বাত্রী চলে উদ্বহান্ত। আর রাত্রির আকাশের স্বচ্ছ ভূমিকায় চাদ অলে ঘিতীয় স্থাহের মত।

ভ্যাঙ এবার তার মাঠ থেকে শক্ত মটরের সামান্ত ফঙ্গল পেল। বানের জমি যথন হলুদ হরে গেল, উদ্গত চারাগুলি তুলে জলাক্ষমিতে কইবার আগেই সব মবে গেল—তথন সে হতাশার এই সব শাস্তাশীর্যগুলি নিয়ে এল ঘরে। মাড়াইয়ের সময় একটি দানাও নাই হ'তে দিল না। মাড়াইয়ের পর ছোট ছেলে ছ'টোকে কচি কচি আছুল দিয়ে ধূলা ছেঁকে ছেঁকে পছে থাকা কলাই সংগ্রহ করতে লাগিয়ে দিল সে। স্বামিন্দ্রী মিলে মাঝের ঘরের মেঝেতে থোসাছাডায়—ছড়িয়ে-পড়া প্রতিটি কলাইয়ের উপর তীক্ষ নজর রাথে। সে যথন থোসাগুলি আলানির জন্ম সরিয়ে রাথে তার বৌ বলে তাকে—'না, না' পুড়িয়ে নাই করো না ডওলো। মনে আছে, ছোটবেলায় সানটায়ের এমনি এক বছর আমবা থোসা ভুড়িয়ে থেয়েছিলাম। ঘাসের চেয়ে সে চেয় ভাল।'

ওলানের কথার সবাই কেমন চুপ হয়ে বার—এমন কি শিন্তরাও।
আজকের এই ঝকথকে দিনে যখন মাটা থেকেও কোন আখাস
পাওরা বায় না, মনে কেমন ছুর্যোগের আভংক ঘনিয়ে আসে।
কেবল কচি মেয়েটারই ভয় নেই! তার থোরাক আছে মায়ের বুকে।
ভলান তাকে মাই দিভে দিভে বিড় বিড় করে বলে—'অভাগী,
বিড্কণ আছে যত পার টেনে নাও।'

বেন আর ভবের বথেষ্ট কারণ নেই—ওলান আবার সন্তানসভবা

হয়। বুকের ছব তকিয়ে বার। শংকাগ্রন্থ রব ক্ষার্ভ লিওর কল্পে ভবে ওঠে।

শরতে কি করে থাবার জুটল প্রশ্ন করলে ওয়াও ব<del>লতে।</del> 'জানিনে। এথান সেথান থেকে কিছু মিলেছিল তাই।'

কিছ এ কথা তাকে কেউ জিজাসা করবার নেই। সারা প্রাচ্চ কেউ কাউকে জিজাসা করে না—'কেমন করে পেট চল্ছে;' কেইন নিজের কথা ছাড়া কেউ কিছু বলে না—'আজ কি থাব ?' আনু বাপ মারেরা বলে—'কেমন করে চলবে আমাদের ? ছেলেমেরেছ কি থাবে ?'

ভয়াত যত দিন পেরেছে তার বলদটাকে খাইরেছে। যত দিন ছিল পভটাকে দিয়েছে খড়ের টুকরো, মুটো মুঠো মটর-ভগা। তার পর পাছের পাতা সংগ্রহ করে এনেও খাইরেছে তাকে। তার পর পীছ একা। গাছের। রিজ হোল! একে ত বাজ বুনলে সে বাজ ওকিছে মরে যায়—তা' ভিন্ন যা' কিছু বাজের পুঁজি ছিল ইতিমধ্যেই তা' তারা খেয়ে ফেলেছে। স্বতরাং বলদটাকে ছেড়ে দিতে হয় নিজের মন্দেচরতে। বড় ছেলেটা বলদের পিঠে বসে খাকে সারা দিন নাকেছে দড়ি ধরে—যাতে কেউ না তাকে চুরী করে নিয়ে পালাতে পারে ছ কিছু পরে এও করতে তার ভর হোত। কারণ গ্রামবাসীরা—হব্বছ তার পড়শীরাই—ছেলেটাকে হটিয়ে বলদটাকে কেড়ে নিয়ে মাটের জন্ত মেরে ফেলতে পারে। কাজেই ওয়াত বলদটাকে উঠানেই কিছু রাখে—না খেরে-থেরে পভটা কংকালসার হয়ে বার।

কিছ এমন দিনও আসে বখন ঘরে একটি দানাও চাল থাকে নালী একটি দানাও গম না। তথু করেকটা মটরদানা আর স্বরুপার্কিটি অন্ত শতা। বলদটা কুধার আত নাদ করে। বৃদ্ধ এক দিন বলেক্টা এক দিন বলদটাকে মেরে খাব।

ওয়াঙ বেন শোনে বাবা বলছেন— 'এর পর মামুষ খাব।'

এ বলদটি ওর মাঠের সঙ্গী। এত দিন রোজ পশুটার পিছু পিছু সে গিয়েছে মাঠে। মেজাজ মত সে গাল দিয়েছে, আদর করেই তাকে। নিজের ছেলেবেলা থেকে তাকে দেখেছে, বাবা যথন বাছুই কিনে এনেছিলেন তখন খেকে।

— বলদটাকে যে খাবে মাঠে লাঙ্গল দেবে কি করে শুনি ?

কিন্তু বৃদ্ধ শাস্ত কঠেই উত্তর দেয়। 'তোমার বাঁচা আর প**ভটার** বাঁচা—তোমার ছেলের বাঁচা আর জন্তুটার বাঁচা। মাঠের কাজের **লভে** জন্তু কিনতে পারবে কিন্তু পারবে নাভো।'

কিছ ওয়াও দে-দিনই পশুটাকে মারতে দিল না। পরের দিনও কৈটে গেল—ভার পরের দিনও। ক্ষিদের আলায় ছেলেরা অধীর কান্না জুড়ে দেয়—কোন সাঝনাই মানে না। শিশুদের জরে বা কাতর চোথ তুলে ভাকায় স্বামীর দিকে। ওয়াও বুঝতে পারে—আর রোখা যাবে না। ক্ষক কঠে সে বলে, বেশ মেরেই কেল। আমি মারতে পারব না—'

নিজের ঘরে গিয়ে ওয়াও মাথায় লেপ মুড়ি দিয়ে ভারে পাছে। পশুটার মরণ আর্ডনাদ ভনতে চায়-না সে।

ওলানই উঠে এল। রালাখরে রাখা বড় লোহার ছুরীটালে পশুটার গলার জোরে বলিবে দিয়ে মেরে ফেলল তাকে। একটা পাত্রে সমস্ত রক্ত ধরে রেখে দিল মণ্ড করে থাবে বলে আর মৃত্ত দেহটাকে ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেলল। বতক্ষশ না ক্ষা কাভ শেষ হয়ে বাঁগা মাংস ওলান টেবিলের উপর রাখল ভাজন ওয়াত উঠলই না। খেতে বসে বলদের বক্ত মুখে তুলতেই ক্ষাত বেন বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে মনে হোল—এক টুলবোও প্রাটে নামাতে পারলো না ওয়াত। তথু একটু ঝোল খেলোসে। স্থামীকে তথন বললে ওলান—'ওটা জন্ত বই ত কিছু নয়। আর ক্ষাত হয়ে পড়েছিল। খেয়ে নাও। আবার একটা নতুন ভাজার কিনব। এটার চেয়েও ভাল।'

এ-কথা শুনে ওয়াও একটু সান্ত্রা পায়। এক এক গ্রাস করে
খানিকটা খার। বাকী সকলেও খার। ছার পর এক দিন বলাদর
মাসেও খাওয়। হয়ে যায়। শেষে মজ্জার ভক্ত অস্থিতলোও ভাঁডিয়ে
কেলা হয়। ছাও শেষ হয়; ছয়ু কঠিন চামড়াটা ছাড়া আর
কোন কিছুই থাকে না বলদটিব। একটা বাশের ওপর ওলান
্ত্রামন্ডাটাকে টান চান করে টাভিয়ে রাখে।

শ্রথম প্রথম ধ্যাতের বিক্লপ্ত গ্রামের মধ্যে একটা আরোশ
স্থিত হয়েছিল। সবার ধারণা ধ্রাতের ঘরে টাকা আর থাবার
স্কুলানা আছে। তার অভ্নুক্ত থ্ডোই প্রথমে তার হয়ারে এসে
খাবারের জন্ম অভ্নুনর করতে লাগল। সন্ত্যি থুড়ো-থুড়ী আর
ভাদের সাভ ছেলে-মেয়েদের জন্ম ঘরেতে কিছুই নেই। অনিচ্ছাসক্ষেও প্রাত্ত কাকার জামাতে মাপা কিছু মটর দিল আর দিল
ক্রিক মুঠো বহু মৃল্য চালের দানা। তার পর কঠিন হয়ে বলল—
ক্রিক শেব। ছেলে-মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলেও আমাকে প্রথমে
সুজ্য বাপকে দেখতে হবে।

পুড়ো আবার এলে ওরাত বললে তাকে—'ভধু বাপ-মায়ের জালবাসায় আমার ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও ফিনে মিটছে না।' এই জাল লে শুক্ত হাতে ফিরিয়ে দিল কাকাকে।

সেই দিন থেকে তার কাকা তাড়িয়ে-দেওয়া কুকুরের মত তার

বিক্রমতা শুরু করেছে। সারা গাঁছে ঘূরে ঘূরে সে বলে বেড়ায়—

শৈষাৰ ভাইপোর ঘরে টাকা আছে, খাবার আছে কিন্তু সে

শিলুতেই দেবে না আমাদের। এমন কি আমাকেও না—আমার

কেলে-মেয়েদেরও না। ওদের সঙ্গে ত রভের সম্বন্ধ আছে।

শক্ষিয়ে মরা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই।

প্রামের খবে খবে বতই শশু-সঞ্চয় ফুরিয়ে আসতে লাগল, সহরের
শৃষ্টপ্রার বাজারে শেষ কপদ কও পর্যস্ত খরচ হয়ে গেল আর বধন
ইম্পান্তের ছুরীর মত ধারাল, গুরু শীতের উত্বে হাওয়া তেড়ে আসতে
লাগল মকপ্রান্তর থেকে তথন গ্রামবাসীরা নিজেদের পেটের আলার
আর কক্ষনমান শিশুদের কুধার বন্ধণায় হারিয়ে ফেলতে লাগল বিবেকবৃদ্ধি। এমনি সময় বধন শীর্ণ কুক্রের মত অস্থিলার ওয়ান্তের কাকা
শিক্তে কাপতে কাপতে গ্রামময় ঘরে ঘরে বলে বেড়াতে লাগল—'এক
অনের ধরে থাবার আছে। এক জন আছে যার ছেলেমেয়েরা আজ
বেশ মোটাসোটা'—তথন এক দিন রাত্রে গ্রামবাসীরা লাঠি হাজে
ভরাত্তের ঘারে এসে হানা দিল! লাঠির আঘাত ভনে ওয়াত্ত দরজা
বৃশতেই গ্রামবাসীরা বাঁপিয়ে পড়ল. তার উপর—টান মেরে বাইয়ে
বের করে দিল তাকে আর তার আতংকিত ছেলেমেয়েদের। তার পর
ভারা প্রত্যেক আনাচ-কানাচ আভিপাতি করে উপ্টেল্পান্টে দেখতে
লাগল কোথার থাবার লুকিয়ে রেথেছে মন্তুত্লার। করেনটা শুক্রে।

মটর-দানা আর এক বাটির মত তকুনো ধানের দহিত্র সঞ্চয় শে তাল নিরাশায় আত্নাদ করে উঠল। তথন তার ৫১৫ আস্বাব, টেবিল, বেঞ্চ, বিছানা সূব টেনে বার করতে লাগল ! : वाश एख कार्महालय छात्र। एलाय छात्रव प्राप्त र मिल । शुक्रशामत कालाहरू क हाशिय एकावित न्याहे वर्श राह লাগল। সে চীংকার করে বলল—ভি-সবে হাত দিও না। সে স এখনও আসেনি'। এখনও আমাদের ঘর থেকে বিছানা টেবিল বে নেবার সময় হয়নি'। আমাদের থাবার যা' ছিল সব নিং তোমবা। কিছ কই ভোমাদের নিজের ঘরের টেবিল বেঞ্চ কেউ এখনও বিক্রী করনি'। আমাদের হুলোরেখে দাও। এং व्यामाप्तव अभाग व्यवसा । जामाप्तव क्रिया व्यामाप्तव अवि मे দানা বা ক্ষদকণাও বেশী নেই। বরং আমাদের চেয়ে ভোমাদের বে আছে। তোমরা আমাদের যা' ছিল সব নিয়েছ। এর বেশী কি যদি নাও ভগবান ভোমাদের মারবেন। এথন থেকে আমরা স্ব বের হব গাছের ছাল আর ঘাদের থোঁকে। ভোমগা ভোমা ছেলেমেয়েদের ভব্তে বের হবে। আরু আমরা আমাদের গুলোর হলে-আর যেটি আসছে এই তু:সময়ে পৃথিবীতে—'বলতে বলতে ওল পেট চেপে ধরে হাত দিয়ে। লোকগুলো তার সামনে লচ্ছিত হয়ে এ একে বাইরে চলে আসে। এরা ক্ষুধার্ড কিন্তু বদমাইস ভ নয়.

ভধু এক জন গেল না। নাম ভার চীং। বেঁটে, চুপঢাপহলদে দেখতে। প্রাচুর্বের দিনেও তাকে দেখায় বাঁদরের মত। জ্ব এখন কোটরগত উদ্বিল্ল চেহারা। সে হয়ত জ্বন্থাপ-মিশ্র কি বলত। কারণ সে লোক ভালই। কিন্তু ঘরে ক্রন্দনমান শিল্ত ভাকে এক্রান্ত কার্য করিয়েছে। ওর বুকের কাছে চুগীক এক মুঠো মটরদানা লুকানো আছে। এ কথা জানালে হয়ত ফেব দিতে হ'বে এই ভয়ে সে নি:শদে হতভাগ্য দৃষ্টিতে ওয়াত্তের দি কিছুক্রণ চেয়ে বের হয়ে গেল।

ভাঙ দীড়িয়ে থাকে উঠোনে, যেথানে বছরের পর বছর সে তা সোনার ফসল মাড়াই করেছে। বহু মাস এ উঠানে কাজ করেনি সে। বাপ আর ছেলেমেয়েদের থাওয়ানর কিছু নেই—বোকেই ব কি খাওয়াবে ? তথু বোরের জ্ঞাই নয়—বে আছে তার ভঠরে তাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাথতে হ'বে। গভাশারী যে মানব-শিত শোষবে মত মা'র রক্ত-মাংস থেকে নিজের থাল তবে নিজে। হঠাৎ কেমন ফে আন্তান্ত ভর করতে লাগল। তার পর মদের আরামের মত রক্তে একট সাস্ত্রনার প্রবাহ নেমে আসে। মনে মনে উচ্চারণ করে ওলাউ—'এরা আমার জমি কেড়ে নিতে পারবে না। আমার শ্রম আই জ্লোতের ফসল এমন জিনিবে খাটিয়েছি যা' কেউ নিতে পারবে না আমার বদি টাকা থাকত এরা কেড়ে নিত। যদি টাকা দিয়ে খাই মচ্ছুত করতাম নিয়ে নিত এর।। পৃথিবীর মাটি আমার আছে আর সে মাটির থাস অধিকার আমারই রইল।'

2

উঠোনের চৌকাঠে বসে বসে ওরান্ত ভাবে এবার কিছু করা দরকার। এ শৃষ্ট ভিটেতে মরে পড়ে থাকার কোন অর্থ নেই। শরীর রুশ হয়েছে, গায়ের পোবাক টেনে টেনে বাঁখে ওরান্ত, তবু বাঁচার আবাজার বেড়ে ওঠে দিন দিন। জীবনের সব-চেরে সোনালী দিনে নির্বোধ ভাল্যের হাতে সে মার খেডে প্রেক্ত নর। মনের ভিতরের ত্মাহ শালা বাইবে প্রকাশের পথ পার না। কথনো কথনো মাথার ভিতর একটা ভাগুন অলে ওঠে, চৌকাঠ ডিলিয়ে সে উপরের নীল আকাশের দিকে তাকিরে চীৎকার করে বলে—'বুড়ো ঠাকুর, তুমি অতি থল।' ভাবার মনের ভিতর যথন ভয় জড়ো হয় ওয়াঙ কেমন চাপা অর্জনাদ করে—'বা' হয়েছে এর চেয়ে আর খারাপ কি হ'বে।'

এমনি এক দিনে অনশন-কুশ পা ছু'টিকে টেনে নিয়ে সে গিয়ে উঠল পৃথী মারের মন্দিরে। দেবতা ছ'টি তেমনি নিবিবকার হয়ে বসে আছেন। ওয়াঙ তাদের মুখের উপর পৃতু দিয়ে এল। দেবতাদের সামনে কত দিন ধৃপ অলেনি'। কতগুলি মাস কেটে গেছে—তাদের নববর্ষের রঙীন সাজ খসে গেছে,—ভিতরের মাটি দেখা বাছে। দেবতাদের মুখে কোন বিকার নেই। ওয়াঙ দাঁতে দাঁত লাগিরে ফিরে এল বাড়ীতে, সোজা গিয়ে উপুড় হয়ে তয়ে পড়ঙ্গ বিছানার।

আজকাল স্বাই সারা দিন শুরে থাকে। ওঠাব তাগিদই থাকে না। ফুণার্তের চোথে নেমে আসে ঘ্ম ঝোকে ঝোকে। কড়াইয়ের ধোসা থাওয়া শেব হয়েছে—ছাল নেই কোন গাছে। গাঁয়ের মাত্র্য দীতের দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে খুরে দেখে কোথায় ঘাস পাওয়া বার। একটি পশুনেই সারা একাকায়। বেশ ক'দিন ঘুরে একেও একটি গুলপাসিত জব্ধ কারুর চোথে পড়েনা।

শৃষ্ঠ বায়ু ছেলে-মেয়েদের পেটের খোল বাড়িয়ে তোলে। কোথাও কোন ছেলে-মেয়ে থেলা করে না। ওয়াডের ছেলে ছ'টি উঠান অবিধি হামাগুড়ি দিয়ে আদে—তার পর জলন্ত রোদে চুপ করে বসে থাকে। একদা নধর তাদের শরীর এখন রুশতায় কুংগিত। হাড়গিলে চেহারা হয়েছে তাদের। কচি মেয়েটার বসার বয়স হয়েছে, কিন্তু সে সারা দিন একটা ছেঁড়া কাথায় শুয়ে থাকে চুপটি করে। প্রথম প্রথম তার কচি গলার কুছ গজ্জন শোনা বেত—এখন সে শাস্ত হয়ে গিয়েছে। হাতের কাছে বা পায় শুয়ে শুয়ে তার গাল্ড গালের না। বৃড়ীদের মত তার গালে গর্ত হয়েছে—টোঠ ছ'টি হয়েছে নীল আর কালো—চোবের চ'উনিতে কেমন শুক্তা।

এই অভ'বের পরিবেশের মধ্যে এই ছোট মেরেটির করুণ অস্তিত্ব বাপের স্নেহকে জাগিরে ভোলে। আনন্দের সংস'বে নানা কলরবের মধ্যে মেরে হিসেবে এ শিশুটি হয়ত পিতার এতথানি মমতা পেত না। কথনো কথনো ওয়াও মৃত্ব কঠে বলে—'অভাগী, ওবে অভাগী মেরে আমার।' এমনি এক দিন পিতার মমতা-মাথা কথার উত্তরে সেই দস্তই'ন শিশুটিব মৃধ হাসিতে ফুলের মত ফুটে ওঠে। ওয়াও ভাকে জুলে বুকের মধ্যে শাপটে নেয়—দেয় ভাকে আপন দেহের উত্তাপ। ছই চোথে এত দিনের জ্লমা অক্ষ ব্যৱতে থাকে। সেই দিন থেকে কথনো কথনো ওয়াও ভার এই কিট মেহেটিকে বুকে করে নিয়ে জীবাঠের থারে গিয়ে বসে। জ্লাহান, বিক্ত মাঠগুলের দিকে ভাকিয়ে ভাবিয়ে ওয়াঙের প্রহর বায়।

এ পরিবাবের মধ্যে বৃদ্ধ বাপই যা' কিছু পান। ছোট ছেলেন্দেরেদের অভুক্ত থেপেও ওয়াও খাত যা' কিছু মেলে বাপের হাতে ছল দের। বাপকে তার মৃত্যুকালে অবদ্ধ করেছে এমন কথা কেউ ক্লতে পারবে না ওয়াউকে—এ চিস্তার তার বৃক্ক ভ'রে ওঠে। আপন শরীরের মেদ-মাংস দিবেও সে বুড়ো বাপকে বাঁচিরে কাখানে।

দিন-বাত্রি বেশীর ভাগ বৃদ্ধ ঘৃমিয়েই কাটান। তথু তুপুরে যখন রোক্ষেত্রেজ বেড়ে ওঠে তিনি গুড়ি মেরে আভিনায় গিয়ে বসেন, সেটুড়ু সামর্থা তাঁর আজও অবশিষ্ট আছে। বাকী সকলের চেয়ে জুট্ খুশী-খুশী ভাব। এমনি এক দিন বাশবনে হাওয়ার শব্দের ফুল্ট বুদ্ধের কাঁপা গলা শোনা যায়— এর চেয়েও থারাপ দিন আজি দেখেছি। থুব থারাপ দিন। তথন বাপ-মা ছেলে-মেরের মাংল থেয়েছে।

কি একটা বিশ্ৰী আতংক হয় মনে। ওয়াত তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—'সে আমাদের বাড়ীতে কখনো হবে না।'

এক দিন প্রতিবেশী চীং এসে হাজির হয়। সে যেন প্রেড-লোকের বাসিন্দা 1 মাঠের মতই ৩ফ বিবর্ণ ঠোঁট ফাঁক কবে চীং ওরাপ্তকে বলে—'সহবে সবাই কুকুব, ঘোড়া, মূর্গী থাছে। গাঁরে আমরা করেব বলদ, গাছের ছাল আর ঘাস থেয়েছি। আর কি বাকী রইল থাবার ।'

হতাশায় ওয়াও মাথা দোলায়। বুকের ভিতর লুকিয়ে-রাখা কচি মেয়েটির অস্থিসার রক্তহীন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ওয়াও। মেয়েটি সর্বক্ষণ বাপের মুখের দিকে বিধন্ধ চোখে চেয়ে থাকে। বাপের সঙ্গে কচি মুখে হাসির ঝিলিক ওঠে।

আবো কাছে মুখ এনে চীং বলে—'গাঁৱে ওরা মানুবের কাল থাছে। তোমার কাকা-কাকীরাই থাছে নিশ্চরই। নইলে গীলা ঘুবে বেড়াবার গতর পাছে কোথা থেকে ওরা, ওনি। ওদের আবার কোন কালে কি ছিল ?'

যমণ্ডের মত চীংয়ের কাছ থেকে নিজেকে সরিংয় নের ওরাজ ট্র প্রায়-বোঁজা চোথে চীংকে দেখাছে বীংভস। কি একটা অক্সাজ ভয়ে ওয়াডের শ্বীরে বাঁপুনি ধরে। গা-ঝাড়া দিয়ে গাঁড়িরে উঠি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় সেই ভয়কে।

ওয়াত টেচিয়ে বলে— 'আমরা এখান থেকে চলে বাব। চলে যাব দক্ষিণে। আমাদের দেশে সব জায়গাতেই মানুষ গুকিয়ে থাকে। ভগবান্ এমন নিষ্ঠুর হবেন না যে হানের বংশধরদের একেবালে লোপ করে দেবেন।'

প্রতিবেশী নিস্তাপ কঠে জবাব দেয়—'তোমার কপাল ভাল, আজও ভোমার বয়স আছে। আমরা হ'লনে বুড়ো হয়ে গেছি **আর** থাকার মধ্যে আছে একটি মেয়ে। এথানেই আমরা মরব।'

ধয়াও তাকে বলে— সৈ কথা ধরলে তোমার অবস্থাই ভাল।
আমার বুঙো বাপ আর তিনটি কচি ছেলে-মেয়ে। তাঁছাড়া আরও
একটি নীগ্লির আসছে। পাছে কিদের আলায় পারল হয়ে নিজেরাই
নিজেদের মাংস থেয়ে বসি—তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই।

আজকাল ওলান আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনা। কথাও বলে না মুখে। ঘরে থাবার নেই, উমুনে আঙন নেই, গুচছালীর কাজ বলতেও কিছু নেই, স্থতরাং ওয়েই থাকে ওলান। ওয়াত একস বৌকে বলে—'জান, আমরা দক্ষিণে চলে যাব।'

তথাতের গলার ধেন নৃত্ন থ্নী বাজতে থাকে। এ সংসালে আনক দিন এমন খুনীর আওয়ান্ধ কেউ শোনেনি। ছেলেঙলি মুগ তুলে তাকায়— বুদ্ধ বাপ নিক্ষের ঘর থেকে টলতে টলভে বেনিয়ে আদেন আর ওলান হুবল দেহ টেনে এনে দরজার থাকে দীভিয়ে বলে— সেই ভাল। অন্ততঃ পথে চলতে চলতে মনাও ভাল।

শীর্থ শরীর ওলানের। পেটের ভিতব পূরস্ত শিওটির জঙ্কে সমস্ত

শেটটি বুলে পড়েছে। গালে মাংস নেই—ভাই গালের হাড় হ'টি কঠিন হয়ে উঠেছে। 'কাল অবধি অপেক্ষা কর' ওলান বলে— কালকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে বাবে। পেটের নড়াচড়া দেখে আমি

কালই ঠিক'—বোমের মূথের দিকে তাকিয়ে ওয়াডের বুক মমভার করে ওঠে। এত ত্বংথের মধোও সে আর একটি শিশুকে পোষণ করিছে।

তুমি হাঁটবে কেমন করে, জানি না।' ফিস্ ফিস্ করে সে ক্রীকে বলে। বাইরের দরজায় তথনো চীং দাঁড়িয়ে। তার দিকে ক্রিক্সে নিডান্ড জনিচ্ছায় ওয়াঙ বলে—'বদি তোমার কিছু থাকে জামান্ব ছেলে মেয়ের জন্মে এক মুঠো পাঠিয়ে দিও। এক দিন আমার ক্রিম্বে ভাকাতি করতে এসেছিলে দে-কথা আমি ভূলে যাব।'

লক্ষার লাল হরে টাং নীচু-গলার জবাব দেয়— 'সত্যি, দে-দিন কৈছে তোমার ওপর আমার বিশাস ছিল না। তোমার কাকাই ত আমার মাথা থারাপ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বে, তোমার ঘরে কিলা মজুত আছে। ভগবানের দিব্যি করে বলছি আমার ঘরের কিলার পাথরের নীচে কিছু শুকনো লাল মটর আছে। যদি সত্যি আছেতে হর ত শেব সময়ে এক মুঠো করে থেয়ে মরব বলে আমি আর কিলার বৌ রেখে দিয়েছিলাম। তবুও তা' থেকে তোমার আমি কিলার দেব। তোমরা চলে বেও কালই। আমি ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকব। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে—ছেলেও নেই। আমার মরতে কি গ'

থানিক পরেই টাং ফিরে আসে। ছোট একটা নেকড়ায় মুড়ে নিয়ে আসে হ'মুঠো মাটি-মেশান লাল মটর। থাবার দেখে ছেলেরা ক্লার্য করে ওঠে—বুদ্ধের হ'টি চোথ চক্চক্ করে কিন্তু ওরাও তাদের মারিরে সেগুলি নিয়ে বায় বোষের কাছে। তাকে থেতে দেয়। আনিছায় ওলান একটি একটি করে মটর মূথে তোলে। আসর প্রস্কবন্ধানার খালি পেটে থাকলে একেবারে মরে যাবার ভয়ে থানিকটা থেয়ে নেয় ওলান।

করেকটি মটর মুখের মধ্যে নিয়ে ওসাঙ চিবোয়। মুখের ভিতর

ক্রেকটি নরম মণ্ড তৈবা করে। তার পর কচি মেয়েটার ঠোঁট হ'টি
কাঁক করে মুখের ভিতর ভরে দেয় মণ্ডটি। মেয়েটির মুখ বখন নড়ে
ভঠে ওয়াঙ নিজেকে নিরুভভূথ মনে করে।

সে-রাত্রে মাঝের ঘরে বসে থাকে ওরাও! ছেলে ছ'টি দাছর কাছে ওরেছে। 'তৃতীর ঘরটিতে একাকী ওলান পৃথিবীর নতুন মামুধটির জন্ম ধর্মণা পাছে। নিঃশব্দে বসে শোনে ওরাও বেমন ওনেছিল প্রথম বার। ঘরের ভিতর জলের পাত্র রেখেছে ওলান। প্রসবের পার নিজেই সব পরিশ্বার করে নেয়— যেমন পশু-মা কিছুনেই প্রসবকিছু রাখতে দেয় না বাসায়।

বসে বসে উৎকঠায় অধীর হয়ে ওয়াও কান পেতে থাকে একটি ভীক্ষ টীংকারের আশার। ছেলে-মেয়ে বাই হোক ভাতে আর কিন্টু আসে বার না, তথু আর একটি থাওয়ার হাঁ বাড়ল সংসারে।

'বদি মবা ছেলে হয় ত বাঁচি।' বিজ বিজ করে বলে ওয়াঙ। সেই সময়ই কানে আন্ত একটি নিজীব কারা। চারি পাশের চুপচা পের ভিতর সেই আওবা্লাটুকুও প্রথম হয়ে উঠল। 'দরা নেই সমোরে'। মনে মনে ভালে আনিঃ। তার পর আবার কান পেতে শোনে।

আর কোন আওয়ার কানে আসে না। সারা বাড়ীতে ছিন্ত্রই নীরবভা। এ নীরবভাসর বাড়ীতে। খরে খরে মৃত্যুর অপেক কর্মহীন মানুবের নীরব প্রভিমা। এ শক্ষহীনতা কেমন বেন হয় না ভার। প্রাণের ভিতর একটা ভয় ডানা ঝাপটা দেয়। ই ডলানের ঘরের দরজার কাঁক দিয়ে সে কথা কয়। নিজের গ্রহ আওয়াজে বেন কত সাহস আসে।

ভাল আছ ত।' তার পর উত্তরের অপেক্ষার চুপ করে শোচে বিদি মরে গিয়েই থাকে ওলান। ঘরের ভিতর থেকে একটা থস্ভ আওয়াজ তথু শোনা বাচ্ছে। বোঝা বাচ্ছে ঘরের ভিতর নবেড়াচ্ছে ওলান। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘবাসের মত জবাব অ
— ভিতরে এল।'

ভিতরে যার ওয়াও। বিছানায় ওয়ে আছে ওলান। ং পাশে কেউ নেই।

'সে কোপায় ?'

মৃত্ব একটা হাতের ভঙ্গিমার ওলান মেঝের প্রাস্থে নির্দেশ দে মেঝের উপর শিশুটির দেহ পড়ে আছে।

'মরে গেছে।'

'মরে গেছে ?'

মাথা নীচু করে ওয়াও সেই একমূঠি শিশু দেহকে পরীকা কা চামড়ায় ঢাকা দেওরা কয়েকটি অছির সমষ্টি। একটি মে ওয়াতের গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে— তবে বে কারা তনলাম। বক গিয়ে জ্বীর মূখের দিকে তাকায় ওয়াত। হ'টি চোধই বুঁজে দি আছে ওলান— মূখের রং ছাইয়ের মত। সঙ্গের শেষ সীমা পার একেবারে নির্বাক্ হয়ে গোছে বেন ওলান। চুপ করে থাকে ওয়া একটি হর্ষোগের মাঝে ওয়াও তথু নিজেকেই বহন করে বেড়িয়েছে আর এ মেয়েটি নিজের ক্ষুধার্ত দেহের রস দিয়ে আর একটি শিং পালন করেছে,—বহন করে বেড়িয়েছে। না থেতে দিতে পা মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অন্থির হয়েছে।

মৃত শিশুটিকে নিম্নে গিয়ে ওয়াও তাকে একটি ছেঁ ড়া মাছরে এ কেলল। ছোট মাধাটি কাঁবের ছ'পাশে কুলে কুলে পড়ে। গা কাছে ছ'টি কালচে হয়ে যাওয়া ফতের চিহ্ন দেখতে পায় ওয়া নিঃশব্দে সে মাছর ঢাকা মৃত্র শিশুটিকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে ফ যত দ্ব শক্তি হয় তত দ্ব নিয়ে গিয়ে একটি পুরাতন কবরের প করর দেয়।

পশ্চিম মাঠের শেষ সীমানার কাছে অষত্ত্বে এখানে অনেকং কবর পড়ে আছে। শিশুটিকে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে এ রোগা নেকড়ে কুকুর ছুটে এসে পড়ে তার একেবারে কাছে। পাঞ্চিকরো ছুঁড়ে মারে ওরাভ তার দিকে। বাঁ পাশের পাঁজরার লাগ্য কুকুরটা একটু সরেই আবার অপেক্ষা করতে থাকে। পা হুটো অবশ হয়ে আসে—হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ওরাভ ফিরে ভাবাডীর দিকে।

'যেমন রইল ঐ ভাল'—নিজের মনে বলতে বলতেই সে ফে এই প্রথম ওর সারা মন গভীর হতাশায় ভরে ওঠে।

পরের দিন নিম্নরঙ্গ নীল আকাশে আবার যথন পূর্ব উঠল, ও ভাবদ হরত কাল ফুম্বপ্লেই ও বৃদ্ধ বাপ, রোগা বৌ, আর কুর্য ছেলে-মেরেগুলিকে নিরে এ ভিটে ছেড়ে খাবার সংকল্প করেছিল। শত গোলন দ্বে কোখাও যদি থাকে কোন প্রাচূর্বের দেশ এরা নিজেদের দ্ব দহ সেথানে টেনে নিরে যাবে কি করে? কে জানে দক্ষিণের সেই সব দেশে থাওরার বস্তু মিলবে কি না? এ নির্দার আকাশের কি শেষ আছে? হয়ত এত কট্ট করে তারা সে-দেশে যাবে তথু বিদেশী আর অনাহারী লোক দেখতে। হয়ত নিজেদের ভিটেতে মরে থাকা তার চেয়েও ভাল। বাড়ীর চৌকাঠে বসে বসে বিবর্ণ শৃষ্ক মাঠের দিকে চেয়ে হাজারো চিস্তার তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

টাকা আর নেই । শেব কপদ কটি অবধি কবে শেব হরে গেছে। বাজারে থাতাবস্তু মিলছে না—টাকা থাকলেও কোন লাভ হোত না। প্রথম দিকে ওয়াভ বখন তনত যে সহরে ঢোরা কারবারী আর মঞ্তদাররা খান মজুত করে রেখেছে চড়া দামে তগু বড় লোকদের বিক্রী করবার জভা, তখন রাগে তার গা' জলত। আজকাল আর রাগও হয় না। সহরে বদি অমনি থাতা মেলেও তবু সহর অবধি যেতে হয়ত তার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠবে না। মনে হছে যেন কুখারই শেব হয়ে গিয়েছে।

পেট আর আগের মত আঁকড়ে ধরে না। মাঠ থেকে মাটি এনে তারা আজকাল গাছে। মাটির ভিতরও গাতপ্রাণ আছে—তাতে কিছুটা পুষ্টি হর কিন্তু মৃত্যু ঠেকানো যায় না। তবু আজকাল মাটিও কোল করেই ছেলেরা থাছে—শৃষ্ণ উদরের কিছুটা ভরে উঠছে। মান-দানাগুলির কথা চিন্তা করে না ওয়াত। অনেকক্ষণ পরে বৌ যথন একটি একটি থায় ওয়াতের মন শান্তি পায়।

এমনি অন্সমনে হাজারো চিন্তা নিয়ে ওরাও চৌকাঠে বসে থাকে। ইচ্ছা হয় একবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে, তার পর যুমের সড়ক ধরে মৃত্যুর রাজ্যে গিয়ে গাঁফ ছাড়ে। মাঠের পার থেকে চারটি প্রাণী বে ওব দিকে এগিয়ে আসছে দেখেও কোন কৌতুহল হয় না মনে তার।

কাছে এলে ওয়াঙ দেখলে তিনটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে তার কাকা আসছেন। দর্শ-ভরা প্রসন্ন কঠে কাকা বল্লেন— কিত দিন তোমায় দেখিনি; কেমন আছে তোমরা। আমার দাদা কেমন আছেন।

কাকার চেয়ে কুশ হয়েছে বটে, তবে যতটা আশা করা যায় ততটা বেন নয়। নিজের কুধা-নীর্ণ শরীরের প্রতিটি কোবে একটা আক্রোশ যেন ফেটে পড়তে চায় তার এই কাকার প্রতি।

'আপনি কোথা থেকে থেতে পাছেন—কাকা কি থাছেন আজকাল!' ভারী গলায় প্রতিশ্রেশ্ন করে ওয়াড। এই সব অপরিচিতদের প্রতি কোন সৌজক্রের ভাব আসে না মনে। কাকার শরীরের মাংসের উপর যেন ওয়াডের আফোশ হয়। আকাশের দিকে হাত তুলে বিরাট হা করে কাকা বলেন—'থেয়েছি? আমার বাড়ীতে দেখবে চল না। চড়ই পাখীর জক্রও একটা দানা নেই। ভোমার গুড়ী—কত মোটা ছিলেন জানই ত? কেমন নাছস-মুভ্স —ভেল-চকচকে গা' ছিল। এখন হয়েছে যেন বাশের মত। সাতটি ছেলে-মেরের চারটি আছে—ভিনটি মরে সাফ হয়ে গিয়েছে। আমার অবস্থা ত নিজের চোথেই দেখছ।' কামার আজিন দিয়ে হুটি চোখ মুছলেন কাকা।

নিৰোধ ঔষত্যে তবু ওয়াঙ বলে—'আপনি থাছেন।'

কথার মোড় ঘ্রিরে কাকা বলেন—'আমার শুধু তোমাকে করে ভাবনা। আমার সহোদর ভাই আর তার ছেলে বে নাতিদের জক্ত ছান্চজা। আর তারই প্রমাণ দিতে আমি এসেছি: এই সব ভালো লোকদের কাছে আমি কথা দিয়েছিলুম বে কিছু বাবারের বিনিমরে আমি এই গাঁরে ওঁদের কিছু জমি ধরিকের ব্যবস্থা করে দেব। আমার মনে ছিল তোমাদের কথা—ভোমক বাবা আমার আপন জন। ওঁরা তাই তোমাদের কমি কিন্দে এসেছেন—জমির বদলে তোমরা পাবে খাবার, টাকা আর বাঁচার জোব।' কথাগুলি শেষ করে কাকা হাত জড়ো করে পিছুক্তে সরে দিড়ালেন।

ওয়াঙ কথা কয় না—নড়েও না। তথু মুখ তুলে হেরে
দেখে বে আগন্তক লোক তিনটি সহরের বাসিন্দা—তাদের প্রক্রে
পুরানো সিন্দের লখা কামিন্দ, নরম হাতে তাদের লখা লখা নখা।
লোকগুলিয় চেহারায় স্থ-ভোজীর পরিপূর্ণ তৃতিঃ। তীর বিজ্ঞে
ওয়াঙের মন ফণা তোলে। সহর থেকে এসেছে ভোজন-বিলানীই
দল তার অনশন-শীর্ণ কুটারে যেখানে মানুষের ছেলেরা মাঠের মার্টি
থেয়ে বাঁচার বিফল চেটা করছে। ছংথের চরম সীমানায় বিজ্
গিয়েছে যারা তাদের কাছ থেকে জীবনের চেয়ে দামী বে জমি তাই
শোষণ করে নিতে এসেছে। শৃক্তগর্ভ দৃষ্টি তুলে ওয়াঙ চেয়ে খাকে,
এই দম্যাদের দিকে।

'আমি জমি বেচব না।'

কাকা ছ'পা এগিয়ে এলেন। ঠিক এই সময় ওরান্তের ছোট ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে এল। অনেক দিন না থেয়ে থেয়ে ছেলেটি এত ছুর্বল হয়েছে যে, আবার শিশুদ্বের কোঠাছু গিয়ে পড়েছে।

'ঐ ছেলেটি ? ওকেই না গত বাব গরমের সময় একটা ভাষায় প্রসা দিয়েছিলাম ? তথন কত মোটা-সোটা ছিল !' কাকার উৎক্ষিত স্বর শোনা যায়।

সকলেই ফিবে তাকার ছেলেটির দিকে। এত কালের ক্লছ অঞ্জল হঠাৎ ওয়াঙের চোথের হ'কুল ছাপিয়ে নেমে আসে। গলার ভিতর কি একটা জট আটকে যায়।

'কত দাম দেবেন'—ধবা-গলায় কথা কয় ওয়াও। বাচচা তিনটিকে থাওয়াতে হ'বে ত আর বুড়ো বাপকে। স্বামিন্দ্রী ওরা হ'জনে মাঠের জমিতে কবর থুঁছে নিশ্চিম্ভ ভতে পাল্লৰে কিছ এবা ?

সহবে তিন জনের ভিতর যার এক চোথ কানা সে এগিছে, এসে বলগ—'আহা! তোমার ছেলের মুখ চেয়ে আমরা তোমাকে বেশী দামই দিতে রাজী আছি। এ দাম তুমি কোখাও পাবে না। ই তোমাকে দেব—' একটু থেমে জাবার কর্কশ গলায় বললে সে—'প্রতি একর জমিতে আমরা একশ' পেক দিতে রাজী আছি।'

কটু কঠে হেদে উঠল ওয়াও—'তার চেয়ে ওটা দান বলে নিয়ে যান না। কিনেছিলাম যথন ওর বিশ গুণ দাম দিয়েছিলাম।'

'ছঃছদের কাছ থেকে জমি কেনার বেলাসে কথা থাটে না।' আব একটি সম্বরে কথা কর। তিন জনেই তাবা এই গরীব চাবীটির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

ক্ষু ক্ষ্ণার্ভ হেলে-মেয়ে—এর অসহায় ক্ষ্ণাজ্ঞর্মর বৃদ্ধ বাপ।

ক্ষু সব হারাবার বিপত্তির সম্মুখে পাঁড়িয়ে ওরাডের

ক্ষুৱা গা রাগে অলে ৬ঠে। হিংম্র খাপদের মত ওরাও লাফিরে

ক্ষুৱা

ভাম আন্ত্রা বেচব না।' আর্ত টীৎকার করে ওঠে ওরাও— ই জামর মাটি তিল তিল করে আমি ছেলে-মেরেদের থাওরাব। ভারা যদি মরে ঐ ভামিতেই তাদের গোর দেবো। তার পর আমরাও মরব,—বাবা, আমি, আমার বৌ। মরে থাকব ঐ মাটিতেই ই মাটি আমাদের ভীবন।'

একটা অসহায় কক্ষতায় ওয়াডের সারা শরীর ঠক্-ঠক্ করে কাঁপে

ক্ষ্কুরে ভূক্রে কাঁদে ওয়াঙ। লঘ হাসিম্থে তিনটি লোক শাঁড়িয়ে

ক্ষিকে। কাকালও ভঙ্গীর পরিবর্তন হয় না। চাবা ওয়াঙ পাগলামি

ক্ষাছে—তার মন নিস্তাপ হয়ে আসার অপেকা কয়তে থাকে তিনটি

ক্ষিয়ে প্রাণী আর দালালটি।

ক্রমন সময় হঠাৎ ওলান এসে দরজার পাশে দীড়াল। অমুচ্চ
ক্রমন সময় হঠাৎ ওলান এসে দরজার পাশে দীড়াল। অমুচ্চ
ক্রমন ভবীতে সে বঙ্গে—'জমি আমরা বেচব না। দক্ষিণ দেশ থেকে
ক্রিমেল, বিছানা ছ'টো, চারটে বেঞ্চি—এমন কি উমুনের মত বড়
ক্রমানীত বেচতে হাজী আছি। জমির ব্যর্পাতিও বেচব না—লাকল
ক্রমান্ত চাড়া আব বাকী সব।"

্ত ওয়াছের রাগের চেয়েও বৌরের স্বাভাবিক কঠে কা**জ** হয়

্ৰী কাকা কেমন বেচাল হয়ে বলেন—'তোমরা সভিয় বাবে নাকি শ্ৰীকণে গ'

া' তিনটি সছরের মধ্য কানাকানি চলে। অবশেবে এক জন বলে— 'জোম'দের ঘরের জিনিযে ত জালানীর কাজ চলবে। যাই কৈক্—ও-সব জিনিযের জয়ে আমরা ছ'টো রূপো দিতে পারি। ভ্রমত বল।'

ি ওলান তৎক্ষণাৎ বলে—'হু'টো রূপো একটা বিছানার দাম। ক্ষুনগদ এখুনি যদি দিতে পারেন ত জিনিব নিয়ে বেতে সাবেন।'

ক্ষেত্র থেকে টাকা বার করে দেয় একচোধ লোকটি। সাগ্রহে বিজ্ঞান থেকে টাকা বার করে দেয় একচোধ লোকটি। সাগ্রহে বিজ্ঞান করে করে তার পর তিনটি প্রাণী নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞান করে সব জিনিষ বার করে। বৃদ্ধের ঘরের কাছে গিয়ে কাকা বিজ্ঞানা শুরু থাট বার করে নেবে এ তিনি দেখতে চান না। পৃত্ত বৃত্ত্বালীর দিকে চেয়ে ওলান স্থাম কৈ বলে—'দেখ, এ হু'টো থাকতে বাকতেই আমাদের যেতে হ'বে। নইলে লোভের বলে হয়ত ভিটেকুত্ত আমাণ বেচে ফেলব। দক্ষিণ থেকে ফিরে তথন ছেলে-মেরেদের আরু মাখা গোঁজার জার্গা থাকবে না।'

'দেই ভাল'—ধয়াঙের গলা বুক্তে আসে !

মাঠের আব এক ধারে বিলীয়মান দস্যদের দিকে চেয়ে ওয়াও লেষে বেন নিজেকেই তনিয়ে তনিয়ে বলে—'জমি ত আমাদের রইল। জামাদেই ত রইল জমি।'

विम्पन

## হীনমন্যতা

B

স্থানের শিক্ষার সম্পূর্ণভার ধারা যুবক-যুবতী বিবা হ করব স্তিকার অধিকারটি অঞ্জন ক'রেচে কি না তা' প্রী করবার একটি চমৎকার প্রাচীন প্রথা জাগ্মাণীতে প্রচলিত আছে '

তথনকার গ্রামাঞ্চলে বিবাহার্থী প্রণয়ি-যুগলের হাতে একথা 'হ'জনে-চালাবার' (হ'দিকে-হাতল-ওয়ালা) করাত দিয়ে,—ত দিয়ে একটা গাছের মোটা গুঁড়ি কাটতে বলা হয়। তদমুসারে তঃ যথন হ'জনে মিলে ঐ গুঁড়িটি কাটতে থাকে তথন তাদের ভালুখাা আত্মীয়-স্বন্ধন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ঐ কাঠকঃ দেখে। এই কাঠকটা দেখেই তারা বিচার করে যে ঐ প্রণা মুগল বিবাহের প্রকৃত অধিকার লাভ করেচে কি না।

কারণ, ঐ রকম করাত দিয়ে ৩-ভাবে কাঠকাটা কাজটা আস এক জন লোকের একার কাজ নয়। ঠিক ভাবে কাটতে গেঃ ওধানে হ'লন লোকের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্যে সমতা থাকা চাই প্রত্যেককেই নজর রাখতে হবে অক্ত মামুখটি কি ক'রছে এ কি ভাবে হাত চালাছে। সেটি লক্ষ্য ক'রে সে বখন দন্তরফ সহবোগিতা ক'রে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের হাত চালাং পারবে তখনই সহজ্ব ভাবে কাজটি করা সন্তব হবে। কাছে মামুষ হ'টি তাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনকেও এই ভাবে স বোগিতা ক'রে চলতে পারবে কি না, তার চমৎকার পরীক্ষা নেও সম্ভব হয় এই ক্লের প্রধাটির সাহায়ে।

এই থেকেই বোঝা যাছে যে, সমাজে যে-সব লোক নিজে থাপ খাইছে নিয়ে চলবাৰ যোগাতা জ্জান ক'রেচ, কেবলমা তাদের পক্ষেই প্রেম, বিবাহ ও বিবাহিত জীবন যাপন করাটা সহ হতে পারে। আর এ শিক্ষা যারা লাভ করেনি তাদেরই প্রে ও বিবাহিত জীবনে দেখা দেয় যত-কিছু জটিল সমস্যা।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহের পর দম্পতির বৈবাহিক জীবা বে ছক্ষ-পতন দেখা যায় তার কারণ সেই দম্পাতর হয় কোটে এক জনের আর না হয় উভয়েবই সামাজিকতা-বোধের অভবি সে ক্ষেত্রে এই ক্রটি সংশোধন করার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে স্বাটি জীর নিজেদের অন্তনিহিত গলদ্টি দূর করা।

বিবাহ এবং বিবাহিত জাবনের স্থব কোনো এক জন গোকে হাতে থাকে না। জিনিষ্টা জাগাগোড়াই হ'ছে হ'জনের সাম্প্রেল ব্যাপার। তাই পারস্পারিক সহযোগিতা এ খেত্রে অপ্রিহায় হয় উভয়েরই, আর না হয়, কোনো এক জনের ভেতর যদি এ সহযোগিতার জভাব ঘটে তাহ'লেই ঘটে জ্পান্তি। জার বেখানে এই সহযোগিতার জভাব দেখা যায় সেখানেই জ্মুসদ্ধান ক'বং প্রকাশ হ'রে পড়ে যে দম্পতির মধ্যে হয় উভয়েই, আর না হয় কোনে এক জন, হীনমন্তার রোগী। তাই এই সামাজিকতা-বেধের জভাবেরায়।

এই হীনমন্ততা বে জাবার তালের মধ্যে বিবাহের সময়ে বা পাং হঠাৎ দেখা দেৱ, তা-ও নয়। এ বোগ তালের মধ্যে বাসা বাং ভার অনেক আগে—ভাদের বিমৃত শৈশব কালে। তবে এত দিন যে সেটা টের পাওয়া বায়নি তার কারণ, এই রোগটি আয়ু-প্রকাণ করবাব মতন উপযুক্ত পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে এত দিন পড়েনি।

এটি কেন হয় ? কারণ, আমবা সাধারণতঃ জীবনে বে সব কাজ নিকা করি তা হয় একা একা সম্পন্ন ক'রতে হয়, জার না হয় দা-বিশ পঞ্চাশ জনে মিলে অধাব নহগত ভাবে সম্পন্ন ক'রতে হয়। স্বাধসর্বব আত্মকেন্দ্রক লোকরা (এরাই হীনমন্থতার রোগী) একা একা কাজ করতে যেমন অন্ধবিধা বোধ করে না—বহু লোকের সঙ্গে কাজ করতে যেমন অন্ধবিধা বোধ করে না—বহু লোকের সঙ্গে কাজ করবার বেলাতেও তেমনি তাদের বিশেষ অস্থবিধায় পড়তে হয় না। সেখানেও জনেক লোকের 'আড়াল'এর স্বযোগ নিয়ে তারা আত্মকেন্দ্রক ভাবেই কাজ ক'রে যেতে পারে ব'লে তাদের সামাজিকভাবোধ জাগ্রত হবার প্রয়েজনও হয় না এবং তা জাগ্রত ও হয় না। সেই জজ্ঞে দীর্ঘকাল এদের রোগটি লোক।কুব আড়ালে চ'পাই থেকে যেতে পারে। ধরা পড়ে মাত্র বিবাংচব পরে। কারণ, তথন মাত্র আর এক জন লোকের সজ্যে মিনে সমান অধিকার বোধ এবং পূর্ণ সংযোগিতার সঙ্গে তার চগরার দবধার হয়। অথচ সে-ধরণের শিক্ষা লাভ করবার তার স্বযোগই ঘটেনি কোনো দিন।

কিন্তু এ শিক্ষালাভের স্থবোগ ভাদের অভীত ভীবনে না ঘটে থাকলেও দম্পতির উভয়েই বৃদি নিজেদের মধ্যেকার ক্রটিগুলির জুফুগদ্ধান করে, ক্রটির দেখা পেলে যদি সে ক্রটির কথা অকপটে খীকার করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেক্টিকৈ সংশোধন করতে ষ্টুবান হয় ভা হ'লে দাম্পত্য জীবনের সকল সমস্যারই সমাধান হ'তে পারে। বারণ এ ক্রটি সংশোধন করার চেষ্ঠা করা মানে অপর পক্ষের সমাক্ষ মধিকারের দাবীকে স্ক্রান্তঃকরণে খীকার করা।

চারিত্রের বে-সব ফাটির জক্ত দম্পতির বিবাহিত জীবন অশাস্তিমর হ'রে ওঠে তার মূল অনুসন্ধান করতে গোলে দেখা যায় যে, সে সব ক্টি তাদের আশ্রয় করে তাদের শৈশবে। শৈশবে তাদের মনের ওপব যে সব প্রভাব বন্ধমূল হ'রে বসে, সেই সব ক্পুভাব থেকে তাদের ক্টি সেরে যায়। সেই জক্তে থাডেনার মনে করেন যে, অশাস্তিময় দাম্পত্য জীবন-সম্ভাব সমাণদ কর'তে হ'লে বিবাহ-বিচ্ছেদের বদলে Individual Ps) chologyতে অভিজ্ঞ উপদেষ্টার শরণাপন্ন হবার ব্যবস্থা থাক্সেই বেনী ক্ষকে পাওয়া যেতে পারে।

এই সব উপদেষ্টা বিবাহ-বিচ্ছেদের উপদেশ দেবেন না।
এঁয় ভজ্ঞ লোবেদের মত বলে ব'স্বেন না, "তোমাদের মধ্যে বথন
বাপু কিছুভেই 'বনি-বনাও' হচ্ছে না, তোমরা ক্রমাগত তথু ঝগড়া
ক'বেই মরচো, তথন মিছিমিছি ভ-বিয়ের বাঁধনটুকু রেখে আর কি
হবে? তার চেয়ে ৬-বাঁধন কেটে ফেলে যে যার আলাদা হও।
তার পব আবার নতুন ক'রে যে যার মনের মতন বর-কনেকে গিয়ে
বিয়ে করো।"

আগলে এবকম উপদেশ কোনো কাজেরই নয়। কারণ, মনের মধ্যেই বিভাগে পাত্র-পাত্রী তারা পাবে কোথায় । আসলে এ মনের মধ্যেই বি তাদের যত 'গশুলোল'। স্থতরাং ডাইভোর্সের কলে কী হবে ।
মনের বে-গশুলোলের জন্তে একটা বিবাহকে বিভিন্ন করা হোলো

সে-গণগোলকে না তথ্তেই তো সে আবাৰ বিবাহ করবে ? এই তার ফলে দ্বিতীয় বার ডাইভোসে ব প্রয়োজন হবে মাত্র।

হ'ছেও এ-বৰম হামেশাই। কত লোককেই তো দেখা বা

নাবা একটাব পৰ ছ'টো, ছ'টোব পর হিন্টে, হরদমই নতুন নতুবিবে এবং তা'ব অপবিহার্য যল বাব বা'ই ভাইছে। কৃ কছে
চ'লেচে। এ ক'বে কি আর ভারা কোনো দিন নিজেদের বৈবাহিছ
জীবনের সমস্তার সমাধান ক'বতে পার্বে ? তা' যদি পারছে
তাহ'লে তো তাদের জীবনে প্রথম বিবাহ-বিছেদটিংও দরকার্ছ
হোতো না। আসলে এরা একটা ভূলেরই পুনব্ছপ্রান বাব বাং
কবে বই তো নয় ? বৈবাহিক উপদেষ্টাকুলের কাছে উপদেহ
নেত্যুর ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'লে এই সব লোক অনেক আগেই ভূ
বিবরে ঠিক ঠিক কার্যক্রী উপদেশটি পেয়ে হেতে পারতো। বাভেছ
এর ফলে বেমন অনেক অবাঞ্চিত বিবাহ ঘটতে পারতো না ভেম্প্রি
আনেক অবাঞ্চিত ড ইভোসেবিও প্রয়েজন হোতো না।

আনেক ছল ধারণা শৈশবেই ছেলেদের মধ্যে বছম্ল হ'বে থাকে বে-গুলো বিবাহের সমরে বা পরে ছাড়া ধরা পড়ে না। বেলন; আনেক ছেলের মনে এক ধরণের হীনমন্তাতা বাসা বেঁধে নেহ—যার ফলে; তার ধারণা হ'বে যায় যে তার জ'বনের প্রতি ক্ষেত্রে 'হতাব্দা' অবশ্যস্থাবী! 'হতাশ হতে হবে' এই ছর্ভাবনায় জীবনের কোলোঁ ক্ষেত্রে কোনো দিনই এরা একটু নিশ্চিস্ত শাস্থিতে থাকৃতে পার লা ∤

এই সব ছেলেরা ছোটে। বেলার কোনো সময়ে কোনো স্থাব্ধ স্লেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'রেচে যা'র ফলে তার প্রাণ্য় আদরটা অল্পে ভোগ ক'রেচে, আর না হয়, শৈশবে কোনো একটা ক্ষেত্রে কোনো দিন এমন ভাবে ঠকেছে যার ফলে তার মনে বছমুষ্ কুসংস্কারের মতনই একটা ভয় জন্ম গেছে যে, তাকে আবার কোন্ দিন কোন্ অবস্থার না ঐ রকম ভাবে আবার ঠক্তে হয়! হভাশা সম্বন্ধে এই ধরণের ভয় থেকেই বিবাহিত জীবনে দ্বর্ষা, ধেষ ও সম্পেহামিণ জন্মলাভ করে।

মেয়েদের মধ্যে একটা অতি সাধারণ গলদ প্রায়ই দেখতে পাঙরা ঘার। এটা হ'ছে তাদের মনের এই ধারণা যে, পুরুষদের কাছে তারা একটা থেলার পুতুঙ্গ ছাড়া আর কিছুই না এবং পুরুষ্ধান্য মাত্রই চরিত্রের দিক্ থেকে অবিখাশ্য।

এ রকম ধারণা যেখানে বন্ধমূল থাকে, বিবাহিত জীবন সেধানে কিছুতেই অথের হ'তে পারে না। কী করে হবে ? এক পৃক্ষ বেধানে একেবারে 'সাফ' কেনেই বসে আছে যে অভ পৃক্ষ বিশ্বাসহস্তা হ'তে বাধা, সেখান থেকে স্থ-লান্তির আশা মাত্রই বে দৌড় না বেরে পারে না!

প্রেম ও বিবাহ সক্ষম এটাড্লার আর একটি শুরুতর কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রেম ও বিবাহ সক্ষম মানুষ বে ভাবে সর্বাদা উপদেশাদি শোন্বার আগ্রহ দেখার তা' থেকে এইটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই প্রশ্নটাই নিশ্চর জীবনের সব চেরে বড়ো প্রেম। তিনি বলেন Individual Psychologyর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটি কিছ ঠিক তানর। তাঁর মতে প্রেম ও বিবাহ জীবনের অন্ত সব চেরে বড়ো প্রশ্নের মতেই একটা প্রকাশত প্রেম বটে— বার ভর্মাকে কোন মতেই অবহেলার চক্ষে দেখা চলে না, কিছ তাই বলে এই প্রশ্নটা যে জীবনের আর সব প্রশ্নের মধ্যে ৰুক মাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰশ্ন, ভা নয়। Individual Psychology
অনুসাৰে জীবনের কোনো একটা প্ৰশ্নই অন্ত প্ৰশ্নের চেয়ে বেশী
অনুসাৰ দাবী ক'বতে পাবে না।

্ৰ-সব লোক অন্ত প্ৰশ্নগুলোকে অবহেলা ক'রে গুধু প্ৰেম ও
নিৰ্বাহের প্ৰশ্নটার ওপরেই জীবনে সব চেয়ে বেশী গুৰুদ্ধের আরোপ
করে তাদের সমগ্র জীবনের সাবল'ল গভির পথে 'ছন্দ-পতন'
নিক্ষমিবার্য্য হ'য়ে ওঠে !

কিন্তু তবুও মান্থবের জীবনে এই ভূলটা ঘটতে প্রায়ই দেখা বার।

ক্রিটা কেন দেখতে পাওয়া বায় ? কারণ, এই জিনিবটার সম্বন্ধে

ক্রিবাহের পূর্বে আমরা কোনো রকম নিয়মিত শিক্ষাই লাভ করি

না। আমাদের জীবনের স্বচ্ছক গতিতে ছক্ষ রক্ষা ক'রে চলতে

ক্রিটা জীবনের তিনটি দিকে সমান ভাবে তাল রেখে চঁলবার

আমাদের দরকার হয়। সেই জব্দ্রে গোড়া থেকেই এই তিনটি

ক্যাপারে আমাদের শিক্ষা লাভ করা দরকার।

ু সেই ভিনটি হ'চ্ছে যথাক্ৰমে,—

- 😘 .(১) সমাব্দ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে তাল রেখে চ'লতে শেখা।
- (২) যে ব্বত্তি গ্রহণ ক'রে জীবনের পথে চল্তে হবে দেই ক্রিক্সি প্রহণের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা।
- ে (৩) প্রেম ও বিবাহের জন্মে প্রস্তুত হবার উপযুক্ত শিক্ষা সাভ করা।

্রই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম ও বিভীয়টির সম্বন্ধ অন্ততঃ
ক্ষত্তকটা শিক্ষা আমরা ছোটো বেলা থেকেই লাভ করি। জীবনের
প্রথম দিন থেকেই মানুষ, সমাজের অক্স মানুষদের সম্পর্কে কী ভাবে
ক্রেন্তে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা এমনিতেই পায়। পেশা
সম্পর্কেও তো তাকে বেশ যত্তের সক্রেই শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা আছে।
ক্ষিত্ত তৃতীয়টির সম্পর্কে অর্থাৎ প্রেম ও বিবাহের উপযুক্ততা অক্সনের
ক্রাতে স্থবিধে হয় এমন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা সাধারণতঃ আমাদের
ক্রীক্রনে থাকে না।

সেই জন্তেই জীবন-পথের ঐ স্থানটিতে এসে লোকে সাধারণতঃ
বব চেরে জোবে একটা আচম্কা 'হুঁ চোট' থায়। এথানে একটা কথা
জনেকের মনে হ'তে পাবে নে, কেন ! প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে তো
কছ বই এর প্রচলন আছে— বিশেষ ক'রে ইংরেজীতে! কিছ এ-কথা
সানে হওরাটা আসলে ভূল। কারণ, এ বিষয়ে বই যা পাওরা বায়, তা'
ক্ষেত্র ভর্ব প্রেম সম্পর্কে আর না হয় ভর্ব বিবাহের পরবর্তী ব্যাপার
সম্পর্কে—বোন ব্যাপারটাই বার মধ্যে প্রায় সবটা জুড়ে বসে থাকে।

কাজেই এ-রক্ম বই-এর কথা এখানে বলা হ'ছে না। কারণ,
এ জাতীয় বইয়ে আদল সমস্যার সমাধানের কোনো ইন্সিতই নেই।
এ ক্ষেত্রে যেটা দরকার সেটা হ'ছে প্রেম ও বিবাহের পক্ষে উপযুক্ততা
আর্ক্রনের শিক্ষা। প্রেম, বিবাহ ও বিবাহের পরবর্ত্তী ব্যাপার তো
আাস্বে ঢের পরে। তার আগে, অর্থাৎ বিবাহের যোগ্যতা অর্ক্রন
সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার আগেই যদি বিবাহ-কার্য্যটাই সমাধা ক'রে
নেওরা বার, তাহ'লে তো আদল ভূলটাই আগে করে বসা হোলো!
ভার পর আর ভো কোনো বই বিশেষ কাজে লাগবার কথা নয় ?

প্রেম-সম্পর্কিত গ্রন্থাদির সম্পর্কেও সেই একই ভূল হ'তে পারে। ব্রনে হ'তে পারে 'প্রেম' নিরেই তো সাহিত্যের বাকিছু ! ভবে কেন এ কথা বলা হ'ছে? আসলে কিছু প্রেম সম্পর্কে সাধারণ সাহিত্যে যা' পাওৱা বার তা দিরে প্রেমের উপবৃক্ততা আৰু
দিক্ষালাভের দিক্ থেকে কোনো লাভই হয় না। বরং সাহি
মধ্যে দিরে প্রেমকে যে দৃষ্টতে দেখবাব শিক্ষা মামুষ লাভ করে, ভ
হিতের চেরে বিপরীত ফলটাই বেশী ফলে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তো সাহিত্যের মধ্যে দিরে প্রেম নর-নারীর অন্তর্জ কর ও বহিদ্ব ক্ষের প্রতিই আমাদের দৃষ্টিকে সম আকৃষ্ট করা হয়। আর তার ফলে প্রেম মাত্রেরই সঙ্গে এই হংদেখে দেখে আমরা নিজেদের অস্তাতেই প্রেমের নাম মাত্রেই সঙ্গে ছন্দের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ করনা ক'রে নিতে অভ্যন্ত হই। কা মান্ত্র যে সহজেই প্রেমকে ও তথা বিবাহকে আগে থেকেই চিথে দেখিতে শিথ্বে এটা তো নেহাৎই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার

এই গলগটি ঘটেছে কিছু আজ নয়— বলতে গেলে সভ্ গোড়া থেকেই। বাইবেলের গল্পই মামুষকে শিখিয়েচে যে মার জীবনের যা কিছু অশান্তি, যা-কিছু 'পাপ' তার স্ত্রেপাত ক' নারী। এই গল্পই জীবনে নর-নারীর সমান অধিকারবোধের মস্ত বাধার স্থান্টি ক'রেচে আর তার থেকেই হ'রেচে বিবাহিত জীব্ যত-কিছু গশুগোলের উৎপত্তি।

নারীদের জীবনে হীনমক্ততা স্থাইর ইতিবৃত্তের মৃকাও এথা নিবছ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই অসমতার বীজ তার মনের উপ্ত হয়। জার সারা জীবন ধ'রে তাকে এই কল্লিত অসম সঙ্গে লড়াই ক'রতে হর। ধে-মেয়ে বাধ্য হ'য়ে অসপ্তই মনেও কথাটাকে সত্য ব'লে মেনে নিরে বশ মানার ভাণ করে দে এ এর মধ্যেকার অক্সায়টার পীড়নকে মর্ম্মে মর্মে অনুভব ক'রতেই পা সে যেমন এব থেকে উদ্ভূত হীনমক্ততার হাত থেকে বেহাই পায় তেমনি বে-মেয়ে এটাকে অক্সায় বলে উপেক্ষা করবার কিম্বা অ বলে শ্রমাণ করবার চেষ্টার প্রাণপাত করতে থাকে তাং ইনমক্ততার অত্যাচারেই ক্লক্ষেবিত হ'তে হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই কিপ্ত এই রকম একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে ত কী অনর্থক পশুশ্রমই না ক'রতে হয় ! কল্লিভ উনতা বা ওঠবার কঠিন সাধনায় কত শক্তিই না তাদের বুথা ব্যয়িত হয় ! . অবশ্যস্তাবী ফল হিসেবে পুরুষদের চেয়ে তাদের বেশী আত্মবর্ধ হ'তে হয় ।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের এই উন্নতির চর্চার যুগে এর প্রতি হওয়া উচিত। এখন মেয়েদের ছোটো বেলা থেকেই নিজের দ্ব সমাজের প্রতিই বেশী আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠবার মতন শিক্ষা দে প্রয়েজন হ'বে পড়েচে। তাদের মন আত্মযুখী না হ'য়ে সমাজ হ'বে উঠলে সমাজার সমাধান আনেক সহজ হ'য়ে উঠতে। বিং ক'য়তে গেলে স্বস্থ মনেই তা ক'য়তে হবে। 'পুরুষ নারীর বড়ো' এই কুসংস্কারটিকে নর-নারীর প্রত্যেককেই আগে বংক'বতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পুরুষ বা নারী একে অ চেয়ে বড়ো এ ধারণাটা অসত্য—আসলে পুরুষ ও নারী বিবটে, কিছ জীবনের ক্ষেত্রে তবুও তারা সমানই—এইটাই সত্য।

এইখানে আরও একটা সত্য কথা মনে রাখা প্রয়োচ সেটি এই যে, সমষ্টিগত বিচারে নারীকে পুরুষের তুলনার এ বেলী আত্মকেন্দ্রিক ব'লে মনে হয় বটে কিছ সেটা সে নারী ব নয়—সমাজ সঠনের ও সমাজপ্রচলিত ধারণার চাপে পা ফলেই। ভাছাড়া বর্তমান অবস্থাতেও এটা সব কেত্রে সত্য নর। ভর্বাৎ এটা বদি দোব হয় তাহ'লেও দোষটা আসলে কোনো নর বা নারীয় নিজের নয়, এর জয়ে তার শৈশবের শিক্ষাই আসলে দায়ী।

নারীর তুলনার বেশী পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক পুরুষও তো সমাজে কতই র'রেচে! সে-সব পুরুষদের মনে শ্রেমক্ততার ছয়বেশে হীনমক্ততাই আধিপত্য ক'রচে! এ্যাড্লার এই ধরণের একটি লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বৃঝিয়েছেন যে, এ-ধরণের লোকরা আসলে বিবাহে অন্ধিকারী।

লোকটি একটি সুন্দরী তক্ষণীকে নিয়ে এক নৃত্যায়গ্রানে যোগ দিয়েছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি একাস্ত অমুরাগী বিবেচনায় তাদের মধ্যে বিবাহের কথা প্রায় পাকা হ'য়ে উঠেছিল। এমন সময় দেখা গোল, লোকটি মেয়েটিকে হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভাবে ধাকা মারলে যে, মেয়েটি ভার একটু হ'লে ছিট্কে প'ড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত পেতো। ব্যাপার দেখে তার এক বন্ধু যখন তাকে ওরকম কাণ্ড করার কারণ ছিল্লাসা ক'য়লে তখন সে ব'লে উঠ্লো, "বা রে! নাচতে নাচ্তে আমার চশমাখানা হখন মেকের ওপর প'ড়ে গোছলো তখন যে ও (মেয়েটি) না দেখে প্রায় সেখানা মাড়িয়ে ফেলেছিলো! ধাকা মেরে সরিয়ে না দিলে চশমাখানি য়ে যেতো ভাডিয়ে।"

এই থেকেই বোঝা যায় যে, ওই পুক্ষটি আসলে বিবাহ করার যোগ্যভাই জঞ্জন করেনি। স্থথের বিষয় যে, মেয়েটিও এই ঘটনায় তা স্পাষ্ট বুঝ্তে পেরেছিলো বলেই তাকে আর বিবাহ করেনি।

পরবর্তী জীবনে ঐ পুরুষটি ডাক্তাণরর কাছে এসে জানায় বে, সে মেলাক্ষলিয়ার (বিষাদ-রোগে) ভূগ্চে। অভিনিক্ত আত্ম-কেন্দ্রিক লোব দের জীবনে এ রোগ অবশ্বস্থাবী।

এই রকম হাজারো রকমের লক্ষণ দেখে বৃঝ্তে পারা যায় বে, কোনো লোক **আসলে** বিবাহের উপযুক্ততা অ**জ্ঞান ক'**রেচে কিনা। বে লোক প্রণরী বা প্রণিয়নীকে কথা দিয়ে বা সমর ।
ভা ঠিক রাখতে পারে না, বৃক্তে হবে বে লে আসলে বিবা
জন্তে তৈরী হয়নি। এ রকম লোকদের মন তথনো বিধা
সন্দেহ-দোলায় হল চে। এ দেখে বৃক্তে হবে যে, জীবনের সম্ভ উপযোগী ক'রে নিজেকে গ'ড়ে নেবার শিক্ষার অভাব জ্ব

দম্পতির মধ্যে যথন একে জন্তকে ক্রমাগত শেখাতে, উপ্র দিতে বা সমালোচনা করতে চেষ্টা করে তথন বৃষতে হবে সে-লোক (পুরুষ বা নারী যেই হোক) বিবাহের জন্তে তৈরী না হ'ল ভূস ক'রে বিবাহ ক'রে বসেচে। দাম্পত্য-জীবনে দম্পুদ্ কোনো এক জনের মধ্যে অতিরিক্ত মানসিক স্পার্শ-কাছ্রেরছা (sensitiveness) একটা হুস্ ক্ষণ। কারণ, এ থেকে বেদ্ যায় যে মানুষটি হীনমক্সতার রোগী।

ষে-লোকের বন্ধু বান্ধব নেই এবং যে সমাকে ভালো কিছি
মিশতে পারে না দেও বিবাহের জন্তে তৈরী হয়নি। কোনও পে
অবলয়ন করতে যথন লোকে দেরী করে তথন বৃক্তে হবে যে, ভা
অবস্থাটি বিশেব স্থবিধের নয়! 'হতাশ' ধরণের ( pessimistic )
লোককে অমুপযুক্ত বলেই বিবেচনা ক'রতে হবে, কারণ জীকনে
অবশাস্থাবী সমস্যাগুলির সম্থীন হবার মতন সাহসের তার জন্তে আছে।

কিছ এ-সব সংঘ্ও জীবনে ঠিক সঙ্গীকে থুঁজে নেওৱা আৰু ব'লে মোটেই শক্ত নয়। যদিও ঠিক-মত আদর্শ নর বা নারী ক্র চলে, এমন মানুষ সংসারে বিরল, তবুও মোটামুটি ভাবে বাকে ক্রিফ্রেল্ করা' চলবে এমন সঙ্গী একটু বিচার ক'রে দেখলেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। জার সেই নির্বাচনের ক্রেত্রে সেই মানুষটিকে বাখ দেওয়াই ভালো—বে মানুষ নিজে ঠিক আদর্শ সঙ্গীটির দেখা শাহতে না বলেই কিছুতেই মনস্থির ক'রতে পারছে না। কারণ, তার ক্রে আসলে আজও স্থিরই হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন ক্রেক্র

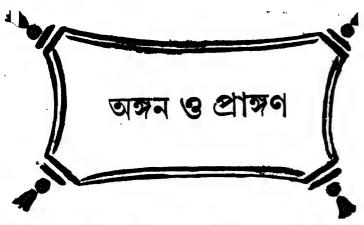
क्रिक्शनः।

# প্রশাস্তি

#### কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সৌন্দর্যা দেখেছি আমি পৃথিবীতে এখানে-সেখানে। থোলা প্রসারিত মাঠে, স্থ্যালোকে উদয়াম্ভকালে। তটিনী নিরেছে বাঁক যেইখানে সমুদ্রের টানে। অমর-চৃষিত ফুলে, উর্জ্ব-বাহু অখ্যের ডালে। রাত্রির রূপালী চাঁদ, ছেমস্কের প্রথম শিশির। ছুরস্ক ঝড়ের রাতে বাভাসের গুরু-গুরু ধ্বনি। বসস্ক-বাভাসে যভো খসে'পড়া পাভাদের ভিড়। সৌন্দর্য্য রেখেছে চেকে প্রকৃতির বিরাট ধ্যনী।

কিছ আমি যেইমাত্র অন্ত দিকে ছু'চোখ কেরাই।
সমস্ত নরন ভ'রে অন্তুত প্রশান্তি ব্যাপ্ত হয়।
তোমার স্থান্তর মুখে অপূর্ব বিশায় টের পাই।
প্রকৃতির কোনো রূপ তোমার রূপের মতো নয়।
যুগে-বুগে এই মুখ দেখে-দেখে অনেক হৃদয়
ছ'য়েছে বে অভিভূত, অপগত যতো শহা তয়॥



# ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা ভগিনী নিবেদিভা অহুবাদিকা—গ্রীমভী বেলারাণী দে

ক্রাধ্নিক যুগের মন বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও ভূগোলবিতা। এই তিনটি পরিধির মধ্যে বিচরণ করে এবং ইহাদের সাহাব্যে সকল প্রকার চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করিতে চেক্টিত হয়। সত্তরাং বর্তমান ভারতের কর্মা-প্রচেটা জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষরদর ইইতেছে; এই জাতীয়তা-বোধকে আমাধের বিভিন্ন প্রথা, জাতি, ভাষা ও অক্সাক্ত উপাদানে গঠিত স্বজ্ঞাতির ইতিহাস অধ্যয়নের ক্স বলিয়া মনে করিতে হইবে, সেই অভাবে আমাধের নগরগুলির অংগিতিও যুগে যুগে তাহাদের পরিবর্তনের কাহিনী পাঠ করিয়া আমাধের পৌর-চতনা জাগবিত করা আবশ্যক।

আবার কোন একটি জাতিকে কেবলমাত্র তাহার অতীতের এবং নিজৰ পৰিছিতির সহিত বিচার কবি 🕫 চলিবে না, অক্তান্ত জাতির সহিত্ত ভারাকে তুলনা ক্রিতে হইবে। এই স্থানে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের আবশাকতা আসিয়া পড়িতেছে। তাহার পর ইতিহাসকে ভৌগোলিক আলোকে ও ভূগোলকে ঐতিহাসিক আলোকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আদর্শ আধুনিক নারীর গৌরব ও মর্ব্যাদার বুহত্তর অংশ তাঁহার এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে। ভাঁহার গৃহ যেন ভারকার আলোকে উজ্জল বিশ্বের পটভূমিকায় একে রাত্রির জন্ম প্রোধিত তাঁবুস্বরপ। প্রতটি গতিশীল মৃহুর্ত বেন অনম্ভ কাল-স্রোতের একটি বিন্দুমাত্র। তাঁহার আয়তের মধ্য দিরাই সেটি বেন বাধাহীন ভাবে চলিয়া বাইতেছে এবং তিনি ইচ্ছামত সেটিকে শাস্তি অথব। তু:থবিধানের জক্ত ব্যবহার করিতে পারেন। এই জাতীয় মনোবৃত্তির অস্তবালে বহিয়াছে কঠিন মানসিক অফুশীলন। ব্যক্তিগত সময়ের সহিত স্থান-কালের যে আহুগতিক সম্বন্ধ রহিরাছে ভাহা বর্ডমান ভাবের পক্ষে যথোপযুক্ত নহে। উপরন্ধ, আধুনিক মন তথ্য এবং তাহার সহিত সত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ জানিতে চার। অক্সাক্ত যুগে প্রচলিত সভ্যের ধারণ। হইতে এই বিশেষ সত্যের রূপটি সম্বতঃ অধিক জ্ঞান্ত নহে। কিছু ইহাই যুগের বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান বিশ্বসংগ্রামে বাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন ভাঁহাদের এই সতা উপদত্তি করিতে হটবে। তথাপি এই বছ-বাঞ্চিত নিৰ্দাবিত সত্য অসীম ও শ্ববিশ্বত ভাবধারার কুম্ল অংশ মাত্র—সেই

ভাৰধাৰাৰ মধ্যে বিৰত্তন ও বিভালের বিভা করণ ইতিহাসের ও ভূগোলের কার্ব্য ক্ থাকে।

প্রকৃতি, পৃথিবী এবং কাল এই ডি:
প্রতিকের সাহায়্যে আধুনিক মন নিজের স্ব
জানিতে পারে। শিক্ষার সাহায়্যে ইহা
সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার পদ্মা মাহ্যর এব
আবিদ্ধার করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত
ইহাদেরই স্বরূপ নির্ণয় করিবার সংগ্রামভূ
প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে এই প্রচেষ্টাকে মতর
রূপাস্তবিত করিবার প্রয়াস নিহিত রহিয়া
বাহার। ভারতীয় নারীর নিকট বর্তমান ভাব

ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের যে ভাবে বহন করিবার আরম্ভ করিয়া নিজেদের জীবন-যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতর উপায় শিকা করা উচিত। করিতে পারিলে পরিশেষে ভারতীয় নারীরাই এক জন অণ শিক্ষা দিতে পারিবে। মধ্যবর্তী সময়টিতে সকল গ্রহণ উপায়ই অবলম্বন করা উচিত। ভাষ্যমাণ ভাগ্বত-ব্যাখ্যা ত কথকতা বা ম্যাজিক-লঠনের সাহাব্যে বিভিন্ন তীর্ণস্থানের দুং দেখাইয়া ভগোল-বিভাকে জনপ্রিয় করিতে পারা যায়। উপায়েই রামায়ণ ও মহাভারতের বহিভূতি ইতিহাস সম্বন্ধ লো পরিচয় ঘটান ঘাইতে পারে। এই ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদের সমবেত জনতা এবং পদার অস্তরালে মহিলাদের সমূথে শ্রীর ও স্বাস্থ্যবিধান এবং চারি পাশের জীব-জন্ত, বৃক্ষ-পভার সংক্ষে বক্ততা দেওয়া বাইতে পাবে। কেবল মাত্র ছায়াচিত্রই ভাব, ও মাতভাষাকে একত্রে সর্ব্বপ্রথম বাস্তবে রূপায়িত করিবার বিশেষ। স্থাদেশপ্রেম প্রচার করিবার পর্বের যে দেশকে ভালবা इडेरव त्म मध्यक कामारमय धारुगा इन्ह्या व्यासासन। य नि ভাহারা কল্পনা করিতে পারে না, দে সম্বন্ধে নারীসমাজ কি উৎসাহিত হইতে পাবিবে ?

কোন ষঠিন সমতার সমাধান করিতে ইইলে ছোট বড় বিজ
গৃহের মধ্যে ও বাহিরের শিক্ষাকেন্দ্র, প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষ
সবগুলিই একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এইগুলি ভারতীয় দি
ধারার অসুযায়ী হওয়া উচিত; তাহার বিপরীত হওয়া ব
উচিত নহে। মনকে বিজ্ঞালয় ও গৃহ ছুইটি বিরুদ্ধ ভগতের
সংস্থাপিত করিলে তাহা বিনষ্ট ইইতে বাধ্য। গৃহ-শিক্ষার আ
নীতিগত ভাবে সমর্থন করাই বিজ্ঞালয়ের চহম উদ্দেশ্য এবং
বিজ্ঞালয়ে অবীত বিষয়কে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করা উচিত। এই স
কোনকপ ব্যতিক্রম নারী-সমান্তের গভীর অক্ততারই প্রি
ইইবে।

বালকদের মত বালিকাদের জীবনের পক্ষেও বিভালরের শিং জপরিহার্য্য করিয়া তুলিবার মধ্যে জামরা এমন কিছু ও করিতে বাইতেছি যাহা কথনও জন্মীকৃত হইবে না। প্রান্থাকেই ভাহার উত্তরকালের বিভালরের শিক্ষা-পদ্ধতির বিশালরের শিক্ষা-পদ্ধতির বিশালরের শিক্ষা-পদ্ধতির বিশালরের দারিংকে বহন করিতে হইবে। ইহা মানব-সম্প্রকৃতি চিম্নন্থান ও স্বাভাবিক কার্য্য। কিছু বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষা-সম্ভাবিক কার্যা স্থানিক্ষা কার্যান্তম্য ক্রিক্তিন্তমান কর্যান্তম্য করিতে হইবে। এ

আধুনিক বুগ-চেতনার মৃগ বিষটে আমাদের ভারতীয় মাড্ভাধাভালর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে সকল সমস্তার অবসান ঘটিবে।
বাবণ, বিভালের বা শিক্ষকদের অপেকা আমরা মাড্ভাষা হইতে
অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। সেই গৌরবময় দিনকে আনিবার
জন্ত মহামাতৃকা অয়ং বিকাট আধ্যাত্মিক বীর্নিগের শপথ ও সেবাকে
আহ্বান করিতেছেন। নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা স্চাক্ষরপে ও
সুগভীর ভাবে প্রবিষ্ঠ হওয়ার ভক্ত শত শত মৃত্যুক্তর সংঘবছ হইবার
প্রয়োজন। সভবতঃ অধিকাশে ছাত্রই ছুট্র সময় বৎসরে বাংটি
ক্রিয়া পাঠ তাঁহাদের নিজ নিজ গুতে ও গ্রামে শিধাইবার ভক্ত
প্রভিতাবত্ম হইতে পারেন। এই ভাতীয় প্রচেটা মোটেই আ্যাসক্ষ
নতে, অধ্য ইহার ধ্যা কত প্রিমাণ কাজ করা হাইতে পারে।

মাতৃভাষার সাহিত্যকে গঠন করিবার কার্য্যে অনেকে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন; বে সকল অজ্ঞাত দ্বানে শিক্ষকের পদচ্ছিত কথনও পড়িতে পারে না, সেখানে পৃস্তকাদি ও সাময়িক পত্রিকাগুলি যাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে তাহার চেটা করিতে পারেন। পাঠাগার বা গ্রন্থমূহকে মৃক বিশ্ববিভালয় বলা যাইতে পারে। বৃদ্ধ বা অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বা আকবর সম্বন্ধ কানিতে হইলে বাদি বিদেশী ভাষাই প্রথমে আয়স্ত করিয়া লইতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় মহিলারা ভারতের ইভিহাদ কেমন করিয়া বৃক্ষবেন? আপনাদের উচ্চ আশা গোপনে রাখিয়া বীহারা নারী ও জনগণের নিকট আশুনিক জ্ঞানের বাত্তা বহন করিবার ব্রত্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যুক্তে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরহণ করিবেন।

নারী সমাজের পক হইতে প্রথম যুগে পুরুষদেরই এই কার্ষ্যে অগ্রগামী ২ইতে হইবে বলিয়া অনেকে হয়ত তাঁহাদের এই মহামুদ্রবতা এবং নিষ্ঠার স্ভাবনাকে উপহাস করিবেন। বাঁহারা ভারতীয়দের গভার ভাবে ভানেন, তাঁহারা এই অন্তর্জা প্রদর্শন অনুযোদন কবিতে পারেন না। ভারতের সামাজিক ছীবনের ভিত্তি স্তদ্ধ। এথানকার সভাতা ত্রমোয়তি-পূর্ব, সাষ্টগত, আধ্যাত্মিক ও পরার্থপর। জনৈক ভারতায়, রামমোতন রায়ের অন্তলেরণাতেত সভীদাত প্রথা রহিত হইগাছল। আবার এক বিবাহকে আদর্শ বিবাহ বুলিয়া প্রচলন ক্রিবার কালে বাংলার বিভাসাগ্রের ক্রিকট ভইতেই প্রথম উৎসাহ আসিয়াছিল। প্রাচ্যে অভ্যের বোন স্বার্থপ্রস্ত আন্দোলন গ্রা মহং সংস্থার ও তথ-পুবিধার প্রসার সাহিত হয় না। বিপক্ষ দল খড: এবৃত্ত ও মহাপ্রাণভায় অনুপ্রাণিত ১ইয়া অধিকার দান করিয়া থাকে। অথবা যদি কোন নাঝী কোন ভীব্র প্রয়োজনের তাড়না অহুত্ব করিয়া কোন অক্যায়ের সংশোধন দাবী করেন তিনি কি নব ও নারী উভয়ের মাতৃস্থানীয়া হন না ? তিনি কি পুত্রকে বে ব্রতে নিয়োজিত করিতে চান 'সই বিষয়ে শৈশংই তাহাকে অনুশ্রাণিত ক্রিতে পারেন না ? এই ভাবে তিনি কি ভাঁহার তুর্বল হস্ত বে অস্ত্রচালনা করিতে সক্ষম হাহা অপেকা অধিক শক্তিশালী অস্ত্র শাণিত করিতে পারেন না ? বিজ্ঞাসাগর-জননী এই শ্রেণীর নারী ছিলেন এবং এই জাতীয় উৎসাহই তাঁছাকে নারী সমাজের পৃষ্ঠপোরক ক্রিয়াছিল।

যে সমতা সইবা আমদা আলোচনা করিতেছি তাহার ভার বর্ত-মান শতাকী বে সঙ্কল নবীন বিভাব পূজারিমধের হজে অর্পুণ করিতে চান তাঁহাদের অতি একটি সভর্ক ও নির্দেশ-বাদী আছে। সমালোচনা

ও নিষ্ণপাহ বারা কখনও শিক্ষা-থিস্তার সম্ভব হয় না। বি শিক্ষাথীর মধ্যে মহান বছর স্থান পান একমাত্র তিনিই ছো-শিক্ষক হইতে পারেন। কেবলমাত্র ভারতীয় ভীবনের মহছে ৰাৱাই আমৱা ভারত-বহিতৃতি জগতের মহত্তের আভাস দিতে পারি স্বদেশবাসীকে ভালবাসিয়াই আমরা মানবতেম শিথিতে পারি ভারতীয় নারীর ভবিষাৎ ময়ন্ধে গভীর আস্থাই আমাদের সেই ভাই যুগেব অভ্যুদরের যোগ্য করিয়া তুলিংব। যে নারী স্বীয়ু জীবনে সমগ্র ভারতের অভীত গৌরব হাদয়ক্তম করেন ভাঁহাইট ব্যুলা আশাপথে নবীন বিভাব প্রচাহককে উৎসূর্গ করা হউক। স্ক্ প্রচারক আশা কল্পন ও একান্ত ভাবে প্রার্থনা কল্পন, খেন আমানে এই যুগেই সমস্ভ প্রামে প্রামে গান্ধারীর মত মহীয়সী, সাবিত্তীর মং পতিপরাহণা, সাহসিনী, সীভার মত ওন্ধমতি ও কোমকপ্রাণা রম্বর্দ আমরা দেখিতে পাই। ভবিষাতের পদতলে অতীত যেন পক্ষরত হইয়া বিরাজ করে। অভীতের সাফলা অনাগত সাফলোর ধাপস্করণ হউক। প্রত্যেক ভারতীয় নারীই যেন আমাদের নিকট সেই ম**রা** মাতৃকার সত্তা সইয়া এবং মৃতিমতী ভদ্মভূমির বৃষ্টি ও স্বদেশ-রক্ষয়িত্রী ৰূপ আবিভূতি। হন। ভুমা দেবী। গুতেৰ অধিষ্ঠাতী দেবী। বন্দে মাতরম। —উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৫২

## শেষ চাওয়া

### শ্রীমূলতা সেনগুপ্তা

ওলো আমায় তুমি আর চাবে না বধন যেন সেকধা গোপন হেখো তঞ্কভার

তৰ স্বপ্লে বিভোল এই ভদ্ৰালুমন

পাক এমনি মধুর চির চঞ্চতায়।

ভূমি ভূলালে বারে আজ শতেক গানে,

**७**७ ७ अ क्षत्र निर्म **पर्य** गाद्र,

কভূ এই ভূবনের যেন কেছ না জানে সেই গ্লানির কথা যবে ভূলিবে তারে।

লিখো এমনি কোরেই প্রেম-পত্রথানি,

নীচে ভীত্র জহর মেথো নামের গায়ে,

তাও এমৰি আবেশ ভরে পোড়ব জাৰি

শেৰে সে নাম চুমি শোৰ মহয়া-ছামে।

সাঁঝে উঠবে শৰী দ্র নীল গগনে

(हरम (न्थर नम्बन मम मृक्रा-मनिन

রাতে ফুটবে কুত্ম ঐ কেয়ার বনে ভার প্রবাস লয়ে আমি হ'ব চিরলীন।

তবু ভেঙনা অপন মম ভেঙনা প্রিয় যদি ভোমার অপন ভাঙে কোরো ছলনা

শামি ভুবেছি ভোবাই মম বাঞ্নীয়

कृषि केग्राकात कारत अवस्था।



নৈ স্বামী স্ত্ৰীকৈ কি চোথে দেখে ? উত্তর অত্যন্ত দোজা। স্বামী স্ত্রীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, কারণ সামাজিক শাপকাঠীতে স্ত্ৰী স্বামীর চেয়ে অনেক নীচে, কিন্তু এতে স্ত্ৰীর দোষ কি ? শিক্ষার, দীক্ষার, আচারে, ব্যবহারে স্ত্রী স্বামীর চেয়ে অনেক নীচে এ কথা সত্য, কিছ এর করু দারী সমাজ। স্ত্রী নয়। মেরেদের চিরটা কাল এক ঘবে করে রাখা হয়। বাপ-ম পর্যান্ত মেয়েকে ভাল চোখে দেখে না। শিকা-দীকাও বিশেষ কিছ পায় না। সমাজে মেলা-মেলার সুযোগ ভাকে দেওয়া হয় না। ফলে তার কেবল মাত্র **ভারীবিক গঠন হয়, কিছু মানসিক অথবা সামাজিক গঠন একেবারেট** হর না। তার পর স্বামীর ঘরে গিয়ে দে পায় ভগু লাঞ্চনা আর নিৰ্ব্যাতন। তাই মানসিক বুতি একেবাবে নষ্ট হবে যায়। স্বামী ত্রীকে আসবাবের সামগ্রী মনে করে। বেমন ভাবে রাথবে, ঠিক ভেমন ভাবেই থাকবে। আর সম্ভান বহন করার জন্ম যতটুকু প্রবেশ্বন। করিণ সম্ভান না হলে বংশলোপ পাবে। বাপ-পিতামহ জল পাবে না। তাছাভা দাসীগিরি, বিনা প্রসায়। তবু পেট-ভাতার। বাড়ীর মধ্যে নিকৃষ্ট ভোজন, নিকৃষ্ট জামা-কাপড় ভার প্রাণ্য। স্বতরাং স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসার পাত্র—ভক্তি-শ্রদ্ধার মনে করে না। ভার মতে স্থামী মালিক—প্রভু। ভাবে ভব করতে হবে, কুর্ণিশ করতে হবে। মনিব এবং চাকরের মধ্যে বে পার্থক্য সেটা ভাঙ্গা চলবে না। ভাঙ্গবার সাহসও অবশ্ব ভার নেই। ভালবাসবার মনোবুভিও ভার মরে लिए ।

দ্বীও বে মামুব, খামীর মনে এ ভাব কোন ি জাগে না। দ্বীকে সে কোনো দিনই ভালবাসতে শেখে খামি-ন্ত্রীর সম্পর্ক সেখানে চিন্তারও অগোচর। খামী দ করে অবজ্ঞা। বহু ক্ষেত্রে দ্বী খামীর দেখা পর্বাস্ত না, মাসের পর মাস, বছবের পর বছর। খামীর ইচ্ছা: দ্বীর কাছে এল। না হ'ল, এল না। দ্বীর কোন দঃ নেই।

পথে দ্বী স্থামীব সজে একত বার হয় না। স্থাবার আগে থায় না। বাড়ীর সব পুরুষদের খাওয়া গেলে তবে মেয়েরা থায়। অস্তথে-বিদ্ধথে তাদের চিকিৎসা বিশেষ কিছুই হয় না। কারণ নাবীয় ব পুরুষের অবহেলা, অবক্তা, আর কিছুটা চীনাদের দারি হতটুকু চিকিৎসা হয়, তা কোন কাভেই নয়। ময় ফুক, ভৃতপ্রেত তাড়ান এই তাদের চিকিৎসা প্রণাহ

কনফুসিয়াস, তার উপদেশ-বাণীর মধ্যে বলেছেন, চেয়ে বড় কথা দেওয়া-নেওয়া, 'রেসিপ্রাসিটি'। কিন্তু বিব জীবনে এই লেন দেনের ব্যাপার তিনি এড়িয়ে চেসর্বতোভাবে। বছ যুবতী বধু চীনে আত্মহত্যা হ নিষ্ঠর নির্দয় স্বামী, বত ইচ্ছা জীকে ব্যশা লাজনা দিংকেন, তার কোন ক্ষতি হয় না। এমন কি আদ প্রাস্ত কোন বিচার নেই, সাজা পাবে না। বেবল

কথা বলকেই স্থামীর দোষ কালনের পাকে যথেষ্ট হবে
স্ত্রী খন্ডর-পান্ডণীর কথা শোনে না। আইন হৈতী করার
কনকুসিয়াস যদি বিবাহিত ছীবনে বেসিপ্রসিটির নিয়ম মান
ভাহলে চীনা নারীর অবস্থা এত শোচনীর হ'ত না।

ডিডোর্স, বিবাহ-বিচ্ছেদ চীনে প্রচেচিত। যদি কোন জ্বাধা হয়, বেশী বকা-ককা করে, চুরি করে জ্বাবা কালে জ্বাত্তদেশ্যে মেলা-মেশা করে তবে তাকে তালাক দেওয়া কারণ এই জ্বপরাধন্তলির স্থান হত্যার ঠিক পরেই। ও যদি কোন স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, জ্বাবা দিলে মেহেদের হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে জ্বাসতে হয়। বন্ধ্যা হওরার জ্বাতিন স্বচেয়ে বেশী বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ।

বিধবা-বিবাহ মধ্যে মধ্যে হয়। তবে সতী চওয়ার বাক্তি আছে। বহু বিধবাকে জোর করে গলায় দড়ী দিয়ে ম<sup>ন্তত</sup> করা হয়। পরে সেই মৃতদেহ পোড়ান হয়। তবে বে<sup>ম</sup>র ক্ষেত্রেই বিধবা অবস্থাতেই নামীরা থেকে যায়। বিবাহ <sup>৫</sup> আত্মহত্যা এ ত্'রের বাইরে।

ছেলেদের নারী সাধারণত: ভাল বাসে। চীনেও এর বাং
ঘটনি। কিছু সন্ত'নক্ষেগ্লীলা মা, কন্তার প্রতি যে বা
করে তা সভাই নির্ভুর। বদি প্রথম সন্তান ছেলে না
মেয়ে হয়, তথন মা সেই মেরেকে গলা টিপে মেরে ফে
ভাবে এই বলিদানে দেবতা সন্তঃ হয়ে শীল্প পুত্র সন্ত'ন দে
এক ছেলের পুর হ'-একটা মেরে হলে, ভারা বৈচে বায়। বিভ বেশী মেরে হয় ভাহলে ভাদের বাঁচবার সন্তাকনা কম। বহু মা,
মেরে হলে, নিজের মেরে মেরে কেলে। কিছু ছেলে ভ্রং

হওয়া একটা অ্যাকসিডেক্ট মাত্র। তবু ছেলের আগমনের আশার আনক আর মেরের ছর্ভাবনার হংধ। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্ব পর্যান্ত এই আনন্দ बांत विवास्तर भारत भा थाद माना। मिन গোণে অভি ভয়ে ভয়ে। মেয়ে জন্মালে মার ভাগ্যে লাজনা আর নির্ব্যাতন। আর মেয়ের ভাগো হয় মৃত্যু, না হয় জীৰনব্যাপী অপমান। চীনে এত বেশী ছোট মেয়ে হত্যা করা হয় যে, সেই মুভদেহ রাখবার জন্ত 'বেবী টাওয়ার' আছে। রাস্তার বেখানে সেখানে ফলে রাখলে জন-সাধারণের অন্মবিধা হর, স্বাস্থাহানি হয়। কুকুর, শেরাল, চীল, শকুনে রাস্তার হাড়-মাংস ছড়াবে বলে বাড়ী। তবু জনেক মৃত-দেহ পড়ে থাকে পথে, মাঠে, খাটে।

মেয়েদের পোষাক অনেকটা ঢিলা সেমিজের মত। গলার কাছ থেকে আড় ভাবে এদে পাশ পর্যন্ত বোভাম। বেশী কাট-ছাট নেই। काश्र पार्टिहें नहें हम ना। शायात्क विस्तृय कालन (नहें, किन्न স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। বেশী আঁট পোষাকে স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। শীতকালে তুলো-ভরা সেমিজ ব্যবহার করে। যেমন গ্রম, তেমনি नवम। मिरा चार्वात्मव। चथा এই সৰ পোৰাকে খৰচও কম। শ্লীলতা বজায় থাকে পূরো মাত্রার। পোষাকে এ ছাড়া আর কি দরকার! পকেট অবশ্য কোন পোষাকেই নেই।

মেয়েরাও পুরুষদের মত পায়জামা পরে। স্বাটী, এক স'ংহ ই ছাড়া অন্য কোথাও পরে না। এই পোষাকেই ওদের বেশ দেখায়, ৰাবণ, প্ৰত্যেকেই বড়ীন, কাক্সকাৰ্য্য-করা সেমি<del>জ</del> পায়জামা ব্যবহার করে। চুল বাঁধে অনেকটা বম্মাজ মেয়েদের মন্ত। অবশ্য অত বায়দা করা নিখুত নয়।

অনেকের ধারণা, প্রত্যেক চীনা মেয়ের পা বেঁধে ছোট করা হয়। এটা ভূগ। অনেক যায়গায় অবশ্য এ বীতি আছে, কিন্তু বহু স্থানে, বিশেষ করে কুষিপ্রধান যায়গায় এ বীভি একেবারেই নেই। কুদে কুদে প। নিয়ে ভাল ভাবে চলতেই পার ব না তোকাজ করবে কি করে ? দরিজের ঘবে এ-ফ্যাশান অন্তল। এই বেদনাদায়ক দৌশ্যা বড়ঘরের মেয়েদের জ্ঞা। বাদের বেশী কাজা করতে জ্যানা। ট্রাইলের খাতিরে মেয়েরা অনেক কট্টই স্থ করে নীরবে, গ্রাসি মুখে।

এই ফ্যাশান এল কি করে ৷ অনেক ঐতিহাসিক গথেষণা হয়েছে এট নিয়ে। কেউ বলেন, এক জ্বন সম্রাজ্ঞীর কুশ পাছিল। ইটিতে পারছেন না। তাই সব মেয়েদের পা বেঁধে ছোট করে দেবার ছকুম দিয়েছিলেন। যাতে সব মেয়েরই হাটার অবস্থবিধা হয়। কেউ বলেন, মেয়েরা নিষ্যাতিত হয়ে পাছে স্বামীর গৃহ ছেছে পালিয়ে যায ভাই এই ব্যবস্থা। ছোট (বিক**লাঙ্গ**়) <mark>পায় ছুটে</mark> পালাতে পাণবে না। কেউ বলেন, ৫৮৩ খুষ্টাব্দে চ্যান-বংশের সমাট্ হাউ চাট, নিজ উপপত্নীদের পা বেঁধে ছোট করার ছকুম দিয়েছিলেন; পা এত ছোট হবে যে সোনার পল্মের মধ্যে যেন রাখা ধার। সভ্যকারের সোনাব পদ্ম বিছিয়ে দিয়েছিলেন ভালের খ্বে-ফিবে বেড়াবার জঞ্চ। এট ব্যাখ্যাই বোধ হয় ঠিক। কারণ, নারীর 'ছোট পা'কে চীনা ভাষার বলে 'কামলিন'। আর কামলিন মানে অণ-পদ্ম। নারীর পদবিক্ষেপের নাম চ'না ভাষায় 'লিন-পো', যার অর্থ পদ্মপদ বিক্ষেপ। আধ্নিক মান-চুসরকার এই অস্বাস্থ্যকর প্রথা বন্ধ করার অনেক <sup>(১টা করেছেন</sup>, কি**ছ পা**রেননি। এক জন চীন সত্যই বলেছেন, <sup>'ব্যাশ্নের</sup> প্রভাপ সমাটের প্রভাপের চেরেও অধিক।'

পুরুষ ও নারীর মধ্যে মেলামেশা চীনারা ভাল চোখে লেখে নাস্ক্র এদের মতে এটা স্লীলভা-বিক্লম্ব। নৈতিক অবনতি ঘটতে পারে। চীনা নারী সাধারণত: খুবই লাজুক এবং চরিত্রবতী। ওদের সভে মেয়েদের স্বাধীনতা দিলেই চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নারী শিক্ষা পায় না, সমাজে সমান ভাবে মিশতে পায় না।

এত বাধা-নিষেধের ফলে চীনা মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেৰী কুসংস্কার-ভাবাপর। '' চীনের পুরাতন সামাজিক আচার নিয়ম-কান্ত্র মেয়েরাই এখনও জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু ধর্মে অথবা সুামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েদের জন্ম কিছুই স্থবিধা নেই। বৌদ্ধ পুরোহিত কোন তন্ধমতি সতী নারীকে স্বর্গে যাবার অথবা মোক্ষ পাবার আশা দিতে পারেন না। থুব বেশী বলতে হলে, আশীর্কাদ করেন, লাখামী জমে এই সমস্ত পুণাকর্মের জন্ম পুরুষ হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য লাভ কর।

## রবীদ্রনাথের গান वीकिद्रगनमी (म

#### এক

স্ক্রন তারিথ ঠিক মনে নেই। বোধ করি শরংকাল<del> আকাশে</del> খেল্ছিল তুপুরের একটানা রোদ, র। মাত্র দিন করেক হল আমি কোলকাতার এসেছি। সেদিন মধ্যাছের আহারাদি *সে*রে ছবির একটা 'এ্যালবাম্' দেখে একলা ঘরে সময় কাটাচ্ছিলুম।

अष्टे अष्टे अष्टे ! . . . . .

খবের ভেজানো ছয়ারটা ঠেলে চুকলে তুমি। পারে **ভোজার** উঁচু হিলের জুতো—তারই আওয়াজ। একটা দামী **জর্জে টের শাক্টী** ইঙ্গ-বঙ্গ ফাাসানে তোমার সমস্তটা দেহে জড়ানো, তার **আবার চওড়া** রপোলী বর্ডার—হঠাং দেখ্লে মান হয় বুঝি বা কোন 🖛 কাপড়ের দোকানের শো-কেস্'এ সাজানো এক আধুনিকার প্রক্রি মৃতি। হাতে ছিল ভাানিটি বাাগ,'— শার খান গরেক খাতা-প**তর,** বোধ হয় তুমি কলেজ থেকে ফিবছিলে।— অবশ্যি তোমার **আগমনট্র**্র আমার নিকট একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু জি<del>ভেনে করলাম 💒</del> "व्यादा—ऐरुपला स ! थवत को ? ५३ कार्ठ-काठी वा**क्रब इंडॉर**े को भारत करत ?

— অামাকে গোটাকয়েক রবীন্দ্র-সংগীত শিথিয়ে দিতে 📢 🧐 বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের গান বড়ো ভাল লাগে। কী স্থন্দর ভার কথা ও ভাব, স্বধানেই এর কত চাহিদা—অথচ ববী<del>ত্র সংগীজের</del> 🕺 কোন সঞ্চয়ই আমার নেই।

—সভ্যি কথা বলতে কি—আমর। কলেজে-পড়া মেরেদের মুশে<sup>\*</sup> এমনিধারা অভিযোগ কদাপি প্রত্যাশা করিনি, তাই স্বভাষতটে কিছুটা হৃ:খিত হলুম। ভাবলুম, একবার ভিজ্ঞাস। করি—ববীক্ত নাথের গানের সঞ্র নেই—তবে কোন্ মহাকাব্যের সঞ্র আছে, জান্তে পারি কি ? কিন্তু দে প্রশ্ন না করে তথু বল্লাম :-- আছা বসো ঐ চেয়া টায়। তৃমি ভাহোলে আজকাল গান টান্ গাইছে। . খুব। তাবেশ ভাল কথা···কারো কাছ থেকে শিথ্ছো বুবি ?°

—"হ্যা, বাডীতে এক জন মাষ্টার আফোন. তিনি ক্লাসিক্যাল্ গান 🏸 শেখান •• " এই বলে তুমি চোধ তুলে আমার মুখের দিকে ভাকালে আবিলে—হরত বা আমি কিছু বলবো। কিছু আমি চুপ করে আছি লেখে তুমি আবার বললে:—"জানেন, আমার মান্তার বোশাই কিছু ববীল্ল-সংগতি গাওয়াটা মোটেই পছক্ষ করেন না। তিনি ক্লোন, ওতে না কি গলা নট হয়ে বাহ—অথচ আমার এই ক্লাসিক্লোল্ গান শিখ্তে একটুও ভাল লাগে না। ভাবছি, ছেড়ে দেব।"

আমি হেদে বল্লাম: "এ তোমার তুল ধারণা উৎপলা। **ক্লাসিক্যাল** গান বদি ভালো গুরুর কাছে শেখ, তখন দেখ্বে, এ জোমার ভাল না-লেগে পারেই না, এবং পণিশেষে এইটাই হবে · জোমার বড়ো সম্পদ্—অবশ্যি ভবিষ্যতে যদি গান গাওয়াটাকে ছেচ্ছে **বা দাও। · · · আ**র রবীন্দ্র-সংগীত ওতো কোন ক্লাসিক্যাল্ সংগীতকে ্**বাদ** দিয়ে স্মষ্ট হয়নি। যদিচ ববীন্দ্রনাথ তাঁর শেবের গানগুলোডে প্রয়েজন মত দেশ বিদেশের বিবিধ রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ করেছেন · 🖛 ভাৰতীৰ সংগীতে একটা নৃতন ধারার স্থান্ট করে গেছেন—বা-় **ন্ম কি কে**বলমাত্র সম্ভবপর হোরেছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভারই শক্ষণ। তথাপি দেখতে পাবে, কবির প্রথম ব্যুদের অধিকাংশ গানগুলোভেই কিন্তু ভিনি নিজে হিন্দুস্তানী প্লাসিক্যাল সংগীতের স্থাপরা গিণী এবং গঠন-প্রণালী প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভাবে মেনে চলেছেন 綱 বেশুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে গাওয়া, বিশেষ করে বারা ক্লাসিক্যাল সংগীত কথনো চর্চা করেননি, তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। স্মভরাং ক্লাসিক। বি সংগীতকে একদম বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত শিখে 🛶 📭 এবাটা ভোমরা বত সহক্ষমনে কর, আসলে কিন্ধু ভা নয়।"

শামার কথাগুলো শুনে দেখলুম—তুমি জিজাস দৃষ্টিতে ফাল্-শ্বাল্ করে তাকিরে আছ। আমার কথার তুমি বিশেষ ধুসী হলে কীনা জানি না, ভবে বেশ মনে হোলো, তুমি বেন জামার কথা রখাবথ বুবতে পারনি। আমি বল্লাম: যাকু গে ও-সব বাজে শ্বা। বনি কোন দিন সময় আসে ববীক্র-সংগীত নিয়ে আলোচনা ক্রারা, তথন এ-সব কথার অর্থ নিজেই বুঝতে পারবে। আজ বাক্—আজ তোমার গান শুনবো। দেখি কী কী গান শিখ্লে হাটারের কাছ থেকে।

- ত -হোলে আমার গান শেখাটা কী আজকে হবে না ?°
- ু—"নিশ্চর হবে,—হবে না কেন ? আমি তো আর একুনি কোবাও পালিরে যাছি না—আর তুমিও তো গান শিখ্তেই এবানে এসেছ, সভবাং একটু ধৈষা ধর।"
  - "আমি ভো বাংলা গান জানি না—হিন্দী গানই গাইব কিছ ।"
- "তা' বেশ তো, হিন্দি গানই করো। নিজে হিন্দী গান পাইতে পারি না বলে' কী সে গান আমার শোনবারও কোন অধিকার নেই ?" — আমার এ কথাটা তনে যেন কিছুটা লচ্ছিত হ'রে আমার কোন প্রতিবাদ না করেই হারমোনিয়মটা নিয়ে তুমি গান শাইতে স্কুক কোরলে।

ু তুমি বে কী গাইছিলে—তা' আজও নিশ্বর ভোষার মনে আছে। ক্রেই দিন ভোষার গান গাওয়া শেব হোলো। তুমি আমার ওধালে: —"ক্রেম লাগলো আপনার ?"

्रभावि निर्वाक् शत्य वहेनून-जनाय स्वतीय जालाव कोहे या

চালালে একটা বাগিণীর আলাপ ভার পর চল্লো ভার বিভ্ ধরা পড়তে স্থক্ন হোলো—ঐ বাগিণীর আরোহ এবং অবরে৷ প্রার স্বরগুলির মধ্যেই একটা অসহ্য রকমের অস্পষ্টতা। ••• চে গান ভোমার ঐথানে থামলেই আমি বাঁচতাম।•••কিছ 🥲 নয়, তখন আবার ঐ রাগিণীয় উপর দেখা দিল কথার সংযোজ সে-ও বাংলা নয়, একেবারে হিন্দী! মধ্যে মধ্যে বেখাপ্লা <sup>ং</sup> তানের চরকিবাজিও চলছিল। হিন্দী কথার প্রত্যেকটা আওয়ারু की विकुछ ভাবেই ना উচ্চারণ করছিলে— সে আব की वनता। र তুমি লাখ্নৌ গিরে গান শিখ্ছো এবং ভোমার এ সব উচ্চার কথা ভেবে ভোমার নিজেরই থুব হাসি পাচ্ছে—নয় কি: বাঙ্গালীদের মুখে, হিন্দী না শিখেই, হিন্দী ভাষার উচ্চারণটা যে উৎকট শুনায়, সে আজকাল আমার চাইতে হয়তো তুমিই ে বুঝবে। অবশ্যি ছোটরা সহজেই উচ্চারণটা ওখরে নিভে পানে কিন্তু বয়ন্ধদের পক্ষে সে কতই না কঠিন। তবে কঠিন ম অসাধ্য আমি বলছি না। আমি বলছি, এই হিন্দী ভাষার কে माज वर्नभितिहरत्रत था, था, क, थश्रमित्र ऐक्रात्रनरक विख्य ह আয়ত্ত করা এক জন বয়স্ক বাঙালীর পক্ষেষে কত দূর শ্রমস ব্যাপার, সে বারা কোন দিন হিন্দী ভাষার শিক্ষার্থী হয়ে তারাই জানেন।

যাক্ গে, সেদিন তুমি হয়তো ম'ন আঘাত পেতে, সেই ৫ আমি আর গান সম্বন্ধ কোন মন্তব্যই কর্তুম না। তথু বল্লুম: "মাষ্টারকে বলে দিয়ো, আস্ছে দিন থেকে তিনি থেন তো বাংলা গান শেখান । অধান আছাড়া আমি তো এখানে মাসখালে থাকব, তোমার যখন খুসী এগে গান শিখে বেয়ো—কেমন ! আছ বাদ দাও।"

ছুই-ভিন দিন পর তুমি আবার এসে হাছির। • • এসেই বল্চ শ্বান্ধ কিন্তু আপনাকে একটা বাংলা গান শোনাব।

- —"গানটা কার লেখা?"
- "সে তে। জানি নে। তবে এ গানটা না কি আধুনিক বাং সংগীত। আমার মাষ্টার রেকর্ড থেকে ওনে শিথেছেন। বাস্তবি কথাতলি তার কী চমংকার:

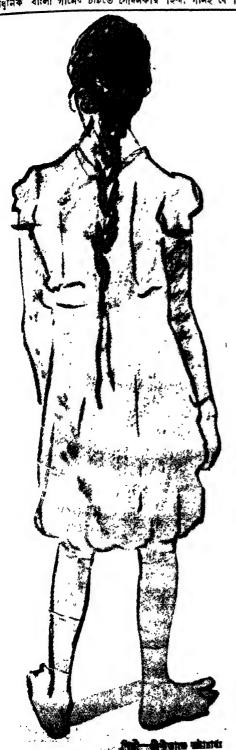
স্বপনে দোহে ছিন্নু কী মোহে

জাগার বেলা ছোলো---

যাশার আগে শেষ কথাটি বোলো 🖺

তোমার এ আবৃত্তি তনে আমি মনে মনে তথু হাস্লেম. এই তুঃখণ্ড হোলো ৷ ''তোমরা কলেজে পড়—শিক্ষিত বলে' নিজ্যে পরিচয় দেখার জল্ঞ ভোমরা কতেই না উদ্প্রীব ৷ প্রায় প্রক্রেকে রবীক্ষনাথের 'সঞ্চয়িতা' 'চয়নিকা' প্রভৃতি অনেক কবিতার পুত্তই হাতে নিরে পুরে যুরে বেড়াও, অথচ যে কবিতা ভোমার মনকে পার্ছে করতে, তার বচরিতার নামটা জানবারও কোন উৎসা ভোমাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না ৷ ''তার দৃষ্টাস্ক এই ই' বেমন, 'ইহা একটি আধুনিক বাংলা সংগীত'—ভোমার মান্টাবের এ জবাবেই তুমি সন্তাই ৷ ''সমূধে বললাম : "বেল ত, আধুনিং সংগীতই শোনা বাক্ আজকে ।"

ৰা গাৰ গাইছে আৰম্ভ কৰলে ভূমি হাৰমোনিবামেৰ সংগ<sup>াত</sup> আৰু ক্ষমি কিন্দু আৰু অধ্যে ৰুখাৰ বিশ্বস্থা আইন গাইবাৰ সং সংগেই আমি কেবল কামনা কৰছিলাম—'হে বফলবা বিধা হও।' কিন্তু তিনি আমাৰ কথা শুন্তান কই। মনে চলো তোমার এই ভাধনিক বাংলা গানেব চাইতে দেদিনকার হিন্দী গানই যে ছিল



তের ভালো। কিছুতেই আর সইতে পাবছিলুম না আমি। শ্রুক্তে भारता को तस्य विक्री तकस्मत्र थिरतिहोती छ:-এ এकहे। शाकारबाह ইদিত, আৰু অস্বালবিক ভাবে মুছুক্তি তাৰ প্ৰকাশ। অৰ্শি মনে কিছুই কর্তুম না বদি এটা অন্ত কারো গান হোভো। कि-व्यामल गामों हिम दवीक्षमारथवरे । ... छात लिथा मवश्रम गास्तः द्भव कविव निष्कृत्रहे (ए ६६) । এই मत शास्त्र छेभव कावमाहि করবার অধিকার কারোরই নেই—গায়ক, তিনি যত বড়ই ওস্তাল হউন না কেন। স্থতবাং দে স্বৰকে যদি কথনও কেউ গাই**তে গিনে** multilate करव वरम स्मृही (आकारमव वारमव वर्षे क्यांचारमव वर्षे বিশুমাত্রও শ্রহা আছে, তাদের পক্ষে যে কতো 'ানি অসহনীর, আ আশ। করি তুমি আজকে ভাল করেই ব্যাতে পাবছ। ••• সে দিন তুমি এ-সব কিছুই তো জানতে না - জান'ল নি চয় ছ সিয়ার হোতে; ভাই বাধ্য হলাম, ভোমাকে গান গাওয়ার মধে,ই বারণ করতে— "উৎপলা, এ গানটা আর গেয়ে। না"—এবং গম্ভীর হরেই বল্লামুঃ "যাও উপরে গিয়ে ওদের কাছ থেকে এই গানের গ্রামোফন রেকর্ডখা**না** চেয়ে নিয়ে এসো- গানটা গেয়েছেন কনক দাশ H. M. Vos —ভদের আমার কথা বলো।

তুমি তো খুণ খুদী হয়ে বেৰুৰ্ড আন্তে ছুটে গেলে। আমি মাধাৰ হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল্ম— এই তো আমাদের দেশের গানেয় মাষ্টাৰদেৰ বিজে। তাৰা অনভাস্ত কাক (untrained ear) নিয়ে গান শেখে আবার ঐ গানই অক্তদের শেখার। তারা **কান্দেও** ना, शान छात्रत जून ३८५६ को ७६ ३८६८। कावन, त्रांठी **कान्या** হোলে কোন একটা মিউজিক স্থাল regular course নিতে মুখ এবং সেটা দম্ভবমত সময়-স্পাপেক । ••• আমাদের দেশের **লোকছের** ধারণা—যার একটুথানি স্থর-বোধ আছে দে-ই এক জন ৬ জাদ পাইরে! এই প্রশ্রম পেরে পেরেই বাংলাদেশের আলতে গালিতে ভূইবেল্ড গানের ওস্তাদের সংখ্যা যে দিনকে-দিন কভ বেশি বেড়ে চলেছে তার ইয়ত। নেই।…ওধু গান গেয়েই তারা ধুসী নন্-তারা কবিতা নিয়ে ভাতে স্থা সংযোজনা করেন। কী আশ্চর্যা । স্থা হওয়ার আগেই 'সুর্কার' সাজ্বার স্থ তাদের এতোই উৎকট [\* \* \* হাসি পায়—এ যেন ভিক্লুকের ঐশ্বহা বিভরণ !…গান গাইতে হ'লে সর্বপ্রথমেই যে কান-তৈরী এবং কণ্ঠ-সাধনার কত বেশী আবশ্যকর আছে সেটা আমথা বাঙ্গালীরা যেন ভাবতেই পারি না। এই কারণে আমাদের মধ্যে তালছাড়া, ছন্দছাড়া, ছিচকাছনে গাইরে এক ৰাজিয়েদের কোন কালেই বড়ো একটা অভাব হয় না এবং সংগ্রিক বিস্তা না শিখেই সংগীত-শিক্ষক হবার পথও আমাদের দেশে প্রশন্ত। •••প্রায়ই দেখা বায়, গান গাওয়ার মধ্যে একটা অবোধ্য অঞ্জীতিকর কিছু দেখিয়ে সেটাকে ক্লাসিক্যাল সংগীত বলে চালিয়ে দিছে সামাদের বাঙ্গালী গায়কেরা মোটেই ইতন্তত: করেন না। ভার কারণ আর কিছুই নয়-এটা জানা কথা বে, সকলে তো আন ক্লাসিক্যাল সংগীত জানে না এবং বোঝেও না; স্বতরাং তালের সামনে নিজেদের ধেরাল মত মনগড়া স্থবে গান গাইলেই বা কী আর ভার উপর বলি সালীভিক পর্দাকে নিয়ে অর্থাহীন ভাবে হেলালো দোলানোর কারনাটা একটু জানা থাকে—তা হোলে ভো সভা **নাং** •••এবং পানও বখন হচ্ছে ছিন্দী ভাষায় তখন একেই উচ্চালের স্লাসিকাল সংগীতের নাম কিয়ে শোডাদের কাছে চালিনে নিক্ষ

নালাদের আর কভকণ ৷···ভার পর থেকেই লোকেরা বলে বেভাবে-আহা ৷ উনি কত বড়ো উ'চুদরেব গাইয়ে"—আর ভাল না লাগলেও ৰুছতে হবে— আমরা সাধারণ লোক, সংগীতের কী-ই বা বুকবো। 🖥 নি ১স্তাদ লোক কি না—ভাই গান হিন্দীতেই গেয়ে থাকেন। ৰাংলা গান-সে সৰ বড়ো একটা গান-টান্ না। "••• আসল কথা - বাজালীদের সামুনে বাংলা গান গাইলে নিজেদের হুর্বলভা ধর। "পছবার সম্ভাবনা, তাই ওস্তাদ মোশাই বাংলাগান গান না এই কথা ्राध्या करत निरंत्र निवालन शहाहे व्यवनयन करतन वरते कि का वर्षा ेक्कन। इस दश्य ভাবি এদের কী এ টুকুও বুঝবার ক্ষমতা নেই যে, बाबा वधार्ष हे क्रांतिकतान मंत्री उ ठाठी करवन, डांस्वत कान এवर शना \*(ear and voice) এতো চমংকার ভাবে তৈরী থাকে যে, ·**ভালের** সামনে বে কোন ভাষার যে কোন গানই পাওয়া হেকু না কেন ্ৰান্ত পানেৰ স্থৰটা একেবাৰে ঠিক ঠিক ফটোগ্ৰাফেৰ মতোই জীদের কানে দাগ রেথে যায় এবং ফলত: কোন প্রকারের বাজ যন্ত্রের ংসাহাষ্য না নিয়েই তাঁর। সেই স্থকে নিখুত ভাবে কঠেও প্রকাশ : করতে পারেন। •••তবে মাঝে মাঝে দেখা বার, অনেক বড়ো বড়ো ক্লোসিক্যাল সঙ্গীতজ্ঞ আছেন যাঁৱা বেজায় বক্ষণশীল—নিজেদের শাস্ত্ৰীত শাস্ত্ৰের বাইরে সহজে পা ফেলতে চানু না তাঁরা। কিন্তু, যদি ভৌদের কথনো এ স:ক'র্নতার গণ্ডী থেকে টেনে আনা বার তা হোলে দেখেছি, তাঁরা নির্ভূলভাবে যে কোন গানের স্থরকেই ধরতে শারেন এবং অভি সহজে চমৎকার ভাবে reproduce করভেও 🍕 জানেন। 🛮 প্রবের বিশুবভার দরুণ তাঁদের গান শ্রুতিমধুবও হয় ঢের। ্ভবে একটা কথা, গানটা যদি বিজ্ঞাতীয় ভাষায় হয়, তা হোলে सक् কথাগুলির " উচ্চারণে ক্রাতে পারে; কিন্তু স্থাকে তাঁরা বিক্লত করেন না কথনও --- করতে পারেন না, কারণ এখানেই হোলো ক্লাসিক্যাল ংৰাশীভজ্ঞদের নিপুণভার পরিচয় ক্ষেত্র! আর যদি চেষ্টা করেও কোন স্থাদিক্যাল গাইরে উক্ত কাজে বিফল হন, তাহোলে বুঝতে ক্ষাৰ, তাঁৰ সংগীত শিক্ষাৰ ভিতৰে নিশ্চৰ কোন গলদ বৰে COLE !

## ভালবাসা

## ত্রীবেণু গলোপাধ্যার

লুচি পাতে রয়ে গেল, হবটুকু থেয়ে নাও।

স্পন্ধ হুটো ফেলো না কো, লন্দ্রীট মাথা থাও।

চিংড়ির কালিয়াটা আরেকটু এনে দি।
আর-পেটা থেরে উঠে দিন দিন গেল শ্রী।
কোনো কথা শোনো না কো, দিন-রাত কাজ, কাজ।
পারে বরি আয়নাতে চেহারাটা দেখ আজ।

হি, হি, ও কি উঠে গেলে, কিছুই যে খেলে না।
রায়া কি ভালো নর, কোন স্বাদ পেলে না?

# মালয়ে সাড়ে ভিন বছর শাপানী রাজত্ব শ্রীমতী রেবারাণী বোব

১১৪১ সালে ৮ই ডিসেম্বর রাজ চারটার সময়, জাপান দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করে; ঠিক ঐ সময়েই সিঙ্গপরে কতঃ প্লেন এসে বমু করে বায় এবং নিদ্রিত অবস্থায় বন্ধ লোক মারা পরের দিন কেডিওতে এ-খবর আমরা পেলাম। এখনও প্রতি ঘণ্টা জ্ঞুর প্লেন এসে বোমাব্রণ করে যাচেচ ৷ কোটাব ভনা গেল, ৮ই ডিসেম্বরে ল্যাণ্ড করছে ও বুটিশ আম্মি পুর যুদ্ধ । ক রছেন। এই সকল সংবাদে দেশবাসীরা অভান্ত ভর পেরে ৫ কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, নির্মন্ন জাপান ১৯৩: এত তাড়াভাহি নামবে। মানুষ যা ভাবে সব সময় কাব্দে তা ঠিক হয় না, কে আমরা ভেবেছিলাম, যুদ্ধের এখন অনেক দেরী আছে, সুবিং দেশে চলে যাভয়া যাবে। কিছ এমন হঠাৎ যুদ্ধ লাগায় আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ক'দিন আগে থেকে প্রভাগ আমাদের এ প্লেনের শব্দ আমরা পেতাম, কিছু দেখা বেত না সবাই সক্ষেত্র শব্দটা অন্তুত, হয়ত জাপানীর প্লেন। ৮ইএর পর থেকে সর্বাদাই প্লেনের শব্দ পাওৱা বায়, কোন্দিক্ হতে আদে ও ঠিক বোঝা যার না। রেডিওতে তনা গেল, সিন্দাপুরে ক্রমাগ হচ্ছে। অনেকেই মারা যাচ্ছে, বুটিশ সরকার তারই জন্ত ভ লোককেই ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তাদের জীবন রক্ষ! জাহাজও নির্মিত পিনাং সিঙ্গাপুর ছাডছে পেপারে দেখা আমার কিছ সাহস হচ্ছে না এ সময় সিঙ্গাপুর বা পেনাং জাহাত্তে ওঠা। রেডিওতে ত সর্বদাই ওনা যাছে কে: কি হচ্ছে, দিনে কভ বার বোমাবর্ষণ হচ্ছে। কোটাবাঞ্চ কাপানীরা অর্দ্ধেক প্রায় গ্রাস করেছে। শুনতে শুনতে ভয়ে গ कांठा निष्य छेठछ ।

3

২ শে ডিসেম্বর বৈকালে মিসেস্ সিসিলী এসে আমাকে : নিয়ে **ষ্টেশনে এলেন, তিনি আন্ত** বড় ছ:খিত। আৰু কোটাবাক <sup>হে</sup> রেডক্রণ-ট্রেণ আসছে আহত সৈন্যদের কি ভাবে শুশ্রুষা করতে তার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন, তিনি আমাকে বড় ব করতেন, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতাম ও সম্মান করতাম। ন সম্বন্ধে আমাকে নিজ হাতে অনেক শিকা দিয়েছেন, তিনি অ গরমের জামা টুপী নিজে তৈরী করেছেন, সৈত্তদের আজ দি পরিয়ে দেবেন। **আমাকেও** এ-সব তিনি করতে দিয়েছিলেন, <sup>স</sup> মত শেলাই করে তাঁকে পাঠাতাম। ঔেশনে এসে আমাকে হি लिथालन, थावात्तव व्याद्मावन करत त्राथहन—हा विष्कृष्ट विक् ৰুল ইত্যাদি। ট্রেণ এসে যথাসময় থামল, লোকে <sup>লোকা</sup> সকলেই আৰু থাবার অনেক রেখেছে চা ক্লটা ভাল কলা <sup>বিচ্</sup> লাভ্ডু ইত্যাদি, সবাই হাত ভরে আহত সৈক্তদের খাওয়াতে লাগ , মিসেস্ সিসিলী হাতে বড় একটি ব্যাগ তুলে নিলেন এবং আমা नित्व शाक्रीय क्यावादक छेठलन, लन्देव देशक स्वरंथ आमाव थ्य आन क्न, शास्त्र करत हो क्न फिस् कूटन निनास। मिरमम् मि

ভখন ব্যাণ্ডেল খুলে ওমুখণত্র দিবে বাঁথছেন। চোথে তাঁর জল, ক্নমালে মূছলেন। আমার বলেন, খাবার সকলকে ভাল করে দাও এক ফটা গাড়ী থামবে, পরে এসে আমার সাহায্য কোরো। তাঁর কথা মত সব করে গোলাম, আহতদের দেখে নির্দ্ধর জাপানের উপর অভিসম্পাত দিলাম—"তোরা শেষ হবি মথবি।" ঈশ্বর তথন তা ওনেছিলেন বোধ হর। এক ঘণ্টার পর বাঁলী বেজে গাড়ী ছাড়ল, সিলাপুরে বাবে ট্রেণথানি। ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করে আমরা সৈলকের কাছে গোলাম, তারা স্কল্প হোক, জরী গোক, স্থবী হোক—

এ বলে বিদার দিলাম। ট্রেণ ছেড়ে চলে গোলে আমরা বাসার ফিবলাম, মিসেস্ সিসিলী বলেন, প্রতি সপ্তায় বড় ক্রশ ট্রেণ হ'বার করে আসবে। আমাদের এ ভাবে বেতে হবে ও দেখা-শুনা করতে হবে। আমি বল্লাম, নিশ্চরই, আগনি যা বলবেন আমি নিশ্চরই কোরব আপনার কাছ হতেই আমান্য শেখা।

\_

৬ই জাত্বামী সকালের পেপারে জানা গোল, জহোর বাতে থ্ব বম্ হয়েছে এবং দেশীয় লোক-জন সব এদিকে পালিয়ে আসছে। বড় ভাবনায় পড়া গেছে। জামাদের এদিকে জাবার বম হবে নাড় দরকার থেকে আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে য়ে বাড়ীর কাছে সব সেলটার কাটতে হবে, নিজেদের জীবনবফা করার জন্ম তাঁরা আগেই সাবধান কবলেন। এখন দিনে দিনে প্লেনের বাড়ায়াত বেড়ে চলেছে, জনেকেই সহর ছেড়ে চলে যাছে, মিলিটারী ধাকার জন্ম অনেকে বাড়ী খালি করে দিতে লাগলেন। আমাদের এখন ভাবনা ধরল কোথায় যাওয়া যাবে। ঠিক ঐ সময় কোথা হতে জানি না কতকতলি প্লেন এসে আজ আমাদের সহরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। আজই প্রথমে ভাল করে জাপানী প্লেন দেখা গোল। আমার ভয়ানক ভয় হয়ে গোল, ঐ ত জাপানী প্লেন এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে, এখন কি করা যায়!

বৈকাল বেলা আমার কথা ভেবেই ইয়ত মিসেসৃ সিসিলী এলেন, বসতে দিয়ে তাঁকে বললাম, আমার ভয় হয়েছে থুব, আপনি এসেছেন বছ সুবী হলাম। তিনি বললেন, আজ ট্রেণে রাত্রি ১২টায় আমি সিলাপুর বাছি, তাই শেষ দেখা করে গোলাম। আমি হতচকিত হলাম, কেন আপনি চললেন, কিছু ভয় আছে কি ? তিনি বললেন, আমাদের বেতেই হবে তাই—তবে তোমরা সহরের ভিতরে থেক না, অক্স কোথাও চলে যেও। আবো কিছুক্ষণ কথার পর তিনি উঠে চললেন, গাড়ীতে তাঁর সাথে আবো কিছুক্ষণ কথা হ'লো, তার পর তিনি চলে গেলেন। পরের দিন সকালে, আমরা চা'এর টেবিলে বসেছি, মিসেসৃ সিসিলীর কথাই বলাবলি করছি, তিনি চলে গেছেন মনটা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে আছে, তাঁর নৃতন একটি আমায় উপহার দিয়েছেন, চিছ্ম্মন্ত গেটি রেথে দিয়েছি ভাল করে।

সকাল বেলাতেই আজ আবার প্রেন্ এলো, ভবে আমরা ছেলেদের নিরে দেলটারে গিরে চুকেছি। সহবের উপর প্রেন এলো— ভারি রক্মের দল ২০০ অক্তত: হবে। আস্তে আস্তে সহর ব্রল, এত নাঁচু হরে বাচ্ছে বে তাদের মাধার টুলী মুখ হাত কিছু কিছু দেখা বাচ্ছে,—হেট্ট হরে আবার ভারা মাটার দিকে দেখছে, বোর হর निर्मिष्ठे खोश्रगाश्चीन ठिक करत त्राथरह। यन्त्राथारनक पूरत सम्बद्ध আন্তে আন্তে চলে গেল। ভবে ও আমি কাঁপছিলাম কি কেই জানি না, রাস্তার ধারে এসে দেখি লোক সব পালান্তে, চু থেরে গেছে তারাও থুব, জীবনে ধারা যুদ্ধ কি জানে না, বোম পদার্থ কি অমুভব করেনি তারা এই প্লেন ঘোরা দেখেই এত অন্থির জ্ পড়েছে, যথন সভ্যই বোম পড়বে তথন কি হবে তাই ভাবলায় দোকান পাট সবই খোলা আছে, আজ ভীড়ও খুব বেশী। বিপদ একি আসছে, থাবার সঞ্চয় করে রাখা চাই, তাই কিনতে লোক জত হয়েছে নানা জাতির লোক এদেশে আছে তার মধ্যে চীনার সংখ্যাই বেছি দোকান-পশার তারাই চালায়। টিনের খাতাই বেশী দিন থাথা স্থা তাই লোকে বেশী কিনছে। সহর ছেডে যদি জনলেই থাকতে ই **एत चानक चन्नदिशाहे हरत. भाव-भक्की পांछ्या यारत ना, राज्या** ত্যত আর বসবে না। জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে ২।৩ **মাইল অভ** মালয়দের কামপোং ( গ্রাম ) আছে, দেখানে গেলে তবে কিছু 📚 পাওয়া যেতে পারে। ওকনা মাছ তরকারী ও আরো অছত জিনিং এবা খায় কিন্তু আমাদের মত প্রবাসী বাঙালীর শাক পাতা না ইলে চলে না, ভাবনা তাই আমাদেরই বেণী। টিনের জিনিব সর্কর করে আমহাও অনেক দিন রেখেছি . কেন না, কখন হয়ত সরছেই হবে। দিন-খাত যে ভাবে প্লেন উড়াছ নিশ্চিম্ভ হয়ে **থাকা জা** চলে না; প্রতিদিনই লোক চলে বাচ্ছে সহর ছেড়ে।

মালয়দের সাথে তাদের গ্রামে থাকা আমাদের চলে না. ভারই क्क बवारत्व रहेरहे शिख थाका अरव ्हे बदम मान अरु दिख दिखे ঠিক এখনও হচ্ছে না; আমার স্বামী এতক্ষণ কাজেতেই ব্যস্ত ছিল্লের, আমাকে এ ভাবে গাঁডিয়ে থাকতে দেখে জিজাসা করদেন, কেলাই কোথায় ? এ ভাবে দাঁড়িয়ে থেক না, ভয়েব তত কিছু নাই। আৰি চপ করেট রইলাম। তাঁর অফিসে ভ্যানক কাজ, আজ কর দিক অসম্ভব কাজ বেড়েছে, খাবার নাইবার সময়ও থাকে না। **অফিসে** তথন মিলিটারীর কাজই বেশী, সমস্ত দায়িত তার উপর, তবুঙ মাঝে মাঝে এস আমাকে সাবধান হতে বলেন। তাঁর অধিসের সাথেই আমাদের বাড়ীটি লাগান তাই অনেক স্থবিধা দেখাবানা করার। ভঠাৎ বোমের ভীষণ শব্দ স্থক হল, আমি চিৎকার করে। উঠলাম, থ্ৰট নিকটে বোম হচ্ছে বলে মনে হল। ছোট খোকাৰে: কাছে টেনে নিয়ে কি কোরব ভেবে পাচ্ছি না, হয়ত প্লেনভাৰী আমাদের মাথার উপর একুনি এসে বমু ফেলবে, ভরে পাঁ কাপছে বুক ধড়াস ধড়াস করছে। ভয় থাব না ভাবতাম किছ দূরে কোথায় বম্এব শব্দে এখানে এত কাঁপ**ড়ি বখন সভ্যই** এখানে আসৰে তখন হয়ত মাৱাই বাব। আৰ কটা कि কর্ছিলাম জানি না. বম্এর শব্দ আর ভনেছি কি না জানি না কিছুই মনে নাই. চমক ভাঙল, উনি এসে আবার ধর্মন ভাকলেন। ভাবলাম কি করছিলাম আমি এডকণ, বেঁচে আছি ভবে ?

উনি ডেকে বললেন, তখন প্লেনগুলো বে গেলো তারা সিম্নাপুর বন্ধু করে ফিরছিল বোধ হয় "গিমাস" ট্রেশনে এখন বম্করে চলে পেল। কোন একটা জারগায় আজ তোমাদের পাঠাতেই হবে, এখালে থাকা চলবে না, বিপদের ভর এদিকেও আছে, বেলের ট্রেশন বন্দ কাছে তখন সরাই দ্বকার। বললাম, যা হয় করো, ছেবে আহার শ্রীর ঠাগা হয়ে আসহে, পা কাঁপছে ভরানক বক্ম। উনি আক্

ি তিন্দা। জনতে ছেলেদের নিরে সাহস করে তোমাকে থাকতে ছবে

তিন্দান কিন্তুল কাল বিন্তুল কাল, যাবার উপার নাই,

তিন্দান এত নারভাস্ হরে যেও না, একটু ধৈর্য্য থাকা দরকার।

উনি ত বেশ উপদেশ দিয়ে গেলেন, কোনটাই আমার পছক কল না। আমি চলে বাব, ঠিক, কিন্তু পরে প্লেন এদে বদি সারা গহবে বাড়ীতে দোকানে অফিসে বম্ ফেলে, তবে ওঁর অবস্থা? ক্ষাক্র ফেলে বাবার উপায় নেই, সাহেববা সঙ্গে কাক্র করছেন। কি উপায় হবে আর এক ভাবনার অভির হয়ে পড়লাম।

্<sup>†</sup> প্র পর আরে। হ'দিন ঐ ভাবেই ভয় ও ভাবনায় কেটে গেল। বিষাম এদিকে এবার হবেই; তার চিহ্ন দেখা গেল,—প্লেন এসে কাগজ বিকাম আরম্ভ করল, এবং সমস্ত দিনই আমাদের সেলটারের ভিতর কিসে বসে কাটাতে হল।

বৈজ্ঞাল বেলা সেদিন উনি ঠিক করলেন, কাছেই কোন ববারের । বিটে আমাদের রেথে আসবেন। উনি বাড়ীভেই থাকবেন, বথন প্রসাহেবের হকুম পাবেন তথন আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।

যুক্তিমত পরের দিন সকাল বেলা একথানি লরিতে কিছু ি বিনিষ্পত্ত থাবার-দাবার ও আমাদের তুলে দিলেন এবং সাইকেল করে পিছু পিছু আসতে লাগলেন। প্রায় চার নাইল রাস্তা া শাতিক্রম করে প্রকাণ্ড রবাবের ঠেটে এদে লরিটি থামল। আমরা গাড়ী হতে নামলাম, উনি বললেন, কোন কট হবে না এথানেই ্ৰী ক্ৰিখা সৰ দিক আছে আৰু সকলেই আমাকে খুব জানে, এখানেৰ ্সক্ষাৰ খুব ভন্তলোক। পৰে তিনি এলে কথাবাৰ্তা হোলো। সামনেই ক্রতীবের সারি সারি ঘর, তারা আমাদের দেখে বেরিয়ে এল এবং चिनियभञ्ज्ञ । ভোলার সাহাব্য করতে লাগল। ছোট ছোট সাঠের বাড়ী অনেকতলৈ আছে, বড়বাবু থালি করিয়ে বেথেছিলেন, • **প্রেশ্বলাম বেশ পরি**কার পরিচ্ছন্ন, বোধ হয় অনেকেই আমাদের মত ় **গুলানে আদবেন। আমাদে**র দেখতে পেয়ে বড়বাবু বাস্ত হয়ে এগিয়ে ্রেক্সন, আমুন, আমুন, বলে অভার্থনা করে তাঁর বাংলোয় ক্রিয়ে সেলেন, এবং তার সমস্ত বাড়ীথানি আমাদের ছেড়ে দিলেন। শীর্তনি মালাবারী ভদ্রলোক, স্ত্রী দেশে, এখানে তাঁর চিস্তার কিছুই নাই. **বৈশ নিশ্চিন্তই আছেন।** ষ্টেটের ডাক্টারটিও মালাবারী ব্রাহ্মণ, ভাৰ বাসাও এই কাছেই। সকলের সাথে আলাপ হয়ে গেলে, 'উনি আবার সহরে ফিরে গেলেন। সকলের সঙ্গে আরো কথাবার্তা ' ক্ইলাম তাঁরা আমায় আখাস দিয়ে বলেন, ভাববেন না, এখানে আমরা সবাই ইপ্রিয়ান, এত লোক থাকতে আপনার কোন অস্মবিধা े ছবে না, এখন আপনি নিশ্চিম্ব হয়ে সংসার গুছিরে পেতে নিন।

সমভ দিনটা অত্যন্ত থারাপ লাগছিল, সবই নৃতন, ভাল ভাবে চেনা
নাই কাক্ষব সাথেই। তব্ও সন্ধ্যার দিকে দেখলাম থালি ৰাড়াগুলি
ক্রমলইে পূর্ণ হতে লাগল; আমাদের সহরের ভদ্রলোকরাই এসে দখল
ক্রেছেন, তাঁদের মধ্যে ড'-এক জন বাদে সবাই ক্যামেলী ম্যান।
লোকসংখ্যা বাড়ল দেখে একটু সাহস পেলাম, কিন্তু আনন্দ পেলাম
না, সহরে উনি ঐ বিপদের মধ্যে চাকরটিকে নিয়ে একাই রইলেন।
সন্ধ্যার পর রাত এল, ববাবের বাগান ছরটার পরই যেন অক্ষকার,
বে বার ঘরে ছোট ছোট আলো অলে হ্যার বন্ধ করেছে, আমিও
ভাই দেখে একটি হারিকেন জেলে বাইবের বারান্দার এসে দাঁড়ালাম।

क्रमणः।

# নীরব পরিচয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

যথন ছিল বাসর ভরা ভীড়
অচেনা ছই নর-নারী বাঁধতেছিল নীড়
সবাই যথন বাস্ত ছিল কাজে
বেহাগ স্থরে সাজাই যথন বাজে
সেই লগনে
সংগোপনে
মোদের পরিচয়
ভোমার চোঝে নজা ছিল, আমার ছিল ভয়
সবার মাঝে নীরব ভাবায় মোদের পরিচয়

অঙ্গে তোমার ছিল নাকো নববধুর বেশ

যুঁই চামেলী জড়ায়নিকো তোমার কালো কেশ

ছিল না কো বরণমালা

একটিও দীপ হয়নি জালা

অস্কানের

মনের তারে

গোপন কথা করল' কানাকানি

স্বার মাঝে নীরব ভাষায় মোদের জানাজানি ;

বাসর যথন মুখর হল গানে
বধু যথন চাইল বঁধুর পানে
সলজ্জ ভার ঘোমটাখানি
দিল টানি
মেষেরা সব মিলে
ভোমার চোখের নারব ভাষা আমায় দোল দিং
মনে ভোমার হয়ত ছিল আশা,
হয়ত ভালোবাসা
ব্লারিল ভোমার মন-মাঝে
লগ্য-শেষের শভ্য যথন বাজে!

ওগো আমার অনেক দিনের চেনা
লগ্ধ-বেলায়
অগ্ধি-খেলায়,
নাই বা হল মদের লেনা দেনা
আকাশ ভরা তারার মত
নীরব হয়ে অবিরত
আগত্তব মনে তোমার আমার ভর পরিচয়
নীরব হুরে হ'ল সারা, মুখর পানে নাম।

হার প্রের দিন ভূপেন আর বিছুতেই
মুখ ভূসিরা কল্যাণীর দিকে চাহিতে
পারিল না। তথুবে অক্সার করিরাছে নে কর্মাই
নর—কালটার বহুদ্রপ্রাসারী ফলাকল চিন্তা
করিরাও বটে। দরিক্রের রূপহীনা কক্সার মনে
বে আশা কখনও জাগিত না, জাগিতে সাহস
করিত না—বে অফুরাগ তথু মাত্র থাকিত একতর্মা, বাহার কোন প্রতিদান না পাইলেও
তাহার আশাভক্সের বেদনা সন্থ করিতে হইত
না—সেই আশাও অফুরাগকে অকারণে প্রশ্রম

দিবার কোন অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই! কল্যাণীও লক্ষায় সঙ্গোচে প্রাণপণে সারাদিন তাহাকে এড়াইরাই চলিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগেই ভূপেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া, সাময়িক ভাবে অন্তত, এই প্রনিবার লক্ষা ও আত্মগ্রানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। যাওয়ার সময় ওপুরাধুকে বলিয়া গেল, আমি সালেকদের বাড়ী যাচ্ছি, রাত্রে আর কেরা হবে না।

সালেকদের বাড়ী নিশ্চয় এক দিন যাইবে কথা দিয়াছিল কিছ এত দিন একটা স্থাতীয় আলক্ষ ও জারামে এমনই ক্রড়ান্থের মধ্যে দিন কাটিয়াছে যে যাই-যাই করিয়াও কিছুতে যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই। এবাবে ছুটিও এক মাস কাটিয়া গিয়াছে জার চার-পাঁচ দিন বাদেই স্থুল খুলিবে এখন আর না গেলে প্রতিক্রাতিটা রাখা বার না। স্মতরাং সেজ্জাও কতকটা তাহাকে মরিয়া ভাবে বাহির হইতে হইল।

সালেক এত দিনে আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিল, সংসা ভূপেনকে
দেখিয়া সে প্রায় নাচিতেই শুক করিয়া দিল। গফুর মিয়াও
রথেষ্ঠ রাস্ত্র হইয়া উঠিলেন—তথনই হিন্দুপাড়া হইতে লুচি ভাজাইয়া
আনিবার ব্যবস্থা করিলেন; ঘরে শুধু গক ছহিয়া ক্ষীর হইল অর্থাৎ
তাহার জাতিটা রক্ষা করা চাই-ই। এমন কি তাহার স্নানের জল
পর্বান্ত তিনি হিন্দুকে দিয়াই তোলাইয়া দিলেন।

আহারাদির পর বাহিরেই চোকী পড়িল। সে-দিনও সালেক আসিয়া বসিয়াছিল তাহার পদসেবা করিতে। কিন্তু ভূপেন তাহাকে পারে হাত দিতে দিল না, জ্বোর করিয়া কাছে টানিয়া আনিল। তার পর চলিল গল—অধিকাংশই লেখাপড়াব কথা। সালেক কি কি পড়িয়াছে এই ছুটির মধ্যে, কোন্টা কোন্টা বুঝিতে পারে নাই—তাহারই বিবরণ! শেষ পর্যান্ত উৎসাহের আতিশ্যে রাত হুইটা নাগাদ সালেক উঠিয়া লঠন আলিল এবং বই-বাতা লইয়া রীতিমত পড়িতে বসিল। একেবারে যথন ভ্রুনেরই হঁ স্ইল তখন প্র্রাকাশ রীতিমত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সালেক একট্ লজ্বিত ইয়া পড়িল কিন্তু তখন আর নৃতন করিয়া ঘুমাইতে ইছা হইল না ভূপেনের, সে একেবারে মুখ-হাত ধুইয়া বিদায় লইল।

বিজয় বাবুদের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া ভাহার তথনও
লক্ষাই বোধ হইতেছিল কিন্তু কল্যাণী আৰু তাহার সহিত সহজভাবেই কথাবান্তা বলিল। স্নানের ব্যবস্থা করা, জলবোগের আয়োজন
সবই নিত্যকার মত চলিতে লাগিল, যেন কোথাও কোন সক্ষোত্রে
কারণ ঘটে নাই। বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল বে তাহার
স্থাগের দিনের ক্ষাতিক ভাবটাই ভূপেনকে বাড়ী-ছাড়া করিয়াছে;

AIII A BY-DPICII

> উপলাস 🔭 শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ত্বনা ।

ত্বলোৰও ক্ৰমে ক্ৰমে ক্ৰটো কাটিয়া

ক্ৰমে ক্ৰটো কাটিয়া

ক্ৰমে ক্ৰটোৰ ক্ৰমে ক্ৰটোৰ প্ৰমেৰ

ক্ৰম্ভাতে কল্যাণীৰ কোন নিবেধ না শুনিয়া,

ক্ৰম্ভাতৰ ক্ৰমে জোৰ কৰিয়াই, বাহিৰে বিজয়
বাবুৰ পাশে শ্বনেৰ ব্যবস্থা কৰিয়া লইল।

<del>জন্ত</del> আৰু সে কোর করিয়াই স্<del>ত্রি</del>

চাৰ-পাঁচ দিনের মধ্যেই ছুটি শেষ হইল, নৃতন হেড্ মাষ্টারও আসিয়া পৌতিকন। এ ভন্নলোকের নাম ললিত বাঁকু ইয়ার

বয়স বেশী না হইলেও ইতিমধ্যেই অনেক ঘাটের কল থাইরাঝেন, ঘ্রিয়াছেন বছ ইস্কুল। সেই জক্ত বিশ্বাস করেন না কাহাকেও, অত্যুদ্ধ দিশ্বা ওছ শিরার, তাহার উপর ভবদেব বাবুর চাকরী কেন গিয়াছে, সে থবরটা তিনি ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন, ফলে সতর্কভার বাজা আরও বাড়িয়াছে। অবশ্য বিশ্বাস ধেমন পরকেও করেন না ভেমনি নিজের সহক্ত বিচার-বৃদ্ধিকেও না। কোন প্রেশ্ব জিজ্ঞাসা করিলেই আগে আইন থুঁজিতে বাসন, অর্থাৎ ইস্কুলে কা নিরম চলিরাছে এত দিন। যেখানে সে রকম কিছু খুঁজিয়া পাওয়া না বার সেখালে সেকেটারীকে প্রশ্ব করিয়া পাঠান। চারটি পরসা খরচাও ভিনি নিজের দায়িছে করেন না, একটি বেয়ারিং চিঠি রাখিবেন কি না, এক দিন এ অমুমতির জন্মও সেকেটারীর কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন। শেশিককরা সহসা কোন প্রশ্ব করিলে অত্যন্ত বিত্রত বোধ করেন।

সূত্রাং বিপদ বাধিল তাঁহার সব চেরে ভূপেনকে **সইরা**! তাহার ধরণ-ধারণ, পড়াইবার পদ্ধতিও সব বেন নতন, সেজত ভাঁছার প্রথম প্রথম ছন্চিন্তার শেষ ছিল না। পরে যখন জানিজেন বে এ ব্যাপারে সেক্রেটারীর অমুমোদন আছে. তথন কতকটা **আৰম্ভ** হইলেন, যদিও অস্বস্তিটা কিছুতেই গেল না। এক দিন এই প্রসংস ভূপেন তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, ছাত্ররা পড়িতেই আনে এখানে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের দায়িত অনেকথানি। **পড়ানোটা** क्यन कविया जाल इव महिंगेहें मुक्ताचा लिया श्रावायन काहालय. আর দেজতা যদি নৃতন কোন পছতি ভাল বলিয়া মনে হর কিছা দেটাৰ কোন প্ৰভাক্ষ প্ৰমাণ পান ভ সেই পদ্ধতি অবলম্বন কৰিছে কৃতি কি? কিছু ললিভ বাবু দায়িছটা যোল আনা মানিয়া লইলেভ নতন কোন পথ পরীক্ষা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, এ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, দেখানে কোন যুক্তিই তাঁহাকে ভূপেনের সহিত একমত করিতে পারিল না। যুক্তির জবাব দিতে পারেন না এটাও যেমন ঠিক, তেমনি কথাটা যে মানিয়া লইতে পারেন না এটাও ঠিক! বহু দিনের অনভাসে তাঁহার বিচার-বৃদ্ধি বেন, একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে। মন কোন কালকে সঙ্গত মনে করিলেও সেটাকে করিতে সাহস করেন না, বভক্ষণ না উপরওয়ালাদের কাছ হইতে অমুমোদন আসে! তাঁহার সেই এক वृत्रि, छान मन्म वृत्रित्न मनार्डे, या চলে जामरह छारे हनूक। की দরকার অত ঝামেলার।

এটা বদি তথু তাঁহার নিজেবই সব কাজে হইত ত ভূপেন **অভটা** উদ্বিয় হইত না। সে এত দিনের চেঠার অভ মাটার মহাশ্রদের শিক্ষকভার দায়িত সক্ষে কৃত্কটা সচেতন করিব। আনিরাছিল আবার আহার। সা চালিয়া বিলেন। তাঁহাদের মৃতিও প্রায় অবস্ট্য, আবাদের ওপরও'লা যদি আমাদের কাছে কাঁকিই চার ত, কি বুবকার ভাই বেশী পরিকামে ?

्रिक स्था पूरणम श्रामणल (छो) करत निस्त्व कर्डरा शामन करिएठ विष्ठ करन मन्न अन्त्रो झाँछि, अन्त्रो इलामांश्वरम प्रमुख्य करते। विष्यु स्था स्था अन्त्रा अनुस्ति अन्ति स्था निष्टु एक्ट्रे निष्टु करा

ক্ষা আৰু এক বিশা আসিয়া উপস্থিত হইল।

আনটি থুই ছোট বলিয়া এবানে কোন বেশ্যা-পালী ছিল না।

আবাদের পেবের লিকে ছাই বর হাড়ী আসিয়া ইতুলের

ভাৰটোর বর বাঁহিতে ওক করিল। ভূপেন এসব ধবর

কালটার বর বাঁহিতে ওক করিল। ভূপেন এসব ধবর

কালটার বর বাঁহিতে ওক করিল। ভূপেন এসব ধবর

কালটার না, সংবাদটা দিলেন পণ্ডিত মলাই। এ অকলে

কাই ভোমপাড়া বা হাড়ীপাড়া এক সাংবাতিক ছান।

কালটাই বেশ্যাবৃত্তি করে। এখানকার অপেকারুত বর্ধিষ্ণু প্রাম

কালটাই বাহান কর, সলে সলে দৈহিকও। এমন সব কুপ্সিত ব্যাধি

কালটাই কাছে হইতে আসে বাহার আর কোন চিকিৎসাও সম্ভব্তিত থাকে।

ভালটাত থাকে।

সব সংৰাদ ও তথ্য শেষ করিয়া রাধাকমল বাবু গুছ মুখে 
স্থিতিলেন, তোমার এত সথ ভাই ছেলেদের মান্ত্র ক'রে ভোলবার,
ক্ষিত্র আর বোধ হয় পারলে না! এই যা যা, এতেই সব বাবে।—

তুপেন উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা
ক্ষেত্রেন না আপনারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশটা দেপবেন?

—কি করবো ভাই ? আমি একা কি করতে পারি ? তাছাড়া ্**ন্তঃ-বাজারে তারাই পারলে না কিছু করতে—তা আম**রা—

্ ভূপেন হেডমাষ্টারের কাছে গেল। কহিল, এর একটা বিহিত ক্ষমবার চেষ্টাও করবেন না তার! এমন একটা কাও বিনা বাধার

ললিত বাবু বলিলেন,—বিলক্ষণ! একে আমি নতুন লোক,
'ভার ঘাষ্টার। মাষ্টারদের কথা কি কেউ শোনে মখাই? কেউ
ংশালে না। আর ওয়া ঘর বাঁধছে অত দ্রে, আপনার ছাত্রদের
'ক্লে কতটুকু সম্পর্ক বলুন! আপনারাই না হয় একটু সাবধান
'থাকবেন।

ভূপেন তবুও যথন জেদ্ কবিতে লাগিল তথন তিনি পরিভারই বিলিলেন,—ওপৰ আমাৰ থাবা হবে না মশাই, সাফ কথা! আমি বিলেছি চাৰুৱী করতে—সোজাল বিৰুদ্ধ করতে ত আসিনি। কার ক্ষিত্ত লার বে এ-সব ক'বে বেড়াবে এখন। আর তাছাড়া কেউ বিলিছাক করতে পারলে না, আমি কি এমন মহাবীর বে সেই প্রকাশন ধারণ করব।

্তি ভার পর একটু থামিরা, বেন ঈবং বিজপের খবে বলিলেন, ক্রেটোরী ভ আপনার হাত ধরা, তাঁকেই বলুন না ?

---ভাকেই বলব। সংক্ষেপে উত্তর বিশ্বা ছব্ৰপান চলিরা গেল।

কাছেট ছিলেন অপুর্ব বাবু, চাসিরা কহিলেন, ৬ : বসক মাটার মশাই, ওরা সব পাবে। দেখুন না, আপ্নাচ গেল। 'সেকেটারীকে বলব' কথাটার মানে ব্যানে না।

অপূর্ব বাবু আবারও মিই ভাবে হাসিলেন।

एन् अक्टो 'है' विनिद्या निनष्ठ वात् मूच कानी कृति विकासन, कान छेका निरमन ना ।

সেকেটারীর কাছে কথাটা পাড়িতে তিনি একেবারে হৈছে পাড়িলেন। কহিলেন, মলাই বত ব্যল্লট কি আপ নিবে! আমার ও ডালাটা অনেক দিন ধবে পড়েছিল—ভ বাহোক্ হ' বব প্রজা বস্ল। তা ছাড়া ওবা বেখানে খাকে ৮ বব থাকে না, দেখতে দেখতে আবও হ'চার বব এসে পড়বে। ছ আর বাড়ল এই কথাই ভাবছি, তা আপনি আবাব সেখ এলেন বাগড়া দিতে।

ভূপেন কহিল, কিছ আপনার আর ওতে সামালই বা আবচ কতগুলো ছেলের সর্কানাশ হ'তে পারে একবারে র দেখুন দিকি! আমি ত এখানে নতুন 'সাক, কিছুই জারি কিছ আপনি ত সব খবর রাখেন—কত ছেলের ইংকাল পর ওরা নই ক'রে দিয়েছে আপনিই বলুন!

চিন্তারিষ্ট মুখে সেকেটারী জবাব দিলেন, তা অবশ্য ব আতটা আমি ভেবে দেখিনি। ওটা ত প্রায় সব জনসাতির গা থাকে, যারা নট্ট হবার তারাই হর— যারা ভাল থাকবার ও ঠিক থাকে, এই কথাই ভেবেছিলুম। "আমারই এক শানীর ছে মশাই, fine young man, বাপ-মারের একমাত্র ছেলে, জং বিষয়। ইছুলে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়েছিল, বৌও থ্ব হলবী অথচ কলেজে পড়বার সমর কী বে ত্থাতি হ'ল, ত্তিন ও বদ বন্ধুর সঙ্গে হাড়ীপাড়ার যেতে ওক করলে। বাাসৃ। বছর তিনেক ভূগে মারা গেল। কত প্রসা খরচা করা হ'ল-কিছুতেই কিছু হ'ল না। বোলপুর শহরে তিন মংল বা বা বা করছে— ওপু হটি বিধবা থাকে।

ভূপেন বিশ্বিত হইয়া কহিল, কিছু এসব জেনেও ও সর্ব্বনাশ করবেন আপনি ?

তাই ত ! সেকেটারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলে কিন্তু দলিল টলিল সব হয়ে গেছে, তা-বাদে আমার ত একদ ক্ষমি নয়, অক্ত সরিকরাও আছেন, এখন কি আর কিছু ক' সম্ভব হবে ?

কিছু একটা করতেই হবে আপনাকে। ছই হাত ভো করিয়া ভূপেন কহিল, দোহাই আপনার! আমার নিজের দে নর, আজু আছি কাল হয়ত থাকব না, কিন্তু এ আপনারই দ দেশ, আপনারও ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের কথা ভাবুন।

আরও বার-কংকে শুধু 'ভাই ড' বলিয়া এক সময় চি উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, দেখি কি করতে পারি। একরা এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, বা বুঝতে পারহি। আছা আপনি বান, বা হয় একটা কিছু করা বাবে।

উজ্জ্বল মূখে ফিরিয়া জাসিয়া সংবাদটা দিতে ললিত বাবু: কালীমাথা মূখে যেন আরও থানিকটা কে কালী মাড়িয়া <sup>দিল</sup> ভিনি কোন কথাই কহিলেন না। তথু অপূর্ক বাবু কবা: কোন, ছনাত আৰ কড বাচাৰেন ছপেৰ বাবু। আমাদের লালেই ত ঐ অবস্থা। সমাজেৰ চাৰি দিকেই ত ঘৃণ ধরেছে। লা ভদ্ৰলোকের বাড়ীক বেবেকের নিবে টানাটানি করার চেবে ত লাবাড়ী বাঙরা ভাল ! কি বলেন আপনি ?

কপূর্ব্ধ বাবু পেবের কথান্তলি বিলয়া বেন কি এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন। তাঁহার এই বকোন্ডির ঠিক অর্থটা না ব্রিলেও অক্সাৎ ভূপেনের সর্বাকে বেন কে বিব ছড়াইয়া দিল, সে আর নিলেকে সামলাইতে না পারিয়া কহিল, তাই বা জোর ক'রে বলি কি ক'রে বলুন। ওতে অন্ততঃ বোগের হাত থেকে ত বাঁচা বার! কিন্তু এসব প্রাক্ত পাক্—খারাপ যা তার সর্বটাই ধারাপ, প্রবোজন হ'লে স্বটার সক্তেই লড়াই করতে হবে।

সে **আর উত্তর-প্রত্যান্তরের অপেকা না ক**রিয়া সো**লা** হোষ্টেলের পথ ধরিল।

**অপূর্ক বাব্র বাঁকা মন্ত**ব্যের সোজা অপটা বোঝা গেল কয়েক দিন পরেই।

ছুটির পর হোষ্টেলে কিরিয়া আসিলেও ভূপেন প্রায় প্রতি
সন্ধ্যাতেই বিজয় বাবুদের বাড়ী হাইত এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত
বসিয়া গ্রাক্তর করিত। ইতিমধ্যে মাহিনার টাকা পাইয়া উহাদের
আরও কিছু চাল-ভাল-আটা কিনিয়া দিয়াছে এস। এবারও কল্যাণী
কোন আপত্তি করে নাই; কারণ, করিবার উপায় নাই তাহা সে ভাল
করিয়াই জানে, তমু মাধাটা তাহার আরও নত হইয়া গিয়াছিল।
আর্থাৎ এক কথায় ইহাদের পরিবারের সম্পূর্ণ ভারই সে নিজের
হাতে তুলিয়া লইল। যদিচ, তাহার ফলে বাড়ীতে সে বে টাকা
পাঠাইত, তাহার পরিমাণটা অত্যন্ত কমিয়া বাওয়াতে সেথান হইতে
পিতৃদেবের অত্যন্ত কড়া এবং করুণ চিঠি আদিয়া তাহাকে কিছু
বিরক্তই করিয়া তুলিয়াছে। এসব ক্ষেত্রে স্বভারতইে মনে পড়ে
সন্ধ্যার কথা, কিছু ধনি-ছহিতা সন্ধ্যার চিঠি আজ্বলাল সংখ্যার ও
পরিমাণে এতই কমিয়া আসিয়াছে যে, সে চিন্তাটা তমু অভিমান
নর, ব্যথারও কারণ হইয়া উঠিয়াছে ভূপেনের কাছে। তাই
সে সন্ধ্যার চিঠিতে কথাটার আভাস পর্যান্ত দেয় না।

সে বাই হোক্—দে দিনও ছুটির পর সে অভ্যাসমত বিজয় বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। কিছু আৰু আর বিজয় বাবু অক্ত দিনের মত কলরব করিয়া সাদর সম্ভাবণ জানাইলেন না—বরং অভ্যর্থনার বাণ্ম উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার কঠম্বর যেন করুণ ও গন্ধীর শোনাইল। তথু ভাই নর, অভ্য দিন ভাহার গলা পাইলেই কল্যাণা ছুটিয়া আসে—চা করিয়া দিবার চেষ্টা করে, হাসিতে, গল্প মুখবিত ইইয়া ওঠে, কিছু আজু কোখাও ভাহার চিহ্ন পর্যান্ত পাওয়া গেল না। দেবে ইচ্ছা করিয়াই বাহির হইল না—এটা বেশ শান্ত বোঝা গেল।

অর্থাৎ কিছু-একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি তাহা কিছুতেই সে অনুমান করিতে পারিল না। শেষে বিজয় বাবুর সহিত মিনিট-কয়েক গল জমাইবার বুখা চেষ্টা করিয়া এক সময় সে সোজান্মজিই প্রশ্ন করিল, কল্যাক্তিক দেখছি না কেন? তার অনুধ্বিস্থা করেনি তঃ

ন্না! বিজয় বাবু বেন মুমুর্ভ-ক্ষেক ইতন্তত: করিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন, ভালই আছে, রালা করছে বোধ হয়। দেশি তাৰ ব্যাপাৰ কি! এতক্ষণেৰ মধ্যে একবাৰও তাৰ টিছ্ দেশা গোল না—এত কি বান্ধা কৰছে সে!

ভূপেন উঠিয়া গিয়া রাশ্বাঘ্যের সাম্নে দাঁড়াইল। উন্তি কিছুই নাই—ভিদ্ধ তাহারই সামনে গুলু হইয়া নত মুখে বিদি আছে কল্যাণী। দরজার দিকে পিছন ফেরা বলিয়া মুখটা জ্ব গেল না বটে, তবু তাহার বসিয়া থাকিবার ভলিটাই যথেই উল্লে জনক। ভূপেন আশা কবিয়াছিল, তাহার পদশক্ষে কলাদি নিজেই মুখ ভূলিয়া চাহিবে কিছু মিনিট-ছই ঘাং-পথে দাঁড়াই থাকিবার প্রও ব্ধন ওপক্ষ হইতে কোন সাড়া মিলিল না, তথ্ সে নিজেই ডাকিল, কল্যাণী।

कन्मानी राम प्र छारक এकवात निश्वित्र। छेटिन कि**ड गाँधी** इनिम ना किरता माणांख मिन ना।

ভূপেন পুনশ্চ ডাকিল, কী হয়েছে কল্যাণী ? তবুও কোন সাড়া নাই।

এতক্ষণে ভূপেনের সন্দেহ হইল যে, কল্যাণী নিঃশব্দে কাঁদিকেরে সৈত্বন জুতা খুলিরা ঘরের মধ্যে চুকিয়া পিছন হইতে জার করিছ তাহার মুখ্যানা তুলিয়া ধরিবার চেঠা করিল। দেখিল, ভার্ছার জুমনান্ট ঠিক, বহুক্ষণ গোদনের ফলে কল্যাণার শীর্ণ মুখ্যানি প্রমাক্ত হইয়া বুকের আঁচল পর্যান্ত আনেকথানি ভিজিয়া উঠিয়াছে। আজ্বানি বেদনার কি এমন কারণ ঘটিতে পারে কিছুই বুক্তি কা পারিয়া কতকটা হতভব্বের মতই ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমি বে কিছুই বুক্তে পারছি না কল্যাণি, কি হয়েছে বলবে না ? কোন বিশক্ষ আপদের খবর এসেছে কি ?

কল্যাণী বেন কি একটা উত্তর দিতে গোল কিছ শেষ পর্যন্ত ভাইছার কণ্ঠ ভেদিয়া কোনী স্বরই বাহির হইল না, বরং এই চেটাভেই দে, যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবস্মাৎ সেই মেবের উপরই সূটাইছা পড়িয়া ভূপেনের ত্ই পায়ের মধ্যে মুখ ওঁজিয়া আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

ভূপেন বিষম বিত্রত ১ইয়া উঠিল, কি বলিয়া সান্তনা দিবে বৃক্তিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, ছি. ছি. কল্যাণা লংলীটি, অমন ক'ছে কাঁদে না। তুমি ত অত তুর্বল নও, তুমি এমন ছেলেমানুষী ক্ষমেল চলে কি ক'রে ? বলো আমায় কি হয়েছে— খুলে না বললে ছে আমি কিছুই বৃক্তে পারছি না। ওঠো, লংলীটি, ওঠো—

অনেককণ পরে, বোধ হয় নিজেকে কডকটা সাম্লাইরা কট্রা।
কল্যাণী উঠিয়া বসিল বটে কিন্তু একটি কথাও কহিছে পান্ধিল কা
্
নাথা নাডিয়া ইঙ্গিডে, বিজয় বাবু যে দিকে বসিয়াছিলেন, বাহিজের
সেই দিক্টা শুধু দেখাইয়া দিল।

ভূপেনও তাহার অবস্থা বৃথিয়া, আর পীড়াপীড়ি করিল না.
সান্ধনা দিবারও বৃথা চেষ্টা করিল না, ফিরিয়া আসিয়া বিজয় বাবৃত্তই
চৌকিতে বসিয়া পডিয়া কহিল, ব্যাপার কি বলুন ত ? কি হয়েছে?
কল্যাণী ছে লমান্ত্র সে বল্তে পারলে না বিশ্ব আপনিও যদি
ইতস্তত: করেন তা'হলে চলে কি ক'রে?

তবুও বিজয় বাবু থানিকক্ষণ চূপ কবিয়াই বহিলেন; তার পর বীজে বু বীবে কহিলেন, ভাই এ কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবার আগে স্বস্থা হওয়াই ভাল ছিল বোধ হয় কিছ তাঁর ইচ্ছাই বড়, তিনি মৃত্যু না ভার পর আর একটুখানি চূপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্থ নিখাস ক্রেনিয়া তিনি কহিলেন, তোমার কাছ থেকে আর কোন সাহায় ক্রিজ্ঞা ভাই আমাদের সম্ভব হবে না। এতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্রিজ্ঞীয়া বাহছে সে আশ্বার চেয়ে বড় আশ্বা আমার এই বে, তুমি ক্রামাদের কত না অকৃতক্ত ভারবে কিছু তবু এইটাই বলতে হ'ল।

ভূপেন কিছুক্প স্থান্তিত হইরা বসিয়া বহিল। কথাটা বে কিছুক্প স্থান্তিত হইরা বসিয়া বহিল। কথাটা বে কাৰাৰী কান্তবে একটা কথা বার বার উকি মারিছে লাগিল, তবে কি না বারের কথাটাই কোনমতে বিজয় বাবু জানিতে পারিরাছেন? সে মুহুর্জ করেক চুপ করিরা থাকিয়া কহিল, কিন্তু কেন তাও কি ক্রাণ্ডে বলতে পারবেন না? মনে হচ্ছে অভায়টা আমারই—
স্থান্ত্রীর অপরাধের কথাটা না জানিরে শান্তি দেওবাটা কি উচিত?

ছি ছি! বিশ্বর বাবু ব্যাকুল ভাবে সোজা হইরা বসিলেন,
ক্রেকথা বলতে নেই ভাই। তোমার পক্ষে যে কোন অপরাধ করা
ক্রেক্টেই নর ভা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তেন বড় নোংবা
ক্রেণ্ডা বলেই বলতে চাইনি ভাই—বারা বলেছেন তাঁরা হরত সভ্য
বলৈ বিশাস করেন বলেই বলেছেন, তবু সে কথাটা নোংবাই।
ক্রেক্টেই না কি কথা উঠেছে—পাড়ার কেন সমস্ত গ্রামেই—যে
ক্রেক্টিই আমার ক্রডাকে বেচে থাছিছ়। এর চেরে মৃত্যু যে অনেক
ক্রেক্টেই।

আনহার ভাবে আদ চোখ ছইটি মেলিয়া বিজয় বাবু চাহিয়া ছাইজেন, তাঁহারও ছই চোখের কোল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল জাইছা পড়িতে লাগিল। থানিককণ পরে বেন চুপি চুপি ছাইজেন, আমার জন্ম ভাবি না, এমন কি কল্যাণীর জন্মও না—কিন্তু ভোমার মত দেবতার পারেও বদি কালী লাগে ভ সইব ে ক'রে ? ভোমার সাহাব্যের বদি এই কদর্থ হয়—ভনেছি আ সহকর্মীবাও এই কথা বিধাস করেন, কেমন ক'রে তা সম্ভব ভাই ভাবছি।

তাঁহার ভগ্ন-কঠ ঘন একেবারেই বুদ্ধিয়া আসিল কিছ ভূবে কোন কথা কহিতে পারিল না। শুখু পায়ের বেখানটা তব কল্যাণীর জঞ্জতে ভিন্ধা সেইখানটায় ঘেন একটু বেশী রক্ষের বোধ হইতে লাগিল। এ সব কথা কাহাকেও বলিবার নর, লোকে কল্পনা পর্যান্ত করিতে পারিবে না কিছ কল্যাণীর এই কা সম্পূর্ণ অর্থটা তাহার বোধগম্য হইয়া ভূপেনকে কিছুক্ষণের জন্ত জড়, জনড় করিয়া দিয়া'গেল।

দে বছকণ আড়েষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পর কোনমতে প্রশ্ন করিল, আছা আমি যদি নিজে আর না আসি, অক্ত কো লোক মারক্ষ কিছু পাঠাই তা'হলেও কি কিছু নিতে পারবেন না

অত্যক্ত শান্ত কঠে বিজয় বাবু উত্তর দিলেন, না ভাই, ত্ ক'বে জামি জোমার কাছে নিজেকে অপরাধী বোধ করব! স্বেজায় হবে।

একবার ভূপেনের মনে হইল, সে প্রশ্ন করে তাহ'লে উপা কিছ পরক্ষণেই সে প্রশ্নের মৃঢ়তাটা নিজের কাছেই ধরা পঢ়ি বাওয়াতে লচ্ছিত হইর। চুপ করিয়া গেল। বিজয় বাবু নিশি হইয়া ভগবানকে দেখাইয়া দিবেন।

আবিও কিছুক্ষণ চূপ, করিয়া বসিয়া থাকিয়া দে এক সম উঠিয়া পড়িল।

ক্রমশ:

## ডাক

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যাক

শাঙ্গ মেঘ-সফর এবার শুনেছি সেই ডাক—
যে-ডাক দেয় পাহাড়ভাঙা ভূ-কম্পন ঘোর,
যে-ডাক দেয় সবুজ শীষে হাওয়া, হাওয়া নূপুর।
পিছনে মেঘপুরীর মৃঢ় ভোরণ হতবাক।
সামনে ঘুমভাঙার আসর আলোয় ভোর ভোর।

দেখলুম এই চলতি পথ ধৃলো-ধৃসর দুর দি চল্তি জন-সমূজের স্বপ্প-ভাঙা শাঁথ হাওয়ায় ভোলে তৃফান, ঝড়ে ওড়ায়ধৃলো জোর, জদয় তবু গান শোনায় শেরজ-সোনা স্বর। এবার সুমভাঙার আসর এবার দেই ড়াক।



যায়াবর

#### FILE

সাধনী স্ত্রী, পিতৃভক্ত পূত্র, ভ্রাতৃবংসল অন্তুক্ত এবং প্রভ্রপ্রাণ দেবকের দৃষ্টান্ত আছে আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে একাধিন। জনক-তনরা সীতা, দশরথাত্মক রামচন্দ্র, স্থমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং রামাহচর হনুমানের কাহিনী জানে এ-দেশের আ-পামার সাধারণ। কিন্তু পত্নী অনুগত স্থামীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্বাদ্রে দেখে আসা প্রয়োজন ন'মাসিমার বান্ধবী ইন্দুমতী রায়ের বর প্রিয়নাথ বাবুকে। ইন্দুমতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

প্রাগ্বৈবাহিক জীবনের পরিচর-লিপিতে ইন্দুমতী ছিলেন দাশগুরা। গোধ্লেতে পড়েছেন ইংরেজী, সঙ্গীত-সংখ্যলনীতে শিখেছেন সেতার। ফুল শ্লিভ সের ব্লাউজ গাবে দিয়ে মাংঘাংসবের দিনে আন্ধ্র সমাজের উপাসনার করেছেন গান। তাঁর এক দাদা রেলের অফিসার, অক্স ভাই বাারিষ্টার।

ইন্দ্যতীর বাবার সিন্দ্তে রূপা ছিল প্রচুব, কিছু নিজের দেহে রূপ ছিল না এন্ডটুকুও। ফলে করেক বছর আই, সি, এস, বিলাত ফেরং এবং ডেপুটি প্রভৃতির জল্ল অবথা আকুলি-বিক্লির পর অবশেষে বাবনের প্রান্ত সীনার পৌছে এক ৩৬ মাঘে মাসি শুরু পক্ষেপক্ষ্যাং তিথো কণ্ঠলয়া হলেন প্রিয়নাথ বাবুর। বিয়ের পরে কনের বদল হলো পদবী, বরের বৃদ্ধি হলো পদ। এ্যাসিসটেন্ট থেকে ম্পারিন্টেণ্টেণ্ট। 'প্র' আছে ইন্দ্যভীর।

প্রিয়নাথ বাবু তাঁর স্ত্রীর নাথ তো নিশ্চরই, বোধ কবি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিছু আমার পক্ষেণানা থাক্, দেক্থা। আমি ডো আর তাঁকে কামাই করছিনে।

মহাদেও রোডে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ীটি। 'বি' টাইপ কোয়াটার।
নয়াদিলীতে বাজারের ডিল থেকে স্থক করে বসত বাড়ী পর্যন্ত সবই
প্রেড করা। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হাঁরার বিচার ঔজ্জল্য,
মসালনের বিচার স্থন্মভায়। সরকারী কন্মচারীর মৃল্য নিরূপিত হর
বৈতনে। পি, ডব্লিউ, ডি'র খাতায় বেতন অমুষারী ভাগ করা আছে
বাড়ী। পাঁচ ল' থেকে ছ'ল টাকা মাহিনার কন্মচারীর জক্ত "এ"
টাইপ কোরাটার, চার ল' থেকে পাঁচ ল'-ওরালারা পার "বি"।
ছ'লব উপরে মাইনে বাদের ভারা পায় "বাংলোঁ। তারও

শ্রেণী-বিভাগ আছে। ব গঠন বা ব্যবছার ন অবস্থানেও। ঠিকানা গ্রহে বলে দেওরা যায় লোকটা বেতনের পরিমাণ। ছেটি রোডের বাসিন্দা পার ছি থেকে চার হাজার, ভোগল রোডে তার নীচে। এ হাজারের বেণী না পাই বাংলো মিলে না বাই

নম্বর মিলিয়ে স্কা করলেম বাড়ীর। বারান্দ্রী পালের ঘরে আধ-মরলা স্কে গামে একটি ভৃত্য ইলেক্টি-ইন্ত্রী দিয়ে একখানা চকোঁলে

বংএর বেনারসী শাড়ীর পরিচর্য্যায় বা**ন্ড। জিজ্ঞাসা কর্মনিন্দ** "এইটে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ী গ"

ेंशा, মি: बाखब বাডী।"

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কুঞ্চিত রেখা বারা স্পষ্ট বেক্তি গেল, 'বাবু' সম্বোধনটা শ্রোতার পক্ষে শ্রবণ-স্থাকর নয়। স্থাক্তি শুম সংশোধন করতে হলো।

"মি: রায়কে একটু খবর দিতে পার।" ''আমিই মি: রায়।"

গভ সেত্ দি কিং। মিসেসৃ ইন্দুমতী রারের খামী বে স্কৃতি আটটার সময় শাড়ী ইন্ধি করবেন তা' করানা করবো কেমান করে। কিন্তু এখন তাে আর ফিরবার উপার নেই। ন'মাসিমার সক্ষেতার স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলাে, দিতে হলাে সংক্ষিত আশ্বাপরিচয়। মিং রায় অন্দর থেকে যথারীতি নির্দেশ লাভ করে ছবিং ক্মে নিরে বসালেন ৷ "উনি" চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে কা আবাস দিলেন।

ভারিং ক্রমটির মেবেতে সভবঞ্চি পাতা, তার উপরে ছোট মির্কাণ্রী কাপেট। টিপাইর উপরে পুশহীন ফুলদানী। এক কোপে একথানা ভারকরা কেছিসের ইজিচেয়ার। তার মাধার কার্ট্রটি উপবেশনকারীদের তৈলসিন্ড শিরের অজস্র চিছের বারা মিলির। দেয়ালে কাচ দিয়ে বাধানো থান-ছই স্টাশিরের নমুনা। এই সাবন কারুকথের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুম্মাত্র সংশ্রম ঘটে সেজস্ম বড় বড় হরফে এক কোণে লেখা আছে, ইন্দু'। একটাতে একটা কৃড়ি, ভাতে কয়েকটি সোলাপ কুল। আর একটাতে একটা বিচিত্র বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রংএর বদৃছ্ত এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার। ভিবজ্বিতর বল্পাই হয়। কুকুরটির মাধার উপরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা, সভাইজ গুড়। বোঝা গেল, গৃছস্থামিনী ধন্মশীলা। কিছু সেটা প্রমাণের জন্ম তো সারমেরের প্রয়োজন ছিল না। বোধ করি, লেখার ভলা। তা ইজ গুড় হবে।

প্রিয়নাথ বাবুর সঙ্গে থানিক আলাপ হলো। আলাপ আরী তিনি বক্তা, আমি শ্রোডা। প্রায় সবটাই ডিনি'-প্রসঙ্গ। ইনি শাবার বিছানায় এক পেরালা গ্রম চা না পেলে স্কালে উঠতে
শাবেন না। উনি রোজ নিজে গাড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল-ভাল
শৈশে দেন। বাজাবের থাবার উনি বাড়ীর ঝিসীমার আনতে
দৈন না। নয়াদিলীর বন্ধ-মহিলা সমিভির বা কিছু তা তো সব
ভিনিই করেন। লেডী মিত্র তো উনি ছাড়া এক পা'ইত্যাদি,
ইত্যাদি।

'ইন্দুমতী বাবের প্রবেশ। মিঃ বাবের উপান। সেটা ইংরেজী রীতি: ় মিসেস রায় আসন পরিগ্রহ করলেন। প্রথমে গুহে স্থানাভাবের বিশ্বত বর্ণনা দিলেন। ভবে ছ'মাস পরেই গুরখোয়ারা রোডে বাংলো পাওয়ার আশা আছে। এ-বাডীতে ঘর-দোর এখনও ছালো করে গুছোতে পারেননি। সিমলা থেকে নামবার পরে বিনৈক আসবাব-পত্রের প্যাকিং থোলারই সময় পাননি। शै 🚾 ব পিলী সিমলা করেন। এীয়কালে দিলীতে এই প্রথম। खेवीय গভৰ্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার শৈশবিহার বন্ধ। নতুন কম্যাণ্ডার हैंन होक ना कि वालाइन, त्रिमला शिल युद्ध-काय विश्व चहेरत! ইপান একবার যত অনাস্থাইর কথা। আরও বেশী গরম পড়চে কিছ তিনি সিমলা না পিয়ে পারবেন না, তা, বাপু' তোমরা ৰিছি কেন না বল। বেবী—অৰ্থাৎ ন'মাগিমা—এখন আছে ৰ্কীখার ? তার মেয়ের বিয়ের কত দুর ? বেবী তো চিঠিপত্র জিংব না। তিনি নিজেও অবসর পান না। কত ঝামেলা। 🙀 তো আৰু চাৰটায় আছে এক পাটি। হাাগা, শাউটা **্ট্রিকিরি করে রেখেছো তো ?** 

্হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেম।

শীৰ আৰি উঠবে ? হাা, তা বেলা হয়েছে বটে। আছ ক'দিন ?

কিল্লী থেকে বাবে কোথায় ? বিলেভের কী হলো ? যুদ্ধ না থামলে

ইটা আর বেভে পারছো না । বমিংএর সময় লগুনে ছিলে বুঝি ?

উস্থানকার অবস্থা কি রকম ? বাকারে ডিন তাম্পু পাওয়া বার ?

ইটাছি লিপ্টেক ? এথানে তো ছাই কিছু মিলে না। একটু

ইটিও তো খেলে না। ওঁর আবার আপিসের বেলা হছে । আছো,

কিল্ল এক দিন এসে থেয়ে বিয়ো কিল্ক।

ভাৰও একটি ভদ্ৰলোকের সঙ্গে দেখা করার ফরমাস ছিল।
টিকানা জানা ছিল না। প্রিয়নাথ বাবু, থ্রি, মি: রায়কে জিজ্ঞাসা
করলেম, "ভি, আর, ভেরুটশরণের বাড়ীটা কোথায় জানেন? কোন্
ভিলাটনেটের বেন গ্রাসিটেট দেকেটারী।"

. "প্রচণ্ড বিজ্যোরণ" বলে একটা কথা বাংলা পত্রিকায় আঞ্চকাল আয়ুহু দেখা বায়। সেটা ঠিক কী বৰুম জানা ছিল না। প্রিয়নাথ আয়ুহুৰ অবস্থা দেখে কিছুটা অমুমান করতে পারকেম।

"গ্রাসিটেন্ট সেকেটারী ? ভেক্কটশরণ বলেছে বুঝি ? চাল, কেবল চাল। চাল দিতে দিতেই গেল মাদ্রাজীটা। জানে আপনি নতুন লোক, ধরতে পারবেন না। গ্রাসিটেন্ট সেকেটারী, হ:। রিটায়ার ক্রীর ছ'-এক বছর আগে বে হতে পারে সে তো ভাগ্যবান। এখন বুছের বালার, তাই। সেকেও ভিভিসন ক্লাকেরা পর্যান্ত স্থপারিন্ ক্রেণ্টে হচ্ছে। নইলে মশায়, গ্রাসিটেন্ট হতেই বে চুলে পাক করে। আমি বে-বার স্থপারিনটেন্ডেন্ট হলাম,উভ্তেহত সায়েব—ভার জন উভত্তে, পরে বাংলাদেশের গভর্পর অববি উঠলো,—ভেপুটি সেকেটারী। অভ্যন্ত অন্থতিও হলেম। অনিজ্ঞাক্তমে এবং নিজের অন্তর্গের পানির সভীর মনজাপের কাবণ হতে হয়, ভারই দুরাজ জেরটশরণের গৃহ আছে, গৃহিণী নেই। থাকলে বিপদ । তিনি প্রাচীনপদ্ধী হলে তাঁকে গলার দড়ি দিতে হতো, আমু হলে প্রথমে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পলায়ন এবং পরে বাংলা সিং নায়িকা। মাভাল বর নিয়ে স্বর করা বার, কলহ করা অক্তামুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিছু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মূর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিবেষ স্থাথের, কিছু সব্ মারাস্মক ইণ্ডিফারেল, যে কাছেও টানে না, দ্রেও ঠেলে না,

ভক্তেরা বলেন, খান, জ্ঞান, নিদিখাসন সমস্তই ভগবানে ই না হলে ঈশ্বর লাভ ঘটে না। বরদারাক্তলু ভেকটশ্বণ ভগবান প্রা জন্ম উদ্গ্রীব নন। কিন্তু ভক্তের ঐকান্তিকতা নিয়েই আর করছেন সেক্টোরিয়েটের। আপিস, আপিস, আর আপিস। ই কাজ, আর কাজ।

ভূলে থাকে।

সকালে সাড়ে ন'টায় সবে মাত্র ফরাস যথন ঘর ঝাট দিয়ে গ্রেথন এসে বদেন নিজের টেবিলে। অপরার গড়িরে বার সং আঁবারে, উদ্ধি ও অবস্তান কণ্মচারীর। চলে যার নিজ নিজ বাঃ সহক্ষীরা একে একে করে প্রস্থান। একা ভেক্টশরণ কাজ যায় অনক্যমনা। বাড়ী কিরেন কথনও রাত আটটায়, কথনও তারও পরে। গ্রীপ্ন, বর্ধা, শীত, বসস্ত ঐ একই ধারা। ছুটি ক্রোস্থায়েল লীভ নেই। রবিবার ছপুরে অনেক দিন আদেন আপি কাইল নিয়ে লেখেন নোট, ম্ল্যাগ দিয়ে দাগ দেন, "ফ্রেম রিজ্বিবা শি ইউ সিঁ, পেপার আগুর কনসিডাবেশান। বজু-বাছরে ঠাটা করে বলে, "ভেক্ট, কেবল থেটেই গেলে, জীবনটা বে করের কথন?"

ভেক্টেশরণ হাদেন স্থার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাডেন। বোধ মনে মনে বঙ্গেন, ভোগ! হঃ, থার্ড ডিভিগন ক্লার্ক থেকে দেকে সেকেণ্ড থেকে এটাসিষ্টেণ্ট, এটাসিষ্টেণ্ট থেকে স্থপারিনটেং স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট থেকে এটাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী। স্থনেকটা পাই ভোগের জন্ম জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রমোশান, চ উন্নতি। চাকুরীরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

ভেরটশরণের অত্তর ছিলেন বিলাতে। আই, সি, এস মান্ট সেথানেই পবিচয়। ভাইএর অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি ভাবও চবিত্র আশা করি, একদা সিভিল লিষ্টের পাভায় নাম ছাপা হবে সগৌরবে

ভের্কটশরণের স্বন্ধানীরের। ন্যাদিরীতে স্প্রভিষ্টিত। ভার সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতার। লালদীঘির কাছে বাড়ীতে এখন বাংলার লাট থাকেন, দেখানে বসতি ছিল ওয়ারে ছেবিংস থেকে লর্ড ছাডিঞ্জের। তখন দেকেটারিরেটে বাঙ্গালী ছি বছ। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিরীতে। তখন থে তাদের সংখ্যা হয়েছে হ্লাস; পাঞ্জাবী, মাবাঠী, গুজুরাটা নানা জাতি এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকুরীর মসনদ। দে অভিবাদ মাজাজীর। সর্বাধ্যে। তারা থাটে বেশী, কাঁকি দের কম।

নয়ানিরীতে মাল্রাঞ্জীনের ক্লাব আছে, সংখ আছে, স্থল আছে বোর্ডিং হাউপও আছে একাধিক। মোণানে স্থলের ডেডের মান ছোট ছোট টেবিল। ভার উপরে কলশীপত্রে আহাব। চার আর্মা মিলে স্বাথম, কুটু, সহব ও আমালম। এক জন মন্তদেশীরের নিয়মিত থাতা। কোন দিন ওর সঙ্গে পাওরা বায় তৈরবপত,চডি অর্থাৎ নারকেলের কুঁচি সহবোগে দৈ। সে-দিন তো বীতিমত ভ্রিভোজন।

শুরু অশনে নর, বসনেও যথেষ্ট মিতাচারী দাখিলাভার লোক।
একখানা বিছানার চাদর খিণপ্তিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ
করুরা দিয়ে গাত্রাবরণ । কাঁধে একটি ভোয়ালে, পায়ে এক জোড়া
ভাপ্তেল। ব্যস! আপিস ছাড়া সর্কত্রে অছন্দ চিত্তে চলাফেরা
করে এই বেশে। আর ষাই ছোক্, পোবাক নিয়ে শোক করে না
মাত্রাকী কোন দিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাস্থলা-বর্জ্জিত। ত্বণ পরিমিত।

অবশ্য সংখ্যার। মূল্য নর। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাল্রাক্রী গৃহিণীরও

কানে আছে ভীরার ফুল। তার দাম গুলে অনেক বাঙ্গালী স্বামী

চক্ষে সর্বে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাল্রাজী তর্কনীদের রূপ নেই,

কিন্তু ক্লিচি আছে। তাদের গৃহত্বার সকাল-সন্ধ্যায় আলিম্পনের

বারা স্তদৃশা, তাদের কবরী-বন্ধন পুস্পন্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে

দক্ষতা আছে প্রায় স্বারই।

সন্ত-পরিচিত এক জন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনাবের। ভদ্রলোক ত্'ঠাজার টাকা মাইনে পান। অথচ আহারের আয়োজন দেখে রসনার বদলে চকু ভলসিক্ত হ-রার উপক্রম। কিছ তার স্ত্রীর পারদশিতা আছে বীণা-বাদনে। অপূর্বর স্থার করলেন তারখন্ত্রে। জঠর যদি বা ইইল অভুক্ত, প্রবণ হলো তৃপ্ত। স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্ষমা করা গেল তাঁর ভোজন-সভার অভি রুপণ আয়োজন।

মাস্রাজীদের সজে পাঞ্চাবীদের তফাৎ এইগানে। আচার এবং আচরণে পাঞ্চাবীর। তথু মতার্প নয়, আলট্টা-মডার্প। যুবক, বৃদ্ধ, স্বাই মিলল করছে উদ্ধাসে বিলাতীর নকল। তথু ছেলেরা হলে কতি ছিল না। মেয়েরাও।

বেস্, কাব ও কার্শিভ্যাল— অভি আধুনিকভার এই তিন ভীর্থক্ষেত্রে পাঞ্জাবী মহিলারাই প্রধান পাণ্ডা। তাঁরা চার রাইশু শেরী সাবাড করতে পারেন হাসতে হ'সতে। রজনীর শেষ প্রহর পর্যান্ত ফর্মট্ট নাচতে পারেন অক্ল'ন্ত চহণে। তাঁদের দেহে শোভার চাইতে স্ভার অধিক। তাঁরা বিয়ের আদিতে ভ্রী, অস্তে বিপুলা। তাঁদের বর্ণ গৌর কিছু আনন লালিভাঙীন। চাকর-চাকরাণাদের শাসন-বার্য্য স্বহান্ত উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ করতে হিধা করেন না গতাঁকুর। দেহে কিছা মনে পাঞ্জাবিনীর নাইকো কোমলতা।

ভারতবর্ধে মূরোপীয় ভারধারার প্রথম উলোব ঘটলো বাংলাদেশে,
ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যভাকে প্রথম বরণ করলো বালালী। সে-মূর্গর
বাগালীর প্রাণাশক্তি ছিল প্রচুক, প্রতিভা ছিল প্রথম। ইংরেজের
সাহিতা, বিজ্ঞান ও সভ্যভাকে সে গলাধ্যকরণ করলো না, করলো
গ্রহণ। আপন ঐতিহ্ন ও সংস্কৃতির জারক রসে পরিপাক করে তাকে
সে একান্তরপে আত্মসাৎ করলো। পদ্চিমের চিস্তাধারাকে সে ধার
করলো না, ধারণ করলো। ভাই বালালীর মধ্যে সম্ভব হলো মাইকেল
মর্মুদন, বিবেকানন্দ ও চিন্তরপ্রন লাশ। সাহিত্যে, শিক্ষে ও
লিত্রকলায় বাংলাদেশ স্টুচনা করলো সমৃদ্ধিনুক্ত নব্যুগের, আনলো
দেশাস্থ্যবাধের অভ্তপূর্ক প্রেরণা। বৌরনকে দিল অভর মন্ত্র,
নারীকে দিল আত্মচেতনা। সে-দিন সর্বভারতের অধিনায়িকার
আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন ব্যক্ষননী।

হুবোপের সংশাদে সর্বলেবে এসেছে পালাব! বাংলার ইংকে:
শাসন প্রতিষ্ঠার প্রার শত বর্ষ পরে দর্ভ ভালহোগী দথল করেছিল:
গালাব। কিছ মুন্বাপকে পালাব অভ্যুত্তর মধ্যে পায়নি, ওরু বাইঃ
থেকে করছে অমুবর্তন। যুরোপের সভ্যুতা ও সংস্কৃতিকে সে অমুসরং
করেনি অমুকরণ করেছে। সে ভারতবর্ষকে দেয়নি কাব্য, দেয়নি সঙ্গীত
দেয়নি বিজ্ঞান বা দেশসেবার আদেশ। আধুনিক ভারতবর্ষ তাদ
দান একদল পি, ডব্লিউ, ডির এজিনিয়র, সৈহদালর প্রবেদার
এবং আই, এম, এসের ডাভার। একমাত্র লাজপং সায় ছাড়া
পালাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্যান্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কলকাভার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকাং চতুকোণ। কিছু এখানকার গোল মার্কেট সার্থকনামা। কৌ গোলই বটে। চাবটি রাম্ভার সংগম-স্থলে বুড়াকার **থী**পের মু<del>ড়ো</del> এ-বাজারটি। দোতলা বাড়ী। উপরে দরজীর দোকান, নীচ भादम्की, बाह्र, बारम, यन हेलामि। शुथक शुथक दक्त। हैरासबीरक লেখা আছে বিজ্ঞপ্তি,— কোনটাতে মাছ, কোনটাতে বা মাংস। প্রবেশ-পথগুলিতে ক্ষ তাবের ভাল-আটা দরভা। স্পারী লেভা আছে, যাতে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের ঘংটিতে 📆 সিমেন্টের বেদীকে রাখা হয় মাছ। ত'র উপর দিয়ে গৈছে **হলের** কলের সহিত্র পাইপ। হিত্রপথে অবিরাম বিন্দু বিন্দু করে ব্যক্তর ভল। আপনি ধুটয়ে নিচ্ছে বেদীটি। অট্সচেটের ভিছরে **বাচে** মাছ। পরিহার, পরিছর। মাছির উপ্তেব নেট, বর্ণমান্ত 🕪 সিঞ্চনে বসন পদ্ধিল হওয়ার আশস্কা নেই ক্রেছাদের। মার্কেটের হু'ধারে মনোহারী দোকান, মুদী ও ময়রা ইত্যাদি। বা**লালী**ৰ দোকান আছে কয়েকটি। তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সম্পেশ ও অক্সান্ত বাঙ্গালীর থাবার।

গোল মার্কেটের পথে লেডী হাডিঞ্জ কলেজ। বিভার্থিনীদের
সম্পর্কপৃক্ত একমাত্র মহিলা মেডিক্যাল কলেজ। বিভার্থিনীদের
মধ্যে এয়ালো ইন্ডিরান আছে, মাতাভী আছে, মাবাঠী আছে,
বাঙ্গালী নেই একটিও। এক পাঞ্জাবী অধ্যাপক বন্ধুর শ্যালিকা
পড়েন ফোবইয়ারে। অদর্শনা।বাংলার বাইবে কলেজে ইউনিভানিটিজে
সুন্দরীর সাক্ষাহ মিলে। রপের অভারটাই সেখানকার মেরেলের
উচ্চ শিক্ষার কারণ নয়। পড়াভনাটা নয় বিরের আগের ইণ্গালে, ।

মেন্ত্রেটি মেধানী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন প্রক্রিয়ার। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সাক্ষারীতে আগ্রহ বেনী। পাশ করে হবেন সাক্ষোন। সর্বনাশ!

প্রাচীনার। হাতে ধরতেন সম্মাঞ্চনী। ঘরের মেকে থেকে অবাধ্য স্থামীর পৃষ্ঠ পর্যান্ত সর্বত্র তার অপক্ষপাত ব্যবহারের **যারা** সংসারবারোকে তাঁরা নিরস্কুশ রাখতেন। আধুনিকাদের হ**তে শোভে** ভ্যানিটি বাগা। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্থামীর স্থানর ত্রাস এবং পরের স্থামীর স্থানরে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। অভি-আধুনিকারা বদি ধরেন ফরসেপ্,স তবে বেচারী পুরুষ জাভিজে ভাষারকা সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিবে! বসবোধ আছে ভক্ষণীর। কলহাত্যে উচ্চুসিত হবে উঠলেন।

দেওী হাডিঞে বাঙ্গালী ছাত্রী না ধাকলেও অধ্যাপিকা আছেন এক জন। মহিলার এক ভাই আই, সি, এম, এক ভাই আই, এম, এম, মুই ভাই একাউক্টিশ্ সাভিসের উচ্চপদত্ব অফিসার। এক বোন শিলী ব নার্ননেট অব ইণ্ডিয়ার কৃষি বিবরক মাসিক পত্তিকা ইণ্ডিয়ান কার্মিগ্রেম চিত্র সম্পাদিকা। অস্তান্ত ভাই বোনেরাও সকলেই কৃতী। ভিনি নিজে ডব্লিউ, এম, এস, অর্থাৎ আই, এম, এসেরই মহিলাসংস্করণের অস্তর্ভু স্তা। মাইনে পান অনেক, ডাক্ডারী করে আরথ করেন যথেষ্ট। ভক্র ব্যবহার, অমায়িক ভাষণ, সন্ধান আহ্বণ। শেডী ডাক্ডারী গন্ধ নাই তাঁর চরিত্রে। কলেকের ক্রেরা সরকারী কোয়াটার। সেথানে গৃহসক্ষার গৃহস্বামিনীর স্ক্রেচির ক্রিক্রয় পরিকৃট।

নরাদিরীতে মহিলা-ডাজার আছেন একাধিক। যুক্তপ্রদেশের
আছেন জন-ছই। লেডী হার্ডিঞ্জের যিনি প্রিজিপাল তিনি মন্ত্রলেম্বর। একটি আছেন পাঞ্জাবী। এর জনক ধরমবীর পাঞ্জাবে
ক্রপরিচিত, জননী রুরোপীয়া। তাঁরা হ'জনেই জননায়ক স্থভাষচক্র
করর অত্যক্ত অভ্যবদ স্থছান। মহিলা বিরে করেছেন একটি
ক্রপানী। এরা হ'জনেই ডাজার। স্থামি-স্ত্রী হ'জনেই রাজনীতিক
বা বুল মাষ্টার হওরার চাইতে ভালো। পলিটিক্যাল ইকনমির মতো
লেশত্যেও ডিভিসন অব্ লেবার আছে। সেখানে স্ত্রীর অংশ কথা
ক্রপার, স্থামীর অংশ কথা শোনার। হ'জনেই বক্তা হলে গার্হ ছ্য

কনট প্লেসকে বলা যায় দিলীর চৌরক্ষী। সাহেবী এবং সাহেবী বিশ্ববার বিজ্ঞান বাবার দিলীর দেকান প্রাট বানাবার দক্তী, ফটো ক্রেলার ই,ভিও, প্রভিসানসের ষ্টোর, চুলে টেউ থেলাবার বিউটি পার্লার, লাক্ষ খাওয়ার হোটেল, সিনেমা দেখার ছবিঘর—সবই এই কনট প্লেসে। শুধু চৌরক্ষী নয়, ক্লাইভ ষ্ট্রীটও। ব্যাক্ষ ও আপিসপাড়াও এইটেই। বার্ড কোম্পানীর পেটেন্ট ষ্টোন, মার্টিনের ক্লিস, ডালমিয়ার সিমেন্ট কিনতে হলে আসতে হবে কন্ট প্লেসেরই

কনট প্লেদের নামকরণ হয়েছে রাজা পঞ্চন জ্ঞান্তর পিতৃব্য প্রস্থালাকগত ডিউক অব কনটের নামে। মন্টেন্ড-চেমস্কোর্ড বিভ্রমনের ফলে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় পরিবদের স্পষ্ট। তারই আত্মনিক উলোধন করতে ভারতে আসেন তিনি। ভালীওয়ানা-বালের নরবাতন নির্মুর্তার শ্বতি তথনও স্পষ্ট জাগ্রত ভারতীয়দের মনে। বৃদ্ধ ডিউকের উলোধন-বক্তৃতায় তার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, ছিল আন্তরিকভার শ্বর; — "হ' পক্ষেই ভূলক্রটি ঘটেছে বিস্তর। আন্ত তার পর্ব্যালোচনায় প্রয়োজন নেই। আশ্বন আমরা স্বাই আত্মীতের কথা বিশ্বত হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি। কর্মিত, গ্রাও ক্রেকেট।" কিন্তু কর্মেটনেস তো চলে ওর্ সমানে সমানে। শাসক-শাসিতের মধ্যে তার ছিতি পদ্মপত্রে জলবিন্দ্র মতোই ক্ষমিতের। ক্রিকেটা শুক্তে নতুন করে শ্বরণের কারণ ঘটে এক পক্ষের ক্ষমতাগর্বিত আন্তর্গন ও অপর পক্ষের নিরুপার নিন্দুল আর্ত্তনাদ। জালীওয়ানাবাগ ক্লাতে না ভূলতে আসে হিজ্লী, তার শ্বতি শৃক্তে মিলোবার ক্লাপে ঘটে কাঁধী বা তমলুক।

কনট প্লেসের আঞ্জুতি গোলাকার। বুত্তের ভিতরের দিকে মুখ্
করে এক সারি দালান। তার পিছনে অক্সরুপ এক সারি।
জ্বানের মুখ্ বাইবের দিকে। সেটার নাম কনট সার্কাস। রোমান
পক্ষতির বিরাটাকার থামের উপরে প্রসারিত বারান্দা। সেধানে
দশবাহু বেলার ভীড় জয়ে প্রবেশ নরনারীর, সওলা করে সৌধীন

ক্রেডারা, আলোকোজ্বল শো-কেসে বিচিত্র স্রব্যের দর্শন কৌড্হলী জনতা।

দালানের পরেই প্রশন্ত রাজপথ। তার ঠিক মারখানে
দাগ দিয়ে পার্কিংএর নির্দ্দেশ, সেখানে থাকে অপেক্ষমাণ মোট ও টালা। হ'পাশ দিয়ে চলে যানবাহন। রাজ্যার পরে বিস্তার্থ কে লোহশৃথকের হারা কুটপাথ থেকে বিভিন্ন। সেখানে বিশ্লামাণ কক্ত আছে বেঞ্চি, ক্রীড়াচঞ্চল শিশুদের জন্ত আছে তৃণাচ্ছাদিত বি এবং পৃস্পবিলাসীদের জন্ত আছে জন্ত কুলের আয়োজন।

যাস জিনিষটার মূল্য যে কত তা জানা নেই বাংলারে যেথানে ছ'দিন না হাঁটলে পারের তলায় গজায় ঘন ঘাসের আপদার্থ ব্যক্তিকে যাস থেতে বলে গাল দেওয়ার উপায় নেই ট ভারতে। ভাতের চাইতে সেটা আনেক বেলী ছুর্ঘট। প্রীত্মহ সূর্বেয়র তাপ যেথানে একল' তেবো ডিগ্রীতে ওঠে এবং সারা বে দেশে মাত্র কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হর, সে-দেশে ঘাস জ্মাতে প্রয়া প্রয়েজন। নয়াদিলীর কনট প্লেসের প্রত্যেকটি ঘাস হাতে বোনা এবং হাতে ধরে বাঁচানো। সরকারী হটিকালচার ডিপাটার থেকে যে পরিমাণ যত্ম, জল ও অর্থ ব্যর করা হয় তার হিসা যে কোন দৈনিক প্রিকার সম্পাদকদের জালাময়ী প্রবন্ধ বচ উপাদান হতে পারে জনামানে।

কুল সম্পর্কে আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙ্গাল বথেষ্ট সচেতন নই। ফুল এবং চাঁদের আলো একমাত্র বং ম্যাগাজীনে কিলোর-বয়ন্থদের প্রথম পদ্ম রচনা ছাড়া আর থে কান্দে লাগে বলে জানা নেই। আটিষ্টিক জাতি বলে বাঙ্গাং মনে যে আত্মাতিমান আছে সে নিয়ে তর্কে ক্রেতা যার, বি তথ্য দেওয়া যায় না। সাধারণ স্বল্পবিত্ত ইংরেজ-পরিবাধে খাওয়ার টেবিলে বা বসার অরে সামান্ত কিছু ফুলের সহ মিলে নিশ্চিত। অতি সম্ভল বাঙ্গালীর গৃহে পুস্পগুছের বি দেখা যায় কদাচিং। অর্থের প্রেশ্ব নয়, ক্ষচির প্রশ্ব। বেনীর ভ্ বাঙ্গালী-পরিবারে ফুলের প্রয়োজন হয় জীবনে মাত্র ত্ব'বার ফুলেশ্যার রাত্রিতে এবং শ্বাধার সক্রায়।

প্রাকালে পরিবারে গৃহদেবতার পূকার রীতি ছিল। দেই প্রেরাজন ছিল গন্ধপুন্পের। বাড়ীতে থাকতো ছ'-একটি ফুন্নেগাছ। আধুনিকভায় গৃহদেবতার স্থান নেই। পূজা বলি করতে হয়, তবে পাথরের ঠাকুর অপেক্ষা রক্তমাংসের দেবতাদেব দুকরাই বৃদ্ধিমানের কাজ। কল মিলে হাতে হাতে। ভাই এমুন্থেমাদের ভজন-পূক্তন হয় আলিসের বড় সাহের, জেলা ম্যাজিট্রেট এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেভার। আমাদের ঠাবুরঘবে জারগা দ্রায়ং কম দখল করেছে। কিছু জবা, দোপাটি দ্রাগকেশবের স্থান কানে শান, ডালিয়া বা গ্ল্যাডিওনাস এসে গ্রুকরেন। স্থীপরিবৃতা আধুনিকা শকুস্কলাকে পূল্পরীথিকা তক্ত আলবালে জলসিঞ্চনরতা দেখার সম্ভাবনা মাত্র নেই। তাং দর্শনাভিলাবে ছ্মান্তকে বেতে হবে মেটে। সিনেমায়, নমতো লেকে কলকাতায় ফুল বে লোক ঘরে রাথে সে নেহাইই ফুলবারু।

এ শহরে ফুলের সাক্ষাৎ মিলে প্রচুর। পথের ছ'পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিভূত অঙ্গন পূস্পসন্তারে,সমৃদ্ধ। প্<sup>থচারণে</sup> দৃষ্টি মৃদ্ধ হয়। রা**ভা**র চৌমাধার বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে <sup>আছে</sup> মুলের কেয়ারী। ভাকখনের গামে, হাসপাভালের মাঠে ফুটে বরেছে মর্ম্ম কুল রাশি বাশি। কনটু প্লেসে আছে "কেনা" ফুলের বাড়। শীভের দিনে তাদের পুস্পাভরণের অঞ্জ্ঞতা কল্পনা করা বায় গ্রীমের ভল্লাবশেষ দেখেই।

নরাদিয়ীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে
নিঃশ্বের হতাশাস, মাটিতে আছে তপস্থিনীর কাঠিছ। কিন্তু তাব
প্রপার্শে সবস্থানীপিত তর্নশ্রেণী প্রধারীর জক্ত প্রসারিত করেছে
ছত্র-ছায়া, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিং অঞ্চল,
তার বছ বিচিত্র কুস্থমের দল রচনা করেছে বর্ণাট্য ইন্দ্রভাল।

প্রশাস বাংক সর্বাপেক। অন্তর্ক আবেষ্টন আছে নয়ানিক্রির সন্ধ্যার উবং অন্ধকারে তার জন-বিরল, ধ্বনি-বিরহিত গন্ধ-বিন্ধু পথে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সভ বিবাহিত তরুণ-তরুলীর হু হয় উদ্বেশ, কঠ হয় ক্ষীণ, নত হয়ে চুপি চুপি বলতে অভিন্ত আছে তুছ্ছ কোন কথা বাব না আছে অর্থ, আছে সংহতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই ভব সায়াজ্ এক জনের ব্যুক্টালোলানো কানের অত নিকটে আর এক জন্তে মুথ আনতে গোলে তা হু-একবার লক্ষাচ্যুত হয়ে পড়াও একেবাছ বিচিত্র নম।

किमभः।

# একটি সবুজ রাতে

বীরেক্রকুমার শুপ্ত

সবৃক্ত সন্ধ্যার মত পৃথিবীব সব রং মৃছে দিয়ে
বিলিমিলি ঘাস নীল বাত নামে—সবৃক্তাভ বাত ;
একা একা পথ চলি বালুতে-কঙ্কবে পথ ড'পারে ও ড়িয়ে
বহু দূরে—ক্রোশার্ক ছাড়িয়ে
অখখ-ছায়ায় শাড়ালাম
মৃছে ফেলে যাম।

এখনো অনেক পথ অবণ্য, কাঁটাল, বটগাছ হ'য়ে পাব বেতে হবে—ঝাড় ভেকে কল্মী লভাব ডিভিরে ডিভিয়ে কত শ্রমের পাহাড়। অখপ-ছারার ব'লে দূরে দূরে চেয়ে চেয়ে দেখি: আব ভাবি, রাত নেমেছে কি দব্দ্ধ সন্ধার মত বাত ?

একটু অরণ্য ঘেঁহে রাতের আধারে,

অম্পষ্ট ছইটি মৃত্তি পাশাপালি ব'সে বেন—ড'টি নদী
থেমে গেছে বালু-চক্রবালে; বারে বারে
উহাদের বিশ্রস্তালাপ
রক্তের সমুদ্রে আনে চাপ।
—ওবা কা'রা ? পৃথিবীর সেই সব মেরে ও পুরুব
গান করে নিরিবিলি
সব্জ সন্ধার মত কত রাতে
ভালবেসে কথার প্রদীপ জেলে ধরে।
—ওবা ব'সে কত রাত করে ?

গ্যত কিছুই নয় আমার হাদর তবু খণ্ডে হিরণার সব্য সভ্যার মক রাতে অধ্য-ছারাতে !

# জয়তু নেতাজী

গ্রীগজেন্দ্রনাথ কর্মকার

বাঙ্ লা মায়ের শাস্ত ছেলে—বিবের আলা বক্ষেতে,
অফ্র যে তার ক্ষিয়ে গেছে, আগুন জনে চক্ষেতে।
তেপাস্তরে কাটায় জীবন— সন্ন্যাসী সে ঘরছাড়া,
প্রতিশোধের তপস্থাতে ময় সদা, নাই সাড়া।
সহসা তা'র ধ্যান ভেঙে যায়, দৈববাণী—'বক্ত চাই!'—
অত্যাচারীর ধড়গ-রুপাণ ভাঙ্তে ছুটে চল্লো তাই!

কোন্ অ জানা শক্তি আসি' আসন নিলো অন্তরে,

জয় হিন্দ্, আর 'দিল্লী চলো'—মাত্র হ'টি মন্তরে—
বিদ্দিনী-মার মুক্তি-রংণ ক'বে নৃতন দীক্ষিত্ত—

'আলাদ্ হিন্দ্, ফৌল্ল' গড়ি'—ক'বলো তা'দের শিক্ষিত ।
মোহনীয়া ষাহ্রকবের যাহর মোইন স্পর্শেতে—
মরণ-নেশায় ঘ্মন্ত-প্রাণ উঠ,লো নেচে হর্ষেতে।
গগন-পবন মুখর করি'—কাপায়ে দেশ-দেশান্তর,
কথ্যযোগীয় মন্ত্র প্রাণ্ড আন্লো সে-এক যুগান্তর।

'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা'— জয়-যাত্রার পথ বেরে, বক্ষে নিয়ে মৃত্তি-বাণী—'থুৰী কা গীত' যার গোরে। মায়ের পূজার বলিদানে চাই যে আপন পুত্র রে, মন ছুটে' যায় পেয়ে সবুজ কিশোরদলের পুত্র রে। অপুত্রকের পুত্র হ'লে।—রক্ত-লেথায় অন্ধিত, বীর সেনানীর পায়ের চাপে পৃথী হ'লো কম্পিত।

আস্লো চুটে পি ভার ডাকে—'ঝাঁসীর রাণী' কলা বে,
পথের বাধা পিছন ফেলে—বন্ধনহীন বক্সারে,
নৃতন গুরু—মন্ধ নৃতন, নৃতন সেনার অভ্যাদয়,—
কঠ অযুত উঠ লো গাহি —'ক্সয়, নেতাক্সী, তোমার ক্সয়!'
খর-ছাড়া সেই সন্ন্যাসী বীর—তুমি স্মভাব, বাঙলা-মা'র,
দেশ-গোঁরব, জন্মদিনে, জানাই প্রাদের নম্ভাব!



মাজা 'সালশিরা' অর্থাৎ জন্মতিথি উৎসব এসে পড়েছে।
মাজা সাংহবদের (রাজমাতাদের) প্রাসাদ থেকে অন্ত:পুরের
বিধারণীর প্রাসাদ, অন্ত রাণীদের সৌধ অট্টালিকা প্রাসাদ পর্দায়েৎ
শীল্পারানদের মহলে মহলে নাচ-গান পান-ভোজনের নানা
ভালিকার উৎসব শুক্ত করার যোগাড় হচ্ছে। সূর্দার খোজা
শুশ্নজ্ঞানীর কাজের ভিড়েব শেব নেই।

কীণকায় বার্ছকো শীর্ণ ঈষৎ আনমিত দেহ গুশনজরজী শুর্ক পুরের পর অভ্যপুরের—প্রাসাদের পর প্রাসাদের মহতের পর শুরুদের অলি-গলি সুড়ল-পথ দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাছেন পোরাপুর ধুণাবল্প।

খুশ্,নতর ওঁর নাম নর, 'থুশনজর' থেতাব; বার অর্থ, বাকে দেখলে চোখে প্রীতির উদ্রেক হয়। নাম ওঁর আলাবলা। দীর্থ ভাল আকৈলোর বা আবালা রাজদরবারে অন্তঃপুরে সমস্ত তত্ত্বাবধান করেছেন; রাজার প্রির প্রয়োজনীয় বহু কার্য্য সম্পন্ন করেছেন; আবং অন্তঃপুরিকাদের—প্রাসাদবাসিনীদের তেমনি কারণহীন অপ্রীতিক্র কর্ত্তবাও বহু করতে হয়েছে। পুরস্কারম্বরূপ বার্ত্তকের সীমার প্রস্কার থেতাব লাভ করলেন, আর্ম্ম 'থেলাভ' পেলেন বছরে ভিন হাজারের জারগীর। হয়ত রাজার জন্মতিথির আগামী উৎসবে 'তাজিমী'র সম্মানও পাবেন। ভাজিমী' অর্থে রাজাকেও তাজিমীপ্রাপ্তদের জন্ম উঠে সম্মান ও স্বালার জানাইতে হয়।

শ সহারাণীর অন্ত:পুরের প্রয়োজনীয় কাজ শেব হ'ল। মাজী-লাছেবের প্রাসাদেও পুরের জন্মতিথি উৎসবের নিরম-অনুষ্ঠান পূজা-লাই মিষ্টার পাঠানোর সব ব্যবস্থা করা হল। বাহি অভ রাণীরা ক্রাই 'পর্বাহেং' 'পাশোরাল'। বারা কেউ কেউ এবারে রাজার ভাঙে ভাজিয়াঁ' পাবেন সোলার মল পাঁইজোরএ ভ্রিত হকো। বাৰ কথা কেউ জানে না, কেই
আভাগ ৰাত্ৰ আনে, এ সব হি
আভাগ সকলের আগে গুলনজ
পান। অভ্যপুরের কথন কার হ
নালা আছে, কার ভাগ্যে আলা হে
একটুখানি পুলনজরকীই বলতে পারে

মহলের পর মহল অভিক্রম করে थ्मन अबसे। कारनाशास उर्व निष् আমন্ত্রণ করে চলে যান, কোনং ছোট-বড় বছৰত্ৰতোৰামোদের কাহি গোচরে আসে। আর আসে-পালে। শীড়ায় নানা রঙয়ের ওড়না কুর্তা পাছ পরা পরম রূপবতী, সুশ্রী, টানা 🥸 সুরমা-কাঙ্গল আঁকা বালিকা পার্ত্ত বিচিত্র খাগরা ওড়না-পরা একটু বড় বয় ভক্ষণী যুবতী স্থীরা। কেউবা বা চোখে কখনো পড়েছে, কখনো অগোচ রয়ে গেছে। আজন্ম আবাল্য অন্তঃ বাসিনী, একাস্ত নারী-জগংবাসিনী বারা **ও**ধু উংসবের **জল**শায় নতুন হ কথা তন্যত গ বাহির-জগতের

থুশনজংজীর কাছেই; তাদের কেতুহলের সীমা নেই। রাওলার রাওলার (মহলের)— দরজা খোলে, আর আছে আছে তারা এ একটি করে এসে, মংমলের ওপর জ্বরীর কাজ করা চোগা মাং জ্বরীর টুপী সালা চুড়ীলার পাজামা ও জ্বরীর নাগর। পরা ব থুশনজ্বজী ও তাঁর পোষাপুত্র পরম ক্ষমর ক্ষ্মী দীর্ঘকার থুলাবছ, ঘিরে শাড়ার।

পুরুষহীন নিরাপদ্ অন্তঃপুরে এই বছ যুগান্তরের নারী-শানিক মাঝে মাঝে দাসী-সন্তান কর ও অবশাঞ্চাবী মৃত্যু ছাড়া কোনো নৃত্ ঘটনা প্রায় ঘটে না। আর কোনো নৃতন বার্তাও আসে না বানি থেকে। এবং পৌরুষহীন পুরুষ খুশনজয়জীকে তাদেরও তর নেই অন্তঃপুরবিলাসী কর্ত্পক্ষেরও ভয় নেই।

ছোট ছোট 'পাত্রী'বা এসে পরম বিশ্বয় কেণ্ড্রলে খুশনভবন্ত জনীর জুতার কাক্ষকার্যা দেখে, জামার ওপর হাত বুলিরে জরী কলকার আয়তন পরিমাণ করে। কেউ বা উৎসবদিনের থাছ আহার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। আর তরুণী স্থীরা কথনো জরীনাগারা লুকিরে তাদের পায়ের ছোট লাল জুতা রেথে যায়। কথনে জাবেদন করে, কিছু 'প্রর্মা', বা নৃতন জামা কাঁচুলীর হিটের জ্লাবেদন করে, কিছু 'প্রর্মা', বা নৃতন জামা কাঁচুলীর হিটের জ্লাবেদন করে, কিছু 'প্রর্মা', বা নৃতন জামা কাঁচুলীর হিটের জ্লাবেদী-বন্ধনের হঙীন বেশমের স্তার জ্লা। হরিণীর মত স্বাক্তি কিছে ও ত্রজ্ঞ হয়ে ওঠে থেকে হাসে কথা কৌতুকের মার্কেট ও ত্রজ্ঞ হয়ে ওঠে থেকে থেকে। পাছে তিনি অস্থাই বিশ্বপ হন। কিছু বৃদ্ধ পুশনজবজ্ঞী প্রমাশ্লহে ও কর্মণায় তাদের আবেদন লোনেন, তাদের কৌতুকে হাসেন, আর প্রয়ের জ্বাব দেন। নিমন্ত্রণ শেব হয়ে আসে। দিনও শেব হয়ে এলো।

প্রাঙ্গণ থেকে গলি-পথ, তার পর সুড়ল-পথ, আবার কারে মহলের আছিনা, আবার সুড়ল—পিতা-পুত্রে অতিক্রম করে বান। প্রস্কুল-পথে বিবালোকেই অক্টাছ—ভার বহু' দূর কোণে কোণে ভিষিত প্রদীপ-শিষা পথিকের পথা-নির্দেশ করে। উপরের ছোট াবাক্ষপথে সন্ধ্যার আলোও মিলিরে জাসে।

খুশ্নজরজী একটি মহলের খোলা অফিলে সাজ্য-ন্যাজ সেরে নিজেন।

এবার পাশোরানজী প্রেম রারের মহল।

স্কুল-প্ৰের নীচে পজে দাসী পাত্রীদের স্থীদের প্লাম্যাহী কক্ষাবসী।

\$

ধুলনজনজী নতালিরে অড়ঙ্গ অতিক্রম করছিলেন, সহসা গালির মোড়ের কোণে দীপ-লিখা থব থব করে বেঁপে উঠ্ল। একটি গোলাণী ডড়না মাখায় ঢাকা একটি পরম অন্তর মুখ এক মুহুর্ত্তের কল্প দেখা গেল।

খুলনজনজী চকিত ভাবে চাইলেন, বুঝলেন, প্রেম বারের মহলের কোনো বালিকা পাঞ্জী কৌতুক করবার জন্ত এসেছিল। কিখা হয়ত পৃথক্ ভাবে কিছু আবেদন করতে চায়। মুড্জের এ রোড় শেব হরে গেল। মুমুখে বহু দূব আবার অন্ত মোড়ের অপেকায় দোকা পথ পড়ে আছে, এবং মুদূর অপর প্রাস্তে ভারও একটি বুহুৎ প্রদীপ অলছে।

বিশ্বর ও সংশয়ভবে বৃদ্ধ একটু থামলেন ও সামনে চাইলেন। কেউ কোথাও নেই। পিছনে চাইলেন, পুত্র পিছনে জাসছেন।

পুত্রকে কিজাসা করলেন, 'সামনে কাকে দেখলে না !' আশ্বা হয়ে পুত্র বল্লেন, 'না, কাকে ?'

একটু চুপ করে পিতা বশুলেন, 'দেখ তো, সামনে কোনো 'বাঈ' (কলা) লুকিয়েছে কি না। আমি অছকারে যেন কাকে দেখলাম। কাবেরী বাঈ ? না',—কিছ থেমে গেলেন আর কোনো নাম

কালেন না।

খুলাবন্ধ স্নড়ঙ্গ-পথে এগিছে গেলেন : তাঁর গাছের বাতাদে ড-কোণের প্রদীপ কেঁপে উঠল এ-কোণের প্রদৌপের মত।

পুত্র ফিবে এলেন, বললেন, 'না, কেউ ভো নেই।' তার পর বললেন, 'আর এখনো ভো 'রাংলা'র (মহলের) চাবী ঝোলেনি। আসবার 'হকুমনামা' না পেলে ভো কেউ দরজা থোলা বাখবে না।'

পিতা বদলেন, 'হাা, ঠিক ভো। চল ভবে।'

প্রেম বায়ের মহলের হ্যার খুল্ল !

বালিকা পাত্রী, তঙ্কণী সবী, বৃবতী সহচাহিণী ছ'-চার জন সেলাম করে এসে দাঁড়াল। পুশনজরজী সম্রেহে শাস্ত হাস্তে সকলের সঙ্গে কথা কইলেন। প্রেম রারের কাছে নিমন্ত্রণ জলসার উৎসবের আলোচনা ব্যবস্থার কথাও শেব হল।

ত্ত্ব গোলাপী রম্ভবের ওড়না পরা কোনো স্থপর মুখ চোখে পড়ল না।

জনতিখি বা 'সালনিরা'র উৎসব বথারীতি পদানুসারে পাত্র জন্মারে 'থেলাড' 'থেতাব' 'জাবসীর' 'তাজিনী' ভোজ্য পানীর বিভবিত হয়ে শেব হবে গেল। সুক্ষরী রূপবতী নবীনা সধীরা কেউ কেউ 'পর্কারেং' হলো। ব্বতী পাত্রীরা স্থীদের পর্যারে পড়ঙ্গ। 'তালিমী'র সন্ধান-প্রশান প্রশানজন্ত্রী, সঙ্গে পেলেন সোনার পদভূবণ। পুর ধ্বাবন্ধও পারিভোবিক পেলেন স্থাক-বিভিত্ত শিরোপা। এবং মহলে মহলে প্রাসাদের বিভাগে বিভাগে—স্কল বাৰীর ব্রু পূবে ও সধীদের নাচে গানে নিমন্তিতদের পান-ভোলনে দেইজ কপার মোহক-মুলার 'ভেট' 'নজবে' উৎসব শেব হরে পেল।

0

প্রহারী এনে দীড়াল থুণাবন্ধএর খরের সামনে। বক্ত 'থুশনজরজী সেলাম দিয়েছেন।' ভাজ মাসের গ্রম। 'থুস্থসের পর্নি ফেলা, আধ অন্ধনার কক্তলে খেত মর্ম্মর চৌকীতে খুশনজন্দ উর্বেছিলেন। সমূথে প্রকাশু জরী-জড়ানো আলবোলার জন নীচের গালিচার উপর পড়ে আছে। মাধার জরীর টুশীটাও খোল রাখা রয়েছে। মাধার ওপর টানা পাখা মৃত্ব ভাবে আলোলিত হত্ত্ব।

খুদাবন্ধ অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা কর**লেন, 'আববাজান, আশিক্** শরীর কি অসস্থ ?'

গালিচাব পাশে পুত্রকে **আগন গ্রহণ করতে ইঞ্জিত করে পিঞা** বল্ললেন, 'না' অগ্রস্তু নয়।'

খুনবন্ধ চুপ বরে বসে আদেশের বা বক্তব্য শোনার আপেন্দ্র করতে লাগলেন। পরম সন্দর স্থানী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শুদাবন্ধের দিকে খুননজরজী অন্ত মনে চেয়েছিলেন।

ছোট বোগা, শীৰ্ণিয় অনুজ্জ্বল তামার মত র**ও। সান চুড়ীনার** পাজামা আর অ'ট সালা আচকান পরা গুশনজ্ম**জীকে পিছুছ** হতে যেন বালকের মত মনে হয়। গাশিচার পালে রাখা জ্বীর জুতা ভোডাটিও যেন ছোট বালক বা মেয়েদের পারের বলে ক্রম হয়।

তাঁকে দেখাল তিনি খুদাবদ্ধের বে কেউ নন তা বোঝা ব্যায় ।
চৌকীর পাশে গালিচার ওপর একখানি চিঠি পদ্ধেরিক।
খুশনজরজী চিঠিটা হাতে করে তুলে নিলেন। তারপর ব্যাতারীক।
তারার কি তোমার মাকে মনে আছে গ'

খুনাবল মাধা নাড়লেন, মনে আছে।

'ভোম'ব মাৰ কথা তো তুমি বিছুই **জানো না? কেন্দ্ৰ** করে এথানে তিনি এলেন, আমার কাছে **রইলেন?' <del>প্রাক্রমী</del>** চুপ করলেন পুত্রের পানে চেয়ে।

'জী, না' বলে পুদাবস্থাও আর কিছু বললেন না। এছ করা আদবকায়দা বহিভূতি, জিজ্ঞান্ত ভাবে বদে রইলেন।

তোমার মাকে আমি দেখি দিল্লীতে প্রথম। সে আমা ত্রিশ বছব আগের কথা। 'হজুবসাহেব' (মহারাজা) বিশ্বী গোলেন—হরিহার বৃন্দাবন সব বাবেন। আমাকে সব বন্দোকত করবার জক্ত আগে যেতে হ'ল। মহারাণী বাবেন, প্রদাকত স্থীরা কতক জন যাবে। কোথায় কি ভাবে থাকার বানহা। ভাদের হবে, আর অন্ত:পুরের নানা কাল, লান তো অভ লোকের ভপর ভাব দেওয়া নিয়ম ছিল না।

তথন আমার বয়গ তোমার এখনকার চেরে বেদী বটে, কিছ বুড়ো ইইনি।

হঠাং আমাকে আমার দিলীওয়ালা এক বন্ধু বলসেন ভোষার মা'র কথা। তাঁদের কোন্দ্র-আত্মারের স্ত্রী ভিনি, বিষয় হয়েছেন—ভোমাকে নিয়ে বড়ই অপ্রবিধায় পড়েছেন। বয়স করে বেখতেও ভাল ছিলেন, কিছু আবার বিবাহ করতে ইছুক করে। কোষাও থাকতেও পারেন না, কেউ বাখতেও চার না।

্**শর্মান্ডাব তো** ৰটেই। তোমার বাবার একটা কাচের বাসনের লোকান ্**ছিল, সে দোকান** তাঁর মৃত্যুর পরই উঠে গেছে।

আমি অনেক দিন ধরেই আমার বাড়ীতে কোনো স্ত্রীলোকের
আভাব বোধ করছিলাম। কিন্তু আমাদের খরে আর স্ত্রীলোক
কি ক্ষম্ত আসবে! কোন্ সম্পর্কের সম্মান তাকে দোব।

পুশনজরজী আবার একটু চুপ করলেন।

<sub>িং শু</sub>ৰ নতশিরে পা মূড়ে করতল বন্ধ হয়ে পিতার কথা ≾**অন্তিলে**ন।

পিতা বগলেন, 'আর আমি কি করে এথানে এলাম, তাও
কোমাকে কথনো বলিনি। আমাকে আমার কোন এক আত্মীর
আমার আগে এই পদে যিনি ছিলেন তাঁকে বেচে নিয়েছিলেন,
কিটি ও আমরা থব গরীব ছিলাম। আমি তথন শিশু। আমার
কিছুই বিশেষ মনে পড়েনা। আমি আমার আর কোনো পরিচয়ই
আনি না, এই পালক-পিতা ছাড়া। আর তিনিও আমাকে কবে এই
পুদের উপযুক্ত করে নিলেন তাও আমি জানি না।'

বাইবে থেকে থসথসের পদার জল ছিটিয়ে গেল ভিস্তি এসে, করে হাওরা আরো শীতল হয়ে উঠল।

'যাকু। তার পর তোমার মার কথা শোনো। আমাদের ু**ছবে স্ত্রীলোক আ**নার কোনা অধই নেই, কি ভাবে তাঁকে আনি, ু বল্লুম ভোমাকে। আমি ভোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম, প্রেই বন্ধুকে দিয়ে, আমার কথা সব বলে; যদি তিনি আসেন, 🏙 ৰাম্বীয়ার মতই সন্মানে তিনি থাকতে পাবেন। সংসারিক **মুৰ-শান্তি ম্বেহ** মমতার অধিকার আমাদের নেই, এই পদের সাৰশ্যন্তাৰী অবস্থা যেটা। তবু যা পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে **্রভাষাকে আ**মি দেখেছিলাম ব**ৰু**র বাড়ীতে। আমার লোভ ছ'রেছিল ভোমার ওপরেও। যেমন অপভাহীন লোকের খনের স্থপার 'বখ' দেওয়ার লোভ হয় শোনা বায়। তেমনি আমাদের **এই পুরুষাযুক্তমিক** পদের মোহ ধনের লোভ স্বামারও কেমন মনের সংখ্য লুকিয়েছিল। তোমাকে দেখে মনে হল, তোমাকে আমার পদের উত্তরাধিকারী করতে পারব, হয়ত তোমার দরিস্ত জননী ুজুলাপত্তি করবেন না। দরিজের কাছে ধনের মোহ—স্থের শাৰুশ্যের মোহ তো কম নয়?' বলে একটু থেমে তিনি .**व्याग**रवामात्र नम कृत्म गूर्थ मिलान किन्न व्यान्तन नारे, नित्व গেছে। ুপুর ভারকুট-বরদারকে ডাকলেন। বেলা আর নেই। দক্ষিণের ুছুব্বারের খ্যখনের পর্দা তুলে দিতে ভৃত্যকে আদেশ করে বুদ্ধ मानद्वानात्र नत्न पृथ नित्नन । चदत चात्ना ভद दशन । चात्रावक्रोत শৃক্তিমের ছোট একটি শিখরের পাছে স্ব্য হেলে পড়ছিল। ্রা<del>জপুতনার অসহ</del> গরমেও ঘরে বর্ষায় ভরা হর্গ-পরিথা তালকাটারার 👺পর থেকে উষ্ণ ও স্নিগ্ধ একটা মিশ্র হাওয়া বয়ে এলো।

বৃদ্ধ বললেন 'আর আমি তোমাদের হ'জনকেই পেলাম। তুমি
ছিলে হ'বছরের শিশু। আর ডোমার মা ছিলেন বাইশ-তেইশ
রক্ষরের মেরে। তার নাম ছিল 'নুবনেহার।' তিনি মাত্র হ'বছর
কেঁচেছিলেন। আমার তাঁর কাছে ডোমাকে নেবার অহমতি নেওর।
ক্ষমিন। হঠাৎ তাঁর সূত্য হল, সামাক্ত অস্থেও। আমি আগে
ক্ষমিতি নিতে ভর্মা করিনি। পাছে আপতি করেন। আর
ক্ষমা কইল না, তুমি আমারই হরে গেলে।'

বৃদ্ধ উন্মন ভাবে আলোর দিকে চেমে রইলেন। কো ি এ পরম ক্ষমের যুবার কাছে কেমন অপরাধী ও অপ্রভত মনে খুলাবন্ধ নভমুখেই বসে রইলেন।

এইবার চিঠিখানা পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই চি তোমার মা'র এক ভাইঝিয়। তিনি তার ছ'টি ছেলে নিয়ে এ আসতে চান। আক্তকে রাত্রে এসে পৌছবেন, তুমি নিয়ে এসো।'

8

উৎসব-আনশহীন ভবিষ্যৎ-আশাহীন থুশনজ্বজীব ক্ষ্ লিপ,স্বদের ষড়যজ্ঞরত অটালিকা সহসা নারীর আর শিশুর মধ্য আনন্দ কোলাহলে ভরে উঠ্ল। বালকের তুচ্ছ থেলার জিনিসে । অলিন্দ কক্ষ ভরে উঠ্ল। অকারণ কথায়, অপ্রয়োজনীয় জিনি অনাবশ্যক আনন্দের যেন একটা স্রোভ এসে পড়ল বাড়ীতে।

আর নুরনেহারের ভাইঝি গুল্ফরৎ যেন অক্সাৎ কর্ত্ নারীস্পর্শাহীন বাড়ীতে নতুন যত্ন সেবা সাহচর্ষ্যের এনে দিল।

এই নৃতন ধরণের উৎসব-উল্লাসময় ভীবনের ধারার খুদাবল্প যেমন খুসী মনে ভূবে গোলেন, তেমনি বৃদ্ধ খুশনজরজীর বান্ধিক্যজনিত অবসাদ দিন দিন বেড়ে উঠ্ল।

বংসর শেষ হবার আগেই এক দিন সহসা বৃদ্ধ খুদাবন্ধকে ৫ পাঠালেন। তাঁর রাজকার্য্যের ভাব, অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণের আপনিই খুদাবন্ধের হাতে এসে পড়েছে। বৃদ্ধ আর বড় বেং পারেন না। গুলম্বতের ছ'টি ছেলে আর ক্ঞার মত গুল্মুক নিয়ে তাঁর সময় কাটে। বালক হিক্কত আর হবিব তাঁকে 'দ বলে ডাকে, আর খুদাবন্ধকে বলে মাতুল। আর গুলম্বং খুদাবন্ধ 'ভাইসাহেব' বলেন।

বাসস্তী অপরাত্র। খুদাবন্ধ পিতার আহ্বানে এসে দাঁড়ালেন প্রচুর আলো-রৌদ্রে ঝুলমল নবপল্লব ও শুরু পত্রের সমারো অট্টালিকা-সংলগ্ন উপবন-বাগান ভবে গেছে। বসস্তের পাতা বর মর্শ্মর ভেসে আসছে চার দিকের মাটি থেকে। উপরে পাছে ক বা হরিৎ পত্রাবলীর আন্দোলনের বিরাম নেই।

পুত্রকে বসতে বলে খুশনজ্ঞর বললেন, ভোমার মনে আ 'সালশিবা'র নিমন্ত্রের দিনের কথা ? প্রেম রায়ের মহলে বর্থ আমরা যাছিলাম ?'

পুত্ৰ বল্লেন, 'জী, মনে আছে !'

পিতা বল্লেন, 'দেই যে মেয়েটিকে আমি দেখেছেগাম, <sup>কা</sup> রাত্রে তাকে দেখলাম। চিনতে পেরেছি এবারে <sup>1</sup>

পুত্র আশ্চর্য্য হয়ে পিন্তার পানে চাইলেন। এই অস্তঃপ্রে জার কেউ মেহে তো কখনো আসেনি।

পিতা বল্লেন, 'দে গোদাবরী বাঈ। কাল আমি খণ্ড দেবলাম সেই গোলাগী ওড়না পরা মেয়ে সেই পথেই আমার আগে আগে চলেছে। হঠাৎ প্রেম রায়ের মহলের ভোষাখানার (মাটির নীটের কুরুরী) দিকের পথে সে চলে গেল। যাবার সময় তাকে আমি স্পাই দেখলাম, আর চিনতে পারলাম। আমি এড় দিন প্রায় ভারতাম ল কোন্ 'মেরে, বাকে আমবা আর দেখতে পেলাম না—কোধার নুৰোলো। আজ বুৰলাৰ সে নুকোৱনি। সে গোদাবৰী বাঈ। বাকে জমি বাঁচাব ভেবেছিলাম, কিছ বাঁচাতে পারিনি।'

পূর প্রতিবাদ করলেন না, চুপ করেই রইলেন। বদিও তাঁর মনে হছিল পিতার চোথের প্রম। স্থড়কের বছ বংসরের মলিন দেওরালে উপর থেকে আসা সন্ধ্যার আলোয় প্রদীপের স্থিমিত কম্পিত শিখায় কোনো ভরুণী মানবীর ছায়া রচিত হয়েছিল, পিতার বার্ছকা-স্থিমিত চোথের দৃষ্টির স্থমুখে; আর কিছু নয়!

গুলমূরং এলে বলেছিলেন। সামনের বারাশায় তাঁর পুত্রের। খেলা করছিল।

এবারে থুগনজবজী বললেন, 'তার পর আমার মনে হল আমার দিন আব বেণী নেই। তাই আজ তোমাদের ডেকেছি, একটা কথা তাববার জন্তে। তোমরা জানো বোধ হয়, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের 'জারগীর' ধন-দৌলত সব রাজে 'থালসা' (বাজেরাপ্ত) হয়ে যায়। কেন না, আমাদের উত্তরাধিকারী কেউ থাকে না। আমার পালক-পিতা তাই আমাকে তাঁর পদের জক্ত দৌলতের জক্ত পোষা নিরেছিলেন। আর আমিও খুদাবক্সকে তার জক্তই নিরেছিলাম। আর খুদাবক্সের পর কে ওর পদ অধিকার করবে সে কথাও আমি এত দিন ভেবেছি। আমার ধন-দৌলত জাহগীব খেতার খেলাত এ সব রাজে 'থালসা' হবে যাবে, কাক্সকে পাব, অথবা খঁজে দেখব এই আমার বহু দিন ভাবনা ছিল।'

গুলম্ব্রতের দিকে চেয়ে বলস্লে, 'এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম। দেখলাম, তুমিই আমাকে আমার ভাবনা থেকে মুক্ত করলে।'

বাইরে হকিকত আর হবিবের থেলা ও গল্প শোনা বাচ্ছিল।

সেদিকে চেয়ে উৎকর্ণ ভাবে বৃদ্ধ বললেন, 'হাা, আমার ধন-দৌলত গেলাত সম্পত্তি প্রচুর আছে! কে ভোগ করবে! এত দিন অবধি আমি তাই ভাবছিলাম।'

গুলম্বন্তর দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বেটি, ভোমারো ইচ্ছে বে আমি থুলাবন্ধের জ্বন্ত ক্রকিকভকে বা চবিবকে পোব্য নেই!

छलप्रक वललान, 'खी, खालनाव माहबवाणि।'

আর তোমার ? খুদাবর ?

খুদাবন্ধ বেন ব্যতে পারছিলেন পিতার কি একটা অস্বস্থি সছে। বললেন, 'আপনি যা আদেশ করবেন।'

পিতা এবাবে বললেন, 'তুমি ডাকতো একবার ওদের।'

গুণাবন্ধ বালক ছ'টিকে নিয়ে এলেন। প্রম অব্দর অঞী দীপ্ত চৌথ উজ্জ্বল মূথ ছ'টি বালক জননীর পাশে গীড়াল। থ্লাবন্ধও গীড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধ অভিভূতের মত চেয়ে বইলেন চার জনের দিকে। ভার পর বললেন, 'বাও বেটা, ভোমরা খেলা করগে।' ভারা চলে গেল।

এবাবে বললেন, 'লানে৷ বেটা, এই গুলমুবং আর ওই বাচারা আসার পর থেকে আমি কি ভেবেছি ? আমি ভেবেছি, আমি বছি এই গুলমুবংকে পেতাম বধুব মত করে, আর ওরা ভোমার ছেলে হ'ত !

খুদাবল মাথা নীচু করে পাড়িয়ে রইলেন। গুলম্বরং আরক্ত হয়ে উঠলেন।

খুশনজ্বজী বললেন, 'বেটা, এ 'শবম' আমার, তোমার নর। তুমি মাথা নীচু কোরো না। আমিই তোমাকে আমার ধনের দৌলতথানার 'ধথ' বানিয়েছি।

তার পর গুলম্বরতের দি'কে চেয়ে বললেন, 'আর বেটি, **আৰি** তোমার ছেলে নোব না ১'

শুসমুরং অবাক্ হয়ে চাইলেন। গুদাবন্ধও একটু আশ্চর্য হলেন।
বেন সকলের চোথের সামনে ভেসে এল এই সম**ন্ত ঐশ্ব্য রাজে**'গালসা' হয়ে গেছে। গুলস্বং দিলী ফিবে গেছেন সেই দানিজ্যামথিত সংসারে! আর গুদাবন্ধ? তাঁর মৃত্যুর পর সব বাবে।
আগো নয়—তবু। ছ'জনেই চুপ করে চেয়ে বইলেন।

খুশনজরজী বসংলন. 'আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, ভাই ভেবেছিলাম আমি এই কাজ্টা কনেই বাব। কিছ না, ভা আর করব না।'

এইবার গুলমুরং বললেন, 'কিন্তু কেন আপনি ভাবছেন এত কথা। আমার তো ওরা চুজন আছে। আপনি এক জনকে নিছ।'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন, তার পর বললেন, 'বেটি, ছেলে তোমার ছু'টি জানি। কিন্তু ওদের 'জিল্ম্নী' তো একটি করেই! জীবন ছো আর একটা তুমি ওদের এসে দিতে পারবে না। ওই চমংকার অলম্ব শিশু বড় হয়ে যখন সকলের মত জীবনের স্থখ আশা করানা আনন্দ খুঁজবে, তুমি দিতে পারবে কি? আমি কি পেরেছি দিতে? না, আমি আর আমার দৌলতখানাব 'যথ' ওদের বানাব না। ওবা মানুবের মতই বড় গোক, মানুষ হোক। না হয় গরীব থাকবে।'

কালো দীপ্ত চোথ প্ৰদান মহণ কপাল সন্থ বালক হাঁট তথ্ন।
সামনের ছাতে তাদের থেলা-ঘর পেডেছে, তাদের মব্ব কঠে গৃহরচনার পরিকল্পনা শোনা বাজিল। খুদাবল শাস্ত নিলিপ্ত দীক্ষ
বিষয় চোথে চূপ করে সেই দিকে চেরেছিলেন। বা তাঁর জীক্তে
আসেনি,—মাছুদের মোহ প্রেম আশা,—তা থেকে ওরা বঞ্চিত হোক
অথবা পাক, কি ভাবছিলেন জানা গেল না।

গুলমুরং নভশিবে নীরবে বলে রইজেন।



#### প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য-

বুটেন আর আমেরিকা যুদ্ধে জিতেছে। নয়া ছনিয়া ওরা
কৃষ্টি করতে চেয়েছিল, বে ছনিয়ায় হিটলারের প্রহার নেই।
ক্রেল কৌশলে হিটলারী নিশ্চিফ করলেও ওবা আজ তাল
ক্রেলে না কি করে নহা ছনিয়া তৈরী করবে। ছনিয়া বলতে ওবাব্ধে
ইউরোপ আর আমেরিকা। ইউরোপ আজ শাশান, দেখানের শাশানে
ক্রিপে করছে বৃভূক্ জনসাধারণ, যাদের অন্ন চিবলিন জুণিরেছে
এশিরা ও আফ্রিকার অন্নকের। নয়া ছনিয়া তৈরী করতে হলে,
ক্রেক্তে আক্রেকর হতে মোড়লীম্পর্কী ইউরোপের বিভিন্ন বাস্ত্রী বা রাষ্ট্রবাধকে আপন জনগণের বৃভূকা ও সমৃদ্ধির জন্ত প্রাণরস শোষণ ও
সুপ্রহ্বনা করে উপার নেই। এই শোষণ ও সংগ্রহের প্রতিযোগিতাই
নহা ছনিয়ার রাজনীতি।

এই প্রতিবাগিতার আজ এক দিকে যেমন ইঙ্গ-মার্কিণ খেতাঙ্গ কারাজ্যবাদী রাষ্ট্রদক্ষ প্রাচ্যের বোটিদেনেওয়ালাদের খোদামোদে প্রদুধ, অন্ত দিকে তেমনি অর্থনীতিক ও ভাব-সাত্রাজাবাদী কাশিয়াও প্রাচ্য জ্ঞাতিবর্গের ওকালতী করে প্রতিভ্নিইদের বাধা দিতে প্রস্তত।

#### शांदात द्वातर्ग-

সোভিষেট নির্বাচনী বেতার বক্তৃতায় রুশ পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ ইনিতে বলেছেন—

প্রাঞ্জিত লক লক জার্মাণ গৈনিককে ইল-মাকিণ-অধিকার ক্লাকার রাখা হয়েছে;

ইটালীতে ইক্সমার্কিণ শক্তি পোল-ফাসিষ্ট জেনারল এতার্সের সহত্র সহত্র সৈক্সকে এখনও সমর্থন করছে।

কৃশিরা বলছে বে, প্রাদে ইংবেজ বৈজ থাকবার জন্ম রাজপন্থী স্থাদিইরা উত্থানী পাছে। গ্রাদে বৃটেন বে ভূমিকার অভিনয় করছে, ভা ইন্সোনেশিয়ায় তার মোড়লী করবার মতই অসহ।

ক্ষণিয়ার প্রকাশ্য অভিযোগ—

ৰিদেশী বেরনেটের পাহারার গ্রীসে ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থাই চালিয়ে বাঙৰা হচ্ছে।

—সাধারণ শান্তি ও নিরাপতা বক্ষার দিক্ দিরে দেখতে গেলে ইন্যোনেশিয়ার বর্তমান অবস্থা "অস্থ"।

লিপাপুর্ব এশিয়ার জাপ সৈতকে নিরস্ত করা এখনও লাপুর্ব করিছিঃ ত প্ৰান্তৰ টিক অভিপাৰিক ছাপন কৰতে বৈ নাই কায় হ তাতে বেশ বুঝা বাছে বে, অধীন ও অভিপাৰাধীন দেশবলো দ প্ৰতিক্ৰিয়া-পছীদেৱ শৃক্তি বৃদ্ধি পাছে। উভাৱকৰ্ত্তা ইয়ালিন—

ফুলিয়া নাকি নির্ব্যাতিত জনগণের উদ্বাবের আন্ত সোণি
মার্কা নয়া-ছনিয়া গড়বার পবিত্র ব্রন্ত গ্রহণ করেছে। কিছু এ
গ্রহণ করবার জন্ত ফুলিয়া তার ১৯০৪এর জার-সাম্রাজ্যবাদী ।
ত্যাগ করতে পারেনি। এক বছর জাগে (১১, ফেব্রুয়ারী ১৯৯
ত্রিম্ত্রি—ফুফুভেন্ট চার্চিল প্রাালিন ইয়াণ্টার বে গোপন ।
করেছিলেন, তার কাহিনীও ক্রমে প্রকাশ পাছেছে। এ কাহিঃ
দেখছি বিশ্ব সর্বহারাদের পরিক্রাতা হলরং প্রাালিন বহির্দ্মলোগি,
চীনের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্র না করে, সোভিয়েট ছ্রাধীন মঙ্গল প্রদ্ধ পড়বারই বাবস্থা করেছেন, মাঞ্বিয়াতে জাল্প প্রজাতন্ত্র স্থ করবার সিদ্ছা তার হয়নি, সাম্রাল্যবাদী লাভওলোর মত কুশা কুরাইল দ্বীপভলো গ্রাস করবার জন্ত সাম্রাল্যবাদী সালাতদের বড়বাই করতে হয়েছে।

#### পশ্চিম-প্রাচাখত্তে—

পশ্চিম-এশিয়ায় ইঙ্গ-মাকিণ কুমতজ্ঞবের কথা কাক কাছে ।
আর অজানা নাই। কশিয়াও খোলাগুলি ভাবে এংলে। তুঃ
অভিসন্ধিব কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। পশ্চিম-এশিয়ায় ইংরো
সঙ্গে আমেরিকার প্রতিছলিতা লক্ষণ বে না দেখা যায় ভা নয়, কি
ছই খেতাঙ্গ জাতেরই এ অভিসন্ধিতে ভেদ নাই য়ে, ইছদী ছাত্রিয়
সাহায়ে এশিয়াবাসীকে স্বদেশ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হ
আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করা। প্যালেষ্টাইনের আরবরা এটা বৃহ
পেরেছে বলেই, সংগ্রামের জক্ত প্রস্তুত হয়েছে। এ জক্তই আর
লীগের স্ক্রি। কশিয়া কিন্তু বলছে য়ে, ইঙ্গ-মাকিণ শভিদ্ধ
ইঙ্গিতেই আরবলীগের জন্ম। লীগের নেতারা এ অভিয়োগ বিহ
করে না। পূর্বে বা পশ্চিম-এশিয়ার আরও ছ'-চারটি দেশ য়ে আর
লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে কশিয়া ভা চায় না— অর্থাং কণি
ভূকী বা ইরাণকে আরবদের সঙ্গে মিতালী করতে দিতে চায় ন
আরবীরা স্বভাবতঃ ভূকীবিছেষী, মস্কো বেতার কেন্দ্র এই বিষে
ইন্ধন দিতে চায়।

American League for Free Palestine এর স কারী সভাপতি অধ্যাপক জোহান স্বেরটেকা বলেছেন, ট্র:ড্রন্ডর্নন স্বাধীনতা দিরে ইংরেজের চলে আসবার সঙ্গে রাজা ইবনসাউদে সৈক্ষরা দেশটাকে গ্রাস করবে। এ-দেশের ও লক্ষ লোকের অর্ডেব্ বাষাবর, কাজেই স্বাধীন-ট্রান্সভর্তন হতেই পারে না! ট্রান্সভর্তন আমির আক্রাণ্ড ইংরেজের সাহায্য ছাড্ডে চান না।

## এশিয়ার বন্ধু রুশিয়া—

ইরাপে সোভিয়েট প্রহার থেরে বুটেন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছে ই্যালিন আশা করছেন, এইবার ইরাপের সঙ্গে গোভিয়েট মিতালী পার্ব হবে। ইংরেজ বেশ বৃবছে ছে, ভারতে আর বুটেনের মাঝখাট ক্ষণিরা মাত্র ভ্যমধ্যসাগরের জলপথের ব্যবধানই কটকাকীর্ন কর্মটোর না, পশ্চিম-এশিয়ার স্থলপথ—যাকে ভারতে যাবার আধাপর বা Half way house বলা হয়, ভা পর্যান্ত ক্রটেকিত কর্মটোর। ভাই সোভিরেট ইউনিয়ন এখানে অভর্কিতে বুটেনকে আক্রমণ্ড করেছে—

# —মিশ্র থেকে ইংরেজ ফৌজ দ্র হটো।

### -बादव मोशाद मावी পूर्व कर !

আরব লীগের সঙ্গে কশিষার ঘরোয়া অনেক শলা-পরামর্শ হচ্ছে । বাজা ইবন সাউন চাচ্ছেন, পাবস্যোপদাগবের ভট থেকে প্যালেষ্টাইনের হিফা পর্যান্ত যে হাজার মাইল তৈলপাইপ লাইন (আমেরিকার সম্পত্তি) গিয়েছে, এ তাঁর হউক। এতে তিনি স্থয়েজ থালের চডা টোল এড়াতে চাচ্ছেন। এই সাউনী আন্দার ট্রান্সছর্ডন মেনে নিতে চাচ্ছেনা। বাজা ইবন সাউদ আরও মতলব করেছেন যে, আকোধাবা বন্দর দথল কবলে আন্দ্রার সম্মতিব ধান না ধেরেই প্যালেষ্টাইন পর্যান্ত পাইপ লাইন টেনে নেওয়া যাবে। সম্ভবত: ভার এই চেষ্টার ক্লা-সমর্থন আছে।

ইংরেজরা বলছে ক্রশিরাব এ সব অভিদন্ধির মূলে পশ্চিম-এশিয়ার সব তৈলক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার বাসনা। তারা বলছে, যদি রাজা ইবনসাউদ আর রাজা ফাক্সক এমনি করে ক্রণ মিতালীর জন্ম ব্যাহ্র হন, তবে সহসা একদিন তাঁদের চৈতক্স হ'বে। তাঁরা ক্রমন ব্যবেন, সবল সহজ ভন্তলোক ইংরেজের প্রভূত্বের জায়গার কডা কাঠখোটা ক্রমনিষ্ট-প্রভাব এসে প্রভেচ।

আবনীব। উত্তবে বলছে—ক্লিয়া ত মিশব বা সাউদী আরবের কাছে কিছু দাবী কবেনি । পশ্চিম-এশিয়ায় আরবী মহল দাবী কবছে—ই'বেজ তাব ফোজ হটিয়ে নিক্। ক্লিয়া তাদের এই গবীবই প্রতিধ্বনি কবছে, একটু উঁচু গলায়।

## मिक्क - शूर्व श्री मात्रा -

মালয় আর সিঙ্গাপুর যে ইংরেজের করলচ্যত হয়েছিল তার মূলে জাপানের আঘাত ত ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ইংরেজের প্রতি গশিরাবাদীর লাতকোধ—কিশের করে চীনাদেব । আজ স্ববিধাবাদী চীনা-ডিট্টোর চিয়াংকাইশেক এক দিকে আমেরিকা আর ইংলাণ্ড, অল দিকে তাঁর চিরম্বণ্য রুশিয়াকে লোভ দেগিয়ে চীনকে বক্ষা ববেছেন বলে বলছেন। কিছু বুটেন বা আমেরিকা বা রুশিয়া ধর্ণন বগন দাম চাচ্ছে, তথন চীনারা খাপ্পা। চীনা বিপ্লবীরা, বাদের মধ্যে ছাত্ররাই বেন্দী, তারা চীনা-ছ্নিয়া গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। পরা বলছে—ফ্রিয়ে দাও হংকং। ওরা সহযোগিতা করছে কোরিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে। কে জানে এক দিন ওরাই হয় ত মালয় চাইবে। ভাই ত সেদিন (২১শে জামুয়াবী) বিলাভের লর্ডস্ সভায় ভাইকাটণ্ট এলিবাাছ আর্জনাদ করেছেন—"Unless we are careful, we shall hand over Malaya and Singapore to the Chinese", সিঙ্গাপুরের শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী চীনা।

এংলো-শ্যাক্সন শক্তিরা দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ায় জনগণের উপান
দাবিয়ে রাথবার চেষ্টায় যেন কজকটা সফল হয়েছে—কতক ভেদ
বাধিয়ে, কছক বল প্রয়োগে, কতক বা আপাত মিষ্ট ব্যবহার করে !
ইন্দোনেশিয়ার লড়াই এখন হচ্ছে প্রধানতঃ আলাপ-আলোচনায়।
আনামী বিপ্লবের কথা আর শোনা বাচ্ছেনা। বর্মার বিপ্লবীদের
চেষ্টা প্রকাশ্যে হচ্ছে বলেও সংবাদ নেই।

#### ভারতের আব্দোলন-

ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবস্থা থমথমে। মন্ত্রলিসপরিষদপস্থাদের কলরব প্রবল। চরমপন্থাদের চেষ্টা অপ্রকাশ।
তবে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস আপাততঃ নিয়মতান্ত্রিক পন্থাই অবলম্বন
করে সব প্রদেশে আপনাদের প্রভাব প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর।
করওয়ার্ড ব্লক, সমাক্ষতন্ত্রী প্রভৃতি চরমপন্থীরাও এই চেষ্টায় আপাততঃ
সহযোগিতা করছেন আপনাদের দলকে প্রবল করবার ভক্ত।
কর্মানিষ্ট দল সহজ পথে আপনাদের প্রভাব স্থাপন করতে পারবেন
না ব্রেই যেন এক দিকে যেমন কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদলের প্রশাসার্থ
পঞ্চয়ণ হয়েছেন, অক্স দিকে মসলেম লীগেব পাকিস্থানী জিগিরের
প্রতিদ্বনি করছেন। ওদিকে সমস্ত দেশ আভাদী হিন্দের বৈত্যতিক
প্রেবণার উদ্বন্ধ। সেই প্রেরণা থেকে মনে হছে চরমপন্থী এক
নতুন তরুণ দলের উদ্ভব হবে। অভিনব অহন্থায় হিন্দু, মুসলমান
ও থুটান তরুণদের মধ্যে একটা অভ্রত্পর্ক মিলনের আভাস
পাওয়া যাছে। ভাবত প্রাচ্য-ভাবাপন্ন হলেও পাশ্চান্ত্য পদ্ধতি
যেন অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয়েছে।

## পহেলে হাড়ী হটাও—

কিছ ওরা বলে, প্রাচ্য-প্রাচ্য, পশ্চিম-পশ্চিম; চুই-এ মিল হবে নাকখন। হয়ত এ প্রভেদ দেশ আর কালের। কিছ যোড়শ শতাব্দীর ইউবোপ আর বিংশ শতাব্দীর এ**শিরা কেন** এক। পশ্চিমে নাকি একনায়কভন্ত্র বা দৈয়তন্ত্র থেকে গণতছেন উদ্ভব হয়েছিল। এই স্বৈরতন্ত্র এক দিকে ইউরোপের **জনগণকে**। যেমন ক্রীতদাস করেছে তেমনি ক্রীতদাস করেছে এশিষা আর আফিকাকে। এশিয়ায় এই স্বৈত্তত্ত্বেব অন্ত নাম সাম্রাজ্যবাদ। বোড়শ শতাকীর মুফুর ইউরোপের জনস্থারণ বেমন রাজাকে কেটে, ব্যাপ্তাইল ভেঙ্গে, রাজভাক্ত ধুলোর লুটিয়ে ঘোষণা করেছিল মানুধ জন্ম থেকেই স্বাধীন কিন্তু সৰ্বত্ৰ তাৰ পাৰে শেকল এ শেকল ভাঙ্গতে হবে, বি'শ শতান্দীর মৃদক্ষ এশিয়ার জন-সাধারণ তেমনি দাবী করছে স্বাধীনতা। সে-কালের সেই ব্যাষ্টাইল ভাঙ্গার দলের স্বষ্ট অভিনব গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বৈজ্ঞানিক শোষণ প্রক্রিয়া থেকেও এশিয়া যেমন চায় মুক্তি- রুশ রোম্যানফদের নাউটে ক্ষত-বিক্ষতদেহ সাইবেবিয়া-প্রত্যাগত বিপ্লবীদের সৃষ্ট **স্বভিন্**ব সমাজতাল্পিক-সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক প্রভাব ও প্রেমালিকন থেকেও তেমনি সে.চায় বেহাই। এশিয়া চায় স্বাধীনতা **আর স্বাধীনতার** সাথে মুক্তি। মাকিণ সাংবাদিক Louis Pischer বলেছেন-

"The goal is independence plus freedom of speech, freedom of the press, assembly and worship-Freedom from private exploitation and destructive hand of the totalitarian state—Freedom from hunger, disease, in security and ignorance—Freedom from domestic despots."

#### কিন্তু ইচ বাছ—সার কথ!—

"The East wants freedom from imperial domination. That is the indispensable first."

# শেকীকুলার ফ্রিকেট:--

ক্রিকট-জগতের পুরান্তর প্রধান প্রভিদ্বভিতা সুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ট্রায়াসুলার হইতে কোয়াড়াকুলার শেষ পর্যান্ত পেন্টাকুলার পর্যাবে এই নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার পরিণতি ঘটিয়াছে। ধম্মগত বৈষমা এই **অমুঠানে**র দল-সংগঠনের ভিত্তি। এই প্রতুলিত বিধি খেলার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাব বিষ সকোমিত কবিতে পারে। সেই প্রতি-কিয়ার প্রতিবোধকরে বহু প্রতিষ্ঠান ও ভীডোৎসাহী ভারতীয় ব'জাদল এই প্রতি-শোগিতা ইইতে বিরত থাকার সম্ভল গাইণ ইহার ফলাফল বা ভবিষয়ে কবিয়াছে। भवत्क वानाञ्च्यान यथिष्ठे इत्रेद्यात्क। युक्ति-ভাৰ্কের শেষ নিম্পত্তি কোন দিন সম্ভৱ হয় না। এ ক্ষেত্রেও বহু আলোচনা ও সমা-**পাচনার পরেও প্রতি**ষোগিতার অধিবেশন

কৃষ্ণ হর নাই। কিন্তু বিকন্ধনতাবলন্ধী প্রদেশভূক বা ্ন-শীয় মাজ্য সমূহের অধীনন্ধ খেলোয়াড়গণের মধ্যে নাইছু লাভ্ডয়, মুপ্তাক আলী, সর্বাতে, জগদেল, জামীর এলাঙী, গুলমহম্মদ, হাকাবী, আমহনাথ প্রভৃতির জায় খ্যাতনামা ও ভ্যোদর্শী ত্রিকেন-ধ্বদ্ধরগণের আভাবে এই অফুর্চানের আকর্ষণ এবারে বছলাংশে হ্রাস পায়। শাধ প্রাক্তি হিন্দুলন এ বংসর এই প্রতিযোগিতায় ৬১০ রাণে প্রশাদলকে প্রাক্তিক করিবা চরম বিজয়ীর সম্মান অর্জ্ঞন করে।

এই বাংসবিক ক্রিকেট-উৎসব ব্যাবোর্গ ইচ্ছিগ্রামে ১ই কান্যানী হুইতে আরম্ভ হয়। প্রথম থেলায় অবশিস্ত লগ পাশীদলের বিকল্পে এক ইনিংস ও ১২১ বালে শোচনীয় ভাবে বিপ্রয়ন্ত হয়।

রাণ সংখ্যা :---অবশিষ্ট দল

১ম ইনিংস—১১২ (কার্ণাত্তেজ ১৪, খোট ৪১ রাণে ৮টি, ট্রিসার ১৮ রাণে ৪টি)

২**র ইনিংস—১৪০ ( ফ্র্যাক ৪১, ডিস্কুজা ১৫.**্খাট ২৭ বাবে 👫 )

পাৰী-১ম ইনি স-৩৭৬

ষিতীর থেলার ভিন্দু দল ঠিক এক ইনিংদের ব্যক্তিক্রমে ইউরোপীয় দলেন পরাক্তিক করিয়া শেষ সীমার উরীত ভয় । ইউরোপীয় দলেন হইবা বিলাতী আভর্জাতিক পেশাদার কম্পটন এববার ১ রাণের শভ রাশে বঞ্চিত ভইয়া বিলীয় দলায় ১২৪ রাণ করিয়া গৌরব জ্বরুন হিন্দু দল ৬ উইকেটের বিনিম্নে ৫০৪ রাণ করিয়া গৌরব জ্বরুন হিন্দু দল ৬ উইকেটের বিনিম্নে ৫০৪ রাণ করিয়া ভারিত বেলার ভারিত বেলারান্ত বেলা করিয়া দয়। মঙারাষ্ট্র থেলােয়ান্ত বেলা প্রথম আ, বাংলা শেলীভুলার থেলায় শভাধিক রাণ করার কৃতিত দেগায়। স্বাধইাদ্ধ জ্বর মাতেন্ট শভাধিক রাণ করে। ভিন্দুবোলাব্য সাধ্যে মানকডের বল কার্যকেরী ভয়।

वान-मत्था :---

ইউয়েশীর—১ম ইনিংস—২১২ ( কম্পটন ৯১, সিম্পসন ৩০, এশ ব্যানাক্ষী ৫৩ রাপে ৩টি, মানকড় ৭১ রাপে ৩টি )



তম, ডি, ডি,

ইন্ধিংস — ২১১ ( কম্পটিং বিম্পাসন হড়, সিংখন হড় মাহ বাংগ গটি)

হিন্দু—১ম ইনি:স—৬ উইকো (রেন্দ্রী ১°১, কিবেণটাদ ১৫৫, মার্চেন্ট ১৩২)

মুসলিম দল সেমিফ্টেক্সালে পাং নিকট প্রথম ইনিংসের ফলাফলে প হয়।

রাণ সংখ্যা :---

মুসলিম ১ম ইনিংস—১৬৩, (আ চোসেন ৪৫, উদ্ভিগার ২৬ বাবে ৫টি. ২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ২৭৫, (ই ৭৮, তারাপুর ৩২ রাবে ৩টি)

পাৰ্শী:—১ম ইনিংস—২৬২ (গ ১১, আসুবারা ৬৪; লভিফ ৩৭ রাণে ২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ১৬৩

প্রেটাস্কুলার প্রেছিবোগিতার শেষ থেলায় কিন্দুদল ৩১ পানী নজার নিক্ষে জন্মী হয়। হিন্দুদল টসে ক্ষী হয় ১ ব বাচি করে। চনম নিম্পাতির এই থেলার কেচ শ্রাধিক বাণ ব পাবে নাই।

রাণ সংখ্যা :---

তিক্ষু: ১ম ইনিসে— ৩৬৮ (মানকড় ৭৪, সোজনী নট ভ ৫৭, সিজে ৪৯; খোট ৭৬ বাংগু ৩টি, ভাসপুৰ ১৩৫ ৩টি)

২স ইনিংস—ভ উইকেটে ২১৩ (কিবেণচার ৭২, বছনেকার আন্টেই ৫১, পালিয়া ১০ বাবে ৪টি )

পানী:— ১ম উনিংস— ১৭৭ (আব এস মূলী ৫৫, স নট আটেট ২৬; ফাড্কাব ১২ রাণে ৩টি, সিজে রাণে ৩টি)

২গ শীনাস—১৪ ( সিজে ৩১ বালে ৪টি ও ফাডক ১৫ বালে ৩টি )

গোগৰানকাৰী দলেৰ খেলোয়াড়গণ:--

অবশিষ্ঠ :—পি কদম, এব্রাহাম, ডিস্কুছা, কোচেন, ফ্রাই, বোলকার, পেরুমল, ফাণাণ্ডেড, গাণ্ডী, স্থালভী ও বোচ।

পার্নী: —প্রলিয়া কোলা, আরে এস মূর্নী, আত্মবাবা, বোঁট উত্তিশাব, ভারাপুর, সাধা, প্যাবেল, ডুক্র ওলট্রাব ট

ই টবোলীয়: — সিম্পেসন, জাছ, সিংগুন, পামাব, ছেনি কম্পেটন লংখন, ডেবৌকাবৌ, ই প্রায় জনসন, আটন, একল্টন ই বেশে।

িন্দু:— বিষয় মাত্রণী, ছিল্লেলকর, মানকছ, াড়ী কেরেকার, উদস্ মাত্রেণী, কিনেগুড়াদ, ফাডকার, এস ব্যানাখী, সি**র্ছ ও** সেভনী।

মুসলিম: — ক, সি. ইত্রাছিম; আলিমুদ্দীন, গজালী, বানোরার ভোসেন, আস্থার আলী, এনারেৎ খাঁ, সৈয়েদ আমেদ, আম্বরা, গোলাম আমেদ, মাকা ও লভিক।



ক পালেব বা দিকে ছোট আবুর মত এইটা আব। আট-খাই হাতে-পায়ে গাঁচে-গাঁটে মাংস। ঘাড়টা বেকিয়ে বথন বৃহ চলে, মনে ২য় ফাঁতোবে বৃকি , কিন্তু আসলে ওব চোপ হ'ল গৰুৰ মত বোকা—কিছু বা নীবেটও।

বেশী কথা বুকবে না। তবু একবার যা বুঝল, আঠার নাদ শেশটে বইল ওর মাথায়। তা'থেকে লৈয়ে ওকে কার সালি।

বেগানে ওবা থাকে সেটা ঠিক বন্ধি নহ, বসাত— গাই ব-৫ বলোলে ...

ক্রিন ছাও্যা, বান-ছেঁচা বেড়ায় মানি কেপা মুপোড়াথ হ'ছ বারোবানা খুপার। একটু বরে রায়ার ভাহগা। শেষ ববারা একটা ঘণেই থাকে খুড় আর খুড়র মা। দেশে আকালে থেকে এব পেয়ে বছর হ'দেক আলে ওরা একেচে এগানে। চারনীত বুছ একটা করচে— বন্ধুকের কারগানায়, ইচাবুলে। লোকে ক্রেয় সন্ধোর ফেরে। মাইনেও নিন্দের নম্ব প্রতিশা— হ'বছাব আট টাকা বেড়ে ভেডালিশে পৌছেচে। ডি, এ আছে সমান, সেই সাড়ে ভেরো।

শভাব বড় একটা নেই বচ্ছেই হয়ত খাভাবটা উত্নচক্ত গৈছেও ।
ক্যাটা মোজম বৃদ্ধেছিল নাগান মাষ্টাবের এই ফ্লান্টা চুল, লা মেনা বিশ্বন ক্যালি । বয়েন তথান তেবো হলেও সন সংক্রো আনা । বিশ্বন ক্যা পাতলা টোটে আলতা মেথে একস্টো চুল ক্যাপিরে বেনি সাভা-কাচা সাংগতৈ কুচি দেয়া ওব চাই — আর হুটো ভুলব ক্লিয়ান ধানে ব্যেকগোলা কুচকুড়ি। মাধ্যার তা মেয়ের আনিখোলায় ভিত্তিবর্জি । তবু বাজাবের চোরাই চাব প্যয়া বাচিয়ে কাননবালা লগাককে ছাড়ে না অম্লি—বা এটা-ভটা খাবার।

ল্লেক্স দেখে বিভেব ঝোল টেনে নিবে গাড়াভ মনিহাবি

দোকানের ছোকরা ভোকার পাশে,—দে'না হ'টো। খেতে সাধ বাচ্ছে।

ভোলা পিটপিটে **চোধে** চেক্নাই এনে বল**েল ওয়** আলতা-মাথা টোটের **দিকে** ভাকিয়ে,—যা বলব ভা**ই ভনবি** বৰু ?

—ইলি, হা করে মাইরী বল দিকি!—মিটি মিটি হালে অমাল তবু দাঁড়িয়ে থাকে। সং

ভোলা কাউটাবের **সামলে** ঝুঁকে পড়ে,—ওই রে **বারু** আসচে! নে লজেঞ্স, পালা। একটু,পরে আসবি কি**ন্ত**।

কাঁচকলা !— ল**জেঞ্**স নি**ন্ধে** অমলি হাওয়া।

এমনি তবাে খুচরা চাইকা ওব মিটত ববাববই, তকু আ পাঁক তাব চেয়ে দিতে হর ওকে অনেক বেশী। বা বা দেয় তার দাম স্বব্ধে ও টনটনে।

সেদিন ধেমন বন্ধীলা'ৰ কাছে হ'পয়সা আলুকাৰলি খেছে

চাইছিল। সন্ধা পাটে পরে, বিড়ি খার। কি একটা মলমের বানিলাগার: নাকের ওলায় খানিকটা টোট নেই। স্যাতসেতে লান মাছি। নাকর ছেল ভার অমলির ওপর অনেক দিন থেকেই। এব এবালির। বদলে বড় জোর কোলে বসিয়ে গালে নাক বসারি বা খুজনি।

দেকের বাস বসল,—কোলে বসবি থানিক, তবে **খালুকাবলি।** 

ব্যেণ্ডা। পাকাড় পার। ইছবের বেড়াল ধরবার সথ। বন্ধীর মণ্ডাছে জ্বান। বাবে। গা ছাকার করে জমলির। তবুথানিক চোথ বুজে থেকে প্রব চোথ চেয়ে চেয়ে একশা মিনিট ধরে আলুকাবলি মন্দ্রাকি এমন বোকামি। বাজি হয়ে গেল জমলি।

এবট ভেশ্ব এক দিন ভাড়াটে এল থুছুৱা। অমলি হাতে **পর্ব**র ্যন। যাচায় ক্সুনী দেয়। বদলে কিছু চায় না। এমনি
শ্রেট আব ভাল থাকা!

বুছিব এক-বোপা স্থভাব, নীরেট বৃদ্ধি আকর্ষণ করলো আমলি।

ক্রন্তে কার স্থভাবে মানুষ চিনতে দেরী হয় না ওব। তাই মনে

হয় বুছিব দেওলা চিন্তায় কোথায় যেন প্রাণের প্রভাক স্পর্ণ আছে।
বি কানি কেন অমলি ওকে আব স্বাইয়ের চেয়ে আলাদা করে দেখে।

হাত ক্রাস ক্রন্ত ওব কাছ থেকে কিছু আশা করে, একটু আদর্য

ক্রাস্থাক্তিয়েনী। কিন্তু পুছু নির্বিকার। ভোঁতা। না আছে

ক্রান্তিয়েনী আহে ভাব। পুলি আদ্ব করে জড়িয়ে ধব কিছু কাঠের
বুলুল জাদ। করতে জানে না। খুদা মেন কি! বিরক্ত হয় অমলি
কর্মন স্বনো।

এই ত' সেদিন খুড়র প্রসায় ও কিনলে একগাছা **কুচের মালা।** মালাটার দিকে ভালিচের থক সকলে লাক্তিক সিলে মত জোলো চোথে অমলি বৃঝি দেখতে পেল একটু ইলিতের ঝিলিক। জন্ম গারে গা' ঠেনে বসে একটু আভাধ দিলে,—আমার বৃকের ভেতর কেমন করচে খু'দা।

—কেন রে ?

<sup>শক্ত</sup> —তোমার চাউনি দেখে।—একটু হাসি মিশিরে অমনি গা **ছেড়ে** দেয়।

কপালের ঢ্যাপ্সল আবটা চুলকোতে চুলকোতে খুছ কি বেন ভাবে। অন্ত ছেলের মত অমলির আলতা-মাথা হাসিতে থাবি শৌর না।<sup>3</sup>

—কি ভাবচ অত ?

—দেশের কথা। আমাদের দেশে পালদের দোকানের পাছারে কৃত কুঁচ পড়ে শুকিয়ে বায় মাড়িয়ে বাই আমরা। কুঁচ যে আবার প্রসা দিয়ে কিনতে হয় কে জানত । ধুস্, কোলকাতা ভাল লাগচে না আর।

ভর মোটা বৃদ্ধি কলকাতার স্থন্ধ তাবে বাজে না। দেশের সোঁদা ঝাটিতে সোজাসজি চলতে জানে। ওর মনের ছাঁচে এঁটে গৈছে ওদের গাঁরের ভিজে মাটি। রূপদার ধাবে চল থেয়ে নেমে গেছে পলিমাটির পাড়, তারই কাছে ওদের ঘর। উঠোনে চালতে গাছে চিছে বসৈ রূপদার রূপোলী ফালির তলার চালা সবৃত্ত ক্ষেত মিশে ক্ষেছে ওর চোঝে। চোঝে এঁটে গেছে প্রতি সন্ধ্যার রাঙা জলে ছোট ছোট জেলে-ডিঙির ছায়া, ভোবে উঠে নদীর আশে-পাশে শেকুর গাছে উঠে বাবুই পাখীর বাসা ভাঙা, বা গুলতি তাক করে মাছ্রাঙা বালিহাস মারবার বুথা চেষ্টায় বিলের ধাবে এধার প্রথার করা।

— খুসু, বিচ্ছিরি তোদের কোলকাতা!— বেন কলকাতা আর শ্রম্মিল ছব্মনকে মিশিয়ে ফেলেচে খুছ়। অমলির আর কলকাতার কেনা-পাওনার ব্যবসাদারী ঘোরপাঁটে বৃত্তিটা থুছুর চোথে এক হয়ে স্পেক্ত বেন।

ঠাৰৰ খায় অমলি,—তাই যাও ন!। গাঁৱেই যাও, গেঁৱো-ভূত কোৰাকা'!

ু পুছু মিইয়ে যায়। হঠাৎ হয়ত' কি বলে ফেলেচে যাবলা উচিত হয়নি।

খোঁচায় খুঁচিয়ে ভোলা যায় না, ছেলেটা কে বে! অমলি অবাক্

ক্ষা গ্রমে গ্রম হয় না বা টলে না কথার যাঁজে। একেবারেই

ক্ষেট্। এর সঙ্গে পোযাবে না অমলির। বক্সীদা'র বিড়ি খাওরা
লাল মাড়ির লোভানিটাও যেন খুছুর চেয়ে ভাল লাগে অমলির।

'এ একেবারে জাকড়ার পুডুল। চলে যায় সে।

ববেস আন্দাকে অমলি কাঁপালো। ইদানীং আরও আরও
চেকনাই বেড়েচে ওর হাতের ডোলে পারের গোলে। কোমর
চনটনিরে ওঠে ভারে। ছিমছাম চকলতা নেই। নেই কথার
কথার ছুটোছুটি হুটোপুটি। বুকে কোমরে টস্টসে ভারে নিজেই
ছুরে পড়ে কথনও-স্থনও। স্থ আর লোভ বেড়েচে আরও।
কার্লিকিন্তর মালা কিংবা প্তির মটরে মন ওঠেনা। চাই রূপোর
কুমকো বা সোণার কলী।

জীবন ছাইভাবের পিসী নগেন মাষ্টাবকে ওনোগে সেদিন,—

বলি তনচ ম্যাষ্টার, মেরেড<sup>ি শ</sup>্কীনিগে হাড়-বজ্জাত, তার । বৈবন সময়। বে'-খা'লাও। নইলে যে ট'্যাকা বার না গা!

—কেন <del>; —পরীক্ষের থাতা থেকে মুখ না তুলেই মা</del>ষ্টার ভ

—কেন আবার কি ? মেয়ের বে' দেবে না ?

তেমনি মূথ নীচু করেই মান্তার বলে—না।

— আ ম'লো মিনবে! ভালো ভীমজালে পড়রু দেখচি।

আসলে জীবন ডাইভার স্ত্রী বর্ত্তমানেও অমলির পেছনে ।
করছে ড্'-চার দিন। পিসী প্রমাদ গণে এসেচে তার ভাইপো
ভীমজাল থেকে বাঁচাতে। এক দিন সাহসে ভর করে অমলিকে ।
করে তেড়ে গিয়েছিল। জীবন আগুন,—ভালো হবে না পিসী ।
পরের মেয়েকে কাাট, কাাট, করেছ কি তোমাদের টুকরো করে

অমলি হেসে সথে পড়েছিল। তাই পিসী এসেছে আ বাপের সঙ্গে একটা হেন্ড-নেন্ত করতে।

—তা'লে ওর বে' দেবে না ?

—না। তবে আমায় দেখবে কে ?—বিপত্নীক নগেন <sup>5</sup> মুখ না তুলেই বলে।

পিসী চলে যায় গজ গজ করতে-করতে। যেমন কুচুকুবে তেমনি বেটি!

আঙাল থেকে অমলি শুনেছিল সব। ১ঠাৎ রেগে বেডাং পিঠে একটা কিল বসিয়ে বলে,—দূব হ' মপ্লুড়ি!

শ্বমলি হয়েছে যেন বসতির মিফিবাণী। ছেঁ।ক-ছোক বেড়ায় মৌমাছির দল। অমলি চোথের ঝিলিকে টুকরে। হা হাতে রাথে সবাইকে। সাবধানে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে। ছেঁ জন্তে হাত বাড়ালে মিষ্টি হেসে হাতটা স্বিয়ে দেয়। ভাড়াভাড়িন্য। এখন নয়। শ্বায়ও সাধনা করো।

থ্ছ কিন্তু হাত বাডায় না! ওর হাতটা মোচড়াতে না:

অমলির রাগ ওব ওপর বতথানি অমুরাগও তত। এখনও

অমলিকে এটা-ওটা দেয়। চোখে তৃঞা নিয়ে নয়, দ্যা করে

অমলেকটা। অমলি অলে যায়। থুছু অত-শত বোঝে না।

শীতের রাত্রি তথনও ভোর সয়নি। কুয়াশা কাটোন তথন আকাশ কালো। তারায় ভরা। থুতু কাঁপতে বাঁপতে ও গলায় মাফলারটা জড়িয়ে প্যাণ্টের বেন্ট আঁটে। কায়খা বেরোতে হবে। এথনই। কস-দাঁতে সিকিটা চেপে গল কোটোটা পকেটে নেয়।

উঠোন পেরোতে গিয়ে মাফলারে হেঁচকা লাগে,— খু'দা

—কে, অমলি ? এত ভাবে ?

—কথা আছে।

- এখন नय। फिरत अप्र छन्य।

ফিরে আসবে সেই সন্ধ্যে বেলা। আবার যথন আৰা<sup>ল</sup> কাছে তারায় ভরা। কাঁপতে কাঁপতে হালুয়ার শৃক্ত কোটো হাতে ফিরবে <sup>গু</sup> এলও তাই। নিজেই ডাকলে অমলিকে ওর ছোট থুপরি<sup>ক</sup> মা যথন রায়াখনে।

—কেন এত ডাকাডাকি <u>?</u>

—বারে; ভুই যে কি বলবি ?

ভূক হ'টো জিজ্ঞাসার চিহ্নর মত কুঁচকে রায় অমলিব। বাজি মুশে বংশ,—অন। বলে কাজ নেট জাব। গুছু বলতে পাবে না আৰ কিছু। একটু বিশিত একটু বা ভীত হবে তাকায়।

—বললে কি করতে পারবে তনি ? পারবে জীবন বাইবারকে ছ'টো গোঁতা মারতে বা ঠুঁসে দিতে ?

খুত্ব থাবি খায়। চোথ ত্'টো বাস্পাচ্ছন্ন।

— ভরস্পে বেলা চেপে ধরলে আমায়। আম্পন্ধার বলিহারী! যে যামন নেয় করবে? কেন, এতই ফ্যালনা আমি! তুমি আছ কি করতে?

খুছ আছে মৃত্যুর মত সতিয়। কিন্তু কি করতে পারে ৬ই ধোংকা ড্রাইভারের সামনে! চোথ খুছর আছে কিন্তু তাতে সরয়ে ফুল ছাড়া আর কিছু দেখে না সে।

—পারবে না? তার চেমে চল না কোথায় সরে পড়ি আমরা। থাক নাপড়ে তোমার মা-বুড়ী আর কারথানা। আমি কি এতই ফ্যালনা?

থুছর চোথে বরফ জমে।

—চল আমাদের দেশে। তোতে আমাতে থাকব বেশ আর—
শেষ হতে পায় না খুহর জগ্পনা। অমলি ফেটে পতে। বলতে
পারে না একটা কথা। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কি নীবেট মামুদ এটা। বলচে কি নাদেশে যেতে! কি কথায় কি কথা! আন বলতে ধান বোঝে!

অনলি বেরিমে যায় ভকুনি। থুছ বাইরে তাকায়। আকাশন বড়কালো।

রাধছিল ভনলি। বশ্বী এল ঘটি হাতে। এক ঘটি জল । স্বাভাবিক নাকী স্থারে বাতে— এই জলটুকু গংম করে দিবি গ কিছু মনে করিগনি মাইবি !

মেজাজটা অমলির সপ্তমে— প্রসা কাগে। অমনি হয় নাঃ

বক্সী যেন ইক্ষিত পায়,—প্রসা, নে না। জল গ্রম নিয়ে ঘরে আর্সিদ। মথো খাদ। একটা টাকা ছুঁছে কেয় অমলির সামনে।

- চা-টা যদি করে দিস নিজে হাতে । কোন্ শালা মিছে কথা কলে, তোর হাতে চা থেতে বড় সাধ।
  - —যাও, যাও। গজ-গন্ধ কোৰো না।
  - —ও ব্ৰাবা !

বকসী লাল মাড়ি আরও কাঁক করে। তা-না-না-না করতে করতে চলে যায়।

চাকবিটা খৃত্র গেল। যুদ্ধ থেমে গেছে! লোক কমতে মুদ্ধ করেচে সমস্ত কার্থানায় আপিসে। প্রলাদিনেই খুত্ব কাজ গেল। মাথায় আকাশ ভাঙল।

মা বললে, গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে। যেতে হবেই। কিন্তু দেখানে কি আছে আর কিছু? তবু রূপসার তাঁরে ভিজে মাটিব টানে গুদ্ধ খুনী হয় যেন। বোদা পানসে কলকাতায় সমুদ্রের খাদ নেই। এদা পুকুর যেন। দিল খুলে সাতরাতে বাঁও ধাকা খাবে। বে দিকে তাকাও দেয়ালে ঠোকর,খাবে চোখ। টুকরো মাকাশ দেয়ালে কলী। যদি বা.চাদ ওঠে, ভাব আলো আটাকে হাঁম

# আঁচাৰ্য্য স্বামী প্ৰণবানন্দ

ডা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থামী প্রণবানশ মহারাজজী হিন্দু সমাজের বর্তমান আবক ধে স্বৰপ্ৰধান সম্ভা তাহার সমাধানের জভ নিজ স শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই জন্ম তাঁহার যুগুনেতা আ সর্ববভোভাবে উপযোগী। সৃক্ষকেশী ঋষির ক্সায় ভিনি 🗪 করিয়াছিলেন যে এই শতধা-বিচ্ছিন্ন, বিরোধ-বিড়বিত 🍂 সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সম্বেক্ষ্ডা এবং শক্তিক্ হিন্দুধন্মের স্ক্র তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক আলোচনা 🞉 থাকে। কিন্তু যাহার অন্তিৎ পর্যন্ত লুগুপ্রায়,—যাহার আত্মরক্ট শক্তি পর্যান্ত অন্তর্হিত ইইয়াছে তাহার পক্ষে সৃষ্ম দার্শনিক ছ বিচার একটা হাস্থকর প্রহসন ভিন্ন আর কি ? তাই ভিনি 🛭 মুমুর্ জাতির কর্ণে সজীবনী প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভাছ प्तरह नव भक्ति रू शहराय नव श्वामा-एकी**शना नवास यही ह**हे. ছিলেন। তাঁহাব "প্ৰণবানক" নাম সাৰ্থক। তিনি হি**ন্তে নুত** আশার বাণী ওনাইয়াছেন, নব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নৃতন পাই নিদেশ দিয়াছেন। যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনা **জড়বাদ** ' আলক্ষেৰ প্ৰভাৱস্থল হইয়াছিল তাহার মধ্যে নব প্ৰাণশক্তির বৈচাই সঞ্চারিত করিয়া ভাষাকে বাস্তব সম্ভার সমুখীন হইছে প্রের দিয়াছিলেন : নিভ্ত সাধনা মন্দির হইতে তাঁহাকে **জগভের বাভ** সমস্যা-সমূথ কথাঞ্চতে স্থানাস্তবিত কবিয়াছিলেন। এই আর্ক্ট

মন্দিরের চুড়েয় বা প্রাসাদের চিলে-কোঠায়। পেটুরোগা পাঁচচিত্র মামুষের ভীড়।

কেটে গেল করেক দিন। যাবার সময় হয়ে এল প্রার। আর ই দিন নেই তবু এ ক'দিনেও অমলিকে একটা কথা জানাতে পারেনি গুছু। হয়ত বা ভরসা পায়নি। ওকে এড়িয়ে চলে অর্ক্তি কছু দিন থেকেই দেখলে ঠোঁট উলটে চোগ ঘরিয়ে বেঁকে চলে যাব। কাছাকাছি হলে চোথে চোথ পড়লে চোথের দমকে কথা সরে মাধুর। তবু অর্থান্ত থাকে কিছুই বলা হোল না।

ঘুম ভেকে গেছে শেষ বাতে। মুসঙ্গমানের পাড়ার মুবনী ভাকে।
আজু আরু পাটেটর বেন্ট বাঁধবার ভাড়া নেই। শিরশিরে ঠাতা
কাথা মুড়ি দিয়ে গোঁজ হয়ে বদে খুছ়। দরজাটা খোলা। সামক্রে
উঠোনে আবছা আলো। আকাশে টুকরো ভাঙা টাদ।

বন্ধীর থুপরি থেকে টুক করে বেরোল কে! ভাকাল এছিন দেদিক। থুছর চোথ পড়ে। স্থট্ট করে চুকে পড়ে নগেন **যান্তারে** ভারার। অমলির মত বেন। অমলি!

খৃত্ব চোথে বরফ গলে। শেবে কি না বন্ধীটাকেই! হাতে দাবে খুড়। গুরুর মত চোথে ওর সাড় নেই, নেই কোন্ধাড়া। ভাঙা-চোবা টাস-খাওয়া প্রেম ওর পড়েই থাকরে বাস্তার ধাবে। ফিনেও তাকাবে না আর: আর হাতে আসবে না খুড় এখানে। কাল ওরা দেশে চলে যাবে। আসকে কালতে না

্ধার্মনির্দেশের **অক্ট** তিনি যুগনেন্ডার বরণীয় পরে সর্বনসম্বতিক্রমে ক্রা**ডিবিন্ড** হইয়াছিলেন।

ক বে অন সময়ের মধে। তিনি এই ত্বরত প্রত উদ্যাপনে সক্ষম
ইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে উাহার নেতৃত্বশান্তির সমূথে
নামান বিম্নাননত হট্যা পড়ি। তাহার অসামান্ত ব্যক্তিত্বে
ভাবে অসাধান করিয়া সংহত করে, তিনিন তেমনি আমাদের
ক্রিয়াকাকের করিয়া সংহত করে, তিনিন তেমনি আমাদের
ক্রিয়াকাকের ব্যক্তিসকর্য অনুপ্রমান্ত্রিলকে এক মহান্ আদশের
ক্রেয়াকাতির ব্যক্তিগ্রের মধ্যে নই অনুপ্রবণায় এই বছক্রিয়া জাতির ব্যক্তিশন্তরির মধ্যে নই বোণস্থার পুন্তরিগ
ক্রিকে, আভ হিন্দু সমাজ একটা অবিভেন্ন প্রাণিদেহের মতন



স্বামী প্রণবানশ

🙀 বুদ্ধপ্রবাস ক্ষমুদ্রন কবিংতে শিথিয়াছে। মাত্র ২৫ বংসবে 🖈 ষ্ক্র শত্যকীশ অসম্পন্ন কার্যা স্মাতির অভিমুখে অগুস্ব তিয়াতে। যথন বিৱাট দৌধ গড়িয়া উঠে, তথন ভাগাৰ সৰ্বাজ-িনৰ অস্থলীষ্ঠৰ দেখিয়া আমহা ভাষাৰ অংশত ইভিষাস, ভাষাৰ আৰুৰ প্ৰচেষ্টাৰ ক্ৰটিও অসম্পূৰ্ণতাৰ কথা ভূলিত। যাই যে বিধাট ক্ষিত্র বলে কীট্টি স্তম্ভ গড়িয়া উঠে, তাহা দেই স্তম্ম পশ্চাতেই **নামুগোপন করে। হয়ত এক দিন স্বানীজী**ও জাঁহার উদযাপিত িতের সাকলোর কীর্তিষ্ঠায় আম'দেশ নিকট ওদুশা ২ইবেন। ইতাই **জীভার সাধনার চরম সিন্ধি, নিহ্নাম কন্মীর পরম পুরস্থাব। স্বামীত্রীব** ক্রিকেতে অবভরণ আৰু এক দিকু দিয়া হিন্দু সমাজেব প্রে অবণায় 🖿 । ভিন্দু গার্ভয়া ধর্ম ও সমাজ-ব্যবহা, সন্নাসে ও ত্যাগের ভিনিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পা তাগে ও নিবাস্তির আদর্শ ক্রিবে রাখিয়াই আমণ্দিগকে জাবনের কর্ডব্য পালন করিতে হয়। 🙀 বাজিসিংহাসনও গৈৰিক বসনাবৃত, আমাদের ভোগের তৃষ্টি ত ক্রানের বিপরীত আকর্ষণে !শখিল। গার্হা ডাবনে আমরা যে ন্ত্রীত অমুঠান পালন কবি, তাহাদের পিছনে নিধাম ধম্মের অমুপ্রেরণা ক্লী লা'থাকে তবে সেগুলি অমুবর্তন ও জড় অভ্যাসে পৰিণত হয়,

সেচ জন্মই গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে যোগস্তুত ছিন্ন হও আমাদের সমাজের পক্ষে বড়ই ছবৈবের হেড় হইয়াছে। শা উৎসের মঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে অবিভিন্ন শক্তি-প্রবাহ আসিবে বে হুইতে ? ভারম্ভ শ্রোভ:প্রবাহের সঙ্গে বিষ্ণুড় হুইলে জ্ঞা বন্ধজনের আধার এইয়া ইয়াৰ স্বাস্থ্য ও গতিবেগ হারায়। নিং ধন্মের কথা আমরা গাঁতাতে ও অক্সাক্ত ধন্মগ্রন্থে তনিয়া থাকি, কিন্তু -উপদেশে কি শাস্তবাক্যের মথ হৃদহত্ম হয় ? সল্ল্যাসের ম নিহাম ধন্দের ভাবস্ত প্রতিমৃতি পাধ্যা যায়। সম্যাসী ধর্মন গৃহক্ বুহত্তব কমফেত্রে ডাক দেন, তথনই আমরা গাহ স্থার প্রকৃত উদ্দ ও প্রশন্ত প',ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠি। তাই হিন্দ্ধা পুনজীবনের ইতিহাসে স্ক্রাসাধ্যমের প্রভাব ও বৃতিত খুব বেই বিবেধানশ ২ইতে সন্ন্যাস ও নিম্বাম ধক্ষের এই গৈরিক প্লাবন নিং হইয়া স্বামী প্রণবানক্ষীর ভিতরে তাহা স্থ<sup>ন</sup>্তিপুট পূর্বতা লা কাৰ্ড! আমাদেৰ মনকে বৈৱাগ্যের ধুসৰ এডে রাজত কবিয়াছে-সেবার, কল্যাণের, ভলহিতের, শক্তি গঠনের আদশ আমাদের আদশে সমুখে ধার্যা আমাদের ধন্ধকে সভাব ও ক্রিয়ালীল করিয়াছে,-আমাদিগতে বৃহত্তর মৃত্তির আস্বাদ দিয়াছে। এই দিক দিয়া স্বাম প্রণবানপত্নীর প্রভাব আমাদের ধন্ম ও সমাজের পক্ষে অশে কল্যাণকর ভঃযাতে।

এই ১০।পুক্ষের ভিরোধান আমরা কি ভাবে গ্রহণ কবিব ? কি কি উপায়ে উটোৰ পৰিত্ৰ স্মৃতির প্রান্ত যোগা মধ্যাদা ও সন্মান দেখাইব। সন্ত্যাদীর কোন পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন নাই, তিনি আদেশের মৃত প্রতীক। অবশ্য ভাঁহাৰ অসংখ্য ৬ন্ড শিষ্যবৃদ্ তাঁংাৰ প্ৰাত ব্যতিগত ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করিছেন, কিছ তথাপি তাঁগর জীবন বাক্তিগত সব কিছুর অনেক উদ্ধ। মুত্রা গাইস্থা জীকনের পক্ষে একটা বিভীয়িকা। মৃত্যুৰ সংস্পাৰ্ণ আমাদের মনে যে ছবি জাগিয়া উঠে তাহা শোকাঞ্চল স্ত্রীপুত্র-পাতিন, অধ্ধায় আত্মীয়-কুটুর ও মুত্মান বন্ধু-বান্ধবের। তিরোধানের সঙ্গে এই সমস্ত বেদনা-ভরা ছবির কোন সংস্পাশ ন'ই। আমবা আব্যা অবিনশ্ব- ইহা বিশ্বাস করি। যদি এই বিশাস আমাদের আওবিক হয়—কেবল মাত্র অর্থহীন, মচ আবৃত্তি না হয়, তবে শোকেৰ ত কোন অবসর নাই। যত দিন স্বামীজীৰ আদৰ্শ আমাদের মনে ভাগক্ষক ও সাক্রিয় থাকিবে, তত দিন ভিনি আমাদিগকে ছাডিয়া যান নাই বলিয়াই আমাদের স্থিব বিশাস। যত দিন উঠোৰ আদশানুষাত্ৰী হিন্দু-সংগঠন কাৰ্য্য চলিতে থাকিবে, গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে শত শত মিলন-মন্দির গড়িয়া উটিবে, ভত দিন তাঁগাবই অশ্বীবী আত্মা আমাদের পথ দেখাইতেছেন মনে কবিতে হটবে।

ভাপন, জানরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, জাঁচার কাষ্য উচার অভাবে অনুপূর্ণ থাকিবে না। প্রত্যেক হিন্দু তাঁচার সমত উৎসাই ও কমার্শকিব ধারা তাঁচার মহথ ব্রস্ত উদ্বাপনে আত্মনিয়োগ কবিবে ? তথি সংখ্যার ও মিলন-মান্দর স্থাপনে ধ্রের সমস্ত গ্লান ও আব্রুলনা বজ্ঞানে, সভ্যশক্তির উদ্বোধনে, কাঁচার মহামধ্যে দীম্মা গ্রহণ করিয়া তাঁচার প্রদাশত গ্রে থাবা করিবে এবং চব্ম পথে না পৌহান প্রাস্ত এ ষাত্রাব বির্বিভ

# वाश्लात नवकोवन

চুলিশ বংগর পূর্কে স্বাধীনতার কথা বলিলে এ দেশের চেলেরা হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া फिछ। फिटमेंव सि स्वीभीन केलगा দরকার বা স্বাধীন হওয়া সম্বর্গর, ন কথা ভাবিতে তাহাদের ম'থা ঘবিয়া ষাইত। চীনে বৰুদাব বিজ্ঞোহের সময় এক জন জাপানী এক জন বাঙ্গালী যুবককে জিজাসা কবিয়াছিলেন-"তোমাদের দেশ স্বাধীন হইবে কবে গ যুবক উত্তর দিয়াছিল— **"বাধীন!** কট, সে কথা তো আমরা কথনও ভাবি নাই ?" পেশাদাবী রাজনৈতিক পাঞারা তখন ভাল ভাল ইংরেজী গং মুগস্থ করিয়া ৰাহ্বা লইয়া বেড়াইডেন। এক শ্ভ কি ছট শত বংসর পরে যপন

আমবা ভাষায়, ভাষে, আচার ব্যবহারে ফিরিক্সিস্থানের এবনৈ নকল্ল সংস্থাণ ইইয়া উঠিতে পারিব, তথন আমাদের দও্যুত্থের বর্ধারা উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা ঐ বক্ষ একটা বিছু আমাদিশকে বর্ধ সিল্পকপ দান করিয়া দিবেন—এই আশাধ্য ও ভালন্দ আমাদের পাতাবা মস্ভল ইইয়া থাকিতেন। ভাষা-উদ্বাহের কথা তথন একটা উন্তট কল্লনা বলিয়া মনে ইইত।

একনৈ মোহের আবরণ আসিয়া আমাদের অন্টেড ইলিডাস আমাদের চকু ছইতে অপসাতিত করিয়া দিয়াছিল। নি চন্দ্র দেশকে আমবা চিনিডাম না, ব্যিতাম না। কলেজ-গঠা ইলিডাসে বাচা প্রিতাম ছাচা হুল্ল আজ্মানির কথা, ভীক্তার কথা, কাপুক্ষভাব কথা, বিখাস্থাতকজার কথা। চক্ষের স্থাপ্থ মাহা দেখিতাম ভাচা হুল্প ভোষামোদের ছবি, তুর্কজ্ঞাব ছবি। ক্যাশ্প্রেমের বথা ব্লিডে চইলে বাঙ্গালীকে হুল্ল মহাসাত্তি ভইতে বিভাগতী বাপাল্লাব হুইতে গুক্রোবিক্সকে ধার করিয়া আনিতে চুট্ল।

তাহাব পর এক দিন সাত শত বংসরের অধ্কাব তেদ ববিছা বালার আকাশে বিচাৎ চমকাইল। বালালী থেলে বুরির থে এক দিন পরে ভাষার ডাক আসিয়াছে। রামনোরন, বিশ্বন্ধান, ভূদের, রাজনাবায়ণ, বিবেকানন্দের তপ্তাা বৃথায় যায় নাই। তালীয় জীবনের কোন্ নিভূততম গুলায় সেগুলি এত দিন নীবার শতি সরম্ব করিছেছিল। বাঙ্গালীর ছেলে যেন এই শুভ মুরানি প্রাথমিয়া ও লাজনার ভার লইয়া পানানী তর্তান মত পিচ্যাছিল। এই বার মহালাক্তির আনীর্কাদী স্পান্ধ বংসার কুল পুরি ভাজানই সোজা হইয়া গোল। মোহের ঠুলি ও হার বিশ্বন্ধান প্রতির জিলার হার সাম্বালির আনির্মাণ দিশে বানানীতির জ্বেপ্র মাত্র। নিজেদের জ্বাছানকে স্বদেশ বিলায় অধিকার যাহার নাই, স্বদেশ ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠাব চেটাই তাহার একমাত্র বাজনীতি।

আবির্ভাব হইল। বাংলার কঠে দেশের বন্দনা-সীতি ধ হইবা উঠিল, বাঙ্গালীর প্রাণ ছ, ফাত হইল নাজালীর শীর্ণ বা নল দেখা দিল আসমুদ-ভিমাচলং বাংলার সৌন্ধান দেশিলা। সে বৃদ্ধিত সেন্দ মান্দ্রন; উন্মুক্ত আকাশের ভে উচ্চশিব হইবা দাঁড ইবার অধি তাহাবত আছে।

তাচাব প্ৰ বস্ত কংসৰ কা গিয়াছে। বাঙ্গালীৰ আন্মোদ্ধার এখনও উন্থাপিত চয় নাই। চ উন্থাপনেৰ পথে হত কিছু বাধান বৰ্তমান, একে একে সেগুলির পদি বাঙ্গালী পাইসাছে। এদেশে এই যখন বাংশী প্ৰা বন্ধ নের ধুয়ালা তথন একখানা কিবিলি সংযাদে

ভ্যমিক দিয়া এদেশ্য লোককে হানাইয়া দিয়াছিল বে, বেছ ভাতি সাঞ্জাল গছে (Imperial race) ভাগদের মহ বাজ্ঞাল্য (Tiper qualities) প্রপ্ত হইরা থাকিলে একেবাবে লুগ হয় না। আন্দাক মহ সেই সব শাণিত মা দত্তের সদ্বাহণ্য কবিলে ভাঙাবা ইন্ডিড্র কবে না। আদ্ধ কলিবাশ্যা মোহে লোভে দেই নাজ্ঞাল্য পুলিদের লাঠি ও সাজেন্টি পিস্তালেন বপাধ্যিয়া নিশাহমান।

বিশ্ব বাজ্যতীর হাগেনিতা লাভের সম্বন্ধ বাজ্যতি হার নামি কারাগারের কৌন শুখালেও বাধা পছে নাই, কাঁসিকাঠেও নিম্ন্র্ব্রুইই যায় নাই। গত কায়ক ব্যাস ব্যাস কারী। গত কায়ক ব্যাস বিধা বঞ্জার পর কলা বাজালী, মাধার উপর দেশ বাজা গিয়াছে: কিন্তু বাজালীর জাতীয় কীন্ধ্রু তালাভে লখালিই লয় নাই। আজু আর আজ্মানি, বিজ্ঞান্ধ্রুই বিজ্ঞান প্রভাতে কালির মানিকার কার্যার প্রভাতে মানিকার কার্যার প্রভাত মানিকার কার্যার প্রভাত প্রভাত আজু মবলীবজ্ঞায়ার প্রভাত প্রভাত আজু মবলীবজ্ঞায়ার প্রভাত বালালির কালে বাজে, সে জাতি মরে নাই গোরমের ভাতার বালালির কালে বাজে, সে জাতি মরে নাই প্রভাবের আল্লাবিশ্বানের আলাব্রুইটোর কার্যার কার্যার বিশ্বানের কলাব্রুইটার কার্যার 
"Swaraj has to be experienced by each one for himself. One drowning man will never save another Slaves ourselves, it will be mere pretention to think of freeing others."

প্রত্যেককে আপনার হৃদয়ের ভিত্রে ষ্টোনতার **ভগুভৃতি পাছ** করিতে হইবে। যে প্রমুখাপেক্ষী দাস, সে কথনও **জগান্ত** 

רום שייים היינות מות

্রই আত্মবিশ্বাস স্বাধীনতা লাভের গোড়ার কথা। স্থান্তরের 
ভিতর এই আত্মবিশ্বাস পরিস্কৃট হইরাছিল বলিয়াই তিনি আব্ধ ক্রেজালী নামে অভিহিত। আব্দু ভগবানের পাঞ্চল্ল মুক্তিকাম সাক্ষেকর কাণে মরণ-বরণ মন্ত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছে; আব্দু সেই ভারতে বলীয়ান্ হইয়া সকল-ভোলা, সকল-হারা কর্মীর দল প্রথাকে ভারতা করিয়া শ্রেয়ের অবেষণে ছুটিয়াছে। বৈরি-রেংবানলকে ক্রেম্বেলের হাসিতে তুচ্ছ করিয়া আপনাদের সর্ব্রেশ্ব তাহাতে আছতি বিবার লক্ষ্য অগ্রসর হইতেছে। আব্দু আব্ এ ভাতির আত্মবিশ্বতি

🐣 আৰু চাই ওধু সাহদ, ধৈগ্য আর আত্মবিশ্বাস।

# তুর্ভিকের করাল ছায়া

বর্তমান বংসরে ভারতের খাগুসঙ্কট গুরুতর হওয়ার আশঙ্কার ক্ষাই শুধু ভারত গভর্ণমেণ্টের থাজবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর 🛤 কেন্দ্রীর ব্যবস্থা পরিষদে জানাইয়াছেন। এই থাজসঙ্কট বে কন্ত **আকৃত্য, ক**ত বেশী ভয়াবহ হওয়ার সন্থাবনা সে-সম্বন্ধে কোন আভাস বিৰাম চেষ্টা তিনি করেন নাই। কিন্তু আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক **টাইমসে'ৰ নহাদিলীস্থিত সংবাদদাতা কয়েক জন দায়িত্**শীল সরকারী কর্মচাধীর নিকট হুইতে জানিতে পাবিয়াছেন বে, এই ছুর্ভিক এত ভাষাৰ হইবে যে. ভেরশ' পঞ্চাশের বাঙ্গালার ছভিক্ষণ্ড তাহার কাছে **ब्रिट्स्यन!** विनया मन्न इरेटर । काँशामन निक्रे छेक मरनामगठा **আবও জানিতে** পারিয়াছেন বে, এই চুর্ভিকে আক্রান্ত *চই*বে **ব্রাহাই, মাত্রাক্ত** এবং দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমি এবং দশ কোটি লাক এই ছভিক্ষের কবলে পড়িবে। বাঙ্গালার কথা উক্ত হ্মবাদৰাতা কিছুই বলেন নাই। কিছু কংগ্ৰেস ওয়াকিং কমিটির দ্বিত ডক্টর প্রকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিভ্রমণ ষ্ট্রিয়া বলিয়াভেন, এই জেলার করেকটি স্থানে আবার ছডিক **মধা দেওয়ার আশস্ক।** বহিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের ধে-কোন অঞ্লেই **ট্রিক হউক** না কেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে বাঙ্গালাও মুক্ত ধাৰিবে না-বাঙ্গালায় আবার ছতিক চইবে, যদি সময় থাকিতে **প্রতিকারের ব্যবস্থা না** কর। ধার । কিন্তু মি: বি আর সেনের বক্তৃতায় প্রতিকারের জন্ম সরকার যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন বা **দরিবেন বলিয়া আম**রা শুনিয়াছি ত'হা মোটেই আম্বস্ত হইবার মত নর। সর্বাপেকা বড় বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, যে আসর ছাভিকে **দশ কোটি ভারত**বাসী প'ড়বার সম্ভাবনা, কি ভারত গভর্ণমেণ্টের খাত্ত-মুক্তিৰ সাৰ জ্বুলাপ্ৰসাদ শ্ৰীবাস্তব, কি খাছা বিভাগের সেকেটারী মি: ৰি আৰু সেন কাহাৰও কাছেই ভাৰ স্বন্ধে কোন কথাই আমৰা জনিতে পাই নাই! এই ছভিক আশ্বার সংবাদ প্রথম প্রকাশিত हिंग चारमविकात ।

## সরকারের নিজ্ঞিয়তা স্বেচ্ছাকৃত ?

ইউবোপে ছভিক হওরার আশহার কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু ইউরোপে ছভিক হউলেও সামাক্ত রকমই হউবে, ভারতের মত ভরাবহ ইবে না। উক্ত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও দুর্ভাত দেশগুলি ভারতের থাত-পরিস্থিতি সম্বন্ধে অক্ত রহিরাছেন। কর্ত থাকিবার কারণ কি ইহাই নর যে বুটিশ সক্তম্পিউ এবং তাঁহাদের একেট ভারত গভর্ণমেন্ট ভারতের প্রকৃত খান্ত-পরিম্বিভির : তাঁহাদিপকে জানান নিআছোজন মনে করিয়াছেন ? জাঁহাদের নিজিয়তা কি খেছাপ্রসূত ? ইহা কি কোন উদ্দেশ্যসূক ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবে ?' ভারত সরকার যে পরিমাণ চাউল বন্ধা হইতে পাইবার আশা করিয়াছেন, সম্মিলিত থাজ-বোর্ড কং ভাহার অন্ধেক মঞ্ব করিবার যে আশক্কা প্রকাশ করা হইয়াছে গৃাঃ কারণ ইচাই যে, সম্মিলিত খাদা-বোর্ডকে ভারতের ভয়াবহ খা সহটের কথা ভানিতে দেওয়া হয় নাই। সার রবার্ট হাচিপে হ এই বোর্ডের সম্মুথে উপস্থিত ইইবেন; কিন্তু তথনও প্রকৃত ত প্রকাশ করা ২ইবে কি না কে জানে ? গত তেরশ পঞ্চা তুর্ভিক্ষের সময়ও আমরা দেখিয়াছি, মি: সুগ্রাওয়াদি ভারতের অন্ত প্রদেশের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার অন্নাভাব সম্বন্ধে উদাসীন থাকার আ ষোগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে, বাঙ্গালায় খাছ ভাব নাই বলিয়া বাঙ্গালা সরকার যে-প্রচারকার্যা চালাইয়াছিলে তাহারই ফলে ভারতের অক্সাক্ত প্রদেশ জানিতে পারে নাই ; বাঙ্গালায় ভয়াবহ ছভিক্ষ তথন চলিতেছিল। আসম্ম ছভিক্ষ সম্পর্কে উহারই পুনরাবৃতির সম্থাবনা দেখা যাইতেছে। *এই* আসের ভযান ছর্ভিফ আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেখা দিবে এবং ছঙ্ভিক্ষের আশং এখনই বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ভাবত গভৰ্মেণ্ট নিবিক। সমাধিমগ্ন যোগীর মতেই নির্বিকার। 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র উক্ত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, কেন্দ্রীয় পরিষদে খাজ সংক্রান্ত রিতর্ক ক্রিয় নিরপেক ব্যক্তির মনে হইবে যে, বুটেন ইচ্ছা করিয়া ছলিফেব আশ্রুণ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিতেছে।" এই উল্ভি সংস্কৃত ব্যাকনণে সংশিপ্ত সুত্রের মত্ত তাৎপর্য্য পবিপূর্ণ। ছুল্ফি আর্ছ ইট্রান পূর্বে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে এবং হয়ত বড়লাট জন গণের বিশ্বাসভাক্তন নেভাদিগকে লইয়াই জাঁহাব শাসন প্রিয়দ গুলি করিবেন। তথন ছভিক্ষের দায়িত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সমুত্র উপ্র চাপাইবার চেষ্টা আবার চলিলেও ছভিক্ষ যে আমাদের প্রাধানতাই দান সে-সভ্য ভাগতে চাপা পড়িবে না। কিন্তু আৰু একটা অণিক-তব ভয়াবর হুভিক্ষের মৃত্যুস্থান হুইতে ভারতবর্ষকে ঠেকাইয়া বাখিকা জন্ত কেই আছে কি ?

#### ভারতময় অন্নাভাব

ভারতে আসন্ত ভ্যাবহু গুড়িক্ষের আশ্রহায়, আমাদের শাসকর্গ উদ্বিয় না হইলেও সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ পিটার স্কেকাব ভারতবহু আবার হুডিক্ষের সম্মুখীন হওয়ার কথা ঘোষণা করায় সমগ্র বিশ্ববাসীর চুটি ভারতের শোচনীয় থাজ-পরিস্থিতির প্রতি আরুষ্ট হুডয়ের প্রযোগ পাইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর থাজ সরবরাহের অবহাই শোনীর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত অদ্ব ভবিষ্যতে বে গুড়িক্ষের সম্মুখীন হুইতে চলিয়াছে তাহা বাজালার গুড়িক্ষর মন্ত কোন প্রান্থিত্ব আবদ্ধ থাকিবে না, সমগ্র ভারতে ব্যাপক ভাবে গুড়িক্ষ দেশ দিবে, মিঃ ক্ষেজাবের এই আশঙ্কা মোটেই অমূলক নহে। কিন্তু শ্রন্থার হুংখ এবং আশ্রহার বিষয় এই যে, ভারতের এই আসন্ত ভিক্ষের কথা ভারত গভর্গমেন্টের ঝাই হে, ভারতের এই আসন্ত ভিক্ষের কথা ভারত গভর্গমেন্টের ঝাই কিন্তুর প্রতিনিধির মুখ হুইতে বাহির হয় নাই, অথবা আমাদের দেশ শাসক বুটেনের প্রতিনিধিও এই আশহ্রার কথা সন্থিতিক শান্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের কাছে পেশ করা প্রযোজন

রনিরা মনে করেন নাই। অধিকত্ত, ওরাশিটেনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র নয়াদিলীস্থিত সংবাদদাতা প্রেবিত লারতে ছর্ভিক্ষ আশক্ষার কথা ভারত হইতে ওয়াশিংটনে প্রেরিড সরকারী রিপোর্টে সমর্থিত হয় নাই। ছর্ভিক-তদস্ত ক্মিশনের বিপোটে দেশের লোকদিগকে থাওয়াইবার জন্ম গভর্ণমেন্টের যে দায়িত্বের কথা বলা হটয়াছে, আমাদের শাসকবর্গ কি ভাবে এট দায়িত প্রতিপালন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা তাহার আরু কি উল্লেখযোগা দুষ্টাস্ত পাওয়া সম্ভব ? তেরশ' পঞ্চাশের হুভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ছইতে আমাদের শাসকবর্গ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যাকলাপ দেখিয়া তাহা বঝা ধায় কি ? সমগ্ৰ ভাৰতব্যাপী তুলিক হওয়ার আশক্ষায় বাংলার কথাই সর্ব্রথম আমাদের মনে পড়িলে মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় ইইবে না। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য ডক্টর প্রীযুক্ত প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ সে দিন বাঙ্গালায় গুভিক হওয়াব আশঙ্কা প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এ সি হাইলি ভানাইয়াছেন, বর্তুমানে বাঙ্গালায় ছভিফের কোন আশস্কা দেখা ষাইতেছে না। ডিবেক্টার অব ষ্টোরেজ ব্রিগেডিয়ার এইচ তিমলার ৰলিয়াছেন, বাঙ্গালার ছর্ভিক্ষের আশস্থা বহু দরে । এই সকল উক্তি যে ডটুর প্রফল্লচন্দ্র যোষের মন্তব্যের প্রতিশাদ ভাচা আমর। বঝি। কিছ কি কারণে তাঁহারা এইরপ আত্মদন্ত মনোভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁচাদের বিবৃতি হটতে তাহা কিছুট বুঝা গেল না। আসর চর্ভিক্ষ বোম্বাই মাজ্রাজ এবং দাক্ষিণাতোর সমতল ভূমিতে হুইবে বলিয়া আশ্বা প্রকাশ করাতেই কি জাঁহারা এত আত্মপ্রদাদ জন্মভব করিতেছেন ? কিন্তু জাঁহারা কি ভলিয়া গিয়াছেন যে, ১১৪৩ সালেও দক্ষিণভারতেই তুর্ভিক্ষ হুইবে বলিয়া প্রথমে আশঙ্কা করা হইয়াছিল; কিন্তু ছার্ভিক্ষ হইয়াছিল বাঙ্গালায়।

ভারতের কোন স্থান-বিশেষেও যদি এবাব ছর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ৰাঙ্গালায় পুনবায় ছভিক্ষের মধ্যে ভাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার আশ্রা নোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। বাঙ্গালায় আমনের ফচল এবাব ভাল হয় নাই। সরকারী গুলামে প্রবেশ করিলেট আটা, ষয়দা, চাউল পচিয়া নষ্ট হয়, ইহা পুনঃ পুনঃই আমরা দেখিতেছি। গত ডিদেধ্র মাদে লাহোরে যে নিথিল ভারত অর্থ নৈতিক সম্মেলন হইয়াছিল, ভাহাতে অধ্যাপক এীযুক্ত এইচ সি ঘোষ ভাঁহার '১১৪৬ দালে বাঙ্গালার থাজ-সমস্তা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রামাণা তথ্যাদি ছারা দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৫০ মণ চাউল কম পড়িবে। **অর্থাৎ বাঙ্গালা**য় এই বৎসর ১০ সক্ষ ৬০ হাজার <sup>টন</sup> থাত কম পড়িবার **আশহা। ইহার অর্থ,** প্রায় হুই মাসের চাউল আমাদের কম পভিবে। কিন্তু বাহির হইতে বাঙ্গালা দেশ এই পরিমাণ চাউল পাইবার আশা ঝরিতে পারে কি ? মাদ্রাজের **অবস্থা যে থুব সকটজনক তাহা মি: ভেকটস্মকা বে**ড্ডি গত <del>ও</del>ক্রবার কেন্দ্ৰীধ পৰিধদে উ**লেখ কৰিয়াছেন। মাজাঙ্গ একটি** ঘাট্তি প্ৰদেশ। বাহির হইতে আমদানী চাউলের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় অনে÷থানি। মালাজের ভাজোর, গোদাবরী এবং কৃষ্ণ জেলাতে ভাল ফ্দল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই কন্নেকটি জেলাতেই জনাবুটি অধনা ঘূৰ্ণীৰাত্যার ফসল নট হইয়াছে এবং আন্ত স্থান হইতে থাওলত না আনিলে এই জেলাক্তরের অভাব মিটিবে না জলাকা

জেলাওলি ঘাটতি অঞ্ল। মি: রেড্ডি বলিরাছেন. এই বাই। জেলাঙলিকে ভল করিয়া উদব্যত্ত অঞ্চল বলিয়া ধরা হইয়াছে : 📻 তৰ্ভিক্ষেৰ ভল হইবে কি? লীগদলীয় সদত্য মি: আহম জাব কেন্দ্রীয় পরিবদে বলিয়াছেন, বোদাই প্রদেশে বিশেষ করি কর্ণাটকে থাতা-সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ কবিয়াছে। উক্ত কানাডার অধিবাসীরা চাউল ক্রয় করিবার জক্ত তাহাদের গরু বাছু: বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। ধারওয়ার জেলার জোয়ারের দায শতকরা সাড়ে বার ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। বে-সরকারী হিসাব মাড় বোমাইয়ে ৪ লক টন থাজনত নই হইয়া ছ। মালাজের ৬ লভ টন থাত কম পড়িবে এইরূপ আশকার কারণ আছে। ভারা ইইচে দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় ১০ লক ৫০ হাজার টন, বোখাইরে ৪ लक हैन अर माजारक ७ लक हैन, साहि २० लक ४० शकां हैन থান্ত ১১৪৬ সনে কম পড়িবার আশকা। কি ভাবে এই বাইভি পুরণ করা হইবে, তাহা ভারত গভর্ণমেন্টের খান্ত বিভাগের সেক্টোরী মি: বি আর সেনের বক্ততার বেমন আমরা পাই নাই, তেম্বি ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী সার ফিরোভ খারেরেট যে বক্ততা দিয়াছেন, তাহাতেও তাহার কোন আভাব পাইলাম না।

## খাতসমস্ভার সমাধান কি ?

ভারতের খাল্ত-পরিস্থিতি যে সঙ্কটজনক, এ কথা ভারত গভর্ণমেট সম্মিলিত থাতা-বোর্ডকে ব্যাইতে সমর্থ হন নাই, 'নিউ ইক্ টাইমসে'র নহাদিলীস্থিত সংবাদদাতা এই মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছিলেন 1 কিন্তু ওয়াশিটেনে অবস্থিত বুটিশ থাত-মিশনের কর্মচারিবৃন্ধ না 🗣 এ কথা স্বীকার করেন না। কিছ সমস্যাটা ওধু স্বীকার অস্বীকারের প্রশ্নর। ভারতে অস্ততঃ পক্ষে ২০ লক ৫০ হাজার টন খাঞ্চলত প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল পাওয়া **যাইবে** বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহার পরিমাণ উহার প্রায় অর্থেক। কিন্তু সন্মিলিত খাড়-বোর্ড উহাও মঞ্জব করিবেন না, এই আশস্কা 🐯 সভাই মিথা। গ বদি মিথাটি হটবে, তাহা হইলে সার রবার্ট আচিংসের ওরাশিটেন বাওয়ার কারণ কি ? ভারতের খাত্ত-পরি**ছিতি** অতান্ত ওঞ্চর জানিয়াও কি সমিলিত খাল-বোর্ড ভারতবর্ষক প্রাহ্মনীয় চাউল ও গম মন্ত্র করিতে অনিচ্চুক ? তাই বদি হয়; তবে নিরন্ন ভারতবাসীর খাদ্য-সম্মা সমাধানের আর কি উপার্থ আছে ? গত চারি বৎসর ধরিয়া 'অধিক থাদা উৎপাদনে'র' आत्मामानव नाम मवकाव ७५ वर्ष हे ताम कविमाह्म । छेहां ভারা ভনকতক সরকারী কম্মচারীর অন্ধ-সমস্তার সমাধান হইলেও এক চটাক খাদাশশুও বেশী উৎপন্ন হয় নাই। সার ফিরোক থাবেগেট অধিক খাদা উৎপাদনের জন্তু যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন, তাহার ফল পাইতে এখনও বছ দেরী। কিছ হারে ছর্ভিক্ষের করাঘাত এখনই শোনা যাইতেছে। 'মরণ হলো এখন তখন, ওঝা হলো ছয় মাসের পথ', এই প্রবাদবাক্যের কথাই তথু সার ফিরোজের বক্তৃত। আমাদিগকে শ্বরণ করাইয়া দিতেছে। আমাদের সর্ব্বপ্রধান অব্যবহিত প্রয়োজন সম্মিলিত খাদ্য-বোর্চ্চ যাহাতে ভারতের জন্ম অন্ততঃ ২০ লক টন খাদ্যশস্থ মঞ্জুর করেন. ভাহার **জন্ত** আপ্রাণ চেষ্টা করা। সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সা**ধারণ** অধিবেশনে নিউক্তিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ ফ্রেক্তারের গোবণার ভারতে বৃদ্ধি সন্মিলিত বাদ্য-বৈর্ট দ্রাহুছের প্রারোজন সহছে সচেতন এক্
ভারত গভর্গনৈটের দিক্ হইছেও বিদি আপ্রাণ চেটা করা হর, তাহা
হইলে হরত তারতের পক্ষে প্রয়োজনীর বাদ্যশাল্প পাওরা সভব
হইছে পারে। বাদ্যশাল্প পাওরা গেলেও আনিবার কাহাজ পাওরার
সমালাও বে কম হইবে না. তাহা গত তুর্ভিক্ষের সমর আমরা
ক্রেমিরাছি। আমানের দিতীর প্রয়োজন ক্রায়সকত বন্টন-ব্যবস্থা
প্রবর্জন। কিন্তু যে সরিবা বারা ভূত ছাড়াইতে হইবে সেই সরিবার
ক্রেমের বিদি ভূত বাকে, তাহা হইলে বেশন ব্যবস্থা চালু হইলেও,
হর্মানুহের অবাদ্য বাদ্য বাইরা বাঁচিয়া বাকিতে হইবে না হর
ক্রেমেনেই দিন কাটিবে। কি হইবে তাহা আমরা জন্মনা
ক্রিতে অসমর্থ। কিন্তু সরকারী আত্মপ্রসাদ ও উদাসীক্রের সন্মুথে
আসর ভরাবহ ত্র্ভিক্ষের পরিণামের কথা চিন্তা করিতেও শরীর
ক্রিরা উঠে।

## চট্টগ্রাম

বাধালার চট্টগ্রাম বাঙ্গালার গোরব। কিছু সেকখা বোধ হয় আহরা অনেকেই আৰু ভূলিরা গিয়ছি। গান্ধীপী বলিয়াছেন যে চট্টগ্রামের কথা তিনি মনে বাখিবেন। চট্টগ্রামের কথা তথু গান্ধীপী কেন, ভার তবাসী, এমন কি বিশ্বাসীও মনে বাখিবে। মনে রাখিবার হতো কাল করিরাছে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বীরহ, চট্টগ্রামের ভাগ ও সাহিত্তা, চট্টগ্রামের অতুলনীর দেশপ্রেম ভূলিবার নহে। চট্টগ্রামকে ভূলিল নিজেকে ভোলা ইইবে, নিজের দেশবাসীর ইতিহাস, দেশের ইতিহাস ভূলিরা বাওরা হইবে। বাঙ্গালার গোরব চট্টগ্রামকে ভাই আহরা ভূলিতে পারি না।

১৯২১ সালে বখন অসহবোগ আন্দোলন আইভ হয়, তখন ৰালালার সমস্ত কেলার মধ্যে চটগ্রামই প্রথম সেই আন্দোলনের আহবানে সাড়া দের। চটগ্রামেই প্রথম স্থলে ও কলেজে ধর্মঘট হয়। বুর্মা অয়েল কোম্পানী ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে প্রমিকদের ধর্মট 🖎 এসম্পর্কে পরলোকগত যতীন্ত্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ক্রিবামবাসীর আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ক্ষার অধ্যায় হইয়া থাকিবে। ১১৩০ সালের আইন অমার আবোলনে চটগ্রাম বে ভূমিকা গ্রহণ করে তাহাও আরু বিশেষ উদ্রেখযোগ্য। সেই সময় চট্টগ্রামের অন্তাগার লুঠন তথু বাঙ্গালায় নহে সমগ্র ভারতে, এমন কি বিলাতে প্রাস্ত বিরাট চাঞ্ল্যের স্ট্রী কবিরাছিল। চটপ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযক্ত বুরুষাপ্রসাদ নন্দী বলিয়াছেন যে, ভবিষাতের ইতিহাস-লেথকগণ চটুগ্রাম **অঁভাগার লুঠনের** কাহিনীকে নেতাকী সুভাষ্চল্লের আভাদ হিন্দ, **কৌৰ গঠনের অগ্রদৃত বলিয়া গণ্য করিবে। আক্রাদ হিন্দ ফৌক্রের** দীহারা মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সর্বপ্রেধান কর্ত্তব্য তাঁহাদের महरवाचा ७ ठीशाम्ब १५-धमर्णक ठाँशास्त्र वहे विश्ववी वीव শৌভাদের মুক্ত করা নয় কি ? আজ বদি সর্বাবে এই বীর ৰৌশাদের মুক্ত কৰিবাৰ শপথ ভাঁহারা গ্রহণ করিতেন ভাহা क्ट्रेंग दक्किय, बीब हैरेबा छाँहावा बीरवद मर्वाामा वाशिएकका। बाना कवि, छाँहावा धरे वर्गामा वाकामात बानिया निकारी क्षां कवित्वन ।

মুদ্ধের সময় চটপ্রাম বে কি নিগারুণ হুংথকট ও নির্যাতন কবিয়াছে ভাহা বৰ্ণনা করা বায় না। পাত নাই, বল্প নাই, ছ নাই, নিরাপতা নাই, চটগ্রামের চারিদিকে কেবল মৃত্যুর আতম্ভ আকাশে জাপানী বোমার বিভীবিকা। প্রতিটি মুহুর্ছে ম মুখোমুখি দাঁড়াইয়া চট্টগ্রামবাসী সর্বন্ধ পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়া চটগ্রামের দেই সংগ্রামের কাহিনী শুনিলে রোমাঞ্চ হয়: ১: সালের ৮ই মে পতেকার বিমান ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ হইতে ভা করিয়া ডিসেম্বর পর্যান্ত দি নগুলি আজ একবার যদি আমরা শ্ববণ : ভাহা হইলেই বুঝিতে পারিব কি নিশ্ম ছদ্দিন, কি নিষ্ঠুর আ চ⊈গ্রাম বুক পাতিয়া স্ করিয়াছে। সেই সময় বখন অনস্ত গণেশ ঘোষ এবং চট্টগ্রামের অক্তান্ত বীব দেশপ্রেমিকরা দেশবাসীর করিবার জন্ম, নিদারুণ ছন্দিনের সময় দেশবাসীর পাশে সাঁডাইবার মুক্তি চাহিয়াছিলেন সমগ্র বাজালাদেশ যথন তাঁহাদের মুক্তি : কবিয়াছিল তথনও সরকার **তাঁহাদে**র মৃত্তি দেন নাই। চট্টগ্রা উপর বিদেশী সরকারের প্রতিহিংসার ২ জা যেন চির্নিনট টা হইয়া বহিয়াছে।

১৬ই ভাছ্যাবী চটগ্রাম জেলা কংগ্রেদ কমিটির সম্পাদক শ্রীক্ নন্দী কসাই-পাড়া গ্রামের সাম্প্রতিক সামরিক উৎপীড়ন সম্প মহান্ধা গান্ধীর নিকট নিয়লিখিত বিবরণ পেশ করিয়াছেন:—

গত ৭ই জাফুরাবী সন্ধা পাঁচ ঘটিকার সময় স্থানীয় বাং
মিঞার পত্নী সক্ষজুরাল নিকটস্থ জলাশয়ে জল আনিতে যায়। বে
সময় গঞ্জাম পাইওনিয়ার কোনের ৪ জন লোক ভাষাকে আকু
করে। তাছার চীৎকারে আরুপ্ত হইয়া বহু লোক সমবেত হয় এ
আক্রমণকারীদের ভাডাইয়া দেয়।

আধ ঘণ্টা বাদে আক্রমণকারীরা ৫০।৬০ জন লোক লট আবার আসিয়া হানা দেয়। এই সময় প্রামবাসীদের সহি তাহাদের সংক্রমণ হয় এবং তাহার ফলে হাজি থাঁ ওক্তর ভাবে আহ হন। কিন্তু এবারও তাহারা পরাজিত হইয়া ফিনিতা যায় তৃতীয় বার তাহারা পাঁচ শত লোক লইয়া হানা দেয়। তাহাজে লাঠি, পেট্টল এবং টর্চচ লাইট ছিল এবং তাহারা পেট্টল ঢালি আগুন আলাইয়া দেয়; পুক্রদের গুক্ততর ভাবে আঞ্মণ কলে নারীদের শ্লীলতাহানি করে এবং দরিক্র নিরস্ত্র নিরীহ গ্রামবাসীদে

- (১) ৪থানি মৃত্তিকা-নিম্মিত গৃহ ছাড়া অক্স সকল গৃহ পুঞ্ছি ছাই হইয়া গিয়াছে। এই গৃহঙলৈর মধ্যে ৬২টি পরিবার বাস ক্বিত
- (২) সমস্ত অঞ্চল জুড়িয়া কেবল গৃহ-পালিত প্র-পানী মৃতদেহ দেখা বায়। প্রামবাসীরা অধিকাংশই কসাই, কাজেই ভাহাদের গৃহে অসংখ্য গৃহপালিত জীবলম্ভ ছিল। এখন প্রাহ সকলই খোয়া গিয়াছে।
- (৩) আমরা বহু ধাক্ত ও বিচালীর গোলা অলম্ভ <sup>অবস্থা</sup> দেখিতে পাই।
- (৪) পরিধেয় বস্তাদি, ভৈজসপত্র, নগদ টাকাকড়ি <sup>কারেকী</sup> নোট প্রভৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।
  - (৫) হেয়াত আলি নামক এক ব্যক্তি পুড়িয়া মারা গিয়াছে |
- ( ) হামিদা থাতুন এবং ৰাজু বিবি ভয়ানক আঘাত পা<sup>ইরা</sup> হাসপাতালে আছেন।

- ( १ ) ডাল মিঞার স্ত্রী মাথার আঘাত পাইরা হানপাতালে ভর্তি হয়। পরে ছাড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে।
- (৮) প্ৰায় দশ জন নারী সামা**ত** জাঘাত পায়।
- (১) হামিদা খাতুনের উপর পাশবিক জাতাাচার কবা হইয়াছে।
- (১০) ইন্ত্রিস মিঞা ও সালে আঙ্মদকে নির্দয় প্রহার করা হয়। ইহা ব্যতীত আরও বছ লোক সামাঞ্চ আঘাত পায়।

সামরিক গুণ্ডামীর ইংাই প্রথম নিদর্শন নয়।
১১শে ডিসেম্বর এক দল সশস্ত্র গুর্থা একটি চায়ের
দোকানে হানা দিয়া লোকজনকেএমন মারপিট করে
যে, তাহাদের হাসপাভালে পাঠাইতে হইয়াছিল।
ছন্তেম্বনী বাড়ীতেও অফুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ১১৪৩
গুষ্টাব্দে সামরিক লোকেরা হিঙ্গুলিছিত আপ্রম আক্রমণ
করে। চলতি গাড়ীতে প্রায়ই সামরিক গুণ্ডামী
চলিতেছে।

আজও চটগ্রামের উপর নিদারুণ নির্ব্যান্তনের বড় বহিয়। যাইতেছে। কসাইপাড়া গ্রামে সৈক্তদের পাশবিক অভ্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশিত হুইয়াছে ভাহা সভ্যভার ইভিহাসে ইভিপুর্বের আর কখনও ভুনা যায় নাই! কিন্তু চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের সংগ্রামের নিজস্ব কৌশল ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠ আছে। হুংখে-ক্ষেই, বিপদে-আপদে, ছদ্দিনে, হুদ্দনের, মন্ত্রাম্বাদ, মন্ত্রাম্বাদ

নির্যাতনে ও ফাসিষ্ট আক্রমণে চটগ্রাম বে ভাবে বরাবর তাহার বীর সন্তানদের মতো এক হইয়া বুক ফুলাইয়া জীবন পণ করিয়া প্রতিরোধের সকলে লইয়া সোজা হইয়া পাঁড়াইয়াছে, এবারেও কসাইপাড়ার কসাইদের প্রতি বর্করভার বিক্লছে চটগ্রাম সেই দল ও মতনির্বিশেবে এক হইয়া সংগ্রাম করিভেছে। স্বাধীনভা-সংগ্রামে চটগ্রাম যেন অতীতে অনেক বার সমগ্র দেশকে পথ দেখাইয়াছে, এবারেও চটগ্রাম সেই সংগ্রামের পথ দেখাইবে, ইহাই আমরা বীর চটগ্রামবাসীদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করি। চটগ্রামের জয় সমগ্র দেশকে গৌরবাবিত করিবে। চটগ্রামের জয় প্রত্যেক দেশবাসীকে অমুপ্রাণিত করিবে। চটগ্রামের কথা আমরাও ভূলিব না কোন দিন।

# অরুণা আসফ আলী

১৯৪২ খুঠান্দের আগঠ মাসে যথন ছোট-বড় সকল কংগ্রেস নেতাকে ব্যাপক ভাবে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়া হয় এবং গবর্গমেন্ট ভয়াব্দিং কমিটির সদক্ষদিগকে গ্রেপ্তার করেন, সেই সময় কয়েক জন কুন্ত নেতা আত্মগোপন করেন। তাঁহারা খ্যাতনামা জননায়ক না হইলেও আত্মগোপনের পর আমলাভন্তীদের চক্ষে বিপজ্জনক ব্লিয়া পরিপণিত হন। তাঁহারা ভৎকালীন অবস্থায় বাহা ভাষা বলিয়া বিবেচনা করেন ভদমুবারী গোপনে আন্দোলন



চালাইতে লাগিলেন। উহাতে মহিলাগণও বোগ দিরাছিলেন।
গবর্গমেণ্ট তাঁহাদের মধ্যে উবা মেহতা ও এলিস এলভারেসকে
গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিনি আমাদের নিকট
অধিকতর পরিচিত, সেই অরুণা আসফ আলীকে তাঁহারা রেপ্তার
করিতে পারেন নাই। তিনি স্থান হইতে স্থানাস্তরে গমনাগমন করেন,
কিন্তু গোয়েন্দা বাহিনী তাঁহার সে স্থান লাভে বার্থ হয়। আত্মসমর্প্থ
করিতে নির্দেশ দিয়া তাঁহার গৃহের দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া
হয়। আত্মসমর্পদের মেয়াদ অভিবাহিত হইল, কিন্তু অরুণা
আসফ আলীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁহার গৃহ ও যোটর
বাজেরাপ্ত হইল এবং তাঁহার নামে ওটি অভিবোগ দাখিল করা
হইল। কারাক্রন্ধ পাণ্ডাদের উপর অন্তাচার করিয়া তাঁহার
সম্পর্কে সংবাদ আনিবারও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু গ্রথমেন্টের
মনোবাঞ্গা পূর্ণ হইল না।

জামুয়ারী মাসের শেবে দিলীর কমিশনার অকসাৎ অফণা আসক আলীর গ্রেগুরী পরোয়ানা বাতিল করিয়া এক নির্দেশ দিলেন। আপত্তিকর পুস্তক ও কাগজপত্র প্রচার এবং নির্দারিত সমরেছ। মধ্যে কর্ত্বপক্ষের নিকট আস্থাসমর্পণ না করার অভিযোগেই ভাহাকে অভিযুক্ত করা ইইরাছিল।

অন্ধ্ৰণা আসক আলী কলিকাভায় আছেন এবং বাবীনভা দিকৰ উপলক্ষে নিল্লী আসিভেছেন বলিয়া সংবাদ মটিয়া গেল। পাড ৩০শে আছুবারী তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমেই তিনি জাঁহাকে নির্বেষ বির্বাহা বাড়াবাড়ি করিতে নিবেধ করিলেন। বলিলেন বে, তিনি বাছা বলিরাছেন তাহা বিশ্বরকর কিছু নহে এবং তাঁহার উপর হরৈছে প্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহ্বত হওয়ায় তিনি স্থাও নহেন। হবন না, ভারসমাতার স্বাধীনতাকামী বহু পুরুষ ও নারী এখনও কারাজ্বালে নির্বাতিত হইছেছেন। আত্মপ্রকাশের পর কলিকাতার আবাহ্ব বজ্বতায় তিনি বিলাতী প্রব্য বজ্বন ও বড়লাটের সহিত আলাস্য-জালোচনা বন্ধ করার কথা যোষণা করেন।

্ ভিনি গান্ধীঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন কিছ সক্ষয়ে ব্যক্ত থাকায় সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় নাই। তিনি স্বামী ক্ষাসক আলীর নিকট তার করেন।

বাহা হউক, দীর্ঘ ৪২ মাস গোপন ও বিপক্ষনক জীবন বাপনের পর তিনি দিল্লী ফিরিয়াছেন। স্বামীর গুরুতর পীড়ার সময় জাঁহাকে দূরে থাকিতে হইয়াছিল। কেন না, গোরেন্দা বিভাগের লোকজন সদা-সর্বাদাই তাঁহার পিছনে লাগিয়াছিল। আসফ আলী আজ স্বস্থ হইয়াছেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সমর্থন কমিটি ও কেন্দ্রীয় পরিবদের বিশিষ্ট সদক্ষরপে জনগণের শ্রদ্ধাভাতন হইয়াছেন। বে অরুণা আসফ আলী ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যান্ত আমলাতন্ত্রের শিক্ষত্বে অবিরাম আন্দোলন চালাইতে সম্বল্পবন্ধ, সেই অরুণা আসফ আলীকেই এখন তথ্রবার দ্বারা স্বস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে

### বিশ্বাসে নৈব কর্ন্তব্যঃ

্রিকাতের পার্লামেন্ট লারভবর্ষর প্রতি সহামুভৃতি ও প্রীতি

কাশন করিবার জন্ত বে সমস্ত সদক্তকে এদেশে পাঠাইরাছেন, মেন্দর

ক্রিতরো ওয়াট তাঁহাদের অক্তম। সম্প্রতি তিনি বোপাই সহরে

ক্রেটি সভার বলিরাছেন—"ক্রিণ স সাহেব যে সমস্ত প্রস্তাধ সইয়া

ক্রেকেশ আসিরাছিলেন সেওলির এখন আর কোন মূল্য নাই।

ক্রেকের সমর ভারতবর্ষ যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে

ক্রেরিবজ্ঞিত ইইরাছে। ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্য্যায়ভূক্ত করিবার

ক্রেরা বলিরাও এখন কোন লাভ নাই। ডোমিনিয়নগুলিতে প্রধানতঃ

ক্রেকিশ জাতির বংশধরেরা বাস করেন। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন

ক্রেন্টের বাস। কাজেই ভারতবর্ষ কখনও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নে
প্রবিশ্বত ইইতে পারে না।

া সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মেজর উভরো ওরাট বলিরাছেন যে, যুদ্ধের পর বিলাতের লোকের চিন্তার ধারা না কি একেবারেই বদলাইয়া লিরাছে। এক জাতি বে অপর জাতির উপর প্রভূত্ব করিবে, ইয়া বিলাতের লোকের অনভিপ্রেত। ভারতবর্বের অনেকে মনে ক্রনেল হে, বিলাতী নেতৃরুন্দের মুখে ভারতবর্বের স্বাধীনতালাভ সম্বদ্ধে মাঝে বে সমস্ত কথা ভনিতে পাওয়া বায়, সেগুলি বিভদ্ধ ভাওতা মাঞ্জ। ওয়াট সাহেব বলেন, এরুপ ধারণা সম্পূর্ণ আস্ত। জিলাতের লোকেরা না কি এখন বুবিতে পারিয়াছেন যে, এক জাতি অপর জাতির উপর প্রভূত্ব করিলে তথু বে পরাধীন জাতির ক্ষতি ক্রা ভাহা লছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞা জাতিরও অধঃপতন ঘটে। ক্রান্তা রাইনের প্রথম আর ভারতের উপর প্রভূত্ব কবিবার ইছা।

নাই। এই ছুইটি দেশ কেমন করিয়া খাণীন ভাবে সমান মর্গা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরস্পারের সহিত সভাব খাপন করিতে প্রতাহা আবিদ্ধার করিবার জন্তই বুটিশ পার্লামেন্টের ক্লেন্ডগণ এ ভাতাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে বদি একটা নু "ইংগো-বুটিশ ইউনিয়ন"-এর স্পৃষ্টি হয় তাহা হইলেই তাঁহ আপনাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করিবেন।

এই ইণ্ডো-বৃটিশ ইউনিয়নটা যে কি क्षितिय, তাহা ও সাহেবের কথা হইতে ঠিক বৃবিতে পারা যায় না। ভারতবর্ধ বৃটিশ কবল হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীন হয়, তাহা হইলে তাহার শক্র ও কে তাহার মিত্র তাহা ভারতবর্ধ নিং জ্ঞান-বৃদ্ধি অনুসারেই বিচার করিবে; এবং সেই বিচার-বৃদ্ধির ট্রনির্ভর করিয়াই ভারতবর্ধ অক্সান্ত জ্ঞাতির সহিত আপনার সৃষ্ণির করিবে।

এই ইত্তো-বৃটিশ ইউনিয়নের স্বরূপ যাহাই হউক না দে বর্ত্তমান বুটিশ গভর্ণমেন্ট যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দি বিশেষ আগ্রহামিত, ভাহা মনে করিবার কারণ দেখিতে পান ষায় না। ভারতবর্ষে এখনও শান্তিরক্ষার নামে যাহা বি ঘটিতেছে, তাহা যে বটিশ গভর্ণমেন্টের অজ্ঞাত, তাহা তো হ হয় না। এই যে বড়লাট বাহাতুর সেদিন নিতাস্ত ভাল মালু মতো বলিলেন—"অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা ভূলিয়া যাং ও প্রশারকে ক্ষমা করাই বাজনীয়"—কিছ তাঁহার বা তাঁহার আ কম্মচারিবন্দের যে কোনরূপ মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাঁগা কাৰ্য্যকলাপ দেখিয়া তো তাহা মনে হয় না। বাজনৈতিক বন্দী এখনও এদেশের কারাগারগুলি পরিপূর্ণ। যুদ্ধের সময় লোচ স্বাধীনতা থর্ক করিয়া যে সমস্ত আইন-কামুন রচিত ইইয়াছি সেগুলি এখনও বর্তুমান। এই তো সেদিন দিল্লীর চীক কমিশন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শোভাবাত্রা বাহির করিতে নিষেধ করি দিলেন ! এগুলি কি বুটিশ শাসনকন্তাদের স্দিচ্ছার পরিচায়ক এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ওয়াট সাহেব যাহা বলেন তাহাতে সং ভঞ্জন হয় না। তিনি বলেন—"There were a numbe of things which were foolish, silly irrilatir and tiresome...but these were actions of loca officials and were certainly not directe against India's demand of independence" "স্থানীয় কর্মচারীদের এই সমস্ত কাজগুলি বির্জিকর ও নিক<sup>্তিত</sup> পরিচায়ক: কিন্তু এগুলি ভাগতের স্বাধীনতার দাবীর বিক্ষাট নহে। ওয়াট সাহেবের উত্তরে এদেশের লোক স**ভ**ষ্ট ইই পারিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সম্ভ<sup>ু ছোট ছে</sup> অভ্যাচারের কাহিনী তো বড়কর্তাদের নন্ধরে আসে। <sup>তাঁহার</sup> বা এগুলির প্রতিকার করেন না কেন ? বাঁহারা <sup>দেখে</sup> স্বাধীন তাকামী তাঁহাদিগকে কারাক্সম্ব করিয়া রাখিয়া মূথে স্বাধীনত বুলি আওড়াইলে লোকে সে সব কথায় বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া 🕏

ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের সদিচ্ছার ভিতর বে অনে রাজনৈতিক প্যাচ আছে—এরূপ ধারণ ইইবার আরও কারণ আছে বেলস্কোর্ড সাহেব এক জন ভারতহিতৈবী বলিয়া পরিচিত সেদিন ভিনি বোদাই-এ একদল সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছিলেন "The British Government were certainly prepared to quit India, but not before it was decided to whom power should be handed over."—বৃটিশ গভেশিষেণ্ট ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বাইতে প্রস্তুত্ত ; তবে কাহার হাতে শাসন-ভার তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির না হওয়া পর্যান্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়।" 'কায় হেন গুলিয়ি'কে কাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া ঘাইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া প্রীমতীর মরণ-পণ ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। ভারতের লাসন-ভার কাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া যার তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বৃটিশ গভর্শমেন্ট যদি পরিশেবে এদেশে থাকিয়া যাওয়াই শ্বির করেন, তাহা হইলেও আমরা বিশ্বিত হইব না।

মুসলিম লীগের সম্মতি না পাইলে তাঁহারা বে নৃতন শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন না, এ প্রতিশ্রুতি তো তাঁহারা জিলা সাহেবকে প্রেই দিলাছেন। এখন আবার বড়লাট বাহাত্বর রাজেন্দ্রমগুলীকে আখাস দিলাছেন যে, তাঁহাদের সহিত ইংলপ্রেশ্বরের যে সমস্ত সন্ধিপত্র আছে দেশুলি তাঁহাদের বিনা সম্মতিতে পরিবর্জিত হইবে না। ইংলপ্রের সহিত রাজেন্দ্রমগুলীব সম্ম যদি অপারিবন্তিত থাকে তাহা হইলে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। কাজেই ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা কাহার হাতে তুলিয়া স্পন্থো বার—বৃটিশ গভর্গমেন্ট ইচ্ছা করিলেই এই জ্বটিল প্রশ্নকে মারও অধিক জ্বটিল করিয়া তুলিতে পারেন। অথচ ভারতবর্ষ কে শাসন করিবে, সে প্রশ্ন লইরা তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অধিকার একমাত্র গদেশের লোকেবই আছে—অক্ত কাহারও নাই। বুটেন বে জাচার অধীন দেশগুলিকে অব্যাহতি দিতে চাহ্নে বৃটিশ মন্ত্রীদিগের কথাবার্তা তনিলে তাহা বিশ্বাস করা কটি চইয়া পড়ে। তার্কাট মরিগন সম্প্রতি আমেরিকার করেক স্নাংবাদিককে বলিয়াছিলেন—"We are great friends of the jolly old Empire and are going to stic! to it"—

শ্রীটান সাত্রাজাটিকে আমরা বড় ভালবাসি, ইহা আৰু কিছুতেই ছাড়িব না।" এগুলি চার্চিল সাতেবের কথারই প্রতিশব্ধি । এবং বুটিশ সামাজ্য রক্ষা করিতে টোরিগোষ্ঠী বেরুপ মূচসকর, শ্রমিক-দলও ঠিক ভাই। কাজেই বুটিশ শ্রমিক নেতাদের বুর্ব ইউতে স্বাধীনভার কথা শুনিয়া ভারতবাসী বদি আখন্ত না হয়, ভায়া ইইলে ভাগাদিগকে কি দোব দেওয়া যায় ?

### যুব-জাগরণে সর্বত্র বাখা

১।১০ই ধেবছাবী। কাছবোর উপবংগ্ন কুলা আওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র ছাত্র বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ থাকার করিতে কবিতে সহবের অভিনুথে অগ্রসর হয়। টিল-উন্ধীর ও বাটনধারী পুলিস বাধা দিলে তাঁহারা বহু লরী ও মোটর ক্ষাইয়া অগ্রসর হয়। পুলিস মোটর গাড়ীর টায়ারের উপর করিয়া অগ্রসর হয়। পুলিস মোটর গাড়ীর টায়ারের উপর করে, প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যান্ত ভাহারা কলেছে বাইবে না। ক্রন্ধ ছাত্রদল রাজা ফারুকের জন্মোৎসবের আলোক্ষাইবে না। ক্রন্ধ হরের। পুলিসের গাড়ীর নীচে এক জন আল

নিহত হইলে ভাহাৰ
মৃতদেহ লইয়া ছাক্র
শোভাষাত্রা ক বি ক্র
পুলিস বাধা দেয়। নৈত্র
মোভারেন করা হয়।
ছাত্ররা টহলদারী পুকি
দের গাড়ী আক্রমণ করে।
ভাইভারদের বলপূর্বক
অপসারিত করিয়া সাক্র
কাড়িয়া লর ও সেন্ডবিল
চুর্ণ করে। ভাহার
পাথর ছুড্লে পুরিসা
ব্যাটন চার্ক্র করে।

ঠিক এ সমর ভারতের বিভিন্ন ছানেও কলি কাতা, বোখাই, দিন্তী, লক্ষে), কলছর এক প্রোয় সকল বড় কড় সহরে মূব-বিক্ষোভ আছা-প্রকাশ করে। আছান হিন্দা বাহিনীর অভততা কয়া দেট ন আছান



जीवार किया विशेषात करियाकरक १० करितक रूप

ৰশিদেৰ দশু-আদেশ বিক্ষুৰ ও অগনোসুখ গণচিত্তে ইন্ধন বোগার : মসলেম লীগের সভাপতি মি: জিল্লা সরকারকে পূর্বে ইইডেই নোটিশ দিয়াছিলেন বে, অঘটন ঘটিবে এবং ঘটিয়াছেও। ক্ষাপ্রেসের সভাপতি অবশ্য এই গণ-বিক্ষোভকে সমর্থন করিভেছেন জা। নভেশ্বের গণ-বিক্ষোভের সময় প্রীযুক্ত শ্রৎচন্দ্র বন্ধ বেরপ ইন্ধিত কবিয়াছিলেন, এবাব মৌলানা আন্ধানত ভাগারই প্রতিধ্বনি ক্ষিয়া বলিয়াছেন, "পাইই বুঝা যাইতেন্তে বে, অসৎ প্রেকৃতির কয় জন মুরক্ষের উত্তেজিত করিভেছে এবং অবস্থার স্থবোগ লইয়া নিজেদের ক্রীয়া স্বার্থসিদ্ধি করিভেছে।"

ক্রীৰ্ড শ্বংচক্র কর এবং বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি জ্রীয়ত স্থাবজ্বক্রাথ ঘোষও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"সহরের ওপ্তা ও
কাপ্তজানহীন মহলগুলিরই স্থাবিধা হইয়াছে…সহরের উচ্ছ্ শুল
মহলগুলি যুবকদের উত্তেজিত করিবার জন্ত সহরের এই অবস্থার
স্থাবোগ লইয়াছে।" কংগ্রেস নেতারা বলিতেছেন—"জনসাধারণ যেন
ক্রেবল কংগ্রেসের নির্দেশেই চলেন. বাহারা আমাদিগকে বিপথে
ভালিত করে, তাহাদের ভাওতার না ভোলেন।"

### উত্তেজনাকারী কাহারা ?

এ সব উত্তেজনাকারী কাহারা । মসলেম স্নাগের করেক জন বিশিষ্ট কর্মী এই গণ-বিক্ষোভকে সমর্থন করিছেছেন। কংগ্রেসের ক্রুকুর্প্র জমিদার-নেতা লাল মিঞা— বিনি সম্প্রতি মসলেম লীগের ক্রেডা ও ক্যুনিষ্ট দলের সহিত সহাম্ভুতিসম্পন্ন, তিনি এক ক্রিকুতিতে বলিরাছেন— গত কল্য আমরা আমাদের সংগ্রামের প্রথম কিল কর লাভ করিয়াছি। কিছু সংগ্রাম কেবল আরম্ভ; আমাদের ক্রেক্রও সংগ্রাম চালাইরা হাইতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রুক্রও সংগ্রাম কর্মীদের সহিত ক্যুনিষ্টদিগকেও গ্রেপ্তার করা ক্রিক্রেছে। নানা স্থানে প্রমিক-ধর্মঘট ও শ্রমিক-উত্তেজনা হইতেছে, ক্রেইছা আরও ব্যাপক হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

### ভক্লির লালসবুজ প্রীতি

কলিকাভার গত নভেম্বর বিক্ষোভের সমর কংগ্রেসের বিরোধী ক্ষালেম নীগের নেতা মি: শহীদ স্থরাবদী ও থাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ণবার 🐞 খালোর কাটুনে দলের অহিংস নেতা শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কোন প্রকারে যুব-বিক্ষোভকে সমর্থন করেন নাই। এইবার কি জানি ক্ষেন করিভেছেন। মি: শহীদ প্ররাবদীর দল এক দিকে জাভীয়তা-ৰানী মুসলমান-প্ৰাৰ্থীদের উপৰ ও ভাঁহাদের শান্ত নিৰ্ব্বাচনী সভাৰ উপৰ ক্ষেণবোদ্ধা লাঠি চালাইভেছেন, অথচ এ দিকে গাদ্ধী-পদ্ধীদের বাংলার প্রক্রিনিধির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। এই হুই ব্যাপারের সামগ্রহের সন্ধান করিতে হইলে ভারতের দলগত রাজনীতির পত্ত সাক্ষাইতে হইবে। বাংলার কমুনিষ্টরাও বে এ বিক্লোভের স্থবোগ ক্রতেছে ইহা সুস্পাই। তাঁহারা ত পুর্বেই ঘোষণা করিয়াছেন বে, **কংগ্রে**সের মূলনীতির সহিত তাঁহাদের মূলনীতির কোন ভেদ নাই। ভাছারা এবং তাঁগদের মিত্রপক্ষগণ কাহারও যে স্মভাষচক্রের আলাদী দলের প্রতি সহামুভূতি আছে এরপ কোন স্পষ্ট যোবণা आक भूगुष्ट इव नारे। क्व बिन भूट्स चाकाबी वाहिनीव শেষৰ জেনাৰল শা নওৱাজের উপৰ মসলেম লীগদলের বে আক্রমণ হুইয়াছিল, ভাহা এই ফৌলের প্রতি লছে। মসলেম দীগের মুখপত্র 'আজান' এ বাহিনীকে কোন

দিন সমর্থন করেন নাই। ভারতের কমুনিই পাটিও নাই। গাদ্ধীপদ্ধী রাজেক্সপ্রসাদ বা সভীশ দাশওপ্তও করেন কিছু আৰু সহসা এই প্রেম গজাইবার নৃতন কি কারণ ও আবিকার করিলেন ? জিল্লা না কি বাংলায় আসিতেছেন। ত প্রেম কি ভাবে পাকে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

### উত্তেজনার কাঁদে পড়িও না

কংগ্রেসের সভাপতি ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবুদ্দের হ উত্তেজক মহলকে সমর্থন করিতেছে সরকারী উত্তেজনাকারী পুচি সৈনিকরা। জনসাধারণ নিরস্তা। ভাহাদের উপর বেপরোয গুলী চলিয়াছে তাহার পর্যাপ্ত কারণ দেখা যায় না। বিক্ষোভ সর্বব্র হয়, কিন্তু সে বিক্ষোভের প্রতিকার ও বিক্ষোভ নয়—সহাত্রভতিপর্ণ শাস্ত স্থব্যবহার। এই বিচ নির্কিচারে যে হত্যা চলিয়াছে, সে হত্যায় হতাহতদের নাম প্রকা ভ্রষ্টাছে। এ সকল হভাহত ব্যক্তির সহিত গ্রন্থীতিক ( দলের কোন সংস্রব ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ কি আহি করিতে পারিয়াছে ? গুলীর আঘাতে যাহারা হতাহত তা সকলেই নিবীহ পথচাবী। যাহারা অনাচার করিয়াছে. তা হয়ত বন্দুকের পাল্লার কাছে-ভিতেও থাকে নাই। নি পুলিস ও নিক্রীষ্য মিলিটারীর পুত্রধরদের থিক্রম নরম পথচারীর ট্ যদি না হয়, ভবে বিলাভী সংবাদ-পরিবেশকগণ কি ভাবে ভার কদর্য্য অবস্থার কথা লইয়া ডামাডোল করিতে পারিবে? আম. মনে হর, এশিয়ার সর্বত্ত যে জন-জাগরণ দেখা যাইতেছে, ভা তাহার শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন নেতান্ত্রী স্থভাষচন্দ্র, তাঁচার আ হিন্দু বাহিনী, আর তাঁহাদের অভিনব ধ্বনি—জয় হিন্দু। ভারত সকল দল, তথা বুটিশ সরকার আত্মবিলোপ ভইতে আত্মরক্ষা করি জ্জু চাহে জনসাধারণের উপর এই চরমপত্নী বীর-বাহিনীর বৈশিষ্টা প্রভাব স্থিমিত করিয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং এ ভাহার। unholy alliance ক্রিভেও প্রস্তুত। ভারতের জাও জনগণ, বিশেষতঃ পরিভদ্ব-চিত্ত শক্তিশালী যুবসম্প্রদায় যেন এসং भामनीमानव काएम शा मिया नवमःशास्त्रव देवनिष्ठा नष्टे ना करतन !

### ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো

সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার ৫ বংসরের চুন্তিতে ৪ জ (বেসামরিক) একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার-এর জক্ত ইংলণ্ডে বিজ্ঞাপ দিয়াছেন। এই সকল গুণাবলীর প্রয়োজন বলিয়া উদ্বেশ ক হইরাছে—(১) সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংএর গ্রাজ্যেট ; (২) পোট গ্রাভ্যেই ১ বংসরের শিক্ষা, (৩) কোন দায়িছেশীল পদের ৫ বংসরে অভিজ্ঞাতা। বরুস ৩২ বংসরের কম হউলে চলিবে না। বেতন ১ শ টাকা; মাসে ৫ • টাকা হইতে ১ হাজার টাকা পথ্যস্ত ছিবর্ধান্তর্কাম বেতন বৃদ্ধি। মাসিক ৩৮ টাকা ওভারসী বেতন। এশিয়াবালনহে একণ লোকদের রাহা-প্রচ। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড।

১৩ জন প্রার্থী সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। তথ্য ১ জন বৃটিশ ও ৪ জন ভারতীয়। বৃটিশ-প্রার্থীরা অনিকার্থী সৈক্ষালের ছাটাই। এক জন ভারতীরকেও গ্রহণ করা হয় নাই মনোনয়ন-বোর্ড ভারতীরদের সম্বন্ধে অভ্যন্ত স্হার্ভ্ডিগ্রন। ব

প্লঞ্জের কুট্টেই লোকদের দেওয়ার ইছাই সকলের প্রবল

উক্ত বোর্ডের এক জন সদস্য হইতেছেন বালালা সরকারের ভৃতপূর্ব চীক এজিনীয়ার মি: ছারিসন। তিনিট বিশেব ভাবে বিরোধী ও মার্যমুখী!

উক্ত বোর্ড তাড়াভাড়িই উক্ত পদে লোক নিয়োগ করিছে চাহেন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যে, বালালার নির্বাচনের প্রে নৃতন মঞ্জিগতা গঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহারা উক্ত পদ পূর্ব করিতে বাঞা।

বৃটিশ দৈনিক বিভাগের বেকার লোকদের এদেশে চুকাইয়া উক্ত সমস্তার সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছে। নিজ দেশের বেকারের বোঝা কমাইবার ভক্ত ভারত সরকারের সহিত একযোগে বৃটিশ সরকার যে মুদ্ধ-ছাঁটাই ইংরেজদের এদেশের ঘাড়ে চাপাইবার ইছা করিয়াছেন তাহার স্পষ্ট আভাষ পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে।

ঐ সকল পদের উপযুক্ত কোন ভারতীয় নাই বলিরাই কি ঐকপ করা হই য়াছে ? উপযুক্ত লোক পাওয়ার ভক্ত বাঙ্গালার সীমার মধ্যে কি কোন চেষ্টা করা হইয়াছে ? ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি সাদা অফিসার আমদানীর জক্ত হতটা উৎসাহী, ধাঞ্চশায় আমদানীর বেলায় যদি উ'হারা ভাহার অর্জেক পরিমাণ উৎসাহও প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলে আমরা স্ববী হইতাম।

বিদেশী আমদানীর করা দেশ প্রচুর মূলাই দিয়াছে। দেশের সন্তানদের বিরুদ্ধে এরপ পক্ষপাতিত আৰু সন্তারকরা হইবে নাং পদানত ভারতীয়দের পক্ষে এইরপ ভাবে ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া এবং এইরপ অবমাননা সহ্য কবিবার দিন মৃত অতীতের বুকে বিদীন হইয়া গিয়াছে!

বাঙ্গালার জনগণের নিকট বাঙ্গালা সরকারের কৈঞ্ছিৎ দিবার দায়িং আছে। যে কোন যুক্তিই থাকুক না কেন, তাঁদের পকে ইংলও হইতে তথাক্ষিত বিশেষক্ত আমদানী ও যাড়ে চাপাইবাই নীতি বৰ্জন করাই ভাল কাজ হইবে।

### ব্রেটনউডসৃ ও ভারত

ভারত গভর্ণমেন্ট পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিবদ এবং ভারতের জনসাধারণকে আশাস দিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষ্টের সহিত প্রামর্শ না করিয়া তাঁহারা ভ্রেটনউড্স্ প্রিকল্পনায় গাঁগলান ক্রিবেন না। ত্রেটন্ট্ডস্-সম্মেলনে ভারতের অবস্থা কিয়াপ হীনতাব্যঞ্চক হইয়াছিল এবং ভারতের ষ্টালিং-তহবিলের একটি সামাক অংশমাত্র থালাস করিবার অক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি গলের পক্ষ হইতে উপাপিত প্রস্তাব বৃটিশ এবং মার্কিণ প্রতিনিধিদের অন্মনীয় দুঢ়তার ভক্ত বার্থ হইয়াছিল, সম্মেলন-প্রভ্যাগত সার্থ সম্প্ৰম চেটি-প্ৰমূপ ছই জন সদস্যের বিবৃতি হইতে তাহা দেশৰাসী ভানিতে পারিয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত পরিক**রনা সক্তে** ভারতবাসীর অকুঠ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু ভারত গভৰ্মেণ্ট সৰ জানিয়া ভূনিয়াই ভাৰতীয় জনমত উপেকা কৰিবা এবং হয়ত কেন্দ্রীয় পরিষদের অভিমত ভারত গভর্ণমেন্টের অভুক্ত হইবে না অহুমান ক্রিয়াই উক্ত পরিক্লনার মূল সদস্য হিসাবে যোগদান করিয়া কেলিয়াছেন। ত্রেটনউডসু পরিকল্পনা ইং**লডেও অসম্ভোষ কম সৃষ্টি করে নাই। আমাদের ষতটুকু মনে পড়িতেন্তে** বুটেন বর্তৃক উক্ত পরিবরনা গ্রহণ আমেরিকা কর্তৃক বুটেনকে ঋণদানের অক্ততম সর্ভ ছিল। স্বতরাং বুটেনের পক্ষে 🗳 পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ পাঞ্জা সম্ভব ছিল না। কুশিয়া আৰু পৰ্য্যন্তও উক্ত পৰিকল্পনা ঠাকুশ

করে নাই। ভারতের पिक इहेरड अवन গরন আছে যে, ভাবত বা সী ৰ অভিমত গ্ৰহণ না কবিয়াই ভা র ভ গভর্ণমেন্ট উক্ত পরি-কলনা প্রহণ করিয়া ফেলিলেন ? পবিকল্পনা ভার ভ গ্রহণ করিলে ভাক-তের প্রভৃত ক্রি **इ** हे रव। शृ<del>धिकोद</del> বাণিজ্যে এবং কাঁচা মালে সকলে বুট ৰাহাতে সমান অধি-কার অজিত হয় বাণিজ্ঞা-শুৰ যাহাতে হ্রাস হর তাহার ই উক্তেখ্য



CAMPAGE PARTY PROPERTY SERVICES

্<mark>পাৰিকলনা ৰচিত হইৰাছে।</mark> উল্লিখিত প্ৰত্যেকটি উদ্দেশ্যই ভাৰতের ্ব**শিক্ষাৰ্কতি ও বাণিজ্যে**র প্ৰদাবের পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে।

ু **আন্তর্ভাতিক ত**হবিলের এবং ব্যাঙ্কের কাউন্সিলে ভারতকে হারী আসন না দিবার পক্ষে লর্ড কীনস্ মি: মর্জেনথাউকে বাহা শ্রীরাছিলেন, তাহা মি: সিদ্দিকী ভাঁহার বকুতার উল্লেখ করিয়াছেন। **ুটিক কাউনিলে** ভারত স্থায়ী আসন পাইলে গালিং-তুহবিল স্কাৰ মীমাংসা করিবার জক্ত ভারতবর্ষ অগ্রাধিকার দাবী করিতে শাৰিবে।" বুটেন ভারতের দাবীতে না বলিতে পারিবে না, অথচ বুটেনের নিকট আমেরিকার প্রাণ্য ঋণ√দিতে বিশ্ব হইয়া ৰাইনে, এই যুক্তিতেই লর্ড কীনস আমেরিকাকে তাঁহার পক্ষে ক্রিনিতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকা তথন ভারতের স্থায়ী আসন শাৰ্মার বিদ্বার এই বলিয়া আপত্তি উপাপন করিয়াছিল যে. **ভারতকে ছা**য়ী আসন দিলে কাউন্সিলে বুটেনের ছুই ভোট হুইবে। ক্রিড ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ১২ই ডিসেম্বর কম্প্ ক্ষার, বুটিশ গভর্ণমেটের রাজস্ব-সচিব ব্লিয়াছিলেন, ভোটের বেকোটা বর্তমানে নির্বারিত হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ কমন এয়েলখ্ **এবং আমেরিকার প্রায় সমান সমান** ভোটাধিকার লাভ **ভইরাছে। স্মভনাং বৃটিশ গভর্ণমেন্টের একেটস্বরূপে** ভারত গভর্গমেন্টের ব্রেট্রুউড্স পরিক্ষানা গ্রহণে অভ্যধিক আগ্রহশীল হওয়ার কারণ বঝিতে क्लिस स्त्र ना। हीन थवः ভाइত এই ছুইটি দেশ वृद्धेन थवः **আমেরিকার** তৈরী পণ্য বিক্রয়ের সর্ব্বাপেকা বিস্তৃত বাজার। কাঁচা মাল সংগ্রহের পক্ষেও ভারতের মত দেশই বা আর কোথায় পাঁথৰা ৰাইবে? কান্ধেই ভারত উক্ত পরিকল্পনায় বোগদান क्कक, এইরপ অভিপ্রায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের থাক। স্বাভাবিক ্রাদ্য বুটিশ পভর্ণমেন্টের অভিপ্রায় বুঝিয়াই ভারত গভর্ণমেন্ট উক্ত শ্ৰিক্ষনায় বোগদান কৰিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কৰিবাৰ কি কারণ আছে ? উক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট ৰাশনের বৃত্ত যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমরা এখানে क्टि वनिव ना । किन्छ त्रिर्भार्ट यात्राष्ट्र इडिक, डिश গ্রহণ করা ना **ক্ষার অধিকার কেন্দ্রীয় পরিষদের**।

### লেনিন

তেনিন ছিলেন ক্রশ-বিপ্লবের নেতা! ১৮৭০ খুষ্টাব্দে তাঁচার
ক্রম হয়। ১৮১৩ খুষ্টাব্দ হউতে তিনি ক্রশিয়ার ভারের স্বৈরতন্ত্রের
উল্লেদের জন্ত গোপনে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮১৩ হউতে
১৯১৭ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত তাঁচাকে ক্রশিয়ায় গুপ্ত ভাবে এবং বিদেশে
ক্রমাক্র্যাটিক দল গঠন করেন। এই দলের মধ্য হইতে পরে
ক্রমাক্র্যাটিক দল গঠন করেন। এই দলের মধ্য হইতে পরে
ক্রমাক্র্যাটিক বলশেভিক দলের স্পষ্ট হয়। লেনিন এই দলে

১১১৭ খুষ্টাব্দে লেনিন বিদেশ হইতে কশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কশিরার জারের উচ্ছেদের পর কেবেনন্দীর নেতৃত্বে যে করারী গভর্শমেট প্রতিষ্ঠিত হইয়াজিল, বলশেভিকর: মেনিনের নেতৃত্বে তাহার উচ্ছেদ করিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেটের প্রতিষ্ঠা করে। ইহা অক্টোবর-বিপ্লব নামে বিখ্যাত। লেনিন কার্ল মার্মের নীতি অবলয়ন করিয়া দেশে সুমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা



করেন। এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিকে ঠাহাকে লাম্বনা 'লোগ করিতে হয়। প্রবল বাধা অভিক্রম করিলা প্রতিক্রিয়ানীল নেতৃবুন্দের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিহা দেন। 'ফ' বিপ্লবের পর ক্রশিয়ায় সোভিয়েট গভর্শমেন্ট প্রতিন্তিত হইলে প্রেসিডেণ্ট নির্কাচিত হন। ১১২৪ খুষ্টাব্দে ঠাহার মৃণ্ডা মৃত্যুকাল পর্যান্ত তিনি সোভিয়েট গভর্শমেন্টের কর্ণধার ছিলেন

আৰু যে কশিয়া পৃথিবীতে শ্ৰেষ্ঠ সামরিক শন্তিতে প হইয়াছে এবং দেশ হইতে দারিল্রাকে নির্কাসন দিয়াছে, ব মূলে ছিলেন লেনিন। লেনিনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অ করিয়া কশিয়া সকল বিপদ কাটাইয়া সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে আগ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। লেনিনের পুরা ভ লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন।

লেনিনের জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল। তিনি হ
অঞ্চলের এক ভাড়া-বাড়ীতে সন্ত্রীক বাস করিতেন। এমন
সোভিয়েট কশিয়ার রাষ্ট্রনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও বি
সরকারী ভবনের একশানি ঘর মাত্র অধিকার করিয়াছিট তিনি সাধারণ ভোজনাগারে সিরা জনসাধারণের জায় নির্দ্ধ
পরিমাণ খাজ গ্রহণ করিতেন। বিদেশ হইতে বাঁহারা লো
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তাঁহারা মনে করিতেন বে, সোর্গি
রাষ্ট্রক্তক যে ভাবে থাকিতেন ও আহার করিতেন তাহাতে পাঁ
ইউরোপের কোন সাধারণ কর্মচারী প্রয়ন্ত সন্তন্ত্র ইইতে পারে না।

যুদ্ধের সমর লেনিন তাহার আভান্ত ত্বথ-প্রবিধা গ্রহণ ক অম্বীকার করেন! দেশের সর্ক্তর হইতে তাঁহার জন্ত বে থাদ্য ও অক্তান্ত সামগ্রী প্রেরিড হইত, তিনি তাহা শিত-প্রতি লেনিন সাধাসিবা পোৰাক ও আসবাৰপত্ৰ ভালবাসিতেন। প্ৰয়োজনীয় পুক্তক-স্বলিত ব্ৰীৱমান পুক্তকাবারটি না হইলে তাঁহার চলিত না। উহা সর্বলাই ভাঁহার হাতের নিকট থাকিত।

জনসাধারদের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি সঞ্চলতা ও বিবেচনার সহিত কথাবার্তা বলিতেন। দেখা হইলে তিনিই প্রথমে অভিবাদন করিতেন। সকলেই জাঁহার সহিত স্বচ্ছলে আলাপ করিতে পারিতেন। তিনি বাঁহার সংস্পার্লে আসিতেন তাঁহার স্থা-স্থবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন অথচ নিজের প্রতি তাঁহার আদৌ চিস্তা ছিল না। স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে করেক দিনের ছুটি সইবার জন্য জাহার বিশেষ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইত।

লেনিনের সংগঠনী-শক্তি ছিল জনামান্য। তিনি বখন সোভিয়েট আইন পরিবদ-কক্ষে প্রেবেশ করিতেন সেই সমন্ত্র বাতাস খেলিবার ব্যবস্থা ও জানালাগুলি উন্মুক্ত আছে কি না দেখিয়া লইতেন। তিনি সেখানে কাহাকেও ধুমপান করিতে দিতেন না এবং আলোচনার সমন্ত্র নিজক্তা বজার রাখিবার চেটা করিতেন। বক্তাগণ বাহাতে সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিতে পারে এই জন্য তিনি আইন পরিবদের সভাপতিরূপে বক্তাদের সমন্ত্র বাঁধিয়া দিতেন।

ৰে সকল প্ৰতিষ্ঠান স্থৰ্ছ, ও ব্যাপক ভাবে কান্ধ চালাইতে পাৰিত

### এই সংখ্যাটি পরিকল্পনা করিয়াছেন প্রাণত্তোষ ঘটক

না, লেনিন সেইগুলিকে ঘুণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি চাহিতেন যে, সকল কার্যা যেন শেষ পর্যান্ত ও ঘণারীতি সম্পাদন করা হয়।

ঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অধীনস্থ ব্যক্তিদের বলিতেন যে, নির্দ্দেশ জারী করিবার সময় 
চাঁহাদের সর্বনাট ঐ নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হয় কি না দেখা প্রয়োজন। 
কথার ও কার্য্যে তাঁহার নিজের যেরূপ সামজত ছিল সেইরূপ সামজত 
কমা করিবার জক্ত তিনি অপরকেও বলিতেন।

অবদর সময় কি ভাবে অভিবাহিত করিতে হয় লেনিনের তাহা চাল ভাবেই জানা ছিল। অবদর পাইলেই তিনি বিশেষ করিয়া লা ও বিশ্বদাহিত্যের অমর গ্রন্থরাজি পাঠ করিতেন। বক্তৃতা ধদলে তিনি প্রায়ই চেকভ, কোল্রিন, পুলকিন, গোগোল, মোপাশা ও ফলান্ত বিশ্ববিধ্যাত লেখকের কথা উদ্ধৃত করিতেন। তিনি সঙ্গীত গলবাসিতেন। বিঠোভেনের রচিত গানগুলি তাঁহার বিশেষ প্রিয় হল। তিনি প্রায়ই মন্ধো আর্ট থিরেটার ও অক্তান্ত রঙ্গালয়ের বাইতেন। পেলাধুলার ক্ষেত্রেও লেনিনের নৈপুণ্য দেখা বার। তিনি ভাল

তিনি মন্ত বা ধূমপান করিতেন না।

পেনিন ছিলেন সদাপ্রকৃষ্ণ। গোর্কি তাঁহার জীবনস্থতিতে বলিরান্দ্রিন, লেনিন সজল নরনে শিশুর কার হাতা করিতে পারিতেন। তাই তাঁহার হাতা ছিল জমান্ত্রিক। কথাবার্তার সময় লেনিনের ব্যক্তিক অপদ্রপ হাত ৩. উডেজনার সঞ্চার করিত। এক কথার নিন ছিলেন প্রস্থিকতার মহান নেতা, জন্নান্ত ক্মী, বিকদের উন্নতিকামী ও সদাপ্রকৃষ্ণ কর্মবান্ত এক অধ্যরনরত পূক্র।

### শরৎচন্দ্র-স্বৃতি-মন্দির

শ্বৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুরে বে স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা হইল. সেই মন্দির-ভবনের জন্ত আনুমানিক ব্যর হইবে কৃত্তি হাজার টাকা এবং তাহার মধ্যে এগার হাজার টাকা সংগৃহীত হইনা ভবন নির্মাণকার্যা আরম্ভ হইতেছে; হুগলী জেলা শ্বৎচন্দ্র স্মৃতি-সমিতিদ্ব সভাপতি শ্রীষ্ক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যার প্রমুধ হুগলী জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই ভবন নির্মাণের জন্ত বক্রী নর হাজার টাকার জন্ত শ্বৎ-সাহিত্যানুরান্ধী



দেশবাসিগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আশা করি, দেশবাসী এই সাহায্য কবিতে কার্পণ্য করিবেন না। বাজেন্দ্র-ভবন, পোঃ উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী ঠিকানায় শরংচন্দ্র-ম্বৃতি-স্মিতির সভাশতির বা কোবাব্যক্ষর নিকট অর্থ-সাহায্য পাঠাইলে ধক্সবাদের সহিত্য গৃহীত হইবে।

### স্বৰ্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মবাষ্কী

গত ১২ই ফেব্রুরারী মঙ্গলবার অপরাফে ওঁড়া থার্চ্চ লেনে পুণ্যালাক সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত উপেন্দ্রনাথ মেমোবিরাল হাসপাতালে কর্ম্বুপক্রের আয়োজনে বাঙ্গালার কৃতী সন্তান রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্যান্মতি-বার্হিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। কৃষিকাস্থার স্বিখ্যাত চিকিৎসক লেঃ কর্ণেল ডেনহাম হোরাইটের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হইবার কথা ছিল কিন্তু সহরের অস্বাভাবিক অবস্থার ক্যান্তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সমবেত ভল্লমহোদরগণ চিকিৎসা-ভবনটি পর্মিবর্শন কবিরা শানন্দিত হন এবং চিকিৎসকগণের আগ্রহ ও ছচির প্রাণসা



করে ন। এই

অ মু ঠানে সভাপতি ভ ক দেন ন

শীর্ক ভবতোব
চ'টো পা ধ্যা য।
তিনি রামচক্রের
গুনাবলীর ক থা
উল্লেখ করি রা
বলেন, যে রামচক্র
মাত্র বন্ধু সভীশচক্রের পুত্র নহে,
বালালা জননীর
বরেণা স স্থা ন।
দৈনিক বস্ত্রমতীর
সহবোগী সম্পাদক

বিষ্ণুক্ত গোপালচন্দ্র নিরোগী বলেন—"বামচন্দ্রের অকালে ঝবিয়া
পড়া বিকাশোমুগ প্রতিভার অক্ষয় ভাবধারা বস্থমতী-সাহিত্য-মন্দিরের
বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্তরে অক্ষরিত রহিরাছে।" স্থানেগক
ক্রিপাণতি সরকার রামচন্দ্রের কার্য্যকলাপের ভিতর নৃতন ভাবধারার
প্রশাংসা করেন। রামচন্দ্রের সহক্ষমীদের পক্ষ হইতে প্রীযুক্ত
ভারানাক্ষ রায় তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় রামচন্দ্রের প্রতি প্রদ্ধা নিবেদন
করেন। হাসপাতালের তরফ হইতে ডাঃ গৌরমোহন রার
রামচন্দ্রের বিভিন্ন গুণের কথা আলোচনা করেন। সভার বহু বিশিষ্ট
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সমবেত জনতা এক মিনিট দণ্ডায়মান হইরা স্বর্গীয় রামচন্দ্রেব শ্রুতি শ্রম্ভা নিবেদন করেন।

নবীনচন্দ্ৰ শতবাৰ্ষিকী



গত ২ ৭শে মাব বৰিবার সেনেট হলে তার বছনাথ সরকারের বজাপতিতে মহাকৰি নবীনচন্দ্রের জয় শতবার্বিকী উৎসৰ হইরা ইরাছে। আমুনিক বাংলা সাহিত্যের বুগসন্ধিকণে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। লেশকে তিনি গুনাইরাছেন উলাভ গভীর ছলে বোষের বাদী, ধর্মের বাদী ভেউলার বিশ্বমানবভার বাদী। প্রীঃ দীনবন্ধ ও বছিম-প্রতিভার ক্রিবেণী ধারা বেদিন বাংলার জীবনে বক্তা আনিরাছিল, দেদিন তাঁদেরই প্রযোগ্য জন্তুগ আদিহাছিলেন কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। যে পলাশীর ব্ বৃদ্ধে প্রবিদ্ধিত ভারতবর্ধ পরাধীনভার লোহশৃত্যলে আবদ্ধ হই সেই লোচনীর পরাজরের কাব্য লিখিরাই নবীনচন্দ্র যশসী তাঁহার প্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থরে "বৈরতক", "কুকক্ষেত্র," "ব বাঙালী ভারতীর সংস্কৃতির পুনক্ষ্জীবন মন্ত্র পাইরাছে। নব মতবাদ ও ভাবাদর্শের স্বরূপ সমাক্ ও সমগ্র ভাবে উপ্রক্রিক বাঙালী জাতি কর্ত্ব্যন্তই হইবে। আজ এই প্রাভঃশ্বন্থী কবির উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জনি অর্পণ করি



ब्य-२०१ बार्याती ১৮२৪ ] [ मृजूा-२५१ ब्र

১২ই মাঘ তারিখটি বাঙালী জাতিকে জাবার সরণ হ দিতেছি। এই পূণ্য তারিখে বাংলা কাব্যের নবমূগপ্রস্তা মাইকেল মনুস্পন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ খে<sup>হে</sup> এক শত বাইশ বংসর জাগে। জাজ তাই:

জনারণা রাজপথে আনমনে চলিতে চলিতে—
দ্বিড়াও, পথিকবর! বঙ্গভূমে জন্ম যদি তব,—
নহে ক্ষীণ জমুরোধ, এ আদেশ কে পারে করিতে ?
থম্কি দ্বীড়ায়ু মুখ্ম ক্ষ্মাদেশ তনি অভিনব ।
শোকান্ধ রাবণ তুমি অনির্বাণ চিতাবহিং হ'তে
হা পুত্র! হা পুত্র! বলি বঞ্জান্থরে ডাকিছ সবার।
মৃচ্মতি আমি কবি, তব পূজা জানাব কোধার ?
বর্গের উদ্দেশ্যে ? কিয়া গোরস্থান মলিন মরতে ?

নেহারিছু কাব্যলোকে, রাঘবারি-মিত্র প্রগো দেখা দিলে **ঘর্ব হ**ং

### সার উপেশ্রনাথ বন্ধচারী

২৩শে মাঘ ভা: সার্থ উপেক্সনার ক্ষমনারী প্রলোক গ্রমন করেন। কালাছরের উবধ আবিষার করিয়া তিনি সমগ্র জগতে ধ্যাতিলাভ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনি প্রাক্তন গ্রাতিলাভ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনি প্রাক্তন গালি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স १০ বংসর হইয়াছিল । গই জুন ১৮৭৫ খুটান্দে জামালপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভা: নীলমণি ব্রক্ষারী সেখানকার নাম-করা ভান্ডার ছিলেন। সার উপেক্রনাথ প্রথম হগলি কলেজে পড়েন। পরে কলিকাতার প্রেসিডেগী কলেজে ভর্তি হন। জাহুশান্তে জানাস লইয়া বি-এ পাশ করেন। এম-এতে বসায়নশান্ত বিষয়-বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। অতঃপর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইয়া এম-বি ও এম-ডি ডিক্রী লাভ করেন। তিনি মনোবিজ্ঞানেও পি-এচ-ডি ছিলেন। তিনি কোটম মেডেল, গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রস্থার, কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মিন্টো মেডেল গাভ করেন।

ডা: ব্রহ্মচারীর কর্মবন্ধল জীবনের ইতিহাস বন্ধ ব্যাপ্ত। প্রথমে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্থলে শিক্ষকতা করেন। ১১২০-২৬

সার উপেক্সনাথ ব্রহ্মচারী

ষতীন্ত্ৰনাথ বসু

পর্ব্যন্ত একটি বিখ্যাত ভারতীয় গবেষণাগারে গবেষণা করেন। এই সমরেই তিনি কালাক্ষরের প্রতিষ্থেক আবিদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গেতিনি গাভ করলেন খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ। ১৯২৩-২৭ পর্যান্ত তিনি মেডিক্য'ল কলেন্দে চিকিৎসক ছিলেন। পরে বেলগাছিয়ার কাবমাইকেল মেডিক্যাল কলেন্দে ট্রপিক্যাল মেডিসিমের অব্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কর্ত্ত্বক বায়োকেমিট্রীর অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি পর্তানের 'রয়েল সোলাইটি অব মেডিসিন' এবং 'রয়েল সোলাইটি বি ট্রিপিক্যাল মেডিসিন ও হাইজিনের' মনোনীত সদক্ত ছিলেন। ১১২৮২১ তিনি বালালার রয়েল প্রসিরাটিক সোলাইটির

স্থাপতির পদ অবস্থাভ করেন। তিনি বালালোরের ইণ্ডিরা ইনটিটিট অব সারেলের' সদত্ম ছিলেন। ১৯৩০ ভারতী বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং প্র চিকিৎসা বিভাব সভাপতি নির্বাচিত হইচাছিলেন। ১৯৬ কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৮ কংগ্রেসে জুদ্ধি অধিবেশনে তিনি চিকিৎসা বিভাগের সভাপতিত ক্রিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু কেবল বালালা অথবা ভারত নয়, সমগ্র আসং এক জ্ব উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসককে হারাইল।

### যতান্দ্ৰনাথ বসু

কলিকাভার বিখ্যাত এটগাঁ যতুক্তনাথ বন্ধ বৃহস্পতিবা সকাল সাজে দশ ঘটিকায় তাঁহার কলিকাভাছ বাসভব্দ প্রলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বক্ষ ইইয়াছিল। ছিনি হিন্দু ছুল ও পরে প্রেসিডেজী কলেজে শিল্ল লাভ করেন। যতীক্তনাথ প্রায় ২০ বংসর যাবং বজীয় ব্যবছা পরিষদ ও আইন সভার সদত্য ছিলেন এবং বজীয় ব্যবছা পরিষদ ছাতীয়তাবাদী দলের নেতা ছিলেন। ছিনি ছাশনাল লিবাছে

ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এসোসিক্ত্রেশন এবং কলিকাত ! ইনকংপোরেটেড চ্নোসাইটিব সভাপতি ছিলেন । ইংলছে গোল টেবিল কৈঠকে তিনি বালালার প্রতিনিধিক্তরপে বোগদান করেন ! শিক্ষাক্তরপারের জন্ম তিনি সর্কাদাই আগ্রহ প্রকাশকরিতেন এবং বিভিন্ন শিক্ষাক্তরিতান ও সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংলিছিলেন । দেশের জনগণের আছেয়র উল্লিভিলেন । কেশের জনগণের আছেয়র উল্লিভিলেন । কেশের জনগণের আছেয়র উল্লিভিলেন । কিলিকালাকাল কাবের সভাপতির কর্মাক্তরিতের লাকের অভাব হইল ।

### ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ

চুঁচ্ডার লকঐতিঠ বহদশী চিকিৎসক শ্বংচক্র ঘোষ মহাশয় পত ১৭ই পৌৰ

মঙ্গলবিব বাত্রি ২-১৫ মিঃ সমরে প্রলোক প্রমন কবিবাছেন।
বর্তমান জেলার জীকুষপুর প্রামের এক দবিস্তা সম্মানিত কারত্ববংশে ১৮৮৬ সালের জামুরাবি মাসে শরুংচক্ত জর্মান্ত্রত্বির বাবেন। তাঁহার পিতা ৮ংগাপালচক্ত ঘোষ চুঁচুড়ার কোন সরকার্ট্রা
আফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। শরুংচক্ত চুঁচুড়ার কোন সরকার্ট্রা
আফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। শরুংচক্ত চুঁচুড়ার বিশান হাইছুলে
প্রবিষ্ট ইইরা অসাধারণ মেধা ও বৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন। উক্ত
স্থলে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া Dux পদক প্রাপ্ত হ'ন
ও Entrance প্রক্রিকার কুতিছের সহিত উক্তার্প হ'ন। ১৯০৫
সালে হপলী কলেজ হইতে এক, এ পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন ও
ব্রতিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট্র হ'ন। তথা হইতে মেডিসিনে স্কর্ম

শাক প্রাপ্ত ইবির ১৯১০ সালে এল, এন, এন পরীকার উত্তাপ হ'ন।
তথপরে বাবীন ভাবে চিকিৎসা-ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইরা চুঁ চুড়ার বিশেষ
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দরিক্রের প্রতি দরা এবং বিনাকুলো
চিকিৎসা ও সকলের প্রতি অমারিক ব্যবহারে তিনি সর্ব্বজনপ্রির

### রাম বাহাতুর অঘোরনাথ অধিকারী

পত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার রাত্রে ম্নামধ্য শিকারতী রায় বারাছর অংঘারনাথ অধিকারী মহাশর তাঁহার হিন্দুছান পার্ক-(বালিক্স)ছিত বাসভবনে প্রলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে জীহার বয়স ৮৩ বংসর হইয়াছিল।

. **অংশারনাথ** পাবনা সহবের সম্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিভাক্ষন সমান্তির পর তিনি বাংলা গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগে

ক্রবেশ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের সময় আসামে
শিল্চর নর্মাল টেণিং ছুলের স্থপারি
টেণেট নিযুক্ত হ'ন। এই বিভারতনেরভিনি শক্তম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।
আসাম নিবাক্রকালে অধিকাংশ সময়েই
অব্যেরনাথ কাছাড় ও প্রীহট জেলার
শক্তেও পাটনী সম্প্রদারের সামাজিক ও
ক্রিবিভিন্ন উর্লিতর ক্রন্ত অঙ্গান্ত পরিপ্রম
ক্রিবিভিন্ন। এই সময়ে তাঁহার আদমক্রারী সম্পর্কিত গবেগণার কলে তিনি
ইংল্ডের বর্মাল এগান্পুপল্লিক্যাল
আসাইটি'র স্ত্র মনোনীত হ'ন। অব্যেরআসাইটি'র স্ত্র মনোনীত হ'ন। অব্যেরআসাইটি'র স্ত্র মনোনীত হ'ন। অব্যারআসাইটি'র স্ত্র মনোনীত হ'ন। অব্যারআসাইটিলি স্ত্র মনোনীত হ'ন। অব্যারস্থানিক বিধান', 'প্লার্থ-প্রিচম'
ইত্যানি স্থানিকন-সমাদৃত।

ভাঁহার স্থায় মহামূভব পরোপকারী কর্মী ব্যক্তির অভাব সহজে
পূর্ব ইইবার নহে। এ অভাব ভাঁহার আত্মীন-স্বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব
ও দেশবাসী সহক্ষীরা বহু দিন অন্তব্দ করিবেন।

### তারিণীচরণ লাহা

কলিকাতার বিখ্যাত লাহা বংশ-সন্মৃত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও

শ্বীকার তারিণীচরণ লাহা মহোদর বিগত তরা কেকরারী রবিবার

শ্বীকার ভারিণীচরণ লাহা মহোদর বিগত তরা কেকরারী রবিবার

শ্বীকার চর্চী ১৫ মি: সমর ৩৭ নং বাহুড্বাগানস্থিত তাঁহার স্বকীর

বাসক্রনে পরলোক গমন করিরাছেন। তিনি ১৮৮১ খুঠাকে জন্মশ্বীকা করেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেকে পাঠ সমাপনাস্তে

ভিনি ১৯০০ খুঠাকে মেসার্স কৃষ্ণদাস লাহা এও কোং নামক

শ্বীকাত ব্যবসার শ্রীতিঠানে বোগদান করেন এবং ১৯৪০ খুঠাক

শ্বীকা উক্ত প্রতিঠানের সহিত সক্রির ভাবে সংলিই থাকেন।
১৯০০ খুঠাকে তিনি অক্তর্ডম জংশীদারক্রপে মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ

শ্বীর প্রও কোশ্যানীতে বোগদান করেন। ১৯০৬ খুঠাকে তিনি

শ্বীক্রনিক প্রেসিডেন্সি স্যানিক্রেট নিযুক্ত হন।

বিপুনা বিলাছিত তাহার বানিকারার বার্ত্তাণিতি কার্যাতে কলিকাতা নিববিদ্যালয় প্রকৃষ্ণ বীকৃত তাহিনীচনপ লাহা হা নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিভালর এবং দাতব্য ওবধালকছাপন : গিরাছেন। বদাত্ততা তাহার সভাবসিদ্ধ ওপ ছিল। (চকুর অন্তরালে তিনি অসংখ্য প্রোর্থিগণের ছঃখ্যোচন : গিরাছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিও-নির্মাণকলে তিনি ২৫০০০ টাকা দান করিয়া গিরাছেন। এতং কলিকাতাছ বৈভালাত্রপীঠ এবং শিম্লভলাত্বিত দাতব্য ওবধা তাহার দান সামাল নহে!

লাহা মহোদর সরল ও আনাড়খন জীবন বাপন করিং বাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারা সকলেই ৫ আমায়িক স্বভাব এবং প্রেকৃতিগত মধুর ব্যবহারে আকুঠ হইং তিনি মৃত্যুকালে ছয় পুত্র এবং তিন কল্প। রাখিয়া গিয়াছেন।



রায় বাহাত্র অঘোরনাথ অধিকারী



তারিণীচরণ লাহা

### সুশীলকুমার বসু

আমাদের বন্ধানীয় এক নিষ্ঠ দেশসেবক স্পীলকুমার বস্থাবি বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে বয়স ৪৪ বংসর হইয়াছিল। বংসরাধিক কাল যাবছই তিনি ভূগিতেছিলেন। চিন্ধানীল লেখক ও সাংবাদিক হিসাবেই বহী-সমাজে পরিচিত, কিন্ধু যশোহর জেলার কুবক আমেগঠনে তিনিই ছিলেন অক্ততম প্রধান সংগঠন-কর্তা। 'নিমাসিক পত্রিকায়, 'দেশের কথা' জাঁহার প্রবদ্ধে সমৃদ্ধ থা 'প্রগতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদনা করিয়াছিলেন। 'দৈনিক বস্তমতীর' সহিত্ত কিছু কাল যনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম কীবনে বিভাগর ছাড়িয়া অসহবাগ আব্দোলনে যোগদান করেন ও ম্বলের সংস্থাদে আসেন। তদবি তিনি রাজনীতি 'প্রধান কর্ত্বর হিলাবে গ্রহণ করেন। গ্রহার মৃত্যুতে স্প্রক ক্ষম ব্যক্তিয়াক সাম্বার্গী, ত্যাগী, অসাধারণ বাগ্মী ও স্থানি হারাইয়াছে।

ব্রীকাবিদীযোহন কর সম্পাদিত

স্বিকাভা, ১০০ নং বছৰাভাৰ **ট্রাট, 'বছৰভী'** লোটারী বেসিনে **তী**শশিভূবর বন্ধ বারা বুর্ট্টিভ ও প্রকাশিত।





# व्या

ভাৰ - ৰ্যঞ্জনা



αρασσα αροφορόφορο συναστικών και συναστικών συναστικών συναστικών συναστικών συναστικών συναστικών συναστικών

অলকারের রূপ-পরিকল্পনার নৃতন্ত সকৰে আমাদের স্থাকশিলীরা সব সমরেই দচেতন, তাই তাদের আকর্ষ্য কল্পনাশক্তি আর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাদিরে তারা নারীর আকাজ্রিত প্রেষ্ঠ রত্ত্ব-সন্দা অসভারকে আরও মূল্যবান ক'রে তোলে।

আমাদের পো-করে একবার এনে প্রক ,শিলীর ভৈরী আধুনিকতম অনভার-সভার একবার ধেবুন।



আপনার নির্বাচনের অতে বছ ও বিচিত্র অলমার-সন্তার সব সমরেই মজুত থাতে, তা ছাড়া ব্যক্তিগত কচিমান্তিক গহনাও আমরা নির্ভতাবে তৈরী করে দিই।

# यस, चि,धत्वमात



প্রখ্যাত পিনিম্বর্ণের অলকার নির্দাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

৯২৪, ৯২৪।১, ৰহুবাজাৰ ষ্ট্ৰীউ, কলিকাতা। ফোশ নি,বি, ৯৭৬১

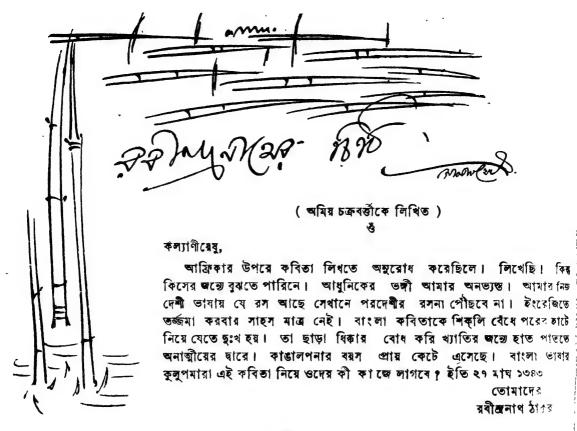






সেই চিৎশক্তি, শ্রেই মহামায়া,
চড়বিবংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন।
আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে
করতে মন চলে গেল রস্কের বাড়ী!
রস্কে ম্যাথর। মনকে বলসুম থাক্
শালা ঐথানেই থাক্। মা দেথিয়ে
দিলেন, ওর বাড়ীর লোকজন সব
বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভেডরে সেই এক
কুল-কুগুলিনী, এক ষ্ট্চক্র।

—শ্রীরামক্তঞ



Ğ

### कनाभीत्त्रयू,

অনেক দিন থেকে তোমার প্রতীকা করে আসচি। মাঝে মাঝে জনরব শুনি আজ আর্ কাল আসচ হপ্তাথানেকের মধ্যে আসচ। অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবছির চলেছে—বোধ হয় খানাভাবের আশহায় আসনি। এলে কোনোমতে জায়গা করে দিতুম। আমার মুদ্ধিল, আমার দেহ রাহ, তার চেরে ক্লান্ত আমার মন, কেন না মন স্থাণ্ হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ—ত্মি থাকলে মনের মধ্যে সোভের ধারা বন্ধ—ভার প্রয়োজন যে কত তা আলপালের লোকে বৃষ্ণতেই পারে না।

সূই রাজার অভ্যুদয় হয়েছে। এক রাজা কাল ভোরে চলে যাবেন। আওয়াগড় হয় তে আরো কুয়েক দিন থাকবেন—উনি অভ্যুক্ত সাদা মাহুয ওঁর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই।

যাই হোক তুমি যদি আসতে পার, খুশি হব। আমাকে তৈরি হতে হবে, পয়লা বিশালে ক্রেড ক্রেড ক্রেড ক্রেড করে করে মন তৈরি হবার সময় পাচেচ না। এই রকম অবস্থায় অদ্বে কোণাও দৌড মারতে ইচ্চেকরে কিছে সেই অদ্রও হয় তো তাড়া করবে। Yeatsএর সেই দ্বীপটা কোণায় জানো? অনং কবিও তার সন্ধান পাননি। আকাশপ্রদীপ আকাশকুত্মবনের ইসারা করে কিছু পথ দেখায় না। আসল প্রদী সেইখানেই যেখানে আজ শালের মঞ্জরী ধরেছে আজ অজয় নদীর ধারে নাগকেশরের বনের ব্রব

ভোষাদের রবীক্রনাথ

कन्यानीत्ययू,

শুন্চি বৃষ্টির চিহ্ন নেই। আমার ধারের কাছে যে গাছপালাগুলি অতিথি আছে তাদের <sup>অর্জনের</sup> একাল অন্টন যেন না ঘটে। তোমার নিজের অবস্থা কি রক্ষ ?

> মেহামুরক্ত শ্রীরবীক্সনাথ ঠাকুর

v.

कनानि (अयू

ভমিয়, অত্তসহ যে জেখাটা পাঠাচিচ ভার থেকেই সব বুঝতে পারবে। যথাস্থানে চালান করে দিভে দেরি কোরোনা।

যে একটা কবিতা তোমাকে পাঠিয়েছি ডাকযোগে সেটা এখনো পেয়েছ কিনা জানিনে। যাই ছোক ভার এথম ছটো লাইন বৰ্জনীয়। অৰ্থাৎ তার প্রথম লাইন হবে—

"সাগর-জলে সিনান করি সঞ্চল এলোচুলে।"

৪ অক্টো ১৯২৭ "কিস্তা" **জাহাজ**  ইতি স্নেহামুরক্ত শ্রীরবীক্সনাথ ঠাকুর

Š

कना निरम्म,

চিঠি লেখার সময় পাইনে। গোলমালে দিন কাটচে। দেশটা প্রন্দর। আজ বালী অভিমুখে যাচি—
স্থোনে আরে প্রন্দর। দেশে ফেরবার পূর্বে বিস্তারিত থবর কিছুই পাবে না। তোমাদেরও থবর বিশেষ কিছু
পাইনে। শ্রোতের শেওলার মত ভাসচি। কোথাও কোনো মাটির সঙ্গে যোগ আছে মনে হ'চেচ না।
২৩শে আগষ্ট ১৯২৭

শ্রীরবীক্সনাথ ঠাকুর

ĕ

অমিয়,

**এहे तक्य छ'रहे। लाहेन रयां श कत्र ल की तक्य ह्य ?** 

হে উদার, কর স্বার অংহার মৃক্ত,
স্মরণে তব চরণে হ'ব ত্যাগ-যোগযুক্ত।\*

রধীক্রনাথ ঠাকুর

Ğ

(জ্বনৈক পত্রলেখকের উত্তরে)

কলাণীয়েসু,

আমার 'সময়হারা' কৰিতাটি কোনো পক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখিনি, ওটা, যে একটা সকৌতুক কবিত সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে। সেই জ্যে তোমার চিঠি পড়ে খুশি হল্য—তুমি ওর স্বাধীন মূল্য অফুভব করেছো।

রাজপুতানা কবিতাটি আমি যখন জ্ঞাম লিখেছিলুম তথলো সেখানকার রাজারা নিজেদের এমন শোচনীয় চেয়তা আবারিত করেনি—আজ তাদের ব্যবহারে আমার ঐ কবিতাকে সপ্রমাণ করচে।—তোমার ইংরেজি তর্জমা ভালো হয়েছে—একবার চেষ্টা করব এর উপরে হাত বুলিয়ে নিভে।—ভাক্বরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশাসী রাজবৈত্যের হাতে কেউ মরে না—কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।

আমার আশীর্কাদ গ্রহণ করো! ইতি

GC151P6

রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর

<sup>\* &</sup>quot;হিংসায় উদ্বন্ত পৃথী" নামক কৰিছাৰ ছ'টি কাইনের পরিবন্ধিত রূপ। ছ'-একজন বৌদ্ধ বন্ধু বৃদ্ধদেব সম্বন্ধে "মহাভিক্" ব্যবহার <sup>ইয় না,</sup> এই ভাব প্রেকাশ করার কবি এই ছ'টি কুতন লাইন লিখেছিলেন।

## 1016 14025

### পাঁচ দিন

A PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY AND A STAT

[ এগারই ফেব্রুমারী ]

ক্রান্থরে ছেলে। পূর্বপ্রদের ইতিক্থার মধ্যে কোন রাজারাজভার কাহিনী প্রচলিত নাই, উপাধিতে রার চৌধুরী কিখা শুধু রার কি শুধু চৌধুরীছের অলঙার নাই; শুধু মিজ; আছে শুধু "ঘোষ বোস মিজ কুলের অধিকারী" প্রবাদ অগ্ন্থায়ী কুলগোরব। স্তরাং এক-কালে নিঃসংশরে উচ্চ মধ্যবিশু ছিল—বর্জমানে কোন্ শ্রেণ্ড পড়বে সে কথা বিবেচনা-সাপেক। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত নিয়মধ্যবিশু ছিল—বর্জমানে বিশু নিঃশেষ্ত। জীবিকার 'দিন আনে দিন খার' নর বাধা মাইনের বারু পদবীর চাকুরে—কিশ্ত দিন আনার ব্যবস্থা না করলে দিন বারুনা। আপিসের দারোয়ানদের কাছে ধার করে

কোন রক্ষে প্রাণপণে আঁকিডে ধরে আছে। সংসারের সংস্থানে বিভ নিঃশেষিত—অন্তরের মধ্যে চিভও অসার। ছেলেগুলো যে ভবিব'তে লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ্ হয়ে হুংখ সুচাবে এ কর্রনাটুকু করবারও শক্তি অধ্যা প্রের্জিনাই। নিজে পড়েছিল ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড রাস পর্যান্ত—সে অনেক দিনের কথা—তথমও ক্লাস গণনা—নীচে থেকে গুণে থার্ড ক্লাসকে ক্লাস 'এইট' বলত'না। বর্জমানে সেকালের পড়া খান ক্ষেক বইয়ের নাম মান্ত মনে আছে,—ভার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ব্যাকরণ ক্যোমুদী—মলাটে ভার ঈশ্বরচন্ত্র বিভাসাগরের ছবিছাপা ছিল—ইংরেজী ব্লাকী এয়াও শ্বিথস্ রীডার;

মাসের মাইনে (बरक च्रम-সমেত টা কা त्नाथ करत्र। কাৰুলীর কাছে शांत्र करत म (श) म (श). ভারা হু'-তিন यि टल পাড়ার গলির बृ स्थं व'रा बाटक : माटवा-बाटनद एम ना त्ना रव त नत উদ্যুক্ত থে কে ভাদের টা কা मिता वा जी किरत चारन নি:শেবিভৰিত रता छ द हारन हन्दन প্রাণপণে মধ্য-वि छ टा नी ब প্রত্যম্ভ সীমার শেষ খুটাটি.



ভিতরের ব্রার ক্রে परिवाह करने चार्ट्स-नहीं महती नहीं —चात दिल वि नते देन बार्श्यन मार्चात्र—नार्देक देव वार्त এ। ন এম্পটি ড্রীমের একটা প্যারাপ্রাক্ষ মাত্র। বাংলা वह लात्र नाम मत्न नार, छत्न गत्र-छेत्र-कीवनीकथा ह'- हात्रटि यतन चार्छ। **(इ.ल.च्टल) भरव याता**याति करत, श्विन रथरन, दिनिः करत व्यनवत्रक नारह, श्रुता মাথে, অল্লীল গাল দের পরস্পরকে—তাও মনে বিশেষ কান দাড়া জাগাম না। চেমার-টেবিলে বলে চাকরী নয়: খিদিরপুর থেকে হাওড়ার পোল পর্যান্ত খেডে ইয়ার্ডে জেটাতে ঘূরতে হয়; একস্পোট ইম্পোর্টার কোম্পানীর সরকার বাবু-মাল খালাস মাল বোঝাইয়ের जमात्रक अवः हिरमव ताथा काक ; माफिरम त्तारम करन পুডে ভিজে কাজ দেখে মধ্যে মধ্যে আপিসে এসে রেকর্ড ডিগার্টমেন্টের প্রকাপ্ত বড় টেবিলের সামনে একখানা চাতল ভাঙা চেয়ার টেনে বলে রিপোর্ট লিখে দাখিল करत । वर्ष वावृत्र टिविटनत मामटन नाषाम, देकियर দেয়-বড় বাবু তিরক্ষার করেন, ইংরেজ বড় সাহেব **ভির্ত্তারের ধার ধারেন না-লোজা বলেন-ইডিয়ট.** 

मनर्गिन प्रीरंपन के ल्यार्गम मावा मीह म'रत-मानाव वा इः त्व विशा करम् अम ; माथा कुँ करत अमल वेष बाबू वा वफ़ नाट इव दब्धि कटके बादव व'रम माथा नीक कटब त्रा कामता (थरक वितिस धरम मत्रना इर्नक्षमुक क्रमारना क् भाग वरः मूरथेत साम मूट्ड निरंत्र वरन-भाग।। কাকে বলে সে, অৰ্থাৎ গালাগালিটা বড় বাবুকে বা বড় সাছেবকে অথবা যে ছঃসময়টা গেল ভাকে কিছা নিজের ভাগ্যকে— কি স্বগুলোকে জড়িয়ে স্কল্কেই দেয় কিছা কাউকেই না দিয়ে গুধু অভ্যাস বশভই বলে সে-কথা সে নিজেও জানে না। এর ধরই সে বিভিন্ন তৃষ্ণা অফুভৰ করে. তল খেমে, টাইপরাইটারের রিবনের কোটা—যেটাকে সে বিড়ি-কেস ছিলেৰে বাবচার করে—দেইটা বের করে প্রথমে ঢাকনার উপর একটা আঙুলের টোকা দেয়—ভার পর সেটাকে कुल हिल-हिल प्लर्थ अवहि निटोन विष् वर्ष नित्य ह्यूर्थ क् नित्त यूर्थ शृदत शतित छ है नित्क यूच তুলে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। বাড়ীতে ফিরে কোন দিন ছেলেণ্ডলোকে প্রহার করে—কোন দিন স্ত্রীর সংক



कन्ह करत्र, मर्था मर्था क्षीत কাল্লাও শোনা যায়। সম্ভবত প্রহারও করে। কোন দিন সকালে গিয়ে কেঁরে ভিনটে চারটেয়, কোন দিন বেলা এগারটায় বেরিয়ে রাজি ন'টায়। চাকরীর সর্বাপেকা মনোহারী অংশটুকু হল .हो दग या ७ बा-चा गा. কোম্পানী ওকে একধানা শ্যামবাজার সেক্স নের माइनी हिकिहे नित्रतक. কোম্পানীর কাছে মাইনের ক ভ জ তার চেয়েও এই কুভজ্ঞতাটাই অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে রাজে কেরার সময় টামের ফার্ট ক্লাসে वत्म कृ'शादा चारमारका-खन (नाकाननानीत्र पिट्न অল্স দৃষ্টিতে চেমে কেরাটা একটা বিলাগ। পর টামের ভিডও কম इरम आरम। इ'-এक निम ভিড হয় কিছ গোপেনের সব চেয়ে বড় স্থবিধে সে ওঠে একেবারে ভালহৌসি অথবা এগপ্লানেডে একে-বাবে ছাডার জায়গা হ'তে।

ষ্ট্রাপ্ত রোভ হেঁটে এইটুকু এসে সে খালি গাড়ীর সিটে জানালার ধার ঘেঁসে বসে। সিটের মধ্যে ভার আবার বাছাই করা সিট আছে। ভুল ট্রামে সে বসতে চেষ্টা করে—দরজার পাশেই কেডিস সিটের পিছনের সিংগল সিটটিতে। যে ট্রামে একেবারে সামনে গাড়ীর পিছনের দিকে মুখ ক'রে বসবার আসন আছে সে ট্রামে গোপেন সেই সিটে বসে। অন্ত সিটের লোকে যখন আড় বৈকিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লেডিস সিটের দিকে ভাকায় তৎন ঐ সিটে বসে সেমুচকে হাসে।

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আজ আসছিল সে খিদিরপুর থেকে। কোম্পানীর লরীতে গঙ্গার ধার দিয়ে এসে গে মোড়ে নামল। মোটরের ইঞ্জিনের গরম এবং পেট্রোলের গন্ধ থেকে নিছুতি পেয়ে সে আরাম বোধ করলে। অভ্যাস মত একবার বললে—শালাঃ! তারপর একটা বিভি ধরিয়ে ইটেতে আরম্ভ করলে। শরীর তার সবল—এবং এই কাজের অভ্যাস তার পঁচিশ বছরের, ফ্লান্ডি সে বড় বোধ করে না। ডালহোসির ক্রিণে সে এসে দাঁড়াল। এ কি রে বাবা! ট্রাম যে সারি সারি দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কি স

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯ ৬ সাল, রাত্রি সাড়ে ন'টা। ·**আজা**দ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক—ক্যাপ্টেন রসিদ আদি থাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্রশোভাষাত্রীদের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা প্র্যান্ত পুলিশ হু'বার লাঠিচার্জ্জ করেছে। ভালহৌসি স্বোদ্বারের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-প!শ্চম কোণে কালো পিচের রাম্ভার উপর রক্তের দাস রঙ দেখে আর চেনা ষায় না, আলো বাতাস লেগে রক্তের লাল জৌনুষ কালতে হয়ে পিচের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এক আধটা জাখগায় জমাট-বাঁধা রক্তের ভিতরটা खश्रवा कांठा चारक। হাফসোল (গাড়ালী ক্ষরে-আসা স্তাভেলের তল:টা—তপুরের গলা পিচের মত আঠালো কিছুতে পড়ে চট-চট करत छेठेन।

কেয়ারলি প্লেসের সামনে; উত্তর-মুখে চলে গিয়ে ক্লাইত খ্রীট।

কি লাগল পায়ে ? কে জানে কি ? হন্ হন্ করে
চলেছে গোপেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? কাকেই বা
কিন্তানা করবে ? জন্মুন্তু ডালহৌনি স্কোয়ার। ধালি
টামগুলো দাঁডিয়ে আছে। কণ্ডান্তার ডাইভারেরা
টদানীনের মত দাঁডিয়ে অথবা বলে রয়েছে। জিজ্ঞানা
করলেও উত্তর দেয় না। গোপেন চলেছিল—সব চেয়ে
অপ্রামী শ্রামবাজারের গাড়ীখানার উদ্দেশে। স্কোয়াবের এ মাধায় এনে গোপেনের ধেয়াল হল—কড়া পাঁলিশ

পাহারা রয়েছে চারিদিকে। মন্টা এবার ভার ই্যাং করে উঠল।

সাইড কার লাগানো মোটর বাইকে তিন জন ।
সাজ্জেণ্ট ভট্-ভট্ করে তাকে অতিক্রম করে লালবাজারে
গিয়ে চুকল। লালবাজার থেকে লরী-বোঝাই প্লিশ ।
বার হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। থড়ের ঘরে আছন
লাগার প্রথম অবস্থায় পোড়ার মৃত্ গল্ধে যেমন মাফুর
চমকিত এবং সন্ধানী হয়ে উঠে—তেমনি ভাসেই সে
সভর্ক হয়ে উঠল। একটু ভেবে নিয়ে সে সামনে না
এগিয়ে—স্কোয়ারের কোণেই যে ট্রামখানা দাঁড়িয়েছিল,
সেইখানাতে গিয়ে উঠে বসল।

কণ্ডাক্টার তার দিকে একবার তাকালে, ভার পর মুখ ফিরিমে বসল।

গোপেন প্রশ্ন করলে—গাড়ী বন্ধ কেন ভাই 
া

কণ্ডাক্টার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—এঃ, রক্ত ? আপনি বৃথি মাড়িয়ে এলেন ?

গোপেন সবিশ্বরে ভাকিরে দেখকে—রজে ভুভোর ছাপ পড়েছে ট্রামের মেঝেতে। নিজের পারের দিকে ভাকিরে দেখলে—ভান পারের ভাভেলের সোলের পাথে জমাট রজের কুটি লেগে রয়েছে এখনও। কিছু বুঝাত । না পেরে সে কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে ভাকালে। মনে হ'ল কণ্ডাক্টার জানে—ভার কথাটা মনে পড়ল কিছ্য-ভের মত—আপনি মাড়িয়ে এলেন বুঝি ?

কণ্ডান্তার বললে—কোণা থেকে আসচেন আপনি গ

—থিদিরপুর থেকে। কি ব্যাপার বলুন তে ভাই ণ — উুডেন্টস প্রসেমনের উপর পুলিশ লাঠি চাজ করেছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে লরী পুড্ছে, গুলী চলছে। ট্রাফিক বন্ধ। গোপেন নেমে পঙল ট্রাম থেকে। সর্কানাশ! কি বিপদ বল দেখি। লর্জী পুড্ছে, গুলী চলছে, ট্রাম বন্ধ; তাকে যেতে হবে শুগ্নবালার

পাঁচমাথার মোড।

আবার গোপেনকে দাঁড়াতে হল। শুধু দাঁড়াল না, ছ'পা পিছিরে এসে দাঁড়াল। ট্রামের জানালা দিয়ে উজ্জল আলো পড়েছে রাস্তার উপর। রক্তের দাগ! দিনের আলোয় লোকে সভরে সসম্মানে পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় নাই—পাশ কাটিয়ে গিয়েছে! রাত্রের অন্ধকারে ছ'-চারটে পা পড়েছে। তার মধ্যে একটা চাপ তার পায়ের ভাতেলের। ইেট হয়ে দেখলে গোপেন। গোঁতার প্রতিব্যা করে প্লিশের লরী যাজে। শিউরে উঠে গোপেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল; তারপর হন-হন করে চলতে আরম্ভ করলে।

ভাষবাজার পাঁচমাধার মোড়। সে কি এখানে? গিজের মাধার ঘড়িতে বাজছে পৌনে দশ্টা। মান্ত্ৰের মধ্যে আতক এবং উত্তেজনা পাশাপাশি অভ্যস্ত পাষ্ট হয়ে উঠেছে। এক চোথে আতক এক চোখে উত্তেজনা—এখনি মান্ত্ৰের চোণে-মুখে ভয় ফুটে উঠছে—পরমূহর্কেই চোখে উত্তেজনার ঝিলিক খেলে যাচ্ছে; হাত মুঠি বেঁধে উঠছে। দোকান-পাট বদ্ধ হয়ে গায়েছে।

इन-इन करत हलाइ (शार्यन। मरश मरश प्रार्क हाড়াড়ে। সামনের দিক্টা যতদূর সাধ্য তীক্ষ দৃষ্টিতে (मन्द्र--- काथा अपूनिम कि गार्डिक द्राप्त कि ना ? কান মূজাগ করে বেখেছে—সরী কি মোটর-বাইকের শ শুনলেই গলিতে চুকতে হবে—অথবা কোপাও আশ্র নিতে হবে। নভেম্ব মাসে একটা হাকামা হয়ে গ্রিয়েছে। সে জানে—যেতে যেতে ওরা ধাঁই করে গুলী ছুঁড়ে দিয়ে যায়। যে মরল—াস মরল। রাস্তার ্রাছে—বিশেষ ক'রে বভ রাস্তার মোডে—থগকে সভাতে হবে। যোড ফিরবার আগে –উঁকি মেরে দেখে নিতে হবে—ওদিকে **কি ব্যাপার চলচে**—ভারপর\_ হয় পিডিয়ে আসতে হবে অথবা জ্বগতিতে সেই রাভার পড়ে **এক ধার ঘেঁষে চলতে হবে। গোপে**নের ন্দ্র বীক রসিক লোক: থিয়েটার নিম্নেই মেতে আছে. ্স বলেডিল- "মোডের মাধায় এসে স্রেফ নাকটি আগে বাড়িয়ে দিবি। শ্রেফ নাকটি। নাকের পাশ দিয়ে বাঁকা চোখে দেখবি। তারপর একবার হাতখানি বাডাবি। তাতেও যদি বন্দুকের আওয়াজ না গুনিস, তখন আর একবার ভাল করে দেখে, স্টু। সাঁ ক'রে বেঁকে-দন্ শন্ করে একদম হাওয়া।"

কণাটা রসিক বীরুর মুখে বেশ কেগেছিল সেদিন।
আজ গেণ্টাল এ্যাভিনিউর মুখে এসে কথাটার চেহারা
পালটে গোপেনের মনে উবয় হল। থমকে দাড়াল
গোপেন।

শ্বনে বউবাজ্ঞার সেণ্টাল এ্যাভিনিউ জংসন। कोमाशाय **ठाउट** चाटलात इं**ठा পড़েट्छ। প्रिन-ल**ती <sup>দাঁড়িয়ে</sup> আছে। বউবা**জারের ছ'**দিকের ফুটপাত ফাঁকা; पाकान**पा**ठे— चरिकाः भरे কাঠ-কাঠরার <sup>(मोक</sup>'न गर तका गाए प्रमाना व्यवना गरिनारे (मिक्निक्छाना वसहे **पाटक-किंद्ध** माकाटनत शार्य বিডি **নিগারেটের** (माकानखःना (थाना প্রত্যেক সামনে ছ'-চারজন দোকানের বিশে থাকে বেকার এবং রসিকের দল। গুলতান <sup>করে।</sup> আজ বিড়ি সিগারেটের দোকানও বন্ধ। বান্তার গ্যাস পোষ্ঠ—ট্রামের পোষ্টগুলো শুধু দাঁড়িয়ে चाह्यः पृद्व छहे-छहे শব্দ উঠছে। थाछिनिष्ट (धरक अक्टा अक्टा स्वाताता चारमात्र বাঁটার মন্ত ছটা—রাস্তার ব্দংসনের উত্তর-পশ্চিম

কোণের বাড়ীটার গায়ে পড়ে ক্রমশ: পশ্চিমমুখী হছে। এসপ্লানেড থেকে সাজে নিউর মোটর-বাইক বউবাজ্ঞারে—পশ্চিমমুখ মোড় ফিরছে নিশ্চয়। চঞ্চল হয়ে উঠল গোপেন। আলোটা এইবার ভার উপর পড়বে। হঠাৎ সে আভক্ষে চমকে উঠল। হুটো বাড়ীর মাঝের একটা দক্ষ বদ্ধ গালির মুখ থেকে হুজন লোক তীবের মত ছুটে বেরিয়ে ভাকে অভিক্রম করে ভারই পাশের উন্তর্মুখা একটা গলিতে গৌধিয়ে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল গোপেনের।

ছ্ম—ছ্ম—ছ্ম। বন্দুক বা পিন্তলের আওয়াক হচ্ছে কোথাও। ওদিকে আলোটা তার পাশে এসে পড়েছে। গোপেন মুহুর্ত্তে পাশের ওই উন্তরমুখা গলিটাতে চুকে

অন্ধকার গলি-পথ অনেকটা দুরে দুরে এক একটা গ্যাস জলছে। গোপেন নিভের পায়ের শক ভনতে পাছে। একটু আগেই একটা বাকের আড়ালে সেই লোক হ'টি দাঁড়িয়ে আছে। নিভন্ধ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোথে বিচিত্র ভীত এবং ভয়াল প্লক্ষীন দৃষ্টি।

তাদের সামনে পড়ে চমকে দাড়িয়ে গেল গোপেন। কে এরা ? হাতে ছুরী নাই তে । গলক ছু'টি আঙুলের ইসারা করে মৃত্যরে বললে— চলে যাও। গলি গলি চলে যাও। দাড়িয়ে। না।

গোপেন ছুটতে লাগল।

—আন্তে। এত জোরে পাঞ্চের শব্দ করো না।
আবার দাঁড়িয়ে গোপেন পিছন ফিরে দেখলে।
লোক ছ'টি এগিয়ে চলেছে স্কুপণে। লোক ছ'টির
হাতে কি ?

ট্রামের পথের পথের। প্রোন ব্যালান্ট। অবাক হয়ে গেল গোপেন। তভনীর উত্তরে ওরা

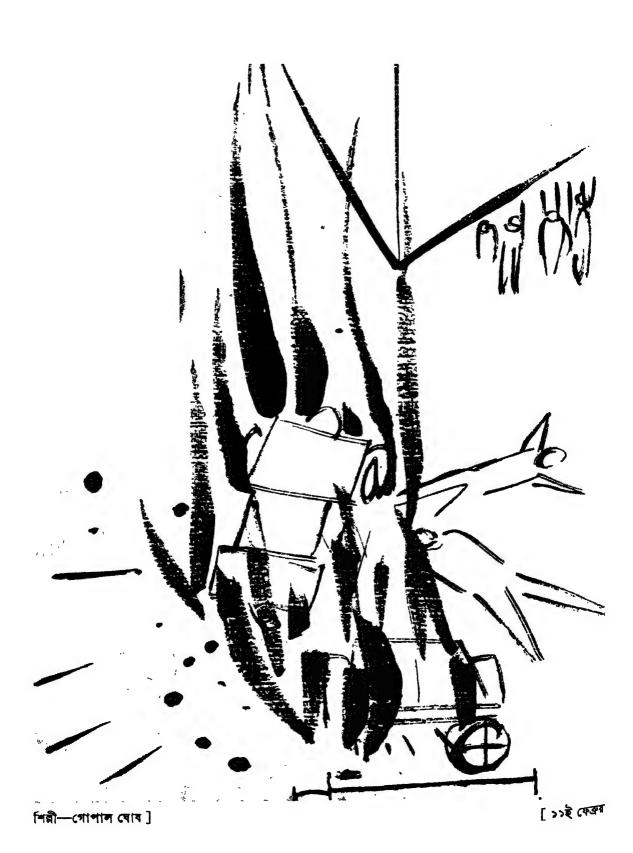
ঢেলা ছুড়ছে। এরা পাগল না कि ?

ত্ম— ত্ম। পিন্তলের আ'ওয়াজ হল বউবাজারে । লোক হু'টি আবার গলিতে চুকে গড়ছে ক্রন্তপদে।

গোলেন ছুটল আবার সভয়ে। গলি-পথ যে দিকে
চলেছে—সেই পথে চলেছে সে। ছুটে চলার গতিবেগে
চগ্রাৎ সে গলির মোড় ফিরে একেবারে আলোকিত
প্রশস্ত রাজপথের উপর একে পড়ল।

সেণ্ট্ৰাল এ্যাভিনিউ।

সামনেই রাভার ওপর ধোঁয়া এবং আগুন।
মিলিটারী ট্রাকে আগুন জলছে। রাভার ত্'পাশে জনতা।
আগুনের লালচে আলোর আভা পড়েছে সকলের
মুখের উপর। জলস্ত মিলিটারী ট্রাক্টার সামনে রাভার
এ-মাণা পেকে ও-মাণা পর্যান্ত জন কয়েক মিলে কি যেন
টেনে নিয়ে আগছে। ডাইবিন—ময়লা-ফেলা হাত-গাড়ী
—কোণা পেকে কার একখানা মাল-বওয়া ঠেলাও নিয়ে



এনেছে। পাশাপাশি সাঞ্চিরে চলছে ক্রন্ত গতিতে। গারিকেড ভৈরী করে রাস্তা বন্ধ করছে।

— আসছে— আসছে। দ্রপ্রসারী প্রথর উচ্ছল ছুটো গালো—সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মত মোটরের গাওয়াকা।

চুকে পড়ল গোপেন গলির মধ্যে। আওয়াল হচ্ছে বন্দুকের।

কুসকুস কেটে বাচ্ছে। পা ছটো ভেলে পড়ছে। চোধ ফেটে কালা আসছে। অন্ধকার গলিপথে ঘুরে বুরে উত্তরমুখে চলেছে। কিন্তু এখনও সেন্ট্রাল এগভিনিউ পার হঙ্গে কর্ণগুৱালিশ দ্বীটের দিকে আসভে পারেনি।

হ্যারিসন রোড ও এ্যাভিনিউ জংসনে ত্'বানা লরী এখনও জলছে। ওথা পুলিশ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জ্জেন্ট পাহারা দিচ্ছে ওখান্টায়।

হাারিসন রোড পিছনে ফেলে অনেকথানি উত্রমুখে এসে দে আবার একবার চেষ্টা করলে চিত্তরে এন এয়াভিনিউ পার হবার; স্থান্টা বেশ নির্জ্জন। একটু দাঁভিয়ে অপেকা করে দেখে, সে এক ছুটে এপারে এসে পড়ল। একটু আগে প্রমুখী একটা গলি। গলিতে চুকে সে একটা বাড়ীর সিঁডিতে বসে হাঁপাতে লাগল। একটা বিভি ধরালে। এবার ফেক্রারীর প্রথম স্থাহেই শীত মুরিয়েতে, তার উপর এই ছুটোছুটি, এই উৎকর্ঠা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। তেলচিটে ময়লা রমালখানা বার করে সে মুগ মুছলে। এতকণে অপেকারু ত আখন্ত হয়ে সে মহর পদক্ষেপে চলতে চলতে উৎক্ঠার পরিবর্তে ক্যোধেকোভে অধীর হয়ে উঠল।

নিটিং আর প্রসেসন। প্রসেসন আর মিটিং।
দিলী চলো, জয় হিন্দ্ বন্দে মাতরম, ইনক্লাব জ্বিলাবাদ,
সামাল্যবাদ ধ্বংস হোক, ভারত ছাড়ো। চীৎকার—
চীৎকার আর চীৎকার। গুলী খাচেছ, মরছে, রজে ভেসে
বাচ্ছে কলিকাতার পিচের রাস্তা।

—ওদের আছে বন্দু, ওদের আছে পিন্তল— পুলিলের হাতে লাঠি—গুলী চালাছে—লাঠি মারছে। বন্দুকের ডগার আছে সঙ্গীন। মারছে থোঁচা! কুক্রের মত মারছে, শ্রেরালের মত মারছে। মার—মার—মার— মেরে নে। সাধ বিটিরে মেরে নে। ভগবান্ আছেন!

প্ৰের পাশের একটা ঘড়িতে ধণ্টা বাজার আওয়াজ ইচ্ছে।

<sup>এক</sup>, ছই, ভিন···সাভ-আট-দশ—এগারো—এগারোটা বাজন।

गहरतत्र अमिक्ठे। एक इत्तर शिरत्र ए । पृथितत्र ए गर। क्टे-क्टे। इय-इय । निषक्षात्र गर्या छित्र अन

এথাভিনিউরে গুলী চলার শক্ষ এত দুরেও শোনা বাছে। এখনও চলছে গুলী। চেলার বদলে গুলী। হে ভগবান্।

ভাষৰাজ্ঞাবের পাঁচ মাথার পরিসর রাক্স্সে হাঁরের মত। ওধানে গিরে পড়লে আর পাশ কাটাবার জারগা নাই। নিশ্চর সেই গোল জারগাটার বলুক নিয়ে পাহারা দিছে শুর্খা প্লিশ ফিরিকা সার্জেন্ট। ওটা একটা হালামার ঘাঁটি। নভেম্বর মার্সে ওখানে শুলী চলা গোপেন স্থচকে দেখেছে।

সে শিউরে উঠল—সঙ্গে সজে অকারণে—নিজের অজ্ঞাতসারে মধ্যরাত্তির জনহীন নিভক্ক রাজপর্য ধ্বনিচকিত করে চীৎকার করে উঠল—আ—হা-হা হা । নিজের জাত্মর উপরে একটা ঘুঁসি চালিরে দিলে।

গলি-পথে খানিকটা এসে সে বড় রান্ডাটা পার হল।
নিউ ভামবাজার ষ্টাট। ছোট রান্ডা ধরে বাগবাজার ষ্টাটে পড়ে বে নিশ্চিন্ত হল।—শা—লাঃ!

মাঝ রাত্রির কলকাতার পথ অত্যন্ত বিশ্রী। গাছম ছম করে। কোপাও জনমানব নাই, ছ'পাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দোর বন্ধ—জানালা দিয়ে দেখা বার ভিতরে অন্ধকার পম পম করছে। লাইটপোটের মাপায় গ্যাস বাভিগুলো স্থির ভাবে জলছে; ওতেই বেন ভয় বেডে বায়।

ছ'লন লোক! সতর্ক হল গোপেন। রাভার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালের গায়ে কি করছে? পরক্ষণেই ভারো রাভার দিকে ফরল। গোপেনের উপ্টে। মুখে চলে গেল। ছ'লন অলবরসী ছেলে; ছেলে নয়—কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে। আবহা চিনভেত্ত যেন পাংছে ওদের। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখালের ধবরের কাগজে লাল কালীর মোট। হরফে হিছু লিডে

কেয়াবাৎ রে বাবা । বহুৎ আছো ভাই । ঠিক আছে এরা । রাত্রে খুম নাই, বুকে ভর নাই, কাগজের উপর লাল কালীর হরফে কথার আগুন জালিরে ছড়িছে ছড়িয়ে চলছে। কাল সকালে বে পড়বে ভার বুকে লাগবে । কি লিখেছে ?

"विभव--विभव।

निপ্रदित्र भ्रान हारे ; मिक्क नहा।

লক প্রাণ বলি দিতে প্রস্তত ; নেতৃত্ব কই ?"

অখন্তি বোধ করল গোপেন। সে ক্রতপদে চলতে লাগল। একটু আগেই ভার বাড়ী।

हर ।

কোন বাড়ীর ভেডরে খড়ি ৰাজছে। বোৰ **হ**ৰ্ছ একটা ৰাজছে।

ভীবন মরণ ছুই ভীর সংশয়ের আলে ছারা আঁকা আলো কভু হতেছে তিমির তিমির কখনও আলো-মাখা।

> জ্যোতিদলোকের পারে কি আছে ডা জানি শৃক্তভার মাঝখানে পূর্ণভার বাণী।

হুর-বেস্থরের হল্ব নিয়ে আস্ফালনের ভাল না বৃনি ভোমার বাঁশী তুমি বাজাও আমার শোনা আমি শুনি

> তোমার আমার মাঝধানে কি যেন অদৃশ্য সেতু আছে জনভার মাঝখানে, বল,

না হলে কি করে এলে কাছে;

কোন্ পথে যাব ভেবে মূর্থ বসে থাকে জড়বৎ সে অলস জানে না কো পথের সন্ধান দেয় পথ।

> পূৰ্ব তথন হ'ল আশা গাছের ডালে পুস্পরূপে ষুট্ল যবে আলোর ভাস।

**छ । পান ध्यालांत वह एमिकान होत्र मर्या ए**डि ব্যক্তি। চং। মিষ্টিওয়ালার লোকানের হড়ি এটা। নিজের বাড়ীতে বন্ধ ছ্রারে কড়া নাড়লে সে। পাশের বড় ৰাড়ীন্তে ঘড়িটার এভক্ষণে একটা বাজন— চং।

-- क्रवि! क्रवि! धहेकवि। পোপেনের বেরের নাম ক্ষবি। সুমিরেছে না হেলেখলো বুমাতে

ছেলেমাত্ম—ভাৰনা-চিস্তা তাদের হবার বধা নয়। কিন্তু বিভা ঘুমালো কি করে ! রাত্রি একটা বাজন কলকাতার পথে গুলী চলচ্চে সঙ্কো থেকে—ধ্বর নিশ্চয় পেয়েছে—ভবু সে ঘুমায় কি করে ?

প্রচণ্ড কোরে কড়া নাড়লে গোপেন। চীৎকার करत्र फाकल-विष्ठा । अहे ! ऋवि!

বাক—উঠেছে। গাঁতে গাঁতে টিপে—ছাতের <sup>চর্ছ</sup> त्म किंक करत्र त्राथरण। थ्रण निक मत्रका।

ক্রিম্প:!



खीडेट श्रमाथ रत्नाशाशाश

গৃত বাবে স্থাব সম্বন্ধে বা' লিখেছিলুম তার তলায় তোমরা ছোট করে একটি 'ক্রমশঃ' জুড়ে জিমার বিষম ফ্রাসাদে ফেলেছ। পাক দিয়ে স্ভো লম্বা করবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। লোকের কৌতু-হলের যে শেষ নেই তা জানি, কিন্তু স্থভাব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার চিন্তার ধারা যে একেবারে এলোমেলো ইয়ে যাচছে! বেশ গন্তীর হয়ে লিখতে বসেছি; স্মুখে যোদ্ধবেশে স্থভাবের ফটো। কিন্তু লিখবো কি ছাই ? আমার কেবলি মনে হচ্ছে— O faiest flower, no sooner blown but blasted! কত আশা, কত আকাজ্ঞা, কভ তেজ ঐ চোখের ভিতর পোরা রয়েছে। সবই কি শৃত্যে মিলিয়ে গেছে ? সভাই কি স্থভাব আর ইহ্জগতে নেই ?

মহাত্মাজীর আদর্শে আন্থাবান্ হবার সৌভাগ্য যে আমার কথনও হয়নি, তা' তোমরা বেশ করেই জান। অধিকন্ত, মহাত্মাজী অভাবের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্তে আমার মনের কোণে মহাত্মাজীর বিক্রছে বেশ খানিকটা বিদ্বেষ যে জ্বা হয়ে আছে তা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। মহাত্মাজী যথন বলেন যে ভ্রাষ্থ ক্রছ আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহস, নিয়মামুবজিতা, অদেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সবই তার কাছে প্রশংসনীয়; কেবল তাদের যুদ্ধ-স্পৃহাটার ভিতর তিনি অমলনের বীজ দেখতে পান, তখন আমার হাসিও পায়, রাগও ধরে। আমার মনে হয়, যতগুলি সদ্ভবের তিনি উয়েথ করেছেন তার সবগুলিই ঐ যুদ্ধ-স্পৃহাকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠেছে। ছডির ভিতর থেকে হয়ার স্থিটি আন্তে আন্তে টেনে বের করে নিলে ঘড়ির যে অবস্থা হয়, আজাদ হিন্দ কৌজের ভিতর থেকে অদেশের স্থামীনতার জন্তে যুদ্ধ করবার স্পৃহাটুকু বাদ দিলে মহাত্মাজী যে সমন্ত সদ্ভবের প্রশংসা করেছেন সেগুলি একে একে সবই লোপ পাবে। তা হোক, মহাত্মাজী স্থভাষ সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ ক্রমন না কেন, যে দিন সভাস্থলে তিনি বলেছিলেন—"I repeat—Subhas is alive"—সে দিন আমার মনে হয়েছিল রডেনেক সাটাকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধ্লো নিয়ে গা-ময় মাখি। মুখে তাঁর ফুল-চন্দন পড়ুক। একশো পঁচিশ বংসর কেন, তিনি চিরজীবী হয়ে রামরাজ্যের মহিমা প্রচার করতে থাকুন।

আজকাল এক এক সময় কি মনে হয়, জানো ?—মনে হয়, আহা ! স্থভাষের যদি একটা ছেলে থাকভো । কিন্তু তা তো হবার নয়। স্থভাষ ছিল একবারে আকাট ব্রহ্মচারী। তার থারণা ছিল এ যুগে যে স্বদেশ উদ্ধার করতে যাবে, তাকে সর্বান্থ সমর্পণ করে দিতে হবে দেশ-মাতৃকার চরণে। তার ভক্তি, ভালবাসার আর আছ ভাগিদার থাকা চলবে না। মেয়েরা দলে দলে দেশের কাজে নেমে পড়ুক, এটা সে সর্বান্তঃকরণে চাইতো, আর এ বিষয়ে তাদের উংসাহ দিতে সে ক্থনও কুটিত হতো না। নারী-জাগরণ বলতে সে ব্যতো মেয়েরা ছেলেদ্রে মতো লেখা-পড়া শিখবে, সভা-সমিতিতে যোগ দেবে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুরুষদের অগম্য স্থানে স্বদেশপ্রেম প্রচার করবে, স্বেছোসেবিকা হয়ে কুচকাওয়াল করবে, আর্ত্তের সেবা করবে—ব্যস! এ ছাড়া কোমল স্ব্রের আর কিছু দেখলে বা শুনলে স্থাব আবাক্ হয়ে যেত, বিরক্ত হতো। তার মুখে একটা স্থাব ভাব ফুটে উঠত।

১৯২৩ সালে যথন দেশবন্ধ তাঁর অরাজ্যদলের কার্যপ্রণালী প্রচার করবার জন্তে মৈনলসিংহে গিয়েছিলেন তথন তাঁর দলের ভিতর অভাবও ছিল; আমিও ছিলাম। তথনকার no-changer দলের মৈনলগিংই ছিল একটা প্রধান আডা। দেশবন্ধর কাউন্সিদ দখল করা প্রোগ্রামের উপর লোকের বেশী আস্থাছিল না। No-changerদের ও কেন্রাটা দখল করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আক্রমণের বেগ প্রবাহিত হতে লাগলো ত্রি-ধারাম। স্বরং দেশবন্ধ সেখানকার উক্লিদের নিয়ে গড়লেন; আমি চুকে পড়লুম প্রাতন বিপ্রবৃত্তী দলের ছেলেদের ভিতর; আরু মেনলিসংহের নৈষ্টিক অসহযোগপন্থী নারীবাহিনীকে তর্ক-মুছে বিশ্বস্ত করে দেবার ভার পড়লো সেনাপতি সভাবচন্দ্রের উপর।

মহা উৎসাহে মেরেদের এক সভা ভাকা হলো। স্থভাব আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবেই। আমি 
করজোড়ে বিনীত তাবে নিবেদন করলুম—"ভাই, মেরেদের যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কেউ কিছু বোঝাতে পেরেছেন, এ
বিষাস আমার নেই। তবে ভোমার সাহসের অন্ত নেই। ও কাজটা তুমিই চেটা করে দেখ।" স্থভাব রেগে পিরে
ক্লি—"মেরেদের কাজে আপনার কর্খনো উৎসাহ দেখতে পাই নে। আপনি কি মনে করেন মেরেরা না একে

দেশের কাজ এগুবে ?" আমি আরও বিনীত ভাবে বলসুম—"তুমি ভুল বুষত ভাই, মেরেদের উপর আমার গরী শ্রহা। তাঁরা বেড়ি-খুন্তি নিয়ে রণক্তেরে না এওলে আমাদের যে তকিরে মরতে হবে, সে বিষয়ে আমার শোষ সন্দেহই নেই।"

প্রভাষ মুখখানা খুব গন্তীর করে চলে গেল।

সভার না যাবার একটা কারণ ছিল তা হুতাবের কাছে তেকে বালনি। আমি খপর পেয়েছিল্ম যে, বেল্বর বাড়ীতে আমরা অতিথি হয়েছিল্ম তার দ্রীই হচ্ছেন ওধানকার মেরেদের নেট্রী। শিক্ষিতা আর বৃদ্ধিতী গাঁও তার খ্যাতিও ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিল্ম যে, হুতাবের মেরেদের মিটিং-এ তিনি যাননি। ইংসেল গোল অতিথিদের ভূরি ভোজনের আয়োজন নিয়েই তিনি বান্ধ ছিলেন। আমি ঠিক করেছিল্ম যে, মেয়েদের সহায়্য বিদি পেতে হয় তা'হলে হেঁলেল ঘরের এই বৌ-ঠাকরণ্টির শরণাপল হতেই হবে। কি করে তার কাছ থেকে বল্লা পাওয়া যায় আমি আহারাদির পর ভয়ে ভয়ে তারে কেই চিত্রাই করতে লাগলুম।

ভগবান সদয়—। স্থাগে মিলতে বেশী বিলম্ব হলো না। ঐ বাড়ীরই একটি ৬।৭ বছরের মেয়ে কি লানি কি মনে করে আমার কাছে এলো। আমি ভার সন্দে গল্ল করতে করতে ভারা কর ভাই, বয় বোল, ভাকে। বেশী ভালবালে—ভার মা, না বাবা—ভার গলায় ঐ দাগটা কিসের—শুভৃতি নানা প্রশ্ন করে যে জ্ঞান স্ক্রা বরুলা, ভার উপর নির্ভর করে সামৃত্যক বিভার পরীকা দিতে বেশী কই হয় না।

তার পর আমি দেখতে আরম্ভ করে দিলাম, তাহার হস্ত-রেখা। কোপায় তার বিয়ে হবে, ভার্নাঃ ফিবল কেন্দ্রন হবে—এই সব পরম গুড় তত্ত্ব যথন অজ্ঞাত ভবিষাতের ভিতর পেকে টেনে টেনে বার করতে নাগনান, তিবল মেমেটি তো একেবারে পাননে ও বিশ্বয়ে প্রাকৃ হয়ে পোল।

মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার মা-ঠাকরণটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। বাটনা-টাটনা বাটছিলে বিশিষ্ক —হাতে হলুদের দাগ। বাঁ হাতথানা আখার কাছে এগিয়ে দিলেন—"আপনি দেখছি সামাদ্রক বিজাক্ষিল। আমার হাতথানা একবার দেখুন দেখি।" আমি মনে মনে বল্লুম—"এই যে মাছ টোপ গিলেছে।" মুখে বল্লুম—"না, বৌঠাকরণ, ও-সব আমি কিছু জানিনে।" বৌঠাকরণ সে কথা শুনলেন না। বল্লেন—"গ্ৰিকে আপনি বা বা বলেছেন, সব মিলে গেছেন। আমার হাত আপনাকে দেখতেই হবে।"

শেশতেই যথন হবে, তথন প্রীপ্তরু-মরন করে দেখতে আরম্ভ করলুম। হঁ। স্বাস্থ্য-রেথা কিঞিৎ অপরিস্কুটা আপনার শরীরটা তো আঞ্চনাল ভাল নেই —না ? (বলা বাহুল্য, মুখ দেখলেই তা বুবাতে পারা যায়,
সামুদ্রিক বিভার বিশেষ কোন দরকার হয় না )। বৌ-ঠাকরণ বল্লেন—"হাঁ, প্রায় আট-ন' মাস হলো শরীরটা সারছে
না।" কাছে দোলনায় একটি ছোট মেয়ে ঘুমুদ্ধিল ; অমুমান করলুম তার বয়স আট-নয় মাসের বেশী হবে না।
আর তাকে বেশী কিছু বলতে হলো না । আমি অন্তানিহিত সামুদ্রিক বিভার প্রভাবে গড় গড় করে স্ব বলে বেছে
সাগলুম।

তার পর দেখলুম—বিষ্যার রেখা, বুদ্ধির রেখা, ধনের রেখা, নেক্রীত্বের রেখা। বৌঠাকরণের মুখ উচ্ছল থেকে
উচ্জলতর হতে লাগলো। এমন সময় মস্-মস্ করতে করতে আদালত থেকে ফিরে এলেন আমাদের উদিল
গৃহস্বামী। আমি হাত দেখিছি দেখে তিনি তো হেসেই আকুল। জিজ্ঞাসা করলেন,—"দাদার আবার ও বিষ্ঠি
আহে না কি ?" সার্টিফিকেট দিলেন স্বয়ং গৃহলক্ষী—"না, গো; দাদা যা'-যা' বলেছেন সব ঠিক। তুমি হাসছ কি ?"

উকিল ভায়া বলুলেন—"তা হলে আমার হাতটাও একবার দেখে দিতে আজ্ঞা হোক।"

আমি আমা ও স্তার ছু'থানি হাত পাশাপাশি রেথে গভীর গবেষণায় বাস্ত হরে পড়সুম। তার <sup>পর</sup> আতে আতে বলসুম— কিছু মনে কোরো না ভাই। ধকাক্তিতে ডোমার নাম আছে বটে; বিস্ত এই <sup>দেখ</sup> কুৰু বিষয়ে বাম কোনো বা কাৰ্য তা কার্য ভাগোর কার্য আর্থি। আর তুমি যে করে খাচছ, তা তাঁরই ভা<sup>গোর</sup> জোরে।

প্রচণ্ড হাক্তধ্বনির মধ্যে সামৃত্রিক বিভাচচ্চ। শেষ হরে গেলো; আর আরম্ভ হলো চা-পান। উবিল ভারাটির ঝোঁক নৈষ্টিক অসহযোগের দিকে, যদিও তিনি আদা শত ছাড়েননি, কিছু আমাকে তার, যুক্তিকে বঙ্গি করতে বেশী বেগ পেতে হলো না। সামৃত্রিক বিভার জোরে বার হাতের ভিতর প্রবল বৃদ্ধির রেখা আর নেত্রীব্র রেখা আবিষ্কার করেছিলুম, এবারে অগ্রণী হলেন তিনি অরং। সামৃত্রিক বিভার সঙ্গে অরাজ্যদলের প্রপাগার্ডার ই গতীর সংযোগ দেখে আমি বিশেষ পরিভৃত্তি লাভ কর্লুম।

# -अर् वायवः

विकृत्पद्रश्चन महिक

হরিছারেতে রম্য শীওল;
গমুজ হার উচ্চ ত্রিত্তল,
মুক্ত জানালা—ভোজনে বসিব
সাজানো বিবিধ ভোজা,
অণুবোমা নয়—হোট হনুমান
সব লয়ে দিল চম্পট দান,
কলিন্দে বসি থাইতে লাগিল
হাসিয়া করেছি স্থা।
গৃহদ্বারেতে আমি বিপন্ন
পরিতিত নর মাস্থাগা

व्टि श्रिया मृला मराहरू

কোথায় জবা । সব বিশ্ববি'
দেখা হলে হাসে আমি লাজে মরি
অবাক্ হইয়া চেয়ে থাকি আর 
ভাবি নর কত সভ্য।
বে যাই বলুক মনে নাহি ধরে
অনেক প্রছেদ নরে ও বানরে
হয় তো নিজের মুথ পোড়াইল
পোড়াইতে গিয়া লকা,
দেখি মান্ত্যের নাই বটে লেজ
সব চেয়ে বেশী তবু তার তেজ
জগৎ পোড়ানো না পোড়ায়ে মুখ
নাই সুণা লাজ শ্রা।

ইতিমধ্যে নারীসভার বজ্তা শেষ করে উৎষ্ক্র নয়নে হাজির হলেন স্বয়ং প্রভাষচন্দ্র। বৌ-ঠাকরুণ প্রভাষের চা-প্রীতির কথা জানতেন। বজ্তা-ক্লান্ত প্রভাষের জন্তে বজ্ একটা টাম্বলারে চা আনবার ছল্তে ভিনি রারাম্বরের দিকে ছুটলেন। আমি প্রভাষকে বলকুম—"কেনাপতি! বিজয়বার্তা হোহণা বরো। নারাবাহিনী দুলংবাদ কি 🕶 প্রভাষ সানন্দে মহিলা:-সভার বিবরণ দিতে লাগলো। কি তাঁদের আগ্রহ, কি তাঁদের স্বদেশ-ব্রেম! কি তাঁদের বিঠা দেই হাদি। স্বাই নাকি নি:শক্তে এক হণ্টা ধরে তাঁর বজ্ব। ড্নেছিল।

আমি জিজ্ঞালা করলুম—"হাঁ কোরে তারা ভোমার মুখের দিকে চেরে পাবেন্নি ?"

খভাষ একটু কুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে- "তার মানে ?"

বিনিময়ে দিবে জবা.

আমি বলল্ম—"মানে আর কিছু নয়। আমার একটা ভূল ধারণা ছিল ধে, তাঁরা বজ্তা গুনতেও আসেন্দি, আর কোন্ দলের কি প্রোগ্রাম তা' জানবার জন্তে তাঁদের বিশেষ মাধা-ব,থাও কেই। তাঁরা প্রিছিলেন ভ্রু ডোমাকে দেখতে, আর ভোমার মুখের কথা গুনতে। আমি ভোমার সঙ্গে মিলা-সভায় যাইনি কেন জাল ছুব্ ডোমার টাদ-মুখের পাশে আমার এই ভোঁদা মুখখানা থাকলে আর্জেক effect ই ইয়ে যেত। ভূমি মহিলাদেশ মানখানে স্বংজ্যদলের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা না করে যদি উল্টো কিছু ব্যাখ্যা করতে, তা'ংলে আমার মনে হর মহিলাশা ভাই মেনে নিতে ইভজ্তঃ করতেন না। এ বিষয়ে তাঁরা বিষম উদার!

গৃহস্বামী বন্ধুটি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। স্থভাষ হাসবে কি রাগবে তাই স্থির করবার চেষ্টা করছে, এমন শুমা এক প্রকাপ্ত টাম্বলারে চা নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের অতিথি-বংসলা গৃহক্তী।

চা পেরে স্থাব আর কুছ হবার সময় পেলে না। আমি তাড়াতাড়ি নিভান্ত ভাল মার্বের মজো বজে উঠিলাম—"জানেন, বৌ-ঠাক্রণ। স্ভাব বাবুর মহিলা-মিটিং পুব successful হয়েছে। স্থাব বাবুর মুখে জো আর আপনাদের এখানকার মহিলাদের স্থাতি ধরছে না। স্ভাব বাবুর যত যুক্তিই না কি তাঁরা শোনবার আগেই মেনে নিয়েছেন।"

স্বভাব চারের টামব্লার থেকে মুখ ভূলে একবার কট্মট্ করে আমার দিকে চেয়ে দেখলো। বৌ-ঠাকরুপের অধ্যঞান্তে একটা অফুট ছাসির রেখা মিলিরে গেল।

তনলাম তার পর্যদিন বৌ-ঠাককণ মহিলা-সভায় স্বরাজ্যাদলের প্রোগ্রাম অমুযোদন করে একটা প্রভাব করেছিলেন, আর তা' বিপুল হর্ষধনি সহকারে স্ক্রিস্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। আমাদের মৈমনসিংহ-বিজয়ের প্রথম অধ্য ক্রায় শেব হলো। দেখলুম্-বিজমতক্র সেকালে যা' বলেছিলেন তা' একেবারে বাঁটি কব:—টাদমুখের সর্ক্তি জন। মংখের বিষয়—টাদ নিজের করের কারণ নিজেই জানে না।

### সুভাষের সঙ্গে বারো বছর

(8566-5686)

অহেমন্তবুমার সরকার

- 🎾 । যি রাত্তি, তুমি ফুল। যতকণ ছিলে কু ড়ি আগিয়া চাহিয়াভিম আঁধার আকাশ কুড়ি, সমস্ত নকতে লয়ে তোমারে পুকায়ে বুকে; যথন ফুটিলে তুমি ত্বনর তরুণ মুধে ∛তখনি প্রভাত এল ; মুরাল আমার কাল बारमारक छाडिया श्रम त्रवनीत्र चस्त्राम । এখন বিখের তুমি खन् खन् मधुक्त চারি দিকে তুলিয়াছে বিশায়-ব্যাকুল স্বর; গাহে পাখী বহে বায়ু, व्यत्भाम हिल्लाम शात्रा नवच्छे कीवरनदत्र করিতেছে দিশেহারা! এত ব্দালো, এত সুখ এত গান, এত প্রাণ ছিল না আমার কাছে ; चामि क्रबिहर मान 💘 নিজা, শুধু শান্তি সমতল নীরবতা তথু চেয়ে পাকা আঁখি ७४ यटन यटन कथा।"

ভার মধুরার লীলার কথা সকলেই জেনেছেন—
কিছ সে যথন বৃন্ধাবনে রাথাল বালকদের সঙ্গে গোঠেনাঠে থেলা করতো, সে দিনগুলির কাহিনী জনেকেই
শোনেননি। সেই লীলার প্রথম ও প্রথমন সলী
হওয়ার সোভাগ্য আমার হরেছিল। সেই অ্থ-স্থতি
আমি যক্ষের মত এত দিন বক্ষে লুকিয়ে ধরে রেখেছি।
আমান হয়েতো সময় এসেছে দেশবাসীর সাম্নে সেগুলিকে
নিবেদন করার।

শারণীয়া সপ্তমীর ক্ষপ্রভাত। ইংরেজী ১৯১২ সালের একটি সকালে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘণ্ডলি অনস ভাবে ভেনে বেড়াছে। কটক সংরের উড়িয়াবাজার পল্লীতে অধ্যাপক গোপালচন্ত্র গান্তুলি মহাশরের বৈঠকথানার ব'বে আছি।

এমন সময় একটি গৌরবর্ণ ক্লশাক্ততি তরুণ কিশোর এসে তার ছোট কর ছ'টি জোড় করে আমায় নমন্তার করলো। আমি অবাক্ হয়ে তার আপাদ্য তক हिर्देश्व করে নির্বাক্ হয়ে চিত্রাপিতের মত বিছুক্ষণ দাঁছিল রইলাম। প্রভাতের শিশির-মাত কুছমের ২৩ ভার পবিত্র মুখখানি, চোখে সোনার ফ্রেম দেওয়া চখ্যা शास किएक नीम द्रारम्य बद्रिक-काठी हिए हेन नहा (काहे ভার উপর একখানি পাট-করা সাদা চাদর, পরবে ধৃতি এবং পায়ে কালো রংএর ফিডে-আঁটা হয় ৫ই মৃদ্ধি দেখে আমি মনে করলাম, যে মাহুষ আমি খুঁছে বেড়াচ্ছিলাম-এ-ই সে ! ভাবের আবেগে আমি তাকে প্রতি-নমস্কারটি পর্যাস্ত করিনি-কিন্ত মুহুর্তের অবদরে ভার পায়ে আমার জীবন নিবেদন করে দিয়ে মনে মনে অহুভব করণাম, এই সেই বালকবেশী মহাপুর্ধ যে **এक দিন নিজের চরিত্র-মহিমায় ও কম**গোরবে ভারতের মুক্তি আনবে।

অনেককণ পরে সে বললো—"মাষ্টার মশায় লিখেছেন তুমি আমাদের বাড়ীতে উঠবে, তা ওঠনি কেম ?"

আমি বললাম—"ভাই, তেংমরা এত বড়লোক বে আমার মত পরীবের ওখানে উঠতে ভয় করে।"

তার চোধ ভিজে উঠলো—"বড়লোকের হরে জরেছি বলে তুমি আমায় থোঁটা দিলে, আমার কি অপরাধ বল তো, ভাই ?"

তার পর ছ'জনে ৰসলাম কথা কইতে। সে কণা বছ দিন বছ বৎসরেও শেষ হয়নি।

এই কিশোরটি স্থভাষচন্দ্র, আর এই মান্টার মশার শ্রীষ্ত বেণীমাধব দাস, পরবন্ধী কালে যিনি কুমারী বীণা দাসের পিতারূপে লোকসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বেণী বাবু ফটকের র্যাভেনশা কলেজিয়েট স্থূলের ছেজমান্টার ছিলেন। প্রভাষ কটক ইউরোপিয়ান স্থূল থেকে র্যাভেনশা কলেজিয়েট ভর্ত্তি হয়। এই সূলে গে বেণী বাবুর কাছে ছুই বৎসর পড়ে। বেণী বাবু সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না—জাঁর জীবনের মহৎ আদর্শ ও দেশথিতৈবণা তিনি ছাত্রগণের মধ্যে প্রাণ দিয়ে চেলে
দিতেন। প্রভাষ এক নিমেবেই জার প্রিয়ত্ম ছাত্র
হ'তে পেরেছিল। বেণী বাবু যখন কটক থেকে ক্ষ্ণনগর
কলেজিয়েট স্থূলে হেড্যান্টার হ'লে বদলি হন—তর্থন
প্রভাষ কুঁপিয়ে ক্তক্ণনা কেঁদেছিল।

আমার ব্যেস তখন বছর প্রেরো! স্থ<sup>াবেরও</sup> তাই। ক্রফনপরে এসে বেণী বাবুর মেহ-দৃষ্টি আমার

উপর পড়লো। আমার শরীর ভাল না থাকাঁর তিনি প্রীতে চেপ্তে যাওয়ার অত্তে স্থভাবকে একথানা পত্র আমার হাতে দিয়ে কটকে পাঠালেন। প্রীতে সমৃত্তের ধারে স্থভাবদের বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী বা অস্ত কোধাও আমার থাকার ব্যবস্থা করতে তিনি স্থভাবকে অন্থ্রোধ করেছিলেন।

কিন্তু এটা একটা উপলক্ষ মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন বুভাষের সঙ্গে আমার মেলা-মেশা। এবং সেই মেলা-মুশার মধ্য দিয়ে একটি হুগা-জীবন-ধারার সৃষ্টি।

মান্তার মণায় আশা করতেন, ম্যাটিক পরীক্ষায়
নুতাব ও আমার মধ্যে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান
অধিকার করবে। স্থভাব বিতীয় স্থান অধিকার করে
এবং ৭০০র মধ্যে ৬০৯ নম্বর পায়। আর এক জন সরকার
প্রথম স্থান পায় ৬১৬ পেয়ে, কিন্তু সে আমি নই, আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমধনাধ সরকার, বিনি পরে সিটি
কলেভ ও পোষ্টু গ্র্যাজুমেট ক্লাসের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

ক্ষভাষের সঙ্গে দেখা ছওয়ার পর থেকে ক্লাসের পড়া-ভনো থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল। এক ন্তন জীবনের আস্থাদে ও কল্পার রঙীন নেশায় আমি একে-বাবে মশগুল হ'য়ে পড়েছিলাম।

প্রথম যে-দিন স্থভাষের সঙ্গোকাৎ হ'ল—সে-ও দৈননিংন জীবনের আচরিত পথ থেকে ছিট্কে বেরিয়ে এল। কথনও সকালে বাড়ীর বার হয় না, সেত্পুর পথ্যস্ত আমার সঙ্গে কথায় বিভোর হ'য়ে থাকলো। মেচম্মী মা তার জ্বন্ধ খাবার নিয়ে ব'সে আছেন, অরণ-হওসায় সে তৃপুরে বাড়ী ফিরে খাওয়া শেষ করেই আবার আমার কাছে এলো।

"জনতোরক্রমেণ"—গল্প করতে করতে অধিক বাত হ'য়ে গেল - আমরা হাঁটতে হাঁটতে জ্যোৎসা-মাবিত কাটজুড়ি নদীর বাঁধের উপর বেড়াচ্ছিলাম। চারটি দিন কটকে থেকে বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যায় হভাষের নিকট বিদায় নিয়ে পুরী গেলাম।

ত্তাবের ডাক নাম ছিল 'ছবি'।

শুলের মা অতি প্লাশীলা রমনী ছিলেন। আটটি পালের ও ছয়টি ক ন্তার তিনি জননী ছিলেন। স্থাবের বাবা রায় বাহারর জানকীনাথ বস্থ শৈশবে অতি হংখ-কটের ভিতর দিয়ে মানুর হয়েছিলেন। উড়িব্যার বাজালীদের তিনি কেতৃস্থানীয় ছিলেন। কটকের গবর্ণ-মেট প্লীভার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানরূপে তিনি স্থারের স্কল সাধারণ কাজে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর আদি-বাড়ী ছিল ২৪ প্রগণা জেলার কোলালিয়া গ্রামে। কটক, পুরী, কার্সিয়ং ও কলিকাতায় পারে তিনি বাড়ী ক'রেছিলেন। ছেলেনের ইউরোপীয় স্থান শিক্ষালাভের বাব্দা করেছিলেন। এই প্রগণের

সকলেই পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিছলাভ করে-ছেন। বড় প্রীযুত সভীশচক্র বজু ব্যারিষ্টার, কলিকাড়া क्रिंदिभागत कार्षे किना इसिहिलन। ७२१ र्वशासन पक्तिन-क्तिकांछा (धटक दकीम व)दश शहिसदात दश्का-মনোনীত সদত্ত-পদপ্রার্থী। মেজ এর্ড শরংচন্ত ব্রুর পরিচয় নিপ্রয়োজন। ইনি ওকালতি পাশ ক'রে কল-কাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে আসেন। পরে বিলাভ গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে আসেন। দেশবছ চিত্তরঞ্জনের অক্তম প্রধান স্হকারা ছিসাবে ইনি কর্পোরেশনের কাউজিলর হ'য়ে এবং ফরোয়ার্ড পরিকার ভার নিয়ে প্রথম রাজনীতি কেত্রে প্রবেশ করেন। শরৎ-চক্র ও তার সহধ্মিণীই ছভাষের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। ভুভাবের সেজনা শ্রীযুত অংরেশচন্দ্র বন্ধ উড়িষ্যায় ডেপ্রটি ম্যাঞ্চিট্রেট ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি ঐ পদ ভ্যাগ ক'রে-ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের পক হইতে ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট্রাইব্যুলালের অন্তম এসেসর-क्रत्थ नियुक्त चाह्न। न'ना चुशेत्रहक्त होहे। काम्भानिक ক্য়লার খনিতে এক জন বড় অফিসার। ফুলদা অনীলচ क्रिकारात्र अक्षम २७ हार्ड-(म्लमान्डि छाख्नात्र। কুভাষ পিতামাতার ষ্ঠ সন্থান। ছোট ভাই শৈ**লেখ** চন্ত্র টেকাটাইল ইঞ্জিনিয়ার। আর একটি ভা**ই শুর**্ল বয়সেই মারা যান।

স্ভাষদের বাড়ীতে সাহেবী চাল-চলনের প্রার্ভাব ধ্বই ছিল। ধর্মপ্রাণা মাতা এ জন্ত একটু কুপ্প ছিলেন। আটটি ছেলের মধ্যে স্থভাষ্ট তার প্রিয়ণ্ডম ছিল। স্থভাষের ধর্মপ্রাণতা সে মান্তের নিকট থেকেই পেরেছিল। মায়ের কাছে রামক্ত্য-ক্থামৃত পাঠ করতে ভার বড় ভালা লাগতো।

কটকে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হভাষ স্থির করলো, ক্রফার্য্য ব্রত গ্রহণ ক'রে দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। এই সংক্র গ্রহণের মূলে একট ইতিহাস আছে।

ইংরেজী ১৯১১ সালে আমি ও আমার এক দাদা
আহ্যালাভের জন্ত পূজার ছুটিতে অস্টোবর মাসে দেওবরে
বেড়াতে যাই। দেওবর হাই-ক্লের বোর্ডিং তথন
পূজাবকাশে খালি ছিল। সেথানে ছজনে উঠি।
শ্রীয়ত স্থরেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগলকিশোর আচ্যা
নামে মেডিকেল কলেজের ছুই জন ছাত্র তথন ওধানে
ছিলেন। এই স্থরেশচক্রই পরবর্তা জীবনে আই, এম,
এস হয়েছিলেন, কুমিরা অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা
করেছিলেন এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন
কংপ্রেসের সভাপতি ও বলীয় ব্যবহা পরিষদের শ্রমিক
প্রতিনিধি ছিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন।

শ্বেশ্চন্তের যন্ত্রাগে হ'রেছিল। তথন তিনি নেডিকেল কলেজের চতুর্থ বাধিক শ্রেণীতে পড়তেন— বুগলচন্ত্র পঞ্চম বাধিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তথনকার দিনে যুগলচন্ত্রের মত মেধাবী ছাত্র মেডিকেল কলেজে আর ক্রেছ ছিলেন না; তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হইতেন এবং গোল্ড মেডাল পেয়েছিলেন ও বাসিক্র ৮৫, টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

ত্বেশচজের সংকল ছিল আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন
করে দেশের সেবার আত্মনিয়োগ করা। মুগলচজ
ছিলেন তাঁর এই সংকলের সহারক। দেশের যুবকদের
কিনিরে একটা দল বেঁধে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই
ছিল পরিকলনা। এই উদ্দেশ্তে আমিই তাঁর প্রথম নিব্য
হই এবং নিরামিব আহার ত্যাগ করে একবারে মুর্গীর
ভিম থেতে আরম্ভ করি।

ক্ৰিকাতা প্ৰীগোপাল মল্লিক লেনে ৫৩ নং ৰাড়ীতে

আমাদের প্রথম আড্ডা বসে। সেখানে স্থরেশদা ও

বুলদা ছাড়াও প্রীবৃত আড্ডোম দাস নামে মেডিকেল
কলেকের এক জন ছাত্র ছিলেন। আড্লা পরবর্তী

ভীবনে ডাক্তারি পাশ ক'রে গ্রামে চিকিৎসা করতেন।

এক সময়ে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সাভিসে কমিশন

নিমেছিলেন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সভ্যাগ্রহ

ভাল্পোদনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন এবং

কলে থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দিন পরে অকালে মৃত্যু
মুখে শতিত হন।

৫০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে ৩ নং মির্ক্সপুর ব্লীটের একটা মেডিকেল মেসে পরে অ্রেশদা'রা আসেন। ফটক থেকে ফিমে এসে অভাবের সমস্ত কথা অ্রেশদাকে বলি। অভাবের সঙ্গে অ্রেশদা'র চিঠিপত্র চলতে থাকে। আমিই অভাবকে দলে ভিড়াই।

আমি কটক থেকে চলে আসার পর স্থভাব বাংলা ভাষার প্রথম আমার চিঠি লেখে। সে চিঠি যেন ইংরেজীর অমুবাদ। একটি লাইন মনে আছে—"মাষ্টার মশায়কে বলিও আমার চিঠি লিখিতে।" ছ্:খের বিষয় চিঠিখানি আমার কাচে নাই।

১৯১৩ গালের ১লা মার্চ আমাদের ম্যাট্রিক পরীকা হয়। পূর্ববংসরের পূজার ছুটি থেকে পরীকা পর্ব্যস্ত আমরা নৃতন ভীবনের আলোড়নে পড়াগুলার ডেমন ্মন দিতে পারিনি। ত্রস্কার্চ্য, পালন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, রোগী এবং ছংস্কের সেবা ইত্যাদিতেই কটকে স্থভাবের ও ক্লক্টনগরে আমার সময় কাটতে লাগলো।

কটকে ছেলেদের একটি মেস ছিল। সেই দলের সদার ছিলেন শ্রীয়ৃত গিরীশচক্ত বন্দ্যোপাধ্যার, হেঁপো ক্ষী, কিছ জনসেবার নিবেদিত-প্রাণ। স্থভাব গিরীশদার সংস্পর্বে এনে ক্ষী এবং আর্ত্তগব্যের সেবার নিযুক্ত হল। একটি বসন্ত রোগীর সেবা করতে শুলে স্থাবের পিছা আত্তিক হন। মিউনিসিপালিটির চেয়াকেরপে এই রোগ বাতে বিস্তৃত না হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তিগণের ব্যবহা অবিলয়ে করনেন —কিন্তু স্থাবকে নির্ভু করতে পারলেন না।

পরীক্ষার পর ত্রভাষ ক্রঞ্জনগরে আমার কাছে এনে
কিছু দিন থাকবে, কটক থেকেই স্থির করে এনেছিলাম।
১৯১৩ সালের মে মাসে স্থভাব ক্রঞ্জনগরে এল। আমাদের
বাড়ীতে উঠলো। স্থরেশদা ঠিক করেছিলেন, সদলবলে
ক্রঞ্জনগর এসে পলাশী মুশিদাবাদ প্রভৃতি ঐতিহানিক
স্থান দেখতে বাবেন। ক্রঞ্জনগর থেকে ট্রেণে আমর
পলাশী গেলাম। ট্রেশন থেকে পলাশীর মৃত্তক্তে মাইন
তিনেক হবে। পলাশীর সে আমকানন আর নেই।
দর্শকদের অস্ত একটি ভাক-বাংলো ও মৃত্তের বিজয় স্থতিহন্ত
মাঠের মাঝখানে লভ কার্জনের আদেশে তৈরি
হ'রে রয়েছে।

যুদ্ধকেত্রে ভ্রমণ করতে করতে আমি কবি নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" সমগুটা স্থৃতি থেকে আবৃতি করে। ছিলাম, মনে আছে। সেনাপতি মোহনলালের মুখে বে শেষ কথাগুলি কবি শুনিয়েছেন, তার আবৃতি ভ্রে সুভাষচন্দ্র চোধের জল ফেলেছিল।

পলাশীর স্থাত-ভড়ের ফলকের গায়ে কুরেশনা খড়ি মাটি দিয়ে দিখে দিলে — "Monument of Glaring Treachery!" চৌকিদার এনে ধ্যক দিয়ে তৎক্ষণাং সেটা স্থায়ে মুছে দিল।

প्रामी (मध्य भागता ठननाम मूर्निनारान सम्ता बह्तमश्र तिरम छेठेनाम भागत এक भण्यकीय मागत बाषीरा । श्रीष्ट भागा छेदिन, भागा १४८ । श्रीप्र ७ ४४ । भागी भाग भाग । १४८ मागा १४८ मागा १४८ मागा १४८ मागा भाग । १८४ मागा भाग । १८४ मागा १४८ मागा । १८४ मागा १८४ मागा । १८४ मागा ।

লালবাগ গিমে দেখা হ'ল হরিপদ চট্টোপায়ারের
সলে। হরিপদ তখন ওখানকার স্কুলের সেবেও রাসে
পড়ে। আমাদের পেষে সে তো একেবারে পাগল। সে
তার কালার ওখানে থেকে পড়তো। আমাদের থাকতে
আমালা না দিতে পেরে সে খুবই লজ্জিত হ'ল। আমা
চ'লে যেতে চাইলাম। হরিপদ ঠোভায় ক'রে অনে
খাবার এনে আমাদের খাওয়ালো। যাওয়ার য়
ভীষণ বৃষ্টি এল। মোক্ডার লাইবেরীর ঘরের চাবি এন
হরিপদ আমাদের মাধা-গোজার জায়গা ক'রে বিলা
এই হরিপদ ভার পর বছ দিন আমাদের সক্ষে এক্রে বা

করেছে, পরে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হয়েছে, বিরে ক'রে ঘর-সংসার এবং বিষয়-সম্পত্তিও করেছে।

মুর্লিদাবাদ সহরে গিয়ে আমরা উঠলাম ডা: দবিকুদিন আমেদের বাসায়। স্থারেশদা ও যুগলদা'র এঁর
সালে মেডিকেল কলেজ থেকেই পূর্ব হ'তে আলাপ ছিল।
অসময়ে উপস্থিত হই—তখন গৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া শেষ
হয়েছে। তবুও ডা: আমেদ ছাড়লেন না—আলুভাতে
ভাত ঘি দিয়ে খাওয়া হল। এই ডা: আমেদই পরবর্তী
কালে মেডিকেল কলেজের প্রাস্পাদ হয়েছিলেন।
তার সাহায্যে নগরের প্রাস্পাদ, মোতি ঝিল, হাজার হয়ারি,
নবাব সিরাজউদ্দোলার কবর প্রভৃতি দেখার স্থবিধা হল।
বরানগরে রাণী ভবানীর মন্দির পর্যান্ত দেবে আবরা
ফিরলাম। তখন জৈটি আম খেতে খেতে গিরেছিলাম।

সিরাজউন্দোলার কবরের অনাজ্বর সজ্জা দেখে আমাদের প্রাণ খুবই ব্যথিত হয়েছিল। সন্ধ্যায় একটি মাত্রে ডির তেলের প্রদীপ দেওয়া হ'ত।

এই ত্রমণ-কাছিনী লিখতে গিরে আজ একটি ব্যথামর স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমরা হেঁটে চলেছি—মাঠের ছ্'ধারে অড়র কেন্ত। স্থতাবের জীবনে পঞ্জীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। অত বড় সবুজ কেন্ড

দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো —এটা কিসের বন 🕈 আমি উত্তর করলাম-অশ্বর্থ-গাছের বন। খানিক দুর এগিয়ে আর একটা অড়র ক্ষেত দেখে স্থভাষ বললো —কত বড় আর একটা **অণ্** <sup>বন</sup>, দেখ। সঙ্গীরা সকলে ছেসে উঠলেন। স্থভাষ হাসির কারণ বুঝতে না পেরে ছল ছল চোখে আ মায় জিজ্ঞাসা করলো —এরা হাসলো কেন ? আমি বললাম-ওওলো অশব গাছ নয়, অত্র গাছ। ত্মভাষ আনায় স্থালো—তুমি আমার এমন অপ্রস্তুত করলে কেন ? বলতে বলতে তার চোথ দিয়ে ধারা বয়ে জল পড়তে লাগলো। এই নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যুপা আৰুও যেন আমার বুকে কাটা ই'মে আছে। সেই থেকে আর কোনও দিন আমি তার সলে পরিহাস করিনি।

ক্ষভাৰ ঠাটা বৃথতো না। তার সরল কোমল প্রার্থে এই আঘাত দেওয়ার কথা আমি জীবনে ভূলতে গারিনি। স্থভাব কথা কইতো কম—তার মনটা যে ক্ষতা নরৰ ছিল, তার পরিচয় আমি কতই না পেয়েছি এবং তার সলে কথা কইতে গিয়ে আমি ভবিষাতে অত্যতা সাৰধান ছিলাব। ছেলেবেলায় কিংধ পেলে সে মুথ ফুটে কথনো বলতো না—হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি মুথে দিছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চ্বতে থাকতো। তার এক বুড়ী থি ছিল, সে বৃথতে পেরে তথনি হ্ধ-থাবার এনে খাওয়াতো।

মুশিদাবাদ থেকে আমর। একথানি নৌকো ভাজাক'রে ফিরলাম বহরমপুরে। বর্ষার গঙ্গা, ভোগেলা রাভ, দাঁড়িরা তালে তালে দাঁড়ের শব্দ ও তার প্রতিধবনিঃ ভূলে চলেছে। আমরা নৌকোর ছাদে বলে। স্থানকে অনেক কাকৃতি-মিনতি করে বললাম একথানিঃ গান করতে, সে আমার কথায় রাজি হলো—গাইলো:

"দুরে হের চক্রকিরণে উদ্ভাগিত গঙ্গা

ধার মন্ত হরবে, সাগর-পদ পরশে
কৃলে কৃলে করি পরিবেশন মঙ্গলময়ী বরষা
শ্যাম ধরণী সরসা—" [ ক্রেমশ: !



## आशी(पर् भत

নিজন প্রান্তরে ঘূরে হঠাৎ কখন,
হয়ত পেতেও পারি পাথীদের মন।
তথু আর শক্ত নয়, নীড়-নয়, নয় তথু ভার:
আর এক বিজোহী ধিকার—
পৃথিবী পরাস্ত করা উত্ত্বল উৎক্ষেপ।



পৃথিবীর মাঠে ঘাটে, আব্লো তারা মাটি খুঁটে থায়, মেনে নেয় সব কিছু দায় : তবু এক সুনীল শপথ, তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে। জীবনের হাটে হাটে, যত গ্লানি, যত কোলাহল. ব্যাধের গুলির মত বুকে বিঁধে রয়, সে উত্তাপে গলে হয় ক্ষয়। শুধু ছটি তীত্র তীক্ষ স্থ্য-সাধা ডানা, ' আকাশের কোনোখানে মানে না'সীমানা ।

> কোনোদিন এ জ্বদয় হয়৾ যদি একার্স্ট্রনিজন, হয়ত পেতেও পারি পাখাদেরয়মন, —আর এক সূর্য্য-সচেডনলু!

মাঝে মাবে ছুট নিতে চাই

আকালের আহ্বানের থেকে—

চালের আহ্বা থেকে কথনো হ'হাতে চোখ চেকে

সামাক্তের বনচ্ছারে নিজেরে লুকাই।

মনে হর, এই জীবনের থেলাঘরে

ধ্লো-বালি-কাঁকরের মলিন অক্ষরে

সহজে বোঝার মতো, সহজে মোছার মতো

হিজিবিজি লিখে

েনেক রাখি চেতনার অতল খনি-কে।

মনে হর, অক্কারে পুরি

মনের স্থের সাথে,

প্রাণের তারার সাথে

প্রিল্বিড়ির।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
সীমাহীন কল্পনার থেকে
আকাশে উড়স্ত যতো চিস্তাকে
স্থারে কেলে রেখে
জীবনের ক্ষীণ হতো ছু'হাতে গুটাই।
সহজ কথার আর সহজ কাজের জাল বুনে'
কথনো নিশ্চিস্ত স্থাধে
শ্বভির জমানো কড়ি গুণে'—

ইজা হয়,
আয়ুর এ ছোটোখনে সংসার সাজাতে

মনে হয় ভেসে যাই
অরুদি চেউদ্বের সাবে সাবে।



অঞ্চিত দন্ত

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই

অনস্থের বন্ধনের পেকে—
ভৃত্তিহীন ছ্রাশার অগ্নিবর্গে গিরিভন্ম মেখে'
নিজের সভার সব ঐশ্বর্গের দাম ভূলে থাই।
আত্মাকে আড়ালে রেখে.

কর্মের নিশ্ছিদ্র বিশ্বতিতে
কর্তব্যের জনারণো লতাগুলো চাই মিলে দিভে
আমার আমিরে।
ক্রে-বেরা অবসর খুঁভে ফিরি,
কুথির তিমিরে।
সজোবের কপট নিজার
প্রাণের স্থাবে করি অপ্যান বুধা ছল্নায়।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই—
হে অসীম, বিচিত্ত, পৃক্ততা !
প্রাণের সারথি ! দুর দিনাস্তের অদৃষ্ট আঁধারে
অবিরাম যাত্রা শেবে—
কতদুরে—

इंडि त्यांत्र त्कावा १

### कविक्या-

আলোর মিলন বারেবার
এই খেলা, প্রিয়ে, ছজনার।
আবেগ সমুদ্র ছঃখ রাতে
গার হব আপনার সাথে
ভরকে যুঝিয়া ছনিবার।
জরের কুঁড়িটি হাতে নিমে
হাসিমুখে ভোরে গিয়ে

শুনরার দাঁড়াৰ ভোমার দরজার #

ভূমি জেনো সহজে আমারে,

কী কাজ ভিতরে দেখিবারে।

ভূমি নিয়ো যদি ভালো লাগে

যে-গান হঠাৎ কঠে জাগে

বেদনার দীপ্তির ঝলকে।

বিপুল ভাবনা খনি

নিয়ো তার শ্রেষ্ঠ মণি

লীলাভরে ছলায়ো জলকে।

ভূলে খেয়ো আর কিছু—

আমি মাধা ক'রে নীচু

কিরে যাবো একা প্রাণলোকে

ভোমার ধেয়ান নিয়ে চোখে।

এই ¢োক, ভোষার লাগিয়া একা আমি রহিব জাগিয়া। রোজ্রেখা দীর্ঘপথ নোর সারা ভবিষাৎ— সেই পথে করি আনাগোণা। খুসি বা প্রেমের মধুভরে স্থপনে আপনি রূপ ধরে ভাই দিয়ে ভোমার সাধনা। প্রতিদানে মাগি লব চমকিত দৃষ্টি তৰ সোনা হবে আমার কল্পনা। তার পরে মৌন বুকে অজানিত মোর সুখে ছুখে গোপনে যা কিছু রয় ধন তাই দিয়ে, এলে স্থলগন, আঁকিব বিখের এক ছবি,— পরম ব্যথায় হব কবি॥

### হেমত কুরালার

দকাল-সন্ধ্যাবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি।
জারপর চের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা
ছোট বড় জিনিবের বিসরণে জ্বমে ভূলে গেছি।
আকাশ আমাকে বলে: 'সে না ভূমি আত্মসাহিতি ?'
পৃথিবী আমাকে দেখে ভেবে যায়: এর প্রাণে, আহা,
লাথেরাজ হয়ে প'ড়ে র'য়েছে সভভা;
যে নারীকে নদীর কিনারে জ্বলে ভালোবেসেছিল
সময়ের স্বাভাস মুখ ছুঁমে চ'লে গেলে যদি ভার কথা
ভূক কোঁচ্কায়ে ভেবে নিতে হয়, মানবহাদয়

তবে সে কোন রকম।'

হেমত্তের কুয়াসায় বেড়াতে বেড়াতে কাফ দাবী

অমল ঋণের মত গ্রহণ ক'রেছি আমি নিতে ভূলে গিয়ে;

তার ভালোবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সং হয়ে

আছি—ভাৰি।



alantam ntw

### 'ওয়র্ডস্ওয়র্থ ইন্ট্রপিক্স' প'ড়ে

নক্ষত্র আকাশ নদী পাছাড়ের ব্যবি গরিম।

দ্বে যায়, কাছে এসে ক'রে যায় ভাব;

নিজেকে শত্রুর মত মনে ক'রে চিরদিন যদি
নষ্ঠ ক'রে দেওয়া যেত তাছাদের মিথ্যা প্রভাব;

নিজেকে ব্ছুর মত মনে ক'রে যদি অপলক
অফুডব করা যেত তাছাদের অবহিত মন;

অনেক চতুরানন ম'রে গেছে এই সব ভেবে।

জেনে ছো-ছো-ছো ক'রে হাসে একজন চতুর আনন।

### স্বিদয়

শ্বিনর মৃত্যুকীর কথা মনে পড়ে এই কেনজের রাতে।
এক সাথে বেরাল ও বেরালের মুখে ধরা ইত্র হাসাতে
এমন আশ্চর্য্য শক্তি ছিল ভূরোদশী বুবার।
ইত্ত্রকে থেতে খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হতে হতে সেই ভারিকে ইত্র:
বৈকুঠ ও নরকের থেকে তারা তুই জনে কতথানি দ্র
ভূলে গিয়ে আথো আলো অন্ধকারে হেঁচ্কা
মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছু দিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেরে নিতে
কিছুটা শ্বিধা ক'রে দিতে বেত,—মাটির

ত্ব বিষয় ক'রে দিতে বেড,—মাচর দরের মত রেটে তবুও বেদম হেসে খল ব'রে বেড ব'লে বেরালের পেটে ইছুর 'হলুরে' ব'লে হেসে খুন হত সেই খিল কেটে কেটে

### ক্রপন ত্রিবেদী

ৰিন শীতের রাতে অফুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে। বিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড় গোল পেটের ভিডরে শরীরে ;—টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তন্ধতা কি পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই শ্বরণীয়

মাস্থবের কথা

দৰে জাগারে যার;—টেবিলে বইরের জুপ দেখে মনে হর

দিও প্লেটোর থেকে রবি ফুরেড নিজ নিজ চিন্তার বিষয়

দ্বিশেব ক'রে দিয়ে নিশিরের বালাপোলে অপরূপ নীতে

ধন মুমারে আছে,—তাহাদের খুম ভেঙে দিতে

ক্রিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবাতে—ঐ পারে মৃত্যুর তালা

ক্রিমেনী কি খোলে নাই ?—তান্ত্রিক উপাসনা মিষ্টিক

ইছদী কাবালা

শার শবোধান—বোধিজনমের জন্ম মরণের ধেকে স্ফুক ক'রে

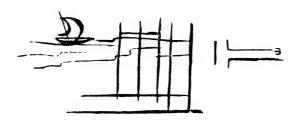
্রিপেল ও মার্ক্স: তার ডান আর বাম কান ধ'রে ই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিল ;—এমন সময় গুলকেটে হাত রেখে ক্রকুটিল চোখে নিরাময় ক্ষানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মাহুবের প্রেম ;

প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হ'ল একটি টোটেম্:
উটের ছবির মত—একজন নারীর হাদরে;
মুখে চোখে আকুতিতে মরীচিকা জয়ে
চ'লেছে দে;—জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মত শাড়ী;
ভালো ক'রে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাচী
দিব্য মহিলা এক;—কোণায় যে আঁচলের খুঁট;
কেবলি উভরপাড়া ব্যাতের্গ কাশীপুর বেহালা খুফট
খুরে বায় ইালিন, নেহেক, য়৵, অথবা রায়ের
বোঝা ব'য়ে,

ত্ত্তিপাদ ভূমির পরে আবের ভূমি আছে এই বলির হৃদরে ! ভাহ'লে তা' প্রেম নর ;— ভেবে গেল ত্ত্তিবেদীর ভূদরের জ্ঞান:

কড় ও অকড় ভাষালেক্টিক্ মিলে আমাদের ভুদিকের কান

টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্তিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিল টান।





জানি হে জানি একদা এই পুরোনো মন টলবে
আজ না হয় ছু'দিন পরে; বিপথে তবু চলবে ?
আকাশ-ছে ভিয়া দক্তে আর পুরোনো আভিজাড়ো
দল্ছো অভিশপ্ত কোটি মন্ত্রীন আছে!
হে জনবুল, একদা এই মনের ভুল ভাঙ্বে
ভীত্র নীল-রক্ত লাল বর্ণাভায় রাঙ্বে,
মিথ্যা ভেজ হে ইংরেজ, সর্কনাশ আন্ছো
শান্তি-বনস্পতির মূলে কুড়ল তাই হান্ছো।
হিংল্র নয় প্রাচ্যদেশ হান্ছো তাই অত্র

দেখলে না হে, ত্'চোৰ বুলে স্বার্থ ভূলে দেখলে না
লক্ষকোটি নিঃসহায় শাসন ভয়ে কাঁপছে
কাঙাল প্রেম পথের ধূলায় কাঁদছে,
শৃষ্থলিত শোষণ-কাঁস আফে-পৃষ্ঠে বাঁধছে।
জানি এ বাঁধা টিকবে না,
আইন করা নির্যাভনের মিধ্যা এ কাঁস টিক্বে না!

হাড়ো হে ছাড়ো পুরোনো জেদ্ পরের ধনে পোনারি

রঙ্টা কটা পেয়েছ ব'লে কিদের এত গর্বে ? লোভটা বরং করো না কিছু থর্বে ? এ কোন্ ধারা বদ্মেজাজ, একগুঁরেমির বায়না ? যাদের দেশ তারা তো তোমার মোড়লী

খদেশ ছেড়ে চায় না ভা'রা বিদেশবাসীর রাজ্য :-দেশের পরে দাবী ভাদের জন্মগত স্থায্য।

এ দেশ এবার ছাড়তে হ'বে এ কথা নয় মিথো জেগেছে রোষ অসন্তোষ প্রতিটি গণচিতে; ভাঙ্বে তবু মচ্কাবে না প্রতিজ্ঞাতে শেষটা ধ্বংস ক'রে ফেলতে কি চাও এমন সোনার

জেলে পাঠালে কাঁসিতে দিলে বাধলো না খুন করছে
তবুও লোকে ভয় পেলো না মরতে!
তুমি তো নও রক্তপায়ী পশুর মত স্থণ্য
প্রাণি-জগতে তুমি তো নও মাহ্য্য থেকে ভিন্ন ?
ভোমার আছে প্রবল-প্রাণ দল ভাঙানোর শক্তি
ভাই তো বভ দেশজোহী ভয়েতে করে ভক্তি।

দেশকে যারা ভালবেসেছে প্রাণ দিরে—
বলো তো আজ স্পষ্ট ক'রে, তারা কি সব পাসী ?
আজকে যারা শান্তি চায়, বাঁচতে চায় স্থা
কেমন করে লাথি চালাও তাদেরি ভাঙা বৃকে ?
আজকে যদি বৃদ্ধ, খুষ্ট, গান্ধি, জীচৈতক্ত্য,
এশিয়া ছেড়ে 'প্রেট-ব্রিটেনে' নিতেন গিয়ে জন্ম—
তোমারও তবে দশাটা কি যে হোভো ?
হিংসা ভূলে বৈদেশিকের থাকতে পদানত!
শান্তিবাদের সান্ত্রনাতে জ্লভো বৃকের ক্ষত!
ভূমি কি তোমার দেশকে ভালোবাসো না ?
নাজীরা এত 'বম্' কেলেছে ভূমি কি তাতে
রাগো না ?

তুমি তো স্বই বোঝো কাজের কথা স্থুক হ'লেই হাজার ছুতো খোঁজো !

সেলাম করি, সেলাম ভোমায়, তের হয়েছে
ক্ষাস্ত হও,
পরের ভালো নাইবা হ'ল, ভূতের বোঝা
মিথ্যে বও!
অনেক ভালো করলে দেশের, অনেক রকম উন্নতি
লাও হে এবার ভালোয় ভালোয় এ দেশছাড়ার সম্মতি;
ভক্ত বারা দিকগে তা'রা আঙুল কেটে দক্ষিণা।
আমরা ভোমার মিষ্টিকথায় এবার প্রভু
ভূলছি না।
আনাই ভোমার লোহায় বাঁধা চারটি ক্ষুরে দণ্ডবৎ
নিজের দেশের ঠাণ্ডা-মাঠে চালাও ভোমার
দস্ত-রথ;

এবার চিঁড়ে ভিজবে না আর মিষ্টি কথার থুৎকারে ব্রিংশ কোটি অগ্নিগিরি ক্লোভের আগুন উদগারে; চলছে বটে প্রবঞ্চনা হিংসাতে আর অহিংসায় বিপ্লবেরি জোয়ার ভাঁটা মুক্তি পথের ঐক্য চায়! শান্তিবাদের সান্ধনাতে ভুলছে না তাই বৈশানর নির্য্যাতনের ভন্ম কুঁড়ে উঠছে অলে ভয়ন্ধর! "শেকল-বাঁধা-মুক্তি"তে দেশ স্বাধীন হ'বে!
—সনের ভুল!

ভিক্ষা এ নর। সমিলিভ দেশের দাবী

टर जम यून !!



১৯১১ সাল। তথনও নন-কো-অপারেশনী কংগ্রেসের প্তান ভাল করে চলনি বাংলার। মভারেটি কংগ্রেসের বাংলা শাখার সম্পাদক তথন মি: বি কে লাহিড়ী। এস, আর, দাশ, প্রভাস মিত্র, প্রবেন্দ্রনাথ —এদের চেপ্তার বিপ্লবী নায়কদের তথন আন্দামান থেকে ফিনিয়ে আনা হয়েছে বা জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সিটিজেন প্রটেম্বশন কীগের দুতরা বিভিন্ন বিপ্লবিক্তেক্তে গিরে বিপ্লববাদীদের সংপ্রামর্শ দিতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। পূর্বে ও উত্তরবঙ্গের অনুশীলনী বেন্দ্রনায় কংগ্রেসের শাখা-প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তারতসেবক সজ্বের আফিস থুলে বসেছে। কংগ্রেসের আয়্বি চরকা, তাঁতি, থাদি। ওদের আয়্ব ভাল লাইজেরী, হোমিওপ্যাথি ওব্ধের বাক্স। বিপ্লবীরা খাদি পরে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে কংগ্রেস অফ্রেসেক সজ্বের গিয়ে জানার ছত্রভল দলের রাইজলো কুড়িয়ে বেল করতে চেষ্টা করছে। ওদের প্রপ্রকাশা মুখপত্র 'শ্রু' চরকাবাদের তীত্র নিন্দা করছে। ওদের অপ্রকাশা মুখপত্র 'শ্রু' চরকাবাদের তীত্র নিন্দা করছে। ওদের অপ্রকাশা বুলেটিন 'ছক-কথা' জ্রীগৌরাল প্রেসে ছাপা

সভাব মগ্ন তীর সর্ববিভারতন নিয়ে। দেশবন্ধু যে সব বিপ্লবী নভাকে গাম্মিক ভাবে সংযত রেথে, তাঁদের বৈদ্যুতিক বৈষ্টনীর মধ্যে বচা নহ নব সংগঠন ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করছিলেন, স্থভাবের সঙ্গে ভালের বোলাগুলি আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। স্থভায় তথন থেকেই সংগীবাদে অনাস্থাবান, স্থতো তিনি কাটেননি কথনও।

হয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যাপক ভাবে বিলি করা হচ্ছে।

্মন সময় এক জেলার এক জপ্রত্যাশিত ব্যাপার বটে। এক সেন্টাল জেল ভেঙ্গে অশৃত্যাল ভাবে প্রার ৭।৮শ করেনী বেবিয়ে জাসে, অল্প শন্ত্র নিরে। ভাদের প্রার ও মাইল মার্চের মধ্যে সরকারী পূর্ণিশ ফেন্ট্র বাধা দিতে সাহস পায়নি। সশল্প করেনীরা—স্থানীয় কলেন্ত্রে কাছে এসে গলার ভক্তি ভাঙ্গে, জেলের উদ্দী, জালিয়া মার্চেল্প কাছে এসে গলার ভক্তি ভাঙ্গে, জেলের উদ্দী, জালিয়া মার্চেল্প কাছে এসে গলার ভক্তির আপান আগন বল্প ভাঙ্গের দের। গলার করে, সহরের উপকঠে পৌছে ভারা প্রাম-অঞ্জে ছড়িরে পড়ে। এ সংবাদে প্রতি জেলার বিপ্লবীরা উল্লাসিত হয়। গ্রহার ৬ জার বন্ধু হেমস্তব্দার এবাবে একটু চঞ্চল হরেছিলেন।

জেল প্রবিচনার পার ভয়ন্কর ব্যাপার। দেখা গেল, এর কর দিন
পার ক্লেল থেকে গাড়ী বোরাই করে করে গলিত শব সহরের বাহিরে
ইশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হচ্ছে। স্থানীর কংগ্রেসকর্মীরা তা
থ্য কেললেন। কংগ্রেসের সম্পাদক তদক্ত করতে প্রলেন। বিপোট
থ্যান করা হল, কাউজিলে প্রশ্ন উঠল, তার পর সব হল ধামা
ক্রিণা। ওনেছি এ বাপারে এই সেন্ট্রাল ক্লেলে বন্দী বে সব
বিদ্যালীতিক বন্দীকে দারী করা হরেছিল, তার মধ্যে হরদবাল সিং

**শঙ্**তম। কানি না <mark>আকও তিনি</mark> ুমুক্তি পেয়েছেন কি না।

এ সময় দেশ আইন আমাজের

জন্ম তৈবী কি না তার একটা

কংগ্রেসী তদস্ত চলছিল। মনে
আছে উপবের এই ঘটনা সম্পর্কে

বিক্ষুর পুলিশের মনোভাব অবস্থাত

হয়ে বাংলা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল,

—এ প্রেদেশ সৈক্তদলে বিজ্ঞাহ
বাধাবার জন্ম তৈরী।

সন্তিয় কথা বলতে গেলে, দেশবন্ধু যদি রাশ টেনে না ধরতেন, ভা হ'লৈ ১৯২'১এ না হোক ২২এ একটা অঘটন বাংলার বিপ্লবীরা **ঘটিরে** ফেলত। এ সময় সভাবের সংগঠন-শক্তির কথাই বাংলা **জেনেছে**।

মনে হচ্ছে সেটা ২২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। নঙ্গাঁর মহকুমা
ম্যাজিট্রেট ফ্যাক্লকী মধ্যবাত্তিতে স্বয়ং এক কংগ্রেসক্মাঁর স্থম ভাজিরে
অহুরোধ করছেন—দেশ বাঁচাও। বক্যা। সাহায্যের জন্ম কলকাতার
ভার কর। সে উঠল। নেমে পড়ল জলে। নদীর শাঁকো দেখা
যায় না। সাক্ষাহারের পথে সাঁহার জল সাঁভারই সে কাটল
প্রার ২ মাইল পথ। ছিশনে আর্ডনাদ, কলরব আর চার দিকে বক্তার
জলের কলকল ধবনি। ছেশন মাছার বললেন—লাইন নাই, ভার হবে
না। ছুর্মান্ত যুবক ভয় দেখিতে, অহুবোধ ববে রাভ্যাহী পৌছল, তথন
রাত শেব হয়ে গেছে। ভার প্রনে তথন এক ভেসে-যাওরা গাম্ছা
বা কানি। ভার করা হ'ল সভাবচন্দ্রকে আর প্রফ্লচন্দ্রক।

— সর্ক্রাশ! বাঁচাও। সহজ্ঞ নর-নারী তোঁমাদের চাইছে।
দেখি, সভাষ এসেতে। সাতাহারে। সঙ্গে কাপড়ের গাঁট,
থাবার। এসেই সাহাধ্যের আয়োজন। স্থাপিত হ'ল বেলল রিলিফ কমিটা। তার পর কি করল যে কমিটা, তা ত স্বাবই জানা।

স্থভাষ মেতে বইল কাজে। ধনীর চুলাল, তথানও প্রাথ-সহিষ্ণু নয়। দরিজ দেশ, নিরুপায় দেশ, আর তার সহিষ্ণু সরল উৎপাদক নর-নারীর সজে সেদিন তাঁব হনি ই প্রিয়ে। সাবুর বাটি দিনের পর দিন স্থভায ওদের মুখে ভুলে দিয়েছে, তবু প্রভাজ করেছে ওদের কই ঘোচে না। সেদিন সেই বজাগ্রাণ শিবিরে স্থভাষ কর্মীদের সজে প্রাণ গুলে ভাব-বিনিময় করলেন; প্রায়সহিষ্ণু বাংলার প্রথম শ্রেণীর কিশোর ও যুববদের হুছুত কর্মাশক্তি দেখে তাঁর যে আশা স্থেছিল, তা নিবে গেল যথন স্থভাবাটার আর ই ধদরের কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্ম লম্পতি শ্রীসতীশ দাশগুর তাঁর বেক্লল কেমিক্যালের গুছুত ব্যবসায়-সংগঠন-শক্তি নিয়ে আত্রাই বলরে বাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, বিলিক কমিটীর উদ্বুত্ত অর্থ দিয়ে।

এর করেক মাস পর দেশবন্ধ জেল থেকে মৃক্ত হরে সভাবকে তাঁর নৃতন কম্ম-পরিকয়নায় যোগ দিতে ডাকলেন। আত্রাই থেকে তিনি কলকাতায় গিয়ে ময় হলেন দেশবন্ধুর কাজে।

গান্ধীপছীর। প্রথম থেকেই ব্যক্তে পেরেছিল যে, নাগপুরে বাংলার বিপ্লবীরা সংযক্ত রইলেও তারা চূপ করে রইবে না। তারা ঘোঁট পাকাতে লাগল। কংগ্রেস থেকে ওরা দেশবন্ধ্র কাউন্সিল-প্রবেশপন্থীদের তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

এ সময় গমার নিখিল ভারত কংগ্রেগ কমিটার অধিবেশনে দেশবদ্ধ বললেন—"মনে কর কাল মুদ্ধ বাধল। আমার মতে লে কেন্দ্রে হিন্দু-



ত্রীহেমেক্রকুমার রায়

(Walt Whitmands "O Captain! My Captain!"
নামক স্বিধাতে ক্বিতা অবলম্বন লিখিত)

ওগো নেতা! মোর নেতা। সাল হ'ল
আমাদের ভয়াবহ অভিযান।
মোদের অণবপোত ধ্বংসের বিরুদ্ধে জয়ী—
আনে কাম্য পুরস্কার।
কল্ম নিকট। শুনি শৃত্ত্বধ্বনি!
প্রমুক্ত জনতা প্রমন্ত উল্লাসে,
বত চক্ষ্ নিনিমিষ, চেয়ে দেখে ত্ঃসাহসী
ত্ত্দিম পোতের দিকে;
কিন্তু রে হাদয়! হাদয়।
হার, বিন্দু বিন্দু রাঙা রক্ত্রনারা।

মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর সে স্বযোগে সরকারের সঙ্গে সহবোগিতা করতে কান্ত হয়ে আইন অমাক্ত আরম্ভ করা উচিত। ভূকীর যুদ্ধ (সে সময় ভূকীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছিল) এশিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ। তেওঁলৈ এ প্রস্তাবের আলোচনা পর্যন্ত অপ্রাহ্য করেছেন, কাজেই আমি আর এ অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসে থাকিতে পারি না।

পোতপৃষ্ঠে হেরি পাতিত নেতাজী,

মৃত ও শীতল।

২৩ সালের ১৩ই জামুহারী দেশবন্ধু বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি-পাৰও ড্যাগ করলেন। স্থভাবকে শিক্ষা-বোর্ডে নেওরা হলেও ডিনি ভাতে কাল করতে অসমত হলেন।

বশোহর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীর সম্মেলনের (এপ্রিল, ১৯২৩)

অধিবেশনে দেশবন্ধুপদ্ধী মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা বীরেন শাসমল
বর্ষন প্রভাব করলেন—"ভারতবাসীর ক্ষম ও রাষ্ট্রীর স্বাধীনতা
লান্ডের উপারস্বরুপ মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত এবং কংপ্রেস ও
থিলাক্ষ্য কর্ত্ত্বক গৃহীত অহিংস অসহবোগ নীতির প্রতি এ
সন্মিলন অবিচলিত আহা জ্ঞাপন করিতেছে"—তথন 'ক্ষম্ব ও রাষ্ট্রীর
স্বাধীনতা লাভের উপার' কথার দেশবন্ধুন্থ বিরোধীরা
প্রবাদনা আগত্তি করল। বরিশালের শর্ম ঘোর রাষ্ট্রীর স্বাধীনতা
আর আগত্তি করল। বরিশালের শর্ম ঘোর রাষ্ট্রীর স্বাধীনতা
আর আগান্তিক স্বাধীনতার ক্রক্তি উঠালেন। স্বন্ধ ও রাষ্ট্রীর
স্বাধীনতার হানে "বরাক" চাইলেন, বললেন—বুলাবনকে বিদ্
কারারার পর্যান্ত টেনে আনা বার আগত্তি কি?

ওলো নেডা। বৈরি নেউন্টি আংগা, আগো।

া নোনো উঠে ওই ওত শব্দাননি
আগো, আগো। তব তরে পতাকা চঞ্চল,
তব তরে জয়ওকা কাজে

ভব ভবে আদে পূপাঞ্চলি, ভব ভবে ভীবে জীবে বিক্ষুত্র জনতা, ভব ভবে ভাদের আহ্বান, থোঁজে ভারা ভোমাকেই উদগ্র আগ্রচে

> এই নাও নেতা ! প্রাণাধিক পিতা । বাহুখানি মোর কর শিরোধান ! দেখেছি হু:সপ্লে পোতপৃষ্ঠে তৃমি মৃত ও শীতল ।

যোর নেতা নিরুত্র। ওঠাধরে কুট তাঁত বিংগতা, নিঃশক্তা নাই যে পিতার স্পর্শ-অমুভূতি, নাই ইচ্চাশজি, ধ্যনী-স্পন্দ

জাহাজ নঙ্গরবদ্ধ—অক্ষত, নির্বিল্প,
যাত্রা তার আজি অবসিত ভরাবহ অভিযানে যুদ্ধজ্ঞরী পোত আনিয়াছে কাম্য পুরুষ্ণ

কর শত্মধ্বনি ওগো তটভূমি।
আমি কিন্তু এসে শোকার্ত্ত চরণে
পোতপৃষ্ঠে দেখি শায়িত নেতাত্রী,
মৃত ও শীতল।

স্থিকনের সভাপতি পণ্ডিত শ্রামন্তদ্দর চক্রন্ট দেলি বশোরে "নাচিয়াছিলেন" । স্থাকাটা দলের ক্রেন মধ্দার, ডা: প্রফুল ঘোষ, হরদয়াল নাগ, ষভীক্রমোচন বাগ, মানন দেন পণ্ডিভজীকে বেষ্টন করিয়া কংগ্রেসকে বিপ্লবাদের হাল । বি ব্লাক্ষার জন্ম দলবছ হলেন।

তথনকার যে সকল সংবাদপত দেশ্বকুর বিবেচি কালে হিলেন—তাহার মধ্যে প্রবলতম ছিল বৈসম্ভী, '১৮৪বালা প্রিকা', 'সার্ভেন্ট', আর নগণ্যতম ছিল করেশ মড়ন্দার আবি মাধন সেনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

প্রচার-বছল একখানি কাগজ ব্যঙ্গ করে লিখলেন —

"হার চিন্ত ! নিজকর্ম দোবে
কংগ্রেস ভাঙ্গিলা আর আপনি মজিলা '

বদি সত্য জালা তব, দেশে জনগণ

তেরা সহি দিয়া যাবে—তব রায়ে রায়,
তবে কেন নিজে তুমি বিমুখ হে আজি
প্রবেশিতে রণান্দনে ? সে বিশ্বাস
বদি না থাকে ভোমার, তবে কোন্ ভরদার
লাক্ষিলে মহাস্মা-বাক্য—চুণ-কালী দিলে

মিল্ল পাবে—হালাইতে ব্রোক্রটে দলে।"



٥

প্রজন্ম আছে স্থা, সেই ভ্রসায়
প্রেনেংক্তিত প্রাণ এখনো না যায়।
এ জন্মের প্রেম-ঋণ করিলে না শোধ:
হোরা হারে পড়ে আসে জীবনের রোদ,
নির্কাপিত বনস্থলী; শুধু উচ্চ শাখা
জীবন-সূর্য্যের শেষ রশ্মির সে মাথা।
পরজন্মে কি যে হবে দেখিতেছি মনে।
কুন্তিও। কিশোরী হ'য়ে গোপন-প্রেক্ষণে
সাধিবে আমায় তুমি। আমি সে কিশোর
ব'রে বারে ছিন্ন করি মৃশ্ধ সেই ডোর
পালাবো নৃতন ছলে, তুমি ধাবে পিছে;
তব পরজন্ম নতা আমায় সাধিছে
্রানপুস্প অর্য্য বহি, হঠাৎ কখন
জ্যা-ভরে ভারি হবে তোমার নয়ন॥

ş

অথবা পূর্বের জন্মে তোমারে কি স্থী
করিনি বাথিত আমি ? হঠাৎ চমকি
সেই স্মৃতি চিত্তে জাগে। সেই ঋণ-দায়
এ জন্মে আমারে স্থী তোমারে সাধায়।
তুমি যে সাধিকা ছিলে, আমি মুগ্ধ নর,
চিত্ত মোর হরেছিল চতুরা অপর
না জানি কুহকে কোন্! যে-অশ্রুণ ভোমার
নিমীলিত নেত্র হ'তে করেছে অবার,
স্থাম্মর মালা গাঁথি সেই মুক্তাধারে
জানি স্থী বার্ম্বার সেধেছ আমারে।
সেই ঋণ শুধিতেছি এই জন্মে প্রিয়ে,
রুজ্রাক্ষ অশ্রুর ধারে মালিকা গাঁথিয়ে
পথে পথে ভ্রমিতেছি। কটাক্ষ প্রেক্ষণে



্রেকটা পা কাটা বলেই ধরা পড়ল, ন**ইলে পড়ত না**। হাতের কাজ হয়েছিল নিখুঁত। পাখীর পালকের চাইতেও ্নরম আর আলগা ছোঁয়ায় পকেট থেকে ব্যাগটা ভূলে নিরেছিল। ্ব্লীমের দরজার সামনে বা ভিড় হয়েছে এবং বে ভাবে মান্ত্র পাগলের শ্বজো ওঠবার চেঠা করছে ভার ভেতরে কেউ যে যুবাক্ষরে টের পেতে পারে **এমন আশ্বাও মনে জাগেনি। বিকেল সাড়ে ছটার সমর ভালহাউ**সি ্ৰেন্ত ট্ৰামেৰ মতো শিকাবেৰ এমন অপূৰ্ব্ব ভাৰপা আৰ ক্লী আছে ! পার মাত্র একটা ইপ এগোডে পারলেই সে নেমে পড়তে পারত। মুছতে মিলিয়ে ব্যেত পাৰত বুছবত কলকাতাৰ উন্নত উদায

7

हिंश छड़ाक करत गाक्ति छेंग।

—निर्ण, निर्ण-श्वाप्याप्र-

—কে, কে, কই ?—প্রেচণ হউগোল। ট্রামের দড়িতে গাঁন পড়ল, ঘচাং করে খেমে গেল গাড়িটা।

তখন আৰু উপাৰ ছিল না। বিছাৎবেগে সেই এবখাতেই নীচে লাক্ষিরে পড়ল। কিছ দেই সঙ্গেই তার ঘাড়ের ও<sup>প্রেও</sup> ৰাঁপিৰে পড়ল আনাৰো পাঁচ-সাত জন। হাতে হাতে ধ্রা প্<sup>ত্র</sup> वृजाकीवाम ।

ব্যানের মালিক ছেঁ। দিলে ব্যাগটা তুলে নিলেন । আধ<sup>্বনী</sup>

্প্রতি লোক, গলাবদ্ধ কোটের সঙ্গে জড়ানো সিক্ষের চাদর। হয়োরোপীয়ান ফার্মের বড়বাবু।

আশস্কায় ভল্লোকের মুখ নীল হয়ে গেছে।— কী সর্বনাশ, এখুনি বাচশো টাকায় যা দিয়েছিল শালা।

—দেখুন, দেখুন—সৰ ঠিক আছে কি না !

রন্ত-হাতে ব্যাগ খুলে নোটের তাড়াটা দেখে নিলে জন্তলাক।
বুলাকী কী বলবার চেষ্টা করলে কিছু বলতে পারলো না।
নার দিক্ থেকে নিবিচারে কিল-খ্যি আসতে বক্সার মতো। নিঃসাড়
নিগান্ হয়ে প'ড়ে বইল বুলাকী। এর পরে খানায় যেতে হবে।
নাক থেকে কোঁটায় কোঁটায় রক্ত রাস্তার ধ্লোর ওপরে গড়িয়ে
বুড়তে সাগল।

বিশ্ব ভদ্রলোক দয়ালু।

—ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! ব্যাগ তো পাওয়াই গেছে, গ্রন গাব—

খন্টা বাজিয়ে ভালহাউসি স্কোরাবের ট্রাম শ্যামবাজারে চলে গল।

বুলাকী অবশ্য বেশিকণ পড়ে রইল না পথের ধারে। কাঠের পা-চীয় দেব দিয়ে আন্তে আন্তে উঠে দীড়ালো। চড়ের জালায় গাল হ'টা চিন-চিন করছে। মুখের ভেতরে একটা কেমন নোন্তা নান্তা বাদ, দীত দিয়ে রক্ত পড়ছে নিশ্চয়। নাকের রক্তে বুকের জানাটায় ডিন-চাবটে বড় বড় ছোপ পড়েছে।

- 41- 31-

বিয়া ২০০ বিভিন্ন ভাজে প্ৰেটে হাত দিলে বুলাকী। বিভি নটা সাথের স্থান করতে গিয়ে জ্জেবাবুরা বিভিন্নলো সব ছড়িয়ে দিয়েছে সংখ্যা ওপায়— ধূলোয় বিবৰ্গ হয়ে গেছে। কিছু সেটাই যথেষ্ট ইম্পেই বাবেল নয় বুলাকীর। মেহেরছানের ভাজে এক শিশি সৌনীন আত্র দে বিনেছিল ওই সজে সেই শিশিটাও ওঁড়ো ওঁড়ো হয়ে গেছে হবেনারে।

শিগতে বিসীয়মান ট্রামটার দিকে একবার আঙ্ন-ঝরা চোথ শেশ শাংলা বুলাকী। আবার বললে, শা—লা—

<sup>তার পাশের ভিড়টা সম্পূর্ব কাটেনি এখনো। চার দিক্ থেকে শানা বক্ষেব মস্থব্য কানে আসছে।</sup>

ক্ষিক বদমায়েস এই ব্যাটারা মশায়। সেদিন পকেট থেকে আমার শেকার্য কলমটা দিবিয় ভূলে নিয়ে গেল।—পুলিশে দেওয়া ইচিত হিল হারামন্ত্রাদাকে।

গান্দ্রা। বুলাকীর রক্ত গল্পে উঠল ফলা-তোলা সাপের মতো। একে মদি একথানা ছোরা থাকত আর অবকাশটা যদি জ্যুক্ল হত ভাললে এর জবাব দিতে পারত বুলাকী। কিছু সে মন্ত্রান ক্ষাণ্ড নেই। মেছোবাজাবের সংকীণ গলির পথে এখানে সন্ত্রাণ জম্পনার ঘনিয়ে আসেনি । এথানে কলকাভাব ক্ রাভার ওপরে এখনো দিনের ঝক্রাকে আলো ঝলকাছে; এখানে ক্টা বাভিয়ে চলেছে ট্রাম, ভুটে চলেছে বাস, বিক্সা, ট্যাক্সী আব মিলিটারী কন্ভয়ের সারি।

<sup>প্ৰেটের ফুল-কাটা দেখিন কমালে নাক-মুখ মুছে নিলে বুলাকী। শিল্প পারে একটু একটু কুলে এগোডে লাগল। মাথাটা বুলছে,</sup> কিল-চড়গুলো কিছুমাত্র দরা ব্যেদি। কোখাও একটু বসা দবকার । একটু চা থেতে পেলেও ভালো হত।

বেলা . ভূবে আসছে। কলকাতান বুকে সন্ধা। ঠোলাপনা আলোওলো এলে উঠছে একটার পর এণটা। হেত্যার গাছগুলোভে কাকেরা কোলাহল করছে। পার্কে জনতা। ওগানে বসা চলবে না। একটু নিবিবিলি দরকার—একটু নিজনিতা।

হারামজাদা! কাণেব ভেতরে তথনো কথাটা যেন সুচের মজো বিধছে। বুলাকীর রক্ত ফেনিরে উঠতে লাগল। মেছোবালারের হর্গদ্ধ গলিতে যদি ঘনিয়ে আসত ধোঁয়াটে অন্ধকার; বদি বুলাকীর কাছে একথানা ছোরা ধাকত; যদি ওই ভদ্রবাবুদের এক এক জন করে দে পেত—

\*[|--||-

সাপের গর্জনের মতে। চাপা আফোশটা আবার বেরিরে এক মুখ দিয়ে।

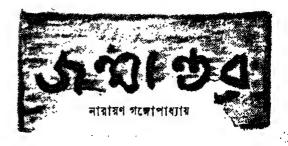
কিছ আব ইটিতে পারছে না। কাঠের পাটো অতা**ত বেশি** ইভানী বলে মনে হছে। এ পায়েরও জোড্গুলো যেন আলগা হরে গেছে ই সব। আর এত চংখের মধ্যেও ভাঙ্গা আত্তরের শিশিটা থেকে একটা উঞ্জু গন্ধ বেন তার স্বাঙ্গে ভড়িয়ে রয়েছে। যেন ঠাটা করছে বৃদাকীকে।

মেহেরজান। চিৎপুনের গাল। ল্যাম্প পোর্টের নীচে গাঁড়িরে আছে জাধ্বান-বড় একথানা শাড়ি পরে। রঙীন কাঁচুলির বাহার প্রলোভন জাগিয়ে ডাঁকি দিছে পাত্লা শাড়ির আড়াল থেকে। তাব্ছা আলোয় ভরা মেহেরজানের খন। মেজেতে নরম বিছানা পাতা— একরাশ ছোট-বড় বালিশ।

কিছ—না। অনেক দিন কিছু দেওয়া ইয়নি বেচারীকে। ওবক বড় কটা। বহেস হয়ে গোছে—সন্তা পাইণার মেণেও মুখের দাগওলো চাকা পড়ে না, খরিদ্ধার দেশসাই আজিয়েই অক দিকে এগিয়ে বার। আজার বাজার, কায়-সেশে দিন চলে। তবু বুলাকীকে কগনো বিমুখ করে না মেনেরজান। ভালোবাসে গ কে জানে, কিছু জর করে বই কি। বাঘের মতে। হিংল্র বুলাকী, সাপের মতো ভরতর। একথানা পানেই বটে, কিছু ভোগে চলে নিগুঁত এবং নির্ভ্রাহে। ভাই হয়তে। বিনা প্রতিবাদেই আজুন্মণ্ড করে, সোহাগের কথা বলো, নিজের হাতে রাল্লাকবে খাওয়ায়।

কিন্তু বৃলাকীরও তো একটা গণ্ধতা আছে। সতিয় বছ কালি নিংহেরজানেবন শাড়ী ছিঁছে গেছে। পেট ভবে থেতে পার না বুন্ধের বাজারে। কুৎসিত মুখ দিনের পর দিন আবো কদর্যা হয়ে যাছে। এ সময়ে যদি বুলাকী ভকে কিছু নিতে পারত, অন্ততঃ একখানা শাড়ী দিয়েও---

পাৰীর পালকের মতো নবম আলগা ছে যায় ব্যাগটা চমংকার



হৈতির ভেতরে চলে এসেছিল। বেশ পুরু ব্যাগটা—পাঁচশো টাকা 🕶 । উ:—পাঁচশো ীকা। ভাষতেও গায়েব লোমগুলো শির **শিব করে** উঠদ। ওই টাকায় কী হতে পারত এবং কী 🕶 পারত না! ইসু—হাতের মধ্যে এসেও ফসুকে গেল, তথু क्षेत्र वट्य ।

-हात्रामकाण-

**কিন্ত আৰু** চলতে পারছে না। মাথা ঘ্রছে। বুলাকী আবার 🇱 👣 📭 ভাকালো। বড় ভিড় ওখানে, ভদ্ৰলোকের ভিড়। **ক্ষিট্ নিজ'নত।** দৰকাৰ বুলাকীৰ—একটু নিৰিবিলি ।

—এ বিশ্বস—

ठेन ठून करब विक्म ७ शाला थल ।

-कांश याहेत्युगा ।

---রখতলা ঘাট, গলা।

—আঠ আনা লাগেগা।—একবার বুলাকীর সর্বাঙ্গে সংশয়ভর। **ই বৃলিয়ে নিলে** বিক্সওয়ালা।

🗽 —চলোভাই চলো। সব ঠিক হো যায়গা।

্ট্রিন্ ঠুন্ ঠুন্। রিক্স চলেছে। বীডন খ্লীট—ঠোঙ্গাপরা আলো, 🗮 🖛 কার। হেমন্ডের কুয়াসা আর উন্ধনের ধোঁয়া আকাশে ্রিকী পাকাচ্ছে। সেট,াল এ্যাভিনিউ। ওথান দিয়ে একটু এগিয়ে কুলিববাড়ীতে চুকলেই—

সেই গলি। গ্যাস-পোষ্ট। ভাফরান-বঙা শাড়ীপরা মেহেরজান। সর্বের মেজেতে নরম গদী আর তাকিয়া। হাতের মুঠোর মধ্যে ্লীচলো টাৰা কেমন অবলীলাক্ৰমে চলে এসেছিল। উ:—ভদ্ৰলোক— 鰎 ভদ্রলোকদের একবাব হাতে পেলে দেখে নেবে বুলাকী। 🛭 হোরার ক্রম একটা ভাজা বলিজাকে এ-ফোঁড় ড-ফোঁড় করে দিতে ্তিকণ লাগে।

🦸 🔏 र्वेन् र्रेन्। जिश्लूव निरंत्र त्रिक्न करलह्ह। भरभव प्र'निरक्व ক্লারাকে চোথে পড়ছে আরো অনেক মেহেরজানকে। ওদের প্রায় क्रिकारकरे (हान वृक्षाकी, वृक्षाकीरक्छ एता (हान। किन भवारे ক্রাইবজান নয়। খালি-পকেট প্রেমিককে ভালোবাসা বিলোভে 🚮 নয় ওরা—ওদেরও বুলাকীয়া আছে।

👫 —উভাবিয়ে—

🎇 🚉 া ৩, রোডের রেল-লাইন পেরিয়ে বিক্স চলে এসেছে রধতলা 🗱 । সামনে অন্ধকার গঙ্গা। দূরে একটা মাল্গাড়ির এঞ্জিন **রিউন্নে গা**ড়িয়ে অকারণে হুশ ভূশ করছে।

—উভাবো ভাই, গঙ্গাঞ্জী আ গিয়া—

🎇 —ঠারো বাপ ঠারো। থোড়া আদ্মি—

ဳ কাঠের প.টা আগে বাড়িয়ে দিয়ে নামল বুলাকী। শরীরটা টাল মুঁল একবার। একটুর জঞ্চে পড়েনি। ভদ্রলোকেরা শরীরে আর 📆 নাবেনি, মেরে একেবারে থেঁতলা করে দিয়েছে।

🍧 কোমরের কবি থেকে সাংধানে বুলাকী খুঁজে বার করলে গেঁজেটা। নীষ্টাই টাকার মতো সমল আছে এখনো। আট আনা পয়সা দিয়ে <del>ব্রীকুসওলাটাকে</del> দে বিদায় করে দিলে।

সামনে হেমন্তের গঙ্গা। জোর হাওয়া দির্চ্ছে—শীক্ত শীক্ত করতে রীগল। কিছ বুলাকীর ভালো লাগল, এই হাওয়াট্রা বেন তার ্রকার ছিল। বেন এবই লভে এভকণ প্রতীকা আর প্রজ্যাশা করে 🦙 শালা মত কে একজন সিঁঙি দিয়ে নিশেক পারে গলার দি<sup>কে সেম</sup>

ছিল সে। মাথার ভেতর বে আজনটা অলছিল, গঙ্গার বার্লা ভার অনেকটাই যেন নিবে এশ।

চার দিক্টা প্রায় নির্জন। একে অন্ধকার, ওপ 🔗 🖯 গ্রীয়ের বাভাস। শুধু গুলার খাটে ছ একজন লোক বসে জাহে ভালে। করে তাদের বোঝা যাচ্ছে না, নয়েকটা ছাগ্রা-মূর্ত্তি বলে মান হচ্ছে। এদিকে বিস্তীৰ্ণ পোস্ভাটা সম্পূৰ্ণ নিজ'ন হয়ে আছে- এই নিছের সন্ধ্যায় ওথানে বসে হাওয়া থাওয়ার সথ নেই কাবো।

निष् ि मिरव देशाकी भीटि अध्य अला। शकार खरा अधारत होन, क्रम व्यानकशानि ज्ञात है है अपहरू, इस इस वार होते গারে বাহিনে চলেছে মিটি জল-তরঙ্গ। ওপাবে হাওছা আলো ছু'-ভিনটে বড় বড় কলের চোঙার আভাস পাওয়া যাতে সার গাতে হু'টো নারকোলের জাহাজ নোওর করে আছে, অফক: ্রান্তের ওপরে লাল-সর্জ আলোর দীর্ঘাহিত রেশ নাচানাচি করছে

হাত হ'টো জলে ভূবিয়ে দিঁতেই এইটা ক্লিয় ভালোনামান পাৰ বেন বুলাকীর সমস্ত শরীরের ভেতরে আনন্দিত হয়ে উঠল আঁজনা আঁজলা করে সে বোলা গলাজল থেল, মাথা-মুখ সমস্ত ধুয়ে নিলে। অন্ত্রেক গ্রানি বেন তার কেটে গেছে। গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাগে আনর্য একটা খুম-পাড়ানি।

আ:--

কী অসম্ভব ভালো লাগছে। কোনোখানে আর এতটুকু আলা নেই—বেন খুমিয়ে পড়বে একুনি। একটা বিড়ি পেলে কাছ দিত; কাছাকাছি চেনা দোকানও আছে, কিছ বুলাকীর উঠতে ইচ্ছে করল না আর। সিঁড়ির পেছন দিকে পোন্তার দেওয়াল ঘেঁয়ে বুলাকী লয়। হরে ওরে পড়ল।

বাভাসে আতর উড়ছে। গছটা তথু বুলাকীর নাকে নয়, মুথের ভেতরেও চুকছে, যেন জিভটাকেও মিষ্টি করে তুলছে ৷ স্থার মতো মনে পড়তে লাগল মেহেরজান. ডাল্হাউসি স্বেয়ার থেকে শ্রাম বাজারের ফিরতি ট্রাম, সেই পাঁচশো টাকার নোটে ভব্তি মোটা বাগেটা, ভারপর—

তারপর বুলাকী যুমিয়ে পড়ল। নির্দ্ধন গলার ওপ্র ঘন হতে শাগল রাত্রি, ওপারে হাভড়ার আলোগুলো কুষ্ণপক্ষের রাচির এতলে মিলিয়ে যেতে লাগল একে একে।

वृत्यव मध्य चन्न (नशक्त ।

নেশার বেছঁস হয়ে সে মেহেরজানের দোর-গোড়ায় এনে পড়েছে । মেহেরজান করেছে কী, কোথা থেকে এক বাল্তি ঠাঞ জন এন ওর মাথায় চেলে দিয়েছে আর তার সঙ্গে জোর পাথার <sup>চাওয়া।</sup> **ন্দীতে নেশা ছুটে গেছে, ৰড়ফড় করে উঠে বদেছে** গে। দ<sup>িচাই</sup> ধড়কড় করে উঠে বদল সে। অন্ধকার পোস্তা. অন্ধকার গঙ্গা। রাত কত হয়েছে কে জানে। আকাশে কর অল্ল মেঘ করেছে, তারী ভূবে গেছে আর গন্ধা থেকে উঠে আসছে জোর জলো হাওয়া। নেশা করেনি বুলাকী, মেহেরজানও নর, ওধু মারের জালায় এ<sup>কটা</sup> অবসন্ধ নিষ্ণার শ্বীৰ নিবে সে বধতলা ঘাটের পোস্তাত চুম্মরে পড়েছিল।

উঠতে বাবে এমন সময় চমক ভেঙ্গে গেল।

চার দিকে খন অক্কার—তবু বুলাকীর অভ্যন্ত চোধ দেখতে পেন

বাক্তে গিড়ির গাশে ছারার মধ্যে বুলাকী তলিয়ে আছে, স্থতবাং তাকে গে দেখতে পায়নি। রোমাঞ্চিত হরে বুলাকী তনতে পেল সেট পেড়া কাঁলছে। চাপা গলায় আকুল হয়ে কাঁদছে। একটি থেরে। হিধামন্ত্র পৃত্তিত পায়ে সে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—এগিয়ে চলেছে গ্রহাব দিলনা।

इ 'लॉल |

াইটা সন্থানোর কথা মনের ভেতর উঁকি দিয়েই বুলাকীর স্নানুহালা দিয়ে প্রিং ব্যাহে গোল। মেরেটা আত্মহত্যা করতে বাছে নাকে গুটানশিরাত্রে নিবিবিলি গঙ্গার তাটে অমন ভাবে একটি নিম্পা মেয়ে গঙ্গার দিকে এগিরে বাছে কেন ? এর অর্থ কী হতে পারে ?

ৰ্ট করে কাঠের পা-টা টেনে বুলাকী উঠে পড়ল। বললে, কে १ মেয়েটি থমকে গাঁড়িয়ে পড়ল।

-C# 9

তবু জনাব নেই। **যেন একটা পাধরের মৃতি। বুলাকীর মনে** হল মেয়েটা থর থর করে কাঁপছে।

বুলাকী এগিয়ে এনে গঙ্গা **আড়াল করে মেয়েটার সামনে গাঁ**ড়িয়ে পড়ল।

—কে তুমি ? কী করছ এ**খানে ?** 

গঠাং উচ্চ্পিত একটা কায়ার কোয়ার। প্রবল কোঁপানির সঙ্গে আকুল মিনতি শোনা গেল: ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে। দোহাই তোমার, আমাকে পুলিশে দিয়ো না।

বুলাকী সম্প্রেছ হাসল। **আক্ষিক একটা কক্নায় মনটা পরিপূর্ণ** হয়ে গেছে। শুধু খুন নয়, শুধু গুণামি নয়, শুধু মাত,লামি নয়। আৰু বাতে আশ্চর ভাবে একটা কিছু ভালো করবার ম্বনেগ পেরেছে বুলাকী। একটা কিছু মহন্তর—একটা এমন কিছু যা সে জীবনে কগনো কনেনি, যা করবার অবকাশ ভার কোনো দিন ঘটেনি। বিভিন্ন নি.ভঙ্গনায় বক্তে গোলা দেগে গেল বুলাকীর—এই মুহূর্তে মন সে নতুন নামুষ হয়ে উঠেছে।

-- गा. ना, त्कारना ७३ तारे या। आमि भूनिन नहे।

প্রাক্তি বিজি নেই, দেশাসাইটা আছে। থসু করে দেইটেই বালালে বুলাকী। ভীতি-বিহ্বস একটা পাতৃর মুখ চকিতে দেশালাভি হয়ে উঠস। কুজি-বাইশ বছরের একটি উচ্চা কেব নেরে। গায়ে গয়নার দীপ্তি শাদা কাপড়ে জড় নো একটা খুঁটলি বুকের ভেতরে আঁকড়ে ধরে আছে। গলায় সোনার হার, ভারী লকেটটা থেকে পলকের জজ্ঞে বুলাকীর চোথে একটা বিলিক জাগিয়ে কাঠিটা নিবে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই বুলাকীর মন বলে ভিলা মেহেরজান-জনেক টাকা দরকার, নিজন গলার বানে একটি নিংগল মেহেরজান-জনেক টাকা দরকার, নিজন গলার বানে একটি নিংগল মেহের এক-গা গয়না—ছ্খানা লোহার মতো হাছের মুঠি বাড়িয়ে দিকেই—

কিছ না না। আজ একটা হুৰ্লভ মুহূৰ্ত্ত পেয়েছে বুলাকী।

হুৰ্লভ মুহূৰ্ত্ত স্বুলাকীর জীবনে ভালো হওৱার, ভালো করবার। আজ
সে সোভ নিয়ে আসেনি, আর্থ নিয়েও আসেনি। এই মেয়েটিকে
সে বাচাবে সক্ষা করবে একটা অমূল্য জীবন।

বুলাকী জিজাসা করলে, ভোমার সঙ্গে ওটা কিসের পুঁটলি মা? গলাব ববে মেরেটি বোধ হয় ভয়সা পেরেছে: দেশালাইরের আলোর আরো দেখতে পেয়েছে এ বুলাকী পুলিশ নয়। সাক্ষ শক্তি করে জবাব দিলে, আমার—আমার ডেলে।

— একেবারে কচিছেলে। ওচে নিয়ে ভূবে মধ্যত যাছিলে । অন্ধকারের ভেতরে মেডেটি যেন শিউবে তিইন, ক্বাং দিলে না।

বুলাকী বললে, ছি: মা, ডুবে মধ্যে কোন এর চেয়ে কী আর পাপ আছে ? গঙ্গাজীতে ডুবলেও নিডাব নেই, জিল-পেয়ী হয়ে থাকতে হবে। রামচল্রজী যে জান দিয়েছেন সে কি নার্ট করবার জলো।

কথাটা বলে নিজের মধ্যেই কৌ কুক বোধ কবলে বুলাকী। সেধ্যকথা বলছে, উপদেশ শোনাছে! সে—বুলাকীয়াম, জীবনে এমন বদ্মায়েসি নেই যা সে করেনি। আজ—গুজার ধারে প্রম বিশ্বয়কর এই মুহূত টিতে তার জন্মান্তর হয়ে গেল না কি! দলের লোকেরা এ কথা শুনলে তাকে বলবে কি!

বুলাকী বগলে, শোনো মা, আমিও তে'মাব ছেলে। আমাৰ কাছে লজ্জা কোঝোনা। কী হুংথ ভোমার ? তোমার স্থামী মাডাল তোমাকে থুব কট্ট দেয়, তাই না ?

বিহবল গলায় মেয়েটি জবাব দিলে, हैं।

বুলাকী হেদে উঠল, ভেদে উঠল পরম পরিতৃপ্ত ভাবে।
তার জমান্তর। তথু অবিচ্ছিন্ন ভাবে অক্লায়ই নয়, দে ভালো কর্মা পারে। তথু ছঃখ দিতে পারে ৩টি নয়, ছঃখ মোচনও করতে পারে।

—এই তৃংখে তুমি মবে মেতে চাও ? ছি: ছি:! আমার না জেনে রাখো মা, আমি বুলাকীলম, আমি মুগীহাটার নামদার কর্মী এক কথার আমি মারুষ খুন করতে পাবি!

**অন্ধকা**রের ভেতরে মেয়েটির অকুট আত নাদ শোনা গেল।

মিটি করে হাসতে গিয়েও বৃহাকী তীব্র কর্মণ গলায় হেসে কেলার না, না, ভোমার কোনো ভয় নেই। আমি ভোমাকে মা বলেছি হু ভোমার স্থামীর নাম আমাকে বলো, এমন ভাবে শাসিয়ে দেব ছে কথনো ভোমার গায়ে হাত ভুলতে ভোমা পাবে না। আমি ভোমাকে কথা দিছি।

শীতের হারেরার মেরেটি কাপছে, এব এব এবে কাপছে। গালুল জলে টেউরের কলগুলনি। পোন্তাব ওপরে কাড্রন্টা বিচ্ছিন্ন **অনুকার্টা** গাছের ডালে-পাতার বাডাল শৌংশী কৰ্ম্য ভীত **অস্পাঠ শাওরাক্** এলঃ থাক।

— ৩:, ভয় করছে ঃ আমি ছঙ্ল - ২'তেব বিক নেই, তোমাৰ বামীকে হয়তো মেরে কগতে পাহি— তাহ' না— বুলাকী এক সামি শাদা দাঁত বার করে বললে, স্বাম'ব জন্তে এত দরদ, আর তার জন্তেই ডুবে মরতে যাঞ্জিল মা ং মেরেমায়র এম্নি তার্লাক জানোয়ারই বটে। — নিজের গ্রিক্তায় কামা ঘণার মতো শব্দ করে সে হাসতে লাগল।

মেয়েটি জবাব দিলে না।

— আছো ৰাক, মাযের যথন অত ভয়, তথন বাবাকে আমি এ বাত্রা কিছু আর বলবো না। কিন্তু আমাও ঠিকানাটা জেনে রাখোঁ। মা। যথনি বিপদে পড়বে, ধবব দিয়ো। যদি জেলে না থাকি, বা পারি আমি করব। — বুলাকী ঠিকানাটা বলফে: মনে থাকরে; জো? মনে থাকরে ভো মা?

আশ্চর্ব দরদ আর আশ্বরিকতা বুলাকীর গলার। নিজের বে

ৰাকে কোন ছেলেবেলার হারিরেছিল, শুভির ভেতরে বছবার হাত,ডেও
বার মুখখান। বুলাকী কখনো মনেও করতে পারেনি,—নিনীথ রাত্রির
বাবাছর জন্ধকার গলার ধারে দাঁড়িয়ে আভ তাকেই সে ফিরে পেল
বা কি! সামনে ভরা ভাঁটার বিশাল জলপ্রোত কল্কল করে ছুটে
কিলছে, ছ'পাড়ে নি:সাড় ঘমের মধ্যে মৃত্তিত হরে আছে মহানগরী,
শোকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে লঘু মেঘ বাতাসে উড়ে বাছে।
শাক্ষাবের ভেতরে নিজের শরীটাকে বেমন সে ভালো করে দেখতে
লাছে না, তেম্নি নিজের মনটাকেও কি সে হারিরে ফেলল? সে—

ভবু অভুত ভালো লাগছে—অপূর্ব একটা আনন্দে সমস্ত চৈতক্ত
পারিপূর্ব হয়ে বাছে । তবু ভালো, আজ নেশা করেনি বুলাকী,
বীক্ষের শিরাগুলোকে আলিয়ে রাথেনি দেশী মদের তরল আজন দিয়ে ।
কা হলে কী হত কে জানে । দেশলাইয়ের আলোয় ওই দোনার
কাকেটটার খলক আভাসে ভাকে সেই কথাই বলে দিয়েছে । নিঃশব্দে
একটা নিবিদ্ধ খুন করে হাওয়া হয়ে বেতে তার কতক্রণ লাগত । সামনে
পালার পরবারা ছিল, ভোর হওয়ার আগে হয়তো মড়াটা গিয়ে ডায়মণ্ড
ভারবারেই ভেসে উঠত ।

না—না, নিজেকে বিশ্বাস নেই। আর দেশলাই আলবে না।
আইলার দেবে না নিজের ভেতরে লুকিরে থাকা শরতানটাকে। এই
বাজিটা বুলাকীর জীবনে ব্যতিক্রম। এমন মুহূর্ত কাল আর
আলবে না, এমন রাজিও না। গুরু কাল কেন. কোনো দিনই
ক্রেকো আসবে না। অনাগত বাতগুলোকে অভ্যপ্ত নিয়মে পবিপূর্ণ
করে বাথবে জুয়ার আড্ডা, মদের গোলাস, অনেক অনেক অকীতি,
অনেক মারামারি আর সাপের মতো মেহেরজানের আলিকন। সেই
ক্রেক্সেরয়ে, সেই সব মত্তার অবকাশে বথন একটুথানি নিজের মধ্যে
ক্রিরে আসবে বুলাকী, তখন হয়তো এই রাতনাকৈ মনে পড়বে, মনে
পাছবে তার হঠাৎ পাওয়া ভালো করে না-দেখা মাকে, মনে পড়বে
ক্রিরোগতিতে বয়ে যাওয়া ধ্বনি-মুখরিত এই নিশীথ গঙ্গাকে, মনে
পাছবে অকারণ হাসির মতো আধার ডাল-পালার শন্ শন্ শোঁ। শোঁ।
শক্ষাকৈ—

বুলাকী যেন আছের হয়ে আসছে। নেশা করেনি, তবু এ এক লভুন নেশা। ভালো হওয়ার নেশা, একটা বিচিত্র ব্যতিক্রমের লভকে চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করে নেবার নেশা।

শ্লেহসিক্ত কোমল গলায় সে আবার ৰললে, মনে থাকবে মা. ইনে থাকবে তো ?

মেষেটি মাধা নাড়ল। দেখা গেল শীতে সে কাঁপছে, যেন আর নিড়াতে পারছে না।

—ভা হলে ফিরে চলো। বাড়ি চলো।

(मरप्रिक नरफ ना ।

- हत्ना, किरव हत्ना।

মেমেটি তবুও স্তব্ধ।

—ভর করছে ? বেশ, আমি তোমার এগিরে দিছি। আমি

ক্রিয়াম—বভক্ষণ সঙ্গে আছি, কেউ ভোমার গা ছুঁতে পারবে

ক্রিংভোমাকে মা বলেছি, ছেলে থাকতে ভোমার ভাবনা কী।

মেবেটি বিধা করছে। কেমন বিহবণ বোধ করছে, কেমন বিচলিত হয়ে গেছে। কিনে বেতে তার পা উঠছে না বেন। এবার বেন বুলাকী কেমন একটা নৈরাল্য অস্তুত্তব করলে। এতকণ ধ্রে কথা বলছে, এমন ভাবে আখাদ দিছে, তবু তার মা ভালো করে দাড়া দিছে না, খুলি হরে উঠছে না, একটা পাথবে-গড়া প্রতিমৃতির মতো স্তব্ধ হরে আছে।

আক্ষিক একটা ভিজ্ঞভা মনের ভেতর ঠেলে উঠেছিল, বলতে ইচ্ছে করল, তবে মবো গো যাও। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে বুলাকী। আজকের রাভটা সে নষ্ট করতে দেবে না, কিছুত্তই এই অপূর্ব মুহূর্ভটার স্থর কাটতে দেবে না। বুলাকী আবার বললে, চলো, চলো।

—কিছ—একটা অভিত স্বর।

—আর কিন্তু নেই—ভোমাকে ফিরে যেতে হবে ।—কেমন ফো জেদ চেপেছে বুলাকীর: চলো মা চলো। ভোমার বাড়িটা আমি দেখব। তুমি নিজে কিছু না বলো, ভোমার হৃঃথের প্রভীকার আমিই করব।

মড়ার মতো অসাড় পারে নিরুপায়ের মতো চলতে স্কুরু করনে মেরেটি।

আছকার ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে ছ'জনে এগিয়ে চলল। কেউ রোনো কথা বলছে না। মেয়েটি কী ভাবছে কে জানে। কিন্তু মেয়েটিন কথা হণ্ডা বলাকী ভাবছে না,—তার নিজের মধ্যেই সে ভলিয়ে গেছে। কী আশ্চর্ষ একটা বিপুল অমুভূতি—যেন জন্মান্তর, বুলাকীর জন্মান্তর।

বেল-লাইনটা পেরিরে একটা গলির মূখে মেরেটি থমকে দ্বাড়ালো।
—কী মা, চলতে পাবছ না ? কট হচ্ছে ? আছো, গোমাব

কী মা, চলতে পাবছ না ? কষ্ট হচ্ছে ? আছো, গোমাব ছেলে আমাব কোলে লাও।

পূরে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের অস্বচ্ছ আলো। তাতে দেখা গল, মেয়েটি বেন শিউরে উঠল।

বুলাকী হাসল: ভর নেই, ভয় নেই। গুণ্ডার হাত, কিন্তু ছেলে ধরতে পারব।

তেম নি জড়িত গলায় মেয়েটি বললে, ঘৃমুদ্ধে ।

স্মৃক, জাগাব না—বুলাকী হাত বাড়িয়ে স্বত্ত্ব পুঁচুলিটা বুকের মধ্যে টেনে নিলে। কাপড়ের ভেতরে একটা নরম শিশু-দেহের জাভাদ পাওয়া গেল।

আবার মেরেটির অম্পট স্বর: আমি আগে আগে ইটিতে পার্বছি না, ভর করছে।

—বেশ, আমি আগে আগে যাছি—

বুলাকী চলতে সুকু করলে। গলির পর জ্জ্জার গলি । পর্য স্লেহে বুলাকী শিশুটিকে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছে, একটু ব্যথানা লাগে, ঘুম না ভাঙে। মনের ভেতরে তেম্নি একটা অপূর্ব কৌতুক বোধ করেছে দে। নামদার গুণ্ডা বুলাকীরাম ছেলে আগলে নিয়ে চলেছে,—অত্যক্ত যতে, অত্যক্ত সাবধানে। দলের লোকেরা ব্যন উনলে—

না, না, কেউ তানবে না। আজ বাতে বুলাকী সম্পূর্ণ আলাগ লোক। আজ তার একটি ব্যতিক্রমের মৃত্ত । এ ভার নিতৃত মনের মধ্যেই লুকোনো রইল।

আছকার গশির মধ্যে কভক্ষণ চলেছে খেরাল নেই, ২ঠাং মুখের ওপর উচের কাঁঝালো আলো। কড়া গলাক ধনক <sup>এল</sup> কোনু হার ? সামনে এসে পড়েছে একটা সাজে ট আর হ'জন কনেইবল।

- —এই কেরা ত্যার তুমারা পাস ?
- —মাইজী কো লেড়কা।
- मारेकी ? मारेकी काँहा ?

চমকে বুলাকী পেছন ফিবল। মাইজা নেই, গন্ধার থাটে প্রম মৃহতে কুড়িয়ে পাওয়া তার মারের চিহ্ন নেই কোখাও। টচের জালোর ঝল্কে উঠেছে সরীস্পুপের মতো অন্ধকার শৃভ গলিটা। বুলাকী নিজের চোথকে বিশাস করতে পায়ল না।

—উভারো, কেইসা মাইজীকা লেড়কা তুমারা ?

্লাকীকে কিছু করতে হল না, টচের আলোয় পাহারাওলারা বাপড়ের মোড়কটা থুলতেই চোথে পড়ল রক্তমাত একটি সভোলাত শিও। ওধু সভোজাত নর, তাকে গলা টিপে ধুন করে কেলা হরেছে বাতে জগ্মের পর তার একটুকু কালার শব্দও এত মান্বের পৃথিবীয়ে এক বিন্দু সাড়া জাগাতে না পারে।

টচের আলোয় দে বিভীষিকাটা বেন পাতাল-প্রীর হৃঃস্বপ্ন !
শালা, খুনী !

হাতের ব্যাটনটা দিরে প্রচণ্ড বেগে বুলাকীর মাথার যা বসালো সার্জেণ্ট। মাথা খুরে বুলাকী পড়ে গেল মাটিতে, ড্যালহাউনি ক্ষেত্র টামের ভক্তবাবুদের প্রহারে ধেমন করে জব্ধ বিত হরে সে পড়ে গিরেছিল। চোধের সামনে অন্ধকার গলি, টচের আলো একস্কে আবর্ডিত হরে গেল, গলার ধারে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার মুই্ট্রুটি চরমার হরে তলিরে গেল সীমাহীন একটা ভ্রমার ভেতরে।



ARZI HUKUMATE AZAD HIND.

July - 4 ha

On the love of my litting off from the said of Mitthen, I want to stand in my love and all good winders for the stand of my love to me ton of my my man to be said that you have been you have the one of my some than my some love to the my some to become you have to the said that you have to come, wheat on the one and mill the my have to the fullow of the said that I have to the fullow of the said that the total that you will always the total that you will always the total that the total the total that the total the total that the total that the total that the total that the total the t

for long that I and all by joint affect the property the for the property of t

জার্মাণীতে মুভাষচক্র কর্তৃক গঠিত আঞ্চাদ বিক্রি বাল, ব্যান্তের উপরে ফ্রী ইপ্রিয়া বা "হাঞ্চী ভীয়াক্র" শিরোকা।



বেলাভূ শিল্পী—শ্রীশৈল চক্র



যাযাৰর

## আট

স্কালবেলা খুম ভাললো একটি মেয়ের টেচানিতে। ওধু আজ নয়, প্রভাহই ভালে। অবশ্য আমি বলি টেচানি। খেয়েও মা বলেন গান। মেয়েটি গান শিখছে।

পৃথিবাতে সঙ্গীত কে কখন অ্টি করেছেন জানিনে। বিদ্ধ এত-কাল এইটুকু বিশাস ছিল, যিনিই কক্ষন, তাঁর মনে কোন নিষ্ঠ্ব জড়িখায় ছিল না। কিন্তু সে-ধারণা বজায় বাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উচ্চ।

মেষটির গলার ক্সরের লেশ মাত্র নেই, অবচ জোর আছে প্রচণ্ড।
সেটা আরও সাংঘাতিক। ভারে পাঁচটা থেকে সাওটা—এই পাকা মুটি
ঘটা সে প্রত্যাহ সমীতাভ্যাস করে। সপ্ত ক্সরের সঙ্গে কুস্তি করে
কলনে ঠিক হয়। আলো-পাশের প্রতিবেশীরা যে এখনও
ননভাবে লেট আছে সেটা গান্ধীনীর শিক্ষার নর, একান্ত নিরুপার
ঘরেই সভ্যতার অনেক দশু আছে। তার মধ্যে এ-ও একটা।

বুলোপ আমাদের আনেকগুলি মন্দ জিনিব দিয়েছে। তার মধ্যে গর্বাহের মারাত্মক কোন্টা সে বিষয়ে মারাত্মক জাছে। ভাজারের। বলেন ফিন্সিলস, গুরুজনেরা বলেন ফিন্সিভ এবং গাছীজী বলেন কলকাব্যানা। আমার মনে হয় ভারতবর্বে যুরোপের সব চেয়ে কতিকর আমালনি হারমোনিয়াম। মায়ুবের স্নাযুত্ত্মের উপর নিমালন অস্যাচারের এমন ছিতীয় বদ্ধ নেই। আন্দর্য্য নর বে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেক বলেছেন, জনসভায় অভিনক্ষনপত্ম পাঠ করার আগে বধন কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে উছোধন-সঙ্গীত শুক্ষ বি ড্রেন্ডন ই তার অদম্য অভিলাব হয়, জনতার মাঝ্যানে কাঁপিয়ে পণ্ড বাত্মন্ত্রটাকে পণাবাতের ছারা চুল বিচুল করেন।

<sup>5</sup> দিন্দের একটা স্থবিধা আছে। তার সহনশীলতা অপরিস্টাম। সে বিজোহ করে না। দিনের পর দিন ছ'খণ্টা বেস্থরো চিংকাবের সঙ্গে পালা দিরে আওরাক্ত বের করা একমাত্র সারমানিয়ামের পক্ষেই সম্ভব। গত দশ দিন ধরে সেই এক স্থরে—'বৃঁ, তুমি যে চলে গোলে, ফিরে তো নাহি এলে।' বৃঁরু লোকটা বে কে ঠিক জানিনে। বেই হোক, বেচারীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। বিটেটর সঙ্গে আলাপ থাকলে হাতজ্ঞাভ করে বলভেম, বাছা, চলে ল গেছে, সে নেহাং প্রাধের দারেই গেছে এবং ভোষার ঐ গান না

থামালে দে আর কিছে বা এও নিশ্চর ! প্রেম বভ " গভীরই হোক প্রাণের মারা, অর্থাং কাণের মারার চাইতে দে বভ নয়।

মেষেটিব অপরাধ নেই।
তার মাকেও দোষ দেওর!
রুখা। তিনি জানেন, মেরের
বিয়ে দিতে চবে। পাত্রপক্ষ
কনে দেখতে এলে গানের
পরীক্ষা আছেই। স্বভরাং,
ভার জন্ত মেরেকে তৈয়ার করা
আবশ্যক। তাই কিনতে হয়
হারমোনিয়াম, রাখতে হয়
গানের মান্তার, মেরেকে
প্রাাল্ডব কসবং করতে ইয়

কঠছলীয় ।এ-দেশে সর্বন্ধনাখিত। চবার দাবী মেরেদের উপরে । বিবাছন যোগ্যা কল্পাকে হতে হবে বিগুরী, কলাবতী, স্থগীরা ও গৃহকর্মনিপুণা। বে-মেরে কিজিলো অনার্গ নিয়ে বি, এস, সি পাশ করেছে তাকেও কার্পেট ফুল তোলা শিখতে চর, বড়ির ফোডন দিয়ে মোচার কট রাঁণতে জানতে হয় এবং সম্পর্বপর বরের বজুদের কনে বাছনির সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি পরিচিত ফটোর্গফের ভঙ্গীতে মাতরে বদে হারমোনিয়াম বাজিরে গান ধরতে হয়—'বে ছিল আমার অপনচাবিণী তাবে' ইতাদি।

বিবাহের দরবারে পুকরের কাছে প্রক্রাশা সামায়। ডান্ডার বরের মাদিক ভারের থোঁজ নিমেই মেয়ের মায়ের। খুগাঁ থাকেন, তার জাড়া-দক্ষতা অভিনয়-পারদর্শিতা কিয়া বজুতা শক্তি নিরে মাধা থামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেগাপড়া, য়য় ফুইবুলুলুলি নরতো ইনকেলার ভিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোন একটা মার্ক্রা কৃতিছে নয়, সর কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ ক্রপে, তাব পর তাদের বিভায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের প্রতিদিয়ে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যাহ্ম ব্যালাকের পরিমাপে।

প্রাকালে রাজকভারা নিজের। পতি নির্বাচন করতেন।
পুরুবের হতো পরীক্ষা। বীর্যারন্তার পরীক্ষা। পুরুবকে তথন
স্বয়ন্ত্র-সভায় নারীর বরমালোর যোগ্য হওয়ার সাধনা করতে হতো।
একালে মেরেরা সহজলভায়। তাদের জক্ত হরধয়ু ভাঙ্গতে হয় না,
প্রতিবিশ্ব দেখে মংশুচক্র বিদ্ধা করতে হয় না। তাদের লাভ করছে
বাধা মাইনের একটা চাকরি হলেই যথেওঁ। একালের রাজপুত্র
কোটাল-পুত্রদের কুঁচবরণ কভার খোঁজে ঘর ছেড়ে বিদেশে বেরোছে
হয় না। ছখ সাগরের জলের নীচে বে-রূপার কোটার কালো
ভোমরার মধ্যে আছে রাক্ষসের প্রাণ তার সন্ধান করতে হয় না।
সোনার কাঠি ছুঁইরে পাতালপুরীর রাজকভার ঘম ভাঙ্গাতে হয় না।
সরকারী দপ্তরখানায় অফিসারের তকমা এটি ভারা বীরদর্শে
প্রজাপতি শ্ববিকে নিজের ছয়ারে হাক দিয়ে বলেন, লে আছে
নিপুদিশা, চভুরিকা, মালবিকার দল। ভোমার রেণুকা সেন মানুষী
রায়, জলী দন্ত বা অক্ষতী চাটার্জাদের। একালের কেশবতী রাজকভারা নকরুই ভরি সোনা-আর তিন প্রেক্ কার্শিচারের থেকা

্নৌকা চেপে আপনি এসে উত্তীৰ্ণ হন বাসবহুবের হাটে। প্ৰে'ন - টাকাঁয় কাবেকী নোটেৰ মালা ববের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন,

- বিশিক্ষ জ্বন্য তব তদিক্ষ জ্বয় মম"।

আমার কর্ণপটাহ-বিদীর্থকারিণী সঙ্গীত-অভিলাবিণীকে চোঝে দিখিনি। শুনেছি একেবারে রূপহীনা নন, লেথাপড়ারও ভালো। ভা হোক। কিন্তু গান তাকে শিথতেই হবে। আমরা হস্তজাগ্য ক্রিকেরশী—আমাদের সলাটে তঃথ আছে; থণ্ডাবে কে?

দীর্থ নিশাস ছেড়ে পাশ ফিরে মার একবার নিজার উচ্ছোগ

ক্ষুরসেম। রুথা। এবার গান নম, কার্ড। দর্শনপ্রার্থী এক

ক্ষুরসোক। কার্ডের উপরে ছাপা—পি, সি, সমাদার, বি, এ,

ক্ষুর্বাটি গ্রাসিষ্টেট কট্টোলার। ভদ্রপোক আজ সকালে মাসবেন

ক্ষুর্বা ছিল বটে। কিন্তু সকাল মানে বে সাড়ে ছ'টা তা ভাবতে

ক্ষুর্বাবিনি।

এই বে, নমন্তার। বুমুচ্ছিলেন না কি ? বড় অক্সায় হয়ে গৈছে তাহলে। আমি ? আমি মশাই ঠিক পাঁচটায় উঠে থানিকটা কেঁটে আসি। বারথায়া ধরে ফিবোজ শা রোড, উইপ্তসর প্লেস, কুইনসওয়ে হয়ে বাড়ী। মাইল ছই হবে। আছি ভালো মশাই। ডিসপেপসিয়াটা অনেকটা চাপ। আছে। চা ? আছে। ফিন এক গ্রপ, একবার অবশ্য হয়ে গেছে। আপনার বুঝি এখনও রনি ? সাতেটার আগে বিছান। ছাড়েন না ? থাশা আছেন লাই। মশ্টা-ছটা আপিস করতে হয় না, কাবো তোয়াক্কা রই! হাই সার্কেলে মুভ করেন। হাা, ভালো কথা, জিজ্ঞাসা কিছিলেন না কি । নেহেক্কে ? এ বে ডিয়ারনেস্ এলাউজের

নেছেক মানে, আর. কে, নেথেক। ফিনান্স ডিপাটমেণ্টের বাধার সেক্টেটারী। পণ্ডিত জ্বওহরদান নেহেক্সর সঙ্গে আত্মীয়তা বাঁটিছ। ভক্তগোক নিজে আই, সি, এদ, এবং স্ত্রী বিদেশিনী, কিছ ক্সিক্সবর্ষের প্রতি হ'জনারই সত্যকার টান আছে।

জাটি স্বীকার করতে হলো। স্বরণ ছিল না। কিছু তিনি নিরাশ রের হাল ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "আন্ধ একটু মনে রাখবেন। সমছি তো সাড়ে সভর পারসেউ করবার কথা হয়েছে। কিছু কত রাইনে অবধি এলাউলটা দেবে সেইটেই আসল কথা। পাঁচল টাকার ঐপরে মাইনে হলে দেবে না বলে কেউ কেউ বলছে। দেখুন তো একবার অভারটা। কেন, আমাদের অপরাথটা কী? জিনিবপত্রের সেইতো আর তথু পাঁচলর নীচেরওরালাদের জক্তেই বাড়েনি। ছবের রাই টাকার ছ'সেরের জারগার এক সের দিতে হছে তাকেও, রাইাকেও। বলুন সত্যি কি না? তবে কেন ডিয়ারনেস এলাউ জলের বেলার আমরা বাদ পড়ব? এ সব ইনজাইসের জত্তেই তো নশাই সভর্গমেন্টের কাজে বেলা ধরে বার। গান্ধী মহারাজ কি আর নহানি সম্বতানী গভর্গমেন্ট বলেন ?'

গানীভক্তকে স্বিনয়ে শ্বরণ ক্রিয়ে দিতে হলো যে, গানীজী ীচশ টাকার বেশী কারো মাইনেই রাখতে রাজী নন।

"না, না, সেটা ঠিক নর মণাই! তিনি মহাত্মা, তাঁর কথা নালাদা। ঋষিতুল্য লোক। একটু ছাগলের হব পেলেই হলো। আরুর বাঁচ জনের তো তা নর। এই ধন্দন না আমারই কথা। আপুনি তোঁ নরের লোকের মতো, আপুনাকে বলতে আর কি? আটশ'টাকা नाहें। हैनकाबिंगांत्र, व्यक्तिक कांश दि ए नित्र हाए जात गांक एक गोंका नीं जाना। कि मार्गहें (नात्व कि कि निर्माणिति स कान्ते ना करण हत ? गांकी न्यांत्र, (माराव दिखा किए हत इस्तिक विनारक भांजांक हरना। भींठम गोंका में मा कि कु हाक कथा नहा। डेग्रांबांक जा विनारक स्था करते, जा ना हरण जांक वर्षत्र हें ब्रिज तिहे। प्रभून ना विनारक, इस्तिकांत्र। गी, गांका किलारक छांकिरत किन ना। क्ष्रा करते की ? एकु क्छवण । विक् एका जामवाहे निर्म-भएक कि। किक भींठ मांत्र विभाग की कांगिर ना थारक, उर्द कांभवानित माहेरन ति मांत्र जांकि जानांत्र की कांवि केंग्रियन माहे वक्त अथनकांत्र कांहरक जांत्रक वांक्रिय ? जांक् क्तरमान माहें। की कांनि; जांभनारमत कररशंभीरमत कि विका वृक्ति, जांभनांताहें कांटनन।"

कः त्थानीरमंत्र विष्ठात-वृष्टि, वााचा कत्रात्र मर्छ। देशश वा मार কোনটাই ছিল না । প্রদক্ষ পরিবর্তনের জন্ম তিপ্র আলোচনাব कथा जुलालम । प्रथा भाग जाए चांधार्ट्य धाक्यार क्रांव प्रहे। किन्नोमा कदामन, किन्नु इत्व मत्न इष्ट्र कि ? इत्ल वीहा यात्र इनाय। ইংরেজ ব্যাটাদের আচ্ছা শিক্ষা হয়। ছিল বটে আগের দিনে সব দিলদ্বিরা সারেব। ষথার্থ মা-বাপের মতো। তামি তথন गरव मिटको विरम्र हे इस्कृष्टि । आभारमन स्थानित हेर्छ हिल्ल মহাতপ বাবু। মহাতপ ঘোষ, খড়দায় বাড়ী। বুড়ো হয়েছেন, বরস সাভীরব কাছাকাছি। সার্ভিস বুকে লেখা আটচিলি। পেনসনের **আরও পাঁচ বছর বাকী।** চো**র্যে ভাল দেখতে** পেতেন না, সই করতে হাত কাঁপতো। এক দিন একেবারে ফাইলে লেখার উপরই দম্ভথত করে বসে আছেন। আমরা তো ভয়ে গারা। আৰু বক্ষে নেই। মারে সায়ের ছিল আমাদের সেক্রেটারী। এডাই নিয়ে বললে, মহাটপ, ভোমার ছেলে ম্যা ট্রিক পাশ করেছে? না করে থাকে তো ক্ষতি নেই। কাল নিয়ে এসো. ভঙ্জি করে দেব। ত্রমি এবার বিটায়ার কর। অনেক খেটেছ, এখন ডিসাভড্ডার ব্দার্থি রেষ্ট। আর এখন মশায়, আমার মেন্ড শালা কলকাও ইউনিভার্মিটির প্রা**জুরেট। তু'বছবের চেপ্তার ঢোকাতে** পারছিনে :

তথু মেজ শ্যালকের চাকুরি প্রান্থিতে ব্যর্থতা নয়। নিজ্ঞে প্রমোশন সম্পর্কেও অভিবোগ ছিল।

স্বরাজ না হলে আর চাকরী করে স্থথ নেই মশাই। ইংবেই ব্যাটাদের কাছে এখন মুসলমানেরা হছে বড় পিয়ারের। তাদেবই পোরা বারো। কাজ জায়ুক আর নাই জায়ুক, মাথার ফেচ থাকসেই হলো। পেটে বোমা মারলে এক কথা তছ ইংবেজী বেরোর না এমন সব লোক অফিসার হয়ে এসে বসছে। খান বলে আমাদের এক নতুন কন্ট্রোলার এসেছে। আকাট মুর্থ। সেদিন এক ফাইলে রেফারেল লিখতে হটো R দিয়ে বসে আছে। গাই মাসে হ'বছরের জুনিয়র এক জন মুসলমান আমাদের চার জনতে ডিজিয়ে ডেপ্টি চীক হয়ে গেল। এসব অবিচার কি চিরকাল সইবে? ইংরেজের দিন খনিয়ে এসেছে। আর হবে নাই বা কেন? মুসলমানদের কেলো ফিলিমে আছে। চাকরী নিয়ে, প্রমোশান নিয়ে তাদের লীডারেরা সব সময়ে লড়ছে। পান থেকে চুণ থসেছে ক্রিমেন এসেফলীতে পাঁচটা মুসলমান মেখার পাঁচটা প্রশ্ন করবে, উইল দি জনাবেকল মেখার বি শ্লিজছে টু প্রেট। একটা মুসলমান

চাপরাশীকে কিছু বলেছেন তো মিনিটামের। কৈৰিবং ওলব করবে।
আর আমাদের হিন্দুরা । সব কংগ্রেসী । তার। কেবল উচ্চালের
কথা বলে বলেই পেলেন । স্বরান্ধ, স্বাধীনতা, কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ।
আরে চাকরী বাকরীগুলি সবই যদি অভের হাতে সেল তবে স্বরাদ্ধ
নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? আমি স্পাই কথা বলবো মলাই, আমাদের
কংগ্রেসের কন্তারা প্রাকটিক্যাল পলিটিক একেবারেই বোঝেন না ।
আই কেবল জেলখানায়ই জীবন কাটাছেন ।

ভদ্রলোককে বাধা দিরে লাভ নেই, তর্ক করাও নিরর্থক। মধ্যবিত্ত বালালী পরিবারের অতি পরিচিত আবহাওরার মান্তব। চাকুরীকে লানেন জীবনের অনিবার্ধ্য অবলম্বন গভর্ণমেন্ট পোষ্টকে আকাংক্ষিত সোলাগা। তার ধানি, ধারণা, চিন্তা ও অথ সমস্ভই এই চাকুরীকে কেন্দ্র করে। ক্যাবেক্টার রোল নিয়ে তার প্রারম্ভ, গেলান নিয়ে তার শেষ। এবং এই আদি ও অস্তের মাঝধানে প্রমোশন দিয়ে তার বিভাব।

আপিসেব বেলা হছিল। সমাদার বাবু গাত্রোখান করলেম।
আছা, এখন তা'হলে উঠি। আফিস আছে। আজ আবার এ
মানের এবিয়ার ষ্টেটমেন্টটা পাঠাতে হবে। বিকেলের দিকে আর
একদিন আসবো। বিকেলে বাড়ী থাকেন না ? তা'হলে সকালেই
আসবো। আছা, চলি এখন। এ ডিয়ারনেস এলাউয়েন্ডের
ক্রাটা কিন্তু আজ একবার কাইগুলি · · · · · ।

বিকালের দিকে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। নয়াদিলীর প্রেস ক্লাব টি পাটি দিছেন স্যার ষ্ট্রাফোর্ড ক্রিপ্,সকে। ক্রিপ্,স চা, লাঞ্চ ও ডিনারের বহু নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু একমাল্র প্রেস ক্লাব ছাড়া ছার কাবো কোন আমন্ত্রণই তিনি গ্রহণ করেননি। বললেন, তাঁর প্রতি ভারতীয় সাংবাদিকদের সহাদয় ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত কুতজ্ঞ এবং দেক্তজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই চা চক্রে তিনি বোগ দিতে খীকত হয়েছেন।

্সক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লকের প্রাঙ্গণে চা-পার্টির আয়োজন। স্বদেশীয় বিদেশীর সাংবাদিকদের নিয়ে নিমন্ত্রিত প্রায় শ'দেড়েক। ক্যেকজন মহিলাও আছেন। অবশ্য জাবা সবাই বিদেশিনী।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাঙ্গালী। উবা নাথ সেন। ভারতে 
সাংবাদিকদেন গুরুস্থানীয় এবং এসোসিয়েটেড প্রেসের জন্মদাতা স্থানীয়
কে, সি, রায়ের সংক্রমী ছিলেন। বর্তমানে এসোসিয়েটেড প্রেসের
ক্ষম্ভত্তা কর্ণদার, দিল্লী আপিসের কন্মসচিব। বয়স যাটের উপরে,
শ্বীর স্থাঠিত। বিরলকেশা, তীক্ষ্ণনাসা, উজ্জ্বল দৃষ্টি। কথাবার্তা,
চাল্চলন ও বেশভূষায় প্রথার ব্যক্তিছের চিহ্ন আছে। ভল্লগোক
ক্ষ্ণভলার। নয়াদিলীতে কোন দিন চিরকুমার সভা বসলে তিনিই
হবেন তার সর্বজ্ঞনসন্মত পার্মানেন্ট প্রেসিডেট।

টি-পার্টির পরে সাংবাদিক সম্মেলন। নরাদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী ইতিহাসে এইটিই সর্ব্বাপেকা বৃহৎ প্রেস কনফারেজ। সাউধ রকের কমিটিরূপে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই কনকারেজে ব্রেপ্স তাঁর পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী বিভিন্ন সাংবাদিকদের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর ক্ষিপ্রতা, তাঁর রাজিহীন উৎসাহ উপস্থিত সমৃদ্র সাংবাদিকদের প্রশংসা বললেন, সব্ব। তার পর পারের কোটটা থুলে রেখে আছিন ওটিছে বললেন, "এবার আন্তন"! বিপ্ল হাস্যরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠলো কনফারেল।

স্যার ক্লাফোর্ড বিলাতের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীবদের অক্তয়ে ।
আইন ব্যবসায়ী মহলে তাঁর বার্থিক উপাক্ষনের পরিমাণ বছুলোকেরই ক্র্পাক্ষড়িত বিশ্বরের উদ্রেক করেছে। এই সাংবাদিক বৈঠকে যুক্তিতর্কে ব্যারিষ্টার ক্রিপ্সের অসামান্ত দক্ষতা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু মান্ত্ৰ্য মাত্ৰেরই ধৈৰ্ব্যের সীমা আছে। সে-কথাটা অত্যন্ত্ৰ অপরিহার্ব্যভাবেই ক্রিপ্,সও সাংবাদিকদের শ্বরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক অভ্যন্ত প্রশ্নে অবশেষে কঠিন স্ববে বললেন,—ভদ্রমহোদরগণ, আমার ধৈর্য অসাধারণ, কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোন অভ্যন্ত ইন্সিত আমি বর্ষাস্ত করতে বাজী নই।

ভারতীয় সংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোটারদের বুদ্ধি আছে,
শক্তি আছে, কৃতিছও কম নয়। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রবোধ নেই।
তাঁরা যে রাজনীতিক নল একথাটা তাঁরা কদাচিং শ্বরণে রাথেন।
এমুগে প্রেস না হলে পলিটিক্স চলে না, কিন্তু পলিটিক্স না হলেও প্রেস
চলে। বধা,—হরিজন। এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেমীর
বিপোটার হয়েই খুনী থাকতে চান না, প্রথম শ্রেমীর পলিটি স্রানও
হতে চান। তাই অনেক সময়েই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব
ঘটে। শুধু তাঁদের দোষ দিতে চাইনে। স্পোশিয়েলাইজেসনে এদেশে
কাক্সরই বিশাস নেই। এথানে বে-ডাজ্ঞার অবের চিকিৎসা করেন,
তিনিই কোঁড়োও কাটেন এবং দরকার হলে দাঁতও তোলেন।

ক্রিপ্,স প্রস্তাব প্রহণবোগ্য কি না সে সম্পর্কে সাংবাদিকদেব মধ্যে মত বৈধ দেখা গেল। প্রস্তাবটির সমস্ত গুরুত্বই ভবিষ্যতে। জনক্ষতি এই বে, গান্ধীজী ক্রিপদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মস্তব্য করেন,—a post-dated chejue। জজি. উৎদাহী কোন কোন সাংবাদিক তার সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য বোগ্য করলেন, on a crashing bank। মুখে মুখে এই প্রক্রিক্ত জংশটিও গান্ধীজীর মূল উক্তি বলেই চলতে লাগলো। ইচ্ছাকুজ কিম্বা অনবধানতায় সত্য বিকৃতির এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

সেদিন সন্ধাায় ছুই বন্ধু নিয়ে গেলেন একটি রাবে।

ন্যাদিলীর সবচেয়ে নামকরা ক্লাব আই, ডি, জি। ইম্পিরিরেল দিলী জিমধানা। ক্লাব বর্ণাশ্রমে ছিজোন্তম। প্রবেশাধিকার জত্যুক্ত সীমাবদ্ধ। শুধু ব্যয়বাছল্যের ছারা নয়, লিখিত জন্ধুশাসনের ছারা। এ্যা ডমিশান ফিও মাসিক চাদা ছুইই ওক্লভার। তা'ছাড়া আই, সি, এস, আই, পি, অডিট একাউণ্টস ইত্যাদি অক্যান্ত প্রথম শ্রেণীর চাকুরে ছাড়া সরকারী লোক আর কারও পক্ষেই আই, ডি জির সদস্ত হওয়ার উপায় নেই। বেসরকারী ডাক্টোর, জার্গেলিষ্ট, ব্যারিষ্টার্থদের পক্ষে ঠিক এবক্ম কাধা না থাকলেও নতুন সদস্ত গ্রহণের সমন্ধ ক্লাবকর্ত্পক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন যাতে একমান্ত টারাই মেশার হন আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মধ্যাদা যাদের ক্লিনীর, ইবেজীতে বাকে বলে এওলান। ক্লাবের কোলীত যাতে কক্ষ্মিত না হর সেজত স্বাগ দৃষ্টি আছে কর্তপক্ষের।

ক্ল'বেব টেনিদ দন আছে, স্টমিং পুদ আছে, ব্যাও আছে।

য়ার নিজস্ব ধোবা পর্ব:ছা। নরাদিরীতে এইটি এক মাত্র ক্লাব বেধানে

বুলু পান, ভোজন ও অংসর বিনোদনের নর, স্থায়ী বাসস্থানের

য়াবস্থাও আছে। আই ডি জি কেবলমাত্র তাস ধেলা বা আছে।

সুওস্থাৰ স্বায়গা নয়, সেটা পুরাপুরি ক্লাবই বটে।

ছ'লখৰ ক্লাব—চেম্পদের্ডি। সেতে টা'নহেটের কাছাভাতি বাইনিনা ব্রাক্ত ও কুইন ভিন্টোবিয়া গোডের সংগমন্থলে এই ক্লাবটি সব চের ব্রুগরম। প্রথমত: এর দক্ষিণা তেমন সাংঘাতিক নর, বিতীরত: প্রথ অবস্থিতি অনেকটা প্রবিধাতনক এবং তৃতীয়ত: এখানে অভারতীয় ক্রা। সদস্ত প্রহণেও অভটা কডাব ডি নেই। চেমসকোর্ডের সুইমিং সুলোকি বছর এখান বার সন্তব্ধ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি মঙ্গলবার রাজ্রিতে হয় নাচ। শীতের দিনে ব্রের ভিতরে, প্রীম্মকালে বাইরে। রাইবে অবশ্য কাঠেব ফোর নর, শান বাধানো। বাগবাজাবের রুসগোলার মতো চেমসফোর্ড ক্লাবের প্রেক্তি।—অর্থাৎ কুলুরারও

মহিলাদের এখানে পৃথক চাদা দিতে হর না : স্বামীর গরবে গরবিনীর: স্বচ্ছকে এসে বসেন পূরুব বন্ধুদের তাসের টেবিলে। স্থকক গর্টনার পেলে কেবলই ডামি হন। না পেলে তিন রঙের তিনখানা নার্স কার্ড সম্বল করে মিহি প্ররে ডাকেন, টু নো—ট্রাম্পদা। স্নার স্থদের মতো হারের হার বাড়ে ছ ছ করে। খেলার শেষে নার্চার সই করে আসেন নিঃশঙ্কে। মাসের শেষে স্বামী বেচারা ক্রিলত হাদরে মুখ বুজে চেক লিখে দেন আর বোধ কবি মনে মনে স্বামানকে স্বব্ধ করেন।

স্থাতিধর্মনিবিবশেষে বেশীর ভাগ ভারতীয় অবিসারেরাই 
ক্রমকার্টের সদক্ষঃ পাঞ্জাব, দিল্ব, গুভরাট, মারাঠা, স্লাবিড়,
ক্রকা, বক্স কেউই বাদ নেই। কিন্তু উপস্থিতির দিক্ দিয়ে
ক্রিলারাই প্রধান। বিশেষ করে শিখ। তাঁরা বিকালে এসে
তান সেট টেনিদ খেলেন, সন্ধায় পাঁচ বাবার ব্রিজ্ব। তিন পেগ
ইন্ধি ও চার কোর্দের ডিনার খেরে তাঁরা ব্যন স্থগৃহে প্রভাবিত্তন
বেন, ভার আংগই কেলেগুারে ইংরেজী তারিখের পরিবর্ত্তন ঘটে।
ক্রেলার গৃতিনীবার পিছনে পড়ে থাকবার পাত্র নন। ক্লাবে পাঞ্জাবী
স্পাতদের দেখলে সহধন্দিনী কথাটার মানে বুরুতে কট্ট হয় না।

বন্ধুদের সাবটি শহরের অপর প্রাস্থে। ছোট স্লার। এর টাদা শৈক্ত, সভ্য-সংখ্যাও বেনী নয়। বাঙ্গালী আছে, মাজানী আছে, গুলামী আছে এবং আরও অন্তাক্ত প্রদেশের লোক। এটিও ছেলে বং মেরেদের সন্মিলিত স্লাব। মেরেদের মধ্যে অনেকে পৃত্তীর গাবের।

ক্লাবের খাতার বাই হোক, খরে মেরের সংখ্যাই বেন বেকী।

নির পানর আনাই কুমারী। গারের রং কালো, নোখের রং লাল

বং গালের বং ছাই ছাই। বলা বাহুল্য, শেবের ছটো ভগবান

কর্ত্ত নর। তার পেছনে করাদী প্রদাধন কেম্পানীর অনেকখানি

ভ আছে। বিচিত্রতর বসন, বিচিত্র ভূবণ। একটি মহিলা পরেছেন

নিশালী বংএর একটি সারার উপরে একখানা মশারীর নেট, তাতে

ক্রিনের পাড় বদানো। আর এক জনার লেস্বসানো ব্লাউজে স্তার

করাবে এত কঠোর মিতব্যরিতা বে তার লিকে চোখ ভূলে তাকালে

ন আপনিই লাল হয়ে কঠো ।

বরস বেশীর ভাসই জিশের উর্বে। দেহ কারো বা ইউরিডের সরলবেখা, কেউ বা অহশাল্লের ইরিস। আমাদের মেরেদের ভূগোচে নাডিশীভোকের স্থান নেই—হর উওর মেরু, নরতো দক্ষিণ মেরু। কেউ করেন মাষ্টারী, কেউ নার্স, কেউ বা ট্রনোগ্রাফার।

ক্লাবে ব্যাড,মিন্টান আছে ক্যারম আচে, পিং পং আছে। বিশ্ব ধেলার চাইতে চং এবং কথার চাইতে জ্ঞাকামীর পৃথিমাণ বেলী। একটি পঁরত্রিশ বছরের বিপুলা মহিলা কোন এক সাহাব্য অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। তার কথাবলার ভন্নী ও আচহে দেখে বারখার ইচ্ছা হচ্ছিল, আলাপ করে বলি, ভক্তে, আপনার নিশ্চরই ধারণা বে আপনার বোল বছর এখনও পার হয়নি। বিশ্ব সেটা বে কুড়ি বছর আগেই কেটে গেছে সে-কথা আপনাকে স্বরণ ক্রিবরে দেওরা দরকার।

জানি, এদের উপরে রাগ করে লাভ নেই। ভগবান এদের রুগ দেননি, দেয়নি বিশ্ব। এদের পিতৃক্ল আভিন্নাত্যের খ্যাতিতে গৌরবাহিত নর। বয়স এদের উর্দ্ধগামী, বৌবন অপগতপ্রায়। অধচ ঠিকুতী মিলিয়ে অভিভাববদের পাত ছির করারও দিন বেটে গেছে। ছুলে ছাত্রীকে জিরাপ্ডিয়েল ইনফিনিটিফ, মুণ্স্ত কবিছে লেহে ও মান নোমাছ ক্লান্তি, বাত **ভেগে অনাত্মী**য়, অপশিচিত রোগীকে থামে মিটার আর আইসবাাগ দেওবার কাল্ডে ধরেছে বির্বন্ধ আপিসে "উইথ ওেফারেন্স টু ইওর কেটার নাম্বার" টাইপ করে করে জীবনে এসেছে বিভুকা। প্রির ও পরিস্তন নিরে নীড বচনাব দিংকন মোহ আছে নামীর বক্ষে। একথানি ছোট গৃহ, এবজন প্রেমাস্ক স্বামী ও একটি, ছটি ক্সন্থ সবল শিশু-এই কল্পনা সে যুগাযুগান্তর ধরে পেরে আসছে মারের কাছ থেকে, মাতামহীর কাছ থেকে, জগতের व्यक्ति मानवी व्यक्ति नक्षी है एक्त काइ (बर्फ। मिन्द्रज्ञन। महा शह পারলো না, সে-কামনা স্বার্থিক হলো না। অত্তর বাসনার সহত্র নাগিনী জাগারে ভবার বক্ষে সে বুখাই প্রাইকা করেছে এই দীর্ঘবাল। দেহে তার একদিন রূপ না থাকলেও স্বাস্থ্য ছিল। বিশ্ব আৰু স্থা জী গিরেছে বৃচে, নারীর স্বাভাবিক কমনীয়তা হরেছে দূর এবং ভার गर्वात्रके प्रवासका हाराष्ट्र मुखा অবশেবে বঞ্চিত ক্নয়ের অপরিসীম বেদনাকে ঢাকতে সে প্রাণপণে প্রয়াস করছে নানা ভাবে। কেউ করছে মহিলা সমিতি, কেউ করেছে রেডিওতে বক্তভা আব কেউ বা কল্প, পাউডার ও লীপৃষ্টিক মেখে পুরুবের সঙ্গে করছে भिन्द्रका क्राउँ।

ক্লাবের পূক্ষ সদসাদের মধ্যে কলেন্ডের ছাত্র আছে. সেক্রেনির বেটের কর্মচারী আছে, বীমার দালাল আছে, ডাক্ডার আছে। প্রায় সবাই তরুণ। বিবাহিত সদস্যের বেনীর ভাগ খুটান এবং কুমার সম্ভোরা বেনীর ভাগ হিন্দু। কারণ স্বন্দাট।

পশ্চিমের শিক্ষা, সভাতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নৃতন আবেষ্টন। তার কলে অভাবনীর পরিবর্জন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তার। আমাদের আহার, বিহার, বসন ভূবণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে। বদল হয়েছে। বদল হয়েছে। বদল হয়েছে। বদল হারেছে রীতি নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এত কাল নারীকে ওধ্ মাত্র পুকবের আত্মীরক্রপেই দেখেছি। দে আমাদের ঠাকুমা। দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিলা শ্যালিকা। কিন্তু জননী জার এবং অহুলা হাড়া নারীর বে আরও একটি অভিনব পরিচর আছে সে সম্পর্কে আমরা বর্জনানে সক্রতন হয়েছে। তার নার স্বা!

প্রাণি-জগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে! তার ফলে বিভিন্ন বন্ধ, ব্যক্তি বা নীতির মৃদ্য সম্পর্ক আমাণের মনোভাবের গবিবর্তন ঘটে। নারার মৃল্যেরও মুগে মৃত্যে তারতম্য ঘটেছে। একদা সমাজে মারের স্থান ছিল সর্বপ্রথান। সে-দিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশ পথিচর এবং উত্তরাধিকার নিশীত হতো মাভার নির্দেশে, সংজ্যা এবং সম্পর্ক দিরে। ক্রমে এই ম্যাটি য়ার্কেল ক্রেমিলী বিলুপ্ত হলো। রাজ্মভার চাইতে রাজরাণীর মর্য্যাদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসাবের কর্ত্তী হলেন জননী নয়, গৃতিনী। ছেলেরা মারের কোল ছেড়ে বউএর আঁচলে আয়সমর্পণ করলো।

বলা বাছলা, এই হস্তান্তবের কলে মারেরা খুনী হলেন না। কেউ অধিকার রক্ষার জন্ত যুদ্ধ, ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলে। তাঁনেরই। তথু বউকাঁটকী খাতাটী আখ্যা পেরে নাটক, নভেলে তাবা নিন্দিত হলেন। বারা বৃদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিগন পাঠ কথলেন দেবালে. মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। 'নিঃশব্দে,—কিছ স্ক্রন্দ চিত্তে নর। জগতের সমস্ত মাতৃকুলের অফুক্ত অভিবোগ আজ্ব জেগে রইল বর্ধুশাসিত আধুনিক গৃহের বিক্রছে। যুরেপ অমেনিকার সমাজে পত্নাকর্ত্ত্ব প্রোপ্রি স্বাক্রছ। বিবাহের পরে ছোলায় সংসারে তার মারের স্থান নেই, কিছা থাকলেও সে ছান জিল্লখবোগা নর। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকার চিক্রের মতো তার খিত আছে, ভক্তু নেই।

কিন্তু প্রী বগতে বে দিন ভাবী সম্ভানের গর্ভধাবিণী বা গৃহকত্রী
মাত্র বৃষতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিবঃ স্থী প্রিরশিল্যা লালভকলাবিথে। কিন্তু একজনের কাছে এভথানি প্রভ্যাশা
করা শুরু কালিলাসের কাব্যেই শোভা পায়, বান্তবক্ষেত্রে নর।
প্রশুগর পুক্ষেব কাছে খরের চাইতে বাইবের ডাক বেশী। সে দশটা
পাঁচ্টোর আপিস বায়, কারখানার খাটে, শেরার মার্কেটে খোরে।
সেখান থেকে টেনিস, রেম, কিম্বা মিটিং। রাত্রিভে ক্লাব, অথবা
সিনেমা। এব মধ্যে গৃহের স্থান নেই গৃহিণীরও আবলাকতা নেই।
আগে সন্ত্রীক ধর্মাচরণ করতে হতো। বাগ, বজ্ঞ, ব্রভ, পার্ক্ষেপ্রশান ভিল ভার্বারে। কিন্তু ধর্ম এখন শুরু ইংলকশানে ভোট
সংগ্রহ ছাড়া ভারভবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এমুগে
সংগ্রিধারীর চাইতে সহক্ষিণীকে নিয়ে বেশী রোমান্স লেখা হয়।

পুক্ষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রায়েজন সামান্তই। তার খাব্যার জন্ম আছে রেজে রা. লোয়ার জন্ম হোটেল, রোগে পরিচর্বার জন্ম হাস্পাকাল ও নার্স। সন্তান-সন্তাতিদের লালন পালন ও শিকার জন্ম স্কার বে অপরিহার্য্যতা ছিল, বোজিং স্কুল ও চিলজেনস্কোনের উদ্ভব হবে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্কার প্রভাব ক্রমণঃ

সঙ্চিত হবে ঠেকেছে এসে সাহচর্য। সে পত্নীর চাইতে বেক্টা বাদ্ধবী। সে কত্রীও নর, ধাত্রীও নর,—সে সংচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন প্রের্কর ক্রায় ব্যাপক নম্ব । একদিন স্বামীর প্রেরোজন মুখ্যতঃ ছিল ভবণ পোষণ ও বক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এযুগ্যের স্ক্রীরা একান্তভাবে স্বামি-উপজীবিনী নয়। তারাঞ্জ দরকার হলে আপিসে গিয়ে টাকা আনতে পাবে। তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ ভর্তারপে নয়, বর্ত্তবে।

ভারতবর্ধন্ত এই নব ভাবধারার বস্থাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। টেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকৃলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমণ: ক্ষুক্রনার হচ্ছে, আত্মীর পরিক্রের সহন্ধ সঙ্গীর হচ্ছে। প্রায়া সভাতার ভিৎ বিধ্বন্ধ, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগ-নগরীর বিস্তৃতি ঘটছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নৃতন সভাতা, নৃতন দৃষ্টিভেলী, নৃতন জীবন ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্যা। এদেশেও পুরুবের জীবনে এবার আবিভিন্ন হয়েছে সগী, নারীর জীবনে সথা। সেটা ভালোক্ষি মন্দ্র ভা নিয়ে তর্ক কয়তে পার, মন্থু পরাশর উদ্ধৃত করে মাসিক্ষণ্ডার প্রস্কুলিখতে পার। কিন্ধু ভাকে ঠেকাতে পারবে না।

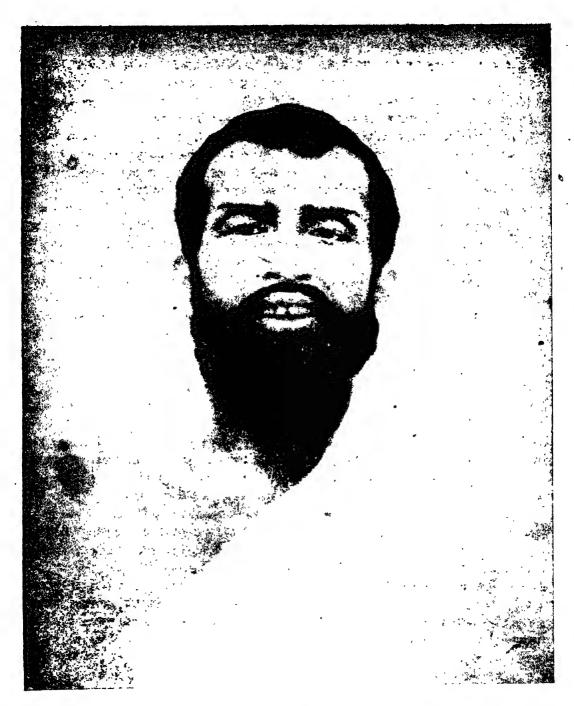
ন্ত্রী-পুকবের জীবনে স্থাস্থীর যে উপক্ষকি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজও একেবারে উদাসান ছিল না। কিন্তু পতিত্বে-পরম শুরু এবং পত্নীকে সেবিক। বানিরে দাম্পাত্য তারা স্থীক্ষেত্র জনকাশ রাথতে পান্তেননি। ট্রাজ্যকার এলিথেটের মতে। সেটা পুক্রবের পক্ষে বউদি এবং প্রার পক্ষে দেবরের উপর ভাস্ত করেছিলেন। সংসারে এব চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

কিছ এযুগে ভীবনবাত্রার উপচার বছবিধ এবং ব্যয়সাধা। ছে লোক ছ'ল টাকা পায় তার পক্ষে বউকে কাছে রাগাই কঠিন, বউদি প্রে থাকুক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হলেনরই জুনৈর না জনেকের, দেবরতো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা থেরে মন দিয়ে মেনেছেন যে, বেশী আশ করে ফল নাই, একটি নির্ভববোগ্য সন্তুদ্ধ বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বৃদ্ধি দিছে ব্রেছেন যে জনেক লোভে লাভ নেই, তার চেধে বরং চাই তথু একটি বাজবী। প্রির বাজবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে জনান্দ্রীয় স্ত্রী-পুরুবের বন্ধুর্বেই পথ উন্মুক্ত নর। সাধারণ মুসলমান পবিবারেও নর। সেধানের বান্ধরীর বান্ধিটি মাত্র নেই। সেধানে পুরুবের জীবনে প্রথম বে আনান্ধীরা নারীর সারিধ্য ঘটে তিনি নিজের জী। তাই স্লাবে, পার্টিতে, বিলাতকেবং ও বড় চাকুরেদের ভরিং ক্ষমে ভরুবের ক্ষম আসে। কাউকে ভাকে ললিতালি, কাউকে বলে বীণা বউনি, কাউকে বা তরু পদবীর আগো মিসৃ জুড়ে দিয়ে সংখাবন করে—মিসৃ ভরু, মিসৃ আরেকার বা মিসৃ সোনের। কাইনিঃ

ক্রিমশ:।





[ শিল্পী—ফ্রান্ক বোরক

বছ নাধকের বস্তু সাধনার ধার। ধুরানে তোমার মিলিজ হয়েছে তা রা।

ভোমার জীবনে অসীবেদ্ধ লীলা স্থাথে
নূডন ভীর্থ রূপ নিল এ জগর্ভে

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি আমার প্রণতি দিলাম আনি।

-- त्रवीस्त्रवाव



বিশেষণী-শক্তি বলে যে-সব মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা
হয়ে থাকে সেগুলোর কলাচিং বিশ্লেবণ
করা চলে। ওগুলোকে কেবল মাত্র
ভাদের প্রভাবের সাহায্যেই বুঝতে পারি
আমরা। অক্তান্ত বিবরের মধ্যে আমরা
ভাদের সম্বন্ধে এটা জানি বে, যথন কারও

এই শক্তি থ্ব বেশি থাকে তথন সেটা তার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়ে থাকে। বিশিষ্ট মান্নৰ বেমন তার শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে একটা গর্ব জন্মভব করে এবং তার পৌশুওলোকে বাতে সক্রির করে এমন ব্যায়াম করে আনন্দ পায়, তেমনি বিশ্লেষণকারীও জটিলতা ভেদ করে গৌরব বােধ করে থাকে। বাতে তার এই শক্তির চর্চা হয় এমন তুছত্তম কাল করেও দে আনন্দ লাভ করে। দে ভালবাদে ধাঁধা, সাক্ষেতিক লিপি: এগুলোর সমাধান করে দে প্রত্যেকটিতে এমন একটা তীক্ষ বৃদ্ধির পবিচর দেয় ষে সাধারণ বৃদ্ধির কাছে দেটা অতীক্রিয় শক্তি বলে মনে হয়ে থাকে। তার বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহাব্যে সে যে পরিণামে উপনীত হয় সেটা সন্তিয় মনে হয় ষেন প্রজার (intuition) ফল।

পুন: সমাধানের (re-solution) এই শক্তিটি হয়ত গণিত-চার দারা বিশেষ পরিপুট্ট লাভ করে, বিশেষতঃ গণিতের শ্রেষ্ঠ যে <sup>অস</sup> তাব সাহায্যে,—যাকে ভার বিপরীতমুখী ক্রিয়ার জন্ম, গৌরবার্থে 'বিলেফা নাম দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু হিসেব করাটা বিলেষণ নয়। <sup>দৃষ্টাস্কস্বর</sup>প বলা যায়, দাবাড়ে হিসেব করে, কি**ন্ত** বিল্লেবণের চেষ্টা <sup>করে</sup> না। এ থেকে এই বলা বেতে পারে যে, মানসিক গঠনের ওপর <sup>দাবাগেলার</sup> প্রভাব সম্বন্ধে ধারণাটা থুবই ভ্রা**ন্ত**। আমি আপাতত: নিবন্ধ লিখতে উত্তত হইনি. কতকটা বিচিত্র রকমের কাহিনীর ভূমিকা ৰ্দ্ধপ খুবই এলোমেলো ভাবে করেকটা মন্তব্য করছি মাত্র। সেই জন্ত পামি এখানে এই বলব বে, মননশীল বুদ্ধির উচ্চতর শক্তির প্রয়োগ দাবার জটিল ভুচ্ছতার চেবে ভাকজমকহীন ডাক্ট (draught) বেলাতে বেলি নিশ্চিত এবং প্রয়োজনীয় রূপে হয়ে থাকে। পরবর্তী গেলায় গুটিগুলোৰ বিভিন্ন এবং উদ্ভট রকমের চাল আছে যাব গুরুত্ব বিচিত্র এবং পরিব**র্ন্তনশ্বল—এই যে ওছ মাত্র জটিলতা** এটাকে গভীব <sup>বিষয়</sup> বলে ভূল করা হর আর ভূলটা কিছু অসাধারণও নয়। এতে ব্বই জবরদন্ত অভিনিবেশের প্রয়োজন ; বদি মুহুর্ত্তের জন্ত অভিনিবেশ <sup>রিখ হয়, লক্</sup>চুন্তি ঘটে, ভার কল হর ক্তি কিছা পদা**জ**র। সভব <sup>চাল</sup> বে তথু বহু তা নয়, জটিল সম্বন্ধও, তাতে লক্ষ্যচুতিৰ সভাৰনা

বছগুণিত হয়ে যায়। আর, দশটির মাবে ন'টি ক্লেত্রে বেশি তীক্লবৃদ্ধি **খেলোয়াড়ের চেয়ে বে**শি অভিনিবিষ্টেরট জিৎ হয়ে খাকে। **অপর** পক্ষে 'ড্রাফ্ট' থেলায় চাল একেবারেই অভিনব, কিন্তু রকমফের তাতে অতি সামান্ত; লক্ষ্যচাতির সম্ভাবনা বল্প, তথু মনোনিবেশের কাজ আপেক্ষিক ভাবে নেই বললেই চলে, স্বভরাং অপব পক্ষ য-কিছু স্থাৰিখা পায় সেটা ভার উৎকুষ্টতর তীক্ষবদ্ধির সাহায্যে! অতি কুল্ম ভাষার কথা না বলে একটা ভাফ্ট খেলা ধরা যাক যাতে কেবল মাত্র চারটি 'রাজা' আছে, স্বভরাং এখানে কোনো কিছু যে লখন এড়িয়ে যাবে সেটা আশাই করা বার না। থেলোয়াছদের সমাম ধরে নিলে, এথানে ভিং হতে পারে ভধুমাত্র কোনো একটা ফলব চালেব দ্বারা যা হবে বৃদ্ধি শক্তির প্রবল প্রয়াসের ফল। সাধাবণ ৭খা হাতে না থাকার বিশ্লেষণকারী বিক্লম্ব পক্ষের অভবে প্রবেশ করে তার সঙ্গে নিক্লেক মিলিয়ে দেয় এবং তথন প্রায়ই এক নজগেই সে সম্পূর্ণ প্রশালীটাকে (ব্ বাস্তবিক কথনো কথনো খুবই সরল হয়ে থাকে ) লাবিদার করে ফেলে যার সাহায়ে বিক্লম্ব পক্ষকে সে ভ্রান্তির পথে প্রলম্ভ করতে পারে **অথবা ভাডাভাড়ি ভাকে ভুল অনুমানে** প্রবোচিত বরতে পারে।

ষাকে আমরা অহুমান-শক্তি বলি তাব ৬৭র এভাব আছে বলে 'ছইষ্ট' থেলার একটা অনেককেলে থাতি ভাচে। থুব উচ্চলকো বৃদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরা এই খেলার দৃশ্যত: অকাষণ আনন্দ পেনে थाक्न, यनिक नावा थिलाक छात्रा वास्त वस्त वर्टन करत्र थाक्न। নি:সন্দেহ এর মত এমন আর বিভুই নেই যা বিশ্লেষণী-শক্তিকে এত বেশি খাটাতে পারে। খুছায় জগতে স্বস্তেষ্ঠ দাবার খেলোয়াত হয়ত কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাবই থেলোয়াড হতে পারেন : কিছ ভটাই খেলার দক্ষতার মানে, মনের সঙ্গে যে স্ব ক্ষেত্রে মনের সংগ্রাম সেই সব বড বড ব্যাপারে কুতকার্যাতার ক্ষমতা। 'দক্ষতা' ব**লতে** আমি সেই নিখুঁত খেলার কথা বলছি যাতে সেই সমস্ত বিষয়ে ধারণা বোঝার ধার সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত শুণিং। লাভ করা যেখে পারে। এর নানা রকম এবং নানা রূপ, মনের এমন গছনে এই থাকে বে প্রায়ই সাধারণবৃদ্ধি এদের ধরা-ছোঁয়াই পায় না অভিনিৰেশ সহকারে লক্ষ্য করার অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট মনে রাথা। এই পর্বাক্ত অভিনিবিষ্ট দাবা-থেলোয়াড ছাইছড ভালোই থেলবে। 🍕 কারণে মনে রাথবার শক্তি আর নিয়মমত চলা একেই ভালে খেলার মূল বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্লেষণকারীর বে কৌশল সেটা প্রকাশ পায় কেবলমাত্র নিয়মের সীমার বাইরে বে সং ব্যাপার ভাতে। দে নীরবে বছ জিনিধ লক্ষ্য করে, নানা বকমের

ি অনুমান করে। তার সঙ্গীরাও হরত তাই করে। কিন্তু তথাক্রানের ু পরিমাণ সম্বদ্ধে বে পার্থক্য গাঁড়ার সেটা অনুমান (inference) ি**ক্ষরবার বৌজিকভার উপ**র ভতটা নির্ভর করে না যতটা ঐ পর্যবেক্ষণের **িজাতিগত বিভেদের উপর।** কি যে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সেইটে াঁভানাই হল আসল ভানা। আমাদের খেলোয়াড নিজেকে মোটেই 綱 নীমাবৰ ক্ষেন না। ধেলাটাকেই লক্ষ্য মনে করে খেলার বহিভ ত **ৰাপার থেকে অমুমান করতে তিনি বিরত হন না। তিনি তাঁ**র দোসবের মুখভাব পরীকা করবেন, সাবধানভার সঙ্গে তাঁর বিক্লছ-<sup>্র</sup>**াকীর প্রত্যেকে**র মুখভাবের সঙ্গে তার তুলনা করবেন। প্রত্যেকের হাতে কার্ডগুলো সাজানোর রীতি লক্ষ্য করবেন; প্রায়ই লক্ষ্য ্ করবেন প্রত্যেকটি 'ট্রম্প' এবং 'অনার' আর যাদের হাতে সেগুলো আছে তাদের চোথের দৃষ্টি। খেলা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ্ষিনি প্রত্যেক মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবেন; নিশ্চয়তা, বিশ্বর, বিজয়োরাস অথবা বিবৃত্তি লক্ষ্য করে মনে মনে জড়ো করবেন বছ সি**ছান্ত।** তাদের 'পিঠ' কুড়োনোর ভঙ্গী থেকে তিনি 'ঠিক করবেন যে সেই লোকটি ওই বান্ধিতে আবার তাসের পিঠ পাবে কি না। তিনি টেবিলের ওপর যে ভাবে তাস ফেলা হয় তা ংশকে বঝতে পারবেন যে ওটা ছলনামাত্র কি না। একটা হঠাৎ ৰুলা কিম্বা অসভৰ্ক কথা, হঠাৎ পড়ে যাওয়া বা উল্টে যাওয়া ভাস 🛥 সেটাকে গোপন করবার আতুষঙ্গিক উদ্বেগ অথবা নিরুদ্বিগ্ন ভাব, 'পিঠ' গোণা এবং দেগুলো সান্ধানোর ক্রম, বৈফল্য, ইডন্ডভ: ভাব, শার্মার অথবা চাঞ্চল্য তাঁর আপাত প্রতীয়মান সহজ্ববোধের কাছে বাস্তবিক অবস্থার স্চনা দের। ত্র'-ডিন বার থেলা যুরে আসার পর তিনি প্রত্যেকের হাতে কি আছে না আছে সম্পূর্ণ ভাবে জেনে বেলেন এবং ভার পর থেকে ভিনি এমন অভ্রান্ত লক্ষ্য নিরে ভাস ফেলতে থাকেন যে, মনে হয় যেন দলের অক্সেরা তাঁদের ভাস-শ্রলাকে তাঁর দিকেই উলটিয়ে ধরে রেখেছেন।

সাধারণ চতুরতাকে বিশ্লেষণী-শক্তি বলে তৃল করা উচিত নয়।
বিশ্লেষক চতুর হবেই, কিন্তু চতুর ব্যক্তি প্রায়শ:ই বিশ্লেষণ করতে
বিশেষ রকম অপটু হয়ে থাকে। থেয়াল (fancy) এবং কলনার
(imagination) মাঝে যে পার্থক্য, চতুরতা এবং বিশ্লেষণী-শক্তির
মাঝে তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য রয়েছে, যদিচ হুয়ের মাঝে থুব
একটা সাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক দেখা যাবে যে, চতুর লোকেরা
সব সময়ই থেয়ালী (fanciful) আর সভ্যিকার কলনাশীল
(imaginative) যারা তারা বিশ্লেষক না হয়েই পারে না।

বে কাহিনী নীচে দেওরা হল, সেটা ওপরে যে মতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে কতকটা ভারই টীকা বলে মনে হবে পাঠকের কাছে।

১৮— খৃষ্টাব্দের বসস্তকালে এবং থ্রীপ্নেরও কতকটা যথন আমি
পারী নগরীতে ছিলাম মঁসিয়ে ওগুন্ত হাপ্যার সঙ্গে তথন আমার
পারিচর হয়। এই তরুণ অন্তলোকটি খুবই ভালো, সত্যি বলতে কি,
ক্রকটি বিখ্যাত পরিবারের সন্তান কিন্তু অনেকগুলো হুর্ঘটনায় এমন
স্বিক্র-দশায় উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁর চরিত্রের তেজটা তাঁর কাছে
পরাজিত হয়েছিল এবং জাগতিক ব্যাপারে উল্লম থেকে তিনি
বিরত হয়েছিলেন এবং নিজের সোভাগ্য পুনর্গাভ করার ইচ্ছাও
ছেড়ে বিয়েছিলেন। পাওনাদারদের সৌজভ-বশতঃ তিনি তথনও
তাঁর গৈছক সম্পাতির কুলাবশেষের অধিকারী ছিলেন আর এ থেকে

বা আর হত তা দিরেই, জীবনের বাছল্য সহজে হাথা না থানির, কঠোর মিতব্যমিতার সাহায্যে আবশ্যক প্রোলন্ডলো মেটাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর একমাত্র বিলাস অবশ্য ২ই ছিল, জার পানীতে এগুলো ছিল সহজ্ঞলভা।

ক ম মাত্র একটা জ্ঞাত লাইত্রেরীতে আমাদের <sub>তথ্য</sub> দেখা হয়, বথন ঘটনাচক্রে **আমরা হজনই** একই অতি চুপ্রাণা এবং উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সন্ধানে বাই এবং ভাডেই আমানে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়। বারু বার আমরা প্রস্পারের সঙ্গে <sub>দেখা</sub> করতাম। ফরাসীরা নি**ভে**র বিষয় **ষে-রকম অকুঠ** ভাবে বলতে পারে তেমনি করেই ইনিও যথন তাঁর ক্ষম্ম পারিবারিক ইতিহাসে বিভুত বর্ণনা করেছিলেন আমি তা গভীর ওঁৎসুক্যের সঙ্গে ভনেছিলায়। তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপকতায়ও আমি বিশ্বিত হয়েছিলাম ; সর্বোপরি তাঁর কল্পনার সতেজ নবীনতা এবং উগ্র উদ্দীপনা আমার সদয়তে বেন আলোকিত করে তুলেছিল। তথন আমি পারীতে বে-সর বস্তব সন্ধান করছিলাম তার সন্ধান করতে করতে এই লোকটির সর্সা আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ্ বলে মনে হয়েছিল। আব আমার এই ধারণাটি সরল ভাবে তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম। অবংশদে এই স্থির হয়েছিল যে, যত দিন আমি পারীতে থাকব তত দিন একসঙ্গেই থাকব। আর আমার সাংসারিক অবস্থাটা তার মত তত বিশা ছিল না বলে তিনি আমাকে আমাদের উভয়ের অন্তত ধরণের মানসিক বিষয়তার সঙ্গে থাপ খায় এমন একটি অন্তুত কালদন্ত পুরানো বাড়ী ভাড়া করে তাকে সেই ভাবে সজ্জিত করবার অধিকার দিয়েছিলেন! বাড়ীটা ছিল প্রায় পড়-পড় এবং অদ্ধসংস্কার বলে বহু কাল যাবং পরিত্যক্ত ( অবশ্য তার কারণ জানবার চেষ্টা আমরা করিনি ), খার ফোবুর্গ সাঁান্ত জারতার একটা নিভত জনশুক্ত অংশে অবস্থিত।

এখানে আমাদের জীবনধাত্তার ধারাটা বদ্ধি সংসার জানত তালনে আমরা উন্মাদ বলে বিবেচিত হতাম, বদিচ নিরীহ পাগল বলেই হয়ত। আমাদের বিচ্ছিন্নভাটা ছিল সম্পূর্ণ। কেউ আমাদের দেখা পেত না। সত্যি আমার নিজের পূর্বতন সলীদের বাছ খেকে আমাদের নিরালা নিবাসটিকে স্বত্ত্বে গোপন রেখেছিলাম। আব ফার্পানেক তো বছ বর্ষ পূর্বেই পারীর লোকেরা ভূলে গিয়েছিল তিনিও পারীর জাকদের ভূলে গিয়েছিলন। আমাদের নিজেদের মারেই আমরা একাকী বিরাজ করছিলাম।

কর্মনার থেয়াল বশতঃই—ভাছাড়া আর কি-ই বা বলব শি
আমার বন্ধ্ রাত্রিকে ভালো বাসতেন রাত্রি বলেই। আর তাঁর অলা
বিবরের মত, এই উদ্ভট থেয়ালটাও নিঃশব্দে আমাকে পেয়ে বসল।
সম্পূর্ণ বেপরোয়া ভাবে আমি তাঁর পাগলা থেয়ালের কাছে আফ্রমর্থণ
করেছিলাম। কুকা দেবী সর্বক্ষণ আমাদের কাছে থাকতেন না, তর্
আমরা তাঁর উপস্থিতির ভাণ করতে পারতুম। প্রভাতের প্রথম
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরানো বাড়ীর সবগুলো ভারি
বিলমিলি বন্ধ করে হ'টো ভীত্রগদ্ধ বাতি আলিয়ে দিতাম বা থেকে
তথু ভ্রানক রকমের এবং অতি ক্ষীণ আলোক্যমি নির্গত হত। এই
গুলোর সাহায্যে আমাদের মন স্থামায় হয়ে পড়ত। চসতে লেখাপড়া
আর কথোপকথন, বতক্ষণ না ঘড়ি আমাদের জানাত যে সত্যিবার
অন্ধকারের আবির্ভাব হয়েছে। তথন আমরা প্রকাশরের আলোচানাই
হরে রাজপথে বেরিয়ে পড়তাম; দিনের বেলাকার আলোচানাই
হরে রাজপথে বেরিয়ে পড়তাম; দিনের বেলাকার আলোচানাই
হরে রাজপথে বেরিয়ে পড়তাম;

চলতে থাকত **অধবা পূরে বেড়াতাম নানা দিকে দূ**রে দূরে আর জনাকীণ নগরীর <mark>উৎকট আলো-ছায়ার মধ্যে শান্ত</mark> পর্ববেক্ষণ-জাত অপ্রিসীম মানসিক উত্তেজনার সন্ধান ক্রতাম।

যদিও তাঁর কলনার এখব্য এ-রকম আশা করতে আমার মনকে ভিনী করেই বেবেছিল, তবু এই সব সময়ই ছাপ্যাব মধ্যে এক অভ্ত বিশ্লেষণী-শক্তি দেখে সেটা লক্ষ্য না করে এবং তার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারতাম না। এই শক্তির ঠিক আকালন করে না হলেও অন্ততঃ প্রয়োগ করে তাঁর আগ্রহপূর্ণ আনন্দ হত বোধ হয় এবং এ থেকে যে তাঁর আনন্দ হত সেটা তিনি প্রকাশ কবতেন দিধাহীন ভাবেই নিমুশ্বরে খিল-খিল করে চেদে। গর্ণভবে তিনি **আমার বলতেন** যে, তাঁর কাছে বেশির ভাগ লোকেরই বুকের বাভায়নগুলো খোলা এবং আমার নিজের মনের সম্বন্ধে তাঁর অস্তবন্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে চমকপ্রদ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে তিনি ওই বকম উক্তিব সমর্থন করতেন। এমন সময় তাঁব ভাব-ভন্নীটা হত কঠোর এবং নৈৰ্যাক্তিক (abstract), তাঁর দৃষ্টি হয়ে পড়ত লক্ষ্যহীন এবং স্বভাবত: 'টেনর' কণ্ঠস্বর এমন ট্রেব্লএ গিনে উঠত যে উচ্চারণ-ভঙ্গী অত্যস্ত স্পষ্ট এবং স্থাচিস্থিত না হলে ক্ষেব্ থিটথিটে বলেই মনে হতে পারত। এই রকম অবস্থায় ভাঁকে দেখে আত্মার হৈতরপ সম্বন্ধে যে প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ আছে সেই কথা ভাৰতাম আমি আর ডবল হাপ্যা—শ্রষ্টা এবং বিখেৰক-সম্বন্ধে কল্পনা করতাম।

নই মাত্র যা বললাম তা থেকে যেন কেন্ট এটা মনে না করেন যে, আমি কোনো রহস্ত-কথা বলছি অথবা রোমান্স লিখছি। ঐ ফরাসী ভদ্রলোক সম্বন্ধে যা বললাম তা তথু উত্তেজিত মন্তিদ্ধের অথবা চয়ত একটা ব্যাধিগ্রন্থ বৃদ্ধির ফল মাত্র, কিন্তু এ সব মৃহুর্ত্তে তিনি যে ধরণেব মন্তব্য করতেন একটা দৃষ্টান্ত দিলেই সেটা সব চেয়ে

স্পিঠ চবে।

এক দিন আমরা রান্তিরে প্যালে রয়ালএর সন্নিকটে একটা লখা নোরে রান্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমরা হ'জনেই বাহতঃ চিন্তাম। ছিলাম, তাই অন্ততঃ, পনেরো মিনিট কেউ কোনো কথা বলিনি। অক্সাথ ছ্যুপ্যা এই কথান্তলো বলে উঠলেন, "সন্তিয় লোকটা থ্ব ছোট (Theatre des Variete) তিয়েত্র দে ভাবিয়েতেয় ওকে মানাত বেলি।"

বজা যে কি অছুত ভাবে আমার ভাবনার সঙ্গে মিল রেথে উত্তর দিলেন প্রথম সেটা লক্ষ্য না করেই ( এতই ভাবনায় ভূবে ছিলাম আমি ) নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি উত্তর দিলাম, "তাতে কোনো সন্দেহ নেই।" এক মুহুর্ত পরেই আমি নিজের মাঝে ফিরে এলাম বর্ণম, গানীর বিশ্বয় জাগল মনে।

গংশীর ভাবে বললাম, "গ্লুপীয়া, এ তো আমার ধানপার অভীত। আমি অকুণ্ঠ ভাবে বলছি আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, আমার ইক্রিয়নে যেন আমি বিশাস করতে পারছিলে। আমি কার কথা ভাবছি তা আপনি কি করে টের পেলেন ?"

িনি উত্তর দিলেন, "শাঁতিলীর কথা। থামলেন কেন? আপনি <sup>বিলতে</sup> যাচ্ছিলেন যে ওর ছোট চেহারটা ট্রাজিডির ক্ষুপ্যুক্ত।"

ঠিক এই কথাটাই আমার চিন্তার বিষয় ছিল। শাতিলী ছিল <sup>ৰ স্যাং</sup> ডেনিসের পূর্বতন মূচি; অভিনয়-পাগল হরে গিয়ে সে Xerxesএর পার্ট (তথাক্ষিত Crebillon's tragedy) করতে চেষ্টা করে এবং ফলে বিজ্ঞাপের স্কা হয়ে বিখ্যাত হয়ে পছে।

আমি বলে উঠলাম, "সন্তিয় বদি কোনো প্রণালী থাকে ভো বলুন তো এ বিষয়ে আপনি আমার মনের গোপন কথা কি করে আবিদার করলেন ?" বাস্তবিক আমি যতটা ইচ্ছে করে প্রকাশ করেছিলাম ভার চেয়েও অনেক বেশি বিশ্বিত চয়েছিলাম।

বন্ধু উত্তর দিলেন, "ওই ফলওয়ালাটাকে দেখে আপনি এই সিন্ধান্ত করেছিলেন ষে, সেই জুভে-মেরামডকারী Xerxesএর অভিনয় করবার পক্ষে বথেষ্ট লম্বা নয় এবং এ শ্রেণীর কেউই না (id genus omne)।

'ফলওয়ালা। আপনি আমায় ডাজ্ঞব কয়লেন, আমি কোনো ফলওয়ালাকেই জানিনে।"

"এই সড়কে পড়তেই যে লোকটা আপনার গায়ে এসে পড়ল, মিনিট পনেরো হবে হয়ত।"

তথন আমার মনে পড়ল যখন হঠাৎ র স—থেকে এই সড়কটার আমরা পড়েছিলাম, সভিয় তথন একটা ফলওয়ালা মাধার মত একটা আপেল ফলের ঝুড়ি নিয়ে আমাকে প্রায় ফেকেই দিয়েছিল। কিছ এর সঙ্গে যে শাতিলীর যোগটা বোধায় তা আমার মোটেই বোধায় হল না।

হাপ্যার মাঝে কণামাত্র ধাপ্পাবাজি ছিল না। বললেন, "আমি ব্বিরে বলছি তবে। আপনি যাতে সবটা স্পাই ধারণা করতে পারেল: আমি আপনার ভাবনাওলোকে শুক্ত থেকে বলি অর্থাৎ যথন আপনার সকে কথা আরম্ভ করেছিলাম তথন থেকে ফলওয়ালার সকে সাক্ষাৎ প্যান্ত। চিন্তাধারার প্রধান প্রস্থিতলো হল, শাতিলী, ওরিষঁ, ডাঃনিকল, এপিকুরস, ষ্টিরিওটোসী, সড়কের পাণর, ফলওয়ালা।"

এমন লোক খুবই কম পাওরা থাকে, যাঁরা জীবনের কোনো না কোনো সময় কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর আবার সেই চিস্তাধারার অন্তুসরণ করেননি যার সাহাণ্যে তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হরেছিলেন। এই কাজটি প্রায়ই খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে আব যিনি সর্ব প্রথম এই চেষ্টা করেন তিনি চিস্তার আবন্ত এক পরিণতির মাঝে আপাত প্রতীয়মান অসীম দ্রত্ত এবং অসক্তি কেথে বিশিত হয়ে থাকেন। তাই যথন ঐ ফরাসী ভদ্রলোকের ভইকথাওলো শুনলাম আমি অত্যন্ত বিশ্বিত হয়ে একথা স্বীকার করতে বাধা হলাম যে, তাঁর কথাওলো ঠিক।

তিনি বলতে লাগলেন "যদি তুলে না গিয়ে থাকি ভা
হলে র স—তে আসার ঠিক প্রের্থ আমরা ঘোড়ার কথা বলাবলি
করছিলাম। সর্বশেষের আলোচনার বিষয়টা ছিল এই।
পার হয়ে এই সড়কে আসার সময় একটা ফলওরালা মভ
বৃত্তি মাথায় হল হল করে আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সমর
আপনাকে এক রাশি পাথারের ভূপের ওপর ফেলে দিলে; সেটা
ভূপীকৃত হয়েছিল সেইখানটায় রেখানে বাধানো সড়কের মেরামত
হছিল। আপনি একটা আলগা টুকরোর ওপর পা পড়ায় পিছলৈ পজে
গোলেন এবং পায়ের গাঁটটা সামাত মচকে গেল; মনে হল বিয়ক্ত
ভূক্ষ হয়ে আপনি অক্ট কঠে কয়েকটা কথা বললেন, তার পর সেই
ভূপটার দিকে করে তাকিয়ে নিঃশন্দে অগ্রসর হতে লাগলেন।
আপনার ক্রিয়া-কলাপের প্রতি আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না

কিন্ত কিছু কাল থেকে প্ৰবেক্ষণ আমার কাছে বেন এক রক্ষ প্ৰয়োজনে গাঁড়িয়ে গেছে।

"মাটির দিকে আপনার চোথ ছিল এবং বিরক্ষিভবে পথের গর্ভ এবং চক্রচিহ্নগুলোর দিকে ভাকাতে ভাকাতে লামার্ভিন নামক ছোট পালিটার কাছে এলেন যেটা পরীক্ষা-মূলক ভাবে টুকরো টুকরো পাধর জ্যাড়া দিরে বাঁধানে। হয়েছে। (এ থেকে আমি বুবতে পার্লাম বে জাপনি তথনো পাথবগুলোর কথা ভাগছিলেন।) এইখানটার • এবেশ আপনাৰ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং আপনাৰ ঠোঁট নডভে দেখে ্রশামার সন্দেহ রইল না যে আপনি 'ষ্টিরিওটোমী' শব্দটা উচ্চারণ করছেন যা এই ধগণের বাধানোর প্রতি অতাভ জাকালো ভাবে প্রাযুক্ত হরে থাকে! আমি জানতাম যে, আপনি 'ইবিওটমী' কথাটি বলতে গিয়ে, (Atomies) 'এটমী' ( অণু ) এবং এপিকিউরসের ( আগবিক ) মতবাদের কথা না ভেবেই পারবেন না। বেশি দিনের क्यों नयू, यामवा के विषय मयस यालांहना करविकाम कर আজকালকাৰ নীহারিকা থেকে বিশ্বস্থার মতবাদটির ছারা মহান ন্ত্রীকদের অস্পান্ত কি বিচিত্র ভাবে সমর্থিত হচ্ছে ( যদিও খুব ্কম লোকই সেটা লক্ষ্য করছেন) সেই কথাটিও বলেছিলাম। শামার মনে হল, আপনি তথন ওরিয়তে (Orion - কালপুরুষ) ্বে বিশাল নীগারিকা রয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারবেন না আর আমি নিশ্চয়ই মনেও করেছিলাম বে আপনি ভাকাবেন। আপনি তাকাদেনও। তথন আমি নিশ্চিত ব্যলাম ৰে আমি ঠিক ঠিক আপনার চিন্তাধারার অনুসরণ করেছি। কিছ কালকের মিউজে (Musee) পত্রিকায় শাতিলী সম্বন্ধে বে তীত্র নিন্দা বেবিয়েছে তাতে বাঙ্গকারী বন্ধিন (ট্রাঞ্জিডি অভিনেতাদের **শবিহি**ত বিশেষ পাছক।) ধারণের পর সেই মুচির নাম-পরিবর্তনের **াব্যে** কতকগুলো অশোভন ইঙ্গিত করে এক ছত্র লাতিন ক্ষুত্ত করেছেন যার সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই আলোচনা করেছি। ্লামি সেই ছত্রটার কথা বলছি:

Perdidit antiqum litera prima sonum আমি বলেছি আগেই যে, এটা ওরিয়ঁকে (Orion) লক্ষ্য করেই লেখা, পূর্বে লেখা হত ইউরিয়ন (Urion)। এই ব্যাখ্যার মধ্যে যে ভিক্ততা ছিল তা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে আপনি ওটাকে ভূলতে পারবেন না। স্বতরাং এ থেকেই প্পষ্ট বোঝা যাছিল যে আপনি ওরিয়ঁ আর শাঁতিলীর কথা হ'টোকে সংশ্লিপ্ত না করে পারবেন না। আপনি বে তা করেছিলেন সেটা আমি আপনার মুখের ওপর দিয়ে যে মুছ্ হাসি থেলা করে গেল তা থেকেই বুঝলাম। আপনি বেচারী মুটির নিগ্রহের কথা ভাবছিলেন। এতক্ষণ আপনি বঁকে চলছিলেন কিন্তু এবার দেখলাম আপনি একেবারে সোলা হয়ে উঠলেন। আমি তখন নিশ্চিত বুঝলাম যে আপনি শাঁতিলীর ধর্বাকৃতির কথা ভাবছেন। এইখানে আমি আপনার চিন্তাকে বাধা দিয়ে ব্যলাম যে, বান্তবিকই শাঁতিলী অত্যক্ত কুল্লাকৃতির লোক ছিল, প্রভাবের দে ভারিয়েতের ওকে বেশি মানাত।

্রির অল্পকাল পরেই 'গেজেড, দে ত্রিবিউনো'র সাদ্ধ্য সংস্করণের ওপর চোথ বুলোডে বুলোডে নীচের প্যাবাঞ্জাকটির দিকে আমাদের মনোবোগ আকৃষ্ট হল ।

"অভূত হত্যাকাও—আজ সকালে প্ৰায় ডিনটাৰ সৰৰ "কাৰ্ট্ৰে

স্যাভ কশেৰ অধিবাসীয়া র মর্গের একটি বাড়ীর চার তলা খেত কভকগুলো ভয়ম্বর চীৎকার খনে ঘুম থেকে জেগে ওঠে; সে বাটোত না কি মাদাম লেম্পানাইয়ে এবং মাদ্মোয়াজেল কামিল শেম্পানাইটে ছিলেন একমাত্র অধিবাসিনী। সাধারণ উপায়ে প্রবেশ বরুবার ব্যর্থ-চেষ্টার কিছুক্রণ কাটার পর একটা শাবল (crowbar) निष्य (गरेरे। एतम स्था इय এवः प्र'क्रन श्रीनगरक महत्र कारे দশ জন প্রতিবেশী প্রবেশ ফরেন। ততক্ষণে চীৎকার-ধ্বনি খেচ গিয়েছিল; কিছু দলের লোকেরা যখন প্রথম সিঁডিটার ওপর দিয়ে ছড্মুড করে উঠছিল, তথন হু'-তিনটি ফুক্ষ কঠের ক্রন্ধ বাদ প্রতিবাদের মত শোনা গিয়েছিল আর মনে হয়েছিল যেন শন্ধা বাড়ীর ওপরের অংশ থেকে আসছে। সিঁড়ির বিভীয় মোড্টার ৰথন পৌছানো গেল তথন শব্দগুলোও থেমে গেল আর চারি দিক সম্পূর্ণ নিম্বর হরে গেল। দলের লোকেরা আলাদা হয়ে ছড়িরে পড়ল এবং ভ্রুত কক্ষ থেকে কক্ষাস্থরে যেতে লাগল। চার তলায় পেছন দিকের একটা বড় কামরায় পৌছে, ভেতর থেকে চাবি দিয়ে বন্ধ করা দোর ভেঙে বে দুশ্য উদ্বাটিত হদ তাতে প্রত্যেকেই যেমন বিশ্বয়াকুল তেমনি ভংবিহলেও হয়ে পডল।

কামরার ভেতর তথন বিশৃষ্থলার চরম, জাসবাব-পত্র লণ্ডলও অবস্থায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে; ঘরে একটি মাত পাল্ল ছিল তা থেকে বিছানাটা সরিরে মেথের মাঝখানটার নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একটা চেয়ারের ওপর পড়েছিল রক্ত-মাথানো একটা ফের: অগ্নিকুণ্ডের ওপর ছ'-তিনটে দীর্ঘ এবং ছুল মান্তুবের অর্ছপক্ত কেশ্রুছ, সেও রক্ত-লিপ্ত এবং মনে হছিল টেনে গোড়া থেকে ওপজানা। মেজের ওপর পাওয়া গেছে চারটি নেপোলিয়ন মুলা, পোথবাজের একটা ইয়ারিং, তিনটে বড় বড় রূপোর চামচ, তিনটে ছোট ছোট আলিজিয়ার্সের মুলা আর প্রায় চাম হাজার ফ্রাঙ্কের হুব্মুদ্র-ভরা হুটি থলে। এক কোণের একটা টেবিলের ভুয়ারগুলো থোলা পড়েছিল এক বোধ হর সেগুলো হাডড়ানো হয়েছিল, বলিচ তাদের মানে অনেক জিনিবই পড়েছিল। বিছানার নীচে (খাটের নীচে নয়) একটা ছোট আর্বরণসেক পাওয়া গিয়েছে, চাবি-টোকানো অবস্থায় ওটা খোলা ছিল। কয়েকখানি পুরানো চিঠি আর অনাবশ্যক অন্ত কাগ্রুপ্ত ছাড়া তাতে আর কিছুই ছিল না।

শাগাম লেন্দানাইয়ের কোনো চিহ্নই ছিল না সেথানে; বিষ্
অগ্নিকৃতে অসামান্ত পরিমাণ ঝুল দেখা যাওয়ায় চিমনীটার ভেতর
সন্ধান করা হল এবং তার ভেতর থেকে সেই মেয়ের তৃতদেহটা
( মাথাটা ছিল নীচের দিকে ) টেনে বার করা হল; চিমনীর স্বীপ
ছিল্ল দিরে ওটাকে ঠেলে অনেকথানি ওপরে উঠিয়ে দেওয়া গ্যেছিল।
শরীরটা তথলো বেশ গরম ছিল। পরীক্ষা করে অনেকগুলো ছুড়
যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেল; জার করে ভেতরে ঢোকানো এবং বার
করার সময়ই নিশ্চম ওগুলো হয়েছিল। মুখের ওপর অনেকগুলা
ভীষণ আঁচড় ছিল আর গলায় কালো কালেশিরে এবং আঙ্গের
নথের গভীর দাগ ছিল বেন মুক্তকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল।

"বাড়ীর প্রত্যেক অংশ তল্প তল্প করে অনুসভান করার পর
মধন আর কিছু পাওরা গেল না, তখন দলের লোকেরা বাড়ীব পেইন
বিক্কার একটা হোট প্রাক্ষণের দিকে শ্রেল। সেধানে বুর্

মহিলার মৃতদেহ পড়েছিল এবং তার গলাটা এতথানি কাটা ছিল বে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করতেই মাথাটা বিচ্ছিন্ত হয়ে পড়ে গেল। শরীর এবং মাথা ছই-ই ভীবণ রকম ছিন্ত:ভিন্ন করা হয়েছিল; শরীরটা যে মানুষের, তাও বোঝা এক রকম অসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

"জামাদের বিশাস যে, এই ভয়ন্তর রহস্তের কীণতম স্কানস্ত্রও পাংয়া যায়নি।"

প্রদিনকার কাগজে যে খবর বেরিয়েছিল তা এই:

"কু মর্গের ভরন্ধর ঘটনা—এই অত্যক্ত অসাধারণ এবং ভরানক ব্যাপাব সম্পর্কে অনেককেই ডেকে তদস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করবার মত কোনো কিছুই জানা বাদনি। যা কিছু বাস্তব সাক্ষ্য পাওয়া গেছে তা নিয়ে দেওয়া গেল। "পলীন গুরুর্গ নায়া ধোপানীর বক্তব্য এই য়ে, সে তিন বছর বাবং তাদের কাপড় ধোর এবং তাদের গু'জনকেই জানে। বুদ্বা মছিলা এবং তাঁরে মেরে গু'জন পরস্পারকে খুবই ভালবাসতেন। প্রাপার প্রণালী এবং তাঁপার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না! ভার বিবাস য়ে, মাদাম ল—ভাগ্যগণনা করে জীবিকা অর্জন করতেন। স্বিত্ত অর্থ আছে বলে লোকেরা জানত। যথন কাপড় নিতে বা দিতে বেত, কথনো সেই বাড়ীতে সে কাকেও দেখেনি। এ বিষরে সে নিশ্চিত য়ে, তাদের কোনো চাকর ছিল না। বাড়ীর চার তলা ছাড়া আর কোনো অংশে সে কোনো রকম আসববিস্পত্ত দেখেনি।

"পীয়ের মোরো নামক ভামাক-বিক্রেভার <del>জ্বানবনী থেকে</del> জানা যায় যে, প্রার চার বছর যাবৎ দে মাদাম লেম্পানাইয়েকে অল-ষয় তামাক এব নশু বিক্রয় করে এসেছে। এ পাড়াভেই ভার ৰুম এবং ঐথানেই সে বরাবর থেকে আছে। প্রায় ছ'বছরের বেশী-কাল যাবৎ মৃতা মহিলা এবং তাঁর কলা বাড়ীর ঐ অংশটায় ছিলন যেগানে মৃতদেহগুলো পাওয়া গিয়েছিল। পূর্বে এখানে এক জন জুরেলার থাণতেন যিনি ওপরের ঘরগুলো ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভাড়া দিতেন। বাডীটা মাদাম ল-এবই সম্পত্তি ছিল। তাঁর ভাড়াটে বাড়ীটার অসন্ধাবহার করার অসন্তপ্ত হয়ে ভিনি নিক্ষেই এতে উঠে আপেন এবং কোনো অংশ ভাঙা দিতে অস্বীকার করেন। বুদা মহিলাটি ছেলেমান্যী-প্রকৃতির ছিলেন। ছ'বছরের মধ্যে এই সাক্ষা মেয়েটিকে বাব পাঁচ-ছয়েক দেখেছে। এ হ'জন ভয়ানক নিভ্ত জীবন যাপন করতেন এবং টাকা-পয়সা আছে বলে তাঁদের খাতি 6 न। প্রতিবেশীদের কাছে সে শুনেছিল বে, মহিলা ভাগ্য-গণনা করেন, কিছু সে এ কথা বিশাস করেনি। এ বুছা মহিলা খার তাঁর মেয়ে ছাড়া একটা কুলিকে বার ছয়েক খার এক জন ভাস্ত'রাক বার আট-দশেক ও-বাডীতে প্রবেশ করতে দেখেছে, ভাছাড়া কখনো আর কাকেও সে প্রবেশ করতে দেখেনি।

"আরে। অনেক প্রতিবেশীই এই ধরণেরই জ্বানবন্দী দিয়েছে। ডবাড়ীতে কোনো লোক বে প্রায় বাওয়া-আসা করত এমন কথা কেউ বলেনি। মাদাম ল—এবং তাঁর মেয়ের কোনো জীবিত আজীর খাছেন কি না জানা বায়নি! সামনের জানালাগুলোর বিলমিল ক্যাচিং থোলা হত। পেছন দিকের গুলো সব সমর বন্ধ থাকত তর্ম চার ডলার একটি কালো ব্য ছাড়া। বাড়ীটা ভালো—পুর প্রানোনয়।

প্রতিস কনষ্টেবল ইসিডোর মাসের জবানী থেকে জানা বার 🚓 ভোৰ বাস্ত ভিনটের সময় ও-বাড়ীতে ভাব ডাক পড়ে এবং সেখালে গিয়ে সে দেখে বে. বিশ-ত্রিশ জন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করবার কৌ कब्रष्ट । अवरमारा, भारत निध्य नत्र, এक्টा বেয়নেট निष्ट नास्कें। **জোর করে খোলা হয়।** ডবল অর্থাৎ ভাল্পভয়ালা দর্মা **হওরাতে** আর তার নীচে ওপরে ছিটকিনী না থাকায় খুলতে বিশেষ বেগ পেছে হয়নি। গেট খোলার পূর্ব পর্যান্ত চীংকার হচ্ছিল—তার পর होन থেমে বার। পুর বন্ধণায় কোনো ব্যক্তি (বা ব্যক্তিরা) বেন আর্ড টাংকার করছিল—একটানা আর জোরে হচ্ছিল শব্দ, ক্রত এবং সংক্ষিপ্ত নয়। দর্শকেরা সিঁডি দিয়ে উঠে হাছ। সিঁড়ির ওপর প্রথম মোড়টায় (গাঁড়াবার জায়গায়) হু'জনকে জোরে এবং কুছ কণ্ঠে বাদ-বিততা করতে শোনা বায়-একটা মোটা গলা আরেকটা অনেক বেশি তীক্স-খবই অন্তত ধরণের গলার আওরাজ। প্রথম ব্যক্তির করেকটা কথা সে বৃহতে পেরেছিল, কথাগুলো কোনো ফরাসীর ছিল। নিশ্চিত যে, সেটা নারীক ছিল না। 'সাক্রে' (অভিশ্প্ত) এবং দিয়াব্ল (শয়ভান) এই ছ'টো কথা বোঝা গিয়েছিল। তীক্ষ কণ্ঠটা কোনো বিদেশী। ছিল। পুৰুষ কি নারীর সে কথা ঠিক করে সে বলতে পারে all di কি বে বলেছিল তা সে বলতে পারে না, কিছ তার বিশাস ভাষাটা ম্পেন দেশের। ঘর এবং মৃতদেহ সম্বন্ধে এর বর্ণনা **আমাদের** কল্যকার দেওয়া বর্ণনার অন্তরূপ।

\*

ভারি ছাঙাল নামক এক জন প্রতিবেশী রোপাকার তার জবামবন্দীতে বলে বে, বারা প্রথম ঐ বাঙীতে প্রবেশ করেছিল ভাষের
এক জন ছিল দে। মাসের জবানবন্দীর মোটামোটি ভাবে সমর্মার
করে দে। অত রাত্রেও খুব ক্রত ভিড় জমতে থাকার দঙ্গণ সেটটা
খুলেই ভারা জনতাকে বাইরে রাখবার উদ্দেশ্যে আবার বদ্ধ করে
দেয়। এই সাম্দীর মনে হয় বে, সেই তীক্ষ কঠম্বরটা কোরোই
ইতালীয়ানের ছিল। সে মাদাম ল— আর তাঁর মেয়েকে জানত ছি
প্রাই সে তাঁদের সঙ্গে কথা বলত। এ বিষয়ে নিশ্চিত বে বাঁ
তীক্ষ কঠম্বরটা মৃতদের কারও ছিল না।

—ওডেন হাইমের, রেন্তর ভিয়োল— এই সাক্ষীট নিজে থেকেই জ্বানবন্দী দেয়। শ্রেঞ্চ বলতে না পারায় দোভাষীর সাহাজ্যে জ্বানবন্দী দেয়। শ্রেঞ্চ বলতে না পারায় দোভাষীর সাহাজ্যে জ্বানবন্দী নেওয়া হয়। আমন্তার্ডমের অধিবাসী সে। চীংকার ব্যক্ত হর তথন সে বাড়ীটার পাল দিয়ে যাছিল। কয়েক মিনিট থকে চীংকার হছিল। চীংকার বেশ জারের আর একটানা ছিল— অতি ভয়ানক এবং ক্টকর। যারা ভেডকের দুকেছিল ভাদের এক জন ছিল সে। পূর্বেকার জ্বানবন্দীজন্দোর স্বই সমর্থন করল সে একটি বিষয় ছাড়া। তার নিশ্চিত বিশ্বাস্থ যে তীক্ষ্ম আওয়াজটা পুরুষের এবং ফ্রাসীর ছিল। যে ক্যান্ডলো ভিচারিত হয়েছিল ভা সে বুকতে পারেন। ক্যান্ডলো জারে জারে এবং তাড়াভাড়ি অসমান ভাবে বলা হয়েছিল।—ভয়ে এবং ক্রোণে বলা হয়েছিল ক্যান্ডলো। আওয়াজটা তত তীক্ষ্ম (মিটি)ছিল না বতটা কর্কল। ওটাকে দে তীক্ষ্ম আওয়াজ বলতে পারে না। ক্ষম্ম আওয়াজে বার বার বলতে শোনা গিয়েছিল, 'সাক্রে', 'দিয়াৰ্ক' আর একবার 'মঁ দিও' (হে ভগবান)।

"জ্বাল মিঞো, র দিলোর্যানের মিঞো এও সল্পর খালাকী।

ইনি মিঞো (সিনিয়ৰ)। মাদাম দেশানাইবেব কিছু সম্পত্তি
ছিল। আট বছর পূর্বে বসস্তকালে তাঁর ব্যাক্কিংহাউসে মাদাম
কুকটা একাউণ্ট খুলেছিলেন, অল্প আল পরিমাণে প্রায়ই টাকা জমা
কিতেন। কোনো দিন চেক দেননি; কেবল মৃত্যুর তিন দিন আগে
কিলে এসে চাব হাজার ফাক ওঠান। টাকাটা বর্ণমূজায় দেওরা হয়
ক্রিয়ে এক জন কেবাণী সঙ্গে যায় টাকা নিরে।

বলে বে অবলোচ্য দিবসের বিপ্রাহরে সে ছ'টো থকের করে চার হাজার ক্লাছ নিয়ে মাদাম লেম্পানাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ী পর্যান্ত যায়।
লোর পোলা হলে পর মাদমোয়াজেল ল—দেখা দেন এবং তাঁর হাজ থেকে একটি থলে নেন এবং বৃদ্ধা মহিলা অক্ত থলেটি নেন। নমন্ধার করে তথন সে বিদায় নেয়। সেই সময় সড়কে সে কাকেও দেখেনি।
ভটা একটা ছোট সড়ক—খুবই নিজ্ন।

"উইলিয়ম বার্ড, দক্তি, বলে যে বাড়ীতে প্রবেশকারীদের মধ্যে দেও ছিল। সে জাতিতে ইংরেজ। পারীতে তু'বছর হল আছে সে। সিঁড়ি বেরে বারা প্রথম গিরেছিল তাদের মধ্যে দেও ছিল। বাদ্বিতপ্তার আওয়াজ সে তনেছিল। ক্ষক আওয়াজটা করাসীর ছিল। ক্ষরেকটা কথা সে ব্রুতে পেরেছিল তবে সব তালো মনে পড়েনা। ক্ষরেকটা কথা সে ব্রুতে পেরেছিল তবে সব তালো মনে পড়েনা। ক্ষরেকটা কথা সে ব্রুতে পেরেছিল তবে সব তালো মনে পড়েনা। ক্ষরেকজন লোক ধ্বস্তাধ্বন্তি করছে, এমনি ধরণের খদ-খদ আওয়াজ হয়। ক্টাক্ক আওয়াজটা ক্ষক আওয়াজের চেরে জোয়ালো, জনেক বেশি ক্ষোবালো ছিল। ইংরেজের কঠন্বর ছিল না এটা নিশ্চিত, কোনো ক্ষামানের বলে মনে হচ্ছিল। জ্বীলোকের গলাও হতে পারে। ক্ষামান তারা সে ভানে না।

<sup>\*</sup>ওপরে যে চার জন সাক্ষীর কথা বলা হরেছে তাদের আবার ভাকা হলে পর তারা বলে যে, যখন দলের লোকেরা সেই ঘরের কাছে ৰাহ বাব ভেতৰ মাদমোয়াজেল ল-এৰ দেহ পাওৱা বাব, তখন সেটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সম্পূর্ণ নিম্বর ছিল সব, কোনো রকম আর্দ্রনাদ বা গোলমাল হয়নি। দোর খলে কোনো লোককে দেখা বায়নি। পেছনের এবং সমুখের কামবার জানালাগুলো ভেতর থেকে শক্ত করে বন্ধ ছিল। কামরা হ'থানির মাঝে বে দরজা ছিল সেটাও বন্ধ ছিল যদিচ তালা দেওয়া নয়। সমুখের ঘরের বাইবে চলা-ফেরার ্পথের ওপর যে দোর ছিল সেটা তালা দেওরা ছিল। চাবি ছিল তার ভেতর দিকে ৷ এই চলা-ফেরার পথের ওপরে, চার তলায় বাড়ীর সমশ্ব দিকে যে ছোট ঘরখানি তার দোর আধ-খোলা ছিল। এই ঘরটা প্রানো বাক্দ-বিছানা ইত্যাদিতে বোঝাই করা ছিল। এওলো সাবধানে সরিয়ে তল্লাসী নেওয়া হয়েছিল। বাড়ীর কোখাও তিলমাত্র স্থানও ছিল না বে ভালো করে দেখা হয়নি। চিমনীর ওপর থেকে নীচে সবটায় সন্মান্ত নী চালানো হয়েছিল। বাডীটা চাব তলা, ছাতের 'প্ৰপর খব আছে। ছাতের একটা চাপা-ছরার (trap door) খুব ভালো করে কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল, বা বহু বংসর বাবং খোলা হয়নি বলে মনে হয়। বাদ-বিততার শব্দ শোনা আর ব্যবের দোর খোলার মাঝে যে সময়টা অভিবাহিত হয়েছিল সেটার সহকে বিভিন্ন সাক্ষীর বিভিন্ন মত। কেউ সংক্ষিপ্ত করে আনল जिन मिनिएते. क्ले मीर्थ करव निम शांक मिनित श्राप्त । লোরটা খলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

শাসকলো গান্ধসিও, মুনোকরাস (পোর দেবার কাল করে বারা)
বলেছে বে, সে র মর্গে থাকে । শোনের অধিবাসী সে । বাড়ীর ভেডর
বারা ঢোকে তাদের এক জন সে । সে ওপরে ওঠেনি । 'নাড্র'প্রকৃতির বলে সে উত্তেজনার ফল খারাপ হবে ভেবে ভীত হসেছিল।
একটা তর্কাতর্কির শব্দ সে তনেছিল। ক্লক্ষ্ক আওয়াজটা ফ্রাসীর
ছিল, কিছ কি বলছিল তা বুকতে পারেনি । তীক্ষ্ক আওয়াজট
ইংরেজের ছিল এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ । ইংরেজ্ব জানে না সে বিশ্ব
উচ্চারণ-ভলী দেখে বলছে।

শীঠাইওয়ালা জালবার্ছে। মন্তানীর বক্তব্য এই যে, সিঁডি দিয়ে বারা প্রথম উঠেছিল সে তালের এক জন। আলোচ্য কণ্ঠসরহলো স তনেছিল। ক্ষেত্রটা কথা বিষয়ে পেরেছিল। ক্ষেত্রটা কথা বিষয়ে পেরেছিল। বক্তা বারণ করছিল কিছু। তীক্ষকণ্ঠের কথা সে বৃহতে পারছিল না। সে খুব ক্রতে এবং অসমান ভাবে কথা বলছিল। তার ক্ষীয় কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়। সকলে যা বলেছে সে তার সমর্থন করে। নিজে সে ইতালীয়। কোনো ক্ষীরের সলে কাবনা কথা বলেনি।

শুনরাহূত কয়েক জন সাক্ষীর মন্তব্য এই বে, চার তলার সবহলো 
থরেবই চিমনী এত সক্ষ যে তা দিয়ে মামুবের প্রবেশ অসাধা।
গোলাকার বঁটা দিয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি চিমনী ওপর থেকে নীচ
পর্যান্ত দেখা হয়েছে। বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে কোনো পথ নেই য়
দিয়ে, দলের লোকেরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সমস, কেউ বাইতে নেম
বিতে পারে। মাদমোয়াজেল লেম্পানাইয়ের শ্রীব চিমনীর নাবে
এমন শক্ত ভাবে আটকেছিল বে, সেটাকে নামিয়ে আনা স্থেব হুলী
বভক্ষণ না দলের চার-পাঁচ জন লোক তাদের স্থিলিত শক্তি
প্রয়োগ করেছিল।

**"ডাক্তার পল তুমা বলেন যে, প্রায় হথন ভোর হয় ত**ং তাঁকে ঐ দেহতলো দেখতে ডাকা হয়। ষে-ঘরে মাদমোয়াজে লক পাওয়া যায় সেইখানে পালক্ষের ওপরকার ক্যাম্বিসের ওপন কেংগ্রা শায়িত ছিল। তক্ষী মহিলার দেই খুব বেশি ছড়ে গিচেচিল। এই চিহ্নগুলোর কারণ এই যে, দেহটা চিমনীর ভেতর ঠলে টোৰালা হয়েছিল। গলাটা খুব বেশি ঘদা খেয়েছিল। চিবুৰেৰ টিক নীচে কয়েকটা গভীর আঁচড় ছিল, ভাছাড়া অনেক্টলা নীল কালো দাগ ছিল যা স্পষ্টতই আকুলের চিহ্ন ছিল। <sup>মুণ্ডা</sup> ভয়ানক বিবৰ্ণ হয়ে গিয়েছিল আর চোথের কেটে গিয়েছিল। বেরিয়ে পড়েছিল। জিভটার থানিকটা পেটের ওপর একটা মস্ত চোট দেখা গিয়েছিল, হাঁটুর চাপে ওটা হয়েছিল। মঁসিয়ে ছামার মতে কোনো অভাত लाक वा लाक्त्रा मानस्मात्राखन नक गना हिल् इंडा क्राइ মাতার মৃতদেহ ভীষণ ভাবে ছিন্ন-বিদ্ধিন্ন করা হয়েছিল। ডান <sup>পা</sup> এবং বাছর অন্থিওলো অল্ল-বিস্তব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ৷ বাঁ পারে হাঁটুর নীচের (tibia) অস্থিটা খুব ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছিল জাব বার্ম পঞ্জরের অন্থিওলোও। সমস্ত শরীরটা ভয়ানক ভাবে কত-বিশ্ (bruised) এবং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ বলা সম্ভব নয় <sup>(ম</sup> কি ভাবে আঘাত করা হয়েছিল। ভারী কাঠের গদা কিংগ *লা*হার চওড়া ডাপা, অথবা চেরার—বে-কোনো বড় ভারী এবং ভোগ ধরণের আত্ত থেকে এই ধরণের চিহ্ন হতে পারে—বদি খুব শক্তিশানী



বাত্তি শিল্পী—গোপাল ঘোষ

লোকেব হারা ব্যবহাত হয়। কোনো জীলোকের পক্ষে কোনো জ্বন্ধ দিয়েই ট: ধরণের আঘাত করা সম্ভব নয়। সাক্ষী বধন মৃতার মাধাটা দেখেন তথন সেটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল আব সেটাও থুব থেংলানো ছিল। গলাটা স্পষ্টই থুব ধারালো কোনো খ্যন্ত দিয়ে—সম্ভবত: রেজর দিয়ে কাটা হয়েছিল।

াঁগার্জন আলেক্সান্দর এতিয়েনকে দেহওলো দেখবার জন্ত মঁসিয়ে গ্রামার সক্ষে ডাকা হয়েছিল। তিনিও মঁসিয়ে গ্রামার মত এবং শাকোর সমর্থন করেন।

<sup>\*</sup>বদিও আরো কয়েক জনের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে, নৃতন <sup>কোনো</sup> প্রয়োজনীয় বিষয় জানা যায়নি। হত্যাকাণ্ড যদি বা হয়েও <sup>ধাকে</sup>; সমস্ত পুঁটিনাটি ব্যাপারে এতথানি বিভ্রা**ন্তিকা**রী এবং এমন বহস্তময় হত্যাকাও এ পর্যন্ত পারীতে কথনো হয়নি। এ ব্যাপারে পুলিস একেবারে হতবৃদ্ধি হরে গেছে—এই ধরণের ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ অসাধারণ ঘটনা। এর সন্ধান-স্ত্রের ছায়ারও আভাস দেখা বাছে না কোথাও।

সংবাদপত্ত্রর সাধ্য-সংখ্যপে বলা হয়েছে যে, 'কার্ডিরে সঁটাত রশ,'-এ তথনো ভয়ানক চাঞ্চল্য বিজমান: ঘটনা-ছুলটির আবার সতর্ক থানাভরাসী করা হয়েছে এবং নতুন সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কিন্তু 'পুন-ফ'তে বলা হয়েছে যে, আডল্ম ল্যা বঁকে ধরে বন্দী করা হয়েছে, যদিচ যা বলা হরেছে ইতিপূর্বে তা ছাড়া তাকে দোষী সাব্যস্ত করবার মতো কোনো তথাই পাওরা যায়নি।

ক্রমশঃ



আদিম স্টির কালে অরপ্যের গানে
আর্থ কি ছিল তার পাতার মর্ম্মরই ভালো আনে।
তবু জানি মামুবের দল
স্থির অচঞ্চল,
নক্ষত্রালোকে
চিনেছিলো নিজ সন্তাকে।
আমি বংশধর
জন্মেছি অনেক যুগ পর।

আমি জানি সমস্নের উপত্যকা বেন্ধে গিরিগাত্তে বাঁকা পথে মিছিলের স্রোভ বাবে ধেয়ে।

কলহান্তে তুবারের ভেঙে মৌনতা সমতলে নামিবে তা। দিকে দিকে সংবাদ আসে জন-স্রোতে দ্ব দেশ হ'তে অসংখ্য আকাশে।

ভারি স্বপ্ন-বোনা চোবে। ভারি রূপকথা পাহাড়ে হাতীর সার নামে যেন স্বসংখ্য দলে, ধুসর মেঘেরা মিলে গ্রাম নদী দেশ যেন নির্ক্তনে করে মারামর।

क्क मार्ठ नील भग्नवरन (भव इत्र ।

मरन इत्र এই দেশ—হन्नून कूरलंद एमं ।

এখানের সব্জে প্রজাপতি

ভানা দিরে রোদ্রর ভেঙে পেল গতি ।

আর চৌকো-আল ধান ক্ষেতে, নদীরা নেমেছে

পাহাড়ের এতদিন-জ্মানো-নীহার ।

পাখীদের জ্নপদে, নৌকো-বাওয়া দেশে

নবারের দেরী নেই আর ।

অনেক অনেক উঁচু নীল-মেঘে ওড়ে যত চিল

ভানার ছিটিয়ে জ্যোৎসা রঙে চোখে দের

ঝিলমিল।

জানি জানি তুষারের ভেঙে মৌনতা নদী হয়ে নামে যে তা। সন্দেহের নেই অবকাশ, স্থাবোনা সমস্ত আকাশ। জানি আজ স্ব গাঁ-ই ফাঁকা।

জানি আজ সৰ গাঁ-ই ফাঁকা।
মাঠ কাঁকা। সৰ ঘরই খালি।
পোলা খালি। ভেডেছে চাতাল—
ধান-কোঁটা বন্ধ বহুকাল।

কথা নেই ঘাট জনহীন।
নদীমাতৃক দেশে আজ শুধু কালার দিন।
গঙ্গত্বে কুথা তাই দিখিজয়ে বার হোতে চার
আজ সারা ছনিরার
কে তাহারে বাধা দেবে, কে করিবে জর ?
প্রাগৈতিহাসিক শুহা, পাধরের ঘর,
কুরাশার ঢাকা মাঠ হিম-জন্ধকার,
এক-গাছ জোনাকিরও আলো নেই যার—
তবু যারা বেঁচে থাকে, তার নেই কর,
ভার জয়ে নেই সংশয়।

মহাদেশ গড়ে ওঠে ভাহাদেরি ঘরে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে জানা অজানার ভীড়ে কাজে ও কথায়। বিনভা-নন্দন হাতে বন্দিনী-মাটি মুক্তি পায়।

খুসীর থেয়ালে তাই চোধ আসে বুঁজে, মন ফেরে জনতার পথে কথা খুঁজে।

থেজুরের ছায়া বেঁকে পড়ে নদী-জলে।
নদী হোতে জল এল খালে।
খাল হোতে জল তুলে নালা দিয়ে জলেরে
পাঠালো।

মাঠমর জলে ভেসে গেল।
তার পর চাব শেব হতে ঘর ক্ষিরতে সেবারে
বৃষ্টিশেষ শ্রাবণের রাত্রির পৃথিবীর মতো
শুভিত—হে শ্রাবণ-দেবী, দেখি যে হুয়োর ধরে
রয়েছ, কথা-না-কওয়া বৃষ্টি থামা বনেদের
মতো বিশ্বিত।

তোমার চোখেতে ছিল সেদিনের আকাশের ছবি,
আর মুখে চাপা ছিল হেমস্তের ফসলের গান।
তোমার তুলনা দিতে জগতেতে তুলনা ত নাই,
ছে অনন্যা তোমাকেই জ্বন্মে জ্বেন
ফিরে যেন পাই।

ওদের এসৰ কথা ছবি হোতে চার,
এমন অনেক গান আছে অপেকার,
আমার সে সাধ্য নাই—নই রূপকার
কৰি নই—জনভার নই কথাকার।
খুগীর থেয়ালে তবু চোখ আসে বুঁজে
মন কেরে জনতার পথে কথা খুঁজে।
ভাই বত ছবি পাই, বত টুকিটাকি
ভূলোটে ভূলির ইানে রেজি হাই আঁকি।



অদিনা মদজিদের অভ্যন্তর

## হজরৎ পাতুয়া শ্রীযোগেরনার গুপ্ত

১৯৩৮ সনের ১১ই ফ্রেব্রুয়ারী, সে প্রায় ৮ বংসব আগের কথা,
শামি হজরং পাওুয়া বেড়াইতে যাই। বেলা আটটা ত্রিশ মিনিটে
শাসিয়া আদিনা টেশনে নামিলাম। প্রেইট টেশন মাষ্টার মহাশম্বকে
শামার আদিবার সময় নির্দেশ করিয়া একথানা গোকর গাড়ী প্রস্তত
রাখিতে লিখিয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয় সে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া
রাখিয়াছিলেন। ফাল্কন-প্রভাতের স্ব্য় প্রভাতেই প্রথর হইয়া
উঠয়াছিল। সে সময়েই চা পান করিয়া আদিনা চলিলাম। গোকর
গাড়ীর ভাড়া ঠিক হইয়াছিল ২২টাকা।

মান্তার মহাশার বলিলেন, "সাবধানে যাবেন, পথটা নিরাপদ নর। জল থাবেন না। আমি এখানেই থাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাধবো।" আরও বলিলেন—"সন্ধ্যার আলে ফিরতে চেটা করবেন। কিছু দিন আলেও ঐ পথটা দিয়ে বাব চলাকের। করেছে।"

পোৰৰ গাড়ীতে "ইটিলাম। ৰীন-মহন গভিতে গাড়ী চলিল।

कर्मानामध्ये विषय वार प्र न्यारेमधाद्याक नव व्यक्तियारे निष ि क्योंने ध्यानुकाकी व शर्य। ता वासि এভ গভীর যে গাড়ীর চাকা সম্পূর্ ভাবে ভূবিয়া বাইতেছিল। কালেই গাড়ী একেবারেই 'অগ্রসর হইতে পারিভেটিল-আন। যদি এই গোলা সাঁড়ীর <del>উপ</del>র নির্ভব করিয়া চ**লি** কুৰ্ম ইইলে বেলা ছুইটার আলে কোনৰপেই পাওুয়া পৌচান সম্ভবপন্ধ হটবে না, এ জন্ত গাড়োয়ানকে আদিন। মুশজিদের নিকট গাড়ী আনিতে বলিয়া হাটিয়া চলিলাম ! তুই দিকে গভীর বন-জ**লক পর্যে** বালুকাৰ গভীরতার জক্ত ভরানক ক্লেণ বোণ হইতেভিল, পা হাঁট প্রাপ্ত ভূবিয়া ষাইতেছিল। ওদিকে মাখার উপর ফাস্কুনের প্রথম বেকি তপ্ত বালুকারাশি পাথব, ছই পাতা এমন নিবাপদ স্থান নাই বে একট্র বিশ্রাম করি। তবু পাঞ্যার প্রাচীন কীৰ্ত্তি দেখিবাৰ উৎসাহে চলিয়ে লাগিলাম এবং বেলা প্রায় সামে এগাবটার সময় পাওয়া আসির পৌছিলাম। **ষ্টেশন হইতে পাও্যার** দর্ভ প্রায় ছয় মাইল হইবে।

> দিনাজপুরের রাস্তার উপরে উর্ক পথ। সমূধে পাইলাম একটি ভোলা দার। তাহাব কাছে একটি ইলারা এই পথটি যে ইদ দিয়া বাধানো কি তাহা স্পাষ্ট ব্যিতে পারা বার

আমবা দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। বে রাস্তা ধরিছা বরাবর আদিনা ষ্টেশন হইতে আসিয়াছিলাম, সে পথটি পাতুরার মধ্য দিয়া বরাবর দিনাজপুরের দিকে চলিয়া সিয়াছে। এ আরু এ পথটিব নাম দিনাজপুর রোড।

আমরা প্রথমেই পাইলাম সেলামি-দরজা। এই দরকাটি সবকার রাজার ঠিক পূর্ক দিকে অবস্থিত। কথিত আছে, প্রথমে বর্মার বিধ্যাত মুদলমান-সাধু শাহ জালাল এথানে আদেন তথন এ স্থামো উপবেশন করেন। শাহ জালালউদ্দীন তব রেজী সর্বব্ধরেই বাঙেলা দেশে আসিয়াছিলেন। 'শেক ওভোদয়া' নামক একথানি সংস্থা প্রয়ো গিয়াছে, উহা হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলিয়া কথিত আছে পাওয়া গিয়াছে, উহা হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলিয়া কথিত আছে সংস্থাতে লিখিত। রাজ-মারী মহাপশ্রিত হলায়ুধ যে অতম্ব সংস্থাতে এক বানি বই লিখিবেন তাহ, কথনও বিশাসবোগ্য নহে। সে বাহা হউক, এ প্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাহ ক্রালালউদ্দীন লক্ষণসেনের রাজক কালে গোড় নগরে আগমন করেন এবং লক্ষণসেন উক্ত শাহ আলাল ক্রিনাকে উপাসনা-মন্দির নির্দ্ধাণ করিবার ক্ষম্ব বাইল হাজার টার্মার আরম্ব সম্পাতি লান করিয়াছিলেন। সেক প্রভাগরার লিম্ব্রির

আছে বে, ১২২৪ সংবঁতে ১০৬৮ পু: আ: লাভ জালালউদান গৌডে আসেন এবং একাদিক্রমে তাঁচার সভার বার বৎসরকাল অবস্থান কৰিয়াছিলেন। এ কাহিনী অলীক। সেক ওভোদয়াকে কোনৰূপেই **প্রামাণিক প্রস্থরণে** গ্রহণ করা যায় না। ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার ক্ষিতে গেলে প্রতীতি হয় যে, শাহ কালালউদ্দীন মুসলমান রাজ্য প্রাভিত্রিত হইলেই এদেশে আসিয়াছিলেন। ইনি পারত্যের অন্তর্গত ভব্বেজ সহবের অধিবাসী ছিলেন ৰলিয়া নামের সহিত তব্বেজী নাম সংষ্ঠ বহিয়াছে। শাহ জালালউদীন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন,— ভিনি জ্ঞানাবেষিরপে বহু গুরুর শিবাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আব সহিদ তাঁহার প্রথম গুরু। প্রথমে তিনি দিলী আসেন, কিন্তু নানারপ অশান্তির জন্ম বাধিত মনে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাদেশে ষ্মাণমন করেন। বাঙ্গালাদেশে খাসিয়া তিনি বিস্তর সম্পত্তি অর্জ্ঞন ক্রেন, এ সম্পত্তির আয় ছিল বাইশ হাজার টাকা, সেজগু উহা वार्डेन हाकावी नाम धानिक। नार कालाल এर मन्नाखिव काय **দীন-মু:থী** ও ফ্কিবদের সেবায় উৎস্য কবিয়া গিয়াছেন। আহুমানিক ১২৪৮ बृष्टोब्स भार कानात्तव मृञ्ज रहा। भार कानात्तव प्रवर्गा কোনও প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ছলে নিশ্বিত হইয়াছে। দরজার মাধার উপরিম্ব কাঠের উপরে লেখা আছে—"ইয়া আলাহো ও শাহ জালাল।" রাস্তার চই দিকে বাঁশের ঝাড, বেতের ঝাড, বনজঙ্গল ও ্ৰভাষা ইটের ভোট ছোট বাড়ী ও সমাধি, আর স্থানীয় লোকের বাড়ী-्रवा। जनमःशा भूवरे कम।

্দেলাম দরকা পার হইরা অল্প থানিকটা দ্বে বাইশ হাকারী বা বাড় দর্গা অবস্থিত। এই দর্গাটি স্থসংস্কৃত, দেখিলে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই মসকিদের গায়ে বে প্রস্তম্বলিপি আছে ভাহাতে সংস্কারের বে সন তারিথ লিখিত আছে ভাহা হইতেছে হিক্সরা, ১৯৬৪ পুঠান্ধ। মস্কিদ্ নিশ্বাণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খোদিত বাক্য রহিয়াছে তাহার অর্থ, 'মোস্লেম দীপ্তিমান হউক।' এই দর্গা সাধারণের নিকট জালালউন্ধীন মধত্ম শার দরকা নামেও পরিচিত। জালালউন্ধীনের এই দর্গা ৭৪২ হিজ্বা ১৩৪১ পুঠান্দে নির্মিত হইয়াছিল এবং উহা নিশ্বাণ করিয়াছিলেন আলি মোবারক। কোখার গেল সেই পুরাতন অটালিকার চিহ্ন! এই মসজিদের বহির্দ্ধার একটি কবর আছে। ক্রমটি হইতেছে টাদ থা কোতোয়ালের। এই মসজিদের উপক্রণ সমূহ বিশেষ মনোবোগ সহকারে পর্য্যবেদ্ধণ করিলে উহা যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূল্তির এবং মন্দিরাংশের ভগ্নাবশেষ ধারা নির্মিত ইইয়াছে তাহা সহজেই বঝিতে পারা যায়।

বড় দগার ধারে একটি পুকুর আছে। পুকুরটির জল বেশ ভাল দেখিলাম। পুকুরটির চার পাড় স্থাকিত। ঐ পুকুরটির ধারে একটি দালান আছে,তাহা সাধারণের নিকট লক্ষণসেনী দালান নামে পরিচিত। স্থাতি রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন, কেন যে ইহাকে লক্ষণসেনী বলে, তাহা জানা বার না। বড় দরগার এই জংশ কি রাজা লক্ষণসেনের সমরের অটালিকা ভালিয়া নিশ্বিত হইরাছে? কেহ কেহ বলেন, লক্ষণসেন নামক এক ব্যক্তি কিছুকাল এই দরগার মোডওলি ছিলেন, তিনি উক্ত দালান নিশ্বাশ করেন। ইহার প্রস্তব-ফলকে দেখা বার, ব্রদকল রাজের পুত্র রামরাম কর্ত্ক মহম্মদ আলি নামক অধ্যক্ষের আদেশে ১১১৯ বাংলা সনে এই পুরাতন অটালিকার জীপ সংখ্যার লাধিত হয়। এখানে আর ভুইটি ক্লইব্য স্থান দেখিলাম—

একটির নাম ভাতারধানা। ১০৮৪ হিন্দ্রাতে বা ১৬৮৪ ধুঠাছে টাদু থাঁ এই দালানটি নিমাণ কবিয়াছিলেন।

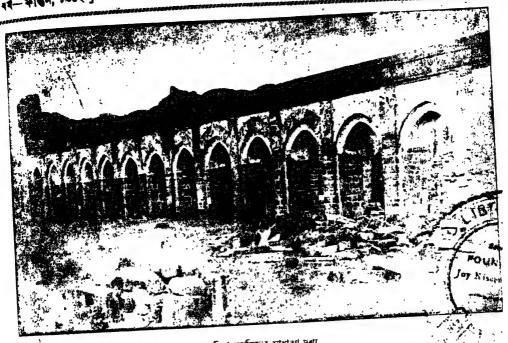
আমার সঙ্গে এখানে স্থানীয় করেক জন মুসলমান ভন্তলোকে।
জালাপ হইল, তাঁহারা ও মোডওলী সাহেব আমাকে বত্বের সহিত সব
দেখাইয়া দিতেছিলেন এবং অনেক কাহিনী বলিয়া যাইতেছিলেন—
তাঁহারা আমাকে স্বত্বে তন্দুবখানাটি দেখাইলেন। তন্দুবখানা ১০৯৬
হিল্প্রাতে সাত্বলা খা নির্মাণ করেন। কথিত আছে, এই গৃহে
লাহ জালালের চুলি আছে। প্রবাদ এইরপ যে, লাহ জালাল বথন
তাঁহার করু সেখ শিহাবুদ্দীন শহরওর্দ্দির সঙ্গে মক্তা যাত্রা করেন, তথন
মাধার উপরে যে চুলা রাখিয়া নিজের গুরুকে গরম জল প্রদান
কবিতেন, ইচা সেই চুলির উপর নির্মিত হইয়াছে। আসল চুলারী
না কি মাটির নীচে আছে। স্থানীয় লোকেরা বলিলেন যে, বড়
দরগার সাধন-স্থানটিকে বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দোলা রোপ্যনিধিত।
বেলিং দিয়া স্থগোভিত করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর বড় দর্গায় শাবান ও রজব মাসে এথানে মুগলমান্দ্রে মেলা হয়। শাহ মথহম জালাল তবরিজীর সমাধি ইত্যানি ব্যয়নির্বাহার্থ এক কালে ২২,••• বিঘা পীরোত্তর নিছর ভূমি ছিল। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে বাইশ হাজারী দর্গা বলে। এ শ্বানে আরও জনেক প্রানো কবর দেখিলাম। কোন কোনটিতে থোণিত লিপিও বহিষাছে।

পাণ্ড্যা সাধারণত: হুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম পাণ্ডা, অপর ভাগের নাম আদিনা।

বড় দর্গ। হইতে আমরা ছোট দর্গা দেখিতে জাসিলাম । এই দর্গাটি দিনাজপুরের রাস্তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দিনাজপুরের বালুকাকীর্ণ রাস্তাটি হইতে একটি রাস্তা ছোট দর্গার দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই দর্গার অপর নাম ছয় হাজারী দর্গা। এই দর্গার বামনির্বাহার্থ পর্বেব ৬০০০ হাজার বিঘা পীরোক্তর নিজর জমি ছিল।

এই দরগার ইতিহাস এইরপ—মেথ আলাউদীন আলাউদ ব্ নামে এক জন সাধু ব্যক্তি ছিলেন। ইংার পিতাব নাম **আ**সাৰ লাহোরি। আলাউল হকু আরবের বিখ্যাত থলিফা <sup>থালেন্</sup> বিনওয়ালিদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কোনও পূর্বপূর্কং ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং রাজসরকারে কার্য্য কবিয়া প্রভূষ ধন উপাৰ্জ্জন করেন। আলাউল হকের প্রচুর ধন-সম্পত্তি <sup>ছিল</sup> গোড়, পাণ্ডুয়া ও স্থবর্ণপ্রামে ইগার অনেক ভুসম্পত্তি ছিল। স্বাধি সেরাক্রউদ্দীন ওসুমান ছিলেন ইহার গুরু। গোড় নগরের <del>অন্তর্গত</del> সাত্রাপুরে এই মহাপুরুষের সমাধি রহিয়াছে। আথি সেরাজট্দনি দিল্লীর বিখ্যাত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন এধং তাঁহার অব্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আথি সেরাজ বেশী বরুসে গুরুর <sup>শির্ম</sup> গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজামুদীন আউলিয়ার মৃত্যু চুটলে ইনি গৌড়নগরে আগমন করেন। গৌড়ের পাঠান নৃপতিরা <sup>আনেকেই</sup> ইহার শিব্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৩৫<sup>৭ বৃষ্টাবে</sup> ইনি পরলোক গমন করেন। আখি সেরাজউদ্দীন ওসমানের স্মা<sup>দি</sup> মন্দিরটি শামসউদ্ধীন ইলিয়ার শাহে নিশ্মণ করেন। পরে আলাউদীন হসেন শাহের রাজ্যুকালে ঐ সমাধি-ছানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। আখি সেৱাজুমীন শীরান্-গীর অর্থাৎ শীরে<sup>র6</sup> পার এই নামে আখাত হইরা আসিতেটেন।



আদিনা নদজিদের সাধারণ দৃশ্য

একটি গল্প আছে বে, আলোউল চক্ অত্যন্ত গৰ্কিত ছিলেন— ভাঁচার অহংকারের জক্ত নিজামুদীন আউলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ জন ব — তুমি মৃক হইয়া থাকিবে। আলাউল হক্ বোবা ছিলেন, পরে আখি সেরাজের শিষ্য হইলে তাঁহার মৃক্ত দ্র হইয়াছিল।

অথি সেৱাল বোড়ার পিঠে চড়িয়া নানা স্থানে যাতায়াত করিতেন, খালাউল হৃত্ ভাঁহার সহিত পারে হাঁটিয়া চলিতেন এবং গুরুর দেবার জন্ম সর্ববদা উষ্ণ থাতা মন্তকে ধারণ করিতেন। ইহাতে बानांटेक शरकत माथाय होक পড़िया शिवाहिन।

সময় সময় শিষাকে সইয়া শিষ্যের আত্মীয়-স্কলের বাড়ীও ষাইডেন,—উদ্দেশ্য ছিল শিষ্যের অহংকার দ্ব হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করা।

খালাউল হক্ তংকালে বিখ্যাত দাতা বলিয়া সুনাম ৰজান করিয়াছিলেন ৷ তিনি এত দ্ব উদাব—ছিলেন যে, একবার একটি দোৰকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি আট হা**জা**র টাকা বাধিক আরের ছইটি বাগান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এ বাগানে দে ব্যক্তিব কোনৱপ শ্বছ ছিল না। উঠাহার দান দেখিয়া প্রলতান সেকেন্দর শাহের ইধার উদয় হয়। সেকেক্ষর আলাউলকে সোনার গাঁয়ে পাঠাইলেন। দানার গাঁয়ে তথন সেকেন্দরের পুত্র গিয়াস্টদীন রাজ্থ করিতে-ছিলন। পিতা-পুত্তে সম্ভাব ছিল না। আলাউল হক্ গিয়াসউদীনের নিষ্ট আশ্রয় পাইলেন। এখানে গিয়া বিশুণ পরিমাণ দান করিতে লাগিলেন! স্থলতান সেকেন্দরকে যুদ্ধে নিহত কবিয়া গিয়াসট্দীন দিংগদনে আবোহণ করিলে আলাউল হক্ তাঁহার দক্ষে পাওুয়ায় ষাগমন করিলেন। তথায় ৮০০ হিজ্বোতে প্রলোক গমন করেন। পাতৃহায় ইহার কবর আছে। পিতা-পুত্রের কবর দূরবর্তী নয়। শালাউল হকের রুমাধি বাজালার স্বাধীন নবাব সুলতান নসিক্ষীন मन्यम भाव निर्वाण क्षिताहिलान ।

ছোট দৰ্গাবে নূব কৃত্ব আলমের পবিত বুড়িবছন করিবছ তিনি আলাউল হকের পুত্র। ইনি রাজকুমার আজম লাভেই বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর নামক নগবে সামিতবীনের নিকট বিভা-শিক্ষা কবেন। নূব কুতব আলম হিন্দুরাজা গণেশের সমসাময়িক রাজা গণেশের সময় তিনি পাণুয়াতেই অবস্থান क्टिन ।

নুর কুতৰ আলম ৮৫১ হিজবাতে (১১৪৭ খৃষ্টাৰু) **পরলোক** করিতেন। গমন কবেন। কুতব আলমের সমাধি-মন্দিরের বায়নিকাহার্থ ছব হাভাব টাৰাৰ বাধিক আয়ের সম্পতি নিন্দিষ্ট আছে। পা**তুয়ার বড়** দর্গাটি ইইতেছে শাহ ভালালের দরগা আর কুতব আলমের দরগার নাম . ছোট দরগা। পাঠান রাজার। শাহ জালাল ও কুতব আলমের অভাত সম্মান করিতেন। প্রতি বৎসর রজব মাসের ( শ্রাবণ) ২২**শে তারিখে** পাওুয়ায় শাহ জালালের উৎসব হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালার বাহির হইতে মুসলমান ফ্কির ও গৃহস্কেরা এই মেলায় আসে।

হলবং শাহ জালাল মোকামণীর নামেও পরিচি**ত হইরা** আসিতেছেন। শাহপুরে তাঁহার সম্বন্ধে নানারপ প্রবাদ ও অলোকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। শাহপুর, মোকদমপুর, কুতবপুর প্রভৃতি গ্রাম ইহাদের পবিত্র শ্বতি শ্বরণীয় করিয়া রাথিয়াছে। শাহ **জালালের** সময় হইতে মোকদম সন নামে একটি অফ প্রচলিত ছিল।

ছোট দবগাব অপর নাম ভোলেশ্বরী। গৌড়ের ইতিহাস-প্রণেতা প্ৰিত বজনীকান্ত চক্ৰবৰ্তী বলেন, কেন যে ইহাকে ভোলেখনী বলে, তাহা জানা যায় নাই। অনুমিত হয়, এই সম্পতি ভোলেখনী দেবীর বায়নির্বাহার্থ হিন্দুরাজগণ কর্তৃক প্রান্ত হইয়াছিল। মুসলমানেরা ভোলেখবীর সমুদর ধ্বংস করিবা দরগা স্থাপন করিলে সম্পত্তিটি দরপার वायनिकाश्य अम्छ इत ।

আমবা বড় দৰগাৰ উত্তৰ-পশ্চিম বিকে অবস্থিত ছোট দৰপা

্দুখিতে আসিলাম। দর্গাটি কুতৰ আলবের মৃত্যুর প্রার বাদশ বংশর পরে নিমিত হয়। নিমাণকর্তার নাম শতিক খা (হিলরা ৮৬০)। তথন বাজালার স্থলতান ছিলেন নাশিরউদ্ধীন মহমুদ শাহ—তাঁহার রাজস্ব-কাল হইতেছে ১৪৪২ খ্:—১৪৬০ খ্: ম্ম:। লাতিক খাঁ সে সময়ে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা দর্গার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দিকের একটি ছোট ঘরের মুখো একটি তাত্রনিশ্বিত বৃহদাকার জয়ডঙ্কা দেখিতে পাইলাম। নুৰাৰ মীরকাসিম এই জয়ডঙ্কাটি উপহার দিয়াছিলেন। মিঠা তালাও নুনামক ছোট দরগা সংলগ্ন পুছরিণীটির তথন সংখ্যার চলিতেছিল।

় মোক্রফর শাহ কর্ত্ত্ব কুতব আলমের উত্তরাধিকারিগণের জর্জ টিলা বা বাসপ্থান নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরেরা কেহ কেই এখনও দেই ধ্বংসপ্রায় অটালিকাতে বাস করিতেছেন।

ছিতীর মামুদ শাহের রাজন্বলাল ৮১৬ (১৪১৩ থু: আ:)

ক্রিয়ার উপুক্ মজলিশ থাঁ যে মসজিদ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন,
ভাহার শিলালিপিথানি এথানে বহিয়াছে।

ছোট দরগার মসজিদ ও চিল্লা প্রাচীর ঘারা বেষ্টিত। ্তুরগার প্রবেশ-দরজার নাম 'বেচেস্ত দরজা।' প্রাচীরেব বাহিরের দিকে প্রাচীর ও রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে আলাউল হকের কবর আছে ৷ নুৱ কৃতৰ আলমের সমাধির পার্শস্থিত প্রবেশ-পথের উপর **নিব্নলিখিতর**প খোদিত-লিপি আছে। সর্কশক্তিমান ঈশ্ববের নির্দেশ এই বে, "পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু স্থনি শিচত। 🍕 কোরাণ শ্রীফ ২য়, ১৮২ )। বিধাতার নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত ছইলে কেহ এক ঘণ্টা পূর্বের বা পরে ঘাইতে পারে না " (কোরাণ **শ্রীফ ১০ম, ৫০)** তিনি আরও বলেন,—পৃথিবীর সমস্ত প্লার্থ*ই* বিভাৰ হয়, কিব ভোমার প্রভুর বদনমণ্ডল পূর্ণ গৌরব ও সম্রমে চির 😎 । থাকে। আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ প্রভূ — ইসলামের শিক্ষক, ধর্ম-শ্বমাজের প্রধান পুরুষ, স্বধর্মনিষ্ঠ, ইসুলাম ও মোস্লেমের সাক্ষিস্কর্মপ বিনি হতভাগ্য ও ছ:স্থগণের প্রতি কুপাবর্ষণ করেন, সাধুদিগের ও অপর বাছার। ইচ্ছা করে, ভাহাদের পরিচালক। সেই রাজার রাজা, বিশাসীদের নগরের বক্ষক নাসির-উদ্দীন আবুল মোজঃফর মোহম্মদ লাছের (প্রমেশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে রাথুন) রাজ্যকালে, ৮৬৩ ক্টিজবায় জিলহিজ্জি মাদের দোমবারে এই নশ্বর জগৎ হইতে চিরস্বায়ী শ্বাসভবনে প্রস্থান করেন। এই সমাধি লতিফ থাঁ (পরমেশ্বর তাঁহাকে আমসল হইতে রক্ষা করুন ) কর্ত্তক নিশ্বিত।" \*

পাণুষা মুসলমান ধর্মামুবাগীদের কাছে বিশেষ আদরণীয়— ভাহার কারণ হইতেছে মথতম শাহ জালালউদ্দীন ও নৃর কুতব ভালমের নাম-মাহাত্মা; পাণুয়ার তীর্থবাত্রিগণ যে স্থানে আসিরা বিশ্লাম করিতেন, সেই বিশ্লামস্থলের নাম 'বাই হো'!

ছ্ব হাজাবি দবগা হইতে কিছু দূব অগ্রসর হইতেই সোনা শ্রস্থিকের কাছে আসিলাম, পথে করেক জন সাঁওতালের সহিত দেখা ইল, তাহারা কুঠার ও কোদাল হাতে করিয়া বনের দিকে চলিয়াছে। রাজ্যা বলিতে পারে। আমাকে বলিল, "তুই কি দেখতে আস্চিস্।" শ্রামি বলিলাম 'হাঁ, এবং প্রশ্ন করিলাম, তোরা কি করিস্? তাহারা হাতের কুড়াল উঁচু করিরা কাঠ কাটিবার ভলী করিয়া দেখাইরা কহিল, কাঠ কাটি, জঙ্গল পরিছার করি, এ কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। অন্তুতকর্মী এই সাঁভভালেরা। ম্যানেরিয়া ও বন্ধ হিল্লেজন্ত আক্রমণভীতি পরিহার করিয়া ভাহারা পাঙ্গার আশে-পাশে পরী গঠন করিয়া চাষবাস করিতেছে।

মন্জিদটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। স্থাপত্য-গোরবে ইচা অতুলনীয়। মন্জিদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮ • × ৪ • ফুট। ইচা চতুক্ষোণ। ইহার চারি দিকে ইটের প্রাচীর—প্রাচীর প্রায় সাত ফিট পুরু। দরজান্তাল প্রস্তর-নিশ্বিত।

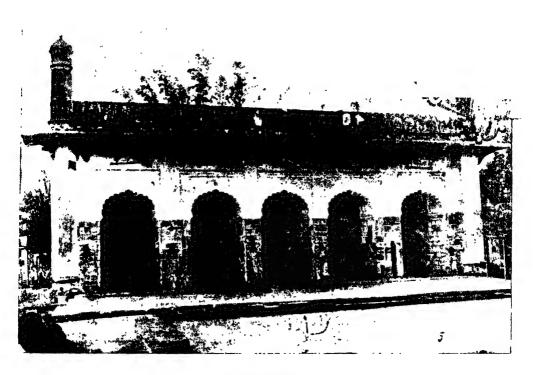
আমরা শ্বানীয় এক জন পথ-প্রদর্শক লইয়া মস্জিদের অভান্তরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরটি অতি সম্পর, হুই ভাগে বিভক্তদরদালানের অফুরুপ। বাবোকোণী থাম শ্বারা পৃথক্রত। উর্লার উপরে দশটি গুল্জ। অতি উজ্জ্বল নীল মীনাকরা ইঠক শ্বারা এই মস্জিদের গুল্জ শোভিত ছিল বালিয়া ইহা সোনা মস্জিদ নামে পরিচিত। সাধারণতঃ এই মস্জিদিট কৃতবশাহী মস্পি নামে পরিচিত। মস্জিদের গাত্র-সংক্ষা ভিনটি প্রস্তরালপি রুইতে মস্জিদ নিশ্বাণের ইতিহাস জানা যায়। মস্জিদের মধ্যে দরজার প্রস্তরালার সংলগ্ন থোদিত লিপিতে ১১০ হিজরা; বেদীর উপর ১২ হিজরা এবং প্রবেশ পথের ভোরণ-শ্বারে ১১৩ হিজরা ভারিথের থোদিত লিপি সংযুক্ত বহিয়াছে।

এই সোনা মস্জিদের নির্মাতার নাম—শাহ মণগুম আবিদ্ রাজী। নিস্মাণের তারিথ ১১৩ হিজবা— ১৫৮৫ খুটাক। সে সময়ে পাঙুষা এইরূপ পরিত্যক্ত বিজন অরণ্যানীতে পরিগত থ নাই। মথগুম শাহ এই মসজিদের নাম কুত্বসানি রাণিয়াছিলেন। কেন না, মথগুম আবিদ্যাজি—কুত্ববংশীয় মহম্মদ থালিদির পুর।

মসজিদের পাশবর্তী স্থানটি বন্তুঙ্গলে অল্ল দুবেই ছোট একটি ডাক-বাংলো অবস্থিত। ১টা বাজিয়াছিল। প্রথব বৌদ্রতেকে শরীর ক্রান্ত চটয়া পড়িতেছিল। তব এই স্প্রাচীন নগরীর দেখিবার কৌতুহল নিরুত হয় নাই। আমরা এইবার একলাধী মস্জিদ্ দেখিতে চলিলাম। দিনাজপুরের রা**ন্তা**টি পাঙুরার ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের রান্ডার <sup>জ্ঞা</sup> দূরে সোনা মসজিদের পূর্ব্ব দিকে একলাথী মসজিদ অবস্থিত। একলাথী মস্জিদটি এক সময়ে বন-জঙ্গলাকীৰ্ণ ভগ্নাবস্থায় নিপ্তিত হইয়াছিল। এই মস্জিদের ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থার চিত্র নেভেন<sup>শ</sup> ( Ravenshaw ) কর্ত্বক প্রকাশিত হয়। মস্ভিদের মধ্যে জালাল উদ্দীন মহম্মদ শাহের সমাধি রহিয়াছে। তিনটি কবন আছে—ম্গ বর্তী কবরটি স্ত্রীলোকের হইবে, কেন না, উহা পূর্ব্ব দিকেন কবরটিব মত তত বড় নহে। কানিংহাম সাহেবের মতে এই মণ্জিদের <sup>মধো</sup> যত্ত্ব নিজের, যত্ত্ব জীর ও তাহার পুত্র সামস্উদ্দীন আহম্মদের কর্ম আছে। মসুজিদের অভ্যস্তব ভাগ অষ্টকোলী। উহার বাসি হইবে সাড়ে ৪৮ ফুট। প্রত্যেক কোণে অষ্টকোণী স্তম্ভ আছে। গ্রাভেনশ সাহেবের মতে এই কবর তিনটি স্থলতান গিয়াসউদ্দীন, <sup>জাহার পদ্মী</sup> ও পুত্ৰবধুৰ। ইহা তাঁহাৰ অভ্যমান মাত্ৰ।

এই একলাখী মস্বিদ্টি পাণ্ড্যার অতীত ছাপত্য-সম্বিগ পরিচায়ক। অভ্যন্তর ভাগ অতি স্থন্দর কার্কবার্ধ-শো<sup>ভিত।</sup>

<sup>\*</sup> গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, পরিশিষ্ট ্বং পৃষ্ঠা জইব্য।



ৰড় দৰ্গা-পা তুযা

মগ্জিণ্ট যে হিন্দু মন্দিরের বিবিধ উপকরণ খারা নিশ্মিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই বৃঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই সমাধি-মন্দির ও মণ্ডিদ্ নিম্মাণে এক লক্ষ মূলা ব্যব্বিত হইরাছিল ; সেই জন্ম ইহার নাম হইয়াছে একলাথী মদজিদ। স্থৰ্গত রাথালদাস বন্যোপাধায় বলেন,—"জালাল্টদীন মহ মদ শাহের রাজ্যকালের কোন শিল!-শিপি অলাবধি আবিঞ্চ হয় নাই। বিয়াজ্উস সালাতীন অনুসাবে ভিনি গোড়ে একটি মসজিদ, হুইটি জ্বলাশ্য় ও একটি পাস্থশালা নিমাণ ক্রাইর্রাছিলেন। ইহার মধ্যে একটিও অভাবধি আবিষ্ণুত হয় নাট।" কথিত আছে যে, জাঁহার বাজফুকালে পাণ্ডুরা জন-পরিপূর্ণ বিস্তৃত জনপদে পরিণত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন রাজধানী গাঁড় প্নরায় জনসভুল হইয়া উঠিতেছিল। গোলাম হোসেন বলেন নি, পাণুয়ার একলাথী নামক হুখ্য জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ, তাঁহার পুত্র ৬ পত্নীর সমাধি। রাভেন্স বলিয়াছেন যে, একলাথী স্থপতান গিয়াসউদীন, তাঁচার পত্নী ও পুত্রবধ্ব সমাধি। বাকালাদেশে গিয়াসটকান উপাধিধারী তিন জন মুদলমান রাজা ছিলেন; বল্বনের অপোত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদর শাহ বন্দিরপে দিল্লীতে প্রেরিত <sup>হই</sup>রাছিলেন, সিকশ্বর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম্ শাহ ঢাকা <sup>হিলার</sup> মগ্যভাপাড়া গ্রামে সমাহিত আছেন এবং *হুসেন* শাহের অপর পুর গিঘাসভদীন মহ্মুদ শাহ্ ভাগলপুরের নিকট কহলগাঁরে দেহ <sup>জাগ কবিয়াছিলেন</sup>। স্বত্যাং একলাণী আলালউদীন মহম্ম শাহের শ্মাধি হওয়াই অধিক্তর স্তব।

K.

কানিংচামের মতামুসারে একলাথী বাঙ্গালাদেশে পাঠান রাজ্য-কালের স্থাপত্যের অতি স্কন্ধর নিদর্শন।

একলাথী সমভূক চুহুছোণ, একটি মাত্র থিলান আছে এবং ইহা দৈর্য্যেও প্রস্থে সার্থ্য পঞ্চাশং হস্ত। কোনও হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির ধানে করিয়া একলাথী নিশ্মিত ইইয়াছিল। কাবণ ইইছাত হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপতা নিদর্শনমূক্ত বহু প্রস্তুখণ্ড দেখিতে পাওয়া **যায়।** একলাথীর ভোরণ এক কালে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধান্দিরের ছার। ছিল, কাবণ এই অফ্রানিলানিন্দিত ভোরণের নিম্নদেশ এখনও থর্ককায় হই-একটি দেবম্ন্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিয়াক্তম্প শালাতীন অনুদারে জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ সন্তদশ্বর্ধ বাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। এই জালালউদ্দীন ছিলেন বাজা গণেশের পুত্র ক

রাজা গণেশ -যত্বা জালালউদ্দীন মহমদ্ শাহ | শমস্উদ্দীন আঙমদ্ শাহ,

• বিয়াজউন্ সালাভিন্, ইংরাজী অনুবাদ, পৃ: ১১৮ (২)
Ravenshaw's Gaur, its ruins and inscriptions,
P 58. Cunningham's Report of the Archaeological Survey of India, Vol. xv. p. p 88—99
বাঙলার ইভিহান—রাধানদান বন্দ্যোপাধ্যার ২র বণ্ড, পৃ: ১৮২-১৮৬।

বাজা গণেশ ছিলেন পাণ্ড্রার এক অসাধারণ প্রভাপশালী হিন্দু
বৃপতি। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মডে কানস্ নামে এক জন
ইন্দু জমিলার প্রবল প্রভাপাধিত হইয়া স্থলভান সামস্ভিদীন
গিরাস্ শাহের প্রপৌত্র অথবা বৃদ্ধ-প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যত
করিয়া স্বয়ং গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫১০ শকে
১৫৬৮ ধৃষ্টাকে) ঈশান নাগ্র রচিত অবৈতপ্রকাশ প্রথম অধ্যারের
হৃতীয় পৃষ্ঠার আছে:

বৈই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি' খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ও থাবে বংশকাত।
যেই নরসিংহ যশং ঘোষে ত্রিভূবন।
সর্বাশান্ত্র স্থপণ্ডিত অভি বিচক্ষণ।
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদ্যাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা।

হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাজা গণেশের পুত্র যত কেন মুসলমান ধর্ম পরিপ্রহণ করেন সে বিষয়ে প্রকৃত সত্য নিরপণ এখনও হয় নাই। নানা জনে নানারপ মত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন, ষত্ইলিয়াসৃ শাহের বংশজাতা কোন সম্রাজ্ঞা মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ ফলেন—য়হ আজম শাহের কল্পা আসমানতারার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মতাজ্ঞরে, বতুর মুসলমান-পত্নীর নাম ফুলজানি ক্রেম ইত্যাদি।

আমরা অতঃপর চলিলাম পাতৃয়ার বিখ্যাত আদিনা মৃস্জিল দেখিতে। পথের হুই ধারে জঙ্গল, ভয় ইইকস্তৃপ, অটালিকার জয়াংশ, অদংখ্য লের্ গাছে পূর্ণ—আমরা সেই জংলা লের্ অনেক করেই করিয়া আনিলাম। অনেকের মতে—আদিনা মস্জিদের আর বিশাল মৃস্জিল ভারতবর্ষে কখনও নিখিত হয় নাই। রিয়াজউস্ সালাতীনের মতে এই মসজিদের নিখাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই।
আদিনার ধ্বং সাবশেষের মধ্যে প্রস্তর্ব-নিখিত অনেক হিন্দু দেব-দেবী,
হিন্দুমন্দিরের উপকরণ, গণেশ মৃর্ত্তি, ভয় হিন্দুমন্দিরের সোপানাবলী
এবং মস্জিলটির পশ্চাৎ দিকে একটি গৌরীপটি ও জলনিঃসাবশপথে মকর-মুগ জলনিগম পথ দেখিতে পাইয়াছিলাম। আদিনা
মস্জিদের বেদীর নিয়ভাগের ভয় গোপানাবলীর মধ্যে কয়েক বংসর
পূর্ব্বে একটি ভয় দশভূজা মৃত্তি দেখা গিয়াছিল। আদিনা মস্জিদের
কর্ত্তমান ভয়াবশের বাহা আছে তাহা দৈর্য্যে পাঁচ শত ফুট ও প্রস্তে

আমরা পথ ইইতে সিঁড়ি বাহিরা মসজিদের বিরাট তোরণ দিয়া মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কি বিরাট স্থবিস্থত অভ্যন্তর ভাগ, মনে হয় এক লক না হইলেও অন্ততঃ দশ-বারো হাজার লোক এখানে অনারাসে নামান্ত পড়িতে পারিত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের কাককার্য্যধিচিত প্রস্তরনির্মিত মিহরাব, ফুল, লতা, পাতা, পদ্মকুল প্রভৃতি দেখিলে ব্রিতে পারা বার সেকালের ভান্ধর্য এবং স্থাপত্য কিরপ উন্ধত-ধরণের ছিল।

মদজিকের ভিতরের অঙ্গন এখন অপরিচ্ছর এবং জুপীকৃত জল্পাতে পূর্ব। সেই অঙ্গনের ভিন দিকে হুই শ্রেণীর ব্যস্ত ও হুইটি প্রাচীর-বাহিত ভিন শ্রেণীর স্তম্ভ ছিল! চতুর্ব দিকে চারি শ্রেণীর স্তম্ভ ও ছুইটি প্রাচীর-বাহিত পাঁচ শ্রেণীর স্তম্ভ ছিল! এই দিকের মধ্যভাগে বিশাল ভোরণের নিম্নে কাঞ্চকার্য্যখিচিত কটি পাথরের নিম্নিত একটি বেদী, তুইটি মিহরাব ও বিলান আছে। এই দিকের এক দিবটা বিতল। উহার নাম বাদ্শাহ কা তথং। আমি উচার উপরে উঠিয়া থানিককণ শুইয়া বিশ্রাম করিলাম এবং একান্ত নিরুপার হইয়া ভাবিতেছিলাম চারি দিকের গভীর বনজঙ্গলের ভিতর কত ধ্বংসাবশেষ, কত রাজপথ, কত দীঘি-সরোবর আছে কে তাহার সন্ধান লইবে। মান্ত্রের এত দিনকার শত কীর্তির কি শোচনীর পরিণাম!

মসজিদের বহির্ভাগে সিকন্দর শাহের পাষাণ-নিশ্বিত সমাধি
বিজ্ঞমান আছে। ইহা দৈর্য্যে প্রস্থে সমান। পরিসর প্রভাঙ্ক
দিকে ২১ ফুট ১ ইঞ্চি। দেওরাল ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি পুরু। উত্তর ও
দক্ষিণ দিকে কাঁকা। এই বিরাট আদিনা মসজিদের—৭৬৬ হিজরার
(১৬৬৪ খু: অ:) সেকেন্দর শাহের আদেশে নির্মাণকার্য্য আরম্ভ
হর। রিয়াজ, উপ্ সালাতিনের মতে সেকেন্দর শাহ এ মস্ত্রিদের
নির্মাণকার্য্য শেব করিয়া বাইতে পারেন নাই। আদিনা মস্তিদে
আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা বায় বে, উহা ৭৭০ (১৩৮৬
খু: অ:) হিজরার রজব মাসের ৬ঠ দিবসে লিখিত হইরাছিল।
মস্ত্রিদের দৈর্য্য উত্তর-দক্ষিণে আর বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে।
আদিনা মস্ত্রিদে প্রবেশ করিবার বার বেনী নাই। পশ্চাতে ছোট
ছইটি বিড,কী দরজা, এ পথে স্প্লভান এবং মোরারা মস্তিদে

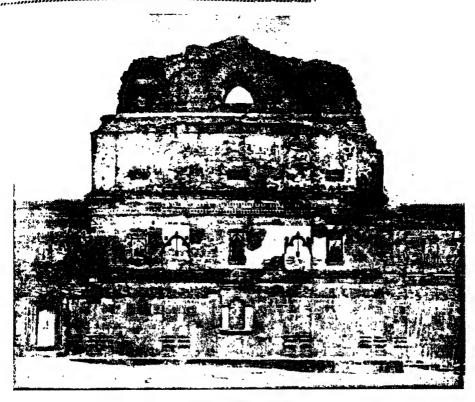
গৌড়েব ইতিহাস<sup>8</sup>-প্রণেতা স্বর্গত পণ্ডিত র**জনীকান্ত** চক্রর বলেন, কোন প্রকাণ্ড বৌদ্ধন্ত প ভাঙ্গিয়া তাহারই স্থানে এই মগ্লিদ নিশ্মিত হইয়াছে। মালমদদা হিন্দুদেবালয় হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সিকন্দর শাহ এই মসৃজিদ নিমাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিছ শেষ করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ। ১৩৭৪ ধুষ্ঠান্দে মসৃজিদের নিমাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

আমরা মসৃব্জিদের সম্মুখস্থিত ছোট খিড়কি দরজা দিয়া তা দ্বাণি ইটক-নিম্মিত পথ ধরিয়া সাতাশঘরা দেখিতে আসিলাম। ইহার দ্বহ আদিনা নসৃক্তিদ্ ইইতে প্রায় এক মাইল হইবে। বনজকলের পথে—বাশ-ঝাড় বুনো লতা-গুনোর মধ্য দিয়া প্রাচীর দীঘি ও পুছরিণীর তীর্বহ সপ্সত্মল পথে, কথনও বা মুক্ত মাঠ দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে সাতাশঘরায় আসিয়া পৌছিলাম। প্রবাদ, এই স্থানে গেকেশ্ব শাহের বিরাট প্রাসাদ ছিল, কিছু কোথায় ভাহার শেব চিহ্ন মিলাইয়া গিয়াছে! সাতাশঘরা নাম কেন হইল প সাতাশটি ঘর ছিল বলিরা কি দেই প্রাসাদটি নিম্মিত হইয়াছিল প না সাতাশ ঘর লোকের বসতি ছিল এই পলীতে—বলা কঠিন। অমরা ভীত মনে একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চবিলশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এই অস্ট্রংগণ ঘরটি মাত্র বিজ্ঞান রহিয়াছে।

সাতাশঘরার নিকটেই একটি স্কম্মর দীঘি দেখিলাম। দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। প্রায় ২০০ হাত দীর্ঘ ১০০ হাত প্রশস্ত চুইবে। দীঘির চারি পারেই গভীর জঙ্গল, বড় বড় গাছ—নিবিড় বন, <sup>বাণ ও</sup> বেতের ঝাড়।

এই দীঘিব চারি পারের বনাকীর্ণ ভাগ মধ্যে ইট্টকন্ত প, প্রস্তম্ব থণ্ড কভ কি বে পড়িয়া আছে ইয়ন্তা নাই। হয়ত এই দীর্ঘিটি হিন্দুরাজা গণেশ খনন করিয়াছিলেন এবং হয়ত একদিন ইহার চারি দিকে রাজপ্রিবদ ও মৃত্রিগণ বাস করিতেন।



আদিনা মদজিদের পশ্চান্তাগ

পাণুষা যে এক সময়ে হিন্দুরাজাদের রাজধানীরূপে এবং বাঙ্গালার বাগীন পাঠান রাজাদের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা এবানে আসিলে এথানকার দশনীয় স্থান সমূহ দেখিলেই বৃদ্ধিত পাবা বায়। যে নগরী এক সময়ে দৈখ্যে ছিল যোল মাইল, বিস্তার ছিল প্রায় হিন মাইল বা চার মাইল, সেই বৃহং ও সন্দর নগরীর পবিচয় দেওয়া কি সহজ! পাণুয়ার অতি সামান্ত ক'তি-চিহ্নই আছু আমাদের চন্দুর সম্পুথে আসিয়া পড়িয়াছে। কালের কবলে পাণুয়ার কত কীতিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে তাহার সন্ধান লইবে!

বালালার প্রাচীন ইতিহাসের অধিকাংশই এইরূপ ভাবে অনাদৃত উপ্রক্ষিত অবস্থায় বিলুপ্ত হইরা গিয়াছে। হিন্দু ও মুগলমানের শত কীর্ত্তি-বিভূবিত পাণ্ড্রা এখন পরিত্যক্ত-বনজললাকীর্ণ। এখন বাগ কিছু দেখিবাব আছে—তালা শুধু মোললেম কীর্ত্তি। হিন্দুকীর্ত্তি—
হিন্দুমন্দির বৌদ্ধবিহার সমুদয় মুদলমানের হাতে নিশ্বম ভাবে বিধনস্ত

হইয়াছে। জিল্লা বাবনিব মতে (Zia Barni) এক**ডালা ছর্গ**্র পাড়্যাব নিকটবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। বি**বাজের মডে**্র ছিল গৌড়ের কাছাকাছি—এ বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, সন্ধার পূর্বে আদিনা **টেশনে না** পৌছিলে পথে বিপদ ঘটিবার সন্ধারনা, তাই গাড়োয়ানের ভাড়ার রাস্ত ও প্রান্তদেহে অবসরের মত গাড়ীর মধ্যে তইয়া ইইলাম। আদিনা টেশনে যথন ফিরিয়া আসিলাম, তথন টেশন-মাষ্টারের গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপ অলিয়াছে। আমরা কোনরূপে স্নান সারিয়া টেশন-মাষ্টারের গৃহিনীর সমন্ধ-পরিবেশিত অরবাজন গ্রহণ করিয়া ভৃতির বিধি করিলাম। রাত্রি নয়টার সময় যথন গাড়ী আসিল তথন বিশিক্ত ইইলাম। অনুকারাছের প্রকৃতির বুকে এত দিনের রাজ্যানী পাত্রা নগরী দ্বে মিলাইয়া গোল। এমনি করিয়াই মহাকাল ধ্বন্সের পর ধ্বংস করিয়া নৃত্য করিয়া চলিয়াছে।

## উডট কবিতা

হখ-শব্যা রচিলেন কমলা কমলে
শব্দ করেন শিব গিয়া হিমাচলে,
নংক্লের অভ্যাচারে নিজে ভগবান্,
শব্ধে রচিয়া শব্যা ভবে নিজা বান।

'অত্যন্ত অমৃত বিষ', সর্ব নাল্লে কছে, পাতালের দণ্ড আব্দুও বলি রাজা বছে, অতি প্রেমে বাঁধা পড়ি অধ'-নারীশ্বর প্রিয়া-মুধ ছেরিতে না পান মহেশ্বর।



বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

١.

বিশিনবিগারী শৈলেনকে লইয়া পাণ্ডুলে ফিরিয়া আদিশার করেক দিন পদের কথা। বিকাল থেকে বৃষ্টি নামিয়াছে। কোন ছেলেক—হয়ভো শশাক্ষর সাধ হইয়াছিল ঝিচুড়ি খাইবার, ডভাহারঃ বাবন্ধা হইয়াছে। এটা-ডটা খাইবার সাধ হয় বেশি করিয়া শেশান্ত ই; সাঁতবায় অস্থাে ভূগিয়া ভূগিয়া তাহার নাঙী অবসাদ-শ্রম্ভ হইয়া পড়িয়াছিল, এখানকার কল-হাওয়ায় সৃত্ব হইয়া

শৈলেনের সে বাত্রিটি বেশ মনে পড়ে; বাহিবে অবিপ্রান্ত ।

বাবার বৃষ্টি পড়িতেছে। একটা জানালা দিয়া বাহিবে একটা কিসের

কোঁপের জমাট অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি দেখা বার,— স্বাই এক
সক্ষেত্র আছে বলিয়া ভরসার সঙ্গে একটা নির্মাক ভয়ের ভাব মিশিয়া

ক্রেন্সের সোঁবল-ল্যাম্প কিনিয়া আনিয়াছেন সেইটা আলা ইইয়াছে,

জারার উজ্জ্বল থালাকে ঘরটা ভবিয়া গিয়াছে। এক দিকে আছেন

কাবা, ছই পাশে শশান্ত আর শৈলেন; সামনের দিকে বসিয়াছে

ক্রের্ন, পূর্ণেন্দু; হরেনের মুখখানা অভাবতঃ রক্তাভ, ভোজনের ভৃপ্তিতে

ক্রের্ন প্রাভাইয়া আছেন; কি সব গল্প হইতেছে।

এখন, যথন দৃষ্টটি স্মরণ-পথে উদয় হয়, শৈলেনের সারা মনটা
একটা পূর্বভার ভাবে ভরিয়া ওঠে কিশোরের মন নিশ্চয় স্পষ্টরূপে
ভাবপ্রাহা ছিল না, তবু একটা কথা বলিয়া ফোলয়াছিল, তাহাতে ঐ
থালের একটা কিছুর আভাস ছিল বলিয়া মনে হয়! একটা কি
সুইলির কথা হইয়া গেছে, সবার মুথে প্রসন্মভার জেবটা তথনও লাগিয়া
স্কাহে; শৈলেন হঠাথ বলিয়া উঠিল—"আহা, অহি যদি থাকত বেশ
ক্রিক, না মা গঁ

षश् একেবারে শ্যা-ধরা, উঠিবার সামর্থ্য নাই।

বেশ মনে পড়ে, মারের মুখটা অত আলোর মধ্যেও বেন রান ইইয়া গেল। দাদার এই সব বৈশাদৃশ্যের চেতনাটা ছেলেবেল। থেকেই খুব প্রথম, নীচু মুখেই ঘাড় বাকাইয়া নীরব তির্ম্বারে লৈলেনের মুখের পানে চাহিল। মারের মুখ আর দাদার দৃষ্টি— কী হই মিলাইরা শৈলেন বুবিল ক্যাটা ভূল হইরা গেছে। বাবা সামলাইয়া লইলেন; অব্যা নিজেও একটু কি-বক্ম রুইয়া ষাইবার পর; প্রশ্ন করিলেন—"একটা মন্তার কথা ওনেছ গা।" মাপ্রতিপ্রশ্ন করিলেন—"কি কথা ?"

বাবা বলিলেন—"শৈলেন দেদিন দেশে পাণ্ডুল খুঁজতে বিরি যখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি ÷ তথন· • কি বলেছে তোকে রে শশাহ।" শশাহ্ব বলিল—"হ্যা, বলছিল মা এসে যেন• • "

শৈলেন লক্ষিত ভাবে বলিল—"যা:।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"হাা, আমায়ও বলছিল আমায় মতন কে যেন ওর মাধায় হাত বুলিয়ে দিলে,—ওকে থাইয়ে দিলে—' বাবা বলিলেন—'ও না কি বল্লছে তোমার চেয়ে চের ভালো।" মা হাসিয়া বলিলেন—"তা কি হতে নেই ?…কিন্ত ভালে চলে এল কেন ?"

"সে তো আমি নিয়ে এলাম বলে। আবার ভাবছি রেখ আসব,—আরও ভালোই বখন পেয়েছে।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন—"ত!' তুমি পাব। না <sup>বাধু</sup>, মন্দ মাকেই বেরে-ঘুরে থাকুক সব, হু'টো বছর যা করে কেটেছে ঠাটাতেও ভর হয়। ••• শৈল, ভোকে আর একটু পাষেদ দোব!"

বাবা একটু জোবে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওর দেশে?— গর্ভধারিণীর ভয়ে যে তুমি সন্ত সন্ত ভালো হয়ে উঠছ ওর কাছে!"

অহিব উল্লেখের বেদনাটুকু কাটিয়া গিয়া আবার পূর্ণতার ক্লটি প্রোয় কুটিয়া উঠিয়াছে, এমন সমস্ত শোবার ঘর থেকে থলন ইয়া ছুটিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে দাড়াইয়া বলিল—"দে গুলহীন, দৌড়ু!—অহি-বউয়াকে দেখু!"

সক্ষে সক্ষেই খবের হাওয়া যেন বদলাইয়া গেল। মা বাাৰুল,
আসহায় ভাবে বাবার পানে চাহিলেন, থেন একটা উৎকট শ্বনিশিষ্ট
বিপদের সন্মুখীন হইতে পা উঠিতেছে না। বাবা ক্ষনমাত্র জীয়ার
মুখের পানে চাহিয়া উঠিয়া পাড়িলেন, বলিলেন—"এসো, দেখি।"

দাওয়াতেই একটা বালতি ছিল, প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই একটা কুলকুটি কবিয়া শোবাৰ ঘবে চলিয়া গেলেন। শৈলেনরা চাব ভাইও উঠিয়া পড়িল। শুনু বেন কভ দিনের ক্লয়ার মতো নিজেকে টানির টানিরা ও ঘরের লাজ্বা পর্যন্ত গোলেন কোন বক্ষমে—বে-কোন ব্যুক্তি বোক্ষু ক্ষটো কেন কানে আসিয়া বাইতে পাবে; ভাহাব পর লাজাব দেয়ালে ঠেস দিয়া ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া চাপা-গলায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহারা ছোট ভিন ভাইরে বিহবল ভাবে মাকে ঘিরিয়া বুসিল, বড়কে ভগবান বোধ হয় স্টেই করেন আলাদা করিয়া একটু— শশাহ আন্তে আন্তে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বাবার কাছে গাড়াইল।

প্রার মিনিট-পাঁচেক পরে বাধা গলা বাড়াইয়া বলিলেন— "ভালো আছে, এসে বোস একটু, আমি ওবুধ দিই একটা।" সক্ষে সঙ্গেই বাগিয়াও উঠিলেন একটু—"এ কি অলুক্ষ্ণে কায়া ভোমার! গুরু কেঁদে রাথতে পারবে?"

থজনী ও-বাড়ী থেকে শৈলেনদের জেঠাইমাকে ডাকিরা জানিরাছে। ভাঁরাকে লক্ষ্য করিরা বলিলেন—"এ-রক্ম করে বদি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসো কথার কথার, বৌদি, তো•••"

ও-বাড়ি থেকে জেঠামশায়ও আসিরা উপস্থিত হইলেন, বাবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"সামলে উঠেছে।"

ভেঠামশাই একটু গভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আজ-কাল একটু বন ঘন হজে না ?"

"शा', वृथवात पिन श्रविष्ण, शांठ पिन द्राण।"

'ভাহলে ?'

"ওবুধ দিচ্ছি।"

**একবার মধুবাণী হাসপাভাল থেকে**···

শৈলেন উৎকট ঔংস্থক্যে প্রতি-প্রশ্ন—উত্তরে পারাপারি করিয়া ছই জনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিছেছিল, ক্রেটামশাইরের প্রস্তাবে বাবা এমন করিয়া একটু হাসিলেন যে ভিনি কথাটা আর শেষ করিছে পারিলেন না।

অহির ছিল আজ-কাল ডাজারি-ভাষার যাহাকে বলে রিকেট, সৃ।
ক্ষা হইতেই ত্বল, ওর বর্ম হইয়াছিল বটে, কিছু বাড ছিল না।
কা দিন একবারে শিশুটি ছিল তত দিন আশায় আশায় ওকে লইয়া
স্বাই একটু বৃক্লি, ভাহার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যথন দেখা গোল
ধ্ব দেহ-মন একেবারেই সাড়া দিতেছে না, ভখন নিরাশ হইয়া
ধকেবারে স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। কখনও এটা কখনও সেটা—
ধই কবিয়া একটা চিকিৎসা বরাবরই চলিল বটে, কিছু ভাহার
বল্জভাবী নিফ্লভায় সবাই বেন একটু উদাসীন হইয়া রহিল,
ক্ষু অনিশ্চিত ক্ষণিকের অভ্যাগত বলিয়া তাহার উপর সবার
কলাটা ঘনাভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। আহা। ছ'টো পোষাক
ধ্বিশি প্রক; খাকৈ ছ'টো ভালো জিনিস—ডাজাবদের মানা
ভ দেখিতে গেলে চলে না।

চাত্রমা, বাবা, কাকা, কাকিমা—সবাই চরম সত্যটিকে মানিয়া লইয়াছেন; গুধু মানিতে পারেন নাই মা। অহি চিবলালটা নিশ্চম এমন খাকিবে না—শীতটা গেলেই যথন ফাগুনের বুজন হাওয়া দিবে, আহি এই বরসে বেমনটি হওয়া উচিত ছ-ছ করিয়া জেমনটি হইয়া উচিত—কামারটুলির পড়াউরের বৌ বলিয়াছে।

বসন্ত গেল, পড়াউরের বৌ বলিল—এবারে বসন্তে বে আমের করী হইল না, কাওনের হাওরাটার তেক দ্রেই কি না; তাই বিদা পরের কাওন পর্বন্ত অপেকা করিছে হুইবে না, গ্রমটা ক্ষীয়া গিরা একটু ঠাঞা পড়িকেই শ্রীর ঠিক হুইরা হাইবে অহিব। পড়াউরের বোরের ব্যবস্থার বড় হন্ ঠাকুরের পূলা দেবাই

হই তেছে নিভা। গরম গেল, বর্ষাও শেষ হইরা পীতের আন্দেশ

স্কর্প হইল, ঠিক বে সমর গিবিবালা ভাবিতেছেন অহিব পীতের

আমা এবার একটু বড় করিয়া করাইতে হইবে, পড়াউরের বে

আসিয়া থবর দিল, হস্তা-নক্ষত্রের হুর্জার বৃষ্টিতে বড় হন্ ঠাকুরের

নিজের চালাটি নপ্ত হইরা গেছে, তিনি নিজেই একটু বিপর্বাত্ত

ইইয়া পড়িরাছেন। প্রামের স্বাই চালাটি আবার অভিনা দিবার

চেটা করিতেছে, হয়, ভালোই, নয়তো বোধ হয় এ পীতটা এদিবা

নজর দিতে পারিবেন না ঠাকুর। তবে পূজা ধাইয়াছেন, ভারের

কারণ নাই। তিবালা লুকাইয়া পড়াউরের বোরের হাতে কুরীটা

টাকা ভঁজিয়া দেন, বতেন— এই হুটি ছিল আমার কারে
পড়াউরের বের্গ, দেখ যাতে ঘরটা পীগ্রির ওঠে; কেউ বেন না ঠাকু
পায় কিছা।

কালচক্র আবর্তিয়া চলে ! তথু তো পড়াউয়ের বৌ-ই নাট আরও স্বাই আছে। শ্যামার ঠাকুরমা বলে— হৈ নয়কী হলই। তোমরা বাঙালীরা যে কী বুফি না বাপু। হুখুনার খুডি জলভাট ডাইন, অথচ তাকে নৈলে আমাদের চলে না ছেলে ভালো হবে কি করে 🎮 গীরিবালার মুখ শুকাইয়া আসে, কিন্তু ডাইন বলিয়াই আরও ছুখনার থুড়িকে চটাইতে সাহস হয় না। **খোসালোক**্ ব্রেন-রীতিমতো পুজা-চাল, ডাল, আলু, মুণু, ব্যন বেটার জন্ত হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। মাগিটা গরীৰ, কিছ ভালোমাত্র, তুলহীনের দয়ার জক্ত যথাসাধ্য গতর থাটাইয়া দিয়া যায়। অক কাজ না থাকিলে অহিকেই লইয়া খেলা কৰে। তেলের সঙ্গে এক বৰম হলুদ মশলা মিশ'ইয়া 'উপ্লৈ' তৈয়াৰ ক্রিয়া ডলিয়া ডলিয়া মাথাইয়া দেয়, বলে—"হে নয়কী ছলহীন ! ছেলেটাকে তুমি ও-সব বাজে ওয়ুংপত্র ছাড়িয়ে আমার হাতে ছেজে দাও দিকিন-ডলে মলে আমি পাথর করে দেব ছেলেকে। আমাৰ इश्र नारक (मरथहा एए।? एक एक एक एक विकास ভবোসিয়ার দিদিমা ভাইন ছিল কি না, তাইই নম্ভর লেগেছিল। •••• আমার কাছে ডাইন! এমন 'উপটন' দিয়ে ডলে-মলে পোৰ 🛤 ছেড়ে ষেতে পথ পাবে না ! ••• \*

ডাইনের মুখের বথা, এক ধরণের সাংস্ত হয় একটা, ভাহারই সঙ্গে আবার ভয়; মায়ের মন, ভালো বা মন্দ—কোন একটা অয়ুভূতিকে বেশিক্ষণ ধৃতিয়া রাণিতে পারে না। কোন একটা ছুজা কৃথিয়া গিরিবালা খবের মধ্যে চলিয়া যান, ভাহার পর ছুয়ার বা জানালার পুর পুন্দ একটা ছিজ দিয়া উপ্র উৎস্কক্যে ছুব্ধনার খুজির দিকে চাহিয়া থাকেন—কি রকম চোথের ভাবটা;—চাটিয়া দিভেছেনা তা। —কোন ভুক্ করিতেছেনা ভো । শেকমন যেন সংস্কৃতি হয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, কভটা সমর গেল, থেয়াল থাকে মা। একাপ্র-চিত্তে পুর করিয়া উন্টাইয়া-পান্টাইয়া ভেল মাথাইয়া ছুজা আওডার ছুব্ধনার খুজি—

लानात्क क्रोतिहास छेलाने एडन, बर्डेशात्क नाशाद तिन मन-विन विद्या बाबू, मन-विन विद्यासम्बद्धाः

আৰও কত কি সৰ। তাহাৰ পৰ তাক দেৱ— কোখাৰ গো নৱকী ফুলহীন। আমি বাই এবাৰ বাপু। অহিকে সোজা কৰিছু। কাইবা বুকের তেলটা মালিস করিতে করিতে কোঁকে কোঁকে ঠোঁট ছব বিকৃত করিরা বলে—"ঝাঁটা মারি আমি ভাইনের মাথার কোঁতা মারি—মুড়ো কাঁটা।……

ি বৃক্ষ একটা অভূত শক্তি আসে গিরিবালার মনে। ডাইনিই ভ্রুবার খুড়ি, সেই জন্ম সঙ্গোপনে ওর কার্যকলাপ দেখিরা মন্ত বড় প্রকটা ভরসা হয়। খোসামোদ করেন—"বড্ড ভালোবাসিস অহিটাকে লাবে হখুনার খুড়ী ? দে ওকে ভালো করে, এক ভোড়া শাড়ি জাবে ভোকে। তাকে সর্বাদাই যে আসতে বলছি ভা নয়, গরীব শাছুৰ, নানা ভারগায় গভর খাটিরে খাস, সময় কোথায় তোর ?"

্বিদি হ'মুঠা ডালের জন্ত আদে, হ'টি চালও দিয়া দেন কোঁচড়ে; ভালের জন্ত আসিলে হ'মুঠা চিড়াও দিয়া দেন; বলেন—"গরীব আছুব, ভোরা হ'টো খেতে পেলে আমার অহির কল্যাণ। সভ্যিই ভোর মন বলছে বে ছেলেটা ভালো হয়ে বাবে?"

ত্ৰ কুৰ্নাৰ পুড়ি বৰ্ষীয়সী, গিৰিবালার চেয়ে চেৰ বড়, কুত্রিম বাগের
মুহিত একটু ধমক দেয় , বলে—"অলুক্ষুণে ভাবনাগুলো তুমি ছাড়ো
নাম্বনী হুলহীন । ফান্ডন মাসান দে।"বসার সময়, একটু গরমটা ভালো
করে পড়্ক, অহি যদি ভড়মুড়িয়ে মাখা-ঝাড়া দিয়ে না ওঠে, তুমি
কুল্লাৰ পুড়িকে ডেকে সাত বাঁটা গুণে গুণে গুণে মেরো।"

নিল। এত দিন পর্যন্ত এক অতিরিক্ত দৌর্ব লা উপসর্গ দেখা দিল। এত দিন পর্যন্ত এক অতিরিক্ত দৌর্ব লা আর বৃদ্ধির অভাব হোড়া আর অক্ত কোন দোব ছিল না, বৈশাধের মাঝামাঝি থেকে মাঝে মাঝে ফিট হইতে লাগিল। মধুবাণী হইতে ডাক্তার আনিরা দেখান হইল, কিছু কোন ফল হইল না, ফল হইবে রালিরা ডাক্তার কোন ভরসাও দিতে পারিলেন না। বৈশাথ মালে একবার হইল; বিপিনবিহারী খণ্ডরকে লিখিয়া একটা শ্রীক্ষ আনাইরা লইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি একবার হইরা আবাচ ও প্রার্ক্ত কার হার মাসটা ভালো বহিল অহি । প্রার্ক্তর কিছু হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন আসিল ভালে মানের গোড়ায়, তাহার আগে দিন-বারোর মধ্যে ছইবার ফিট হইরা গৈছে অহিব, আবার পাঁচ দিনের মাথায় তাহার সামনেই হইল।

গিরিবালার মোহেও ভাঙন ধরিল। মৃত্যুর এমন স্পষ্ট স্ট্রনা ধেশিরা কি যে করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন শ্ববদ্বা হটরাছে যে আক্রমণটা হটলে তিনি আব সামনে ধাইতে পারেন না, মাঝ-পথেই তাঁহার যেন পা ভাঙিয়া মৃড়িয়া যার, বসিয়া পাড়েন। তাঁহাকে লটয়াই যেন একটি নৃতন সমস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বিশিনবিহারী ষধন সাঁতরায় যান তথন অহির এ-রকম ভাবটা ছিল না। নৃতন চিকিৎসায় প্রাবণ মাসটা বরং ভালই ছিল লক হিসাবে, নহিলে তিনি মাকে লইয়া আসিতেন। আসিয়া অবহা দেখিয়া তিনি তাঁচাকে লইয়া আসিবার জক্ত চণ্ডীচরণকে

আরোজনের মধ্যে দিরা মৃত্যু যেন আরও স্পাই হইরা উঠিল পিনিবালার কাছে। একটা ভীবণ ঘল চলিয়াছে মৃত্যুর সঙ্গে। আছক, অথচ প্রতিক্ষণেই তাহার পদশন্দ শোনা বাইতেছে নিকট থেকে আরও নিকটে। তাহার পর ওর ছারাও বেন স্পাই কথা বার। শেছিকে রাখা বাইবে না ? কতবার ভনিরাছেন কুলুর পথ কেছ অববোধ করিছে পাবে না, দেখিরাছেনও; কিছ আক্ষের এই প্রত্যক্ষ অভিন্ততার সামনে সে-সবের ফ্লে কোন ক্ষাই নাই। কী বে মনে হইন্ডেছে ধরা বার না, কী বে করিতে হইবে বোঝা বার না। মাঝে-মাঝে একটা অভ্যুদ্ধ প্রাপ্ন ওঠে মনে—আজ এই বৃহস্পতিবার—আসছে বৃহস্পতিবারে অহি কি আছে বাড়ীতে : বিদ্না থাকে!

প্রতিদিনই একটু বেশি করিয়া শ্বরবাক্ হইয়া উঠিছেছেন গিরিবালা।

বৈয়াম থেকে ছোট-জা আসিলেন। গিরিবালা বলিলেন—
"তুই এ দিক্টা দেখ বৌ, জামার বছত তুল হয়ে বাছে কথায়
কথার, অহির কাছে থাকি জামি। তেকে বাবে না বাঁচানো দ—
ভোর কি মনে হয় ?"

"वींচरव देव कि मिमि; हि, ७ कि अनुकार कथा ?"

থব তীক্ষ দৃষ্টিতে একবার জায়ের পানে চাহিলেন—ক্ষে প্রবঞ্চনার ভাষা,— আজ কয় বৎসর ধরিয়া ছখ্নার খুড়ি, শ্যামাছ ঠাকুরমা, আরও সবাই বাহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—ও-বাড়ীর জা পর্যান্ত, এমন কি স্বামী পর্যান্ত বাদ দেন নাই। সিরিবালা কিছ সে লইয়া কিছু বলিলেন না; "তুই দেখ এ-দিক্টা বোন"— বিদ্যা অহিব কাছে গিয়া বসিলেন।

ভক্রবার সন্ধ্যায় আর একবার ফিট হইল। গিরিবাদা অস্থাভাবিক কঠে বেশ জোরেই ডাকিয়া উঠিলেন—"ছোট বউ!"

আসিলে অজ্ঞান অহিকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ, এই রুক্ম করে দেয় !"

—বেন কোন্ অমোঘ কুর, অদৃশ্য শক্তির বিক্লে নিফ্ল অনুবোগ করিতেছেন—এই রকম করে দের!

শশাৰ ছুটিয়া বাহির হইতে বিপিনবিহারীকে ভাকিয়া আনিদ, ও বাড়ী থেকেও স্বাই আসিলেন। ভালো হইয়া গেলে বেটাছেলের ব্যন চলিয়া গেল, ছোট-জা প্রশ্ন করিলেন—"একটু হবির মাটি এনে ঠোটে দিয়ে দিই দিদি ?"

ষেন কত দিনের ক্লান্তির জের টানিয়া গিরিবালা বলিলেন—"দিবি দে: ''কিছ হয় না।"

শুক্রবারে হাত্রি ছপুরে আর একটা আক্রমণ হইল, ভাচার <sup>প্র</sup> শেষ রাত্রি শেষ আক্রমণ।

অহির মৃত্যু চাপাইরা শৈলেনের মনে পড়ে মারের পোকের মৃতি। এইটিই বেন সেন্দিনের মুখ্য ঘটনা। সবাইকে কাঁদিছে দেখিল, নিজেও কাঁদিয়াছিল কম নয়; কিছু সব চেরে স্পাঃ বিরী মনে পড়ে তাঁকে যিনি মোটেই কাঁদেন নাই। কোল থেকে অহিকে লইরা গেল, শৃত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন মা— সমস্ত উঠানটায় য়ভ্লেণ দেখা গেল, চোখ ফিবাইয়া। বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে বাইছে বাইছে ও-বাড়ীর কেঠাইমাকে বলিলেন—"ভটাকে আগে কোন বৃক্ষে কাঁদাও বোদি, নয় তো পাগল হরে বাবে।"

স্বাই খিরিরা বসিল, মা দাওরার দেওরালে ঠেস দিরা বিনা আছেন, কোন মতেই কাঁদানো গেল না। তলাচৰ ব্যবহা তলাচৰ ব্যবহা কালা চাই, তাহার বখন সূত্য তথ্য কালা চাই অপর সকলের, নহিলে উভয়ত্তই গোলুমাল। হীবন বুড়া বাহার কৌছনক ভাহার বসজানের বলিকারি দিতে হয় বৈ কি

16.

বৈকালে নিস্তারিণী দেবী আসিরা পড়িলেন; নিশ্চর বধুব অবস্থার কথা শুনিরা ইচ্ছা করিরাই একটা আবাত দিরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন—"ও বোমা, আমার অহিকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে?…"

"মা গো. রাখতে পারলাম না।"—বলিয়া গিরিবালা ভাঁচার পারে আছাড় খাইরা পড়িলেন।

--কালা নামিল।

মারের আলোচনা হইলেই—বিশেষ ভাষেই হোক ব। সাধারণ ভাবেই হোক, প্রথমেই কি করিয়া হুইটি ছবি শৈলেনের চোথের সামনে ভাসিয়া ওঠে—ক্ষয় অহি কোলে, তুলনীমঞ্চের মাটি ধান্ত্যাইয়া মা এ-দিকে চোথ কিরাইতেই মুখে অন্তমান সূর্য্যের রাজ্য রশ্মি আসিয়া পড়িল। আর এই দৃশা—অভিকে সইয়া লেল, ডঙ্জ উলাস দৃষ্টিতে মা চাহিয়া,আছেন।

মা যেন আগে বেদনা, তাহার পর আনন্দ।

22

নিস্তাবিশী দেবীকে গন্ধার তীরে মরিবার আশাটা আপাতত লাগ করিতে হইল; শোকটা গিরিবালার এমন ভাবে লাগিয়াছে বে বীতিমতো চিস্তাব বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। শরীর তো ভাঙিয়া গেছেই তাহার অভিরিক্ত নিজের উপর কেমন একটা অবিশ্বাস আসিয়া গেছে বে, শাশুড়ি চলিয়া গেলে ভিনি আর কোন ছেলেকেই বাচাইয়া রাখিতে পারিবেন না। শাশুড়ি দেখিলেন এটা তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার ভান মাত্রই নম্ব, সভাই দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটা দেহের চেম্বেও হুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ-ভাবটা না গেলে তাঁহার পাওল ছাড়া চলিবে না।

এক হয়, বধুকে যদি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাই. তাহা হইলে তিনি সাঁতরায় ফিরিয়া যাইতে পারেন। এমন একটা শোকের পর করা উচিতও ব্যবস্থা, একটু অক্সমনন্দ করিয়া দেওয়া নিভান্ত দরকার; কিছ এদিকে পাণ্ডুলের চাকরি লইয়া জটিলতার স্পষ্ট হইয়াছে, হঠাৎ কিছু বদি একটা হইয়া যায় তো আদর্য নয়, এ-অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকাটা সমীচীন নয়। আবও একটু ব্যাপার হইয়াছে,—বিপিনবিহারী বারভাঙ্গায় কয়েক ক্সয় পূর্বে একটু জমি কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-কথা পূর্বেই বলা ইইয়াছে। বীরে-মুক্তে ফুইথানি বয় ভুলিভেছিলেন, এখন সাঁতরায় ছেকেদের পড়ায় বক্লোবস্ত টিকিল না দেখিয়া বারভাঙ্গায় কথা চিস্তা করিভেছেন। কি আকারে বন্দোবস্তটা করিবেন তাহারই খসড়া করিভেছিলেন, এমন সময় অহিজ্বণ লইয়া এই বিপদটা আসিয়া গড়িল। সব ওলটপালট হইয়া গেল।

<sup>এই</sup> রক্ম অব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে দেখিতে চারিটা মাস কাটিয়া গেল, ক্ষেত্রের কসল তুলিবার সমর আসিয়া পড়িল। কাজের উাজা-ছুড়ার মধ্যে গিরিবালার যেন একটু পরিবর্তন দেখা দিল, মনে ইইল, এই ঝোঁকে ভিনি শোকটাকে কাটাইয়া উঠিবেন। কিছ ক্রেক দিনের মধ্যেই দেখা গেল জাহার শক্তিতে কুলাইভেছে না, পাকটা ভিতরে মেন কোথার ভাঙনে ধরাইয়াছে। নিস্তাবিদী দেবী চিছিত স্ট্রা উঠিলেন; মালা-হাতে ববুর কাজে অন্ত অব্য সাহাব্য করিতেছিলেন, এবনৈ তাঁহাকে স্বাইরা নিজেকেই সামনে আ শিড়াইতে হইন।

কেমন একটা সময় আসিয়াছে, সব ব্যবস্থাই বেন উপ্টাইনি বাইতেছে বিপিনবিহারীর, সামনেও খেন একসঙ্গে অনেকঙ্গা বিপ্রেটি ছায়াপাত হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে ঠিক এখরণের ছুংস্কার আর আসে নাই। বড়ই ব্যাকুল উদ্বেগে দিন কাটিতে লাভিক

মাসধানেক আরও গেল, তাহার পর হঠাৎ এমন একটা বিশৃষ্ট আড়ে আসিয়া পড়িল বাহা ছায়াপাতও করে নাই কিকিৎমার চেউট্রনের বৈয়ামের চাক বিটি গেল। চাক বিটা কতকটা আছারী, গোছেরই ছিল, কিন্তু বেশি আশা ছিল সেটা পাক। হইয়া বাইবারই বরং পাণ্ডুলের চাক বির বেরপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ভাহাতে বিশিষ্ট বিহারী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন গেলে ওইখানেই গিয়া উঠিবেন; ওইখানেই স্থেপাত চইল বিপদের।

তা গেক, কিন্তু স্থাদনের আলোও দেখা দিল এই ছবিশাকের শিহনেই।

চণ্ডাচরণ জাসিয়াছেন থবর পাইয়া বিপিনবিহারী একটু স্বর্গক্ষ সকালই আফিস থেকে ফিরিলেন। পা যেন উঠিছে চাছিতেছে না। তুর্বস-চিন্ত আদৌ নন তিনি, কিন্তু বিপদটা ভাইরের উপর দিরা আসিল বলিয়াই বেশ থানিকটা মুশড়াইয়া গেছেন। নৃতন উল্লেখ্য ভাইরের, উঠিতির সময়ই এই আঘাত, কি করিয়া যে তাঁহার গুদ্ধ মুখের পানে চাহিবেন, কি বলিয়া যে সাজনা দিবেন। শাবাজিতে প্রবেশ করিয়া দেখেন চণ্ডীচবণ হরেনকে বুকের কাছে লইয়া লাভয়াল বিসয়া আছেন, সামনে মা বিসয়া, দেয়াল ঘেঁসিয়া গিরিবালা পাড়াইয়া আছেন। কি একটা যেন হাসির কথা উঠিয়াছিল, সবার মুখেই ভাহার জের লাগিয়া বহিয়াছে, চণ্ডীচরণের মুখটা একটু বেশি শ্রেলিঙা।

দালা আসিতেই চণ্ডীচরণ নিজেকে সংযত করিয়া উঠানে নামিরা। আসিয়া তাঁচাকে প্রণাম করিলেন। বিশিনবিহারী একটা তেপাঁই টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, ভাইয়ের মুখের পানে একবার বিশিত দৃষ্টিতেই চাহিয়া দইয়া চিস্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"হঠাই কি হোল ?"

"ठिक व्यामा मा नाना, 'छत्य त्वायवात हिष्ठां अधिमा माना हम जाता है हा जाता है है । "

জ্যেষ্ঠ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি নিজে ছেড়ে দাওনি তো ?"

"না, ভালোই সংয়ছে এই জন্মে বলছি যে নীলকুঠির অবস্থা দিব দিন কি হচ্ছে দেখতেই তো পাচ্ছি; অথচ না ছাড়ালে কামজেই পড়ে থাকতে হোত; ভাও আবার বৈয়ামের মতো আমগায় :•••"

জোঠেব নমিত ১০০র পানে চাহিলেন, বিবস্তির লক্ষণ আহিছ কি না দেখিবার জন্ম। কিছুই না দেখিতে পাইরা অপ্রদর হইনা চলিলেন—"তাই বলছিলাম ভালোই হয়েছে, মা বৌদিকেও লেই কথাই বলছিলাম। আমার প্লানও টিক হয়ে গেছে।"

ভাইকে অবসাদগ্রন্থ না দেখিয়া বিপিনবিহারী একটা **স্বন্ধি অফুডব** করিতেছিলেন, তবু সে একটু বিমৃত হইয়া না পড়িয়াছিলেন এমন নয়, প্রায় করিলেন—"কি ঠিক করেছ ?"

"ছেলেদের বারভাগার পড়াবার জক্তেই তে। বাড়ীটা করেছেন: আপনি, আমি সেইখানে গিয়ে ওদের ভর্তি করে দিয়ে বুদি। জাৰ পৰ সেইখান খেকে চাকৰিব চেঠা-চৰিত্ৰ কৰতে থাকি। আজকাল 'ডো নানান দিকে স্থবিধে দাদা—বেলের ৰত ডিপাটমেন্ট ৰয়েছে, 'ছুঁটো জৈলা-কোট ৰয়েছে, কত বৰুম ওপ্,নিং; আৰু বৈবামে পিছে থাকলে•••"

বিশিনবিহারী চাকরটাকে ডাকিডে তামাক দিয়া গেল। কিছু না ৰ্শীলয়া ভিনি ধীৰে ধীৰে ছঁকা টানিতে লাগিলেন। এতওলা কথাৰ উপর কোন রকম অভিমত না পাইয়া চণ্ডীচরণ চুপ করিয়া গেলেন, - বার-ছয়েক দাদার মুখের পানে আড়-চোবে দেখিলেন মাত্র। বিপিন-বিহারীর মুখটা ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; এক সময় ছ কাটা খাৰাইয়া বলিলেন—"মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না—বাবা এক সময় বলেছিলেন—বিপিন বদি কথনও মনে করে সে পাওুলের শ্বতন হোট জায়গায় পড়ে থেকে নীলকুঠির আওতার ও বাড়তে া শালে না তো ও বেরিয়ে পড়ে সেই ভালো, তাতে হঃথ করবার 🎓 আছে 🌝 আমার দারা হোল না, কেন না হঠাৎ মারা গিরে আমার পথ বাবা নিজেই বন্ধ করে গিয়েছিলেন। আজ কিছ টভীর মুখে বাবার সেই কথা ওনে আমার বুকধানা দশ হাত হয়ে গোছে মা। একটা ফুলক্ষ্ম বে আজ যে করেই হোক, ভূমি রয়েছ সামনে, তনলে বাবার মুখের কথাটা। ওকে আশীর্বাদ করে।— ক্ষিজের নাম পর্যন্ত যায়া ঠিক মতন বানান করতে পারে না সেই সব <del>ক্লিটিয়ালনের</del> দাবড়ানি ওকে যেন না সইতে হয় আর। অন্ত যেখানেই কাৰ্কৰি কৰবে—বেলই হোক বা আদালতই হোক—ভদ্ৰ, শিকিত আমার পাবে । তার অভাবটা যে কি, বাবা অত প্রতিপত্তির মধ্যেও ছাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন, চিরকালটা আপশোষ করে গেছেন এই बिरा, बाद बामारमद कथा त्ला हिएहरे माल। ... हतीय कथा छत আমার বে কী আনন্দ হচ্ছে মা! ও যদি না মুশতে পতে তো आदि कान विभारकरे वास कवि ना।"

চণ্ডীচরণের ঐ একটু কথাতেই সমন্ত সংসারের উপর থেকে বেন

ব্রক্টা গুমোট কাটিয়া গেল । এই আক্রিক আবাতটা
বিশিনবিহানীকে নিভান্ত অবসর করিয়া ফেলিয়াছিল, ওঁর গতিবিধি
পূর্বের চেয়েও সবল হইয়া উঠিল, বিপদের মুখে দৃষ্টি হইয়া উঠিল
কভেন্স, অবসাদমূক্ত । তথু তাহাই নর, চণ্ডীচরণ ভাইপোদের
কইয়া খেলা— বই-পড়ার এমন একটা মাতন তুলিয়া দিলেন বে বাড়ীর
আবহাওরাটাই বদলাইয়া গেল । সব চেরে পরিবর্তন হইল
পিরিবালার । খণ্ডরবাড়ীর প্রথম সঙ্গী এই দেওরটির উপর বরাবরই
ভাছার একটু বেশি টান ছিল, কিছ বিবাহের সেই প্রথম বংসরের পর
আব্র অত নিববছির ভাবে পান নাই; গল্পে, আলাপে, দেই প্রথম
কর্মর আলোচনার তাহারও মনের অবসাদটা বেন কাটিয়া হাইডে
কিন্স, অভতঃ এটা বেশ টের পাওয়া গেল বে ভিতরে বাহাই খাক,
বেশ পরিকার হইয়া আদিয়াছে; চেহারাও অনেকটা

বেশ পরিকার হইয়া আদিয়াছে; চেহারাও অনেকটা

ক্লব্ৰি-কেন্ত্ৰেও বিশিন্তবিদাৰী এত দিন একটু সন্তৰ্গণে কাটাইতে-ক্লেক্ট্ৰে ভাৰটা হাডিবা কতৰ্টা বেশবোৰা বুইবা উঠিলন। ক্লিট্ৰেক্টেশ্ৰ চাৰি বিশ্ব বিবাহ জীবন যেন কতৰ্টা ক্ৰুক কুইবা দিতে বিশিনবিহাণী চণ্ডীচন্ধবেদ্ধ সজে বান্ধভালার গিবাছিচন্দ্র,
একা হইতে নামিতে চাকর ধবন দিল এক জন বান্তালী সন্ত্যাদী
আর্সিরাছেন।

প্রশ্ন করিলেন—"কখন ?"

"আৰু সকালে।"

খিবিয়া দাব্যা করেছেন ? দেখা-ওনো করেছিলি তো ?

ৰাজে হা।

বৈঠকখানাটা একটু ব্রিয়া গেলেন। দেখেন দাওয়াতে এক জন
বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। সৌষ্য কান্তি, ওল শাল্লমণ্ডিত সুখমওল, মাধার
দীর্ঘ ওলকেশ—কাঁধের উপর আসিয়া কুঞ্চিত হইয়া আছে। তবে
সন্ত্রালের কিছু দেখিলেন না। নমন্তার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—
"কোধা থেকে আসছেন ?"

<sup>\*</sup>আপণতত প<del>ত</del>পতিনাথ থেকে।<sup>\*</sup>

এই সময় নেপালে পশুপতিনাথের মেলা হর। বাভয়ার ঋথন ফিবিবার পথে এক-আধ-দন বাত্তী এখানে এক-আধ-দিন আটকাইয় বার, কচিৎ তু'-এক জন বঙালীও থাকে।

বিশিনবিহারী সাধারণ আতিখ্যের ভক্রতায় জিজ্ঞাসা করিলেন— "কোন রকম অপ্রবিধে হয়নি ?"

"কিছু না; আপনি জামাটামা ছাডুন গিয়ে।"

<sup>4</sup>হাা, এসে আলাপ-পাবিচয় করা বাবে ; এথুনি আসছি ৷<sup>\*</sup>

নিস্তারিণী দেবী ও বাড়ী গিয়াছেন। বিশিনবিহারী প্রবেশ করিছে গিরিবালা বলিলেন—"বাইরে পণ্ডিত মশাইরের সক্ষে দেখা হোল।"

'কোন্ পণ্ডিত মশাই ?'

"বেলেভেজপুরের।"

আন্ধ প্রার বোল-সতের বৎসরের কথা, বিশিনবিহারী একটু জু কুঞ্চিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁহার মনে পড়ির। গেল।
"পণ্ডিত মশাই।"—বলিরা তিনি বেমন ছিলেন সেই ভাবেই বুরিরা ভাড়াভাড়ি বাহিরে চলিরা গেলেন। একেবারেই ভূমি স্পর্ল করিরা প্রধাম করিরা উঠিয়া গাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আপনি। আব আমি দিব্যি কাঠ-পোকিকভা করে ভেতরে চলে গেলাম।"

পণ্ডিত মশাই উঠিয়া বিশিনবিহারীকে বুকে ঞ্চাইয়া ধ্নিদেন, বলিলেন—"লোব হয়নি, কম দিনের কথা নম্ন তো। আবিও আত্মপ্রকাশ করলাম না, ভাবলাম আগে জামাজুতো হেডে মূব হাছ ধুয়ে নেওরাই ভালো। গিরি দিদিমণি বুলি বলে দিলে?"

ৰলৈ দিতে বে হোল এর লক্ষা আমি কি করে ঢাকি ব্লুন । কীবে মনে হচ্ছে আমার !•••

"অনেক দিন হোল, ভার সন্ধ্যে হরে এসেছে, ভার ওপর আবিও ভোষার একটু খোঁকা দিলাম; আর সব চেরে খোঁকা দিলেন বোধ হয় ইনি—সে সময় ভো ছিলেন না"—ৰলিয়া নিজের দীর্য গাইন উপর দিয়া একবার হাজটা টানিরা সইরা হো-হো করিয়া জাঁহার সেই পুরাজন হাসি হাসিরা উঠিলেন।

বিশিনবিহারী হানির বলিলেন—"আজে হা, তা দিলেন বৈ কি বলিন অল । তাঁকু বনি সা তত্ত্বম তো বোধ হয় চিন দূৰ থেকে আসছ। তাৰ পৰ বীৰে-ছেছে গল হবে। উ:, কত দিন পৰে সে দেখছি তোমাদেৰ, আৰু কীবে আনন্দ হোল। ছেলে হ'টিব সঙ্গে দেখা হোল না তবু, হ'টো দিন বিলম্ব হবে গোল।

"সে কি কথা পণ্ডিত মশাই ? খারভালায় নতুন একটু কুঁড়ে তুলেছি। আপনার পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনাকে পাওয়া— ভাষার এত বড় সৌভাগ্য বাড়ী বয়ে বধন এসেছে⋯ঁ

প্রতিভবে হাসিতে হাসিতে পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"তুমি জে সোভাগ্যটা বৃশতে পারছ না বিপিন ভারা। তা বাবো ধারভাঙ্গার, পথেই তো পড়ে। তব্ও তো একটু খুঁৎ, থেকেই বাবে;—সেই কথাই বলছিলাম—মানে, তোমাদের সব ক'টিকে এক সঙ্গে দেখা আর ভাগাদা আলাদা দেখা…"

সামনের একটি চৌকিতে কম্বল পাতা থাকে, মুখোমুখি ইইরা বিপিনবিহারী তাহার উপর বসিরাছেন। গোড়াতেই একটা ক্রটি ইরা বাওরার একটু অমুশোচনার মিলিরা আনক্ষটা অধিকতর উজ্জ্বল হইরা উঠিয়াছে; বলিলেন—"আমি কালই সহরে লোক পাঠিরে দোব পণ্ডিত মশাই, সবাই একসক্ষে পারের খুলো নোব। আমার যে কী আনক্ষ হজ্ছে!—ভাবতেও পারিনি কথনও যে আপনি এতটা পথ বেয়ে ম্বা করে আসবেন। এটা নিতান্ত পশুপতিনাথের পথ বলেন্দ্

পণ্ডিতমশাই একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ভায়া, প্তপতিনাথ বদি মনের কথা না জানতে পারতেন তো কাঁকি দিয়ে ওপুণাটুকু নিয়ে নিতাম। কিছ তিনি বখন জানেনই সব তখন জাসল কথাটা প্রকাশ করে বলাই ভালো,—ভোমাদের উপলক্ষ করে পতপতিনাথ দেখে গোলাম কি পঙপতিনাথকে উপলক্ষ করে ভোমাদের দেখতে এলাম—কোনটে জামার আসল উদ্দেশ্য দে সম্বদ্ধে কৈ করে বলতে পারি না। জারও উদ্দেশ্য ছিল—পুণ্ডুমি মিথিলা দেখা—ভারের জন্মদাত্রী মিথিলা; জারও ছিল—বোধ হয় তুমি আলাক করে নিয়েছে ••••

ভালাক করে নিয়েছ •••••

"

বিপিনবিহারী বলিলেন-"হিমালর দেখা।"

ক্ষিত্ৰীৰ অন পঢ়িবা গেল—পণ্ডিত মণাই পণ্ডিত।
ক্ষিত্ৰী ক্ষিত্ৰ সৰ্বোপৰি তিনি কৰি, ওঁৰ এই প্ৰকৃতিটি
ক্ষিত্ৰী ক্ষিত্ৰী ক্ষিত্ৰীকত কৰিবা বাণিবাছে। ওঁক

অন্তম্প পরেই পণ্ডিত মুশাইরের মনটা কিরিরা আসিন্।
প্রের করিলেন—"তুমি বাওনি ওদিকে, নর ? েবেও, নিশ্চর বেও।"
বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় ভুক্তে
বাচ্ছেন পণ্ডিত মুশাই বে আমি নীলকুঠিতে কাজ কবি।"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন— ও কথা বললে ওনৰ না ভাষা, আমি ভোমার মনের পরিচর বহু দিন আগেই পেথেছি। তোমার কেই হিমালয়ের বর্ণনা এখনও আমার চোধের সামনে যেন অস্বল্য করছে। বাং, তুমিই তো আমার এ-পথের পথিক করৈছে। মা, ধেও একবার নিশ্চর ফ্রসং করে ।

দিন পনের থাকিলেন পণ্ডিত মশাই। বছ দিন প্রে
বিপিনবিহারীর সংগারটি বেন চারি দিক্ দিয়া পূর্ব হইয়া উঠেল; য়
আসিয়াছেন, ভাই ছেলেদের লইয়া ঘারভাঙ্গা থেকে আসিলেন,
ভাহার উপর পণ্ডিত মশাই। আরও পূর্বতা এই জন্ত রে পণ্ডিত
মশাইকে কেন্দ্র করিয়া ছোট শিত থেকে মা পর্যন্ত সবার রূপ রের
নৃতন করিয়া ফুটিল। বিশেব করিয়া মা'র—সঁ।তরার ধর্মালোচনা
লইয়াই থাকিতেন; শীতলা-তলা, গৌরাঙ্গের মন্দির, বাত্রা, কথকড়া,
গঙ্গাল্লান; কটিং বাহিরের এক-আথটা ভীর্ণ;—এখানে আসির্
অন্তরে অন্তরে সে-সবের অভাব অন্তত্তব করিতেছিলেন, পণ্ডিত মশাই
কতকটা পূরণ করিলেন। নিস্তারিন্দী দেবী ডাকিয়া শারোলার্গা
শোনেন হই বাড়ীর বধ্দের সঙ্গে লইয়া; কথন শারোলাপ্ত কথর
ভীর্বভ্রমণ-কাহিনী; বিপিনবিহারীকে বলেন— কী চমৎকার মান্তর্ক
বিপান একটু ভড়ং নেই, একটু ধর্মের ভাল নেই, অথচ ধর্ম নির্মা
উপচে পড়ছে ওঁর শরীর-মন বেয়ে। এমনটি তো আর কোখার
দেখলাম না।

গিবিবালা বেন বর্ত হিয়া গেছেন। কি করিবেন, কোখার বাবিবেন বেন ভাবিয়া পান না। প্রবোজন পণ্ডিত মশাইটের ধ্ব আরই, গিরিবালা কিছ সব আয়োজনই টানিয়া টানিছা বাড়াইয়া যতটা সম্বব তাঁহারই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন প্রজার কুল, চন্দন, নৈবেত প্রভৃতির বহর দেখিয়া পণ্ডিত মশাই হাসিয়া বলেন—"এ যে আমার ঠাকুরকে তুমি বিগড়ে দিছে বিশ্বি । ভবদুরে মাহুব, নমো নমো করে গানিকটা করে জল দিয়ে ভুলিয়ে রাখি,—ধূপের জন্তেও জল দিছি, নৈবেতের জন্তও জল দিছি আবার আহারের শেবে তাবুলের জন্তেও এক আঁজলা জলই বিশিষ্ট আবার ভূমি এ যেশং

গিরিবালা বলেন—"তা হোক ঠাকুরণা', আপনি নির্লোভ আকুর আপনাকে তো লোভ দেখিয়ে টেনে আনবার জো নেই—এই আঠার বছরের মধ্য একবার এলেন, তাই আপনার ঠাকুরকে জোল দেখিয়ে রাখছি, তিনি যদি আনেন টেনে…"

সঙ্গে সঙ্গে অমুবোগ কবেন—"তাও এলেন তো একলা, ঠাকুরমারে কত দিন দেখিনি, আমার মুগ চেয়েও বে তাঁকে নিয়ে আসবেন না ঠাকুরদা", আসছে বছর আনতেই হবে তাঁকে। মা আমার মুখে তাঁর স্থাধ্যেত ওনেই কতো গুঃধু করছিলেন। আর বাবার কথাও বিলি ঠাকুরদা", একবারও কি আসতে পাবতেন না ? আসলে বিশিক্ষ আর মনে নেই কাকর…

এই সময়টা একলা পাইয়া রেলেডেমপুরের কথাই হয় সংলক্ষ

শৈকৈই আগেকার বেলেভেজপুরের কথা, আগের এখনকার বেলেভেজ পুরেশ কথাও: ভাইরেরা সব শিবপুরে, বাড়ীটা নিশুর থাঁ-থাঁ করে • • ক্রিকুজ জঠাদের থবর কি ?•••হলাল বাগদিদের কোন থবর রাখেন ক্রিকুজনা' ?•••

**Series**ianiscomenium necessario de conscensio de conscensio de conscensio de la conscensio de la conscension della conscension de la conscension della cons

পূজা আৰম্ভ করিতে বিলয় হইরা বার। পথিত মশাই হাতে
ক্রিয়া আচমনের জন্ম জল তুলিরা লইরা গরে অক্সমনত্ব হইরা বান—
ক্রিলালের অবস্থাটা এখন একটু ভালো, ছ'টি ছেলে রোজগার করিতেছে,
ক্রেন্ড ছোট জাত—বাপ-মারের উপর টান আছে ছ'জনেরই—
ক্রিনাল অবশ্য এখন আর কিছু করে না, বয়স হইয়াছে, তার বরাবরই
ক্রিন্ট কর; এই পণ্ডিত মশাই বাহিরে, তুলালই এখন বাড়ী

<sup>কী '</sup> গিরিবালা প্রশ্ন করেন—"আর সাকুরমা?—ভিনি ভোরবেছেন **জীবালেই** দ" '

প্রিচনাশাই হাতের জলটা কেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—

সঙ্গে সজেই আবার গণ্ডুবের জন্ত জন সইরা অন্ত কথা আরম্ভ বিরা দেন—"হাা, আসবার থ্ব ইচ্ছে ছিল, রসিকলালেরও, তবে জীয়ী মানুষ্ণ••"

গিরিবালা বলেন—"আপনিও তো সংসারী মানুষ ঠাকুরলা'…"

" পাণ্ডিত মুশাই হাতের জলটা কেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—"তা । কিলা বটেই, তবে কথা হচ্ছে•••"

শাসন প্ৰতিমানে গিরিবালার মুখটি অন্ধকার হইরা ওঠে, বলেন—
শাসনে তা নর, গিরিকে হ'জনেই ভূলে গেছেন ঠাকুরলা—তা বান,
শিক্ষেক নাভনিকে আর চিরদিন কে মনে করে বলে থাকে ? "নিকৃষ্ণ
শিক্ষার এ-পক্ষের ছেলেটি না কি নোক্সান হয়ে গেল ঠাকুরলা ?"

ক্ষাটা যুরিতে যুরিতে বধন এই রক্ম প্রেসক্ত জাসিরা পৌছার, শুক্তিত মণাই অস্থতি ভাবে আসলে একটু নড়িরা-চড়িরা বসেন, কুশি ক্রিকে হাতে জাবার গণ্ডুবের ফল সইরা ভাজাভাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত

িকেন যে আসে পেটে শক্তরা⋯

্ত্র পঞ্জিত মশাই মূখের কথা কাড়িরা লইয়া বলেন—"শত্রুই বৈ কি, বিজয় কথা ভাবতে আছে ?"

দ্ধান সঙ্গেই একটু জোর করিরা হাসিরা পরিত ভাবে বলেন— ভাসিদি, ক'বার আচমনের জল নিরে কেলে দিলাম বলো দিকিন? নির্মিত্ব বে শুকিরে মরবেন !

শিরিবালাও হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"তা বটে ঠাকুরদা', তা জ্বিলেভেজপুরের কথা দেন কেন মনে করিয়ে বলুন ? কট দেওরায় জ্বিলাব থাকলে নিজেও কট পেতে হয়।"

ছাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িয়া বলেন—"না, সত্যই দেৱি হয়ে কুঁট্ৰে ঠাকুরলা', আপনি বস্থন প্ৰোৱ; আমি বাই ওদিকে একটু।"

े ৰাইবাৰ পূৰ্ব দিন সন্ধাৰ সময় পণ্ডিত মণাই বিপিনবিহারীকে জীললেন—"বিপিন, ভূমি আৰু বাইবেৰ ব্যৱই ওয়ো, আমি একেবাৰে ক্ৰিয়াকেই বেকুৰ, এক বৰুষ বাত্তি থাকভেই।"

"বধনই বেকুবেন ডেকে নেবেন পণ্ডিত মণাই। অবশ্য শোবার ক্রিন্ত বসৃদ্ধি না, কিন্ধ গ্রেজকোর স্বাইকে তো ভাকতেই হবে।" "না, ওঁলের কাছে রাত্রেই বিদার নিরে নোব; আমার এই বক্ষ রাভ থাকভেই বেক্সভে হবে।"

কথার মধ্যে কি একটা ছিল, বিপিলবিহারী একবার মুধ্য পানে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

শেব বাত্রে পশ্তিত মলাইবের ডাকে খুম ভাঙ্গিরা গেল। উঠিয়াই কিছ বিশ্বিত ইইরা গেলেন—নিজের সৃষ্টিকে বেন বিশাস হয় না: পশ্তিত মলাই-ই, তবে আগাগোড়া একটা গেলেরা রঙের আলবালা পরা, মাধার একটা ঐ রঙের পাগড়ি জড়ানো। সঙ্গে একটা বেশ বড় গোছের লাঠি আনিরাছিলেন, তাহার উপর কম্বলটা পাট করা রহিরাছে।

বিশিনবিহারীর যোরন একটু কাটিলে পশুত মশাই অন্ধ একটু হাসিয়। বলিলেন—"এ বেশে গিরি দিদিমণির সামনে দাঁড়ালে কালানাটি করত, তাই ওপাট কালই চুকিরে বেথেছি। এবার পতুপতিমাধ গিরে এই পথ অবলম্বন করলাম ভারা,—আরও ঠিক কলে বলতে গেলে এই আল থেকে আরম্ভ হোল।"

विभिनविश्वे अन्न कविष्यन-"महाम निख्याहन ?"

"ও-কথাট। মন্ত বড় কথা বিপিন। লোকে অবশ্য দ্য়াসিট বলবে, আমি কিছু নিজেকে বলি পরিব্রান্তক মাত্র। দ্যাসীর চোথ বুজে বাঁকে খুঁজছে, আগে ঘ্রে-মিরে হ'চোথ ভবে তার বাইরের কপটা দেখি বিশিন—আশ মিটছে না, কী যে অপরূপ ! প্রণাধি-নাথ গিয়েছিলাম—দেখি, এক হিমালর দেখতেই তো কত জন্ম কেটে বাবে—তার পরে তো তার অষ্টা প্র

জারত দৃষ্টিতে, গৈরিকমপ্তিত দীর্ঘছক শ্রীবে একটি প্রসঙ্গত বেন ঝলমল করিতেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিপিনবিহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—
"ক্সি—ইয়ে—ঠানদিদি, পপ্তিত মশাই ?"

পণ্ডিত মশাই তুই পা অগ্রসর চইয়া আসিয়া বিপিনবিহারীর মাধায় হাত দিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কছিলেন—দিদিমনির কাছে লুকিয়েছি, তাকে বড্ড ভালোবাসত কি না, দেখলাম একটা মন্ত বছ শোক পেরেছে "এশোকের বেগটা না কমলে আব ভোমার দিদিমণির এসংবাদটা দিও না তাকে। আমার এবেশের কথাও বোল না ।" বখন বলবে তখন এটুকুও বলে দিও বে বাড়ীটা হুলাল বাগদিকে দিরে এসেছি—আমারও বড্ড সেবা করেছিল, তা ভিন্ন আমার শিব্যক্তার বড় প্রিরারটা ""

শেষের কথা কয়টা বলিতে মুখটা হাসিতে প্রদীপ্ত হটয়া উঠিল।

বিশিনবিহারী একটু চকিত হইলেন, মনের বিণাটা প্রকাশ করিতে বাইতেছিলেন, পশুত মশাই তাঁহার মাথার হাতনা বাঁরে ধীরে সঞ্চারিত করিতে করিতে বলিলেন—"বুকেছি বিশিন হা কাবে। ওটুকুও বদি মন থেকে সরিরে ক্ষেত্রত না পারব তো এপথে পা বাড়িরেছি কেন? বদি কথনও হতে পারি সন্নাসী তো বুবব প্রথানেই ভগবান্ তার গোড়া পত্তন করেছিলেন। ত্রালাস অনেক বাজাপের চেরেই দানের উপযুক্ত পাত্র বিশিন—হোক না কেন তা অন্তাসনই—বামিন্ত্রী উত্তরেই বড় পবিত্র অভাব শেনারারণ, নারারণ, মান্ত্র্যকে জাতের অভাব ছোট ভেবে জাঁর ত্রির অপ্যান না ক্ষতে হয় কথনও। এবার সমর হরেছে বিশিন এলো আলিলনটা করে নি; আমার ভক্ত এই প্রাবের শেবেই অপেকা করছেন, এই

প্রেরটা দিন তাঁর কাছে ছুটি পেরেছিলাম। হরেছে, অত পারের ধলোর কি হবে ? শক্তি—অভি !"

পথে নামিয়া আর একবারও - ফিরিয়া চাহিলেন না, দৃঢ়, ঋজু গভিতে সম্মুখের পথ ধরিয়া এক সময় একটা বাঁকের মুখে অদৃশা হইয়া গে'লন ৷ বিপিনবিহারীর মনে হইল, প্রভাত-স্র্গ্রের একটি বিশা কক্ষ্যুত হইয়া নামিয়া আসিয়াছিল, ধারে ধীরে বিলীন হইয়া গেল।

আফিসেব ব্যাপারটা ক্রমেই খোবালো হইয়া উঠিতে লাগিল।
আল্লাদের মধ্যে বরাবর একটা একা ছিল, ক্রমে সেটুকুও বাইতে
বিদিন ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া ছোট সাহেব ত্'-এক জন নিমন্তবের
আম্লাকে হাত করিল, এদিক'কার কথা ওদিকে পৌছিতে লাগিল,
খিটিমিটি হাড়িতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় আরও বছর-খানেক
টানিয়া টুনিয়া গেল, তাহার পর. বে আভন ধ্মাইতেছিল,
এক দিন সামান্ত কারণেই দপ করিয়া অলিয়া উঠিল।

নীলেব অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কুঠিতে আখের চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। চার্জে ছোট সাতেব। বিলাভ থেকে একটা আখ-পেড়াইয়েব কল আসিয়াছে ;কুঠি থেকে মাইল-খানেক দ্বে সাগরপুর বলিয়া একটা জায়গা আছে, কলটা সেইখানে বসানো হইবে। কৈলাশচন্দ্র আফিসে কান্ধ্য করিতেছিলেন, হোট সাহেবের আর্দালি আসিয়া বলিল—বীবাব, আধ সের ভেল চাই, কলটা চালানে। হবে।

কৈলাশচন্দ্র একটু বিরক্তির সহিত কাজের মধ্য হইতে মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"তেল—তা এখানে কেন? গুলামনবিশের কাছে বা!"

"গুদামনবিশ আসেমনি, তাঁর ছুটি।"

"क मिर्यु इ इ है ?"

"ছোট সাহেব।"

কৈলাশচন্দ্র একটু থমথমে হইরা রতিলেন, তাঁছার যেন মনে হইল ব্যাপারটা সাজানো, বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাচ নয়।"

আর্দালি গিয়া উত্তরটা জানাইতে ছোট সাহেব নিজে জাসিয়া উপস্থিত হইল। ভারটা বেশ একটু চড়া, প্রশ্ন করিল—"তেল দেওয়া ইয়নি কেন ?"

কৈলাশচন্দ্রও একটু ক্ষথিয়াই বলিলেন—"ভেল বের করে দেওয়া শামার কাজ নর।"

<sup>\*</sup>ঙণামনবিশ ছুটিতে থাকলে বড়-বাবু হিসেবে তুমিই ব্যবস্থা করবে না ?

ঁভা করতে হলে গুলামনবিশ যে ছুটিছে দেটাও আমার জান। উচিত ছিল।"

ভোমার থোঁ<del>জ রাথা উচিত ছিল।</del>

্রে বে অমুপস্থিত আমার ভাষবারই অবসর হয়নি, কেন না ইটি চাইতে হলে তার আমার কাছেই চাইবার কথা।

বেশ থানিকটা গ্রম-গ্রম জালাপ হইল, প্রবিধা করিতে না গাবিয়া সাহেব অবথাই তম্বি করিরা চলিরা গেল। ব্যাপার বে-রকম ইবা গাঁড়াইরাছে, একটা কিছু করা নিতান্ত দরকার, সকলেই জাসিরা কৈলাশচুদ্রের টেবিল বেরিরা গাঁড়াইল। ছির হইল সকলের জ্বিত একটা দরধান্ত দিতে হকুবে বড় সাহেবের কাছে। ত্রমধান্ত

লিখিয়া স্বার দ্বত্থৎ করাইছা তৈরার রাখা হইল। স্বাই এবছা চূড়ান্ত নিম্পান্তির ভক্ত প্রস্তৃত হইয়া অপেকা করিছে লাসিক্ট্রিনিম্পান্তিটা বাহাই হোক না কেন।

বৈকালে বড় সাহেব আফিসে আসিল, অন্ত দিনের চেরে একটু
বিলম্ব করিরাই। নিয়ম-মতো কৈলাশচন্দ্র ক্যাশ-বৃক প্রভৃতি জাঁহার
থাতা-পত্র দক্তথং করাইবার জন্ম লইরা আসিলেন। অহ্যক্ত পত্রী
সাহেবের মুখটা আজ। এই সময় দল্পথতেব কাঁকে কাঁকে
প্রতিদিনের কাজ লইরা কৈলাশচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হয়।
আজ সাহেব একটি কথা বলিল না, বাঁ হাতের আঙ্গে চুকানী
বিব্যা ঘাড় হেঁট করিয়া ওলটানো পাতার উপর থস-থস করিয়া
দক্তথং করিয়া ঘাইতে লাগিল—এই দক্তথতের শন্ধ আর ক্রিয়া
বক্ষই শুক্ত নিখাসের আওরাজ খরটার নিস্তব্ধতা ভক্ত করিছে
ক্রাসিল। তিদিকে আফিসের হলটাও একটা আসন্ধ্র ক্রিকের আশ্রাহ্যক্ত করিয়া আছে।

শেষ পাতাটির উপর দম্ভথং হওরার সঙ্গে সঙ্গে বাহারী কুলনীপ প্রসাদ হয়াবের পাশ হইতে বাহিল ১ইরা দর্থাভটা সাক্রেনিই টেবিলের উপর রাথিয়া দিতে গেল।

সাহেব একেবারে ক্ষিপ্ত চইয়া উঠিল, কুলদীপ প্রসাদ ক্ষ্ চুইতে দর্থান্তটা বোধ হর ছাড়িবার পুর্কেই সেটা ছিলাইয়া, মুঠাছ মধ্যে হ্মড়াইয়া তাহার গারে ছু ডিয়া দিয়া গর্জন করিয়া উঠিল— "বেরোও, বেরোও আমার সামনে থেকে সব বেরিয়ে বাও—ভোমল দল বেধে কুঠির সর্বনাশ করতে চাও•••"

সোজা না বলিলেও কৈলাশ্চন্ত এই অপমানস্চক **হকুমের মঞ্জে** পড়িয়া গেছেন, সংহত কণ্ঠেই বলিলেন— আপনি অভায় ক্ষার্থক আমাদের ওপর, ছোট সাহেবের •••

সাহেবের উগ্রতাটা দোজা আসিয়া কৈলাশচক্রের উপন্ন পঞ্জিক, বলিল—"তুমিই যত নটের গুরু, দল পাকিয়ে…"

কৈলাশচন্ত্রের কঠন্বরও কড়া হইয়া উঠিল, বলিলেন— মিশ্রে অপবাদ দেবার আগে আপনি কথাগুলো ভালো করে জ্লেহ দেখবেন・・・"

সাহেব বাগে কাঁপিতে কাঁপিতে—"হাউ ডেয়ার, ইউ । • • • বিশ্বাকঠন্বর আবও চড়াইয়া তুলিতে বিপিনবিহারী এবং কৈলালচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র জগদানন্দ হল, থেকে বাহিব হইয়া আসিলেন। জগদানন্দ নৃতন আফিসে ভত্তি হইয়াছেন, কুন্তি করা শরীর, তেজা বুবক—জামার আন্তিনটা প্রায় গুটাইয়া রাখিলেন; বিপিনবিহারী একটা কল লইয়া থাতায় লাইন টানিতেছিলেন, অনবধানবন্দত সেটা হাডেইছিল। • • • কল আর আন্তিন-গোটানো তুইটাই আক্মিক, সাহেছ কিছা দেখিয়াই— হামারা বন্দুক লে আও। — বিদ্যা নিয়েছে বাংলোর দিকে পা বাডাইল।

ক্তকটা ভূলে, কতকটা ইচ্ছাকুত ভাবেই সমন্ত ব্যাপার্ট্র এক্তিরানের বাহিরে চলিয়া গেল, বন্দুকের নাম করিতেও—"লে আছ তোম্হারা বন্দুক"—বলিয়া বিলিনবিহারী ও জগদানন্দ হই জনেই অগ্রসর হইলেন। আফিসের সংলগ্নই সাহেবের বাংলো, সাহের জ্বত পা চালাইয়াই প্রবেশ করিয়া হুরার বন্ধ করিয়া দিল; আর কর আমলারা আসিয়া ইহাদের ছুই জনকে ধরিয়া ফেলিল।

সেবিনকাৰ নাটকে এখানেই বৰনিকা-পাত হুইল।

এর পরের ইতিহাস থব ক্ষিপ্ত। আমলারা বিস্তানের আছি

আইবাৰ কতাদের বারস্থ হইলেন, অবশ্য থ্ব বেশি আখা না

আখিবাই। আশিকাটাই ফলিল; পাপুলের আহিস প্রায় এক রক্ষ

নুকন কবিরাই গড়া হইল। পাপুলের প্রায় সন্তর বংসারের জীবনের

অবসান বালিল।

পাওুল।—এ পরিবারের জীবনে মিথিলার এই প্রদূব গ্রামটি বড় একটা পথিত্র স্মৃতি, প্রায়ই আলোচনা হয়, হইলেই সবার মন একটি স্মৃত্য স্থিতায় ভবিয়া ওঠে। চলিয়া আসার স্মৃতিটি বড়ই করণ। শৈলেনরা তথন দারভালায় পড়িতেছে, বিদায়ের অভিজ্ঞতাটা ক্রেন্ডাক হইতে পার নাই; মায়ের কাছে প্রায় গ্রহণনিত, কিছু

স্মৃত্য বাবার কাছেও।—

চলিয় আদিতে হইবে একথাটা ষেদিন থেকেই পাকা হইয়া
ক্রেল, পাড়ায় বেন একটা চাপা হাহাকার পড়িয়া গেল। সত্তর বংসর
ক্রেলা মধ্যু বাব্র এই ছই পরিবার সমস্ত পাড়ুলের গ্রীতিই অর্জ ন
ক্রিলা আদিয়াছে—এই ছইটি বাড়ীতে বে আর কেই আদিয়া
আক্রিলা আদিয়াছে—এই ছইটি বাড়ীতে বে আর কেই আদিয়া
আক্রিলে এটা কেই ভাবিতেই পাথিত না। সমস্ত দিন বাড়ী—পাড়ায়
ক্রিলে এটা কেই ভাবিতেই পাথিত না। সমস্ত দিন বাড়ী—পাড়ায়
ক্রিলে । আর এক রকম নড়িতেই পারে না বলা চলে; প্রার
ক্রিলে একবার
ক্রিলে ক্রিলে আদিয়াছিল, আর এই। লাঠি ধরিয়া, নাতির উপর
ক্রিলা আদিল, ধয়্বকের মতো বাঁকিয়া গেছে, নিস্তারিশী দেবী
ক্রিলেভাড়ি নামিয়া আদিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া কপলে বসাইকেন।
ক্রিলাজাড়ি নামিয়া আদিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া কপলে বসাইকেন।
ক্রিলাজানের ঠাকুরমা পরিশ্রমের জক্ত ইাপাইতে হাপাইতে বলিল—
ক্রিলার্না, একবার বিপিনকে ডেকে পাঠাও। এই সব দেখবার
ক্রেল্টেই বেঁচে ছিলাম…"

বিশিনবিহারী আসিলে বলিল—"কাছে এসে বোস্ বিশিন।"

বিপিনবিহারী পাশে আসিয়া বসিলেন। ছোট ছেলেকে বেমন শ্বের, বুড়ী সেই ভাবে বিপিনবিহারীর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল—
শ্বান্থাইতেছে, চোথে জল করিতেছে—তাহার মাঝেই বলিল—'তোকে কোলের এপনটার পা ছড়িয়ে ব'সে 'উপটন'
শ্বাধাতাম—তুলহীনকে বলতাম—'ছেলের শোমার লোহার শ্রীর করে লোব, বত বিপদ, আপদ, কুনজর—গায়ে লেগে সব ছিটকে পড়বে,—
শ্বামি থাকতে থাকতেই সেই বিপিন পাণ্ডুল ছেড়ে চলল। ''তুলহীন,
শ্বাকাইছ না বে তুমি ?'

কাহারও চকুই ওছ নাই, এক বিপিনবিহারী ছাড়া; কিছু তাঁহার অবস্থা সকলের দেয়ে আরও সঙ্গীন হইয়া গাঁড়াইয়াছে। চোথের জল কোরে অভ্যাস একেবারেই নাই—কোন অবস্থাতেই, কিছু আর গাঁমলানো যার না। হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া শক্ত, অথচ এদিকে রগ ছুইটা এত টন্টন করিয়া উঠিতেছে যে চোথের জলের সজ্জা আর বৃঝি উক্টাইয়া রাখা যার না। অসহ অবস্থার পড়িয়া কি করিবেন জাবিভিড্রেম এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল—"লোগু, আছ় ?"

্ৰিপিনবিহানী পরিত্রাণ পাইলেন—"বণীক্ত এসেছে বৃঝি ।"
"বাসিরা উঠিয়া পাড়িলেন, গলাটা একটু পরিকার করিয়া লইয়া
ফার্যনের ঠাকুরবাকে বলিলেন—"পাড়ুল কেড়ে গেলেও পাড়ুল কি
আন্তার হাড়বে বাসী । ভোষাদের টানে আবার কম্ম বারণ-"

শেব না কৰিয়াই বাহিছে চলিয়া খেলে।

ষণীক্র বা বাল্যবন্ধু, স্থা-মুহাধের সমান অংশীদার। পঞ্জি বিশ্বনাথ বার বংশের ছেকে; শান্ত প্রকৃতি, বেলি কথা বর না আড়ম্বর করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরে নাই কথনও; বি বিপিনবিহারীর চেয়েও বিপিনবিহারীর কথা বে বেলি করিয়া ছাম অনেক বারই সেটা ধরা পড়িয়া গেছে। বাংলার মতো এখানেং পাতাবার রেওয়াজটা ছিল সে সমর, মুজন প্রশারকে ডাবেন— "দোক্ত," অর্থাৎ স্থাজাৎ।

'দোস্ত, হঠাৎ অসমরে বে ?"

ফণীক্স ঝার এদেশী প্রথায় ত্রিকছ করিয়া কাপড় পরা, বাঁ হাছে একটা কংবেলের নস্তাধার, গারে এদেশী প্রথাতেই এবটা চাদ্দ জড়ানো, ডান হাভটা ভাষার মধ্যে রহিয়াছে। বিশিনবিধানীর প্রথে একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বাঁ হাতের নস্তদানিটা আঙ্ল দিয়া হৃণ্ এক পাক মুবাইল মাত্র, কোন উত্তর দিল না।

বিশিনবিহারী বলিলেন—"তা বোস', অসময়ে আসতে মানা ছাছে বলেছি না কি কি কেবরং এসে বাঁচিয়েছ আমায়— যা পালায় পড়েছিলাম…"

চৌকিতে বসিতে বসিতে বলিলেন— দাদী দেখা করতে এসেছে।
বুঢ়িয়া এসেই কচি ছেলের মতন আমার কোলের কাছে টেনে নিরে কৌ
সব দিনের কথা—কবে কোল পেতে উপটন্ মাথিয়েছিল, ববে কি
করেছিল। শেষতে হবে, মনটা আজ-কাল এমনই থারাপ থাকে,
তার ওপব বিনিয়ে বিনিয়ে সেই সব পুরনো কথা—আমি ভাবছি দিল
বুঝি বুঢ়িয়া আমায় এই বুড়ো বয়সে কাঁদিয়ে—এমন সময় তুমিশ

ষ্পীক্ত ঝা বেশ একটু অক্সমনত্ম হইয়া ওনিতেছিলেন, কি বেন একটা চেষ্টা করিতেছেন ভিতরে ভিতরে— আন্তে আন্তে তান হাতটা বাহির করিয়া নেকড়ায় জড়ানো একটা কিসের তাল বিপিনবিহারীর সামনে চৌকির উপর রাথিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটে রাথো লেস্ত,।"

বিপিনবিহারী গল্পের মধ্যেই হঠাৎ থামিয়া আংখ ক্রিলেন— "কি এ দোক্ত, ?"

ফণীক্স ঝা যেন আরও কুটিত হইয়া উঠিলেন। আমতা আছে করিয়া বলিলেন— তোমাকে হঠাৎ যেতে হছে—এই সময় আবার চণ্ডারও চাকরীটা গোল—অবস্থাটা তো জানিই দোস্ত বাকালির মৃত্যুর পর ভালো বকম সামলে উঠতেও পারনি—কিছু নগদ ভোমার হাতে থাকলে হোত ভালো—তা আমার অবস্থাটা ভো জানেই—পণ্ডিতের বংশের ছেলে, পুঁথিতে বদি কাক্ষ হোত, এক সিধ্ক সদে

ক্ষীক্র ঝা একটু হাসিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার আগের মতোই বিধ'-অড়িত বরে বলিলেন—"তাই একলো নিয়ে এলাম—আমি নিয়ে এলার কি তোমার দোল্লের বৌ ই গছিয়ে দিলে—খান-কতক রূপোর গরনা-এক-আধ্যানা বোধ হয় সোনার থাকতে পারে, দেখিনি অতা আমাদের সবই তো রূপোর গরনা, জানোই তো—আর অর্জই—এতে বে কি হবে—তবে আর তো নেই বিশেব…"

বিশিনবিহারী সম্মোহিতের মতো বাণ্ডিসটার দিকে চাহিরী আছেন। আজ বেন অক্সর সম্পা হইতে পরিবাশ নাই ই, বেন মুক্তেই নাই, এক আরুসার রেহাই দিয়া সে এক আরুসার একেবানে



বিবিল্লা ধরিল। বিপিনবিহারী বাধা দিবার কোন চেটাও করিলেন না, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিলা বলিলেন—"পাণ্ডুল থেকে শেষে আমায় এই বয়ে নিয়ে যেতে হবে দোস্ত ?"

ফণীজ বা বেন মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন, সমস্কটা স্ম্পূৰ্ণ ভাবে বীব উপর চাপাইয়া বলিজেন— আবার সামলে উঠলে তথন· আবা মুদ্দিল, ভোমার দোন্তর বৌকোন মতেই যিরিয়েনেবে না—
মানে পড়ে আমি· আব ভোমাকে যদি ওবা কথন আলাদা করে
দেশত· "

বিপিনবিহারী চারিটা আঙ্ল বাণ্ডিলটার উপর চাপিয়া ধরিয়া বিনলেন—"আর বলতে হবে না দোল্ড, এই আমি নিলাম; বিদ্ধ শীপাতত তাঁর কাছে গছিতে রেখে দাও গে; আমি প্রেভিজ্ঞা নাহি, দরকার বৃদি পড়ে আবার তাঁর হাত থেকে নিশ্চর আসিবার দিন সমস্ত গ্রাম বেন ভাঙিরা পড়িল, শাশেসমীয়ে উঠিকেন—হায়-হায় এব সঙ্গে তথু আশীর্কাদ—

গিরিবালা বলেন— দৈবটাই খ্ব বছকর, কিছ তার মধ্যের ছলারমন আর খজনীর মূখ যেন মনে গেঁথে বলে আছে। আপনাক্ষের বাড়ীর চৌকাঠে ঠেস দিয়ে ছলারমন শান্দেনীর দিকে চেয়ে গীড়িয়ে আছে, হ' হাতে আঁচল তুলে মুখের প্রায় সমন্ডটাই চেকে বেলেছে, চোখ দিয়ে জল উপচে উপচে পড়ছে। আঙ্লের ওপর দিয়ে আমার পানে চেয়ে আছে— যেন যভটা পারে, হতক্ষণ পারে, দেখে নিতে চার ট

আর একটু এগিয়ে, শাম্পেনী থেকে অর একটু দ্বে গাড়িয়ে আছে থজনী— কায়া নেই. কিছু নেই, ফ্যাল কাল করে আমার কোলে অকর দিকে চেয়ে আছে— মূথ দেখলে মনে হয় তার বেন কিছুই বইল না জীবনে— হেন বুঝতে পানছে না কি হোল— বারা ছেড়েই বাবে তাদের করেও ও কেন এমন করে সব ছেড়ে দিয়ে কসল ""

অক্সাত, বৃত্তবিশ্বতি, বিভয়োলাস, আপুৰিক বোরার অক্সাত আগমন, তেওু রে আবিকারের প্রচেটা, ববের সালা ক্র সর্বোপরি কন্টোলের অনিয়ন্তি বিধি-ব্যবহা—আহা আনন্দের ক্র আভ-প্রাত ! এরপ অবস্থায় ভোমার আগমন অবস্থিত না ক্রেড সতাই অপ্রাসঙ্গিক নয় কি জননী ? এসেছ বধন বেতে ক্রা অপোভন ৷ বে ব্যবহা তা'তে ঘর-জামাই পর্যান্ত পালিরে বার্টি, দেবতা ত কোন্ দ্বের কথা ! দৈন্দিন জীবনবাত্রাকে হিছারা সহজ, সরল এবং সাল ক্রার ভার প্রহণ করেছেন তাঁদের পুলাই স্ব্রপ্রথম ৷ বাঁচি যদি ভোমার আবাধনার জীবন উৎসর্গ করবো ইন্টা রইলো ৷ অক্সনদের অনিছারত অপরাধ মার্জনা ক্রোরো মা !

বংসরাত্তে এসে সন্তানদের দেখে তোমার খুসীর সীমা নাই
ক্লিক্ষই ! প্রকৃতি যেমন অনুকৃল তেমনই বালালীর সাংসারিক
ক্লিক্ষই ! প্রকৃতি যেমন অনুকৃল তেমনই বালালীর সাংসারিক
ক্লিক্ষা— হংব আছে বটে দারিপ্রা নেই ; এখর্যের প্রাচুর্য্যে গর্ক হর ।
ক্লিক্ষা না হর প্রীমান গণেশকে একবার পরিদর্শনের জক্ত পাঠাও
ক্লেক্ষ রাজ্যার—দেখবে কত শত জাতীয় ব্যাক্ষের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে
ক্লেক্ষাল মধ্যে আর দেশ অগ্রসর হয়েছে শিল্পে ও বাণিজ্যে । গণেশের
ক্লিক্ষ্যি তদিকে খাকাই বিধেন্ন, কারণ প্রতিষ্ঠায় যেমন তাঁর প্রয়োজন
ক্রিক্ষাল পতনেও তেমন দর্কার ।

এবাবের উল্লেখযোগ্য বিষয়— থাজ-বেশন ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষালির কন্ট্রোল। আশ্চর্য্য কন্ট্রোলের মহিমা! ইছার স্পর্শে ক্রিই উবে বায় কর্পুরের মত। সেই জন্ত দেখাতে দেখাতে জার ক্রিটি বিশিষ্ট বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করেছে দৈত্যকুলের ক্রিটেকের মত। সেই সর্বজন-পরিচিত বাবসার রাশ নাম— ব্লাক্
ক্রিকেট'। কন্ট্রোল ও ব্ল্যাক মারকেট যেন যমক ভাই—ক্যাই



আর মাধাই, কায়। আর ছারা, জন্ম আর মৃত্যু। একটির অভাবে আপরটির রূপ উঠে কুটে। কন্টোলে যা ছম্প্রাপ্য ব্লাক্ মারকেটে জা সহজ্ঞপ্রাপ্য, দর-দন্তর নাই, হাতে হাতে আদান-প্রদান, হিলিলের বালাই নাই। দেওয়া, নেওয়া, সট্কান দেওয়া। এ ব্যবসার লিলা বেমন সহজ উন্নতি তেমনই ব্রুক্ত, মাসথানেক খাটুতে পারলে লাল হরে বায়—'বদি না পড়ে ধরা'। বাড়ী এবং গাড়ী ব্রুক্তাটিকে জুল-কলেজে অবল্যপাঠ্য করার বিশেব প্রেরোজন। আনি না কবে সে ক্লিন আসবে। থাবি থাওয়ার আগে কেলেটাকে পারকাশী দেবে গেলে নিশ্চিত হতাম।

, পভাব আমাদের কিছুই নেই কেবল বা হংখ প্রা-কল্লের !



#### বিশ্বে প্রাপ্ত

### रेमाट काथ जाकाशाश

লক্ষীমন্ত দেশে শ্রীমতী কন্ষীকে একবার পাঠাও বেশন কার্ড দিয়ে।

মন্তীতে বেকলে নবমীতে এসে পৌছবেন ছ'সের ছ' ছটাক চাল, আর

আধ সের চিনি নিয়ে। একবারেই আন্তেল হবে আর এছতে

চাইবেন না ভননী! দৃশাও সেধানকার মনোহম— যেন মোললসরায়ের থার্ড ক্লাস ওয়েটিংকম। যাত্রীরা ঠেসাঠেসি করে হত্যা

দিছে পিতৃপক্ষে গ্রার টিকিটের জন্ত!

ছংখ কোরো না ভগ্রতী— আনক্ষের মাত্রা এখানে কম নয়।

দিকে দিকে বস্ত্র-সৃষ্টে আছুইভারি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এখানে
ও-ব্যাপারটি নেই: এই দিগন্বরের রাজ্যে আত্মহত্যার বস্তেরও অভাব।
ভথাপি বাহির হ'তে বস্ত্র-দৈক্ত বোঝবার জো রাখিনি জননী।
ধোপদন্ত কাঁধ-সেলাই পাঞ্জাবীর সঙ্গে ধোয়ান মাঝ-সেলাই হর-দৌরী
কাপ্ত্থানা আন্তে ভুলে ধরি রাভায়! বাভীর প্রশ্নে থাত্রিস্ত
কোরো না জননী—কাজ সেরেনি— আ্থার-জ্য়ারে, অথবা গামছার,

অথবা চেঁডা ভানায় ব্যাস--! সরকার বন্দোবস্তের ত্রুটি করেন নাই। বাস্তার বাস্তার দোকান বন্ত্ৰ-সম্ভাবে সঞ্জিত। কোটা এলেই মোটারা নিয়ে পালায়, ভোমার পাৰ্মিট হাতে ভাকায় ফাল ফ্যাল করে। শক্তি ও উত্তম वर्ष्ट्रान्य ज्ज्य भिवानवयामीएन ষেতে হয় তিন মাইল দুরে শিউপুরে আর পক্সাবাসীদের আসতে হয় লক্ষায়। সকালে বেরিয়ে বিকালে ফিরতে হয় অভুক্ত অবস্থায় তথু হাতে, খর্মাক্ত কলেবরে। শ্রমের সুরাহা হয়েছে-সাড়ী অদল-



বদলের পালা সাজ হয়েছে, হালামা বেঁচেছে। কাপড়ের ব্যাগার অবের হিমালের অভিবানের ছোট-খাট বিভীর সংস্করণ। তার ভক্ত দিন-কণ চাই, সাক্ত-সরঞ্জাম করতে হয়—য়থা বেস ক্যাল্প অর্থাং বাটা হ'তে বাত্রা করে বেতে হয় ফার্ট পারমিট সপ্, কক্ষীচেণ্ডারাম—লেবা আছে—সির্ফ লংক্রট হ্যায়। অপ্রয়োজনীর বিধায় পৌছতে হয় সেকেও পারমিট সপ্, চকে—পড়ে আছে মাত্র আট হাত সাড়ী ছোট বহরের। চাহিদা মত লা পাওরায় এলিরে চলি মদনপুরার ধার্চ পারমিট সপে—সেধানে আছে য়তীন সুদ্দি—! আমর্মাণ

ছাতী বগলে ব্যাক্তহার্ড মার্চ করি গৃহ পানে উইখ এ মার্চিং সং— গাল আমার ধ্লাংখেলা সাল আমার বেচা-কেনা···'!

সক্ষী-বাজারের অবস্থা

মন্দ্র নার । সব আছে,

বেঁসতে পারা যায় না ।

পোড়া কুমড়াও দর-দামে

পারা দিচ্ছে পটলের

সঙ্গে । সগর্বের চলেছে

কচু আর ভিক্তি । একটি

আমরা সারা জীবন

পোড়া থাই গুরুজনের

করার, অপর্বিট ভুলনা হর

পিতির সঙ্গে । আলুর

কথা ভূলে গেছি, তাই

ত সরেনা দেখালে আঁতকে



উঠি। মাছে-ভাতে বাঙ্গালী—এ কথার ভাষপুর্য্য বোঝা গেছে হাড়ে-হাড়ে এ বংসর। সেথানেও কন্ট্রোল চুকেছে। 'কন্ট্রোল



माह श्राह'— उन्ल लाक लोएए थाक उद्गिशाल लोएए थाक उद्गिशाल लोएए थाए। ध्यान मरण कन्दीन मन् चिनत, चम्हे-न्दं! हिवानाबीद यांत्र चार्काय मन्द्रन। वाहित हर्ष्ट्रिक डीए खरम मन्दिन उद्गित्र डीए स्ट्रम प्रक्रव उद्गित्र डीए स्ट्रम प्रक्रव स्वाह्रद स्वीवस्थ विकानन!

খণ্ড-প্রলয়ের পর পাওয়া যায় মাছ, দিশেহারা হয়ে গৃহে ফেরে হর্গ-জ্বরের আনন্দ নিয়ে। ইলিশ উঠলে নালিশ কম্বে। প্রভাতের কসুবত বাঁচবে।

পেশের ব্ৰেক প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তা বোধ হয় অন্ত্র করেছ। বংসর বংসর বংসাচেছ জাতীয় পরিচ্ছন। এবার এসেছে তরুপদের কুস প্যাণ্ট, হাফ সার্ট, প্লাস বাটার ছ'টাকা পনের আনার কাবুলী চপ্লল্ ! কি আটি যে দেখার তা বর্ণনা করতে পারি না। তরুণীদের বড়ই হুর্গংসর জননী! মিল-বল্ল না মেলার তাঁত আর ছাপা রাখলে মান। হুই-একটি তরুণী সাথে লয়ে তরুদের অগ্রগতি—প্রিমধ্যে হঠাৎ জাগ্রত করে অভীছ ইউরোপের বীর নাইটদের শ্বতি—গর্কে, উরাসে, গেয়ে উঠি…'আমরা আনিব রালা প্রভাত'।

নৈতিক চরিত্র যথেষ্ট উন্নত এবং বিশিষ্ট্রতা লাভ করিয়াছে।

দিকে দিকে পান-শালা স্থাপিত হইয়াছে। সিংধল চোক্ত্র শীল্র মেলে না। ভক্র পকেটমার বাজার গরম রেখেছে।

পাশ-পকেট হু'টি তাঁদের হাতে সমর্পণ করে বেক্সতে হক্ত্র রাস্তায়। বহু আশীর্কাদে পরেব হাতে পিছ্লে না গিয়ে হাত ক্ত্রী

এরই মধ্যে চঞ্চল হ'লে চল্বে না চিমারী! যাবার আগে একটি নিবেদন আছে জননী! কন্ট্ৰেল-বাবস্থা স্বৰ্গনাক্ত্যেও প্ৰবৰ্ত্তৰ করতে হবেট। অপাচয় হ্রাস ও অভাধিক সক্ষা প্রশামিত হবে। দেববাজা কশ্মিবহুল—ভোমার আত্মীয়বর্গেরও অভাব নেই। 🐠 একটিকে বাহাল কোরো এক-এক দিকে। মৃদ্ধা<del>স্থে কম্বেড়</del> কার্ভিকেয় নিক্সা। থুলে দিও তাঁকে একটি ক্লথ রেশন সপ্ নচে<sup>ছ</sup> ব্লাড-প্রেসারে ভূগবেন। ছভিক্ষের ছনিবার আক্রমণ **হতে** দেবস্থাকৈ বাঁচাবার ভার নেবেন স্বয়ং লক্ষী—ধূলবেন গ্রেণ কন্টোল লপ্ 🕩 যুদ্ধোত্তর স্বর্গে শিল্প এবং বাণিজ্য অত্যাবশ্যকীয়, চারু শিল্প, দর্শন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে বীণাপাণি ভার গ্রহণ কক্ল— "সর**স্থতী**: কেমিক্যাল ও ইনডাগ িষ্ট্রয়েল ওয়ার্কসূত্র : ততে মানও আছে দামও আছে। এখন বাকী কেবল তুমি। জানি দেবরাজ্যে সাজ্য মজলিসে ভারতের স্বাধীনতার জন্ম তুমি অগ্নিময়ী বক্তৃতা বর্ষণ 🗪, কিন্তু . দবী তা'তে আমাদের পেট ভ'রে না—মন পুরে না। এই ছঃখ-हान देनका-क्रिक्टे मध्यूप ७ क्रुयरकत स्मरण महा देखतान्त्र आवि**छार** একান্ত আবশ্রক। আমাদের বিনীত নিবেদন তুমি পৌছে দিও। তাঁর চরণে।

টাইম চেঞ্জে হাওড়ায় হচ্ছে ছলপ্পুল। কম্মচারিগণ **খাছেন** হিম-শিম আর যাত্রীরা হচ্ছেন নাজেহাল। কা**জ নেই** ওদিকে এগিয়ে, উঠে পড় জননী প্লেনে—এ আসেও কুইক্ বায়ও / কুইক্।

পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তাহ'লে কোনদিন না কোনদিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ কলেও তেমনি তার ফল একদিন না একদিন নিশ্চয় ভোগ করতে হবে।

-श्रीतामक्रक

ক্ষান এটে বছ করে তালা লাগান ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। আনা-কাপড় বা আছে গারেই পরে নিয়েছে তারা। ছেলে ছ'টির হাতে ওলান একটি করে সানকি আর এক ভোড়া ভাতের ক্ষাটি ওঁলে দিল। কটি কটি দৃট মুঠিতে পারা সঞ্চলি ধরে থাকে। এ বেন ভাতেরই প্রতিশ্রুতি। ভার পর মাঠের উপ্র দিয়ে ভাদের

চলা অক হয়। আহার-অবেথী ছোট দলটি এত আতে গাটে বে মনে হয় থেন নগর-দেয়াল প্রস্তু আব ব্রি

**ভাষা পৌছতে** পারবে

वा कथाना।

त्यदिगोदक नि एक व কোলে নিয়েছে ওয়াত। শ্ৰানিক পৰে যখন সে দেশলে বে বুড়ো বাপ **ब्रह्में वाक्रिक वृथ के एक** দ্যুত্তে বাবে হয়ত ভখন সমাদিক ওলানের কোলে क्रिक अकट्टे मीट्ट श्रव स्रोगरक का कृतन निम নিজ্ঞান শিক্তি—ভার পর উভালের মত হালকা শ্বৰের প্রকলো দেহ পিঠে क्षानिक भा क्रिया हित्व अवस्य गांत्रण। निःगस्य स्थान हांचित लंग लारे **মাটি** মন্দিৰ বাব ভিতৰে

ক্রমনেরীর মৃতি অবিচল মহিমার আসীন।

ক্রমান সংসাবের কোন ঘটনাতেই

ক্রমণ নেই তাঁদের । তাঁক শীতের

ক্রমো সংস্থেও ওরাতের হুর্বল শরীর বেয়ে

কর্তা। এই হাওরারও বেন বিরাম নেই।

ক্রমাত মান্নবের পিঠে সে বেন চাবুক

ক্রমানত থাকে। ছেলে হ'টি শীতে

ক্রমান ও ভাবের বোফার ক্রমের। ওরাভ ভাবের বোফার ক্রমের।

জ্বৰানে শীত নেই। সেধানে রোজ থাবার পাওয়া যায়—শাদা ফুরফুরে ভাভ মেলে। সেধানে গিয়ে গুরু খাবে আর খাবে।'

একটু করে এগোর আর বিশ্রাম করে তারা। এমনি ভাবে শেবে তারা নগর-বারে এসে পৌছার। এগানকার পাথরের ঠাণ্ডা হাওরা এক সময় পুনী করত ওয়াভকে। পাহাড়ের কাঁক দিরে বরফ-জল বেমন ছুটে চলে ভেমনি ভাবে এই স্লড়ক-পথে ছুটে চলেছে কনকনে কর্কা নীতের হাওয়া। পারের নীচে কাদাবেশ পুরু হয়ে উঠছে আর কাঁকে কাঁকে বরফের হৃচ। ছোটরা এগুতে পারে না। গুলানের কোঁলে মেরে। তা'ভিন্ন নিজের ভারেই সে অবসর হয়ে প্রেছে। বুড়ো বাপকে পিঠে নিয়ে ওয়াঙও চলেছে কোন মতে রাইরি টেনে টেনে। বাপকে পিঠ থেকে নামিয়ে ওয়াভ প্রভাক ক্রেকাক হয়ে ক্রেকাক ছুলে ভূলে পার করে দের আয়ুগাটা। এভটুকু পরিশ্রবেই

ওয়াঙের গা' বেরে বাম স্বন্ধত থাকে টপ-টপ করে। সাঁগতটাতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চৌথ বুজে কিছুকণ দাঁড়িয়ে হাঁকাতে থাকে জান্ত। আন ভার পরিবাববর্গ তাকে ঘিরে শীতে কাঁপতে বাঁপ্তে অপেকা কবে।

এত ক্ষণে তারা সেই ফটকের কাছে এসে পড়েছে। বিস্তৃত্ব অর্থলি উঁচু লোহার বাধা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছ'পাশে জন

> ভেন্ধা, রোদে পোড়া হ'টি ধুসর সিংচ-মূর্ত্তি। ফটকের সি'ড়িতে জড় হয়ে গরে আছে কতকগুলি ছিল্লবসন জনাহারী

> > নাবী, শিশু, পুরুষ।শেরদ আঁটা ফটকের দিকে কুঘার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিরে আছে তারা। ধরাও বধন তুম্ম দলটি নিরে তাদের পাশ দিরে যাছিল এক জন বিকৃত গলার চেঁচিরে বললে—'দেবতাদের মতই বড় লোকদেরও প্রাণে দরা-মারা নেই একটুও। ওদের ঘরে এখনও চাল মজুত ররেছে। চাল দিরে ওরা মদ চোলাই করে আর জামরা না বেতৈ পেরে মরি।'

কথা শেষ হতে না হ'তেই আৰু এক জন কৰ

আক্রোশে বলে— 'বলি এক বার এই ইটো হাতে জোর ফিরে পেতাম তাহলে এনের ফটকে, প্রাসাদে, মগুপে আগুন ধরিরে দিতাম! সে আগুনে নিজে পুড়ে মরতেও আমার ভাল লাগত। যে বাপ-মা এই হোরাত কর্তাদের জন্ম দিয়েছে বিশ্ তাদের।'

কিছ ওরাঙ এ-সবের কোন জবাব না দিয়েই নিঃশব্দে এগিয়ে যার দ্<sup>কিষ্ক্</sup> দিকে।

সহবেব ভিতৰ দিয়ে তাৰা দৈকিণ প্রান্তে চলে এল। এছ
শামুক-গতিতে হৈটেছে তারা যে ইতিমধ্যেই বেলা পড়ে এসেছে।
আধার ঘনিয়ে আসছে চারি দিকে। ওরান্ত দেখলে তাদের মত ফুই
চেহারার বিরাট একটি দল দক্ষিণের দিকে চলেছে। দেয়ালের কোন কোণে স্বাই মিলে জডাজড়ি করে একটু ঘ্মিয়ে নেবে একখা ভাবছে
ভাবতেই তারাও সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। ওরাভ এক জনকে
জিজ্ঞাসা করল—'এত স্ব লোক বাজ্ঞে কোখার?'

লোকটি ভবাব দিল— 'এখানে থেতে পাছি না। আওব গাড়ী ধরে দক্ষিণে বাব। ঐ বে দ্বের বাড়ীশুলো দেখা বাছে ওখান থেকে গাড়ী ছাড়বে। নাম মাত্র ভাড়ায় নিয়ে বাবে আমাদের মত লোকদের।'

আগতনে গাড়ী! গল ভনেছে গ্রন্থ। জনেক দিন আস



অমুবাদক

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়স্তকুমার ভা**ত্**ড়ী চা'বের লোকানে লোকের মুখে শুনেছে এই গাড়ীর কথা। খেকলে বাথা বগীর পর বগী। মাছ্য বা পশুতে টানে না, ঠিক ডাগনের মত নাক দিয়ে গরম বাম্প আর আশুন উদ্গার করতে করতে একটা যার টেনে নিরে চলে সেই ভারী লখা গাড়ী। বহু বার সে ভেবেছে কোন ছুটির দিনে গিয়ে দেখে আসবে নিজের চোখে। কিছু মাঠের এটা-ওটা নানান কাজে কোন দিনই আর সময় হয়ে ওঠেনি'। ভাছাড়া লোকে যা জানে না, বোঝে না, ভার প্রতি অবিখাসই আদে। প্রতিদিনের জীবনে যার প্রয়োজন নেই ভা'না জানাই

কিন্ত সে বাই হোক, এখন সে সন্দেহ-সংকৃত মন নিয়ে বোকে জিল্লাসা করে—'আমরাও কি তাহলে এ আগুনে গাড়ীতে বাব ?' বৃহকে আর লিশু হ'টিকে তারা চলমান জন-চাপের বাইরে দূরে টেনে এনে উৎকঠিত নোখে নিরীক্ষণ করে। মুহুতের বিরতিতে বৃহ মাটিতে ভেলে পড়েন। ছোটরাও ধূলার বসে পড়েছে। চারি দিকের পারের ঠেলাঠেলি তাদের ভূমি-আসন থেকে টলাতে পারে না। মেরেটি এখনও ওলানের কোলে কিন্তু তার মাথা ওর হাতের উপর ঢলে পড়েছে। তার স্থিমিত চোখে-মুখে এমন একটা মুত্যুর সক্ষেত্ত বে ওয়াভ সব ভূলে গিরে চেচিয়ে বলে—'গুকী কি মবে গেল ?' ওলান মাথা নাডে।

'এখনও যায়নি'। এখনও ধুক ধুক করছে। কিছু জ্ঞাজ বাত ভোব হ'বে না। জ্ঞামাদেরও না—যদি না—'

তার পর বেন সে আর কোন কথা বলতে পাবছে না এমনি ভাবে
শীর্ণ প্রান্ত চোধে তাকার স্থামীর দিকে। ওহাঙ এর কোন জবাব
দের না। মনে মনে ভাবে সে আর এক দিন এমনি ইটিলে রাতের
ফুবেই তারা স্বাই মরবে। তবু সাহস দেওরা হাসির ভাগ করে সে
ছেদেদের বলে—'উঠে পড়। দাছকে ধরে তোল। আমরা ঐ
আঞ্চনে গাড়ী চেপে দক্ষিণে যাব।'

কিছ যদি না সেই অন্ধকারের বৃক্ চিয়ে ভ্যাগনের গর্জ নের মত একটা হংকার আসত আর ত্'টো বড় বড় চোথ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটত, তারা আর নড়ে বসত কি না বলা যার না। কিছ ঐ গর্জ নে সবাই ভয়ে হাউ-মাউ করে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল এবং এই বিশৃংখলতার মধ্যে নানা দিকের চাপ থেতে থেতে তারাও এগিয়ে বেতে লাগল সামনের দিকে। কিছ কিছুতেই যুথভ্রাই হল না। অবশেবে সেই অন্ধকারে বহু কঠের চীৎকার আর আর্তনাদের মধ্যে তারা কোন প্রকারে একটা ছোট দরজা দিয়ে বাক্সের মত ঘরে বাক্ থেয় তুকে পড়ল। আর ভ্যাগনটা তাদের কঠের প্রে নিয়ে শিবভান্ত গর্জ নের সঙ্গে অন্ধকারকে ছিয়-ভিয় করতে করতে ছুটতে লাগল।

22

ই'টো রপোর মুদ্রা দিয়ে ওরাত শতাধিক মাইল বাবার টিকিট কিনেছে। অফিসারটি মুদ্রা হ'টি নিরে এক মুঠো তামা কেবং দিয়েছে তাকে। গাড়ী থামলে জানালা দিয়ে সে থাবারয়ালার কাছ থেকে চারটে ছোট ফটি আর মেরেটার জন্ম এক বাটি নরম ভাত কিনলে। সেধানে গেল করেকটি পেল। বহু দিন পরে তারা আজ একবার খেতে পেরেছে। °বছ দিন আনাহারে থাকলেও থাবার মুখে প্রতেই খাঁভার ইছা চলে বায়। ছোটদের ভ জনেক সাধ্য-সাধনা করে

তবে খাওরান গোল; ওধু বুড়ো নিদন্ত মুখের মাড়ি দিয়ে এক-টুকরে। কটি চুযতে থাকেন সর্বক্ষণ।

আগুনে গাড়ী কম-কম করে ছোটা শুরু করতেই প্রতিবেশী যাত্রীদের দিকে চেয়ে সম্মেচে বৃদ্ধ বলতে থাকেন—হৈতে হবেই। বহু দিন না থেয়ে-থেয়ে থাওয়ার ইছা চলে গেছে। তবু থাওয়ার ইছা নেই বলে মরার ইছা নেই আমার।' শুকনো কাঠের মন্ত্র ছোট একটা বৃদ্ধ শিশুকে হাসতে দেখে স্ব কুখার্ডের মুখেই একটা হাসির ঝিলিক হাসে।

কিছ সবগুলো পেন্দা ওরাঙ থাবাব কিনে খবচ কবলে না। বঙ্চ দুব সম্ভব কিছু বাঁচিয়ে রাখলে দক্ষিণে পৌছে থাকার ভক্ত ছাউনী তৈরী কবার চাটাই কেনার সম্বল হিসেবে। এই গাড়ীতেই এবল আবো মেয়ে-পুরুষ আছে যারা এর আগেও দক্ষিণে গিয়েছে। কেউ আছে যারা প্রতি বছরই দক্ষিণের সমৃদ্ধ সহরগুলিতে দিন-মন্ত্রী থাটতে যার। ভিক্ষা করে থেশ্ব দিন-মন্ত্রীর পরসা বাঁচার। এই অনভান্ত পরিবেশে নিজেকে থাপ থাইয়ে নিতে নিতে বাইয়েছ ছুটস্ত গাছপালা ও মার্টের নৃতনত্বের ঘোর কেটে সেল বখন আবাছ ধরাভ আশো-পালের লোকগুলির কথা ভনতে মন দিলে। জনেকভালী নির্বোধের কৌতুহল নিবৃত্ত করে সেই ক'টি অভিজ্ঞ মেয়ে-পুরুষ।

উটের মত কোলা কক ঠোঁট এক জন বলল হাঁট চাটাই কিনতেই হবে। প্রতি চাটারের জক্ত হ'পেল। ঘটে বৃদ্ধি থাকে ভ এক একথানার দাম হ'পেল দেনে আর যদি গোঁরো চাথা হও ভ ভিন পেল আদার করবে। বভাই বড় লোক হোক্ দক্ষিণেরা আমার বোজা বানাতে পারবে না।' লোকটা মাথা ছলিরে চারি দিকে ভাকার প্রশাসার লোভে। অনস্থ উৎক্রি নিয়ে শোনে প্রাঙ

'তার পর ?' গাড়ীর মেঝেতে থাবিড়া মেরে বদে ওরাও প্রশ্ন করে। এ বগীথানিতে বদবার কোন ব্যবস্থা নেই। মেবের কার্ক দিরে ধূলো আর বাতাস উড়ে আসে। লোকটি পূর্বের চেরেও পর্লা চড়িরে বলে—'তার পর ?' চাকার কনঝন আওরাজ ছাপিরে ওঠিতার গলা। 'তার পর চাটাইগুলো জোড়া দিয়ে কুঁড়ে তৈনী করে ভিক্নায় বের হ'বে। প্রথম প্রথম কালা আর ময়লা মেখে চেহারাটাকে বত দূর সম্ভব হতচ্ছাড়া করে নেবে।'

ওয়াভ জীবনে কথনো কাকৰ কাছে হাভ পাতেনি। **দক্ষিণেৰ** অজানা মামুৰদের কাছে এমনি ধারা ভিকা করার চি**স্তার বন** কিছুতেই সায় দেয় না তার।

ভিকা করতে হবে?' প্রশ্ন করে ওয়া**ও**।

'নিশ্চয়।' উত্তর আসে কক চেহার। লোকটির—'অবশা বৃতক্রণ না কিছু থেতে পাছে। দক্ষিণের লোকদের খবে এত চাল আছে। যে প্রতিদিন সকালে যে কোন সন্তা লঙ্গরখানায় গিয়ে এক শেনী দিলে পেটে যত খবে তত সাদা চালের মাড় খেতে পাবে! খাওবার প্র আরাম করে ভিক্ষায় বেকতে পারবে! তার প্র কড়াইক্লটির ঘুগনী, বাঁধাকপি আর বন্তন কিনে খেও।'

ভরাভ সবার থেকে একটু দ্বে সরে এসে গোপনে কোমবের বেল্টে হাত চুকিরে ক'পেন্স আছে গুণে দেখল। ছ'খানা চাটাই আর এক পেনীর চাল কেনার পক্ষে বধেষ্ট। এসব করেও ছিল পেন্স বাকছে। আবার নৃতন করে জীবন আরম্ভ করবে এই চিন্তার ক্ষিত্র কাৰ্যাক হাতে করে পথচারীয় কাছে ভিজা করতে হবে এই কাৰ্যাকিত হতে থাকে তার মন। বুড়ো বাপের পক্ষে, বাচচা কার্যাকিত, আমন কি তার বৌ'র পক্ষেও হয়ত ভিজাই ভাল কিছ কার্যাকিত্র মুক্তার হাত জাছে।

ক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল—'আছা, সেধানে কি ক্ষাৰ ক্ষাৰ্থৰ কোন কাজ পাওয়া যায় না গ'

কাৰ ? ঘুণার সকে লোকটি মেৰেন্ডে থুথু ফেলল—'ইছা কলে হলদে বিকশ'র ধনী লোকদের টানতে পার ! দেড়িতে দেড়িতে কলে কল হরে যাম বরবে । তার পর আবার তাকার অপেকায় বসে কলে। ততক্ষণে সেই যাম জমে তকিষে গারে বরকের জামা ক্রিয়ের দেবে । আমার কাছে ভিকাই ভাল।' এই বলে এমন ক্রিয়ের দেবে । সম্থাবাপ করলে বে ওরাত্তের আর তাকে প্রেল্ল করার

কিছ তবু লোকটির কথা ভলে-ওয়াঙের ভালই হোল। আগুনে

ক্রাড়ী বডকণে না গন্ধব্যস্থলে পৌছে সবাইকে মাটিতে নামিরে দিল

ক্রাড়ী বডকণে না গন্ধব্যস্থলে পৌছে সবাইকে মাটিতে নামিরে দিল

ক্রাড়াধ্সর দেয়ালের ধারে বাপ আর ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখে

ক্রাথ্যে বাকে ভাদের উপর নজর রাথতে বলে সে চাটাইরের থোঁজে

ক্রাথ্যে কোল। বালারের পথ কোন্টা, রান্ধার একে-ওকে ভিজ্ঞাসা

ক্রাথ্যে জেনে নিল। এখানকার মান্থবঙলো এমন তীত্র নিখাদে কথা

ক্রাথ্যে ব্যেশ্বন্টা সে কিছুই ধরতেই পাবলে না। বার-কয়ের সে একই

ক্রাথ্য জিল্পানা করল। ভারাও ধরতে পারে না ওয়াডের কথা—শেবে

ক্রাড়াজালা করল। ভারাও ধরতে পারে না ওয়াডের কথা—শেবে

ক্রাড্যে ডাঠে। ক্রমে সে কাকে জিল্ডাসা করতে হবে ব্যুতে পারে—

ক্রেড্র নেয় কে ঠাণ্ডা-মেজাজী। দক্ষিণের এই লোকেরা একটুতেই

ক্রিড্রেড চাটে বার।

আবলেবে সহরের উপকঠে চাটাইরের দোকানের হদিস পোল

করেছে। সব-আছার মত গদীতে দাম বেলে সে চাটাই নিয়ে

ক্রিয়ে এল বেধানে সে অক্স স্বাইকে রেখে গিয়েছিল। স্বাই ব্রে

ক্রিয়ে তারই অপেকার। সে ফিরে আসতেই ছেলেরা স্বস্তির নিবাস

ক্রেল কলরব করে উঠল। অপরিচিত জারগার অপেকা করতে

ক্রেলেভ তারাও বেশ ভর পেয়ে গিয়েছিল। শিতদের মত বিশ্বিত

জানতে বৃদ্ধ বাপ চারি দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। ওয়াও

ক্রেলেভেই তিনি বিভ-বিড় করে বললেন, প্রত্থিত এই দক্ষিণের

ক্রেলেভেই। ক্রিন্টয়ই এরা রোজ শুরোর ধায়।

ক্ষিত্ব পথচারীরা কেউই ওরাড-পরিবারের দিকে ফিরেও তাকাছে

সান-বাধান পথ দিরে লোকেরা আসা-বাওরা করছে। অতি

তে তাদের ভলী। ভিথাবীদের দিকে ভূলেও তাকাছে না কেউ।

শার একটু পর-পর আসছে গাধার দল। তাদের পিঠের তু'পাশে

ক্ষুত্রতের বোড়া অথবা বড় বড় শত্যের থলি। প্রত্যেক দলের

ক্ষাক পিছনের সর্বশেষ পশুটির পিঠে চড়ে চলেছে। হাতের

ক্ষুত্রতা সে মাঝে-মাঝে ধমকানির সলে প্রচণ্ড শব্দে পশুদের পিঠে

ক্ষাছে। ওরাডের পাশ দিরে বাবাব সমর প্রত্যেকে তার দিকে

ক্ষাছে। ওরাডের পাশ দিরে বাবাব সমর প্রত্যেকে তার দিকে

ক্ষাছে। ওরাডের পাশ দিরে বাবাব সমর প্রত্যেকে তার দিকে

ক্ষাছে। ওরাডের পাশ দিরে বাবাব সমর প্রত্যেক তার দিকে

ক্ষাছে ব এই মর্লা ভাষা-পরা চালকদের মত এমন রচ চোথে

ভাষার লা পথে ভিড-করা ছুল্বের বিকে। বিলেশী বায়ুবনের

সামনে থসেই চালকেরা পশুর পিঠে সপাং করে একবার চাব্র মারছে। চাব্কের ভীক্ষ শব্দে এরা কেমন ভর পেরে লাহিনে উঠছে দেখে তারা হো-হো শব্দে হাসিতে ফেটে পড়ছে। ছ'-ভিন বার এবকম ঘটার পর ওরাঙ রীভিমত চটে গেল। অন্য দিকে মুহ কিরিয়ে নিরে সে দেখতে লাগল কোথায় তার কুঁড়ে সে তৈরী করবে।

আশে-পাশে দেয়ালের গারে-গারে ইতিমধ্যেই করেকটি কুঁড়ে তৈরী করেছে। কিন্তু এ দেয়ালের ওধারে কি আছে কে আনে! জানবারও উপায় নেই। বছ দীর্ঘ উঁচু ধুসর রডের দেয়াল। পায়ের কাছে ছোট ছোট চাটাইয়ের ছাউনীগুলো যেন কুকুরের লেজে মাছির মত দেখাছে। অক্স ছাউনীগুলো লক্ষ্য করে করে নিজের ছাউনী রচনার লেগে গোল ওরাঙ। কিন্তু শরের ডগা চিরে চিরে তৈবী করা শক্ত চাটাই দিয়ে কি করে ছাউনী হর হাজার চেষ্টা করেও পারে না সে। নিবাশ হয়ে ওঠে ওয়াঙ! ওলান ওকে বলে — আমি পারব, দাও ছেলে-বয়সে তৈবী করেছি মনে আছে।

মেয়েটাকে মাটিতে বসিয়ে সে চাটাইগুলো টেনে বৈকিয়ে গোদ ছইয়ের মত করে মাটিতে গুঁজে দিল। বেশ উঁচু হোল। এক জন মান্ত্র অনায়াসেই তার নীচে বসতে পারবে—মাথায় গুঁতো লাগবে না। চাটাইয়ের যে দিক্টা মাটিতে পোঁতা সে পাশটায় সে কয়েইটা ইট বনিয়ে দিল। কুঁড়ে তৈরী হলে তারা ভিতরে চুকল, একখানা চাটাই সে কাজে লাগায়ন। সেখানা মেঝেতে বিছিয়ে স্বাই বসল তার উপর। যাক—আশ্রম মিলল।

এই ভাবে বসে পরম্পরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এখন আর মনেই হর না যে কাল তারা ছেড়ে এসেছে তাদের ঘর-বাড়া গেড়-খামার—অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। আবার স্থানে ফিবতে কড দিন কেটে বাবে—হয়ত ফেরার পথেই তার। পথে মবে পড়ে থাক.ব।

এই সব-পেরেছিব দেশে, যেখানে কাটকেই ক্ষুধার্ত বলে মনে হয় না সেখানে ওদেব মনও যেন একটা প্রাচুয়্বিব নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। ওয়াও যথন বলে—'চল, সন্তা লঙ্ডবখানা খুঁছে বের করা যাক্' তথন সবাই খুনী মনে উঠে দাঁংয়—আবার চলতে শুক্ত করে। ছোটবা যেতে যেতে আনন্দে ভাতের কাঠি দিয়ে সংনকি বাজায়। এবার সানকিতে ভাত মিলবে। একটু দ্বে উত্তর প্রাস্তের শেষাশেষি একটা পথ দিয়ে চলেছে শুক্ত বাটি, বালতি আব টিনের পাত্র হাতে ভ্রাদের মিছিল। তারাও চলেছে হুংছদের ভোজনাগারে। এতক্ষণে ওয়াও বাঝে কেন এই দেয়ালের গা বেয়ে কুঁড়োগুলো তৈরী হয়েছে। একটু গিয়ে এই পথের শেষেই লঙ্গবখানা। ওয়াঙরাও মিশে যায় সেই জনতার ভিড়ে। এবং অবশেষে এসে উপস্থিত হয় চাটাইয়ের তৈরী ছুটো বড় বাড়ীর সামনে। সবাই বাড়ীর লাগোয়া খোলা চথবে এসে জনতা শুক্ত বাড়ীর সামনে।

প্রত্যেক বাড়ীর পিছনে আছে সারি সারি মাটির উত্থন। গ্রন্থ বড় উত্থন ওয়াত জীবনে কথনো দেখেনি। সেই সব উত্থনে ছোটখাট পুকুরের মত লোহার কড়া বসান। বড় কাঠের ঢাকনিগুলো এক পাশ থেকে একটু উচুঁ করলেই দেখা বায় চমংকার সাদা ভাত ফুটছে ভিতরে, টস্বগ শব্দে একটা মিটি বাস্পের বেগ ঠেলে উঠছে উপরে। গোটা ভাতের গন্ধ নাকে লাগতেই জনতার মনে হয় এই বুঝি জগতের গেরা স্থবাস। স্বাই বুকৈ আনে সামনের দিকে। 'হৈ-ফুটগোল ওদ হয়। বামেরা রাসে জরে টাংকার করে পাছে কেন্দ্র ভাবের বাচানের পারের তলার মাড়িবে দের। ছোট ছোট শিশুরা কেঁদে ওঠে। আর বারা ঢাকনা একটু তুলেছিল তারা গঞ্জন করে এদের ঠকায়—'অনেক আছে—জনেক আছে। সবাই পাবে।'

কিন্তু কোন কিছুই এই বড়ক্ষু নাতীপুক্ষবের জনভাকে শান্ত করতে পারে না। যতক্ষণ না ভাদের উদর-পৃতি হচ্ছে তড়ক্ষণ ভারা তর্গতর মত ছটোপুটি করতে থাকে। ওয়াতেও এই ভিড়ে জমে বার। কিন্তু কি করবে সে। বাপ আর ছেলে ত্র'টোকে আঁকড়ে ধরে এক সময় সে-ও ভিড়েব চাপে ভাসতে ভাসতে বড় কড়ার সামনে এসে হাজিব হয়। ওয়াত নিজেব পাত্র এগিয়ে ধরে। ভাত পূর্ণ হলে পেন্স ত্র'টো ছুঁড়ে দেয়। তর্গু এই সম্যুকুর জন্তু সে নিজেকে ধাতা করে রাখে—জনস্রোতকে ঠেকিয়ে রাখে।

আবার তারা ফিরে এল বড় রাস্তায়। গাঁড়িয়ে গাঁড়িয়ে ভাত থেল—পেট প্রেই থেল। তবু বাটিতে কিছু পড়ে বইল। সে বললে— 'এটুকু বাড়ী নিয়ে যাব—বিকেলে খাওয়া যাবে।'

গদের কাছেই একটি লোক গাঁড়িয়েছিল। হয়ত প্রহরীই হ'বে। তার গায়ে নীল আব কাল রংহের কোর্তা। ঝাঁকাল কঠে সে বলল—'না, ৬টি চলবে না। পেটের ভিতর যাধ্যে তার বেশী এক কণাও নিয়ে হেতে পারবে না।'

একথা ভনে বিশ্বিত ওয়াত বলে— কেন, আমি যখন প্রসা দিয়েছি তখন পেটের ভিতর পুরে নিয়েই যাই আব বাইতে রেখে নিয়েই যাই তা'নিয়ে তোমার মুক্কিয়ানার দরকার কি হে বাপু?'

লোকটিব জবাব আসে— এ নিমে বাথতেই হয় আমাদের। কারণ এমন মানুষও আছে যারা এই দবিদ্রের অন্ন সন্তায় কিনে যরের শ্রোরদের খাওয়ায়। এক পেনীতে এত ভাত ত আর কোথার মিদবে না। এ ভাত মামুবের জক্ত—শ্রোরের জক্ত নর।

বিশ্বিত চোথে ওয়াও গিলল লোকটার কথাগুলো। বলল— 'এমন নিদ্য়ি লোকও আছে। কিন্তু কেন এই কাঙালী-ভোজন— কে তিনি যিনি খাওয়াচ্ছেন।'

'সহরের ধনী আর বনেদী লোকেরাই এব উত্তোগী। কেউ কাঙালী থাইয়ে পুণ্য সঞ্চয় করছেন—কেউ বা করছেন লোকের ধশংসাকুড়োবার জক্তা।'

'উদ্দেশ্য ষাই হোক মহৎ এ কাজ'— বলে ওয়ান্ত—'কেট হয়ও ক্ষয়ের ভাগিদেই এ কাজ করে।' ভার পর প্রহারীটিকে কোন উত্তর না দিতে দেখে নিজের কথাই সম্পন করে বলে—'অক্তভ: কয়েক জন নিক্যুই এমন আছেন।'

কিন্তু লোকটি জার কথা কইতে চায় না। পিছন ফিরে সে গুল-গুল করে গাল করতে করতে চলে যায়। ওয়াও স্বাইকে নিয়ে ফিরে গাদে নৃতন কুঁড়েতে। শুয়ে ঘুমায় সকাল অবধি। গ্রীমের পর এই প্রথম তারা পেট প্রে থেতে পেয়েছে। ঘুম তাদের সম্পূর্ণ বিহস করে ফেলে।

পরের দিন সকালে উঠেই দেখা গেল আবো প্রসার প্রয়োজন ! বা ছিল কালই সব খাওয়া হরে গেছে । চিস্তিত মূথে তাকায় সে জোনের দিকে । কি করা যায় এখন । ফসলহান মাঠের দিকে চেয়ে যে হতাশ চোথে সে এত দিন ওলানের দিকে তাকাত সে চাউনি এখন আর নেই ।" এখানে রাস্তায় ভরা-পেট লোকের আনাগোনা, বালারে মাংস আর তর্জারির হুড়াছড়ি, মাছের বালাবে বালভিতে মাছেরা সাঁভার কাটে—এখানে ছেলে-পুলে নিয়ে উপোসে থাকা সভন নর! এ ভাদের সে দেশ নয় যেথানে টাকার বিনিময়েও থাবার মেটে না—কারণ খাবার সেথানে নেই-ই।

ওলান বেন অনেকটা দৃঢ় অভান্ত কঠে উত্তর দেয়— 'আমি আৰ ছেলেরা ভিক্ষা করতে পারি। মুভুরুও পারবেন। তার পাকা চুক্র দেখে কাকর না কাকর দয়া হবেই।'

ওলান ছেলেদের ডেকে আনে কাছে। শিশু— সুতরাং পেট-ভরাই সঙ্গে সংক্ষই সব ভূলে গেছে ভারা। নৃতন দেশে এসেছে। ভারা ছুটে ভূটে যায় রাভায়—যা' দেখে বিশ্মিত দৃষ্টি দিয়ে সব গিলতে থাকে।

নিজেদের বাটি হাতে নিয়ে এমনি কবে কেঁদে কেঁদে কলনিজের শৃক্ত পাত্র সামনে ধরে কাল্লা-ভাঙ্গা স্থার বসতে থাকে ওলালদিয়া ককুন রাণীমা— দয়া ককুন রাভা বাবু। ভগবান আপনাকে
মঙ্গল করবেন। ভাপনারা কভ দিকে কভ প্রসা বাজে থকুচ
করেন— ভারই একটিতে একটি অনাথ ছেলের জান বাঁচবে।

ছোট ছেলেরা চেয়ে থাকে মা'র দিকে। ওরাওও। কোবার এ শিথেছে এমন ভাবে ভিন্না করতে ? এ মেটেটির সক্ষে ভারতে ভার আর কত বাকী আছে।

ভার সঞ্জা দৃষ্টির উভরে বৌ বলে—'আমি যখন ছোট ছিলাক এই ভাবে ভিক্লা করে খেয়েছি। এই রকম এইটি ছর্ব ছবে জালাকে বিক্রী করেছিল ওরা।'

বৃদ্ধ বৃদ্ধির ছিলেন এও ক্ষণে ছেগে উঠলেন। তিনিও একটি বাটি নিলেন। তার পর চার জনে রান্তায় বেরল ভিক্ষা করছে। তানার ক্ষানার বাটি ধরে ছিক্ষা করছে। ক্ষানার বিক্ষা করছে। ক্ষানার বিক্ষা করছে। ক্ষানার বিক্ষা করছে। ক্ষানার বিক্ষা করিছে। সে হথন বাটি নিয়ে এদিক্-কিন্তু চুটছে বৃদ্ধত মাথাটিও তুলছে এদিক-ওদিক। ভিক্ষার সময় কিটেকে দেখিরে সে চীৎকার করে বলছে— এপেনারা হাদি দয়ানা করেছে এই বাচ্চাটি মরে বাবে—আমরা না থেয়ে মরব। কেটিকে মরা বলেই মনে হয়। কেট কেট ক্ষানার কিছু ছুঁড়ে দের তার দিকে।

কিছুক্ষণ পারেই ছেকেদের কাছে ভিক্ষা করাটা খেলা বলে মারে ই'তে থাকে। বড়টির কেমন হক্ষা করে: ভিক্ষার সমর কে লাজুকের মত দাঁতে বের করে হাসতে থাকে। মা'র নজরে পার্কা মাত্রই ছেলে হু'টিকে মা কু'ড়েতে টেনে নিরে গিরে মুখে করেকটা টাটি বসিরে দেয়। বাগে গর-গর করে বকতে থাকে—'মুখে করেটা উপোদের কথা আবার দাঁত বের করে হাসছ। বোকাগুলো উপোদেই মর তাহলৈ।' মারতে মারতে ওলানের হাতে বাথা করতে খাকে। ছেলেদের গাল বেরে জল গড়ায়।

'এইবার ঠিক ভিংক্ষ করতে পারবে। কের হাসলে **ভারো** মার চলবে।'

বাস্তায় বের হয়ে একে তাকে ভিজ্ঞাসা করতে করতে রিকশ ভয়ালাদের আস্তানায় এসে হাজির হয় ওয়াত। এখানে দ্বিকশ ভাড়া পাওয়া যায়। সে আটি আনা কব্ল করে সারা দিনের জন্ত একটা বিকশ ভাড়া করল। বাত্রে ফিবে দাম দিতে হবে। ভার পর বিকশটাকে টেনে নিয়ে এশ রাস্তায়।

এই রোগা লিকলিকে হ'-চাকার গাড়ীটাকে পিছনে টেনে বিজে থেতে যেতে ওর মনে হয় রাজাব সবাই নিশ্চয় ওকে বোকা ঠাও**বাহে** (` ভাজতে নতুন বলদ ভূতলে তার বেমন অবস্থা হর ওরাত্তর অবস্থাও ঠিক তৈমনি হাত্তাম্পদ হয়েছে। ভাল করে সে চলতেই পাবে না। কিছ জীবিকা অর্জ ন করিতে হলে তাকে টানতেই হবে রিকশ। এই সহরে ক্ষত জনই ত সোরারী নিয়ে ছুটছে এই ভাবে। ওরাও একটা সংকীপ পালির রাজায় এল বেখানে কোন দোকান নেই। তথু গৃহত্বের বাড়ীর ক্ষ দরজার সারি। এইখানে সে নিজেকে অভান্ত করে ভোলবার ক্ষ দরজার সারি। এইখানে সে নিজেকে অভান্ত করে ভোলবার ক্ষ কিছুক্শ বিকশ নিয়ে গলির এ-মোড় ও-মোড় ছুটাছুটি করল। বখন প্রায় সে ইতাশায় ঠিক করে ক্ষেকেছে বিকশ টানার চেয়ে ভিকা করাই ভার পক্ষে প্রথম ওখন একটা বাড়ীর দরজা খুলে গেল। পণ্ডিতের মত পৌবাকপরা চোখে চশমা আটা এক জন বৃদ্ধ বেরিয়ে ডাকলেন তাকে।

ভবাভ গোড়াতেই তাঁকে বোঝাতে চেটা করল যে সে নতুন লোক,
ক্রিছ বছ কালা লোকটি ভার কিছুই গুনতে পেলেন না। তথু শাভ
জ্যানে বিকশন হাতল নামিয়ে তাকে উঠতে দেবার জক্ত সংকেত করতে
জালালা । বুছের ভন্ত-সাজ এবং জ্ঞানী চোঝের সামনে কি করবে
বুকতে না পারে ওরাভ বাধ্য হোল গাড়ী নামাতে। বৃদ্ধ গাড়ীতে উঠে
লোলা হরে বসে বললেন— কন্তুসিয়াসের মন্দিরে নিয়ে চল। বলে
লোলা হরে বসলেন। বুছের শাভ ভঙ্গিমার এমন কিছু আছে বার
লাবনে কোন তর্ক চলে না। কাজেই কন্তুসিয়াসের মন্দির কোথার
ভার বিন্দুবিসর্গ ধারণা না থাকলেও ওয়াভ স্বাইকে বেমন করতে
কিথাতে ভেমনি ভাবে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

শব্দিরের দরক্ষায় এসে ওরাত্ত রিকশ থামালে বৃদ্ধ শিক্ষক নামলেন বিদ্যান থেকে—তার পর বুকের কাছে হাত দিয়ে একটা ছোট রূপোর শ্রমাধের করে ওরাত্তকে দিরে বললেন—'এর বেশী আমি দেই না। ক্ষম্য-আপত্তি করে লাভ নেই।'

আগন্তি করার কথা চিন্তা করা ত দ্বে থাক, এই ধরণের মূল্রা ভরাত আর পূর্বে কখনো দেখেনি'। ভাঙ্গালে ক'টা পরসা পাবে তাও আনে না।

কাছের একটা চালের দোকানে গিরে মুক্রাটা ভালিরে সে ছাবিলেটা পেল পেল। দক্ষিণ দেশে পরসা কত সহজ্ব—ভাই ভারতে থাকে ভবাঙ। আর একটা রিকশরালা দাঁড়িয়ে দেথছিল ওরাজকে। এবার সে বলল তাকে—'মাত্র ছাবিলে পেজ। কত দূর থেকে টেনে একাছ ঐ বুড়োটাকে ?'

ওরান্ত বখন থুলে বলল সব কথা, সে ত ওনে টেচিরে উঠল— ভারী কঞ্স বুড়োটা। মাত্র অর্থে ক ভাড়া দিয়েছে। টানবার আগে কভোর ঠিক হরেছিল।

'আমি ড ঠিক কবিনি'। উনি বললেন 'চল'—আমিও চলনুম।'

লোকটা ধরাছের দিকে ভাকার কমণার চোধে।

বারা আশে-পাশে গাঁড়িয়েছিল ভাদের ভেকে সে বলভে লাগ্র'গেঁরো ভূত কোথাকার। এক ভন বললে 'চল' উনিও চলনা।
বোকার ঝাড়! ছিল্ডাসাও করলে না 'বত দেবেন।' আরে গার্দ হ
তথু বিদেশী শালা আদমীদের ভাড়া ঠিক না করে নিয়ে যাওয়া বার।
ভারা বখন বলে 'এস'— অমনি ভনবে। ভারা এত গাধা যে কোন
কিছুর আসল লামই ভারা জানে না। ভাদের পকেট থেকে জান্তর
মত টাকা বেরিরে যেতে লাও।' যারা গাঁড়িয়েছিল একথা গুনে
ভারা হাসতে থাকে।

ভয়াত কোন উচ্চবাচ্য করে না। এই সহব্বাসীর ভিছে নিজেকে ভার অভ্যন্ত নগণ্য, বোকা মনে হয়। কোন ভ্রার না দিয়ে নি:শব্দে সে রিকশ নিয়ে চলে বায়।

'বাই হোক এতে আমার ছেলেদের কালকের থাওয়া চলবে'— একত রের মত বলে সে নিজেকে। কিন্তু তথনই মনে পড়ে বার রাত্রে গাড়ীওয়ালাকে টাকা দিতে হবে। অথচ তার অর্ধেকও ড এখনও রোজপার হয়নি'।

সকালের দিক্টা আরো এক জনকে টেনেছে ওরাও। এর সঙ্গে দরাদবি করে একটা ভাড়া ঠিক করেছে প্রথমে। বিকালে নারে ছ'জন তার হিন্ধা ভাড়া করেছে। কিন্তু বাত্রে যখন সে সমন্ত রোজগার গুণল দেখা গেল জমার টাকা দিরে মাত্র একটা গেল অবলিষ্ট ব্যেছে। শুরাত্ত ফিরতে থাকে কুড়েতে দারণ বিভ্কার। ক্ষেতে সারাদিন বা খাটে তার চেয়ে বেলী প্রম করেও সেমাত্র একটা তামার পেল রোজগার করতে পেরেছে। এতক্ষণে ওর জমির স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে। এই বিচিত্র দিনভাগতে একবারও সে জমির কথা ভাবেনি। কিন্তু নিজের জাম থেকে এক দ্বে থাকলেও এই চিন্তায় ওরাত্রের মন শান্তি পার যে তার ক্ষেত্ত তারই জক্ত অপেকা করে আছে।

ঘরে ফিরে এসে দেখল, ওঙ্গান সারাদিন ভিক্ষার পাঁচ পেলের
কিছু কম পেরেছে আর ছেলেদের মধ্যে বড়টি পেরেছে আটটি আর
ছোটটি পেরেছে ভেরটা ছোট মুদ্রা। সব একত্র করে দেখা পেল
সকালের খাবার কেনার পক্ষে বছেই পেরেছে ভারা। কনিটের
হাত থেকে প্রসা নিতে গেলে সে কারা শুরু করে দিল। ভিকালর
অর্থের প্রতি কেমন একটা মমতা জন্মে গেছে ভার। সে প্রসা
হাতের মুঠিতে নিয়ে ঘুমোলো রাত্রে। যতক্ষণ না নিজের ভাতের
লাম হিসেবে পর্যাশ্রেলি দিল ভভক্ষণ পর্যান্ত কিছুতেই তার হাত
থেকে সেগুলো কেডে নেগুরা বার্মনি'।

কিছ বৃদ্ধ কিছুই পায়নি। সারা দিন সে মাঠের ধাবে নির্দেশশভ বনেছিল কিছ ভিক্ষা করেনি। মাঝে মাঝে সে বৃমিরেছে জাবার জেগে উঠে চলমান জনতা লক্ষ্য করেছে। দেখতে দেখতে লাভ হ'লে জাবার বৃমিরেছে। বৃদ্ধ বলে এর জক্স তাকে তিরখার করলে চলবে না। হাত শৃক্ষ দেখে তথু সে বলল—'আমি মাঠে লাগল দিরেছি, বীক্ষ করেছি—ফলল তুলেছি। এই ভাবে ভবেছি আমার ভাতের পাত্র। জার তাছাড়া জামার ছেলে—ছেলের ছেলেরা রয়েছে।

তার নাতি-পূত্র আছে। কাজেই সে শিশুর মত সরল বিশানে আছে বে তারাই ডাকে থাওরাবে—ভার ভরণ-পোবণ করবে!

# গৈভিয়েট নাট্যশালা

গৌরচক্ত চট্টোপাধ্যার

১৯১৭—র অক্টোবর-বিপ্লব সোভিয়েট রাশ্যার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আকাশে যেমন বিপুল সমারোহের সঞ্চার ক'বেছিলো তেমনি শিক্স ও প্রগতির জোয়ার এনেছে
মধ্যে ও প্রেক্ষাগৃহে, নাট্যশালায় ও নাট্যকলায়। বিপ্লবের আগে
১১১ সালে যেথানে মস্বোতে ছিলো মাত্র সাতটি নাট্য-প্রতিষ্ঠান
স্বেল্গ জানগান বর্ত্তমানে জাঁকিয়ে উঠেছে চক্লিশটি নাট্যশালা কেবল
মস্বোত্ত এবং পাঁচশোটি সারা রাশ্যা ছড়ে।

বিধবের আগে মংখার অক্সতম নামকরা নাট্যশালা ছিলো কর্চ থিয়েটার! এখানে শিল্পকলা বা নাট্যরস নিয়ে বড়ো একটা মাথা বামাতো না কেউ! শুধু চলতো প্রত্যেক হপ্তায় নিত্য-নতুন যেমন তেমন নাটকের ঘা'-হোক্ অভিনয় । কেন না, সেখানকাৰ পরিচালকর্ম্ম জানতেন, হপ্তায় হপ্তায় নতুন নাটক না দিতে পারলে আসব জমবে না এবং আর্থিক সাফল্যও সুদ্র-প্রাহত । কিন্তু অভিনয় জমানোর পক্ষে যা' একান্ত দরকার—ভালো নাটক এবং স্ক্রেজনিয়, তার দিকে খেয়াল না ছিলো মধ্-বিধাতার না ছিলো মধ্-শক্ষেব। কাজেই প্রতি শুক্তবারে নতুন নাটকের শুভ উধোধনই ছিলো ক্ষ্য থিয়েটারের বিশেষ আকর্ষণ ও বিশিষ্ট সংবাদ। মহ্মে

লামাটিক লিটল, খিয়েটারের ব্যবস্থা ছিলো একটু ভিন্ন রকমের, ভবে তাল একই। এঁবা জোব দিতেন বেশী কেবল ভূমিকা নি**র্বাচনের** দিকে। নাটক ধেমন তেমনই হোক্ তথাকথিত সু-অভিনেতা দিছে সকল দৈ<del>ত্</del>ত ঢাকবার অন্তহীন প্রেচেটাই ছিলো ভাঁদের প্রো**র্থানের** একমাত লক্ষ্য। হ'-এক জায়গায় আবার মাত্র চার-পাঁচটা ম**হলা** দেবাৰ প্ৰই নাটক মঞ্ছ হোতো বিপুল ধুম-ধড়াকাৰ মধ্যে। **ভবে** ভারই মধ্যে বৈচিত্র্য স্থাটিব খানিকটা আগ্রহ ছিলো মন্ধো আট-থিয়েটানেব। কিছ বিপ্লবোক্তর যুগের সোভিষ্ণেট নাট্যশালার চেহারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ আলাদা। শ্ৰেণিহীন সমাজের **অস্পিড** জনের সর্ব্ব-সাধারণের উৎসাহ, প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বন্ধ আঙুনিক নাট্যশালার দৃষ্টি নাটক নির্ব্বাচন, অভিনেতা নির্ব্বাচন, স্বশারচালনা, দৃশ্যসক্ষা, রূপসক্ষা, এবং প্রেক্ষাগৃহের স্থুখ, স্থবিধা ও আরামের ব্যবস্থার দিকেও সমান ভাবে সত্তর্ক এবং সজাগ। নতুন যুগের দশকদল **ওগু** নিছক বিলাস ও আনোদ-প্রমোদেই সভট নর; মঞ্চে ভারা চার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রশ্ন ও সম্প্রা**ঙ্লির মীমাংসা**ও সমাধান। ফলে মঞ্চ-ব্যবসায়ীরাও তাঁদের দায় ও দায়িও সমূদে সম্পূর্ণ সচেতন না शेष भाषान ना।



একিনোজেনভের 'কালো জঙ্গল' নাটকের একটি দৃশ্য ( থিরেটার হুর ইয়ং প্লেকটেটর, মঞ্চেই



কার্মানভের 'বিদ্রোহ' নাটকের একটি দৃশ্য (মন্ধো টেড ইউনিয়ন থিয়েটার)

লাটক নির্কাচনের ব্যাপারে বিশেষ কোবে প্রাচীন রাশ্যা ও প্রান্ধনিক বিপ্লবোন্তর মুগের রাশ্যাকে পটভূমিকার রেখে যে সমস্ত আটক রচিত হয় ভার ওপরই জোর এবং উৎসাহ দেওয়া হয় বেশী। আরম্ব ভারের আমলের বাশ্যার সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা পত্তরকে ক্ষেপ্র ক'রে অনেক মতুন নাটক মঞ্চের ভরেই বিশেষ কোরে কোধা ক্রেছে। এ ব্যাপারে এ্যালেকী টলপ্লরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-বোগ্য। সম্প্রতি সংবাদপত্রে ভার মৃত্যু-সংবাদ জানানো হয়েছে। জার স্বৃত্যুতে সোভিয়েট সাহিত্যের ক্ষতি বা' হোলো ভার চেরে বেশী হোলো আধুনিক সোভিডেট নাট্যশালার। বিল্লবের সময়কার এবং ভার পরের অবস্থার দুশাও মঞ্চ থেকে বাদ বাম না।

নিবহু-বস্তুর নতুনত ও রাজনৈতিক মাল-মললাই বে কেবল এই
সমাজ নাটকের সর্কস্থ তা মনে করলে ভূল হবে। মনভত্ব বিশ্লেবণ,
আতুত্ব প্রার্থক চরিক্র-স্করি, দৃশা ও অন্ধ বিভাগ এবং চরিক্রামুবারী
হামকাল-উপ্যোগী সংলাপের দিকেও নাট্যকারকে দৃষ্টি রাখতে হয়।
এ ছাড়া আছে ক্লাসিককে নাট্যক্রপ দিয়ে ভার অভিনয়। এই ধরণের
নাট্যক্রপ কিন্ধ কোনো সীমাবদ্ধ গণ্টের মধ্যে আবদ্ধ নয়।
ক্লোন্বিদেশের ক্লাসিকও এই ধরণের উল্লেত্তর নাট্যক্রপ পেরে
বাকে। কাউণ্ট লিও টলপ্টর, গোকা, গোগোল এদের লেখা
ভ আছেই, তা ছাড়া আছে সেক্লপীয়াবের নাটক, ইউলীন ও'নীলের
নাটক এবং অক্ত অনেক সের। উপ্রাসিকের উপ্রাদের নাট্যক্রপ।

আধুনিক যুগের সোভিরেট নাট্যশালার সবচেরে বড়ো কীর্দ্ধি শ্ববি
টলটারের যুগান্তকারী ও অমর উপজাস 'রেশারেক্শন'এর নাটারূপ
দিরে ভাকে স্থাই, ও সফল ভাবে মঞ্চত্থ করার গর্বা ও গৌরব। সেটি
১৯৩০ সালের ঘটনা। নাট্যকার ও প্রেরাক্তকে রীভিমত মুদ্ধিলে
প্রত্তে হয়। উপজাসখানির নাট্যরূপ দিতে গিয়ে, হয় টলটারের
শ্ববি ও দর্শনের আদর্শবাদকে বজার রাখতে হয় নতুবা এর অস্তনিহিত সামাজিক ও দার্শনিক তত্ত্ব ও ক্রম্বকে সম্পূর্ণ ভাবে অপেকা
ক'রে কেবল নারক-নারিকা নেখলুড়েভ, ও ক্যাথারিনের প্রেম
ও রোমাঞ্চ কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রেই নাটক গাঁড় করাতে হয়।
কিন্তু প্রগতিশীল ও প্রশ্রতিষ্ঠিত আধুনিক বড়ো আর্ট থিরেটারের

শিল্প-নির্দেশক, নাট্যকার, প্রয়োজক ও পরিচালক টলইনের ঐ নীন্তিবাদ কিংবা বর্জিঞ্ জমিদার ও তাঁর পরিচারিকার প্রেম ও প্রশ্বকাহিনী ছাড়া আরো জনেক কিছু বেন আবিভার করলেন। জান অধ্যবিত রাশ্যার অত্যাচার, নির্ব্যাতন, উৎপীড়ন, সম্পারে বারা ভ্র্ম দিলে পেলে না কিছুই তাদের জ্জাত ও জ্জ্ম এবং বিজ্ঞ্ম সম্প্রদারের উদ্ধাম ত্র্কার বিলাস-ব্যসন—একই সঙ্গে সমস্ত তাঁরা স্থাটিরে তুললেন জমর উপ্রভাবের সার্থক নাট্যরূপের মধ্যা।

সোভিষেটের প্রথম শ্রেমীর নাম-করা নাট্যশালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধ্যে আর্ট থিরেটার, মাহারহোক্ত-পরিচালিত বঙ্গমঞ্চী ডি, ডাখানগোভ্ ও জাঁর সাক্ষোপাঙ্গ-পরিচালিত নাট্যশালাটি এর বিশেষ কোরে কামানী থিরেটারটি। শেষোক্ত মঞ্চটি বিখ্যাছ হ'রে উঠেছে শক্তিমান নাট্যকার ইউজিন্ ও' নীলের সেরা সেরা নাটকের অভিনয়ের জন্তে। অক্সাক্ত নাট্য-প্রতিষ্ঠানের কিয়া-কলাপ ও অন্তর্গান সমান না হ'লেও সামাক্ত নায়। "মধ্যে কাসনার। প্রেমান থিরেটার," 'মধ্যে থিরেটার অফ্, দি ভেল্যুশ্ন্', "লেনিনগ্রাড় ডামাটিক থিরেটার" মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জার জন্ত বিশেষ ভাবে প্রামিষ্ট । এ ছাড়া আরও আছে, সোভিয়েট অপেরা এবং ব্যালে— ভার জন্তে আলাল নাট্যসক্ত এবং নাটমঞ্চ আছে।

সোভিয়েট বঙ্গ-জগভের আর এক বৈশিষ্ট্য-মঞ্চবিধাতা ও দর্গকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সম্প্রীতি। এর পরিচর পাওয়া যায় বিশেষ क'रव कनकादशानाव समिकामत समु निर्मिष्ठ वन्नमकश्चनित्त, मान-কৌজএর পূথক নাট্যশালাভে আর শিশু ও কিশোরমগুলীর জন্ত স্বত্তা নাটা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে। উৎসাহী দশকদের নিয়ে সমিতি ও ঝৈ গঠিত হয় নাটক ও নাটমঞ্চ-সংক্রাক্ত জালাপ্-আলোচনার হয় এক ভাতে কলকারখানার প্রতিনিধিরাও নামকরা মঞ্চ-প্রয়োভক, পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে পরিচিত হবার এবং জাঁদের সংস্পর্ণে আসবার স্থােগ পায়। মঞ্চের প্রোগ্রাম, কর্মবাবস্থা, অভিনেয় নাটক ইত্যাদি ব্যাপারে ঐ সব প্রতিনিধির মতামত ও প্রামণ গ্রহণ করা হয় এবং আবশাক-বোধে সেগুলিকে রূপদানও ক্যা হয়। নাটা-লোক ও সাহিত্য-জগতের রুণী, মহারুণী ও কম্মুকর্তাদের এবং দর্শক ও বসবেন্ডাগণের এই সোকান্ডক্তি সংস্পর্ণ ও মন খালা আলাপ-আলোচনার ফলে হু'পক্ষের মধ্যে যে যোগসূত্র গ'ড়ে ধঠ তা সব দিকু দিয়েই কল্যাণকর। মঞ্চ-পরিচালকগণ ভগু বিশ্ব এতেই কাভ নন। মাঝে মাঝে তাঁরা "স্পেক্টেস কনফারেভ" বা দর্শক সাধারণের স্থযোগ ও স্থবিধামত সম্মেলন আহ্বান করেন, ব্যবস্থ করেন। দেখানে সাম্প্রতিক ও সামন্ত্রিক নাটক, নাট্যকার, নাট্যবন্ধ, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে খোলাথুলি ছদর্গাহী আলাপ-আলেচনা, বিতর্ক সমালোচনা চলে, গুলী শিল্পিসভাকে পুরত্বত ও প্রশাসায় ভূবিত করা হয় এবং ভবিষাৎ কর্মপদ্মা ও মঞ্চকে আরও ট্রত এই প্রগতিশীল ক'বে ভোলার উপায় ও পছতি নির্দায়িত হয়।

ভাই ব'লে দৰ্শকরুক্ষের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের মতের অমিল ও গ্রামিল বে একেবারেই হয় না ভাও নয়। ভবে এই অবস্থার উদ্ভব হয় একার্ছ ভাবে বিশেব ক্ষেত্রেই। বছ-বিভর্কিত ও মতহৈন্ধ-মূলক বিষয়-বছর অবভারণা অথবা প্রবোজকের কোনো পরীক্ষামূলক বিষিব্যবস্থা থেকে এটি ব'টে ওঠে। ভখন দর্শক-সাধারণের মধ্যে সাধারণতঃ ছটি দল গড়ে উঠতে দেখা বায়। এক দল সমালোচনা করেন নির্মম ও

দ্ৰিব্য ভাবে আৰু এক দল কেবলি কেন মঞ্চমালিকের ভরক থেকে করতে লাকেন জবাবদিহি। অমিক ও সাধারণ কর্মীর কাছে থিয়েটার कास जारवरे व्यथिकार्या करेस छेठेरक मिन मिन। मात्रावरकाल জিবা মন্ধে আট থিয়েটারের নাম বছ দূর-দূরাস্তবের নিভূততম পল্লী-ভাগেও বিশেষ স্পানা-শোনা ও পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের মৰ্মন থেকেই নাট্য-প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাছে উপরোধ ও অমুবোধ আসে সেই মর ভারগার গিবে অভিনয় ও নাটানৈপুণ্য দেখিবে আসবার। রপুরুরার তথন বেরিয়ে পড়েন অভিনয়-অভিযানে বিপুর দর্শকের লোগত নিমন্ত্ৰণ ও আহ্বানে সাড়া দিতে। এই আমামাণ অবস্থায় ভালনেত্যপ্রদার ও নাট্যকার স্থানীয় কীবনের প্রত্যক্ষ সংস্থাপে এসে জনেক কিছু জানবার, শেখবার ও ভাববার স্থযোগ পান। এই ছভিয়নকালে শিক্ষামূলক কাজও অনেক চালিয়ে থাকেন এঁবা। ক্টেড়া এবং বিবৰণী পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁরা সাধারণ লোককে মঞে৷ ভন্ম, ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত ও সম্বাগ হ'বে ডে'লেন। তা' ছাড়া অনেক মঞ্চে আবার আছে ছোট ছোট নাটকে দল-ভাদের কাৰ হোলো শ্রমিকসভেত্ব এবং কর্মীদের রাবের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুষায়ী বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামের মহল। দিরে—ভার দ্বপদান করা। এই ছোট ছোট ছলকে প্রায়ই কলকার-ধানায় গিয়ে শ্রমিকদের থাবার সময়ের এটুকু ফুরস্ততের মধোই ভাদের ব্যাসম্ভব আনন্দ দেওৱা ও চিত্তবিনোদন করার দায়িও পালন করতে **ল।** চাবা-ভবোদের কাজ-কর্ম্মের **কাকে কা**কে তাদেরও এ মাঠে মাঠে ছোট-থ টো অভিনয়ের বাবস্তা করতে হয়।

লালফৌজের জন্ত নির্দিষ্ট পুথক মঞ্চুলির লক্ষ্য হোলো আনন্দ বিভরণের সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলের মধ্যে শিক্ষা বিকিরণ করা এবং গালামুক্তি তাদের সাংস্কৃতিক দিকের পরিপৃষ্টি সাধন করা। যবক শ্রিদায়ের শিক্ষালয় ব'লেও এই মঞ্জুলিকে গণ্য করা হয়। বড 🌣 প্রভ্যেক সগরেই প্রার সালকৌজ ক্লাব আছে। এই ক্লাবগুলির ভবাবধানে আছে বড বড লাইবেরী, সঙ্গাত-সংসদ, নাট্যসঙ্গ। • 🏿 বি নাট্য-মঞ্চে সব জাতীয় নাটকই মঞ্চছ ও অভিনীত হয়, তবে ৰ্ণেষ্ ক'রে হাল্কা নাচ-গান-বছল নাটক ও হাস্থোদীপক প্রহসনের র্মপ্রিয়ভাই ধুব বেশী। বিশিষ্ট এই সব স্বতন্ত্র নাট্য-প্রতিষ্ঠান-নিকে আবার সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গেই এক জায়গা থেকে অভ ারগায় গিরে অভিনয় দেখাতে হয়। সাধারণ মঞ্চে ক্লাসিক আখ্যা ोরছে যে সব নাটক, তা'ও এঁদের প্রোপ্রাম থেকে বাদ **যায়** না। া রেড, আন্দি থিয়েটার কর্ত্তক প্রযোজিত, মঞ্চত্ব ও অভিনীত ট্টোভ্র'ব নাম-করা নাটক "দি জেষ্টারস" এক সময় বিপুল ওজনাৰ সঞ্চার করেছিলো এবং আজো বিশেষ ভাবে শ্বরণীয় वि बाह्र लालकोत्स्व काटा

শিং ও কিশোর-মণ্ডলীর প্রতি নাট্যশালার দরদ, মমত্ব ও দারিত্বার্ব সোভিয়েটে বেমন সার্বক রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন বোধ হর
ার কোণাও হয়নি। সেধানে অবিশ্যি বয়ন্ত অভিনেতা-সম্প্রদারই
কোণাও হয়নি। সেধানে অবিশ্যি বয়ন্ত অভিনেতা-সম্প্রদারই
ক্রিলারোপ্রোগী চিঞ্জাকর্বক নাটকের অভিনয় করেন। ভবিব্যতের
তির আশা-ভবসান্থল শিশু ও কিশোরকে মান্ত্রক ক'রে ভোলার



- ম্যাক্সিম গর্কির 'রেগর বুলিশেড' নাটকের একটি দৃশ্য (ভক্তাঙ্গর বিরেটার, মক্ষো)

ভার অনেকথানিই যেন এর ওপর ক্রম্ভ। এই সব মঞাধ্যক্ষকে শিলের উৎকর্ষ ফুটিয়ে ভোলার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ের মধ্য দিরে আনন্দ বিভরণ ও শিক্ষা-বিকিরণের দিকে সঙ্গাগ ও সভর্ক দৃটি রাথতে হয়। এই অভিনয় দেখতে নিয়ে বাবার বাবস্থা করার ভার থাকে বিভালয়গুলির বর্ত্তপক্ষের ওপর। অভিনেয় নাটক, ভার বিষয়-বস্তু, ঘটনা ও স্কোপ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞালয় থেকে শিত ও কিশোরদের অভিনয় দেখতে বাবার আগেই পরিষ্কার করে ব্যিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ নাটকের ব্যাপারে ভাষের ভালো লাগা-না-লাগা এবং যা' কিছু প্রতিক্রিয়া সবই অভি মনো-যোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন মঞ্চ-পরিচালকগণ। তা ছাড়া লেনিনগ্রা**ডের** শিশু ও কিশোর-মঞ্চীর কণ্ডারা মাঝে মাঝে এই সব ছোট ছোট पर्णकरमञ्ज देवर्रेक आख्वान करवन । मिटे मव देवरेक कांना निक्त महान সাম্প্রতিক থবরাথবরের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পৃথিচিত হবার স্থাবোর এবং অবকাশ লাভ করেন। শিশুর গঠন ও প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভার মনের নিতানতন ভাব ও বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র ক'রেই ন'টকের বিবয় 📲 নিৰ্বাচিত হয়। এই সৰ নাটক সাত আট বছর থেকে চোল পনেৰো বছরের বাশক-বালিকার কাছে মনোমত এবং খবই প্রিয়। এই শিক্তমঞ্চের জনৈক প্রখ্যাতনামা পরিচালকের মতে—Whoever wishes to play with children must become a child himself, and that means—be sincere in everything to himself.

এই বে সহবোগিতা, সম্প্রীতি, আছরিকতা—এ শুধু শিশু ও কিশোর মঞ্চেরই বৈশিষ্ট্য ও মৃলমন্ত্র নর, এ কথা সত্য সমগ্র ভাবে— সোভিরেট নাট্যশালার কেলার, ধনী, দরিজ, শ্রমিক, লালকৌন্ধ প্রভ্যেক সম্প্রদারের অন্ধ্র নির্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ নাট্যশালার মৃলমন্ত্রে ও আদর্শে ঐ একই ঐক্যতান অনুবণিত হ'রে চলেছে।



# যদি বলি

#### প্ৰবোধ চট্টোপাধ্যায়

উট্ট-বর্ণিত যে সকল কারণে মুরারির দাক্ষময়ত্বের রটনা আছে, তার থেকে কঠিন শত কারণ থাকতেও আমরা যে কেন ভত্মীভূত হইনি, এ নিয়ে বিশায় প্রকাশ করে' আজ আর কোন লোক রচিত হয় না। বর্তমান জীবনের বিষম বিপর্যান্ত অবস্থা সম্পার্কের আলোচনা প্রসাস্ত প্রবীণ এক সাহিত্যরসিক সে-দিন এই ছঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

উদ্ধটে তিনি বছ কাল বস পেরেছেন। এ বস-পরিবেবকের

অভাব তাঁকে পীড়া দিছে। আমাদের মধ্যে উদ্ভটকার আর কেউ
নেই। উদ্ভটকারের জন্ম হয় সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির একটি
বিশেষ ভবে। উদ্ভট লোক যে হাসি ভাগায় তা গ-করা অটরোলও
নর, মুখবোজা কার্চহাসিও নয়। বসবোধের প্রসন্ধতাজাত মাধুর্য্যেই
এই ধরণের পরিহাসু-গর্ভ লোকের মধ্যাদা। এবং এই বোধ ও
প্রসন্ধতা তথন মান্থবের ম্থে-চোথে ভেসে উঠে বথন জীবনের গতি
হয় সহজ এবং তার ছন্দ হয় লঘু।

শুজুন্দে যে চলে না ভার গতির বিরুতি বে হাসি জাগায় তাতে থাকে ব্যক্তির কুরতা। জীবনের ছোট-থাট ক্রটি বিচ্যুতি খলন-পতন নিরে বে হাসি,তাতে একে অপরের সঙ্গে নির্ঘদ্ধ যোগ দিতে ভয় পার না। আজ আমাদের কথায় কাজে আমরা প্রস্পারকে এ ভাবে হাসাতে পারি না। হাসি অবশ্য বন্ধ হয়নি, তাই নিজে নিজে হাসি এবং গোপন আনন্দের কুরতা দিয়ে আঘাত করি পরস্পারকে। এর সব চেরে বড় কারণ বে আমরা সকলে জানি যে, কারো চলা তার আপন ছল্ছে নয়।

আমরা দলকে দল খরোয়া কথার বাকে বলে ছন্নছাড়া অর্থাৎ
ছক্ষছারা। এটাকে স্বস্থ অবস্থার লক্ষণ বলে স্বীকার করা চলে না,
সে জ্ঞান আমাদের অনেকেরই আছে। অসহজ এই প্রকাশ্য
বিশ্বপতাকে সহজ প্রমাণ করবার জন্ত আমরা কেউ কেউ বলি বে,
"ছক্ষে চলা—গভানুগতিকতা-পথ করে আমরা চলি, আমরা ব্যস্ত!

হঠাৎ দেখলে আমাদের বেশীর ভাগ লোককেই ব্যস্ত বলে ভূল হবার সম্ভাবনা; বাড়ীতে, কুঠিতে, সমাজে, সমিভিতে আমাদের চাঞ্চল্যের অস্ত নেই। আমরা পুরানো দিনের হিসাবে ভাড়া-ভাড়ি চলি, দ্রুত কথা বলি—আমরা ব্যস্ত। কিন্তু মনোবোগ দিরে বারা দেখেন তাঁদের চোখে পড়ে এ বাস্তভার তৎপরতার একান্ত অভাব।

তংপরতা আমি তাকেই বলি, বার পরিচয় পাওয়া বার স্করিত কর্মে পরম অভিনিবেশ। এই অভিনিবেশ তখনই পরিকুট কর্মনার পরিষি বখন স্থনিদিষ্ট, কর্মের গতি যখন স্থনিয়ন্তি। সতর সমাজেই এই ব্যবস্থার চরম পরিণতি সন্তব, এ কথা স্বীকার করলেও, তংপরতা বে আমাদের কোন কর্মেই আত্মপ্রকাশে বাধা পাবে, এ অকীকার কঠিন বলে মনে হয়, এবং এর একান্ত অস্বীকার প্রায় অসম্ভব বিধায় আমাদের কাজে বা লক্ষ্য করা বায় তা হচ্ছে তংপরতার ভাগ।

স্নায়ু রোগী বেমন ছর্ব্বলতা লুকোবার চেষ্টার শক্তিমন্তার আন্দালন করে, আমরা সামাজিক হিসাবে তেমন ভংপরতার একাস্ত জ্বভাবকে

ঢাকবাৰ প্ৰবাসে ব্যক্তচার ভাগ রাখি। এ কথা বহু বাব গুনি র আমরা ব্যক্ত, কারণ বহুতর সম্প্রায় বে আমরা পরিবেটিত, উৎপীতিত।

লগুনে এক কালে মাদাম তুবাদ বলে এক মহিলাব বিভা<sub>বিকার</sub> এক ঘর ছিল। লোকে পরসা থরচ করে সেই ঘরে যেত ভয় পারার বিলাস-লালসে। আমাদের সমাজকক্ষে সার-বাঁধা সমস্যার বিভীবিকা আছে এবং বিনা থবচেই যার দর্শন মেলে তার তুলনায় তুবাদের আয়োজন নগণ্য বলে ধারণা করলে অসমত হবে কি ?

আমাদের দেশে মরবার সহস্র সঙ্গীন কারণ থাকতেও লোকসংখা বাড়ছে এবং দেশে কৃষি উপযোগী ভূমির পরিমাণ বাড়া সত্তেও জন্ন কমছে। জন্নের জনটন এবং অর্থাভাবের ফলে দারুণ স্বাস্থ্যানি ঘটছে। অপিচ অন্নহীন ও স্বাস্থ্যানীন জনগণের বুদ্ধির অপবিণতি অবশ্যস্থাবী। বুদ্ধির বৃদ্ধি নির্ভির করে পৃষ্টি ও শিক্ষার উপর। শক্তিশীনকে শিক্ষা দিয়ে উত্তেজিত করা আর দানাপানি না দিয়ে চাবুকের জোরে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াকে দিয়ে গাড়ী টানানা ক্রচিমানের কাছে এক শ্রেণীর অপরাধ বলে গণা। প্রচণ্ড কন্মোল্যমের মধ্যে বেকার বাড়ছে অথচ বেগারের আর শেষ নেই— এমনিই এ দেশে বড় বড় সমস্যার ভিড, ছোট সমস্যার তো লার

সমস্যা নিমে কারবার করা চলে তিন ভাবে। এক—সমস্যার তীক্ষতায় বা প্রচিপ্ততায় অভিজ্ত হয়ে 'পারলাম না' বলে ভীখদেবের অফ্করণে সমস্তার শ্রশ্যায় তারে তার মৃত্যুর অপেক্ষা করা। আদ সংগ্রহে নিতান্ত অপারগ হয়ে কোটি লোক আমাদের দেশে এই ভাবে প্রাণ ত্যাগ করেছে—অক্ষাভাব-সমস্যা তারা সমাধান করতে পারেনি, কোন সাহায্যত তারা পায়নি—তাদের ইচ্ছা-মৃত্যুব তুলনায় ভীখদেবের তিরোধান সামাক্ত হয়ে গেছে!

ধিতীয় পছা হচ্ছে, যে ভাবে সমাধান সম্ভব তাৰ উপযুক্ত বিচাৰ করে প্রয়োজনীয় অবস্থাৰ উদ্ভবে আপ্রাণ দেষ্টা-মঞ্জেব সাধনে তথ্ৰব আশ্রয় এবং অন্যামনে বক্ত উদ্যাপন।

তৃতীর পছা হচ্ছে সমস্তা-বিলাস। এ দেশে এক খেলিব সাধু বেশধারী ভিক্ষোপজীবীকে দেখি, যারা গাছের কাঁটার বিছাল পেতে শুয়ে থাকে কিল্পাচাকা-লাগানো কাঠের তক্তার লোচাব ধারাল ফলার উপর বঙ্গে দেশ-দেশাস্তবে ঘূরে বেড়ায়। কুচ্ছের বাহাহরী সকল দেশেই আছে, তবে এ ধরণের কণ্টক-বিলাস কেবল ও দেশেই দেখা যায়।

কুচ্ছে ুর এই বার্থ বিলাস জার ধাকেই অভিভৃত ককক না কেন শিক্ষিত মনকে পীড়িত করে নিশ্চর, অথচ আমাদের দেশে বাংবার দেখি বে, সমস্থার পর সমস্থা পৃষ্ঠীভৃত করে কমিটির (committee) কণ্টকশ্যায় নিরম্ভর নিরুদ্ধেগে বদে আছি !

এক শ্রেণীর লোক আছে হু:খ-বেদনায়, ঘর্ষণে-ধর্ষণে বা? একটা চোরা-স্থুখ পায়। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই, চয়ত জনেই উৎপাত বহু দিন সঞ্চ করবার অভ্যাসের ফলে, এ ধরণের মাফুর্বে বেশী দেখা যায়। মুখে-চোখে তাদের বাথার ছাপ, কথায় তাদের কান্ধার স্থ্য-এপাড়া থেকে ও-পাড়ায় তারা কেবলই তাদের হু:খের কথা বলে বেড়াছে, কেঁদে ঘুরছে, কি ছিল ভাব কি করতে পাবলে, কি হোত।

ক্ষত তাসে দেহেরই হোক বা মনেরই হোক, সারাবাব অপেকা বাথে। চিকিৎসক বা দর্দী ব্যতীত অপরকে তা দেখাবাব নর। অথচ ক্ষত নিরে প্রদর্শনী করে এ-হেন মানুষ বেধানে অগ্নিত, দেশ বা দল হিসাবে বথন এ ধরণের মামুব দেখা দের তখন সে সমাজের অব্যা যে কয়, এ বিচার বোধ করি ভূল নয়।

সমস্তা বেখানে উদপ্র, দিনে দিনে পুঞ্জীভত, সেখানে কেবল তার তালিকা রচনা এবং উচ্চ কর্মে তার প্রচার তবু কর্তব্যের নিশানার তভাব নর, সামাজিক স্বাস্থ্যসীনতার স্থাপ্ত লক্ষণ। অথচ এ ছাড়া ভাষরা আর করি কি ?

মানসিক বাথা যদি সারে আত্মীয়-মিলনে, আর শ্রীরের ক্ষত যদি সারে বৈছের সাহায্যে তবে সমাজ-শরীর ও সামাজিক-মনের উৎপাত সম্পর্কেও দেই ব্যবস্থা মন্দ কি ?

ফরাসী মনীধী ভলটেয়ার প্রসক্ষক্রমে বলেছিলেন বে, স্থ্যকেক্সিক এই বিরাট বিশ্বের পাগলা-গারদ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীটা। ছুই শত বংসর পূর্বের দেশের নানা ব্যবস্থা ও বৃদ্ধি-বিপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে পরিহাস-মুহুর্তে ভলটেয়ার যথন এই কথা বলেছিলেন, তখন বিক্ত-মন্তিদ্ধ মামুষ পাগলা-গারদে তত দিন শান্তি পেত, যত দিন না মৃত্যু আনতো পরম শান্তি। পাগল ছিল ভথনকার সমাজে এক সমতা!

এই পরিহাদের উল্লেখ করে ইংরেজ পণ্ডিত ছাভলক এলিস পরিহাসছলে ভারি সন্দর একটি মস্তব্য করেছেন। কাঁর মতে ভলটেয়ারের পরিহাদেব তীক্ষতা কেটে গেছে: কারণ, ছুই শত বংসর পূর্বে যেটা ছিল গারদ, আজ তার নাম হরেছে আশ্রম বা চিকিংসালয়। শাস্তি ও অবহেলার পরিবর্ত্তে দেবা ও ভশ্লমার আদশকে আমরা শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়েছি, কর্ম্মে সামাজিক কল্যাশে কর্পায়িত কর্মছি।

মন্তিছের বিকার কেন হয়, পণ্ডিতের কাছে আজও এ প্রশ্ন স্থন্ধ উত্তরের অপেক্ষা রাখে: কিছু বিকৃত-মন্তিছ মাহুষ আজ আর সমাজের সম্প্রানয়। ও-পরণের রুগ্ন বাজ্জি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা সঙ্গত ভানিয়ে মতহৈধের অবকাশ নেই এবং এ-সম্বন্ধে যে আরোজন সভা-দেশ মাত্রেই তা পূর্ণবিষ্কর।

সমস্যা নির্দ্ধারণ ও তার বিচার, নানা আহবে দেই সব ক্রাটি ও

অপূর্ণতার আলোচনা ও প্রচাব এ সকল কার্য্যের কোনটিই নিরথক
নয় বরং প্রত্যেকটিই অবস্থাবিশেষে প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজনীয়তার
এক মাত্র নিবিগ হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আস্তরিক চেষ্টায়।

সমস্তার পরিণতি তার সম্যুক্ সমাধানে, এ কথা যদি সর্বজন বীরুত হয়, তবে অবহিত হয়ে সেই চেটা করা সঙ্গত, যাতে সকল অপূর্ণতা দ্রীভৃত হয় । বাধা বলে যাকে জানছি তাকে অপুর্যাবিত করা কর্তব্য হয়ে উঠে।

অথচ আমরা তা করি না! নাগরিক জীবনের একটা সমস্যা ও দেই সম্বন্ধে আমাদের এ যাবং কৃতি নিয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া বেতে পারে। আমাদের সহরে সহরে বস্তি আছে। তুই ক্ষতের মত এক প্রকাশ ও বিস্তাব অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষিত হয়েছে। কুর্গান্ত এবং ভয়ানক, অপরিচ্ছন্ন ও বীভৎস এই বস্তি ও পেগনকার কদর্য্য জীবনযাত্রার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। সাহিত্যে তা রূপায়িত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে সেই কাহিনী যেন মাদাম ত্যাদের বিভীবিকার খব।

একথা অজীকার করা চলে না বে, বন্ধির জন্ম নগর-গঠনের বাভাবিক প্রেক্তিয়ার আসে না—এই বন্ধি কোন সহরের সহজাত অবরব নর। বিশাস করার যথেষ্ট প্রেরাজন আছে বে, নগরের সঙ্গে বন্তি বিফোটক ছাড়া আর কিছু নয় এবং দ্রুত তা আরোগ্য করা নাগবিকতার প্রধানতম কর্তবা।

অনেকেই কেনেছেন যে, বস্তিরপ ছষ্ট রোগ সংগ্রহ আরোজন সাপেক। এই ক্ষত বজার বাখার বাদের সার্থ এই রোগ সংগ্রহ ও তার সমত পালন-পোষণে তাদের হাত কতথানি সে কথাও আনেকের অবিদিত নেই। একটা নগরের সকল লোকই क्रिक्ट এ সব স্বার্থে বিজ্ঞতিত নয়, লাভের লোভে বিমুচ নয় অথচ ভালেছ অনেকের কল্যাণমর গৃহস্থালীর গা ঘেঁবে এই বস্তির সম্প্রাহীর কদর্যা অবস্থিতি তো বাধা পায় না। কলকাতার রাজপথে **অভকুপ**ণ হত্যার মিথ্যা শ্বতিস্তম্ভ তত দিনট নিম্নন্ধ ভাবে গাড়িয়েছিল যত দিন না প্রশান্ত কলনা ও সঙ্গত কর্মবৃদ্ধি জাগ্রত হয়ে তাকে চিরদিনের মত অপসারিত করেছে! শিক্ষিত ও মাজ্জিত বৃদ্ধি 📽 কল্যাণ-শ্রীমণ্ডিত জীবনের অপমান-স্তম্ভরূপে যে বস্তি নগরের ভর-জীবনকে লাঞ্ছিত করছে তাকে ধূলি-অবলুচিত করতে হলে চাই পরিচ্ছন্ন কল্পনা ও নির্দিষ্ট কর্ম। সমস্যার সহজ সমাধান ভখনই অবশাস্থাবী কর্মাঙ্গ যথনট কম্মেড্ড মামুযের আয়ন্তারীন। বিভ থাকে, কারণ তাকে উৎসন্ন দেবার কথাঙ্গ আছও আমাদেদ পরিক্রাক্ত হলেও অনায়র।

ব্যক্তি তিসাবে আমরা জাবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের ক্রিটেকনিকের জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছি। ব্যক্তি-বিশোবে এই কর্মালের পরিক্টবোধ আমাদের গোরবের কারণ হয়েছে! যদি বলি বেশ্সমিষ্ট হিসাবে, সমাজ-সংঘাতরূপ কথাকের জ্ঞান ও সেই বোধআন্ত কথাকি অবাধ নয় তা বোধ হয় ভূল বলছি না।

আমাদের চাতৃর্যার অভাব আছে. এ অপবাদ প্রায় করা বাছ
না; কিছ সেই চাতৃরীর নিশ্চয়ই অনাটন যা প্রতিষ্ঠা দের অবচ
মনুষাত্বের প্রকাশকে আবৃত করে না, স্বার্থ পূরণ করবার অছিলার,
মনুষাত্ব তরণ করে না। প্রতিষ্ঠার সন্ধানে আমরা অনেকেই
মনুষাত্ব হারিয়ে বিসি। রাজনৈতিক ব্যাপারে, অর্থ-নৈতিক ব্যবহারে,
সামাজিক ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠাব নিষ্ঠায় বাবেরারেই প্রতিবেশীকে অভিন্তি
করে ডুলি, প্রবাসী বদি কেউ থাকে তাকে করে দিই বিরক্ত।

আমাদের শিশিত সমাজ জানেন যে, এ ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থা, বলা কঠিন: তাই ঘরে বাহিরে আমরা সর্বদা বিব্রস্ত ভাবে বাস করি, বিহার করি। এই বাস্তভাকেই বলছিলাম তৎপরতার জভাব। এই চাঞ্জা যা স্কৃচিত করে ত! হচ্ছে জগুড়িগা বা অসৎ প্রভিষ্ঠা।

উপাছনণ দিলে দোষাবোপ করছি বলে ভূল হবার সভাবনা।
অপিচ কারোর দিকে আঙুল দেখিয়ে সমাজের কথা যথন বলা হয়
তথন সে আঙুল কম্পাসেব ওঁটো বাটার মত বারে বারেই বে নিজের
দিকে ফেরে সে কথা জেনে রাখাই শোভন ও সঙ্গত। বজতে বা
চাই তা হছে অনায়ত্ত কখাঙ্গ নিয়ে কাজের আঙ্গিনায় যাদের খোৱাফেরা করতে হয় ভারা অপ্রতিষ্ঠায় বা কর্মনাশে উঠানের দোষ না
দিয়ে কোন মতে নিজেদের মধ্যাদা রাখতে পারে না।

এই দোষারোপ আমাদের মধ্যে এত বেশী বে, তা থেকে **অটেই**অনুমান করা চলে বে প্রতিষ্ঠার অভাব ঘটছে অথচ সে অভাবের মৃলে
আছে কর্ম সমকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং কর্মকে তার বধানিষ্কিঃ
পরিণতিতে সার্থক করবার মত শক্তিহীনতা।

প্রের ছতে এই ভাবে দোব চাপাবার চেষ্টার ব্যক্তভা থাকতে
পারে, তবে সেই ছিন্তপথে বে, প্রকৃত কর্ম্মে নিশ্চেটণা শনির মত
পারে, তবে সেই ছিন্তপথে বে, প্রকৃত কর্ম্মে নিশ্চেটণা শনির মত
পারেণ শনৈ: প্রবেশ করতে পারে, এ সন্দেহ নির্থক মনে করি না।
কার্মাজাবাদ থেকে আবছ করে চোরাবারবারী পর্য স্ত স্বাইকে আমরা
কারী করেছি। এ কাজ যে একেবারে ভূল সে কথা বসা চলে না।
কানে কেউই অধীকার করতে পারবে না যে, সাম্রাজাবাদী শাসকক্ষালার, রাজান্তগৃহীত প্রদেশী ও খদেশী ব্যবসায়ী এবং কথিগোলী,
কার্মায়ারহপালিত নানা ভাবের শোষ্ডমণ্ডলী এবং রাজকৃপালোলুপ
কারী বৃদ্ধি বা দল নানা কোশলে মন্তল কর্মে বাধা দের, ইচ্ছার বা
আনিক্ষার। কর্মের কৌললে খলেশের ও খ্রম্মাজের কলাণকর্ম্মীর
ক্রম্ভবে সে বাধা সমৃলে উৎপাটিত করা। আমি বলছিলাম বে
ক্রিজেনের বত্টকু কল্যাণ সাধন সন্থব তত্টকুতেও প্রাথ্য হয়ে
ক্রম্বারোপ করা ভাবের স্থাব, খাবলম্বনে আদ্বা বাদের কম।

ক্ষান্ত দোবারোপ করা তাদের খণ্ডাব, খাবলখনে আছা বাদের কম।

ক্ষান্ত উপদিষ্ট কন্যার মত আমরা দলকে দল নানা বহনে বিভিন্ন ও
ক্রাণিত অভিভাবক বারা শাসিত হয়ে ভীবন যাপনে অভ্যন্ত ।

ক্রান্ত অক্ষরিকৃতি ও গতিবির তি সৃষ্টি করে, বহু আচার-পীড়িত
ক্রান্ত এই ভাবে ভারকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটে । থনিতে বে বহু দিন
ক্রান্ত করেছে তার চলাকেরা অজ-জী তার কাছে সহজ বোধ হলেও
ক্রান্তিক নর । সংখারাদ্রের বৃদ্ধির প্রকাশও তেমন খাভাবিক নর ।
ক্রান্ত প্রবাজন কি তা জানা এবং প্রয়োজন সাধন উপবোগী
ক্রান্ত আর্ভ করে সিছিলাভে অভিনিবেশ খাধীনভার সক্ষণ ।
ক্রান্ত অভ্যাস ঠিক এর বিপরীত—আমরা বে-কোন অভিভাবক
ক্রান্ত । আমাদের এই অভিভাবক কখনও দেখা দের জীবিত
ক্রান্ত শাকাত বা প্রাচীন প্রতিচ্যের আকারে । কর্মে তাদেরই
ক্রান্ত বাবাহর না বারা এই বাজিকে বন্ধু ও সহক্ষিরতপে পেরে
ক্রিক্ত প্রং ভার না হরে প্রাচীন পরামর্শ হয় বাদের মনের অলভার ।

অভিভাবকের প্রবোচন আছে, জাতির জীবনে নেতার আবির্তার কল্যাণের কারণ। ব্যক্তিবিশেবের মধ্যে দিয়ে বিবাই চিন্তা ও কর্ম্ব সমাজকে অগ্রসমের পথে অতীতে বহু বার সাহাব্য করেছে, ভবিবাতেও করবে। জাতীর জীবনে এ সমর আসে বর্ধন উপায়। স্বতরা এই কথাই থাকল বে, অভিভাবক বা নেতা যে চালনার উপায়। স্বতরা এই কথাই থাকল বে, অভিভাবক বা নেতা যে চালনার উপায়ুক্ত, চালিত হবার পূর্বের লিব্যের বা ভক্তের সে বিচার খেকে মুক্তি নেই। নিবিরচারে কাবোকে মেনে নেওয়ায় যথেই প্রভাবায় আছে এয় এ দেশের অভিভাবক-শাসিত মাছবের জীবন এই প্রত্যবায় দূরিত, বিদ্যায় ।

কর্মের স্থাপ্ট ধাবণা ও সঙ্গত সাধনা না করতে পারলে নেড্-বর্ষণ লাভ কি ? বিরাটতম নেড্ছও এ ছ'টির জভাবে অসার্থক হরে বাবে। গত করেক মাসে একটা অভুত দৃশা আমাদের দেশে অভ্যনত লোকেবও চোখে পড়ছে। আকম্মিক উৎসাহের ফুর্মমনীয় চাঞ্চল্য মান্তবন্ধলি নেড্-সন্নিধানে অসম্ভব জনতা বচনা করছে, অবিরাষ চীৎকার করছে এবং অবিমিশ্র কর্ম্মনীনতাকে দেশের কাছে আছ্মনিরোগ মনে ক'রে যে আত্মপ্রসাদে মগ্ন হচ্ছে তাকে সাকাৎ প্রমাদের স্থাত সলিলে ভূব দেওয়া ছাড়া আর কিছু বঙ্গা চলে কি ?

তবু বোঝা যায়, এই চাঞ্চল্যে তাবা প্রমাণ করছে যে তাবা পূজা বাপদেশে নেতাদের কথা না তনলেও এ কথা তাবা জানাতে চার যে তাবা বিচে আছে। প্রাণ-চাঞ্চল্যে অধীর এই মায়ুযগুলিকে সার্থক জীবনের মন্ত্রে উদ্বোধিত করে স্ববিহিত কর্মে নিয়োগ করবার অধিকারী তাঁরাই কর্মাঙ্গ বাঁদের করায়ন্ত, সমাজের হিত-চিন্তা বাঁদের শাস-প্রখাস ত্যাগের মত সহজ্ব। এই সব মান্ত্রেরে জীবনে হল দিরে বে কাব্য রচিত হবে, তাতে উদ্ভট প্লোকের মধুর হাসি না, উদ্বোলত হয়ে উঠবে কল্যাণের ধাবা, প্লোকে প্লোকে বেজে উঠবে সকল প্রাণের আনশ্য-শাসন।

## আকাশ প্রবাদ মিত্র

ভোষার অসম বিভৃতি হায় পড়েছে ধরা
ভাষালার ফাঁকে উঁকিমারা নীল চতুছোবে
হে আকাশ! তুমি বিভার করো বিপুল পাধা
দিগন্ত হতে দূর দিগন্ত অবেষণে,
তবুও ভোষার ছায়া পড়ে এলে আমার মনে,

সোনালী সকাল আলো-বলমল ক্যালোকে

ক্ষুমি জেনে গেছো অনুর শ্রে লঘু পাখার
ভোমার সর্ব শরীর আবরি যে রঙ নামে

বাতারন-কাঁকে হাতছানি দিয়ে সে ডেকে বার,

আমিও যে বাঁথা নিমন্ত্রণের নীল মায়ায়।

আবার কথনো ঘন-বর্ষার ক্ষা মেঘে

কালো ছারা নামে নীল সমুদ্রে স্বন্ধ জলে

ক্ষ্মির বড়ে সভরে কাঁপিছে প্রদীপ-শিখা

সে ছারা তো নামে গাঢ়তর হোরে মনের তলে,

বিরহের রাত ভোষার কর্মাই প্রকাশি বলে।

তবু তৃমি দ্ব বছ দ্ব হোতে কেবল চাওয়া
বাতায়নিকের মন যেতে চার তোমার পাছে
ইলিতে আর ইনারার বলো কী বার জানা ?
তৃমি কী পারো না নিয়ে নামিতে মাটির কাছে ?
আমার পৃথিবী তোমার পানেই চাহিয়া আছে !
বন্দী আমারে তুলে নাও তবে জ্নীল নভে
ভোমার বন্দে বিপুল মুক্তি ঋতু প্রসার
প্র হোরে বাক্ আলোক-রেথার মেবের কাকে
নীচে কেলে-আনা অপ্রশেবের জ্বকার,
তমু তৃষি জাষি ভোমার আমার আহি ভোমার।

# কবিকৰণ

### **ब**िन्गिःहरमय बरम्गाशासात्र

স্তুবিখ্যাত চ**ত্তী**কাব্য-রচয়িতা কবিক**ছ**ণ মৃকুন্দরাম সহছে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবভারণা ভরিয়াছ। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে বন্ধ মান জিলার দামুক্তা গ্রামে মুকুন্দরামের বাসস্থান ছিল। কিন্তু এই প্রাম তাঁহার জন্মভূমি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রামে ভিনি বাস করেন নাই। এই স্থান মুকুল্যবামের পৈতৃক বাসভূমি এবং এই গ্রামেই ছছভ: পক্ষে তাঁহার উদ্ধৃত্য সাত পুরুষের বাসস্থানের পরিচয় বদিও পাওয়া যায় বটে, কিছ ভিনি এই দামুক্তা প্রামে বাস করেন নাই। ভারতচক্র রায়গুণাকর বেমন স্থানীয় জমিদাবের অভ্যাচাবে পৈতৃক ভিটা পরিভ্যাগ করিয়া জন্ত বাদ করিতে বাধ্য হইবাছিলেন, কবিকল্প মুকুলবামও দেইরুপ গ্রাম্য ডিহিনাবের অত্যাচারে সর্বস্বাস্ত হইয়া পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া পদ্ধ আশ্রর পুঁজিতে বাধ্য হইরাছিলেন। তিনি স্ত্রী-পুত্রের হাত ৰবিয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামে ধাইয়া তথাকার রাজা বাঁকুড়া বায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতচক্রের আশ্রয়দাতা মহাবাজ বুক্চজেৰ মত এই বাজা বাকুড়া বায় "মুক্ সামকে আল্য দান করিয়া স্বীয় পুত্রদিগের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষ্ণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। "কবিকছণ,"— এই উপাধিও রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রখুনাথ রায় কর্ত্বক তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বাকুড়া রায়ের বংশধরগণ বর্ডমানে সেনাপতি প্রামে বাস করিতেছেন। এই প্রামে ইহাদের বাটাতে মুকুলরামের ৰহন্ত লিখিত একথানি চন্তী-পুঁথি এখনও প্ৰভাহ ফুলচন্দান পূজিত श्रेत्रा शास्त्र ।

"ক্বিক্ছণ,"— মুকুন্দরামের সন্মান-স্চৃক বাজ-প্রদণ্ড উপাধি।
ভাঁহার গচিত মনোহর চন্ডাকাব্যথানিও বোধ হয় সেই ভঞ্জই "ক্বিক্ষণ চন্তা" নামে সাধারণে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। মুকুন্দরামের সম্পূর্ণ নাম মুকুন্দরাম হজবন্তী। সাধারণাে তিনি "চক্রবন্তী"
উপাধিতে পরিচিত হয়া আসিলেও তাঁহার অক্তর উপাধি ছিল,—
"মিল।" কবি "মিলে" উপাধিতেই আন্দ্রপার্চয় প্রদান করিয়াছেন।
মুকুন্দরামের পিতার নাম ছালয় মিল্ল থবং পিতামহের নাম জগরাথ
মিল। মাতার নাম ছিল দেবক্রী। পুত্রের নাম দিবরাম ও ক্লার
নাম ছিল ফলোলা। পুত্রবন্ধ ও জামান্তার নাম পাওয়া যায় বথাক্রেলেখা ও মহেল। পৌত্রের নামও জানিতে পারা যায়ভিলার।

ক্বিবর বে আত্মপরিচর দিরাছেন, ভাষাতে "ক্বিচন্দ্র" নামক ভাষার যে এক জন অগ্রন্ধ ছিলেন ভাষাও জানিতে পারা বার। এই "ক্বিচন্দ্র" বে মুকুন্দরামের অগ্রন্ধের আসল নাম নহে, প্রক্ একটি উপাধি মাত্র ভাষাই মনে হর। ফল কথা, এই ক্বিচন্দ্রও বে এক জন স্কুক্বরি ছিলেন ভাষাতে সন্দেহ নাই। সেকালের ব্রুক্তরিভিড এবং আ্বালয়ন্ত্রন্ত্রনাভার একান্ত প্রিয় শিতপাঠ্য ব্রুক্তরার প্রক্তক ছিল। ভাষার নাম "শিতবোধক।" এই লিত-বোধকে "দাভাক্ত" ও "কলকভ্রনে" নামক বে মুইটি ক্বিতা আছে, উহা ক্বিচন্দ্রের অণিভাযুক্ত। জানেকে বলেন, এই ক্বিভা মুকুন্দরামের বিজ্ঞাক্বিচন্দ্রের বৃত্তিভা। ভাষার বৃত্তিভ আমুক্ত জনেক ক্বিভা আছে, ইহাই অনেকে বলিরা থাকেন। কিছ হুমথের বিবস্ক ক্রিন্ত্রীয় আর কোনও রচনার অন্তগভান পাই নাই।

মুকুশরাম অর্যাচত চণ্ডীমলল কাব্যে নিজের বে ক্রাণীরিক্র দিরাছেন, ভালা দেখিলা মনে ২য় যে, শিবরাম ব্যতীত কবির আর ক্রাণ পুত্র ছিল। তাঁহার নাম প্রধানন। ভা ছাড়া ক্যানাথ বা রামার্ক্র নামে কবির আর এক জন ভাভা ছিলেন বলিয়াও মনে হয়।

মৃকুলবামের বংশধরগণ একণে ছোট বৈকান প্রামে বাস করিছে। হেন। এই স্থান বর্দ্ধ মান জিলার অন্তর্গত এবং দামোদর লাক্তর দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। বে ডিহিদার মামূদ সরিকের অভ্যাচারে তিনি সর্বব্যান্ত হইয়া সাত পুক্ষের বাসন্থান দামূলা পরিজ্যান্ত্র ক্রিতে বাধ্য ইইয়াছিলেন, সেই মামূদ সরিকের বংশধরগণ বর্তমন্ত্র হুগলী জিলার অন্তর্গত ম য়াপুর প্রামে বাস কবিংছেছেন।

সে বাহাই ইউক, এই কবিবর মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন্ সমান আবির্ভুত ইইয়াছিলেন, অন্তঃপর আমরা সেইটুকু বৃধিতে ক্রেরি করিছেছি। যে মহাকবিব অসামায় কবিত্ব-সৌরতে আজও বালালা দেশ পরিপূর্ণ ইইয়া বহিয়াছে এবং বাহার আবির্ভাবে বালালার মুখ উজ্জল ইইয়াছে, তাঁহার জীবনী সহদ্ধে বিশেব কোনও আলোক্রার্ক অভ্যাবধি হয় নাই। মুকুন্দনামের মনোহর কাব্যক্রত্থানির অনুক্র রস বাঙ্গালার আপামর সাধারণ এত দিন ধরিয়া আকঠ পাল করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এই অমুপম কাব্যের রচিয়তাকে জানিবান্ত্র জন্তু কেই যে অমুক্রপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন মনে হয় মা।

দুৰ্শ্বামের জীবন-কথা জানিতে ইইলে, তাঁহার কাব্যের ক্রেটি ভাগে তিনি প্রছেৎপতির বিবরণ প্রদানছলে বেরপে আল্লাপনিছে দিয়া গিয়াছেন, একণে আমাদিগকে তাহাই অবল্যন করিছে ইইবে। তা ছাড়া অক্ল উপায় নাই। কবিবরের এই বৃত্তুত্ব বিবরণী ইইডেই তাঁহার জীবনের বাহা কিছু ঘটনা আমাদিশকে জানিয়া কইডে ইইবে এবং ইহা ব্যতীত অক্ল উপায় নাই বিলিয়াই তিনি যে কত দিন ভীবিত ছিলেন তাহা নিশিয় কবিবার কোন উপায় আমাদিগের নাই। কাটেই আম্বা এই বিবরণ অবল্যন কবিয়াই অতঃপর কবির আবিতাৰ বাল নির্পাণ্ড টেই কবিব।

চণ্ড মঙ্গল কাবোর স্ট্রা-ভাগে প্রদত্ত গ্রেছাৎপ্রির বিবর্শী মধ্যে রাজা মানাসংটের উল্লেখ আছে। আমরা এ ছানে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

> "ধন্ত রাজ। মানসিংহ, বিকুপদাযুক ভুক, গৌড়-বল-উংকল-অধিপ। সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের কলে, ডিছিলার মামুদ সরিষ্ক।"

এই ডিছিদার মাঠুদ সরিক্ষের অভ্যাচারেই **ভিনি দার্ক্তা** পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে কথারও উল্লেখ 🕏 বিবরণে রহিয়াছে।

"ডিহিদার অবোধ থোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ, ধান্ত গোল কেই নাহি কেনে। প্রস্তু গোপীনাধ নন্দী, বিপাকে ইইলা ক্ষী, হেডু কিছু নাহি পরিত্রাণে।" ইত্যাদি বর্ণনার পর জন্ত এক স্থানে আছে,— "দাসুলা ছাড়িরা বাই, সঙ্গে ব্যানাধ ভাই, পথে চঙী দিলা দ্বশনে।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবি যথন দামুন্তার বাসন্থান প্রিছা) দি করিয়া অন্তত্ত্ব আশ্রয় অবেষণে বহির্গত ইইয়াছিলেন, ক্ষান রাজা মানসিংহ বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের অধিপতি ছিলেন। একা আমাদিগকৈ দেখিতে এইবে, কোন্ সময়ে মানসিংহ বাঙ্গালার শ্লাসনকর্ত্তা ছিলেন। গাজা মানসিংহ ১৫৮১ গৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শ্লাসনকর্তা ছিলেন। গাজা মানসিংহ ১৫৮১ গৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শ্লাসায়ছিলেন এবং এ সময় ইইতে ১৬০০ গৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার শ্লাকার ছিলেন। মানসিংহের শাসনকালের মধ্যেই যে কবিবরকে শ্লিহিদারের অভ্যাচারে ভন্মস্থান পতিত্যাগ করিতে ইইয়াছিল ভাষা আমবা কবির স্বন্ধত এই প্রস্থোৎপত্তির বিবরণী ইইতে ব্যাজিকে পারিতেছি। সভবাং মানসিংহেন স্ববাদারি প্রান্তির কিছু কাল পরেই যে কবি এই কাব্যবচনা করিয়াছিলেন ভাষাও শ্লামাদিগকে ব্রিয়া লইতে ইইবে:

ইছা ব্যতীত গ্রন্থোৎপত্তির কিন্তংগে বাকুড়া রায় ও র**হনাথ** বা**রের উল্লেখ রহিয়া**ছে।

দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণছায়া,
আজা দিলেন বচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া বাই.
আডরার হইছু উপনীত।
আড়রা আজণভূমি, আজণ বাহার স্বামা,
নরপতি ব্যাদের সমান।
পড়িয়া কবিছ বানী, সম্বাধিমু নূপমণি,
পাঁচ আড়া মাপি দিল ধান।
স্বাধ্ব বাঁকুড়া বায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশু পাঙে কৈল নিয়োজিত।

রাজা গুণে অবদাত.

গুরু করি কবিল পৃদ্ধিত।"

তার স্থত গ্রহনাথ.

এই আড়রা প্রামে অবস্থান কালেই মুকুশ্বান চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রন্থমধ্যে তাঁহার স্থালিতে আত্মপরিচয়ে সে কথার ইয়ের বহিয়াছে। যে সময়ে তিনি দানুতা পনিত্যাগ করিয়া আশ্রম আবেশে বহিগত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে পথিনধ্যে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে স্থাদেশ প্রদান করেন। আড়বা প্রামে যাইয়া রাজসমীপে উপছিত হইলে রাজা এই স্থানের বুজাতু অবগত হইয়া তাঁহাকে চণ্ডীকাব্য রচনায় উৎসাহিত কবিমাছিলেন। গ্রাজা রহ্নাথ কর্তৃক কবিকস্থাই উপসাধিও কবিকে প্রদন্ত হইয়াছিল। কবিকস্থাবের প্রতিপালক আড়রা প্রাক্ষণভূনির এই রাজা ব্যুনাথদের রায় ১৫৭৩ পৃষ্ঠীন্দ হইতে ১৬০৩ পৃষ্ঠীন্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া কবি যে এই অভুলনীয় রসভাবময় চণ্ডীকাব্য প্রশ্বন করিয়াছিলেন, কবি স্বয়ং এই কাব্যগ্রাহের বহু স্থানেই সে কথার উর্বেশ্ব করিয়াছিলেন, কবি স্বয়ং এই কাব্যগ্রহের বহু স্থানেই সে কথার উর্বেশ্ব করিয়াছিল তাহারও প্রচয়্ব পাওয়া যায়। এক স্থানে উর্বেশ্বত হইয়াছে:

"শিবরাম বংশগর, কুপাক্র মহেশ্বর, রক্ষ পুত্রে পৌত্রে তিনমুনী।"

প্রছোৎপত্তির বিবরণেও কবি একু স্থানে উল্লেখ করিয়া নিয়াছেন:

- "কাঁদে শিশু ওদনের তরে।"

এই শিশু যে তাঁহার পোঁত অভিযামকে লক্ষ্য করিবাই ছিন্নি
লিখিয়া গিয়াছেন ভাহাই মনে হয়। এই সকল বিষয়েব একটা
সামঞ্জ করিয়া লইয়া কবির আবিভাবে কাল আমাদিগকে নির্পূল
করিতে হইবে। কবির অলিখিত "গ্রম্পোণ্ডর নির্পূলী
অভিনিবেশ সহকারে গাঠ করিলে বুবিতে পারা যায় যে, বালালা
দেশে নানসিংহের অবাদারি প্রান্তির কিছু কাল পরেই ভিনি এই
চণ্ডীকার্যথানি বচনা করিয়াছিকেন।

এমণে কবির এই কাব্যরচনার কাল যদি আমরা ১৫১৫ বা ১৫১৬ পৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান কবিয়া লই, ভাষা ইইলে বোধ হয় অসকত হয় না এবং গ্রহনাথ বায়ের রাজ্যকালের সহিত্ত ইলাকে মিলিয়া যায়। বেহেতু, রহুনাথ রায়ের রাজ্যকাসময় ১৫৭০ পৃষ্টাব্দ ইইতে ১৬০৩ পৃষ্টাব্দ পর্যান্ত। মানসিংহেরও বাকালায় আগমন ১৫৮১ পৃষ্টাব্দে এবং শাসনকাল ১৬০০ পৃষ্টাব্দ পর্যান্ত। এই হিসাবে মুকুল্পরামের চন্ডী-কাব্য গচনার কাল যদি আমরা ১৫১৫ অথবা ১৫১৬ পৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করি এবং প্রস্তু রচনাকালে কবিবরের বয়াক্রম ৪৫ কি ৪৬ বংসর ধরিয়া লই (বেহেতু তথন কবির পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ৪৫।৪৬ বংসর বয়াক্রম কালে পৌত্র হুরুর সম্ভব।) ভাষা ইইলে আনুমানিক ১৫৫০ পৃষ্টাব্দে কবির জন্ম ইইয়াছিল ইছা বলিতে পারা যায়। কবিকম্বণ মুকুল্বরামের আবিভাব কাল নির্ণয় করিতে ইইলে এইরপ্ অনুমান ভিন্ন অন্ত্র

কবিবরের জীবনী সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যথন তেমন কোন আলোচনা অভাববি হয় নাই, তথন কবি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে আখ্য় পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এক্ষমধ্যে মোনিগাকে কবির জীবনের ঘটনা সমূহ জানিবার চেটা করিতে হইবে। আময়া সেই জ্বল্ফ কবির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবন-কথা আলোচনা করিতে প্রব্রুপ্ত হইরাছি। অল্প উপাই নাই, তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে উল্লিখিত আছে,—শিবকে উদ্দেশ কবিয়া তিনি বলিতেছেন

াঁপসাসম স্থানিমূল, তোমাব চবণ-জল,

পান কৈয় শিশুকাল হৈছে। সেই তো পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গাতে।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভিনি একান্ত শিবভক্ত ছিলেন।
এবং তাঁহার এমনও বিখাদ ছিল যে, শিবপূজার ফলেই তিনি প্রথম
ইইতে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বচিত
ভাবসম্পদে অভুলনীয় স্থবিখ্যাত চণ্ডামঙ্গল কাব্য বালীত ভিনি
শিব-সংকতিন নামক একখানি পুস্তক্ত রচনা করিয়াছিলেন।

কেহ কেছ বলেন,—কবিকস্থণ মুকুন্দরামের ছই খ্রাছিল। বাঁহারা এ কথা বলেন,—তাঁহারাও কবির গ্রন্থোক্ত বর্ণনা চইতেই তাঁহাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কবি এক শ্লান লিখিয়াছেন ঃ

> "এক জন সহিলে কোন্দল হয় দ্ব। বিশেষ জানেন চক্রবভী ঠাকুর।"

তাঁহার কাব্যের অক্সতর গায়ক ধনপতির ছই দ্বী থেকপ কোৰণ করিরাছে, তাঁহার নায়িকা কুলবা ভগবতীর জাগুমন-দর্শনে সভীন আশদ্ধায় যে প্রকার ব্যাকুল হইরাদ্ধে, তাহা দেখিয়া অবশ্য মনে হয়

ৰটে বে, এই সপদ্ধী সম্বন্ধে কৰিবৰ এক জন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা ভক্তভোগী ছিলন। কিছ এ কথাও বলি যে, এই সণ্ডুী ব্যাপারের এ প্রকার ভ্রমিণ্ বর্ণনা পাঠ করিয়া কবির ছই স্ত্রী ছিল বলিয়া বঁলোরা অস্তমান কারন, তাঁহাদের অসুমান যে একান্তই সত্য, এমনও বলা রার না। কারণ, মুকুন্দরাম স্বভাবকবি ছিলেন। তিনি তৎকালীন সামাজিক চিত্র নিখুঁত ভাবে অছিত করিয়া গিয়াছেন। তথনকার লোকে অবস্থা-বাবস্থার কথা বধাষথ ভাবে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। জাতার কাবা-সমালোচনা কালে সে পরিচয় পরে দিভেছি। একণে জারাব এই সপদ্ধী ব্যাপারের বর্ণনা সম্বন্ধে আমরা ইরাই বলিতে চাহি এই বর্ণনা পাঠ করিয়া কবির ছই স্ত্রী ছিল, এরপ অফ্রমান করা দ্বামাদের সঙ্গত নাও হইতে পারে। একালে বছ-বিবাহ সমাজে ভেমন প্রচলিত না থাকিলেও মুকুক্ষরামের সময়ে তাতা ছিল। কাঙেই ভবি তংকালীন সমাজ্ঞচিত অহিত কবিতে যাইয়া ইহাব প্রভাব এছাইয়া চলিতে পারেন নাই। ছিনি তৎকালীন সমাজের প্রভাক वंतिनाहि लडेश यथन পृथाद्वभूष जालाहन। करिशाहन, एथन এए ক্ত একটা সুপত্নী ব্যাপাবের বর্ণনা তাঁহার কাব্যের মধ্যে থাক। মেটেই অম্বাভাবিক নতে এবা তাতাই, শাত্র দেখিয়া ঠাতার একাধিক স্তীর অভিত্য অনুমান আমাদের পক্ষে সক্ত নছে। দীনংকু মিত্র জীহার প্রস্থার কাল্লের চতম বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বৃদ্ধিত ক্র জাঁগর প্রায় প্রাজ্যক গ্রান্থই ছুই দিনটি কবিয়া সভীন হাছির ভবিষ্যাল্ড । ইত দের সমায় বন্ধ বিবাহের প্রচলন বন্ধল ভাবে ক্মিয়া আলিয়াচিল। এমন কি. এ সময় ভাষা একরপ উঠিয়া গিয়াছিল হলিলেট চলে। এই সকল লেখাবের গ্রন্থমধ্যে সপত্নী ব্যাপাথের আলেটনা থাকিলেও ইচাদের একাধিক স্ত্রী ছিল না। সুত্রাং মৃকুক্ষবামেন কাব্য মধ্যে সপজুই-কোব্দলের বর্ণন। পাঠ করিয়া উ'হার ৰে একাধিক প্ৰী ছিল, ইছা অনুমান কৰা বে একাছাই সমত হইৰে ভাহা ভ বলিতে পারিতেছি না।

মুকুন্দ্রাম কিরুপ লেখাপড়া জানিছেন, একণে আমরা ছাহাই শানিতে চেষ্টা করিব। ভাঁহার সময়ে দেশে সংস্কৃত শিক্ষারই প্রচলন ছিল। সজরাং এই সংস্কৃতবিজ্ঞা বীহারা শিক্ষালাভ করিছেন, ভাঁগারাই তৎকালে দেশ মধ্যে শিক্ষিত এবং বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ংটতেন। মৃকুন্দরাম বে সংস্কৃতবিভা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ভাহারও প্রমাণ ভাহার প্রস্তু পাঠ কবিরা পাওয়া যায়। মুকুলরামের ৰাবে উল্লিখিত বৰ্ণনার মধ্যে অনেক স্থলেই কালিদাসের বর্ণনাম ভাব পাঁওয়া যায়। তাঁহার "কমলে কামিনী" বর্ণনা মহাকবি কালিদানের <sup>"অকাল প্ৰসন্তোদয়"</sup> বৰ্ণনাৰ সঙ্গে বেশ মিঙ্গ আছে মনে হয়। তা ছাড়া <sup>ভীহার</sup> কাবোর নায়ক শ্রীমন্তের বিভাগিকার বর্ণনাচ্চলে তিনি गैरिक के अञ्चल श्रास्त्र একটি তালিকা দিয়াছেন। মনে জয় এই খাদিকভেক্ প্ৰস্তেৰ সমস্ত না হউক, অস্ততঃ ক্তকণ্ডলিও তিনি ৰিগায়ন ক্ৰিয়া।ছলেন। আৰু এক কখা, এই সহায়সম্বস্হান <sup>ৰপাগচিত</sup> বা'ক্তৰ শিক্তাব্'ল্কৰ পাবিচয় না পাইলেই বা রাজা বাকুড়া <sup>রায় ত্র</sup>েকে সমাদরে আশ্রয় দিয়া পুত্ত'দগের শিক্ষকত। কার্য্যে নিযুক্ত <sup>ইরিংবন কেন</sup> ? তখন ভ ইংরা**জী শিক্ষার প্রচলন ছিল** ন। অথবা বিবিভাল, মুর উপাধিও লইতে হইত না! তখনকার দিনে নিৰা বলিতে সম্ভেড শিকাই ছিল এবং বিবান বা শিকিত लेक महत्रक राष्ट्रिक्टर वृद्धारेक । प्रकार कृतिया सून्यान

বে সংস্কৃতক্ত ছিলেন, ইহা আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আনুষীর করিতে পারি।

এইবার কবিকছণের চণ্ডীগ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিকিং আলোচন কৃথিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপস্কোর করিব। চণ্ডীতে ছুইটি উপাথ্যান আছে। একটি কালকেত্র উপাধারে অপণটি ধনপতি সদাগরের উপাধ্যান। বাঙ্গালার আবালবন্ধ নমুনারী অতি প্রিয় এই মনোচর উপাধ্যান পূর্ব চইতেই প্রচলিত ভিনা চণ্ডীর গান, মনসার গান ও ধর্মঠাকুরের গান অনেক পুর্বা হইটেই প্রচলিত ছিল। এ সকল কথাৰ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীক্তর নতে। তবে ইহাই মাত্র বলিতে চাহি যে, এই বিষয়গুলি অবলয়ন ৰবিষা উত্তংকালে যে কত কবি কত চতীমলল, মনসামলল একং ধর্মসল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, ভাছার ইয়ুতা নাট 🖟 বাঙ্গালা সাহিত্যের ই ভিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা হার যে. চন্ডী, মনসা এবং ধর্মমঙ্গল কাবং বছ কবিব হাত দিয়া আসিবাছে। व्यामाप्त्र आलाहा व विवद्दन हरीत हेशाशास्त्र स्मीत्रका व মুকু ক্ষবামের সৃষ্টি নহে, ভাঙা নিঃ ক্ষসেয়ে বলা যায়। এই উপাধ্যার मुक्नाबामत कावात्रहमात वह भूकी उटेए हे आहिन हिन । (काम) ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম এই উপাখ্যানের সৃষ্টি কবেন ভাহা নির্পন্ন করা সহজ কথা নতে। ফল কথা, মুবু দ্বাম পূর্ব-প্রচ্ছিত এই উপাধান অবলম্বন করিবাই চ্ডীবারা বচনা করিয়াছন তিনি অব**শ**ে**ন্তর** ভাবদম্পাদ পরিপূর্ণ করিয়া এবং মনোহররপে সাজাইয়া ভাষা আমাদিলেছ নিকট উপস্থিত কবিয়াছেন। আনকে বলেন,—মাধবাচার্যের চলী: এবং বছরেশ্য কবিকল্পর চন্ত্রী মুকুকরামের পর্বেড প্রচলিত ছিল। মুকুদ্দরাম কার্যুহ্না কালে চেইগুলি অবলখন ক্রিয়াছেন এবং সেইঙলিকেই সংশোধন কৰিয়া কইয়া এই মানাহর নুতন চ**্ট্রাক্ত** প্রাণ্ডন করিয়াছেন। ভাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে এ কথারও **উলোধ** আছে :

### "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিবরণ।"

ইহাতে মনে হয় যে, বলরাম কবিকল্পকেই লক্ষ্য করিয়া ভিনি
এ কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে বলরাম কবিকল্পনে চণ্ডী অবলন্ধন
করিয়া তিনি যে স্থীয় কাবা বচনা করিয়াছেন, ইংাই বিশাস হয়়।
কিছ তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, মাধবাচার্য্য অথবা বলরাম
কবিকল্প কেইই চণ্ডীমঙ্গল উপাধ্যানের প্রথম স্প্রীকর্তা নহেন।
ইহাদেরও বহু পূর্ব হইতে চণ্ডীর গান প্রচলিত ছিল।

দে বাহা হউক, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের উপাণ্যানে মৌনিক্তা না থাকিলেও কবিকল্প চণ্ডী বে বচনার শিল্পচাতুর্ব্যে, ভাবমাধুর্ব্যে একং ক্রিম্মল্পদে একথানি অতুলনীয় মহাকাব্য তাহা অসল্লেটেই বলিছে চইবে।

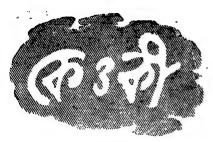
মুকুলনামের এই মনোহর কাব্যপ্রন্থের ভাষা অতি প্রাক্তন এবং প্রেসাদগুর্ননিষ্ট । সম্প্র গ্রন্থকামির ভাব বেমন অপূর্বে করুণবঙ্গে পরিপূর্ণ এবং মনোহর কবিত্ময় ; ইচার ভাগাও তেমনি আসাংগাড়া একাস্কই সরল । প্রস্তুর কোন স্থানেই হিনি পাণ্ডিতা প্রকাশের এতটুকু প্রেয়াস করেন নাই । রামুগুলাকর ভারতচন্ত্রের ভাষার পরিপাটা, ছলের চমংকারিক অথবা বর্ণনার উক্তল ছটা মুকুলরামের কাব্য মধ্যে পাই না । কিছুল্বামের ভাষার কোম আড়ব্র নাই, গাঁডিত্য-প্রকাশের বিন্দুমাত্র প্রবাস নাই, বর্ণনাব অপরুপ ভলীতে লোককে চমক লাগাইবার এতটুকু চেটা নাই। তাই বলি তিনি স্বভাব-ক্ষি। তিনি মানুবের প্রাণের স্বাভাবিক প্রথ-ছংবের সাধারণ কথা নর্ম ভাষার প্রকাশ করিরা যেমন ভাবে আমাদের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিরাজ্বন, পশ্তিকবি ভারতচন্দ্র বোধ হয় তেমনটি পারেন নাই। রাজিশ শতান্দীর বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালার গ্রাম জননীর মেহ-শীতল লোকে বসিয়া তৎকালীন বাঙ্গালার গ্রাম্য লোকের ম্বথ-ছংখের কথা জ্যান করিরা বলিরা গিয়াছেন, গ্রাম্য গুহুছের ঘর-কর্মার প্রত্যেক

খুঁটিনাটি লইয়া বেমন ভাবে আলোচনা ক্ষিয়াছেন, সেকালের লোকচরিত্রের বেমন সভাকার ছবি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, ভাহাতে বলিভেই হইবে যে, তিনি স্বভাবকবি। মান্তবের স্বাভাবিক স্থ-ভূথের অন্তভূতি এবং সাধারণ অভাব-অভিযোগের কথা দেইয়া ভিনি বে ভাবে আমাদের হৃদর অধিকার করিয়া লইয়াছেন, ভাহাতে বলিভেই হইবে যে, ভিনি এক জন প্রকৃত কবি। বাঙ্গালার মহাক্ষি কৃতিবাস অথবা কাশীরাম দাসের পরেই যে ক্বিক্ষণ মৃকুলনামের আসন, ভাহাতে কি সন্দেহ আছে ?

**হই রাপ**( শ্রীষরবিদ্দকে )
গোপাল ভৌমিক

যুগ বিশ্বত-প্রায়: বাংলার আকাশে-বাতাসে **ভেগেছিল বিপ্লবের বাণী**— ভরুণের ভাজা রক্তে হল কাণাকাণি त्राक्तित वस्तान त्रक ठारे মাতৃ-অভিষেক-কল্পে; অন্ত পথে স্বাধীনতা নাই। व्यारणत्र व्यार्क्य निरम त्नहे जारक निरम्भिक्त नाजा, ভেৰেছিলে ছিংসা দিয়ে হিংসারে করিবে তুমি अয়। দেশ-মাতৃকার বুকে যে-কলম্ব-ভয় ৰুগে যুগে হল ভূপাকার— निर्जीक वीरत्रत्र मर्ल সে অক্লায়ে দিয়েছ আথাত-ফল ভার রাজ-রোষ, রাজ-কারাগারু. নিৰ্যাতিত অগ্নি-গৰ্ভ হাঞ্জানির পেমেছিলে সমর্থন পেয়েছিলে শ্ৰদ্ধা

তার পর বুগ কেটে গেছে: হাজার চোথের অগ্রি बल बाब त्कां कि त्कां कि तहार्थ : **নেই অগ্নি-দাতা তুমি** পেয়েছ কি নতুন সন্ধান তুমি ভালো জানো। निष्कद कीवन करद मान পেতে চাও সভ্যের আশ্বাদ-মান্থবের জীবনের ছঃখ পরিবাদ নিবিশেষে মুছে দিতে চাও। ভোমার নতুন ব্রতে কারও মুখে অবিমল হাসি-কারও মুথে সন্দেহের ছায়া-ভূতপূব বিপ্লবীর এ কেবল মতিভ্রম-মায়া! इहे ज्ञल इहे चानर्म-বিচারের মাপকাঠি কই ? আমরা মাটির জীব ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রই… न्यद्वत विठात-कालानी, विश्वे पृथिर वफ्-किश्वा वक शांकिकामी महाम् नहांनी !



( কথা চিত্ৰ ) শ্ৰীমণিশাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ર

নুদী-মেখলা বিস্তীৰ্ণ গণ্ড-প্ৰাম জীনগৰ। এক কালে না কি কোন প্রগতিশীল নগরীর পর্যায়ে উঠেছিল, কালচক্রে আর সব দিকে ভাঙ্গন ধরলেও, নামের দিক্টা ঠিক বন্ধায় আছে। এখনো দেখতে পাওয়া যায় অতীত গৌরবের কোন না কোন নিদর্শন-হর্ম্য-দেউলাদির ভগ্নাংশ। গড় পরিখা ও পো<del>স্ভা</del>গুলি মধ্যযুগের **স্থাপ**ত্য-শিল্পে সাক্ষিরণে দর্শক-মনে স্বাজাত্য-গৌরবের সম্রম স্থাই করে। লানা যায়, একদা গোটা বাংলার প্রাণ-স্বরূপ বারোভ ইয়ার মুকুট-মণি ম্যারাজা প্রতাপাদিত্যের প্রফলেশী রাজধানীর বারভূমি ছিল বিভিন্ন বী নদীসংলয় এই অঞ্লটি। এখনো কোন কোন বিল বিল ও দীবিকার পংকোদ্ধার কালে ধরিতীর তলদেশ থেকে অর্থবিয়ানের ৰত বি প্ৰতীক-ক্লোদিত পোতবক্ষ, জীৰ্ণ তব্নী, ভগ্ন ক্ষেপণি, মদারবর্ণ পাইসদণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন অবপ্রভাঙ্গ খনকের খনিতয়ন্ত্রের সাহাব্যে লোকচক্ষুর সম্মুধে এসে প্রস্তুতাত্ত্বিকদের গভীব গবেষণার উণাদান হয়ে থাকে। বিভিন্ন শহ্মকত্রগুলির গর্ভ থেকেও বিবিধ ক্ষাল ও আয়ুধ আত্মপ্রকাশ করে কন্ত বিচিত্র কাহিনীর উপকরণ বোগায়। কিন্তু আশ্বর্ক এইখানে যে, অঞ্চলবাসীদের সক্রিয় বা ঘটেতন মনে এগুলি কোনৰূপ প্ৰভাব স্থাপনে সমৰ্থ হয় না-মতীত্যে সংকেক্ত-চিক্তগুলি অসংলগ্ন ভাবে চার দিকে বিকীর্ণ দেখেও প্রতি বছটির জীবন-উৎসের অনুসন্ধানে কারো আগ্রহ নেই। সমাজ এখানে মৃক, জ্বাতি অভীতের স্থ-সমৃদ্ধির গল্প তনে আক্ষেপ করে-হায় বে দে কাল ! জাবার বর্ত মানের বহু অস্মবিধার সঙ্গে মুখোমুখী র্ম অদুটকেই করে দায়ী। বাহিরের অনুসন্ধিৎস্থর। বাংলার পঞ্চদশ শতকের স্বাধীনতা-যুদ্ধের স্বাধিক স্মরণীয় ও বরণীয় স্থন্দরবন-সংলগ্ন এই ছুর্গ্ম ভূভাগটি পরিদর্শন করে বাসিন্দাদের পানে তাকিয়ে যথন শনে মনে প্রশাস্ত্রর ভঙ্গিতে ভাবেন—একদা বারা এই বীরতীর্ষে নীড়িয়ে অসীম শোর্ষের সঙ্গে বাদশাহী পলটনকে রুখেছিল, এরা তাদেরই পশধন, এদের প্রত্যেকের ধমনীতে বইছে শৌর্ষশালী 'সহিদ' <sup>শীত্পুরুহদের</sup> শোণিত ;—তখন যাদের উদ্দেশে এই প্রশস্তি, তারা টবে পাছ না, **মুছ শরীয়কে নানা কণ্ঠ ও হুর্ভোগে এ-ভাবে বি**ব্রভ <sup>ইরে এঁদের</sup> কি লাভ! হর্ভাগ্য দেশের অতীত কীতি-চিহ্নিত প্রায় <sup>মত্যেক</sup> অঞ্চলের এই অবস্থা! সন্ধানী দৃষ্টির রশ্মিরেখায় বিশ্বতির ক্ষিকার থেকে সেগুলি উল্বাটিভ করে মাতৃভূমিকে বিশেব দরবারে <sup>ইভিষ্ঠা</sup> শিতে কোন আঞ্জহই এদের দেখা বার না। স্থাবিদ্ধারের ৰাদ, স্টির আকাজনা এবং সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা বা শোজন বেধানে এক, ভার্থপরভার নেশার চুব হবে সমাজ-প্রগতির <sup>ভিরোধের</sup> চেষ্টাই সেথানে প্রবন্ধ। কি**ন্ত সমাজ** পিছিয়ে থাকলেও

সমর বে চিম্নিনই এসিরে যার, তার চাকা যুরতে যুরতে সামস্রেছ দিকেই চলে—একটি ছেলে হঠাং এই তঞ্চো এসে লোকের চোখে আকুল দিয়েই যেন সেটা জানিয়ে দিলে।

এ অঞ্চলর বৃদ্ধিক প্রাম জীনগতে ছেন্টে জন্মগ্রহণ করবেছ অধিক দিন এব সংস্পর্শে থাকবার জ্যোগ তার অনুষ্টে ঘটেনি ! মাতৃ-ভঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার মাস করেক প্রেই ছভাগা ভাছে মাতৃহীন করে। অসহায় শিশুটিকে মায়ের আদরে পালন করবার 🕬 পরিবারভুক্ত কোন মহিলা সংসাবে না থাকায় নিরুপায় পিতা তার্কে: একশ' মাইল ভফাতে জেলার সদর সহরে মান্তামহীর ভন্তাবধানে কেখ আদেন। ছেলেটি দেইখানেই প্রতিপালিত হতে থাকে। এদিকে বিপদ্ধীক পিতা পার্খবর্তী গ্রামের এক ২য়স্থা কন্তার পাণিগ্রহণ করে ভাঙ্গা গৃহাভ্রমকে নবীন উল্লেখ্য যোড়াভালি দিয়ে সাজিয়ে ভো**লেন**। মাঝে মাঝে চিঠিপত্তে ছেলের থবর অবশ্য নিতেন, তাছাড়া জমি-জমার ব্যাপারে মামলা-মকদমার সম্পর্কে সদরে গেলে ছেলেকে সেখেও আসতেন; কিছু পাল পার্ব গে বা অলু কোন বাবদে ছেলের উদ্দেশে কিছু পাঠিয়েছেন কোন দিন, এমন কথা পাড়া-প্রতিবাসীদের কারে। জানা নেই। ও পক্ষও প্রভ্যাশা করতেন না কিছু, **বাপের কুথা** উঠলে প্রচলিত ছড়া কাটতেন—'মা-মরা ছেলের বাপ আবার বিক্রে করলে সে বাপ হয় ছেলের ভালুই।' বেঁচে থাকুক ওর মামানা, বাপেব কাছে যেন হাত পাততে না হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে এক দিন বাপের কাছেই এসে ছে**লেকে গাঁড়াছত** হোল। তার বয়স তথন তেরো পেরিয়ে চোদয় পড়েছে। গৃহবিবাদে মামার। ছল্লছাড়া হয়ে গেছে, মাথা রাথবার জায়গা প্রস্ত নেই। কেউ গিয়ে উঠেছে শতববাড়ীতে, কেউ বা হোয়েছে দেশান্তরী, আন ওপরে ছিল ছেলেটির অথও জোর তিনিও দিয়েছেন প্রপারে পাক্ষি। ইতিমধ্যে কিন্তু ছেলেটির বিতার খ্যাতি সদর থেকে শ্রীনগরেও স্বা হয়েছিল। মাইনর প্রীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 🖔 বুতি পায় সে। শ্রীনগরের পুরাতন মাইনর স্কুলটিও এই সমন্ত্র স্থানীর ভুসামী এবং গ্রামের জনৈক কুতবিভ শিক্ষাপ্রতীর সহায়ভায় ও প্রচেষ্টায় উচ্চ ইংরাজী বিভালয়ে পরিণত হওয়ায় উত্তোক্তারা প্রতিবাসী শ্ৰীযুক্ত যাদৰ বায়কে জানালেন যে, তাঁৰ এখন কৰ্তৰা হচে ॵ ছেলেটকে মামার বাড়ী থেকে আনিয়ে কাছে রাখা, আর প্রাক্তের নতুন ইংবিজি ছুলে ভর্তি করে দিয়ে তাকে জাকিয়ে ভোলা। প্রস্তাবটি ছেলের অদুষ্টেই মেন 'শাপে বর' হয়ে দাভায়। প্রামের ছেলে, গ্রামে ফিরে এদে ভার অপরপ ভন্দর চেহারা, আর শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যবহারে গ্রামণ্ডর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

সভাই একটু স্বতন্ত ধরণের ছেলে এই মৃগেন। মনটি এখনো শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল। কারো সঙ্গে চোখোচোজি হলেই আলাপের আগেই মুখ্যানি তার হাসিতে তরে ওঠে—এ হারি জীবনের তিক্ততম দিনেও মান হয় না, জীবনের ডেট্ট দিনেও উক্ত্ সিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু মৃগোনের সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু ওর ছুটি চোখ—এ চোথ বার আছে. ভীবনে তার কি নেই! আশ্চর্যা গভীর চোথ, কালো কালো ছুটি তাব' যেন দীঘির অতল জল স্পার্শ করে। এ চোথ মার্থকে মাতাল করে তুলে, এ চোথ দ্রষ্টাকে স্কাইর অন্তর্ভ পথে টেনে নিয়ে বায় যেন। এ চোথে জীবনের সমন্ত সৌক্র প্রকাশিত হয় যেমন, তেমনি প্রকৃতির পার্থিও ধরা দের। তাই এখানে এসেই জন্মভূমির বর্ত মানের রপ দেখার সঙ্গে সংক্রই

্ শহীতের তেলোমর রুপটিও কুটে ওঠে তার এই চোখে— যথনি বিপুল ভাবের বেগ লাগে তার ভাষায়, মননশক্তি ভাগ্রত হয় তার প্রশাস, রূপায়িত হতে থাকে অতীতের বিশ্বত অতিমান্ত্রবন্তলি— বাঁর। এই দিন এই দেশের মানির মধালা রাখতে দিয়েছেন আত্মবলি।

প্রধান শিক্ষক মহাশ্যের নিদেশে বিজ্ঞালয়ের সমর্থ ছাত্রগণ একটা ·স্কুচনা-প্রভিবোগিতার যোগ দেয়। রচনাটির বিবর-ব**ন্থ থাকে**— ্**জন্মভূমির অভ**ীভাও বর্তামান অবস্থা বর্ণনা। অনেকগুলি ছেলে - স্বামুকী ধারায় দেশের কথা দেখে। কিন্তু নবাগত এবং অপেকাকৃত নিম্ন:শ্রণীর ছাত্র মুগেনের প্রাঞ্জল বচনা প্রধান শিক্ষক মহাশরকে অবাক क्त व्या अठनाव श्रीड इजि च्याना श्रीय क्यूविक, उक्चिनी ভাষার ভিতর দিয়ে যেন ভাবের বন্ধা ছটেছে বেগবতী হয়ে; বালকের **দোধার মাতৃভূমি ও তার পূর্ববর্তী বীর সম্ভানদের প্রতি এত দরদ ও** অফুড়াত কি করে সম্ভব হোল ? প্রথমে ভেবেছিলেন, ছেলেটি বুঝি কোন অভিজ্ঞ লেখনের বঠম্ব-করা কথাগুলি কালি-কলমে এ ভাবে **কটিরেছে**—ছেলান সদবে শিক্ষা পেয়েছে বথন, পড়ার বই ছাড়া বাইরের ষ্ট পড়ার স্থাগও সেখানে আছে। বিশ্ব ছেলেটিকে ভিজ্ঞাসা ও মানাক্রপ দেবা করে বঝলেন, তাঁর সন্দেহ মিখ্যা—ছেলেটির সাহিত্য-প্রতিভা সভাই সহজাত। এর পর তিনি বিজ্ঞালয়-প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ সভার চাত্রদের অভিভাবক এবং অঞ্চলবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে প্রতিযোগিতায় হেই চাত্র মাগনের দেশপ্রীতি-मुनक প্রবন্ধটি শোনাবার ব্যবস্থা করেন। প্রবন্ধ পড়ে মুগেন নিংজ। প্রির্দর্শন ছেন্টের আবৃত্তি সভায় সমবেত নর-নারী-নিবিশেষে नकनारकरे चाद्र हे करव हिन, छेमाख कार्श्वत चाद्रखि मुद्ध कवन टाएंडाकरक. সভাব শতমুখে ধন্ত ধন্ত ধন্নি উঠলো। প্রবন্ধ পথা শেব হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় উচ্চুসিত কঠে তার প্রশস্তি কীত্ন করে আশাস দিলেন, কালে এই বালক প্রতীচ্যের হেন্দ এণ্ডারসনের মতন আাহিলাভ করবে। সেই ছেলেটির বাল্যন্তীবনেও এমনি করে সাহিত্য-অভিভার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

ছেলের প্রশংসার বাদব বারের বৃক আনন্দে তুলে ওঠে। আর

একটি লোক সভাস্থলেই দাঁডিরে জোর-গলার বাহবা দেন তাকে,
ভিনি হচ্ছেন প্রামের মৃন্মর-শিল্প পীতাম্বর অধিকারী। বলেন—প্রথম

দিন ঐ ছেলেটির চোথ ছটো দেখে বলেছিলাম ওর বাবাকে—বাদব,
ভোমার ছেলের চোথ সাধারণ চোব নয়, এই চোথেই সাধক ভার
সাধনার নিধিকে খ্র্জে পান। আমার কথা মিছে হয়নি, জন্মভূমিতে
এসেই ও দেখেছে দেশ-জননীর স্তিয়কার রপ। মায়ের রপের আলো
ভার কলমেই ফুটে উঠে আধার কাটিরে দেবে দেখো।

পীতাখনের মেরে মারাও এই বিভালনের ছাত্রী। প্রামে বালিকাকরে শিক্ষার স্বভন্ত ব্যবস্থা না থাকার প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই
বিভালনেই ছাত্রীদের জক্ত শিক্ষার বিশেব বন্দোবস্ত করেছিলেন।
ক্রেন্ডোক প্রেণীতে শিক্ষক মহাশরের হুই ধারে হুইথানি জালাদা
বেক থাকে ছাত্রীদের জক্ত। অক্তাক্ত ছাত্রীদের সঙ্গে সেদিন মারাও
সভার জাদে। শিক্ষক মহাশরের নির্দেশ পেরে মুগেন বতক্ষণ তার
বচনাটি মম্মাপাশী ভলিতে পড়ে মারা ওতক্ষণ ছিব দৃত্রীতে তাকিরে
বাক্ষে তার অপরুপ মুখ্যানির দিকে, অপূর্ব এক উল্লাসে তার সর্বাক্র
বার্মাক হতে থাকে। ছেলেটির চম্প্রমার হুটি কালো কালো
চোধের গভীর দৃষ্টি, তার মুখের তেজান্তর প্রতি কথাটি বেন

মনোমন্দিরে সুকারিত একটা তাবে অন্তের অসক্ষেপরশ দিয়ে অজি এক বংকার তোলে। পড়া শেব হতে ছেলেটি বসতেই শত্মুদ্ধ বথন তার প্রশাসা ওঠে, মায়ার কুল বুকখানি ভাতে আনক হুনত্ত থাকে, মনে হর ভার— ঐ সব স্থখাতির খানিকটা দে-ও বৃদ্ধি পেরেছে! পরক্ষণে পীভাত্মরের মুখেও ছেলেটির প্রশাসা ওনে তার কি আহলাদ! ইচ্ছা হতে থাকে—ছুটে গিরে বাবার গণাটি হু'হাতে অভিরে ধরে সে বলে—'বেশ বলেছ বাবা!'

ঠিক সেই সময় প্রধান শিক্ষক মহাশরের মুখে নিজের নাম্রী ওনে চমকে ৬ঠে মায়া। বচনা-প্রতিবোগিভার সেও বোগ দিটেছিল আর আকা-বাঁকা অমারে কতব গুলি আবল-ভাবল কথাও কি বেছিল। কিন্তু এই ছেলেটির রচনা ভনে মনে ছচ্ছিল ভার-কি ছেলেমাগুরট কবেছে সে! হয়ত শিক্ষরা কত নিন্দাই করবেন: চেই ছারু বৃঝি ডাক পড়েছে ভার। ওমা, ভা ভ নয়; ভাকে ও দাকেনি লেখাটি পড়তে—নিভেই যে তিনি তাই নিয়ে আলোচনা করাছন। লক্ষার র'ড়া হয়ে ডঠে তার স্থগোর মুখখানা, ববের ভিতরটা চিপ-চিপ করতে থাকে ৷ প্রধান শিক্ষক মহাশয় তথন বলছিলে — আরু যার ब्राज्या निर्ध्याष्ट्र. एक्टिक मार्था कुम के माद्या किये व लिकाहि विक् कांह्र আর বিষয়-বশুটির ঠিক অনুসর্গ কংতে পারেনি, তব্ও জননী আর জনভূমির বে বাস্তব ব্যাখ্যা সে করেছে তার জন্তেও আমরা তারে थमः मा कवहि, ऐरमाङ मिकि !' म ए दि श्वेवक निर्वाह : 'हन्नी আর ভন্মভমি স্বর্গ হতে হত। কিছু আমার ভননীকে দর্গাম দেবি নাই। আমার জ্ঞান হইবার পর্বেই ডিনি আমাকে ফেভিয়া খর্গ গিয়াছেন। আমি একৰে আমাদের ঘর-বাতী উঠান বাগান পুরু এইগুলিকেই আমার ভন্মভূমি মনে ক্রিয়া থাকি। আমার চননী य (इंग्डे चक्क्षांनिष्ठ कामांक क्षत्रव कविद्यादिकन, कामि एक्षांन প্রকার ঘর ভাবিয়া আনন্দ পাই। সেই ঘরে আমার জননীও ছমুভমি একসঙ্গে বিরাজ করিভেছেন জানিয়া ভক্তির সহিত গড় কবি। আমি বড হইলে আমার ভর্ভমি আরও বড় ইটাবন '···'' মায়ার কথাগুলিও খব মনোজ্ঞ হয় সভায়, শুনিয়া আন্তে পৌ কৌতৃক বোধ করে, আনেকের ক্ষেত্রভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

সেই দিন সভাভঙ্গের পর পীতাখর অধিকারী সপুত্র াদেব বাছকৈ তার বাড়াতে নিয়ে যান। বাড়ার বাইরে যে চণ্ড-মণ্ডণটি ভার শিল্প-সাধনার পীঠ, সেখানেই মাতুর পেতে বসিচ্চ অভাগন করেন, অলবোগের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়। যানব গরের মুখেও মায়ার প্রশংসা বেন ধরে না। আর সেই স্থিত্ব মায়ার সঙ্গে মায়ার প্রশংসা তার ভার হরে যার। এর পর মুগেনও ভার সঙ্গেনের রীতিমত ভাব হরে যার। এর পর মুগেনও ভার লেখার এক জন সমঝালার শ্রোত্রী পেয়ে বর্তে যার বেন।

এমনি করে পর পর ক'টি বছর কেটে হায়। মুগেনের সাহিত্য সাধনা পূর্বোছমে চলতে থাকে, শ্রোক্রী ও উৎসাহদাক্রী মাহা। বল্লা ছেলে-মেরেরা বখন নানারূপ খেলা-খূলার পাড়া মাথার করে বেডার, এরা ছটিতে তখন কোন নিজ'ন বাগানে, শৃস্পাছর প্রান্তরে কিব ইছামতীর তীরে বসে কাব্য-রস উপভোগ করে। মুগেন ভার সবস্থ-রচিত রচনা সোৎসাহে পড়ে, মন-আপ নিবিষ্ট করে উর্ক্তি ইর

জমিনার বাবুদের বাড়ীতে বাবো বাসে তেঁরো পার্বণ লেক্ট থাকডো, প্রায় প্রতি পর্বোৎসবেই শহরের পেশানারী বার্ত্তাল

445

সাড়েরে এসে আসর অমাতে।। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের মাতৃব বেন ভেম্ম পড়ত জ্বনগবে কোতৃহলের এক অদমা আবর্ষণে। প্রত্যেকেরই ভিতরকার রসজ্ঞ মানুষ্টিও যেন ছেগে উঠত আনন্দময় ছয়ে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামাঞ্জের অধিবাসীদের মনে বসস্থি এবং আনশ্বে ভিতৰ দিয়ে শিক্ষার সংক পৃথিচিতির বিশিষ্ট উপায় যাত্রা-মপ্রাদায়ের ভাবোদীপক গীতাভিনয়। অধুনা সাধারণ পাঠাগারগুলি रामा प्रवासीन निकारिकारवर छेन्नक उरहाक, नीर्च मठाकी शर्व গ্রামাঞ্লে গীতাভিনয়কে উপলক্ষ করে তেমনি এই প্রমোদ-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষালোক বিস্তার করে এসেছে। আধুনিক মঞ ও গ্রি'নমাণ্ডলি আর্টের নামে যে ডনীতি ও কুফচির প্রচার করে স্মান্ত-জাবন বিষাক্ত করে তৃ'লছে, যাত্রা-সম্প্রনায়গুলির অভিনেয় পালায় তার ছায়া পড়েনি কোন দিন। তারা দেশবাসীকে শুনিয়েছে প্রাণেতিহাসের অমৃতময় কাহিনী, প্রচার করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে আদর্বাদ, জাতি ধর্ম-নিবিশেষে স্বাই পেয়েছে চরিত্র গঠ'নর শ্ববলখন। এখানেও যাত্রার অভিনয় ভঙ্গণ বস-শিল্পীর প্রাণে যোগায় প্রেবনা, বর্ষের পর বর্ষ ধরে এরই সাধনা চলে। আশায় উৎসাহে উদ্বীপত হয়ে ওঠে ছটি ভৰুণ চিত্ত।

কিন্তু এই মিলনের পৃথে অন্তর্ম হয়ে শীড়ায় পাড়ার আর একটিছেলে, নাম তার কানাই। ছাঠপুই বলিন্ঠ ছেলে, ছানালগা ললেও বজাট বলে ছুর্নাম আছে। বিধবা জননী সারদা তার অভিভাবিকা; ছাতে বেশ টাকা থাকায় চড়া আদে তিনি বাড়াতে বসেই মলাজনীকরেন। স্বগ্রাম ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বল দায়গ্রন্তকেই তাঁর ছারস্থ হতে হয়। কানাইয়ের উপ্নয়ন দেবাব পর থেকেই তাঁর মনের মধ্যে বাসনা জেগেছে, ছেলের জ্বজ্ঞ টুকটুকে বউ একটি ঘরে আনেন। পীতাম্বর অধিকারীর মেয়ে মায়াকে তাঁর মনে ধরে; তলে তলে জানতে পানেন, ছেলের মনত মায়ার দিকে কুঁকেছে। এর ওপর ক্ষেবলও তাঁর অবিদিত নয় যে, যাদব ঝায়ের ও-পক্ষের ছেলে হঠাই উড়েও এসে যে বক্ষম করে জুড়ে বসেছে অধিকারী-বাড়ীতে, তাতে মায়াকে হাঁত করতে অনেক কাঠ-পড় পোড়াতে হবে। তাই তিনিও তলে তলে অধিকারীর ছোট ছেলে অতুলকে আগে থাকতেই হাত করে ফেলেছেন; উদ্দেশ্য, অতুলের সাহায্যে মায়াকে আয়তে আনবেন।

এ ব্যাপারে অতুলের প্রতিপত্তির হেতু এটটুকু যে, মায়া তারই সহোদ্যা বোন। পীভাষ্বের প্রথম স্ত্রীর এক মাত্র ছেলে গোকুল। ইবছরে সে মাতৃহীন হলে পীভাষ্বরে প্রক রুছা কল্লার পাণিগ্রহণ করছে হয়। সেই স্ত্রীর গভিজাত পুত্র অতুল এবং কল্লা মায়া। বিভীয় পক্ষের স্ত্রী তিনটি সম্ভানকেই এমন চুলচেরা ওজনে লাগনপালন করেন যে, গোকুল কোন দিন আপন মায়ের অভাব অফুতর করে পারেন। কিন্তু মায়ার জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই পীতাম্বর বিভীয় বার বিপত্নীক হন। পিতার স্নেহ আর মায়ের যত্র মিলিয়ে শিক্ত কন্ত্রাক কোলে তুলে নেয় পীতাম্বর, বন্ধ দাদা গোকুলও তাতে নিবিছ ভাবে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু অতুলের প্রকৃতি ছেলেবেলা থেকেই বন্ধ আলাদা থাতুকে গড়া, নিজের ক্রম-ক্রবিধার দিকেই তার লক্ষ্য: বোলনিক গলগ্রহ মনে করেই বিশ্বপ হয় সে। শিক্তরাভ অফুতর ক্রতে পারেন সাত্যকারের স্লেহের প্রশা পায় কার কাছে গেলে। বাল আর বড়দার অফুতেই হয় সে শৈশব থেকে। এই ভাবে স্নারাটি কল্ আরু হাসির কলকে আলোকিত করে বাক্রতে বাকে

মারা। শীতাশ্বের বড় সাধ, মারা উপযুক্ত শিক্ষা পার; ভাই কিন্তুল জ্ঞানী হরে মারাকে ছেলেদের স্থুলে ভাতি করে দেন, তার্বাহার প্রধান শিক্ষক মহাশার প্রামা মেয়েদের জন্ম শিক্ষার বিশিষ্ট্র ব্যবস্থার অবহিত হন। গৃহস্থানীর কাছের মাত প্রদাশকার মাথা বেল খুলে যায়, তার বুছিলীপ্ত প্রকৃতি শিক্ষকস্পর্যক্তি চমংকৃত কবে। পরে বচনা-প্রভিযোগিতায় যদিও মুগেনই একমার প্রতিষ্ঠা পায়, কিন্তু সে-ব্যাপারে মায়ার ভাগ্যেও যেটুকু খ্যাতি সাক্ষার হাছিল, অক্তের পক্ষে তা প্রত। সেই থেকেই প্রামের ক্রিমেয়েটির ওপর কানাইরের নজর পড়ে, আর সেটা ভার মা সার্বাহার ভীক্ষা দৃষ্টিভেও ধরা পড়ে যায়।

মায়া কিন্তু কানাইকে দেখলেই জলে যেত। **পরসাওরাজী**, মায়ের ছেলে হলে কি হবে, তার গুষ্টতা আর বেহারাপনা মারাৰ গায়ে যেন কাঁটার মত বিধত। কানাই যে মাহার মনোভাব বুৰ্তমেন পাৰত না তা নয়, তথাপি নানা ছলে সে মায়াৰ সংস্পাদ আস্বাদ্ চেষ্টা করত, তাকে থুসি করতে অসাধ্য-সাধনেও সে ভয় শেত মা 🖟 মুগেন কবিতা লেখে. য'ত্রা ভনে তার অন্তক্তণে পালা বেঁখে মায়াকেট শুনিয়ে জনেকটা হাত করে ফেলেছে দেখে, বানাইও মাথা খেলিয়ে এক মতলব স্থির করে ফেলে। সে দেখলে, কবিতা লিখে বা পালা বেঁধে মৃগেনের সঙ্গে পালা দেওয়া সংজ্বার, বিজ্ঞ এর চেয়েও মেয়েলের মন পাবার আর একটা সহজ উপায় আছে—সেটি ইচ্চে মনসামা ভাসান' স্থা কৰে গাওয়া, এতে মেয়েদের মন না ভিজে পারে না 🎉 আর, এতে এক ঢিলে ছটো পানী ঘাল করা যাবে। মায়ার ভাছেরা অতুল মনসার ভাসানের ভারি ভক্তঃ নিজের বাড়ীতেই সে এইটা দল বসাবে বসাবে করছে, বিস্তু অর্থের অভাবে পেরে উঠছে লা। এ সময় সে যদি এটা রহু করে ফেলে, তা হলে আর তাকে পায় 🖛 🚉 মহোৎসাহে সে কপালীপাড়ায় গিয়ে মনসার ভাসানের কর্ম করতে দেগে গেল।

এ-নিকে যথাসময়ে প্রবেশিবা প্রীক্ষার ফল বের লে ভানা সেই

মৃগেন প্রথম বিভাগে উভীন হাছে; আর বাংলা সাহিত্যে সংবাদ

স্থান প্রথম বিভাগে উভীন হাছে; আর বাংলা সাহিত্যে সংবাদ

স্থান প্রধিকার করায় বিশেষ প্রশাসাপত্র প্রেছে। বানাইও পরীদ্ধি

দিয়েছিল, বিভ গেজেটে ভার নাম ছাপা হংনি ভানে সারলা বে

পাড়া মাধায় করে জানান যে, তাঁর ছেলের নাম ছাপতে ভরা

গেছে। টেটেও কানাই ফেল হয়, বিস্তু ভার মারের শীড়াপীছি

হমকীতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ভাকে না পাঠিয়ে পারেনির

কানাইয়ের মায়ের থয়চে পরে ইউনিভাবাগটি খেকে নম্বর আবির

দেখা যায় য়ে, অংক ছাড়া আর কোন বিষয়েই সে কুড়ির য়েশী

পায়নি, ভর্ অংকেই ভার মাক' উঠেছে পয়ভারিশ।

কানাইয়ের মা ছংকার দিয়ে জানান—ভাই কি চাড়ভিখানি

কানিক ? আঁক কবে কবেই ত হিম্মিস্ম খেতে হয় বাছাকে। বিলাপ

থাক ওয় আঁক, ওয় অভাব কিসের—নাই বা হোল পাস, কি লম্বন্ন

ভার ? য়ে ট্যাকা ওয় ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে, ভার হিসের রাম্বর্জে

প্রীকার অনেক আগেই উভয় পক্ষের ছুই অভিভাবকদের করে বেমন বিরের কথাটি চূপি চূপি পাকা হয়ে বায়, অভূদের করেই তেমনি সারদা এ সহজে একটা গোপন প্যাক্ত করে মনসার ভালার কল গড়বার জন্তে ভার হাতে নগদ বিশটি টাকা ভূলে কেয়া। বাদিও কথা হয় যে, ভালার ভালার বিষেটি হবে গেলে দলটাকে জাঁকিরে বালাবার জন্তে হাজার ছ' হাজার চালভেও তিনি পেছপাও হবেন না। ক্রিক্ত অতুলের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং একান্ত প্রির্মান্ত ভেবেই ক্রিক্ত বিষ্ণান ক্রেক্ত করে। পক্ষান্তরে, মূগেন হয় আরি চক্ষু-শূল, দেখলেই জলে বায়, কথার খোঁচা দিয়ে তার আসার পথে কর্মান দিতে চায়। ভিতরের কথা কিন্তু মায়া কিছু কিছু জানতে সাবৈ, সে মূগেনকে জানার, 'কাজ কি হোডদার সামনে পড়ে ঝগড়া বাখিরে— কুকোচুরি থেলাতে তুমি ত ৬ন্ত, দ, তাই চলুক না। এর লাম বেদিন 'চিচিং' কাঁক' হয়ে যাবে, তথন দেখবে মজা!' মায়া জালে, বড়লা মূগেনের দিকে; আর তার বাবা—ভিনি ত কথা পাকা ক্রেক্ট রেখেছেন। কেবল পণের টাকাটা যোগাড় হবার ওয়াজা।

কিছ পাকা কথাও যে কেঁচে যায়, ছায়ী ব্যবস্থাও তুচ্ছ একটি
ক্রীনকে উপলক্ষ করে পালটায়, সেটা বোধ হয় মায়া কোন দিন
ক্রিক্তে পারেনি। এক দিন যে হঠাৎ সামান্ত একটা কথার ঘারে
ক্রীকা কথা ভেলে গিয়ে তার কঠা দিরে কারা ঠেলে আসবে, কে তা
ক্রীনত! আশার পথে সত্যিই বুঝি পড়ে কাঁটা। শেষ পর্যন্ত কি
ক্রীনসরন্ধতী বিমুধ হলেন, আর মনসা ঠাকরুণই কলা থেলেন ?

ৰাইবেৰ চণ্ডীমণ্ডপে নবনিৰ্মিত কালীপ্ৰতিমাৰ সামনে সে দিন
কুম্বেশ ৰে ৰড়েৰ সংকেত ওঠে, তাবই ক্ষন্ত ৰূপের তাগুৰ স্থক হলে।
ক্ৰিটীৰ ভিতৰে সংসাৰেৰ কয়টি প্ৰাণীকে নিয়ে।

বাড়ীর ভিতরে তিনটি বড় বড় শোবার ঘর—মাঝখানে ছোট একটা । ঘরগুলি তারই তিন দিকে। সব ক'টি ঘরের সংগ্রে একটি হৈরে ছোট লাওরা। এক দিকে নারা ও ভাড়ার-ঘর। ঘরগুলোই টার নালাও রয়েছে চার দিকে। সব ঘরগুলাই টার এক রকম। কোণের দিকে বে ছোট ঘরখানিতে আঁতুড় গৈত, মারা সেটকে ঠাকুর-ঘর করেছে। এই নিয়ে ছই ভাজের সঙ্গে আনেক ভকরার করতে হয়েছিল, কিছ শেব পর্যন্ত মায়ার ক্রই বজায় থাকে। উঠানের দক্ষিণ দিকে সদরে যাবার দরজা। ভার দিকে খাড়কি; সে দিকেই পুকুর, আর তার এক দিকে ভাজরের শোবার ঘরখানির গায়ে ছোট এক ফালি জমি বেড়া দিয়ে রা। আগে আগাছায় জায়গাটি ভর্তি ছিল, মায়াই স্থ করে ফুল ফ্লেলর গাছ লাগিয়ে বাগান করেছে। উঠোনের এক ধারে ছোট ভ্রি ব্রহাই।

উঠোনের মাঝখানে গোকুল ও অতুল ছই ভাই মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ক্লোলন করছিল। ছ'জনেরই বয়স হোরেছে—গোকুল ভিনের দ্বীর মাঝখানে এসেছে। আর অতুল সবে পা দিয়েছে। ব্যেসের ভূ দিয়ে ভাই ছটিতে তেমন বেশী তকাৎ নয়—বতটা তকাৎ বোনটির লা বউ ছটিও সোমন্ত, আর বয়দে উভয়েই মারার চেয়ে ক্লক বড়। গোকুল কতকটা বাসভারী গোছের মামুর, মনটিও লাসিধা, বধু কক্লাকে সে নিজেদের সংসারটির সঙ্গে বেশ খাপ ইরে নিজেছে। পক্ষান্তরে, ছোট বধু প্রসাদী এ-বাড়ীতে এসে বি হাছা প্রকৃতির আমান্ত্র্য বর্ষটির নাকে দড়ি দিয়ে এমন র্মিণ চালাছে যে তার কোন হদিসও কেউ পায়নি। ভারে রে বঙ্গা বাবলেই কক্লা ছুটে এসে ছ'লনকে খামাবার জন্তে বধন ভূলি-বাছেলি করত, প্রসাদী তথন অথসার মুখখানা বিকৃত

করে গোঁজ হরে দাওয়ায় এসে দাঁড়াছো, ভাসরের সঙ্গে বচলা আচলা— নইলে কোমর বেঁধে স্বামীর পক্ষ নিরে ও-পক্ষের থোত। মুখ ভোঁতা করে দিত সে! তার শেখানো কথাওলোই যে স্বামী তড়বড় করে বলতে থাকে— সেত ভার অজ্ঞানা নয়, তবে সব কথা বে সামী বেচারা ওছিয়ে বলতে পারে না—ভার ছংখ ত সেইখানেই।

এ-দিনের কলহের মৃলেও কানাই—ভাকে নিয়ে বাড়াবাড়িটা চরমে ওঠাভেই বাধ্য হরে প্রতিবাদ করতে হয় গোকুলকে। আর, এই বিজ্ঞী ব্যাপারটার একটা হেন্তনেন্ত হওয়া প্রয়োজন জেনেই বড় বউ ককণা আৰু আৰ ঝগড়া থামাতে ছুটে আসেনি। কানাইয়েব মতন নিঃসম্পর্কের একটা বভরাটে ছেলেকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গানের আসর বসাতে ভারও পিত্তি অলে গিয়েছিল রাগে।

গোকুল প্রথমে ভাল কথায় ছোট ভাইকে বোঝাতে ৫৫ছিল; কিছ অতুলের কিছুই বোঝবার সাধ্য ছিল না—দ্বীর শেখানো কথাঙলিই তার মাধায় গিস্-গিস্ করছিল, তাই চলা গলায় তনিয়ে দিল।

গোকুল জোর গলার জানাল: আমি বলছি কানাই এবাঢ়ী আসবে না, বাড়ীর অব্দরে তাকে নিয়ে আড,ডা হবে না।

**জতুগও অমুক্প প্রবে উত্তর করল: হাজার বার আ**সবে কানাই, এটা **কি তোমার একলার বাড়ী** ?

এই সময় পীতাখন এসে জুদ্ধ কঠে বলসেন: কি, কি, ব্যাপার কি—আৰু আবাব হোল কি? বলি, ত্রিশটা দিনের একটা দিনও কি তোদের কামাই নেই ঝগড়াব ?

বাপের দিকে চেরে স্থঝী একটু নরম করে গোকুল বলন : আমি

কি করৰ বল! ভোমার ছোট ছেলে যে ঐ বঙরাটে কানাই
ছোঁড়াকে এনে রাত-দিন বাডীতে মনসার পালা ভাজবে আমি তা
হতে দোব না! বলি, বাড়ীতে বে একটা আইবুড়ো মেগে সমছে

—াস দিকে ধেয়াল নেই!

অতুনও সঙ্গে পালটা জবাব দিল: আর তোমার প্রোরের মিগোন যে হামেশাই বাড়ীর আনাচে কানাচে খোরে—তাতে কনি দোষ নেই নয় ? কানাই আসবে, একশো বার আসবে। তাই অহি বলি, মায়ার সঙ্গে আমি ওর বে দোব।

কণ্ঠখন সপ্তমে তুলে পীতাখন ছমকী দিলেন: মুখ সামতে বখা বলৰি অতলো, আমি বাড়ীৰ মাথা, আমার ডিভিন্নে তুই মায়ান বিয়ে দিবি কি বে হতভাগা—

গোকুল গোৎসাহে বলল: আহামুক কি না, তাই ৬-ক া মূণ আনতে লজনা পেল না; আর কি না মূগের মতন হীরের টুকরে। ছেলের কথা তুলে থোঁটা দেয় ও! তবে এ-ও শোন বাবা, মূগেনের সঙ্গে মারার বিরে আজই আমি পাকা করে ফেলতে চাই— তার ব্যবস্থাও···

অন্ত দিন হলে কথাটা লুফে নিডেন পীতাম্ব । কিন্ত এক চু
আগেই বাইবের চণ্ডীমণ্ডপে মৃগেনের বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তে ক্রান
হর, তার স্বায়ুমণ্ডলে সেগুলো রীতিমত উত্তাপ ভূড়াচ্ছিল, মুখ
দিরেও তার আলা নিঃস্ত হোল : খবরদার গোকলো, ফের আমার
মুখের ওপর কথা। আমি বাড়ীর কর্তা, আমার প্রান্তি নেই!
আমি বলছি, ঐ চশমধোর বেদো রারের ঘরে স্থামি মারাকে
পাঠাবো না—ক্ষনো না।

বাপের ক্থান্ত হকচকিরে সেল গোকুল। বরাবরই সে জানে—
মৃগেনের হাতে মান্তাকে তুলে দেবার জক্তে কি আগ্রহই না তাঁর
ছিল , লাথরাল জমিটুকু বিক্রী করেই পণের টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত হলে
গোলুলই তাঁকে আখাদ দিয়েছিল—জমি বেচতে হবে না বাবা, পণের
টাব আমিই বেমন করে হোক বোগাড় করে দোব। তারই সন্তাবনা
হতেই এই মাত্র সে বিয়েটা পাকা করবার কথা তোলে। কিন্তু তার
উত্তেব বাবার মুখে এ কি বিপরীত কথা।

বিশ্বরের করে গোকুল জিজাসা করল: তার মানে ?

্প্ করে **অতুল বলে উঠল: মানে—**মায়ার বে হবে ঐ কানাইয়ের সনে।

গর্জন করে গোকুল বলন: চোপরাও! ফের যদি ভোর মুখে গুরুনাম শুনি শার এ হতচ্ছাড়া যদি এ বাড়ীতে ঢোকে—

স্তুলও অনুরূপ খবে উত্তর করল: আলবং চুক্বে কানাই। গাবসুখী হরে গোকুল বলল: কী!

ছুই ভারের মাঝখানে গাঁড়িয়ে নীর্য হাতথানা তুলে শাসনের ভঙ্গিতে পীতাম্বর হাকলেন: গোকুল, আমি এখনো বেঁচে আছি। অততের, ভোর যে ভারী রোক দেখছি,—নির্বিষ সাপের কুলো পানা চন্দ্র ছঁ। ওগো বড়মান্থরের বিয়েরা, ভৌমরাও রায়াঘর থেকে বিয়ের এফা শোন—আজ থেকে সব আলাদা করে দিলুম। কেউ লাকর কোন ভোরাকা রাখবে না···কথা বন্ধ—মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত । যোগ ঘর আর ভার হিত্যের দাওরাটুকু নিয়ে আলাদা সংসার পালে।—রাধো বাড়ো খাও—যা সাধ বার প্রাণে করো, কাক্সর কিছু বলবার কইবার থাকবে না—ব্যাস। এর পর ক্ষের যদি বগড়া ভনি ভ লাঠিপেটা করে ভাড়াব—ভা সে যেই হোক।

বাড়ীব কর্ডার মুখ দিয়ে যে হঠাৎ এমন নির্বাত কথা বেরুবে, কেট কা কল্পনাও করেনি। শুনে স্বাই বেন কাঠ হয়ে গেল। একটু পরে গোকুল অবস্থাটা উপলব্ধি করে আর্ড স্থরে বলে উঠল: বাবা, কবচ কি! এত দিনের সংসার…

গোকুলের স্ত্রী কক্ষণা দাওয়া থেকে ছুটে এসে খভবের ছটি পা ববে ধরা-গলায় বলল: ছেলেদের ওপর রাগ করে এমন সর্কনাশ করনেন নাবাবা!

পর্ল এই সময় মুখধানা বিকৃত করে বলল: আমি সব জানি।
আমানে জব্দ করবার জজ্ঞেই এ একটা ফলী করা হছে। বেশ ত,
ভাও না আলাদা করে; এখুনি আমি কানাইকে নিয়ে মনসামলনের
লপ গুলাবা আমার ভবে। কানাই কানাই কিন্তু কঠে সে
কানাইকে ভাকতে লাগলো, বেন সে কাছেই গাঁড়িরে প্রতীকা করছে।

শানাইরের নামেই গোকুলের মাথা আবার গরম হরে উঠল। প্রতির্গদের ভঙ্গিতে তীক্ষ করে বলল: আন্ত্রক না দেখি কানাই, বাড়ীতে দেখুলেই আমি তাকে খুন করব।

ক্ষ্তাম্ব চোখ পাকিয়ে বললেন : আবাব ! পোকুল, তোর লজ্জা
নই! আমার ব্যবস্থার ওপর কথা ! অতলো তার ববে বদে
া নাগ বার ভাই বদ্ধি করে—তোর বলবার তাতে কি আছে
নি ! ৬ বদি কানাইকে নিরে ছাংটো হরে সেখানে নাচে—
নাব ড তে কি মাখাব্যখা রে ছুঁচো ?

মুথখানি নীচু করে নত্র কঠে গোকুল বলল: ভূমি কথাই বলেছ বাবা, আমিই ভূল করেছি। আমাদের পৃথক্ দেওরাই বদি ভোমার ইচ্ছে হয়…

গোকুলের কথার বাধা দিরে পীভাষর দৃচ হবে বললেন: ইচ্ছে-টিছে নয়—একবারে পৃথকু করেই দিলুম। কারুর সঙ্গে আছি কারুর সহন্ধ নেই; আমি একা, তুই একা, ও একা—বে বেছ্ছান্তব, থাবে; কোন কথা নেই আর।

বৈশ তাই হোক বাবা! —বলেই গোকুল তার খ্রের দিক্তে চলে গেল। খামীকে করণা ভালো করেই চিনভো, খাচলে চোধ হ'টি মূছতে মূছতে সেও ধীর পদে খামীর পিছু নিল। অতুল মুধ্ খানার একটা বিকৃত ভঙ্গি করে বলে উঠলো: আছো—আছা, ভালোই ত, এ আমার পক্ষে শাপে বর হোল—বুঝলে?

পিছনের দাওয়াব উপরে শালেব খুঁটিটি ধরে এতক্ষণ **দাঁড়িত্রে** ছিল মায়া। সকলে চলে গেলে আন্তে আন্তে **পীতাব্বের ফাছে** এসেঁ সে কিন্তাসা করল: আর, আমি বাবা ? আমার কি হবে ?

মায়াকে দেখেই পীতাগন কোঁস করে উঠে কক্ষ করে বললেন 🚉 ভূই ভ শতেকথোয়ারী ছুঁড়ি, তোর জন্মেই ভ···

কিন্ত এই পর্যন্ত বলেই মায়াব সন্ধল পাদ্যেব মত ছটি চোথেৰ মৌন দৃষ্টিতে বেন স্তব্ধ হয়ে গোলেন। সলে সঙ্গে স্বর ও স্বর কোমল, করে দীর্য হাত ত্থানি বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে এনে বললেন: না, রে না—তোর দোষ কি মা, আর ভাবনাই বা কি; ওরা পৃথক্ হলেও তুই থাকবি আমার কাছে। অমরা হ'জনে এক সঙ্গে থাকবো—বুমলি ? তুই রাঁধবি, আমি ঠাকুর পড়বো…কোন কঞ্চাট থাকবে না আর!

মৃথখানা নীচু করে মায়া চেয়ে রইল মাটির দিকে। পীতাশ্ব লক্ষ্য করল তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে ঠিক মুজার মত। মনে পড়ল তাঁব—মাতৃহারা মেয়েটিকে কত বত্নে মাতৃষ করেছেন—এই মেয়েকেই কি না বিনা দোলে নিষ্ঠ্রের মত•••

সমস্ত অন্তর্মটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল পীতাখবের, তাঁর ওক ছাট্টি চোখও জলে ভরে এল। মেরের দিকে চেরে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন তিনি। মারাও এই সমর চোখ ছটি মেলে চাইল পিতার পানে, অমনি বুকখানি ছলে উঠল তার গভীর একটা বেদনার। গাঢ় খবে সে ডাকল: বাবা!

চমকে উঠে পূর্ণ দৃষ্টিতে মেরের স্থান মুখখানার পানে ভাকাক্ষেমন পীতাম্বর। ব্যগ্র কঠে বললেন: তোকে বকেছি নারে। কিছু কি করি বল ত মা, বাত-দিন কিচি কিচি, কাঁহাতক সহু করি। এই কেল হরেছে, ওরা কন্দ হোক্। তুই ভাবিসুনি মা, তোর বিবে আমি আরো ভাল ঘরে দোব। আমার বলে কি না পুতুল তৈরী করি। এ বে আমার কত বড় সাধনার কাক্ষ—তুই কি জানবি টাকার পিলাচ ? হাঁ ভাখ মা, এখন থেকে শক্ত হবি, এ ইতরের ছেলেটা এবার একে…

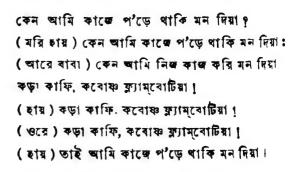
সুৰ্থানা শুক্ত করেই মারা বলে উঠলো: শক্তই হব বাবা, এবার এলে এ চেলা কাঠ দিরে ঠাাং তার ভেঙে দেব। তালাই সে গভীর দুইতে পিতার মুখের পানে তালালো। পীতাদ্বের মনের ভিতর তথন কি ভাবের তরল বইছিল ভিনিই জানেন।



# নিগ্রে মজুরদের গান

( গান छाना कांत्र तिष्ठि जाना यात्रनि, किन्त अकारणंत्र जन्म गःश्रह करतिहरणन Ralph Schaltz )

শ্বিলাম মোর কতারে আমি, "পা-ছ্থানি মোর
হ্য়েছে ঠাণ্ডা-অবশ,"
শ্বাহারামেতে যাক্ গে পা তোর; গাড়ী চালু রাখ্
ঘোড়াটিরে রেখে শ্বন্ধ।"
"কতা গো কতা, 'বুড়ো বেন্' চলে না।"
"ন্মক্ গে পাজি ঘোড়া—
চাপাও জায়াল তুমি। ফের কথা বলে না।"
"কতামশাই, দেখছ না কি রাস্তা রয়েছে বৃষ্টিতে ভেজা?
"ওরে 'র্যাক্-ব্য' ক'ষে মার বেড,"
ক্র্যা অবধি যদি বা না চলে মেরে কর তুলো-পেঁজা!
শক্তা গো কতা, দেখেও কি দেখ না
পথ ভিজে পিচ্ছিল করে' করে' বরফের কণা?"



পাঁচটার খুম থেকে উঠি,
সারাদিন জান্ দিরে খাটি।
টাকা এক থোক্!
ভদরলোক, আমি ভদরলোক!
টাকা কম কী ?
মাসে মাসে বারো টাকা আর থোরাকী!
কম কি মাহিনা ?
মাস-মাস বারো টাকা আর থানাপিনা।
ম'রে যাই, ম'রে যাই,
ক্তির চোটে আমি ম'রে যেতে চাই।
—চেষ্টাও কম করিনি!
হার, তরু পারিনি,
(কেন জানো ?)
—মনে প'ড়ে কত রি মেহেরবাকী!

# আপবিক বুগ

বামা একেবাবে ফিরিরে দিরেছে। আণবিক গতিকে। ছ'টো বোমা—ব্যস! যুদ্ধ থভম। সহক্রেই অমুনেয় কি বিরাট শক্তি এই বোমার।

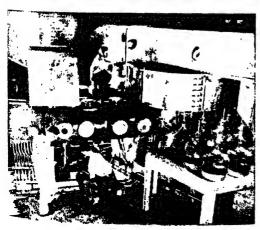
সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগ এসে পড়ল। আগবিক শক্তির যুগ। এই শক্তি আজকের নয়, নতুনও নয়—এ শক্তি চিরদিনের। বেদেও এই শক্তির কথা আছে। বিশ্বক্রাপ্ত চলেছে এই শক্তিতে। স্থা, নক্ষত্র অগ্নিয় এই শক্তির কুপার। অসীম অনস্থ এই শক্তি ধরা আছে অতি কুম্ব একটি অণুর মধ্যে।

জা বেন একটি সৌর জগং। মধ্যে জণুবাক্ষণিক প্র্যা, জার তার চারি ধারে ঘরছে গ্রহ।
প্রত্যেকের গতিপথ নিদ্ধিটা! এই গতির মধ্যে
বৃক্তিরে আছে শক্তি। এই শক্তির ফলেই গ্রহগুলি
ব্যছে ঠিক পথে, মধ্যের স্র্যাকে ত্যাগ করে ছুটে
বেরিয়ে থেতে পারে না। যদি কোন মতে একটি
জণ্কে ভাঙ্গা যায়, জ্বর্জাং গ্রহ গতি-পথ ভ্যাগ করে,
তবে এই লুকারিত শক্তি ছাড়া পায়। ইউনেনিয়াম
এবং আরও কয়েকটি মৌলিক জ্বেরের জ্ব্ এই ভানে

ভাঙ্গা যায়। বিশ্বের অনন্ত শক্তি ছাড়া পেয়ে ভাণ্ডব সীলা করে।

আগুন পৃড়িয়ে মারে, ধ্বংস করে। কিছু সেই তাপ্তর সীলা বিদ নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়, তবে কত উপকার পাওয়া যায়। তেমনই আগবিক শক্তি হঠাৎ ছাড়া পেলে বেমন ধ্বংস করতে পারে. তেমনই সেই শক্তি—বিরাট, সেই শক্তি মাহুযের কত কাজে যে সাগতে পারে তার ইয়তা নেই। কারণ, এমন কোন বাধা নেই যা এই শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, এমন কোন কাজ নেই যা একে হার মানাতে পারে। এই শক্তি অসীম, বিশ্বজয়ী।

একে একে যুগ বদলে যাছে। প্রথম যুগ ছিল প্রস্তর-যুগ। ভার পর ক্রমে বদলে বদলে এল লৌহ-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ। এইবার আরক্ষ ছবে আবিক-যুগ। এইবার আরক্ষ ছবে আবিক-যুগ। শক্তি উৎপাদনের জন্ম কয়লা, তেল বাবচার

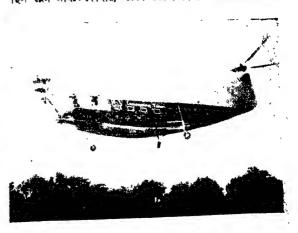




করতে হবে না। অণু ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করা হবে। হাজার হাজার টন করলা অথবা তেল থেকৈ শক্তি পাওরা যার না, মাত্র হ'-এক টন ইউরেনিয়াম থেকে সেই শক্তি পাওরা যার না, আনাবক শোমার সেই শক্তির পাওরা গোছে। কিছু মাত্র ধ্বংসের দিক্টা। বতক্ষণ বৈজ্ঞানিকরা এই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারছেন, ততক্ষণ কোন মডেই এর বাবহার কা যাকরী হতে পারে না। তাই আজ প্রত্যেক বড় বড় বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিকরা দিবারাক্র কেবল এই শক্তি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় ব্যস্ত। বিরাট, বিরাট, সাইক্রোট্রনিরে চলছে অণু ভালার গবেবণা।

## উডো-জাহাজ

উড়ো-জাহাজেও কন্ত নৃতনত আসবে। সব চেরে **অস্থবিধা** ছিল প্লেন নামবে কোথায়, উঠবে কোথা থেকে। প্রকা**ও সমতল** 



উড়ো কাহাজ

ব্যুভাকা যু

ভাষিত প্রাক্তন। এবন আছ সে সবের বছকার নেই। নৃভন হেলিবন্টারে ভাষির বরকার নেই। বাড়ীর ছাব থেকে সোজা ওপরে উঠে বাবে। আর সাইজেও হবে প্রকাণ্ড, লবার ৪৮ কূট, উঁচু ১০ ফুট। বল জন আরোই, হ'জন চালক। ভাছাড়া খাওরার ব্যবস্থা ভেতরে থাকবে। আর উঠবেও অনেক উঁচুতে। দরকার হলে জলের ওপরেও নামতে পারবে।

# নতুন কাচ



নতুন লেখে

কাচের ওপর অ'লে পড়লেট প্রতিক্ষািত হয়। কাজিরাক্র কেলের ওপর মেট আলে। পড়লে চনি তোলবার পর নেগা বায় ছবিঞ্চ



পুরাধো সেলে

ঝাপসা হরেছে। বেশীর ভাগ সময়ই রোজের আলোর ছবি ভোল হব। তাই এই আলোর গওগোল অনিবার্য। বৈজ্ঞানিকর নড়র



নতুন লেজে

এক রকম কাও বার্ম কবেছেন, যাতে আলো মোটেই প্রান্দিলিও হয় না। কানের ওপন মালোনাদাযান ফোনাইডের আবেরণ দিয়ে প্রতি



পুরানো লেনে

ফলন বন্ধ করা হয়। পুরানো লেকে। কার এই ধ্রণের তৈরী শেকেও ছবির মধ্যে **অনেক ভারতম্য**।

## থবরের কাগজ

পৃথিবীর এক স্থানে কিছু ঘটল, বেডারে চলে গেল প্রভাবে <sup>চেলে।</sup>
টাইপ হরে মেসিন থেকে খবর বেরিরে এল। তার পর কাগভরালার সেই খবৰ সাজিত্রে ছেপে কাগজ বার ক্ষলে। এইবার আরও এ<sup>র</sup> পা এসিরে বাবে। এক সেপে কাগজ ছাপা হবে, খবর সাজিতি



বেভাবে খববের কাণক

ছবি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একেবাবে ছোপে কাগজ বাৰু জ্বে অন্ত খেলে—
ধেডারে। কলিকাভার কাগজ ট্রেণে করে যার্বে মকস্থলে— সেধানকার পাঠকবা পাবে অনেক পথে। এখন আবি দেরী চবে
না। একট সময় কলিকাভায় ও মফস্থলেন লোক কাগজ
পাবে। প্রভ্যেক পাঠকের বেভার বন্ধ থেকে ছাপা কাগজ বেরিয়ে
ধান্তে।

## থাত্য-ভাঞার

বানাব ভাগ রাপতে গেলে বেফ্রিক্সারেটর চাড়া উপায় নেই। এক
দিন ভাল রাপ্রা হল শকটু বেশী। সবানা বর্বর চাল লা। ফেলা
বাবে ? অথবা ভাল ফল এসেছে। কিছু দিন ধবে গেতে করে।
কিন্তু উপায় ? বেফ্রিক্সাবেটর। ঠাণ্ডা করে জমিয়ে বাঝা। কিন্তু
দেখা গেছে, অত্যাধিক ঠাণ্ডা হলে ফলের অথবা খাল্কের স্থান বদলে
বায়। গ্রম করলেও ঠিক হয় না। সময়ও লাগে জনেক। বারা করা
বাশবের স্থান অনেকটা ফিরে এলেও, ফল নিয়ে ভারী মুদ্ধিল হয়।
নুহন এক বক্ম যন্ত্র বেশি কল্পনের বেভিড-তব্দ দিয়ে এই কাল
কিট্র নিয়ে। পুর বেশী কল্পনের বেভিড-তব্দ দিয়ে এই কাল
কিট্র নিয়ে। পুর বেশী কল্পনের বেভিড-তব্দ দিয়ে এই কাল
কিয়াহয়। দেড সের বরকের মত ঠাঞা করা বেহার ব্যক্ষ



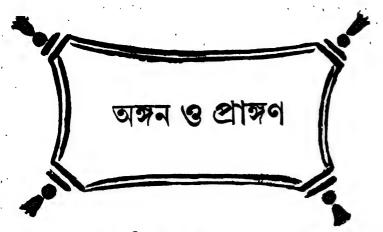
খাল-ভাণাৰ

করে বাওগা) তেরী ক্লন গ্রম হলে স্বাভাবিক ক্লবস্থায় **ফিনে** ক্লাদে মাত্র এগানে∰ সেকেতে। এই যত্ত্বে ৰাভ টেরিলাইক



ঠাণ্ডা খাবার গ্রম করা

করা, প্লাষ্টক গ্রম করা, এমন কি পাঁউকটে সেঁকা, বাংস রাছা প্রান্ত চলবে।



আধুনিক মেয়ে শ্রীমতী নমিতা খপ্তা

ত্রাধুনিক নেরেদের সম্বন্ধ কিছু বলা আমাদের পক্ষে সভিত্রই আশংকার কথা। এঁদের স্বপক্ষে বলতে গেলে অপর পক্ষের তীব্র সমালোচনায়, অনেক সময় আলোচনা নয়, আমৌজিক কটুজিতে পর্যুদন্ত হতে হয়, অথচ এদের সম্ভাই করতে হলে অবিচার ও সভ্যের অপলাপ অবশ্যস্তাবী। তবে সান্ধনার বিষয় এই যে, এ-পক্ষের অনেকেই আধুনিকাদের সমালোচনা করেন তাঁদের মনের নিগৃত ঈর্ষার জন্তে— এর মূলে বে সর্বলাই যুক্তিসংগত কারণ থাকে তা নয় কারণ সে বিচার করার মতো স্থৈর, উদার দৃষ্টি এবং সহামুভ্তি অনেকেরই নেই।

এই আধুনিকতার ধারা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, এর ক্ষীণ স্পাদ্দন স্কুক্ হয়েছে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের কিছু পরেই। অবশ্য তাই বলে ইতিহাসের পরিশিষ্টের মতো এটাকে ইংরেজ শাসনের একটি স্মমহৎ কীতি বলে গদগদ হবার কিছু নেই। তথনকার বৃহত্তর জগতে যে পরিবর্তন এসেছিল, ভারই একটা স্রোভ এ দেশে ছড়িরে পড়েছিল—প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমস্ত মনো-জগতে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিলো, তারই একটি ভয়াংশ এ দেশের পরিবর্ত নের মৃল কারণ। রবীন্দ্রনাথের তখনকার গলে, উপকালে: জ্যোতিবিন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ইত্যাদির রচনায় আমরা তথনকার শিক্ষিতা আধুনিকাদের দেখা পাই। ঘোড়ার গাড়ী চড়ে স্থলে বাওয়া, জুতা-মোজা-পরা তের-চোদ বছরের মেরেরা ছিল এ দেশের আধুনিক মেয়ে—উপক্তাসে তারাই ছিল শিক্ষিতা নারিকা। সাধারণত: প্রাদ্ধ-ঘরে, ফচিৎ সংস্কারপন্থী হিন্দুর বাড়ীর মেরেরা ছিল এই প্রথম দলে ৷ তথনকার উপস্থাদে, প্রবন্ধে, **ক**বিভায় এদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রপত বর্ষিত হোত অকুপুণ ভাবে। কবি ঈশ্বর গুরুত্তর মর্মান্তিক বিজ্ঞাপে ভরা কবিতাটি তথনকার দিনে বেশ জনপ্রির হয়ে উঠেছিলো। সাহিত্যে বিজ্ঞাপ, সনাতনপন্থীদের হা-হতাল, জনসাধারণের বিমৃথতা কিন্ত এই নৃতন ঢেউকে ঠেকাতে পারলো না, আধুনিকতার চাকা বন্ধুর পথেই গড়িয়ে চললো। ভার পর আমরা পাই আধুনিকতার দিতীয় ধাপ। তখন আমরা **ৰেখছি অধিকাংশ সহরেই মেরেদের স্থুল, কোথাও বা কলেজও গড়ে উঠছে।** বড়ো বড়ো বাসে **ভা**ধুনিক কেতায় সা<del>জ</del>-সজ্জা করা মেরের ধল স্থূল-কলেজে চলেছে—খকরের কাগজে ভালের বিষয়কর কুভিন্থের

কথা ছাপা হচ্ছে প্রতি পরিকার মেরেদের পাজ বলে আলাদা জারগা রাখা হরেছে নীমে-বাস তাদের মার্কা দেওরা জারগা এমন কি রাজনীতি, খেলা-ধূলাতেও মেরেদের যোগ দিতে দেখা যাছে। তার পরে এল আধুনিকতার ভূতীর ধাপ অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালের আধুনিকতা।

অবশা এইখানে একটা কথা আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, এই আগুনিকভা ভারতের বৃহত্তর নারী-সমাজকে একেবানেই দোলা দিতে পারেনি। অবিশ্বাস্তা হলেও কথাটা সভিয়ে আধুনিক মেয়ে নিয়ে আলোচনা করার গোড়াতেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমর

আমাদের দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধেই বলছি,— যে বুহন্তর অশিক্ষিত, অবজ্ঞান্ত নারী সমাজ এর বাইরে রইলো, তাদের সমূদ্ধে বলার অনেক কিছু থাকলেও আমাদের আজকের বিষয়-বল্পর মধ্যে তারা পড়ে না।

ষাই হোক, উপরি-উক্ত দিঙীয় ধাপ পর্যান্ত এই আধুনিকডা—
জমুকুলে এবং প্রতিকৃতে অনেক কিছু থাকা সংস্তব্ধ, একটা লছ
জাবেগে এগিয়ে এসেছে। এই এগিয়ে আসাটাকে অনেক তৃল
ব্বেছে, প্রথম দৃষ্টিতে নৃতন প্রবর্তিত আলোকেব বিপক্তনক
অবস্থা কেটে গিয়ে 'মেজর অপারেশন' সফল সংয়ছে বলেই মনে হয়;
কিছু আমরা বলি 'মেজর অপারেশনে'র সময় এবাব এসেছে।
এত দিনে বা হোল তা কি সত্যিই প্রগতি ? এবং আধুনিক'শই বিদ
হয়, তাহলে এর সার্থকতা কি ?—এ কথাটা জিল্লান্থ চোধে আমাদের
দিকে চেয়ে আছে।

অবশ্য এইথানে আমাদের একটা কথা সম্পষ্ট ভাবে জানতে হবে যে, আধুনিক এবং তথাক্থিত আধুনিক মেয়েতে সামাইন পার্থক্য-যদিও এই কথাটা না জানাতেই অধিকাংশ ড় ক, ব্যঙ্গ, মেবের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক মেয়ে ( এই কথাটিকে ব্যবহার না করে আজকালকার মেয়ে বললেই বেশী সুস্পষ্ট হবে ) ব্লভেই সাধারণের চোথে ভেসে ৬ঠে—উগ্র আধুনিক ভাবে গচ্ছিত, व्यक्तिको, উष्कञ, व्यलम, हैरतिको वला, शूक्रव-एवँवा, कोशाओ, महा দামের এসেন্সের উগ্ন গন্ধের মতো **ঝাঝা**লো এক <sup>মেয়ে।</sup> আধুনিক মেধে বলতেই বাঁদের রসনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শাণিত হয়ে ওঠে, তাঁরা এই ধরণের একটা উদ্ভট চরিত্রের কল্পন। করেন। শতাব্দীর লাঞ্না, অপমান মুহুতে সরিয়ে দেবার অসহতে ইছায় এই তীব্র ঝাঁকুনী—বহু দিনের অচলায়তনের বাঁধ-ভাঙ্গার চেঠা যাদের ছিলো, তাদের এক দল এই ধরণের ছিলো, এখনও বিছু আছে। কি**ছ** এদের দেখে সমস্ত আধুনিক মেয়ের বিচার করা ভার এক পৃষ্ঠা পড়ে বইয়ের সমালোচনা সমান হাস্তকর। বরু স্বাভা<sup>নিক প্রতি-</sup> ক্রিয়া বলে এটা মেনে নেওয়াই চিস্তাশীল ও সম্ভ মনের লক্ষণ। অবশ্য এই দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমরা অশ্রহ্ম, অবিনয় ও কর্ম্ম-বিমুখতাকে পক্ষাস্তরে প্রাশংসাই করছি; আমবা তাঁ এই ৰলতে চাই যে পৃথিবীতে যথনই কোন নৃতন প্ৰবৰ্তনা <sup>এসেছে</sup>। তথনই প্রথম প্রথম এই ধরণের বাড়াবাড়ি দেখা গেছে। অনুসন্ধানের কলে দেখা গেছে বে পুরাতনকে এক মৃহুতে সরিয়ে দেবার <sup>অবোজিক</sup> **बाकाकारे এ**व कावन। बामात्मव त्मरमञ्जू मैनस्य और निग्री কারণে এই বাড়াবাড়ির য্যতিক্রম হয়নি। বাই হোক, এ<sup>ট উৎকট</sup>

জাধুনিকতার ঢেউ বে স্থিমিত হরে পড়েছে, এটা সকলেই স্থীকার করনেন।

ভার এক দল তথাকথিত ভাধুনিক মেয়ের কথা বলব, যাদের স্বরূপ আনকেই জানেন না। ছুল-কলেজে-পড়া অধিকাংশ মেয়েই এই দলে পড়ে—তাদের ভাধুনিক সাজসজ্জা, কলাচর্চা, দেনী বিদেনী সাহিত্যের উদ্দিরণ, নকল ছদেনীয়ানা প্রথমটা প্রতারিত করলেও পরে তাদের জরপ বোঝা কঠিন নয়। এদের আধুনিক প্রেসে ছাপা রক্করে মলাট দেখলে চোথ প্রথমটা ধাঁপিয়ে যায়—কিন্তু মলাট

छन्टाला एका यात्व, व দেই চিরম্ভনী বটতলার शृंधि—म ना हे पि स्थ ঘাবড়ে না গেলে চিস্তার किছ নেই। त्रवीखनारथत्र ভাষায় এদের হীরকেব ভার আছে, হ্যাতি নেই— মেরেদের আমরা আধুনিক নেয়ের প্রায়ে ফেলবো না, কারণ জানি এর সেই সনাতনপত্নী, সম্মু এলে সমস্ত অসায়-অবিচারকে বিনা দ্বিধায় সায়ে নেবার জন্মে প্রস্তেত বাইরে যতো ঝলকানীই থাক্, মনে মনে প্রতি भाग संगामाधीन भवा-ধীনতা মেনে নেবার জন্মে এরা নালায়িত। ভালো করে লক্ষা করলে দেখা गात, हाळी-कीवरन अत्रा সহল শাসন, অনুশাসন নেনে কুদংস্কারকে আঁকড়ে বাখে। এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, এরা মনেও ভার প্রতিবাদ করে না—মুহু-র্ত্তের জন্মেও এই নৈতিক অত্যাচারে তারা ক্ষিপ্ত इस छेट्रो ना-विवाहिक জীবনেও এদের জীবন-যাত্রায় না থাকে কোন र्विश्वेष्ठा, ना शास्क छेनाव, मानम, यह कीवनहमा। এ<sup>ই</sup> জাতীয় মেয়েদের মনের আলেয়ার আলোকে শান্তন বলে ভূল করলে চনবে না। আধুনিকভার म्र्याम याँहा अहे निर्वीर्य

মেরের দলও আমাদের বিষয়-বন্ধর বাইবে। আমাদের প্রধান সমস্যা হোল সভিচুকারের আধুনিক মেরেদের নিরে। বার্দ্ধা আধুনিকভার ভাগ করে না—সভিচুকারের চিস্তা করে, এরিছে যাওয়ার আশা রাথে—বর্ত মান অচল, অনড় সমাজ-ব্যবস্থাকে লভ্যন করা উচিত বলে মনে করে—এক কথায় আত্মমর্বাদাশালিনী, অকুঠ, সন্থ, দৃচ মনের জাগ্রত দেশাত্মবোধ আছে এমন মেরেই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এদের সংখ্যা কম হলেও শক্তি কয় নয়—এদেরই বিপ্লাবের সূর স্থবিরতাকে বার বার আঘাত করছে।



ন্মালের প্রবন্ধ বারা শেষ পর্যন্ত পড়বেন, সেই মৃষ্টিমের ক'জনও ্দি ভালো করে চেয়ে দেখেন, সভ্যিকারের চিম্বা করেন, তাঁহলে দেখবেন প্রায় প্রতিটি বাড়াতেই অবকৃদ্ধ অসম্ভোব मातिक श्लाह—विशायत अथम एउडे निः मास्त बीरव बीरव अभित াসছে। এই বিপর্যয় কেউ লক্ষ্য করছেন কি না জানি না, কিছ ্ব বে আসছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের মায়েদের अकि विषय कि जान, जाता (मरासन्त मरनत अवत तार्थन ना, ্টি বাণতেন তাহলে তাদের অগব্তু, লুব্ধ, অপমানিত মনের 🚎 রা দেখে বিশ্বিত হতেন সন্দেহ নেই। উচ্চ, মধ্যবিস্ত এবং ধনী ब्बिनायर অভিভাবকর। স্থূলে-কলেজে পড়িয়ে, গান-বাজনা শিখিয়ে, ্রণাচিৎ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে খেলার বন্দোবস্ত করে দিয়ে মেয়েদের ব্রুক্তে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মনে করে নিশ্চিত্ত থাকেন, কৈ**ৰ এটা বে কতো বড় ভুন, তা বোঝবার মতো অমু**ভব-শক্তি এঁদের রই। আসলে এই আধুনিক মেরেরা নিস্পাণ পুতুল নর, তারা तैषात्रण मासूरवत প्राणा वाधीनजा ७ मर्याणात्रहे जाती करत-धहे াধীনতা ও মধাদাই হোল তাদের শ্রেষ্ঠ পাওনা, অথচ আমাদের লাজ ঠিক এই হটি স্বাভাবিক দাবীই পূবণ করে না। স্ত্রীশিকার রকের পরিমাণ যতই বেড়ে চলুক, খবরের কাগজে গান-বাজনা, লখা-পড়া, খেলা-ধূলায় কুতা মেয়েদের ছবি যতই আড়মবে ছাপা হাক, সাঁতাই আমাদের দেশের জনমত এবং সমাজ-ব্যবস্থার কোন াবিবর্ত ন হয়েছে কি না, সে কথা পাঠক-পাঠিকাবাই চিম্বা করে দেখুন। নিক্ষা যে বিষেৱ পাসপোট, সৌন্দর্যচর্চা ও স্বাস্থ্য হোল বরপক্ষকে ভালানোর জন্তে (এর চেয়ে ভন্ত-ভাষা ব্যবহার করা বায় না) ক্লার সংস্কৃতি কলাচর্চ। সে-ও তারই জল্পে এ কথাটা যথন মেরের। ্রভিপদে লোনে, তখন সে শিক্ষা তথু যে একটা প্রহসন বলে রেন হয়, তা নয়; একটা বিজ্ঞাতীয় ঘুণা তাদের ভিক্ত করে ভোলে। ন্ত্ৰাদের দেশে গৌরীর তপত্তা আজও শেষ হয়নি। কিন্তু পাঁচ বছর ব্লুস থেকে সহস্র শাসন অনুশাসন মেনে, অভিভাবকের সভর্ক ब्लाह्य हिन पृष्टित मामत्न (वएफ छेट्र), मश्खू कवा व्यनाधन, कनाहर्ही, া শিক্ষা সবই যে পরিবারের বিশেষত্ব, যার জন্তে তাকে আর যাই বৃক্ত মহাদেব বঙ্গা চলে কি ? অভিভাবকরা তাঁদের সাবালিকা নিক্ষিত। মেয়েদের এতটুকু বিশাস করেন না, মর্যাদা দেওয়ার ভো াশ্বই ওঠে না। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা বে কি বিড়ম্বিত জীব, ৰ তাৰা ছাড়া আৰু কাকৰ বোঝবাৰ ক্ষমতা নেই। শিক্ষাটা তাদেৰ গাৰাকী কাপড,— স্থল-কলেজ থেকে ফিবে এসে কাপড বদলানোৱ ্রলে সংগেই শিক্ষাটাকে বদলাতে হয়। যা অক্সায়, যা অর্থহীন বলে বৈছি বাড়ীতে এসে ঠিক সেইগুলিকে মেনে চলতে হবে। ্যাক্ত শতকরা নিরানব্বইটা বাড়ীর লোকই—তা সে কালচার্ড বলে ্ডা গর্বট থাকুক, মেয়েদের মূথে কোন উচ্চ আদর্শের বা প্রভিবাদের াৰা ওনতে প্ৰস্তুত নন। ফলে এই আধুনিক মেয়েদের হতে হয়েছে ভিনেত্রী—ঘরে বাইরে। এই বিভিন্ন অভিনরের গ্রানি ভাগের ক্লোকে প্রতিপদে শোচনীয় বকষে বার্থ করে। লের এই অভিভাবকেরা আন্ত এক অভুড অবস্থায় এসেছেন ; এঁদের বিকাংশ সেই সনাজনীই আছেন—মেয়েদের সম্বন্ধে শেখা বাছা 🗐 মোক্ষম লোকগুলি অধিকাংশই কম-বেশী বিশাস করেন, বচ বিবের বাজাবের সাটিফিকেটের জভে মেরেদের খুঁটার পড়িটা

একটু আলগা কৰে দিভে বাধ্য হয়েছেন। কিছু এই ছুই নৌ<sub>কার পা</sub> দেওরার বটেছে অনর্থ ও বিশৃঝলা। সাগর-পারের অমুকরণে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, কলাচর্চ। করাচ্ছেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিবাজিদ রাখছেন অথচ তাদের মন, তাদের ব্যক্তিখকে রাখতে চাইছেন গাড়েব মুঠোর। বে সব মেয়েবা শিক্ষিতা হয়েও মনে এক শতাকী পিছিয়ে সেই চিবাচবিত বুত্তের মধ্যেই ঘুরছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মতে ভাদের শিক্ষাই সার্থক। যে সব বালিকা এবং শিক্ষিতা বধু সে মুগ্রের বারো বছরের বালিকা-বধুর মতো সলজ্জ, অজ্ঞ, ভীরু গার আচরণ করবে, তারাই খণ্ডবগৃহের স্ফুল'ভ প্রশংসা লাভ করবে। এই সব আধুনিক মেয়েদের কাছে কুমারী-জীবনে তাদেব আভভাবকর। আশা করেন শিশুস্থলত অঞ্জতা, সর্বলতা, নির্ভরতা, নির্বোধ বাধ্যতা। বয়ং প্রাপ্তা মেয়েদের পক্ষে যেটা অভাস্ত স্বাভাবিক অর্থাৎ শিক্ষিত্ত সবল, আদর্শবাদী যুবকদের সংগে মালিকুগান বন্ধুত কিংবা পরিণয়ের কামনা দেখলে নিষ্ঠুব হাতে ভার প্রতিবোধ কববেন—বং: প্রাপ্তাদে মনের এই দিকে কোন আগ্রহ দেখলে তাঁবা শিউৰে ওঠেন! এব প্ৰ বিবাহিতা জীবনে ৬-পক্ষের পরিবারবর্গও বধুব কাছে পঞ্চাশ ২৬৭ প্রের বালিকা বধু-স্থলত আচরণের একটা মধুর প্রত্যাশা করেন—তার পৰিবৰ্তে মধাদাশালিনী, নিৰ্ভীক, অবুণ্ঠ ও দৃঢ়চেতা বধুকে দেখলেই বাড়ীতে অশান্তির সীমা থাকে না। কিন্তু বিয়ে দেবার সময় ছেলের মনোওপ্রনের জ্বন্তে এবং ক্যাসানের অমুবোধে তাদের প্রধানত: র্কোক থাকে শিক্ষিতা আধুনিক মেয়েদের উপরেই, তথন তো পাড় গারেন স্ত্রশিক্ষিতা কিশোরীকে আনার আগ্রহ তাঁদের দেখা যায় না!

শিক্ষা ও আচরণের এই পার্থকো, এই বিচিত্র দাবী মেটাডে গিয়ে আধুনিক মেয়েদের মনে যে আঞ্ন হলে ডঠেছে, ভার থোঁত কেউ রাখেন কি না জানি না। ছ:পের সংগেট স্বীকার করতে হছে ষে, তারা আর একে অভিভাবক এবং সমাজের স্নেহের ৬মুশাসন বলে মেনে নিতে পারছে না—অস্পষ্ট ভাবে থাদের এটাকে শাদনের নাগপাশ বলেই মনে হচ্ছে। অৰ্থনৈতিক প্রাধীনতাই যে এর কারণ, তাবুঝতে এদের ভূল হচ্ছে না এবং এ কথা আপ্রয় এবং অবিধাস হলেও এই বিভৃদ্বিত মেয়েদের মন থেকে গুরুজনদের প্রতি শ্রমা ক্রমেই শিখিল হয়ে পড়েছে। প্রচলিত সমাজ-বাবস্থার <sup>বান</sup> আজও পরিবর্তন না হয় তাহলে এই অশ্রদ্ধা এবং ধুমায়মান ক্ষুর্তা ও অসম্ভোষ যে এক দিন বিপুল বিপ্লবের রূপ নিয়ে প্রাভটি সংসারকে চুৰ-বিচুৰ্ব কৰে দেৰে ভাভে সন্দেহ নেই। শিক্ষার নামে এই ঘুৰিত আশকা—আধুনিকতাৰ নামে আধুনিকতার এই ইতর কাঠগাস তাদের তিক্ত করে তুলেছে। কালের পদক্ষেপকে, জাগ্রত মনের দাবীকে সহজ ভাবে মেনে যদি আজও ছবির পরিবর্তনহ'ন বাবস্থা ও মতের পরিবর্তন না হয়, তাহলে আজকের এই বিক্ষোভের গুঞ্জন বিপুল হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে শাস্তিপূর্ণ স<sup>্</sup>সার-স্<sup>ট্রির</sup> **আশাকে চিরদিনের জন্তে** মরীচিকার মতো অবাস্তব করে তু<sup>লবে।</sup>

### স্বামি-স্ত্রী

বিবাহের পূর্বে ছেলে এবং মেরে ছ'জনের চোথেই খাকে বাজ নাচ, মনে সোনাগী স্থপন একত্রে থাকবার পর কিছু দিনের মধ্যেই পরস্পরের নিকট পরস্পরের বহু ফটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। এটা থুবই স্বাভাবিক। একসঙ্গে থাকতে পেলেই

বায়ুবকে নিজের স্বাভাবিক রূপে থাকতে হবে। সব সময় নিজেকে ক্রিম অবেরণে ঢোকে রাখা সন্তবপর নর।

কোন স্থামীর হয়ত বৈশানে দেখানে জুতো খুলে রাধা জ্ঞান।

হয়ত গ্রী বাণের বাড়াতে এই শিক্ষা পোর মান্তর হংছে বে বাজার

হুতো সিঁতির কাছে খুলে রাখনে। ব্যাপারটা কিছুই নয়. কিছু

এখনে অনেক গগুগোল গাঁড়াতে পারে। স্ত্রী যদি স্বভাববশত

বিবক্ত হয়ে আপতি করে, স্থামী যাবে চটে। আর যদি চুপ করে

থাকে, তাহ'লে তার স্নায়ুত্তীতে জাঘাত লাগবে। ভুলকে ভূল

ব্বেও চুপ করে থাকার জর্ম নিজের ব্যাজিত্বকে চেপে রাখা, মেবে

কো। হয়ত স্ত্রীর অভাাস আলমানী থেকে বই নামিয়ে পছে

কিস্থানে আনার তুলে না রাখা। স্থামীর কিছু বই এদিক্ ওদিক্

হলেই মেলাক্ত যার চবে। হয়ত গোড়ায় গোড়ায় স্থামী কিছু

করে ন', পরে মৃত্ব ভাবে অভিবাস করেব। কিছু এমন এক সময়

জাসবে যগন এই সামাক্ত ব্যাপার নিয়ে বকার্যকি মনোমালিক্ত হরেই।

দদি উভায় উভয়ের দোষ-ত্রুটি না দেখে, দেখেও কিছু না বলে, জাতে তগনকার মত গোলঘোগ না হতে পারে, কিছু পরে হরেই। কাবণ হু'জনেই মনে মনে গুমরোতে থাকরে। শোষ অতি সামাল্ল বারণে এক দিন ফেটে পড়বে। ফলে উভয়ের জীবনে যে ফাট ধবরে, চট করে তার জোড পাগরে না। ভুল ধরা এবং আশিতি করাই ভাল। অবশা মন ভাবে এমন ভাষায়— যাতে অপর পক্ষ চটে না বায়। একটু কেসে, মিছি করে বলাল অনেক সময় সেশী কাজ পাতাে বায়। আব গোড়া খেকে ভুল ধরলে ইই পক্ষই বুঝতে পারে, ভুল নোলান দবকার। সেই সঙ্গে হুই পক্ষই বুঝতে পারে, ভুল নোলান দবকার। সেই সঙ্গে আব এবং ভবিষাতে সেই ভূল থাবা না করে, তবে স্থামি-স্তার জীবন থব স্থাবা হয়।

# যাত্ৰী জ্ৰীমতী কবিভাৱাণী চক্ৰবন্তী

চির রাত্রির যাত্রী গো আমি চলেছি যাত্রাপথে এই ধরণার পাছশালায় ল'ভ ক্ষণ বিশ্রাম. যোব জীবনের আদিম উষায় সেই কবে স্থক হ'তে, দেই কবে হ'তে যাত্রা আমার, কভু ধীর উদান। প্রের বিরাম নাছিকো তবুও, যাজার শেষ নাহি, জীবনের পথে কতথানি আজি হয়েছি অগ্রসর! কত দিন গেল অন্ত ও-পারে, কত রাত এল চাহি, অ •াতের স্থৃতি বিস্থৃতি-কু**লে নুটায়ে নিরম্ভ**র। কত কটেক ফুটিয়াছে পায়ে আর কন্ত ফোটে নাই, িজেরে বাঁচাতে মরিয়াছি কত আর বাঁচিয়াছি মরে, ই:খ-ছবের ঝড়-ঝঞ্চান্ত পেড়েছি কেবল ঠাই. নিতাকালের জ্বমায়েছি পাড়ি নীরৰ মুখর স্বরে। যাত্রী গো আমি চির রাত্রির, পথ তবু নাহি জানা, মনে হয় তবু ছুটিয়া চলেছি সেই দিকে উন্মুখ, জানি না ক্থন ফুরা'বে সেধায় আমার এ-দিনখানা, শান্ত দিয়া সে যাত্ৰা আমার ল'ব রাত্রির বুঁক

## মালয়ে সাড়ে তিন বছর . জাপানী রাজত্ব শ্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

¢

স্কাল হবার আগেই দরভা খুলে বাইরে এস দাঁড়ালাম। कूनी नाती ও পुरूषता शास्त्र এकिंग करत हाउँ जाला ও একটি গাছ-কাটা ছুরি নিয়ে এদিকে লাইন ধরে কাজ করে বাচ্ছে ও নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, মিনিটের মধ্যে একটি করে গাছ কেটে বাচ্ছে। গাছের গা কাটার ক্রন্সর কৌশস আছে। গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নালীর মত করে ভার ভলায় ছোট ছোট হাড়ী বেঁধে দিল, সেকেণ্ডেৰ মধ্যে বৰারের ত্তধ টপ টুপ করে হাড়ীগুলিতে পড়তে লাগল। ভাদের সেই দলের মধ্যে একটি বছর সভেনর মেয়ে আমাকে দেখতে পয়ে এগিয়ে এল এবং হাসি মুখে ভিজাসা বরল, বখন এলে মা তুমি ? কোখা থেকে এসছ, ভাল আছ ত ? তার সমস্ত প্রশ্নের কবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা ক্রলাম, এড ভোরে উঠে কাজ ক্রছিসূ ? এক-মুখ পানের পিচ क्ष्मल माथाहे। क्लारत पूर्विस (म रक्ल, कि रल मा पूर्मि ? अमन कि এত সকাল ? বেলা হয়ে ওল ত ? আমবা সেই— চারটের সমর উঠি, রাব্রা করে খেয়ে পান মুখে দিয়ে কাক্তে আদি, দু'ঘন্টায় ছিল 📽 গাছের গা কেটে হাঁড়ী বেঁধে দিয়ে যাই, তার পর গাছ কাটা গুণে গুণে সব শেষ হয়ে গেলে, জাবার বাকে করে প্রতি গাছ থেকে ছুধ-পূর্ব বাটিভাল টিনেতে ঢেলে প্রোবে নিয়ে যাই, তভন করা হয়, পরে প্লেটে ডেকে ওবুদ দিয়ে ভামায় তমুনি মেসিনে ফেলে প্ৰেসু দিয়ে রবারের সীট বার করা হয়, তথন কি ক্ষুত্র দেখতে।

আশুর্য ইলাম তার কাজের তালিকা তনে। প্রায় তিন শস্ত কুলী—নারী ও পুক্র প্রতিদিন অভকারে উঠে এই নিয়মে তারা কাজ করে। তাকে বললাম, তোর সাথে থেকৈ এক দিন আমি দেখব তোদের কাজ, কেমন স্কুলর রবারের হুধ থেকে প্রভাজ ইয় ঐ চাদর। সে বলল, মশার কামড সইতে পারবে ত ? বললাম, তা পারব। সে হেসে মাথা নেড়ে সম্বতি জানিয়ে তার কাজে চলে গোল। দলের লোকরা তথন অনেক দূরে চলে গেছে:

একটু একটু করে বেলাটা বেল বাডল, আমি সেই ভাবেই বসেছিলাম বাগালায়। একটু পবে বড়বাবু এলেন, স্প্রপ্রভাত জানিবে বসতে দিলাম তিনি ভিজ্ঞাস। করলেন, কোনরপ কট হয়নি ত । মাধা নেড়ে বললাম, না, মোটেই না, এত লোক রয়েছি, কোন কট নেই, তবে যদি কিছু হয় আপনাকে ভানাব।

মনে মনে ভাবলাম, রাতে কি ভরে চোথ বুকেছি ? তিনি বলেলন, নিশ্চর বথন বা দরকার হবে কুলীদের দিয়ে বলে পাঠাবেন। আমি একটু পরেই সহরে যাব, আপনাদের থবব আপনার বাসাতে জানিরে দেব। মিষ্টার ঘোষ হয়ত ভাবছেন, কাজের দারিত্ব জন্ম তাঁরও আসার স্থবিধা নাই, বাদ বিছু বলবার থাকে আমাকে বলুন জানিয়ে দেব। তাঁর কাছে আমার রুভক্ততা জানালাম—বল্লাম, বন্ধবাদ, আপনি আমাকে এত জেহ করেন এব ভন্ম ভগবান আপনার ভাল করবেন। তিনি বললেন, আপনি ছেলেণ্লে নিম্নে আমার বাড়ীতে আজিতা, তাই আমার কর্ম্বরা করছি মাত্র।

चामि रननाम, चार्शन यपि हो छेटन यान छटव छैटक रनटवन, ্বেন শীঘ্ৰ একটা টেলিগ্রাম পাঠান তাঁর ছোট ভাই অনস্তঃক। সে এখন সিভাপুরে কলেক্তে পড়ছে, যদি ছটি পেয়ে চলে আসতে পারে। ভিনি সম্বতি জানিয়ে সেদিনের মতন উঠলেন। আমিও উঠে সংসাবের काटक मत्नानित्वम कत्रणाम । मनी। ज्त्य ज्ञात्र मिछत्व छेटेरक, मगी। প্রার বাজ্ব, প্লেন এবার হয়ত আসবে,—এ এব, এ আসছে! দুর থেকে লবী বা বাস চলার শব্দেও অনেক সময় প্লেনের শব্দ বলে ভ্রম হয়। আমার প্লেনের শব্দটা কিছতেই স্থ হয় না কেন ভা জানি না। খনেক সময় ভাবি, কাছের শব্দ তব ত তনিনি, তনলে হয়ত মারাই ৰাব। আমি অভ্যন্ত ভীতৃ বলেই হয়ত ঈশ্বর একটু শিক্ষা দিয়ে পরীকা করলেন বেলা দশটা থেকে ক্ষুক্ত করে বারটা পর্যাস্ত ২।৩ বার শ্লেন এল ও বন্ধি করে গেল। ছেলেদের কাছে করে চুপি চুপি রবারের গাছের তলায় গিয়ে বদে পড়েছি, হায় ঠাকুর কি হবে উপায় ? ভয়ে ইকঠক করে কাঁপছি, কেঁপে কেঁদে অন্থির হয়ে যাচ্ছি, আজ একেবারে একা। এখানে ত কিছু নয় কিন্তু সহরে কি হ'ল ?— আমার বড় হেলে বুকু এতকণ চুপ করেছিল, এবার প্রশ্ন তুল্ল, মা, আমাদের ৰাজীও অফিসে কি বোম হল? বাড়ী চল। বললাম, চুপ কর কথা বোল না। দে-ও হতচকিত হয়ে গেল, বললে, তবে তুমি কাঁদছ কেন ? বললাম, ভোমাদের নিয়ে ভয়ে আছি তাই।

সর সর গুম্ গুম্ ভাবি শব্দ যেন গাছের মাথায় ঠেকছে, এবার কি আমাদের পালা,—কেমন করে কি ভাবে প্লেনগুলি আবার চলে বাবে, বাড়ীর কি করে থবর পাব এই ভেবে পাগল হয়ে যাছি। আন্তে আন্তে প্লেনগুলি মাথার উপর দিয়ে সরে চলে গেল। অনেকগুলি কাঠপিপড়ার কামড়ে অসহ্য হয়ে বখন গাছতলা থেকে বাসার দিকে আসছি তখন তাকিরে দেখি, অনেকেই গাছের তলায় আন্তর্ম নিয়েছে কিন্তু আমার মত কেউ অভ ভন্ন পায়নি, স্বাই হাসছে আমার দিকে চেয়ে। বিঞী মনে হল, এরা এখানেই থাকে ভাই ভর কম, আমার মত মনের অবস্থাত ওদের নয়।

B

বারান্দার এসে কিছুন্দণ দাঁড়িয়েছি নিজের মধ্যে সাহস আনার ক্রৌ করছি, এমন সমর সমস্ত চিন্তা ছিল্ল-ভিন্ন হ'রে গেল দূরে আমার হোটদাকে দেখতে পেরে। তিনি অনেক দূরে এক টান-মাইন্দে ভাল কাল্ল করেন, তাঁর আসার কথা ছিল। তা হলে ঠিক এসেছেন। হাসি মুখেই তিনি এগিরে আসছেন। দৌড়ে কাছে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, এখনই এলে দাদা ?

দাদা বললেন, না রে, কাল সন্ধ্যায় এসেছি, তোরা বাদায় নেই এখানে আছিস্ গুনলাম, তাই চলে এলাম; একা আছিস্ তা ভর পাসনি ত ? টাউনে কোথাও ক্ষতি হয়নি, ষ্টেশনের দিকেই মনে হল বোম্ পড়েছে। ভিনি বেশ সহজ্ব ভাবে বললেন, কিন্তু আমার তা হল্পম হ'ল না, দেখা বাক ধবর পাওয়া যাবেই—ষ্টেশন অতি নিকটেই, হয়ত ক্ষতি তত হরনি। দাদার সঙ্গে ঘরে এলাম। আমিই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি বে আসতে পেরেছেন তার জক্ত আমার থুবই আনন্দ হছে কিছু আমাদের সহরের ও বাড়ীর আর ওঁর ভাবনাই বেশী তাও দাদাকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, অত চঞ্চল হোস্নে, জীবনে অনেক কিছুই আমাদের এখন দেখতে ও গুনতে হবে। কষ্টেরও অনেক আছে সবই সন্ধ করতে হবে। আমি বললাম, জানি না, দাদা, আজ সকাল

থেকেই যেন অদৃষ্ঠ পৰীক্ষা আৰম্ভ হয়েছে। দাদা বললেন, আমা<sub>ই উ</sub> কিছু মনে হল না, মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ছে তবুও আমি বেশ এলাম, তবে মনে হল পাহাড়ের দিকেই বোম হ'ল। আরো কিচুদ্ধ কথাবার্তার পর তিনি স্নান করতে গেলেন। স্মামিও উঠলাম। ভারনায় মাথা ভরতি। সম্মুখে বড়বাবুকে দেখলাম তিনি বাড়ীর দিকেই আসচেন তাঁর মুখের চিহ্ন দেখে মনে হল ভয়ের কিছুই নেই, এবং তিনি গৌচ তাই সংবাদই দিলেন—সহবে গিয়েছিলাম, তিনি ভালই আছেন, দে রকম ক্ষতি কিছু হয়নি। বম হয়েছিল তবে সহরের বাইত আমি সহরে এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। ভয় সকলেই পেয়েচিল ষাই হোক সে রকম কিছু ভয় নেই নিশ্চিম্ব থাকুন। 🚜 কথায় অনেকটা সাহস পেলাম, তবু উনি আমাকে খন্য দিয়েছেন। আমার শত ধক্তবাদ জানালাম। তিনি উঠলেন বললেন, আমি বলতে ভূলে গেছি, মি: ঘোষ বলেছিলেন, ভার ভাই হয়ত আজই সন্ধায় এসে পড়বে, সে টেলিগ্রাম করেছে ভা আপনি চিন্ধিত হবেন না আজ সন্ধার দিকে টেণও আছে. এই বল তিনি চলে গেলেন। দাদাকে বল্লাম বড়বাবু যা-যা বলে গেলেন। দাদা বললেন, তবে ত ভালই হল, এখন আমি তা হলে সহরে বাই হালচাল দেখে অনস্ত যদি আসে তাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরব'খন, ততক্ষ একলা থাকতে পারবি কি ? বললাম, হ্যা-খুব-এক দিন ত একাই কাটালাম। বেলা ছয়টা নাগাদ দাদা বেরিয়ে গেলেন। আমি স্থান সেবে ছে লদের সঙ্গে নিয়ে রবারের বাগানে বেডাচ্ছি, একটি মালয় পিওন এসে আমাৰ হাতে একথানি চিঠি দিয়ে বলল, ভোৱান দিয়েছেন সহরে গিছলাম। চিঠিখানি নিলাম, সে নমস্তার দিয়ে চলে গেল। চিঠিখানি দেশ হতে আসছে আমার বাবার লেখা—তিনি বড়ই ভাবিত হয়েছেন এ দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, তিনি পেপারে সে খবর জেনেই এয়ার মেলে চিঠি পাঠিয়েছেন। হয়ত এ<sup>ই</sup> চিঠিয পরে আর চিঠি পাওয়া যাবে না, যাই হোক ভাডাভাডি জবাব নিগে দিতে হবে ওনার অফিসে, চিঠিখানি আসায় ভাডাভাডি লোক মাক্ষ পাঠিয়েছেন। বেডান বন্ধ করে ঘরে এলাম, চিঠির জবাব লিখতে বসলাম, সামান্ত লেখার পর আর লেখা গেল না-্যা চেঁচানর শ্রু! বাইরে এসে দেখি কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেরে অন্তুত সূরে চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে আমাদের বারান্দায় এসে ছুটেছে। বললাম, তোরা কে, চাস কি ? কি জন্ম চেঁচাচ্ছিস ? এর নাম কি খেলা ন। কি ? আমায় দেখেই তারা সব চুপ হরে গেল। তাদের মধ্যে বড ছেলে একটি বছর বার হবে বয়স, সে এগিয়ে এসে বলল, না মা আজ আমাদের নামতা ও পত্ত পড়ার দিন, তাই আমগ প্রতি হস্তায় এখানে এসে পড়ি বলে আজও এসেছি, তা আপনি যদি বৰ্কেন ভবে আমরা চলে বাই। বললাম, এবার থেকে গাছভলাই <sup>বেরে</sup> পড়বি; কেন না এখানে এখন সব লোকের বাস হয়েছে অত টেচাস নে। তারা মাথা নেড়ে স্বাই দল বেঁধে চলে গেল। ভয়ানক আশ্চৰ্যা হলাম, তাদের পড়া মুখত্ব করা মন্দ নয়, যা হোক লেখাপড়া !

সাড়ে আটটা সমর নাগাদ দাদা ও অনম্ভ বাড়ী এল। এতকণ একলাটি তর করছিল এখন অনম্ভকে পেরে গর আবস্ত হ'ল। কেমন অবস্থা সিঙাপ্রের, কি অবস্থা লোকেদের ? সে বলল, আট তারিখ থেকে সমানে প্রতিদিন অনেক বার করেই বম্ হচ্ছে, তাই আমরা ছুটি নিরে অহোরবাক হরে অভি করে ট্রেণ থবে আসতে

পেরেছি ; জিনিষ-পত্ত সৰই ছেড়ে এসেছি কিছুই জানার উপায় নেই, গাড়া পাওয়া যায় না, সবই মিলিটারীর ব্যবহার হছে।

9

১০ই জামুয়ারী সকাল বেলা দাদা ও অনন্ত সহবের দিকে বেড়াতে গৈছে কিছুক্ষণ হবে মাত্র, আবার প্লেনের শব্দ শোনা গোল, আবার বাম হবে হয়ত। এরা সবে গেছে এরি ভিতর প্লেন আসছে! কি চবে—লয়ানক ভয় হ'ল।

ক্রমা: শব্দ অতি নিকটে এল, ছেলেদের নিয়ে আবার সেই ব্বারের গাছের ঝুপির মধ্যে গিরে বসেছি। মেসিন গানের শব্দ শোনা বাছে, পট্-পট্ করে গুলী চলছে যেন গাছের পাতায় ছেঁাওয়া দিরে যাচ্ছে। উঁকি মেরে তবুও ঝুপির মধ্যে দিয়ে দেখলাম, वको ध्वामाम हिमाथाना इत्त । माता महत्व ध्वातात त्राम ছবে, কত প্রাণী আৰু মারা যাবে। ভয়ে শিউরে উঠছি, হাত-পা গ্লালা। কালও ভাষে কেঁপে কেঁপে অস্থির হয়েছি, আজ কাঁপছি। উঠে আজু খবে যাবার শক্তি পর্যান্ত নাই, যতক্ষণ না কেউ ফিরে আসে খবর নিয়ে ততক্ষণ এই ভাবেই বসে কাটাব, বরাতে বা হবে হ'ক। রাল্লাখাওয়ার আয়োজন করতে হবে, লোক আছে এতগুলি সবই ভুলে গেলাম। এক ঘণ্টা ধরে শব্দ শুনা গেল কথনও কাছে কথনও দুৱে। ক্রমণ: তা মিলিয়ে গেল, এবং ষ্টেটের মধ্যে লোকজন চলা ফেরা স্তব্ করল, ত্র'-চার জন জিজ্ঞাসা করল কেন আর বসে আছ উঠে ঘরে বেতে পার। বললাম, এই ভাল, আজকে ঘরে যাওয়া হবে না। ছেলেরা ক্রধায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ব'কে তাদের চপ করিয়ে রেখেছি। ভাবান হয় ত দয়া করেছিলেন অনম্ভ সাইকেল করে ভাড়াভাড়ি আসহে দেখলাম. আমাকে খুঁজে বার করে সেও হতাশ হয়ে পড়েছে। আমার এতটা শোচনীয় অবস্থা হয়ত দে আশা করেনি। ভয়ে ভয়ে জিল্লাসা করন, বৌদি কি ভায় পেয়েছেন ? আপনাকে দেখবার জন্মই মতোনদা পাঠালেন, প্লেন আসায় আমরা যা হ'ক রাম্ভার ধারে একটা নর্দ্মায় বদেছিলাম, এক ঘটার পর বেরিয়ে তবে আমরা নিশাস নিতে পেরেছি। **আপনি ধুব ভর পেয়েছেন, নাঁ** গুরুই জন্ম আমি তাডাতাডি এলাম, সত্যেনদা পায়ে হেঁটে সহরে সেঁছেন, আমাদের বাদায় থাবেন, দাদা কেমন আছেন দেখে আসবেন, আমি আপনার <sup>35ই</sup> তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এবার আমি তাকে বকলাম, থুব <sup>ধকার</sup> করেছ দাদাকে পারে হেঁটে একা পাঠিয়ে। পৌছতে ত হ'ঘটা <sup>গাগবে,</sup> তিনি ভ সাইকে**দে** বেতে পারতেন, বাও, একুনি ভোমার দাদার <sup>খবর</sup> নিয়ে তবে ফিরবে না হলে কি হবে ভারতে পারছি না; অফিসে <sup>গি বোম</sup> হয় তবে ৷ সে আমাকে সান্তনা দিলে বদল, আছে৷ আপনি ার ধান আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, আপনি ছির হোন, তাড়াতাড়ি থবর <sup>সরে ফিরব।</sup> সে চলে গেলে আমি বারান্দার এসে বসলাম, আকাশ-<sup>াভাল</sup> ভাবনা, তার আর শেব নাই।

ছেলেদের থেতে দিতে হবে, খবে গোলাম। আৰু এখনও রারা বিন, বিস্কৃতি ও ছুখ দিহে বললাম, এখন এই খাও, কাকা মামা সব বিলে তবে রাধব, তখন খেও। এখন আমার কিছু ভাল লাগছে । মারের আৰু কি হয়েছে মা এত ভর পেয়েছ কি অভ সেই বা তারাও ভাবছে। শিশুর মন অতি কোমল অরেই আঘাত গে, কি আর আদের বোঝাব, কাছে নিয়ে চুপ-চাপ বসলাম। ইবর জীবন গোলে কেউ ত তা কেবৃত দিতে পারে না। প্রদার অভ

আব্দ এত দূরে আসা। চাকরি গেলেও নিব্দের স্বাধীনতার অভাব ড হবে না। পেছন হতে কে ডাকল "মামী"—চেয়ে দেখি আমাদের বাসার পাশেই ষ্টেশন-মাষ্টার থাকেন তাঁর বড় মেয়ে রাণী। বললাম, বস। সে বলল, মামী চলুন বড়বাবুর অফিসে, আপুনি আপুনার স্বামীকে ফোন করবেন। সহরের থবর আমরা জানতে চাই—জামাদের বাবা আন এখনও ফেবেননি, ট্রেণ আসা পর্যান্ত ওথানেই থাকবেন, তাই মা থুব ভাবছেন। বললাম, আমার লোক সহরে গিয়েছে একুনি কিৰে আসবে, তাদের কাছেই সকল থবর পাওয়া যাবে, তা হাড়া সহরে এখন কি অবস্থা কিছই জানি না, ফোন করে কোন লাভ নেই। আৰ ষ্টেশনের পথ দিয়েই ত বাবে আসবে, ততক্ষণ অপেকা কর, তারা ফিরলে তোমার মাকে জানাব। **অনেকগুলি ছেলে-মেরে নিরে** ষ্টেশন-মাষ্টারের স্ত্রীও আমার মত চঞ্চল হয়েছেন, স্বার **অবস্থাই** সমান! কয়েক ঘণ্টার পর আমাদের চাকরটি মাথার উপর একটি वाांश निष्य कें। पट कें। पट बागरह। कि इन कि ? जारक एउटक বললাম, কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে থবর ভাল ত ? সে তথন ছিব হয়ে বলল, মা, তুমি ত বেশ চলে এসেছ, আজ হ'দিন বে বম হতেছ খবর কি জানো? কাল রাত্রে বললাম, বাবু, চলুন **আমরা** টেটে যাই, তা বাবু বললেন, না আমার যাওয়া হবে না ভূই যা। সাহেবরা আমাদের বাড়ীতেই আছে, অফিসে কাজও অনেক। **আজ** বোম্ হতেই সবাই যে কোথায় পালিয়েছে কিছুই জানি না আমি বাবু বাবু করে এক খণ্টা চেঁচিঃরছি, কত খুঁজেছি তবুও দেখতে পেলাম না। সহর সব থালি, ভরে জঙ্গলে দৌভুলাম কত চেঁচিরে ভাকলাম, অণ্ড লোকরা বলল, তিনি অন্ত দিকে সাহেবদের সলে গেছেন। कि কোরব বাড়ীতে এসে বসে বসে কাঁদছিলাম। তার প**র ছোট দাদাবাস্থু** বাড়ীতে এসে বলল, শীন্ত ষ্টেটে যাও, মা একা আ**ছেন দেখ গে। বাবুকে** আমি খুঁজছি। জানি না তাঁরা সারা সহর হয়ত খুঁজে বেড়াছেন। তখনও সে কাঁপছে, বয়স হয়েছে বুড়ো মাতুষ বলে পুব কট পেরেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দাদাকে দেখেছিস ? সে বলল, তাও দেখেছে, তার কাছে বাবুর থবর না পেয়ে তিনিও থোঁজে গেছেন। সব ভনেও চুপ-চাপ কবে বইলাম, কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হল না। আজ তিন দিন ধরে চিস্তা ভয় ও ভাবনা চলছে, ঈশ্বর বা করেন ভাই হবে।

আরো কতক্ষণ অপেক্ষার পর দাদা ও অনস্থ বিবে এক, কিন্তু ওনার দেখা কোখাও নাই, তারা হঘটা ধরে সমস্ত সহর জকল খুঁলেছে তব্ও দেখা পাংরা গেল না; ঘুরে ঘুরে হররাণ হয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত সহর খালি, দোকান বাজার সব খোলা, বাড়ী ঘর ছেড়ে লোকেবা বে কে কোথায় গেছে কোন্দিকে গেছে দেখাই যায় না। রবারের প্রেটের মধ্যে জললের মধ্যে লোকে জীবনরক্ষার জক্ত আশ্রুর নিয়েছে। যারা সহরের কাছে ববার বাগানে গেছে তাদের আব আন্ত কেউ নাই—কারো মাথা উড়ে গেছে কারো আখখানা দেহ ছটকট করছে, কারো পেটের ভিতরের সমস্ত বেরিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে চীনার সংখ্যাই বেনী। রেডক্রশ, গ্রাম্বলান্ধ, এসে টেনে টেনে আহতদের ছুলে নিয়ে বাছে হাসপাতালে। একটা চীনা ছোকরা তার দোকান ছেড়ে বাড়ীতে এসে দেখে তার মা চিথকার করছে। বাপ তার ঐ প্রেটে পড়ে আছে। মাথাটি কোথায় উড়ে গেছে পাওয়া বাছে না। জনস্তকে ছোকরাটি বলক,

অনুগ্রহ করে মাথাটি বুঁজে দিতে,—কিন্তু তাদের তথন অবস্থা কি ।

ভীবনে বারা এই বীভংস-সীলা প্রথম দেখছে তাদের নিজের দেহে
প্রাণ ঠিক আছে কি না সে বিশাসও হারিয়ে গোছে । আস্তে আস্তে
তারা কিবে এসে আমাকে এই থবর দিস, ভগবান আছেন তিনিই
রক্ষা করবেন, উনি হয়ত নশীর ধারে কোথাও যেয়ে থাকবেন, তাই
বৌজ পাওয়া যার নাই । কিন্তু প্লেন ত অনেকক্ষণ চলে গোছে, দেখা
বাক আরো থবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে । কুধার্তদের এখন থাওয়ার
জোগাড় দেখা যাক্ । দাদার মুখ অসম্ব গাড়ীর, ভাবনা-চিস্তায় তিনিও
মুসড়ে গোছেন । যে ব্যাপার আজ দেখে এসেছেন, এর আগে
কথনও তা দেখেননি । আরো কত যে শত শত একপে দেখতে
পাওরা যাবে তা বলাই যার না, হয়ত জনেক চেনা লোকও আছে
ভাদের মধ্যে ।

ক্রমশ: !

### (र स्ध्रतथी

#### আশা দেবী

মহাকাল রথঘর্ঘর ধ্বনি বাভাসে উঠেছে বাজি, গণজনতার বুকের রক্তে সরণি রয়েছে সাজি। হে স্ব্যরথী ভূমি এনো নামি রাঙা আল্লনা পরে, তোমার আমার আগমনী গান মন্তিছে ঘরে ঘরে॥ এসো গো হে তুমি দীপ্ত দীপ্তি অন্ধ জড়তা নাশি. অমৃত কিরণে মৃত্যু-মলিন ভমিস্রা উদ্ভাসি, নিয়ে এসে। সাথে নৃতন মন্ত্র চির নবীনের গান, করেটি বক্ষে আগুক আবার নবীন আশার বান। স্প্রোতি-হারা মহাব্যোম শুক্তেতে তুমি জেলে দাও শিখা শবিত্রী-বুকে এঁকে দাও নিতি গোনার পত্রলিখা। র্থচক্রের ঘূর্বনে তব থোরে জরা-যৌবন, ভব জ্রাফুটিতে অনাহত-কাল করিছে চংক্রমণ। শিশু অতীতের মধুর কঠে শুনেছিলে সাম গান, যুগ-সমুদ্র-মন্থনে আজ সে প্রভাতী অবসান। তৰ অখের হেষাধ্বনি শুনি, ছব্ধ কাকলী রব. জ্বরার্ত্ত ধরা কেঁপে ওঠে ত্রাসে শাশানে কাঁপিছে শব। হে স্গারণা ভূমি কি দেখেছ অন্থিচূর্ণ ধূলি ? ঘুণি হাওয়ার হাহাকার ওড়ে দিগস্ত সমাকুলি, তপ্ত অঞ করিছে পূর্ণ শৃত্য নদীর জল, তুমি কি শুনেছ জীব-দানবের উন্মাদ কোলাইল। লক বুকের লাকা রঙিল ৰকাল ভূপ পরে, স্থামুখীরা নয়ন মেলিছে নব-প্রভাতের তরে। যুগবিপ্লবী অভিজেৎ জাগে ভাঙি বাধা-বন্ধন,

সুষ্য-সারণি তুমি এসো নামি গাছি তব আবাহন।

# ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান

বাদ বাদিন বাতে আমাদের লক্ষা অঞ্চল কৰতে হয়।
বাদ গোছেন বাতে আমাদের লক্ষা অঞ্চল কৰতে হয়।
বামন কারো কারো মতে ভারতে নারীর স্থান ক্ষতি নাটে,— মেরের
আমাদের দেশে চিরকাল না কি পুরুষদের কাছে অভ্যাচার ও অহিনের
প্রের এসেছে—এক কথায় ভারতীয় মেয়েরা যেন পুক্ষদের দাসী।
কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এই সমস্ত মতবাদ ভারতীয় নারী সহছে
মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছুই নয়।

যারা এইরপ মিথ্যা প্রচারের জন্ম দায়ী তাদের মধ্যে বেশ্বর ভাগ লোকই ইউরোপীয়। সাধারণতঃ ও-দশের লোকের ধারণ, আমাদের চেয়ে ওরা মেয়েদের স্থান দিয়েছে সমাজে অনেক উচুছে, ও-দেশের মেয়েরা মায়ুষ হিসাবে যেটুকু স্থথ, স্থাবিধা ও সন্থান পায়, আমাদের দেশের মেয়েরা না কি স্টেটুকু স্থথ, স্থাবিধা ও সন্থান কোন দিন পায়নি এবং এখনো পায় না। যদি ভিডেনে করা বায় এব কারণ কি ? তবে তার উত্তরে তাঁরা বলে থাকেন, চই সমাজে মধ্যে ধন্ম ও কৃষ্টিগত যে তফাৎ আছে, তারি ফলে ছই সমাজে নারীর মূল্যও তফাৎ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সভিয় কি ভাই ? সভিয় কি পাশ্চাত্যে মেংদের স্থান উচেচ এবং ভারতে মেরেদের স্থান অনেক নীচে ? বর্তমান সমাজে মূলে আছে পৃষ্টধর্ম, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা। বারা ইতিহাদ পড়েছন, তাঁরা জানেন প্রাচীন গ্রীকের গোরবমর মূগেও সমাজ নারীরা বেশী সম্মান পেত না। যে কোন প্রতিহাসিকের লেখা ফ্রীক সমাজে নারীর স্থান কি ছেল ভা জানতে পারি! ডিকিন্সানের মতে গ্রীক সমাজে নারীর স্থান কি ছেল ভা জানতে পারি! ডিকিন্সানের মতে গ্রীক দেশের মেরেদের একমার উদ্দেশ্য ছিল পুরুষের কাম চরিভার্যে করা এবং সন্থানের কথা দেশে। লেকী বলেছেন, প্রাচীন গ্রীকে বিয়ের একমার্র উদ্দেশ্য ছিল সমাজের জক্ত নতুন নাগরিকের জন্ম দেওয়ে; গ্রমন কি, স্পার্টাতে গ্রমন নিয়ম ছিল যে তুর্বল ও বুদ্ধ স্থামানিগতে ভাদের মুবুরী স্তানের কথা ভস্ক, সবল লোকেদের কাছে পার্টিয়ে দেতে গোট। গ্রীস কিংবা রোমে যে সমস্ত মেয়েরা স্থাধীন ভাবে চলাফেবা করার স্থযোগ পেতা, ভাদের কথানা সম্মানের চোথে দেখা গোত না

খুটানরা মেয়েদের যে দৃষ্টিতে দেখেছে তা মেটেট আগার্থন নয়। ওন্ড টেটামেটে আছে, ভগবান না কি নারীকে বলেছেলেন তুংগবছালা তুগো সন্তানের জন্ম দেওয়াই নাবীব একমান্ত কর্তব্য এবং স্বামী ছাড়া নারীর জন্ম কোন গাঁত নেই। বাইবেলে আছে, মেয়েরা পুরুষদের কথনো কিছু শিপানের শর্মীরাখবে না, কিবো তাদের উপর কথনো কোন কর্ত্বর পাটানের চেটা করবে না। ফেট পল বিবাহিতা জীলের উদ্দেশ করে বলেছিলেন তোমরা তোমাদের স্বামীদের ভগবান জ্ঞানে পূজা কর। প্রামীন চার্চের প্রাথমিক যুগো মেয়েরা কথনো ধর্ম-সংখীর কার্ল কর্মে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে পারত না। প্রাচীন প্রায় আইনে মেয়েদের এক রক্ম মান্ত্র বলেই গণ্য করা হোত কা, কেন না তারাই না কি ছিল পুরুষের পতনের প্রথম কারণ। ব্যক্তঃ জনের পারীর

লেখাতে দেখতে পাই, মেয়েদের বলা ছয়েছে তারা নরকের বারস্বরূপ— <sub>বিষেঠ পূঞ্জ</sub>ভূত পাপের মৃলে না কি মেয়েরাই। ল্যাব-বিনি ছিলেন প্টান চার্চের এক জন প্রতিত্ব সংস্থাবক, ত্ত্বিও মতে মেয়েবা না কি সম্ভানোৎপাদন যন্ত্ৰ ছাড়া আৰু কিছুই নয়। লাইট বোঝা বাচ্ছে, প্রাচীন পাশ্চান্ত্য সমাকে মেয়েদের মোটেত স্থানের চোথে দেখা হোত না। ফ্রাসী ঐতিহাসিক টেইন বলেছেন, নশান বিজ্ঞাব সময়ে মেয়েদের ইংলও থেকে ক্রয় করে নিয়ে আ্লাল্যাণ্ডে বিক্রয় করা ভোত। **বা**রা এই কয়-<sup>'</sup>ব্কুয়

ক্রবত ভারা এই সমস্ত মেছেদের বিক্রয় করার আংগ ংশী মল্য পারাব ওল তাদের গভবতী কবে নিত। এই ও সেদিন ব্ল'কটোনের সময়েও ই লভে নারীদের বলতে গেলে কোন হকম অধিকারই দেওয়া ফানি। সেকালে মেয়েরা যদি কোন প্রকারে পুরুষদের ছারা অলাচাবিত চোত, মেয়ের। তার বিচার প্রার্থনা কোন রাষ্ট্রয় কোর্টে করতে পারত না, সে বিচার চোতে চার্চের কোটে।

বাস্তবিক, আধুনিক কারখানা-শিল্প প্রবর্তনের আগে পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েদের এক বকম দাদী করেই বাখা হয়েছিল। শিল্ল ধ্বংস করে থেদিন কারখানা-শিল্লের প্রচার আরম্ভ হোলো লাদন থেকে ও-দেশে মেয়ের। অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছ বটে। কিছু এই প্রকার নারী-প্রগতির মূলে কোন স্ফচিস্তিত দর্শন নেই, আছে নিছক আকল্মিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। ধ্যন কার্থানা-শিল্পের প্রচলন হোল তথন দেখা গেল, কার্থানায় ও ছবার ক্ষেত্রে মেয়েদের সহযোগিতা পেলে আধিক লাভের খণ আয়ো বে:ড যাবে। কারখানাতে এমন অনেক বাছ আছে এবং সূক্ষ্ম কম্ম-কৃশলভাব ষেগানে বিশেষ করে ধৈয়্যের প্রবাদ্ধন, এবং বেশীর ভাগ সময়েই মেয়েদের মধ্যে এই সমস্ত ধ্বভাগ থব স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়। কাক্তেই সহজেই এই সমস্ত ক'ভগুলির ভক্ত মেয়েদের নেওয়া হোল। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েরা এমনি ভাবে কতকটা অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা পেল। সমাজের অক্তান্ত ক্ষেত্রেও স্বাধীনতার মূল্য যে কি, পাশ্চাত্যে মেয়েরা এই জর্ম নৈতিক স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই কতকটা জন্মভব করে নিগ। কাজেই পা×চাত্যের নারীরা ধীরে ধীরে সংঘবন্ধ হয়ে নুতন न्छन गरी निरम प्रधारक आत्मानन आरक्ष करत मिल। अस्तक क्या वह जाम्माहन जानको मक्न श्राह । अवर्रनाजक বাধানতা থাদের আছে তারা যে সহতেই তাদের প্রয়েজনমত দাবী-<sup>হলো</sup> আলায় করে নিতে পারবে ভাতে আর আশুরোর কি আছে?

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই বে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নারী-প্রগতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিছু এ কথাও স্বীকার করতে হবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত নারী-প্রগতির মূল দৃষ্টি-<sup>জ্ঞা</sup> অৰ্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ছাড়া **আ**র কিছুই নয়। পাশ্চাত্যে মেরের আজ নানা ক্ষত্তে স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্ঞানের স্থবিধা পেয়েছে, <sup>থবং ভারই</sup> ফলে ভারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে রাষ্ট্রে ভোট দেওয়ার অধিকার, <sup>বাট্রায় আইন সভার সভা হওয়ার অধিকার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-</sup> বিভান্তঃ শিক্ষা পাওয়ার এবং শিক্ষা দেওয়ার অধিকার, সংবাদপত্রে रोष क्वाद **अधिकाद, विठाबामस्य बावशायाकी**व रुख्याद अधिकाद अर ৰারে। কত কি অধিকার।

<sup>অথচ</sup> নারী-**প্রস**তি ভথনি স্ত্যিকারের নারী-প্রগতি হয়ে উঠবে

ষথন ওধু ভার অৰ্থ নৈতিক বা ৱাভ নৈতিক দিক্ই থাকবে না, একটা নৈতিক দিক্ও থাকবে। আজ পাশ্চান্ত্যের নারীরা চায় ভালে। পূর্ণ অধিকার লাভ করতে। কিন্তু হু:খের বিষয়, সে অধিকার লাভ করতে হলে ভাদের যে কর্ডব্য পালন করা উচিত, ভারা অনেকেট যেন সে কথা ভুলতে বচেছে: পাশ্চাত্য নারী চায় আলে সর্ক-বিষয়ে পুরুষের সমান হতে, অথচ নারী যে সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান নয়, কোন ক্ষেত্রে তারা বছ এবং কোন ক্ষেত্রে ভারা ছেটে, এই মহা সত্য তাঁরা ভূলে যাছে: আধুনিক পাশ্চাতা নাবী প্রাচীন কালের পাশ্চাতা নারীর অপেক্ষা আনক উন্নত, কিছ তাঁরাই কি উন্নতির সর্বেণ্ড শিখরে আরোধণ করতে পেরেছে 🕈

আমাদের বিবেচনায় ভারতে নারী-প্রগতি এক দিন যত দুর যত শুদ্দৰ ভাবে ভগ্ৰদৰ হয়েছিল, পৃথিবীৰ আৰু কোন দেশেৰ নারীর দ্বারা কথনই তা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন বৈদিক যুগে ধর্ম-বিষয়ে নারীর পুরুষের সম'ন অধিকার ছিল। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বেদ তথ পুরুষের ই বচনা করেননি, মেয়েরাও তার কোন কোন আংশ রচনা করেছে। মেড়েদের মধ্যে যার। বেদ ওচনার সাহায্য করেছে তখনকার দিনে তাদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হোত। ধর্ম-সম্বতীর আলোচনায় এবং লোককে ধছশিকা দেওয়াতে ভাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে সে যুগে একটা নৈতিক **আদর্শ** ছিল যা আজিকার অর্থ নৈ'তক ও রাষ্ট্রনতিক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা কদাচিং কোথাও দেখতে পাই। যাজ্ঞবন্ধা কবি বলেছিলেন. — স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, এই উভয় ভালবাসাংই মূলে আছে প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নক্ত তর বিকাশ। বৈদিক যুগে অনেক সময় আমরা মেয়েদের বোদ্ধবেশেও प्रथएक भारे—अनु रवाम (भरदामन कानक वीत्रक्काहिनीन दर्गा আছে। পৌরাণিক যুগাও মেয়েদের স্থান আমাদেব সমা**জে খুব** উচ্চে ছিল। সে-কালে নাথী চায়িত্র যে কত দুর উন্নতিলাভ করেছিল তা দীতা, সাহিত্ৰী, গান্ধাতী, দমংস্কী প্ৰভৃতি কংকেটি নাবীংবিজের উল্লেখ করতেই আমরা স্থান্ত আন্দান্ত করে নিতে পারব। 🚅 সমস্ত भावी চরিত্র স্বর্ধকালের স্বর্ধদেশের আদশ হয়ে থাকবে। হিশ্দের মধ্যে প্রথম দেব দেবীর বল্পনা কবে করা হয়েছিল, সঠিক বলা কঠিন; কিন্তু যখন দেখতে পাই, আমাদের দেবভালের মধ্যে অনেককেই প্রীলোক বল্পনা করা হয়েছে, যেমন হুর্গা, কল্পী, সরস্বতী, কালী, তথন সহজেই অনুমান করা যায় যে সামাজিক ক্ষেত্রেও একণ কল্পনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ভারতীয় ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি লোককেই নারী প্রাপতির পথে বিশেষ করে বাধা দিতে দেখতে পাই; তিনি ময়। हिन সমাজের অনেক নিয়ম-কাছুন বচনা করার জন্ম তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। কি জন্ম যে তিনি মেয়েদের স্বাধীনভার পথে এত সব বাধা এনে দিয়েছিলেন তা বলা কঠিন। হয়ত বা ভিনি ভেবেছিলেন নারীর স্বাধীনতা এবর্ষ করেই তিনি সমাজের ছুর্নীভি দমন করতে পারবেন। মুমুই প্রথম মেরেদের বেদপাঠ বার<del>ণ</del> ক্রলেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা ক্রলেন, ধর্ম-ক্রেম মেয়েমের পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া খেতে পারে না। কিন্তু মুদুর বিশুছৈ আমরা যাই বলি না কেন, একথা আমাদের মানতেই হবে যে, এই 'বিএকসানারী' মতু প্রয়ন্তও নারীর ব্রম্ভ দরদ দিয়ে অনেক কথা ব্যস

গিয়েছেন। তাঁর মতে, নারীরা যেখানে সম্মানিতা দেবতারাও সেখানে স্থবী; আর বেখানে নারীর প্রতি সম্মান দেখান হর না, সেখানে সমস্ত ধর্মকর্ম নিম্পল হয়। ময়ু বলেন, বে পরিবারে মেরেরা কঠ পার সে পরিবারের ধরংস অনিবার্য; আর যে পরিবারের করেরা স্থবী, সে পরিবার সর্ক্রদাই উন্নতি লাভ করে। ত্ত্রী যদি শত দোবেও দোবী হন, তব্ও ময়ুর মতে, স্থামী তাকে বিশুমাত্র আঘাত দেবে না। ময়ু এমন কথাও বলেছিলেন যে, পিতার চেরে মাতাকেই বেশী সম্মান করা উচিত।

বাই হোক, নারীর স্বাধীনতার পথে মহু বে সমস্ত বাধা স্থাই করেছিলেন, বৌদ্ধগুণে বৌদ্ধগুণের প্রভাবে সেই সমস্ত কোথায় বেন জেসে গিরেছিল। বৈদিক মুগের ক্লায় বৌদ্ধগুণেও মেয়ের। সর্ক্রিবের পুক্ষবের সমান অধিকার আবার ফিরে পেয়েছিলেন। পাণ্ডিত্যের ক্লেক্রে এই সময়ে থনা, লীলাবভী প্রভৃতি নারীরা উন্নতির সর্ক্রোচ্চ শিবরে আবোহণ করেছিলেন। শক্ষরাচার্য্য ব্যবন মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে তর্কে প্রযুক্ত হয়েছিলেন, তথন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতী সেই তর্কে বিচারের ক্লেক্ত নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন।

মুসলমান লাক্রমণের সময়েও লামরা দেখতে পাই, আমাদের দেশের নারী কি বিপুল বিক্রমেই না পুরুষদের সঙ্গে শক্তর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন! অনেক সময় মুসলমানদের বিপুল বৈক্র-সামন্তের ভুলনার আমাদের বীরগণের অতি অল্পসংখ্যক সৈক্রবল ছিল। কিছ ভবনো আমাদের দেশের নারী পুরুষকে মরণ-পণ করে স্বাধীনতার ক্ষন্ত লড়কে উৎসাহিত করেছিল। অসামান্ত সাহস-স্পন্না চাদবিবিকে আমরা দেশের যোমান-অব-আর্ক বেল অভিহিত করতে পারি। তিনি পরম পরাক্রাম্ভ মোগল সম্রাট আকরবের বিরুদ্ধে আহম্মদ নগরের হুর্গরক্ষার্থে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক সময় হাজার হাজার স্ত্রীলোক সাহসী বীবের ক্যায় মুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছেন। বাঁরা ক্ষেম কারণে যুদ্ধকত্রে গিরে যুদ্ধ করতে পারেননি, তাঁরা শক্তর কাছে আত্মসমর্পণ না করে অগ্নিকুণ্ডে বাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। আত্মসমর্পণে না করে অগ্নিকুণ্ডে বাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। আত্মসম্পানরক্ষার্থে যে দেশের মান্ত্রের এত সাহস, এত আত্মতাগ দেখিয়েছিলেন, সে দেশের সম্বাক্রের হোডে না, এ কথা কে বিখাস করবে?

মুসলমান-বিজ্ঞারে পর ভারতে একে একে জনেক পরিবর্তন আসতে লাগল। মুসলমানরা তথন দেশের সর্কেসর্বা—তাদের মধ্যে আবার জনেকে ছিল হৃশ্চরিত্র এবং নারীর সম্মান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানহীন। হিন্দুরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে একেবারে বেন নিঃসহায় হয়ে পড়েছিল। কিছু নারীর সম্মান এবং সামাজিক বিভত্তা-রক্ষার্থে কিছু না করলে চলে কি করে? গুণ্ডাদের লোলুপদৃষ্টি থেকে মেয়েদের বাঁচবার জন্ম পর্দ্ধা-প্রধার আশ্রয় নেওয়া হল। ঠিক একই কারণে মেয়ের নিজেদের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনভাও হারাল।

কিছ এই পর্দ্ধা-প্রথার প্রবর্জনের ফলে যদি কেউ মনে করেন বে, সেদিন থেকে ভারতীয় সমাজে মেয়েদের স্থান হ'ল নীচুতে, তবে তিনি নিতাস্তই তুল করবেন। সেদিন মেয়েদের স্থাধীন গতি কতকটা থর্ক হয়েছিল বটে, কিছু তাদের প্রতি সাধারণের বে সম্মান-স্টক দৃষ্টি ছিল, তার বিশেষ পরিবর্জন হয়নি। তাছাড়া, মুসল-মানদের এই পর্দ্ধা-প্রথা ভারতের সর্কত্ত সমান ভাবে কোন দিন গৃহীত হয়নি; কেবল বে যে ছানে মুস্লমান-প্রভাব ছিল গুব বেৰী সেই সেই ছানেই এই প্রথার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

মুস্তমানদের পর বৃটিশরা এসে আমাদের সমাজে আবার নৃতন নৃতন সমস্থার স্ষ্টি করে। মুস্তমানদের সজে একবোগে এবার হিন্দুরা বৃটিশদের বিক্নছে গাঁড়াল। এই বৃটিশ-বিজয়ের বিরুদ্ধে কোন কোন সময় ভারতীয় নারী যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বৃটিশ সৈক্রের বিক্নছে ঝাজীর রাণীর বীর্ছকাহিনীর কথা কে না জানে? কথিত আছে, লর্ড বেণ্টিক যথন পাঞ্জাবে রঞ্জিসিংহের কাছে যান তথন তিনি ৭০ জন নারী-সৈক্তকে ইল্দে রঙের সিছ পরে কুচকাওয়াজ করতে দেখেছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা বাচ্ছে, ভারতীয় ধম কিংবা সংস্কৃতিতে মেরেদের স্থান খুব উঁচতে ছিল, মেরেরাও তাদের নিজেদের দানে আমাদে সমাজকে গৌরবময় করে রেথেছেন। এই সমস্ত গৌরবময় কাচিনী শ্বরণ করে আজকের মেয়েরা সমাজে তাদের উপযুক্ত স্থান বেচে নিতে পারবে। আমাদের দেশের মেয়েরা আজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে সমান ভালে পা ফেলে চলার চেষ্টা করছে। পুরুষদের কারে সর্কবিষয়ে ভারা ছোট, এই মনোভাব আজ তাদের ভিতরে মেই। ১১১১ সালের রিফর্ম আইনে প্রথমটায় নির্কাচন ব্যাপারে মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। ত্ত্তী পুরুষ-নির্দ্ধিশেষে সকলেই ভাই বলতে লাগলেন, নারীকে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনক্ষত্রে পুরুষের সমান অধিকার না দিলে নারীব প্রতি অবিচার করা হয়। বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের এই ভারতমা ভারতীয় মেয়েদের এই রাষ্ট্রীয় নির্কাচন-ক্ষমতা দাবী করে বুটিশ পার্লামেণ্টের কাছে প্রতিনিধি পাঠানো হল। পার্লামেট ভারতীয় মন প্রীকা করার জন্ম নির্বোচনী আইনের সামার একটু পরিবর্তন করে বললে, যদি কোন প্রাদেশিক বাষ্ট্রীয় সভা পৃথক ভাবে মত প্রকাশ করে মেয়েদের নির্মাচনের অধিকার দিতে চায়, কেবল মাত্র তাহলেই সেই প্রদেশে মেয়েরা নির্বাচন-ক্ষমতা লাভ করবে! এর ফলে অল্ল দিনের মধ্যেই বুটিশ-ভারতের সর্ব্বত্ত মেরেরা নিকাচন ক্ষমতা পেল।

প্রায় হই শত বংসর বুটিশ-রাজ্বংগর পরও আমানের দেশে শতকরা মাত্র দশ-বারো জন লোক লিথতে গড়তে জানে। শি<sup>ক্ষিতে</sup> সংখ্যাই যেখানে জল্প, মেয়েদের পক্ষ থেকে সেখানে বেশী কিছু আশ করা যায় না। কি**ত্ত আশ্চর্যো**র বিষয়, যে অগ্ন কণ্যজন <sup>মেরের।</sup> অনেকে শিক্ষক, অধ্যাপক, লেথক, ডাক্তার, ব্যবহারাজীর ইত্যাদি হিসাবে কান্ধ করছেন। এমন কি. কেউ কেউ ৰথেষ্ট সুনামত ধ্ৰম্ভন কবছেন। সংগান্ধিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাগতি হিসাবে কাজ করেছেন। বিজয়লন্দী পণ্ডিত যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিৎ করেছেন, এবং বর্তমানে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের প্রে মডবার্ তৈরী করতে গিয়ে বংগ্র সাফল্য অঞ্জন করেছেন। হাজা<sup>র</sup> হালার নারী আজ খদেশী আন্দোলন করতে সিয়ে গভর্গমেন্টের কাছে নানা বকম নির্ব্যাতন স্**ছ** করছেন। ভারতীয় নারী কাপ্তেন সন্দী<sup>র</sup> নেতৃৎে 'ৰাণী-অব্-ঝান্দী' রেজিমেণ্টের কথা আজ সর্বজনবিদিত। আজ আমাদের দেশের মেয়েরা আইন সভায়, কপৌরেশনে, মিউনিসি পালিটিতে, ডিষ্ট্রীক বোর্ডে, শিক্ষা বোর্ডে, ইউমিভাসিটিডে, বাগ্রুষ্ট্র পূর্কবের সঙ্গে সমান ভাবে কাজ করছেন। লগুনের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নারী বাজনৈতিক সমস্থার আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। আজ আমাদের দেশের মেয়েগ বিদেশে গিয়ে শিক্ষার সুরোচ্চ সম্মান নিয়ে দেশে কিরে আস্ছেন।

অবশ্য, আকও আমাদের দেশে এমন অনেক পুরুষ আছে ধারা মেরেদের প্রতি বথেষ্ট সম্মান দেখাতে জানে না। তবে তার কার", শিক্ষার একান্ত অভাব। শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয়নি বঙ্গে আমাদের দেশের লোকেরা সমাজে নারীর সম্মানস্চক স্থান সম্বন্ধে ততটা সজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। কিন্তু স্পাই ভাবে কথার ও কাজে মেরেদের প্রতি সম্মান দেখায় না এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে আজো খ্য বেশী নয় এবং তাদের প্রতিবেশীরা সকরে তাদের ঘুণার চোথে দেথে থাকে। এদের মধ্যেও কিন্তু এমন কেউ নেই ধারা নিজেকে তাদের মা'র চেয়ে বড় মনে করে। আমাদের সমাজে মাত্রের স্থান সেরেলিচে। সাধারণ হিন্দু নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূকা করে এবং শ্রহা প্রদর্শন করে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতীয় নারী পাশ্চান্ত্য নারীর মত গুধু পুক্ষরের সমান হতে চায় না। জারা জানে, সর্ব্ব বিষয়ে নারী পুক্ষরের সমান নয়, কোথাও নারীর কৃতিত্ব বেশী কোখাও বা পুক্ষরের বেশী। তাদের এতটুকু আত্মবিখাস ও আত্মস্মান জান আছে যার ফলে ভারা ওধু নিছক অধিকারের জন্ত বান্ত না হয়ে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্তই ব্যপ্ত হয়। জীবনে নৈতিক উন্নতিব জন্ত অধিকারের প্রেয়োজন আছে, কিন্তু সতিস্কারেশ অধিকার লাভ করতে হলে যে কর্তব্য করতে হয়, তা ভারতীয় নারী জানে, বা ইউরোপীয় নারী সমাজ অনেক সময় জানে না। কাজেই কথা ভুল্লে চলবে না। ইউরোপে নারী চায় ওধু অর্থনৈতিক ও বান্ধনৈতিক অধিকার, কিন্তু ভারতীয় নারীর আদর্শ ওধু অর্থনৈতিক ও বান্ধনৈতিক অধিকার, কিন্তু ভারতীয় নারীর আদর্শ ওধু অর্থনৈতিক কিংবা রান্ধনৈতিক নয়। নৈতিক কর্তব্যক্তান তাদের কাছে সবচেয়ে বড়।

### কা**ছে চাই** শ্রীমতী কচিরা বস্থ

দূরে চ'লে যেতে, কেন চাও বারে বারে ?

ছলনা কি প্রেম, বুঝিতে পারি না মনে
বুকে টেনে রাখি র্থা নয়নের ধারে
বেতে দিতে প্রাণ নাছি চায় কোনক্ষণে।
ওগো অক্রন, এ কী অভিনয় তব ?

চলে নিশিদিন, এ কী কুকোচুরি থেলা!
ভালোবালো যদি, কেন কাছে নাছি রব ?
কেন বহে যাবে মধু মিলনের বেলা!

ভালো নাছি লাগে যদি বলো কোন দিন
শুধু করুণায় মোর কাছে আসো ফিরে,
সে আঘাত হোক্ যত বড় স্কঠিন
ভূমি চ'লে যেয়ো আমি রহিব না ঘিরে!
পুগো প্রিয়তম, ঘন আযাচের মেঘে,
ঝর ঝর ধারা ঝরে যদি দিনমান,
একেলার ঘরে আমি রবো শুধু জেগে
বুকে নিয়ে মোর গত বরধার গান।

যদি ভালো লাগে পুরাতন প্রেম টানে পুরাতন তুমি, পুরাতন সেই আমি এই ধরণীর নৃতনের মাঝখানে মোরা হুই জনে চিরদিনকার আমী! এত খ্রামলতা, এত সবুজের ঘোর নবীনের বেশ এত যদি রমণীয়, শুধু কাছে চাই বাঁধি ছু'টি বাহডোর ব্যবধান যাক্ প্রগো মনোহর প্রিয়!

### শিক্ষা ও মাতৃভাষার সেবা

#### শ্ৰীক্ষৰোধ বায়

বারন অক্তম। সরকার পক্ষ থেকে এই উদ্বেশ্যে সাজ্জেন পার্বিক্রনার মধ্যে শিক্ষা-পদ্ধতির রপান্ধর ও নবারন অক্তম। সরকার পক্ষ থেকে এই উদ্বেশ্যে সাজ্জেন্ট পরিক্রনাকে গ্রহণ করা হ'রেছে। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বর্ডমানে প্রচাগত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের ক্রেম্বের রী।ওঁও প্রকৃতিবিক্রম্ব এবং বর্ডমান জীবনের অর্থ নৈতিক সমস্ত্রা পূরণে এর অকৃতার্থতা একান্ত হম্পান্ত। এর সংশোধনকল্পে ক্রেম্বের নানা স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ওরান্ধা-পরিক্রনা নিরে কান্ধ্যামন্ত হ'রে গেছে। এই সর নৃতন পরিক্রনাকে জাতায় জীবনে কান্ধ্যকরী ক'রতে হ'লে অনেক পরীক্ষা, অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। লে ক্রিম্বের ভিন্তা ও কর্মভার দেশনায়ক ও শিক্ষা-পরিচালকদের ক্রেছে। বত দিন দেশের সর্ব্যর নান্ধা পদায়কও শিক্ষা-পরিচালকদের ক্রেছে। বত দিন দেশের সর্ব্যর নুতন কোনো পদ্ধতিতে নব শিক্ষাধার। প্রবার্তিক না হয়, তত দিন প্রচলিত শিক্ষা-পন্ধতির গণ্ডীর মধ্যে ক্রেছেও মাতুলাবার মধ্য দিয়ে কি ভাবে ব্যাপকতর ক্লেত্রে শিক্ষাও সাক্ষরীক্রণের এবং সেই সঙ্গে প্রামোন্নয়নের কান্ধ্য চ'লতে পারে, সেই ক্রাই ব'ল্ব। প্রামের শিক্ষাই এই প্রবন্ধের আলোচার বিষয়।

বাংলা দেশে হগলী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে নম্মাল টেণিং মুল আছে। এই সকল মুগ থেকে পাশ ক'বে বছর বছর বছ ছাত্র প্রামে সিয়ে শিক্ষকতা ক'বে থাকেন। বাংলার অসংখ্য গ্রামের প্রটশালা, প্রাইমারী ও মাইনর মুলগুলি এক বকম এ রাই চালান। এক কথার ব'লতে গেলে,—বাংলার গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ভার এফে কথার ব'লতে গেলে,—বাংলার গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ভার এফে কথার ব'লতে গেলে,—বাংলার গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ভার দিয়ে বা বাংলা-পণ্ডিত। মাতৃভাবার মাধ্যমেই এরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তরু পশ্লীপ্রামে শতকরা পঁচানকাই জন এখনও নিরক্ষর কেন,—সেখানে অজ্ঞানতার অক্ষকার এত প্রগাচ কেন? তার কারণ, এরা শিক্ষাদানকায় কবেন গেটের দায়ে, প্রাদের আনম্পে নয় : মাতৃভাবারে এবা ব্যবহার করেন ক্ষাী-বোজগারের উপায়ব্দরপ, মাতৃভাবার সেবা করণার মত অবকাশ বা প্রেরণা তাঁদের নেই। নিক্ষো বে পদ্ধতিতে স্বেছার বা অনিশ্বার অধীত বিত্তা এবা মুকত্ব করে এসছেন, ছাত্রদেরও সেই এক কটিন-বাঁধা পদ্ধতিতে শিক্ষা কিরে যান।

একথা সর্বজনবিদিত বে, প্রাত্যহিক জীবনের গতামুগতিক জ্বান্ত কাজগুলি আমরা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যানালিতবং ক'রে থাকি। প্রাণধন্ম এবং প্রাণধন্ম থেকেই তার উদ্ভব। মনোধন্ম জ্বাবা মনন-ধন্মের কক্ষণ তা'তে থাকে না। চিস্তাব বকীরতাও বৈচিত্রান্তনিত নিত্য নৃতন আনন্দের স্প্তি মনোধর্মের একটি কক্ষণ। জার পাঁচটা প্রাণধারণের উপযোগী বাাজের মত শিক্ষাদান কাজটাও নিতান্ত অভ্যন্ত ও একথেয়ে হ'রে গেলে, শিক্ষাদান শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই একটা বির্গজ্ঞিকর কর্তব্য মাত্র হ'রে পড়ে। সেবার মাধ্র্য্য তা'তে থাকে না, মাহাত্মাও নয়। তার ওপর বাংলার বিশ্বজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও পরাধীন দেশের মাত্নভাষা হওয়ার জন্ম এর মৃদ্য এবং মর্য্যাদা গ্রামের লোকেরা এবং স্বয়ং এই সব শিক্ষকেরাও বৃষ্ণেন না। ইংরেজী না শান্ত স্মাক্ষে দশ জনের এক জন হওয়া যার না, এই ধারণার বশবর্জী হ'রে

बाद्य वात्नाव वात्रा करव जरे ! जान देखनी काव्यन ना-निवन 'বাংলা-মাষ্টাব,' 'বাংলা-পণ্ডিভ' হ'বেছেন—এ বস্তু শিক্ষকদের মনেও নিজেদের সম্বদ্ধে একটা হীনভা বোধ আছে। গ্রামবাসী এব: শিক্ষত উভয়ের দিকু থেকেই এই অবধার্থ ক্জাকর মনোভাব দূর করতে না পারলে গ্রামে শিক্ষার উন্ধতি এবং এই শিক্ষকদের হার৷ হথার মাতৃভাষার সেবা হ'তে পারে না। এই সম্পর্কে গ্রামবাসী ৬ দেশ কর্মীদের অতি প্রয়োজনীয় আও করণীয় আছে। সম্পর্কে মহাত্মাজীর ১৮ দফা গঠনমূলক কর্মপস্থা দেশ এচন करबाह्न। अहे श्रामाग्यक कचौनामत अथम ७ अनान वर्तन হ'বে :- (১) এই শিক্ষকদের বেডনবৃদ্ধির বাবস্থা ক'রে এঁদে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা, (২) সমাজ-জীবনের গঠন, স্থায়িত্ব ও উন্নতির পক্ষে এই শিক্ষকদের অপরিহাষ্ট্রতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মনে এঁদের সম্বন্ধে সভাবোধ জাগ্রভ করা। একমাত্র এই উপায়েই এই সব ছাত-গৌরব নষ্ট-সম্মান শিক্ষকদের গৌরবের আসনে পুন: প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁদের মন থেকে অবাঞ্নীয় হীনতাবোধ দুব বয় যেতে পারে। সেই সঙ্গে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে যে, শত শত জ্ঞান-তপন্থী ও চিস্তানায়কদের বাণীর উত্তরাধিকারী তাঁরা। তাঁদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হ'বে বে, তাঁরা হচ্ছেন এক যুগ থেকে আর এক যুগে এই পবিত্র ও প্রদীপ্ত জ্ঞানের মশালবাহী। এই ধারণা তাঁদের মনে জাগ্রত ক'বতে পারলেই, তাঁদের প্রাতাহিক সামাক্ত শিক্ষাদানের মধ্যেই দেখা দেবে অসামাক্ত দায়িত্ব ও মহত্ব বোধ। শিক্ষতার মধ্যেই তাঁরা খুঁকে পাবেন ব্রভের নিঠা ও সেবার মাধ্র্য্য।

আগেই ব'লেছি, বুহত্তর ও মহন্তর আদর্শ চালিও হ'ছে এই শিক্ষকদের কান্ধ করার পথে প্রধান বাধা তাঁদের দাবিদ্র। প্রাসাদ্ধাদনের উপবোগী অর্থ উপাব্ধান করতেই তাঁদের সকল শান্তি ও সময় ব্যয়িত হয়। অক্স কান্ধ তাঁরা কথন করবেন এবং কি ক'রে ও এর উত্তরে বাবহারিক জীবনে কি উপায়ে এই সব শিক্ষক সক্রিয় ও সচেতন ভাবে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাবার সেবা ক'রতে পারেন, নিজেদের অর্থোপার্জ্ঞান কোন রক্ষমে ব্যাহত না ক'রে প্রাত্তিকিক কটিন কাজের মধ্যেও এঁরা কিরুপে বৈচিত্রা ও ক্রেম্ব ক্ষাতি বি

এই সকল শিক্ষকের কশ্বন্ধেত্র বাংলার অসংখ্য গ্রামে ; টেই সং প্রামের ও জেলার নিজ্ম সম্পদ মাতৃভাষার বছমূলা ২০ <sup>২র ওপ</sup> হ'বে **আছে,** না হয় লুপ্ত হ'তে বসেছে। সেই লুপ্ত রড়োহ<sup>্য এই</sup> সকল শিক্ষকের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। আমি ছেলে-ভূলানো জন-প্রবাদ, কিম্বদস্তী ও কাহিনীর এইগুলিই হচ্ছে থাঁটি লোকসাহিত্য বা গণসাহিতা <sup>গণ</sup> চেতনার আধুনিক শ্রেষ্ঠ প্রকাশভূমি কৃশিরা নানা ভাতি <sup>ও</sup> উপজাতি (Nationalities) নিয়ে গঠিত। বিশ্ব কেন্দ্রীয় সর্ব্বোচ্চ দোভিয়েট্ (Central Supreme Soviet ! বিপুল **প্রয়াস ও সবিশেব বত্বসহকারে বিভিন্ন জাতি**র লোকসাহিতা বিভাগে এই বক্ষ অক্ষ সাংস্কৃতিক দান সংগ্রহ ক্রছেন । গণ-চেতনার উদ্বোধনে সমূৎত্রক আমাদের দেশকর্মীর দল এখনও এ সম্বয়ে মুর্বাচিত সচেতন ও সক্রিব হতে পাবেনি। কিন্তু রবীক্রনাথ এই <sup>লোক</sup> সাহিত্যের বধার্থ মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন আজ খেলে প্রাণ বংসর আগো। ১৩°১-২ সালে তিনি ছেচেভূসানো ছত্রে এ<sup>কটি</sup> সংগ্রহ প্রকাশ করে ভার ভূমিকার জন্তান্ত কথার মধ্যে বলেছেন

শিল্প আমাদেব আতীর সম্পন্তি। বছ কাল ইইতে আমাদেব বিশেষ মাতৃভাগুরে এই ছড়াগুলি বিশিত ইইরা আসিরাছে, এই ছড়াব মধ্যে আমাদেব মাতৃমাতামহীগণের স্নেহদুসীভম্বর জড়িত ছইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈলাদেনভার নৃপুবনিকণ বস্তুত ইইতেছে। অথচ, আজকাল লোকে এই ছড়াগুলি ক্রমণই বিশ্বত ইইরা ধাইতেছে। সামাজিক প্রিক্রনের স্নোতে ছোটো-বড়ো অনেক জিনিয় অলম্ফিত শবে লামিয়া যাইতেছে। অভ্নব জাতীয় পুবাতন সম্পত্তি সবত্বে সংগ্রহ্ ক্রিয়া বাথিবার সময় উপস্থিত ইইয়াছে।"

পঞ্চাশ বৎসর পরেও রবীক্রনাথের এই ইচ্ছা ও জন্মুরোধ পূর্ণ চয়নি।

্রই ছডা ছাড়াও, লোকদাহিত্য বা গ্রাম্য-সাহিত্যের আর একটি বাউল, ভাটিয়ালি, নানা বুকুম ত ড ড ল হচ্ছে গান বা গাথা। পালা গান ( মনসার গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি ), গ্রাম্য-কাহিনী নিয়ে গাথা (ময়মনসিংক গীতিকা)—এই সকলের মধ্যে আমাদের প্রাচীন গ্রামাজীবনের যে ছবি লুকিয়ে আছে, সরল মাধুর্যাময় কপেও রসে ভাঅনবতা। বাউল গানের মধোবে সাহিত্যের সম্পদ ও ভাবের গভীবভা দেশতে পাওয়া যায় তা ৩ধুই স্থানীয় বা গ্রাম: নয়— বিশ্ব সাহিত্যের আভাষও তার মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথ ভার Hibbert বকুতাৰ মধ্যে বিখের মনীবীদের সমক্ষে এই বাউল গানের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অকুঠকটে ঘোষণা করে এসেছেন। মমেনসিংহ গীতিকা অথবা ফরিদপুবেব মুশীদ্যা গান আমাদের মাহিশ্যকে কত দুধ সমৃদ্ধ করেছে, তা আজ সর্বাজনবিদিত। আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য-সাহিত্যের অতি অল্প অংশই এই ভাবে সংগঠত হয়েছে। অধিকাংশই এখনো অনাবিষ্কৃত ও লুগুপ্রায়। এট লুপ্ত রত্মোদ্ধার এক দিনের বা এক জনের কাজ নয়, বছ দিনের ও বহু জনের 'সাধনা-সাপেক্ষ। এ জন্ম প্রাভাহিক কান্দের ব্যাঘাত বা আথিক ক্ষতিস্বীকারের প্রয়োজনও নেই। कृषिर मित्न व्यथना मीर्च व्यवकारगंद मुमग्न नाना श्वारन पूर्व पर श्रीरव ধীরে অনুসন্ধান করে শিক্ষকরা এই কাব্রু করতে পারেন। এতে উটুট মাতৃ লাগার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা হবে না, তাঁদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র ও আনন্দের আস্থাদ তাঁরা পাবেন, বিভিন্ন গ্রাম ও গ্রাম-বাগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পন্চিয় ক'বে তাঁদের জ্ঞান-ভাগুরিও সমুদ্ধ হ'বে: ছাত্রদের সঙ্গে নিয়েই তাঁরা এই সব সাহিত্য-অভিযান করতে পারেন এবং তা ক'রলে ছাত্র ও শিক্ষক, উভয়েই উপকৃত হ'বেন।

এট সম্পর্কে আর একটি কাজ হ'ছে বাংলার পলীব লুগুপ্রায় উচ্চান্ত্রনির পুন:-প্রবর্ত্তন। বার মাসে তের পার্বন বাংলার পলী জবিনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল এবং এই সকল আনন্দ-উৎসবে প্রধান ছান অধিকার করতো যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি। এতে উন্টারে মুখে-মুখে চল্তি প্রাচীন সাহিত্যের ধারাটি অঘাহত থাক্তা তাই নয়, এই সব উৎসবক্ষেত্র ছিল ধর্ম ও সম্প্রামান নিকিংশেরে পলীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দমর মিসন-তীর্দ্ধ। এই সক্ষ উৎসবের পুনকৃক্ষীবন এবং যুগোপ্রোগী নৃতন উৎসবের প্রক্রিক হারা প্রাচীন লোকশিক্ষার একটি সহক্ষ ও স্কলব বাহনকে

বাঁচিরে তোঁলা হবে; তাছাড়া ক্রন্তিম ভেদাভেদের কল্বমর বিষ্ণাশকে নিরামর প্রাণবায়ুতে রূপাস্তবিত করে নৃতন শক্তি, চেতনা ও আনন্দ-সঞ্চারে সবিশেষ সহায়তা করা হ'বে। বাঁরা বিশ্বভারতীয় জীনিকেতনে রবীক্রনাথ প্রাণতিত "বৃক্ষরোপ্ন" "হলকর্থন" প্রভৃতি উৎসব দেখেছেন, তাঁরা এ কথার সত্যতা উপক্ষির ব্যতে পারবেন।

পথিশেৰে নিরক্ষৰ বয়ন্ত প্রামবাসীদেব সাক্ষরীকরণের অন্ধ্রেশ্ব জানিয়ে আমার এই নিবেদন শেষ করবো! কুল ুবেং চীন এই ছ'টি দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগানকার ছাত্র ও শিক্ষক-মহল কেবল মাত্র তাদের ছুটার সময়ে কাজ করে এই সাক্ষরীকরণের কাজ কি রকম ফ্রুত অগ্রসর কর্মে কিয়েছেন। এই শিক্ষকগণও যদি তেমনি মনে মনে শুপথ প্রকৃশ করেন যে, অক্সান্ত কাজের মধ্যে প্রতি মাসে অক্সতঃ এক জন নিরক্ষা প্রামবাসীকে অক্ষর-জ্ঞান দান করবেন এবং সেই সক্ষ কাজে পরিব্রুত করতে পারেন, ভাহ'লে বংস্বের শেষে এদের বাজের সম্বেত্ত কর দেগে দেশবাসী পূলক-বিশ্বয়ে আয়হাবা হয়ে যাবে।

"এই সৰ মৃঢলান মৃক মুখে দিতে হবে ভাষা

এই সব আন্ত ৩ছ ভয় বুকে আলিয়া তুলিতে হবে আলা।"
এব চেযে বুহতর পরিকল্পনা ও মহতর সফল্ল আর কি হ'তে পারে?
মাতৃভাষার সেবকের পকে এই ভাষাহীনদের ভাষাদান করাই সব
চেয়ে বড় ও সব চেয়ে পবিত্র কর্তব্য। আমার এই কথার সমর্থনে
আমি তাই সব শেষে ভাষার মহত্বও মাহাত্ম্য সম্বন্ধের অবিস্থান করি :—

"সমাজ এবং সমাজের লোকেদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগছ বিলনের ও আদান-প্রদানের উপায়ম্বরপে মানুষের সব চেয়ে প্রের্থা যে স্বৃষ্টি, সে হ'ছে তার ভ'ষা। এই ভাষার নিজের ক্রিয়ায় সময় জাতকে এক ক'বে তুলেছে—নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মানবর্ষা থেকে বঞ্চিত হ'ত।

ভাতিক সন্তার সংক্ষ এই যে ভাষা অভিব,জ হ'রে উঠেছে, এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিমিত করে না, যেমন বিমিত করে না আমাদের চোথের দৃষ্টিশক্তি, যে চোথের হার দিয়ে নিডা নিয়মিত আমাদের পরিচয় চ'লছে হিছপ্রকৃতির সঙ্গে। কিছ এক দিন মান্ত্র্য ভাষার স্প্রীশক্তিকে দৈবশক্তি ব'লে অনুভব ক'রেছে যথন দেখি বাইবেলে আছে, স্পৃত্তির আদিতে ছিল বাকা। ব্যান ভনি ঋষ্টেদে বাগদেবতা আপন মহিমা ভোষণা ক'রে বলছেন:—

আমি রাজী। আমার উপাসকদের আমি ধন সমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বছ স্থানে প্রবেশ ক'রতে দিয়েছেন।

প্রত্যেক মামুষ, যার চৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না, তারা কীণ হ'রে বার।

আমি স্বাং যা' ব'লে থাকি তা' দেবতা এবং মামুষদের **বারা** দেবিত। আমি বাকে কামনা করি, তাকে বলবান্ করি, প্**টিকর্জ্য** করি, শবি করি, প্রজ্ঞাবান্ করি।"



### গাঁয়ের গান

#### শ্ৰীশান্তি পাল

গোলের ছাউনী ঘেরা,—
পদ্মী মারের কুটার আমার রাজপ্রাসাদের দেরা।
এক দিকে তার ধানের মরাই আর দিকে গোল-ঘর,
আউড়ির গারে বেতের বাঁধন দেখিতে কি সুন্দর।
বাতার বাতার ফলিরাছে লাউ, জালি-কুম্ডার ভরা,
তারি গারে ফোটে থিডেফুল সীম বং-এ বং করা।
আর কুটিরাছে টগর শিউলি আভিনার মাঝখানে,
রক্তকরবী গছরাজের নরনে নরন হানে।
গোলাণ গুরোল পাঁচমুখী জবা জহুরী দোলনটাপা,
লাল সাদা বক বংমার্ম নীল বেণীতে দোলার ঝাঁপা।
সোনটাপা কলি বকুল মালতী কাঁটালি-টাপা সে কড,
কামিনী কেশর ভাতী ও ভাঁটা আম গাঁদা শৃষ্ঠ শৃত।
আলে-পাশে তার নারিকেল তাল, বেড়-বাগানের গারে
আম ও কাঁটাল জাম স্রবাল গুবাক গাছের ছারে;

মাছুদের মেটে বাড়া,—
চারিদিকে হেরি ভেরার বেড়া, ভালুকে। বাঁশের সারি।
পশ্চিমে প'ড়ে পতিত-পালান, পূর্বে পুকুর-পাড়,
বাঁশ,নে ও জাওরা আছে গুটিকত, তরা বাঁশের ঝাড়।
উত্তর বেড়ে পালতের কেত, কিছুটা বা মূলো কেত,
তাহার মাঝারে ফলিরাছে কত মেটে আলু বাঙা খেত।
বাঁধাকপি ফুল লালগম বিট গাজর টমেটো আর,
বেণ্ডন লগা বেরবটা বরবিব কত তার।
দক্ষিণ বাগে সজনে নাজনে আমড়া চালতা নোনা,
পিয়ারা ও আতা জামকল লিচু করমচা লতা-সোনা
কেলে কোঁড়া আর আকনিধি—লতা, দেয়াড়ে লতার বন,
কামরাভা কুলো, সবেদা ও গাবে, জড়ার সে জমুখন।
তারি মাঝে মাঝে আল দিয়ে গড়া পারে চলা পথ-হাঁটা,
ছটি ধারে আছে দস্তা পায় মান গুঁড়ি কচু কাঁটা।

ইহারি একটু দ্বে,—
পথের কিনারে গাঁড়ারে রয়েছে গায়ুর মায়ের কুঁড়ে।
আড়ে ও দৈর্ঘ্যে পাঁচ-সাত হবে জানলা নাহিক তাতে,
গাওরার উঠিতে ছাঁচটি ঘরের ঠেকে সে স্বার মাথে।
ঘরের বাঁ-দিকে মনসার দে'ল, তুলসী-মঞ্চ জার,
কচা-কঞ্চির বেড়া দিরে ঘেরা, বাঁধিরাছে চারিধার।
তারি পাশে ছোট সরিবার কেত, মটর কলাই ফুলে,
রং বেরং-এর নাকছাবি প'রে উত্তর বারে ছলে।
যুগ ও মস্থর ধনে অভ্তর করে তারে সঙ্কেত,—
সবুজ শাড়িতে ফুল বুনে তুলে, হল্দে পাটল থেক।
মাবে মাবে তারি কুশো কেশে বেনা ছবোও বেজা ঘাসে,
উলু মেলে দের মেলিখা আঁচল জড়াইরা বাছপাশে।
কি জানি সে কবে গায়ুর বাপ সে ভিন গাঁও থেকে এসে
এক মুঠো টাকা বারুকের দিরে ভিটেখানি গড়ে শেকে,

লোভ-জমিটুকু বানারে সিরাহে অর্ত্ত্বক থেরে পেটে, মাধার বাম সে পারেছে কেলিরা জন ও মজুর থেটে। দামুও গিরাছে বাপের পরে সে ক'দিন ভূগিরা জরে, বৃজীর বৃকের পাঁজর থসেছে, কেহ নাই জার ধরে। ভিকা কবিরা ভাসান গাহিরা কঠে কাটার দিন, অহি-চর্ম হইরাছে সার, দৃষ্টিও অতি ক্রীণ।

ব'সে ব'সে গান গান্ন,—
চম্পাতলার ঘাটে ঘাটে লোক কাভারে কাভারে ধার।
বেহলা কলার মাদাসে বসিয়া মৃত স্বামী ল'বে কোলে
ভাসিয়া চ'লেছে গাঙ্বের জলে,—'ওঠ ওঠ নাথ' ব'লে।
'কি লিখন বিধি লিখেছেন ভালে, জানি না কাহার কাজ,
বাসর-বাত্রে স্বামীরে আমার দংশিল সাপে আজ।'
ভাবিতে ভাবিতে ভাসিয়া চলিল—কাগা-ঘাটে গিয়ে উঠে,
মড়ির গান্ধে কাগার গোষ্ঠী অমনি আসিয়া জুটে।
মন্ত্র পান্ধিল তখন কাগারে বন্দী ক'রে,
সরিয়া পড়িল সেখানে হইতে, ব্যান্ধ-ঘাটায় প'ড়ে;
ব্যান্ধ-ঘাটায় প্ইয়া বেহুলা জোনা ও জগাং-ঘাটে,
হাতের কাঁকণ ফেলিয়া পলায়,— স্ব্য নামিল পাটে।

গোদাগণ এলো ধেরে,—
গাঙ্বের জলে ভাসাইরা ডিঙে তাড়াতাড়ি বোঠে বেরে।
বেহুলা কহিল—ছুঁরো না আমার স্থবাদে খন্তর হও,
আমার তুগেব কাহিনী শোন গো, একটু তফাৎ রও।
হারায়েছি আমি প্রাণ-পতি মোর উল্লান-ভাটায় বা<sup>হ</sup>,
ইহ সংসারে আমার বে কেহ আপন বলিতে নাই!
কিছুই না জানি পুণ্য ও পাপ আহুরী হুলালী মেরে
পতিরে জীয়াতে দিবস-রজনী উধাও চ'লেছি ধেরে।
ক্রিবির না পথ, ছেড়ে দাও মোরে, ভিখ্ মাঙি কর পাতি,
স্বামী যে আমার ইইম্ম. স্বামী জীবনেব সাধী।

গোদাগণ গেল ফিরে—
বৈহুলা একেলা ভাসিতে লাগিল গাঙু রেব তীরে তীরে।
সেলুবা পাহাড়ে দেবী,—
পাইল পদ্মা পরম পীরিতি শিবের চরণ দেবি।
স্বপনে তথনি চলিল পদ্মা বেহুলাব আগে আগে।
গাঙু বের জলে ভাসিতেছে বেথা সোয়ামীর অম্বরাগে।
পদ্মা ডাকিবা কহিল—বেহুলে, বোয়ালের 'দ'-র জলে,
লাধন্দরের অন্থি ধুইতে এই বেলা যাও চ'লে।
অন্থি ধুইতে হাঁটুর মালাটি যেমনি খসিয়া গেল,
রাঘব বোয়াল ছিল সে তথার অমনি গিলিয়া খেল।
শাড়ীর ভাঁচল ছি ডিয়া বেহুলা, গাঁথিয়া হাড়ের মালা,
গলার পরিয়া হু'বাঁক ঘুরিরা, থামিল সহসা বালা!

প্রবর্গীর সে খাটে,—
নেত্য ধোপানী কাপড় কাচিছে আছাড়ি-পিছাড়ি পাটে।
ছেলেটি নেতোর চঞ্চলমতি আলাতন করে মা'রে,
জননী তথনি একটি চাপড়ে মারিয়া ফেলিল তারে।
কাপড় কাচিয়া আরেক চাপড়ে জীরাইল মৃত ছায়,
বেহুলা তাহার মুখের পানেতে জবাক্ নরনে চায়।
ইংবে ধরিলে হরতো আমার স্বামীরে জীরাতে পারি;
'মালি মালি' ব'লে স্কাবি ভারে; সমুখে শাড়াল ভারি।

কৈ ভাকে মাসি ব'লে বল ভো ভনি—
ও রাম রাম !—
চল্পাই নগরে ঘর টাল অধিকারী,
ভাঁর পুত্র আমার পভি বিবা হইল,
নিছনি নগরে ঘর সায় সদাগর,
ভাঁর ঘরে আছে ঐ অমলা বেণেনী,
ভাঁর কলা ভাকি আমি বেউলো সুক্ষরী।

নেত্য বোপানী কাপড় কাচে সে তথু খাবে আর বোলে, বেহলা সতী সে কাপড় কাচিল কেবলি গলা-জলে। কাপড় নাড়িরা করিল বেহলা ইন্দ্রের আরাধনা, চন্দন-ধারা দাও গো দেবতা—এই মোর প্রার্থনা। তার পর নেতো কাপড় লইয়া ভাঙড়ের আগে বেরে, কাপড় দিতে গে. ভাঙড় পুছিল—কাপড় কেচেছে কে এ? কহিল নেত্য—ত্তিজগৎ মাঝে কে আছে আমার পিতে, তোমার লাগিষা এত স্ক্রুর কাপড় কাচিয়া দিতে? কহিল ভাঙড় সত্য বল গো, ক'রো এমন যা' তা,' মিখ্যা বলিলে পাতকী হইবে, ধাইবে পিতের মাধা! নেত্য তখন সত্য করিয়া কহিল সকল কথা, কাপড় কেচেছে সারের কলা সতী সে পতিব্রতা।

"বেউলো আর গো আর—
তোর দরশনের সমর ব'রে যায়"।
কহিল বেহুলা নেতোবে তথন—কাঁচা সরা হ'টি দাও,
শোন বজকিনী একবার তুমি কুমোরের বাড়ী যাও।
সেই সরা লয়ে যাবে এ অভাগী দেবভার সভা মাঝে,
বেথা আছে শিব শিবানীরে লয়ে, বম্ বম্ গাল বাজে।
বেহুলার কথা শুনিয়া ধোপানী সরা আনিবারে যায়,
আট পণ কড়ি মৃল্য দিয়া দে হুইখানি সরা পায়।
সরা লয়ে সভী 'সন্থায়া' দেয় মহাদেবের সে আগে,
শিদ্ধির নেশা ছুটিল জমনি, শিবস্কের জাগে,
কহিল শস্তু বেহুলারে হেরি—হলুদের ছিটে দেখি,
সারা গাও ভরি।—সিঁথি কেন থালি?—বল বল সভী এ কি!

"দেবী আর গো আর।—
নাচে বেউলো সতী দেব-সভার,
হুহাবেতে ডাকে পদ্মা আই তো নাগিনী,

দেবী আয় গো আয় ।—
পাটরাজ পরে পদ্মা পাটের না শাড়ী,
কলুইবোরা পরে পদ্মা পারের না মল,
চন্দ্রবোরা পরে পদ্মা কাঁকালে না গোঁট,
উত্ইকাল পরে পদ্মা সিঁথের না সিঁত্র,
জাতনাগ পরে পদ্মা হাতের না করুণ,
তক্ষকনাগ পরে পদ্মা কানের না কড়ি,
মতসঞ্চার পরে পদ্মা আঙুলে না বিছুট,
অইনাগ সাজার তখন পদ্মা তো কুমারী,
রাগরখ সাজার তখন পদ্মা তো কুমারী

বাগরথ চ'লে হের সবে আজি মহাদেবের সে আগে, 'সভাবা' দিয়ে ডাকে সভীবানী, কৈলাসে দোলা লাগে।

কহিল শত্ব পদ্মারে ডাকি-এ কি ভব বাবচার। জীৱাইরা দাও লখারে পদা: সভী পাক পভি ভার। পরম ভক্ত চাঁদ সদাগর, আমার সেবক জেনো. বিবাদ ক'রো না ভাছার সহিত, সর্ব্বদা ভারে যেনো। कहिन भूता-क्यां कर (पर. ठीम ममाशव-चरव পকা না পাইয়া মরমে দহি গো, ঘুণা বড মোরে করে। এই কথা ওনি মহাদেব ধার বোরালের কুলে কুলে,— জাল লয়ে ফেলে প্রথম খেওনে বিল আর খোলা তলেঁ. তার পর ভোলে জোবার শেওলা, অবশেবে সেই বো'ল, নথে খাল কৰি, মালা বা'ৰ ক'ৰে, জুডিয়া পেটেৰ খোল : ছাড়িয়া দিল সে আবার তাহারে বোরালের 'দ'-র জলে, হাঁটুর মালাটি জুড়িতে অমনি লখাই হাঁটিয়া চলে। ক্ষিত্ৰ শস্ত বেছলারে ডাকি-সাবিত্রী দেবী সম. এয়োতী থাকে। মা, জন্ম জন্ম, বচুক মনের ভম। কল্যাণে তব অজ্ঞজনেরও চকু ফুটিরা যাক, আজি হতে যেন সবার মাঝারে পদ্মাও প্রাণ পাক।

#### क्र

ফ্ৰিমন্সার খেরা-পল্লী মায়ের কটার আমার রাজপ্রাসাদের সেরা। গ্রামের মায়া বে কাটাতে পারি না তাই তো নিয়ত বাসি. ঘোষেদের ভাঙা কোঠারে দেখিয়া অঞ্চ-সায়রে ভাসি। কোথার বা সেই শিক্তিসম্পদ রাস-দেউলের চূড়া, व न-भित्र, वर्गावाड़ी म ভाडिया श्राहर के छ।। ভাগ্যের সাথে লড়াই করিয়া যুগ-যুগান্ত ধরে, ভিটে মাটি চাটি হইয়া গিয়াছে, অনেকেই গেছে ম'বে। লন্ধী সে কবে ছাড়িয়া গিয়াছে, লন্ধীছাড়া না হ'ৱে, ছ'-এক সবিক এখনো রয়েছে মুখটি বুজিয়া স'রে। সাকী দিতেছে আজিও তাহার বৃদ্ধ অশুখ তক্ দেউভীর পাশে ঝুরি নামিয়াছে অকল মোটা সক। ভাহিনে ও বাঁয়ে ভাঙা ইটগুলো জমিয়াছে জুপাকারে, नाष्ठ-परकार উखर पिटक थानाहीय ठिक धारत. পুরানো পুকুর শেওলায় আর কলমী-লভার ভরা, ফুলওলো আজো আলো ক'রে আছে, নয়ন শীতল করা।

সেদিন ছপুর বেলা,—
তানিলাম সেখা শিবের কোঁদল, লন্ধীর অবহেলা !
ভিধারী সে এক ভিটের বসিয়া কঠ ছাড়িরা পার,
পল্লী-কবিও তাহারি সহিত আধর ধরিয়া বার । · · ·
চ'লেছে নারদ কৈলাস গিরি বীণাখানি লরে হাডে,
ভেটিলেন গিরে বিহান বেলায় মহেশবের সাথে ।
নারদে দেখিয়া আন্তে-ব্যন্তে আসন ছাড়িয়া উঠে,
'এসো এসো' ব'লে—'ভাগ্নে আমার' ধরে শিব করপুটে ।
তার পর লরে বসাল তাহারে রত্ধ-সিংহাসনে,
কহিল নারদ—কহ গো মাতুল, উমা কেন আনমনে ?
আধি কেন তব ছল-ছল করে, বাবছাল গেছে খসে,
ভক্তম্ব কেন ধরায় লুটায়, ভোষ হ'বে কেন ব'লে ?

কৃহিল শস্তু-- হু:থের কথা ভোমারে বলিব কি, কত না ছ:খ দিভেছে আমারে হিমালয়ের এ বি ! পাঁচ বাড়ী সেধে ভিঝ্মেডে আনি মুণ ভেল আর চাল, মামীটি ভোমার ঘরেতে বসিয়া নিত্য পাড়িছে গাল। এ-সব তুঃথ এ-বুড়া বয়সে আর না সহিতে পারি, ভোমার মামীর জালায় এবার পালাব এ-ভিটে ছাড়ি'। নতুৰা আত্মহত্যা করিব, ষাইব দেশান্তরে, থাকুক পড়িয়া কৈলাসপুরী, একা থাক উমা করে। কহিল নারদ-শোন গো মাতৃল, করিও না এত রোষ, নারীর কথার মরিতে ধে বায় লোকে দেয় ভারে দোব। স্বামী যদি কারো ক্রন্ধ হয়ও নারী যদি ভার হাসে, সকল ত্বাব দূর হ'য়ে যায়, স্বৰ্গ এহেন বাসে। ভবে যদি নারী ক্রন্ধ হয় সে ক'রে বসে অভিমান, পণ্ডিত স্বামী হাসিয়া অমনি করে তাঁরে প্রেম দান। এই কথা বলি নারদ যেমনি উঠিল আসন ছাডি, নশী আসিয়া 'রহ রহ' ব'লে, ধরিল হস্ত ভারি। ক্ছিলেন উমা—ভনে যাও মোর হু:খেব বিবরণ, সোয়ামীর খরে অন্ন জুটে না গাল পাড়ে অকারণ। ভনেছি পুরাণে নারীর ভাগ্যে পুরুষেরা ধন পার, ভবে কেন নর নারীরে এমনি ছই পায়ে থে ভলায়! নারী দের নরে বুকভরা প্রেম প্রীতি ভালবাসা আর, পুরুষ দেয় সে পুত্র ভাছারে লয় সে সকল ভার। সংসারে কেন এমন রীতি গে কিছুই বৃথিতে নারি, চঞ্চলা নাবী বা'ব খরে থাকে অর জুটে না তারি। লক্ষ্মী ভাগাৰে ছেচ্ছে চ'লে যায়, দৰ্বলা বৈমুখ, উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে কখনো পায় ন। মুখ । বাপ-মা আমারে শিক্ষা দিয়াছে, নহি চঞ্চল-মতি, ত্রিভুবনে মোৰে 'সম্ভাবা' দেয়, উমা যে শক্ষী সভী। বংসর পরে জেদাজিদি ক'রে বাপের বাড়ীতে বাই, মাধ্যের দেওয়া সে শহা ও শাভি প'রে ফিরে আসি তাই । ভূলিরা কথনো সোয়ামীর কড়ি করি না সে অপচর, ভবে কেন হার, কথার কথার আমারে দেখার ভর। বিবাহ করিতে এসেছিল যবে আমাদের গিরিপুরে, তথন তাহার পর্যা ছিল না, জানে সে ভূবন জুড়ে। বন্ধু ছিল না, বান্ধব নহে, ছিল গো ভূতের পাল, বরের পরণে ছিল সে কেবল একখানি বাবছাল। পাকী ছিল না, ভূলিও ছিল না, এসেঙিল বুর' পরে, শিরে জটাভার, আভরণ হীন, আঁথি চুলু চুলু করে। विवधत क्यों करत किलिविनि, शांख मिरत छेटी चि, স্বামীর ভিটেয় দেখিনি কখনো একটিও কাণা-কডি। কোচের বাড়ী সে গভাগতি করে, সিদ্ধি ও গাঁজা খেরে, কটাইত রাত তাশুবে সেথা, আগম পুরাণ গেরে। ভাগ্যের দোবে পড়েছি আমি এ কপাল-পোড়ার হাতে, লন্দ্ৰী কবে সে ছাড়িয়া গিয়াছে. কেন থাকি পেট-ভাতে <u>!</u> কহিল শত্তু—কি বলিছ মোরে, লন্দ্রীছাড়া সে আমি ? ভূল বুঝিয়াছ উমায়াণী ভূমি, জানে অন্তর্বামী।

আর কড কথা লিখিব গো বল লেখা-জোকা নাহি যায়, পদ্রী-কবিও হেথা হতে ফিরে চলিল আরেক গাঁয়।

#### ডিন

ছোণের ছাউনী বেরা-পল্লী মায়ের কুটার আমার রাজপ্রাসাদের সেরা। বেখায় সকালে ঘৃম ভেঙে বায় বনের পাখীর ডাকে, উষার আলোক ফুটিয়া উঠে সে হাসনাথালির বাঁকে। रिषाय अथम पूर्व। উঠে সে নাংলা বিলেব ধারে, সোনালী আলোয় বিলের জনটি ঝিকিমিকি ঝিকি করে। ষেধায় মাধার উপরে উড়িয়া উড়িয়া শতেক পাথী, আকাশ বাভাস মুখরিভ করে রঙীন আসোক মাথি ; ষেথায় দোয়েল শালিক পাপিয়া কোকিলের কুছ গানে, জুড়াইরা যায় প্রবণ-যুগঙ্গ, খরের বাহিরে টানে; ষেপায় বাবুই রাভকাণা ঘৃষ্ টিমটিমে দিনকাণা, গাছের আগার পক্ষ ঝাপটি বনে বনে দেয় হানা; বেথার শ্যামার বৌ-কথা-কও, বৌ-কথা-কও ব'লে, পাড়া-পড়দীর কাজ ভাঙাইয়া ব্যাকুল করিয়া ছোলে; বেখার ফিডে ও বুলবুলি টুনি মাঠের মাঝারে উড়ে, চোখ-গেলো কুকো সর্বে-কোটোর পিছনে পিছনে ঘূরে; বেখার সরাল রাম-চথা ডাক মাচাল কুরো শত, ভিন গাঁও থেকে শামকুটে লয়ে আদিতেছে অবিরত; বেখার পাপ্ড়া হা টাট কাঁক ঢালিবক কুঁচবকে, এক পা গুটায়ে ভাবুকের মন্ত গাঁড়াইয়া থাকে গঁকে; (यथाय कार्छ-:हावा ও भागक (बाटमरव म<sup>ह</sup>या मारथ. भगनजोक ও করমকুলির ঠুকারিয়া মারে মাথে; खिथाय मिराक मानिक शयान इन्दर वाढीर कान, পাঁক ঘলাইয়া ঘরিয়া ঘরিয়া কালা ঘেঁটে হয়রান : ষেথার গো-বক বক-চবে ব'সে মংশ্র ধরিরা থায়; ভিন্ গঁ:-র নেয়ে কাড়ায় বসিয়া বেগোণ মারিয়া যায়; विधाय शालव कि खित्र माबि हाल-माहाद्मव 'शरब, সমূপে পিছনে হেলিয়া ছলিয়া পারানির ঝিঁকে ধরে; বেখায় টাপুরে গাঁও-না'রে ফেলে যায় সে ঢেউয়ের আগে. তুফান ভাঙিয়া শিঙের ডগায় ছলাৎ ছলাৎ লাগে; যেখায় ভোবের ৰাভাসে বাদাম খাটায়ে বসিয়া নেরে, সাবি গানের সে ত'-একটি কলি সককণ স্থুরে গেয়ে; গাড়ের ছ'পার আকুল করিয়া ব্যাকুল বেগেতে যায়, কলসীর জল কটিতে কাহার উপছিয়া পড়ে পায়; কোন দে ভক্ষণী কাহার বিয়ারী কেবা দে বলিভে পারে, নদীর ঘাটে গো এমন সময় জল বায় আনিবারে! কেন মিছে কর বালাতন থামা থামা কুছভান প্রেমে জর জর তত্ত্ব-মন বলে পুড়ে যায় প্রাণ। দোকা যোর কাজ নাই, একা আছি আমি ভালো বেশ তুমি কেন মিছে ভোলো রেশ পিছে পিছে মোর ধাই! ভাকিছে দোয়েল ডাকিছে কোয়েল ডাকিছে পাশিয়া কত, বনের আড়ালে শিসু দিয়ে ডাকে শ্যামা সে-ও অবিষত !

লক্ষার মাথা থাইরা বসেছে চঞ্চলা বিবহিনী
শান্তটা ননকে শহা না করে এমনি কলছিনী!
বাশ-বনে বাশ-বৃত্ ছিছি বলে, বৃত্-তু তুল-তু ডাকে,—
বো-কথা-কও ছুটিরা পলার সন্তাবে নাহি তাকে!
মনে পড়ে আজি এমনি প্রভাতে কত দিন হেথা এনে,
পেজুরের বন, বাবলার বন, হিজল বনের শেবে;
ডাহায় বসিয়া হেরিয়াছি কত উদয়-অস্ত রবি;
গোনার আলোয় নাহিয়া নাহিয়া, কোথা গেল দেই ছবি!
ভাগ দেই ছবি, লে লে মুখ, দিঁলুরের টিপ প'রে
ভোরের আলোয় অক্লণের মুখ দিত বে মলিন ক'রে।
দেই মুখখানি নয়নের আগে ভাসিতেছে অবিরাম,
আজি এ-বিহানে ভাই এ বিজনে শ্ববিতেছি ভাবি নাম।

জনেব মেয়েরা জড়ারে আঁচল দোহাণে পড়িত চলে।
গোবসন হাজি নেড়া-দেঁজি গোল হোগলা কেওড়া কেয়া,
তাবি গাও বেঁদে টাপুবের মাঝি মারিত গো পার-থেয়া।
হরগছো উলু ওড়া শর বেত ঝাউ নল শত শত,
নদীব ছ'-ধারে তাহারে হেরিয়া মাথাটি করিত নত।
মালোদের ডিভে বাচাড়ী ও গোড়ে যাইতে গাঙের জলে,
অবাঞ্ ইয়া বাবেকের লাগি থামিত দে কুতুহলে।

ষেমনি যাইত কলে,-

না'য়ের কিনারে পুঁয়ে,—
মানিলা ডিডেয় বসিয়া থাকিত আড়ি-গুলোর পা ধুরে।
কোন মানি র'ত পা-ছটি ছড়ায়ে তেয়াজি থোপের 'পরে,
কেত বা থাকিত ডরার থোপেতে শুইয়া চুপটি করে।
কোন মানি র'ত পালের গুরোর স্থাবের পানে চেয়ে,
কেত বা বাভায় গড়ায়ে পড়িত গোড়ে-টাল সামলেয়ে।

সামালিতে নাছি পেবে,—
পর্লা-কবিও পাড়ি জ্মাইল গাঙের কিনার ছেড়ে।
পান্দাম যেয়ে শবনন ভাঙি মালোদের এক কুঁড়ে,
ঝুলিছে যেথায় আড়ার উপরে সারাটি আছিনা জুড়ে;
থে পলাও দড়া বেন্ধি পারসে হরেক বকম জাল,
ডালি ও ঘূন্দী, পোলো কালা কোঁচ, লাঙলের হু'টি ফাল—
দাওয়ার উপরে পড়িয়া রয়েছে, ভাঙা ভাঙা হু'টি ঢোল;
ঘুইগান টে কি টে কলালে প'ড়ে, ঘুইখান মই যো'ল।
আব আছে গোটা ফুলের বাগান একধারে আছিনার,
ঘু-একটি তারি বাখানিতে চাহি, ক্ষমা কর গুলরার।
ফুটিয়াছে সেথা হলদে ও সালা পাটকিলে জবা কাঁটা,
কাপান পদ্ম-থল চীনে-গাঁলা, কল্কে লোপাটি নাটা।
কাঞ্চন হেনা আকল খেঁটু মালকা বন-জুঁই,
টোল-কলমীর গায়ে ঢলে পড়ে বেলা চন্শক-ভুঁই!

ফুলের স্থবাস নিয়া—

ব্বিতে ঘ্রিতে আরেক মালোর কুটারে জুটিছু গিয়া।

ছাঁচের তলার তারি,—

বিস্থা সেধার তনিছু কত সে মাদার মিঞার জারি।
গাহিছে মাদার সবার সমূধে বন্দনা করি সবে,

ইন্দে গাঁধিরা ছ'-একটি কলি সবারে তনাই ভবে।

তথেমে বন্দিলাম আমি লক্ষ্মী সরস্বতী, তার পর বন্দিলাম আমি কার্ত্তিক গণপতি। তার পর বন্দিলাম আমি সভায় যত জন; তারপর বন্দিলাম আমি শিক্ষা-গুরুগণ,

একে একে প্রণাম জানাই সব দেবতার পার। 
কণ্ঠ ছাড়িয়া বিভোল হইয়া মাদার মিঞা সে গায়।
লা'-এবে ফেরাও, লা'-এবে ফেরাও, ফেরাও লা' এই ছাটে,
পতির জালায় সতী বে জলিছে, বক্ষ বিদরি' ফাটে।
পান্সী প্রিয়া দিব টাকা-কড়ি পতিরে দাও গো ছাড়ি,
দিবসরক্ষনী শুমরিয়া মরি থামাও লা'-এর পাড়ি।
য়তটুকু মোর সিরিতির পথে উদর হয়েছে তার,
ততটুকু বলি রসিক সমাক, করিও না জবিচার।
উত্তরে না কি মেঘ ভমিয়াছে, আধার ছেয়েছে ঘিরে,
পুঁটি-মাছে বাঁকে বাঁবিয়াছে গাঙে, চিকণ খানের চিড়ে।
ভূমি বদি যাও লা'-এ লা'-এ মাঝি, আমি যাব তলে ভলে,
ভোমার ও-পাবে আমার এ-পাবে ডেউ তরক্ষ চলে।
সে টেউ ভাঙিছে কাহার চরণে, চম্-চমাচম্ ক'রে,
পল্লী-কবিও ভাহারি দোলায় ভাসিতেছে হাল ধ'রে।

মাদার এবার গাঙিল সভায় মানিক পীরের গান. গোকুল নগবে না কি বাদ কবে নামটি যাহাব কান। যমুনার কুলে বাছুরি চরায় বাজায় বাঁশের বেণু, মাহিনা তাহার বেশী কমী নহে নবভি লক্ষ ধেরু। বাদসার ছেলে কবে কোন কালে মানিক জালা পীর, কিশোর বয়সে সংগার ছাডি হয়েছিল সে ফ্রির। গিয়াছিল কৰে মাণিক জান্দা কানাই ঘোষের বাড়ী. আশাটি লইষা হস্তে ভাহার, একমুখ লয়ে দাড়ি। कानारे शास्त्र मा-७ ना कि क'ल-नम शास्त्र छाकि. ফকির এসেছে সকাল বেলায় ভিথ দেবো বল না কি ? এই কথা বলি পয়সা ও চাল বাটায় ভরিয়া লয়ে, ষেমনি এসেছে ফকিরের আগে, ফকির উঠিল ক'ছে— চাল প্রসার ফ্কির নহে মা, চাল প্রসা না লব, একট হগ্ধ দাও মা আমায় দোয়া করে যাই সব। কহিলা গৃহিণী—কারে দোয়া কর, কন্ত দোয়া তুমি জান ? ত্ব নাহি খবে, ফিবে যাও বাছা, কবিও না মিছে ভাণ। কহিল মাৰিক—স্ববৃদ্ধি নারী, কুবৃদ্ধি কেন ঘটে ? হুগ্ধ থাকিতে ফ্ৰিরে ভাঁড়াও এমনি বাচাল বটে। আর কত গান গাহিল মাদার-গ্রন্থ বাডিয়া বায়. পল্লী-কবিও আসর ছাডিয়া গাভের কিনারে ধার।

নদীর ধারে পাকুড় বট তাহার নীচে ঘাট, ওই ঘাটেতে ডুব দিরেছে স্পৃর গাঁরের বাট। ওই ঘাটের ওই বাঁকের ধারে ধোঁরার মতন গাঁ, মালোর মাঝি হাপর টেনে বাঁধছে বেথার না'। ওই গাঁরেরি একটি ছেলে এক মেরেকে সে, বাস্তে ভালো গিয়ে ভাবে হারিরে গেছে বে। ভই ঘাটে সে নিভূই বেষন, তেমনি আসে আজ,
পাকুড় ভলের ছারার বসে, চেউ গোণা ভার কাজ।
ভই ঘাটেতে নাইতে আসে পাড়ার বত মেরে,
জল ঘূলিরে আকাশ পানে বর গো তারা চেরে।
টাপরে মাঝি গোণ-বেগোণে গান গেরে সে বার,
বাইতে না'রে কণেক সেথা হাল ছেড়ে দে' চার।
মক্র-মুখো কিভিগুলো নভর কেলে খোর
হাল-বাচানে ব'লে মাঝি জাল টেনে ওটোর।
খেরার নেরে ভিড়িরে ঘাটে দের দে থেরা-পার,
ঘট ভ'রে নে' চুল ভিজিয়ে বৌ চ'লেছে কার?
হিপছিপে ভার গড়নখানি কাঁচা গোনার রং,
চলতে পথে চাইছে ফিরে আ মরি কি চং!

শ্রিষার মত মুথের আদল এলিরে মালা গা,
বিহান-বারে 'ব্ল' দিরে যায় পাল ভোলা কোন্ না'!
উঠছে বেকে কলস-কানা কাঁকন লেগে তার,
উখলে ওঠে ঘটের জল মল বাজিছে পা'ব।
আর বাজিছে কবির বুকে কাঁটার মতন বিষে,
বুঝল না সে হার দরদী চুকলো গাঁরে সিদে।
ভাগর চোথে রইল চেরে পল্লী-কবি ওই,
ভার পরে বা ঘটলো শোন আরেক হাঁদে কই।

সন্ধ্যা ঘনায়ে আদে,—
মাধার উপরে দ্র-দিগন্তে একটি তারকা ভাসে।
মনে পড়ে আজি প্রিয়তমা মোর অনেক দিন সে আগে,
আসান লইতে গাঙের কিনারে আসিত সে অনুবাগে।
ছেরিতাম দোঁহে সোনালি আকাশ সর্জ বনের পারে,
হারারে বেথার গোধুলি বেলার ধুঁ জিরা বেড়াই কারে।

প্রকৃতির এ কি অবাচিত দান ভাবিয়া না পাই কুল,
কোথার শিল্পী তুলির ডগার খ'রে রাখ নির্ভূল।
ভাম সবোবর খাল বিল নদী বিভূত খোলা মাঠ,
মাথার উপরে রঙীন আকাশ, দীখল গাঁরের বাট।
এমন স্লিগ্ধ শ্যামল শোভা সে খুঁ জিয়া কোথা না পাই,
বন-বিহল বিহানে-বিকালে বন্দনা গাহে ভাই।
বিজ্ঞি মেরেরা উৎসব করে নূপুর ৰাজারে পার,
পাল্লী-কবিও বাউল হইয়া এ গাঁও ও-গাঁও ধার।
কুহেলির মত ধোঁয়াইয়া উঠে, রঙীন নেশার ভরে
আবো কিছু চার প্রকৃতির এই অস্তব ভেদ ক'রে।

আবো চাই-অবো চাই,-ছে দেবি তোমারে সেবিয়া এখনো হৃদয় যে ভরে নাই। ভাণারে তব কত রং আলো অফুরান—অফুরান— আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিশ্বরে ভরে প্রাণ। তোমার মহিমা তুমি জান দেবি, অস্ত নাহিক' তার, অসীমের মাঝে ভোমারে ছুঁইতে হারাই যে বারে বার! ভক্ষায়া ভবা সীমাহীন বাট, ছোট ছোট কভ গ্রাম, ছবির মতন যেন পটে আঁকা, জানি না ভাছার নাম। সমুখে পিছনে ঘন তালীবন স্থলীতল ছায়াতলে, ওই হের ডুবে রাভা রবি-ছবি, গোল সে অস্তাচলে। প্রকৃতির সাথে পরাণ বে মোর এক হ'রে হয় লীন, श्चमय-वीभाग्र अकाति वाटक शृतवीत विनि-विन्। আর বেজে ওঠে কাঁসর-ঘণ্টা দূর দেউলের মাঝে গাঁৱের বধুরা ঘট কাঁখে ফিরে ঘোমটা টানিয়া লাব্দে। চলে পায় পায় পল্লীর পথে, ঘরে ঘরে অলে দীপ, কলকঠের কল-কল ভাবে মুথবিত চাবি দিক। সারাটি পথ সে রাডাইয়া যায়, আলতা ব্ডীন পায় পল্লী-কবিও দে বং মাথিয়া আপন কুটীরে ধায়।



### তৃতীয় সর্বোভৌম সংগ্রাম শ্রীশশিভূবণ মুখোপাধ্যায়

জীত্রই কি জাবার একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধিবে ? বিগত সর্ব্ধবিধ্বংসী সংগ্রামের অবসান হইতে না হইতে সর্বদেশের মনীয়া সম্পন্ন মানবদিগের মানস-কন্দর মথিত করিয়া এই একই প্রশ্ন ক্ষাতেছে,—আবার কি আর একটা এডদপেক্ষা ভীবণতর জনপদ-বিধাংশী সংগ্রাম উপস্থিত হইবে ? একথা এখন স্পষ্টই বুঝা মাইতেছে যে, যুদ্ধকালে সংগ্রাম-নিবত জাতিবা যে সকল বাক্যব্যয় ক্রিয়াভিলেন, যুদ্ধ-শেবে ভাহার একটিও ভাহার। রক্ষা করেন নাই। এখন কেবল পরাক্ষিত পক্ষের উপর সকল দোষ চাপাইয়া সাধু <sub>সাজিবার</sub> প্রায়াসই বি**জ্ঞানী জাতিরা পাইতেছেন। মার্কিণের মনস্বিনী** মহিলা পাল বাক গত আগষ্ট মাসের 'এসিয়া' পত্তে "মার্কিণে সামাজ্য-বাদ গঠিত হইভেছে" এই নাম দিয়া একটি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশিত ক্রিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে ডিনি বলিয়াছেন—"ক্তিপয় লোক বলিনে যে পৃথিবী স্থ লোক্তিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার পরিকল্পনা ক্রিবার জন্ম সানফ্রাজিস্কোতে প্রাম্প-প্রিষদ ব্যান ইইয়াছিল, কিছু সে কথা সভা নহে। সভা কথা বলিতে হইলে প্ৰলিতে হয় বে, ভুগার ছুইটি পরিকল্পনা সুইয়া কথা-কাটাকাটি হুইয়াছিল। একটি পরিবল্পনা ছিল- ধরাপৃষ্ঠস্থ সর্বাদেশের লোককে কি করিয়া খাধীন করা যাইতে পারে; আর থিতীয় পরিবল্পনাটি ছিল-যুদ্ধে জ্থী হুটলে বিজয়ী জাতিরাই পৃথিবী শাসন করিবে।" তিনি জারও বলিয়াছেন—"এখন কেবল সাময়িক যুদ্ধে জয়লাভ করা ইইয়াছে, আসল যুদ্ধে এখনও জয়লাভ হয় নাই। " শ্রীমতী পার্ল বাক যথন এ প্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন, তথন জনৈক জাগাণের দানবিক প্রজাপ্রসূত আণ্যিক বোমা আচ্মিতে মার্কিণের জন্তাগার হইতে রণ গ্রহণ করিয়া প্রাচাখণ্ডের জাপানীদিগের ক্ষমে আসিয়া পড়ে নাই, এক নিখাসে লক্ষ লক্ষ পদ্ভতুল্য এসিয়াবাসীর সন্ত মোক <sup>লাভ</sup> কবিবার ব্যবস্থা হয় নাই,—জাপান আত্মসমর্পণ করে নাই। মার্কিন-সভ্যতার সমুজ্জল ছবিও ধরাবাসী লোক-লোচনের বিষয়ীভূত <sup>হর</sup> নাই। তবে ঐ যুদ্ধে বে মিত্রপক্ষ জয় লাভ করিবে তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াই পার্ল বাক ঐ কথা বলিয়াছিলেন। শ্ঠিট বলিয়াছেন যে এই সংগ্রামবিক্ষয়ের ফলে এখন বিশ্বে শাস্তির প্রতিষ্ঠা ইইবে না— হইতে পারে না। ইহা সামরিক বিজয় মাত্র। <sup>এখন বিভা</sup>য়ী জাতিরা জয়লাভের পরে এই বিশের রা**জনৈতিক ব্যবস্থা** ৰিপ্লপ করেন ভাহারই উপর বিশের ভবিষ্যৎ শাস্তি নির্ভর করিতেছে।

আজ হঠাৎ-প্রাপ্ত দানবিক আণবিক বোমার ব্যবহারে মার্কিণ
প্রচাগণেও জাপানকে পরাজিত করিয়াছেন, তাই মর্থ্রার রাজা
কইয়া উচারা বজের বুলি ভূলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে
জাজ গেট সর্বজনীন স্বাধীনতার বুলি বাহির হইতেছে না। এখন
নার্কিণ এশিয়াখণ্ডে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছেন।
প্রেট বুটেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আর্থিক এবং রাষ্ট্রক সাম্রাজ্য স্থাপনের
প্রকাতী। উভরের লক্ষ্যগত একটা পার্থক্য আছে। মার্কিণ
ব্রিয়াছে বে, রাষ্ট্রীর সাম্রাজ্যবাদে লাভ নাই,—উহা শাসক এবং
নাগিতেয় মধ্যে থেকটা প্রতিকৃল আবহাওয়ার স্বাধী করে। কিছ
ইবার মধ্যে বে একটা ভবিব্যৎ বিবাদের বীজ সুকাইয়া রহিয়াছে তাহা

া দেখিতেছেন না। ক্লশিরার মনোভাব ঠিক বুঝা বাইতেছে না। তিবে ইহা সত্য বে, ক্লশিরার অন্ম ছই মিত্রের কেহই প্রাণ থুলিরা তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। ক্লশিরাও তাহা বুঝে। অন্ধ লাতিও তাহা বুঝে না বলিরা মনে হর না। তাই এবার মুদ্ধের পর অন্ধ-সক্ষোচের কথাই উঠিতেছে না। তিনটি বিজয়ী জাতিই তাহাদের সামরিক শক্তি জট্ট বাখিবার জন্ম সচেই বহিহাছেন।

এই মহাযুদ্ধের অবসানে বে শান্তি ছাপিত হয় নাই--নরমেধ-যক্ত চলিতেছে, তাহা ইন্দোনেশীয়া, প্যালেপ্তাইন এবং মিলবের ব্যাপার হইতেই বঝা যায়। ভারতেও শান্তি নাই। চীনেও অশান্তি প্রকট। পারত্যের সংবাদ সম্ভোষজনক নহে। তবে তথায় জনসাধারণ যে শান্তির এবং স্বন্তির নিশাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে, তাহা যেন মনে হইতেছে না। ভাহার প্রকৃতিদত্ত সম্পদ্ তেলের থনির **উপর** বিদেশী বন্ধদিগের লোলপ-দৃষ্টি পড়িয়াছে, ভাগা ভাগারা ববিজে পারিয়াছে। কোরিয়াতেও শান্তি নাই, ভাহারা চাহিতেছে। এদিকে মাকিণ এবং কশিয়ার মধ্যে একটা कि বঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে ভাহাও সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰা হয় নাই। এই বুঝা-পড়ায় ভিতৰ গ্ৰেট বুটেন নাই। চীনেৰ কমিউনিষ্ট **দলের** সহিত চিয়াং কাইসেক দলের মনোমালিক ঘটে নাই, তথার মৃত্ত হইতেছে। এক কথায় এই বিশাল এসিয়াগণ্ডের ১ শত সাজে ১৩ কোটি লোক অশান্থির ফালা ভোগ করিতেছে। যে কে<del>ত্রে</del> ধরিত্রীর অর্দ্ধেক লোক অশান্তির এই আলা ভোগ করিছেছে সে ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে—ইহা মনে করাই ভূল। পাল বাক ষ্থাৰ্থই বলিয়াছেন-"যদি আম্বা আমাদের শক্তি প্রাধীন জাতিকে পরাধীন রাখিবার জন্ম পাবেরনা বরিতে নিয়োগ করি. এবং বিজিত জাতির দেশ সামবিক কেন্দ্র গুতিষ্ঠার জন্ম ভদ্মসাৎ করি. তাহা হইলে আমাদিগকে ভবিষ্যতে আর একটা ভীষণভব ব্যব্দের জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে এবং সে যুদ্ধ শীঘ্রই সংঘটিত হ**ইবে**।" ইহা যেন দৈৰবাণীর মতই সভা বলিয়া মনে চইতেছে। যে অবভার ধরাতলের অধিকাংশ লোকের মনে দারণ বিফোভের সঞ্চার করিতেছে সে অবস্থা কখনই মানব সমাজে শান্তির শোভা বিজ্ঞত করিতে পারে না। দিগ্রাহী মরুস্থলীতে স্বর্গীয় পারিজাত প্রকৃষ্টিত হইবার আশা কেহই করিতে পারেন না।

কেবলমাত্র কুমারী পার্ল বাক্ট সংগ্রাম-নিবৃত্তি বে শান্তির कावण इय नार्डे अकथा वल्यन नार्डे। मकन प्रत्मव मनीयोव कर्क হইতে এ একই ধরণের বাণী বাহির হইতেছে। ভারতীয় মনীবী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েয় ভাইস-চ্যান্দেলর সার সর্ব্বপল্লী রাধাকুক বলিয়াছেন-"বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছে বটে, কিছ পরিণাছে कान अक्न करन नारे। त्र क्य एंटीय विश्वयुक्त मः परिन अवनाष्ट्राची। প্যালেষ্টাইনে এবং ইন্দোনেশিয়ায় বেরূপ অশাস্তির অনল অলিভেছে তাহাতে মনে হয় বিগত বিশ্বসংগ্রাম বুথাই গিয়াছে। বিজয়ী জাতিরা শান্তিলাভের জন্ত নানারপ কৃটিল কৌশলজাল বিস্তত করিতেছেন।" তিনি আশা করিয়াছেন যে তৃতীয় বিশ্বযন্ধ জগৎ-বাসীকে জাগাইরা তুলিতে পারে। ইহা ভিন্ন বিশাতের অধ্যাপ্র ওলিফাণ্টও ঐ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে ফুশিয়ার প্রতি বেশ একট্ট অবিশ্বাসের ভাব দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন — কুশিরার আভ্যন্তবিক শক্তি বেরুপ তাহাতে সে **সকলকেই** ছাড়াইরা উঠিতে পারে।" ইহা ভিন্ন আরও বহু মনীবী ঐ একা কথা বলিয়াছেন। সকলের কথা উদয়ত করা সম্ভব নছে।

আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের ধবর সইবার আমাদের সামর্থাও নাই অধিকারও নাই। কিছু এই ব্যাপারটা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার সহিত আমাদের জীবন-মরণের সম্বন্ধ। বিভীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের নাভিশাস উপস্থিত, তৃতীর বিশ্বযুদ্ধ বদি শীঘ্র বাধে, তাহা হইলে আমরা আর হক্ষা পাইব না। যুদ্ধ অন্ধ করিবার পরও যথন বিজয়ী জাতিদের মধ্যে কেহই অল্প সংবমন করিতে ভরসা করিতেছেন না, তথন এই যুদ্ধের অবসান হইয়া সম্পূর্ণ শাক্তির সন্তাবনা কোথায় তাহা আমরা ব্যিতে পারিতেছি না।

আমাদের ভাগ্য-বিধাতা বুটিশ জাতির সহিত মার্কিণের প্রীতির সময় কত দুব গভীব তাহা স্পষ্ট বঝা যাইতেছে না। বটেনিয়ার শ্রমিক-কর্ণধার মিষ্টার এটলি মাকিণে ঘাইয়া মাকিণী প্রেসিডেন্ট টুমানের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বে প্রণায়-সঙ্গীতের আলোচনা ক্রিতেছেন তাহাতে বিশ্বপ্রেমের ঝকার আছে,—খুইখর্ম্বেয় ভ্রাতৃ-ভাবের টকার আছে, - আর আছে কবি-করনার কৌমুদীরাশি। কথার ভাওতায় বিশ্ব জয় করিবার এরপ কোশল রাজনীতি ক্ষেত্রেও আতি বিবল। জাতিধশ্বনির্বিশেষে সকল মানবের মধ্যে ভাতভাব ছাপনে মার্কিণ কতটা পটু, তাহা নিগ্রোদের সভিত মার্কিণের ব্যবহারে পর্মাত্রায় প্রকাশমান। অধিক দিনের কথা নতে, ১৮১৮ ব্রাক্তে পোটে। রিকো দ্বীপটিকে মার্কিণী সরকার খৃষ্টীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই কি নিজ কক্ষিণত করিয়াছিলেন ? ফিলিপাইন ছীপপঞ্জ কি কারণে স্পেনের হস্তচাত হ্ইয়। মার্কিণের হস্তে আসিয়াছে ? আবার এখন বে প্রশস্ত ও ভারত মহাসাগবস্থিত ঘীপপুঞ্জের উপর মার্কিণী ঘাঁটি ব্দাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা কি মার্কিণের প্রতীয় ভাতত্ব-স্থাপনের 🕶 ভার্ব লেশহীন মানবশ্রীতির প্রচেষ্টা মাত্র ? বুটিশ শ্রমিক দলের ধ্বজাধারী মিষ্টার এটল ইহার জ্বাব দিতে পারেন কি? অবশা জেখানে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, সেখানে পাণ্টা জবাবে মার্কিণী প্রেসিডেন্ট ট্র্ম্যানও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শ্রমিকদিগের প্রশংসায় পাক্ষমৰ হইবেন তাহাতে বিশ্ববের বিষয় আর কি আছে। ইহাই ত বিশিষ্ট রাজনীতি বা ডিগ্লোম্যাসী। এই সকল উক্তিতে কি বক্তাদিগের আন্তরিক মনোভাব প্রকাশ পার ?

অনেকেই ব্যেন বুটিশ রাজনীতির সহিত মার্কিণী রাজনীতির প্রভেদ বিজ্ঞান। সে প্রভিন্নতা কেবল কার্য্যগত বা শাসন-পদ্ধতিগত লতে - আদর্শগত। মার্কিণে সাম্রাজ্য-বিস্তারবিরোধী লোকের অভাব াই.-বটিশ ছীপের শতকরা ১৫ জন সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণ ব্রাল্কনীতিক সাম্রাল্যবাদের ব্রন্ধাট পোহাইতে চাহে না,—ভাঁহারা চাহে সম্ভাৎপদ জাতিদিগের ধনরত উন্নত যান্ত্রিক শিল্প পণ্যের বিনিময়ে লৈশ্বম ভাবে আহরণ করিতে। এ বিষয়ে তাহারা কতদর অগ্রসর ্রইন্ডে প্রস্তুত, ভাহা বঝা কঠিন। অথচ যিনি বখন মার্কিণের শাসন-जन्मीत काशाबी शहरवन, फाँशाव ववः काशाब मलाव लाखाव ন্মৰ্কিশের রাজনীতিক পদ্ধতি পরিচালিত হইবে। ইংলগু বা বটিশ ীপ চাহে বিদেশে বাজনীতিক এবং বাণিজ্ঞাক শাসন-বাবস্থা উভয়ই ইক্ষার কবিতে। বৃটিশ শ্রমিকগণ কথনই সর্বভৌম সমাজতর অর্থন করিছে পারে না। তাহারা যে সমাজতত্ত্বের বুলি বলে, ভাচা ন্ট্রাদের দ্বীপ মধ্যে আবদ্ধ। বুটিশ দ্বীপের বাহিরে অভাভ ভাতির ৰূমে ভাষা প্ৰযোজ্য মনে করিলেও ভাষারা প্রাণের দায়ে ভাষা ীকার করিতে পারে না। কারণ বিদেশী আর নহিলে ভাচালের

কঠবায়িৰ নিৰ্বাণ হইতে পাৰে না। প্ৰত্যেক বুটেনবাসী জানে ह विष खाशांक्त्रिक वृद्धि व्यथिकांत्र शतिशांत कतिए इस, छाश इहेल তাহাদিগকে সন্তদশ শতানীর ফুর্নশায় আবার ফিরিয়া বাইতে ১১/১১ সেই ব্যক্ত শ্রমিক দলের সাধারণ লোক হারন্ড লান্ধি প্রভৃতির বার মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল বুটিশ শ্রমিকদিগের কথায় কর্ণণাত করিতেচে ন বা করিতে পারিতেছে না। অধ্যাপক লান্ধি বলিয়াছেন—"সক্তম দলের নেতারা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে স্বাধীনতা ও গণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্ত এই যুদ্ধ হইয়াছে। এই কথাগুলির অর্থ যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা জন্মের অপেকা রাথে না। এই কথাগুলি বৃটিন জাতি যদি পালন করিতে অবহেলা করেন, তবে গভ ৬ বংসর কাল আমরা বে সকল নরনারীকে জীবন দিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছিলাম তাহাদের সকলের প্রতিই বিশাসঘাতকতা করা হইবে । কথাগঞ্জি সত্য। কি**ৰ** সাধারণ মাতুষ বর্ত্তমান যগে উপস্থিত স্থবিধা বা গুৰুত্ত উপেক্ষা করিয়া. শাখতী নীতি ধর্মের বাণী শুনিতে চাহে না। একটা কথায় বলে—গরন্ধ কি নেহি লাক্ত। অবশ্য সকল জাভিকে সঠানখড়ি-ক্রমে স্বাধীনতা দিলে জগতে আর যুদ্ধ সংঘটিত হইবার শঙ্কা থাকিছে পারে না। কিছু সাত মণ তেলও পুড়িল না রাধাও নাচিল না।

এখন দেখা ষাউক, মাকিণী জাতির সহিত বৃটিণ জাতিব সধ্যবদ্ধনের দৃঢ়তা কত অধিক। উভর জাতির মধ্যে মতভেদ আছে,—
ইহা স্পাইত: প্রকাশমান। কিন্তু মতভেদ হইকেট বে মানাভেদ হইবে, আর মনোভেদ হইকেট বে যুদ্ধ ঘটিবে এমন কোন কথা নাই।
কেবল যেখানে প্রস্পার স্বার্থিরকাকল্পে সন্মিলিত হয়, দেখানে যদি হই
বা ততোধিক জাতির মধ্যে কোন গুরু স্বার্থ লইয়া মনোভেদ বটে,
ভাষা হইলে অদ্ব ভবিষ্যতেই হউক বা স্বদ্ব ভবিষ্যতেই হউক,
ভাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সন্থাবন। বিভ্যমান।

গত ২৪শে অক্টোবৰ মাকিশের 'ভয়াশিংটন পোষ্ঠ' পত্রে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছিল, তাহাতে বুটিশ সামাজ্যবংদের ঘোর নিন্দা করা হইয়াছিল। উহাতে বলা ইইয়াছে বে বটিশ উপনিবেশবাদ মার্কিণী জাতিকে বাবসায়ের অধিকার হুইতে বঞ্চিত ক্রিয়াছে। এই উক্তিটি বাস্তবিক শন্ধান্তনক। কারণ যেখানে এক ভাতি মনে করে অন্ত জাতি তাঁচাকে কাঁকি দিয়া নিজ স্বার্থ গাংল করিয়া লইতেছে,— সইখানেই উভয়ের পরস্পারের মধ্যে যুদ বাধিবার কারণ গুরস্থ বিস্ফোরক পদার্থের ক্সায় পলে পলে সঞ্চিত হইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। বাণিভাগত স্বার্থ লইয়াই পাশ্চান্তা জাতিদিগের মধ্যে সর্বব্রই যুদ্ধ বাধিয়া আসিতেছে! যুবোপীর জাতিরা যথন বাণিজ্য করিবার জক্ত ভারতে আসিয়াছিল তথন বাণিজাগত স্বার্থ সইরাই তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল। ড়প্লে ও ক্লাইভের লড়াই ভাষারই অভিবাক্তি। মালয় খীপপুঞ্জের কোন কোন এলাকায় ওলনাজগণ কর্ত্তক যে পৈণাচিক হত্যাকাণ্ড অফুটিত হইরাছিল ভাহার প্রয়োজক কারণ বাণিজ্যগত বার্গ। কাকেই 'ওয়াশিংটন পোষ্টে'র এই উক্তি পড়িয়াই আমাদের मन्त्र मकात मकात हत्त, थे वृत्रि कावात गुक वास्त्र। कि कु ग्र এখন বাধিবে না, কারণ উভয় পক্ষই এখন রণশ্রাম্ভ এক উভয় পক্ষেত্রই এখন একান্তভাবে সম্মিলিত থাকিবার প্রয়োজন বহিয়াছে! উভর দেশেই আভ্যন্তরিক গোলযোগ তথাকার শ্রমিক-বিফোর্ভেই **প**विष्णुमान ।

এখন প্রধান কথা হইতেছে ক্লশিরাকে লইয়া। ক্লশিরার রাজ-নীতিক আদর্শ এবং লক্ষা অপর হুই বিজয়ী জাতি হুইতে ছুড্ছ। ক্ষায়া ধনিকভন্ন ও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের সমর্থন করে না বরং উহার বোর বিরোধী; গতপূর্বে মহাযুক্তে যে নবীন কশিয়ার জন্ম হইয়াছে.— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই কশিয়া বিশেব বলবান হইয়াছে। কশিয়ায় প্রমিক-চাঞ্চল্য নাই---আভাস্তরিক প্রজা-বিক্ষোভ নাই বলিয়া প্রকাশ। অবশা কুশিয়ার সমস্ত সংবাদ বাছিরে প্রকাশ পায় না। যাহা হউক. ক্ষবাদপত্ত্ৰ প্ৰকাশিত সংবাদ পাঠে ষত দূব জানা যায় তাহাতে মনে **ভট্টেছে,—ধনতান্ত্রিক বুটেনিয়ার এবং মার্কিণের সহিত সাম্যবাদী** ভশিষার নীতিঘটিত বিবাদ বাধিতেছে,—উহা এখন মন-ক্ষাক্বিতে পরাব্দিত হইতেছে। গত ২ •শে অক্টোবর 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'ব বাজনীতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য শক্তি-সমতের ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বে মন-ক্যাক্ষি চলিতেছিল, তাহা ক্রমশ: চনম অনস্থায় আসিয়া গাঁড়াই য়াছে। পোলাণ্ডে কুশিয়া তাহার দৈয়দখা বৃদ্ধি করিতেনে, ইংরেজ এবং মার্কিণী সরকারও তাহাদের অধিকু ব অঞ্লে পূর্ব সেনাবল সন্জিত রাখিতেছেন। ভাহার পর ২১শে অক্টোবৰ সংবাদ আসিয়াছে যে, বুটিশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ওলিফাাক বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে আণ্ডিক বোমা ব্যবহৃত হইলে সভাতা লোপ পাইবে এবং বৃটিশ জ্ঞাতি সর্ব্বাপেকা অধিক বিপন্ন হইবে। এই বুটিশ অধ্যাপকটি সাইক্লোটোণ যন্ত লইয়া প্রমাণু বিশ্লেষ্ণে আত্ম-নিয়োগ কবিয়া অ'ছেন। স্বতবাং ইংার কথা উপেক্ষণীয় নহে। ইনি আরও বলিয়াছেন যে কুশিয়ার মধ্যে এরপ শক্তি আছে যে, কুশিয়া জ্মসন্ধান দারা আণবিক বোমা সম্পকিত ব্যাপারে মার্কিণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অধিক দুর অগ্রসর ১ইতে পারে। আবার এ কথা প্রকাশ পাইয়াছে, কশিয়া বলিয়াছে মাকিণী আণবিক বোমা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বোমা আবিদ্ধার করা কঠিন নতে, ফলে আণবিক বোমা-বহত চিরকালই গোপন থাকিবে না।

সংবাং আণ্ডিক বোমার রহস্ত গোপন রাথিলেই যে যুদ্ধ হইবে নাতাগ মনে করা বাতুলতা। এখনই ইন্দোনেশিহায়, জাভাষ এব' চী:ন যুদ্ধ হইতেছে। একটা বিশেষ কথা এই যে. আণবিক বোমার বহস্ত ষভই গোপন রাখিবার চেষ্টা হইবে, ভড়েই উহা নানিবাৰ জন্ম অন্ত লোকের আগ্রহ বাড়িবে। খৃষ্টানরা বলিয়া থাকেন, ভাগান মাহায়কে জ্ঞানবক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, <sup>সেই জন্ম</sup> সম্ভান মানুষকে ঐ ধল থাইতে প্ৰলুক কৰিতে পাৰিয়াছিল। এ সয়তান আবু কেহ নহে লোভ। আজি ভাই সেই নিষিদ্ধ রুফের ফল থাইয়া জগতে ভীৰণ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা ৰাগিয়াছে। সভ্যতা বিশেষতঃ পাশ্চান্ত্য সভ্যতা শয় পাইবে। ভাই আক্র প্রেট বুটেনের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার এটুলী মার্কিণের প্রেসিডেট মিটার টুমাানকে ধরিয়া বসিয়াছেন বে, এই ভীষণ দীবস্ভারক অল্প যেন নরলোকে যুদার্থ ব্যব্দত না হয়। মার্কিণ, <sup>রটেন</sup> এবং কানাডা এই ত্রিশক্তি মিলিয়া চুক্তি কবিরাছেন। সম্ভবত: মার্কিণ এ বিষয়ে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ক্ট গ্ৰহু পড়িলে সে প্ৰতিশ্ৰুতির মৰ্ব্যাদা বক্ষিত হইবে কি ? <sup>মুখ্যাহের</sup> খাতিরে এই <del>গাও</del>পত **অন্ত ভাপানের উ**পর নিক্ষেপ <sup>ক্রিতে</sup> মার্কিণ, কুষ্ঠাবোধ ক্রিয়াছিল কি? এদিকে কৃশিয়া ভাগাকে দূৰে রাখিয়া এই জিশক্তি সম্মেলনে অসম্ভট এবং নিবাশ হইয়া

#### ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রুতি-প্রসঙ্গে **শ্রীশচীন্দ্র**নাপ মিত্র

কভীর সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বিশ্ববিশ্রুত। কিছ
এই বিশ্ববিশ্রুত কলা বিজ্ঞাটি সম্বন্ধে এ দেশের জনসাধারণ
যে ঠিক কতথানি অবহিত্চিত্ত সেসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এমন কি পান
গাওরাই বাঁদের একমাত্র পোবা,—হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেবে, সেই সব্
অতিথ্যাত ওস্তাদদের মধ্যে শতকরা ১১ জনই বে সঙ্গীতলাজ্রের
গোড়ার কথাটা জানেন না,—এমন কথাও আমরা প্রায়ই তন্তে
পাই! কিছ মজা হচ্ছে এই বে, এই সব অণিক্ষিত ওস্তাদদের
উদ্দেশ্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে যে সব উচ্চেলিক্ষিত সঙ্গীত-সংস্কারক
সাধারণকে সঙ্গীত-বোদ্ধা ক'রে তোলবার আলায় পুস্তক বা পত্রিকার
মারহুহ কলম চালনা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে সঙ্গীত
সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন না,—সে প্রমাণও পাওয়া বার ঐ পৃশ্তক
বা পত্রিকা মারহুহই।

क्थांगे अकरे थुल वला मतकात ।

পূজনীয়েরা বলেন, আমরা যে আমাদের প্রাচীন ঐতি ই সন্থান্ধ ক্রমণাই অনুসন্ধিংস্ক হয়ে উঠ,ছি তার একমাত্র কারণ উচ্চশিক্ষার প্রেরণা। কিন্তু উচ্চশিক্ষা কথাটা, বর্তমানে, সাধারণ আর্থা ইংরেজি শিক্ষাকেই বোঝায়। সতরাং আমাদের প্রাচীন ঐতি সন্ধান্ধে যে সকল বিদেশী পশুন্ত ইংরেজি ভাষায় বিবৃত্তি প্রকাশ করে গেছেন,—আমাদের পক্ষে আভাবিক হয় তথু কেই সব বিবৃত্তি ভাষায় সঙ্গেল পরিচিত হওয়াই: কারণ ইংরেজিটা আমরা যেমন ভাল বৃত্তি নিজের দেশের প্রাচীন ভাষাটা তেমন বৃত্তি না। ফলে পরিচিত হই বিদেশী পশ্তিতদেরই নানাবিধ মন্তব্যের সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃলি নিজেদের ধারণা।

বলা বাহুল্য, গোলঘোগের স্ত্রপাত হয় এইখান থেকেই। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের সাঙ্গীতিক ধারণা গড়ে তোলেন সেই সব বিদেশী পণ্ডিতের মন্তব্য থেকেই বায়া প্রাচীন ভারতের ঐতিই সম্বন্ধ আলোচনা করতে গিয়ে মাত্র প্রসঙ্গক্ষমে সঙ্গীতকলাটি সম্বন্ধ হ'-চারটি মন্তব্য করে গেছেন। অথচ—Strangway, Capt. Day, Willard, Clement, Rev.

পড়িয়াছে! ইহা ভাল কথা নহে। সে অধিকতর উদ্যমের সহিস্ত এ বিষয়ে গবেষণায় প্রারুত। ফলে কি দীড়াইবে কে জানে ?

এই বিষয়ী শক্তি তিনটির মধ্যে ভবিষাতে বিবাদ বাধিবার বীজ উপ্ত হইরা বহিরাছে তাহা সত্য ! কিন্তু তাই বলিয়া শীশ্ল বে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে তাহা মনে হর না। কারণ বিশক্তিই রণগ্রাস্ত। কশিরা জার্মাণ হস্তে অধিক ক্ষতিপ্রস্ত। বুটেনের আর একটা ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইবার স্ভাবনা নাই। সে এখন গঠনকার্য্যে আত্মনিরোগ করিতে চাহে। মার্কিণের টু,ম্যান বীরে ধীরে মার্কিণবাসীদের আত্ম হারাইভেছেন। কাল্ডেই কেহই এখন হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে নামিবে না। তবে একটু দ্ব ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা বর্ধায় ভাবে আত্মান করা হংসাধ্য। কাল্ডেই আমাদিগকে বলিন্তে হর,—ভবিত্তবাং ভবত্যের ম্বিধের্মনিসি ছিত্ম।

Popley প্রমুখ যে সব বিদেশী পণ্ডিত বিশেষ ভাবে ভারতীর সঙ্গীত সম্বন্ধেই গ্রন্থ লিখে গোছেন, এ দেশের জনসাধারণের নিকট এমন কি জনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটও তাঁরা পরিচিত নন।

ক্ষি সঙ্গীত বিভাটি শুধু গুরুমুখী বিভাই নয়.—বেদের সহজ্ঞাত বন্ধ। স্মৃতরাং এর গোড়ার কথাটা জ্ঞানতে হলে জামাদের পক্ষেশ্বণ নেওয়া কর্তব্য সেই ভাতীয় গ্রন্থের যা দেব-ভাষার লিখিত বা সেই শ্রেণীর লোকের বারা এ দেশে ব্রাহ্মণ-শণ্ডিত তথা সম্বত্ত শেশিতকর্মণ পরিচিত। কিন্তু এই দ্বিধি পদ্বার কোনটাই আমর গ্রহণ করতে পারি না; তার কারণ, প্রথমতঃ আমরা দেবভাষা বুরি না বিলেই ইংরিজির সাহায্য গ্রহণ করি; দিতীয়তঃ ইংরেজি ভাষাভাষী-ক্ষের মর্য্যাদা দিই বলেই এদেশীয় পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের কোন মৃল্যা দিতে পারি না!

্ অবশা এ কথা সত্য বে, বিদেশী পশুততগণের পক্ষে এদেশীর সংস্কৃতজ্ঞ পশুতদের সংবাগিতা ব্যতীত ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যুদ্ধ কোন কিছু ধারণা করা আদে সন্তবপর নয়। কিছু এ কথাও সত্য বে, যা কিছু তাদের সংস্কারের বিবোধী সে সম্বন্ধে বদৃদ্ধা বিকৃত্ব মস্তব্য করতেও তাঁর। কিছুমাত্র ইডল্ডভঃ কবেন না।

বলা বাহুলা, আমাদের জীবনে এই বিরুদ্ধ মন্তব্যপ্তলিই বিরাজ ক্ষেত্রে অথপু মৃক্তিরূপে এবং গ্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মন্তবোর বিরুদ্ধে এই বুক্তিগুলিকেই প্রয়োগ করি আমরা প্রধান জন্ত হিসাবে।

ফলে, এদেশের জনসাধারণকে আন্ধ "হিন্দু-সঙ্গতৈর" প্রাচীন ঐতিই সহক্ষে অভিনব ব্যাখ্যা শুনেই সম্বন্ধ থাকতে হ'বে,—কারণ একলি confirmed by the big guns of the Western Front। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা উদাহরণ দেওরা বেতে পারে। বিশ্ববিত্যাসর-সংগ্রহ সিরিজের ৬৭ নম্বর গ্রন্থ—"হিন্দু সঙ্গীত" নামক পৃত্তিকাথানির অক্তর্য গ্রন্থকার প্রস্কের প্রমণ চৌধুরী মহাশর সাধারণের জ্ঞাতার্থে লিথছেন:—

"হিন্দু-সঙ্গীতের ক খ জিনিষ্টা কী †—বলছি।

আমাদের সকল শাল্পের মূল যা, আমাদের সঙ্গীতেরও মূল তাই— অর্থাৎ শ্রুতি।

শুনতে পাই, এই শ্রুতি নিয়ে সঙ্গীতাচার্য্যের দল বছ কাল ধরে বছ বিচার ক'রে আসছেন, কিন্তু আন্ধতক্ এমন কোন মীমাসো করতে পারেননি, যাকে উত্তর বলা যেতে পারে,—অর্থাৎ যার উত্তর নেই।…

আমার মতে শ্রুতি হচ্ছে সেই স্বর বা কানে শোনা বায় না। বেমন দর্শন দেখবার জন্ত দিব্যচক্ষ্ চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্তে দিব্য-কর্ণ চাই।"—ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

বলা বাছল্য, বিশবিভাষ সংগ্রাহকবৃন্ধ নিশ্চরই এমন অব্যবসারী নন্ যে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে প্রাচীন হিন্দুসঙ্গীত সহজে গ্রন্থ কোন এবং প্রাচীন গ্রন্থ গ্রন উন্মাদ নন্ যে, বা তিনি নিজে ব্যেরেন না, তা অপরকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। অথচ শ্বাদের আমরা অভীত বিলাসী বলে এড়িয়ে চলি, তাঁরা প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের এইয়প সরল ব্যাখ্যা তনেও স্কন্ধিত বিশ্বরে বাক্যহারা হয়ে যান্। এঁদের অভিমত :—

সকল শাল্কের মূল বেদকে যে অর্থে শ্রুতি বলা হয়, তার সঙ্গে সঙ্গীতের শ্রুতির কোন সম্বন্ধই নেই। তাছাড়া হিন্দুসঙ্গীতের কুখ-টা শ্রুতি নয়, নাদ। বৈদিক ঋষিগণ এই নাদ-ক্রমের স্বন্ধ অন্তত পক্ষে কিছুটা হাদরলয় করতে পেরেছিজেন বলেই, —বিবর্ত্তন বাদের ফলছরপ, — বছ পরবর্ত্তী যুগের মার্গ সলীত বিশ্লেষণকারী, — অধুনালুপ্ত গান্ধর্ববেদ-প্রেণেতা ভরত ঋষি কর্তৃক নয়টি শ্রুতির স্ক্রাতিস্ক্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সন্তবপর হ'য়েছিল।

প্রাচীনপদ্ধীদের এবদ্বিধ বন্ধব্যের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপৃত্তি উপাপন করা বেজে পারে যে, গান্ধর্কব্রেদের মতো কোন লুগু গ্রন্থে দোহাই পাড়াটা যুক্তি নয়।

কিছ তাতেও এঁদের নিরম্ভ করা যার না। কারণ, হিন্দু
সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিক সম্বন্ধে সে মুগের গ্রন্থকারগণ এত বেশী
পূঁথি-পত্র লিখে গিয়েছেন যে, তার অধিকাংশ লুগু চ'য়ে গেলেও,
আজও বা বর্তমান আছে তার সংখ্যাও নিভান্ত অল্প নুষ। গান্ধকি
বেদ লুগু হ'য়ে গেছে সভা; কিছ নাট্যশান্ত আজও বর্তমান। এই
গ্রন্থটির মধ্যে প্রুতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ন। থাকলেও, সঙ্গীত
রম্ভাকর প্রণেতা শার্জ দেব নিজের গ্রন্থের মধ্যে ভরত মতের বথা বেরপ
বিভ্ত ভাবে আলোচনা ক'রে গেছেন, তা অত্যন্ত গুরুৎপূর্ণ। সর্বোধির এই সঙ্গীত-রত্বাকর প্রস্থৃতি থেকে এও জানা যায় যে, বিশ্লেষকলে সেই সেই সময় প্রশৃতির সংখ্যা ১ স্থানে ২২ ক্র'য়েছিল এবং
সম্পাময়িক সঙ্গীতজ্ঞগণ সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞও ছিলেন।

এমন কি, এ কথাও যদি কেউ বলেন যে. প্রাচীন অর্বাচীনের শুতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বা একালের কোন ওস্তাদ প্রুতি সম্বন্ধ কিছু বোঝেন,—এ কথা বিখাসের অযোগ্য। কারণ, যা আমরা (উজ শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে বাঁর। আজ সঙ্গীতের সংস্কার সাধনে উজ্জু) বৃধি না, তার অভিত্বই থাক্তে পারে না। তার উত্তর এই যে:—

প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও এ যুগের ওস্তাদগণ বে শ্রুছি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নন্, সে সংবাদ সঙ্গীত শিক্ষাথমাত্রেই রাথেন। চর্চার অভাবে প্রাচীন যুগের অনেক রাগ ুপু হ'রে গেলেও, দরবারি ভোড়ি-মূলতান প্রভৃতি এমন অনেক রাগ আজও প্রেচিলত রয়েছে, যার রূপ বিস্তার করা সম্ভবপর হয় শুরু ঐ শ্রুছিরই হেরফেরে। দরবারি ভোড়িও মূলতান, উভয় রাগেই বাবছত হয় একই সপ্তক,—সা খা জ্ঞান্ধা পা দানা। কিছা মূলতানের গাছার যেমন তীব্র কোমল, দরবারি ভোড়ির গান্ধার হেমনি অতি কোমল। স্থতরাং একই স্বরের মধ্যে এইরূপ অতি-মধ্য-ভীব্র প্রভৃতি কথান্দি ব্যবহার করার হারা এই সত্যই প্রকৃতিত হয় যে, এ যুগের সঙ্গীতজ্ঞান পক্ষে সে যুগের বাইশ শ্রুভির স্ক্লাভিস্ক্ল বিশ্লেষণ সন্তবপ্র না হ'লেও ব্যাপারটা যে তাঁরা স্থুল ভাবেও কিছুটা বোঝেন, ভাতে সন্দেহ নেই।

পরিশেবে এও বলা যায় যে, সঙ্গীতশান্ত অমুশীলন হাবা বে কোন
ব্যক্তির পক্ষেই শ্রুতি সম্বন্ধে একটা—অন্ততপক্ষে মূল সিহাতে আসা
সন্তবপর হ'তে পারে। বারা শ্রীযুক্ত ব্যক্তের্কিশোর বাস চৌর্নী,
শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সায়্যাল, শ্রীযুক্ত ধুর্জ্জাটিপ্রসাদ মুখোপাবাস প্রশ্ন
সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবশাই এ কথার
সভাতা উপলব্ধি করবেন। উদাহরণস্থরূপ শেষোক্ত ভদ্রলোকটির নার
উল্লেখ করা যেতে পারে! অনেকের মতো ইনিও গান গাইতে
পারেন না: কিন্তু রবীক্রনাথের মতো বিশ্ববিখ্যাত সোকের সার্গী
তিক অভিমতও অবৌজিক প্রতিপন্ন করে, ইনি বলেছিলেন, শ্রুতি
আমি বৃধি। ব্যাপারটা শ্রুর ও সঙ্গতী গ্রন্থে লেখা আছে। প্রাচীন
হিন্দু-সন্ধীতের শ্রুতি সম্বন্ধ আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।

### সাংখ্যকারিকায় (বদান্ত দর্শনশান্তের লক্ষ্য শুচিদ্ঘনানৰ খামী

স্কল দশনশাস্ত্রের লক্ষ্য ছইটি। ছমধ্যে যাহা প্রথম ও প্রধান ভাহা মৃক্তি, এবং বাহা বিতীয় ও গৌণ বা আফু-বঙ্গিক তাহা ক্রগং-কার্ণনির্ণয়। এ বিবরে বোধ হয় কোনও ম্ডভেদ নাই। বাহা কিছু মতভেদ তাহা পথে বা উপারে।

যেনে মৃক্তি বিষয়ে দেখা বাষ, সাংখামতে ২০টি হছের জ্ঞানে মৃক্তি
জ্ববা প্রকৃতি ও পুক্ষের বিবেকজ্ঞানে মৃক্তি, পাতপ্রস যোগমতে ২৬
চন্ত্রে জ্ঞানে মৃক্তি, জ্ববা ঈশ্বাপুপ্রচসহক্ত প্রকৃতি ও পুক্ষের
বিবেকজানে মৃক্তি। সাযমতে ১৬টি পদার্থের জ্ঞানে মৃক্তি, জ্ববা
জাল্লাও জনাজ্মার ভেন্জান সহক্ত জ্বাল্মজ্ঞানে মৃক্তি। বৈশেষিক
মতে সপ্র পনার্থের জ্ঞানে মৃক্তি, জ্ববা স্থায়মতের জ্ঞান্ধপ জ্বাল্ম
জ্ঞান মৃক্তি। বেদাস্তমতে যাবদ দৃশ্য বস্তু মিধ্যা—এই জ্ঞান সহক্ত
এক অধিচীয় ব্রংক্ষর সহিত জ্বাল্মার জ্ঞানে মৃক্তি। মীমা সার
মতে বর্থে মৃক্তি, জ্ববাং কর্ম্মার ত্রান্তক্রাভ এবং ভ্রমন্তর ভোগ
সমাপ্র করিয়া বাসনাশৃক্ত হইয়া জ্বান্ধ স্বরূপ অবস্থানই মৃক্তি।

এইবপ সকল দর্শনের লক্ষ্য এক মুক্তি হইলেও ভাহাদের উপ'য়ে বা সাপনে ভাহাদের মধ্যে মতন্দেদ দেখা বার। তদ্ধপ হৈও বা বিশিটটেছত অথবা হৈতাহৈত মতবাদী উপ'সবগণের মতেও উপাক্ত ভাবানের জানের ফলে যে উপাসনা হয়, সেই উপাসনার ফলে ভগ্বং-কুপালাভ, আর সেই ভগ্বংকুপার ফলে মুক্তি খীবার করা হয়।

ए দ্রপ অবৈদিক বৌদ্ধ জৈন চার্কবাক নাজিক প্রভৃতি সকলেই মৃত্তি চাঙেন, আর জাঁচাদের মতেও সেই মৃত্তি জ্ঞানধারাই সম্ভব হয়, অন্ত উপায়ে নহে। ফলতঃ, সকলের মতে জ্ঞানেই মৃত্তি, ভাচা গাকাং জ্ঞানধারা ইউক, অথবা কর্ম উপাসনাদি পরস্পারায় ইউক, ভাহাতে কোন মতভেদ নাই।

তাহার পর এই মৃত্তির মধ্যে ছাংখের আত্যন্তিক নিবুন্তিও সকলেরই আটাই। বেনাস্তমতে কিন্তু ছাংখনিবুন্তির সক্ষে পরমানন্দপ্রান্তিও বীকার করা হয়। সাংখামতে বা অক্ত কভিপায় দার্শনিকমতে কিন্তু প্রমানন্দপ্রান্তি মৃত্তিতে স্বীকার করা হয় না।

এই রপে মুক্তির স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, সকলের মতেই খাতান্তিক হঃপনিবৃত্তি হয়, সেই হেতু অজ্ঞানই বন্ধন—ইহাই সিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে সকল দশনের একবাক্যতা সিদ্ধ হয়। বিবাদ কেবল পথে বা উপায়ে। ইহা হইল সকল দশনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

অতঃপর সকল দর্শনের খিতীয় লক্ষ্য—অগংকারণনির্বর। কারণ, কাংকারণ নির্ণীত হইলে আমাদের শক্তি সামর্থ্য এতই বৃদ্ধি পাইতে পারে যে, আমরা প্রায় বাহা ইচ্ছা ভাছাই করিতে পারিব। প্রতরাং নামরা আমাদের প্রথ ও ছুংখের প্রকৃত মূল কারণই নির্ণির করিতে গমর্থ ১৯৯। কারণ, আমাদের বে স্থতঃখে ভাহার সাক্ষাং বা বিশারায় কারণ—এই জগং বা এই জগতের পদার্থসমূহই ১ইয়া থাকে, হৈাই দেগা যার। আর প্রথ ও ছুংখের কারণ নির্ণির করিতে পারিলে ইপনিনাশের ও প্রথলাভের বিবিধ অভিনব উপার আবিকার করিতে নামিব। এমন কি, পরিশেবে জগতেই বৃদ্ধি আমাদের ছুংখের কারণ নি, তাহা হইলে জগতকারণের আনের বৃদ্ধে আমরা জগতের আবিকার তিরোভাব ও পরিবর্তন সাধনেও স্বর্ণ হইব। বেহেছু, কারণের

জানেই কার্ব্যের নিয়ন্ত্রণ করিবার সামর্ব্য ছামিরা থাকে। আর ভারতীয় ক্লে আমরা আমাদের হুমধর আভাত্তিক নিবুজি কবিতে পারিক। আর জগৎ বলি ছাখের কারণ না হয়, কিছু জগৎ-সম্পবিত আভালেছ বাবচার্ট ছ:থের কারণ চয়, ত্তহাং বলি হুংখের আছাভিক নিবৃত্তি স্কুৰ্পবই না হয়, ভাষা ইইলে ভাষাও যথাসকৰ আক্ষয় করিতে পারিব। এই কারণে সকল দার্শনিকই কার্যাকারণনির্বান্ত্র অথবা জগৎকারণনির্ণয়ে তৎপর হটয়া থাকেন। বস্ততঃ, কারণেয় জ্ঞান না থাকিলে কাৰ্যানিয়ন্ত্ৰ: প কেইই সমৰ্থ হয় না। বেমন রোপেত্র কারণ নিলী না হইলে রোগ নিবারণ বরিতে পারা যায় না। যেমন সাংসারিক ছাথের কারণ, দাবিস্তা নিবারণ করিছে না পারিস্তা সাংসারিক কথ সম্পাদন করিছে পারা বার না। যেমন ভাতীয় সুখ ফুংখের কারণ পরাধীনতা দূব করিতে না পারিলে ভাতীয় অভ্যানস্থ সাধিত হুইতে পারে না। তদ্রপ ভাগতিক বস্তুর মধ্যে কার্যাকার<del>ণ</del>নির্বন্ধ अवः श्रविकार ६५ ६८ रेश्वर्गर्वा वर्षेत्र का श्रीराम कामवा कामाराह মুক্রিধ ভাগের হাত ইইন্ড নিয়তি আছে করিছে পারিব না। কারণে সকল দার্শনিকেরই বিভীয় বা গৌণ লক্ষ্য জগৎ-কারণনির্ণয় করা।

এইরণে মৃক্তি ও লগৎকারণনির্ণর—এই ছুইটিই সকল লালনিকেরই লক্ষ্য হইয়া থাকে। পরিণামে এই ছুইটি লক্ষ্যই একটি লক্ষ্যেই প্রিশভ হয়, অর্থাৎ মৃক্তি হয় সকল দর্শনের একমাত্র লক্ষ্যা।

#### বেদই সকল জ্ঞানের ভাণার

এখন মানব চাতির আদি জান্তাতার বেদ। বেদ স্বাস্থ্য ওকার্থায়ে (ব্রুবাসী মহা: ১৬৩৫ পৃষ্ঠায় ) ২৩১ জ্যারে আছে—

আনাদিনিধনা বিভা বাঞ্চ হট। স্বংজুবা।
আদৌ দেবময়ী বিভা ষত: সর্বা: প্রায়ুক্ত ।
ক্ষমীনাং নামাধ্যানি বাশ্চ বেদেয়ু স্টয়: ।
নামরণক ভূতানাং কর্মাক প্রক্রিম্ !৫৮
বেদশক্ষেত্য এবাদৌ নিমিমতে স ইম্বং ।
নামধ্যানি চ্যানাং বাশ্চ বেদেয়ু স্টয়: ।
শ্বিধ্যান্ত স্কাভানাম্ আর্ডেয়া বিদ্যান্ত । ৫৮

ব্ৰহ্মসূত্ৰ-শাহ্যভাষো এই শ্লোকগুলি উচ্চ ইয়াছে। তথাৰ বিভা" শব্দেৰ ছলে "নিত্যা" এবং "দেবময়ী" শব্দেৰ ছলে "বেন্নয়ী" ইত্যাদি পাঠভেদ আছে। এতহাতীত আৰ একটি শ্লোক দেখা বাৰা।

> "সবে যাং তু সনামানি কথাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্কাচ নিশ্মম।"

ইহার তাৎপর্য্য এই বে, আমাদের এই যাহা কিছু ব্যবহার, শৃষ্ণ বারা নিম্পন্ন হইতেছে, সে সমূলাইই বেদের শৃষ্ণ ইইতেই নিম্পন্ন ইইতেছে। বেদের ভাষাই আমরা সংস্থার করিয়া বাবহার করিছেছি, আর তাহারই নাম দিয়াছি সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষা ইশ্বর তুল্য নিজ্যা।

জন্তত্ত্ব গোকপিলীয় সংবাদে ২৬১ অধ্যায় ৪০ লোকে **আছে** (২৬৮১ পু বঙ্গবাসী-সং)

"সর্বং বিজুর্বেদবিদো বেদে সর্বং প্রেভিষ্টিভম্। বেদে হি নিষ্ঠা সর্বত্য যদ্যদন্তি চ নাজি চ ৪৩॥

ইহার তাৎপর্যা, খিনি বেদবিৎ তিনি সর্বজ্ঞ। বেদে সমুদার প্রতিষ্ঠিত। বেদেই সকলের নিষ্ঠা। বাহা আছে বা বাহা নাই সকলেএই নিতরাং স্থিতি বেদেই। (এক ক্ত "বেদ মানিব কেন" গ্রন্থ কাইব্য)। সাংখ্যাদর্শকাই আদিদশ্ল

সেই বেদ হইতে সকল দৰ্শনশাল্প বা বাবতীয় দাৰ্শনিক মতবাদ সান্ধাৎ ভাবেই ছউক, বা প্ৰস্পানায় হউক, উল্লেখ্য চটকালো নালাল ক পাশ্চান্ত্য দার্শনিক মতবাৰসমূহের মূলও বেৰমধ্যেই দুট হয়।
ক্ষিত্য, ভাষা ও ব্যবহারশিক্ষার মূলই বেদ। আর সেই বেদায়ুসাঙেই
ক্ষিত্তিবিধান্ আক্ষুসিদ্ধ প্রমার্থি কপিলের খাবীন চিন্তাপ্রেস্ত
ক্ষিয়োক্ষনকেই অনেকে আদি দশনশাস্ত্র বলিয়। থাকেন।

ইংারও কারণ—বেদান্তদর্শনে মংবি বেদব্যাস স্বয়ত্ত্বপনের ক্রম অর্থাৎ বেদান্তমত স্থাপনের পর প্রয়ত্ত্বপ্রনের প্রসক্ষে সাংখ্যাক্রক্তেই প্রধানমন্ত্রনিবর্হ গল্ডারে আদি হইতে শেব পর্যান্ত থণ্ডন করিয়াছেন পরান্ত বার । ক্রায় এবং বোগ প্রভৃতি অক্তান্ত দার্শনিক অন্তর্বাদের পর্যনের জন্ত সেরুপ বন্ধ করেন নাই। বন্ধতঃ, সাংখ্যমত ক্রান্তেই ক্ষিত ইইরাছে, ব্ধা—মহাভারত মোক্ষধর্মপর্কাধানে—

ভালান মহদ বৃদ্ধি মহৎস্থ রাজন বেদের সাংখ্যের ও থৈব বোগে। বচ্চাপি দৃষ্টা বিবিধং পুরাপে সাংখ্যাগতং তল্পিকিং নয়েক।

(৩০১ আ: ১০৮ প্রো:)
বচ্চেডিহাসেরু মহৎক্র দৃষ্টং যচার্থনাল্লে নুপ নিষ্টজুরে।
আনং চ লোকে যদ্ ইহান্তি কিঞ্চিৎ

সাংখ্যাগতং তচ্চ মঙ্লু মহাজুন্। (৩০১ জ: ১০১ সো:) নাজি সাংখ্যুমং জানং নাজি খোগসমং বলম।"

वानवर कानर नाम्ब स्वागनवर वर्णम् । ( ७১७ व्यः २ स्त्राः)

এইরপ বহু লোক সাংখ্য সম্বন্ধ মহাভারতে দৃষ্ট হয়। কপিল আইবি মানস পুত্র, স্পষ্টির আদিতে জমগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা "কপিল" শব্দে হিরণাগর্ভকেই বুখার—এই জন্মও তাঁহাকে আদিবিদ্ধান্ ক্রাইন এবং তাঁহার দর্শনকে আদিদর্শন বলা হয়। ব্যাসভাব্যের ক্রাইন ক্রাক্তিন আদিবিধান্ বলিরা নির্দেশ করিরাছন যথা— "আদিবিদ্ধান নির্মাণ্ডিভম্ অধিষ্ঠায় কাক্ত্যাই ভগবান্ প্রম্বিং আম্বার ভিজ্ঞাসমানার তন্ত্রং প্রোবাচ (১০২৫)

লঙ্গাসমানার তন্ত্রং প্রোবাচ (১২২) সাংখ্যাসন্ধান্তের উপযোগিতা

আই জন্ত সকল দর্শনশান্তের লক্ষ্যভূত মুক্তিরপ লক্ষ্যে উপনীত 

ক্ষুট্তে হইলে আদিদর্শন সাংখ্য শান্তের কি সিদ্ধান্ত, তাহা এ ছলে 
জ্বার্মানের সর্বাত্রে আলোচনা করা আবশ্যক। অধিক কি, বাহারা 
ক্ষেত্রে জ্বান প্রথমেই আবশ্যক হয়। আর ভজ্জন্ত বর্তমানে যাহা 
সাংখ্যমতের সর্বাপেকা প্রাচীন ও প্রামাণিক প্রন্থ, যাহা মহর্বি
ক্ষিরকৃষ্ণবিষ্ঠিত বলিরা প্রামিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সাংখ্যক্ষারিকার ব্যাখ্যামুখে বেদান্তমভের তুলনা করা বাইতেছে। ইহা
ক্ষান্তের দেখা বাইবে সাংখ্যকারিকা বেন প্রকারন্তরে বেদান্তসিদ্ধান্তই 
বিষ্তুত করিতেছে। গীতা ভাগবত প্রভৃতি প্রবৃত্বে বহু ছানে সাংখ্য
ক্ষান্তর প্রথমিত বেদান্তই করা হইতেছে। একত সাংখ্যকারিকা মধ্যে
ক্ষান্তর সিদ্ধান্ত বে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্যা কি ?

সাংখ্যশাল্তের পরিচয়

কিছ সেই আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের আমাদের সাংখ্যক্রিয়ের পরিচর কিছু লাভ করা উচিত। কারণ, সাংখ্যপাত্ত সবদে
আমাদের আতব্য বিষয় বহু আছে। বেংচ্ছু ইহার ইতিহাস
আলোচনা করিলে দেখা বার—ইহার আবির্ভাবকাল হইতে আজ
প্রান্ত ইহার বহু পরিবর্তন বা রপ্তেল হইরা গিরাছে। ইহার
আরাণ মহাজারজের শান্তিপুর্বের মোক্ষর্যখান্ত মেবিক্রাই

পাওয়া বার। তথার প্রকশিখ, বশিষ্ঠ, বাজ্ঞহক্য, ভীমৃ, কপিন, বৈশাশগারন এবং কল্প প্রভৃতি সকলেই অস্তবিভর বিভিন্ন সাংখ্য মতেরই বিবর বলিতেছেন। এ জল্প ২১৮ আ: ইইতে ৩৫২ আ: মধ্যে ২১টি অধ্যায়ে ১টি উপাধ্যান দেখা বার।

বন্ধতঃ, মহাভারত অপেকা সাংখ্যশাল্পের প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ আর পাঁওয়া বার না। কেবল সাংখ্যশাল্প কেন, ক্লিয়গ আরম্ভের পূর্বের ভাবতে কত কি ঘটিয়া গিবাছে। ভাষার ইতিহাস মহাভারত অপেকা উৎবৃষ্ট গ্রন্থ আর আমাদের নাই। কথার বচ-ষাহা নাই ভারতে ভাহা নাই ভারতে। যাহা হউক, এখন যাহা সাংখ্যমতের প্রাচীন প্রামাণিক বলিয়া পৃথক গ্রন্থ পাওয়া ৰায়, ভাহা মহাত্ম। ঈশ্ববৃষ্ণ বিবৃতিত সাংখ্যকারিকা। ইনি সাংখ্যমতের প্রবর্ত্তক প্রম্যি কপিলের শিষ্য যে আন্তবি দেই আন্তবির শিষ্য যে পঞ্চলিখ সেই পঞ্চলিখের শিষ্য। ইহার কারিকার যে আত্মপরিচয় আচে ভাষা দেখিলে মনে ষয়, ইনি পঞ্চলিথের সাক্ষাৎ লিয়া। ইনি পঞ্ শিখের বিভাত ২চীতম নামক অভের সার সম্পন করিয়া সাংখা-কারিকা রচনা করিয়াছেন। শক্তাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগুণ সাংখ্যমতবৰ্না কালে মহাভাৱত এবং তৎপৰে এই সাংখ্যকারিকার वाका अभावतरण ऐत्युष्ठ क्रियाएक्न । এ व्यक्त माःश्राकातिकात राका विमाञ्चमनेन नोक्वलाया अहाम ७ अहाअ ज्ञ वर महालावरहव সাখ্যমত বেদান্তদর্শন ২!১।১ স্তরে দেখা যায়।

আতঃপর কপিলের সাংখ্যস্ত্র বা সাংখ্যদর্শন বলিয়া যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, ভাহাকে আমার কপিলের প্রণীত গ্রন্থ না বলাই উচিত। আচাষ্য বিজ্ঞানভিক্ষ্ ভাহার ভাষারচনাকালে বলিয়াছেন—

"কালাকভাকতং সাংখ্যশাল্ত ভানস্থাক্রম্। কলাবশিষ্টং ভূয়োহপি প্রয়িবো বচোহমুতৈঃ ।"

অর্থাথ জ্ঞানরূপ চন্দ্রমা কালরূপ সুর্য্যের বারা ভক্ষিত হইয়ছে।
তাহার এক কলা অর্থাথ বোল ভাগের এক ভাগ বর্ত্তমান, আমি
অমৃত্রময় বাক্য বারা তাহার ১৫ ভাগ পূর্ণ করিতেছি। অতএব
ইহা মহাস্থা বিজ্ঞানভিক্ষুরই ক'র্ত্তি বলাই ভাল। ইহার স্থ্রতলির
অধিকাংশ সাংখ্যকারিকার স্লোকের অংশবিশেব বলিয়া মনে হয়।
তাহার পর এই সাংখ্যস্ত্রের মধ্যে একটি স্ত্রে পঞ্চশিথের নামই
রহিয়াছে বথা— "আধেয়শক্তিবোগ ইতি পঞ্চশিখ্য ৫।৩২ এখন
এই সাংখ্যস্ত্র বলি কপিলের রচিত হইত, তাহা হইলে কপিল কি
তাহার প্রশিব্যের নাম করিয়া স্ত্র বচনা করিতেন ? এ জল এ
গ্রেম্ব কপিলের নর। এত্যাতীত এই শ্লেছ্রে কোনও স্ত্র কোন প্রাচীন
আচার্যা বথা বাচশাতি মিশ্র উদয়ন শ্রীহর্ষ প্রেছতি কেইই উদ্ধৃত
করিতেছেন, ইহা দেখা বার না। অতএব সাংখ্যকারিকার ভার
ইহা প্রামাণ্য নহে এবং তদপেকা ইহা প্রাচীনও নহে।

ভাহার পর সাংখ্যমতে অপর একথানি প্রাচীন গ্রন্থের কথা তনা বার। ইহার নাম ভত্তসমাসস্ত্র। অনেকে মনে করেন, ইহাই আদি কপিলের রচিত। কিছু ইহাতে কোন বলবং প্রমাণ নাই। ইহার প্রের সংখ্যা মোট ২২টি। ইহাতে কেবল ভত্তপুলির নাম ও বিভাগ মাত্র নির্দেশ আছে। ইহা হুইতে সাংখ্য মত আভিনার করা অসম্ভব। অতএব সাংখ্যকারিকাই এ অভ নির্ভর্যোগ্য প্রম্থ। ইহা হুইতে প্রাচীন ও প্রামাণিক একমাত্র মহাভারতই বলা বাইতে পারে।

## ভারতের বহিবাণিজ্যে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

वीरगानाम् निवानी

বিশ্বাদী বিভীয় মহাদমরও অবশেষে শেব না ভইয়া পারে নাই। আৰু না হউক, কাল হইলেও আম:দের নিত্য-প্ররোজনীর জব্যাদি সম্ভা না হইয়া পারিবে না, এই আশার জন-সাধারণও স্বান্ধির নিশাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। যুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রাণার ঘটিবে, মহাসমবের অনিশ্চয়ভার মংগভ ভারতের শিল্পতি এবং বাণিজাপতিরা এই আশা পোষণ করিয়াছেন। ম্ছায়ভের অবসানে ভাঁছাদের সেই আশা পূর্ণ হইবার কতথানি সম্ভাবনা দেখা বাইভেছে, যুদ্ধকালীন ভারতীয় বৃত্তির্কাণিজ্ঞার অবস্থা হইতে ভাষা কতকটা অনুমান কবিবার চেষ্টা আমরা করিতে পারি। যাদ্বান্তর বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের স্থান কোথায়, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় ৰ্তিৰ্বাণিজ্যেৰ গঠনবিশ্বাস (composition) এবং গভি-প্ৰকৃতি (direction) হইতে ভাহার কিছু না বিছু পরিচয় পাওয়া যাই। এই দিক হইতে ভারতের যুদ্ধকালীন বৃত্তিব্যাণজ্ঞাকে বিবেচনা করিতে হুইলে প্রথমে ভারতের মোট বহিকাণিকা, মোট আমণানি ও বুগুলি এবং বাণিজ্ঞাক উৎষ্ঠ বা মুনাফা (balance of trade) সহজে তুলনামূলক আলোচনা করা আবলাক। নিয়ে ১নং তালিকায় বৃদ্ধপূর্ব বংশর এবং মুদ্ধের বংশরগুলিতে ভারতের আমদানি ও রুগুনি বাণিজ্যের হিসাব প্রদত্ত হইল এবং ২নং তালিকায় উল্লিখিত বংসর-গুলিতে ভারতের মোট বহির্বাণিকা এবং বাণিছিলক উপ্তের হিসাব अन्निङ ङहेबाह्य ।

১নং তালিকা—	কোটি টাকার হিসাবে মূল্য	
বংসর	আমনানি (	রপ্তানি পুনঃ রপ্তানি সহ )
১১৩৮-৩১ ( মৃত্তপূর্বে বংসর )	285.65	363.33
27.07-8.	246,52	₹30.€9
798 87	260,73	330.93
228 2-85	390.00	>6>.>>
<b>77</b> 85-8 <b>⊘</b>	22.6.	336.90
77×< 88	339.19	2.7.72
228×-84	5 ? .	<b>ઁ</b> ૨૨૧.૧૭
১১৪৫-৪৬ সালের এপ্রিল হইতে		
অক্টোবর প্রাক্ত ৭ মাস	<b>38</b> 2 2 %	309.93
१न१ जामिक।	কোটি টাকার হিসাবে	
মোট বহিকাণিজা		উম্বৰ্ত
३३८४-७३ ( मृष्क्ष्यं वरमव )	657.67	+ 34.63
যুদ্ধ বংসর		
2262 8.	096.60	+ 86.36
228 · - 82	000.05	+ 83.48
7787 85	80:. > >	+ 93.03
2285-80	0.2.5.	+ 64.20
22×4-88	٥٤٩.٩٠	+ \$3.22
3288-8¢	824.93	+ 20.10
১১৪৫-৬৬ সালের এপ্রিল হইতে		•
অক্টোবর পরাস্ত ৭ মাস	24	-8.89

উলিখিত তালিকা ছইটি হইতে দেখা বায়, প্রাক্যুদ্ধ বংসর
১১৩৮-৩১ সালের তুলনার বুদ্ধের বংসরগুলিতে ভারতের মোট
বিহ্নাণিজ্যের পরিলাশ বন্ধিত হইরাছে তবু এক ১১৪২-৪৩ সাল হাড়া
থবং আমদানির লোট দ্লাও ১১৪২-৪৩ সাল ব্যতীত অভাভ বংসরে
বৃদ্ধি পাইরাছে। কিছ র্ডানির মূল্য ১১৬৮-৩১ সালের ভুলনার

যুৰের প্রভ্যেকটি বংসতেই বেশী হইয়াটিন মুলাবুদ্ধির তুলনার বাণিভ্যিক উৎর্ড বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে হক্ষ্য করি विशव। वानिकाक छेवर्छ वृद्धि हद्राप्त छेड़ार কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, থাণিভিয়ক ১২'২২ কোটি টাকা হটতে ১১৪৪-৪৫ সাটি কোটি টাকার আসিয়া নামিয়াছে। তথাপি উঞ্ সালের বাণিজ্যিক উহর্ছের ছিন্তণের প্রায় কাছাকাছি। ভালিকা হুইটি হুইতে আরও দেখা যার যে, যুদ্ধপূর্বে বংসর ১১৩৮ ০১ সালের ভুগনার যুদ্ধের সময়ে ভারতীর পণ্যের রপ্তানি **শভকর্ম** ৪৬ ভাগ এবং ভারতে বিদেশী পাণার আমদানি শতকরা ৩২ ভারী বাড়িয়া গিয়াছিল। বতানি বৃদ্ধি সর্ব্বাপেকা বেশী হয় ১৯৪৪-৪% সালে। কিন্তু এই আলোচনা ১ইতে ভাংতের যুদ্ধকালীন বহিৰ্বাণিজ্ঞা গঠন-বিকাস (composition) সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিছে পারা বায় না। উচা চইতে ওধু এইটুকু ধাংলাই আমাদের জ্বিতে পারে যে, যুদ্ধের সময় ভারতের রপ্তানি-বাণিক্য বিপুদ্দ ভাবে বর্তিত হটরা ভারতের অনুকৃত বানিজ্ঞাক উম্বর্ত প্রচুর পরিমাণে বা**ড়িয়া**ী গিয়াছে। এই বৃদ্ধিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বৃধিতে হইলো,—এই বৃদ্ধি বৈজ্ঞ সপ্তামের মন্তই নিছক মাহা, না উচার **প্রকৃত সভা বিশ্র** আছে তাহা জানিতে হইলে ভারতীয় বহিৰ্বাণিজ্যের আরও পভীৰৰা প্রদেশে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে ভইবে।

আমরা এতক্ষণ তরু মূল্যের দিক হইতেই ভারতের মুদ্ধবালীক বভির্বাণিজ্যের আলোচনা করিয়াছি। যুদ্ধের সময় সকল কেন্দ্রে উৎপাদন-ব্যয় ধুব বাডিয়া গিয়াছে নিয়ন্ত্ৰণ-ব্যবস্থা মন্তেও। কালেই জিনিষপত্তের দামও বাডিয়াছে। ভারতের আমদানি ও মুক্তা বাণিজ্যের বৃদ্ধির মধ্যে মৃল্যবৃদ্ধি কতথানি প্রতিফলিত বহিছাল এবং আমদানি ও রস্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রতিমান্ত হইয়াছে কভথানি ভাষা না জানিলে ভারতের যুদ্ধকালীন 🐠 ব্যাণিজ্যের প্রবৃত স্বরূপ আমাদের নিবট অক্তাতই থাবিয়া খাইবেই মূল্যের দিকু দিয়া যুক্তের সমষে ভারতের আমদানি ও বস্তারী উভর বাণিজাই যে ১১৩৮-৩১ সনের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে আছা: উল্লিখিত চুইটি তালিকায় আম্বা দেখিয়াছি। বছ বিভিন্ন **লেখি**য় পণা আমদানি ও রপ্তানি হয়। উহাদের পরিমাণ হিসাব করিবছে: মাপকাঠিও বিভিন্ন বৰুমের। এই জন্ধ আমদানি ও বপ্তানি প্রের প্রিমাণের কোন ভালিক। এখানে দেওয়া সম্বত্ত নয়। কিছু আমদারি ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচন। করিলে দেখা বার, মৃল্যের দিক দিয়া আমদানি ও রগুনি বাণিকা উভয়ই বৃদ্ধি পাইলেছ, **পরিমাণের দিক্ দিয়া উভরে** ই হ্রাস ইইয়াছে। পরিমাণের দিক্ হইতে যুদ্ধের প্রথম বংসর ১১৩১-৪০ সালের রপ্তানি বাণিজ্য ১১৩৮-৩১ সালের সমানই ছিল। উহার পর হইতে র**প্তা**নি বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে এবং কমিছে কমিছে ১১৪৪-৪৫ সালে প্রাকৃষ্ট বংসরের শছকরা ৫৩ ভাগে নাৰিয়া আদে। এত কম মূৰের আর কোন বংসর হয় নাই.। আমলারির পরিমাণ প্রাক্ষুত্ব বংসরের ভুগনায় ১১৩১-৪০ সালে বংসামার वृद्धि शहिला छेहा वर्ष्ट्रत्वाच मात्रा नाइ। चण्डाशव चामशिक्षि পৰিমাণ ক্ষিয়া ১৯৪৬-৪৪ সালে আকৃষ্য বংসাৰৰ শক্ষৰা 🕸

্ৰ আগে আসিরা গাড়ার। আমদানি ও রগুানি পণ্যের পরিমাণের নিক্ িষ্টভে আলোচনা কথিলে দেখা যায়, ভারতের যুক্তালীন অযুকুল 🖟 স্বাণিজ্যিক উৎর্ডের বৃদ্ধিটা রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ইইন্ডে িৰ্ভটা অব্দিত না হইয়াছে তাহা অপেকা বেৰী অব্দিত হইয়াছে 峯 বাদিক্ত্যের পরিমাণের হ্রাস হইতে। ১৯৪৪-৪৫ সালে 🌂 শিক্ষিক উবর্ভের হ্রাদের পরিমাণ হইতে এই সভাটিকে ধুব স্পষ্ট ীল্লাৰে বুৰিভে পাৰি। ২নং ভালিকা ইইভে আমৱা জানিভে পাৰি বে. ১১৪৩-৭৪ সালে ভাৰতের বহিৰ্বাণিজ্যের মোট মূল্য 'ক্লিল ৩২৭'৭৬ কোটি টাকা। ১১৪৪-৪৫ সালে উহা বুদ্ধি পাইবা ৪২৮°১১ কোটি টাকার পাঁং।ইয়াছে। মোট বহির্বাণিজ্যের কুৰি হইবাছে ১০০°১৫ কোটি টাকা। অৰ্থাং মোট বাণিজ্ঞা শৈক্তৰা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবাছে। আমদানি ও বস্তানি 🗫 ৰেন বৃদ্ধির ভক্তই যদিও এই বৃদ্ধি হইয়াছে, ভথাপি ইহা লক্ষ্য ক্ষিবার বিষয় যে, আমলানি শতকরা ৭০ ভাগ বাড়িরাছে, কিছ স্বাসি শতকর। ৬ ভাসের বেশী বাড়ে নাই। কা:কই মোট বাশিছ্য **শ্বৰুষা ৩**০ ভাগ বাড়িয়াও বাণি ভাক অন্তকুল উৰ্ভ ১২°২২ কোটি ষ্টাব্দা হুটতে একেবারে ২৬°৭৫ কোটি টাকার আসিয়া নামিরাছে।

ভারতের যুদ্ধকালীন আমদানি বাণিজ্যের গঠন-বিন্যাস আললোচনা করিলে দেখা বার, কতগুলি পণোর আমদানি বিশেষ ভাবে ক্লাদ প ইয়াছে এবং কোন কোন পৰেৰে ক্ষেত্ৰে আমদানি একেবাবেই 🎮 হইরা গিড়াছে। যুদ্ধের পূ'র্ব্ব ভাবতের প্রধান আমদানি ত্রব্য ছিল - 🛊 হয়ারী প্র।। যুক্ষের সময় তৈয়ারী প্রোর আমদ নি বিশেষ ভাবে ক্লাৰ পাইরাছে। তৈয়ারী প্রেয়র প্রেই ভারতের আমদানি-বাবিজ্ঞা আৰবোপা স্থান কাচা মালের। ভারতীর পিল-প্রতিষ্ঠানওলিতে প্ৰায় উৎপাদনের উপাদানক্ষণ অনেক বক্ষের কাঁচ। মাল ভারতে আমলনি করিতে হয়। যুদ্ধের সময় কাঁচা মালের আমলনি বৃদ্ধি জাবতের বৃদ্ধালীন আমদানি-বাণিল্যের একটা প্রধান বিশেষ্ড। ষ্টা খালের প্রেট খাজজাতীর ফ্রব্যের আমদানির কথা উল্লেখ করা बारवाकन । बाक्रमञ्ज, जान এवः मतना এই भवारतत कक्षण् छ अबर खाबखर्व विरम्भ हरेटि खामग्रामिन्शास्त्र हेन्व बरमक्शमि নির্ভরত্তীল। যুত্তের সমর থাজপক্তের আমলানি হ্রাস যুত্তকালীন ভারতীয় আমদানি বাণিজ্যের আর একটি অভতম বিশেবস্থ। ভারতের যুদ্ধানীন আমণানি-বাণি:জার গঠন-বিভাগ বৃধিবার জভ <del>জৈৱাৰী</del> পণ্য একং কাঁচা মাল আমদানিৰ একটি হিসাব ৩ নং अविकाद (मध्या इरेन ।

তৰং তালিকা—	কোটি টাকার মূল্য		
'बरमब	হৈয়াৰী পুণ্য কাঁচা মাল		
:33-09-64	7.A.7.	8.7.	
39 cp-: 3	\$2°90	00.50	
\$\$07.8.	37 b.	66.7.	
36885	42.6.	85,7 •	
\$343-85	20.4.		
7785-80	87.4.	65.96	
22.8 r-88 77.8 f-80	86,24	#8°+	
*1588-8C ·	<b>4</b> 2 <b>4</b> 8	339°20	
· u so setficat e	भारता अधिक तथा	nte estama	

" ও মং ভালিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা বার, ভারতের আনকানি-বাশিক্ষা ভৈয়ারী পণ্ডাব বে আবাভ প্রাকৃষ্ক বৃগে হিল কুম্বৰ সকলে কমে ভালা সকল ক্ষিত্রতে কালা বাল। ভৈয়ারী

भागात भागानि ১১७१-७৮ जाल ১·৮°১ काहि हाका इहेर्ड ১১৪৩-৪৪ সালে একেবারে ৪৫°১২ কোটি টাকার ম'মিরাছে ৷ জাপানের সহিত যুদ্ধ আংজ হওরার সমর হইতে তৈরারী প্লাের আমদানি হঠাৎ খুব বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে তৈৰাবী পণ্যেৰ আমদানি হ্ৰাস পাইয়া ৮১°৫০ কোটি টাবা হইলেও ১১৪১-৪২ সনে **ভাষার ১৩°৭**০ কোটি টাকা প্র<sub>ই</sub>ন্ত উ2িয়াছিল। আমাদের শ্বরণ রাখা ক্রয়োভন, ইউথোপীর মৃদ্ধে ১১৪০ ৪১ সালটি মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে অভান্ত পুর্কব্যের পিয়াছে। ১১৪১ সালে জুন মাসে ভারাণী সোভিষেট বালিয়া আক্রমণ করার মিত্রশান্তবর্গ ১৯৪১-৪২ সালে এবটু খাস ফেলিবার অংসর পাইষাছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভৈয়েরী পণার আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া ৬২°৬৪ কোটি টাকা হইকেও ১১৩৮-৩১ সালের তুলনার এবং মোট আমদানি-বাণিছ্যের তুলনায় উহা জনেক বম। ১১৬৮-৩১ সালে মোট আমদানি-বাণিজ্যের শতকরা ৬২ ভারত ভিল टेटबारो १.वा। विश्व : ১৯৪৪ । शास टेपवारी १वा छ प्रजान হটরাছে মোট আম্লানির শতকর। ৩১°৫ ভাগ মাত্র। তৈয়াবী প্রার আমদানি হ্রাস হওয়ার কারণ সহতে কোন ভাক্ত থাবেণ বেওই পোষ্ণ **কবেন না। ` যু'ৰৰ ভযোগে ভারতীয় শিংহর** উন্নতি ও প্রসার চৎয়ার टिक्सवी भागाव धायमानि द्वाम भाइराहि, उद्देवभ मान करिवाबक कान कारन नाहै। या प्रवन मिळाळशान समा इडेएड फान्स्ट रेन्डावी भग व्याप्रमानि इटेटा शास्त्र (म्हे अवल (इत्याद प्राय) कार्यानी, उद्देश्ली खबर खालान " कारमान निवास इस्याय के प्रवन कम उद्देशक देग्रावी भना काक्रमानि वक इटेटा बाब। दिख्यकी व क्रिक्टिन हैं १५ १६न-শক্তি সমর-উপকরণ নিশ্বাণে বিশেষ ভাবে নিয়েভিত ১৬টাই बै मक्स प्रमा इटेएड टियाबी भग छा एक भारमानि करा ग्रहर হয় নাই। ইছাই তৈয়ারী প্রোর আমদানি হ্রাস ছওয়ার অ<sup>১</sup>২ডীয় **কাংণ, একবা বলিলে একটুকুও ভুল ১ছ না।** যুক্ত চয় ভাইছি পাওবার অস্তবিদাকে আর একটি কাবণ বলা বাইতে পারে।

তৈয়াবী প্ৰােষ আম্দানি হ্লাস সম্বাদ্ধ আৰু এবটি কথা বিশেষ
ভাবে উল্লেখ কৰা প্ৰায়েকন। আম্দানিকৃত কৈয়াবী প্ৰাংশিক মোটামুটি হুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত কৰা বাব: (১) বাবচাৰ্য্য পৰা এব (২) মূল পৰা বা কলংগ্ৰ ইত্যাদি। যুদ্ধৰ মধ্যে মূল প্ৰা অৰ্থ বিভয়ে ইত্যাদিৰ আম্দানি ফ্লাল ভাৰতেৰ যুদ্ধকালীন আম্দানি বালি ভাৰ গঠন-বিশ্বাসে একটি উল্লেখবোগা প্ৰিবৰ্তন। যুদ্ধৰ মধ্যে বলংগ্ৰ ইত্যাদিৰ আম্দানি বিদ্ধপ হ্লাস পাইবাছে, নিষ্কেৰ ৪ নং ভালিবা হুইতে তাহা কুকিতে পাৰা বাব।

ক্লবন্ধ ইত্যাদির আমদানি		
(কোট টাকায় ম্লা)		
22,45		
3000		
2.60		
<b>5</b> °°15		
22.Fo		
. >>,e.		
50.59		

উদ্বিধিত তালিকা হইতে দেখা ৰাব, বৃদ্ধ আৰম্ভ হওৱাৰ পৰ চইতেই কলবছ ইত্যাদির আমদানি হ্রাস পাইরাছে। ১১৪০-৪১ সালে মাত্র ১০°৫০ কোটি টাকা মূল্যের কলবন্ত্র আমলানি হয়। ১১৪১-৪২ সালে আমদানি কিছু বাডিলেও ১১৪২-৪৩ সাল হইতে আবার হ্রাস পরে। বৃদ্ধ-বংগবন্ধলির মধ্যে ১১৪৪-৪৫ সংক্ষেই क्लाबा आधनानित मृत्रा मर्कारणका (वनी हटेरल छहा लाक्यूक বংস্বের তুলনার তিন কে:টি টাকারও অধিক কম। যুদ্ধের সমরে কুল্য্ ইত্যাদির দাম খুব বাড়িয়া পিয়াছে। এই বন্ধিত দামের কথা वित्वहना कदिला उर्थ मृत्रा चादा कनवास्त्रद व्यायमानि द्वारतद श्रीद्रमान অনুমান করা কঠিন। কিছ কলবছের মূল্য বৃদ্ধি এবং মৃদ্যের দিক इटेंटि आमशानि द्वाम, এই इटेंडि विवय এक्मरक विस्वहन। किंदल ব্ভিতে পারা বার, প্রাকৃষ্ক যুগের তুলনার যুক্তের সমরে কলবল্লের আম্দানি প্রকৃত পরিমাণের দিক হইতে অনেক বেৰী কম ভইয়াছে। कलय प्रें व काममानि मन्नार्क कावल शक्ती कथा दिल्लव छाद छेद्राच-হোগা হে, মোটের উপর কলংছের আমদানি ৰম হুইলেও সমত্র-উপকরণ নিশ্বাণের জন্ত প্রয়োজনীয় বল্পণতির আমদানি অপেকাকৃত (वनी उड़े ग्राह्म ।

কাচা মালের আমলানির হিসাব হইতে নেখা বায়, ১৯৩৭-০৮ সাল অপেকা ১৯৩৮-০১ সালে কাচা মালের আমলানি ৭.৭০ কোটি টাকা কম হইছাছে। শেষেক্ত বংসরে আমলানি প্লোর মোট মূল্য ছিল ১০২'০২ কোটি টাকা। স্তর্বাং ঐ বংসর মোট আমলানির শতকরা ২২ লোগ মাত্র ছিল কাঁচা মালা। যুদ্ধের বংসরগুলির প্রতিবংসরেই কাচা মালের আমলানি ক্রমেই বাছিতে থাকে। ১৯১৪-০৫ সালে ১১৭-২৬ কোটি টাকা মূল্যের বাছিতে থাকে। ১৯১৪-০৫ সালে ১১৭-২৬ সালে কাঁচা মালের আমলানি মূল্যের তিন ওপের কাছা-কাছি। ১৯৪৪-৪৫ সালে ২০০১৯৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমলানি হইয়াছিল। স্পতরাং ঐ বংসর মোট আমলানির শতকরা ৫৯ লাগ কাঁচা মাল আমলানি হইয়াছে। ভারতীর কতওলি শিল্পর উপাদান হিসাবে কাঁচা মাল আমলানি হইয়া থাকে বলিয়া কাঁচা মালের আমলানি বৃদ্ধি মুক্তের সময়ে ভারতীয় শিল্পর উপ্পতির বিলয়া কাঁচা মালের আমলানি বৃদ্ধি মুক্তের সময়ে ভারতীয় শিল্পর উপ্পতির বিলয়া মনে হওয়া আলোবিক। কিন্তু প্রধানতঃ সমর-উপকরণ নিগাণের প্রহেলনেই কাঁচা মালের আমলানি বৃদ্ধি হইরাছিল।

গভেশক্রান্তির আমদানির হিসাব ইইতে দেখাবার, ১১৩৮'৩১
সাল অপেকা যুক্তর প্রথম বংসর ১১৩১-৪০ সালে ৮°০০ কোটি
টাকার গাভাশক্রানি বেষ্ট্র আমদানি ইইরাছিল। ১৪০-৪১ সালে
এবং ১১৯১-৪২ সালে বথাক্রমে ১৪'৩৫ কোটি টাকা এবং ১৫'০২
কোটি টাকার আজ্বল্য আমদানি ইইরাছিল। ভারতের খাভাশদ্যের
প্রথম ধোগানলার ব্রহ্মদেশ। ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে জাপান
ব্রহ্মদেশ দথল করে। ১১৪২-৪৩ সাল ইইতে আভাশত্রের আমদানি
একাপেল দথল করে। ১১৪২-৪৩ সাল ইইতে আভাশত্রের আমদানি
বেনী থাওশক্ত আমদানি হর নাই। প্রভরাং আজ্বল্যের আমদানি
একরপ বন্ধ চইরা গিয়াছিল বলিলেও ভূল হর না। বাংলার তেরশান
শ্বশানের ওার্ডকের অন্ধারে ব্রহ্মদেশ ইইতে চাউল আমদানি বন্ধ
ইওয়াকে দারী করা ইইরাতে, ইহা আবরা ভানি। কিন্তু সমগ্র ভারতের
মধ্যে ছাত্রিক ইইরাতে ওপু বাংলাভেই। প্রেলারী কমিটির রিপোটে
ভারতে থাজশক্ত আমদানির ক্রম্ন বে স্কুপারিশ করা ইইরাতে ভারতে

কিছু কল আমরা দেখিতে পাই ১১৪৪-৪৫ সালের আমনার্ক্তি বাণিজ্যের মধ্যে। এই বংসর ৮°•১ কোটি টাকার থাতশক্ত ভারতে আমনানি হইরাছে।

ভারতের যুক্কালীন আমগানি-বাণিভ্যের আলোচনার আম্বাদেশিবাভি, যুক্তর অবশান্তাবী প্রতিক্রিনা-স্বরূপ হৈরারী প্রক্রেমালানি হ্রান এবং কাঁচা মালের আমগানি বুদ্ধি ইইরাছে। পরিমানের দিক্ ইইতে ভারতের রপ্তানি-বাণিভ্য হ্রাস হুইলেও গাঠন বিভারের (composition) দিক্ ইইতে ভৈরারী পণ্যের রপ্তানি বুদ্ধি এক্সেক্টামালের রপ্তানি হ্রাস ভারতের যুক্তকালীন রপ্তানি বুদ্ধি এক্সেক্টামালের রপ্তানি হ্রাস ভারতের যুক্তকালীন রপ্তানি বাণিক্রের ইরাছে। যুক্তর পূর্বেই ভারত বাঁচা মালের ইপ্তানিকারক দেশ ছিল, যুক্তর মধ্যে তৈরারী পণার হপ্তানিকারক দেশ ছিল, যুক্তর মধ্যে তৈরারী পালার ভারতের মোট কর্তানিকার হলানিকার ১৮০ ও কোটি টাকার মধ্যে বাঁচা মাল রপ্তানে ইইরাছে। ১৯০৮-০১ সালে উভরের পরিমাণেই হার পাইরা ব্যাক্রমে ৭০ ও কোটি টাকা এবং ৪৭ ও কোটি টাকার পারির্তন ইইরাছে নিম্নর ৫ নং তালিকার ভারা প্রশিল্ভ ইইল।

#### ৫নং তালিকা-কোটি টাকার মূল্য বংসর তৈয়ারী পণ্যের বস্তাবি কাঁচা মংলের রপ্তানি মুৰপূৰ্ব কংসর— 3309 06 22-40 62 যুদ্ধ বংসর— F-60.00 778 -- 87 47,44 :787-85 ৬৫°৩৩ 77×5-80 ৪২°৭৬ 2280 88 88-88 3388-8¢ 85 ४२

কাঁচা মাল রপ্তানির হিদাব পর্যালোচনা করিলে দেখা বাদ ১১৩৮-৩১ সালের তুলনায় যুদ্ধর প্রথম বংগর কাঁচা মালেও স্বথানি বুদ্ধি পাইল ৮৯ কোটি টাকা হয়। অতাপর কাঁচা ম'লের মধানি ভাগ পাইয়া ১১৪০-৪১ সালে ৬১ ৮৬ কোটি টাকা এবং ১১৪১-৪১ সালে ৬৫°৩৩ কোটি টাকা হইলেও ১১৪২-৪৩ সালে কাঁচা যালের बश्चानि बङ्ख्पुद्धकरण इ'म भाष । धे वश्मव माज ४२-१७ स्थाहि টাকার কাঁচা মাল বস্তানি হয়। অতংপর কাঁচা মালের বস্তানি কিছু বুদ্ধির দিকে দেখা গেলেও ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৪'৬৪ কোট টাকার এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৮'৪২ কোটি টাকার বেশী কাঁচা মাল বস্তানি হয় না। ১৯৩৮-৩১ সালে মোট বস্তানি বা**শিক্ষাৰ** শতৰুৱা ৪৫'৮ ভাগ ছিল কাঁচা মাল। ১১৪৪-৪৫ সালে কাঁচা মালের রপ্তানি মোট ব্যানি বাণিজ্যের শতকরা ২১% ভারে যুদ্ধেৰ পূৰ্বে ভাৰতেৰ ৰপ্তানি-ৰা**ণিজ্যে** আসিরা বাড়াইয়াছে। কাল তুলা, তৈলবীৰ, চাম্কা, কাঁচা পাট প্ৰভৃতি কাঁচা মাল প্ৰয়াল क्षान क्षरण कविवादिन । पूर्णन करना थे जकन भागत रेजेरवालीह

🗮 জাপানের বাজার বন্ধ হওয়ার কাঁচা মাল রপ্তানি ছাল পাইরাছে। 🎒 এণকীর দেশসমূহে কাঁচা মাল রপ্তানি বুদ্ধিই বুদ্ধের প্রথম বৎসর ব্লীচা মাল বপ্তানি বেশী হওয়ার কারণ। ইহার পর হইতেই অবস্থা আছেৰণ হটর। দাড়াইল। হিটলার সমগ্র ইউরোপ দখল করার আৰম্ভীয় পাট, তুলা, চামড়া, থইল, তৈলবাক প্ৰভৃতিৰ ইউৰোপীয় স্থাৰ ক্ৰপ্তের বাজার বন্ধ হওয়ায় ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে ক্ষতির <del>িশুবিবাণ মিক গ্রেগ</del>রী কমিটির বিপোর্টে ৩০ কো**টি বলিরা অনুমান** 彌 হইয়াছে। ভারতের কাঁচা তুলা রপ্তানির কথা পুথক ভাবে ক্রিকাপ করা প্রেরাজন। ভারতে প্রধানতঃ থাটো আঁশের ভূলা 🗮 পদ্ম হয় এবং ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ঐ তুলা বেশী ব্যবস্থাত 🌉 मा। এই তৃলার প্রধান থবিদদার ছিল জাপান। ইল-ভারত 🍿 বিদ্যান্ত জিল্ল জনুসারে ইংলগুও নিষ্টিত্ত পরিমাণ কাঁচা ভূলা ক্রয়ের 🛲 জ্বীকৃত হয়। মুখ্যের জন্ম জাপানের বাজার হাভছাড়া হইরা শ্বার ৷ বিলাতের কাপড়ের কলগুলি সমর-উপকরণ নির্মাণে নিরোজিত 👺 💶 ইংশণ্ডেও ভারতীয় ভূসার চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার 🍇 🛪 🌣 ভারতে খাটো আঁশের তুলা মজুত থাকার মধ্যে দেখিতে প্রাঞ্জা বার। ১৯৩৮-৫৯ সালের শেষে ভারতে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার <del>ক্লীইট থাটে। আঁশের কাঁচা তুলা মজুত ছিল। ১১৪৪-৪৫ সালের</del> 🚌 এই মজুতের পরিমাণ পাড়াইয়াছে ১৭ লক ৮০ হাভার গাইট। ক্সপ্তানি-বাজাবের অভাবেই এড প্রচুর পরিমাণ কাঁচা তুলা ভারতে 🛊 🗃 বহিষা গিয়াছে। ইউবোপীয় শকার বন্ধ হওৱায় ভৈলবীকও আমিরা উঠিতে থাকে। ভারতের তৈল-নিকাশন শিল্প এই প্রযোগ ৰাহ্য করার তৈলবীভ প্রচুর পরিমাণে মজুত হওয়ার সঙ্কট হইতে শ্মানুরা বন্ধা পাইরাছি। অতঃপর ইংলগুও তাহার নিজের জন্ত - কৈলাৰীয় ক্ৰব্ন কবিতে আৱস্ত কৰে এবং ইউৰোপীৰ দেশগুলি মুক্ত ্ষ্রাৰ পর উহাদের জন্মও তৈলবাজ ক্রম করা চইতেছে। স্বতরাং 🎥 বীক্ষের রপ্তানি বাণিদ্য আবার কিছু কিছু চালু হইতেছে। 🎥 বুটিশ গভৰ্ণমেন্টের একচেটিয়া ক্রমনীতি এবং ভারতের বিভিন্ন ্রালেশ্রে মধ্যে মূল্য-নিম্মণ ব্যবস্থার অসামঞ্জের জন্ম বর্তমানে **ইন্ত্ৰ্যান্ত্ৰৰ ৰপ্তানি**-বাণিছে ভাৰত বিশেষ কিছুই স্থবিধা কৰিছে ুপ্সবিষ্টেছে না। তৈলবীকের আন্তব্দাতিক বাণিজ্যে ভারতের ; প্রথান প্রতিবোগী আর্জেণ্টিন।। যুদ্ধ গলীন তৈলবীকের বাণিকো আহক কিনাই বিশেষ স্থবিধা পাইয়াছে।

বুদ্ধের সমরে ভারতীর রপ্ত নি-বাণিজ্যের পরিমাণগত বে হ্রাস ক্রেনিছে কাঁচ মাল রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসই উহার জন্ম দারী। যুখ-ক্রালীন মৃগ্যকীতির জন্ম মৃগ্যের দিক্ হইতে রপ্তানী বর্ধিত হইলেও ক্রিয়ারী পণ্যের রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইরাছে। তৈয়ারী পণ্যের রপ্তানি ক্রুব্র মধ্যে কিরপ বৃদ্ধিত হইরাছে, ৫ নং ভালিকার ভাহা প্রকৃশিত ক্রুব্রছে। এই ভালিকা পর্যালোদনা কবিলে দেখা যার, ১৯৩৮-০১ ক্রুব্রছে। এই ভালিকা পর্যালোদনা কবিলে দেখা যার, ১৯৩৮-০১ ক্রুব্রছে। এই ভালিকা পর্যালোদনা কবিলে দেখা যার, ১৯৩৮-০১ ক্রুব্রছে। এই ভালিকা বিল্লার তিরারী পণ্যের অংশ ছিল মার্ক ক্রুব্রছের মেটি রপ্তানি-বাণিজার শুক্তরা ৫৪°০ ভাগ। যুদ্ধের ক্রুব্রছের রোধান ক্রাণীসক্ষাত ক্রব্য, চিনি এবং চা-ই কপ্তানি পণ্যের মধ্যে ক্রিব্রেছ রোধান স্থান দিত্র হয়। ১৯৩৮-০১ সালে ভারত হুইছে বাল ৭°১১ ক্রেটি টাকার স্কুব্রছাক্ত ক্রেব্র ক্রেব্রিকার

১৯৩১'৪॰ সালে সামান্ত বৃদ্ধি পাইরা তুলাজাত জব্যের মন্তানি-মুল্য দাঁড়ার ৮'৫৭ কোটি টাকা। কিছু ১১৪॰-৪১ সালে উহা এক লাকে বিশুশে পরিণত হর। ঐ বংসর ১৬'৪১ কোটি টাকার তুলাকাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১১৪১-৪২ সালে তুলান্ধান্ত জব্যের রপ্তানি মূল্য পূর্ব্ব-বৎসরের রপ্তানির দ্বিওণকেও ছাড়াইয়া বাইরা ৩৬ কোটি টাকার উঠে। তুলাকাত ক্রব্যের রপ্তানি চুড়াছ ৰকম বুছি পার ১১৪২-৪০ সালে। ঐ বংসর ৪৬ কোট টাকার তুলাকাত দ্রব্য রপ্তানি ইইয়াছিল। অতঃপর তুলাকাত ক্রব্যের বস্তানি হ্রাস হইয়া ১১৪৩-৪৪ সালে ৪২°৬২ কোটি টাকা এক ১১৪৪-৪৫ সালে ৩৭ কোটি টাকা হইয়াছে। কিছু শেষোক্ত বংসবেও ভৈয়ারী পণ্যের বস্তানি-বাণিজ্যে ভুলাক্সান্ত দ্রবাই পাটভাত ক্ৰব্যেৰ পৰেই স্থান গ্ৰহণ কৰিবাছে। তুলাজাত ক্ৰব্যেৰ বস্তানি-মৃলোর এই বৃত্তির মধ্যে তথু মৃল্যকীতিই পরিকুট হয় নাই. পরিমাণ বৃদ্ধিও বে পরিস্টু বহিয়াছে ভূগালাত কাপড় রপ্তানিব পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেই তাহা বুঝা যায়। নিয়ে 🗢 নং তালিকায় তুলালাত কাণড় বস্তানির পরিমাণ প্রদর্শিত হইল।

#### তনং তালিকা-

তুলান্ধাত কাপড় বস্তানির হিসাব (পুন:-রস্তানি সহ)

বংসর	কোটি গভ হিসাবে	বংসর	কোটি গঙ্গ হিদাবে
	পৰিমাণ		<b>প</b> রিমাণ
1201-64	56.0x	7787-85	re*95
22 er-e2	33'29	7785-80	F-C. 60
22¢2-8•	₹ <b>७</b> °৮•	7784-88	8.9.52
<b>778.</b> -87	80'46	7788-85	87.60

প্রাকৃষ্ণ বংসর ১৯৩৮-৩১ সালে ভারত হইতে ২৬ ২০ কোটি টাকার পাটকাত জ্রব্য রপ্তানি হটরাছিল। যুদ্ধের প্রথম বংসর eb'9২ কোটি টাকার পাটমাত জবা রপ্তানি হয়। ১১৪°-৪১ সালে উহা হ্রাস পাইরা ৪৫°৩৮ কোটি টাকা হইলেও ১১৪১-৪১ সালে ৫৩'৮৮ কোটি টাকা পৰ্যান্ত উঠে। ১১৪২-৪৩ সালে জাই হাস পাইরা ৩৬'৪০ কোটি টাকার পাটছাত জ্বব্য ব্রানি হয়। **কিছ উহার পর ক্রমবৃদ্ধি বিশেষ ভাবে** উ**রে**থযোগ্য। ১৯৪৬-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে বধাক্রমে ৪৯'৪৭ কোটি টাকা এবং ৬০'৪২ কোটি টাকার পাটকাত জবা ভারত হইতে বঞ্জনি হইলছে। তৈয়ারী পূপ্যের রপ্তানির মধ্যে চিনির কথা পুথক ভাবে উল্লেখ বরা প্রয়েজন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত হইতে মাত্র ৪ লক টাকার **চিনি ब्रश्नानि इहेबाहिल। ब्राह्म ध्याप व्याप व्याप इहेट हैं** हिनिय ১৯৩১-৪· সালে ৭°১· লক টাকার, বস্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪॰-৪১ সালে २९°२॰ लक টাকার, এবং ১৯৪১-৪২ সালে ৩১°৭৮ লক টাকাৰ চিনি বস্তানি হয়। এই বৃদ্ধি ১৯৪৬-৪৪ সাল প্ৰান্ত অব্যাহত থাকে। ঐ বংসর ৪২ সক টাকাণ চিনি क्छानि व्हेबाहिन। चछःभव द्वांग भारेबा ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩১ लक हाकार हिनि रखानि हर ।

ভাৰতের যুদ্ধালীন বহিন্ধাণিজ্যের গঠন-বিকাস সদকে মোটাবৃদ্ধি আলোচনা আমাদের শেব হইল। এ সদকে সদকারী ব-বিবরণ
কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত হইবাছে ভাষাতে বলা হইবাছে, "মুদ্ধাল ভাৰতের বৃদ্ধিনিশিজ্যের সম্পূর্ণ হিসাব অবস্থা ইচ্চাতে পাওয়া ঘাইতেছে লা। কাৰণ ধণ ও ইজারা-পুরে এবং সাম্বিক বিভাগের অধীনে व जकन चामनानि-वशानि इदेशाहिन धहे हिजारि जिन्तर बदा इद লাই। সেওলি ধৰা হইলে বুৰকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ৰে আৰও বাড়িয়া যাইত ভাহাতে সক্ষেত্ৰ নাই।" পুৰই সভ্য কথা জারাতে আর সন্দেহ কি? ঋণ-ইজারা এবং সামরিক বিভাগের অধীনে বে সকল পণা ভারত হইতে রপ্তানি এবং ভারতে আমদানি চটবাছে ভাষার হিসাব বহিব্বাণিজ্যের হিসাবের মধ্যে ধরা চইলে টুয়ার পরিমাণ যে আরও বাড়িয়া বাইত এবং ভারতের বাণিভিত্ত মনাফা বে আবও বছ তথ বেশী হইত. গ্রাফি: ভহবিলের স্থীত কলেবর হটতেই ভাষা আমরা অফুমান করিতে পারি। কিছু কেচ যদি নিবে উপবাসী থাকিয়া মুখের গ্রাস বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তাহা চটলে উহাকে আৰু ৰাছাই বলি না কেন, বাণিভা বলিয়া কিছতেই অভিচিত কৰা বাব না। দিতীয়তঃ, ট্রালং ভতবিলে ভারতের যদ্ধালীন বাণিজ্ঞাক মুনাফা পর্যন্ত স্প্রুত বহিষাছে। কিছু हার্জি: তুঠবিল ইইতে ভারত আজ পর্যান্তও কোন সুযোগ-সুবিধা বা উপকার পায় নাই। বরং বটেনই উহার সমস্ক প্রযোগ-প্রথা এক। ভোগ করিতেছে। ভারতীয় বভিব্বাণিজ্যের গঠন-বিক্লাদে ( composition ) যুদ্ধের মধ্যে বে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ভাহাও হইয়াছে বুটেনের যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের দাবী মিটাইছে হাইরা। ভারতের আম-পনি ও রপ্তানি-বাণিজ্য যে ভাবে যুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে ভাগতে ভাবতের যুদ্ধকালীনী গঠনবিক্সাসে এইরূপ পরিবর্তন না হইরা উপায় ছিল না। ভারতের নিজৰ ভাহাজী ব্যবসা নাই। প্রধানত: বুটেনের এবং বুটিশ কমনওয়েশখের অন্তর্গত দেশগুলির ভাহাভেই ভারতের বৃহিকাণিক্য-সভার বাহিত চইয়া থাকে। যুদ্ধের স্মরে समामितिक भगावहास्तव सम के मक्त लागव साहास भाउता विस ইইয়া পড়িয়াভিল। ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ সৃষ্কৃতিত হংয়ার উহাও অক্সন্তম কারণ, এ কথা আমরা প্রেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তত: ইউরোপের মৃদ্ধ শেব ছঙরার প্রেই ভাবতীয় ব্যিকাণিজ্যের গঠনবিক্যাসে আবার পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ ক্রিয়াছে। ১৯৪৫ সনের এপ্রিল হইতে অক্টোবর প্রান্ত ৭ মাসেব ভাৰতীয় আমদানি ও ৰপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা প্র্যালোচনা করিকেই তাহ' বুকিছে পার। বায়। নিয়ে । নং তালিকার উক্ত সাত মাসের ষামনানি, রপ্তানি ও বাণিজ্ঞাক উমর্তের সংক্ষিপ্ত হিসাবে দেওৱা গেল।

পনং তালিকা— এপ্রিল—মক্টোবর মাসের ভারতীর বহির্বাণিজ্যের হিসাব

<b>ৰো</b> ট	565 50	207.05	-8'87	
न्य । स्थान	27 8	21'16	+ 4,47	
<b>प</b> रहायत	38,44	26.4.	,74	
সে:প্ <sub>র</sub>	524	57,07	+• ३३	
প্রান্ত ব্যান্ত	₹•.•	74.01	-7.92	
<b>জু</b> ন জুলাই	२७°८७	. ; F.5 .	-6.70	
(A	₹7,8€	>0.es	-8.30	
এপ্রিল স	> 6.05	70.24	-2.84	
-6	( পুনঃ রপ্তানি স <b>ছ</b> )			
১১৪৫-৪৬ সাল	<b>ভা</b> ষদানি	য় <b>তা</b> নি	উপৰ্ভ	
	व्याप्ति विकास मृत्य			
মাস	কোটি টাকাস মলা			

এপ্ৰিল হইছে আক্টাৰর প্ৰান্ত সাতে মাসে বাণিভিত্ত উপ 8'89 (काष्टि होका लाउएव अरिकृत ३३ हारह। वर्षाय अर्थ अर्थ মাসে ভারত বে পরিমাণ পণ্য বস্তানি করিয়াছে তাহা অপেনী 8'89 व्हाहि होकाव १ वा विने भारतानि कारहात्ह। 3388 ১৯৪৩ সালের উক্ত সাভ থাসের ংহিকাণিছোর দহিত তল্প ক্রিলে দেখা বার, ১১৪৪ সালের এ সাত মাসে ভারতের ভর্তু वानिकाक ऐर्छ वा प्रमास हरेराहिन २०'80 काछि होका आहे. ১১৪৩ সনে হটয়াছিল ৫১'•২ কোটি টাকা। ১১৪৪ সনের 🎳 সাত মাসে ভারতে ১১ • ৫৫ - ব-টি াকার প্রা আমদানি চইবাছিল এবং ভারত হুইতে রপ্তানি হুইয়াছিল ১৩৫'১৬ কোটি টাকার প্রার্থ ১১৪৫ সনের ঐ সাত মাসে ভারতে ১৪২ ২৬ কোটি টাকার পান व्याममानि इहेबारक ध्वः लारक इहेरक ১८१'५१ हाकात निक হইরাছে রপ্তানি। ১৯৪৩ সনের এই সাত মাসে মোট 🍑 🐩 কোটি টাকার পণা মাত্র আমলানি হুইয়াছে, আর বাপ্তানি হুইরাছিল ১১৭'৪১ কোটি টাকার পণ্য। दिश्वां विकास দিক চইতে দেখা যায়, এই সাত মাসে বাঁচা মালের আমলানি বেৰ্ছ बांडिया ७४'८७ क्वांडि डोका इट्टेंड १४'२२ क्वांडि डोका इट्टेबार्ड ভেমনি বাঁচা মালের হুকানি ২৮'০৪ বোটি ট্রে ইইছে বাজি ৩৩'২২ কোটি টাকা এইয়াছে। গঠন-বিদ্যুদ্ধ প্রি**বর্ধন বিশেছি** ভাবে কল্যা করিবার বিষয় ছৈয়াবী পণ্যের ভামদানি বৃদ্ধি এবং কথানি হাসের মধ্যে। ১১৪৩ সনের উক্ত দাত মাসে ২৩°৪১ **বেটি** होकाव देखाठी भग बादमानि इटेट्राइक। ১১৪৪ मन्त्र केळ লাভ মাসে হইয়াছিল ৩৩'২৫ কে'টি টাকার তৈয়ারী প্রা। 328¢ मारलद के मान्न बाहर देखारी भागत चांबशीनद भविवासे ১১'e কোটি বাডিয়া ৫২'৭৩ কোটি টাকা হটয়াছ! ১১৪৩ সালের ऐक मृष्ठ भारत as'es काहि होकात रेएरावी भूषा ब्रह्मान 💐 এবং ১১৪৪ সালের উক্ত সাত মাসে ব্রানি হয় ৭১ ২৮ কেটি টাকাৰ তৈয়াৰী পৰা। ১৯৪৫ সালের ঐ সাত মাসে তৈয়াৰী **পৰ্যো**ট বুজানি ১১'১১ কোট টাকা হাস হট্যা ৫১'২১ কোটি টাকা **হট্যানে** ট অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে অট্টোবর পর্যান্ত সাভ মানে 33'c. कां है होकार रिएहाड़ी भग राजी काश्मानि इहेशाल, जान ১১'১১ कां हि होकाव टेंडवाबी भना कम वश्राम इहेबार । किं তৈলবীল, কাচা পাট ও তুলার ব্রুতানি বুদ্ধি পাইয়াছে; আমলানিয় মধ্যে কল্যন্ত ও যত্ত্ৰপাতির ভূজনায় ব্যবহাষ্য প্ৰেয়ৰ আমলানি বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গঠন-বিশ্বান ৰে আবাৰ প্ৰাক্ষুত্ব যুগের কাঠামো অমুসাৰী হইয়া গড়িয়া উঠিতেত তাহার সমস্ত লক্ষ্ণই স্চিত হইয়াছে গত এপ্রিল হইতে অক্টোব্র পর্বাস্ত সাত মাসের ভারতীয় বহিব্দাণিজ্যের মধ্যে। কিন্তু মূ**ন্দের মধ্যে** ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য ইউরোপের মৃত্ত ভূখণ্ডে এবং জাণানে ন ৰাজাৰ হারাইয়াছে ভাহা ফিরিয়া পাইবার কোন সভাবনা এখনও দেখা বাইতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে জাপান ভারতীয় কাঁচা তুলাৰ এক জন বড় পরিভার ছিল। ভাহাত ছান প্রণ করিবার স্থ কোন দেশ পাওয়ার সভাবনাও থুব জয়। যুদ্ধের সমর ভৈয়ালী প্ৰা ৰপ্তানিৰ বে সকল নুভন বাজাৰ পাওয়া গিয়াছে বুৰোজা ৰূপে ৰে সেই সৰুল বাজার সম্পূৰ্ণ বজায় থাকিবে সেপছছেও (क्वम-स्काम करना अपन भ्रदाक भावता बाहरकरह ना ।



ক্ষুল, পাথী জার হাওয়। বখন কথা বলতে পারতো, সে সমরে এক দিন—

ঁ একটা পাখী, চমংকার দেখতে, রঙিন আর নরম পাখা, টোটটা আকটু স্কলো—কিন্তু কিকে চলদে বংগুর, দেখলেই মনে হর তুলে একে আলব করি আর আল্ডে অ'জে পালকওলো খুলে নিই।

আৰুটা বস্তু বাগান, সেই বাগানটা পার হয়ে বেশ বানিকটা
ক্রিকা একটা মাঠ, মাঠের শেষেই চাশাই নদীর সীমানা বেখানে স্মক্
ক্রিকে সেইখানে একটা গাছ, বেশ বড় গাছ, চারি দিক্ কাঁকা, কিছ
ক্রিকে এই পাখী বাস করে। তবে ভোর হলেই সে
ক্রিকে এই পাখী বাস করে। তবে ভোর হলেই সে
ক্রিকে এই পাখী বাস করে। তবে ভোর হলেই সে
ক্রিকে ব্যাগানটার আসে, এবানে একটা প্রকাশ্ত গোলাপস্থ্য

় ৰাসানের সেই পোলাপকুল আর এই পাখী ছ'লনে নিবিড় ক্ষুত্ব।

্ৰেরের বিকে গোলাপের উপর বে শিশিবঙলো পড়ে—গোলাপ ক্রেনের বেব দের—সকাল হলে ভার এই পাথী-বন্ধু এনে সেইগুলো ক্রিন্তু—আন ছ'জনে গল্ল করে।

্ধাৰীৰ ঠোঁট ছ'টো ধ্ব তীক্ষ, দে বখন শিশিবগুলিকে খাৱ তাব কীটেৰ ছাৰ বাজে মাঝে গোলাপেব কোমল সাবে বাখা দেৱ. কিছ ক্ষৰা পেলেগুলে কছুকে কিছু বলে না—কাষণ সে তাব পাখী-ক্ষুক্তে বক্ষ ড'লোবাসে।

और वक्त करव किन बाद ।

এক দিন রাতে খুব বড়, জল। চারি দিকু আক্রকার, সোঁ-সোঁ। করে আ্রকাস বইছে, বৃষ্টির ছাঁটিঙলো ভৌবের মন গারে বিধছে। স্ব আ্রাকীলের বাগার গোলবোগ অক হরেছে। বে বার স্ব বাড়ী-খ্য

প্রালাপের বছুব বাড়ীতেও সেই একই ব্যাপার। স্বাই সৰ সামলাছে। কাচচা-বাদাওলো মীতিমত ঠেচাছে। প্রকর পাখী ক্ষালো কি—ভাই-বোনদের সব ভাকলো, বলে, চুপ করে সব বোস ক্ষাৰি, আমি বল্ল কাছি শোন•••।

अक्टारन (क्षांडे हानांडे। यटन देवेटानं, कि सक्य क्यांनक करू. साना सारत स्व. सामान कार्ने का क्यांच ।

— আষাৰ ভোষাৰ ভালা নিবে চেকে বাখো—ও বড়ল গো--গিরিব ক'দিনেৰ নতুন ছানা ট্যা ট্যা করে ঠেনে বললো।

কুন্দর পাথী ধনক দিরে বললে: আমরা তো আছি, মবে বাইনি ডো। এক কেঁটো ছেলে-মেরেদের পাকামী। নাকে কারা বেধে এই আমার কাছে এসে স্ব বোগো।

ছোটগুলা আৰ কি কৰে, সাৰি সাৰি এসে বড়দার কাছে গোল হবে বসলো। কঠা আৰ গিছি বাসাৰ দরভাব পিঠ দিবে ছ'কনে গল্প করতে বসলো। কুদ্দর পাথী কুছ করলে—এক বে ভিল ৰাজা

গল তনতে তনতে কচিওলো খ্মিয়ে পড্লো। তার প্র মা-বাবার সঙ্গে কথা বগতে সলতে ভোর হয়ে এলো। এদিকে তথন বড়-বৃদ্ধি থেমে গোল, আকাশ প্রিভাব।

স্থানর পাথী এবার বাসা ছেন্ডে বেক্সেন, বছুর কাছে যেতে হবে। মা বলে দিলো সকাল সকাল ফিবিস্। •••

পাৰী এলো ভার বন্ধু গোলাপের কাছে। মনে হচ্ছে বংক্ষণে পৌছর বন্ধুর কাছে, সাবারাত কথা বলে গলা ভবিষে কাঠ হয়ে আছে, আগে গিয়ে শিশির খেয়ে ভার পর কাল বাতের ঘটনা সব বলনো।

কিন্তু গিয়ে দেখে তার বন্ধুর গারে এক কোঁটা শিলির নেই। স্থান্দর পানী রেগে গিয়ে বললে: আমার জল কট চু

গোলাপ তার মথমলের মত চলগুলো নেড়ে বললে: ভানো না, কাল বাতের ঝড়ে আমার গারের সব শিশির উড়ে গেছে, পড়ে গেছে, একটুও বে নেই!

—তাহলে আমি এখন কি থাবো ? জানো কাল সাগ রাত আমি কথা বলেছি, আমার পলা শুকিরে আছে, আর তুমি বললে একটুও নেই—ভীবণ রেলে পাখী বললে।



গোলাণ হানুলোঁ, আৰ<sup>্জ</sup>নি বসলে: আৰি কো আনি, কিছ তি কাৰ বল ভাই, আৰি তো ইন্ধা কৰে কেলে নিইনি।

—ইচ্ছা করে কেলে নিইনি! ছোমার একটু আছেল নেই— পাৰী বাগে গৰ্জন কৰে উঠকো।

গোলাপের ভাবী হাধ হচ্ছে: এত অবুধ কেন ভার বন্ধু, প্রতিদিনই তোসে ভার কর শিশিব বাখে। এক দিন এমনি—

— চুপ করে আছ কেন ? আমি এখন কি থাবো ? কি বকম লিপাসা পোয়াছ ভূমি যদি বুকাতে— বিবক্ত স্বৰে পাণী বললে।

—গোলাপ মলিন হাসি হেনে বললে: আমি বুকেছি, ভূমিই অনুস-আছা ভোমার যদি অভ পিপাসা, এ'সা ভোমার ঐ ধারালো টোট নিয়ে অংমান বুকে ফেটুকু মধু আছে ধেয়ে নাও।

—তাই করতে হবে, তাছানা আমি কি কববো এখন বলো, কাল সারা রাভ একটুণ ঘুমোইনি, খালি কথা বলতে হয়েছে।

—বেশ হো ভ ই, এসে, মধু খাও—

সুক্ষর পানী ক্ষেত্রই স্থক্ষর, ভাবী নিষ্ঠুর, তার নিজের কথাই সে ভারকো, বন্ধুর কথা মনেও হলো না। ভাষাতাড়ি এসে সে ঠুকুর কালাপেও বৃক থেকে মধু পেতে লাগলো।

ভাব নিজ টাই গোলাপকে আগত দিছে গোলাপ মুখ বুঁছে সেই টোববানি বুক পেতে নিছে। পাখী একবাৰও ভাবলোনা তার বন্ধ গাব কল কট কংছে।

একটা ফুলের বৃক্তে কাড্টুকু আবি মধু থাকে, প্রায় থাক্যা ছরে এলেছ, তথন গোলাপ আর্থনাল করে উঠলো, তার অপর বস্থু বাধ্যাক ডকে বলাল : বন্ধু বাতাল ভূমি ভাষাভাতি এলো, আমাকে ক্রিয়ে লাও, আমি আর ব্যাণা স্কাক্রতে প্রিছিনা।

ব'ভাস গোলাপের আকুল আহ্বান ভনত পেলো—কিছু সে
আমণ্য আগেই গোলাপের দলগুলি একটি-একটি করে করে প্রবাব উপত্র হলো। অস্ট যন্ত্রগার গোলাপের টাটকা দলগুলি মলিন হয়ে গোল—পানীর ধারালো ঠেট লেগে গোলাপের বৃষ্টা কাঁকে হয়ে এপেছ—আর ক্লান্ত স্বারে গোলাপ ডাকছে: বাভাস ব্ছু, ডুমি এসো, আর অপেম পারি না। ছ-ছ করে বাভাস ছুটে এলো, বললে: কে ভোমার গমন অবস্থা করেছে ভাই গ

পানী তথমও গোলাপের ডালে বসে আছে, তার ধারালো ঠোটে ফুলেন বেণু লেগে।

বাতাস কক্ষ দৃষ্টিতে একবার পানীব দিকে চাইকে আর একবার ইবেপ্ডা গোলাপের দিকে চেরে পানীকে বললে: তুমি না গোলাপের বকু, ভাই বন্ধাৎর চিহ্ন এই १

পাণী চুপ করে রইল। ভার অপরাধ সে বৃষ্ণতে পেরেছে।

গোলাপের সব দলঙলৈ প্রায় ঝরে গেছে, মলিন হাসি দেসে সে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিলো। তার শেব আব্দুট ধ্বনিতে কি বে বলাং চাইলো বোঝা গেল না।

বাতাগ কৰে-পড়া বন্ধুৰ দিকে চেৰে চলে গোল নালিশ জানাতে তাদেব প্ৰান্থৰ কাজে !

তলর গোলাপের গারে এবন কাঁটা বেধিরেছে। চুঠু পাখী, মুঠু গোক, অনিষ্টের ইচ্ছার হাত বাড়ালেই গোলাপ কাঁটা কুটিরে দেয়। ভালো লোকে সম্ভূপত ভূলে আনে, ভালবাদে, গোলাপ ভার বস্তু মিটি অবাসু ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্র ।



### দরকার—অদরকার মনোভিৎ বহু

বি ক্ষাচন্দ্ৰ মজুমদাবের কবিতা তোমবা পাছেক নি-চবই.।
বাঙলা ভাষার তিনি আনক ভালো ভালা কবিতা লিখে।
গোছেন। অবিশাি তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই এখন লুপ্তপ্রান্ত,
ছ'-এক'বি বা পাঙ্যা যায়, তা'তোমাদের ঐ ইপ্লান্ত পাঠ্য বইদেব মধোই পাঙ্যা যায়। সেই কবির ভীবনেংই ছোট এইটি কাহিনী তোমাদের শোনাজি।

কবি রকচাক্রব বাড়ী ছিল যাশাহব! তাঁর মতে। সাধু-প্রকৃতিভ্ লোক, দে-যুগা বেন এ-যুগেও মেলা ভার! তাঁব চাল-চলন কথাবার্ক্তি; বেঘন ছিল সঙক ও স্থোহণ, তাঁর মন্টিও ছিল তেমনি নব্যা ও সরল।

যশোহরের সরকারী স্থানা তিনি ছিলেন সভ্যতের প্রধান শিক্ষক।
মাইনে পেছেন যংসামাক্স, সাধাবনতঃ ইস্থল-মাটারদের ভাগ্যে বা
ভূটি থাকে। সেই মাইনেতেই উত্ত সাসাধানতঃচ এক-বেম করি
চলে যায়। লোক মাত্র ছাত্রন। তিনি আর তাঁর বুডো চাক্ষকি
ইঠাম কবি এক দিন ভনতে পেলেন যে, তাঁর মাইনে না কি বাছিলো
দেশ্যা হবে। একেবম খবর ভনে সাধাবনতঃ সবল লোকই আনক্ষি
হয়, কিন্তু কবি ব্যাহালের ভাবের বোনা পাবহাল পেখা সাল না।
ভিনি ইস্থল ভূটির পর বাড়ী যিরে তাঁর বুডো চাক্রটিকে জিজ্জো
কবলেন— বারে, ভোকে যে মাস মাস টাকা দিই, তা সিরে কি
সাসার বর্চ কুলায় না।

বৃদ্ধ চাক্ষটি তার মনিবের এই গুলাভনে অবাক্ হার জবার দিল— কৈন চলবে না ? ছ'জন মাহুষের আর কত লাগে, ওতেই তো কুলিয়ে বাছে।

প্রদিন মনুমদার মলাই ইকুলে গিয়ে বর্ত্ ক্ষেকে কি বলকোন্
কানো! তিনি তাঁদের বলদেন যে ইকুল থেকে তিনি বে মাইনে
পান, তাতেই যখন সাসাব থাক কুলিয়ে বান্ধে, তখন আৰু নিছি মাই
কান মাইনেটা বান্ধিয়ে লাভ কি চ তার চেফে, যে মাটার মলাইর
সংসারে অভাব, তাঁবেই ওই টাবানা দেওয়া হোক। তাঁর দরবারের
চেবে অক্টের বেলি দরবার থাকতে পারে! বার সংসারে বেলি
অহাব তাঁর মাইনেই বান্ধানা সঙ্গত।

কি ভাষচ ? ভাষচ, এই শিক্ষক কৰিটি কি বোকা, না ? কিছু কান দরকার আর বার আদরবার এই জ্ঞানটা বোধ হয় আমাদের চেরে এ কবিবই বেশি ছিল। তাই অমন ক'বে তিনি নিজের সামার উপাক্ষানে সভাই খেকে, পুংস্কারের আলটুকু সংক্ষী আৰু শিক্ষকে দিয়ে বিভে কুঠা বোধ করেননি। ক'লনা এমন পালা বলা গৈ



**দ্বিতীয়** ভূষো-পাগুৰা

জুবজন কোলালপুর থামে গিলে দেখলে, প্লবত কিছুমার
জত্যুক্তি করেনি। তাদের পৈতৃক জটালিকাখানি কেবল
প্রকাশ্ত ব'ল্লেই বথার্থ বলা হল না, অত বড় জটালিকা রাজধানী
প্রকালভাতেও বোধ হর ছ'-চারখানার বেশী নেই। আর সেই
স্কটালিকার চারি পাশ যিবে বিরাজ করছে বে উতান, তার সীমানা
বির্দ্ধে করাও হচ্ছে বীলিমত কঠিন ব্যাপার।

প্রকাপ্ত অট্টালিকা এবং এক সময়ে বে তার সৌক্ষর্ও ছিল ক্ষিপুর্ব্ব, সেবিবারে নেই কোনই সক্ষেহ। কিন্তু তার বর্তমান রূপ ক্ষিকালে মন হা-হা ক'বে ওঠে।

অট্টালিকার কোন কোন অংশ ধ্ব'দে প'ছে বচনা কবেছে পাহাড়ের 'বছনা ভ প। এবং তাব কোন-কোন অংশ কোনক্রমে এখনে। নিজেদের অভিছ ককা ক'বে দাঁড়িয়ে আছে বটে. কিছু তাদের কাঁহীন, বালুকাহীন ও গঠনঠীন বড় বড় ফাট-ধরা গারের উপরে বিরাভ করছে রীতিমত বন-জঙ্গল। মন্ত মন্ত অশধ, বট ও নিম্পাছের দল প্রায় তাদের সর্বাদ আছের ক'বে আছে আর সেই-সব পাছের ভালে ভালে বাল্ড, পাঁচা ও আবো নানা-ভাঠীঃ পাখীরা অসে বাসা বেঁধেতে। এবং দেই-সব গাছের তলদেশ ভুড়ে আছে মানা-শ্রেণীর আগাছার বোপ-বাণ,।

আইালিকার চতুংশার্থবর্তী বহু দ্ব পর্যান্ত বিস্তীর্ণ ক্রমি, আগে বার নাম ছিল উন্থান, এখন তারও অবস্থা ভরাবর বললেও চলে। আজ কেই তাকে কর্নাতেও উন্থান ব'লে সন্দেহ করতে পারবে না, জারণ, তার নানা স্থানেই আজার নিরেছে এমন গভীব জঙ্গল, বা দেখলে বহু অবণ্য 'স্থান্থবনে'র কথাই মনে পড়ে। এক সমরে বখন এখানে ছিল কুল্যবাগান আর কল্যবাগান, তখন বে চাবি দিকেই ছিল উচ্চ ও কঠিন প্রাচীর, নানা জাষগার আজও তার চিহ্ন বিভ্যান ররেছে। কিছু আজ প্রাচীরের অধিকাংশই ভেডে-চুরে একেবারে হরেছে। ক্রিয়ান ব্যানীরের অধিকাংশই ভেডে-চুরে একেবারে হরেছে

প্ৰশ্ব বাবু বীতিমত জীত কঠে বললেন, ভিস্ । জবন্ধ, তুমি
কি বলতে চাও, গভীৱ অবণ্যের মধ্যে এই বিশুল ভয়ন্ত পের ভিতরেই
কাষন কিছু কাল ব'বে আমালের বাস করতে হবে । উঁহ, উঁহ,
কিছুতেই আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই তেওঁ আমাকে এখানে
পাকতে বালি করাতে পাববে না । বত-সব পাপলার পালার এলে
পাছেছি । বাববাঃ, বেড়াতে এলে লেবটা কি পৈতৃত প্রাণটিকে নই
ক্ষর । এই গভীর অবদেশন করে লক্ষ্য কর্ম বিশ্বন করি বে আছে

দেবিবৰে কোনই সন্দেহ নেই।
ভাৰ উপৰে এখানে ৰে বাখভালুক জাতীয় বহু-মেজাজী
ভানোয়াবরা নেই এমন কথাও
ভোর ক'বে বলা যায় না! আমি
আজই এখান থেকে স্বেগ্রে
প্লায়ন কথতে চাই।

স্থাত বললে, "মাকৈ: কুদ্দ্র বাবু, মাড়ৈ: ৷ এই ভাঙা অটা-লিকার মধ্যে এমন একটা অংশ আছে, যাছোট হ'লেও একেবাবে

আধুনিক ব'লে মনে চবে। বে-কয় দিন আমরা এখানে থাকব দেই অংশটাই চবে আমাদের বাসস্থান।"

জয়ন্ত জাৰীৰ কঠে বললে, "প্ৰত্ৰত বাবু, এ-সৰ বাজে কথা এখন ছেড়ে দিন। আপনি যে বড় পুছৰিণীৰ কথা বলেছিলেন, আনি জাগে সেইবানেই বেতে চাই।"

পুরত অগ্রসর হরে বললে, "আপুন আপুনারা, আমি এখন সেই দিকেই বাত্রা করছি।"

বছ আগাছার বোশ, এবং লজা-পাতার জাল নিয়ে গোর বনস্পতির মতন প্রকাশু প্রকাশু বুক্ষের 'জনতা' ভেন ক'বে নিনিট্ন পাঁচেক ধ'বে অগ্নর হয়ে থানিকটা খোলা জারগার উপরে এসে পড়ল তারা। সেধানেও খোল্-ঝাপ্, আছে বটে, কিন্তু বড় গাঙেই সংখ্যা অভান্ত কম। তারই মাঝখানে দেখা গোল হেন হান্দের স্বুক্তমাধা মন্ত একটা সমভল কমি।

মাণিক বললে, "সম্ভত বাবু, আপনাদের বাগানের *ডিসংর এশ* বুড় একটা সবুজ মাঠ কেন গু<sup>®</sup>

প্রত হেসে বললে "ভটা মাঠ ময় মাণিক বাবু, ঐটেই গছ আমাদের বাগানের প্রধান পুছবিণী! ওর অধিকাংশই ভ'বে গিবেছে পানার আর পানায়, ভাই তকে দেখাছে স্বৃদ্ধাঠের মানন! ওখানে লাফ্ দিয়ে পড়লে মোটেই মাটি খুঁলে পাবেন না, ভাগায় বাবেন একেবাবে অস্তল তলে।"

স্থার বাবু বগলেন, "হম্ ! এত-বড় পুকুর আমি কলবংশাও । দেখিনি ! এ কি পুকুৰ, এ বে সমুদ্রের ক্ষুদ্র গংখ্রণ ! উঃ ! ১এই বাবুর পুর্বপুরবার কি ধনাই ভিলেন !"

এই-র কম সক্ষেত্র। বলতে বলতে সকলে সেই সংগ্রাবরেও পারে গিয়ে গিড়াল।

মাণিক বললে, "দেখছি, পুকুবের ঐ ভাঙা ঘাটের কাঙে পার্নার শত্যাচার নেই।"

স্থাত বললে, "বাগানের পাঁচিকের বেশীর জাগই লেতে গিলেছে। প্রামের লোকজনরা ভাই অবাধে এইখানে এসে ঐ পুরুবের কল ব্যবচার করে। একটি নয় মাণিক বাবু, এই পুরুবের চাবি দিকে এখনো আটিটি ঘাট বর্তমান আছে। সর ঘাটেরই অবস্থা শোদেনি, তবু দাঙ্গণ প্রীম্মের সমর বর্থন এখানকার সর পুরুবই কলম্প করে, বার, তথন গাঁরের লোকেরা এসে এই পুরুবেরই জল ব্যবচার করে, কারণ, আমাদের এই পুরুবিশী এত গভার বে, এখানে কোন দিনই অন্তের আভার হয় না।"

জরভ বললে, "এটা তো দেখছি পুকুবের উপ্তব দিক্। পরত বাহু, আপানি অসম্ভব, এই পুরুষের ছাঁকণ তাবে ভাছে একটা সেকেলে বটগাছ। আমি এখন সেই গাছটাৰ কাছেই বেভে চাই।"

স্কুত্রত বললে, "তাহ'লে আসুন আমার সঙ্গে।" সংগাধরের পূর্বর তীর দিয়ে সকলে বেশ থানিকক্ষণ ধ'রে অগ্রসর

হ'ল। তার পর পাওয়া গেল সরোববের দক্ষিণ প্রাস্ত।

শুত্রত অনুনি-নির্দেশ ক'বে বললে, "ভাঙা ঘাট আর পুকুরের জলের উপরে ছায়া ফেলে গাড়িয়ে আছে ঐ সেট বুডো বটগাছ! জয়স্ত বাবু দেখুন, এর ভিতৰ খেকে আপনি কোন রহত্তের চাবি আবিছার করতে পারেন কি না ?"

ভয়ন্ত সেই বটগাছটাব দিকে ছিংলুইতে ভাকিয়ে থেকে বললে, "এ বটগাছটা দেখাছ শিবপুৰের 'বোটা'নক্যাল গার্ডনে'র বিখ্যাত বটগাছটার সভেও পালা দিতে পারে! এব চাব দিক্ দিয়ে যে-সব ফুবি মাটির উপরে এসে নেমেছে, ভার প্রত্যেকটাই তো হচ্ছে এক বেটা গাছেব গুড়িব মতন।"

স্তত্ত বললে, "কানতে পাছেন কি, ঐ বলৈগাছের ভিতর থকে জেগা উঠাত কত চীংকার ? ও চীংকার হাছে বক আর তাদের বাছাদের। দিনে-বাতে এই ভঞ্জান্ত চীংকার কণনো থামে না। ভাই গাঁৱেব লোকেরা এই গাছটাকে বটগাছ নাব'লে 'বক-গাছ' ব'লে দাকে।"

লগৈও লোনা গেল, চীৎকার ক'বে কে যেন একটা। কবিতা আবৃত্তি কংছে।

কংভা সচ্মাক সকলে, "কথা€লোবেন চেনা-চেনা মনে হছে। এগিতে গিবে গদশতে হ'ল।"

ভার প্রেই শোনা গেল টেচিয়ে কে বলছে—

"बाद्रमाएक के दुवरि प्रश्व

গান ধবেছে বৃদ্ধ বট,

মাথার কাঁদে ককের পোলা,

थुं जरह याहि (याहेका करे।"

মাণিক সংশোষে কললে, "এ-ৰে সোনার আনাবদের ভিতরে পাশ্যা সট ছড়াটারট গোড়ার দিক !"

জয়ন্ত বললে, "চুপ্! ছড়ার পরের অংশ শোনো।"

"পশ্চিমাতে পঞ্চ পোৱা,

স্যামার ঝিক্মিকি,

নাম্বের পরে বায় কভ না,

থেলতে জলদ টিকটিকি।"

এই পৰ্বাস্ত ব'লেই কণ্ঠস্বৰ স্থাবার হ'ল স্কন্ধ।
ভংক্ত সহাস্থ্যে ব'লে উঠল, "এ বে দেখছি হড়াব দ্বিনীয় প্লোক!"
ত্বত বললে, "ইয়া জহন্ত বাবৃ, হড়াটা আমাৰ মুখত্ব নেই বটে,
কিৰু এখন শুনে বেল বৃষ্ঠে পায়ছি এটা ভাৱ দ্বিতীয় প্লোকই বটে!"

क्षास कावाव वनान. "हुन! (नाटना!"

অজনা কঠমৰে আবাৰ শোনা গেল—

"অগ্নিকোণে নেইকে। আগুন,

- काढान यनि यानिक बार्ल,

় গহন বনে কাচিছে দেবে বাজি-দিবাৰ অইজাসে। বৰ্গৰৰ আবাৰ স্তৱ হল।

শ্বন্ধত হাসতে হাসতে বললে, "ও হড়াটা কে বলছে আননা হ ও হছে এই গাঁরেরই একটি লোক। ওর নাম হছে ভুৰণা এখানকার লোক ওকে ভুবো-পাগলা ব'লে ডাকে। ওনেছি ভা বাবা ছিলেন আমালের নায়েব। কিন্তু সোনার আনারসের ঐ হুড়াই কি ক'বে বে ওর কঠছ হ'ল সে-বঃভা আমি জানি না। তবে মালে মাঝে বথনি এখানে এসেছি, তথনি ওর মুথে ওনতে পেয়েছি ঐ হুড়াই পংক্তিকা। লোকে বলে, ঐ হুড়া মুখছ কঃতে করভেই ও পাঞ্চা হয়ে গিয়েছে।"

জয়স্ত উত্তেজিত ক'ঠ বললে, "কিছ আপনাদের ঐ ভূবো্পাগলা থেমে গেল কেন ? আমার মনে হছে ঐ ছড়াটার নতুন-কোন জাশ ওব মুখেই আমরা শুনতে পেতে পারি।"

ঠিক সেই সমার পুছবিণীর দক্ষিণ ভীরের ঘাটের উপরে **দাঁড়িরে** উঠল একটি মৃত্তি। ভার একেবারে শীর্ণ দের, মাথার চুলে আটি বেঁণেছে, মৃথে রাশীরুত দাঙী গোঁক এবং সর্বাঙ্গ আনারুত্ত, কেবল কটিদেশে একথণ কৌণীনের মতন বস্ত্র ভার লক্ষা। রক্ষা। তিটা কবছে।

**ज्यन विम्बास पृष्टिक सम्बद्धान** विक लाकिया उडेन।

পারে পারে তার কাছে এগিয়ে স্তরত ওগোলে, "কি গো ভূৰো-পাগলা, এই ভূপুরের রোদে ঘটে বচে ভূমি কি করছ ;"

ভ্ৰণ মাটিও দিকে মুখ নামিয়ে খেন আপন মনেই বললে, "কিছুই কৰছি না, কিছুই কৰছে না, অনেক-কিছুই কৰবাৰ আছে, কিছু কিছুই কৰতে পাবছি না!"

- করতে পারছ না কেন ?
- কৈংতে পাবছি না কেন, করতে পারছি না কেন **় ছড়ার** সঙ্গে পৃথিবী মিলছে না !
  - "—মিলছে না কেন ?"
- - তুমি ও ছড়াটা শিখলে কোথায় ;
- বাবা শিখিরেছেন গো, বাবা শিখিরেছেন— বাপ ছার্কা ছেলেকে আর কে শেখাবে বল ?"

ভৱস্ত বললে, "কিন্ত হড়ার সবটা ভো তুমি এখনো **আমাদে**ৰ শোনালে না গুঁ

ভূবণ দে-কথাৰ ভবাৰ না দিয়ে চঠাৎ চম্কে উঠল—ভাৰ মুখে-চোৰে ফুটল বীতিমত ভা-ভৱ ভাব! ভাব পৰ চাৰি দিকে ব্যস্ত, দৃষ্টি নিক্ষেপ ক্ষতে লাগল!

ন্মন্ত্ৰত বললে, "হঠাৎ কি হ'ল ভূবো-পাগলা, চাবি দিকে **অমন** ক'বে তাকাছ কেন ?"

পুত্ৰতের কথা সে ওনতে পেলে বলে মনে হল না। বিড়-বিড় করে কি বক্তে লাগল তাও বোঝা গেল না।

শুত্ৰত এগিবে গিবে তার একথানা হাত ধ'বে ক'াকানি দিবে বললে, "কি ভূমি বিভূ-বিভূ করছ? আমাদের কথাব জবাব দাও।" ভূষণ একেবাবে বোবা হবে গেল। সভ্য-বিভাবিত চেক্ষে ভাকিবে মইল এক দিকে। ভার দৃষ্টি অনুসরণ করে জন্মত্ত কিরে দেখতে পেলে আর পুরেই জয়েছে একটা বড় ঝোপ।

কিন্তু সে ঝোণটা একেবাবেই দ্বির। সেধানে সম্পেহজন ∓ কিছুই নেই।

হুঠাং ভ্ৰণ বলে উঠল, "ত্বমণ, ত্ৰমণ ।" প্ৰব্ৰত ৰুলে, "চুদমণ আবাব কে ?"

- "আমি ত্ৰমণদের গদ্ধ পাছিছ।"
- কোখায় ?
- —"এই বাগানে।"
- —"বাগানে থালি তো আমরাই আছি।"
- —"যেখানে ভগবান, দেইখানেই থাকে সম্ভান !
- কি পাগলামি করছ [

ভূষণ গান ধরলে-

"আমার পাগল বাবা. পাগলী আমার মা, আমি তালের পাগলা ছেলে—"

ভরক্ত বাধা দিয়ে বললে, "ভ্ৰণ, ও গান ধামিরে ভূমি সেই ছড়ার স্বটা আমাদের তানিয়ে দাও।"

- সোনার আনারসের ছড়া ?
- 一<sup>\*</sup>श! 1<sup>\*</sup>
- —"সে ছড়া তে৷ তোমাদের শোনাতে পারব না ।"
- কেন বল দেশি গ
- ভামবা তনলে হুবমণবাও তনতে পাৰে।
- "इत्रमन धनारन (नहे।"
- "অ'ছে গো আছে গো আছে ৷ আৰু-কাল বোলই এখানে ছুৰ্মণদেৰ গন্ধ পাট !"
  - —"ভারা কারা ?"
- —"ভানি না। তারা খাকে দুবে দুবে আবে আনাচে-কানাচে আবে উকি বুকি !"
  - "তুমি ভূল দেখেছ।"
  - না গে, না গো, না! আমার গোধ ভূগ দেখে না।
- বৈশ তো. তৃষি চুপি-চুপি ছড়াটা আমাদের শোনাও না। ভোই'লে দৃণ থেকে লুযমন্য: কিছুই ভনতে পাবে না।"
  - —"ভোমৰা হৃণমণ নও। হড়াটা ভোমাদের শোনাতে পাৰি।"
  - বৈশ, ভবে শোনাও।

ভূবণ ত্মক করনে—

"আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে গান ধরেচে বৃদ্ধ বট—"

এই পৰ্য স্ত ব'লেই হঠাৎ থেমে প'ড়ে ত্ৰস্ত চক্ষে আবার দেই, ৰোপটার দিকে তাকালে।

সংস্ন সংস্ন অধ্যন্তবন্ত দৃষ্টি কিবল সেই নিকে। তার দেখাদেশি আর অক্সেও কিবে গড়াল।

মৃত্র কি: পরে দেখা গেল, খানিকটা ঘোঁর। বোণের ভিতর থেকে বেরিরে উঠে বাচ্ছে উপর দিকে।

প্রার আধ মিনিট পরে আবার সেই মূশ্য । ভূবণ ৰূপে উঠল, "হ্বমণ !" ক্ষমর বাবু বললেন, ভিম্, বোপের ভিতরে ব'লে নিশ্চর কেউ বিজি কি সিগারেট খাছে !"

ভূষণ আৰাৰ বললে, "হ্ৰমণ !"

জরম্ভ বললে, <sup>®</sup>এগিয়ে দেখতে হল ৷

জরক্তের পিছনে পিছনে জার সকলেও অগ্রসর চ'ল-কেবল ভূষণ ছাড়া। সেইখানেই ছিব হরে গীড়িবে সে নিজের মনে বিড়-বিড্, ক'রে কি বকতে লাগল।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই সকলে গিয়ে হাজির হ'ল কোপের কাছে। বিভি বা দিগারেটের ধেঁয়ো তখন অদুলা। কোপটা বেশ বড়, তার ভিতরে আনারাসেই দল্বাবে অন লোকের ঠাই হ'তে পারে।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে পাওয়া গেল না জনপ্রাণীকে। एব পাওয়া গেল একটা প্রমাণ। দিগারেটের ধোরার গন্ধ।

জরম্ভ থেঁট হরে ক্ষমির উপর থেকে কি তুলে নিয়ে সকলকে বেখালে। সেটা হাল্ড একটা অভস্ক চিগারেটের অস্থাংল।

মাৰ্শিক বললে, "ভাহলে এখানে ব'সে নিশ্চমই কেউ সিগাংক্রী কেলে লখা দিয়েছে।"

**काछ वनान. "अं। कि निशास्त्रहे स्वश्रह ?"** 

— है। क्षेत्रे अन्नत्वन ३३३ !

— বৈ এ-বৰম দামী সিগাণেট ব্যবহার করে, তার গ্রান হলন হওরাই উচিত। ঝোশের ভিতরে সিগাহেটের গন্ধ হাং। তার একটা গন্ধও পাছি। এসেকোর মিষ্ট গন্ধে এখানকার বাবাস গ্রান ভারাক্রান্ত হবে আছে। তাহালৈ বোঝা যাছে, যে বা'তে প্রথ এখানে কুকিয়েছিল, সে কেবল ধনবান নয়, ঠালিমত সৌগীনও ব

কুলর বাবু বলকেন, "এই ঝোপটার কাঁক দিয়েই দেখতে পাছি, ওাদিকে বিশ-পাঁচিশ হাত ভয়াতে আবো এবটা বছু কোপ সংগছ। সেই সৌখান ধনবান ব্যাটা এখান খেকে পাশিরে এখানে গিয়ে লুকিরে নেই তো !"

ভঃস্থ বললে, এগনি সে সন্দেহ ভগ্নন করা বাতে পারে। চনুন । ঠিক সেই সমরে আচম্বিতে পুছরিপার দিক্ থকে এবট ভীর অর্তিনাদ ভেসে এল। তার পরেই চারি দিক্ আবার স্থক।

জরস্ত এক লাক মেরে কোপের ভিতর থেকে বাইবে গিয়ে পড়ল। ভার পর চট পট চাবি দিকে বুলিয়ে নিলে নিজের খুর দৃষ্টি। কিন্তু কোন দিকেই কাজকে দেখতে পেলে না।

ভার পাপে এসে দাঁড়িরে মাণিক বললে, "কই, কেউ ভো ফোর্থাও নেই। ভবে আর্ডনাদ কগলে কে ?"

- "আমার বিশ্বাদ আর্ছনাদ করছে ভ্রো-পাগলা।"
- কিছ দে পাগ্লাই বা কোথার ? তাবও বে টিকি দেখতে পাছি না। "
  - এন, আৰ একবাৰ খাটেৰ কাছে বাওৱা বাক্।

পুৰুষ বাবু ক্ষয়ন্তের পিছনে পিছনে অগ্রসর হ'তে হ'তে বুসলেন, এ কি-বক্ষ মাজিক্ বাবা ? বোপের মাথার সিগাবেটের গোরা উড়ে, কিছু গোপের ভিতরে মানুষ নেই । পুরুবের ধারে আঠনাদ কারে, কিছু কাককে কেখতে পাওৱা বার না। এসব তো ভালো কথা নব।

কিছ পূৰ্বের থাবে গিবেও আর্ডনাদের বা ভ্রণের অগুণা ছঙয়ার কোল কারণই পূঁলে পাওৱা লেগ না জরন্ত পূক্বের খাটের দিকে অজুলি নিতর্ণ ক'রে বললে, "খাটের ধাণে ভটা কি প'ড়ে বয়েছে গ"

মাণিক এগিবে গিবে সেটা তৃলে নিবে বল.ল, "এবং দেখছি বাঁলের বানী ?"

মুব্রত বললে, "ও হচ্ছে ভূবো-পাগলার বাঁলী। দে বাঁশী বাজাতে ভারি ভালোবাদে, আর ৬-বানীটিকে কখনো কাছ ছাড়া করে না।"

জন্জ বললে, খিগন জামন প্রির বাঁলীকে দে পুরুর ঘাট কেলে বেংগ বেতে বাধা হয়েছে, তথন বুকতে হবে নিশ্চয়ই এখানে কোন ছর্ঘটনা ঘটেছে !

—"হুৰ্টনা।"

— "ইয়া। ভূষে'-পাণ্লাভয় জ্যানত কিছু দেখে দ'কণ আতকে আহিনান ক'বে বানী ছেলেই বাধে প্লাহন ব্যোহ, নৱ কেউ বা কারা ভাচে বন্দী ব'বে গগনে থেকে টনে নিয়ে গি হাছ।"

সুন্দৰ বাব বলালন, "কোন অথট বোকা যাছে না! এখানে ভয়াবচ কিছুট ভো আমৰ কোভ পাছি না! আব ভ্যাগের মহন একটা প্রেলুকে বলা ক'বে কাব কি লাভ হ'তে পাবে !"

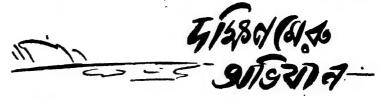
ভয়ন্ত কেবল বললে, "বোৰ হয় শীঘ্ৰই আবাপনার প্রেশার উত্তর নিতে পাবব।"

कियनः।

# উতিষ্ঠত

**ভী চিন্ন**যকুমাৰ বহু

भप ठम भप ठम व्याशाद्य गाजी টটে ফেল ঘোর অমা হাতি। সমুখের কাল পথে আৰু শুধু বেগে ধাও कीदरनद्र शानि दक्रम मृ :इ मा ध ... मुद्द मा । পশহাতে ফেলে আসা---দৈন্যের ছো'ক শেষ মিলাক দিগতবে---ছঃখের যত বেশ। বিগত দাসছের घुट योक रक्तन, অতীতের পুঞ্জি পাপ, তার লাগি ক্রন্সন ? সশ্বুখে মুক্তি আছে তার পুণ্য **, অতীতে**র স্থতি ভরে वाक छर् न्य।



#### প্রীগগেন্দ্রনাথ সেন

কিন্তু মান্ত্ৰের অভিধানে অস্কৃত্র বলে কোন ভিনিত্র নেই বি মাটির মান্ত্রত্ব আবাদ-পথে অভিযান করেছে পৃথিবী থেকে ই মাইল উ চুতে আবিছারের অভিযানে চলেছে— তার বাছে এই কান্ত্রের প্রাক্তির আবেলারের অভিযানে চলেছে— তার বাছে এই কান্ত্রের প্রাক্তির করেছে। বে অজ্যে থাকরে না এ আর অস্কৃত্র কি ? উর্ব্বেক্ত আবিদ্ধান করেছে। উত্তর মেক আবিকৃত হোলো ১৯০৯ সালের এই এবিটা আবিছার করেলন লেকটানেট রবাট পিয়ারি (Robert Peary) দক্ষিপ মেক আবিকৃত হোলো ১৯১৯ সালের ১৪ই ডিমেছর অপুনরার বাধীন ভাবে ১৯১২ সালের ১৬ই জ'রুয়ানীতে। প্রথম বান্তরের ক্যাপ্টেন রোয়ালড, আমাস্তরের ক্যাপ্টেন আরে এক কট (R. F. Scott) বিভিন্ন ভাবে দক্ষিণ মেক আবিকৃত্রে ক্যাপ্টেন করেল।

এখন, মানুষেব এই অভিযানের দিক্ থেকে উত্তর ও দিক্
মেচর পার্থকা বৃথিয়ে দিই। এক দিক্ থেকে দলিব মেক উত্তর মেলুল
চেরে পুর্গম, উত্তর মেকতে বাধ্যা অংশলারত সোজা। উত্তর মেলুল
পুর ক'ছেই তিনটি মহাদেশের প্রাক্তভ্মি—এলিরা, ইরোগোল
আমেরিকা। ম্যাপ থুলে দেখবে বদি প্রীবলাণ্ড, নোভা কেম্বল
(Nova Zembla) বা লিপ্স্বার্গেন (Spitszbergen)
বীপগুলির উত্তয়ে স্থান থেকে যাতা করা হায়—অংলা ভোমার
আহাল এমন হওরা চাই বে ভাসমান বর্জের জুংপ র'কা থেকে
ভোলে না বাহ—ভাহলে থানিকটা সাল (প্রায়ত ত মাইল)
পার হলেই, ব্রাক্টাকা অঞ্চলে পা দিয়ে একিয়েয়াও মেলুল
সাহাবো উত্তর মেল পৌছান বার। অংলা কথাটা বল্লাম বেক্
সাহল ভৌতে, কাভটা অত সহজ নর। বহু বার টেটার প্রায়ম্ব এই মেলুভে পৌছতে প্রেক্তে।

এদিকু থেকে দক্ষিণ মেক্স অভিযান বহু গুণ ছুগ্ম। প্রায় 🌞 🕶 মাইলের অধিক গুল্কব সাগ্র পার হয়ে তবে এর কাছাকাছি **শৌহন বার। আ**র একটা মজার কথা কি জানো? উত্তর মেক **শিক্স জলের মধ্যে, অবশা সে জল বর্ফ চরে আছে। অকলটা** ক্ষিনেকটা পৈয়ালার মত, পেয়ালার চারি পালের ধার হোলো এশিরা, **ইয়েবোপ ও আমে**তিকার সীমাস্ত তেখা। অপর পক্ষে দক্ষিণ মেক্স 🐃 🕶 হলো একটি বিরাট স্থলভাগ, অবশা বরকে ঢাকা। এই ৰ্ভুল ভাগে পৌছুতে প্ৰায় ১৪০০ মাইল সমুদ্ৰ পাৰ *হ*তে হয় এবং 🎒 সমূত্র আরে সব সময়েই তবক-সমাকৃত এবং ঝটিকা-বিকুত। 👣 তাই নর, এই বে স্থল ভাগ—এটা সমতল ভূমি নর বে লেজ' করে মেক্র-বিব্দুতে পৌছলাম। একে তো চারি ধারেই বরক আৰু বৰক—ভাৰ উপৰ উঠছে হবে ক্ৰমাণত উচুতে, অন্তত: \$॰,॰॰॰ কুট উঁচুন্তে উঠাল ভাবে মেকুবিন্দু পাওয়া বাবে। এই ব্যাকের ভূপ একটা টুপির মত এবং এই বরফের সর্ব্বাপকা **বেশি** পভীৰতা হলো প্ৰায় ২০০০ ফুট। এই ভূপের উপৰ ब्रिट्ड উঠ কবে দক্ষিণ মেকতে প্রীভান বায়।

এই মেক প্রানশের আয়তন বড় কম নয়। এটি একটি বিরাট ক্ষুৰ্বিয়ন্ত স্থল ভাগ। এর আহতন পঞ্চাশ কক বৰ্গ-মাইলেরও মিনি, অর্থাৎ রাশিরা বাদ দিলে ইয়োরোপ এবং অট্টেলিয়ার বা 🗮 বিভন ভত্তী। এটা একটা মহাদেশবিশেষ কেবল জনমানৰ-🖬। উত্তৰ মেক অঞ্চল ৬ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখার মধ্যেও 🗪 ছাতঃ **लि नक न**बनावी अवर नामा क्षकारवय कह-कारमायाग्यव योग शास्त्रा ষ্টাৰ। এট বেখার মন্তবে বহু প্রেকাবের মূল্যান বুক্লাদিও পাওয়া 🏙 । কিন্তু দক্ষিণ মেরু চলো বরফের মরুভূমি—ভরুলভাগীন, 🗰 শানৰ হীন, নিজীব মহাদেশ। আছে কেবল তুমুল পশ্চিম-मुर्मावाशे बड़ वा निवस्ता खवार्य वहेरहा। छात्र श्व এव हात भारनव विकास अरम भरजरह वड़ वड़ वरतकत है। है दे देवस अकरी **টার্ট কোন বকমে দক্ষিণ মেরু প্রেলেশের ভীরেণ সঙ্গে হিমব'ছেব** क्षीया—बादक वना इव Glaciers—সংनग्न इत्य चारह। ७३ য়িইএর আরতন প্রায় ফ্রান্সের মত। ১৮৪১ সালে ক্যাপ্টেন **দার্কনদ বখন প্রথম** এই বরফের স্তুপে পৌছান, তখন এর উচ্চতা क्षिण्ड (शदक २०० कृते।

আই মেক আলেশ কয় করবার অভিযান আরম্ভ হয়েছে ১৭৭০ দাল থেকে। বোড়শ পভাকী থেকেট লোকে মনে করতো দক্ষি দিকে কোথাও একটা ভৃতীয় পৃথিবী (Third World) আছে। ভৃতীয় কেন জানো তো । আমেরিকা হোলো বিতীর দৃষ্টিনী—এখনো একে বলে New World.

এই তৃতীয় পৃথিবীর অন্তুসদান বহু বার চরেছে—কিন্তু মেক কলেশ অন্তুসদান করবার প্রথম প্রচেটা হর ১৮১১ সালে। ঐ দালে বৃটিশ গ্রুপ্রেটির নির্দ্ধেশ হ'টি জালাজ বাত্রা করে কালার উদ্দেশ্তে। একটির চার্জ্জে ছিলেন ক্যাপ্টেন রস—উার কাল্যুজের নাম হোলো 'Erebus' আর একটির চার্জ্জে ইলেন ক্যাপ্রায় ক্রোজিয়ার (Crogier)। তার জাল্যুজের নাম ইলো 'Terror'। ক্যাপ্টেন রস স্বক্তক তিনটি অভিযান করেন। কিন্তু বন্ধু চেটা সংখ্য খাস আন্টার্টিক অকন প্রিছতে গানেন্দ্র। প্রী ক্রেড্রো সংক্র ক্রিল ১৯১১-১২ স্বালে। প্রথমে ক্যাপ্টেন আষাগুলেন এবং পরে ক্যাপ্টেন কট দক্ষিপ মেক আবিষার করেন। আষাগুলেনের অভিযানের গোড়ার উন্দেশ্য কিল উভর মেক্ষর অভ্যানেন। কিছু শেবে তিনি তাঁর উন্দেশ্য পরিবর্ত্তন করেন এবং দক্ষিপ মেক্ষর অভিয়ুখে তাঁদের আহাছের গাঁভ কেরান—তাঁর ভাহাছের নাম ছিল ফাম (Ficm)! এই অভিযান কম্পূর্ণ গোপনীর ছিল। আফ্রিবার পাল্যমাছত ম্যাছিরা ইপ্থেকে তাঁদের জাহাছ কোন বন্দরে না খেমে রস্কাস (Ross Sea) রস্কাসার পর্যান্ত গলে বিশ্ব। কাছেই পৃথিবীর কাছ খেকে এই অভিযানের সংবাদ সম্পূর্ণ কথাছিল। তার প্রবাহ জন সভা ভানের পারে ছি (Ski) জুতো বাধা, এবং বাহান্নটি কুকুর সঙ্গে নিয়ে তিনি ১৪ই ডিসেশ্বর দক্ষিপ মেকতে পীছান।

এবই প্রার এক মাস পরে ১৬ই জ রুহারী ১৯১২ সালে ক্যাপ্টেন ছট আকাদা পথ দিয়ে দক্ষিণ মক পৌছান। ছটের জাকাজের নাম ছিল টেরা নোভা' (Terra Nova) নৃতন পৃথিবী। এর আগেও প্রায় ১০ বংস্থ আগে ইনি আর একশার টেই কংছিলেন দক্ষিণ মেক অরুসভানের কক্ষ, বিস্তু বার্গ কয়ে কিবে বান। লাই বিভীয় অভিযানের কক্ষ তাঁর দক্ষ যথেষ্ট ক্ষেত্রতিন বার্গ্র পর হ'ল করেছিলেন। পনি, মোটরে টানা ক্ষেত্রত্ব কুকুর, কেচুর গাওদল্য সবই ছিল, বিস্তু মালুখের ভাগানিহস্তা তো মালুয় না। কালে থাকে নেমে ক্ষলপ্রথ অবাধ বরুকের ওপর দিয়ে মেক অভিয়াপ হলন বার্গে কক্ষ কলে — লেখা গোলা ক্ষেত্রের মোটবেওলো অনুল করে গোল এবং শাহ তান কি হিমে পনিভালা পরাক্ষ একে এক মরে গল। এবং শাহ তানের অদমা চেটা ও মনের দৃঢভার বধন দক্ষিণ মেকতে পৌছলেন, দেবলেন বরুকে প্রোধিত একটি কালো পতাকা আমাওগেনের চ্বা যোবাল করেছ।

কিন্তু এইখানেই এই কাজিনীব শেষ নহ। ভয়ক্ষণ খাদিবলেন। আবহাওয়া আতান্ধ প্রতিকৃত্য। বজে অল কবা নহ বাদ বহক করা হাওয়া বইছে অনববত। আই এবা তাঁর চাব জন সদী লবক কেন চলচেন। কিছু পুর গিরে উগদের এক জন সদী ইল্পে (Evans) বরকের উপর পড়ে গেলেন। আর উঠাজন ন আনিক পরে আর এক জন—উট্টা—নির্ভিলর প্রবাল হারে পড়ালন বৃষ্ঠালন তাঁকে বরে নিরে বাওয়া মানে সন্ধালেরও মৃত্যা বিনি আর পাথে গিরে নিজের জীবন অবসান করলেন। তার পার এই দলের আর কোনো ধবর পাওয়া বারনি। প্রোর আর্থ মাস পার তাঁকের তাঁবু দেই বরকের উপর আবিকৃত হয় এবা অটের নিজের ছাতের লেখা থাকের বার । ভারেরীতে ২১লে মার্চ ভাবিখের তলার লেখা আছে—"The end cannot be for— I do not think I can write more"— মৃত্যু আর বেশি গুরে নেই, আর লিখতে পারবো বলে মনে হয় নামে।"

### মুরগীচোরের কাহিনী শুনীরেজহুমার বোব

বোজন শতাকীৰ কথা। ইংল্যাণ্ডে তথন চগছে বাণী এলিজাবেশের মুগ, সেই সময় ইংল্যাণ্ডে ছিল এক মন্ত্রীক্ষার। অভানে শক্ষেই অবলাক কে মুখনী চুবি ধরেছিল। কিছু অবশেবে সে এক দিন ধরা পাজ্য। তাকে নিরে বাওরা হোল সেই প্রেদেশের গদপ্রের কাছে। গাল্ডশির বিচারাস্থ্য তার প্রতি ব্যৱদণ্ডের আমেশ দিলেন। বেত খাওরার পর অপরাধী ভারতে লাগল কি কবে সে এর প্রতিশোধ নেবে। অপমান—ইটা দারুণ অপমান হরেছে তার। অনেক ভেবে সে ঠিক কঃ পত্ত—পত্ত লিখেই সে প্রতিশোধ নেবে।

যদিও সে এব আগে কোন দিন গল্প বা পপ্ত বিচ্চুই লেখেনি, তবুও সে সাবা বাত মাধা থামিকে কঠোব পবিশ্রমের পর অনেক কানকুটি করে একটা পদ্ধ লিখে ফেলল গভর্ণব্যকে বান্ধ করে। তার পর সেই পদ্ধ প্রচার করে দিল সাধারণের মধ্যে। কিছু গুরু এই টুকু মাত্র বংকই সে মনে মনে সম্ভুই হতে পারল না। অবশেষে সে সেই কবিভাটা একটা কাগকে লিখে নিয়ে গিয়ে চুপিসাড়ে কাগভাটা গভর্ণবের বাড়ীর সামনের ফটকে টাভিয়ে দিল এক কর্জুকার বাতে।

সকলে বেলায় গভৰ্ণবৈৰ এক চাকবের চোথে প্তল দেই কবিডা-লেপা কাগজনী। সে তৎক্ষণাৎ সেটা নিয়ে গিয়ে দিল গভর্ণবের গালে। গভর্ণবি ভাগন সপরিবারে প্রান্তবালে বাস্ত ছিলেন। দিনি কবিতানা পাড়েই সজোধে এক গান্তীর ভবার ছাড়লেন। সেই মুলুপ্টে সেই চাকবের চাকরী গোল। কারণ গভর্ণবি ভেবেছিলেন, চাবব্দী নিশ্চয়েই লেকাপ্ডা জ্বানে এবং সে নিশ্চয়ই লেখানা প্রচ্ছে।

এৰ প্ৰেট গাল্পিৰে কোপদৃষ্টি গিছে প্ৰচল মুৱগাঁচোৱের উপৰ। কাজেট গে কেচবাকে দেশছাভা কোতে চোল।

অনেক বছর পরে ধথন মুরগীণচার দলে ফিরে এল তথন তার মত লাগী আর শুলেখক দেশে আরে বেশী নেই!

লোমরা বোধ হয় ভাবছ, "এই মুবগীচোব কে গুঁ এই মুব্যিনেটে হচ্ছেন স্থপ্তসিদ্ধ ইংবাজ লেখক সেক্সপিবর।

এট ভাবেই এক সামার মুরগীচোর হয়ে উঠল এক জন দেশ-প্রতিম্ব লেগক।

> বিষ্ণুগুপ্ত শ্রীরবিনর্ত্তক

> > 78

বুচৰ নিৰাদে শক্টাল বল্লেন—'ভাব পৰ—' ?

তাৰ পৰ — চন্দ্ৰপ্ত ব'লে চল্লেন—'তাৰ পৰ—এই দিনাদৰ হাতে আমি হলুম বন্দী। সেকেলাবেৰ প্ৰধান সেনাপতি চেনুৰাস্থা নিকেটবেৰ প্ৰবল উল্লাস ভাতে—অন্তঃ তাঁৰ মুখেব ভাব দিন আমাৰ ত তাই মান হ'ল। পৰেৰ দিন বিদাৰ হৰে—আমি ত বৃষ্ট্ৰম আমাৰ দিন কুৰিবেছে! কিন্তু একটা সন্দেহ কেবলই মনে জাৰ্গা, ছিল—আমাৰ না হব প্ৰাণটাই গেল—কিন্তু শুলেবেৰ কথা বিখা ত হ'তে পাৰে না—ভিনি আমাৰ কি বিদেশে বেঘোৰে বংনেৰ হাতে প্ৰাণ দিতে পাঠালেন—এভটা ভুল তাঁৰ ত হ'তেই পাৰে না'।

াপৰি গলায় এই কথাওলি এক নিখালে ব'লে চন্দ্ৰপ্ত যেন ইাফিবে প্ৰাণান এই কথাওলি এক নিখালে ব'লে চন্দ্ৰপ্ত যেন ইাফিবে প্ৰাণান ব'ল চন্দ্ৰপ্ত যান বালিক ভালিৰ মুখেব দিকে তাকিবে দেখুলেন বে তিনি গালীৰ খ্যানে বলৈ ভালিৰ কুৰিই কুৰি। প্ৰাণান কুৰি কুৰিবাৰ কুৰিব কুৰিবাৰ কুৰিব কুৰিবাৰ 
কাঁপ্ছিলন। চন্দ্ৰগুপ্ত আবাৰ ব'লে চললেন 'দিন সেল 🐗 বাত—আমার তাবুৰ সামনে খোলা তবোয়াল হাতে চার তন ববল আমার যদি হাতে হয়ে থাক্ত— ভাহ'লে চাই ভন কেন বার জনের শির নিয়ে পালাতে পার্ভুম। **বিভ্** নিরত্ত আমি—ভার হাতপা বাঁধা। রাত ধ্থন প্রায় **আড়াই** প্রচর—তথন একটু ভক্রা এসেছে—কি ক'রে যে এল 🖦 আমি নিজেই এখন ভেবে পাই না— সকাল হ'লেই পার শিরশের্ নিশ্চিত, তার ধুম বে কি করে আচ্ছে—এ ামি নিজেই ভেবে পাই না। স্বই বোধ হয় বিধাতার দীলা! **ধাক্-ৰেন** ৰপ্লের যোরে মনে হ'ল—কেউ আমার ভাক্ছে— আমার নাম ধ'বে— বদিও নামটি ভড়িয়ে ভড়িয়ে উচ্চারণ কংছে—'সাণ্ডা কোটাসৃ'— া 'ক্তাপ্ডা কোটাস্'—এই ভাবের বিকৃত উচ্চারণ করছে। **আমি ধুম**্ থেকে ধনমড়িরে উঠ তেই কে অংমার মূপে হাত চাপা দিলে—ব্ৰকুষ এ লোক বেই হোক্ আমায় অন্ধকারে হত্যা করতে আদেনি—কার্ব আমায় মারবার ইচ্ছ। থাক্তে সে অনাহা সই অনেক **অংগে কাল** শেষ করতে পাৰত—হ্ম আমার আর ভাঙত না। **আমি উঠে** বণ্তেই সে লোকটি এক হাত আমার মুখে চাপা দিলে—বৃষ্ণসুষ্টু কথা কইতে বাবণ কংছে—চুপ ক'বে বইলুম। তথন সে লোকি তার হাতের ছুবি দিয়ে আমার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলে আমি ত উঠে দাঁড়ালুম েল তথন আমার হাতে **যবন** *সে***লাছ**ু সাজ দিলে—ভার ইঙ্গিতে বুল বুন—,স আমাকে ঐ পো**ষাক পরভে** বলছে। বলের পুতুলর মত তাব ইক্তিত মত হবন সনাসাহসুমা 🐒 মাথায় শিংস্তাণ, কাঁকালে কোমবনদ্ধ তার দক্ষে তরোধাল আঁটা পাতের হাটু অবেধি ঢাক চাম্দাব জুতো। এর পর সে দিল ছুৰি একখানা, একটা ঢাল, একখানা চাদর আব বড় একটা বৰ্ণা 🕯 তার পব হাত ধবৈ আমায় কাবুর বাইবে নিয়ে এল। **চালের আলেয়ে** দেখ্লুম-লোকটি এক জন ধংন-বহুদে প্রেট্ ছলেও মুবকেরই মার্ কুম্ব দেখ্তে—অক্ত প্রারাদের সেই বোধ হয়—স্থার—ভারা আর তিন জন পাহার। ধারা দোরে ওবে মুমিয়ে পড়োছল ভালেই চেয়ে এর পোষাক ভমকালো। লোকটি ইদাবায় বোঝা**লে বে ভার** দেওৱা যে পানীর থেয়ে ভারা হ্মিয়ে পড়েছে—হাতে নেশাৰ-ভিনিব মেশানো ছিল। এর পর আমাকে হাত ধ'রে সে টেকে নিয়ে গেল ধবন-শিবিবের গণ্ডার বাইনে বনের মধ্যে—দেশসুম অ'মাব বোড়া দেখানে এক গাছের ডালে বাধা রয়েছে। তথ্য বুকতে বাকি রইল নাবে এই লোকটি আমায় পালাবার **কভে সাহাস্ত** করছে। আমি কৃতজ্ঞতায় মাখা ন<sup>†</sup>চু করলুম—ধবনের ভা**ষা** জানি না—কোন কথা বলতে পাবলুম না। কি**ৰ লোকটি পরিভার** কথা বল্লে পঞ্চনদের আনেশিক ভাষায়—বল্লে— আপ্ত কোটাস্'! আমি বাধা দিলুম—'ভাৰু।কোটাক্ নয়—চক্ৰতত্ত'। তথন সে আবার বল্লে—'আমাদের এক জন সেনাপতির মুখে আপনার না**র** তনেছিল্ম-ভাত কাটাস্-তাই এই ভূল উচ্চারণ করেছি-মাপ করবেন! চন্দ্রগুর আপনার বীরত্ব দেখে আমি মুক্ত হয়েছি— তাই আপনাকে বাঁচাতে আমি নিজের জাবন বিশন্ন করেছি ? হয়ত আমাদের বীর সন্ত্রাট্ সেকেশরও আপনার প্রশংসা করতেন ৰ্দি না আমাদের ভক্ষণ সেনাপতি সেলুকান তাঁকে কুমমণা বিভেষ 🛭 व्यवस्थित करे स्थानकिक का गरिया। केंद्रिसे सामानामा स्थान

আপুনাৰ শিবশ্ছেদ হ'ত। আমি আপনাৰ হলে মুক্ত—তাই আপনাৰ জ্বিষ্ণ চাই। আপনি এই পথে পংলান—পথ আপনাৰ নিশ্চয় জানা লাভে। সাবা বাত সাবা দিন ঘোড়া ছোটাবেন—থামবেন না— শিবশ হয়ত আপনাৰ থোঁজে সেনাবা বেকতে পাবে'।

চম্মন্তব্যের কথা ওন্তে ওন্তে মহামন্ত্রী শকটালের চোখ ছ'টি বেন বিবিদ্ধে আস্তে চাইছিল—বিদ্ধ চাণক্য পাবাণ প্রতিষার মতই কলেন—অমি তথন জিল্লাসা করলেন পর্বা কি তুমি আমার প্রাণনান করলে। সে প্রেটি সৈনক, করামার আবার পরিচর কি । নাম আমার প্রাণিটগোনাস্। আমি অধন গ্রাণিটগোনাস্ক সর্বেহ আলিছন করলুম। তার পর সে তার শিবিরে কি র গেল—আমি ঘড়াছ টুটিয়ে দিকুম আর্ধ্যাবর্ত্তের দিকে।

় শক্টাল্ এবার কথা কইলেন—'তার পর ? পথে আর কোন বিপদ্ বা বিশেষ ঘটনা ঘটেনি ত ?'

চক্রকণ্ড হেসে উত্তর দিলেন—'ওক্লদেবের কুপায় আর কোন বিশাদ আমায় স্পর্শ করতে পারেনি বটে, তবে ঘটনা ঘটেছে একটি আতি অভূত'।

मक्छान-'कि वक्य-छनि' १

চন্দ্রগুল-'দে রাতেব শেষটুকুলপবের দিন বন্ধু এটা নিগোনাসের শ্রামণ মত খোড়া ছোটালুম এক দমে। পরেব দিন সন্ধা হয় হয়, ভাষান মনে হ'ল যে মাখাৰ ভিতৰ বোঁ বেঁ! ক'বে প্ৰছে। চাৰ ্**লালে** নিবিত্ত বন—কা'ছ একটা সবোৰৰ ৰণ্ডে পেৰে ভাৰ পাছে ৡৠছা খেকে নেমে প্তলুম —ভা ব্লুম, একটু লিবিয়ে নিয়ে সংবাৰৰে 📹নে ক্রব—ভার পর খনের ফংম্স কিছু খেরে নিবে আবার— 🎢 ওলা হব। এই ভেবে বোডাটাকে দিলুম ছেডে— থাতে দে একটু 🕸 🖪 ছাস জল গেয়ে ভিকতে পাবে। আমি সারাবরের পাড়ে ্লৈচি কচি সৰুত্ৰ ঘাসের দিপর গাছের পোষাকণ্ডলো খুলে বিভিন্নে ্রীরন্ত্রয়— বামে সেগুলে। ভিজে গিয়েছিল। আমার তথন এমন শক্তি ্রীক্রল লাবে, স্বোব্বে নেমে মুখ-হাত-পাবুরে আসি। আমি নিজেও 🛊 খাদের বিছানার গড়িরে পড়লুম। তেবেছিলুম—এবটু গড়াগডি বিহার উঠে স্থান করব। বিশ্ব এতই ক্লাক্ত হবেছিলুম—আর ক্ষরেবরের ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু এড মিটি লাগছিল যে সঙ্গে সঙ্গে যুমে শ্বলৈৰ ভ'বে গেল। কতকৰ গুমি'হছি— ঠিক নেই—হঠাং বেন ক্ষমন উপর কিসের স্পর্শ পেরে বুমের চট্কা স্তে গেল-দেখি আৰু পালে অন্ধকরে বেল যন হ'বে নেমে এগেছে। আর আমার शिक्षा व'त्म এक व्यकाश क्लादलमा मिरह। यथन प्रसिद्ध शाइहिन्य, জ্বৰ আমাৰ সাৰা গাবে যাম ছুট্ছিল—সিংচটা তাৰ স্থা স্কুলকে 🎮 দিৰে দেই গায়েৰ ঘাম চেটে নিচ্ছিল। মূখেৰ উপৰ ভাৰ ্রাই মিবের স্পর্ণ পেরেই আমার তন্ত্রা ছুটে গিবেছিল'।

্ শৃষ্টাৰ্ বিভাৱে টেচিয়ে উঠ্বেন—'কি সৰ্বনাণ। ভার পর 'ক্ষাৰ প্ৰ—'?

চন্দ্ৰভণ্ড আমি তাড়াতাড়ি উঠে বস্তেই সিংচী আমাকে আক্রমণেৰ চেটা না ক'বে পোবা কুকুৰেৰ মত দেল নাড়তে নাড়তে আমাৰ চাৰ দিকে এদক্ষিণ কৰতে লাগ্ল তাৰ পৰ বাবে বীৰে অনেৰ মাৰে চুকে সেল বুৰ বেকে গুৰু ডেসে আস্তে লাগ্ল ছিল বেন একটু আনন্দের আনাস—ায়ন সে বহু দিন পরে এক বছুর দেখা পেরেছে—এম্নি একটা ভাব'।

এতকণে শকটাল ভার বন্ধ নিধান ছেড়ে বৃদ্দেন—'কি আদুক্র ! এ ভগবংনেরই অফুগ্রহ'!

চক্রছেগু মাধা নীচ ক'বে বললেন— নিশ্চয়। তার উপর ইংক্রেবেরও কুপা—নইলে ছ' ছ'বার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে কে বন্ধা পার'।

এইবার কৌটিলোর ধ্যানে স্তিমিত চোধ হীবে ধীবে ধুলে গোল। তিনি চাইলেন চক্রছণ্ডের দিকে—নয়ন থেকে তাঁর মেন করুণার মধুগারা ক্ষ'রে প্রভাৱন উল্লেখ্য বে দৃষ্টির সাম্নে ম'থা নীচু ক'রে লুনিয়ে পাওলেন তাঁর চক্রণে। প্রেচন্তরে চক্রগণ্ডের মাধার হাছ রেগে তিনি কোমল স্থার বললেন—'রুগল। তুমি আবিয়াবর্তের ভাবী সমাট্—ইপাবের এই নির্দেশ পাওরাক্স তোমার কাছে ব'রে এনেভিল। এ প্রয়ন্ত দেবতক্ষ আবে অসুস-গুকুর দুলার আমার দৃষ্টি কোধাও বাধা পার্নি। আমার ক্রার তুমি বিধাস ক্রতে পার'।

চন্দ্রপ্ত মাধা ত্লৈ করছোছে বল্লেন— প্রভূ! স্ফেক্রের সাহারের কলে তাঁব কোগের অভন মাধারে উপর নিয়ে ফিরে এনেছি। অসহার আমি— ক উপায়ে প্রবল্ন ক্লারান্ত সংগ্রহ করব ? যদি বা আপনাদের রূপায় - কা রাজানের সেনাদের গাহ ক'রে যুদ্ধ কিতি, তবে আলাছ বছন সংগ্রহরে আলুমানের সাহে কিছুতেই দিছাতে পাবন না। দিবিভয়ী এ বছর কিবে যাঙ্গেন বটে, বিস্তু আলামী বছরের বর্ষ ব পর ভিনি যে আলাহ নাংছ আক্রমণ করতে আলুমান — এ বখা আমি এটা টিলোনাদের ভূলই ভান এনেছি। সে আক্রমণের গৃতিরোধের শাক্তি আমার যে গ্রেই না—তা আমি বেশ বৃদ্ধি।

এবাৰ কৌটিল্য কাঁৰে স্বভাগ-শুলভ কুটিল ভানি নীবাৰ ভাষে বললেন—'বৃষলা দিবিপথী সেকেশৰ এ বছৰ ভাৰতেৰ প্ৰতে গ্ৰহম কৰতে না পোৱে পাৰাপ্ত পালিয়েছন। আগামী বছৰ এমনি দিনেৰ পৰ ভাঁকে ব্যাধিলন নগৰে বিবলিনেৰ ক্ষ গোৰ কুলুলে ছৰো। বৰ্বা কাটিয়ে ভাৰত দগল কৰতে আগাৰ আগাৰ আগাৰ কিনি পাৰেন না—আমি আৰু আমাৰ বন্ধু ইন্দৃণাথা ইবি কোটী গণনা ক'বে এই ভবিষয়ৰ স্বল্যুকু কেনেছি। ভাৰ পৰ কাৰ এক কথা। তুমি ভাৰছ—পুৰুৱাৰ ভাঁৱ বিপুল দৈজ নিয়ে বাৰ কাছে হেৰেছেন—তুমি সেধানে কি ক'বে ভিতৰে! ভয় নেই! সেকেশৰ আৰু ভাৰতে আগ্ৰহন না—ঠাৰ স্বয়-ক্ৰা দেশগুলাৰ উপৰ প্ৰভুক্ ক্ৰবাৰ ইছাৰ ভাৰ সেনাপতিবা গৃহবিবাদ আৰম্ভ ক'বে দেবন—ভাৰত-ভয়েৰ প্ৰবোগ ভাঁৱাও ছেলায় ভাৱবেন'।

এবার চন্দ্রগুত্ত জিজ্ঞান্ত ভাবে আবার প্রশ্ন করলেন—'প্রসূত্র। আপনি কি আনেন—এই এ্যাণিটংগানাস্ লোকটি কে'?

কৌটিল্য— লোকে— অন্ত হ: ববন দেশের লোকে ব'লে থাকে— সেকেন্দরের শিতা কিলিপ এটিলানাগেবও পিলা। তবে এটা কিলোনানের মা গরীবের মেরে ছিলেন ব'লে তাঁকে ফিলিগ রাজরাপীর আনন দিতে সাহস কবেননি। একতে সাধারণ লোকে এটা কিলোনানের আন নিবে অনেক কুৎসা রটনা করে। আগনে



#### ত্ৰীৰল্যাণকুমাৰ সোম

কৰিতার ছোট বেগন স্বিত।
বাবে বাবে আসে মোর ঘরেতে,
বলে, 'তুমি বিখ্ছো কী কবিত। গ'
হেগে-হেসে মৃছ্-মধু স্বরেতে।

ভূল্ভূলে ফুট্কুটে মেয়েটি, একরাশ কোঁক্ডানো চুল ভার, আমি বলি, 'রোসো কাজ সেরে নি।' ছুটুমি করে ভবু বার বাব

বলে মোরে, 'চুপ্চাপ্কী করে। : কাল বুঝি আব তব কিছু নেই গ' হেশে বলি, 'এই মেয়ে, কী করে। ' বাধা তবু মানে না সে কিছুতেই।

চঞ্চলা দৰিতা হেলে কয়.
'এখন লিখো না জুমি কবিভান'
মেয়েটার এতোটুকু নেই ভয়,
গল্পানাতে বলে দ্বিভান

কী করিব, স্থক্ক করি গল,
'থুব বড়ো ভালো রূপকথ: চাই,
মানিব না এভোটুকু অল'—
খুকীর হুকুম আমি.গুনে যাই!

অর্ডার করি ওর সাপ্লাই, সহসা স্বিতা কহে, 'এই শেষ ?' বলিলাম, 'এর পর কিছু নাই।' রাগিয়া মেয়েটি কহে, 'বেশ, বেশ !

ভূমি তো কিছুই দেখি জানে। না, বংশ গুধু থাকো এই ঘরটায়, তালো মোরে এতোটুর বাসে। না'— সবিতা দাভালো উঠি শেষ্টায়।

'লক্ষীট, রাগ ভূমি কোরো না, শোনাবো ভোমারে আমি কবিতা।' 'মোর কথা কভু তুমি শোনো না, কিছুই চাহি না।' বলে স্বিতা।

ওর রাগ চেথে হাসি আফে মেরে, ভূল্ভুলে মুখখানি ভূলে কম, 'পাগ্লামি করো ভূমি দিনভোর, ভোমার এখানে আসা বথা হয়।'

কবিতার ছোট বোন স্বিতা, যাওয়া-আসা করে হেওা বার বার ;
আমি আজ লিখিব না কবিতা—
গল্ল লিখিব আজি স্বিতার।

তিনি সর্বাদাই আপনাকে সরিয়ে রাখেন লোকের চোথের সাম্নে হ'তে। সেকেন্সর প্রলোকে গেলে পর ইনি কিছু দিন প্রবৈদ্ধ পরিচাপে রাজ্য করবেন—তথন সেলুকাস্ নিকেটর পরিচত এব সঙ্গে লড়াইয়ে স্থবিধে ক'বে উঠ্ছে পারবেন না। পরে রণক্ষেত্রে বীবের মন্ত এঁর মৃত্যু হবে—তবে ভার এখনও বহু বিলম্ব'।

চিমাণ্ড ক্র' প্রাছ । 'নিকেটর' পাজের অর্থ শুনে এসেছি— 'বিজয়ী'। সভাই কি সেলুকাস থুব কুশলী সেনাপভি ? বরসে ত মনে হ'ল ভক্ষণ সমাটের সমবরসী—কিংবা ছ'-এক বছর এদিক্ ই'ডে পারে। এই জন্ম বরসে সভাই কি ভিনি থুব বড় জানাপতি ই'রে উঠেছেন' গ কৌটিল্য— ভাতে আব সন্দেহ কি ? তবে সেকেশবের মুক্তুর পর—সেলুকাস্, এয়া তিগোনাস, এয়াটিপেটার প্রভৃতি সেনানারকবের চেষ্টার বাজ্য ভাগাভাগি হবাব ফলে অচিরেই ববন-সামাজ্য ধরে হরে বাবে—এ আমি দিব্যগৃষ্টিতে দেখতে পাছি। কিছ বুজল। তুমি তখনও থাক্বে—অক্ষয়, অচল, অটল। ঐ সেলুকাস্কেই এক দিন তোমাব পারে ধরতে হবে। বাক্—সে সব কথা, আপাজ্জর আমাদের কাজে নামা রাক'।

हम्बद्ध ७ मक्टोल—'वश बाका'।

্ৰেত তাড়াতাড়ি এমন একটা সমস্তাব সম্থীন হইতে হইবে, ভাহা ভূপেন এক-बाबक ভाবে नाइ। विकास बावू झेबरवन छेनन वज्ञा विद्या वडिंग महत्व निःम्हञ्च इहेत्नन, ভতটা সহজে সে নিশ্চিম্ব হইতে পারে কৈ 🌣 প্ৰায় সভৱা এক যাস ইহাদের ঘৰে বাস কৰিয়া <sup>ং</sup> **ৰাজিয়া ও অ**ভাবের বে চেছারাটা সে দেখিয়াছে. <sup>ু ভাহার</sup> পরও চুপ কবিরা বসিয়া থাকা, আর विका भूजिक मृजूरव माना छेलिया क्लिया এकहे স্থাপার। একবার সে মনকে বুরাইবার চেষ্টা

ি করিল বে, সে ত কল্যাণীদের কেহ হয় না—সেও বেমন অপ্রত্যাশিত ্ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, ভেষনি ভাবেই হয়ত আর কেহ আসিয়া পঞ্জিৰে, জগৰাৰ কাহাৰ মাৱকং কথন কি সাহাৰ্য পাঠান ভা ি বেলিতে পারে: কিভ তবু শেব পর্বা**ন্ত** স্থিব হইয়া থাকিতে পাৰে না। কেমন বেন একটা অবস্থি বোধ হয়—কেমন বেন নর্মকা নিজেকে অপ্যাধী বদিয়া বোধ হয়। বোক্তমান দেই ৰীৰ্ণ মুখে সেদিন যদি কোন অভিযোগ থাকিত, কোন ভৰ্মনা থাকিত কিবা কোন আলাও থাকিত তাহা হটলে বোধ হয় সুপেনকে এতটা চঞ্চল কৰিতে পাৰিত না: অভিযোগের মধ্যে বে ্ক্ৰীলাভদেৰ কথাটা আছে সেটুকু আশাও সে মেৰেটি বাথে না, ্ল জানে এটা কত অসম্ব । ভূপেন তাহাকে শইয়া যদি আরও খানিকটা খেলা কবিত তাহা হইলেও বোধ হয় কল্যাণীৰ মনে আৰু इकान महाकना. কোন আশা দেখা দিত না। গে ভানে এ আশা ভাষার অভার, এ করনাও অসম্ভব। ভূপেন জনেক উচ্চত, ক্ষিপেন অনেক অপূব—কল্যাণীৰ মন্ত মেরেব কোন তপ্তাই তাহাকে **ওঁটান দিন ধরিতে** পারিবে না ।···ভাই সেদিন ভাহার চেতি 👽 নিৰ্বিভশ্ব বেদনা ও হুংগেরই একটা মন্মান্তিক অভিব্যক্তি ফুটিরা ্ **উটিখুছিল।** সেই হঃগই ওধু নিবেদন করিয়াছিল সে ভূপেনের পাতে মাধা রাখিয়া—অবোগ, মৃক এক প্রকাবের তুঃধ, বাহ। প্রতিকার **বৌজে না, দেবতার পারে নিবেদিত হইর। নিশ্চিম্ব হর**।

छेगांत जन्म जारक शक्ता। এই धनामहारक वीकाव कविया **লইরা নেরেটিকে** বিবাহ কবিলে কোন কথাই কাহারও বলিবার भारक ना ।

क्षि विवाह करा ? श्रथम ? श्रे (अरहिंदिक ?

ভাহাৰ সমস্ত অভবাদ্ধা বলিব। ওঠি—না, না, এ অসম্ভব। এ ক্ষমত হইতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি বন্ধন সেমানিরা महेरक भावित्व ना।

এক দিন শিক্ষকতার কাজ সে শইরাছিল নিভান্তই সাময়িক ্**জাবে, উন্নতি**র পথে সোপান হিসাবে কি**ন্ত আৰু** ভাছাৰ ্**পুটিভলী বল্লাইয়াছে, আ**জ বৃথিৱাছে বে ঈশ্ব বা অদৃষ্ট—বদি ্ত্ৰী স্বৰুষ কোন একটা শক্তি থাকে ত গে শক্তি ভাগকে এথানে ্**জালিয়া কেলিয়াছেন কোন বৃহস্ত**র উদ্দেশ্য সাধনের ভক্তই। আহাৰ বেশেৰ, ভাৰাৰ ভাতিৰ বত কিছু বৈভ, বত কিছু ফটিৰ ৰুল কাৰণটা সে বৃকিতে পাৰিয়াছে আসল গলদটা আৰ ভা**হা**ৰ श्राक्षामा मार्टे । मार्टे काहि, मार्ट भगत, कावित रठ विष्टु क्याबान ध प्रस्तव तारे कृत पावन त्व कवारकरे ह्यू फाराव बोबाजव



শীগজেককুমার মিত্র

बाक क्रियाशम क्या मुख्य हेर्देश मा-তৰু বৰি সে কিছুটাও কৰিয়া খাইতে পাৰে ভ জীবন সাৰ্থক হইয়া বাইৰে। সাধার**ু** ভাবে বাঁচাও সাধারণ ভাবে মবার অর্থ সে কোনও দিনই খুঁজিয়া পায় না ৷ ছেলেবেলায় স্থপ্ন ছিল অভ-খুব বড় লোক হইবে গে--হয় প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী নয়ত প্রচণ্ড দেশনেতা, এখন্ত্র বল এই ছিল ভাছার স্বপ্নের চরম কথা। কিছু আৰু সে ভাবে বে, ধ্যি একটি ছেলেকেও দে মাছুবের মত মানুহ করিয়া ভূলিতে পারে—একটি ছেলেকে৬

বদি সে বুঝাইরা দিতে পারে প্রকৃত শিকা কি. মান্তবের চীবনে व्याचानन्तात्वत मृत्रा क्छिते, बात श्राधीन मान-छाछित আত্মসন্মান জ্ঞান কী—ভাষ্ হইসেই ভাষাব ভীবন সাধিক হইয়া বাইবে। কারণ সেই বে একটি ছাত্র তৈরারী হইবে—সেই ত रेख আবার কত বীক্ষের সম্ভাবন। সেট একটি মাত্র বীম্ল বছন করিছে।

কিছ সে তপ্তার মধ্যে বিবাহ, ঘরকরা করা-বাসা বাঁদিবার ছান কোখার ? দরিছের সংসার মানেই ত পাপ। 'পাপের ছয়ারে পাপ সহায় মাসিছে। এক পাপই ত অভ পাপ ডাকিয়া আনে: একটা লাহিছ-জানহীনতা, একটা আত্মাব্যাননা মাম্ব্ৰে অব शक्छोत्र मासा नित्कल करता। शका शक्छ। लाक गर किंदू वहेरे সম্ভ করিতে পারে কিছু স্ত্রী-পূত্র-কক্সার হুংথ দেখা অভাস্ত ডীন ভাগা দে নিজে বিবাচ না কবিয়াই বুঝিতে লিখিয়াছে। আছাড়। ভাহাৰ বাবা আছেন, মা আছেন—অবিবাহিতা বোনেরা আছে সংসারের প্রতি এমনিই জনেক কঠন অ'ছে তাহাব। সে সং ভ কিছু কিছু ক্রিতেই চইবে। আবার নিজের সংসংবের বেরী

ना, ना, त्र इद ना। अभारत द्वःश कहे आरहहे। এमन स्मृत ৰত পৰিবাৰেই ঘটিতেছে। কোন একটি দবিজ পৰিবাৰেৰ প্ৰভাব মোচনের ভক্ত নিজেকে সে চিরকালের মত অভাবের মধ্যে দাবিছোর মধ্যে কেলিতে পারিবে না হটি কি ভিনটি মাধুবের ভঞ সে নিজের তপতাকে নট্ট করিতে পারিবে না। কল্যানীনের ছার্থ সহিতে হয়—উপায় কি । তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ভাষার বত আরও অনেক বড়। এই বিশেষ ছটি তিনটি লোকের কটে: কথা ভূলিলে হয়ত পৃথিবীর আবও বহু লোকের ছাথ-কট সে দূর করিছে পারিবে।

কিছ প্রতিজ্ঞা যত বড়ই চোক্—শেষ পর্যাক্ত ভাচা পালন করা কঠকৰ হইরাই ওঠে। কথাটা কাঁটার মত্রই অনোরাত্র মনের মধো প্ৰচ্-পচ কৰিতে থাকে। আৰু চয়ত কয়টা দিন, চাব-পাঁচ দিন বালেই সকলের উপবাস শুরু হইবে—এই কথাটা বধনই মনে পড়ে, তখনই তাগাদের সব কয়জনের সেবা **য**ভের স্বৃতিটা মনে পড়িয়<sup>,</sup> মূৰ্থের মধ্যকার আভাব্য বিবাটয়া ওঠে, বহু রাত্রি পর্যান্ত চোথেব পাতার জ্ঞা নামে না। বিশেষ কয়িয়া কল্যালী, ভাচার সেই স্লাগ স্তর্গ **সেবা ও অভন্ত** মনোৰোগ বাৰবাৰ ভূপেনকে উন্মনা কৰিয়া ভোগে। ভবন ক্ষেত্ৰ কৰ্ব্যাপের এক বড় অপ্যান করিরা সে কী গাছৰ नेकिया पूजिनात प्रभ मार्थ ! त्म या कविरक काहिरकर व्याप क्ष्मान्द्रज्ञाणिक त्रिक्षित्रतिवासकः समाप्तकातिकः विवादकातिकः व्यक्तिकः विवादकः विवादकः विवादकः विवादकः विवाद প্রতিদিন অবলয়ন বলিয়া ধরিতেছে। নিজের কর্তব্য পালনের জন্ত সে ব্দি কোন আর্থ ভ্যাপ করিতে না পারে ত অপরকে আর্থত্যাংগর কথা লিথাইতে বাইবে কোন সক্ষার !·····

এমনি বিধার মধ্যে ভাহার দিন কাটে। নাপারে মন স্থিয় করিছে, না পারে মন হইতে কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিরা দিতে। স্ব সময়েই দে অক্তমনত্ব থাকে, ছাত্ররা প্রেল করিয়া কথার জ্বাব পায় না, শিক্ষকরা বিজ্ঞাপ করেন।

অথচ দিনেব পৰ দিন সংবাদ আসিয়া পৌছায়—পাড়ার লোক কিছু কিছু ভিক্ষা দেয় তবে বিজয় বাবুদের মধ্যে মধ্যে সংসাবে গাড়ি চড়ে । পারাগ হয় তাহার অপূর্বে বাবুদের দলের উপর কিছু নিম্ফল ক্রোধে নিজেরই অস্তব তিজভার ভবিষা ওঠে—অপূর্বে বাবুদের কোন কভি চয় না তাচাতে ।

এমনি কবিরা অস্তবে অস্তবে কত-বিক্ষত চইতে ছইতে সহস্য এক দিন ভূপেন আবিকার কবিলা যে শুবুই পরোপকার-প্রবৃত্তি নর, তাহার এই অশান্তির মধ্যে আর একটা বড় বক্ষের পুক্তা-বোধ আছে—সে সম্বত্তে এত দিন সে, কতকটা জোর কবিয়াই. নিকেকে প্রকলা কবিয়াছে। আজ সে নিজের কাছে শীকার কবিছে বাধ্য চইল যে ইতিমধ্যেই ঐ কপ্রীনা, শীণা মেরেটি তাহার মনের অনেক-থানিই দথল কবিয়া বাস্মাছে। শেষের দিকে বিভয় বাব্দের বাড়ী সে শুধ্ বিজয় বাব্র জক্তই যাই হু না এবং ছেলেমেংদের প্রতি তাহার অপক্ষপাত ক্ষেত্র ছিল না টান তাহার সব চেয়ে যেশী ছিল কল্যাণার উপরই—তাহার কথা, তাহার সেবা, তাহার প্রকাটাকে সে এক দিন নিতান্তই আক্ষিত্র বলিয়া মনে কবিয়া অমুক্ত ইতিছিল, তাহার ভিতরে মনের অবচেতন গান্ত্রর ছইতে একটা অনুমাদন ছিলই—

সভাটা অমুভৰ কৰিবাৰ সংজ-সংক্ষই লক্ষায়-ভয়ে সে যেন মুবডাইয়া পড়িল। ছি: ছি: এ কী সুব্বজনতা ভাষার—এত ছোট, এক নাধারণ দে। সব চেয়ে জাবাক লাগিল ভাষার এই খানটায়—ভাষায় আত্মসম্মানে এত দিন যে ধাবণা ছিল স্বেমাধারণ, সে বিষ্ণা বা ভাষায় জার পাচজন সহপাঠালের মত নয়—এইবার সেই জুলটা ভাজিতেই সে বেন মন্মান্তিক লক্ষ্যা পাইল। ভাষা হইলে সে-ও এই গ

ত্র শেষ পর্যন্ত সভাকে স্থীকার করিতেই হয় । সভা বথন এম্নি করিয়া স্থ-মহিমার প্রকাশ পান, তথন বোধ হয় কেহই স্থীকার করিতে পারে না । কিছু ভার স্থাগে ঘটনাটা গোড়া হুইতেই বলা দ্বকার—-

আহাবাদিব বে ব্যবস্থাই হউক, রাখ্দের সব কয়জনকেই সেক্রেটাট ইস্থাল ক্লি কবিল্লা দিলাছিলেন বলিলা পড়াখনাটা তাহাদেব কৈ হয় নাই। তাহারা নিল্লামিডই আসিত, বদিচ ডুপেন সেদিহ চলিয়া আসাব পর হইডে আব কোন দিনই তাহাদের ডাকিয়া কোন ইখাল প্রস্থাক নাই। সেটা কবে নাই কোন রাগ বা অভিমানে নক্ষ জনবাধ বিল্লাং। তাহাদের চেহারার ক্রমবর্জন্মন নীর্বাহা ও বুখের অপবিসীয় ওক্তাভেট সে বা আনিছে চায় তাহা প্রকাশ গাইড সভরাং জনবাক প্রশ্ন করিলা লাভ কি ? কোন প্রতিকার বিন সে করিছে প্রাক্তিরে না জ্বান গ্রহথের সংবাদটো কানিবা ওক্

কিছ সেদিন কি জানি কেন ভূপেন কিছুতেই নিজেকে সংক্ৰ করিতে পারিল না। ইস্থুলের ভূটির প্রই ক্রতপ্রে গিরা মাঠিলা বাঁকে গাঁড়াইয়া বহিল, এই পথেই রাথ্দের যাইতে হইবে—এইবালে দেখা করাই নিরাপদ।

বাধুকে ডাকিতে দে শান্ত মুখে কাছে আদিল। ছেলেটি ব্যাব্যাই
একটু বেলী শান্ত. এখন যেন দে ভাবটা আরও বাড়িরাছে। আই
দে যে খুলী ইইরাছে দেটা ভাহার দৃষ্টিতেই বোঝা গেল। কিছ
ভূপেনের প্রধান সমস্তা চইল, কেমন করিরা এই বালকেছ
কাছে কথাটা পাড়িয়ে। অনেক ইতন্তঃ করিচা, কতকলা
নিএপক কুশল প্রশ্নের পর এক সময়ে দে প্রার মরিয়া হইবাই
কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, আছো, তনেহিলুম মহেশ বাবু ইম্বাল
থেকে কিছু কিছু সাহায়া দেবার চেষ্টা করছেন, কিছু করেছেন কি ?

নতমূৰে রাধু ভবাব দিল, গ্রা, এই মাস থেকে দশটা করে টাকা। পানেরা বাবে।

মাত্র দশ টাকা।

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দীড়াইয়া বহিল। **ভার প্র** তথু প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাতেই ত চলবে না, আর কি **উপায় হছে ?** 

বাধুও একটুখানি চূপ কবিয়া থাকিয়া কচিল, দিদি বাউতেই একটা পাঠশালা বসাবাব চেটা কবেছিল—অ আ শেখাবে, বা ছু-এছেই আনা পাওয়া বায়—কিছ সে অবিধে হয়নি! এখন—ঐ ভাজায় বাবুব স্থী আৰু শালী ছু-জনেবই শ্ৰীয় ধাৰাপ বলে দিদি ওলেবও বায়; কবে দিছে আনে; উনি দশ সের চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন সেনিন, আৰু ভিন টকা ক'বে দেবেন বলেছেন।

কথা কয়টা চাবুকের মতই আঘাত করিল ভূপেনকে ৷ কল্যালী বাধুনীর কাজ সাইয়াছে প্রের বাড়ী ভিন টাকা বেতনে সানীবুলি কবিতেছে

শ্বৰ্য আৰু ক<sup>া</sup>ই যা সে কৰিতে পাৰিয় **আৰু ৮ কোনাও** কোন পথ খোলা নাই

बांधुरक विनाय निया अमिन यह बार्डि अर्थाख फुरशन बार्ड মাঠে বৃতিয়া বেড়াইল · 'দলের আব পাঁচ জন দবিজ সাধারণ মানুবের মতই কল্যাণীত চিন্তা যে সৃহতে মন হইতে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিক্ত হটতে পাহিবে না, এই কথাটা সেই দিনই প্রথম সে নিকের মনের কাছে মানিতে বাধা চইল। কিছ পথও **কোখাও** বেন দেখিতে পাওৱা যায় না—বে একমাত্র পথ খোলা আছে সেটাকে বাছিয়া লইতে গেলে নিজেব সমস্ত আশা ও আকাজ্মাকে বিস্থান দিতে হয় ৷ চিবকালের মতই ভবিবাংকে বাঁধা দিছে হয়: তা ছাড়া তার কী-ই বা বয়স, এতগুলি অনুচা ভল্লী থাকিছে এই বহুলে বিবাহ করিলে লোকেই কি বলিবে ? সে **বে এবানে** क्रप्राहेद्रा পणियाः इ. विवास कवित्तः वाधा स्टेशास, असनि अकी विश्री हैकिए ऐटिय ना कि: कथाड़ी या जि वक्स किछू नव, अ কথা খুব অন্তর্ম বদুর পক্ষেত বিশাস করা কঠিন হইবে। এমন কি, এই সমস্ত গোলমালেত মূল যে, সেই অপুর্ব বাবুর দল্ভ কাঁচাদের মিধা অপবাদতে সভা প্রমাণ করিয়া লোকেব কাছে वाडवा लहेरवन ।

এমনি কবিটা যনে যনে ওঙু আলোচনাই করে ভূপেন, কোল। সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারে না। ওঙু ভাবিটা কাবিলা লাক্সঞ্জন ক্ষিয়ক হইয়া ওঠে। জবলেবে রাধুর সহিত দেখা হইবারও দিন
ব্যক্তিক পরে সহসা এক দিন সে ছুলের ছুটির পর জাবার বিজয়
বাবুদের বাড়ীর পথই ধরিল। বিশেব কিছু ভাবিরা নর—এমনিই,
ক্ষেত্ত অপূর্ক বাবুর দলকে উপেক্ষা করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল কিংবা
ক্যেত্র বহুবের মন ছির করিবার পূর্কের জার একবার কল্যানীর সঙ্গে
ক্ষাৰা হওৱা—

বিশ্ব বাবু তাহাকে আশা করেন নাই, তবু ধুনী হইলেন,
ক্রিকটু লক্ষিতত হইলেন। আন্দাকে আশাকে হুইটা হাত বাড়াইরা
্মিরা টানিরা কাছে বসাইলেন, কিন্তু কুশল প্রশ্ন ছাড়া একটিও কথা
ক্রিতে পারিলেন না। অপরে কুংসা বটাইরাছে সে অপরাধও
ক্রেম তাহার—এমনি মনের ভাব ভাব।

কথার কাঁকে কাঁকে ভূপেন চারি দিকে চোথ বুলাইল। বিজয় বাবু ছেলে-মেয়েদের চেয়েও কুল হইয়া গিয়াছেন। জিনিবপত্র অ্থানিভেই কম ছিল, এখন যেন কিছুই নাই—এমন কি ঘরের মধ্যেকার কাঁটাল কাঠের ভারী চোকীটা প্রয়ন্ত অভ্যহিত হইয়াছে।

• একটু পরে বিজয় বাবু ঘরে গিয়া সাদ্ধা-পূজায় বসিলে কল্যাণী
নিঃশব্দে কাছে আসিয়া লাড়াইল। ভূপেন অনেক চেষ্টা করিয়াও
কাহার দিকে ভাল ভাবে চাহিয়া দেখিতে পাবিল না—দৃষ্টি
ভাহার পারের কাছাকাছি মাটির উপরই স্থিব চইয়া বহিল।
ক্ষেত্রকশ্বপরে কল্যাণীই প্রশ্ন করিল, ভালো আছেন গ

় হা। কোন মতে জবাব দিল ভূপেন।

্তার পর একটু ইতন্ততঃ কবিষা যেন চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, জুমি কি ওঁদের বাড়ী গেবে এসেচ গ্

मा ।

• একটু বিশ্বিত হুট্যা ভূপেন বলিল, তাব কি এখন আবাৰ বেছে হুৰে ? এই সন্ধাৰেলা ?

ক্রাণী মুহূর্ত কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কচিল, না, আব বেতে হবে না। আমি ওদের বাড়ীর কাজ চেড়ে দিরেছি।

কাজ ছেড়ে দিয়েছি কথাটা যেন নৃতন করিয়। আগাই করিপ জুলানকে, তরু কতকটা অক্তমনত্ব ভাবেই সে এখ কবিল, ওখানে আহি যাও না তুমি ? কেন ?

আবারও উত্তর দিতে সময় লাগিল কল্যাণীর। স্ক্যার সেই
নাচ অক্কারেও মনে হইল বেন সে শিহরিয়া উঠিল। অনেককণ
পরে, বোধ হয় বই চেষ্টার পর কঠন্বর সহক করিয়া লইয়া সে কবাব
বিলা, সে কথা আপনার কাছে বলতে পারব না

ে সে আব পাড়াইল না, ধেন এইটুকু বলিয়া ফেলিয়াই লক্ষায় মিবিরা বাইতেছিল। কি একটা কাজ্যের অভিলায় দ্রুতপূলে বারাখবে ফেলিয়া পেল।

ক্ষাণীর কম্পিত কঠের এই কয়টি শব্দ ক্ষণকালের জন্ত কাহার সমস্ত দেহে বে আগুন হুড়াইরা দিয়া গেল, তাহাতেই ভূপেন ক্ষাণী সম্বন্ধে তাহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বৃবিতে পারিল। ক্ষানা তাহার লক্ষা ও আত্মবিকারের বেমন অবধি রচিল না, তেমনি কাহার কর্তব্য-পথও ছির হইবা গেল। সারারাত্রি কালিরা কাটাইবার পর মন ঠিক করিবা ভোরের দিকে সে উঠিয়া যাকে চিঠি বহু উদ্ধাস করিয়া শেষ প্রাপ্ত আসল বন্ধ হো পৌছিয়া কলম কাঁপিতে লাগিল ভাহার। ভাহার বাপ-মা ভাহার সক্ষম কভ আশা পোষ্ণ করিতেন ভাহা সে জানে। এই বক্ষ কিছুত-কিমাকার বিবাহে তাঁহাদের কভথানি আশাভঙ্গ হইবে ভা ভূপেনের চেরে বেশী বোধ হর কেইই বুঝিবে না। তথু বে কলা কপসী নর বা সে মোটা বোড়ুক হইতে বঞ্চিত হইল ভাহাই নহে—বধু শতর্মন করিতেও বাইতে পারিবে না। অন্ধ বিজয় বাবু ও ছেলেমেরেগুলির ভার কাহারও উপর দেওরা চলিবে না, অভত: কল্যাণী এ অবস্থায় ভাহার বাবাকে ফেলিরা স্বর্গেও যাইবে না এটা ঠিক। সভবাং রাথুর বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র সংসার প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা অক্ষন না করা প্রান্ধ কল্যাণীকে এথান হইতে কোথাও লইয়া বাওয়া সন্তব হইবে না।

যাই চোক—তবু শেষ প্রাপ্ত সে চিঠি শেষ করিল। মোহিত বাবুব কাছে তাঁহার শিক্ষা—কর্তব্যকে এড়াইয়া যাইবার চেটা দে কর্মন করিবে না। চিঠি থামে আটিয়া ঠিকানা লিথিয়া দে অত ভোবেঃ বাহির হইয়া পড়িল এবং কোন বক্ম মান্সিক হুর্ব্বলতার মহ পরিবর্ত্তন করিবার আশহায় নিজে হাতে ডাকবালে চিঠিটা কেশিছা শিয়া নিশ্চিস্ত হইল।

নিজের ভবিবাৎ কণ্মপন্থা সম্বন্ধে সে নিশ্চিক্ত হইল মটে বিশ্ব নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ গ

বিনিজ বছনীর সমস্ত তাপ ও ক্লান্তি চোথের পাতার বহন কবিয়া সে মাঠের পর মাঠ ভালিয়া চালিল সোজা পূর্ব্য দিক্ লক্ষ্য কবিয়া। মনে কত বক্ষের কড় বহিছেছে তাহার যেন সীমা-পরিসীমা নাই। এক একবার সমস্ত ব্যাপারের উপর বিবজ হইবা ওঠে। মনে ১৪ এ সমস্তই কোন অনুদা শক্তির চক্রান্ত। নিজের উপরও রাগ তথন কম হয় না—কী প্রয়োজন ছিল বিজয় বাবুদের সহিত এই অস্থরকত। করার। এ বোঝা কেবলমাত্র তাহারই, এমন ভাব দেখানাইই বা কী এমন মাথা-ব্যথা পড়িয়া গিয়াছিল। বিজয় বানুভাহার কে ?

আবার এক সমতে সেই ভগবছত নিরীত মানুষটির কথা মনে পড়িরা মন স্লিখ্ন চইবা আসে। না, অফুতাপের কোন কারণ নাই। নাই বা গেল ভাচার ভীবনের স্লোত স্বচ্ছক গতিতে। তাহার অনুষ্ঠ চাত ধরিয়া তাহাকে যে বিচিত্র পথে সইবা বাইতেহে সেই প্রেই অভিক্রতা থাকু তাহার অক্সর ভরিবা—

আছা, কলাণীকে কি সে ভালবাসে ?

এ প্রশ্ন বেন নিজের কাছে করিতেও ভর হয় । হয়ত ভালবাসানয়। তাহার সেবা, তাহার ঐকাভিকতা, তাহার চরিত্রের মার্থা ভূপেনকে মুদ্ধ করিয়াছে। তাহার কাছে গেলে ভাল লাগে, সেকট পাইতেছে মনে হইলে নিজেরও বেদনারোধ হয়—এই পর্যন্ত। কিছ ভালবাসাতে যে তীব্র আকাতকা থাকে, কামনার সে অসং তীব্রতা তাহার কৈ কল্যাণী সক্ষে । তবে কি সে একটা মত ভূলই করিতেছে । তবান ব্রীলোকের সঙ্গে সারা জীবন কাটাইতেছে যে এটা কল্পনা করিতে গেলেই যে বকম দ্রীলোকের কথা তাহার মনে হয়, অন্তরের সেই মানদীর সঙ্গে বেন সন্ধার আনেকটা মিন আছে। সেই উৎসাহ, শিকা সংক্র মেই মার্থা আরু সেই আক্রম্য

সন্ধ্যা ধনি-ছহিতা, সন্ধ্যা স্থাপুর । সন্ধ্যা ভাষার জীবনে ওণুই একটা অভুন্তি, একটা উচ্চাশার অভিনাপ । তা ছাড়া সন্ধ্যা ভাষার ছাত্রী, ভাষার প্রেহের, আশীর্কাদের পাত্রী । সন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন কলুবিত চিল্কা বেন মনে কথনও স্থান না পার । সন্ধ্যা ভাষার আন্ধার একমাত্র আনন্দ, ছন্দিনের একমাত্র আন্ধার । হয়ত জীবনে আর ভাষার সহিত অনিক্তা হইবে না—ছ'জনের জীবনের বিভিন্ন কপ্রক্রে ছ'জনকে চিরকালের মতেই বিভিন্ন ক পুরবন্তী করিয়া রাখিবে, তবু ভাষার সম্বন্ধে চিন্তাটাও পবিত্র থাক । মুন্দির মধ্যে গ্রন একটা আরক্ষ মেলে !

है।-जिस्ताद कथा थार ।

कमानी खानक निकारे-छाड़ाव मध्याने एव वनी रास्त्रव :

কল্যাণী সম্বন্ধ করত ঠিক তেমন করিয়া ভাবা বায় না এখন ।
কিন্ধ হিন্দুৰ খবে কোন স্বামীই বা দ্বীকে বিবাহের পূর্বে হইছেই
কামনার সহিত কল্পনা করে ? আমাদের দেশে বিবাহটা আগে,
ভালবাসাটা পরে । কল্পাণী সম্বন্ধে হয়ত সেই শতকরা নির্মানকাইটি
বিবাহের কথাই থাটিবে—হয়ত একদিন ভাচার সম্বন্ধেও আকাল্যা
ভূপেনের তীর হইয়া উঠিবে ।

অন্ততঃ কল্যাণীকে কইর: সে অস্ত্রথী ইইবে না, এটা ঠিক। ছী
খামীর মানসী যদি বা নাই হর ক্ষতি কি । গুলিণী ইইকেই চলিবে।
ভূপেন এক বৰম জোর করিয়াই মন ইইতে সমক্ত ছুলিক্ডা ও ছিলা
সরাইরা কেলিল। কর্তবা যথন ছিব করিয়া ফেলিয়াছে তথন আর
এসব ভাবিয়া লাভ নাই। জীবনের পথ যে ভাহাব স্বথেব প্র
নয় ভাহাত আগ্রেই বোঝা গিয়াছে

্স হোর্মেলের পথ ধ্রিল, মনে মনে ব্রীক্রনাথের একটা ক্রিছা আবৃত্তি ক্রিছে ক্রিছে।

আৰু সে কোন কথা ভাবিবে না 🕛 কিছুকে না

ৰাড়ী কইংকে 66ঠি জ্বাসিক এক দিন প্ৰেই, বাৰ। ও মাৰ পুথক্ চিঠি।

মার চোখেব জলে চিঠির কাপজ বাব বাব ডিজিয়। উঠিয়াছে---ভাষার চিহ্ন স্পষ্ট। তথানকার ডাইনি মেছেটা যে ভংগনকে ভ্রণ কৰিয়াছে ভাষাতে কোন সন্দেও নাই-নাইলে সে এমন কথা লিখিতে পাবিল কি কবিয়া লোকটার চোখের মুখা খাইয়াও কি সজ্জা হয় নাই ? মহাপাপ না থাকিলে এমন বোগ হয় না ! শাবারও মহাপাপে লিপ্ত চইছেছে কোন সাংসে ় তাঁহার বাজাকে এই ভাবে ভূলাইয়া এত বড় সকানাশ করিতে ভাহাদের বুক কাঁপিভেছে না? ভাঁছার মাথার দিবা বহিল-ভূপেন যেন পত্র-পাঠ চাকরীটা ছাড়িয়া এ ডাইনিদের সংস্পৃধ কাটাইয়া চলিয়া আসে: যদি এমনি না আসিতে পাৰে ত মায়ের অন্তথ বসিয়া হুই দিনের চুটিতে বেন বাড়ী আসে, ভার পর এখান হটতে চাকরীটা ছাড়িয়া দিলেই চলিবে। পাত্রী তাঁহার হাতে দোলট আছে বেমনি রপসী তেমনি শাস্তঃ <sup>ক্ষুমা-</sup>কড়িদ কিছু দিৰে: ভূপেনেৰ যদি একট বিবাহ কৰিবাৰ ইছা কইরাছে ত সে একটা মুখের কথা বলে নাই কেন**ৃ** বাপ মাণ কথা যদি সে নাও ভাবে, ছোট বোনওলার কথা কি ভাষার একবারও মনে পড়িল না ? 'ঐ ৰেষেটাৰ ছলা কলা ত হ'বিনেব, ভাহাতেই সে  আবাৰও মাথার দিব্য বহিল সে যেন পত্র পাঠ এখানে আকেই ইত্যাদি—

উপেন বাবুর চিঠি এতটা কঞ্প-রসাত্মক নয় বরং তাহার বিশ্বীক তিনি তাহাকে প্রথমেই কুলালার, স্বেচ্ছাচারী, কায়ক প্রভৃতি বহু গালাগালি দিয়া লিখিয়াছেন—

<sup>"</sup>ভোমার বে এত-বড় অধ:পতন হবে ত। আমি স্বপ্লেও ভা**বিনি** ∤ এই জন্তই কি এত কট্ট করে দেখাপড়া শিখিয়েছিলুম ! এর কেছে ছেলেবেলা থেকে কোন লোহার কারখানার চুকিয়ে দিলে বোধ হয় আমার বেশী উপকার হ'ত। বাপ, মা, নিজের বোন এদের একি কৰ্তব্যের চেয়েও কি ভোমার ঐ কর্ত্তব্য বড় হল ? বো**নগুলোর** এখনও বিষে হ'ল না—নিজে বিষে ক'বে সংসার নিবে জড়িছে পড়লে এদের ভ কোন উপায়ই হবে না। তুমি আমার এক মাত্র ছেলে সে কথাটা মনে রাখা কি উচিত ছিল না ৮০০ এখানে ঐ বছলোকের মেয়েটাকে এত দিন পভালে, যদি ভার সক্রে জড়াতে পারতে ত বৃঞ্জুম একটা ভিলে ভ'ল। কিছু তাতে বে বৃ**ছিত্** প্রিচয় দেওয়া হ'ত। তুমি এমন আহাত্মকু বাঁদর যে তাকে কেলে 🚖 कार्री हु दिन काए भा पिता। यह हाक-भागन मा हास लाला এমন অসম্ভব প্রস্তাব কেট কয়তে পারত না, ব্রেছি বে, তারা ভোষাকে পাগলই করে দিয়েছে। কিছু আমার স্মৃতি ত পাবেই না-বিনা অনুমতিতে যদি করে ত আমাদের অভিশাপ মাথার নিয়েই করে : ত। ছাড়া আমি সহজে ছাড়ব না, তুমি যদি হস্তা-থানেকের মধ্যে চার্কী ছেদে বাড়ী ফিরে না এস, তা হ'লে আমি নিকে গিয়ে ওদের বাছেভাই। তপ্মান ক'বে আসব এবা ভোমার ইন্তলের কওপকের কাচেও সহ কথা ভানিয়ে আসব, ষাতে ওখানে বাস করতে আর না হয়।"

চিঠিটা হাতে করির। ভূপেন বছকণ তার হাইর। বসিরা বহিল।
বাবা কথাটা মিধ্যা বলেন নাই—বাপ-মাবোনদের প্রতি কর্তব্যটিত
ভাষার আগে। অবল্য সেথানে মাথান উপর বাবা এখনত আহ্মেন,
সক্ষ তিনি। কছাওলি তাঁহারই, তাহাদের ভবিষ্যতের দারিক্ত
ভাষার—ভূপেনের নর। তার দিও পিতাকে যে সাহায্য করা উটিভা
সেকথাই বা সে অস্বীকার করে কেমন করিয়া : অধ্য এখানেও—

বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী চিন্তা ও কত্ত্য-বৃদ্ধির লোটানায় পাইলা আনৰ ভাবিয়াও সে কৃল-কিনার। পাইল না । বাবা-মা ভাবার উপর কিছুটা অবিচার করিয়াছেন ভাহাতে সন্দেহ নাই কিছু জীকারা ভাষাদের বিভা-বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মতেই ভাবিয়া লইয়াছেন, একশ্ব অবস্থায় পড়িলে স্বাই বোধ হয় এমনিই ভাবিত। ভাহানেকও লোগ দেওৱা যায় না—একমাত্র সভানের ভবিষ্য চিন্তায় উপ্তাহ ইয়া উঠা থুবই বাভাবিক।

কিন্ত—কল্যাণী ও বিশেষ করিয়া বিজয় বাবুর কথা বথন মনে পড়ে তথন চঞ্চল না কইয়া পাবে না। অমন নিরীহ ও ভগ্ৰহজ্ঞ লোকটিকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দের কি করিয়া? ভিনি অবশ্য ভগ্রানের উপর ববাত দিয়া বসিয়া আছেন কিছ ভগ্রান ভানিছে হাতে কিছু দিবেন না, কাহাবধ না কাহাবধ হাত দিরাই দেওয়াইবেন। হয়ত বা দিনি ভারাকেই দেই মধাবতী হিসাবে বাছিয়া লইবাছেন।

এখানে আসিয়া এম-এ পরীকার ধুব বেদী কিছু হয় নাই স্কর্তা কথা। এও দিন তেমন ইচ্ছাও ছিল না—ভিডি ছইতে মান্ত্রম প্রা

### ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিলাভী সদর:—

ক্সাপামী ব্রীম ঋতুতে ভারতীর क्रिक्ट क्ल अवकारी खादर **আমন্ত্রিত হইরা ই'লং। সফর করিবে।** এত হবেশ্য থেলোৱাড , নির্কাচনী কমিটি ৰাত্ৰাৰে আহুত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্টোল **রোর্ডের সভার অ**ধিবেশনে গঠিত হয়। আছকাতিক প্রতিষ্ঠাপর অন্তথ্য শ্রেষ্ঠ ভাৰতীৰ ক্ৰিকেট-প্ৰতিভা প্ৰিভ দলীপ কিন্তী এই কমিটিতে আসন পান নাই। ক্রিকেট-জগতে দলীপের অবদান অভ্লানীর। নোপ্যভাব দাবী যদি নিৰ্বাচক হওয়ার শাপকাটী হইত ভবে দলীপের স্থান সকলের আলে ও উপরে। কিছু খেলার মধ্যে দলাদলি বা ভেদনীতি এরপ মাত্রায় বর্তমান ৰে বিলাভী ক্ৰিকেট সহকে সৰ্ব্বজ্ঞ ও শ্ৰেষ্ঠ ক্লাৰভীর খেলোৱাড় দলীপ সিংকীকে নিৰ্বা-

্টিক না করার স্পর্কাও আমাদের ক্রীড়া-কর্ত্বপক্ষগণের মনে ভাগে।
ভিত্ত বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বহু সমালোচনা হইর। গিয়াছে।
, বাজবিক পাক্ষে এই বাব স্থায় দলীপের অসম্মান হয় নাই, ভারতের
ভিত্তেই বোধের বার্থতা প্রেক্ট চইয়াছে।

প্রবাবেও অন্তান্ত বাবের ভায় মানুলী প্রথায় অধিনায়ক বানান্যনে রাজন্তবাদ বজার বাথা হইয়াছে। ভারতে ক্রামাধাণ ইবেক ও অষ্ট্রেলিয়ান দলভালির বিক্তকে কৃতিখের সহিত নেতৃত্ব করিয়াও ব্যাক্তনামা খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট আমাদের ক্রিকেট-ক্রিকার সম্পূর্ণ আছাভালন চইতে পারেন নাই। তারার ফলে পাতেটাদীর নবাবের উপর এই লারিড লেওরা হইয়াছে। তারতের বাহিবে খেলিয়া অমর খেলোয়াড বল্লী ও উপযুক্তা আতুপ্যুত্ত স্কাশের লাব পাতেটাদীকেও ইংলতের পক্ষে অবতার্থ ইইতে দেখা গিয়াছে। ক্রিকার বিক্তমে তিনি টের মাতি খালিয়াছেন। কিন্তু ক্রেকা আতিবাহিত হইয়া সিয়াছে, তিনি আর স্ক্রিয়াতাবে খেলার ক্রিকার নাই। ভারতে বহু প্রতিনিধিত্ব-মূলক ও বিশেষ ক্রেকারী খেলার সময় মত ভারাকে আত্মগোপন করিতে দেখা বিশ্বাহে।

ভবে বিলাভী আবহাওরায় পরিপৃষ্ট খেলোয়াড় চিসাবে পাভৌনী

ক্রি ভাঁহার বৈদেশিক অভিভাত। এই সকরের কাজে সাগাইছে
পানেন, ভারভীয় দলের পক্ষে তাহা খুব ফলপ্রস্থ হইবে, সলেচ নাই।

জাহার সহকারী হইবেন ভ্রোদর্শী খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্ট। আব

ক্রিটিক দলের খেলোরাড় নির্কাচনের ব্যবস্থা করিবেন—ইচার। ইট

আই-বেশী প্রবোজন এটা ব্বিরা সে নিজেকে উৎসর্গ কবিতে প্রস্তাত জিলা কিছ চেটা করিলে পরীকাটা দেওরাও এমন কিছু কচিন চইবে । । এম-এ পাশ করিলে জড় ইছুলে বেশী মাহিনার কাল পাওরা । । তাহাতে লক্ষাত্রই না নিজে কিছু আর বাড়ামো বাইতে পাবে। তাহাতা সে ভাবিরা দেখিব বে বিবাহ কলৈও বেমন টাকা সে গড় হুই মান বাড়ামে



এম. ডি, ডি,

এই বাবের অভিবানে ঘোট ১৬ এন থেলোয়াড় নির্বাচিত হইরাছেন। পাডেলির নবাব (অধিনারক), বিজয় মার্চেন্ট (সহকারী অধিনারক), এল, অমরনাথ, আকুল হাকিছ, মুন্ধাক আলী, সি, এস, নাইডু, সি, চি, সর্ব্বাডে, আর, বি, নিম্পক্র, গুলমহম্ম, এস, ডব্লিউ, সোহনী, আর এস মুদী, ডিডি হিন্দেলকাব, বিকু মানকড, এস, ব্যানাকী, ডি, এস, হাজারী, ও এস, জি, সিব্দে।

চীম মনোনয়ন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বিলবার নাই। মার্চেন্ট, মুনী, অমবনাথ, হাজারী, মুন্ডাক আলী প্রভৃতির জার ধুবন্ধর থেলোরাড়ের সমখায় গঠিত এই দল বাটিটে প্রাকার্ছা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় নানকড়, অমবনাথ, হাজারী ও হাফিজের জায় অল-রাউপ্রাবের সাহাব্য যে কোন আন্তর্জাতিক দলেও পক্ষে অনুব্ব সৌভাগ্যের পরিচায়ক। এস. ব্যানার্ভী, সর্ব্বাতে, সি এই

নাইতু প্রভৃতির রার রুতী বোলার বে কোন শক্তিশালী নলকে আড়ি করিবার পক্ষে যথেষ্ট । বাম হাতের খেলোহাড় হিসাবে গুলুমহান্দ ও হাফিজ প্রতিপক্ষ ফিল্ডিংএর পক্ষে যথেষ্ট অন্ত ববার কৃষ্টি করিব। বিগত সফরের অভিজ্ঞাসম্পন্ন ছর জন খেলোহাড় এই দলে আছে হথা—মার্চেন্ট, মুক্তাক আলী, অমরনাথ, সি. এস, নাইডু, এস বানাজী ও ডি. ডি, হিল্লেলকার । নবীন ও প্রবীণের অপুক্র সমন্বয়ে সংগতিত এই দল এবার আমানের—ভারতীর ক্রিকেটকে নৃত্ন গোরাং গৌরবাহিত করিবে। অবশ্য, ভাবতের স্থায় বিরাট দেলে দলগতে, ধর্ম্মান্ত ও প্রদেশগত সামন্ত্রত বজার বাহিছা দল গঠন থব করিন দলেই নাই। কিন্তু আমীর এলাহীর আর খ্যাত্রনাম নিশ্নেন্ট বোলারকে দলভুক্ত না করার কেচ কেই কৃত্ব হইটাছেন।

১৯৩৬ সালের সফরে থে কণ্ডভ পরিস্থিতির উদ্ভব ইটয়াছিল—
বাহার ফলে আম্বনাথকে ভারতে ফিরাইয়া দেওবা হয় ও বামত
অনুসন্ধানী কমিটি নিয়োগ কর' হয়—সে বিষয়ে স্থামানের কর্তৃপক্ষ
বেন আবৃত্তি থাকেন।

দলের মধ্যে জ্রাজুণ্-বোধ, নির্মান্থ্রবিস্তা ও প্রশাবের মধ্যে বোঝা-পড়ার ব্যবস্থা না থাকিলে ভারতীয় দলের বিলাতী সফর গত বংসরের সিংহলী সফরের স্থায় বার্থভায় ও প্রহসনে পর্যাবসিত ছাইবে। এই দলের নির্মাচিত ছবোগ্য ম্যানেকার আমাদের মিং পঙ্কাছ ওপ্ত বহু বার বহু থেলা-দলের দায়িত্ব লইয়া বিদেশ বাত্রা করিয়াছেন। স্থান্থল ভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই বিক্রয়াভিষানের সার্থি মিং ওপ্তের কর্ত্রাধীনে আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট থেলোয়ামপ্রব্যাতি প্রসাবি সাভ করিবে, সল্লেই নাই।

পাঠাইয়াছে সে টাৰু। পাঠানোৰ কোন অস্থাবিধা হইবে না। বাবা বদি রাগের মাধার এখন কিছু দিন না-ই টাকা নেন্ত গোঠ আফিলে টাকটো মাসে মাসে কমানে। ঘাইতে পাৰে: সেটা শাভিত বিলাভর সময় প্রভাকনে আসিবে।

না, মন বৰ্ণন সে ছিব কৰিবাই কেলিয়াছে তৰ্ণন নিচলৰ কণ্ডৰ। পৰ হইকে আই হইলে না। অসুটে বাহা আছে বাক—

ব্ৰছ্, মুলবীকে ভূমি কী কথমও লেখেছো ৷ লেখনি, মা ় কত দিন কত সন্ধাতে আমি ভোমার কাছে যত গল কবেছি মালতী নামের আড়ালে, সেই মালতীই আমার মুলায়ী। ধার গল ভার নাম গোপন করবার কোন গুড় করেণ ছিল না, কিছ অত্যক্ত পাইতাৰ ভিতৰ আমাৰ মনেৰ সে নৱম সুখটুকু क्रिक बत्रा (मर्टें के विकास कर्य किया कर्य हिमान কাছে ধরেতি। তুমি ভাবতে আমাদের যে বযুস, সেই বযুসের এ এক রকম উচ্ছাদ; উচ্ছাদই তো বটে; কিছু কেউ সে টুচ্ছুাস পারে নিজের মধ্যে ধরে রাথতে, কেট পারে না: আমার মধ্যে এমনিই একটি অথ-প্রেম-আনক্ষের বান ডেকেছিল, ফ আমি নিজের মধ্যে আবন্ধ করে রাখতে পারিনি। আয়াব মনের গে টেল্মল, উচ্ছ সি নিয়ে আমার পক্ষে অভ কাঙ্কর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব ছিল না, ভাবনা ছিল বাইতে এ নিয়ে হাসা-হাসি করে এক দৃষ্ঠা করে দেবে। তোমাকে বগন বলেছিলুম তথন কি ভোমাব এববাংও মনে চারছিল এটা সম্পূর্ণ আলীব, কেবল আকাশা-বৃদ্ধা ুমি বুকতে বলেই তোমাকে বলে এসেছি বন্ধু, কিন্তু আৰু ভেঃমার কাছে সংখ্যতে যাশ্ৰা না, কারণ আর তো বলবার মত কিছু নেই। পাণীর কংচুকু শক্তি, কিন্তু তবুও পানী যথন প্রাকৃতিক ঝড়-ঝাপটের ভিতর দিয়ে একটি একটি কাঠি সংযোগে একটা ছেণ্ট নীড় রচন করতে দৃঢ়-প্রিক্তর হয়, তথন প্রথমটার দর্শকের চোথে স্ক্রি হাস্মকর ও অবিশাস্ত মনে হয়, কিন্তু ষেদিন বচনা শেষ হয়, সেদিন গ বন্ধু, দেদিন, কার শক্তির জন্ম হয় ? হোক দে নীড়ের মেহাদ অল্প,

আমিও তাই ভেবেছিলুম সব কিছু পণ করে মুম্মরাকৈ পাবোই একদিন, কিছ সেদিন বৃশ্বিনি অসাধারণ স্থারীকে পেতে গেলে পণের প্রোক্তনই হয় না।

আমাৰ প্ৰথম সভ্যাতে মুন্নরীর বাড়ী বাওরা এবং বিবে এনে তামার ভাছে বাওরা মনে পড়ে? তার সজে আলাপ হবাব মাগাযোগটা সন্থি অভুক্ত! তাকে অনেক দিন আগে এক কালে কুমার্য মাসের পর মাস প্রতিটি দিন বোধ তর দেখেছি—সে স্বাধ্ বাধ তর আমাদের ছিল পাঠ্যাবছা,—কিছু সে দেখার মধ্যে বেবি হয় আমাদের ছিল পাঠ্যাবছা,—কিছু সে দেখার মধ্যে বেবি হয় প্রতিকর্তার কোন থেয়াল সমাপনের অভিলাব তথন ছিল লা, তাই সে দেখা যেমন রাভার হাটতে গিছে অগণ্তি মাত্র্য দেখি, চলছ টেণ থেকে ছুটকু গাছ দখি, দোকানে দোকানে ক্তরে প্রবে নানা ক্রবাসভার দেখি, তেমনি দেখা ছিল—অর্থাৎ সে সেখা মনেতে কোন চাপ কেলেনি।

ভারে পর নত্বর্গ পরে প্রিণত বহদে হঠাৎ ভার সজে আমার দেবা হারে গেল এবটি গানের মজলিলে: আগে দে প্রভাচ চোখে প্রভাব কৈ চোখে পড়েনি, দেনি কিন্তু দ্বাইএর ভিতর একমাত্র সেট কেবল আমার চোখে বিশেষ কবে পড়লো। সেদিন দে কি সাল কর্মিন্দু, দে কথা ভোমাকে বন্ধু, বহুবার বলেছি, আবার বল্ডে ইছে করছে। সাজের মধ্যে ভার বাহুল্য এট্টুকু ছিল না; সাদা স্ভোব সাজী ভাতে লাল ও কালোর রূপার টাকার মত আকারে হাপ; পাড়াটাছে হিল লালের আধিক্য ভারই তুপাশে সক্ষ বালে। রেখা। এই ভো সাজী কত্ত ময়েই সদিন সেজেছিল এর চেবে কত্ত বেলী। প্রসম্ভাব জ্ঞান ভিল মুখ আর ঠোটের কোণে হাসির বেলটুক স্কর হোরে। চোখেছা ওপর চোথ পড়তেই কেন জানি না দৃষ্টি ফিবিরে নিতে হলনেই পারিক্তি কত্তকণ।—এইখানেই স্করু হোগো স্কটিকর্ডার থেয়াল-থেলা। দেখাকা



<sup>্ৰ</sup>কাষাৰ হৃদত্তেৰ মণিকোঠায় হঠাং কে দিয়েছে প্ৰদীপটি <sup>-</sup>ৰালিয়ে।

চন্দদ, উন্দল কালো নয়নবুগলের মাঝে লাল বিদ্দৃটিই সবচেয়ে পার্কিনীর বে ছিল তা নয় বদ্, তার চেয়ে আরও একটা জিনিব আমাকে বেলী অভিভূত করেছিল, তা ঠিক সেই লাল বিদ্দৃর রেখার অবছিত মুম্মরীর সগঠিত চিবুকের মধ্যদেশে একটি কালো বিদ্দৃ! আকর্ষ্য ! সুমরীর চিবুকের ওপর অমন স্থান্ধর যে একটি তিলকুল ছিল আমি আগে দেখতে পাইনি ! এপন বহু দিনের ফেলে-আগা অভীতের দিকে চেয়ে মনে হয়, মুগ্মরী ন কালো বিদ্দৃটিকে আড়াল করে রাখবারই চেট্রা কোরতো।

গানের মন্ত্রপিদ ভালবাৰ আগেই মৃন্মরী বিদায় নিয়ে উঠে পাছলো। লালের ও কালোব চাকৃতি নিয়ে ভাব সাড়ীর আঁচলের আছিটুকু বে মৃহুর্ত্তে চোথেব আড়াল ছোলো, সেই মুহুর্ত্তে মনে ছোলো সম্বন্ধ বাপ-রাগিনী থেন বেন্দ্ররো ভালে কেবল কলবৰ ক্ষেত্র। আমিও উঠে পড়লুম। আমার নিজেকে সেদিন এমন অছুত জনে হচ্ছিল, নিজের সনের এ যে কী ধরণের ভাগিদ আমি ভা নিজেই ব্যুক্তে পারিনি ভা ভোমাকে বোঝাব কি কবে বছু।

নীতে নেমে গ্ৰেবাবে বাস্তায় এসে পৌচলুম; একটা পাাসপ্রশান্তের নীতে মুখারী অপেকা করছিল। আমি সেনিক্ নিয়ে বাবো

কি বাবো না ভাবছিলুম, কারণ নিজেব আচরণেব স্বটাই কেমন
নিজের কাছে নতুন মনে হচ্ছিল, মন বা চাইছে তা ভাবতে নিজেই
ক্রিটিত হয়ে পড়ছিলুম—পরিণত বয়সে, কণ্মজীনের সাফলোব
ভেত্তর এ ধরণের হাওয়া কোনও দিনও বয়নি, ভাই হয়তো ও
ক্রেক্তরভা। হঠাও মুখারী আমার দিকে চেরে তার হাত ছটি জুড়ে
আমাকে ছাট্ট মুখারী আমার দিকে চেরে তার হাত ছটি জুড়ে
আমাকে ছাট্ট মুখারী আমার দিকে চেরে তার হাত ছটি জুড়ে
আমাকে ছাট্ট মুখারী আমার দিকে চেরে তার হাত ছটি জুড়ে
আমাকে ছাট্ট মুখারী আমার দিকে চেরে তার হাত ছটি জুড়ে
আমাকে ছাট্ট মুখারী আমার দিকে চেরে তার হাত ছটি জুড়ে
আমাকৈ ছাট্ট মুখারী কাব্রিক জালাপ করবার মভলবই তো ছিল আমাব অস্তরের অস্তর্জন, কিছ
কুয়রীর প্রায়ে সমস্ত্রী গোলমাল হরে গেল। হরতো মুখারীর চোগে
ক্রিটাকেই ঠেকিয়ে রাগবার হাতে মুখারী এগিরে এলো।

আমি প্রতি-নমন্বার করে বললুম,—"চিনতে কেন পারবে। না, **ক্ষি খবর ?" আমার পুরুণ-ক**র্ণ্ডে বভটা দুচ্ছা থাকা দরকার ভভটা খলতা সেদিন ছিল না। কেন বে এমন হয়েছিল, বন্ধু, সভিয় আমি च्यान वृक्षिनि ; আমার হাদরের এ আবেগের কথা সেদিন ভাই 🕶 है কৰে বোৰাতেও পাবিনি, কিছ বন্ধু তুমি তো এতটুকুও অবাক ছঙনি, ৰাজ পিঠ চাপতে বলেছিলে—"এমন লগ্ন প্রান্ত্যেকের ভীবনে এক হারও অভত: আসে।" মুনায়ী তার পর বললো—"কোন দিকে ৰাচনৰ ?" আমি প্ৰতিপ্ৰশ্ন কংলুম-"আপনি কোন দিকে ?" সুনারী আহেৰ স্নিম্ব- তর্মা কঠে বললে—"বালিগজের দিকে "কিসে যাবেন ?" व्यक्ति विरवहना ना करतरे छेखत विशूप—"क्नन, त्याहेत शाफीएक :" ্ৰামী বলে উঠলো—"আছা আৰু ভাহলে আসি।" বলে মৃহ ক্লেস লাই নমন্তাৰ কৰে চলতে ক্ৰক্ল কৰে দিল। আমি গাড়ীৰ কাছে শীলে গেলুম, আমার চোধের সামনে অবনত কিছ কালো চঞ্চ জাতি চোৰের হারধানে ছির সাল বিশুটি ও তারই সমবেধার অবস্থিত **্রার্টিভ বিশ্বকের মধ্যথানে কালো ভিলটুকু মিটি** হাসির ভঞ্জরণের ্তিত্ব ভাস্ত্রিল। কনে হোলো হঠাৎ কেন জীবনের একটা জ্পাধিত গ্ৰাৰ্থ অগাধিৰ আনস দিয়ে অঞ্চৰিতে চলে নেল।

গাড়ীতে উঠে বসতে ভাইভাব গাড়ীতে সাট দিয়ে দিল। একটা মোড় ব্রভেট দেখি রাজা পার হবার জন্তে সুমারী এদিক-ওদিতে তার সাবধানী দৃষ্টি দিরে দেখছে। সক্ষায় সমস্ত শরীর ভড়িত হয়ে গেল এই ভেবে বে মুন্ময়ীকে তো জিজেন কবিনি একবাৰও চে ফিরবে কিসে? ভূল-ক্রটি মান্নবের তে। আছেই, এই ভেবে ম<sub>নে</sub> জোর করে নেবে পড়লুম গাড়ী থেকে; মুন্মীর কাছে গিরে বললম---"অপরাধ হয়ে গেছে, চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি !" মুশ্মনী আমার দিকে তার চঞ্চ কালো চোপের দৃষ্টি স্থির করে বললে—"তা কি করে হয়, কোখার আলিপুর আর কোথার বালিগঞ, আর তাছাড়া আমার বাড়ীও কাছে, আমি পৌছে যাবো। ধৰুবাদ।" লাল টিপের আরু কালো ভিলের এমন বাচার আমি আর কথনও দেখিনি। হাসির মৃত্ব গঞ্জবণের সঙ্গে কালো চোথের চঞ্জ চাতনী আমার মনকে এমন স্বপ্নবাস। করে দিস। বন্ধু, ভোমানে ধ্যম এ সব কথা বলেছিলুম, ভূমি কেবল স্নেতের সঙ্গে হেসেছিলে, কিছ আৰু বৰ্ম গ্ৰেব শেষ কোৱবো, আমাৰ জন্তে কি হু'ড়েটি৷ চোখের জগ ভোমাব গড়িয়ে পড়বে না ৮-৫ই বৈশাথের গু-ব গে (भवी ताहै।

সৃত্মহীকে বললুম—"কাছেই তো বাড়ী বলছেন, চলুন বাড়ীত পৌছে দিয়ে আদি—গাড়ী আনাব গ্রপানেই থাক।" মৃত্মহী বান্তল—কিছু বললে না, অধাং থকে তাব অসম্বাভি নেই দেটা প্রধ্ন বুললুম। যথন আমবা আলোব কেলা দিয়ে যাছিলুম তথন থার সাড়ীব লাল-কালো বুটাগুলি স্পাই হয়ে উঠছিল, আবাব যথন অজকাবের ভিতর দিয়ে যাছিলুম তথন ৬ব কালো চলল হাট চোগেই মামধানের লাল বিন্তুটি আব তারই স্মধ্যেয়া অবছিত স্পাইত চিবুকের ওপর কালো তিলটি আমার মনেব ভিতর দোল বিভিন। কিছু পরেই তার বাড়ীতে পৌছে গোলুম।

মুখারী তার বাড়ার বোরাকের বপ্র উজ্জল আলোন ওলার
দাড়িয়ে আমাকে নমন্থার করে বললে—"অনর্থক গানিকটা সময় নম
করলেন, কঠন পেলেন—আছ রাত হরে গ্লেছ ভাই ভেবার প্রে
বসতে বলতে পাবতি না, কিছ রাদ কোন দিন অবকাশ হয় যে।
আস্বেন নিশ্চর।" মুখ্যারীর কালো চঞ্চল ছটি চোণের মাবে লগে
বিন্দুটি ছিব হরে রইল, কিছ কালো ভিলটি হাসির হিলোগে জীবছ
হরে উঠালো। এর পর তো আর থাকা যায় না, বল্লুম—"ভাতা
আসি হাহলে আক, কিছ সভাই আসবো একদিন, ভগন বিছ
আবাহন করেছেন বলে আপ্শোষ করবেন না।" রান্তায় থানিকটা
দ্র গিয়ে, একবার পিছু কিরে দেখবার ইছে হোলো, ভানি তা
আপোড়ন, আনি জ অভস্লতা, কিছ কিছুভেই নিজেকে লমন কর্তে
পাবলুম না—পিছু কিরে দেখবার হৈছে হোলো, ভানি তা
অংলাড়ন, আনি জ অভস্লতা, কিছ কিছুভেই নিজেকে লমন কর্তে
পাবলুম না—পিছু কিরে দেখবার হৈছে হোলোন।
একলাই অলছে! এই ছিল, এই নেই, বেন কোন মায়া!

এৰ পৰ মুম্মরীদের বাড়ী আমাৰ আদা-বাওয়া কত ঘন ঘন হরেছিল, বন্ধু তা তোমাৰ অবিদিত নেই । প্রতিটি দিনের খুঁহের হাসি গল্প দিরে আমাদের ভিতর বে আনক্ষড়মি স্থাই হয়েছিল তার প্রতিটিব সলে তোমার পরিচর আছে। "আপনি" থেকে "পুনি"তে আমার কত তাড়াতাড়ি নেমে এলুম, আলাপের বাচির মতল থেকে বন্ধুয়ের অসম মহলে কত দীল্ল আম্বন্ধ প্রক্রেম। মুম্মরীর ক্ষাল্প সন্ধু ছবিদ করে বিভালী পাজিরে বে অসাবারণ, অপুর্ব

কালো ক্রিটে ভার প্রগঠিত চিবৃকের ওপর ছান লাভ করেছিল, তার প্রতি ভার বেমন অবভা ছিল, তেমনি ছিল বিতৃষ্ণা, ভার আমার কিছু সবচেরে দেখতে ভালো লাগতো এ ভিলফুলটি।

এক দিন স্থারীর মা-বাবার কাছে আমার মনের ইছাটা ছানালুম। স্থারীর মা ও বাবা হজনেই বে ওনে ধুব ধুসী চরেছিলেন সে কথা তুমিও বছু বখাকালে ছানতে পেরেছিলে। অনুধী চবার তো কোনও কারণ ছিল না, কেন না ভিতরে ভিতরে ভারা আমার অভাব-চরিত্র, বংশ-মর্ব্যাদা, উপার্জ্ঞন-ক্ষমতা উত্যাদি মেরেদের সংপাত্রে দিতে গেলে হা বা খোঁজ করার প্ররোজন, খোঁজ করেছিলেন;—করবেন নাই বা কেন ?—স্থায়ীর স্থুখ ও ভবিষাৎ তো তুছে করবার মত নয়। এই সব খবরাখবর যখন সংগৃচীত চাছলে তথন আমি এসব কিছুই তানিনি—আমি তথন স্থায়ীকে নিয়ে স্থারে পর স্থার রচনা করে চলেছিলুম—সতাই তো অন্তের পর স্থার ছাড়া আর কী ?

যেদিন আমি অমুমতি পেলুম দেদিন মুমায়ী পরেছিল সেই প্রথম দিনের লালেতে কালোতে বৃটি দেওৱা ছাপার সাড়ীখানা, আর চঞ্চল কালো চক্ষু হ'টির নধ্যপানে এঁকে দিসেছিল ছোট একটি সিঁদ্বের িক্ষু, আর তাওই সমরেখার তার স্থগঠিত চিব্কের ওপর ছিল স্পষ্টকর্তার নিজের তুলি দিয়ে আঁকা কালো বিক্টি।

মুমারীর মা-বাবার কাছ থেকে কিরে এসে বথন তাকে সংবাদটি
দিলুম, তথন তার চঞ্চল কালো চোথ হ'টি চঞ্চল হোরে উঠ্লো, সেই
লাল বিন্দুতে যত লালিমা পুঞ্জীভূত হরেছিল, সর ছড়িরে প্ডলো তার
সকুমার মুগটিতে, আর তার ঠোটের মুহ্ কল্পনে প্রকল্পিত হরে
উঠ্লো কালো বিন্দুটি তার স্থগটিত চিবুকের ওপর। যেদিন প্রথম ঐ
কালো তিলটি আমার চোথে পড়েছিল, সেই দিন থেকেই তো স্প্রকিন্তা
তার গেয়াল-গলা স্ক্রুক করে দিহেছিলেন, আমি তথন বৃথিনি বন্ধু,
এখন কিন্তু বুঝেছি, নইলে সম্বন্ধ জগং যে বিন্দুটির প্রতি মুগ্ন দৃষ্টিতে
ভাকিয়ে থাকতো তাকে নির্ম্ম লাবে নিন্চিন্ত করবার ক্রক্তে মুমারী
কেন এত বাগ্র হোয়ে উঠেছিল । অসাধারণ মুমারীর কালো
ভিন্তে বেল বোধ হয়। আমি সেদিনের সন্ধ্যাতে মুমারীর কালো
ভিন্তে বুগর আমার প্রেমের প্রথম জংগ্ন নিবেদন করে দিলুম।

এই ঘটনার পর থেকে আমি আর ভোমার কাছে যাইনি বন্ধ্; কারণ এর পরের দিনগুলিতে সুন্ধী ও আমাতে মিলে। য ভগং ক্রী করনুম, সে জগতে আর কাউকে বরণ করে নেবার অবকাশ ছিলানা।

13\_16 5

থাত দিন পরে গল্পের শেষ অধ্যারে পৌছানো সেছে—এই গমাধ্বির থববটুকু ভোষাকে না দিরে থাকতে পারছি না, ব প্রথমটুকু তুমি ছাড়া আর কেউ ভানে না।

মুখানীৰ মা-বাবাৰ মত পোলুম বটে, কিন্তু ভিণি-নাকৰ "
শায়তানী কোৱাল যে সাড়ে ডিন মাসের পূর্ব্বে উভদিন থার্বা ক্রা
কিছুতেই সম্ভব হোলোনা। বলেছি না, স্টেকিলার খোলাকর্বা
তথন স্তক্ষ হরে গেছে, তাই তো ডিণি-নগার এমন কোরে নিজ্ঞান
কারগা উন্টো পান্টা করে নিল।

তবুও আমি অধীর ভাবে ৫ই বৈশাধের দিন গুণতে লাগলুম।

এদিকে, সুন্নহীর সুগঠিত চিবুকের ওপর এ কালো বিশুটি যে

ওর সমস্ত মুখের সৌন্দর্য্য কটিনট করে দিয়েছে এ বারণা সুন্দরী
কিছুতেই মন থেকে মুছতে পাবছিল না। আমি কভ তর্মার
বুকিয়েছি এ তিলের মোহিনী শন্তির কথা, ও কেবল চকল চোমার

ওই হেনে অবিখাস করেছে। মুন্নহীর মত বুদ্দিমতী মেরে বে শোলা,
তার নিজের চিবুকের ওপর কালো বিশুটির সঙ্গে লড়াইএ মাতবে এর
কথা আমি কেন. বেউই তথন বুবতে পাহিনি। মুন্মরীর ছেলেন

মামুখী ভেবে মুন্মনীর মা-বারা এ নিয়ে তার কোনও অন্যাধারণ
কোন দিন কান দেননি। আমার পক্ষে সে ছোট কালো বিশুটি
ভংপাটনে মত দেওয়া কতথানি অসন্তব্ধ বন্ধ্য, ভূমি তা তো লান প্রবাবরই দেখে এসেছি মুন্মনীর সহ বিভূই অহান্ত আমাবারণ; চমুনার
বৃদ্ধিমতী মুন্মরীর দেশের অসাধারণ ছেলেমানুষীতে পেয়ে বোসলো।

তথন ওল-দিনের পনেরো দিন মাত্র বাকী আছে: এক জিলা সন্ধ্যা বেলায় সুন্ময়ী কি করলে জান ? একটা ছুঁচ দিয়ে খুঁচিয়ো খুঁচিয়ে সেই ভিলটাকে কত-বিশ্বত করে দিলো। তার স্থান চক্ষ্যী ছু'টি কালো চোখের মাকখানে যে সিদ্বের বিশ্বটি আঁকা খাকজো আছা খেকেই বেন বল করে তার ভগতিত চিবুকের ওপরে ছোট কালের বিশ্বটিকে রক্ত-বালা করে দিল।

षिखीय मिन, कृषीय मिन, ह्यूर्थ मिन...

তার পর বন্ধু পঞ্চম দিনের গোধুলি লয়ে সেই ছুটি চন্দল কালেই।
নিমিলিত আঁথির মাঝে লালের কোঁটা পবিয়ে, আর তারই লমবেশাই।
অবস্থিত সুগাঠিত চিবুকের অস্বাভাবিক স্টেডার ভিতর স্টেকবালিও
ভূলির পরাজ্য ও সুন্দারীর ভূচির জয়ের নিশানা নিরে আর্থারী
চোধের ওপর দিয়ে ধরা সুন্দারীকে নিয়ে গোল।

বন্ ! ৫ই বৈশাৰ আসতে মাত্ৰ দশটা দিন বাকী আছে।

# আসামী সংখ্যা হইতে

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

পঞ্চানন ঘোষাল



শ্রীভারানাপ রায়

### কুশিয়ার বিরুদ্ধে-

স্কুলটনে উইনটন চার্চিল এক বক্তৃতার আন্তর্জাতিক কম্নিট্ট
পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপের প্রতিবেধক ব্যবস্থা করতে
বার্লার্ড শ এ সম্বন্ধ মন্তব্য করে বলেছেন—"বে ইজ-মার্কিল মৈত্রীর
বার্জার চার্চিল করেছেন তা লার্থক হলে বলতে হবে কশিষার
বিক্তমে মুদ্ধ ঘোষণা করা হছে । চার্চিলের প্রস্তাবের অর্থ প্রাচীন
ব্যালেজ অব পাওয়ার বা শক্তি-সাম্য নীতির পুন:প্রবর্তন—অর্থাৎ
লোক্তিরেট রাষ্ট্রসভ্যের বিক্তমে পাশ্চান্ত্য শক্তি-সংঘ গঠন—এর মানে
ভবিষ্যৎ মুদ্ধ।

বৃটিশ শ্লমিক-দলের সভাপতি অধ্যাপক হেরন্ড লান্ধি ক্রিন্তেস করেছেন—"চার্চ্চিল কি বলপ্রেরোগ করে কমুনিজমের গতি রোধ করতে চান ?''বুটেনের সঙ্গে আমেরিকার স্বসম্পর্কে গুই দেশেরই কল্যাণ, কিন্তু বুটেনের সঙ্গে কশিয়ার সম্পর্ক হল্যতর হলে ভাতে কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীর।'''চার্চ্চিলের এ কথা জেনে বাধা উচিত বে. ভিনি বতই গালভবা বক্তৃতার বাহাদ্রী করুন না, মার্কিণ সিনেটের প্ররাষ্ট্র কমিটা পশ্চিম-এশিয়া এবং জন্ত স্থানে বুটিশ-নীতির সমর্থন কর্মবেন না।"

চার্চিলের প্রস্তাব বৃটিশ সংবাদপত্রমহল সপ্রস্ক ভাবে গ্রহণ ক্ষমেন্ত মার্কিশ সংবাদপত্রগুলি তার সমর্থন করেনি। 'চেরল্ড ক্রিবিউন' জিজ্ঞেস করেছেন—"ডা-হলে গ্রীসে, পূর্ব-এসিয়ার, ভারত, ক্ষম ও মালরে বর্তমানে বৃটেন বে দখল নিবে আছে, তা কি তারা ক্ষেত্র দেবে ?"

ৰাৰ্কিণ সাংবাদিক জোলেক ও ই বাৰ্ট এ-সন্পৰ্কে পাই ভাষাৰ বনেত্ব—"India is likely to prove the Achilles' heel of any policy aimed at conserving the existing power relationship for at any time the British power system may be crippled by an explosion there."

পূর্বব্রোপের উপর সোভিরেট প্রভাবের ফলাফল ব্যাখ্যা
করে চার্চিল বলেছেন—বে র্বোপের মৃক্তির জন্ম আমরা লড়াই
করলাম একে নিশ্চর সে মৃক্ত র্বোপ বলা চলে না। সোভিরেট
ইউনিরনের সভাপতি কালিনিনও বল্লেনিভিক পরিস্থিতির বিরোধণ করে
করের পর কলিরার বাহিবের রাজনীতিক প্রিস্থিতির বিরোধণ করে

ক্ষেত্ৰৰ, এ সৰ বুলে বুলো বাৰ্যাভাৰতে সংগ্ৰাপ্ত বেৰ চাৰ পড়েছে বে, তাবা অনসাধাৰণকে প্ৰতাৰিত কৰছে। বাজেই সত্যিকাৰ গণভাত্তিক অধি দেশভন্তদেৱ কৰ্তব্য চাৰ প্ৰদেৱ মুখেণ্চ পুলে কেলা।

### তৃতীয় মহাসমর ?—

ভয়াশিটেনের 'ডাান্টন ভয়াকার' পত্রিকা ছবিষ্যুদ্ধী করেছেন যে,
শীপ্রই, সম্ভবতঃ ছুই-এক মাসের মধ্যেই তৃতীয় মহাসমর বাধ্যে।
পত্রিকাথানি বলছেন বে. ভয়াশিটেনে কৃটনীতিক মহলে
প্রবল জনরব বে. জাগামী এপ্রিল বা মে মাসে কশিয়া তুকীর নিকে
অগ্রসর হলে বুটেন তুর্ব্বানে রক্ষা করবার ভক্ত যুগদ নামবে। 'নিটেইই টাইমস' স্বোদ প্রচার করেছেন যে, কশিয়া মাত্র তুকীর বাছেই কার
ও আন্ধামান অঞ্চল হেড়ে দেবার দাবী বরেছে তা নয়, সোডিটেই সরকার বুটেন জার আমেরিকাবেও ভানিহেছে যে, এ অধ্নভ্তলা সোকিটেইই উনিয়নকে ফিবিয়ে দেওছা বর্ত্বা।

ভূকস্থ কি মনোভাব নেবে, ইংরেজরা তাকে কি ভাবে সাগ্রায় করবে তার কোন কথাই এখনও জানা যাহনি। তবে পৃর্ক-ইনিবাপ ও পশ্চিম-এশিয়ায় কশিয়া তাহার এভাব বিশ্বমাত শিথিক কংবে বলে মনে হচ্ছে না।

### পূর্ব্ব-ইউরোপে-

বীসে খেতাতক কথাটা ঠিক হ'ল না, বলা উচিত ঐদি পেতআপন্। অক্তব্য কৰিছা তাই বলছে। মিলেন্ডিবর্গের নিবপ্রা
বৈঠকে সোভিরেট প্রতিনিধি আণ্ডি ভিসিন্দি কল্পাই ভাবে
নাবী করেছেন—গ্রীস থেকে ইংরেজ সৈক্ত দুব হটো। তিনি
বলেছেন—এ কথা অবল্যি স্থিতি বে এক সময় ঐদ্যে ইংরেজ সৈত্ত
রাখতে সোভিরেট ইউনিয়ন আপ্তি করেনি। সেটা কংশ্বনের
ভাড়াবার ভক্ত। আক জাশ্বানরা ঐদ্যে নেই। মুদ্ধ শেষ হয়েছে।
এখনও যদি ইংরেজ সৈত্ত সেগানে থাকে তাহলে ঐদ্যে আভ্যুখনীয়
অবস্থার গোল বাধ্বে। ইংরেজ এতে খালা। বুটিশ প্রগাইন্সচিব
মি: বেভিন বলেছেন— আজ পৃথিবীর প্রভোবটি দেশে রখ কর্নিই
পাটি একই সক্ষে সম্পূর্ণ একই সরে বুটেনকে আক্রমণ কর্মত ক্র

### মিশরে—

মিশ্ববাসীথা ক্রমেই অবৈধ্য হয়ে উঠ্ছে। সোলে ইবেছ সৈজের সঙ্গে সংঘর্ষ। সেধানেও ইংবেজের সম্পৃত্তি নই বরা হছে। ইংবেজরা মিশ্বকে এ সব হালামার ছক্ত দায়ী করে ক্ষতিপ্রশ চাছে। ওরাকন্নেতা নালাশ পাশা বজেছেন, ইংবেজ সৈত্রটে ওলী চালিয়ে প্রথমে হালামা বাধায়। প্রধান মন্ত্রী সিদকী পাশার অভ্যোগ্র তাই। ইংবেজরা বলছে, হালামা ও জনবিক্ষোভ সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে নতুন ইক্সমিশ্রী সন্ধির কথাবার্তা চালান হবে না। কিন্তু মিশার থামছে না। সে বলছে, ইংবেজকে মিশার ছেড়ে বেভেই হবে। ইতিমধ্যে প্রবল জনবব, মিশার ইল-মিশারী সম্বন্ধ বর্জন করে পূর্ণ স্থানীন্তার জন্তু মিত্রপক্ষের কাছে আবেদন করবে।

### देवादन-

मध्यत्मत्र 'एक्नि स्मन' श्रेष यम्प्रहम, छेख्व-शन्तिम हेवार रेग्ड वाचवात महत्त्व कृतात विकित्र वास्त्रीय वस्त्रा विचान क्षेत्रपटनंत कामा नहे

496

হতে চলেছে। কিছ 'ডেলি মেল' এ কথা একবাৰও বলেননি বে.
নিশ্ব, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনে বুটিশ সৈক্ত ছাপন আর ভারত ও
প্রন্ধে বৈদেশিক শাসন কাষেম করায় বিখলান্তি শহিত হ'য়ে
ভাঠছে। ২রা মার্চ সোভিরেট সৈকের ইরাণ ছেড়ে থাবার কথা
ছিল, কিছু থারনি। ইরাণী সরকায় মাত্র নর, বুটিশ ও মার্কিণ
সরকারও এর জক্ত সোভিরেট সরকারের কাজের প্রতিশা ও মার্কিণ
স্বকার একটু কড়া করেই বলেছে যে, স্থাগ্রির লালফোজ ইবাণ থেকে সরিয়ে না নিলে, সে চুপ করে বদে থাক্বে না।
ল্পেনের রাজনীতিক ভাষ্যকাররা বলেছে যে, কশ্রা মত পরিবর্তন
না করলে বুটেন আর আমেরিকা বেশ স্পাই প্রতিবিধান
ব্যবস্থা করবে।

বিলাভী 'সানডে অবজাভাবে'র কুটনীতিক সংবাদদাত। মহুলা করেছেন, গত ছর মাস ইরাণে কশিয়ার কর্ম-কৌশল বিল্লেখণ করলে এই বুঝা বার বে, উত্তর-ইরাণে আপন আকাজনা পরিহার করতে দে সম্মত নয় কিছুতেই।

### চাৰে-

টানে কমুনিত ও কুওমিনংতা দলে মিল হয়ে গেছে বকেট ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বহিমকোলিয়া ও মাঞ্বিয়ায় আবার ঘরোয়া লড়াট পেকে উঠেছে। এব জন্ম স্বাই লায়ী করছে সোভিয়েট আব চীনা কর্মনিয়ালের। চীনা-সোভিয়েট সন্ধি হয়ে গেলেও এক দিকে মেনক্ষ নৈক মাঞ্বিয়া থেকে সরে যাওয়া দূরের কথা, বড় বড় সহরে নতুন নতুন নায়ন-বারিক গড়ে তুলছে, অন্ত দিকে তেমনি চীনা সরকার এ-অঞ্লের শাসন-কর্ত্ব এ পর্যান্ত হাতে নিয়ে উঠ্ছত পারেননি

গে সব অঞ্চল গোভিষেট দৈশ্য মোভাষেন দে সব অঞ্চল যে সব চীনঃ রাজকপ্রচারীকে দথল নিতে পাঠান হয়েছিল ভারা বুন হয়েছে। চিকাৰ ও লাইবেশ বক্ষরে চীনা সরকারী দৈশুদের অবভারণ নিবিছ হলেন, এ অঞ্চলে কমুনিষ্ট দৈশুসংখ্যা ও লক্ষ হয়েছে। এ সব দৈশ্যের হাতে হংপানী হাভিয়ার । মাঞ্বিভার চাং-গোভন বেলপ্র সোভিষ্টেটকরঃ । প্রায় সব সংবালপত্র ও কারখানা এখনও কমুনিষ্টদের হাতে । মান্ত্র খাখানা এখনও কমুনিষ্টদের হাতে । মান্ত্র খাখানা ও ব্যানা ভারত কমুনিষ্টাদের হাতে । মান্ত্র খাখানা ও ব্যানা ভারত কমুনিষ্টাদের হাতে । মান্ত্র খাখানা ভারত কমুনিষ্টাদের হাতে । মান্ত্র খাখানা ভারত কমুনিষ্টাদের কার্তি হাতি শত্রন করেছে বলে সংবাহ পর্যার গ্রেছে।

### মালয়ে ক্যুনিজম্-

যুদ্ধের পুরের মালায়ের লোকের। কমুনিক্তম বলে কিছু জানত না। আজ সেধানকার শ্রমিকদের অনেকের মধ্যে কমুনিক্তমের প্রভাব শাষ্ট দেখা যাছে। ১৫ই ক্ষেত্র্যারী (১১৪৬) সিলাপুরে এক দল বিক্ষোল প্রদানকারীর উপর পুলিস গুলী চালায়। এ বিক্ষোভ সংগঠন করেছিল কমুনিষ্টরা। লও লুই মাউণ্টব্যাটেন ধমক দিয়ে বলেছেন—সংগঠিত বা অসংগঠিত কোন হালাম। ব্রদান্ত করা হবেনা। কিন্তু চণ্ড-চাবুকে ত গণ-আন্দোলনকে কেউ কাবু করতে গাবেনি। মাল্যের ব্বার-প্রাণ্টার সাহেবদের অভ্যাচাবের বিক্তে

শ্রমিকরা বধন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে মুক্তবৃদ্ধ হতে পারল না, ভগ্ন বাধ্য হরেই ভালের ক্যুনিজমের বাণা গ্রহণ করতে হয়েছে।

### ইন্দোনেশিয়ায়-

ইন্দোনেশিয়ায় ওলশাকদের সজে কথাবার্তা এখনও শুক্ত হয়নি।
ভা: প্রশতান জহরির চরমপদ্বীদের সমর্থন পাননি বলে আন্তর্কা মনে করেছিলেন যে কথাবার্তা শুক্ত হলেই চরহপ্তীরা প্রবৃত্ত ভাবে বাধা দিবে। তাদের দাবী সুধি হলে ডা: ভাহরির অবস্থাও সলীন হতে পারে। ওদিকে বাটাভিয়ায় নতুন নতুন ওলক্ষাক্ত সৈক্তরকা নামান হচ্ছে, ওলক্ষাক্তরা বাহ্বা ও বালী গ্রীপ জাপ সৈক্তের হাত থেকে দ্বল নিয়েছে। সেমারাং ও প্রবাবাহাতে নতুন সৈক্ত আসবে কলে তনা বাছেছে।

ষব্দীপে ইংরেজের বিশেষ প্রতিনিধি সার আর্চিরক্ত **রার্ক ক্ষেত্র** মনে ক্রিতেছেন যে, ইন্লোনেশিয়া স্কুবত: ইউনাইটেড নেশ্ম অর্গানাইজেশন-ভুক্ত হইবে।

### ভারতের স্বাধীনতা-

ভারতের সাতে না কি স্বাধীনতা তুলে দেবার ভক্ত ইংরেজের স্নৃত্তি সংয়ছে। অস্ততঃ মুখে ওরা তাই বলচে। স্বয়ং বৃটিশ প্ররাধী-সচিত্র কলে ফেলেছেন বে—ভারতকে স্বায়ত-শাসনাধিকার প্রদান করতে, বর্তমান অবস্থার চাইতে ব্যবসার করো বুটেন পাবে, আর সেই সংস্কৃতিরতের বাধুনীতিক অগ্রগতিতেও সাহায্য করা হবে।

কি**ন্ত** বৃটেনের এই সদিচ্ছার উপর *ক্রেদেশের বেশীর ভাগ* হাজনীতিক নেতা যেমন আস্থা ছাপন করতে পারছেন না, তেমনি ভারতের বাহিরেও জনেক দেশ পার্চে না।

সোভিয়েট পত্ৰ 'ফেশেভিক' ফেছেন—"If England desires to achieve a normal situation in India and to prevent new and more powerful demonstration of the Indian people, it should follow decisive and cardinal changes in its Indian policy."

প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিসার বলছেন—ভারতকে বুক্তে এটলী আমেরিকাকে সাহায়া করেছেন ২ বরা ফেব্রুয়ারী তথ্য প্রশ্ন শিটনের জন্মভূমি নদায়টনশায়ায়ের প্রসাপ্তত ম্যানরের বজ্জার এটলী এডমণ্ড বার্কের এই প্রসিদ্ধ বাবী পাঠ করেন—

"If I were an American, as I am Englishman, while foreign troops landed in my country, I would never lay down my arms—never, never never. Did Attlee think of India when he spoke those words to America?" এটলীৰ বদি স্পিছাই থাকে, এবং তাঁৰ জাতের বদি স্তিয় বাঁচনাৰ সুবৃদ্ধি থাকে তবে ভারতকে আর বন বাঁচান না হয়। বৌৰন-জনতবৰ উত্তাল! এতে "বাধা দিকে বাধবে লড়াই।"

### । বছরেই স্বাধীনতা।

ক্রেন্সের নেতাদের দুঢ় ধারণা ৰে এ বংসৱের (১১৪৬) ক্ষাই ভাৰত স্বাধীন হইবে। স্কার অভভাই পেটেলের ইহাই ধারণা। প্রতিত অওহরলালেরও ধারণা ইহাই। **নিবেনের সভাপতি** যৌলানা আঞা-**বিভ বাৰণা**—বিদেশীর হাত হইতে अंच्छ्याती**य** হাতে শাসন-ক্ষমতা **ইভাত্তিত হইবার আর দেরী নাই।** 🕷 প্ৰস্থাৰ এমন কোন অবস্থাৰ উত্তৰ **ক্ষিৰা নমত হইবে না বাহাতে ভাৰতেব** ৰ বাভ কামা লাভেৰ বিদ্ন হইবে। মুম্মান, হরতাল বা কর্তুপক্ষের আদেশ বিমার করা এ সময় সকত নর। **দৰ্ভা হন্তান্ত**র করিতে উহারা সমূত सी इंडेटन वर्गामभाद कः व्याम प्रशिक्षनि

ক্ষকিব। ইতিমধ্যে সকল শক্তি সঞ্চ ক্ষিতে হইবে। নব ভাবের আৰু প্ৰবোজনীয়ভার সহকে আমরা গুৰুই স্চেতন, ভক্লরা বে আক 🚧 বর্ব্য হইয়া পড়িয়াছে সে-কথাও আমরা ভাল করিয়াই জানি।

क्षेत्र वस देश्यम् ।

19:00

🖟 ভীহাদের আরও ধারণা বে, ইংরেজ সরকার ভারতীয় সমস্তা কুৰাবানের জন্ত যখন আজুরিক আগ্রহ দেখাইতেছেন, তখন **ছটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের** বে প্রতিনিধি দল ভারতে আসিতেছেন কংগ্রেস ক্ষিত্তিত ভাঁহাদের সঞ্জিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় খাধীনতা-ব্ৰিকাৰ সমাধানের জন্ম আলোচনা করিবেন। যদি সভোবজনক बा मा हत्र, ভাষা হইলে কংগ্রেস শেষ বাস্তব সংগ্রাম করিবেন। ্ৰাষ্ট্ৰিক **জওহৰলাল** ৰলিয়াছেন, কংগ্ৰেস বুটিল মন্ত্ৰিসভাৰ প্ৰতিনিধি ক্ষা সহিত আপোৰ মনোভাৰ লইয়া আলোচনা কৰিলেও 🌉 বাৰীনভার দাবী হইতে বিকুষাত্র বিচ্লিত হইবেন না। ক্ৰীৰক্ষীৰ ধাৰণা, ইংৰেজৰা মাত্ৰ জানিতে চাৰ বে, স্বাধীন ভাৰতে দীহাৰা বাণিজ্য-স্থবিধা পাইবে কি না। তিনি ইংবেছদের জানাইতে ক্রিন- কি ভাবে ভোমরা আমাদের দেশ ভাগে করিয়া বাইতে **জীৱ; ভাহার উপর এই স্থবিধা-অস্থবিধা নির্ভর করিবে**।

### পাতাডি গুটাও

পার্শ মেকারী কমিশন ভারত ভ্রমণ করিরা গেলেন। দেশে বিষা তাঁহাৰা ভারতের কি ছবি সংগ্রহ করিলেন তাহা স্বলেশবাসীকে **ক্ষ্মাইরাছেন। মিলেন মুরিরেল নিকোল আদ-ক**ম্পিত কঠে क्रिन्समेरक कानाहेबाक्न-"कानशुरु अभिक नवनाबीवा मुखारह 🚉 🖏 কাৰ কৰিয়া মাত্ৰ ৫০১ টাকা পায়, আৰু ভাহাদেৰ পুত্ৰ-কলত্ৰ ৰাটবা মৰে। • • কলিকাভাব কালালনের বাহা লাগ্রত চক্ততে **দিখিয়াটি, ছঃবংগ্ৰভ কখনও অমন আমি দেখি নাই। দেড় শুভ** ক্ষৰ শাসৰা লাছি ভাৰতে, তবু এ শবছা। সজা হয় না শাসাদেৰ ۴ জিনি অসুণিত অনতার নিকট বজকঠে বলিয়াকেন—



out we must, there shall dawn in India a glorious period of social progress. What does it matter if they quarrel. Let us get out." wing বধন ভারত হইতে স্বিয়া পড়িৰ—আ স্বিতেও হইবেই—ভখন ভারতের সামা-জিক জীবুদ্ধির এক গৌরব-মূগের আবির্ভাব इटेरव। উहाबा कनह करत, छाहारङ আমাদের কি? আমরা চলিরা আসি না কেন গ

মিঃ বেজিনাল্ড সোরেনসেনেরও ঐ কথা--

"It is our business to quit India: this conviction is shared by high British officials in India."

### রটিশ মন্ত্রিসভার দৌত্য

ভার পর বটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিবা আসিতেছেন। তাঁহারা কোন কোন সমস্যাৰ সমাধান কবিবেন ভাষার বিশ্ব কোন কথা ভানা বায় নাই। ওনা বাইতেছে, তাঁহাবা বিভিন্ন ভাবে কোন নেডার সহিত কথা বলিবেন না। সম্বত: নরা দিল্লীতে একটা গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নেতৃবুদ্দের সহিত বুটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি ও বুটিশ রাজপ্রতিনিধি বড়লাটের আলোচনা ছটবে। বিলাভী শ্রমিকদলের পক চইতে বলা হটতেছে—ইন্দা বুটিশ ইউনিবনের অন্ত একটা সন্ধির খসভা তৈয়ারী করিবার জনিনিট উদ্দেশ্য লটবাই মাজিসভার প্রতিনিধিব। অ'সিতেছেন। অবশ্য এ স্কির মোটামুটি ছক লইবাই ভাঁহারা আসিতেছেন, ভারতীয় নেতৃরুম্বের বুটিশ মান্ত্র-সভার প্রতিনিধিদের সর্ব্যান্ত এবং উজ্ব পক্ষের স্ববিধান্তনক সর্ত্তে বুটেনের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপনের জন্মই এই সন্ধির প্রেয়েজন। 'রয়টার' কিন্তু বলিতেছেন যে বুটিশ প্রতিনিধিরা বে পরিক্রনা লইয়া আসিফেছেন তাহা নৃতন **বিছুই** নৰ। উণ্ডোৱা জানিতে চাহেন ১১৪২ খুষ্টাব্দের ক্রিপ্সের প্রভাবে নেভারা সমত ? না, তাঁহারা তাহার কোন অদল-বদল চাংগন ! নেতৃৰুক্ষের মৃহিত প্রাম্প করিয়া ভাঁহারা নাকি ভারতের নহা শাসন-বিধান গঠনের জন্ত একটি পরিষদ গঠন করা বার কি না ও বাজনীতিক ভিত্তিতে বড়লাটের শাসন পরিষদ **भूनर्गीन क्या यात्र कि** ना त्म विषय विरवधना कविरवन । जीवर्णव নরা শাসনতদ্রের কাঠাম নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্য জাঁচাদের নাই, ভবে এ বিষয়ে ভাঁছার। নেভাদের সহিত প্রামশ করিতে পারেন।

### নিৰ্ব্বাচনের গতি

ইতিষধ্যে ভারতের সর্কত নির্কাচনের ভাষাভোগ আর্ড स्रेशित ।

বহুকা খালি বিভাব ক্ষিত পাকিছানের একটি ছান আসাম। When we clear out from dedic and clear and and will will be seen with affects of

এপ্রদেশে মসলেম লীগের ব্রু বাধিয়া গতিষ্ঠ দল হইবার চেষ্ঠা বুখা।
আসাম ব্যবস্থা পরিবদের সক্ষত-সংখ্যা মোট ১০৮ জন, ইহার মধ্যে
কংগ্রেস-দল ৫৮টি আসন দখল করিয়াছেন। আসাম পরিবদে বিভিন্ন
দলত সদক্ষ-সংখ্যা এইজপ—

deals and a serie	21 -4/4 1		
কংগ্ৰেদ ও কংগ্ৰেদ-সমৰ্থক		শীগপদ্ধী ও কংগ্রেস-বিরোধী	
কংগ্ৰেস	24	মসলেম লীগ	٥٥
জ্মিয়ং-উল-		<b>703</b>	1
উ <b>লেখা</b>	•	<b>ইউবোপীয়</b>	۵
	<b>10.</b> 1		

ফলে দীগপন্থী সিদ্ধবাদ সাহলাকে আসামের শাসন-গলী ছাড়িয়া দিতে হইরাছে গৌহাটী কলেজের তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত গোশীনাথ ব্যদপুই এব হাতে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বংগ্রেস যে শাসনাধিকার করায়ত্ত করিবার জ্ঞা উপ্রত হইয়াছেন, তাহার প্রথম পত্তন হইয়াছে আসামে।

মহম্মন আলি জিলাব পাকিস্বানের আর একটি স্থান উত্তর-পশ্চিম দীমান্ত প্রদেশ। এখানেও কংগ্রেদ-নল প্রমাণ করিয়াছেন যে মুদলমান-প্রধান দীমান্ত প্রদেশ ভিলার জিগিরের প্রতিধ্বনি করিতে দম্মত নতে। ১ই মার্চ্চ ডাঃ থান দাহেবের নেতৃত্বে এথানেও কংগ্রেদী মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপিত ইইয়াছে।

পাকিস্থানের আর একটি স্থান পাঞ্জাব। এগানে প্রাদেশিক প্রিয়দের ১৭৫টি আসনের মধ্যে বিভিন্ন দলেব স্লক্ত-সংখ্যা এইরপ—

কংগ্ৰেস ও কংগ্ৰেস-		নীগপদ্বী ও কংক্রে	<b>শ-বি</b> ৰো
সমর্থক		ও সন্দেহযুক্ত	
কংগ্ৰেস, ইউনিয়নিষ্ট ও		মদলেম লীগ	,
আকালী দল	63	<b>শ্বত</b> ন্ত্র	
ইহার মধ্যে ১ • জন মুদলমান		উপনিৰ্ব্বাচন	, 19

( এখনও হয় নাই )

ফলে এখানে সন্মিলিত দলের মগ্রিসভা গঠিত **হইয়াছে।**পাকিস্থান-প্রতীদের পরাজয় এখানেও।

এখন মাত্র পাকিস্তানের অপর পাক' বাংলার নির্কাচন বাকী।
ভিন্নার ভরদা মাত্র এইখানে। তিনি এখানে শুভাগমন করিছে
পাক-চক্রীদের শ্রোণে ২ব বালের স্কার কবিতে চেটা করিয়াছিলের
কিন্তু প্রক্রিক ব্যার্থি স্ক্রিক মান হটাতেছে পাঞ্জাবের মুক্রিকার্যন্ত লিষ্টা দলগুলির স্থাবিত মান হটাতেছে পাঞ্জাবের মুক্রিকার্যন্ত লিষ্টা দলগুলির স্থাবিত মান হটাতেছে পাঞ্জাবের মুক্রিকার্যন্ত লিষ্টা দলগুলির স্থাবিত মান্ত্রমন্ত্র গতিত ইইবে।

বে সকল প্রদেশে মসলেম হাঁগের কোন জারি জুবি খাটে না বোলাই, মালাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুদ্ধ প্রদেশ, বিহার, উড়িয়া একর ছানে কংগ্রেস বিপুল সামাধিবের যে শাসন্তর করায়ত ক্ষিত্র এ বিষয়ে বিশুমাত্র সন্দেহ নাই।

ষ্ঠ প্রদেশের মোট ২২৮টি আসনের মধ্যে **জাতীয়তাবানী** মুদলমান-প্রাথীদেব সাফল্যের কথা ছাডিয়া দিলেও কংগ্রেসপ্রীয়া ১৪০টির অধিক আসন লাভ কংবেই। ইতিমধ্যেই ৮০ আম



निहीय बाक्यार कांबकवाणी अविवस्तान

111

ক্ষাবেদৰ হিন্দু ও মুসলমান-প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰভিৰণ্যিতার নিৰ্বাচিত ব্যৱহাৰেন।

বুজনাদেশের মন্ত উড়িব্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মান্তাব্ধ ও
বিবাহি ব কংগ্রেদের দল নিরপেক্ষ স'খ্যাধিক ভোটে জয়লাভ নিশ্চিত।
এই বিজ্ঞারে পর কংগ্রেদ পৃথিবীর নিকট বলিবার দাবী
ক্রিবেন বে, ভারতে শাসন বিবরে যদি কোন কথাবার্তা, সন্ধি বাক্রেন্ড ক্রিভে হয় তাহা গ্রিষ্ঠ রাজনীভিক দল কংগ্রেদের সহিতই
ক্রিভে হইবে, মসলেম লীগ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদারিক আংশিক
ক্রিভাভ ক্রিলেও তাহাকে তুই ক্রিলে ভারতের রাজনীভিক
ক্রেন্ডার কিছুমাত্র সমাধান হটবে না !

### অশুভ মিতালী

কই নিৰ্বাচনে ছানে ছানে কংগ্ৰেসেব বিক্লমে যে অসম ও অভত বিক্লমের নিদশন দেখা যাইতেছে তাহা হইতে সাম্প্রদায়িক ক্রিছালির স্বরূপ যেন স্বশ্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ভারতের সর্ব্বে ক্রিছালির স্বরূপ যেন স্বশ্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ভারতের সর্ব্বে ক্রেছালিই ও মসলেন লাগের গুণানির ক্রেছালিই ও মসলেন লাগের গুণানির ক্রেছালিত হইলেও লাগ আত্মদোয ফালনের কিছুমার ক্রেছালিক করে নাই, এবং এই ওপ্রামী দমন করিয়া স্বামীন ইচ্ছাম্বায়ী ক্রিছাপ্রে ভোটাধিকার প্রযোগের স্ববিধা করিয়া দিবার ক্রম্ভ প্রোদেশিক ক্রিছাপ্রে ভোটাধিকার প্রযোগের স্ববিধা করিয়া দিবার ক্রম্ভ প্রোদেশিক

কংব্রেসের সহিত শক্তি পরীক্ষার পরাশ্বর অনিবার্ধ্য আনিয়া মসংল্ম লীগ কমুনিষ্ট এমন কি ভাষাদের চিরশক্ত হিন্দুসভার সভিতেও সহবোগিতা করিভেছে। যুক্তপ্রদেশের বৃদাউন সহরের ভোটদান-কেন্দ্রভালতে মসলেম লীগের কর্মীদের হিন্দুসভার প্রার্থীর ছক্ত ভোট ক্যানভাস করিতে দেখা গিরাছে। এ সম্বন্ধ এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রের সংবাদদাতার ভাবা উদ্ধৃত করা প্রবোজন—

"The Hindu Sabha camp, with the 'Om' flag flying high, was packed up with Muslim Leaguers. The public was surprised as to how a Hindu Sabha worker could catch hold of a dozen Muslim Leaguers. It is commented that now the Sabha will help the League in establishing Pakistan, while the League in its turn would leave no stone unturned in establishing a Hindu Rashtra."

পাঞ্চাবে মি: ভিন্নার উপদেশ অনুসাবে পাঞ্চাবের লীগ-নেড়বৃদ্ধ হিন্দু ও শিথদের জানাইয়াছেন বে. লীগের বিক্ষোভ ব্যবস্থা-গুলি ভাষাদের বিক্ষা প্রয়োগ করা হয় নাই। (League demonstrations are not directed against them.)

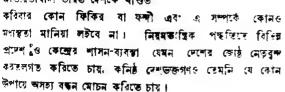


### পাকিস্থানের ঝুটো দাবী

কিন্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী পরিষদের নির্মাচনের ফলাফলের উপর পাকিস্থানের কৃত্রিম দাবী নিউর করা ঠিক ভটবে না। ভাতীয়ভাবালী ভারতের মনবেত ও অথক দাবীৰ প্ৰতিষ্ঠেষকৰূপে জিলা বা আং৮০কাৰ বা অন্তা সাম্প্রদায়িককা-পত্নীদের সহসা করি করা ভইয়াছে **অভি কৌশলে এবং দেশবাসী**র মানাসক সন্ধীৰ্ণতা বা ভুৰ্মেলতার—ভুই একটি স্থয়োগ লট্ড। ক্য এবং শিল্প দেও ও মনের তুর্বকতো ঘেমন সুত <sup>(৮১</sup> ও মন নতে, ভেমনই প্রাধীনতা এবং নিংছতা<sup>র জরু</sup> কয় ও বিশ্ব কাতীয় দেহ ও চিত্তের এই সহীৰতাও প্রকৃত কল্প ভারতীয় জাতীয় জীবন নহে। সাপ্রদায়ক ক্যুতাকেই ও অস্বাভাবিক প্র-প্রবেচিত মনোভাবকেই সভা বলিয়া ধৰিয়া লটয়া স্বাৰ্পরায়ণ বুটটোৰ স্বকপোল-কল্লিভ নিৰ্বাচকমণ্ডল ও নিবাচনাগিকারে ্ঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী নির্বাচনকে গণমত বলিয়া मो जा नदबा ठिक इटेंदि ना। 8र्ट मार्फ विकार हर 'नि छ छिन्। मान এখ नियन' পত्त अगिक गांचा मिक মি: এট এন ব্ৰেলদফোর্ড বলিয়াছেন-

government depend upon a prior agreement between Hindus and uslims or allow treaties with the

সকল ভাৰত কৰুৰ পৰামৰ্শ লইয়া self-government বা মাত্ৰ স্বায়ন্ত-শাসন মেহেরবাণী করিলে ক্রিপ্ত ভারত তা**হাতে সম্ব**ই-হইবে না। ভুপালের স্ববাই-সচিব মি: শাউব মৃহত্মদ কুরেশি সেদিন পুণার এক গাংবাদিককে বলিয়াছেন গে. ভিনি অত্যন্ত বিশন্ত-সূত্রে অবগত হইরাছেন যে, মি: ভিন্নার পাকিস্থান পরি-কলনাকে কুশ সরকার সমর্থন করিতে-ছেন ও অর্থ দিয়া পুষ্ট করিতেছে। ("The Pakistan scheme of Mr Jinnah is being supported and financed by the Russian Government") এই মদক্ষান ভক্ত লোকের কথার প্রতিবাদ মদলেম লীগের সভাপতি মি**: জিয়া আভ** करवन नारे। कारकडे জাতীয়তাবাদী ভারত দেশকে খণ্ডিত





আবাব গুলিক। মৃত্যু যে আবাব কল প্রহণ ক্রিয়াছে আমানের ভালা বৃথিতে দেওয়া চইলেছে না। সম্পূর্ণ ভারতবাসীর প্রায়াছনে না হইলেও দেশের থাত-সম্পদ সম্পূর্ণ সরকারের করায়র। কাঁলারা উৎপাদন না করিলেও, কুসকের ফ্লমল ক্রাছন, রুটন করিয়াছেন, নাই করিয়াছেন, এবং কুটনের ইলিছে ও প্রয়োজনে অভ্যক্ত ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া লাবতের বালিবে প্রেরণ করিয়াছেন, বাহির হইতে ভারতে যালা আনিয়াছেন ভালা নগগা। প্রাদেশিক প্রভ্যেক সরকার আসক্র গাড়সঙ্গটে ভীত চইয়াছেন। এখন হইতেই প্রভাকে প্রদেশে থাত বভানের মান্ত্রা হাস করা হইতেছে। কেন্দ্রী পরিষদে এ ব্যাপারে যে বালবিত্তা হইয়া গোল ভালার দ্বায়া চিশিটক রস্ক্রিয়া হয় নাই। গাড় ওঠণে ভাল্যারী আমেরিকার নিউইরক টাইম্যা প্র ভারতেছ ছিল্ফের করাল দ্বায়া আবিত্ত ভা শিরোনামা দিয়া শির্থাছেন—

'An impartial observer could draw from the food debate in the Central Assembly today was a positive charge that Britain was deliberately ignoring famine prospects."



গণবিক্ষোতে পুলিসের লরী ভারীভৃত

আন্ত কেন্দ্রী পরিষদের গাছিক বিশ্ব ইইছে নির্দ্ধি এই সিদ্ধান্তই করিবেন যে.

যে সে ইচ্ছা করিবাই আসন্ধ হ'ভিকেন ই আনিভেছে না। মাকিণ সাংবাদিকরা বিশ্ব বিশ্ব হ'ভিকে করিবাছেন যে, এবার যে হাভিক হইবে ভাহাতে বিশেষতঃ বাজালা, মান্রাজ ও দাকিগাছোর সমতল ভূমির কমপক্ষে ২০ কোটি লোক বিপন্ন হইবে। ভাবসীয় সা বাদিকদের কঠ শাসনসংঘত, তাঁহাদের গাঁহিবিনির বাদীনাহা ইংবেছ দের নাই, দিলে তাঁহাবাও মাকিণ সাংবাদিকদের সিদ্ধান্তর প্রতিধ্বনি করিবা বিভিত্ন—

"The fear for August and September are wholly justified, and a high official predicted it may make the Bengal 1943 famine look. like a picnic"— আগামী ক্রমড়ো অন্তর্গনার অনুস্কান্তর এক উচ্চপদস্থ স্বকারী কন্ধচার ভবিষ্যদালী করিবাছেন যে, এবারকার ছভিক্ষ যেরপ চইবে ভাহার ভূলনার '৫০এর মন্তর্গানেন শ্রমনের চিভিভাতি।

আসয় হভিক্ষে বিশ্র ভাগতবাসীকে সাহায্য কৰিবার বছ আমেরিকার বিশ্ঞানিছ লোকানা পাল বাকের সভানেত্রীছে ভারতীর হভিক্ষ-সঙ্কট কমিটা (India Famine Emergency Committee) গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটার বিশিষ্ট সদস্যাদের মধ্যে আছেন—বিশ্ববিখাণ বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আয়েনষ্টাইন, মি: সামনার ওচেলস্ প্রভৃতি। কমিটার গঠন-সভার পাল বাক বলিয়াছেন—"ইউরোপের হুর্জণার অপেকা ভারতের হুরবহাঁ, আরকার নিরাশ্যক্রক। সরকারী হিসার ইহাই যে, আরাইটিকর মাস পর্যাপ্ত থাছ তথায় আমকানী না হইলে প্রায় ১ কেটিটিক

जक नत-नांशे दिश्व इट्टेंद । चार्यादका अर चंडाड ক্রেশে এমন প্রচুব খাভাশসা আছে যাহা ছারা পৃথিবীর স্কল **নেশন-ক্লিষ্ট** নব-নারীর প্রাণ বাঁচান সম্ভবপর।

### অন্নাভাবের হেতু রপ্তানি :

ৰডলাট ওয়াতেল ঘোষণা কবিয়াছিলেন, ১১৪৫ পুটাবে ছোন থাত্তপত্ত ভাৰত হইতে বিদেশে বস্তানি হয় নাই। কিছ ইয়ার প্রতিবাদে কেন্দ্রী পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্বামী বেষটাচলম্ **ভটি সন্ত** প্রকাশিত সরকারী হিসাব চইতে প্রমাণ করিরাছেন 🕰 ১১৪৫ পুটাকের এপ্রিল হইতে নভেমবের মধ্যে ৪৫ হাজার 🚰 চাউল ভারত হঠতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে।

এলাহাবাদে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনে ভারত **ন্দ্রকারের** খাত্ম বিভাগের সেক্রেটার মি: বি আর সেনও বলিয়া-ছিলেন, ১১৪০ খুষ্টান্দের আগষ্ট হইতে এ পর্যান্ত ভারত হইতে কোন পাত রপ্তানি হয় নাই। কিন্তু মাড়বারী চেমার অব ক্ষার্শের সভাপতি মি: এম এল খেমকা বলিয়াছেন, ১১৪৫ প্রটাবের মাত্র জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেখবে কলিকাতার বন্দর **इटेंटल्टे ७** लक । हाकाव ७ ° ৮ मन हाउँन बश्चानि कवा हहेबाट । হোদ বড়লাট বা বি আর সেন এ সকল হিসাব ও বিবৃতিৰ প্রতিবাদ পুৰ্বাস্ত ব্যৱস্থান ভাষ্ট্ৰ, ভূখন বুঝিতে হইবে খাভ বুৱানি মীহাতে ভাতুরে জাসত্র ইতিকেই আরণ বলিয়া গণ্য না হয়, মুহ্ল গোপন বহানিব উন্য চাপা দিয়া উৎপাদন **বিচ্চার্থর কারণ ব্রিয়া প্রতিপর ক্রি**তে চারেন।

### সরকার ৰখেছ ভাবে এরপ ভারতীর উৎপাদনের শোনিত:

উৎপব্ন দ্রব্য রস্তানি করিভেছেন অথবা ভাঁচাদের কুপাসিছ বিদিঃ প্ৰকে কৰিতে দিতেছেন। ২৪শে ফেব্ৰুয়ারী 'বছটার' চুকিং হট্ট সংবাদ প্রচার করিয়াছেন—ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন বে . প্রভ পরিমাণে উদ্বুত্ত বস্তু জাহাজে ভাঁহারা সাংহাই প্রেরণ করিবেল তাহাতে থাকিবে মোটা ও চিকণ বল্ল, ডিল এবং অক্ত অনে প্রকারের বস্তু। চংকি-এ বর্তমানে যে বাজার দর ভদপেকা সিহি মূল্যে এগুলি চীনে বিক্রয় করা হইবে।

गांज जंत्र नरह, रज्जल

অথচ ভারতের অর্থনয় নর-নারীর বস্ত্র থাকিতেও বস্তু পাইত না। সবকার অন্ধ ও বস্ত্রের আড়ংদার সালিয়া কোধায় কর দাতাদের স্থবিধা করিয়া দিবেন, তাহা না করিয়া কুত্রিম "উদ্বুত্তর সৃষ্টি করিতেছেন এবং স্বান্তজ্ঞাতিক স্বার্থে না হৌক, বুটেনেরই স্বাহ বুটিশ-মিত্রদের সে "উদ্বুত্ত" দিয়া কুতার্থ করিতেছেন। আর দেশনার্ম নীববে মরিতেছে। মরিরাও তাহাদের হাড় জুড়াইতেছে না অর্থ গুৰু ৰশিক—ভাৰতীয় বপ্তানি বশিক্ষা আমাদের কছাল কৰোটি সন্মানও দিতেছে না। এই ফেব্রুয়ারী, ইউনাইটেড প্রেস অব ইত্তি সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, কলিকাভার এক স্ভদাগরী আফিস ৬৭৫: টাকা মূল্যের মায়ুবের হাড় কলিকাভা বন্ধর হইতে নিট্টযুর্বে পাঠাইরাছে। দেশবাসীর উহারা হাড়ও থাইতেছে মাংস্ও থাইতেছে এবার চামড়া দিয়া বে বাভ বাজাইবে তাহা ওনিবার জন্ম হরুল ভাচারা উৎকর্ণ চট্টা আছে।

### ভারত সরকারের বাদ্রেট

কেক্সী পরিবদে ভারত সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন অর্থ **সদত্য সার আর্ফিব:ড রোলাওস। ভিনি বলিরাছেন,** ভারত সরকারের

ইহাই ৰেভাঙ্গ-স্পৃত শেষ বাঞ্টে। वर्ष-प्रतया कामानेशास्त्र. ১৯৫५-8९ প্রাকে মোট ৪৪ কোটি 🛰 লক টাকা ঘাটভি পড়িবে। **চটলেও বাজেটে সাম**রিক শাষেক গিশেব কোন হ্রাস করা হয় নাই! মাত্র ১৮ কোটি টাকা কম খবচা ধরা অৰ্থাৎ আলোচা বংসর ভারতের যুদ্ধের বার ১৪৩ কোটি ৭৭ লক টাকা। শান্তি ও খান্রবিক পরিস্থিতিতে এই অস্বাভাবিক বার বরাদের কারণ ও ওঞ্চাত অনেক দেখান হইরাছে। ৰুটেনেৰ প্ৰাণৱক্ষাৰ মূত্ৰে ভাৰতবক্ষা ৰদি অপরিচার্যাই হট্যা থাকে ভাচা হইলে সে ব্যৱ ত বুটেনেবট বহিবার কংগ্ৰেসী নেড়বুন যুক विद्याची। अहे वदाच भविवाम भनि হইলে ভাহারা কোন পছা অবলখন क्लान कांदा तथा शहेरव ।



বাজেটে শতিরিক মুনাফা-কর বাতিল করা হইরাছে। তপাবীর উপর আমদানী তর বৃদ্ধি করা চইবাছে। তামাকের টুপর আরও চড়া ট্যাক্স বদান চইয়াছে। লবণ বা দিয়াশ্লাইয়ের উপর ট্যাক্স হাদ পায় নাই।

স্বকারী মহাপুক্ষর। কথার ভারে বুঝাইরাকেন জাঁহার। পৃথিবীতে রক্তগঞ্জা বংক্রো ভারতের জননাধারণকে বছ বনী ক্রিয়াছেন; ভাত আর কাপড় ব্যুতীক স্কল তুঃবই ভাহাদের ঘৃচিয়াছে, সভরাণ টালে বিতে ভাহারা বাধ্য।

### কংগ্ৰেদ দল ও বাজেট

অথবিল সম্বাদ্ধে বেন্দ্রী পরিবলে ৰুংগ্ৰেদ দলের কি মনোভাব চইবে তং-গ্ৰন্থ আনকে আনেক কথা প্ৰচায় ক্ৰিছেছেন। অৰ্থ সদক্ত নাকি কংগ্ৰেষ দলকে আৰাস্দিয়াছেন বে, ক্তক্তলি প্রেক্ষে কর এনে কবিয়া অপ্রভাৱত দ্বিপ্র দেশবাদীর কথফিৎ স্থাবিধা কাব্যা দেওয়া যাইবে . ইঙা সম্ভবপুর হউবে ঋৰ-বিল বিচাচনা কলিলে। কাগ্ৰেলের সভ'পতি মৌলানা আস্থানও না কি 🍑 মথে মত প্রকাশ করিয়াভিলেন : শুনা बाटे.ठाइ, कर्धात कन नांदी कविष्यूत, अन হাতি পাঁচ আন! কবণ টালে প্রায় দিয়াপ্রাটএর উপ্দ কর স্থান কর ৰাজ্য হ্ৰাস বিশেষকঃ পুৱান্তন শোষ্ট कार्कत गुना भूनः श्रातक्षेत्र । अर्थ-महिरस्य 14000 बारशाम प्रमा विमादन -- मामारकत है स्था मा

ক্যভাব দ্রান কবিলে আমর। জোমার অব্যবিদ পাশ কবিব ক্যথেন ভ্যাকিং কমিটী ১২ট মাচেন্দ্র বৈঠাক দা কি ক্রিব ক্ষিত্রতাল, ন, ক্যালয়ে অব্যবিদ অগ্নাহ্য কবিবেদ।

### বাজেটের তথ্য বিক্রন্ন !

ৰোধাই এব 'ক্লি প্লেগ জাৰ্পালে' মি: তি বি ভিল্ক কেন্দ্ৰী সম সংক্ৰ বিজ্ঞান এক ওক ভৱ অভিৰোগ কৰিয়াছেন। ৰে নিন বা.ডেট কেন্দ্ৰী পৰিস্তে পোল ভয়, সে দিন অপৰাছে বিভিন্ন ছালে পোহাৰ ব সোনা-বপান বাজাৰে ৰে চাঞ্চলা কেথা কেব ভাষা কইকে প্ৰামাণিক বন্ধ বে, কোন কোন পোকুলেটৰ বাজেটের স্কল কথা পূৰ্ব্ধ ইইকে সংগ্ৰভ ইইকে পাৰিয়াছিল। শেৱাৰ লইয়া বাহাৰ। কাৰবাৰ কৰে ভাষাৰা সাধান্ধৰটো বাজেটের কৰ ভাগন প্ৰভাষক্ৰিতিৰ কৰ উৎক্ষিত



শ্ৰিষ্য ও অনুচত্তপূদ কৰ্ম্মক বচামাত আগা বানেৰ সম্বন্ধনা

ধাকে বিশেষত আক্ষে প্রভাবগুলির প্রভাব সরকারী ধার, ভিবেকার, প্রকারেক লাভাবগুলির উপর অভাবিক। আরক্ষের ক্লাসবৃদ্ধির অভুগালে এ সকলের স্বাস-বৃদ্ধি হয়।

ৰ্ভদ ৰাজেটে। ইণাৰ প্ৰাৰ্থিক প্ৰকাশের তিন দিন পূৰ্ব ক্ৰিটেড সোলাল্বপাৰ ৰাজাৰে অনেক অসাবধানী ক্ৰেডা ও বিক্ৰোক্তা বিদ্ধান্ত হালেছ কাঁচে পড়িয়া বাল । ইক একস্চেক্ষের বড় বড় অপাবেটবরা বুনাকা কয় বাজিল, সোনার উপার ওচ্চ এবা ক্লপার উপার ওচ্চ বৃদ্ধির সংবাদ পূর্বে চইডেই সংগ্রহ করেন। কলে নামজার্ল অপাবেটবরগণ দামী লামী পোরার প্রভুত সংখ্যার সংগ্রহ করিছে থাকেন । মূলাকা কয় বদ্ধ হই ইটাছে পূর্বে চইডে অবগত ইইয়া হোট বড় বিক্ষেডারা ভাষার সম্পূর্ণ প্রবােগ গ্রহণ করে। অনেকে ডেলিভারী ক্লোর উপার । টাকা পর্যান্ত উচ্চমূল্যে সোনা করে করিছে থাকে। এ সকল পূর্বাহিক তথা প্রকাশের বড় বারী কে কেন্ত্রী সরকার

ভাষার ভদত করিয়াছেন কি ? বাভারে ত প্রবল্প জনরব বে এই গবোদ সংগ্রহের ভক্ত লক্ষ হক্ষ টাঝা নায় করা হইয়াছে। প্রের্থ জনেক বার এইরূপ ওপ্ত তথা প্রকাশের অভিযোগ ইইয়াছে, কিছ জ্বাবাধীর দণ্ড হয় নাই।

### অকুণার পথ

**এমত্রী অ**রুণা আসফ আলি বলিয়াছেন— গণ-ক্রোধ শাস্ত কর: অনসভার উপর নিষেধ আদেশ উঠাইয়া হও। বেন সামবিক হিংসা-कार्या इटेर्फ विवर थाका करूवा, खाश क्रमाधावन्यक वृक्षाच्या ৰলিবার জন্ম নেতৃবুন্দকে সুষোগ দাও। কিছু গাছীক্রী চইতে প্রভিক্তী পর্যান্ত সকল কংগ্রেস-নায়ক জীমতী অরুণাকে বেন তথ্য বিপ্লবীদলের সভিত ভড়িত করিয়া কাঁচার অবলম্বিত পদার নিশা **ক্রিয়াছেন। গান্ধীজীর ধ্বনির সহিত ধ্বনি মিলাইয়া নেহেকুলী** ৰ্লিয়াছেন-অভীতের মত বর্তমানেও আমাদের স্বাধীনতা-সমরের আর্ধ হইল অহিংসা, মাত্র এই সংগ্রাম-বৈশিষ্ট্য ভারতের আভাস্থবীণ **অবস্থায় ও বিশ্ব-প্রিভিলিতে আবাভিন্ত: ভি-স্মলক সংগ্রাম করিতে চইলে ভি:ন্র রাট্টভুলির অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী** , হিলে ব্যবস্থা না চইলে চলে না ৷ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রাজ্যের তেওু হিংল্র বা অহি ল প্রতি নয়, প্রাভয়ের তেড় 🖔 **অধিকত্তর শক্তি**শালী বহিঃশক্তি। সমস্ত বিদ্যোহ কবিতে হইলে, **कवि**ष्ट इंडेरव वंशासांशा सम्हार, वाश्वक लाख क्रक वंशासांशा আয়োভনের পর। এখানে কেখানে সামার হিংল-৫চেটা মাত 'অহিসে আন্দোলনেরই প্রতিবন্ধক নয়, ব্যাপক সশস্ত ট্থানেরও প্ৰতিবন্ধক।

ৰ গণ-উপানে বিপন্ন জনগণ প্ৰস্তুত চইয়াছে ভাছাৰ ক্তৃকটা আভাস দিয়া শ্ৰীমতী অকণ আগফ আলি এলাচাবাদের এক ছাত্রস্থানী বিল্লান্ত্ৰ কিন্তুলী আপোৰে স্থানীনতা পাইৰে না।
স্থানীনতা চাতের মুঠায়—এ ধ্বনিতে ভূলিক না। স্থানীনতা বদি
ক্বতলেই তবে কেন বাজনীতিক বন্দীয়া আজও কারাবন্ধ। আতিব
শিতা মহাস্থা গান্ধী বদি বলেন, ইচাই প্রব্রী পদ্ধা—মানিয়া লও!
প্রত্তিত ভ্রত্তবলাল যদি কোন যুক্তি দেন—আপত্তি করিও না!
স্ক্রীর বন্ধভাতাই যদি বলেন, দিল্লী চলো। বা 'জেলে চলা—চলিতে
পার ভাঁচার পশ্চাতে, কিন্তু স্থানীনতার পদ্ধা উহা নতে।"

অকুণার পথ--

- (১) ১৯৪২এর আন্দোলন চালাইরা বাইতে হইলে সংগঠন জন্ত কর:
- (২) আসম ত্র্ভিক্ষে কর্ত্তব্য, ছাত্রগণ দলে দলে গ্রামে গিয়া প্রায়েং-ব্যক্ত গঠন কর, জনসাধারণকে আসম মৃত্যু সম্বন্ধে সতর্ক কর;
- · (৩) বিদেশী প্ৰোর আঘাতে আবার ইংরেজ ভারতকে আক্রমণ করিতে উত্তত। বুটিশ প্ৰা বৰ্জ্ঞান কর—কংগ্রেসের ভারত জাত প্রজ্ঞাব সার্থক কর।

### সিপাহী-বিজ্ঞোহ

ভারতীর নৌ-গলের বিজ্ঞাহ শেব হইরাছে। ১৮৫৭ বুঠান্তের 'সিপাহী-বিজ্ঞান্তের ক্ষত-চিক্ত আজিও লক্ষেত্রির ক্ষম কইডে বুছিরা বায় নাই। ভারতীয় নৌ-সিপাহীদের উপর বন্ধ কাল অবিচার কর। হটভেছিল। খেডাঙ্গরা বেল, বেতন, ছটি, আবাস প্রভতির সুদিন পাইছেছিল, আৰু দ্বিদ্ৰ ভাৰতীয় সিপাহীৰা পাাবেয়া প্ৰচা গৰা হইতেছিল। অথচ এ-সকল সিপাহীই ভাষাক চালায় এবং ভাষাবাই ইংরেজের প্তাকার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কাডেট ভাহার। ধর্মঘট করে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট করে রয়াল এয়ার ফোর্মের সিপাহীরা। তার পর চলে হলী। ঘোষণা করা হয় জঙ্গী-আইন দলে দলে হতভাগা ভারতীয়গণ হণাহত হইতে থাকে। তুর ভাষার। মাথা নত করে না। নিরপায় ইইয়া বোধাই স্বক্ত কংগ্রেসের নেতা স্কাব বস্লভভাই পেটেলের শ্রণাপ্র হন। জীয়ার মধান্তভার ভারামা মিটিয়া যায়। কংগ্রেস-নেভারা বৃহত্তন— । সং কেন ? এ ভাবে কি স্বরাজ লাভ হয় ? বিস্কৃ হিপাটীর স্বরাজ্য জন্ত ধর্মট করে এটি, অরের ভরু কবিয়েছিল। ভাটারা আলা কংগ্ৰেস-প্ৰাকা আন্দোলিত কণিচাছিল, 'জয় টেল' নিন'দ ছবলা करिशाद्रिम, ভाষাদের প্রতি সৃষ্ঠান্ত্রিসম্পন্ন বোখাই, বব চি ও কলিকাভার নরনারী বিশ্বোচ্ছ অবশা প্রদশন বরিয়াছিল, বিশ্ব ভা**চ। স্বরাজ লাভের ওকা নতে**। অপুমান, অবিচার, প্রচার ও মুধ্যুর আঘাতে কিন্তু সিপাচীয়া— শহিমের হতুর্ভিত বস্তুগণ্ড খোন পভাৰাজপে বহন কবিয়াছিল তথন এ সম্ভা ভাহাদের কৈট প্রাজের সম্পা অবশাই হয় নাই। যাহা হটুক, কংগ্রেদ নেড়ালের মধ্যসভায় ভাতারা আনুস্মণীণ ব্যিম্পত্ত ৩১৩ জন সিশানীৰ विमानिकारम । १४ वर्ष क्या क्षेत्राह । विकार के क्षेत्र । १०१४ व হিন্দ ফৌকোর বিচারের সময় কারেল দাকার ভেত্রদ লে এটা क्रियाहित्स्य, खामा करा याग्र हेडाल्य क्यू होडावा क्रावर है। कविद्या ।

### সৈন্যাবভাগে ভেদ প্রবর্ত্তন

ভারতীয় নৌ-সিপাইদেব এই বিজ্ঞাত সহক্ষে বিজ্ঞাত বল ভারনা-কারনা ইতিমধাই আবস্ত হইছা গিবাছে। দি বংক ইণ্ডিয়ান নেভি ও বয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোসের অধিকা শাহিলারী শিক্ষিত, এবা ইঙাদের আধকা শাহী বাহনী হিল হৈছে মন্দ্র গ্রেলা বাংলা ও মান্ত্রাক্ত-নিবাসী এ বিজ্ঞোতে মন্তৃত্ব করিয়াও ২৪ শিক্ষিত এবা বাজনীতিক-বৃদ্ধ্যুল্য সিপাইনির অনেকে মেন মন করিতেছেন বে ১৮৫৭ খুইান্দের সিপাইনির্লোহের পর মেন ভারতের সৈক্ত বিভাগে সৈনিক সংগ্রহের ব্যাপারে মুহকুশা ও অক্ত জাতির পার্থক্য করা হয়, তেমন পার্থক্য আবার চালু ব্যা হইবে। সাম্যাকি সক্টে অবস্থায় এবার এই পার্থক্য করা হয় নাই বলিয়াই বিজ্ঞোহ-ভার প্রকট হইয়াছে, ইহাই বিলাভী সমাক্ষ্যুক্ত ব্যা মনে করিতেছেন। তাই সক্টেকালীন নীতির আমূল প্রিবহন করিয়া ইংরেক্তক্ত প্রেনেশগুলির ইংরেক্তক্ত জাতি হইতে ভবিষ্যুত্ত সৈষ্ট্ সংগ্রহের স্থপারিশ করা ইইয়াছে। এ সম্প্রেক ইণ্ডিয়া আফ্র না বি মন্ত্রিকার নিকট গোপন স্থপারিশ করিয়াছে। প্রশারিশে আছে

- (১) বৃদ্ধের পূর্বের ভারতে বৃদ্ধপ্রবণ ও অল্প জাতির বে পার্থকা
   ছিল, ভাছার পুন: প্রবর্তন।
- (২) সর্ক্ষ সম্প্রদার হইতে ব্রাল ইণ্ডিলান নেভিতে সৈনিক <sup>এইন</sup> অধান লোপ।



দা: ≎ত্তী **স্থা**মীরাথন

- (৩) পুনঃ পুনঃ গৈল বিভাগের ভারতীয় কারণ সম্বন্ধে শ্রে প্রতিশ্রুতি দেশতা হর্নথাছে, দে প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা ভারত সরকারের শতে বাহিন হইলেও মৌ ও বিমান বিভাগের সকস সাম্বিক উচ্চপদম্ব ক্ষেত্রতীর পদ ম্বাস্থ্যের বৃত্তিশ হক্তে বাধিতে হুইবে।
- (৪) কোন জাহাত নিছক ভারতীয় নাবিক দলের হস্তে থাকিতে <sup>পারিবে</sup> না, জাহাজেব শতকরা ২৫ ভাগ নাবিক বুটিশ হইবে।

শেশের নেতৃর্প ও সকল গোপন চক্রান্ত-জ্ঞাস ছিল্ল করিবার কি বাবচা করিতেছেন ভাগা বউমানে জানিবার প্রয়োজন মামাদের নাই: সমগ্র শাসন-কর্জ্বই যুখন জাতির করায়ত করিবার জন্ত জাগোরা ইপরেক্ষের সভিত মাপোষ-ব্যবস্থা করিতেছেন তথ্ন অবশা নৈজনসের ভারতীয়দের স্বার্থ বজন তাঁহার। কথন করিবেন না:

### লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী

স্থান্ত ক্ষেত্র কাজীয় জাজীয় নাজিনীয় নারী বিভাগের বিধানিক। লোঃ কর্মেল ডাঃ লক্ষ্মী স্থামীনাথন ভারতে ক্ষিরিয়াহেন। ভারতে বিবিয়া কাঁসি বালা ক্রেজিয়েন্টের এই বীরনারী গোহার অভীত গৌররের বিশেষ কোন কথাই প্রকাশ ক্রেন নাই। গোহার বাজিনীর বে সামার প্রতিম তিনি ক্থা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভদপেকা অবিক্পরিচ্য আমন্ত্র, ইতিমধ্যে পাইয়াছি। ভারতীয় জনসাধারণ স্থভাব-চক্ষের সহিত স্থান প্রায়ে হক্ষ্মীকে মান প্রদান করিয়াছে। সক্ষ্ম



ভাষতে কোন নাই সংগ্ৰাম মনোনিশাল বহিবেন কি না প্ৰকাশ কৰেন নাই। দিনি ভাষতিহাছেন—"Politics will not be her field. She will not pixe up medicine"— বাজনীতি তাৰ কথাজে নতে। দিনি চিকিংসা ব্যৱসাহ ছাছিকেন্ন না। তবে কি প্ৰতিয়াৰ ভাজ্যমন্ত্ৰীনৰ পৰ এমন বোন ব্যাপাৰ খনিয়াছে যাহাছে দিনি ভাভাষ্টান্তৰ ভাষণাক হুংসংগ্ৰ ভাষ মনে, কৰিয়া বজান কৰিয়াছেন ? কি সাৰ্থে দিনি ভাবাত ফিৰিয়াছেন ভাহাৰ ভানা বায় নাই আমৰা এই বীবনাৰীৰ অভীত প্ৰচেষ্টাকে অভিনয় বলিয়া মনে কৰিছে বাথা পাই। ভাৰতেৰ ভনসাধাৰণ অকণা ও লালী তুই শ্ৰেষ্ঠ নাৱী-বিশ্ববীৰ নুখন কথাপ্ৰিকল্পনায় নব নৰ স্ক্ৰাৰনাৰ কল্পনা কি নিবৰ্ণক কৰিছেছে।

### বিক্ষোভে নেতাদের আপত্তি

আজালী বাহিনীৰ বীবদের দণ্ডেৰ প্রজিবাদে এবং নৌবাহিনীৰ বিক্ষোভে গান্ধীকী কিন্তু কেজাৰ হুইয়াছেন। এ সকল গণ উপান বা গণবিপ্লাৰ সম্বন্ধ ভিনি এক বিবৃদ্ধিতে বলিয়াছেন, "ইংবেলেছ' নৌবাহিনীতে এই বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহেব পরে বে সকল কাও বিটিয়াছিল ভাষা আহিংস নয়। "কয় হিন্দ" বা অন্ত কোন গণ-ধ্বনি একটা লোককেও উচ্চারণ কবিতে বাধ্য কবিলে স্বাক্তের ভারুরে পোরেক আঁটার সামিল চইবে। সিজ্জা বংশে করা বা ঐ প্রাকারের
চেটা কংগ্রেস ব্যাখ্যাত স্থবাভলাভের পদ্ধানর। লুঠনও ট্রীমগাড়ী
বা অন্ত কোন সম্পত্তিতে অগ্নিদান, বুরোপীয়দের ক্ষতি করা বা
ভালাদের অপমান কর', অগমার মতে অভিসাত লুবের কথা টেরা
কংগ্রেসী অভিসোও নর! কাগুজানতীন এই ভিংসা-পথের আত্ত ও
অক্তাত নেতৃরুক্ষ জাঁভারা কি কবিদেছেন ছাভা বেন ভাবিরা
ক্ষেমা। তিংসা কর্মের কন্ত ভিন্ন, মুসুলমান ও অন্ত সম্প্রানারের মিলন
ভাবনা। ইভার ফলে পরস্পারের প্রতিদিংসারই পদ্ধা প্রাক্ত ইইবে। ইংবেজদের নিকট আবেজি করিয়া গান্ধীতী বলিরাছেন—
শাসনকর্জারা ভাবভীয় শাণনের অ্যুকুল সিম্বান্ত করিয়াছেন।
ক্রেমানীর বুকে বে অন্যান্তি কুবান আছে, ছাভার অভিযাত্তি
কইরাছে বলিয়া ভাভানের সে সিদ্ধান্ত করিছে, গরিবান্ত করিছে বিন্তু
কইরাছে বলিয়া ভাভানের সে সিদ্ধান্ত করিছে, পরিবান্ত করিছে বন্ধা

কলিকাতা সেতাই, লাতাৰ প্ৰভৃতি সাম আমান চিল ৰাচিনীৰ বলী সৈনিক ও নাংকলাৰ্থি মৃতি মৰ হৈ শিক্ষাত প্ৰদৰ্শিত হয়, তাহাৰ নেতৃত্ব কৰে প্ৰশানতঃ হাইসমাল। হাইস্কুল্য ভাৰ প্ৰবৰ্তাৰ কৰোগ কম্মিট্ট ও মস্কেম হ'গ মাত নতে, ভৰাৰ ক্ষুতিপ্য আপোৰ-বিৰোধী নলও প্ৰভণ কৰে। হাহাৰ কংগ্ৰেম (প্ৰসিত্তেই ৰলেন—"হাত্ৰা নেতৃত্ব কৰিবেন মা, নেতৃত্ব কৰিবেন সংগ্ৰেমের নেতৃত্বল।"

নৰ ভাৰ-প্ৰবৃদ্ধ যুব-সাধাননেৰ কাৰ্যো নাধা প্ৰদানেৰ শক্তি এ সকল নেতার না থাকিলেও, বিক্ষুক আদর্শবাদীদের প্রেচেটা অনিয়ন্ত্রিত ভবিবার বাস্তব কোন চেটা ইহার। কবিবেছেন না, বাচনিক উপদেশ ধাদান ব্যতীত।

### বিশ্ববিত্যালয়ের তৃতন ভাইস-চ্যান্সেলার

কলিকাত। বিশ্ববিজ্ঞালয় নৃতন বংসাবের ভন্ত প্রীবৃদ্ধ প্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যার মহালয়কে ভাইস-ঢ্যান্দেলার পালে মনোনীত করিবা প্রাকৃত করী ও বিজ্ঞান্ধরায়ী ব্যক্তির সমাধ্য করিবাছেন, ভাহাতে ক্ষেত্র নাই। প্রীবৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যার বিশ্ববিজ্ঞানারের এক জন কৃতী ছাত্র এক জ্ববার বৃদ্ধি ও ভীক্ত মধার বে পরিচর ছারাবিছার উভারর ক্ষেত্র কার্বার বৃদ্ধি ও ভীক্ত মধার বে পরিচর ছারাবিছার উভারর ক্ষেত্র কার্বার বিলোজিত হুইরাছে। ননীরা ক্ষেত্রার অস্তর্গাত মানাবিছ ক্ষিত্রকাক কার্ব্যে নিরোজিত হুইরাছে। ননীরা ক্ষেত্রার অস্তর্গাত মানাবিছ ক্ষিত্রত ভিনি জ্বপ্রহণ করেন। বিশ্ববিজ্ঞানারের বিল্ঞা, এন-এ, বিল্পান আক্রিতি ভিনি জ্বপ্রহণ করেন। বিশ্ববিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানর বিল্ঞান ক্ষিত্রত হিলি সকলকে মুক্ত করিবাছিলেন। আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রোচীন ভারতের বীভিন্নীতি সম্পর্কে গবেষণার জন্ত ২৯১১ সালে বিশ্ববিজ্ঞান উল্লেক্ত একং

ইয়াৰ প্ৰায় কল বংসৰ পৰে বিলাভে ব্যাৱিটাৰী পানীকা দিভে দি ভিনি লাসনভান্তিক আইন ও অপ্যাৰ-বিষয়ক আইনে এং মেনীতে প্ৰথম স্থান অধিকাষ কৰিবা বিলেষ ফুভিডেইৰ পঠিচর চা কৰিবাজিলেন।

বিশ্ববিভালবের সহিত্ত প্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধার সংগ্রিষ্ট আছেন ব দিন। বিশ্ববিভালয়ের জন্যাপ্তক এবং সিমেট ও সিভিবেটের সদ হিসাবে প্রায় ত্রিশ বংসর হরিছা নানা বিষয়ে ভচিছিত মতামণ প্রামণ দিয়া তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির চেঠা করিয়া জাসিণেছেন শিক্ষা পার্বিজ্ঞনা ও শিক্ষা সংস্থাব বিষয়ে তাঁহার অভিনতা বে বিভ্



শ্বীপাপক ও পানীত, বঁতার। আঁতার সালগোগ আহিছোত ন সংক্রিকট তাতা মেগেটিউ অব্যাত নতে। সাডেলার কমিশানার সংক্রিকটার বিশ্ববিভাগর পরিলপানা এবং ১৯১৯ সাল লাগেল অন্তটিত নিবিল বিশ্ববিভাগর পরিলপানা এবং ১৯১৯ সাল লাগেল অন্তটিত নিবিল বিশ্ববিশ্ববিশ্বাকর সাজকনে বোগাদানা বিহানে ক্রিকটার আজিলাতা বিশ্ববিশ্বাকর ভাবেই লাভবান্ তইসাতে সালেশ নাই জীলার এই বিশ্বাবিশ্বাকর ভাবেক আশ্বাহক তইয়াই থাকে নাই বুলবা সমাজের মলকের জন্মও ভাষা সর্বাদা সচেই। বর্তমানো কালাগেলার মলকের জন্মও ভাষা সর্বাদা সচেই। বর্তমানো কালাগেলার মলকের জন্মও ভাষা বার্থমী, দিল্লী, নাগালন গাটনা আজা লাকা বিশ্ববিশ্বাকরের স্থিতিন মানা ভাবে সালিই।

তদু শিক্ষা ব্যাপাবেট নয়, শাসনকাৰ্য্য প্ৰিচালনে ইংগ্ৰাহ কক্ষতাৰ বিশেষ প্ৰিচয় পাওৱা পিহাছিল বাঙলাৰ চক মন্থিত ভাই আমলে। ১৯৪১—৪০ সাল পৰ্যন্ত ভিনি বাজখ, বিচাৰ, আঠন ও আসামবিক সম্ব্ৰহাত-স্কৃতিৰে পাত অবিষ্ঠিত ছিলেন প্ৰবা ভাইনাও আসামবিক সম্ব্ৰহাত-স্কৃতিৰে পাত অবিষ্ঠিত ছিলেন প্ৰবা ভাইনাক লাপানী আক্ষমনের আশাক্ষার লোকে বখন দিগ্রিনিক্ জন্মত্ব ভাইয়া কলিকাতা ভ্যাপ কবিতেছিল ভানন ভাঁচাৰ চেট্রান্তেই স্বত্ত ভ্যাপকারীকের অনেক প্রবিধা ভাইরাছিল। মেদিনীপুরের ব্যাব সময় আমধ্য বাবুৰ চেট্রার কলে অনসাধারণের হুপতি ভবু কিছে পরিমাণ লাঘ্য ক্য এবং গভর্গমেণ আপ্রভাগের উজ্জেশ্যে প্রায় এক কোটি টাকা বায় ক্যিতেছ হাজী কইবাছিলেন। সাম্ব অন হার্মটের আম্পানা বেদিনীপ্রের বে বর্মীয় ভাগাব জ্যালীক ক্ষিয়া প্রতিহিন্যা চ্যিতার্থ বেদিনীপ্রতা বে বর্মীয় ভাগাব জ্যালীক ক্ষিয়া প্রতিহিন্যা চ্যিতার্থ

করিরাছিলেন, অন্ত মুঠ জন মন্ত্রীব সচিত প্রায়ণ বাবুও সে সংক্ষেত্রত প্রেডিফাতি দান করেন এক ইচারই কলে কল্পুল হক সাহেবের মন্ত্রিপ্রের ব্যনিকা-পাত চর। ব্যবস্থা পরিবদের সদস্য চিলাবে বজতঃ উলোবই চেষ্টার প্রথম কল্পুল চক মন্ত্রিপ্রতার আমলে লামোদর থাল-সাক্রান্ত কর সাড়ে পাঁচ টাকা চইছে ছুই টাকা নর আনা দ্রাস করা হর। ইচা ভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা-বিকের সাহাব্যে শিক্ষা-ক্ষেত্র সাম্প্রের সাম্প্রের সাম্প্রের সাম্প্রের সাম্প্রের সাম্প্রের ক্রিরাঞ্জন।

বর্তমানে প্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধায়েও বহস বাহান্ত ৰৎসর। ল-কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে উক্ত প্রালিষ্টানের বহুণিধ ট্রেটির বাবন্ধা তিনি কবিয়াছেন এবং আমাদের ত্বিব বিশ্বাস, হাঁলার প্রবোগা পরিচালনাধীনে কলিকাকা বিশ্বতিশ্বাস্তর পৌরব এক স্থানাম্ব মণিকতর বৃদ্ধি পাইবে।

### স্বৰ্গীয় সুশীলচন্দ্ৰ সেন

শীসুজ জনীপচক সেন ১৮১৪ খুঠাজের ১ট কজবারী কলিবাছার জনপ্রথম করেন তিনি ভংগালীন বিশিষ্ট সালসিটার খাটি সালীশাল্ল সানের জ্যের পূর । স্থানীয় সালীশাল্ল প্রথম মেসার্স আর ব্যাটাসন, বাটান-এর সরকারী হন : তংগারে তিনি মেসার্স ও গোনাম তি কোলেপ নীতে যে গলান বরেন । সহকারী হিসাবে নিনি টাকা প্রতিনানে ১১১৬ খুঠাজ প্রত্যাহ করেন । স্থানীর লেন ২০শার বংলা ১১১৬ খুঠাজে কারের নিজ নামে স্বাহর প্রতিষ্ঠান গানে, তেখন বস্কুবিহারী নতা ভাঁহার সহিত হোগালান করেন এটা ভাবে মেসার্স প্রত্যাহর স্থানত হোগালান করেন এটা ভাবে মেসার্স প্রত্যাহর স্থানত আবস্কু হব।

স্থাতি স্থালচন্দ্র সেন মিত্র ইন্সিটিউপনে শিক্ষালাভ করেন এব এবা চইতে ১১০৭ সালে ১৩ বংসর বর্ষে এট্রাস প্রকার উঠারিন: তংপরে তিনি প্রোস্থাড়কী কলেভে ৬% বন এবং ১৯১০ গুঠাকে অন্তলাপ্তে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

উচ্চ ডিগ্রী লাভের ভক্ত জাঁচার কেছি নের ত্রিনিটি কলেছ ভাই ইনার কথা ছিল । কিছু গাঁচার মাতার আক্রিক অকাল মৃত্যুত্ত সমগ্র প্রিকল্পনা নাই চইং। বাওয়ায় তিনি আইন অবেজে ভাই কন এ' বলীর এম এম চাটাজীর আটিকেন্দ্র ক্লাক কন। তিনি বিশ্বল পরীক্ষায় ওর স্থান অবিকার করেন এবং ১৯১৯ বুইকে এটনীলিগ পরীক্ষায় ওর স্থান অবিকার করেন এবং ১৯১৯ বুইকে এটনীলিগ পরীক্ষায় পাল করিয়া উনক্রপ্রেটেড্ ল' সোসাইটির ক্লাচেবালি পরীক্ষায় পাল করিয়া উনক্রপ্রেটিড্ ল' সোসাইটির ক্লাচেবালি পর্যাক্ষার করেন। তিনি এডভোকেট ও নোটারী পার্বালিক্ষায়ন ভালিকান্ত্র করেন। কিছু কালেন ভক্ত কলিকান্তা বিশ্বলিক্ষায়র এডভোক্টে ক্লাচের ক্লাচারির করেন।

তিনি অতি কল্প ৰংসেই ব্যৱসাৰে ব্যাতি অভান কৰেন একং কৰেন বংসাৰেৰ ৰ্ষ্যেট কলিকাত। ভাইকোটেৰ বিশিষ্ট সলিসিটাৰ বিসাৰে প্ৰিগণিত ভন।

১৯০৪ পুঠান্দে তিনি ভাবত সবকায় কর্ম্মক ভাবতীয় কেম্পানী বাটন ও ভাবতের ইনসিওবেন্দ আটন সংশোধন সম্পর্কে উপাবিশ প্রদান করিবার ভঞ্চ বিশেষ কার্য্যে নিমুক্ত হন। প্রস্কা কাম্পানী আইন সম্পর্ক জিয়াবন কম্পতিক্রেয়া বিশ্বতিক্রিট যানিব। মধা। ভংকালীন কাইন সদক্ত দাহ এন এন সরকারের তিনি দক্ষিণ কল্পস্থপ ছিলেন এবা কেন্দ্রীয় পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতীর কাম্পানী আইন ও ইনসিওফেল বিল প্রিচালনা কবেন। সরকারণ সন্দ্রন সমগ্র আইন সভার প্রশাস লাভ কবে এবং সকল বল, বিশেশতঃ প্রীযুক্ত ভূকাভাই দেশাই প্রিণালিত কণ্ডেস দল উহার ভবাতি কবেন।

স্থাীব সেন মহাশ্র ১৯৩৭ খুঠান্দে ভারত সরকারের কলিকাভার সলিসিটার নিযুক্ত হন। উক্ত পদ ঐ বংস্থই প্রথম স্টেইর ( বিশেব বোগাতার সহিত ছিনি ১৯৪৬ খুঠাকের ৩১লে জানুধারী



প্ৰান্ত উক্ত পৰে অনিষ্ঠিত থাকেন এবং ঐ সময় মন্স স্থান্ত্যের ক্র প্ৰভাগি ক্ষেন।

্তিমি ১১৩৭ খুষ্টাফে টিংবি-ট উপাধি লাভ করেন।

তিনি সাব এন এন স্বকাচেং স্তিত সূক ভাবে ভারতীর কোলগানী আইন পুদ্ধক রচনা কবেন: প্রামাণ পুরুক হিসাবে উল্লাসময় ভাবতে তুসিদ্ধি কর্মন কবিডাছে:

তিনি ১৯২৭ তইছে ১৯৭৪ খুগান প্ৰান্ত কলিকাতা কাপালেশনের কাইছিলাত ছিলেন এবা ডাঙেই কুইবল এসোসিবেশনের শনের সক্ষা ছিলেন ১৯৩৯ খুগানে তিনি উক্ত এসোসিবেশনের সক্ষাভাগতি জন ভিনি ২০ ২২নত হতিহা কলিকাতা সাম্প্রভাব আছাত্ত বছ কন প্রতিষ্ঠানেত সহিত যুক্ত ছিলেন তিনি বাদবপুর ভিত্তবাব্দুলিসিল এসোসিবেশনের সভিত হনি ছিলেন গানিই ছিলেন।

প্ৰশীলচক স্থামন্ত ডি ৩০০ব পূল আৰু সৈ, ৩০৩ব তৃতীয় পুত্ৰ প্ৰীযুক্ত স্থাকিশোৰ ৩০৫২ কে ঠা কলা প্ৰীযুক্তা আশালভাকে বিবাস সংযান

স্থানিক্ত সের ক্ষেত্রত এক জন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন ব্যোগী সমূল ক্রেটিলেন্সের ক্রিটিন ক্রিলাক স্ফলেন্ড একিলেন্স্যালন প্রার এক লক টাকা দিয়া তিনি ভাঁচার পণিতামহের নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রামর্ক মিশন, বাদবপুর-বন্ধা হাসপাতাল ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি মুক্তহন্তে দান করিয়াছেন।

ছুলীকান্ত আমাদের অভান্ত অন্তরক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে
আমরা অতি নিকট-আজীয়-বিহোগের বেদনা অমুভব করিতেছি।
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহার পুত্র ও কল্পারা দীর্ঘারী ইউন
এবং বিখ্যাত পিতাও পিতামহের মুখ উজ্জল ককন। 'সবোগ্য
শিতার ক্রমোগ্য পুত্র' এই প্রবাদ সেন-বংশে অতি স্মুম্পাইরূপে
প্রায়ণিত ইইহাছে। সুশীক্চক্রের ছোই পুত্র প্রীমান্ শৈকেন্দ্রন্তর সেন
এটনীশিপ পরীক্ষায় প্রথম ছান অধিকার করেন এবং বেল-চেষার
পদক লাভ করেন। ১৯৪৬ খুইান্দের ২১শে ক্রেমারী তিনি
হাইকোটের এটনীশ্বর তালিকাভুক্ত হন। ছিতীয় পুত্র প্রীমান্
সমরেন্দ্রচন্দ্র সেন ১৯৪৫ খুইান্দের ভূন মানে গ্রে'জ ইন ইইতে ব্যাবিষ্টারী
পাশ করেন এবং উত্তীর্গদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯৪৬ খুইান্দের ৮ই
ক্রেমারী তিনি হাইকোটের বংগিরীর তালিকাভুক্ত হন। কনিই
পুত্র প্রীমান্ শচীক্রচন্দ্র সেন কর সেন ফান্মের অক্তরম মংশীদার প্রীযুক্ত
রবীক্রক্ত দেনের নিকট আটিকেন্ড, ক্লার্ক। প্রহেট পুত্রই পিতার
স্কলম বন্ধার বাধিয়াছেন।

মৃত্যুকালে স্থানীকচল চাবিটি কলা বাখিবা গিরাছেন। ভোটা কলা শ্রীযুক্তা বেবাৰ কপোবেশনেৰ সেক্টোরী শ্রীযুক্ত যে বাফর একমাত্র পুর শ্রীমান্ শিশিব বাষের সহিত বিবাহ স্মৃত্যু বিশ্বাধা লমিত। এবং চিত্রা এখনও খবিবাহিতা। দল সেম্ব কার্প্ত শ্রীযুক্ত লবীলক্ষ দেব মহাশ্য় ও শ্রীযুক্ত স্থানে বেন্দৌপ্রীয়ে মহাশ্রের বোগা প্রিচালনার স্থানিলচালের পুরেবা ক্রমান্ত্রিক ববিবেন এই দিবাসার স্থানিকর স্থান বিশ্বাদ

नंतर हन्म धत्।

কলিকাতা সোয়ালো পেনস্থিত প্রপ্রসিষ্ট ব্রবসায়ী স্বর্গত কানাইলাল ধর নচাশ্যের একনার

টন ক্যান্টরীর স্বয়াধিকারী শ্বেংচক্র ধর মহাশয় গত বুধবার

টলক্ষন (৬ই মার্চে) তারিখে সকলে ৬ ঘটিকায় ক্রন্যান্তর ক্রিলা

কন্তরাতে পরলোক গমন কবিয়াছেন : মৃত্যুকালে তাঁহার বহল ১০
কন্সের হইরাছিলেন । অতি সামান্ত অবস্থা ১ইতে নিজ প্রতিভাবলে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বাত্মনিব্যোগ কবিয়া আদর্শ স্থানীর
হন । ভারতের গৌরব টাটা টিন প্রেট কোং (সং ওগালেশ) প্রথম বধন

ক্রেমী টিন তৈয়ারী কবেন তগন হইতে ইনি কলিকাতার একমাত্র

লেলিং একেট নিযুক্ত হইয়া বাজাবে মাল চালু কবিয়াছিলেন । ইহাব

ভক্তম ও অধ্যবসায়ে ধর টিন ফ্যাক্ট্রী আজ্ব বাঙ্গালার সর্বপ্রেষ্ঠ টিন শিল্প

ক্রেটিনি হিসাবে পরিগণিত । ইনি বহু ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানক

ক্রাহার করিয়া গঠন কবিয়া ভুলিয়াছেন । বহু জন্তি হকর কার্যো শ্বং

বাবু মুক্তকক্তে দান করিয়া গিয়াছেন। আহিনীটোলাছিত 'দী:
মাতার মন্দির'—কানাইলাল ফ্রী বালিকা বিভালয় প্রভৃতি প্রতি;
দারৎ বাবুর বদাছতার সাক্ষ্য। ইন্সা ছাড়া বছ হাসপাতাল ;
অনাথ বাঙ্গালী পরিবার ও বিধবাদের তিনি অর্থ সাহায্য করিছে:
গত পঞ্চাশের ময়স্তুরে বছ অতিথিকে অর ও বস্ত্র দিয়া শবং হ
জীবন ও হজ্জা বক্ষা করিয়াছিলেন। এরুপ প্রেপ্কারী ধর্মী
ও অমাহিক লোকের মৃত্যুতে গুণু পরিবারেই নয়, অনেকেইই হে হ
হইল তাহা অপ্রবীয়। মৃত্যুর সময় তিনি বিধ্বা স্ত্রী, সাক্ষি ব
ও হুইটি পুত্র বাথিয়া গিয়াছেন। আমহা মুক্তের আ্বার্থার মহ

### পরলোকে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

প্রিভ-কুলপ্তি ৺ভীবানক বিজাসাগৰ মহাশায়ের পৌ ৺আভিতোষ বিজাভূষণ মহাশায়ের ভোট পুর প্রকানন ভটাংগে হং



e ও বংসা বরুসে গান্ত বুহস্পাতিবার (২৩শে ফান্কন) অপবার সাম ধ ঘটিকায় 'করোনারি পৃথসিস' রোগে সক্তানে প্রলোক গাম-করিয়াছেন। তিনি জনপ্রিয়, উলার ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাচ কর্পনপাত্তে তাঁচার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শিল্লায়ুরাগ <sup>কারা</sup> চরিত্রের বৈশিষ্টা ছিল। 'মাসিক বস্তমতী' পত্রিকায় তাঁচান অভিদ চিত্র একাধিক বার প্রেকাশিত চুইয়াছিল। কাঁচার জী, তিন বহার্প ৮টি পুর বর্ত্তমান। আমরা তাঁচার শোকসম্ভপ্ত প্রিবার্কাকে আমাদের আন্তরিক সহায়ুক্তি জানাইতেছি।

মার্দিক বস্থমতীতে প্রকাণিত যাবতীয় স্থভাষচক্রের চিত্রের স্বন্ধ বস্থমতা সাহিত্য মন্দিরের





শরানসীন প্রকল্পান্তে



शःय— द्रमना द्रीय

পড়া হয়নি ভবুও ছুলে '



**६8** वर्ष ]

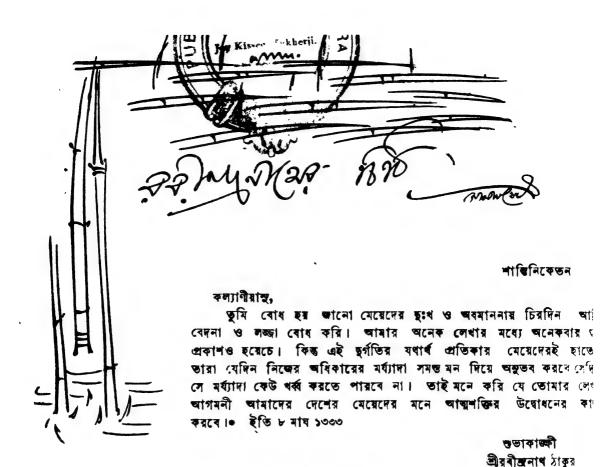
रेठव, ५७९२

[ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

তুমি ইংরেজ বাহাতুর, তুমি যে মেজের উপর এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির স্ঠি ফিরাইবার ক্লুনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শাশাগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি ভোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে ? আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। যদি না হইল, তবে আমি ভোমাদের মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বলি দিব ना। (मर्गत मक्त ? कारांत मक्त ? ভোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি কিন্ত আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের क्य कन ? आत এই कृषिकी वी क्य कन ? ভাহাদের ভ্যাগ করিলে দেশের কয় জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। ভোমা হইতে আমা হইতে কোনু কাঠ্য হইতে পারে ? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে ? যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

--- কোলিংগাদ্ৰাদ





[ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ]

চন্দ্ৰনগর

क्न्यानीत्त्रम्,

এতদিনে চার অধ্যান্তের ক্বত তর্জ্জনা আমাদের শেব হোলো। তুমি ইংরেজি পাঠকের দিকে তাকিন্তে আনকটা বদল সদল করেছ—তাতে বাঙালী পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়—এ নিরে কথা-কাটাকাটি আশকা আছে। ভাষা সহকে তোমাদের ওখানকার উপদেষ্টারা যদি আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে দেন ই তালোই, কিছু ভাব বদলানো সঙ্গত হবে বলে মনে করিনে। বাংলা বইটা নিরে যদিও আনেক বিক্রচ গ্রালোলা শোনা যাচে তরু লোকের বিশেব ভালোও লেগেছে সন্দেহ নেই। এক সংস্করণ শেব হ'য়ে গেছে। শেব সপ্রকটা সমন্ধদাররা ভালোই বলছে। আজ কালিদাস নাগের চিঠিতে উচ্চুসিত প্রশংসা পাওর্জা গেছে। এর পরে একটি ছোট্ট পদ্ধ কাব্যের বই ছাপা ক্ষক্ষ করেছি। লোকে না মনে করে প্রাচীনের কলন্টে ছক্ষ ক্ষরতে চাচেচ না। এ বইটার নাম হ'বে ছায়াছবি। গোটা ৩০লের বেশি কবিতা দেব না। ভূরিতাজন কবিতার পক্ষে বর্জনীয়, শরীরের পক্ষেও ভালো নয়, এ কথা ভোমার দৃষ্টাক্ষের ছারা তৃষি প্রতার করতে থাকো।

রধারা আর দিন ১০)১২র মধ্যে দেশে পৌছবে। তথন তোমাদের সহ খবর পাওরা যাবে। এণ্ডুজ গি<sup>নলার</sup> নির্দ্ধনে বসে কি এক্টা লেখার মধ। আমরা আশ্রমে কিরলে তিনি বোধ হর আসবেন। কবিতার স্থারন কার্য্য কি কিছু এগিরেছে ? ওটা স্থক্ষে সেখানকার পাঁচ জনের মতই গ্রাহ্ন। ইতি ২৬ জুন ১৯০৫

> ভোষাদের রবীক্সনাথ ঠাকুর

क्नांगिरम्यू,

অনেক দিন পরে ভোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। আমিও বার বার ভোমাকে চিঠি লিখি-লিখি করেছি। বিস্ত প্রাণ যথন সচল ছিল তখন সে আপনার বোঝা আপনিই বয়েছে, এখন সে স্থাবর হয়ে পড়াছে ভিষাত্তর বছরের আয়ুর ভারে মহর মনটাকে কোনো কাজে চেতিয়ে তোলাবড় শক্ত হয়ে পড়েচে। **মানুবের** সঙ্গে ব্যবহারে স্থাপু হয়ে খাকা তো চলে না, সেই জন্তে আঞ্চকাল প্রকৃতির সাহচর্য্য আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে। উভয় পক্ষেই পরস্পারের কাছে কোনো দাবীদাওয়া নেই। আর একটা আনন্দ পাই বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে। ওদের জীবনলীলায় বয়স যেন থেমে আছে, ওরা প্রাচীন নবীন এক সঙ্গেই—বয়সের ক্লান্তি ওদের একট্ও নেই। ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অমান ফুল ফুটিয়েছিল আজো ঠিক দেই ফুলই ফোটাচে বি & ক্ৰিকায় আমি ত্ৰিশ বছর আগে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে। আমার কবিতার ভিতর দিয়েই কুন্তীর গণনা করা যেতে পারে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে বয়সের হিসাব। আকাশের উপর দিয়ে যে দিন রাত্রি আনে যায় কালিদানের যুগ থেকে আজ পর্যান্ত তাদের ছায়া আলোর সম্পদ একই, অথচ ৭০ বছরের মধেটি তার। আমার দেহ মনকে যেন বহু জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসচে। সঞ্চ ফেলতে ফেলতে চলেছি, পরিচয়ের বণল হচ্চেই। বিজ্ঞামুষের মুদিল এই যে আমাদের পারিপার্থিক আমাদের পরিণতির নৃতন প্রক্রে সহজে স্বীকার করতে চায় না, এক কালের দাবী অক্ত কালেও চাপাতে চায়। এই জন্তেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চাশের পর সমাজের রক্ষভূমি থেকে নেপ্রে। সরে বেভে বলে।

এ দেলের উপদেশ অমুসারে সমাজ অর্থাৎ স্ক্রোধারণের সঙ্গে স্থন্ধ—ভীবনের মাঝ্থানটাতে। বাল্যকালও দায়িত্ববিহীন, বৃদ্ধ বয়সও। সামনের জীবনের জন্তে বালককে ধংন প্রস্তুত হতে হয় তথন সংসার তার উপরে কর্ত্তার দাবী করে না। কিন্তু মৃত্যুর করেও প্রস্তুত ছওয়া উচিত। মৃত্যুকে যারা নঙর্থক বলেই জানে, তারা, যেন চিরদিনই বাচতে হবে সেই রকম ভঙ্গীতে মৃত্যুকে অখীকার করতে চায়। কিন্তু ঠিক মতো করে **থেমে** ষাওয়াতেই প্রাণের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এটা মনে রাখলে সেই ধামবার জন্তেই সাধনা করা চাই। বস্তুত: সকলে মিলে ঠিক সময়ে আসতে দিতে চায় না বলেই শেষ বয়≯টা এত ক্লান্তির কারণ হয়ে ৬ঠে। মৃত্যুব প্রবেশ-প্রা**লণে** ষে বৃচৎ অবকাশ অপেকা ক'রে আছে ভাকে যদি ৰাইরের সংসার এবং অন্তরের পূর্ব্বাভারে মিলে নষ্ট করতে না পাকে ভাছলে সেটা পুৰ ক্ষুকর। য়ুরোপের নবল করে কর্মপুঞাকে আমরা এত বড কুল্রিম মূল্য দিয়েছি বে জীবন্টা যে একটা আট, স্তরাং সমাপ্তিতে ভার একটা সম্পূণ্ডা আছে বাহাছ্রী করে এটা আমরা ভূলতে বসেছি। वृश्यत चामनं यादा, चर्बाद यादा ठिक मरणा करत वृर्षा इ'एक काताह धकमिन चामारमद ममारण जारमद पुत वर्षा জারণা ছিল। আজাদের জাহণা তাদের দিতে চায় না বলেই তাদের তারুণার ভাগ করতে হয়। ক্যানাল এওয়ার্ড নিয়ে বস্তৃতা দিতে হয়। সাহিত্যের মজুরিগিরি চালাতে হয়, forward লেখা, নবজাত মাসিক পত্তে অংশীকাণী পাঠানো, নতুন রচনা স্থয়ে অভিনত দেওয়া ইত্যাদি হাজার রক্ম উপদ্রব মেনে না নিলে বর্তব্যক্রটির অপবাদ আক্রমণ করে। আগে অরণা ছিল এখন তাও নেই, গিরিশিখরে সমুক্তভীরে আধুনিক বানপ্রস্থের রস্থ জোগানো যে-সে লোকের কর্ম নয়। অভএব দেখতে পাছিছ ক্ষুকর করে মরাটা অদৃষ্টে নেই, ক্লান্তিতে জীর্ণ জীবনের বে:ব। ঘাড়ে নিয়ে মাঝ রান্তায় মুখ পুৰড়ে পড়ে অজায়গায় ধামতে হবে।

তোমাকে আর এক খণ্ড "পত্তপুট" দিতে বলব। আশা করি ন্তন সংস্করণের গছা বইণ্ডলিও তোমাকে পাঠানো

ছজে। প্রফ সংশোধন করতে গিয়ে দেখি সেওলি পাঠ্য। ইতি ১৩ জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের রবীক্রনাথ ঠাকুর

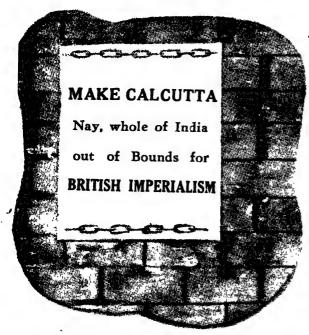
હ

উত্তরায়ণ শান্তিনিকেতন

क्नांनी स्वयु,

তোমাদের নিমে ক'টা দিন বেশ আনন্দে ছিলুম। এখানে মুখর লোক চের আছে কিন্তু কথা কৰার শোক নেই বললেই হয়—মনটা যেন উপবাসী থাকে। দেশ জুড়ে নানা কাগজে নানা চেঁচামেচি গুনি—যেন বুড়ো বুড়ো ইকুলের ছেলে ছুটি পেরেছে তারা টেচাতে জানে ভাবতে জানে না—এ দেশে বুদ্ধির হুর নেবে যায়। অতএব তোমার উচিত হচ্চে কোনো ছুতোয় এখানে এসে পড়া—তোমাকে পাঞ্বাবীদের কোনে। দরকার নেই। ভোষার বইষের ছয়ে অপেকা করে রইলুম। ইতি ১৬।১০।৬৮

ভোষাদের



ৰারোই ক্বেক্সারী জঠ

ব্লাজি ছটোর ভরে ভোর ছ'টার ওঠা। বেকল টাইন ছ'টা— স্বাভাবিক ভাবে ঘুন ভাঙে নাই; ঘুন ভাঙিরে দিলে স্ত্রী। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে তবে ঘুন ভাঙিব।

হেলেগুলো তার আগে থেকেই চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ঘুমের পাতলা ঘোরের মধ্যে দূরের আওয়াজের বত কানেও আসছিল, খোলা জানালা দিয়ে স্কালের আলোও লাগছিল চোথের বন্ধ পাতার উপর, কিন্ধ ভার কার্ভ চৈতন্তের উপর শক্ষের আহ্বান আলোর লার্শ বাভাবিক প্রতিশ্বনি এবং প্রতিচ্ছটা তুলে তাকে স্থাস করতে পারে নাই। পরিপ্রাপ্ত রাস্ভ সায়্ভপ্রীগুলোর অব্যা চিলে হয়ে পড়া তারের যজের মন্ড; অয়ত্মে-পড়ে-বাকার কলে মাকড়সার জালে ঢাকা ক্যামেরার লেন্দের বন্ধ। বে প্রয়োজন মন্ড বিপ্রাম্কেনা লাভ করে—সে বিপ্রাম্ব ভার তথনও হয় নাই। তার গারে হাত দিয়ে প্রী ভাকলে—"ওঠ। শুনছ। ওঠ।"

অত্যন্ত নির্দ্ধ এবং বেছার। এই মেয়েটা। কাল রাজে এক চড় থেয়েছে। আবার চড় খাবার জন্ত ঝুঁকে মুখ নিরে এগিয়ে এলে তাকে ভাকছে। চড় মারবার জন্ত তার অস্তরে প্রবৃতি গর্জের মধ্যে খোঁচা-খাওয়া লাপের মৃত কুঞ্জী পাকিয়ে খুরতে লাগল।

—"ওঠ। স্বাই বলছে ট্রাম বন্ধ। ইেটে আপিস বেতে হলে—" —"টोव वक १" धवात वक्षमक करत के वजन গোণেন।—"एक वन्द्रम १"

- काल वनाइ।

-- "**কা**পু ?"

—"বিলাস বাবুর ছেলে কান্তু।"

কাছর পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না গোপেনে
কাছে। শুধু গোপেন কেন—এ পাড়ায় ক
আপনার পরিচয়ে স্থপ্রতিষ্ঠিত। গোপেন বলঃ
চেয়েছিল—কাছু যথন বলেছে তথন ধবর ধ
সত্য।

এধান থেকে থিদিরপর ছক। অন্ততঃ ইনা রোজ—আপিস পর্যান্ত। তার পর আপিসের ক্র আছে। অন্ততঃ স্থপারভাইকার ফিরিকা সারোব ট-সাটার মোটরটার পিছনে ক্লীনার-সীটটা আঙে

সক্ষে সংশ মনে পড়ে গেল—কাল রাত্তেরান্তার অবস্থার কথা। হঠাৎ সে কিপ্ত হয়ে উঠল-ছেলেগুলোর উপর। বড় ছুটোতে একটা তেরং পতাকা নিয়ে বাড়ীর সামনে পথের উপরে মুভ্যেন্ট আরম্ভ করে নিয়েছে। এই সেনি নেতাজীর জন্ম-দিন আর স্বাধীনতা নিবল ২০শে আহ্বারী উপন্ত

স্তাকড়া কেটে রঙ করে—সেলাই করে জুড়ে পতাকটি তৈরা করেছিল সে আর তার স্ত্রী। এখন সেইট ঘাড়ে নিম্নে বড় ছুটো চীৎকার করছে—জয় (১ন ব—ন্দে—মা—তরম। জয় ছিন্!

পিছনে থেকে ছোটগুলে। সমন্বরে প্রতিধ্বনি তুল্জে গোপেন দাতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড আকোণে এগি: এসে বড় ছেলেটার গালে বসিয়ে দিলে এক ১৮।— "হারানজাদা—শ্রার—বদনাস।"

তার পর হন্ হন্ করে বেরিরে গেল বড় রান্তার পিরে

—এখনি তার সঠিক খবরের প্রয়োজন। জালাকে সং

#### ভারাশহর বন্দ্যোপাধ্যায়

বোঝাই হচ্ছে; মাল নামছে। ট্রামের মাছলী, হ্রিং দরে ক্যাশন—চল্লিশ টাকা মাইনে! গেলে আ হবেনা।

वान्ध्या !

ৰাড়ীর লোৱে রোয়াকে বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেওলে নাগাড় টেচিয়ে বাচ্ছে।—জয় ছিল, জয় ছিল,! ব—েল-মা—তরম।

चत्र हित्सत पूर्व भन्छेन ! शाल्यत्वत्र वर्षे हाभानीत त्त्रामी बूर्फा शत्री ठाष्ट्रेरक चानात अस्ति ना नात करतरह चत्र हित्सत्र कांठरनकानी। ,त्रानात्रण खरः

# 53441 2101

পড়েছে পোপেন; স্মুদ্রের উপর সেতু বাঁধবার সময় कार्रायजानीएम काहिनी हुक थ्वह हमदकाद किन्न छव्। এট.নামকরণের জন্ত গোপেনের আপে রাগ হ'ত। আজ त हाए मांछ परा बताबत अहे नामहोहे छेळारण कर्तन মলে মলে ৷

বড রাস্তার এখানে ওখানে জটলা। দাভিয়ে শোনবার অবকাশ নাই গোপেনের, খ্যামবাজারের চৌমাধা পর্যান্ত না গেলে তার প্রয়োজনীয় সঠিক খবর মিলবে না। কিন্তু না ওলেও নে বুক্তে পাইছে ভটলায় कि को भाकारक छाता। दाशीन छात्रछत मन थव जन्महो **हामारकः। हामाकः।** काद्रश्च वार्शद शहनः আছে. কেউ বেকার। কর, তোমরা ভারত স্বাধীন কর। গোলেনকে ভোমরা বাদ দাও। গোলেনের স্কে ভোষাদের কার মিল নাই। আদার ব্যাপারীর চেয়েও সে হীন ব্যক্তি, তবু তাকে আহাতের খবর বাখতে হয়। ভাকে যেতে হবে ষ্টাণ্ড রোড, খিদিরপুর। हाई छात्र।

দিয়ে কিছু আয় বৃদ্ধি করে নের।

थरतात काशको। टिटन निष्य काल- अक काल हा দিও তো।

না, তাই আশিসের সন্তাদরের চিনি এখানে চড়া দাৰে

-51 9

—हैंगा। এখনও চা थारेनि। **मा**ও। খবরের কাগভ! এই এক জন্ধাল! ভোরে উঠেই लाकरक कानिए दिएएक धरे ह'न-धरे ह'न-धरे হ'ল: এখন তোমরা এই কর-এই কর-এই কর। আহাজ বোঝাই করতে হয় না, কাগজে লিখে-দাও ফেলে সীসের অকর সাঞ্চিয়ে—কালী মাখিমে— দাও ফেলে কলে—বাস, হাজার হাজার হাপা হ'বে গেল; তার পর—জোর খবর বাবু, কলকাভান্ন শুলী চললো—রক্তারক্তি কাও। হাঁকে ভরে গেল গোটা

কলকাভা-গোটা দেশ। এই বে-যোটা **যোটা** 

हरू एक (इरल्राइ--

টাম वका।

বাসগুলো এসেছিল—সেগুলো गामदन गारबक त्वार्फ हो विदय हटन যাছে। দোকানগুলো বন্ধ। পাঁচ मालाद कृष्ठेलाटच अद्रहे मत्था लाक ष्या । मचा प्रचा अराह नव। দেখ—মজা দেখা তরী-তরকারীর বাজার বন্ধ করবার প্রব উঠেছে। যে যা পারছে সংগ্ৰহ निटम्ह

. এक हो क्क मीर्घनियान क्ल र्हे! (न अक्टे। हारब्रब स्माकारन চুকে ব্যল। এরাও দোকান বন্ধ क्षतात्र छित्माश क्षरह । त्माकानहा शाल्यात्र दहनां, शाल्यनत्य खरा <sup>(চনে।</sup> গোপেন নিজের রাাশন পেকে কিছু-কিছু চিনি সর্বরাহ করে থাকে ওদের। চিনি খেতে विष्टि—ভाग, किन्न व्यवसात्र कूरमात्र



শোষার পুনরায় কলিকাতায় নিরস্ত ছাত্র শোভাষাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণ গুলীর আঘাতে এক জন নিহত, ১১ জন আহত লাঠি চার্জ্জ ও কাঁপুনে গ্যাস ব্যবহার লাঠির আঘাতে ২০ জন আহত: ২৭ জন গ্রেপ্তার। সকলের নীচে মোটা মোটা হরফে— ২০খানি মিলিটারী ট্রাকে অগ্রি-সংযোগ।

মৃহর্ত্তে ভার দৃষ্টির সমুখে খবরের কাগজের বুকে
পিপড়ের সারির মত ছাপা হরফের লেখা মুছে গেল—
বিলিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—আবছা আলোর
বব্যে রাস্তার উপর মিলিটারী ট্রাক জলছে। লাল আলো
—ভার আভা পড়েছে মামুষের মুখে, চোখের সাদা
কেন্ডে লাল ছটা ঝিক্মিক কবছে।

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিখাস ফেললে সে। আবার পড়তে আরম্ভ করলে।

শাদ্রাদ হিন্দু কোক্ষের কাণেত্রন বসিদ আলির উপর দপ্তাদেশের প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া হিন্দু ও মুসসমান ছাত্রগণের সন্মিলিত শোভাষাত্রার উপর মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটা এবং অপরাহু চার ঘটিকার সমর ভালহৌসি স্বোয়ারে পূলিশ হুই বার লাঠি চার্চ্চে করে। ইহার ফলে ২০ জন ছাত্র আহত হর। ২৭ জন প্রেপ্তার হর। আইাদশ বর্ষ বহন্দ আমেদ হোসেন নামক ভনৈক মুবকের আঘাত বেশী বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হুইরাছে।

চঞ্চল হয়ে গোপেন এবার তার সাথেল-জ্যোডাটার দিকে তাকালে। কিছু আর নজরে শড়ে না। ডালচোসি —থেকে বাগবাজার পর্যাস্থ গলি রাভার বুকে লাল রজের ছাপ যেরে মুছে গিরেছে। ধারে—থেন লেগে আছে। হাঁ।।

উঠল গোপেন।

অনেকে হেঁটে আপিস চলেছে।

ট্রাম বন্ধ। বাস বন্ধ। রিক্সাও বন্ধ। কাগজেই ব্যাহে—ট্রামওরে-ওয়ার্কাস, বাস-ওয়ার্কাস এবং রিক্সামজ্জর-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদ ইসমাইল সোমবার রাত্রে বিবৃতি প্রচার করেছেন—এই লাঠি
চার্জের প্রতিবাদে সব আজ ধর্মবুট করেছে। হরতাল পালন করবে।

্ আবার একটা দীর্ঘনিষাস ফেললে সে। ভার আর কোন উপার নাই।

পুলিশের নবী চলে গেল একখানা। শুর্থা এবং সার্জেন্ট। শুর্থারা রাইফেল বাগিরে বরে চলেছে, সার্জেন্টলের চাতে বিশুলভার। দাঁতে-দাঁত টিপে সে দাঁড়িয়ে রইল। শাসন, শাসন, নিঠুর শাসন, অকারণ নিঠুর শাসন ছাড়া আর কিছু নাই এই ছনিয়ায়! বারকয়েক নিজের মাধাটা সে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। মাধার বড় বড় চুল-গুলো ছড়িয়ে পড়ল মুখের উপর। সে-গুলোকে বিগ্রন্ত করে নিয়ে সে বাড়ীর দিকে চলল। ছুইডে হবে! এখনি ছুইডে হবে! এখনি সুইডেহ না!

গারে-মাথার জল ঢালবার সমর—বিশেষ করে শীতের দিনে গোপেন চীৎকার করে মন্ত্র বলে হায়।
মন্ত্র নদেনে গোপেন চীৎকার করে মন্ত্র বলে হায়।
মন্ত্র নয়—লোকে বাইরে থেকে কথাগুলো কি বলছে
বুঝতে না পেরে ভাবে মন্ত্র পড়ছে। হরতো 'কুরুক্তেইং
গ্রাগলা প্রভাগ পৃহরাণি চ প্ণ্যানেতানি'—অথবা 'গলে
চ যমুনে চৈব'—অথবা 'জয় ভগবান সর্ব্রশক্তিমান' এমনি
ধারার কিছু। কিন্তু তা' নয়—গোপেন চীৎকার করে
খুব তাড়াতাড়ি অভিয়ে অভিয়ে বলে "বে করে পাণ—
সেহয় সাত বেটার বাপ; যে করে পুণ্যি—তার ভাগ্য
খ্নিয়, তাকে লাগে শাপ-মণ্যি"—আরও অনেক নিভেই
বানিরে বানিয়ে বলে। কবিছ-শক্তি ওর ছিল এমন নয়—
একটুকু মিল করবার শক্তি মানুব মাত্রেইই আচে।

সান শেষ ক'রেও ভার কোত নিটল না। ভাত হয়নি, বাসী কটি থাকে ছেলেদের জলখাবারের জন্ঃ ভাই গিলভে লাগল ৩৬ দিয়ে।

জেটি-সরকারের স্থা তার অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী
আজ ট্রাম-বাস বন্ধ গুনে অনুমান করেছিল আজ গুণালেই
বামীকে রগুনা হতে হবে, তাই সে ছেলেদের কটি দের
লাই। সকালে মধ্যে মধ্যে ছুটতে হয় গোপেনকে,
সে দিন এই বাবস্থাই হয়ে থাকে। কটি গিলতে গিলতে
গোপেন মৃত্যু-কামনার জন্ত সাক্ষাই গাইছিল—লাভ
কৈ বেঁচে ? আঠারো আনা লোকসানের বরতে, চরিশ
টাকা মাইনেতে দশটা থেকে রাজি দশটা প্রাভ

ভেটিতে ডকে খুরে মরে। পক্পালের মত ছেলে।
রান্তার কুর্তার বাচচা সব। হবে না ?" হঠাৎ স্তার
মুখের দিকে চেয়ে সে অত্যন্ত স্থপাভরে বললে—"মা-টা
যে নেড়ী কুর্তা।" স্তা এবার রুচ দৃষ্টিতে চাইলে
বামীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি প্রাহ্য করলে না গোপেন—
সে বলেই গেল—"চাল ডাল বয়ে আনতে হবে আপিস
থেকে, কাপড়ের জন্তে যেতে হবে কণ্ট্রোলের দোকানে;
ঘন্টার পর ঘন্টা থাক শালা দাড়িয়ে। তরু ডো শালা
রাকি-আউট ঘুচেছে আজ-কাল। ট্রামে-বাসে মুলতে
মুলতে যাও বাহুড়ের মত। একজোড়া স্থাওল
শালা পাঁচ টাকা। মার বাঁটা শালা বেঁচে থাকার
মুখে। একটা গুলী আজ যদি বুকে লাগে—"

ন্ত্ৰীর আর সহ হল না, সে সামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"তুমিও বাঁচবে—আমিও বাঁচব।" —"কি বল্লি ?"

ন্ত্ৰী ভয় পেলে না, সে সরে গেল না, স্থির ভাবে গাড়িয়ে রইল স্বামীর দিকে চেয়ে।

গোপেন বেরিয়ে গেল খর খেকে। দরজার মুখে গৈড়িয়ে হাতের কবচটা মাথায় স্পান করলে, হাতে খাকে একটা রূপোর ভৈরী পলার আংটী, সেটা স্পান্ত করলে হুই জ্রের ঠিক মাঝধানটিতে। ভার পর হন্-হন্করেরওনা হ'ল।

গলি গৰি যাওৱা নিরাপন। কিন্তু বড় রান্তার হয় তে। এক-আধধানা মাল-বওরা লরী মিলতে পারে। ডকে কাজ ক'রে অনেক লরী-ডুাইভারের সলে 'জান-পছান' মানে জানা-শোনা আছে।

শ্রামবাঞ্চারের পাঁচ মাধার ফুটপাধ লোকে ভ'রে গিয়েছে। একেবারে কাভার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মঞা দেখছে সব। দেখ বাবা। গোপেনের মজা দেখবার ভাগ্য নয়। হঠাৎ ঘণ্টা বাঞ্চিয়ে একখানা এ-এফ-এস মার্ক। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী ক্রভবেগে এগে নিউ শ্রামবাঞ্চার দ্বীটে রাইমার কোম্পানীর ওষুদ্ধের দোকানের পাশে ধামল।

কোপায় আগুন ? এখানে কোপাও আগুন লেগেছে
না কি ? দাড়াল গোপেন। এ-এফ-এস লরীর নায়ক
লরী পেকে নেমে এগিয়ে গেল রাস্তার ওপারে ফায়ার
এলামের লোহার বাক্সটার দিকে।

ইরি—হরি! কেউ বদমাসী করে কাচের ঢাকনিটা ভেঙে হাঙেলটা পুরিয়ে দিরেছে। এদের হাররাণ করার মতলব। আপন মনেই গোপেন বললে— ভি:।"

<sup>ছেলেণ্ডলো</sup> লরীখানার দিকে এগিরে আসছে। <sup>একটা</sup> পনেুর-যোল বছরের ছেলে সকলের দিকে চেরে বললে—"চল ভাই—লরীতে চেপে আমরা বেখাৰে আগুন লেগেছে দেখানে যাই।"

চেপে বসল সে। তার দেখাদেখি টপাটপ উঠতে আরম্ভ করলে ছেলেদের দল।—"সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউছে পৌছে দিতে হবে আমাদের। চালাও।"

ব্যাপারটা কি দাঁড়ার দেখবার জন্ত না দাঁড়িছে গোপেন পারলে না। চাকরীতে তাকে টানছে, কিছু, এর আকর্ষণও অদম্য। ভরঙ্কর কিছুর ভূমিকা যেন তৈরী হচ্ছে লঘু কৌভুকের ভঙ্কিতে।

একট। ছেলে লরী-ড্রাইভারকে ব**ললে—"ওদিকে** তাকাচ্ছ কি ! পুলিশ নাই—ভেগেছে। চল—চল।"

এতক্ষণে গোপেনের খেয়াল হ'ল, পাঁচ মাধার মাঝ-খানে গোল জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে—সভ্যই সেখানে এক জনও পুলিশ নাই।

লরীটা চলতে আরম্ভ করলে। নিউ স্থামবাজার ব্রীট ধরে পশ্চিম মুখেই চলছে। একটু হাসি দেখা দিল গোপেনের মুখে।

হাঁটার বেগ বীরে ধীরে বাড়ছে তার। পারের ভিষ্টা ক্রমশ: শক্ত হরে উঠছে। এক-কালে গোপেন একসারসাইজ করত; প্রথম আরম্ভ করত ধীরে বীরে, তার পর স্র্রাক্রের মাস্ল্ওলো বত শক্ত হ'ত তত তার গতি-বাড়ত। হেঁটে চলার মধ্যেও ঠিক সেই বাপার।

অাপিসের বাবুরা রুমালে বা স্থাকড়ায় বাঁধা থাবারের
কোটো ঝুলিরে চলছে। ওদের দেখলেই চেনা যার।
গোপেন থাবার নিরে যার না। কুলোয় না। নেহাত
যেদিন কিদে পায় সেদিন ছু' পরসার ছোলা-ভাজা কি
গুলনি-দানা আর এক কাপ চা থার। দোকানের চা
নয়; বড় পেতলের কেৎলী ভরে ভাঁড়ে ক'রে যারা
পণ্ডের ধারে চা বিক্রী ক'রে—ভাদের চা কিনে থার।
ছু' পরসায় এক ভাঁড়।

ফড়েপুকুরের মোড়ে বাদাম গাছটার তলায় এক-ফল বাবু দাঁড়িয়ে আছে। গোপেন দেথেই বুকলে এরা আপিসের বাবু নয়। এরা হল খুচরো দালাল। বড় বড় আপিসের সঙ্গে এদের কারবার আছে, বড় সাহেব বড় বাবুকে থাতির এবং ভয় হই-ই করে, তোষামদও করে—তবু হ্'-এক দিন আপিস কামাই করলে কৈ কিয়ৎ দিতে হয় না। গোপেনের আপিসের থিয়েটার-পাগলা বছুটি ওদের নাম দিয়েছে—'ফাবীন জেনানা'। ওয়া দাড়িয়ে আছে ট্রাম বা বাসের ব্যর্ব-প্রত্যাশায়। বদি হঠাৎ মিলে যায় কোনজমে—তবে আপিসে বাবে; নয় তো বাড়ী ফিরে আরাম করে ঘুম দেবে।

ওদিকের মোড়ে অর্থাৎ ফড়েপুকুরের দক্ষিণ মাধায়



এক দল ছেলে ট্রাম-লাইনের শহা-ত্লে-ফেলা পাথরের ইটগুলো নিয়ে রাজা বন্ধ করতে তারু করে দিয়েছে।

বলিহারি বাবা! কাঠবেড়ালীরা ব্যারিকেড বানাচ্চে।
ক্লন-চারেক বড় ছেলে—পনের-যোল বছরের
কিশোর; ই্যা—ভাল ভাল কেডাবে এদের কিশোরই
বলে; ক্লন-চারেক কিশোর রাজায় হু' মাধার পোষ্টের
গায়ে দড়ি বেধে একটা পোষ্টার টাঙাচ্ছে।

"হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই।" "রসিদ আলির মুক্তি চাই।" "রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।"

একটা দেওয়ালের সামনে কয়েক জন জমেছে। গুব্ কৌতুকের সালে কি দেখছে। তাদের পাল কাটিয়ে গাবার সময় গোপেনও পমকে নাড়িয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে বাংপারটা। এও একটা ইস্তাহার। ইংরেজীতে লেখা।

## MAKE CALCUTTA Nay, whole of India Out of Bounds for BRITISH IMPERIALISM

টিশ ইন্পিরিয়ালিকম কথাটা পড়েই গোপেনের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তাব আপিসের বড় সাহেবের মুগ্ বড় সাহেবের মুখ মিলিযে গিয়ে ভেসে ওঠে এক ফন পুলিশ সাহেজন্টের মুখ। উৎসাহিত হয়ে উঠল গোপেন। শালা ৷ অভ্যাস মত বেরিয়ে পড়েগ কথাটা।

্নতে উঠেছে—কেপে উঠেতে কলকাতার ছেলের দল। নোড়ে মোড়ে ওদের আয়োজন চলছে। গোপেনের চোথে ওদের চেছারা পান্টাচ্ছে। মনে মনে বার বার বলছে—'বলং আছা—ছিতা রহে।'!

বিভন ব্লীটের মোড়ে এলে—গোলেনের মনটা একে বারে পাল্টে গেল। ছেলের দল একটা মোটরকে খাটকেছে।

লনামো, গাড়ী থেকে নামো। আর গাড়ী চডে থেতে পাবে না।

चा छन मानित्य माथ ! माना । चा छन ।

গোপেনের বুকের ভেডরটা নেতে উঠল সজে সংল। শাগাও আগুল' ধ্বনিটা বুকের ভেডরে হাজার বিলান-ওয়ালা ইমারভের মত প্রতিধ্বনি তুলেছে। তার মনে বড়ে গেল—মোটরের সামনে বড বার অত্কিতে পড়ে স চমকে উঠেছে, ড্রাইডারের ধ্যক খেরেছে, গালাগাল থেরেছে, কভ বার ভার জামা-কাপড়ে কাদার ছিটে লেগেছে।

গাড়ী থেকে নামল একটি সায়েনী পোষাক-পরা ভদ্রলোক। বললে—দেখ আমি ডাক্তার। রোগী দেখতে যাচ্চি। চার-পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। গাড়ীতে না গেলে কি ক'রে আমি এদের দেখব বল ? পারে হেঁটে কি দেখা সম্ভবপর ?

—ডাক্তার আপনি গ

প্যাণ্টের পকেট থেকে ষ্টেথিস্কোপ বার করলে জন্ধ-লোক; বললে—গাড়ীর কাচেও লেখা আছে দেখ়।

—কিন্তু আপনি সায়েবী পোষাক পরেছেন কেন ? হেনে ডাক্তার বললে—টাই পরিনি, দেখ, গ**নার টাই** নাই। তবে নান: ধ্রণের রোগী দেখি, ছোঁ**য়াচ বাঁচাতে** চিলে কাপড-জামায় অস্ত্রবিধা হয়।

- আছে। যান আপনি।
- -ना माजाना
- —আবাব কি প
- रज्ञ--राम याण्यम।
- ----বলে মাতরম।
- वज्रा- खत्र हिन्द्र
- अध्य हिना।
- -- रन्न-- रिम वानित मुक्ति हारे।
- —-নিশ্চয়। রসিদ আলির মুক্তি চাই।
- वन्न द्राष्ट्रवनीतित मुक्ति हारे।
- -दाक्वनीत्मत्र मूक्ति ठारे ।
- —আক্রা, যান আপনি।

ভাক্তার মোটরে চডল, চড়বার সময়ে সে নিজেই বল্লে—বলে মাতরম্! জয় হিন্দ্!

প্রত্যন্তরে ছেলেদের সাজা দেবার সময় ছিল না। **আর** একথানা মোটর আসহছ।—রোখো—রোখো। **হাডে** হাত বেংধ ওরা নিক্টেরাই ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়ি**রেছে।** 

—নামো—উভারো।

গাড়ীর ভিতরে মেরেছেলে নিয়ে এক ভারশোক র্যেছেন। ইা—লাগাড়, এইবাব লাগাড়, ভাল ক'রে লাগাড়। এক ছাত ক'রে সোনার গয়না ঝক্মক করছে, চুডি কল্প: — কি বলে— কি নাম যেন আর একটা হাল-ফ্যালানে গয়নার ?— চুড, ইয়া চুড়। আরও আছে নাম আনে না গোপেন। মেয়েদের পরনে শাড়ী আমা ঝল-মল করছে: ভলহাত রাঙ্গা টকটক করছে, গারের চামড়া আপেলের মত চকচকে! চলেদে মোটরে চড়ে। উভার দাঙা। দাও নামিয়ে! লাগাও আগত্তন মোটরে। ইা— ইয়া! লাগাও!

ভদ্ৰলোক নেমে বললে—থুব অক্তরী কাভে যাছিছ বাপু! দেখছ না—মোটরে মেয়েছেলে রয়েছে। —ও স্ব আমরা ভনৰ না।

खरना ना, कथन छ ना। कि जिहि!

দূর থেকে একটা আওয়াল শোনা থাচ্ছে দক্ষিণ কৈ থেকে একখানা গাড়ী আগছে। হছখোলা মোটর; বাটরের উপর দাঙিয়ে মেগাফোন দিয়ে কারা কি লছে! পতাক! উড়ছে গাড়ীখানায়। তেরলা ঝাণ্ডা সংশ্রেষ প্রচাকা! গাড়ীখানা এসে দাড়াল।

বলে মাতরম্!
ভয় ছিল ।
রটিশ সামাজ্যবাদ—
ধবংস ছোক!
ছিল্-মুসলমান—
এক ছোক।

লেগে গেল মাজন . গোপেনের অন্তর যেন নাচছে !

ধানিকটা ক্ষুদ্ধ হল গোপেন। পভাকা উদিয়ে মেগা-कान निरम् यात्र। धन छाता स्टे माहिरतत उपलाक धनः অধ্যেত্তেলের পাদীখানা ১৯৫৮ দিলে: সামনে এগিয়ে **ষতে অবশু দিলে** না, কিন্দু গাড়ীতে চড়িয়ে গাড়ী ফিরিয়ে रम्टल---धरः वागारमवर्धे मा-त्वाम-- उँत्मन ব্ৰসন্থান করলে করে অস্থান ১৫০ গুডাড়া এ ভাবে बाबारमन काळ कराल हनर नः। यागारमन निरक्रमन লাকের অসমান করে, মোটর পূজ্যে—ক্যাপ্টেন রসিদ ব্রা**লির মুক্তি হ**বে না। গত কাল পুলিশ যে **উদ্ব**ত হিংস্র বর্ষরতা দিয়ে আমাদের উপর নির্য্যাতন করেছে—বাধা निরেছে—তারও কোন প্রতিকাব হবে ন।। এ বিষয়ে ব্রাষাদের কি কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্ত আমবা আজই ৰেলা বারোটার সময় ওয়েলিংটন স্বোয়ারে সমবেত হয়ে बिक्टिः করব। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সেধানে আসবেন। ভারা আমাদের নির্দেশ দেবেন। অভ্যাচারীর উগ্র ব্রাভিকভার উপযুক্ত উত্তর আমর। দেব। প্রয়োজন হয় ভাষাদের বুকের রক্তে ভাগিয়ে দেব কলকাতার রাজ্পধ। <u>পিছ হটবনা আমরা। স্তরাং আপনারা এই ভাবে</u> काक ना करत्र परन परन ठमून 'अरबनिश्टेन (याबारत) লক লক মামূৰ সমবেত হয়ে আজ আমরা অগ্রসর হব! মেৰি কোন শক্তি আমাদের গতিরোধ করতে भारतः हनून-हनून-एटन परन पर अरम्रिकेन ছোয়ারে চলুন। এমন ভাবে পথ বন্ধ করে কোন কাজ हर्द ना।

বন্ধে ৰাজ্যৰ্! জয় ছিন্দ্! ইনকিলাব-জিন্দাবাদ! চলুন, দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন কোরারে। ছেড়ে দাও; রাজা ছেড়ে দাও ভাই। উদের বাড়ী ফিরে যেতে দাও। বান—জাশনারা বাড়ী ফিরে যান। কোন কাজের অক্ছাড় আরু শুনৰ না আমরা। বান—ফিরে যান।

নোটর-ড়াইভার যোটবের মূখ তুরিয়ে দিচেছ। না হোক যাওয়া—বেঁচে গিয়েছে, খুব বেঁচে গিয়েছে।

হঠাৎ গোপেনের কি হল। সে ছই হাত তুলে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।—কভিনেহি! বোখো গাড়ী!

সকলে স্বিশ্বয়ে তাকালে তার দিকে।

গোপেন বললে—মেয়েছেলেরা গাড়ীতে যাক, কিয় ওই ভদ্রলোককে নামতে হবে। ইেটে যেতে হবে।

ছেলের দল আবার কেপে উঠল। মুহুর্তে ভার। মোটরটাকে থিরে গাঁড়াল।—নামতে হবে। মেখেব বাক নোটরে, উকে হেঁটে যেতে হবে।

মেগাকোনধারী এক জন ভদ্রলোক এ গাড়া পাক নেমে বেষ্টনী ভেদ করে এদেব গাড়ীর দবজার ছ্যাত্তেল ধরে দীড়িগে বললে—আপনি নামুন মধায়। আপনাকে হেঁটেই ফিরভে ছবে। নামুন। নামুন। দেরী কববেন না।

ভদ্ৰদোক নামলেন। খুসী হয়ে উঠল গোলেন। অন্যন্ত খুসী হয়ে উঠল।

्पार्लन किहिरम् फेर्टन - क्य हिन्!

ছেলেরা শমস্বরে প্রতিধ্বনি ভুল্লে—ভন্ন হিন্।

গোপেন চলতে আরম্ভ করলে এবার। খুব জ্বোর ইটিছে সে।

ছেলেরাও চলছে। এক জন চেচিয়ে উঠল—চলো— চলো!

गकत्व वनत्न-मिन्नी ठरना।

এক জন গান ধরলে—কদ্ম কদ্ম বাচায়ে য'-!

ঠিক হ্যায় । গোপেনও তাদের সঙ্গে গান ধরণে— খুনীদে, গীত গায়ে যা।

इ' शाद्रद्र (माकान-भावे ग्र वक्ता

ইট কাঠ লোহার কলকাতা যেন দাতে দাতে টিং কুমুখ বহু করে তহু দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; পম পম করছে। কুছু মুখ— ৬ ছ দৃষ্টি কলকাতার অন্তরের নধ্যে যা হজে তারই গানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসে বাজপ্র বেয়ে চলেছে। মাণিকতলার মোড় পেকে পোক চলতে সেণ্টাল এয়াভিয়ার দিকে।

—नाग शिवा, चा छन नागा पिया।

থমকে দীড়াল গোপেন। মোড় ফিএল সে।
সেণ্ট্রাল এ্যাভিম্যুর দিকেই চলল। লরীর প্রভ্যাশ।
মিছে। যেতে হবে হেঁটেই। সেণ্ট্রাল এ্যাভিম্যুর
আফিস কাছে হবে। গত রাত্রের সেণ্ট্রাল এ্যাভিম্যুর
ভর্মাবহ অভিজ্ঞতার স্থৃতি সে বিস্থৃত হয় নাই, রাত্রির
অক্কারে অলম্ভ লরীর আগুনের আভায় মামুবগুলির
সে মুখ তার মনের মধ্যে অল্ অল্ কর্করছে। তফাৎ তর্

গত রাত্রের সে আতক তার আর নাই। গাদাবলী বাসন পাথরের মেবের উপর ঝন্ ঝন্ করে পড়লে—অন্ত বাসনেও তার হুর বাজে, কিছু সে বাসনে যদি জিনিব কিছু থাকে তবে সে ইট-পাথরের মতই শক্ষীন হয়ে পড়ে থাকে। তার বুকের বাসনে কাল ছিল ভয়ের বোঝা, সকালেও ছিল চাকরীর ভাবনার বোঝা—এবন যেন সব খালি হয়ে গিয়েছে। হন্ হন্করে সে চললো!। কট-ফট-ছম-ছম!

আরম্ভ হরে গিয়েছে! সেণ্টাল এ্যাভিন্যর মুখে এলে গে দীড়াল। কোন্দিকে শক উঠছে? উত্তর দিন্টা চক্ষত হরে উঠেছে; গলিতে গলিতে লোক চুকে লাজে। ইং—ওই—ওই আসতে লগী। চলক লগীর লোকার বেড়ায় বুক দিয়ে দাড়িয়ে বন্দুক চুঁওছে। সাজেন্ট পুলিশ—গুর্যা পুলিশ।

**७गटक ऐंट्रेन** ल्याटलन ।

মাথার উপর থেকে ঠিক জার পালেই সশকে বলে পছল কাণিলের থানিকটা অংশ, আধ্যানা ইট সমেত পলেন্তারে। বন্দুকের গুলা এলে নেগ্রেছ ওথান।

**७ हे हरन चांगर** नदी। उहे।

লোকের। গলিতে গৃঁধিয়ে পড়াছ। গোপেনও ফিরল; কিন্ত হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে গুরে ভাঙা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চুকে গেল মাণিকভল। জীটের পালের একটা গলিতে।

সশব্দে লরীটা বেরিয়ে থেতেই উছাত হাতে ইটট নিয়ে ছুটে সে বেরিয়ে গেল সেন্ট্রাল এ্যাভিস্কার দিকে :

শালা: !— দাঁতে দাঁতে টিপে রইল। ইটখানা লাগেনি। সর্বাজে ঘাম ঝরছে। বুকের ভেতরটা ষেন টেকি দিয়ে কুটছে।

लाक डूठेट्ड উखद्रमृत्थ त्था द्वीरहेत्र भिरक।

কিছুক্ষণ সে ভাৰলে। দক্ষিণ-মূথে টানছে থিদিরপুর ভব। আহাজ ধোঝাই হচ্ছে। কিয়—। উত্তর দিকে লোক দলে দলে ছুটছে। পুলিশ গুলী চালিয়ে এগ। তবে কি— দু সুরল গোপেন উত্তরমূথে।

ভনভার বেষ্টনা ভেদ করে চুক্ল সে। কাউকে সে ক্রিক্স করলে না। যাকেই সে ঠেলে পথ করে নিলে—

সেই স্তব্ধ করে ফিরে ডাকালে ডার দিবে। কিছ আন্চার্যার কথা, ডার মুখের দিকে ভাকিটের সে শাকে পথ ছেডে দিলে। গোলেনের মনেও এ নিরে কোন প্রশ্ন উঠল না। অবসরও ছিল না। সমস্ত লোককে কাঁচেধ ধরে পিছনে পাশে স্বিদ্ধে সে ভিত্রে গিয়ে দীড়াল।

বিষ্ণান্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি ছেলে। ছেলে মান্ব। এখনও গল গল করে রক্ত বার হচ্ছে।

— দশুদের ছেলে। মনোরঞ্জন—মনোরঞ্জন দশু।
স্থিরদৃষ্টিতে গোপেন চেয়ে রইল ছেলেটির
দিকে।

একটা ইট এসে মাধার লাগল। রান্তার ওপার্ব থেকে কেউ চুড়েছে! শালাঃ! বা দিকে কানের ইঞ্চি-ছুরেক উপরে। রান্তার আলোগুলো চরকীর মন্ত, পাক থাচ্ছে। বা হাত দিয়ে ক্ষত স্থানটা চেপে ধরে সে বসে পড়ল। হাতের ভালুতে ঠেকল যেন আগুল। আছন নয়—আগুনের মাত গরম বক্তঃ হাতের ভালু চাপিরে কানের জুলাশ দিয়ে গ্রুমেন্ডে। এক জ্বন ভাকে বরে নিয়েল্য পালের গলির মধ্যে।

उद्देनांद एउट (सम् मध्य चित्रन्।

মনে পড়ছে হাজরা রোডের উপর দাউ-দাউ করে আগুন। একখানা লবীর পেটোল-ট্যাক সেই মুহুর্জে দেটে জলগু পেটোল রাজার উপর ছড়িয়ে পজ্ল। দেওয়ালী কারাত, ইয়া—দেওয়ালীর রাজ বানিয়ে দিলে। মনে প্ডছে—৬দিক থেকে ওখারা বস্কুক হাডে হাঁটু সেজে বুকে হেঁটে এসেছে। মহেন মধে। গুলীর বাঁক ছুটে আসছে। মামুধ পড়তে। মহেন মধে। গুলীর বাঁক ছুটে আসছে। মামুধ পড়তে। আছুলালের লরী আসছে সাদ্। পোষাক পরা দেলী ডাজালেররা জুলে নিরে খাছে ভাদের। ভিডা বরেন, জিলাবাদ। ভাজার

আবছা-আবছা মান ক দেৱ বা ইটটা **কিন্ত আব** হাক্ষেড়ে। এখন কেনে কাটে । কলি কৌকি **কাটিয়ে** দিলে, নীম ফিনে কৰা

কালীঘাট লুখ-ভিলোগ শামনে সে এল।

ভিলোর ভিতরে দ্রান পুড়ছে। দেওয়ালী চলছে।
মনে পড়ছে আগুন দেওয়া। ডিপোর দেওয়াল টপকে
ভিতরে লাফিয়ে পড়ছে সব, হাতে অলভ মশাল।
মানুবের স্কালটা দেখা ধার না, কুম্পেকে মুখ পর্যক্ত



অধিয় চক্ৰবৰ্তা

উঁচু ডাঙা পরিচ্ছন, লাল মাটি, প্রান্থে নীল রেখা ছোটো পাগড়ের ধারে অজ্বানা ও কাছের সংসার লভায় দেয়াল ঢাকা, পরিতৃপ্ত হুটো চারটে বাড়ি. ঐখানে এসো আজ একটি ঘর বাঁধি ছু'জনার। আমার বুকের ইচ্ছা ভোমাকে ভো আন্বেই টেনে অগণ্য মাইল থেকে স্বপ্নে এসে মিলবে সেথেনে : কত সুখ তার পর তুজনার রোজ কত কাজে, বিবল মাঠের ধারে গোরু-চরা ওটকু সমাজে।

> ব্যাকুল বিরহী মন ঘিরে ধরে ভোমাকে কোথায় স্থল্পর ইচ্ছার বেগ স্বচ্ছ দিনে স্ব ফিনে চায়। मार्न ना (कांनरे वांधा, জार्न दांधा (नरे खांगरलारक, ভোগার আমার গ্রান শুল্ল হবে সকলের চোযে। এই দুর মাঠে বাটে নিমলি আকাশভলে, প্রাণ, মমৃত কুধার ২মি দেৰে না কি কল্লাভীত দান গ **८** इंग इंटन गाय.

সংগর কুটার ঐ রাজ্য সন্ধা আলোয় মিলায়।

**लिया यात्र-खनस बगारन**त्र चारनास नानरह १८४ উঠেছে। বাধারী—ছোট লাঠির মাধায় মবিল পেটোল बिटा खिकारना कृते-करेन त्रेश खाम निराह । नार्ड-মার্ট করে জনছে। একটার পর একটা মশাল পাচীলের উপর উঠছে আবার পড়ছে নীচে লাফিয়ে। সে-ও লাফিয়ে পডেছিল ভাদের সঙ্গে।

বেরিয়ে এসে দেখছিল রোশনাই। বঁ ক'রে এসে जानन हे हैंहे।

भूव जनह होय- िए।

ज्रको ट्रांक-शिव यूथ (बरक गान शिव एंटेन-বসত্তে সুল গাঁথ-লো---আমার ক্ষয়ের মা-লা---

আন্তন জালা--আন্তন জালা--

সিনেমার গান। গোপেন গান্টাকে সিনেমার পান বলেই আনে। ২েডিওতেও ঐ গানটা প্রায় বাভাষ। বছৎ আছে। ছোক্রা! ঠিক পান ধরেছে!---

### অভিন জালা—আখন নালা—

গাইতে গাইতে ফিব্ৰল গোপেন। কালীঘান থেক বাগৰাভার। বৃছ-প্রোয়া নাই। ভয় নাই; ভর শই: बूटथ-काटनद लाटन दरफत माण, जाटतत कामास छ: হাতে প্রাড়ানো দরী থেকে হাড়িয়ে ভেওয়া এক চুকরে লোহা—তা ছাড়া কলকাতা-ভন্ন লোকই ভো আছ (শঙ্ क्रास्त्रिष्ठ भाहें---वाकर्या---भा (खरत यारकः मा व्यावः । १० इन करत (म हम्म। अहे गानते। गाहेरण गाहे ए সে ফিরল।

কালীবাট বেকে বাগৰাজার। হঁসিয়ারী ভধু মিলিটারীকে! লাট সাহেব আজ সংগ্র না কি মিশিটারী বসিয়েছে রা**ন্তা**য় রান্তায়। <sup>গলি-</sup> शिन हता।

বাণ্ডন বাবা---বাণ্ডন বা



बिष्टल्यनाथ रत्मानाधाव

**कान्हर**यांन चारिकालर ने दे थाय चरेका प्रभावक िखन्याम्य (मङ्गाप दार्क एम्य देशीलास लाखिक े बाटलांगटने भरशः विख् छोदिछोदाव दुर्वजेमात शर मश्याकी यथन के जात्मानम बामिरम निर्जन छर्न াদহাত পাওয়া গেল খে. দেশের মধ্যে ক্রমণঃ একটা ए८माइ उम्र क्विं व्यवमान व्याम भारत्य । जानवान मन কলেকের বেঞ্চিত্তলি খালি পড়ে রইল। ছেলেল আছে অতে আবার তাদের পুরালো পুল-কলেকে ফিরে যেতে नाभरना। উक्नि साकारदर चानार रुफांकर । देरर আলগতে কিবে শিয়ে ভার, প্রাকটিন ভোড়া দেব্যর (58) कर्टा नांगरनम्। (य अन दाय नाकान्द्रद ४०० গাটা কেয়েও উপাধি বক্তন করেননি, তাঁরা ছতি বিজ্ঞাবে বলভে আরম্ভ করলেন—"ভূসুর চের নেখিচি ে, চের দেহিছি। আমরা আলে থেকেই জান্ত্য, ও-প্ৰ কিছুই হবে ।। মাধ্যে খেকে সায়েও-সুবোচে চটিয়ে ছেলেগুলোর চাকরী-বাকরার দক্ষা ঘোলা হয়ে ্গণা গারা ২৯র প্রতে আরম্ভ করেছিলেন, উলের মধ্যে অনেকে আবার মিলের গুতি পরতে হুর প্রলেন। মাক্তুলা ঘরের কোণে চরকায় সতে। কাইতে 91517611

অব্যাদগ্রন্ত পোকের মনে আবার আশা আর উৎদাই কিরিয়ে আনবার জন্মে দেশবন্ধু তাঁর স্বরাকা শ্ল গড়লেন। শাস্ত ভাবে চরক। কেটে বা ভধু ঐ বক্ষ গ<sup>ঠ</sup>নন্ত্ৰক কা**ক** ক'ৰে সাৱা দেশকে যে ভাছাভাছি चारेन-च्यां । चारकः भरनंत्र क्रा श्रहः करा पारव, ७३१ ভিনি মনে করতেন না। তার চেয়ে দেশে মিউনিধি-শ্যালিটা, জেলা-ৰোডা, লোকাল-ৰোচা প্ৰভৃতি যে সমস্ত चारा-महकाती लाकिहान चाटक, टम छटना यनि नशन कहा যায় আর সঙ্গে গলে আদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ওলে; দ্যাস <sup>ক'</sup>রে যদি বিদেশা শাসনকতা। আর তাঁদের স্বদেশা বঞ্জর মিল দেশে যে ছ-ইয়াকির ( Dyarchy ) কৃষ্টি করেছেন, (महा यमि ८७८क रम्ख्या यात्र, छ। इरल रमरणह लारक বুরতে পারবে যে গড়নের সঙ্গে সংক ভালনেরও দরকার। দেখে একটা বিপ্লবী আৰহাওয়া ভা থেকে সৃষ্টি **হ**তে শারে। তার আরও একটা ধারণা ছিল টে, বিদেশী গ্রণ্মেণ্টকে যদি খায়েল ক্রতে হয়, ভাহলে যারা অধানত: ক্রেপের পুঠলোধক, ভ্রমু সেই মধ্যবিভ

শ্রেণীর সাহাযোও তা' হবে না। দেশের ক্ষক, বিশেষ ক'রে শ্রমিকদের সাহায্য দরকার।

এই ছ'-ইরাফি ভালা বা পৃথক্ শ্রমিক আন্দোলন কাটি করা নৈছিক অসহযোগীরা বেশ হুনজরে দেখতেন না। সকলেই কংগ্রেসের আদর্শে প্রণাদিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে থোগ দিক—এইটাই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। শ্রিক বা ক্রক্রেরা থে নিজেদের শ্রেণীগভ অভাব অভিযোগ দ্ব করবার জন্তে পৃথক ভাবে সংঘৰদ্ধ হোক্ব— এটা

তাঁরা পছন করতেন না। তাঁরা মনে করতেন এ থেকে ছেল-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়ে জাতীয় আন্দোলন হুর্বাল হয়ে পড়বে।

কিন্ত দেশবন্ধুর হারণা ছিল একটু অন্ত রক্ষের।
রাইয়ে শক্তি যদি ওবু মধ্যবিত্ত বা ধনি-শ্রেণীর হাতে গিরে
পড়ে, তা হলে যে দেশের মন্ধান হবে তা তিনি মনে
করতেন না। এমন কি, টেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের
সভাপতি হয়ে তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাতে তিনি
স্পষ্টই বলেছিলেন যে, দেশের শাসন-শক্তি যদি কর্মনও
ভবু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ে, তা' হলে শ্রমিকলের পক্ষ বেকে লড়াই বরে তিনি তা কেড়ে নিতেও ক্তিত হবেন না।

এই উদ্দেশ্য নিষেই তিনি ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে গোগ দিয়েছিলেন, এবং শুভাষচক্রও সেই একই কারণে রাইয় মহাসভা (National Congress) ও ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবার চেটা করেছিলেন। শুভাষচক্রের আরও একটা লক্ষ্য ছিল, সামরিক কায়দায় একটা কংগ্রেসী স্বেছ্যাস্বক বাহিনী গঠন করা। বলা বাহল্য, নৈয়ক অসহযোগীদের যে ভ্যাবশেষ বাংলা দেশে ছিল—ভারা এ সমস্ত কিছুই পছন্দ করতেন না। ভাদেশ কেউ বলতেন—অরাজ্য নল প্রছল্প মডারেটদের দল; কেউ বলতেন—ওদের অহিংসার উপর তেমন আছা নেই। অভএব কংগ্রেসী মহলে ওদের অপাংক্তের করে রাখা উচিত।

যত দিন দেশবন্ধ জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁর আগ্রয়ে প্রভাবচন্দ্রের কাজ করবার খ্ব প্রবিধা ছিল। তাঁব পরিশ্রম করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। কলকাতা করপোরেশনের চীফ একঞিকিউটিভ অফিসার হিসাবে কাকে খাইতে হলে। সমস্ত দিন। কোন খুঁটি-নাটি তাঁর চক্ষু এড়াতে পারতে। না। স্ব কল্মচারীদের একেবারে স্থল্ড হয়ে থাকতে হতে।। ধাল্ড-মেথররা প্যান্ত কাজ করছে কি কাঁকি দিছে তা তলারক করবার জল্ঞে man-holeএর ভিতর নেমে পড়তেও তাঁর আটকাতো না।

বাংলা দেশের পুরানো বিপ্লবী দলের মধ্যে **বারা** অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই অরাজ্য দলের ভিতর এনে পড়েছিলেন। তাঁদের

ভিতরকার পুরানো দলাদলির ভাব লোপ না পেলেও ভাদের সকলেরই টাক ছিল প্রভাষচল্রের উপর; আর ভারা মনে করতেন যে, প্রভাষকে নিজেদের দলে টানভে পার্বেট বাংলা দেখে তথা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস ক্রিটির উপর তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেডে যাবে। श्रुष्ठारवत्र (घष्टे) हिन दिशन वित्यव महन द्यारा ना मिरा नव দৃলগুলিকে স্বরাজ্য দলের অন্তর্ভু করে দেশকে সংঘৰদ্ধ कतात्र कारक मागारमा। अमिरक गर्नरमण निक्छ ছিলেন না। একে তো বরাজ্য দলের ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি দখল করা তাঁরা সমজরে দেখতেন না। তার উপর ভাবলেন যে, স্বরাজ্য দলের ভিতরে চুকে প্রানো विश्ववनशीता यनि आति कारमानक करतार किया करता, का'इटन इश्रेष्ठ (एटन এक्ट्री जीवन गण्डरतान द्वर्थ ৰাবে। ১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মালে জার: বিপ্লবীদের ভিতর থেকে বেছে-বেছে কতবগুলি লোককে ১৮১৮ সালের তিন ধারায় ফেলে জেলে পুরলেন। আমিও জীদের মধ্যে পড়ে গেলুম।

আমরা ভাবসুম, হুভাবচক্রের উপর সরকার বাহাছুরের শনির দৃষ্টি সম্ভবত: তখনো প্রোমান্তার পড়েনি। কিয় সে আশার ছাই পড়তে বেশী দিন লাগলো না। ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্যের আক্টোবর মাসে তারা স্বয়ং হুভাবচক্র ও আরও ছুই-এক জন স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট ক্র্মীকে টেনে নিয়ে জেলে পুর্লেন।

মুভাষ্চক্র যথন জেল থেকে ফিরে এলেন তথন **रमभवकु भद्रत्नारक।** रमभवकुद्र भाठ कम विभिन्ने गृहक्यों শ্বির করে রেখেছিলেন যে, দেশবন্ধর পরে তারাই बारमा (मर्म चदाका मन পরিচালনার ভাব নেবেন। यভीखरबाह्न रमन्छल (नमरकृत चक्रच्य महदयो हरन्छ, এরা সেন্তপ্তকে একটু দূরে রেথেই চলভেন। দেশবন্ধর পরলোক-গমনের পর কে কংগ্রেশের নেতৃত্ব করবেন তা' স্থির করবার ভার পড়লো মহাস্মান্ধীর উপর; আর মহাত্মাজী কলকাতায় এলে ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন যে. শুধ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নয়, কলকাতা ক্রপোরেশন ও বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দলকে পরিচালন। করবার ভার থাকবে সেনগুপ্তের উপর। শ্বরাজ্য দলের যে বিশিষ্ট পাঁচ জন নেতার কথ। পূর্কো ৰলেছি, এবং বারা সে সময় Big Five নামে খ্যাড ছিলেন, তাঁরা এ ব্যবস্থায় বেশ তুষ্ট হননি ; কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে কোন বুক্ষ বিরোধিতাও করেননি।

কিছ তা' সত্ত্বেও বাংলা দেশ ক্রমশঃ তীব্র দলাদলিতে তবে গেল। নৈষ্টিক অসহবোগীরা অনেকটা হীনবল হয়ে পড়েছিলেন বটে; কিছ অরাজ্য দলটা ভাগ হয়ে গেল সেনগুপ্ত সাহেবের দলে আর Big Fiveএর দলে। তার উপর বীরেজ শাস্মলের নেড়ছে আরপ্ত একটা ছোট

দল গড়ে উঠেছিল, থারা মনে করতেন বে, দেশংগুর অবর্ত্তমানে শাসমলের উপরই বাংলার নেতৃত্ব-ভার দ্রু উঠিত ছিল।

কো থেকে খালাস পাবার পর ফুভাষ্চ<u>ক্র</u>কে ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল। কোন উপদলের নেডাদেরট रेबल्लविक पृष्टिक्ती छिम मा ; श्रूखदाः दर्गाम महमूद महमूह তার বোল আনা মনের মিল ছিল না। কিন্তু পারিবারিক ও অন্তবিধ কারণে স্থভাধকে প্রথমত: Big Fivered কাছ ঘেঁসেই থাকতে হতো। এঁদের সাহায়েট ভিহ্ন আবার স্বরাজ্য দলের ছিল্ল স্ত্রেণ্ডলি নিজের হাতের মুঠোর मरक्षा खरिय चानरक रहेश करबिधरमन। दनदाश করপোরেশন, প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটি, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি সব প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে এক আদন প্রগোদিত হয়ে এক নেতৃত্বাধীনে কারু করতে প্রব সে চেষ্টা করতে গিয়ে মুভাষকে পদে পদে বাল <u>লে</u>ছ হয়েছিল। তার অনেক পুরানো বন্ধু ৬ সহবর্মা ওারে অয়ধা-ক্ষতা-পিপাস্থ মনে করে তার কাছ পেরে দুশে স্ত্রে যেতে লাগলেন। এ স্কেছও তার ২০১ ২০ছিল বে পুরানে: বিপ্লবী দলগুলির বে সম্ভা কথী জাঁলে পিলে লাড়িয়েছিলেন, জারা প্রস্কৃত পক্ষে আপন আপন উপদলেরই **অমুগত। ত্বধু নিজেনের স্বার্থসাধ্যের** উদ্দেশ্যেই 👵 তারা বাহতঃ তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন, এ সাম্বহ স্বভাষের মনে উঠেছিল। সেই অক ভিনিচেল করে ছিলেন নুভন নুভন ছেলেদের নিয়ে একটা নিজ্ঞ দল গডে ভোলবার।

তেই সমস্ত গণ্ডগোলে তার মনচা বিশেষ ভাবে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তার পর যথন তিনি দিনীয় বার কংপ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দেখলেন যে, নিছিল ভারতীয় নেতারাও তাঁর উপর বিরূপ, তথন তাঁর নাল তিজভায় ভরে উঠলো। এ ধারণা তাঁর মনে ক্রম্প বস্কুল হয়ে গেল যে, কংগ্রেসের নেতারা মুখে স্বাহানতার কথা বললেও প্রক্রুত্ত পক্ষে যে রাজ্য ধরে চলেছেন তাওে দিন কতক পরে ইংরেজের সলে একটা রফা করা হাজ্য আর তাঁদের গতান্তর থাকবে না। অথচ দেশের সাধারণ মুকক-সম্প্রদায়ের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল জগাই। দেশ ছেড়ে গিয়ে একটা কিছু শ্বিধা করা যায় কি না তাঁপরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা সেই সময় থেকেই তার মনে উঠতে আরম্ভ করেছিল।

বারা শব-সাধনায় সিদ্ধ, তারা বলেন থে, প্রথম প্রংরের পর ভূত, প্রেক, পিশাচ এসে সাধককে ভয় দেনায়। তেওঁ ভয়ে যদি তিনি সাধনা থেকে বিচলিত না হন, তে বিভীয় প্রেছরে মায়াবিনীয়া এসে তার কাছে আগ্রীয় বজনের রূপ ধরে মায়া-কালা কাদতে থাকে। ভাতেও



আমার বন্ধবের থাদে শুরু গুকু গড়ায় ভারা. প্রতিমাণ্ডলে। ব'বে এনেছিলাম মাথা ভ'বে কাঁধ ভ'বে এত উচুতে তারা এখন ভাঙ্ল। আমার চিশ্বায় ভাবনায় ভাদের ভাঙা হাভের

करकट्र हाल

আমার মগজে তাদের পতনের উদ্বেগ আমার অহঙ্কারের ভমকালো সিলুরেট ঝাপ্সা দেখাছে। তাদের ক্তবিক্ত ঠোঠের বাকে আমার আগ্রহ

भृत्र भण्न

শ<sup>ি</sup>চরে-যাওয়া মিলিয়ে-যাওয়া জ্বোড়া উরুর আদিম-প্রতাপ আমাকে নাড়িয়ে দিল ভূমিকলেও।

তার। ভাঙ্ক তাদের উন্টোলে। চোথের ছেনিয়াচে বোধা কৃষ্টি ফুট্লো ডিবিশ্বলোয

केलि: मिरब छेठ्न धारमद अकृतना मीत्।

এই অনুর্বর অনিত্যকার উপর নাড়িয়ে আমি টাকা আলিকনে কাকে অড়াতে চাই ?

এক দিন কাদা খেকে পা ছখানা **জোর ক'**রে উপ্ডে উঠে এসেছিলাম

হাত্তকর বসতি তুপারে দ'লে এসেছিলাম।
নিজেদের তৈরী ধাপ বেছে বেছে উঠে এসেছিলাম।
আমার সেই সিঁড়ি ভাঙার কাছিনী মহৎ কাছিনী,
হ' হুটো মুঠোম, হু' হুটো কাঁধে, বাকানো কোমরে
আমার ভার বহনের সে ছবি মহৎ শিল্প!
সমবেদনার ঝাঁঝে আমি গ'লে যাইনি
মির্গি-হাসিতে হুরেলা কারায় ভোকে উপতাসে
স্কাল-বিকেলের স্বস্ত চাকায়
সমবেত সলীতে
আমার উগ্বগে শিরা-উপশিরা বেজেছিল অলী বাজনায়,
আমি অভিকায় মৃতি তৈ এগিমে গিমেছিলাম।

चक्रण मिल

এক সময় থেকে আর এক সময় পর্যান্ত এক একটা
গহ্বরের উপর দিয়ে যে সব সেতৃ বেঁধেছিলাম
সেওলা কিন্তু, চমৎকার দেখাছে।
বহু ব্যবহার সইবার মতো আমার মেহনৎ:
শীতে প্রীয়ে এলো-মেলো ধারায় শক্ত হ'বে আছে
গুরুভার পদক্ষেপে এখনও গ্য-গ্য করছে।

নিংশক **অ**ধিভ্যকার পিঠ পেকে ঐ সৰ অভী<mark>ত কীর্ভি</mark> ন**জরে পড়ে।** 

সে কি যন্ত্ৰণা ? সে কি সাম্বনা ?
বিপন্ন শিখনে আমি দাঁড়িযে আছি
নীচে ভাকিনে গড়ানো প্ৰতিমাণ্ডলো দেখি,
পবিশ্ৰমের আবকে জীয়ানো আমার দৈভ্য মুভি
ছুপ্সে আস্ছে।
ভবিষ্যতের পটে কি একটা ভিল-পরিমাণ বিন্দু
হ'য়ে পাক্ব এইখানে ?

কিও এক প্রবদ স্বস্তির শৃত্ত আমাকে টান্ছে
আর এক **অভিজ্ঞতার শিথরে**নিকটবতী দিনে পাথা তর দেবার স্থাবাগ পাব যেন,
ইতিমধ্যে অহুভব করছি আমার কপালের যাম
নিঃসাড়ে শিশির হ'য়ে কুট্ছে।

বদি তাঁর মন না টলে, তো তৃতীয় প্রহরে মহামায়া মহান্ শ্বংগ্যর লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেটা করেন। মৃক্তি তধু তাঁরই লভা, যিনি এই তিন পরীক্ষায় উতীর্ণ হতে পারেন। স্থভাষচক্র প্রথম ছুই পরীক্ষায় উতীর্ণ হয়েছিলেন। শেষ পরীক্ষা এখনপ কেই ক্যানি।

যদি তিনি ইহলোকে থাকেন, তা'হলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের মৃক্তিদাভারূপে আবার জগতের সামনে আত্ম-প্রকাশ করেন।

## ম্বিদ লোজা হয়ে বস্ল। এবং আমিও। হু'জনেই লক্ষ্য করলাম।

"আশ্চৰ্যা রূপ !" গুন্ গুন্ করল সে। "মাৰ।
ম্বান্তির দেয়। এত স্থলর যে চোখে দেখলেও বিখাস
হয় না।"

বেরেদের সম্পর্কে মাখন খনামধন্ত। সামান্ত তাপেই গলে যায়, আর অনর্গল। কিন্তু তাহলেও, তার মতো অহরির মুখ থেকে এ-হেন উক্তিকে উচ্চ প্রশংসাই বল্ভে হবে।

বেরেটিকে চোখে লাগে, মিধ্যা না। রঙ্, গড়ন, এমন কি, চলার ভলীটি পর্যান্ত নিখুঁৎ। পুব লম্বাও না, বেটেও নয়। মোটা ভো নয়ই, রোগা বলাও ক্রিন।

শোটের ওপর সব মিলিয়ে ( তার মধ্যে কবিতাব শিলকেও ধরা হয়েছে) মেয়েটিকে তথী বলাই উচিত। কেন না, তরুণী যে বহুিমতী তা আমার বছুর কথার ধ্য থেকেই ধরা পড়ে।

সাপ্লাই আপিস থেকে বেরিয়ে কার্চ্জন পার্কের পাশ বেবে পশ্চিম-মুখে। চলেছিলো মেরেটি। আমতা পাকের মধ্যে বিশ্রাম করছিলাম।

নরম খালের ওপর লখা হরেছিলাম। মেটেটিকে বেরুতে দেখেই বিচলিও হয়ে উঠে বলেছি। আমাদের পার্কের খালে পর্যাবসিত করে লৈ চলে গেল।

শ্ব্যাতে। স্থলর মেয়ে আমি ভীবনে দেখিনি।" শাধনের গুলনধ্বনি গ্লনা হয়ে দাঁড়ালো।

"আমিও না।" আমি সাম দিলাম—পুনশ্চ ধরাশারী হয়ে।—"এবং দেখতেও পাবো না—যজোকণ না আরেকজনকে দেখতে পাছি।"

**"এরকম মেরে নাঁকে বাঁকে** দেখা দেয় না। ওকে



শামি আর এ জীবনে দেখতে পাবে। না।" দীর্ঘ নি খা স ফেল্ল মাথন।

निरामी

এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

"দেখতে পেষেও কোনো লাভ ছিল কি ? ও মেয়ে ভোমার গে ধরণের মেষে নয়, দেখলেই নোঝা যায়। ভথানে ভোমার টাঁটা কোঁচলুভো না।"

মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর অফুভ কমত। ছিলো মাধনের। ওর এই পটীয়সী কমতার জন্তে স্বাই আম্বা ওকে ট্রা করভাম। কাজেই এই স্থান্থে একট্ বোটা দিতে কে ছাঙে ?

"বাজি রাথো," বল্ল মাখন। আমি বল্লাম, "দশ টাকঃ।" "তথাস।"

#### বিবরাম ১জবর্ড

বলেই মাখন উঠে পড়ল। জামা-কাপক থে কুছে পা বাড়ালো ভক্তি। নিজের সক্ষাভেত পুথেই—আমি ক্ষিপ্ত দেখলাম।

সমর-কৌশলে মাহন নেহাৎ কম নায় ন।

ই্টাটেজি-বিছায় সে বিশায়দ। ভামিতি-বন্ধ
ভার কিছু কম্তি নর। মেরেটি ভখন মোড় লুবে
পাকের পশ্চিমধারী রাজা ধরে দক্ষিণ-মুখো চলেচিবো ।
মাখন করলো কি, অবাক হয়ে দেখলাম, সোজাস্থি
কার্জন পাকের কোণাকুনি পাচি দিল। বিভান্ধ
হই ভুজা ভৃতীয় ভূজের চেয়ে বিলম্পিড এই ভামিতিক
সভ্যপ্রহের সাহাযো সে অবিলয়ে মেরেটির মুখোম্বি
গিয়ে প্রলা

ভাহলেও, অবিচলিত বিশ্বাসে ওর কাষ্য-কলাপ দেগছিলাম। আমার দশ টাকা মারা যাবার একটুও আশকা কবিনি। গায়ে পড়ে ভাব করতে দেবে সে ধরণের মেয়েই ও নর—দেগলেই বোঝা যায়। আমার দশ টাকা তো অক্ষয় বটেই, সেই অক্ষয় বটের থেকে আরো এক ঝুরি নামার আশা আমার ছিল। সেই শঙ্গে বালি জেতার আরো দশ প্লাস্ ওর ছুদ্লা দেগবার ক্রেট

মেরেটির সামনে পড়ে মাধন অস্তুত কাষদায় এক
নমস্কার ঠুক্ল আমি দেখলাম। হাত পা নেড়ে হী
যেন বল্ল বোধ হোলো। মেরেটি লাভিরেছে, ওর কথার
ক্ষরাব দিয়েছে,— মাখনের অস্তুত আচরণে যেন নারী
মক্ষা পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছিল।

কোনো প্রতিবাদ না, বিরক্তি-প্রকাশ নয়, যা আশ। করা গেছল তার কোনোটাই না। মেয়েটির প্র<sub>বিভা</sub>ন্ত



এক চড়ে মাধনকে গালের দিকে জখন হতে দেখক প্রত্যাশা করেছিলান, হতাশ হতে হোলো। ভার পরেই

মাখন আর মেয়েটিকে পাশাপাশি রেড ্রোডের প্র ধরে হেঁটে যেতে দেখলাম।

পরের দিন স্কালেই মাখনকে আমার ফ্ল্যাটে দেখতে পেল্য। হাওয়ায় যেন উড্ছে!

"ফালো দিকি টাকা দৰটা!" আওয়াজ পাওয়া শেল ওর: "অতসীকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় আমি শেল্ডেন্ ডাগনে যাছি—বিকেলটা লাইট্ ছাউসে কাটিয়ে তার পর তোমার টাকায় মজা করে থাওয়া মানে!"

"কে অত্সী ?" আমি জিগেস্করি।

শ্রুষ্টা মেন্সেটি—যার চেমে ক্লের মেরে আর ভূভারতে ক্রেই---"

"ভণিতা রাখো।" আমি বাধা দিলাম : "বি ববে' ভ্যাকে তাই বলো।"

"কলার সাহায্য।" মাধন প্রকাশ করে: "সাদা বালোয় যাকে আট বলে—ভাই। আর, যে কোনো নেমেং হোক্' আটের আবেদনে সাড়া না দিয়ে প্রকাশ

"ঙৰি ভোমার **আ**ট।"

্মেছেটিকে দেখেই টের পেরেছিলাম এবড় কঠিন ঠাই। আমাদের চল্ভি কলাবিতা এথানে চলবে না। ভত্তি মাথা খাটিয়ে সিকাপুরের কলা এনে ফেল্লাম।"

"গিলাপুরের কলা ? সে আবার কি ?"

শিকাপুরের আর্টও বলা যায়। আমি সিকাপুরী
সেতে গেলাম—তক্ষণি তক্ষণি। সিকাপুরের করাসী
বাদলো, যুদ্ধের বস্তার তেসে এসেছি—ভালো করে
বিলো বল্ডেও পারিনে। এই ভূমিকা নিয়ে পেলায়
এক নমস্কার ঠুকে মেরেটির কাছে এগিয়ে গেলাম।
বল্লাম, 'আমাকে মাপ করিবেন, আমি কলিকাতা
উত্তমরূপে পরিচিত না। বিপদে ভয়ানক পড়েছি।'
তনে মেরেটি বন্কে দাঁড়ালো। সেই সুযোগে আমার
সিকাপুরের ব্যাপার কাঁস করে' আমি বল্লাম,
কিলিকাতার আপনাদের মন্ত্যেক্ট সেই বিখ্যাত কোপায়
আমিকে বল্বেন গু

<sup>"কাবল্লোসে</sup> ।" আমি জিজেস করি।

'ণী আর বলবে! মহুমেণ্ট্ অদুরেই দাড়িয়ে ছিল। গেবিয়ে দিল। এজন্ত বিশেষ ভাকে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু তারপর আমি ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ল দেবতে গইলাম—'জ্বল্লই ভার হদি কোনো কাজ কতি কিবা ক্ষ্বিধাজনক না করভে হয়।' লে বলুলে, এমন কি আর

অহবিধা, বিদেশী বাঙালীকে সাহায্য করা তো বাঙালী মাত্রেরই অবস্ত কর্ত্তব্য। অতএব, তাকে কর্ত্তব্য পালনের প্রবোগ দিতে আমরা হজনে ভিক্টোরিয়া মেম্রিরলের দিকে রওনা দিলাম।"

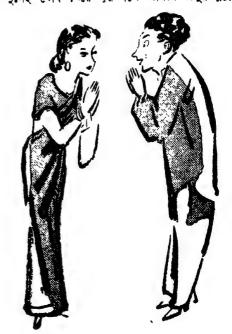
"সে আমি নিজের চোথেই দেখেছি। এখানে বংস: বংস্ট।" আমার ভিক্ত অভিক্ততা ব্যক্ত করি।

শ্নেষ্টে আমার প্রতি দয়ালু হয়ে মেমরিয়ল হাড়াও আনেক কিছু দেখালো। মোহনবাগান রাব, ঘোড়েন্ড নাট্ডর মাঠ, মিউজিয়ম্—মেটুলিনেমা। মেটু দেখবার পর ভক্তার খাতিরে, সিনেমাটা আমিই ওকে দেখালার। না দেখালে ভালো দেখাতো না! কিন্তু সিনেমান্ডে গিয়েই বাধলো বিপদ।"

"की-की विभा "

"সিনেমার গোলমালে গুলিরে আমার সিশাপুরী পোলস খুলে পড়েছিল—কখন যে, তা টের পাইনি। সহজ বাঙালীর মতই কথাবার্তা কইছিলাম। কিছ যাই বলো, অভসীর মতো মেরে আর হয় না। বরা পড়ে গেছি দেখেও সে ধর্তব্যের মধ্যে ধরল না। আমার ক্রটি-স্বীকারের আগেই অকাতরে আমার মার্ক্তনা করে দিলো। যেমন চেহারায় তেমনি ব্যবহারে—এবন চমংকার মেরে আমি দেখিনি। দাও দিকি টাকা দশটা।"

মাখন যেন ঘোড়ায় জীন্ দিয়ে চলে গেল। পকেটের দিকে হাল্কা করে গৈলেও মনের দিকটা সে বেশ ভারী করে' গেছল। এই বিপুল জগতে নিজেকে একাতই বিরল বোধ করছিলাম। অবিরল বিরলভার বিজ্বনা! এই হু:সহ বোধ নিরে কর মনে আমার অক্স স্লাট



ক্ষেপ বেক্লাৰ—বেরিনে পড়লান বিয়াট লোকারণ্যের বুক্লভার। বে এক-কে পেলে এই জনব্দুল প্রভা ক্ষুত্তিই অপরিষেয় হয়ে উঠতে পারে সেই একলা ক্ষুত্তিই আমার জীবনে গু

্ **উত্তল**া এড়িরে হাজর। রোড পেরিরে চলেছি— ক্রু থেকেই দেখলাম মেরেটিকে। কলেজ থেকে বেরিরে **ক্রিকেই আ**সছিল। পার্কের ধার থেঁবে।

্বি এর আগেও দেখেছি যেখেটিকে। দূরে দুবেই দেখা— ্বিভাছই এক্তরজা। একজনেরই একচোখোপনা, ব্যাত গোলে। কখনো কাছে যাবার সাহস হয়নি। আজা কিন্তু নির্ভাষে এগিখে গোলাম।

্ "নৌমোস্কার্।" আমি বল্লাম: "মাপ করিবেন। আকটা ভিজ্ঞান। কথা করি।"

.. (बरश्रिक व्यवाक् करश्र माजान-"की बन्ना ।"

"কলিকাতার ভিক্টোবিয়াল্ মেমরিয়াল্ বিখ্যাভ খুব ভনেছি।" আমি বল্লাম: "সে কোধায় ?"

• প্রশ্ন তো করলাম, কিন্ধ কোন্ কৌশলে নিজেকে সিলাপুরের আমদানি বলে' জানিয়ে বাঙালী মাত্রেরই কর্তব্যের অগীভূত হবো সেই কথাই ভাবছি. মেয়েটি ভাকালো আমার দিকে। ভর হলো, রবীজনাথ আউড়ে 'হভাশ পথিক, সে যে আমি—সেই আমি।' লা হয়তো বলে' বলে।

আবল্লি, বল্লেও কোনো ভূল হোভো না। নিধিল সানী এবং বিজয়িনীদের প্রতিনিধির মত ই লে। 'আমিই memo এবং আমিই real,' বলাটা ভার পঞ্চে কিছুবালে অভ্যক্তি ছিল না।

কিছ মেরেট কিছু না বলে' শুধু তাকালো। দেখলাম তার চোখের তারা কালো। আর কী কোমল তার চাউনি!

"সে তো অনেক দ্র। এখান থেকে তো দেখানো শাস না। ভবে আপনি যদি হাইকোট দেখতে চান—"

"নিস্চোর। যদি দয়া করেন আমাকে দেখাতে।" স্বিনরে আমি বলুলাম।

বেষেট কিছু বল্ল না। ওধু একটুখানি হাস্লো।
শার কা নিটি বে সেই হাসি কি বলবো!

আমাকে নিম্নে সে চলুলো—হাইকোর্টের দিকেই বলুতে হয়। কিন্তু হাইকোর্ট লক্ষ্য হলেও পথের অঞ্চান্ত উপলক্ষের প্রতিও তার বেশ বোঁক রয়েছে দেখা পেল।

ক্ষেক পা এওতেই প্রস্তর-খচিত এক অট্টালিকা প্রভাগ বাধারে। প্রায় ফ্রইবোর মতই বলা উচিত।

শুনাই হচ্ছে আমাদের আশুডোৰ কলেজ।" মধুর আরে বে জানালো। আহা, ভার কর্ত্তরে কী মাধুরী !

আনার ছই চোৰ ভরে মূব চৃষ্টিভে কলেজের রূপছ্ব। পান করলায়। বভক্ষণ সম্ভব এবং বভটা পারা পেল। তার পরে বীর্যনিধান মোচন করে' জানালায—"বেন কোলেও। বেন ডালো ডোলেড।"

আমাদের সিভাপুরে এরকম নেই, সেই কাঁকে এই কথাও বলে' এওকণ পরে একট্থানি শিঙা ফোঁকার স্থবোগ নিতে যাবো, এযন সময়ে সে অদূরবর্তী আরেরকটা বাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকরণ করেছে।

পার পার এগিবে আমরা বাড়ীটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। লাল ইটেব বানানো বিচ্ছির চেহারার কাঠখোট্টা এক বাড়ী—প্রথম দর্শনেই মন্তের মধ্যে বিভাষিকা ভাগায়।

"এট इटक खनानीशुद्रत थाना।"

আমার ২টুকা লাগে। ধান কেন ? এত ছায়গা ধাকতে হঠাৎ ভবানীপুরের ধানা ?

পটীয়সী বিদ্যা অঘটন-ঘটন বলে' শোনা ছিল।
প্রত্যক্ষদশীদের অভিজ্ঞতাদক বাণী, অবিশ্বাস করার
কিছু নেই। শোনার তিনিস বাণী দিয়েই বানানা
হয়—ওত্তাদ্ জোকের৷ বানিয়ে থাকেন—অপরের কানের
উদ্দেশেই। যদিও পরের শোনায় কান দেয়ার বিপদ
আছে, কান নিয়ে, এমন কি, পাণ নিয়েও টানাটানি
ঘটতে পারে—কিছু কান না দিয়েই বা রেডাই কি গ

অবজি, শোলা জিনিসের কওটা থাটি আর কথখানি থাদ তা পরীক্ষাসহ। থাদের শিক্ষা আবার উপর উপর দেখে ঠিক হয় না, ওলিয়ে গিয়ে ঠেকে শিখতে হয়। আমি কি ভবে গেই অভলম্পনী-স্থাবনার সাম্নেই এসে দাড়িয়ে নাকি ? বলা বাহলা, আমার গতি মন্দীভূত হয়ে আমে।

্ৰিৰ পান! । বেশ ভালো পানা। বিভোটা পারি, সদ্পদ হয়েই প্রকাশ করি তথাপি।

"এবং ঐ যে । খানার সংম্নে দাঁড়িয়ে—" লঘা চৌড়া বিরাটকার পাহারোলাটাই এবার ভার দৃষ্ঠাক্তল বোকা বায়—"ও হচ্ছে এক পাহারোলা।"

"বা:। আপনাদের পাছারোলার। বেশ ভালো। বেশ দেখতে। কেমন লাল পাগ্ডি।" অভিত্ত হয়ে আমি বলি। বদিও, বল্তে আমার কণা বাংধ। বাং বাধ গলাতেই বল্তে হয়।

দেখতে দেখতে ওর কোমল দৃষ্টি কঠিন হয়ে আগে। মিটি হালি মিলিয়ে যায়। কঠবর কঠোর হয়ে ওঠে।

ত্বিধন ওছন্। এক, ছই, তিন—এই গুণ্তে না গুণ্তে বিদি না আপনি আমার সাম্নে থেকে কেটে পড়েন তো এক্শি আমি আপনাকে—আমার পিছু নিরেছেন বলে— এই পাহারোলার জিমা করে দেব।"

বেষেটি এক ঋণ্বার আগেই আমি কেটে পড়েছি। এক ছুটে আমার স্ল্যাটে এসে একেবারে স্ল্যাট্!



#### বিষ্কৃচন্ত্ৰ হোৰ

অপ্নিবর্গ সংঘর্ষের মুখে মুখি করে

একটি অকেন পুথ শাণিত কিজাসা
উচ্চারিত মেঘমক কোট কঠে আক

কতভাগা মামুনের:
কোন সভ্যে দীকা নেবে। 

কোন সে উচ্ছল ক্ষম্ব পপ—

ভামাদের নব-জীবনের 

গ

### দাম্ভিক প্ৰশ্ন ওঠে:

হে সত্যাৰ্থী, ছে নবেণা, ভ্ৰেণা সিছকান,
তোমার অসহযোগী অভিংস সংগ্রাম
কী করুণ পশ্লিম।
পদে পদে বার্থতার উক্তু শিশ্বরে
মৃত্তি-সম্ম ভিন্ন ভাই নিজ্ঞীব নধ্রে।
নাংলায় পাঞ্জাবে মাশাস্থি
অভ্যে তরুণ দল রূপাণ শাণায়
নিভতে নির্জ্ঞানে যুগে মুগে।
অব্দ ভারা বঞ্জান অভিংসায় ভূগে
মৃত্তিপধে বার্থকাম
অটগাস হাসে ভাই বন্ধকাটা নির্ম্ম সংগ্রাম!

### बोध्यत्र खिळामा ७८५ :

হে পৰিত্ৰ সভ্যাপ্তাহী, ওগো পুজাপাদ,
পেষেড় কি বিধাতার নিগৃঢ় নৃতন আশীর্কাদ
সাধীনতা-সংগ্রামের বার বার বার বার্থ আন্দোলনে ?
বৈশু ষড়বন্তে আজ অভিনৰ আত্মসমর্পণে
এ কোন্ অভুত স্বাধীনতা ?
চাপাও দেশের ছল্পে করুণ শঠতা,
বিণিকের স্বার্থকোপণে
ছলিনের অপ্তিময় বুগ্-সঞ্জিত। ?

আরো প্রশ্ন আছে শোনো হে স্ত্য-সার্থি:

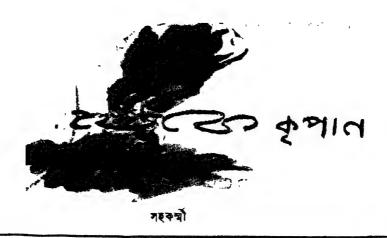
মিধ্যার কলক দিয়ে আরো কত কাল
বলো বলো আরো কত কাল
বভারী যৌবনের লাঞ্চনার প্রশ্রেয় কোগাবে ? ?
তোমার স্নেহের শিবাদল
পবিত্র সংঘমী যতো অহিংস সাধক
মুৎকারে নিবাভে চায় যৌবনের জলস্ত পাবক
প্রচারের ভেনি, তুরী, পটছ, মাদলে
চৌর্যালক ঐবর্যের বলে
অসত্যের জয়গানে আজ তা'রা উন্মন্ত পিশাচ:
আত্মঘাতী আদর্শের মঞ্চে নাচে ছণ্য নাচ!
বলো বলো আরো কতকাল
অসত্যে প্রশ্রের দেবে অহিংসার কৌটিল্য-ভাবণে ?

#### শেব প্রশ্ন শৌনো সভাকাম:

একট উজ্জল প্রশ্ন, জীবস্ত কিজাসা
জলে ওঠে রক্তমেঘে বিক্যুতের উদ্দান ঝলকে,
লক্ষকোট হতভাগ্য-হলয়ের বালা দিয়ে গড়া
হক্তবর্গ বিহলম বিপ্লবের অগ্নিম্ম ডালা—
দেশে দেশে প্রাণবস্ত অভেয় বিশাল,
ভোমায় নেতৃত্ব চায় ভারতের হে-প্রাণ-প্রক্ষ
তুমি কি দেবে না সাড়া বিপ্লবের বলিই আহ্বানে?
ভোমার বিধাতা যদি ভোমারে ঠকায়
লাভ পথ নির্দেশের স্বগীয় সঙ্গেত—
কে তোমায় যুক্তি দেবে?
হরিজন-মুক্তিপণ ভেসে যাবে ল্রান্তির ব্যায় ?

ভিজ্ঞাসা মিলায় শৃত্যে চক্রান্তের কালো ধোঁরা লেগে অগ্নিদম্ম নির্য্যাতিত নরগোঞ্জী তবু রম্ব জ্বেগে অাধীনতা! কা'র স্বাধীনতা! প্রস্থার স্নানমূথে প্রশ্ন করে বিজ্ঞাহী জনতা!





বাহি লাব চরমপন্থীদের সমর্থিত দেশবদ্ধর নতুন কার্য্য-প্রতিক্রে চার দিক থেকে এমনি করে বেপরোরা আক্রমণ করা হতে লাগল। বারা আক্রমণ করছিল, ভাদের অধিকাংশের রাজনীতিক কোন ভাগেও ছিল না, অথবা কোন কোন ছলে অতীতের নির্ব্যাতনবুনিরাদ থাকলেও নতুন সংগ্রামমূলক কর্মপন্থতি অমুবর্তন করবার আঞ্জন্ত তাঁলের ছিল না। তকলির আবর্তনে স্বরাজ, কৌশীনে স্বরাজ, টোলের থার্ড ক্লালের, আল্রম বেংধ প্রভাতে রাম নাম আর সন্থার চোধ বুঁজে উপাসনার বন্ধুভার স্বরাজ—এ গবের ভেতর কিরে আনাগত স্বরাজর আভাসে গান্ধীকীর থতাবভারদের অংক্সক্রম আই সান্থিক লক্ষণ প্রকাশ প্রতে লাগল।

প্রা কংগ্রেসে এরা হিন্তু জ্বার C. R. নাম কেড়ে নিয়ে দিল পান্ধীপদ্বীদের শুক্রাচার্য্য চক্রবর্তী রাজ্য গোপালকে। চৌরীচোরা ও বরুলীলির গণবিক্ষান্তে গান্ধীকী বর্ধন চটে গিয়ে ৩১শে ভিলেপ্রের দ্বাক্ষ আনা বন্ধ করে দিলেন, তথন বাংলার সব দেশকর্মীই গান্ধী-আন্দোলনের উপর অন্ধারে অন্ধার হয়েছিল। এক জন গান্ধী পদ্বী বিশিষ্ট বুব নেতা আলিপুর জেলে বলে ছংগ করেছিলেন— তারীচোরার মন্ত একটা সামান্ত ঘটনার জন্মই বলি ভারত-ভোড়া এত ক্যুক্তরী বিরাট আন্দোলন বন্ধ করে দেওরা হয় তবে ভবিষ্যতে এ প্রায় মুক্তির আলা কোধার ?

প্রবা জেলে বাবার সমর দেখে গেছলেন ভারতব্যাপী বিরাট সংবাদ-প্রচেষ্টা—সংগ্র সংগ্র ছাত্র দেশের সেবার মন্ন, সর্কত্র অপূর্ব্ব স্পাসনর্থন ও জন-উদীপনা—সর্কত্র হিন্দু মুসলমানে মিলন। সত্যি কথা বলতে এমন ব্যাপক ও গভীর আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার জন্ত বাংলার বিশ্লবী কর্মীরা গাছীদ্ধীকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারেননি, ভবিবাতে পারবেনও না।

ভবে গোটাচ্যত করেক জন বুব নেত:—বরস বেশী হবার জন্তই হউক বা তাঁদের পিরার পিরার বজাভণের প্রবাহ করতি হরে বছজাপের প্রবাহ করতি হরে বছজাপের প্রবাহ করার জন্তেই হৌক—সংগ্রাম-জাঁচড় ওস্বে পিউরে উঠিতে সাসলেন। সজে জনেক রাজনীতিক কীর্ত্তনীয়াও এসে বাংলার করাই-বাবাইদের উত্তার করবার জন্ত শ্রীখোলে চাটি দিতে লাগলেন। এ চাটি জনেক ক্ষেত্র অহিংসার সীমা লক্ষ্যক করেছিল। তাই সেখেছি—'২৩ সালে এসের ধারি হয়ে পড়েছিল—'চিভকে ভাশ বাড়া করন্।"

পথা ক্ৰেন বেকে দেশবৰুৰ সক্ৰে বুকাৰ আৰু বাংলাৰ বিশ্লবী দেককৰা অপৰাধিক ও ক্লুক কৰে কৰন ক্ৰিয়াসন কৰন কানেৰ কল **জাগল ৰাজনীতিক একটা দৃঢ় সঙ্গল-একটা স্বদৃ**ঢ় কণ্মপদ্ধতি <sup>চ</sup>নতুন দ সংগঠনের ভার পেকেন বাঁরা তাঁকের মধ্যে থীরেন শাসমল, ভালা, হেম্ভ সরকার, উপেন বাড়ুহ্যে, কিরণশহর রায়ের নাম বিখেছ **করে উরোধ করা বেতে পারে। সংবাদপত্তে অপপ্রচা**বের বর্ণবাদ করবার ভন্ন বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করা ৪ ব জিব ১৮। ছিব চল, বাংলার ৫তি ছানের প্রভাকটি স্বকানী, ভছ⇒ংডাই জাতীয় এবং অভবিধ অভিটান বিপ্লবীয়া cepture স '' **ভোড় ভোড় চলভে লাগল। ভেল থেকে বেরিরে** দেশবন্ধু সমস্ত সংশ্ **প্রচার কাজ করতে বের ছ'লেন। মনে আছে,** সে সময় উগতে বি **বেগই না পেতে হরেছিল। প্রতি জিলার কন্মীব্য হাঁকে** কামন ও দেব व्यानित कथा अकलाठे वामहित्यत । त्याशास्त्राक ए । १८४० वर्ग আর বাংলার সর্বভাগি কথীদের সৌরবে তাঁর বৃক্তশ্ভাত হতাত হ **এ সব কন্মীর সমর্থনে দেশবন্ধু বর্থন কংগ্রেসের দিয়ী**র বিশেষ ও দি শৌন ভাঁর নতুন কর্মধারা পাশ করিছে নিশেন, তথন প্রিড শ্রামঞ্জর হবদরাল নাপ, আর জিতেন ব্যানাজ্ঞি—অক্টারী, ভাত্রল গানী মহম্মদ আলির আদালতে চিত্তর্জনকে অভিযুক্ত করাজা বিশ্ব স্থবিধে কৰে উঠ্চে পারেননি।

বাংলার বিপ্লৱী ক্ষাঁরা গান্ধীপদ্ধী প্রিবর্তন-বিষ্ণোটন লোক ক কংগ্রেস থেকে বধন দূব করে দিল, তথন এক দিল ওলালে এই সঙ্চৰ প্রায়ুল্ল ঘোৰ ছাধ করে বলেছিলেন—"ওল্ফ এটালেও ভূলে গেছে।"

প্রভাবকে আমরা একথা বলেছিলাম। শুনে উন্দ এক ইন্দ্র কর্মানে ক্রিক্টাকে 
দিল্লী কংশ্রেস থেকে কেরবার পথে দেশবন্ধুর সম্প্র বিপ্রবী যুবনেতারা প্রেপ্তার হলেন, ভিন আইনে। কাজের প্রবাদাস, ভা অনেকে অনেক রকম আন্দান্ত করেলেও, স্পষ্ট কিছু বুরা হাসান। বিপ্লবী নেভারা এবই মধ্যে বে বাংলা দৈনিক 'স্পেন্ন' প্রবাশ করেছিলেন, ভাঁদের প্রেপ্তাবের সঙ্গে সঙ্গে ভা বন্ধ করে দিতে তল্লাভ্রা। অপর প্রচারপুত্র বারীপের 'বিজ্ঞাতিও উঠে গেল,। তিপ্রেন্দাথের আন্দান্তি'র (ক্লসাম্যবাদের প্রথম প্রচারক) ভার স্প্রশাস্ত্রী নিলেন।

বাৰ দিকে ব্যাহাতৰ বন্ধ, সভ্যোজনৰ বিজ্ঞ, মনোমোহন ভটাচাৰ। ইংমেনী গৈলিক 'কাওৱাৰ্ড প্ৰকাশ কৰ্মাৰ আয়োজন ক্রডে লাগলেন। ব্যাহাৰ ব আৰু নীম্ম কৰ্মান্তিৰ প্রিচয় সেধিন আমরা পেরেছি তা ভ্লবার নয়। ধর্মজ্ঞার ছটকুমল ব্যানসানে কেশ রাকি সাজান থেকে আজিল পাজন সবই উাকে দেদিন করতে হয়েছিল। মনোমোলন বাবুকে ম্যানেজারী করতে আর হরনি, উাকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছল। 'সার্ভেন্ট' ভেঙ্গে কর্মীরা এসে যোগ দিল 'করওয়ার্ভে। বাংলার সাংবাদিকভার সে নতুন বুগ। এ মুগ্রের ইতিহাদ লিখবেন 'করওরার্ভে' বুগপ্রবর্তক সাংবাদিক সভ্যরঞ্জন বন্ধী। এই ক্ষুদ্র মান্থ্যটি, বিবাট প্রাণ আর অনির্বাণ আগুলন বুকে নিয়ে দিনের পর দিন লেখন'র মুখে আর হরকের ছাপে ছাপে বে বৈত্যতিক বঞ্চা পরিবেশন করে গেছেন, দেশবন্ধু ও স্মভাবচক্রের সাফ্ল্যের মুলে ভা নিশ্বর অপ্রিহার্ব্য হরেছিল।

প্রচার ও শিক্ষাদানের দিকটাই বরাবর স্থভাবচন্ত্রের প্রক্ষণ্ট চিল। এই ছট বিভাগে নীবৰে সংগঠন কাজ বেমন করা বাহ, ভেমনি ভাবী প্রচেষ্টার 🕶 কর্মী সংগ্রহেরও স্থবিধা হয়। বর্ষন স্থভাব এসে হুঠাং ২২ **সালের ক্ষপ্লাবনে ব**াশিরে পড়েন তথন রাজনীতিক প্রধান যব-নেতারা—কেউ কেউ থালাস হরেছেন কিছু বেশীর ভাগ নেতা কেউ আক্ষামানে, কেউ দীর্ঘ মিরাদী কারা-ক্লেপ ভোগ করছেন। হাট্রে তাঁদের তৈরী যুবকরা কংগ্রেস আন্দোলন আপনাদের কাড়ে প্রয়োগ করতে বা**ন্ত-ঢাক-ঢোল পি**টে নয়—নীববে। তরুণ মুভাগের সঙ্গে এ সর পাকা সংগঠকদের সাক্ষাৎ পরিচয় তথন খুব বেশী ভুম্নি। ২২ **সালেও ডিসেপ্বের প্রথম সপ্তাহে এ স**ব বিপ্লবী নায়করা प्रमृत्कृ:क निष्तु दथन (वश्रम नन-क्श-क्शार्यमन क्रमाणियात कात्र, কংগ্রদ কমিটা কোর, সেউলে মহমেডান ভলাতিয়ার কোর পঞ্চিয়ে নিয়ে নিজেরা কুমারুত্তি অবলম্বন করলেন, মভাব তথন তাঁদের হয়ে প্রচার কাজের ভার নিরেছিলেন। নতুন সংশোধিত ফীজদারী আগনে তথন নেতা ও কমারা নিবিংচারে ধরা পড়েছে—সাজা পাছে আৰ জেলওলোভে চালের হাট বসাছে। এলের প্রচার-मंहिर हिमारवरे सम्बद्धार मरे करा अक्शाना नामिन स्वव्हारमवक সংগ্রহের ও প্রেপ্তাবের বিবরণ সম্বাচিত এক চিঠি 'অমৃতবাজাব পত্রিকা' আফিসে প্রভাব পাঠিবেছিলেন। ফলে পুইনচোর এজলাসে তাঁকে অভিযুক্ত করলেন পাবলিক প্রেসিকিউটার ভারক সাধু। ক্রেল হ'ল বিচার। দণ্ড হ'ল ভ'মাস বিনাশ্রম কারাবাস। স্কুডার রায় ওনে চেস বলপেন-"মাত্র ছ'মাস"-কি লক্ষার কথা !

শালিপুর জেলে তথন বালোর শ্রেষ্ঠ বিপ্লারী কথাবা—বাজাবার বামার মামলার অমৃত হাজহা (১৯১৬, ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ বছর নির্মাসন দতে দণ্ডিত), প্রাগপুর মামলার আত লাহিড়ী (১৫ সালের ২০শে নভেম্বর—১০ বংলর নির্মাসন দতে দণ্ডিত), বরিশাল সাগ্লিমেন্টারী বড়বন্ধ মামলার তৈলোক্য চক্রবর্তী ও মদনমোহন ভৌমিক (১০ বংসর নির্মাসন দতে দণ্ডিত), শিবপুর ভাকাতি মামলার

নরেন বোৰ চৌধুরী, অয়কুল চটোপাধ্যায়, সভ্যরঞ্জন বন্ধ ও ভূপেজ বোৰ ( ১৯১৬, ১৫ই কেব্রুরারী বাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দতে দণ্ডিত ), ১৯১৬, মল হাসামার বাবজ্জীবন নির্বাসনে দণ্ডিত যতীন নন্দী ও মহেছে: দান, ১৯১৭ ঢাকা গুলী মারার মামলায় ১২ বংসর কারালকে: দণ্ডিত প্রকৃষ্ণরঞ্জন রায় পৌহাটী গুলী মারার মামলার ও বেনার্য এ বড়বল্ল মামলার ১০ বংগর কারাদণ্ডে দণ্ডিত নরেক্র বন্দ্যোপাধ্যবি শালকিয়া ডাকাতি মামগায় ১৪ বংসর নির্বাসন দত্তে দ**ভিত**্র মোহিনীমোহন থোৰ, ৮ বংসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত পাঞ্চাৰী: হরদরাল সিং-- এ রকম ২ • ।২২ জন বাছা বাছা কথা। **দেশবদ্ধ** মুভাৰ প্ৰভৃতি অসহযোগী দেশভক্তরা দলে দলে কেলে আসচেন একথা এট নীৱৰ বিপ্লবীয়া তাঁদের সলিটারী ব্যোমকেশী **শেলওলোজে** বলে বলে শুন্তো মেট ওরার্ডারদের কাছে, আর মধ্য রাত্রে নিয়ক্তি হরে গেলে আপনাদের মধ্যে আলোচনা করত। বাইরের ছ**নিরা** আকাশ, বাতাস, আপন জন—হে দেশের জকু তাদের জান কর্জ ক্রা—দেই দেশ বেমন ভাদের দেহের চোখের কাছে বন্ধ তেমন বৃদ্ধ এই বাইরের হৈ হৈ জাগরণ । নতুন আন্দোলন, নতুন কর্মী, নতুন নেতা স্বেচ্ছায় দলে দলে আনন্দ কংতে করতে দ**েশ মিলে জেলে** আসা-জেলে এসে বিপুল বেদনায় অন্তম্মুখী না চরে, আনন্দ উৎসৰ কলরবে কারাগার মাং করে দেওয়া। নিষিদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে থৌজ বাগবার ফুরদং কেউ না পেলেও, দেশবদ্ধ স্থভাব, হেমস্ত এমের **থোঁছ** নিংখন। ওদের অসমা অপ্রতিরোধানীরর প্রভাব ও **গুরুত্ব বাজিক** গ্ভীর রাতে আলিপুর বিৰুশালাকে ধমথমে করে দিও। **ওরা** আলোচনা কবত আপন বিপ্লব্ট-গোষ্ঠার মধ্যে—কান পেতে ভাই ভনতে। বারোয়ারী আন্দোলনের বোষ্টম দেশভক্তরা। ভাষের গা ছম ছম করত। তারা বিজ্ঞাপ করতে সাংস্পোত না। আবের শিঞ্জারর ভালাভলো মাঝে মাঝে খানখাট করে বেকে উঠাত—সাবারশ কংলোৱা ১৷২৷৩৷৪ করে নম্বৰ গুনতো—নিশাচৰ ওয়ার্ডার হাকভ— সব ঠিক স্থায়—তার পর বেংমকেশী বন্দির জ্বা তাদের মূলভূবী নৈশ আলোচনা আবার চালিয়ে হেত। দেশবন্ধ **তনে গভীর** হয়ে বেভেন। পণ্ডিত শামপুদ্র কোঁদে ফেলভেন। कदर ।

২০ সালে দেশবদ্ধ ধনন বিপ্লবী স্বরাজ্যনলের প্রচারপার ক্ষরওরার প্রিকাশের জক্ত আ্যোজন করলেন, তথন সে ভাব প্রভাবচন্দ্র সানকে। গ্রহণ করলেও কার প্রাচীরেও অস্তরালে মাত্র না—ভারত থেকে। নিকাসিত দেশভক্তদেও কথা ভূলতে পারেননি। 'বাদেশ', 'বিজ্ঞানী', 'আত্মশক্তি' আব 'বাংলার কথার' সঙ্গে এ সব বন্দীদের বেমন সম্পূর্ণী ঘোগ ছিল, 'ফরওয়ার্ড' দৈনিক পত্রের সঙ্গেও এদের বোগ ভার চাইতে চের বেশী ছিল।



# र्ভार्यत्र गर्भ वाद्या वस्त्र

ं( ५३)२—२० )

## ু **এ**হেমন্তর্মার সরকার

ক্ষাৰ জমণে বাওৱার আগে স্বরেশনা, যুগসদা, ওফদাসদা,
স্থভাৰ ও আমি নবছীপ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেধানে
ক্ষাণৈৰ এক ঠাকুবৰাড়ীতে উঠদাম। নাগুদ হুবস বাবালা মশাবেৰ
ক্ষাণালা আলে উঠলেন থাওৱাৰ সময় তক্ষ্মী সেবাদাসীটি আসার
ক্ষাণালা আলে উঠলেন এবং বললেন—'ধর্মের নামে বাড়া-বর হৈছে
ক্ষান্ত ব্যাধিন হ'লেন। কলে আহার শেবেই সেধান হতে বিদার
ক্ষাণ্ডান

স্কাৰ পৰ নৌকাৰ কুকানগৰ কিববাৰ পথে উভান প্ৰোতে নিৰ্দেশ্য বেশ বেগ পেতে হংষ্ট্ৰিল। মাঝিটি আনাড়ি চওৱার বিশ্বাহা হাল ধৰলেন, আৰু যুগললা, প্ৰভাৰ ও আমি ওপ টানতে বিশ্বাহা। আগেৰ অভাস থাকাৰ প্ৰবেশদা'ৰ হাল ধৰতে কোনও ই হানি! বিশ্ব সৰ চেবে বেশী কট হবেছিল প্ৰভাৰে। কুলোকেৰ ছেলে, সোনাৰ দাদেৰ মত চেহাৰা, ছোটকাল অবধি নিৰ্দ্ধ আজ্ঞানেৰ মাৰে লালিভ-পালিভ, হুংধেৰ আঁচিড় গায়ে লাগে নিৰ্দ্ধ ক্ৰানোঁ প্ৰভাৰকে নিৰ্ব্ত হ'তে বল্লেও সে কথা

ব্যাটিক পৰীক্ষার পর সময় নাই না করে কুক্তনগর প্রথমজীবক্লি-বিভালর ছাপনে উল্লোগী হ'ছেছিলাম। কলিকালা থেকে

বুক্ত শৈলেন ঘোষ এসে এই কাকে আমানের সঙ্গে সহবোগিতা
হরছিলেন। ইনি পরে আমেরিকার পালিরে গিয়েছিলেন এবং

বুক্তেস্ব পরে কিবে এসে কলিকাতা কপোনেশনের শিক্ষা-সচিব
ক্রিকেন। এবন ইনি ঢাকা ইন্টার্মিডিয়েট কলেছের অধ্যক্ষের
ক্রেক্তাছেন।

ি আমাদের নৈশ-বিভালয়ের শিক্ষকভার কাকে সভাব মধ্যে মধ্যে 河 বোগ বিত। জুলাই মাসে কলেক প্লকে সভাব প্রেসিডেজি ज़रूज कर्ड s'ल। माहित्क विशेष ज्ञान अ'भकाव क'रव मानिक 🥆 টাকা বুভি পেলেও, কটকে না পঢ়ায় জন্ম ঐ বুভি থেকে ্ৰীয় হ'ল। প্ৰেসিডেলি কলেজ থেকে মাসিক ১০, টাকা বৃত্তি র। সঞ্জিক, সংস্কৃত ও আর ভার optional subject ছিল। ৰিও প্রেসিডেজি কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রবাগ প্রেছিলাম— 🖫 ছলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরের কাজ করার জন্ত আমাকে ্লাপ্র কলেকেই ভব্তি হ'তে হ'ল। নীলমণি সেনগুৱ ব'লে ক্ল**্রবাসী একজন সহপাঠাকে স্থভাবচন্দ্র কুকানগ**রে পাঠালে।। ন্ধ্বি টিউসন করতো এবং সভাষতের নিজের খলাবসিপের 🤰 থেকে ভাকে সাহায্য করতো। নীলমণি পরে বি-এস-সি ্ব ক'বে দৌলতপুৰ কলেজে ভিমলটেটর হর। অববিন্দ মুখার্জি 😑 আৰু একজন সহপাঠী আমাদের দলে এই সমরে কুকনগরে ্ব হয়। অববিক্ত পৰে দেশবন্তু চিত্তবঞ্চনের সাপ্তাঢ়িক 'বাংশার ্ৰৈ ব্ৰিষ্টাৰ ও পাৰলিনাৱৰণে হব মাস কাৰাণতে দণ্ডিত া আমিপুর সেট্রাল জেলে দেশবদ্ধ, প্রভাব ও আমার সঞ বিহাবে বেভিয়াৰ একটি ইমুলে अपन া व्यविक **元 中間**!

কৃষ্ণনগৰে আমৰা গুৰু অঞ্চনা নদীৰ ধাৰে বোজ বিকেলে সমবেত হতাম। ধৰ্মচৰ্চা, বাজনীতি আলোচনা হ'ত। কলকাতা থেকে এনে স্বৰেশচন্দ্ৰ, সভাৰ প্ৰভৃতি মধ্যে মধ্যে আমাদের আলোচনার ৰোগ দিতেন। অধ্যাপক চেমচন্দ্ৰ দত্ত গুপ্ত হেমচন্দ্ৰ স্বকার আমাদের কাজে সচায়ত। কবতেন। পবে যুগলদাকৈ হখন বিলাভ পাঠানো হব, তখন এঁবা ছ'জনেই অর্থসাচাধ্য কবেন।

প্রেসিডেন্সি কলেক্ষে ভর্তি হরে স্মতাবচন্দ্র আর দিনের মধ্যেই আধাশকগণের বিশেব প্রিয়পাত্র হ'বেছিল এবং কলেক্তের ম্যাগান্তিন, ভিবেটিং ক্লাব এবং poor fund প্রভৃতি সংগঠনে বিশেষ আগ প্রহণ করেছিল।

স্থভাবচন্দ্ৰের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ডির কলেন্ডের হাওরা বদলে বার।
অধিকাংশ ভেলেন্ট বড়-ঘরের। সভাবচন্দ্রের সাদাসিধা পোংকি,
আদর্শ জীবন, পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতি ছাত্রগণের মনোহরণ করেছিল।
৩৮।২নং এলপিন বোডের বাড়ী থেকে ট্রাম-লাইন ৫৭৬ মিনিটের
পথ। কলেন্ড বাওয়ার জন্তে পকেটে বে ট্রাম-লাড়া নিয়ে প্রভাব
বেক্তো ভা ঐ বাস্তাটুকুর ভিতর অনেক সমর ভিথারীদের দিতেই
স্থৃতিরে বেভা। ঠেটেন্ট প্রভাবকে কোনও কোনও দিন ভ্রামীপুর
থেকে প্রেসিডেন্ডিন কলেন্ডে ঘেতে হ'ত। এর কলে লাদে লেট্ হ'ত।
কিন্তু সন্তব্য অধ্যাপকরা দে জন্ত ভাকে কিছু বল্লভেন না এবং
present মার্ক ক'রে রাখতেন। কেবল এক দিন প্রোক্ষের ইানিং
present করতে চাননি। স্পভার ক্লান ছেডে চলে বাছে, এমন
সমর ইানিং বল্লভেন "আমার বিনামুম্যভিতে বেতে পারে না।" প্রভাব
তথ্য অনুম্যতি নিয়ে ক্লানের বাটরে চ'লে গেল।

কলেক্ষের ছুটির পর স্মভাব ৩নং মির্ছাপুর খ্রীট অথবা আমার কাছে অনেক সময় কুকানগৰ চ'লে আসতে।। আবাব হয়তো প্রকিন স্কালে ওপান থেকে কলেন্দ্রে জাস্তো। ৩নং মির্জাপুরে দল তথন বেশ ভারী হ'বে উঠছে। কটক-কেন্দ্র থেকে গিরিশ ब्रामाकि मुर्भम बन्द्र, रिधु शव, अन्नमा छोतुत्री, मनाक मूर्भाभागाः व्यकृष्टि मध्या मध्या भागारका। छाका-क्वम् । ध्यक श्रीपुण श्रीकृष्टि বোৰ বোগ দিয়েছিলেন ৷ আর কলকাভায় শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র, ড়াপন मांगरूथः (क्रामन धारि, भारवन वीकृषा, अभव प्रवकात, धीःवन চক্রণতী, স্থানি বায়, অঞ্জিত ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। কুফনগং খেকে আমি, ছেমেন্দু দেন প্রভৃতি আসভাম। 🗃 বৃত জীব-বড়ন ধ্বও তনং মি**ভ**াপুর থেকে মেডিকেল কলেকে পড়তেন। তাঁর ভাতা নীলরতন ধর ১১°নং কলেজ ব্লাটের একটা মেলে খাবতেন। সেধানে শ্ৰীযুত মেধনাৰ সাহা, জান ঘোষ, জান মুখাঞ্জি প্ৰভৃতি ডা পি, সি, বাহের মেধাবী ছাত্রগণ থাকতেন। এঁদের সলে আমর মেলামেশা করভাম। এই মেলে বিপ্লবী-নেতা বভীন মুখুবো মাঝে মাৰে আসতেন—তাঁৰ সংস্পূৰ্ণ আসাৰ সৌজাগ্য আমাদেব হ'য়েছিল। এ ছাড়া প্রেসিডেলি কলেকের হিন্দু হোষ্টেলেও আমাদের কয়েক জন থাকভেন। সেথানে বহ ছাত্রের সঙ্গে আমাদের বোলাবোগ <sup>হরে</sup> ছিল। 💐 কুড জ্যোভিশ্বর ঘোষ, বোলেন সাহা, শশাক মুখুনে, 🚈 নানন र्सार, जिलाप जाणान, समाज्यासम् कीर्शार्या प्रवर्ष

এই সমষ্টা খনেশী ভাকাতির বুগ। চিন্দু হোটেলে এনং ওয়ার্ডে ছোট ছোট কুটুবি ছিল—এখানে বিভলবার প্রাাকীস্ চকতে।। একদিন স্কভাব ও আমি ওখানে থাকতে থাকতে পুলিশ-সার্চ হ'য়ে গোল। কাড়া ভালর ভালর কেটে গোল।

আমবা মাঝে মাঝে বেলুড মঠ ও দক্ষিণেখনে বেভাম : বেলুড় মঠের সন্ধ্যাসীরা রাজনীতির প্রস্তাহ দিতেন না। দক্ষিণেখনের প্রুটনি মূলে স্কুতাব গিরে বসতো। একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গিরে সে ছুবে গিরেছিল—প্রফুরদা ভাকে উবার করেন। স্কুতাব সাভার জানতো না। কৃষ্ণনগরে গিরে জলঙ্গী নদীতে নাইতে আমার কাছে একটু একটু সাঁভার দেওরা শিথেছিল।

কৃষ্ণনগর থেকে একদিন ভালায়, অবংক্ষা, থারেন মন্ত্রন্ত আমি চললাম বাগাঁচছা প্রায়ে। আমাদের সঙ্গে একজন মুসলমান সভপাঠিছিল। তার নাম দেওরা হ'ল 'বহিম': শান্তিপুবের নিকট বাগাঁচছা আমার পৈতৃক বাসন্থান। এই প্রায়ে আফিপুর বোমার মামলার আসামী নিরাপদ রায় ও রামসুক্ষ মিশনের সম্পাদক আমী মাধবানক্ষ ও তাঁর ভাই স্থামী বাজদেবানক্ষ করেছিলেন। নিরাপদদা দশ্ব বছর দীশান্তর বাস ক'রে তখন প্রায়ে কিবল গেক্ষয় ছোপানো ধূতি, গলার সালা ধ্বধ্বে শৈতাগাছি, মুথে হাসি সেগেই আছে, এই সাধকের সামনে গিরে আম্বা প্রশাম করলাম। ভালবের পরিচয় পেরে নিরাপদদা ধূর শুনী হ'লেন এবং প্রাণ্ড ভারে আম্বেন নাতে আম্বা বড় হ'রে দেশের কাজ করি এবং প্রায়কেনা ছলি। কিছু দিন পরে নিরাপদদা নিইমোন্যা বোগে মারাবান। এই নীরব সাধকের আক্রিরাদ ও কথাওলি চিরদিনের জন্ম আমাদের মনে ছাপা দিরে বায়।

किष्टुमिन भरव देखमान वावाको नात्म 'डेनानी मिथ-मच्छनारप्रव এक ভক্ষ সন্নাসী কৃষ্ণনগৰে একেন। ইান নদীৰ ধাবে ধুনি ছেলে ৰ'সে থাকতেন। বুটি একে মাথায় একটা গাড়ি দিয় থাকতেন। ৰীত, আম, বৰ্ষা স্থানভাবে আকাশ্যলে ব'সে কাটাছেন। ইনি ষ্ঠিযোগী ছিলেন। ভোৰ বাতে ৪টাৰ সংয় নদীতে নাইতে গিয়ে **ঁনেজি-ধৌতেঁ করতেন। মেয়েরা বাবাজীকে কল-মূগ-**তুধ উপহার मिट्डन। अदनक ज्जुन कूछेकिन। कि कोन रुर्भ हारेटन ইন্দ্রদাস বাঁশের ভাণ্ডা নিরে ভাণ্ডা করতেন এবং বলতেন—"লাগো হিয়াসে, মার ভাগুদে পিট দেগা। বাবা**জী** ডারুর হায় 📍 এই ভক্ষ সন্ন্যাসীটিব নিকট স্পুভাব ও আম শিব্যথ গ্ৰহণ কৰে-ছিলাম। ভিনি আমাদিগকে খুবই ভালবাসতেন! কয়েক মাস পৰে বললেন—"ভোমাদের উপর আমার এমন মায়া ব'সে গেছে ধে नवामीव शक्क छ। विशक्कनक।" इठीर अक्रिन वाराखें व्यवाख হ'লেন। ভারপর প্রয়াগের কু**ভ** মেলা থেকে আমাদের একথান চিঠি লিখেছিলেন। স্বভাবের ও আমার প্রারাগ বাওয়ার ইচ্ছ 'ছল— কিছ নান। কারণে ঘটেনি। ইজেলাস ইতিপ্কে নানক শরণদাস বাৰাজী নাৰে আলিপুৰ্যনিবাসী আৰ একজন শিথ-সন্ধ্যাসীৰ সঙ্গে শামাদের শালাপ করিছে কেন। নানক শ্বণ বাবাজীর কাছে শামরা मत्या मत्या त्याम ।

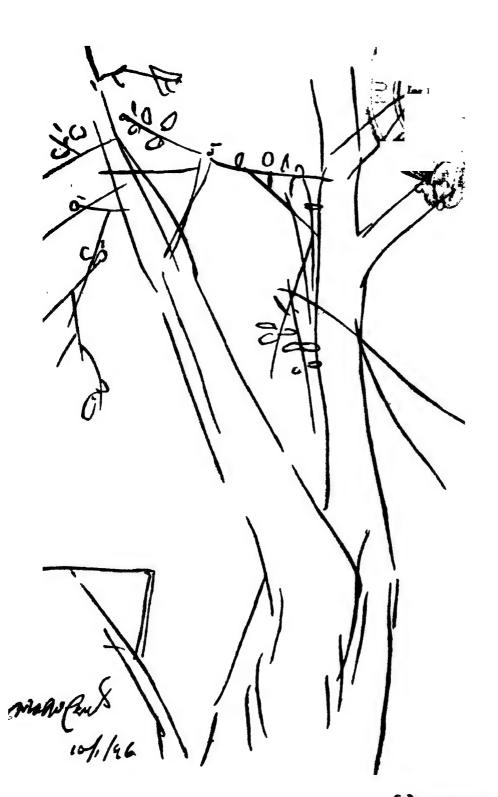
## কোনো ইনটেলেক্চ্যুয়াল মেয়ের প্রতি

অমল ঘোষ

জোনাধন্ সুইফ্ট্
গালিভারকে দিলেন বেধানে লিফ্ট্,
দেধানকার প্রফ্ট্
কোন ব্যাক্ষে থেকে জমা,
কে মনোবমা ;
কাটাক্তি দিন এখন চ্যাবিটিতে
অপাবম্যানেব স্থাপিরিওবিটিতে কাজ নেই,
নেহাংই কংক্রীট্
বলব না ভাই কোনো দিনই
ভিজাই স্থাম্ ভাবি: ইজিপ্টা
আমার কর কমা।

জানি ভাষেটেব দেশের যক
তে'মার ককা,
তাই ক্ষণিক সধান্ত কি গো সইবে না ?
চায়, বাঁশীর ডাকে কি রাধা কোনো দিনই ঘরে রইবে না ।
তবে সে যমুনা প্রামের আস্তানা নয়
এই যা' বিশ্বর বা বিশাস,
বেখানে বোধির বিহাতে জাল রাত্রির প্রাস্তে
বোধিক্রমের অবপ্র নিশাস ।
কিন্তু, তোমার মাথার ভো সেই সিন্দুর,
স্ভী নাবীর য' ছাড়পত্র,
পারের কিন্তু যা' শত কিন্তুর ।
ভা'চলে কেমন করে বাবে তুমি সেই দেশে,
একলা ভেসে ভেসে,
কায় কেশে ?

ভোমার তো নর প্রকাণ্ড
বেধি জাণ্ড।
বা' চালার
জোনাথন সুইফট, বা গালিভারকে পরম আলার।
জাতএব ওগো বুলবুলি,
ঝোটন বাধা ছোট ভোমার খুলি
একটু রাখো ভূলি
নরম ভাকিরাতে:
ভাকিয়ে দেখ গান ধংগছে সবুজ ভালে দোরেল পাশিরাতে,
ব্রন্ধবিরে বরছে রাভা আলো
এই জগতের মাস্তবেরে একট বেলো ভালো



শিলী—গোপাল বোৰ



### वाहेंकि नहां :

মিশুকে লতা।
খুরে খুরে ওঠে
আমারই আন্লা বেরে।
নির্দ্ধ আমি,
দিমেছি কেটে তার উদ্ধৃত গতিকে
অনেকবার,
তাও আঙুল বাড়িয়ে দেয় নিঃস্কোচে
আমার দিকে।
লোক চিনেছে, সে!
আমার খভাব,
কাকেও খিরে লভিয়ে ওঠা।

জ্যোতিরিক্স মৈত্র

#### তুপুর:

ভীক্ষ ভূপর।
চীলের স্বরের মত
কানে এসে লাগে
উজ্জ্বল স্তর্ক: ।
একটা গাছেও
নড্ছে না কোনো পাতা।
ইজি-চেয়ারের কোলের ওপর মাথাটি রেখে,
ভাবহি,
যে দিন ভাবতে শিখেছি ছপর দেখে॥

#### **मोशा** ३

কালে: লীঘির পাড়ে.
গ্রামের চেনা মেরে
মেহ-ডুবুর শাড়ী পরে
ছলে ছলে চল্ছে আপন মনে।
আমি কাছে এসে বলি:
কেমন আছে। দীপা ?
ওমনি হঠাৎ ডালিম ফুলের মত
লজ্জায় রাঙা হয়ে
পালিয়ে যাবার আগে—
আঁচল থেকে বকুল কুলের মালাখানি
দিল ছুঁড়ে আমারি গায়ে—
এমন লাজুক মেয়ে॥



#### চরিত্র পরিচিত্তি

<b>ৰি:</b> সেন	•••	•••	কারখানার মালিব
निः म्थाञ्ज	•••	***	উচ্চপদস্থ কর্মচারী
রেবভী বাবু	•••	• • •	<b>ম্যানেজা</b> র
<b>क</b> वि	•••	•••	মিঃ দেনের বন্ধ
মিঃ সরকার	•••	•••	ঐ বন্ধু
নকড়	***	•••	मालान
<b>श्रमा</b> नन	•••	•••	नरवायान
<b>শহা</b> বীর	•••	•••	সশস্ত্র প্রেহরী
ইশ্ব পণ্ডিত	•••	•••	শ্ৰমিক প্ৰতিনিধি

ওসমান, নগিন, ছোটকচি, বৃধাই, গিট্ুং•শশ্রমিক। ঠিকাদার, মঙ্গল মিস্ত্রী, কণ্মচারিগণ, শ্রমিকগণ, নিমন্ত্রিতের দল, বেয়ারা ইত্যাদি।

ছুচিত্রা · • মি: সেনের স্ত্রী। সাবিত্রী · • কবিপত্নী।

## প্রথম অঙ্গ

### ১ম দৃশ্য

ওপরকার আলোটা গোল হ'ছ এনে প'ড়েছে গলাননকে কেন্দ্র ক'বে। শুব্দেব বুলন্ত আলোটাকে

বিবে উড়ছে এক ঝাঁক দেয়ালী

পোকা। ••• গঞ্জাননের ডান দিকে লিফ্ট। লিফ্ট-এর ডাইনে পাক
দিয়ে উঠে গেছে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। •• শশ্লাই আলোর গোটা
দূশাটাই দেখাছে খোলাই করা উত্কাঠের আলো-আঁগারির
ছবির মত ছম্ছমে। •• গামনে টানা চওড়া বারা শার ওপর দিয়ে
বন্দুক বাড়ে টহল দিয়ে বেড়াছে মহাবীর—সাল্লী; ভূতের
মত নড়ছে চড়ছে ছুড়ো খাসটে খাসটে আর হঠাৎ থমকে খমকে
দাড়াছে অদৃশ্য শক্রকে তাগ্কারে—আবার চলছে ছুড়ো খাসটে।
ব্বতে ব্রতে লোহার গেটটার গারে হাত রেখে দাঙ্গিটেই
গেটটা বান্লিক শব্দে কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দ করে ওঠে। ব্যুম্ভেরের
বুড়ো দারোয়ান গজাননের—কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দটা সে কিছুতেই
বর্লান্ড ক'বতে পারে না।

গৰানন। চুহাবা! মহাবীর। ভ্ৰুহোলা!

মুখে গাঁই ভই আৰ চাপ, চুপ, শব্দ ক'বতে ক'বতে কিমোতে থাকে গ্ৰানন। ''মহাবীৰ জানে বুড়ো গ্ৰাননেৰ এই তুৰ্বলতা, তাই তুই, মি ক'বে সে জাবাৰ গেটটা নাড়তে থাকে। ''টনক নড়ে যার বুছেব। গাঁটে গাঁট কবে বুড়ো মহাবীৰকে একটু লক্ষ্য কবে—এদিক সেদিক তাকিষে দেখে; তারপর একটু পরে খাবাৰ বিষোতে থাকে। কিঁচ, কিঁচ, শব্দেৰ কিছ বিবাম নেই—এবাৰ একটু জোকেই জাবন্ধ কবেছে মহাবীর। ঘূম ভেঙে যার জাবাৰ বুড়োব। নাটা নাটা ছ'টো চোখ তাৰিষে সে ঠিক কোনখানে শব্দি। গ্রেছ সেটা আঁচ করতে চেটা কবে। মহাবীৰ কিছু সামলে নিম্নেছ ইতিমধ্যেই। জন্ম দিকে মুখ যুবিয়ে সে মুখটিপে হাসছে আর মার্মে মারে গেটটা নাড়ছে তাল বুবে।

গলানন। স্থারে কেয়া হার বে। শ্বালি কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ, হিঁচ, হিঁচ, হহাবীর। (কুন্তিম লোখে) কাহা কিঁচ, কিঁচ, !

গলানন। আবে ওনা তো শালা চুহা না কেৱা বা ইধর উধর হরদম किंठ, किंठ, किंठ, किंठ, कब, ब्रहा देह।

মহাবীর। কাহা চুহা। চুহা তো দেখতাহি নেহি। • • চুহা চুহা চুহা, আবে বৃঢ্টা তেবে শিবমা চুহা। স্বপ্লেমে সিরফ্ চুহাই দেখতে হো, হোগি! এক্টো ঠুল ঠুল মোটা মোটা চুলা, হোগি !

গভানন। আনে বাম বাম বাম ! েকাঁহা থা অউর কাঁহা আ গয়া। আবে রাম রাম রাম রাম।

মহানীর। (একটু এগিয়ে বায়) কাঁহা থা।

গুলানন। আবে কেয়া বাঁতাউ তোদে স্বপ্নেকি বাত। শালা চুহানে বিলকুল মাটি কর দিয়া। থালি কিঁচ্ কিঁচ্ कि है, कि है, कि है, कि है, 1 •• किब किया है आदिना! माहेनाय এক দো ভো ব্যস্ত বছং ধুসী ••• শালা চুহা।

(মহাবীর অক্ত দিকে মুখ ঘোরায়)

এ মহাবীর; ইয়ে চুগা না, শালা বহুৎ গারাপ হৈ: বাবা**জীলে হাম ও**না **কি ইয়ে চুছা জীন্**কা বহুং পিয়াবা হৈ। ভগ্বান যিস্কো ভালা চাহাতে হায় জীন উস্কে উস্কে। পাশ ভূবন্ত ভেজ দেভে-হৈ। দেখতেহি উল্পি জিন্দিগি থতম কর দেনাহি ধরম 🛡।। তো কেঁও নেই তু উল্কো মারডালা। 🚥 অবেলে ঠিক করলে যে এক চুহে কো দেখা কি ব্যদ, একদম থতম কর দে জানদে। তব তেরা ধরম কদম কদম বাঢ় খাষেপা। স্থাসা শ'ও চুহা থতম করনে প্রজান তুঝে ছুঁ নেহি সক্তা। সমঝা!

ভাব<sup>ৰ</sup>র। **কেয়া বোলভা €ার বে** বুড়ডা। রাভমে সারাব পিয়া হৈ খুব, হোগি।

জানন। আগবে বাম বাম বাম বাম।

গবীর। ভোকেয়াবোলভেহো! বাভাও!

<sup>াজানন।</sup> আপারে বিটিয়া আপারহা হৈ অংপ্রেমে। মেরি বিটিয়া। উদি মা ভি আ রহি হৈ। থোড়িসি বাতচিত ভি হোনে লাগিখি মেরা সাথ হাসতে হাসতে, ইস্বথত কিঁচ্ কিঁচ্ কিচ্ िंठ, किंठ, किंठ, लामा हुइ। •••

টবির। (হেনে) একা বুঢ়টো হে। গরা তব্ভি ক্পপ্রেম আওরং নেশতে হো। • • • মেরা ভি ভো এক স্থন্দর পিয়ারী হৈ দার্জ্জিলিং মে, এক বাতভি উক্ষো নেই দেখতা। স্বার শালাভররাত ট্রুল দেগা ভো আবেগা ক্যায়দে আওবং স্থপ্নেমে ?

<sup>होन</sup>न। **हुश मात्र प्रण विण, ज्या वा** अरगा।

<sup>বিবি</sup>। স্থারণে, শোনেকি কই অকরত, নেহি হার।

<sup>শনন</sup>। আবে ভু ভো খাড়ে খাড়ে হি শো সকতা স্থায়।

<sup>বিবি</sup>র। মৈ কেরা যোড়া **হ**ঁ·····ল:, কাল সে হাম বাতমে <del>ও</del>ত্ बरङ्गा, मः।

<sup>ন্তা</sup>ৰীৰ স'ৰে বেভেই গঞ্জানন আবাৰ ব'সে ব'সে ঝিমোভে <sup>রস্ত</sup> করে। পেছনে কারখানায় তেমনি কাজ চলছে। কখন নি কোরম্যানের হাক শোন। বার দূরাগত সাইরেনের মত। একটু <sup>র</sup> গদাননকে ভদ্রাহত দেখে মহাবীর কৌতুকভরে এগিয়ে দাসে। <sup>সর</sup> পাতার কাছে আঙ্গ নেড়ে গলাননের বুম পরীকা করে। <sup>ৰণ্</sup>ৰ বন্দুকটা পালে বেখে লবু বস্ত পাৰে আদপাশ থেকে

একখানা আধ্ময়লা সাদা চাদর ও গ্রভাননের পারের কাছে গোটো করা রঙ্গীন আলোয়ানটা নিয়ে সরে গাঁড়ায়। তা**রপর গালের** কোন্তার ওপরেই সাদা চাদরটা শাড়ী ক'রে কোমরে **জড়িরে আর** বন্ধীন আলোয়ানটা মাথায় ওড়না ক'বে প'বে গজাননের **পাশে**, চুপটি ক'বে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরেই ঘ্মোতে ধুমোতে **বুল**া পেয়ে টনক ন'ড়ে ওঠে গজাননের—মনে হয় সামনে যে**ন কোন** ত্ত্ৰীলোক পাঁড়িয়ে আছে বেঁকে ভেঙে। ङक्डिक्टब य'व **बूट्डा** গন্ধানন। চোথ ভারিয়ে সর্বাঙ্গ নিগীকণ করে **অপ্রিচিভার।** একবার মনে হয় ভুত নাকি। ভয়ে ভয়ে মহাবীরকে ডাকে। গজানন। এ মহাবীর। কাঁচা গৈল বা∙•বাম রাম রাম **রাম•••** 

তুম কোন হো!

( সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে নাঁপে মহানীরের হাসিতে )

আরে এ মহাবীব !···কেয়া জানে কোন বা। মহাবীর হো। কোন সাড়া নেই। একটু ইতন্তভ: ক'বে গজানন ভাল করে নিরীক্ষণ করে নারী মৃত্তিটাকে। তাশপাশে তাকি**রে দেখে রছীন** আলোয়ানটা উধাও হয়েছে। একটু পরে মহাবীরের **জুভোটা লে যেন** আন্দান্ধ করতে পারে। এতক্ষণে এবটু হুট হ'বে ওঠে **বুড়ো !** ঠিক ধরেছে এইবার। তবু বহস্ত গে ভাঙতে চায় না! নাবো**ৰার** ভান ক'বে অভিনয় শুকু করে।

আব মৈ কেয়া করু ৷···এ মহাবীর, মহাবীর হো ৷···কেয়া জালে বাবা ৷ • • স্বাপ্তাম আওবং অ৷ বহা থা, আব কেয়া উ সাচমুচ্ আ পিয়া হৈ ! মগব ই'য়ে ক্যায়দে হো দকলা ! কাঁছা দারভালা বাঁহা কলকাতা। কেয়া মালুম। তথা আছা পুছে দেখে একদকা, কেষা হোগা উদ্দেম।···ইয়ে···ভূম কোন হো বা! কোন হো বা ভোম ৷···কেয়া দেবীকো শুনাই নেহি পড়তা ৷··**·আরে বাতাও** না মুঝে পাারী, কেঁও ঘাবড়াতি! তুম কোন হো।

মহাবীর। মৈ আওরং ছঁ। গজানন। আওরং ছঁ!

মহাৰীর। হাজী 1

গজানন ৷ ই৷ হা আবে উ তো য়াাসাই মালুম হোতা মুঝে, মগৰ মেরা সওয়াল কেয়া তুম কৌন হো, কাহা সে আছি বা, বাডাও ! • • কেয়া সংম আতি হৈ ! আবে মুঝে কেয়া সরম ! মৈ ভো বৃঢ়তা হু, আঁ! েঘ্ডট পটকো খোল দিয়া যায় দেবী, মৈ কৌশিধ করতা হ' তুরে।

মহাবীর। মৃতটে পট কেয়া থোলা যাতা হায়, থোলনা পড়তা হায়।

গ্ৰানন। ইয়ে বাত সাচ। ... নেহি নেহি ছলনা করতি ভার।

মহাবীর। আওরং কভি ছলনা নেহি করতি।

গ্ৰানন। আৰে হাঁ হাঁ ইয়ে তোঠিক বাতই হাায়—**ৰাওৰং কভি** ছলন। জান্তা নেহি। হামারা ভূল হো গলা, ভূল হো গলা। আছা দেখৰ ভো; দেখৰ ভো কাঁহাকা আওবং ! • • च বছং থুপ্,স্থাং মালুম হোতা।

খোমটা থুলে দেখে মহাবীর স্ত্রীলোকের সরম মুখে টেনে **চোখ**. বুঁকে আছে। কিন্তু বেশীকণ পারে না। হেসে ফেলে ভারী গলার। সঙ্গে সঙ্গে গজাননও নিজমূর্তি ধরে কুত্রিম রোবে মহাবীরকে মারতে থাকে লাখি ঘুঁ সি

ভৰ্ ৰে শালা ••• লাখি মান্তৰে ব'লে পা ভোলে )

প্ৰবন সময় ছুটিন সিটি বেকে ওঠে। সকাল হবে এসেছে প্ৰায়। মহাবীৰ লোকে সিবে বন্দুকটা কাবে কেলে বধানীতি গেটের সামনে এসে দীভাব, মত দিকে দীভাৱ গলানন।

একটু পরেই কারধানায় ঢোকবার টিনের বড় পারাটা যায়িক শব্দে পুলে বেডেই কারধানার ভেতর থেকে এক রাশ ঘন ধোঁয়া মক্ষের ওপর এসে পড়ে। আরং সই ঘনকৃষ্ণ ধৃষকুগুলীর ভেতর থেকে মৃদ্ধুরনের বেরিরে আসতে দেখা বার। ঘামে ভেলা শরীরগুলো ভালের সবু জনী সমারোহে চক্ ক্ ক'রে গুঠে দিনের আলোয়।

(পটকেণ)

### ২য় দুখা

ি বিং সেনের অফিস-খন। কাইল কোন ও থাতাপত্রে ঠাসা টেবিল কাৰ্থ ক'বে ব'লে আছেন মিঃ দেন ডেক-চেন্সাবে আন কোম্পানীর কাৰ কাগৰপত্তর দেখছেন। ডাইনে বামে দরকান পর্যা ঠেলে মাঝে কাঝে চুকছেন কোট-প্যাণ্ট পরা উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ—দরকারী কাগৰ ও বিল দেখিরে সই নিরে রাছেন মালিকের।

ক্ষিলে। Hallo miss, I have not got the connection yet. No. Cal 32500…thank you, (বেৱাৰাৰ প্ৰবেশ। বাড় নেড়ে slip অনুমোদন কৰলে বেৱাৰাৰ

#### (মি: ঘোবের প্রবেশ)

কর্মচারী মিঃ ঘোষ এসে মিঃ সেনের হাতে বড় এক দিট কাগজ বিল।

শিং সেন। (কাগল দেখে) এ Quotation cancell করতে হবে immediately, নরতো order secure করবার কোন সভাবনা নেই। ••• কি আকর্ষ্য• •• silly! ভাবলে বেশী ক'রে quotation ক্ষেল্ডই বৃঝি কোম্পানীর থুব স্বার্থ দেখা হ'লো। cancell করে দিতে বলুন এটা immediately. আবার নজুন ক'রে quotation পাঠাতে হবে। এ কে, করেছে কে এটা, নিশ্চনই মুখুজ্জো•• আছা আপনিই বলুন তো যে এটা quotation হরেছে না তার গুটির পিণ্ডি হয়েছে! insufferable ব্যাপার ঘটছে সব অফিনে। কি যে সব আপনাদেব•••

#### (কাগজ সহ মি: ঘোবের প্রস্থান )

( বিং বাছতেই ) Hallo, yes speaking । কে সরকার । জারে তাই সে এক কাণ্ড শকেন ! না না না ; গ্রা, তবে কথা হছে শ্রা, না সে তো ঠকই শনা কজনও না শলাবে তাই কি পাবে নাকি । শেঐ বকম শকিছু না কিছু না শেকছিল । উ শলাভা ব'লে দেব, আছে।, আছে। । তারপর গ্রা লোন, immediately আমার সাড়ে চার হাজার piece কখল তাই তোমার ব্যবহা ক'রে কিতে হবে—গ্রা গ্রা any damn stuff হলেই চলবে । ফুলীরা বজ্ঞ আলাভন করতে প্লক্ষ ক'রেছে। Contract' এর কাল, কুলী ভাগতে আরম্ভ ক'রলে তো শুরুতেই পারছ । গ্রাভেক্তী। তালাভ আরম্ভ ক'রলে তো শুরুতেই পারছ । গ্রাভিক্তেশার লোন, আমার কিছু লঠন চাই । I mean হারিকেন । Can you manage ? কে শতামার আমাইবার্ণ শবল তো তা হ'লে তো তালাই হ'লো। শেঐ সাডে

চাৰ হাজাবেৰ মতই ···ও ও···তাই নাকি |···জানতুমই না । যাক ভালই হ'লো। তা জাসছো তো আজ, সন্ধাবেলা । আছো আছো, সাবিত্ৰী দেবী |···কথা তো আছে। হাা কবি তো থাকৰেই ···আছো আছো many thanks, চিমারিও।

( वि: वासाएडरे विशाबाव व्यवन )

বোলা লেও ৷

(বেয়ারার প্রস্থান এবং নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। এই বে নকড়ি, বোস। ••• ভাগ অক্সাডকুলনীল এ সব বাজে পার্টি•••

নকড়ি। নাসে আপনি আৰু তাৰ কি ব'লবেন মানে •••

মিঃ সেন। নানা কথাটা ব'লতে লাও আমায়।

নক্ডি। নাতাসে আপনি বলুন, বলুন।

মি: সেন। তোমার ধারণা বে তুমি খুব একটা চালাক লোক, কেমন!

নকড়ি। না মানে কথা •••

মি: সেন। মানে কথাটথা না, তুমি নিজেকে তাই ভাবো। শাৰা চোক শোন।

नकि । वनुन, वनुन।

মি: সেন। এ সব অচেনা অজানা পার্টির সঙ্গে খবরদার আর কক্ষনও কোন বৰুম transaction করতে বেরো না। ছাখো তুমি (वनी नानानि मात, That I don't grudge, किन्न वायगान ভে। বাঁচিয়ে চলতে হবে। সামান্ত ভিন টন নারকেল ভেলের transaction করতে গিরে দেখছি তুমি কোম্পানী কাঁসিরে দেবে। গ্ৰাক্তিক বিদ্বাস খার। তোমাকে তোজেলে বেতেই হবে, মার কন্তাকে ধরে পর্যান্ত টানাটানি করবে! ধবরদার ঐ ধরণের লোক আর এনো নাঃ কি কাও। • • হাঁ, আর শোন, গ্লিসারিন স্বার ব্লিচিং পাউডার···পাঁচ, পাঁচ টন, মালটা আমি ভোমার কাছেই বিক্রী করতে চাই। ভারপর তুমি সে মাল কা'কে দেবে কি করবে, সে তুমি বুবে प्रथरव ।··· मानठा ७कट्टे पृद्व चाह्य जान्त, क्षानीय কোন party পাও তো ভাল, আর টানা-হ্যাচড়া বদি একাস্ত করতেই হয় তো freight-চাৰ্ক বাবদ, এ তবু ভোমার থাতিরেই, কিছু টাকা আমি ছাড় দিরে নিতেও ৰাজী আছি। But I must get the money immediately. নিতে পারবে তুমি মালটা!

নকড়ি। এক্সুনি নেবো। বাবা, দেব-ছর্ল ভ ধন-বাজার একেবারে গ্রম হয়ে আছে।

মি: সেন। বিসিট টিসিট কিছ কিছু দিছে পারবো না। নকড়ি। কিছু দরকার নেই, তও সে আপানি রুখে বলেছেন এই যথেষ্ট।

মি: সেন। টাকা কিছ আমার আগাম চাই।

নকড়ি। এখন বলেন তো এখুনই দেই।

মিঃ সেন। না এখন মানে, ভোমাকে বলে রাখনুম আগে বেকে, কন্তার সঙ্গে একবার কথা বলে নিভে হবে ভো!ু ভবে সে বি ই না, একবারটি তথু বলে নেরা। নক্ডি। তা **আমি আর কথন সাসবো?—কাইনাল একটা তো** কিছু হলোনা।

(বিং বেকে উঠল)

মি: সেন। থাঁ, তুমি আদৰে, Just a minuite···Hallo yes, Aloknanda firm speaking···না তিনি এখনও আদেননি।···ঠিক বলতে পারি না। তবে চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ আপনি একবার বিং করতে পারেন।···না, আলকাল একটু কমই আদেন। আছেন, ভালই আছেন। আছো, আছো নমন্বার। (phone রেখে) থাঁ তা হলে তুমি আদরে·· এই সাড়ে চাবটে নাগাদ একবার এসো। কর্তার সঙ্গে ইতিমধ্যে একটু কথা করে রাখি।

নক্তি। সাড়ে চাবটে, আছে। ! সন্ধ্যের পর বাড়ীতে সম্যু হয় না। মি: সেন। সন্ধের পর বাড়ীতে • • •

नक्षि । आम्हा आमि शाष्ट्र हावाहे नागान्हे आगरवा थन ।

মি: সেন। হাঁা সংখ্যর পর আবার—তুমি সাড়ে চারটে নাগানই এসো। positively.

नक्षि। positively.

( নকড়ির প্রস্থান ও গোপালের প্রবেশ )

গোপাল দাসপপ্ত মিঃ দেনের সহপাঠা বন্ধু। পরণে খন্দর বর্গসে বাগি—দেশী বিদেশী publication এ ঠাসা।

মি: সেন। (ভাল করে আগন্ধককে দেখে কৌতুকভবে ছেনে দিগারেট ধরাতে ধরাতে) বলছি বলছি: তুমি,—তোমার নাম—আছা দীড়াও—তোমার নাম ছবিকেশ, না ?

গোপাল । আজে না, আমার নাম গোপাল । গোপাল দাসগুত্ত ।

মি: সেন । গোপাল গোপাল । আমি ছাবকেশ বলছি । বা হোক

বী এক কথাই হলো । বসো • •

গৌপাল। হাঁ ছবিকেশও আমাদের সঙ্গে পড়তো। ঐ একসঙ্গেই আমরা ঘুরতাম টুরতাম।

মি: সেন। আপানি আপান, চিনিছি আমি তোমায় ঠিকই তবে,….দথ কত বছর দেখা-সাক্ষাং নেই।

পোপাল। না খুব বেশী দিন আবার কি এমন! তবে তোমার

শক্ষে ভোলাটা খুব আবা-াবিক শ্মেস্ত বছ লোক হয়ে গেছ এখন শ দেশের বড় বড় নেতাদের সজে খবরের কাগজে ছবি বেকছে!

মি সেন। কি রকম।

গাণাল। হাঁ দেখৰুম দিশি কাগলতলো সব দে দিন বেশ ফলাও করে ছেপেছে। একেবারে পাশাপাশি কাধে হাত দিয়ে •••

🚉 সেন। কেন ভোমার ভাল লাগেনি।

গাণাল। আবে ছি দেই কথাই তো বলছি, গর্বের কথা। খারাপ লাগবে ভূমি বলছে। কি ছে । ক'বনের দে দৌভাগ্য হয়। টাকা তো অনেকেরই আছে !

ह (नन । You did like it then!

াপাল। Of course, দেই দেখেই ত এলাম।— কত বড় লোক হয়ে গেছ আক্ষাল•••

<sup>েন।</sup> কভ বড়-লোক না,—বাক্সে ভারণর আছো কেমন ? কলকাভাতেই থাকো, না আৰ কোথাও···

भिल । मां ज्यादनहे चाहि।

मि: तन । क्षांबा ?

গোণাল। সেই মসন্তিদৰাড়ী ব্লীট, পিসিমার বাড়ী। স্বাদ্ধি ভোমার পিসিমার কথা!—সেই ফরাসের ওপর বলে আমার দিয়ে মুড়ি খাওৱা—

মি: সেন। স্থাম তেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া ? েবছ দিনের কথা হয়ে গেল কিন্তু

গোপাল। না বহু দিন আর এমন কি, এই তো বছর তিন-চারেকের
কথা।—আছে। কমলার কথা মনে পড়ে ? পিদিমার মেরে
কমলা! উচ্ছাদের মাথায় মাকে একদিন তুমি ভালবাদ
বলেছিলে। মনে পড়ে ?

মি: দেন। ভালবাসি । আমি বলেছিলাম !

গোপাল। জানি না এখন কি ব'লেছিলে তুমি তাকে। লৈ কিছ বিশ্বাস ক'বেছিল। জনেক দিন অনেক ছলে সে আমায় ভোষার কথা জিক্ষেস্ ক'বেছে—কোথায় থাকে, কি করে,—একবারী দেখা হয় না হেমেনদাব সঙ্গে ইত্যাদি—মেরেদের বা হয় আব কি ! যাগ গে সে সব কথা তোমার হয়তো আজ মনেও নেই। তা সম্প্রতি বিদ্নে হয়ে গেল কমলার। সে কিছুতেই করবে না, শেষ কালে আমিই এক বকম ব্রিয়ে স্বিয়েন

মি: দেন। হাঁ। এইবার মনে প'ড়েছে, মনে প'ড়েছে,—কমলা, কমলা that কমলা…

গোপাল। মনে পড়েছে । ভাল। আমি তো ভাবতেই পাৰছিলাৰ। না বে এতকণ ডুাম ভূলেছিলে কি ক'বে । যা হোক—

মিং সেন! না দেখ মানে কম দিনের কথা হ'লোনা তো! আর কত দিন out of touch—

গোপাল। যত দিনেওই কথা হোক, দেখ হেমেন—(সমধ্যে সিৰো)
কি বলছি !

মি: সেন। কি হ'লো!

গোপাল। না মানে—ভোমার দময় নই করছি না তো।

মি: সেন। আবে কিছুনা কিছুনা! কি আশ্চর্যা। **এত দিন** পরে এলে।—চাধাও !

গোপাল। তা খাই।

মি: সেন। খাও! (কলিং বেল টিপলো)

(বেরারার প্রবেশ)

এক পট চা দিয়ে খেতে বল।

(বেয়াবাৰ প্ৰস্থান)

( সিগারেট কেস খেকে একটা সিগারেট নিজে নিয়ে কেসটা গোপালের সামনে খুলে ধ্বলো )

হু, তারপব !

( জনৈক অফিদার উঁকি দেন। হাতে কতক**ংলো বিল** ) কে! কি, আহন না।

অফিগার। এই কতকতলো বিল পাশ ক'রতে হবে।

মি: সেন। দেখি, (বিলঙ্গো দেখে) আছা বান আপনি, আৰি sign ক'বে পাঠিয়ে দিছি—এ সবস্তংগই কি আক্তেই পাশ করতে হবে? এটা,—Malcolm কোম্পানীর বিলটা। ভার পর কন্তে হবে? আর পাটকেলওয়ালা থাতেলওয়ালা কোম্পানীর বিলক্তা। বেবজী বাবু কি বল্লেন, পাশ ক'বতে ফার'?

ৰিকাৰ। উনি তো আপনাৰ কাছেই পাঠিবে দিলেন।

कি সেন। আমাৰ কাছে পাঠিবে দিলেন। আছে। আমি বেবতী
বাবুৰ সঙ্গে কথা কইছি। ••• আপনি যান আমি পাঠিবে দেবখন।

অফিসাবেৰ প্ৰস্থান।

(বিশশুলো ভাল করে দেখে নম্বর টিপে ঘ্রিয়ে phone ভুললেন)
রেবতী বাবু! যে বিলগুলো পাঠিয়েছেন তার সবগুলোই কি
আন্ধ পাল ক'রতে হবে, না, য়ঁয়া, due over হ'য়ে গেছে!
(হাত ঘড়ি দেখে) না আন্ধ তো ব্যাক্ত বন্ধ হ'য়ে গেছে।
৬—ও, আন্ছা Malcolm কোল্পানীর বিলটা আমি পাল
করে দিছি কিন্ত গুল লভকে আপনি ব'লে দেবেন বে অত
Prompt আমরা আর হ'তে পাররো না। They must
wait more, আর থাণ্ডেলভয়ালা! এটাও দিতে ব'লছেন!
ও, উঁওঁ, I know I know, বলেছেন! আছা এবারটা
দিয়ে দিন তা হ'লে। আমি পাঠিয়ে দিছি, গাঠিয়ে দিছি।

( কোন রেখে sign ক'রতে ক'রতে ) ভারপর গোপাল, চুপ করে রইলে বলো কিছু, কি হে ! ( কলিং বেল বাজতেই বেয়াবার প্রবেশ )

Accounts,

বৈয়াবার প্রস্থান।

লাপান। Certainly I am disturbing you;

নিং সেন। কিছু না কিছু না। কি আকর্য্য ! আরে, এ রকম ব্যস্ত আমার থাকতেই হয়।

जीशान। धूर कास, ना !

্লিঃ সেন ! হাঁা তা কাজ তো ক'রতেই হয়।—কাজ না করলে '''তা ৈ বাক গে এইবার তোমার কথা বলো।

ঝোলাল। আমার কথা মানে—সংক্ষেপেই বলছি।

बिद्ध श्रम । (तम ।

জাপাল। জ্বান না নিশ্চয়ই আমি বইএর Business করছি mostly foreign publications, অবিশ্যি আরম্ভ করিছি এই কিছু দিন হলো•••

बि: तन। आका।

জাপাল। Modern foreign literature, I mean fletion বলতে বা কিছু ভারণর ভোমার books on criticism, up-to-date anthology এ ছাড়া Works of great literatures বেমন ভোমার Shelly, Keats. Byron, Shakespeare, Ibsen, Shaw. ভারণর Politics, Social, Science, Economics ও History'র ওপরেও আধুনিক নামকরা লেথকদের ভাল ভাল বই আমি রাখি।

बिद्ध शन। वर्षे ।

গোণাল। দেখ না catalogueখানা। দেখলেই বুঝতে পারবে! মি: দেন। (বইটা হাতে নিরে) That's all right, কিছ what you want me to do!

জোপাল। Well you can choose for yourself, দেশের সব গণামাভ নেতাদের সঙ্গে মিশছো, নিশ্চরই জনেক up-to-date information রাখতে হর ভোমাদের।
You will need them.

মি: সেন। বই অবিশ্যি দেখলেই কেনবার সধ হয়, কিছ ভাই already বা কিনে ফেলেছি তাই তো পড়ে উঠতে পারছিনা।

গোপাল। আজ না পড় ছ'দিন পরে পড়বে। বই বাদের কেনা regular অভ্যেস ভারা আর পড়ে উঠতে পারে সভ্যিকারের ক'ধানা বই বলো! Mostly যে আন্দালে কেনে লোকে বই, পড়ে ভার চাইতে তের কম, এ ভোমার হয়ই।

মি: সেন। পুর, এত পড়বার আমার এখন সময় কোখার!

গোপাল। আহা পড়তে তো তোমাদের হয়ই, পড়বে, পরে পড়বে।
মি: সেন। আর তা ছাড়া I have a heap of such stuff
in my study. Actually বাড়ীতে বই রাথবারই আমার
আর স্বায়গা নেই, believe me, আর তারপর তধু তধু

কিনেই বা করবো কি বলো। পড়তে তো আর পারবো ন।!

গোপাল। কেন ?

মি: দেন। সময় কোখার ভাই, মোটে সময় পাই না। ভাষবিদ্যি তুমি এসেছো আশা ক'রে, I must not dishearten you, তবে তোমাকে ভাই একটা অস্থুবোধ করবো।

গোপাল। কি বক্ম।

भि: সেন। Of course you must not mind for taking that trouble.

গোপাল! না mind মানে কি ব'লছে। আমি একলম বুকতে পাৰহি না।

মি: সেন। বলছি, আছো কম পক্ষে কত টাকার বই আমি কিনবো তুমি expect করে এসেছো, বলো।

গোপাল। Expect माज...

মি: সেন। না ষোটাম্টি একটা ভেবে এসেছো তো তুমি, যে এই বইওলো হেমেনকে গছাতে হবে। বলো না, frankly বলো না। গোপাল। সে তুমি যেমন select করবে তেমনি ভার…

মি: সেন। আবে হুজোর কলা নিকুচি ক'বেছে ভোমার selection-এর, সমর কোথার! বরুম না ভোমার! বই পড়বো কখন! গোপাল। ভা হ'লে—

মি: সেন। তা হ'লে এসেছো বখন ব্যাদ্ধিন পর তখন ভগু<sup>হাতে</sup> নিশ্চরই আমি তোমার ফিরিরে দেবোনা। (চেক কেটে) এই নাও,—খুসী তো।

গোপাল। তুমি সামার স্প্রমান ক'রছ হেমেন।

মি: সেন। আরে কি আভর্য।

গোপাল। স্বামি তো তোমার কাছে সাহাব্য চাইতে স্বাসিনি।

মি দেন ৷ কি মুক্তিল, সাহাব্য বলে কি আমিই তোমার টাকা দিছি !

• বেশ ভো, বই দেবে তো আমার নাম ক'বে তুমি যে কোন
একটা Public Libraryতে তু'ল টাকার বই দিয়ে দিও .

নালা ভো ৷

গোপাল। থাক ভাই, বথেষ্ট হরেছে। আমার ভূল হরেছে তোমার কাছে বই বিক্রী করতে আসা।

মি: সেন। ভূমি আমার ভূল বুৰছো গোপাল।

গোপাল। তুল বৃষ্টি, না! সৰাই ভোষাৰ ভূলই বুবে গেল, না? চৰংকাৰ বুকি। মি: সেন। মেরেদের মৃত অভিমান করে বেশ তো কথা বলতে পারে।
তুমি গোপাল!

গোপাল। হেমেন !

মি: সেন। চেকটা না নিয়ে খুব ভুল করলে গোপাল।

গোপাল। ভোমার চেক্ •••

মি: সেন। খুব রাগ হচ্ছে, না! হঁ তেওঁ বকম হয়। চেক যার।
কাটে, তাদের ওপর চেক যারা কাটতে পারে না—তাদের খুব
রাগ। তেনু তুমি দেখছি কিছু শেখোনি। বই বুঝি শুধু বেচই,
পড় না একখানাও।

গোপাল। সে কৈকিয়ৎ আমি তোমাকে দেব না।

নিং সেন। মিথো ঐ দেমাকটুকু না থাকলে বাঁচবে কিনের ছোরে।
I appreciate your indignation Gopal!

গোপাল। আছো, আমি যাছি।

ब्रि: (मन्। Oh so kind of you.

গোপাল। তুমি যে এতটা ইতর•••

মিঃ দেন। চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না! ঐ রকম হয়। কিছ দাত কটাই যে ভাই তোমার ভেঙে বাবে কড্মড়িতে।

গোপাল। থাক আব বাকবৈশয় দেখাতে হবে না ভোমায়:
ভোমার মভ•••

হঠাৎ সোজ। হয়ে উঠে পাঁড়ায় মি: সেন। চেকটা কুটি কুটি করে ছিলে ফেলে।

গোপালের প্রস্থান।

(গিগারেট ধরিরে একটু ঝিম ধরে ব'সে থেকে নম্বর ঘুরিয়ে phone ভোলে মিঃ দেন ) Accounts, রেবতী বাবু! ভয়ন, নকড়ির টাকাটা আপনি Loan Accounts'এ জমা করে নেবেন as usual বৃথতে পেরেছেন! হ্যা—হ্যা—কত! তিশ হাজার! হ্যা, ম্যানোবারী ব্যাকিং কপোবেশন আছে। thats all right then, আছে। আছে।

( কণ্মচারী ঈশব পণ্ডিতের প্রবেশ )

মি: সেন। (খাভা থেকে মুখ তুলে) হ', ভারপর এই যে পণ্ডিত। ঈধর। আনজ্ঞে—

মি: সেন। আছে না, ব'সো ভোমার সক্তে আমার মোকাবিল। করতে হবে কয়েকটা বিধয়ে।

देशक। आभाव मर्ज !

<sup>মি:</sup> দেন। হাা ব'সো, আপত্তি আছে!

षेश्द्र। कि स्य बर्णन।

মি: সেন। না যা আক্ষাল ওনতে পাছি সব তোমার নামে।

টব্র। মন্দ্র লোকে অনেক কথা বলে।

নি: সেন ৷ মন্দ লোকে, না ৷ জগতওছ লোক মন্দ হ'য়ে গেছে আর তুমিই যা আছ একমাত্র সাচচা লোক, কেমন ?

উন্ধ। জগতভদ্ধ লোক আমায় মশ্য ব'লছে। তা ধদি বলে তো নিশ্চয়ই আমি মশ্য, কিছু ঠিক ঠিক ব'লছে কি!

নি সেন। ভোমাৰ কি ধারণা।

<sup>ফুর্ব।</sup> আমি তো জানি, অবিশ্যি জগতওছ লোকের কথা বসতে পারবো না, বহু লোকের আমার সহছে মোটামুটি ভাল ধারণাই আছে। অনেক সময় এই পোঞা কানেই ভাষা বসহে তনি পণ্ডিতের মত লোক হয় না। তা পেবেশী কথা কি, আপনিই বলুন না পেলোক কি আমি থারাপ ?

মিঃ সেন। থারাপ তুমি ছিলে না, হ'চচা।

ঈশব। হচ্চো, হইনি তো এখনও।

মি: সেন। বড় বাকীও নেই।

ঈশ্ব। ভাপনি বলছেন ?

মি: সেন। হাঁ**ব লছি**, বলতে বাধ্য হচ্ছি।

ঈশ্ব। বলতে পারেন। আপনি মালিক।

মি: সেন। নাও মালিক টালিকের কথা নয় পণ্ডিত। বড়কর্তার
মত কণ্মচারীদের ওপর আমি সে মালিকানার দেয়াক দেখাই
না। আসল কথা হচ্ছে কোম্পানী। কোম্পানীর চাইতে
আমার কাছে কেট্ট বড় নয়। কারণ তুমি মালিকট কল
আর শ্রমিকট বল—কোম্পানী না টিকলে কেউই টিকতে
পারে না।

ঈশর। সে তো অবশাই।

মি: দেন। কি অবশাই! এখন তো বলছ অবশাই কিছ কথাই। হয়তো একটু রুচই শোনাবে, সত্যি ক'বে বল তো ক'লন কর্মচারী এই কোম্পানীর মঙ্গল চায় ?

ঈশব। কেন, আমি তো জানি প্রত্যেকেই চায়। চায়, কারণ কজীব সমস্ক রয়েছে যে।

মি: সেন। প্রতাকেই চার, না! আর সেই জড়েই বৃশ্ধি
ক্রোম্পানীর এই ছ্জিনে মার মাগ্নী ভাতার টাকাটা প্র্যান্ত
মাইনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার জন্মে তোমরা জেল্ ধরেছে। হ ঃ ।
আরে বাবা কোম্পানীর হলি সেই অবস্থাই থাকভো তো ব'লড়ে
হ'তো না তোমাদের, এমনিই পেতে। কেন, পাঙনি! পঞ্চান্দ
সনের মযক্তরে এক এই বাংলা দেশেই কমসে কম তিরিশ চরিশ
লক্ষ লোক না থেতে পেয়ে মরে গেছে। কেন্ট বলতে পারে সাসনাল
মোটার ইন্ধিনিয়ারিং কোম্পানীর একটা মুদ্দাফরাস, মরে বাঙরা
তো দ্রের কথা, এক বেলা না থেয়ে থেকছে ? দিরছে
কোম্পানী ভোমাদের সেই ছ্জিনে, বলো! চাল বলো ভাল
বলো, মুণ বলো, তেল বলো, আটা বলো, এমন কি অনেক ভলর
লোক প্রান্ত মাথা কোটাকুটি ক'রে যে সব জিনিবের হাজ্যু
পারনি, ইন্ধিনিয়ারিং কোম্পানী না চাইতেই সেই সব ছুর্না
জিনির কোম্পানীর প্রতোকটি মন্থ্রের হাতে থুনী হ'রে তুর্লে
দিরছে। নাকি বল দেয়নি ?

ঈশ্ব। নাসে তোবলছিই বলি-

মি: সেন। কৈ বলছ, বলছি! তাই যদি বলবে তো এই বুঝি ভার প্রতিদান। চোখ রাঙিয়ে বলছো ভাতার টাকা মাইনের কলে মোগ দিলে কি থাকলাম, আর নয় তো দিলাম তুড়ে তোমার কোম্পানী, ছি:! দেখ মূণ থাবার পরও যে গুণ গায় না, তাকে এক কথায় নেমকহারামই বলে। তোমরা সব নেমকহারাম।

ঈশব। তা ভাষাকে এথানে একলা ডেকে এনে এ সব কথা শোনাচ্ছেন কেন! ইউনিয়নকে বলুন না!

মি: সেন। কিসের ইউনিয়ন। মানি না আমি ভোমাদের 🕏 ইউনিয়ন। ইউনিয়ন! Cheek.

ইশব। আপনি মিথোমিখ্যি চট্ছেন।

কি: সেন । মিখ্যে কি সন্তিয়—ক্ষামি পারি সব তোমাদের একবার দেখিরে দিতে, জানলে পশুত । তর্শনিজের কথাটাই ভাবো না কেন । হ'বছর জাগে, মনে পড়ে ! মরতে তো ব'দেছিলে মাগ-ছেলেপুলে নিরে; শকি খেবে বাঁচতে রান্দিন বদি এই কোল্পানী না থাকতো । আজ বলছো তুমি ইউনিয়ন, শ্রমিক-তার্ধ, সব বড় বড় কথা ।

चेषद । তাসে কোম্পানী তো বাঁচিয়েছেই আমি বলছি।

নিঃ দেন। বলছি আর এই বৃঝি তার নমুন!! ছিঃ, শেষকালে ইশ্বর তুমি আপনার লোক হয়ে বে এই রকম করবে তেড্মিস্ত্রী বলে সাধারণ কারিগরদের ওপর তুমি ইউনিয়নের কথা ব'লে হামলা কর।—

ने बा । ইউনিয়নের কথা বলে আমি হামলা করি ?

নিং সেন। হাা হাা, সে কি কর আর না কর তার প্রত্যেকটা থবরই
আমার কানে এদে পৌছর, সে আর তোমার বলতে হবে না;
এখন কথা হছে বে কে তোমাকে এই কারখানার হেড-মিন্ত্রী
ক'রে দিলে, ইউনিয়ন? না এই হেমেন সেন? তাই বলি। এই
বুগে লোকের ভাল কক্ষনও করতে নেই। কেউ তার মর্য্যাদা
রাখে না! হাঁ৷ বুঝতাম থুব অস্থবিধের রেখেছে কোম্পানী,
নিজেরা টাকা করছে আর তোমাদের সব না খাইয়ে তাকিরে
মারছে, তথন বলতে পারতে।

ব্ৰির। আমরা কিন্তু সতিটে ভকিয়ে মরছি !

कि দেন। কি ভকিয়ে মরছি, তুমি ওকোচ্ছো ?

বৈর। গ্রাতা কিছুটা তো-

विद्यास । কই—এ কথা তো বলনি তুমি আমায় কলিনকালে। ₹ধর। আমি তো একলাই নয়, আমার মত আরও অনেকে⋯

নি সৈন। ভাগ পণ্ডিত, মিথ্যেমিথিয় ঐ শেখানো বুলিগুলো আর
ক'প্রোনা—আমার মত অনেকেই! ভাবচো থব একটা বিশ্ব-প্রেমের কথা বলছো! আরে বাবা স্টেতিল্বের মূলে ঐ বৈষম্যটা ব্যেছে। ছ'টো আঙ্গুল পর্যান্ত কারে। এক নয়। ভূমি তো ভারী বলছো ভারা বড় বড় কথা আউড়ো না, বুবলে পণ্ডিত। ভারা বলছো ভারা বড় বড় কথা আউড়ো না, বুবলে পণ্ডিত। ভারা বজার মত অনেকেই—কথা বেশ বলে। হুঁ; যাক গেভারপুর আছো কোখার আজ্বাল।

जेबद । मारे भनित भरवारे ।

कि দেন। গলি, ও গেই বে গিয়েছিলাম একদিন বাত ক'বে ! ওফ্স্ । সে কি মিঞ্জিণ

नेवा शा छ। এक रू विश्विर वर्षे ।

নিঃ সেন। থাকে। কি ক'বে ওব ভেতবে।

ইশব। আমিও ভাবি মাঝে মাঝে কথাটা।

নিঃ সৈন। কেন তুমি আমাদের কারথানার ভেতরের একটা করে ধাকতে পারোনা। ছ'-চারথানা বর তো দেখি এমনিই থালি প'ড়ে থাকে। হয় না স্থবিধে ?

ক্রীখর। না সে তো হয়ই, তবে আমি তো একলাই নই, আর পাঁচ জনা—

নিঃ সেন। আঃ, দেখ ঈখব, ঐ আর পাঁচ জনাব কথা ছাড়, বুৰলে! আর পাঁচ জনা! দেখছো নিজেবই গাঁড়াবার জারগা নেই। কি বিশ্বশ্রেষ রে বাবা! কোন মানে হয়! বা কল্লাম ভাই কর। **আর অত advance নাও কেন, মাস সেলে তিন** টাকা সাড়ে সাত আনা, এক টাকা ছ' পরসা মাইনে পাও, ব্যাপারটা কি ?

ঈশ্বর। ব্যাপার ধূব স্পষ্ট। বাবোজগার করি তাতে করে সংসার চলে না।

মি: দেন। কই সংসার চলে না, এ সব কথা তুমি তো কক্ষনও বলনি আমার ?

ঈশব। দ্বথান্ত একথানা দিসলাম।

মি: সেন। দরপান্ত, আবে দরপান্ত ও-রকম বোজ হাজারখানা পড়ছে। দরপান্ত দিলে কি হবে। তেমার তুমি দরপান্ত করবে কেন? চাকরী করবার সময় তুমি কি দরপান্ত ক'রে চাকরী পেয়েছিলে? এ ধরণের মনোভাব তোমার হলো কি ক'রে পণ্ডিত — দরপান্ত, appeal, protest letter— বত সব। ছাড় বুঝলে, ও-সব ছাড়। মাথা ঠাপ্তা করে ভাল মামুবের মত কাজ কর, তোমার কোন অস্মবিধে হবে না— কোন অস্মবিধে হবে না।

#### (কবির প্রবেশ)

[ কবির গারে একটা ওভার-কোট, পরণে বোধপুরী পায়জামা। মাধার গান্ধী টুপী। সঙ্গে সাবিত্রী দেবী। ফর্সা চেহারা। টিকালো নাক। কপালে লাল টিপ। কমলা-নেবু রংয়ের একথানা শাড়ী আঁট করে জড়িয়ে প্রা।]

মি: সেন। (উঠে গাড়িরে) কে, কবি, আবে এসে। এসে।
আসন সাবিত্রী দেবী। What a fortune—আছে। ঈশব
ত। হলে তুমি এখন এস। আব—দেখছি আমি তোমার
ব্যাপারটা। দেখছি।

(ঈৰবের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপধ্যে ভূমুল হটগোল ক্ষেক মুহুর্তের জন্ম।)

কবি। গোলমাল কিসের।

সাবিত্রী। কারা?

মি: সেন। ও কিছু না, কারখানার একটা shiftএর বোধ হয় ছুটা হ'লো। বন্ধন সাবিত্তী দেবী।

(নিমেবের জক্তে একটু মুক্তমান হ'রে পড়েন মি: সেন। একটু পরেই তৎপরতার সঙ্গে সিগারেট কেস্ খুলে ধরেন কবির সামনে) smoke তারপর দেবীর দিকে বে আজ দেখি একেবারে চাওয়াই বাছে না, কবি!

সাবিত্রী। সভ্যি!

भिः शन। नाकवि।

কৰি। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাৰছিলাম। তবে নিজেৰ বলাটা নেহাৎই একেবাৰে থাবাপ দেখাৰ বলে চেপেছিলাম এতকণ। ••• আহা মা কি হইৱাছেন!

সাবিত্রী। মূবে ভোষার আজকাল কিছু আটকার না। কবি। থারাণ কিছু বলিছি, ফি সেন !

कि श्रम । चारक रूव रूव, कथा स्था। पूरि कवि, कथा वश्याह

ৰে অমৃত হ'লে বান। থানাপ কি বলছ। Poet'দেন কথাই আলালা—divine musicians.

कवि। वाला छारे, अक्ट्रे वाला कामात्र र'दा।

मि: त्यतः। Of course, ज्ञातः अव ठाउँ ज्ञातः (वनी वनाया न। किंच-over-acting इत्स योद्यः।

( भि: नत्रकादवत व्यद्यम )

মি: সম্বকারের প্রনে স্রাষ্ট্র, বেশ নাত্রসম্ভর্ত চেলাগা— চোধে বিমলেশু।

पि: मबकाव। (वन कामाद प्रथि !

यि: तिन । चात्र এই य मालक, धाना धाना । कि काछ ।

সাবিত্রী। কি লোক বাবা, চূপ করে গাঁড়িয়ে দব তনছিলেন ভো!

মি: সরকার। শুনলেও over-acting তো হয়নি কারো। পুতরাং —না কি বল হে!

মি: দেন। Right right, বড়ত জোব বাঁচিয়ে দিয়েছ তে, নয় তো

over-actingই হয়তে। ক'বে ফেলতুম ভদব লোকদেব সামনে।

দি: সরকার। You will find Sircar always a savior—আত।

কবি। গ্রাভাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অবস্থবাদটা কবে যেও। বচ্ছ মিটি লাগে তনতে।

মি: সেন। এটা কি অফবির মত একটা কথা বলে থে কবি, অনুবাদ মিটি সালো।

সাবিত্রী। দেখলেন তো, কথা বানেই অনুত হয় না। Divine musicians even betray.

মি সেল। Oh ho, what a lawyer, a Danial came to Judgement-

যি: স্বকাৰ। কি বক্ষ হলো, বসিকভাটা ছো একেবাবেই ধ্রতে প্রেলাম মা।

নাবিত্ৰী। Look, a savior could not save himself। ইং দেন। (হাসি) হা হা হা হা, A savior couldn't save himself right, right. What a wit কবি? Oh! সাবিত্ৰী দেবীৰ আজকে বে দেখি একৈবাৰে full form, spairing none.

ই স্বৰ্দে It is definitely very bad to strike some body unaware. This is not sports-manlike.

বিরী! There can be no law in love and war. ট সেন। স্বকার Blush ক'রছে, কবি দেখ স্বকার Blush ক'রছে।

' শাৰাৰ। I presume none of us is encountering either of the feats—কৰি। Help me,

#### ( बद्र किक मिरव शिक् )

मारिकी एकी मूर्च क्रमान हाना निरम्न हामरक चांकरनन । मनकांव rugged his shoulder.

পন। A saviour couldn't save himself,
শব্দার, দ্বি দ্বি দ্বি—এ লক্ষা ভূবি বাধ্বে কোধার

সবকার। "আহা এ কি ঘোর তুম্বর সক্তা, আ"।—(হাসি চেপে; সত্যি মি: দেন আমি নির্মাজ হয়ে বসতে পারছি নে।

( সাৰিত্ৰী দেবী সরকাবের দিকে কফি এগিয়ে দিলেন এক কাপ )

সাবিত্রী। কম্মি থান গ্রম গ্রম, দেখবেন লক্ষ্যা ভেক্সে বাবে। **চিনি** দেব ক' চামচে, বলুন !

সরকার। সোরা ছই। তার চাইতে একটা দানা বেন কম বেৰী

গাবিত্রী। চিনি ভো আর গুণে নিছে পার্বেন না।

भिः (भन्। Who told you.

দাবিজী। No, I would believe it, If it was possible for a son of man,

স্বকার। (কঠাৎ উঠে গাঁড়ায়) For your information only, a son of a bitch. (ছুঁছে কেলে দেয় কাপ) (স্বাই উঠে গাঁড়ায়।)

भि: (मन । भवकाव !

সরকার। Shut up you bloody hound.

भि: (भन ! What the devil do you mean.

সরকার: ( ব্রে দাঁড়িয়ে সাবিক্রীকে ) And I will prove it, a son of a bitch.

সরকারের প্রস্থান।

কৰি। Wait Sircar, I will come with you, Sircar,
( সাবিত্রী দেবী faint হ'লে পড়েন )

মি: সেন। কবি, শোন। কবি, কি হচ্ছে কি সব। ছুটে
এসে টেবিসের ওপরকার জলের ব্লাস থেকে বাব করেক ঠালা
জলের ঝাপটা মারলো সাবিত্রী দেবীর চোথে মুখে। সোকার
ওপর সাবিত্রী দেবীকে যুত করে ভইছে দিয়ে একটা বালিল
টেনে দিল সাবিত্রীর মাধার নীচে। ঠাণ্ডা জলের ছাজ দিয়ে
ঘাড়টা মুছিরে দিল। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিগাকেট
ধরিয়ে অন্ধকারে দরজার কাছে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলো।

(অভকারে পটকেণ)

## তৃতীয় দৃশ্য

দৃশাপট প্রথম দৃশ্যের মত। দোতলার সিঁ ছির বুবে কিঃ
মুখার্ক্তি দীছিরে ররেছে—মুখে পাইপ। ভান দিকের উইংসু-এর
কাছে জনা-ত্রেক দরোয়ান দীছিরে জাছে। লোহার গেটের পেছন
দিক দিরে পাঁচ-ছ' জনা জোয়ান চেহারার লোককে ধালা মারতে
মারতে গোটা আছেক পাইক চুকলো। কালো লোক কটা সামনে
ভ্ডমুড় ক'রে পড়লো মুখ খুবড়ে ধাকা খেরে।

প্রথম শ্রমিক। এ সরকার, মাধ কিন্তীয়ে। কন্মর মাধ কিন্তীরে। এ সরকার ভেবে গোড় লাগি। আউর কভি হাম কুচভি নেহি .

মাডেগা, এ সরকার। (মারতেই) আবে বাপ বে বাপ,। প্রথম মবোরান। চিলাওগে তো বিলকুল থতম কর ছলা—পালা হারামি বেইমান কাঁহাকা।

অবিক্লণ। (সম্ব্রে) নেহি নেহি, এ মেরে স্বক্রি। ক্স্তুর

মাফ কি**জী**রে। মারি কম্বল নেহি চাহাপা; হামে ছোড় দেরে সরকার। এ রাজা।

তু'নত্ব পাইক। আবাব দেখা দে হিমাত, শালা গিজোড় কাঁহাকা। ঔর ফিন্মু সে বাত নিকংলগি তো শালা ডাওা বুদাদেজে ধৌড়মুে। শালা হারামি···

্জনৈক শ্ৰমিক। ( আন্তৰ্কাণ্ড) অ-র জ-র জ জ-জউই-জা।

ছবৈৰ পাইক। চোপরাও।

विठीय अभिक । এ भारत जगतान-नहें-नहें-नहें-छे ।

करबादान । हुशत्रका।

সমস্বরে। ও—ও—ভো—ও—ও—ভো।

মিঃ মুথাৰ্জি। আলাদা আলাদা কৰকে সৰ কৈ কো দশ দশ চাবুক লাগাও।

সমস্বরে। নেহি নেহি এ সরকার! গোড় লাগতারুঁ, নেহি! মি: মুখার্জি। নেহি তে। কেয়া। নেহি নেহি সরকার!

সম্বরে। এ মেরে রাজা। এ মেরে বাপ।

भिः मुचार्कि । नागां हात्क ।

সম্বরে। হ বে-সরকার-এ বাপ, !

দি: মুখাজি । ছোড় থো। উস্বধত, কেঁও নেহি সমবাতে । কেছি

দকা মার তুম পোঁগোকো বোলা কি ইরে গবর্ণমেটকা জরুরী

military অর্ডার হায়; জুন মাহিনাকা অক্সরমে সমুচা কাম

থতম করনা পড়েগা।

সমস্বৰে। ঘাট হো বাজাজী, হামলোগ ওঁব কভি কৃচ নেই বোলোগ।

সি: মুথাজি । তুম কথল মালবাহা, বালটি মালবাহা, বাতি মালবহা

উ তো হাম সব মান লিবা। মান লিবা কেঁও কি ইয়ে চীজ্
নেই মিলনেসে তো কামকা বহুং অস্তইন্তা হোতা হাায়।
বাস, উ মান্ লিবা তো ফিন তৃম নবা লাবা পেশ কব
দিৱা—কেঁও কি মজুবী বঢ়ানা চাহিবে। ইয়ে কেয়া
কেইবান নেমকহাবামকো কাম নেহি হাায়। ওঁব ইস্ লিবে
ভূম লোগ বিলকুল মজগুৱাকো বোলতে বতে কি কন্টাক্টবকা
কাম ছোড দেও—ইবে কেয়া ইমানদাবী হাায় ?

সমন্বরে। কন্তর মাফ কিজীয়ে সরকার।

মিঃ মুখার্জি। কেছি দফে হাম তুম সর্লার লোঁগোকো বোলা হ্যার কেয়া
ইয়ে অর্ডার ঠিক ঠিক supply করোগে তো কোম্পানীনে
লেবারকো বহুৎ বকসিশ, মিল বারেগা। ব্যস্ তনাই পড়তা
নেহি। উ বৰ মিলেগা তব মিলেগা, মগর মজুরী বঢ়ানেকে লিরে
বো লাবী পেশ কিয়ে হ্যার আঞ্চি উ মান লেও তুম,—মহলব
ইয়ে বা কি নেহি? সব চোর ডাক্কু হ্যার তুম লোগ—বিলকুল
বল্যাস আদমী। লাগাও চাবুক।

স্বস্বরে। করুর মাক্কিজীয়ে সরকার, ঔর কবভি এক্সানা হোগা। গোড় লাগভাঁত মেরে রাজা।

বিঃ মুখার্জি। ক্ষাওবারী দাবীওবালা তুম লোঁগোকো হাম ভাগুনে আৰ আছিতের সমবা দেলে। শালা বেইমান কাহাকা।— বিল্লী ঔর কুজেকৈ সাথ মোকাবিলা এক ভাগু। ঔর জুতিসে হো সকভা, ঔর কিস্ভবেসে নেহি। বেইমান নেমকহারামকো বাহা। শেবাও আৰ লে বাও, কাটকরে আছিভবসে বন্ধ কর লো। দারা-পানি কুছভি না লো, ঔর কিন জিলাচিলি করে শ তো লাগাও চাবুক, ভাণা। দফাওয়ারী দাবীদারকো বিলক্ত্ থতম কর দো। যাও—লে যাও কলদি।

্দিরোরান ও মহাবীর বাদে আর সকলের প্রস্থান। বুড়ো দরোরান গজানন হেলতে ছলতে সেই টুলটার ওপর গিছে ব'সে এইনি বানাতে লাগল থাবড়ে থাবড়ে আর মহাবীর টুহল দিছে ফিরতে লাগলো।

গলানন। এ মহাবীর, মহাবীর !

(মহাবীৰ ঠাটাজলে এসে কুচকাওয়াজের জনীতে সেলাম ক'বে দাঁড়ায়। জাঁ, জাব্ ঠিক হ্যায়। মুকে এইদি আশা বাধনি চাহিছে। সাচ নেহি! মাম তো এ কারখানাকা সব সে বড়া জ্যাদার ভূঁ—মুকে এইসি সরম করনা চাহিরে, ঠিক নেহি!

(মহাবীর ঠাটাচ্ছলে আবার সেলাম দের)

(গৰানন হাসে) সাচ বোলা কি নেহি বোল ! হে হে ( হাদে ) , (মহাবীর ফের সেলাম দেয় )

আর কেয়া তু দিলাগী করতা হ্যায় মেবে সাধ। তিঃ, হাম বুচ চা আদমী, কারথানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, যেবে সাথ দিলাগী, আঃ।

মহাবীর। নেহি তুম্ তো মেবে মালিক তো।

গজানন। তব-সেলাম দো।

(মহাবীর সেলাম দেয়।)

গলানন। তে হে, আব তো ঠিক হ্যায়, থেয়াল রাথনা, হাদ্ধ করিথানাকা সবলে বড়া জমাদার হ্যায়, আঁ। তে তে — ভো লে:, প্টনি থা লে। কার্থানাকা সবলে বড়া জ্মান্ত্রণ প্টনি লে লে।

মহাৰীৰ। হাম তোনেহি খাতে। আংজানেহি খইনি। গজানন। কেয়া তুবড়া, জমাদারকা খইনি থারাপ কহনাং গায় বেবুড়বাকু!

महावीव। ए वृक्षांक।

গ্ৰানন। কেয়া তুবড়। জমাদারনে খারাপ বাত বোলত। তাত তেরি নক্রি থতম হো বায়েগি।

মহাবীর। কোন বাতম করেপা। বুঢ়ঢ়া গলানন চোগি!
গলানন। তব ! হাম কারখানাকা সবদে বড়া জমাদার সায়, বার্থি
তু মানতা নেহি রে পাগলা। রেঁ! (পটনি বার<sup>া) তো</sup>
বা, হাম তুমকো মালতা নেহি, ভাগ হিঁয়ালে। তেরি নকবি
বাতম হো গেরি! বা ভাগ।

মহাবীর। তব বে বৃঢ়্চা।

(মহাবীর বুড়ো গ্লাননের পেটের ওপর সঙ্গান তুলে ধবে)
গঙ্গানন। এই এই হে হে—আবে মব বায়েগা বে পাগলা,
দেখলে দেখলে। গির পড়েগা। তে তে। ছোড় দে। তব
বে, (জুতো তুলে ছুড়ে মারতে বায়। মহাবীব সবে যায়)
চে চে, দেখ লিয়া বে তু সবসে বড়া জমাদাবকো হিম্মত!

( মহাবীর আবার সঙ্গীন নিয়ে তেড়ে বেডেই গজানন বন্দুকটা কেছে নিয়ে মহাবীরের কান টেনে ধ'রে কাতৃকুতু দিতে প্রাবস্থ করে।)

আৰ কেয়া, হে হে বড়া জমানারকা সাত ডু দিলাগী কর্বল পা? এঁটাঃ (মহাবীর পড়ে হটকট করে আর হালে।) মহাবীর। নেই নেই হাম সেলাম ছল রে বৃঢ্চা, ছোড় লে ছোড় লে, ই—ই—ই!

#### ( গড়িয়ে সরে যায় )

হঠাৎ কেউ জাসছে মনে কৰে মহাবীর সচকিত হয়ে গজাননের হাত থেকে বন্দুকটা কাঁথে নিয়ে সান্ত্রীর ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।

গজানন। কেয়া কোন বা ?

মহাবীর। নেহি কৈ নেহি।

গজানন। কেয়া জানে কৌন হো বা। ••• মহাবীর, মহাবীর, দেখলে,
আজ রাতমে বছৎ ছঁ দিয়ার দে টহল দেখা, আঁ, বছ চোর ওর
ডাক্ রাতমে ইবর উবর ঘুমতা হার তনা হার। কেও কি
কার্যানাকা অক্রমে আচিটো অবরদস্ত ডাক্ স্বকার বন্ধ কর
রাগা হার। বহুৎ ছদিয়ারদে চহল দেখা, স্মধা।

মধাৰীর। কেয়াউ ভাক জ্ঞায় সব স

গুজানন। তো ওর কোন হোবা। ডাকুনেই ভোকেয়া? স্বৰণৰ স্ব কৈ কো এজাই বন্ধ কৰু ৰাখ্যা আয়ু ? এ:।

মুদ্ধি। হাম ভনা কেয়া দি লোক ভো দৰ মন্ত্ৰু ভাষ।

গছানন। হাঁ জো একই বাত ছায়! ডাক্ কঁছেতে হায় দৈছো।

মশ্বীব। ভাগ। ডাকু নেছি।

গ্রহানন। তো কেয়া একাই মার ডালা,—ওর বন্ধ কর দিয়া :

মগ্রীর। কুচভি ধারাপ কাম কিয়া স্থায়, কেয়া জানে।

গজনন। খারাপ কাম! খারাপ কাম কিছে। বোলা যাতা রে ? কাম্পানী যেতনা তলও দেতা উদ্দেম ছো ভব-পেট খানা মিল্ডাই নেহি, বাল-বাহ্না সব ভুখা মবতা ছায়, ওর ইস লিছে তো উলোক সব মজুবী বঢ়ানাকে বাত বোলা। ইয়ে কেয়া ধারা। কামকা বাত ছায় !

মঙাবীর। নেহি খারাপ কাম ইয়ে ক্যায়সে হোগা।

গন্ধানন। তো তব তু সে বোলা উ খারাপ কাম কিয়া ছার ?

মহাবীর। কোন! হাম নেই, বৃচচা, তু বোলা, ডাকু কোন বোলা আগাড়ি?

গজানন। ই বে ই মান লেভা। হাম বোলা হাম। **লেকিন** দেখ লে, মাণুম কর লে আব ও সব কৈ কা চ:—ডাকু কিছোঁ বোলা যাতা হাম। সরকার কেয়া একাহি মার ভালা হাম উন লোগ্কো ?

भशनीय। (कथ्रा खादन वाता।

গন্ধানন। আন, তো গদ দিয়ে নাম বোলতে রচে হায় কি ইয়াদু কর বে সব। কেয়া বাবা নয় সনসাব কা ৮০।

( প্রব করে ) ছনিয়া রঙ্গনে বাঁগলি বাবা, দেখলে নয়া—চং। মহাবীর। তেওে তেওে বুচচাকা গানা হোভাঠি নেহি, তেওে—

গৰানন। হাসনে লাগা : ! বেয়া বোলেগা বাবা ভূমকে;— শালা বিলক্ল ঘোড়া হো গিয়া বে ডু পাগলা ,— বিলক্ল ঘোড়া হো গিয়া । ভ্ৰমক্ষ স্ব নাশ হো গিয়া ভেৱা।

মহাবীর। (ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে) হে-স্ভেস্—স্সু। গজানন। বা ভাগ, তেরা কাম্তু করলে, দে ৮২ল দে, বাতভর উহল

পোলান। বা ভাগ, ডেলা কান্তু কয়লে, দে চহল দে, রাভভৱ চহল দে—ডাগু। ঔর বশুক ওঁব চাবুক ঔব জীনকা শিয়ায় চুহা—ই সবু লেকে ভররাত বটু যটু ষটু টহল দে।

ক্রমশঃ।





বিভৃতিভূবণ মুখোপাধ্যায়

#### দ্বিভীন্ন পর্য্যায়

٥

ळाथोहे। अकट्टे के हमरवब मार्गनिकछात बरछ। त्यानात, किन স্থ-তুঃখ সভাই আপেক্ষিক। এক সময় বাহা জঞ্চ উদ্বেদ **ুরিছা ভোলে,** ভাহারই মংব্য কোথায় যে আনন্দের, মুক্তির <del>উপাধান লুকানো থাকে</del> বোঝা বায় না। একদিন ভগ্নসুদরেই ाक्त हाफ़िएक इडेवाहिल, माम इडेवाहिल कोवामत मय मक्त ्रीक विनष्ठे इट्रेश शन, किन्नु ऍखत के वान এইটाই म्माई इट्रेश क्रीकां क्रिन (य. भाकुत्र हाड़ाही, क्रीयत्मय भूनं ७व উপলব্ধির জন্ত ্ৰীবিবালার প্রয়োজন ছিল। হয়তো সব সময় বোঝা বার না, বি প্রবাসমাত্রেই জীবনকে থানিকটা পঙ্গু করে, আরও বেশি ক্রিয়া করে বখন সে-প্রবাসের অর্থ পাণ্ডলের মতো একটা সঙ্কীর্ণ ्रजी-कोदन । বাঙালী মেয়ের জীবন হড়ায় সংসারের মধ্যে দিয়া— বামি-পুত্র-কভা, স্বজন-পরিজন লইয়া এই গুচ্ছালীর সংসারটা जोहांब सगर-वाहेरतव रव वड़ सगर जथान ज हिवमिनहें ব্দুর্বশেশ্যা। সেই জন্ম তাহার সংসারটি একটা বুহত্তর পরিবেশের রেষ্য পাতিতে না পারিলে তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয় না ; ত্রীবনকে আরও পাঁচ জন বড়, ছোট, সমককর সঙ্গে মিলাইয়। ক্রখা বার না। কুজ গণ্ডীর মধ্যে বড় হইবা থাকিলে মনে হয় দ্বি আছি, চর্মে প্রতিষ্ঠিত আছি । একটু নামির। গেলে মনে 🚉 অতলে ভূবিয়া গোলাম, আর উপার নাই।

অবশ্য পাঞ্চলৰ স্বৃতি চিৰকালই মিট ছিল, থানিকটা কাকণোৰ সংযোগে আৰও মিট—অচি. থজনী নানুতন জীবনে বিদেশিনী দুলিনী সব , অজাতি-বিধাহৰ মধ্যে চুইটি শবিবাবেৰ প্ৰিশ্ব জীবন—এক অভকে পূৰ্ণ কৰিবা; তবু কিছু এক একবাৰ এক ধৰণেৰ নাভৱেৰ সহিতই পাঞ্চ মনে পড়িত , গিবিবালা হাসিয়া বলিতেন—ইজ্জীৰণাই কী বনবাসেই পাঠিৱেছিলেন বে! এগানেই গদিনক খাকতে হোড!

্ষাত্রের প্রথম বারভালার আগার বাণ্ণার্টা শৈলেনের বেশ

থাকিলা পড়ান্ডনা করিতেছে,—সাঁতরার মতো পাঠশালা বা মাইনর ছুল নর, একেবারে বড় হাই ছুল না হোক. তবু হাই ছুলেরই অংশ একটা, হোট হোট বাঙালী ছাত্রদের ক্লম্ম রাজের হাই ছুলের একটা শাখা। ক্লাসের সংখ্যা কম বলিয়া অল বরসের ছাত্রবাও বেশ মাতরের। কত বকম কথা জানে, কত রকম নৃতন ছড়া, দে সবের কি অছুত মানে!—পাওুলের কেই কল্পনাতেও আনিতে পারে না একটা ছড়া বাকছুলের হেড মাষ্টারের টাক লইরা, ফোর্খ ক্লাস, অর্থা: এখানকার সব চেয়ে উ চু ক্লাসের ছাত্র ঘোঁখনা রচনা করিয়াছে। ঘোঁখনা নিজেই কি একটা বিবাট ব্যাপার! তিন বছর এক ক্লাসে আছে—এক দিন থার্ড মাষ্টারের মুখের ওপর বলিল—"আমার গোঁফ বেরিয়ে গেছে তার, বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বললে কথা রাখতে পারব না, বাবাও আমার ঘোঁতেন বলতে ক্লম্ক করে দিয়েছেন। ভক্রতা বলে একটা জিনিব আছে তো?"

—হেড মাষ্ট্রার পর্যস্ত ভনিরা চুপ করিয়া গেলেন।

পাঁচুৰ বাবাৰ নাম শিবনাথ, কোন মাষ্টাৰ অমুপস্থিত থাকিলে মাঝে পড়াইতে আসেন, পাঁচু সোজা শিবুদা' বলিয়া ডাকে : শৈলেনেৰ নিজেৰ কানে শোনা, ওদেৰ স্লাগেই পড়ে পাঁচু ৷ বংল—"পাড়াৰ সৰাই এ বলে ডাকে, আমি তো তবু নিজেৰ ছেলে বে !"

এ তো গেল ছুলের কথা, তা ভিন্ন ছাবভালা সহর, রালার জারণা, প্রতিনিয়তই সেখানে কত কি হইতেছে। বহু দিন আগে প্রবাধ লালাই আবি শৈলেন পাপুলে গিয়াছিল, তথন বাংলা ছুলেও এক শেখে নাই, লারভালা সহত্তেও একটাছিল, তথন বাংলা ছুলেও এক শেখে নাই, লারভালা সহত্তেও একটাছিল, নেহাথ জেঠামলাই, বাবানা হোক, মা-জেঠাইমা পর্যন্ত তো নিস্তম। মা আবার কিজাসাকরিয়া করিবা করিবা কনিতেন, যেন জারাইয়া জারাইয়া। তালাই আনক দিন আগের কথা, জাহার পর ছুই ভাইরে আরও আনক কিছু দেখিয়াছে, আরও বেশি করিবা সহত্রে কইবাছে এব পর্যন্ত আনক দিন আগের কথা, জাহার পর ছুই ভাইরে আরও আনক কিছু দেখিয়াছে, আরও বেশি করিবা সহত্রে কইবাছে এব পর্যন্ত পাশুলের জীবকলৈ আরও বেশি করিবা করিবা করিবা লাই লাই কিছু প্রথমের জন্ত্রকলা। লাগিয়া থাকে—ছোট ভাই-বোনাল্য ওপর জো বটেই—মা, থাজ্যাও বাধ বান না—আহা, কান করিবা ভালা !—পাতুলের আগ্রব দে !—পাত্রারীরের ! তালানাবার প্রত্তে বিলি হালিয়া করে করিবা আরও ভালা। মা বড় বলিয়া শোনাবার সময় নিজেকে বিলি হালিয়া করে করিবা করিবা করেবা করিবা করেবা করিবা করেবা করিবা করেবা করিবা করিবা করিবা করেবা করিবা  করিবা  করিবা  করিবা করিবা করিবার করিবা করিবার করিবা করিবার কর

সেই মা আসিতেছেন, খবৰ ওনাইবার মত হই ভাইরে বেন বেবারেবি পঞ্জিয়া গেছে।

দাদার মনেও বে এই একই প্রবাহ দে-থবর শৈলেন কডকটা আক্রিক ভাবেই টের পাইল।—ওন্-ওন্ করিরা গানের সঙ্গে হাতের-লেখা লিখিতেছিল, শুশাক—"কি লিখছিস, দেখি"—বলিরা পাশে আদিরা দাঁড়াইল, ছ'-একটা অক্ষর সম্বন্ধ এলোমেলো অভিমত দিয়া বলিল—"হাা, ভালো কথা মনে পড়ে গেল,—মা এলেই শৈল বেন—'ওনেছ মা, ভনেছ মা'—বলে তাঁকে উল্লমফুল্কম করে তুল না, ভেতে-পুড়ে আসছেন একে।"

লৈলেন ঠিক না ব্ৰিয়াই হোক, বা কতকটা সন্দেহেই হোক, গ্ৰিয়া লালার মুখেব দিকে একটু চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বিজ্ঞের মতো স্বটা গন্ধীর আর হ্লয় করিয়া বলিল—"মা এলে ভো জাগে পারের ধুলো নোব।"

যুরিয়া আবার লিখিতে লাগিল।

একটু নীরবে গেল। তাহার পর শশাস্ক আবার গলাটা অভিভাবকের মতো করিয়া বলিল—"পায়ের ধূলো নিয়েই যত বাজ্যের গর এনে অড়ো করবে ভো? জিকতেও দেবে না একটু । …"

শৈলেন শিখিতে শিখিতেই একটু ভাবিষা লইল, না ঘুরিয়াই উত্তর ক্রিল—"জিগ্যেস করলে আমি কি করব গ অবাধ্য কোতে গারি না ভো ?—গুরুজন··-"

এবার শশাহ্বর একটু চূপ করিয়া থাকিবার পালা গেল, তাহার গব বাবটায় ছোট একটা ঝাকানি দিয়া বলিল—"আছো, সে আমি দথে নোব'খন, জিগ্যেস না করজেই হোল তো ?"

মন-জানাজানি থানিকটা হইরাই গেল, আর ঢাকাঢাকি দরকার ই: শৈলেন কলম ছাড়িয়া খ্রিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি বুঝি গাগে ভাগে বলে দেবে সব ?"

শশাহ আত্মপ্রতিষ্ঠার হরে বলিল—"আমি বড়ো, বা:!"

শৈলেন স্থির দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে থানিকক্ষণ চাহিয়া হিল, তাহার পর "বেশ" বলিয়া আবার লিখিতে স্থক্ক করিয়া দিল। ভেলেবেলার এই "বেশ" কথাটা মারাত্মক; শশাক্ষ থানিকটং হিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"বেশ" বললি যে, বরবি কি তুই ?"

<sup>\*</sup>আমি বা বলবার বাবাকে বলব।<sup>\*</sup>

ভারার মানে নাকিশ,—দীগ ফল আছে তাতার, ছেলেবেলায় । এবেলা-ওবেলা ফল নাড়িয়া চলে । অবশ্য লৈলেনের বিপক্ষেত্র ছিলা-ওবেলা ফল নাড়িয়া চলে । অবশ্য লৈলেনের বিপক্ষেত্র ছিলাওবর, কিন্তু সে একটু গোঁয়ার গোছের, প্রহার-সাস্থানাকে এটা গায়ে মাথে না । তাত্রক ভর্ক-বিভার্কর পর একটা রকা হইল : একজা থবর শালাক্ষ দিবে, কভ্রুক্তলা দিবে লৈলেনে ।—রাজের ভাগোন্যা মাড়েল্টাকে ভাগে বড়াইয়া পাণ্য কবিচা যে কিন্
বিশান্ত্র— গাবরী দিবে শালাক্ক, ডেমনি লৈলেনে ভাগে বছিল নাজ্য কালারাইট গোছের—ভাগের এবান প্রত্ন শালার্ব মারের ছ বালাক্ত পারিবে না লাক্ষেত্র নাম্মানার কথাটা বলিবে শালাক্ক, কলিকালা হলতে নি কিন্
বিশান্তির পালার মারের বিশার কলাক্ষ্য লাভ্যন পাণার লিবে গোলেন নালার্ব পোলাক্ষ্য মারেরাছিল তো শালাক্ক কুলিবলৈ পালিবে ভাগার কালাক পুড়িয়া মারিরাছিল তো শালাক্ক কুলিবলৈ । কণ্যান্ত্র কালাক্ক পুড়িয়া মারিরাছিল তো শালাক্ক কুলিবলৈ । কণ্যান্ত্র কালাক্ক পুড়িয়া মারিরাছিল তো শালাক্ক কুলিবলৈ । কণ্যান্ত্র

কে কে পড়ে, আর কে কি-রকম—সে নিজের নিজের। হেড **বার্টার** শশাহর, তেমনি সেকেও আর থার্ড মাটার শৈলেনের ভাগে। বাজেই ইন্দ্ৰপূজাটা লইয়া একটু গোল বাধিল। সে একটা বিবাট ব্যাপাৰ :--পূজা-অংশটা অমুটিত হয় দেউড়ির ঠিক বাহিরেই—বাগবন্ধ, গাভ-আই দিন ধরিয়া মেলা, কত দেশ থেকে কত রকম দোকান পাট আম্লাঞ্জি: হয়, কত নুত্র ধরণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা; লোকে লোকারণ্য হইয়া বায়। তাহার পর বিস্কোনের অংশটা,—টেশনের কাছে, শৈলেনদের বাড়ির পাশেই বিরাট দীঘিটার চারি দিকে বাঁশ-বাঁথারিছ থিলান করিয়া ভিন খাকে কাচের গেলাসের মতো এক-রকম প্রকীপ টাভাইয়া দেওয়া হয় অকল, ভাহাতে আবার বছিন তেল দেওয়া; রাস্ভার হ'ধারে মিনা বাজার বসে, আর প্রশস্ত দীখিতে অসংখ্য নৌকা-সাত্রার গঙ্গার বড় বড় ভাউলিয়ার মতো-আলোয় আলোয় ছয়লাপ-নাচ-গান আত্সবাদ্ধি তুইটা মিলাইয়া আৰু এক শক্ষ ধরিয়া ইল্ফের আগমনে সমস্ত সহরটা বেন সভাই অমরাবভী হইরা ওঠে ····ও-সব না হয় হইল ; কিন্তু এই ইন্দ্রপূঞ্জার ব**র্ণনাটা** কে দিবে মায়ের কাছে ? এটা যার ভাগে পড়িবে দাড়ি-পালাটা ভাহার দিকে এমন ক কিয়া হাইবে যে সম্ভ ভাগ-বাটুরা একেবালে নিবৰ্ধক হট্যা যাইবে। কাহিনীটাতে গাল ভবিয়া বৰ্ণনা কৰিবারও অনেক মাল-মসলা; তা ভিন্ন আৰু একটা মন্ত বড লোভ-মা বেলেভেলপুরের সিংহবাহিনী প্রভার কথা বলেন, মাকে স্বীকার করিছে চ্টবে বারভাকারই ভিৎ। এরা সব এখন মারভাকার<del>ই মায়ুব</del> মা থেলেভেমপুরের চেয়ে কত বড় ভাইগায় এলেন এ কথা স্থানাট্রা নেওয়ার গৌরব **অভে**র হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চন্দে কি করিয়া ?

শশাকর অক্ষের মাথাটা ভালো, ব্যাপারটাকে ছুই অংশে বিভক্ত করিয়া সমস্তাটা মিটাইল—দেউড়ির অংশ আর দীবির অংশ। লটারিতে দেউড়ির অংশটা শশাকের ভাগে পড়িল। একটু কুরা হইল মনে মনে,—শুকনো ড্যান্ডার মেলা বাচথেলার সামনে নিশান্তই, একটু ভাবিয়া, আনন্দের একটা বৃক-ভরা নিখাস টানিয়া বলিল—"ভালোই হোল আমার।"

লৈলেন সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

ভাসানের মেলা ভো বাড়ির কাছেই হবে, মা দেখবেনই এই ক'মাস বাদে।

লৈলেন বলিল—"আমি দেউড়িটা নোব। \*\*\*

শশাস্ক সহজে রাহ্নি হইতে চাহিল না, তবে শেষ পর্যান্ত হইল বাহিন, বলিল—"হাজাব হোক তুই ছোট ভাই:"

কিশোর-মনের এবটা প্রবেশন তিসাবে কথাকলা মনে পছে, বেশ কৌদুক বোদ হয়, কাইলে কি গল্প বলা হইয়াছিল, কি হয় লাই এত মনে লাই। নান মনে আছে যে, সক্তমনাই বিছু বলা হয় লাই। বাছিব নিমের ছাল আলি, বালের ছালের ছেলর ছেলর দিয়া ছই লাই কৈছের প্রতিষ্ঠান বাছার বাছার বাছার বিছার ক্রান্ত কিছের প্রতিষ্ঠান বাছার বাছার বাছার বাছার ক্রান্ত ক্

বাবা, কাকা কেমন একটা ক্লান্ত অবহেলার জিনিব-পত্র নামাইতে লাগিলেন। ঠাকু মা, মা, পুড়িমা বাড়িব দিকে থীবে থীবে অগ্রগর হইলেন। তিন জনেই একটা একটা কি প্রশ্ন করিলেন—মারের কথাওলা মনে আছে—"তোরা ভালো আছিল তোরে?"—গলাটা একটু ধরা।

পুলটা পার হইয়া এদিকে পা দিতেই মা কোঁপাইরা কাঁপাইরা কাঁদিল। উঠিলেন।

ৰাড়িতে আসিয়া একটু একলা পাইয়া শৈলেন থুড়িমাকে বিজ্ঞাসা ক্রিল—"কাঁদছেন কেন গা মা খুড়িমা ?"

পৃড়িমার চোপ হইটিও ভিজিয়া গেছে, আঁচল দিয়া মুছিরা বুলিদেন—"অহিকে যে আনতে পারলেন না, বাবা।"

এমন কিছু ব্যাপার নয়,—স্বাই বিষয়ভাবেই গৃহে প্রবেশ ক্রিলেন, বেশির মধ্যে মায়ের চোথে না হয় ছুই কোঁটা জল। কিছ . **শৈলেনের বেশ** মনে পড়ে ঐটুকুন্ডেই সেদিন ভাহাকে বেশ **অভ্যন্ত কবিয়া রাখিয়াছিল। চইতে পাবে যে এ অঞ্চ**র **ক্ষ্টেই অত আড়ম্বর করিয়া জমানো গল্প বন্ধ রাখিতে হইল** ৰলিয়া ওর কিলোর-মন একটা ধাকা খাইয়াছিল, অঞ্চ কিছুও **ছইতে পারে—ঠিক মনে পড়ে না, এখন ভুধু এইটুকুই মনে** পড়ে যে এ একবাৰি চোথের জলে মা সেদিন জাব সকলেব চেয়ে শালাদা হইয়া গিয়াছিলেন। মায়ের বেন একটা নতন রূপ খুলিল ৰাহাতে শৈলেনের মনটা একটা কছত বিশ্বয়ে ভরিয়া রাখিল। ঠাকুৰমা, বাবা, পুড়িমা—কেচ্ছ দূবে গেলেন না, তবে মা বেন পূৰ্বের ক্লেৰে আৰও অনেক কাছে আসিয়া পড়িলেন। • বাাপাৰটা এইখানেই শেষ হইল না ঐ বিশ্বয়ের পাশেই কখন বিযাদ আদিরা জড়ো হুইল; চিরক্র, লানগৃষ্ট অহিব অভ বুকটা ট্র-ট্র ক্রিডে স্মানিল। অৰ্থাৎ মারের চোধের জলে বাড়ির হাওরায় বে একটা <del>করণ পুর উঠিহাছে,</del> শৈলেনের সমস্ত মনকে সেটা আছুত্র করিয়া ৰেলিল। ছেলেবেলার মন, অহেতৃকী ভাষার গতি, স্বচেয়ে আন্তর্বা এই হইণ বে এই বিবাদই এক সময় একটা অকারণ অভিমানে **স্থ্যান্ত**ৰিত হইয়া গেল। বিধালোবে এদিক-ওদিক করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে শৈলেন খালের ওপারে একটা নির্জন জায়গায় পিয়া বদিল ।...সে বেন মথিয়া গিরাছে, অভিব মডো; ভাহার পর কভ কি চইয়া গেল, পাওল ছাড়িয়া আৰু বেমন সকলে বাবভালায় আসিরাছেন, তেমনি ঘাবভাঙ্গা ছাড়িয়া আবার বেন অনেক দুরে কোন এক ভারগায় গিরাছেন ···সকলেই আছে, ওয়ু লৈলেন নাই। সবাই নৃতন খরে উঠিল, বিষয়, শুধু মায়ের চোণে হুই বিন্দু জল <del>চক চক করিতেছে</del>— শৈলেনকে যে আনিতে পারিলেন না ডিনি ₁··· নিজনে বলিয়া শৈলেনের ১কু সিক্ত হইয়া আসিল ঠোঁট ছুইটি বীৰ-ছবেক থব-থব কৰিয়া কাঁপিয়া উঠিল। • • কিলেৱ খেকে যে কি হইবা বাইড ছেলেবেলায়!

আৰশ্য সমস্ত শ্বতিটা বে এই বৰম ৰক্ষণ তা নয়। অনেকক্ষণ আমবিয়া গুমবিয়া, একটু ৰাত হইতে বগন ববে আসিল দেখে একটা আলোব সামনে বনিয়া শণাৰ প্ৰথল উৎসাকে ইন্দ্ৰপূজাৰ বাচৰেলাৰ গল বলিয়া যাইতেছে—মা, বুড়িমা, হবেন, টাছু— না আৰাৰ শুনিডেছন সৰ চেল্লে কেন বেশি আল্লেছৰ সৃহিত, শশাহৰ পিঠে ভান হাভটা, ঘাড়টা ভাহাৰ পানে কিয়ানো, মূখে একটু একটু হাসি।

শৈলেনের মনটা আবার একটা ধাকা থাইল,—বা:. ভাষার এমন চমংকার গল বলিবার সন্ধ্যাটা ভা'হলে ভধু ভধুই ভো বেশ নট হইবা গেল!

মনটা ৰাদাৰ উপৰ আক্রোপে মিশান, এক-রকম ঈর্বার আর মায়ের আছুত আচৰণের জন্ম নিরাশার সে কী উৎকট ভাবেই ভবিয়া উঠিয়াছিল, সে কথাও ধুব স্পাষ্ট করিয়া মনে পড়ে।

3

বারভাঙ্গার সঙ্গে পরিচর আরম্ভ ইইল। প্রথমেই মনটা এখান-কার বাড়ির বড় বড় জামালা দেখিয়া যেন প্রসার লাভ করিল।… পাওুলের সেই বুলব্লি, সেই উগ্র অবরোধ,—গৃহ-প্রাচীরের ১০৪ মনটা হাপাইরা উঠিলে, অতি কটে একটি কুদ্র বুভের মধ্যে বাহরের জগতের সামার একটু পরিচর লাভ,—গুটিকতক গাছ, মাঠেব একটা ছোট ফালি, চারি দিক খেকে অবকৃত্ব আকালের একটগানি नीनिमा,-- भव अक्टी दःचल्प्रव मत्ना मत्न स्यार-अव्यादन राष्ट्र জানালার কাছে গাড়াইলে একটা গোটা দিকের প্রায় সমস্তচা ধরা দেয়। তা'ভিম ভাহাতে কভ বিচিত্ৰভা! ৰাণিৰ প্ৰায় গা ঘেঁসিরাই খাল্টা—এখানে বলে নহর। নিভান্ত অপরিসব, কি ম সেগ জন্ম আরও চমৎকার লাগে। প্রাবণের শেষ। নদীতে একচা বশ্ব আসিয়াছে, নহর বহিয়াই ভাহার জল একটি সংঘত লোভে চা- মাটে সামনের দীঘিটার পানে— ও-দীঘির পর আর একটা দীঘি, তংকার भव चाव-धक्ता I •• • ठशीहवन विनामन- "(वीमि, मीचि-धुक्त (मना): হয় তো খারভাঙ্গা; ভূমি বর্ধ মানের গল কর, কাছে ঘেঁদডেই পারে না। একদিন গাড়ি করে ভোমায় বেডিয়ে নিয়ে আসব, তথন বলনে।

नक्टावर श्राद श्राह এक हे कि मा मास्थान अक है। श्रवाना देंगांगा ভাহাৰ পরেই আবার একটু খানা-গোছের, নহবে আব গোলাবা মাঝখানের অমিট্রুকে বেন একটা ছোট ছীপ কবিয়া ক্রাপিয়াং ভাহার পরই প্রশস্ত টানা রাজপথ—সর মিলিয়া— বাড়ি থেকে 🚟 গাড়ি-যোড়া, নানা বৰাছৰ কড়ি-পঁচিশের মধ্যেই। রাশ্বাটা মানুবে সদাই গম-গম, ৰাড়ি খেকে খানিকটা দূরে বসিয়া, কেই নিশ্চিতভাবেই বসিয়া বসিয়া দেখা যার। আসিবার তৃতী দিলে কথা,-- গিরিবালা রাদ্ধাখনে ছিলেন, ছোট জায়ের ডাকে ঘ্রেব জানালার সামনে আসিয়া একেবারেই একটা নৃতন জিনিয গেণিয়া স্তম্ভিত হটরা পাড়াইরা পাড়িলেন।—সামনে আর পিছনে <sup>ট্রেড</sup>ন ক্ষিয়া চাৰি জন যোড়-সভয়াৰ- চামড়ায়-পিড্লে কক্ষ্পে থাক যোড়ার—লাল, মোটা বনাতের ওপর জবিব কাজব<sup>ুর</sup> পোলার যোড়দওয়ারের। মাঝখানে আরও অপুর ব্যাপার—মুখ্যানাত পুরা, মাথায় সামলা দেওয়া, যোল বেয়ারাব একটা পালকি, মৃথমনের উপর অঞ্চত্র সাঁচ্চার কা<del>জ</del>করা ভাহার খেরাটোপ, ছই দিবে চাব পাঁচ জন কৰিয়া নানা রঙেৰ কাপড়-পৰা দাসী, হুই জন থেবাটোপের পাৰে ৰূপাৰ বাধানো চামৰ চুলাইতে চুলাইতে চলিয়াছে. বাকি কাহারও হাতে সোনা-ৰূপাৰ গ্লাবমূনী কাবি, কাহারও <sup>হাতে</sup> কপার পানবাটার মতো কি, প্রায় সব হাতই রূপার মোল <sup>মোল</sup> नहमात्र क्रमक्त । इसे जात्तरे अक्रिफ रहेवा नाफारेवा वास्तान

ক্ষটা মুহুর্তের আছে বেন ছেলেমান্ত্র হটরা গেছেন—ক্রণকথার থানিকটা জীবস্ত হটয়া সামনে দিয়া চলিয়া গোল।

শ্ৰাক **স্থান বাইবে, ভাত চাহিতে আসিয়া মা-মাদিমা'ৰ অবছা** দেখিয়া বাৰভাকাৰ শুমৰে মনে ফুলিৱা উঠিল। বাহিৰে নিতাক অবচলাৰ সহিত চাহিয়া দেখিয়া বলিল— বানী দেখছ বৃত্তি গ —আমাদের স্থানেৰ কাছ দিয়ে তো বোক মন্দিৰে বান।

াজ্পানীর বড় বাস্তা, সাধারণে অসাধারণে মিশানো নিত্য এই জনগোত; একটু মনটা চঞ্চল ইইলেই গিরিবালা একবার জানালার গামনে আসিয়া দাঁখান। রাজ্পথের পরে একটা আমবাগান, ভাগর পরই গাড়িতে-ইজিনে গামগম ঘারভালার প্রকাণ্ড রেল-ইপ্রের প্রালালনা। নিজ, ষ্টেশনটা একটু ওদিকু পানে বলিয়া যাত্রীর কোলালনাটা অত কানে আসে না—তথু গভিশীল জগতের একটি প্রিপ্র রূপ চোণের সামনে সদাই নিজেকে মেলিয়া ধরিয়া ধাকে। গাণুলের মতো অসহায় মনে হয় না, মনে হয় না বে ভগৎ থেকে বিভিন্ন আছি—সে যে এক কি অসক মনের ভাব।

হোট-জা একদিন কুঠিতভাবে বলিলেন— দিদি, পাঞ্চেব সংক্ষ অবিশ্যি বলতে নেই একথা—বাবা পাঞ্লেই এসেছিলেন ে।—তবু ধরো ঘারভালাতেই যদি এ দের ভালে! কাক হয়, এথানেই ধনি থাকতে পাই আমরা… "

অনেক দিন পরে এই ধরণের একটা মনোভাব গিরিবালার মুখেও প্রকাশ পাইরাছিল, সামাল উপলক্ষেট। একটা ছোটখাট বি প্রীক্ষার ফল বাহির হইরাছে; শশাহ প্রথম স্থান পাইরাছে— মাকে আসিল্লা খবর দিল। গিরিবালা স্থির নেত্রে পুত্রের মুখের পানে চাহিল্লা বহিলেন, তাহার পর তাহার মাধার হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—হবিই তো, তোদের বিকাশ-মামার আলীর্বাদ, হোৱা বছ জারগায় বড় হবি ব'লে ভগবান আমাদের এনেছেন কেপ্ছিল না ?"

সভাই, পাণ্ডলের চেত্তে এখানে মনেব আশাও বড় চইয়াছে; দবাব আলীর্কাদ ফলুক এখানে—ছেসামশাই, বাবা. পণ্ডিতমশাই, বাড় মাসি, বিকাশ দাদা—সবার প্রাণ-ঢালা আলীর্বাদ; বাহাদের কইয়া জীবন ভারারা এইখানে বড় চইরা গিরিবালার জীবনকে পর্ব করিয়া ভুলুক।

ভাষগার মতো মাছবের সঙ্গেও পবিচর হইতে লাগিল। আসিবার বিত্তীয় দিনের কথা: সন্ধ্যা হইরাছে, জিনিব-পত্র এখনও সব গাছানো হইরা ওঠে নাই, নিজারিবী দেবী ব্যবের মধ্যে সেই কাজেই গাণ্ড আছেন, পিরিবালা শাঁক বাজানো শেব করিবাছেন, এই-ার গুইরা ভূলিয়া রাখিবেন এমন সমর সদর দার বাহিরা জনাবেক জীলোক আদিরা উপদ্বিত হইলেন। এক জন বর্ষীরসী, বিধবা, সন্ধ্যার আলো-আধারিতে বতটা বোঝা গেল বেশ টকটকে; কাঁচি দিরা ছাঁটা চুল কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাকিই জনের মধ্যে এক জন প্রধার গিরিবালারই মতো. এক জন বছর থেকের ছোট হইবেন। একটি ছোট মেরে, বছর বারো কি তেরো রুস। পাঞ্লোর কড়া পর্দার অন্ত্যাসে এলেশে ব্যাপারটা এতই বাভাবিক ঠেকিল বে গিরিবালা বেন মৃদ্যের মতো ব্যালাক্ত্যাল বিয়া বাহিলেন। আছুত অভ্যৰ্থনা দেখিরা উহারাও একট্ট হমত খাইরা শিলাইয়া পড়িয়াছেন, বড় মুই জনের মধ্যে বিনি

আপকাকৃত ছোট তিনি চঠাৎ চুট পা বাড়াইরা হাসিরা বলিলেন—
"মুৰক্ষোড় বলে আমার বদনাম আছেট, বাগ করবেন না বৈদি,
আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের দুব ধেকে দেখেট বুঝি আপনি
শাক বাজিয়ে অভার্মনা করবেন, কিন্তু এখন দেখিছি…"

দলেব মধ্যে **অন্ন** একটু ঢাপা গাগি উঠিল। ততক্ষণে গিবিবা**লারও** স্থি<sup>\*</sup> বউষাছে, শাঁকটা তুলসীমঞ্জেব উপৰ বাৰিয়া **আগাই**য়া **গিয়া** বলিলেন—"আন্তন, আন্তন।"

বর্ষীয়দী এবং তাঁঞার অপর সন্ধিনীকেও বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া, ছোট মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"এসো মা।"

একটু লজ্জার পড়িয়া গেছেন, জড়িত কঠে আরও কি বলিছে বাটতেছিলেন, ব্যীরসী বলিলেন—"ননীর কথার কেউ কান দের না মা, কিছু মনে করো না। শাভ্টী কোথার গ

বাঁহাকে ননী বলা হটল তিনি টোটে হাসি চাপিয়া বলিলেন— "বৃদ্দিনান হলেট দেয় কান; নটলে তো এতক্ষণ ঐথানেই গাঁড়িছে থাকতেন হা করে।"

এবার সকলে একটু কোরেই হাসিয়া উঠিলেন, ভাহারই মধ্যে গিরিবালা বর্বীয়দীকে বলিলেন—"মা গারেই আছেন, ভেকে দিই।"— বলিয়া একটু পা চালাইয়াই ভাড়াব-ঘরের পানে চলিয়া গেলেন, এক ভখনই একটি কছল হাতে করিয়া বাহিব হুইয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনারা বস্তুন, মা এলেন বলে।"

বারান্দায় কম্বলটা বিছাইরা দিলেন।

ওঁদের বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্কায়িশী দেবী হাত-পা গামছায় ভালো করিয়া মৃছিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঞ্লের অভ্যাসে ওঁবও একটু আড়েইভাব, বর্বীয়দীই ব্লিলেন—
"আমরা এলাম আপুনাদেব এখানে বেড়াতে।"

নিস্তারিণা দেবা বলিলেন—"বড় আফ্রাদের কথা; **আমরা** আপনাদের আশ্রেই এনে পড়েছি।"

সঙ্গিনী তিন জনকে প্রণাম করিবার আদেশ করিয়া ব্রীয়সী বলিলেন—"বিদেশে সবাই আমরা প্রস্পরের আশ্রয়। তেওীর মুখে, আপনারা এদেছেন শুনে কাল ভাবলাম বাই, সন্দ্যের পথে একটু আটকে গেলাম—পোড়া জায়গায় দিনমানে তো জার বেকবার জো নেই, পদানিষ্ঠ হবে। আর, এটুকু পথ গাড়ি করে আসাও চলে না।"

প্রণামের পালার মধ্যে গিবিবালা একটু কাঁকরে পড়িয়াছেন।
এঁরা আক্ষণ না কি ? বধ্ব অস্বস্থির ভাবটা বৃঝিয়া নিজাবিনী ।দবীও
কি করিয়া তত্ত্বটা সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে বিচলিত
হুইয়া উঠিয়াছেন, ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"বোদি, মা আমাদের
বামুনেরই মেয়ে।"

সবাই একসঙ্গে একটু হাসিয়া উঠিলেন, সিরিবালা ভাড়াভাড়িনত হইরা পারের ধুলা লইলেন, বর্বীয়লী আশীর্কাল করিয়া নিভারিশ্বী "
দেবীর দিকে একটু চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দেখলেন তো 
শুখে একটু বদি আগল থাকে, আমাকে পর্বস্ত নিয়ে"

পরিচর হইল। এঁরা এখানকার পুরানো বাসিকা। বেষন হিসাব পাওরা গোল, মর্ফুলন বেসমর পাঞ্লে আসেন ইহার স্থামীও প্রায় সেই সমর বরাবর মারভালার আসিরা উপস্থিত হন এবং চাকবি ও সেই সলে নানা রকম কারবার করিবা এই সূহরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বছর ছবেক ইইল জালাস

ব্দলিভ হইয়াছে, এখন বড ছেলে কাৰবাৰ দেখেন। তিনি হাড়া আরও তিনটি ছেলে, ডাহারা লেখাপড়া করে, খবর পারের গেল একটি শশান্তবই সহপাঠী ৷ গলছলে বতটা পরিচর পাওয়া গেল ভাহাতে নিস্তাবিণী দেবী পাব গিবিবালা বুবিলেন, সহরে ৰ্ক্তিৰ বেশ প্ৰতিপত্তি আছে, বাঙালী সমাজে তো বটেই, তাহাৰ বাজিবে পর্যন্ত। কথাবার্তার মধ্যে চমৎকার একটি মার্কিত ক্লচির ছাপ, ব্ৰীয়্ৰ্সীৰ তে। বটেই, বাকি ভিন জনেৰও। তিনটিৰ মধ্যে . बढ़िंठ भूखवर्ष, भारअबिंग क्या, এवः (इविंग्रि पृत-मण्यार्कत এक আত্মীহার কলা; সম্বন্ধে নাতনি। পুত্রবধৃটি বৌ-মাত্মুষ বলিয়া একট্ট শহাৰাক, ছোট মেবেটি নেহাৎট ছোট, ঠাকুরমার গা ৰেনিয়া চুপ কৰিয়। বসিয়াই বহিল। মেয়েটি কথাবার্ডার, গভিবিধিতে একটু মুক্ত, একটু বেশি বহুত্তপ্রেরও। • • বাঙালীর ক্ষেত্রেলে পথ বাহিয়া দেখা কবিতে আসিল দেশের মতোই— পিরিবালার ওধু বে ভালোই লাগিতেছিল এমন নয়, আন্চর্বও বোধ ইইভেছিল। এঁদের মুখেই ওনিলেন অনেক বাঙালী পরিবারের কথা-পূৰেৰ কথা আলাদা, তবে পাড়াৰ মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাওয়া-শাসা শাছেই। বৰ্ষীয়সী একটু জঃখ কৰিয়া বলিলেন—"ভবে ঐ সম্পের পর। দেশের মতো ছপুর হোল, কি বিকেল হোল, একবার কাছে-পিঠে থেকে বেডিয়ে এসে মনটা হালক। করে এলাম সেটি হবার লো নেই। নেহাৎ গাবে-গাবে বাড়ি হোল, চোরের মতন এদিক अभिक मार्थ इन्हें करव यि हान (यर भाव। लान करवें ; को कठिन ना पिपि, त्याला ना चात्र; कछ भारभरे त्य विरम्हण बुर्फ़ा वक्षत्र প্ৰবন্ধ ক'নে বৌয়ের মতন কাটাতে হোল…"

ক্তক্টা বেন আপনা-আপনিই গিরিবালা শান্তভীর পানে চাহিছা হাসিয়া কেলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বৌমার আমার পাঞ্চলের কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এইতেই হুঃধু করছেন, দে প্রদাবিদি আবার দেখাতন।"

্ৰ ননীৰালা বলিলেন—"আমর। কিন্তু মার মতন স্বত মানি না ক্ৰিটাইমা।"

্ ব্রীর্সী বলিলেন—"তোরা মানিস্না, তোদের মানার; তোরা ছলি এখানকার বিউড়ি মেরে, এখানেই জন্ম, এখানেই সব। বুড়ো ছলেও আমরা তো বউই এখানকার, বলুন দিদি ?"

ননীবালা নিজের ভাজের পানে চাহিয়া গন্ধীর ভাবে বলিলেন— "বৌদিদিও মানেন না।"

ভিনি শঙ্কিত-ভাবে বলিলেন—"ওমা, এমন কথা বলো না ঠাকুমৰি, আমি আবার কবে না মানলাম ?"

্ৰিই ৰে বেড়ান্তে এলে, সন্দ্যেই হোক, স্বায় ৰাই হোক, ৰোমান্তৰ তো !

ভ্যা, এ তো মার সঙ্গে এসেছি।

"अन्ह मा नित्करे अथन (वी-मास्य।"

সকলেই এক-সজে হো-হো কবিরা হাসির। উঠিলেন। বর্বীরসী হাসির মধ্যেই অনে কটা ক্লান্তভাবে বলিলেন—"পারি না আর ভোর আলার। চোপোর দিন এই করছে দিদি, আর বলবেন না। অত করা কি, আপনাদের বাড়িতে এই প্রথম এলো, চুকতে না চুকতেই বৌনার সজেশা

नतीवामा विमानन-"त्वायांबरे त्वीयां, जायांत्र त्वा त्वीविवरे ।"

**ভা' বলে প্রথম সভাষণেই ঠাটা করতে হবে ?"** 

"ননদ হয় ঠাট। কবে, নয়তো কোঁদল, কোনটে ভালো হোত বল না ? তেমুন্ কেঠাইমা, এতগুলি লোক বাড়িতে চুকলাম, বেদি কোথায় এসে 'আপুন বস্থন' বলে থাতির করবেন, কাঠ হবে গাঁড়িরে রইলেন—কোঁদলের ব্যবস্থাই তো ? সে জারগায় বলি কোঁদল না কবে ঠাটা কবে থাকি তাহলে তো দেখছি আগাই মুদ্দিল। ত

নিজাবিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"না মা, তুমি সর্বদাই এগে জাব নিজের ভাজ জেনে কোঁদল-ঠাটা বথন যা খুলি ভাট কোবো; একটি নয়তো, ছাঁটি ভাজ ভোমার এখানে, বিদেশে পাড়াগাঁছে থেকে ভঁৱা বে কী মানুষ-কাংলা হয়ে গেছেন।"

আরও থানিকক্ষণ গলের পর উঁহারা ঘর-ছ্যার আগবার-পর দেখিরা ইহাদের বাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন। বাইবার সময় গিরিবাল। একটু একান্তে পাইয়া ননীবালার হাত বরিয়া বলিলেন—"বৃড়িমা ভট বলতেই আগতে পারবে না, আপনি বিশ্ব আগবেন ভাই।"

ননীবালা গলা নামাইয়া বলিলেন—আমার কি আসাধ ? কি ৯ মুম বে এখানেই।

নৃতন সম্পর্কে ননদ-ভাজের মধ্যে একটু হান্সবিনিময় হইল, গিরিবালা একটু চুপ কবিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিলেন—"নে ভো ভালো কথাই আরও, তিনিই পাইক হরে আস্বেন, নিয়ে যাবেন।"

উহারা চলিয়া গেলে গিরিবালা বলিলেন—"কী চমৎকার মাছণ সব. না মা ?"

নিক্তারিণী দেবী বলিলেন—"হাা, ভালোই মনে হোল ছো, দিবি। মিককে, মেরেটিও বেশ হাসিথুলি।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে আমর। কবে যাবো মা ওঁলেও বাড়ি ? বলে গেলেন বেডে•••"

নিষ্ণাবিণী দেবী বধুর মুখের পানে চাছির। একটু হাসিলেন, 'রা' শক্ষটার উপর ঝোঁক দিয়া বসিলেন—"আম্—র। ।" একটু সবুর করো মা, সহবের চাল কি অত তাড়াতাড়ি ধরতে আছে ? অমামার মালাছড়াটা এনে লাও তো।"

মালা দিয়া আদিয়া গিরিবালা আকে বলিলেন—"তনলি <sup>তো</sup> ছোটবৌ ?··শামাদের আবার সহরে বাড়ি হওয়া! পাড়ুল ম<sup>ক্কার</sup> মক্কার সেঁথিয়ে বয়েছে।"

ছোটবো বলিলেন—"উনি আবার ওধানেই চুল পাকালেন। ভাগ্যিস চুল কাঁচা থাকতে থাকতেই আমরা চলে আগতে পেরেছি।''না দিদি, পাঞ্ল মাথার থাকুন, পাঁচটা লোকের মুখে পাঁচ রকম কথাও তো তনতে পাব এথানে? তা' ভিন্ন আমি তোমার মত অত মুলড়ে পড়িনি।"

ৰড় জান্ত্ৰের মুখের পানে চাহিত্র। মিটি-মিটি হাসিতে লাগিলেন। সিরিবালা বহুস্টো ভেল না করিতে পারিত্রা বলিলেন—"বুবলাম না…"

িঐ ননী ঠাকুবৰি ;—ও-কি না টেনে নিবে গিবে ছাড়বে ভেবেছ নাকি ? শাব কোন জাবিজুবিই খাটবে না—আমাব কথা গিখে রাখো•••

সেই বহক্তপ্ৰৰণ নাছোড়বালা মেৰেটিৰ সামনে শাভড়ীৰ অসহাৰ ভাবটা বেন উপলব্ধি কবিৰা ছুই জনে কৌডুকৰজে হাসিব। উঠিসেব।



ক্রিই ঘটনার অগ্রগতির প্রতি হাপারি

চিন্ত বিশেষ ভাবে আরুই হয়েছে
মনে হল। অন্তঃ তাঁর ভাব-গতিক দেখে
আমার তাই মনে হয়েছিল। কারণ, তিনি
কোনো মন্তবাই করছিলেন না। তর্গুলাবঁর
থেপ্তার হওয়ার সংবাদ হথন প্রকাশিত হল
তথন তিনি ওই হত্যাকাপ্ত চলক্ষে আমার

ৰত জিজাস। কৰলেন। এটা সমাধানের অতীত রহস্ত বলে সারা ার নগরীর বে-মন্ত ছিল আমিও সেই মতে সম্মতি দিলাম মাত্র। ইত্যাকারীকে জানার কোনো সম্ভব উপায় আমার চোথে পড়ল না।

ছাপাঁ। বললেন, জবানবন্দীর এই বাহ্যিক বিবরণ থেকে উপায় াৰদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করাই । চলে না। পারী-পুলিশের ক্লাদৃষ্টির ্যাতি আছে কিছ তার! চতুর, এর বেশি কিছুই নয়। তালের াধ্যাবলীর মধ্যে ভাৎকালিক প্রণালী ছাড়া আর কোনো প্রণালীই 🕫। ব্যবস্থা করবার একটা প্রকাশ্ত ভড়ং করে তার।; কিন্তু খনেক <sup>এয়ই</sup> এই ব্যব**ছা⊕লো দক্ষ্য**দাধনের পক্ষে এত **অনু**প্ৰোগী হরে ोर द जार में त्रित कूफी द (robe-de chambre-pour aieux entendre la musique) ভালো বয়ে গান শোনবার <sup>3</sup> ড়েঙ্গিং গাউনের এর কথাটাই মনে পড়ে। প্রায়ই ভারা আশ্চর্য-াক ফলও পোৱে থাকে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা তাদের বিশ্রম আবি কর্ম তৎপরভার ফল মাত্র। বখন এই ওপওলো দিরে ানো কাক হর না, তথন ভারা অকৃতকার্ব্য হরে থাকে। ধরুন ্জিক (Vidocq) ধ্ব স্থন্মৰ অনুমান করতে পারতেন ভাব <sup>্যবসায়</sup> ছি**ল তাঁর। কিছ ত্মশিক্ষিত চিম্বার অভাবে তাঁর অ**তি 🧵 अञ्चमकात्मत्र करनहे छिनि क्रमांशंख छून कराखन । नका টাকে অত্যন্ত কাছে ধৰে তিনি তাঁর দেখবার শক্তিকেই বাধাপ্রস্ত জন। হরত হ'-একটা বিষয় ভিনি অসাধারণ স্পাই ভাবে দেখতে ভন কিছু এ রক্তম করতে গিরে সমগ্র ভাবে বিষয়টাকে দেখতে <sup>তন</sup> না<sub>ণ</sub> মাত্রাভিরিভেগভীর বলে একটাবভ আছে। সভ্যসব <sup>ট্ট</sup> বে **কুশের তলদেশে থাকে ভা নয়। বাস্ত**বিক অধিকতত াজনীয় সভা সৰুছে তো আমাৰ বিবাস হে সেটা অনিবাৰ্য-<sup>্ট</sup> **অগভীর। গভীরতা জিনিষ্টা হচ্ছে প্রান্ত**রের, বেখানে <sup>রা সভ্যের সন্ধান করি, কিন্তু পর্বতচ্ডার—বেখানে ভাকে পাওয়া</sup> শেখানে গভীরতা নেই।

অতি মাত্র গভীরতার ফলে আমাদের চিন্তা ছুর্বল এবং জটিল হয়ে পড়ে। অনেককণ ধরে, অত্যন্ত বেশি অভিনিবেশ সহকাৰে অতি সোজাত্মকি তাকিয়ে থাকলে আকাশের ভক্তারাও অভূন্য হয়ে বেতে পারে।

"এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোনো মতামত তৈরী করবার পূর্বে চলুন নিজের। পরীক্ষা করে দেখি একটু! অমুসন্ধানে আমোন পাওয়া বাবে ('আমোন' কথাটা বেন কেমন অন্তুত লাগল আমার, কিছ বললাম না কিছু) তাছাড়া, লার্ব আমার একটা উপভাক্ত করেছিল আর আমি কুতজ্ঞ আছি তার কাছে সেই জন্ত। ঘটনামুসনা গিরে আমরা নিজের চোপে দেখব। পুলিশের বড়ক্তা
( Prefect ) গ—কে আমি জানি। দর্কারী অমুমতি পেতে কোনো বক্ষ বেগ পেতে হবে না আমার।

অমুমতি পাওয়া গেল, আমর। অবিলংহ কু মর্গের দিকে বাঝা, করলাম, রু বিশ্লিও এবং কু সাঁবিরশ্পর মাঝখানে বে সব বিশ্লী গ্রুড়ক আছে এটা তারই একটা। আমরা বেখানে থাকতাম এই পাড়াটা সেখান থেকে অনেক দুরে, যখন আমরা পৌরলাম তখন অনেকথানি বেলা পড়ে গেছে। বাড়ীটা সহজেই পাঙ্গাটা লোল। কারণ অনেকে তখনও লক্ষাহীন কৌতুহল বশতঃ পথের অপর পার্ম থেকে বন্ধ বিলমিলগুলোর দিকে তাকাছিল। এই ছিল একটা গেটবিলিট সাধারণ পারীসীয় বাড়ি। একপালে তার একটা প্রচরী থাকার ব্রুগ, জানালায় লাইডিং প্যানেল লাগানের তার ওপর লেখা দ্বোয়ানের ঘর '(loge de concierge) ।' প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে একটা গলি ব্রে আবার বাঁক ঘ্রে বাড়ীর পেছন দিকে উপস্থিত হলাম। ছাপার বাড়ী এবং তার সমগ্র পারিপাধিকটাকে তীক্ষ অভিনিবেশ সহ পর্বাবেশণ করতে লাগলেন—যদিত তার লক্ষ্যটা যে কি হতে পালে আমি বৃশতে পারলাম না।

ফিবে বাড়ির সামনে আরার এসে ঘটা বাজালাম। আমাদের
নিদর্শন-পত্র দেখার পর বাঁদের তত্তাবধানে বাড়িটা ছিল ভাঁরা
আমাদের তেতরে নিরে গোলেন। সিঁড়ি দি-র উঠে আমরা সেই
ববে গোলাম বেখানে মাদ্মোরাজেল লেম্পানাটরেকে পাঙরা
গিবেছিল। হ'জনেরই মৃতদেহ তথনো সেখানেই ছিল। সাধারবজ্জঃ
বেমন হরে থাকে, বরের বিশুখল অবস্থাটা তেমনি বাখা হরেছিল।
প্রেজ্জ্ দে ত্রিবিউনোতে বা বাণ্ড হয়েছিল ভার বেশী আনি
কিছুই দেখলাম না। হ্যপাঁয় প্রত্যেকটি বন্ধ খুঁটিরে দেখলেন,

বুজনেহওলোও বাদ গোল না। ভার পর আমরা অক্ত কামরাওলোর গোলাম, ভার পরে সেই প্রাঙ্গণে। এক জন কনটেবল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল। বাড়ি কেরার পথে আমার সঙ্গী কণকালের ব্যক্ত একটি দৈনিক পত্রিকার আফিসে প্রেবেশ করলেন।

আমি বলেছি বে, আমাৰ বন্ধুটিব থেৱাল ছিল বছ বিচিত্র আব আমি করতাম তার ব্যবস্থা (Je les menageais)। এখন জীর থেৱাল হল বে প্রদিন তুপুর প্র্যান্ত এই হ্রত্যাকাণ্ড সহছে কোনো আলোচনা তিনি করবেন না। তখন তিনি আমাকে অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জারগার আমি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছি কি না।

ি 'বিশেষ' কথাটার ওপর কোর দেবার এমন একটা ভঙ্গী করলেন ভিনি যে আমি কি জানি কেন শিউরে উঠলাম।

"না, বিশেষ কিছুই না" বললাম আমি, "অন্ততঃ কাগকে বা আমরা বর্ণনা পড়েছি ভা ছাড়া কিছুই না।"

**°আমার মনে হয় এই ব্যাপারের যে অগাধারণ বিভীবিকা,** 'পেজেড' সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেনি। কিন্তু ছাপার এই সব বলস উক্তিওলোর কথা বাদ দিন। আমার মনে হয় যে কারণে এটাকে সহজ মীমাংগার যোগ্য বলে মনে করা উচিত অর্থাৎ এই ব্যাপারের বে বাহুলকণটা, তার জন্মই এই রহস্টা। মীমাংসার অতীত वरण यत्न इष्ट । এই ह्याकात्थ्य উष्प्रमा नग्न, भव अह ইভ্যাকাণ্ডের নুশংসভার একটা উদ্দেশ্যের প্রভীয়মান অভাব পুলিশকে -**হতবৃদ্ধি করেছে।** বাদবিতপ্রারত কণ্ঠসর শোনা গেল, অথচ মিহত মান্মোরাজেল লেম্পানাইরের কাছে ওপরে কাকেও যে পাওরা পেল না এবং ওপরে হার। গিয়েছিল তাদের দৃষ্টি এড়িরে বাইরে শ্লাৰার কোনো উপায় ছিল না, এই তথ্যগুলোর সঞ্চি রক্ষার অসভাব্যভাও পুলিশকে হতবৃদ্ধি করেছে। ঘরের বিপুল বিশৃন্ধলা; নীচের ছিকে মাথা করে মৃতদেহকে চিমনীর ওপর দিকে ঢোকানো ; স্থা মহিলার শরীরের ভরত্বর কাটা-ছেঁড়া; পূর্বে বা বলেছি তার সঙ্গে এই সব বিবেচনা এবং আবো অক্সাক্ত কথা বা এখানে বলার প্রায়েকন মনে করি না, গভর্ণমেন্ট-এজেন্টদের গর্বিত তীক্ষণ্টিকে সম্পূৰ্ণ ৰাৰ্থ কৰে ভাদেৰ শক্তিকে স্তম্ভিত কৰে দিয়েছে। অসাধাৰণকে গভীর বিবর মনে করবার যে সাধারণ অথচ স্থুল ভ্রাম্ভি পুলিল সেই আছিতে পড়েছে। কিছ সত্যের সন্ধানে যুক্তি সাধারণের থেকে বে ৰ্যুতিক্রম তারই সাহাব্যে অগ্রসর হয়ে থাকে। এখন আমরা বে সমুসভানে প্রবৃত্ত হয়েছি ভাতে আমাদের এ প্রশ্ন করা উচিত নয় ৰে 'কি হয়েছে,' তার চেয়ে প্রশ্ন করতে হবে 'এমন কি হয়েছে বা পূর্বে কথনো ঘটেনি'। সভ্যি বলতে কি, বতথানি সহজে আমি এই সমস্তার সমাধান করব বা করেছি, পুলিশের চোখে এর সমাধানের - **প্রভীরদান হুরহভা**টা ভতধানিই বেশি।

निर्वाक्-विश्वत्व जामि वक्तात्र मित्क क्रित्त बहेनाम ।

আমাদের কামবার দোবের দিকে তাকিরে তিনি বলতে লাগলেন,

—এখন আমি সেই লোকটির জন্ত প্রতীক্ষা করছি বে নিশ্চরই এই
হত্যাকান্তের সন্দে কিছু না কিছু সংগ্লিষ্ট বদিও এই কসাইগিরি
ইন্নত সে করেনি। এই অপরাবের বেটা সব চেরে গুলুতর অংশ
ইরত সে সবছে সে নির্দোব। আমি আশা করি বে আমার এই
অন্তর্মান সত্যঃ কারণ এইই গুণুর আমার এই বহুত সমাধানের

আশা প্রতিষ্ঠিত। এইখানে, এই কামবার প্রতি মুহুর্ছ আমি সেই লোকটির প্রতীক্ষা করছি। এ কথা সত্য বে সে আসতে না পারে; কিছু সম্ভাবনা এই বে সে আসবে। বদি সে আসে তাকে আটক করা দরকার হবে। এই নিন পিছুল; ব্যবহার করা দরকার হলে কি করে করতে হয় আমবা ছ'জনেই জানি।

যা ভনলাম তা বিশাস করতে না পেরেও, নিজের অক্টাতসাবেই পিজল উঠিরে নিলাম। ত্রাপ্যা বেন আপন মনেই কথা বলে বেতে লাগলেন। সমন্ধ-বিশেবে তাঁর দ্র-মনস্থতার (abstract manner) কথা ইতিপূর্বে বলেছি। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই কথা বলছিলেন, কিছ তাঁর কঠম্বর জোরালো না হলেও এমন ছিল হা সচরাচর বছ দ্রম্থ কাকেও বলবার বেলা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। শ্রুদ্ধতে তিনি দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে যাবা উঠেছিল তারা যে বিভগুলত কণ্ঠমৰ জনেছিল দেটা বে ওই মহিলাদের ছিল না সেটা জবানবন্দীর সাহায়ে সম্পূর্ণ কপেই প্রমাণিত হয়েছে। বৃদ্ধা মহিলা প্রথমে কলাবে হতা। করে শেবে আত্মহত্যা করেছেন কি না এই প্রশ্নের সদাধে আমাদের সব সংশ্ব এতেই নিবন্ত হল। তথু বিচার-প্রশালীর থাতিরেই বিশেষ করে আমি এই কথা বলছি। তা না হলে জাঁর মৃতক্সার দেহটি বে ভাবে চিমনীর ভেতরে ঢোকানো পাওয়া গিয়েছিল, ওভাবে ঢোকানো মাদাম লেম্পানাইরের শক্তির অতীত। আর তাঁর নিজের শরীরেও বে রকমের ক্ষত তা থেকেও আত্মহত্যার কল্পনা মম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বতরাং হত্যাকাও তৃতীর কারও ঘারা অম্পুর্তিত হয়েছে। এই তৃতীয় দলেরই কণ্ঠমর বিতপ্তায় ক্ষত হয়েছিল। এখন ওই কণ্ঠমবন্তলোর সম্বন্ধ যে প্রমাণ পাওয়া গেছে সে সমন্তের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ওই প্রমাণের মধ্যে বিশিষ্টতা কি ছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা বাক্। আপনি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছেন ?

আমি বললাম হে যদিও কক স্ববটি যে ফরাসীর সে সহছে সকল সাক্ষীই একমত, তীক্ষ অথবা কর্কণ (যেমন একজন এই কঠম্বনকে বর্ণনা করছেন) কঠম্বর সম্বন্ধে প্রাচুর মতানৈক্য রয়েছে।

ত্বাপ্যা বললেন, "এটা ডো হল সাক্ষ্য, কিন্তু সাক্ষ্যের গৈশিষ্টা এটা নয়। আপনি বৈশিষ্ট্য কিছু লক্ষ্য করেননি। কি**ছ** ভথাপি একটা বিষয় লক্ষ্য করার ছিল। আপনি ষেমন বলছেন সাক্ষীরা কৃষ্ণ কণ্ঠস্বৰ সম্বন্ধে সহমত, এ বিবন্ধে তারা সকলেই একমত। কিছ তীক্ষ কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে বিশিষ্টতা এই নয় বে ভারা বিভিন্ন মতের ছিল। পরত এই বে ইভালীর, ইংবেজ, স্পোনদেশীয়, হলগুনিবাসী এবং ফরাসী এরা প্রত্যেকেই এই কণ্ঠস্বর বর্ণনা করবার সময় একে বিদেশীয় কণ্ঠস্বৰ বলে বৰ্ণনা কৰবাৰ চেষ্টা করেছে। প্রভ্যেকেই নি:সংশয় যে এটা তার দেশবাসীর কণ্ঠন্বর নয়। কেউই এই কণ্ঠন্বরকে এমন জাতির লোকের কণ্ঠস্বর বলছে না বার ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, প্র তার বিপরীত। ফ্রাসীটি অন্তুমান করছে যে ওটা স্পোন-দে<sup>ন্সা</sup>রেব কঠবৰ; স্প্যানিশ ভাষা জানা থাকলে সে কিছু কথা বুৰতে পাৰত। फामान वनाइ त था। क्वामीय क्षेत्रत हिन, कि अथ तना स्ताह দেখছি বে করাসী ভাষা না জানার সাক্ষীকে দোভাষীর সাহায্যে দেব করা হরেছিল। ইংরেজ মনে করছে ওটা জার্মানের গলা বলে, কিঙ সে আমমি ভাষা বোষে না। স্প্রানিরার্ড 'নিস্চিত' জানে ব को हैरतसम्ब नेना किन्द्र म 'केलानरंगन क्यी' मरबहे क नकम मान करन কারণ ইংরেজী লে খোটেই জানে না । ইডালীরান বিশাস করে বে ওটা কলের গলা কিন্তু কথনো লে জলিরাবাসীর সজে কথা বলেনি। আর একজন করাসী,—প্রথম করাসী থেকে ভির—তার মতে ওটা ইডালীরানের গলা এবং ইডালীয়ান ভাষা না জানার দক্ষণ লগানিয়ার্ডের মন্ডই উচ্চারণভঙ্গী লেখে তার ওই দৃচ্চির্যাস হয়েছে। এখন কি বিচিত্র এবং জসাধারণ সেই কঠন্বর বার সম্বন্ধে এই রক্ষমের জ্বামরক্ষী দেওরা যেতে পারে। যার উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যে ইউরোপের প্রচিটি বছ বছ দেশের অধিবাসীর: কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পারনি। আপনি কর্ষতে পারেন ওটা এশিরাবাসীর—আফ্রিকারাসীর গলা হতে পারে। পারীতে এসিয়াবাসীও বেশি নেই। আফ্রিকারাসীও বেশী নেই। কিন্তু এই জন্তুমানকে জন্মীকার না করে জামি তথু তিনটি বিষরের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এক জন সাক্ষী এই কঠন্বরকে ভীক্ষা না বলে কর্মশা বলেছে; আর হুঁজন একে 'দ্রুত' এবং 'জ্বামান'। কোনো সাক্ষীই কথা জথবা কথাব মত শক্ত ওনেছে বলেনি।

"আমি জানি না" ছাপাঁ। বলতে লাগলেন, "এ পর্যস্ত আমি আপনার মনে কি ধারণা উৎপন্ন করেছি। তবে এ কথা আমি বিনা ধিশায় বলব বে ভবানবন্দীর শুরু এই জংশ থেকে— কক্ষ আর তীক্ষ কঠম্বরের সম্বন্ধে বে জংশ তা থেকেই যে সম্বত জন্মান (deduction) করা বেতে পারে তা এমন সন্দেহ উৎপন্ন করবার পক্ষে বথেই, যার সাহায্যে এই রহস্যের কারণামুসন্ধানের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। আমি 'সম্বত জন্মান' বলার আমার সবটা বক্তরা প্রকাশ পায়নি। ধামি বলতে চেরেছিলাম বে, ওই জন্মান গুলোই একমাত্র সম্বত জন্মান আর ওগুলো থেকে একটি সন্দেহ জনিবার্য ভাবেই জেগে ওঠে। সেই সন্দেহটা কি তা কিন্তু আমি এখনও বলছি না। আমার এইমাত্র উছা যে আপনি মনে বাথবেন আমার কাছে ওই সন্দেহ এত প্রবল হয়েছিল বাতে সেই কক্ষে আমার জন্মান জন্মান একটা নিলিত রূপ ধারণ করেছিল, একটা বিশেষ দিকে গতিপ্রবণ যেছেল।

" করনায় চলা যাক এবার সেই কক্ষে। এখানে আমরা প্রথম কৈসের সন্ধান করব ? খনেরা কি উপায়ে বেরিয়েছে ভার। এখানে টা বলা বাছলা হবে না ৰে আমনা কেটই অতীন্সিয় ব্যাপারে বিখাস <sup>া</sup>রি না। মালাম এবং মাল্মোরাজেল লেম্পানাইরে ভূতের হারা <sup>াহত</sup> হননি। **এই হত্যাকারীরা ভৌতিক এবং ভৌতিক** উপারেই লাবন করেছিল! কিছ কেমন করে ? সোভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে ক্তিৰ প্ৰণালী একটি, সুক্তরাং এই যুক্তি আমাদেৰ একটি ্ষ্টিভ সিম্বান্তে পৌছাতে বাধ্য। এক এক করে নির্গমনের <sup>ৰুব উপায়ন্তলি প্ৰীকা করে দেখা বাক। এটা স্পাইই বে</sup> াকের দল বধন সিঁডি দিয়ে উঠছিল তখন থানতা সেই <sup>ক</sup> ছিল বেখানে মাদমোয়াজেলকে পাওয়া গেছে কিছা তার পাশের ক অভত: পকে। পুতরাং এই ছটি কক থেকেই তথু বেবোনোর ী খুঁজতে হবে। পুলিশের লোকেরা মেঝে খুঁড়ে ফেলেছে, ছাত <sup>ড়াছ</sup>, দেয়ালের গাঁখনিকে প্রভাক দিকেই খুঁড়েছে! তাদের <sup>কঁ দৃষ্টি</sup> থেকে কোনো গুপ্ত নিৰ্গম-পথ এড়িয়ে যেতে পাৰেনি। ্ৰতাদের চোখের উপর বিবাস না করে আমি নিজের চোখেই नो करबिहा काटना छछ नथह तथादन तहे। वक्रवात नरथ

বে হ'টি দোব সেই কক হ'টি থেকে, সেগুলো ভালো ভাবে তালা বছ ছিল, বাব চাবি ছিল ভেডর দিকে। চিমনীগুলোর বিকে দেবা বাক। বদিও অগ্নিকুণুগুলোর ওপর আট দশ কুট অবধি ওপ্তলার বাক। বদিও অগ্নিকুণুগুলোর ওপর আট দশ কুট অবধি ওপ্তলার মায়লি বক্ষের চওড়া তবু সমস্তটা চিমনীর ভেডর দিয়ে একটা ক্রেরালও বেডে পারবে না। এই সব দিকু দিয়ে বেরোনো বধন একেবারেই অসন্তব তথন একমাত্র জানালাই বাকী বইল। সামনেই অবের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পথের ওপরকার ভিড্রের মৃতি এজিকে পালানো একেবারেই অসন্তব। সভবাং খুনেরা পেছনের ক্রেরালালা দিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে। নি:সংশায়ত উপায়ে বধন আমারে এই সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছি তথন আপাত প্রতীয়মান অসন্তাব্যভার দক্ষণ এটাকে বর্জন করা মৃত্তির দিকু দিয়ে অসক্ষত। এখন আমানের ক্রেরল এইটে প্রমাণ করতে হবে যে আপাত প্রতীয়মান অসভাব্যভার ওলো বাস্তবিক 'অসন্তব' নর।

"ওই ককে হ'টি জানালা; একটি আসবাব-প্রের ছারা অবক্ষণ নর, সম্পূর্ণ দৃষ্টিগম্য। অন্ত জানালার নিয়াশটো ভারী পালছেইই মাথাটার জন্ত দৃষ্টিগম্য। অন্ত জানালার নিয়াশটো ভারী পালছেইই মাথাটার জন্ত দৃষ্টির আড়ালে; কারণ ওটাকে ঠেলে জানালার পাতে, লাগানো হয়েছে। প্রথম জানালাটা ভেতর থেকে ভালো করে আটকানো পাওয়া গিয়াছিল। যারা ওটাকে ওঠাবার চেষ্টা করেছিল ভারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও পারেনি। ওই জানালাটার ফেকেরই বাঁ দিকে একটা বৃহৎ ছিল্ল করা ছিল এবং একটা খুব শক্ত কাঁটাই একেবারে মাথা পর্যন্ত বসানো ছিল তাতে। অন্ত জানালাটা পরীক্ষাকরেও তাতে ওই রক্ষেরই একটা কাঁটা ফিট করা আছে দেখা গেল। এই সাসিটাকে ওঠাবার প্রহল চেষ্টাও বাব হল। পুলিল সম্পূর্ণ বিধাসকরে নিল যে, ওই জানালাভলো দিয়ে নির্গমন ঘটেনি। আর এই কারণেই কাঁটাটা বার করে জানালাভলো থোলা অনাবঞ্চক বাছলা বলে বিবেচিত হয়েছিল।

"আমার নিজের পরীকা একটু বেশি খুঁটিয়ে করেছিলাম **আর ভার** কারণটা আমি এইমাত্রই বলেছি—কারণ আমি জানতাম বে **এইখালে** বা সব অসন্তাব্য বলে মনে হছিল সেগুলো বাস্তবিক তা ন**র এটা** প্রমাণ করতেই হবে।

 এই কাষ্য থেকে কারণাত্রসন্ধানের পছতি ধরে আমি এই ধন্ধনের চিন্তা করতে অগ্রসর হলাম। হত্যাকারীরা নিশ্চয় **এই জানালা**-গুলোর একটা দিয়ে পালিরেছিল এটা যখন স্থিব তথন তারা সার্লি-গুলো যে বৰুম বন্ধ দেখা গিরেছিল ভেডর থেকে সে ভাবে আবার ৰছ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই যুক্তিটা **সভাস্ত সো<del>লা</del>** বলেই পুলিশ এই দিকে আর খুঁটিয়ে দেখা বন্ধ করেছিল। কিছ তবু সাসিগুলো বন্ধ ছিল। পুতবাং সাসিগুলোর নিশ্চরই নিজে থেকেই বন্ধ হবার ক্ষমতা আছে। এই সিৰাম্ভ ছাড়া আর কোনো দিকে যাবার উপায়ই নেই। আমি অবারিত **জানালাটার কাছে** গেলাম, সেই কাঁটাটাকে একটু কষ্ট করে বার করে সাসিটাকে ওঠাবার চেষ্টা করলাম। আগে থেকেই বেমন ভেবেছিলাম, আমার সমস্ত প্রয়াস প্রতিহত হতে লাগল। তথন আমি বুবলাম বে কোনো গুপ্ত স্পি: নিশ্চয়ই আছে। আমার ধারণা এই ভাবে সমর্থিত হওরার আমি এটা দ্বির বুঝলাম যে, আমার premises (প্রাথমিক ধারণাটা ) অন্তত: ঠিক আছে, কাঁটা সংক্রান্ত ব্যাপারটা তথনও বভট্ট রহক্ষমর মনে হোক। শীগ গিরই সতর্ক অগ্নসমানের পর ৩৩ শিগুটা।

আবিহৃত হল। ওটাকে চেপে আমি বা আবিহার করলাম ভাতে বছাই হয়ে আমি সাসি ওঠাতে বিরত হলাম।

\*কাটাটাকে এবার বথাস্থানে রেখে, ওটাকে বেশ মনোবোগ সূহকারে নিরীকণ করতে লাগলাম। কোনো লোক এই বাভারন **দিবে বেরিয়ে পিরে** ওটাকে আবার বন্ধ করতে পারে এক ভাতে জিটোও আটকে দিতে পারে সাসিটাকে. কিছ বাঁটাকে আবার 'সেখানে ঢোকাতে পারে না ৷ এ সিদ্ধান্ত সোন্ধাই ছিল, সুতরাং **আবাৰ অনুসদানের** ক্ষেত্র আরো সঙ্কীর্ণ হরে এল। হত্যাকারীরা **ভা হলে নিশ্চর অন্ত** জানালাটা দিয়ে পালিয়েছে। প্রত্যেক সার্সির িশং একই ধরণের এটা ধরে নিলে—কারণ এটাই সম্ভব—কাঁটা-হলোর মধ্যে 'নশ্চয়ই কোনো পার্থক্য আছে ; অস্তত: ভাদের বসানোর -**প্রধালী**টা ভিন্ন না হয়েই পারে না। পালত্তের ক্যান্থিসটার ওপর **উঠে, পালত্বের মাথার দিকের খাড়া ভক্তাটার ওপর দিয়ে দিতীয়** ভানালাটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। ভক্রাটার পেচনে হাতটা নামিরে আমি স্পিটাকে বার করে সেটাকে টিপে দেখলাম যে আমার ধারণার অমুরূপ, এটাও সেই অন্ত স্পিটোবই মতে। এবার আমি সেই কাঁটাটার দিকে ভাকালাম, এটা সেই কাঁটার মতই সম্বত আর ফিট করাও ছিল সেইটেরই মতো প্রায় মাথা পর্যান্ত बगाजा।

**"আপনি বলবেন আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। যদি** ভাই মনে করে থাকেন, তা হলে আপনি আমার (induction) আনুষানন্তলোর স্বরূপ বৃহতে পারেননি। আমি একটুও ভ্যাবা-চ্যাকা খাইনি। আমার সন্ধান-সূত্র এক মৃহুর্তের ভরও ছিল্ল হয়নি। আমার যুক্তি-শৃঝলার একটি প্রস্থিও তুর্বল ছিল না। আমি রহস্তকে তার শেষ সীমা পর্যস্ত অনুসরণ করেছি আর সেই দীয়ার ববেছে ওই কাঁটা। এই কাঁটাটা অন্ত জানালায় বে কাঁটা ছিল ৰাছত: ঠিক সেইটের মতই ছিল সব দিক দিয়ে। কিন্তু এই তথাটি ৰভ চৰম এবং নিশ্চিভই মনে হোক, কখন একে এই কথাটির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা বার বে সমস্ত সন্ধান এইপানে এসে থেমেছে, তথন এই ভব্যকে সম্পূর্ণ মিখ্যা বলভেই হবে। আমি ভাই মনে মনে বললাম বে, এই কাঁটার মধ্যে নিশ্চর কিছু গোলমাল আছে। আমি স্পর্ণ করলাম ওটাকে; মাথাটা প্রার সিকি ইঞ্চি ডাঁড়া সহ আমার আছুলের সঙ্গে উঠে এল; কাঁটার বাকী ডাঁড়াটা সেই ভিক্ৰটাৰ মাবেই ছিল বেখানে সেটা ভেডে গিয়েছিল। আপেকার ভাষা ছিল এটা, কারণ ভাষা কিনারাটা মরচে-ধরা ছিল আৰু মুল্যতঃ ভটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ভাঙা হবেছিল বাতে কাঁটার ছাখার জলেটা থানিকটা সাসির মধ্যে বসে গিয়েছিল। তথন আমি ামাৰধানে মাধার জপেটা বেখান থেকে নিয়েছিলাম, জাবার সেধানে বেখে ছিলাম, মতে হল ঠিক আন্ত কাটাটিট আছে, কারণ ভাঙা আংশটা দেখা বাছিল না। স্পিটোকে চেপে সাসিব কয়েক ইঞ্চি ষ্ঠালালাম, কাঁটাৰ মাখাটা সাসিব সঙ্গে উঠে গেল সাসিব মধ্যে ৰ্ম্মীটা অবস্থায়ই। জানালাটা বন্ধ ক্রলাম তথন আবার পূর্ণাঙ্গ ৰাটাৰ চেহাবাটি সম্পূৰ্ণ কিৰে এল।

এই অবধি তো বছস্যের মীমাংসা হল। হত্যাকারী সেই জানালা দিরে পালিরেছিল কেটা পালছের সামনাসামনি ছিল, সে বেবিরে ক্ষাবার পয় সামিটা যথম নিজে নিজেই পড়ে পেল অথবা ইচ্ছে করেই বৰ্ধন সেঠা ভেজিবে দেওৱা হল তথ্য শিশুবৰ তত ওটা বন্ধ হরে গোল।
পূলিশ ভূল করে শিশুবের কাজটাকে কাঁটার কাজ বলে মনে কর্মেছল
— আর সেই জন্মই অধিক অন্তুসকান নিআরোজন বলে বিবেচিত
হরেছিল।

<sup>®</sup>এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে **অবভরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে।** জাপনার সঙ্গে বর্থন বাড়ির পেছন দিকে ইেটে গিয়েছিলাম তথ্নই এ সম্বন্ধে সম্ভোবজনক সমাধান পেরেছিলাম। আলোচ্য জানালার প্রায় সাডে পাঁচ ফুট নীচে দিয়ে তড়িং-বাহক দশুটি গেছে। এই দশু থেকে বাভায়ন দিয়ে প্রবেশ করা তো দুরের কথা, ৬ই অবধি পৌছানোও কারো পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম বে সামিওলো একটু অন্তত ধরণের, পারী-নিবাসীরা বাকে ferrades বলে থাতে. আজকাল এ ধরণের সার্দি বদিচ কদাহিৎ লাগানো হয়ে থাকে, লিছ এবং वृत्कांत्र थ्व व्याठीन वाफ़ीक्टलाय कि व्यायहे (मथा याय) এগুলো সাধারণত: দোবের মতো—ফোল্ডি: দোরের মতো নয়, এ৪ নীচের অংশটা ভাষবিওয়ালা (latticed) যা হাত দিয়ে ধরা যায় বেশ ভালো ভাবেই। এই জানালার সাসিগুলো পুরো সাড়ে তিন ফুট চওড়া। যথন আমরা ওপ্তলোকে বাড়ীর পেছন দিকু থেকে দেখি তথন ওওলো আধ-খোলা অবস্থায় ছিল—অখাৎ ওওলো দেয়ালের সঙ্গে লম্বা ভাবে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত: প্রসিশ এবং আমি বাডীর পেছনটা নিৰীকণ কৰেছিলাম ; কিছ.ভাহলে পৰে, ওই ferrades-গুলোর দিকে তাদের বিস্তারের সমস্থতে তাকানোর দরণ, তারা এর বিপুল বিশ্বতিটা লক্ষ্য করেনি কিম্বা আর বাই হোক, এর সম্বন্ধে যথোপরুক্ত বিবেচনা করেনি। আর বাস্তবিক ওই দিকে বেরোনো সম্ভব নয় এই ধারণা করে নেবার পর অভাবত:ই তারা ওদিকে নিভান্ত সাধারণ ভাবে চোধ বুলিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে কিছ এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ল বে পালকের সামনা-সামনি বাভারনের সাসিটা সম্পূর্ণ ভাবে ঘুরে গেলে সেটা ভড়িৎ-বাহকের ছ' কুটের ভেতরে চলে বের্ডে পারে। এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারা পেল বে, অতি অসাধারণ কর্মপটুতা এক সাহসের সাহাবো ভড়িৎ-বাহক থেকে বাভায়নে প্রবেশ করা বেভে পারে। এখন সার্সিটা সম্পূর্ণ খোলা ছিল ধরে নিলে পর, তার ঠিক আড়াই ফুটের ভেতর থেকে কোনো দস্তা জাক্রিটাকে শক্ত করে ধরতে পারে। তার পর ভড়িংবাহক দওটা ছেড়ে দিরে দেরালে ভালো করে পা চেপে ভাথেকে লাফিরে সামিটাকে বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে ঠলা দিতে পারে। জার বদি বাভারনটাকে খোলা ছিল বলে <sup>মনে</sup> করা যার, তা হলে কক্ষের ভেতরও গিরে পড়তে পারে।

"আপনাকে বিশেষ করে সরশ রাখতে বলছি যে আমি এতথানি বিশক্ষনক এবং কঠিন কাজে সাফল্য লাভ করার পক্ষে বে অতি অসাধারণ কর্মপটুতার প্রয়োজন সে কথা বলেছি। আমি আপনাকে প্রথমতঃ এটা দেখাতে চাছি বে, এ কাজটা সন্তব, কিব বিতীরতঃ এবং প্রধানতঃ আমি আপনার মনে ওই কাজের সাম্প্রের জন্ত বে পতিপটুতার (agility) প্রযোজন তার স্বক্রপটা বে অতি অসাধারণ এমন কি অসৌকিকের কাছাকাছি সেই ধারণাটি জাগাতে চাকি।

অবশ্যি আইনের ভাষার আপত্রি বসবেন বে আমার 'কেস'ন খাড়া করতে হলে এই ব্যাণারে বে কর্ম পটুভার প্রয়োজন সেটা<sup>ক</sup> বভটা প্রোপ্রি হঙে পারে, ভাব করে কর করে বরাই উচিত। লাইনের কেত্রে এই রীতি হডে পারে, কিছু বুজির কেত্রে নর। আমার শেব লক্ষ্য ওবু সত্য। আমার আপাত লক্ষ্য হল এই বে, বে আমারারণ কর্ম পরতার কথা বলেছি তার পালাপালি সেই অতি অভুত রক্ষের তীক্ষ্ম (অথবা কর্কশ) এবং 'অসমান' কণ্ঠ-বর্টিকে ছাপন করা, বার আতিগত বৈশিষ্ট্য সহজে কোনো গজন সাক্ষী একমত হতে পারেনি, এবং বাব উচ্চারণের মধ্যে ক্ট কোনো শক্ষাংশও (syllable) আবিছার করতে পারেনি. "

এই কথাওলো শুনতেই ছাপাঁটিৰ কথাৰ একটা অস্পাই এবং 
ক্লিটিত ধাৰণা আমাৰ মনেৰ মাৰে থেলে গেল। আমাৰ 
নে হল যেন বুৰি বুৰি কৰছি অৰচ বুৰুতে পাৰছি না ষেমন 
গোনা কৰনো স্বৰণ কৰতে গিৰে আমাৰেৰ হয় যেন মনে পঢ়ছে, 
থেচ স্পাই কিছুতেই মনে পড়ে না। বন্ধুটি আমাৰ বলে বেতে 
গেছেন।

তিনি বললেন, "দেখন, এখন নির্গমনের প্রান্ন থেকে প্রবেশের ন্ধে এসে পড়লাম। আমার বলার অভিপ্রায় এই যে, ওই একই াংগা দিয়ে আসা এবং যাওয়া হয়েছে। এখন কক্ষের ভেতবে ওয়া যাক। ভেতরের দৃশ্যটা পরীকা করা যাক। এ কথা বলা য়ছে বে টেবিলের ভ্রমারগুলো থেকে চরি করা হয়েছে, কিন্তু তা নও তাদের ভেতরে তথনও পরিখের অনেক ভিনিব অবশিষ্ট ছিল। া একটা অসম্ভব সিশ্বাস্ত। এটা ওধু একটা অনুমান, অভ্যস্ত বাংগর মত অভুমান, তা ছাড়া কিছুই নর। কি করে জানব মরা যে জয়ারে আগে বা ছিল সেই সমস্কট পাওয়া যায়নি ? াম লোম্পানাইরে এক তাঁর মেরে অত্যস্ত নিভত জীবন যাপন ্তন, কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, কদাচিৎ বাইরে বেতেন, া করবার জন্ত বেশি কাপড-চোপডের কোনো প্রয়োভন চিল না গর। এই কাপ**ড্ডলো যে কোনো মহিলার** পক্ষে বেশ ভালোই া বৰি চোর কিছু নিয়েই থাকে, তো সব চেয়ে ভালোগুলো ন কেন, আর একেবারে সবই বা নেয়নি কেন? এক কথায় াদ্য বে, দে এক-মোট কাপড নিতে গিয়ে চার হাজার ফ্রান্থের টি বা পরিত্যাগ করল কেন? সোনা পরিত্যক্ত হবেছিল। ার মঁসিয়ে মিঞো খলের বে-টাকার কথা বলেছিলেন প্রায় ই মেৰেৰ ওপৰ পাঙৱা গিৰেছিল। এই কক আমি বলতে চাই গাপনার মন থেকে আপনি ওই অভিসন্ধি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাটা <sup>ৰূৱে</sup> দিন বেটা বাডীৰ দৰজাৰ টাকা দেওৱা সৰজীয় জবানবন্দী প্লিশের মন্তিকে পঞ্জিরেছে। এর চেরে অনেক বেশি উল্লেখ-महिना- नमकाशिक डा ( Coincidence ) ( तमन होका হল কাকেও এবং দেওৱার ভিন দিনের মধ্যেই তাকে ধন করা সামাদের জীবনে প্রতি মুহুর্ছে হরে থাকে যা ক্ষণিকের জন্তও पृष्टि चाकर्ष्य करत् ना। वाता महावाजा-विश्वते (Theory Probabilities—মানবিক অমুসকানের শ্রেষ্ঠতম বস্তহলো कार्क भवी ) जात्मन ना, मिट्टे भव विश्वानीन वास्त्रियां গ্ৰুক সংঘটন ( Coincidence) দেখে সাধারণত: জ্ঞান হন। এই বর্তমান ব্যাপাবে, বদি সোনাটা চরি বেড, 🧖 তিন দিন আগে ওই জিনিষ্টা সেওৱা সমকালিক সংঘটনের <sup>3क्</sup>डर বদো পৰা হন্ত। তথন এটা অভিসন্থিয় বারণাকে

সমর্থন করত। কিছ বাজবিক ঘটনাটা বেশ্বক্ষ ভাতে বৃধি সোনাটাকে এই হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য বলে ধরা বার, ভাহতে হত্যা-কারীকে এমনই অন্থিব-চিত্ত মূর্থ বলে অনুমান করতে হর বাতে সে ভাব লক্ষ্য-বন্ত সোনাটাকেই পবিভাগ করে চলে বেতে পারে।

আমি বে-সব বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি— সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বর, সেই অসাধারণ গতিপটুতা, এই ধরণের অভুত নৃশাস সভ্যাকাণ্ডের অভিসন্ধিহীনতা—সেইগুলোর দিকে মনকে ছিব নিবন্ধ রেখে এবার হত্যাকাগুটার দিকে ভাকানো যাক। একটি নাবীকে দৈচিক বল-প্রয়োগের দাবা খাস বদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং ভার মাথাটাকে নীচের দিকে করে চিমনীর ভেতরে ঢোকানো হচেছে। সাধারণ হত্যাকারীরা এই ভাবে হত্যা **করে** না, আৰু নিহত ব্যক্তিকে এই ভাবে সরাবার চেষ্টা তো আরো কম করে থাকে। যে ভাবে শ্রীরটাকে চিমনীর ভেতর প্রবেশ করানো হয়েছে আপনি খীকার করবেন যে এটা অভাস্ত অপ্রভাষিত, হত্যাকারীকে অভান্ত জঘন্ত প্রকৃতির মনে করলেও মানবিক কর্মপন্ডত সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে তার সংক এর সঙ্গতি এতটুকুও নেই। আর যে ছিদ্রপথ **থেকে শরীরটা** নীচে টেনে আনতে কয়েক জন লোকের সন্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তাকে ওপর দিকে ঠেলে চকিয়েছিল যে-বাজি তার শক্তি বে ক্তথানি সেই ক্থাটাও ভেবে দেখন !

<sup>\*</sup>মতাস্ত আশ্চৰজনক শক্তি যে প্ৰয়োগ করা হ**য়েছিল তার** অক্তান্ত নিদর্শনের দিকে এবার তাকানো যাক: অগ্নিকুণ্ডের ওপর মান্তবের চলের থব মোটা মোটা গুচ্ছ পাওয়া গিয়েছিল। এগুলোকে গোড়া খেকে ওপড়ানো হয়েছিল। কুড়ি-ত্রিশটি চুলকেও একসতে টেনে তোলা যে বহু শক্তিসাধ্য তা আপনি ভানেন। **আপনিও** আলোচা কেশগুদ্ধলোকে দেখেছেন। তাদের গোডার খুলির মাংসও লেগেছিল—কী বীভংস সেই দৃশ্য ! এক এক বারে বে আর কয়েক লক চল টেনে ভূলেছিল ভার অগামান্ত শক্তির এটা নিশ্চিড নিদর্শন। বুদ্ধা মহিলার গলা যে কেবল কাটা হয়েছিল তা নর, माथाठीरक भरीत (थरक मण्यूर्ग विष्टिश्न करा शरहिन: माख अक्ठा রেজর ছিল তার অস্ত্র। এই কাজতলোর যে পাশবিক হিলেতা সে দিকেও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কর্ছি। মাদাম লেক্টা-নাইয়ের দেকে যে-সব আঘাত-ছিহ্ন ছিল সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। মঁসিরে ভাষা এবং তাঁর যোগ্য সহায়ক মঁসিরে এতিয়েন ৰঙ প্রকাশ করেছেন যে ওগুলো কোনো ভোঁতা অন্তের সাহায্যে হরেছে। জ্ঞালোকেবা থব ঠিক কথাই বলেছেন। স্পষ্টতঃই ওই প্রান্তবের পাপুরে মেরেটাই সেই ভোঁত। অন্ত যার ওপর পালক্ষের সামনের বাতায়ন থেকে ওই নিহত নারীর পতন হয়েছিল। এই কথাটা এখন ৰভই সোজা মনে হোক না কেন, সাসিব প্ৰশন্তভাটা পুলিশ শক্ষ্য করেনি বলেই তারা এটাও লক্ষা করেনি। কারণ ওই কাঁটার ব্যাপার থেকেই, বাভারন খোলার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাদের পর্ব্যবেক্ষণ-শক্তি একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

"এখন এই সব বিষয়গুলোর সজে সেই কক্ষের অভূত তিশৃখলার কথা বলি ভালোভাবে বিবেচনা করা বাব তাহলে আমরা একসঞ পাই অসাধারণ গতিপটুতা, অমানুষিক শক্তি. পাশবিক হিংম্রভা, অভিসন্তিবিহীন হত্যাকাও, মানুষের সাধ্যাতীত বীভংগ বিভীবিকা বিহু ছাডির লোকের কানে অপরিচিত এবং এমন কঠবর বাতে স্পাই উচ্চারিত কোনো শব্দ বা শব্দাংশও ছিল না। এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করা বার ? আপনার মনে আমি কি ধারণা উৎপন্ন করলাম ?"

্ ছাপ্যা বৰন আমার এই প্রশ্ন করলেন, আমার কেমন গা ছম্ভম্
করতে লাগল। আমি বললাম, এ কোনো পাগলের উদ্ধপ্ত পাগলের
কাণ্ড, বে কাছের কোনো পাগলা-গারদ থেকে পালিয়েছে।

তিনি উত্তর দিলেন, "কতকাংশে আপনার ধারণা অব্যোক্তিক নর।
কৈছ পাগলদের কণ্ঠখর, তাদের ভয়ানক উদ্ধু অবস্থারও, সিঁড়ি
থেকে বে অভ্ত কণ্ঠখর শোনা গিয়েছিল ভার সলে মেলে না।
পাগলার কোনো না কোনো জাতির লোক হবে, আর তাদের ভারার,
ক্যাঁ বছই অসক্ত হোক না, শন্ধাংশের মধ্যে সহন্ধতা নিশ্চয়ই থাকবে।
ভাইছো আমার হাতে বে চুল রয়েছে তা পাগলের চূলের মত নয়।
এই হোট কেশঙছেটি আমি মাদাম লেশ্পানাইয়ের দূদ্বৰ আঙ্ল থেকে
হাড়িরে এনেছি। বলুন তো এ সম্বন্ধ আপনি কি মনে করেন।

শত্যম্ভ বিচলিত হরে আমি বললাম, "হাপ্যা! এবে শত্যম শুলাবারণ চুল, এ তো মান্নবের চুল নয়!"

তিনি বললেন, "আমি তো তা বলিন। কিন্তু এটা মীমাগো
করার আগে, এই কাগজে আমি বে ছোট ছবি এঁকেছি সেটার দিকে
দৃষ্টিপাত কলন। জবানবন্দীর এক জংশে যাকে মাদ্নোরাজেল লেম্পানাইরের গলার ওপর 'কালো আঘাত এবং গভীর নথ-চিহু'
বলা হরেছে, জক্তর বাকে (মঁসিরে হ্যমা এবং এতিরেনের হারা)
কিতকভলো নীল-কালো দাগে, বা স্পাইতাই আঙ্লের চিহু' বলা হরেছিল
একী ভারই facsimile প্রতিলিপি।

আমাদের সমুখের টেবিলের ওপর কাগজখানা থুলে ধরে বন্ধু বলতে লাগলেন, "আপনি লক্ষ্য করবেন বে, এই চিত্রে শক্ত করে ছির ভাবে ধরার পরিচর পাওরা বার। আঙ্কুল ফ্লকাবার বা ছানচ্যুত হবার কোনো চিছ্কই দেখা বাচ্ছেনা। বে ভাবে আঙ্কুল দিয়ে প্রথম ধরা ছারেছিল, প্রত্যেকটি আঙ্কুল শের পর্যান্ধ—সম্ভবতঃ মৃত্যু পর্যান্ধ সেই ভাবে বরেছিল। এখন একসঙ্গে আপনি বে রক্ম ছাপওলো দেখছেন ঠিক সেই ভাবে আপনার সবন্ধলো আঙ্কুল এর ওপর রাখুন।"

चामि किही करत चकुडकार्या श्लाम।

ভিনি বললেন, "আমরা কাজটা ঠিক ভাবে হয়ত করছি না। কাগজটা সমতলের ওপর ছড়ানো রয়েছে; কিন্তু মায়ুবের গলা তো কর্মুলাকার। এই একটা কাঠের ওঁড়ি রয়েছে এর যেরটা প্রায় মায়ুবের গলার বেরেরই মতো হবে। ছবিটাকে এর চার দিকে জড়িয়ে ভার পর আবার প্রথটা কক্ষন তো।"

আমি তাই করণাম। আগের চেরেও এবার বাধা স্পাইতর হরে উঠল। আমি বললাম, "এটা কোনো মাছবের হাতের চিছ্ণ নর।" ছাল্যা উদ্ভাবে বললেম, "এখন ক্যুভিন্নের (Cuvier) বই থেকে এই অংশটা পড়ুন তো।"

এটা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপণুঞ্জের বৃহদাকার হরিদর্শ ওরাও উটাতের দৈহিক গঠন সদকে ক্ষু এবং সাধারণ ভাবে বর্ণনাম্মক বিবরণ ছিল। এই ভঙ্কপায়ী জন্মদের প্রফাও বৈর্থ্য, অমাত্ববিক শক্তি এবং কর্মপট্টভা, বস্তবিংশ্রেভা, এবং অন্তুক্রণপ্রিয়ভার কথা সকলেরই ভালো করে জানা আছে। হত্যাকাণ্ডের বিভীবিকা এক মৃহুর্ণ্ডেই আমি উপস্থিক কর্মনা। পড়া শেব কবে আমি বলগান, 'আঙ্গুলের বিভৃতির বে বর্ণনা আছে সেটা ছবির সংশ ঠিক মিলে বাছে। আপনি বে আঙ্গুলের চিহ্ন একেছেন এইখানে বণিত ওরাও উটাক্তর ছাড়া আর কোনো প্রাণীর হতে পারে বলে মনে হর না। এই হলদে চুলের গুড়ও কুটভিরের বণিত জন্তর চুলেরই সম্পূর্ণ অনুদ্রপ। কিছু আমি এই ভ্রানক রহস্তের পুঁটনাটি ব্যাপারের (particulars) সম্বৃদ্ধ কোনো ধারণা করতে পারছি না। ভাছাড়া বিছ্ডারত ছুটি ব্যাপ্র দ্বানা গিয়েছিল আর ভাদের একটি নিসংশহরূপে ক্রাসীর ছিল।"

"তা ঠিক: সাক্ষীরা জ্বানবন্দীতে একবাকো এর বংশুরে উচ্চাবিত "মঁ দিও ( হে ভগবান ! )" কথাটা আপনার মনে আছে ! এ অবস্থায় এই কথা ক'টি যে বিরত করবার উদ্বেশ্যে মিনভিত্র ভার-বাঞ্চক তা এক জন সাক্ষী (মিঠাইওয়ালা মস্তামী) হথাৰ ট বাল্ড। এই বহুত্তের সম্পূর্ণ সমাধানের আশা এই ছ'টি কথার ওপ্র প্রতিষ্ঠিত করেছি। এক জন করাসী এই হত্যাকাণ্ডের কথা জনতে পেরেছিল। এটা সম্বর্থ সম্বরের চেয়েও বেলী—বে এই হে বংলাক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এতে অংশ নেওয়া সম্বন্ধে পেকট নিরপরাধ। ওরা**ভ উটাভটা ভার হাভ থেকে পলা**য়ন করেছিল। সে হয়ত সন্ধান করে ৬ই ককে এসেছিল কিছ যে উত্তেজনাপূর্ব বালার আরম্ভ হরেছিল, সে ওটাকে আবার আবদ্ধ করতে পারিনি: ৩টা এখনও মুক্ত অবস্থায়ই আছে। আর এই সব **অন্ন**মানের অনুসরণ কর্ত্ না, এগুলোকে অনুমানের চেয়ে বেশি কিছু বলার অধিকার নেট আমার। কারণ বে সব চি**ন্ধার ওপর এই সব অনুমান এ**ছিটিড **শেগুলোকে খুব গভীর বলে আমি মনে করি না, আর অন্ত**কে সেওলো বোঝাবার মত স্পদ্ধাও রাখি না। আমরা এওলোকে স্মুম্নিই বলব আর অনুমান বলেই একের সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমি যেমন यान कविह, या उड़े कवामी **बड़े नुनः**म वावहाव मद्यक्ष निवलक्षार व्य তা হলে এ বিজ্ঞাপন, যা আমি গতরাজি ফেরার পথে ল. ১ৰ (সংসার ) পত্রিকার ( যাতে জাহান্ত সংক্রান্ত ব্যাপার ছাপা হয় এব<sup>ং হা</sup> নাবিকেরা থুব বেশি পড়ে) দিয়ে এসেছি, তাকে আমাদের বাসায় निरम् जामरव ।"

তিনি একটা থববের কাগজ আমার হাতে দিলেন, ভাতে এই বক্ষ পড়লাম:

শৃত—বুলোনের জনলে—তারিখ (খুনের প্রদিন সকাল বেল।)
একটি খুব বড় হরিছৰ বোৰিভির ওরাও উঠাত। এর মালিক বেল লানা গেছে) সম্ভোবজনক ভাবে সনাক করতে পাবলে, একে ধরার এবং রাখার থরচ দিরে নং—ক—ফার্গ সাঁৎ জার মাাতে তিনটের সমরে পেতে পারেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, শোকটা যে সাণ্টার জাহাজের না<sup>বিক্</sup>, এ কথা <del>আগনি জানলেন</del> কি করে ?

ছাপ্যা বললেন, "এটা আমি আনি লা, আমি এ বিষয়ে নিভিড নই। কিছ এই এক টুকরো কিতে রয়েছে বার আকৃতি এবং তেলেটে চেহারা থেকে স্পাইই বোঝা বার যে এটা দিয়ে নাবিকেরা বেমন লখা বেণী বাধতে ভালোবাসে তেমনি করে চুল বংবার কালে ব্যবহাত হয়েছে। তাছাড়া এই বে প্রছিটা এটা নাবিকেরা ছাড়া অল লোকেই জানে আর মান্টাবাসীকের মারেই এটা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। তড়িং-বাহক লখেন নীচে আমি এই ফিতে কুড়ির পেয়েছিলাম। মৃতদের মাঝে কারো এটা হতে পারে না। এট চিত্ৰ থেকে আৰি যে অভুমান করেছি (বে এই করাসীটি মান্টার লাহাকে নাবিক ) বদি তা ভুলই হয় তবু বিজ্ঞাপনে যা লিখেছি লাতে কারো কোনো খনিষ্ট করা হয়নি। যদি আমি ঠিক ছট, দাতে একটা মন্ত লাভ আছে। হত্যা সৰ্দ্ধে নিরপ্রাধ হয়ে অখ্য তার কথা জেনে সেই করাসী স্বভাবতই বিজ্ঞাপনে সাভা দিতে—ওবাঙ **উটাঙটাকে চাইতে—ইডন্ত**ত: করবে। সে এই লাবে চিন্তা করবে: আমি নিরপরাধ, আমি দরিদ্র, আমার গ্রাং উটাভটা থবট দামী, আমার অবস্থার সোকের পক্ষে এটা ুক মহা সম্পদ, মিথ্যা বিপদের আশক্ষা করে কেন এটাকে গাহাব গ এই তে। আমার হাতেই এসে প্রভৃত্তে। হত্যাকার থ্যানে হ্রেছে সেখান থেকে অনেক দূবে বুলোনের ক্রক্তুক াক পাশ্যা গেছে। কেমন করে এমন সন্দেহ হবে হে. এটাই হলা করেছে। পুলিশ কিছু বুঝতে পারছে না, কোনো বক্ষ স্থান পায়নি ভারা। যদি বা তারা ভর্টাকে অপুরাধী বলে ধরে গ্ৰামি যে সে কথা জানি তা প্ৰমাণ কবতে কিছা আমি জানি বলে জ হল তার সঙ্গে আমাকে লোবী করা অসম্ভব। তাছাড়া আমাকে ছেনে ফেলেছে। বিজ্ঞাপনদাতা আমাকে জভুটার মালিক বলে বর্গনা করছেন। ঠিক জানি না, তিনি কত দুর কি জানেন। এই মহামূল জন্তা বা আমার বলে জানা হয়ে গেছে, যদি আমি দাবী না করি, তা হলে জন্তুটার ওপর অন্ততঃ সন্দেত হবে। জন্তুটার প্রতি কিম' নিজের প্রতি **আমি কারো দৃষ্টি আ**কর্ষণ করতে চাই না। <sup>বিদ্যাপনে</sup> সাড়া দিয়ে ওরাও উটাঙটাকে নিয়ে কিছু কাল লুকিয়ে ৰাথৰ যত দিন এই ব্যাপাৰটা চাপা না পড়ে যায়।"

এমন সময় সিঁ ড়ির ওপর পায়ের শব্দ শোনা গেল।

ছাপাঁ৷ বললেন, "পিজলগুলো নিয়ে তৈরী থাকুন, কিছ আমি ইসারা না করা পর্যান্ত ওওলো ব্যবহারও করবেন না, দুধাবেনও না।"

াটীর অনুথের দরকাটা খোলা রাখা ছিল, ঘণ্টা না বাজিরেট সে প্রবেশ ক'রে সিঁডির করেক ধাপ এগিয়ে এল। কিছু তার পর বেন সে ইতজ্কত: করতে লাগল। তথনই শোনা গেল সে নেমে ছল গাছেছ। ছাপাঁ। ক্রত দোরের দিকে এগিয়ে বাছিলেন এমন গম্ম আবার তাকে ওপরে আসতে শোনা পেল। ছিতীয় বার আর সে কিবল না. ছির সহল হলে সে উঠে এসে আমাদের ঘরের দোরে টাকা দিল।

<sup>উংকৃত্র</sup> এবং সহাদয় কঠে ছাপাঁা বললেন, "ভেতরে আহন।"

এক জন লোক প্রবেশ করন। স্পষ্টত:ই লোকটি নাবিক, গীর্থকায় বলিষ্ঠ পেশ্ববিছল লোক, মুখে একটা অতি বেপরোয়া ভাব, একেবারেই বে দেখতে খারাপ তা নর। অত্যন্ত রৌদ্রদন্ধ মুখ্থানির অর্থিকের বেশি লাভি-গোঁকে আজ্বর। তার হাতে ছিল মস্ত একটা ওক কাঠের লাঠি কিছ তাছাভা নিরল্প বলেই মনে হচ্চিল। সে এwkwardly নম্বার করে করাসী ছাঁদে আমাদের ওভ সধ্যা জানালে, বদিচ উচ্চারণভলীটা কভকটা neufchatellish, তথাপি গারিগীয় নিদর্শন ভাতে বধেই ছিল!

যাপা। বললেন, "বস্থন, বন্ধুবর, আমার বোধ হয় আপনি <sup>বারত</sup> উটাতটার ল**াদার্ক এসেছেন। স্বত্যি বলছি আপ**নার সম্পত্তির

প্রতি আমার এক বকম লোভ হরেছে বললেও হব। খুব চমৎকার আর নিঃসন্দেহ খুবই মৃল্যবান্ জানোয়ারটি। ওটার বয়স কভ বলে মনে হয় আপনার ?

ষেন একটা হর্ব ছার খেকে মুক্ত হরে স্বস্থির দীর্ঘনিখাস ভ্যাপ করে নাবিক উত্তর দিলে, "তা আমি বলতে পারি নে, ভবে চার-পাঁচ বছরের বেশি হবে না। ওটা কি আপনার এখানেই আছে ?"

ঁনা, না; এখানে রাথার কোনো স্থাবিধে নেই। কাছেই র তা বুর্গের আন্তাবলে (livery stable) আছে। সকালে নিভে পারেন। অবশ্য আপনি ওটাকে সনাক্ত করতে পারবেন ?"

°নিশ্চয়, মণায়।"

"ওটা দিতে জামার কট হবে" বললেন গুপা।

"মশাই, আপনি যে এতটা কট্ট স্থীকার করেছেন সেটা বৃধা যাবে না! সে-বক্ম আমি আশাই কবিনি। এই জ্বটাকে পাওৱার জ্লু, আপনাকে যা কিছু সঙ্গত, পুৰস্কার দিতে আমি থুব রাজী।"

আমার বন্ধ উত্তর করলেন, "থুব ভালো কথা নিশ্চয়। ভেবে দেখি। কি চাই আমি ? ও হাঁ, বলচি, আমার পুরন্ধার হবে এই। কু মর্গের হত্যাকাগুগুলোব সম্বন্ধে আপুনার ব্যাশক্তি সম্প্র তথ্য আমাকে বলতে হবে আপুনাকে।"

শেষের কথাগুলো হ্যুপ্যা ঋত্যন্ত নিমুক্তে এবং ঋত্য**ন্ত শান্ত** ভাবে বললেন। খার তেমনি শান্ত ভাবে দোরের কাছে গিরে তাতে তালা দিয়ে চাবিটা নিজেব পকেটে বাধলেন। ভার পর তিনি বৃক থেকে পিশুল বাব করে একটু উত্তেজিত না হয়ে টেবিলের ওপর রাধলেন।

নাবিকের মুখটা লাল হয়ে উঠল, যেন তার নিখাস রোধ হয়ে আসছিল। সে গাড়িয়ে উঠে লাঠিটা ধরল। কিন্তু পরমুহুর্ভেই ভয়ানক কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল আর মুখটা তার মৃত্যু-বিবর্ণ হয়ে গেল। একটি কথাও বলল না সে! আমার হৃদয় তার জন্ম করুণায় ভবে গেল।

দয়ার্জ স্বরে বন্ধু বললেন, "বন্ধু, আপনি বুণা শক্তিত হচ্ছেন; সত্যি বৃহছি। আমরা আপনার কোনো রকম অনিষ্ট কামনা করিলে। আমাদের ভদ্রতার এবং ফরাসী নামের শৃপথ করে বলছি আপনাকে. আমাদের কোনো অনিষ্ঠ করবার অভিপ্রায় নেই। আমি ধুৰ ভালো করে জানি বে, কু মর্গের নুশংসকাণ্ডের সম্বন্ধে জাপনি সম্পূৰ্ণ নিৰপৰাৰ। কি**ছ আ**পনি এৰ সঙ্গে কতকটা জড়িভ সে কথা অস্বীকার করলে চলবে না। যা আমি বলেছি ভা খেকেই আপনি অবশা বুঝতে পারছেন যে এই ব্যাপার সম্বন্ধে এমন উপারে আমি থবর পেয়েছি যা আপনি স্বপ্নেও বল্পনা করতে পারবেন নাঃ এখন বাাপারটা হচ্ছে এই। আপনি এমন কিছু করেননি বা আপনি না করলেও পারতেন আর নিশ্যুট আপনি এমন কিছুই করেননি বাতে আপনাকে অপরাধী করা বেতে পারে। আপনাকে ডাকাভির অপরাধেও অপরাধী করা চলে না বদিচ আপনি নির্ভয়ে ডাকাতি করতে পারতেন। আপনাব গোপন করবার কিছই নেই। অপর পক্ষে আত্মসন্মানের থাতিরে আপনি যা কছু জানেন ভা স্বীকার করতে **আ**পনি বাধ্য। বে-অপরাধের আসামীকে আপন্তি দেখিরে দেখিরে দিতে পারেন। সেই অপরাধে এক জন নিরপরাধ वाफि अध्यक्त शत कराप शत बरवाड ।"

্ স্থাপ্টা কৰন এই ক্ষাপ্তলো বৰ্ণনাৰ্ট্, ক্ষম সেই লোকটি আপনাৰে ক্ষমেকথানি সামলে নিলে, কিন্তু ভান্ধ-প্ৰথমকাৰ সাহসিক জকী। সংস্পৃতি হয়ে লেগ।

একটুখানি থেমে বলন সে, 'ভগবান আমার সহার হোন। এই बागिएक वाधि या कि छानि गरहे रमर। कि छानि या रमएक ুবা**ন্দ্রি ভার অর্থেক্ত বে আপ**নারা বিবাস করংবন তা আমি আশা ৰবী নে, যদি কৰি ভা হলে আৰি নেহাৎ বোকা। ভৰু আমি क्रिक्शेंब-, विक सक्कार्क वृद्ध क्षेत्र, कर् कामि जब क्थारे तनव। 🖖 ेलां कंटि व। क्लम छ। সংক্ষেপে এই।। किছু काम इन সে ভাৰতীয় **শীপশুষ্ঠ ভাষণে পিয়েছিল। যে দলে সে ছিল সেই দল বোর্ণিওতে নেমে** সেই ঘীপের অভান্তরে প্রবেশ করে প্রমণানব্দের উদ্দেশ্যে। সে এবং काब अक माबी वह व्याख केतेबतारक बरव । अक्रीकि मारा बाव्याय এটা একাজ ভাবে ভাবই অধিকাৰে আসে। বন্দী জভটার অনমনীয় ক্রিফ্রেডার অভ কেরার পথে অনেক ব্যাণা ভোগের পর অবশেষে সে ভটাকে ভার পারীত্ব নিজের বাসায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এখানে আভিবেশীদের অগ্রীতিকর কৌতৃহল থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আহাতে ওটার পারে আঘাত লেগে বে যা হয়েছিল সেটা মা সারা পর্বস্থ সে সাবধানে ওটাকে নিভুতে রাখে। তার শেব সক্ষ্য ছিল জ্ঞীকে বিক্রম করবার।

সেই রাজিরে, অথবা হত্যাকাণ্ড বে ভোরে হর তথন, সে করেক আন নাবিকের সঙ্গে প্রমোদে কাটিরে বাড়ী কিবে দেখে বে পাশের হরে বেখানে তাকে স্থাকিত অবস্থার রাখা হরেছিল বলে মনে করা গিরেছিল, সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে কস্কটা তার বিছানা দখল করেছে। সাবান-ফেনা লাগিরে রেজর হাতে সে আরনার সামনে বসে কামানোর ক্রে কিবছিল, বে কাল করতে সে তার মালিককে ওই কক্ষে চাবি লাগানোর ছোঁলা দিরে নিশ্বরই দেখেছিল। এই হিংল্ল জানোরারের হাতে এই ভরত্বর অল্প দেখে যা সে খুব ভালে: বক্ম ব্যবহার করতে পারত, সে ভীত হয়ে কি বে করবে বুবতে পারল না। কিন্তু সে এই লভটাকে অত্যন্ত কিন্তু অবস্থারও একটা বেতের সাহায্যে লাল্ড করতে অভ্যন্ত ছিল, এবারেও সে ভাই করতে অগ্রসর হল। বেতটা দেখে জরাছ উটাছ তথকণ কক্ষের দোর দিয়ে লাফ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেল। ভার পর হুর্ভাগ্যবশত্য খোলা একটা জানালা দিয়ে বাভার নেমে গেল।

সেই করাসী হতাশ হরে তার অনুসরণ করতে লাগল; বনমান্থবটা তথনো হাতে বেজর নিরে মাবে মাবে থামতে লাগল আর পেছনে তার অনুসরণকারীর দিকে তাকিরে অঞ্জন্তলী করতে লাগল। অবপেবে লোকটি প্রার তার কাছে এসে পড়ল। এমনি করে পশ্চানারন চলল অনেকক্ষণ থরে। রাজাভলো তথন ভীবণ নিজর। রাত প্রার ভিনটে তথন। ক্ষ মর্গের পেছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেতে-ক্ষেডে পলাতকের দৃষ্টি মাদাম দেশ্যানাইরের বাড়ীর চার তলার ক্ষেত্রের থোলা জানালা দিয়ে বে আলো অলছিল সেটার দিকে আরুট্ট কল। এই বাড়ীর দিকে ছুটে গিরে ওটা তড়িংবাহক কথটো দেখতে পেরে অক্যানীর ক্ষেত্রতার সঙ্গে উঠে গিরে জানালার সাসিটাকে আঁকছে ধরল বেটা সম্পূর্ণ ভাবে থোলা থাকার ক্ষেত্রতার গারে লেগেছিল। তার পর সাসিটার সাহাব্যে সোজা পালকের মাথার ওপর দিয়ে পড়ল। এই ব্যাপারটা হতে এক মিনিটও লাগল না। কছে

ब्रायन करत थ्याह केरीको नानु त्यात नानाव नानिर्वाद क्ष

ইভিমধ্যে নাবিক আনশিত হল, বিরভও হল। তার ধর चामा इन त वांत कालावाबहारक त्म रकी कहार भारात। কারণ বে কাঁছে ও সাহস করে চুকেছিল ভা থেকে মণ্ডটি ছাড়া কোনো উপাবে পলায়নের আরু পথ ছিল না, স্বভরাং নামবার সময় এইখানেট ভাকে আটক করা বেভে পারবে। অপর পাক ইছেগোরও বর্ষে ৰাৱণ ঘটাছল বাডীর ভেডরে কি ক'রে বসবে ছেবে। এই প্রবর্থী ভাবনাটাই তাকে প্লাছকের অন্তসর্প কংতে প্রেরণা দিতে লাগল। তডिংবাহক দশু বেছে छो। किছ वरिन नव, विष्यर्थः नावित्वव পক্ষে: কিছ বখন সে জানালা পৰাত্ত উঠে গেল, বেটা তার বা গিকে বেশ গরে ছিল, তার গতি থেমে গেল। বেখান থেকে কক্ষের অভান্তরটা দেখা যেতে পারে ভার বেশি অবাসর হওর। একেবারেই অসভব চিল। এই দেখে তার এমন ভর হল বে. সে ৬ই দণ্ড থেকে হাত ক্সকে প্রায় পড়েট গিয়েছিল। ঠিক এমনি সময় রাত্তি ভেদ করে সেই ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি উঠতে লাগল, বাতে ক্ল মর্গের অধিবাসীবা ব্য থেকে केकिंकि इस्त्र केर्तिहरू। भाषाम क न्यानाहेस्त्र द्वः कांत्र स्याह রাত্রিবাস পরিচিত অবস্থায়, যে লোহার সিন্দুকের কথা বলা চয়েছে সেইটেকে কক্ষের মারখানে এনে ভাতে বোধ হয় কিছু কাগৰ-পত গুছোভিলেন। সিন্দুকটা খোলা ছিল, ভাব ভিনিষ-পত্ৰ াাল মেৰের পড়েছিল। নিহত নারীব্য় নিশ্চয়ই জানালার দিকে পিঠ করে বঙ্গেছিলেন। সম্ভবত: আনোয়ারটার প্রবেশ করা আর ৬ট টাংকার-ধ্বনিব মাৰে বে সময় অভিবাভিত চয়েছিল ভা থেকে মনে হচুটে ভারা তৎক্ষণাৎ এটাকে দেখতে পাননি। স্বভাবত: সামির নংগ্র শব্দটা ভারা হাওয়ার দক্ষণই মনে করে থাকবেন।

নাবিক ব্যন ককাভাস্করে দৃষ্টিপাত করল তথন ৬ই প্রকাশ্ত कबुढ़े। मानाम लिल्लानाहेरस्त हुन श्रत्याह (कांत हुन श्रामा हिन এবং তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন ) নাশিতের রেজর নাড়ার অনুকরণ করে তাঁর মূথের সামনে বেজরটাকে নেড়ে আন্ফালন করছে। <sup>নেড়ে</sup>টি নিস্পুৰ অবস্থায় শাহিতা ছিলেন, কাৰণ তিনি মৃচ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধার চীৎকার এবং মৃক্তি-প্রয়াসে (বাতে মাধা থেকে চুল ছি ড়ে গিরেছিল ) বোধ হয় ওরাঙ উটাঙেব শান্তিপূর্ণ ক্ষতিপ্রায় ক্ৰোধে পৰিণত হল। পেশীবছল বাছৰ একটি দুঢ় সছৱিত স্কালনে महिनात त्वर (थरक माथाि धात विक्ति हरत १६न । तक विशे ওর ক্রোধ, উন্মাদ উত্তেজনার প্রথালিত হবে উঠল। দত্তে দস্ত ব্র্থ করতে করতে, চোখে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে, ওটা মেয়েটির শ্রীরের দিকে ছুটে পিয়ে ওর হিংশ্র নগওলো গলার বসিয়ে দিল এবং মৃত্যু পর্যান্ত শক্ত করে ধরেই রইল। ঠিক এই সময় ওর জাম্যমাণ উগ্র দৃষ্টি পালছের মাথার ওপর সিবে পড়ল বার ওপর দিয়ে <sup>তার</sup> মালিকের ভীডি-কৃঠিন মুখখানি দেখা বাছিল। নিশ্চরই তগন সেই ভরানক বেতের কথা মনে পড়ার ভাব উপ্রভা এক মৃহুর্বেই ভরে পরিণত হরেছিল। শান্তিবোগ্য কাজ করেছে বুঝতে পেরে ও নিজে য়ক্তাক কিয়াকাও গোপন করতে ইচ্ছুক হরে স্নারবিক <sup>ভূত্তরনার</sup> ক্লিষ্ট হরে কক্ষের মধ্যে ইভছত: বুরে বেড়াভে লাগল, আর ত<sup>থ্ন</sup> भागक (पटक विद्यानांक) किंदन दक्षण, जामबार-भक्ष होर्जा-एंहणी কৰে **প্ৰভণ্ড ক্রভে সাগল। অবশে**ৰে প্রথম মেরের মৃতদেহটা

ধরে চিমনীর ভেডৰে ছুক্তিরে ক্লিনে, বে অবস্থার ভাকে পাওরা গিরাছিল পরে; ভার পরে বুরা অহিলার মেইটাকে ভানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

বনমান্ত্রটা যথন সেই কাটা শরীরটা নিবে প্রানালার দিকে আলাসর হল ওথন ভবে তড়িৎদণ্ডে নাথিকের শরীর সক্ষতিত হবে গোল এবং এক রকম হাত পিছলে যাওয়ার মত করেই সে নীচে নেমে গোল এবং এই হত্যাকাণ্ডের ফলাফলের কথা ভেবে এবং ভবে ওরাও উটাভের অদৃষ্ট সম্বদ্ধে সমস্ত গুলিক্তা ত্যাগ করে সে তৎক্ষণাং বাড়ী ফিরে এল। সিঁড়ির ওপর থেকে লোকেরা যে কথা ভনেছিল সঙলো ওই জানোয়ারের অক্ট্র শয়তানী কিচিমিচির ধ্বনির সঙ্গে মিলিত ওই করাসীর ৬র-বিভীবিকার আর্ত্ত ধ্বনি ছিল।

আর আমার কিছুই বলবার নেই। নিশ্চইই দোর ভাঙার প্রে জানোরারটা ওই জানালা দিয়ে বেরিয়ে ওই দণ্ডের সাহাহ্যে পলায়ন করেছিল এবং বাভায়ন দিয়ে যাবার সময় ওটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে মালিক নিজেই ওটাকে ধরে এবং এব জন্ত Jardin des Plantes 'বোটানিকাল গার্ডেনে'র কাছ থেকে মোটা টাকা পায়। পুলিশের বড়কর্ত্ত। আপিলে ওই ঘটনার বর্ণনা (ছাপাার টিপ্লনী সহ) ওনে লা বকৈ ছংকলাং মুক্তি দিকেন। ওই কর্ত্তী বাজিটি কিছ আমার বন্ধুর প্রতি সদয় ভাবাপার হলেও

বটনার এই বৰুম মোড় ফিবে বাধ্যার গঙ্গণ তার ওপর বে বিরক্ত হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ চাপতে পারলেন না এবং প্রভাবেশ নিজের নিজের চরকার তেল দেওর। সহক্ষে হু'-চারটি প্লেববাকা উজ্ঞান্ত করে ভৃত্তিবোধ করলেন।

উত্তর দেওৱা আনাবন্ধক বোধে ছাপ্যা বলকেন, বলতে তিকে বলতে দিন, তাতে বিবেকটা একটু শান্ত হবে। তাঁৱই ছবেঁছা ভেতর তাঁকে পরান্ত করেই আমি তৃত্য। কিছু উনি বে এই বছরেজানীমাংলা করতে অকুতকার্য্য হয়েছেন এতে বিশায়ের কাষণ কেই। কারণ, সভ্যি, আমাদের বন্ধু পুলিশ-প্রিফেইএর বৃদ্ধি-চাতুর্যান্তা গভীরভাব চেয়ে বেশি। তাঁর জ্ঞানের কোনো বীর্য নেই, কেখা মঞ্জানার চিত্রের মত তথু মাধাই আছে দেহ নেই, অথবা পুর বেশি বলতে হলে বলা বায়, কড মাছের মত মাধা আর ক্ষালার। কিছু মোটের ওপর লোকটি ভালো। আমি তাঁকে পছল করি, তাঁর একটি চমৎকার চালের জন্ম যার সাহায়ো ভিনি চতুর্বভার খ্যাতি অজনি ব্যেছেন। আমি তাঁর "বা আছে তাকে অধীকার। করবার এবং যা নেই তাকে ব্যাখ্যা করবার 'di nier co qui est, et d'expliquer ce qui nest pas প্রভিত্র কথা বলছি।"

অমুবাদক- ত্রীমহেলচল বার

## অলস দিন

খ্নীলকুমার গলোপাধ্যায়

এ আকাশ নীল, এ আকাশে কোন ক্লাঞ্চি নেই— इ:थ अरे। খলগ মনের এ ফাঁকা আকাশে ১ড়াই-খেলা. আমার পৃথিবী অবোধ অবাক্ হপুর বেলা: বিমানো মনের প্রাঙ্গণে তাই नेषाटना काक। আকাশের ছায়া এ মাটির বুকে তথু অৰাক ! वर्षत्र शुरमा भाष भाष छाए, কি যে থেয়াল। এ ছটো চোখের সামনে এখন (इपि (पश्राम । খামার সাগরে ভেঙে ভেঙে পড়ে শ্যাস-চেউ ঃ তুমি আছ ভধু, আর কোণা নেই আমরা কেউ। উতল সাগর, গর্জনে ভার ক্লান্তি নেই—

इःच अरे ।



## প্ৰতীশা

প্রবীক্ষনাথ ভট্টাচার্য্য

দিগদ্ধে যেরা দৃব পাহাড়ের অস্তরাল ওরি পশ্চাতে প্রতীক্ষমণ মোর প্রভাত তেপাস্তরের পথে একা চলা দে কত কাল ? কবে শেব হবে নিঃব হওরার আঁধার রাত।

আবার কথন উদয়-শিথবে জাগিবে আলো দূর পশ্চিমে একাকার হবে আলো ও ছার। কিকা বৃননের মস্লিনে রঙ, হাঝা কালো আব্ছা আলোভে ডাক দেবে তব চোখেব মারা।

বদিও অতলে ভ্রাম্যমাণের খণ্ণ বচে তথু গেঁথে চলা বিনি স্তত্তের পুস্থাহার স্থপুর আকালে তাথাদের চোথে কী বঙ, লাগে! আমি দেখি গাঁচ নিঃসাম এই নীল আধার।

কালো পাধবের মৌন কারায় দৃষ্টি তার আত্তর থোঁজে পথ মুক্ত আকাশে—বাতারনিক আত্তর চঞ্চল তারকায় ফোটে বিদ্ব কার ? তেপাস্তরের পথে পাড়ি দেওরা কোন পৰিক ?

আমি তো দিয়েছি সমূখে বাড়ারে ছ'পানি হাড তোমার তমুব উষ্ণ কোমল স্পূর্ণ কই ? অন্ধ আঁথিতে রশ্মি তীরের কোথা আঘাত আজ্ঞ আমি তাই দূব দিগক্তে চাহিরা বই।



িধুবড়ীর মহাদেবের মন্দির প্রাচীনতার এবং পবিত্রতার বিখ্যাত। মন্দিরের স্বায়েৎ ছট ভন— ছবিশ এবং চবেন্দ্র—কিছ ছই জন হটলে কি হটবে ছই জনের মধ্যে বিধম বিরোধ। এক জন আবেক্ জনের নাম সচিতে পারে না। মামলা-মোকর্দ্দমার অস্তু নাই। যে কাহিনী রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এইটুকু ভূমিকাই চয়তো ভাহার পক্ষে যথেষ্ট।

### প্রথম দৃশ্য ।

#### স্থান-মন্দিরের বারান্দার একাংশ

সমর রাজি। আরতি চলিতেছে। নরনারীর দল দেবদর্শন করিতেছে। দাঠাকুর। (হুঁকো টানিতে টানিতে) বলি ভন্চো চে রমেশ-সেবারেখদের মাম্লার আমাদেরও যে সাক্ষীর কাঠগড়ার গিতে দীড়াতে হবে!

ব্নমেশ। গাঁড়াতে হয় গাঁড়াবো, কিন্তু সত্য কথা যে বল্ৰে ভার আব ভাবনা কি ?

দাঠাকুর । তা' যা বলেচো, কিছু হরিল আর হরেন্দ্র হ'জনেই তো দারুণ স্থপারিল স্থক করেচে। এখন বল দিকিন্ কাকে কেলে কাকে রাখি!

ব্যবেশ। (খগত) মিথ্যে সাক্ষী দেওৱা আৰু ক্ষলাকান্তের মত ৰাক্ষশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ বাদের পেশা তাদের পক্ষে এটা সমস্তাই বটে! (দাঠাকুরের দিকে কিবিরা এবং গলা নীচু করিরা) তাকে কত দিতে চাইছে ?

লাঠাকুর। ভাখ, রমেশ, এই হঁকো দিরে তোর মাধায় মার্ব ছ'বা।
আমি কবে তোর পাকা ধানে মই দিরেচি বল্ভো বে, তুই হাটে
হাড়ি ভাঙ্বার মতলবে আছিন ? (প্রধাম করিরা) বাবা মহাদেব
ভানেন কাক্ষ হাতের পাতা দিরে এখন অবধি কিছু গলেনি।

রবেশ। আছে। দা'ঠাকুর, জীবনে আজ অবধি পুণ্যি-টুণ্যি কিছু করচোনা শুধু কোট-ব্রই করেচো? আর ক'টা দিনই বা বাচ্বে এবার প্রকালের ভাবনা ভাবো।

লাঠাকুর। পরকাল করকালের ধার আমি ধারিনে রমেশ, কিছ কি জানো মাম্লাটা এক জাতীর ব্যাক্টিরিরা, একবার চুকলে আর রক্ষে নেই। হয় তুমি বীচবে না হয় সে বাঁচবে।

রবেশ। সে কথা জানি বসেই তো বণ্চি, বাবা মহাদেবের কুপার এই বিষম ব্যাটিবিয়া ববে তো বাঁচি আর বাঁচে আমাদের এই অনাদি অনুভ কালের দেবস্থান—বেখানে দিনেশাত্রে হাজার হাজার নর-নারী ধর্ণা দিছে, মানত করছে, আর কাল-ভৈরবের পারের তলার একটু স্থান পাবার ভক্ত উমুখ আকাজন ভানাছে। বতীন। (উভরের কথোপকখন শুনিতে শুনিতে) ভাগ্ রমেশ, আমার কী মনে হয় জানিসৃ ? এই: বে বিবাদ-বিস্পাদ এও বাবার লীলা, নইলে যারা শেবভার সেবারেৎ ভারা কি না তুছ করলে দেবভাকে, মেতে রইল দেবভার প্রাপ্তা, দেবভাব ভোগা যে অর্থ ভারই লুটের হল্লার। (হঠাৎ উঠিয়া গাড়াইয়া) দ্যার্থ, তারই লুটের হল্লার। (হঠাৎ উঠিয়া গাড়াইয়া) দ্যার্থ, তারে আবা বাবা হাস্ছেন স্থাবে হাঁ হাঁ, এ ভাগ্ ভাঁর এক চোগে অঞ্জ, আর চোথে হাসি! এই হাসি-কালাব সরোবের কুটচে ভাঁরই লালাকমল যা যুগে যুগে মানুবের মনোহবণ করে এসেচে সামুবকে হাসিরেচে, বাদিরেচে, আর ছলনা করেচে! দেবভার যারা সব চাইতে কাছে, আজ ভারাই সব চাইতে দ্বে!

দাঠাকুর। ভাগ বড়নে, ভোর কথাপ্তলো বেন কেমন ধার। আমি বধন মনে করি বুঝেচি ঠিক তথনই বেন ঠেলে আমে ধারণ। কিছু বুঝিনি: সেই বোঝা না-বোঝার স্যাঠা বিষম দায় হরে ওঠে আমার। ভালও লাগে আবার ভরও করে!

বতীন। তর কিসের দা'ঠাকুর ? বাবার কাছে ছেলের তর ! শিণরা বখন সমূদ্রের ধাবে ফ্লাড় কুড়িরে মনে করে মস্ত সম্পতি অড়ো করেচি, বাবা তথন হাসেন। কিছু ব সম্পদ আহরণ হলো ভা বলে ভা'তো আর ভূচ্ছ নয়—বাবার ভাতেই ভৃত্তিং! বিভ সেই মুড়ি নিরে বখন অক্ল হয় বিবাদ তখন বাবা গণেন প্রমাদ। ভদক্ত তখন বেক্লে ওঠে কাঁড়া-নাকাড়া তথলর নাচন ভার হয় অক্লেত খবনী শিহরার!

দা'ঠাকুর। বড্নে, ওই তো তোর বিপদ্। বখন কথা বলবি এ<sup>মন</sup> ভর ধরিরে দিবি বে চোধের সামনে ভেলে উঠবে বাবার <sup>রুর</sup> মৃষ্টি, কল জটাজাল, জার নিছলশ দৃষ্টি-দাহন।

ৰভীন। লাহন বলচ কেন লা'ঠাকুৰ? তুমি তাঁকে বে চাৰ্থ বেশবেশ্যকলনা কৰবে সেই চেছাবার তিনি- হবেন স্তি। আগতন মান্ত্ৰ হয় ওছ পৃত পবিত্ৰ···নিছলত তাকে তৃমি দাহন বলো না•••বলো---জবগাহন।

রমেশ। যতীন, তোদের বাক্য-বিজ্ঞেস্ একটু থামা না বাপু। ৬ই ভাগ, একদল পুর-নারী আস্চেন বাবাকে সন্ধীত-নিবেদন করতে।

িপুরনারীদের প্রবেশ করিতে করিতে গান ]
হাসি কায়ার সরোবরে ফুটিল কি ফুল ?
হুঃখ-লাইনের কলেবরে ভাতিল কি ফুল !
চুনি-পায়ার লীলা-দলে বর্ষিলো বনফুল ;
স্থলভরে চুম্বন-ছলে স্পালিশে এলোচুল ?
ধরণীর কিনারার কিনারায়
বে-ইসারা লিহরায় লিহরায়
নাই যে বে ভার তুল্
ভবু আজ ভাতিবে না ভূল ?
আকাশের আতিনায় আভিনায়
বে-বাণীটি উছলায় উছলায়
ভাবি ভবে এত ফুল ?
ভবু আজ ভাতিবে না ভূল ?

বতীন। বমেশ, আজ উঠি ভাই। (দাঠাকুরের দিকে চাহিরা)
পেরাম হই দাঠাকুর। দোহাই ভোমার, এই ঠাকুর-দেবতার
দীলা-ক্ষেত্রে তুমি নারদ মুনি সেক না যেন। ধুবড়ীর শিবমন্দিরে
বে কলঙ্ক প্রবেশ করেছে ভাকে উচ্ছেদ করতেই হবে।

[ श्रान ]

ন্ধমশ। আমিও উঠি দাঠাকুর। রাত হ'ল ঢেব· নইলে আমার গিন্ধীটিকে জান তো? একেবারে ঘরে থিল এটে ব'লে বসবেন ···No admission· স্বত্রাং চলি।

ল'ঠাকুর। বলি গিল্লী কি ভোদের একার ঘরেই আছে, না আমাদেরও
এক-আধটা আথেতের সম্বল আছে ? হবি শ্রীমধুস্দন!
আজ-কালকার ছোঁড়াগুলো হ'ল কি! কেবল গিল্লী আছেন 
গিল্লী! (স্বগত) এ দা'ঠাকুরের ঘরেও একটি গিল্লী আছেন 
ভিনি গিল্লীও বটেন এবং গিনিও বটেন অর্থাৎ বাপের বাড়ীর
কিছু সম্পদ্ সোরামীর ঘরেও টেনে এনেছেন। ভাকে গিনি
ছাড়া আর কি-ই বা বলব ? কিছু কামিনী-কাঞ্চনে আমার টান
নেই। হরি শ্রীমধুস্দন! দেখি হরিলই বেনী দেয়, না
হরেনই বেনী দেয় শসবই বাবার কুপা! হরি শ্রীমধুস্দন!
(বমেশের দিকে চাহিল্লা) চল, চল শ্রার দেবী নয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

## বিভীয় দৃশ্য

্ মহাদেবের মন্দিরের সামনে ছই জন সেবারেৎই উপবিষ্ট। পূলারী পূজা শেবে বন্ধনা করিতেছেন। সামনে বিবাট শিবলিক। বুণ-বুনার গল্পে পূজা-মণ্ডপ অুগদ্ধময় ]

<sup>শ্ৰারী</sup>। (দেব-নিবেদনান্তে) "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তত্ত ভাসা সর্ক্ষিকং বিভাতি।"

( मिनारवर्गन दोगीम )

প্রাবী। (ক্রোবে গজিরা) প্রণাম করে। না, প্রণাম করে। না।
তোমবা দেবতার কাছে জম্পুলা। আজ আমি বিশে বংসমের
প্রো শেব করপুম শর্মবার আমার বাবার পালা শর্মবার আমার
ঠাকুরের বাবার পালা শর্মবার তোমাদের ধ্বংসের ক্ষরণ হরিশ, এই বে দেবস্থান দেখ্টো, বেখানে হাজার হাজার বছর কাল তৈবর প্রাহর ওণেচেন শদলে দলে কাতারে কাতারে নারী জন-প্রোতের মত ছুটে প্রসেচে তাঁর স্ক্রন্থ লালানিকেজ্বল —সেইখানে তোমবা পত্তন করেটো এক বিরাট শ্বশানের; বে শ্বশানে শ্বের জারাধনা হবে—শিবের নর। বল তোমরা ধ্বংস্ক

হরিশ। এ প্রশ্ন কেন আজ করচেন ?

হরেন্দ্র। আমরা তো আপনাকে কিছু বলিনি কোন প্**লার্চনার** ব্যাঘাত ঘটাইনি করু আপনি এত ক্লই কেন ?

প্লারী। ভোমাদের বলাটাই কি সব ? ভোমাদের ক্ষমতা কভটুকু ?

সামাক্ত মামুব হ'রে কোল-পরিক্রমার মধ্যে বুদ্বুদের মন্ত বারা
ক্রমার এবং লোপ পার ভাদেরই এক জনা হ'রে বাবা মহাদেবের
প্রাপ্য নিরে ভোমরা মামলা চালিয়েছে। এ কথা কি সন্তিয় ?

দেবভার চাইতে কি দানবেরাই বড় হ'ল ? আমি হরিশক্ষেও
বুঝি না, হরেক্রকেও বুঝি না, আমি বুঝি আমার ঠাকুর কেলাই কাকুরকে লোক-লোচনের সাম্নে নামিয়ে নিয়ে হাসি ভামাসার
পাত্র ক'বে তুলেছো ? কার প্রসাদে ভোমাদের প্রাসাদ কামাদের ছ'বেলার ছ'মুঠো অর ?

হরিশ ও হরেন্দ্র। (উভয়েই সমস্বরে) পূজারী ঠাকুর, **আপনি পূজো**ককন। পূজোর বাইবে যা° কাজ সে তো আমাদেরই **লাইব্য।**তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

भूकाती। वर्षे !! हमश्कात !!! ६८व मृहः काथ, छाथ, छावः ঠাকুর কি বলছেন শোন! বুকিস কিছু ওঁর ভাষা! আৰু আমি ত্রিশ বছর ঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি তাঁর সঙ্গে **আছি।** কাল তিনি আমায় কী বলেছেন জানিস—বলতে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে · · ভিহ্বা ওকিয়ে ওঠে · · চারি দিকে ভাতনের লক্লকে শিখা লেলিহান হয়ে দেখা দেয়। বল্ছেন-"শছর, পটি ভোল • • এ পটে আর চল্ল না । মাহুষ ভার মৃচভার ষাকে নিয়ে তার শ্রেষ্ঠ অহমিকা তাকে অপমান করে তাড়াবার জলনা কলনা কেঁদেছে • • ৰে তার শ্রেষ্ঠ আভরণ তাকে ভুচ্ছতার অবৈরণে ঢাকবাব পাঁচি ক্যুচে তাকে আইনের হাতিয়ার দিয়ে বধাভূমিতে পাঠাবার প্রয়োজনা করছে। বা**জা···বাজা** এবার ধ্বংসের বিষাণ, ক্রন্তের কাড়া-নাকাড়া- তর্বার ভবক 1 बारूर मक्क । भारत भारत धर्या शिक् मामान ! ... शृथियी हेन्क. আর তারি মারখানে বাবা বাজাবেন তার মৃদক। পত্তন হবে নতুন পৃথিবীর · · নতুন ধরণীর । বেখানে থাক্বে না হরিশ-হরেক্তের লোভের লোল-জিহ্বা···যেখানে থাকুবে না এখর্য্যের গগন-ভাদী উদ্বত্য েবেথানে মান্নবে মান্নবে ওধু গড়ে উঠবে স্বছন মিতালী। [ হাত তালি দিতে দিতে উন্নাদেৰ মত শ্ৰেছান ]

ছবিশ। পূজাবীর বোধ হয় মাধা থারাপ হয়েছে। ছরেজঃ। মাধা থারাপ? তা জানি না! আজ বিশ বছরের মনে তো এক দিনের ভবেও এ কোধ দেখিনি। ৰ্থিন। আৰাৰ অজ্যে ইন্কো দল নৱ ৷ আমাৰ পাওনা ক্যাৰ গণ্ডাৰ বডকণ না সৰ হিনেৰ কিবে ব্ৰিনে কিছ তডকণ অৰ্থি ৰাম্বাৰ অবসান নেই। ঠাকুৰ-বেৰতাৰ ভৱে মাম্বা তো আৰ হামতে পাৰৰ না !

ক্ষাব্র । উদিদ-ব্যারিষ্টারের যুক্তিটাকেই সব চাইতে বড় বলে বুবলে?

ক্ষাব্র । বল কি ? দশ মোহর 'ওপিনিরান'টা বলব খেলো ? হোঃ !

বাদি সব হিদেব-পত্র আসতে তারিখের তেতর বুবিরে লাও তো

ভাগো, আর তা বলি না লাও তো এই শিব-মন্দিরের সব কিছু
বাবে বিসিভারের হাতে ।

ক্ষেত্র। (খগভ) প্রারীর মূখ দিরে কি ঠাকুরই জাঁব আদেশ ক্লাদেন ? জানি না···বাবা, তোমার ইচ্ছাই কি তাই ?

[ इतिम ७ हरतास्वत घर मिक् मिता घर करनव धारान ।

# ভূতীৰ দৃশ্য

3

সময়-বাত্তি

श्वान-मन्द्रियः । विद्यास्त्र मधुर्व ।

[ হ্ৰেন্দ্ৰেৰ কৰা মালতী বিগ্ৰহকে ফুল দান কৰিয়া,
ধুপাধুনা দিয়া অৰ্চনা কৰিতেহেন ]

ন্মালতী। (গলবন্তে বিশ্বহকে প্রণাম পূর্বক) ঠাকুর, এ কি সভি।
কথা, ভূমি বলেছ আমাদের ছেড়ে চ'লে বাবে ? এই শিব-ক্ষেত্র
হবে শ্বশান ? এত দিন ভোমার দিলুম যে ফুল, ফল, বেলপাত।
—সব নিবেদনই কি ভূমি দিলে ফিরিয়ে ? আৰু চোথের জলে
বে ভোমার পা ভিজিয়ে দিলুম ভাতেও কি পারণ ভিজলো না—
গল্লো না ? ঠাকুর এ কি ভোমার ছলনা!

প্রারী। (প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণর পর) কি বে মালতী, ক্ষোর চোখে জল কেন বে ? তু'দিন তো প্রো-মগুপে আসিসনি ••ক্ষোর শরীর কি ভাল নেই ? ভারি ভাবনা হ'রেছিল আমার ভোর জরে••তোর ফুল না পেলে ঠাকুরের প্রোবন সম্পূর্ণ ই হর না।

্রালতী। (আঁচলে জ্ঞানোচন করিরা) এ কথা সভিচ বে ভোমার ঠাকুৰ আমার কুল পেলে সভট চন ? বলনন্বল প্রারী, ফুলনাকোবোনা!

পূলারী। সালতী, আমার ঠাকুর ভোর বাবার লোহার সিন্ধুকের চাবির জন্ত লালারিত নয় রে পাগ্লী দলে বা চার তা মাটির লোনা নয়, মনের সোনা—কালের কটিপাথরে বে চিরকাল অক্ষর, অমর। ওই আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিরে দেখ্ দেওরা কি বলে জানিস দেবল মরের ছাদে মান্তুবের দল আটুকে আছে, আমাদের ছাদ আকাশ, বার আভিনার প্রতি মৃত্বুর্তে চলেছে জীবন শিল্পীর বিচিত্র রভের আলপনা। রভে বভে কটান আমাদের খেলা-খর দেশে ঘরের চাবিকাঠির সন্ধান মর্ত্তালোকের মান্তুবদের হাতে সিরে পৌছরনি। মালতী, তোকে দেখে আমার কি ইচ্ছে ক'রে জানিস ? ইচ্ছে করে পাঠিরে দিই ভই ভারাদের দেশে দেখানে বেব নেই সন্ধান নই, পারনার

আলোভন নেই, বাছৰে বাছৰে নেই কাড়াকাড়ি, হানাহানি… বেখানে নেই গোলা—বেখানে নেই বাকদ—বেখানে আছে তগু বুঁই কুলের মত জ্যোখনা আৰু লিউলীর মত নরম স্কুলর।

যালতী । ছলনা ভাল লাগে না পূজারী, তুমি কি বলেছ তা জান ? পূজারী। জানি, আর জানি বলেই তো বল্ছি মালতী, তুই বেন এই মক্ষভূমির মারখানে একটা ছলপান, বার পাঁপ ড়িতে জড়ানো মারা, স্বপ্ন সেবা। ঠাকুর কবে চ'লে বেতেন, তিনি তুর্বাধা পড়ে আছেন তোর আচলের পেরোতে পেন বাধন বড় কঠিন ঠাই। মালতী, তোকে একটা কথা বলব ?

মানতী। (কাছে সরিবা আসিয়া প্রারীর হাতে হাত দিয়া) বল---বল---বল, দেবী ক'ব না।

পূজারী। মালভী, তুই ডোর বাবার সঙ্গে হরিশের বিরোধের একটা অবসান করতে পারিস ?

মালতী। বাবাকে বাজী করাতে পারি, কিন্তু হরিশ কাক। ?
প্রকারী। আছে! শাসে জেবে দেখব. কিন্তু এমন এক দিন খাসতে
পারে তোর হাতে এ বিরোধ মেটানোর ভার গিয়ে পৌচুতে
পারে। সেদিন বেন পিছিরে পড়িসনি। সেদিন আমার আদেশ
ভোর বাবার আদেশের চাইতেও বেন বড়ো হয়। ছাখ মালতী,
আজু আকাশে কত জ্যোম্মা শএত আলো বেন আকাশ তার ভার
বইতে পারছে না, ওই আকাশের ছায়া-পথ বেয়ে নেমে আসে মুক্
পরীর দল এই পৃথিবীর আভিনায়। তুই আক একটা গান কর্ব
মালতী। ঠাকুর অনেক দিন তোর গান শোনেননি।

#### [মালতীর গান ]

এই বিরোধের ছলনা ভাল লাগে না ভাল লাগে না
এই বল্পনার জল্পনা ভালো লাগে না ভাল লাগে না
চমকে চমকে উঠি শিহরি
গমকে গমকে কাঁপে বলবী

ওগো কিছু ভাল লাগে না—ভালো লাগে না , এই বিরোধের ছলনা ভাল লাগে না ওগো ভাল লাগে ন

পূজারী। ওই ভাখ, হরিশের ছেলে কল্যাণ আসচে।

( কল্যাণের পূকারীকে প্রণাম)

কল্যাণ। আমি কাল বাতে আপনাকে স্থপ দেখেছি। বিঞী স্থ<sup>প</sup> পূজারী। আমাকে ?

কুল্যাণ। হ্যা—আপনাকেই : আপনি যেন মৃত্যু-লোক থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন।

প্ৰারী। (উচ্চ হাজে) মৃত্যু-লোক থেকে? হিক, টিক বলেছ কল্যাণ! আমার অপমৃত্যু ঘটেছে তা নইলে যে ঠাকুরকে আব্দ ত্রিশ বছর আমি প্রতি পলে পলে সেবা ক'নে এসেচি, সেই ঠাকুরকে নিমে তোমার বাবা-কাকারা দিও করালেন আইন-আদালতের সামনে?

কল্যাণ। ও কথা আমাকে বলবেন না, মালতীকে বলুন।
পূজারী। (সম্প্রেহে) যদি মালতীকেই বলতে হর তো জা থেকে
তুমিও বাদ পড় না! বে পরিমাণে মালতী দোবী তুমিও
ততথানিই। কিছ ভোষাদের হ'জনকেই বল্ছি <sup>(2, এই</sup>
বিরোধের শাক্ষান থেকে যদি না ঠাকুরকে উদ্বাব করো তো

আমিও সৃষ্ণু-লোকে, আর নীলকঠের হলাকল উন্পিরণ আনিবার্ব্য
•••ভাতে কেউ বীচবে না। এই সনাখন শিব-মন্দির ধ্বসে হবে,
ধ্বসে হবে হলিশ-হরেন্দ্র••শব্দেস হবে মালতী ও কল্যাণ••
সভ্য হবে তোমার স্বপ্ন! ভোমরা কি ভাই চাও । ভালো
ক'বে তেবে তাথো।

পুৰাবীর প্রস্থান।

মালতী। বে বিরোধের কাঁট। নিরে আমাদের বাপ-পিভামহ অলেছেন তুমি কি চাও সেটা আমাদের গারেও বিধিরে দিতে ?

কদ্যাণ। মালতী ৰগড়া করাটা আমার স্বভাব নর। কিছ একটা কথা তো তুমি বোক···কর্ডবাটা কথনও একতবফা হয় না ?

মালতী। বদি তুমি সেই কণ্ডব্যেরই দোহাই দিতে চাও তো সেটা নিজের পৌক্ষবন্ধের ওপর কেলে না দিয়ে এক জন নারীর ঘাড়ে চাপাছে। কেন বলতে পার ?

বল্যাণ। তুমি তো জান, এই দেনা-পাওনার বিরোধে আমার কথা কত তুচ্ছ, আর কত কাল ধরে এই বিরোধ ছাই-চাপা আওনের মত **অলে আলে আজ** নিজেকে প্রলায়ের পোবাকে প্রকাশ করেচে।

মালতী। এতো কিছু নতুন কথা নয়। কিছু যেটাকে মিথো বলে জানি সেইটেকে সভা বলে আকড়ে ধরে আসল সভা যা, আমাদের এই হাজারো বছরের ঠাকুর, বার একটু অপ্রসম্ভায় বাজার সিংহাসন ওঠে টলমলায়মান হয়ে সেই ঠাকুরকে তুছে করব ? আর ঠাকুর ভাই সইবেন ?

কল্যাণ: ঘরের চৌকাঠে ঘূণ খ'রেছে। সেই ঘূণ কেটে ছারখান ক'রে দেবে বৃষ্ণতে পারছি, কিন্তু উপায় কি ?

নালতী। নিম্নল ক্রোধ সীবের আভরণ : আন্নাস্থান কংবে ব্যান কৈবি বাসনকে সশব্দে ভেতে থান খান্ ক'বে ও ডিয়ে দিতে হবে পথের ধ্নোয় নাম্বান্ত হবে তাকে, নিবেত দিতে হ'বে তাকে যা কালত্রে বাধিত সভ্য, দিব ও স্কর্মব। ওই ঠাকুরের দিকে তাকাও তিনি কি বল্চেন শোন। বল্চেন যে, আমি মামুষকে যুগে যুগে কালে কালে ছেঁচে ঢালছি, ভাঙ, ছি আর গ'ড়ছি, সেই আমি আজো স্ষ্টির মধ্যে ধ্বংস ক্রেমের মধ্যে স্ক্টি। তাকে অস্বীকার করবার হুঃসাহস ক্রিসনি তিন্ত্রি কলাবের প্রশন্ত পথে অকল্যাণকে ডেকে আনিসনি তেলে। হ'বে না, ভালো হবে না।

কল্যাণ। মালতী, তুমি বড় কাছে অথচ বড় দূরে। বড় সহজ অথচ বড় কঠিন। মনে হয় তুমি মর্ত্তালোকের নও েএই মাহুবের দেশে তুমি বড় বেমানান।

মানতী। হেঁবালী রাখো। যদি ঠাকুরের ডাক ওনে থাক, যদি
ঠাকুরের চোখের ভাষা বুঝে থাক তো আর দেরী ক'বনা।
পূজারী কী বলেচেন ওনেছ তো । যুক্তি মানুষের রোগ, বিশ্বাস
মানুষের ভরসা। যদি বিশ্বাস ববো আমাদের এই ঠাকুর
জাঞ্জেভ শ্বদি বিশ্বাস কর মানুষ ঠার হাতে ক্রীড়নক মাত্র•
তবে আর দেরী ক'ব না।

কল্যাণ। মালতী, এই পৃথিবীতে কি সত্য আর কি মিথা। জানি না।
তথু আনি হেলে-বেলা থেকে এই শিব-মন্দিরকে শেবেখানে

লক লক লোক বছরে বছরে আসে পুজে। দিতে, ঠাকুরের এ পেতে, সেই ঠাকুরের বোধ ভুচ্ছ জিনিব নর।

মালতী। যদি তাই জানো তো বিধা কিসের ? কিসের কেন্দ্র বাধা ? ঠাকুবের পাছের কাছের ওই জবা ফুলটাকে দেখোঁ। উ:! কী লাল ? কার রজে এত লাল ? ওই লাল, ওই ক্রি বুঝি দেব-রোবে কোন দিন আমাদের ধুবড়ীকে রাভা করে কেন্দ্র রাভা করে দেবে বন্ধান্দ্রকার ! উ:! ঠাকুর!

( মালভীক মৃচ্ছ 1)

কল্যাণ। (নভজানু ইইয়া) মালভী শ্নালভী শঞ্জী হল ?
(পুভাবীৰ পুনৰ্বায় প্ৰবেশ)

পূজার। এ কী হল এখনও বুকচো না কল্যাণ । আমার মালকী যেন ঠাকুরের হাতের বাঁলী, সেই বাঁলীর সরে আজ বিবা ব্যক্তনা। অমৃত গ্যাছে ভবিছে—উঠচে ওধু গ্রল। তা নইদে নীলবণ্ট নাম কি অমনি হল! নীল ওধু নিসৌম নীলং তাল নীলে ভন্ম নিলে তাঁর জীলা-কমল—এই মালতী! (ঠাকুলো সেবা-ভল চিক্তন) এই ভেগে উঠেচেন মা আমার কল্যানী শিবানী, লীলাময়ী! রাত আজ অনেক হার গেছে। ভোষমা বাড়ী ফিরে যাও।

## চতুৰ্থ দৃশ্য

সময়-প্রতিকার

স্থান—মন্দির প্রাকৃত

স্থীদের লইয়া মালভীর প্রবেশ, সকলেও হাতেই ফুলের সাজি

ফিপিতা। তাথ মালতা, তুই আর জলে এই পৃথিনীর মা**নুষ করে** ঘর করিসনি এটা ঠিক।

মালতী। কেন বল্ডো ইঞ্জিতাঃ আমার গোমনে হয় ভোট সংক্রেমার জন্ম-জনাত্রেণ বন্তঃ

ঈপিনতা। তুই একটা বিষম পাগলী বিস্ত এত মি**টি যে কেবল আনী** থেতে ইচ্ছে করে। মনে ২ম, তোকে কাছে পেলে নিমান করে ফেলি।

মালতী। ছাখ্, আমি দূৰের জিনিধ কাছে পাওয়ার মর্ব্যা**লা কু** বাখ্তে পারব না ।

ঈ্পিতা। বটে প্রে আমার বেলায়, কল্যাণকুমারের বেলায় নয়।
মালতী। কথায় কথায় তেওি উকে টানিস কেন জানি না কিছ
আমার যেন কেমন ভয়-ভয় কয়ছে।

ঈ্পিতা। ঠিকই বলেছিদ মালতী, ভয় কৰে পৰে বাকে ভালবাসা বায় সে ভালবাসা বেশ ভেকসই হয়।

মাধবী। বটে, বটে। ইপ্রতা ঠাক্রণ এত প্রেম**তত্ত শিশ্লেন** কোথেকে বলতে! মালতী ?

ঈপ্সিতা। তাথ মাধবী, তুই ডেঁপোমি করিদনি বেশী। **জানিস**্ তুই বয়সে আমার কত ছোট ?

মাধবী। বেশ, আৰু থেকে দিদি বলে ডাক্ব। প্ৰবিবেই হবে, ভোই বৰের সঙ্গে হু'টো ঠাটা-ইয়াকি ভো চলবে।

. 7

ু ইন্সিভা। আমার আবার বর কোখেকে এলো ?

बाबरी। तन, हार्ड शेष्ठि छाड ता ? त्कमन ?

্ষালতী। মাধবী, হাড়ি যখন ভাঙে তখন তার শব্দ শোনা বায়। বখন সে শব্দ ভন্ব উলুধ্বনি করব। তাবলে কাঁকা আওয়াজে মাতবোনা।

ইপিত। । বাং, এই তো কোন্টা কাঁকা আওয়াজ আৰ কোন্টা আসল বেশ চিন্তে শিখেচ : তা আসলেই যথন এগিয়েচো তখন - দিখা কিসেব ? আমবাই না হয় আজ উলুধ্বনি কৰি— ভৌ তো বড় বক্ষেৰ মাসলিকী।

( সকলের উলুধ্বনি )

কছণা। তোরা তো হাসচিস—কিন্ত আমার কালা পাচ্ছে। বে বালতী ছিল দশেব সে হ'ছে একের। আমাদের যে মালতী— বিদায়-সীতি গাইতে হ'চে সেটা বুঝেছিদ?

শাধবী। ককণা, তুই মালতীকে ৬ই জারগাটার ভূল করিসনি।
মালতী সেই ধরণের মেরে বাকে কেবল পাওরাই চলে—হারাণো
চলে না। হারার তো সব ঠুন্কো জিনিব, বা শাখত তা
হারার না। মালতী সেই শাখতী বে যাত্মত্রে পাষাণের ভেতর
জাগিরে ভূলতে পারে প্রাণ; মৃককে দিতে পারে ভাষা।
মালতীকে হারাণো কি সহজ ?

কলা। মাধবী, তুই হরতো ঠিকই বলেছিল। মাটির মান্থবেরা মালতীকে হরতো ঠিক ঠাহর করতে পারে না। মালতী হ'ল দেবলোকের—আঁথি প্রদীপ। দেখছিল না ওর চোথে মায়া জ্ঞান ? মালতী। জোদের কথার বছার মালতী বুঝি সভ্যিই মারিয়ে গ্যাছে। ছেলো কথা রাখ্ দিবিন্, ওই স্থিতিদেবভা উঠ্চেন। এবার

ं **कश्चना ।** এবার চল তোরা সব । ফুল-কুমারীকে নিয়ে ফুলের থোঁজে বাজা করা বাক ।

সাজি হল্পে সকলের প্রস্থান।

#### পঞ্চৰ দুখ্য

স্থান-মন্দির-প্রাঙ্গণ

#### সময়-বাত্তি

#### [ মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে করিতে ]

হরিশ। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিচি ঠাকুর মন্দির ছেড়ে চলে গিরেছেন।
এ কথনও হ'তে পারে ? আমাদের হাজারো বছরের ঠাকুর!
পূজারীটা আমাদের মাধা ধারাপ ক'রে দিরেছে। (দেবতার
বেদীর পানে চাহিরা) তাই তো ঠাকুর নেই…সতিটেই যে ঠাকুর
নেই। বাবা, তুমি কোধার গেলে! ঠাকুর—আমাদের ঠাকুর!
শৃষ্ক সিংহাসন! উ:!

#### (পূজাবীর প্রবেশ)

পূজারী। ঠাকুবকে পূকোর সাধ্য কাব ? ঠাকুবকে নিমে পথের
ধূলোর দিরেটো তাঁকে ফেলে একটা মাটির টেলার মতন। এও
কী দিনি সইবেন ? বজুের নির্ঘেষ শুনেটো ক্রেন্ড করে, করে
বখন বেজে ওঠে, ঝন্-ঝন্ করে কেঁদে কবিরে গড়িরে পড়ে রাজার
গগনচুখী প্রাসাদ তার কম্পনে। শোনো মৃচ্ শত্তী শোনো,
আকাশে বাতাসে কী করুণ ক্রন্স-ধর্নি! তুমি প্রস্কৃতিকে
কাঁদিরেটো শপ্রকৃতির দেবতাকে হাতে পেরে হেলার হারিয়েটো
আবার জিজ্ঞেস করটো ঠাকুর কোথার গেলেন! ক্রন্জা করে না,
টাদ বখন বামনের হাতে নিজেকে ধরা দিরেছিল শেক্ষার,
স্ফুল্লে, করুণা ভরে শত্তান তার মর্য্যাদা দাওনি—আর আজ
এসেটো তাঁকে থুঁজতে। থোঁজ শ্রাবস্তি হয়েছে।

#### ( হরেন্দ্রের প্রবেশ )

ছরেন্দ্র । ( শৃক্ত বেদীর পানে চাহিয়া ) দেব-স্থানে দেবতা নেই ! উ: ! পৃজ্ঞারী•••ভূমি তো ঠাকুরের সঙ্গে কথা করেচো, তাঁর ভাষা জানো, বোঝ,•••বল এ পাপের কি প্রায়শ্চিত ?

পুজারী। প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লেও প্রায়শ্চিত্তের অধিকার ভোমাদের প্রায়শ্চিত্তের অধিকারও নেই। প্রয়োজন : প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন চিত্তভিদ্ধর, মনেব মরুলা না ভাড়ালে সেথানে সাকুরের সিংহাসন পাভা যায় না। মাত্র্য নিজেকে কভটুকু চেনে—কভটুকু বোঝে ? সে রাজ্মকুট মাথায় দিয়ে মনে করে রাজা হয়েছি। আভরণের আবরণে নিজেকে প্রচঃর রাখে। আভরণ খুলে নিলেই তার নিজ স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে,— দীনভায়, হীনভায়, ক্লেদে, কদর্ব্যভায় সে কুর্বরের অধম। এই ধুবড়ীর শিব-মন্দির, যার চারি দিকে ছোট ছোট পাহাড়, পায়ের নীচে কুলু-কুলু ব'য়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র: থেখানে ফুলের অজ্ঞভায় মনের থুসীতে লাগে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের ছোপ্ এই মন্দিরের পাষাণ-শিলায় এক দিন জেগেছিল দেবতার প্রাণ: এসেছিল লক্ষ লক্ষ নর-নরী তাকে ফল, ফুল, সেবা, প্রেম নিবেদন করতে; কিন্তু ধারা মন্দিরের দাস'মুদাস তাদের মনে জাগলো লোভ—সেই লোভ তাদের হ'ল অপমৃত্যুর কারণ। তাই আজ তোমরা হরিশ ও হরেন্দ্র ভিখারীর অধম · · তোমাদের প্রাসাদ-চূড়ায় ওই দেখ শকুনি বসেচে—অকল্যাণের দৃতেরা ভীড় ক'রে আসচে।

হরিশ। মামলা তো আমাদের ভেতর চলেছে। ঠাকুরের <sup>সঙ্গে</sup> আমাদের বিরোধ কিলের ?

পূজারী। যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগাবার পালা আমার নর।
দেখটো পূর্ণিমার চাদকে মেঘ ঢেকে দিয়েছে •• জাজও বৃদ্ধির
ছলনা ? আজও তর্কের অবতারণা ?

হরিশ। বল পূজারী, কি করলে ঠাকুর আবার ফিবে আসবেন?
হবেজ্র। পূজারী তুমি যা বলবে আমরা তাই করবো। কিউ
ঠাকুরকে ফিরিয়ে আনা চাই।

পূজারী। তোমরা স্বপ্ন দেখটো তার অন্তর্জানের · · · জামিও দেখেটি :
তিনি কি বলেচেন জানো? তিনি জাবার জাসবেন, আবার
মৃত্ত হবেন। জাবার এখানে—মুবড়ীর এই শিবমূলিরে জীবন

দেবভার পারের আলপনা পড়বে— যদি তোষরা মামলা মিটিয়ে নাও।

হিনাশ ও হরেন্দ্র উভয়ে সমন্বরে আজই মেটাছি।
পূজারী। তথা তাই নয়। ধূবড়ীর এই শিব-মন্দির ভারতবর্ষের
পীঠস্থান হবে, যদি ভোমরা এর সেবায়েতের গদি ছেড়ে দাও
তাদের জন্ম বারা সভািই ঠাকুরকে সেবা ক'রে এসেছে। এতে
ত্থাখের কিছু নেই…মালতী ও কল্যাণ এই শিব-মন্দিরের ভার
নেবে। রাজী ? আমি মালতীর সঙ্গে কল্যাণের বিয়ে দেব।

হ্রিশ। তাই হোক্, তাই হোক্।

সরেন্দ্র। কত বছরের বিরোধের আজ অবসান হ'ল।
প্রারী। হরেন্দ্র, বিরোধ কথাটাকে মান্তবের অভিধান থেকে তুলে
দেওরা চলে না ? বিরোধ নয় 'বিরোধে বিরোধে ধরণী বিধিয়ে
উঠেচে। বিরোধের কালনাগিনীরা বিষেব বালেও পৃথিবীটাকে
কালো করে দিরেচে, 'আজ দেখচো না চারি দিকে শুরু বক্ত,
তথু আমি, তথু আলা, তথু আদে। তন্চো না, ধরংদের দেবতা ধরুকে
টরার দিরে হুলার দিছেন—মায় ভূঁখা হু ''মায় ভূঁখা হু !!
মারের কোলের ছেলের ছেলে, প্রীর বুকের স্বামী আজ সব শবযাত্রার চলেছে। ছনিয়া লালে লাল। আজ সতা কিছু নেই,
সত্য তথু রক্তের ত্থা। মায়া-মৃগ আজ চোপে লাগিয়েছে
বিরোধের বিষ। ওই মালতী আসচে 'বিচলুম—আমার ঠাকুর
মালতীর প্রেমের কাঙাল। ( হবিশের দিকে চাহিয়া) কাল
রক্তনীতে ঠাকুরের অভিবেক হবে, নতুন করে 'নতুন দেবকসেবিকাব মিতালীতে। ওই দেখ মালতী ও কল্যাণ আসচে।

( মালতী ও কল্যাণের প্রবেশ )

হরেন্দ্র। পৃজ্ঞারী, ও কি ! ও কি ! (সবিশ্বরে উচ্চৈ:স্বরে চীৎকার)
ওই ষে, ওই যে সহিদ্য, মালতী, পৃজারী সেওই ষে ঠাকুর
সিংচাসনে, বাবার ছ'টোখে হাসির জোয়ার উপচে পড়চে!
দেবাদিদের মহেশ্ব !! (জানন্দের উন্নাদনায় করতালি)
প্রারী। মালতী ঠাকুরকে কেউ এরা চোগে দেবতে পাছিল না।
ঠাকুর ভাবলেন দেবভাকে এরা দেবত্ব থেকে নির্দ্ধাসন দেববি
মতলব করেচে। তিনি চোথের দৃষ্টি এদের রাথলেন অব্যাহত,
কিন্তু ভাকে দেখবার ষে দৃষ্টি তা তিনি নিলেন কেড়ে। চোথ
থাকলেই চাওয়া যার স্কি দেবভাকে দেথা যার না। দেবভাকে দেখতে হ'লে সেই চোগের প্রয়োজন যে চোবে নেই হিংসা,

বে চোপে নেই লালদা, বে চোপে নেই চোরা-বালির পাল।

হবেক্স, ওই তেনাদদের ঠাকুর তোমাদের ঘরেই বিজে

এসেছেন। এস কল্যাণ, এস মালতী, ঠাকুরের আবিতি কয়,

বন্দনা কর; যারা ঠাকুরকে ভূলে গিরেছিলো ভারা ঠাকুরকে
আবার ফিরে পেরেছে। এবার তোমাদের পালা।

মালতী। পূজানী ঠাকুব, ভোমার সাধনা ধন্ত।
পূজানী : মালতী, তৃই একটা পাগ্লী : আমি দেবতার দান
মাত্র। মনে আছে তোকে এক দিন বলেছিলুম, তুই ই এ
বিরোধ মেটাবি শক্ষাক সেই তভক্ষপ সমাগত । আজ থেকে
তুই এবং কল্যাণ শিব-মন্দিরের দেবারেং শতোদের মিলমেই
বাবার তৃত্তি হবে। শতোদের কল্যাণ হবে শহরিশ হরেকের
মিতালী হবে। বাবার জন্তে ফুল এনেচিস তো ? তাঁর বিরা
রক্ত করবী, ধৃত্রো শনে, ছিটিরে দে সব ঠাকুরের পারে শক্ষার
একটা গান কর মিটি গান, যা তনে দেবতার চোখে আসবে
এই সহজ, ক্ষমর, স্বভ্র্ম মিতালীর একটা নির্বাক্ আনীর্বাচন ।
ওই আকাশের তারাগুলোর ফিস্ফিসানি তনতে পাছিল ?
ওদের চোধেও যেন খুসীর আমেক শেওই ভাধ, কারা সক্
এসেছে।

( স্থীদের প্রবেশ ও মালভীকে ঘিরিয়া গান ) আকাশের চাঁদ এলো বুঝি ধরণীতে শিহরিল গরবিনী-মায়া অন্তন আঁকিল কে আঁখি পাতে राक्तिन-दक्ष्ण-किकिनि ! থুসী জাগে কণে কণে বিবহীর বাভায়নে মনে হয় ভালবেসে ধরা দিল অবশেবে ह्य वे यायायिनी। দুরের স্থপন যদি বা এলো কাছে এত কেন তার ঘালা ? কাছে এসে ফিবে চলে যায় পাছে তাই আনিয়াছি মালা আৰু যদি গান জাগে পরাণের অমুনাগে— তাবে দিয়ো আঁখি-জল বেদনায় টলোমল ওগো শিক-সীমন্তিনী !

## জাগ্ৰত জনবল

শ্ৰীসভাসাধন মুখোপাধ্যায়

শক তামস ঘন গছীর বন্ধুর পথতল, হবার গতি ছুটিরা চলেছে নবীন বাত্রীদল। রক্তের তাল বক্ষে উছলে, মুশাল জাগিছে আকাশের কোলে, হাঁকে ভৈবন্ধবাণ সম্মুল স্পান্ধিত হিমাচল, পুণা হোমের কে হবি সমিধ ! অলিয়াছে হোমানল ।
তাগিয়াছে আজি জনগণদেব ! আগ্রন্থ জনবল !
মুক্তির ডাক উঠে উভয়োল,
আকাশে বাজানে আগে হিলোল,
অবুভ কঠে জেগেছে নিমু উমাম চঞ্চা।

ক্রিবিশ সম্পাদক প্রভাগ সরকার হৈছি স্কানে নানাৰ বৰ্ষ কাগজের মাঝখানে ভূবে খাকেন, কিছ কোন দিনও তাঁর লাগে না লেখা কেরৎ পাঠাতে। এক দিন তাঁব ভাকে ক্রিক্সিনা চিঠি, পড়ে ভাতিত হ'বে গেলেন, নির্বাক্ নিস্পাদ••• ক্রিক্সিন্

নিতাত সন্ধার শেব প্রাপ্তে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম।

কাৰানা আমার অভকাব, মন আমার অন্সন্ন, দেহ ক্লান্ত, জীবনে
আমি একা, প্রদীপের ভিমিত অভকাবেক আমার যুমস্ত শিশুর মুখ্ঞী

কাৰান। তিন বছরের ছোট ছেলেটি তিন দিনের অবে মারা গেছে



স্থাল কোর না। মৃত শিশুকে পাশে ওইরে কোন মা কথনও এমন করে চিঠি লিখতে পারত না, এ আমার জানা আছে। আমি নিক্তেও প্ৰক্ৰিতাম না, কিছ জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে ৰখন অসম্ভব কোন কিছুই থাকে না। আঞ্চকের সন্ধ্যা ডেমনি একটা সময়, ৰামার জীবনের অ্যাক্ত বিচিত্রতার মধ্যে অক্তম। সময় অর, আমি আৰু আছি, কাল হয় ত থাকৰ না, এখন ব'সে লেখবাৰ <del>ক্ষাতা আছে</del>, কাল হয় ত থাকবে না। আমার জীবনের **অব**শিষ্ট সুমূর্য শক্তি একত্রিত করে বসেছি, একাকিছের বোঝা হাল্কা করব क्षेत्र---আমার আজকের থাকা এবং কালকের থাকার মধ্যে আর সম্মানুকুৰ মাপকাটিতে সমস্ত জীবনের ইতিহাসটুকু লিখে বেতে চাই। ্ অর্থাৎ এ চিঠি আমার জীবনের একটি সুবর্ণ পরিচ্ছেদ, ভোষার আক্ষা নিয়ে। আগেই ভোমাকে বলেছি ছেলেটি আমার মারা লৈছে। এখন আমি এত বড় পৃথিৰীতে এক।—ভবানক একা, 🔌 কথা ভাৰতেও আমার কট হচ্ছে, তাই তোমাৰ অপনিচিষ্ঠা আমি, ভোষাকেই জীবনের মধ্যে টেনে নিলাম, ভোষার স্থতিব ঋষ্ণা নিজেকে বিলীন করে নিঃখ করে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ক্ষয়ে। তুমি আছো, তুমি আমার জীবনে একান্ত আপনাৰ হরে नांका, अ क्यांने वाद वाद निष्करे वनहि निष्कद अनरक, क्य वनकि প্রতি আমার অনস্ত ও নীরব তালোবাসার শেব প্রকাশ। সমর্থ জীবন তোমার আরাধনার কাটিরে মৃত্যুর কোলে নিজেকে স্মর্ণ হ করে, তোমার কাছে আমার শেব প্রণাম।

ভভো ভালো লাগছে। ভোষাৰ শ্ৰম্মি একটা নোহ আছে ভোষাৰ

সংল্ৰহ উপস্থিতি অনুভৰ ক্ষমি আমাৰ নিৰালা কৰেৰ কোণে। ক্ষমনও ভোষায় দেখি আমাৰ ঠিক পালে, ক্ষমনও আমাৰ ছেলেব

শিরবে। ভোমার উপস্থিতি স্থন্দর, তার চেয়ে স্থন্দর ভোমার

সহামুভূতিস্চক দৃষ্টি ৷ কলনায় তোমার সাধীৰ দিয়ে মনটাকে

রাজিরে নিবে বসেছি বলতে ভোমাকে আমার জীবনের করেকটা

কথা। বিশাস কর, কখনও কাউকে বলিনি তোমাকেই ওরু বলতে

চাই। জানবে, তুমি নিশ্চর জানবে, কিন্তু জানবে আমার মৃত্যুর

ভর পেও না। সৃত্যুর কোলে ওয়ে মমতা চাই না, দহাও নয় দাক্ষিণ্যও নয়। ময়পের স্পর্ল যে পায় জীবনের উকতা সে চায় না। কিছু দিতে তোমাকে হবে না কেবল বিশাস কোর। আমি য় কিছু বলছি সব সভিয়, এ আমার মনের জলীক কয়না নয়—এ আমার আজীবন সাধনার ইতিহাস, জীবনের প্রতি মৃহুর্তের জ্বা। আমার আজসমর্পণ তুমি প্রহণ কর সহজ বিশাসের স্পর্ণ দিয়ে। আমার ঠিক পাশে মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্ণ বুকে করে আমার ছেল ওয়ে আছে, তার পাশে বসে পারি কি মিধ্যে কিছু বলতে ? কোন মা কি পারে?

ওগো মাণিক, তোমাকে নিরেই আমার জীবনের আরছ, তথন আমার বরস ভেরো। তার আগের ইতিহাস জানি না, মনেও নেই। কি হবে জেনে কোখার আমার জন্ম, কোন কালে কার কোলে, কোন কালো সংসারে। মনে আছে তথু তোমার প্রথম গাঁকিল পাওরার ফিনটি তাম প্রের ব্যক্ত হ্রুউডলি।

मान्यमा प्राप्त चाहित स्मान्य क्राप्त महित हातीर

ভদ্বাবধানে। বাবা আমার স্নেহশীল কিছু শক্ত; সরল কিছু গছীর, বিলান কিছু দাছিক। দিদির অপরিসীম আদর মতু স্নেহ আর দহা বেদিন হঠাৎ সরে গেল দিদির বিবের পর সেদিন আমার নিজেকে লাগলো অসহার। বাবার সমস্ত দিনের মধ্যে অল্ল ছিল অবসর। সে অবসর কাটতো তাঁর নিজের কাজে, লেখা পড়ায়। মা মারা হাবার পর কাজই ছিল তাঁর প্রাণ; আমার জল্ঞে যেটুকু ছিল সেটা কর্তব্যের বোঝা, অর্থ দিয়ে আমাকে স্বাছ্ক্রদেয়র কোলে বিলিয়ে দেওরা। বর্ষস তথন আমার তেরো।

হঠাৎ এক দিন সকাল বেলায় পাশের বাড়ীতে মহা সমারোতে ঘর-দোর পরিকারের ধুম পড়ে গেল। টেবিল এলো, এলো নানান রকমের ছবি, বই, বাসন, বিছানা জার বাজো। সঙ্গে এল চাকর তারই তত্ত্বাবধানে বাড়াটা দেখতে দেখতে হেসে উঠল। মাঝে মাঝে জামাদের বাড়ীতে সে জাসত এক টুকরো কাগজ চাইতে, কিম্বা একটা পেন্সিল। তোমার নামটা সে বড় করে লিখত, গর্বভরে উচ্চারণ করত। বড় ভালো লাগত তার প্রভুভক্তি, তার অকাতর পরিশ্রম। এ সবের মধ্যে দিয়ে ভোমার বাজিত জামার মনকে নাড়া দিল তোমারও আগে। মনে মনে তোমাকে জামার মনকে নাড়া দিল তোমারও আগে। মনে মনে তোমাকে জার্মান করবার জল্পে প্রভত হয়ে উঠলাম। বাবান্দার দাঁড়িয়ে গাঁড়িয়ে তৌমার বাড়ী সাজানো দেখতাম, তোমার ঘর সাজাতাম করনায়, ভোমার চাকর জামাকে দেখত, হয়ত অবাক্ হয়ে ভারতা, কে আমি, কেন আমি অমন করে গাঁড়াই। মাঝে মাঝে সে চুপ করে গাঁড়িয়ে পড়ত তার পর একটু হেসে আবাব তার কাফ আরম্ভ করত।

এমন সময় এলে তুমি । তুমি ঠিক যে সময় এলে বাবা আমাকে ডাকলেন কালে, আমি চলে গেলাম। কাজ সেরে যখন আবাব এলাম বারান্দায় তখন তোমার শোবার ঘরে আলো জলছে। অনেক করে ভোমাকে দেখতে চাইলাম কিছু পাণলাম না। মোটা পূক্পদার অক্তরালে তুমি রইলে আমার কল্পনার বছে রঞ্জিত হয়ে; তোমার উপস্থিতি আমার মনকে প্রাক্তর করে বাবল। সমস্তার আমার যুম হলো না তোমার কথা ভেবে।

ভখন আমি সুলে পড়ি, বই পড়ার ভয়ানক সথ। আমার পড়াব ঘর থেকে ভোমার লাইব্রেরী দেখা যেত। অবাক্ হ'য়ে দেখতাম তোমার কত বই, ভাৰতাম কেমন করে তুমি এত বই পড়ল। করনা করতাম তোমার কত বুছি, তুমি কত বিঘান, ভোমার স্থনাম, তোমার যশা, তোমার সব কিছু। বাবার ঘরে গিরে পরিছার করবার ছলে বাবার বইগুলো উল্টে পালটে দেখতাম, কিছুই বুণতে পারতাম না। ভারতে চেটা করতাম তোমার বইগুলো কেমন, কার দেখা, তাতে কি লেখা, তুমি কেমন করে পড়।

এক দিন ছপুর বেলা আমাদের স্থুল তাড়াভাড়ি বন্ধ হ'রে গোল, তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে ফিবছিলাম, কি মনে হল, গোট খুলে তোমার বাড়ীতে চুকে পড়লাম। ত্রস্ত পদে, ভীক কপোতীর মতন কাপতে কাপতে বাইরে ঘরের দরজা প্রাপ্ত এলাম। ভর হল, শক্ষাও হল, ভারলাম কি করছি, এক চুটে পালিয়ে যাই, কিছ পালাম না, ডোমার আফর্য আমাকে এমনই সম্মোহিত করেছে। দরকার করে নাড়বার জয়ে হাত বাড়ালাম, হাতটা মারপথে থেমে লেন, শতকালের মুবুল বেলাম বারতে আরম্ভ করলাম, কান হটো

লাল হ'রে উঠল, মাখাটা যুরতে আরম্ভ করল। তোমার বারাশার বিশিতে বলে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে গাঁড়ালাক, এনেছি বখন, তোমাকে না দেখে কোন মতেই যাবো না, এমনি ধারা তোমার আকর্ষণ আমাকে কৃষ্টি ছাড়া করেছে। দরজার কড়া নাড়ক্ষে তোমার চাকর বেরিয়ে এল। বাঁচলাম, তুমি দরজা থুললে হর্মন্থ হাটফেল করতাম। সে আমাকে চিনত, দেখে সচকিত হ'রে প্রায় করল, 'কি দিদিমণি'!

কি বলব, বলবার তো কিছু নেই, অবাক হ'রে তোমার বাইনেম ঘর দেখছি—সামনেই তোমার প্রকাশ্ত অরেল-পেণ্টিটো। ওর কোন কথার উত্তর না দিয়ে বিভোর হয়ে ভোমার বাইবের ঘরে চুকলাই তোমার ছবির ৬পর দৃষ্টি রেখে। আমার এ ধরণের পাপলামী কেই ভোমার চাকর হতবাকু হ'য়ে রইল; তার পর হেসে প্রশ্ন করলে, 🗯 পেয়েছেন ব্ঝি। ওর প্রশ্ন শুনে প্রথম মনে হল এ আমি কি করেছি। কেন আমার এমন পাগলামী। লজ্জার লাল হ'বে অস্টে বললার, স্কুল থেকে ফিরছিলাম, একটা লোক আমার পেছন পেছন আসছিল, ভাই ভয় পেয়ে বাড়ী প্যান্ত যেতে পারিনি, এইখানেই চুকে পড়েছি। লোকটা বোধ হয় গেটের পাশে দীড়িয়ে আছে! সে বললে, আপনি বস্তন, বলে বেরিয়ে গেল। আমি তোমার ছবিধানার সামনে দাঁড়ালাম। চিবদিন করনা করতাম তুমি হয়ত বাবারই মতন গন্ধীর, বুড়ো, হয়ত ভোমার চোখে চশমা, ভোমার পাকা চুল। কিছা ভোমার ছবিধানা দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম—ভূমি কত স্বন্দর—**আজও ঠিক তেখনি**-ক্রন্দর আছো, যেমন তমি সেদিন ছিলে। ওধানে তোমার বই—ইং**রেজি**, বাংলায় আরও কত কি ভাষায়। অবাকৃ হ'রে তুলে নিবে নেড়েচেড়ে দেখলাম, কিছুই বুঝলাম না। ইতিমধ্যে <mark>ভোমার চাকর এলে</mark> জানালো বাইরে কেউ নেই, আমার ভয় ভিত্তিহীন। তোমার ছবির সামিধো আমার সাহস বেডেছে, মনটাও হয়েছে স্থাইর, হাসতে হাসতে বললাম, তোনাকে দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়ে পালিয়েছে, ধ্যুবাদ। বাড়ী ফিরে গেলাম। ভোমাকে না দেখার বেদনা আমার মিটে গেলো ভোমার ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে। দেব-ধর্মন ভা এমনি ভাবেই হয়। মনটাও ঠিক সেদিন দেব-দর্শনে প্রীত হবার মতন **আনক্ষে** দিশেহারা হ'য়ে উঠল চকিতে।

সেদিন থেকে আমার কি যে হল জানি না, কেবলই ভাবতার পৃথিবীটা কত সন্দর। কাজের ঠিক মারখানে থমকে গাঁড়াতাম, বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রকৃতিকে দেখতাম, নিজেকভ—মোরাছির গুন-তন শব্দ ভালো লাগতো, প্রজাপতির চকল পাথার মধ্যে একটা অপরপ জ্যোতি দেখতে পেতাম। ফুল দিয়ে ঘর সাজাতাম, ফুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ভাবতাম কত সন্দর এর। ভোমার ঘরে রক্ষনীগন্ধার ঝাড় দেখেছিলাম, এটাই আমার প্রিয় ফুল হ'রে উঠল। ভালো লাগতো ওর তওতা, ভালো লাগতো ওর মন-মাতাম মধুর গন্ধ। আমার মনে হও ৫-গন্ধ ফুলের নয় আমার নিজের, এ সোন্ধাও ফুলের নয় আমার দৃষ্টিভঙ্গীর। এক দিন সকাল বেলার একটা অন্ধৃত ঘটনা ঘটে গেল। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে সাড়ী সামলাতে সামলাতে আয়নার সামনে এসে গাড়ালাম। মাথার চুল ঠিক করছিলাম। হাতের পাশ দিয়ে ভোমার মুখখানা আয়নার ওপ্রত্ব ভিলে উঠল। মনে হল একদৃষ্টে তুমি আমাকে দেখছ। ভয়ানক সক্ষা হল, বুকের কাণড়টা ভাড়াভাড়ি ঠিক করে নিলাম। তথ্য

বিদ্যাই তেবেছিলাম বুৰি তুলি আমার ঘরে কিছু তাতো নর, তবে বেলা আমার লজা! এবনি একটা স্টেছাড়া কাণ্ড করে সেই অভও অনেকটা লজা পেলাম। একলা যবে কান ছটো আমার লাল হ'বে উলে। আমার আমার আমার প্রতিছবিটার ওপর দৃষ্টি রেখে অনেককণ বসে অলাকাম। লজা, লজা, লজা এ কা লজা—এ আমার কী লগা । একান নতুন আলোক, এ কোন আমার নব জনা। চকিতে বুঝতে পারলাম যৌবনের স্পর্ণ লেগেছে আমার বেকে-মনে। নতুন ছলে আমার মন নেচে উঠল, নতুন স্থরে আমার জীবন বঙ্গুত হ'বে উঠল। আমার দৃষ্টিতে নব রূপ, আমার জীবন বঙ্গুত হ'বে উঠল। আমার দৃষ্টিতে নব রূপ, আমার কিবে নব জাগরণ, মনে নতুন স্থর। তালির থেকে আমার বিনে নারীউল্লেখ্য আমার নতুন জনা।

সেদিন থেকে আমার কি যে হল আমার জানা নেই, গন্ধীর 📜 আৰু সেলাম, কিন্তু চলার ছুন্দটা বইল হাল্কা। যে সব ছোট **জ্ঞিটি জিনিবে আনন্দ পেতাম, সেগুলো হল অবাস্থর। আ**য়নার শাৰ্তন গাঁড়ালে আগে আগে নিজের মুখখানা দেখতাম, কারণ আমি ক্লেম্বর, এখন আঁমার দৃষ্টি পড়ঙ্গ আমার দেহের ওপর, দেহের প্রতিটি ব্রুখার ওপর, প্রেট্যেক বেখাটির এঁকে-বেঁকে ছুটে চলার ওপর। ভালো লাখতো দেখতে, হাত দিয়ে মেপে দেখতাম আমার কীণ **ছুছে স্থীণতৰ হ'য়ে** বাওয়া কটিতট। মনে হত কোন স্থনিপুণ **শিল্পীর পার্শ লাগছে আ**মার দেহের ওপর প্রতিদিন, প্রতি মৃহুতে । 🛍 সৰের মধ্যে একটা স্থগভীর আনন্দ ছিল, ছিল ভৃপ্তি। এ নতুন 🗬 বনের ওপর একটা যোহ ছিল, নিজের প্রতি ছিল একটা সুক্রর 📺 🕶 🔰 । আমার মনের এই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগল আমার 🚮 বাবের পৃথিবীর ওপ্ত। আগেকার অপ্রিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এখন ব্রীল একটা পরিপূর্ণ রূপ। আগেকার সৌন্দর্যা ছিল দেখার, দৃষ্টির, **্রাধ্যকার সৌশব্য মনের,** উপলব্ধির। কিন্তু এই পরিপূর্ণ আনন্দের 📺 অনুভূতি ভাৰ অভ্যালে ছিল বেদনা। কেন যে ঐ বেদনাতা আৰি বুৰিনি, কেবল মাথে মাথে মনে হত আমার মনের কোণে **জিল্বার বেন একটা** বিরাট গহবর আছে, সেটা কোন মতেই পূর্ণ হর না, কেবলই শুক্তভার হাহাকার দিয়ে আমায় উদাস করে দেয়, মন্ত্রীকে নিছে যায় আমার চারি ধারের সৌন্ধর্যের মাঝখান থেকে 🚉 না-জানা কোন অসীমের পারে। জামার সব-কিছুর শেষে ৰে বেলনারাশি, সেটা তো বুঝি, অমুভব করি কিন্তু কোন রকমেই পুৰ করতে পারি না—এ বেদনা কিসের, কেন, কেমন করে দূর হবে ? 🗬 存 বৌষনের ধর্ম ? মনে এমনি ধারা নানান রক্ম প্রশ্ন **আগতো, এক দিন** ববি ঠাকুরের একটা কবিতার হুটো লাইন পড়ে পেলাম আমার প্রশ্নের উত্তর।

> "আমার এ ধূপ না পোড়াকে পদ্ধ কিছুই নাহি ঢাকে আমার এ দীপ না আলাকে দের না কিছুই আলোঁ

বুরতে পারলায় আমার আনন্দের শেবে বেদনা নর, বেদনার শেবে আনন্দ। আমার বনের ঐ পৃততা, আমার জীবনের ঐ অপরি-পূর্বভার হাহাকারের ওপর ভিত্তি করে আমার সৌন্দর্বামর সৃষ্টি, আমার সৃষ্টির সৌন্দর্ব্য। আমার উলাসীনভার ভিত্তির ওপর ঐ ভালো লাগার ইয়ারত। বভ বুরুলার তত অভিনা লাগলো, বভ ভালো লাগলো ভত ভালোবাসনাম । তুমিই তো আমার এ নৰ ক্লাস্ট্রান্থ বৃদ্ধে প্রদেবতা—তুমিই আমার সব সৌলর্ব্যের শিল্পী—তেনির্দ্ধি স্থান্থর শাধ পেরেই আমার নতুন জন্ম, নতুন জীবন। তাই মনে মনে তোমাকে সেদিন থেকে অর্পণ করলাম আমার সব কিছু—তোমার অধিষ্ঠান হল আমার সব কিছুর ওপরে। তোমাকে উপলক্ষ করে আরম্ভ হল আমার নীবব সাধনা, তোমার ছবির ওপর পড়ল আমার কল্পনার বঙ্জ, সেই কাল্লনিক মৃতির পারে আমার ভালবাসার অর্থ্য। আমার ছোট পৃথিবী গড়ে উঠল তোমাকে কেন্দ্র করে।

এক দিন আচম্কা তোমার দেখা মিলল, বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা। স্প্রীতি আমার বাল্যবন্ধ, আমার নিত্যকালের সহচরী। ভারই বাড়ী থেকে বেড়িরে দিরছিলাম সদ্যা বেলা, তিথিটা আমার মনে মেই, রাভটা আদকার ছিল। তোমার গেটের সামনে দিরে আসছিলাম, হঠাৎ নারীকঠের কলহাত্তে দিগন্ত সচকিত হ'রে উঠল। বসজ্বের বৈজয়ন্তী উড়বার আগে বেমন কোকিলের কঠন্বর মধ্ব লাগে তেমনি লাগল। বেশ ভালোই তো লাগল প্রথমটা, এ বল-হাত্তে সজীব প্রাণের স্পানন ছিল আর ছিল স্লিগ্ধ উচ্ছাস। প্রথমটা ভালো লাগার মূলে ছিল আমার নীরব, নির্দ্ধন, জীবন আমার নড়ন নারীত্বের নতুন রূপ-পরিপ্রতের স্বপ্রবিলাস।

থমকে দাঁড়ালাম, ভালো করে দেখব বলে একটু পিছিয়ে গেলাম। আবছারা অক্কাবে দেখলাম, তুমি তোমার সারা দেহ দিয়ে ওবে বিবে বেখেছ আমার দৃষ্টি বাঁচিয়ে। বরের ক্ষীণ আলোর বে কণা গুলো বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছে পর্দার কাঁক দিরে ভারই ছ'-একটা ওর ডান হাতের ওপর, ভোমার বাঁ কাঁধের ধারে। আমার পাঁ অবশ হ'য়ে উঠল, মাথা বিষ-বিষ্ করতে লাগল রাগে ঈর্বায় অভিমানে! কেন রাগ হল, কেন হল ঈর্বা, কেনই বা অভিমান! এমন তো কত দিন কত মেরেকে তোমার বাড়ী থেকে সভাগি অন্ধকারে ত্রস্ত হ্রিণীর মন্তন ছুটে বেরিরে বেতে দেখেছি, কখনও জে ঈর্বা হয়নি, কখনও হয়নি রাগ, আচ্চ তবে হঠাৎ আমার মনের এ কোৰ বিকৃতি ? ইচ্ছে কবল ছুটে গিবে ভোমাদেৰ স্থ-স্থপ ভেটে দি ঐ কলহাত্ম-মুখবিত নামীকে অপমান করে, লাম্বনা করে বিদার কৰে দি কটু কথা বলে। গেটের ধাবে দাঁড়িবে এমনি নানান কথা ভাবছি. এমন সময় তোমরা এদে পড়লে হাসতে হাসতে হাত-ধরাধবি করে, আমি ছুটে পালিয়ে বেতে চাইলাম ঐ অসহ দৃশ্যকে এডিয়ে বাব বলে। আমাৰ বিকৃত মন আমাকে অভ করে দিল, ঠোট থেরে পড়ে গেলাম। তৃমি ভাড়াভাড়ি আমাকে তুলে ধরলে, জিজ্ঞা করলে লেগেছে কি না। লক্ষার একটা প্রবল স্রোভ আমাকে লাল করে দিল, কোন বৰুমে ছুটে পালাতে পালাতে বললাম, <sup>না।</sup> তোমাকে মৌখিক ধৰুবাদ পৰ্ব্যস্ত দেওৱা হল না। ছুটতে ছুটতে অম্পষ্ট ওনতে পেলাম, মহিলাটি বললেন, সম্পন্ন মেরেটি, সভ্যাব অন্ধকারে ভর পেরেছে। তুমি বললে, হাা। আর কিছু নর।

বাবে ওবে ওবে ভোষার কথাই ভাবলাম। তোমার কোক শার্শ আমার হুই হাতে, ভোষার ক্ষণিক সাখীদ্বের লোরভ আমার মনে, ভোষাকে প্রথম দেখার স্বপ্ন আমার প্রভাকে মুহুতে। স্লোগ গ্রেরীর মতন ঐ একটি মুহুত আমার বিনিত্র বজনীর ওপার স্বপ্নের আবেশ হুড়াল। সামনের খোলা জানলার মাকখানে এক কালি বাঁকা চাঁক ভোবের একটু আগে উকি মারল ঠিক আমার চোথেক ওপার। জানলার

বাবে অসে পাড়ালাম, ভোমার শোবার বর জন্ধকার। স্পষ্ট জন্মভব ক্রলাম ভোমার প্রভ্যেকটি নিয়ালের মৃত্ শান্দন, ভোমার প্রলামেলো এক বাধা চল, কোনটা মুখের ওপর কোনটা কানের পাশে। নিত্রাছয়, মুখে কীণ হাসি, দেচ এলায়িত, একটুথানি বাঁকা। বালিশের ওপর ভোমার মাথাটা ডান দিকে ঝুঁকে, হাত ছটো বুকের ওপর বিক্ষিপ্ত। এ সবই তো আমার করনা কিছ অল'ক নয়। কেন জানি না, কেবল আমার মনে হল এই ভাবেই ভূমি শোও, এমনি করেই ভোমার রপঞ্জী পরিপূর্ণতা লাভ করে নিস্তাব কোমল স্পর্গে। ইচ্ছে করল এক ছুটে গিরে ভোমাকে দেখে আসি, ভোমার মাথার কাছে বলে ভোমাকে হাওয়া করি। ভোমার এ মুমস্ত মুখছুবি দেখতে দেখতে আমি যুগ যুগ কাটিয়ে দিতে পারি—এ কথা বার বার আমার মনে হল। হঠাৎ নতুন করে মনে পড়ে গেল সন্ধ্যার ছোট ঘটনাটি, ভোমার স্পর্ণের স্থথ-মুভি নিয়ে নয়, ভোমার সাথীতে মাধুৰ্যমন্ত্ৰী মহিলাটিৰ প্ৰতি ঈৰ্ষাৰ বোঝা মাধায় ৰবে। তোমাৰ নিজ্ঞা, ভোমার ভয়ে থাকার সঙ্গে এ মহিলার কোথায় যেন একটা গভীর বোগাবোগ আছে, এ কথা আমার কৈশোরের নব জাগরিত বৈশোরের নানান ৰন্ধনার একটা অঙ্গ। কি বে বোগাবোগ, কেনই ভাতে ইবা, তোমার বে মধুর স্পর্ল সে পেতে পারে তার একটু আমি পেরেছি, ফলই না হয় তা একটি মৃহুতে র। এমনি অকাট্য যুক্তিতে মনটা ভরে রাখলাম কিছু পারলাম কৈ। ইবার লেলিহান শিখা আমাকে প্রত্যেক মুহূত প্রথমিত করে দিল। ভয়ানক ইর্বা, কি অসম্ভ ভার বেদনা, রাগ হল ভোমার ওপুর, কেন মেশো এদের সঙ্গে, কেন আসতে দাও এদের ভোমার বাড়ীতে, ভাই ভো এত বদনাম ভোমার। এমনি বাগে হুমধ অভিমানে কেঁদে কেললাম। এক ছুটে বিছানার ওপর এসে বৃটিয়ে পড়লাম। সে যে কি কারা ফুঁপিরে ফুঁপিরে তা আমিট কেবল জানি। জবাধ কারার শ্রোতে আমার বালিস ভিজে গেল, ৰিছ কীষে মন ভবু প্ৰবোধ মানল না! কালার জোয়ার এসেছে, কোন যুক্তিই ভনব না।

কখন বাঁকা এক কালি চাঁদ নিবে গেছে, কখন ভোৱের পাখা ছেকেছে, কখন প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম কিবল আমার কপোল স্পাধ করেছে কিছুই আমার জানা নেই; কেবল মনে আছে ছেলেমাছুবের মন্ত চীৎকার করে কেঁদেছি ঠিক যুমোবার আগে। ঘুম ভাকল একটা ছংম্বল দেখে চীৎকার করে উঠে। সে বে কী ভরাত ভীবণ হংম্বল তা আমিই তবু জানি। আজও আমার মনে আছে স্পাই, কারণ সেদিন বে কাল ছারা পড়েছিল আমার মনে আজও ভার রেশ টানছি জীবনে। ভর সেদিন পেরেছিলাম, আজ আর নেই তা। ভনবে আমার মনের কথা ? বলি ভাহ'লে।

হঠাৎ মনে হল কোন এক আচনা দেশে পোঁচেছি, নাম তার লানা নেই। সেধানকার লোকদের চেহারা কি রকম অভূত, সব নির তারা হাসে, চূলি চূলি কথা বলে। তাদের সকলের চোধওলোক সমরেধার মতো, তীর দৃষ্টি, বেন আখন ঠিকুরে পড়ছে সব সমর। ইই-মিট্ট করে ভারা চার আড়চোখে। দৃষ্টি ফেরার না কোন মডেই, ঠাই উমন্তের মডন হেসে ওঠে। এক জন হাসলেই চারি দিক্ মকে প্রভিয়নি ওঠে অভাত সকলের হাসিতে—তার পর একের বি এক জন পালা ভারে হেসে চকে, কেউ চীৎকার করে, কেউ মৃহ বি বিশ্বতি করা। সকলেই কর্মার্কার বিশ্বত চেবে ভারা হাসহিল—

সে বে কি পাগদের মতো হাসি ভা আমি ভোমাকে বোঝাভে পাঞ্জী না। হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হল, তোমাকে দেখে আমি চিংকার 🗱 কেঁদে উঠলাম। তুমি তাড়াভাড়ি আমাকে ভোমার সমস্ত দেহ বিশ্বে সহত্তে ঢেকে নিলে, মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সামহে প্রায় করার ভয় করছে? আমি কোন কথা বললাম না, অবাক্ হ'রে ভোষাই মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, ভার পর ভোমার বুকের ওপর মাধ্য এলিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিম্ব মনে ওদের বিকৃত দৃষ্টিকে **উপেন্টা** দৃষ্টি দিয়ে অভ্যৰ্থনা কংলাম। ওদের হাসি থেমে গেল। ভূমি কল্যা বাড়ী বাও। আমি বললাম, তুমি বাগে না ? বললে, না, এবালেই আমার দেশ, এদের মধ্যেই আমার জীবন, এ পূথে তুমি কেন এসেছ তার পর থেমে আবার বললে, একলা যেতে পারবে? পারব, আমি তথু স্বণিকের জন্তে ভোমার মুখের দিকে চেরে, তোমার আনু হাসিতে অবগাহন করে, কিরে বললাম, তোমার ঐ ক্লণিকের 🔫 📆 ভোমার এ সত্মেহ আলিকন, ভোমার ছোট বয়েকটা কথা— ঐ কা আমার রক্ষা-কবচ। ঐ লোকভলো কক হাসল বিকৃত শব্দ ক্রীয়া বিক্রপের বস্তা বইয়ে দিয়ে। আমি তবু রুইলাম অবিচলিত। ভোষার ম্পূৰ্ণ আমাকে আমার অভাছেই নিয়ে গেছে অন্ত এক লোকে. বে**খা**লে ভয়ের লেশ নেই, ভাবনার চিহ্ন নেই, ভয়ার্ছের চাংকার নেই, বিজ্ঞাপ বিকৃত প্ৰকাশ নেই। অনেকথানি পথ চলে এসে একটা **পালে** বাঁকে দীড়ালাম। শেষ বাবের মতন পেছন বিবে চাই**তেই দেবলা** তথনও তুমি মৃত্ হাসছ। তোমার মেই মৃত্**হাসি আজও আমী**ৰ মন ভ'বে আছে।

ঘুম ভেত্তে গোল। বেশ ভালোই লাগল, প্ৰথম প্ৰাৰিক্ষ আলোকিত সকাল। বেলা হয়েছে, উঠে বসলাম। সকালটা ভালো কিন্তু মনটা থুব ভালো নয়, কেবল আমার থেকে খেকে মনে ছ'লছ লাগল, ভোমাৰ কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। **এই ভাষনটি** মনে আমার কাঁটার মতন বিধে বইল। আমার দিনের চপল পাঁজি ছুল, পড়া, পরীক্ষার ভাবনা, কিন্তু স্বার ওপরে লাষ্ট্র হ'বে বাইজ ব্যবধানের ভয়, বিদায়ের বেদনা। ভোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, 📥 অসহা। ভোমার সালিখ্যের যে মাধুর্য সেটা মিলবে না, জীবলের প্রতি মুহুতে ভোমার অভাব অহুভব করব। ভোমার **বরের আ্লো** ভোমার বাড়ীর বাগান- ভোমার দরকার পদা সব মিলিরে **আমা**র মনের যে তুমি, ভার কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত হ'তে হবে এই ভারনাই আমাকে সচ্কিত করে দিল। দিনের গতির সঙ্গে সালে ভাবনা বেডা উঠল। স্থুলে গোলাম না দেহের লোহাই দিয়ে, সমস্ত **বিন কটি**ট জানলায় পাঁড়িয়ে ভোমার খবের দিকে চেয়ে চেয়ে। **সন্ধার অনুস্থা**র আলোকে তোমাকে একবার দেখতে পেলাম বারালায়। একবান বই নিয়ে তুমি ইজি-চেয়ারে এসে বসলে আমার দিকে মুধ কিবিৱে। বইখানা কিছুক্ষণ পরে সরিয়ে রেখে তুমি চোখ বুজে কেললে। আমি অবাক হ'বে তোমাকে দেখলাম। কবেক মুহুত মাত্র। বাবা ডাকলেন, নেহাথ বিষক্ত হয়েই গেলাম। ওনলাম নিশিষ্ অন্তর্থ, বাত্রের ট্রেণেই বেডে হবে। ত্র্পেন্টার মধ্যে ডেরী হয়ে নিলায়। গাড়ীতে উঠবাৰ আগে তোমার কাছ থেকে বিলায় নিতে এলাৰ্ট্ট ত্মি তো জানো না, তোমার কাছে থেকে বিদার না নিলে আমার বাওৱা হবে না। জানলার গাঁড়িয়ে বইলাম কিছ ভোমার কেখা मिनान मा। कांप्रणाम, एवं मिनान मा। एक एका कार्या

বিষয়ে নিতে এসেছি বলে তুমি ব্যণিত হয়েছ। আমার মর্মবাণীর এ কীপ প্রতিধননি বাওরার সাহস দিল। মনে মনে তোমাকে আনলার পাঁড়িরেই প্রণাম জানালাম। চোথ তুলেই দেখি তুমি পর্দা কিলে বিরিয়ে এলে। আমার বিদারী প্রণাম তোমাকে বাইবে টেনে আনল। তাবানকে ধক্তবাদ জানালাম। কি বে আনন্দ হল কাতে পারি না, হাসি-মুখেই যাত্রা করলাম। তাবান্ আছেন ক্রকা দিনির কাছেই তনেছি কিছ তুমি দিলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেন জানি না, মনে হল তুমিই আমার তাবান্। তা না ই'লে বুরুলে কেমন করে আমার মনের কথা, তনলে কি করে আমার বিদারের আবেদন, আসলে কেন তুমি বাইরে— অকারণে এসেছিলে তা তো আমি দেখেছিলাম।

ছ'বছর তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ছ'বছর দিদির কাছে
ছিলাম লেখাপড়ার জন্তে বাবার অন্ধরাধে। বাবা আমাকে
ভিলোবাসতেন, তার চেয়ে ভালোবাসতেন বেনী দিদিকে। দিদি
আমার জীবনে মার চেয়ে বেনী স্নেহ দিয়েছে—তার স্নেহ-নীড়ে আমি
মান্ত্র্য, তাই দিদির অন্ধরোধ এড়িয়ে বেতে পারলাম না। আমি তো
ভ্রমলাম ভূমি সাহিত্যিক, একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক।
ভোমার সঙ্গে বোগাবোগ স্থাপিত করলাম তোমার পত্রিকার
ক্রিমা দিয়ে।

প্রথম প্রথম তোমার বিবহ আমাকে উন্নাদ করে তুললো।
আমি ভেবেই পেলাম না কেমন করে তোমাকে ছেড়ে থাকব।
ক্ষুদ্ধ দিন খালি নির্দ্ধনে কাঁদতাম, তোমাকে চিট্ট লিখতাম, কিছু সে
ক্ষিট ভাকে দেওয়া হরনি, আজও সেগুলো আমার কৈশোরের সোনার
পূখল হ'রে আমার আছে কাছে। আমার প্রথম প্রেমের প্রথম
নৈক্ষে সক্ষে সক্ষর করে রেখেছি, ভোমার কাছ থেকে বিদার নেবার
আলো সেগুলো তোমার অর্থ্য করে নিবেদন করে বাবো বলে।

এক দিন বিকেল বেলা নিস্তৰ বাড়ীতে চুপ-চাপ বসেছিলাম নিশ্বন। ভোমাকে কিছু লিখব বলে কাগজ-কলম নিয়ে বদলাম, ভাষা কোন মতেই খুঁছে পেলাম না। কি লিখব, কেমন করে ভোষাকে বোঝাবো আমার মনের আবেদন, কোন কথা বলব গ ক্ষা হ'রে এলো, ভিমিত অন্ধকারে চারি দিকের পৃথিবী, প্রথালিত इ'লে উঠল ভোমার ব্যবধানের বিরহ-বেদনা। জানলার সামনে বিবাট পাহাড় দৈত্যের মতন মাথা উঁচু করে দাঁড়িরে আছে। অচল আটল গগনস্পাশী তাৰ ৰূপ। ধুসর গোধুলিতে ঐ পাহাড় মনে হল ভোমার ছির, ধীর, প্রশান্ত মৃতি, আমার মাথা আপনা থেকেই বাত্ৰেৰ অন্ধকাৰ নামল পাহাড়েৰ বুকে, न्छ इ'स थला। আমার সামনের এ বিরাট পাহাড় সেই অককারে ডুবে গোল, 🙀 পেলে না। স্থামার চোখের সামনে ভাসতে থাকল ভোমার হ্বপ, তোমার বিরাট ব্যক্তিও। স্পষ্ট তনতে পেলাম তুমি বলছ-পেরিবে এস এই ব্যবধান, পূর্ণ কর আমাদের মধ্যেকার এই জসীম শৃষ্টতা তোষার ভাষা দিয়ে, ভোষার কথা দিয়ে, ভোষার इन्य मित्र, त्कांबाच ध्यांग मित्र। त्रहे न्यांहे जाक व्यावात्क स्त्राम ছবে ভুললো প্ল' ভাক আমাকে ক্ষেপিবে দিলে। আমার ইচ্ছে **इत्रम कू**र्छे दिवित्व शिष् विक्-विविक् कान शतित्व। मन्छा ब्रेम ভাষার ওপর, দেহের পরিবর্জে কলম ছুঠে চললো অঞ্চলিক কাপজের াকের ওপর দিরে। সামার সেই আখন কবিতা 'পর্যা' সামস

তোমার ছোট অভিনক্ষন চিঠি। তোমার সেই ছোট চিঠির সামান करवको कथा राज कारवा वर्गाहित्क ग्रामित्व मिन आंधाव मत्त्व ठिक মাৰখান দিবে, ভাষাৰ প্লাবন এল। বে আমি ভাষা দাও ভাষা দাও বলে কেবল কেঁদেছি সেই আমি আভাসে শুধু পাতার পর পাতা লিখে গেছি, তুমি সমত্বে তা নিষ্ণেছ দিনের পর দিন তোমার প্রিকার ব্দের ভূষণ করে। আমাকে তুমি কান দিনও জানোনি, ভোষার কাছে নিজের পরিচয়ও আমি দিইনি, কিছ কবি আমাকে ডোমার অনেকথানি কাছে টেনেছ—অনেকথানি কাছে, সেইটাই আমার প্রেমের মূল্য। কি**ন্ত** সেইখানে যদি আমার আশার ম্বপ্ন পূর্ণ হত ভাহ'লে আৰুকে ভোমাকে এই চিঠি লেখবাৰ প্ৰয়োজন হত না। তাতো কোন দিনও ছিল না আমার উদ্দেশ্য। কেবল কথার মালা গেঁথে ভোমাকে উপহার দেবার মতন মন তো আমার ছিল না, আমি ৰে চেয়েছিলাম আমার জীবনের উত্তাপ দিয়ে তোমাৰ জীবন সুন্দর করে ভুলতে, আমার সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে ভোমার জীবনে একটি প্রদীপ আলতে; আমার ভাষা নয়, হন্দ নয়, কবিতাও নয়, নিমেকে নিবেদন ক্বতে। আমার কবিতা হল তার উপলক। আমার কবিছের পথ বেয়ে তোমার কাছে যাওয়া আমার সহজ হল। হার্য-लक्षी भौगाद मत्नद कथा दृत्य कीतत्त्व भथ प्रकृक कदला। তোসার আশীর্কাদের এই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আমার প্রণাম।

ছ'বছর কেবল কবিত। লিখেছি তোমাকে উদ্দেশ্য করে। তোমার সলে কবি কমলার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে চিঠিতে। তুমি কলকাতার আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছ বারে বারে কবি কমলাক। আমি আনন্দিত হয়েছি; তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ করবার পধ আমার সহজ্ব হয়েছে. এই কথা তেবে। কিন্তু কে জানতো যে তোমার সাম্বনে দাঁড়িয়ে আমার কবি-মন আমার নারীজকে বড় করে এগিয়ে দিয়ে সরে যাবে! আমার কবি-মন তো তোমারই স্কটি, তাই বোধ তর সে তোমার বিবাট অভিত্বের সামনে লক্ষার দীড়াতে পারেনি।

ছ'বছর পরে ফিরলাম কলকাভায় বিশ্ববিজ্ঞালয়ে পড়বার অভুহাতে। অভুহাত ছাড়া আর কিছুই তো নয়। দেগাপড়ায় আমি এমন কিছু ছিলাম না যার জভে বিশেষ কোন বিশ্ববিভালয়ের প্রয়োজন ছিল। যে কোন কলেজেই আমার বি-এ পরীক্ষার পড়া চলতে পারতো অন্তব্দে, কিছ তোমার ছনিবার আকর্ষণ এড়িরে যাবার ক্ষতা কি আমার ছিল? তাই অবধা অভিমান করে, বাগারাগি করে, একলাই এক দিন কলকাতা সহরে এসে গাড়ালাম। ছ<sup>°</sup>বছরের প্রাত্যহিক বিরহ বেদনার দ্রান স্পর্শ আমাকে ভোমার বে কত কাছে এনেছে তা বুঝলাম ছাওড়া টেশনে প্রথম পদার্পণ করে। বড় সহবের জনভাব মারখানে নারী চিরদিন অসহায় এ কথাই জানতাম, কিছ আমাৰ উপদৰি আমাকে এক মধুৰ আবেশে প্ৰচন্ত কৰে দিল। স্থামি ভোমার কাছে, ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে ভোমাকে <sup>দেখে</sup> আসতে পাৰি, তোমাকে স্পৰ্গও করতে পাৰি এই বে নিশ্চর্তী, এ বে কতথানি ভৃত্তি তা সেদিন আমি উপলব্ধি করলাম। আন<sup>দের</sup> আবেগ-ছন্দ আমার প্রতি পদক্ষেণে, সুগভীর ভৃত্তির প্রচ্ছে প্রকাশ আমার দৃষ্টিতে, আমার চলার বেগে, আমার কথার। ছ'বছরের বে একাকিছের বোৰা আমার যাখার পর্বত প্রমাণ হয়ে আমাকে উ<sup>ন্নত,</sup> উলাস করেছিল, ভাবনার বেশ টেনেও ভার সভান মিললো <sup>না</sup> विनात्तव छण मुहूर्च जागरक सत्त्व सत्त जाव नानाच व्यवक्ति वहुरण

মৃহুর্দ্ধে আনন্দের আভিশব্যে তার পল গুণছি নে বে কী তীর আনন্দের অসুভূতি সে কথা তো বর্ণনার অতীত; সে উপলব্ধি বোঝবার, মনে মনে অভূতব করবার, প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই কারো।

সন্ধার অভুজ্ঞল আলোকে তোমার বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম ছোট এটাচি-কেনু হাতে নিষে! পরণে আমার ছিল বাসস্তী রংয়েব গাড়ি, পামে হিল ভোলা জুতো। সাজবার কামনা আমার কোন দিনই **ভিল্ল না, কিন্তু সাত বছর আগে তোমার সঙ্গে সেই** যে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম, তার কথা আৰুও ভুলতে পারিনি, তার চেরে নিজেকে সুষ্যুর করে তোমার কাছে নিবেদন করব এই ছিল আনার আলা। তাকে আমি ঈর্ষা করতাম, আজ করি না। সহজেই আমি ট্রামে কিশা বাসে বেতে পারতাম কিন্তু গেলাম ট্যান্সিতে, সময়ের অপচয় করতে মন চাইলো না, ভোমার দর্শনের জক্তে মনটা চঞ্চল হ'য়ে টোল, আজ আমার সময়ের মৃল্য যত কম, সেদিন ছিল তত বেশী। আৰু তাদের গতি লখ, সেদিন ছিল ওধুই প্ৰবল ছুটে চলা। সুদীগ সাত বছৰ বে মুহূত টির **অভ্যে অপেক্ষা** করেছি, সাত মুহূতে ব অবহেলা দিয়েও ভার অপমান করতে চাইনি! ভোমার সঙ্গে যে মিলনের মুহুত টিকে বার বাব কল্পনায় ভেঙ্গেছি গড়েছি৷ আজ বাস্তবের আলোতে তাকে কেমন কবে বরণ করব, তাই ভণ্ব ভেনেচি, দেরী সুইব কেমন করে ?

ভোমার বাড়ীর গেট খুলে ভেছরে চ্কলাম, প্রচ্ছের পদখেশে একটা স্মধ্র সঙ্গীত। বাত্তের অন্ধকাব-মাথা নিভ'ন পৃথিবীর বুকে লামার চলার শব্দ, স্থরের অপদ্ধপ মৃষ্ট্না, মিলনের কস্থার। আমার হলহে আনন্দের কম্পন—বুকটা কাপছে ঠিক বেমন করে কড়ের প্রকল বেগে প্রকাশ্ভ ভাল গাছ দোলে, আমার দৃষ্টিতে স্থপের বঙিন মায়া, আমার মনে দেবতার স্পাশ, আমার চারি দিকে মিলনের শহা।

ভোমার ঘরে আলো অলছে, ভোমার আমার মাঝখানে ব্যবধান
তথু করেকটি মুহুতের, আমাদের দৃষ্টি-বিনিময়ের মাঝখানে কেবল
একটা দরকার । কতক্ষণ দাঁড়িরে ভোমার ঘবের আলোই শুধু
দেখেছি—আরও অনেকক্ষণ দেখতে পারতাম । ভোমার প্রদিশু
ঘর, ভোমাকে বুকে করে রাখে, তুমি সেখানে আছো—এটাই
ভো আমার পৃথিবী । স্বপ্লের ঘন আবেগ কাটিয়ে কলিং-বেলে
হাতখানা রাখলাম, টিপতে পারলাম না, হঠাৎ জীবনটা আমার হ'বছর
পেছিরে গেল । এরোদনী বালিকার ঘ্র্বলভা, ভ্রু, শুড়া আমার
মনকে আছের করল । কান ঘটো গ্রম, সমস্ত শরীর শীতের রাত্রেও
গামছে, হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে•••এ আমার কি ঘ্র্বলভা ।
কোটিপলাম।

আপেকার মুহূত নর, এক-একটা বুগ। ভাবলাম দরকার নেই, পালাই, কিন্তু সেই ভূমি আমার পালাবার পথ বোধ করলে। আমার পেছনে পর্ব ত-এমাণ বাধা পথ আগলে আছে ভোমাকে দেখবার, ভোমার সলে কথা বলবার ছনিবার আকর্ষণ। ভোমার চাকর দরকা পুলে দিল। নভুন চাকর, চিনলো না। বসতে বলৈ ভোমাকে ভাকতে গেল।

সেই ভোষাৰ প্ৰকাশ্য অৱেল-পেশিং, কোলে সেই বই, ফুলদানীতে সেই বৰ্মীনভাষ থাড়। আনার সেই ভূমি, ঠিক ভেমনি আছো, কেবল আৰি নিৰ্ভিত্যভাষ্ট্ৰ জীকনে নজুন। জামি নিজে ভোষাৰ কড কাছে

তুমি কিছ আমার কত দ্বে। আমি তোমাকে কত চিনি, কত আমি

—আমার কত দিন, কত বিনিত্র বছনী তোমার করনার রঙে বিদ্ধি

অপচ তোমার একটি মুহুর্তিও আমার নয়। তুমি আমার জীবন

দ্বতারার মতন স্পাই, সনিশ্চিত, আমার সমস্ত অভিস্ব তোমার
আলোকে উজ্জল, তোমার জীবনে আমি অপচ অবাস্তব—এ অস্কুত অমুভূতি।

কপন তুমি ঘবে এসেচ আমার জানা নেই, **যথের তদ্রাভিত্র**মুধুর্তগুলি আমারই—একান্ত আমারই ছিল, তাই খেলা**রা কর**আসবার সময় আমি জানতে পারিনি। জীবনেই পারিনি, ব্যা

ভূমি আমাকে চিনতে পাবলে না। বে ছ'বছবের ব্যক্তান্ত লামাকে আমাব কাছে এনেছে জীবনের সর্বস্থ করে, সেই ব্যক্তান্ত ভোমাকে নিয়ে গেছে আমাব বালিকা-জীবনের অনেক বৃত্তা আমি চোগ নীচু করে বসে বইলাম, দে আমার কী লজা। উপআনি করলাম ভূমি আমার রূপ দেখে মোহিত হয়েছ, তোমার বৃত্তা আমার সারা দেহে মুহুতে মুহুতে অহুভব করেছি, ইছে হলেছ তোমার এ প্রজ্ঞানত দৃষ্টিকে অভ্যর্থনা করি নিজেকে উমুক্ত করেছি বিদ্যে, কিছ পারলাম না। আমার বৃত্তে অংকশান, আমার করেছি পারলাম না। আমার বৃত্তে অংকশান, আমার করেছি পারলাম না। আমার বৃত্তা অংকশান, আমার করেছি ভূমিক আমার সামনে, আমার মনের দ্বজা-আনলা উমুক্ত, কিছ তবু ক্ষেত্র ভূমিত পারলাম না।

ুমি আমাকে সাদব অভ্যৰ্থনা করলে, বেন কত দিনের এনা অধ্য প্রতি মুহুতে ই আমি জানসাম, ধুমি আমার কিছুই আমা না। ধুমি নাম জিল্ডেস করলে। বলতে পারলাম কি আমি কমলা? বললাম, আমি কমলাব ছোট বোন। বে কমলা বেকালা আন্তবিক স্পর্গ পেরে এ পৃথিবীতে মাথা তুলেছে সে কমলা বেকেনা নারী, কবি-মনের এ অপমান আমি নিজেকে দিয়ে করতে পারলা না! আব কমলা হয়ে তো আমি ভোমার কাছে বাইনি, নারী হয়ে গিয়েছিলাম। কবি আমি তোমার অভিনশন নিতে বাইনি নারী আমি গিয়েছিলাম নিজেকে সমপণ করতে।

তুমি হত কথা বললে, কত গল্প। কমলার প্রতি কৰিবলৈ কত বিলেষণ, অভিনাদনের কি অপূর্ব প্রকাশ, তার কৰিবলৈ কাবাগ্যা, তার কবি-মনের কি বিচিত্র বর্ণনা আমি তয়র হরে অলবার কত বার ভাবলাম নিজেকে প্রকাশ করি, কিছ পারলাম বা কে বান আমাকে বাধা দিল—প্রবেদ বাধা। তুমি কত বাল আমি তথু তনলাম। কত প্রায় করলে, সংকেলে আমার জীবনের চিরকামা এ অপূর্ব মুহূত গুলিকে কোলাহেল করলাম না। কেন জানি না, কেবলই মনে হরেছিল এই কোলাহেল করণাম না। কেন জানি না, কেবলই মনে হরেছিল এই কোলাহেল করণাবলা তা নই করতে চাইনি, ভোমার কথা বলে তা লামি আমার ক্রীবনের প্রথম ও পের বাসর। আমি আমার ক্রীবনের কর্মা বলে তা লামি আমার ক্রীবনের না ব্যামান কর্মা বলে তা লামি ক্রামানামান। তুমি খেরে বাবার কথা বললে, আমি না প্রয়মানামান।

তোমার কী অপূর্ক কথা বলার ধারা, আমি সম্বোহিত ভনে গোলাম। তোমার হাসি, তোমার কপট অভিযান, ব তোমার হেলেরাছুরী সব মিলিরে কি অন্যত তোমার দ্বিসাঃ

ক্ষিত্ৰ বাব ভোষাকে দেখলাম অৰ্থ-নিমীলিত দৃষ্টি দিয়ে, বত দেখলাম, 🦥 নোহিত হলাম, মুখ হলাম। তোমাৰ বই দেখাবার ছলে তুমি **শালার আঙ্ল** ম্পর্ণ করলে, আমার সারা দেছের মধ্য দিরে বিহ্যুৎ **্ৰেলে লেল। থাও**রার টেবিলে ভোমার পা হরত ভোমার অজা<del>ভে</del>ই **শ্মাধার পা হটিকে মৃহ "পার্ল করে গোল। তোমার "পার্লের যে কি** 🌉 🖛 👫 কে ভার মাধুর্ব্য ভাষায় ভার প্রকাশ নেই। এবে **আইবাৰ পৌকৰের লোলুপভা ভা ভো আমি জানি। আমার রুপ উল্লেখ্য কু** করেছে আমার বৌবন করেছে ভোমাকে আকর্ষণ, ঋাজা আমাৰ নাৰীবেৰ সমুভূতি দিবে বুৰেছিলাম, তবু ভালো **জানেছিল। ূক্ত বাব ডোমাৰ হাত আমার কাঁথের ওপর দিরে ফটো** ক্লালৰাৰেৰ পাভা ওল্টাতে গিৰে আমাৰ গাল স্পৰ্শ কৰেছে ভাও আৰী বানি, তাও ভালে। লেগেছিল। তোমার স্পর্ণে ছিল গভীর জিভলনা, কিল অপরিসীম উক্তা, ছিল স্থপভীর ভাবের ব্যঙ্কনা, 👣 ভালোবাসা। ভালোবাসা আমার দেহের লাবণ্যের প্রতি, ক্ষতি **ক্লি ছাতে, তবু তো আ**মার কিছু তোমাকে আকর্ষণ করেছিল ? হোক 🏗 ভা আমার বেহ, না হয় হল কেবলই আমার দৌল্ব্য, আমার ম<del>াৰীম্বর</del> অপক্রংশ আমার বৌবনোচ্চল আমিম্ব: নিজেকে দেব **জন ভো আৰি প্ৰস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম—বেমন ভাবে তৃমি আমাকে** प्रदेख তেমনি ভাবে !

ষাত বেড়ে উঠল, থাওৱা-দাওৱা সারতে অনেক রাত হ'বে গেল;

ক্ষু ভোষার প্রল শেব হল না, শেব হল না তোমার কবি কমলার

ক্ষুক্তল না, তুমিও না, আমিও না। তুমি জানতে আমি মেসে থাকি,

ক্ষুক্তল না, তুমিও না, আমিও না। তুমি জানতে আমি মেসে থাকি,

ক্ষুক্তল বান্তি আমি থাকব বলেই এসেছি! সময় তুটে চলল,

ক্ষুক্তলার বনিরে এল, বাড়ল বাত্রির নির্ক নতা, চারি দিকের নিস্কতা,

ক্ষুক্তলার বনিরে এল, বাড়ল বাত্রির নির্ক নতা, চারি দিকের নিস্কতা,

ক্ষুক্তলার তাজার চাঞ্চল্য। মুহুডে র জন্তে বিচলিত হরে হঠাৎ তুমি

করলে, কেরবার কি আমার তাড়া আছে কোন ? অবিচলিত

করনে মনে আনন্দিত হ'বে বললাম, না। ব্রলাম আমার কথা

ক্ষোক্তলাকৈ আন্তর্ব্য করে দিয়েছে, কিন্তু কেন যে আন্তর্ব্য হয়েছ তা

ক্ষেত্রিক বেশ্লাম না!

আৰু ভোষাৰ সেদিনকাৰ আন্তৰ্গ্য হবাৰ কাৰণটা আমি সহকেই

ক্ষিত্ৰ পাৰি। আমি জানি, নিজেকে নিবেদন কৰবাৰ মূলে নাৰীৰ

ক্ষিত্ৰ জনৈক কণ্ট বাধা, আপন্তি, থাকে সৰে সিবে ধৰা দেবাৰ

ক্ষ্মিত্ৰ কথা, নানান ৰক্ষ আশাৰ মিখ্যা কুহক, আৰো কত কি!

ক্ষমা বিধাৰ বাৰা আত্মসমৰ্পণ কৰে, হব তাৰা সৌন্দৰ্গ্য-ব্যবসাৱী না

ক্ষ্ম নাৰল্যেৰ প্ৰতীক। কিন্তু তুমি তো জানতে না, ভোষাৰ কাছে

ক্ষাৰ্গ্যে আজনিবেদনেৰ মূলে হিল আমাৰ জনন্ত কালেৰ আশা,

ক্ষাৰ্গ্য চিৰ জীবনেৰ অৰ্থ্য।

ৰাই হ'ব, আমার সহক খীকুতি তোমার মনে স্পাঠ হ'বে রইল প্রকাণ ক্ষান্ত কিজাসার চিছের মতন। তুমি অবাক্ হ'বে আমার দিকে বাবে বাবে চাইলে, মাবে মাবে হতবাক্ হবে রইলে, মনটাকে জানতেও ভো কম চেটা কমনি! তোমার চকল সৃষ্টি, তোমার স্থানিভিত স্পার্গ, ভোষার ভগ্ত নিশাস, স্বার মারখানে তোমার বিরাট, পৌক্ষম ক্ষেক্ত ক্ষান্ত প্রথই বাব বার আমার মনে ছারা ক্ষেক্ত,—তুমি ব্রতে পারলে আমি গ্রত সকলের মতন ভোষার একটি যাক্ষের সাধীক কামরা করে আসিনি, আমার মধ্যে গোপন কিছু আছে। তোমার উদায় কোঁতুহল বার বার প্রায়ের আকারে এনে এনে ক্রিরে গেল, আমার অন্তর স্পর্ণ করতে পারল না। আমার গোপন কথা, আমার জীবনের অর্থ্য আমার গোপন রইল আমার সারল্যের অন্তরালে।

বাত্রি আরও গভীর হল, নিস্তব্ধতা আরও হল নিবিড়।

ভূমি বাড়ী দেখাবার ছল করে আমাকে নিয়ে গেলে ভোমার আলব-মহলে। এসে দাঁড়ালাম ডোমার শোবার বরে। আমি অবাক্ হ'রে চারি দিকে চাইলাম। এ বর আমার কত পরিচিত। নিজেজ নীল আলো, ও-ধারের ঐ নীলাভ পদ'— এ সব আমার কজনার বঙে রাঙান'। ভূমি তো জানতে না কত দিন কত রাভ কয়নার কত বার আমি এ বরে এসেছি ভোমার এই শোবার বরে—আমার এই ছোট অথচ সারা পৃথিবীতে। আনলে, উত্তেজনার আমার দম বন্ধ হ'রে এল। এখনও বধন ভাবি সেদিনের কথা, অঞ্চবাদি দিরে মৃতিতর্পণ করি। এ-বাড়ীর সব আমার চেনা, সব আমার জানা। আমার বাল্যের আশার আলোকে উন্তাসিত। আমার চির কীবনের সমন্ত অপ্রের আধার ভোমার এই বর। আমার সমন্ত অভিত দিরে বেরা—আমার সর্বস্থ—আমার স্বান্ধ, আমার স্বান্ধ, আমার তানা, আমার চির কীবনের আরাবান—ভূমি, আমি, ভোমার ঐ বর•••

নিভৰ পৃথিবী…
অনস্ত নীরবতা…
নিক্ম রাত্রি, গোপন মুখরতা…
আমার আন্ধনিবেদন, আমার চির জীবনের অর্থ্য—
আমার নারীন, আমার বেবিন—
আমার প্রা

সেদিন আমার বাড়ী ফেরা হল না। এ বে আমার প্রথম ও শেষ মুখর রজনী তের বে আমার নারীত্বের প্রথম উন্মোচন, তা তুমি জানতে না, আজও বোধ হর জানো না। তোমার কোন বাধা আমি দিইনি, তোমার কাছ থেকে কোন মতেই আমি নিজেকে দূরে সরিত্রে রাখিনি, এ কথা তুমি জানো। আমার নারীছকে তোমার পারে নিবেদন করে মাতৃত্বকে বরণ করে নিলাম, সে তোমার দান, আমার চির জীবনের আরাব্য তুমি, তাই আমি আনক্ষের ও আছড়ব্তির আভরণ দিয়ে তাকে বরণ করলাম।

ভর নেই, আমি তোমাকে দোব দিছি না। তুমি আমাকে প্রাকৃত্ব করনি, তুমি আমাকে কোন প্রলোভন দেখাওনি, তুমি কোন মিধা। কুহকেরও সৃষ্টি করনি, আমি নিজেই নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, নিজেই গিয়েছিলাম আমার ভাগ্যের কলে অভিসারে। ঐ একটি রাত্রের জন্তে আছে আমার তোমার কাছে চির কৃতক্ততা। রাত্রের জন্তারের বুম ভেঙে বখন চোখ মেললাম, তুমি অবসর, নিজিত। তোমার ঐ নিজ্ঞাভরণে রূপরাণি কত বার করনার দেখেছি কত ভালো লেগেছে। সেদিন আফাশের বুকে চাল ছিল না তবু তোমার শ্যামল মুম্বত চেহারার শ্যামল রূপরাণি আমাকে মুক্ত করেছে। আমি তোমার পাশে তরে তেরে তোমার মুক্তশান অভ্যত্তর করেছি, তোমার বৃহ নিবাসের শব্দ তারিছি তোমার ইক দেহ শর্প করেছি। নিজ ন রাত্রে কেবল ভূমি আর আমিক আমার বিশ্বে পর্য ভূমি। প্রভাষার ঐ আপ্রাকৃত্ব নিক্টাইন

আনশে এবং অব্যক্ত বেছনায় অঞ্চ বিসর্জন করেছি। ভগো,
তুমি বিবাস কর ঐ একটি রাজের বোঝা সমস্ত জীবন বরেছি,
আজও বরে চলেছি, কিন্তু কথনও তার জরে অমৃতাপ করিনি!
ভোরের আলোয় আর পাখীর কাকলীতে আমাদের হুম ভেঙে গেল।
তুমি সৃষ্ঠ হাসলে, বললে এবার তোমার বাবার সময় হরেছে।
পরিভৃত্ত আমি হেসে বললাম, হাা। বিদায়ের বেছনার আপুত
আমি বীদিনি তো, কেঁদেছিলাম ?

ৰাবাৰ সময় আমাৰ হাত ছটো ধবে তুমি আমাৰ দিকে অবাক্
হ'বে চেবে বইলে অনেককণ। কিছু কি ভাবছিলে? ভূলে বাঙৱা
কোন স্বৃতি কি মনকে ভোমাৰ আলোড়িত কবছিল? না, আমাৰ
আত্মন্তবিৰ সৌন্দৰ্য্য ভোমাকে মুদ্ধ কবেছিলো? তুমি আমাকে
আদৰ কবে বিদাৰ দিলে, বাবাৰ সময় বললে, বাত্ৰিব সৌন্দৰ্য্যমৰ
বজনীগদ্ধা—ওঙলো ভোমাৰ। একটি সম্পূৰ্ণ বাত্ৰিব স্থান্থতিব
প্ৰতীক চাবটে বজনীগদ্ধা আমি বুকের কাছে টেনে নিলাম।

নিশুভ প্রাণহীন তারা আত্তও আমার মহার্য্য সম্পদ্। একটি রাত্তির বিচিত্ত অভিসাবের সৌরভ নিরে আত্তও তারা আছে আমার হাবের লকেটে।

তার পর তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তার পরের চার বছরের ইতিঃ।স—দে আমার নিজস্ব। সে কথার বোরা দিরে তোমার আজকের পরিপূর্ণ জীবনকে আমি ক্ষ্ম করতে পারবো না। এই বিক্বত পৃথিবীর কলক-কালিমার কালো আভরণ পরেও আমি জীবনের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছি। কোন কলক, কোন অপমান তোমার শ্বতির সৌরভ মান করেনি। বিদারের সময়ে তোমার শেষ দৃষ্টি আমার জীবনে সন্ধাস প্রহরী হয়ে আমাকে পাহারা দিয়েছে। আমার জীবনে সন্ধাস প্রহরী হয়ে আমাকে পাহারা দিয়েছে। আমার জিল বছরের প্রক্রর শিত তার সাক্ষ্য। আমার আজননিবলন গ্রহণ করে তুমি আমাকে দিয়েছিলে বে অপরিসীম আনন্দ, আমার মাতৃক্তকে জাসরিত করে দিয়েছিলে বে স্বর্ব, তাকে আমি ক্যুগ্ধ করিনি।

এবার বিষারের পালা। বিষারের আগে তোমাকে আমার নাম
টিকানা জানাবো না, চলে বাবো একেবারে অপরিচিত, অলানিত,
অঞ্চত । কবি তোমার প্রেমের অতুল ঐশর্ব্যের আভরণে বিভ্বিত
কবি কমলাই বে এক দিন তোমাব বাবে তার আনীর্বাদ ও আদ্ধা
দানের বুলি পেতেছিল এ কথা তুমি জানলে, কিছু জানলে না

কথনও কে এই কমলা, কি তার বংশ-পরিচয়। কথনও তো আল লানাইনি তোমাকে আমার কোন কথা, আল তা হলে বিশানী বেদনা গভীর করি কেন সে কথা লানিরে। তোমার অপরিচিত ক লামি—সেই আমার মৃত্যু সহজ হবে, বে মৃত্যু তোমার বেদনা মেল সে মৃত্যু আমি চাই না, চাই না।

আর শিখতে পারছি না, মধ্য-রাত্তির স্থানিবিভ গোপ্তী আমাকে তার আহ্বান জানাছে, আমার সূত শিশু একলা আহ এবার আমায় বিদার দাও লন্দ্রীটি। তুমি কিছু ভেব না, বা আইছে তার ক্ষম্ভে অমুতাপ কোর না। সাহিত্যিক তুমি, সুপ্রসারিক তোমার কর্মকেত্র, তোমার সাধনার পথে আমার স্মৃতি—আমার ক্লেক্ বেন অন্তৰায় না হয়। এই অপবিসীম সৌন্দৰ্য্যমন্ন পৃথিবীৰ এবটা ছোট কৰা আমি, পেরেছিলাম ভোমার একটি রাত্রের সত্রেম সাবীট ভোষার সর্বস । আমার সব চেরে বড় ভৃত্তি আমার **কর সার্বক** সাৰ্থক আমাৰ মৃত্য। ভোমাৰ প্ৰতি আমাৰ বে গভীৰ **ভালোৰা** সে কথা আজ জানাতে পেরেও কম তৃত্তি পেলাম না। এই স্বৰ্ পৃথিবী, বাৰ কানায় কানায় সৌন্দৰ্ব্য ভৰা, বাৰ বুকে ভোষাৰ স্বৰ্জ্ঞ মাত্ৰ আছে, একে ছেড়ে বেতেও আমার চু:থের লেশ নেই, সাক্ ভোমাকে ভালোবাসার অর্থ্য নিবেদনের পথ পেরেছি! ভোমার কাছে তার লভে আমি চির কুতক্ত ৷ আমার আরও ভৃত্তি কি লামো হ আমি ভোমাকে ভালোবাদি, অথচ আমার ভালোবাদা ভোমাৰ জীবনে বোঝা কোন দিনও হবে না। ভগবানেৰ এই **আছবিক** আশীবাদ আমার জীবনের অক্তম বড় সম্পদ্ ৷

তোমার কাছে আমার একটি অফুরোধ আছে। বলনান্তর্ত্ত বাড় তোমার ববে বেখ, বেমন চিবদিন রাখতে। ওরাই তপু আরে আমার জীবনের আনন্দের ইতিহাস। তোমার জীবনে ওরাই হয়। ওধ দেবে আমার অভিথেব নীর্ব সাক্ষ্য। বিদার। ইতি

তোমারই চিরদিনের **আবি** 

কবি কমলা।

পু:—চিঠি শেষ করে হঠাৎ মনে হল, ভগবান্ নেই এই পৃথিবীকে।

যত বাব তাঁর কাছে কমা প্রার্থনা করে বিদার নেষ বলে চোধ ব্রাষ্থিতত বাবই তোমার মূখ ভেলে উঠছে। তাই জানি, জলা নেকর।

তুমিই তবু আছো, তুমিই আমার বিদার দাও। আর আছমজ্যা

কলম্বকে কর কমা। এ তো আমার আছম্ভ্যা নর—আছমিকন্ম

## গান এউপেক্রচক্র মরিক

বধন আমি হাবিরে বাব ওই গগনের কোণে আমার কথা বারে বারে পড়াবে তোমার কনে।

> বৃষ-ভাষানো ভোবের পাখী করবে বখন ভাকাকাকি সেই স্থরে যোর স্থরের আভাগ ভাগবে অকারণে।

গভীর রাতে বিশ্ব বধন স্বপনস্থাৰ ভব! একলা ভূমি বইবে জেগে আঁখি পলক হারা !

> ভারার দেশে ভারা হরে ভোমার পানেই র'ব চেরে ভোমার আঁথি-ভারার সাথে

> > মিলবো কণে কৰে।

किमकी क्रम जामहा जात "**ভালনাৰে ও বুড়ো বাপ সকাল-সদ্যায় কিছু খেতে** া নিজে প্রিশ্রম করে যা রোজগার করছে সে, প্রয়োজন ক্ষিত্ৰ ভাৰ ঘাঁটভি পুৰিয়ে নিভে চেষ্টা কৰে ওলান ভাৰ ভিকাপাত্ৰ ক্ষিত্ৰ । **বীবে বীবে এই** বিভূতিৰ বিদেশীবানার মন থেকে সবে বাবার e ওয়াত ক্রো করতে লাগল সহবটিকে জানবার—বে সহবের জায়ে সাছবের ছাউনিতে সে পথের বাদা বেঁবেছে। ইতিমধ্যেই বাৰ খেকে পথে বিশ্বা টেনে টেনে সে পথের মোটামূটি নক্সটি চিনে

ক্রিলেডে, জেনৈ কেলেছে গোপন সড়ক-শালি। এখানে সকালবেলা মেয়েরা अपन हाटि, शूक्तवता इत वांत्र कृत्म,

শ্ৰাহ্য ত বিভাব চেপে अविद्या, वार्यमान बान । টা সব কল কেমন ধারা ভাবে না ওয়াত। পণ্ড কেমন ভাগে केंद्र ना। কেন না **জ্ঞান্তে সে নগরের নানা** संक्षित पत्रका जबवि लीएक वास माख ।

ৰাত্ৰে ওৱাত পুৰুষদের क्षा क्षेत्र कारवन मन कार्यान-करन । व मीरमार कारां अकागा. নাৰাম সোপন। আড্ডার ক্ষম থেকে গান ও হলা किट्ट जारा भए भए। ক্রেয়া বার কাঠের পাটা-ক্ষের উপর আইভবিব

🗫 ৰো নিয়ে বাঁশ দিয়ে কি সব খেলা **হয়। আর অপ্রকাশ্য বে প্রমোদ** তার অভিনয় চলে অলক্ষিতে. দেয়াল-খেরা শ্বের নিভূতে। কিন্তু সহরের নিভূত কি একাশ্য কোন আমোদেই ওরাডের ভাগ নেই। নিজের বাসার চৌকাঠ ছাড়া আৰু কোৰাও সে প্ৰবেশ পার না। তার এব পৰের শেষেই অজান। বাড়ীর চৌকাঠ,

বেখানে সিবে তার চলা শেষ। এই সমৃত্বিশালী নগরীতে ওরাঙ <del>ৰাস কৰে বছলোকের ৰা</del>ড়ীতে ইছবের মত। এখানে ওখানে লুকিরে বেলাছ, একবোর অপচয় খেয়ে বেঁচে খাকে, নাগরিক-জীবনের অসাসী হয়ে উঠতে পাৰে না।

অলপথেৰ চেয়ে চলা পথেৰ দুৱত কম হলেও, নিজের দেশের চেয়ে শাত্র একণ নাইল-দূরদের এই কন্দিণ সহরে ওয়াঙ লার তার পরিবার, বের বিদেশীর মত বাস করে। এবানে মাছবের চেহারা, তার চুল, ভার চোৰ সবই ওয়াঙের প্রিবাক্তর মক তাদের দেশের মাত্রবের ম্বাই। এথানকার সামুদের কথা মুবতে একটু কট হলেও এথানকার आधारम्ब गर्च छात्रहे स्मरन्त्र सम्बद्धकारी ।

The what win forth design व्यानस्त्र मास्य कथा कर शेव लाख। क्रिसार क्रम व्याक कथा गरुष छार्व अल भए। किंच अल्हान बाह्यस्व मृत्यं कथा तन ভিছবাগ্ৰ ভাগ থেকে টুকরো টুকরো ছবে ছিটকে বেরিরে আনে। ভার দেশে মাটিতে চাব চলে ধীর গতিতে, বংসরের ছটি প্রধান ফসলের মধ্যে জমিতে চাব চলে বন্তন **অথবা কড়াইরে**র। ভার মধ্যে অনাবশাক ভাগিদ থাকে না। কিছ এখানকার ভাষিতে এবা অবিরত মানুষ ও প্রোণীর বিঠা ফেলছে, জমির উর্বরতা বাভিয়ে ধান ও বৰণতা ছাড়াও অক্তাভ কসল প্ৰচুৰ ভাবে কলখাৰ চেটা

क्रद्रह ।

বড় একটা কৃটি আৰু কিছুটা বভন পেলেই ওয়াঙের দেশে মা**ছকে খুনী** হয়।

> কিন্তু এখনে এবা কত বকমেৰ মাসে রালা করে, শাক-সর্জীর ব্যজন খার। পাডাগাঁরের কোন লোক বদি মুখে রুগুনের গন্ধ নিয়ে এসে দাভায়, ভারা সিটকে ৰলে—এ আসছে উত্তরে লোক। অতি হারামজাদ।। বশুনের গছ পেলে গোকানদাররা জিনিয়ে দাম বাভিবে দেয়।

সভবের উপাক্তে বিবাট প্রাচীবের কোণঠাসা হয়ে এথানে যে দবিক্ত-পদ্মীটি গজিয়ে ख्यंत्रह. তারা কিছ ভেই विष्णनीयांना कांक्रिय छेरेड পাবে না। এমনি এক দিন কনফুসিয়ানের মন্দিরের কোণে

একটি ছেলের বক্ততা শুনতে লাগল ওরাও! ছেলেটি বলছিল বে, খুণ্য বিদেশীদের বিরুত্ত জেঠাদ ঘোষণা করতে হবে, চীনকে প্রস্তুত হতে হবে বিপ্লবের জন্য। ওয়াঙের আভ<sup>‡</sup> হোল, হয়ত ভাৰেরই মত অনাহুতদের লকা কবে ছেলেটি বিদে**শা**দের উল্লেখ করছে ৷ আরও এক দিন সহরের আর একটি কোণে ( এ সহরে ওবাঙ অবিরত ছেলেদের বজ্নতা শোনে ) আবার একটি ছোকরা উঠে পাড়িরে

ৰখন বলে বে, চীনকে এক হতে হবে, শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে. ওয়াঙের মনে হোল না বে ছেলেটি যে চীনের কথা বলছে, তার সঙ্গে ওয়াডের কোন সম্পর্ক আছে।

যা কোন দিনও ভাবেনি এক দিন তাই খটল। সিদ্ধ বাজা<sup>রের</sup> কাছে যাত্ৰীৰ অপেকাৰ গাড়িৰে এক দিন ওৱান্ত জানতে পাৰলে বে এ সহবে তাৰ চেৱেও ৰিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে। এই সব দোকানে মেরেরাই সওলা করতে আসে, বিশ্বা-ওরালাদের গুসী করে ভাড়া দেৱ। সেৰিন একটি লোকান খেকে বেরিরে এসে এমন একটি প্রাণী দেশলে বাৰ মত **ভাব সে কখনো লেখেনি। মাছ্**বটি যেরে না পুক্ব ভাও বুৰতে পাৰলে না জুৰাত। সাধা গাবে এক ধৰণেৰ কালে। সুখ



অমুবাদক শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ঐত্যস্তকুমার ভাচড়ী



জানা, গলায় বেক পেওৱা, একটা ক্ষমৰ চমড়। সেই অনুভ মানুষটি ইলিভে ওয়াজকৈ বিজ্ঞা নামাতে বল্লে। তার পর গাড়ীতে উঠে বধন ভাঙা উচ্চারণে ওয়াজকে বীজ স্থীটের দিকে যেতে বল্লে জাকর্ব হয়ে গেল নে। ক্রভ পারে ছুটতে লাগল ওয়াজ—কি যে সে টেনে নিরে বাছে তার সম্বন্ধে তার ধারণাই হোল না। অবশেষে প্রের বারে আর একটি জানা বিশ্বাভয়ালাকে সে জিজ্জাসা করলে— 'এ কাকে নিরে বাছি বল ত ? এ কি প্রাণী?'

লোকটি ওকে জবার দিল, 'তোমার কপাল ফিরেছে জাজ। বিদেশী, আমেরিকান মেরেছেলে পেয়েছ।'

কি**ত্ত ওরা**ঙের ভর কাটে না। ছুটতে ছুটতে সে যথন বীক্ত **হ্রীটে** পৌছে বার— তথন সারা গা নিরে হুবন্ত যাম ছুটছে।

গাড়ী থেকে নেমে মেয়েটি জাবার ভাতা উচ্চারণে বল্লে—'অমন মরতে মবতে না ছুটলেও পারতে' বলে ওয়াতের হাতে হ'টি রূপার মুল্লা দিলে। দিলে স্বাভাবিক ভাড়ার বিশুণ।

এত দিনে ওরাঙ জানতে পারলে যে, এ সহরে তার চেয়েও বিদেশী এই সৰ মাক্সৰ। এদের ছাতই জালাদা।

সে রাত্রে বাড়ী কিরে ওয়াও বৌকে রূপো হ'টি দেখিয়ে সেই আশ্চর্ম মানুবের গল্প করকে। ওলান বল্লে—'আমিও দেখেছি! ওদের কাছে ভিকে করলে ওরা তামার বদলে রূপো দিয়ে দেয়।'

এই অভিজ্ঞভার ওয়াও একটা নৃতন জিনিয় শিথলে বা সেই বন্ধুভার সে শিথতে পারেনি। এই দেশের সব কালো চুল আর কালো চোথ মেরে-পুক্রের সঙ্গে ভারও এক জাত।

এই বিরাট সহরের সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করতে করতে ওরাত্তের ধারণা হোল বে, এথানে খাতাভাব থাকতে পারে না। বে দেশ থেকে ওরাও এসেছে সেখানে মানুষ বখন খেতে পার না, তখন সেখানে খাত্তই থাকে না। অককণ আকাশের নির্দ্ধ হতার ফসল ফলতে পারে না মাঠে। বেখানে খাত নেই সেখানে কপোরও দাম নেই।

এ সহবে সর্বন্ধই থাজের প্রাচুর্ব। সহবের গা-বেঁসা নদী থেকে বাত্রে ধরা বড় মাছ এথানকার বাজাবে জেলের। সারি দিয়ে বদে বিকী রুক্টে। ছোট চকচকে জাল দিয়ে ধরা মাছ ছাড়াও, নিরীহ বাকডারাও বাজারে সওলা হয়ে আসে। এখানকার বাজারে এত বড় বড় চালের বৃড়ি আছে বার ভিতরে অলক্ষিতে মাছ্য লুকিয়ে খাকতে পারে। তা ভিরু বব, কড়াই, আর কত রক্ষের জিনিষ।

মাংদের বাজারে বড় বড় শুরোর বোলান থাকে। পেটের ম্থিখান দিয়ে চেরা দেই সব শুক্র দোকানীরা বাবুদের দেখায়, কেমন দর্ম চর্বি, নথর গা, ভুলভুলে মাংস। দোকানে সাভান থাকে হাস, মুর্গা। রাল্লা ক্রা, ছুল দেওরা, জারও ক্ত রক্ষের।

মান্তবের প্রান্থে খুলী হরে মা বস্তক্ষরা কত রক্ষের ক্সল দেন। লাল মূলা, সালা পক্ষভাটা, সবৃদ্ধ কশি, বাঁকা কড়াইওঁটি, বাদাম, বানা সগজের আনাল। মান্তবের ক্ষ্ধা বা কিছু লালসা করে সব খিলবে এই পথের বাজারগুলিতে। পথে পথে ক্ষেরীওয়ালারা বেচেইত রক্ম খাবার। মিটি ফল, বালাম-তেলে ভালা গ্রম মিটি আলু। গলো চালের তৈরী মিটি কেন। সংবের কচি কচি ছেলেথেবেরা টোর করে পেনী নিয়ে ছুটে আনে—কিনে খার বাব বা পুলী। ইলেদের গাঙলি ক্ষেন তেল চুক্চকে।

তবু প্রতিদিন ভোর হবার পরই ওরাও স্ত্রী-পৃত্রি জ্বার বৃদ্ধ বাপকে নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে ভূখাদের মিছিলের সঙ্গে বোক দেয় ! কুঁড়ে থেকেই এমনি ধারা মাত্রুষ বেরিয়ে আসে, হাতে সরা আৰু ভাতেত কাটি। পরনের পাতলা ছেঁড়া পোবাকে কুরাসার স্যাৎসেতে আৰু হাওয়ায় ওদের শরীর কাটে। এই সব মাতুষের দল লভবখানার বিতৰ এগিয়ে চলে, সেখানে এক পেনীতে এক সরা ভাতের মণ্ড পাওয়া প্রারু ভোরের কনকনে হাওয়ায় ওদের শরীর সামনে বুঁকে পড়ে। ধ 🛍 বিন্ধা টানে ওরাঙ আর বতই বেশী মন দিয়ে ওলান 'ভিকা কটেই কিছুতেই তারা নিজেদের কুঁড়েতে বেঁধে থাবার সামর্থ্য আইন কর্মী পারে না। যদি কোন দিন ভাত কেনার পর একটি-ছু'টি 🙌 শতিরিক্ত থাকে, তাই দিয়ে ওরা কপির টুকরো কেনে। 🕆 বেদিন 🐗 কেনা হয় ছেলেদের কাজ বাড়ে। পথ দিয়ে বে সব পাড়ী বড় 📸 থাস নিয়ে ধার- তার থেকে ছেলের। এক-এক মুঠি নিয়ে আজের তু'পাশে ইট-বসানো উত্থনে সেই থড় আলিয়ে মা কপি রারা **কলে**। মাকে মাঝে চাষীদের হাতে মারও খার ছেলে তু'টি। এর মধ্যে মধ্য নিরীহ বেশী। এক দিন সে বাড়ী ফিরল ফোলা চোধ নিরে। विक ছোটটি দিব্যি সেয়ান। হবে উঠেছে। ভিন্দার চেমে টুকিটাকি ছাক্স সাফাই করতে সে বেশী পট়।

মার কাছে এ স্বের কোন দাম নেই। তিকা করতে পিরে হেসে ফেসার জন্ত সে বদি কিছু রোজগার করতে না পারে, পেটি ত্রানোর জন্ত সে ক্ষেত্রে চুরি করতে কোন দোব নেই। বেটি যুক্তির বিপরীতে দাঁড়াতে না পারলেও, ওয়াত্তর বুকের ভিতর ক্রেল্ডের থাকে ছেলেদের এই অসাধ্তার। বড়টি বে চুরি কর বোজগার করতে পারে না তার জন্তে বাধা হয়েছে ওয়াত্ত, প্রাটীবের ছায়ায় বে জীবন বাপন করতে বাধা হয়েছে ওয়াত্ত, প্রাতি তার কোন মমতাই নেই। এই চিস্তার মন ধুনী খাকে কে

এক দিন দেৱী করে বাড়ী ফিরে ওয়াও দেখলে বাড়ীতে ওলার কিপার তরকারীতে মাংস দিরে বায়া করেছে। নিজেদের পুরাজর প্রিয় সাথী বলদটিকে থাবার পর আর মাংস থেতে পারনি ওরাঙ কিটি চোথ তার উজ্জ্বল হল আনন্দে।

'আজ নিশ্চয়ই কোন বিদেশীর কাছে ভিক্ষা পেরেছ, না ?

ওলান জবাব দেয় না। কিন্তু ছোট ছেলেটি তার শিক বৃদ্ধিকে নিজেব কৃতিত্ব প্রকাশের দত্তে ভাড়াভাড়ি বলে বদে আমি এনেছি বাবা। ওটা আমারই ভাগে পড়া উচিত। এই টুকরোটা কেটে বেই কলাই অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়েছে জমনি আমি এক জন কেছে। ধানেরের বগলের ভলার চুকে এটাকে সরিয়ে ফেলেছি।

'এ মাংস জামি খাব না।' তগুকটে বলে ওয়ান্ত 'কিনে খেছে পারি, ভিক্ষে করেও থেতে পারি। কিছ চুবি করে নর। আর্মিরাণ ভিথিতী, কিছ চোর নই।' উঠে পড়ে ছ' আঙ্ল ভূবিত্রে ওয়ান্ত মাংসটুকু বাইরে কেলে দিলে। ছেলেটির কাল্লার দিকে কিরেও ভাকালে না।

এতক্ষণে ওলান উঠে এল। পথ থেকে সেটকে কুড়িরে এবে ।
জল দিরে ধুরে দে পাত্রে রাধল। মুখে ওধু বললে— মাসের আর্ম্ন ।
এমন-তেমন আছে না কি ?

Share .

কাৰ বাধা খগতে লাগল। ওলান সকলকে সেই বাংস ভাগ কৰে দিলে, দিলেও নিলে। কিছু ওবান্ত তা ছুঁলে না। খাওৱা কুই বাওৱাৰ পৰ ওবান্ত ছোটটিকে পথেৰ একটা দূৰ কোশে টেনে কিবে নোল। ভাৰ পৰ ভাকে বপ্লেৰ নীচে চেপে ধৰে বেদম প্ৰহাৰ কুইছে কৰতে বললে—'চোৰ, চোৰেৰ এই শান্তি।'

্রেছলেটি বখন কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী চলে গেল, নিজের মনেই ক্ষান্ত ক্ষান্তে নিজেদের জমিতে কিরে বেতেই হবে জামাদের।

30

আই নসবেদ ঐথব্য বে লাখিল্যের বনিয়াদের উপর গড়ে উঠছে,

আই ভিতিমূদে ওরাও দিন কাটার। এ সহরের বাজারে থাত উপচে

কলে, পথের বারের দোকানগুলিতে কালো, লাল আর কমলানের

কলে কিছেব পতাকা ওড়ে। সাটিন আর পশম পরনে ধনীরা সেই

কলে আসা-বাওরা করেন। তাঁদের হাতগুলি ফুলের মত প্রবাসিত,

কলি জীবনের সৌক্র্যা তাদের স্বাঙ্গে, স্ব ভলিমার। এই বাজকীর

কাঁচুর্বের সহরে বেখানে ওরাও থাকে সেখানে মাছুবের হুরুভ কুথা

শাভি জানে না, হাড়ের কাঠামো চাকার সামাজতম আবরণও

কলে না।

ধনীদের উৎসবের জন্ত কটি আর কেক তৈরীর লোকের। সারা দিন হাজ্জালা থাটুনি থাটে। শিশুরা ভোর থেকে মাঝারাত অবধি পরিশ্রম করে তেল চিটচিটে নোঙরা পরীর নিয়ে মাটিতে ঘুমিরে কছে। পরের দিন ভোরে কোন মতে ক্লান্ত দেহ টেনে নিয়ে মান্ত চুনীর বারে। পরের জন্ত বে দামী ক্লটি তৈরী করে তারা তার এক টুকরো কেনবার মত পরসা পার না এবা। মেরে-পুক্ষের দল কিতের জন্ত ভাবী কার আর বসজ্বের জন্তে হাড়া ধরণের কার দিয়ে কিমানের কান্ত করা সিজের পোবাক বানার, তাদের জন্ত বারা ক্লোবের প্রাচুর্বের ভাগীদার। নিজেদের নপ্রতা ঢাকার জন্ত এরা নীল খেলো তুলোর কাপড়ের টুকরো জোড়াতালি দেয়।

বারা নিজেদের রক্ত দিয়ে পরের আনন্দের উপকরণ প্রস্তুত করে
ভালের মধ্যেই ওরাত্তের দিন কাটে। কত রক্ষের আশ্চর্য কথা
কানে লাকো তার, কিন্তু মনে বেন লাগে না। এদের মধ্যে বারা
বৃদ্ধ ভারা কথা কর না। পাকা দাড়ী নিরে তারা রিকুলা টানে,
কৈলা-গাড়ী করে করলা আর কাঠ ঠেলে নিয়ে বার বেকারীতে আর
ভালা-পাড়ী করে করলা আর কাঠ ঠেলে নিয়ে বার বেকারীতে আর
ভালা-পাড়ী করে করলা আর কাঠ প্রদান নিয়ে মালপত্র বোঝাই ভারী
লাজীওলো ঠেলতে ঠেলতে তাদের পিঠ ধরে বার, পেশীগুলো দড়ির
বৃদ্ধ টান হরে ওঠে। প্ররা অপ্রচুর থাকে পেট ভরাতে চেষ্টা করে,
ধোলাতে তরে বল্প,রাত্রি কাটার। প্রতিবাদ করে না। ওলানের
বৃদ্ধ প্রাণ্ড বোরা, ভাবহীন। কেউ জানে না এদের মনে কি আছে।
ভারা মুখ খোলে তর্ম থাবার সমর—তর্ম প্রদা পাবার সময়। ক্ষণো কলাচিং প্ররা মুখে আনে—কলাচিং ক্রপো পার হাতে।

বিশ্রাদের সময়েও এলের মুখ এমন ফুঁচকে থাকে বে দেখলে মনে হবে বুবি লাকণ রেগে ররেছে এরা। কিছু সে রাগ নর। বছমের পর বছর সামর্থ্যের অভিনিক্ত বোঝা ভূলে এদের উপরের টোট এমনি ফুঁচকে পেছে, সাম্প্রের গাঁত এমনি বেরিরে এলেছে বে সামা রূপে একটা থেকানীর ভলী কুটে উঠেছে। চোখ আর মুখের

ধারণাই নেই। গৃহস্থালীর জিনিবণার বোধাই পাড়ীতে বাওরা একটা ভারনাতে এক জন নিজের চেহারা দেখে চীংকার করে বলেছিল—'ঐ দেব, লোকটা কী কুংসিত।' অভেরা বধন তার কথা তনে হো-হো করে হেসে উঠল, লোকটার মুখও একটা বেদনার্ড কক্ষণ হাসিতে ভবে গেল। সে হাসি কাল্লার মত কক্ষণ।

ভরাত্তর চালার পাশেই ছোট ছোট কুঁড়েতে এরা থাকে বজাবন্দী হরে। মেরেরা অবিবত ছেঁড়া জাকড়া জোড়া দের শিশুদের গারে দেওরার জন্ত। এরা নিত্য প্রস্তুতি। কুবকদের ক্ষেত থেকে এরা বাঁধাকিশির পাড়া ছিঁড়ে নিয়ে আদে, বাজারে মূদীর দোকান থেকে মূঠি ভবে চাল চুরি করে আনে। সারা বছর পাহাড়ের কোলের মাঠে বাস কাটে। কসল কাটার সময় এবা মুরগীর মত চারীদের পিছু ধরে থাকে। তীক্ষ চোপে সর্বল পড়েবাওরা শাল্তকণা আর থড়ের দিকে নজর রাথে। এই সর চালা-ঘরে শিশু আদে আর বার। জন্মার, মরে, আবার জন্মায়। মা-বাণ মনে রাথতে পারে না কাটি শিশু তাদের জন্মাল। কভন্তলো বেঁচে আছে তারও পাল্ডা বাথে না। শুধু কভন্তলো হাঁ ভ্রাতে ইয় প্রতিদিন তার হিসাব রাথে মনে মনে।

এই মেরে-পুরুষ আর শিশুর দল বাজারে কাপড়ের দোকানের আশে-পাশে থোরে। সহরের ধারে গ্রামের আনাচে-কানাচে টি-টি করে বেড়ার। এদেরই মধ্যে ওরাত আর ভার ছেলে-প্রিয়র দিন কাটে।

বুড়ো-বুড়ীরা এই জীবনকে মেনে নেয়। কিছ শিশুরা বগন আর শিশু থাকে না, বথন বয়সের জোয়ার আসে মনে, তারা বিল্রোচী হয়ে ওঠে । যুবকদের মধ্যে চলে বক্ষামাণ জালোচনা। তার পর বয়স বাড়ে, বিরে হয়। ক্রমবর্জমান পরিবারের ছশ্চিস্থায় মন বথন ভবে বায়, তথন যৌবনের এই সব বিচ্ছিল্ল বিজ্ঞাহ একটা ক্রব চাপা জাক্রোপে রূপান্থবিত হয়। মুখে আসে হতাশা! সে জাক্রোপ এই কারপে বে, সারা জীবন এরা এক মুঠো ক্রম্নের জন্ম পশুর মন্ড পরিশ্রম করতে বাধ্য হছে। জ্বত পেট তাদের ভবেও না। এই ধরবের জালোচনা শুনতে ভনতে এক দিন ওয়াও জানতে পারে সেই বিরাট প্রাচীরের উপেটা পিঠে কি আছে—কারা আছে।

বিলখিত শীতের পর এক দিন মনে হয় বসন্ত বৃথি ফিরে
আসবে। বরকণলার জন্ত কুঁড়ের চারি ধারের মাটি কর্ম মিনিক।
মাবে-মাবে জন চুকে পড়ে বরের ভিতর। এখন ইট পেতে করে
হয় বলে ইটের খোঁজ লেগে বার চারি দিকে। কিন্তু সিতে মাটির
অন্মবিধা সম্বেও আজ রাত্রে বাডাস কেমন বেন স্লিগ্ন গাগে। সে
কোমল স্লিগ্নভার ওরাজের মন চক্কল হয়। বোজকার মত খাওরার
পর ব্যোতে না গিরে দে পথে এসে দাঁড়িরে রইল চুপ করে।

এখানে তার বুড়ো বাপ নিত্য দেয়ালে ঠেস দিরে আসন-পিড়ি
হরে বসে থাকেন। আজও তিনি থাবাবের বাটি নিয়ে সেধানে
এসে বসেছেন। কুঁড়ের ভিতর ছেলেয়া কলকঠে ঠেচাছে। ওলান
তার কোমরের এক-ফালি কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। বুড সেটিকে
কাঁসের মত করে এক হাতে ধরে থাকেন। ভোট মেরেটা সেই
কাঁসের ভিতর বন্দী হরে চারি দিকে বুরপাক থেতে ঠেটা করে।
বুড়োর দিন আজ-ফাল নাডনীকে নিরেই কাটে। নাডনীটি ছুরপ্ত

চার না মেরেটি। তা ছাড়া ওলানের আবার ছেলে হবে। বাইরে থেকে পেটের উপর চাপ এখন আর সহ্য হর না।

গাঁড়িরে গাঁড়িরে সাদ্ধা বাস্ত্র লিখ্য পরশ পারে নেয় ওরাও। চলে-আসা দেশের মাটির কল ছনিবার আকৃতি হতে থাকে।

'এমনি দিনেই ড'—সে বল্লে বাবাকে, 'জমি উলটে দিয়ে গম বনতে হয়।'

প্রশাভ কঠে বৃদ্ধ বলেন—'ভোমার মনের ইচ্ছা আমি বঝি। আমার এই বরসে হ'বার এমনি হরেছে। আসছে ফসলের ছাত্ত মাটির বৃকে একটি দানাও নেই জেনে তবে ত জমি ছেড়ে এসেছি।'

'কিছ তুমি ভ প্ৰতিবাৰই ফিৰে গিৰেছ।'

'জমি ত তোমারই আছে।'

এ বছর সন্তব না হলে আসছে বছর তারা ফিরবে নিশ্চমই।
বত দিন ক্ষমি থাকবে ফিরে দে খাবেই। তার জমি তার জরে
আপকা করছে। এত দিনে বসস্তের বাবিধারায় সিক্ত তার জমি
শ্রীমতী হরে উঠেছে ভারতেই চঞ্চল হরে উঠল মন। কুঁড়েতে ফিরে
এসে অবধা কর্কশ কঠে ওরাও স্ত্রীকে বললে—'বেচবার যদি কিছু
থাকত, বেচে দিরে দেশে কিরে বেতাম। বুড়ো বাপ যদি না ধাকত,
হৈটেই চলে বেতাম। না হয় মরতুম উপোস করে। ছেলে-মেয়েরা
যাবেই বা কি করে? আর তুমি? তোমার এ পেটের বোঝা নিয়ে।'

জল দিয়ে ভাতের কাটিওলো ধৃছিল ওলান। আছে আছে বনলে—'মেয়েটা ছাড়া আর বিক্রী করার কিছু ত নেই।'

ওয়াভের নিশাস কছ হরে আসে।

'ছেলে-মেয়ে আমি বেচব না।'

'আমিও বাজারে বিক্রী হয়েছিলাম। আমার বেচে দিতে পেফেছিলেন বলেই বাপ-মা দেখিন খরে কিরে বেভে পেরেছিলেন।'

'সেই জন্তেই কি তুমি এখন মেয়ে বিক্রী করবে ?'

'শামার ইচ্ছের কথা যদি বল, বিক্রী করার আগো মেয়েকে আমি মেরে ফোলন। গাসীর লাসী হরে জীবন কাটিরেছি আমি। তবু তোমাব মুথ চেরে আমি মেরে বিক্রী করব। তুমি ভোমার নিজের জমিতে ফিরে রেডে পারবে।'

'তা কথনই হতে দেব না।' দৃচ প্রতিবাদ জানায় ওয়াও।
'যাবা জীবন এই বিদেশ বিভূ'রে কাটালেও মেয়ে বেচব না।'

কিছ বাইবে আসার সজে সজেই আবার সেই চিন্তা আসে।
ছোট মেরেটির দিকে তাকিরে দেখে ওরাত। ঠাকুরদা কাঁস ধরে
আহেন, আর মেরেটি অবিরত ওঠা-পড়া করছে। প্রতিদিনের থাতে
ছবল দেহ পুষ্ট হরেছে। আজও কথা বলতে শেখেনি বটে, কিছ
দিসামান্ত বত্নেই দিবিয় মোটা-সোটা হরে উঠেছে। পাকা গিন্নীর মত
ূথেব গড়ন। প্রানো দিনের মতই আজও ওরাভ তার দিকে
গাকালে সে খুনীতে উজ্জল হরে ওঠে।

মনে মনে ভাবে ওরাঙ, 'বুকের ভেতর আঞায় পেরে অমনি ধারা  $^{1/3}$  বিদি হাসতে না জানত, কবে আমি ওকে বেচে দিতুম।'

শাবার মনে পড়ে জমির কথা। আবেগে ওরাতের মন দোল রি। 'আর কি কথনো এ পোড়া চোখে দেখতে পাব? তিকা রে, এত থেটেও পেট ভয়াতে পারি না।'

পদকার থেকে কে বেন গ্রহরে সলাম কল—'ভূষিই একমাত্র গাঁই নও। ভোষার মন্ত এক লাখ আছে এ সহবে।' ছোট বাঁশের পাইশ টানতে টানতে একটা লোক এগিরে এক সমুখে। ওরাত্তের পাশের চালার পরিবারটির কর্তা। কিনের আলোতে লোকটিকে দেখা যার কম। সারা দিন বে পুমোর, রাজার মালের ভারী ভারী গাড়ী ঠেলে। দিনের বেলা রাভার পার্থার ঠলাঠেলিতে এই বড় গাড়ীকলো চলাকের। করতে পারে রাজ্ কথনো কথনো ওরাও তাকে দেখেছে ভোরের মুখে খবে কিমেকা হতশক্তি লাভ মানুষটির কাব হ'টি প্লথ হয়ে নেমে পড়েছে। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দেখা হয়। স্বাই বধন দিনের শেবে ওঁতে বার্থার চেষ্টা করে তথন তার কাজে যাবাব সময় হয়।

তিজ কঠে প্রশ্ন করে ওরাঙ, 'তবে কি চিরকাল এমনি চলবে।'
তিন বার পাইপ টেনে মাটিতে খুডু ফেলে লোকটা বলে, 'না,
চিরকাল নয়। পুঁজিনার বখন চরমে ওঠে তারও শেষ পথ খনিবে
আসে। গরীব বখন সব হারা হর তখন পথের খবর আসে। গছ
নীতে হ'টি মেয়েকে বেচেছি। সে হঃখও সয়েছি। এবার নীতে বে
আসবে, সে বদি মেয়ে হর তাকেও বেচে দেবো। একটি মেয়েকে জু
নাচে রেখেছি। তবে মেরে ফেলার চেয়ে বেচে ফেলা ভাল। কেট
কেউ জাবার হবার সাথে-সাথেই মেয়ে মেরে ফেলে। গরীবের অবহা
বখন চরমে পৌছোর ভার উপায় এই পথে। বড়লোকের জাতি
বাড়ের পথও অমনি। ভুল বদি না করে থাকি তবে শেবের নিন
এলো বলে।' মাথা ছলিয়ে লোকটি পাইপের বাট দিরে পিছনের
দেয়ালের দিকে সঙ্কেত করলে—'এ দেয়ালের ওপারে কি জাছে

বড় বড় চোখে তাকিছে ওয়াঙ মাথা নাড়ল। লোকটি বলঙে লাগল—'আমি আমার একটি মেয়েকে ওখানে বিক্রী করতে শিক্ষে ছিলাম। তখন দেখে এসেছি। তোমার বিখাসই হবে না, টাকা কি ভাবে আসা-বাওয়া করে সেখানে। শোন না বলছি। চাকররা সেখানে রপোর বাট-লাগান হাতীর দাঁতের কাটি দিয়ে ভাত থার। দাসীদের কানেও মুক্তো আর দামী পাথর দোলে। জুতোয় থাকে মুক্তো বসান। সে জুতোয় কাদা লাগলে বা জুতো একটু ছিঁড়ে গেলে—বে ছেঁড়াকে আমরা ধর্ত ব্যই মনে করি না—ভারা মুক্ত ওলো জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

লোকটি পাইপে কোরে টান দেয়। ওয়াও হাঁ করে ক**থা প্রেলে।** দেওয়ালের ওপরে তবে এত কাশু।

'বড়লোকদের বাড়তির মূথে সেই দিন ঝপাৎ করে এসে পাড়বে।'
বলে লোকটি করেক মুহুর্ত চুপ করে রইল। তার পর বেন অসস কঠে
বললে—'বাক্, কাঞ্চ করে বাও ভাই।' তার পর তেমনি করেই
অন্ধনারে মিলিরে গেল।

বে প্রাচারের গারে হেলান দিয়ে তার উপোসা দিন বাজি কাটে, তারই ওপারে সোনা-মুক্তো আর দামী ভূতোর এত প্রাচুর্ব, একখা ভেবে রাজে যুম হয় না ওরাজের।

লেপ নেই গারে দেবার। একটি আমা পরেই ভার দিনের পর দিন কাটছে। রাজশ্যার জন্ম ইটের উপর পাভা একটা চাটাই। একটা ছরন্ধ লোভ মনের ভিতর পাথা ঝাপ্,টী দের। মেরেকে বেচব। মেরেকে বেচব।

মনে মনে ভাবে ওরাঙ, হরত ঐ রাজপ্রাসামেই মেরেটাকে কেচে কেন্দ্র জাল করে : বলি ক্রেটাক জী মাধ্যম প্রতি স্থান স্থান ক্ষতে পাৰে জালো থেতে-পৰ্যা পাৰে। গ্ৰহমা প্ৰতে পাৰে। জাখাৰ ক্ষিত্ৰ ক্ৰিডাৰ জ্বাৰ জালোঁ নিজেৰ মনেই, বনি বিক্ৰাই কৰি, ক্ষিত্ৰৰ লাবে কি সোনা-মুক্তো পাৰ ? বনি দেশে কিবে বাওয়াব ক্ষিত্ৰা পাই, বাজাৰ টেৰিল, জাসবাৰ, থাটেৰ প্ৰসা পাব কোথাৱ ? ক্ষিত্ৰানেও বনি উপোস থাকে ভাগ্যে ভাহলে কি ক্ৰব ? থেতে পাই ক্ষিত্ৰা ক্ষেত্ৰ বেচৰ ? দেশে জ্বিতে বোনাব বীক্ত তাই।

আৰচ লোকটি ৰে পথের নির্কেশ দিরে গেল সে পথ ভার জান। জিয়া। 'বিভূলোকের বাড়ভির মূখেই সেই সভুক হঠাৎ ষোড় নেয়।'

18

আই সৰ চালা-খবেও বস্তু এলো। আল-কাল খেষের।
আৰি ছোট ছেলেরা পাহাড়ে ক্বৰখানার বুবে বেড়ার।
আঠি কচি পাভা গজিরেছে বে সব উদ্ভিদ্ আর লতানো
লাছে সেওলি খুঁড়ে খবে নিরে আলে। সজীর জল্তে আর ভিকা
ক্রতে হর না হুবি, খোড়া, ভাঙা বাঁকা টিন নিরে দলে দলে
ছেলে-বেরে চালা-খব খেকে বেরিরে পড়ে—বাঁশের ছোট ছোট
বুড়িতে ভবে নিরে আলে মাঠ খেকে পথ খেকে পড়ে খাকা
খাতের কপা। ভিকার প্রয়োজন হয় না—প্রদা লাগে না।
ভলানও ছেলে ছুটিকে নিরে ভালের দলে গিবে ভিড়ে বার।

পূক্ৰের। তেমনি থেটে বার। আন্ধানাল বোদ কড়া চছে,
দিন হছে দীর্ভর অকমাং ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামছে।
আনজাবের সঙ্গে মেশানো কেমন একটা আকুলতা আদে মনে।
বিভের লমর থড়ের চটির নীচে বরক দিরে ছুটেছে ভারা,
নিশেকে সহ্য করে গেছে প্রকৃতির নির্দ্ধরতা। সন্ধ্যাহ'লে খরে
কিবে লারা দিনের পরিশ্রম আর ভিক্ষার প্রসার বা জুটেছে ভাই
কেবে ল্বিরেছে জটলা করে। থাতে বা মেটেনি, বুম দিয়ে ভা
জনাবার চেটা করেছে। শুধু ওয়াতের চালাতেই নর—সর ক'টি
আতিবেশীর করেই যে এক কাহিনী তা সে ভালো করেই আন্দ্র।

বসভ আসার সজে সজেই বেন মানুবের ভিতরের কছ উদ্দেশ্ব পূলে গেছে। আবার প্রতিবাদের ভাষা জোরালো জীবভ হরে উঠছে। সন্ধার পরও এথানে-ওথানে সব জটলা করে আলোচনা করে। সারা শীত যাদের প্রায় দেখাই বায়নি— ভাদেরও দেখা মিলেছে আজ-কাল এই সব আভ্টায়। প্রতি-বেশীদের করে কার মেলাল কক—কে বৌকে ধরে ঠেডার—কে ছিল ভাগাদের স্পরি—এ সব গর ওলান কথনো খামীকে বলে না। ভাই ওরাভ ভার, প্রতিবেশীদের জানভেও পারেনি। এই সব আভ্টাতে ভাই নিঃশাদে ওরাভ এলে বদে— অবাক্ মূথে সব লোনে।

এই সৰ মান্তবদের প্রতিদিন ওরু খাটুনি আর ভিকাকে কেন্দ্র করেই যোরে। নিজেকে এদের সমল্রেণীর মনে হর না ওরাজের। তার নিজের জমি আছে—বে জমি তার কিরে আসার পর্ব চেরে আছে। এরা ওরু ভাবে কি করলে কাল এক টুক্রো রাছ খেতে পাবে, পারবে ছ'পেনী জুরা থেলতে। এনের জীবনের দিন এমন অভাককে যিরে যোরে—এমন অসল্ভাব নিরে কাটে ব , নিজেবের অসহায় হভাশার এরা জুরা থেলে।

ি কিন্তু নিজের মনে ভরাত ভাত-পড়া করে। কেমন করে নিজের জানিতে কিনে কেন্তে পারেনে ভারই আলার ক্রিল ভল্লাপ কৰে। বড়লোকদের সংসাবের অপচয় প্রভাগী এই সব মাছুবদের কলে সে নর। বড়লোকদেরও কেউ নর ওরাছ। ভার আত্মীরতা ভার অমির সঙ্গে। এই সব বসন্তের দিনে হাল চালাতে না পারলে, কান্তে নিয়ে কাল করতে না পারলে, পারের নীচে প্রাণের চেরে জমিব অপর্ণ বোধ করতে না পারলে ভার শান্তি হয় না। জীবনের অক্ত কোন প্রাচুইই মনের সেই স্বভিকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। এই সব মাছুবদের প্রভিবেশিক এড়িয়ে ভাই ওরাও এদের কথা পোনে আর মনে মনে সুক্রিয়ে রাথে ভার ভারির মালিকানার কথা, ভার পিড়-পিভামহের গম কসলের মাঠের কথা, বছ বাড়ীর কাছ থেকে কেনা স্কক্যা ধান-জমিব কথা।

এরা তথু টাকার কথা কয়। এক ছাত কাপড়ের করে ক' পেনী পরচ করেছে—এক আঙ্গুল মাছেছ জল্পে ক' প্রদানিয়েছিল লোকানী অথবা আজ সারা দিনে কত রোজগার করতে পেরছে। সব কথার লোবে তাবা আক্রণোব করে এই বলে বে, পাঁচীলের ওপারের বাসিক্ষাটির কাছে যত সোনা থাকে—তা থাকলে তাবা কি কি কয়তে পারত। সব কথার শেষ কথা ইয় এমনি ধারা।

'যত সোনা আছে ঐ লোকটার, যত কপো ওর গায়ে ঝোলে সব যদি পেতুম—যদি পেতুম ওর বোঁরের চুণী-পাল্লা-ছলো, ওর রক্ষিতার হীরা-মুক্তোভলো—ভাতলে দেখতে•••

ওরাঙ বসে বসে শোনে এই সব মান্ত্রদের কথা এগ বদি এ সব পেত ভাহলে নাকি ভারা এমন ভালো ধাবার থেত বা এ লোকটাও ভাবতে পাবে না। সারা দিন কেবল গুমোত আর বড়ো আছেটার জুবা পেলত। ওধু সুক্ষরী সুক্ষরী মেরে কিনে লালসা মেটাত। আবে কিছু কবত না।

ওয়াঙ এক দিন হঠাৎ বলে কেললে—'আমি যদি ঐ সব ইবে জহবৎ আর সোনা পেতাম আমি অমির পর জমি কিনতাল। সেই সব জমি থেকে সোনার কলল ফলাডুম।'

ওয়াডের কথা ওনে সব ক'টি মামুবই তার দিকে দিবে তাকাল। ভর্মনার স্থবে বলে—। 'পাড়াগেরৈ ভৃতটার কথা শোনো। সহবের প্রসা দিয়ে কি করা যায় কিছুই জানে না ভৃতটা। বাই দাও ও তবু বলদ আবে গাধা নিয়ে ক্রীতশাসের মত থেটে মরবে। প্রসা পেয়ে উড়িয়ে দেবার পথ ভালো করে জানে বলে সকলেই সদস্যে তাকার ওরাতের দিকে।

কিছ এ প্লেষ ওয়াঙের মনে ধবে না। নিজের মনেই সে বংগভামি হলে সব হীবা-মুক্তোই জমিতে লাগাব।

এই সব চিম্ভার মনেৰ আকৃতি আরো বাড়ে।

ক্ষমন কথা ভাৰতে ভাৰতে আক্ষ কাল ওরাত্তের মনে কেমন একটা আক্ষর ভাব এসেছে। সহবের জীবন বেন অপের মত মনে হব। এই আদর্ক বোধকে ওরাত সহজ্ঞ ভাবেই গ্রহণ করলে। চাবি পালের সব কিছুই বেন আভাবিক। যে কাগজগুলি গাতে এসে পড়ে সেওলিও।

বৌৰনে অথবা অভ কোন সময়েই ওয়াত পড়তে শেংখনি। এই সৰ কাগলে কি থাকে তাই সে কিছুই বুৰতে পাৰে না। স্চরের দেয়ালে কারা সব এই কাগল মেরে হাবে, হাবে হাবে চালু করে পভার বিকী হয়। ভয়াক ছ'বাৰ এই বুৰত কাগল কারেছে।

প্রথম কাপজ দিছেছিল এক জন বিদেশী, বাব মত এক জনকে সে বিল্লা করে আজ দ্বীটে পৌছে দিয়ে এসেছিল। শীর্ণ লখা লোকটিক দেখলে বোঝা বাব সংসাবের জ্ঞানক বাপ্টা সে সরেছে। সেই লোকটির চোখে একটা বরকের মধ্যে নীলাভা, সারা মুখে দাড়ী। সমস্ত চেহারাতে মানুবটার এমন অমানুষী ভাব বে ওয়াও ভার হাত থেকে কাগজ নিতে ভয়ই পেরেছিল। কাগজখানি নিয়ে দেখেছিল ওয়াও একটি ছবি। সাদা এক জন মানুষ আড় করা কাঠের উপর বৃত্তে। কোমবে সামাল একটু ফালি ভিন্ন লোকটি উলঙ্গই। কাথের উপর লোকটির মাথা ঝুঁকে পড়েছে—চোল ছটি বোজা, দেখেই মনে হয় মরে পেছে মানুষটা। এই আশ্রের চবিটার দিকে কেমন একটা উইছক আতজের সকে ভাকিরে দেখছিল ওয়াও কিছে নিচে লেখা অংশটুকুর মন্ধতেদ করতে পারেনি।

বাড়ীতে বাপের সঙ্গেও আঙ্গোচনা করেছিল ওয়াও। ছবিটির অর্থ করতে চেষ্টা করেছিল।ছেলে মু'টির ভ ভর আব উল্লাস একসঙ্গে। 'গারের পাশ দিয়ে কেমন রক্ত পড়ছে দেগ।'

বা**প বললেন— 'এমন** ভাবে কাঁসি' হয়েছে যখন, লোকটা নিশ্চরট বদমারে**স ছিল।** '

ওরাও ভবে ভবে ভবিত, কেন এক জন বিদেশী ত'কে এ ছবি
দিয়েছে। হয়ত বিদেশী মামুষটির কোন ভাইকে এমন ভাবে মেবে
কেলেছে কেউ, হয়ত ভারই প্রতিলোধ দে নিতে চায়। সেই ভবে
বিদেশীর সঙ্গে যে রাজ্ঞার দেখা হয়েছিল সেই পথ এড়িয়ে চলতে লাগল ৬য়াও, ভার পর এক দিন সব ভূলে গেল। বাড়ীতে ওলান সেই কাগজটি আন্ত ক্ষেকটি কাগজের সঙ্গে গুড়ে গুড়োর ভকতলায় লাগিয়ে দিলে।

পরের বার আর একটি ছোকরা তাকে কাগজ দিলে। কিছু একটা হলেই সহরে বারা ভিড় করে ভাদের হাতে বিলি করতে . করতে ছোকরাটি টেডিয়ে টেডিয়ে কি সব বললে। এ কাগজখানিতেও মুণ্ণ আর রজের ছবি। কিছু মরা লোকটির চেহারা বিদেশী নয়, ওয়াঙের মতই তার রঙ হলুদ, চুল আর চোঝ কালো। ওয়াঙের মতই লোকটির প্রণে ছেঁড়া পোযাক। সেই মৃতেব শরীরের উপর বনে এক জন মোটা লোক দীব একটা ছুরি দিয়ে তাকে বাব বার মেন আঘাত করছে। সেই বীভিংস করণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে ভাকিয়ে নীচের লেখাগুলি প্রবাব চেটা করতে লাগল ওয়াঙ!

পাশের লোকটিকে ডেকে সে বদলে—'এতে কি লেখা আছে পড়ে আমায় বুরিয়ে দিতে পারো ?'

লোকটা ভাকে বললে—'চুপ করে শোন না এ ছোকর। পণ্ডিত কি বলক্টেন। উনিই সব বুকিয়ে দেবেন।'

দীড়িয়ে দীড়িয়ে ওয়াও সেই সব আশ্চর্ষ কথা ভনলে যা সে কোন দিন ভাবতেই পারেনি!

'তোষবাই ঐ মর। মাছুব। আর বে লোকটা তোমাদেব ছুবি মারছে, মরে গিষেছো তা না জেনেই ছুবি মারছে তারাই হোল ধনী— ভারাই পূঁজীবালী। তোমরা গরীব মুখ পুরছে পড়ে আছ কেন না সংস্ক্রের সবই বড়লোক্দের কবলে।'

এর আলে নিজের সব ছুর্ভাগ্যের জন্ত ওয়াও দোষী করেছে ভগবান্কে। বে ভগবান্ তাকে গ্রীব করেছেন, বে ভগবানের জন্ত অনাবৃদ্ধীতে মাঠ জলে বার, বে ভগবানের নির্মাতার অভিনাট হয় মামুখনে কট দেবার জন্ত । বে বছরে রোদে-বৃষ্টিতে দোল মের জমিতে বীজ অঙ্ক্রিত হয়—শত্ত্মীর্ণগুলি পূর্ভ হয়ে ওঠে, ব বছরে নিজেকে গরীব মনে হয় না ওয়াতের । ভগবার্ল্ বখন বর্গ পাঠালেন না, সে সময় বড়লোকের। কি করতে পারে সে স্বাধ্ আগ্রহ করে তনতে চাইল ওয়াঙ । কিত্ত ভোকরা পণ্ডিত অনেক ক্লা বললেন, কিছ ওয়াঙের মনের প্রশ্নের জবাব দিলেন না যখন, তথা সাহস সঞ্জয় করে ওয়াঙ বললে—'আছ্যা বাবু, যে বড়লোকরা আমারাজী অত্যাচার করে তারা আমাদের জমির জন্তে বহা জানতে পারে কেমন করে গ

এ কথা তনে ছোকরাটি ঘণায় মুগ ফিরিয়ে বললে 'ভোমানেই বোঝাবে কে, ভোমরা বারা আজে। বেলা রাখো মাধায়। বর্ধা যথন হয় না, তথন কে কি করতে পারে? আর তার সঙ্গেলরকারই বা কি ? বড়লোকদের বা আছে তারা বদি আমানেক সঙ্গে ভাগ করে নেয় তা হলেই আমরা থেতে-পরতে পাবো। বৃত্তি হোকু না হোকু কিছুই আসে বায় না।'

শ্লোতাদের মধ্য থেকে একটা হলা উঠল, কিছু ওরাছের বন ধুদী হল না। কথা সভিয়। কিছু জমিই যে আসল। টাকা আর থাত শেষ হবে এক দিন। কিছু রোদ-বৃষ্টির বদি সামঞ্জ না থাকে আবার উপোস মুত্যুভ্যু নিয়ে আসবে। আনিচ্ছা সত্তে ওরাঙ হাত পেতে কাগজগুলি নিলে। বরে কিরে সেগুলি ওলানের হাতে দিয়ে ্বললে—'লুভার ওক্তলার জ্জেকাগজ্ওনেছি।'

দে-দিন সন্ধ্যায় কিন্তু সব লোকগুলি ওয়ান্তের মুখে ছে**েটির কথা** তনে উৎস্থক হল। তাদের আর ঐ বড়লোকের মধ্যে বে ইটের পাঁচীল আছে তা ক'টা শাবলের ঘা-ই বা সইতে পারবে। কাঁবের উপর দিয়ে যে ভারী কাঠের বাঁক বয়ে নিয়ে বড়ায় এরা—ভাই বোঁধ হয় যথেষ্ঠ হবে।

এই বসন্ত ঋতুব উন্মাদনা ছাড়াও সেই ছেলেটির বক্তৃতার বিশ্লবের ঝড় এদের মনকে অস্থির করতে লাগল। যাদের আছে ভালের বিশ্লবের স্বর্গারাদের আকোশ। দিনের পব দিন সন্ধার ভিমিভ আলোয় আলোচনা করতে করতে এই অসন্তোব তরুণদের মনে ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। দিনের পর দিন অতি পরিশ্লবেশ্ব ব্যন উপাজ্ঞানের পরিমাণ বাড়ল না, মনের ভিতর আদিম আকুছি গুরস্ক হয়ে উঠতে লাগল গলিত তুবাবের ছদ মতায় নদীর জল বেমন ফুলে ফুলে উঠতে থাকে।

সব অনুভব করতে পারল ওয়াঙ্। এদের কছ কোভ তারও মনে একটা অস্বস্ভির বোধ আনল। কিছু সে তবু সর্থ-মন দিরে কামনা করতে লাগল সেই দিন্দে, খেদিন নিজের জমির প্রিগ্ধ স্পার্শ দে পারের নীচে পাবে।

এই সহরের নব নব বিশ্বরের মধ্যে ওরাঙ এথানে আব একটি বিশ্বরের জাগবণ দেখলে যার অর্থ সে বুৰতে পারলে না। এই সময় এক দিন শুক্ত রিকলা টেনে নিয়ে যেতে যেতে ওরাঙ দেখলে এক দে সৈত এক জন লোককে ধরেছে। লোকটি প্রেলিবাদ করতেই সৈতের তার মুখের সামনে ছুরি ঘোরাতে লাগল। তার পর দৈছের। আবং এক জনকে। এবা সন্ধারীর লোক। তালের মধ্যে এক জন ওয়াতের পালের কাজেরের

70

শ্বাকে। এরা সবাই খেটে খার—ভবে কেন···? বিশ্বিত দৃষ্টিতে উদান্ত চেরে খাকে।

্ৰৱা কেন ধৰা পড়েছে, কোথায় এদের নিয়ে বাছে সৈজেৱা

ক্ষামিছি—এদের মধ্যে তা কেউ-ই জানে না। বিকশা নামিরে ধরা

ক্ষাম্ব ভয়ে ওয়াত ক্রত-পারে ছুটে একটা গরম জলের দোকানের

ক্ষাম্ব সিয়ে লুকিয়ে বইল যতক্রণ না সৈজেরা সে এলাকা ছেড়ে গেল।

ক্ষাম্বামিন বলে ওয়াত দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল এ সবের আর্ব।

ক্ষামেনি বনে উদাস কঠেই বললে—'আবার কোথাও বৃদ্ধ ক্ষেত্রে হয়ত। কে জানে কিসের জ্বে এত বৃদ্ধের হিড়িক। সেই

ক্ষেত্রেকো থেকে এমনিই দেখে আস্ছি। মবে যাব—তবু এই

ক্ষিত্রিকর শেব হবে না হয়ত।'

ভাঁএরা সব নিরীহ মান্ত্রদের ধরছে কেন ? কোধার নতুন ক্রাই বেবেছে আমিও বেমন জানি না, আমার প্রতিবেশীও তেমনি জানে না।'

ভরাত্তের জিদ দেখে দোকানী বললে—'এই সব সৈত্যেরা কোথাও জাতারে বাছে। তাদের রসদ আর গোলা-বারুদ বইবার জন্ম কুলী জাই ত। এরা তাই জোর করে কুলী জোগাড় করছে। তা তুমি আসহ কোনু প্রদেশ থেকে ? এ দুশ্য ত সহরে নতুন নয়।'

কৈছ, তার পর কি হবে ? মাইনে কত দেবে—পাবো কি ?'

বৃদ্ধ দোকানীর নিজের আর চাওরার লোভ নেই—তাই সে
কেমনি অনুংক্তক কঠে বললে—'মাইনে-পত্তর নেই। তবে হু'টুকরো

ক্রমনা কটি পাবে আর পুক্রের থেকে জল। ওদের ডেরা অবধি
ক্রীছিরে দিয়েও বদি জান থাকে ঘর-মুখো যেতে পারো, যেও।'

## একটি পরানো চীনা কবিতা

বীরেজ চট্টোপাধ্যায়

এ তবু চ'লতেই থাকবে।—দিন আসে দিন বার ; ভোষার আমার এই বে বিরহ, ছেড়ে বাওরা

চিরটি জনমের মতো ৷ • •

বেন দশ হাঞ্চার মাইল পেছনে ফেলে আমরা গিরেছি চ'লে
নিক্লদিউ পৃথিবীর হ'টি লেব সীমানায়।
মারখানের পথটিতে র'য়েছে পার্থক্য আর দূর্ড ;
কী ক'রেই বা আমরা মুখোমুখী আবার এসে মিলিত হবো ?
ভাতারের ঘোড়া বেছে নিরেছে উত্তরের হাডরা;
ইউরের পাখী দক্ষিণের কোনো গাছের শাখার বেঁখেছে
ভাব বাসা।

থারি মধ্যে জামাদের বিচ্ছেদের দিন হ'রেছে কতো দীর্ব। প্রতিদিনই জামার পোবাক বুকের কাছটিতে আল্গা হ'রে জাসছে।\*\*\*

জ্ঞেস আসা মেখ, সম্পূৰ্ণ সূৰ্যটিকেই কেলে ঢেকে ! ভোষাৰ চিন্তা হঠাৎ আমাৰ বয়সে এনেছে বাৰ্ছকা ; মাস বেকে বছৰ ক্ৰুত এগিয়ে চ'লেছে সমান্তিৰ দিকে ৷ • • • ভোষাকে আমি মন বেকে কেগৰো বেড়ে ; আৰু ,

प्राच जाता (वैद्ध बाकान कार्यक्री एक्ट अपन स्थापन कार्यक्री

'কিছ আমার পরিবার, ছেলেমেরে—'

ভাবের ভাভে কি ?' বলে দোকানী ভার গরম জলের ঢাকনা থুলে দেখতে লাগল। বাস্পের একটা ভণ্ড মেঘ এসে ভাকে প্রায় অদৃশ্য করে তুললো। জনেককণ পরে দোকানী বখন মুখ কেরালে, ভভক্কণে পথে জাবার সৈক্তের। এসে পড়েছে। খুঁজছে চারি দিকে শক্ত-সাম্প্য মান্তব।

'শারো বুঁকে গাঁড়াও।' দোকানী ওয়ান্তকে সতর্ক করে—'ওবা এমে পড়েছে।'

কুঁকে পড়ে অপেক্ষা করতে থাকে ওরাঙ। সৈন্তদের ভারী চামচার ভূতার আওরাজ পশ্চিমে মিলিরে গেলে ওরাঙ দোকান থেকে বেরিয়ে শুক্ত রিক্শা টানতে টানতে বাসার কিবে আসে।

ততক্ষণে ওলান কোথা থেকে কতকগুলো সবজি লোগাড় করে এনে রান্নার বসেছে। হাঁকাতে হাঁকাতে ভাঙা-ভাঙা কথার ওয়াঙ ভাকে নিজের লোমহর্বক বেঁচে বাওয়ার কথা বলে। বলতে বলতে জাবার একটা জাতংকের দৈত্য ভাকে বেন গ্রাস করতে জাবার একটা জাতংকের দৈত্য ভাকে বেন গ্রাস করতে জানে। যদি ওকে ভারা টেনে নিরে যেত লড়ায়ে, হয়ত সেখানকার মাটি ওন্নাঙের রক্তে ভিজে উঠত, হয়ত ভার নিজের জমি জার সে জীবনে দেখতে পেত না। ওলানের দিকে একটা বেদনাত দৃষ্টি নিজেপ করে ওয়াঙ বললে—'সভ্যি জামার লোভ হছে বৌ, মেরেটাকে বেচে দিরে দেশে কিরে বাই।'

স্থামীর কথা ওনে অনেক্ষণ কি ভাবলে ওলান। তার পর তেমনি অকম্পিত গলায় বললে—'আর ক'টা দিন অপেকা কর। আশুর্ক কথা সব বটছে চাবি দিকে।'

### যাত্রা

चक्रनकाखि वत्नाग्राभाषात्र

নার্ব রজনী আরও বে গভীর হ'লো

এখনও কাগেনি জমোঘ অফুণ সভা
বৃগের যাত্রী আক্ত বলে খোলো খোলো

প্রভাতের ছার, কোধার সে নিরাপভা।

আজানা প্রাহর কড়েই বে কেটে গোল
দিগন্ত-খেরা জাঁধার র'রেছে ভবু,
বাত্রী বলিছে হে প্রহেরী জাঁথি যেগো
ভারের বাত্রা ব্যাহত ক'রো না কড়।

ব্দবাক প্রহরী বহিছে প্রহার-দণ্ড প্রাচারের দাবে ব্দেগে আছে সারা রাত্তি শতেক প্ররাস হলো বে খণ্ড খণ্ড কুর্সম পথ ব'রে চলে যুগ-বাত্তী।

রাত পোহাবার আর কড আছে বাকী হে বিজয়ী বীর মলো চলো ভূমি আগে লাখি বারিবে না হিরণ্যকশিপু কি



(কথ-চিত্ৰ) **শ্ৰীৰণিলাল** বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রের একটা গেঁটে লাঠি ঘবের মেঝের ওপর সজোবে ঠুকতে হাদব রায় আফালন করছিলেন: ঠ্যাং ঘটো : তামার লাঠি দিয়ে ভেত্তে দেব—কের যদি ভূমি ঐ পুত্লওলার বাদীয়ুখো হয়েছ!

আওরাজ তনে রায়াখ্য থেকে ছুটে এলেন প্রলোচনা ৷ খানীয় কাও দেখে গাঙে হাত দিয়ে থমকে গাঁড়ালেন, তার পর মুখ্যানা গুরিরে প্লেষের প্রয়ে জিন্তাসা ক্যলেন : কাকে ঠাংয়ানো হচ্ছে অমন করে ৷ খবের মেঝেটা যে বসে গেল !

ন্ত্রীর কথার কান না দিরে এবং তাঁর দিকে জ্রমেপ না করেই বাদব রার ক্রুছ কঠে নিজের কথাগুলিই বলে চললেন: বখন-তখন ঐ বেহারা ছুঁড়িটার সঙ্গে কেন মিশিসু রে হতভাগা—কেন, কেন? লজ্ঞ। করে না! এস তুমি বাড়ীতে ফিরে—ড-বাড়ীতে যাওয়া তোমার ঘোচাছি: ••

কথাটা শে**ষ করেই মেঝের ওপর জ্ঞারে উ**পযুগপরি লাঠির গোটা কয়েক ঘা দিলেন।

মুলোচনা এগিয়ে গিয়ে ছাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিরে ঠোঁটের কোণে তীক্ষ হাসি ফুটিয়ে বললেন: থাক্, ঢের হয়েছে, মুখে আর গগন ফাটিয়ে কাজ নেই। তথনিত কয়েছিয়ু গো—য়ত করবে গুড়-পুড়, তত হবে ছোলার ছাড়। এখন সামলাও।

এক ছত্ত্ৰের ছড়াটির সঙ্গে স্ত্রীর জাঁতের কথাটিও উপলব্ধি করতে ষাদৰ বাবের বিশ্বত্ব হল না। মামার বাড়ী থেকে মৃগেনকে এ বাড়ীতে এনে তার ভার স্থলোচনার ওপর দিয়েও তিনি নিশ্চিম্ব হতে পারেননি। নিজের ছেলেপুলে ও সংসার নিরেই সুলোচনা বিরত, এর ওপর দীর্ঘ কাল পরে সতীন-পুত্রের আকম্মিক আবির্ভাব তাঁৰ পক্ষে যে শ্ৰীভিক্স হয়নি, যাদৰ বাব ভালো ভাবেই সেটা ব্ৰেছিলেন। সেই জব্বে মূগেনের স্থা-স্থবিধার দিকে তাঁকেই বিশেষ শক্ষা বাগতে হয়েছে; আর, এ পর্যাম্ভ সেটি পরিপূর্ণ ভাবে বন্ধায় পাছে। ছেলের সামাত একটু অস্তব হলে ডিনি অস্থির হয়ে পড়েন, তাড়া-ছড়ো করে ডাক্তার এনে তাঁর মুখে ভরগার কথা তনে তবে ইন নিশ্চিত্ত। কোন দিল ছেলের গায়ে হাত-তালা ত বড় কথা. কড়া কথা বলেছেন বা ভার মুখের পানে চোথ বাভিষে চেয়েছেন— <sup>এমন ঘটনা,</sup> বাড়ীর বা পাড়ার কাকর জানা নেই! তাই, ছেলের প্রতি স্বামীর এই সব অতি আদর—মাথে মাথে বধন প্রলোচনার টোপে একান্ত অনৈৰ্থ বলে মনে হোভ, ভিনি এ প্ৰচলিত প্ৰবচনটি वर्ष करत छनिएव विरक्षत । अनिमाध कांत्र वाक्षिक्त श्वनि । वदः שושות ושותו ושותו ומושות

প্রচের বত কুটে জানিরে দিল—এত দিন পরে ছীর ক্থাটি সন্তি সার্থক হরেছে। বে-ছেলেকে জোরে একটি ব্যক্ত কোন দিন তি দেননি, আৰু তাকে লক্ষ্য করে তার উদ্দেশে মাটির ওপরে জোন জোরে লাঠিব যা দিছেন। কিছে-

সেটা স্থলোচনাই শ্লেষের স্থরে বলে ফেললেন: মেগা যদি **এখু**। সামনে এনে দীড়ায়, পাবৰে এই লাঠিব ঘা তার পিঠের ওপা বসাতে ?

বাদৰ রামের মনেও এই মাত্র এই প্রশ্নই স্চিত হরেছে। বিশ্বর তিনি জীব তীক্ষ মুখধানার দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

মুখখানা মচকে কংকার দিয়ে প্রলোচনা বললেন: "একেই ক্রেম্ন ইল্লীর ধূপধূপুনি বিল্লীর ঘাড়ে! মিছিমিছি মেঝেটাই ছরমূশ কলেন। এদিকে পেয়াল নেই যে— আকাশে যে ধুলো ছুঁড্ছো আপন চোষেই এসে পড়ছে! এ লাঠি তোমার নিজের পিঠে ঘা দিয়েছ তা লানে। ?

ষাদ্ব রাষ্ট্রের রোখ ও কোপ এতক্ষণে দমে গেছে। **৩ছ কঠে** বল্লেনঃ তুমি কি বলছ?

মূপ কাপটা দিরে অকোচনা বললেন: বেন ভাকা, কিছু বোঝেন না! ছেলে গান বাদে, পালা লেখে, সে অথাতি ত মূপে ধরে না। তুমিই ত আছারা দিয়ে দিরে মাথা ওর থেরেছ ট অধিকারীর মেরের সঙ্গে ভলে ভলে বিষের সংস্ক চলেছে, তোমরা পুরুলেও এ কথা কে না জানে? মেগা ত মনে মনে ঠিক দিরেই রেখেছে—মারা ওর হরু ক'নে, তুমি ভাবে ঘটা করে বৌ করে আনবা।

যাদব রাহের হোও আবাব চড়ে উঠলো, গলায় জোর দিয়ে বললো: না, না, এ ইতরটার মেয়ে আমি ঘরে আনকোনা— কথ্থনো না। ওর চেয়ে চের ভালো মেয়ে আছে—টাকাওলা লোকের মেয়ে।

নাক-মুখ সিঁটকে ভালোচনা বললেন: টাকাওলা লোকের ত আর নজর নেই, বয়ে গেছে তাদের এ-ঘরে মেয়ে দিতে। বুড়ো তেঁকি বসে বসে থালি থালি বাঁড়ি গিলছেন, এক প্রদা রোজগারের মুরোদ নেই; মাকে ত জন্মেই খেছেছেন, এখন আমাকে থেলেই সুধের চার-পো হয়। কে তোমার টাকাওলা আমীর আছে তানি —তর হাতে মেয়ে দেবে?

দ্বীর মূখে ছেলের নিশা তনে বাদব বারের পিতি **মলে উঠল** বাগে। মুখবানা বিকৃত করে চড়া-মুরে বলে উঠলেন: **ঢের চের** আমীর আছে— যারা আমার মুগের হাতে মেরে দিলে বর্তে বাবে মনে করে। তুমি ত ওর নিশ্বে করবেই, কিন্তু আশ-পাশের দশ্বারা গাঁরে ওর মুখ্যাতিতে ভবে গেছে একথা কে না জানে। রুপে-জ্বেশ বিভের ওর মতন একটা ছেলে অ'নো দেখি বার করে! ও পান বাধে, পালা বচে, এ কি চাডিভখানি কথা না কিম্ম

বাদৰ বাবের বজ্জব্য আবো অনেক ছিল, কিছু এইখানে বাধা
দিয়া স্বলোচনা বললেন: ছেলে বদি ডোমার এত গুণের, তাহলে
তাকে উদ্দেশ করে লাঠি হাকরানো হচ্ছিল কি জভে ? খরে বলে
এ বক্ম আধিক্যেতা করবাব কি দরকার হয়েছিল শুনি ? আমি ড
সংমা, ওকে দেখতে নারি, নিশে না করে আর গালমভি না
দিয়ে জল খাইনে, কিছু ডোমার হয়েছিল কি ?

বাদৰ রাবের বোধ আবার নিজেজ হবে এল; কঠের খব নীচু ও নরম কবে বললেন: হাা, একধা ভূমি বলতে পাবো, কিন্তু এখন ভাহলে ভোমাকে বলি—বাগটা আমার ঠিক ছেলের ওপর হন্ননি প্রাধের বধ্যে আমি ভাকে বলেছিলুম—বে বেবকম ঠাকুর করু, ভাই গড়লেই ভ পার, ভাহলে ভোমার কঠও খোচে, কর্মার বজার থাকে। এতেই সে কিনা চটে উঠে যাভা ক্রিরে দিলে আমাকে। আমিও ছাড়বার পাত্র না কি, ভার ওপর ক্রিলের বাপ : বলে দিলুম স্পষ্ট করে—ভোমার মতন ইভরের মেরে ভামি ববে নিচ্ছিনে।

্ মুখধানা ব্রিরে স্থলোচনা বলল: আমিও ত ভাহলে ঠিকই

ক্রিছেলুম্--ইল্লীর ধুপধুপনি পড়েছে বিলীর খাড়ে। অধিকারীর ওপর

ক্রাপ করে ব্রের ছেলেকে সামলাতে চাও। কিন্তু পার্বে । ছেলে

ক্রোমার কাব্যি করে, পালা রচে, অধিকারীর মেরেকে না শুনিরে ভার

ক্রিমানে না—ভাত হজম হয় না, তা জান !

বিষয়ের স্থারে বাদব রায় বললেন: তুমি এ সব কি করে জানলে?

স্থালোচনা বললেন: আমি বে মা, আমাকে সব জানতে হয়।

স্থামি মনে কর না বে, সংমা বলে আমি মেগার শত্র, তার ভাল

বেধি না। অবিশ্যি, তোমার মতন তার স্থাতিতে আমি গলা
বাজি করি না, কিন্তু মনে মনে আমি তার হিত কামনাই করি।

সাই বলি, বাহিরে বা হরেছে—তাই নিয়ে বাড়ীতে আর জ্পান্তি

কাজিয়ো না, মেগাকে কোন কথাই ব'ল না।

বলছ কি তুমি ? ওদের সঙ্গে মিশতেও বারণ করব না ? না । বা বলবার আমি বলব ; তুমি কিছু বলবে না । আমি কিছু বলব না মানে ?

ভূমি কিছু বললেই অনর্থ হবে। তার বুক ভেঙ্গে বাবে, এর শ্রে আর কথনো ও-বাড়ীর সঙ্গে মিল হবে না।

ভূমি কি মনে কর এর পরেও আবার মিল হবে?

হবে। অধিকারীকে আমি চিনি। বগ-চটা মাছুব, রাগলে আন থাকে না, কিছ মনটি ওঁব গলাজলের মত সাদা। তিনি বিভেই এসে তোমাকে সংধবেন দেখো। আর, এ কথাও তোমাকে বলে বাথছি—মারার সঙ্গে যদি মেগার ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হবে। ছেলেকে ভূমি ওধু ভালবাসতেই শিবেছ, কিছ

বছৰ্টীছে কিছুকণ জীর স্থিত মুখখানির পানে চেবে থেকে বাদব রার বললেন : সত্যি, আজ তুমি বেন নতুন কথা শোনালে, সেই সংশ নতুন রুণটিও দেখালে। বেশ, এ ব্যাপারে আমি মুখ বছাই করলুম।

নতুন একটি পালার পরিকলনা করে মারাকে শোনাবার করে ক'দিন ধরেই মুগেন বেন ছটফট করে বেড়াছিল, কিছ কিছুতেই সে স্বরোগ ঘটেনি। সে প্রোলা হয়েই সে বাগান উদ্ভিয়ে মারার ঘরের জানালার নীচে ধর্ণী দিরেছিল, কিছু সেধানেও বিশ্ব দেখা দের। হতাশ হরে সম্বর্গণে নিজের পড়বার ঘরে স্বার ক্ষাতেই সে আগ্রর নিরেছিল। বাবার আফালন এবং বিঘাতার ক্ষা বিভর্ক সবই ভার শ্রুতি স্পর্ণ করে। স্কর বিশ্বরে সেও বুবি আজ ক্যভাবিশী বিঘাতার সত্যকার পরিচয় পেল; সারা ক্ষারটি মুখিত করে একটা অপূর্ব্ব পূল্কের প্রবাহ বহে গেল কো! প্রগায় প্রছাভরে মেকের মাখা ঠেকিরে এই মুক্তামরী দেবীর ভিন্নেশে মাখা নত করল সে।

বাজিরেছে সামনে দৃষ্টি পড়েছেই মুগেনের বিমর্ব মুখবানা চোগে পড়ে হনে মনে এই মুখবানাই বে ভাবছিল দে! দূরে থেকেই ছ'জনের চোঝোচোঝি হোল সম্পান উন্মুখ হয়ে ভাকার, হঠাং যেন কাকে দেখে চোঝ ফিরিয়ে জ্ঞা দিকে চলে যায়। মায়াও লাড় বেকিয়ে পিছনের দিকে চাইছেই দেখে, কানাই হন্ হন্ করে এগিয়ে আগছে এই পথে সামাতে দেখেই মুখবানা ভার হাসিতে ভবে ওঠে সুখবানা ভার হাসিতে

মায়াকে দেখতে দেখতে কানাই ঘাটের কাছে এগিয়ে আদ।

মায়া তথন নিজের মনে বাসন মাজতে বসেছে • কানাই তর করে

মনসা মঞ্চল পালার একটা হড়া ধরলে :—

আমায় বিয়ে কর্বে লখা আমায় বিয়ে কর্। আমি বেমন যুব-কল্পা তেমনি ভূমি বর ।

গাঁইতে গাইতে ঘাটের সামনে এসে দীড়ালো কানাই। চাব দিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে বললো: মুখের একটা বাহোবাও দিলে না মায়।

বাসন মাজতে মাজতেই মাছা তীক্ষ কঠে বললো: মুড়ো ঝাঁটা-গাছাটা বে সঙ্গে আনিনি•••

কানাই বললো: বটে, মেগার বেলায় চেসে তেসে কথা, আর আমার বরাতে মুড়ো ঝাটা! কিছু সে হুড়ে ত বালি, পথে পড়েছে কাঁটা, ভরষা এখন কানাই—তাই বলি৽৽

মুখখানা শক্ত করে মায়া বদল: ভালো চাও ত দূর হও বলছি, নইলে এই ঝামা দিয়ে ঘ্যে পোড়ার মুখ বোঁচা করে দোব—

নির্লক্ষের মতন হেসে কানাই বলল: তা দেবে বৈ কি । শংরে চলেছি, তোমণকে দেখেই মনে হোল জেনে বাই যদি কিছু আনবার ফরমাস পাই—তাই ছুটে এলুম জানতে, আর তুমি চাইছ ঝামা দিয়ে মুখখান। ঘবে দিতে! বেশ, তাই দাও—এতেও আমার ঘর্গতথ, তোমার হাতের প্রশা ত পাব। বলেই আবার মন্দানদলের একটা ছড়া ধরে:—

বারো গাড়ী কাঠ গো করে বারো বড়া জল। আনতে হবে আরো কিবা, তাই করে বল্।

মায়া: যে চুলোয় যাজ্য বাও না, আমায় আলাফ কেন?
কানাই: আলাব কেন, জিজেস করছি শহর থেকে ভোমার
জল্মে কি আনবো?

মায়া: এক গাছা দড়ি এনো।

कानाई: मिष्ड ? मिष्ठ । मिष्ठ निया कि कबर्द ?

মায়া: ভোমার গলায় দিয়ে ঐ তেঁতুল গাছের ভালে লটকে লোব, আমার হাড়-মাস জুড়োবে।

কানাই: আছে। গো আছো, তাই হবে। সত্যিই গলাব ঝুলিরে এমন একথানা চীক আনবো তোমার হাড়-মাসে লাগবে মিটি হাওয়া, আর কাণ হবে ঝালাপালা···আছো চল্লুম·····

কানাই চলে বেতেই বাসন ক'থানা নিয়ে মায়া উঠলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো নিকটে আৰ কেউ আছে কি না ৷ কিছ বাছিত মান্ত্ৰটিৰ কোন সন্ধানই পেল না—কানাই চলেছে ইটিসানের

miner anmant-ein beiten dien bie

চাভালে উঠতে ছোট বেনি-অভুনের স্ত্রী প্রানার সলে দেখা। হেসে ভিজেস করল সে: কানাই যে শহরে চলেছে, ভোকে খুঁজছিল; দেখা হরেছে ভ—ভোর জন্তে কি আনতে বললি?

ৰলভ সৃষ্টিতে মারা বৌদিব পানে চেরে 'দড়ি আর কলসী'—
এই বলে ছুটে চলে গেল।

প্রসাদী মুখ মৃচকে বলল: মেয়ের কথার ছিরি দেখ না।
 পিছন থেকে বড়বৌ কয়লা এসে জিজ্ঞাসা করল: কি হয়েছে রে
ছোটকী ? মায়া অমন করে গেল বে ?

প্রদাদী থংকার দিরে বলে উঠল: জানি নে বাপু, ঘাটে দাঁড়িয়ে কানাইরের সাথে ঠাটা-মন্তরা হচ্ছিল, জামি এসে জিজ্ঞাসা করলুম—কানাই ত শহরে বাজে তা তোর জঙ্গে কি আনতে বললি ! এতেই মেরে একেবারে বেগে টং ! মুখ-ঝাপটা দিরে বলে কি না— দড়ি জার কলনী আনতে বলেছি !

করুণা মারার পক্ষ নিয়ে বলল: কত ছু:খে যে মায়া এ কথা বলেছে তা বোঝবার ক্যামতা তোর যদি থাকত ছোটবৌ, ভাহলে এইখানেই মুখ বন্ধ করতিসূ!

ছোটবে কথাটা তালিয়ে না বুকে থাঁকিয়ে জিলাস। কথতে বছবে কলা মুখখানা শক্ত করে ওনিয়ে দিল: বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে থাজলে বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয়। কানাই পরের ছেলে—দে শহরে যাছে বলে মারা তাকে ফ্রমাস করবে কেন্লা? আর সেহতলাগাই বা মারাকে জিল্লেস করতে আনে কোন্ সাহসে—ভোবাই ত তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বাইরের চালা-বরে নতুন প্রতিমার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ কাঠামোর ওপর ধড়-লড়ি বাঁধতে বাঁধতে পীভাষর মারার সঙ্গে কত কথারই চর্চা করছিল। আলাদা স্পোর আর থাওয়া-লভিয়ার কথা উঠতেই বলে উঠল সে: বেল হয়েছেম্পের এখন চুপ্রাক্তিমাদের ত মন্দ্র চলছে না, মা কালীর প্রতিমাদের গুলি হয়ে পালবাবুরা আরো পাঁচ টাকা বেলী দিলম্পান এই জগন্ধানীর প্রতিমাগছে যা পাবো—ছটো মাস নিশ্চিভি, গোকলোর ত উপায় আছেই, কিছু অভলোর চলছে কি করে সেই ত ভাবনাম্প্রেবিল্ম হতভাগাছ দিনেই টিট হয়ে হয়ে মাপ চাইবে—আমিও ক্ষা-যেন্না করবো,—কিছু কই—হস্তা কেটে গেল—নীচু ত হোল নাম্প্রা

মারা বলল: কি কৃষ্ণে হবে, পেফ্লানে কানাই যে নাচাচ্ছে, ছোড়দার তো এক প্রসা বোজগারের মুরোদ নেই—পরের প্রসায় নবাবী চলছে আর ছোট বৌদি ভাতেই জীক করে জানাতে চায়— আলাদা হরে কি কুণ্ট ভোগ করছেন—

পীতাব্বের রক্ত গ্রহ হরে উঠল, বলল: আমার বে 'উন্টো বুবলি রাম' হোল রে মারা । তাল ক্রি এক, হোল আর। আল কি না ঐ হাড়হাবালে বখা ছোঁড়া কানারে হরেছে ওদের মুক্বনী । আর এমনি অধঃপাতে পেছে ওবা—পরের দানে পোড়া পেট ভরাছে— বাক্ চুলোর বাক্, কি দরকার ওলের কথার থেকে—লালালা বখন করে দিরেছি। তালতে বলতে হঠাৎ মারার পানে চেরে বললেন: হাা রে মিপেন আর আলে কা ববি ?

याताब प्रथमामा नाम स्टब केंद्रमा, जमनि त्र श्रथ मक करत

কৰাৰ দিল: না ৰাবা, চালা কাঠখানা খালি-খালি ভোলাই আহে —একৰাৰ এলে হয়।

মেরের মুখের পানে চেয়ে মনের ভাবটুকু বুবি উপলবি করেই

কিক করেই হেদে পীতাম্বর বললেন: পাগলী মেয়ে! আমি কি

লত্যি সতিটিই তাকে চালা কাঠ দিয়ে ঠাং ভাঙতে বলেছিলুম বে!

ওব চশমপোর বাপই যে আমায় তাতিরে দিয়ে গেল—বলে কি বা

আমি পুতুল গড়ি! এই বে থড়দড়িমাটি নিয়ে বলেছি—এ কি
পুতুল তৈরীর খেলা! তোর সঙ্গে কথা বলছি, হাত চলছে, আরু

এর মধ্যে চলছে সাধনা—মা আমার মৃতি ধরে বিরাজ কর্মের

এখানে—এ বে ওরই কাজ—ওরই প্রতিমা; আর ঐ বেকুম করে

কি না—আমি গড়ি পুতুল! তাইতেই ত ওর ওপর রাস করে

নৈলে আমি কি মিগেনকে লক্ষ্য করে ও-কথা বলি আমার প্রতি

আমার প্রাণের কথা রে! তোরা তথু আমার বাইরেটাই দেখিন

ভেতরটার পানে ভূলেও তাকাস্ না ।

গাঢ় স্থাব ডাকলো মায়া: বাবা !

ভতেষ্ঠিক গাঢ় স্ববে বললেন পীতাম্ব : আমি বে ওকে কত ভালবাসি কেউ তা ভানে না। ওবে, আমি বে ওর ভেতবাটুর দেখেছি কিনিব গুলামারই মকন ওবে মারের কা দরলী শিল্পী— তুজনেই আমবা কারিকর। বড় দড়ি মাটি বং ভূলি নিয়ে আমি গড়ি প্রতিমা,— আব কাগজে কলমে কালি নিরে ও ব্রক্তে মন্তর—বাতে সুন্মরী প্রতিমা হয় চিন্মবা মা!

বাংপর কথায় মায়ার চোথ ছটি অপূর্ব হয়ে উঠে।

রান্তায় এই সময় নিজের রচিত একটি গান গাইতে **গাইতে** পাঁতাম্বের বাড়ীর দিকে আসছিল মুগেন—

মা। তোর এ কি মঞ্চার থেলা। •••

বাড়ীর বিভ্রুকীর দিকে বে ঘরে পাঁতাখর ও মায়া থাকে তার পিছনে ছোট একথানি বাগান। এক দিকে বাড়ী, তিন দিকে বেড়া দেওরা। বাগানের পাশ দিয়ে সক রাস্তাটি এঁকে-বেঁকে সিয়ে বছু বাস্তায় মিশেছে। বাড়ীর-ও চেনা শোনা লোকেরা এ-বাড়ীতে আসম্ভে বেতে এই রাস্তাটি ব্যবহার করে। মুগেন চুপি চুপি এই রাজ্যার বিক্রিক কাছে এসে দাঁড়ালো ঠিক বেন চোরের মতন। সে চারি দিকে চাইতে লাগলো। হঠাব দেখতে পেল—একটা ছাগল মছর পভিতে রাস্তাটি ধরে আসছে। অমনি তার মাথায় একটা ফলি লাগলো—ছুটে গিয়ে ছাগলটোকে ধবে বেড়ার গায়ে বঁশে দিয়ে তৈরী বোলাকা। আগড়টার এক দিক ভূলে ছাগলটাকে বাগানের ভিতরে চুকিরে দিরা। সঙ্গেল নিজেও মাথাটি গলিয়ে বাগানে চুকে পড়ল। তার পায় ছাগলটাকে তাড়া দেবার ভঙ্গিতে উৎসাহী হয়ে জিও ও ভালুর সংযোগে টেটিয়ে উঠলো: হেটু হেটু হেটু হেট্

পরক্ষণেই পীতাম্বরের ঘ্রের পূর্ব-পরিচিত জানালাটির সরবেজ উপর তেনে উঠলো একথানি কৌতুকোজ্ফল হাসিমাথা মূথ! চাপাল গলার প্রশ্ন করল মায়া: ও কি হোল ! মূপেনের মূখ্যানাথ হাসিতে ঝলমল করে উঠলো, কিন্তু মূথের হাসি চাপবার চেটা করে বলে উঠল সে—দেখছ না, হতভাগা ছাগলটা বাগানে চুকে গাছপালা গুলো খেরে সব সাবড়ে দিল! হেট, হেট, হেট,—

মারা: ছাগলকে ঢোকালে কে?

কুলেৰ: ভাৰ বানে ?

ৰাৱা: মণাই ত বাশ কল তুলে ওকে সাঁথ কৰিবে দিলৈন, এখন বলা হক্তে—হেট, হেট, হেট, —মতলবটা কি তনি ?

ু কুগেন: শোননি, অলার বিজের সলে দেখা করতে অভ্ন ক্রিটিল, আমার ত সে ক্মতা নেই, তাই •••ঙই বা! শালার ক্রান্ত বৈজ্ঞা গান্ধটা সত্যি সভিটে মুড়িরে দিলে বে•••হেট, হেট,

बाबा १ और, हुन, हुन,—ह्वांज़न बामहरू—

শৃতি শ্বনেল : এই রে, চোর এবার বমালতত বর। পড়ে বৃঝি কোটালের বাতে ) এর পর মশানের পালা—বলতে বলতে ছুটে গিরে ছাগলের শৈল হুটো ধরে চেচিরে উঠলো—হেট হেট হেট

ৰতুল বড় রাজা থেকে নেমে এই পথেই আসছিল। ব্যাপার কাৰ থমকে গাঁড়ালো, সন্দে সন্দে চোধ হুটো পাকিরে যুগোনের পানে কাৰ কলে উঠলো: কে বে ? কি ২চ্ছে ওবানে ? রাঁ।—মেগা ? তুই আমানের বিড়কীর বাগানে চ্কিছিল কেন ?

ে খুলোল : কেন ? দেখতে পাছ না. এই হতভাগা ছাগলটা চুকে বৈশ্বন-সাহতলো সৰ সাৰড়ে দিছিল, তাই না কান পাকড়ে ধংবছি ! কানের ছাগল বলতে পাবে। অতুল দা ?

অতুল: বাদের ছাগলই হোক না কেন, ভোর ভাতে মাথা কথা কিনের তনি ?

क्रांत : त-त । शाहका गर मूफ्ति मिकिन...

ক্ষুত্ৰ : বেশ কৰছিল, তোৰ তাতে কি ? তুই আমাদেৰ বাগানে কুৰি কেন ? কেব বদি এ পথ মাড়াতে দেখি কোন দিন ত ঠাং কুৰানা আৰু বাধবো না •••

প্ৰাক আৰু : থাক—আৰ মান কাড়াতে হবে না—একটা পাস কৰেছে।
আৰু তেৰেছেন উনি সধাৰ মাথায় পা দিয়ে চলবেন ! যা-যা-যা-আ

ছ—বা-তা বলে পাগলে—বা পার ধার ছাগলে—হেটু হেটু
ভাই—আসল ক্ষাটাই কিছ কলা হোল না—হেট, হেট হেট,—স্বব
ভাইৰ ক্ষাড়ে কলতে ছাগলের কান ছটি ধরে টানতে টানতে বাশকলের
ভারভার পাশ দিরে বেরিরে জানালার পানে নির্বাক্ স্কুটডে তাকিরে
ভালিনটা বেন জানিরেই চলে গেল মুগেন।

প্রকণেই জানালার মারাকে দেখা গেল, অতুলকে লক্য করে জ্ঞা করে সে ফলো: ভার চেরে রাজটোর বেড়া দিরে লাও না ছোড়লা, জ্ঞান এ পথ মাড়াবে না। ্ অভূন চটে ছিল, মুখ ঝাপটা নিবে জানালো: আছা আছা, সে তথন দেখা বাবে, তোকে জাব কোড়ন নিতে হবে না—

মারা: ছাগল পড়েছিল বাগানে, ভাড়িরে দিছিল, তাতে বা নয় ভাই ওবে বললে, আব হোমার পেয়াবের কানাই এলে বধন ঐথানে দিড়িয়ে গজল ভাঁকে—ভোমার চোধ ছটো কোধার থাকে ভথন তনি ?

অভূল: বেখানেই থাকু না ভোর কি ? কানাই আসবে, হাজার বার আসবে—ভাবে কে ঠেকার! জানিস্, তারই দৌলতে মনসা-মঙ্গলের আখড়া বসিয়েছি আমার খবে। সে আসবে, গান গাইবে, শুনতে না পাবিস্ কানে ভূলো দিয়ে থাকিস্।

মাধা: আছা, আত্রক বাবা; আত্রক বড়দা। ভোমাব কানাবের ছেবাদ বদি না পাকাই—

বলেই মারা জানালার কপাট ছথানা লোবে বন্ধ করে দিল—সেই
শক্ষের সঙ্গে বড় রাস্তার ওপরে চোলের বাজনার শব্দ মিশে
গেল। অতুল চোথ ছটো কপালে তুলে দেখলো—একটা বড় ঢোল
গলার বেঁথে বাজাতে আলিছে কানাই । দেখেই অতুলের মন
ধুসিতে ভবে গেল। গোলাসে দে কানায়ের প্রতীক্ষা কংতে লাগল।
একটু পরেই সক্ষ রাস্তাটি ধরে বেড়ার ধারে এসে অতুলকে দেখতে
পেরেই সোলাসে বলে উঠল: শহর থেকে সরাসরি কিরছি অতুল্লা,
ঢোল বিনে কি পালা জবে ? ইটিশান থেকে তাই না একনারে
ধুলো-পারে এনে হাজির হরেছি।

বলেই সে কোৰে কোৰে চোল বাজাতে লাগলো—সঙ্গে সংস নাচও চললে।

প্রসাদী বাট থেকে কিবছিল গা ধুরে। সকোতুকে সংগত গনে বলে উঠলো: কি হচ্ছে এখানে সঙের মতন ?

অতুদ বদলো: সভ নয়, চল না ঘৰে। সংগত ওনে তাক লেগে বাবে। কানাই ঢোল কিনে এনেছে শহর থেকে।

কানাই ভাড়াভাড়ি পকেট খেকে একখানা চিক্ষণি বাব করে বললো: ভোমার কাঁকুই চিক্লী এনেছি বোদি—এই নাও।

জানালার দিকে চেয়ে চোঝ মুখ ঘুরিয়ে ইসার। করে প্রাদা বললো: এখানে কেন, চার দিকে শস্তুবরা সব চেয়ে আছে— বরে এসো।

কানারের হাত থেকে চিক্লবিধানা নিয়ে আঁচলে জড়িয়ে প্রসাদী একলো, অতুল ও কানাই পিছু পিছু চললো। বেতে বেতে কানাই জানালার পানে চেরে বললো: এই দক্তি-গাছটাও এনেছি কিনে, ঢোলের সঙ্গে দিব্যি মানিরেছে, নর কি অতুল লা?

## উভট কবিতা জীমহাদেব রাম

चर्ड

বস্থাকরে লভি ক্ষম কমলার সাম, শব্দ কমে আর্ডনীয় ডিকার ধ্যানে (E18-40

চ্ছ-রস পালে গর্ব নাক্ট্রিকাকিলের। কর্ম রাজ জলে নোবু মুর্বর কেবের।



এক-একটা নোডরা আবর্জনা-ভরা উঠান, চারি পাশে তার নীচু

থোলার ঘরের সার। এই উঠান ও ঘরের সারি নিয়ে গড়ে উঠেছে এক-একটা বজি-বাড়ী। একটি বাড়ী থেকে অপর একটি বাড়ীর সীমানির্দেশ করে দিয়েছে সক্ষ সক্ষ গলির পথ।

পাতলা সক্ষ আঁকা-বাঁকা পথ। বস্তির লোকেদের বাতারাতের একমাত্র পথ, তবু সেখান দিয়ে হুজন লোক পালাপালি একসকে বৈতে পারে না। এক জন লোকের পক্ষেও সহস্ত ভাবে চলাফেরা করা অস্ববিধাকর। হু'পালের বাড়ীর উপরকার খোলার ছাউনি নেমে এনে সলির উপর দিক্টা ঢেকে দিয়েছে। তাই দিনের আলোতেও লোকে দম্পানিরে বাডায়াত করে।

দরজার বুলান চাষদেশবা চটের পর্নাটা বাম হাতে সরিয়ে দিয়ে বাড়ী চুকে স্থবীর দেখতে শেল, তার দ্বী বরুণা অপুরে ঘরের সামনেকার বাঙরার উপর, ভেত্তেশভা হাঁটা বেড়াটার ধারে তোলা-উনানটায় পোড়া-ক্রলা আলিরে চুপ করে বসে আছে।

উঠানের উপরকার ছড়ান কাঁচের টুকরা, নোঙরা ও আবর্জ্জনার পাশ দিয়ে পোরাটাক আলু, কালি-ছুই কুমড়া ও একগোছা সন্তা শাক হাতে, সাবধানে পা কেলে, দাওরার কাছ বরাবর এসে স্থবীর ডাকল—"বন্ধ।"

চমকে উঠে বৰুণা চেরে বেখল স্থামী। ক্লক অবিক্রন্ত তার চুল, নিজেক তার দেহ। সক্ল গলি দিয়ে জোরে চলে আসার হ'পাশের দেওরালের থুলো ও ঘাটার চিফ্ল তার কাঁথে, পিঠে ও বাধার স্থানে স্থানে ক্লেকে। অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বহুণা গাঁড়িয়ে উঠ ক্লেকোগের স্থান উত্তর ক্রেকা—এ বোধার এনেক ক্ষেত্র মাতালদের চেচামেচির কাষাই নেই।
চেচামেচির সঙ্গে শোনা যার দাপাদাপি আর বোতল হোঁড়ার ক্ষী
মানে মানে অস্ত্রীল গালি-গালাভ এবং কারাও শোনা বারী

्रा प्रशेतरक किएए भरत कान, "७ कि—७— ?

স্থান যে ঘন্টা ভাড়া নিষেছিল, ভান লাগোয়া ঘনথানা বিশানা-গোছানো। স্পবেশা একটি মেয়ে সেই যার থেকে অনেক বাবই উ কি মেরে বহুপার সঙ্গে আলাপ করতে ইছা প্রকাশ কবেছিল, কিন্তু বহুপা ভার সঙ্গে আলাপ করেনি। সেদিন সেই লাব লাওয়ার উপর একটা মাছর বিছিয়ে প্রকাশ্যেই বেশ-বিভাগ করছিল, কিন্তু ভার লক্ষ্য ছিল বরাবরই বহুপার দিকে। প্রইনার সে ভাড়াভাড়ি কাচপোকার টিপটা কপালের উপর লাগিরে, ছুটে প্রস্কাশনের দাওয়ার উপর উঠে পড়ে বলল— কিছু ভর নেই, ওকার মাতালের কাও, করেকটা বদমারেস লোক ওবানে থাকে, থেকে দেরে এক্স্নি চলে বাবে। এ আলাদা বাড়াওরালীর বাড়ী, কোলক ভর নেই এথানে। ভার পর আমি আছি খেঁডরে বিষ বেড়ে দেব রা। স্বরমা কাউনী আমিশা।

কথা বলতে বলতে প্রবমা ইচ্ছে করেই গারের আঁচলটা বার-ছাই মাটাতে কেলে দিল। তার পর মাটার দিকে চেরে কিছুক্ত চূপ করে গাঁড়িরে রইল কি ভেবে। প্রায় দিন-ছাই হল প্রথার দ্বীকে নিরে এখানে এসে বাসা বেঁথেছে! প্রবমা এই ছাই দিন বন্ধণাকে বহু বার দেখলেও প্রথীরকে ভাল করে দেখলাছ ভার প্রবেগ হরনি। সামনা-সামনি গাঁড়িরে থাকা সন্থেও প্রবমা ইচ্ছা করেই এতক্ষণ প্রথীরের দিকে চেরে দেখান। তার ইচ্ছা ছিল স্থবীরই বভক্ষণ ইচ্ছা ভিল প্রবীরই বভক্ষণ ইচ্ছা ভাল করে। আমানা ক্রামানিক চিরে দেখান। তার ইচ্ছা ছিল স্থবীরই বভক্ষণ ইচ্ছা

ু সংবাপ করে প্রথমা এড কপে জোর করে প্রবীরের দিকে মুখ ছুলল।

হঠাৎ পুষীরকে দেখে প্রবমার চকু বিক্ষাবিত হরে উঠল। সত্যই
্লে জার্ক্ হয়ে গিছল। অকুট হরে তার মুখ দিরে বার হরে এল,
জারে খো—খোকাবারু? আ—আপনি—"

শ্বক জন জনেনা জন্ধানা মেরেকে সুধীরকে এই ভাবে 'থোকাবাবু'
বলে সংখাবন করার সুধীর ও বকুণা ছ'জনাই অবাক্ হরে গিরেছিল।
কভক্ষণ হভভত্ব ভাবে গাঁড়িয়ে থেকে বিরন্ধির সহিত সুধীর দৃঢ়
বরে জিল্লেস করল—কে থোকাবাবু ? আমি ? ভূল করেছেন আপনি !
স্থানা কীর্ত্তনী এভদ্মণে নিজের ভূল বুঝতে পেরেছিল। সে
ক্ষাক্ হরে চেরে দেখল, কি আশ্চর্যা চেহারার মিল। গলার
ক্ষেক্ত বা কিছু পার্থক্য। তা না হলে, দেহের আকৃতিতে, দৈর্যােও
ক্ষাক্ত পারে। অপ্রন্তত হরে স্থরনা উত্তর করল, মাণ করবেন,
আপনার চেহারা—চহারা বে ঠিক আমাদের—আমাদের এক জন—

ক্ষম কীর্ত্তনীর ভাবভঙ্গী গোড়া থেকেই স্থগীরের পছন্দ হরনি।

ক্ষমীর বা বন্ধা। কারুইই প্রতিবেশী হিসেবে তাকে ভালও লাগেনি।

ক্ষমীর বিয়জির সহিত বলে উঠল, "সে এক জন! কি বলছেন

ক্ষাপানি। কে এক জন গ এক জন কে?"

বিলোল কটাকে সুধীরের আপাদ-মন্তক আর একবার দেখে নিরে,
পুরুষা মনে মনে টপ করে কি একটা মহলব এটি নিল, তার পর
হঠাৎ চৌথ দিয়ে অকারণে জল বার করে গলার স্বরটা করুণ করে
পুরুষা উত্তর করেল— আমার দা-দা। আপনি ঠিক আমার ছোড়দার
স্কর দেখতে। আপনিও আমার দা-দা। "

পুৰুষার মুখের এই দাদা সংখ্যধনটার মধ্যে বোধ হয় কোনও প্রাণ ভিজানা। পুথার বা বকুলা কারো কাণে তা ভাল শোনাল না।

দ্বের ঘবের মাতালগুলো তথনও চীৎকার করে চলেছে। বরুণ।
সভরে একবার বদমায়েসগুলোর ঘরটার দিকে আর একবার প্ররমা
কীর্তনীর লীলায়িত দেহটার দিকে চেরে দেখে সভরে স্থণীরের কাছে
আবেও একটু সরে এল। মুখ দিয়ে তার কোনও কথা বার হচ্ছিল না।
আন্দে-পালের কদর্য্য ঘরগুলোর দিকে আর একবার স্থার চেয়ে
কাল, দাওরার দাওরায় টাভান দড়ীর উপর ঝুলান বরেছে মরলা
কালড়, ছু'-চারটা কোর্ডা লেওটু, বঙ-বেরুভের সন্তা জাপানী ব্লাউল।
ভানের উপর একটা ছাগল, তার পালে বাধা বয়েছে একটা গাধা।
কান্দে-ওধানে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া কাখা, কানা-ভাঙা চালের হাঁড়ি।

চারি দিক স্থবীর ভাল করে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিল, তার পর ্বীরে ধীরে সে তার বাস্পাকুল চোথ হ'টো বঙ্গণার দিকে ফিরিয়ে এনে কাল, "দ্বকার নেই, বঞ্চ, চল ভোমাকে দেশে রেখে আসি।"

এন্ত ছুংখে এন্ত ভবের মধ্যেও স্থধীবের কথার বন্ধণা একটু রান ক্লাসি হেসে উত্তৰ দিলা, "দেশে ? দে—"

লেশের বা-কিছু জমী জমা ছিল, থাজনার লাবে তা অনেক
শূর্বেই নিলাম হবে গেছে, বান্ত ভিটাটা পর্যান্ত । কথা করাটা
ক্রিকেই নুবীর অপ্রেক্ত হরে গিরেছিল । আপনা হতেই তার মুখ
ক্রিকে বেছিলে এল একটুকু অক্ট বর—"না-মা-না।" একটু ক্রেবে
ক্রিকে সুবীর পুনরার তথাল, "তবে তোমার লালার কাছে । বাবে ?"
ক্রেট্ট করে এসে বরুণা উত্তর লিল—"লালার কাছে, জাবার ? না,

বিশ্বিত হরে প্রধীর জিজ্ঞেস করল, "এইখানে ? পারবে ?"

উক্তরে বঙ্গণা বলদা, "কি আব করব ?" একটু চুপ করে থেকে চোথের জ্ঞাচন দিরে মুছে নিরে, যা কিছু বেদনা তা' বুকের ভিতর চেপে বন্ধণা উক্তর করদা "এখন ত এসো, খাবার জোগাড় করি। এসো, ঘরে এসো,!"

নির্ম জ্বের মত অবমা তথনও সেইখানে গাঁড়িছেছিল। বহুণার মুখের জোর করে ফুটিরে তোলা হাসিটুকু সে অবাক্ হয়ে দেখছিল। অতীব বিরক্তির সহিত অবমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ভাক্ডার বাধা তরকারীগুলো লাওয়ার উপর নামিয়ে রেখে সুধীর ভানাস, "বড্ড দেরী হয়ে পেছে, বক্ল, আজ না খেরেই কাবে বেতে হবে।"

ব্যস্ত হরে বঙ্গণা উত্তর করল, "ও মা, না খেরে— ? বলছ কি ভূমি ? এয়া, তবে এয়া—তবে এগুলো নিয়ে এলে কেন ?"

বালার করতে করতে সেদিন স্থবীরের তার এক পুরান বন্ধুর দক্ষে দেখা হরে বায়। স্থবীরের অবস্থার কথা তনে দে তাকে একটা বেশী মাইনের চাকরী জোগাড় করে দেবার কথা বলেছিল। তাই তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে স্থবীরের দেবী হরে গিছল। কথা কয়টা স্থবীর বজণাকে বৃদ্ধিরে বলতে চাইল, কিন্তু তা আর তার বলা হল না। খালের ওপারের তেলের কলের সমর-নির্দেশক ভেণুর কর্কশ শক্ষ তাকে উতলা করে তুলল। দশটার ভেণু বাছছিল. ভেণু-ভেণ্ড-ভ-ভেণ্ড-লা আর দেরী করা চলে না। ব্যস্ত ভাষে স্থবীর বলল, জন্ত্রী। আমি আসি বন্ধু। কিছু কিনে খাবোখন, তুমি কিছু খেরে নিও, লক্ষীটে। বুঝছো ভো প্রথম চাকরী। চললাম আমি।

স্থানৈর কথার বরুণা কাঠ হয়ে সেইখানে দাঁড়িরে বইন, কোনও উত্তর করল না। উত্তর করল শুরমা। বরুণার দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, "ভর পেয়েছ বাছা। ভয় কি ? আমিও ভদ্দর লোকের মেয়ে, কিচ্চু ভয় নেই, দিন-রাভই এখানে থাকি। কোখাও বাই না।

মাতালশুলোর বিধামহীন হলা তথনও পুরাদমে চলছিল। বীভংস চীংকারের মাঝে মাঝে তনা বাচ্ছিল অস্ট্র দুঙ্গের আওরাজ। সচকিত হরে কিছুখল শুর ভাবে সুধীব সেইখানেই

হঠাং থালের ওপারের তেলের কল থেকে সত্তর্গীকংণী ভেঁপু ছিতীয় বার বেক্তে উঠল। আর লে কিছুতেই দীড়াতে পারে না। আশে-পার্শে এমন কেহই নেই, বাকে লে অন্মুরোধ জানিরে নিশ্চিন্ত হতে পারে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেতে বেতে বাকুল হয়ে শেবে দে পুরুমাকেই অন্মুরোধ জানিরে গেল, "জাপনিও ত বাঙালী। দেখবেন একটু এক।"

স্থানের দিকে আর একবার কপোল কটাক্ষপাত করে ফুচকে হেসে স্থরমা বলল, "দেখব না মানে! হার রে কপাল! কি বাসন আপত্রি, নিশ্চবই দেখব।"

বঙ্গণা ছিব-সৃষ্টিতে পুৰীরের নিজ্ঞমণের পথটিব দিকে চেরে কিছুক্ষণ গাঁড়িয়ে বইল, তার পর সে বীরে ধীরে পিছিরে এসে হরে কিরে বর্গল বন্ধ করহিল, পুরমা কীর্তনী পিছন পিছন ছুটে এসে তথাল, 'ওবা, ও: ভালমান্তবেব মেরে, বারা-বারা করবে না?' তথের বন্ধণা ভারাল, "না দিদি, শরীরটা ভালো না।' কপাট ছুইটা বন্ধ ন্দ্ৰীৰ বেৰিৰে বাৰাৰ সন্দে সংক্ৰই মাতাকগুলোৱ চীংকাৰ তুৰিবে লক হল সামনেকার আৰু একটা ঘৰেৰ মধ্যে অন্ধীল গালি-গালান্ত। এক জন হিন্দুছানী থাটিক ও তার খাটকিন কেনানা কতকটা স্থামিন প্রীয় মতই সেই ঘরটায় থাকত। দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে বেধে গোল মার-পিট। মুখেৰ সঙ্গে চলতে লাগল হাত। জেনানা হলেও খাটকিন হটবার পাত্রী ছিল না। হ'-চার ঘা থেমন খেলে, দিলেও সে তেমনি হ'-চার ঘা।

এই থাটিক-পরিবাবের সামনের ঘরটায় থাকে এক ভন কর্মকার।
আসলে পূর্ববিদ্ধার হলেও, ভোল বদলে সে দেশোয়ালী সেছেছে।
হিন্দুছানী বলেই লোকে তাকে জানে। ঘরের সামনের দাওয়ার
উপর তার একটা হাপর বসান। হাপরের পালেই একটা উনান,
উনানটার সাহাব্যে সে লোহা তাতার, আবার রায়ার কাষও
চালিরে নের।

কলহাত্তে খাটকিন জেনানা কর্মকারের ঘরের দিকে চলে আসতে আসতে কক ঘরে থাটককে আধা হিন্দি ও আধা বাঙলার ভার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, "তূহর সাথে হামি নেহি থাকবে।"

কথকার ভূথিনাম (?) গাঁচার কলকে-হাতে গাঁড়িয়ে গাঁড়িয়ে বাইরের সেই কলহের ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল অনেবটা মচ্চা দেখার মতই। খাঁটকিনকে তারই খবের দিকে আসতে দেখে বারক্তক কেসে নিয়ে খুসী হয়ে গাঁত বার করে সে হেসে উঠল হেঁছে। তার পর ছেঁড়া মাত্রুরটা দাওয়ার উপর বিছিয়ে দিয়ে খাঁটকিনকে সাদর সন্তাবণ জানিয়ে বলে উঠল, "মে ভি গররাজী নেহী। ঠিক হায়, আ বাও তা। আ বাও, মেরি জান। আ বাও তা।

খাদিকের উত্তপ্ত মেক্সাজ ভৃথিরামের এই বিসদৃশ ব্যবহারে অধিককর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার পাতাল-পুনীর বন্ধি-জীবনের এক অতি সাধারণ এবং নিত্য-নৈমিতিক ব্যাপার, এর মধ্যে বিশ্বরের কিছুই নেই। কিছু কোনও স্তবের মানুহই আপন অধিকার সহজে ছাড়ে না। থাটিক ভাড়াভাড়ি একটা আলানী কাঠ উঠিয়ে নিয়ে, উঠানে নেমে হঙ্কার দিয়ে উঠল, "এই খবরদার।" আভি নিকালো উসকো, উ মেরি কেনানা ছার। এ, এই। খবরদার।"

"আ বা ভূ" বলে, থাটকিন কেনানাকে সাদরে লাওয়ার উপর উঠিবে নিয়ে, ভূথিবাম থাটকিন মন্ধানার হমকির প্রভাতের করল, কাহে বে, কাহে ? কিনিকো উ বহু আছে । মাৎ আও মেরি ডেবামে । ভা-গো--। ভাগো-ও আভি--।"

গাঁটিক মৰ্দানার সজেব সীমা বছ পূর্বেই অভিক্রেম করেছিল।
সে লার ছিব থাকতে পারল না। ছুটে গিরে সে কর্মকারের গলাটা
প্রাণপণে চেপে ধরল। কর্মকারও ছাড়বার পাত্র নয়। থাটিকক্ষেবের পূর্টে সাধ্যমত মুষ্টি ও চপেটাবাত প্রয়োগ করে সেও তার
প্রভাৱন দিতে আরম্ভ করল। হঠাৎ এমনি সমর আল-পাশের
কলকে সচকিত করে দিরে ছিন-চার জন বাঙালী এসে সেখানে
হালির হল। বাইরে থেকেই ভারা এসেছিল। তাদের মধ্যে এক
ক্ষিত্র হমকি দিরে চেচিরে উঠল—"এই, বছত হো গিয়া, চুপ হো
বাও লাভি। চু-উ-প্।"

গোকটির নাম খোকাবারু। লোকে খোকাবারু বলেই তাকে

গ্রদের পাঞ্চাবী! পারে সংগ্রা ছুছা! হাতে সোনার গিঠ ওয়াই।
সমত ক্ষণে সাজসজ্জার মধ্যেও তার ক্রুব দৃষ্টি, প্তত্মহত সভি ত সংক্রাম ভাব বেশী ক্ষণ গোপন থাকে না। সামান্ত মাত্র আবেস বা উত্তেজনার কারণ ঘটার মঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণ ভাবে পথিকৃট হয়ে উঠেই সুপরিচিত হার। আদেশ পাবা মাত্র কর্মকার জনভিবিলকে নিম্নত্র হ'ল! কিছ থাটিক সম্ভাবেই আক্রমণ চালাতে সাগ্রদ।

থোকাবার সাকরেদদের নিয়ে নিরাপদে থাকবার লভে ইচছ করেই এই বজি-বাড়ীর খান-পুইটা ঘর বেছে নিয়েছিল। তাল প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মগোপন। কিছু খাটকের অবাধ্যতা কে কিছুতেই বরদান্ত করতে পাংল না। সে কিছুলণ তার অভান্ধ কিছুতেই বরদান্ত করতে পাংল না। সে কিছুলণ তার অভান্ধ কিছুল অপলক চৃষ্টি হিন্দুখানী খাটকটার উপর নিহছ করে সেইখানেই দাঁড়িরে রইল। তার হৈতেটাবের আভ্যন্তরীণ হল তাকে বিশ্বত করে তুলছিল। ধীরে হীরে সে ভাজাবিদ্ধত হরে গোল। ভূলে কেল্লু তার পরিচর-গোপনের সার্থকতার কথা। দলের বিপানের করা তার মনেই এল না ভাতের আভিনার তলা খেকে তার ছুরিখানা বের করে, ডান হাতে সেটা ভূলে হতে, বাম হাতে খাটিকের সালাইছিচেপ ধরে খোবাবার টেছিরে উঠল—ভাহি গোকাবার আক্রেইছিনত না হামাণ জানবো প্রোরালা নাকরে। গ

খোকাবাবুর নাম তনেনি এমন লোক পুর কমই আছে, বিশেষ্
করে এই ভলাটে। খোকাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় খাটিকের না
থাকলেও তার ক'ন্তিবলাপের সঙ্গে তার বিশ্বর পরিচয় হিল ।
বিছু দিন ধরে একসঙ্গে একই বাড়ীতে রাস করলেও এক কর্ম্বন্তার
ও প্রমা কীর্তনী ছাড়া খোকাবাবুকে খোকাবাবু বলে আর কেন্ত্র
ভানত না। খোকাবাবুর নাম তনে খাটিক তার সামূর সর্মূর্য
ভাতি হারিয়ে ফেল। দশ ভনের মত জানের পরোরা লেও করে,
বাঁপতে বাঁপতে সে উত্তর করল—মে মাফ, ভোলতা, তুকো না
চিনত হামি। মাফ মাডভা বাবু সাব, গোভাকি মাপ কিজিয়েঃ
হামি ভি জাপকো বাকা আছে।

এই ভাবে অকারণে আত্মপরিচয় দেওয়ায় দলের আপার সকলে থাকার উপর বিহক্ত হয়ে উটেছিল। খোকার প্রধান সাকরের গাপীনাথ প্রতিবাদ বরে কিছু বলতে চাইল। কোনও কিছুমুই প্রতিবাদ খোকা কংনও বয়দান্ত বয়তে পারেন। খোকা জ্বাক্ত করে তার ছুহিখানা খাটিকের মাধার উপর তুলে ধরে বলল, 'ঠিক্ হায়, মাফি কর দেও', লেকেন ই সিয়ারিসের বহনো।

বাইরের গোলমাল বরণাকে তীত করে তুলছিল। উঁকি
দিয়ে বাইরেটা একবার সে দেখে নিল এবং তার পরেই উপছিত
সকলকে বিশ্বিত করে দিয়ে বরণা বাত ভাবে ছুটে এসে থোকার ছুবি
ভদ্ম হাতটা চেপে ধরে বেঁদে উঠল—"থুন ! এয়া ! খুন করবে তুলি ?"

বন্ধণার ব্যবহারে উপছিত সবছেই হততথ এবং বিখিত হচেও খোকাবাবু একেবারেই বিখিত হয়নি। খোকাবাবু তার শান্ত ভার আচরে ফিরিরে এনে মূচকি হেসে উত্তর করল, আতে, আমি নই, ভুল করছেন। আমি জন্ত লোক।

পুরমার মত বরুণাও ভূল কংগছিল। মাছবের সহিত মাছবের ুঁ এই রক্ষ একটা আক্রব্যারণ মিল কলনাও করাবার না। ভারে বিশ্বতি হো কার কুল বুকতে পারল। যথের ববে পিরে, এক সৌকে নির্মেষ্ট বর্ষানার যথে চুকে পড়ে সে কালি বন্ধ করে দিলে।

ৰক্ষাৰ নিটোল, ক্ষমৰ দেহেৰ মাধুৰীটুৰু গোপীনাখেৰ নজৰ ক্ষাৰাল। লে ভাৰ আমল অভিবোগ ভূলে গিবে বৃচকি হেনে বলল, ক্ষোৰাল, সাঞ্জাতেৰ ৰূপাল ভাল। তবে ও এল কোথা খেকে। কাল সকালেও ত ভকে দেখিনি। আমই এল না কি। তা কাল কেনু, বাং—"

শৌদীর এই সেবোজিতে বিছুমাত্র বিচলিত না হরে খোকাবাবু ক্ষাক্ষ্যে তার কোমরে বাঁথা সিকের খলির মধ্য থেকে একটা ছোট ক্ষাকার টুকরে। বার করে সেটা কর্মকারের হাতে তুলে দিরে নিয় কারে জানাল, দেখ, এই ইম্পাডটুকু দিরে আর একটা বন্ধ তৈবী ক্ষাক্ষ্য গোড়াটা বেন একটু নোটা হয়, তা না হলে বড় তালাগুলো ক্ষাক্ষ্য ডাঙে না, বুবলি।

চাল-চলনে দেশোরালীদের মত হলেও কর্মকার আসলে ছিল পূর্ব-ক্ষীর । তিম-চারটে দেশীর ভাবা সে অনর্গল বলে বেতে পারত। ইম্পাতটুকু কোমবের কাপড়ে ওঁজে রেখে সে মাতৃভাবাতেই জিজেন ক্ষিল, হবে নে, কিছ ও ছুড়ীটা অমন কইর্যা ছুটা আইস্তা ক্ষ্মণ,নাবে কইখা। পাড়াইল ক্যান ? মুই কিছুই ত ব্রতে কার্মণ,নাবে কইখা। পাড়াইল ক্যান ? মুই কিছুই ত ব্রতে কার্মণ,নাবে হ

ব্যাপাথটা সকলকে বুঝিরে দেবার জন্তে প্রমা কীর্ত্তনী অনেককণ ববে একটা প্রবাস পূঁজছিল। আঁচলটা বেশ কোমরে জড়িরে নিরে প্রবিশ্বে এসে সুক্ষিয়ানার সহিত সে বলে উঠল, "আরে, ওর বে লোয়ামী আছে না, কি বলব মাইরী, একদম সে ঠিক আমাদের থোকাবাবুয় মত।"

শ্বৰণ মনে কৰেছিল, নৃতন একটা কিছু খোকাবাবৃকে জানিবে

কিনে সে বাহাছবি নেবে। কিছু খোকাবাবৃ তাকে নিবাশ করে

জাপা-গলার উত্ত কবল, "চুপ কর। ও-সব জানি আমি। আমার
লোকই ওকে তেল-কলে চাকরী করে দিরেছে। ওকে এখানে বরভাজা করেও দিরেছে আমার লোকেরা। কিছু খববলার। ওরা বেন

ক কৰা কথা না জানতে পারে, দাবধান।"

বেশ একটু শাসিরে শাসিরে স্থবমাকে কথাটা বলে থোকা ভার লোকেদের নিবে ভার যবের দাওবার উপর উঠে পড়ল। ধ্যক বাজবার জঙ্গে কিছুটা কুত্ব হবে স্থবমা থোকার পিছন পিছন এগিরে আস্ত্রিল। তাকে পিছল শিহন আসতে দেখে গলার ব্রটা বধা-সন্তব কোহল করে ধোকা বলল, "আর, ভিতরে আর, কথা আছে।"

লাওরার উপর উঠে পড়ে ব্যথিত খবে প্রবমা উত্তর দিল, "অবিখাস করেন খোকাবারু সামাকে।"

স্থবমাকে বে খোকাবাবু খুব বিখাস করত ভা নর। খোকাবাবু হেসে উত্তর করল, "চোরেরা করে মেরেলের বিখাস করে, ভার মেরেরা করে ভালের প্রেমে পড়ে । মেরেমান্থ্রকে বিখাস করা মানে বিপদ ডেকে আনা। ভোমাদেরও অবিশ্যি ওদের বিখাস করাত বলি না। ভবে ওসব কথা থাক, এখন ভূই আর ভ ভিতরে।"

গোপীর মনের মধ্যে থেকে বন্ধণার সেই অপক্ষণ কপ-লাবণ্য তথনও অপক্ত হরনি। পদগদ মরে মুরমার হাতথানা দ্রেপে ধরে গোপী বলে উঠল, "কিছু মাইরী পিনী, বে রক্ম করেই হোক যদিম্যা সপ্তাহতর বা কিছু হিল্পা পাব স্বটাই তোকে দেব : মাইনী, মাইনী। আমি-ই তোকে বিশাস করি।"

স্থবমা আসলে ছিল এক জন পেশাদাবী সংগ্রাহিকা। বঙ্গোবের বথা ছেলেদের মেরে সংগ্রহ করে দিরে সে বেশ ছ'শরসা উপার করে। স্থবমা চাপা-সলার উত্তর করল,—"তা বলেন ত চেষ্টা কয়তে পারি। কিছু বড় বেরাড়া মেরে। সেরানাও বেছার। তবে থোকাবারু বিদ্ধিম্বতি দেন ত বা হোক বিছু একটা উপার করা বেতে পারে।"

খোকাবাবু লোকটা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। মেরেদের ওপর
অন্থবাগ ছিল ভাব বথেই, কিছু জোর বা জবরদন্তির সে একেবারেই
পক্ষপাতী নর। খোকাবাবু ফিরে গাঁড়িরে বারেক প্ররমার দিকে
এবং বারেক গোপীনাথের দিকে কটাক্ষপাত করে ধনকে উঠল
খবরদার। কোনও বকম জোর-জুলুম ওদের উপর যেন না হর:
খামাকা মেরেদের উপর অভায় অভ্যাচার আমি পছক্ষ কবি না ।

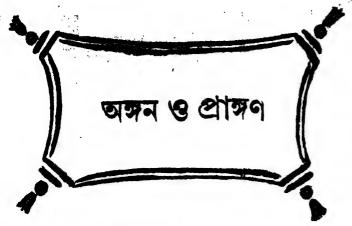
মেরেদের প্রতি ওক্তাদের এইরূপ মনোভাব সহকে গৌপীনাথ সবিলেন সচেতন ছিল। গৌপীনাথ থোকাবাবুকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে অন্তবোধ করে বলল, "আরে না না। যা হবে ভা বলে ক'রেই লবে। যাবভাগ কেন তই !"

**উद्ध**रत श्रीकारायू वनन, "ल जनमा जानाम कथा।"

जिम्माः।

## ধার পরিষল রায়

বাবের টাকা বেদিন আহা দিলাম কিরিরে সেদিন আরো বেজাক ওঠে চিড়িক্ বিভিন্নে, ভাবে, এপন আর কী বলে' দেব বোঁচাটা, বনের স্থাপে বেড়ার দেখি বাগিরে কোঁচাটা! ডেনে ডিজে বলে, "কিন্তে হবে জনেক জিনিন, নেই টাকটো আজই আমার এই বংগুই চাই, কোথায় পাবে ? আমার ভাঁতে কোনো নরকার নাই। লোগাড় করে' আনো ভূমি বেখান খেকে পারো, হাসো কেন ? দেখুলে হাসি শিন্তি খলে আরো, কাল সকালে একলো টাকা না গাই ববি হাতে



## **অভি নাগা** শ্ৰীমন্তী শ্ৰমীলা ভটাচাৰ্য্য

েই বৃদ্ধ আমাদের নাগা জাতি সহদ্ধে কৌতৃহল জাগিয়েছে। নাগারা ভিন্ন ভাতি, তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, বীতি-নীতি একের সঙ্গে অক্টের মেলে না। শামি এথানে আও নাগা সৰকে বশবো। আগুৱা নাগা ভাতির মধ্যে সব চেরে সভ্য ও উন্নত। একেৰ বাস নাগাপাহাড়ের মোকক্চাং সাব-ডিভিসনে। এরা ছ্ৰী-পুৰুবে ক্ষেতের কাজ করে। কুলীর কাজ ও অক্টার্ড বেদী পরিশ্রমের কাৰ সাধাৰণতঃ পুক্ৰবেই কৰে। এলের একটা গ্রামে তিনলো থেকে ছ'লো বর লোক থাকে। প্রভাক প্রায়ে ছ'থানা করে বড় বর থাকে, তাকে আওৱা আর্জা ও লিকিদম বলে। আর্জাতে প্রামের গাত বছরের চেরে বড় ছেলেরা বিরে না হওৱা পর্বান্ত বাতে থাকে, অবশ্য দরকার হলে এর ব্যতিক্রম হর। শিকিষমটা মেরেদের জক্তে। ছেলে বিরের পর আলাদা থাকে, তবে বাপ-মায়ের দেখা-তনা ও সাহান্য করা ছেলের অবশ্য-কর্দ্তব্য। সম্পত্তির অধিকারী ছেলেই हय, এমন कि ছেলে না থাকলে অভে পার, তবু মেরে পায় না। তবে বাপ বদি মেরেকে দিরে বার সে আলাদা কথা। পুরুষ বা মেরে নিজের ইচ্ছেমত জ্বীবা স্বামী প্রহণ ও বর্জন করতে পাবে, এদের সমাকে তার জন্তে কোনও আটকার না। বিয়ে বলে একটা সামাজিক লাচার থাকলেও ভার ওপর বিশেব জোর দের না অর্থাৎ না হলেও বিশেষ এসে-ষায় না। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক জ্বী বা স্বামী প্রচণ <sup>এদের</sup> স্মা<del>জে অত্যক্ত দোবণীর। কুমারী মে</del>রে মা হ'লে এরা তাকে <sup>ভাগ</sup> করে না। বাপ বা মারের কোনও সামাজিক দোবের জভে সম্ভানকে শান্তি পেতে হয় না. এবং বাপ-মারের পরিচর বত মুণ্টই হোক না কেন, ভার সম্ভানকে সমান্ত টেনে নের। এবের সমাজে बर्दिश मधान वरन किंदू तारे।

আমার এক জন আও মহিলার সজে জালাপ হরেছিল। তিনি নানা সামাজিক প্রথা আলোচনার মধ্যে বললেন, "আপনাদের হিন্দু সমাজে মেরে হরে জয়ানো একটা মৃত্ত বঙু অভিশাপ।"

তনে আমার আপ্যান বোধ হ'ল। "দেবীর দেশের যেরে" আমরা,

<sup>থ্যন ক্</sup>ষাতে রাগ হওরা ভাতাবিক। তবু শান্ত ভাবে কিকেন

<sup>ক্</sup>ষণায়, "কেন ?" উত্তর দিলেন, "আমি অনেক বাড়ীতে দেখেতি,

<sup>গ্</sup>ৰণায় হ'টি কেবে হলেই বীতিম্বত শোক্ষকা বলে বার। তনেতি,

# काननात्त्व नन ना क्ति त्वत्वव क्रियं क्षेत्र क्ष-इक्स क्षेत्रव शांभाव साथाया प्रशास ति

আমি চূপ করে বইলাম, একবার ভারনাম বলি বে, অনেক মহাজনেরা বলেন বে, বেছে: বাপের সম্পত্তি পার না বলে বাপের মেরের বিরেতে পণ দেওরা উচিত। কিছ ভর হল বলি মহিলাটি জিজ্ঞেল করেন এতে মেরেদের লাজ্যুহরেছে কি না এবং বাপের ছেলের জন্ম সম্পত্তিরিক্ত ও বাধ্যতামূলক কি না, এবং মেরের কাছ থেকে বাপানা কোনও সাহায্য কথনও পান কি না?

তিনি আবার ক্লিজেস্ কবলেন, "আপনাথের মধ্যে তো আন্ধ-কাল বড় বড় ছেলে-মেরেদের বিরে হয়, সাধারণতঃ বিয়ের আগে তাদের আলাপ-পরিচয় হয় না, থাপ খায় কি করে ? সাদের স্বামি দ্বীর মধ্যে বনিবনা হয় না তারা কি করে ?"

"সারাজীবন ঝগড়া কবে কাটায়।"

্ৰত বঢ় জীবনটা কগড়া কবে কাটায়, ভবু বি**রে বাভিল** কবাব উপায় নেই !

"কথনো কথনো স্বামী স্ত্রীকে ভ্যাগ করে আরেকটা বিয়ে করে। সব সময় বগড়ার ভঙ্গে না হোক, অন্ত ভুচ্ছ কারণে স্বামি-পরিভ্যক্তর্গ নির্দ্ধোষ মেয়ে বহু ববে দেখতে পাওয়া যায়।"

"পুকৰে যদি আৰু এক স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰতে পাৰে, মেয়ের কেন পাৰে না !"

ন্দামি বললাম, "দেখুন, এ সব জটিল কথার উত্তর দেবার মৃত্ত নামার বিতে নেই।"

তাঁর কৌত্হল আমার কথাতে গেল না। বিজ্ঞাসা করলেন, "এই স্বামি-পরিভাক্তা মেরেদের কেমন করে চলে।"

"সাধাৰণত: তারা বাপেব বাড়ীতে থাকে, এবং তাদের **অভিভাবক** কড়া শাসনে চরিত্র ভাল রাথার চেষ্টা করেন। তারা বাদীসিরি ও অবসর সময়ে পরেব বরেব ১০ঠি পড়ে দিন কাটার।"

"बाभनाम्बर সমা<del>ख</del> विश्वा-विवाह इस ना, ना ?"

<sup>\*</sup>আইনত: আটকার না, কিন্তু সমাজ এখনও তাকে প্রহণ করেনি।<sup>®</sup>

"नि:म**खा**न विश्वादा ममस्र स्रोवन कि निष्य कांग्रेन ?"

"ট্ৰিক ৰলতে পারবো না, তবে কাউকে কাউকে বলতে **ওনেছি,** আবাব বিয়ের প্রবৃত্তি হয় না এবং স্বামি-মৃতি তাঁর জীবনের **অক্**শ্ব সম্পদ।"

তিনি একটু হেসে বললেন, "দেখুন, এটা বদি মাহুৰের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হত তাহলে বারা বেনী বস্তু তাদের মধ্যে বেনী দেখা বেত। স্মৃতি নিরে জীবন কাটানো এক হিন্দু সমাজ ছাড়া আর কোখাও নেই, তাও আবার তথু মেরেদের মধ্যে। অন্ত সমাজের কাছে এটা একটা উৎকট আদর্শ।"

খনে মনে আহত হলাম, ভেবেছিলাম 'ৰামি-মুডি' কথাৰ জার আমাদের হিন্দু-মেরেদের ওপর না জানি কত, শ্রদ্ধা হবে। তবু বিধবার ক্রক্ষরের মাহাদ্ধ্য বোঝাবার চেঠা করলাম। তিনি বললেন, 'বে কান্ধ বাধ্যতাসুলক তার মধ্যে ভ্যাগ বা নিঠার কথা উঠিতেই পণ্যের না । জালচা বি-নালবে প্রথমেটি গোষ্ট্র সাম্ব্র স্ব্রাধ্য বিশ্বনালবে প্রথমেটি

विश्व स्थाय, ता तम क्षांची चनः पोषि-पृष्टि वतः विद्व तारेः प्राप्त सीवन कांग्रेस कि पर्या !

াৰি চুপ কৰে ক্ৰিয়াৰ, বনে কৰে কালাৰ, সহবেৰ কথা বলতে কাৰি না, আনে দেখেছি পালা দিবে হোঁৱাছুঁৰিব বিচাৰ কৰতেই ক্ৰিয়াজৰ দিব কেটে বাৰ আৰু অবসৰ সময় এমন তত্ব আলোচনা ক্ৰিয়াৰ আভি উলাৰ পোকও ব্যৱচাৰিশীৰ আলোচনাৰ অভৰ্গত হওৱা ক্ৰিয়াৰ কাল বভ একাশ ক্ৰবেন।

আৰু প্ৰাণ্ড বৃত্যুকে অভান্ত অনন্তৰে মনে কৰে।

ক্ষিত্ৰ অপৰাত বৃত্যু হলে তাৰ ৰাড়ীৰ সকলে সে ৰাড়ী-বৰ জিনিব-পত্ৰ

ক্ষেত্ৰ অভ কাৰ্যাৰ আলাদা কৰে ৰাড়ী-বৰ কৰে। এমন কি, আগেৰ

ক্ষেত্ৰ কল বা গৃহপালিত অভগুলিকে কেউ পাৰ্গ কৰে না। বদি

ক্ষেত্ৰৰ অভেৰ কভি কৰে ভাতু কেউ ভাবেৰ কিছু বলে না। বৰ্ধ

ক্ষেত্ৰী নৱ, অনন্তনৰ ভৱে মৃত বা মৃতাৰ জ্বী বা খামীৰ আবাৰ বিৱে

ক্ষেত্ৰী, এখন কি ছেপে-মেৱেকে পৰ্যান্ত কেউ বিৱে কৰে না।

্ত্ৰ আধ্যেৰ মধ্যে জাত বা ছোঁৱাছু বি-বিচাৰ নেই। গৰীৰ ও
ক্ষেত্ৰসাকেৰ মধ্যে কোনও ভেলাভেল নেই। এবা আধুনিক চিকিৎসা
বিজ্ঞানকে পুৰ ভাল ভাবে নিবেছে। অন্তথ-বিন্তুথ হলে উদ্ভট চিকিৎসা
ক্ষা হৈব-চিকিৎসা না কৰে ভাজাবের কাছে যায়। সহবে বারা
ক্ষাকেন ভালেৰ অনেকেরই বাড়ীতে অভি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত
ক্ষাক্ষাক্ষার ওয়ুধ আছে, বে সৰ ওযুধেৰ কথা আমানেৰ শিকিতদেব

## আকাশ-প্রদীপ

আশা দেবী

নিশীর্থ চাদের দেশে সন্ধ্যাভার। 80 একলা জেগে সে কি ভক্তাহারা শিরীব-শাবে म्रान পাৰী সে ডাকে "दिएव এসো বিষয় খনে দাও গো সাড়।।" ন্তৰ পাইনেৰ শিৱে আসে স্বপ্ন ঘিৰে वन-মরালের দল আসিছে কিরে মোৰ - দেউল-তলে শ্বতি व्यमोभ बरन পাৰাণ-দেবভা সেখা জাগিছে কি বে ? 4 শামার শীবন খিরে নাখিছে ছারা, यपि वा वाजव-निर्म बट्ट ना बाबा। বাৰ चामाव नेएड **64** मद्रप क्टिद পরিহাস আনে বহি জীর্ণ কারা। · সে ছিল আমার প্রির কল্প লোকে, বেদনা কৰি ধাৰা নামলো চোখে। বাৰ সোধুলি-ৰেলার মন্<del>ণ খেলার</del> पास करन यांचे सांबादमा उटन ।

जोवान कुटेविन दवर्ग भगम-कटीन, ceta ব্যবাৰ আকাশ-দীপ একেলা বলে : चांचार मज কোন নিষ্টত কোণে करव হাৰানো স্বভিদ মণি আধানে কলে ৷ বিষ 'লানি ভূষি পেছ চ'লে নিশীখ-প্রাতে, আজিকার বযু-রাভি গিরাছে গাখে। चार्यात्र चटव 4 श्वमति मत्त्र বাধা আকাশ-প্ৰদীপ নেবে ঝঞ্চা-ঘাতে । 24

# षाध्निका वधू ७ माछड़ी

व्यविश्वा (पर्वी

থববের কাগজের নিয়্মিত পাঠক-পাঠিকাদের দ্বরণ থাকিতে পারে বে, জয় দিন পূর্বের সংবাদপত্তে "তক্ষণীর পোচনীয় আয়হত্য।" শীর্ষক নিয়লিখিত সংবাদটি বাছির ইইয়াছিল—

উক্ত শুকুৰীর মাতা আমার প্রতিবেশিনী, মেরেটি বধন ১২ ১৩ বংসরের বালিকা মাত্র, তথন হইতে তাহাকে আমি জানি। লেখাপড়ার হাহার বংশ্বই মনোবোগ ছিল। ছাত্রীরূপে এই সনাহাত্রমই চঞ্চা বালিকা তাহার শিক্ষত্রিতী এবং সহপাঠিনীগণের অভীব প্রিয় ছিল। তাহার চরিত্রে এমন কোন দোব দেখি নাই, যাহার জন্ম সে পরবর্তী কালে বতরালয়ের বিরাগভান্ধন হইতে পারে। জতি শৈশন কালেই তাহার পিতার মুখু হয়, জ্যেষ্ঠ আতা মাত্র বংসর কাল হইল ম্যাটিক পাল করিয়া সামান্ত চাক্রীতে চুকিয়াত। গতি আবল মাত্র বিবাহ দিয়াছিলেন। পাত্র দেখিতে ভাল, অল্প বর্মা, উপাক্ষনক্ষম, মোটের উপার মধ্যবিত্ত গৃহত্ব ঘরের উপারোগী। বিবাহ ভাল ঘরেই হইয়াছিল, কিছু করেক মাস বাইতে না বাইতে শোনা গেল বে, সে আত্মহতা করিয়াছে।

উত্ত্বী ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নছে। আধুনিক সমাদে পাত্রদের বথেষ্ঠ বরস হইরা বিবাহ হয়, পাত্রীদেরও ভাল মল বিচারের ক্ষমতা জন্ম এবং বতর-শাতভীগণও অপেকাকৃত উদার মতাবলী হইরা থাকেন, তথাপি বধু এবং বতরালক্ষ-সম্পর্কিত আত্মীয়-বজনের বধ্যে অ-বনিবলা একরপ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইরা গাড়াইরাছে; কিছ নিত্য-নৈমিত্তিক হইলেও ইহা নিতাত্ত তুছে বা উপেক্ষনীয় নহে। আমাদের দেশে প্রায় শতক্ষা নকাই জনের সংসার এই মনোমালির কেছু বিব্দর হইরা উঠিতেছে। এইরপ কেন হইতেছে বা হুর ?

বতর-শাততী কিবো বতরাগর-সম্পর্কিত আত্মীবরগ যে পুরে বিবাহের পূর্কে হইতেই ব্যুকে নির্বাতন করিবার জভ প্রভত হর। থাকেন একণ ধারণা অমূলক। প্রায়েই দেখা বার যে, ছেলের বিবাহের প্রায়ে ঘণ্যায়া ভজ্জী রাশনী বঙানিবে কেন্দ্র করিবা বছ, ত্রুক্তর জন্ম क्याना कवित्रा थाएकन । "बर्डमाटक और मध्याकि निय, और माछी-ধানি বউনার লভ বৃহিন, এই পালছটিতে আনার ছেলে-বউ পরন ক্রিবে" ইত্যাদি নান প্রকাষ মছব্য হইতে ভাষী বধ্ব প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও মমতা স্টিভ হয়। ভবাপি বধুর আগমনের অব্যবহিত भारतहे भारतिवासिक **अभाष्टित ग्रह्मा इत्।** हिर्वाहिन्द गःश्वीत হেত্ই হউক কিংবা ব্যুসের ছুর্বলভার জন্ত হউক, শান্ডী বুরিতে পারেন না বে বণ্টাকে বসন-ভ্রণে সক্ষিত করিয়া ভাহাকে আপন খেয়াল-খুসী আছুৰাৱী খেলাৰ পুতুল ক্রিয়া রাখিলেই ভাচার প্রতি সকল কর্তব্যের শেষ হইবা বার না। বধুর নিজম্ব একটা সতা আছে। বিশেষ করিয়া আজ-কালকার বধুমাভাগণ অপেকাকৃত বয়: এবং শিকাপ্রাপ্তা হইয়া খতরালয়ে আসিয়া থাকেন, খভাবত:ই তাঁদের ব্যক্তি**স্বাতন্ত্র্য প্রাচীনকালীন বধুদিপের অপেন্দা স্পর্ট**তর হইয়া থাকে। **ৰশ্ৰমাতাগণ বধু অবস্থায়** যে পৰিমাণ সম্কৃতিতা ও লক্ষাশীলা ধাকিতেন এবং ভাল-মন্দ বিচার না করিরাই ভাঁচারা যেরূপ একনিষ্ঠতার সহিত ওকজনদিপের আদেশায়ুবর্ত্তিনী হইতেন আধুনিকা বধ্দিগের পক্ষে ভাহা সম্ভব নহে। ভাঁহাদের পৃথিবী ছিল স্থামি-পুত্র এবং তৎসম্প্ৰকীয় আজ্বীয়-সঞ্জন লইয়া, তাঁহাদের প্রিভৃষ্ট করাই তংকালীন বধুদিগেৰ একমাত্ৰ কাম্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সংগারের ক্ষুদ্র পরিসর গণীর বাহিরে যে তার কিছু থাকিতে পাবে তাহা জাঁহারা কল্পনা করিতে পারিতেন না। কিছু বর্তমান সমাজে বধুদিগের মনের ক্ষেত্র এবং কল্পনা সুদূর-প্রসারী, সুতরাং তাহাদের স্থ-ছ:ধ, সভোব-বিরক্তি প্রভৃতি অফুভৃতি প্রাচীনাদের মাপকাঠি অহুৰাত্ৰী নিৰ্ণন্ন কৰিছে গেলে উভন্ন পক্ষের মধ্যে মনোমালিক অবশাভাবী। অতএব ৰ্জ্মমাভাগণের উচিত, বিগত দিনকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া, অধুনা পরিবর্ডিত বুগ-ধন্মের সহিত নিজেদের মানাইরা লওরা। ইহাতে সংসারের শাস্তি বাড়িবে ছাড়া কমিবে না।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ বধুই আয়-বিভয়রপ শিকিতা। কিছ
এই তথাকথিত শিকিতাগদ পুংশিকার আদর্শে পরিচালিত তুলকলেন্তে বে প্রণালীতে শিকাপ্রাপ্ত হইরা থাকেন, তাহা ভবিষ্যুকে
তাহাদের স্মন্ত্রপে সংসারবর্ত্ত প্রতিপালনের পক্ষে অমুকূল না হইরা
বরং প্রতিকূল হইরা থাকে। আরও দেখা বার বে, এই সকল তথাকথিতা শিকিতা মেরেরা প্রার্থই আয়-বিভয়রপে বিলাসপ্রিয়া ও
বেজ্ঞাচারিণী হইরা উঠেন। ফলে পরে জাহাবা বখন বণুণ্য-বাচা।
হরেন তথন সংসারে শান্তি অক্ট্র রাখিতে হইলে স্থাছিণীর বে
পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করা আবশাক হর, তাহা তাহারা করিরা উঠিতে
পারেন না।

শক্সলা বখন মহর্ষি কথের আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক দৃথস্ত ভবনে গাল্যাণী হইতে বাইতেছেন, তখন সেই আনবৃদ্ধ প্রাচীন ক্ষরি তাঁহার পালিতা কভার মললার্ষ ভাহাকে বলিতেছেন—

তপ্ৰাৰৰ ওয়ন কৃষ্ণ প্ৰিয়সৰীবৃদ্ধিং সপদ্ধীন্ধনে ভৰ্ত, বিপ্ৰাকৃত্যাণি বোষণতব্যা মান্ম প্ৰতীপং গম:। ভ্ৰিচিং ভব দক্ষিণা পৰিজনে ভোগেৰফুংসেকিনী বাজ্যেৰং গৃহিন্দ্বিপাৰং ব্ৰতব্যে বামা কৃষ্ণভাবত্ত:।

দর্গাং—"হে শকুভলে, ভূমি ভর্ত্ত গ্রহানানন্তর ওক্তনদিগকে সেবা দারা এবং সংগ্রীপালাগা স্থান তুই বাধিবে। খামী বদি কথন তোষাকে তংগনাও করেন তথাই বোষপূর্বক তাঁহার প্রতিকুলচারিণী হইবে না। আমিত প্রিম্প্রি দিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে. নিজের ভোগ-স্থাধের জন্ম করিলে লালায়িতা হইবে না। এইরপ বাহারা করিতে পারে তাহারী পরে প্রগৃহিণী হয়, ইহার অভথাকারিণীগণ সকলের বিরাস্থাকী হইয়া থাকে।

আজ-কালকার বধ্গণ এই অনুশাসন-বাণীকে বৃত্তর প্রাণাণিতি বলিয়া উড়াইছা দিবেন সন্দেহ নাই। সপত্নীগণের প্রতি বে প্রিয় আচরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্য বর্ত্তমান যুগে প্রযুক্তানহে। কিন্তু কণ্য মুনির অন্ত উপদেশগুলি আমিদিক ভাবে মানিয়া চলিলেও সংসারের তথা স্মাজের পক্ষে কল্যাক্তর হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্র কি দেখি ? হত্তরালয়ে সর্কবিষয়ে গুরুজনদিগের মতামুবর্তিনী হইয়া চলা দ্বে থাকুক, তাহাদিগের প্রতি বরুসোচিত সম্মানপ্রদেশন বা তাঁহাদের প্রথ-স্থবিধার তত্তাবদান করাই অনেক বধু আক্ত-কংল নাসীজনোচিত মনোবৃত্তি বলিয়া ধরিরা লন। সাংসারিক্ত গুহুছালীর কম্ম করা, সে ত আরও মর্যাদাহানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, ফলে অধিকাংশ সংসাবের ভারই বেতনভোগী দাসনাসীর উপর গ্রন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্রিত পরিজনদিগকে মিন্ত ব্যবহাবে ভূন্ত কে করিবে ? বণু ত নিজ থেরাল-খুসীকে চিত্রিতার্থ করাই বধু-ভীবনের চরম কাম্য বলিয়া মনে করেন। ফলে অচিরে সংসাবে উভয় পক্ষের মধ্যে অ-বনিবনা ও আশাক্তি দেখা যায়।

আর এক কথা, আধুনিকাদের মধ্যে হে কারণেই হউক, ক্রমানিলাসিত। এবং ভাবপ্রবণত। অভিরিক্ত মারার দেখা বার । বিবাহের পর অনেক সময় ভাহার। যখন নিজেদের কুমারী-জীবনে ক্রিড ভাবী বিবাহ-জীবন ও সত্যকার বিবাহিত জীবনের মধ্যে মিল খুঁজিরা পান না, তখন ভাহাদের অবাধ্য ভাবপ্রবণত। ক্রমাকে থকা করিরা পারিপামিক বাস্তবের সহিত সামজত স্থাপনের পথে অভ্যবার হইরা গিড়ায়। এই জন্তই সাময়িক উজ্জেজনার মূখে বহু ক্লেক্তে সামার কারণেই বধুদিগের মধ্যে আজ্বহত্যা, গৃহত্যাগ প্রভৃতি উৎকট কাশ্ব ঘটিরা থাকে।

কিছ তাই বলিয়া ঐ সকল অবাঞ্চিত ঘটনার জন্ত সকল কেরে ভাবপ্রবণতাকেই একমাত্র দায়ী করিলে ভূল হইবে। এই প্রবছের প্রথমে আমরা কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর সক্রমাতাগণের উর্বেশ্ব করিয়াছি বাঁহারা বধুদিগের প্রতি কোনরূপ বৈরিভাব পোবশ না করিয়াও কেবল কালোপবোগী দৃষ্টিভলীর অভাবে বধুদিগের মনাশীজার কারণ হরেন। এত ঘাতীত আর এক শ্রেণীর শান্তত্মী আছেন বাঁহারা মনে করেন, 'বধ্' নামক জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করা নির্কর্ছিতা মাত্র। তাঁহাদের মতে 'বউ-মাহ্রব' নামে মাহ্রব হুলেও মাহ্রবের অবিকার পাইতে পারে না। বধুদিগের প্রতি তাঁহাদের নির্দ্ধম অত্যাচারের মাত্রা সমরে যথন সহন-সীমা অভিক্রম করে এবং তাঁহাদের মাতৃভক্ত সন্তানগণ বধন সেই কোধায়ি হইতে অত্যাচারিতাদিগকে রক্ষা করিতে প্রেয়াসী হন না; তথন অসহার অন্তঃপ্রচারিণী-গণের পক্ষে করিতে প্রয়াসী হন না; তথন অসহার হুলা ওঠে, কলে বহু ক্ষেত্রে আত্মহত্যা, গৃহত্যাগ প্রশাস্তি উন্তর্ট বাণ

## **অরণ্যানী** ক্রপ্রতা ভার্ডী

অরণ্যর ভরত্তর হিংশ্রভার মাঝে—
তনেত্র কি দিবারাত্রি কি স্থীত বাজে ?
অনে ছলে অভয়ক্ষে মাটির বছনে
কি বারভা কেঁলে মরে আকুল ক্রন্সনে
স্পীহারা সলোপনে।

আৰ্দ্ধ কুট বাণী, ক্তব্ধ ৰাতে আন্দোলিয়া ওঠে অৱণ্যানী। কেহ কি ওনেছ সেই সঙ্গীত-মূৰ্ছনা ? সেপেছ কি নিভূত সে গোপান অৰ্জনা ?

আর্দ্ধ রাতে খগ্ন-ভাঙা নিশ্চল প্রহরে।
আমি শুনি সেই গান
মর্মতলে কল্পনা লহরে।
প্ররে তালে অপূর্ব বস্থাবে
সকলপ আবেদন বেন কেঁলে মরে

নিশীখের ক্ষম কক বাবে।
নিজৰ পাবাণপুরী বুলে অচেতন
তথু জাগে পৃথিবীর আদিম বেদন।
আবিম মানস তৃষা স্থপ্তিল কামন।
ভব্ব রাতে করে মোরে উদাসী আন্মনা।
আমি শুনি দেই গান,
চলমান পৃথিবীর তর্জ প্রবাহে।
আমি শুনি দেই স্থন,
অগণিত মানবের গুঢ় অন্তদাহে।
প্রকৃতির সভাস্থলে মিলনের মাজলিক রবে।

নেবাছর বর্বা-প্রাতে গৃহপ্রাম্ভে নির্জনে নিভূতে। ভনেছি সে উভবোল কৃত্ত মর্মোচ্ছ্যান। আমি কি আমানে দেব ? নিঃব করি, বিক্ত করি,

**(क्यक्र-मक्**रोब कृष्टे मानक्षत्र महिका-छे**९**मस्य ।

বাসভী-পূর্বিমা রাতে পাপিয়ার বিহ্বল সঙ্গীতে

मत्न काल कान।

আশ্বার আশ্বীর মোর ওই অরণ্যানী, ওর গান আমারই এ ওপ্ত মর্ম বাণী।

## মালয়ে সাড়ে তিন বছর ভাপানী রাজত্ব প্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

প্রদান গাঁব সহর বারা করে তাবের খেতে দিরে বারালার এসে দাঁড়ালাম। দেশলাম, অভদশ পরে টেশন মাটার আছে আছে আসহেন—শ্বই দ্লায়। তাঁর হেলেনেরেরা দৌড়ে ফাছে লেখে তিনি প্রশ্ন কর্মেন, "মিটার ঘোরেছ খবর "শেরেছেন ? বরাম, না, তাঁর খবর সারা দিন পাওরা বারনি। তিনি কললেন, তাববেন না, একুনি তিনি এসে পড়বেন, খুব চোট খেরেছেন। সৌভাগ্য তিনি বেঁচে কিরে আসছেন। ইতিমধ্যে লালও বারাম্পায় এসে গাঁড়ালেন তাঁর সম্পেও টেশনমাটার ক্রেকেশ কথা কইলেন, তাঁরা নর্দমার লুকিয়েছিলেন তাই লাপানীর হাত হতে বেঁচেছেন। গবম চা এনে দিলাম, তিনি পেয়ে বাড়ীর দিকে চলে গোলেন। একটু পরেই উনি এসে পৌছলেন। সম্ভ মুখ লাল বর্ণ, গারে কালা, হাত পা ছড়ে গেছে, গাঁটুতে সক্ত— থানিক কেটে গোছে। তাড়াভাড়ি গেলাম জল গ্রম করতে। তার পর লান করে খেতে বস্তলন। ঠিক হল কাল সকালে তানি বেরে কাজের সমন্ভ চার্ল দিরে আসবেন। কালকের দিনটা বদি কোন বক্ষ বোম্বা হাত উপরের জনেক দ্যাবলতে হবে।

সেদিনের রাডটাও ভাবনার শানিস্রার কেটে গেল। টেটের বাঁদী বেজে উঠল, কুলীরা উঠে শাবার তাদের কাজে বাবার জন্ত প্রস্তুত চল। মেরেরা ঐ শাবছা শন্তকারে উঠে রাল্লা করছে, থেরে-দেরে তারা কাজে বাল্ল, মাবে মাবে তাদের গল্প ও রাল্লার শন্ত ওনা বাছে।

প্রদিন সকালে চাও জল থাওৱার পর সকলে মিলে সকরে গেলেন, আমিও উঠে সংসারের কালে এলাম। ঘণ্টা-ছই পরে দার্ঘা ছিবে এলেন, বললেন, আজ সহরে ভয়ানক ভীড়, অফিসেও থ্ব কাল, সমস্ত রাস্তা আজ লরী ও বাসে পূর্ণ, সৈল্পরা আজ নিভাপুর লে যাছে। সরকার ভাহতে চলকেন, একা আমাদের রেথে গেলেন, পিছন হতে জাপানী এলে কি হবে আমাদের অবস্থা ভগবানই জ'নেন। মালরের দেশ নামেই, কিন্তু চীনার সংখ্যাই বেলী, মালররা স্বাই বে বার প্রামে বাল করে। তাদের ভাবনা নাই। এর মধ্যে যদি থোন মনোমালিক হয় তবে তার বিচার কে করবে, ইড্যাদি এই সব আলোচনা সমস্ত দিন চলল।

সঙ্যার দিকে উনি কিরে এলেন। আজ সমস্ত দিনটি ও েব শব্দ শোনা বারনি, তাই মনটা আজ একটু ভালই ছিল। মিলিটাবিবা সব এখন থেকেই চলে যেতে আরম্ভ করেছে, জিনিব-পত্র প্যাক্ করছে, গাড়ীতে বোরাই করছে, আজ হরত সারা রাত ধরে গাড়ীগুলি হাবে। ওঁর আর কাজে বাবার দরকার নেই! কাল সকালের অবস্থা কি হবে তাই—আমাদের ভাবনা। সহরে আমাদের বাড়ীথানিতে সমস্ত জিনিব-পত্রই ভরা আছে, প্ররোজনীর জিনিব ছাড়া আর কিছু আনা হরনি, যর-ভরা সাজান জিনিব মাত্র চাবি দেওয়া আছে, যদি কেউ চুরি করে। বার বার আমার তা মনে পড়ছে, এখন সেখানে যাওয়ের ছকুম নাই, জানি না কি হবে। সকাল সকাল সেদিন থাওয়া দাওয় সেরে শোওয়া গেল, খুম কাকরই হল না। লরী বাস অনববত চলেছে, ভার শব্দে কে আর খুমুবে, চিন্তাতেই সবার রাত কেটে গেছে।

১১ই জানুৱারী সকাল বেলা বখন আমরা চারের টেবিলে এসে বসেছি, লালা তখন বলসেন, আজকের সকালবেলাটি কেমন মনে হছে ? আমি বলগাম, আমার কিছ তর লাগছে। লালা বলগোন, রাত্রে তর হবে বেলা। মনে হছে একবার টাউনে গেলে মন্দ হর না, দেখা বাক্ লোকেরা সব কি করছে। আমি একা থাকাটা নোটেই রাজী হলাম না, অগ্নতা উনি পাহারালার ছইলেন, লাগ,

Com ..... Com corners from Migray

हजात. ए वहे अकि बाका बाब अक क्रम हैना बन क फिएक फिम शरद निरंत अमिरक अस्त निरंतन, जामारक स्मर्थके হয়ত এলে। ভিজ্ঞাসা করল "মেমু তুলোর মাওকা" অর্থাৎ ডিম চাও कि : संगारि मानव, नावीरि होना, अरमान मानव छाताई हिन्छ ভাষা। বল্লাম, কত করে জোড়া ভোমার ভিম ? সে জবাব দিল দশ প্রদা। বল্লাম, বাপ রে, পাঁচ দিন আগে তিন প্রদা জোডা ছিল আজু দল প্রসা হয়ে গেল কি করে ? ব্যবসা আগে করনি বোধ হয় ? দে বলিল, না, আগে আমি এই টেটের সাহেবের বাড়ী আহা ছিলাম। তাঁবা কাল বাতে সৰ চলে গেছেন, ভাই বত হাস-মুবগী ছিল আমি নিমে গেছি, আমার বাড়ীতে কিছু ডিম ছিল আছ তা বিক্রি করতে এসেছি, তবু ত কিছু উপায় হবে। আমার मार्रेना हिन ১২ छनात, कांक हिन चारास्त्र। চাও তবে এ মাইনে দিলে আমি ভোমার কাছে কাছ করতে পারি। বললাম, এখন থাক, বরকার হলে ভোমাকে রাখব, যদি দরকার হয় ডাকব আসিসু; কিছ ঐ দামে ডিম কিনব না, এখনও এত **খারাপ সমর আসেনি** যে অত দাম বাড়াতে পারিস। সে থুব হাসল, নাকি-স্থৱে বলল, আছো। ইংরাজ ত এখান ছেড়ে চলে গেছে, ভবে আমাদের ইচ্ছামত জিনিব বিক্রি কোরব।—এই বলে সে বেণী ছলিয়ে **খড়মের শব্দ করতে** করতে চলে গেল। ভাবলাম, এট ক'ঘণ্টার শাসন-কর্তারা চলে বাধরার চীনেরা এত বাড়িরে তুলল, আৰু ছদিন পৰে হয়ত कि কোৰৰে বলা বায় না। মালৱৰা থাকে গ্রামে, ভাবের কাছে কিছু কিছু জিনিব-পত্ত শাক-পাভা পাওয়া বেতে পারে, কিন্তু প্রামে যাওরাও বিপদ্, দল বেঁধে বেতে হবে ৷ তুধওরালা এনে হুধ দিয়ে গেল, আমাৰ পুৰান লোক ভূধৰ সিং পাঞ্চাবী, কিজ্ঞাসা করণাম, কা থবর ভূধর সিং ? সে বঙ্গলে, আওর কেয়া মাইজী, চীনা লোক ত চুৱী করতে হে সব. লুঠতে জাতা হের, ছকান কা সব চিচ্ ওঠাকর সভক্ষে ধরা খা, মালুম হোতা সব আগো দেগা ওলোক। ছিক্রাসা কর**লাম আমাদের বাড়ীর খবর কিছু জান কি ?** সে তা জানে না বললাম, বিকালের দিকে একবার যেও আর বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসো, থাবারের জিনিবও **জনেক কিছু কেনা ছিল সেওলো**ও <sup>লেখ</sup> এসো। সে ব**ললে বিকাল নাগাদ সে যাবে।** ইভিমধ্যে বড়বাবু <sup>বাসায়</sup> না থাকার উনি ক্ষিরে একেন, সর বন্দাম সহতের ব্যাপার। উনিও ভূধর সিংহকে বৃদ্দেন, বৃধন সহরে উৎপাত শ্রক হয়েছে তথন বাড়ী-ঘর লুঠ ঠিক হবে, ভার চেবে ভোমার গরুর গাড়ীখানা নিয়ে চল সহরে যেয়ে ৰাসার কিছু কিছু জিনিব ও চাল-ধানওলো আনা যাক। সে তথন সমতি জানিয়ে চলে গেল।

বেলা ১১টা নাগাদ আর এক ঘটনা দেখা গেল। প্রৈটের কুলী
লাইনে হঠাৎ এমন টেচামিচি শ্বন্ধ হল, ব্যাপার কি ? প্রভ্যেক বাড়ী
থেকেই লোকজন ছুটে দেখতে বাজে। মার-পিট আরম্ভ হল বড় বড়
বাশ লাঠী কাটারী ইত্যাদি নিরে বে পাছে ছুটছে। একখানি ছোট
থরের সামনে লোক ক্ষেছে, শব্দ খুব, কিছ ব্যাপারটা কি জানা
বাছে না, জিজ্ঞাসা ক্ষমেল জ্বাব দেৱ না, বে বিরে উঠে বলে,
বাবু তোমাদের এসৰ ব্যাপারে ক্ষম্বার্ম নেই। দাদা ও অনভ দরে

জ্যান্ত্ৰী পাই বোৰাও হাজে মী। সামৰ কৰা তিনি বাৰুলে কোন শ্ৰম্ব পাঙৰা বাঁহ মী শ্ৰীষ্ট এত সাহস বিসে পেল কে কানে।

गांभावते कानश्र क्रम जात्राव तन जन रेक्नामरामा रथन वस्याव दरमन छथन न्यारे सामा हा হরেছিল। এদের জাতের মধ্যে ৫,থা আছে যে মেয়ের বিরে 👫 হলে বর্ণক টাকা দেবে, ক্যার পিতার ভাষা লাভ। গৈট অনুস্থা বৰেৱা টাকা দিয়াছে কিন্তু সুম্পূৰ্ণ শোধ হয় নাই, ৫০ ডলার **দিয়ায়ে** বার বছর ধরে, এখনও ৫০ ডলার বাকী আছে, ১০০ ডলার দিটে हरन । এই कथाएउই विरव हरब्रिक मारबित । छात छि छिन, बुर्क স্কাৰ হল ভাৰ বাপ অৰ্থাৎ আৰু সুযোগ পেৰে মেৰেৰ বাশ ক্ৰ bia, সে প্রতিবারের মন্ত জবাব দেয়, দেব'খন। এতেই সে **রেগে সেই** বলে এত দিন চুপ করে ছিলাম বার বছর ধরে প্রাণ ডেলার গোষ আৰু সব শোধ না করতে মন্ত্রণ। এইরূপ বচসায় ঝগড়া হতে মারামার্ম লাঠালাহিতে গাঁডায়, পরে ঘব ভেঙ্গে ভামাই ও তার দালাকে ৰয়ে বেঁধে মেরে অন্থির করে ভোলে। মেয়েটি সম্ভ করতে না **পেটে** জার গহনা কাপড় সব বাপকে দিয়ে টেটু ছোড়ে বার ব**ছরের** স্থ<sup>্-</sup> হঃখ-জড়িত আশ্রয় ত্যাগ করে তারা কোথায় চলে গেছে। দেটিও তার বাপেব ভুকুম, ভামাহের চাক্তি দেই করে দিয়েছিল ১৮ ডলার মাইনাতে। তনে আমার খুবট কট হলো।

বাত্রে খাওৱা দাওয়ার পর আমরা বসে গল্ল করছি— দেশের সাথে সম্পর্ক আমাদের বন্ধ হয়ে গেল, করে যুদ্ধ আমরে, পরিণাম কি হবে ইত্যাদি নানা রকম আলোচনা চলেছে। এমন সময় হঠাৎ প্রচাত কামানের গোলার শব্দে মাটি কেঁপে উঠল, বাড়ীর দেওয়াল দরজা হম হম করে উঠল, কি হল, ভরে আমরা উঠে দাঁড়ালাম, একে বাজি ভায় এই শব্দ, কমে অনবরত আরম্ভ হল, আলাজে বোঝা গোলাসিলাপুরের নিকটেই কোন জায়গায় হতে যুদ্ধ খুব আরম্ভ হয়েছে, জীবনে এই প্রথম বামানের শব্দ এত নিকটে তনলাম, বুকের মঞ্জে বি ব্যবহ উঠছে, ভয়ে আমহা সারা হয়ে গেছি, উশ্বর হাড়া উপার্ব নেই—হে ভগবান রক্ষা কর।

আমরা দেই রাত্রে গুরে পড়লাম, কিছু গুমের সঙ্গে আছু চার ছিন্দুল সম্পর্ক নাই, বাতি আছু রাত্রে আর হালা হবে না, কেন না, সরকার মানা করে গিছলেন। রাত বারটার সময় হঠাৎ প্লেনের শহ্দুল পাওয়া গেল, ভয়ে আমার কাপুনি স্বরু হয়ে গেছে। মনে হল, অন্তত: এক শত প্লেন হবে। আছকের প্রভাত থেকে রাত পর্যন্ত কি ভাবে যে কাটল, বলাই যায় না। ঘরে থাকা যুক্তিসভাত নয়, সেই আছকারে ছেলেদের টেনে নিয়ে স্বাই আবার সেই গাছতলার গিয়ে গাঁড়ালাম। চোথে কিছুই দেখা বায় না, ভায় ওড়ি ওড়ি বুটি পড়ছে। সাপ ব্যাভ, কিছুরই ভয় তথন নাই, শীতে শ্রীর কেপে উঠছে, গাঁতে গাঁত লেগে যাছে। আধ ঘটা ঐ ভাবে আমহা গাঁড়িয়েছিলাম, ভার পর প্লেনগুল বখন চলে গেল শহ্দুল মান্ত গেল, তথন আবার স্বাই যরে এসে চুকলাম। কিন্তু সে রাত্রে শোজা আব হল না, বনে বনেই সারা রাত কেটে গেল। ভোরের ছবেশ সকলেই ভাররেছিলাম, ভার সিংএর সিংএর পরিহাহি ভিংকারে যম ক্ষেত্র সিংএর পরিহাহি ভিংকারে যম ক্ষেত্র সিংএর পরিহাহি ভিংকারে যম ক্ষেত্র

ভোষার চাকর কোথা সেল ? বলাম, সবাই কদিন বুমারনি তাই 
ক্ষেত বুমছে । ভূধর সিং বললে, সকালে সহরে সে গিছল 
আমাদের বাসার, চোর-ডাকাতে ভাত হয়ে আছে, অনেক জিনিব 
ভারা টেনে বাইরেও ফেলেছে, বাবুকে বল শীঅ গিরে দেখতে, 
লা হলে তোমার কিছুই থাক্বে না, লোকগুলো চুরি করে বায়, 
মানা করলে জবাব দের না, খালি কট, কট, করে তাকিরে দেখে। 
পাত কাল দাদা ও অনম্ভ গিছল কিছু মাঝা পথে বতকভলি চীনা 
ভাষানক বগড়া করছিল, হাতে বড় বড় ছুরি ছিল, ভাইতে তাঁদের 
ভারা হর, সোজা বাড়ী চলে এসেছিলেন। কিছু আজ স্বাই 
ভিলে বাবার জন্ত মহা বাড়া হয়ে পড়লেন।

চা জলখাবার থেরে ভূধর সিংকে গাড়ী নিয়ে আমাদের বাসায় থেতে বলে এরা সবাই সহরের দিকে বেরুল। আমি বলে দিলাম, চাল, ধান ও আমার পিয়ানোটা নিশ্চর যেমন করে হোক আনা চাই। আমাদের ভূধর সিং তরু পাঞ্চাবী, চীনা ডাকাড থাকলেও ডড ক্সেরের কিছু নাই, পাঞ্জাবীকে ভারা বেশ ভয় খায় দেটা আমাদের খুবই পরীক্ষিত, সেই জক্ত মনটা অস্ততঃ নিশ্চিন্ত রইল। আশে-পাশের ক্টিকিয়া একট পরে এসে ভুটক, বায়া-বায়ার সলে বেশ গয়ও চশ্ল।

30

विना अकृष्टी नांशांच गव फिरव अन । ममन्त ११४ शास १९८६, ারৌতে তিন জনাই পুর ক্লান্ত, ভাড়াভাড়ি থাবারের বন্দোবন্ত ক্রলাম্ স্নান সেরে স্বাই খেতে বসলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ্ৰি দাদা, গাড়ী কোৰা ? দাদা বললেন, গাড়ী পথে থেমেছে, ভূথব বৈকালে আসবে, গাড়ীতে মাল আছে খেয়ে-দেয়ে ভবে ত লোকে श्रामर्थ। समस्य बनम र्योपि, এको। कथा बनय, कांपर्यम मा छ ? ্ৰাল্লা ও ভৱ আমাৰ এখন সহজেই আসে বলে ভাৰ কথাৰ লক্ষা পেলাম, বল্লাম, বল শুনি, লুঠ ত হয়েছে, কিছুই নেই বৃঝি ? শালা বল্লেন, বাড়ী শাফ্ পরিষার হয়ে গেছে, চাল ও ধানগুলি **অতি কঠে খুঁজে পেরেছি, বড় রাম্বার উপর এক জায়গার কে রেখে** কোৰে, বিয়ে ধাৰার সামর্থ্যে কুলারনি, গাড়ীতে তাড়াডাড়ি তুলে ্দিরেছি। খাট-বিছানা আলমারীপূর্ণ ধোওয়া কাপড় জামা নানা ক্লক্ষ খ্র-সাজান জিনিবপত্র কিছুই নাই। দাদা থামদেন, অনভ আবার বল্ল, আপনার আদরের হাস-মুরগীদের মাথা, ঠ্যাং ও পালক বারাখবে ভালের চিক্তবরূপ পড়ে বরেছে। তাই না কি? মাগো — ৰাওৱাৰ আৰু ইচ্ছা হল না আমাৰ সংধৰ জিনিব স্বই চলে **भिष्क्, तुर्फ्र करत छात्र। कि ठित्रकाम (वैंर्फ्र शोकरव ? अक मिन वृक्षरव ।** 

মনে মনে চোবেদের খ্বই অভিসম্পাত দিলাম, তোরা মরবি—ভোদের হরে এসেছে। কি আর কোরব, ঘর-সাজান জিনিবপত্র, পোষা জানোরার—এ সব হারালে কার না কারা পার ? বল্লাম, স্বই ভগবানের ইচ্ছা, তাঁর দেওরা তিনিই নিয়েছেন আমাদের হাত রেই। আমার হাতের তৈরী ছবিওলিকে ভেলে কুট-কুট করেছে, সাজী ছিল, দেওলি কি কোরবে ভেবে না পেরে সম্মা ভাবে ছিড়ে জারি দিকে ব্লিরে রেখেছে, প্রেট বাসন সমস্ত ভেলে ছড়িরে রেখেছে, ওস্ক্-পত্র সব ঘরে ছড়িরে অভুত সদ্ধ করে রেখেছে, বোতল ভালার কুটিতে বাড়ীতে পা দেওয়ার উপার নাই, এক সেক্ষ ভাল বই ছিল, সেওলি সব পুড়িরে ছাই করে রেখেছে! অত্যাচার বথেই করছে।

विक्रि राज्याताल साथ परियोग्स बाकी नय पछ स्वाव राष्ट्रीतहे थे

অবস্থা দেখলায়। অনব্যত লোক চুক্তে ও বেক্তে বেন হাট বসেছে, বভক্ষণ না সমস্থ জিনিবপত্র শেব হয় ততক্ষণ এই ভাবে লুঠ চলবে দেখে বা মনে হল। সহবে হখানা বড় বড় দোকানে আছন ধরিরেছে, এভাবে লুঠ কেউ কখনও দেখেনি, নইই বেশী— ভালা ছে ড়াও পোড়ান। কাপড়-চোপড় বথেইই লোকে ভাবে-ভাবে নিয়ে বাছে। অভ জাতের সংখ্যাও আছে। রাভা দিয়ে হাটা বায় না কাচেব কুচিতে ভর্তি হয়ে আছে। লোকের গক্ষহাগলও চুরি গেছে, গরীবরাই ত চোর, তবে ডাকাত চীনারাই—ভাদের চেহার। ও পোবাকে প্রমাণ পাওয়া বায়। কামানের বা বোমের ভঙ্ক কোনটাই তাদের নেই, কোন দিকেই জক্ষেপ নাই। এমন দিন ত জার পাওয়া বাবে না। অভ জাতের সাহস ও সামর্থা একটু কয়, ভয়টা তাদের আছে, কিছ ডাকাত বথন দলে দলে লুবছে ত্বন তাদের ভজ্য হবেই।

এরা যথন স্বাই ব্রে গিয়ে চুকেছিল, তথন দেখে—আনালে বাইরের ঘরথানায় অভত: ত্রিশ জন লোক আছে ; বড় বড় প্রারি: বাল্লগুলি থুলে তা হতে জিনিষ-পত্র চারি দিকে ছড়িরে বসে ২সে ভারি গলায় গল্প করছে। পোষাকওলো তাদের একটু অনুত, কাল সংব্ৰ লম্বা প্যান্ট, ঝলমালে এ রাভের ভামা, বুকটা খোলা আছে, মাধাং মহলা ছে ড়া হেলটে টুলী চোথ প্রয়ম্ভ টেনে ঢাকা। এদের দেবত পেরে হঠাৎ সবাই চুপ-ঢাপ হরে গেল, কান্ধরই মুখে কথা নেই। অনম্ভ না কি সাহস করে একজনকে জিল্লাসা করতে গিছল 🛎 এভাবে ভিনিয়-পত্ৰ মুঠ কয়ছ কেন ? এটা যে আমাদের বাড়ী লাহি कान ना ? তाम्पत्र मध्य अक कन क्वांव मिरहिल (व, की वाल দেশ নয় এখন আমাদের—সব-বিভুই আমাদের। ভার উপ্রভাগ কিছু বলা উচিত নয়, অবস্থা বড়ই খারাপ। সবই শুনলান আ সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, তাদের মধ্যে যারা এই সব কাভ করছে তারা স্বাই প্রায় পরিচিত—রিক্সাভ্যালা, শাক-ভ্যাল: গেপ ইত্যাদি, কিছু এই সমন্বের ফেরে ভয়ক্কর হয়েছে আর কি: এক अमन शास्त्र क्षि कामामन भाष भाष आग बाह करते अराह क्या कदानन, ना करन कि करत अथन द वना बाद ना।

22

মাইজী, আপকা সব সামান আ গিয়া দেখিৱে,— ভ্ৰপ্ত চি গাঁট কৰে জিনিবঙলি এনে পৌছল ও ডাকল। বাইরে এলাম আনা জিনিবঙলি নামিরে দিয়ে সে, বললে, দেখ মাইজি, রাভার হলার অনেক থান থান ভাল কাপড় ও জুডা নানা রকমেব কুজ্যি পেরেছি, ভাকাতরা নিরে বেতে না পেরে ফেলে দিয়ে গেছে, কিছু কি আমি এনেছি,—বা পারবে। পোরব, বা থাকবে লোকান কোবৰ, বিহি কোবব। যাক, গারীব মান্ন্য কিছু বললাম না, মনে মনে ভাবলাই কাজ কি এ সবে।

সন্ধ্যা নাগাদ উনি বেভিবো থুললেন। ক'দিন পেপার পার্চি বারনি বেভিবোও শোনা হরনি। যুদ্ধের গবর ত জানা চাই তাই জী স্বাই মিলে ব্যাটারী চার্জ দিবে বেভিও চালানর বন্ধোবন কর্ম লাগলেন। সকাল সকাল আজ থাওরা-দাওরা সেবে নিতেই মি বেভিয়ো তনতে অনেক ভক্রলোক আসবেন, ভক্রলোকদের বস্পাক্ত কর্মানি পরিকার করে বড় বড় মাহুর পেতে রাখলাম। ক্রিকার ক্রিকে একটি করে লোক এসে ক্রেলেন, বার্চি

खांक्र

দাওয়া সেরে আমরা ছেভিরো ভনতে বসলাম। বড়বাবু এলেন ও তার এক আত্মীর সলে এলেন, তিনি "বাহ" বলে একটি জায়গায় চাকরি করেন, এখান হতে ৬০ মাইল হবে! তিনি বললেন, পারে হেটে ভিন দিন ধরে আসছেন—সাইকেল চড়তে জানেন না, তাই পথে অনেক কট্ট পোরেছেন, আবো ২০ মাইল তাঁকে যেতে হবে, তবে তিনি গছায় ছানে পৌছবেন, তাঁর দ্বী ও ছেলে সেখানে আছে। বেল বন্ধ হরে গেছে গাড়ী-বাস নাই তাই তিনি কট সহু করে পারে হেটে বাড়ী ফিরছেন। পথে এই ঠেট পড়ায় ত্লিন বিশ্লাম নিলেন। তিনি পথে আনেক অন্তুত ব্যাপারই দেখেছেন। বললেন,—জাণানীর বোমে ও মেসিনগানে অনেকেই মারা গেছে, রাছায় সব পড়ে আছে, সংকারের লোক নাই।

রাভা ধরে তিনি একা ঠেটে আসছেন, বুনো মোথ একটা তাঁকে তাড়া করেছিল, তিনি অতি কটে প্রাণরক্ষা করেছিলেন, ভাঙা লগীর তলার এক রাত্রি কাটিয়েছিলেন। তার কাছে গল্প তনতে আমরা থ্বই তল্প পাছিলাম। আবার তিনি চ'দিন পবে "কারাকে" গাবেন। তনেছি ও-দিকে রাভার বাঘ, ভালুক, হাতী ও বুনো মানুহেব দর্শন পাওয়া বাঘ। কি করে তিনি এত সাহস নিয়ে একা বাছেন কানি না, ভাকাতের তল্প ত তার চেয়েও কম নয়। ইম্বব কাকে ভালোর ভালোর তাঁকা জী-পুত্রের কাছে পৌছে দিন এই আমাদের প্রার্থনা।

"সাকাই" নামে এদেশে এক বুনো লোক ( মালয় ) বাস করে, গভীব ও খুব উঁচু পাহাড়ে তাদের অধিবাস, জঙ্গলের লতা-পাতা পরে ও নানাবিধ জীব-জন্ধ পৃতিরে থার, বড় বড় গাছের উপর মাচার মত বর বেঁধে তারা বাস করে। পথে যদি কগনও আদে তবে গাড়ী, মামুষ দেখলে কোন কভি করে না। কিন্তু তাদের আশ্রায়ে যদি কেউ যায় তবে বাঁচাব আশা থাকে না। সেই জন্ম ইংবেজ সরকার আনেক সমন্ধ লোক পাহিমে, নিজেরাও কথন কথন গিছে ওাদের সঙ্গে নিরে আসভেন, তাল দেখে তামাক, কাপড়ে ও নানা রকম ওযুধ তাদের দিতেন এবং তাদের সভ্যতা শিক্ষার জন্ম উপদেশ দিতেন। আমরা কিছু কিছু সাকাই দেখেছি। সাকাই বললে ছোট শিক্ষা ভর ধায়, বড় মামুষ্যাও শিক্ষারে উপ্টেটে নাটা শিক্ষা, উনি এবার রেভিয়ে। থুলনেন। দিক্সারে তথন সাইবেন্ বাজতে, লোককে সেলটারে যাবার জন্ম ও

সাবধান করবার জন্স। একটু পরে কি ভীষণ বম্ পঞ্চার শব্দ—বুঝি রেডিয়ো কেটে যায়। এইরূপ শব্দ বেতারের মধ্যে আমরা কথনও ভানি নাই।

ছোট ছলেদের চিৎকার, নারীদের কাল্লার স্থর স্পষ্ট ভেসে আসহছে কাথার হড়-মৃত্য করে কি বেন ভেঙ্গে পড়ল, আমরা কাঠ হরে বিদ্যান স্বাক্ত করি কি বেন ভেঙ্গে পড়ল, আমরা কাঠ হরে বিদ্যান জানান তিনি বল্লেন, বৃকিট্ টিমার এখন কামানের দার্সাপভঙ্গে, আহত লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেছে। আপীনীর জ্বার্ক্ত করি পরিচয় আরো অনেক তানা গোল, মাঝে মাঝে লোকদের মধ্যে একটি করে দীর্থনিশাস পড়ছে। হঠাং ঘরের দরজা ঠেলে হড়-মুড করে আমাদের হরেশ্বামী ঘরে চুকে চিংকার করে উঠল, স্বাব্ ডাকাত!

ভাকাত , সবাই উঠে দাঁড়াল, রেডিয়ো বন্ধ হল, আমি ছেলেনের 🖟 নিম্নে দরভার পাশে সরে গাড়ালাম, তথন আমার অবস্থা কি রকম ভচ্চিল মনে নাই। সবাট বাটবে গিরে দাঁডালেন; পুরুব **মাছ্ব**় স্ব শুদ্ধ ৯০১০ জন হবে ভাই যা একটু রক্ষা! এগিয়ে বাইরের বারাকায় এসে ওবা সবাই দীড়ালেন, দরভার ফাঁকে মুখ বাড়িবে আমিও একটু দেখবাব চেষ্টা করলাম। যতটুকু দেখতে পেলাম, তাতেই আমার প্রাণ কেনে উঠল। আন্দান্ত ৩০।৩৫ জন চীনা **ডাকাত,** হাতে তীক্ষ ছুবি, পা লম্বা পাণ্টি, গায়ে জামা কিছ বুক খোলা, এবং মহুলা ছেঁড়া ছেলমেট চোথ প্ৰয়ন্ত টেনে ঢাকা সহজে চেনার উপায় নাই। বড়বাবু আন্দাক্তে যা যা বললেন, যে এদের ভেতরের লোকগুলি ষ্টেটেব কনট্রাররের কুলী বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের হাতেই মাইনা থায় অথচ আমাদের ঘাড় মটকাতে এদিকে এই অন্তত হেশে আসচে কেন? ঠক ঠক করে বোধ হয় সবাই কাঁপছে, অ'মি ছ হাত জুড়ে ঠাকুরকে ডাকছি,—এ কি বিপদে ফেললে ঠাকুর, তুমিট রক্ষা কব। এদের সাথে তুলড়াই কবা যাবে না, এক সাথে ভারা সোচা বাস্তা ধরে আমাদের বাসার দিকেই এগিয়ে আসছে. হাতে লাল মশাল হাউ হাউ করে অলছে, কোমরে ছুবি চক্ চক্ কবে উঠছে, চাপা গ**ন্ধীর-গলার কথা** বলছে, হাটার শব্দে পায়ের তলায় শুকনা পাতা মড় মড় শব্দ করে উঠছে আমানের আসন্ন বিপদ ভেবে আমরা শিউরে উঠলাম।

আদর

बीयकी शोबीबानी (मनी

শোন বে থোকন শোন

তুই বে মোদের কান্ধ-ভূলানো বুক-ভূড়ানো ধন।
লাগরণে বুমের মাঝে
তোর সে চলার ছক্ষ বাক্ষে
ভোর হাসিতে স্বরগ নামে ভূলায় পরাণ-মন।
বুমের মাঝে কান্না-হাসি লাগে ঠোটের কোণে
স্থান মাঝে জতীত স্বৃতি জাগে কি ভোর মনে?
কান্না-হাসির মালা গেঁধে
বসলি কোলে জাসন পেতে
ভোরাই বে বে এই বন্ধাতে পারিলাতের বন।

# শ্রীশ্রীরাম পান্তী

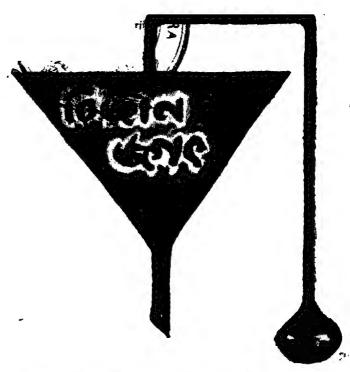
চুড় বিজ্ঞানের সাহাব্যে জগতে নানা জাতীয় বান্ত্রিক আবিহারের আক্রকাল কর-কর-कांत्र । बह्नदारंग विद्यार क्षेत्रात्र वा विक्रमी श्रविश ৰছ বড় বড় কাৰ্য্য সাধিত হইতেছে। যন্ত্ৰ সাহাৰ্যে ৰাৰু, বহিন, জল ও জ্যোৎস্নার সৃদ্ধ সৃদ্ধ সংশ সংগৃহীত ও পুঞ্জীভূত করিয়া প্রভূত পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের প্রধান প্রধান ব্যাপার সমাধা করা হটরা পাকে। সেই সকল বৈজ্ঞানিক আবিভাবের প্রয়োগ **প্রকিরা** লোকচকুর নিত্য প্রত্যক্ষীভূত, অতএব আভ্যেকটির পৃথক পৃথক পরিচর নিভারোজন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকে এই সকল ক্রিয়া-কৌশলকে দৈবলজি বলিয়া ধরিয়া লইতেন, জাহাদের া মতে ইহা ইন্সাদি দেবগণের এক একটি কুদ্র কুদ্র শক্তির কণশঃ প্রাকুরণ। প্রাচীন পদ্বিগণের বিশাস **—ইন্ত্ৰ, চন্দ্ৰ, বায়ু, বহ্নি ও বঙ্গণ এই প্‡ দেবতা** বিহাৎ প্রভৃতি পদার্থ পরস্পরার প্রভৃ। এই বিশাদের ৰূলে আছে শিল্পকলাদি সর্ববিভার আধারভৃত বেৰাদি শাল্প। শালে জাগতিক বাবতীয় বজুৱই

এক একটি অধি-দেবতা নির্দিষ্ট বহিরাছে। বিস্থাতের অধিদেবতা ইন্ত্র, জ্যোৎস্নার চন্দ্র, প্রাণের বায়ু, তাপের বহ্নি এবং জলের বৰুণ। এই বিশাসেই প্ৰবাৰের। কড়েও চিংসভা অমূভব করিছেন; আর সেই অমুভ্তির প্রভাবে ভগবানের বিরাট ভাব সহজে সর্বত্ত ধারণার আনিতে সমর্থ চইতেন। জড় বিজ্ঞানের সহিত চিং-বিজ্ঞানের চর্চ্চা স্থচাক হয় না, কাজেই ক্ষাস্ত থাকাই ভাল; তথাপি ভথাবিধ অধিদেবতার কারণ করেকটি সংক্রেপে কথিত হইতেছে।

দেবরাজ ইন্দের প্রধান অল্ল বন্ধ —বাহার স'হাব্যে তিনি ত্রিলোকজরী এবং ছুটের দমন ও লিটের পালনে স্টি রক্ষার সহায়ক। সেই বজের এক অমোঘ অংশ বিহাৎ। অমৃতকিরণ চল্লের এক ক্ষনীর শৈত্য শক্তি জ্যোৎসা, এই জ্যোৎসারপ অমৃতে ওযধিসমূহ সিক্ত হওরার জীব জাতির রক্ষার জন্ত শতাদি সমুৎপর হর। এইরূপ स्मार-त्यान वायु व्यवस्थान त्वा कीत्वत कीवन मान करत्। वक्तित উত্তাপ সাধারণ অগ্নিনামে অধিললোকের বছিব্যাপারে খাত निर्दारण बन्ननामि कार्या ७ चाल्डव व्याभारव 'देवशनव' नारम বিশ্বাসীর ভুক্ত প্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া ভাহাদের ৰক্ষাবিধান কবিয়া থাকে। আৰু জলাধিপতি বক্ষণের আৰু বিশেষ ৰক্তব্য কি থাকিতে পারে ? বকুণের জল বাহা প্রাণিমাত্রের প্রবোজন --क्रीयनशावरणय कन्न व्यश्विहार्या व्यवस्था । অধিক কি. এই ইম্লাদি দেবগণ ত্রিলোকের পালনকর্তা। স্বভরাং ইহাদের শক্তিসমূহের - বৈৰভাৰ স্বীকার অস্বাভাবিক নছে।

**এট ভাব নবীনদিগের স্থার অধিকাবে অসমর্থ।** তাহাদের শ্বাৰণা ইহা স্বভাব-সঞ্জাত গভামুগতিক ব্যাপার। ্রেকেবারে অসভ্য নহৈ বে, আধুনিক কড়বিজ্ঞান লাভ বিমান-ৰোমাণি আজ বে বিধেৰ সমকে বিষয় আনয়ন কৰিয়াছে, ইহাৰ আৰুৰ সেই আনিভ্ত অধিদেবতা ইন্ত ও ভংগ্ৰন্থতি জড়ি। प्रदर्शक हैरजर पश्चकरन के हिक्किसमय का का का प्राप्तकाल नाका देवलाहिक छैनाज तावन है। सब नाज दर्शक है। मा



জনুরপ বজ বিমানের বা একোপ্লান ও জ্বটম্ বোমের আংবিজিয়া। সভা বা বিশীসের দিক্ দিয়া কুভক্তভাব সঠিত এবিষয়ে চিন্তা করিলে किছ ना किছ तक्क अवनाहे शाख्या बाहेरव । आंत्र शाख्या बाहेरव প্রাচীন তদ্রের একটি থাটি কথা। তাঁহারা বলেন-হিন্দুর আদিওর ব্ৰহ্মার বেদ, বাদ্মীকির রামায়ণ এবং বেদ ব্যাসের পুরাণে আধুনিক আবিষাবের মূল কিছু না কিছু আছেই।

বে সকল শৌর্যা বীর্বো বরণ্য বীর সমুদ্রের দিকে রাজ্য করিতেন. জনপথে সহজ সম্ভাবিভ সর্কদিক হইতে শত্রুব ভীত্র জাক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ম তাঁহাদের তথাবিধ অমোগ মারণাল্প অবশ্য অবলগ্ধনীয় हिन। रेख्यव প্রতিছলী মর্ত্যের ইন্দ্রজিৎ এই আগুবিনাশক বিমান ও ৰোমাছ আহন্ত করেন। কিছু এই অন্ত বে অন্ততঃ বীৰক্ষন সমাজে স্থাদৃত হইত না, কুকুক্তেরে সম্বক্তের তাহার সাক্ষা প্রদান ক্ৰিয়া থাকে। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচাদি নিশাচবেরা যোগ দিলে এক দিবস মুদ্ধে সৌভ বিমান ব্যবহার করে; কিন্তু ইহা বীর-क्टनाहिक नरह विनेत्रा वह कविदा ए छत्रा हरू । वाहा मार्क्टलोमिक অভভাবহ—যাহা আৰু জাপানের নিরপরাধ নরনারী সহ বহু সহয সংচার ক্রিয়াছে, ভাহার অবাধ ব্যবহার কোন সভ্য জাতিব ব্দুমোদিত হইতেই পাৰে না। ফলে বাধুনিক বাণবিক বোমা ব্যবহারে দেশে বিদেশে বিরোধিতা উপস্থিত।

**এই প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য জীবন ধারণের উপবোগী বন্ধ** ও আবহাওৱার বৈজ্ঞানিক বন্ধবোগ। প্রসঙ্গতঃ বিজ্ঞান প্রস্তুত বিশ্বর্কর শস্তাদির বোগবার্ড। কিছু কিঞ্চিৎ প্রদন্ত হইল। বোমা বিমানের বড वक कथा जुनिया देवळानिक विक्यनाव चारनाक नाहे, व वज्ज স্হিত জীবন মরণের সম্বন্ধ, ভাহারই ছই চারিটার আলোচনা করা বাউক।

পাৰকাল মাছৰ বাত্ৰই কৰেঁৰ কভাৰ সেবক, সেই কৰেঁৰ

আধুনিক কৈঞানিকগণ লোক ব্যবহারের উপবোসী নানাপ্রকার বস্তু স্ব মনীবা অফুসারে আবিকার করিয়া লোক সমাজের আপাডতঃ উপকার করিয়াছেন এবং অর্থাপ্রমেরও নানারূপ স্থবিধা করিয়া দিরাছেন।

সমাজে প্রথম সর্বাধিক প্রয়োজন থান্ত ক্রব্যের; তথাধ্যে ধান চাউল, কড়াই ডাইল ও গম আটাই আবলাক বেলী! প্রাচীনকালে ধান হইতে চাউল, কড়াই চইতে ভাল এবং গম হইতে আটা তৈরারীয় যা ছিল টেকিও জাতা! প্রথম সে ছলে হইরাছে চাউল-ডাইল-কোটা ও গম ভাঙ্গান কল। এই সকল কলের আবিভার সম্বন্ধে রুজি দেখান হয়—লোক সংখ্যা এতই বাঙ্রিছে বে, চাউল প্রভৃতি কলে কোটা না চইলে চাইলা মেটে না। এ কথার অর্থ বেশ ব্বিতে পারা বায় না। ইহা প্রায়ই দেখা বায়—বড় বড় কলে আনক কূলি গাগাইয়া অধিক মজুবীতে কাজ করাইয়া মালিকরা এত মাল মজুৎ করেন ক্রেমানের মধ্যে তাঁচালিগকে তুই এক সংখ্যাহ কল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতে হয়। তথান কুলীরা কাজ না পাইয়া কঠ পায়। যথন টেকী ও জাঁহায় চাউল ভাল আটা প্রস্তুত্ত তথন চাউল ভাইলের অভাবে কেই না থাইয়া রহিয়াছে বা মরিয়াছে, এমন কথা খনা বাইত না। জবলা ধান্ত গম প্রভৃতি মূল জিনিবের অভাবে কে

সেকালের গৃহত্ত্বে গৃহের সংলগ্ন একথানি টেকি ঘরও এক একটা কবিরা ঢেঁকি থাকিত। গৃহত্বেরা নিজের আহাবের জ চাটল ভাইল ভ প্রান্ত করিভই, উচার এক বিশেষ অংশ বিক্রয় করিয়া বয়-বেসাভি নির্বাহও করিত, এই সমস্ত বস্ত ্রাহারা অবিশ্রাম্ভ ভাবে প্রস্তুত করিয়া বাইত। অভএব অভাব ইংত না। তার পর আমদানী আসিল চাউল কোটা কলের। ্ৰ দ্ৰুত চাউল প্ৰস্তুত ও মজুত হইতে লাগিল বে, কল প্ৰায় বন্ধ রাখিতে হটত, আর সেট জনমজুরের কষ্ট। এইরূপ কলের প্রথম আবিকার চইল থ্র স্থলভাবে—কতক মজুর কলের মূথে ধান ওঁ জিয়া দিত ; কেহ কেহ বেগে ঘুৱাইত। তার পর আরও স্ক হইল ইহার দ্ভিত ইলেক্ট্রিক বোগ। মঞ্বের প্রবোজন কমিয়া গেল, ছ-ছ ভৈয়ারী জিনিব বাডিয়া চলিল। যে সব বড বড গঞ্জে ছই চারিটা व एटा कि कन विभिन्न किन, लाब शान वक हरेया; इहे हाविहा াহেব কোম্পানীর কল আন্তও অচন ও অটন। বলা বাছল্য-াইল কোটা ও গম ভালাও একই দলে মিলিত হইল। এই কলের ্যাউল ও **ভাইল থাইয়া .দেশে দেখা দিল বেরিবেরি। থাত শক্তে**র াত্রে তুবের অব্যবহিত নীচে বে এক প্রকার পর্দার মত পদার্ঘ থাকে া বৃহসার বা ভাইটামিন। এই ছান্সার মাছুৰের খাভ জব্যের ারিপাচক, রুস রক্তের বর্দ্ধক ও ওজধাতুর পোবক। কিছ কলে এমনই গবে উগ কাটিয়া ভূলে বে, ভাষার চিছ্মাত থাকে না।

এদেশের প্রধান থান্ত ডাইল ভাত, আৰু কাল ব্রের ডাওতার ছিলা দেশের লোক আটা ক্লটিতে অভাত। চাউলের পূর্বেলিড শিরিণাম অনেকেই অনেক পূর্বে অমূত্র করিরাছেন, কিছ ডাইলের ক্লার বিষয় চিন্তাও করেন নাই। টেকিডে কোটার বা ক্লাতার বিষয় ছক্সার নাই হয় না। কারণ উহার শেষণ হর আছে লিডে কাঠেও পাবাণে; আর কলে হয় লোহার ও অভাত তিবেলে। অম্বিশ্রা লোহার ক্ষত ক্রিণ ক্ষতের ক্রুবার বা বার্মা

একেবারেই থাকে না। মানুষ থার ছিবড়া। এইরূপ থাকে বেরিবেরি ছাড়া আরও অনেক অনিষ্ট মানুষের নিত্য হইরা থাকে। আর্থা কাল মন্তিকের বিপর্যার ও রক্তগীনভা জনে জনে প্রত্যক্ষ। বা শেষ সম্বল ভাইল ভাভ, সে গুড়েও বালি। সালাসিদা ভাল ভাজা যে ছলে রাধা হইত, সেথানে সম্ভ্রাণ সোরভ অল্পভুত হইত, এবন তাহা হর না। স্ম্ভ্রাণের প্রধান কারণ মাধুর্যা, তাহার অভাবে সোরভও লপ্ত।

সাধাৰণ নগণ্য কাষের থাত বিচারের একটি ছোট কঁথা বিলি।
কোন একস্থানে বৃদি চাউল ধান বোদ্রে ওখাইতে দেওরা হর, তবে
কাক আসিরা প্রথম পড়ে ধানের উপর। তাহারা ঠোঠে করিয়া
ধান পুঁটিয়া থায়, তথাপি তৈরেরী চাউল থায় না! ধানের
সভ্যোনিকাশিত-তুব চাউলের সহিত হক্সার অধিক থাকে, কাঁড়াইলে
কিছু কমিয়া থায়, এজ্ঞ মনে হয় কাকেরা ভিটামিন বহল পাভ
থায়, তবু বিকৃত থাতে সন্তুপ্ত নয়। কাকও পরিশ্রম কবিয়া মাধুর্বায়য়্র
মোটা থাত থায়; আর আমরা বিনাশ্রমে চিকণ চাউল পকাছরে
সহজ লভ্য—ছিবড়া থাইতে ছাড়ি না। ফলে চিকণ থাইতে থাইতে
এত চিকণ—এত ক্ষাণ হইতেছি যে, ক্রমে হাওয়ায় উড়িয়া জম্মুর্ভ
হইবার বাগাড়।

মফস্বলের ত কথাই নাই, এই জতি উপাদের উপকারী **ছুল হয়** প্রত্যেত্যক গৃহত্বের গৃহে গৃহে ছিল. সহরেরও অক্তর এবং কলিকা**ডার** জনেকে জনেক দিন আগে দেখিয়া থাকিবেন—উণ্টাডাঙ্গার ঢেঁকশালসারি, হাটখোলা আহিরীটোলার ডালহাড়াপটী। ভোর পাঁচটার সমর ঘর ঘর শবে বহু ডাইল ও গম ভাঙা ভাঁতা যুড়িত। এশন একটিও নাই।

আর একটি জিনিব জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈল। এই তৈল প্রস্তুত হইত গাছের ঘানিতে। ঘানি টানিত বলদে। কাঠের অকঠিন ঘানি, চলিত বলীবর্দের মৃত্ মন্থর গতিতে। টস্ টস্ করিবা তৈল পড়িত বিন্দু বিন্দু আকারে। সরিবার অক্সার শাসের সম্প্রনিম্পবিত হইরা এমনি মধুব বসেব প্রসেব করিত বে, সেকারের গোক ঘুতের সহিত সেই তৈলের তুলনা করিতেন। আর এখন ? এখন—সেই তৈলবীক্ত সরিবা কলে পড়ার সরিবার তৈলের উপকারিতা স্লিম্মতা বেন কোথায় অক্তহিত। কেন-বে বান্তিক করের স্থাতি শাল্পে নাই, এমন কি শাল্পে বাহার নিন্দাঞ্জতি বিভয়ান, যাহার দৃষ্টকল বিবিধ ব্যাধির আধিক্য—কলেরা, বসন্ত, মেলেরিবার মান্ত্র মরিরা উল্লোড, তাহাই আক্ত আম্বা ভাল ব্রিরা গ্রহণ সেকন করিরা আপনাকে স্থী মনে করিতেছি!

পাশ্চান্ত্য শিক্ষিত জনৈক বিশিষ্ট নেতা এই বছবোগকৈ সংসাৰেৰ অক্ল্যাপকৰ বলেন। বস্ত্ৰ বয়ন বিজ্ঞানে নবীন বৈজ্ঞানিকৰা বে সমাজেৰ প্ৰভৃত উপকাৰ সাধিত কৰিয়াছেন তাহাও তিনি তভাবহ বলিয়া স্বীকাৰ কৰেন না। অথচ তাহাৰই কৃতী সন্তান বান্তিক জীবিকা লইয়া সন্তঃ এ বেন 'মনক্লক বচক্লক্ষ কৰ্মণ্যক্ষ' ইত্যাদিৰ মত জনমহাস্থাৰ পৰিচায়ক!

জগতের স্টে ছিডিও সংহার বিজ্ঞানের উপর নির্ভর। ইহার উৎপত্তি ও পালনে বিজ্ঞান বেমন সাহায্য করে, আবার বিনাশেও তহুপ নানা ভাবে বিভাবিত হয়। ভয়ব্যে বাহা ৭ও প্রলয়, বাহাতে ব্যাপ্তের কিছু অংশ মানে হয়, ভাষার প্রভিকানের উপার নির্ফশ শাছে আছে, কিন্তু মহাপ্ৰদরের কোন প্ৰতিকাৰ নাই। ছিবিধ প্ৰদরেই বিবিধ উৎপাত বা উপক্লব দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষেত্ৰ-ক্লিশেবে কিছু কম ও বেশী।

উৎপাত দিবিধ—আন্তরীক ও ভৌম। আন্তরীক বা লাকাশের উপত্ৰৰ-দিৰ-দাহ, উভাপাত, ধূমকেতৃ, আকাশ হইতে নক্জাদি জ্যোতিক পদার্থের পতন, নক্ষতের কক্ষ্যুতি, গগন হইতে নক্ষতের খ্যাৰা পড়া কিংবা একছান হইতে স্বিয়া গিয়া অক্সছানে স্থা হওয়া ইভ্যাদি। 'ভৌম বা মৃত্তিকা হইতে উপিত উৎপাত—উক্ষশ্ৰেষ্ট্ৰৰ আয়িম্ম ধাতু গলন, ভূমিৰুল্প প্রভৃতি। এই সহল উৎপাতের স্ত্ৰে সংস্ক উপস্থিত হয়—আতবুটি, অনাবুটি, অগ্নিবৃটি, ছভিক, হুহামারী। এতরব্যে আন্তরীক উৎপাতের ক্ষণ ও প্রতিকারোপার মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্র সভায় অক্তম বহু বিশ্বিখ্যাত জ্যোতিবিপ্ৰবৰ ব্ৰাছ মিহিৰেৰ পিডা আদিত্য দাস "বৃহৎ-সংহিত।" নামক পুস্তাকে বিক্ত ক্রেণে প্রকাশিত করিয়া দীয় তনয়কে অধ্যয়ন ক্রাইরাছিলেন। উপশ্মের উপায় অবশ্য শাল্ল-বিহিত বাগবজ হুমধের বিষয় তাহা নবীন সমাজে আজ কাল ফ্রীকারী আখ্যায় আখ্যাত। নবীন বিজ্ঞানেও অংশা হত্ত্বোগে উৎপাত উৎপত্তিব সারণ কিছু কিছু প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপশ্মের উপায় বড় किছ विल्य कविया वना इव नारे। विन वा किছ वना इव, छाहाउ ব্ছকালব্যাণী আলোচন। গবেষণার গর্ভে পড়িয়া দীর্ঘ কালে ক্ষুল প্ৰসৰ কৰে, কলে ইতি মধ্যে তুই এক পুৰুষ কাটিয়া যায় ও छित्वना करछ इटेबा शास्त्र ।

অভিনহস্য ভৌম উপস্তব ভূমিকশপ প্রসঙ্গে একটি হাক্সকর বটনা আছে, এই জাতীর উপস্তবের উদ্ভব কারণ শাল্তে অভি-ক্ষাক্রিক, নবীনবিজ্ঞানের সহিত মূলগত মিল থাকিলেও ব্রগ্র ক্ষাক্রকানাই।

্ বিষয়ে প্রবাদরণে একটি গর প্রচলিত আছে। এদেশের সেকালের বাদশা নবাবেরা ছিলেন খুব খ্যালী। এক সময় বাদশার উদ্যোক্ত হয় ভূমিকশ্পের বিবর জানিতে। সেকালের কৃষ্ণ নগরের রাজা ছিলেন বাদশা নবাবের এই জাতীয় বহস্তমর

প্রের হইল ভূমিকম্প কেন হয় ? রাজা দেখিলেন শাজের
কথার বাদশার বিধান না হইতেও পাবে, চিন্তিত হইরা রাজা
গোপাল ভাড়কে বলিলেন। গোপাল ছিলেন খুব বুছিমান,
ভিনি এক প্রকাম মন্ত্রীয় মত কার্যকারী, কিন্ত কটিনাটি অধিক
ক্রিতেন বলিয়া তিনি 'মন্ত্রী' নাম না পাইয়া নাম পাইলেন ভাড়।
ক্রেশ্য ভাহার সেই কটিনাটি শিষ্টাচার বিক্রম ছিল না বলিরা তিনি
ক্রেশ্যের অত্যন্ত প্রিম্পাত্র ছিলেন।

গোপাল পেলেন বাদশাব বাক্যের উত্তব করিছে। গোপাল স্থার সিরা বলিলেন— হিন্দু মনিরা অলিদত্ত হইরা ধুমমার্গে আফালে বার, ভাহারা উপরে কখন কি হর, ভাহাই বলিতে পারে। আর মুসলমান মনিরা বার মাটিতে, তাহারা জানে মাটার মীলের ববর।

পুৰেই শশিরাহি নবাব বাহশাহরা থালী লোক। ডাক পড়িল মুন্দবানবের। মুন্দবার্ক জ্যোভিধারা ইহার কোন উত্তর নিডে. না পালিয়া স্থোপ্তর গোপালেক গ্রহণ বইলেন। তথন বোপাল হিন্দুশাল্প সমত কারণ বলিরা দিলেন। সে কারণ পরস্পারা এই—"এই বিশাল পৃথিবী একটি আধারের উপর অবস্থিত। কুর্ম (কছেপ), দিগ্গজ, অনন্ত নাগ এবং আধার শক্তিরপা প্রকৃতি দেবী। তাঁহারা বখন কোন কারণ বশতঃ চক্ষল হন, তথনই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। তাঁহাদের চক্ষল হওয়ার কারণ পৃথিবীতে পালী লোকের পদতর। বলা বাহল্য—পুরাণে বলা হইয়াছে—"পৃথিবী বলিয়া থাকেন—পর্কাত সন্তর্মাগর প্রভৃতির ভার ইইতে পাণী লোকের পদতর অত্যন্ত অধিক হুর্ভর।"

বাহ'ক, মুসলমান জ্যোতিবীরা গোপালের মুখের কথা একটু গুছাইয়া বলিলেন, বাদশা সন্তঃ হইলেন। গোপাল অবশ্য এই সকল কথা আরও ভাল করিয়া নিজেই বলিতে পারিতেন। কিছ ভাগা না ক্রিয়া কৌশলে মুসলমানের মুখ দিরাই বলাইলেন।

এই ভূমিকস্পের বিষয় নবীন বিজ্ঞানের যদ্ধেও জানা বার কোথাও কস্পন হইরা গেলে—পূর্বে নহে। কস্পের একটা বস্থার জাসিয়া বন্ধে পড়ে। এই বন্ধ কলিকাতার জালীপুরে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পবিজ্ঞতীর্থ কানীতে মান মন্দিরে বহু বৈজ্ঞানিক বন্ধ স্থাপিত ছিল। মন্দির গাত্রে খোদিত সেই সকল বন্ধের থান্ধ বা সংক্ষিপ্ত আকার প্রকার দুট্টে স্পাইই ভারতীয় বিজ্ঞানের গোরব সমাক্ উপলব্ধি হয়। প্রবাদ—স্থানেক উত্তম উত্তম বন্ধ উহা হইতে খুলিয়া লইরা বন্ধপনীল ইংরেজ সরকার তাঁহাদের বিজ্ঞান গবেষণাগারে বন্ধিত করিবাছেন 1

নবীন বৈজ্ঞানিক ভূমিকস্পের যে কারণ নির্দেশ করেন, ভাগ এই :---

ভূগতের অভ্যন্ত তলদেশে কোন সময় গৰুক উৎপন্ন হয়।
ইহা প্রায় মাটিব নীচে কয়লার উৎপত্তির মত । দীর্বকাল সঞ্চিত
থাকিয়া ঐ গৰুক জ্মাট ধবে। ইহা ভয়ত্বর দাক্ত পদার্থ। উহাতে
বেমন উপরক্ষ মৃতিকার চাপ পড়ে, তথন উহা জ্ঞাপনি-আগনি
ক্ষানা উঠে। তাহারই বিপুল তাপে পৃথিবীতে হয় কংশ্ন।
উাহাদের মতে গৰুক উৎপত্তির কারণ বিশেষ কিছু বলা নাই

ভূষিকলপ ৰে ভূগভেঁৰ ব্যাপাৰ এবং তাহা বে কোন বস্থ-বিক্ৰতি হইতে উদ্ভূত, এ বিবৰে নবীন-প্ৰাচীন উভয় বিজ্ঞানের একই মত। নবীনেরা বলেন সেই বন্ধ গন্ধক; প্রাচীনেরা বলেন আবাব শক্তিৰ চাঞ্চা আব সেই চাঞ্চাের কারণ, পাশী লোকেব আচরিত কলাচাব।

কাৰীতে কথন ভূমিকলা হইত না। অতি অস্তৰ কথা অপ্ৰমাণ কৰিবাৰ জন্ত এক কালে লোকে বলিত—"একি কানীতে ভূমিকলা।" এখন সেই কাৰীতে ভূমিকলা হয়। মনে হয়— কাৰীতে কোন এক কালে পানী লোক একবাৰেই ছিল না। তাই ভূমিকলাও হইত না।

নবঁ ন বাম আবহাওয়া কড়বৃটির পূর্ব্য লক্ষণ বিশদভাবে প্রতিফলিত
হয়। এ বামের কর্মকর্তারা সংবাদ পত্রে প্রচার পরন্দারা বারা সাধারণকে
সতর্ক করিতে চেটা করিয়া থাকেন। এই কপে প্রচার অপেকা সচ্চে
আবহাওরার বছল প্রচারের এক প্রকৃষ্ট উপার প্রাচীন প্রশের প্রচলিত হিলানাহা বারা দেশের সাধারণ বিশেষতা চাবী বাসীদিপের সক্ষা বোদ্য, সক্ষা বারা ও উপকার প্রায় হিলা। ত্তাবের
বিশ্বা বিশ্বা প্রভানীর সমাজ্ঞার ভাষা বিশ্বার প্রায় । ১

737

বা বা বাবি পাতা নাই, ইহা সেকালের লোকের হালম্বর গাঁথা থাকিত, ইহা প্রত্যক্ষমিত কিছ বাবলাসপেক। বহু কাল পূর্বে ব্যোতিববিভার বিচক্ষণা থনার মূথে ইহা হাজ্ত হইরাছিল। বাব মাসের মধ্যে একমাত্র পৌষ মাসকে লক্ষ্য কবিয়া কাল ইহার ব্যাখ্যা করেন। সাধারণতঃ এ বিবরটি অধিক লোকের ধারণার মধ্যে না থাকিলেও অবণ করাইয়া দিলে হয়ত অনেকেরই মৃতিপুথে পাতিত হউতে পারে। সমস্ত বৎস্বের আবহাওয়ার লক্ষণ সমন্বর একমাত্র পৌষ ব্যতাত অভ কোন মাসে হয় না। তাই থনা কহিরাছেন—"বাগে পাছে দিয়া ধয়ু মীন অবিধি তুলা। বিহা মকর কৃত্ত দিয়া মাস থাটিরে গেলা।"

৩ • দিনে এক মাস। এক মাসে বারটি রাশির আবর্ত্তন চইর।
থাকে। ৩ • দিনকে ১২ দিরা ভাগ দিলে এক এক ভাগে হয় ২।
দিন। রাশিও সংখ্যার বারটি এবং বৎসবের মাস সংখ্যাও ১২। রাশি
বারটির নাম—মেব, বুব, মিখুন, ককট, সিংচ, কক্সা, ভূলা, বৃশ্চিক
(বিছা), ধয়, মকর ও কুছা। বার মাসে এক বৎসব। এক একটি
রাশি এক একটি মাসেব নিয়ামক। মেব রাশিতে বৈশাপ, এইরূপ বুদে
ক্রার্ক্ত, মিখুনে আবাচ, কর্কটে প্রাবণ, সিংচে ভাল, কল্পায় আধিন,
দুলার কাত্তিক, বৃশ্চিকে অপ্রচায়ণ, ধয়ুতে পৌব, মকবে মাঘ, কুয়ে
কাল্ভন, মীনে চৈত্ত। এই ভাবে মাস-বাশির সহস্ত।

খনা বচনে বলিভেছেন—ৰে বংসর পৌবের প্রথম ১। দিন আবহাওরার অবস্থা হেরপ থাকিবে সে বংসর সমস্ত পৌব মাসের শেবের ১। দিন আবহাওরা অবিকল তদমুরূপ চইবে। অবশিষ্ট ২ ৭। দিনে বে পুথক পুথক অবস্থা প্রকাশ পাইবে, ভাহা হইতে ক্রমাগত চৈত্র, বৈশাথ, কৈ, ক্র, আবাঢ়, প্রাবণ, ভাত্র, আখিন, কান্তিক, অগ্রহারণ, মাঘ ও ফাল্ভন মাসের আবহাওরা নিণীত হইবে। পৌবের অবস্থার বিষয় পুর্বেই বলা চইয়াছে।

পৌষের সোয়া দিনের পর ২। দিন পর্যান্ত আবহাওয়ার অনুরূপ আবহাওয়া হইবে অনেক পরবন্তী সমস্ত চৈত্র মাসের। এইরপ তংপরও ২। দিবসের স্টেত অবস্থা তংপরবন্তী বৈশাথে হইবে। এই প্রকার নিয়মে ক্রমশা স্থান্ত ১ইতে ফাল্ডন পরান্ত মাসের অবস্থাব বিষয় নির্দিত হইতে পারিবে! ইহার মধ্যে বে দিন দেখা বাইবে মেঘা স্পার, বাত বা বৃদ্ধিপাত, তখনই দেখিতে হইবে, উচা কোন মাসের আবহাওয়া নিরুপ্ক ২। দিনের মধ্যে পতিত হইবাছে।

এ ভাবের ব্যত্যর হইতে বড় একটা দেখা বার না। বনে হয়।
সমস্ত পৌব মাসটার সংঘটিত চক্ষণগুলি বদি লিখিরা রাখা বার, ক্র্
সহজে ধরিতে পারা বাইবে—সমস্ত বংসরের ভাবী অবস্থা। ইত্
গৃহস্থের পক্ষে কম উপকারের ক্থা নহে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাক্ষালীয়
পক্ষেও বছল ভাবেই আবশ্যক।

পাঠিক পাঠিকাগণকে আন্নও একটু সহজ্ব করিয়া বুরিবার ক্মেরাই দিতে চাই। সকলেই জানেন বার মাদের মধ্যে পোর মাদের অবস্থা টানা এক ভাব থাকে না। কথনও বেশী শীত, কথনও জন্ম শীত কথন শীতের এমন শৃষ্ঠতা বে, দেহে ঘাম দের। কোন দিন আহাল মেঘাছের, কোন দিন আর, আবার কোন দিন প্রবেগ রাভাস, ক্ষেরই দিন বৃষ্টি। এই বৃষ্টি কোন কোন পোরে বারা বর্ষণ-রূপেও হইটোলেখা বার। এই আবহাওরার বৈষম্য বা বিকৃতি পোরেই প্রস্তেশ হইরা থাকে। ইয়াকে বারুলার লোক মাস খাটান বলে। একলারা পূর্বেজিক নিরমে পোর মাদের হিসাব করিলে সমন্ত বংসরে কথন কিরপ অবস্থা চলিবে, সহজ্বে বৃথিয়া লাইরা চলিতে পারিরে। ইহাতে গৃহস্থ চাবীবাসী প্রভৃত পরিমাণে সকল কার্য্যে সাম্বাভার লাভ করিয়া কুতকার্য্য হইতে পারে। পূর্বকালের প্রাচীন চারীরা এই মাস খাটানর থতিয়ান রাখিত এবং সমর বৃথিয়া বণান-রোপবারী ব্যবস্থা করিত।

এবার বেরপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বৃষ্টির জনতা ধুর বিনী। এক দিন মাত্র—পৌবের ওরা আকাশে সামাত হেবসকাব হয়। সে মেঘ ঘন নহে কেবল ঘোলা বোলা ভার।
২।১ কোঁটা বৃষ্টিও পড়িয়াছিল কিছ খুব প্রবল না হউক. বাভালা
বহিয়াছিল। এ-বংসর ইহার প্রত্যক্ষ কল দেখা দিয়াছে।
১০রের গত ৮ই এবং ১৬ই তারিখ হইতে করেক দিন হেবএবং তংসহ বাতাস ও বৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পর বৈশাশ মাসের
আবহাওয়ার প্রচক পৌবের ৬ই তারিখে যে সামাত মেবের
স্থিত বাতাস বহিয়াছিল, ইহাতে মনে হয়—হয়ত কাল-বৈশাশীর
বড় বড় বক্ষের ত্'-চারটা হইতে পারে, কিছু বর্ষপের জভাব
হওয়ার সম্ভাবনা অতাধিক।

এই সৰ আবহাওৱাৰ উপৰ শক্তোৎপত্তি, আৰোগ্য প্ৰস্তৃতি মানুবেৰ অভ্যাবশ্যকীৰ জীবন-মৰণেৰ আশা-আনন্দেৰ নিৰ্ভৰ। জানি না, জগদখাৰ মনে কি আছে।

# পাহাড়ের কোলে

বিশ্ব বন্যোপাধ্যাম

বড়ো পাছাড় বাব তলার

গুমোনো প্রাম হেনে এলার !
উঠেছে চাল এক কালি
বাবেছি চেবে মন থালি ।
উঁচু পাহাড় ভাব তলার
ভোট হোভ হেনে পালার ।
উঠেছে চাল এক কালি,
চেউরা দেব হাড ভালি ।
বিকে আকাশ ভাব তলে
ভানী মাজান কীবে চলে ;

ছোট প্রোভ তবুও হার
ভাঙলো পাড় চেউরের যার !
পুরোনো হাড়, নেই কো সাড়,
গুরু বিমার কালো পাহাড়,
থাড়া ওঁচার চাদ ফালি,
শিহরে মন খালি থালি।
মাঝ রাতে এল জোমার
শৃত্ত মোর ঘর-ছরার;
নেই কো মন আমি আছি—
ফুলবিহীন মালাগাছি।

## সাংখ্যকারিকায় বেদান্ত

₹

#### **बै**हिन्द्यनान्य यागी

#### সাংখ্যমতের জন্ম পাডঞ্চলের ব্যাসভাব্য ও মহাভারত

ক্রেই কেই আজ-কাল পাতঞ্চল দর্শনের ব্যাসভাষ্য এবং তাহাতে উদ্যুত পঞ্চশিখাচার্ব্যের বাক্যাবদীর দারা সাংখ্যমন্ডের পরি-কার সাধন করেন, এবং ইহাবেই সাংখ্যমত নির্ণয়ের সম্যুক্ পদ্ধা বলির। निर्फ्नि करवन । (स्ट्र्ड, श्क्नियोगार्थ) देशकृतकृतकृत छक्र । देश छाहाव া সাংখ্যকাহিকার উপবর্জ স্বর্গই বলিয়াছেন এবং তিনি প্রক্ষিধাচার্য্যের ৰচী তা নামক গ্রন্থের সার সংকলন করিয়া সাংখ্যকারিকা নামক **গ্রন্থের প্রথমন করিয়াছেন।** ইহাও ছিনি স্বত্ই প্রচার করিয়াছেন। কিছ সাংখ্যমত বিনির্ণয় ইহা যে কতদুর সমীচীন প্রা ভাহা ভাবিবার ৰিবর। কারণ, বাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহার। সাংখ্য ও যোগকে এক অৰ্থ্ড শান্ত বলেন : ভাঁচাদের মতে সাংখ্য জ্ঞানযোগ এবং যোগ ভাহার। সাংনকাও। এ বিবয়ে তাঁহার। বছ যুক্তিও প্রদর্শন করেন। এই সকল যুক্তির কথা পরে আলোচনা কর যাইতেছে। তথাপি আমাদের মনে হয়, ব্যাসভাষ্যের ও তহুক্ত পঞ্চাপ্রাচার্ব্যের উক্ত সাংখ্যমত, মহাভারভোক্ত পঞ্চশিথাচাই্যের এবং অপরাপর শ্ববির্চের সাংখ্যমতের সমকক হইতে পারে না। ইহার কারণ, পাতঞ্জ িৰোসম্বত্ৰের ব্যাসভাষ্য যদি পঞ্চশিখাচাৰ্যের কয়েকটি বাক্য (১১) উদ্যুত করার, সাংখ্যমতের প্রমাণ হয়, তবে যথন মহাভারতের ৰাস ছই-ছইবাৰ চারিট অধ্যান্ত ২১৮ ও ২১১ এবং ৩২ ৩ ৩২১ অধ্যাত্রে পঞ্চলিখের মত বথেট সবিস্তাত্রে বহু প্লোকের ছারা বর্ণনা করিতেছেন, তথন ভাগা তদাপেকা কেন বদ্বত্তব প্রমাণ চটুবে ৰা? কোৰাৰ ব্যাসভাষ্যের ১৯টি বাব্য আৰু কোথায় ব্যাসের **সহাভারতের চারিটি অ**শ্যায়ে ৩০৬টি স্লোক। কোথায় যোগসূত্রের ভাষ্টাৰ আধুনিক ব্যাস, আর কোথার মহাভারতের বুক্ট্রপায়ন বাান। প্রাচীনভার এবং প্রামাণ্যাধিকোর সম্ভাবনা কোথার ? ভাষার পর মহাভারতে কেবল পঞ্চাল্থ যোগ ও সাংখ্যমতের বক্তা बार्टन, किंद्र विनिष्ठं, शास्त्रवद्या, खेपा. किंग्रिक, टेरम्क्शायन ८ क्रा আছতি সাংখ্যমত বৰ্ণনা ক্রিছেছেন, দেখা যাচ। স্ক্রেট কিছু না কিছু বিশেষৰ আছে ; ইহা দেখিলে মনে হয় কাল্ডেমে সাংখ্য-মতের পরিবর্তন ব্রাটবার জন্ত ব্যাস্থের এই সব মুনি-ক্ষির মুখ দিলা সাংখ্যমতের বর্ণনা করিতেছেন।

তাহার পর বোগস্তের ব্যাসভাব্যের নামগন্ধ, পুটার অষ্টম শতান্ধার পূর্বেক কোন প্রথম পাওরা বাইতেছে না। আধুনিক বৌদ্ধানতের শব্দ বাসভাব্য মধ্যে দেখা যার। এইরপ নানা কারবেই বোধ হয়, মহাভারতের ব্যাস এবং গোগস্ত্তের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের ব্যাসভাব্যের বাব্যের বাব্যের বাব্যাবাধিক্য ঘোষণা করেন, তাঁহারা ইচা দীকার করেন না। মহাব্যারতের ব্যাস প্রতিন। ইহা আব্দ প্রোর কেইই অন্ধীকার করেন না। কেবল তাহাই নতে, পাত্রবাস্থ্যের ব্যাসভাব্যের করা, গুরীর নব্য দশ্য শৃতান্ধীর বাচপতি নিশ্যের পূর্বেক কোন প্রত্ম পাত্রা বাইতেছে না। ক্ষেক্ত

বৰ্তনা, বুজাৰ বুজাৰ প্ৰতিবাদ বাংতাহন ভালে ব্যাসভাৱের নিৰ্দান পাওৱা বাড, কিছ ভাষা হয়। ভাষাতে বোগণায় নাত্রের উত্তেব আহে, ব্যাসভাবেরে কোন নির্দান নাই।

ব্যাসভাব্যে পঞ্চলিথ অবির বাক্য বে ১৯টি উদ্ধৃত করা ইইবাছে, সেইলি একত্র করিরা মধুপুর কপিল মঠের ব্রক্ষচারী বীনং চিংপ্রকাশ একথানি এছ প্রকাশ করিবাছেন। ইহাতে বীনং দামী হরিহ্রানক আবশ্যক সাংখ্যাচার্ব্যের ভাষ্য এবং অস্কুরাদাদি সংযোজিত করা ইইবাছে।

#### প্রাচান যোগদর্শন ও পাতঞ্জ যোগদর্শন

নানা বোগৈখবাসম্পন্ন বোগসিত ভগবান শহরাচার্ব্য "এতেন বোগ: প্রত্যুক্ত:" (২০১০ ) এই ব্রহ্মুক্তের ভাষ্যে যে বোগসুক্তের বাক্ উদয়ত করিয়াছেন, ভাহা বর্তমান পাতঃল ধোগপুত্রে দেখা যায় না। শহরাচার্য দেখানে বে স্ত্রটি উদ্ধৃত ক্রিয়াছেন, ভাতঃ **ঁজৰ তত্ত্বলন্মোপায়ে। যোগ:। শুকান্তরে পাত্রল যোগসূত্** যে প্রটি আছে তাহা "যোগঃ চিত্তবৃতিনিয়েখঃ।" ইহা চটাঃ मरन इष्ठ, यागमर्थन धकारिक हिन। कारण 'এएन हारांशः काष्ट्रान्छः' (২১৩) এই ব্ৰহ্মসূত্ৰের ভাষ্যে পাছজন স্ক্রের কোন স্ত্র উদ্ধৃত না হইলেও; ব্ৰহ্মসূত্ৰ ১:৩।৩৩ সূত্ৰের ভাষ্যে বাধ্যায়াদিইদেবত। সম্প্রের্গ: এই ২।৪৪ পাত্তল স্তের উল্লেখ দেখা যায়। জাপার ২ ৪।১২ ত্রদক্তের ভাষ্যে অমাণবিশ্ব্যুটবিকল্লিভাপ্তায়: " এই ১।৬ পাত্রল যোগসূত্র উদ্ধৃত ইইরাছে, দেখা বায়। বলতু: প্রবাদও আছে, বোগদর্শন হুইথানি—একখানি মাহেশ্ব-ৰুত 🕬 আছথানি পাভঞ্জাকুত। অবশ্য ১০৮ উপনিষ্দমধ্যেত্ৰভাক উপনিবলৈ যোগের কথা যথেষ্ট বিশনভাবে বলিজ হইজে দেখা যাত্র মাতেশ্ব বে গের এন্থ বলিতে শিবসংহিতা এবং বিশাল বন্ধ শাস্ত ও পাক্ষরতা শাল্ভীয় কোন এছ-বিশেষ বিচয়া গ্রহণ করা যায়। আৰ প্ৰজাদিৰ যোগ বলিভে হিৰণ,গৰ্ভ-৫ বড়িভ যোগ বলিভে পারা যার। তবে যে যেতিশাল্ডের পুত্র "অধ ভত্তদর্শনোপায়ে বোগ:" সেই যোগ প্রস্থের কোন পরিচর এ পর্যন্ত আম্বাপাট नारे। कन्छ:, हेश श्रुष्टि मान हत्, श्रुष्टेक्न ह्यांश्रनात्त्र्य १११ শহরাচার্য্যের সময় ৫চলিত ছিল। আর যাহা আঞ্চ লুগু ডাহাই সম্ভবত: প্রাচীন যোগশান্তীয় এম। তবে যে যোগদশ্নের উপর ৰ্যাসভাষ্য বৰ্তমান, ভাষা পাছঞ্জ যোগদৰ্শন। এই ব্যাসভাসেই পঞ্চশিখের কথা আছে। অভএব এই ব্যাসভাষ্য যে বোগদর্শনের <sup>উপায়</sup> ৰহিহাছে, ভাহাৰ আবিভাৰ-কাল জানিতে পারিলে বৃষ্ট্রপার্ম ব্যাসের পঞ্চলিখের বাক্যের প্রামাণ্য অধিক কি ব্যাসভাগেত পঞ্চশিথ বাষ্ট্রে প্রামাণা অধিক, ভাষ্টা বুঝিবার পক্ষে স্থবিধা হটবে।

#### পাত্তল যোগদর্শনের আবির্ভাব-কাল

দেখা বার পাণিনি ব্যাক্থণের উপর বে মহাভাব্য আছে, তার মহর্বি প্রজাল প্রবীত। ইহার অপর নাম কণিভাষ্য। করেন, ফ্রিপ্রবাচ্যের অনন্ত নাগ, তিনিই প্রজাল রূপ ধারণ করিয়াছেন, এইরুপ পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে। এই মহাভাব্য বা ফ্রিভাষ্য গৃষ্ট পূর্বে ৩:২ শতাকীর প্রস্কৃত বিলা পভিতরণ দীকার করিতেছেন। এই পভঞ্জাকে বোগস্ত্রের স্ক্রেমার বলিলে, এই বোগস্ত্রের অভিত্ পূর্বিপূর্বে ৩:২ শতাকী বলিতে হব। কিছু ব্যাসভাব্যের অভিত্ এই স্বাহ্ পাত্রের বার না। অভ্যান ব্যাসভাব্য প্রতীপূর্ব ৩:২ শতাকী বলতে ব্যাসভাব্য প্রতীপূর্ব ৩:২ শতাকী ব

ভার পর মহাভাব্যকার পতঞ্জাপর উদ্দেশ্যে বে প্রণামমন্ত্র ব্যাকরণ-গ্রাহে দেখা বার, ভাহাতে পভঞ্জাপিই বোপস্ত্রকার। ভিনিই পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাব্যকার, এবং ভিমিই চরক নামক বৈভগ্রন্তের কন্ত্রা বলিরা অন্তমান করা বার। বথা—

> বোগেন চিক্ত পদেন বাচাং মলং শ্রীবৃত্ত চ বৈত্তকেন। বোহপাকবোৎ তং প্রবরং মূনীনাং প্তঞ্জলিং তং প্রাঞ্জলি-বানতোহয়ি॥

অৰ্থাং বোগের ধার। যিনি চিত্তের মল, পদ ধারা অর্থাং ব্যাকরণ ধারা বিনি বাক্যের মল এবং বৈক্তক শাজের ধারা যিনি শরীরের মল বিশ্বিত কবিয়াছেন সেই পভন্নলি দেবকে প্রাঞ্জলি কবিয়া প্রশাম কবিতেভি।

এখানে বাগ বলিতে পাতঞ্জল যোগসূত্র এবং ব্যাকরণ বলিতে
মহাভাব্য বা ক্লিভাব্য এবং বৈশুক বলিতে চরক, এবং গোবিন্দপাদ বিষ্ঠিত রসন্তর্গর তক্স বলির। অনেকে বুলিরা থাকেন। কারণ, গোবিন্দপাদকে পতঞ্জলি বলিরা অনেকে বিখাস করেন। গোবিন্দ-পাদ যে পতঞ্জলি ইচা পরে বলা ইটতেছে। আর পাত্তরল যোগমত যে হিরণাগলিকোন বোসমত, তাহার নিদ্পন মহাভাবত নাল্লিপর্কা, মোক্ষর্গম-পর্কাধ্যায়ের মধ্যে দেখা বায়। বথা ৩০১ মধ্যর—

বিজ্ঞানগায়বক্তং চ আদিত্যক্ত সমাহিত্য।
কপিলং প্রাক্তবার্টাইং সাংখ্যানিশ্চিত্তনিশ্চরাঃ। ৬৮
হিবলুগার্টো ভগবানের ছন্দাসি সুহূত্তং।
যোহহং যোগবতিত্র ন্ধন্ বোগশান্তের্ শনিতঃ। ৬৯
তিন্দা ৩৪৯ অধ্যায়ে দেখা বার—
"সাংখ্যা বোগং পাঞ্চরাত্রং বেদাং পাশুপতং তথা।
জ্ঞানাক্তেতানি রাজরেঁ! বিদ্ধি নানামতানি ধৈ। ৬৪
সংখ্যেত বক্তা কপিলং পরম্বিঃ স উচ্যতে।
হিবল্যগ্রন্থি বোগতে বক্তা নাজঃ পুরাতনঃ। ৮৫

্ডদাবা বুঝা বার, বোগবন্তা হিবণ্যগন্ত, পতঞ্জী মুনিই ইচার সংক্রম করিয়া বিধিবন্ধ করিয়াছেন মাত্র। ইহা মাহেশ্বর বোগ নাচ, কাবণ, পাওপত মতের পৃথক ভাবে উল্লেখ বহিছাছে। কাব শাত্র বালতে সাংখ্য, বোগ, পাঞ্চরাত্র বেদ এবং পাওপত এই পাঁচটি শাত্র বুঝার। বেদ শব্দে এশ্বলে মীমাংসাশান্তখন্ত কথাৎ উত্তর ও পুথনীমাংসা বুঝার।

্টাগ্র পর উক্ত 'যোগেন চিত্র' লোকে যে 'পদেন বাচাং' বলা ইট্টাছে, সেধানে পদ এই শব্দ ছারা প্রছালির মহাভাব্য গ্রহণ করা ইয়া এবং বৈত্তক শব্দ ছারা যে চরক গ্রন্থ গ্রহণ করা হর, তাহার প্রথাণ চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাশি দত্তের বাক্য বলা হার।

"ाउक्षमभशाखाताहतकदाणिज्यसूर्येष्ठः । मत्नावाक्कासत्मायांनार हत्त्वं धृष्टिभण्यस्य नमः ।"

অধাৎ পাডজন দর্শন, মহাভাষা এবং প্রতিসংস্কৃত চরক বারা বিনি মন: বাক্য এবং পরীরেম দোব হরণ করেন সেই অহিপতি অর্থাৎ নাগরাজ অনস্কলেবকে নম্বভার।

গ্ৰহণাৰা পাত্ৰা বাৰ বে, বোগী প্ৰজালি দেব মহাভাষ্যকাৰ গ্ৰহণাৰ এবং চনক এই জিন ব্যক্তিই,কনত নামেৰ প্ৰভাৱ। আৰ ইহাদের সমরও ৩।২ খুইপূর্ব্ধ শক্তাকী হর বহিয়া এবং "বেজিনি চিডভে" সোক্ষারা একই ব্যক্তিকে হক্ষা করা হর বহিয়া ইহারা শক্তির ব্যক্তি। এই ডিনটি নামই একই ব্যক্তির নাম।

ভাবপ্রকাশাদি গ্রন্থ পাঠে জানা যায় চরকমূনি, অগ্নিবেশাদি প্রারীত বৈজ্ঞক প্রস্থের সংস্কার করিয়া চরকসংহিতা প্রণয়ন করেন। 🐗 🕹 চরকমুনি সমাট কনিছের সময় পুরুষপুরে অর্থাৎ বর্তমান পেশভয়ারে বাজনৈত ছিলেন। ভঞ্জত মুনিও কনিছবালের আল্লোপচারক ছিলেন : এজক কনিছের সময় যে ১২ গৃষ্টাক ভাষাই চরক মুনি বা পত্রপদি দেবের সময় বলিতে হইবে: কিছু তাহা হইলেও আয় একজন চরক ছিলেন ইচাও বুঝা বার। কারণ পাণিজি: বাকিবণে "কঠচরকাং লুক্" ৪ ৬।১• এই স্ত্রে চরক পদের ব্যুৎপঞ্জি দেখা যায়। পাণিনি মূনি ও ইপূৰ্বে ৪।৫ বা ৬ ৭ শতাকীর গোক। মহাভারতেও চরকের নাম দৃষ্ট হয়। মহাভারত **পৃষ্টপূর্ব ডিন** হাজার বংস্তের গ্রন্থ। আরও হজুর্বনের শাখাগ্রনার চরক্রাথার नामक पृष्ठे द्या । এक इतक धकारिक हिल्लन-विलाख इस। কুছাত সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। প্রিতপ্রবর জীয়ক ওল্পাদ ভালদার মতাশ্যের "সনংস্কৃতিই" গ্রন্থের ১ম ভাগ **৬১৭ পুঠা একচ** মুষ্টবা । বৃদ্ধ চরক ও বৃদ্ধ ভাষ্টের সময় ভাষ্টে ১৪।১৫ পু**টপুর্ম** महाको ।

বাহা হউক, পতংলি চরক মুনি হইলে এই পতঞ্জির সময় গৃষ্টপূর্ব ৩,২ শতাকী হইতে পৃষ্টাক ১,২ শতাকী বলা বার। এত দীং আনু: রসাংন-দেবনে পূর্বে পূর্বে মন্থপের হইত ইহা আমর। এথনট দেবতে পাইব। ইনি জনস্থ দেবের জ্বাৎ শেষ নাগেয় অবতার ইহাও প্রসিদ্ধ। এজক উক্ত হালদার মহাশার্কৃত বাজিরণের ইতিহাস গ্রন্থ এবং পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যের মঙ্গলাচ্যণ রোক্ত দেশা বাইতে পাবে।

ভাগার পর প্তঞ্জি দেবের নীগায়ুর প্রমাণ্ড আছে। যথা, ভগবান্ শহরাচার্য্যের গুক গোবিক্ষপাদকেও শহরবিজয়াদি প্রছে অনন্তদেব শেষ নাগের অবভার বলা হই যাছে। এই গোবিক্ষপাদকে এজক প্তঞ্জি দেবই বলা হয়। এজক শহরবিজয় ধ্যা অধায় ১৫ শ্লোক দেওবা। এজলে ভগবান্ শহুগাচার্যা নাম্বলভীয়ে ওকারনাথে সমাধিক গুকুম্ভি দশন করিয়া তাঁহাকে যে গুকুত্ব ভনাইয়া তাঁহার সমাধি ভক্ষ করিয়াছিলেন, সেই ভবে তাঁহাকে ক্ষেষ্ট করিয়া প্রজ্ঞিল দেবই বলা হইয়াছে, যথা—

"দৃষ্ট্বা পুরা নিজসহস্রম্থীমর দৈবুবস্তে বসন্ত ইতি তামপ**হার শান্তঃ।** একাননেন ভূবি যথবতীয় শিষ্যানন্থহীন ন**মুস এব প্তঞ্জি**-

यम् । ५६

অতএব এই প্তথ্নসিই ওক গোবিন্দপাদ বলা বায়। অবশ্য শ্বরবিজয় প্রছে উদয়ন অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি কভিপায় পরবর্তী আচার্য্বের সহিত শ্বরবাচায়ের সাক্ষাৎকার এবং বিচারাদি বর্ণিত থাকায় অনেকে শ্বরবিজয়কে একেবারে অপ্রামাদিক বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকেন। কিছু বোছাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত কেটি তৈলাভ এই কথাটিকে বিশাস করিয়া আনেক কথা বলিয়াছেন। প্রত্ত্বেছে ইংলের সমকক ইংলের সময় কেছ ছিলেন কি না সন্দেহ। একত বোছে প্রাক্ত বাদি বরাল এশিয়াটিক সোমাইটীর কার্থাল প্রভৃতি প্রছু এইবা। প্রতিহাসিক বিবরে কোন

ক্ষাম কোন আৰু আৰিলে ভাষাৰ স্বাংশ অঞাম কৰিলে ক্ষামত আবাদেৱই মৃদ্য থাকে না। অধিক কি কোনও ইভিয়ালকেও. কিবাস কৰা চলে না।

নাহা হউক, এই যে, এই গোবিক্দপাদ তাঁহার ওক্ন, ওকদেব
বিহা সিহবাসী গোড়পাদের আদেশে শিবাবতার শ্রীশ্বহাচার্ব্যকে
উপদেশ দিবার জন্ত সহস্র বংসরাধিক কাল সমাধিবোগে
সর্ববাজীরবর্তী উন্ধারনাথ নামক ছানে অবস্থিতি করিতেছিলেন।
ইহার প্রবিত্ত বসন্থার শাল্প নামে একথানি বৈজক গ্রন্থ আছে।
(ইহা লাহোরে মুল্লিড হইরাছে।) ইহাতে স্থবজীপনারী পারদ প্রজ্ঞ করিবার প্রক্রিরা আছে। এই পারদের অপর নাম বুজুনিড পারক। ইহার ছারা প্রজ্ঞ মকর্থনত সেবন করিলে আবার নীরোগ শ্রীরে সহস্র বংসরাধিক কাল জীবিভ থাকিতে পারে।
বৃদ্ধ ব্যক্তি বোড়শবর্ত্তীর মুবকে পরিণত হয়। চীন পরিব্রাক্ষক হয়েন লাল বলিরাছেন ভারতে এমন বিভা আছে, বাহাতে সকল মানব সাহল বংসর জীবিত থাকিতে পারে। এই গোবিক্ষপাদ এই পারদ সেবনে স্কন্থ দেহে সমাধিবোগে যে সহস্র বংসর জীবিত থাকিবেন, ভাহাতে জার সন্দেহ কি?

প্তঞ্জলির মহাভাব্যের অপর নাম কণিভাষ্য—একথ। নৈবধচরিতের থিতীর সর্গে জীহর্ব বলিয়াছেন। যথা—"কণিভাবিতজাবাক্তিকা বিষমা কুণ্ডল নামকলিতা।" এজন্ত বে পতঞ্জলি
মহাভাষ্যকার, তিনিই বে অনভদেবের অবতার তাহাতে আর
সংক্ষ্য থাকিতে পারে না। আর তিনিই গোবিক্ষপাদ এবং তিনিই
চরক য়নি। তিনিই বোগস্ত্রকার। একর

বিচেপন চিত্তত পদেন বাচাং, মলং শরীরত চ বৈতকেন। বোহপাকরোৎ ড: প্রবরং মুনীনাং প্রঞ্জলং ড:

প্রাঞ্জিরানভোছির।"

এই বে বলা হইরাছে তাহা সক্ষতই বলা হইরাছে। আর তজ্জভ জীহার বে সমর তাহা পুরপুর্ব ৩।২ শতাবা হইতে পুরার ১।২ শতাবা বলিতে কোন বাধা হর না। ইনিই বোগবলে সহল্র বন্ধের বিজ্ঞত থাকিয়া গোবিক্ষণাল নামে শরুরাচাধ্যকে উপদেশ দিবার জভ অপেকা করিতেছিলেন। আক্রণল বোগবলের কথা তনিলে পাল্ডান্ডা শিক্ষা প্রভাবে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিছ প্রভাব্দ ব্যক্তিগণের অনেকে বে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কুল ধোগ লিছি লেখিয়া মুক্ত হন তাহার বিশেষ উল্লেখ না করাই ভাল। বাহা ইউব, এই পত্মালির অসম্বান "গওঁ" নামক একটি ছান। একছ ইহার অপার নাম "গোনকীয়"। ইনি বৃদ্ধ ব্রুবে পুরা মিত্রের ব্যক্তে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ইহা মহাভাব্যেই ক্থিত হইয়াছে। ব্যা—

"পুৰামিত্ৰো বৰতে বাজকা বালৱন্তি ইতি। ভন্ন ভবিতৰ্যং পুৰামিত্ৰো বালৱতে বাজকা বালবন্তি

हें (जाशश्रक)।

এই প্রামিত মৌর্বংশীর শেষরাজা বৃহদ্বথকে বিনাল করিরা
১৮৫ বৃষ্ট পূর্বান্দে পাটলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করিরাছিলেন।
একঃ ইহার জীবন-কাল পুটপূর্ব ভাব শতাবা হইতে পুটার ১া২
শতাবা হইতে কোন বাধা হইজে পারে না। এই কারণে
গোবিব্যান বা চরক বা পতাবলি একই ব্যক্তি, এবং তিনিই বোগবলে
একঃ স্মানিক্য পার্যা প্রেয়াল বালা কাঁলি ভাব ধ্রাপিছারী কাইজে

শক্ষাচাৰ্য্যেৰ আবিভাব-কাল ৬৮৬ খুৱাৰ হইছে ৭১৮ খুৱাৰের মধ্যে জীবিত ছিলেন একণ কলনা ক্রিতে কোন বাবা ব্র না। বজতঃ এইকণ প্রবাদও শুত হইয়া থাকে।

#### ব্যাসভাষ্যের প্রাচীনত্ব তারা বোগলর্শনের প্রাচীনত

তাহার পর শহরাচায় প্রভৃতি আচার্যাগণ বর্তমান বোগদানের বা পাতঞ্জল যোগস্তাের ব্যাসভাব্য কোণাও উছ্ত না করিলেও "অথ তত্ত্বদানােপার: যোগ:" এই মাহেশর বােসস্তাের এবং পাতঞ্জল বােগস্তাের করেকটি প্র উছ্ত করিয়াছেন। এজ্জ রহ্মস্তাভাষ্য ১।০০০ এবং ২।৪।১২ প্র ক্রইবা। আর ভজ্জ শহরাচার্যের সময় খুটার ১৮ম শতাকীতে বর্তমান পাতঞ্জল বােগ প্রের ব্যাসভাষ্য ছিল না—একপ কলনা করিবার প্রবৃত্তি জ্ঞাভাবিক হয় না। অবশ্য কোন কিছুর অভ্যন্তের তাহার অভিত্তের আভাবিক হয় না। অবশ্য কোন কিছুর অভ্যন্তের তাহার অভিত্ত্বের আভাবিক হয় না। কিছুল না করিবাছেন, বে ব্যাসভাষ্যের ভিলা বাচস্পাতি মিশ্র করিয়াছেন, বে ব্যাসভাষ্যা, মধুস্দন সর্থতী মহাশয় বহু ভ্লো গাঁতাটিকার মধ্যে বছ জংল উছ্ত করিয়াছেন ভাহা বদি তক্রপ প্রাচীন হয় তবে তাহা বে শহরাচার্য উল্লেখ করিবান না—ইহা খুবই আশ্রুম্যের বিষয়। বাহা হউক, এই সর কারণে বাব্য হইয়া ছইখানি বােগ প্র এবং ব্যাসভাষ্যের অপ্রাচীনত্ব কলনা করা আবশাক হয়। অতীত বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা বড়ই কঠিন।

কেহ কেহ পাতঞ্চল যোগপুত্রকে আরও প্রাচীন বলিবার জ্ঞ ভাগার ব্যাসভাষ্য ছারা ভাগাকে কলির প্রার্থে বা ছাপরের শেষভাগে রচিত বলিতে চাতেন। কারণ ব্যাস এই নামটি কলির প্রারম্ভ মহাভারতের রচয়িত। মহর্ষি ক্রফবৈপারনেই প্রসিদ্ধ। ব্যাসভাষ্যে বৌদ্ধৰ্মেৰ কথাৰ খণ্ডন থাকাৰ সেই ব্যাসভাৰ্য প্ৰবন্ধী গ্ৰন্থ নাও হইতে পাৰে। কাৰণ, ব্যাসও চিব**জীবী এবং বৌৰ মতও** গৌতম बुरहर शुर्व्वत हिल। हेश देविषक धर्म्बर श्रह, वशी विकृश्रवी মহাভারত এবং বৌশ্বধর্মের এছ, বথা সম্ভারতার স্থ্র প্রভৃতিতে দেখা যায়। ব্যাসের সময় ক্রকুছ্ক বুছ ছিলেন। মধ্যে কনক ধূনি বুদ্ধের অভিতৰ তনা যায়। এসৰ কথা বিশ্বকোষ গ্রন্থে বণিত আছে। অতএৰ ব্যাসভাব্য দেখিয়া পাতঞ্চ দৰ্শনকে আৰও প্ৰাচীন বলিতে কোন বাধা হয় না। কিছু এসৰ কথা আজকাল অধিকাংশ প্ৰস্নবদ্ধাৰদই গ্ৰহণ কৰিতে অনিচ্ছক। ইহার প্ৰধান কারণ, তাঁহারা ব্যাসভাষ্যে এমন সব বৌশ্বমতের কথা দেখিতে পান যে, তক্ষ্ম ভাহাকে প্রাচীন বৌশ্বত বলিতে ভাঁচাদের व्यवृद्धि इव मा। এवन काहाबा मत्न करवन, गामकारगुर करनक কথা ৰখন শহর মতের বিশেব অহুকুল, তখন শহরাচার্য প্রভৃতি আচার্য্য পরবর্তী বাচস্পতি মিল এবং মধুস্কন সরস্থতী মহাশয় প্রভৃতির ভার ব্যাসভাষ্যের কথা উদ্ভ করিলেন না কেন ? বছতঃ, এরণ ছলে কোনও নিশ্চিত সিবাতে উপনীত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এজভ ব্যাসভাব্য কুক্তবৈপারন ব্যাসের নহে আর তক্ষর ব্যাসভাব্য দেখিরা পাতঞ্চল বোপস্তর কলির প্রারন্তের यह देश क्याना क्या गण्ड स्ट्रेंप ना।

আবাৰ কেই কেই যাসভাবোৰ প্রাচীনত প্রমাণিত ক্রিবার জন্ত বলেন—গুঠপুর্ব ভাঙ প্রভাবীর জারুদর্শনের আংস্যাহন ভাবো এবং পাণিনির মহাভাব্যে ব্যাসভাব্যের উদ্ধেশ দেখিতে পাওয়া বার।
কিন্তু অনুস্থান করিয়া দেখা গেল উক্ত ভারায়রে ব্যাসভাব্যের
কোনও নামগদ্ধ নাই। বাৎস্যায়ন ভাষো বোগশাল্পের কথা ৪।২ ৪৬
পুত্রে দেখা বার, কিন্তু ভাহা হইতে ভাহা বে ব্যাসভাব্যের কথা এরপ
কোন নিদর্শন পাওয়া বায় না। বোগশাল্প সে ভতি প্রচীন,
একথা কেইই অস্বীকার করেন না। কিন্তু বোগশাল্প এই নাম মাত্র
দেখিয়া ভাহাকে ব্যাসভাব্যের কথা বলিয়া কয়না করা মুক্তিসঙ্গত
হর না। অভ এব ব্যাসভাব্যের প্রচীনম্ব কয়না এই পথে সঙ্গত
হর না। অভ এব ব্যাসভাব্যের প্রচীনম্ব কয়না এই পথে সঙ্গত
হর না। অগ্রমদর্শনের সেই প্রটি এই—

তিদর্শং বমনিয়মাজ্যাম্ আত্মসংস্কারো বোপাৎ চ অধ্যাত্মবিধ্যু-পার্বিঃ" ৪৷২৷২৬

ইহার ভাব্য আছে— "বোগশাস্ত্রাৎ চ অধ্যাত্মবিদিঃ প্রতি-পঞ্জবাঃ" ইত্যাদি। অতএব এতদ্বারা ব্যাসভাব্যের প্রাচীনত্ব কল্পনা করা সুক্ষত নহে।

ভাহার পর প্রঞ্জির বোগ—ইহা মহাভারতে নাই! বোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ ক্রমা ইহাই মহাভারতে দেখা বায়। অবশ্য ভাই বলিরা বে প্রঞ্জি ক্ষির নাম পুরাণদিতে নাই, ভাহা নহে। কারণ, বায়পুরাণ ৬১ ক্ষায়েয়ে দেখা বায়, মহর্দি প্রঞ্জি মহর্ষি প্রোচীনবুগের পুত্র। তাঁহারা পিতাপুত্রে উভয়েই কৌখুম্-দিগের শিব্য ছিলেন। এই উভয়েই এক একথানি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভাহার পর প্রপ্রাণ ক্ষিথতে এবা মংতাপুরাণ ক্ষিপ্রাণ্ড ক্রমায়ে আছে—দক্ষের ক্ষন্তমা কল্লা ও কল্যণের ক্ষন্তমা পত্নী ক্ষের গত্তে ক্রাভ বহু পুত্রের ক্ষন্তম প্রঞ্জি।

বীবনীকোৰ প্রন্থে ইচার নাম অনন্তনাগও উক্ত হুইরাছে। ব্যক্তি পূর্বাপের ১৯৬ অধ্যারে আছে—মহর্ষি প্তঞ্জলি এক অন অভিরাক্তি গোত্রেপ্রবর্তিক অবি। ইহাও প্রিযুক্ত শাশিদ্দ্রণ বিভালভারের জীবন কোবে দৃষ্ট হর। "প্রাচীন যোগের" তনর মহর্ষি প্তঞ্জলি একক্তি বেদবিদ্ প্রাক্তাণ ছিলেন। ইহা প্রকাশু পূরাণ ৩৭ অধ্যারে উক্ত ইইয়াছে। এতদ্বাভীত পুষ্টীয় ১০ম শতাকীতে আলব্রাক্তি এক জন পত্জলির নাম করিয়াছেন। তবে তিনি বে বোগপ্রকাশ্ত প্রজ্ঞলি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এজন্ত প্রিত্ত শ্রম্ক কর্মান্ত

বাহা হউক পতঞ্জলি বদি চবক ও গোবিদ্দপাদ হন, ভাষা হইলে তিনি গুঁহায় ৩:৪ পূর্ব শতাকীতে আবিভূত হইয়া গুঁটীয় অইম শতাকী পব্যন্ত জাবিত ছিলেন। এবং বোগস্ত্র সেই সম্প্রের প্রায় । আব যদি কুফ্টবিপায়ন ব্যাস পাতঞ্জল স্ত্রের ভাষাকাল হন, তবে বোগস্ত্র আরু ৫।৬ হাজার বংসরের পূর্বের বলা বায়। আব প্রক্রেরভাষ্যে বা মহাভাষ্যে বা শব্ব ভাষায় বা বাংলাকাল ভাষ্যে বা প্রশন্তপাদ ভাষ্যে অথবা কুমারিল ও প্রভাকর প্রভূতির প্রস্থে পাতঞ্জল বোগস্ত্রের ব্যাসভাষ্যের বখন কোন নিদশন পাব্যা বার আরু তথন ব্যাসভাষ্য প্রস্থবানি শঙ্করাচাথ্যের পূর্ববর্তী নহে, আর্থা গুরুষ ৭ম শতাকার পূর্বের নহে বলিতে হয়। অবল্য প্রশন্তপাদ ভাষ্যের কথাও শঙ্করাচার্যের ত্রিভূতি উদ্ধৃত করেন নাই। কিছা ভাষার কথাও শঙ্করাচার্যের পূর্বের বলিতে পারা বায়। ব্যাসভাষ্যকেও বলি ভ্রমণ বলা বায় তাহা চইলে অন্ত প্রমাণ আবশ্যক ইইবে। কিছা ভাষা এখনও পাওয়া যায় নাই।

## কারা

#### আহ্বান হাবীব

প্রেম নেই ভরু প্রেমের কালা মরেনি
ভূমি নেই ভরু ভোমাকে পাওয়ার বাসনার
সোনা করেনি।

এই সপিল জীবনের পথে আলগোছে ছুঁরে যাওয়া ভূষি যেন কোনো চৈত্র-রাতের দ্রসমুগ্র-হাওয়া!

ত্মি নেই ভবু একটি বিপুল বিশ্বর আছে মনে—
হঠাৎ কথনো পাখী ডেকে যায় বনে,
হঠাৎ কথনো বাভায়ন পাশে হেনার গন্ধ আগে;
হঠাৎ কথনো হু:সহ অনুরাগে
একটি ব্যাকুল গান রেখে যাও সেথানে
আমার গানের আন্ত পাখীরা নীড় খুঁলি ফেরে
বেখানে।

কোনো কোনো দিন বৈশাৰী মেখে দোলা।
দিরে বাও ভূমি,
কেঁপে,ডঠে বুন অমাৰস্যার নির্জন বনজুমি।

সাড়া দাও তুমি গহন অন্ধকারে,
চেনা পুথিবীর দিগস্তরেখা ঘুচে যায় বারে বারে।
জাগে শুধু সেই অন্ধকারের গহনে
কুঁড়ির গন্ধ অন্ধ আবেগে অনাদি কালের দহনে।
জোমার পানীর কর কেগে প্রাঠ কপালী নদীর জী

ভোমার পাথীর হুর ভেগে ওঠে রূপালী নদীর ভীরে আমার পারের চিহ্ন তখন রাতের পাহাড় ঘিরে, ছুঁরে যেতে চায় ভোমার আকাশ আলগোছে

হঠাৎ কখন পথ ঢেকে দাও তোমার ক্লফ কেশে ! যারে পেতে চাই নিজের হায়ায় ঢাকা সে,

বৈশাখী মেদ তবু রেথে যার ঝড়ের ইশারা আকাশে।

সেই বৈশাখী মেণের আবেগ আমাচের আভিনাতে বিদি কোনো দিন বস্তা নামার এমনি ঝড়ের রাজে— এই আশা নিরে প্রেমের কারা আগে, বিনের পৃথিবী মুমালে তথন ব্যাহর দোলা লাগে!

বাধাকমল বাব্য ঘবে গিয়া পাঁজী
চাহিয়া লইয়া দেখিল বিবাহেব দিন আছে
আহার পরের দিনই—আর আছে দিন পাঁচেক
ক্রিয়া আত দিন অপেক। করা নানা কাবণে
ক্রিউম্বড নয় বুঝিয়া সে আর নেবি করিল না।
ইকুল হইতে কিছু আগেই ছুটি লইয়া একেবাবে
ক্রিমারি বিজয় বাব্র বাড়ী উপস্থিত হইল।

ি বিষয় বাবু আগেকার মতই অভার্থনা করিয়া ৰুষাইলেন। এই কয়দিনে মুখ যেন আরও কুশ

ইইরা পড়িরাছে — আরও করুণ. আরও পবিত্র দেখাইভেছে তাঁহাকে।
কেইুছু বিধা ছিল এখনও, তাহা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে
ছুর ছইরা গেল। সে একেবারেই কথাটা পাড়িল।

কৃষ্টিল, দেখুন আপনার কাছে আমার একটি ভিক্লা আছে। জনুন দেখেন ?

বিষয় বাবু দারুণ বিব্রত ও বৃত্ত হটয়া উঠিলেন, কী সর্বনাশ ! আয়ার কাছে ? কিছ—

<sup>ি</sup> **বলছি সবই—** তার আগে কথা দিন যে আপনার পক্ষে দেওয়া বু**দি সভবে হ**য় ত নিশ্চরই দেবেন গ্

নিশ্চমই দেব—এ কথা কেন বলছ ভাই। কীই বা দেবার ক্রাছে আমায়—থাক্দেই ভাল হ'ত কিছু কিছুই যে নেই।

্ৰামি, আমি কদ্যাণীকে ভিন্না চাইছি। আমি তাকে বিয়ে ক্ষুত্ৰত চাই।

ি বিজয় বাবু আন্দান্তে আন্দান্তে হাত বাড়াইয়া একেবাবে তাচাকে নিয়াইয়া ধরিবেন। বলিলেন, এ বে আশাতীত দৌভাগ্য আমার। ক্রাটী তোমার মত দেবভার পারে টাই পাবে, এত তপ্তা কি লাভে ওব ? আমি ওর মনের কথা বৃক্তে পেরেছিলুম ভূপেন বাবু, বুবো হতভাগার বরাতের কথা ভেবে হংখ পেতাম। ভাবতাম ভূতভাগী বামন হরে চাদ ধরতে চান, ওর হুংথের শেষ থাকবে না। কিয়াটাদ্য বে নিজে এনে ধরা দেবেন—

ভাহ'লে আপনি কথা দিছেন ?

়ি **দিছি বৈ কি**। এ যে আমাৰ এখনও বিখাসট হচ্ছে না। ই**ভত্তত ক**ৰবাৰ বদি কিছু থাকে ত তোমারট আছে, আমাৰ কি **ৰাক্তিত** পাৰে ?

তি তাহার পর একটু থামিরা বেন মান হাসি হাসিয়া বলিলেন,
নির্দি অথবর্ধ, ছেলেমেরেওলোর ভাত-জল পাওয়াই মুদ্দিল—এই বা
একটু হুর্ভাবনা। কিও তাই বলে কি ওর ভবিষাং স্থপ ওর জীবনটা
নির্দি করা ? যা আছে আমাদের অধ্যন্ত হবে।

ভূপেন আছত কঠে কহিল, আপনি কি আমাকে এমনিই স্কুল্মনীন ভাৰলেন যে, আপনাদের এই অসহায় অবস্থায় ধেলে ভ্ৰম্যাণীকে নিয়ে চলে যাবো ? শ্ৰামিই বিবাহের পর এখানে এসে মাকুৰ।

া বিশ্বরে কিছুক্ষণ বিজয় বাবুর মূখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলেন, কিছ ভোমার বাবা-মা, তাঁরা কি এতে—

না, তারা এতে মত দেবেন না। আমি তাদের অমতেই ক্রব।



[উপক্তাস] শ্রীগ**জেন্ত্রকু**মার মিত্র

कंदा श्रदा। सी, सां- श्री गण्ड नदा का कान मरण्डे श्रदेश भारत ना--

ু ভূপেন দৃদ্ কঠে কহিল, আপনি আমাকে কথা দিরেছেন, মনে আছে ত ? আর সে কথা বাদ দিলেও, আমার কাছে আপনাদের কোন খণ আছে, এ কথা বদি মনে করেন, তাহ'লে আর আপত্তি কংবেন না। মনে বাধবেন আমি ভিকা চেয়েছি—

বিজয় বাবু কিছুকণ ভৈছিত হইয়া বসিরা বহিলেন, তার পর যথন কোন মতে গলা পরিষার করিয়া আবার কথা কহিলেন, তথন

ভাঁচার চোধ দিরা জল গড়াইয়া পড়িতেছে,—তুমি সভিটে দেবতা, তোমাকে আমরা এখনও কিছুই চিন্তে পারিনি; এ ত তোমার ভিক্ষা চাওয়া নয়, এ যে ভিক্ষে দেবারই ছল ভাই! কিছ আমার বে ছর্নামের শেব থাকবে না। তোমার বাবা মার অভিশাপ, সকলকার বিদ্রাপ—

হোক না। আমার জয়ত এটুকু সইতে পারবেন না ? তাঁহার হাতটা ধরিতা বলিল, ভূপেন।

আমার জন্ত ভাবি না ভাই, এমন কি মেয়ের জন্তও নর। কিন্তু তুমি যদি ব্যথা পাও, ভোমাকে যদি মন্দ বলে কেউ ?

তার ক্ষর আনি প্রস্তুত আছি।

আরও কিছুকণ চূপ করিয়া থাকিয়া বিজয় বাবু চোথ মুছিয়া কচিলেন,—আরও একটা প্রশ্ন করব । কলাগীর প্রতি ধদি তোমার সভ্যকার সেহ না থাকে, এটা বদি তথুই আমাদের প্রতি কর্মণা হয়, তাঁহলে বড় অন্তথী হবে ভাই। স্ত্রী যদি বোঝা হরে দাঁড়ায়, জীবনে ভাহ'লে বিড়খনার আর শেষ থাকবে না। কল্যাণী সব চঃথ সইতে পারবে, সে ভোমার ওধু সেবা করার অধিকার পেলেই স্থুখী থাক্বে, কিছ ভোমার পক্ষে দে জীবন হরে উঠিবে ছঃসহ। অধচ, মনে করে দেখো, কত ভাল পাত্রী পেতে পারতে ভূমি— রুপদী, বিহুষী, ধনবানের মেরে, ভোমাকে পেলে ভারাই ২ছ হ'তো। এখনও সময় আছে, ভাল ক'রে ভেবে ভাথো ে আমার জন্ম ভেবোনা, না হয়,—না হয় আমি ভোমার কাছে ভিক্ষাই নেবো। ভোমাকে অন্থুখী বরার থেকে প্রন্মিও আমার সইবে।

ভূপেনের যদি বা দিখা থাকিত, তালা চইলেও এ কথার পর ভাহা দ্র হইতে দেবি লাগিত না। সে অসহিষ্ণু ভাবেই বলিল, কেন আপনি মিথাা আশকা করছেন, আমি সব দিক্ ভেবেই মন দ্বির করেছি। কল্যানীকে নিবে আমি অথী হবো বলেই আমার বিধাস।

একটা দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া বিজয় বাবু কহিলেন, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হোক্ ভাই। হয়ত এ ভালই হ'ল। আমরা ভাঁকে সম্পূর্ণ বিশাস করতে পারিনে বলেই আঁক-পাঁক করি।

ভূপেন একেবারে উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল, বিষেধ দিন কিও কালই—

कानहे ? विषय वाबू हमकिया छेठिएनन ।

হ্যা. তা নইলে সম্মৰিধা আছে। কোন সক্ষ আড্ছব করবাব মত ত অবস্থা নেই। তবু শাল্লীর সম্ফ্রানই হবে—আছা, আমি তাহিলে এবন সালি।

त्रकारक नामिकाः नामिका अमाकाक विकास क्षेत्र कार्यक क्षेत्र किया

ৰহিলেন। কল্যাণী বাড়ী ছিল না, পানীয় জল আনিতে বাছিরে গিরাছিল। এখন ভাহার কিরিবার শব্দ পাইরা বিজয় বাব্র বেন ভলো ভারিল, গাঢ় ষঠে ডাকিলেন,—মা কল্যাণী, একবার কাছে আয় ত মা।

কল্যাণী তাঁহার বঠখনে ভয় পাইয়া কল্সী নামাইয়া কাছে আসিল, কী হয়েছে বাবা ?

মা, বা আমি আশা করা ত দুরের কথা, সাহস ক'বে ভগবানের কাছেও চাইতে পারিনি, আজ ভাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অ্যাচিত ভাবে। ভূপেন বাবু ভোকে বিয়ে করতে চান—তিনি, তিনি বিবাহের দিন পর্যান্ত ত্বির করে ফেলেছেন। এ ভোরই তপ্তার হল মা।

কথান্তলোর সম্পূর্ণ অথ হাদ্যক্ষম করিতে কল্যাণীর বছক্ষণ সময় লাগিল। সংবাদটা এতই অবিশান্ত, এতই আশাতীত যে, সে বিহরেল নেত্রে বাপের মুগের দিকে চাতিয়া তথু দীড়াইয়া রতিল। অবশেষে যথন কথাটা কিছু মাথায় গোল, তথন তথু একবার ব্যাকুল ভাবে বলিতে গোল, কিছু বাবা—

বাধা দিয়া বিজয় বাবু বলিলেন, সেইখানেই ত সে অত বড় মা।
দে তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না। সেই এপানে থাকবে।
তবু কল্যানী শুৱ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিজয় বাবু কিছু
উলিয় ভাবে তাহার হাত ধবিয়া মুহ একটা টান দিতে সে ধেন
একেবারে ভালিয়া পড়িল। সেইগানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া
বিজয় বাবুর কোলের মধ্যে মুথ ভঁজিয়া দিল। বিজয় বাবু তাহার
ম্পটা দেখিতে পাইলেন না বটে, কিছে তাহার বহু দিনেব নিজ্জা
বেদনা ও ত্রাশা আজ আন্দ সাবাদের স্পর্থে গ্রন সঞ্চা আল আন্দ সাবাদের
ক্বিয়া পড়িয়া ভাহার পরিলেয় বসনেব অনেক্থান ভিজাইয়া নিল,
তথন তাহার মনটা তিনি পরিছার দেখিতে পাইলেন।

বিজয় বাবু মেয়েকে বাধা নিজেন না, সাখনা দিবাংও চেটা করিলেন না, তথুসংলংকে, নীরবে তাহার মাথার হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

বাহিরে আসিয়া ভূনেনের হাসি পাইতে লাগিল। এমন কবিয়া নিল্পজ্ঞের মত ভাহাকেই তাহার বিবাহের ঘটকালি হইতে উজোগ খায়োজন প্রস্তু কবিতে হইবে, তাহ কে ভাবিয়াছিল। প্রায় সকলে প্রকিতে এমন করিয়া নির্বাহ্নব অবস্থার প্রবাসে এই উৎস্বহীন বিবাহ।

হায় রে! বাশ্বর যে ভাহারই জীবনে এমন কবিয়া কলনাকে ফতিক্রম করিবে, ভাহাই বা কে শানিত!

কিন্ত তথন আৰু হংগ ক্রিবারও সময় নাই—ভাবিবারও না।

এ যেন কোথা দিয়া কী হইয়া গেল! এ-বকমটা যে না ঘটিলেই
আল হইত। ভাহা মনে মনে দেও যেন অনুত্ব করিভেছে, অথচ
এপন আর পিছানো অসম্ভব! বাহা হইবার হইবে—এই মনে
ক্রিয়া অগ্লব হওৱা ছাড়া উপায় নাই।

সে হোটেলে কিবিরা গিয়া প্রথমেই রাণাক্ষণ বাব্র কাছে গেল।
তিনি তথন সন্থাপ্তা শেব কবিয়া কী একটা বই লইবা পড়িতে
বিস্থাছেন। অমন উদ্যান্তের যত ভাহাকে ঘবে চুকিতে দেখিবা
কহিলেন, কী হে, ব্যাপার কি ?

ভূপেন একটু বেন অপ্রতিভ হইরা পঞ্জিরা কহিল, আপ্র সঙ্গে বিশেষ জন্মরী কথা ছিল। একটু মাঠের দিকে আসবেন ?

নিশ্চরট! বলিয়া রাধাকমল বাবু তাহার পিছু পিছু বর্তী ইটরা অসিলেন, ব্যাপার কি বলো ত ভাট ?

কথাটা কোন্দিক ভইতে আরম্ভ করিবে বৃক্তি না পার্দ্ধি ভূপেন কজিল, বিজয় বাবুদের অবস্থা ত সব ত্রেছেন। আমিই উদ্ধি কিছু কিছু সাহায্য করত্বম, ভাই চলত। ইতিমধ্যে অপূর্ব্ধ বাবুদ্ধি দল বটনা করেন যে, বিজয় বাবু মেয়েকে দিয়ে আমার ভূলিরে টাই আদায় করছেন।

বাধাকমল বাবু কহিলেন, গাঁ, আমিও এই রকম একটা 🕏 ভনেছিলুম। কিন্তু সোমতা কেউই বিখাস করিনি ভাই।

আপনি করেননি কিছ অনেকে করেছিল। কথাটা বিজয় বার্কু কানে পৌছিতে তিনি আনার কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায়া নেজন্ত বন্ধ করেন। অথচ আয় ত ওঁদের মাসিক দশ টাকা মাত্র ভ ভানেন। একেবারেই উপবাস চলছে ওঁদের, তাতে ক'দিন যে জান বাঁচবেন সে বিসয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহ ডাছে।

রাধাক্ষল বাব বলিয়া উঠিলেন, তেটারী! বড় ভাল মামুব **আ**রু বড় ইখব-বিখানী লোক! ভগবান এই সব লোককেই হুলে দেন। তুল সবই ত বুমছি আই কিছু কি কবৰ বলে। আমারাও ভ হাণোবা, এই ক'টা টাকা মাত্র উপাঞ্জন; এতে সাধাই চলে না ভাল কবে—

ভপেন কহিল, আমি অনেক ভেবে-চিছে একটি মাত্র প্রথ ঠিক করেছি, আমি ওঁঃ মেয়েকে বিয়ে কবৰ। ভা**হলৈ ভ দান** ভুনামের ভয় থাকবে না!

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুফণ গাধাক্ষল বাব্র মুখি
দিয়া কথা বাহির হইল না. অবাক্ ইইয়া দেই অন্ধকারেই ভাহার
মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। তার প্র কলিলেন, দীক্ষীবী হও
ভাই: কিছ তোমার বাপ্যা ? উল্লোখি বাজী হবেন ?

ম'! আমি উদের অন্তেই কর্ম

সেটা কি ভাল চলে ভাই । তাঁবাও অনেক কট কৰি তোমাকে মায়ুল কৰেছেন। অবশ্য তোমাক উদ্দেশ্য মহৎ— কাজও ভালই কৰছ, তবু গুৰুজনদেৱ নিশাৰ মাথায় কলৈ ভালুকাল কথা—

সবট আমি ভোল দেখেছি পুলিত মুন্তই। এখন এত দুর এগিছেছি যে, ও-আলোচনা চার নিবর্ধক। ভোষে দেখুন আজকাল ত বল ছেলেই ভালবাসাব জল বাপানাব অমতে বিয়ে করেছে। ধবে নিন্ আমিও কলাজীকে ভালবাসি। যে কথা যাক—এখন আপ্নাক একটু সাহায্য কবতে হবে।

আমাকে ? বিখিত চই'ছ' প্রশ্ন করিলেন বাধাকমল বাবু।

ইা। আমি আশ্লা কৰছি যে বাবাৰ তথক থেকে একটা প্ৰবল বাধা আসুৰে। তাৰ আগেই আমি এ কাজ সেৱে কেশুডে চাই। কালই আমি বিষেব দিন ঠিক কৰেছি। কিন্তু এ-সৰ কথা বেশী লোককে এখন না জানাপেই ভাল। আপনি যদি কাল কাজটি সেবে দেন ত বঙ্ ভাল হয়—! ওদেৰ ত কেউ নেই, ভাছাড়া টাকা খৰচ কৰাৰও সামৰ্থ্য নেই; স্মৃত্ৰাং আড়খৰ ছী: আচাৰ কিছুই হবে না, তথু শান্তীয় অফুঠানটা সেবে দেবেন।

অনেক্ষৰ চুণ কৰিয়া থাকিয়া রাধাকমল বাবু কহিলেন

ৰ কাম ভ কথনও কৰিনি ভাই—গোপন বিবে, শেবে একটা পোকনিশাৰ ভাগী হবো না ড ?

ঠিক গোপন বিংগছ বাকে ব'লে এনত তা নয়। মেরের আবাবার মত আছে, দেখানেই হবে। আমার সহক্ষীদেরও আমি বিরের আগে জানাবো। মহেশ বাবুর কাছে কাল সকালেই বাবো। এতে আপুনাকেই বা নিশা করবে কেন ?

আরও কিছুকণ বাদাধ্বাদের ও যুক্তিতর্কের পর রাধাকমল বাবু রাজী হইলেন। সেইবানে বসিয়াই ভূপেন তাঁহার নিকট ভূইতে একান্ত আবশাকীয় জিনিবগুলির ফর্ম করিয়া লইল। নারারণ শক্তিত মহাশয় নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাইবেন এইরপ কথা বহিল।

নাত্রে আহারাদির পর ভূপেন বাবাকে, মাকে ও সন্ধাকে

ক্রিটি শিখিতে বাসল। বাবা-মাকে বেকী কিছু লিখিবার ছিল না,
ভুৰু এ চিটি বখন ভাঁহারা পাইবেন তখন বিবাহ চুকিয়া বাইবে, এই
ক্থাটাই ভাল কবিয়া বুঝাইয়া দিল। বধুকে ভাঁহাদের আদেশ
পাইলে ছুই-ভিন দিনের কর লইয়া বাইতে পারে—কিন্তু এখন বে
ভাঁহাকে এখানেই রাখিতে হইবে, এবং সে-ও খণ্ডর-গুহে থাকিবে,
আটাই আনাইল। উপায় নাই বলিয়াই এ কাজ ভাহাকে করিতে

ইইল—ভাঁহারা বেন অপদার্থ ও জকুতী সন্তানকে ক্ষমা করিবার চেটা
ক্রেন।

সন্ধাৰ চিঠিটাই একটু দীৰ্থ হইল। পূৰ্ব্বাপৰ সমস্ত ইতিহাসটা স্থানাইয়া শেষে লিখিল—

'কালটা ভাল করলুম কি না, তা বুৰতে পারছি না! তবে আটুকু বুৰোছি বে, ভোমাৰ কাছে বসে বসে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল ছবি আঁক্তুম, তা ছবিই হয়ে যাবে। জীবনে দে সব আর কোন দিন प्रदेश मा। উद्घाष्टि कराइ शिक्ष भूकराक धकारे हम्एठ रुप कीरानव পথে বারিত্র্য আরু সংসার, এ ছই বোঝা নিম্নে ওপরে ওঠা একটু **কঠিন। বাক্—কী আ**র করা যাবে! অভ লোক কে কী বললে তা নিৰে আমাৰ একটুও ছম্চিস্থা নেই সন্ধ্যা, ভোমাৰ চোগে হয়ত নেমে ৰাৰো বা গেলুম, সে কথাটাই ভাবছি। হয়ত এটাও স্পন্ধা, হয়ত অনেক দিন আগেকার দরিত্র মাষ্টার মশাইয়ের ক্রীবনে কি হ'ল তা নিয়ে শ্বাৰা বাধাবাৰ ভোমাৰ সময়ও নেই—তবু ভোমাৰ শ্ৰদ্ধা হাৰাৰো, এই व्यानकारे जाक जामात्र मेर कर्य नार्चाम् करत्र मिरहरक्। यनि अथनक আমাৰ কথা মনে করবার সময় থাকে ত এইটুকু ভেবেই আমাকে মাপ করো বে. দাছর পারের তলার বলে বে শিকা পেরেছি, মযুবাছের সেই বড় শিক্ষার অমর্ব্যালা করিনি আমি। আমি অনেক বড়ো হলে পৃথিবীর মানুবের কী বুহত্তর কল্যাণ চিন্তা করতে পারতুম তা জানি না —কি**ন্ত বে মানুব চোথের সামনে বরেছে** তার প্রবোজনের জন্ত সেই নাম-না-জানা ভবিবাংকে বদি বদি দিতে পেরেই থাকি ড জ্ঞাতে কজা পাবার বা অনুভগু হবার কিছু আছে বলে মনে কবি মা। ওনেছি, ভাক্তাবদের এ একটা বড় পরীক্ষা ছিল আগে বে, কোন विश्वनांनी लात्कृत वाकृत कांक्तादन इवक ध्टनहरू शाकृत करत, ध्वमन সময় দেখলে পথেৰ বাবে গাছতদাৰ একটি দৰিত্ৰ লোক বোগবদ্ধণায় इडेक्डे क्राइ, कृषि कारक त्रथरा छथन । श्रुटीरे क्रज़ी जनहां। এই প্ৰৱে বারা পাছ কলার রোগীকে আগে দেখব বল্ড, তারাই वा कि कामारन थान क्षक । व श्रीक बहुत कारह लाना ।

বাক্রে—এ কৈদিয়ভের কোন প্রবোজনই হয়ত নেই ভোষায়— এ কভকটা আমায় নিজেকেই বোঝানো !

হয়ত অভ কোন ধনী লোকের বাবস্থ হ'লেও সমস্তার সমাধান হ'ত—এভটা করবার দরকারই হত না, কিছ কী জানি কেন ঠিক ভিকা চাইতে প্রেবৃত্তি হল না আর তা-ছাড়া···কী বল্ব···হয়ত কল্যাণী সম্বন্ধেও কোন মুর্বলতা ছিল আমার মনে !

মানুষের লোভেবও সীমা নেই—আজ কেবলই সমস্ত মন বেন ভোমার উপস্থিতি চাইছে! কিছু সে সম্ভব নয় আর তার প্রয়োজনও নেই বলে সময় থাকতে ভোমাকে থবর দিইনি।

দাত্তক আমার প্রণাম দিয়ে ব'লো বে, তাঁর আশীর্কাদই আমার জীবনে একমাত্র সম্বল বইল। তাঁর কথা মনে করেই আমি আজ বা কিছু মনে ভরদা পাচ্ছি।

চিঠি কিছু দীর্থ হলো হয়ত—কিছু তা বলে উত্তর দেবার কোন দায় বইল না। তোমরা আমার আশীর্কাদ নিও। ইতি—'

চিঠি শেষ কৰিয়া ভূপেন যথন আলো নিভাইরা শুইরা পড়িদ, তথন এই কথাটাই বাব বাব ভাছাব মনে চইডেছিল বে, সে বেন এইবাব সভা-সভাই স্কাব কাছ চইডে দ্বে স্বিয়া গোল, চিক্রিনর মত! সভাই মনকে ব্রাইবাব চেটা করক বে ধনিছহিছা স্ক্রা অনেক আগেই স্বিয়া গিয়াছে, ভাছাব শ্রুমানীক ও চিঠিব সংক্রিভাই ভাছাব শ্রুমাণ, তবু কোধার বেন একটা ভ্রুমা ছিল—আল সমন্তই চলিয়া গোল। স্ক্রা। স্ক্রেল ভাছার মনোভাব সে আলও বিলেশেশ ক্রিয়া গেলি না—ভাছার বিবাহের সঙ্গে স্ক্রার কভটুকু সম্পর্ক, ভাছাও ভাবিল না, শুরু মনে চইছে লাগিল বে স্ক্রার অন্তরে যে শ্রুমার আসন্ত সে বিস্থাছিল, সে আসন ইইডে চিরভবে নামিয়া যাইভেছে।

ভাই স্থান নিকট হইতে প্রে চলিয়া আসিবার বাধাটা যেন নূতন করিবাই অযুভ্ব করিল। বছ রাত্রি পর্যন্ত ভাছার খুম আসিল না—অঞ্চলরে এপাল ওপাল করিতে করিতে আপন মনেই অস্ট কঠে গুরু ভাছার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল,—সন্ধ্যা, সন্ধা!

সকাল বেলা উঠিয়া ভূপেন প্রথমেই মলেশ বাবুব সভিত দেখা করিতে গেল। অত সকালে ভালাকে দেখিয়া মতেশ বাবু বিমিত হইয়া কচিলেন, আবার কী ? কোথায় আবার কি কাসাদ বাধালেন?

ভূপেন অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসিল, কিছু কোন প্রকার ইতছত কবিল না, বিনা ভূমিকার একেবারেই কাজের কথাটা পাছিল। আমুপ্রিক সমস্ত ইতিহাস বিবৃত কবিরা সে থামিল, তথন মহেল বাবু কিছুকাল ওর্ অবাক্ হইরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। তাহার পর কহিলেন, মলাই, আপনার সতীর্বর আপনার আড়ালে আপনাকে কি বলে আনেন? বলে পাগ্লা মাটার। তা আমি এখন দেখছি বে ভারা কিছু মিখ্যা বলেনি। আপনি একটি বছু পাগল। বা করবেন ভাইতেই কি একটা বাড়াবাড়ি আপনাব? আকর্ষ।

ভূপেন কোন কথা কহিল না, নত-সভকে গ্ৰেৰ চেলাবেৰ পাৰাটাৰ দিকে চাহিয়া ধসিবা বহিল।

মহেশ বাৰু একটুবানি চূপ কৰিয়া থাকিয়া কহিলেন, প্ৰোপ্ৰায়

ভাগ জিনিব, কিছ তাই বলে আপনার কি দার মণাই বে, এমন ক'রে সমস্ত ভবিবাৎটা মাটি করলেন। উরতির আলা রইল না, ধতর-বাড়ী থেকে কোন সাহাযা পাবার আলা ইলৈ না—এই বয়স থেকে এক-বড় একটা সংসার যাড়ে চাপল। ওনেছি ইংরেজীতে একটা কথা আছে ভবিবাৎ বাধা দেওরা, আপনিও তাই করলেন।

•••আপনি কি মন একেবারে শ্বির ক'রে ফেলেছেন।

আছে হা। ভূপেন জবাব দিল।

আছো, একটা কথা জিজাসা করি। যে ছুন্মিটা হটেছিল, তার মূলে কি কোন সভ্য আছে ? লক্ষা করবেন না—গুলেই বলুন।

ত্ন মিটার মূলে কোন সত্যই নেই তবে ওঁর মেডেটির ওপর আমার একটু জ্বেছ—বরং ভালবাসাও বল্তে পারেন, জুলুছে বৈ কি !

আরও থানিককণ চুপ করিয়া থাকিয়া মতেশ বাবু কছিলেন, প্রোপ্কাবের অন্ত এত-বড় স্বার্থত্যাগ, আয়ত্যাগ করতে যাছেন, আপনাকে কী আর বল্ব! যান—ব্র আমি দেখ্ব আস্চে মিটিংএ আপনার কিছু মাইনে বাড়াতে পারি কি না, অস্ত পাঁচ টাক। আমি বললে বাড়াবে বলেই মনে হয়।

ভূপেন তাঁহাকে নমন্বার করিয়া উঠিয়া পাঁডাইতে মহেশ বাবু সহস্য প্রশ্ন করিলেন,—ওপানকার উল্লোগ আল্লোজন কে কংছে গ

ক্ষিত্র মূথে ভূপেন কহিল, কেউ ত নেই। পণ্ডিত মণাই একটা কর্ম ক'রে দিয়েছেন, দেখি যা পাই বাহার করি। ওথানেও ওকেই সব করতে হবে—

ছিছি! দেখি নিন আমাকে ফন—আমি সব আনিয়ে পাঠেয়ে দিছি। আৰু আমি আমার স্থাকে নিয়ে ছপুৰ বেলা গিয়ে পড়ছি বা হর আমরাই সব কবে-কশ্মে নেব। •••এক ত এই উন্তট বিয়ে তার ওপর কনে করবে তার বিয়ের যোগাড় আর বর করবে বাজাব।ছি! বান আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন গে। আজ আব কিছু খাবেন না—উপোদ ক'বে খাকুতে হয়।

মহেশ বাবু যে এতটা ক্ৰিবেন, তা ভূপেন কথন ক্লনাও করে নাই। কুতজ্ঞতায় ভালার মন ভ্রিয়া গেল, সে হেঁট হইয়া এই প্রথম জাঁলার পদধ্লি লইয়া প্রথম করিল। মহেশ বাবুও সংস্লহে ভালকে উঠাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কলিলেন, বালাহ্ব ছেলে ভাই, হাা বুকের পাটা আহে বটে! এত-বড় কাজ করতে আমাদের সালমে কুলোভ না।

সে প্রার বাহিবে আসিয়াছে, এমন সমর মঙ্গে বাবু পুন্বীর ডাকিয়া কহিলেন, কিছু থাওয়া দাওয়ার আয়োজন বাথব ? কাউকে বলতে চান ? মাটার মশাইদেব ?

গ্লন্থ কঠে কুপেন জবাব দিল, আজ আর কাউকেই জানাতে চাই না। আজ থাক—

বরং বৌ-ভাতের দিন হবে—এগা । সেই ভাল !

ভূপেন বখন সন্ধার পর এক। ক্লাল্প ও উপবাসক্লিষ্ট দেহটাকে কোন মতে টানিয়া কইয়া বিজয় বাবুদের বাড়ী পৌছিল, তখন বাধাকমল বাবু আসিয়া গিলাছেন।

মংশ বাবু, জাঁহার স্ত্রী ও একটি লাসী আসিয়াছে, তাঁহারা বিবাহ ও হোমের সমস্ত উপকরণ ইতিমধ্যেই ওছাইরা ফেলিয়াছেন। মার বর ও বধুর ছইখানি নববস্তুও সংগ্রহ করিছে সংক্রম বাবু ভোলেন নাই।

ভাহাকে দেখিরা মছেল বাবু বলিরা উঠিলেন, এন এল ভাই ।

ত্ত্তী-আচার হ'লো না ভাতে কভি নেই, কিন্তু নাকীমুখটাও বাল

বাবে বলে আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছে। অবিশ্যি বিজয় বাবুকে দিয়ে
ভালেরটা এক বকম সারিয়ে রেখেছি—বাকু গে কি আর করা বাবে 1

ভূপেন স্থান সাহিত্যই আসিহাছিল, কাপড় ছাড়িয়া একেবাৰে পিড়িতে বসিল। ইতিমধ্যে ছুই-এক জন প্রতিবেশীও আসিরা সিহাছিলেন, মহেশ বাবুই অপবাহে ইহাদের সংবাদ দিরাছিলেন। কিছু কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাজ্ঞার বাবুর শ্রী, আয় একটি সধ্বা মহিলা এবং মহেশ বাবুর শ্রী বিবাহের সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, মার স্ত্রী-আচারও বাদ গেল না। অর্থাৎ বিবাহের আফুঠানিক আয়োজন কিছু যাহাতে বাদ না পড়ে সেদিকে মহেশ বাবু বিশেব দৃষ্টি বাথিয়াছিলেন।

ফলে, বিবাহটা যত নিরানক্ষয় এবং অন্তুত রক্ষের **হটবে** विषया मान करियाहिन, एउठे। इडेन ना वार्त वरः आनक्षाबिडे সাধার<sup>ৰ</sup> বিবাহের মত দেখাইতে লাগিল তবু তাহার মনটা ভার ভার হইয়াই বৃহিল। কিছুতেই সহজ হইতে পারিল না বে। ষে কাজ সে করিতে ঘাইতেছে ভাহা কতটা যুক্তিযুক্ত হইল ভাহা আছও ভানে না- তথু এইটা বুঝিতে পারিল বে এ আর কোন মতে ফিবিবে না। যদি হঠকাবিতাই হটয়া থাকে ত ইহার ফলাকল তাহাকে আঞ্চীবন বহন কবিতে হইবে ৷ আত্মীয়-বন্ধ্-বান্ধৰ **বাহাদেৰ** স্থিত জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়াছে তাহাদের স্কলকে বাদ দিয়া যে মেষেটির ও পরিবারের সহিত বলিতে গেলে মাত ছ'দিনের পরিচয় ভাহাদের সঙ্গে দীর্ঘ বাকী জীবনটা সে কাটাইবে কেমন করিয়া 🕈 যদি পুথীন। হইতে পারে ? যদি সমস্তটা বিড না বলিয়া বোষ হয় ... হয়ত বা এথনও সময় আছে—এখনও পালানো ৰাইছে পাবে। তাহাতে নিক্ষা ঘতই হোকৃ—বাঁচিতে পাবে সে। এমনিই একটা কিছু করিয়া বসিবে না কি ! •• এই রকমেব নানা উল্লট কথা সেই শেষ মুহুর্ত্তেও তাঙার মনে আসিতে লাগিল, আর সলে সলে একটা অসহায় ভাব আসিয়া তাহাকে কেমন বিহবস করিয়া তুলিল, মনে ভটতে লাগিল যেন কে ভাহার কঠবোধ করিয়া ধরিছেছে. বাহিরে কোথাও বাতাস, কোথাও অবসর নাই---

তবু শেষ প্যান্ত কিছুই করা হইল না। এক সমরে বিবাহের মন্ত্র পাঠ, মার হোম প্রান্ত হইয়া গেল, বর বধু বাসর বাবে উঠিল। জলযোগ—মিটি-মুখের পর অভ্যাগতরাও সকলে চলিয়া গেলেন, অধু মতেশ বাব্ব স্ত্রী ও তাঁহাদের দাসী বহিষা গেল। কাল সকালের কাভট্ক সারিয়া যাইবেন তাঁহারা, এই কথা বহিল।

বাসর ঘরে জাগিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, বরং শরনের ব্যবস্থাই হইয়ছিল। ইচ্ছা ইইলে বর বধু আলাপ করিতে পারিত জনারালে কিব সে ইচ্ছা জন্তুত ভূপেনের ছিল না। সে জনেক বাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, তইয়া তইয়া এপাল ওপাল করিল তর্ক কল্যাণীর সলে কথা কওয়ার কোন চেটাই করিল না। বেচারী কল্যাণী, ভাহার নিজের ভরফ হইতেই বথেষ্ট ভয় ছিল, এখন ভূপেনের বিষয়-গজীর মুখের দিকে চাহিরা বেচারার আলভা, ও উর্বোধন অব্যবিষ্ঠানীর মুখের দিকে চাহিরা বেচারার আলভা, ও উর্বোধন অব্যবিদ্ধান করিল না। ভাহার অভিজ্ঞতা কম, তবু নিজের সহজাবৃদ্ধিতে এটা জনারাসেই বৃথিতে পারিয়াছে বে এ ধরণের বিবাহে বর কথনও স্থালী হয় না। আত্মির-জলন সকলকে ভাগা করিয়া একমান্ত ভাহাকে

ক্ষান্ত্রীনন কাটাইবে এবন সম্পানই বা ভারার কৈ ? নিজেয় বাজ ক্ষান্ত্রীন কাটাইবে এবন সম্পানই বা ভারার কবিবার পাইরাছে ক্ষান্ত্রী সে সৌভাগারতী মনে করে নিজেকে কিন্তু হাজিলা ভারার ক্ষান্ত্রীক লাভ গুলারের বেড়ী বলিরা বহি মনে ক্ষান্ত্রীকে সমভ রকম প্রথ ও সৌভাগ্যের পথে জন্তবার ? ক্ষান্ত্রীকৈ সম্ভাও অমৃতাপের যে শেব থাকিবে না, এ পোড়ায়থ ক্ষান্ত্রীক সম্ভাও অমৃতাপের যে শেব থাকিবে না, এ পোড়ায়থ

ে এখন কৰিয়া—ৰে বিবাহকে প্ৰণয়-মূলক বলিয়া জনায়াসে আখ্যা বেওৱা বাইছে পাৰে—কেই বিবাহের বন্ধ ও বধু বিবাহের প্ৰথম মাত্ৰিটি পালাপাশি শুইয়া জাগিয়াই কাটাইল, জখচ কেই কাইয়াৰও সহিত একটি কথাও কহিল না।

নাধাকমল বাবু সেই বাত্রেই হোষ্টেলে ফিরিয়া কথাটা রাষ্ট্র কহিয়া বিতে নাটার মহাশ্যদের মধ্যে ভরনা-করনার অবধি বহিল না । আপুর্বা বাবু সগর্কে বলিতে লাগিলেন বাব বাব, কেমন ? বলিনি ? বিভাবে বুল্টা ভাল মাছৰ ভোমবা ভাবতে ওভটা নয়। কেমন ক্রেছে ভূললে ছোক্বাকে. দেখলে ত ? অবিল্যি কই গাঁথলে কি প্রীট বাবলে তা বাছাধন টেব পাবেন'থন—তবু কাল্টি মেয়েটা ত আপাতত যাড় থেকে নাম্ল। একম্টো ভাতের ব্যবস্থাও হ'ল ?

জপুর্ব বাবু বা-ই বলুন মাটার মহাশহদের দল জনেকেই সকাল 
হবলা অভিনন্ধন জানাইতে উপস্থিত হইদেন। মায় লালত বাবুও,
হেন্দেশ বাবু সব ব্যবস্থা করিতেছেন থবর পাইয়া, আসিয়া পড়িলেন।
ইবিন বাবু কহিলেন, ও-সব তন্ছিনি ভাই, জামাদের থাওয়াটা কাঁকি
হিন্দে চলবে না। কালকের ভোজটা চাই ?

আপুর্বে বাবু পিঠ চীপড়াইয়া কহিলেন, বেশ কবেছ ভাষা, এই ত আয়ুবের মত কাজ! তোমার দৃষ্টান্ত দেখে যদি শেখে আজকালকার জেলেরা ত, যেন্তের বাপরা বাঁচে!

ভূপেন খিত-মুখে সকলের কথাই মানিয়া লইল। বিবাহের কর দে পোটাফিনে অতি কটে সঞ্জিত গোটা-কতক টাকা তুলিয়া আমিছিল, সেইটা সে মহেশ বাবুর হাতে দিয়া কলিল, আপনি ত আনর্থক অনেকগুলো টাকা খরচ করলেন, কাসকের খরচটা এই টাকা খেকে চালান। এই ক'জন লোক—যাত্র একটু আয়োজন করুন, আরু কেলেকের জন্ম বৃদ্ধি কিছু রুসগোলা পাঠানে। যার—

মহেশ বাবু টাকাটা হাতে করিয়া লইয়া কহিলেন, আছে। আছো, সে বাঁ হয় ব্যবস্থা হবে'খন্। ছেলেদের জন্মও একটা ব্যবস্থা করতে মধে বৈ কি । এখন ত আককের কাজটা চুকুক্।

বাসি বিষে সাবিদ্যা ভূপেন ক্লান্ত ভাবে বাহিবের মাঠে আসিয়া মুক্তিন। আবন্দের লেবে দিগ্লিপত জোড়া মাঠে আর আকাশে বেখানে মেশামিশি হইয়াছে, সেখান পর্যন্ত মেঘে ছাইয়া ফেলিরাছে। ক্লেমন ক্লিট আছে ক্লিট খবিলাই এমনি মেঘলা কবিলা আছে। কেমন ক্লেটা বিষ্ণান্ত। চাবি দিকে। আবও বেন এই ভভেই মনটা ভাব ছইয়া আছে, ভূপেনু কিছুডেই কোন উৎসাহ পাইতেছে না।

ৰসিয়া ৰসিয়া সে বাড়ীর কথা ভাবিতেভিল। মা আখাত শাইবেন—বাৰার কথা অভ সে ভাবে না। ভবে ভিনি কিও হুইয়া অনেক কিছু ক্ষিতে পাজের া ব্যাসিয়া হাজিয়ই হইবেন, একটা টেচাৰিটি গোলবাল কৰাও বিচিত্ৰ নৰ—নে সহছে একটা লাল্ডা বৰাবৰই লাছে। বোলগুলিৰ কথা সে আগে বিশেষ ভাবিত মা—এখন তাহাৰেৰ কথাও মনে পছে। কী আৰহাওরাতেই না আছে বেচাৰীরা। না আছে ভাহাৰের কোন শিকাব বাবছা আর না আছে আভ কোন কাল। মনের বিভৃতি লাভ হয়, কুপমতুকতা দূর হয় এমন কোন ব্যবছা নাই তাহাৰের জন্ত। কলিকাতার সকীর্ণ গলির মধ্যে আছকার বাড়ীর ছইখানি ঘরে তাহাদের কোন প্রবাত্তিতেছে, চিরকাল ধরিয়া একই ভাবে। তাহাদের কোন প্রবাদ্ধান্ত না করিয়া বিবাহ করাটা গহিতই হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেমন করিয়াই হউক্ তাহাৰের ভছ কিছু কবিতে হইবে—নহিলে নিজের বিবেকের কাছে এম্নি অপরামী থাকা অত্যক্ত কঠকর •••

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর রাধু ডাকিতে আসিল, জামাই বাবু বারা হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন।

ভাষাই বাবু । ডাকটা নুখন বটে । মাটাব মশাই, এই ডাকেই কান অভ্যন্ত ইইয়া গোছে, ভাছড়ো নুখন কোন জীবনে যে দে প্রবেশ কবিয়াছে এটা এখনও যেন ভাবা যায় না । সে একটুগানি হান আহিছা উঠিয়া পঢ়িল। দেড়টার গাড়ী অনেককণ চলিয়া গিয়াছে—বেশা কম হয় নাই।

আহারাদির পর মহেশ বারুরা চলিয়া গেলেন। কথা বছিল যে প্রদিন্ সকালে আবার উছোৱা আসিয়া বৌভাত ও ফুলাখ্যার উতোগ আয়োজন করিবেন। ব্যাপার বখন সামাজই তখন আছ হটতে কিছু করার প্রবোজন নাই। জাহারা বিদায় কটলে ভূপেন যরে আসিয়া শুইয়া পড়িল লগত ছই রাত্রির জাগতে ও ক্লাজিতে ভালার চোধের ছই পাতা বেন বুজিরা আসিতেছিল—খার কোন মতেই যেন জাগিয়া থাকা বার না। •••

হুম ভাঙ্গিলে প্রথমেট মনে পড়িল ভাগার কল্যাণীর কথা।
আগের দিন চইতে সে বেচারীর সঙ্গে একটিও কথা কওয় হয়
নাই, সে বেচারী যে ভয় এবং হুংখ ছুট-ই পাইয়াছে ভাগা ভূপেন
বুকিতে পারিল। বিশেষত এখন বাড়ী একেবারে খালি, নিজ্ঞান,
নিজ্জার বাড়ীতে এমন বিষয় আবৃহাওয়া লইয়া থাকা যায় না।

সে যথন ঘবের বাহিবে আাসিল তথনও তেম্নি মেছল। করের আছে—সঙ্কারের বিশেষ দেরী নাই। চাহিয়া দেখিল পিনীমা তথনও গুমাইতেছেন, কল্যাণী রাল্লাঘরের চৌকাঠে ভ্রুত ইইয় নতমুবে বসিয়া আছে। তাহার সেই বসিয়া থাকিবার দীন ভালাভিত ভূপেনের মন অক্যাৎ এমমতা ও ক্রুণায় ভ্রিয়া গেল, তাদাতাড়ি কাছে গিয়া চুলি চুলি মিই-কঠে ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী চমকিল। উঠিয়া বেন ভরার্ড দৃষ্টি মেলিল। একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না। ভূপেন আবারও বিলিল, এখানে এমন করে বদে কেন কল্যাণী, আমার ওপর বাগ করেছ?

ঠিক সেই মুহুর্তে, কল্যান্ধ কোন উদ্ভব দিবার আগেই, বানিরে যেন অনেকগুলি লোকের কথা বলার আপ্রাক্ত কানে গেল। আরও একটু বালে অভি পরিচিত একটি কঠের অপ্রভালিত আহ্বান আদিয়া পৌছিল, মাইার সশাই।

্ভূপেন ও কল্যানী ছ'বানেই বিন্তৰে চকিত হইয়া উঠিল। এ মে সন্ধা ! সভাই সন্ধা! শিষ্কনে একটি চাকৰ ও আব একটি মুটেব মাধার বিজ্ঞব জিনিব চাপাইয়া কৌতুকোজ্ঞল মুখে সন্ধা আসিয়া ভিতৰেৰ উঠানে পাড়াইল! কুপেন কাছে আসিতে প্রধান কবিয়া হাসি মুখে কহিল, চিঠি পেলুৰ তখন কপটা। তখনই গাড়ব অফুমডি নিয়ে বেরিরে পড়েছি কিছু বাজার ক'বে বারোটার গাড়ী ধবে চলে এলুম। এবানের কথা বা ওনেছি, হয়ত কিছুই পাওরা বাবে না মনে ক'বে বোভাডের বাজার আমি মোটামুটি কবেই এনেছি। আবও তের মাল পড়ে আছে ঐশনে, ওরা সিরে আন্বে। ইমুলের ছেলেকের স্বাইকে আমি ভাল করে খাওরাবো আপনি কিছা 'না' বলঙে পারবেন না। বাজার লোকও বাতরের গাড়িতে আসবে, আর গাবোরান আসবে কাল ফুলের গাঙা নিয়ে।

ভার প্রট কল্যাণীর দিকে চাতিয়া কতিল, কল্যাণীদি, কথা কটছেন নাবে ? থ্র কাঁকি দেবেন মনে করেছিলেন না ? আমি কিছু এ আগেট জানভূম।

সে কল্যাণীকেও একটা আংগাম করিল। উঠিল। ব্যুক্তর মধ্য চইতে একটা কাগজের মোড়ক বাজির করিল। ভালার মধ্যে ছিল এক জোড়া সোনার বালা এবং এক গাছি সক্ষ হার। সক্রেছে ও বার কলাাণীকে প্রাইরা দিতে দিতে কহিল, এ কেন আমার ভাববেন না ভাই—এ দাহ পাঠিরেছেন, আনীর্বাদী।

অভিভূত ভূপেন এতকণে বঠন্বব পুঁলিরা পাইল। সব কী করছ সন্ধা। ? পাগলের মত কত ধরচ করেছ ?\*

অধুনরের স্তবে অথচ হাসি মূবে সঙ্গা কহিল, আজকের মিন্দ্রী আর বকবেন না মাষ্ট্রার মণাই, আজ আমার বড় আনক্ষের মিন্দ্র আপনার বিষের থবের পেয়ে কী আনক্ষ বে হ'লো তা •আপনাক্ষ্যু বোঝাতে পারব না। আজ পাগল না হ'লে কবে হবো কলুন ? সতি, বিশ্বাস করুন, আমার থুব আনক্ষ হয়েছে—বড় খুসী হরেছি—

কিছ ভূপেনের চোথের দিকে চাহিয়া, অক্সাৎ, মুখের হারি মিলাইবার পূর্বেই, ভাষার সেই আশ্চর্যা স্থানর বিক্ষারিত চৌর্য তুইটির কুল ছাপাইয়া কপোল প্রাবিত করিয়া বেন অনেক্ষণের জ্ঞমাট বাধা একরাশ অবাধ ক্ষণ্ণ ফবিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতে কোন মতেই সন্ধা ভাষাদের শাসন করিতে পারিল না।

क्यमः

#### হে রাজকায়া

গোবিন্দ চক্রবত্তী

হে মেঘকৰা !

কোনের জানালা এথুনি কৃষিয়া নিব।

কঠিন মিনভি এই :

দাঁড়ি টানো নর এইখানেই--

সোণার মুগের ছারা-অভিযানে

কস্থুনা পিছন নিব।

ववराव वृत जाना मानहे-

হে বাজকলা।

ফের ডেকে বলি:

আমার কখনো হু'পথ নেই।

এ বাজপুত্র অবাক নায়ক: একবোধা ঘোড়-সৎযাবী— ছেড়ে বেতে পাবে নিমেবে তোমাব প্রাদাদ

शकाब-द्यावी ;

क्षा देशन छेटड़ ह'टन बाय-

वा-किछू चनाय ममुर्थ :

হে বালকভা !

माथा क्राय माथा

এक्ट जीव এहे शब्दक !

(र मिषक्का |

বস্থভবার তীবে—
দেখেছ কবঁনো অলথ তোমার মেবের মিনার হ'তে:
ফ্রার রড়ে ভূকান-উত্তল

ण्याननीत नीतः कड चोडुत्सव महत्वभूको नाथ (कटा ताम व्याप्तः) দেখেছ কথনো ফিরে-

কারখানা-ঘরে রাজার কুমার

ছেনি ও হাহুড়িনিয়ে

বখন নিৰুম দিনান্তে মোছে খাম:

সে দৃশা অভিয়াম :

কালীমাথা কালো কুলির পোষাকে

—টুপিটি মাথায় দিয়ে ?

হে মেঘকরা!

জালো না, জালো না

মেঘ\ক্তির দীপ:

চের টানা হলো ভের .

কণালে আমার আঁকা যে মাটির টীপ:

এখনো পাওনি টের ?

দোলা নয় আর কোনোখনেই-

রাজার ঝিয়ারি!

ফেব ডেকে বলি :

আপোবে আমার আছা নেই।

পৃথিৰীয় পথে

यूर्थायूची इव

জনতা-গভীর বনে---

नव, क्ल रहान व कीवल !



## দৃত্যি (ছুলে শ্রীউমেশ মল্লিক

ক্রিটিই মন নেট। বহুদ কতই বা হবে তার। পড়া-শুনার মোটেই মন নেট। বই-লেট্গুলোকে মাঠের উপর মোটেই মন নেট। বই-লেট্গুলোকে মাঠের উপর ক্রিটিছে কেলে দিয়ে দাবা দিন দে পুরে বেড়ার ব্যুব বাসার, সাপের ক্রিটিছে না হর পাখীর ছানার বেঁজে। এ ক্রেড অবল্য বাড়ীতে বে ক্রিটিছে ক্রাবলীতি করতে হর না এমন নয়। কিছু কি কার ক্যা ক্রিটেছে। পড়া-শুনার পরিবর্জে পাখীর ছানা, যুবুর বাসা আর শুরুমেশর পর্জ বে ভাকে হাতছানি দিয়ে ভাকে। ভাদের সাড়া মা দিয়ে পে কি আর থাকতে পারে ?

সে দিন ৰাজ্যতৈ শীড়নের মাত্রাটা বেন একটু বেলী চরেছিল। স্ক্তরাং ভাকে বসে ধাকভে লখা গেল চুপটি করে বাড়ীর সামনের **ৰারান্দার।** উদাস চোখে সে চেরে আছে নীল আকালের পানে। **আকাশের বৃকে একটা শথটিল পাথা নাড়তে নাড়তে উড়ে চলেছে।** ভার মনে হতে লাপলো, সে-ও যদি অমন ভাবে উড়তে পারতো তা इल कि मकारे ना श्ला। इंग्रेंप छात्र हालि भए शक এ में। वड़ **মুক্ষের পারীকে। উছতে** উছতে পাথীটা এসে বদলো তাদের বাড়ীর ্**লামনের ঢালাও ক**রা বালীর **জুপ**টার উপর। ছেলেটা পাৰীটাকে <del>দ্রক্য করছিলো।</del> এদিক ওদিক তাকিয়ে পাধীটা ভ্সু করে উড়েড় শেল। মূৰে ভার ছেলেটিরই বালির উপর খন-করা বাড়ীর মাধার **উপৰেৰ পতাকাৰ** কাঠটা। ছেলেটি পাৰীটাকে লক্ষ্য করে বেই লৌকতে বাবে, পেছন খেকে ভার নাম করে কাকে ভাকতে ওনে সে ৰেন্দ্ৰ গেল। মুখ কিরিবে দেখলো তার বারাকে। কি न्यातं सम्बद्धः विकासा। मदनद द्वःथं छादकः मदनहे छ्टल (वट्छ हटना। **আবার** এসে তাকে বদতে হলো বারান্দার দেই কোণটার। কি**ত্ত সে লেখতে ভূগলো** না পাখীটা কোখার গিরে বসলো।

দেব করে আনহে। সাদা আকাশটাকে বেন একটা কাল দৈতা ভুটে আনহে প্রাস করে কেনতে। বেবের ব্যবহাঞ্জ লাগলো ভূষ্ণ ভাবে উক্তরে হাওরা। ক্রমে অফ হলো ক্রেমে ববে বাজ পভার পঝা। সে কি'ভীবণ! বন বর্গ মন্ত্রা পাতাল ভেল করে বিশ্বদেবতা অগ্নিবাণ নিক্ষেণ করছেন। সেই ছেলেটি খেলার মাঠে খেকে বাড়ীমুখো ক্রিরে চলেছে। টণ টণ করে বড় বড় কোঁটার বৃষ্টি পড়তে লাগলো। অগতা। ভূটে এলে দে আপ্রর ক্রিলো একটা বড় গাছের ভলার। হঠাং তার চোখে এলে ধরা পড়লো একটা বড় পাবী। উড়ে এলে বসলো পাখীটা সেই গাছটার ভালে। মনে পড়ে গেল তার সেদিনের সে ঘটনাটা। আর বাবে কোখার। তর-তর করে সে উঠতে লাগলো গাছের মাখার।

বৃষ্টি তথন মুসল-ধাবে পড়ছে। সেদিকে তার কোন ক্রক্ষেপই নেই, সে উঠে চলেছে। একটু বেশী উপরে উঠতেই তার চোথে পড়ালা একটা বড় রক্ষের পাথীর বাসা। সে সেদিক্ লক্ষ্য করে উঠতে লাগল। ক্রমে তার কানে ভেসে আসতে লাগলো পাথীর ছানার কিচির-মিচির শন্ধ।

কাছে মান্ত্ৰ দেখে বড় পাৰীটা বৃক্কটো চীংকার ক্রতে
লাগলো। ছেলেটি আরো একটু ওপরে উঠলো। বড় পাৰী হৃত্
করে ওপরের ভালে উঠে পড়ে ভীষণ ভাবে ভাকতে লাগলো।
ভতক্ষণে ছেলেটির চোপের সাননে গুলেভেলা পার্থীর ছালাওলোকে
দেখা বাচ্ছে। আনন্দে তার চোধ হ'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাড
বাড়িয়ে একটাকে ষেই পকেটে প্রতে বাওয়া অমনি কোঁল করে
আওয়াক করে একটা খয়ে-গোখরো মারলো ছোবল বাদাটার ওপর।
ভাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে দেখলো যে মাথার উপরে একটা খয়েগোখরো হসছে। লেকটা ভার গাছের ভালে পাকিয়ে পাকিয়ে কড়ান।

ছেলেটিব অবস্থা তথন সঙ্গীন। মাধার ওপরে গোখরে। গাণ ছোবল মারার জ্বন্তে ওত পেতে আছে। রাগে ফুলে ফুলে ওঠার সঙ্গে সংক্র বেড়ে উঠছে ভার দোল। কোঁসকোঁসানিও আর ভার শেষ নেই। नाकारक भावा बाद मा, न्याम धावात ममद नाहे, म जीवन-मृङ्ख স্কিকণে। থক্তমুখী ডেগনের মত বিভীবিকামর এ গোখরে সাপের উচ্চত ফণায় ভার প্রাণ বেন ওবিরে আসছে। কিছ মোটেই দে বিচলিত হল না, লক্ষ্য করতে লাগলো দাপটাকে। সাপটা তপন নিফল কোনে উন্নত্তের মত ছোবলের পর ছোবল মেৰে চলেছে। ছেলেটি দেখল, ছোবল মাবাৰ সঙ্গে সংগ সাপটা নেমে আসছে ভাব দিকে। সে প্রবাপ খুঁজতে লাগলো। সময় বুৰে হেট ছোবল মারা অমনি সে চেপে ধরলো সাপের মুগটাকে। বিশ্বমাত্র দেরী না করে সাপটাও ঋড়িবে ধরলো তার চাতটাকে লেক দিৰে। চাতের মুঠোর মধ্যে সাপের প্রাণঘাতী मून । वज्रनात इटेक्टे कदाइ हात्कद हात्म मानहा ! कि कवि कि कवि ভাৰতে ভাৰতে মনে পড়ে গেল তার পকেটে আম ছাড়াবার ছুরীটার কথা। বাঁ হাত দিরে ছুবীটা বার করে বসিরে দিলে সে সাপটার গারে। ভতক্ষণে গোখরো সাপ লেকের চাপে পিবে ফেলেছে ছেলেটির ডান চাতটাকে। ছুরীর খারে কিছু হয় না দেখে নে নিরুপার হরে সাপের মাধাটাকে কেটে কেলে। ছ'ভাগ করে। ভার পর একটার পর একটা পাককে কেটে নেমে এল পাধীর ছানা-ভালাকে পকেটে পুরে । ভাজকণে বৃষ্টি বেমে গেছে। ক্রিরাজ বেবের বনষ্টাল্লা, কলেবনে হেলেটি পাবীর ছানাঞ্জাকে পকেটে পুরে বাড়ীর <sup>দিকে</sup>

1. 1 . 1 . 1

বিশ্বতে ভার; সে আবা কি বলে কৈ কিয়াও দেবে। ভাই-বোনেরা, কর্ণেল ক্সরেশ বিশাসের ছোট বেলার ঘটনাগুলো থেকে ভোমাদের উপহার দিলাম একটা। ভোমাদের মত তিনিও ছিলেন বাঙলা মারের ক্মসন্তান, কিন্তু তাঁর সাচদের তুলনা মেলে না।

#### তীতু ছেলের কাণ্ড গৌরুল্ক চটোপাধ্যায়

ব্যামন ভীতু তেমনি গোবেচারী ছেলেটি, ডাকে স্বাই লুই ব'লে! বাপ তার চামড়ার কাজ করতেন আর ঠাকুরলা ছিলেন এক জন কীতলাস মাত্র। বিজে-বৃদ্ধির দৌড় তেমন নেই, জবে হাঁা, বেশ পরিশ্রমা, ভিনেরী আর সব সময়ই খুব সতর্ক। আক্ষেবাজে সময় নই করা তার জভাাস নয়। এমন কি, খেলাগুলোর সমরটাকে পর্যন্ত করত কি,—বাবার চামড়ার কারখানার পাশ দিরে বে ছোট নদীটি সমানে ব'য়ে চ'লে গেছে তারই ধারে ব'লে নদীর ছবি একে একে খেমন আমোল পেতো তেমনি সময়ও কাটিরে দিতো। বাবার কারখানাট।ছিলে। প্র-ফ্রান্সের আরব্য়েস্ব'লে একটি মক্ষংকল সহরে।

**म्याद्य इरवर्ष्ट् कि.** आव वरहरनत अक क्रम कामारवर साकारम বাজ্যের বজো লোকের ভীঙ যেন ভেতে প্রভছে। বৈ-বৈ টেচামেচি! मय वहराद मान्य (हाम मुडेंड (हाएँ द्याभाद कि मंगरंड ! कि ভীছের ধারে থেঁবতেই ব্যাপার দেখে তার ভাবিচাকা কেনে যায়, ছোট্ট ছেলেটির ছোট শ্রীর ভয়ে আব উত্তেজনায় বেঁপে ৬টে। লেখে कि ना, जान हेकहेंटक शवम कामास्त्रव लाहा नित्य क्र कन हारीव म्बोद्ध ब्याद त्मरहत्र मार्म्भत उभद्र कनवदं उ मस्काद्य घा ' त्मस्य अस्ति । আর তারই শব্দ ঘরখানাময় খুরে ফিরে বেড়াছে। জড়ো-হওয়া লোকেরা সব এ ওর মুখ-চাওয়া-চায়ি করে, কানাকানি করে জনেক কিছুই। লুই জানতে পারলে, চাষী লোকটিকে একটা পাগলা নেকড়ে बाव जीवन जारव कामाउटक, जारे शवम हेकहेटक लाशव है।कि। मिख ভাকে সাহিত্র ভোলার টেষ্টা করা হচ্ছে দেখানে। ভবে গলা ভবিত্র ওঠে সুইয়ের, ভাঙাভাতি এক ছুটে বাড়ী পালিয়ে এসে ধেন বাঁচে শে। দেবাভিবে ভার মোটে ঘুম খানে না। কেবলি কামাবের वाफ़ीत मारे कविता मान भएए खांव मारे भारत, लाहा निराय केंगाका **ম্পেরার শব্দ ভার চার পাশে হেন ঘুরে ঘুরে বেড়াছে**। না ঘুমিরে ত ৰাভটা ৰা' ছোৰু ক'বে কাটল। সকালে উঠে শুনলে, সেই চাষা লোকটি মারা গেছে। নিষ্ঠুর লোহার নিম্ম ছাকা নিম্মল হ'বে গেছে ওধ। আৰু জানলে, পাগদা কুকুব বা নেকড়ে वास्व काम इ (बाक शहे त्व त्वान शव नाम शहेर्डारफारिया। ल कथ। मृहे कुमाछ शांदिनि वह बिन । त्में शिक माझ्यव दोन শার মুহার ওপর একটা আকোল কেমন বেন তাকে পেয়ে বদে।

পুই ছেলেটি বেশ থাটিরে আব মনোবোগী দেখে বাবা তাকে আব নিজের ব্যবদার না লাগিরে ছুল-কলেকে ভতি ক'বে দিয়ে তাকে ইচ্ছামত পড়া-শুনা করার প্রবোগ দিলেন। ১৮৪২ বালে বিশ বছর ব্যবস স্থান্তের রয়াল কলেল থেকে লুই বিজ্ঞানে ডিএা পোলে কিছু কেমিয়া বা রুলায়নবিভার তেমন ভালো নম্বর না পাওবার গুরু মনটা করে পেল। এই এক বছর পরে প্যারিদের লোবনোনু বিশ্ববিভাক্তর ভাবন আবালা অন্ত্যাপক লোবি মুম্বার

বজ্বতা তনতে তনতে লুইয়ের ঝোঁক চেপে বাছ এই বন্ধই বিভাতেই। সেদিন এমনি বজ্বতা শোনার পর ভর্মর ই বেবিরে আসতে, চোধে তার জল আর মনের মধ্যে কের্ছা তোলাপাড়া করছে এ একটি কথা,—কি স্থপর কি চ্যাইছা এই কেমিট্রা—কি মজার বিজ্ঞান। এই মজার বিজ্ঞানে জ্বাই হওয়ার সকল সেদিন তাঁত্র হ'বে ওঠে তার চোধে-মুখে।

আঁকার কাছে আৰু তার মনও নেই—উংসাহও নেই সেই সময়টাও এখন এই মন্তার বিজ্ঞান বসায়নবিলা আক্র कारक कारते। तुरे धरेवात निष्य शए कीवापूब क्या, रेजिसक মান্তবের যতো সর্বনাশ যতো ক্ষতি করেছে এবা ক'বে <del>আঁত</del> এট জীবাণু, তেমন আর কোনো কিছুতেই করে না এবং ক্ষেত্র পাবে না. বতো মাতুদ মবেছে এই জীবাণুর ছাই কবলে কৈছ কথনো কোনো দিন কোনো যুদ্ধেও মবেনি-লুইএর একথা 🖼 তথনকার দিনে বিজ্ঞানী ও সাধারণ লোকে গালে হাত দিয়ে ভাৰতে স্তক কণ্ডলন। মদ যে প'তে যাত্ৰ, বুকমারি খাবার জিনির 🗷 খারাপ হ'য়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, সেও এই এক এক বিশেষ ধরণে ভীবাণুত কারসাজি মান্নুষের রোজকার জীবনে স্বচেরে বভ হোলো এই জ'বাণুর দল—বার হাত থেকে মৃক্তি ও নিকৃতি পারাছ সহজ ও চমংকার উপায় আবিধার—লুইয়ের অবিশারণীয় কীটি 1 এবং সেটি ছনিয়ায় প্রিচিত 'পাস্থবাইক্লেসন্' এই নামে। লুইবের উপাধি ছিলো পাক্তব, এই উপাহের নামটি তার্কী উপাধির আছ থেকে জন্ম নিহেছে। এই উপায়টি ভোষরা প্রায় সকলেই জালেছ তাই সেক্থা এখানে আবার তুলে তোমাদের সময় নষ্ট ক্রুলাম না 🛊 🔆

গবেষণার পর গবেষণায় দিন কাটে লুই পান্তরের। একটারা এক্যের খাটুনী আর মনের মধ্যে ঐ একই কথা, মার্লের ছনিহাকে বদলাতে হবে অথচ ভাব ভক্তে সময় কত কম। মারা এক জনের জীবনে এ কাজ শেষ হবার ত নয়। স্যাবরেটরীতে ব'দে ভিনি পরীকা করেন, অফুলীলন করেন, বকমারি জিনিছ নিয়ে নাড়েন চাড়েন, গবেষণা করেন আর ভাবেন ঐ একই কথা। মায়ুষের ছনিয়াকে নিরাপদ করতে হবে, ফুক্লর করতে হুইলুল আনক্ষমন্ত্র করে না। বেখানে রোগ-বালাইরের ভর ভাবেশ পঙ্গু করবে না, দিশাহার। করবে না, ভীবনকে অক্ষকারে ভূবিকে দেবার চেটা করবে না। এই ভাবে ব্রত, এই ভার কাল।

তথন তাঁর বয়দ পঁহতারিশ। এই ভাবে জনবরত জীবার্ত্তনি দলে ব্যক্ত করতে সেবারে ভীষণ রোগে শ্যাশায়ী হঁয়ে পড়লেন তিনি। জীবনের কোনো আশাই কেউ করে না, তর্ব হছ নিন ভূগে তিনি বেঁচে উঠলেন, দেবে উঠলেন, কের শক্তি কিবে পেলেন। তার পর যথন বেশ টের পেলেন হে, তাঁর জনিবার্ত্তনি সমৃত্যুর আশভায় সহকাবীরা সব ল্যাববেটরীর গবেরণায় ইভরা বিশ্বে কাজকণ্ম বন্ধ ক'বে ব'সেছিলো, ভখন তিনি একেবারে কেপে উঠলেন। তাদের বকে-বকে একেবারে বসাতল ক'বে তুললেন। কিছ তার্ব্তনি ল্যাববেটরীময় বুরে বেড়িরে ঐ এক তুলালন। কিছ তার্ব্তনি ল্যাববেটরীময় বুরে বেড়িরে ঐ এক তুলাল জানাতে থাকেন ভবিন্নতের বিজ্ঞানীদের হুনিয়া থেকে রোগাবালাই আলি ব্যক্তি তাড়ানো মান্তবেরই কাজ এবং চেটা করলে মান্তব্য এক বিন না

জ্ঞীকাও আবিভাব করেন লুই পান্তব এবং তাঁর পেব কীর্চ্চ ঐ হাইজোকোবিরা সাধানোর অভুন উপারের আবিভাব। হ'-হাঁট বছর ধ'বে সমানে পরিশ্রম ক'বে তিনি এই উপারটি বের করেন। পাসলা কুকুব কিংবা নেকড়ে বাঘের কামড়ে অন্তির লোক নিধাস কেলে বাঁচলো, হনিয়ার লোক হ'নতে তুলে আক্রিবাদ জানালো কুই পান্তব্যক, কুতজ্ঞতার প্রকাশে ব্যতিব্যক্ত হ'বে ওঠেন তিনি।

১৮১২ সালের কথা। তাঁর সত্তব বছবের জন্মদিনে উৎসবের , **আব্বোজন •**হয়েছে সোববনে। সারা হুনিয়ার বিজ্ঞানীর দল **জ**ড়ো ছবেছেন সেধানে পাছবের কাছে কুডজডা জানাডে, তাঁকে সমান ও স্থৰ্মনা জানাতে। নতুন দিনের নতুন বিজ্ঞানীর দলকে, জনাগত ক্ষবিষাভের বিজ্ঞানীকে ডেকে তিনি বলদেন—নিক্ষের ওপর বিশাস शाबिक ना ककरना, माञ्चरवद कोवरन भव भगवरे भक्तक बारम ना, **ষ্ট্রবৃ€ আমি বলবো** বে বার্থতার বেদনার যথন তোমার মন ভ'রে 🐝ৰে ভখনো ধৈষ্য হাৱাবে না, বিশ্বাস হাৱাবে না, এই ব্যৰ্শতার 🙌 সত্য নয়। ল্যাবেরেটবী আব লাইত্রেরীর নির্বল। কোণে শাস্ত विश्वद्वात मादशाल ७५ कां करेत गारत! अथरम निस्करक निक्र दान क्याप : निक्र निकार क्य, कान राहारात क्य 🌬 ভিৰ, জন্ত আৰি 👣 করেছি ? তার পর নিজের উন্নতি সাধনের গুজা সজেই নিজেৰ খনে নিজে প্ৰশ্ন তুলবে: দেশের করে আমি **৮৯৯ কুর্ম ৷** ভার পর এমন দিন হয়ত আসবে যথন মনে ব্দিনে অনবরত ভোলাপাড়া ক'বে আর প্রান্ন ক'বে বেশ ছব্তি পাবে: 💥 বিশ্বাধ মঙ্গলের জন্তে, বিধের উরতির জন্তে কডটুকু কি আমি করতে ক্ষমেছি আর সভাকার এমনি ধারা কাজ কভটুকু করতে পেরেছি। এর পর আরো তিন বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৮১৫এর ২৮শে :इक्कुन्টेइन ভারিখে বিজ্ঞানী বাবের জয়যাত্রা থামলো এই পৃথিবীর বুকে। ছোট কেবাৰ দেই ভীক ছোট ছেলেটি বেগে গেলেন—মায়ুবেৰ সব চেয়ে মারাত্মক শত্রু জীবাণুর সঙ্গে সমানে মুদ্ধ করার আদর্শ ইতিহাস।

#### সাবালিকা কুমারী মঞ্জী মুখোপাধ্যার

ছোট খেবে বলে সবাই ছোট আমি কিনে ? গোব্ৰা মালী বন্ধু আমার নিবারবের পিশে।

> একলা পথে বেতে মানা— বনিও আমার রাস্তা জানা—

মেলার মধ্যে হারাই না পথ ভীড়ের সঙ্গে মিশে। বোনের মেরের মান আমি ভারের পোরের পিসি! ভবাং বুবি

ভিল এবং ভিসি।

তনু কভূ বাখতে গেলে— কিংবা হলুব বাইতে গেলে—

# वक्षिविरेव

#### **দেবদূত** মনোজিৎ বস্থ

বিজ্ঞানাগৰ মশাই ছিলেন অন্তুত মানুষ এক দিকে তাঁব মন ছিল বেমন ফুলের মত নবম, অন্ত নিকে তাঁব দেক ছিল বেন লোকা দিয়ে গড়া। ভারী কাজকে তিনি কথনো ভয় পেতেন না, শক্ত কাজকে এড়িয়ে বেতেন না কথনো। পায়ে হেঁটে বেগানে বাওয়া চলে, দেখানে কোন দিন তিনি গাড়ি-ঘোড়া চড়তেন না। এক দিন সেই রক্ম তিনি হেঁটে চলেছিলেন কালনার পথে।

তাঁর চলার পথের সঙ্গী ছিলেন গিরিশ চন্দ্র বিভাগত্ব মশাই। তিনিও এক জন পণ্ডিত মান্তব। হ'জনে তাঁরা কালনা চলেছেন বিশেষ একটা ককরা কাকে। তাড়াতাড়ি পৌছুতে হবে, তাই বেশ জোৱে-জোবে পা কেলে চলেছেন তাঁরা।

এক জালগায় এসে তাঁবা হঠাৎ থেমে পড়লেন। দেখতে পেলেন পথেব পাশে একটা লোকেব কলেব। হয়েছে। সে বেচার। মাটিতে পড়ে বাগে-বছণায় ছট্টকট্ করছে অসহায় ভাবে। আব, ভাব পাশেই পড়ে আছে একটা পুটুলি। পথেব লোক ভাকে দেখে দ্বে সরে বাছে, কিছু সাহায্য কববার জল্ঞে কেউ এগিরে আসছে না। এই তো হছে রাজ-দিন চোখেব সামনে। সাধাবণ মাহ্যব আমবা, দ্বে গাঁড়িয় আমবা কেবল সমবেদনাই জানাতে পাবি—কাছে গিয়ে রোগাঁর পরিচর্ব। করতে ভর পাই। কিছু আসাধারণ মাহ্যব বাঁথা—তাঁবা এগিরে আসেন দেবভার মত কল্যাণ-হস্ত নিয়ে—দেই ক্রুশার্শে বোগাঁব রোগ-ক্ষাণ দ্ব হয়, সে প্রাণ পেয়ে বাঁচে।

বিভাসাগর মলাই দাঁড়িয়ে কিছুক্দ সেই লোকটিকে দেখলেন।
তার প্রক্ষণেই বিভারত্ব মলাইকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—"আপ্রন বিভারত্ব আপনি এই বোঝাটা বাড়ে নিন্ আর আমি লোকটাকে কাঁধে জুলে নিই। একে কালনার হাসপাতালে নিরে বেতে হবে, নইলে বোর হর লোকটাকে বাঁচানো বাবে না। আপ্রন, লোবে জোরে চলুন।" এই ব'লেই ভিনি দেই জীর্ণ মলিন ছেঁড়া কাপড়-পরা কলেরার রোগীটিকে জন্তান বদনে কাঁধে জুলে নিয়ে হন্ হন ক'রে ইন্টে চল্লেন। তাঁর পেছনে পেছনে চল্লেন বিভারত্ব মণাই বোগীর সেই বোবাটি বাড়ে ক'রে।

সে এক অছুত দৃশ্য। পথের লোক চেরে দেখল সেই খগাঁর ছবি। বেন কোন দেবদূত মতে ্য নেমে এসেছেন মাছবের কল্যাণ কামনার! বিজ্ঞাসাগর মলাইকে বীরা চিনতেন, তাঁলের চোধে হুংবে আনন্দে লল বরতে লাগলো। আব ঘটার মধ্যেই তাঁরা হু মাইল পথ হৈটে অবশেবে কালনার হাসপাতালে সিরে পৌছুলেন। সেখানে বােমীর চিকিৎসার সকল রক্ষ ব্যবস্থা ক'বে তবে তাঁরা নিজেদের সেই বিশেষ কাজে চ'লে গেলেন। বােমীটি সেবাবাার বিচে উঠ্লো।

কভ ব্যের আহ্বানে সাহ্ব এবনি ক'বে এগিবে আলে, ছুট



#### মনোজ সান্তাল

তাবছো কি এক আজগুৰি জিনিব! আলোকে না দেখে আবার থাকা বায় না কি! অবশা চোগ বুজলে সে কথা আলালা। কিয় খোলা চোথেব সামনে ধরা পড়ে না এমন আলোও আছে, পৃথিবীৰ সৰ চোধ এক ক'বেও যার টিকি দেখবার উপায় নেই। তবে বৈজ্ঞানিকদের ক্ডা নজরকে মোটেই কাঁকি দিতে পারে না কেউ। অভ্গা, চোৱা আলোও তাই ধবা পড়ে গেছে। সেই কাহিনীই আজ লিখছি। পড়তে পড়তে মনে হবে গজের চেতেও বৃদ্ধি বেনী বিময়কর।

ভোমরা সকলেই জান বে স্থোধ আলোয় কিবা যে কোন সাল আলোয় সাভটা বং লুকিয়ে থাকে, ঠিক যেন সাত ভাই চম্পা। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আকাশের রামধন্তে। রক্তে দিহিয়ে যদি এক-মুখ জল নিয়ে কুলকুচি ক'বে ছিনিয়ে দাও ভাহলে দেখবে বে, সেই ভাঁড়ি ভাঁড়ি জলের ওপর রামধন্ত্র মত সাভটা বং ফুটে উঠেছে,—বেগুনী, নীল, ব্লু, স্বুজ, হলদে, কমলালেবু আর লাল। এই সাভটা বছের সংমিশ্রণেই হর সাদাব জন্ম।

১৮০০ প্রচাকে স্থবিপাতি বৈজ্ঞানিক স্থাব উইলিয়াম হাশেল আলোর এই বছতা আবিভার করেন। পরীকাগারে স্থ্যবিত্রকে ভিনি একটা কাচের ত্রিশিসের ( Prism ) ভেতর দিয়ে চালান ক'বে দেন। ফলে আলোর সাতটা বতের জট আলাদা আলাদা হ'য়ে খুলে ছড়িয়ে পড়ে। এই সাত-বঙা আলোর ফালিটুকুকে বর্ণালী ( spectrum ) বলা হয়। এব পর ভার উইলিয়াম একটা ভাপমান-যন্ত্ৰ নিয়ে বৰ্ণালীৰ প্ৰত্যেকটা বভীন আলোৰ বিশ্বৰ হাপ নির্ণয় করেন। এতে দেখা যায় যে, বর্ণালীর বেগুনী প্রাক্তের চেয়ে লাল প্রান্তের ভাপ অনেক বেশী। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বে. লাল আলোটুকুর পরেও অন্ধকার জারগায় আরও অনক বেশী তাপের অস্তিত্ব ধরা প'ড়ে গেল! এর থেকে স্বভাবত:ই প্রা ওঠে বে আলো নেই, সম্পূৰ্ণ অন্ধকার অথচ কোথা থেকে ওগানে धर डाम आला । এই निष्य देख्छानिक-महत्म छैवग देश-के अक চ'য়ে গেল। তথন প্রমাণিত হোল যে, দৃশ্যমান লালের পাশেই অমকাবটুকুতে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য আলো তাপ-শক্তিরূপে ণুকিয়ে আছে। এব নাম দেওয়া হোল অবলোহিত বিশা (Infra Red Ray) यात्र भारत लारलव शरतव विश्व ।

বৈহ্যতিক আলো, আওন কিবা বে কোন উৎস থেকেই তাপ আত্মক না কেন, তার ভেতর এই অবলোহিত রখি থাকবেই থাকবে। তবে সব চেরে জোরালো রখি পাওরা বার বিশেষ ভাবে ভৈরী টাংটেন কিবা কার্বণের তার সাগান এক বক্ষ বাল্ব থেকে। একে Tuffa Red Lamp বলা হয় একলো

দেখতে আমাদের সাধারণ বৈছাতিক বাদ্বের মন্তই। তবে আর প্রই মৃত্ব হর। কিন্তু এর তাপ প্রচণ্ড আর এর রক্সিনে কে, পদার্থের ভেতর অতি সহজেই চুকতে পারে। অবলোহিত রক্তি এই শক্তিকে কি ভাবে মাম্বের কাজে লাগান বার তাই নি কন্দিবাজ বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন থেকেই মাথা ঘামিয়ে আসভেন তবে বর্তমান যুগে অবলোচিত রশ্মির থ্বই ব্যবহার হচ্ছে; আ যুদ্ধের দকণ আরও বেড়ে গেছে। তারই গোটাক্তক উলাহরণ দিনি

ষুদ্দের সময় সব জিনিবই তাড়াভাড়ি হওয়া চাই। कि হ'লে একটুও চলে না। চাবি দিকে তথন স্থিতের **পানা** এমন দিনে কি মামুষ চিমে-তেভালার কাজ বরদান্ত করতে পারে এই ধর না, যেমন সামত্তিক কারখানায় ট্যাঙ্ক, মোটর লবি একটি রং করা হয়; অথচ সেগুলোর রং শুকোতে বৃদি সুর্ব্যের আন কিখা উন্নানৰ ( oven ) জাঁচের ওপর নির্ভর করতে হয় ভাইট তো ঘণ্টার প্র ঘণ্টা লেগে যাবে। তার কারণ র**ভের আভের** যত পাতলাই হোকু না কেন, তার ভেতর সাধারণ তাপ চুক্তে পারে না। তাই ওপরটা যায় ভাকিয়ে অথচ ভেতরটা বেমন কাঁচা তেমনি কাঁচাই থাকে। একার তাই ডা**ক পড়লো অবলোছিও** রশ্মির। কোন কোন বড় কারখানায় ট্যাঙ্ক, মোটর প্রভৃতি 🕏 করা হ'য়ে গেলে সেগুলোকে একটা লখা, সরু সুড্র পথে **ভাইভারেরা** চালিয়ে নিয়ে যায়। এই সভুকে সারি সারি অভল বালব সাভান থাকে, আর তা থেকে অবলোহিত রশ্মি বিচ্চুরিত হয় ৷ **গাড়ীওনো** ৰখন হ'-চার মিনিট পরে স্তড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে **জাসে তখন সেতলা** একেবারে শুকুনো খটুগটে হ'য়ে যায়।

তোমবা সকলেই ভান যে, অমাদের দেশে আম, কুল, ওল, মানকচ্ প্রভৃতি ফল মূল ওকিয়ে রাথাব প্রচলন আছে। এতে জিনিম পচে যায় না অথচ অসময়ে দিলি থাওয়া চলে। ইউরোপে এ প্রথা থুবই ব্যাপক। যুদ্ধের দক্ষণ আরো বেড়ে গেছে। এই ভাবে থাতন্দ্রবা ওকিয়ে রাথা সঞ্চয়ের দিক্ থেকেও হেমন আবার এখানে-ওথানে পাঠানব দিক্ থেকেও ঠিক ডেমনি স্থবিধান্তনক হ এক বন্ধা আলুকে ওকিয়ে ছোট একটা টিনের ভেতর রাথা আছা এতে আসল থাতের পরিমাপ সমানই থাকে ওছু ভেতরকার জলাই ব্যাকে না। আজ-কাল বাজারে এই বক্ষম ওক্নো কল, মাসে, শাকসন্ধি প্রচুব পাওয়া যায় এবং সৈকদের জন্তে যুদ্ধক্ষেত্রও পাঠান হয়। এই সব থাতা যায় এবং সৈকদের জন্তে যুদ্ধক্ষেত্রও প্রদিন বন্ধায় থাকে। তাই এই কাজে Infra Red Lamp এব উত্ন ব্যবহার করা হয়। সাধাবণ উত্তনে বেখামে ত্রা-দশ্ ঘণটা লাগে সেথানে এতে লাগে পাঁচ থেকে তিরিশ্ মিনিট।

এটা তোমবা নিশ্চয়ই জান যে, গাছ শেকড় দিয়ে মাটি থেকে জলীয় বস টেনে নিয়ে ডালে ডালে, পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দেৱ । জার এই করেই ভারা বৈচে থাকে। কিন্তু হবন্ত শীতে বখন চার দিকের জল জমে বরফ হ'য়ে যায়, তখন গাছপালা বাঁচবে কি ক'রে ? আজ-কাল তাই শীতপ্রধান দেশে জনেক কৃষি প্রতিষ্ঠানে একট বাগানে ওপরে তার বেঁধে তার সঙ্গে এই ল্যাম্প জনেক ব্রক্তির দেওরা হয়। ওর থেকে অবলোহিত রশ্মি এসে গাছের ওপর পড়ে আরি সেই জন্তেই শেকড় দিয়ে মাটির বস উঠে জনারাসেই সারা গাছেছ ছড়িয়ে পড়তে পারে। নইলে ঠানার জমে শিরে গাছ মরে বেত্য

আল কাল আলোক-চিত্রশিলে (Photography) মান্ত্র্বকে
আবাক্ ক'বে দিছে এই অবলোহিত রখি। গৃট্গুটে অন্ধবারেও
আলোক-চিত্র ভোলা হ'ছে। তবে আর 'অলোক-চিত্র' নামেব লার্থকতা ইইল কোথায় ? বরং এর আর এক নাম 'আধার চিত্র'
কেওয়া যেতে পারে,—নয় কি ? তবে এই ধরণের ছবি তুলতে হোলে
পুরকোরালো ফিল্ল ব্যবচার করতে হয়, যাতে অদৃশ্য রখি চট্ট ক'বে
বরা বার। এই সব ফিল্লকে Infar Red Film বলে।

বানে করে তুমি জন্মলে গেছ। চারি দিকে ঘন ক্যাসা,—পাঁচ
হাছ দ্বের মানুষও দেখা যাছে না। অথচ পাঁচ হাত দ্ব থেকে
একটা হ্বন্ত বাঘের ছবি তুমি দিকি তুলে নিতে পাব, অবশ্য ভোমার
কাছে যদি এই ফোরালো কিল্ম থাকে। এতে প্রাণের কোনই ভয়
নেই! কারণ তুমিও তাকে দেখতে পাছ না সেও ভোমাকে দেখতে
পাছে না। এদিকে কিছ ছবি ঠিক তোলা হ'রে গেল। মোটেই
ভী হাকন্-অল্-বসিদের গল্প নয়। মেনু বিজ্ঞানের কারসাজি। আর
ক্রাক্রকার যুদ্ধে অবলোহিত বিশ্বর্ত্ত কুয়াসা, ভেদ ক্রার ক্ষমতাকে
শ্বব্বেশী কাজে লাগান হ'য়েছে। চুপি চুপি কুয়াসার আড়ালে
উচ্চ গিয়ে বিমান থেকে শক্রব দেশের ছবি ভুলে আনা হ'য়েছে।

আনেক সময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলতে ক্যামেবার লেনসের সক্ষে এক রকম ছাঁক্নি (Filter) ভূড়ে দেওয়া হয়। ছাঁক্নিটা আর সব বিশ্বকে আটকে দিয়ে ৩৪ অবলোহিত রশ্মিবেই ক্যামেবার ভেতর চুকতে দেয়। এই ভাবে ছবি তুললে বাস এবং গাছের শ্রীভাশুলো কেমন এক রকম সালাটে দেখায়, মনে হয় যেন সব বরফে জাকা। আকাশ নরম মেঘে ঢাকা ব'লে ভূজ হয়। হলিউডে অনেক সময় Infra Red থিবের সাহাবো কাঠ ফাটা রক্ত্রেও ছবিতে টাদের আলোর পরিবেশ ফুটিয়ে ভোলা হয়। ব্যাপারটা বৃষ্ট আশুরেরির নায় কি ?

গোরেন্দা বিভাগে বছ বছ খুনি কিছা ডাকাভি কেলে এই ফিল্ম পুৰই দরকারি। মূল্যবান দলিল-পত্র ভাল কি না ভাও এর থেকে বোঝা বার। সাধারণ ফিলে তোলা ছবি কিছা খোলা চোথকে বেমালুম কাঁকি দেওয়া যায় কিছ এই ভোৱালো ফিলে ভোলা ছবিতে আল দলিলে জালিয়াতের তাতের ছাপ পরিকার ফুটে ওঠ। 🍂 থেকে ক্যালিফোণিয়ার হান্টিটেন প্রাগারের ডাঃ বেন্ডিক্সন **দেশ এক মজার** ব্যাপার ক'রেছেন। পাঠাগারে 'একথানা আটীন গ্রন্থ ছিল। কিন্তু বইথানার বেনীর ভাগ ভারগা क्ষন ভাবে কালি দিয়ে কেটে দেওয়া হ'য়েছিল যে, তার একটি অক্ষরও **ক্ষেউ পড়তে পারতোনা। কোন বিরুদ্ধ** কথা লেখা ছিল ব'লেই ৰোধ হয় বইপানা অমন ভাবে কেটে-কুটে অঙ্গগনি করবার আদেশ **দওরা হ'বেছিল তথনকার দিনে। বাই হোক, এত দিন পরে ডা:** বন্ডিক্সন বাজেয়াপ্ত লাইনগুলির কবর খুঁড়ে আসল লেখাটি দাবাদের কাছে প্রকাশ ক'বে দিয়েছেন। এব ছব্রে তাঁকে কিন্তু 🗗 জোরালো ফিল্মের সাহায্য নিতে হ'রেছে। ওপ্রকার দটোৰাটির কালি ভেদ ক'বে দিকিব স্মন্ত-স্নুত্ন, ক'বে ভেত্তবে চুকে গিরে নানাদের এই অবলোহিত বশ্বি,আসল লেখাটিকে টেনে বার,ক'রেছে।

বৃদ্ধে শব্দকে কাঁকি দেওৱা একটা সামরিক চাল। নানা ভাবে দিকি দেওবার কাল চলে। 'ক্যামোক্তেম' ভারই একটা কোশল। হতে কামান, টাল প্রাকৃতি সামরিক অল্পন্ত সবৃদ্ধ বং করা হয়।

বিমান থেকে শত্ৰুৱা কিছুই টেব পাব না, কাৰণ সেওলো দিবিব সিশে ৰার মাঠের গাছপালা এবং খাসের সঙ্গে। তাই বিমান থেকে ভোলা সাধারণ ছবি থেকে কামান কিখা ট্যাঙ্কের অন্তিম একটও বোঝা যায় না। কিন্তু Infra Red ক্যামেরাকে মোটেই ফাঁকি দেওৱা চলে না। এর সাহায্যে বিমান থেকে ভোলা ছবিতে স্বাভাবিক বাস কিস্বা গাছপালা যভটা সাদা দেখার 'ক্যামোক্লেজের' সবুজ বং ভভটা সাদা দেখায় না,—কেমন যেন কালো লাগে। ফলে সব কারসান্তিই ধরা পড়ে বার। যুদ্ধের দক্ষণ সামরিক কল-কারখানাগুলোর থুবট প্রসার হ'রেছে। এমন কি, অনেক কারখানার আয়তন ছ'-ঢার বর্গ-মাইলেরও বেৰী। এই বিবাট কাৰথানা পাহাৱা দেওৱা একটা ম**ন্ত বভ সম**স্তা। ত্র'-দশ জন প্রহরীর পক্ষে পাহারা দেওয়া কি সম্ভব ? এবারও তাই ডাক পড়লো অবলোহিত রশ্মির। এই অনুশা রশ্মিকে সাধারণ আলোর মত আয়নায় প্রতিফলিত ক'রে সারা কারখানার সীমানায় বুত্তাকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আৰু তার সঙ্গে সংযোগ থাকে খণীর। খণীর সামনে বসে থাকে প্রহরী। কারধানার কেউ চুপি চুপি চুকতে গেলে অদুশ্য রশ্মির বুদ্ধে ছেদ পড়ে আর অমনি গঙ্গে সঙ্গে বেছে ওঠে ঘকা। তথনই প্রহরী ছোটে সেই ভারগায় আর পপ ক'রে ধরে ফেলে অপুরাধীকে। বেচারী ভানতেও পারে না কোথা দিবে কি হোল। ঢোব ধবার এর চেখে আর মভার কল আছে কি ? আর নয়,—অদুশ্য রশ্মির অনেক গুণকীর্ত্তন করলাম !

## আবে। বাকি বয়েছে অনেক। বলবাত ইচ্ছে বইল। বাঁশী

ত্ৰীণটিক বন্যোপাখ্যায়

কিলোর সাঁওতাল বাৰী বাজার-বর্ষ: শবং তেমস্ত বসস্তের আভিনার---ওর বাঁশীতে নব নব সর জাগে ৷— উদ্ৰীতে আমে ভৱ' প্ৰাবৰের প্লাবন 🖳 শালের বনে ফান্ধনের শিহরণ লাগে एवं मान कानम लाएकव वीक्षिक्ष एक प्राप्त ভার স্থরে ওর স্থর মিলে যায়— भूजरकद वर्गः वरद् আকাশ বলে—ও সর আমার---শাল-বীথিকার নব কিশ্রুর ছলিয়ে---বাভাগ বলে ও আমাবই ভালবাসার স্থ্য-পাহাডভদীৰ বিজন গাঁহের কুটারে— সাঁওভাল মেয়ে কান পেতে ৬ই স্থর শোনে। বাতের আভিনা নিশুভি হয়ে ওঠে— কান পেডে আমিও গুনি ওই বাঁৰী-निवामा पूरमव मात्राच चन्न इरव्---বেন কে কাছে এসে গাড়ার— চোধে তাৰ ভগুৰতম ভাৰাৰ দৃষ্টি— মুখে তার- না-দেখা নির্বাধের অপ্রাত্ত মর্থক-ওই স্থরে মিশে আছে—আকাশ আর পৃথিবী--ব্যক্তি-দিনের আঙিনার মাবে পাড়িবে ভাই হাৰী ৰাজাৱ নিটোল বেছ—বিদেশৰ নাওভাল



তৃতীয়

জীয় এবং দোহা

কুপুৰত মিখা। বলেনি। সেই মস্ত ভাটা আট্র লিকাব একটা মচলকে মেবামত করে সতাই সে আবার তার পৃক্ত উদ্ধার করেছে। এ অংশটা যেন আলানা একথানা বাড়ী।

উপৰে-নীচে খান-ছবেক বড় বড় ঘৰ এবং 'উপকেনীচে উঠানের চাৰি পালেই আছে বেশ চঙড়া দাপান। কোথাও অফু বা মালিছের চিছুমাত্র নেই।

বৈঠকখানা খণটিৰ মধ্যে আসবাবেৰ সংখ্যাধিকা নেই বটে, কিছ ভাব সাজসক্ষাৰ ভিতৰে পৰিচয় পাওয়া যায় স্থকচিব। এক দিকে আছে ছু'থানি কৌচ ও একথানি সোকা এবং আৰু এক দিকে ধ্বধবে চাদৰ-পাতা চৌকী, ভাব উপৰে ক্ষেক্টি মোনা-স্টা, ভাভ ও কোমল ভাকিয়া যেন অভিথিনের আহ্বান করছে সাদৰ মৌন ভাষায়।

খবের ঠিক মাঝবানে গাঁড়িতে আছে একটি মার্কেলে বাঁধানো গোল টোবল এবং ভার চারি পালে ঘিবে বছেছে খান-ছয়েক গলীনমাড়া চেরার। টোবিলের উপরে রাখা হারতে একটি নীলবর্ণপ্রধান চীনামাটির ফুগলানীতে কয়েকটি রস্ত-গোলাপ এবং প্রসেবকদের ব্যবহারের ক্ষত্তে হ'টি কাচের ছাইলান।

দেওবাসকে অকল্পত কবছে প্রাচ্য চিত্রকলা-পক্ষতিতে আঁকা আটবানি ছবি। এখানে বিভাগ-বাতে নেই বটে, কিছু ছাদ থেকে ধূলাভ পেট্রকের এমন একটি বড় শঠন, বা শচুব আলোক বিতরণ ক'বে অক্ষকারকে তাড়িয়ে দিতে পাবে অনায়াসেই।

খবেৰ ভিন দিকেই জানলার ভিন্তর দিছে বাইবের পানে ভাকালেও গ্রানকার বা প্রধান বিশেষত্ব, সেই বন-দলল, ঝোপা-ঝাপ বা আগাছাদেই ভিড চোঝে পড়ে না দেখা বার স্থান্থ যাসের সব্জাধবালে মোড়া পরিভার সমতল জমি এবং এখানে-ওখানে ছোট-বড় ফুপগাছদের বর্ণ-বৈচিত্রা।

স্থাৰ বাবু ধপাস্কৰে একখানা কোচেৰ উপৰে ব'স গ'ড়ে বললেন, "হম্! এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আফিকাৰ নিবিড় অবণা ড্যাগ ক'বে আমৰা আবাৰ সভ্য অগতে কিবে এলুম! দিব্যি ব্ৰথানি! চাগ জুড়িয়ে ৰাছ।"

মাপিক বসলে, "প্ৰস্তুত বাৰু, জনল সাফ ক'বে বাড়ীর এই প্ৰাণিটকে এমন উপজোগ্য ক'বে তুলতে আপনার তো কম ব্যৱচ ইয়নি । অবাদের কথাই স্তিঃ—বন্ধু হাডীরও লাম লাখ টাকা।" প্রত একটি দীর্থপাস ভার্টিকরৈ বললে. পৈতৃক ভিট্টেল বারা ছাড়া নড়ই কঠিন! আহি একেলে বারাদালী বাবদের মন্তঃ নই মানিক বা । কভ বুগ বলৈ যামাব পর্বকপুক্ষদের পরিত্র স্থাতি সিঞ্চিত্র ভরে রয়েছে, কেমন করে ভূলব সেখানকার মাটির প্রেমকে প্রতমন সামর্থা থাকলে সমন্ত ভটালিকা আর উভানের নাই-ক্লি

আমার আমি উদ্ধার করতুম, কিঙ্ক উপার নেই—উপার নেই। অট্রান্সিকার এই একটি অংশকেই বাদোপ্রেণী করে হলতে সিয়ে। মহান্সনের কাছে আমাকে ক্পরীকার করতে হয়েছে।

জয়স্ত বললে, "সত্রত বাবু, আপনার মপরে আমার শ্রম্ভা বাড়ল ! যাবা নিজেদের বংশগৌরৰ আর অতীত মহিমা ভূলে বায়, ভারা মানুৰ নামের যোগ্য নয়। অথচ বাংলাদেশের যে দিকে তাকাই সেই **দিকেই** দেখতে পাই এমনি অমামুষের দল। তাবা আছ নি**কেদের গ্রাম ভূলে** নবা আর সভ্রে হবার ভারে কলকাতায় এদে সিনেমা, খিরেটার, ফুট্রল-ক্রিকেট আর চোটেল-রেস্কোর। নিয়েই বাস্ত হয়ে আছে। মুখময় তালের 'ম্লে' আর 'পাউড়ারে'র প্রলেপ, চোথে তালের সংখ্য 🗇 চশমা, ওঠাধ্বে সিগাবেট, হাতে 'বিষ্টভ্রাচ,' আর নট-নটাদের ছবি, পরোণে ফিরিঙ্গি পোষাক আর পারে মেয়েজি চলনের ভঙ্গি! অপ্র जारमवर्डे क्रवाइकाषु लारमब श्रीम व क्रवानाव मामाख्य करक वरमहा. সে নিকে কাকুরট খেয়াল—এমন কি খেয়াল করবার ইচ্ছা পর্যান্ত নেই! আমি এদের কীটপতক ব'লে মনে করি-এরা কেবল নরাধম নর. প্তরত অধম ৷ আপুনি যে একাতীয় জীবনন, আপুনার মধ্যে বে বুধার্থ মনুষাত্ব আছে. তারট শুমাণ পেয়ে আমি আ**জ অভ্যত** আনন্দিত তুলুম ০০০কিয় যাক্সে কথা। এখন কাজের কথা হোক। কোদালপুরের মধ্যে এখন সব-চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি কে ?"

- रिभिष्ठे वाकि मान ?"
- "সব-চেয়ে ধনী বা প্রতিপত্তিশালী।"

স্বত্ত একটু ভেবে বললে, "এখানে এমন কেউ নেই বাকে খুব ধনী বলা যায়। ভবে এখানে এমন এক জন লোক আছে ছানীয়া। বাসিকারা যাকে খুব মানে।"

- —"মানে কেন ?"
- —"ভয়ে।"
- -- "GCS ?"
- ভাজে হা। তার নাম প্রতাপ চৌধুরী। সে এক জন পুরুজ লোক। যে তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকেই বিপদে পুতৃতে হয়েছে। বার হয়েক খুনের মামলাতেও তাকে আনারী হ'তে হরেছিল, কিছ হই বারেই প্রমাণ জভাবে সে ধালাস পার। এখানকার কোন লোকই তার বিক্রছে কিছু বলচ্ছে সাহস করে না।

লবভ কৌতুহনী কঠে বদলে, "বটে, বটে ? ভাহ'লে পাৰে। ভালো ক'বে লোকটিব কথা বদুন ভো পুত্ৰত বাবু !"

- वाकान्य कार्य ज्ञाप किन याववाद या लाहे। राजा



ক্ষ, নাছদ-ছত্ত্ব কাৰাৰি চেহারা সর্বাগই নিষ্ট হাসিবাৰা মূৰ, এক আয়া-ভালত ভ'চিন পৰে না--এমনি সৌখীন সে।"

- "छाइ"ल त्म धनवान् !"
- "এইখানেই একটা আন্চর্গ্য বহন্ত আছে। তাব শৈতৃক সম্পত্তি নেই. সে নিম্পেও কোন কাজকর্ম করে না, অথচ তার টাকার অন্তাব নেই! মাঝে-মাঝে সে বেশ কিছু দিনের ভাঙে প্রাম ছেড়ে অনুলা হরে বার —কেন বার, কোখার বার, কেউ তা জানে না। প্রতাশের সজে সর্ব্ববাই এক দল লোক থাকে, সে প্রাম থেকে অনুলা ইলৈ তাদেবও আর দেখতে পাওবা বার না। লোকগুলোর চেহার' ভক্ত হ'লেও চাকর-বারবানেগও মত নয়—কিছু তারা সকলেই জোরান।"

**জন্ত বললে, "**সন্দর বাবু, প্রতাপ কি রকম লোক ব'লে মনে করেন ।"

- —"সাৰহ জন ক।"
- **一**"(本书 ?"
- "বে অর্থবান্ নর. অথচ বার অর্থের জানাব নেই, সে লোকের উপরে দৃষ্টি রাখা দবকার। এখানকার পুলিশের কাছে থবর নিলে প্রান্তাপ সম্বাহ্ম চরতো আবো নতুন কথা জানতে পাবব।"
- —"তার চেরে চলুন না, আমরা নিজেরাই গিরে প্রতাপ বাবুর ক্ষমে একটু আলাপ ক্ষয়িরে আসি।"

পুরত বসলে, আপনার এ আশা আরু সকস হবে না। আমি এখানে এসেই খবর পেরেছি, প্রতাপ এখন কোদালপুরে নেই।

ভরস্ত বসলে, "বাক্, তাহ'লে আপাতত প্রতাপকে নিরে মাখা না ঘামালেও চলবে। এইবাবে স্লানাছাবেণ চেটা করা বাক্।"

সে উঠে শাড়াল এবং সেই বৃহুত্তিই জানলা-পথ দিয়ে কি-একটা জিনিব সাঁ ক'বে এলে, ভাব মাধার পাশ দিয়ে ছুটে দেওয়ালে সিয়ে বাধা পেরে ব্যবের মেকের উপবে সশক্ষে গিবে পড়ল!

ভবস্ত সংঘকে জিনিবটার দিকে ভাকিয়েই এক লাকে জানলার কাছে সিরে শীভাল।

মানিক ভাডাভাডি কিনিবটা মাটিব উপৰ বেকে তৃলে নিলে।
স্থান্থৰ বাবু সবিস্থাৰ বললেন, "ভুমু। কটা বে দেখছি ভীব।"
ভবন্ত বললে, "হা সক্ষৰ বাবু। এটা বলি লক্ষ্ডেল কৰতে পাৰত,
ভাছিলৈ আৰু আমাৰ স্থানাভাবেৰ দৰকাৰ ১'ত না।"

- সম্ভ্ৰত বললে, "কে ভৌব ছুঁডলে ?" কেন ছুঁডলে ?"
- "কে ছুঁজলে ভানি না। জানগার কাছে এসে তো জনপ্রাণীকে দেখতে পেল্ম না। তাব কেন বে ছুঁজেছে সেটা বেশ বুকতে পাবছি। এই কোদালপুরে এমন কোন মহাত্মা আছেন বাঁহ ইজা নৱ বে, আমি ভাব ধরাধামে বর্তমান প্লাকি।"
- —"সে কি জয়ন্ত বাবু, এখানে তো কাক্ট্র আপনার উপরে স্বাস থাকবার কথা নয়! এখানে কে আপনগকে চেনে ?"

"বাদের গুনা উচিত তারাই চেনে। আমি সোনার আনারদের বহুত উদ্বাৰ কৰতে এসেছি, আমাকে আবার তারা চিনবে না ?"

- —"ভাৰা কাৰা ?"
- বাবা আপনাকে আক্রমণ ক'বে সোনাব আনারসের হজা চুবি ক'বে নিবে সিকেছে, য'বা বাগানের কোপে ব'সে আনাজৰ গুডিবিবিব উপরে সক্ষ্য রেখেছিল, বানের কেবে ক্ষরো পাগ্লা আর্জনায়

জ-বিকৰে কোন্ট্ৰ সংশ্ব নেই। সংশ্ব বাব, যাণিক, আয়ানের ধ্ব সাবধানে বাকতে হবে —এ শক্র বড় সামাক্ত শক্ত নৱ, এবা এখন আয়ানের পিছনে পিডনেই খ্ববে।"

সুক্ষৰ বাবু বললেন. "প্ৰত্নত বাবু, এই বিশ শতাকীতেও তীব ছোঁড়ে তো বালি অসভ্য দেশেৰ লোকেবা! আবে ছ্যাঃ, আপ্নাদেব কোলালপুৰ আমাৰ একটুও ভালো লাগছে না।"

জয়ন্ত বললে, "প্ৰদাৰ বাবু, বিশা শতাক্ষীতেও সমরে সমরে আগ্নেয় আছেব চেবে তীব বেশী কান্ধে লাগতে পাৰে। তীব-ধয়ুক বন্দু: কর মতন গাব্দান ক'বে পাড়া মাৎ করে না, কান্ধ্র লাবে চুপিচুপি। ••• আবে আবে স্থান বাবু, আন্ত্র্ল বুলিরে তীবের কলাব ধার প্রীক্ষা করছেন কেন ? ও তীব বদি বিবাজ্য চর ?

সুন্দর বাবু আঁহকে উঠ তীওটা মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "ও বাবা, ঠিক তো। এটা তো আমি ভাবিনি। এইটু হ'লেই সর্বনাশ হয়েছিল আব কি, হয়।"

— "বাক্, ভীওলাজের কথা ভূলে এইবার স্নান-আহার সেবে নেওরা বাক্। বড়ই বেলা হয়েছে।"

সন্ধাৰ কিছু আগে জয়ন্ত বললে, "প্ৰত বাৰু, চলুন, একটু ৰেড়িয়ে আসা যাড়।"

ৰাইরে বেরিরে প্রত্তত জিল্লাসা করলে, "জয়ভ বাবু, কোন্ দিকে বাবেন ?"

- —"কে নিকে প্ৰভাপ চৌধুৰীৰ বাড়ী।"
- কৈছু সেখানে গিছে कি হবে ? প্রভাপকে ভো পালেন না ।
- প্রভাপকে না পাই, ভার বাড়ীগানাকে তো পাব।
- ——প্রতাশ বধন দসবল নিবে অদৃশ্য হয়, তপন তার বাড়ী তালাবভ থাকে।"
- —"থাকুক তালা বন্ধ। বাড়ীগানাকে আমি একবাৰ বাইবে থেকে দেখতে চাই। বেকোন বাড়ী তার মালিকের অন্ন বিস্তর প্রিচর দিতে পাবে।"

পুৰুৰ বাবু বললেন, "ক' ৰে বল কৰন্ত, কিছু মানে হয় না।"

- —"বুব চর। একথানা বাড়ী দেখলেই বোঝা যায় তার মালিক কোন প্রকৃতির লোক। সেখনী, না মধ্যবিত, না দক্তি । সে গৌখীন, না সালাসিখে । এম ন আবো অনেক কিছুই বাড়ী দেখে আমি ব'লে দিতে পারি।"
- "ইস্, ভার'লে আর ভাবনা ছিল না! কাকণ বাড়ী <sup>লেপেই</sup> ভূমি ব'লে দিভে পারো সে সাধু, না চোর ৷ সে গাঁজা খায়, না চণ্ডু খার ! বত সব বাজে বাপ্লা!"

জরন্ত চেসে বললে, "স্থন্দর বাবু, আপনি বচ্চ বেশী এগিয়ে বাছেনে, অতটা আমি পারি না।"

মাৰিক বললে, প্ৰশাব ৰাবু, আগনি ঠিক বলেছেন। আগনাব বসত-ৰাড়ী দেশে জয়ন্ত কিছুতেই বলতে পাগ্ৰৰে না বে, তাব বালিকের মাধার আছে কাচের মতন তেলা টাক আর কোমনে আছে মন্ত বড় কোকুল্যমান ভূঙি। ইয়া দে জয়ন্ত, ভূমি ভা পালবে কি ।

बाह्य दरंग (क्टन कनटन, "प्रांतिक, डिवरिनाई कि पूर्वि प्रवर्व वाह्यक क्रीवांत क्षेत्र कमटन हैं 'হ্ম, মাণিকের মতন ছঁ্যাচ,ড়ার কথার আমি আবাব নাকি রাগ করব ৷ আবে ছোঃ! মাণিককে আমি ছুঁচোর মতন বাঙে জীব ব'লে মনে কৰি !

পূল্ব বাবৃত্ব আবে। বেশী ৰাগাৰাৰ জন্তে মাণিক আবাৰ কি বলবাৰ দেৱা ক্ৰছিল, কিছু ক্ৰৱন্ত বাবা কিছে বললে, "বাজে কথাৰ সমল এই ক্ৰবাৰ সমৰ আমাৰ নেই। চলুন স্মূৰত বাবু, প্ৰতাপেৰ বাড়ী আমাকে চিনিয়ে দিন।"

#### अकरन अक्षमत क<sup>\*</sup>न ।

কোনাগপুৰ প্ৰামধানি বিশেষ বড় গ্ৰাম নয়। কাঁচা পথ, তাৰ এগাৰে-ওধাৰে মাথে মাথে ত্' চাৰখানা মেটে ঘৰ এক মাথে মাথে তু'-একখানা কোঠা বাড়ী।

ধানিত দ্ব অপ্তদৰ সংগ পাওৱা গোল একথানা জাজ-বছেব তিন-তলা বাড়ী। তাৰ চাৰ পাশে আছে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা ন্যাড়া ভুমি।

স্ত্ৰত বদলে, "এই হাছ্য প্ৰভাপের বাড়ী।"

শুক্র বাবু বদলেন, "অরম্ভ ভারা, ভূমি তো বাড়ী দেখে বাড়ীর মালিককে না কি চিনতে পালো! এ বাড়ীধানাকে দেখে ভোমার কীমানে হর ?"

ভয়স্ত বসলে, "আমার কী মনে হর ? আমার মনে হর, এ বাংটার মালিক অভান্ত সাবধানী !"

- -- "A" A 1"
- মানে ঐ বাড়ীর দিকে ভাকাকেই বোকা বাব! প্রত্যেক দুদ্র লাকের বাড়ীর জানলার থাকে সোজা চাব কি পাঁচটি গরাদে। কি ॥ বাড়ীর প্রত্যেক জানলার দেখচি, গোজা গবাদের সঙ্গে আড়ো-আড়ি লোহার গরাদে দেওয়। ভাব মানে হাছে, এই বাড়ীর মালিক চন বে, বাইবের কোন লোক সহজে বেন এখানে চুক্তে না পাবে। এটন সাবধানতার পিছনে নিশ্চরই কোন অর্থ আছে।

সত্ৰত বললে, "ভয়ম্ভ বাৰু, প্ৰতাপের বাড়ী দেখলেন তো চুঁ

জয়ন্ত বললে, "দেখলুম বৈ কি ! বাড়ীর ফটকে মন্ত এক তাল। পাগানো বরেছে ৷ তার মানে হছে, এই বাড়ীর ভিতরে কোন লোক দেই ৷ আছো, আন্দ্রন ৷ বখন বাড়ীখানাকে পেরেছি তখন এর চাবি নিক্টা একবার প্রদক্ষিণ ক'রে দেখা বাক্ !"

- —"ভাতে আমানের কি লাভ হবে <mark>।</mark>"
- শ্লাভ ? চয়তো কিছুই লাভ হবে না, ভবু আৰো কিছুকণ প্লচ'লনা কবলে বিশেষ ক্ষতি হবাৰও সম্ভাবনা নেই ৰোধ হয় ?

সকলে বাড়ীর চতুর্দ্ধিকে একবার খ্রে এল, কিন্তু উল্লেখবোগ্য <sup>আরু</sup> কিছুই নজরে পঙল না। বাড়ীর প্রত্যেক জানলা বন্ধ, <sup>কোথাও</sup> জীবনের কোন লক্ষ্ণই নেই।

প্রামের উপরে তথন ক্রমেই খন হরে উঠছে সন্ধার ধূণর ছারা। পাগীঃ দল বাসার ক্রিনে সিহেছে, এখানে-ওবানে সাছের উপর থেকে ভি:দু খাসছে ভাদের বেলা-শেবের কলরব।

<sup>छत्र भ</sup> शक बिरक **वृष्टि** निवस क'ता होगर बै।ज़ित्र भेजन ।

ওদার বাধু বজলেন "ৰাবাৰ থম্কে দীড়ালে কেন বাপু ? শেবটা কি অন্ধের মন্ত সাপের ধর্মতে সিবে পঞ্চব গু"

ক্ষণ্ড চোৰ না কিয়িবেই ৰললে, "প্ৰস্তহাৰু আপনি ভো ৰললেন, ধ বাড়ীৰ ভিতৰে লোকজন কেউ নেই ?"

- আছে গা। বচকই তো দেখনে ৰাজীৰ বাইৰে **ভালা** দেওৱা!
- "তা দেখেছি বটে। কিন্তু এখন আবে একটা **জিনিবও** শকাকবভি।"
  - -"fo 1"
  - (4 141 i
  - —"ধোঁড়া আবার কি ?"
- "বাড়ে'র দোহলার কোনের ঘনটার দিকে ভারিরে দেখুল।"
  সকলে সেই দিকে ভারিরে সাবিদ্যায় দেখলে, একটা বন্ধ ভারালার
  কাঁক দিয়ে ঘারর ভিত্তর ধ্যাকে বেনিয়ে আসচে গ্রেম্বার পর ধোঁলা।

করতার বললে, "গোঁচা কি মাফুরেণ আস্তিত্ব প্রমাণিত করে না ।"
মাণিক বললে, "বোধ চয় ৬টা রাম্বর। কেউ উকুলে
আন্তিন দিয়েছে।"

— হ। এখন আমাদের কি করা ট্চিত ।"

সন্দর বাবু বললেন, "এখন আমাদের বিছুই না করা উচিত। সোজা বাসায ফিবে চল।"

- —"তত্ত যাব। কিন্তু ছার পর গভীর রাজে **আবার আহরা** এইখানেই ফিবে জাদব।"
  - -"(BA ?"
  - "বাড়ীৰ ভিতৰটা দেখবাৰ কক্তে আমাৰ **আগ্ৰহ হচে**ছ।"
- —"দেশৰ কেমন ক'ৱে ৷ দৰজার তে৷ তালা বন্ধ ৷ দৰকা ভাতৰে ৷"
  - —"উঁহু। আগে বাইবের প্রাচীর দক্ষন করব।"
  - -- "ভার পর ?"
- তৈওলার ছাদ থেকে ঐ বে বৃষ্টির ভল বেকবার নলটা মাটির দিকে নেমে এসেছে, ঐটে অবলখন করে সোজা ছালেম উপরে গিয়ে উঠব।

শুন্দৰ বাবু ছুই চক্ষু বিদ্যারিক ক'বে বললেন, "বল কিছে । ও-সব আমাকে দিয়ে হবে-টবে না বাপু! তার পর বদি কস্ক'রে হাত ফণ্কে—উ:!" তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, শিউরে উঠে ছুই চকু মুদ্দ ফেলালন।

জয়ন্ত বললে, "আপনি স্তাত বাবুৰ সঙ্গে বাসাতেই থাকবেন।
আমাৰ সংস্থাসৰে থালি মাণিক।"

मानिक वनाम, "वाकि।"

किमनः।

বিষ্ণুগুপ্ত শ্রীরবিনগ্রক

30

চ্পিকা কাজে নাম্তে বল্লেন আব চন্দ্ৰপ্ত ও শক্টাল্ তাতে আন'ক্ষ সাজ সায় দিলেন বটে, কিছু কাজে লাগাৰ ব্যাপাৱটা বে কভ কঠিন, ত' সকলেই বৃশ্ছেলেন। তাই চাপকা বীৰে বীৰে তাঁৱ কাজেৱ পছতি থুলে বল্তে লাগলেন, স্বাই তন্লেন তা যন দিৱে ও যনে-ম'ন প্ৰতিকা কর্মেন সেই প্ৰেচল্ডে।

সে বাজির মত মন্ত্রণাস্তা শেব হ'ল। এব পর আরভ হল আসল কাজ। প্রথমেট ভাগবাট টোক ফাড টাডাগর্লিক সেই

**ক্লেডবাজ পর্যভক্তের কাছে যুদরপে। ইন্দুলন্মা ছন্মনেল ধরতে পুব** ক্ষ ছিলেন। ডিনি-এক কপ্ৰকের বেশে গেলেন পর্বভেন্তের কাছে। ক্লেড্রা সাধু-সর্যাসী দেখ্লে খুব খাতির কবত। নগ্ন জৈন সন্ত্যাসীর বেশে ইন্দুশস্থা বধন জাঁর বাজধানীতে পৌছুলেন, ভখন জাঁর **ৰাতির দেখে ক**় বিশেষত: ইন্দুশশ্বা ধুব ভাল জ্যোতিষ ও সামৃত্রিক **জান্তেন। কাজেট রাজসভায় ছ'-চাব জন মন্ত্রি-সেনাপতির অভীত** ভাগাৰুল পটাপট্ বলে ফেলতেই মেছবাক ড জাকে দেবভা ভেবে মিলেন। • এর পুর বা ঘটল তা আর খুলে বলবার দরকারই করে মা। কাৰণ পৰ্বতেখন ক্ষপণকবেনী ইন্দুশ্বাকে নিয়ে নিৰ্বানে ৰপ্ৰণাৰ ববে চুক্লেন-সেধানে অন্ত লোক দূবে থাক-প্ৰধান মন্ত্ৰী, স্বুৰরাজ্ব বা মহারাণীর পর্যন্ত ঢোকবার ভ্কুম বইল না প্রক্রেকের হাত দেখেই বল্লেন—'মহারাক! আর্থাবর্তের আধ্যানা বে আপনার হাতের মুঠোর মাধা এলে পড়েছে—হাতে তার চিছ্ৰ ৰল-ৰল করছে'! পৰ্বতেগজ ত একখা শুনে অভ্লাদে আটখানা —ভাড়াভাচি ইন্দু শ্বার পারের ধুলো নি:য় বললেন — 'বিস্তু, প্রভু ! এ সম্ভব কি ক'রে হতে পারে ? নকরাজারাই স সার। আর্ধাাবর্তুটা সিলে ররেছে। স্বাম ছোট-খাট মেজ বাজা- আমাব কি স সৌভাগ্য হুৰে কথনও' ? ইন্দুৰ্শ্বা— মহাবাজ। সন্দেহ কংবেন না আমার কথা **'ক্থন যিখা। হয় না**। নক্ষরাজাদের সঙ্গে আপনার যুদ্ধ বাধ্বে পুৰ পীৰ্প,পির। আরে দে যুদ্ধে আপনার জন্ম নিশ্চিত'। পর্বাস্ক আনতে বিশ্বরে প্রার লাফিরে উঠ্তে উঠ্তে বলগেন—'বলেন কি, **প্রভূ**। এ কি সভব। এও কি কখন বিশাস করা যায়<sup>া</sup>। ইন্দুল্মা লোড়া থেকেই গভার।— বিশাস করুন মহাবাজ। আপনার সহায় পাৰেন পুৰ বড়'। পৰ্বাতেজ-'এমন কে সহায় হতে পাৰে আমাৰ एक, सम्बद्धारमय' महाम मास्य । एत है।— मञ्चन क' क विम सम्मापत বেনাপতি মৌৰা বাজাদের বিকল্পে দীড়াতেন—তা>'লে সেনারা সব জীৱট দিকে ক্ষিত্ৰত—এই একটি স্থযোগ ছিল বটে! কিছু সে ড সব **খুৱে-মুছে গেছে** ! শুনোছ—মৌর্যা সবংশে লোপ প্রেছে ৷ তবে **चार कार ज्वाना'।** अवार हेम्निया मृष्ठ (करन वन्तनम- अस्तरहास) कृति कुन करन्छ। योदी (देह दिन दहें, किन्न की व छाउँ छान চন্দ্রপত্ত আত্মও বেঁচে আছে। মহামন্ত্রী শকটাল তাকে সাহায্য कटकुन। बाकारम्य मिनावा नाना कावरण नम्पनः एनव छेनव हर्रहे আছে। ভা'দেৰ বারা মাধা তারা চক্ষণগুকে রাজা করতে চার। প্ৰায় চোদ-মানা সেনাই বিজ্ঞাতে বাজী। তাব পৰ খাৰতুল কৌটিল্য **নিজে চম্রওপ্তের পক্ষ নিবেছেন। এইবার হলি তুমি একবার** ভোষার ললকা নিবে বাঁপিরে পড় নন্দবলে চোখের পলকে নির্দ্ধ ল हरित्र बादवे ।

এবার পর্কাতক গছীর হ'বে বল্লেন—'গর ব্র লুম, সন্নাসী, কিছু আপনি কে? আপনি এক কথা কি ক'বে জান্লেন ? আপনি মে নক্ষরাজানের চর নন ত! বিশাস করি কি ক'বে । ইক্সপ্রা—'আমি আপনাকে মহামন্ত্রী শক্টাল্, মহবি চাণকা আর চক্রপ্তপ্তের হাজের প্রথা পত্র ও আঙটি ক্ষোন্তি, তাহ'লে বিশ্বাস হবে ত'। পর্কাতক—'নিশ্বর! মহবি চাণকা ও তনেছিলুম হিমালেরে তপন্তার সিম্নেছিলেন—ভিনি কি সতিটি কিবে এসেছেন'? ইক্সপ্রা—ভিশ্ব ক্ষেনেনি—ভিনি নক্ষরণ ক্ষমে করতে কোমর বিশ্বাস্থা—ভশ্ব ক্ষেনেনি—ভিনি নক্ষরণ ক্ষমে করতে কোমর বিশ্বাস্থা—ভশ্ব ক্ষেনেনি—ভিনি নক্ষরণ ক্ষমে করতে ক্ষমের বিশ্বাস্থা—ভশ্বনের ভিনি নাম্যাস্থা

করেছেন—আপনাব সাহাব্যে নশকণ ধ্বংস হ'লে আব্যাবর্তের অর্ছেক রাজ্য আপনাকে দেওয়া হবে'।

পর্বতক সসন্ত্রমে চাণকোর চিঠি মাধার ঠেকালেন—বল্লেন—'আমি বান্ধি আছি, সন্ত্রাসাঁ! আপনি প্রভূকে আমার দণ্ডক প্রধাম জানিরে বলবেন—'পর্বতক তাঁর শ্রীচরণের দাস—বখন বা আদেশ করবেন, তাতেই সে রান্ধি আছে'। বলেন ত আপনাকে আমি চিঠি লিখে দিই':

ইন্পূৰ্ম:—'মহাবাজ ! এখন খোলাখুলি কিছু লিখ্বেন না—
আপান মুখে বা বল্লেন—দেইটুকুই লিখিবে দিন একখানা চিঠিতে—
প্রে কাড আঙ্টি দিয়ে শীলমোহর ক'রে দেবেন'

ব্যবস্থা পাকাপাকি হ'বে গেল। ঠিক বইল— বধাসমত্ত্বে ধব্র পেলেই পর্ববন্ধক নন্দাবাভা আক্রমণ করবেন—এব মধ্যে ভিনি গোপনে ভোড়জোড় স্তস্ত্ব ক'বে দেবেন—ভবে আদ্ধক রাজ্য ভাকে দিছে হবে। ইন্দুৰ্থা কাকে ব্বিষ্ঠে হাত ক'বে বিদায় নিলেন।

এদিকে চাপণ্য নিজে চুপ ক'বে ব'দে ছিলেন না।
শকটালকে দিয়ে বাজ্যের সব সেনামাকদের ভাকিরে আনলেন।
শকটালের প্রাসাদে মানির নীচে গপ্ত মন্ত্রণার ঘরে বৈঠক বস্ল গভীর
নিশীপে। চন্দ্রপ্ত নিজে দোরে পাচারা রইলেন—অল্প্র হাতে।

নন্দরাকাদের দৈকুবল ত বড় কম ছিল না। ছয় লক পদাতি, আৰী হাজাৰ অধাবোহী, আট হাজার বৰ আৰু ছর হাকার হাতী···৷ এ বিপুল সৈক্তদলের সন্ধান পেয়েই ভ সেকেশর ভগনও পথাস্ক শিকু পাণ চ'য়ে লারভের অস্তবে প্রবেশ করতে সাহস বাৰ স্কন ক্ষেনাপান্তৰ অধীনে এই বিবাট সেনা চলত ক্রহিদেন না ক্ষিণ্ড। বাব জনেব মধ্যে দল জন লকটালের কথায় ভিক্তে চন্দ্রভাবে সাহাৰ৷ কবতে বালি হয়ে'ছলেন সে দশ জনই ৰাভের বৈঠকে াকী ছ'লাব এক চন ছিলেন নিম্বাজি—অৰ্থি চন্দ্ৰভাগের ভিত হবার সম্ভাবন। দেখুলেট ভিনি রাজার শক্ষ ছিড়ে দেবে-— এট ছিল কাঁও মনের দাব। ভাই তাঁও দোনামনায় স্**ৰ**ট হ'তে না পেরে চাণকা তাঁকে এ মন্ত্রণাসভায় ডাকেননি 🔻 শার এক জন ছিলেন নক্ষরাভাদের বিশ্বস্ত সেনাপতি। ইনি নক্ষরাজাদের পুরোনে। কৃট কৌশুলী মন্ত্রী কাক্ষদের নিকট-আস্ক্রীয়। মৌগাকে সবংশে মেরে ফেলবার পর উনিউ ছাংছিলেন নক্ষরাভালের প্রধান প্রায় সিকি ভাগ সেনা জার অধীন লোক ব'লে চাৰক্য এঁর কাছে কোন কথাই প্রকাশ হ'তে দেননি— কারণ ভাচ'লে তাঁদের গোপন বড়বল্প নিশ্চয়ই ভেন্তে বেত।

ইন্দুশন্ম। পর্বত বাজের কাছ খেকে কিরে এসে দেখালেন— চাণকোর মন্ত্রণাসভা ব'লে গেছে চন্দ্রগুপ্ত জাকে দেখে স্বস্থমে প্রণাম ক'বে গুপ্ত খবের দওলা খুলে ভিতরে চুকিয়ে দিলেন। ইন্দুশন্ম। সেই আধ-আলো আধ-আধার খবে চুক্তেই জীব পিছনে পুরু লোচার কপাট নিঃশব্দে বন্ধ হ'রে গেল।

সভার মাঝখানে একটি আসনে চাপকা নিজে ব'সে। এক পাশে
শক্টাল—অভ পাশের আসনখানি খালি—ইন্দুশন্নার জড়েই তা
পাড়া ছিল। আজন ধার-গভার ভাবে এগিয়ে সিয়ে নীয়বে সে
আসনে বস্তান। সামনে দশ্যানি আসনে বল জন নোপতি চুপ
নালা ক্রান্তিনিয়ানা ইন্সাল্ডা ব্যবাহ প্র চাপকা নিশেনে ভার

ভান হাত ভুসন্দেন। ইনিত ব্ৰতে পেৰে ইন্দুৰ্গাও মৌনভাবে বাছ নাজনেন। ছাই বছুতে ইসারায় বে কি কথাবার্ড হ স—তা সেনানায়কক্ষে কাছে হ'বে বইল ধেয়ালি। ভারে প্রশাসর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছেন দেখে চাণকা বলনে—'বীর নায়কগণ। ক্ষেত্রাজ পর্কতেক আমানের সাহায় করতে রা'ভ হয়েছেন—আমার বৃদ্ধু ইন্দুৰ্গা এইমাত্র সে সুসংবাদ নিয়ে এলেন। এখন আপনারা আপনাদের মতামত স্পাই প্রকাশ করে বলুন'!

সেনানারকরা কেউ কথা কইলেন না। তবে সকলের যিনি
প্রাচীন তিনি উঠে নিজের তরোয়ালথানি চাণবেরর পারের
তলায় রেখে সাইাজে প্রশাম করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্ত
সেনাপতিরাও একে একে নিজেদের অন্ত চাণকের পারের তলায়
রেখে প্রথাম করলেন। এবার চাণকা আসন ছেন্ডে উঠে গাঁড়ালেন।
প্রণীপটি উজ্জল করে দিরে সেই আলোম তাকালেন একে একে
সেনানারকদের মুখের পানে। সে কঠিন ত'ল্ল দৃষ্টির সাম্ন বড় বড়
বীরহাদয়ও কেপে উঠুতে লাগ>—কি ভীবণ অন্তর্ভেনী দৃষ্টি!
—নির্তির মতই নিশ্বম—বিশিলিপির মতই জ্লাভা। ভাল ভাবে
প্রীকা করে চাণকা বল্লেন—'উত্তম। নিজের নিজের অন্ত তুলে
নিন সকলেই। মনে রাখবেন—বিশাসঘাতকের নিজার নাই
চাণকার কাছে। আজ হতে এক পক্ষের মধ্যেই বণক্ষেত্র নাম্তে
হবে! শকটাল্সে দিন আপনাধের জানিরে লেবেন আজ এইখানেই শেষ। আপনারা বিদায় নিতেব গারেন'!

এবার সেনানায়কেরা চাণক্য ও ইন্দুশগার পায়ের ধুলো নিজেন।
শক্টাল, সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন বন্ধ লোহার দরভা
খলে গেল। চন্দ্রগুরে সাম্নে গিয়ে সকলে তরোয়াল কপালে
ঠেকিয়ে চন্দ্রগুরে অভিবাদন জানালেন। চন্দ্রগুর মাথা নীচু
করে প্রভাভিবাদন করলেন। ছন্দ্রগর গাত্তিতে ছারাম্ভির মত
বীরে মীলেয়ে গেলেন সেনানায়কেরা।

দোর বন্ধ করে এবার চন্দ্রগুগু ভিতরে চুকলেন। এখন কিছ চাপক্য আর স্থির ছিলেন না—অত্যস্ত অন্থির হয়ে ঘবের এগার থেকে ওধার পারচালি কর্ছিলেন। ইন্দুশামাই প্রথম তাঁর কাকে বাধা দিতে জিক্ষাসা কবলেন—'স্থা! আর কেন অদ্বিভা! বার ত রংগ নাম্ত হবে—এ চংঞ্চা বণকেত্রেই দবকার হবে'।

চাণকা হঠাৎ থম্কে গাঁডিয়ে বলাগন— সধ। তুমি বোধ।
ভূলে বাচ্চ যে নব-ন্দেব এক জন বোগনন্দ—সে হচ্ছে মহান্দেই
মহাপ্তিত ইন্দ্রুলন্ত। বণ্ডয় সম্বন্ধ আমার কোন আল্কাই নাই
আমার তম্ব—এই ইন্দ্রুলন্তক। এ যুদ্ধে আহত হ'লেও নির্দ্রুল পরীর বন্ধলে কেলে বেঁচে যাবে। নৃতন যে পরীর সে নেবে-সে পরীর হয়ত তোমরা কেউ চিন্বে না—সুবোগ বুবে ভোষালে
অসতর্ক দেখে সে আবাব শক্তভা আবন্ধ করবে। আম্ল মুত্যু জাই
হবে না—তাকে মারতে হ'লে দৈব-কিয়ার দরকার কিছ ও
যদি কোন গুরুত্ব অপ্রাধ না কলে—দৈবকুত্যের স্ববোগ ত মিল্লুল

এবার শক্টাল বললেন—'কি ভাবে ভার অপরাধ হবে—জ্ঞান্তি একটা আভাস দিতে প্রেন' ?

চাণকা মৃত চেসে বজলেন— মিছিবর! একবার বোগনকে হ সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হতে পারে কি ? অবশ্য আমার পরিচয় সে যেন আগে হ'তে জান্তে না পারে'!

চন্দ্রগুর এতকণ চুপ ক'রেই ছিলেন। সুবিধা বুবে ভিনি বললেন—দিন তিনেক বাদে আগামী এরোদশীর দিন নন্দরালাদের বাঙীতে বাহিক প্রান্ধ আছে। আমার উপর ব্যান্ধণ-নিমন্ত্রণর ভার আছে। সেই দিন বোগানন্দের সঙ্গে প্রভুর দেখা করিরে দেবার ভার্

শকটাল ঘাঢ় নড়ে জানালেন— ব্যবস্থা হ'তে পারে।
আনন্দে চাণকোর মুখ উজ্জল হ'য়ে উঠল। ভিনি বললেন—
'আমি ব্যুতে পারছি—ত্রেন্নেনীর প্রান্ধই বোগনন্দের কাল হ'য়ে গাড়াবে। মত্রিবর। যোগনন্দের প্রমায়ু আর সাত দিন মালে। স্বা। একটা আন্তচারের আয়োজন করতে থাক। ত্রেন্নেন্দ্রীয়া রাত্রেই হয়ত তোমার মারণবাগে ব্রতী হ'তে হবে'।

ইন্প্রা—'আমি ত সদাই প্রস্তুত'।

किमणः ।

## কৃতন পাঠ হেমেন মল্লিক

গব চেয়ে ভয়ানক ভয়াবছ বল কে—?
কারে দেখে প্রাণ কানে ভয়ে আর চমকে?
ভূভ, প্রেড, দানা, জীন, আঁধারের আপদে?
অথবা বনের ভীভি প্রাণঘাতী খানদে?
পশু করে প্রাণনাশ, ভূভে ঘাড় মটকায়
আঁধারেতে জীন এসে কলিজাটা চটকায়!
মনগড়া মিদ্ধে কথা, এতে কেউ ভূল না
মান্ত্ব-ই ভীষণ অরি, নাহি ভার ভূলনা!
নথে, দাভে ছেড়া কাটা মান্তবের নহে কাজ;
শোণিভ-পিপাত্ম কহে, থাকে না সে বনমান,
স্কারে লোভের দাভ, হিংলার নথরে
হিংল মান্ত্ব কেরে সমাজে ও নগরে!

বল দেখি ছেলে-মেয়ে সব চেয়ে ভালো কে—?
ভয়াবছ ত্ব-রাতি ভরে দেয় আলোকে?
সব চেয়ে ভালোবাসে, ভরে সেই আদরে
নিশীথে শীতের ঘুমে, চাকে লেপ-চাদরে?
পরী? স্বরগের দৃত ? স্বপনের সাধীরা?
কুল ফল? চাঁদ? তারা,—আকাশের বাভিরা ই
এ-ও জেনো ভূল, ওরা তোমাদের জানে না,
মানুষের ত্ব-স্ব ওবা কিছু জানে না।
মানুষ্ব-ই স্বার ভালো মানুষ্যের ভগতে
স্থেন, মু:খে, শীতে, ভাপে, পাবাচে ও শরভে!
বুক-ভরা প্রেম লয়ে দরদে ও ম্যভার
নানুব-ই ভরেছে ধরা স্বরগের বারভার!



**इक्तृादश् वृ**द्धेन—

নেভার সব দিক্ থকে বুটনে আক্রান্ত হচেছে প্রাভাক বৃদ্ধিনার সমহ—্রান্ত কুলানত। ছলে বলে কৌবলে বৃদ্ধি ইংরেজ ত্নিয়াব সেবা জাত হছেছিল সম্পান ও হাতিয়ার।

কোটি ৩০ লক্ষ বর্গমাইল সাফ্রান্ত আর ৪৫ কেটি পদানত প্রজ্ঞাভার ভরে থরছির কাপত। আজ ? এলিয়াব প্রভার বলছে—
কুল হও! ইংরেজরা বৃথাতে পারছে, ১৯৪৬ সালে ভারত গ্রমন একটা বা দেবে, যাতে ভার কাটো প্রভাপ করে বাবে। দুপাঁ ইংরেজ কোবছে ক্লিয়া বিপ্রতী বসদর্পী—আদর্শপতী কলিয়া এলিয়া ও মুরোপে আজ প্রেটনের জীবন-সায়র ভ্রমণাগরের ইপর চাপা দিছে বড় জোব! কলিয়া চাছে ইংরেজের প্রাচের জুটনাক্ষেত্র আর বাজক্ষেত্রের মান্ত্রানে দুর্ভিত দেরাল হরে দীড়াতে।

ক্লিকেন-ইউরোপা—

ভূমধাসাগ্ৰ-কটে রুশ্ প্রভাব-মণ্ডল তুর্বল করণার ভক্ত ইংরেজর।
ব্রীদে অনেক কৌশল অবলম্বন কবছে। ওগানে প্রধান দল চিন--শপুলিই, সেন্টার ব্লক, নিবারাল। নির্বাচনে পপুলিষ্ট বা বাজপন্থী নলই
বেশী ভোট লাভ করেছে।

জীক-নির্মাচন সহত্রে মছে। বেতার-কেন্দ্র বলেছেন—জপবাদ জাচার করে বা ভর দেখিরে ভোটারদের কোর করে ভোট দিতে বাধ্য করা হরেছে। রাজপদ্বীদের পক্ষে ভোট না দিলে সরকারী কণ্মচারীদের দ্বাক্ষরী বাবে, এমন ভরত দেখান সরেছে।

শ্রীদে এমনি করে ইংরেছের কাবসাজি চল'ছ। কিছু শ্রীস ছাড়া আছু বলকান দেশগুলোতে সোভিয়েট-প্রভাব বেছে চলেছে। ইবাধী-গোটোল ত ক্লিয়ার কবলগাত, এবার কেভাপ্টর তৈল-পাইপের উপর ভার নজর। সোভিয়েট-কুট-প্রভাবে আবব-লীগ মেতে উঠেছে। ভারা ভূকীকে চাপ লিছে বাতে লার্জেনেলিসে কলিয়ার প্রভাব শে আধীকার না করে। সোভিয়েট সাল'ত বুগোল্লাক্তনেতা টিটো আজিবাটিক-ভটের জিছে বল্পব আবস্ত চাছে। জিপোলিটানাকে জ্বাং জালারা অভিগিরি করবার করা করেছে।

#### কুল-আওভার পোল্যাও—

শোল্যাও কশ-বাওতার খাধীনতা কেমন শেল, তাব খাড়াস মুদ্দুমান আলফান মালাক ও মালাকার। শিক্ষা জালোকা ৬ ফালোকা সাল্যাক

गायक गर्रनकारी त्यर रहानि। चारीमंत्रा सम्बद्ध कि चाह चीर পোলবা এখন পৰ্যন্ত পাহনি। ওখানে প্ৰায়ই বাজনীতিক হত্যাকাও চলছে। সোভিরেট-অধিকারে আজ বিভিন্ন পোলললের আনর্শ-বাদী সংগ্রাম লেগেই আছে। পোলাাণ্ডের মৃত্ব-পূর্বের সাতে তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে বুদ্ধে নিহন্ত হ'বছে ১ কোটি। বুটিশ পররাষ্ট্র সচিব ত সেদিন পোল সবকারের বিভাবে স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন বে, পোল কমুনিষ্ট সরকারের গুপ্ত পুলিল পোল-নির্মাচকলের রীতিমত ভয় দেখাছে বেপরোয়া হত্যাকাও চালিয়ে। চলছে পোল পেছেণ্ট পাটি বা কুবাণ দলের উপর। এ দলের নেতা সহ: প্রধান-মন্ত্র ট্রানিস্পস্ মিকোলাভিক। মিকোলাভিক কুশিয়ার মিত্র হতে নারাজ নন, তবে কুশিয়ার প্লান্ত তিনি किছू एड इंड वर्षि नन । भिरक'ला कि क (89) हाबीब किला। বে দেশের শতকরা ৭৫ জন কুষক, সে দেশে ভিনি কৃষকদের প্রিয়ভয় ज्ञा, जात्मत व्यक्तिमि — जात्मत पुत्रभाद्ध। कांत अक्ते। क्षार-তিনি অতিমাত্রায় সাবধানী চালে কোন একটা পথ বেছে নেবাব সময় করে ফেলেন ইভস্কত। গোল যুক্তে ভিনি হালেণীতে পাণিয়ে যান, সেখান থেকে ফ্রান্সে। নাৎসাঁওা তার স্ত্রী-পুত্রকে বন্দা করে। ত্রী মারা গেছেন। তাঁর হাতে ভার্ম'নরা উল্প'-মার্কা দেগে দিহেছিল -Slave No. 64023.

পোল্যাণ্ডের কর্মনিষ্ট দল, বার নাম পোলিশ ওয়ার্কাস পাটি— এনের সদক্ষ সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার। এনেরই হাতে পুলিশ, প্রহাষ্ট্র, অর্থনীতিক ও বৈদেশিক বাণিত্য বিভাগ। এবাই জাতের আজ ভাগ্যবিধাতা। এ দলের নেতা হিলারি মুইন্স্ (৪১) প্রমাশর্মনির। নিজে বিলাসী ধনী ব্যবসারীর সম্ভান হলেও এঁর উদ্দেশ্য, দেশ থেকে জমিনারী-প্রথা ও ধনিক-তন্ত্র লোপ করা।

পোল সোণ্যালিষ্ট দল কচনিষ্টদেৰ সজে সহবো<sup>\*</sup>গলা ক<sup>রছে</sup>। এ বলের নেত। বর্ত্তমান পোল প্রধান-মন্ত্রী ওল্পথক। মোরাওছি (৩১) —ইনি সাধু-প্রকৃতির হলেও শক্ত নন।

### বুটেনের নাভিশাস--

বুটেন আৰু ৰে অবস্থার পড়েছে, চার্চিচন এ অবস্থার পড়লে কি করতেন বুলি না। কিন্তু এ অবস্থার পড়ে এটনী থাপি থাছেন। চার্চিচনের কৌশলে ইংরেজ চত্যার হাত খেকে বৈচেছে আহত ও বিপার বুটেনকে এটনী আর তাঁর পরবারী সচিব বেভিন কি করে বাঁচাবেন? চার্চিচনের নেতৃত্বে বুটেন হাতিয়ার খেকে বাঁচবার জন্ত সর্কবান্ত হরেছে। আন্ত বুটেনে হার আর উনর শান্ত করবার মুল্য এটনীকে কত লিতে হবে কে আনে? আসছে ২৫ বছরের আন্তর্জাতিক পরিভিত্তির উপর বুটেনের অভিন্ত নির্ভব করবে।

চার্চিল বলেছিলেন—বৃটিশ সংস্কাজ্যে লাল বাডী আলাবার আন্ত বৈঠকের সভাপতিক তিনি করবেন না। এটলী বা বেভিনও তা করবেন না। এটলী বা বেভিন সমাজভ্স্তবাদী হলেও কয়নিষ্ট নন। কলিচার দাবী জারা মানেননি। ভ্ততপূর্ব সোভিষ্টে সনাপতি কালিনিন এবের নাম দিরে ছিলেন—"reactionary socialists."

ক্ষি মাকিশ ব্যাষ্ট্ৰ বিভাগেৰ কৃতপূৰ্ব আপ্তাৰ-সেকেটাৰী মি: সামনাৰ প্ৰবেদেন 'হেৰাক ট্ৰিকিন' পত্ৰে বলেছেন—"British Empire—even though Churchill will not be শিক্ষিকে মিন কেনোবাৰ over its liquidation—has reached its end. Attlee by his independence pledge to India, has proclaimed the termination of the age of Imperialism."—বৃষ্টিশ সামাজের লালবাতী আলাবাব বৈঠকে চাচচল পৌরোভিতা না করলেও সামাজের শেবের দিন সমাগত। ভারতকে স্বাধীন করবাব বে প্রতিশ্রুতি এটলী দিংছেন, তাতেই ঘোষণা করা চরেছে—সামাজ্যবাদী ব্যের এই শ্রেষ্টা—

মার্কি-কংগ্রেসেব ডিমোকেটি পাটির সদক্ষ মি: ভক্স আদি বলেছেন,—কশিবা আমেবিকার পক্ষে মহা ত্রাসম্বর্ধণ। আমেবিকার প্রমন শক্ষ আর হয়নি কথন। ইনি বলেছেন—ক্সশিরাকে আফটিমেটায় দিয়ে বল—আগনার বিবরে কিরে মাও ড লোল, না যাও—"I would use the atom bomb on them while we have it and before they get it." কিন্তু কশিবাকে না হয় অপুতে মিশালে, তাহ লোই কি ছনিয়া নিবাগদ ? বুটেন ড অপু বোমের তথ্য জানে। পৃথিবীর আগদ বড়কে? বুটেন, না ক্সশিবা?

#### ই মার্কিণ মন-ক্যাক্ষি-

ক্ষনিয়াৰ পাক্ষিক পত্ৰ 'নিউ টাইম' লিখছেন, বুটিণ ও আমেৰিকানলেৰ মৰো ইবাকেৰ পেটোল নিবে ভবছৰ মন-ক্ষাকৰি চলছে। অবশ্য এই বাগঢ়াৰ খবৰ বাইবেৰ ছনিয়া এক বক্ষ ভানে না বললেই হয়। এমন প্ৰস্তাবও নাকি হবছে যে, ইবাণী-পেটোল খনিস্তলে। আস্তুজ্জাতিক ভাবে নিয়ন্ত্ৰিত গৌক।

#### ৰাঞ্জিয়ায় হছে কি ?-

श्रुष्ट त्रांख्यि त्रांचिक पश्चिम व्याह्म- Manchuria is the dreamland of every Russian who has been there. The climate is good. There is work—where the railways are there will always be work. There are hospitals and universities. I think many will go to Manchuria That would go very well with our Sino-Russian cultural relations, don't you think?

এক দিকে বেষন প্রচাৰিত হ'চ্ছ বে, চুক্তি অনুসাবে সোভিষেট গৈল মাকুবিরা ভেড়ে বাজে, অনুদিক তেমনি শোনা বাছে— "Russians had asked the Chineese Government for additional economic concessions in Manchuria." আৰও অৰ্থনীতিক স্থাবিধা কলবা মকুবিধার চেবেছে। পোট আৰ্থাৰ ও লাবিষেন বলবে একমালী নৌ-ঘাটিব স্থাবিধা পেৰেও কল চাজে—মাকুবিরার খনিকলো, কড় বড প্রমাল্য ও টোককোন-লাইন প্রিচালনের ভাসীলার ভাকে করভে চবে।

কেব্ৰানীৰ মাৰামাৰি সোভিবেট সৈজেৰ মাঞ্বিৱা ছেড়ে বাবাৰ কথা ছিল, এবাৰ ভাৱা বলছে—এপ্ৰিলেৰ শেবে বাবে! সোভিবেয়ট পায়নান্ত-নীভি—

क्षणा किन्न मध्य कारक रह, पुर्छन चांच चारविका निर्वाणण रेकेटक्य चाहित्वकारा राज्या स्टिस्टान विकास स्टिस्टा वर्णना स्टिस्टा তার। বলছে, বদি কশ্রে। এ কথা ভাল করে বুবতে পারে বে, বিকা অকার বাষ্ট্রের সঙ্গে ঘোঁট পাকিরে নিরাপন্তা বৈঠকে ও প্রতিষ্ঠিক করতে চায়, তা হলে সোলিটেট ইউনিয়ন এ প্রতিষ্ঠিক করতে চায়, তা হলে সোলিটেট ইউনিয়ন এ প্রতিষ্ঠিক মত বললাবে। নিউ ইয়ার্ক এই বৈঠকের অধিবেশন ও কশা-প্রতিনিধি গ্রামিকোর বেরিয়ে যাবার বাপার নিয়ে ইবেজ হ বেশ একটু শরাভাব দেবা দিয়েছিল, কিন্তু কণ সৈল্প ইরাপ ও আসবার সংবাদে, আর মিত্রশন্দি-সাভ্য আছা আমণা করে হাালি জোর বক্তাতা তনে ইত্রেজার বন স্বন্ধির শাস। কলেছে। বামানিউ টেটস্থান এত নেশনা পর বলেছেন বে, কশা পরবান্ধীনি পরিচালনা দেবে এ কথা অবলা মনে হয় না য, একটা কুটবুছি ই জেনে-তান পরবান্ধী প্রাসের নীতে অবলম্বন করেছে। বরং মনে হ প্রকটা সন্দেহ-বাত্তিকগ্রস্থ বোকা দৈতা চার দিকে আপনার ক্ষম্ভ আক প্রক্ষেপ করে আপনাকেও যেমন আহত করছে, তেমনই আহ করছে অন্ধান্ধীতে

কিন্তু বৃটিশ সবকাৰী মহল যেন মনে কৰছেন বে, সো**ভিবেট-ইন্ধা** আপোৰেৰ গতিবোধ কৰবাৰ সামৰ্থ্য উচ্চেৰ নেই। তাৰ পৰ ইংৰেজ্য মনে কৰছে ই্টালিনেৰ মত গোজা লোকেৰ সঙ্গে তাঁৰ। এটে **উঠ হৈ** পাবলেও, সোভিষেট প্ৰৱাষ্ট্ৰনীতিৰ প্ৰধান প্ৰিচালক মলোটোই আৰু ভিশ্নিস্থাৰ মত শক্ত লোকেৰ সঙ্গে এটি উঠা কঠিন হবে।

#### বুটেনের প্রাভরোধ চেষ্টা—

পশ্চিম-শোগার ক'ন্যাব বৃটিশ বিরোধী প্রভাব-প্রাচীর প্রতিবাদিকরবার ভক্ত বৃটিশ-কাশেদারীতে একটা আবর-তৃত্রী দল স্থাপন্তে চেষ্টা করা হছে। উতাকে বেনন কাট্ট্র-শিতার মর্বালে দেবলা করেছে। তেম-ই স্বাধীন মহালে। ইংবেজরা নিজ-জর্জনিহাকে দিবছে গোভেরেই সর্বাধার ম্বালে ইংবেজের গানিত এই মুন্ত ক্ষুত্র আবর-শক্তিসভা সম্বাদ্ধ বিশেলন—"Such a federation would occupy the entire territory between the Mediterranean and the Persian Gulf with the exception of a small Jewish territory"— ভ্রালাগর থেকে পাবাশাপালার প্রাদ্ধ স্বান ভূচে এম ন শক্তি-স্কর স্থাপিত হার—বাদ অবশা ছোটা একটা ইত্যুণ ব্যালা।

এন্ডাড়া সোভিত্তে ক্রিবিভাগ মনে ক'ছেন বে, বুটেন প্যাছেট্টাইনকে প হলা শ্রেণিব নে ও সামবিক ঘাঁটিতে পরিশত্ত করতে করু করেছে। মিশ্র সিবিয়া আর শেবানন থেকে প্যাছেট্টাইন সৈল নিয়ে যাওটা হছে। মনে হছে, ভ্রুথাসাপরে আগে মালটা বা আলেকজাতি, হা বৃটিশ নে নাটকের বেষন বড় ঘাঁটি ছিল, এখন হিফা তাব চাইতেও বড় ঘাঁটি করা হবে। এর জন্ম সাউনি আরব থেকে পেট্রল পাইপালাইন নিয়ে গিয়ে শেব করা হবে প্যালেট্টাইনে। আরও হিফা থেকে বাগদাদ পর্যন্ত একটা বেলপ্য

#### কুশিয়া কি ফোঁসই করে ?—

ফুলিরা তুরত্ব আক্রমণ করবে, পশ্চিম-এশিরা প্রাস করবে, পূর্ব ইউরোপে আরও প্রভাব বিস্তার করবে বলে ইক্সমাকিশ রণ-বাদীরা

क्षान कार्ज मा । युद्धन भवर नाम कोटक व विमामिका इटक्ट अंबर्ड करन उत्तर मध्य व गानक बनाडि तथा निवरक त बनाडि इसन कि करत करा बारत भारते शास्त्र श्रुंत्त शास्त्र। बास्क् ना । পুষরাষ্ট্র সচিব মলোটভ ও খুরাষ্ট্র সচিব লাভরো উর্বেহিয়া অপেকাকুত আক্রমণ্যুলক পদ্ধা অবলম্বনের পক্ষপাতী। ব্রালন কিছ এ কথা ব্যুক্তে পেরেছেন বে. সোভিয়েট জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি লা হওৱা পর্যায় বুটেন আর অমেবিকার সঙ্গে ভাব করে না চল্লে ক্লেৰে নাণ সোভিয়েট-ভল্লের প্ৰোক্ষ উদ্দেশ্য যাই থাকুক না, क्षांक लेक्ना काक वह क्य कार वह व्यव वावहा। शास्त्र আন্ত্রীন ক্লিয়ার ভয়ানক। লক্ষ লক্ষ লোক অক্টেও বস্তুবোদে, **নিবি সহববে,** ভাঙ্গা এবোপ্লেনের আবরণের তলে বাস করছে। বড় वह वारवादादी थामावक्टल। श्राप्तव कलारव करून श्राप्त कार्क । স্থালীরার বে ৭ লক্ষ্ ট্রাকটার ছিল ভার মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার **ত্রীক্টার জার্মানর। কেড় নিয়ে যায়। ৫০ সালের আগে এ অভাব** পুরুণ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ক্রেডারা শিল্লছাভ দ্রব্য ধুব বেশী পাছে না। কশবা ষ্টোভ, বিছানা, মোলা, থাখোমিটর সাইকেল ব্যাৰাৰ তৈথা কৰছে, কিছু প্ৰয়াপ্ত নয়।

#### এসিয়ার অধুবোষা-

ভাই মনে হছে, ক্লিয়া বা ইংবেজ নৃতন করে বুছে অভিত হবে না, বতই ভজ্জন গজ্জন কক্ষক না। কিউবাইল ছাপে ক্লাফের আরোজন-সক্ষাব বহুবাড়স্বৰ শ্বর দেখা গেলেও মনে হছে ভটা মাত্র তঃপানি। মাকিল বাষ্ট্রপতি ট ম্যান এলিয়ার পশ্চিম খণ্ডে জ্রিলজির প্রতিবাগিতা থেকে সক্ষর্য হতে পাবে—এই আল্ছাক্রছেন। কিন্তু পশ্চিম-প্রালয়ের ক্ষুদ্র যথানে করা হছে, আপনাদের সাম্রাক্র তথা বাদিল্য অতি-ক্ষুণার ক্ষম্ভ মুয়ুক্স্ দক্ষিণ-পূর্কা এলিয়াকে পদানত মাত্র নর নিঃলেবে লোহণ করবার অভ বেখানে মৃত্যু বিতরণ করা হছে—বেখানে তাদের প্রের্চ্ন পণ্যালা ভারতকে ভাওতা দিরে আর তর দেখিয়ে—মর্দ্ধ শতাক্ষী শৃথালিত মাত্র নর নিঃল ও নিঃলোগিত করা হছে,—দেখানে এই দেল ও আতওলো বে অনু বেয়ার চাইতেও ভাবণ হয়ে পড়েছে—এ গুরা আরু বদি না বুবে, বুঝবে নির্কাংশ ও নিঃম্ব হলে। প্রাচ্যবাসী তারই আরোজন করছে।

#### **निका**

#### কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অগ্নিবৰ্বী হ'চোৰে আগুন কৰে। সিপাচী ক্ষেপেছে অনেক দিনেব পৰে। টদমল আৰু কাঁপিছে বান্ধ্য পদাবাতে। ক্ষেপেছে সিপাহী, ভাঙে সুম্বন দৃঢ় হাতে।

দেশপ্রেম নর নিছক প্রেমের বৃলি। আন্তব্ধে একখা বৃকে নিরো খোলাখুলি। বন্দুকে বডো বিছ নিজ্ঞ অমর প্রাণ। শেব সংগ্রামে ভূমি কি তৈরী ভিন্দুছান?

পথে-পথে যতো পদানত প্রাণ ওঠে কেপে।
আহিংসা বথে চলা দার হলো কেপে-কেপে।
কেপেছে সিপাতী; কেপেছে সহরে দশবাসী।
আন্ধ একপ্রাণ প্রাণ দিতে ভাই ছটে আসি।

এখানে-ওখানে সরখানে আন্ধ মহারবে, ওঠে আলোড়ন, শেব কথান স্থক কবে ? কেপেড়ে মন্ত্র, কুবক, দেপাই—কছ খাসে; কবে না পরোৱা সুকুকে পথে রক্তে ভাসে।

জনসমূল কেঁপে-কেঁপে ওঠে,—অনেক চেউ ওঠে আৰ নামে, তৈবী কি আছে এখানে কেউ? ছুঁৱে বাও প্ৰাণ বিকল জ্বদৰ—বৃধি কড়! জ্বদৰ্ভন্নী বেগে বেজে ওঠে, ভূলেছে ডব।

সংহত করো সকল শক্তি, ক্ষমতা বলে।
সবার মিলিড শোণিতে সিক্ত এ অভিযান।
উৎসাহ নেই, সহসা নেভারা আভ বিহুধ।
ডেসেছি বক্ত ভবু তো বাষ্টিতে,—সেই তো তুব ॥



वाशांबर

नग्र

ত • শে মার্চ সন্ধ্যায় ফিবোক শা কোটলার মুন্সটেট পিকনিকের যিনি আয়োজন করেছিলেন, আইডিয়েল হোটেস বলে ন্যানিস্কীর গোলাইটিতে জাব প্রসিদ্ধি আছে। মহিলা সুদশনা, পরিহাদপটু এবং প্রিয়ভানিধী। বয়ু-সমাগ্রমে আনন্দ লাভ ও আন্দা দান করার হলভ ক্ষমভা আছে ভার।

ক্ষিরোক্ত শা' কোটল দিন্তীর পঞ্চম মদানগরীর ধ্বংসাবশেষ। ভারতের শেব হিন্দু সমাট পৃথাীরাজের সময়ে দিল্লী নগরী হিল বর্তমান কুরুবের নিকটস্থ মেহরোলীতে। পুরাতত্ম বিভাগ কিছু কাল পৃথের এই রাজধানীর নগর-প্রাচীর মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আংশিক উদ্ধার করেছেন। জনপ্রবাদ এই যে, নিজ্ঞ প্রিয়ত্তমা ক্ষার যমুনা দর্শনাভিলার প্রণার্থে পৃথাীরাজই তৈরী করেছিলেন কুতুর মীনার। প্রতাহ অপরাষ্ট্র বেলার প্রসাধন সমাপনাজ্যে রাজনন্দিনী আরোহণ করতেন তার শীর্ষে, অবলোকন করতেন দ্ববতী যমুনার জলবার। কিজ ঐতিহাসিকেরা একাতিনী বিধাস করেন না। কাদের অভিমত, পাঠান সমাট কুতুর্দ্ধিন আইবেক নিম্মাণ করু এবং খালতামাস শের করেন জগতের সর্বোচ্চ বিভরক্ত এই মীনার।

বিভীর দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন স্বক্তান আলাউদ্দিন
থিলিজী। তাঁর রাজস্কালে ত্র্ধ হুবল দস্যদল ভারতবর্ধ আক্রমণ
করলো। হত্যা ও লুঠনের হাবা নগ-নগরী বিধ্বস্ত করে উপনীত
হলো দিল্লীতে। দিল্লীর সমতল ভূমিতে তাদের প্রতিরোধ করা সহজ
ছিল না। সমাট পশ্চাদপসরণ করলেন কুত্বে। মুম্পেরা দিল্লীর
পার্মবর্তী অঞ্চল দথল করে আমীর ওদরাহদের বনরত্ব পূঠন করলো
এবং সাধারণ ক্রমের পাতকের বিধ্বস্ত করলো। অবশেষে দিল্লীর
আসহনীর প্রীমের প্রথমতার ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে দস্তাদল দিল্লী
পরিত্যাগ করলো। আলাউদ্দিন এই দস্তাদলের পুনরাক্রমণ
মতিরোধের অভ নির্মাণ করলেন স্বন্ধ্ প্রাচীরবৃত্তিত নব নগরী।
নাম দিলেন সিরি। এই নগরীতে স্বলভান নির্মাণ করেছিলেন
নিজ্কের অভ এক মহার্ঘ প্রাসাদ, তার স্বভাস্কা ছিল এক সহম।
আল সে প্রাসাদের চিক্রমান্ত নেই।

আলাউদিন খিলিজা হিলেন অসমসাহসিক বোডা। রাজ্যজনের নেশা হিল জার রজে। তিনি রাজপুতদের পরাজিত করে চিজোর

व्यक्तिक करविहरमन । शक्ति প্রথম মুরিম অধিকারও প্রেডি कवरणन फिनि। लहे हि গৌরনকে চিরশ্বরণীয় নির্মাণ শুরু করলেন ছি কুতুব। প্রথম কুতুবের পার্চে প্রথম কুতুবের চাইতে এর আন হবে ছিণ্ডণ —এই অভিনাৰ চি সুসভানের মনে। কিছু আ কাজ শেষ কবার মতো 🖘 মিয়াদ ছিল না তার। 🖼 সমাপ্ত এই নব পরিকলি কুতুবের চিহ্ন আলও দর্শকলতে को टूरन উद्धाव करत । वर्षामार সিবির স্থাবক আছে তথু আছ

্তাধিকের প্রের্ণায় এবং কিছুটা বিহাট **নগর-প্রাচীতে** ভ্রোবলেকের মধ্যে।

ফিবেজাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন সলভান ফিবোজ শা' ভোগ্, লক্ষ্য বাজার নামে বাজধানীর পরিচয় ইতিহাসে অভ্তত্ত্ব নর চতুদ্ধা শতাকীতে ভারতের মুদ্দম নুগতিদের মধ্যে কিরোজাশা' ভোগ, লক্ ছিলেন সর্ক্ষেষ্ঠ। দীর্গ ৩৭ বছর তিনি প্রকল্প প্রতিদের করেছেন দিল্লীর মুদ্দিম বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র উবস্কলেব ব্যতীত আর স্বাস্ত্র চাইতেই তিনি ছিলেন বর্ষাের্ক। মহম্মদ ভোগলকের মৃত্যুব পরে বথন তিনি সিহাসন আবেহণ করেন ভর্পনই ভাঁব বয়স যাটের উর্জে।

ইতিহাসে মহম্মদ বিন ভোগলকের নাম অব্যবস্থিত চিত্ত ও অপরিণামদর্শী নুপতির উদাহরণকপে কুগাত। কিছ একথা অস্বীকার কথার উপায় নেই যে, কাঁব চরিত্রে থাজোচিত বহু সদ্প্রশেষ্ট সমাবেশ ঘটেছিল। মহম্মদ বহু ভাষাবিদ্, কবি, গণিতক্ত এবং স্থাক বিপিকার ছিলেন। সাহসী বোদা, সহনদম দাতা বলেও তাঁর স্থানাম আছে। আবার নির্হুবভার জন্ম নিশারও জভাব নেই। প্রসিদ্ধ আছি। পরিরাজক ইবন্ বাতুতার আক্ষচরিতে সম্রাট মহম্মদের একটি সাক্ষিপ্ত কিছ বথাও বর্ণনা আছে।— দান করা এবং হত্যা করা এই ছুই ব্যাপারেই রাজার (মহম্মদ) তুল্য থিতীয় ব্যক্তি নেই। কেশও দিয়ে তিনি যান সেশও কোন না কোন অভি দরিক্সকে তিনি ধনী বানিয়ে বান, কোন না কোন জীবিত ব্যক্তিকে তিনি পর্যাহিক পাঠিয়ে দেন। একাধারে তাঁর মহামুভ্বতাও নির্হুবভার শক্ত শক্ত গল্প লোকের মুথে মুথে ফিরছে। ইবন্ বাতুতা নিজে মহম্মদের জনীনে করেক বছর দিলীর প্রধান বিচারক—কাজী—ছিলেন।

মহমদের নানা উদ্ভাবনী বৃদ্ধি ছিল। কিছু সাধারণ কাওজান ছিল না। নানা বিষয়ে পরীক্ষা করার তাঁর ঝোঁক ছিল। বেশীর ভাগ পরীক্ষারই মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে। একাধিকবার উত্তর-ভারত থেকে দাকিশাতো রাজধানী ছানাভারিত করা, দিল্লী এবং ফৌলভাবাদের মধ্যে রাজধানীর সমুদ্র অধিবাসীর গমন ও প্রভাগিমন, বৌপা মুল্লার পরিবর্তে কাগজের মুল্লার প্রচলন, চীন জয়ের প্রয়াস ইত্যাদি মহম্মদের স্কানাশা বছ উদ্যোগের কাহিনী ছুল্লাট্য ইতিহালে কাল্যকাংক জাহতা প্রেম্নিচ গ

জীবনের শেষভাগে মহন্দ আপন সেনাবাহিনী নিয়ে বর্জনান করাটার নিকটবর্তী থাটার এক হুর্গ অবরোধ করেছিলেন। সেধানে এক দিন প্রভাতে এক ধীবর সিদ্ধু নদে এক অভুত করে শীকার করেছিল। সে মংশু রাজসমীপে উপস্থিত করা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত আক্রতির এই মংশু মাহুবের রসনার প্রক্ষে স্থান্থ কি না সে পরীকার বাসনা জাগলো মহন্দদের কনে। পাত্রমিত্রের অনুরোধ অবক্তা করে সে-মংশু সমাট আহার করনে। তার্তমিত্রের অনুরোধ অবক্তা করে সে-মংশু সমাট আহার করনে। ইহলোকে সেই তার শেষ পরীকা। দেনিনই জীবনান্ধ করিলো তার। মহন্দদের শ্কেরা একে মাংশু-ভার নামে অভিহিত করেছিলেন কি না আনিনে।

মহমদের প্রতিভা ছিল, শক্তি ছিল। সে-সমরে আলাউদিন দিলীর রাজধানী দিরি ও প্রাচীন মেহরোলীর মারধানে দিলীর বিজ্ঞালী ব্যক্তিদের বহু প্রাচাদ ও প্রমোদোজান গড়ে উঠেছিল ধীরে বীরে। কিন্তু বংগাচিত রক্ষা-ব্যবস্থার অভাবে মুখল দক্ষাদের আক্রমণ সম্ভবনা থেকে তা' মুক্ত ছিল না। মহম্মদ তাঁর নিজ্ঞালীয় বচনা করলেন দেখানে। ছর্ডেন্ত প্রাচীর দিরে বিরে দিলেন সিরি থেকে মেহরোলী। নব নগরীর নামকবণ করলেন জাহানপল্লা—বাংলা ভাবার বার মানে হলো "জগতের আপ্রর"। প্রাসাদের নাম দিলেন বিজ্ঞান প্রানীর জলের সংস্থানে। কুত্বের অসুরবর্তী বর্তুমান বিরক্তি পানীর জলের সংস্থানে। কুত্বের অসুরবর্তী বর্তুমান বিরক্তি প্রামে আজও চোখে পড়ে এই প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ। তার পারে ছবল জলপ্রবেশ ব্যবস্থার চিক্ত আছে পরিক্তুট।

বর্ত মান কুতৃব রোডের নিকটে সরকারী প্রক্রতাত্ত্বিক বিভাগের খনন-কার্ব্যের কলে আবিষ্কৃত হয়েছে মহম্মদের প্রানাগার, তাঁর জেনানা ও তাঁর বিধ্যাত মঞ্চ বেধানে বলে প্রভাচ তিনি তাঁর কৈলেলের কুচকাওরাজ পরিদর্শন করতেন। আলাউন্দিনের সহস্রভাভ কক্ষের অন্তর্মণ মহম্মদেও একটি বিরাট কক্ষ নির্মাণ করেছিলেন, বার কিছ কিছু চিছু আজও কোঁতৃহলী দর্শকদের বিমিত করে থাকে।

মহস্বদের সূত্রের পরে কিরোক শা' তোগলক সমাট হলেন।

স্ক্রদের তিনি আত্মীর এবং সেনানায়ক ছিলেন। সিন্ধু থেকে সৈত্র
রাবত্ব নিরে তিনি কিরে এলেন দিরীতে। রাজ্যের গঠনকার্থ্যে

স্ক্রানিবেশ করলেন অবিলতে। অনেকেই বোধ হর জানে না বে,

ক্রিরোক শা' ভারতের সর্ব্ব-প্রথম নরপতি বার ধমনীতে ছিন্দু ও

স্কুল্যানের রক্ত এক হরে হিলেছিল। তার কননী রাজপুতানী।

ছই বিভিন্ন ধর্মের সমিলিত প্রভাব তাঁব চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য লাল করেছিল। বিধান্ ও ধর্মপরারণ বলে তিনি খ্যাত ছিলেন এবং প্রভাবের কল্যাণ সাধনে তাঁর আন্তরিক স্পৃহা ছিল। মূলিম মূলের প্রথম কুরিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন কিরোল শা'। অপুনা ওরেটার্থ বযুনা ক্যানেল নামে খ্যাত খালটি তিনি খনন করেন। কর্ণগুরালের নিকটন্থ বযুনার মূল ধারা থেকে উৎসারিত করে এক এক শাখা একেছে দিলীতে অপর শাখা গেছে হিসারে। বিবোজ শা'র আমলে এই খালের পরিধি বিক্তত্বের ছিল। সমাট্ট সাজাহানের আলেনে তৎকালীন পূর্ত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ আলী মর্কান থা এই খালের সংকার-সাধন করেন। এখানে স্বরণ করা অপ্রাসন্ধিক নর বে, সমাট্ট সাজাহানের রত্তেও হিন্দুপ্রভাব ছিল। তাঁর জননী

দিলী অববোধ কালে এই খালটি বিভীয়বার বিনষ্ট হয়। পরবর্তী বুগে ইংবেদ্ধ শাসকগণের চেটায় ভার পুনঃ সংখার ঘটে।

সৌধ-নির্দ্বাণে বিবোজ শা'ব গভীর অন্তর্নাগ ছিল। এদিক্
দিবেও সমাট সাজাহানের সজে তার চরিত্রের মিল ছিল। কুতৃব
মীনাবের উদ্ধৃতন যে-ছ'টি তলা খেত পাথরে গড়া তা ফিরোজ শা'বই
কীর্ত্তি। ভূমিকস্পে কুতৃবের যে ক্ষতি ঘটেছিল তারও সংস্কার তিনিই
করেছিলেন। দিলীব হিন্দুবাত ভাসপাতালের সংলগ্ন বীজে এথনও
ভীর নিমিত মুগরাগুহের ভ্যাবশেষ বর্তমান।

সিবি, বিজয়-মণ্ডল ও কুভূবে ভিন ভিনটি নগরী থাকা সংস্তৃত্ত কিবোক শা' যমুনার ধারে আর একটি নতুন নগরের পদ্তন করলেন। একেবারে বমুনার ঠিক গায়ে নির্মাণ করলেন রাজপুরী—কিবোক শা' কোটলা। আজ ভোবেণপথে চুকলেই বা দিকে চোথে পড়ে বিস্তীণ ভূণাচ্ছাদিত অলন। একদা দেখানে ছিল ফিবোক শা'র দ্ববাব-গৃহ। আক আমাদের পিক্নিক পাটির আসর বসলো দেখানে।

দসটি কুন্ত নয়, ছেলে-মেয়ে মিলে ক্রায় জন বারো। কিন্তু অধিনারিকা আহার্য্য বা এনেছেন তা দিয়ে অনায়াসে তার ছিন্তুণ লোকের উদর-পৃথি করা বেতে পাবে।

পিকনিকে সব চেয়ে যিনি মনোগেগের গোপ্য তিনি মি: খোশ্লা। বহুল পরিচিত ব্যক্তি। বিশেষ করে মহিলা-মহলে। মেরেরা এগজিবিশান ক্রছেন, তার গেটে ভলা ক্রিরারী করছেন কে? মি: খোশ্লা। মহিলা সমিতি দামোদর বজার সাহায্যভাঙারে টাকা তুলছেন। মেরেদের সঙ্গে বাড়ী বাড়ী ঘুরে টাদা আলার করছেন কে? মি: খোশ্লা। টাদনী বাজার খেকে মিসেস মুখাব্দারি উল কিনে আনছেন, মিসেস খামীনাখনের ভক্ত পাঁচ দোকান বুরে পশুস ক্রীম জোগাড় করছেন। সমস্ভই মি: খোশ্লা। নরাদিরীতে মেরেরা আছেন অথচ মি: খোশ্লা নেই এমন কোন সভা, সমিতি, পার্টি, পিকনিক কেউ করনা করতে পারবে না।

সাধারণ পাঞ্জাবীর তুলনার বেঁটে, দোহারা চেহারা। মাথার চুল ব্যাক্রাস করা। নির্কাক্ বুগের চিত্রাভিনেতা ডগলাস ফেরার ব্যাক্স-এর অফুকরণে দীর্ঘ জুলী পালের মধ্যপথ প্রান্ত প্রসাহিত। এডলক্ হিটলারের মতো গোঁটের কারলা। পরিধানে রাউন বংএল কর্ডরয়ের প্যাণ্ট, পারের গোড়ালীর কাছটা সক্ষ। পাণ্টের পিছনে হিপ্—পকেট। ভাতে ললা কপার সিগাবেট-কেস যার মনোগ্রাম-করা গর্ভে প্রায় পঞ্চালটা সিগাবেট রাখা চলে। গায়ে গ্যাবার্ডিনের কোট প্রায় আক্রন্থলছিল, নীচের পকেট ছ'টি ইদের টালের আরুভিতে কাটা। সিদ্ধের সার্ট। টকটকে লাল রংএর টাই, ভাতে নীল রংএর ছিট, ছিট্,। মাথার একটি সবুজ কেন্টের টুলী, নীচের দিকে নামিরে পরেন। পায়ে ক্থনও ক্লিনেলান স্ক, ক্থনও বা বাক্ল্ল্-আটা সিডে'র জুভা। দিনের বেলায় চোধে এক লোড়া লালা মোটা সেলের ক্লেম্মুক্ত সান্গ্রাল। রোল থাক আর নাই থাক। মেরেসের হাতে বিষ্টুওরাচের মতো মিঃ ধোল,লার গগলস্ও প্রয়োজনের ক্লেন লোডার ক্লে।

মি: খোশুলার প্রকৃত পেশা নিরে মতভেদ আছে। কেউ বলে তিনি কণ্টাক্টর, কেউ বলে তিনি ছ'তিনটে বীয়া কোম্পানীর একেট, আম কেউ বা এমল কিছু বলে বার ইংরেজ তর্জনা করলে কথাটা একটি শব্দ বা দিরে নলিনীবঞ্জন স্বকার থেকে ক্ষক্র করে বাবৃগ্ঞের চাটে কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদার পভিত্তপাবন সাহাকে পর্যান্ত ব্যানার বার । মার্কেট । কিন্তু কাক্র তার বাই হোক, ব্যক্ততার অভাব নেই । এই দাক্রণ পেটোল বেশনি:এর দিনেও সারাদিনই দেখা বার ভিনি তার বেবী অঞ্চিন নিয়ে ব্যক্ত-সমস্ত হয়ে ছুটছেন সহরেব এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্তে । পথে প্রিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে এক মিনিট কথা বলেই বলেন, "আড়ো ভাই, এখন বড়ও বান্ত । ভাল সি ইউ এগেন ।"

পিকনিকে খোশ,লা বিগুল উভ্নে মেয়েনের আহাছা পরিবেশন করলেন। দেতুইচের প্লেট নিমে ছুটতে গিয়ে আহাছ পেতে খেতে বৈচে গোলেন। সন্দেশের থালা নিয়ে হস্তু-দস্তু হলেন। কোন মহিলাকে 'প্লিক' কোন মহিলাকে ব' 'ফর মাই দেক্' বলে ছুটটো বেশী পোট্টি খাওছালেন। একটি তক্টা অফ্র কার কাছে এক গ্লাস জল চাইছিলেন। পাল দিয়ে যাছিলেন মিঃ খোল্লা। ভার কানে যেতেই 'কল, জল, মিদ উপাধারের জন্ম জলা বলে এমন উভ্লাহ হলে কলের অবেষণে ছুটতে লাগলেন যে, মনে হলো হাতের কাছে আছ কোবাও না পেলে তিনি বৃথ্যে বা তংক্ষাথ ভগ্যিবের জন্ম ইন্ধার করা গ্লামারনের করা ইন্ধানে ছুটবেন।

ভৌজন-পর্কের পর মহিলাদের প্রতি অফুবোধ হলে। গানের।
কেট গাইকেন, কেট "কনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি" বলে এড়িয়ে গেলেন।
আমাদের অধিনায়িকার সঙ্গীতে দক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগা নয়।
কিন্তু তাঁকে বেশী সাধা-সাধনা করতে হয় না। একটি গুজরাটি
নহিলা তাঁর অদেশীর সঙ্গীত শোনাদেন। তার মধ্যে একটি নবসিংহ
মেহতার রচনা। "বৈক্ষর জনতো তেনে বঁহি" বলে এঁর একটি গান
গানীজির প্রিয় বলে এক্কালে থ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

শুনাতী ক্ষরে বাও প্রস্তাব করলেন চার দিক্ ত্রে দেখবাব।
দেখার মধ্যে বা আছে তা কিবোক্ত শা' নিম্মিত একটি মদজিদ।
ক্ষপতান পাত্র-মিত্র নিয়ে কুমার দিনে এখানে প্রার্থনা করতে
মাদতেন। অনুমান করা অক্সায় নয় যে, দেদিন এই মদজিদেব
ক্রম ছিল অন্যায়বেশ। যদিও আজ তার জ্বলেশা দেখে বিগতে
দেষ্টিব বুঝবার উপায় নেই। তবে তার গঠন-পাবিপাটা লক্ষা করার
মতা। ইংরেজীতে যাকে বলে প্রোপোবদন, যিবোক্ত শা' কোটদার
মধজিদ ও অক্সাক্ত প্রায়াদ-ভগ্নাবশ্যে তা বিশেষ ভাবে বর্তমান।

ফিরোক শা'র আমলে স্কাপ্রথম ভারতীয় স্থাপতো হিন্দু ও 
বিলাধ প্রতির দিনখেনিসূ ঘটেছিল। প্রাণ্মুলিম যুগার উত্তরভারতীয় হিন্দু স্থাপতা ছিল সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। অতি প্রাচীন হিন্দু
মন্দিরে এথনও ভার চিন্দু আছে। বর্তমানে "জৈন প্রভি" নামে
অভিহিত এই স্থাপত্যের স্কাল্রের নিদশন বোধ হয় রাজপুতানার
মাউট আবু পর্কাতোপরি বিধ্যাত জৈন মন্দিরটি।

সে-দিনেব হিন্দু স্থাপত্যে আঠে—অন্ধরুত্তাকার গঠন ছিল না।
তার বৈশিষ্ট্য হিল চতুকোণ গুল্পে। এই ক্সম্বন্ধলি কান্ধকার্য্যাচিত।
কোনটিতে দেব-দেবীর মৃত্তি, কোনটিতে পুস্পাসজা, কোনটিতে বা

গটা কিম্বা পাছ। প্রস্তুত্তের গঠিত এই ক্সম্বর্ভানির অগভবণের মধ্যে
মিলতো সে-দিনকার স্থপতিদের মধ্যন-চাতুর্ব্যের পরিচর।
মেকালের স্থাপত্যে গলুকেরও অভিন্দ হিল না। চতুকোণ ক্সম্বর্ভানির স্থান্ধরে ক'জিন

থেকে ক্রমণ: মিলিরে আনা হতে। মাঝখানে। বার, প্রত্যান্তর্বাপ-পথের উপরাংশে আর্চের পরিবর্তে এই গঠন অনেকটা র্ কাটা সিঁড়ির মতো দেখার। আর্চের ভারবহন ক্রমতা অধিক। ভার ব্যবহার মুরোপ ও মধ্য-এশিয়ার বধেষ্ট প্রচলিত ভিল।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

এট স্থাপত্ত্যে প্রথম পরিবর্তন ঘটলো দ্বাদশ শভাষ্টার 6 ভাগে। দাশ-বংশের কুতুবৃদ্ধিন আইবেক দি**রীতে এসে প্রথম** হৈ করতে চাইলেন একটি মদজিল বেধানে বলে ভিনি আলার 📬 পাঠাতে পাববেন প্রচুবতর অর্থ, প্রবলতর প্রতাপ, প্রভৃততম শাঁ কামনা করে প্রাত্যহিক আবেদন। বলা বাছলা, তাঁর নি**ল ক্যাছ**। व्यायगानिश्वात (य-धतानत यमक्रिएनत मान जिन्न निक्कि ভারই অমুবপ ভঙ্গালয় নির্মাণ ছিল তাঁর বাসনা। দ মদজিদ পয়েন্ট্র আর্ফের,—অনেকটা গণিতশান্তের বিক্তী বন্ধনী চিহ্নের মতো,—বিলানের উপর তৈরী। বোমানরা বার্ছান করতে। বুরাকার আর্চ্চ। আরবীয়ের। পছ<del>দ</del> করতে। পরেটে**ড আর্চ**। পণ্ডিতেরা দিক্ষান্ত করেছেন যে, পয়েন্টেড আর্চ্চ-সম্বলিত স্থাপত্তান প্রথম নিদশন হলো ষ্ঠ শতাকীত নিম্মিত ইরাকের **অভর্মত** সামাববার মস্ভিদ্টি। হিন্দু স্থপতিদের জানা ছিল না ভার নির্মাণ-কৌশল। কাবল, কান্দাচার থেকেও মুহ্নিম কারিগর আনা সভৰ ছিল না। স্থতবাং দিল্লীর প্রথম মদজিদে স্থাপভার বে**নিদর্শন** রইল সেটা হিন্দু ও মুলিম স্থাপত্যের সম্মেলন নর,—গৌলাফিল i কুত্ৰ মীনাৱের সংলগ্ন মসজিদে আজও ভার প্রমাণ আছে। ভার বারান্দায় ও খারপথে অন্তবুতাকার গঠন স্ভিকার থিলারের উপৰ নয়। ভাতে 'কী-টোন' নেই।

মৃত্রিম স্থাপতো দেব-দেব ব মৃত্তি বা পূজা ও বৃন্ধকতা উৎকীপ ।
করার বৃত্তি ছিল না। কোবাণের বচন উদ্ধৃত হতো মসজিলের প্রাচার-গাত্রে ও আর্চের উপরে। জারবী সিপি ও কোরাণের রচনা সম্পর্ক কু বুর্দিনের মসজিদ নির্মাণগত ভারতীয় রাজ্যিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল সামান্তই। তাই কুত্রিম আর্চের উপরে তারা বৃন্ধকন করে তার আনে-পাশে আরবী বচন উৎকীর্প করার প্রধান্ত্র করেছে কোন মতে। কিন্দু স্থাপত্যের চিন্ন্ন মসজার প্রথপে আরব অধিকতর প্রকট। তার জন্মগুলি নিঃসন্দেহে কোন হিন্দু মন্দির থেকে আন্তাভ। সেকালের মৃন্ধিন নরপতিরা কুঠনকে ক্লার বিষর মনে করতেন না। বরং অপন্তাভ প্রবের প্রকাশ্য ব্যবহারের ছারা বিজয়-জন্ম বচনা করে আপন অপকীর্তির সাক্ষ্য বাধতেন পরবন্ধী কালের জন্ম।

স্থলতান আলতামাদ কুছুবৃদ্দিন-রচিত মদজিদের বিশ্বার সাধ্যে উজেগী হরে গঙ্গনী থেকে আনলেন মৃদ্ধিম স্থপতি ও কারিপর। তারা জামিতিক প্রতির মৃাল্লম অলক: গ প্রথম প্রচলন করলেন ভারতবর্বে। খিলিজী বৃগে অধিক সংখ্যক মৃদ্ধিম বালমিল্লী এল আফগান থেকে। তারা প্রবহন করলো চতুকোণ ভভের পরিবর্তে কাঁটোন-যুক্ত সভ্যিকার আর্চি, সমতদ ছাদের বদলে প্রত্যুদ্ধ, চলতি ভারার যাকে বলে 'লিকারা' এবং ফ্টা, পুন্দা, বুন্দ ইত্যাদির বদলে জ্যামিতিক রেখালন সক্রা। ভারতে, প্রাপুরি মুদ্ধিম স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হলো। কুতুবের সংলগ্ন আলাই দরওবালা ও নিক্ষামৃতিনে জামাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দুপ্রভাব বর্জিত নিক্ষামৃতিনে আনাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দুপ্রভাব বর্জিত ভোগ্ৰহ ৰাজ্যে, বিশেষ কৰে কিৰোজ শা'ৰ নিৰ্মিত প্রাসাদ,
হুৰ্গ ও জন্তান্ত ভটালিকার হিন্দু স্থাপত্যের পুনর্ব্যবহার দেখা
গোল। সেবুনের স্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো অলকার ও
বাহলাবজ্জিত গঠন। সাধারণ পাথর ও চূণ-সরকীর আন্তর দিরে
ভা তৈরী—খিলিজী আমলে ও পরবর্তী মুঘল বুগে ব্যবহৃত লাল
বা খেত পাথরের হিন্দু বড় নেই। বোধ হয় মুঘল দস্যদের আক্রমণ
প্রতিবোধ ব্যবস্থায় ও দান্দিশাত্য অভিযান গুড়তিতে ফিরোজ
শা'র পূর্বাবনী রাজকোষ শীর্ণ হয়ে এদেছিল, ব্যায়বহুল প্রেজর ব্যবহার
সম্ভব ছিল না। মহম্মদ ভোগ্লেক্ বর্ত্তক বারম্বার দিল্লীর অধিবাসীদের স্থানান্তবিত করার ফলে পাথরের কাজে দক্ষ রাজ্যমন্ত্রীর জ্ঞান
ঘটাও বিচিত্র নয়। কিন্তু ফিরোজ শা'ব গৌধাবলীতে সবচেরে
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চতুকোণ শুল্পের ব্যবহার, মারপথে ও বারাশায়
আর্ক্রের বনলে হিন্দু-পদ্ধতির গঠন এবং প্রমুটিত পদ্ম-উংকীর্ণ
প্রাচীন-সক্ষণ। হাউজ গদের প্রবর্তী গে অংশগুলি ফিরোজ শা'
নির্মিত ভাততেও আছে এর প্রবৃত্তী গ্লিব্য।

মসজিদের পারে যে অট্টালিকার উপরে অংশাক গুছটি আছে, ভার আরোজণ পথ থব কঠিন নয়: সিঁ দির ধাপগুলি কিছুটা ছাঁচু সম্পেহ নেই! কিন্তু আয়াদের সঙ্গী নারীবাহন মি: থোপ লা থাকতে মেয়েদের চিন্তার কাবণ নেই! প্রভাকটি মহিলা নিরাপদে উপরে আ ৬ঠা পর্যান্ত তিনি নাচ গাড়িয়ে ভদারক করলেন। বেশী পরিচিতানের হাতে ধরে উঠতে সাহাব্য করলেন এবং স্প্র পরিচিতাদের ভিকে হাত বাভিয়ে দিয়ে বল্লেন, মে আই— ?

অশেষ অন্তটি প্রাসাদের ধে-অংশে স্থাপিত সেটা ফিরোজ শার অশ্বন্ধ-মহলের অন্তভ্ ক বলে কথিত। ভক্তটি প্রস্তুক নিমিত। আহালার নিকটবভী এক গ্রামে সমাট অশোক কর্তৃক এই স্তম্ভটি ছালিত হরেছিল প্রজন্মর প্রায় আহাই শত বংসর পূর্বে। একলা মুগরা থেকে প্রত্যাবস্তনের পথে তা' ফিরোজ শা'র চোলে পড়ল। পুরাকীর্ত্তিতে ফিরোজ শা'র গানীর আগ্রহ ও অন্থ্রাগ ছিল স্প্রান্ধারিকে অভিনার। বিয়ারিশ চাকার গাড়ীতে চাপিয়ে শত শত শত্ত অনুরা কৈনে এনেছিল এই কন্তটিকে। স্তম্ভটির কীথে একটি ম্বর্ণনির্মিত আছোদন ছিল, কাই দ্বাহার সিরী লুইনকালে তা' আল্বসাম করেছে। পরবর্তী কালে স্বংছর গামে পালি ভাষায় উৎকার্বি লিপির পার্মেছার হয়েছে। অলিসা ও স্বাহ্বীয়ে বালাক প্রস্তুবার অনুযামী সম্রান্ত অন্থ্রাক ক্ষেপ্র অনুযামী সম্রান্ত অন্থ্যাক ক্ষেপ্র অনুযামী সম্রান্ত অনুযাম করেছে।

আংশাক স্তান্তের পাশে দাঁচিতে দেখা যাত্র অবেন্টী যদুনার আলত্যোত। কিরোজ লাবৈ আমলে যদুনার ধাবা কোটলার পাদদেশ লপ্প করতো, দেকথা বৃষ্ঠতে কিছুমাত্র কট হয় ন।:

নীচে নেমে সুদলবলৈ বসা গেল থোলা মাঠের মধ্যে। পাশে একটি কুন্ত জলাশর। স্থানীয় লোকেরা বলে 'বাউলী'। দারুণ ব্রীয়ের দিনে ভালতান অবগাহন করতেন এর জলে, বিশ্রাম করতেন এর ভীরবর্তী পাষাধ্বিদিকায়।

কে এক জন বলবেন, ভাস থাকলে এক হাত খেলা বেভো।

ছ' প্যাকেট সংখ্যা ঝক্ৰকে তাস, নংব লেখার ছাপানো প্যান্ত ও পেলিল। স্বাই জয়ধানি করে বলল—"একেই বলে প্রসৃষ্টি। সকল কালের সকল রকম দরকারের কথা বিনি আগে থাকতে ভেবে রাখেন, ভাকেই তো বলে জনাগতবিধাত। ।"

ভাজার অধিকারী আমাদের মধ্যে সর্বাপেক। ব্যোজ্যেই আর্থিতে লেফটনেন্ট বর্ণেল। অত্যন্ত রসিক লোক। মাধার পাকা চুল দিয়ে মনের কাঁচা ভাবকে ঢেকে রেখেছেন। মাইল দদেব দ্ববতী কাণ্টনমেন্ট থেকে এদেছেন পিকনিকে বোগ দিছে কন্টাই বিক্লে ভার জুড়ী মেলা ভার। খুলী হয়ে বললেন, "ক্রীপ্র আলোচনা চলছে। স্বরাজ হলে, আমরা ভকেই প্রেসিডেন্ট করবো স্বাবীন ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট, মিদেস্ বিজয়া বাানাকী। বল, মিদেস্ ব্যানাকী কাঁ । "

नवाहे ऍफ ध्वनि कदल्लन, "क्यू !"

বাধা দিয়ে বললেম, "কর্ণেল, প্রেসিডেণ্ট বললেই মনে চঃ প্রসিতকেশ, বিগত বৌধনা বুদ্ধা। বলুন মহার্গী।"

কর্ণেল তংক্ষণাং স্বীকার করলেন, "ঠিক বলেছ ওয়া মহাবাণীই ভালো। দিলীর বিতীয় মহিলা সাম্রাজী। রুলতান বিভিয়ার পরে রুলতানা বিজয়া। জয়, রুলতানা বিজয়া কী জয়া বল্লে মাতর্ম, আলাহো আক্রবর, হিপ্ হিপ্, হুবরে।"

ভাবী ফলতানা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করকেন, "একস্কে ডিননট বলেন নাকি আপুনি হ"

িনিশ্চর । গান্ধী মহাবাক, জনাব জিলাও প্রক্রিমণ্টবে থুনী প্রাথতে হর । যথন বে পাওয়াবে জাসবে আমি তারট দলে আহি অবস্থা অনুসাবে যাব তাড়াভাড়ি মত বদলার ইংবেজীতে তাবেট সে প্রোথেসিভ।

মি: ভূবেই স্থা আই, সি, এস, হয়েছেন। বিকাতে স্থান স্থান অব ইকন্মিছে কিছু কাল পড়েছিলেন। সোতালিজমে এলন ভক্তি আছে। বলগেন, মহারালী তোমনাকিজম্। ডেমেজেসীর মুগে তা চলবেন।

কর্পের বললেন, "খুব চলবে। ঘরে ঘরে মনাবিজন্ চলছে, আর ঘরের বাইরে গভর্গমেতে চলবে না? ভাষা তে, ছোমার ব্যস্থান, লিগতে এখনও চের বাকী। ছেমোকেসী বস্তুটা আছে ছবু ছাবলং লাগন্ধির বইতে। আমানের মিষ্টার ব্যানার্কীকে জিজালা করে দেখ তার বাড়ীতে কার জানলার পদা নীল হবে কি সবুত হরে, স্বালাল্ডীর ভোট নিয়ে দিক হয়, না মহারাবীয় চকুমে চলে? বিজে করলে নিকেই বুগতে পারবে যে, হার মেছেটিসু গভর্গমেতে আব ঘাই ঘাক, লীভার অব দি অপোজিশান নেই।"

প্রথল উচ্চ হাত্র উলিত হলো সহায়।

মহিলা লক্ষাকড়িত আত্মপ্রসাদে রক্তিম হরে প্রসঙ্গ চাণা থেওয়ার জক্ত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আহার কথা নয়। আসন থ্যার থেগা যাক।

স্থিনতা বললেম, "মাপ কর্বেন, ও-বিছে আমার এবে বা<sup>তেই</sup> জালা নেই।"

"বলেন কি ? আছে।, তা হলে থেলা থাক। গান কয়ন।"

লাকিরে পড়তে বলুন। আর গান যদি গাই, তাহোলে লাকিরে পড়ার বাসনা অবশ্য আপনাদের হবে।"

ব্যানার্কী বললেন, "তবে জাবৃত্তি শোনান, ববি ঠাকুরের কবিতা।"

জবাবে বললেম, "ছোট বেলায় সংস্কৃত শক্ষণ আৰু বড় ইয়ে জুবিসঞ্জেজের ধারা মুখস্ত করে করে পত মনে রাখবার আর সময় পেলাম কথন ।"

মিলেন বললেন, "আছ্ন্', তা হলে গল্প বলুন।" কর্পেল এয়ামেশুমেট বোগ করলেন,—"প্রেমের গল্প।"

কেনে বললেম, "ভাস্তার, প্রেমের হলে সেটাযে গলই হবে, সন্তিয় হবে না, সে তো ভানা-কথা। কিন্তু সে-গলও আমি জানি না। চান তো ভূতের গল বলতে পারি। জানেন এই বাউলীর ধারে, ঠিক আপনার ডাইনে মিসেস মিত্র বেখানটায় বসেছেন, সেখানে রাজ-রক্তের লাগা আছে। সমুটি খিতীয় আলমণীরকে এখানে হত্যা করা হয়।"

তঃ মাংগা! — বজে তিজি করে লাফ দিয়ে মিসেস মিত্র সরে একে একেবারে দলের মাঝখানটিতে বদলেন। বার বার নিজ সাজীর দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, সভিাই বজের ত্ব-একটা ছিটে-কোটা তার বসনে লেগেছে কি না সেই আশ্বায়। তার ধরতে স্বাই খানিকটা তেলে নিস্ন কিব্ব অক্তান্ত মহিলারাও বে একটু চক্ষস না হলেন তা নয়।

বিঃ খোশ্না যিসের যিত্রের এক অভ্যক্ত উথির ই বার বার বলতে লাগলেন এমন ভাবে মেরেদের ভর দেখানো ে উচিত হয়নি। হঠাৎ ভর পেরে শক্ লাগলে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অধিনায়িকা দমবার পাত্রী নন। বললেন, বিশ্, বলুন ভ্ গল্ল। স্থ্যি ভতের হওলা চাই কিছে। বানানো নয়।

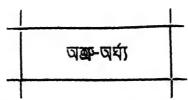
"মিদেস ব্যানার্জী, ভৃত চিরকালই বানানো হরে থাকে। ছু গরেব তো কথাই নেই। কিন্তু গুর্ভাগ্যের বিষয় তাও ছা জানা নেই।"

মহিলা স্বেগে মাথা নেড়ে বৃদ্দেন, "না, না। আপানি কেই কাঁকি দিছেন। তাস খেলা নয়, গান নয়, আবৃত্তি নয়, গলও ই একটা কিছু কজন।"

কর্ণেল বললেন, তাই তো হে, ভোষার কেন্ থারাপ ছত্ত ভূমি যদি কোন কিছুই না পার তবে মহারাণীর গভল্মেণ্টে ভোহ ভাষগা হবে না।

মহিলা বললেন, "সত্যিই তে। আপনাকে নিয়ে করবো ক গান গাইতে আনেন না যে বৈতালিক হবেন, পঞ্চ কইতে পারবেন হ যে সভাপতিতের চাকুরী দেবো, গল বলতে পারেন না বে বল করবো। এমন অক্যালোক আপনি

যুক্তকরে বললেম, "আমি ত্রু-বার্লিকে তর্ব মালাকিব।" বিপুল হাজ্ঞবোল।



### নিৰ্মালাবালা পাল



সার হরিশছর পালের কনিষ্ঠ জাতা, বটকুক্ষ পাল এও কোম্পানীর প্রত্য ভিরেষ্ট্র শ্রীমুক্ত হরিয়োহন পালের ল্লী শ্রীমুক্তা নিম্মলাবালা পাল ৮ই চৈত্ৰ শুক্ৰবার বাত্তি সাজে ১০ ঘটিনীয় মৃতি ৪৬ বংসৰ বৰ্তমান প্রলোক গমন করিবাছেন। জাহার জার নালপালা, ধর্মপারাকা ও বহু গুণসম্পন্না মহিলা বাঙ্গালা দেশে বিবল। তিনি গোসকে বহু গুংস্থ পরিবারবর্গকে অর্থ-সাহায্য করিছেন। স্বৃত্যুকালে তিনি হুই প্রতিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইছেছি।

#### রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাখ্যায়

প্রসাঙিভিত্তিক বাধিকারন্ধন গঙ্গোপাধ্যায় গভ ২ ১ শে কৈন্ত্র, বৃহস্পতিবার বার বেলা তুইটার সময় মাত্র ৪০ বংসর ব্যবে প্রলোকগমন করিরাছেন। উপনাদেও ছোট গল্প রচনায় তিনি বাঙলা দাচিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তার উপনাদে 'কলন্ধিনীর খাল', 'সবিনয় নিবেলন', 'বিময়' এবং অধুনা প্রকাশিত 'বেদিয়াছক' রাজালী পাঠক-পাঠকা মহলে যথেষ্ট সমাধ্য লাভ করিয়াছে। ব্যবহারাজীর ও সাহিত্যিক জীবনে মানুব হিসাবে বাধিকারশ্লনের চরিক্রমানুব্য ও ব্যক্তিষ্ঠালক জীবনে মানুব হিসাবে বাধিকারশ্লনের চরিক্রমানুব্য ও ব্যক্তিষ্ঠালক ক্ষিত্র হিলা। আলাদের হাতে লেখকের সাম্প্রতিষ্ঠালক ক্ষিত্র ক্ষিত্র হিলা। আলাদের হাতে লেখকের সাম্প্রতিষ্ঠালক ক্ষিত্র ক্ষিত্র ইবে। আম্বা তাঁহার প্রত্যাব্যক্তিক আক্ষাক্ষ জ্যাকার ক্ষত্রের এটালক্ষিত্র স্থানিক্ষিত্র হবৈ। আম্বা তাঁহার প্রত্যাব্যক্তিক আক্ষাক্ষ ক্ষত্রের অধ্যাক্ষিত্র স্থানিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ্ঠালিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ্টালিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ্ঠালিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ্টালিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ্টালিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ্টালিক ক্ষত্রের সাম্প্রতিষ

### শাখ্য-প্রাদেশিক হকি প্রতিবোধিত :--

নিখিল ভারতীয় আন্ত:প্রাদেশিক হকি প্ৰতিৰোগিতাৰ এ. কলেৰে **অন্ত**ৰ্ভান কলিকাভার অসমারোহে শেব स्टेंबारक। को रक-कछोड़िक शांशांत प्रक कीयन स्थान कि ना तथा शासव अनार क्रिक हरेड मार्टरे छेशाला ना छएकनाव নিক্ত লাগাইতে পাৰে নাই। আছ-ভিক খেলা মহলে ভারতের ক্ষরিসংবাদী **ত্রিটার শাখত আ**সন বে টলমল, ভাহার মাধাৰ ও ৰদম্ভ প্ৰমাণ এই বংস্তেৰ এই প্ৰতানের খেলার ধারা। একের পর এক **শ্রীলিশ্র অনুষ্ঠানে তিন বার** চ্যাল্যিরন ছইর ভারতীয় হকি দল বিখের খেলোয়াড়ী ক্ষবাৰে নিজেদের কৃতিৰ ও কুনাম মধুচ বিশ্বিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু এবারের-বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের থেলার পরিচয়ে

শিক্তবন্ধ আশাবাদীকেও নিরুৎদার ইইতে ইইয়াছে এমন কি, চরম মীনাংদার ধেলাতেও বিশেষ উত্তেজনা ও প্রতিধিল্ডার শিক্তান পাওরা বার নাই। প্রতিযোগিতার বোগদানকারী বিভিন্ন আদেশিক দলের থেলার থেকপ নিয়সামী পরিচর শিক্তা গিরাছে, তাহাতে মনে হয় যে, ভারতকে নিজ নাম শিক্তা রাখিতে ইইলে এখন ইইতে পুনর্গয় সঞ্চাগ ইইনা বীত্মত

ু আলোচা অষ্টানে মোট ১৩টি প্রাদেশিক নক একায় যোগনান হৈছে, কিছ বোখাই শেষ প্রান্ত আসিয়া পৌছিতে না পারার বাকী 🚌 🍂 🖥 মলের মধ্যে প্রতিখন্দিতা চলে।। প্রথম দিনে পাছাব বাওলা ৰেশ সধ্য-ভারত বখাক্রমে নিজু, মধ্যক্রদেশ ও বেল'র এবং মহীশুরকে ি 💆 •. ৩ – • ও ৪ – ১ গোলে প্রাক্তিত করে। বিভয়ী ও বিভিন্ত জৌম ললের খেলান্টেট কোন বৈশিষ্টা বা প্রশংসনীয় নৈপ্রের शक्किय शांख्या याद मार्डे। चिकीय मिर्स श्रृक्षरही दश्मद्भव **স্থান্দিরান ভূপাল দল অনাহানে বেলুভিস্তানকে ৫—১ গোলে** প্ৰিক্তিত কৰে। অপৰ খেলাৰ দিলী হায়লাবাদের সভিত গোলংক **জাবে খেলা লেচ করে। ভারতারাল গোলবক্ষক মোবারক ভারাদের** হানকা হবে কিছু পুনবয়ন্তানে দিল্লী ৮— গোণল হাংপ্রাদকে শোচনীৰ ভাবে বিপৰ্বান্ত কৰে! অপৰ খেলার যুক্তপ্রান্ত্রণ সীমান্ত আমেশের নিকট ২-- পোলে পরাক্ষিত চইয়া এই প্রতিযোগিতা হুইছে বিদাব প্রহণ করে ৷ বাঞ্চনার বিক্তম্বে ভাগ্যক্রমে ও ক্রটিঙনক শ্রীচালনার প্রবাদে পাঞ্জাব প্রথম দিন অনীমাংসিত ভাবে খেলা लावे कविवा किछोद मिन २-- शास्त्र कवी हरू। अपि कारेकारन **জীবার প্রদেশকে একম'ত গোলে পারাব প্রাক্তি করে। এই** প্রালটিও মেলারীর ভাষাত্মক নির্দেশপ্রসূত। অপর প্রান্তে ভণালুকে ২-- গোলে ও মধ্য-ভারতকে ৩-- গোলে পথাৰিত - कविशा मिली हरूम श्रवादि स्कीर स्व । त्या त्यमाय मिली अन्याज आह्न भवाक्य यस्त्र कवित्न, भाक्षाय क्रिकेयाय ज्ञान्भियान स्य । के किया हिए १ १ १६ वर्षा वर्षात्रका सामाना अधिकारीका त्रांत्र अधिकारीका का कार्या का वर्षात्र वर्षात्र वर्षात्र



এম. ডি. ডি

কৰিবা প্ৰথমবাৰ গ্ৰান্সিলানানিশি পায় প্ৰাক্তি ১৯৪২ সালে লাহোৰে দিল্লীর নিকট ভাষারা প্রাভব মানিয়া প্রতে বাধ্য হয়। এবার পাঞ্জার পূর্ব্ব-প্রাক্তয়ের প্রতিলোধ প্রহণ করিয়াতে।

#### বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের খেলোয়াডগণ :—

পালাব: আনওয়ার, ওফচরণ দি: (বড়) ও ধর্ম সিং, ওফচরণ সিং (ছোট), আমীরকুমার ও বইন, নারদ, মামুদ, বদবীর সিং, আব্দিক ও ডাকওয়ার্থ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রবেশ:—
মদনলাল, অবোধানাথ ও কিবেণনাল,
মহম্ম রক্ষিক, মুন্তাক আলি ও আমীর,
চানসী থাঁ, আশানন্দ, সলিমুলা, বামচান্ত গোবিশা।

**स्थान:— यहनीय यहचन थे:** उन

মহম্মন থা ও এক আলি থা, সামতল লতিক, বান্ধী থা ও কিকাচেং, মহম্মন চোসেন, বদক্ষীন, সাকুর, মহম্মন স্বিক্ষ ও আগতার ভোসেন:

হেলুডিভান :— ফজল চোলেন, এইচ উচা ও আর উচা ই লাখানিচেল, ভারত ও এল ভাখানিচেল, ভে আমুহেলল, দেবীলং দিং, ই রাজ্প, ই ব্রাক্ত লি ডেভিড।

বাঙলা:—এম মিত্র, সি হজেস ও আই মীড, টার্গ বুল-বি বপুর ও ভালুক, সি এস দোবে, কেটন, জাকী, ভাটেচন ওবেচ।

মধা প্রদেশ ও বেরার :— নাজির জামেদ, ইরাসীন থাঁ ও মহত্রে হোসেন, আব পাতে, মহাবীর ও সাকুব, আফ্ডল থাঁ, পি জাসেদ। গালিক; নাজীর ও রাষ্ট্রা

নিটা: — ডি এস সোধী, নিয়াজ থা ও আর এস জেটস, নবী, গাড়ুব ও যশোগস্থাসিং, কাকার, আজিল, জামসের, মনস্ব ও কারম।

হারতাবাদ :—মোধারক, আকাস ও আই আমেদ, এইচ নবী, নবসিংহী থাও ও কতভেলু, জি ভানহাম, আমেদ বা, জবভেলু, সোলেমন ও এম থাসিল।

মঙীশূর:—রাজ্যশেষ, আর্চার ও রাধারুষণ, পদভাতে, এরারী ও ভেক্তেশ, আলাম শোঠ, দলরখ, ফার্লসাইন্ড, ফিটজেরাল্ড ও সেসভামন।

মণ্য-ভারত:—নানে লাল, রাজালা ও কুঞ্জল, দাভরাম, তুর্গী-প্রসাদ ও বোজাবিও গেলালাল, জন্তব, শাস্তবাম, মান্দ্র ও চন্দ্রালাল।

যুক্ত প্রদেশ: — আর্সাদ, আবিদ ও মামুদ, রবি দেও, মাবকর ও কাঞ্চিম, প্রশাসন, আউন, এম ওয়াই খাঁ, মহেল্ডা সিং ও মইন।

সিদ্ধু :—বসির আমেদ, গণরেডস ও আর ক্রক্স, বি বাবোজা, এ ক্রইন ও ডি ব্যাগালা, এব কার্ণাণ্ডেল, এস মেটা, জে বিটো,

## নির্কাচনের পর

ত কাতি নৰ্বাংশকা প্রভাবশালী
ও প্রতিনিধিমূলক বাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বে কংগ্রেস ইবার
প্রমাণ আছে। ইংকে ভারতে বে
সামাত ও সকীর্ন ভোটাবিকারের ব্যবহা
করিরাছে ভারতেই কংগ্রেস সর্বাসম্প্রদারের অধিকাংশ ভারতবাসীর পূর্ণ
সমর্বন পাইরাছে গণতভ্রমূলক ও পৃথিবীর
প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশের মত ভোটাবিকার
হইলে কংগ্রেস বাতীত কোন দলের
অভিক এদেশে থাকিত না। এইবার
অত্ত

কেন্দ্রী পৰিবদে কংগ্রেস ৬০ জন প্রার্থী মনোনরন কবেন। ইচার মধ্যে ২১ জন বিনা প্রতিদ্বিতার নির্বাচিত হন। ১৭ জন বিজয়ী কংগ্রেস-প্রার্থীর মধ্যে প্রতিপক্ষ অপেকা ১ জন ২৪ চাজার.

ং জন ১৭ হাজাব, ২ জন ১৬ হাজাব, ৪ জন ১৫ হাজাব, ২ জন ১৪ হাজাব, ১ জন ১২ হাজাব, ১ জন ১১ হাজাব, ৩ জন ১ হাজাব, ৩ জন ১ হাজাব, ১ জন ৮ হাজাব, ১ জন ৭ হাজাব, ১ জন ৫ হাজাব, ০ জন গাঢ়েই হাজাব, ১ জন গাঢ়েই হাজাব, ১ জন লেড হাজাব ও ১ জন ৩০০ (এ কেন্দ্রে মোট ভোট সংগ্রা ৬৭৭) ত হিক ভোট পান । কংগ্রেসের যে ২৩ জন প্রতিক্ষের্ব কমার টাকা বাজেরাপ্ত হর, তাঁহাদের মধ্যে মাজাজে ৫ জন, বোহাই ৫ জন, বালোর ৬ জন, মৃত্তপ্রদেশে ৩ জন, পাঞ্জাবে ২ জন, হিহাবে ১ জন, মধ্যপ্রদেশে ২ জন, দিলীতে ১ জন : কেন্দ্রে পরিষ্টেশে কিবানের প্রাক্ষিতিক অভিত্ব নগ্রা । এ নিক্রাচনে কংগ্রেম বে ৮০ জন প্রাণ্ডি মনোনারন করেন ভাহার মধ্যে ৫৬ জন জর লাভ করেন, প্রাক্ষিত হন—বোহাই এ ১ জন, পাঞ্জাবে ২ হন ও বিহাবে ১ জন।

প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘলে বংগ্রেস-দল মান্ত:জ্ যুক্তপ্রদেশ, মধা-প্রদেশ, বিহার ও উড়িবাায় সর্বাদল-নিরপেক স্থাোধিক্য লাভ করিয়াছেন। বোলাই, বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

न्याना करावान	यण पुर	ভেষ। । হস মোট আসৰ		কংগ্রেসের		ণ্ড কর <u>া</u>
		সংখ্যা	,	আসন লাভ	4	ত লাভ
মা <b>ভাজ</b>		234	-	262	_	98
বিহার		265	_	36		46
<b>ेड्या</b>	-	••	_	৬৬		<b></b>
यशा खालम		225	-	4.	- 6	२ ५/२
वृक्त-कामन		२२৮		708		67
বোশাই		314		F4	-	83
পঞ্চাব		398		24		હિ
আসাম		3.4		৩৩		62
বাংশা	-	20.		€8		२२
®:-भः <b>गोबा</b> च		•		22	- 3	<b>&amp; 2/</b> 3
সিশ্ব	-	••		1	- ;	3 3/2



# बृष्टिमं मञ्जीत्यत (सांच

ৰটিশ মন্ত্ৰিসভাৰ প্ৰতিনিধি ২৪শে মার্চ ভারতে পদার্পণ করি ভারতবাসীকে আখাস দিয়াকে । कैं होता है दिवस्कृत तथा विनाहें **এमেশে चामिताह्य । जाहादा मा** है এত मित्न निःमः नव क्**वेदारक**् ভারতবাসী অভ্তপুর্ব পর্ব-ভবিভরে দোৰ-গোড়ার পা দিরাছে। ভাক বাসীর আকাজ্ঞা—নিজ বানি নিকের কাঁথে প্রয়া। কাঁৰে প্রত্ত্ত্ত্ব এই আশা কত বীল্ল পূৰ্ণ করা হা বে বিবয়ে ভারতের নির্বাচিত প্রাঞ্চি নিধিদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করিবার ভব্ট তাঁচাদের ব্রভাগমন। মার মণ্ডালর প্রতিনিধিদের কার্যাপভঙ্কি দেখিয়া মনে হইতেতে বে, ভাঁহাক रान कड़े निर्फ्लड़े महेश जामिशासन

মদক্রম স্থানের দাবী সন্থক কোন বৰ্ষের একটা বন্ধা করিতে জেলা করিতে এইবে। বন্ধা যদি না-ও হয় তবু প্রতিনিধিরা কথাবার্তী মুক্তরী রাখিয়া লগুনে ফিরিবেন না। এ সন্থকে বিলাতী কানিক ললের এক জন বিশিষ্ট মন্ত্রী এক জন সাংবাদিকের নিকট বলিয়াকেন "But if for some reason such an ideal compromise is not reached, the Cabinate Ministers will go ahead and propose a solution which they think most reasonable and which would have the widest support of all responsible political leaders in the country \*\*\* যদি কোন কারণে তেমন কোন আদৰ্শ জাপোৰ সন্তব্পৰ না ক্র ভাষা ইইলে মন্ত্রিসভাব প্রতিনিধিগণ এমন একটা সমাধানের প্রভাব করিবেন যাহা স্কাপেক। যুক্তিযুক্ত এবং বে প্রভাব দেশের সাহিত্ব-পূর্ব হাজনীতিক নেতৃবুক্ত ব্যাপক ভাবে সমর্থন করিবেন।

যদি মদলেম লীগ তাঁহাদের অসম্ভব দাবী কিছুমাত্র ত্যাগ করিছে দখত না হন, তাহা হইলে মঞ্জি-প্রতিনিধির। মদলেম লীগকে বাবদিয়াই অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করিতে উপদেশ দিবেন।

## সেনাপতির মিষ্টি কথা

ভাৰতে ভারতের জন্মী-লাট জেনাবল অচিনলেক বিলাত হইছে ভারতীয় সৈছবাহিনীর প্রতি এক অপ্রত্যাশিত বাণী বেভারে বিভরণ করিরাছেন। ইংরেজ যে ফেছার ভারতকে স্বাধীনতা দিবে, এ বানীর ভারারই স্টুচনা করিছেছে বলিরা প্রদেশের আশাবাদীরা উন্নতিত ইইরাছেন। এক জন ইংরেজ প্রধান সেনাপতি জাতীরতাবাদী ভারতীয় নেতাদের প্রশাসায় পঞ্চমুখ, ইংরেজের ইভিহাসে ইহা প্রধান ও অভিনব। জেনারল অচিনলেক ভতিবাদ করিরাছেল "The nationalists of India, who have worked 80 long and hard for the independence of India"

কাজীরভাবাদী সক্ষরতী বীর সৈত্রিকটোর উপর। এখন সৈত্রিক ইংরেজের বেডনভোকী বাহিনীর মধ্যে মধ্যেই আছে। ভাহারের আছি জেনারেল অচিনলেকের বাবী প্রকল প্রসং কজন। ভারতীর কৈজবাহিনীতে গোরা পণ্টনের প্রতিও সেনাপতির উপদেশ অব্লা। আমি না ভারতবানীর হাতে উহাবা বদি স্বাধীনতা তিকা দের তখন ভারতীর সৈত্রকলে শতকরা কত জন গোরা থাকিবে। বহই থাকুক কা, জেনারেল অচিনলেকের সাধু প্রামর্শে ভাহারা ভারতের নিমক কাইবা বদি হাবাধী না করে ভাহা হইলেই আমরা আনশিত হইব।

## এটमीत रचायना

ভাৰতের বাজনীতিক সমস্যার স্মাধান-প্রসঙ্গে বুটিশ প্রধান
বি: এটিলী বলিবাছেন—"We can not allow a
minority to place their veto on the advance of
the majority"—সংখ্যাগরিষ্ঠদের অপ্রগতিতে কোন সংখ্যাক্ষিত্র কল বাবা দিবে ইছা আমরা ছইতে দিতে পারি না। সেদিন
বাব তেজবাহাদ্র সপক বিলাতী মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য
বিলাছেন—"Already the wreckers are abroad
and nothing will please them more than that
the negotiations for a final settlement should
break down"—ভাঙ্গুনে দল ইতিমধ্যেই কান্ধ স্ক করিবাছে।
ক্ষেত্র নিশ্ভির ক্ষন্ত বে কথাবার্ডা চলিবে ভাষা পণ্ড ছউক—ইছাই
ক্ষান্তাবের কান্য। পণ্ড না ছইলে তাহারা ধুলী হইবে না।

## ইঙ্গ-লীপ ষডযন্ত্ৰ

একথাও খুব গোপন নয় বে, মসলেম সীগের নটরাজ ভিরার সুহিত ভারতে বাহার। বুটিল পৌচ-পাদ-পীড়ন কারেম বাধিতে ছাছ, স সব বুটিল ধনিক বণিক এবং ভারতের অরে পুই লোগিতে ক্রিটি বেভাঙ্গ নোকরদের তলে তলে একটা রকা হইরা গিরাছে।
ইত্যা ইক্সমেলেম স্বার্থ বকা করিবে আর বিনিম্বে মহন্দ্দ আলি
ভিরা বুটিল সামাজ্যের অবীনে পাকিস্থান সঠনে শীকুত হইবেন।

এই মৈত্রীর পরিচর কেন্দ্রী পরিবদে আমনা পাইতেছি: ১৯৩৫
বুরীক্ষ হইতে ১৯৩১ খুরীক্ষ পর্যান্ত তার পরেও ১৯৪৪, ১৯৪৫ খুরীক্ষে
অসলেম লীল কেন্দ্রী পরিবদে প্রত্যুক্ত আর্থ বিল অগ্রাচ্য করিছে করেন্দ্র মনলেম লীল কেন্দ্রী পরিবদে প্রত্যুক্ত আর্থ বিল অগ্রাচ্য করিছে করেন্দ্র মন্ত্রের সক্ষে সহবোগিতা করিরাছে। কিন্তু এইবার মসলেমলীগ এ সহবোগিতার সক্ষত হল নাই! মিঃ জিল্লা বেল ইল-মুসলিম বালিল্য আঁটাতে আবন্ধ হইরাছেন! আন্তর্যাের কথা, লবণগুলে করেল বাধা দিলেও লীল সমর্থন করিরাছে। অর্থনিল সক্ষক্ত করেলে বাধা দিলেও লীল সমর্থন করিরাছে। অর্থনিল সক্ষক্ত করেলের নীতি—ব্যর মঞ্লের আলে অতিবােগের কৈনির্যুক্ত চাই। কর্মেনের নীতি—ব্যর মঞ্লের আলে অতিবােগের কৈনির্যুক্ত চাই। ক্যন্তেনের নীতি—ব্যর মঞ্লের আতিনিধিক্ট ব্যতীত কর স্থাপন চলিবে না।' লবপ-কর হইতে বংসরে ৮।৯ কোটি টাকা আর হইলেও সে কর লগ্নিস্ত ভারতবাসীর প্রতি প্রাসের অর্যের উপর। কোটির লোভে মুণ্ডাতের উপর ট্যান্স চাপান চলে না। অর্থ-সিল্ড চাই-একটি ছোট-বাট প্রবিধার সম্মত হইরাছেন—বেষন ভিউটি যামাভ হাস করা। নীতির বিশ্ব বিশ্বা করেল বল এ সব হাস-প্রভাবের সমর্থনও করিরাছেন। বিভার্ড ব্যাহ্ম এখনও বাই-পরিচালিত করা হর নাই কেন. এ প্রান্তের উত্তরে অর্থ-সম্প্রত বলিরাছেন বে, irresponsible Executive লারিছ-জান-বজিত স্বকালী পরিচালবদের হাতে একপ গুলুইপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান ছাড়িরা দিতে পারা বার না। কংগ্রেস দলভ দ্বিব করিরাছেন বে, বহু দিন পর্যান্ত Executive বা সরন্ধারী ভাগা-পরিচালকগণ দাহিৎজ্ঞান-চীন থাবিবে, তত দিন তাঁহারা কোন বার বর্গাদ্ধ সম্বন্ধে ভোট দিবেন না।

त्रमा याहेएहरक, कुथाएंट दिक्क शाकुकारतन लिशिकात छ विशव शाल्फीरल रेशेरकत हकी जारें के क्रिकेंच एक्श्वर्स 'रह' এবং বুটিশ সিভিজ সাভিসের প্রাইজ বয় এবং বুটিশ হন্ত্রী মিশালয় অক্সতম মি: এ. ভি. আলবজাভাবের বন্ধ ভারত সরকারের এব-সম্ভ সার আর্চিংন্ড বাওলাক্স পটের অন্তরালে ভুতাবর্ত कतिराख्यक्त । यह डेक्-ममानम दिखी ७ व्यक्तारक चाल हैरकना, मधादकी काषाची वावष्टा माद्याएक (काष्ट्री महकाद्वत नार्वाद्रेय माद्रश ভাচার চেষ্টা কলা ৷ মি: ভিন্না যে এরপ অস্থায়ী ব্যবস্থার প্রপ্রাণী নতেন, ভাষা ক তিনি প্রকাশট করিয়াছেন। উভার ব্রুবং পাকিস্থান ও হৈছ গণপথিয়দের সমস্থার নিশ্পত্তি না চত্ত্বা প্রত্ত প্রপ্রসারী কোন নিয়মভাত্রিক প্রিবল্লনা বেন না করা ১৪ **।** এক দিকে মন্ত্ৰী মিশনের অভিথিৱা প্রকাশ্যে নেভাদের সভিত কথাবার্ছে: চালাইভেছেন, অনু দিকে অপ্রকাশো তাঁচারা মহাত্য গান্ধী, জীমতী সরোজিনী নাইড় ও মিঃ ভিন্নার সহিত প্রাল'প কৰিতেছেন। প্ৰকশ্য অলোচনা সৃষ্টবতঃ এপ্ৰিলের ছিতীয় স্ত্' भगास हिलात ।

কংগ্রেস দল কিছ এ বিষয়ে নিংসংশয় যে, লওঁ ওয়াভেলের সেপ্টেরর মাংসর ঘোষণা অনুসারে নির্কাচিত প্রতিনিধিদের থারা কেন্দ্রী সরকারের পুনর্গঠন অংশ্যন্তাবী—ইহা গঠনে আর বিষধ হইতে পারে না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে জনস্মধিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত উইবার পর—প্রোচীন প্রায় গঠিত বেন্দ্রী সরকারের কাজ করা অসম্ভব।

## কণ্টকে কণ্টকে মিতালী

মসলেম লীগের প্রাথীদিগকে সাহায্য করিবার ছক্ত সরকার্থ কর্মনারীরা বে ব্যাসাধ্য চেটা করিবাছেন ভাচার প্রভাক প্রমাণ মৌলানা আবুল কালাম আঞ্জাল প্রকাশ করিবাছেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিরাছেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক বিবাহের প্রীতি-ভোজে সীমান্তের গভর্ণর সার কানিংহাম প্রকাশ্যে অইনক নবাবকে মসলেম লীগে যোগদান করিতে বলেন। এই প্রেদেশের এক জন ইউবোলীর ডেপুটি কমিলনর ও জাহার ছী প্রকাশ্যে লীগ-প্রাথীর জন্ত ক্যানভাস করিয়া বেডান। সেটাল মসলেম পালাঘেনটারী বোর্ড বালার মসলেম লীগের ওওামীর নিশ্লাক সরিবাছেন। ভারতের জনত স্বাধীনভার পক্ষে ক্লের আঁটি জন্বাই ইারেজীতে বাহাকে বলে Sore in the throat of Philip,

क वि वा विश्वादक्त त. निर्माहन ग्रहाहेत ভাহারা বে কেলা কভে क्षितास्त्र का हा व কুলনা ছনিবার মিলিবে না। কিছ কোন হাতিবাৰ দিয়া? মি: ক্ষলুল হক বলিয়া-त्र न—उ ९ रका 5. ছনীতি, অরাজকতা ও नवकारी कर्यातावीत्मव বিৰাসবাতক হা দিয়া। भिः कक्रम इक ইঙ্গিতে বলিয়াছেন-**७ शामी**हे बनि क्रिकि-ৰশ্বিতার আযুধ হয় ভাহা চইলে মি: জিল্লার স্মরণ তাখা कर्खना त्व. "डीशालव এমন খনেক প্রতিক্ষী এখনও আছেন.

বাঁহাৰা পৰাজিত হন



বোদ্বাই ব্যবস্থাপক সভাব কংগ্রেসী মহিলাবৃন্দ। (বামদিক হইতে) প্রীমতী হংস মেহ,তা, প্রীমতী তারাবাঈ যোদক, প্রীমতী লীলাবতী মুদ্দী, প্রীমতী গোবে, কুমবৌ ইন্দুমতী চিমনলাল, প্রীমতী এলাবতী সম্বরাশী

নাই এবং কোন কোন সংগ্রামক্ষেত্রে ভিন্নার সমর্থকগণ এমন মার খাইরাছেন বে, প্রছার-লাস্থনে তাঁহাদের সুক্টিন পৃষ্ঠদেশও মসিবর্ণ চইরা গিরাছে।" লীগের গুঞামীর ফলে আলিগড়ের একটি বড় বাজারের ভিন ভাগ সম্পূর্ণ ধ্বংস চইয়াছে, ইচার ক্ষতির প**িমাণ প্রায় ১৫ লক টাকা।** সিদ্ধু পরিবদে ইউরোপীয় দলের সদক্ষণ একবোগে দীগ মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন। দীগ মন্ত্ৰীবাও আৰাস দিয়াছেন—"The vested interests of the Britishers will be safe guarded" বাঙ্গালায় ঢাকার নির্বাচনে ওপ্তামী সম্পর্কে জনৈক ভৃতপূর্ব্ব মন্ত্রী সম্পূষ্ট चिट्टांश कविद्याद्धन (व. किना माक्टिडेंडे ও चन्नान वड़ वड़ শ্বকারী কর্মচারী লীগকে সমর্থন করিবারই বেন নির্দেশ পাইরাছিলেন। নৰদিলীৰ এক বিশিষ্ট নিৰপেক সাপ্তাহিক পত্ৰিকা মন্তব্য করিরাছেন-বাঙ্গালার জিলা-ক্তপুগণ ভান করিরাছেন বে, এক ষ্ঠি মুসলমান গুণার বিহুতে তাঁহাদের শক্তি নির্বীধ্য হইয়া গিয়াছে। ''এক ঝলক বিহাজের গভিতে শাসন-কর্ত্তপক শত শত কংগ্রেস-ক্মাকে গ্রেপ্তার করিছে পারেন অখচ দীগ-গুণাদের সমূখে দীড়াইলেই ভাঁহার। ক্লীবছের ভান করে। সকলেরই মনে সন্দেহ হইরাছে, প্রাদেশিক পুলিশের এই আচরণের অস্তবে কোন বহস্ত আছে নিশ্চয়।

## क्यूनिहेर्एत द्वश जाकाणन

হ্লেমান নির্বাচন-কেন্ত্রালিকে গীলের পুক্ হইতে বে সংঘর্ষ-প্রতি **অবলব্রিত হইবাছে, এমিক-মিন্টি**লিক বেল্টিলিকের ব্যক্তি কমুনিষ্ঠদের পক্ষ হইতেও তাহা অবলম্বনে নিক্ৎসাহ দেখা বার নাই;
শ্রমিক নির্বাচকমণ্ডশীর ভোটদানের দিবস কলিকাতার বিভিন্ন
কেন্দ্রে কমুনিষ্ঠদের গুণামী প্রকাই হয়। মুসলমান প্রমিকরণ নীলাপাক্ষ
ইইতে নিজেশ পাইহাছিল কমুনিষ্ঠ-প্রাথীকে ভোট দিতে। অমেক্র
লীগপদ্ধা মুসলমান কমুনিষ্ঠ-প্রাথীদিগকে ভোট দিয়াছেও। কিছু
আল্চর্ব্বের বিষয়, নীগ গুণামী করিয়া ভিভিন্না গোল অথচ কমুনিষ্ঠার্
সমপ্রতি অবলম্বন করিলেও তাহাদের হিটলারী কোশল সার্বভ্রির নাই!

## সিন্ধু গভর্ণরের অপচেষ্টা

কিছ বুটিশ মন্ত্রিগনে প্রতিনিধি দল করাটাতে প্লার্পণ করিবাই প্রথমে জালাপ করেন গভর্পর সার ফ্রান্তিস্ মুদির সহিত। ১৯৪২ পুরিন্ধে এই ব্যক্তি বুক্তপ্রদেশে বহু জত্যাচার চালান। বুক্তর সমর তাঁহারই চেটার মানবেজনাথ রার সরকারের সমর্থক হন। চৌধুরী থালেকুজ্জমানের মারফ্ ইনিই মসলেম লীপের রাজনীতিফ পরিকল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ইনিই ভারত সরকারের বরাই সমস্তরণ মসলেম লীগকে উপেকা করিবার জন্ম যিঃ ওরাজ্জে নীতির বিক্লাচরণ করেন। ইহার বিহারের গভর্পর হইবার কথা ছিল, কিছ বিহার করেগ্রান্তর বিহারে করেল, চক্রান্ত বা জানিজ্বী এখানে চলিবে না বুরিরা ইহাকে সিন্তুর সভর্পর করা হয়। তাঁহার চক্রান্তেই সেথানে হিলারেভুলা মন্ত্রিসক্তা হালিত। অর্থ ও বৃত্তির বেলার ইংবেক সাত্রান্তা জিরাইরা রাখিবেস যদিবা গুলি জ্বান্তা

## বিভীষণের কার্যাতি

ব্যৱভাব দল যে কৃতীৰ্ত্তি আৰম্ভ কৰিবাছে আৰু ইংৰেজক অনুষ্ঠাত বুঁজিবাৰ প্ৰবোগ দিতেছে, ভাষাৰ প্ৰমাণ বেশ পৰিস্কৃট।
কল্মে মৰ্চে ৰাষ্ট্ৰীৰ পৰিবলৰ অভিবেশনে বড়লাটেৰ শাদন পৰিবলৰ আবন্ধাত সাৰ মহন্মদ উদমান বলেন—"The idea of by-passing the Muslim League which one hears so much, should be given up if the Mission is to succeed"—মন্ত্ৰি-সভাৰ প্ৰাভনিধি দলের উদ্দেশ্য সকল কৰিতে হইলে মদলেম লীগাকে অড়াইয়া চলিবাৰ মনোভাৰ ভ্যাণ কৰিতে হইবে। সাৰ মহন্মদ উদমান ভাৰত সৰকাৰেৰ অভতম সদত্ত, প্ৰভৰাং কোন দলাবলৰ হুগো উহোৰ চলে না। তিনি কেন্ত্ৰী সৰকাৰের সিদ্ধান্ত ও মতই ক্ষুক্ত কৰিবেন, ইহাই সকলেৰ ধাৰণা। তবে কি বুকিতে হইবে, আৰম্ভ কৰিবেন, ইহাই সকলেৰ ধাৰণা। তবে কি বুকিতে হইবে,

২৮শে মার্চ্চ কেন্দ্রী পরিবাদে অর্থবিল সম্বন্ধীয় বিতর্ক কালে অসক্রেম লাগের মি: নিজিকী কংগ্রেম দলের সংকারী নেতা মি: আসফ আলির বক্তৃনার কুছ হইয়া বলেন—"১১২৭ খুটান্দ পর্যন্ত বাইন্ডে ছইবে না, ২৫:৩০ কংসর পূর্ব্বের কথাই বলুন না। গোল টেবিল ইন্টেকের সমর আমিও লগুনে ছিলাম। খোল আর খোলার বালা আছুবের কাছে মুসলমান আমি বলিতেছি বে, কংগ্রেম দলের লোকগুলি ও ভারাদের পূর্ববর্ত্তরীয়া ভারতের গ্রীক্ত করিরাছে, হুই অভিস্কি বশত: গোপনে কার্য্য করিরাছে। সালা বৃদ্ধির অপেকা আকটু বেলী বৃদ্ধি আমার আছে বলিয়া বলি ধরিরা লওয়া হয়, তাহা ক্রইলে আমি ইংবেজদের ডাকিরা বলিব—বদি তোমরা ভারত ছাড়িরা আইতে চাও, তাহা স্টেলের বাচাবের হাত হইতে ভারত তোমরা লাইনাছ, তাহাদের হাতেই ভারতকে দিয়া বাও।"

## লীগপছীরা ভারত-বিদেষী

জীগণছীয়া ভারতবাসী নহে। উহাদের সভাপতি মহম্মণ আলি জিল্লা বলিয়াছেন তাহারা ভারতবাসীই নচে। বিগাণী সংবাদপত্র নিউল ক্রনিকলেন বৈদেশিক বিভাগের সম্পাদক মিটার নর্মাল ক্লিক বিঃ জিল্লাকে প্রস্না করেন—পাকিছান সমুছে আপনার এই আপোরবিহীন মনোভাবের ইহাই কি আর্থ নহে বে, অপে আপনি দেশকক, পরে আপন সম্পাদক টু উদ্ভরে মিঃ জিল্লা বলিরাছেন—"I do not regard myself as an Indian. India is a State of nationalities including two major nations and our claim is for a distinct sovereign State for our nation."—আমি আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া লনে করি না। ভারত বিভিন্ন আভিন্ন লাই। এ আতিগুলির মধ্যে ছুই লাতি প্রবান। আমাদের লাবী হইল আমাদের আতির ক্রম্ব সম্পূর্ণ পৃথক সার্কভৌষ একরাষ্ট্রের।

কংগ্রেস যদি মুসলমানদিগকে সমান জ্বাদ দিতে চাহে, যি: ্বালয়া কি ভাষা চইন্দ্রে সে জ্বাদ সইতে সমত হইবেন ? এ গ্রেমের টুউরবেও মি: জিল্লা বলেন—"No. I do not want to live



বেঙ্গল কেমিক্যালে মালয় মেডিক্যাল মিশনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি
আঞ্চাল ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

want to keep us together? We refuse and if you want to force us you will need to keep your bayonets."

আমেরিকার নিউটারক টাইম্পে'ব স্বাদলাতা ববাট আবা মিধ পাকিছানের লাবী সক্ষে মন্তব্য করিবাছেল—'Pakistan is no more than a bargaining counter.'

#### খেতাঙ্গদের সমর-সজ্জা

শেতাক বা কলিকাতার বেতাক বণিক্ষাক কি বংকন ।
কলিকাতার হাকামার ভীক্ত হটার গণরাপীর এসোসিরেশন ভারতে
ইউরোপীরদের খন-প্রাণ বকা করিবার ক্ষপ্ত ভারত্তি সামরিক প্রান
কাটিরাছেন । গণ-গালামা আরম্ভ হইলে মাত্র মুট্টবের ইউরোপীরগণ
নহে, সংখ্যা-বহু ভারতীয়গণকেও বকা করিবার ব্যবহা করিতে ইউবে ।
এখন সংশবের বিষয় এই বে, কলিকাতার ক্ষপ্তের পথচারীরা বেখানে
শক্তকরা ১৯°১ কান, সেখানে শতকরা আথ জন বা সিকি জন
সংক্ষেত্রকর ক্ষপ্ত ওকালতি করা ইইতেছে কেন ? গত নির্কানিক
প্রকাশের লাগনগারী বিরাহে এবং বার্থবান ইউরোপীর ও সরকা
ক্ষিত্রীর বোগনগারী করিবাহে এবং বার্থবান ইউরোপীর ও সরকা
ক্ষিত্রীর বাহাতে ক্ষমেক ক্ষেত্রে নার্থায় ক্ষিরাছে, ক্ষমেন ক্ষেত্রকর প্রাণ্ডার বাহাতে ক্ষমেন ক্ষম্বানীর বাহাতে ক্ষমেন ক্ষমেন ক্ষমিনার ক্ষমিনার বাহাতে ক্ষমেন ক্ষমেন ক্ষমিনার ক্ষমিনার ক্ষমেন ক্ষমিনার ক্যমিনার ক্ষমিনার 
ৰামিয়া পড়ে ৷ যুক্তিকালে জনসাধারণ ইচার আভাস পাইরাজে. **এবং গ্রন্থত** চইবাই আছে। আমহা আলা কবি, দীগ বা **च्युनिहे अथवा हे** छे:वाशीव बार्चवान वनिकामि अस्थामात (यन ১৯৪२ **गालव इब्बंद वृद-विद्यालिव शूनविस्त्र मा इटेरल (मन! टेररक्स मतका**त (व "परवाम" आमर्नवामी प्रविधारमय माम छातिता छेटिएक পারেন নাই ইগ সহদ। ভূলিবার সময় মাসে নাই। ইগারা বৃথিতে চাতে না বে বিকৃত অন-সাধারণ উট্রোপ্রদের প্রকৃত পক্ষে কোন লাইনা কৰিতে চাতে নাই। ভাছাবা হয়ত বা বলিয়াছে, নেকটাই ও ছ্যাট পরিতে পারিবে না, বা দাবী কবিষাছে—বে ভাগতের নিমকে ভোমরা र्षे, का छात्रां कर करेक- कर दिमः । श्राकाशाक कार्यक ইংবেজ বা আমেরিকান সানকে জয় চিক্ বলিয়াছিল—সবল জন-সাধারণ ভাচাভেট আনন্দিদ চটয়া এট সব খেদালকে সম্বৃত্তিত্ত কবিষাভিল। অবশা এ বিক্লোভের ক্রয়োগ লইয়াছিল ভাচারা, ৰাহারা ভূতীর পক্ষের স্বার্থে কচিব বিনিম্যে ভাতীয় ভীবনের কণ্টক हरेट हाटह । हे हावा के श्रामन प्राचित वा-कीश्व प्राचित वा. क्यूनिहेबां यानित्व ना. हेप्तार्थेय अस्मित्रियान भागित्व ना। কিছ খাণীনতা বাচাদের পক্ষে অপাবচার্যা, এ সকল সাময়িক কটক সবল হস্তে টৎপাটিত কবিতে ভাহাদের সময় বেশী লাগিবে विनया मध्य हव ना ।

## বাঁহারা বন্দিশালায়—বাঁহারা নির্বাসনে

১৯৪২ বুটান্দের গুল্ল আন্দোলনের যে সকল কথ্যী আতাগোপন কবিয়াছিলেন, উভোদিগের অনেকের বিকল্পে প্রেক্তারী পরেয়ানা বাতিল করা চইয়াছে, অনেককে প্রাদেশিক কংগ্রেমী মল্লিমগুল মুক্তি শ্রীযুক্ত কচাত পটবর্দ্ধন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪২এ গুপ্ত বেভাগবেল চইতে বিপ্লবী আন্দোলনের সংবাদ ঘোৰণা কৰিবার অভিযোগে '৪৪ সালে **জীমতী উবা মেটাকে ৪ ৰংস**র সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জাঁচাকেও যারবেদা জেল চইতে মৃতিক দেওয়া হটয়াছে। বে'খাই সরকার ইহা ব্যতীত ২৩ জন निकिष्ठोविष्ठे वन्नेटक मञ्जिलादात कार्यसम् क्रमान कविशास्त्रत्। মাদ্রাজ স্বকার আগষ্ট আন্দোলনের বহু বন্দীকে মুক্ত করিয়াছেন। ৰুক্ত প্ৰদে শ্ব নৃত্ন কংগ্ৰেদী সৰকাৰ জীযুত বোগেশচন্দ্ৰ চটোপাধ্যায় শ্ৰেমুখ ৬৩৭ জন বাজনীতিক কাবণে দণ্ডিত ও আবদ্ধ বন্দাকে মৃত্যি-দানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিহারে ভাগলপুর জেল হইতে व्योव २१६ कन এवः यक्ष-श्राप्तम नागपुर ७ क्यमपुर क्रम হইতে আৰ ৪০ জন মৃত্তি পাইয়াছেন। কংগ্ৰেস-সমাজভন্তী নেতা শ্রীবৃত ক্ষপ্রকাশ নারারণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে কেন্দ্রী गवकात मुक्ति पिशाकत।

এ সম্পর্কে আরও কতিপর দেশভজের কথা দেশবাসীকে আমরা মরণ রাখিতে বলি— ডা: ভাবকনাথ দাশ, জীযুক্তা সরোজনী নাইডুর বিপ্লবী জ'ভা জীযুক্ত বাবৈজ্ঞনাথ চটোপাখ্যার, জীযুক্ত নাথিয়ার, দর্মার অজিত সিং ৪০ বংসর পূর্বের আজ্ঞাগাপন করিয়াছিলেন। ভারতের খাবীনভা পাইলে তাঁহার প্রবিধা চূড়ার উপর মর্যুপাখা হই-একটি জওহর, প্যাটেশ বা রাজ্জেপ্রাধার পান ভাহাতে ক্ষতি নাই, কিছু মাড়ভূমির অভ্ন স্বর্শিক্তজীক্ত দেশের বলিশালার বাঁহারা আজীবন শুখল ওণিতেকে

এবং দেশের বাহিরে থেজার বা অনিজ্ঞার বাঁচাব। মৃগ-মুগ নির্বাট রহিলেন, জাঁচার। বদি ফিবিব। না আনেন ভাহ। হইলে স্বাধীনতার সকল আনন্দ বার্থ গুটুরা ধাইবে।

#### স্বাগত সত্যরঞ্জন

দেশবন্ধর 'ফরওয়ার্ডের' চির-নিগুরীত সম্পাদক শ্রীয়ত সভার বন্ধী ২৬শে মার্চ মুক্তি লাভ কবিয়াছেন অবগত হইয়া আহ আনন্দিত হটয়াছি। প্রাধীনতার অসম বেদনার আলাম্যী সভে প্রচার করিয়া গণচিত্তকে উদ্বৃদ্ধ করিবার অপরাবে সংযুক্তম বে জা দীৰ্থকাল কাৱা-বছৰা ভোগ কৰিয়াছেন ভারতের কোন সাংবাদি ভাহা কৰেন নাই। অথচ এই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিককে কারামুক্ত করিব অভ নিখিল ভাৰত সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মিলনের কলিকাই অধিবেশনে একটি দাবী-প্রস্তাব পর্যান্ত করিতে, ভারতের অভ কে क्षामानव ना शिक, वारमाव कान मारवानिकाक कविएक क्रा नाइ। वाःनाव वर्खमान अट्यक्ति अधान मःवानभट्यत स्नावसाद সম্পাদকগণ এবং প্রধান সাংবাদিকগণের অনেকে সভারপ্রনের সহকর্মী তাঁহাবা কি ক্ষিয়া এত শীল্প তাঁহাকে ভূ'লয়াছিলেন, তাহ। हिन् করিলে বিশ্বিত হুইতে হয়। সভাবজনের স্বাস্থা ভালিয়া গিরাটো আর্থিক এবং অক্সবিধ ভাবেও যে তিনি নিগুচাত, ভাহা দেশবাসী হি মারণ রাখিবেন ? গভ নির্বাচনে উভার জন্ত নিদিট আসনে ধর্ম ব্যাবিষ্টার মি: জে, সি, গুপ্ত নির্ব্বাচিত চইয়াছেন। আশা করি, মি: 👟 সভাবজনকে নিৰ্বাচিত হুইতে দিবাৰ জকু স্বেচ্ছায় পদত্যাপ কৰিবান উদারতা প্রদর্শন করিবেন।

## টেগার্ট মরিয়াছে

টেগাট মবিহাছে। আইবিশ হাষ্ট্ৰ-সবিতা ভি ভ্যা**লেরার বেলে** উহার জন্ম হইলেও জননী আয়াল চিত্র দে অভাত পুত্রও ছিল না মতকাত পুত্ৰও চিল না এবং মুর্ব পুত্রও চিল না। ইংকেলের গোরেকা আখড়া ঘটনাও ইয়ার্ড বেমন আইরিশ সিন্ধিন আ দেশভক্তদের পশ্চাতে শনির ২ত লাগিয়া থাকিয়া ভাচাদের চেটা পণ্ড করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল এবং বিনিময়ে মবণ-পণ জাতিক অভিশাপই লাভ কবিয়াছিল, ভারতের নিমক-ভোজী টেগাট ও ভালার ধর্ত্ত স্বচবেরা কড়ির বিনিমরে তেমনি বাংলার দেশভক্ত ব্যক্তের পশ্চাতে শাগিয়া থাকিয়া প্রায় ২৫ বৎসরের যুব-প্রচেষ্টা পণ্ডের শর্মা কবিষা ও নিপীড়ন নিৰ্যাতিন দাবা ভাতির অগ্রগতি রোধ কবিতে পাৰে নাই। এই জাতীয় স্বীস্পোর ক'ন্ডি-কাহিনী মালভেনির জেল-ক্ষিট্রার विश्नार्टि वनिक करेवारक। हिनार्टे ७ काश्व मकात कनमञ्जू আঘাতে বাঙ্গালী ভিন্দৰ কোন পৰিবাৰ বিক্ষত হয় নাই জানি না। ইংরেজ সরকারের এই পরম পদসেবার পুরস্কারম্বরপ উহারা ভাচাকে मान विशाहन, वर्ष विशाहिन। छात्रांक शास्त्रहाहरनव विस्ताह দমন কৰিছে পাঠাইবাছিল, দমন সে করিছে পাবে নাই। বছ স্থানে বছ বাব সে হভাবে হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। चरानारव ७१ अधिक ভाরতের काछोत्र मुशारहत धार्थम विवास, of মবিবাছে। যাইকেল ও'ছাবাব, জেনাবল ভারাব মবিবা বে লোক शिवाद, ऐंशार्टिक्ड लहें लाक व्याखि रहेक।

## জিতেন্দ্রশারায়ণ রায় শিশু বিভালয়

় গভ ২০শে তৈত্ৰ মন্তবাৰ ইউনিভার্সিটি ইন্টটিউট হলে চিবোক্ত প্রভিটনের ১০ম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব হিলাকে লাটপদ্ধী লেড়ী বারোক্ষের সভানেত্রীকে সাড়ববে সম্পন্ন ইবাকে। বিভালরের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃক্তা মুন্নরী বার লেড়ী



কিতেম্বনাবারণ রার শিশু বিভালরের উৎসবে লাটপড়া লেডী বারোজ, প্রভিচাত্তী জীবুলা সুমরী রার ও কুমারী উৎপলা মুখোপাধারকে দেখা **বা**ইতেছে

বিভাগকে অভার্থনা করেন। বিভাগরের বালক বালিকাপণ প্রাচ্যানীর বসজ্ঞাৎসব সঙ্গীতে ও নৃত্যে প্রদর্শন করে। 'বস্তমতী'র ভৌষিকারী প্রলোকগন্ত সতীলচন্দ্র মুখোপাব্যারের পুত্র প্রলোকগন্ত বিচন্দ্র মুখোপাব্যারের পুত্র প্রলোকগন্ত বিচন্দ্র মুখোপাব্যার একটি কবিতা আবৃত্তি করে। ভা: প্রীকুমার স্ম্যোপাব্যার অভ্যাপতদিগকে ধ্রুবার জ্ঞাপন করেন। অভ্যাপর স্মাপাব্যার অভ্যাপতদিগকে ধ্রুবার ক্রাপন করেন। অভ্যাপর স্মাপাব্যার অভ্যাপতদিগকে ধ্রুবার ক্রাপন করেন। অভ্যাপর

## धनिक कराम मरवाष्ट्रजा

' এসেপের সংবাদপত্রগুলি ঠিক গণ-রূপপত্র তা ক্টলেও কোত্র তা তে বাজনীতিক দলের সর্বক। এক বিত্র ছিল, বর্বত জেলবী সাংবাদিকপুল কুপা বা কটাক উপোক্ষা ক্ষরিয়া আপনাদের স্থাবীন মত বাক্ত করিয়াছেল। আফ সংবাদপত্তের পাঠকগণ সংবাদপত্ত-সম্পাদকদের স্বয়সিত অছিপিয়ী মানিক্স সইয়া নাবাদক কইয়া বহিতে নারাজ। অর্থ ও ব্যবসাধ-বচিত প্রকাতা, অনেক সমর অ্থানতা, এদেশের সংবাদপত্তগুলিকে অনিচ্ছাসম্প্রথ মানিরা কইতে হয়। বিশেষ বিজ্ঞাপনিদাতাদের তুই করিতে

সিহা সংবাদপত্রগুলিকে জাত বা অজ্ঞাতগাৰে নীতি ও কৰ্ত্তবাজ্ঞা रहेरक रहा खु বর্তমানে এদেশের জনসাধাৰণ কোন না কোন বাজনীভিত দলের সমর্থক। এ জন্ত বে সংবাদপতের मन्नामकीय ७ मरवान-भविद्यम्पानय देविभक्ते স্কাপেকা কনপ্রিয় বালনীতিক দলের আনৰ্শ বাজ্ঞ কৰে এবং দাবীৰ প্ৰতিশ্বনি करत. त्म मानामभक मर्कारभका व्यक्ति জনসাধারণের প্রির। সম্প্রতি দেখা বাট-ভেছে. বিশেষ বিশেষ ধনিক এক একটি সংবাদপত্রগোষ্ঠী 78 কবিহা শ্ৰেষ্ঠতৰ বাজনীতিক গল কংগ্ৰেলের নীতি ও আদর্শ সমর্থনের প্রবোগ স্টারা জন-মতকে আপন ইলিডে পরিচালিত করিবার পাৰাপোক্ত আহোজন করিছেছেন। ইচা সর্ববন্ধনবিদিত বে, বিরলাগণ দিল্লীর 'চিন্দ-হান টাইম্স', क्लाहावादम्ब 'लोपाव'. লক্ষেত্ৰিৰ 'ডেলী হেৱাল্ড', পাটনাৰ 'সাৰ্জ-লাইট', কলিকাভার 'ইটার্ব এমঞ্চেস' ও 'ভাৰত', নাগণুবেৰ 'নাগপুৰ টাইষ্স', কটকের 'নিউ উডিবাা, করাচীর 'সিছ অবজার্ভার' এবং মান্তাজ ও বোখাই এর ৰুৱেৰটি বিশিষ্ট সংৰাদপত্ৰে ব্যবসাৱ ও নীতি নিষ্ঠিত করিতেকেন। শেঠ বামকুক ভালমিয়া বোখাই এব 'টাইমন অফ ইণ্ডিয়া' প্ৰায় চট কোটি টাকায় কিনিয়া লইতে-क्रम। এक एम क्रिवादिव

'মালাক বেল' বিক্রী ত চ্ইতেছে বলিয়া জনবন। পানী। প্রতিশোধে সংবাদ্যাত্রের কাপক বপ্তানী বন্ধ কবিরা দিরা ভারতের জাতীরতা বাদী সংবাদপ্রশুলিকে হত্যা কবিবার বেন গোপন চক্রান্ত চলিতেছে। ভারত স্বকার এই অপচেটার ওক্নত বৃলিতে পারিতেছেন না, এবং কেল্রী পরিবদের সদত্যগণ, সংবাদপ্রেই বাঁহাদের পক্ষে স্বাদ-নির্দেশ-পত্র এবং আপনাদের মুখপত্র ও প্রচারপত্র, ভাঁহারাও এই ওক্ষত্বপূর্ণ বিবদের এখনও উলাসীন হইরা আছেন।

চিত্র-পরিচয়

শিল্পী অবনী সেনেব 'গতি' ছবিটি সংক্রা ন্যাশানাল আট
একজিবিসনে প্রথম পুরুষার পাইরাছে। আমরা উক্ত ছবিটির
জভ কুরারী থেরেনেশ ইম্পাহানিব সৌরক বীকার করছি।